শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

পূজ্যপাদ-শ্রীলশ্রীযুক্ত-গোপালভট্ট-গোস্বামিনা

বিলিখিতঃ।

পূজ্যপাদ-শ্রীলশ্রীযুক্ত-সনাতন-গোস্বামিকৃতয়া

দিগ্দর্শিনীনামটীকয়া সহিতঃ।

বঙ্গানুবাদ-টিপ্পনী সহিতশ্চ।

বিবিধপুস্তকপ্রকাশকতয়া লব্ধকীর্ত্তেঃ ভারতসম্রাট্সম্মানিতস্য

শ্রীযুক্তগুরুদাসচট্টোপাধ্যায়স্যানুজ্ঞয়া

শ্রীশ্যামাচরণকবিরত্নেন

সম্পাদিতঃ।

কলিকাতা-রাজধান্যাম্

২০১ সংখ্যক-কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরিতঃ

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়েন প্রকাশিতঃ।

২ সংখ্যক-গোয়াবাগানষ্ট্রীটস্থ-ভিক্টোরিয়া-যন্ত্রে শ্রীনগেন্দ্রনাথ কোঙার দ্বারা মুদ্রিতশ্চ।

বঙ্গাব্দাঃ ১৩১৮।

[মূল্য ৫৲ টাকা।

ভূমিকা।

"শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস" হিন্দু সাধারণের, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের অতি উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ইহাতে স্নান, আহ্নিক, পূজা, দীক্ষা, পুরশ্চরণ, একাদশীর উপবাস, জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রত, দেবপ্রতিষ্ঠা, দেবগৃহনির্ম্মাণ, দেবগৃহ-প্রতিষ্ঠা, বাস্তুযাগ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থা আছে। ধর্ম্ম্যকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব যেমন ইদানীন্তন সাধারণ হিন্দুসমাজের পরিচালক, সেইরূপ মহামহোপাধ্যায় গোপালভট্ট-বিলিখিত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও ইদানীন্তন বৈষ্ণবসমাজের একমাত্র পরিচালক। এই-জন্য সকলেই ইহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কারণে অনেকেই ইহা টীকা ও অনুবাদ সহ মুদ্রিতও করাইয়াছেন। কলিকাতাস্থ সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী প্রথিতনামা পুস্তকপ্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমার উপর সম্পাদনভার সমর্পণ করেন। তজ্জন্য আমি তাঁহারই সাহায্যে যাবতীয় মুদ্রিত পুস্তক ও কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু একখানি পুস্তকও বিশুদ্ধ দেখিলাম না। অথচ যাঁহারা মুদ্রিত করাইয়াছেন, তাঁহারা ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, অন্যান্য পুস্তক ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ বলিয়া আমরা বহু বহু পণ্ডিত দ্বারা সংশোধনপূর্ব্বক অতি বিশুদ্ধরূপে এই গ্রন্থ প্রচার করিলাম; এবং যাঁহারা হস্তলিখিত পুস্তক দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই বলিয়াছিলেন যে, এখানি অতি বিশুদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই পরিচয় পাইলাম না। দেখিলাম, প্রকৃত পাঠ নির্দ্ধারণে কেহই যত্ন করেন নাই; কেবল আদর্শপুস্তকের কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি-মাত্র সংশোধন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে এক এক স্থানে প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিতে আমাকে সবিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। তজ্জন্য স্তূপাকার বেদাদি বিবিধ গ্রন্থ আলোড়ন করিতে দেখিয়া অনেকে অন্যের নিকট উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন "হরিভক্তিবিলাসের পাঠ নির্ণয় করিতে আবার বেদ কেন! উঁহার সকল কাজেই বহ্বাড়ম্বর দেখা যায়। উনি ভাতে-ভাত রাঁধিতেও সূপশাস্ত্র খুলিয়া বসেন।" কিন্তু আমি তাঁহাদের তাদৃশ উপহাসে বিচলিত হই নাই; যেহেতু

আমার মনের মধ্যে তখন বিষম ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম—এইরূপ আদর্শপুস্তকের সাহায্যে আমার স্থায় মূঢ় ব্যক্তি দ্বারা এ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠিবে না। ওদিকে প্রকাশক মহাশয় বহুব্যয়ে একবারেই সমস্ত কাগজ ক্রয় করিয়া বসিয়াছিলেন; সুতরাং কার্য্যে বিলম্ব দেখিয়া তিনি নিজেও অস্থির হইয়া উঠিলেন, এবং পুনঃপুনঃ ত্বরা দিয়া আমাকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। অগত্যা ভীতমনে কাতরপ্রাণে দীনদয়াময় বাঞ্ছাকল্পতরু জগদ্‌গুরু শ্রীহরির স্মরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এবং তাঁহারই কৃপায় এক্ষণে সম্পূর্ণও করিলাম। কিন্তু এখনও ভয় ভাঙ্গিতেছে না। যতদিন সুধীগণের সন্তোষসূচক অভিমত প্রাপ্ত না হই, ততদিন এইরূপ উদ্বেগেই থাকিতে হইবে।

কিরূপ আদর্শপুস্তক লইয়া আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইলে, এ গ্রন্থে যৎকিঞ্চিৎ দোষ থাকিলেও তাহা মার্জ্জনা করিতে পারেন;—অন্যান্য পুস্তকের ভূমিকার স্থায় এ পুস্তকের ভূমিকাও বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ মনে না করেন;—এবং আমি যেরূপ পাঠ সন্নিবেশ করিয়াছি, তাহাই প্রকৃত কি না, তাঁহাদের আলোচনায় মীমাংসিত হইতে পারে;—এই অভিপ্রায়ে তাঁহাদের গোচরী-করণার্থে সমস্ত পুস্তকের সমস্ত ভুলগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে বর্ণাশুদ্ধি, বা ছাপার ভুল, অথবা যেগুলি ছাপার ভুল বলিয়া ধরিলেও ধরা যায়, সে সমস্ত লিখি নাই। যেহেতু—বৃহৎ গ্রন্থ হস্তে লিখিতে হইলে সকলেরই সময়ে সময়ে অমনোযোগ ঘটিয়া থাকে; বিশেষতঃ ইদানীন্তন অধ্যাপক মহাশয়দিগের অধিকাংশই বর্ণাশুদ্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করেন না। এবং লিপিযোজক-(কম্পোজিটার)-দিগের মূর্খতায়, প্রুফ-সংশোধক-দিগের অজ্ঞতায় বা অসাবধানতায়, মুদ্রাকর-(প্রেস্‌ম্যান্)-দিগের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায়, সর্ব্বোপরি গ্রন্থকার বা প্রকাশক মহাশয়দিগের কার্য্যানুরূপ দক্ষিণাদানে কৃপণতায়, ও গ্রাহক মহোদয়গণেরও "সস্তা" প্রিয়তায় অস্মদ্দেশীয় কোনও মুদ্রাযন্ত্রেই কোনও পুস্তক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আর পরিত্যাজ্য, পরা-ভক্তি, তৎসম্বন্ধীয়, সম্মানিত, সম্বৎসর, শিরোপরি ইত্যাদি পদ অভ্যাসবশে অনেকেই লেখেন ও পড়িয়া যান; কিন্তু ঐগুলি যে ব্যাকরণদুষ্ট, তাহা স্মরণ করাইয়া না দিলে তাঁহাদের মনেই উদয় হয় না। সুতরাং তত্তদ্বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া হস্ত-লিখিত পুস্তকের লেখক মহাশয়গণের, এবং মুদ্রিত পুস্তকের সম্পাদক মহাশয়-গণের ঔদাস্যবশতঃ স্বকৃত দোষগুলিই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন সে সমস্তগুলি ছাপাইতে গেলে ৭।৮ ফর্ম্মা হয় দেখিয়া, ২।৪টি মাত্রই নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।—

১৯ বিলাস, ৯৮ শ্লোক।

হিরণ্ময়েতি মন্ত্রেণ অর্ঘ্যং দেবায় দাপয়েৎ।

অতো দেবেতি সূক্তেন পাদ্যং কৃষ্ণায় মন্ত্রিতম্॥

বেদমন্ত্রে "হিরণ্ময়" প্রয়োগ কোথাও নাই; "হিরণ্যয়" আছে।

বৈদিক ব্যাকরণের সূত্র যথা—"ঋত্ব্য-বাস্ত্য-বাস্ত্ব-মাধ্বী-হিরণ্যয়াশ্ছন্দসি॥ ৬।৪। ১৪৫। * * * হিরণ্যশব্দাদ্ বিহিতস্য ময়ট্ট মশব্দস্য লোপো নিপাত্যতে। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা।"

"অতো দেবেতি সূক্তেন" এই অংশের অনুবাদে আছে—অনন্তর "দেব" এই মন্ত্র দ্বারা।

"অতঃ" শব্দের অর্থ এখানে "অনন্তর" করা হইয়াছে। কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ—"অতো দেবা" এই মন্ত্র দ্বারা।

সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এই—"অতো দেবা অবন্তু নো, যতো বিষ্ণুর্বি চক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ॥ ঋক্ ১ম। ২২সূ। ১৬)

১৯শ বিলাস, ১৪৫ শ্লোক।

দিগীশানাস্তু মন্ত্রেণ রত্নাদীন্ বিনিবেশয়েৎ

তদ্ যথা—শক্রঃ সুরপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রনয়নোজ্জ্বলঃ।

যষ্টা যঃ ক্রতুমুখ্যানাং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥

ত্রাতারমিতি মন্ত্রেণ সান্নিধ্যং তত্র কারয়েৎ॥

* * *

কৃষ্ণাঞ্জননিভো রৌদ্রো দণ্ডপাণিঃ স্রগুজ্জ্বলঃ।

সর্ব্বপ্রেতাধিপো দেবো নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥

সান্নিধ্যকরণে তস্য মন্ত্রস্ত্বনিয়মঃ স্মৃতঃ॥

শেষ পঙ্‌ক্তিটি সকলেই ঐরূপ ধরিয়াছেন, এবং মুদ্রিত পুস্তকগুলিতে উহার অনুবাদ আছে—ইঁহার (যমের) সান্নিধ্যকরণে কোনরূপ মন্ত্র নাই।"

"মন্ত্রস্ত্বনিয়মঃ স্মৃতঃ" ইহার অর্থ—"কোনরূপ মন্ত্র নাই" হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি সকল দিক্‌পালেরই মন্ত্র আছে; কেবল যমেরই নাই কেন? উনি কি অপরাধ করিলেন? তৃতীয়তঃ, প্রথম পঙ্‌ক্তিতে যখন সমস্ত দিক্‌পালেরই মন্ত্র পাঠ করিতে বলা হইয়াছে, তখন যমের মন্ত্র ত্যাগ করা হইবে কেন?

উহার প্রকৃত পাঠ—সান্নিধ্যকরণে তস্য মন্ত্রস্ত্বসি যমঃ স্মৃতঃ।

অনুবাদ—তাঁহার (যমের) সন্নিধীকরণে "অসি যমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র জানিবে।

সম্পূর্ণ মন্ত্র—অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্ব্ব,-ন্নসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত, আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি ॥ (ঋক্ ১ ম। ১৬৩ সূ। ৩)

"অসি যমঃ" স্থলে বর্ণসাদৃশ্যেই "অনিয়মঃ" হইয়াছে।

১৯শ বিলাস, ২২০ শ্লোক।

তিলাংশ্চ জুহুয়াদাজ্যৈর্বৈষ্ণবং শ্রপয়েচ্চরুম্।
তিলতণ্ডুলদুগ্ধৈস্তু ঘৃতেনার্ঘ্যায় সাধয়েৎ।
অবতার্য্যাভিঘার্য্যৈব মন্ত্রৈরেভিস্তু হোময়েৎ ॥

"অর্ঘ্যায় সাধয়েৎ" ইহার কোনও অর্থই এখানে হইতে পারে না। কিন্তু উহার অনুবাদে আছে—তিল, তণ্ডুল, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা অর্ঘ্য সম্পাদন করিবে।

"অর্ঘ্যায় সাধয়েৎ" ইহার অর্থ "অর্ঘ্য সম্পাদন করিবে" কিরূপে হইল? দ্বিতীয়তঃ, অর্ঘ্যে তিল, দুগ্ধ ও ঘৃত দিবার বিধি কোন্ শাস্ত্রে আছে? তৃতীয়তঃ, চরুহোমে চরুপাক করিয়া তৎপরেই তদ্দ্বারা হোম করিবার বিধি সর্ব্বত্রই আছে; এখানে, চরুপাকের পর অর্ঘ্য সম্পাদন করিয়া তার পর হোম করিতে বলিলে অন্যান্য বিধির সহিত কি বিরোধ ঘটে না? চতুর্থতঃ, ঐ অর্ঘ্য কাহার জন্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ এখানেও নাই এবং পরে কোথাও ঐ অর্ঘ্য কাহাকেও দিবার কথা নাই কেন?

উহার প্রকৃত পাঠ—তিলতণ্ডুলদুগ্ধৈস্তু ঘৃতেনাঘার্য্য সাধয়েৎ। তিন পঙ্‌ক্তির অনুবাদ এই—ঘৃতমিশ্রিত তিল হোম করিয়া (অর্থাৎ সতিল আজ্য-হোম করিয়া) তিল তণ্ডুল ও দুগ্ধ দ্বারা বৈষ্ণব চরু পাক করিবে, এবং উহা ঘৃত দ্বারা আঘারিত করিয়া প্রস্তুত করিবে (অর্থাৎ পাক শেষ হইলে উহাতে ঘৃত ছড়াইয়া দিয়া সুস্বাদু করিবে)। তার পর নামাইয়া, আবার আঘারিত করিয়া এই সকল বক্ষ্যমাণ (মন্ত্রে) হোম করিবে।

ভারতীয় চরুহোমে এইরূপ নিয়মই দেখিতে পাওয়া যায়।

"ঘৃতেনাঘার্য্য" ইহারই বর্ণব্যত্যয়ে "ঘৃতেনার্ঘ্যায়" হইয়াছে।

২০শ বিলাস, ৫৯ শ্লোক।

বাস্তুপূজা-প্রকরণে বিল্বপঞ্চক দ্বারা হোমের পাঁচটি মন্ত্র টীকায় ধৃত হইয়াছে। যথা—

(১)। বাস্তোষ্পতে প্রতীজানীহ্যস্মান্ স্বাবেসো অনমীবা ভবামঃ
যন্মেমহে প্রতিতং নো জুষস্ব শান্নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ॥

প্রকৃত পাঠ— বাস্তোষ্পতে প্রীতি জানীহ্যস্মান্
স্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ!

যন্বেমহে প্রতি তন্নো জুষস্ব
শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ (ঋক্ ৭ ম। ৫৫সূ।২)

(২) বাস্তোষ্পতে প্রতরণোনরায়াধশয়স্কানোগোভিরশ্বেভিবন্দো
অজরাস্রস্ত সখ্যেস্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি তন্নো জুষস্ব।

প্রকৃত পাঠ—বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি
গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো।
অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম
পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব॥ (ঋক্ ৭ ম।৫৫সূ। ২)

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

এ স্থলে কিরূপ বর্ণের ব্যত্যয়ে ও কিরূপ বর্ণের সাদৃশ্যে কিরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে, পাঠকগণ প্রকৃত পাঠের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

১৫শ বিলাস, ১৩ শ্লোক।

নির্জ্জলৈকাদশী প্রকরণে একটি বচন আছে—

স্নানে চাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্ ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ॥

ইহার অনুবাদে আছে—সুধী ব্যক্তি অন্য কোনও কার্য্যেই জল ব্যবহার করিবেন না। এমন কি, স্নানে ও আচমনেও জল বর্জ্জন করিবেন (অর্থাৎ স্নান ও আচমনও করিবেন না)। ইহার অন্যথাচরণ করিলে ব্রতভঙ্গ হইয়া থাকে।

জল বর্জ্জনের যদি এতই নিষেধ যে, স্নান-আচমনও করা চলিবে না, তাহা হইলে মলমূত্রত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালনেও জল বর্জ্জন করিতে হয়, অথবা ঐ দিন ঐ সকল কার্য্য বন্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রে আছে, ঐ সকল কার্য্য না করিলে, ও ঐ সকল কার্য্য করিয়া বিধিমত জলশৌচ না করিলে, এবং স্নান ও আচমন না করিলে কোনও কার্য্যেই অধিকার হয় না (তবে রোগাদি কারণ ঘটিলে স্বতন্ত্র কথা; তজ্জন্য প্রতিপ্রসবও আছে)। দ্বিতীয়তঃ, "অন্যৎ" শব্দের (অর্থাৎ অন্য জল বলার) সার্থকতা কি থাকে?

সংস্কৃত ভাষার রীতি ও শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়-অনুসারে উহার প্রকৃত অর্থ—স্নানে ও আচমনে উপযোগি জল ব্যতীত অন্য জল উপযোগ করিবে না (অর্থাৎ কেবল স্নান ও আচমন করিতে যতটুকু জল মুখে দেওয়া আবশ্যক, ততটুকুই দিবে তদ্ভিন্ন জল মুখে দিবে না।

উল্লিখিত পাঠ ও অনুবাদগুলি সকল পুস্তকেই যে একপ্রকার আছে, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে কোনও কোনও স্থলে বিভিন্নপ্রকারও আছে বটে; কিন্তু কোনও পুস্তকেই বিশুদ্ধ পাঠ ও নির্দ্দোষ অনুবাদ নাই। যে গ্রন্থ দেখিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে হয়, সে গ্রন্থে এরূপ ভুল যে নিতান্ত মারাত্মক, এ কথা বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার হাতে যেরূপ কার্য্য আছে, তদনুরূপ সময় নাই। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রার অভ্যাস করিয়াও সময়ের অভাব মোচন করিতে পারিতেছি না। তদুপরি এই গ্রন্থের মূল ও টীকার প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিতেই অনেক সময় নষ্ট করিতে হইয়াছে। এ অবস্থায় ইহার অনুবাদের ভার আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। উহা অন্য পণ্ডিতের কৃত। তবে আমি উহা দেখিয়া দিয়াছি, অর্থাৎ যে যে স্থানে মূলের সহিত অনৈক্য ছিল, সেই সেই স্থলে ঐক্য সম্পাদন করিয়াছি; তদ্ভিন্ন ভাষার পারিপাট্যাদি সম্পাদন করিতে পারি নাই। ইতি—

শিবপুর,
১লা কার্ত্তিক, ১৩১৮

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এই গ্রন্থের রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপালভট্ট দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কাবেরী নদীর তীরে, বেলগুঁড়ি গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বেঙ্কটভট্ট। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। ত্রিমল্ল ও প্রবোধানন্দ নামে গোপালভট্টের দুই পিতৃব্য ছিলেন। প্রবোধানন্দও বেদান্তশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হইয়া "সরস্বতী" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনিই গোপালভট্টের শিক্ষাগুরু। তাঁহার শিক্ষাকৌশলে ও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে গোপালভট্ট অতি অল্প বয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন। বেঙ্কটভট্ট পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব দেশপর্য্যটনকালে বেঙ্কটভট্টের আলয়ে চারি মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি বালক গোপালভট্টকে দীক্ষিত করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করান। অতঃপর গোপালভট্ট ৺শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়া শ্রীরূপসনাতনের আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। তৎকালেই তিনি এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে গোপালভট্টের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধারমণ-বিগ্রহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।

সূচীপত্রম্।

প্রথমবিলাসঃ।

দ্বিতীয়বিলাসঃ।

পঞ্চমবিলাসঃ।

সপ্তমবিলাসঃ।

দশম-বিলাসঃ।

দ্বিতীয়ো ভাগঃ।

একাদশ-বিলাসঃ।

দ্বাদশ-বিলাসঃ।

ত্রয়োদশ বিলাসঃ।

চতুর্দ্দশ-বিলাসঃ।

পঞ্চদশ-বিলাসঃ।

ষোড়শ-বিলাসঃ ।

সপ্তদশ-বিলাসঃ।

সূচিপত্রং সম্পূর্ণম্।

অনাহতাম্বুজে ষড়্ভি-রূর্ম্মিভির্ম্মে সনাহতে।
পীযূষোদধিমধ্যস্থ-রত্নদ্বীপস্য মধ্যতঃ॥
স্থিতং কল্পতরোর্মূলে কঞ্চিৎ কল্পতরুং পরম্।
তমালতরুনীলাভ-মধস্তাৎপীতবল্কলম্॥
কানক্যা লতয়া গাঢ়-মাপাদস্কন্ধবেষ্টিতম্।
আলবালনিবদ্ধাঙ্ঘ্রিং পুষ্পদামবিভূষিতম্॥
পদ্মরাগপ্রভানিন্দি-লসৎকিসলয়ান্বিতম্।
বিশালবিটপাবলম্বি-বৃহৎফলচতুষ্টয়ম্॥
বামতঃকিঞ্চিদাবর্জ্জি-বিচিত্রশিখরং সদা।
স্ফুরতা জ্যোতিষা শশ্বদ্ ভাসয়ন্তং দিশো দশ॥
পল্লবান্ত-রবিশ্রান্ত-খেলৎখঞ্জনরঞ্জনম্।
প্রজাপতীন্দ্রগোপালি-নীলকণ্ঠাদিসেবিতম্॥
স্কন্ধোপরিপ্রশাখৈক-শুষিরোত্থমধুস্বনৈঃ।
মোহয়ন্তং জগৎ সর্ব্বং মোহনৈর্দ্ধ্বক্ষরাত্মকৈঃ॥
অতীবশীতলচ্ছায়ং সর্ব্বসন্তাপহারকম্।
পদে পদে প্রপদ্যেয়—প্রার্থনেয়ং সদা মম॥

—সম্পাদকস্য

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

প্রথমবিলাসঃ।

শ্রীশ্রীগোবিন্দায় নমঃ।

অথ মঙ্গলাচরণম্।

চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে, শ্রীবৈষ্ণবাণাং প্রমুদেঽঞ্জসা লিখন্।
আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ সার্দ্ধং সমাহৃত্য সমস্তশাস্ত্রতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীমদনমোহনঃ কৃষ্ণো জয়তি। ব্রহ্মাদিশক্তিপ্রদমীশ্বরং তং, দাতুং স্বভক্তিং কৃপয়াবতীর্ণং। চৈতন্যদেবং শরণং প্রপদ্যে, যস্য প্রসাদাৎ স্ববশেঽর্থসিদ্ধিঃ। লিখ্যতে ভগবদ্ভক্তি-বিলাসস্য যথামতি। টীকা দিগ্দর্শিনী নাম তদেকাংশার্থবোধিনী॥ সুদুষ্করে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তমানো গ্রন্থকারস্তৎসংসিদ্ধয়ে প্রথমং পরমগুরুরূপং শ্রীমদিষ্টদৈবতং শরণত্বেনাশ্রয়তি চৈতন্যেতি। চৈতন্যং বিশুদ্ধং জ্ঞানং তদ্রূপো যো দেবো জগৎপূজ্যস্তং। দেবেষু মধ্যে যো জ্ঞানঘনস্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা। চৈতন্যস্য চিত্তস্য দেবোঽধিষ্ঠাতা যঃ শ্রীবাসুদেবস্তং। অথবা চৈতন্যং চেতনা জীবনহেতুস্তস্য দেবো নাথস্তং প্রাণেশ্বরমিত্যর্থঃ। আশ্রয়ে শরণং যামি। কিমর্থং? শ্রীমতাং বৈষ্ণবাণাম্ আবশ্যকম্ অবশ্যকৃত্যং যৎ কর্ম্ম তৎ সাধুভিঃ সদাচারপরৈর্বৈষ্ণবৈরেক সমং বিচার্য্য লিখন্ লিখিতুং, হেতৌ শতৃঙ্। তচ্চ কিমর্থম্? তেষামেব প্রকৃষ্টমুদে পরমহর্ষায়। নন্বু তব নীচস্য কথমেতৎ সিধ্যতু? তত্রাহ ভগবন্তমিতি। সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তং কারুণ্যাদ্যখিল-ভজনীয়গুণবন্তং বা শ্রীকৃষ্ণমিতি বা কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রীভাগবতোক্তেঃ। এবং পক্ষত্রয়ে ক্রমেণ সম্বন্ধনীয়ং। তাদৃশস্য মহাপ্রভোরাশ্রয়ণেন ন কিমপ্যসাধ্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ তচ্ছক্ত্যৈব তন্নিয়োজনেন বা তন্মাহাত্ম্যেন বা অহমত্র প্রবৃত্তোঽস্মি, ন তু স্বাতন্ত্র্যাদিনেতি নিজৌদ্ধত্যাদিপরিহারঃ। স্বমতে

আমি সাধুগণের * সহিত বিচার করিয়া বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল নিখিল শাস্ত্র হইতে আহরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগেরই পরমানন্দবর্দ্ধনার্থ অনায়াসে লিখিবার জন্য শ্রীমদ্ভগবান্ চৈতন্য-

---

* সাধুগণের অর্থাৎ সদাচারশীল বৈষ্ণবগণের।

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥ ২ ॥
মথুরানাথপাদাব্জ-প্রেমভক্তিবিলাসতঃ। জাতং ভক্তিবিলাসাখ্যং তদ্ভক্তাঃ শীলয়ন্ত্বিমম্ ॥ ৩ ॥
জীয়াসু-রাত্যন্তিকভক্তিনিষ্ঠাঃ, শ্রীবৈষ্ণবা মাথুরমণ্ডলেঽত্র।
কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু, শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ স লোকনাথঃ ॥ ৪ ॥

চ শ্রীচৈতন্যদেবেতি প্রসিদ্ধসংজ্ঞং ভগবন্তং মহাপ্রভুম্। তৎকারুণ্যমহিম্না তদাশ্রিতস্য মম ন কিমপি দুষ্করং, সর্ব্বমেব সুখসাধ্যমিত্যর্থঃ। নম্বু তৎ সর্ব্বং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাগমাদিষু সর্ব্বত্র বর্ত্তত এব, কিং তল্লিখনেন? তত্রাহ—সমস্তেভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ সম্যক্ আহৃত্য আনীয়। তত্র তত্র স্থানে স্থিতমহমত্র যথাযোগ্যং সঙ্গময্য তত্তৎপদ্যজাতমেকত্রীকৃত্য লিখিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ বিলাসান্ পরমবৈভবরূপান্ ভেদান্ চিনুতে সমাহরতি। ভক্তিবিলাসানাং চয়নেনাস্য গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেতি-সংজ্ঞায়াং কারণমেকমুদ্দিষ্টং। ভগবৎপ্রিয়স্যেতি বহুব্রীহিণা তৎপুরুষেণ বা সমাসেন তস্য মাহাত্ম্যজাতং প্রতিপাদিতং। এবং তচ্ছিষ্যস্য শ্রীগোপালভট্টস্যাপি তাদৃক্ত্বং বোদ্ধব্যং। শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদাদীন্ নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ শ্রীমথুরানাথস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ পাদাব্জে বিষয়ে যা শ্রীগোপালভট্টস্য প্রেমভক্তিস্তস্যা বিলাসতঃ উল্লাসাৎ। যদ্বা মথুরায়াং যো নাথস্তস্য প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়োর্ভক্তিবিলাসঃ ভক্তিক্ষেত্রত্বাৎ তস্মাজ্জাতমিতি গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেত্যাখ্যায়াং কারণান্তরং জ্ঞেয়ং। ইমং গ্রন্থং তদ্ভক্তাঃ শ্রীমথুরানাথপাদাব্জে ভ্রমরাঃ শীলয়ন্তু অভ্যস্যন্ত্বিত্যর্থঃ। শোভয়ন্ত্বিতি পাঠে দোষাপকরণেন নিরন্তর-শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রচারণাদিনা বা অলঙ্কুর্ব্বন্ত্বিতি বিনয়বিশেষঃ ॥ ৩ ॥ শোভাপাদনঞ্চাস্য গ্রন্থস্য শ্রীমথুরানাথচরণারবিন্দভক্তিরসিকানাং শ্রীমথুরায়াং সুখনিবাসেন স্বতএব সম্পদ্যতে ইত্যাদ্যভিপ্রায়েণাশাস্তে জীয়াসুরিতি। শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনাদি-লক্ষণ-নিজোৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বন্ত্বিত্যর্থঃ। মথুরামণ্ডলে শ্রীমথুরানগরমধ্যে

দেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ১। ভগবৎপ্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট, রঘুনাথ-দাস ও রূপসনাতনকে প্রীত করিবার জন্য, ভক্তির বিলাস * আহরণ করিতেছে। ২। মথুরা-ধীশ্বর হরির চরণকমলে গোপালভট্টের যে প্রেমভক্তি আছে, সেই ভক্তির বিলাস হইতেই ভক্তিবিলাসাখ্য গ্রন্থ সঞ্জাত হইয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণভক্তগণ এই গ্রন্থ অভ্যাস করুন্। ৩। † (মথুরাপুরে মথুরেশ্বরের পাদপদ্মভক্তিরসিকগণের সুখনিবাস দ্বারাই উক্ত গ্রন্থের শোভা-সম্পাদন স্বভাবতই নিষ্পন্ন হয়, ইত্যাদি অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করিতেছেন)—আত্যন্তিকভক্তিনিষ্ঠ শ্রীবৈষ্ণবগণ মথুরামণ্ডলে সুখে নিবসতি করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনাদিরূপ নিজ উৎকর্ষ

---

* ভক্তির বিলাস অর্থাৎ পরমবৈভবরূপ ভেদ-সমূহ।

† এই স্থলে মূলে "শোভয়ন্ত" পাঠও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে স্থলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রচারণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করুন।

তত্র লেখ্যপ্রতিজ্ঞা।

আদৌ সকারণং লেখ্যং শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ণং ততঃ। গুরুঃ শিষ্যঃ পরীক্ষাদির্ভগবান্ মনবোঽস্য চ।
মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধাদি-শোধনং মন্ত্রসংস্ক্রিয়া॥৫॥ দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে শুভোত্থানং পবিত্রতা॥৬॥

প্রায়স্তত্রৈব তেষামবস্থিতেঃ। কৃষ্ণবনং বৃন্দাবনং তাপনীয়শ্রুত্যুক্তানুসারাৎ। তস্মিন্ ক্রীড়তু শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্ত্যা সুখং নিবসত্বিত্যর্থঃ। লোকনাথেন সহ বর্ত্তত ইতি তথা সঃ। ইত্যন্যোন্যং তয়োঃ প্রীতিবিশেষঃ সূচিতঃ। এবঞ্চ যদৈষাং তত্র তত্র নিবাসস্তদানীময়ং গ্রন্থো জাত ইত্যাপ্যপি সূচিতং॥ ৪॥

লিখন্নিতি যল্লিখিতং, তল্লেখ্যমেব প্রতিজানীতে আদাবিত্যাদি-ত্রয়োবিংশতিভিঃ। কারণ-সহিতং শ্রীগুরোরাশ্রয়ণম্ উপসত্তিরাদৌ লেখ্যং। লেখ্যমিত্যস্য লিঙ্গবচনব্যত্যয়েন যথাযথং সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। ততস্তদনন্তরং গুরুঃ কীদৃশ ইতি তস্য লক্ষণং লেখ্যমিত্যর্থঃ। অস্য ভগবতো মনবো মন্ত্রাশ্চ তন্মাহাত্ম্যাদিকঞ্চ লেখ্যমিত্যর্থঃ॥ ৫॥ দীক্ষা তদ্বিধির্লেখ্যা ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র মূলগ্রন্থানুসারেণ যথাযথমূহ্যং। নিত্যমিত্যস্য শরণাগতিরিত্যন্তমনুবৃত্তিঃ। শরণাগতেরপি নিত্যকৃত্যেঽন্তর্ভাবেন তদবধি নিত্যকৃত্যানামেব লিখনাৎ,অতএব তদনন্তরং নিত্যকৃত্যব্যবচ্ছেদার্থং পক্ষেষ্বিতি লেখ্যং। ব্রাহ্মকালে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শুভং শুভকর্ম্মার্থং কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাদিনা মঙ্গলাবহং বা যদুত্থানং শয্যাত্যাগস্তৎ। পবিত্রতা পাণিপাদ-প্রক্ষালন-দন্তধাবনাচমনাদিনা শুচিত্বং। এতদাদি সর্ব্বং যদ্যপ্যগ্রে স্বতএব তত্তৎপ্রকরণতো ব্যক্তং ভাবি, তথাপি সুখবোধার্থ-

---

আবিষ্কার করুন্ অর্থাৎ নিখিল জনগণকে ভক্তিমার্গে উপদেশ দিউন; এবং কাশীশ্বর, লোকনাথের সহিত সেই কৃষ্ণকানন বৃন্দাবনে বিহার করুন্ অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তি দ্বারা সুখে নিবসতি করুন্। (এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে কাশীশ্বর ও লোকনাথ উভয়ের পরস্পর আত্যন্তিকী প্রীতিই সূচিত হইল, আর ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যৎকালে বৃন্দাবনে উঁহাদিগের বাস হয়, তৎকালেই এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে)। ৪।

এই গ্রন্থে লিখনোপযোগী বিষয়ের প্রতিজ্ঞা যথা—এই গ্রন্থের আদিতে সকারণ শ্রীগুরুর আশ্রয়-গ্রহণ অর্থাৎ যে প্রকারে গুরুদেবের শরণাপন্ন হইতে হয় -তাহা লিখিত হইবে। তৎ-পরে গুরুলক্ষণ, শিষ্য-লক্ষণ, গুরু-শিষ্য-পরীক্ষাদি, ভগবান্ ও ভগবানের মন্ত্রমাহাত্ম্য, মন্ত্রের অধিকারী, সিদ্ধাদি শোধন, মন্ত্রসংস্কার, নিত্যদীক্ষা, নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শুভ উত্থান, নিত্য পবিত্রতা, শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃস্মরণাদি, বাদ্যাদি দ্বারা প্রবোধন, * অগ্রে নির্ম্মাল্যোত্তারণ ও পরে মঙ্গলারাত্রিক, মৈত্রাদিকৃত্য, † শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, স্নান, তান্ত্রিক সন্ধ্যাদি, দেবালয়াদি-সংস্কার, তুল-

---

* শুভ উত্থান—শুভকর্ম্মার্থ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এইরূপ কীর্ত্তনাদি দ্বারা শয্যাত্যাগ। নিত্য পবিত্রতা—পাণিপাদ-প্রক্ষালন, দন্তধাবন ও আচমনাদি দ্বারা শুচিত্ব। প্রাতঃস্মরণাদি—স্মরণ, কীর্ত্তন, নমস্কার ও বিজ্ঞাপনাদি। বাদ্যাদি দ্বারা প্রবোধন—বাদ্য ও স্তবপাঠাদি দ্বারা কৃষ্ণের চেতনা-সম্পাদন।

† মৈত্রাদিকৃত্য—নিজমলবিসর্জ্জনাদি কর্ম্ম।

প্রাতঃ-স্মৃত্যাদি কৃষ্ণস্য বাদ্যাদ্যৈশ্চ প্রবোধনং। নির্ম্মাল্যোত্তারণাদ্যাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ॥ ৭॥
মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচ-মনং দন্তস্য ধাবনং। স্নানং তান্ত্রিকসন্ধ্যাদি দেবসদ্মাদিসংস্ক্রিয়া॥ ৮॥
তুলস্যাদ্যাহৃতির্গেহ-স্নানমুষ্ণোদকাদিকং। বস্ত্রং পীঠং চোর্দ্ধপুণ্ড্রং শ্রীগোপীচন্দনাদিকং॥ ৯॥
চক্রাদিমুদ্রা মালা চ গৃহসন্ধ্যার্চ্চনং গুরোঃ। মাহাত্ম্যঞ্চাথ কৃষ্ণস্য দ্বারবেশ্মান্তরার্চ্চনং॥ ১০॥
পূজার্থাসনমর্ঘ্যাদি-স্থাপনং বিঘ্নবারণং। শ্রীগুর্ব্বাদিনতির্ভূতশুদ্ধিঃ প্রাণবিশোধনং॥ ১১॥

মধুনাত্র কিঞ্চিদভিব্যজ্যতে॥ ৬॥ প্রাতরিতি। নিত্যমিতিবৎ মধ্যাহ্নকৃত্যং যাবদনুবর্ত্তত এব। এবং মধ্যাহ্নাদিকং চোহ্যং। স্মৃতিঃ স্মরণং। আদিশব্দেন প্রাতঃকীর্ত্তন-প্রণমন-বিজ্ঞাপনাদি। প্রবোধনং বাদ্যৈঃ। আদিশব্দাৎ স্তুতিপাঠাদিভিঃ। নির্ম্মাল্যোত্তারণম্ আদিশব্দেন শ্রীমুখপ্রক্ষালনদন্তকাষ্ঠার্পণাদি। আদাবিতি প্রথমং নির্ম্মাল্যোত্তারণস্যাবশ্যকত্বাৎ॥ ৭॥ নিজদন্তধাবনং যদ্যপ্যুত্থানানন্তরমেব কৃত্যমিতি পবিত্রতাস্তঃ পূর্ব্বং প্রবিষ্টমেব, তথাপি শৌচাদিবিধিপ্রসঙ্গতোঽত্র তদ্বিধিমাত্রলিখনং। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা তদুপাস্তিঃ। আদিশব্দেন জলে ভগবৎপূজা। দেবসদ্মনঃ ভগবদালয়স্য সংস্ক্রিয়া সংমার্জনাদিনা স্বস্তিকনির্ম্মাণ-ধ্বজপতাকাদ্যারোপণেন চ। আদিশব্দাৎ পীঠপাত্রবস্ত্রাদিসংস্কারঃ॥ ৮॥ তুলস্যাঃ আদিশব্দাৎ পুষ্পাদীনাঞ্চাহরণং। গেহে নিজগেহে স্নানং তদ্বিধিঃ, তচ্চ বহিস্তীর্থাভাবেন কিংবা শ্রীভগবদালয়সংস্কারাদ্যনন্তরমেব পূজার্থং পুনঃ স্নানাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং, তত্রৈবোষ্ণোদকামলকাদিস্নানব্যবস্থা চ। বস্ত্রং স্নানান্তরং নিজপরিধেয়ং। পীঠং আচমনাদ্যর্থং নিজাসনং॥ ৯॥ গুরোরর্চ্চনং মাহাত্ম্যঞ্চ। অথেতি গুরুপূজানন্তরমেব ভগবৎপূজায়া বিধেয়ত্বাৎ। দ্বারং বেশ্মান্তরঞ্চ গৃহমধ্যং তয়োরর্চ্চনং॥ ১০॥ পূজার্থেতি পূর্ব্বলিখিতাৎ নিজপীঠাদ্ভেদার্থং। অর্ঘ্যপাত্রাদীনাং স্থাপনমিতি তত্তদ্দ্রব্যাণাং তত্তৎপাত্রে চ, তত্তৎপাত্রাণাঞ্চ তত্তৎস্থানেষু ধারণং তথা মঙ্গলঘটস্থাপনঞ্চেত্যর্থঃ। প্রাণবিশোধনং প্রাণায়াম ইত্যর্থঃ॥ ১১॥

স্যাদিআহরণ, গেহস্নান, উষ্ণোদকাদি-ব্যবস্থা, * স্নানানন্তর স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র, পীঠ, † উর্দ্ধপুণ্ড্র ও গোপীচন্দনাদি, চক্রাদি মুদ্রা, মালা, গৃহে সন্ধ্যা, গুরুর অর্চ্চনা ও মাহাত্ম্য, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের দ্বার ও গৃহের অর্চ্চনা, পূজার্থ স্বীয় উপবেশনের জন্য আসন, অর্ঘ্যাদি স্থাপন, বিঘ্ননিবারণ, গুরু প্রভৃতিকে নতি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণবিশোধন অর্থাৎ প্রাণায়াম, ন্যাস, বেণু-বনমালাদি মুদ্রাপঞ্চক, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, অন্তরর্চ্চনা অর্থাৎ কৃষ্ণের অন্তর্যাগ, পূজাস্থান, শ্রীমূর্ত্তি ও শালগ্রামশিলা এবং তাহার লক্ষণাদি, দ্বারকোদ্ভব চক্রসমূহ, ক্ষালনাদি দ্বারা শ্রীমূর্ত্ত্যাদির শুদ্ধি, পীঠার্চ্চনা,

---

* তান্ত্রিক সন্ধ্যাদি—এখানে আদি শব্দে জলে ভগবৎপূজা অর্থাৎ তান্ত্রিকী সন্ধ্যোপাসনা ও জলে ভগবৎপূজা। দেবায়তনাদি সংস্কার—এখানে আদি শব্দ দ্বারা ভগবদ্গৃহের সম্মার্জ্জন, স্বস্তিক নির্ম্মাণ, ধ্বজ বা পতাকাদি রোপণ, পীঠপাত্র ও বস্ত্রাদি সংস্ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। তুলস্যাদি আহরণ—এখানে আদি শব্দে পুষ্পাদি বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তুলসী ও পুষ্পাদির আহরণ। গেহস্নান—স্বীয় গৃহে স্নানবিধি অর্থাৎ বহির্ভাগে তীর্থাভাব হেতু, কিংবা শ্রীমন্দিরাদি সংস্কারের পর অর্চ্চনার্থ গৃহে পুনরায় স্নানব্যবস্থা। উষ্ণোদকাদি ব্যবস্থা—উষ্ণজলে ও আমলকাদিসলিলে স্নানবিধি।

† পীঠ—আচমনাদি জন্য নিজ আসন।

ন্যাসা মুদ্রাপঞ্চকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানান্তরর্চ্চনে। পূজাপদানি শ্রীমূর্ত্তি-শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ১২ ॥
দ্বারকোস্তবচক্রাণি শুদ্ধয়ঃ পীঠপূজনং। আবাহনাদি তন্মুদ্রা আসনাদিসমর্পণং ॥ ১৩ ॥
স্নপনং শঙ্খঘণ্টাদিবাদ্যং নামসহস্রকং। পুরাণপাঠো বসন-মুপবীতং বিভূষণং ॥ ১৪ ॥
গন্ধঃ শ্রীতুলসীকাষ্ঠ-চন্দনং কুসুমানি চ। পত্রাণি তুলসী চাঙ্গোপাঙ্গাবরণপূজনং ॥ ১৫ ॥
ধূপো দীপশ্চ নৈবেদ্যং পানং হোমো বলিক্রিয়া। অবগণ্ডুষাদ্যাস্যবাসো দিব্যগন্ধাদিকং পুনঃ ॥১৬॥
রাজোপচারা গীতাদি মহানীরাজনং তথা ॥ ১৭ ॥

ন্যাসাঃ মাতৃকাদীনামৃষ্যাদ্যন্তানাং। মুদ্রাপঞ্চকং বেণুবনমালাদি-মুদ্রাঃ পঞ্চ। কৃষ্ণস্য ধ্যানম্ অথ প্রকটসৌরভেত্যাদ্যুক্তং। অন্তরর্চ্চনঞ্চ ধ্যানানন্তরমন্তর্যাগঃ। পূজায়াঃ পদানি স্থানানি শ্রীশালগ্রামশিলাদীনি সূর্য্যাগ্ন্যাদীনি চ। শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীভগবৎপ্রতিকৃতয়ঃ শ্রীশালগ্রামশিলাশ্চ তত্তল্লক্ষণাদি ॥ ১২ ॥ শুদ্ধয়ঃ ক্ষালনাদিনা শ্রীমূর্ত্ত্যাদীনাং। আবাহনম্ আদিশব্দাৎ সংস্থাপন-সন্নিধাপনাদিসপ্তকং। তন্মুদ্রাঃ আবাহনাদি-মুদ্রাঃ। আসনস্য আদিশব্দাৎ স্বাগতানন্তরম্ অর্ঘ্য-পাদ্যাচমনীয়-মধুপর্ক-পুনরাচমনীয়ানাঞ্চ সমর্পণং ॥ ১৩ ॥ স্নপনে অভ্যঙ্গদ্রব্যপঞ্চামৃতোদ্বর্ত্তনাদীনি ন পৃথক্ লিখিতানি, তেষাং স্নপনাঙ্গত্বাৎ। এবমন্যদপ্যূহ্যং। ভগবতঃ স্নানে শঙ্খস্নপনস্য ঘণ্টা-বাদ্যস্য চ ফলবিশেষোক্তেঃ শঙ্খঘণ্টয়োর্মাহাত্ম্যম্ আদিশব্দাত্তত্রৈব শঙ্খাদিবাদ্যস্য চ মাহাত্ম্যং লেখ্যমিত্যর্থঃ। বসনাদিকং স্নপনানন্তরং ভগবতেঽর্পণং ॥ ১৪ ॥ গন্ধান্তর্গতস্যাপি শ্রীতুলসীকাষ্ঠ-চন্দনস্য পৃথক্ লেখো মাহাত্ম্যবিশেষতঃ, এবমন্যদপ্যূহ্যং। পত্রাণি বিল্বাদীনাং। অঙ্গানাং মন্ত্র-বর্ণাদীনাম্ উপাঙ্গানাঞ্চ বেণ্বাদীনাম্, আবরণানাঞ্চ গোপকুমারাদীনাং পূজা ॥ ১৫ ॥ বলিক্রিয়া বিষ্বক্‌সেনাদিভ্যো ভগবদুচ্ছিষ্টাংশপ্রদানং। অবগণ্ডুষং গণ্ডুষার্থজলং। আদিশব্দেন দন্ত-শোধন-পুনরাচমন-শ্রীমুখমার্জ্জনাদি। আস্যবাসঃ লবঙ্গ-তাম্বূলাদি-মুখবাসঃ ॥ ১৬ ॥ রাজোপ-চারাঃ ছত্রচামরাদয়ঃ। গীতম্ আদিশব্দাৎ বাদ্যং নৃত্যঞ্চ। শঙ্খাদীনাং বাদনং পূর্ব্বং স্নানসম্বন্ধি,

---

আবাহনাদি, * আবাহনাদির মুদ্রা, আসনাদি সমর্পণ, † স্নপন, ‡ স্নানার্থ শঙ্খ ও ঘণ্টাদি বাদ্যের মাহাত্ম্য, সহস্রনাম, পুরাণাধ্যয়ন, বসন, উপবীত, বিভূষণ, গন্ধ, তুলসীকাষ্ঠের চন্দন, § কুসুম, বিল্বাদির পত্র, তুলসী, অঙ্গ উপাঙ্গ ও আবরণের অর্চ্চনা, ¶ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পান,

---

* আবাহনাদি—এখানে আদি শব্দে সংস্থাপন-সন্নিধাপনাদি সাতটী বুঝিতে হইবে।

† আসনাদি সমর্পণ—এখানে আদিশব্দে স্বাগতানন্তর অর্ঘ্য. পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় প্রভৃতি অর্পণ বুঝিতে হইবে।

‡ স্নপন—এখানে স্নপন শব্দে স্নানের অঙ্গত্ব বশতঃ অভ্যঙ্গ দ্রব্য, পঞ্চামৃত ও উদ্বর্ত্তনাদি দ্রব্যসমূহ বুঝিতে হইবে।

§ চন্দন গন্ধের মধ্যে পরিগণিত হইলেও তুলসীকাষ্ঠচন্দনের পৃথক্ উল্লেখ করাতে মাহাত্ম্যবিশেষ সূচিত হইতেছে।

¶ অঙ্গ—মন্ত্রবর্ণাদি। উপাঙ্গ—বেণু প্রভৃতি। আবরণ—গোপকুমারাদি।

শঙ্খাদিবাদনং সাম্বু-শঙ্খনীরাজনং স্তুতিঃ। নতিঃ প্রদক্ষিণা কর্ম্মাত্মর্পণং জপযাচনে।
আগঃক্ষমাপণং নানাগাংসি নির্ম্মাল্যধারণং ॥ ১৮
শঙ্খাম্বু তীর্থং তুলসীপূজা তন্মৃত্তিকাদি চ। ধাত্রী স্নাননিষেধস্য কালো বৃত্তেরুপার্জনং ॥ ১৯ ॥
মধ্যাহ্নে বৈশ্বদেবাদি শ্রাদ্ধং চানর্প্যমচ্যুতে। বিনার্চ্চামশনে দোষাস্তথানর্পিতভোজনে।
নৈবেদ্যভক্ষণং সন্তঃ সৎসঙ্গোঽসদসঙ্গতিঃ। অসদ্গতির্বৈষ্ণবোপহাস-নিন্দাদি-দুষ্ফলং ॥ ২০ ॥
সতাং ভক্তির্বিষ্ণুশাস্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং তথা। লীলাকথা চ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ সায়ং নিজক্রিয়াঃ।
কর্ম্মপাতপরীহারস্ত্রিকালার্চ্চা বিশেষতঃ। নক্তংকৃত্যান্যথো পূজাফলসিদ্ধ্যাদিদর্শনং ॥ ২১ ॥

অধুনা চ মহানীরাজনবিষয়কমিতি ভেদঃ ॥ ১৭ ॥ জলযুক্তশঙ্খেন নীরাজনং। জপঃ যাচনঞ্চ প্রার্থনা। আগসামপরাধানাং ক্ষমাপণং। নানা নানাবিধান্যাগাংসি। নির্ম্মাল্যস্য শ্রীভগবৎ-পাদাঙ্গোত্তীর্ণস্য তুলস্যাদের্নিজমস্তকে ধারণং ॥ ১৮ ॥ শঙ্খাম্বু শ্রীভগবন্নীরাজিত-শঙ্খজলং। তীর্থং শ্রীচরণোদকং। তুলসীবনে শ্রীভগবতস্তুলস্যাশ্চ পূজনং। তস্যস্তুলস্যা মৃত্তিকাকাষ্ঠাদি। ধাত্রী আমলকী তন্মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ বৈশ্বদেবাদিকং শ্রাদ্ধঞ্চ বৈষ্ণবৈর্যথা কার্য্যং তদ্বিধি-রিত্যর্থঃ বৈষ্ণবকৃত্যানামেব লিখনাৎ। অচ্যুতে শ্রীভগবতি অনর্প্যম্ অর্পণাযোগ্যং। অর্চ্চাং ভগবৎপূজাং বিনা ভোজনে দোষাঃ। তথেতি ভগবত্যনর্পিতস্য দ্রব্যস্য ভোজনে চ দোষাঃ। সন্তঃ শ্রীভগবদ্ভক্তাঃ। অসদ্ভিরসঙ্গতিঃ অসৎসঙ্গপরিত্যাগ ইত্যর্থঃ। অসতাং গতির্নিষ্ঠা। বৈষ্ণবানা-মুপহাসাদিনা যদ্দুষ্টং ফলং ভবতি তৎ। যদ্যপ্যসদ্গত্যন্তর্গতমেব তৎ স্যাৎ তথাপি বিশেষতো বৈষ্ণববিষয়কাপরাধলক্ষণং পরমাসাধুত্বপরীহারার্থং পৃথগ্ লিখিতং ॥ ২০ ॥ ভক্তিঃ অভিগমন-স্তুত্যাদিনা সম্মাননং। লীলাকথেতি ভগবল্লীলাকথায়াঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি। তত্ত্যাগে দোষশ্চ। নিজক্রিয়াঃ সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি। বৈষ্ণবানাং কর্ম্মপাতস্য পরিহারঃ তদ্দোষনিরাকরণসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। বিশেষতস্ত্রিকালার্চ্চনং কালত্রয়পূজাবিধিবিশেষ ইত্যর্থঃ। নক্তংকৃত্যানি গীতবাদ্যাদি-পূর্ব্বক-শ্রীভগবচ্ছয়নোপচারকল্পনাদীনি। পূজাফলস্য সিদ্ধিঃ যথা সংপূর্ণতা স্যাৎ তৎপ্রকার ইত্যর্থঃ। আদিশব্দেন অশক্তস্য পূজাফলপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ। দর্শনং পূজায়াঃ শ্রীমূর্ত্তের্বাঽবলোকনং ॥২১॥

হোম, বলিক্রিয়া, অবগণ্ডূষাদি, * লবঙ্গ-তাম্বূলাদি মুখবাস, পুনরায় দিব্য গন্ধাদি, রাজোপচার, গীতাদি, † মহানীরাজন, শঙ্খাদি-বাদন, ‡ সজল শঙ্খ দ্বারা নীরাজন, স্তব, নতি, প্রদক্ষিণ, কর্ম্মাদি সমর্পণ, জপ, যাচন অর্থাৎ প্রার্থনা, অপরাধের ক্ষমাপণ, নানারূপ অপরাধ, নির্ম্মাল্য-ধারণ, § শ্রীভগবন্নীরাজিত শঙ্খজল, তীর্থ অর্থাৎ চরণোদক, তুলসীকাননে শ্রীকৃষ্ণের ও তুল-

---

* বলিক্রিয়া—বিষক্সেনাদি ভক্তবর্গকে ভগবানের উচ্ছিষ্টাংশ অর্পণ। অবগণ্ডূষাদি—অবগণ্ডূষ অর্থাৎ গণ্ডূষার্থ জল; এখানে আদিশব্দে দন্তশোধন-পুনরাচমন-শ্রীমুখমার্জ্জনাদি বুঝিতে হইবে।

† রাজোপচার—ছত্রচামরাদি। গীতাদি—গীত এবং আদি শব্দে বাদ্য ও নৃত্য বুঝিতে হইবে।

‡ পূর্ব্বে যে শঙ্খাদি বাদনের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা স্নানবিষয়ক, অধুনা মহানীরাজনবিষয়ক বুঝিতে হইবে।

§ নির্ম্মাল্যধারণ—মস্তকে ভগবানের পাদোত্তারিত তুলসী প্রভৃতি ধারণ।

বিষ্ণ্বর্থদানং বিবিধোপচারা ন্যূনপূরণং। শয়নং মহিমার্চ্চায়াঃ শ্রীমন্নাম্নস্তথাদ্ভুতঃ।
নামাপরাধা ভক্তিশ্চ প্রেমাথাশ্রয়ণাদয়ঃ। পক্ষেম্বেকাদশী সাঙ্গা শ্রীদ্বাদশ্যষ্টকং মহৎ।
কৃত্যানি মার্গশীর্ষাদি-মাসেষু দ্বাদশস্বপি। পুরশ্চরণকৃত্যানি মন্ত্রসিদ্ধস্য লক্ষণং।
মূর্ত্ত্যাবির্ভাবনং মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণমন্দিরং। জীর্ণোদ্ধৃতিঃ শ্রীতুলসী-বিবাহোঽনন্যকর্ম্ম চ ॥ ২২ ॥

বিষ্ণ্বর্থং কপিলাদিদানং; তদ্দ্বশ্চাদিনা নিত্যপূজাসিদ্ধের্নিত্যপূজার্থদ্রব্যদানাভিপ্রায়তো বা নিত্যকৃত্যমধ্যে লিখিতং। ন্যূনপূরণম্ অলব্ধোপচারসমাধানং। শয়নং নিত্যশয়নবিধিঃ। অর্চ্চায়াঃ শ্রীভগবৎপূজায়া মহিমা মাহাত্ম্যং শ্রীমন্নাম্নশ্চ মহিমা। অদ্ভুত ইতি শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্যেঽর্থবাদ-কল্পনা পরমদোষাবহা। নামসেবয়া নামাপরাধক্ষয়শ্চেত্যপি সূচয়তি। ভক্তিঃ শ্রীভগবদ্ভক্তে-দৌর্ল্লভ্যাদিমাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চেত্যর্থঃ। প্রেমা প্রেমসম্পত্তিলক্ষণমিত্যর্থঃ। আশ্রয়ণং শরণাগতি-স্তস্য কাদাচিৎকত্বেঽপি নিত্যকৃত্যান্তর্লেখো নিত্যং শ্রীভগবৎস্থানাশ্রয়ণাদিলক্ষণতয়া নিত্যমনু-কূলস্য সঙ্কল্পাদিলক্ষণতয়া চ নিত্যকৃত্যান্তরেব পর্য্যবসানাৎ। আদিশব্দেন উচ্চাবচসদাচারাঃ। এবং লেখ্যনিত্যকৃত্যানি ক্রমেণ প্রতিজ্ঞায় পক্ষকৃত্য-মাসকৃত্যাদীনি লেখ্যানি প্রতিজানীতে পক্ষেম্বিত্যাদিনা। অঙ্গানি দশম্যাদিদিনত্রয়নিয়মাঃ জাগরণং দ্বাদশ্যপেক্ষণাদীনি চ তৈঃ সহিত-মেকাদশীব্রতং। তত্তন্মাহাত্ম্যং তত্তদ্ব্রতদিননির্ণয়াদি চেত্যর্থঃ। এবমন্যদপ্যূহ্যং। সাঙ্গেতি লিঙ্গবচনব্যত্যয়েন সর্ব্বত্র যথাযথং যোজ্যং। সিদ্ধস্য পুরশ্চরণাদিনা সিদ্ধমন্ত্রস্যেত্যর্থঃ। মূর্ত্তীনাং শ্রীভগবৎপ্রতিমানামাবির্ভাবনং শিল্পাদিদ্বারা নিষ্পাদনমিত্যর্থঃ। কথঞ্চিদ্বৈগুণ্যে শ্রীমূর্ত্তেঃ পুনঃ সংস্কারঃ প্রতিষ্ঠাবিধ্যন্তর্গত এবেতি পৃথক্ নোল্লিখিতঃ। এবংপ্রকারাদি নির্ণয়বৃক্ষরোপণাদিকমপি মন্দিরানুষঙ্গিকতয়া পৃথক্ নোল্লিখিতং। জীর্ণানাং প্রাসাদাদীনাম্ উদ্ধৃতিরুদ্ধারঃ। অনন্যানাম্ একান্তিনাং কৃত্যং ॥ ২২ ॥

সীর অর্চ্চনা, তুলসীর মৃত্তিকা ও কাষ্ঠাদি, আমলকীমাহাত্ম্য, স্নানের নিষিদ্ধ কাল, জীবি-কোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নকালে কর্ত্তব্য বৈশ্বদেবাদি, বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধবিধি, ভগবান্ অচ্যু-তকে অর্পণের অযোগ্য দ্রব্য, ভগবানের অর্চ্চনা না করিয়া ভক্ষণের এবং অনিবেদিত দ্রব্য ভোজনের দোষ, নৈবেদ্য-সেবন, শ্রীভগবদ্ভক্ত, সাধুসঙ্গ, অসৎসঙ্গ বর্জ্জন, অসজ্জনের গতি, বৈষ্ণবগণের উপহাস ও নিন্দাদিজাত কুফল, সাধুজনের ভক্তি, * বিষ্ণুশাস্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, লীলাকথা অর্থাৎ ভগবানের লীলাকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি ও তদ্বর্জ্জনে দোষ, ভগবদ্ধর্ম্ম, সন্ধ্যোপাস-নাদি ক্রিয়া, বৈষ্ণবদিগের কর্ম্মপাতের পরীহার অর্থাৎ তদ্দোষনিরাকরণসিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ ত্রিকালার্চ্চন অর্থাৎ কালত্রয়ে পূজার বিধিবিশেষ, রাত্রিকৃত্য, পূজাফলসিদ্ধ্যাদি,† পূজা কিংবা

* সাধুজনের ভক্তি—অভিগমন ও স্তবাদি দ্বারা সাধুর সম্মাননা।

† রাত্রিকৃত্য—গীতবাদ্যাদি পুরঃসর ভগবানের শয়নোপচারকল্পনাদি। পূজাফলসিদ্ধ্যাদি—যেরূপে পূজা সম্পূর্ণ হয়, তৎপ্রকারকে পূজাফলসিদ্ধি কহে; এখানে আদি শব্দ দ্বারা অক্ষম ব্যক্তির পূজাফলপ্রাপ্তির উপায়ও বুঝিতে হইবে।

তত্র শ্রীগুরূপসত্তিকারণং।

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ। ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ ॥ ২৩ ॥
অত্রানুভূয়তে নিত্যং দুঃখশ্রেণী পরত্র চ। দুঃসহা শ্রূয়তে শাস্ত্রাত্তিতীর্ষেদপি তাং সুধীঃ ॥ ২৪ ॥
তথা চোক্তমেকাদশস্কন্ধে ভগবতা শ্রীদত্তেন—

লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥ ২৫ ॥

অধুনা প্রতিজ্ঞাতং তত্তদেব বিস্তার্য্য লিখতি তত্রেত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। তত্র তেষু শ্রীগুরূপসত্তেঃ প্রপদ্যেত উপাসীত সংশ্রয়ীতেত্যাদিনাঽগ্রে লেখ্যায়াঃ কারণমিদং লিখ্যত ইতি শেষঃ। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র। তদেব লিখতি কৃপয়েত্যাদিনা পুরুষো বেদেত্যন্তেন। কৃষ্ণদেবস্য কৃপয়া যস্তস্য ভক্তজনৈঃ সঙ্গস্তস্মাৎ। মাহাত্ম্যং মোক্ষাদপ্যাধিক্যাদি। তাং ভক্তিং। সন্তং লেখ্যলক্ষণৈরুত্তমং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥২৩॥ নমু বিষয়সুখাসক্তানাং তাদৃশজ্ঞানং দুর্ঘটমেবেতি কুতো ভক্তীচ্ছাঽস্তু সত্যং, দুঃখসাগরতরণেচ্ছয়াপি ভক্তিং বাঞ্ছন্ সদ্গুরুমপেক্ষেতৈবেত্যাশয়েন লিখতি অত্রেতি। দুঃখস্য শ্রেণী পরম্পরা শাস্ত্রাচ্ছ্রূয়ত ইতি বেদবাক্যে বিশ্বাসাৎ সাপি প্রত্যেতব্যৈব ন ত্ববিশ্বসনীয়েত্যর্থঃ। অতস্তাং দুঃখশ্রেণীমপি তরীতুমিচ্ছেৎ। যা তাদৃশমাহাত্ম্যং ভক্তিমিচ্ছত্বিত্যহো বত শোচ্যতে ইত্যপিশব্দার্থঃ। সুধীশ্চেৎ অন্যথা বিচারাভাবেন পশুবন্নির্ব্বুদ্ধিরেবেত্যর্থঃ। যদ্বা মিথ্যাদুঃখাবলীসহনেন ব্যাধাদিবৎ কুধীরেবেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ স্বলিখিতমেতদেব মহাপুরাণোক্ত-

---

শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, শ্রীহরির প্রীত্যর্থ কপিলাদি প্রদান, নানারূপ উপচার, উপচারের অলাভে পূজাসম্পূরণ, স্বীয় শয়নবিধি, ভগবদর্চ্চনার ও শ্রীমন্নামের মহিমা, অদ্ভুত, * নামাপরাধ, ভক্তি, † প্রেমসম্পত্তিলক্ষণ, শরণাগতি, পক্ষসমূহে অঙ্গসমন্বিতা একাদশী, মহাদ্বাদশ্যষ্টক, অগ্রহায়ণাদিদ্বাদশমাসকৃত্য, পুরশ্চরণক্রিয়া, মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ, ভগবন্মূর্ত্ত্যাদি গঠন ও শ্রীমূর্ত্তির পুনঃ সংস্ক্রিয়া, মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণমন্দির, জীর্ণ মন্দিরের পুনরুদ্ধার, তুলসীপরিণয় এবং একান্ত ভক্তগণের কৃত্য, এই সমস্ত লিখিত হইবে। ৫—২২।

(এক্ষণে) তন্মধ্যে শ্রীগুরুর শরণগ্রহণ করার কারণ কথিত হইতেছে ।—দেবদেব কৃষ্ণের কৃপাবশে তদ্ভক্তজনের সঙ্গ হইতে ভক্তিমাহাত্ম্য আকর্ণন পূর্ব্বক সেই ভক্তিপ্রাপ্তির অভিলাষ হইলে সদ্গুরুর ভজনা (আশ্রয় গ্রহণ) করিবে। ২৩। (এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, বিষয়-সুখাসক্তগণের উক্ত জ্ঞান অতীব দুর্ঘট, সুতরাং তাহাদিগের ভক্তির ইচ্ছা হইবে কেন? ইহার উত্তর এই যে, দুঃখসাগরতরণেচ্ছায় ভক্তিস্পৃহা থাকিলে সদ্গুরুর অপেক্ষা অবশ্যই কর্ত্তব্য; এতদ্বিষয়ে লিখিত হইতেছে।)—ইহলোকে নিত্যই দুঃখশ্রেণী অনুভব করিতে হয় এবং শাস্ত্রেও শ্রুত হওয়া যায় যে, পরলোকেও দুঃসহ দুঃখপরম্পরা উপভোগ করিতে হইয়া

---

* অদ্ভুত—অর্থাৎ ভগবানের নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদকল্পনা অতিদোষাবহ।
† ভক্তি—এখানে ভক্তি শব্দে ভগবদ্ভক্তির দুর্লভত্বাদি মহিমা ও তল্লক্ষণ।

স্বয়ং শ্রীভগবতা চ।—নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং, পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ২৬ ॥

অথ শ্রীগুরূপসত্তিঃ।

তত্রৈব শ্রীপ্রবুদ্ধযোগেশ্বরোক্তৌ।—
তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং। শব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥ ২৭ ॥

পদ্যদ্বয়েন প্রমাণয়তি তথা চোক্তমিতি। যে শ্রীভাগবতাদীনাং শ্লোকার্থা বিদিতা হি তে। সুদুর্গমস্তথাপার্থস্তেষু কশ্চিদ্বিশিষ্যতে। তথা হি মৃত্যোরনু পশ্চাৎ যাবন্ন পতেৎ তাবদেব নিঃশ্রেয়সায় তূর্ণং যতেত। যদ্বা অনু নিরন্তরং মৃত্যবো মরণানি যস্য। যদ্বা মৃত্যুহেতবো রোগাদয়ো মৃত্যব ইব বিবিধ-বহুল-মহাদুঃখানি বা যস্মিন্ তৎ। বিষয়স্তু সর্ব্বতঃ পশ্বাদিযোনিষ্বপি স্যাদেব ॥ স্বয়মিতি নিজেষ্টদৈবতশ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়েণ। যদ্বা কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যভিপ্রায়েণ চকারাদুক্তমিতি পূর্ব্ব-গতপদেনান্বয়ঃ, এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যং। নৃদেহং প্লবং নাবং প্রাপ্যেত্যধ্যাহারঃ। আদ্যং সর্ব্বফলা-নাং মূলম্, এতদুপার্জ্জিতকর্ম্মভিঃ সর্ব্বফলাবাপ্তেঃ সুদুর্ল্লভং উদ্যমকোটিভিরপি প্রাপ্তুমশক্যং। তথাপি সুলভং যদৃচ্ছালব্ধত্বাৎ। সুকল্পং পটুতরং। গুরুঃ সংশ্রিতমাত্র এব কর্ণধারো নেতা যস্য তৎ। ময়া স্মৃতমাত্রেণানুকূলেন মারুতেন প্রেরিতং। যদ্বা অত্রাপি কৃত্বেত্যধ্যাহার্য্যং বক্তু-র্গাম্ভীর্য্যেণ তদুক্তৌ স্বভাবত উন্নেয়শতাপাতাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ নৃদেহমিদং গুরুকর্ণধারং কৃত্বা কর্ণ-ধারনীয়মান-প্লববদাশ্রয়মাত্রেণ গুরুণা সংকৃত্যাভিমুখং প্রবর্ত্ত্য তথানুকূলবাতপ্রেরিতবৎ স্মৃত-মাত্রেণ ময়াধিষ্ঠিতং সৎ কৃতার্থং কৃত্বা যো ন তরেৎ স আত্মহৈবেতি ॥ ২৬ ॥

এবং কারণমুল্লিখ্য কার্য্যং লিখতি তস্মাদিত্যাদিনা। শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ন্যায়তো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞম্ অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগ্যত্বাৎ। পরে চ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্ অন্যথা বোধসঞ্চারাযোগাৎ। পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ উপশমাশ্রয়ং পরমশান্তমিতি। যদ্বা

থাকে; সুতরাং সুধী ব্যক্তি সেই দুঃখশ্রেণী উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করিবেন। ২৪। এই বিষয়ে একাদশস্কন্ধে ভগবান্ দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,—ধীর ব্যক্তি বহুজন্মান্তে সুদুর্ল্লভ, পুরুষার্থপ্রদ, অনিত্য মানবদেহ লাভ করিয়া যাবৎ মৃত্যু আগত না হয়, তাবৎ সর্ব্বথা মোক্ষলাভার্থ আশু যত্নবান্ হইবেন; কেন না, বিষয় পুনরায় পশ্বাদি-যোনিতেও প্রাপ্ত হইতে পারে। ৫২। ভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছিলেন,—যে ব্যক্তি অনুকূল বায়ুরূপ আমা কর্ত্তৃক প্রেরিত, আদ্য, (ফলভোগের মূল) ও সুলভ (যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত), গুরুরূপ-কর্ণধারযুক্ত, সুদুর্ল্লভ মানবদেহরূপ তরণী লাভ করিয়াও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ না হয়, তাহাকেই আত্মঘাতী বলা গিয়া থাকে। ২৬।

অনন্তর গুরূপসত্তি (গুরুকে আশ্রয় করা) কথিত হইতেছে।—একাদশ স্কন্ধে প্রবুদ্ধ-যোগে-শ্বরের উক্তি যথা—সুতরাং যিনি মোক্ষরূপ পরমকল্যাণের কামনা করেন, তিনি বেদাখ্য শব্দ-ব্রহ্মের ন্যায়তঃ ব্যাখ্যায় পারদর্শী এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগপরায়ণ গুরুদেবের আশ্রয়

স্বয়ং শ্রীভগবদুক্তৌ।—মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকং ॥ ২৮ ॥

ক্রমদীপিকায়াঞ্চ।—বিপ্রং প্রধ্বস্তকামপ্রভৃতিরিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহযুগলরজোরাগিণীমুদ্বহন্তং।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সম্মতং সৎসু দান্তং
বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণতনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত ॥

শ্রুতাবপি।—তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ॥ ২৯ ॥

অথ গুরূপসত্তিনিত্যতা।

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রুতিস্তুতৌ।—
বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং, য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং, বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ ॥ ৩০ ॥

পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে শমো মোক্ষস্তদুপরি বর্ত্তত ইত্যুপশমো ভক্তিযোগস্তদাশ্রয়ং সদা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণববরমিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং ॥২৭॥ মাম অভিতো ভক্তবাৎসল্যাদিমহাত্ম্যানুভবপূর্ব্বকং জানাতীতি তথা তম্, অতএব ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তং বহুব্রীহৌ কঃ। অস্য পদ্যস্য পূর্ব্বার্দ্ধং যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ কচিদিত্যত্রানুপযুক্তত্বান্ন লিখিতম্, এবমন্যত্রাপ্যগ্রে জ্ঞেয়ং ॥ ২৮ ॥ নির্ম্মলাঙ্গং ব্যাধিরহিতং। বেদশাস্ত্রাগমানাং যে বিমলাঃ পন্থানঃ মার্গাস্তেষাং বেত্তারং। সৎসু সতাং সম্মতং। বিদ্যাং সংসারদুঃখতরণাদ্যুপায়ং মন্ত্রং। প্রবণা নম্রা বিনীতা দেশিকৈকপরা বা তনুর্মনশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্। দেশিকং গুরুং। এবং প্রবণ-তনু-মনস্ত্বাদি-শ্রুত্যুক্তসমিৎপাণিত্বাদি চ গুরূপসত্তেরাদ্যপ্রকারো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৯ ॥

বিজিতেন্দ্রিয়প্রাণৈরপি অদমিত-মনোঽশ্বং যে নিয়ন্তুং প্রযতন্তে, গুরোশ্চরণমনাশ্রিত্য তে

গ্রহণ করিবেন। ২৭। ভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছেন,—মদভিজ্ঞ, মদাত্মক, শান্ত গুরুরই উপাসনা করিবে *। ২৮। ক্রমদীপিকাতেও লিখিত আছে, যিনি বিদ্যা অর্থাৎ ভবদুঃখতরণের উপায়-স্বরূপ মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা করেন, তিনি নতশরীর ও বিনীতমনা হইয়া তাদৃশ নততনু-চিত্ত, কামাদিরিপুকুলজয়ী, নির্ম্মলাঙ্গ (ব্যাধিহীন), কৃষ্ণপাদপদ্মরজে রাগাত্মক-ভক্তিমান্, বেদশাস্ত্র ও আগমসমূহের বিমলপথজ্ঞ, সাধুগণের আদরণীয়, দান্ত (জিতেন্দ্রিয়) ব্রাহ্মণ গুরুকে আশ্রয় করিবেন। শ্রুতিতেও কথিত যে, সেই পরমবস্তু-বিজ্ঞানার্থ সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদবিৎ সদ্গুরুর সকাশে উপস্থিত হইবে। আচার্য্যবান্ পুরুষই অর্থাৎ যাঁহার গুরু আছেন, তিনিই ইহা অবগত আছেন। ২৯।

অনন্তর গুরুর আশ্রয় গ্রহণের নিত্যতা লিখিত হইতেছে।—ভাগবতে দশমস্কন্ধে বেদ-

---

* মদভিজ্ঞ—যিনি মদীয় ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমা অনুভব করিয়া আমাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। মদাত্মক—যাঁহার চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট। শান্ত—প্রশান্তস্বভাব।

শ্রুতৌ চ।—নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা॥ ৩১॥

অথ বিশেষতঃ শ্রীগুরোর্লক্ষণানি।

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং।—

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ। আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ। শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ। সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥ ৩২॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ। উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্গরিমানিধিঃ॥ ৩৩॥

উপায়েষু খিদ্যন্তে ক্লিশ্যন্তীত্যুপায়খিদঃ সন্তঃ বহুবাসনাকুলাঃ ইহ সংসারসমুদ্রে সন্তি তিষ্ঠন্তি পুনঃ-পুনর্দুঃখমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। হে অজ ভগবন্ অকৃতকর্ণধরাঃ অস্বীকৃতনাবিকাঃ বণিজো যথা তদ্বৎ॥৩০॥ শোভনজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা পরমযোগ্যত্বেন প্রিয়তমা এষা মতিঃ তর্কেণ নিজন্যায়েন হেতুনা প্রোক্তাদন্যেন বিধিনা কৃত্বা ন অপনেয়া অপমার্গে ন প্রবেশনীয়েত্যর্থঃ॥ ৩১॥ শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতমিত্যাদিনা প্রাক্ সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ গুরুলক্ষণান্যুল্লিখ্যাধুনা তান্যেব বিশেষতো বিস্তার্য্য, কিংবা পূর্ব্বং গুর্ব্বাশ্রয়ণানুষঙ্গেণ গৌণতয়া লিখিত্বা ইদানীং মুখ্যত্বেন লিখতি অবদাতেত্যাদিনা। অবদাতঃ শুদ্ধঃ পাতিত্যাদিদোষরহিতোঽন্বয়ো বংশো যস্য সদ্বংশজাত ইত্যর্থঃ। শুদ্ধঃ স্বয়মপি পাতিত্যাদিদোষরহিতঃ। অহন্তা অহিংসকঃ। যদ্বা অহন্তায়া বিমর্শকঃ তত্ত্ববিচারকঃ। গুণাঃ বাৎসল্যাদয়স্তদ্যুক্তঃ। অর্চ্চাসু ভগবৎপূজাসু। পাঠান্তরে সগুণস্য সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতুঃ কারুণ্যাদিগুণযুক্তস্য বা ভগবতঃ অর্চ্চাসু প্রতিমাসু। কৃতধীঃ তৎপূজায়াং কৃতনিশ্চয়ঃ ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥ গরিমেত্যাকারান্তত্বমার্ষত্বাৎ সোঢব্যং। যদ্বা গরিম্নঃ আ সম্যক্ নিধির্নিধানং।

স্মৃতিতে লিখিত আছে, হে অজ! যাহারা ইহলোকে শ্রীগুরুর চরণ পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রাণসমূহকে বশীভূত করিয়া অদমিত মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিতে যত্নবান্ হয়, সেই সকল ব্যক্তি কর্ণধারহীন-তরণীগত বণিগ্জনসমূহের জলধিগর্ভে পতনের ন্যায় উপায়ক্লিষ্ট ও বহুদুঃখাকুল হইয়া ভবসাগরে নিপতিত হইয়া থাকে। ৩০। শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, শোভনজ্ঞানার্থ পরমযোগ্য প্রিয়তমা এই মতিকে তর্ক দ্বারা অর্থাৎ স্বকৃত যুক্তি দ্বারা পূর্ব্বকথিত বিধি হইতে অপমার্গে প্রবেশ করাইবে। ৩১।

অনন্তর বিশেষ প্রকারে গুরুলক্ষণ বিবৃত হইতেছে।—মন্ত্রমুক্তাবলীতে লিখিত আছে, যাঁহার বংশ পাতিত্যাদি-দোষহীন, যিনি স্বয়ং পাতিত্যাদিদোষহীন, স্বীয় বিহিত আচারে নিরত, আশ্রমী, * ক্রোধহীন, বেদবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধাবান্, অসূয়াহীন, প্রিয়বাদী, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশধারী, যুবা, সর্ব্বভূতহিতে নিরত, ধীমান্, স্থিরমতি, পূর্ণ †, অহিংসক, বিবেচক, বাৎস-

---

* আশ্রমী—গৃহী। † পূর্ণ—যাঁহার কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা নাই।

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ।—

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ। অধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ। তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ।
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ। তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥ ৩৪॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ।—পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরুর্ন হি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। সর্ব্বসংশয়সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥ ৩৫॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে।—

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং। তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ।
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ। সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ॥
ক্ষত্রবিট্‌-শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহেঽক্ষমঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি।
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ। সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে॥
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা॥ ৩৬॥

যদ্বা সাক্ষাদ্গরিমরূপো নিধিরূপশ্চেতি পদদ্বয়ং। গরিমাম্বুধিরিতি পাঠস্তু স্পষ্ট এব॥ ৩৩॥ ব্রহ্মবাদী বেদাধ্যাপকঃ। মর্ম্মভেত্তা সংশয়গ্রন্থিচ্ছেত্তা॥ ৩৪॥ তত্তদ্গুণযুক্তোঽপি কেবলং নিজপরিচর্য্যাদ্যর্থং শিষ্যানুবন্ধকো গুরুরুপেক্ষ্য ইতি লিখতি পরিচর্য্যেতি। লাভো ধনাদিঃ। শিষ্যাৎ দীক্ষয়েৎ শিষ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যদ্বা শিষ্যাৎ শিষ্যতঃ সকাশাৎ পরিচর্য্যাদিলিপ্সুর্যঃ স গুরুর্ন ভবতীত্যর্থঃ। তর্হি কিমর্থং গুরুঃ স্যাদিত্যপেক্ষয়াং লিখতি কৃপাসিন্ধুরিতি। পরমদয়ালুতয়া লোকহিতার্থমেবেতি ভাবঃ। অত্রোক্তানাং সুসম্পূর্ণ ইত্যাদীনাং বিশেষণানাং হেতুহেতুমত্তোহ্যা। আহৃতঃ

ল্যাদিগুণবান্, ভগবৎপূজায় কৃতবুদ্ধি, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সক্ষম, হোমমন্ত্রপরায়ণ, তর্কবিতর্কের প্রকারজ্ঞ, এবং যিনি শুদ্ধচিত্ত ও কৃপার আলয়, ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট গুরুই গরিমার নিধিস্বরূপ। ৩২—৩৩। অগস্ত্যসংহিতাতেও লিখিত আছে যে, দেবোপাসক, শান্ত, বিষয়সমূহে নিস্পৃহ, অধ্যাত্মবেত্তা, ব্রহ্মবাদী (বেদাধ্যাপক), বেদশাস্ত্রের অর্থবিশারদ, মন্ত্রোদ্ধারে ও মন্ত্রসংহারে সক্ষম, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যন্ত্রমন্ত্রতত্ত্ববিৎ, মর্ম্মভেত্তা, * রহস্যবিৎ, পুরশ্চরণশীল, হোমমন্ত্রসিদ্ধ, মন্ত্রাদির প্রয়োগবেত্তা, তপস্বী, সত্যভাষী ও গৃহী ব্যক্তিই গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ৩৪। বিষ্ণুস্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, যিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরিচর্য্যা, যশ ও ধনাদি লাভের কামনা করেন, তিনি গুরুপদের উপযুক্ত নহেন। যিনি কৃপাসিন্ধু, সুসম্পূর্ণ † সর্ব্বভূতের উপকারী, নিস্পৃহ, সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা

---

* মর্ম্মভেত্তা—সংশয়গ্রন্থিচ্ছেত্তা। † কৃপাসিন্ধু—দয়ালুতাবশতই পরোপকারে নিরত। সুসম্পূর্ণ—সর্ব্বগুণবিশিষ্ট।

কিঞ্চ।—

বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি যা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথ বান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা॥ ৩৭॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ং।
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ।
ক্ষত্রবিট্শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥ ৩৮॥

ব্যাহৃতঃ। গুরুরাড়য়মিতি পাঠঃ ক্বচিৎ॥ ৩৫॥ এবং বিপ্র এব গুরুঃ স্যাদিত্যায়াতং, তদভাবে কিং কার্য্যমিতি লিখতি ব্রাহ্মণ ইতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। সর্ব্বে পঞ্চরাত্রবিধানোক্তাঃ পঞ্চকালাস্তান্ জানাতীতি তথা সঃ। সর্ব্বেষু বর্ণেষু অনুগ্রহং মন্ত্রপ্রদানাদিকং। তদভাবাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রাদীনাম্ অনুগ্রহে ক্ষম ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ! শান্তাত্মা শান্তস্বভাবঃ, ভাবিতাত্মা শুদ্ধচিত্তঃ, সর্ব্বং দীক্ষাবিধানাদিকং জানাতীতি তথা সঃ। সিদ্ধিত্রয়ং পুরশ্চরণাদিনা মন্ত্র-গুরু-দেবতানাং যৎ সাধনং তেন সংযুক্তঃ। আচার্য্যত্বে মন্ত্রোপদেষ্টৃত্বে। পুরশ্চরণানন্তরং নিজগুরুণাভিষিক্তঃ অন্যথোপদেশেঽনধিকারানুপপত্তেঃ। তচ্চোক্তং তত্রৈব পুরশ্চরণানন্তরমভিষেকান্তে। ততোঽভিষিচ্য বিধিনা স্বাধিকারে নিযোজয়েৎ। গৃহীত্বা তেন কর্ত্তব্যং গুরুত্বমিতরেষু চেতি। অস্যার্থঃ। স্বাধিকারে উপদেশকত্বাদিকে নিযোজয়েদ্ গুরুঃ। তেন শিষ্যেণেতি। ঈদৃশ উক্তলক্ষণক্ষত্রিয়সদৃশঃ। দ্বয়ে বৈশ্যশূদ্রয়োরিত্যর্থঃ। অন্যত্র প্রাতিলোম্যদোষাপত্তেঃ, তচ্চাগ্রে নিষিদ্ধমেব। তাদৃশেন উক্তলক্ষণক্ষত্রিয়সদৃশেন॥ ৩৬॥ তত্রৈবাপবাদমাহ বর্ণোত্তম ইতি। ইদম্ অনুগ্রহাদিকং॥ ৩৭॥ ইহ

ও নিরলস, তিনিই গুরু নামে অভিহিত হয়েন। ৩৫। নারদপঞ্চরাত্রে ভগবন্নারদসংবাদেও কথিত আছে যে, সর্ব্বকালজ্ঞ * ব্রাহ্মণ যাবতীয় বর্ণের প্রতিই (মন্ত্রদানাদিরূপ) অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। হে দ্বিজসত্তম! তদভাবে শান্তাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত), সর্ব্বপ্রকার-দীক্ষাবিধানবিৎ, শাস্ত্রবেত্তা, সৎক্রিয়াপরায়ণ, সিদ্ধিত্রয়সমন্বিত, † ক্ষত্রিয়কে আচার্য্যত্বে অভিষিক্ত করিবে। ক্ষত্রিয় গুরু হইলে তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির প্রতি অনুগ্রহ করিতে অর্থাৎ মন্ত্রপ্রদানে সমর্থ হইয়া থাকেন। যদি ক্ষত্রিয়ের অভাব হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গুণসম্পন্ন বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিদ্বয়ের প্রতি নিত্য অনুগ্রহ করিবেন। হে মহামতে! ঐরূপ গুণশালী শূদ্রও সজাতীয় শূদ্রের প্রতি মন্ত্রদানাদিরূপ অনুগ্রহ ও অভিষেক করিতে পারেন। ৩৬। আরও লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকথিত-গুণসম্পন্ন বর্ণশ্রেষ্ঠ গুরু স্বদেশে কি অন্য দেশে বর্ত্তমান থাকিতে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হীনবর্ণ ব্যক্তি মন্ত্রদানাদিরূপ অনুগ্রহাদি করিবে না। ৩৭। বর্ণশ্রেষ্ঠ বর্ত্তমানে যিনি যথা তথা উহার বিপরীতাচরণ করেন, তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক

---

* সর্ব্বকালজ্ঞ—পঞ্চরাত্রবিধানোক্ত-পঞ্চকালবিৎ।

† সিদ্ধিত্রয়—পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্রসাধন, গুরুসাধন ও দেবসাধন।

পাদ্মে চ।—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥ ৩৯ ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥ ৪০ ॥ ইতি।
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ ৪১ ॥

অথ অগুরুলক্ষণং।

তত্ত্বসাগরে।—

বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ। হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্বাদী গুণনিন্দকঃ।
অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ। কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ।
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ। বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ ॥ ৪২ ॥

লোকেঽমুত্র চ তস্য নাশঃ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠঃ অশেষবৈষ্ণবধর্ম্মরতঃ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদিজ্ঞানবাংশ্চ। অস্য লক্ষণমগ্রে ভগবদ্ভক্তলক্ষণে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি ॥ ৩৯ ॥ ব্রাহ্মণোঽপি সৎকুলধর্ম্মাধ্যয়নাদিনা প্রখ্যাতোঽপি অবৈষ্ণবশ্চেত্তর্হি গুরুর্ন ভবতীতি সর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি মহাকুলেতি। কুলে মহতি জাতোঽপীতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অতএবোক্তং পঞ্চরাত্রে। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েৎ বৈষ্ণবাদ্গুরোরিতি। ইতিশব্দপ্রয়োগোঽত্রোদাহৃতানামন্যত্রবচনানাং প্রায়ো নিজগ্রন্থবচনতো ব্যবচ্ছেদার্থং। এবমগ্রেঽপ্যন্যত্র। যদ্যপি প্রতিপ্রকরণান্তে উদাহৃততত্তচ্ছাস্ত্রবচনান্তে চ সর্ব্বত্রেতিশব্দো যুজ্যেত, তথাপি তদ্ব্যবচ্ছেদঃ প্রকরণাদিনামভেদাৎ ব্যক্ত এবেতি গ্রন্থবাহুল্যভয়ান্ন লিখিতঃ ॥ ৪০ ॥ অবৈষ্ণব ইত্যুক্তং, তত্রাদৌ সামান্যতো বৈষ্ণবলক্ষণং লিখন্ তদিতরত্বেনাবৈষ্ণবং লক্ষয়তি গৃহীতেতি। অস্মাদ্বৈষ্ণবাদিতরো ভিন্নঃ ॥ ৪১ ॥

* অবাগ্বাদী অবাচ্য-পরপাপাদিবক্তা। ঈশ্বরঃ দানাদিষু সমর্থস্তথাপি চেৎ বহুপ্রতিগ্রহাসক্তঃ ॥৪২॥

উভয়-প্রকার অর্থের হানি হয়। অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রতিপালন করাই বিধেয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা প্রতিলোমানুসারে দীক্ষা প্রদান করিবে না অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণ হইয়া উত্তম বর্ণকে দীক্ষিত করিবে না। ৩৮। পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, মহাভাগবত ও ভগবন্মাহাত্ম্যবিৎ বিপ্রই লোকমাত্রের গুরু, তিনি যাবতীয় লোকের মধ্যেই হরিবৎ পূজ্য। ৩৯। মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। ৪০। যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়েন; তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত। ৪১।

অনন্তর নিন্দিত গুরুর লক্ষণ কথিত হইতেছে।—তত্ত্বসাগরে লিখিত আছে যে, বহ্বাশী, দীর্ঘ-

অথ শিষ্যলক্ষণানি।

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং।—

শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ। সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ।
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ। দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশং।
নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ।
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥ ৪৩॥

একাদশস্কন্ধে চ।—

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্॥ ৪৪॥

অথোপেক্ষ্যাঃ।

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা। দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ।
অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ। অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে।
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ।
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ। ইত্যেবমাদয়োঽপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ॥৪৫॥

অদভ্রধীঃ মহাবুদ্ধিঃ॥ ৪৩॥ দক্ষঃ অনলসঃ। নির্ম্মমঃ জায়াদিষু মমতাশূন্যঃ, গুরৌ তু দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্বরঃ অব্যগ্রঃ। অমোঘবাক্ ব্যর্থালাপরহিতঃ॥ ৪৪॥

তত্তদ্গুণহীনানপি ভক্ত্যার্ত্ত্যা বা প্রপন্নান্ স্বীকুর্ব্বতাপি শ্রীগুরুণা লেখ্যদোষবন্তোঽবশ্যমুপেক্ষ্যা

স্বত্রী, বিষয়াদি-লুব্ধ, হেতুবাদরত, * দুষ্ট, অবাচ্য-পরপাপাদিবক্তা, গুণনিন্দক, অরোমা, বহু-রোমবিশিষ্ট, নিন্দিত আশ্রমের সেবা-পরায়ণ, কৃষ্ণবর্ণ-দন্তবিশিষ্ট, অসিতবর্ণ-ওষ্ঠসম্পন্ন, দুর্গন্ধ-পূর্ণ-নিশ্বাসবাহী, দুষ্টলক্ষণযুক্ত এবং স্বয়ং দানাদিতে সক্ষম হইয়াও যে গুরু বহু-প্রতিগ্রহে নিরত, তিনি শ্রীক্ষয় করেন। ৪২।

অতঃপর শিষ্যলক্ষণ কথিত হইতেছে।—মন্ত্রমুক্তাবলীতে কথিত আছে যে, শিষ্য শুদ্ধকুল-সম্ভূত, শ্রীমান্, বিনয়বান্, প্রিয়দর্শন, সত্যভাষী, পবিত্রচরিত, মহামতি, দম্ভহীন, কামক্রোধ-শূন্য, গুরুপাদদ্বয়ে ভক্ত, কায়মনোবাক্যে অহর্নিশ দেবতাপ্রবণ অর্থাৎ দেবতার প্রতি অনুরক্ত, নীরোগ, অশেষপাতকজয়ী, শ্রদ্ধাবান্, নিত্য দেবতা বিপ্র ও পিতৃগণের পূজায় রত, যুবা, নিখিল-ইন্দ্রিয়-বিজয়ী ও করুণানিধান হইবেন। উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত শিষ্যই দীক্ষাধিকারী হইয়া থাকেন। ৪৩। একাদশস্কন্ধেও লিখিত আছে যে, অভিমান ও মাৎসর্য্যহীন, দক্ষ (নিরলস), নির্ম্মম (ভার্য্যাদিতে মমতাহীন), গুরুর প্রতি দৃঢ়সৌহৃদ, অসত্বর (অব্যগ্র), তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অসূয়াহীন ও অমোঘবাক্ (ব্যর্থালাপহীন) ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত। ৪৪।

---

* হেতুবাদরত—প্রতিকূলতর্কপরায়ণ।

অকৃত্যেভ্যোঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষাসহিষ্ণবঃ।
এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বে নোপকল্পিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
যদ্যেতে হ্যপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ।
ভবন্তীহ দরিদ্রাস্তে পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ ॥
নারকাশ্চৈব দেহান্তে তির্য্যঞ্চঃ প্রভবন্তি তে ॥ ৪৭ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন দাপয়েদিতি ॥ ৪৮ ॥
তয়োঃ পরীক্ষা চান্যোন্যমেকাব্দং সহবাসতঃ।
ব্যবহারস্বভাবানুভবেনৈবাভিজায়তে ॥ ৪৯ ॥

ইত্যাশয়েন তান্ লিখতি অলসা ইতি পঞ্চভিঃ। ক্লিষ্টাঃ বৃথা ক্লেশকারিণঃ। রাগিণো বিষয়াসক্তাঃ। ভোগলালসা লুব্ধা ইত্যর্থঃ। পিশুনাঃ পরদোষসূচকাঃ। খলাঃ পরদুঃখদাঃ ॥ ৪৫ ॥ গুরুশিক্ষায়া অসহনশীলাঃ। শিষ্যত্বে ন কেনাপ্যুকল্পিতা ন বিহিতাঃ শিষ্যা ন কৃতা ইত্যর্থঃ। যদ্বা উপকল্পিতা ন ভবন্তি শিষ্যত্বং নার্হন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ লোভাদিনা তেষাং স্বীকারেণ শ্রীগুরৌ মহাদোষাঃ পর্য্যবস্যন্তীত্যাহ যদ্যেত ইতি সার্দ্ধেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥ তয়োঃ গুরুশিষ্যয়োঃ। অন্যোন্যমিত্যস্য পরার্দ্ধেননাপ্যন্বয়ঃ। ব্যবহারঃ চেষ্টা, স্বভাবঃ শীলং, তয়োরনুভবেনৈব অভিতো জায়তে ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর উপেক্ষ্য-শিষ্যলক্ষণ লিখিত হইতেছে।—অগস্ত্যসংহিতায় প্রকাশিত আছে যে, যাহারা অলস, মলিন, বৃথা ক্লেশভোগী, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, ক্রুদ্ধ, বিষয়াসক্ত, ভোগ-লোলুপ, অসূয়াবান্, মৎসরগ্রস্ত, শঠ, পরুষভাষী, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জক, পরদারপরায়ণ, বিদ্বদ্গণের শত্রু, অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্য, ভ্রষ্টব্রত, কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহকারী, পরদোষসূচক, খল (পরদুঃখপ্রদ), বহুভোজী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা ও নিন্দিত ইত্যাদি এবং অপর যাহারা পাপিষ্ঠ, পুরুষাধম এবং যাহাদিগকে কুক্রিয়া হইতে নিবারিত করা যায় না ও যে সকল ব্যক্তি গুরুপদেশ সহ্য করিতে অক্ষম, এইরূপ জনগণকে বর্জ্জন করিবে; ইহাদিগকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করিবে না। ৪৫—৪৬। যাহারা (লোভাদির বশীভূত হইয়া) ঐ সকল ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন, তাঁহারা ইহলোকে দেবতার আক্রোশপাত্র, দরিদ্র ও পুত্র-কলত্র-বিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন এবং দেহাবসানে নরক-ভোগান্তে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়েন। ৪৭। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রেও লিখিত আছে যে, জৈমিনি, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল ও গৌতম এই ছয় ব্যক্তি হেতুবাদী বলিয়া পরিগণিত; যে সকল পুরুষাধম উঁহাদিগের মতের অনুগামী হইয়া কার্য্য করে, তাহাদিগকেও

অথ পরীক্ষণং।

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং।—

তয়োর্ব্বৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যোন্যস্বভাবয়োঃ। গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥

শ্রুতিশ্চ।—নাসংবৎসরবাসিনে দেয়াৎ।

সারসংগ্রহেঽপি।—সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ॥ ৫০॥

রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।

তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

ক্রমদীপিকায়াঞ্চ।—সন্তোষয়েদকুটিলার্দ্রতরান্তরাত্মা, তং স্বৈধনৈঃ স্ববপুষাপ্যনুকূলবাণ্যা।

অব্দত্রয়ং কমলনাভধিয়াতিধীর-স্তুষ্টে বিবক্ষতু গুরাবথ মন্ত্রদীক্ষাং॥ ৫১॥

গুরুণা স্ববশ্যমেব শিষ্যপরীক্ষা কার্য্যেত্যত্র হেতুমাহ রাজ্ঞীতি॥ ৫০॥ এবং বর্ষমেকং পরীক্ষা ততো দীক্ষেতি নিশ্চিতং। তত্র শ্রীগোপালমন্ত্রবরদীক্ষায়াং বর্ষত্রয়গুরুসেবানন্তরমেব দীক্ষেতি তত্ত্ববিদাং মতং লিখন্ দীক্ষাপ্রাক্তনগুরুসেবাবিধিঞ্চ সংক্ষেপেণ দর্শয়তি সন্তোষয়েদিতি। তং গুরুং। বিবক্ষতু বক্তুমিচ্ছতু দীক্ষার্থং প্রার্থনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অব্দত্রয়মিত্যত্র বিশেষো গ্রন্থান্তরাদ্দ্রষ্টব্যঃ। তথাহি —ত্রিষু বর্ষেষু বিপ্রস্য ষট্সু বর্ষেষু ভূভৃতঃ। বিশো নবসু বর্ষেষু পরীক্ষা তু প্রশস্যতে। সমাস্বপি দ্বাদশসু তেষাং যে বৃষলাদয় ইতি। যচ্চ সারদাতিলকাদাবুক্তম্— একাব্দেন ভবেদ্বিপ্রো ভবেদব্দদ্বয়ান্নৃপঃ। ভবেদব্দত্রয়ৈর্বৈশ্যঃ শূদ্রো বর্ষচতুষ্টয়ৈরিতি, তদত্যন্ত-পূর্ব্বপরিশীলিতবিষয়মিতি বিবেচনীয়ং॥ ৫১॥

হেতুবাদী কহে; সুতরাং তাহাদিগকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে না। ৪৮। একবর্ষ সহবাস দ্বারা পরস্পরের চেষ্টা ও স্বভাব অনুভব পূর্ব্বক গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা হয়। ৪৯।

এক্ষণে পরীক্ষাকরণ কথিত হইতেছে।—মন্ত্রমুক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, একবর্ষ সহবাস দ্বারা পরস্পরের স্বভাব বিদিত হইলে উভয়ের গুরুতা ও শিষ্যতা পরিজ্ঞাত হইতে পারে, অন্য-রূপে জানিতে পারা যায় না, ইহাই স্থির। শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, একবৎসর সহবাস না করিলে তাহাকে মন্ত্র দান করিতে নাই। সারসংগ্রহেও প্রকাশিত আছে যে, সদ্গুরু একবর্ষ যাবৎ নিজ আশ্রিত শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন। ৫০। অমাত্যজ দোষসমূহ যেরূপ নৃপতিতে এবং ভার্য্যাজাত পাতক যেমন নিজ পতিতে উপগত হয়, সেইরূপ গুরুদেবও শিষ্যার্জ্জিত পাতক-পুঞ্জ নিশ্চিত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্রমদীপিকাতেও লিখিত আছে যে, অকুটিল ও আর্দ্রান্তঃকরণ হইয়া তিনবর্ষ যাবৎ নিজ ধনরাশি, স্বীয় দেহ ও অনুকূল বচন দ্বারা ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুর সন্তোষবিধান করিবে। শ্রীগুরুদেব প্রীত হইলে তৎপরে মন্ত্রদীক্ষার্থ তৎসমীপে প্রার্থনা করিবে। ৫১।

কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াং।—

উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা। মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ॥
নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি। আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন॥
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ॥ ৫২॥

অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ। ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন॥
জৃম্ভাহাস্যাদিকঞ্চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা। বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ॥ ৫৩॥

কিঞ্চ।—শ্রেয়স্তু গুরুবদ্বৃত্তির্নিত্যমেব সমাচরেৎ। গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥ ৫৪॥
উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে। ন কুর্য্যাৎ গুরুপুত্রস্য পাদয়োঃ শৌচমেব চ॥
গুরুবৎ পরিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ। অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ। গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনং॥ ৫৫॥

সন্তোষয়েদিত্যাদিনা সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ লিখিতং শ্রীগুরুসেবাবিধিং বিশেষতো বিস্তার্য্য লিখতি উদকুম্ভমিত্যাদিনা। অস্য গুরোর্মার্জনাদিকং গৃহস্য অঙ্গানাং চেত্যর্থঃ। তত্রাঙ্গানাং লেপনং চন্দনাদিনেতি জ্ঞেয়ং। পাদুকোপানহোশ্চর্ম্মকাষ্ঠাদিভেদেনাবান্তরভেদঃ। আসন্দীং ভোজনপাত্রাধারত্রিপদিকাং॥ ৫২॥ সারয়েৎ প্রসারয়েৎ। আদিশব্দাদুচ্চৈর্ভাষাদি। আস্ফোটনমঙ্গুল্যাদীনাং॥ ৫৩॥ নিত্যং গুরুপুত্রাদিষু শ্রেয়ঃ হিতং সম্যগাচরেৎ। গুরুবদ্বৃত্তিঃ গুরাবিব গুরুপুত্রাদিষ্বপি বৃত্তির্ব্যবহারো যস্য তথাভূতঃ সন্। স্বা জ্ঞাতয়ঃ বন্ধবঃ সম্বন্ধিনস্তেষু। পাঠান্তরে * শ্রেয়ো যথা স্যাত্তথা গুরাবিব তদ্বিষয়াচরেৎ। যদাচরেৎ তৎ শ্রেয় ইতি বা॥ ৫৪॥ তত্রাপবাদমাহ উৎসাদনমিতি ত্রিভিঃ। গাত্রাণামুৎসাদনম্ উদ্বর্ত্তনং। শৌচং প্রক্ষালনং। অসবর্ণা ইতি পূর্ব্বং ব্রাহ্মণানাং

অনন্তর বিশেষরূপে গুরুসেবাবিধি কথিত হইতেছে।—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, নিরন্তর শ্রীগুরুর উদককুম্ভ, কুশ, কুসুম ও সমিধ্ আহরণ করিবে; সর্ব্বদা অঙ্গের ও বস্ত্রের মার্জ্জন ও লেপন করিবে অর্থাৎ সর্ব্বদা গুরুর মন্দিরের মার্জ্জন, দেহে চন্দন লেপন ও বসনসমূহ প্রক্ষালন করিবে। শ্রীগুরুর নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা, উপানৎ (চর্ম্মপাদুকা), আসন, ছায়া ও আসন্দী † কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুদেবের জন্য দন্তকাষ্ঠাদি আহরণ এবং স্বকৃত্য কর্ম্ম সকল তাঁহার নিকট নিবেদন করিবে। ৫২। গুরুর অনুমতি না লইয়া কুত্রাপি গমন করিবে না, গুরুদেবের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে রত থাকিবে, তৎসন্নিধানে কদাচ পাদপ্রসারণ করিবে না এবং গুরু-সমীপে জৃম্ভণ, হাস্যাদি অর্থাৎ হাস্য ও উচ্চৈঃস্বরে বাক্প্রয়োগাদি, উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা কণ্ঠাবরণ ও অঙ্গুলীর আস্ফোটন সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে। ৫৩। আরও লিখিত আছে যে, গুরুপুত্র, গুরুদারা এবং গুরুদেবের জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিবর্গের প্রতিও নিত্য গুরুবৎ হিতাচরণ করিবে। ৫৪। গুরুতনয়ের অঙ্গমার্জ্জন,

---

* তদাচরেদিতি পাঠে। † আসন্দী—ভোজনপাত্রাধার ত্রিপদিকা।

দেব্যাগমে শ্রীশিবোক্তৌ।—

গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকে পাদপীঠকং। স্নানোদকং তথা চ্ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥
গুরোরগ্রে পৃথক্‌পূজামদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ। দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জয়েৎ॥৫৬॥

শ্রীনারদোক্তৌ।—

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ। প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥
গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা। বস্ত্রচ্ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥ ৫৭॥

মনুস্মৃতৌ।—

নোদাহরেৎ গুরোর্নাম পরোক্ষমপি কেবলং। ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষণচেষ্টিতং॥ ৫৮॥
গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ। ন চাবিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ॥ ৫৯॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।—

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্নীয়াচ্চ কেবলং। অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্নীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরং। পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ॥ ৬০॥

ক্ষত্রিয়কন্যাপরিগ্রহাৎ। যদ্যপ্যেতৎ সর্ব্বং শ্রীব্যাসদেবেন বেদাধ্যাপকগুরুসেবামধিকৃত্যোক্তং তথাপি সাঙ্গবেদাধ্যাপনে মন্ত্রোপদেশশ্চ স্বতএব সিধ্যতীত্যেবং মন্ত্রগুরুবেদগুর্ব্বোরভেদাৎ বিশেষতশ্চ সেবাবিধিসাম্যাদত্র লিখিতমিতি দিক্। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যং॥ ৫৫॥ অদ্বৈতম্ অভেদোক্তিং। দীক্ষাম্ অন্যস্মৈ দীক্ষাপ্রদানং॥ ৫৬॥ পাদুকোপানহোশ্চর্ম্মকাষ্ঠাদিভেদেনাবান্তরভেদঃ পূর্ব্বমেব লিখিতঃ॥ ৫৭॥ কেবলং শুদ্ধং নামাক্ষরমাত্রকমিত্যর্থঃ॥ ৫৮॥ স্বান্ গুরূন্ পিত্রাদীন্॥ ৫৯॥ তর্হি

তাঁহার স্নাপন, তদীয় উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও চরণক্ষালন করিতে নাই। গুরুদেবের সবর্ণা পত্নীদিগকে গুরুবৎ অর্চ্চনা করিবে এবং অসবর্ণা ভার্য্যাদিগকে কেবলমাত্র প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। গুরুদারার অঙ্গে তৈল-লেপন, তাঁহার স্নাপন, তদীয় অঙ্গমার্জ্জন ও কেশসংস্করণ, এই সমুদায় কার্য্য করা অনুচিত। ৫৫। দেবীতন্ত্রেও শিবোক্তি আছে যে, শ্রীগুরুদেবের শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, পাদপীঠ, স্নানোদক ও ছায়া অতিক্রম করিতে নাই; গুরুদেবের সম্মুখে পৃথক্ পূজা ও অভেদোক্তি * বর্জ্জন করিবে এবং তাঁহার সম্মুখে মন্ত্রদান, ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব প্রকাশ করিবে না। ৫৬। নারদোক্তিতেও আছে যে, যেখানে যেখানে গুরুদর্শন হইবে, সেই সেই স্থলেই করযোড়ে ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইবে। শিষ্য কদাচ গুরুদেবের আজ্ঞা, আসন, বাহন, কাষ্ঠপাদুকা, উপানৎ, বসন ও ছায়া অতিক্রম করিবে না। মনুস্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, পরোক্ষেও কেবলমাত্র গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিতে নাই এবং শ্রীগুরুর গতি, স্বর ও চেষ্টার অনুকরণ করিবে না। ৫৮। শ্রীগুরুর গুরুদেব সন্নিহিত হইলে তৎপ্রতি গুরুবৎ আচরণ করিবে, গুরু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইলে নিজ জনক-

---

* অভেদোক্তি—অর্থাৎ শ্রীগুরুর সহিত আমার কোনরূপ প্রভেদ নাই, এইরূপ উক্তি।

কিঞ্চ।—

ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাত্তস্যাজ্ঞাং ন চ লঙ্ঘয়েৎ। নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা॥

অন্যত্র চ।—আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।

আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ॥

যৎ কিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমং। সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহং॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ।—

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।

নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ॥

আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি। কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিং॥ ৬১॥

অন্যথা দ্বয়োরপি মহাদোষঃ। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং॥ ৬২॥

কুত্রচিৎ কথং গৃহ্নীয়াদিত্যপেক্ষায়ামাহ গৃহ্নীয়াচ্চেত্যাদিনা। অঞ্জলীতি দীর্ঘত্বমার্ষং। ওঁ শ্রীঅমুক-বিষ্ণুপাদা ইত্যেবং। তচ্চ নতমূর্দ্ধা অঞ্জলিযুক্তঃ সন্ গৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ॥ ৬০॥ মোহাদপি গুরোঃ কিঞ্চিন্ন ভোক্তব্যং, তচ্চাজ্ঞাং বিনেতি বোদ্ধব্যম্ অন্যথাজ্ঞালঙ্ঘনদোষাপত্তেঃ। এতচ্চ সর্ব্বং দীক্ষা-নন্তরমপি শিষ্যস্য কৃত্যং জ্ঞেয়ং, সদৈব গুরুভক্তেরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ। অতএবৈতৎ দীক্ষানন্তরমপি কচি-দুক্তমস্তি॥ ৬১॥ পরীক্ষাং বিনা গুরুসেবাদিং বিনা চ মন্ত্রস্য কথনে গ্রহণে চ মহাননর্থ ইতি লিখতি

জননী প্রভৃতি গুরুজনকে বন্দনা করিবে না। ৫৮। নারদপঞ্চরাত্রেও লিখিত আছে, যতাত্মা ব্যক্তি যথায় তথায় যথা তথা অভক্তি সহকারে গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবে না। নতশিরা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণব, শ্রীঅমুক এবং তৎপরে বিষ্ণুপাদসমন্বিত করিয়া নাম উচ্চা-রণ করিতে হয় অর্থাৎ "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ" এইরূপ বলিবে। ৬০। আরও লিখিত আছে যে, মোহবশতঃও গুরুদেবকে কোন বিষয়ে অনুমতি করিবে না অথবা তদীয় অনুমতি অতি-ক্রম করিবে না। শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না কিংবা গুরুর কোন বস্তু ভোজন করিবে না। গ্রন্থান্তরেও লিখিত আছে যে, গুরুদেবকে আগমন করিতে দেখিলে তাঁহার অগ্রে গমন করিবে, তিনি গমন করিলে তাঁহার অনুগামী হইবে, তাঁহার সম্মুখে আসনে বা শয্যায় অবস্থিত হইবে না; অন্ন-পানাদি যে কিছু মনোরম প্রিয় বস্তু আছে, প্রতিদিন প্রথমতঃ তাহা গুরুদেবকে নিবেদন করিয়া পরে স্বয়ং আহার করিবে। বিষ্ণুস্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, গুরু কর্ত্তৃক তাড়িত বা পীড়িত হইয়াও তাঁহার অপ্রিয় সাধন করিবে না, তাঁহার বাক্যে অবহেলা ও তাঁহার অহিতাচরণ করিবে না। যে ব্যক্তি কর্ম্ম দ্বারা, মন দ্বারা, বাক্য দ্বারা, প্রাণ দ্বারা ও ধন দ্বারা আচার্য্যের প্রিয়সাধন করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন। ৬১। যেরূপ কথিত হইল, ইহার অন্যথা হইলে, অর্থাৎ পরীক্ষা ব্যতীত, গুরুশুশ্রূষা

অথ শিষ্যপ্রার্থনা।

বৈষ্ণবতন্ত্রে।—

ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসারবহ্নিনা। দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণঙ্গতঃ॥ ৬৩॥

তত্র শ্রীবাসুদেবস্য সর্ব্বদেবশিরোমণেঃ। পাদাম্বুজৈকভাগেব দীক্ষা গ্রাহ্যা মনীষিভিঃ॥৬৪॥

অথ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যং।

প্রথমস্কন্ধে।—সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ, র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।

স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ, শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥৬৫॥

কিঞ্চ।—অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং, জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।

সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ, কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥ ৬৬॥

যো বক্তীতি। ন্যায়ঃ দ্বয়োরন্যোন্যপরীক্ষণপূর্ব্বক-গুরুসেবাদিপ্রকারস্তদ্রহিতং॥ ৬২॥ এবং সেবয়া গুরুসন্তোষণানন্তরং মন্ত্রদীক্ষার্থং যথা শিষ্যেণ প্রার্থয়িতব্যং তদ্বিজ্ঞাপয়িতুং লিখতি ত্রায়স্বেতি॥৬৩॥ তত্র তস্যাং গৃহ্যমাণায়াং দীক্ষায়াং পাদাম্বুজমেকমেব ভজতি আশ্রয়তীতি তথা সা। মনীষিভিরিতি অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতৈবেতি ভাবঃ॥ ৬৪॥

তত্র হেতুং দর্শয়ন্ শ্রীবাসুদেবস্য ভগবতো মাহাত্ম্যং লিখতি সত্ত্বমিত্যাদিনা। তত্র ব্রহ্মাদীনাং ত্রয়াণামপীশ্বরত্বেঽপ্যেকাত্মত্বেঽপি চ শ্রীবাসুদেবস্যাধিক্যমাহ সত্ত্বমিতি। ইহ যদ্যপ্যেক এব পরঃ পুমান্ ঈশ্বরঃ অস্য বিশ্বস্য স্থিতিসৃষ্টিলয়ার্থং হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞা ধত্তে, তথাপি তত্র তেষাং মধ্যে সত্ত্বতনোঃ শ্রীবাসুদেবাদেব শ্রেয়াংসি শুভফলানি স্যুঃ॥ ৬৫॥ অথাপি যদ্যপি ত্রয়

ব্যতীত মন্ত্র কথন ও মন্ত্র গ্রহণ করিলে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই মহাদোষ উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি অন্যায়তঃ উপদেশ প্রদান করেন, আর যে ব্যক্তি অন্যায়তঃ শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য ভীষণ নিরয়ে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। ৬২।

অনন্তর শিষ্যপ্রার্থনা কথিত হইতেছে।—বৈষ্ণব-তন্ত্রে লিখিত আছে যে, হে জগন্নাথ! হে গুরো! আমি সংসার-বহ্নি দ্বারা দগ্ধ ও কালকর্তৃক দষ্ট হইতেছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন্। আমি আপনার শরণাগত হইলাম। ৬৩। যে দীক্ষা সর্ব্বদেবশিরোমণি শ্রীবাসুদেবের পাদাম্বুজমাত্র আশ্রয় করে, মনীষিগণ সেই দীক্ষাই গ্রহণ করিবেন। ৬৪। *

অনন্তর ভগবন্মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—প্রথমস্কন্ধে লিখিত আছে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। একমাত্র পরম পুরুষ উক্ত গুণত্রয়-সমন্বিত হইয়া এই জগতের স্থিতি-সৃষ্টি-সংহারার্থ হরি বিরিঞ্চি ও হর এই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেন সত্য, তথাপি সত্ত্বতনু হরি হইতেই মানবগণের কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। ৬৫। আরও লিখিত আছে যে, যাঁহার পদনখ

---

* এ স্থলে মনীষিগণ বলাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ প্রকারের অন্যথা হইলেই নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়।

শ্রীদশমস্কন্ধে।—

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ। ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ ক্ষেমো যতোঽভয়ং॥ ৬৭॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে।—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥ ৬৮॥

নারসিংহে।—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥ ৬৯॥

এবৈতে ঈশ্বরাস্তথাপীত্যর্থঃ। যদ্বা অথেত্যর্থান্তরে। বিরিঞ্চিনোপহৃতং সমর্পিতং অর্হণাম্ভঃ অর্ঘ্যোদকং যস্য পাদনখাদবসৃষ্টং নিঃসৃতমপি। যদ্বা পাদনখেনাবজ্ঞয়া ত্যক্তমপি ঈশসহিতং জগৎ পুনাতি। বিরিঞ্চোপহৃতং শেষমিত্যনেন শ্রীব্রহ্মশিবয়োরপ্যুপাসকত্বমুক্তং। তস্মান্মুকুন্দাদ্ব্যতিরিক্তঃ কো নাম ভগবৎপদার্থঃ অভিধেয়ঃ, সর্ব্বেশ্বরঃ স বিষ্ণুরেক এবেত্যর্থঃ॥ ৬৬॥ তৎ ভৃগুবর্ণিতং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যং। বিস্মিতা তাদৃশাপরাধেঽপি নির্ব্বিকারত্বেন। যদ্বা অবিস্মিতাঃ তস্য স্বতএব তথাসম্ভাবনয়া। ভূয়াংসং মহত্তমং শ্রদ্দধুঃ নিশ্চিতবন্তঃ॥ ৬৭॥ জল্পন্তু ইত্যুপহাসে, জানন্ত এব জানন্ত্বিত্যাদিবৎ। সমস্তানামাগমানাং শাস্ত্রাণাং ব্যাপারেষু প্রয়োজনেষু বিবেচনস্য ব্যাপারস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদিবিচারস্য ব্যতিকরম্ আসঙ্গং প্রাপিতেষু সৎসু সিদ্ধান্তে বিষয়ে বিষ্ণুরেক এব ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর ইতি নিশ্চীয়তে॥ ৬৮॥ বেদাৎ শাস্ত্রং পরং পরমং

হইতে-বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক উপহৃত অর্ঘ্যোদক বিনির্গত হইয়া মহেশ্বরের সহিত বিশ্বসংসারকে পবিত্র করিতেছে, সেই মুকুন্দ ব্যতীত আর কে লোকে ভগবৎপদের বাচ্য হইতে পারে?। ৬৬। দশম স্কন্ধেও লিখিত আছে যে, ঋষিগণ (ভৃগুকথিত ভগবন্মাহাত্ম্য) আকর্ণনপূর্ব্বক বিস্মিত ও ছিন্নসংশয় হইয়া, যাঁহা হইতে কল্যাণ বা শান্তি ও অভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই বিষ্ণুর প্রতিই মহতী শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৭। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে লিখিত আছে যে, তত্তৎপুরাণ ও শাস্ত্রনিচয় চরাচর জগতের মোহোৎপাদনার্থ কল্পাবধি তত্তদ্দেবতাকে প্রধান বলিয়া বর্ণন করে করুক, কিন্তু নিখিল শাস্ত্রের প্রয়োজনসমূহ বিবেচনা করিলে স্পষ্টই স্থিরীকৃত হইবে যে, একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। ৬৮। নারসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, আমি ভুজোত্তোলন করিয়া পুনঃপুনঃ ত্রিসত্যপূর্ব্বক বলিতেছি যে, বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর নাই এবং কেশব হইতেও প্রধান দেবতা

যতঃ পাদ্মে।—

অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যং।—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

অতএবোক্তং স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥

তত্রৈবান্যত্র।—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষং॥ ৭০॥

মহাভারতে।—

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে। স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥

অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ। গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্ত্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি॥৭১॥

পঞ্চরাত্রে।—

যো মোহাদ্বিষ্ণুমন্যেন হীনদেবেন দুর্ম্মতিঃ।
সাধারণং সকৃদ্ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ॥ ৭২॥

নাস্তীতি দৃষ্টান্তত্বেনোক্তং॥ ৬৯॥ এবং ব্রহ্মাদিভ্যোঽখিলদেবেভ্যো মাহাত্ম্যং বিলিখ্যাধুনা তৎপরিত্যাগেনান্যদেবতাভজনস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদিবাক্যৈর্দ্রঢ়য়তি বাসুদেবমিত্যাদিনা। উপাসতে ইত্যার্ষম্, উপাস্তে॥ ৭০॥ গঙ্গাম্ভসঃ সকাশাৎ, তৎ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ॥ ৭১॥ অস্তু তাবৎ পরিত্যাগে ন দোষঃ অন্যদেবসামান্যদৃষ্ট্যৈব মহাননর্থ ইতি লিখতি য ইতি।

আর দৃষ্ট হয় না। ৬৯। পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, বাসুদেব পরিতুষ্ট হইলে অরিও মিত্র, বিষও পথ্য ও অধর্ম্মও ধর্ম্ম হইয়া থাকে, এবং তিনি প্রীত না হইলে ঐ সকলের বিপর্য্যয় ঘটে অর্থাৎ মিত্রও শত্রু, পথ্যও বিষ ও ধর্ম্মও অধর্ম্ম হয়। ঐ পদ্মপুরাণে ভগবান্‌ও স্বয়ং বলিয়াছেন যে, মদুদ্দেশে কৃত পাতকও ধর্ম্ম হয় এবং আমাকে অবহেলা করিলে মৎপ্রভাবে ধর্ম্মও পাতক হইয়া যায়। অতএব স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি হৃষীকেশকে পরিহারপূর্ব্বক দেবতান্তরের আরাধনা করে, সে নিজ জননীকে ত্যাগ করিয়া শ্বপচীকে (চাণ্ডালীকে) অভিবাদন করিয়া থাকে। ঐ স্কন্দপুরাণের স্থানান্তরেও লিখিত আছে, যে, যে ব্যক্তি বাসুদেবকে ত্যাগ করিয়া দেবতান্তরের আরাধনা করে, সেই মূঢ়াত্মা অমৃতত্যাগপূর্ব্বক হলাহল বিষ পান করে সন্দেহ নাই। ৭০। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যে পুরুষ মোহনিবন্ধন বিষ্ণুকে পরিহার করিয়া অন্য দেবতার আরাধনা করে, সে সুধা পরিত্যাগ করিয়া ধূলিগ্রহণে অভিলাষী হয়। যে মানব বাসুদেবকে অনাদর করিয়া দেবতান্তরের শরণাগত হয়, সে পিপাসার্ত্ত হইয়া গঙ্গোদক বর্জ্জনপূর্ব্বক মরীচিকার প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে। ৭১। পঞ্চরাত্রে

বৈষ্ণবতন্ত্রে।—

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ। একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥

অন্যত্র চ।—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥৭৩॥ ইতি।

সহস্রনামস্তোত্রাদৌ শ্লোকৌঘাঃ সন্তি চেদৃশাঃ। বিশেষতঃ সত্ত্বনিষ্ঠৈঃ সেব্যো বিষ্ণুর্ন চাপরঃ॥

তথা চ হরিবংশে শ্রীশিববাক্যং।—

হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ। বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবং॥ ইতি।

ঈদৃঙ্মাহাত্ম্যবাক্যেষু সংগৃহীতেষু সর্ব্বতঃ। গ্রন্থবাহুল্যদোষঃ স্যাল্লিখ্যন্তেঽপেক্ষিতানি তৎ॥৭৪॥

মোহাদপি হীনেন বিষ্ণ্বপেক্ষয়া নিকৃষ্টেন দেবেন। জাতাবেকত্বং। সাধারণং তুল্যং। সকৃদপি। অন্ত্যজঃ অত্যন্তনীচঃ স এব, ন তু চণ্ডালাদিরিত্যর্থঃ॥ ৭২॥ কিঞ্চ যস্ত্বিতি। আদিশব্দেন ইন্দ্রাদয়ঃ। অয়ং ভাবঃ,—শ্রীব্রহ্মরুদ্রৌ গুণাবতারৌ, ইন্দ্রাদয়ো বিভূতয়ঃ, ভগবান্ শ্রীনারায়ণোঽবতারী পরমেশ্বরঃ ইত্যেতৎ শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে, অতোঽন্যৈঃ সহ তস্য সাম্যদৃষ্ট্যা শাস্ত্রানাদরেণ পাষণ্ডিতা নিষ্পাদ্যতে ইতি। অতএবোক্তং বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে শ্রীমহাদেবেন। নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে। ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিন ইতি। তদন্তে শ্রীদুর্গাদেব্যা চ। অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ। জগদাদিগুরুর্মূঢৈঃ সামান্য ইব বীক্ষ্যতে ইতি॥ ৭৩॥ ঈদৃশাঃ শ্রীভগন্মাহাত্ম্যপরা ইত্যর্থঃ। তথা চ তত্রৈব শ্রীমহাদেববাক্যং। ন যান্তি তৎ পরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং। সর্ব্বভাবৈরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমং। তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে। তেনাদ্বিতীয়মহিমা জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতীতি। তত্রৈব নামমধ্যে। সর্ব্বদেবৈকশরণং সর্ব্বদেবৈকদৈবতং। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো যমকোটিদুরাসদঃ। ব্রহ্মকোটিজগৎস্রষ্টা বায়ুকোটিমহাবলঃ। কোটীন্দ্রজগদানন্দী শম্ভুকোটিমহেশ্বর ইত্যাদি। তদন্তে শ্রীদুর্গাদেবীবাক্যং। অহো বত মহৎ

লিখিত আছে যে, যে মূঢ়মতি মোহনিবন্ধন একবারমাত্রও অন্য হীন-দেবতার সহিত বিষ্ণুর তুলনা করে, সেই প্রকৃত অন্ত্যজ, অন্ত্যজ চণ্ডালাদি অন্ত্যজ নহে। ৭২। বৈষ্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে সমস্ত জড়বুদ্ধি বিষ্ণুর প্রতি সামান্যদর্শী হয় অর্থাৎ অন্যদেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমজ্ঞান করে, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও কিন্তু ঐকান্তিকী শ্রীহরিভক্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। স্থানান্তরেও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি নারায়ণ দেবকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের সহিত তুল্যজ্ঞানে দর্শন করে, সে নিরন্তর পাষণ্ডী হয়। ৭৩। সহস্রনাম-স্তোত্রাদিতে এইরূপ অনেক শ্লোক বিদ্যমান আছে যে, সত্ত্বনিষ্ঠ মানবগণ বিশেষ প্রকারে বিষ্ণুর উপাসনা করিবেন, তদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতার আরাধনা করিবেন না। হরিবংশে শিবোক্তিও আছে যে, হে বিপ্রগণ! তোমরা সত্ত্বসংস্থিত হইয়া সর্ব্বদা হরির আরাধনা করিবে, সর্ব্বদা বিষ্ণুমন্ত্র জপ

অথ শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্ম্যং।

আগমে।—

মন্ত্রান্ শ্রীমন্ত্ররাজাদীন্ বৈষ্ণবান্ গুর্ব্বনুগ্রহাৎ। সর্ব্বৈশ্বর্য্যং জপন্ প্রাপ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥
পুণ্যং বর্ষসহস্রৈর্যৈঃ কৃতং সুবিপুলং তপঃ। জপন্তি বৈষ্ণবান্মন্ত্রান্নরাস্তে লোকপাবনাঃ॥

বৈষ্ণবে চ।—

প্রজপন্ বৈষ্ণবান্মন্ত্রান্ যং যং পশ্যতি চক্ষুষা।
পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যো মুচ্যতেঽসৌ মহাভয়াৎ॥ ৭৫॥ ইতি।

কষ্টং সমস্তসুখদে হরৌ। বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ। যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ। জটাভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষ্যতে জনৈঃ। ততোঽধিকোঽস্তি কো দেবো লক্ষ্মীকান্তান্মধুদ্বিষ ইত্যাদি। বীক্ষ্যতে জনৈরিতি ন ত্বেতদপ্রত্যক্ষং, কিন্তু সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকৈর্দৃশ্যত এবেত্যর্থঃ। আদিশব্দেন লঘুসহস্রনামস্তোত্রাদি। তত্র লঘুসহস্রনামস্তোত্রে আরম্ভে।—পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ। পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম পরমং যঃ পরায়ণং। পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং। দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং যোঽব্যয়ঃ পিতে-ত্যাদি। অন্তে চ।—দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশো ভূর্ম্মহোদধিঃ। বাসুদেবস্য বীর্য্যেণ বিধৃতানি মহাত্মন ইত্যাদি। বিশেষত ইতি তমসা রজসা বোপহতচিত্তাঃ কিল কথঞ্চিদন্যং বা ভজন্তাং নাম সাত্ত্বিকৈস্তবশ্যং শ্রীবিষ্ণুরেব ভজনীয় ইত্যর্থঃ। অতো যোঽন্যং ভজেৎ স তমোরজোদূষিত ইতি ভাবঃ। পঠধ্বং জপত। ধ্যাতেত্যার্ষং ধ্যায়ত। নন্বীদৃশানি হৃৎকর্ণরসায়নানি শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যপরাণি বচনানি সর্ব্বশাস্ত্রতঃ সমাহৃত্যাপরাণ্যপি লিখ্যন্তাং তত্রাহ ঈদৃগিতি। গ্রন্থস্য বাহুল্যং বিস্তরস্তেন তদ্রূপো দোষো ভবেৎ। তৎ তস্মাৎ হেতোঃ। যদ্বা তদিত্যব্যয়ং তানীত্যর্থঃ। যাবন্তি যত্রাপেক্ষিতানি ভবন্তি তাবন্ত্যেব তত্র লিখ্যন্তে, ন ত্বধিকানীত্যর্থঃ। এতেন চেদৃশানি বহুতরাণি বচনানি সন্তীতি বোধিতং। লিখ্যন্ত ইতি

করিবে এবং কেশবকে ধ্যান করিবে। নিখিল শাস্ত্র হইতে এইরূপ ভগবন্মাহাত্ম্যসূচক বাক্য-সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রন্থবাহুল্য-দোষ ঘটে, সুতরাং যে সমস্ত বচন আবশ্যক, তাহাই লিখিত হইল। ৭৪।

অতঃপর বৈষ্ণব-মন্ত্র-মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—আগমে লিখিত আছে যে, মানব গুরু-দেবের অনুকম্পায় শ্রীমন্ত্ররাজাদি বৈষ্ণবমন্ত্র-সমূহ জপ করিতে করিতে যাবতীয় ঐশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক বিষ্ণুর পরম পদে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি বর্ষসহস্র যাবৎ সুবিপুল পবিত্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই সকল লোকপাবন ব্যক্তিরাই বৈষ্ণব মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবতন্ত্রেও কথিত আছে যে, বৈষ্ণবমন্ত্র জপ করিতে করিতে যাহাকে যাহাকে নেত্রগোচর করা যায় অথবা যাহাকে যাহাকে চরণ দ্বারা স্পর্শ করা যায়, সে সদ্য মহাভয়

লিখ্যতে বিষ্ণুমন্ত্রাণাং মহিমাথ বিশেষতঃ।
তাৎপর্য্যতঃ শ্রীগোপালমন্ত্রমাহাত্ম্যপুষ্টয়ে ॥ ৭৬ ॥

তত্র দ্বাদশাক্ষরাষ্টাক্ষরয়োর্মাহাত্ম্যং ॥ ৭৭ ॥

পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—

সাঙ্গং সমুদ্রং সন্ন্যাসং সঋষিচ্ছন্দদৈবতং। সদীক্ষাবিধি সধ্যানং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরং।
অষ্টারঞ্চ মন্ত্রেশং যে জপন্তি নরোত্তমাঃ। তান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহা শুধ্যেত্তে যতো বিষ্ণবঃ স্বয়ং ॥
শঙ্খিনশ্চক্রিণো ভূত্বা ব্রহ্মায়ুর্বনমালিনঃ। বসন্তি বৈষ্ণবে লোকে বিষ্ণুরূপেণ তে নরাঃ ॥৭৮॥

তত্রৈব দ্বাদশাক্ষরস্য ॥ ৭৯ ॥ চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবং প্রতি শ্রীনারদোক্তৌ।—

জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্ ॥৮০॥

বর্ত্তমাননির্দ্দেশাদগ্রেঽপ্যেবমেব লেখ্যানীতি জ্ঞেয়ং ॥ ৭৪-৭৫ ॥ এবং সামান্যতো লিখিত্বা বিশেষতো লিখিতুং প্রতিজানীতে লিখ্যত ইতি। অথ সামান্যতো লিখনানন্তরমধুনা বিশেষতো লিখ্যতে। নন্বগ্রে শ্রীমদনগোপালদেবস্য সংমোহনাখ্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রপূজাবিধিরেব লেখ্যস্তৎ কিমন্যমন্ত্রমাহাত্ম্যলিখনেন তত্রাহ তাৎপর্য্যত ইতি। অয়মর্থঃ। শ্রীগোপালদেবোঽয়মবতারী, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেঃ বিচিত্রমাহাত্ম্যবিশেষপ্রকটনাচ্চ। অতোঽবতারাণাং মাহাত্ম্যেন তস্যৈব মাহাত্ম্যবিশেষসিদ্ধেঃ। সাক্ষাত্তন্মন্ত্রস্যাপি মাহাত্ম্যং স্বতঃ পুষ্টমেব স্যাৎ, অতস্তদর্থমেব লিখ্যত ইতি ॥ ৭৬ ॥

তত্র শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রেষু মধ্যে ॥ ৭৭ ॥ ছন্দেত্যদন্তত্বমার্ষং ছন্দোভঙ্গভয়াৎ। বিষ্ণব ইতি বিষ্ণুসারূপ্যপ্রাপ্তেঃ। বিষ্ণো রূপেণেত্যমুক্তবর্ণাকারাদিগ্রহণার্থং ॥৭৮॥ সামান্যতো দ্বয়োরপি লিখিত্বাধুনা বিশেষতো লিখতি তত্রেতি। তত্র দ্বয়োর্দ্বাদশাক্ষরাষ্টাক্ষরয়োরেব মধ্যে ॥৭৯॥ শ্রীনৃপাত্মজ

হইতে মুক্তি লাভ করে। ৭৫। অতঃপর বিশেষরূপে বিষ্ণুমন্ত্র-সমূহের মহিমা লিখিত হইতেছে। ঐ সকলের তাৎপর্য্যে শ্রীগোপালমন্ত্রের মহিমাই পুষ্টিপ্রাপ্ত হইবে। ৭৬।

তন্মধ্যে দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডলসংবাদে লিখিত আছে যে, যে নরোত্তমগণ অঙ্গ, মুদ্রা, ন্যাস, ঋষি, ছন্দ, দেবতা, দীক্ষাবিধি, ধ্যান, যন্ত্র এই সমস্তের সহিত দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্ররাজ জপ করেন, তাঁহাদিগকে নেত্রগোচর করিলে ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও বিশুদ্ধি লাভ করে; কেন না, তাঁহারা স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ। সেই সকল ব্যক্তি শঙ্খ, চক্র ও বনমালায় বিভূষিত হইয়া ব্রহ্মার পরমায়ু লাভ করত বিষ্ণুরূপে বৈষ্ণব-লোকে নিবসতি করেন। ৭৭-৭৮। তন্মধ্যে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে। ৭৯। চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুবের প্রতি নারদোক্তি যথা,—হে নৃপাত্মজ! পরম গুহ্য মন্ত্র আমার নিকট শ্রবণ কর। এই মন্ত্র সপ্তরাত্র জপ করিলে মানব খেচরদিগকে *

---

* খেচর—বিষ্ণুপার্ষদ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।—

গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ। অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ।

অষ্টাক্ষরস্য যথা,—নারদপঞ্চরাত্রে।—

ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ। সর্ব্বমষ্টাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ং।

সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ। গতিরষ্টাক্ষরো নৃণাং নপুনর্ভবকাঙ্ক্ষিণাং॥

যত্রাষ্টাক্ষরসংসিদ্ধো মহাভাগো মহীয়তে। ন তত্র সঞ্চরিষ্যন্তি ব্যাধিদুর্ভিক্ষতস্করাঃ॥

দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাদয়ঃ। প্রণমন্তি মহাত্মানমষ্টাক্ষরবিদং নরং॥

ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ং। অষ্টাক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে॥৮১॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে।—

এবমষ্টাক্ষরো মন্ত্রো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ। সর্ব্বদুঃখহরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বমন্ত্রাত্মকঃ শুভঃ॥ ৮২॥

লিঙ্গপুরাণে।—

কিমন্যৈর্বহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্বহুভির্ব্রতৈঃ। নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু নমো নারায়ণেতি যঃ। জপেৎ স যাতি বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুলোকং সবান্ধবঃ॥

হে ধ্রুব॥৮০॥ নপুনর্ভবেত্যত্র সমাসেঽপি নকারস্থিতিরার্ষত্বাৎ। মুখেষু পরিবর্ত্ততে আবির্ভবতীতি বাঙ্ময়স্বরূপত্বাৎ॥৮১॥ শ্রীঃ সর্ব্বশোভা সম্পত্তির্বা তদ্বান্। সেবকস্য শ্রীপ্রদ ইত্যর্থঃ। স্বতশ্চ শুভঃ মঙ্গলরূপঃ॥৮২॥ হে তাত হে শ্রীশুক। বিষ্ণুনা সমুদ্ধৃতঃ। মনুনা কীর্ত্তিতঃ

নেত্রগোচর করিতে পারে। ৮০। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণ পুনঃপুনঃ গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রচিন্তকগণ অদ্যাপি (সংসারে) পুনরাগমন করেন নাই। অষ্টাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, বেদত্রয়, ষড়ঙ্গ, ছন্দঃসমূহ, * যাবতীয় দেবতা এবং অন্যান্য বাঙ্ময় যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই অষ্টাক্ষরমন্ত্রের অন্তর্ভূত। যাবতীয় বেদান্তের সারার্থস্বরূপ, ভবসাগরের তরণীতুল্য অষ্টাক্ষর মন্ত্র মুক্তিকামী মানবগণের একমাত্র গতি। অষ্টাক্ষর-মন্ত্রসিদ্ধ মহাভাগ ব্যক্তি যে স্থানে নিবসতি করেন, তথায় ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও তস্কর পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলেই অষ্টাক্ষর-মন্ত্রবিৎ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণই স্বয়ং অষ্টাক্ষরমন্ত্ররূপে (মানবগণের) বদনে বদনে প্রাদুর্ভূত হইতেছেন, ইহা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হইতেছে।৮১। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে যে, সর্ব্বার্থসাধক, সর্ব্বদুঃখনাশন, শ্রীমান্ †, সর্ব্বমন্ত্রাত্মক, কল্যাণস্বরূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্র পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।৮২।

---

* বেদত্রয়—সাম, যজুঃ, ঋক্। ষড়ঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। ছন্দঃসমূহ—কাব্য প্রভৃতি।

† শ্রীমান্—শ্রীপ্রদ অর্থাৎ উপাসকের শ্রীজনক।

ভবিষ্যপুরাণে।—

অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বপাপহরঃ পরঃ। সর্ব্বেষাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং রাজত্বে পরিকীর্ত্তিতঃ॥

শ্রীশুকব্যাসসংবাদে চ।—

নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ। ভক্তানাং জপতাং তাত স্বর্গমোক্ষফলপ্রদঃ॥

এষ এব পরো মোক্ষ এষ স্বর্গ উদাহৃতঃ। সর্ব্ববেদরহস্যেভ্যঃ সার এষ সমুদ্ধৃতঃ।

বিষ্ণুনা বৈষ্ণবানান্তু হিতায় মনুনা পুরা। কীর্ত্তিতঃ সর্ব্বাপাপঘ্নঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ।

নারায়ণায় নম ইত্যয়মেব সত্যং, সংসারঘোরবিষসংহরণায় মন্ত্রঃ।

শৃণ্বন্তু সত্যমতয়ো মুদিতাস্তরাগা, উচ্চৈস্তরামুপদিশাম্যহমূর্দ্ধবাহুঃ॥

ভূত্বোর্দ্ধবাহুরদ্যাহং সত্যপূর্ব্বং ব্রবীমি বঃ।

হে পুত্র শিষ্যাঃ শৃণুত ন মন্ত্রোঽষ্টাক্ষরাৎ পরঃ॥৮৩॥

অতএবোক্তং গারুড়ে।—

আসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠানো যত্র তত্র বা। নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রৈকশরণো ভবেৎ॥৮৪॥

জপ্তঃ লোকেষু বা কথিতঃ। মুদিতাশ্চ তেঽস্তরাগাশ্চ বিরক্তাঃ। হে শিষ্যাঃ॥ ৮৩॥ তিষ্ঠান ইত্যার্ষং, তিষ্ঠন্॥ ৮৪॥

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, অন্য বহুসংখ্যক মন্ত্রে কি প্রয়োজন? অন্য বহুবিধ ব্রতেই বা কি আবশ্যক? "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রই সর্ব্বার্থসাধক; সুতরাং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা "নমো নারায়ণায়" জপ করেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তিনি সবান্ধবে বিষ্ণুপুরে প্রস্থান করিয়া থাকেন। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে যে, অষ্টাক্ষর মহামন্ত্রই সর্ব্বপাপনাশন ও শ্রেষ্ঠ। যাবতীয় বিষ্ণুমন্ত্রের মধ্যেই ইহা মন্ত্ররাজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রীশুকব্যাসসংবাদে লিখিত আছে যে, "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র সর্ব্বার্থসাধক। হে তাত! এই মন্ত্রজপকারী ভক্তবর্গের পক্ষে ইহা স্বর্গ-মোক্ষফলপ্রদ। ইহাই পরম মোক্ষ ও ইহাই স্বর্গ বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে। বিষ্ণু বৈষ্ণবগণের হিতার্থ সর্ব্ববেদের রহস্য হইতে এই মন্ত্ররূপ সার সমুদ্ধৃত করিয়াছেন; পুরাকালে মনুও সর্ব্বপাপনাশন সর্ব্বকামপ্রদ এই মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। "নারায়ণায় নমঃ" ইহাই ঘোর-সংসাররূপ বিষনাশনের প্রকৃত মন্ত্র। যাঁহারা সত্যবুদ্ধিমান্, সদানন্দে আনন্দিত ও বিষয়-বিরক্ত, তাঁহারা শ্রবণ করুন, আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ইহা উপদেশ দিতেছি। হে পুত্র! হে শিষ্যগণ! অদ্য আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সত্য করত তোমাদিগের নিকট বলিতেছি, অবধান কর, অষ্টাক্ষর মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর নাই। ৮৩। অতএব গরুড়পুরাণে কথিত আছে যে, উপবিষ্টই থাকুক, শয়ানই থাকুক অথবা যথায় তথায় অবস্থিতিই করুক, কেবলমাত্র "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রের শরণাগত হইবে। ৮৪।

অথ শ্রীনারসিংহানুষ্টুভমন্ত্ররাজস্তমাহাত্ম্যং।

তাপনীয়শ্রুতিষু।—দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ তস্য আনুষ্টুভমন্ত্ররাজস্য নারসিংহস্য ফলং নো ব্রূহীতি। স হোবাচ প্রজাপতিঃ। য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে স আদিত্যপূতো ভবতি, সোঽগ্নিপূতো ভবতি, স বায়ুপূতো ভবতি, স সূর্য্যপূতো ভবতি, স চন্দ্রপূতো ভবতি, স সত্যপূতো ভবতি, স ব্রহ্মপূতো ভবতি, স বিষ্ণুপূতো ভবতি, স রুদ্রপূতো ভবতি, স সর্ব্বপূতো ভবতি॥ তত্রৈবান্তে।—অনুপনীতশতমেকমেকেনোপনীতেন তৎ সমং, উপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎ সমং, গৃহস্থশতমেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎ সমং, বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎ সমং, যতীনাস্তু শতং পূর্ণরুদ্রজাপকেন তৎ সমং। রুদ্রজাপকশতমেকমেকেনাথর্ব্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকেন তৎ সমং। অথর্ব্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকশতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎ সমং। তদ্বা এতৎ পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি, যত্র ন সূর্য্যো ভাতি, যত্র ন বায়ুর্বাতি, যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি, যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি, যত্র নাগ্নির্দহতি, যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি, যত্র ন দোষঃ। তৎ সদানন্দং শাশ্বতং শান্তং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ। তদেতদৃচাভ্যুক্তং, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা

অনন্তর নারসিংহ আনুষ্টুভ মন্ত্ররাজের মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।—তাপনীয় শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সুরগণ স্পষ্টাক্ষরে প্রজাপতিকে কহিলেন, হে প্রজাপতে! আনুষ্টুভ নারসিংহ মন্ত্ররাজের ফল আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন্। তখন প্রজাপতি কহিলেন, যে ব্যক্তি এই আনুষ্টুভ নারসিংহ মন্ত্ররাজ অধ্যয়ন করেন, তিনি দেবপূত হইয়া থাকেন, অগ্নিপূত হইয়া থাকেন, বায়ুপূত হইয়া থাকেন, সূর্য্যপূত হইয়া থাকেন, সত্যপূত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মপূত হইয়া থাকেন, বিষ্ণুপূত হইয়া থাকেন, রুদ্রপূত হইয়া থাকেন, এবং তিনি সর্ব্বপূত হইয়া থাকেন। ঐ তাপনীয়শ্রুতির শেষেও লিখিত আছে যে, শতসংখ্য অনুপনীত ব্যক্তি একটী উপনীত ব্যক্তির তুল্য, এক শত উপনীত ব্যক্তি একটী গৃহস্থের তুল্য, এক শত গৃহস্থ একটী বানপ্রস্থের তুল্য, এক শত বানপ্রস্থ একটী যতির (ভিক্ষুকাশ্রমীর) তুল্য, এক শত যতি পূর্ণরুদ্রজাপকের তুল্য, শতসংখ্য রুদ্রজাপক একটী আথর্ব্ব ও আঙ্গিরস-শাখাধ্যাপকের তুল্য, এবং শতসংখ্য আথর্ব্ব ও আঙ্গিরসশাখাধ্যায়ী একটী নৃসিংহ-মন্ত্ররাজাধ্যাপকের তুল্য। আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি নারসিংহ মন্ত্ররাজ অধ্যয়ন করেন, তিনি যে ধামে গমন করেন, তাহা পরম ধাম। অর্থাৎ যেখানে দুঃখাদি নাই, যে স্থানে সূর্য্য তাপ প্রদান করেন না, যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত হয় না, যথায় নিশানাথের কিরণ যায় না, যে স্থানে নক্ষত্রপুঞ্জ প্রতিভাত হয় না, যেখানে বহ্নি দগ্ধ করিতে সক্ষম নহে, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করিতে অসমর্থ, এবং যে স্থানে কোন দোষ নাই, তিনি সেই পরম ধামে গমন করেন। সেই স্থান সদানন্দময়, শাশ্বত, শান্তিপূর্ণ, সদা কল্যাণময়, ব্রহ্মাদি-বন্দিত ও যোগিগণের ধ্যেয়; তথায় যোগিগণ গমন করিলে আর প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না। যেরূপ গগনে বিস্তৃত অর্থাৎ

পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে, বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং ॥

অথ শ্রীরামমন্ত্রাণাং মাহাত্ম্যং।

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে। গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্তসৌরেষ্বভীষ্টদং ॥
বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ। গাণপত্যাদিমন্ত্রেষু কোটিকোটিগুণাধিকাঃ ॥
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদাঃ ॥
মন্ত্রেষ্বষ্টস্বনায়াস-ফলদোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ। ষড়ক্ষরোঽয়ং মন্ত্রস্তু মহাঘৌঘনিবারণঃ ॥
মন্ত্ররাজ ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ। দৈনন্দিনন্তু দুরিতং পক্ষমাসর্ত্তুবর্ষজং।
সর্ব্বং দহতি নিঃশেষং তুলাচলমিবানলঃ ॥ ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ।
স্বর্ণস্তেয়-সুরাপান-গুরুতল্পাযুতানি চ। কোটিকোটিসহস্রাণি হ্যুপপাপানি যান্যপি।
সর্ব্বাণ্যপি প্রণশ্যন্তি রামমন্ত্রানুকীর্ত্তনাৎ ॥

তাপনীয়শ্রুতিষু চ।—

য এতত্তারকং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীতে স পাপ্মানং তরতি, স মৃত্যুং তরতি, স ভ্রূণহত্যাং

বাধাহীন নেত্র পরিষ্কৃতরূপে সমস্ত দর্শন করিতে পায়, সেইরূপ যোগীরা বিষ্ণুর বেদকথিত, বিদিত, প্রধান স্বর্গস্থান নিরন্তর নেত্রগোচর করিয়া থাকেন। মেধাবী, বিশেষরূপে স্তবকারী ও প্রমাদরাহিত্য বশতঃ শব্দার্থবিষয়ে জাগরূক * সুধীগণ বিষ্ণুর পরমপদকে সম্যক্প্রকারে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

অনন্তর রামমন্ত্র-মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত, সৌর প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রবর্গের মধ্যে বৈষ্ণব মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্টপ্রদ বলিয়া অভিহিত। বৈষ্ণব মন্ত্রসমূহের মধ্যে রামমন্ত্রই অধিকতর ফলপ্রদ এবং উহা গাণপত্যাদি মন্ত্রসমূহ হইতে কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। হে বিপ্রসত্তম! দীক্ষা ব্যতিরেকে এবং ন্যাস-বিধি ব্যতিরেকেও কেবলমাত্র জপ দ্বারা রামমন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয়। অষ্টবিধ রামমন্ত্রের মধ্যে ষড়ক্ষর মন্ত্রই † অনায়াস-ফলপ্রদ। এই ষড়ক্ষর মন্ত্র মহাপাপরাশিনিবারক ও মন্ত্ররাজ বলিয়া অভিহিত এবং ইহা সকল মন্ত্রের মধ্যে উত্তমোত্তম। অগ্নি যেমন তুলাচল ভস্মীভূত করে, সেইরূপ এই ষড়ক্ষর মন্ত্র দৈনন্দিন পাপ, পক্ষজ পাপ, মাসজনিত পাপ, ঋতুজ পাপ ও বর্ষজ পাপ প্রভৃতি সমস্ত পাতককেই নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া থাকে। রামমন্ত্র কীর্ত্তন করিলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা, অযুত অযুত স্বর্ণচৌর্য্য, সুরাপান, গুরুদারগমন ও সহস্র সহস্র কোটি কোটি যে সকল উপপাপ আছে, তৎসমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাপনীয় শ্রুতিতেও

---

* শব্দার্থবিষয়ে জাগরূক অর্থাৎ যাঁহারা শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সমর্থ।

† ষড়ক্ষর রামমন্ত্র যথা,—ওঁ নমো রামায়।

তরতি, স সর্ব্বহত্যাং তরতি, স সংসারং তরতি, স সর্ব্বং তরতি, স বিমুক্তাশ্রিতো ভবতি, সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥

অথ শ্রীগোপালদেবমন্ত্রমাহাত্ম্যং।

মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ। সর্ব্বাবতারবীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ॥ ৮৫॥
তথা চ বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনাখ্যে।—

সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে। বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্ষৈকসাধনং॥
যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য যো যো দেবস্তথা পুনঃ। অভেদাত্তন্মনূনাঞ্চ দেবতা সৈব ভাষ্যতে॥
কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। স্মৃতিমাত্রেণ তেষাং বৈ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥ ইতি।
তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া। তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ॥ ৮৬॥

অথাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রমাহাত্ম্যং।

তাপনীয়শ্রুতিষু।—

ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ। কঃ পরমো দেবঃ, কুতো মৃত্যুর্বিভেতি, কস্য জ্ঞানেনাখিলং

সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদিমন্ত্রেভ্যোঽপি বীর্য্যবত্তমাঃ পরমপ্রভাববন্তঃ। তত্র হেতুঃ সর্ব্বাবতারবীজস্য, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যবতারিত্বোক্তেঃ॥৮৫॥ তত্র তেষু শ্রীদ্বারকানাথদৈবতাদিমন্ত্রেষপি মধ্যে তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্যৈব গোপলীলয়া নিজাং ভগবত্তাং তন্বতঃ বিস্তারয়তঃ সতো যে মন্ত্রাস্ত এব শ্রেষ্ঠতমাঃ। তেষপি মধ্যেঽষ্টাদশাক্ষরঃ সম্মোহনাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ॥৮৬॥

লিখিত আছে যে, যে দ্বিজ ত্রাণকারক এই রামমন্ত্র প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, তিনি পাতক হইতে সমুত্তীর্ণ হয়েন, তিনি মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি সর্ব্বপ্রকার হত্যাজনিত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি মুক্ত ভগবদ্ভক্তদিগের আশ্রয় লাভ করেন এবং তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

অনন্তর গোপালদেবের মন্ত্রমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—সর্ব্বাবতারের বীজস্বরূপ, সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্ত্রসমূহ যাবতীয় মন্ত্র অপেক্ষা সমধিক বীর্য্যশালী। ৮৫। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রের শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনাখ্য স্থানে লিখিত আছে যে, যাবতীয় শ্রেষ্ঠমন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণবমন্ত্রই প্রধান বলিয়া অভিহিত হয়; বিশেষতঃ সকল কৃষ্ণমন্ত্রই ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র সাধন। যে যে মন্ত্রের যে যে দেবতা, অভেদ নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণই তত্তদ্দেবতার মন্ত্রবর্গের দেবতারূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি পরব্রহ্ম। তাঁহার স্মরণমাত্রেই তিনি উক্ত মন্ত্র-সমূহের পক্ষে ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ হয়েন অর্থাৎ ঐ সমস্ত মন্ত্রকে ভুক্তিমুক্তিফলদানে সক্ষম করেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানাথদৈবতাদি মন্ত্রের মধ্যে যে রূপে তিনি গোপলীলা দ্বারা স্বীয় ভগবত্তা বিস্তার করিয়াছেন, সেই রূপের মন্ত্রসমূহই সর্ব্বতোভাবে প্রধান অর্থাৎ যাবতীয় কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে গোপালদেবের মন্ত্রই প্রধানতম; পরন্তু তৎসমস্ত হইতে আবার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ।৮৬।

জ্ঞাতং ভবতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি। তান্থ হোবাচ ব্রাহ্মণঃ। কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি। স্বাহয়েদং সংসরতি। তমু হোচুঃ। কঃ কৃষ্ণো, গোবিন্দঃ কোঽসাবিতি, গোপীজনবল্লভঃ কঃ, কা স্বাহেতি। তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ। পাপকর্ষণো গোভূমিবেদবিদিতো বেদিতা গোপীজনা বিদ্যাকলাপ্রেরকস্তন্মায়া চেতি সকলং পরং ব্রহ্ম, তদ্যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি। তে হোচুঃ। কিং তদ্রূপং, কিং রসনং, কথং হো তদ্ভজনং, তৎ সর্ব্বং সুবিবিদিষতামাখ্যাহীতি। তদু হোবাচ হৈরণ্যঃ। গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতমিত্যাদি। কিঞ্চ। তত্রৈবাগ্রে।—ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যং। কৃষ্ণং তং বহুধা বিপ্রা যজন্তি, গোবিন্দং সন্তং বহুধা ধারয়ন্তি, গোপীজনবল্লভো ভুবনানি দধ্রে, স্বাহাশ্রিতো জগদেজয়ৎ স্বরেতাঃ।

বায়ুর্যথৈবাপঘনং প্রবিষ্টো জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব।
কৃষ্ণস্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চপদোঽবভাতি॥ ইতি।

কিঞ্চ। তত্রৈবোপাসনবিধিকথনানন্তরং।—

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।
তং পীঠস্থং যেঽনুযজন্তি ধীরা, স্তেষাং সুখং শাশ্বতী নেতরেষাং॥

হ স্ফুটং, বৈ প্রসিদ্ধং। ব্রাহ্মণং ব্রহ্মবেত্তারং ব্রহ্মাণমিত্যর্থঃ। তং ব্রহ্ম দৈবতমিতি পূর্ব্বপ্রক্রান্তং বা পাপকর্ষণ ইতি দ্বিতীয়স্য পদস্যার্থঃ। গৌঃ স্বর্গঃ, গো-ভূমি-বেদেষু বিদিতঃ। তেষাঞ্চ বেদিতেতি তৃতীয়স্যার্থঃ। গোপীজনোঽবিদ্যায়াঃ কলাঃ স্ত্রীত্বাৎ অংশাস্তৎপ্রেরকঃ। যদ্বা গোপীজনা এব আ সম্যক্ বিদ্যা প্রাপ্ত্যুপায়ত্বাৎ সৈব কলা শক্তিবিশেষস্তস্যাঃ প্রেরক ইতি চতুর্থস্য। তন্মায়া চেতি পঞ্চমস্যেতি দিক্। রসতি আস্বাদয়তি কীর্ত্তনাদিনা। এজয়ৎ চেষ্টাং কারয়ামাস। গোপীজনবল্লভ এবেত্যর্থঃ। স্বরেতাঃ স্বস্মাদুদ্ভূতমিত্যর্থঃ। অপঘনং শরীরং। জন্যে জন্যে প্রতিশরীরং। অষ্টাদশাক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রেম্নৈবাত্মবৃত্তেঃ প্রকাশো যস্য তং। পাঠান্তরং * সুগমং।

অতঃপর অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—তাপনীয় শ্রুতিসমূহে লিখিত আছে যে, সনকাদি তাপসেরা ব্রহ্মার নিকট স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পরম দেবতা কে? কোন্ ব্যক্তি হইতে মৃত্যু ভয় করে? কাহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে সমস্তই জানিতে পারা যায়? কোন্ জন কর্ত্তৃকই বা এই সংসার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে?" তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে স্পষ্টরূপে কহিলেন, "শ্রীকৃষ্ণই পরম দেব, শ্রীগোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পাইয়া থাকে, আর স্বাহা দ্বারা এই সংসার প্রবর্ত্তিত হয়।" তাপসেরা পুনরায় স্পষ্টরূপে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কে, গোবিন্দ কে, গোপীজনবল্লভ কে? আর স্বাহাই বা কে?" তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "পাপকর্ষণার্থ কৃষ্ণ; যিনি স্বর্গে, ভূমিতে ও বেদে প্রসিদ্ধ এবং ঐ

---

* প্রেম্ণাত্মবৃত্তি প্রকাশমিতি।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তং পীঠগং যেঽনুযজন্তি বিপ্রা-স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥
এতদ্ধি বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে, নিত্যোদ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামাৎ।
তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ, প্রকাশয়েদাত্মপদং তদেব॥
যো ব্রাহ্মণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বিদ্যাস্তস্মৈ গোপায়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং প্রেমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ শরণমনুব্রজেৎ॥
ওঁকারেণান্তরিতং যে জপন্তি, গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং তং।
তস্মৈ চাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং, তথা মুমুক্ষুরভ্যাসেন্নিত্যশান্ত্যৈ॥
তস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্, গোবিন্দস্য মনবো মানবানাং।
দশার্ণাদ্যাস্তেঽপি সংক্রন্দনাদ্যৈ-রভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবৎ॥

নিত্যশান্ত্যৈ নিত্যায়ৈ অবিনশ্বরায়ৈ শান্ত্যৈ সুখায়। অবুধ্যত বোধং প্রাপ্তঃ। পুনশ্চ স্বতঃ সন্ প্রাকাশয়ৎ ভগবানেব। যদ্বা ণিপ্রত্যয়স্যাত্রানধিকার্থত্বং প্রাকাশতেত্যর্থঃ। প্রাকাশয়মিতি বা

সকলকে অবগত আছেন, এই অর্থে গোবিন্দ; গোপীজনশব্দে অজ্ঞানাংশ বুঝায়, তাহার বল্লভ অর্থাৎ প্রেরক, এই অর্থে গোপীজনবল্লভ; স্বাহা অর্থে মায়া, এই সকল পরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি তাঁহার ধ্যান করেন, কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা আস্বাদন ও ভজনা করেন, তিনি অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হইয়া থাকেন।" তাপসগণ (পুনরায়) স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার রূপ কিপ্রকার, তাঁহার আস্বাদন কি, ভজনাই বা কিরূপ, এই সমস্ত আমরা উত্তমরূপে বিদিত হইতে অভিলাষ করি; অতএব ইহা কীর্ত্তন করুন্।" তখন ব্রহ্মা ঐ বিষয় পরিষ্কৃতরূপে কহিলেন, "যিনি গোপবেশধারী, নবজলধরশ্যামল, তরুণবয়স্ক, কল্পতরুমূলে সংস্থিত।" ইত্যাদি। ঐ গোপালতাপনীয় শ্রুতির কিঞ্চিৎ অগ্রে আরও লিখিত আছে যে, এই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিকেই ভজন কহে। ইহ পর উভয় লোকের উপাধি বিসর্জ্জন করত শ্রীকৃষ্ণে যে মনের ধারণা, তাহাই ভক্তি বলিয়া উদাহৃত, আর ঐ ভক্তিকেই কর্ম্মশূন্যতা কহে। বিপ্রগণ সেই শ্রীকৃষ্ণকে নানারূপে অর্চ্চনা করেন, নিত্যস্বরূপ শ্রীগোবিন্দকে বহুবিধরূপে ধ্যান করেন। শ্রীগোপীজনবল্লভ অখিল ভুবন রক্ষা করিতেছেন এবং স্বাহাকে আশ্রয়পূর্ব্বক স্বোৎপন্ন জগৎকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যেরূপ বায়ু দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতি দেহে প্রাণাদি পঞ্চরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র হইয়াও বিশ্বহিতার্থ পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়া* বিরাজ করিতেছেন। আরও ঐ গোপালতাপনীয়ে উপাসনাবিধিবর্ণনান্তে লিখিত আছে যে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এক, বশী, সর্ব্বগ, ঈড্য এবং তিনি এক হইয়াও বহুধা প্রতিভাত হইতে-

---

* পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়া অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষরের পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়া। যথা,—ক্লীং, কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায়, স্বাহা।

কিঞ্চ। তত্রৈব।—তদু হোবাচ ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽববুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্ব্বভূব। ততঃ প্রণতেন ময়ানুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্ত্বান্তর্হিতঃ ; পুনঃ সিসৃক্ষা মে প্রাদুরভূৎ। তেষ্বক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রাকাশয়ৎ। তদিহ কাৎ আপো লাৎ পৃথিবী ঈতোঽগ্নির্বিন্দোরিন্দুস্তন্নাদাদর্ক ইতি ক্লীকারাদসৃজং। কৃষ্ণাদাকাশং যাদ্বায়ুরিত্যুত্তরাৎ সুরভিং বিদ্যাং প্রাদুরকার্ষং। তদুত্তরাত্তদুত্তরাৎ স্ত্রীপুমাদি চেদং সকলমিদমিতি ॥

পাঠঃ। কাৎ ককারাৎ। আপো জলং। লকারাৎ পৃথিবী। ঈকারাৎ অগ্নিঃ। বিন্দোঃ সকাশাচ্চন্দ্রঃ। তস্য নাদাদর্কঃ। যাৎ যকারাৎ বায়ুরভূদিতি শেষঃ। উত্তরাৎ গোবিন্দায়েত্যস্মাৎ

ছেন। * যে সমস্ত ধীরগণ সেই কৃষ্ণকে পীঠস্থ দর্শন পূর্ব্বক একচিত্তে অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগেরই শাশ্বত সুখ লাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্যান্য জনের অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-হীনগণের সে সুখের আশা নাই। যিনি নিত্যসমূহের নিত্য, যিনি চেতন পদার্থসমূহের মধ্যে চেতন, এবং যিনি এক হইয়াও বহুজনের কামনা পূরণ করেন, যে সমস্ত ধীরগণ তাঁহাকে পীঠস্থ দর্শন পূর্ব্বক আরাধনা করেন, তাঁহাদিগেরই শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ; অন্যান্য ব্যক্তির অর্থাৎ তদুপাসনাবিমুখগণের সে সিদ্ধি-লাভের আশা নাই। যে সকল ব্যক্তি নিত্য যত্নবান্ ও নিষ্কাম হইয়া সম্যক্‌প্রকারে বিষ্ণুর পরমপদের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের যত্ন নিবন্ধন গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণ আশু তাঁহাদিগকে আত্মপদ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। যে কৃষ্ণ পূর্ব্বে সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি সেই ব্রহ্মার জন্য গোপালবিদ্যারূপ বেদসমূহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, † মুমুক্ষুগণ সেই প্রেমাত্মবৃত্তিপ্রকাশক ‡ শ্রীকৃষ্ণদেবের শরণ গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা গোবিন্দের সেই পঞ্চপদ মন্ত্র ওঙ্কারপুটিত করিয়া জপ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আত্মরূপ দেখাইয়া থাকেন ; সুতরাং মুমুক্ষু মানব অবিনশ্বর শান্তিসুখের জন্য ঐ মন্ত্র অভ্যাস করিবেন। এই পঞ্চপদ অষ্টাদশার্ণ মন্ত্র ব্যতীত শ্রীগোবিন্দের দশার্ণাদি অন্যান্য মন্ত্রও আছে। ভূতিকাম ইন্দ্রাদি সুরগণ যথাবৎ ঐ সকল মন্ত্রের উপাসনা করেন। গোপালতাপনীয়ে আরও লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, আমি নিরন্তর ইঁহার ধ্যান ও স্তুতিবাদ করাতে ইনি পরার্দ্ধ-কালান্তে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন, সেই যোগরূপী পুরুষ মদীয় পুরোভাগে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তৎপরে আমি প্রণত হইলে তিনি সদয় চিত্তে আমাকে সৃষ্ট্যর্থে অষ্টাদশার্ণময় স্বরূপ অর্পণপূর্ব্বক তিরোহিত হইলেন। পরে পুনরায় আমার সৃষ্টীচ্ছা হইলে আমার

* এক—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদশূন্য। বশী—সকলে যাঁহার বশগত। সর্ব্বগ—দেশ, কাল ও দ্রব্য হইতে অপরিচ্ছিন্ন। কৃষ্ণ—আনন্দময়। ঈড্য—ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তবনীয়। এক হইয়াও বহুধা প্রতিভাত হইতেছেন অর্থাৎ বিশ্বসংসার রক্ষার্থ দেহান্তর্গত বায়ুবৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরূপে প্রকাশিত হইতেছেন।

† শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে গোপালবিদ্যারূপ বেদসমূহ উপদেশ দিবার জন্য হয়গ্রীব ও মৎস্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রলয়জলধি হইতে ঐ বিদ্যার রক্ষা করিয়াছিলেন।

‡ প্রেমাত্মবৃত্তিপ্রকাশক—প্রেম দ্বারা আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক অর্থাৎ স্বপ্রকাশক দেব।

তথা চ গৌতমীয়তন্ত্রে।—

ক্লীংকারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ। লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ।
ঈকারাদ্বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত। বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ।
স্বা-শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎপ্রকৃতিঃ পরা। তয়োরৈক্য-সমুদ্ভূতির্মুখবেষ্টনবর্ণকঃ।
অতএব হি বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকে ভবেৎ॥

পুনশ্চ সা শ্রুতিঃ।—

এতস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজো গতমোহয়াত্মানং বেদয়িত্বা ওঁকারান্তরালকং মনুমাবর্ত্তয়ৎ। সঙ্গরহিতোঽভ্যানয়ৎ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। তস্মাদেনং নিত্যমভ্যসেদিত্যাদি।

তত্রৈবাগ্রে। তদত্র গাথা।—

যস্য পূর্ব্বপদাদ্ভূমির্দ্বিতীয়াৎ সলিলোদ্ভবঃ। তৃতীয়াত্তেজ উদ্ভূতং চতুর্থাদ্গন্ধবাহনঃ।
পঞ্চমাদম্বরোৎপত্তিস্তমেবৈকং সমভ্যসন্। চন্দ্রধ্বজোঽগমদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমব্যয়ং॥
ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোক-মশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গং।
যত্তৎ পদং পঞ্চপদং তদেব, স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি॥

সুরভিং গোজাতিং। তদুত্তরাৎ গোপীজনেত্যস্মাৎ বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ। তদুত্তরাৎ বল্লভেত্যাদিতঃ। বেদয়িত্বা বিদিত্বা, অন্যাভ্যো বা বিজ্ঞাপ্য। ওঁকারান্তরালকং প্রণবপুটিতমিত্যর্থঃ। অভিতঃ আনয়ৎ

সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং পুনঃস্তুত হইয়া সেই সমস্ত বর্ণে ভবিষ্যৎ জগতের রূপ প্রকাশ করিলেন। তখন ককার হইতে অপ্, লকার হইতে ক্ষিতি, ঈকার হইতে বহ্নি, বিন্দু হইতে চন্দ্র ও তন্নাদ হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইল; এই প্রকারে ক্লীঁ হইতে এই সমস্ত সৃষ্টি করিলাম। কৃষ্ণা শব্দ হইতে আকাশ, যকার হইতে বায়ু, তৎপরস্থিত গোবিন্দায় হইতে সুরভি অর্থাৎ গোজাতি, তৎপরবর্ত্তী গোপীজন শব্দ হইতে চতুর্দ্দশ বিদ্যা এবং তৎপরস্থিত বল্লভায় এই শব্দ হইতে স্ত্রীপুরুষাদি সকল প্রকাশিত হইল। ঐরূপ গৌতমীয়তন্ত্রেও লিখিত আছে, যথা— উপনিষদ্ ইহা বলিয়াছেন যে, ক্লীঙ্কার হইতে বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন; লকার হইতে পৃথিবী সঞ্জাত হইয়াছে, ককার হইতে জলের উদ্ভব হইয়াছে, ঈকার হইতে বহ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছে, নাদ হইতে বায়ু জন্মিয়াছে, বিন্দু হইতে ব্যোমের উৎপত্তি হইয়াছে; সুতরাং মন্ত্রই ভূতাত্মক অর্থাৎ মন্ত্রই ভূতসমূহের উপাদান। স্বা শব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) এবং হা শব্দে চিন্ময়ী পরমা প্রকৃতি বুঝায়। মুখবেষ্টনবর্ণ ঐ উভয়ের ঐক্যসমুদ্ভূতি; সুতরাং স্বাহা এই অক্ষরে বিশ্বের লয় নিশ্চিত হয়। পুনশ্চ উক্ত শ্রুতি বলিয়াছেন যে, চন্দ্রশেখর শিব ঐ পঞ্চপদ অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের উপাসনা দ্বারা বিগতমোহ হইয়া আত্মাকে বিদিত হইয়াছিলেন এবং প্রণবপুটিত করিয়া ঐ মন্ত্র জপ ও নিষ্কাম হইয়া সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ পরমাত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যেরূপ গগনে বিস্তৃত নেত্র স্পষ্টরূপে দ্রব্যাদি নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ জ্ঞানী

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণো-ঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামীতি।

কিঞ্চ। স্তুত্যনন্তরং।—

অমুং পঞ্চপদং মন্ত্রমাবর্ত্তয়েদ্যঃ স যাত্যনায়াসতঃ কেবলং তৎ। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো ন যদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শাৎ॥ ৮৭॥ তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং যজে-দিত্যোঁ তৎ সদিতি।

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ। দেবীং প্রতি শ্রীমহাদেবোক্তাষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গ এব।—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামীশ্বরো জগদীশ্বরঃ। সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ॥
তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতিদুর্ল্লভং। অমানুষাণি কর্ম্মাণি তানি তানি কৃতানি চ॥
শাপানুগ্রহকর্ত্তৃত্বে যেন সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। তস্য মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সাঙ্গোপাঙ্গমনুত্তমং॥

সাধয়ামাস। যস্য পূর্ব্বপদাদিত্যাদি চ কল্পান্তরে প্রকারান্তরাভিপ্রায়েণ। পূর্ব্বমর্শাৎ পরামর্শাৎ। যদ্বা পূর্ব্বেষাং মর্শাৎ বিচারাদপীতি॥ ৮৭॥ বালত্বং শৈশবং চাঞ্চল্যং বা। যেন বালত্বেন হেতুনা সর্ব্বং জগৎ শপনেঽনুগ্রহণে চ প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্তং তদ্বাল্যচরিত্রমহিম্না বিশ্বমেব সর্ব্বার্থশক্তিবিশেষ-যুক্ত-মভূদিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থসাধনে পরমোত্তমঃ। যথা চিন্তামণ্যাদয়ঃ সর্ব্বার্থসাধকাঃ তথা মন্ত্রোত্তমোঽসৌ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রোঽপি সর্ব্বার্থসাধক ইত্যর্থঃ। যদ্বা যথা মণিষু চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠঃ,

---

ব্যক্তিরা নিরন্তর বিষ্ণুর ঐ পরমপদ দর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং নিরন্তর ইহা অভ্যাস করিবে। ইত্যাদি। গোপালতাপনীয়ের অগ্রে লিখিত আছে, যথা—সুতরাং এতদ্বিষয়ে এই গাথা আছে যে, যাহার প্রথমপদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয়পদ হইতে অপ্, তৃতীয়পদ হইতে তেজঃ, চতুর্থ পদ হইতে গন্ধবহ (অনিল) ও পঞ্চমপদ হইতে ব্যোমের উদ্ভব হইয়াছে, চন্দ্রধ্বজ মহাদেব এক-মাত্র সেই অষ্টাদশার্ণ মন্ত্র জপ করিয়া বিষ্ণুর অব্যয় পরমপদে প্রয়াণ করিয়াছেন। অতএব বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক, লোভাদি-বর্জ্জিত, নিরস্তসঙ্গ পঞ্চপদই তৎপদস্বরূপ এবং উহাই বাসু-দেবস্বরূপ; সেই বাসুদেব ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই। আমি মরুদ্গণ সহ মিলিত হইয়া সেই পঞ্চপদময়, বৃন্দাবনে কল্পতরুমূলে সমাসীন, নিত্যানন্দমূর্ত্তি, অদ্বিতীয় গোবিন্দকে পরমস্তব দ্বারা নিরন্তর প্রীত করি। স্তুত্যন্তে আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি এই পঞ্চপদ মন্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি একমাত্র, উৎপত্তিরহিত, মনেরও দূরবর্ত্তী, দেবগণ কর্ত্তৃকও চিন্তা দ্বারা অপ্রাপ্য সেই অদ্বয় পদার্থকে অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৮৭। সুতরাং কৃষ্ণই পরমদেব, তাঁহাকে ধ্যান করিবে, কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে আস্বাদন করিবে এবং তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। তিনিই সৎ সন্দেহ নাই *। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রপ্রসঙ্গে দেবীর প্রতি মহাদেবোক্তি যথা—জগদীশ্বর কৃষ্ণই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের ঈশ্বর। তাঁহার সহস্র সহস্র মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ

---

* সৎ—অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তুবিশেষ।

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নরঃ সর্ব্বজ্ঞতামিয়াৎ ।　পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি ধনার্থী লভতে ধনং ॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারজ্ঞো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ।　ত্রৈলোক্যঞ্চ বশীকুর্য্যাৎ ব্যাকুলীকুরুতে জগৎ ॥
মোহয়েৎ সকলং সোঽপি মারয়েৎ সকলান্ রিপূন্ । বহুনা কিমিহোক্তেন মুমুক্ষুর্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
যথা চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠো যথা গৌশ্চ যথা সতী । যথা দ্বিজো যথা গঙ্গা তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ ॥
যথাবদখিলশ্রেষ্ঠং যথা শাস্ত্রন্তু বৈষ্ণবং ।　যথা সুসংস্কৃতা বাণী তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ ॥ ৮৮ ॥

কিঞ্চ ।—অতো ময়া পরেশানি প্রত্যহং জপ্যতে মনুঃ । নৈতেন সদৃশঃ কশ্চিজ্জগত্যস্মিংশ্চরাচরে॥

শ্রীসনৎকুমারকল্পেঽপি ।—

গোপালবিষয়া মন্ত্রাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রভেদতঃ ।　তেষু সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু মন্ত্ররাজমিমং শৃণু ॥
সুপ্রসন্নমিমং মন্ত্রং তন্ত্রে সম্মোহনাহ্বয়ে ।　গোপনীয়স্ত্বয়া মন্ত্রো যত্নেন মুনিপুঙ্গব ॥
অনেন মন্ত্ররাজেন মহেন্দ্রত্বং পুরন্দরঃ ।　জগাম দেবদেবেশো বিষ্ণুনা দত্তমঞ্জসা ॥
দুর্ব্বাসসঃ পুরা শাপাদসৌভাগ্যেন পীড়িতঃ ।　স এব সুভগত্বং বৈ তেনৈব পুনরাপ্তবান্ ॥
বহুনা কিমিহোক্তেন পুরশ্চরণসাধনৈঃ । বিনাপি জপমাত্রেণ লভতে সর্ব্বমীপ্সিত ॥ ৮৯ ॥ ইতি ।
প্রভুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তং নতোঽস্মি গুরূত্তমং । কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যস্য প্রাকৃতোঽপ্যুত্তমো ভবেৎ ॥৯০

গোষু গৌঃ কামধেনুঃ, যদ্বা পশুষু গৌঃ, নারীষু চ সতী, বর্ণেষু বিপ্রঃ, নদীষু গঙ্গা, তথাসৌ মন্ত্রেষূত্তম ইত্যর্থঃ । এবমগ্রেঽপি । যথাবৎ সম্যক্তয়া । অখিলেষু শাস্ত্রেষু শ্রেষ্ঠং ॥ ৮৮ ॥ মুনিপুঙ্গব হে নারদ ॥ ৮৯ ॥ এবং তত্তন্মাহাত্ম্যলিখনেঽযোগ্যস্যাপ্যাত্মনো ভগবন্মহামহিম্না যোগ্যতাং সম্ভাবয়ন্ পরমগুরুং শ্রীভগবন্তং প্রণমতি প্রভুমিতি ॥ ৯০ ॥

অবতার বিদ্যমান আছে, সেই অবতারসমুদায়ের মধ্যে বালত্ব (বালভাব বা চাঞ্চল্য) অতীব দুর্লভ। যে বালভাবে জগদ্বিদিত নানারূপ অমানুষ কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা এই বিশ্ব দণ্ড ও অনুগ্রহ এই উভয় কার্য্যেই প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি সেই বালভাবের সাঙ্গোপাঙ্গ অত্যুত্তম মন্ত্র বর্ণন করিতেছি। ইহা পরিজ্ঞাত হইলে মানব সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। উহার প্রসাদে পুত্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন লাভ করে এবং মানব সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থে পারদর্শী হয় সন্দেহ নাই। ইহার প্রসাদে ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে, জগৎ ব্যাকু-লিত করিতে সমর্থ হয়, সকলকে বিমোহিত করিতে পারে, রিপুকুল-সংহারে সক্ষম হয়, অধিক কি, মুমুক্ষু ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যেরূপ মণিসমূহের মধ্যে চিন্তামণি, যেরূপ গো-সকলের মধ্যে কামধেনু, যেমন নারীসমূহের মধ্যে সতী, যেরূপ বর্ণের মধ্যে দ্বিজাতি এবং যেরূপ নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা প্রধান, তদ্রূপ সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। যেরূপ বৈষ্ণব-শাস্ত্রই অখিল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ, যেমন সুসংস্কৃতা বাণীই বাক্যসমূহের প্রধান, সেইরূপ যাবতীয় মন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্রই উৎকৃষ্ট। ৮৮। আরও বলি, হে দেবেশানি! এই হেতুই আমি নিত্য এই মন্ত্র জপ করি, ইহার তুল্য মন্ত্র এই চরাচর জগতে আর নাই। সনৎকুমারকল্পেও লিখিত আছে যে, সুগোপালবিষয়ক মন্ত্রসহ রূপভেদে ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিধ; ঐ সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে

অথাধিকারিনির্ণয়ঃ।

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি। সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াং॥
তথা চ স্মৃত্যর্থসারে। পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষসংবাদে।—

আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনং। কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি।
শূদ্রাণাং চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনং। সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা॥
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু। পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং শ্রীরামমন্ত্ররাজমুদ্দিশ্য।—

শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ। স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥ ৯১॥ ইতি।

গুরুশ্চ সিদ্ধসাধ্যাদিমন্ত্রদানে বিচারয়েৎ। স্বকুলান্যকুলত্বঞ্চ বালপ্রৌঢ়ত্বমেব চ।
স্ত্রী-পুং-নপুংসকত্বঞ্চ রাশিনক্ষত্র-মেলনং। সুপ্ত-প্রবোধ-কালঞ্চ তথা ঋণ-ধনাদিকং॥ ৯২॥

সদ্ধিয়াং উত্তমবুদ্ধীনাং বিপ্রসেবাদিপরাণামিত্যর্থঃ॥ ৯১॥ রাশিমেলনং নক্ষত্রমেলনঞ্চ। আদিশব্দেন রাশিশুদ্ধিরিত্যেবমষ্টধা শোধনং জ্ঞেয়ং॥ ৯২॥

এই মন্ত্ররাজ আকর্ণন কর। সম্মোহনাখ্যতন্ত্রে এই মন্ত্র বাঞ্ছিতপ্রদ বলিয়া অভিহিত। হে মুনিপুঙ্গব নারদ! তুমি সযত্নে এই মন্ত্র গোপনে রাখিবে। দেবদেবেশ্বর পুরন্দর এই মন্ত্র-রাজের প্রসাদে অবহেলে বিষ্ণুদত্ত মহেন্দ্রপদ লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ দুর্ব্বাসার শাপে অসৌভাগ্যে প্রপীড়িত হইয়া এই মন্ত্ররাজের প্রসাদে পুনরায় সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, পুরশ্চরণ ও সাধন ব্যতিরেকেও এই মন্ত্র জপমাত্রে সকলপ্রকার ঈপ্সিত লাভ করা যায়। ৮৯। (এইরূপে গ্রন্থপ্রণেতা তত্তন্মন্ত্র-মহিমবর্ণনবিষয়ে স্বীয় অযোগ্যতা জ্ঞানে ভগবানের মহামাহাত্ম্য দ্বারা যোগ্যত্ব সম্ভাবনা পূর্ব্বক্ পরমগুরু শ্রীভগবান্‌কে প্রণতি করিতেছেন।)—যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র আশ্রয় বশতঃ প্রাকৃত জনও উত্তম হয়, আমি সেই গুরূত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে প্রণাম করি। ৯০।

অনন্তর অধিকারি-নির্ণয় হইতেছে।—তান্ত্রিক মন্ত্রে ও দীক্ষায় সাধ্বী স্ত্রী ও সদ্বুদ্ধি * শূদ্রাদির অধিকার আছে। স্মৃত্যর্থসারে এবং পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষসংবাদেও এ বিষয়ে লিখিত আছে যে, নারীজাতি ও শূদ্রগণ পতিকে হৃদয়াভ্যন্তরে চিন্তা করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে আগমোক্ত বিধানে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে পারে। নামমাত্র উচ্চারণ দ্বারা শূদ্রের দেবার্চ্চন হইয়া থাকে। সকল লোকেই বেদানুসারী আগমমার্গ দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ সনাতনী শ্রুতি আছে যে, পতির প্রিয়কারিণী ও হিতসাধিনী রমণীদিগের বিষ্ণুর আরাধনাদিতে অধিকার আছে। অগস্ত্যসংহিতাতে শ্রীরামের মন্ত্ররাজ উদ্দেশ পূর্ব্বক লিখিত আছে যথা,—পবিত্রব্রতবান্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বিপ্রসেবাপরায়ণ শূদ্রগণ, পতিপরায়ণ স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য

---

* সদ্বুদ্ধি অর্থাৎ দ্বিজশুশ্রূষাদিপরায়ণ।

সারদাতিলকে ।—

প্রাক্-প্রত্যগগ্রা রেখাঃ স্যুঃ পঞ্চ যামোত্তরাগ্রগাঃ ।
তাবত্যশ্চ চতুষ্কোষ্ঠচতুষ্কং মণ্ডলং ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥
ইন্দ্বগ্নি-রুদ্র-নব-নেত্র-যুগেন-দিক্ষু ঋত্বষ্ট-ষোড়শ-চতুর্দ্দশ-ভৌতিকেষু ।
পাতাল-পঞ্চদশ-বহ্নি-হিমাংশু-কোষ্ঠে বর্ণাঁল্লিখেল্লিপিভবান্ ক্রমশস্তু ধীমান্ ॥ ৯৪ ॥

যদ্যপ্যেতৎ সিদ্ধসাধ্যাদিজ্ঞানং মুদ্রাদর্শনপ্রকারবর্ত্মনা গুরুমুখাৎ সম্যক্ বিজ্ঞাতং ন স্যাৎ, তথাপ্যত্র শব্দার্থ এব কেবলং লিখ্যতে। তথা হি। প্রাঞ্চি পূর্ব্বাণি, প্রত্যঞ্চি পশ্চিমানি অগ্রাণি যাসাং তাঃ পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখা উর্দ্ধাঃ পঞ্চরেখা লেখ্যা ইত্যর্থঃ। তথা যমোত্তরাগ্রগাঃ দক্ষিণোত্তরমুখাস্তাবত্যঃ পঞ্চৈব রেখাঃ উর্দ্ধরেখোপরি সমকোষ্ঠাভিপ্রায়েণ তির্য্যক্ লেখ্যা ইত্যর্থঃ। ততশ্চ চত্বারি কোষ্ঠচতুষ্কাণি যস্মিন্ তথাভূতং মণ্ডলং ভবেৎ। এবং চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকং কোষ্ঠং জ্ঞেয়মিত্যেবং চত্বারি কোষ্ঠানি মুখ্যানি ভবন্তি। পুনশ্চ একস্মিন্নেবাবান্তরকোষ্ঠানি চত্বারীত্যেবং ষোড়শ কোষ্ঠানি ভবন্তি। তদ্রূপমেকং চতুরস্র-মণ্ডলং স্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ দীক্ষামণ্ডলাদিবন্নাম্নৈব মণ্ডলং, ন তু মণ্ডলাকারং, চতুষ্কোণত্বাৎ ॥ ৯৩ ॥ তস্মিন্ মণ্ডলে চ যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ ইন্দ্বিতি। লিপিভবান্ বর্ণান্ অকারাদি-ক্ষকারান্ত-পঞ্চাশদক্ষরাণি। যদ্বা ককার-ষকার-সংযোগ-সিদ্ধ-ক্ষকার-ব্যতিরিক্তান্ পঞ্চাশদ্বর্ণান্। ইন্দ্বাদি-সংখ্যা-সঙ্কেতিতেষু কোষ্ঠেষু ক্রমশঃ অকারাদিক্রমেণ ইন্দ্বাদিক্রমেণ চ লিখেৎ। তত্র ইন্দুশ্চন্দ্র একঃ। তস্মিন্ আদ্যে কোষ্ঠে অকারং লিখেদিত্যর্থঃ। এবং অগ্নৌ তৃতীয়ে আকারং। রুদ্রে একাদশে ইকারং। ইনে সূর্য্যে দ্বাদশকোষ্ঠে। ভৌতিকে পঞ্চমে মহাভূতপঞ্চকত্বাৎ। বহ্নয়স্ত্রয়ঃ। হিমাংশুরেকঃ। অঙ্কস্য বামগতিত্বাদ্বহ্নিহিমাংশুভ্যাং দ্বাভ্যাং ত্রয়োদশেতি জ্ঞেয়ং। তত্র চ ত্রয়োদশকোষ্ঠে অকারস্য ষোড়শবর্ণং অঃ ইতি বর্ণং লিখেদিত্যর্থঃ। পুনস্তথৈব প্রথমকোষ্ঠে ককার ইত্যেবং যাবদ্বর্ণাবলীসমাপ্তি পুনঃপুনর্লিখেৎ। এবমেব শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যেণাপি নৃসিংহপরিচর্য্যাগ্রন্থে লিখিতং। আদ্যাগ্নীশ-গ্রহাক্ষ্যব্ধি-সূর্য্যদিগ্রস-দিগ্গজাঃ। কলামন্বিষু-সপ্তাহ-বিশ্বে বর্ণান্ পুনর্ন্যসেদিতি ॥ ৯৪ ॥

প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ চণ্ডালাদি সকলেই ইহাতে অধিকারী হইতে পারে। ৯১। গুরু সিদ্ধ-সাধ্যাদি মন্ত্রদানে কুল, পরকুল, বালত্ব, প্রৌঢ়ত্ব, স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, নপুংসকত্ব, রাশি-নক্ষত্র-মেলন, সুপ্তপ্রবোধন-কাল ও ঋণধনাদি-বিচার করিয়া মন্ত্রদান করিবেন। ৯২।

অনন্তর সিদ্ধসাধ্যাদি-শোধন কথিত হইতেছে।—সারদাতিলকে লিখিত আছে যে, প্রথমতঃ পাঁচটী পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখ উর্দ্ধ রেখা অঙ্কিত করিয়া তদুপরি পাঁচটী উত্তরদক্ষিণাভিমুখ রেখা লিখিতে হইবে। এইরূপ করিলেই চতুষ্কোণচতুষ্ক একটী মণ্ডল হইবে, অর্থাৎ মধ্যভাগে চারিটী মণ্ডলচতুষ্কবিশিষ্ট একটী মণ্ডল দৃষ্ট হইবে। ৯৩। (এই মণ্ডলমধ্যে যেরূপে যাহা লিখিতে হয় তাহা বলা যাইতেছে)—ইন্দু, অগ্নি, নব, নেত্র, যুগ, ইন, দিক্, ঋতু, অষ্ট, ষোড়শ, চতুর্দ্দশ, ভৌতিক, পাতাল, পঞ্চদশ, বহ্নি, হিমাংশু, ধীমান্ ব্যক্তি এই

জন্মর্ক্ষাক্ষরতো বীক্ষ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরং। চতুর্ভিঃ কোষ্ঠকৈস্ত্বেকমিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ে ॥
পুনঃ কোষ্ঠককোষ্ঠেষু সব্যতো জন্মভাক্ষরাৎ।
সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারিক্রমাজ্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৯৫ ॥

ততঃ শিষ্যস্য যজ্জন্মনক্ষত্রানুরূপ-নামাদ্যক্ষরং নামপ্রথমাক্ষরমিত্যর্থঃ। মধ্যদেশাদাবত্র প্রায়ো জন্মনক্ষত্রানুরূপনামাদ্যক্ষরকরণাৎ। তস্মাদারভ্য মন্ত্রস্য গ্রাহ্যস্য আদিমাক্ষরং আদ্যবর্ণং যাবৎ বীক্ষ্যং বিচারয়িতব্যং। যদ্বা সিদ্ধাদি-গণনয়া গুণদোষাদিকং দ্রষ্টব্যমিত্যর্থঃ। কথং কুত্র তদাহ। চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকং কোষ্ঠং দ্রষ্টব্যম্, এবং তন্মণ্ডলে কোষ্ঠচতুষ্টয়ং স্যাৎ। তস্মিন্ প্রথমং বীক্ষ্য। যদ্বা সিদ্ধাদিক্রমা জ্ঞেয়া ইত্যনেন পরেণান্বয়ঃ। পশ্চাত্তৎকোষ্ঠচতুষ্টয়স্য যান্যবান্তরাণি

ষোড়শ কোষ্ঠে যথাক্রমে লিপিভব বর্ণ অর্থাৎ অকারাদি ক্ষকারান্ত * বর্ণসকল যথাক্রমে বিন্যাস করিবে † ॥ ৯৪ ॥ পরে শিষ্যের যে নাম জন্ম-নক্ষত্রাশ্রিত, সেই নামের প্রথম বর্ণ-বিশিষ্ট কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোষ্ঠে মন্ত্রের প্রথম বর্ণ আছে, সেই কোষ্ঠ পর্য্যন্ত সিদ্ধসাধ্যাদি গণনা করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি অগ্রে ষোড়শসংখ্য ক্ষুদ্র কোষ্ঠের চারি কোষ্ঠে

---

* এস্থলে ক্ষকারান্ত শব্দে ক্ষ পরিত্যাগ করিয়া হপর্য্যন্ত উনপঞ্চাশদ্বর্ণ বুঝিতে হইবে, কারণ ক্ষ এই বর্ণ, ক ও ষ এই উভয়ের সংযোগে উৎপন্ন।

† ইহার তাৎপর্য্য যথা,—ইন্দু ১, অগ্নি ৩, রুদ্র ১১, নব ৯, নেত্র ২, যুগ ৪, ইন ১২, দিক্ ১০, ঋতু ৬, অষ্ট ৮, ষোড়শ ১৬, চতুর্দ্দশ ১৪, ভৌতিক ৫, পাতাল ৭, পঞ্চদশ ১৫, বহ্নি ১৩, হিমাংশু ১। এইরূপ সাঙ্কেতিক কোষ্ঠে যথাক্রমে অকারাদি বর্ণ বিন্যাস করিবে। অর্থাৎ ১ম কোষ্ঠে অ, ৩য় কোষ্ঠে আ, ১১শ কোষ্ঠে ই, ৯ম গৃহে ঈ, ২য় গৃহে উ, ৪র্থ গৃহে ঊ, ১২শ গৃহে ঋ, ১০ম গৃহে ৠ, ৬ষ্ঠ গৃহে ঌ, ৮ম গৃহে ৡ, ১৬শ গৃহে এ, ১৪শ গৃহে ঐ, ৫ম গৃহে ও, ৭ম গৃহে ঔ, ১৫শ গৃহে অং, ১৩শ গৃহে অঃ। পুনরায় ১ম গৃহে ক, ৩য় গৃহে খ, ১১শ গৃহে গ এই প্রকারে ষোড়শ কোষ্ঠে বর্ণ বিন্যাস করিয়া যাবৎ উনপঞ্চাশদ্বর্ণ শেষ না হইবে, তাবৎ ঐরূপ পুনরায় ১ম হইতে উক্ত নিয়মে বর্ণ বিন্যাস করিবে; তাহা হইলে চতুষ্কোষ্ঠচতুষ্ক মণ্ডল হইবে। ইহাই সিদ্ধাদিশোধন-যন্ত্র। সাধারণের সম্যগ্‌বোধার্থ যন্ত্রটীর প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা—

[ক] পূর্ব্ব [খ]

উত্তর | দক্ষিণ

১ ইন্দু বা হিমাংশু অ ক থ হ	২ নেত্র উ ঙ প	৩ অগ্নি আ খ দ	৪ যুগ ঊ চ ফ
৫ ভৌতিক ও ড ব	৬ ঋতু ঌ ঝ ম	৭ পাতাল ঔ ট শ	৮ অষ্ট ৡ ঞ য
৯ নব ঈ ঘ ন	১০ দিক ৠ জ ভ	১১ রুদ্র ই গ ধ	১২ ইন ঋ ছ ব
১৩ বহ্নি অঃ ত স	১৪ চতুর্দ্দশ ঐ ঠ ল	১৫ পঞ্চদশ অং ণ ষ	১৬ ষোড়শ এ ঢ র

[গ] পশ্চিম [ঘ]

সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ। সুসিদ্ধো গ্রহমাত্রেণ অরির্মূলনিকৃন্তনঃ॥ ৯৬॥
সিদ্ধসিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধকঃ। সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্।
সাধ্যসিদ্ধো দ্বিগুণিকঃ সাধ্যসাধ্যো হ্যনর্থকঃ। তৎসুসিদ্ধস্ত্রিগুণিতাৎ সাধ্যারির্হন্তি গোত্রজান্।
সুসিদ্ধসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাত্তৎসাধ্যস্তু গুণাধিকাৎ। তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ স্বগোত্রহা।
অরসিদ্ধঃ সুতান্ হন্যাদরিসাধ্যস্তু কন্যকাঃ। তৎসুসিদ্ধস্তু পত্নীঘ্নস্তদরির্হন্তি সাধকং॥ ৯৭॥ ইতি।

জন্মনক্ষত্রাক্ষরাৎ সব্যতঃ বামগত্যেত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যেণ তত্রৈব। সব্যে নামাদ্যাক্ষরতঃ সিদ্ধাদিক্রম ইষ্যত ইতি। এবং সিদ্ধাদিকোষ্ঠস্থানং চ তেনৈব দর্শিতং। নবৈকপঞ্চভিঃ সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়্দশযুগ্মকৈঃ। সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তরুদ্রৈস্তুর্য্যাষ্টদ্বাদশৈ রিপুরিতি॥ ৯৫॥ তত্র চ গণনয়া সিদ্ধাদিস্থানং প্রাপ্তে সতি মন্ত্রাদ্যক্ষরে যৎ ফলং স্যাৎ তদাহ সিদ্ধ ইত্যাদিপঞ্চভিঃ। 'গ্রহঃ গ্রহণং তন্মাত্রেণ অচিরাদেব সিধ্যতীত্যর্থঃ॥ ৯৬॥ এবং চতুষ্কোষ্ঠব্যবস্থয়া ফলমুক্ত্বাধুনা তদবান্তরষোড়শকোষ্ঠব্যবস্থয়া পূর্ব্বাপরাভ্যাং চতুর্দ্ধান্যোন্যসংযোগেন ফলমাহ সিদ্ধসিদ্ধ ইতি চতুর্ভিঃ। তৎসুসিদ্ধঃ সাধ্যসুসিদ্ধঃ। তৎসাধ্যঃ সুসিদ্ধসাধ্যঃ। তৎসুসিদ্ধঃ সুসিদ্ধসুসিদ্ধঃ। এবমগ্রেঽপি॥ ৯৭॥

এক কোষ্ঠ জ্ঞান করত ঐ চারি কোষ্ঠে; দ্বিতীয়তঃ ঐ কোষ্ঠচতুষ্টয়ের প্রতি কোষ্ঠে জন্মঋক্ষের অক্ষর হইতে বামগতিতে গণনা পূর্ব্বক শিষ্যের সম্বন্ধে সেই মন্ত্রকে ক্রমানুসারে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি ইত্যাদি পরিজ্ঞাত হইবেন। ৯৫। * (গণনা দ্বারা মন্ত্রের আদিবর্ণ সিদ্ধাদিস্থান প্রাপ্ত হইলে যে প্রকার ফল হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে) সিদ্ধমন্ত্র কালে অর্থাৎ তন্ত্রকথিত নিরূপিত সময়ে, সাধ্যমন্ত্র জপ ও হোম দ্বারা এবং সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণমাত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। অরি-মন্ত্র মূল অর্থাৎ মন্ত্রবীজ ধ্বংস করিয়া দেয়। ৯৬। (এইরূপে বৃহৎ কোষ্ঠচতুষ্টয়-ব্যবস্থা দ্বারা ফলের উল্লেখ পূর্ব্বক অধুনা তদবান্তর-ষোড়শকোষ্ঠ-ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ব্বাপর সহ সিদ্ধাদি-চতুষ্টয়ের পরস্পর-সংযোগ-ফল বিবৃত করিতেছেন।)—সিদ্ধসিদ্ধ যথোক্তকালে অর্থাৎ তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট কালে, সিদ্ধসাধ্য তদপেক্ষা দ্বিগুণকালে এবং সিদ্ধ-সুসিদ্ধ মন্ত্র অর্দ্ধজপে † সিদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধারি মন্ত্র বান্ধবগণকে ধ্বংস করিয়া দেয়। সাধ্যসিদ্ধমন্ত্র দ্বিগুণসময়ে সিদ্ধ হয়, সাধ্যসাধ্য মন্ত্র অনর্থপ্রদ, সাধ্যসুসিদ্ধ মন্ত্র ত্রিগুণিত সময়ে সিদ্ধ হয় এবং সাধ্যারি মন্ত্র গোত্রজদিগকে নাশ করিয়া দেয়। সুসিদ্ধসিদ্ধ মন্ত্র অর্দ্ধজপে, সুসিদ্ধ-সাধ্য মন্ত্র দ্বিগুণ জপে ও

---

* সিদ্ধসাধ্যাদি পরিজ্ঞানের ক্রম যথা,—৯, ১, ৫ হইলে সিদ্ধ; ৬, ১০, ২ হইলে সাধ্য; ৩, ৭, ১১ হইলে সুসিদ্ধ এবং ৪, ৮, ১২ হইলে অরি। গণনার প্রণালী দ্বিবিধ;—প্রথম বৃহৎ-কোষ্ঠচতুষ্টয় গ্রহণ পূর্ব্বক, দ্বিতীয় অন্তর্গত ক্ষুদ্র ষোড়শসংখ্যক কোষ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক গণনা করিতে হয়। এইরূপ করিলে সিদ্ধ-সাধ্যাদিভেদে মন্ত্র ষোড়শবিধ হইয়া থাকে এবং সমুদায়ে বিংশতিপ্রকার হয়। যথা,—(১) সিদ্ধ, (২) সাধ্য, (৩) সুসিদ্ধ, (৪) অরি, (৫) সিদ্ধসিদ্ধ, (৬) সিদ্ধসাধ্য, (৭) সিদ্ধ-সুসিদ্ধ, (৮) সিদ্ধারি, (৯) সাধ্যসিদ্ধ, (১০) সাধ্যসাধ্য, (১১) সাধ্যসুসিদ্ধ, (১২) সাধ্যারি, (১৩) সুসিদ্ধসিদ্ধ, (১৪) সুসিদ্ধসাধ্য, (১৫) সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ, (১৬) সুসিদ্ধারি, (১৭) অরিসিদ্ধ, (১৮) অরিসাধ্য, (১৯) অরিসুসিদ্ধ, (২০) অরি-অরি।

† অর্দ্ধজপে অর্থাৎ জপের যে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অর্দ্ধসংখ্য কালে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তথা চ তন্ত্রে।—অস্য চ মন্ত্রবিশেষেঽপবাদঃ ॥ ৯৮ ॥

নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্য চ। বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥
স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে। একাক্ষরে তথা মন্ত্রে সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥
সকুলান্যকুলত্বাদি বিজ্ঞেয়ং চাগমান্তরাৎ। ন বিস্তরভয়াদত্র ব্যর্থত্বাদপি লিখ্যতে ॥ ৯৯ ॥
শ্রীমদ্গোপালদেবস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদর্শিনঃ। তাদৃক্শক্তিষু মন্ত্রেষু ন হি কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতে ॥ ১০০ ॥

তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—

সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু, নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং, দ্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ ॥ ১০১ ॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ। অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রমধিকৃত্য শ্রীশিবেনোক্তং।—

ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা। ঋক্ষরাশিবিচারো বা ন কর্ত্তব্যো মনৌ প্রিয়ে ॥
কেচিচ্ছিন্নাশ্চ রুদ্ধাশ্চ কেচিন্মদসমুদ্ধতাঃ। মলিনাঃ স্তম্ভিতাঃ কেচিৎ কীলিতা দূষিতা অপি।
এতৈর্দোষৈর্যুতো নায়ং যতস্ত্রিভুবনোত্তম ইতি ॥ ১০২ ॥

অস্য এবমুক্তস্য সিদ্ধাদিশোধনস্য ॥ ৯৮-৯৯ ॥ ব্যর্থত্বে হেতুং লিখতি শ্রীমদিতি। তাদৃশী শ্রীগোপালদেবসদৃশী শক্তির্যেষাং তেষু ॥ ১০০ ॥ নানাবিধা আহ্বয়া নামানি জন্মভানি চ জন্মনক্ষত্রাণি যেষাং বর্ণাদীনাং তেষ্বপি। যদ্বা তেষাং নানাহ্বয়জন্মভেষু সংস্বপি এষ শ্রীগোপালমন্ত্রোঽভিবাঞ্ছিতানাং ফলানাং শীঘ্রমেব দাতা ॥ ১০১ ॥ অত্র অস্মিন্ মন্ত্রে শাত্রবাঃ শত্রুসম্বন্ধিনো

সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ গ্রহণমাত্র সিদ্ধ হয় এবং সুসিদ্ধারি মন্ত্র স্বগোত্র ধ্বংস করে। অরিসিদ্ধ মন্ত্র পুত্রগণকে অরিসাধ্য কন্যাগণকে, অরি-সুসিদ্ধ ভার্য্যাকে এবং অরি-অরি মন্ত্র সাধককে বিনাশ করে। ৯৭।

মন্ত্রবিশেষে ইহার অপবাদ আছে অর্থাৎ মন্ত্রভেদে সিদ্ধাদি-শোধনের বিশেষ নিয়ম আছে।৯৮। তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে।—তন্ত্রে লিখিত আছে যে, নৃসিংহমন্ত্রের, সূর্য্যমন্ত্রের, বরাহমন্ত্রের, প্রাসাদমন্ত্রের, * প্রণবের ও বৈদিক মন্ত্রের সিদ্ধাদি শোধন করিতে নাই। স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র, স্ত্রীজাতি-দত্ত মন্ত্র, মালামন্ত্র, ত্র্যক্ষরমন্ত্র ও একাক্ষরমন্ত্র এই সমস্তের সিদ্ধাদি শোধন করিতে হয় না। স্বকুল-পরকুলত্বাদি মন্ত্রভেদ আগমান্তর হইতে বিদিত হইবে, বৃথা বাহুল্যভয়ে এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল না। ৯৯। অণিমাদি-সপ্তৈশ্বর্য্য প্রদর্শক শ্রীমান্ গোপালদেবের ন্যায় তদীয় মন্ত্রসমূহেও ঐশ্বর্য্য প্রদত্ব-শক্তি বিদ্যমান আছে; সুতরাং ঐ সকল মন্ত্র সম্বন্ধে কোন বিচার করিবে না। ১০০। ক্রমদীপিকাতেও এই বিষয়ে লিখিত আছে যে, সকল বর্ণ, সকল আশ্রম, নারীজাতি এবং যে সকল ব্যক্তির নাম ও জন্মনক্ষত্রের আদ্যবর্ণের সহিত মন্ত্রাদ্যক্ষরের মিলন নাই, তাহাদিগের সম্বন্ধে এই গোপালমন্ত্র আশু বাঞ্ছিতফলদাতা হইয়া থাকে। ১০১। মহাদেব ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র অধিকার পূর্ব্বক কহিয়া-

---

* প্রাসাদ মন্ত্র যথা—"হৌঁ" এই শিবমন্ত্র।

সামান্যতশ্চ যথা বৃহদ্গৌতমীয়ে।—

অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্। যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা॥
গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো-ব্রহ্মচারিণঃ। স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ॥
নাত্র চিন্ত্যোঽরিশুদ্ধ্যাদির্নারিমিত্রাদিলক্ষণং। ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সাধনে ন পরিশ্রমঃ॥
অজ্ঞানতূলরাশেশ্চ অনলঃ ক্ষণমাত্রতঃ। সিদ্ধসাধ্যসুসিদ্ধারিরূপা নাত্র বিচারণা॥
সর্ব্বেষাং সিদ্ধমন্ত্রাণাং যতো ব্রহ্মাক্ষরো মনুঃ। প্রজাপতিরবাপাগ্র্যং দেবরাজ্যং শচীপতিঃ।
অবাপুস্ত্রিদশাঃ স্বর্গং বাগীশত্বং বৃহস্পতিঃ॥ ইত্যাদি।

তথাত্রৈবাগ্রে।—

বিষ্ণুভক্ত্যা বিশেষেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে। কীটাদিব্রহ্মপর্য্যন্তং গোবিন্দানুগ্রহান্মুনে॥
সর্ব্বসম্পত্তিনিলয়াঃ সর্ব্বত্রাপ্যকুতোভয়াঃ। ইত্যাদি কথিতং কিঞ্চিন্মাহাত্ম্যং বো মুনীশ্বরাঃ॥
আকাশে তারকা যদ্বৎ সিন্ধোঃ সৈকতসৃষ্টিবৎ। এতদ্বিজ্ঞানমাত্রেণ লভেন্মুক্তিং চতুর্ব্বিধাং॥
এতদন্যেষু মন্ত্রেষু দোষাঃ সন্তি পরে চ যে। তদর্থং মন্ত্রসংস্কারা লিখ্যন্তে তন্ত্রতো দশ॥ ১০৩॥

দোষাঃ সিদ্ধাদিশোধনোক্তাঃ। ঋণঞ্চ স্বং ধনঞ্চ তদাদিবিচারণা চ ন কর্ত্তব্যা। অন্যমন্ত্রাণাং দোষানাহ কেচিদিতি। উক্তঞ্চ ছিন্নাদীনাং লক্ষণং সারদাতিলকে। মনোর্যস্যাদিমধ্যান্তেষ্বানীলং বীজমুচ্যতে। সংযুক্তং বা বিযুক্তং বা স্বরাক্রান্তং ত্রিধা পুনঃ। চতুর্দ্ধা পঞ্চধা বাথ স মন্ত্রশ্ছিন্ন-সংজ্ঞকঃ। মায়া নমামি চ পদং নাস্তি যস্মিন্ স কীলিতঃ। একং মধ্যে দ্বয়ং মূর্দ্ধ্নি যস্মিন্নস্ত্রপুরন্দরৌ। ন বিদ্যেতে স মন্ত্রঃ স্যাৎ স্তম্ভিতঃ সিদ্ধিরোধনঃ। আদিমধ্যাবসানেষু ভবেদর্ণচতুষ্টয়ং। যস্য মন্ত্রঃ স মলিনো মন্ত্রবিত্তং বিবর্জয়েৎ। মন্ত্রো বাপ্যথবা বিদ্যা সপ্তানিক-দশাক্ষরঃ। ফট্কারপঞ্চকাদির্যো মদোন্মত্ত উদীরিতঃ। যস্য মধ্যে দকারো বা ক্রোধো বা মূর্দ্ধনি ত্রিধা। অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্রঃ স তিরস্কৃত ইতীরিত ইত্যাদি। অয়মষ্টাদশাক্ষরঃ শ্রীগোপালমন্ত্রঃ॥১০২॥ এবং সম্মোহনতন্ত্রাদ্যুক্ত-প্রকারেণ। অন্যেষু শ্রীগোপালদেবমন্ত্রব্যতিরিক্তেষু। পরে সিদ্ধাদিশোধনোক্তদোষতোঽন্যেঽপি

ছেন যে, হে প্রিয়তমে! এই অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্রে সিদ্ধাদিশোধনকথিত শত্রুত্রৈব দোষ নাই, ইহাতে ঋণ-ধনাদি-বিচার করিতে হয় না এবং নক্ষত্র-রাশি-বিচারেও প্রয়োজন নাই। মন্ত্রসমূহের মধ্যে কোন কোন মন্ত্র ছিন্ন, কোন কোন মন্ত্র রুদ্ধ, কোন কোন মন্ত্র মদোন্মত্ত, কোন কোন মন্ত্র মলিন, কোন কোন মন্ত্র স্তম্ভিত, কোন কোন মন্ত্র কীলিত এবং কোন কোন মন্ত্র দূষিত; কিন্তু এই অষ্টাদশাক্ষরাত্মক গোপালমন্ত্র ঐ সমস্ত দোষে লিপ্ত নহে; সুতরাং ইহাই ত্রিলোকীতলে অত্যুত্তম। ১০২। সাধারণতঃ বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, অতঃপর দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদ কৃষ্ণমন্ত্র বলিতেছি, তাপসগণ ইহা বিদিত হইয়া অবহেলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মন্ত্রে কি গৃহী, কি বানপ্রস্থ, কি যতি, কি ব্রহ্মচারী, কি স্ত্রীজাতি, কি শূদ্রাদি সকলেই অধিকারী হইতে পারে। এই মন্ত্রে অরি-শুদ্ধ্যাদি বা অরিমিত্রাদিলক্ষণ বিচার করিতে হয় না, ইহা সাধনে প্রয়াসবাহুল্য বা পরিশ্রমও নাই। এই মন্ত্র আশু অজ্ঞানরূপ

অথ মন্ত্রসংস্কারাঃ।

সারদাতিলকে।—

জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং রোধনং তথা। অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ॥ মন্ত্রাণাং মাতৃকামধ্যাদুদ্ধারো জননং স্মৃতং।
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ। এতজ্জীবনমিত্যাহুর্মন্ত্রতন্ত্রবিশারদাঃ।
মনোর্ব্বর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা। প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রী তাড়নং তদুদাহৃতং।
বিলিখ্য মন্ত্রং তং মন্ত্রী প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ। তন্মন্ত্রাক্ষরসংখ্যাতৈর্হন্যাদ্‌যত্তেন রোধনং।
স্বতন্ত্রোক্তবিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া। অশ্বত্থপল্লবৈর্মন্ত্রমভিষিঞ্চেদ্বিশুদ্ধয়ে।
সংচিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দ্দহেৎ। মন্ত্রে মূলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্বিদং।

ছিন্নত্বাদয়ঃ। তদর্থমিতি। যে কেচিদন্যমন্ত্রসাধকা ভবেয়ুস্তেষাং তদ্দোষশোধনার্থমিত্যর্থঃ। তচ্চ তাৎপর্য্যেণ শ্রীগোপালদেবমন্ত্রমাহাত্ম্য-বিখ্যাপনার্থমেবেতি ভাবঃ। তন্ত্রত আগমশাস্ত্রোক্তা ইত্যর্থঃ॥ ১০৩॥

তুলারাশির পক্ষে অগ্নিস্বরূপ। ইহাতে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি বিচারের প্রয়োজন করে না। যেহেতু যাবতীয় সিদ্ধমন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্রই অক্ষর-ব্রহ্ম অর্থাৎ ইহার বর্ণসকল ব্রহ্মস্বরূপ। এই মন্ত্রের প্রসাদে প্রজাপতি সকলের প্রাধান্য, শচীপতি সুররাজ্য, দেবগণ স্বর্গ এবং বৃহস্পতি বাচস্পতিত্ব লাভ করিয়াছেন। ঐ তন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরে আরও লিখিত আছে যে, হে মুনে! বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তি দ্বারা ধরাতলে কোন্ কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে না পারে? শ্রীগোবিন্দের অনুগ্রহে কীটাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেই সর্ব্বসম্পত্তির নিলয় ও সর্ব্বত্র অকুতোভয় হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদিগের নিকট এই কিঞ্চিন্মাত্র মহিমা কথিত হইল। গগনমার্গস্থ নক্ষত্র ও সিন্ধুতীরস্থ বালুকাসমষ্টির ন্যায় ইহার সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য অগণ্য ও অনির্ব্বচনীয়; এই মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইবামাত্র চতুর্ব্বিধ মুক্তি * প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মন্ত্র ব্যতীত অপরাপর মন্ত্রবর্গে যে অন্যান্য দোষ বিদ্যমান আছে, তৎসমস্ত দোষের অপনয়নার্থ তন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া দশবিধ মন্ত্র-সংস্কার লিখিত হইতেছে। ১০৩।

মন্ত্রসংস্কার।—সারদাতিলকে বর্ণিত আছে যে, (১) জনন, (২) জীবন, (৩) তাড়ন, (৪) রোধন, (৫) অভিষেক, (৬) বিমলীকরণ, (৭) আপ্যায়ন, (৮) তর্পণ, (৯) দীপন ও (১০) গুপ্তি, মন্ত্রসংক্রিয়া এই দশবিধ। মাতৃকামধ্য হইতে অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণের মধ্য হইতে মন্ত্রসমূহের উদ্ধারই জনন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। সুধী ব্যক্তি মন্ত্রের অক্ষরসকলকে ওঙ্কারান্তরিত করিয়া জপ করিবেন; মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদ মহাত্মারা ইহাকেই জীবন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মন্ত্রী অর্থাৎ মন্ত্রবিৎ সাধক মন্ত্রের বর্ণসকল লিখিয়া বায়ুবীজ †

---

* চতুর্ব্বিধ মুক্তি—সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য।

† বায়ুবীজ অর্থাৎ "যং" এই বীজ।

তার-ব্যোমাগ্নি-মনুযুগ্দণ্ডী জ্যোতির্মনুর্মতঃ ।
কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যর্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ ।
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদেতদাপ্যায়নং স্মৃতং । মন্ত্রেণ বারিণা যন্ত্রে তর্পণং তর্পণং স্মৃতং ।
তার-মায়া-রমাযোগো মনোর্দীপনমুচ্যতে । জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনং ॥
বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং ন হি ।
সামান্যোদ্দেশমাত্রেণ তথাপ্যেতদুদীরিতং ॥ ১০৪ ॥
ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে গৌরবো নাম প্রথমো বিলাসঃ ॥১॥

জ্যোতির্মন্ত্রেণেত্যুক্তং তমেবাহ তারমিতি। ব্যোমেত্যাদিনা তত্তদ্বীজং বোধ্যতে। এবমগ্রে মায়াদাবপি ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসটীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাং প্রথমো বিলাসঃ ॥ ১ ॥

উচ্চারণ পূর্ব্বক চন্দনোদক দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে আঘাত করিবেন; ইহাই তাড়ন বলিয়া উদাহৃত। মন্ত্রী ব্যক্তি মন্ত্র লিখিয়া মন্ত্রবর্ণের সংখ্যার সমসংখ্যক করবীরকুসুম দ্বারা সযত্নে ঐ মন্ত্রকে তাড়না করিবেন; ইহাকেই রোধন কহে। মন্ত্রী ব্যক্তি মন্ত্রের বর্ণসংখ্যার সমসংখ্যক অশ্বত্থপল্লব দ্বারা স্বীয় তন্ত্রকথিত বিধানে বিশুদ্ধ্যর্থ মন্ত্রকে অভিষিক্ত করিবেন, (ইহারই নাম অভিষেক)। মন্ত্রী মনোমধ্যে মন্ত্রচিন্তন পূর্ব্বক জ্যোতির্মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রমধ্যবর্ত্তী মূলত্রয়কে দহন করিবেন; ইহারই নাম বিমলীকরণ। তার (প্রণব), ব্যোম (আকাশ), অগ্নি ও মনুযুক্ত দণ্ডী অর্থাৎ "ওঁ হং রং ঔং" ইহাকেই জ্যোতির্ম্মন্ত্র কহে। জপ্ত কুশোদক দ্বারা মন্ত্রের প্রতি অক্ষরকে তন্মন্ত্র সহকারে যথাবিধানে প্রোক্ষণ করাকেই আপ্যায়ন বলা যায়। মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে উদক দ্বারা যন্ত্রমধ্যে তর্পণ করাকেই তর্পণ কহে। মন্ত্রের মধ্যে তার (প্রণব—ওঁ), মায়া (হ্রীং) এবং লক্ষ্মী (শ্রীং) যোগ করিলেই তাহার নাম দীপন। জপ্যমান মন্ত্রের অপ্রকাশকেই গোপন (গুপ্তি) কহে। বলশালিতা বশতঃ কৃষ্ণমন্ত্রসমূহের সংস্ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, তথাপি সাধারণতঃ উদ্দেশ পূর্ব্বক ইহা উদীরিত হইল। ১০৪।

ইতি গৌরব নামক প্রথম বিলাস সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয়বিলাসঃ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং॥ ১॥

অথ দীক্ষাবিধিঃ।

দীক্ষাবিধির্লিখ্যতেঽত্রানুস্মৃত্য ক্রমদীপিকাং।
বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ॥ ২॥

অথ দীক্ষানিত্যতা।

আগমে :—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু।
তথাত্রাদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতং॥

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে ভদ্রবনচন্দ্রায়। অন্ধঃ পশ্যতি শাস্ত্রাণি শিলা তরতি বারিধিং। যস্য প্রভাবতো বন্দে তং শ্রীচৈতন্যমীশ্বরং॥ কর্ত্তব্যাংশস্য বিজ্ঞানমবশ্যং সম্যগিষ্যতে। অতো যস্তত্র সংক্ষিপ্তো গ্রন্থঃ সোঽয়ং প্রপঞ্চ্যতে॥ অত্রাদৌ বিবিধমতাকুলিত-দীক্ষাবিধি-লিখনে পরমাশক্যস্যাপ্যাত্মনো ভগবদনুগ্রহেণ শক্ততাং সম্ভাবয়ন্নিব প্রারিপ্সিতসিদ্ধয়ে পূর্ব্ববদ্গুরুরূপমিষ্টদৈবতং প্রণমতি তমিতি। শ্রীমান্ কৃষ্ণশ্চাসৌ চৈতন্যদেবশ্চ পরমাত্মেতি তং। পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি বিখ্যাতদেবমীশ্বরং। সাক্ষাত্তস্যোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবেঽপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্ব্বেষামপি জীবানাং পরমগুরুতয়াত্মনোঽপি স এব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি জগদ্গুরুমিতি। পক্ষে সর্ব্বত্রৈব ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনপ্রধানভক্তিপ্রচারণাজ্জগতাং গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনবিষয়ক-সমগ্রোপদেশানুগ্রহণে গুরুমিতি॥ ১॥

ক্রমদীপিকামনুস্মৃত্যেতি শ্রীকেশবাচার্য্যবিরচিতক্রমদীপিকাখ্য-গ্রন্থোক্তানুসারেণৈব, ন তু তদুক্তবিরোধেনেত্যর্থঃ। দীক্ষাবিধিলিখনে হেতুঃ বিনেতি। হি যতঃ॥ ২॥

অনুপেতানাম্ অকৃতোপনয়নানাং। উপনয়নাৎ যজ্ঞোপবীতদানাৎ অনু অনন্তরং তু অধি-

---

যাঁহার অনুকম্পায় সারমেয়ও সুখে মহাসাগর সমুত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবকে বন্দনা করি। ১।

অনন্তর দীক্ষাবিধি বিবৃত হইতেছে।—ক্রমদীপিকাখ্য গ্রন্থের মতানুসারে দীক্ষাবিধি লিখিত হইতেছে। দীক্ষা ভিন্ন কোন ব্যক্তিরই পূজায় অধিকার হয় না। ২।

অনন্তর দীক্ষা-নিত্যতা।—আগমে লিখিত আছে, জগতে যেরূপ অনুপনীত বিপ্রের স্বকর্ত্তব্য

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলং।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥ ৩॥

তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে বিষ্ণুযামলে চ।—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং। পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥ ৪॥

বিশেষতো বিষ্ণুযামলে।—

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদদীক্ষয়া। তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ॥৫॥

বিষ্ণুরহস্যে চ।—অবিজ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপূজাবিধিক্রিয়াং।
কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ॥ ৬॥

কারঃ স্যাদেব। শিবসংস্কৃতমিতি দীক্ষিতমিত্যর্থঃ। প্রধানত্বেন শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণাৎ শ্রীশিবস্যাপি সম্যক্ স্তুতিবিষয়মিতি ভাবঃ। এবঞ্চ দীক্ষাং বিনা পূজায়ামনধিকারাৎ। তথা,—শালগ্রামশিলা-পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চাণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিরিত্যাদি-বচনৈঃ পূজায়াশ্চাবশ্যকত্বাদ্দীক্ষায়া নিত্যত্বং সিধ্যতি। শ্রীশালগ্রামশিলাধিষ্ঠানং বর্গেষু মুখ্যত্বাৎ সর্ব্বাণ্যেব ভগবদধিষ্ঠানান্যুপলক্ষয়তি। নিত্যত্বমেব ব্রহ্মবচনেন সাধয়তি তে নরা ইতি। জনার্দ্দনো যৈর্নার্চ্চিত ইতি দীক্ষাং বিনার্চ্চনাসিদ্ধেঃ॥ ৩-৪॥ অদীক্ষয়া দীক্ষাবিধিব্যতিরেকেণ। দেবতানাং সর্ব্বাসামেব, তন্মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতায়া বা শাপঃ। যদ্যপি পূর্ব্বং লিখিতায়াঃ শ্রীগুরূপসত্তের্নিত্যতয়া দীক্ষায়া অপি নিত্যতা সিদ্ধৈব তথাপ্যুপসত্তেরাশ্রয়ণমাত্রতাবিবক্ষয়া দীক্ষায়াশ্চ সবিধিমন্ত্রগ্রহণাদি-রূপতয়া পৃথগুল্লেখ ইতি দিক্॥ ৫॥ নন্বু যথাকথঞ্চিদ্ভগবদর্চ্চনেন মহাফলং শ্রূয়তে অতো গুরোঃ সকাশাদ্দীক্ষাগ্রহণে কোঽয়মাগ্রহস্তত্রাহ অভিজ্ঞায়েতি। হরিপূজাবিধেঃ ক্রিয়ামনুষ্ঠানং বিধা-

---

কর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার থাকে না, কিন্তু উপনয়নের পর অধিকার হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও অর্চ্চনাদিতে অধিকার নাই, এহেতু আত্মাকে শিবসংস্কৃত (দীক্ষিত) করিবে। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যাহারা বিষ্ণুদীক্ষা প্রাপ্ত না হয় অথবা যাহারা জনার্দ্দনের পূজা না করে, লোকে তাহারাই পশু বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা-দিগের জীবন ধারণে কি ফল?।৩। ঐ স্কন্দপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে এবং বিষ্ণু-যামলেও লিখিত আছে যে, [হে বামোরু! অদীক্ষিত ব্যক্তি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাই নিরর্থক অর্থাৎ বিফল হয়। দীক্ষাহীন ব্যক্তি পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৪। বিষ্ণু-যামলে বিশেষরূপে লিখিত আছে যে, যে গুরু স্নেহবশে বা লোভবশে দীক্ষা ব্যতিরেকে শিষ্য গ্রহণ করেন, সেই গুরুতে এবং তাঁহার সেই শিষ্যে অখিল দেবতার শাপ পতিত হইয়া থাকে।৫। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যথা,—(একথা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, যথাকথঞ্চিৎ ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিলে মহাফল হয় শ্রুত আছি, তবে গুরু-সকাশে দীক্ষাগ্রহণে এরূপ আগ্রহ করার আবশ্যকতা কি? এই বিষয়ের উত্তর বলিতেছেন।)

অথ দীক্ষামাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুযামলে।—দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ। গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥

স্কান্দে তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

তপস্বিনঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে বৈ নরা ভুবি। প্রাপ্তা যৈস্তু হরের্দ্দীক্ষা সর্ব্বদুঃখবিমোচনী॥

তত্ত্বসাগরে চ।—যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

অথ দীক্ষাকালঃ। তত্র মাসশুদ্ধিঃ।

আগমে।—মন্ত্রস্বীকরণং চৈত্রে বহুদুঃখফলপ্রদং। বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবং।

নোক্তাং পূর্ব্বপূর্ব্বৈরুপদেষ্টৃভির্যথাবিধ্যেবোপদিষ্টাং শ্রীগুরুমুখাদবিজ্ঞায় বিশেষেণাজ্ঞাত্বা বিধানতো ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি শতাংশানামেকমংশং লভতে। গুর্ব্বনপেক্ষয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শিষ্টদর্শিত-মার্গানাদরেণ পূজাফলং ন সম্যগ্ভবতীতি ভাবঃ॥ ৬॥

নিত্যত্বমেব দ্রঢয়ন্ নিত্যত্বেঽপি দর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ ফলবিশেষঞ্চ দর্শয়ন্ দীক্ষামাহাত্ম্যং লিখতি

শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপদেষ্টৃগণ কর্ত্তৃক যথাবিধানে উপদিষ্ট হরিপূজাবিধির ক্রিয়ানুষ্ঠান বিশেষরূপে না জানিয়া ভক্তি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেও পূজাফলের শতাংশের একাংশ ফলমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬। *

অনন্তর দীক্ষামাহাত্ম্য।—বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে, যেহেতু দিব্যজ্ঞান প্রদান করে এবং পাতকরাশির বিনাশ করিয়া দেয়, এই জন্য তত্ত্বকোবিদ্ গুরুজনেরা উহার দীক্ষা এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই হেতু শ্রীগুরুকে এইরূপে প্রণতি করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্ব নিবেদন পূর্ব্বক যথাবিধানে দীক্ষাপুরঃসর বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিবে। স্কন্দপুরাণে ঐ কার্ত্তিকপ্রসঙ্গেই শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যাঁহারা সর্ব্বদুঃখহারিণী হরিদীক্ষা লাভ করিয়াছেন, ভূমণ্ডলে সেই সকল পুরুষই তপস্বী, তাঁহারাই কর্ম্মনিষ্ঠ এবং তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ †। তত্ত্বসাগরেও লিখিত আছে যে, যেমন রসবিধান দ্বারা কাংস্যও কাঞ্চনতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যথাবিধানে পারদের যোগে কাংস্যও সুবর্ণতা লাভ করে, সেইরূপ দীক্ষাবিধি দ্বারা নরগণেরও দ্বিজত্ব উৎপন্ন হয়।

অনন্তর দীক্ষাকাল নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে অগ্রে মাসশুদ্ধি বলা যাইতেছে।—আগমে লিখিত আছে যে, চৈত্রমাসে মন্ত্র-গ্রহণ বহুদুঃখফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত। বৈশাখে মন্ত্র-গ্রহণ

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরুর অপেক্ষা না করিলে এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শিষ্টজনপ্রদর্শিত পথের অনাদর করিলে সম্যক্রূপে পূজাফল লাভ করা যায় না।

† শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানাদিনিষ্ঠগণ হইতে পরমোৎকৃষ্ট।

আষাঢ়ে বন্ধুনাশায় শ্রাবণে তু ভয়াবহং। প্রজাহানির্ভাদ্রপদে সর্ব্বত্র শুভমাশ্বিনে।
কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে শুভপ্রদং। পৌষে তু জ্ঞানহানিঃ স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনং।
ফাল্গুনে সর্ব্ববশ্যত্বমাচার্য্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতং॥ ৭॥

কচিচ্চ।—সমৃদ্ধিঃ শ্রাবণে নূনং জ্ঞানং স্যাৎ কার্ত্তিকে তথা।
ফাল্গুনেঽপি সমৃদ্ধিঃ স্যান্মলমাসং পরিত্যজেৎ॥

গৌতমীয়ে।—মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্ত-পুরুষার্থদঃ।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাৎ জৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবং।
আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ।
প্রজ্ঞানাশো ভবেদ্ ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ।
কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ।
পৌষে তু শক্রপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনং।
ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যুর্মলমাসং পরিত্যজেৎ॥

স্কান্দে তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে।—
কার্ত্তিকে তু কৃতা দীক্ষা নৃণাং জন্মনিকৃন্তনী।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দীক্ষাং কুর্ব্বীত কার্ত্তিকে॥ ৮॥

দিব্যমিতি ত্রিভিঃ। তপস্বিন ইতি। শ্রেষ্ঠা জ্ঞানাদিনিষ্ঠেভ্যঃ পরমোত্তমাঃ। নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা॥৭॥ কচিচ্চেতি অগস্ত্যসংহিতাদ্যনুসারি-শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং। পূর্ব্বোক্তেনাবি-

---

দ্বারা রত্নলাভ ও জ্যৈষ্ঠে গ্রহণ করিলে নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে। আষাঢ় মাসে মন্ত্রস্বীকরণ করিলে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে ভয়সঞ্চার, ভাদ্রে সন্ততিক্ষয়, আশ্বিনে সকল বিষয়ে শুভ, কার্ত্তিকে ধন-বৃদ্ধি ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রগ্রহণ করিলে শুভপ্রদ হয়। পৌষমাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে জ্ঞানলোপ, মাঘে মেধাবৃদ্ধি এবং ফাল্গুন মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সর্ব্ববশীকরণশক্তি লাভ হইয়া থাকে; আচার্য্যগণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৭। গ্রন্থান্তরেও * লিখিত আছে যে, শ্রাবণ মাসে মন্ত্র-স্বীকরণ করিলে নিঃসন্দেহ সমৃদ্ধি ও কার্ত্তিকে মন্ত্র গ্রহণ করিলে জ্ঞান লাভ হয় এবং ফাল্গুন মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলেও সমৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু মলমাস ত্যাগ করিবে অর্থাৎ মলমাসে মন্ত্র গ্রহণ অযুক্ত। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, চৈত্রে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সেই মন্ত্র সমস্ত-পুরুষার্থপ্রদ হয়। বৈশাখে মন্ত্র গ্রহণ করিলে রত্নলাভ ও জ্যৈষ্ঠে গ্রহণ করিলে নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে। আষাঢ়ে মন্ত্র স্বীকরণ করিলে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে পূর্ণায়ুঃপ্রাপ্তি, ভাদ্রে সন্ততিক্ষয়, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়, কার্ত্তিকে ও মার্গশীর্ষে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে অরাতির পীড়া, মাঘে বুদ্ধিবৃদ্ধি এবং ফাল্গুন মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে অখিল কামপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; কিন্তু মলমাস বর্জ্জন করিবে। স্কন্দপুরাণে ঐ কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে লিখিত আছে যে,

---

* এখানে গ্রন্থান্তর বলিতে অগস্ত্যসংহিতাদ্যনুসারী শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকা বুঝিবে।

শ্রীমদ্গোপালমন্ত্রাণাং দীক্ষায়াস্তু ন দুষ্যতি।
চৈত্রমাসে যদুক্তা তদ্দীক্ষা তত্রৈব দেশিকৈঃ ॥ ৯ ॥

অথ বারশুদ্ধিঃ।

রবৌ গুরৌ তথা সোমে কর্ত্তব্যং বুধশুক্রয়োঃ ॥

অথ নক্ষত্রশুদ্ধিঃ।

নারদতন্ত্রে।—রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ঃ।
পুষ্যং শতভিষশ্চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে ॥

ক্বচিচ্চ।—অশ্বিনী-রোহিণী-স্বাতি-বিশাখা-হস্তভেষু চ।
জ্যেষ্ঠোত্তরাত্রয়েষ্বেব কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনং ॥ ১০ ॥

অথ তিথিশুদ্ধিঃ।

সারসংগ্রহে।—দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ।
দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি চ ॥

রোধস্তু মন্ত্রভেদেন বিধিফলভেদাপেক্ষয়া মতভেদেন বা জ্ঞেয়ঃ। এবমগ্রেঽপি ॥৮॥ এবং নিষিদ্ধেঽপি চৈত্রে শ্রীগোপালমন্ত্রদীক্ষামনুজানাতি শ্রীমদিতি। যদ্যস্মাত্তেষাং শ্রীগোপালমন্ত্রাণাং দীক্ষা চৈত্রে এব উক্তা শ্রীকেশবাচার্য্যাদিভিঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং। চৈত্রে কৃষ্ণৈব তন্মাসি কর্ম্মেতি। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ। মধুমাসে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ। আপূর্য্যমাণপক্ষে তু সংশুদ্ধিং ভাবয়েত্তত ইতি ॥ ৯ ॥

অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেষ্বত্র পূর্ব্বোক্তেন বিরোধাভাবেঽপি ততো বিশেষলাভেন ক্বচিচ্চেতি প্রয়োগঃ। এবমগ্রেঽপি। মন্ত্রাভিষেচনং দীক্ষাং ॥ ১০ ॥

কার্ত্তিক মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে মানবগণের জন্মবন্ধন ছেদন হয়; সুতরাং সর্ব্বথা যত্নসহকারে কার্ত্তিক মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ৮। ইতিপূর্ব্বে যে চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণের নিষেধের উল্লেখ হইল, তাহা গোপালমন্ত্রগ্রহণে দূষণীয় নহে, কারণ দেশিকগণ চৈত্রমাসেই গোপালমন্ত্রের দীক্ষা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৯।

অতঃপর বারশুদ্ধি কথিত হইতেছে।—রবি, গুরু, সোম, বুধ ও শুক্র এই বারে দীক্ষা প্রশস্ত।

অনন্তর নক্ষত্রশুদ্ধি বিবৃত হইতেছে।—নারদতন্ত্রে লিখিত আছে, রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাত্রয়, * পুষ্যা ও শতভিষা এই সকল নক্ষত্রই দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া অভিহিত অর্থাৎ এই সকল নক্ষত্রে দীক্ষা কর্ত্তব্য। স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতি, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা ও উত্তরাত্রয় এই সকল নক্ষত্রেই মন্ত্রাভিষেক করিবে। ১০।

অতঃপর তিথিশুদ্ধি।—সারসংগ্রহে লিখিত আছে, দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, বিশেষতঃ দ্বাদশী ও

---

* উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ।

ক্বচিচ্চ।—পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা।
ত্রয়োদশী চ দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা॥ ইতি॥

এবং শুদ্ধে দিনে শুক্লপক্ষে শুক্রগুরূদয়ে। সল্লগ্নে চন্দ্রতারানুকূলে দীক্ষা প্রশস্যতে॥ ১১॥

রুদ্রযামলে।—সত্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বীত মাসর্ক্ষাদি ন শোধয়েৎ॥ ১২॥

স্বলগ্নচন্দ্রতারাদিবলমত্র সদৈব হি। লব্ধোঽত্র মন্ত্রো দীর্ঘায়ুঃ-সম্পৎ-সন্ততি-বর্দ্ধনঃ॥ ১৩॥

অন্যত্র।—সূর্য্যগ্রহণকালেন সমানো নাস্তি কশ্চন। তত্র যদ্যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ।
ন মাসতিথিবারাদিশোধনং সূর্য্যপর্ব্বণি॥ ১৪॥

তত্ত্বসাগরে চ।—দুর্ল্লভে সদ্গুরূণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্॥

গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি। আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্‌যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া॥
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং নং ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ করণং কিন্তু স্বেচ্ছাপাপ্তে তু সদ্গুরৌ॥ ১৫॥

শুক্রস্য গুরোশ্চ বৃহস্পতেরুদয়ে সতি ন ত্বস্তসময়ে॥ ১১॥

তন্তুপর্ব্ব শ্রাবণে পবিত্রারোপণোৎসবঃ, দামনপর্ব্ব চৈত্রে দমনকারোপণোৎসবস্তয়োঃ॥ ১২॥ অত্র সত্তীর্থাদৌ॥ ১৩॥ সত্তীর্থাদিষ্বপি মধ্যে সূর্য্যপর্ব্বণঃ প্রাশস্ত্যং দর্শয়তি সূর্য্যেতি সার্দ্ধেন॥১৪ তত্র তত্রাপি পুনরপবাদং দর্শয়তি যদৈবেতি সার্দ্ধেন॥ ১৫॥

ত্রয়োদশীতে দীক্ষা প্রশস্ত। স্থানান্তরে লিখিত আছে, পূর্ণিমা, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, সপ্তমী, ত্রয়োদশী ও দশমী এই সকল তিথি দীক্ষাকর্ম্মে প্রশস্ত ও সর্ব্বকামপ্রদ। এইরূপ শুদ্ধদিনে, শুক্লপক্ষে, শুক্র ও গুরুর উদয়কালে, শুভলগ্নে এবং চন্দ্র-তারা অনুকূল থাকিলেই দীক্ষা প্রশস্ত হয়। ১১।

অতঃপর এই দীক্ষাবিষয়ে অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ ব্যবস্থা কথিত হইতেছে—রুদ্রযামলে লিখিত আছে, সত্তীর্থে, * সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণকালে, তন্তুপর্ব্বে, দামনপর্ব্বে † মন্ত্রদীক্ষা করিবে, তাহাতে মাস ও নক্ষত্রাদি-শোধনের আবশ্যক করে না। ১২। সকল কালেই এই সমস্ত স্বলগ্ন ও চন্দ্রতারাদিবল প্রয়োজনীয়। ঐ সকল সত্তীর্থাদিতে লব্ধ মন্ত্র দীর্ঘায়ুঃ, সম্পদ্ ও সন্ততি বর্দ্ধন করিয়া দেয়। ১৩। অন্য স্থানেও লিখিত আছে যে, সূর্য্যগ্রহণসময়ের সদৃশ সময় আর নাই। ঐ সময়ে যে যে কর্ম্ম করা যায়, তৎসমস্তই অনন্তফলপ্রদ হয়। সূর্য্যপর্ব্বে মাস, তিথি, বার প্রভৃতি শোধনের আবশ্যক নাই। ১৪। তত্ত্বসাগরে লিখিত আছে যে, সদ্গুরুর দুর্ল্লভ সঙ্গ একবার-মাত্র ঘটিলে যখনই তাঁহার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, তখনই প্রশস্ত দীক্ষাকাল জানিবে। কি

---

* সত্তীর্থে—প্রধান তীর্থে।

† তন্তুপর্ব্বে—শ্রাবণ মাসে পবিত্রারোপণোৎসবদিবসে। দামনপর্ব্বে—চৈত্রমাসে দমনকারোপণোৎসবে।

অথ মণ্ডপনির্ম্মাণবিধিঃ।

ক্রিয়াবত্যাদিভেদেন ভবেদ্দীক্ষা চতুর্বিধা। তত্র ক্রিয়াবতী দীক্ষা সংক্ষেপেণৈব লিখ্যতে ॥ ১৬ ॥
ভূমিং সংস্কৃত্য তস্যাং চার্চ্চয়িত্বা বাস্তুদেবতাঃ। সপ্তহস্তমিতং কুর্য্যান্মণ্ডপং রম্যবেদিকং ॥ ১৭ ॥
অষ্টধ্বজং চতুর্দ্বারং ক্ষীরপাদপতোরণং। ত্রিগুণীকৃতসূত্রাঢ্যং কুশমালাভিবেষ্টিতং ॥ ১৮ ॥

আদিশব্দেন কলাত্মা বর্ণময়ী বেধময়ী চ। তথা চ সারদাতিলকে। চতুর্ব্বিধা সা সন্দিষ্টা ক্রিয়াবত্যাদিভেদতঃ। ক্রিয়াময়ী বর্ণময়ী কলাত্মা বেধময্যপীতি ॥ ১৬ ॥ সংস্কৃত্য তুষকেশাঙ্গারাস্থি-শর্করাদিদোষাপসারণেনোপস্কৃত্য। বাস্তুদেবতার্চ্চনবিধিস্তু প্রসিদ্ধ এব সারদাতিলকাদিগ্রন্থসম্মতোঽগ্রে প্রাসাদনির্ম্মাণে লেখ্যো বাহুল্যভয়াদত্র ন লিখ্যতে। সপ্তভির্হস্তৈঃ পরিমিতং। কেচিচ্চ ষড়্ভির্দ্বাদশভির্বা হস্তৈর্মিতং মণ্ডপমিচ্ছন্তি। তথা চ বশিষ্ঠসংহিতায়াং। ষড়্দ্বাদশাষ্টভির্হস্তৈঃ ষোড়শৈর্ব্বা সমন্তত ইতি। রম্যা অত্যন্তদৈর্ঘ্যহ্রস্বোচ্চনীচত্বাদিরাহিত্যেন শোভনা বেদিকা যস্মিন্ তং। তাঞ্চ মণ্ডপমধ্যে রচয়েৎ। তথা চোক্তং। পঞ্চহস্তমিতাং তত্র চতুরস্রাং চতুর্ম্মুখাং। হস্তমাত্রোচ্ছ্রিতাং রম্যাং মধ্যে বেদীং প্রকল্পয়েদিতি। বশিষ্ঠসংহিতায়াঞ্চ। বায়ব্যে বাথ ঐশান্যে পূজাবেদীং প্রকল্পয়েৎ। হস্তোন্নতাঞ্চ বিস্তীর্ণাং চতুরস্রাং সমন্তত ইতি। অত্র চ বিরোধো মতভেদাদিনা মণ্ডপভেদেন পরিহরণীয়ঃ। মণ্ডপানুমানেনৈব মধ্যে বেদীমুত্তমাং রচয়েদিতি স্থিতিঃ ॥১৭॥ মণ্ডপমেব বিশিনষ্টি অষ্টেতি। অষ্টদিক্ষু অষ্টৌ ধ্বজা যস্মিন্ তং। ক্ষীরযুক্তৈঃ পাদপৈঃ প্লক্ষাদিভির্হস্তমাত্রং ভূম্যন্তর্নিখাতৈস্তোরণং বহির্দ্বারং যস্মিন্ তং। তথা চ মৎস্যপুরাণে।—প্লাক্ষং দ্বারং ভবেৎ পূর্ব্বং যাম্যমৌডুম্বরং ভবেৎ। পশ্চাদশ্বত্থঘটিতং নৈয়গ্রোধং তথোত্তরমিতি। ত্রিগুণীকৃতেন সূত্রেণ আঢ্যয়া যুক্তয়া কুশমালয়া অভিতো বেষ্টিতং, সর্ব্বতো নিবদ্ধকুশজাতেন ত্রিগুণিতসূত্রেণ পরিবৃতমিত্যর্থঃ। কেচিচ্চ ত্রিসূত্র্যা কুশময়রজ্জ্বোপবেষ্টিতমিত্যাহুঃ ॥ ১৮ ॥

গ্রামে, কি অরণ্যে, কি ক্ষেত্রে, কি দিবাভাগে, কি নিশাতে, যখনই গুরুদেব দৈবাৎ সমাগত হইবেন, তাঁহার আদেশে তখনই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। যে সময়েই গুরুর ইচ্ছা হইবে, তাঁহার আদেশানুসারে তৎকালেই দীক্ষা হইতে পারে। সদ্গুরু স্বেচ্ছাবশে সমাগত হইলে তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান, জপক্রিয়া কিছুরই আবশ্যক নাই; এ সমস্ত দীক্ষার প্রতি কারণ নহে। ১৫।

অনন্তর মণ্ডপ-নির্ম্মাণবিধি।—ক্রিয়াবত্যাদিভেদে দীক্ষা চতুর্ব্বিধ; * তন্মধ্যে এস্থানে ক্রিয়াবতী দীক্ষাই সংক্ষেপতঃ লিখিত হইতেছে। ১৬। ভূমিসংস্কার পূর্ব্বক অর্থাৎ তুষ-কেশাঙ্গারাদি-শর্করা প্রভৃতি দোষাপসারণ দ্বারা সংস্কার করিয়া বাস্তুদেবতার অর্চ্চনা করত রমণীয়-বেদীবিশিষ্ট সপ্তহস্তমিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। ১৭। ঐ মণ্ডপটী অষ্টধ্বজ, চতুর্দ্বার ক্ষীরপাদপ-তোরণ এবং ত্রিগুণীকৃত সূত্রসংযুক্ত কুশমালা দ্বারা বেষ্টিত হইবে। ১৮। †

* দীক্ষা চতুর্ব্বিধ; (১) ক্রিয়াবতী বা ক্রিয়াময়ী, (২) কলাত্মা, (৩) বর্ণময়ী ও (৪) বেধময়ী।

† ইহার স্পষ্টার্থ এই যে, মণ্ডপের আটদিকে আটটী ধ্বজ, চতুর্দ্দিকে চারিটী দ্বার এবং প্লক্ষাদি ক্ষীরযুক্ত পাদপের চারিটি বহির্দ্বার করিতে হয়। আর ত্রিগুণ কুশসূত্র দ্বারা বেদিটীকে পরিবেষ্টিত করিবে।

অথ কুণ্ডনির্ম্মাণবিধিঃ।

তস্মিংশ্চ দিশি কৌবের্য্যাং চতুষ্কোণং ত্রিমেখলং।
কুণ্ডং কুর্য্যাচ্চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপ্রমিতং বুধঃ॥ ১৯॥
খাতং ত্রিমেখলোচ্ছ্রায়সহিতং তাবদাচরেৎ।
তস্মাৎ খাতাদ্বহিঃ কুর্য্যাৎ কণ্ঠমেকাঙ্গুলং ধ্রুবং॥ ২০॥

তত্রাদ্যমেখলোচ্ছ্রায়বিস্তারৌ চতুরঙ্গুলৌ। ত্র্যঙ্গুলৌ তৌ দ্বিতীয়ায়াস্তৃতীয়ায়া যুগাঙ্গুলৌ॥ ২১॥
যোনিঞ্চ পশ্চিমে ভাগে মেখলাত্রিতয়োপরি। ষড়ঙ্গুলাঞ্চ বিস্তারে দৈর্ঘ্যে চ দ্বাদশাঙ্গুলাং।
একাঙ্গুলাং তথোচ্ছ্রায়ে মধ্যে ছিদ্রসমন্বিতাং। গজাধরাকৃতিং কুর্য্যাদ্বিধিবন্মেখলান্বিতাং॥ ২২॥

তস্মিন্ মণ্ডপে। তিস্রো মেখলাঃ খাতাদ্বহিরুপর্য্যুপরি যথাবিধি নির্ম্মীয়মাণা বপ্রা যস্মিন্ তৎ॥ ১৯॥ তাবচ্চর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপরিমিতং খাতঞ্চ তিসৃণাং মেখলানামুচ্ছ্রায়ো নবাঙ্গুলপরিমিতস্তেন সহিতমেব কুর্য্যাৎ, ন তু ভূম্যন্তরে চ তাবৎ সর্ব্বং খাতং খনেদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ মেখলাত্রয়াদধঃ পঞ্চদশাঙ্গুলানি খনেৎ। তেন চ মেখলাত্রয়োচ্ছ্রায়েণ চ মিলিত্বা চতুর্বিংশত্যঙ্গুলগর্ত্তসম্পত্ত্যা যথোক্তং কুণ্ডং সিধ্যতীতি জ্ঞেয়ং। কেচিচ্চ মন্যন্তে ভূম্যন্তরে চতুর্বিংশত্যঙ্গুলিপরিমিতং খাতং। তস্মাদুপরি মেখলাত্রয়ং পৃথগেবেতি। যৎ খাতং মেখলাত্রয়াধো ভূম্যন্তঃ কৃতমস্তি তস্মাৎ ধ্রুবমবশ্যমেব॥ ২০॥ তত্র কুণ্ডে। আদ্যায়াঃ প্রথমায়াঃ মেখলায়াঃ উচ্ছ্রায়ঃ উচ্চতা বিস্তারঃ। দ্বিতীয়মেখলায়াস্তু তৌ উচ্ছ্রায়বিস্তারৌ। যুগাঙ্গুলৌ দ্ব্যঙ্গুলৌ। এবমাসামুচ্ছ্রায়ো নবাঙ্গুলপরিমিতঃ সিদ্ধঃ॥ ২১॥ যোনিঞ্চ কুণ্ডস্য পশ্চিমভাগে কুর্য্যাদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥ গজস্য হস্তিনোঽধরস্য ওষ্ঠস্যেবাকৃতিঃ অগ্রে সঙ্কুচিতাঽধোবিস্তৃতা অশ্বত্থদলসদৃশী যস্যাস্তাং। বিধিবদিতি সা চ প্রাঙ্মুখী। তস্যাঃ পরিতশ্চৈকাঙ্গুলা মেখলা কার্য্যা কুণ্ডমধ্যে চ প্রবিষ্টং যোন্যগ্রমেকাঙ্গুলং

অতঃপর কুণ্ডনির্ম্মাণবিধি।—সুধী ব্যক্তি সেই মণ্ডপের কৌবেরদিকে (উত্তরদিগ্‌ভাগে) চতুষ্কোণ, মেখলাত্রয়বিশিষ্ট, * চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলীপরিমিত কুণ্ড † নির্ম্মাণ করিবে। ১৯। খাতটিকে মেখলাতিনটীর উচ্চতাসহ একত্র করিয়া তাবৎপ্রমাণ করিতে হইবে অর্থাৎ চতুর্বিংশত্যঙ্গুলিমিত হইবে। (এইপ্রকার করিলেই মেখলাত্রয় নবাঙ্গুলিপরিমিত, সুতরাং খাতটী পঞ্চদশাঙ্গুলিপ্রমাণ হইবে।) ঐ খাতের বহির্ভাগে ‡ নিশ্চিত একাঙ্গুলপ্রমাণ কণ্ঠ § করিতে হইবে। ২০। ঐ কুণ্ডে প্রথম মেখলা চতুরঙ্গুল উচ্চতা-বিস্তৃতিবিশিষ্ট, দ্বিতীয় মেখলা অঙ্গুলিত্রয় উচ্চতা ও বিস্তৃতিবিশিষ্ট এবং তৃতীয় মেখলা অঙ্গুলীদ্বয়প্রমাণ উচ্চতা ও বিস্তারবিশিষ্ট হইবে। ২১। মেখলা তিনটীর উপরে পশ্চিমদিকে যথাবিধানে ¶ ষড়ঙ্গুলবিস্তীর্ণা, দ্বাদশাঙ্গুলদীর্ঘা, উচ্চতায়

---

* মেখলা—প্রাচীর। † কুণ্ড—খাত।

‡ খাতের বহির্ভাগে অর্থাৎ উপর্য্যুক্ত পঞ্চদশাঙ্গুলীর ঊর্দ্ধে। § কণ্ঠ—রেখা।

¶ যথাবিধানে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে যোনির মুখ করা কর্ত্তব্য। তাহার চারিদিকে মেখলার পরিমাণ একাঙ্গুলী হইবে, যোনির অগ্রদেশ অঙ্গুলৈকপ্রমাণ কুণ্ডাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিবে আর যোনিমূল করিকুম্ভবৎ দুই বৃত্ত অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার করিবে।

শতার্দ্ধহোমে কুণ্ডং স্যাদূর্দ্ধমুষ্টিকরোন্মিতং ॥ ২৩ ॥
শতহোমেঽরত্নিমাত্রং সহস্রে পাণিনা মিতং। লক্ষে চতুর্ভির্হস্তৈশ্চ কোটৌ তৈরষ্টভির্মিতং।
চতুরস্রং কুণ্ডখাতং কুর্ব্বীতাধশ্চ তাদৃশং ॥ ২৪ ॥
হোমস্ত্বধিকসংখ্যাকঃ কুণ্ডে বৈ ন্যূনসংখ্যয়া। কৃতে কার্য্যো ন চ ন্যূনসংখ্যাকঃ সংখ্যয়াধিকে ॥২৫॥
যথাবিধ্যেব কর্ত্তব্যং কুণ্ডং যত্নেন ধীমতা। অন্যথা বহবো দোষা ভবেয়ুর্বহুদুঃখদাঃ ॥ ২৬ ॥

যোনিমূলে চ গজকুম্ভদ্বয়াকৃতিবৃত্তদ্বয়মর্ঘ্যপাত্রস্যৈব কার্য্যমিত্যর্থঃ। তথা চ বশিষ্ঠসংহিতায়াং। গৃহস্যৈশানভাগে তু মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ। ষড়্দ্বাদশাষ্টভির্হস্তৈঃ ষোড়শৈর্ব্বা সমন্ততঃ। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং তোরণাদ্যৈরলঙ্কৃতং। কুণ্ডং তন্মধ্যভাগে তু কারয়েচ্চতুরস্রকং। বিতস্তিদ্বয়খাতং যৎ কুণ্ডং সচতুরঙ্গুলং। বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তদঙ্গুলত্রয়সংযুতং। বৈশ্যানাং দ্ব্যঙ্গুলাধিক্যং শূদ্রাণাং হস্তমাত্রকং। প্রথমা মেখলা তত্র দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তৃতা। চতুর্ভিরঙ্গুলৈস্তস্যাশ্চোন্নতত্বং সমন্ততঃ। তস্যাশ্চোপরি বপ্রঃ স্যাচ্চতুরঙ্গুলমুন্নতঃ। বপ্রো মেখলা। অষ্টাভিরঙ্গুলৈঃ সম্যগ্বিস্তীর্ণস্তু সমন্ততঃ। তস্যোপরি পুনঃ কার্য্যো বপ্রঃ সোঽপি তৃতীয়কঃ। চতুরঙ্গুলবিস্তীর্ণশ্চোন্নতশ্চ তথাবিধঃ। যোনিশ্চ পশ্চিমে ভাগে প্রাঙ্মুখা মধ্যসংস্থিতা। ষড়ঙ্গুলৈশ্চ বিস্তীর্ণা চায়তা দ্বাদশাঙ্গুলৈঃ। পৃষ্ঠোন্নতা গজৌষ্ঠেব সচ্ছিদ্রা মধ্যমোন্নতা। কণ্ঠোঽষ্টযবমাত্রঃ স্যাৎ কুণ্ডে চ করমাত্রকে। কণ্ঠো যত্নেন কর্ত্তব্যো ভুক্তিমুক্তিফলেপ্সুভিঃ। নাভিরপ্যথবা কুণ্ডমেকমেখলকং ভবেদিতি ॥ ২২ ॥ অপরমপি কঞ্চিদ্বিশেষং লিখতি শতার্দ্ধেতি। সহস্রে হোমানাং। এবমগ্রেঽপি ॥ ২৩ ॥ তৈর্হস্তৈঃ। তাদৃশমিতি যাবদ্দৈর্ঘ্যে বিস্তারে চ তাবদধস্তাদপি খাতং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ মেখলোচ্ছ্রায়সহিতমেব জ্ঞেয়মিতি পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥২৪॥ তত্রৈবাপরমপি বিশেষং লিখতি হোমস্ত্বিতি। ন্যূনয়া হোমসংখ্যাতোঽল্পয়া সংখ্যয়া কৃতে কুণ্ডে অধিকা কুণ্ডসংখ্যাতো বহুলা সংখ্যা যস্য স কার্য্যঃ ন্যূনসংখ্যায়া হ্যধিকসংখ্যায়ামন্তর্ভাবাৎ। ন চ ন্যূনসংখ্যাকো হোমোঽধিকসংখ্যাকে কুণ্ডে কার্য্য ইত্যর্থঃ। তদুক্তং চাভিযুক্তৈঃ। ন্যূনসংখ্যাদিতে কুণ্ডেঽধিকো হোমো বিধীয়তে। অযুক্তকুণ্ডো ন্যূনস্তু নাধিকে শস্যতে

একাঙ্গুলমিতা, মধ্যভাগে ছিদ্রসমন্বিতা, হস্তীর অধরসদৃশ আকৃতিবিশিষ্টা ও চতুর্দ্দিকে মেখলান্বিতা যোনি কল্পনা করিবে। ২২। শতার্দ্ধহোমস্থলে অর্থাৎ যেখানে পঞ্চাশৎ হোম কর্ত্তব্য, তথায় ঊর্দ্ধমুষ্টিবদ্ধকরপ্রমাণ কুণ্ড হইবে। ২৩। শতহোমস্থলে অরত্নিমিত, * সহস্রহোমস্থলে একহস্তমিত, লক্ষহোমস্থলে চতুর্হস্তমিত এবং কোটিহোমস্থলে অষ্টহস্তপ্রমাণ কুণ্ড করিতে হয়। কুণ্ডের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতির সদৃশ অধোভাগও হইবে। ২৪। (অন্য কোন বিশেষ বিধি লিখিত হইতেছে।)—হোমসংখ্যা হইতে ন্যূনসংখ্যাপ্রমিত কুণ্ডে কুণ্ডসংখ্যা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক হোম করা যায়; কিন্তু হোমসংখ্যা অপেক্ষা অধিক-সংখ্যাপ্রমিত কুণ্ডে কুণ্ডসংখ্যাপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক হোম করা যায় না। ২৫। ধীমান্ ব্যক্তি যথাবিধানে যত্ন সহকারে কুণ্ড রচনা করিবেন,

* অরত্নিমিত—কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রপর্ব্বান্ত হস্তপ্রমাণ।

তদুক্তং তান্ত্রিকৈঃ।—এবং লক্ষণসংযুক্তং কুণ্ডমিষ্টফলপ্রদং।
অনেকদোষদং কুণ্ডং যত্র ন্যূনাধিকং ভবেৎ॥

তস্মাৎ সম্যক্ পরীক্ষ্যৈব কর্ত্তব্যং শুভমিচ্ছতা। হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি॥

হারীতেনাপি।—বিস্তারাধিক্যহীনত্বে অল্পায়ুর্জায়তে ধ্রুবং।

খাতাধিক্যে ভবেদ্রোগী হীনে তু ধনসংক্ষয়ঃ। কুণ্ডে বক্রে চ সন্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে।
শোকস্তু মেখলোনত্বে তদাধিক্যে পশুক্ষয়ঃ। ভার্য্যানাশো যোনিহীনে কণ্ঠহীনে শুভক্ষয়ঃ॥২৭॥

অঙ্গুলিপরিমাণং চোক্তং।—

তির্য্যগ্‌যবোদরাণ্যষ্টাবূর্দ্ধা বা ব্রীহয়স্ত্রয়ঃ। জ্ঞেয়মঙ্গুলিমানং তু মধ্যমা মধ্যপর্ব্বণা॥ ইতি।

কচিদিতি॥ ২৫॥ যথোক্তবিধিকুণ্ডনির্ম্মাণে গুণং তদুল্লঙ্ঘনে চ দোষং লিখতি যথেতি॥ ২৬॥ মেখলায়া ঊনত্বে ন্যূনতায়াং সত্যাং। তস্যা মেখলায়া আধিক্যে॥ ২৭॥ কুণ্ডনির্ম্মাণাদাবপেক্ষ্যমঙ্গুলমানঞ্চ লিখতি। মধ্যমায়া অঙ্গুলের্মধ্যং পর্ব্ব বা। অন্যত্রাপ্যুক্তং। আহুর্মন্ত্রবিদোঽঙ্গুলং বসুযবৈস্তির্য্যক্ চ সংস্থাপিতৈস্তালং দ্বাদশভিশ্চ তৈঃ পরিমিতং হস্তো দ্বিতালঃ পুনঃ। তৌ দ্বৌ কিষ্কুরিমৌ ধনুশ্চ ধনুষাং ক্রোশঃ সহস্রং ভবেত্তৌ গব্যূতিমুদাহরন্তি মুনয়স্তাভিস্ত্রিভির্যোজনমিতি। বসুযবৈঃ অষ্টভির্যবৈঃ। তৈরঙ্গুলৈঃ। ইমৌ দ্বৌ কিষ্কুঃ। স্রুক্স্রুবয়োর্হোমার্থকপাত্রয়োঃ। প্রক্রিয়া নির্ম্মাণাদিবিধিঃ। তৎপ্রভৃতিকোঽত্র কুণ্ডাদিনির্ম্মাণপ্রকরণে যোঽন্যো বিশেষোঽপেক্ষিতঃ স্যাৎ স বশিষ্ঠসংহিতাদিগ্রন্থাদ্বিজ্ঞাতব্যোঽভিজ্ঞৈঃ। আদিশব্দেন অঙ্কুরারোপণবিধ্যাদিঃ। অত্র গ্রন্থে চ আধিক্যভীত্যা গ্রন্থবিস্তারভয়েন স ন লিখ্যতে। স্রুক্স্রুবলক্ষণং চ বশিষ্ঠসংহিতায়ামুক্তং। স্রুবং বাহুপ্রমাণেন হোমার্থং বিদধীত বৈ। চতুরস্রং বিধায়াদৌ সপ্তপঞ্চাঙ্গুলক্রমাৎ। তৃতীয়াংশেন গর্ত্তং স্যাত্তদন্তর্বৃত্তশোভিতং। খাত্বা সমং তির্য্যগূর্দ্ধং তদধঃ শোধয়েদ্বহিঃ। চতুর্থাংশং চাঙ্গুলস্য শেষার্চ্চার্দ্ধং তদন্ততঃ। রম্যাঞ্চ মেখলাং খাতে শিষ্টেনার্দ্ধেন কারয়েৎ। কুর্য্যাত্ত্রিভাগবিস্তারমঙ্গুষ্ঠেন সমা-

---

অন্যথা বহুদুঃখপ্রদ বহুল দোষ উৎপন্ন হয়। ২৬। এ হেতু তান্ত্রিকেরাও কহিয়াছেন, এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট কুণ্ডই ইষ্টফলপ্রদ হয়। যে স্থানে কুণ্ড ন্যূনাধিক হয়, তথায় তাহা বহুলদোষপ্রদ হইয়া থাকে *। এ হেতু শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া কুণ্ড রচনা করিবেন। সংক্ষিপ্ত হোমকর্ম্মস্থলে হস্তৈকপ্রমাণ স্থণ্ডিল † করিতে হয়। হারীতও কহিয়াছেন যে, কুণ্ড অধিক বিস্তৃত বা ন্যূনবিস্তৃত হইলে অল্পায়ুঃ হইতে হয় সন্দেহ নাই। খাতের আধিক্য হইলে রোগী, ও হীনতা (স্বল্পতা) হইলে ধনক্ষয় হয়। কুণ্ড বক্র হইলে সন্তাপ, ছিন্নমেখল হইলে মৃত্যু, মেখলার ন্যূনতা হইলে শোক, মেখলার আধিক্য হইলে পশুনাশ, কুণ্ড যোনিশূন্য হইলে পত্নীবিনাশ এবং কণ্ঠরহিত হইলে কল্যাণের হানি হয়। ২৭। অঙ্গুলিমানও উক্ত হইয়াছে

---

* ন্যূনাধিক অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রবিহিত প্রমাণে রচিত নহে।
† স্থণ্ডিল - বালুকা দ্বারা বিরচিত হোমীয় অগ্নিস্থল।

বিশেষোঽপেক্ষিতোঽন্যত্র স্রুক্‌-স্রুব-প্রক্রিয়াদিকঃ।
জ্ঞেয়া গ্রন্থান্তরাৎ সোঽত্রাধিক্যভীত্যা ন লিখ্যতে॥ ২৮॥

অথ দীক্ষামণ্ডলবিধিঃ।

অথোক্ষিতে পঞ্চগব্যৈর্গন্ধাম্ভোভিশ্চ মণ্ডপে। যথাবিধি লিখেদ্দীক্ষামণ্ডলং বেদিকোপরি॥২৯॥
তন্মধ্যে চাষ্টপত্রাব্জং বহির্বৃত্তত্রয়ং ততঃ। ততো রাশীংস্ততঃ পীঠং চতুষ্পাদসমন্বিতং॥

যুতং। সার্দ্ধমঙ্গুষ্ঠকং চ স্যাত্তদগ্রে তু মুখং ভবেৎ। চতুরঙ্গুলবিস্তারং পঞ্চাঙ্গুলমথাপি বা। ত্রিদ্ব্যঙ্গুলকং তস্য মধ্যাস্তস্য সুশোভনং। সুষিরং কণ্ঠদেশে স্যাদ্বিশেদ্যাবৎ কনীয়সী। শেষং দণ্ডং তু কর্ত্তব্যং যথারুচি বিচিত্রিতং। চতুষ্কোণসমাযুক্তো হস্তমাত্রঃ স্রুবো ভবেৎ। চতুষ্কং শোভনং বৃত্তং দ্ব্যঙ্গুলং বিদধীত বৈ। যথাল্পপঙ্কে গোঃ পাদং রুচিরং দৃশ্যতে তথা। পলাশ-পত্রে নিশ্ছিদ্রে রুচিরে স্রুক্‌স্রুবৌ মুনে। বিদধ্যাদ্বাশ্বত্থপত্রে সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণীতি। সারদা-তিলকে চ।—প্রকল্পয়েৎ স্রুচং বিদ্বান্ বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা। শ্রীপর্ণীশিংশপাক্ষীর-শাখিষ্বেক-তমং বুধঃ। গৃহীত্বা বিভজেদ্ধস্তমাত্রং ষট্‌ত্রিংশতা পুনঃ। বিংশত্যংশৈর্ভবেৎ কুণ্ডো বেদী তৈ-রষ্টভির্ভবেৎ। একাংশেন মিতঃ কণ্ঠঃ সপ্তভাগমিতং মুখং। বেদীত্র্যংশেন বিস্তারঃ কণ্ঠস্য পরিকীর্ত্তিতঃ। অগ্রং কণ্ঠসমানং স্যান্মুখে মার্গং প্রকল্পয়েৎ। কনিষ্ঠাঙ্গুলিমানেন সর্পিষো নির্গমায় চ। বেদীমধ্যে বিধাতব্যা ভাগেনৈকেন কর্ণিকা। বিদধীত বহিস্তস্যা একাংশেনাভিতো-ঽবটঃ। তস্য খাতং ত্রিভির্ভাগৈর্বৃত্তমর্দ্ধাংশতো বহিঃ। অংশেনৈকেন পরিতো দলানি পরিকল্পয়েৎ। মেখলামুখবেদ্যোঃ স্যাৎ পরিতোঽর্দ্ধাংশমানতঃ। দণ্ডমূলাগ্রয়োঃ কুম্ভী গুণবেদাং শকৈঃ ক্রমাৎ। কুম্ভী যময়ুগাংশে স্যাদ্দণ্ডস্যানাহ ঈরিতঃ। ষড়্‌ভিরংশৈঃ পৃষ্ঠভাগো বেদ্যাঃ কূর্ম্মাকৃতির্ভবেৎ। হংসস্য বা হস্তিনো বা পত্রিণো বা মুখং লিখেৎ। মুখস্য পৃষ্ঠভাগে স্যাৎ সুপ্রোক্ষ্য লক্ষণং স্রুচঃ। স্রুচশ্চতুর্বিংশতিভির্ভাগৈর্ব্বা রচয়েৎ স্রুবং। দ্বাবিংশত্যা দণ্ডমান-মংশৈরেতস্য কীর্ত্তিতং। চতুর্বিংশতিরানাহঃ কর্ষাজ্যগ্রাহি তচ্ছিরঃ। অংশদ্বয়েন নিখনেৎ পঙ্কে মৃগপদাকৃতিং। দণ্ডমূলাগ্রয়োঃ কুম্ভী ভবেৎ কঙ্কণভূষিতেতি॥ ২৮॥

অধুনা মণ্ডলবিধিং দর্শয়তি অথেতি ত্রিভিঃ। উক্ষিতে প্রোক্ষিতে পঞ্চগব্যৈঃ সুগন্ধিভি-

যথা,—যদি অষ্টযবোদর প্রস্থে কিংবা যবত্রয় ঊর্দ্ধে হয়, তাহা হইলেই উহাকে অঙ্গুলীমান বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। কিন্তু ঐ অঙ্গুলীমান মধ্যমার মধ্যপর্ব্বের প্রমাণের পরিমিত। এই কুণ্ডনির্ম্মাণপ্রকরণে স্রুক্‌-স্রুব-ক্রিয়াদি এবং অপরাপর যে সমস্ত বিষয় অপেক্ষিত রহিল অর্থাৎ লিখিত হইল না, তাহা গ্রন্থান্তর হইতে * পরিজ্ঞাত হইবে। বাহুল্যভয়ে তাহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ হইল না। ২৮।

অনন্তর দীক্ষামণ্ডলবিধি।—অনন্তর পঞ্চগব্য † ও গন্ধবারি দ্বারা প্রোক্ষিত মণ্ডপে বেদীর উপরি যথাবিধি দীক্ষামণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ২৯। তৎপরে তন্মধ্যে অষ্টদলান্বিত পদ্ম, সেই পদ্মের

* গ্রন্থান্তর হইতে অর্থাৎ বশিষ্ঠসংহিতা প্রভৃতি হইতে। † পঞ্চগব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র।

তস্মাদ্বহিশ্চতুর্দ্দিক্ষু লিখেদ্বীথীচতুষ্টয়ং। শোভোপশোভাকোণাঢ্যং ততো দ্বারচতুষ্টয়ং ॥ ৩০ ॥

অথ দীক্ষাঙ্গপূজা।

প্রাতঃকৃত্যং গুরুঃ কৃত্বা যথাস্থানং ন্যসেত্ততঃ। শঙ্খং পূজোপচারাংশ্চ পুরোলেখ্যপ্রকারতঃ ॥৩১॥

র্জলৈশ্চ। যথাবিধীতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং। বেদিকায়া মণ্ডপান্তর্ব্বিরচিতায়া বেদ্যা উপরি ॥ ২৯ ॥ তস্য মণ্ডলস্য মধ্যেঽষ্টপত্রং পদ্মং লিখেদিতি পরেণ পূর্ব্বেণ বান্বয়ঃ। ততস্তস্মাদজ্ঞা-দ্বহির্ব্বৃত্তত্রয়ং ততো বৃত্তত্রয়াদ্বহিঃ রাশীন্ মেষাদীন্ দ্বাদশ। তেভ্যো বহিঃ পাদচতুষ্টয়যুক্তং পীঠম্ আসনং। তস্মাদ্বহিশ্চতস্রো বীথ্যঃ। তস্মাদ্বহিশ্চত্বারি দ্বারাণি। তদুভয়তঃ সর্ব্বত্র শোভাং। তৎ-পার্শ্বতশ্চোপশোভাং। তৎপ্রান্তেষু চত্বারি কোণানীত্যর্থঃ। তত্রায়ং সন্নিবেশঃ। আদৌ সপ্তদশো-র্দ্ধরেখা লিখেৎ পশ্চাত্তদুপরি সমভাগেন তাবতীস্তির্য্যগ্রেখা লিখেৎ। এবং ষট্‌পঞ্চাশদধিকং কোষ্ঠানাং শতদ্বয়ং ভবতি তেষু চ মধ্যে ষোড়শকোষ্ঠানি মার্জ্জয়িত্বা তত্র পদ্মং তদ্বহির্ব্বৃত্তত্রয়ং চাঙ্কয়েৎ। তদ্বহিঃ পঙ্‌ক্তিদ্বয়স্থান্যষ্টাধিক-চত্বারিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা তত্র দ্বাদশরাশীন্ কল্পয়েৎ। তত্র রাশিসন্নি-বেশার্থং পদ্মদলাগ্রবর্ত্তিবৃত্তত্রয়স্য পীঠ-সম্বন্ধিবাহ্যপঙ্‌ক্তেশ্চ মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিমদক্ষিণোত্তররেখাচতুষ্টয়-মঙ্কয়েৎ। তদ্বহিরেকপঙ্‌ক্তিস্থানি ষট্‌ত্রিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা পীঠং তত্রৈব কোণেষু তত্র পাদচতুষ্কঞ্চ কল্পয়েৎ। তদ্বহিরেকপঙ্‌ক্তিস্থানি চতুশ্চত্বারিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্বীথীঃ প্রকল্পয়েৎ। তদ্বহিশ্চ পঙ্‌ক্তিদ্বয়স্থৈর্দ্বাদশাধিক-শতকোষ্ঠৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারি দ্বারাণি তদুভয়তঃ শোভাং তদন-ন্তরমুপশোভাং তদনন্তরঞ্চ চতুষ্কোণানীতি। তত্রাপ্যয়ং প্রকারঃ বাহ্যপঙ্‌ক্তিস্থমধ্যকোষ্ঠচতুষ্টয়ং তদভ্যন্তরপঙ্‌ক্তিস্থ-মধ্যকোষ্ঠদ্বয়ং চেত্যেবং দ্বারস্যৈকস্মিন্ ভাগে কোষ্ঠ-ষট্‌কেনৈকা শোভা ভবতি। তথা বাহ্যপঙ্‌ক্তিস্থং কোষ্ঠত্রয়ং তদভ্যন্তরপঙ্‌ক্তিস্থমেকঞ্চেত্যেবং কোষ্ঠচতুষ্কেণ কোণমিতি। এবমপরস্মিন্নপি ভাগে শোভাকোণানি জ্ঞেয়ানি। এবমেবান্যদিক্‌ত্রয়েঽপীতি মিলিত্বা দ্বাদশাধিককোষ্ঠশতং ভবতীতি দিক্ ॥ ৩০ ॥

অধুনা কলসস্থাপনবিধিং দর্শয়তি প্রাতঃকৃত্যমিত্যাদিনা ভোজ্যার্পণাবধীত্যন্তেন। প্রাতঃ-কৃত্যং প্রাতঃস্নানমারভ্যাত্মার্পণান্তং ভগবদর্চ্চনং যাবন্নিত্যকর্ম্ম কৃত্বা সমাপ্য। কথং? পুরোঽগ্রে লেখ্যপ্রকারেণ। তৎপ্রকারশ্চাগ্রে মুখ্যপূজাপ্রসঙ্গে ব্যক্তো ভাবীত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপ্যগ্রে সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং। যথাস্থানমিতি। প্রাঙ্মুখো মণ্ডলস্যাগ্রে স্বাসনোপবিষ্টো দীক্ষাসংকল্পং বিধায় মাতৃকাদিন্যাসান্ কৃত্বা স্ববামাগ্রে শঙ্খং পূজোপচারাংশ্চার্ঘ্যাদিদ্রব্যাণি স্বস্বপাত্রে পরিপূর্য্য

বহির্দ্দেশে বৃত্তত্রয়, * বৃত্তত্রয়ের বহির্ভাগে মেষাদি দ্বাদশসংখ্য রাশি, তাহার বহির্ভাগে পাদচতুষ্টয়-যুক্ত পীঠ †, পীঠের বহির্দ্দেশে চারিদিকে চারিটী পথ এবং তাহার পর শোভা, উপশোভা ও কোণবিশিষ্ট দ্বারচতুষ্টয় লিখিবে অর্থাৎ চারিটী দ্বারের প্রতিদ্বারের দুই পার্শ্বে শোভা, তৎপরে উপশোভা এবং তদন্তে চারিটী কোণ অঙ্কিত করিতে হয়। ৩০।

---

* বৃত্তত্রয়—তিনটী গোলাকৃতি মণ্ডল। † পীঠ—আসন।

তত্রাদৌ কুম্ভস্থাপনবিধিঃ।

গুরূন্ গণেশং চাভ্যর্চ্চ্য পীঠপূজাং বিধায় চ। পদ্মমধ্যে ন্যসেৎ শালীংস্তণ্ডুলাংশ্চ কুশাংস্তথা ॥৩২॥
বহ্নের্দশ কলা যাদিবর্ণাঢ্যাশ্চ কুশোপরি।
ন্যস্যাভ্যর্চ্য জপংস্তারং ন্যসেৎ কুম্ভং যথোদিতং ॥ ৩৩ ॥

যথোত্তরং স্থাপয়িত্বা দক্ষিণভাগে চ পুষ্পাদীনি ন্যসেদিত্যাদিকং জ্ঞেয়ং। এতচ্চাগ্রে মুখ্যপূজা-প্রকরণে প্রপঞ্চ্য লেখ্যমেব ॥ ৩১ ॥

গুরূন্ নিজগুরু-পরমগুর্ব্বাদীন্ শ্রীনারদাদীংশ্চান্যানপি পূর্ব্বসিদ্ধান্ ভাগবতান্ মণ্ডলান্তঃ পীঠস্যোত্তরে বায়ব্যকোণাদৈশানকোণপর্য্যন্তমভ্যর্চ্চ্য। চতুর্থীনমোঽন্তৈস্তত্তন্নামভির্গন্ধাদিনা সংপূজ্য প্রণামমুদ্রাং প্রদর্শ্যানুজ্ঞামাদায় গণেশঞ্চ তদ্দক্ষিণভাগে বীথ্যাং যথোক্তমভ্যর্চ্চ্য নির্ব্বিঘ্নতাং প্রার্থ্য মণ্ডলমধ্যভাগে পীঠস্য পূজাং চ লেখ্যবিধিনৈব কৃত্বা পদ্মস্য মণ্ডলান্তর্লিখিতস্য মধ্যে কর্ণিকোপরি শালীন্ ধান্যানি একাঢ়কপরিমিতানি তথা তদষ্টমাংশ-পরিমিত-শুক্লতণ্ডুলানপি ন্যস্য তদুপরি দর্ভান্ বিন্যসেদিত্যেবং গ্রন্থান্তরানুসারেণ বিজ্ঞেয়ং। তত্র চ কূর্চ্চাক্ষতযুতান্ দর্ভানিতি জ্ঞেয়ং। কূর্চ্চোঽত্র কুশত্রয়ঘটিতব্রহ্মগ্রন্থিঃ। কুশমুষ্টিরিতি কেচিদাহুঃ ॥ ৩২ ॥ কুশানামুপরি চ বহ্নের্দশ-কলাঃ প্রাদক্ষিণ্যেন ন্যস্য গন্ধপুষ্পাদিনা তা এব পূজয়িত্বা তারং প্রণবং জপন্ সন্ তদ্দর্ভোপর্য্যেব কলসং স্থাপয়েৎ। কথম্ভূতাঃ। যকার আদির্যেষাং তে বর্ণা আঢ্যা আদিস্থিতা যাসাং তাঃ যকারাদি-ক্ষকারান্তদশাক্ষরশিরস্কা ইত্যর্থঃ। যথোদিতং শাস্ত্রবিদ্ভিরুক্তমনতিক্রম্য। অনেন নবং লোহিত-মব্রণং ত্রিগুণীকৃত্য কন্যাকর্ত্তিতশোভনকার্পাসসূত্রৈরস্রমস্ত্রেণ ত্রিবেষ্টিতমগুরুধূপামোদিতমিত্যা-দিকং বোদ্ধব্যং। যথোদিতমিত্যেতদগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং ॥৩৩॥ হব্যবহা কব্যবহা চেতি দ্বে। প্রয়োগ-

অতঃপর দীক্ষাঙ্গপূজা।—গুরুদেব প্রাতঃকৃত্য * সমাপন পূর্ব্বক অগ্রে লেখ্য (বক্ষ্যমাণ) নিয়মানুসারে যথাযথ স্থানে শঙ্খ ও পূজোপচার সকল স্থাপন করিবেন। ৩১। †

এ বিষয়ে আদৌ কলসস্থাপনবিধি।—গুরুসকলের ও গণপতি-দেবের পূজা করিয়া পীঠার্চ্চনা পূর্ব্বক মধ্যে ধান্য, আতপতণ্ডুল ও কুশসমূহ স্থাপন করিবেন ‡। ৩২। তদনন্তর যাহাদিগের আদিতে যকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসমূহ আছে, বহ্নির সেই দশকলাকে কুশোপরি

* প্রাতঃকৃত্য—প্রাতঃস্নান হইতে আত্মার্পণান্ত ভগবৎপূজাদি নিত্যক্রিয়া।

† ইহার তাৎপর্য্য বা স্পষ্টার্থ এই যে, শ্রীগুরুদেব দীক্ষামণ্ডলের পুরোভাগে পূর্ব্বাভিমুখে নিজাসনে সমাসীন হইয়া দীক্ষাসম্বন্ধী সঙ্কল্প ও মাতৃকান্যাস করত স্বীয় বামদিকে অগ্রে শঙ্খ, পূজোপচার ও অর্ঘ্য প্রভৃতি সামগ্রী স্বস্বপাত্রে পূর্ণ করিয়া যথোত্তর স্থাপন করিবেন এবং দক্ষিণভাগে পুষ্প প্রভৃতি বিন্যাস করিবেন।

‡ স্পষ্টার্থ যথা,—গুরুসকল অর্থাৎ নিজ গুরু ও পরমগুরু প্রভৃতি এবং শ্রীনারদাদি অন্যান্য পূর্ব্বসিদ্ধ ভাগবতগণ। প্রথমতঃ মণ্ডলের অন্তর্গত পীঠের উত্তরভাগে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ যাবৎ "গুরবে নমঃ, পরমগুরবে নমঃ" ইত্যাদিরূপ মন্ত্রে গন্ধাদিযোগে উক্ত গুরু প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া প্রণামমুদ্রা দেখাইবেন। অনন্তর গুরু প্রভৃতির নিকট অনুজ্ঞা লইয়া তদ্দক্ষিণভাগে যথাবিধি গণপতির অর্চ্চনা পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নতা প্রার্থনা করিবেন এবং অগ্রে লেখ্য (বক্ষ্যমাণ) বিধানে মণ্ডলের মধ্যে পীঠার্চ্চনা করিবেন। তৎপরে মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তি অঙ্কিত পদ্মের মধ্যে কর্ণিকোপরি আঢ়কৈকপ্রমাণ ধান্য ও তদষ্টমাংশ শুক্ল আতপতণ্ডুল রাখিয়া তদুপরি কুশত্রয়-ঘটিত-ব্রহ্মগ্রন্থি-যুক্ত কুশসমূহ বিস্তৃত করিবেন। কেহ কেহ বলেন, একমুষ্টি কুশও বিস্তৃত করিতে পারেন।

তাশ্চোক্তাঃ।—

ধূম্রার্চ্চিরুষ্মা জ্বলনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহে অপি ॥ ৩৪ ॥ ইতি।
কাদ্যৈষ্ঠান্তৈর্যুতা ভাদ্যৈর্ডান্তৈশ্চার্ণৈর্বিলোমগৈঃ।
সূর্য্যস্য চ কলাঃ কুম্ভে দ্বাদশ ন্যস্য পূজয়েৎ ॥

তাশ্চোক্তাঃ।—

তপনী তাপনী ধূম্রা ভ্রামরী জ্বালিনী রুচিঃ।
সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা ॥ ৩৫ ॥ ইতি।

কুম্ভান্তর্নিক্ষিপেন্মূলমন্ত্রেণ কুসুমং সিতং। সাক্ষতং সসিতং স্বর্ণং সরত্নং চ কুশাংস্তথা ॥ ৩৬॥

শ্চায়ং। ধূম্রার্চ্চিষে নম ইত্যাদি। কেচিচ্চ দশদলকমলং সঞ্চিন্ত্য তৎকর্ণিকায়াং মং বহ্নিমণ্ডলায় নম ইতি ন্যস্য তদ্দশদলেষু দশ বহ্নিকলা ন্যসেদিত্যাহুঃ। এবমেব হৃদি দ্বাদশদলং ভ্রূমধ্যে চ ষোড়শদলং কমলং সংচিন্ত্য অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ উং সোমমণ্ডলায় নম ইতি ক্রমেণ তত্তৎকর্ণিকয়োর্ন্যস্য তত্তদ্দলেষ্বেব সূর্য্যসোমকলা ন্যসেদিত্যাহুঃ। অন্যে চ আসামষ্টত্রিংশতো বহ্ন্যাদিকলানামন্যাসাঞ্চ পঞ্চাশতঃ প্রণবকলানাং শুদ্ধজলপূর্ণে শঙ্খ এব ন্যাসমাহুঃ ॥ ৩৪ ॥ অধুনা তস্মিন্ কুম্ভে সূর্য্যকলানাং ন্যাসাদিকং লিখতি কাদ্যৈরিতি। ককারাদ্যৈষ্ঠকারান্তৈর্বর্ণৈর্যুতাঃ দ্বাদশাপি কলাঃ। চকারঃ সমুচ্চয়ে। ভকারাদ্যৈর্ডকারান্তৈর্ব্বর্ণৈরপি যুতাঃ। নন্বু ভকারাদীনাং দ্বাদশবর্ণানাং ডকারান্ততা কথং স্যাৎ ক্রমেণ ক্ষকারান্ততাপ্রাপ্তেস্তত্রাহ বিলোমগৈর্ব্যুৎক্রমপ্রাপ্তৈঃ। অয়মর্থঃ। অনুলোমপঠিতককারাদ্যেকৈকমক্ষরং প্রতিলোমপঠিতভকারাদ্যেকৈকাক্ষরেণ সহিতমাদৌ সূর্য্যকলাসু সংযোজ্য ন্যাসাদিকং কুর্য্যাদিতি। প্রয়োগশ্চ কং ভং তপন্যৈ নম ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥ ততশ্চোক্তপ্রকারেণাধাররূপমগ্নিং কুম্ভরূপং সূর্য্যঞ্চ বিচিন্ত্য কুম্ভস্য তস্য

বিন্যাস করত গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ওঁকার জপ করিতে করিতে সেই কুশসমূহের উপর যথাযথরূপে কলস স্থাপন করিবেন *। ৩৩। বহ্নির দশকলা কথিত হইয়াছে, যথা—ধূম্রার্চ্চি, উষ্মা, জ্বলনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা এবং কব্যবহা। ৩৪। অনুলোমক্রমে কাদি ঠান্ত ও বিলোমক্রমে ভাদি ডান্ত বর্ণসমূহের সহিত সমন্বিত করিয়া সূর্য্যের দ্বাদশ কলা ঐ কলসে বিন্যাস পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। সূর্য্যের দ্বাদশ কলা কথিত আছে, যথা—তপনী, ধূম্রা, ভ্রামরী, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা †। ৩৫। উক্ত প্রকারে আধারস্বরূপ অগ্নিকে ও কুম্ভরূপী

---

* স্পষ্টার্থ যথা,—শাস্ত্রবিদ্‌গণের মতাবলম্বী হইয়া লোহিতবর্ণ নূতন ছিদ্রহীন কলসকে কন্যাহস্ত দ্বারা প্রস্তুত মনোহর ত্রিগুণীকৃত কার্পাসসূত্রে বারত্রয় বেষ্টন করিবে। "ফট্" এই মন্ত্র পাঠ করত বেষ্টন করিতে হয়। এইরূপ করিয়া উহা অগুরু ও ধূপধূমসমন্বিত করত বিন্যাস করিবে।

† কং ভং তপন্যৈ নমঃ। খং বং তাপন্যৈ নমঃ, গং ফং ধূম্রায়ৈ নমঃ, ঘং পং ভ্রামর্য্যৈ নমঃ" সূর্য্যের দ্বাদশ কলা প্রয়োগের মন্ত্র ইত্যাদি রবীত্যনুসারেবিয়া লইতে হয়।

কুম্ভঞ্চ বিধিনা তীর্থাম্বুনা শুদ্ধেন পূরয়েৎ। জলে চেন্দুকলা ন্যস্য সস্বরাঃ ষোড়শার্চ্চয়েৎ ॥৩৭॥
তাশ্চোক্তাঃ।—অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টী রতির্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণা পূর্ণামৃতা চেতি ॥ ৩৮ ॥

অথ শঙ্খস্থাপনবিধিঃ।

শুদ্ধাম্বুপূরিতে শঙ্খে ক্ষিপ্ত্বা গন্ধাষ্টকং কলাঃ। আবাহ্য সর্ব্বাস্তাঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচরেৎ ক্রমাৎ ॥৩৯॥

অন্তর্মধ্যে শুক্লকুসুমাদিকং ক্ষিপেৎ। সসিতং সশর্করং। তদুক্তং। প্রোত্তোলয়িত্বা তন্মধ্যে শুক্লপুষ্পং সিতাযুতং। স্বর্ণং রত্নঞ্চ কূর্চ্চঞ্চ মূলেনৈব বিনিক্ষিপেদিতি। যচ্চ মূলগ্রন্থার্থাদধিকং কিঞ্চিল্লিখ্যতে তৎ পূর্ব্বগতস্য যথোদিতমিত্যস্যানুবর্ত্তনাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৬ ॥ বিধিনেতি পীঠ-কুম্ভয়োরৈক্যং বিচিন্ত্য বিলোমপঠিতৈঃ ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈর্মাতৃকাক্ষরৈর্বারত্রয়ং মূলমন্ত্রজপেন কুম্ভং তং কেবলবিমলতীর্থোদকেন পূরয়েৎ। অত্র চ শক্তৌ কর্পূরাদিজলৈঃ গব্যদুগ্ধৈঃ সর্ব্বৌ-ষধিজলৈঃ ক্ষীরদ্রুমাদি-ক্বাথজলৈরন্যৈর্ব্বা মহৌষধিতোয়ৈঃ পূরয়েদিতি। স্বরাঃ অকারাদ্যা-শ্চতুর্দ্দশ। সাহচর্য্যাদ্বিসর্গানুস্বারৌ চেতি ষোড়শ। তৎসহিতা ইন্দোঃ কলাঃ ষোড়শ কুম্ভোদকৈ-র্বিধিনা ক্রমেণ ন্যস্য পুষ্পাদিনা পূজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ জ্যোৎস্না চৈকা শ্রীশ্চৈকা। পূর্ণা চৈকা পূর্ণামৃতা চৈকা ইতি দ্বে। প্রয়োগশ্চ অং অমৃতায়ৈ নম ইত্যাদি ॥ ৩৮ ॥

অথ শঙ্খপূরণবিধিং দর্শয়তি শুদ্ধেতি। পূর্ব্বশ্লোকস্থং বিধিনেত্যনুবর্ত্তত এব। অতো হি মূলমন্ত্রেণ শুদ্ধাম্বুনা পরিপূরিতে। শক্তৌ চ পূর্ব্ববৎ কর্পূরজলাদিনা পূরিত ইতি জ্ঞেয়ং। তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ। বহ্ন্যর্কেন্দুকলাঃ সর্ব্বাঃ শঙ্খ এব ক্রমাৎ পৃথক্ পৃথগাবাহ্য তাসাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং

সূর্য্যকে চিন্তা করিয়া মন্ত্র পাঠ করত কুম্ভমধ্যে সশর্কর, সাক্ষত, শুক্ল পুষ্প এবং সরত্ন স্বর্ণ ও কুশ নিক্ষেপ করিবেন। ৩৬। তৎপরে যথাবিধানে * বিশুদ্ধ তীর্থাম্বু দ্বারা কুম্ভ পরিপূর্ণ করিতে হয়। তদনন্তর সেই কলসস্থিত সলিলে ষোড়শস্বরসমন্বিত ষোড়শসংখ্য ইন্দুকলা বিন্যাস করত অর্চ্চনা করিবেন। ৩৭। চন্দ্রের ষোড়শকলা কথিত আছে, যথা—(১) অমৃতা, (২) মানদা, (৩) পূষা, (৪) তুষ্টি, (৫) পুষ্টি, (৬) রতি, (৭) ধৃতি, (৮) শশিনী, (৯) চন্দ্রিকা, (১০) কান্তি, (১১) জ্যোৎস্না, (১২) শ্রী, (১৩) প্রীতি, (১৪) অঙ্গদা, (১৫) পূর্ণা, ও (১৬) পূর্ণামৃতা। ৩৮ ॥ †

অনন্তর শঙ্খস্থাপনবিধি।—বিশুদ্ধ বারিপূরিত শঙ্খমধ্যে গন্ধাষ্টক নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই শঙ্খ-জলে সেই সকল চন্দ্রকলা আহ্বান করত যথাক্রমে তাহাদিগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। ৩৯।

* যথাবিধানে বলার তাৎপর্য্য এই যে, পীঠ ও কুম্ভের ঐক্য চিন্তা পূর্ব্বক বিলোমপঠিত ক্ষকারাদি অকারান্ত মাতৃকাক্ষরস্বরূপ মূলমন্ত্র বারত্রয় জপ করিয়া কেবল বিমল-তীর্থোদকে কুম্ভ পরিপূর্ণ করিবে। সক্ষম হইলে কর্পূরাদিবাসিত জল দ্বারা, গব্যদুগ্ধ দ্বারা, পঞ্চগব্য দ্বারা, সর্ব্বৌষধিসলিল দ্বারা, ক্ষীরদ্রুমাদিক্বাথজল অর্থাৎ বট প্রভৃতি বৃক্ষের ক্বাথ দ্বারা, অন্য জল দ্বারা অথবা মহৌষধিসলিল দ্বারা কুম্ভ পরিপূরিত করিতে পারেন।

† এই সকলের প্রয়োগ যথা—"অং অমৃতায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ পূজাকালে এইরূপ নিয়মে মন্ত্র প্রয়োগ করিবেন।

গন্ধাষ্টকঞ্চোক্তং।—

উশীরং কুঙ্কুমং কুষ্ঠং বালকং চাগুরু মুরা। জটামাংসী চন্দনঞ্চেতীষ্টং গন্ধাষ্টকং হরেঃ॥৪০॥ ইতি কৈশ্চিচ্চন্দন-কর্পূরাগুরু-কুঙ্কুম-রোচনাঃ। কক্কোলকপিমাংস্যশ্চ গন্ধাষ্টকমিদং মতং॥ ৪১॥

তথৈবাকারজা বর্ণৈঃ কাদিভির্দশভির্দ্দশ। উকারজাষ্টকারাদ্যৈঃ পকারাদ্যৈর্ম্মকারজাঃ। চতস্রো বিন্দুজাঃ যাদ্যৈশ্চতুর্ভির্নাদজাঃ কলাঃ। স্বরৈঃ ষোড়শভির্যুক্তা ন্যসেচ্ছঙ্খে চ ষোড়শ॥ তাশ্চোক্তাঃ।—সৃষ্টিঋর্দ্ধিঃ স্মৃতির্মেধা কান্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ স্থিরা।

স্থিতিঃ সিদ্ধিরকারোত্থাঃ কলা দশ সমীরিতাঃ। জরা চ পালিনী শান্তিরৈশ্বরী রতিকামিকে। বরদা হ্লাদিনী প্রীতির্দীর্ঘা চোকারজাঃ কলাঃ। তীক্ষ্ণা রৌদ্রা ভয়া নিদ্রা তন্দ্রী ক্ষুৎ ক্রোধনী ক্রিয়া। উৎকারী চৈব মৃত্যুশ্চ মকারাক্ষরজাঃ কলাঃ। বিন্দোরপি চতস্রঃ স্যুঃ পীতা শ্বেতারুণাসিতা॥৪২॥ নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিস্তথৈব চ। ইন্ধিকা দীপিকা চৈব রেচিকা মোচিকা পরা। সূক্ষ্মা তথামৃতা জ্ঞানাজ্ঞানা চাপ্যায়নী তথা। ব্যাপিনী ব্যোমরূপা চ অনন্তা নাদসম্ভবাঃ॥৪৩॥ ইতি

ক্রমণৈব কুর্য্যাৎ। তত্তৎপ্রাণপ্রতিষ্ঠাপ্রকারশ্চ শ্রীপুরুষোত্তমবনবিরচিতক্রমদীপিকাটীকাদি-গ্রন্থান্তরতো বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৩৯॥ ইত্যেতৎ গন্ধাষ্টকং হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইষ্টং প্রিয়ং॥ ৪০॥ কপিঃ শিহ্লকঃ॥ ৪১॥ অথ পঞ্চাশৎপ্রণবকলানাং ন্যাসং লিখতি তথৈবেতি। অকারজা দশ কলাঃ ককারাদিভির্দ্দশভির্বর্ণৈর্যুক্তাস্তস্মিন্নেব শঙ্খে ন্যসেদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। দশভিরিতি চানুবর্ত্তত এব। অত উকারজা দশ টকারাদ্যৈর্দশভির্বর্ণৈর্যুক্তাঃ। দশেতি মকারজাশ্চ দশ পকারাদ্যৈর্দশভির্যুক্তা ইতি জ্ঞেয়ং। যকারাদ্যৈশ্চতুর্ভির্বর্ণৈর্যুক্তাশ্চতস্রো বিন্দুজাঃ কলা ন্যসেৎ। নাদজাঃ ষোড়শ চ কলাঃ ষোড়শভিঃ স্বরৈঃ অকারাদিভির্যুক্তা ন্যসেৎ॥ ৪২॥ নিবৃত্ত্যাদয়ো নাদজাঃ

গন্ধাষ্টকের বিষয় কথিত আছে, যথা—উশীর, কুঙ্কুম, কুষ্ঠ, বালক, অগুরু, মুরা, জটামাংসী, চন্দন এই আটটীকে গন্ধাষ্টক কহে, ইহা শ্রীহরির প্রীতিকর *।৪০। কোন কোন মহাত্মা চন্দন, কর্পূর, অগুরু, কুঙ্কুম, রোচনা, কক্কোল, কপি, † ও জটামাংসী এই কয়টীকেই গন্ধাষ্টক বলিয়া স্বীকার করেন। ৪১। উক্তপ্রকারেই ককারাদি দশবর্ণের সহিত অকারজাত দশকলা, টকারাদি দশবর্ণের সহিত উকারজাত দশকলা, পকারাদি দশবর্ণের সহিত মকারজাত দশকলা, যকারাদি বর্ণচতুষ্টয়ের সহিত বিন্দুজ চারিটী কলা এবং ষোড়শসংখ্য স্বরবর্ণের সহিত নাদজ ষোড়শকলা সংযুক্ত করিয়া সেই শঙ্খে বিন্যাস করিবেন। কলা সকল কথিত আছে, যথা—সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিরা, স্থিতি ও সিদ্ধি এই দশটী অকারোত্থ কলা বলিয়া উদাহৃত হয়। জরা, পালিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি ও দীর্ঘা এই দশটী উকারোত্থ; তীক্ষ্ণা, রৌদ্রা, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রী, ক্ষুৎ, ক্রোধনী, ক্রিয়া, উৎকারী ও মৃত্যু এই দশটী কলা মকারোত্থ; এবং পীতা, শ্বেতা, অরুণা ও অসিতা এই চারিটী

---

* উশীর—বীরণমূল অর্থাৎ বেণার শিকড়। কুঙ্কুম—জাফরাণ। কুষ্ঠ—কুড়। বালক—বালা। মুরা—তালপর্ণী। চন্দন—শ্বেতচন্দন। † কপি—শিহ্লক অর্থাৎ শিলারস।

ন্যাসং কলানাং সর্ব্বাসাং কুর্য্যাদেকৈকশঃ ক্রমাৎ।
নামোচ্চার্য্য চতুর্থ্যন্তং তত্তদ্বর্ণৈর্নমোঽন্তকং ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বং প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াস্তাসামাবাহনাৎ পরং। ঋচঃ পঞ্চ যথাস্থানং পঠেত্তাশ্চার্চ্চয়েৎ কলাঃ।
হংসঃ শুচিষদিত্যাদৌ প্রতদ্বিষ্ণুস্ততঃ পরং। ত্রিয়ম্বকং তৎসবিতুর্বিষ্ণুর্যোনিমিতি ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥
তত্র শঙ্খোদকং কুম্ভে মূলমন্ত্রেণ নিক্ষিপেৎ। পিদধ্যাত্তন্মুখং শক্রবল্লীচূতাদি-পল্লবৈঃ ॥ ৪৬ ॥

ষোড়শ। ক্বচিচ্চ সূক্ষ্মাসূক্ষ্মেতি পাঠঃ। ততশ্চ সূক্ষ্মা একা সূক্ষ্মামৃতা চৈকা, পূর্ণা পূর্ণামৃতা চেতি-বৎ। কেষাঞ্চিন্মতে চ অনন্তা ইতি বহুবচনান্তং নাদসম্ভবা ইত্যস্য বিশেষণং। তথা চ সারদা-তিলকে।—অনন্তাঃ স্বরসংযুতা ইতি। ততশ্চ সূক্ষ্মা একা অসূক্ষ্মা চৈকা মৃতা চৈকেতি তিস্রঃ ॥ ৪৩ ॥ ন্যাসপ্রকারং লিখতি ন্যাসমিতি। তৈস্তৈঃ প্রাগুদ্দিষ্টৈর্বর্ণৈঃ সহ। প্রয়োগশ্চ কং সৃষ্ট্যৈ নম ইত্যাদি। কেচিচ্চ প্রণবাদ্যমেব সর্ব্বং তত্তন্ন্যাসমাহুঃ। তথান্যে চ অকারকলানাং পাদদ্বয়সন্ধ্যগ্রেষু উকারকলানাঞ্চ করদ্বয়সন্ধ্যগ্রেষু মকারকলানাঞ্চ গুদাদ্যঙ্গেষু দশসু বিন্দু-কলানাঞ্চ কণ্ঠচিবুকভ্রূদ্বয়েষু নাদকলানাঞ্চ তত্তন্ন্যাসস্থানেষু প্রকারভেদেন ন্যাসমাহুঃ। তত্তৎ-প্রতিষ্ঠাদিবিধিশ্চ শ্রীপুরুষোত্তমবন-বিরচিতক্রমদীপিকাটীকাদিগ্রন্থতো বিশেষেণাবগন্তব্যঃ ॥ ৪৪ ॥ কিঞ্চ পূর্ব্বমিতি তাসামকারজাদিকলানাং। যথাস্থানমিতি শঙ্খজলেঽকারপ্রভবাণাং কলানা-মাবাহনানন্তরং প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াশ্চ প্রাক্ হংসঃ শুচিষদিত্যচম্, উকারপ্রভবাণাঞ্চ প্রতদ্বিষ্ণুরিতি, মকারপ্রভবাণাঞ্চ ত্রিয়ম্বকমিতি, বিন্দুপ্রভবাণাঞ্চ তৎসবিতুরিতি, নাদপ্রভবাণাঞ্চ বিষ্ণু-র্যোনিমিতি ক্রমাৎ পঠেদেতি জ্ঞেয়ং। ক্বচিচ্চ ত্র্যম্বকমিতি পাঠঃ ॥ ৪৫ ॥ তৎকলান্যাসসংস্কৃতঞ্চ

বিন্দুত্থ অর্থাৎ অনুস্বারজাত কলা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ৪২। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা, অসূক্ষ্মা, মৃতা, জ্ঞানা, অজ্ঞানা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী ও ব্যোমরূপা এই ষোড়শসংখ্য কলা স্বরসংযুক্ত ও নাদোত্থ অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু হইতে সঞ্জাত * ।৪৩। তত্তদ্বর্ণের সহিত চতুর্থ্যন্ত নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্তে নমঃশব্দ যোগ করত একে একে ঐ সকল কলা ন্যাস করিবে অর্থাৎ অগ্রে যে সমস্তবর্ণ উক্ত হইল, সেই সমস্তের সহিত চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত নামসমূহ উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্তে নমঃ শব্দ যোগ দিয়া কলাসকল একে একে স্থাপন করিতে হয় † ।৪৪। ঐ সমস্তের আবাহনের পরে এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যথাস্থানে ঋক্‌পঞ্চক পাঠ এবং কলাসমূহের অর্চ্চনা করিবেন। প্রথমতঃ "হংসঃ", তৎপরে "প্রতদ্বিষ্ণুঃ", পরে "ত্রিয়ম্বকং", তদনন্তর "তৎসবিতুঃ" পরে "বিষ্ণুর্যোনিং" যথাক্রমে এই ঋক্‌পঞ্চক উচ্চারণ করিতে হয় ।৪৫। ‡

---

* এই ষোড়শ কলা নাদোত্থ, কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন।

† প্রয়োগ যথা;—"কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ, খং ঋদ্ধ্যৈ নমঃ," ইত্যাদি প্রকারে ন্যাস করিবে। কোন কোন পণ্ডিত কেবলমাত্র প্রথমে প্রণবসংযুক্ত করিয়াই ঐ সকলের ন্যাস করিয়া থাকেন। অপর অনেক মহাত্মা পাদদ্বয়সন্ধ্যগ্রে অকারজাত কলার, করদ্বয়সন্ধ্যগ্রে উকারজাত কলার, গুহাদি দশ অঙ্গে মকারজাত কলার, কণ্ঠ চিবুক ও ভ্রূদ্বয়ে বিন্দুজাত কলার এবং তত্তন্ন্যাসস্থানসকলে নাদজ কলার ন্যাস করেন। ক্রমদীপিকার টীকাদি গ্রন্থে এই সকলের প্রতিষ্ঠাদিবিধি সবিস্তার লিখিত আছে।

‡ এই শ্লোকে "যথাস্থানে" বলার তাৎপর্য্য এই যে, শঙ্খজলে অকারজাত কলার আবাহনানন্তর ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার

শরাবেণাথ পুষ্পাদিযুক্তেনাচ্ছাদ্য তৎ পুনঃ। সংবেষ্ট্য বস্ত্রযুগ্মেন ততঃ কুম্ভঞ্চ মণ্ডয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

অথ কুম্ভে ভগবৎপূজাবিধিঃ।

তস্মিন্নাবাহ্য কলসে পরং তেজো যথাবিধি। সকলীকৃত্য চাচার্য্যঃ পূজয়েদাসনাদিভিঃ॥
সকলীকরণং চোক্তং।—দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ ॥ ৪৮ ॥

কেচিচ্চাহুঃ করন্যাসপীঠন্যাসৌ বিনাখিলৈঃ।
ন্যাসৈস্তত্তেজসঃ সাঙ্গীকরণং সকলীকৃতিঃ ॥ ৪৯ ॥
এবঞ্চ কুম্ভে তং সাঙ্গোপাঙ্গং সাবরণং প্রভুং।
অগ্রতোলেখ্যবিধিনার্চ্চয়েদ্ভোজ্যার্পণাবধি ॥ ৫০ ॥

শঙ্খস্থমুদকং কুম্ভে প্রাক্ স্থাপিতে তস্মিন্ অর্পয়েৎ। তস্য কুম্ভস্য মুখং শক্রবল্ল্যা ইন্দ্রবল্ল্যা, আম্রাদিপল্লবৈশ্চাচ্ছাদয়েৎ। আদিশব্দাদশ্বত্থাদি ॥ ৪৬ ॥ তং কুম্ভমুখং পুষ্পাদিসহিতেন শরাবেণ পুনরুপরি আচ্ছাদ্য। আদিশব্দেন ফলতণ্ডুলাদি। পুনশ্চ তন্মুখমেব বস্ত্রদ্বয়েন বেষ্টয়িত্বা মণ্ডয়েৎ পুষ্পচন্দনাদিনা ॥ ৪৭ ॥

পরং তেজঃ নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং। যথাবিধীতি মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্ত্তিং সঞ্চিন্ত্য করাভ্যাং পুষ্পাঞ্জলিমাদায় প্রবহন্নাসাপুটেন হৃদয়াদ্দেবতেজঃ পুষ্পাঞ্জলাবানীয় কলসাদিকল্পিত-মূর্ত্তাবাবাহনং তন্মন্ত্রেণ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। আসনাদিভিরুপচারৈঃ। তে চাগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে বিস্তার্য্য লেখ্যাঃ ॥৪৮॥ কিমাহুস্তদেব লিখতি করেত্যাদি। তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য তেজসঃ সাঙ্গীকরণং ধ্যানেন সাকারতাপাদনং ॥ ৪৯ ॥ তং নরাকৃতিপরব্রহ্মরূপং প্রভুং শ্রীকৃষ্ণং। এবমাবাহনাদিনা

মূলমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সেই শঙ্খোদক কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। কুম্ভমুখ শক্রবল্লী ও আম্রাদিপল্লব দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। ৪৬। পরে পুষ্পাদি-সমন্বিত শরাব দ্বারা পুনরায় কুম্ভমুখ আচ্ছাদিত করত বস্ত্রদ্বয় দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক তৎপরে (কুসুম, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা) কুম্ভকে বিমণ্ডিত করিবে। ৪৭।

অনন্তর কুম্ভে ভগবৎপূজাবিধি।—গুরুদেব সেই কুম্ভে যথাবিধি * নরাকৃতি পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে আবাহন পূর্ব্বক সকলীকরণ করত আসনাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। সকলীকরণ কথিত আছে, যথা—দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসই সকলীকরণ বলিয়া অভিহিত হয়। ৪৮। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, করন্যাস ও পীঠন্যাস ব্যতীত অন্যান্য অখিল ন্যাসদ্বারা সেই ব্রহ্মস্বরূপ তেজের ধ্যানযোগে সাকারতাপাদনকেই সকলীকরণ বলা যায়। ৪৯। এইরূপ আবাহনাদি দ্বারা অঙ্গ,

---

পূর্ব্বে "হংসঃ শুচিষৎ", উকারজ কলার আবাহনানন্তর ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে "প্রতদ্বিষ্ণুঃ"; মকারজ কলার আবাহনের পরে ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে "ত্রিয়ম্বকং'; বিন্দুজাত কলার আবাহনের পর ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে "তৎসবিতুঃ" এবং নাদোত্থ কলার আবাহনের পরে ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে "বিষ্ণুর্যোনিং" যথাক্রমে এই ঋক্‌পঞ্চক পাঠ করিতে হয়।

* যথাবিধি—অর্থাৎ মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি চিন্তন পূর্ব্বক করদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া সেই পুষ্পাঞ্জলিতে প্রবহমান নাসাপুট দ্বারা হৃৎপ্রদেশ হইতে ব্রহ্মতেজঃ আনয়ন করত কলসাদিতে কল্পিত মূর্ত্তিতে তন্মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে।

নৈবেদ্যার্পণতঃ পশ্চান্মণ্ডলস্য চ সর্ব্বতঃ।
সদীপান্ পৈষ্টিকান্ ন্যস্যেৎ সবীজাঙ্কুরভাজনান্॥ ৫১॥
ততো দীক্ষাঙ্গহোমার্থং কুণ্ডলস্য চ সর্ব্বতঃ।
সংমার্জ্য দর্ভমার্জ্জন্যা যথাবিধ্যুপলেপয়েৎ।
বিকীর্য্য সর্ষপাংস্তত্র গব্যৈঃ সংপ্রোক্ষ্য পঞ্চভিঃ।
মধ্যে সংপূজয়েদ্বাস্তুপুরুষং দিক্ষু তৎপতীন্॥ ৫২॥
শোষণাদীনি কুণ্ডস্য কৃত্বা প্রোক্ষ্য কুশাম্বুভিঃ।
উল্লিখ্য চাস্মিন্ যোন্যাদিসহিতং মণ্ডলং লিখেৎ॥ ৫৩॥

নৈবেদ্যসমর্পণান্তমর্চ্চয়েৎ। কথং? অগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে মুখ্যস্থানে লেখ্যেন প্রকারেণ। অতস্তত্রৈব তৎসর্ব্বপ্রকারো বিস্তার্য্য লেখ্যস্তদ্দৃষ্ট্যাঽত্রাপি তথৈব পূজা কর্ত্তব্যা, অধুনা তল্লিখনেনালমিত্যর্থঃ॥ ৫০॥ বীজাঙ্কুরপাত্রসহিতান্ সত উত্তমান্ গব্যঘৃতাদিসাধিতান্ সম্যগুজ্জ্বলিতান্ দীপান্ মণ্ডলস্য পরিতঃ স্থাপয়েৎ। পৈষ্টিকান্ পিষ্টেন যবচূর্ণাদিনা নির্ম্মিতান্ পাত্রানিত্যর্থঃ॥৫১॥
দীক্ষাহোমবিধিং লিখতি তত ইত্যাদিনা যথোদিতমিত্যন্তেন। যথাবিধীতি। বায়ুবীজজপ্তদর্ভমার্জ্জন্যাদিসমমাগ্নেয়ীমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যেন সংমার্জ্য তথৈব বরুণবীজেন লেপনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যথাবিধীত্যস্যাগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্তনং কার্য্যং। তত্তৎপ্রকারবিশেষশ্চ গ্রন্থান্তরতো জ্ঞেয়ঃ। সর্ষপান্ অস্ত্রমন্ত্রজপ্তান্। তত্র কুণ্ডে দিক্ষু চ দশসু তৎপতীন্ দিক্‌পালান্॥ ৫২॥ আদিশব্দেন

উপাঙ্গ ও আবরণ সহ প্রভু কৃষ্ণকে অগ্রতোলেখ্য (বক্ষ্যমাণ) বিধানে নৈবেদ্যার্পণাবধি অর্চ্চনা করিবেন। ৫০। নৈবেদ্য সমর্পণান্তে মণ্ডলের সর্ব্বদিকে বীজাঙ্কুর-পাত্র-সমন্বিত, সদীপ পৈষ্টিক সকল বিন্যস্ত করিবেন। ৫১। *

অতঃপর দীক্ষাহোমবিধি।—অনন্তর গুরুদেব দীক্ষাঙ্গহোমার্থ কুশনির্ম্মিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা পূর্ব্ববিহিত কুণ্ড যথাবিধি † সম্মার্জ্জন ও উপলেপন করিবেন। পরে যথাবিধি সেই কুণ্ডে সর্ষপ বিকীর্ণ করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক মধ্যভাগে বাস্তুপুরুষের এবং দশদিকে দিক্‌পতিগণের অর্চ্চনা করিবেন ‡। ৫২। তদনন্তর (পূজাপ্রকরণের লিখিত নিয়মানুসারে) কুণ্ডের শোষণাদি অর্থাৎ শোষণ, দহন, প্লাবন ও কাঠিন্য প্রভৃতি করিয়া কুশাম্বু দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক বিলিখন করত ঐ কুণ্ডে যোন্যাদি সহ মণ্ডল অঙ্কিত করিবেন। ৫৩।

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মণ্ডলের চারিদিকে বীজাঙ্কুরপাত্রসহিত, উত্তম-গব্যঘৃতাদি-সাধিত, সম্যক্ উজ্জ্বলিত দীপসকল স্থাপন করিবে। ঐ সকল দীপ অর্থাৎ বর্ত্তিকা যবচূর্ণনির্ম্মিত পাত্রে (আধারে) স্থাপিত হইবে। পৈষ্টিক শব্দে পিষ্ট যবচূর্ণাদি দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র।

† এখানে যথাবিধি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সম্মার্জ্জনীর উপর বায়ুবীজ জপ করত অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাদক্ষিণ্যক্রমে সম্মার্জ্জন করিবে এবং ঐরূপে বরুণবীজ দ্বারা লেপন করিতে হইবে।

‡ অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ "ফট্" এই মন্ত্র জপ করিয়া সর্ষপ বিকীর্ণ করিবে। দশদিক্‌পতি যথা,—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত।

শ্রীবীজং মধ্যযোনৌ চ বিলিখ্যাভ্যুক্ষ্য পূজয়েৎ।
নিধায় তত্র পুষ্পাদি বিষ্টরং সাধু কল্পয়েৎ॥ ৫৪॥
তত্র লক্ষ্মীমৃতুস্নাতাং বিষ্ণুঞ্চাবাহ্য পূজয়েৎ।
তাম্রাদিপাত্রেণানীয়াগ্রতোঽগ্নিং স্থাপয়েচ্ছুভং॥ ৫৫॥
গন্ধাদিনাগ্নিমভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণোঃ সংক্রীড়তঃ শ্রিয়া।
রেতোরূপং বিচিন্ত্যামুং কুণ্ডং তারেণ চার্চ্চয়েৎ॥ ৫৬॥
বৈশ্বানরেতি মন্ত্রেণাচ্ছাদ্যাগ্নিং তং সদিন্ধনৈঃ।
চিৎপিঙ্গলেতি প্রজ্বাল্যোপতিষ্ঠেদগ্নিমিত্যমুং॥ ৫৭॥
জিহ্বা ন্যস্যেৎ সপ্ত তস্মিন্নপ্যঙ্গেষ্বঙ্গদেবতাঃ।
ষট্‌স্থ ষট্ ন্যস্য মূর্ত্তীশ্চ ন্যস্যাষ্টাভ্যর্চ্চয়েচ্চ তাঃ॥ ৫৮॥

দহনপ্লাবনকাঠিন্যাদীনি। কুশযুক্তৈরম্বুভিঃ। উল্লিখ্য উল্লেখেনঞ্চ কৃত্বা। অস্মিন্ কুণ্ডে। আদিশব্দাচ্চক্রবৃত্তাদি॥ ৫৩॥ অথাগ্নিসংস্কারং লিখিষ্যন্নাদৌ তৎপ্রতিষ্ঠাং লিখতি শ্রীবীজমিতি ত্রিভিঃ। পুষ্পাদিনা যদ্বিষ্টরং শয্যা তৎ। যদ্বা পুষ্পাদিকমেব বিষ্টরত্বেন কল্পয়িত্বা তত্র মধ্যযোনাবেব নিধায়। আদিশব্দেন অক্ষতকূর্চ্চৌ॥ ৫৪॥ শুভম্ অনিন্দিতং। তথা চোক্তং।—প্রণম্য বিধিনৈবাগ্নিমাহিতাগ্নের্গৃহাদপি। আনীয় চাদধীতাত্র কুশৈঃ প্রজ্বাল্য যত্নত ইতি॥ ৫৫॥ শ্রিয়া সহ সংক্রীড়ত আন্তরসমম্ভুভবতঃ। অমুম্ অগ্নিং। তারেণ প্রণবেন॥ ৫৬॥ এবমগ্নেঃ প্রতিষ্ঠাবিধিং লিখন্নোপস্থানবিধিং লিখতি বৈশ্বেতি। বৈশ্বানরেতি মন্ত্রস্যাদ্যাক্ষরাণি। এবমগ্রেঽপি। সদ্ভিরুক্তৈর্বিহিতৈরিন্ধনৈরাচ্ছাদ্য। চিৎপিঙ্গলেতি মন্ত্রেণ। অগ্নিমিতি মন্ত্রেণ অমুং অগ্নিমুপতিষ্ঠেৎ॥ ৫৭॥ অথ সংস্কারার্থমেব প্রথমং ন্যাসাদিকং লিখতি জিহ্বা ইতি চতুর্ভিঃ। ষট্‌স্থ

(অনন্তর অগ্নিসংস্কার বর্ণনার্থ প্রথমতঃ তৎপ্রতিষ্ঠাবিধি লিখিত হইতেছে।)—যোনির মধ্যভাগে শ্রীবীজ লিখিয়া (তাহা জল দ্বারা) অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন, তদুপরি পুষ্পাদি * স্থাপন পূর্ব্বক উত্তমরূপে বিষ্টর অর্থাৎ শয্যা কল্পনা করিবেন। ৫৪। পরে তাহাতে ঋতুস্নাতা লক্ষ্মী ও বিষ্ণুকে আবাহন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। তদনন্তর তাম্রাদিপাত্রে শুভ অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক পুরোভাগে স্থাপন করিবেন †। ৫৫। তৎপরে গন্ধাদি দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া ঐ অগ্নিকে লক্ষ্মী সহ বিহারকারী বিষ্ণুর রেতঃস্বরূপ চিন্তা করত প্রণবযোগে কুণ্ডের অর্চ্চনা করিবেন। ৫৬। (এইরূপে অগ্নির প্রতিষ্ঠাবিধি লিখিয়া অধুনা উপস্থানবিধি লিখিত হইতেছে)।—"বৈশ্বানর" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সেই অগ্নিকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক "চিৎপিঙ্গল" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে যথাবিহিত কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া "অগ্নিম্"

---

* পুষ্পাদি—এখানে আদি শব্দে পুষ্প, অক্ষত ও কূর্চ্চ বুঝিতে হইবে। কোন কোন মহাত্মা এই শ্লোকমধ্যস্থ "পুষ্পাদি-বিষ্টরং" এক পদ করিয়া "পুষ্পাদি দ্বারা নির্ম্মিত শয্যা" এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন।

† আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক কুশ দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া যত্ন সহকারে স্থাপন করিতে হয়, ইহাই বিধি।

সপ্তজিহ্বাশ্চোক্তাঃ।—

হিরণ্যা গগনা রক্তা তথা কৃষ্ণা চ সুপ্রভা। বহুরূপাতিরূপা চ সপ্ত জিহ্বা বসোরিমাঃ ॥৫৯॥

অথাঙ্গদেবতাঃ।

সহস্রার্চ্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্ঠপুরুষস্তথা। ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বো ধনুর্দ্ধর ইতি স্মৃতঃ ॥

অষ্টমূর্ত্তয়শ্চ।

জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহন এব চ। অশ্বোদরজসংজ্ঞশ্চ তথা বৈশ্বানরোঽপরঃ।
কৌমারতেজাশ্চ তথা বিশ্বদেবমুখাহ্বয়ৌ ॥ ৬০ ॥ ইতি।

ততো বর্হিঃ পরিস্তীর্য্য সংস্কৃত্যাজ্যং যথাবিধি। হুত্বা চ ব্যাহৃতীঃ পশ্চাত্রীন্ বারান্ জুহুয়াৎ পুনঃ ॥
ততোঽস্য গর্ভাধানাদীন্ বিবাহান্তান্ যথাক্রমং। সংস্কারানাচরেদুক্তমন্ত্রেণাষ্টাহুতৈস্তথা ॥ ৬১ ॥

অঙ্গেষু মূর্দ্ধাদিষু ষট্ অঙ্গদেবতা ন্যস্য অষ্টৌ মূর্ত্তীশ্চ ন্যস্য তাশ্চ জিহ্বাঙ্গদেবতামূর্ত্তীঃ প্রত্যেকং চতুর্থীনমোঽন্তৈতত্তন্নামভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

বসোরগ্নেঃ। কেচিচ্চ পদ্মরাগা সুপর্ণীত্যাদ্যা সপ্তজিহ্বা অত্র মন্যন্তে ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বমুখো দেবমুখশ্চেতি দ্বৌ। তথা চ সারদাতিলকে।—জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহনসংজ্ঞকঃ। অশ্বোদরজসংজ্ঞোঽন্যস্তথা বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ। কৌমারতেজাঃ স্যাদ্বিশ্বমুখো দেবমুখস্তথেতি ॥ ৬০ ॥ পরিস্তীর্য্য কুশাঙ্কুরাদিনা অগ্নেঃ পরিস্তরণং কৃত্বা। যথাবিধীতি সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধনীয়ং। ততশ্চ তাপনাভিদ্যোতনাদিনাজ্যসংস্কারাদিপ্রকারশ্চ যাজ্ঞিকেষু সুপ্রসিদ্ধ এব। অত্রাপেক্ষিতশ্চেৎ শ্রীপুরুষোত্তমবনবিরচিতক্রমদীপিকাটীকাগ্রন্থতো জ্ঞেয়ঃ। পশ্চাৎ প্রণবব্যাহৃতীর্যথাবিধি হুত্বা বৈশ্বানরেত্যাদিনা অগ্নের্মূলমন্ত্রেণ পুনস্ত্রিরুক্তো জুহুয়াচ্চ। শাস্ত্রোক্তেন মন্ত্রেণ স্বাহান্তপ্রণবেনান্যেন চ তত্তৎকর্ম্মবিষয়কেণ মন্ত্রেণ আহুত্যষ্টকেন চ অস্য বহ্নেঃ সংস্কারান্ ক্রমেণ

ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ অগ্নির উপাসনা করিবেন। ৫৭। (অনন্তর অগ্নিসংস্কারার্থ প্রথমতঃ ন্যাসাদি লিখিত হইতেছে)।—অতঃপর সেই অগ্নিতে অগ্নির সপ্তজিহ্বা ও ছয় অঙ্গে ছয় অঙ্গদেবতার ন্যাস করিয়া সেই অগ্নির অষ্টমূর্ত্তিও স্থাপন পূর্ব্বক তৎসমস্তের অর্চ্চনা করিবেন। ৫৮। অগ্নির সপ্তজিহ্বা কথিত আছে, যথা—হিরণ্যা, গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরূপা এই সাতটী অগ্নির জিহ্বা বলিয়া কথিত। ৫৯। *

অনন্তর অগ্নির অঙ্গদেবতা,—সহস্রার্চ্চিঃ, স্বস্তিপূর্ণ, উত্তিষ্ঠপুরুষ, ধূমব্যাপী, সপ্তজিহ্ব, ধনুর্দ্ধর।

অগ্নির অষ্টমূর্ত্তি যথা,—জাতবেদা, সপ্তজিহ্ব, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজা, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ। ৬০। তৎপরে চারিদিকে (কুশাঙ্কুরাদি দ্বারা) অগ্নির পরিস্তরণ করিয়া যথাবিধি (তাপন, অভিদ্যোতন প্রভৃতি দ্বারা) ঘৃত শোধন পূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত বিধানে

---

* হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার নামের মধ্যে "গগনা" এই নামের পরিবর্ত্তে "কনকা", "অতিরূপা" ইহার পরিবর্ত্তে "অতিরক্তা" পাঠও গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়। মতান্তরে অগ্নির সপ্তজিহ্বা যথা,—পদ্মরাগা, সুপর্ণী, করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, মহালোহিতা। মতান্তরে,—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও শুচিস্মিতা।

ইত্থং হি সংস্কৃতে বহ্নৌ পীঠমভ্যর্চ্চ্য তত্র চ। দেবমাবাহ্য গন্ধাদিদীপান্তবিধিনার্চ্চয়েৎ ॥ ৬২ ॥
তঞ্চাগ্নিং দেব-রসনাং সংকল্প্যাষ্টোত্তরং বুধঃ। সহস্রং জুহুয়াৎ সর্পিঃশর্করাপায়সৈর্যুতৈঃ ॥ ৬৩ ॥
হুত্বাজ্যেনাথ মহতীর্ব্যাহৃতীর্বিধিনা কৃতী। গ্রহর্ক্ষকরণাদিভ্যো বলিং দদ্যাদ্যথোদিতং ॥

অথ হোমদ্রব্যাদিপরিমাণং।

কর্ষমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃ স্মৃতং। উক্তানি পঞ্চগব্যানি তৎসমানি মনীষিভিঃ।
তৎসমং মধুদুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতং। দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ লাজাঃ স্যুর্মুষ্টিসম্মিতা ॥৬৪॥ ইত্যাদি
অথ নত্বাম্বুপানার্থং প্রদায়াচমনানি চ। আত্মার্পণান্তমভ্যর্চ্চ্য লেখ্যেন বিধিনাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥

কুর্য্যাৎ। তত্তদ্বিধিরপি তত্তদ্‌গ্রন্থত এব বিশেষতো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬১ ॥ তত্র তস্মিন্ পীঠে। গন্ধার্পণমারভ্য দীপার্পণপর্য্যন্তমর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ। দীপান্তার্চ্চনঞ্চাগ্নিজিহ্বায়াঃ পীঠার্চ্চনদেবাবাহনাদিবিধিশ্চাগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ৬২ ॥ তং সংস্কৃতমগ্নিঞ্চ দেবস্য ভগবতো জিহ্বাত্বেন সংকল্প্য। যুতৈর্মিলিতৈঃ ॥ ৬৩ ॥ অথ অনন্তরং মহাব্যাহৃতীর্বিধিনা শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ আজ্যেন হুত্বা। কৃতীতি। এবং হোমং সমাপ্যাত্মানং শিষ্যঞ্চ প্রসাদাম্বুভিরভ্যুক্ষ্য হুতভস্মনা তিলকং কুর্য্যাদিত্যাদিকং কৃতিত্বং জ্ঞেয়ং। যথোদিতমিতি মণ্ডলমধ্যে রাশিস্থানেষু তত্তন্মন্ত্রৈস্তত্তৎক্রমেণ হোমাবশিষ্টপায়সতৃতীয়াংশেন গ্রহাদিভ্যো বলিং দদ্যাৎ। তত্তৎপ্রকারবিশেষোঽপি তথৈব জ্ঞেয়ঃ। আদিশব্দাচ্চ মীনমেষয়োরন্তরালে সিংহব্যাঘ্রবরাহখরগজবৃষভাদীনাং বলির্জ্ঞেয়ঃ। তথা চতুর্থাংশেন মণ্ডলস্য দক্ষিণভাগে গোময়োপলিপ্তপ্রদেশেঽগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে বিষ্ণুপার্ষদেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো বলির্দ্দেয় ইত্যাদি বোদ্ধব্যং। তত্র চ সর্ব্বে তত্তন্মন্ত্রা জলগন্ধপুষ্পদানে নমোঽন্তা বলিদানে স্বাহান্তাঃ। পুনর্জ্জলদানে তু তৃপ্যতামিত্যন্তা অবগন্তব্যা ইতি দিক্। যথোদিতমিত্যস্যাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনং কার্য্যং ॥ ৬৪ ॥ অথ বলিদানানন্তরং প্রণামং কৃত্বা পানার্থং সংস্কৃতং জলং

ব্যাহৃতিহোম করত (বৈশ্বানর ইত্যাদি অগ্নির মূলমন্ত্রে) পুনরায় তিনবার হোম করিবেন। তৎপরে শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রে অষ্টাহুতি দিয়া যথাক্রমে বহ্নির গর্ভাধানাদি বিবাহান্ত সংস্কার সকল সম্পন্ন করিবেন। ৬১। এই প্রকারে বহ্নি সংস্কৃত হইলে তাহাতে পীঠার্চ্চনা পূর্ব্বক সেই পীঠে দেবতাকে আহ্বান করিয়া গন্ধার্পণাদি দীপদানান্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে অর্চ্চনা করিবেন। ৬২। বুধ ব্যক্তি সেই বহ্নিকে ভগবানের জিহ্বারূপে কল্পনা পূর্ব্বক, ঘৃত, শর্করা ও পায়স দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিবেন। ৬৩। অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা যথাবিধি ঘৃত দ্বারা মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া গ্রহ, নক্ষত্র ও করণাদিকে * শাস্ত্রলিখিত বিধানে (মণ্ডলমধ্যে রাশিস্থানে তত্তন্মন্ত্র দ্বারা তত্তৎ-ক্রমানুসারে হোমাবশিষ্ট পায়সের তৃতীয়াংশ দ্বারা) বলি প্রদান করিবেন।

অনন্তর হোমদ্রব্যের পরিমাণ কথিত হইতেছে।—মনীষিগণ হোমকর্ম্মে ঘৃত কর্ষপরিমিত, (এক তোলা), দুগ্ধ শুক্তিমিত (চারি তোলা), পঞ্চগব্য তৎসম (প্রত্যেকে এক তোলা), মধু তৎসম (এক তোলা), দুগ্ধান্ন অর্থাৎ পায়স অক্ষপরিমিত (এক তোলা), দধি প্রসৃতি-

---

* এখানে আদি শব্দ দ্বারা সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ খর, গজ, বৃষভ প্রভৃতির বলিও বুঝিতে হইবে। আর মণ্ডলের

অথ গুরুশিষ্যনিয়মাদি।

ব্রতস্থং বাগ্‌যতং শিষ্যং প্রবেশ্যাথ যথাবিধি।
তদ্দেহে মাতৃকাং সাঙ্গাং ন্যস্যাথোপদিশেচ্চ তাং ॥ ৬৬ ॥
দেবং সাবরণং কুম্ভগতং চানুস্মরন্ গুরুঃ।
জপ্ত্বাষ্টোত্তরসাহস্রং শয়ীত প্রাশ্য কিঞ্চন ॥ ৬৭ ॥
দর্ভোপর্য্যজিনে স্বৈণে নিবিষ্টো মাতৃকাং স্মরন্।
গুরুঞ্চ শিষ্যো নিদ্রাণং তাং শয়ীত জপন্ ব্রতী ॥ ৬৮ ॥ ইতি পূর্ব্বদিনকৃত্যং।

পশ্চাদাচমনার্থঞ্চ জলং প্রদায়। তত্তৎপ্রকারোঽপ্যপেক্ষিতো নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে ব্যক্তো ভাব্যেব। অম্বুপ্রদানানন্তরমন্যৎ কৃত্যং বিষ্বক্‌সেনায় নৈবেদ্যাংশপ্রদানং ভগবতে চ গণ্ডূষাদ্যর্পণমারভ্য আত্মার্পণান্তং সর্ব্বং সমাপয়েৎ। তস্যাগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে লেখ্যপ্রকারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

অথানন্তরং উপবাসপরং মৌনিনং শিষ্যং পূর্ব্বশিষ্যৈঃ প্রবেশ্য। যথাবিধীতি প্রণামং কারয়িত্বা প্রোক্ষণীবারিণাঽস্ত্রমন্ত্রেণ তং সংপ্রোক্ষ্য কিঞ্চিৎ পঞ্চগব্যপ্রাশনং কারয়িত্বা চ তদ্দেহে মাতৃকাঞ্চ ন্যস্য ধ্যানমুদ্রাং মাতৃকাং তস্মৈ গুরুরুপদিশেদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ যথাবিধীত্যনুবর্ত্তত এব। অতশ্চ আবরণসহিতং ভগবন্তং তৎস্থাপিতকলসগতং চিন্তয়ন্ সন্ তৎ কলসজলং স্পৃষ্ট্বাঽষ্টোত্তর-সহস্রং জপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বাঽভিবন্দ্য পঞ্চগব্যাদিকং কিঞ্চিৎ প্রাশ্য দীক্ষাসম্বন্ধিক্রিয়াকাণ্ডাদিকং চানুসন্ধানঃ পবিত্রশয্যায়াং শয়নং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ শিষ্যোঽপি মাতৃকোপদেশং প্রাপ্য দর্ভোপরি কৃষ্ণাজিনোপবিষ্টঃ সন্ মাতৃকাং গুরুঞ্চ ধ্যায়ন্ মাতৃকাং নিদ্রাবশান্তং জপন্ কৃতোপ-বাসঃ পূর্ব্বশিরস্ক উত্তরশিরস্কো বা শয়ীতেতি ॥ ৬৮ ॥

মিত (গণ্ডূষপ্রমাণ), এবং লাজ মুষ্টিপরিমিত হইবে বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ৬৪। তৎ-পরে বলিদানান্তে প্রণাম করিয়া পানার্থ (সুসংস্কৃত) জল ও আচমনার্থ জল প্রদান পূর্ব্বক আত্মার্পণান্ত যাবৎ অর্চ্চনা করিয়া (বক্ষ্যমাণ) লেখ্যবিধানে সর্ব্ব কর্ম্ম করিবেন। ৬৫।

অতঃপর গুরু-শিষ্য-নিয়মাদি কথিত হইতেছে।—অনন্তর গুরুদেব ব্রতস্থ (উপবাসপরায়ণ), বাগ্‌যত (মৌনী) শিষ্যকে যথাবিধি * (পূর্ব্বশিষ্যগণের সহিত বা তাহাদের দ্বারা) প্রবেশ করাইয়া তদীয় দেহে অঙ্গসমন্বিত মাতৃকান্যাস করত যথাবিধানে ধ্যানপূর্ব্বক ঐ মাতৃকা উপ-দেশ করিবেন। ৬৬। পরে শ্রীগুরু আবরণসমন্বিত ভগবান্‌কে স্থাপিত-কুম্ভ-মধ্যগত চিন্তা করিয়া (সেই কলসজল স্পর্শ পূর্ব্বক) অষ্টোত্তর সহস্র জপ করত (পুষ্পাঞ্জলি লইয়া অভিবাদনান্তে) পঞ্চগব্যাদি কিঞ্চিৎ সেবন করিয়া (পবিত্র শয্যায়) শয়ন করিবেন। ৬৭। ব্রতবান্ (উপবাস-পরায়ণ) শিষ্যও দর্ভোপরি মৃগচর্ম্ম স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়া মাতৃকা

দক্ষিণভাগে গোময়লিপ্ত স্থানে তেজোধিপতি অগ্নির উদ্দেশে ও বিষ্ণুপার্ষদগণের উদ্দেশে চতুর্থাংশ পায়স দ্বারা বলি দিবে। জল, গন্ধ ও পুষ্পদানে নমোন্ত মন্ত্র, বলিদানে স্বাহান্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। পুনর্জলদানে 'তৃপ্যতাং' উচ্চারণ করিবে।

* যথাবিধি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যকে প্রণাম করাইয়া 'ফট্' মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রোক্ষণীজল দ্বারা তাহাকে প্রোক্ষণ করত কিঞ্চিৎ পঞ্চগব্য সেবন করাইয়া তদ্দেহে ন্যাস করিবে।

অথ তদ্দিনকৃত্যানি।

প্রাতঃকৃত্যং গুরুঃ কৃত্বা কুম্ভং চাভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ।
হুত্বা দত্ত্বা বলিং কর্ম্মান্যৎ কুর্য্যাৎ স্বার্পণাবধি॥ ৬৯॥
সংহারমুদ্রয়া কৃষ্ণে সংযোজ্যাবৃতিদেবতাঃ।
তঞ্চামৃতময়ং ধ্যাত্বা স্বস্মিংশ্চাগ্নিং বিলাপয়েৎ॥ ৭০॥
ধ্বজতোরণদিক্কুম্ভমণ্ডপাদ্যধিদেবতাঃ।
সর্ব্বা বিভাব্য চিদ্রূপাঃ কুম্ভে সংযোজ্য পূজয়েৎ॥ ৭১॥
অতো গুরুং গণেশঞ্চ বিষ্বক্সেনঞ্চ পূজয়েৎ।
উদ্বাস্য কলসং স্পৃষ্ট্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ॥ ৭২॥

প্রাতঃকৃত্যং প্রাতঃস্নানমারভ্যাত্মার্পণান্তং যাবদশেষং কর্ম্ম সমাপ্য। কুম্ভস্থং ভগবন্তং পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য হোমঞ্চ তত্রৈব কৃত্বা বলিঞ্চ দত্ত্বা বলিদানানন্তরং যদন্যৎ পানার্থজলসমর্পণাদি কর্ম্ম আত্মার্পণান্তং সর্ব্বমেব পুনঃ কুম্ভে কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ৬৯॥ আবরণদেবতা গুরুগণেশব্যতিরিক্তা ভবতি। উদ্বাসনেন সংযোজ্য লীনা ইতি বিভাব্য তঞ্চ দেবম্ অমৃতময়ং নিষ্কলপূর্ণানন্দরূপেণাবস্থিতং ধ্যাত্বা বিলাপয়েৎ লীনত্বেন চিন্তয়েৎ॥ ৭০॥ ধ্বজাদীনামধিষ্ঠাতৃদেবতাং। আদিশব্দেন মণ্ডল-কুণ্ডাদিঃ॥ ৭১॥ অত ইতি গুরুং শিরস্যুদ্বাস্যাভ্যর্চ্চ্য গণেশঞ্চাকাশ উদ্বাস্যাভ্যর্চ্চ্য যাগাবশিষ্ট-দ্রব্যেণ বিষ্বক্সেনং চাভ্যর্চ্চ্যাকাশ এবোদ্বাস্যেত্যর্থঃ॥৭২॥ প্রাতঃকৃত্যং স্নানাদ্যাবশ্যকং কর্ম্ম। স দীক্ষার্থী শুক্লে বস্ত্রে যস্য তথাভূতঃ সন্। সুশোভনো বেশোঽলঙ্কারো যস্য তথাভূতঃ সন্ হোমাদি-

---

ও গুরুদেবকে চিন্তন করিবে। এবং নিদ্রাকর্ষণ পর্য্যন্ত সেই মাতৃকা জপ পূর্ব্বক (পূর্ব্বশিরাঃ বা উত্তরশিরাঃ হইয়া) শয়ন করিবে। এই সকল পূর্ব্বদিনকৃত্য। ৬৮।

অতঃপর তদ্দিনকৃত্য অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণ-দিবসের কৃত্য কথিত হইতেছে।—গুরুদেব প্রাতঃ-স্নান হইতে আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কুম্ভের (কুম্ভস্থ ভগবানের) পূজা, হোম ও বলিদান করত (পানার্থজল-সমর্পণাদি) আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত অন্যান্য কর্ম্ম (কুম্ভে) সম্পাদন করিবেন। ৬৯। তদনন্তর সংহারমুদ্রা * দ্বারা আবরণদেবতাগণকে শ্রীকৃষ্ণে যোজনা করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণে বিলীন হইয়াছেন এই প্রকার চিন্তা করিয়া পরিশেষে সেই কৃষ্ণকে নিষ্কল-পূর্ণানন্দরূপে অবস্থিত ধ্যান করত আপনাকে অগ্নি-বিলীন করিবেন। অর্থাৎ এই প্রকার চিন্তা করিবেন যে, আমাতে অগ্নি মিশ্রিত হইয়াছে। ৭০। তৎপরে ধ্বজ, তোরণ, দিক্, কুম্ভ, মণ্ডপ প্রভৃতির অর্থাৎ মণ্ডল-কুণ্ডাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে চিদ্রূপ (ব্রহ্ম-স্বরূপ) চিন্তা করিয়া কুম্ভে সংযোজন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। ৭১। তাহার পর গুরুদেব, গণেশ ও বিষ্বক্সেনকে অর্চ্চনা করিবেন এবং বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কলস স্পর্শ করিয়া অষ্টোত্তর-

---

* ঊর্দ্ধমুখস্থ দক্ষিণ হস্তকে অধোমুখস্থ বাম হস্তের উপর স্থাপন পূর্ব্বক উভয় হস্তের বিস্তারিত অঙ্গুলীসমূহকে পরস্পর গ্রন্থন করত উল্‌টাইয়া লইলেই তাহাকে সংহারমুদ্রা কহে।

কৃতোপবাসঃ শিষ্যোঽথ প্রাতঃকৃত্যং বিধায় সঃ।
শুক্লবস্ত্রঃ সুবেশঃ সন্ বিপ্রান্ দ্রব্যেন তোষয়েৎ ॥ ৭৩ ॥
গুরুঞ্চ ভগবদ্দৃষ্ট্যা পরিক্রম্য প্রণম্য চ।
দত্ত্বোক্তাং দক্ষিণাং তস্মৈ স্বশরীরং সমর্পয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

তথা চ দশমস্কন্ধে।—

ইয়দেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতং। যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ ॥ ৭৫ ॥

অথাভিষেচনবিধিঃ।

যাগালয়াদুত্তরস্যামাশায়াং স্নানমণ্ডপে। পীঠে নিবেশ্য তং শিষ্যং কারয়েচ্ছোষণাদিকং ॥ ৭৬ ॥
পীঠন্যাসান্তমখিলং মাতৃকান্যাসপূর্ব্বকং। ন্যাসং শিষ্যতনৌ কৃত্বা পীঠমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ৭৭ ॥
সদূর্ব্বাক্ষতপুষ্পাঞ্চ মূর্দ্ধ্নি শিষ্যস্য রোচনাং। নিধায় কলসং তস্যান্তিকে বাদ্যাদিনা নয়েৎ ॥ ৭৮ ॥

কৃতো বিপ্রান্ গোভূমিবস্ত্রধান্যাদিদ্রব্যেণ তোষয়েৎ ॥৭৩॥ ভগবদ্দৃষ্ট্যা ভগবানেবায়ং স্যাদিত্যেবং বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। উক্তাং শাস্ত্রেণ। তথা হি,—স্ববিত্তার্দ্ধং চতুর্থাংশং দশাংশং বাথ শক্তিত ইতি। এষা চ গুরুসন্তোষণার্থা প্রথমা দক্ষিণা চান্যা মন্ত্রদানানন্তরং লেখ্যা ॥ ৭৪ ॥ নিষ্কৃতং প্রত্যুপকারঃ সর্ব্বেষামর্থানামাত্মনশ্চার্পণং ॥ ৭৫ ॥

গুরুকৃত্যং লিখতি যাগেত্যাদিষড়্ভিঃ। আশায়াং দিশি। অত্র চায়ং বিধির্দ্রষ্টব্যঃ। গোময়াদিনোপলিপ্তে বিবিক্তে বিতানাদ্যলঙ্কৃতে মণ্ডপে পদ্মস্বস্তিকমুদ্ধৃত্য তত্র পীঠং স্থাপয়িত্বা তস্মিংশ্চ শিষ্যং পূর্ব্বাভিমুখমুপবেশ্য স্বয়ঞ্চ তদভিমুখমুপবিশ্য শোষণদহনপ্লাবনাদিরূপাং ভূতশুদ্ধিং তস্য কারয়েদিতি ॥৭৬॥ পূজয়েত্তদ্দেহ এব ভগবন্তমুদ্দিশ্য পুষ্পাঞ্জলিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥৭৭॥ দূর্ব্বাক্ষতপুষ্প-

---

শত জপ করিবেন। ৭২। তদনন্তর কৃতোপবাস সেই (দীক্ষার্থী) শিষ্য প্রাতঃকৃত্য অর্থাৎ স্নানাদি আবশ্যকীয় কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক শুক্লবস্ত্রদ্বয় ও সু-বেশ ধারণ করত (হোমকৃৎ) বিপ্রগণকে গো, ভূমি, বস্ত্র, ধান্য প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। ৭৩। গুরুদেবকে ভগবদ্বুদ্ধিতে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত দক্ষিণা * দিয়া আত্মশরীর তাঁহাকে সমর্পণ করিবে। ৭৪। দশমস্কন্ধে লিখিত আছে, যথা—বিশুদ্ধভাবে গুরুদেবকে যে স্বীয় সর্ব্বার্থ ও আত্মসমর্পণ, তাহাই সৎ শিষ্যের গুরু-সকাশে প্রত্যুপকার। ৭৫।

অনন্তর অভিষেকবিধি।—যাগালয়ের উত্তরে স্নানমণ্ডপে তত্রস্থ পীঠে ঐ শিষ্যকে বসাইয়া শোষণাদি করিবেন †।৭৬। তৎপরে শিষ্যের দেহে মাতৃকান্যাসাদি পীঠন্যাসান্ত অখিল ন্যাস করিয়া পীঠমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন অর্থাৎ শিষ্যশরীরেই ভগবান্‌কে উদ্দেশ পূর্ব্বক কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিবেন। ৭৭। পরে শিষ্যের শিরঃপ্রদেশে দূর্ব্বা, অক্ষত ও পুষ্প সহ গোরোচনা স্থাপন পূর্ব্বক

---

* শাস্ত্রবিহিত দক্ষিণা অর্থাৎ শক্তি অনুসারে স্বীয় বিত্তের অর্দ্ধাংশ, চতুর্থাংশ কিম্বা দশাংশ প্রদান করিতে হয়; ইহাই গুরুসন্তোষণার্থ প্রথম দক্ষিণা।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমতঃ গুরুদেব গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত, জনশূন্য, চন্দ্রাতপ দ্বারা অলঙ্কৃত মণ্ডপে পদ্ম-স্বস্তিকাদি রচনা করিয়া তাহাতে পীঠ স্থাপন করিবেন। পরে শিষ্যকে সেই পীঠোপরি পূর্ব্বাভিমুখে বসাইয়া তদীয় সম্মুখভাগে স্বয়ং উপবেশন পূর্ব্বক শোষণ, দহন ও প্লাবনাদিরূপ ভূতশুদ্ধি সম্পাদন করাইবেন।

শ্রীকৃষ্ণমথ সংপ্রার্থ্য গুরুঃ কুম্ভস্থ বাসসা। নীরাজ্য শিষ্যং তন্মূর্দ্ধ্নি ন্যসেত্তৎপল্লবাদিকং ॥৭৯॥

তদুক্তং।—

বিধিবৎ কুম্ভমুদ্ধৃত্য তন্মুখস্থান্ স্বরক্রমান্।
শিশোঃ শিরসি বিন্যস্য মাতৃকাং মনসা জপেৎ॥ ৮০॥
ততঃ কুম্ভাম্ভসা শিষ্যং প্রোক্ষ্য ত্রির্মূলমন্ত্রতঃ।
বিপ্রাশীর্মঙ্গলোদ্ঘোষৈরভিষিঞ্চেন্মনূন্ পঠন্॥ ৮১॥

অথাভিষেকমন্ত্রাঃ।

বশিষ্ঠসংহিতায়াং।—

সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিভবায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নির্ঋতিস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতা হ্যেতে দিক্পালাঃ পান্তু বঃ সদা॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া গতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তির্মায়া নিদ্রা চ ভাবনা।

সহিতাং গোরোচনাং। তয়া তিলকং তস্য কারয়েদিতি কেচিদাহুঃ। তস্য শিষ্যস্যান্তিকে কলসং পূর্ব্বসংস্কৃতকুম্ভং বিশ্বস্তসাধুজনহস্তেন নয়েৎ। আদিশব্দেন বিপ্রাশীর্ব্বাদমঙ্গলঘোষগীতকীর্ত্তনাদি ॥৭৮॥ অথানন্তরং হে ভগবন্ মদীয়ান্তঃকরণে সন্নিধিবিশেষং কৃত্বা শিশোরস্য সাধুগুণসম্পন্নস্যানুগ্রহং কর্ত্তুমর্হসীতি সংপ্রার্থ্য। স্বয়মুত্তরাভিমুখো বামহস্তেন কুম্ভং ধারয়ন্ কুম্ভমুখবর্ত্তিবস্ত্রেণ শিষ্যং নীরাজ্য তৎকুম্ভমুখস্থপল্লবাদিকং শিষ্যস্য মস্তকেঽর্পয়েদিতি বিধিরত্র দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৭৯॥ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি বিধিবদিতি। স্বরক্রমান্ কুম্ভমুখন্যস্তান্ অশ্বত্থপল্লবানিত্যর্থঃ ॥ ৮০॥ বারত্রয়ং মূলমন্ত্রেণ প্রথমং প্রোক্ষ্য পশ্চাৎ কুম্ভং তং করাভ্যাং গৃহীত্বা তজ্জলেন শিষ্যস্য সর্ব্বাঙ্গং পূরয়ন্ মূর্দ্ধন্যভিষেকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। মনূন্মন্ত্রান্ ॥ ৮১॥

তৎসমীপে বাদ্যাদি সহকারে পূর্ব্বসংস্কৃত কলস আনয়ন করাইবে *। ৭৮। তদনন্তর গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণসকাশে প্রার্থনা করিয়া কুম্ভ-বস্ত্র দ্বারা শিষ্যকে নীরাজন পূর্ব্বক তদীয় মস্তকে ঐ কুম্ভের পল্লবাদি স্থাপন করিবেন অর্থাৎ গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন যে, "হে প্রভো! মদীয় অন্তঃকরণে বিশেষ প্রকারে সন্নিধান পূর্ব্বক সাধুগুণযুক্ত এই শিশুর প্রতি অনুগ্রহ করুন্।" এইরূপে প্রার্থনা পূর্ব্বক স্বয়ং উত্তরাভিমুখ হইয়া বামহস্ত দ্বারা কুম্ভ ধারণ ও কুম্ভমুখস্থিত বস্ত্র দ্বারা শিষ্যকে নীরাজন করত কুম্ভমুখস্থ পল্লবাদি তাহার মস্তকে অর্পণ করিবেন। ৭৯। এ বিষয়ে কথিত আছে—যথাবিধানে কুম্ভ উত্তোলন পূর্ব্বক তন্মুখস্থিত অশ্বত্থপল্লব-সমূহ শিশুর (শিষ্যের) শিরঃপ্রদেশে স্থাপন করত মনে মনে মাতৃকা জপ করিবেন। ৮০। পরে মূলমন্ত্র পাঠ করত কুম্ভাম্বু দ্বারা শিষ্যকে বারত্রয় প্রোক্ষণ পূর্ব্বক মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে বিপ্রগণের আশীর্ব্বচন ও মঙ্গলশব্দ সহকারে অভিষেক করিবেন। ৮১।

---

* বাদ্যাদির বাদন পূর্ব্বক বিশ্বস্ত সাধু ব্যক্তির হস্তে করিয়া কলস আনয়ন করাইতে হয়। কোন কোন মহাত্মা মস্তকে গোরোচনা ন্যাস দিয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক প্রদান করিয়া থাকেন।

এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ পূজিতাঃ। দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যা অপ্সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৮২ ॥

পরিধায়াংশুকে শিষ্য আচান্তো যাগমণ্ডপে।
গত্বা ভক্ত্যা গুরুং নত্বা গুরোরাসীত দক্ষিণে ॥ ৮৩ ॥
গুরুঃ সমর্প্য গন্ধাদীন্ পুরুষাহারসংমিতং।
নিবেদ্য পায়সং কৃষ্ণে কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥ ৮৪ ॥

দানবাঃ দনোঃ পুত্রাঃ, দৈত্যাঃ দিতেঃ পুত্রা ইতি ভেদঃ। অস্ত্রাণি শরাদীনি, শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি ॥৮২॥

অংশুকে বস্ত্রযুগ্মং। নবং সিতং পরিধায় স্নানবাসোঽস্পৃশন্ কৃতাচমনঃ সন্ ভক্ত্যা নত্বেতি ভগবদ্বুদ্ধ্যা বহুশোঽষ্টাঙ্গপ্রণামং সপাদগ্রহণং কৃত্বেত্যর্থঃ। গুরোস্তস্য পূর্ব্বাভিমুখমুপবিষ্টস্য প্রাগেব কৃতপ্রাণায়ামষড়ঙ্গন্যাসাদিকস্য দক্ষিণভাগে তদেকচিত্তোঽভিমুখো বদ্ধাঞ্জলিঃ

অনন্তর অভিষেকমন্ত্রসমূহ যথা।—বশিষ্ঠসংহিতায় লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, প্রভৃতি সুরগণ তোমাকে অভিষেক করুন্। বাসুদেব, জগন্নাথ, বিভু সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তোমার কল্যাণবিধান করুন্। দেবেন্দ্র, বহ্নি, ভগবান্ যম, নিঋৃতি, বরুণ, পবন, কুবের ও শিব, ব্রহ্মার সহিত এই সমস্ত দিক্‌পাল নিরন্তর তোমার রক্ষাবিধান করুন্। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, গতি, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, মায়া, নিদ্রা ও ভাবনা এবং রাহু ও কেতু ইহাঁরা সকলে অর্চ্চিত হইয়া তোমাকে অভিষেক করুন্। দেব, দানব (দনুপুত্র), গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ঋষি, মুনি, গো, দেবমাতৃগণ, দেবনারীবর্গ, ধ্রুবগণ, নাগসকল, দৈত্যগণ (দিতিপুত্রসকল), অপ্সরা সকল, শরাদি অস্ত্রসমূহ, খড়্গাদি শস্ত্রসকল, নৃপগণ, বাহন সমুদয়, ঔষধ, রত্নপুঞ্জ, মুহূর্ত্তাদি কালের অবয়ব, সরিৎসমূহ, সাগর, শৈলকুল, তীর্থসকল, মেঘগণ ও নদসমূহ, ইহাঁরা ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য তোমাকে অভিষেক করুন্।৮২।

অনন্তর মন্ত্রকর্থর্মবিধি কথিত হইতেছে।—শিষ্য বস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ পরিধেয়-বস্ত্র ও উত্তরীয়-বস্ত্র ধারণান্তে আচমন করিয়া যাগমণ্ডপে গমন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে গুরুকে প্রণাম করত গুরুদেবের দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট হইবে *।৮৩। তৎপরে গুরুদেব গন্ধাদি অর্থাৎ গন্ধপুষ্পধূপদীপাদি অর্পণ পূর্ব্বক একজন পুরুষের ভোজন সুসম্পন্ন হয় এরূপ পরিমিত পায়স শ্রীকৃষ্ণকে

---

* নূতন ও শুক্ল বস্ত্রদ্বয় ধারণ করিয়া পূর্ব্বধৃত স্নানবস্ত্র আর স্পর্শ করিবে না। পরে যাগমণ্ডপে গিয়া কৃতাচমন হইয়া ভক্তি সহকারে ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুদেবকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। তৎপরে পূর্ব্ব হইতেই কৃতপ্রাণায়াম, কৃতষড়ঙ্গন্যাসাদিক পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট গুরুদেবের দক্ষিণদিকে তদ্গতচিত্ত, তদভিমুখ ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া উপবেশন করিবে।

সাম্প্রদায়িকমুদ্রাদিভূষিতং তং কৃতাঞ্জলিং।
পঞ্চাঙ্গপ্রমুখৈর্ন্যাসৈঃ কুর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণসাচ্ছিশুং ॥ ৮৫ ॥
ন্যস্য পাণিতলং মূর্দ্ধ্নি তস্য কর্ণে চ দক্ষিণে। ঋষ্যাদিযুক্তং বিধিবন্মন্ত্রং বারত্রয়ং বদেৎ ॥
দীর্ঘমন্ত্রঞ্চ শিষ্যস্য যাবদাগ্রহণং পঠেৎ। গুরু-দৈবত-মন্ত্রৈক্যং শিষ্যস্তং ভাবয়ন্ পঠেৎ ॥ ৮৬॥
সাক্ষতং গুরুরাদায় বারি শিষ্যস্য দক্ষিণে।
করেঽর্পয়েদ্বদন্মন্ত্রোঽয়ং সমোঽস্ত্বাবয়োরিতি ॥ ৮৭ ॥

সন্ উপবিশেদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৮৩ ॥ আদিশব্দেন পুষ্পধূপাদীন্ ॥ ৮৪ ॥ সাংপ্রদায়িকং গুরু-পরম্পরাসিদ্ধং। মুদ্রা তিলকমালাদি স্বর্ণাঙ্গুলীয়কাদি চ তেন ভূষিতং। শিশুং নিজশিশুত্বেন বর্ত্তমানমিতি স্নেহবিষয়তা সুচিতা। তং শিষ্যং। শ্রীকৃষ্ণসাৎ কুর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েৎ ॥৮৫॥ তস্য শিষ্যস্য মূর্দ্ধ্নি স্বকরতলং নিধায়। বিধিবদিত্যত্রায়ং বিধির্দ্রষ্টব্যঃ।—নিমীলিতনয়নং শিষ্যং পটান্তরিত উপবিষ্টো গুরুরিদং বদেৎ,—দিব্যদৃষ্ট্যা ভগবন্তমবলোকয়েতি। ততঃ স্বর্ণশলাকয়া তং বক্ষসি স্পৃশেৎ। অথ শিষ্যো মহাফলমেকং দত্বা বদেদিদং,—ময়ি প্রসীদ লোচনাভ্যাং বিলোকয়েতি। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যেত্যাদি পঠেচ্চ। অথোন্মীলিতনয়নস্য শিষ্যস্য তনৌ ভগ-বন্তমাবির্ভূতং ভাবয়ন্ গন্ধাদিভিরলঙ্কৃত্য পঞ্চোপচারৈশ্চ সংপূজ্য সুমুহূর্ত্তে গীতবাদ্যাদিমঙ্গল-ঘোষেণ শিষ্যস্য শিরসি করতলং ন্যস্য ঋষিচ্ছন্দো-দেবতাদিকমুপদিশ্য মূলমন্ত্রং বারত্রয়ং দক্ষিণকর্ণে ব্রূয়াদিতি। আ সম্যক্ গ্রহণং যাবৎ শিষ্যেণ মন্ত্রো যাবতা ধৃতো ভবেত্তাবদ্বারং পঠেদিত্যর্থঃ। গুরুশ্চ দেবতা চ মন্ত্রশ্চ তেষামৈক্যং চিন্তয়ন্ তং মন্ত্রমুচ্চারয়েৎ ॥ ৮৫ ॥ ইতঃ পরময়ং মন্ত্রো মম

নিবেদন করত কুসুমাঞ্জলি সমর্পণ করিবেন। ৮৪। শ্রীগুরু গুরুপরম্পরাসিদ্ধ মুদ্রাদি অর্থাৎ তিলকমালা ও স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত, বদ্ধাঞ্জলি সেই শিশুকে পঞ্চাঙ্গপ্রমুখ ন্যাস সহকারে শ্রীকৃষ্ণসাৎ করিবেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবেন। ৮৫। তৎপরে তদীয় মস্তকো-পরি পাণিতল স্থাপন পূর্ব্বক তাহার দক্ষিণ কর্ণে যথাবিধানে ঋষ্যাদি-সমন্বিত মন্ত্র তিনবার উচ্চা-রণ করিবেন *। দীর্ঘ মন্ত্র হইলে যতবারে তাহা শিষ্যের গ্রহণ (অভ্যস্ত না হয়), ততবার উচ্চারণ করিবেন এবং শিষ্যও গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের অভেদ চিন্তন পূর্ব্বক উহা পাঠ করিবে। ৮৬। তৎপরে "এই মন্ত্র তোমার ও আমার উভয়ের সম্বন্ধে তুল্যফলপ্রদ হউক্"

---

* যথাবিধানে বলার তাৎপর্য্য এই যে, গুরুদেব বস্ত্র দ্বারা স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিমীলিতনেত্র শিষ্যকে কহিবেন, "দিব্যদৃষ্টি দ্বারা ভগবান্‌কে দর্শন কর।" পরে সুবর্ণশলাকা দ্বারা শিষ্যের বক্ষঃপ্রদেশ স্পর্শ করিবেন। তৎপরে শিষ্য একটী মহাফল (নারিকেল) অর্পণ পূর্ব্বক কহিবে. "মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্, নেত্রদ্বয় দ্বারা দর্শন করুন্।" এই বলিয়া "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" এই মন্ত্রটীও উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর শিষ্য নয়নোন্মীলন করিলে গুরুদেব উন্মীলিতনেত্র শিষ্যের দেহে ভগবান্‌কে আবির্ভূত চিন্তা করত গন্ধাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ও পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া সুমুহূর্ত্তে গীতবাদ্যাদি মঙ্গলশব্দ সহকারে শিষ্যের মস্তকে করতল বিন্যাস করিবেন এবং ঋষি ছন্দ ও দেবতাদি উপদেশ করিয়া দক্ষিণ কর্ণে তিনবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন।

স্বস্মাজ্জ্যোতির্ময়ীং বিদ্যাং গচ্ছন্তীং ভাবয়েদ্গুরুঃ।
আগতাং ভাবয়েচ্ছিষ্যো ধন্যোঽস্মীতি বিশেষতঃ ॥ ৮৮ ॥

মহাপ্রসাদং শিষ্যায় দত্ত্বা তৎ পায়সং গুরুঃ। নিদধ্যাদক্ষতান্মূর্দ্ধ্নি তস্য যচ্ছন্ শুভাশিষং ॥
গুরুণা কৃপয়া দত্তঃ শিষ্যশ্চাবাপ্য তং মনুং। অষ্টোত্তরশতং জপ্‌ত্বা সময়ান্ শৃণুয়াত্ততঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ সময়াঃ।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।—

স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি। গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ ॥
বৈষ্ণবাণাং পরা ভক্তিরাচার্য্যাণাং বিশেষতঃ।
পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নাংশ্চ পালয়েৎ ॥ ৯০ ॥
প্রাপ্তমায়তনাদ্বিষ্ণোঃ শিরসা প্রণতো বহেৎ।
নিক্ষিপেদম্ভসি ততো ন পতেদবনৌ যথা ॥ ৯১ ॥

তব চ সমোঽস্তু তুল্যফলদো ভবত্বিত্যেতদ্বদন্ ॥ ৮৭ ॥ স্বস্মাদ্গচ্ছন্তীং মন্ত্রাত্মিকাং বিদ্যাং। ধন্যোঽস্মীতি বিশেষতো ভাবয়েৎ ॥ ৮৮ ॥ তন্তগবন্নিবেদিতং পুরুষাহারপরিমিতং মহাপ্রসাদরূপং পায়সং দত্ত্বা। শুভাশিষঃ—আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমবিনাশঃ স্বয়ং জয়ঃ। সৌভাগ্যঞ্চ পুনশ্চায়ুর্য্যাকং চাস্তু সর্ব্বদেত্যাদ্যুক্তাঃ। জপ্‌ত্বা আবর্ত্ত্য। ততস্তস্মাদ্গুরোঃ সকাশাৎ সময়ান্ আচারান্ ন্যাস-ধ্যানাদীন্ অন্যানপি বৈষ্ণবধর্ম্মান্ শৃণুয়াৎ ॥ ৮৯ ॥

শাস্ত্রং শ্রীভাগবতাদি পূজাদিসম্বন্ধি বা। আপন্নান্ আপদ্গতান্ সতঃ ॥ ৯০ ॥ প্রাপ্তং নির্ম্মাল্যাদি। অতএবোক্তং তত্রৈব প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে। বিষ্ণোর্নিবেদিতং প্রাপ্য নিক্ষেপেৎ যত্র

গুরুদেব এই বলিয়া শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে অক্ষতসহিত জল অর্পণ করিবেন। ৮৭। স্বীয় দেহ হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী মন্ত্রাত্মিকা বিদ্যা শিষ্যদেহে গমন করিতেছে, গুরু এইরূপ চিন্তা করিবেন এবং শিষ্যও গুরুদেহ হইতে নিজদেহে সেই বিদ্যাকে সমাগতা ভাবনা করিয়া "আমি ধন্য হইলাম" বিশেষরূপে ইহা চিন্তা করিবে। ৮৮। গুরুদেব শিষ্যকে সেই (ভগবন্নিবেদিত, একজন পুরুষের আহারপরিমিত) মহাপ্রসাদরূপ পায়স প্রদান করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ অর্থাৎ তোমার আয়ুঃ, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, জয়, সৌভাগ্য প্রভৃতি লাভ হউক, এইরূপ উচ্চারণ পূর্ব্বক তদীয় শিরোদেশে অক্ষত সমর্পণ করিবেন। গুরুদেব কৃপা করিয়া যে মন্ত্র অর্পণ করিবেন, শিষ্যও সেই মন্ত্র লাভ করত অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া তৎপরে সময় সকল অর্থাৎ আচার, ন্যাসধ্যানাদি ও অন্যান্য বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করিবে। ৮৯।

অতঃপর সময় সকল কথিত হইতেছে।—শ্রীনরাদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, শিষ্য স্বীয় গুরূপদিষ্ট মন্ত্র কাহাকেও উপদেশ দিবে না এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করিবে না। শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত কিংবা পূজাদি-বিষয়ক গ্রন্থ গোপনে রাখিবে এবং নিজ দেহবৎ উহা রক্ষা করিবে। বৈষ্ণবগণের প্রতি বিশেষতঃ আচার্য্যবর্গের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, যথাশক্তি তাঁহাদিগের পূজন এবং বিপদাপন্ন হইলে তাঁহাদিগের রক্ষণ করিবে। ৯০। হরিমন্দির হইতে

সোমসূর্য্যান্তরস্থঞ্চ গবাশ্বত্থাগ্নিমধ্যগং। ভাবয়েদ্দেবতং বিষ্ণুং গুরুবিপ্রশরীরগং॥
যত্র যত্র পরীবাদো মাৎসর্য্যাচ্ছ্রূয়তে গুরোঃ। তত্র তত্র ন বস্তব্যং নির্যায়াৎ সংস্মরন্ হরিং॥
যৈঃ কৃতা চ গুরোর্নিন্দা বিভোঃ শাস্ত্রস্য নারদ। নাপি তৈঃ সহ বস্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন॥
প্রদক্ষিণে প্রয়াণে চ প্রদানে চ বিশেষতঃ। প্রভাতে চ প্রবাসে চ স্বমন্ত্রং বহুশঃ স্মরেৎ॥

স্বপ্নে বাক্ষিসমক্ষং বা আশ্চর্য্যমতিহর্ষদং।
অকস্মাদ্যদি জায়েত ন খ্যাতব্যং গুরোর্বিনা॥ ৯২॥

পঞ্চরাত্রান্তরে।—

সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ পঞ্চরাত্রকাৎ।
ন ভক্ষয়েন্মৎস্যমাংসং কূর্ম্মশূকরকাংস্তথা॥ ৯৩॥

কাংস্যপাত্রে ন ভুঞ্জীত ন প্লক্ষবটপত্রয়োঃ। দেবাগারে ন নিষ্ঠীবেৎ ক্ষুতং চাত্র বিবর্জয়েৎ॥

ন সোপানৎকচরণঃ প্রবিশেদন্তরং ক্বচিৎ॥ ৯৪॥

একাদশ্যাং ন চাশ্নীয়াৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি। জাগরং নিশি কুর্ব্বীত বিশেষাচ্চার্চ্চয়েদ্বিভুং॥ ৯৫॥

কুত্রচিৎ। অযোগ্যস্থাথ বা দত্থাৎ সোঽয়মষ্টশতং জপেদিতি॥ ৯১॥ বিভোর্ভগবতঃ॥ ৯২॥ মৎস্যমাংসে নিষিদ্ধে অপি পুনঃ কূর্ম্মাদিনিষেধঃ কদাচিদ্রোগাদিনা মাংসাশিনোঽপ্যবশ্যং তদ্বর্জনায়॥৯৩॥ দেবাগার ইত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তত এব। ততশ্চ অন্তরং দেবাগারাভ্যন্তরমিত্যর্থঃ। ক্বচিৎ কদাচিদপি। যদ্বা কস্মিংশ্চিদপি দেবাগারে॥ ৯৪ বিশেষাদিতি অন্যতিথিভ্যো বিশেষেণ একাদশ্যাং তত্রাপি

নির্ম্মাল্যাদি প্রাপ্ত হইলে প্রণত হইয়া তাহা মস্তকোপরি (ধারণ) করিবে, তদনন্তর তাহা জলগর্ভে নিক্ষেপ করিবে, যেন ভূমিতে পতিত না হয়। ৯১। বিষ্ণুদেবকে সোমসূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী, গো অশ্বত্থ ও বহ্নির মধ্যগত এবং গুরু ও বিপ্রের দেহমধ্যস্থরূপে চিন্তা করিবে। যেখানে মাৎসর্য্য বশতঃ গুরুনিন্দা শ্রুতিগোচর হইবে, তথায় অবস্থান করিবে না, হরিকে স্মরণ করত তথা হইতে প্রয়াণ করিবে। হে নারদ! যে সকল ব্যক্তি গুরুনিন্দা, ভগবানের নিন্দা ও শাস্ত্রনিন্দা করে, তাহাদিগের সহিত কদাচ অবস্থিতি অথবা কথোপকথন করিবে না। বিশেষতঃ প্রদক্ষিণ-সময়ে, গমনকালে, দানকালে, প্রাতঃকালে ও প্রবাসে থাকিলে মুহুর্মুহুঃ স্বীয় মন্ত্র স্মরণ করিবে। স্বপ্নে বা অক্ষিসমক্ষে সহসা যদি কোনরূপ অতি-হর্ষপ্রদ আশ্চর্য্য ঘটে, তাহা হইলে গুরু ব্যতীত অপরের নিকট প্রকাশ করিবে না। ৯২। পঞ্চরাত্রান্তরে লিখিত আছে, যথা—পঞ্চরাত্র হইতে সংক্ষেপতঃ সময় সকল বর্ণন করিতেছি। মৎস্য, মাংস, কূর্ম্ম ও শূকর ভোজন করিবে না *। ৯৩। কাংস্যপাত্রে, অশ্বত্থপত্রে অথবা বটপত্রে ভোজন করিবে না; দেবাগারে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না, তথায় ক্ষুত (হাঁচি) বর্জ্জন করিবে এবং পাদুকাপদে কদাচ দেবগৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে না। ৯৪। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতেই

---

* কূর্ম্ম ও শূকরও মাংসমধ্যে গণ্য। একবার মাংসের নিষিদ্ধতা উল্লেখ করিয়া পুনরায় কূর্ম্ম ও শূকরের উল্লেখ করায় এই বুঝাইতেছে যে, পীড়া প্রভৃতির উপশমার্থে চিকিৎসার জন্য মাংসভক্ষণের বিধি থাকিলেও কদাচ কূর্ম্ম বা শূকরমাংস ভক্ষণ করিবে না।

সম্মোহনতন্ত্রে চ।—

গোপয়েদ্দেবতামিষ্টাং গোপয়েদ্গুরুমাত্মনঃ।
গোপয়েচ্চ নিজং মন্ত্রং গোপয়েন্নিজমালিকাং ॥ ৯৬ ॥ ইতি ॥

চতুর্যুক্শতসংখ্যেষু প্রাগ্গুরোঃ সময়েষু চ। শিষ্যেণাঙ্গীকৃতেষ্বেব দীক্ষা কৈশ্চন মন্যতে ॥৯৭॥

তথা চ বিষ্ণুযামলে।—

গুরুঃ পরীক্ষয়েচ্ছিষ্যং সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ। নিয়মান্ বিহিতান্ বর্জ্যান্ শ্রাবয়েচ্চ চতুঃশতং ॥৯৮॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থানং মহাবিষ্ণোঃ প্রবোধনং। নীরাজনঞ্চ বাদ্যেন প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ॥ ৯৯ ॥
বিশুদ্ধাহতযুগ্বস্ত্রধারণং দেবতার্চ্চনং। গোপীচন্দনমৃৎস্নায়াঃ সর্ব্বদা চোর্দ্ধপুণ্ড্রকং।
পঞ্চায়ুধানাং বিধৃতিশ্চরণামৃতসেবনং। তুলসীমণিমালাদিভূষাধারণমন্বহং।
নির্ম্মাল্যোদ্বাসনং বিষ্ণোস্তচ্চন্দনবিলেপনং ॥ ১০০ ॥

বিশেষতো জাগরণেনার্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫-৯৬ ॥ সময়শ্রবণে মতান্তরং লিখতি চতুর্যুগিতি। প্রাক্ প্রথমং গুরোঃ সকাশাদঙ্গীকৃতেষ্বেব ॥ ৯৭ ॥ বিহিতান্ বিধেয়ানিত্যর্থঃ। চতুর্যুক্শতং ॥ ৯৮ ॥ অত্রাদৌ দ্বিপঞ্চাশদ্বিহিতানাহ ব্রাহ্ম ইত্যাদিনা চিন্তনমিত্যন্তেন ॥৯৯॥ বিশুদ্ধঞ্চ পবিত্রং আহতঞ্চ নূতনং। পাঠান্তরে * বিশুদ্ধেন জনেনাহৃতমানীতং যৎ যুগ্বস্ত্রং বস্ত্রযুগ্মং তস্য ধারণং। দেবতায়া

ভোজন করিবে না, বিশেষতঃ একাদশীর রাত্রিতে জাগরণ করিবে ও বিভু ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। ৯৫। সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে যে, ইষ্টদেবতাকে গোপন করিবে, নিজ গুরুকে গোপন করিবে, স্বীয় মন্ত্রকে গোপন করিবে এবং আপনার মালা গোপনে রাখিবে। ৯৬। প্রথমে শিষ্য গুরুদেবের একশত চারিটী নিয়ম অঙ্গীকার করিলেই দীক্ষা হইতে পারে, কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৯৭। এ বিষয়ে বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে যে, গুরুদেব অতন্দ্রিত হইয়া একবর্ষ পর্য্যন্ত শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন এবং এক শত চারিটী বিহিত ও পরিত্যাজ্য নিয়ম শ্রবণ করাইবেন। ৯৮। (অধুনা সেই সকল নিয়ম কথিত হইতেছে।) (১) ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান, (২) মহাবিষ্ণুর প্রবোধন, (৩) বাদ্য সহকারে নীরাজন, (৪) যথাবিধানে প্রাতঃস্নান, (৫) বিশুদ্ধ নূতন বস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ * (৬) দেবতার্চ্চন অর্থাৎ তর্পণাদি দ্বারা জলে নিজ ইষ্টদেবতার পূজন, (৭) গোপীচন্দন ও মৃত্তিকা দ্বারা নিরন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করণ, (৮) নিত্য আয়ুধপঞ্চক ধারণ অর্থাৎ যথাযথ অঙ্গে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ ও সশর শরাসন ধারণ, (৯) চরণামৃত সেবন, (১০) প্রত্যহ তুলসী ও মণিমালাদি বিভূষণ ধারণ, (১১) নির্ম্মাল্যোদ্বাসন অর্থাৎ বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য দূরীকরণ, (১২) দেহে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যচন্দনলেপন, (১৩) শালগ্রামশিলা ও প্রতিমা-

---

* কেহ কেহ "বিশুদ্ধাহৃতযুগ্বস্ত্রধারণং" এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। সে স্থলে "পবিত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত বস্ত্রদ্বয়ধারণ" এইরূপ অর্থ হইবে।

শালগ্রামশিলাপূজা প্রতিমাসু চ ভক্তিতঃ। নির্ম্মাল্যতুলসীভক্ষস্তুলস্যবচয়ো বিধেঃ ॥ ১০১ ॥
বিধিনা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা শিখাবন্ধো হি কর্ম্মণি। বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া।
মহারাজোপচারৈশ্চ শক্ত্যাং সংপূজনং হরেঃ ॥ ১০২ ॥
বিষ্ণুভক্ত্যবিরোধেন নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়া। ভূতশুদ্ধ্যাদিকরণং ন্যাসাঃ সর্ব্বে যথাবিধি।
নবীনফলপুষ্পাদের্ভক্তিতঃ সংনিবেদনং। তুলসীপূজনং নিত্যং শ্রীভাগবতপূজনং ॥ ১০৩ ॥
ত্রিকালং বিষ্ণুপূজা চ পুরাণশ্রুতিরন্বহং। বিষ্ণোর্নিবেদিতানাং বৈ বস্ত্রাদীনাঞ্চ ধারণং ॥ ১০৪ ॥
সর্ব্বেষাং পুণ্যকার্য্যাণাং স্বামিদৃষ্ট্যা প্রবর্ত্তনং। গুর্ব্বাজ্ঞাগ্রহণং তত্র বিশ্বাসো গুরুণোদিতে ॥১০৫॥
যথাস্বমুদ্রারচনং গীতনৃত্যাদিভক্তিতঃ। শঙ্খাদিধ্বনিমাঙ্গল্যলীলাদ্যভিনয়ো হরেঃ।
নিত্যহোমবিধানঞ্চ বলিদানং যথাবিধি ॥ ১০৬ ॥

নিজেষ্টদৈবতস্য অর্চ্চনং তর্পণাদিনা জলে পূজনং। পাঠান্তরেঽপি * স এবার্থঃ ॥ ১০০ ॥ শালগ্রাম-শিলায়াং পূজা প্রতিমাসু চ পূজেত্যেষ একো নিয়মঃ। নির্ম্মাল্যতুলস্যা ভক্ষঃ ভক্ষণং। ভূষেতি বা পাঠঃ। ভূষণত্বেন মস্তকাদৌ ধারণমিত্যর্থঃ। বিধের্যথাবিধীত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥ শক্ত্যাং শক্তৌ সত্যাং। শক্ত্যেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ১০২ ॥ যা বিষ্ণুভক্ত্যা সহ বিরুদ্ধা ন ভবতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরং স্পষ্টং † ॥১০৩॥ পুরাণানাং শ্রীভাগবতাদীনাং শ্রুতিঃ শ্রবণং ॥ ১০৪ ॥ স্বামিদৃষ্ট্যা ভগব-দাজ্ঞাবুদ্ধ্যা। যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমীতি বুদ্ধ্যা বা। যদ্বা স্বামীতি বুদ্ধ্যা দাসভাবে-নেত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥ যথাস্বং নিজমন্ত্রদেবতানুসারেণ মুদ্রাণাং রচনং বন্ধনং। তথা স্বেতি পাঠেঽপি

সমূহে ভক্তিসহকারে অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা, (১৪) নির্ম্মাল্য তুলসী ভক্ষণ, ‡ (১৫) যথাবিধি তুলসীচয়ন, (১৬) যথাবিধানে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার উপাসনা, (১৭) ধর্ম্ম-কর্ম্মে শিখাবন্ধন, (১৮) বিষ্ণুপাদোদক দ্বারাই পিতৃগণের তর্পণক্রিয়া, (১৯) সামর্থ্য থাকিলে মহারাজোপচারে শ্রীহরির পূজন, (২০) বিষ্ণুভক্তির অবিরোধে অর্থাৎ যাহা বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরুদ্ধ নহে ঈদৃশী নিত্য নৈমিত্তিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, (২১) ভূতশুদ্ধ্যাদি ও যথাবিধানে সমস্ত ন্যাস সম্পাদন, (২২) ভগবান্‌কে ভক্তি সহকারে নবীন ফল-পুষ্পাদি নিবে-দন, (২৩) নিত্য তুলসী-পূজন, (২৪) নিত্য শ্রীভাগবত-পূজন, (২৫) প্রতিদিন ত্রিকাল বিষ্ণুর অর্চ্চনা, (২৬) প্রত্যহ শ্রীভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ, (২৭) বিষ্ণুনিবেদিত বস্ত্রাদি ধারণ, (২৮) ভগবানের আদেশ জ্ঞান করত অর্থাৎ ভগবান্ যেরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন সেইরূপেই কর্ম্ম করিতেছি এই জ্ঞানে অথবা ভগবানের দাসভাবে নিখিল পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন, (২৯) গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ, (৩০) গুরু-কথিত বাক্যে বিশ্বাস, (৩১) নিজমন্ত্র-দেব-তানুসারে মুদ্রাবন্ধন অর্থাৎ তিলকরচন, (৩২) ভক্তি সহকারে গীত ও (৩৩) ভক্তি সহ-কারে নৃত্যাদি, (৩৪) শ্রীহরির সম্বন্ধে শঙ্খাদির মঙ্গলধ্বনি, (৩৫) লীলার অনুকরণ,

---

* দেবতর্পণমিতি পাঠে। † বিষ্ণুভক্ত্যবিরুদ্ধা চেতি পাঠঃ।

‡ কেহ কেহ "নির্ম্মাল্যতুলসীভূষা তুলস্যবচয়ো বিধেঃ" এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। সে স্থলে "মস্ত-কাদিতে নির্ম্মাল্যতুলসীরূপ ভূষণ ধারণ" এইরূপ অর্থ হইবে।

সাধূনাং স্বাগতং পূজা শেষনৈবেদ্যভোজনং। তাম্বূলশেষগ্রহণং বৈষ্ণবৈঃ সহ সঙ্গমঃ।
বিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা দশম্যাদিদিনত্রয়ে। ব্রতে নিয়মতঃ স্বাস্থ্যং সন্তোষো যেন কেন বৈ।
পর্ব্বযাত্রাদিকরণং বাসরাষ্টকসদ্বিধিঃ। বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্ত্তুচর্য্যা চ মহারাজোপচারতঃ॥
সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবাণাঞ্চ ব্রতানাং পরিপালনং। গুরাবীশ্বরভাবশ্চ তুলসীসংগ্রহঃ সদা॥ ১০৭॥
শয়নাদ্যুপচারশ্চ রামাদীনাঞ্চ চিন্তনং॥ ১০৮॥
সন্ধ্যয়োঃ শয়নং নৈব ন শৌচং মৃত্তিকাং বিনা। তিষ্ঠতাচমনং নৈব তথা গুর্ব্বাসনাসনং।
গুর্ব্বগ্রে পাদবিস্তারশ্ছায়ায়া লঙ্ঘনং গুরোঃ। শক্তৌ স্নানক্রিয়াহানির্দেবতার্চ্চনলোপনং॥১০৯॥
দেবতানাং গুরূণাঞ্চ প্রত্যুত্থানাদ্যভাবনং। গুরোঃ পুরস্তাৎ পাণ্ডিত্যং প্রৌঢ়পাদক্রিয়া তথা॥১১০

স এবার্থঃ॥ ১০৬॥ স্বাগতং পূজা চেত্যেক এব নিয়মঃ। বিশেষতো ধর্ম্মস্য বৈষ্ণবকৃত্যস্য। যদ্বা বিশিষ্টধর্ম্মস্য ভগবদ্ধর্ম্মস্য জিজ্ঞাসা। দশম্যাদিদিনত্রয়েষু দশম্যেকাদশীদ্বাদশীষু যদ্ব্রতঞ্চ ভক্ষণাদি-নিয়মঃ তস্মিন্ নিয়মেন স্বাস্থ্যং শ্রদ্ধয়া স্থৈর্য্যমিত্যর্থঃ। পর্ব্ব জন্মাষ্টম্যাদিমহোৎসবঃ। যাত্রা দেবালয়াদিগমনং। আদিশব্দেন তুলসীপুষ্পবাটিকাদিতত্তদ্বিধানং। বাসরাষ্টকং অষ্ট মহাদ্বাদশ্যঃ। তস্য সদ্বিধিঃ সংকারঃ যথাবিধি প্রতিপালনমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষু ঋতুষু বসন্তাদিষু চর্য্যা তত্তৎকালীনপুষ্পাদিভিঃ পরিচর্য্যা দোলান্দোলনক্রিয়া বা। সা চ মহারাজোপচারতঃ শক্তৌ সত্যামিতি জ্ঞেয়ং॥ ১০৭॥ শয়নং শয্যা, আদিশব্দাৎ পাদসংবাহনাদিঃ, তত্তদ্রূপো বা উপচারঃ। রামাদীনাং চিন্তনং, রামং স্কন্দং হনূমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি ইত্যাদ্যুক্তেঃ॥ ১০৮॥ অধুনা বর্জ্যান্ দ্বিপঞ্চাশন্নিয়মানাহ সন্ধ্যয়োরিত্যাদিনা সদেত্যন্তেন। নৈবেতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্ততে॥ ১০৯॥ প্রত্যুত্থানাদীনাম্ অভাবনম্ অকরণমিত্যর্থঃ। প্রৌঢ়পাদলক্ষণমুক্তম্। আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্ব্বাথ জঙ্ঘয়োঃ। কৃতাবসকৃথিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স

(৩৬) যথাবিধানে নিত্য হোম বিধান, (৩৭) নিত্য যথাবিধি নৈবেদ্যার্পণ, (৩৮) সাধুগণের স্বাগত, ও পূজা, (৩৯) শেষ নৈবেদ্য ভক্ষণ, (৪০) তাম্বুলশেষ গ্রহণ, (৪১) বৈষ্ণবসঙ্গম, (৪২) বিশিষ্ট ধর্ম্মের অর্থাৎ বৈষ্ণবকৃত্যের বা ভগবদ্ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা করণ, (৪৩) দশমী একাদশী ও দ্বাদশী এই তিন দিবসে বিহিত ব্রতবিষয়ে যথানিয়মে শ্রদ্ধা সহকারে স্থৈর্য্য ধারণ, (৪৪) যে কোন রূপ অবস্থাই হউক্ না কেন, সর্ব্বদাই সন্তোষ, (৪৫) পর্ব্ব ও যাত্রাদি করণ, * (৪৬) যথাবিধানে অষ্টমহাদ্বাদশী প্রতিপালন, † (৪৭) (বসন্তাদি) সকল ঋতুতে (তত্তৎকালীন পুষ্পাদি দ্বারা) মহারাজোপচারে বিষ্ণুর পরিচর্য্যা বা দোলান্দোলনাদি ক্রিয়া, (৪৮) নিখিল বৈষ্ণবব্রতের পরিপালন, (৪৯) গুরুতে ঈশ্বরভাব অর্থাৎ ঈশ্বরবুদ্ধি, (৫০) সদা তুলসী সংগ্রহ, (৫১) শয়নাদি উপচার অর্থাৎ শয্যা প্রদান ও পাদসংবাহনাদি, (৫২) (শয়ন-

* পর্ব্ব — জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব। যাত্রা—দেবালয়াদিগমন। যাত্রাদি বলায় অর্থাৎ আদিশব্দ প্রয়োগ করায় তুলসীপুষ্পবাটিকাদিবিধান বুঝাইতেছে।

† অষ্টমহাদ্বাদশী যথা—উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী।

অমন্ত্রতিলকাচামো নীলীবস্ত্রবিধারণং। অভক্তৈঃ সহ মৈত্র্যাদি অসচ্ছাস্ত্রপরিগ্রহঃ।
তুচ্ছসঙ্গসুখাসক্তির্মদ্যমাংসনিষেবণং ॥ ১১১ ॥
মাদকৌষধসেবা চ মসূরাদ্যন্নভোজনং। শাকং তুম্বীকলঞ্জাদি তথাঽভক্তান্নসংগ্রহঃ।
অবৈষ্ণবব্রতারম্ভস্তথা জপ্যমবৈষ্ণবং ॥ ১১২ ॥
অভিচারাদিকরণং শক্ত্যা গৌণোপচারকং। শোকাদিপারবশ্যঞ্চ দিগ্বিদ্ধৈকাদশীব্রতং।
শুক্লা-কৃষ্ণা-বিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা। শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে ॥১১৩
দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপস্তুলস্যবচয়স্তথা। তত্র বিষ্ণোর্দিবাস্নানং শ্রাদ্ধং হর্য্যনিবেদিতৈঃ ॥ ১১৪ ॥
বৃদ্ধাবতুলসীশ্রাদ্ধং তথা শ্রাদ্ধমবৈষ্ণবং। চরণামৃতপানেঽপি শুদ্ধ্যর্থাচমনক্রিয়া ॥ ১১৫ ॥

উচ্যতে ॥ ১১০ ॥ মন্ত্রং বিনা তিলকং আচামশ্চাচমনমিতি। দ্বাভ্যামেক এব নিয়মঃ ॥১১১॥ আদি-শব্দেন দগ্ধান্নাদি। আদিশব্দাৎ বৃন্তাকাদি। অভক্তাৎ অবৈষ্ণবাৎ অন্নস্য সংগ্রহঃ পরিগ্রহঃ। সংগ্রহশব্দেন ক্ষুৎপীড়য়োদরভরণমাত্রান্নগ্রহণমনুজ্ঞাতং ॥ ১১২ ॥ দিক্ দশমী। ব্রতে অসদ্ব্যাপারঃ দ্যূতক্রীড়াদিঃ ॥ ১১৩ ॥ তত্র দ্বাদশ্যাং ॥ ১১৪ ॥ বৃদ্ধৌ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসীং বিনা শ্রাদ্ধং। অবৈষ্ণবং বৈষ্ণবজনরহিতং ভগবদনিবেদিতান্নাদিরহিতং বা। চরণামৃতপানে সত্যপি শুদ্ধ্যর্থম্ ইতরজলপান-

---

কালে) রামাদির চিন্তন, * (৫৩) উভয় সন্ধ্যায় শয়ন না করণ, (৫৪) মৃত্তিকা ব্যতীত শৌচ না করণ, (৫৫ দণ্ডায়মান হইয়া আচমন না করণ, (৫৬) গুরুদেবের আসনে উপবেশন না করণ, (৫৭) গুরুর সম্মুখে পাদবিস্তার ও (৫৮ গুরুদেবের ছায়া লঙ্ঘন না করণ, (৫৯) শক্তি বিদ্যমানে স্নানক্রিয়ার হানি না করণ, (৬০) দেবার্চ্চনা বিলুপ্ত না করণ, (৬১) দেবতা ও গুরুজনসমূহের প্রত্যুত্থানাদি না করণ, (৬২) গুরুদেবের পুরোভাগে পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করণ, (৬৩) প্রৌঢ়পাদক্রিয়া অর্থাৎ উর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন না করণ, (৬৪) মন্ত্র ব্যতীত তিলক রচনা ও আচমন না করণ, (৬৫; নীলীবস্ত্র ধারণ না করণ, (৬৬) অভক্ত অর্থাৎ শ্রীহরিপরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতাদি না করণ, (৬৭) অসৎ শাস্ত্র গ্রহণ না করণ, (৬৮) তুচ্ছ সঙ্গে ও তুচ্ছ সুখে আসক্তি না করণ, (৬৯) মদ্যমাংস সেবন না করণ, (৭০) মাদকৌষধ সেবা না করণ, (৭১) মসূরাদি অর্থাৎ মসূর ও দগ্ধ অন্নাদি ভোজন না করণ, (৭২) শাক ভোজন না করণ, (৭৩) তুম্বী, কলঞ্জ † ও বৃন্তাকাদি ভক্ষণ না করণ, (৭৪) অভক্ত অর্থাৎ অবৈষ্ণব জনের নিকট হইতে অন্ন সংগ্রহ না করণ, ‡ (৭৫) বিষ্ণুসম্বন্ধ ব্যতীত ব্রতান্তরের আচরণ না করণ, (৭৬) বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র জপ না করণ, (৭৭) অভিচারাদি অর্থাৎ উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি না করণ, (৭৮) শক্তি বিদ্যমানে গৌণোপচারে অর্থাৎ

---

* রামাদি অর্থাৎ রাম, স্কন্দ, হনুমান, গরুড়, বৃকোদর। শয়নকালে এই সকল নাম স্মরণ করিলে দুঃস্বপ্ন বিনাশ পায়। যথা—রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি। এই পর্য্যন্ত দ্বিপঞ্চাশৎ বিহিত সময় বর্ণন পূর্ব্বক অতঃপর অবশিষ্ট দ্বিপঞ্চাশৎসংখ্যক বর্জ্জ্য নিয়ম কথিত হইতেছে।

† কলঞ্জ—বিষাক্ত শর দ্বারা বিদ্ধ মৃগ পক্ষী।

‡ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির উদর পূর্ণ হয় মাত্র, এতৎপরিমিত অন্নের গ্রহণীয় নাম সংগ্রহ।

কাষ্ঠাসনোপবিষ্টেন বাসুদেবস্য পূজনং। পূজাকালেঽসদালাপঃ করবীরাদিপূজনং ॥ ১১৬ ॥
আয়সং ধূপপাত্রাদি তির্য্যক্‌পুণ্ড্রং প্রমাদতঃ। পূজা চাসংস্কৃতৈর্দ্রব্যৈস্তথা চঞ্চলচিত্ততঃ ॥ ১১৭ ॥
একহস্তপ্রণামাদি অকালে স্বামিদর্শনং। পর্য্যুষিতাদিদুষ্টানামন্নাদীনাং নিবেদনং ॥ ১১৮ ॥
সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনং। সদা শক্ত্যাং মুখ্যলোপো গৌণকালপরিগ্রহঃ ॥
প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোর্বর্জ্জয়েদ্বৈষ্ণবঃ সদা।
চতুঃশতং বিধীনেতান্ নিষেধান্ শ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ১১৯ ॥
অঙ্গীকারে কৃতে বাঢ়ং তন্নীরাজনপূর্ব্বকং।
দেবপূজাং কারয়িত্বা দক্ষকর্ণে মনুং জপেৎ ॥ ১২০ ॥ ইতি।

বিহিতাচমনং যথাকথঞ্চিৎ পূর্ব্বজ্ঞাতশুদ্ধেঃ পাবিত্র্যায়াচমনমিত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥ করবীরশব্দেন গৃহ-করবীরং। আদিশব্দাচ্চার্কাদি জ্ঞেয়ং, তেন যদ্ভগবতঃ পূজনং তৎ ॥ ১১৬ ॥ প্রমাদতোঽপি ॥১১৭॥ আদিশব্দেন একপ্রদক্ষিণাদি। যদ্যপি এতৎ সর্ব্বমগ্রে লেখ্যতত্তৎপ্রকরণে বিশেষতোঽভিব্যক্তং ভাবি তথাপি সুখবোধায়াত্র কিঞ্চিদ্বিবৃতং ॥ ১১৮ ॥ শক্ত্যাং শক্তৌ সত্যামপি। কদাসক্ত্যেতি পাঠে কুৎসিতকর্ম্মাদ্যভিনিবেশেন মুখ্যকালস্য লোপঃ। অতএব গৌণকালস্য পরিগ্রহ ইত্যেক এব নিয়মঃ ॥ ১১৯ ॥ বাঢ়ম্ অঙ্গীকারে। শিষ্যেণ তেষাং স্বীকারে কৃতে সতি। তস্য শিষ্যস্য

ন্যূনকল্পে উপচার প্রদান না করণ, (৭৯) শোকাদি-পরতন্ত্র না হওন, (৮০) দশমীবিদ্ধ একাদশীব্রত না করণ, (৮১) শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয়পক্ষীয় একাদশীকে প্রভেদ না করণ, (৮২) ব্রতধারণ পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়াদি না করণ, (৮৩) শক্তি বিদ্যমানে ব্রতদিবসে ফলাদি ভক্ষণ না করণ, (৮৪) একাদশীদিনে শ্রাদ্ধ না করণ, (৮৬) দ্বাদশীদিনে দিবাভাগে নিদ্রিত না হওন ও (৮৬) তুলসীচয়ন না করণ, (৮৭) দ্বাদশীদিনে দিবাভাগে বিষ্ণুকে স্নাপন না করণ, (৮৮) হরিকে অনিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ না করণ, (৮৯) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসী ব্যতীত শ্রাদ্ধক্রিয়া না করণ, (৯০) অবৈষ্ণবশ্রাদ্ধ না করণ অর্থাৎ বৈষ্ণব-পুরোহিত-রহিত অথবা বিষ্ণু-নির্ম্মাল্যরহিত শ্রাদ্ধ না করণ, (৯১) চরণামৃতপান বিদ্যমানেও শুদ্ধ্যর্থ অন্যজল দ্বারা আচমন ক্রিয়া না করণ, (৯২) কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাসুদেবের অর্চ্চনা না করণ, (৯৩) অর্চ্চনাকালে অসদালাপ না করণ, (৯৪) গৃহ-করবীর ও আকন্দকুসুমাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা না করণ, (৯৫) লৌহনির্ম্মিত ধূপপাত্রাদি ব্যবহার না করণ, (৯৬) প্রমাদবশেও বক্র পুণ্ড্র না করণ, (৯৭) অসংস্কৃত দ্রব্য দ্বারা ও চঞ্চলচিত্তে ভগবানের অর্চ্চনা না করণ, এক হস্ত দ্বারা প্রণাম ও একবারমাত্র প্রদক্ষিণাদি না করণ, (১০১) সংখ্যা ব্যতীত মন্ত্র জপ না করণ (১০২) ও মন্ত্র প্রকাশ না করণ (১০৩) শক্তি বিদ্যমানে * মুখ্যকালের লোপ সুতরাং গৌণকালের পরিগ্রহ না করণ, (১০৪) এবং বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণে অস্বীকার না করণ, এই একশত চারিটী বৈষ্ণবকর্ত্তব্য নিয়ম গুরুদেব শিষ্যকে শ্রবণ করাইবেন। ৯৯—১১৯।

---

* এই ১১৯শ শ্লোকের "সদা শক্ত্যাং" স্থলে কেহ কেহ "কদাসক্ত্যা" পাঠ করিয়া থাকেন, সে স্থলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে যে, কুৎসিত কর্ম্মাদিতে অভিনিবেশ বশতঃ মুখ্যকালের লোপ ও গৌণকালের পরিগ্রহ না করা।

ততশ্চোত্থায় পূর্ণাত্মা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্গুরুং। তৎ-পাদপঙ্কজং শিষ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বমূর্দ্ধনি ॥১২১॥

অথ ন্যাসান্ গুরুঃ স্বস্মিন্ কৃত্বান্তর্যজনং তথা। সাষ্টং সহস্রং তন্মন্ত্রং স্বশক্ত্যক্ষতয়ে জপেৎ॥

শিষ্যঃ কুম্ভাদি তৎ সর্ব্বং দ্রব্যমন্যচ্চ শক্তিতঃ।
দত্ত্বাভ্যর্চ্চ্য গুরুং নত্বা বিপ্রান্ সংপূজ্য ভোজয়েৎ ॥ ১২২ ॥

শ্রীগুরোর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ শুভাশীর্ভিঃ সমেধিতঃ।
তানন্বুজ্ঞাপ্য গুর্ব্বাদীন্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১২৩ ॥

ইতি দীক্ষাবিধানেন যো মন্ত্রং লভতে গুরোঃ।
স ভাগ্যবান্ চিরঞ্জীবী কৃতকৃত্যশ্চ জায়তে ॥ ১২৪ ॥

তথা চ সম্মোহনতন্ত্রে। শ্রীশিবোমাসংবাদে।—

এবং যঃ কুরুতে মর্ত্ত্যঃ করে তস্য বিভূতয়ঃ। অতঃপরং মহাভাগে নান্যৎ কর্ম্মাস্তি ভূতলে।
যস্যাচরণমাত্রেণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১২৫ ॥

নীরাজনপূর্ব্বকং ॥ ১২০ ॥ তস্য গুরোঃ পাদপঙ্কজং স্বীয়মূর্দ্ধনি প্রতিষ্ঠাপ্য চিরং ভক্ত্যা নিধায়॥১২১॥ তমুপদিষ্টং মন্ত্রম্ অষ্টোত্তরসহস্রবারান্ জপেৎ। স্বশক্তেঃ অক্ষতয়ে অহানয়ে স্বসামর্থ্যরক্ষণার্থমিত্যর্থঃ। তৎ দীক্ষার্থানীতং মণ্ডপস্থিতং কুম্ভাদিকং সর্ব্বমেব দ্রব্যং। অন্যচ্চ মন্ত্রদক্ষিণাদিরূপং। তদুক্তং—প্রকারান্তরমালম্ব্য গুরুং যত্নেন তোষয়েৎ। গুরুপুত্রকলত্রাদীংস্তোষয়েৎ কনকাদিভিরিতি। বিপ্রান্ ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা সম্যক্ পূজয়িত্বা ॥ ১২২ ॥ সমেধিতঃ সম্যগ্বর্দ্ধিতঃ ॥১২৩॥ ইতি অনেনোক্তেন গুরোঃ সকাশাৎ॥ ১২৪ ॥ এবমুক্তপ্রকারেণ। হে মহাভাগে দেবি ॥ ১২৫ ॥

শিষ্য বাঢ়ং শব্দে অঙ্গীকার করিলে, গুরুদেব তাহার নীরাজন পূর্ব্বক দেবার্চ্চনা করাইয়া তদীয় দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র জপ করিবেন। ১২০। তৎপরে শিষ্য প্রফুল্লচিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গুরুপাদপদ্ম স্বীয় মস্তকোপরি (বহুক্ষণ যাবৎ ভক্তি সহকারে) স্থাপন করিয়া দণ্ডবৎ গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। ১২১। অনন্তর গুরুদেব আপনাতে অখিল ন্যাস ও অন্তর্যজন করিয়া স্বশক্তি রক্ষার্থ * ঐ মন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিবেন। শিষ্যও (দীক্ষার্থ আনীত মণ্ডপস্থিত) সেই কুম্ভাদি সমস্ত দ্রব্য ও শক্ত্যনুসারে (মন্ত্রদক্ষিণাদিরূপ) অন্যান্য দ্রব্য গুরুকে অর্পণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা ও প্রণাম করিয়া বিপ্রগণকে শক্ত্যনুসারে সম্যক্ পূজা করত ভোজন করাইবেন। ১২২। পরে শ্রীগুরু ও বিপ্রবর্গের শুভাশীর্ব্বচন দ্বারা সম্যক্ বর্দ্ধিত হইয়া গুরুদেব ও সেই সকল বিপ্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবেন। ১২৩। যিনি এইরূপ (কথিত) দীক্ষা-বিধানানুসারে গুরুসকাশ হইতে মন্ত্র লাভ করেন, তিনি ভাগ্যবান্, চিরঞ্জীবী ও কৃতকৃত্য হয়েন। ১২৪। সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীশিব-উমাসংবাদেও এ বিষয়ে লিখিত আছে যথা,—যে মানব এই কথিত প্রকারে কর্ম্ম করে, বিভূতি-সমূহ তাহার করগত হয়। হে মহাভাগে!

---

* স্বশক্তি রক্ষার্থ বলার তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যকে মন্ত্র দান করা হেতু নিজ শরীরে সেই প্রদত্তমন্ত্রের শক্তির কোনরূপ হ্রাস না হয় এই জন্য। অন্তর্যজন শব্দে মনোমধ্যে অর্চ্চনা।

প্রায়ঃ প্রপঞ্চসারাদাবুক্তোঽয়ং তান্ত্রিকো বিধিঃ।
দীক্ষায়া লিখ্যতে দিব্যো বিধিঃ পৌরাণিকোঽধুনা ॥ ১২৬ ॥

ইদানীং শৃণু মে দেবি পঞ্চপাতকনাশনং। যজনং দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ পুত্র-বসুপ্রদং ॥ ১২৭ ॥
ইহ জন্মনি দারিদ্র্য-ব্যাধি-কুষ্ঠাদি-পীড়িতঃ। অলক্ষ্মীবানপুত্রস্তু যো ভবেৎ পুরুষো ভুবি।
তস্য সদ্যো ভবেল্লক্ষ্মীরায়ুর্বিত্তং সুতাঃ সুখং ॥ ১২৮ ॥

দৃষ্ট্বা তু মণ্ডলে দেবি দেবং দেব্যা সমন্বিতং। নারায়ণং পরং দেবং যঃ পশ্যতি বিধানতঃ।
পূজিতং নবনাভে তু ষোড়শাব্জদলে তথা। আচার্য্যদর্শিতং দেবং মন্ত্রমূর্ত্তিমযোনিজং ॥ ১২৯ ॥
* কার্ত্তিকে মাসি শুদ্ধায়াং দ্বাদশ্যাস্তু বিশেষতঃ। সর্ব্বাসু চ যজেদ্দেবং দ্বাদশীষু বিধানতঃ ॥

অয়ংলিখিতো যো দীক্ষাবিধিঃ স প্রায়স্তান্ত্রিকঃ। যতঃ প্রপঞ্চসারাদৌ তন্ত্রোক্তানুসারিণি গ্রন্থে উক্তঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং। প্রপঞ্চসারপ্রথিতাত্র দীক্ষেত্যাদি। দিব্য ইতি পুরাণানাং মাহাত্ম্যবিশেষাৎ। তথা চ পাদ্মে শ্রীশিবপার্ব্বতীসংবাদে। বেদার্থাদধিকং মান্যং পুরাণার্থঞ্চ ভামিনি ইতি। যদ্বা। নিজপ্রিয়তমাং শ্রীধরণীং প্রতি পৃথিবীসমুদ্ধারকেণ শ্রীভগবতা সাক্ষাদুক্তত্বাৎ ॥ ১২৬ ॥

হে দেবি ধরণি! যজনং পূজাবিধিং। যদ্যদি স্বয়মেবায়ং ভগবান্ বিষ্ণুস্তথাপি পরমবিনয়াদিনা আত্মানং সাক্ষাদনির্দ্দিশন্ বিষ্ণোরিত্যুক্তবান্। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যং ॥ ১২৭।১২৮ ॥ কুতো লক্ষ্ম্যাদিকং ভবতি তদাহ দৃষ্ট্বেতি দ্বাভ্যাং। মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রাদৌ। দর্শনপ্রকারমেবাহ নারায়ণমিতি। নবনাভে চক্রে ষোড়শারেঽষ্টপত্রে বেত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। আচার্য্যোপদিষ্টং মন্ত্রমূর্ত্তিং দেবং যঃ পশ্যতি মন্ত্রং সম্যক্ জানাতি তস্য লক্ষ্ম্যাদিকং সদ্য এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥ দীক্ষাকালমাহ কার্ত্তিক ইতি সার্দ্ধেন। শুদ্ধায়াং শুক্লায়াং। সর্ব্বাস্বিতি

জগতীতলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম আর নাই; ইহার আচরণমাত্রে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ১২৫। এই লিখিত বিধি প্রপঞ্চসারাদি (তন্ত্রোক্তানুসারী) গ্রন্থে উক্ত আছে, সুতরাং ইহা প্রায় তান্ত্রিক। অধুনা পুরাণোক্ত দিব্য দীক্ষাবিধি লিখিত হইতেছে। ১২৬।

অনন্তর বরাহপুরাণোক্ত দীক্ষাবিধি।—(বরাহরূপী ভগবান্ পৃথ্বীদেবীকে উদ্ধার করিয়া বলিয়াছিলেন) হে দেবি! অধুনা পঞ্চপাপ-নাশন, * পুত্র-ধনপ্রদ, দেবদেব বিষ্ণুর পূজাবিধি আমার নিকট শ্রবণ কর। ১২৭। ইহ জন্মে ভূতলে যে পুরুষ দারিদ্র্য, ব্যাধি ও কুষ্ঠাদি দ্বারা পীড়িত, অলক্ষ্মীবান্ ও অপুত্রক, সদ্যঃ তাহার লক্ষ্মী, আয়ুঃ, ধন, পুত্র ও সুখ লাভ হইয়া থাকে। ১২৮। (এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, লক্ষ্ম্যাদি লাভ কি প্রকারে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন)— হে দেবি! যিনি যথাবিধি (সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে) লক্ষ্মীসমন্বিত পরম-দেব নারায়ণ দেবকে দর্শন করেন, কিংবা নবনাভ ষোড়শার চক্রে অথবা অষ্টদলকমলে আচার্য্যোপদিষ্ট অযোনিজ মন্ত্রমূর্ত্তিস্বরূপ দেবকে অর্চ্চনা করেন, (তাঁহারই ঐ সকল লক্ষ্ম্যাদি লাভ হয়) ॥ ১২৯। (এক্ষণে দীক্ষা-

---

* ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুদারগমন ও পাপিসংসর্গ এই কয়টীই পঞ্চপাপ বলিয়া পরিগণিত।

সংক্রান্তৌ চ মহাভাগে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেঽপি বা। যঃ পশ্যতি হরিং দেবং পূজিতং গুরুণা শুভে।
তস্য সদ্যো ভবেত্তুষ্টিঃ পাপধ্বংসোঽপ্যশেষতঃ॥ ১৩০॥
স সামান্যো হি দেবানাং ভবতীতি ন সংশয়ঃ॥ ১৩১॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরীক্ষণং। সংবৎসরং গুরুঃ কুর্য্যাজ্জাতিশৌচক্রিয়াদিভিঃ॥ ১৩২॥
উপসন্নাংস্ততো জ্ঞাত্বা হৃদয়েনাবধারয়েৎ। তেঽপি ভক্তিমতো জ্ঞাত্বা আত্মনঃ পরমেশ্বরং।
সংবৎসরং গুরোর্ভক্তিং কুর্য্যুর্বিষ্ণাবিবাচলাং॥ ১৩৩॥

মার্গশীর্ষমাঘাদিচতুষ্টয়শ্রাবণাশ্বিনানাং শুক্লদ্বাদশীষু চেতি গ্রন্থান্তরানুসারতো জ্ঞেয়ং। তথা সংক্রান্তাবিতি। তত্তন্মাসসংক্রান্তিষ্বপীত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যং॥ ১৩০॥ দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সামান্যঃ সদৃশ ইত্যর্থঃ॥ ১৩১॥ দীক্ষাধিকারিণ আহ ব্রাহ্মণেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ভক্তানামিতি পাঠেঽপি সেবকানাং শূদ্রাণামিত্যর্থঃ॥ ১৩২॥ উপসন্নান্ নিকটাগতান্ প্রতি। ততঃ সংবৎসরানন্তরমেব জাত্যাদি জ্ঞাত্বা দীক্ষায়া যোগ্যা অযোগ্যা বেতি মনসা বিচারয়েৎ। যদ্বা সহবাসাদিনা নিকটবর্ত্তিনঃ সতস্তান্ জ্ঞাত্বা ব্যবহারাদিনা পরীক্ষ্য হৃদয়েন বুদ্ধ্যা অবধারয়েৎ দীক্ষাযোগ্যত্বেন নিশ্চিনুয়াৎ। যদ্বা উপসন্নান্ কৃতোপসত্তিকান্ দীক্ষাধিকারিণ ইতি দৃঢ়ং জানীয়াদিত্যর্থঃ। উপপন্নানিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। ভক্তিমতঃ ভক্তিযুক্তান্ আত্মনঃ স্বান্ প্রতি পরমেশ্বরং গুরুং জ্ঞাত্বা। যদ্বা ষষ্ঠ্যন্তমেব পদদ্বয়ং। ততশ্চ ভক্তিমত ইত্যাত্মনো বিশেষণং। যদ্বা ভক্তিমন্তঃ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ গুরুমাত্মনঃ

কাল কথিত হইতেছে।) বিশেষরূপে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে এবং অন্যান্য সকল দ্বাদশীতেও যথাবিধানে শ্রীকৃষ্ণদেবকে অর্চ্চনা করিবে। হে মহাভাগে! হে কল্যাণি! যিনি সংক্রান্তিতে * কিংবা চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণকালে শ্রীহরি-দেবকে গুরু কর্ত্তৃক পূজিত দর্শন করেন, সদ্যঃ তাঁহার তুষ্টি লাভ হয় এবং নিঃশেষরূপে পাতক নাশ হইয়া থাকে। ১৩০। সেই ব্যক্তি (ব্রহ্মাদি) দেবগণের সদৃশ হয়েন সন্দেহ নাই। ১৩১। গুরুদেব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদিগের জাতি, শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধাচার ও ক্রিয়াদি সমস্ত দ্বারা সংবৎসরকাল পরীক্ষা করিবেন † ।১৩২। তদনন্তর উহাদিগকে নিকটাগত জানিয়া অর্থাৎ সংবৎসরানন্তর জাত্যাদি পরিজ্ঞাত হইয়া মনে মনে দীক্ষার যোগ্যাযোগ্যত্ব বিচার করিবেন। (অথবা সহবাসাদি দ্বারা নিকটবর্ত্তী ঐ সকলকে বিদিত হইয়া ব্যবহারাদি দ্বারা পরীক্ষা করত নিজে বুদ্ধিযোগে দীক্ষার যোগ্যাযোগ্যত্ব স্থির করিবেন। কিংবা উহাদিগকে উপসন্ন অর্থাৎ দীক্ষাধিকারী জানিয়া মনে মনে মন্ত্রদানে যোগ্য বলিয়া অবধারণ করিবেন।) তাহারাও ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া আপনাদের পক্ষে (গুরুকে) পরমেশ্বর জ্ঞানে সংবৎসর যাবৎ গুরুদেবের প্রতি বিষ্ণুবৎ অচলা ভক্তি করিবে। (অথবা ভক্তিযুক্ত হইয়া গুরু-

---

* অন্যান্য সকল দ্বাদশী বলিতে অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, শ্রাবণ ও আশ্বিন এই সাত মাসের শুক্লা দ্বাদশী এবং সংক্রান্তি বলিতেও উক্ত মাসসমূহের সংক্রান্তি বুঝিতে হইবে। গ্রন্থান্তরে ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে।

† কেহ কেহ এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভক্তানাঞ্চ পরীক্ষণং" এইরূপ পাঠ করেন। সে স্থলেও অর্থ একরূপ, অর্থাৎ ভক্তশব্দে শূদ্র বুঝাইবে।

সংবৎসরে ততঃ পূর্ণে গুরুঞ্চৈব প্রসাদয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥
ভগবংস্তৎপ্রসাদেন সংসারার্ণবতারণং। ইচ্ছামস্ত্বৈহিকীং লক্ষ্মীং বিশেষেণ তপোধন ॥১৩৫॥
এবমভ্যর্থ্য মেধাবী গুরুং বিষ্ণুমিবাগ্রতঃ। অভ্যর্চ্চ্য তদনুজ্ঞাতো দশম্যাং কার্ত্তিকস্ত তু।
ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভূতং মন্ত্রিতং পরমেষ্ঠিনা। ভক্ষয়িত্বা শয়ীতোর্ব্ব্যাং দেবদেবস্ত সন্নিধৌ ॥১৩৬॥
স্বপ্নান্ দৃষ্ট্বা গুরোরগ্রে শ্রাবয়েত বিচক্ষণঃ। ততঃ শুভাশুভং তদ্বদালপেৎ পরমো গুরুঃ ॥
একাদশ্যামুপোষ্যাথ স্নাত্বা দেবালয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৩৭ ॥
গুরুশ্চ মণ্ডলং ভূমৌ কল্পিতায়াস্তু বর্ত্তয়েৎ। লক্ষণৈর্ব্বিবিধৈর্ভূমিং লক্ষয়িত্বা বিধানতঃ।
ষোড়শারং লিখেচ্চক্রং নবনাভমথাপি বা। অষ্টপত্রমথো বাপি লিখিত্বা দর্শয়েদ্বুধঃ ॥ ১৩৮ ॥

পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা। ততশ্চ ভক্তিমত ইত্যার্থং ॥ ১৩৩ ॥ তেষু যঃ পরীক্ষিতঃ শিষ্যঃ স প্রসাদয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥ তৎপ্রকারমেবাহ ভগবন্নিতি। ইচ্ছাম ইতি বহুত্বং নিজপুত্রাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১৩৫ ॥ অভ্যর্থ্য প্রার্থ্য। অভ্যর্চ্চ্য ধনাদিনা সংমান্য। তেন গুরুণাহনুজ্ঞাতঃ সন্। কার্ত্তিকস্ত দশম্যাং ক্ষীরযুক্তবৃক্ষোদ্ভূতং দন্তকাষ্ঠং পরমেষ্ঠিনা মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতং সায়ংসন্ধ্যানন্তরং ভক্ষয়িত্বা দেবালয়ে ভূমৌ শয়ীত ॥১৩৬॥ তদ্বদিতি স্বপ্নানুসারেণেত্যর্থঃ। তদুক্তং।—ক্রূরস্বপ্নেহধমা দীক্ষাহদুষ্টস্বপ্নে তু মধ্যমা। উত্তমস্বপ্নপূর্ব্বা তু দীক্ষা সর্ব্বোত্তমা মতা ইতি ॥ ১৩৭ ॥ কল্পিতায়াং সংস্কৃতায়াং। বর্ত্তয়েৎ বিরচয়েৎ। বিধানত ইতি পুণ্যাহং স্বস্ত্যাদিকং বাচয়িত্বেত্যাদিকং বোদ্ধব্যং। এবমগ্রেহ-

---

দেবকে স্বীয় স্বীয় পরমেশ্বর জ্ঞানে একবর্ষ যাবৎ তৎপ্রতি বিষ্ণুর ন্যায় অচলা ভক্তি প্রদর্শন করিবে। ১৩৩। অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে গুরুদেবকে প্রসন্ন করিবে অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে যিনি পরীক্ষিত শিষ্য, তিনিই প্রসন্ন করিবেন ।১৩৪। (কি প্রকারে গুরুকে প্রসন্ন করিতে হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।)—"হে ভগবন্! হে তপোধন! আপনার প্রসাদে ভবসাগর-উদ্ধার ও ঐহিকী লক্ষ্মী বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি। ১৩৫।" মেধাবী শিষ্য এইরূপে প্রার্থনা করিয়া প্রথমতঃ বিষ্ণুবৎ গুরুর অর্চ্চনা করিবে অর্থাৎ ধনাদি দ্বারা সম্মাননা করিবে। তৎপরে তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে (সায়ং-সন্ধ্যাবসানে) ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষোদ্ভূত, মূলমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করিয়া দেবদেব-সমীপে ধরাশয্যায় শয়ন করিবে। ১৩৬। বিচক্ষণ শিষ্য (নিশাযোগে) স্বপ্ন দর্শন পূর্ব্বক গুরু-সমীপে শ্রবণ করাইবেন। পরে পরম গুরুদেব সেই স্বপ্নানুসারে শুভাশুভ আলোচনা করিবেন *। তৎপরে শিষ্য একাদশী-দিনে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে স্নান পূর্ব্বক দেবায়তনে গমন করিবে। ১৩৭। বিচক্ষণ গুরুদেব সংস্কৃত ভূমিতে মণ্ডল রচনা করিবেন। তৎপরে বিবিধ লক্ষণ দ্বারা ভূমি নির্দ্দিষ্ট করত যথাবিধানে ষোড়শার অথবা নবনাভ চক্র অঙ্কিত করিবেন কিংবা অষ্টদলপদ্ম

---

* ক্রূরস্বপ্নদর্শন হইলে দীক্ষা অধমা, অদুষ্টস্বপ্ন দর্শন হইলে মধ্যমা এবং উত্তমস্বপ্ন দর্শন হইলে দীক্ষা সর্ব্বোত্তমা বলিয়া পরিগণিত হয়।

নেত্রবন্ধং প্রকুর্ব্বীত সিতবস্ত্রেণ যত্নতঃ। বর্ণানুক্রমতঃ শিষ্যান্ পুষ্পহস্তান্ প্রবেশয়েৎ ॥১৩৯॥
নবনাভং যদা কুর্য্যান্মণ্ডলং বর্ণকৈর্বুধঃ। তদানীং পূর্ব্বতো দেবমিন্দ্রমৈন্দ্র্যাং তু পূজয়েৎ ॥১৪০॥
লোকপালমথাগ্নেয্যামগ্নিং সংপূজয়েদ্দ্বিজঃ। যমং তদনু যাম্যায়াং নৈর্ঋত্যাং নির্ঋতিং ন্যসেৎ।
বারুণ্যাং বরুণং চৈব বায়ব্যাং পবনং যজেৎ ॥ ১৪১ ॥
ধনদং চোত্তরে ন্যস্য রুদ্রমৈশানগোচরে। সংপূজ্যৈবং বিধানেন দিক্পত্রেষু বিশেষতঃ।
অধঃপত্রে তথা বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ পরমেশ্বরং ॥ ১৪২ ॥
পূর্ব্বপত্রে বলং পূজ্য প্রদ্যুম্নং দক্ষিণে তথা। অনিরুদ্ধং তথা পূজ্য পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
পূজয়েদ্বাসুদেবং তু সর্ব্বপাতকশান্তিদং ॥ ১৪৩ ॥

প্যস্য পদস্যানুবর্ত্তনাদ্বিজ্ঞেয়মিতি দিক্। পঞ্চবর্ণেন রজসা যথাশোভং লিখেৎ ॥১৩৮॥ শুক্লবস্ত্রেণ নেত্রবন্ধং শিষ্যাণাং কুর্য্যাৎ। শিষ্যাণাং প্রবেশনঞ্চ মণ্ডলান্তঃস্থাপিতকলসেষু ভগবত ইন্দ্রাদীনাঞ্চ পূজানন্তরমেব জ্ঞেয়ং ॥১৩৯॥ বর্ণকৈঃ পঞ্চবর্ণৈশ্চূর্ণাদিভিঃ। ইন্দ্রমৈন্দ্র্যাং পূজয়েদিত্যত্র দিঙ্মণ্ডলে চ বিন্যস্যেত্যাদিবক্ষ্যমাণবচনতো গ্রন্থান্তরানুসারতশ্চৈবং বিধানং জ্ঞেয়ং। নবনাভমণ্ডলে প্রাগাদিক্রমেণাষ্টাসু দিক্ষ্বষ্ট কলসান্ মধ্যে চৈকমিত্যেবং নব কলসান্ একাকারানব্রণান্ দধ্যক্ষতবস্ত্রযুগ্মপুষ্পমালাগন্ধালঙ্কৃতান্ অন্তঃপ্রক্ষিপ্তপঞ্চপল্লবসপ্তমৃত্তিকাতীর্থোদকপূরিতান্ উপরিস্থাপিতযবশাল্যন্যতরপূর্ণ-সদীপশরাবমুখান্ যবানাং ব্রীহীণাং চোপরি বিন্যস্যাদৌ মধ্যকলসে মূলমন্ত্রেণ ভগবন্তমাবাহনাদিগন্ধপুষ্পান্তৈরুপচারৈঃ সংপূজ্য পশ্চাদিন্দ্রং পূর্ব্বস্যাং দিশি অগ্ন্যাদীংশ্চ স্বস্বদিশি ক্রমেণ পূজয়েদিতি ॥১৪০॥ দ্বিজো গুরুঃ। ন্যসেদিতি তত্র স্থাপিতকলসে আবাহ্য পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥ সংপূজ্য পূজয়িত্বা। বিধানেত্যুক্তেরেবং জ্ঞেয়ং। ব্যাহৃতিভিঃ শুক্লাক্ষতৈঃ ইন্দ্রাগচ্ছেত্যাদিপ্রয়োগেণাবাহ্য প্রণবাদিনা চতুর্থীনমোঽন্তেন তত্তন্নামমন্ত্রেণ সশক্তিকান্ সপরিবারান্ সায়ুধান্ সবাহনান্ সগন্ধপুষ্পাদ্যৈরুপচারৈঃ। সংপূজ্যেতি বিধানেনেতি পদমগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং ॥১৪২॥ ততো মধ্যম-

---

লিখিয়া দেখাইবেন। ১৩৮। যত্ন সহকারে শুভ্রবস্ত্র দ্বারা শিষ্যগণের নেত্র বন্ধন করিবেন এবং পুষ্প হস্তে দিয়া বর্ণানুসারে প্রবেশ করাইবেন। ১৩৯। শাস্ত্রদর্শী গুরু যৎকালে পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা নবনাভমণ্ডল করিবেন, তখন ইন্দ্রাধিকৃত পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করিবেন * ।১৪০। গুরুদেব লোকপাল অগ্নিকে অগ্নিকোণে, পরে যমকে দক্ষিণদিকে, নির্ঋতিকে নৈর্ঋতকোণে, বরুণকে পশ্চিমদিকে এবং পবনকে বায়ুকোণে অর্চ্চনা করিবেন।১৪১। ধনদ কুবেরকে উত্তরদিকে এবং রুদ্রকে ঈশানকোণে, এইরূপে দিক্পত্রসমূহে বিশেষরূপে যথাবিধানে

---

* বিধান যথা,—নবনাভমণ্ডলে প্রাগাদিক্রমে অষ্টদিকে অষ্টকলস এবং মধ্যে একটী এই সর্ব্বসমেত নয়টী কলস দধি, অক্ষত, বস্ত্রদ্বয়, পুষ্পমালা ও গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া যব ও ধান্যের উপর স্থাপন করিবে। কলস কয়টী সমানাকৃতি ও ছিদ্রাদিরহিত হইবে এবং সমস্তগুলির মধ্যে পঞ্চপল্লব, সপ্ত মৃত্তিকা ও তীর্থোদক পূর্ণ থাকিবে। কুম্ভগুলির মুখে যব বা শালিধান্যপূর্ণ সদীপ শরাব থাকিবে। এইরূপে কুম্ভ নয়টী স্থাপন পূর্ব্বক মধ্যকলসে মূলমন্ত্রে ভগবান্‌কে আবাহনাদি গন্ধপুষ্পান্ত উপচারে পূজা করিয়া পরে ইন্দ্রকে পূর্ব্বদিকে এবং অগ্নি প্রভৃতিকে স্ব স্ব দিকে যথাক্রমে অর্চ্চনা করিবে।

ঐশান্যাং বিন্যসেচ্ছঙ্খমাগ্নেয্যাং চক্রমেব চ। সৌম্যায়াস্তু গদা পূজ্যা বায়ব্যাং পদ্মমেব চ।
নৈর্ঋত্যাং মুষলং পূজ্যং দক্ষিণে গরুড়ং তথা। বামতো বিন্যসেল্লক্ষ্মীং দেবদেবস্য বুদ্ধিমান্।
ধনুশ্চৈব চ খড়্গঞ্চ দেবস্য পুরতো ন্যসেৎ। শ্রীবৎসং কৌস্তুভঞ্চৈব দেবস্য পুরতোঽর্চ্চয়েৎ॥
এবং পূজ্য যথান্যায়ং দেবদেবং জনার্দ্দনং। দিঙ্মণ্ডলে চ বিন্যস্য চাষ্টৌ কুম্ভান্ বিধানতঃ।
বৈষ্ণবং কলসঞ্চৈব নবমং তত্র কল্পয়েৎ॥ ১৪৪॥
স্নাপয়েন্মুক্তিকামাংস্তু বৈষ্ণবেন ঘটেন তু। শ্রীকামান্ স্নাপয়েত্তদ্বদৈন্দ্রেণাথ ঘটেন তু।
জয়প্রতাপকামাংস্তু আগ্নেয়েনাভিষেচয়েৎ। মৃত্যুঞ্জয়বিধানেন যাম্যেন স্নাপনং তথা।
দুষ্টপ্রধ্বংসনায়ালং নৈর্ঋতেন বিধীয়তে। শান্তয়ে বারুণেনাথ পাপনাশায় বায়বং।
দ্রব্যসম্পত্তিকামস্য কৌবেরেণ বিধীয়তে। রৌদ্রেণ জ্ঞানহেতুস্তু লোকপালঘটাস্ত্বিমে॥ ১৪৫॥
একৈকেন নরঃ স্নাতঃ সর্ব্বপাপবিবর্জিতঃ। ভবেদব্যাহতজ্ঞানঃ শ্রীমাংশ্চ পুরুষঃ সদা।
কিং পুনর্নবভিঃ স্নাতো নরঃ পাতকবর্জিতঃ। জায়তে বিষ্ণুসদৃশঃ সদ্যো রাজাথ বা পুনঃ॥১৪৬॥

কলসস্যৈব পরিতঃ পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরপত্রেষু শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধবাসুদেবান্ ক্রমেণ তথৈব পূজয়েদিত্যাহ পূর্ব্বেতি সার্দ্ধেন॥ ১৪৩॥ যথান্যায়ং যথোচিতং পূজ্য সংপূজ্য। তচ্চ ক্রমদীপিকা-অনুসারেণ দ্রষ্টব্যং॥১৪৪॥ ততো ধূপদীপাদ্যৈরশেষৈরুপচারৈর্ভগবন্তমিন্দ্রাদীংশ্চ পূজয়িত্বা শিষ্যায় মণ্ডলং দর্শয়িত্বা পুষ্পাঞ্জলিপূর্ব্বকং প্রণামং কারয়িত্বা বৈষ্ণবাদিভির্নবভিরেব কলসৈঃ শিষ্যং স্নাপয়েদিতি জ্ঞেয়ং। তত্র চ কলসভেদেন ফলভেদমাহ স্নাপয়েদিতি চতুর্ভিঃ॥১৪৫॥ পুনশ্চৈকৈকেন স্নানস্য

অর্চ্চনা করিয়া * মধ্যপত্রে পরমেশ্বর বিষ্ণুকে পূজা করিবেন। ১৪২। অনন্তর (মধ্যস্থাপিত কুম্ভের) পূর্ব্বপত্রে সঙ্কর্ষণকে, দক্ষিণপত্রে প্রদ্যুম্নকে, পশ্চিমপত্রে অনিরুদ্ধকে এবং উত্তরপত্রে সর্ব্বপাতকনাশন বাসুদেবকে অর্চ্চনা করিবেন। ১৪৩। ঈশানকোণে শঙ্খের, অগ্নিকোণে চক্রের, উত্তরে গদার, বায়ুকোণে পদ্মের, নৈর্ঋতে মুষলের এবং দক্ষিণে গরুড়ের অর্চ্চনা করিয়া সুবুদ্ধি গুরু দেবদেবের বামভাগে লক্ষ্মীর, সম্মুখে ধনুর, খড়্গের এবং শ্রীবৎস ও কৌস্তুভের পূজা করিবেন। এই প্রকারে যথাযোগ্যরূপে দেবদেব জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করিয়া যথাবিধি অষ্টদিকে অষ্টকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক বিষ্ণুসম্বন্ধী নবম কুম্ভ তথায় স্থাপন করিবেন। ১৪৪। (তদনন্তর ধূপ-দীপাদি উপচারে ভগবানের এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা পূর্ব্বক শিষ্যকে মণ্ডল দেখাইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম করাইয়া বৈষ্ণবাদি নবসংখ্য কলস দ্বারা শিষ্যকে স্নান করাইবেন।) কলস-ভেদে স্নান দ্বারা ফলভেদ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে।) বৈষ্ণব-কলস দ্বারা মুক্তিকামি-গণকে স্নান করাইবেন। ঐরূপ শ্রীকামিগণকে ইন্দ্রঘট দ্বারা, জয়াকাঙ্ক্ষী ও প্রতাপকামী-দিগকে আগ্নেয় কুম্ভ দ্বারা, মৃত্যুঞ্জয়কামিগণকে যমকুম্ভ দ্বারা, দুষ্টবধেচ্ছুদিগকে নৈর্ঋতকলস দ্বারা, শান্তিকামিগণকে বারুণকুম্ভ দ্বারা, পাতকনাশেচ্ছুদিগকে বায়ব্য কলস দ্বারা, দ্রব্যসম্পত্তি-

* এস্থলে বিধানে অর্চ্চনা করার তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্যতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক পুষ্পাক্ষত প্রক্ষেপ করত "ইন্দ্র আগচ্ছ" ইত্যাদিরূপ বাক্যে আবাহন, তৎপরে দেবতাগণের নাম চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত ওঙ্কারপূর্ব্ব ও নমঃশব্দান্ত করিয়া গন্ধপুষ্পাদি উপচারে তাঁহাদিগকে শক্তি, পরিবার, আয়ুধ ও বাহনসহ পূজা করিতে হয়।

অথবা দিক্ষু সর্ব্বাসু যথাসংখ্যেন লোকপান্। পূজয়েৎ স্বস্বনাম্না তু ষড়্ভিন্নেন বিধানতঃ ॥১৪৭ ॥
এবং সংপূজ্য দেবাংস্ত লোকপালান্ প্রসন্নধীঃ। পশ্চাৎ পরীক্ষিতান্ শিষ্যান্ বদ্ধনেত্রান্ প্রবেশয়েৎ।
আগ্নেয়ধারণাদগ্ধান্ বায়ুনা বিধুতাংস্ততঃ। সোমেনাপ্যায়িতান্ পশ্চাচ্ছ্রাবয়েন্নিয়মান্ বুধঃ॥ ১৪৮ ॥
ন নিন্দেদ্ব্রাহ্মণান্দেবান্ বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমেব চ। রুদ্রমাদিত্যমগ্নিঞ্চ লোকপালান্ গ্রহাংস্তথা।
বন্দেত বৈষ্ণবং চাপি পুরুষং পূর্ব্বদীক্ষিতং ॥ ১৪৯ ॥
এবন্ত সময়ান্ শ্রাব্য পশ্চাদ্ধোমং তু কারয়েৎ। তত্বানি শিষ্যদেহেষু বিন্যস্য চ বিশোধয়েৎ ॥
ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বরূপিণে হুঁ স্বাহা। ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণ হোময়েজ্জ্বলিতানলঃ ॥

ফলবিশেষং সমুদিতৈশ্চ তৈর্মহাফলমাহ একৈকেনেতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৪৬ ॥ পূজায়াং পক্ষান্তরমাহ অথবেতি। স্বস্বনাম্না স্বস্বনামমন্ত্রেণ হৃদয়াদিক্রমেণ ষড়্ভিন্নেন ইন্দ্রাদীনাং ষড়ঙ্গপূজা কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ১৪৭ ॥ অথ পরিহিতশুক্লনববস্ত্রং তাদৃগুত্তরীয়মাচান্তমলঙ্কৃতং শুক্লবস্ত্রবদ্ধনেত্রং শিষ্যং মণ্ডলং প্রদক্ষিণেন প্রবেশ্য প্রাঙ্মুখমুপবিষ্টং তং বায়্বগ্নিবরুণবীজৈঃ কৃতভূতশুদ্ধিং প্রণতং প্রহ্বীভূতং সময়ান্ শ্রাবয়েদিত্যাহ এবমিতি দ্বাভ্যাং। আগ্নেয্যা ধারণয়া দগ্ধানিতি, তদ্দগ্ধত্বং ধ্যানেনৈবেতি জ্ঞেয়ং। এবমগ্রেঽপি॥ ১৪৮ ॥ সময়ানেবাহ ন নিন্দেদিতি সার্দ্ধেন। পূর্ব্বদীক্ষিতং দীক্ষাক্রমেণ স্বস্মাৎ জ্যেষ্ঠমিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণাদীনামেতেষাং বন্দনাদিনা সম্মাননৈব কার্য্যা, ন তু কদাচিদপি নিন্দেদিত্যর্থঃ॥ ১৪৯ ॥ শ্রাব্য শ্রাবয়িত্বা। শিষ্যেণ সহর্ষং তদঙ্গীকারে কৃতে

কামীদিগকে কৌবের ঘট দ্বারা এবং জ্ঞানলাভেচ্ছুগণকে রৌদ্রকুম্ভ দ্বারা স্নান করাইলে সেই সেই পুরুষ সদা সর্ব্বপাপমুক্ত, অব্যাহতজ্ঞানী ও শ্রীমান্ হয়েন। নবসংখ্য কুম্ভ দ্বারা স্নাত হইলে তাঁহার কথা আর কি বলিব, তিনি পাতকহীন হয়েন এবং সদ্যঃ বিষ্ণুসদৃশ অথবা রাজা হইয়া থাকেন। ১৪৫।১৪৬। (এক্ষণে পূজাবিষয়ে পক্ষান্তর কথিত হইতেছে।)—অথবা দিক্সমুদায়ে যথাসংখ্য স্ব স্ব নামমন্ত্র দ্বারা লোকপালগণের হৃদয়াদিক্রমে ষড়ঙ্গভেদে অর্চ্চনা করিবেন অর্থাৎ ইন্দ্রাদি লোকপালগণের স্ব স্ব নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ষড়ঙ্গ পূজা করিবেন। ১৪৭। প্রসন্নমনা গুরুদেব এই প্রকারে লোকপাল দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া পরে পরীক্ষিত বদ্ধনেত্র শিষ্যগণকে প্রবেশ করাইবেন অর্থাৎ শুক্ল নূতন পরিধেয় বস্ত্র ও তাদৃশ-উত্তরীয়ধারী, আচান্ত, অলঙ্কৃত, শুক্ল বস্ত্র দ্বারা বদ্ধনেত্র শিষ্যগণকে মণ্ডলে প্রদক্ষিণ করাইয়া প্রবেশ করাইবেন। পরে (শিষ্যগণ প্রাঙ্মুখে উপবিষ্ট হইলে) গুরুদেব অগ্নি, বায়ু ও বরুণবীজ দ্বারা কৃতভূতশুদ্ধি সেই সকল শিষ্যকে (বক্ষ্যমাণ) নিয়ম সকল শ্রবণ করাইবেন। ১৪৮। ব্রাহ্মণ, দেবতা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, বহ্নি, লোকপাল, গ্রহ এবং পূর্ব্বদীক্ষিত অর্থাৎ দীক্ষানিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণব ইহাদিগের নিন্দা করিবে না, বন্দনা করিবে অর্থাৎ বন্দনাদি দ্বারা সম্মাননা করিবে। ১৪৯। গুরুদেব এই প্রকারে নিয়ম সকল শ্রবণ করাইয়া তৎপরে অর্থাৎ শিষ্য সহর্ষে সেই সমস্ত নিয়ম পালনে অঙ্গীকার করিলে হোম করিবেন এবং শিষ্যদেহে (ক্রমদীপিকাদি গ্রন্থকথিত) তত্ত্বসকল ন্যাস করিয়া শোধন করিবেন। তদনন্তর অগ্নি প্রজ্বলন পূর্ব্বক "ওঁ নমো

গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ। ত্রিভিস্ত্রিভিরাহুতিভির্দেবদেবস্য সন্নিধৌ।
ততোঽপনীয় দৃগ্বন্ধং পুরঃ শিষ্যং নিবেশ্য চ। প্রায়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা মন্ত্রং তস্মৈ গুরুর্দ্দিশেৎ॥ ১৫০॥
হোমান্তে দীক্ষিতঃ পশ্চাদ্দাপয়েদ্‌গুরুদক্ষিণাং। হস্ত্যশ্বরত্ন-কটকং হেম-গ্রামাদিকং নৃপঃ।
দাপয়েদ্‌গুরবে প্রাজ্ঞো মধ্যমো মধ্যমাং তথা। দাপয়েদিতরো যুগ্মং সহিরণ্যং যথাবিধি॥ ১৫১॥

পশ্চাদ্ধোমং কুর্য্যাৎ। তত্ত্বানি বিন্যস্য ক্রমদীপিকাদ্যুক্ততত্ত্বন্যাসাদিকং কৃত্বা তদ্দেহাৎ বিশোধয়েৎ। হোমবিধিমাহ ষোড়শেতি সার্দ্ধেন। হোময়েৎ হোমং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রকারমেব শিষ্যং দর্শয়তি গর্ভেতি। আদিশব্দেন পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্নপ্রাশন-চৌড়োপনয়ন-স্নান-বিবাহাখ্যাঃ। অত্র চায়ং প্রকারো গ্রন্থান্তরানুসারেণ দ্রষ্টব্যঃ। ষোড়শারচক্রেঽষ্টদলকমলে বা পীঠপূজাং কৃত্বাবাহনাদিভিরুপচারৈর্ভগবন্তমভ্যর্চ্চ্য স্বগৃহ্যোক্তবিধিনাগ্নিস্থাপনাদি কর্ম্ম পূর্ব্বলিখিতবদ্বিধায়াত্রোক্তেন ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণাগ্নের্গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ কুর্য্যাৎ। তত্র চ প্রত্যেকসংস্কারমাহুতিত্রয়ং জুহুয়াদিতি। কিঞ্চ। অনন্তরমাজ্যভাগান্তে মূলমন্ত্রেণাগ্নৌ দেবমাবাহ্য গন্ধাদিভিরুপচারৈরভ্যর্চ্চ্য ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণাষ্টোত্তরং সহস্রং শতং বা সংস্কৃতাজ্যেন জুহুয়াৎ। ততঃ স্বিষ্টকৃদাদিহোমশেষং সমাপ্য পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা বৈশ্বানরং প্রণবাদিনমোঽন্তমন্ত্রেণ গন্ধাদিভিরুপচারৈরভ্যর্চ্চ্য শিষ্যং প্রণময্য মণ্ডলস্যৈশানদিশি পুষ্পাদিবিভূষিতায়াং ভুবি রচিতং ভদ্রপীঠমানীয়াস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতৈঃ পুষ্পৈঃ সম্ভাব্য পাশনিরাকরণবুদ্ধ্যা নেত্রবন্ধনবস্ত্রমপনীয় জ্ঞানরূপহৈমশলাকয়া নয়নে উন্মীল্য পুষ্পাঞ্জলিং গ্রাহয়িত্বা, অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম ইতি গুরুপাদয়োর্দ্দত্তপুষ্পাঞ্জলিং ভদ্রপীঠে পুরতঃ উপবিষ্টো গুরুঃ স্বন্যস্তাসনে তমুপবেশ্য শক্ত্যুচ্চলনমার্গেণ নিজমধ্যমনাড়ীং তন্মধ্যমনাড্যাং সমাবিশন্তীং বিচিন্ত্য শক্তিঞ্চ তন্নাশিকতয়া তদ্ধৃদয়ে সমুল্লসন্তীং পরিভাব্য স্বহৃদয়াচ্চ পরবিদ্যাং বর্ণরূপেণ চিদানন্দস্ফুলিঙ্গমালামিব তদ্বদনং প্রবিশন্তীং ধ্যায়েৎ। ততশ্চ মূলমন্ত্রং ত্রিঃ শিষ্যকর্ণে শ্রাবয়েৎ। পশ্চাদর্ঘ্যপাত্রজলেন অমুকর্ষিমমুকচ্ছন্দস্কমমুকদেবতাকমমুকনাম্নে মদংশায় তুভ্যমহং সংপ্রদদে, অয়ং চাবয়োঃ সমানফলপ্রদো ভবত্বিতি জলং তদ্ধস্তে নিক্ষিপেৎ। তথৈব শিষ্যোঽপি গুরুদেবতামন্ত্রৈক্যং ভাবয়ন্ যথাশক্তি জপেদিতি॥ ১৫০॥ ততশ্চ পুণ্যাহং বাচয়িত্বা গুরবে

ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বরূপিণে হুঁ" এই ষোড়শার্ণ মন্ত্র দ্বারা হোম করিবেন এবং দেবদেবের সমীপে তিন তিনটি আহুতি দ্বারা অগ্নির গর্ভাধানাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। পরে গুরুদেব নেত্রবন্ধন উন্মোচন করত পুরোভাগে শিষ্যকে বসাইয়া প্রায় পূর্ব্বকথিত বিধানে তাহাকে মন্ত্র উপদেশ দিবেন। ১৫০। * এই প্রকারে প্রাজ্ঞ শিষ্য দীক্ষিত হইয়া হোমান্তে গুরুদক্ষিণা

* গর্ভাধানাদি বলিতে পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, স্নান, বিবাহ এই কয়টী সংস্কার বুঝিতে হইবে। ষোড়শারচক্রে অথবা অষ্টদলকমলে পীঠপূজা করিয়া আবাহনাদি উপচার দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা পূর্ব্বক স্বগৃহ্যোক্তবিধানে পূর্ব্বলিখিতবৎ অগ্নিস্থাপনাদি কর্ম্ম করত "ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বরূপিণে হুঁ স্বাহা" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রে অগ্নির গর্ভাধানাদি সংস্কার সম্পাদন করিবেন। প্রত্যেক সংস্কারে তিন তিনটী আহুতি দিতে হয়। তৎপরে আজ্যভাগান্তে মূলমন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে দেবতাকে আহ্বান পূর্ব্বক গন্ধাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ষোড়শাক্ষর মন্ত্র পাঠ সহকারে সুসংস্কৃত আজ্য দ্বারা সহস্র

এবং কৃতে তু যৎ পুণ্যং মাহাত্ম্যং জায়তে ধরে। তদশক্যং তু গদিতুমপি বর্ষশতৈরপি॥ ১৫২॥
দীক্ষিতাত্মা গুরোর্ভূত্বা বারাহং শৃণুয়াদ্যদি। তেন বেদাঃ পুরাণানি সর্ব্বে মন্ত্রাঃ সুসংগ্রহাঃ।
জপ্তাঃ স্যুঃ পুষ্করে তীর্থে প্রয়াগে সিন্ধুসাগরে। দেবহ্রূতে কুরুক্ষেত্রে বারাণস্যাং বিশেষতঃ॥
গ্রহণে বিষুবে চৈব যৎ ফলং জপতাং ভবেৎ। তৎ ফলং দ্বিগুণং তস্য দীক্ষিতো যঃ শৃণোতি চ।
দেবা অপি তপঃ কৃত্বা ধ্যায়ন্তি চ বদন্তি চ। কদা মে ভারতে বর্ষে জন্ম স্যাদ্ভূতধারিণি॥
দীক্ষিতাশ্চ ভবিষ্যামো বারাহং শৃণুমঃ কদা। বারাহং ষোড়শাত্মানং যুক্ত্বা দেহে কদাচন।
পশ্যামঃ পরমং স্থানং যদ্গত্বা ন পুনর্ভবেৎ॥ ১৫৩॥

দক্ষিণাং দদ্যাদিত্যাহ হোমান্ত ইতি। দীক্ষিতঃ গৃহীতদীক্ষাকঃ সন্। নৃপ ইতি রাজতুল্যশক্তিশ্চেদিত্যর্থঃ। যুগ্মং বস্ত্রদ্বয়ং তৎপশ্চাচ্চৈবমত্র বিধানং জ্ঞেয়ং। অদ্য প্রভৃতি যাবজ্জীবং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্য ইতি সংকল্প্য দেবং গুরূপদিষ্টমার্গেণ পূজয়িত্বা সর্ব্বদেবতা উদ্বাস্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দীক্ষোপকরণজাতং গুরবে নিবেদ্য স্বজনানপি সম্মানয়েদিতি॥ ১৫১॥ দীক্ষাফলমাহ এবমিত্যাদিনা শ্রুতিরিত্যন্তেন॥ ১৫২॥ জয়মাধব-

---

প্রদান করিবে অর্থাৎ হোমাবসানে পুণ্যাহ উচ্চারণের পর দক্ষিণা দিবে। শিষ্য নৃপতির সদৃশ শক্তিমান্ হইলে গুরুকে গজ, বাজী, রত্নভূষণ, সুবর্ণ ও গ্রাম প্রভৃতি দক্ষিণা দিবে। মধ্যবিধ লোক হইলে মধ্যবিধ দক্ষিণা এবং তদ্ব্যতীত অপরাপর ব্যক্তি যথাবিধি সুবর্ণ সহ বস্ত্রদ্বয় অর্পণ করিবে। ১৫১। (এক্ষণে দীক্ষাফল ব্যক্ত হইতেছে।) হে পৃথিবি! এইরূপে কার্য্য করিলে যে পুণ্য ও মাহাত্ম্য সঞ্চার হয়, তাহা শতবর্ষেও বর্ণন করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। ১৫২। শিষ্য গুরুসকাশে দীক্ষিতাত্মা হইয়া যদি বরাহপুরাণ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই তাঁহার অখিল বেদ, নিখিল পুরাণ ও সমস্ত মন্ত্র সুসংগ্রহ হয় এবং পুষ্করতীর্থে, প্রয়াগধামে, সাগরসঙ্গমে, দেবহ্রূতে (নৈমিষারণ্যে), কুরুক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বারাণসীধামে জপ করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণে ও বিষুবসংক্রান্তিতে জপ করিলে যে ফল হয়, যে ব্যক্তি দীক্ষিত হইয়া বরাহ পুরাণ আকর্ণন করে, তাহার তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল

বা শত হোম করিবেন। অনন্তর স্বিষ্টকৃদাদি হোমশেষ সমাপন পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিয়া প্রণবাদি নমোঽন্ত বৈশ্বানরমন্ত্র পাঠ সহকারে গন্ধাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া শিষ্যকে প্রণাম করাইবেন। পরে মণ্ডলের ঈশানদিকে পুষ্পাদি-বিভূষিত ভূমিতে বিরচিত ভদ্রপীঠ রাখিয়া অস্ত্রমন্ত্রাদি দ্বারা অভিমন্ত্রিত পুষ্প দ্বারা সন্তাবিত করত পাশনিরাকরণবুদ্ধিতে শিষ্যের নেত্রবন্ধনবস্ত্র উন্মোচন করিয়া জ্ঞানরূপ হেমশলাকা দ্বারা তদীয় নয়নোন্মীলন করিবেন এবং তাহার হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিলে শিষ্যও "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" এই মন্ত্রে গুরুপাদপদ্মদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তখন পুরোভাগে ভদ্রপীঠে উপবিষ্ট গুরুদেব স্বস্তস্ত আসনে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, স্বীয় মধ্যমনাড়ী শক্ত্যুচ্ছলনপথযোগে শিষ্যের মধ্যম নাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে, তাহার হৃদয়ে শক্তি সমুল্লসিত হইতেছে এবং স্বহৃদয় হইতে পরমা বিদ্যা বর্ণরূপে চিদানন্দস্ফুলিঙ্গ-মালার ন্যায় তদ্বদনে প্রবেশ করিতেছে। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া শিষ্যের কর্ণে তিনবার মূল মন্ত্র শ্রবণ করাইতে হয়। পরে অর্ঘ্যপাত্র হইতে জল লইয়া "অমুকঋষি, অমুকচ্ছন্দঃ ও অমুকদেবতাক এই মন্ত্র অমুকনামা মদংশস্বরূপ তোমাকে প্রদান করিলাম, এই মন্ত্র আমাদের উভয়ের সম্বন্ধে সমানফলপ্রদ হউক।" এই বলিয়া সেই জল শিষ্যহস্তে নিক্ষেপ করিবেন। শিষ্যও গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের অভেদ চিন্তন পূর্ব্বক যথাশক্তি উহা জপ করিবে।

এবং জল্পন্তি বিবুধা মনসা চিন্তয়ন্তি চ। বারাহযাগং কার্ত্তিক্যাং কদা দ্রক্ষ্যামহে ধরে ॥ ১৫৪ ॥
এষ তে বিধিরুদ্দিষ্টো ময়া তে ভূতধারিণি। দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং সর্ব্বথা দুর্ল্লভো হ্যসৌ ॥
এবং যো বেত্তি তত্ত্বেন যশ্চ পশ্যতি মণ্ডলং। যশ্চেমং শৃণুয়াদ্দেবি সর্ব্বে মুক্তা ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১৫৫ ॥

অথ সংক্ষিপ্তদীক্ষা।

সংক্ষিপ্তশ্চাথ দীক্ষায়া বিধিরেষ বিলিখ্যতে। মুখ্যকল্পে হ্যশক্তস্য জনস্য স্যাদ্ধিতায় যঃ ॥
সুমুহূর্ত্তেঽথ সংপ্রাপ্তে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে। নূতনং গন্ধপুষ্পাদিমণ্ডিতং কলসং ন্যসেৎ।
বস্ত্রাবৃতং পয়ঃপূর্ণং পঞ্চপল্লবসংযুতং। সর্ব্বৌষধি-পঞ্চরত্ন-মৃৎস্নাসপ্তকগর্ভিতং ॥

মৃত্তিকাশ্চ সপ্তোক্তাঃ।

অশ্বস্থানাদ্গজস্থানাদ্বল্মীকাচ্চ চতুষ্পথাৎ। রাজদ্বারাচ্চ গোষ্ঠাচ্চ নদ্যাঃ কূলান্মৃদঃ স্মৃতাঃ ॥ ইতি ॥
কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য তং কুম্ভং কুশকূর্চ্চেন দেশিকঃ। দেয়মন্ত্রেণ সাষ্টন্তু সহস্রমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৫৬ ॥

শব্দার্থমানসোল্লাসপুস্তকাম্। দীক্ষাপদ্ধতিমালোচ্য টীকেয়ং লিখিতা ময়া। বারাহং বরাহপুরাণং। ষোড়শানাং শ্রীভাগবতব্যতিরিক্তপদ্মপুরাণাদীনাং। আত্মানম্ আশ্রয়ং প্রবর্ত্তকং বা প্রথমং শ্রীব্যাসতস্তস্যৈবাবির্ভাবপ্রসিদ্ধেঃ। দেহে যুক্ত্বা শ্রবণাদিনা সংযুজ্য। যদ্বা ষোড়শানাং তত্ত্বানামাত্মানমধিষ্ঠাতারং ষোড়শযজ্ঞমূর্ত্তিং বা শ্রীবরাহরূপং ভগবন্তং দেহে মনঃপ্রধানে ইন্দ্রিয়াত্মাত্মকে বা ধ্যানাদিনা সাক্ষাদিব স্ফোরয়িত্বা ॥ ১৫৩ ॥ কিং চিন্তয়তি তদাহ বারাহযাগমিতি। হে ধরে ইতি তচ্চিন্তনং কথয়ন্ শ্রীবরাহো ভগবান্ ধরণীং সম্বোধয়তি ॥ ১৫৪ ॥ উদ্দিষ্টঃ সংক্ষেপেণ কথিতঃ ॥ ১৫৫ ॥

হইয়া থাকে। হে ভূতধারিণি পৃথিবি! সুরগণও তপশ্চরণ করিয়া এইরূপ ভাবনা করেন ও কহিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে কবে আমাদিগের জন্মধারণ হইবে, কবে আমরা তথায় দীক্ষিত হইব, কবে বরাহপুরাণ শ্রবণ করিব এবং কবে আমরা ভাগবতব্যতীত পদ্মপুরাণাদি ষোড়শ পুরাণের আশ্রয়স্বরূপ বরাহপুরাণ শরীরে সংযুক্ত করত অর্থাৎ শ্রবণাদি দ্বারা উহার অর্চ্চন করত, যথায় গমন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, সেই পরমস্থান দর্শন করিব? (অথবা কবে আমরা ষোড়শতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা কিংবা ষোড়শযজ্ঞমূর্ত্তিস্বরূপ বরাহরূপী ভগবান্‌কে দেহে অর্থাৎ মনঃপ্রধান বা ইন্দ্রিয়াদ্যাত্মক দেহে ধ্যানাদি দ্বারা সাক্ষাৎ স্ফুরিত করত যে স্থানে গমন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, সেই পরম স্থান নেত্রগোচর করিব?) ১৫৩। হে ধরে! দেবগণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করেন ও বলিয়া থাকেন যে, কবে আমরা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে বরাহযাগ প্রত্যক্ষ করিব? ১৫৪। হে ভূতধারিণি! আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট এই বিধি কীর্ত্তন করিলাম; ইহা, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ সকলের পক্ষেই সর্ব্বথা দুর্ল্লভ। হে দেবি! এই প্রকার শ্রুতি আছে যে, যিনি তত্ত্বতঃ এই সকল অবগত হয়েন, যিনি মণ্ডল দর্শন করেন ও যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইয়া থাকেন। ১৫৫।

অনন্তর সংক্ষিপ্ত দীক্ষা। যাহা মুখ্যকল্পে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে হিতকর, সেই সংক্ষিপ্ত দীক্ষাবিধি লিখিত হইতেছে।—সুমুহূর্ত্ত (শোভনকাল) সমাগত হইলে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে

তদন্তিঃ পূর্ব্ববচ্ছিষ্যমভিষিচ্য দিশেন্মনুং। শিষ্যোঽর্চ্চয়েদ্‌গুরুং ভক্ত্যা যথাশক্তি দ্বিজানপি ॥১৫৭॥

অথোপদেশস্তত্ত্বসারে।

অত্রাপ্যশক্তঃ কশ্চিচ্চেদজমভ্যর্চ্চ্য সাক্ষতং। তদম্ভসাভিষিচ্যাষ্ট বারান্মূলেন কে করং।
নিধায়ামুং জপেৎ কর্ণে উপদেশেঽয়ং বিধিঃ। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে॥
মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥ ১৫৮ ॥

তত্র তত্রৈব বিশেষঃ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।—

বিত্তলোভাদ্বিমুক্তস্য স্বল্পবিত্তস্য দেহিনঃ। সংসারভয়ভীতস্য বিষ্ণুভক্তস্য তত্ত্বতঃ।
অগ্নাবাজ্যান্বিতে বীজৈঃ সলিলৈঃ কেবলৈশ্চ বা। দ্রব্যহীনস্য কুর্ব্বীত বচসানুগ্রহং গুরুঃ ॥১৫৯॥
যঃ সমঃ সর্ব্বভূতেষু বিরাগো বীতমৎসরঃ। জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্দক্ষঃ সর্ব্বাঙ্গাবয়বান্বিতঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ভীতে চাভয়দঃ সদা। সমবুদ্ধিপদং প্রাপ্তস্তত্রাপি ভগবন্ময়ঃ।

অশক্তস্য হিতায় যঃ স্যাৎ। সাষ্টং অষ্টোত্তরং সহস্রং ॥ ১৫৬ ॥ দিশেৎ কথয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥ কে মস্তকে করং নিধায়। অমুং মূলমন্ত্রং ॥ ১৫৮ ॥ পূর্ব্বলিখিতে বিস্তীর্ণে সংক্ষিপ্তে চ বিধাবপবাদং লিখতি বিত্তেতি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ। বীজৈর্যবাদিভিঃ। বচসৈব বা ॥ ১৫৯ ॥ নন্থ তথা দীক্ষাবিধিঃ

গন্ধপুষ্পাদি-মণ্ডিত, বস্ত্রাবৃত, জলপূর্ণ, পঞ্চপল্লবসংযুক্ত, সর্ব্বৌষধি পঞ্চরত্ন * ও সপ্তপ্রশস্তমৃত্তিকা-গর্ভ নূতন কলস স্থাপন করিবেন। সপ্তমৃত্তিকা কথিত আছে যথা,—অশ্বশালা, গজশালা, বল্মীক, চতুষ্পথ, রাজদ্বার, গোষ্ঠ ও নদীকূল এই সপ্ত স্থান হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকার নাম সপ্তমৃত্তিকা। শ্রীগুরুদেব মন্ত্র দ্বারা কুশের ব্রহ্মগ্রন্থি সহকারে অষ্টোত্তর সহস্রবার সেই কলসকে মন্ত্রিত করিবেন অর্থাৎ সেই কুম্ভের উপর দেয় মন্ত্র এক সহস্র আটবার জপ করিবেন। ১৫৬। তৎপরে ঐ কলসস্থ জল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিধানে শিষ্যকে অভিষেক করত মন্ত্রোপদেশ করিবেন। শিষ্যও যথাশক্তি ভক্তিসহকারে গুরু ও বিপ্রবর্গের অর্চ্চনা করিবেন। ১৫৭। তত্ত্বসারে এইরূপ উপদেশ আছে যে, কেহ ইহাতেও অক্ষম হইলে একটী সাক্ষাৎ পদ্মকে অর্চ্চনা করিয়া তজ্জল দ্বারা মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে শিষ্যকে অষ্টবার অভিষেক করিবেন। তৎপরে শিষ্যের মস্তকদেশে কর স্থাপন পূর্ব্বক কর্ণে মূলমন্ত্র জপ করিবেন। উপদেশে এই বিধি কথিত হইয়াছে। চন্দ্রগ্রহণকালে, সূর্য্যগ্রহণসময়ে, তীর্থস্থলে, সিদ্ধ-ক্ষেত্রে অথবা শিবালয়ে কেবলমাত্র মন্ত্রদান করাকেই উপদেশ কহে।১৫৮। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে পূর্ব্বলিখিত বিস্তীর্ণদীক্ষা ও সংক্ষিপ্তদীক্ষাবিধির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। লোভবর্জ্জিত, সংসারভয়ভীত, প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত, স্বল্পবিত্ত, দ্রব্যহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে গুরুদেব ঘৃতযুক্ত অগ্নিতে যবাদি বীজ দ্বারা কিংবা কেবলমাত্র জল দ্বারা অথবা কেবল বাক্যদ্বারা হোম করিয়া তৎপ্রতি মন্ত্রপ্রদানরূপ অনুগ্রহ করিবেন। ১৫৯। যিনি সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানী, বিষয়াদিতে বীতরাগ, মাৎসর্য্যহীন, জিতেন্দ্রিয়,

---

* পঞ্চপল্লব—আম্র, জম্বু, কপিত্থ, দাড়িম্ব ও বিল্ব। মতান্তরে অশ্বত্থ, বট, আম্র, প্লক্ষ বা অশোক ও যজ্ঞোডুম্বর। অন্যমতে কাঁঠাল, আম্র, বট, অশ্বত্থ ও বকুল। সর্ব্বৌষধি—মুরা, জটামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, কুঙ্কুম শঠী, চম্পক ও মুথা। পঞ্চরত্ন—কাঞ্চন, হীরক, নীলকান্তমণি, পদ্মরাগ ও মুক্তা।

পঞ্চকালপরশ্চৈব পঞ্চরাত্রার্থবিত্তথা। বিষ্ণুতত্ত্বং পরিজ্ঞায় একং চানেকভেদগং।
দীক্ষয়েন্মেদিনীং সর্ব্বাং কিং পুনশ্চোপসন্নতান্॥ ১৬০ ॥

অথ মন্ত্রদানমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—
ইহ কীর্ত্তিং বদান্যত্বং প্রজাবৃদ্ধিং ধনং সুখং। বিদ্যাদানেন লভতে সাত্ত্বিকো নাত্র সংশয়ঃ॥
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ। তথৈব সর্ব্বদানানাং বিদ্যাদানং পরং স্মৃতং॥১৬১॥
যা বচ্চ পাতকং তেন কৃতং জন্মশতৈরপি। তৎ সর্ব্বং নাশমাপ্নোতি বিদ্যাদানেন দেহিনাং॥
বিদ্যাদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। যেন দত্তেন চাপ্নোতি শিবং পরমকারণং॥১৬২॥
ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে দৈক্ষিকো নাম দ্বিতীয়ো বিলাসঃ॥ ২ ॥

কথং সম্পূর্ণোঽঙ্গিত্যাহ য ইতি সার্দ্ধত্রিভিঃ। সর্ব্বৈরঙ্গস্য দেহস্যাবয়বৈরন্বিতঃ। সমবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং পদং। পঞ্চসু কালেষু যৎ কৃত্যং তৎপর ইত্যর্থঃ। একমপ্যনেকভেদপ্রাপ্তমিতি ভেদাভেদসিদ্ধান্তাপেক্ষয়া। উপসন্নতান্ ভক্ত্যা প্রপন্নানিত্যর্থঃ॥ ১৬০ ॥

বিদ্যামন্ত্র এবাত্র সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ।—অতএব ক্রমদীপিকায়াং। বিদ্যাং ন যঃ সংবিৎসুরিতি। কীর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাং। বদান্যত্বঞ্চ দানশীলতাং। যদ্বা বদান্যত্বরূপাং কীর্ত্তিং কৃতমহাদানত্বাৎ। সাত্ত্বিকঃ নিষ্কপটঃ শ্রদ্ধাবান্ বা॥ ১৬১ ॥ দেহিনাং দেহিনঃ প্রতি। শিবং মঙ্গলরূপং পরমসুখাত্মকং বা পরমকারণং শ্রীব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং বা॥ ১৬২ ॥

ইতি দ্বিতীয়ো বিলাসঃ॥ ২ ॥

পবিত্র, দক্ষ, সমস্ত-দেহাবয়বসংযুক্ত অর্থাৎ যাঁহার কোন অঙ্গহানি হয় নাই, যিনি কর্ম্ম দ্বারা মন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা ভীত ব্যক্তিকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানিবর্গের পদ লাভ করিয়াছেন, সেই পদ লাভ করিয়া যাঁহার অন্তরে ও বাহিরে ভগবৎস্বরূপ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যিনি পঞ্চকালের ক্রিয়াসকলে তৎপর, যিনি পঞ্চরাত্র গ্রন্থের অর্থবিৎ, তাদৃশ ব্যক্তি অনেক ভেদপ্রাপ্ত অথচ এক বিষ্ণুতত্ত্ব বিদিত হইয়া আশ্রিত ভক্তবর্গের কথা দূরে থাকুক, অখিল মেদিনীকেই দীক্ষিত করিতে পারেন। ১৬০।

অনন্তর মন্ত্রদানমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে, সাত্ত্বিক (নিষ্কপট ও শ্রদ্ধাশীল) ব্যক্তি ইহ লোকে বিদ্যাদান দ্বারা কীর্ত্তি (প্রতিষ্ঠা), বদান্যত্ব, (দানশীলতা), সন্ততিবর্দ্ধন, ধন ও সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই*। পরমেশ্বর বিষ্ণু যেরূপ অখিল দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার দানের মধ্যে বিদ্যাদানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ১৬১। দেহীদিগকে বিদ্যাদান করিলে সেই দাতার কৃত শতজন্মের পাপসমূহও বিনাশ পাইয়া থাকে। যে দান দ্বারা মঙ্গলস্বরূপ (অথবা পরমসুখাত্মক) পরম কারণ (শ্রীব্রহ্ম) কৃষ্ণকে লাভ করা যায়, সেই বিদ্যাদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই, হইবেও না। ১৬২।

ইতি দৈক্ষিক নামক দ্বিতীয় বিলাস সমাপ্ত। ২।

---

* কেহ কেহ এস্থলে কীর্ত্তি ও বদান্যত্ব পৃথক্ অর্থ না করিয়া "বদান্যতারূপ কীর্ত্তি" এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন।

তৃতীয়বিলাসঃ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুং।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ সদাচারপ্রবর্ত্তকঃ॥ ১॥
পুংসো গৃহীতদীক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ।
আচারো লিখ্যতে কৃত্যং শ্রুতি-স্মৃত্যনুসারতঃ॥ ২॥

অথ দীক্ষিতস্য পূজায়া নিত্যতা।

আগমে।—

লব্ধ্বা মন্ত্রন্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্রদেবতাং। সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা॥ ইতি॥

অথ সদাচারঃ।

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ। তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষ্যতে॥৩॥

শ্রীহরিঃ। প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জীয়াৎ যৎকৃপয়া ভবেৎ। শ্বাপি সিংহস্তৃণং মেরু-র্মূর্খো বিদ্বান্ মৃতোঽসুমান্॥ নিকৃষ্টস্যাপ্যাত্মনং সদাচারলিখনে শ্রীভগবতোঽনুকম্পয়াধিকারং সামর্থ্যঞ্চ দ্যোতয়ংস্তং প্রণমতি বন্দ ইতি। যস্য প্রসাদাদ্ধেতোর্নীচজনোঽপি লিখনাদিদ্বারা সদাচারাণাং প্রবর্ত্তকো ভবতি। অত্র হেতুঃ। অনন্তমদ্ভুতং চাবিতর্ক্যম্ ঐশ্বর্য্যং প্রভাবো যস্য তং। যতো মহাপ্রভুং পরমেশ্বরং॥ ১॥ পুংসঃ পুংমাত্রস্যেত্যর্থঃ, শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ। যদ্যপি স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি ইতি পূর্ব্বং লিখিতম্, তথাপি কর্ম্মসু পুংসঃ প্রাধান্যাৎ পুংস ইত্যত্র লিখিতং। এবমগ্রে লেখ্যং ব্রাহ্মণমিত্যাদিকমপ্যূহ্যং। শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যত ইতি তৎপূজার্থক ইত্যর্থঃ। শ্রুত্যাদ্যনুসারেণ কৃত্যম্ অবশ্যং কর্ত্তুং যোগ্যং যদ্ যৎ কর্ম্ম, শ্রুতিস্মৃত্যনুসারত ইত্যস্য লিখ্যত ইত্যনেনে বা সম্বন্ধঃ॥ ২॥

(সদাচার লিখনে স্বয়ং অসমর্থ হইলেও ভগবানের অনুকম্পায় তদ্বিষয়ে অধিকার ও সামর্থ্য হইতে পারে, উহাই প্রকাশার্থে প্রণাম করিতেছেন।)—যাঁহার প্রসাদে নীচ জনও (লিখনাদি দ্বারা) সদাচারপ্রবর্ত্তক হইতে পারে, আমি সেই অনন্ত ও অবিতর্ক্য-প্রভাবশালী, মহাপ্রভু (পরমেশ্বর) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে বন্দনা করি। ১। যে দীক্ষিত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিবেন, আমি তাঁহার নিমিত্ত শ্রুতি-স্মৃত্যনুসারে কর্ত্তব্য আচার লিখিতেছি। ২। *

অনন্তর দীক্ষিত ব্যক্তির পূজার নিত্যতা।—আগমে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি মন্ত্র লাভ পূর্ব্বক প্রত্যহ মন্ত্র-দেবতাকে অর্চ্চনা না করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং মন্ত্রদেবতা তদীয় অনিষ্ট সাধন করেন।

---

* স্ত্রীদিগের অধিকার থাকাতেও এ স্থলে পুরুষ উল্লেখ করাতে পুরুষের প্রাধান্যই সূচিত হইল মাত্র।

বিষ্ণুপুরাণে।—বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥

অথ সদাচারস্য নিত্যতা।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে।—মদালসালর্কসংবাদে।—

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনং। ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ॥

যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে। ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥ ৪॥

ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে।—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।

ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥ ৫॥

কপালস্থং যথা তোয়ং শ্ব-দৃতৌ বা যথা পয়ঃ। দুষ্টং স্যাৎ স্থানদোষেণ বৃত্তহীনে তথা শ্রুতং।

আচাররহিতো রাজন্নেহ নামুত্র নন্দতি ইতি। * লেখ্যেন স্মরণাদীনাং নিত্যত্বেনৈব সেৎস্যতি।

স্মরণাদ্যাত্মকস্যাপি সদাচারস্য নিত্যতা॥ ৬॥

নন্থ পূজাবিধিরেব লিখ্যতাং কিমন্যাচারলিখনেনেত্যাশঙ্ক্য প্রথমং সদাচারস্য নিত্যতাং লিখতি ন কিঞ্চিদিতি। হি নিশ্চয়ে, এতেন শাস্ত্রাদিপ্রমাণং সূচিতং॥ ৩॥

অন্যঃ সদাচারাদ্বিষ্ণোরারাধনাৎ পরঃ পন্থাঃ কেবলযোগাভ্যাসাদিঃ তস্য বিষ্ণোস্তোষকারকো ন ভবতি। অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে। স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজ ইতি। ধর্ম্মস্তু সদাচারলক্ষণ এব॥১॥ মৃত্যুকালে ত্যজন্তি পরলোকে কিমপি ফলং ন প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥৫॥ বৃত্তং সদাচারঃ তেন হীনে। শ্রুতং তীর্থাটনাদি পুণ্যকর্ম্ম। নন্থ অন্যৈরপি বিশেষবচনৈঃ স্পষ্টসদাচারস্য নিত্যত্বং লিখ্যতাং, তত্র লিখতি লেখ্যেনেতি। স্মরণাদীনাং স্মরণমারভ্যাত্র গ্রন্থে

অতঃপর সদাচার।—(পূজাবিধিই লিখিত হইবে, অন্য আচার লিখনের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া প্রথমতঃ সদাচারের নিত্যতা লিখিত হইতেছে।) যেহেতু সদাচার ব্যতীত কাহারও কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না; সুতরাং সর্ব্বত্র অবশ্য—নিশ্চিতই সদাচার অপেক্ষিত হয় অর্থাৎ সকলবিষয়েই সদাচার আবশ্যক। ৩।

অনন্তর সদাচারের নিত্যতা।—মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসা ও অলর্কসংবাদে লিখিত আছে, গৃহী ব্যক্তি সদা আচার পরিপালন করিবে। ইহলোকে ও পরলোকে কুত্রাপি আচারহীনের সুখ নাই। যে ব্যক্তি সদাচার লঙ্ঘন পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যজ্ঞ দান ও তপস্যা ইহলোকে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত হয় না। ৪। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরসংবাদে লিখিত আছে,—বেদসমূহ যদি ষড়ঙ্গ সহিতও অধীত হয়, তথাপি আচারহীন পুরুষকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয়েন না। জাতপক্ষ বিহগগণ যেরূপ নীড় ত্যাগ করে, তদ্রূপ বেদসমূহ মরণকালে তাহাকে পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ বেদসমূহও পরলোকে তাহাকে কোনরূপ ফল প্রদানে সমর্থ হয়েন না। ৫। যেরূপ নরকপালস্থ অথবা কুক্কুরচর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রস্থ বারি বা দুগ্ধ দূষিত হয়,

---

* "নাচরেদ্ যদি সিদ্ধোঽপি লৌকিকং ধর্ম্মমগ্রতঃ। উপপ্লবাচ্চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি নারদ। বিবেকদৈবতঃ সর্ব্বৈঃ লোকাচারো যথাস্থিতঃ। আ দেহপাতাৎ যত্নেন রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নতঃ। (ইতি নারদপঞ্চরাত্রে প্রায়শ্চিত্ত-কথনারম্ভে।)—[পুস্তকান্তরে ইত্যতিরিক্তঃ পাঠো দৃশ্যতে।]

অথ সদাচারমাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব গৃহিধর্ম্মপ্রসঙ্গে।—

সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥ ৭ ॥

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

কাশীখণ্ডে স্কন্দাগস্ত্যসংবাদে।

অনধ্যয়নশীলঞ্চ সদাচারবিলঙ্ঘিনং। সালস্যঞ্চ দুরন্নাদং ব্রাহ্মণং বাধতেঽন্তকঃ ॥

ততোঽভ্যসেৎ প্রযত্নেন সদাচারং সদা দ্বিজঃ। তীর্থান্যপ্যভিলষ্যন্তি সদাচারসমাগমং ॥ ৯ ॥

ভবিষ্যোত্তরে চ তত্রৈব।—

আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ। সাধূনাঞ্চ যথা বৃত্তং স সদাচার ইষ্যতে ॥

তস্মাৎ কুর্য্যাৎ সদাচারং য ইচ্ছেদ্গতিমাত্মনঃ। সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি সমুদাচারবান্নৃপ।

শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥

লেখ্যানাং নিত্যপক্ষমাসাদিকৃত্যানাম্ অগ্রে লেখ্যেন নিত্যত্বেনৈব সদাচারস্য নিত্যতা সেৎস্যত্যেব, অতএব অধুনা তত্তদ্বচনলিখনবাহুল্যেনালমিতি ভাবঃ। নন্বু ভগবৎস্মরণাদের্নিত্যতয়া সদাচারস্য নিত্যতা কথমস্তু তত্র লিখতি স্মরণাদ্যাত্মকস্যেতি। সদাচারস্যৈব তত্তল্লক্ষণত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৬।৭ ॥

সদাচারস্যৈব লক্ষণমাহ সাধব ইতি ॥ ৮ ॥ যদ্যপি কাশীখণ্ডমাধুনিকং কল্পিতং কাব্যমিতি পুরাণতত্ত্ববিৎসু প্রসিদ্ধং তথাপি তদাকার-স্কান্দ-বায়ব্য-কৌর্ম্মাদি-প্রতিপাদিতসদাচার-বিষয়কাণি কানিচিদ্বচনানি স্মৃতিসম্বলিতান্যত্র সংগৃহীতানি ইত্যদোষঃ। অনধ্যয়নশীলমিতি সালস্যমিতি দুরন্নাদমিতি চ দৃষ্টান্তত্বেন হেতুত্বেন বোক্তং। তত্র চ তেষাং হেতুহেতুমত্তা যথাক্রমমূহ্যা ॥ ৯ ॥ সম্য-

---

সেইরূপ সদাচারবর্জ্জিতের তীর্থভ্রমণাদি পুণ্য কর্ম্ম দূষিত হইয়া থাকে। হে রাজন্! আচারহীন ব্যক্তি কি ইহ কি পর কোন লোকেই আনন্দ লাভ করিতে পারে না। লেখ্য (বক্ষ্যমাণ) পুরণাদির অবশ্যকর্ত্তব্যতা দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সদাচার অবশ্য প্রতিপালন করিতে হয়; কেন না, স্মরণাদিই সদাচার। ৬।

অনন্তর সদাচারমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুপুরাণে গৃহস্থধর্ম্মপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, সদাচারবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক ইহ পর উভলোকই জিত হয়। ৭। (সদাচারের লক্ষণ কথিত হইতেছে।) দোষহীন ব্যক্তিরাই সাধু। "সৎ" শব্দ সাধুবাচক; সাধুগণের আচরণই সদাচার বলিয়া অভিহিত। ৮। কাশীখণ্ডে স্কন্দ ও অগস্ত্যসংবাদে লিখিত আছে, অনধ্যয়নশীল, সদাচারলঙ্ঘী, আলস্যপ্রকৃতি, দুষ্টান্নভোজী ব্রাহ্মণকে কৃতান্তদেব বাধা প্রদান করেন অর্থাৎ দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব দ্বিজাতি-জন যত্ন সহকারে সদা সদাচার অভ্যাস করিবেন। তীর্থসমূহও সদাচারবানের সমাগম কামনা করিয়া থাকেন। ৯। ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডেও ঐ সদাচারপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, ধর্ম্ম আচার হইতে সমুৎপন্ন, সাধুরা সদাচার

কিঞ্চ।—

আচার এব ধর্ম্মস্য মূলং রাজন্ কুলস্য চ। আচারাদ্বিচ্যুতো জন্তুর্ন কুলীনো ন ধার্ম্মিকঃ॥

কিঞ্চ।—

আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ। আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণং॥ ১১॥

আচার এব নৃপপুঙ্গব সেব্যমানো ধর্ম্মার্থকামফলদো ভবিতেহ পুংসাং।

তস্মাৎ সদৈব বিদুষাবহিতেন রাজন্ শাস্ত্রোদিতো হ্যনুদিনং পরিপালনীয়ঃ॥ ১২॥

অথ তত্র নিত্যকৃত্যানি।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্। প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ॥ ১৩॥

আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্বান্যৎ পরিধায় চ। পুনরাচমনে কুর্য্যাল্লেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ॥ ১৪॥

গুৎকৃষ্ট আচারঃ সমুদাচারঃ সদাচার এব তদ্বান্॥ ১০॥ অলক্ষণং দারিদ্র্যাদি অপমৃত্যাদি বা॥ ১১॥ যথা স্মরণাদীনাং নিত্যতয়া সদাচারস্য নিত্যতা তথা তেষাং মাহাত্ম্যেনাপ্যস্য মাহাত্ম্যং সিধ্যেদেবেতি লিখিতন্যায়েন স্পষ্টত্বান্ন লিখিতং॥ ১২॥

সদাচারমেব নিত্যপক্ষমাসাদি-কৃত্যেন গ্রন্থসমাপ্তিপর্য্যন্তং লিখন্ আদৌ অত্র নিত্যকৃত্যানি লিখতি ব্রাহ্ম ইত্যাদিনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্ সমুত্থায়। দন্তানাং ধাবনং শোধনং। তচ্চ কদাচিদ্বিহিত-কাষ্ঠৈঃ কদাচিত্তৃণাদিভিশ্চ। তত্তু পূজানিরতানাং শ্রীভগবৎপ্রবোধনাদ্যর্থং তদগ্রে গমিষ্যতাং ততঃ প্রাগধুনৈব যুক্তং। যত উক্তং শ্রীবরাহেণ।—দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি। সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেনৈবৈকেন নশ্যতীতি। তত্র চ দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বেতি দন্তানশোধয়িত্বেতি জ্ঞেয়ং, প্রতি-পদাদিষু দন্তকাষ্ঠনিষেধাৎ। তদ্বিশেষশ্চাগ্রে বিস্তরতো ব্যক্তো ভাবী॥ ১৩॥ রাত্রেঃ রাত্রৌ পরি-

---

বিশিষ্ট, এবং সাধুগণের যেপ্রকার আচার, তাহাই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হয়। অত-এব যে ব্যক্তি স্বীয় শুভগতির কামনা করেন, তিনি সদাচার পালন করিবেন। হে নৃপ! শ্রদ্ধাবান্, অসূয়াহীন, সদাচারশীল ব্যক্তি সর্ব্বলক্ষণহীন হইলেও অখিল বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১০। আরও লিখিত আছে যে, হে রাজন্! আচারই ধর্ম্মের ও কুলের মূল। আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি কুলীন বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং ধার্ম্মিক বলিয়াও কীর্ত্তিত হইতে পারে না। আরও লিখিত আছে যে, আচার হইতে ভূতি (ঐশ্বর্য্য) উৎপন্ন হয়, আচার কীর্ত্তি বর্দ্ধন করে, আচার হইতে পরমায়ুঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং আচার অলক্ষণ (দারিদ্র্য বা অপমৃত্যু প্রভৃতি) বিনাশ করিয়া দেয়। ১১। হে নৃপপুঙ্গব! আচার অনুষ্ঠিত হইলে সেই সদাচারই ইহলোকে মানবের ধর্ম্মার্থকামফলপ্রদ হয়, অতএব হে রাজন্! বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বদাই অবহিত হইয়া অনুদিন শাস্ত্রোদিত আচার পরিপালন করিবেন। ১২।

অতঃপর তন্মধ্যে নিত্যকৃত্য।—(গ্রন্থসমাপ্তি যাবৎ নিত্যকর্ম্ম, পক্ষকৃত্য, মাসাদিকৃত্য যাহা কিছু লিখিত হইবে, সমস্তই সদাচার; তন্মধ্যে আদৌ নিত্যকৃত্য লিখিত হইতেছে।) ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কর ও চরণ প্রক্ষালন করত দন্তধাবন করিবে। ১৩। অনন্তর আচমন করিয়া রাত্রিধৃত বস্ত্র ত্যাগ ও অন্য বস্ত্র পরি-

অথেচ্ছন্ পরমাং শুদ্ধিং মূর্দ্ধি ধ্যাত্বা গুরোঃ পদৌ।
স্তুত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরংশ্চৈতদুদীরয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অথ প্রাতঃস্মরণকীর্ত্তনে।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ১৬ ॥

হিতমিত্যর্থঃ। অন্যৎ শুদ্ধবসনং। আচমনে আচমনদ্বয়ং। তথা চোক্তং। শুক্লবাসঃ পরীধায় তথা দৃষ্ট্বাপ্যমঙ্গলং। প্রমাদাদশুচিং স্পৃষ্ট্বা দ্বিরাচান্তঃ শুচির্ভবেদিতি। নমু দন্তধাবনাদিকমত্র কথ্যতাং তত্র লিখতি। অগ্রতস্তত্তন্মুখ্যপ্রকরণে লেখ্যেন বিধিনেতি। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকৃত্যলিখনপ্রকরণে প্রাতঃস্মরণকীর্ত্তনাদিমুখ্যকর্ম্মপরিত্যাগে নোত্থানমাত্রলিখনানন্তরং দন্তধাবনাদিবিধিবিস্তারলেখো ন যুক্তঃ অতোঽগ্রে জ্ঞেয়ং ॥১৪॥ পরমামুৎকৃষ্টাং বহিরন্তর্বিশোধনাৎ। শ্রীগুরুপদধ্যানে চাগমোক্তোঽয়ং বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতে পদ্মে সহস্রদলশোভিতে। শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরং। দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদমিতি। গুরোঃ পদাবেব স্তুত্বা তস্য উৎকর্ষমুৎকীর্ত্ত্য পশ্চান্নিজেষ্টদৈবতং কৃষ্ণং কীর্ত্তয়ন্ স্মরংশ্চ লেখ্যং জয়তীত্যাদিকং পঠেৎ। যদ্যপি স্মরণস্য মনঃসংযোগলক্ষণত্বাদাদৌ স্মরণে সত্যেব পশ্চাৎ কীর্ত্তনং তথাপ্যত্র কীর্ত্তনস্য মুখ্যত্বাভিপ্রায়েণ স্মরণস্য পশ্চান্নির্দ্দেশঃ। পূর্ব্বং কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তন্নামোচ্চারণমেব অধুনা তু শুদ্ধ্যনন্তরং শ্রীভাগবতাদিশ্লোকপাঠেন রূপলীলাদিবিশেষণেন কীর্ত্তনমিতি বিশেষঃ। শতৃঙ্-দ্বয়স্য তদুদীরণমেব তৎকীর্ত্তনস্মরণাত্মকমিত্যর্থঃ। যদ্বা দ্বয়মপি হেতৌ কীর্ত্তয়িতুং স্মর্ত্তুঞ্চেতি তথৈবার্থঃ। ততশ্চ কীর্ত্তনেনৈব স্মরণবিশেষোৎপত্তেঃ। স্মরংশ্চেতি পশ্চাল্লিখিতং ॥ ১৫ ॥

জয়তি সর্ব্বোত্তমতয়া বর্ত্ততে শ্রীকৃষ্ণঃ। জনেষু নিবসতি অন্তর্যামিতয়েতি তথা সঃ। অতো দেবক্যাং জন্মেতি বাদমাত্রং যস্য সঃ। যদুবরাঃ পরিষৎ সভাসেবকরূপাঃ যস্য সঃ। ইচ্ছামাত্রেণ

ধান পূর্ব্বক অগ্রতোলেখ্য (বক্ষ্যমাণ) বিধানে দুইবার আচমন করিবে। পরে পরমা শুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃশুদ্ধি ও বাহ্যশুদ্ধি ইচ্ছা করত মস্তকদেশে শ্রীগুরুর পাদকমলযুগল ধ্যান * ও তাঁহার স্তব (উৎকর্ষকীর্ত্তন) করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও স্মরণ পূর্ব্বক (বক্ষ্যমাণ) শ্লোক পাঠ করিবে। ১৫।

অনন্তর প্রাতঃস্মরণ ও কীর্ত্তন।—যিনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বজীবে অবস্থিত, দেবকীগর্ভে জন্ম ইহাই যাঁহার অপবাদ, যদুবংশীয়গণই যাঁহার সভা-সেবকস্বরূপ, (ইচ্ছামাত্রে নিরসনসমর্থ হইলেও) যিনি বাহুবলে অধর্ম্ম নাশ করিয়াছেন, যিনি (অধিকারিবিশেষের অপেক্ষা না করিয়া) বৃন্দাবনস্থ স্থিরচর তরু-গবাদিরও সংসার-দুঃখ নাশ করেন এবং যিনি সুস্মিত শ্রীমুখ দ্বারা ব্রজবনিতাগণের ও পুরবনিতাদিগের কামদেব বর্দ্ধিত করিয়াছেন অর্থাৎ ভোগ দ্বারা

---

* শ্রীগুরুকে এইরূপে ধ্যান করিতে হয়, যথা—ব্যাখ্যামুদ্রাধারী, দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, পীতবর্ণ, অখিলসিদ্ধিপ্রদ, পরমাত্মা গুরুদেব ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলশোভিত কমলে বিরাজ করিতেছেন।

স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং ॥ ১৭ ॥

নিরসনসমর্থোঽপি দোর্ভিরধর্ম্মং নিরস্যন্ ক্ষিপন্। স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ অধিকারিবিশেষানপেক্ষয়া বৃন্দাবনতরুগবাদীনাং সংসারদুঃখহন্তা। তথা বিলাসবৈদগ্ধ্যানপেক্ষয়া ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ সুস্মিতেন শ্রীমতা মুখেনৈব কামদেবং বর্দ্ধয়ন্। কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজিগীষতে সংসারমিতি দেবশ্চ তং, ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ। অথবা—শ্রীধরস্বামিপাদানাং ব্যাখ্যাতোঽধিকমত্র যৎ। কিঞ্চিল্লিখামি তত্তৈস্ত ক্ষন্তব্যং গুরবো হি তে॥ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। তদেব প্রতিপাদয়তি—জনানাং জীবানাং নিবাস আশ্রয়ঃ। যদ্বা জনেষু নিজভক্তেষু নিতরাং প্রাকট্যেন বাসো যস্য। অতএব ভক্তবাৎসল্যেন দেবক্যাং জন্ম আবির্ভাবঃ বাদশ্চ ভাষণং তদাশ্বাসনাদ্যর্থং তাদৃশনিজভক্তেষু জন্মকারণাদিকথনরূপা যস্য তথা। যদুবরস্য যাদবরাজস্য কংসপিতুরপি উগ্রসেনস্য। যদ্বা যদূনাং সামান্যেন সর্ব্বেষামেব যাদবানাং বরা দিব্যা সভা সুধর্ম্মাখ্যা যস্মাৎ। তথা জন্মমাত্রেণৈবাপনীতমপি অধর্ম্মং নিজভক্তবিনোদার্থং স্বৈঃ সৌন্দর্য্যাদিনা অসাধারণৈর্দ্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মহেতুদৈত্যাদিবধেন বিনাশয়ন্। দোর্ভিরিতি বহুত্বং ভারতাদ্যুক্তানুসারেণ ভারতযুদ্ধাদৌ চতুর্ভুজানাং তথা হরিবংশোক্তানুসারেণ বাণযুদ্ধাদাবষ্টভুজানাং চ প্রকটনাৎ। যদ্বা দোর্ভিরিব দোর্ভিঃ ভক্তবাৎসল্যেন সাহায্যকল্পিতৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা ক্ষত্রিয়াণাং ভগবতো বাহুজত্বাৎ বলাধিক্যাদ্যপেক্ষয়া কার্য্যকারণাভেদেন দোর্ভিঃ ক্ষত্রিয়ৈরিত্যুক্তং, তত্রাপি স্বৈর্নিজৈঃ যাদবপাণ্ডবাদিভিঃ। স্থিরাণাং চরাণাঞ্চ সর্ব্বেষামপি তদানীন্তনানাং জীবানাং সংসারদুঃখহন্তা। ব্রজপুরবনিতানাং ব্রজ এব পুরং বিচিত্রবিলাসবৈদগ্ধীবিষয়ত্বাৎ তদ্বনিতানাং। কামেষু দেবঃ শ্রেষ্ঠস্তদেকনিষ্ঠত্বাৎ পরমপ্রেমপরিণতিরূপকামবিশেষাচ্চ তং বর্দ্ধয়ন্। তচ্চ নিজেন সুস্মিতেন শ্রীমুখেনৈব। এবং তেনৈব পরমমোহনসৌন্দর্য্যাদিনা তাদৃশকামবর্দ্ধনান্মোক্ষানন্দেঽপি সামান্যভজনানন্দেঽপি চ পরমনৈরপেক্ষ্যাদ্যুক্তমেব তৎ কামস্য শ্রৈষ্ঠ্যং। বর্দ্ধয়ন্নিতি বর্ত্তমানত্বেন তাদৃশকামস্য পরমপ্রেমপরিণামলক্ষণতয়া প্রেম্ণশ্চাতৃপ্তিস্বভাবকতয়া পরিচ্ছেদাভাবো দর্শিতঃ। এবং দশমস্কন্ধশেষে নিখিললীলাকথনান্তে তথোক্ত্যা সর্ব্বদৈব তাভিঃ সহ সংযোগঃ সূচিতঃ। কিঞ্চ। শতৃঙন্তপদস্যাবশ্যকক্রিয়াপদসহিতান্বয়েন তাসাং তাদৃশকামবর্দ্ধনেনৈব জয়তীতি পরমমোৎকর্ষতাভিপ্রেতা। এবং তদর্থমেব দেবক্যাং জন্মাদিকমিত্যেবং সর্ব্বমবতারপ্রয়োজনং তত্রৈব পর্য্যবস্যতীতি দিক্। মঙ্গলাখ্যস্য পদ্যস্য পঠ্যমানস্য সর্ব্বতঃ। বিস্তার্য্য লিখিতোঽত্রার্থো লেখ্যোঽগ্রে যো হি দুর্গমঃ ॥১৬॥ এবং মঙ্গলমাচর্য্য সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধয়ে ভগবদেকশরণো ভবেদিত্যাশয়েন লিখতি স্মৃত ইতি। যত্র

মোক্ষ প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন্। ১৬। (এইরূপে মঙ্গলাচরণ করিয়া সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থ একমাত্র ভগবান্ কৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করিবে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।) যাঁহাকে স্মরণ করিলে সকলপ্রকার কল্যাণভাজন হওয়া যায়, সেই অজ (প্রাকৃত-জন্মহীন)

বিদগ্ধগোপালবিলাসিনীনাং সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতসর্ব্বগাত্রং।
পবিত্রমাম্নায়গিরামগম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীতচৌরং ॥ ১৮ ॥

দশমস্কন্ধে।—

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥ ১৯ ॥

পঠেৎ পুনশ্চ সাধূনাং সম্প্রদায়ানুসারতঃ। চতুঃশ্লোকীমিমাং সর্ব্বদোষশান্ত্যৈ শুভাপ্তয়ে ॥ ২০ ॥

যস্মিন্ হরৌ ॥ ১৭ ॥ কৌশিকীবৃত্তিগানাদ্যভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাতঃকালীন-রূপলীলাদি-স্মরণকীর্ত্তনার্থং লিখতি বিদগ্ধেতি। পবিত্রমপি বেদবাক্যাগোচরং, পরব্রহ্মাপি বিদগ্ধানাং গোপরমণীনাং সম্ভোগস্য চিহ্নৈর্নখক্ষতাদিভিরঙ্কিতানি সর্ব্বগাত্রাণি যস্য তং প্রপদ্যে। নবনীতস্য প্রাতর্দধিমন্থনোত্থিতস্য। চৌরং চৌর্য্যেণ ভক্ষয়ন্তমিত্যর্থঃ। তচ্চিহ্নাঙ্কিতমপি জ্ঞেয়ং ॥ ১৮॥ এবং সাক্ষাদ্ভগবতঃ কীর্ত্তনস্মরণে লিখিত্বা প্রিয়জনপ্রেমদ্বারাপি কীর্ত্তনস্মরণবিশেষং লিখতি উদ্গায়তীনামিতি। দিশাং দশদিক্স্থানাং জীবানাম্ অমঙ্গলম্ ঐহিকামুষ্মিকমখিলমভদ্রং। যদ্বা অকারো বিষ্ণুস্তদ্রূপং মঙ্গলং। কিংবা ন বিদ্যতে মঙ্গলং যস্মাৎ তদমঙ্গলম্ অনুত্ত-মাদিবৎ পরমমঙ্গলমিত্যর্থঃ। তচ্চ মুখ্যবৃত্ত্যা শ্রীভগবৎপ্রেমৈব। যেন ধ্বনিনা দিশঃ প্রতি নিতরাং রস্যতে আস্বাদং কার্য্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ যদ্যপি লেখ্যশ্লোকচতুষ্টয়ে শ্রীগোপালদেবস্য কীর্ত্তনস্মরণবিশেষো নাস্তি তথাপি বহুলশিষ্টাচারাপেক্ষয়া তৎ পঠিতব্যমিতি লিখতি পঠেদিতি। সর্ব্বেষাং দুঃস্বপ্নাদিদোষাণাং শান্তয় ইত্যেষাং শ্লোকানাং প্রায়ো গজেন্দ্রমোক্ষাখ্যানপরতয়া

নিত্যপুরুষ হরির শরণ গ্রহণ করি। ১৭। পবিত্র হইয়াও বেদবাক্যের অগম্য, পরব্রহ্ম হইয়াও বিদগ্ধা গোপালবিলাসিনীদিগের নখদন্তক্ষতাদি (চিহ্ন) দ্বারা সর্ব্বগাত্রে অঙ্কিত, সেই নবনীতচৌর অর্থাৎ ঘৃত নবনীত-চিহ্নে চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করি। ১৮। (এই প্রকারে সাক্ষাৎ ভগবানের কীর্ত্তন ও স্মরণ বর্ণন পূর্ব্বক প্রিয়জন-প্রেম দ্বারাও কীর্ত্তন-স্মরণ-বিশেষ লিখিত হই-তেছে।) দশমস্কন্ধে লিখিত আছে যে, অরবিন্দনেত্র শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনাদিস্বরূপ গানে তৎপর ব্রজাঙ্গনাকুলের কণ্ঠধ্বনি দধিমন্থনোত্থ ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করি-তেছে। সেই শব্দ দ্বারা দিক্-সকলের অর্থাৎ দশদিক্স্থিত জীবগণের (ঐহিক ও আমুষ্মিক) অমঙ্গল বিনাশ প্রাপ্ত হয় *। ১৯। (অতঃপর লেখ্য শ্লোকচতুষ্টয়ে শ্রীগোপালদেবের কীর্ত্তন-বিশেষ বা স্মরণবিশেষ নাই, তথাপি বহুল শিষ্টাচারাপেক্ষায় ইহা পাঠ করা উচিত, এই জন্যই লিখিত হইতেছে।) সাধুগণের সম্প্রদায় অনুসারে (দুঃস্বপ্ন, বন্ধন, পীড়া প্রভৃতি) সর্ব্ব-

---

* "অমঙ্গল" শব্দে বিষ্ণুরূপ মঙ্গল অথবা পরমমঙ্গলও বুঝায়। অকারের অর্থ বিষ্ণু, তদ্রূপ মঙ্গল, সুতরাং বিষ্ণুরূপ মঙ্গল। অথবা ন বিদ্যতে মঙ্গলং যস্মাৎ অর্থাৎ যাহা হইতে মঙ্গল আর নাই এই অর্থে পরম মঙ্গল। এই দুইপ্রকার অর্থ করিলে উক্তং তাৎপর্য্যে এই বুঝিতে হইবে যে, ব্রজাঙ্গনাদিগের সেই ধ্বনি দশদিকস্থ জীবকুলকে বিষ্ণুরূপ মঙ্গল অথবা পরমমঙ্গলের আস্বাদ করাইয়া দিতেছে। এস্থলে "নিরস্যতে" ক্রিয়ার অর্থ দূরীকৃত বা বিনষ্ট হইতেছে না হইয়া আস্বাদ করাইয়া দিতেছে হইবে।

প্রাতঃ স্মরাবি ভবভীতিমহার্ত্তিশান্ত্যৈ নারায়ণং গরুড়বাহনমজনাভং।
গ্রাহাভিভূতবরবারণমুক্তিহেতুং চক্রায়ুধং তরুণবারিজপত্রনেত্রং॥
প্রাতর্ন্মামি মনসা বচসা চ মূর্দ্ধ্না পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ।
নারায়ণস্য নরকার্ণবতারণস্য পারায়ণপ্রবণবিপ্রপরায়ণস্য॥
প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং প্রাক্ সর্ব্বজন্মকৃতপাপভয়াবহত্যৈ।
যো গ্রাহবক্ত্রপতিতাঙ্ঘ্রিগজেন্দ্রঘোরশোকপ্রণাশমকরোদ্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং প্রাতঃ প্রাতঃ পঠেত্তু যঃ। লোকত্রয়গুরুস্তস্মৈ দদ্যাদাত্মপদং হরিঃ॥ইতি॥
তদেতল্লিখিতং কুত্র কুত্রচিদ্ব্যবহারতঃ। কিন্তু স্বাভীষ্টরূপাদি শ্রীকৃষ্ণস্য বিচিন্তয়েৎ॥
ইত্থং বিদধ্যাদ্ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণাদিকং। সর্ব্বতীর্থাভিষেকং বৈ বহিরন্তর্বিশোধনং॥ ২১॥

তথা চ স্কান্দে স্কন্দং প্রতি শ্রীশিবোক্তৌ।—

সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ং। গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি পুত্রক॥ ২২॥

অন্যত্র চ।—শয়নাদুত্থিতো যস্তু কীর্ত্তয়েন্মধুসূদনং। কীর্ত্তনাত্তস্য পাপস্য নাশমায়াত্যশেষতঃ॥২৩॥

দুঃস্বপ্নাদ্যুপশান্তয় ইত্যাদি তত্রত্যোক্ত্যভিপ্রায়েণ॥ ২০॥ পারায়ণং বেদাধ্যয়নসাকল্যং তস্মিন্ প্রবণস্তৎপর ইত্যর্থঃ।। যদ্বা পারায়ণেন প্রবণঃ প্রণতো যো বিপ্রস্তস্য পরং পরমম্ অয়নমাশ্রয়স্তস্য॥ ২১॥ ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণে এব সর্ব্বতীর্থাভিষেক ইত্যত্র প্রমাণং লিখতি সকৃদিতি। কল্পশতত্রয়মিত্যস্য নিত্যে তাৎপর্য্যং সদৈবেত্যর্থঃ॥ ২২॥ কথং বহিরন্তর্বিশোধনং

দোষশান্ত্যর্থ এবং শুভলাভার্থ পুনরায় এই চারিটী শ্লোক পাঠ করিবে। ২০। আমি ভবভয়-রূপ মহাপীড়ার উপশমার্থ গরুড়বাহন, পদ্মনাভ, কুম্ভীর কর্ত্তৃক অভিভূত বারণরাজের মোক্ষের কারণস্বরূপ, চক্রাস্ত্রধারী, নবীন পদ্মপলাশলোচন নারায়ণকে প্রাতঃকালে স্মরণ করি। যিনি পারায়ণে (বেদাধ্যয়নে) তৎপর বিপ্রের একমাত্র আশ্রয়, আমি প্রাতঃকালে মন দ্বারা, বাক্য দ্বারা ও মস্তক দ্বারা সেই নরকার্ণবতারণ, পরমপুরুষ নারায়ণের পদারবিন্দদ্বয়ে প্রণাম করি। কুম্ভীরমুখে পদ পতিত হওয়াতে বারণরাজ ঘোর শোকে অভিভূত হইলে যিনি শঙ্খচক্রধারী হইয়া গজরাজের শোক দূর করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মকৃত অখিল পাপভয়-বিনাশার্থ ভজনশীলগণের অভয়দাতা সেই দেবকে প্রাতঃকালে ভজনা করি। যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রভাতে এই পবিত্র শ্লোকত্রয় পাঠ করেন, ত্রিলোকগুরু হরি তাঁহাকে আত্মপদ প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে ব্যবহারানুসারে তাহাই লিখিত হইল, কিন্তু আপনার অভীষ্টানুসারে কৃষ্ণের রূপাদি চিন্তন করিবে অর্থাৎ যে রূপে যাঁহার অভিরুচি, তিনি সেইপ্রকার চিন্তা করিবেন। এই প্রকারে ভগবানের নামকীর্ত্তন ও নামস্মরণাদি করিবে, তাহা হইলেই সর্ব্বতীর্থাভিষেকের ফল হয় এবং বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি হইয়া থাকে। ২১। এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয়ের প্রতি শিবোক্তি আছে, যথা—হে পুত্র! তিনশত কল্প সর্ব্বদা গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, একবারমাত্র "নারায়ণ" এই শব্দ উচ্চারণ

মাহাত্ম্যং কীর্ত্তনস্যাগ্রে লেখ্যং মুখ্যপ্রসঙ্গতঃ। স্মরণস্য তু মাহাত্ম্যমধুনা লিখ্যতে কিয়ৎ ॥২৪॥

তত্রাদৌ তস্য নিত্যতা।

পাদ্মে বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে।—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥২৫॥

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীমদগস্ত্যোক্তৌ।—

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধজড়মূকতা। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে॥

কাশীখণ্ডে চ শ্রীধ্রুবচরিতে।—

ইয়মেব পরা হানিরুপসর্গোঽয়মেব চ। অভাগ্যং পরমং চৈতদ্বাসুদেবং ন যৎ স্মরেৎ॥

যে মুহূর্ত্তাঃ ক্ষণা যে চ যাঃ কাষ্ঠা যে নিমেষকাঃ। ঋতে বিষ্ণুস্মৃতের্যাতাস্তেষু মুষ্টো যমেন সঃ॥

নিত্যত্বেঽপ্যস্য মাহাত্ম্যং বিচিত্রফলদানতঃ।

জ্ঞেয়ং শাস্ত্রোদিতং দর্শপৌর্ণমাসাদিবদ্বুধৈঃ॥ ২৭॥

তল্লিখতি শয়নাদিতি। কীর্ত্তনাৎ কেবলাদেব॥ ২৩॥ মুখ্যে প্রসঙ্গে ইতি কীর্ত্তনস্যৈব প্রাধান্যেন প্রসঙ্গে সতি লেখ্যং। অধুনা চান্যসঙ্গত্যা গৌণ্যাং লিখিতুমযোগ্যমিত্যর্থঃ এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং॥২৪॥

জাতুচিৎ কদাচিদপি ন বিস্মর্ত্তব্যঃ। এতয়োঃ স্মরণবিস্মরণয়োরেব কিঙ্করাঃ অনুগাঃ। স্মৃতৌ সর্ব্বে বিধয়স্তৎকৃতপুণ্যানি বিস্মৃতৌ চ সর্ব্বে নিষেধাস্তৎকৃতপাপানি স্বয়মেবানুগচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥২৫॥ ঋতে বিষ্ণুস্মৃতের্ব্বিষ্ণুস্মরণং বিনা যস্য জনস্য যাতা অপগতাস্তেষু মুহূর্ত্তাদিষু মুষ্টো বঞ্চিতো বশীকৃত ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥ নন্য শাস্ত্রেষু স্মরণস্য তত্তৎফলশ্রবণাৎ কথং নিত্যত্বং সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যত্বেঽপীতি। অস্য স্মরণস্য শাস্ত্রোদিতং বিচিত্রফলদানতো মাহাত্ম্যং দর্শপৌর্ণ-

---

করিলে মানব সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ২২। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মধুসূদন নাম কীর্ত্তন করেন, কেবলমাত্র সেই কীর্ত্তনফলেই তাঁহার পাপ নিঃশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৩। অগ্রে মুখ্যপ্রসঙ্গ কীর্ত্তনমাহাত্ম্য লিখিত হইবে, অধুনা কিঞ্চিৎ স্মরণমাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। ২৪।

প্রথমতঃ স্মরণের নিত্যতা।—পদ্মপুরাণে বৃহৎ সহস্রনাম-স্তোত্রে লিখিত আছে, সতত বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কদাপি বিস্মৃত হইবে না। অখিল বিধি (তৎকৃত পুণ্য) এবং সমস্ত নিষেধ (তৎকৃত পাতক) এই উভয়েরই অধীন অর্থাৎ তৎকৃত পুণ্য স্মৃতির এবং তৎকৃত পাপ বিস্মৃতির অনুগামী হয়। ২৫। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীমান্ অগস্ত্যের উক্তি যথা,—যে মুহূর্ত্ত, বা যে ক্ষণ, বাসুদেবের চিন্তায় অতীত না হয়, তাহাই হানি, তাহাই মহৎ ছিদ্র এবং তাহাই অন্ধতা, জড়তা ও মূকতাস্বরূপ। কাশীখণ্ডে ধ্রুবচরিতে লিখিত আছে যে, বাসুদেবকে স্মরণ না করিলে তাহাই পরমা হানি, তাহাই উপসর্গ এবং তাহাই পরম অভাগ্যস্বরূপ। বিষ্ণুস্মরণ ব্যতিরেকে যে সকল মুহূর্ত্ত, যে সকল ক্ষণ, যে সমস্ত কাষ্ঠা ও যে সকল নিমেষ অতীত হয়, বিষ্ণুস্মরণহীন ব্যক্তি সেই সকল মুহূর্ত্তাদিতেই যম কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া থাকে। ২৬। দর্শ

অথ স্মরণমাহাত্ম্যং।

(তত্র সর্ব্বতীর্থস্নানাধিকত্বং।)

উক্তঞ্চ স্মার্ত্তৈরপি।—

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ। বারুণং মানসং চেতি স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতং॥
শন্ন আপস্তু বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভস্তু পার্থিবং। ভস্মনা স্নানমাগ্নেয়ং স্নানং গোরজসানিলং।
আতপে সতি যা বৃষ্টির্দিব্যং স্নানং তদুচ্যতে। বহির্নদ্যাদিষু স্নানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ধ্যানং যন্মনসা বিষ্ণোর্মানসং তৎ প্রকীর্ত্তিতং॥ ২৮॥

কিঞ্চ।—

অসামর্থ্যেন কায়স্য কালদেশাদ্যপেক্ষয়া। তুল্যফলানি সর্ব্বাণি স্যুরিত্যাহ পরাশরঃ।
স্নানানাং মানসং স্নানং মন্বাদ্যৈঃ পরমং স্মৃতং। কৃতেন যেন মুচ্যন্তে গৃহস্থা অপি বৈ দ্বিজাঃ॥২৯

মাসাদিবৎ। আদিশব্দাদগ্নিহোত্রাদি। যথা তেষাং নিত্যত্বেঽপি সতি ফলানি শ্রূয়ন্তে তথাত্রাপি বুধৈঃ শাস্ত্রবিদ্ভির্জ্জ্ঞেয়ং। এতচ্চ মীমাংসাশাস্ত্রনিপুণৈঃ কৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিভিরেকাদশী-প্রসঙ্গে বিবৃত্য লিখিতমস্তীতি নাত্র বিস্তার্য্যতে। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্রৈব বোদ্ধব্যমিতি॥ ২৭॥

স্মার্ত্তৈরপীতি ভগবদ্ভক্তিপরৈরুচ্যত এব স্মৃত্যুক্তকর্ম্মপরৈরপ্যুক্তমিত্যর্থঃ। শন্ন আপস্তিতি মন্ত্রা-দ্যবর্ণাঃ। ইদমপি স্মার্ত্তানামেব মতং বৈষ্ণবানাস্তু মূলমন্ত্রাদিনৈব। মৃদঃ মৃত্তিকায়াঃ আলম্ভঃ স্পর্শনং যস্মিন্ তৎ। মনসা ধ্যানমিতি কেবলমনঃসংযোগমাত্ররূপং স্মরণং লক্ষ্যতে ধ্যানমিত্যুক্তেঽপি মনসেতি প্রয়োগাৎ॥২৮॥ ন চৈতেষু ব্যাপারতারতম্যাদিনা তারতম্যং জ্ঞেয়মিতি লিখতি অসা-

---

পৌর্ণমাস ও অগ্নিহোত্রাদিবৎ বিষ্ণুস্মৃতির নিত্যত্ব হইলেও নানারূপফলদান নিবন্ধন বুধগণ শাস্ত্রে ইঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। ২৭।

অনন্তর স্মরণমাহাত্ম্য।—স্মার্ত্তগণ সর্ব্বতীর্থস্নান অপেক্ষা স্মরণের মাহাত্ম্যাধিক্য কীর্ত্তন করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাতঃস্মরণ ভগবদ্ভক্তগণের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং স্মার্ত্তেরাও উহাকে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন; সুতরাং প্রাতঃস্নান যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস, স্নান এই সপ্তবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত। "শন্ন আপঃ" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্নানকে মান্ত্র স্নান, মৃত্তিকাস্পর্শ পূর্ব্বক স্নানকে পার্থিব স্নান, ভস্ম দ্বারা স্নানকে আগ্নেয় স্নান, গোধূলি দ্বারা স্নানকে বায়ব্য স্নান এবং আতপ বিদ্য-মানে বৃষ্টি হইলে তদ্দ্বারা স্নানকে দিব্যস্নান কহে। বহির্নদ্যাদিতে স্নানই বুধগণ কর্ত্তৃক দিব্যস্নান বলিয়া অভিহিত হয়। মনে মনে বিষ্ণুধ্যানই মানস স্নান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৮।

আরও লিখিত আছে, পরাশর বলিয়াছেন যে, দেহের অসামর্থ্য হইলে কাল, দেশ ও অধি-কারীর অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বরূপ স্নানেরই তুল্য ফল হইয়া থাকে। মনু প্রভৃতি অনেকে বলিয়াছেন যে, যে স্নান করিলে গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিশুদ্ধি লাভ করেন,

(পরমশোধকত্বং)

গারুড়ে শ্রীনারদোক্তৌ বিষ্ণুধর্ম্মে চ পুলস্ত্যোক্তৌ।—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ ৩০॥

যদ্যপ্যুপহতঃ পাপৈর্মনসাত্যন্তদুস্তরৈঃ। তথাপি সংস্মরন্ বিষ্ণুং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ ৩১॥

(পাপোন্মূলনত্বং)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।—

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ। যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরং॥ ৩২॥
কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে। প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরং॥৩৩॥

মর্থ্যেনেতি ফলাদ্যপেক্ষয়া চ। আদিশব্দেন অধিকারী গ্রাহ্যঃ। কিঞ্চ। স্নানানামিতি। দ্বিজা ইতি তেষামেব স্নানাদৌ মুখ্যত্বাৎ। হে দ্বিজা ইতি বা॥ ২৯॥

সবাহ্যাভ্যন্তর ইতি বাহ্যেন শরীরাদিনা আভ্যন্তরেণ চ মনআদিনা সহ শুদ্ধো ভবেদিত্যর্থঃ॥ ৩০॥ মনসাঽপি অত্যন্তদুস্তরৈঃ অনন্তত্বাৎ গণয়িতুমশক্যৈঃ কিং পুনর্ব্বাচেত্যর্থঃ। যদ্বা মনঃসঙ্কল্পিতেনাপি প্রায়শ্চিত্তশতেন পরমাপরিহার্য্যৈঃ কিং পুনঃ সাক্ষাৎপ্রায়শ্চিত্তকর্ম্মানুষ্ঠানেনেত্যর্থঃ। তস্য দুষ্করত্বাৎ। যদ্বা মনসা সংস্মরন্ ইত্যন্বয়ঃ। ততশ্চ মনসেতি কেবলং মনসি কথঞ্চিৎ সংযোগমাত্রমভিপ্রেতং॥ ৩১॥

তপাংসি কৃচ্ছ্রাদীনি কর্ম্মাণি দানজপাদীনি তদাত্মকানি তেষাং মধ্যে তেভ্যো বা পরং শ্রেষ্ঠং॥ ৩২॥ শ্রেষ্ঠত্বমেবাহ কৃত ইতি। প্রকর্ষেণ জায়তে। তস্যৈব মন্বাদ্যুক্তানাং তপোদানাদীনাং মধ্যে একং কিঞ্চিত্তদনুরূপং প্রায়শ্চিত্তং। তদনুতপ্তস্য তেষ্বনধিকারাৎ। হরিস্মরণন্তু পরম্

সেই মানস স্নানই সর্ব্বপ্রকার স্নানের মধ্যে প্রধান। (অথবা হে দ্বিজগণ! যে স্নান করিলে গৃহস্থমাত্রেই বিশুদ্ধ হয়, সেই মানস স্নানই সর্ব্বপ্রকার স্নানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ)। ২৯।

মানস স্নানের পরমশোধকত্ব।—গরুড়পুরাণে নারদোক্তিতে এবং বিষ্ণুধর্ম্মে পুলস্ত্যের বাক্যে আছে, যথা—অপবিত্র হউক অথবা পবিত্র হউক, কিংবা সকলপ্রকার অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই থাকুক, পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিলে তিনি বাহ্য (শরীরাদি) ও আভ্যন্তরের (মন প্রভৃতির) সহিত শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ৩০। মনে মনেও গণনা দ্বারা শেষ করা যায় না, এরূপ পাপরাশি দ্বারা দূষিত হইয়াও বিষ্ণুস্মরণ করিলে সে ব্যক্তি বাহ্যে ও অভ্যন্তরে পবিত্র হইয়া থাকে। (অথবা—সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্তকর্ম্মানুষ্ঠান দূরে থাকুক, মনঃসঙ্কল্পিত প্রায়শ্চিত্তশত দ্বারাও অপরিহার্য্য পাতকপুঞ্জে লিপ্ত ব্যক্তি বিষ্ণুস্মরণ করিলে বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত শুদ্ধ হয়। অথবা—অত্যন্তদুস্তর পাতকসমূহে কলুষিত হইয়াও মনে মনে বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সে ব্যক্তি বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত বিশুদ্ধ হয়)। ৩১।

বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা পাপের উন্মূলনত্ব।—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, সর্ব্বপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত, তপস্যা, দান, জপ ও ব্রত প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণস্মরণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩২। পাপাচরণ করিবার

কিঞ্চ।—কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাং। প্রয়াতি বিলয়ং সদ্যঃ সকৃৎযত্রানুসংস্মৃতে ॥৩৪॥

কৌর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

যে মাং জনাঃ সংস্মরন্তি কলৌ সকৃদপি প্রভুং।

তেষাং নশ্যতি তৎ পাপং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে ॥ ৩৫ ॥

বৃহন্নারদীয়ে শুক্রবলিসংবাদে।—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥

তত্রৈব প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গান্তে।—

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। স বৈ বিমুচ্যতে সদ্যো যস্য বিষ্ণুপরং মনঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কৃতঃ পাপসঞ্চয়ঃ। সোঽপ্যশেষঃ ক্ষয়ং যাতি স্মৃত্বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ॥

অতএবোক্তং স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীপরাশরেণ।—

যমমার্গং মহাঘোরং নরকাংশ্চ যমং তথা। স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেদ্যঃ স্মরেদ্গরুড়ধ্বজং ॥ ৩৬ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীশুকেন।—

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।

ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুতাপানপেক্ষয়াপি নিঃশেষপাপক্ষয়হেতুত্বাৎ অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিত ইতি হরির্হরতি পাপানীত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ৩৩ ॥ অধুনা পরমদুষ্পরিহরকলিমহাপাতকস্যাপি নাশকমিত্যাহ কলীতি। যত্র যস্মিন্ হরৌ অনুকরণেনাপি সংস্মৃতে সতি। অনুকরণেনাপি স্মৃতেঃ। সম্যক্ত্বাভিপ্রায়েণ সংশব্দঃ ॥ ৩৪ ॥ সদ্যস্তৎকালীনমেব কলিসুদুস্তরং। যদ্বা তস্য কলেরপি পাপং। যতস্তেন স্মরণেনৈব পুরুষোত্তমে ময়ি ভক্তানাং ভক্তিমতাং সতাং ॥ ৩৫ ॥ স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেদিতি পাপানুৎপত্তেঃ

পর যে ব্যক্তির অনুতাপ জন্মে, একমাত্র হরিস্মরণই তাহার পক্ষে পরম প্রায়শ্চিত্ত। ৩৩। (হরিস্মরণ যে পরম দুষ্পরিহার্য্য কলিকলুষও দূর করে, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।)—আরও লিখিত আছে যে, শ্রীহরিকে একবারমাত্র স্মরণ করিলেই মানবগণের নরকযাতনাবহ অত্যুগ্র কলিকলুষ সদ্যঃ বিলয় প্রাপ্ত হয়। ৩৪। কূর্ম্মপুরাণে শ্রীভগবদুক্তিতে আছে যথা,—কলিকালে যাহারা একবারমাত্রও প্রভুস্বরূপ আমাকে স্মরণ করে, পুরুষোত্তম আমাতে ভক্তিনিষ্ঠ সেই সকল ব্যক্তির তৎকালীন কলিসুদুস্তর পাপ (অথবা সেই কলির পাপ) সদ্যঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৩৫। বৃহন্নারদীয় পুরাণে শুক্রবলিসংবাদে লিখিত আছে যে, দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হইলেও হরি তাহাদিগের পাপরাশি হরণ করেন; যেহেতু অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলেও অগ্নি দগ্ধ করিয়া থাকে। ঐ পুরাণেই প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গান্তে লিখিত আছে যে, মহাপাতকযুক্ত হউক অথবা সর্ব্বপাপযুক্তই হউক, যাহার মন বিষ্ণুপরায়ণ, সে সদ্যঃ পাতক হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, কর্ম্ম দ্বারা, মনঃ দ্বারা ও বাক্য দ্বারা যে পাপরাশি সঞ্চিত হয়, কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ দ্বারা সেই সমস্ত পাতকও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে পরাশর বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি গরুড়ধ্বজ হরিকে স্মরণ করে, তাহাকে স্বপ্নেও

(সর্ব্বাপদ্বিমোচকত্বং।)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদোক্তৌ।—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

বামনপুরাণে।—

বিষ্টয়ো ব্যতিপাতাশ্চ যেঽন্যে দুর্নীতিসম্ভবাঃ। তে সর্ব্বে স্মরণাদ্বিষ্ণোর্নাশমায়ান্ত্যুপদ্রবাঃ॥

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদ্যুতিস্তুতৌ।—

যস্য স্মরণমাত্রেণ ন মোহো ন চ দুর্গতিঃ। ন রোগো ন চ দুঃখানি তমনন্তং নমাম্যহং॥

কথঞ্চিজ্জাতস্যাপি সংক্ষয়াদ্বা॥ ৩৬॥ সকৃদপি। এবম্ অপিশব্দস্য সর্ব্বত্রান্বয়াদয়মর্থঃ। কিং পুনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি কিং পুনঃ সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যাদৌ কিং পুনঃ স্বতো নিবিষ্টং কিং পুনস্তদ্রূপনামানুরাগীতি। কারুণ্যাদিনা গুণরাগিত্বেনোপকারাপেক্ষয়া সোপাধিকত্বাপত্তেস্তস্য ন্যূনতয়া কৈমুতিকন্যায়সিদ্ধিঃ। তথা যৈরপি কৈশ্চিৎ ইহাপি যত্র কুত্রচিদিতি। তথা কুতো যাম্যা যাতনাঃ কুতশ্চ বন্ধনার্থানীতপাশান্ কুতশ্চ নির্ব্বলান্ যমদূতানিতি। তথা কুতঃ সাক্ষাদ্ভয়তর্জ্জনাদিকমনুভবেয়ুরিতি। যতঃ চীর্ণনিষ্কৃতাঃ তেনৈব কৃতপ্রায়শ্চিত্তাঃ। এবং যথা কথঞ্চিৎ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ সর্ব্বেষামেব নরকাদ্যভাবোঽভিপ্রেতঃ। ইত্থঞ্চ বিষ্ণুপরং মনঃ ইত্যত্র বিষ্ণ্বাশ্রয়ং কথঞ্চিৎ তৎসমীপগমিতি জ্ঞেয়ং। তথা হরিসংস্মরণমিত্যাদৌ সংশব্দাদিকং ভগবৎস্মরণস্য সর্ব্বস্মরণতঃ সম্যকৃতয়া স্বরূপনির্দ্দেশমাত্রপরং ন তু বিশেষণপরমিতি দিক্। যদ্যপি পরমশোধকত্বপাপোন্মূলনত্বয়োরভেদ এব পর্য্যবস্যতি তথাপি পরমশোধকত্বস্য তাৎকালিকপাপাদ্যশুদ্ধিতঃ বাহ্যাভ্যন্তরপবিত্রতামাত্রলক্ষণত্বেন পাপোন্মূলনত্বস্য চানেকজন্মকৃতবাসনাশেষপাপক্ষপণরূপতয়া কশ্চিদ্ভেদঃ কল্প্যঃ। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ং॥ ৩৭॥

মহাঘোর যমমার্গ, নরকসমূহ ও যমকে দর্শন করিতে হয় না। ৩৬। ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীশুক কর্ত্তৃক উক্ত আছে যথা,—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একবারমাত্র ভগবদ্গুণাদিতে অনুরাগী স্বীয় মন নিবেশিত করেন, তাঁহাদিগকে স্বপ্নেও যম বা পাশধারী যমদূতগণকে নেত্রগোচর করিতে হয় না। যেহেতু, ভগবানে মনোনিবেশ করাতেই তাঁহাদিগের সকল প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। ৩৭।

বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা সর্ব্বাপদ্বিমোচকত্ব।—বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের উক্তি আছে, যে হস্তিগণের দশন কুলিশবৎ তীক্ষ্ণ, তৎসমস্তও যখন শীর্ণ হইল, তখন উহা মদীয় বল নহে; মহাবিপৎপাতের সংহারকারী জনার্দ্দনের স্মরণপ্রভাবই উহার কারণ। বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, বিষ্টি, ব্যতীপাত ও অন্যান্য দুর্নীতিসম্ভব উপদ্রব সমস্তই বিষ্ণুস্মরণমাত্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদ্যুতির স্তবে আছে যথা,—যাঁহার স্মরণমাত্রে মোহ থাকে না, দুর্গতি থাকে না এবং দুঃখও থাকে না, আমি সেই অনন্তকে নমস্কার করি।

(দুর্ব্বাসনোন্মূলনত্বং)

দ্বাদশস্কন্ধে।—

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দৌর্ব্বর্ণ্যং হন্তি ধাতুজং। এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ং ॥৩৮॥

(সর্ব্বমঙ্গলকারিত্বং।)

পাণ্ডবগীতায়াং।—

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ। যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥

(সর্ব্বসৎকর্ম্মফলপ্রদত্বং।)

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গেঽগস্ত্যোক্তৌ।—

দেবেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু তীর্থেষু ব্রতেষু চৈব।
ইষ্টেষু পূর্ত্তেষু চ যৎ প্রদিষ্টং নৃণাং স্মৃতে তৎ ফলমচ্যুতে চ ॥

(কর্ম্মসাদ্গুণ্যকারিত্বং।)

বৃহন্নারদীয়ে।—

ন্যূনাতিরিক্ততা সিদ্ধা কলৌ বেদোক্তকর্ম্মণাং। হরিস্মরণমেবাত্র সম্পূর্ণফলদায়কং ॥ ৩৯ ॥

স্মৃতৌ চ।—

প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ ॥

(সর্ব্বকর্ম্মাধিকত্বং।)

বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে।—

তুলাপুরুষদানানাং রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ। ফলং বিষ্ণোঃ স্মৃতিসমং ন জাতু দ্বিজসত্তম ॥

ধাতুজং তাম্রাদিসংশ্লেষজাতং হেম্নো দৌর্ব্বর্ণ্যং মালিন্যং হেম্নি স্থিতঃ সন্ বহ্নিরেব হরতি এবং যোগিনামপি সতাম্ আত্মগতঃ মনসি প্রাতঃ স্মৃতঃ সন্ বিষ্ণুরেব ন তু যোগাদিকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

সিদ্ধেতি স্বভাবতোঽবশ্যং স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা দুর্ব্বাসনার উন্মূলনত্ব।—দ্বাদশস্কন্ধে লিখিত আছে যে, যেমন বহ্নি সুবর্ণে সংস্থিত হইয়া তাম্রাদি-ধাতু-সংশ্লেষজাত দৌর্ব্বর্ণ্য (মালিন্য) দূর করে, সেইরূপ বিষ্ণু আত্মগত (মনে মনে স্মৃত) হইয়া যোগীদিগের অশুভরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন। ৩৮।

বিষ্ণুস্মরণের সর্ব্বমঙ্গলকারিত্ব।—পাণ্ডবগীতায় লিখিত আছে যে, ইন্দীবরশ্যামল জনার্দ্দন যাঁহাদিগের হৃদয়স্থ, সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের লাভ এবং সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের জয়; তাঁহাদিগের পরাভব কোথায়?

বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা সর্ব্ব-সৎকর্ম্মের ফলপ্রদত্ব।—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোক্তিতে আছে, দেববিষয়ে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে তীর্থবিষয়ে, ইষ্টকর্ম্মে ও পূর্ত্তকর্ম্মে নরগণের পক্ষে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভগবান্ অচ্যুতকে স্মরণ করিলে তৎসমস্তের ফল লাভ হয়।

বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা কর্ম্মের সাদ্গুণ্যকারিত্ব।—বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে যে, কলিযুগে বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের অবশ্য ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা হয়, কিন্তু এ বিষয়ে শ্রীহরিস্মরণ সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। ৩৯। স্মৃতিতেও আছে, যথা,—যজ্ঞক্রিয়ায় কর্ম্মকর্ত্তৃগণের প্রমাদনিবন্ধন যে কর্ম্মাঙ্গহানি হয়, বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ হয়, ইহা স্মৃতিতে আছে।

দ্বাদশস্কন্ধে।—

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রীতীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥ ৪০॥

(সর্ব্বভয়াপহারিত্বং।)

বিষ্ণুপুরাণে হিরণ্যকশিপুং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ।—

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরোদ্ভবানি ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত॥

(মোক্ষপ্রদত্বং।)

তত্রৈবান্যত্র।—

বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ। মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে॥৪১॥

বৃহন্নারদীয়ে।—

বরং বরেণ্যং বরদং পুরাণং নিজপ্রভাভাসিতসর্ব্বলোকং।
সঙ্কল্পিতার্থপ্রদমাদিদেবং স্মৃত্বা ব্রজেন্মোক্ষপদং মনুষ্যঃ॥ ৪২॥

বিদ্যা উপাসনা অধ্যয়নং বা। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং। প্রাণনিরোধঃ প্রাণায়ামঃ। মৈত্রী ভূতেষু স্নেহঃ। অন্তরাত্মা মনঃ। হৃদিস্থে স্মৃতে॥ ৩০॥

বিষ্ণোঃ সংস্মরণাৎ ক্ষীণঃ ক্ষয়ং গতঃ সমস্তক্লেশানাং পাপমূলানাং রাগাদীনাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যস্য সঃ স্বর্গপ্রাপ্তিস্তু তস্যাতিতুচ্ছত্বাৎ বিঘ্নপ্রায়ৈবেত্যর্থঃ॥ ৪১॥ বরং বরেণ্যং পরমশ্রেষ্ঠ-

---

বিষ্ণুস্মরণের সর্ব্বকর্ম্মাধিকত্ব।—বৃহন্নারদীয় পুরাণে কলিপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্তম! তুলাপুরুষদান, রাজসূয় যজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ এই সমস্তের ফল কদাচ বিষ্ণুস্মরণের সদৃশ নহে। দ্বাদশস্কন্ধে লিখিত আছে যে, ভগবান্ অনন্ত হৃদিস্থিত (স্মৃত) হইলে অন্তরাত্মা (মন) যেরূপ অত্যন্ত বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিদ্যা (উপাসনা বা অধ্যয়ন), তপঃ (স্বধর্ম্মাচরণ), প্রাণনিরোধ (প্রাণায়াম), মৈত্রী (সর্ব্বভূতে স্নেহ), তীর্থসেবা, ব্রত, দান ও জপ দ্বারা তাদৃশ শুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ৪০।

বিষ্ণুস্মরণের সর্ব্বপ্রকার-ভয়হারিত্ব।—বিষ্ণুপুরাণে হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদোক্তি যে, হে তাত! যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম ও জরাজন্য নিখিল ভয় পলায়িত হয়, সর্ব্বভয়বিনাশন সেই অনন্ত যখন মদীয় হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, তখন ভয় কোথায় থাকিবে?

বিষ্ণুস্মরণের মোক্ষপ্রদত্ব।—ঐ গ্রন্থের স্থানান্তরে লিখিত আছে, বিষ্ণুস্মরণবশতঃ যাহার পাপমূল রাগাদি-সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং স্বর্গপ্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত হয়। ৪১। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে, যিনি পরম শ্রেষ্ঠ (অথবা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবরেণ্য), বরদাতা, পুরাণ পুরুষ, যিনি স্বীয় প্রভা দ্বারা সর্ব্বলোক প্রকাশ করেন এবং যিনি সঙ্কল্পিত বিষয়ের ফলদাতা, সেই আদিদেবকে স্মরণ করিলে মানব

স্কান্দে।—

যস্য স্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ। বিমুচ্যতে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ৪৩ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীপরাশরোক্তৌ।—

তদৈব পুরুষো মুক্তো জন্মদুঃখজরাদিভিঃ। ভক্ত্যা তু পরয়া নূনং যদৈব স্মরতে হরিং ॥

(ভগবৎপ্রসাদনং।)

বৃহন্নারদীয়ে।—

যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতো নারায়ণোঽব্যয়ঃ। অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥

(শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বং)

বামনপুরাণে।—

অনাদ্যনন্তমজরামরং হরিং যে সংস্মরন্ত্যহরহর্নিয়তং নরা ভুবি।
তং সর্ব্বগং ব্রহ্ম পরং পুরাণং তে যান্তি বৈষ্ণবপদং ধ্রুবমব্যয়ঞ্চ ॥ ৪৪ ॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে যমস্য দূতানুশাসনে।—

যে স্মরন্তি সকৃদ্দূতাঃ প্রসঙ্গেনাপি কেশবং। তে বিধ্বস্তাঽখিলাঘৌঘা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥৪৫॥

ব্রহ্মপুরাণে বিষ্ণুরহস্যে চ।—

শাঠ্যেনাপি নরা বিষ্ণুং যে স্মরন্তি জনার্দ্দনং। তেঽপি যান্তি তনুং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়ং ॥৪৬॥

মিত্যর্থঃ। যদ্বা। বরং শ্রেষ্ঠং বরেণ্যং সর্ব্বৈর্ব্বরণযোগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ প্রভবিষ্ণবে নিত্য-প্রভাবশীলায় অতোঽত্র ন কিমপি বিচার্য্যমিতি ভাবঃ। তথা হি পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে। ন চাত্র সংশয়ঃ কার্য্য ঈশিতৃত্বমিদং হরেঃ। রাজা হি কস্যচিদ্দত্বা সর্ব্বস্বং চেৎ প্রযচ্ছতি। পরস্মৈ তস্য কস্তত্র নিয়ন্তা স্যাৎ প্রভোর্যথেতি ॥ ৪৩ ॥

বৈষ্ণবপদং শ্রীবিষ্ণোঃ স্থানং তস্যৈব বিশেষণং সর্ব্বগমিত্যাদি সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ ॥৪৪॥ হে

মুক্তিপদ লাভ করে। ৪২। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যাঁহাকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মরূপ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়, সেই নিত্যপ্রভাবশীল বিষ্ণুকে নমস্কার। ৪৩। ঐ পুরাণেই কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীপরাশরোক্তি যথা,—পরম ভক্তিসহকারে যখনই হরিকে স্মরণ করা যায়, তখনই পুরুষ ভয়, দুঃখ, জরা প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা ভগবৎপ্রসাদন।—বৃহন্নারদীয়ে লিখিত আছে, যে কোন উপায়ে হউক, অব্যয় নারায়ণকে স্মরণ করিলে পাতকযুক্ত ব্যক্তির প্রতিও তিনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি।—বামনপুরাণে লিখিত আছে, ধরাতলে যে সকল ব্যক্তি অহরহঃ নিয়তভাবে অনাদি, অনন্ত, জরামরণ-রহিত হরিকে স্মরণ করেন, তাঁহারা সেই সর্ব্বগ, ব্রহ্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ, পুরাতন, নিত্য ও অব্যয় বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়েন। (অথবা—যাঁহারা ধরাতলে অহরহঃ অনাদি, অনন্ত, অজর, অমর, সর্ব্বগামী পরমব্রহ্ম, পুরাণ পুরুষ হরিকে নিরন্তর স্মরণ করেন, তাঁহারা নিত্য, অব্যয় বৈষ্ণবপদে গমন করিয়া থাকেন)। ৪৪। পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডলসংবাদে দূতের প্রতি যমের শাসন, যথা—হে দূতগণ! যাহারা প্রসঙ্গক্রমেও একবার

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

নিরাশীর্নির্ম্মমো যস্ত বিষ্ণোর্ধ্যানপরো ভবেৎ। তৎ পদং সমবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি॥

(স্বারূপ্যপ্রাপণং।)

কাশীখণ্ডে শ্রীবিন্দুমাধবপ্রসঙ্গে অগ্নিবিন্দুস্তবৌ।—

যে ত্বাং ত্রিবিক্রম সদা হৃদি শীলয়ন্তি কাদম্বিনীরুচিররোচিষমম্বুজাক্ষ।

সৌদামনীবিলসিতাংশুকবীতমূর্ত্তে তেঽপি স্পৃশন্তি তব কান্তিমচিন্ত্যরূপাং॥ ৪৭॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু।—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরং। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৪৮॥

শ্রীভগবদ্বশীকরণং।

দশমস্কন্ধে পৃথুকোপাখ্যানে।—

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি। কিম্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ॥৪৯॥

দূতাঃ। পরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং॥ ৪৫॥ অনাময়ং সর্ব্বদোষরহিতং॥ ৪৬॥ শীলয়ন্তি অভ্যস্যন্তিঃ। স্পৃশন্তি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যেন লভন্তে ইহৈব যথা শ্রীপ্রহ্লাদোদ্ধবাদয়ঃ॥ ৪৭॥ অপ্যর্থে চকারঃ। অন্তকালেঽপি কিং পুনঃ সর্ব্বকালং স্বস্থাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। মদ্ভাবং মত্ত্বং মৎসারূপ্যমিতি যাবৎ॥৪৮॥ অর্থান্ কামাংশ্চ যচ্ছতি ইতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতান্ নাত্যভীষ্টান্ ভগবতো ভজতো বা জনস্য অনতিপ্রিয়ান্ পরিণামবিরসত্বাৎ। জগদ্গুরুরিতি ভক্তস্য কথঞ্চিদত্যভীষ্টানপি সতঃ তস্মৈ পিতা পুত্রায়াপথ্যমিব ন দদ্যাদিতি ভাবঃ॥ ৪৯॥

কেশবকে স্মরণ করে, তাহারা অখিল পাতকসমূহ বিনাশ পূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপদে গমন করিয়া থাকে। ৪৫। ব্রহ্মপুরাণে ও বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, যে সকল মানব শাঠ্যভাবেও জনার্দ্দন বিষ্ণুকে স্মরণ করে, তাহারাও তনুত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব-দোষ-বর্জ্জিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ৪৬। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি নিরাশী (বাসনাবর্জ্জিত) ও মমতারহিত হইয়া বিষ্ণুধ্যানে নিরত থাকে, যেখানে গমন করিলে আর শোক প্রাপ্ত হয় না, সে ব্যক্তি সেই বিষ্ণুপদ লাভ করে।

বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা সারূপ্যপ্রাপ্তি।—কাশীখণ্ডে বিন্দুমাধবপ্রসঙ্গে অগ্নিবিন্দুস্তুতিতে আছে যে, হে ত্রিবিক্রম! হে অম্বুজাক্ষ! তুমি কাদম্বিনীবৎ রুচিরকান্তি; ত্বদীয় মূর্ত্তি সৌদামনীবিলসিত পীতাম্বরে সমাবৃত। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা তোমাকে হৃদয়াভ্যন্তরে অভ্যাস (ধ্যান) করেন, তাঁহারাও তোমার অচিন্ত্যরূপা কান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৪৭। শ্রীভগবদ্গীতাতে আছে, যিনি অন্তিম সময়েও কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করত দেহ বিসর্জ্জন করিয়া (ইহলোক হইতে) প্রস্থান করেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সংশয় নাই। ৪৮।

বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা ভগবদ্বশীকারিত্ব।—দশমস্কন্ধে পৃথুকোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, যাঁহার চরণকমল স্মরণ করিলে যিনি স্বয়ং আপনাকেও দান করেন, সেই জগদ্গুরুকে ভজনা করিলে যে বাঞ্ছিত প্রদান করিবেন, তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে? । ৪৯।

স্বতঃ পরমফলত্বং।

বৈষ্ণবে।—

বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু। তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদিসংফলং॥ ৫০॥

গারুড়ে।—

মহতস্তপসো মূলং প্রসবঃ পুণ্যসন্ততেঃ। জীবিতস্য ফলং স্বাদু নিয়তং স্মরণং হরেঃ॥ ৫১॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে।—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া। জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥ ৫২॥

অতএব জরাসন্ধনিরুদ্ধনৃপবর্গৈঃ প্রার্থিতং দশমস্কন্ধে।—

তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ। স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ॥ ৫৩॥

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিকমলং জনতাপবর্গং ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ॥ ইতি॥ ৫৪॥

জপাদিষু কর্ম্মসু তৎসাদ্গুণ্যার্থমপি যস্য বাসুদেবে মনঃ যেন শ্রীকৃষ্ণস্মরণং কৃতমিত্যর্থঃ। যদ্বা যেষু ক্রিয়মাণেষ্বপি বাসুদেব এব মনঃ জপাদিসাধ্যম্ ঐন্দ্র্যপদম্ আদিশব্দাদ্ব্রাহ্মঞ্চ তত্তৎ-কৃতচিত্তশুদ্ধ্যাদি জাতং মুক্ত্যাদিকমপি সর্ব্বমন্তং ফলং বিঘ্নএব তৎস্মরণস্যৈব পরমফলত্বাৎ॥ ৫০॥ প্রসবঃ ফলং নিয়তং নিশ্চিতমেব॥ ৫১॥ সাংখ্যং আত্মানাত্মবিবেকঃ যোগোঽষ্টাঙ্গস্তাভ্যাং। তথা স্বধর্ম্মে পরিতো নিষ্ঠয়া চ কৃত্বা পুংসাং জন্মনো যো লাভঃ ফলং এতাবানেব ন ত্বন্য ইতি যোগাদীনাং তদেকপরতোক্তা। কোঽসৌ তদাহ নারায়ণস্য স্মৃতিরিতি। অন্তে তু স্মৃতিঃ পরমো লাভঃ। ন তন্মহিমানং বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। যদ্বা অন্তেঽপি স্মৃতিঃ পরমো লাভঃ কিং পুনরাজন্ম সদা স্মৃতিরিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং॥ ৫২॥ যেন উপায়েন যথা যথাবৎ স্মৃতিঃ প্রেমস্মরণমিত্যর্থঃ। যদ্বা যথাবৎ সংসরতাং দেহাদ্যাসক্ত্যা নিতরাং সংসারদুঃখং লভমানানামপীত্যর্থঃ॥ ৫৩॥ জনতায়া ভক্তবর্গস্যাপবর্গরূপং। ব্রহ্মাদিভিরপি হৃদি চিন্ত্যমেব।

বিষ্ণুস্মৃতির স্বতঃসিদ্ধ পরমফলত্ব।—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, পরাশর মৈত্রেয়কে বলিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয়! জপ, হোম ও পূজাদি কর্ম্মে যে ব্যক্তির চিত্ত বাসুদেবে অর্পিত, ইন্দ্রত্বপদাদি উত্তমফলও তাঁহার পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ।৫০। গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে, বিষ্ণুস্মৃতি নিঃসন্দেহ মহতী তপস্যার মূল, পুণ্যরাশির উৎপাদক (অথবা পূর্ব্বকৃত পুণ্য-রাশির ফলস্বরূপ) এবং জীবনের সুমধুর ফল। ৫১। দ্বিতীয় স্কন্ধে লিখিত আছে, স্বধর্ম্মোপরি নিষ্ঠা করিয়া সাংখ্য (আত্মানাত্মবিবেক) ও অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা যে নারায়ণস্মরণ, তাহাই নরজন্মের পরমলাভ এবং অন্তকালে নারায়ণস্মৃতিই পরমলাভ। অথবা—আজন্মস্মরণ দূরে থাকুক, অন্তকালে স্মরণ করিলেও তাহা পরম লাভ অর্থাৎ সেই স্মরণের মহিমা বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে। ৫২। অতএব দশমস্কন্ধে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক রুদ্ধ নৃপতিবর্গের প্রার্থনা।—হে প্রভো! ইহলোকে সংসারী হইয়া থাকিলেও (অথবা দেহাদিতে আসক্তি নিবন্ধন নিরতিশয় সংসারদুঃখ প্রাপ্ত হইলেও)

কৃষ্ণস্মরণমাহাত্ম্যমহাব্ধির্দুস্তরো ধিয়া। যো যিযাসতি তৎপারং স হি চৈতন্যবঞ্চিতঃ॥ ৫৫॥
ততঃ পাদোদকং কিঞ্চিৎ প্রাক্ পীত্বা তুলসীদলৈঃ। গৃহীতেনাচরেত্তেন স্বমূর্দ্ধন্যভিষেচনং॥৫৬॥
অথাদৌ শ্রীগুরুং নত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়োঃ। কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ন্ সর্ব্বস্বকৃত্যান্যর্পয়েন্নমেৎ॥

অথ প্রাতঃপ্রণামঃ।

বামনপুরাণে।—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শিবং। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥ ৫৭॥

সংসারকূপে পতিতানাম্ উত্তরণায় সুখোত্থানায় অবলম্বম্ আশ্রয়ং। ঈদৃশং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ময়া দৃষ্টম্, অতঃ কৃতার্থোঽস্মি তথাপি ভবৎস্মৃতির্যথা স্যাত্তথানুগৃহাণ, যেন তবাঙ্ঘ্রিং ধ্যায়ন্নেব চরামি। যদ্বা অধুনা দৃষ্টম্ অন্যত্র গতোঽপীমং ত্বদঙ্ঘ্রিং ধ্যায়ন্নেব। কিঞ্চ যথাবৎ স্মৃতিঃ স্যাদিত্যনুগ্রহং কুরু। যদ্বা এবমনন্যগতিকত্বেন মম ত্বদীয়াঙ্ঘ্রিকমলধ্যানং কদাচিদেতদ্দর্শনং চ ভবেদেব কিন্তু মদ্বিষয়িকা তব স্মৃতির্মনোবৃত্তির্যথা স্যাত্তথানুগৃহাণ। যদ্বা দৃষ্টত্বাদন্যত্র গতোঽপ্যেতদেব চিন্তয়ন্ চরিষ্যামি কিন্ত্বনেনানুগ্রহেণালম্ অধুনা তথানুগ্রহং কুরু যথা অস্মৃতিঃ স্মরণাভাবঃ স্যাৎ। অন্যত্রগতস্য সতস্তৎস্মরণেন বিরহদুঃখবৃদ্ধের্বর-মস্মরণমেবানুগ্রহ ইত্যর্থঃ। এতচ্চ সদা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মান্তিকে বাসমলভমানস্য প্রেমোদ্রেক-বাক্যগাম্ভীর্য্যম্ এবমপি স্মরণস্যৈব পরমমাহাত্ম্যং পর্য্যবস্যতীতি দিক্॥ ৫৪॥ ধিয়া দুস্তরঃ অর্থতো বচনতশ্চ বুদ্ধ্যাপি অস্ত তাবল্লিখনেন পারং গন্তুমশক্যমিত্যর্থঃ। ধিয়েত্যস্যাগ্র এবান্বয়ঃ তস্য পারং যো যাতুমিচ্ছতি স চৈতন্যেন বঞ্চিতঃ অচেতন ইত্যর্থঃ। স্বমতে শ্রীচৈতন্য-দেবেন মায়য়া প্রতারিতঃ পরিত্যক্তো বেত্যর্থঃ নিত্রাশক্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তেঃ॥ ৫৫॥ পাদোদকং শ্রীভগবচ্চরণামৃতং প্রাক্ আদৌ পীত্বেত্যত্র কারণমগ্রে লেখ্যং। শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে। প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥ ইতি॥ তুলসীদলৈঃ কৃত্বা সহ বা গৃহীতেন তেন পাদোদকেনৈব স্বমস্তকেঽভিষেকং কুর্য্যাৎ॥ ৫৬॥

যাহাতে তোমার পদারবিন্দে আমাদিগের স্মৃতির বিরাম না হয়, (অধুনা) আমাদিগকে সেইরূপ উপায় উপদেশ কর।৫৩। নারদও বলিয়াছেন, (হে ভগবন্!) অগাধবুদ্ধি ব্রহ্মাদি দেবগণও যাহা হৃদয়ে ধ্যান করেন, যাহা ভক্তজনের অপবর্গ-কারণ, সংসারকূপে নিপতিত ব্যক্তিকুলের সুখোত্তর-ণার্থ একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ সেই ত্বদীয় পদারবিন্দ নেত্রগোচর করিলাম; (সুতরাং আমি কৃতার্থ হইলাম;) তথাপি যাহাতে ত্বদীয় স্মৃতি (নিরন্তর) বিদ্যমান থাকে, সেই অনুগ্রহ কর; যেহেতু আমি সেই স্মৃতিবলে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করত বিচরণ করিতে পারিব।৫৪। কৃষ্ণস্মরণমাহাত্ম্যরূপ মহাসাগর অতি দুস্তর; যে ব্যক্তি মনোদ্বারাও উহার পারগমনে অভিলাষী হয়েন, তিনি অচেতন, কিংবা তিনি (স্বীয়মতে) চৈতন্যদেবের মায়ায় বঞ্চিত। ৫৫। তৎপরে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ চরণোদক পান করিয়া তুলসীপত্রে ঐ চরণোদক গ্রহণ করত স্বীয় শিরোদেশে অভিষেক করিবে। ৫৬। তদনন্তর অগ্রে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদ্বয়ে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়া স্বীয় নিখিল কর্ম্ম সমর্পণ ও নমস্কার করিবে।

অথ বিজ্ঞাপনং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

যদুৎসবাদিকং কর্ম্ম তত্ত্বয়া প্রেরিতো হরে। করিষ্যামি ত্বয়া জ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম ॥ ৫৮ ॥

প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যত্ত্বয়া। যদ্যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্ঞয়া ॥৫৯॥

ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়াদিদেব, শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং, সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ ৬০ ॥
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তমানং ত্বদাজ্ঞয়া শ্রীনৃহরেঽন্তরাত্মন্।
স্পর্দ্ধাতিরস্কার-কলিপ্রমাদ-ভয়ানি মা মাভিভবন্তু ভূমন্ ॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

অথ প্রণামবাক্যানি।

মহাভারতে।—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

বিজ্ঞাপনদ্বারৈব সর্ব্বাণি স্বস্য কৃত্যানি অর্পয়ন্ নমেৎ সাষ্টাঙ্গপ্রণামং কুর্য্যাৎ। অগ্রে যথাবিধীতি লিখনাৎ ॥ ৫৭ ॥

বিজ্ঞাপয়ন্নিতি লিখিতং তৎপ্রকারমেব লিখতি যদিতি। তচ্চ তবাজ্ঞেয়মিত্যেব করিষ্যামি ॥ ৫৮ ॥ কারয়সীতি করোত্যর্থস্য সর্ব্বধাত্বর্থেষন্তর্ভাবাৎ। বাহ্যাভ্যন্তরসর্ব্বেন্দ্রিয়চেষ্টিতং ব্যাপ্নোষি ॥ ৫৯ ॥ সংসারযাত্রাং লোকব্যবহারং ॥ ৬০ ॥ মা মাং। ভূমন্ হে মহত্তম ॥

অনন্তর প্রাতঃপ্রণাম।—বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, অখিল মঙ্গলের মঙ্গলকর, আরাধ্য, বরপ্রদ, কল্যাণময় নারায়ণকে প্রণাম পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম করিবে। ৫৭।

অনন্তর বিজ্ঞাপন।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, হে হরে! আমি ত্বৎকর্ত্তৃক প্রেরিত (নিয়োজিত) হইয়াই উৎসবাদি সে কোন কর্ম্ম করিব অর্থাৎ আমি যে কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ত্বদীয় আজ্ঞানুসারেই জানিবে; ইহাই আমার বিজ্ঞাপন। ৫৮। হে বিষ্ণো! হে ঈশান! তুমি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ঈশ্বর, আমি ত্বৎকর্ত্তৃক প্রভাতে প্রবোধিত হইলাম। তুমি যাহা যাহা করাও, অর্থাৎ যে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত কর, তোমার আদেশে তাহাই করিয়া থাকি। ৫৯। হে ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়! হে আদিদেব! হে শ্রীনাথ! হে বিষ্ণো! আমি তোমার আদেশেই প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ত্বদীয় প্রিয়বিধানার্থ সংসারযাত্রা অনুষ্ঠান করিব। ৬০। হে নৃহরে! হে অন্তরাত্মন্! হে ভূমন্! (মহত্তম!) আমি যৎকালে ত্বদীয় আদেশে সংসারযাত্রা অনুষ্ঠান করিব, তৎকালে যেন স্পর্দ্ধা, তিরস্কার, কলহ, প্রমাদ ও ভীতি আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে। আমি ধর্ম্ম জ্ঞাত আছি, কিন্তু তাহাতে মদীয় প্রবৃত্তি নাই; আমি অধর্ম্মও পরিজ্ঞাত আছি, কিন্তু তাহা হইতেও আমার নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ! তুমি হৃদয়াভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যেরূপ নিয়োজিত কর, আমি তদনুরূপই আচরণ করি।

গরুড়পুরাণে।—

অসুরবিবুধসিদ্ধৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্তঃ সকলমুনিভিরন্তশ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ।
নিখিলহৃদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি॥

বিষ্ণুপুরাণে।—

যজ্ঞিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তম্॥ ৬১॥

এবং বিজ্ঞাপয়ন্ ধ্যায়ন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ যথাবিধি। প্রণামানাচরেচ্ছক্ত্যা চতুঃসংখ্যাবরান্ বুধঃ॥৬২॥
শ্রীগোপীচন্দনেনোর্দ্ধপুণ্ড্রং কৃত্বা যথাবিধি। আসীত প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শুদ্ধস্থানে শুভাসনে॥৬৩॥

তথা চ নারদীয়পঞ্চরাত্রে।—

নির্গত্যাচম্য বিধিবৎ প্রবিশ্য চ পুনঃ সুধীঃ। আসনে প্রাঙ্মুখো ভূত্বা বিহিতে চোপবিশ্য বৈ॥৬৪॥
সম্প্রদায়ানুসারেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ। প্রাণায়ামাংশ্চ বিধিবৎ কৃষ্ণং ধ্যায়েৎ যথোদিতং॥৬৫॥

তথা চোক্তং।—

উপপাতকেষু সর্ব্বেষু পাতকেষু মহৎসু চ। প্রবিশ্য রজনীপাদং বিষ্ণুধ্যানং সমাচরেৎ॥

এবং যদুৎসবাদিকং কর্ম্মেত্যাদিনোক্তং। যথাবিধীতি পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামিত্যাদিনাগ্রে লেখ্যপ্রকারেণেত্যর্থঃ। চতুঃসংখ্যা অবরা অন্ত্যা যেষু তান্ চতুঃসংখ্যায়া ন্যূনান্ন কুর্য্যাৎ অধিকানেব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ৬১-৬২॥ যথাবিধি হরিমন্দিরনির্ম্মাণাদিপ্রকারেণ। শুভে উত্তমে বিহিতাসনে। তত্তৎ সর্ব্বমগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥ ৬৩॥ নির্গত্য গৃহান্নিঃসৃত্য মূত্রোৎসর্গাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। বিধিবদাচম্য অস্য ক্রিয়াম্বয়শ্লোকোঽত্রানুপযুক্তত্বাৎ ন লিখিতঃ॥ ৬৪॥ নিজসংপ্রদায়স্যানুসারেণেতি ভূতশুদ্ধের্বিবিধরূপত্বাৎ প্রাণায়ামাংশ্চ বিধায়॥ ৬৫॥ উপপাতকাদিষ্বপি

অনন্তর প্রণামবাক্যসমূহ।—মহাভারতে লিখিত আছে, ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণহিতজনক, জগতের মঙ্গলকর, গোবিন্দ কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, অসুরগণ, দেবগণ ও সিদ্ধবর্গ যাঁহার সীমা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন, তাপসগণ হৃদয়াভ্যন্তরে যাঁহাকে ধ্যান করেন, যিনি নির্ম্মল, যিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্তই বিদিত আছেন এবং যিনি সকলের সাক্ষিস্বরূপ, সেই অজ, সত্যস্বরূপ, ঈশ্বর বাসুদেবকে প্রণাম করি। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, যাজ্ঞিকগণ যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ, ভক্তবর্গ যাঁহাকে বাসুদেব ও বেদান্তশাস্ত্রবিদ্‌গণ যাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। ৬১। সুধী ব্যক্তি এই প্রকারে বিজ্ঞাপন, স্মরণ ও কীর্ত্তন পূর্ব্বক যথাবিধানে ক্ষমতানুসারে চতুঃসংখ্যার অন্যূন প্রণতি করিবেন।৬২। গোপীচন্দন দ্বারা যথাবিধানে অর্থাৎ হরিমন্দির নির্ম্মাণাদিপ্রকারানুসারে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করত পূর্ব্বাস্য হইয়া বিশুদ্ধ আসনে সমাসীন হইবেন। ৬৩। অতএব নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, সুধী ব্যক্তি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া (মলমূত্রত্যাগান্তে) যথাবিধানে আচমন পূর্ব্বক গৃহে প্রবিষ্ট হইবে এবং শাস্ত্রবিহিত আসনে পূর্ব্বাস্যে সমাসীন হইবে। ৬৪। তদনন্তর নিজ সম্প্রদায়ানুসারে যথাবিধানে ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করত যথোক্ত নিয়মে

বৈহায়সপঞ্চরাত্রে চ।—

তথৈব রাত্রিশেষস্য কালং সূর্য্যোদয়াবধি। কর্ত্তব্যং সজপং ধ্যানং নিত্যমারাধকেন বৈ॥ ৬৬॥

বিভজ্য পঞ্চধা রাত্রিং শেষে দেবার্চ্চনাদিকং।
জপং হোমং তথা ধ্যানং নিত্যং কুর্ব্বীত সাধকঃ॥

অতএব বিষ্ণুস্মৃতৌ।—

রাত্রেস্তু পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম্য উচ্যতে॥ ইতি॥ ৬৭॥

পাদোদপানাদীনাঞ্চ স বিধির্মহিমাগ্রতঃ। লেখ্যোঽধুনা তু ধ্যানস্য স সংক্ষেপেণ লিখ্যতে॥ ৬৮॥

অথ প্রাতর্ধ্যানং।

তাপনীয়শ্রুতিষু।—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমলতাশ্রয়ং। দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগং॥
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতং। চিন্তয়ংশ্চেতি তং কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥৬৯॥

মৃত্যুঞ্জয়সংহিতানুসারোদিতসারদাতিলকে চ।—

স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতং। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজপ্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ। কামবাণেন বিবশাশ্চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥

নিমিত্তেষু কিং পুনর্বিষ্ণুধ্যানার্থং। রাত্রেঃ শেষং কালং ব্যাপ্য তস্মাৎ আরভ্য ইত্যর্থঃ॥ ৬৬॥ আদিশব্দেন প্রণামোর্দ্ধপুণ্ড্রভূতশুদ্ধিপ্রাণায়ামাদিঃ॥৬৭॥ বিধিঃ তৎপানমন্ত্রোচ্চারণাদিপ্রকারস্তৎসহিতঃ। সধ্যানস্য বিধির্মহিমা চেত্যর্থঃ॥ ৬৮॥

গোপৈর্গোপীভির্গোভিশ্চ আবীতং পরিবেষ্টিতং॥ ৬৯॥ গোপকন্যা এব বিশিনষ্টি আত্মন ইতি

কৃষ্ণের ধ্যান করিবে। ৬৫। অতএব কথিত আছে যে, যাবতীয় উপপাতক ও নিখিল মহাপাপপুঞ্জ বিনাশাভিলাষে মৈত্রাদিকৃত্য সমাধান্তে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া নিশাভাগে বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। বৈহায়সপঞ্চরাত্রেও কথিত আছে যে, উক্তরূপ উপাসনাকারী ব্যক্তি অরুণোদয় যাবৎ নিশার শেষভাগে নিত্য জপ ও ধ্যান করিবেন। ৬৬। সাধক নিশাকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করত শেষ অংশে নিত্য দেবপূজাদি, জপ, হোম ও ধ্যান করিবেন। অতএব বিষ্ণুস্মৃতিতে কথিত আছে যে, নিশার শেষপ্রহরের শেষ মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত। ৬৭। চরণোদকপানাদির বিধান ও মাহাত্ম্য শেষে লিখিত হইবে; অধুনা সংক্ষেপতঃ ধ্যানবিধান ও মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। ৬৮।

অনন্তর প্রাতর্ধ্যান।—তাপনীয়শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে বিকসিত কমল সদৃশ নেত্রবিশিষ্ট, জলদকান্তি, তড়িৎসন্নিভ, পীতাম্বরধারী, দ্বিহস্ত, মৌনমুদ্রাবিশিষ্ট, বনমাল্যধারী, ঈশ্বর, গোপ গোপী ও গোগণে পরিবেষ্টিত, কল্পতরুতলে সমাসীন, দিব্য বিভূষণে সমলঙ্কৃত, রক্তোৎপলের মধ্যভাগে সন্নিবিষ্ট ও যমুনাসলিলের তরঙ্গসংসর্গি অনিল দ্বারা সেবিত চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ৬৯। মৃত্যুঞ্জয়সংহিতার অনুসারে সারদাতিল-

মুক্তাহারলসৎপীনোত্তুঙ্গস্তনভরানতাঃ। স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥
দন্তপঙ্‌ক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ॥৭০॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥ ইতি॥
শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রাদৌ তদ্ধ্যানং প্রথিতং পরং।
অগ্রতোঽত্রাপি সংলেখ্যং যদিষ্টং তত্র তদ্ভজেৎ॥ ৭১॥

ত্রিভিঃ। গোবিন্দস্য বদনাম্ভোজে প্রেরিতা অক্ষিমধুব্রতা যাভিস্তাঃ। বিলোভয়ন্তীর্গোবিন্দমেব॥ ৭০॥ আদিশব্দেন ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রসনৎকুমারকল্পাদিতন্ত্রাঃ। তস্য গোবিন্দস্য পরঞ্চ ধ্যানং প্রসিদ্ধমেব অত্র গ্রন্থেঽপ্যগ্রতো লেখ্যং ক্রমদীপিকোক্তমথ প্রকটসৌরভেত্যাদি, শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে চ পীতাম্বরধর ইত্যাদি। তত্র ধ্যানে যস্য যৎ প্রিয়ং স্যাৎ তৎ সংসেবতাং। তত্র শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে নবীননীরদশ্যামমিত্যাদিকং সুপ্রসিদ্ধমেব। সম্মোহনতন্ত্রে চ শ্রীশিবেনোক্তং।—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং ভুবনেশ্বরি। তবৈব পৌরুষং রূপং গোপিকাবদনামৃতং। সদা নিষেবিতং রাগাদ্ভবদ্বিরহভীরুণা। সত্যভামাদিরূপাভির্মায়ামূর্ত্তিভিরষ্টভিঃ। ধ্যায়েন্মদনগোপালং সংজ্ঞয়া ভুবনত্রয়ে। ধ্যানং তস্য প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনং। সর্ব্বরোগোপশমনং সৎপুত্রাবাপ্তিকারকং। সৌভাগ্যদায়কং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ। কিমত্র বহুনোক্তেন ধ্যানেনানেন ভাবিনি। যদ্যদিচ্ছতি তৎ সর্ব্বং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং। শ্রীমদ্বালার্কসঙ্কাশং পদ্মরাগারুণপ্রভং। বন্ধুকবন্ধুরালোকং সন্ধ্যারাগোপমদ্যুতিং। মুকুটানেকমাণিক্যপ্রভাপল্লবিতাম্বরং। কিরীটোপান্তবিন্যস্ত-বর্হিবর্হাবতংসকং। কস্তূরীতিলকাক্রান্তকমনীয়ালকস্থলং। স্মরকোদণ্ডবিন্যস্ত-সুসান্দ্র-কুটিলভ্রুবং। স্মেরগণ্ডস্থলং শ্রীমদুন্নতোন্নতনাসিকং। করুণালহরী-পূর্ণকর্ণান্তায়তলোচনং। কর্ণাবলম্বি-সৌবর্ণ-কর্ণিকারাবতংসিনং। নিস্তুল-স্থূল-মাণিক্য-চারুমৌক্তিককুণ্ডলং। দন্তাংশু-সুসমাশ্লিষ্টকোমলাধরপল্লবং। অসাধারণসৌভাগ্যচিবুকোদ্দেশশোভিতং। শশাঙ্কবিম্বাহঙ্কারশ্লাঘানন্দকরাননং। অনর্ঘ্যরত্নগ্রৈবেয়বিলসৎ-কম্বুকন্ধরং। সৌরভালোলৈরালম্বৈঃ শুভৈর্মন্দারদামভিঃ। তদংশুমৌক্তিকৈর্হারৈর্বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া। শ্রীবৎসকৌস্তুভাভ্যাঞ্চ পরিষ্কৃতভুজান্তরং। রত্নকঙ্কণ-

---

কেও ধ্যান আছে, যথা,—যে সহস্র সহস্র গোপবালিকারা শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মে নিজ নিজ নেত্র-ভ্রমর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, স্মরশরে অবশ হইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, এবং মুক্তাহারালঙ্কৃত পীনোন্নত কুচে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন, যাঁহাদিগের বেণীবন্ধন বিগলিত, মত্ততা নিবন্ধন যাঁহাদিগের বাণী স্খলিত, দশনপংক্তির প্রভা দ্বারা বিকম্পিত অধরে অলঙ্কৃত আর যাঁহারা নানারূপ শৃঙ্গারাদিভাবপূর্ণ বিভ্রম দ্বারা কৃষ্ণকে প্রলোভিত করিতেছেন, মনোহর বৃন্দাবন-মধ্যে সেই সমস্ত গোপবালামোহনকারী পদ্মপলাশলোচন গোবিন্দকে স্মরণ করিবে।৭০। যিনি বিকসিত নীলোৎপলবৎ কান্তিমান্‌, যাঁহার বদন শশধরবৎ কমনীয়, ময়ূরবর্হভূষণ যাঁহার

অথ ধ্যানমাহাত্ম্যং।

বৃহৎশাতাতপস্মৃতৌ।—

পক্ষোপবাসাৎ যৎ পাপং পুরুষস্য প্রণশ্যতি। প্রাণায়ামশতেনৈব যৎপাপং নশ্যতে নৃণাং॥

প্রাণায়ামসহস্রেণ যৎ পাপং নশ্যতে নৃণাং। ক্ষণমাত্রেণ তৎ পাপং হরের্ধ্যানাৎ প্রণশ্যতি॥

কেয়ূরৈর্ভূষিতৈর্দশভির্ভূজৈঃ। চক্রং পুষ্পশরং পদ্মং শূলং শঙ্খেন্দুকার্ম্মুকং। গদাং পাশঞ্চ মুরলীং বিভ্রাণং মোহনাকৃতিং। নিম্ননাভিং রোমরাজিবলিমৎপল্লবোদরং। বিশঙ্কট-কটীদেশং বাচালমণিমেখলং। স্ফুরৎ-সৌদামনীচ্ছায়াদায়াদকনকাম্বরং। মণিমঞ্জীর-কিরণৈঃ কিঞ্জল্কিত-পদাম্বুজং। শানোল্লীঢ়মণিশ্রেণীরম্যাঙ্ঘ্রিনখমণ্ডলং। আপাদকণ্ঠমামুক্ত-ভূষাশত-মনোহরং। কল্পবৃক্ষমহারামে মহিতে রত্নমণ্ডপে। চিন্তামণিমহাপীঠে মধ্যে হৈমসরোরুহে। কর্ণিকোপরি সংদীপ্তে শ্রীমচ্চক্রাসনে শুভে। তিষ্ঠন্তং দেবদেবেশং ত্রিভঙ্গী-ললিতাকৃতিং। বামাংসশিখরো-পান্তব্যালোলমণিকুণ্ডলং। উদঞ্চিতভ্রুবং কিঞ্চিৎ সুশোণাধরপল্লবং। গানব্যাজামৃতরসৈর্ব্যঞ্জিত-শ্রুতিবৈভবৈঃ। তত্তৎ-স্বরানুগুণ্যেন রেণুরন্ধ্রাণ্যনুক্রমাৎ। আবৃণ্বন্তং বিবৃণ্বন্তং মুহুরঙ্গুলিপল্লবৈঃ। উপাস্যমানমানন্দাৎ সদারৈর্দিবিষদ্গণৈঃ। কৃতদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্মুক্তপ্রসববৃষ্টিভিঃ। ধ্যায়েন্মদন-গোপালং মন্ত্রী শুচিরলঙ্কৃতঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি দুর্ল্লভানপ্যযত্নত ইতি। তত্রৈবান্যত্র। ধ্যায়েৎ বৃন্দাবনে সম্যক্ সিদ্ধচারণবেষ্টিতে। গো-গোপ-গোপিকাক্রান্তে কল্পপাদপশোভিতে। তন্মধ্যে দ্বিভুজং ধ্যায়েৎ পঞ্চবর্ষমথাচ্যুতং। স্নিগ্ধেন্দ্র-নীলরুচিরং পূর্ণচন্দ্রনিভাননং। প্রসন্নবদনং শান্তং স্নিগ্ধনীলালকাবৃতং। কাকপক্ষধরং মন্ত্রী দামভূষিতমূর্দ্ধজং। কিঙ্কিণীজাল-সদ্রত্নকটিসূত্র-বিভূষিতং। মুক্তাদামলসদ্গাত্রং হরিচন্দনচর্চ্চিতং। কেয়ূরকটকানদ্ধং রত্নোল্লসিতকুণ্ডলং। দধানং দক্ষিণে পাণৌ নবনীতং সুশোভনং। বামে হাটকসন্নদ্ধাং যষ্টিমিষ্টাং সুশোভনাং। হেম-পদ্মোপরি স্বৈরং নৃত্যন্তং বনমালিনমিতি। অস্মিংশ্চ ধ্যানে পঞ্চবর্ষত্বাদিনা পূর্ব্বস্মিংশ্চারুণকান্তি-দশভুজত্বাদিনা নিজমনোঽতৃপ্ত্যা ধ্যানদ্বয়মিদং মূলে ন লিখিতমিতি জ্ঞেয়ং। অত্র চান্যত্র সৌন্দর্য্য-বিশেষাদ্যুক্ত্যপেক্ষয়া লিখিতং সনৎকুমারকল্পে চ। কহ্লারকুসুমশ্যামমম্ভোরুহনিভেক্ষণং। বেণু-নাদরতং দেবং বর্হিবর্হাবতংসকং। দিব্যপীতাম্বরধরং পূর্ণচন্দ্রনিভাননং। বন্যৈস্তমালকুসুমৈঃ শোভিতং বনমালয়া। নেত্রোৎপলৈশ্চ গোপীনামর্চ্চিতং সুন্দরাকৃতিং। হার-কেয়ূর-মুকুট-কুণ্ডলো-দরবন্ধনৈঃ। বিরাজমানং শ্রীবৎসকৌস্তুভোদ্ভাসিতোরসং। গোপীজনৈঃ পরিবৃতং মূলে কল্প-তরোঃ স্থিতং। গোপালৈর্গোপনিবহৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈরমৎসরৈঃ। আবৃতং দেবতাবৃন্দৈঃ পুষ্পাঞ্জলি-করৈর্দিবি। বেণুনাদসমাবিষ্টচিত্তবৃত্তিভিরন্বিতং। দিব্যেন বেণুনাদেন নয়ন্তং স্ববশং জগদিতি। এতচ্চ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্লিখিতত্বাদত্র ন লিখিতমিতি দিক্॥ ৭১॥

প্রীতিকর, যিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, সুশোভন কৌস্তুভধারী, পীতবাসা, সুদৃশ্য, গোপিকাকুলের মনোরম নেত্রোৎপল দ্বারা পূজিতবিগ্রহ, এবং যিনি গো-গোপগণে পরিবেষ্টিত, সেই কলবেণুবাদনতৎপর, দিব্যাঙ্গভূষাধারী গোবিন্দকে ভজনা করি। গৌতমীয় তন্ত্রাদিতে কৃষ্ণধ্যান প্রথিত আছে। এই

বিষ্ণুধর্ম্মে।—সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতং।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে চ।—

ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কর্ম্মসু। প্রায়শ্চিত্তং হি সর্ব্বস্য দুষ্কৃতস্যেতি নিশ্চিতং॥

কলিদোষহরত্বং।

বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে।—

সমস্তজগদাধারং পরমার্থস্বরূপিণং। ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ন সীদতি॥

সর্ব্বকর্ম্মাধিকারিত্বং।

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে অগস্ত্যোক্তৌ।—

কিন্তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ কিং তস্য বহুভির্ব্রতৈঃ। যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নারায়ণমনন্যধীঃ॥৭২

মোক্ষপ্রদত্বং।

বৃহন্নারদীয়ে প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যান্তে।—

যে মানবা বিগতরাগপরাপরজ্ঞা নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানেন তেন হতকিল্বিষবেদনাস্তে মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি॥ ৭৩॥

ভূয়োঽধিকং যথা স্যাত্তথা। পঙ্‌ক্তেঃ পাবনাদপি পাবনঃ পরমপাবন ইত্যর্থঃ॥ ৭২॥
বিগতরাগাশ্চ তে পরাপরজ্ঞাশ্চ কারণকার্য্যাভিজ্ঞাঃ পরমেশ্বরজীবতত্ত্বজ্ঞা বা ধ্যানরূপেণ

গ্রন্থেও পরে বিবৃত হইবে। সেই সকল ধ্যানের মধ্যে যাঁহার যে ধ্যানে প্রীতি জন্মিবে, তিনি তদ্দ্বারাই কৃষ্ণের ধ্যান করিবেন। ৭১।

অনন্তর ধ্যানের মাহাত্ম্য।—তন্মধ্যে ধ্যানের পাপনাশকত্ব কথিত হইতেছে। বৃহৎশাতাতপ-শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, পক্ষকাল উপবাসী থাকিলে পুরুষের যে পাতক ধ্বংস হইয়া থাকে, শতসংখ্য প্রাণায়াম দ্বারা মানবের যে পাপ বিদূরিত হয় এবং সহস্রসংখ্য প্রাণায়াম দ্বারা মানব-কুলের যে পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, কৃষ্ণধ্যান দ্বারা আশু তৎসমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, যদি কেহ নিখিলপাতকে পাতকী হইয়াও নিমেষমাত্র কৃষ্ণধ্যান করে, তাহা হইলেও সে পুনর্ব্বার তপস্বী হইয়া নিজশ্রেণীর পবিত্রতাকারিগণেরও পবিত্রকর হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে যে, স্নান প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মে নারায়ণকে ধ্যান করিতে হয়। নারায়ণধ্যান নিখিল দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সন্দেহ নাই।

অতঃপর কৃষ্ণধ্যানের কলিদোষনাশকত্ব।—বৃহন্নাদীয়পুরাণে কলিপ্রস্তাবে লিখিত আছে, ঘোর কলিকাল সমাগত হইলে যিনি অখিল-জগদাধার, পরমার্থস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করেন, তিনি কদাচ ক্লেশভোগী হয়েন না।

কৃষ্ণধ্যানের সর্ব্বকর্ম্মাধিকারিত্ব।—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে অগস্ত্যোক্তি আছে যে, যে ব্যক্তি একমনা হইয়া নিরন্তর শ্রীনারায়ণের ধ্যান করেন, বহুতীর্থে ও বহুবিধ ব্রতানুষ্ঠানে তাঁহার কি আবশ্যক? । ৭২।

শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপকত্বং।

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ।—

মুহূর্ত্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণমতন্দ্রিতঃ। সোঽপি সদ্গতিমাপ্নোতি কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ॥৭৪॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে।—

ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতঞ্চ স্মরন্তি যে। লভন্তে তেঽচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা পুরাতনী॥৭৫॥

সারূপ্যপ্রাপণং।

একাদশস্কন্ধে।—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-শাল্বপৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।

ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিং॥ ৭৬॥

তেন স্মরণেন সততস্মরণাৎ। অত্র চ বামনপুরাণে।—তে ধৌতপাণ্ডরপটা ইব রাজহংসাঃ সংসারসাগরজলস্য তরন্তি পারমিতি পরার্দ্ধং॥ ৭৩॥

অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ সন্ সতীমুত্তমাং সতাং বা ভক্তানাং গতিং গম্যং প্রাপ্যং শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকং॥ ৭৪॥ ধ্যায়ন্তি শ্রীপাদাব্জতলমারভ্য শ্রীকেশাগ্রপর্য্যন্তং তত্তৎ-সৌন্দর্য্যাদিসহিতং চিন্ত-য়ন্তি। অপ্যর্থে চকারঃ। ধ্যায়ন্তীত্যেতদস্য যে স্মরন্ত্যপি যথা কথঞ্চিৎ ভগবতি মনঃ সংযোজ-য়ন্তি তেঽপি। এবং ধ্যানস্মরণয়োর্ভেদঃ কল্পনীয়ঃ ধ্যায়ন্তীতি স্মরন্তীতি পৃথক্ প্রয়োগাৎ। অতএবাগ্রে লেখ্যং ভেদঃ কল্প্যেত সামান্যবিশেষাভ্যাং তয়োরিতি কেচিচ্চ কল্পয়ন্তি লঘু লঘূচ্চারণং স্মরণং কীর্ত্তনন্তুচ্চৈরিতি কুত্রচিন্নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গেঽস্মরণোক্তেঃ। তচ্চাসঙ্গতমিব। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণমিত্যাদৌ বাগুপসনারূপাৎ কীর্ত্তনাস্মানসোপাসনারূপস্য স্মরণস্য পৃথগুক্তেঃ। এবঞ্চ নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে স্মরণং নাম্ন এব মনসি চিন্তনমিতি জ্ঞেয়মিতি দিক্॥ ৭৫॥

শয়নাদৌ বৈরেণাপি যং ভগবন্তং ধ্যায়ন্তঃ গত্যাদিভিঃ আকৃতধিয়ঃ তত্তদাকারা ধীর্যেষাং তথাভূতাঃ সন্তস্তৎসাম্যং সারূপ্যং প্রাপুঃ ততোঽনুরক্তধিয়াং তৎসাম্যপ্রাপ্তির্ভবতীতি কিং বাচ্যং॥ ৭৬॥

শ্রীকৃষ্ণধ্যানের মোক্ষপ্রদত্ব।—বৃহন্নারদীয়পুরাণে প্রদক্ষিণমহাত্ম্যান্তে লিখিত আছে যে, যাঁহারা বিগতরাগ ও ঈশ্বরতত্বজ্ঞ, তাঁহারা দেবগুরু শ্রীনারায়ণকে যে নিরন্তর ধ্যান করে, সেই ধ্যান দ্বারাই তাঁহাদিগের পাতকযন্ত্রণা দূর হয়; সুতরাং আর তাঁহাদিগকে মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহাদিগের ভববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ৭৩।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণধ্যানের বৈকুণ্ঠপ্রাপকত্ব। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার উক্তি আছে যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধ্যানতৎপর, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, যিনি নিরলস হইয়া মুহূর্ত্তকালও শ্রীনারায়ণকে ধ্যান করেন, তাঁহার সুগতি প্রাপ্তি হয়। ৭৪। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে লিখিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি দিব্যপুরুষ অচ্যুতের ধ্যান ও স্মরণ করেন, সেই সকল ব্যক্তি অচ্যুতের স্থান লাভ করিয়া থাকেন; এইরূপ পুরাতন বেদোক্তি আছে। ৭৫।

শ্রীকৃষ্ণধ্যান দ্বারা সারূপ্যপ্রাপ্তি।—একাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে, নারদ বলিয়াছিলেন যে, হে বাসুদেব! শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রক ইত্যাদি রাজগণ অরিভাবে শয়নাসনাদি-কালে

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথূক্তৌ।—

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ং।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং নিমিত্তমন্যৎ ভগবন্ন বিদ্মহে॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মোক্তৌ চ।—

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥

অতএবোক্তং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে নারায়ণব্যূহস্তবে।—

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥

স্মরণে যত্তু মাহাত্ম্যং তদ্ধ্যানেঽপ্যখিলং বিদুঃ।
ভেদঃ কল্প্যেত সামান্যবিশেষাভ্যাং তয়োঃ কিয়ান্॥ ৭৭॥

অথ শ্রীভগবৎপ্রবোধনং।

ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাদ্যুদ্ঘোষপূর্ব্বকং।
প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদং॥ ৭৮॥

সামান্যং ভগবতি মনঃসংযোজনমাত্রং, বিশেষঃ শ্রীমূর্ত্ত্যঙ্গলাবণ্যাদিভাবনা তাভ্যাং তয়োঃ স্মরণধ্যানয়োঃ কিয়ান্ অল্প এব ভেদঃ কল্প্যতে এতচ্চ বিবিচ্য লিখিতমেব॥ ৭৭॥

স্তুতিভিঃ শ্রুতিস্তুত্যা অন্যাভিশ্চ প্রবোধনোপযুক্তাভিঃ। নীরাজ্য প্রথমং দীপমাত্রেণ

গতি, বিলাস ও বিলোকনাদি সহকারে যাঁহার আকার চিন্তন করত সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার অনুরাগী ভক্তবর্গের কথা আর কি কহিব?। ৭৬।

কৃষ্ণধ্যানের স্বতঃ পরমফলত্ব।—চতুর্থস্কন্ধে লিখিত আছে, পৃথু নরপতি বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! তুমি দীনবৎসল, তোমাতে মায়াগুণের কার্য্য লক্ষিত হয় না; সুতরাং কামনা-বিহীন সাধুগণ জ্ঞানোদয়ান্তে তোমার উপাসনা করেন, কিন্তু ত্বদীয় পাদপদ্ম স্মরণমাত্রেই তাঁহাদিগের উক্তরূপ ভজনের একমাত্র প্রয়োজন; তাহা ভিন্ন অন্য কোন ফল লক্ষিত হয় না। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার উক্তি আছে যে, পুনঃ পুনঃ নিখিল শাস্ত্র মন্থন ও বিচার পূর্ব্বক ইহাই স্পষ্টরূপে মীমাংসিত হইল যে, নিরন্তর নারায়ণধ্যানই কর্ত্তব্য। অতএব হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে নারায়ণব্যূহস্তবে কথিত আছে যে, যাঁহারা ইহলোকে লোকধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তির বশ হইয়া পরমাত্মা কৃষ্ণের ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। কৃষ্ণ-স্মরণের যেরূপ মহিমা, ধ্যানের মহিমাও সেইরূপ অবগত হইবে। কেবলমাত্র সামান্য ও বিশেষ দ্বারা এই উভয়ের যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ৭৭।*

অনন্তর ভগবানের প্রবোধন।—তৎপরে শৌচ, আচমন, স্মরণ ও ধ্যানান্তে দেবায়তনে গমন পূর্ব্বক ঘণ্টাদি বাদন করত শ্রুতিস্তুতি ও প্রবোধনোপযুক্ত অন্যান্য স্তব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে

---

* ভগবানে মনঃসংযোগকে সামান্য কহে এবং ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গসকলের লাবণ্যাদি ভাবনাকেই বিশেষ বলা যায়। সুতরাং স্মরণের ও ধ্যানের কিঞ্চিৎ মাত্র প্রভেদ কল্পিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়স্কন্ধে।—

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥
দেবপ্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব। অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পারয়াচ্যুত॥ ইতি॥ ৭৯॥
দেবালয়ং প্রবিশ্যাথ স্তোত্রাণীষ্টানি কীর্ত্তয়ন। কৃষ্ণস্য তুলসীবর্জ্জং নির্ম্মাল্যমপসারয়েৎ॥

অথ নির্ম্মাল্যোত্তারণং।

অত্রিস্মৃতৌ।—

প্রাতঃকালে সদা কুর্য্যান্নির্ম্মাল্যোত্তারণং বুধঃ॥
তৃষিতাঃ পশবো বদ্ধাঃ কন্যকা চ রজস্বলা। দেবতা চ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং॥

নারসিংহে শ্রীযমোক্তৌ।—

দেবমাল্যাপনয়নং দেবাগারে সমূহনং। স্নাপনং সর্ব্বদেবানাং গোপ্রদানসমং স্মৃতং॥ ৮০॥

নারদপঞ্চরাত্রে।—

যঃ প্রাতরুত্থায় বিধায় নিত্যং, নির্ম্মাল্যমীশস্য নিরাকরোতি।
ন তস্য দুঃখং ন দরিদ্রতা চ, নাকালমৃত্যুর্ন চ রোগমাত্রং॥

নীরাজনং কৃত্বা॥ ৭৮॥ বিজৃম্ভন্ বিজৃম্ভয়ন্ প্রকাশয়ন্॥ ৭৯॥ ইষ্টানি স্বস্য কৃষ্ণস্য বা প্রিয়াণি সহস্রনামাদীনি।

দেবস্য মাল্যং নির্ম্মাল্যং তস্য অপনয়নমুত্তারণং সমূহনং মার্জ্জন্যা তৃণাদ্যপসারণং॥ ৮০॥

প্রবোধিত করিয়া নীরাজন করিবে। ৭৮। তৃতীয়স্কন্ধে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, সেই পুরাণপুরুষ ভগবান্ অতীব কৃপালু, তিনি প্রথিত সপ্রেম হাস্য দ্বারা স্বীয় নেত্রপদ্ম বিকাসিত করত এই বিশ্বের উদ্ভব ও মৎপ্রতি অনুগ্রহ বিস্তারার্থ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মধুরবচনে মদীয় বিষাদ্ অপনোদন করুন্। হে দেব! হে প্রপন্নজনভয়হারিন্! হে কেশব! মৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্। হে অচ্যুত! পুনর্ব্বার দর্শন দান দ্বারা আমাকে বিশুদ্ধ করুন্। ৭৯। তৎপরে দেবায়তনে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় মনোজ্ঞ স্তুতি কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনামাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে তুলসী ব্যতীত অন্য নির্ম্মাল্য সমূহ অপসারণ করিবে।

অনন্তর নির্ম্মাল্যোত্তারণ।—অত্রিস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, বুধ ব্যক্তি প্রভাতে সর্ব্বদা নির্ম্মাল্য উত্তারণ করিবেন। তৃষিত পশু রজ্জুবদ্ধ থাকিলে, অনূঢ়া কন্যা রজস্বলা হইলে এবং দেবতা নির্ম্মাল্যসংযুক্ত থাকিলে উঁহারা পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন। নারসিংহপুরাণে যমোক্তি আছে যে, দেবতার নির্ম্মাল্য অপসারণ করিলে, সম্মার্জ্জনী দ্বারা দেবায়তনের মার্জ্জন করিলে এবং দেবগণকে স্নান করাইলে গোদান সদৃশ ফল হয়, এইরূপ কীর্ত্তিত আছে। ৮০। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, যিনি প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাধানে শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য অপসারণ করেন, তাঁহার দুঃখের সম্ভাবনা নাই. দারিদ্র্যের

অরুণোদয়বেলায়াং নির্ম্মাল্যং শল্যতাং ব্রজেৎ। প্রাতস্তু স্যান্মহাশল্যং ঘটিকামাত্রযোগতঃ॥
অতিশল্যং বিজানীয়াত্ততো বজ্রপ্রহারবৎ। অরুণোদয়বেলায়াং শল্যং তৎ ক্ষমতে হরিঃ॥
ঘটিকায়ামতিক্রান্তৌ ক্ষুদ্রং পাতকমাবহেৎ। মুহূর্ত্তে সমতিক্রান্তে পূর্ণং পাতকমুচ্যতে॥
অতিপাতকমেব স্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে। মুহূর্ত্তত্রিতয়ে পূর্ণে মহাপাতকমুচ্যতে॥
ততঃ পরং ব্রহ্মবধো মহাপাতকপঞ্চকং। প্রহরে পূর্ণতাং যাতে প্রায়শ্চিত্তং ততো ন হি॥
নির্ম্মাল্যস্য বিলম্বে তু প্রায়শ্চিত্তমথোচ্যতে। অতিক্রান্তে মুহূর্ত্তার্দ্ধে সহস্রং জপমাচরেৎ।
পূর্ণে মুহূর্ত্তে সংজাতে সহস্রং সার্দ্ধমুচ্যতে। সহস্রদ্বিতয়ং কুর্য্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে।
মুহূর্ত্তত্রিতয়েঽতীতে অযুতং জপমাচরেৎ। প্রহরে পূর্ণতাং যাতে পুরশ্চরণমুচ্যতে।
প্রহরে সমতিক্রান্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

অথ শ্রীমুখপ্রক্ষালনং।

শ্রীহস্তাঙ্ঘ্রিমুখাম্ভোজক্ষালনায় পতদ্গ্রহে। গণ্ডূষাণি জলৈর্দত্ত্বা দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ॥
জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা পাদুকে শুদ্ধমৃত্তিকাং। সলিলঞ্চ পুনর্দত্ত্বাদ্বাসোঽপি মুখমার্জ্জনং॥
ততঃ শ্রীতুলসীং পুণ্যামর্পয়েৎ ভগবৎপ্রিয়াং। তন্মাহাত্ম্যঞ্চ তন্মুখ্যপ্রসঙ্গে লেখ্যমগ্রতঃ॥ ৮১॥

ভগবৎপ্রিয়ামিতি মুখপ্রক্ষালনাবসরেঽপ্যস্মিন্ তৎসমর্পণে তথা তুলসীব্যতিরিক্তনির্ম্মল্যোত্তারণে চ কারণং জ্ঞেয়ং॥ ৮১॥

আশঙ্কা নাই, অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা নাই এবং রোগমাত্রেরও আশঙ্কা নাই। অরুণোদয়কালে নির্ম্মাল্য শল্যসদৃশ হইয়া থাকে, প্রভাতে মহাশল্যবৎ হয়, ঘটিকামাত্র অতীত হইলে অতিশল্য হয় এবং তৎপরে বজ্রপ্রহারবৎ হয় জানিবে। অরুণোদয়কালে নির্ম্মাল্য অপসারণ না করিলে যে শল্যতুল্য হয়, হরি তাহা ক্ষমা করিয়া থাকেন। ঘটিকাকাল গত হইলে নির্ম্মাল্য ক্ষুদ্রপাতকের সঞ্চার করিয়া দেয়; মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলে পূর্ণপাপ বলিয়া অভিহিত হয়; চারিদণ্ড কাল গত হইলে অতিপাতক হইয়া থাকে; মুহূর্ত্তত্রয় সম্পূর্ণ হইলে মহাপাতক বলিয়া কথিত হয়; তৎপরে ব্রহ্মহত্যা ও পঞ্চ মহাপাপের সদৃশ হইয়া থাকে এবং প্রহরকাল সংপূর্ণ হইলে আর তাহার কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদি নির্ম্মাল্য উত্তারণে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তাহার (যথাযথ) প্রায়শ্চিত্ত বিবৃত হইতেছে। অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত কাল (একদণ্ড) অতীত হইলে সহস্রসংখ্য জপ করিবে, মুহূর্ত্তকাল পরিপূর্ণ হইলে সার্দ্ধ সহস্র (দেড় হাজার) জপ কথিত হইয়াছে; চারিদণ্ড কাল গত হইলে দ্বিসহস্র জপ করিতে হয়; মুহূর্ত্তত্রয় গত হইলে অযুতসংখ্যা জপ করিবে; আর প্রহরকাল পরিপূর্ণ হইলে পুরশ্চরণ কথিত হইয়াছে, কিন্তু প্রহরকাল অতীত হইয়া গেলে তৎপরে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখপ্রক্ষালন।—শ্রীকর, শ্রীচরণ ও মুখকমল প্রক্ষালনার্থ পতদ্গ্রহের (পিকদানির) অভ্যন্তরে সলিল দ্বারা গণ্ডূষ দিয়া দন্তকাষ্ঠ অর্পণ করিবে। জিহ্বা-মার্জ্জনিকা, পাদুকা-যুগল ও পবিত্র মৃত্তিকা দিয়া পুনর্ব্বার জল ও মুখমার্জ্জনবস্ত্র প্রদান করিবে। তৎপরে

অথ দন্তকাষ্ঠাদ্যর্পণমাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

দন্তকাষ্ঠপ্রদানেন দন্তসৌভাগ্যমৃচ্ছতি। জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা বিরোগত্বভিজায়তে।
পাদুকায়াঃ প্রদানেন গতিমিষ্টামবাপ্নুয়াৎ। মৃদ্ভাগদানাদ্দেবস্য ভূমিমাপ্নোত্যনুত্তমাং॥

অথ মঙ্গলনীরাজনং।

পঠিত্বাথ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রনিস্বনৈঃ। প্রভোর্নীরাজনং কুর্য্যান্মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতং॥
নীরাজনন্ত্বিদং সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যং শুচিবিগ্রহৈঃ। পরমশ্রদ্ধয়োত্থায় দ্রষ্টব্যঞ্চ সদা নরৈঃ॥
স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ সর্ব্বেষামেতৎ সর্ব্বেষ্টপূরকং। সমস্তদৈন্যদারিদ্র্যদুরিতাদ্যুপশান্তিকৃৎ॥ ৮২॥

অথ প্রাতঃস্নানার্থোদ্যমঃ।

ততোঽরুণোদয়স্যান্তে স্নানার্থং নিঃসরেদ্বহিঃ। কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণনামানি তীর্থং গচ্ছেদনন্তরং॥

তথা চ শুক্রস্মৃতৌ।—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। স্বস্তিকাদ্যসনং বদ্ধা ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজং।
ততো নির্গত্য নিলয়ান্নামানীমানি কীর্ত্তয়েৎ। শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নাধোক্ষজাচ্যুত।
শ্রীকৃষ্ণানন্ত গোবিন্দ সঙ্কর্ষণ নমোঽস্তু তে॥ গত্বা তীর্থাদিকং তত্র নিক্ষিপ্য স্নানসাধনং।
বিধিনাচর্য্য মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচং বিধায় চ। আচম্য খানি সম্মার্জ্য স্নানং কুর্য্যাৎ যথোচিতং॥৮৩॥

শ্লোকান্ বর্হাপীড়ং ক্বচিদিতি বিনাশয়েত্যাদীন্। অমঙ্গলমিত্যাখ্যা যস্য তৎ॥ ৮২॥

বিধিনেতি সর্ব্বত্রান্বেতি। মৈত্রং পুরীষোৎসর্গস্তদাদিকং। খানি ইন্দ্রয়চ্ছিদ্রাণি। যথোচিতং বর্ণাশ্রমাদ্যনুরূপং। অত্র চ প্রায়ো গৃহস্থস্যৈব লেখ্যশ্রীভগবৎপূজাবিধিযোগ্যত্বাৎ তস্যৈবায়মাচারো জ্ঞেয়ঃ। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদ্যুক্তানি প্রায়ো গৃহিধর্ম্মবচনান্যেব লিখিতানীতি দিক্॥৮৩

ভগবৎপ্রিয়া, পবিত্ররূপিণী শ্রীতুলসী দিবে। অতঃপর মুখ্য প্রস্তাবে ইহার মহিমা বর্ণিত হইবে। ৮১।

অনন্তর দন্তকাষ্ঠাদ্যর্পণ-মাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিলে দন্তসৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, জিহ্বামার্জ্জনিকা প্রদান করিলে নীরোগ হইয়া থাকে, পাদুকা অর্পণ করিলে বাঞ্ছিত গতিপ্রাপ্তি এবং মৃত্তিকাভাগ প্রদান করিলে উত্তমা ভূমি লাভ হয়।

অতঃপর মঙ্গল আরত্রিক।—তৎপরে প্রিয়শ্লোকসমূহ পাঠ পূর্ব্বক মহাবাদিত্র সহকারে কৃষ্ণের জগদ্ধিতকর মঙ্গল নীরাজন করিবে। সকলে বিশুদ্ধশরীরে এই মঙ্গল নীরাজন করিবে। মনুষ্যমাত্রই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহতী শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর ইহা নেত্রগোচর করিবে। ইহা নর নারী সকলেরই অখিল বাঞ্ছিত পূর্ণ করে এবং নিখিল দুঃখ, দারিদ্র্য ও পাতক ধ্বংস করিয়া দেয়। ৮২।

অনন্তর প্রাতঃস্নানার্থ উদ্যম।—তদনন্তর অরুণোদয়কাল বিগত হইলে স্নানার্থ বহির্গত হইবে। তৎকালে কৃষ্ণনাম-সমূহ কীর্ত্তন করিতে করিতে তীর্থে (পবিত্র জলাশয়ে) গমন

অথ মৈত্রাদিকৃত্যবিধিঃ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগরসংবাদে গৃহিধর্ম্মকথনে।—

ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর। নৈঋর্ত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং গৃহাৎ ॥৮৪॥
দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ। পদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥ ৮৫ ॥
আত্মচ্ছায়াং তরোশ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা। গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ॥
ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি। ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরুষর্ষভ।
নাপ্সু নৈবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ। উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনং ॥
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি। কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব ॥
তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ। তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

তথা কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং।—

নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ। অন্তর্দ্ধাপ্য মহীং কাষ্ঠৈঃ পত্রৈর্লোষ্ট্রৈস্তৃণেন বা ॥

কল্যে উষসি গ্রামস্য নৈঋর্ত্যাং দিশি ॥৮৪॥ তদসম্ভবে স্বগৃহাদ্দূরে মূত্রাদ্যুৎসর্গং কুর্য্যাৎ ॥৮৫॥

করিবে। এই বিষয়ে শুক্রস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করত পবিত্র ও স্থিরমনাঃ হইয়া স্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন পূর্ব্বক কৃষ্ণের চরণকমল চিন্তা করিবে। তৎপরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই সমস্ত নামকীর্ত্তন করিবে। যথা—হে শ্রীবাসুদেব! হে অনিরুদ্ধ! হে প্রদ্যুম্ন! হে অধোক্ষজ! হে অচ্যুত! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অনন্ত! হে গোবিন্দ! হে সঙ্কর্ষণ! তোমাকে নমস্কার। এই প্রকার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জলাশয়াদিতে গমন পূর্ব্বক তথায় স্নানোপযোগি দ্রব্য রাখিয়া যথাবিধানে পুরীষবিসর্জ্জনাদি কর্ম্ম, শৌচ, আচমন ও ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রসমূহ প্রক্ষালন করত যথোচিত (বর্ণাশ্রমাদির অনুরূপ) স্নান সম্পাদন করিবে। ৮৩।

অতঃপর মলত্যাগাদিবিধি।—বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব ও সগরসংবাদে গৃহিকর্ম্মকথনে লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! অতঃপর প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহ হইতে শরক্ষেপের দূরত্ব লঙ্ঘন করত অধিক দূরে গমন করিয়া পুরীষ বিসর্জ্জন করিবে। ৮৪। যদি গ্রামের নৈঋর্তভাগে শরক্ষেপের দূরত্ব প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে অন্য যে দিকেই হউক, গৃহ হইতে দূরে গিয়া মূত্র পুরীষ বিসর্জ্জন করিবে। চরণক্ষালনজল ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গৃহপ্রাঙ্গণে প্রক্ষেপ করিতে নাই। ৮৫। বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজ ছায়াতে, তরুচ্ছায়াতে, গো-সম্মুখে, সূর্য্যাভিমুখে, অগ্নির অভিমুখে, বায়ুর অভিমুখে, এবং গুরু ও বিপ্রের অভিমুখে কদাচ মূত্র-পুরীষ বিসর্জ্জন করিবে না। হে নরশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ট ভূমিতে, শস্যমধ্যে, গোষ্ঠে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদী প্রভৃতি তীর্থে, সলিল মধ্যে, জলের ধারে ও শ্মশানে মূত্র-পুরীষ বিসর্জ্জন করিতে নাই। হে নৃপ! বিপৎপাত না হইলে সুধী ব্যক্তি দিবাভাগে উত্তরাস্য হইয়া এবং নিশাভাগে দক্ষিণাস্য হইয়া তৃণ দ্বারা ভূতল আচ্ছাদন ও বসন দ্বারা শিরোদেশ আবৃত করতঃ মূত্র-পুরীষ বিসর্জ্জন করিবে; পরন্তু সে স্থানে বহুক্ষণ অবস্থিতি করিবে না এবং মল-মূত্র ত্যাগকালে বাক্য-প্রয়োগও করিবে না। ৮৬। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে, দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত

প্রাবৃত্য তু শিরঃ কুর্য্যাদ্বিণ্মূত্রস্য বিসর্জনং। ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাং।
ন দেবদেবালয়য়োর্নাপামপি কদাচন ॥ ৮৭ ॥
নদীং জ্যোতীংষি বীক্ষিত্বা ন বায়্বগ্নিমুখোঽপি বা।
প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনলং প্রতিসোমং তথৈব চ ॥

কাশীখণ্ডে শ্রীস্কন্দাগস্ত্যসংবাদে।—

ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্তুং নৈঋর্তীং দিশমাশ্রয়েৎ। গ্রামাদ্ধনুঃশতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গুণং ॥
কর্ণোপবীত্যুদঙ্বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি। বিণ্মূত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ ॥
নালোকয়েদ্দিশো ভাগান্ জ্যোতিশ্চক্রং নভোঽমলং।
বামেন পাণিনা শিশ্নং ধৃত্বোত্তিষ্ঠেৎ প্রযত্নবান্ ॥

তত্রৈবাগ্রে।—

ন মূত্রং গোব্রজে কুর্য্যান্ন বল্মীকে ন ভস্মনি। ন গর্ত্তেষু সসত্ত্বেষু ন তিষ্ঠন্ন ব্রজন্নপি।
যথাসুখমুখো রাত্রৌ দিবা চ্ছায়ান্ধকারয়োঃ। ভীতিষু প্রাণবাধায়াং কুর্য্যান্মলবিসর্জনং ॥ ৮৮ ॥

গবাদীন্ গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ প্রতি তদভিমুখো ন মেহেদিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ তথেতি গৃহিধর্ম্মকথন এবেত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণতঃ কিঞ্চিদ্বিশেষমপেক্ষ্য শ্রীকূর্ম্মপুরাণকাশীখণ্ডবচনানি লিখতি নিধায়েত্যাদি। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বমূহ্যং ॥ ৮৭ ॥ বীক্ষিত্বেত্যার্ষং পশ্যন্নিত্যর্থঃ। প্রত্যাদিত্যমিতি তত্তদভিমুখঃ সন্ন কুর্য্যাদিতি পূর্ব্ববদর্থঃ ॥ ৮৮ ॥

স্থাপন করত উত্তরাস্য হইয়া কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র ও তৃণ দ্বারা ভূতল এবং বস্ত্র দ্বারা শিরোদেশ আচ্ছাদন পূর্ব্বক মূত্র-পুরীষ বিসর্জ্জন করিবে। স্ত্রীজাতির, গুরুজনের, ব্রাহ্মণের, গোর, দেবতার, দেবায়তনের ও জলের অভিমুখ হইয়া মল-মূত্র কদাচ ত্যাগ করিবে না। ৮৭। নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, নক্ষত্রের দিকে নেত্রপাত করিয়া, বায়ুর প্রতিকূলে অবস্থিত হইয়া, অগ্নির দিকে মুখ করিয়া, এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া মূত্র পুরীষ বিসর্জ্জন করিবে না। কাশীখণ্ডেও অগস্ত্যসংবাদে লিখিত আছে, অতঃপর কর্ত্তব্য ক্রিয়া সম্পাদনার্থ নৈঋর্ত কোণে গমন করিবে। গ্রাম হইতে শত ধনু (চতুঃশত হস্ত) এবং নগর হইতে তদপেক্ষা চারিগুণ দূরে গমন করিবে। কর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপন পূর্ব্বক দিবাভাগে ও সন্ধ্যাদ্বয়ে উত্তরাস্য হইয়া এবং নিশাকালে দক্ষিণাস্য হইয়া মৌনাবলম্বন করত মূত্র-পুরীষ বিসর্জ্জন করিবে। তৎকালে কোন দিকে নেত্রপাত করিবে না, নক্ষত্রপুঞ্জের ও আকাশের দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে নাই। সযত্নে বাম কর দ্বারা শিশ্ন ধারণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিবে। ঐ স্থানের কিঞ্চিৎ অগ্রে লিখিত আছে যে, গোব্রজে (গোষ্ঠে), বল্মীকোপরি, ভস্মোপরি, এবং প্রাণিযুক্ত গর্ত্তে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না। দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং গমন করিতে করিতেও মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিতে নাই। যদি প্রাণহানির ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই যেদিকে সুবিধা হয়, সেই দিকে অভিমুখ হইয়া ছায়াতে বা অন্ধকারেও মল বিসর্জ্জন করিতে পারে। ৮৮।

অথ শৌচবিধিঃ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব।—

বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জলাত্তথা। শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাল্লেপসম্ভবাং ॥ ৮৯ ॥
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব। পরিত্যজন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে নৃপ। হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥৯০॥

যমস্মৃতৌ।—তিস্রস্তু পাদয়োর্দ্দেয়াঃ শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ।
কিঞ্চ।—তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃত্বা তু নখশোধনং ॥ ৯১ ॥

কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব।—

গুহ্যে দদ্যান্মৃদং চৈকাং পায়ৌ পঞ্চাম্বুসান্তরাঃ। দশ বামকরে চাপি সপ্ত পাণিদ্বয়ে মৃদঃ।
একৈকাং পাদয়োর্দদ্যাৎ তিস্রঃ পাণ্যোর্মৃদঃ স্মৃতাঃ। ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাদ্‌গন্ধলেপক্ষয়াবধি।
ক্রমাদ্দ্বিগুণমেতত্তু ব্রহ্মচর্য্যাদিষু ত্রিষু। দিবাবিহিতশৌচাচ্চ রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ।
রুজার্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পথি চৌরাদিপীড়িতে। তদর্দ্ধং যোষিতাঞ্চাপি স্বাস্থ্যে ন্যূনং ন কারয়েৎ ॥
আর্দ্রধাত্রীফলোন্মানা মৃদঃ শৌচে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯২ ॥

লেপসম্ভবাং ভিত্তিগতাং ॥ ৮৯ ॥ অন্তর্মধ্যে প্রাণিভিঃ কীটৈঃ অবপন্নাম্ উপহতাং। পাঠান্তরে অণুভিঃ সূক্ষ্মৈঃ প্রাণিভিরবপন্নাং ॥ ৯০ ॥ এবং মতভেদঃ সপাদুকনিষ্পাদুকাদি-ভেদেন কল্প্যঃ। পাদয়োরিতি প্রত্যেকং তিস্র ইতি জ্ঞেয়ং। দেয়া হস্তয়োরিতি শেষঃ ॥ ৯১ ॥

অনন্তর শৌচবিধি।—বিষ্ণুপুরাণের ঐ স্থানেই লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! বল্মীক-মৃত্তিকা, মূষিকোদ্ধৃত মৃত্তিকা, সলিলমধ্যস্থ মৃত্তিকা, শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা এবং গৃহভিত্তিস্থ মৃত্তিকা শৌচকর্ম্মে গ্রহণ করিতে নাই। ৮৯। মধ্যে ক্ষুদ্রপ্রাণী অর্থাৎ কীটগণ কর্ত্তৃক উপহত ও লাঙ্গলোদ্ধৃত মৃত্তিকা শৌচক্রিয়ায় বর্জ্জনীয়। হে নৃপতে! শৌচসাধন-মৃত্তিকা শিশ্নে একবার, গুহ্যে বারত্রয়, বামকরে দশবার এবং দুই করে সপ্তবার মর্দ্দন করিতে হয়।৯০। যমস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, যিনি শুদ্ধি অভিলাষ করেন, তিনি প্রত্যহ দুই চরণে তিন তিনবার মৃত্তিকা দিবেন। আরও লিখিত আছে যে, নখশোধন করিয়া তিনবার মৃত্তিকা দিতে হয়। ৯১। কাশীখণ্ডেরও পূর্ব্বোক্ত স্থানে লিখিত আছে যে, শিশ্নে একবার, মলদ্বারে পঞ্চবার, বামকরে দশবার, দুই হাতে সপ্তবার, দুই চরণে একবার এবং পুনর্ব্বার দুই করে বারত্রয় জলযুক্ত মৃত্তিকা দিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। যাবৎ গন্ধলেপ বিদূরিত না হয়, তাবৎপর্য্যন্ত গৃহী ব্যক্তি এই শৌচ করিবেন। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে এই শৌচ যথাক্রমে দ্বিগুণ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী গৃহী অপেক্ষা দ্বিগুণ, বানপ্রস্থ ত্রিগুণ এবং ভিক্ষু চারিগুণ শৌচাচরণ করিবেন। দিবাতে যে শৌচের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, নিশাকালে তাহার অর্দ্ধ আচরণ করিতে পারে। রুগ্ন অবস্থাতেও অর্দ্ধ অবস্থা। চৌর প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত পথে তদর্দ্ধ। নারীজাতির পক্ষে তাহার অর্দ্ধ ব্যবস্থেয়। দেহের স্বাস্থ্য বিদ্যমানে শৌচের ন্যূনতা করিতে নাই। এক একবারে আর্দ্র আমলকীফলপ্রমাণ মৃত্তিকা শৌচকর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট

শঙ্খস্মৃতৌ।—মৃত্তিকা তু সমুদ্দিষ্টা ত্রিপর্ব্বী পূর্য্যতে যয়া॥ ৯৩॥

দক্ষস্মৃতৌ।—

অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রা তু প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা। দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ তদর্দ্ধং পরিকীর্ত্তিতা॥ ৯৪॥

অথ কেবলমূত্রসর্গে দক্ষঃ।

একা লিঙ্গে তু সব্যে ত্রিরুভয়োর্মৃদ্দ্বয়ং স্মৃতং॥

ব্রাহ্মে।—

পাদয়োর্দ্বে গৃহীত্বা চ সুপ্রক্ষালিতপাণিনা। আচম্য তু ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনং॥ ৯৫॥

অথ আচমনবিধিঃ।

বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব।—

অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ। আচামেত মৃদং ভূয়স্তথাদদ্যাৎ সমাহিতঃ।

নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ।

ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ॥ ৯৬॥

শীর্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দ্ধানঞ্চ মৃদালভেৎ। বাহূ নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ॥

অম্লসান্তরাঃ মধ্যে মধ্যে জলসহিতাঃ॥ ৯২॥ ত্রিপর্ব্বী মধ্যবর্ত্ত্যঙ্গুলিত্রয়স্যাদিপর্ব্বত্রয়ং। এষা চ গুদব্যতিরিক্তে জ্ঞেয়া॥ ৯৩॥

অতএব লিখতি অর্দ্ধেতি। প্রথমা গুদে দেয়ানামাদ্যা॥ ৯৪॥ সব্যে হস্তে উভয়োর্হস্তয়োঃ॥

আচামেতেত্যাচমনং প্রস্তুত্য তস্য পূর্ব্বাঙ্গমাহ মৃদমিতি। অন্যাং মৃদমাদদ্যাৎ। তথা চ নিষ্পাদিতমঙ্ঘ্রিশৌচং যেন সঃ। যদ্বা ভূয়োঽন্যাং মৃদং দদ্যাৎ পাদয়োরিতি শেষঃ, ততশ্চাচামেতেত্যর্থঃ। তেন পাদাভ্যুক্ষণ-ত্রিঃস্নানশেষসলিলেন দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েন্মুখমিতি শেষঃ॥ ৯৫-৯৬॥

হইয়াছে। ৯২। শঙ্খস্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, যাহাতে ত্রিপর্ব্বী পূর্ণ হয় অর্থাৎ মধ্যস্থিত অঙ্গুলী তিনটীর প্রথম গ্রন্থি পূর্ণ হয়, তাবৎপরিমিত মৃত্তিকার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৯৩। দক্ষস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, প্রথমবারের মৃত্তিকা অর্দ্ধ-প্রসৃতি-পরিমিত (অর্দ্ধাঞ্জলির অর্দ্ধ-প্রমাণ) দ্বিতীয়বারের ও তৃতীয়বারের তদর্দ্ধ ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। ৯৪।

কেবলমাত্র মূত্রত্যাগবিষয়ে দক্ষের উক্তি যথা,—শিশ্নে একবার, বাম করে তিনবার এবং দুই হাতে দুইবার মৃত্তিকা দিবার ব্যবস্থা কীর্ত্তিত আছে। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, পদদ্বয়ে দুইবার মৃত্তিকা দিয়া উৎকৃষ্টরূপে ধৌত কর দ্বারা আচমন পূর্ব্বক সনাতন হরিকে স্মরণ করত পবিত্র হইবে। ৯৫।

অনন্তর আচমনবিধি।—বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, স্বচ্ছ, গন্ধহীন, ফেনরহিত, বুদ্বুদশূন্য জল দ্বারা আচমন করিতে হয়। পুনরায় সতর্ক হইয়া চরণে মৃত্তিকা দিবে। পাদশৌচ সমাধান্তে পুনরায় পদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক বারত্রয় জলপান অর্থাৎ আচমন করিবে এবং ঐ সলিল দ্বারাই বারদ্বয় মুখ ধৌত করিবে। ৯৬। তৎপরে শীর্ষণ্যছিদ্র (নেত্র নাসা ইত্যাদিতে) এবং শিরোদেশে মৃত্তিকা স্পর্শ করাইয়া বাহুতে, নাভিদেশে ও হৃদয়প্রদেশে

অত্র চ বিশেষো দক্ষেণোক্তঃ।—

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতং। সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখং। সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরং। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ। সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥

তথা কাশীখণ্ডে তত্রৈব।—

প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সুপবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি। উপস্পৃশেদ্বিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ। অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভির্হৃদ্গাভিরত্বরঃ। ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ। কণ্ঠগাভির্নৃপঃ শুধ্যেত্তালুগাভিস্তথোরুজঃ। স্ত্রীশূদ্রাবাস্যসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুধ্যতঃ॥ ৯৭॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ।—

পাদক্ষালনশেষেণ নাচামেৎ বারিণা দ্বিজঃ।
যদ্যাচামেৎ স্রাবয়িত্বা ভূমৌ বৌধায়নোঽব্রবীৎ॥ ৯৮॥

ভরদ্বাজস্মৃতৌ।—

পাণিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাঙ্গুলিনাচমেৎ। মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠেন নখস্পৃষ্টা অপস্ত্যজেৎ॥

কৌর্ম্মে চ ব্যাসগীতায়াং।—

ভুক্তা পীত্বা চ সুপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথ্যোপসর্পণে। ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ।

আলভেৎ স্পৃশেৎ। অসঞ্জপন্নিতি পাঠে মৌনী ভূত্বেত্যর্থঃ॥ ৯৭॥ ভূমৌ স্রাবয়িত্বা কিঞ্চিদ্বারি

বারি স্পর্শ করাইবে। এই বিষয়ে দক্ষ বিশেষরূপে বলিয়াছেন যে, করদ্বয় ও চরণযুগল ধৌত করত দৃষ্টি দ্বারা দর্শন পূর্ব্বক বারত্রয় জলপান অর্থাৎ আচমন করিয়া ঈষৎ কুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠমূলযোগে বারদ্বয় মুখমার্জ্জনা করিবে। প্রথমে অঙ্গুলীত্রয় একত্রিত করত বদনমণ্ডল স্পর্শ করিবে, পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাযোগে পুনঃ পুনঃ নেত্রদ্বয় ও শ্রবণদ্বয় স্পর্শ করিবে। তদনন্তর কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভিদেশ, করতল দ্বারা হৃদয়দেশ, সর্ব্বাঙ্গুলী দ্বারা শিরঃপ্রদেশ এবং সর্ব্বাঙ্গুলীর অগ্রদেশ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করিবে। কাশীখণ্ডের পূর্ব্বোক্ত স্থানেও এইরূপ লিখিত আছে যে, পূর্ব্বাস্য ও উত্তরাস্য হইয়া তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভস্মশূন্য বিশুদ্ধ স্থলে উৎকৃষ্টরূপে সমাসীন হইয়া, চঞ্চলতা বিসর্জ্জন করত শীতল, ফেনশূন্য, দুর্গন্ধহীন, সুস্বাদু সলিল দ্বারা আচমন করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতীর্থযোগে দৃষ্টিপূত বারি দ্বারা আচমন করিবে। ক্ষত্রিয় কণ্ঠগামী সলিল দ্বারা, বৈশ্য তালুগত বারি দ্বারা এবং নারীজাতি ও শূদ্র সলিলে মুখ স্পর্শমাত্র বিশুদ্ধ হইবেন। ৯৭। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, বিপ্রজাতি পাদধৌতাবিশিষ্ট বারি দ্বারা আচমন করিবেন না। উহা দ্বারা আচমন করিলে ভূতলে কিঞ্চিৎ জল ফেলিয়া আচমন করিবেন; বৌধায়ন এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন।৯৮। ভরদ্বাজস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা ব্যতীত অঙ্গুলীত্রয় একত্র করত দক্ষিণকর দ্বারা আচমন করিতে হয়। নখস্পৃষ্ট জল

রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেঽনৃতভাষণে। শ্রীবিদ্যাধ্যয়নারম্ভে কাসশ্বাসাগমে তথা।
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমভ্যস্য দ্বিজোত্তমঃ। সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তোঽপ্যাচমেৎ পুনঃ॥ ৯৯॥

কিঞ্চ।—

শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥১০০॥

সোপানৎকো জলস্থো বা নোষ্ণীষী চাচমেদ্বুধঃ। ন চৈব বর্ষধারাভির্হস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ।
নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ। ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা॥ ১০১॥

অথ বৈষ্ণবাচমনং।

ত্রিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ।
প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যোর্গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যভৌ॥ ১০২॥
মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমং॥ ১০৩॥

প্রক্ষিপ্য॥ ৯৮॥ সমভ্যস্য পরিভ্রমণেন সম্যক্ স্পৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ॥ ৯৯॥ পাদয়োঃ শৌচমকৃত্বেতি ভোজনপানশয়নাদৌ পাদয়োরশুদ্ধ্যভাবেঽপ্যাচমনসাঙ্গতার্থং শৌচমুক্তং॥ ১০০॥ হস্তে উচ্ছিষ্টে সতি সন্ধিরার্ষঃ। ১০১॥

তত্র লিখিতাচমনবিধৌ শ্রীভগবন্নামজপেন কঞ্চিদ্বিশেষং তান্ত্রিকসম্মতং লিখতি ত্রিঃ পান ইত্যাদি ষড়্ভিঃ। ত্রিঃ পানাদৌ কেশবাদিকং কৃষ্ণান্তং চতুর্বিংশতিসংখ্যং শ্রীভগবন্নাম নমোঽন্তং চতুর্থ্যন্তঞ্চ কেশবায় নমঃ ইত্যাদি প্রয়োগেণ ক্রমাজ্জপন্ সন্ যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাদিতি সর্ব্বেরন্বয়ঃ। ত্রিঃপাদে বারত্রয়জলাচমনে কেশবাদিত্রয়ং॥১০২॥ মধুসূদনমেকমন্যঞ্চ ত্রিবিক্রমমিত্যুভা-

---

আচমনে ত্যাগ করিবে। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, ভোজনান্তে, পানীয় পানান্তে, নিদ্রোত্থিত হইয়া, স্নানান্তে, পথপর্য্যটনসময়ে, লোমশূন্য ওষ্ঠযুগল স্পর্শ করিয়া, বসন পরিধানান্তে, মলমূত্র ও শুক্র বিসর্জ্জনান্তে, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া, ধ্যানারম্ভে, শ্বাসসমাগমে, চত্বরে বা শ্মশানে পর্য্যটন করিয়া এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে বিপ্রশ্রেষ্ঠ আচান্ত হইলেও পূর্ব্ববৎ আচমন করিবেন। ৯৯। আরও লিখিত আছে যে, শিরঃপ্রদেশ ও কণ্ঠ আচ্ছাদন্ করত অথবা কচ্ছ ও শিখা মুক্ত করিয়া কিংবা চরণযুগলে মৃত্তিকাশৌচ না করিয়া আচমন করিলেও অপবিত্র হইতে হয়। ১০০। বিচক্ষণ ব্যক্তি চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণ পূর্ব্বক, সলিলমধ্যে অবস্থান করত শিরোদেশে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া আচমন করিবেন না। ঐ প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তি বৃষ্টির ধারাজলেও আচমন করিবেন না। উচ্ছিষ্ট করে বা একহস্তে দত্ত সলিল দ্বারা অথবা যজ্ঞোপবীতশূন্য হইয়া আচমন করিতে নাই। পাদুকার উপরিভাগে সমাসীন হইয়া অথবা জানু বহির্দ্দেশে রাখিয়া আচমন করিবে না। ১০১।

অনন্তর বৈষ্ণবাচমন।—যথাবিধানে বারত্রয় আচমনসময়ে কেশব নারায়ণ ও মাধবকে; দুইবার কর-প্রক্ষালনকালে গোবিন্দ ও বিষ্ণুকে; মার্জ্জনসময়ে মধুসূদন ও ত্রিবিক্রমকে; অধর ও ওষ্ঠ মার্জ্জনকালে বামন ও শ্রীধরকে; পুনরায় করদ্বয় ধৌতকালে হৃষীকেশকে; চরণযুগল

উন্মার্জনেঽপ্যধরয়োর্বামনশ্রীধরাবুভৌ ॥ ১০৪ ॥
প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ।
পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নো দামোদরং ততঃ ॥ ১০৫ ॥
বাসুদেবং মুখে সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ। নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমং।
অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতং ॥ ১০৬ ॥
জনার্দ্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ। দক্ষিণে তু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি।
নমোঽন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচামেৎ ক্রমতো জপন্ ॥ ১০৭ ॥
অশক্তঃ কেবলং দক্ষং স্পৃশেৎ কর্ণং তথা চ বাক্। কুর্ব্বীতালভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ ॥১০৮॥

বিত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥ অপিশব্দাদধরয়োর্মার্জ্জন ইতি জ্ঞেয়ং। উভাবিতি পুংস্ত্বং সংজ্ঞাসংজ্ঞিনো-রভেদবিবক্ষয়া ॥ ১০৪ ॥ পাণ্যোর্দ্বয়োঃ প্রক্ষালনে হৃষীকেশমেকমেব। পাদয়োশ্চ প্রক্ষালনে পদ্মনাভমেকং। ততস্তদনন্তরং মূর্দ্ধ্নঃ প্রোক্ষণে দামোদরমেকং ॥১০৫॥ নাসয়োস্তু দ্বয়োঃ সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নঞ্চেতি দ্বৌ। নাভিতঃ নাভৌ ॥১০৬॥ যথাবিধীতি পূর্ব্বলিখিতাচমনবিধ্যনুসারেণ। ত্রিঃপান-প্রকারঃ মার্জ্জনাদাবঙ্গুলিনিয়মশ্চ তথা ওষ্ঠমার্জনমূর্দ্ধোষ্ঠক্রমেণ নাসাদিস্পর্শশ্চ দক্ষিণক্রমেণে-ত্যাদিপ্রকারশ্চ সদাচারতো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। তথা চাগমতঃ শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং।—কেশবাদ্যৈ-স্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ। দ্বাভ্যামোষ্ঠৌচ সংমার্জ্য দ্বাভ্যামুন্মার্জনং তথা। একেন হস্তৌ প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈকতঃ। সংপ্রোক্ষ্যৈকেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ। আস্য-নাসাক্ষিকর্ণাংশ্চ নাভ্যুরঃস্কন্ধকান্ স্পৃশেৎ। এবমাচমনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ। কেশব নারায়ণ মাধব গোবিন্দ বিষ্ণু মধুসূদন ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ পুরুষোত্তম অধোক্ষজ নৃসিংহ অচ্যুত জনার্দ্দন উপেন্দ্র হরি কৃষ্ণ ভগবন্নাম-ভিরেভিশ্চতুর্থ্যন্তৈর্নমোঽন্তৈরিত্যাদি ॥ ১০৭ ॥ ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাদিমার্জ্জনে চ অশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া স্বত্যুক্তং পক্ষান্তরং লিখতি অশক্ত ইতি। রোগাদিনা অসমর্থশ্চেৎ তর্হি কেবলং দক্ষং নিজদক্ষিণ-কর্ণং স্পৃশেৎ। ননু তত্র কিং প্রমাণং তত্র লিখতি তথা চ বাগিতি। যতস্তথৈব বচনমস্তীত্যর্থঃ। তামেব মার্কণ্ডেয়পুরাণে শ্রীমদালসোক্তাং লিখতি কুর্ব্বীতেতি। আলভনং স্পর্শনং। বৈ প্রসিদ্ধৌ তচ্চ স্মৃতিপুরাণাদিবৎ সুপ্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ। কেচিচ্চ ত্রির্জলাচমনাশক্তাবপি পক্ষমেতং মন্যন্তে। তত্র চ জলাদ্যসম্ভবেঽপি। এতচ্চ কেবলমিত্যনেনাপি সূচিতং। তচ্চ তত্রৈবোক্তং। যথা বিভ-

---

প্রক্ষালনসময়ে পদ্মনাভকে; শিরঃপ্রদেশ প্রক্ষালনকালে দামোদরকে; মুখ ধৌতকালে বাসু-দেবকে; নাসাযুগল প্রক্ষালনসময়ে সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নকে; নেত্রদ্বয়ে অনিরুদ্ধ ও পুরুষোত্তমকে; শ্রবণযুগলে অধোক্ষজ ও নৃসিংহকে; নাভিদেশে অচ্যুতকে; হৃদয়দেশে জনার্দ্দনকে; মস্তক-দেশে উপেন্দ্রকে; দক্ষিণ বাহুতে হরিকে এবং বাম বাহুতে শ্রীকৃষ্ণকে যথাক্রমে চতুর্থীবিভক্তি-সংযুক্ত ও নমঃশব্দান্ত করিয়া জপ করত আচমন করিবে। ১০২-১০৭। রোগাদি দ্বারা অক্ষম

অথ দন্তধাবনবিধিঃ।

তত্র কাত্যায়নঃ।—

উত্থায় নেত্রং প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। পরিজপ্য চ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

মন্ত্রশ্চায়ং।—

আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনস্পতে॥

অস্য নিত্যতা।

কাশীখণ্ডে।—

অথো মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্লীয়াদ্দন্তধাবনং। আচান্তোঽপ্যশুচির্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনং॥

বারাহে চ।—

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি। সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি॥

অথ দন্তকাষ্ঠনিষিদ্ধদিনানি।

মনুঃ।—চতুর্দ্দশ্যষ্টমীদর্শপৌর্ণমাস্যর্কসংক্রমঃ। এষু স্ত্রীতৈলমাংসানি দন্তকাষ্ঠানি বর্জয়েৎ॥

বতো হ্যেতৎ পূর্ব্বাভাবে ততঃ পরমিতি। অস্যার্থঃ। বিভবঃ সামর্থ্যাদিঃ পূর্ব্বোক্তত্রিরাচমনাসম্ভবে ততোঽনন্তরমুক্তং দক্ষিণকর্ণালম্ভনাদিকং কার্য্যং নান্যদিত্যর্থঃ॥ ১০৮॥

শ্রীভগবৎপূজানিরতাঃ শয়নাদুত্থায়ৈব দন্তধাবনমাচরেয়ুরিতি পূর্ব্বং লিখিতম্, অধুনা শৌচবর্গবিধিপ্রসঙ্গে তদ্বিধির্লিখ্যতে উত্থায়েত্যাদিনা। প্রক্ষাল্য মার্জনাদিনা নেত্রে উন্মীল্য। এবঞ্চ প্রাতঃকৃত্যমেবেদং ব্যক্তং। তথা চ ব্যাসঃ। শুদ্ধ্যর্থং প্রাতরুত্থায় ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনমিতি। অশক্তৌ চ স্নানকালেঽপি দন্তধাবনং ন দোষাবহং বিরক্তানাং সতাং কেষাঞ্চিৎ তাদৃশাচারদর্শনাৎ। অতএব কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াং।—প্রক্ষাল্য দন্তকাষ্ঠং বৈ ভক্ষয়িত্বা বিধানতঃ। আচম্য প্রয়তো নিত্যং স্নানং প্রাতঃ সমাচরেদিতি প্রাতঃস্নানকাল এবোক্তং। মার্কণ্ডেয়পুরাণে চ।—কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনং। পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি ইতি পূর্ব্বাহ্ণমাত্রকৃত্যমিত্যুক্তং।

হইলে কেবলমাত্র কর্ণ স্পর্শ করিতে হয়। এই বিষয়ে বচন আছে যে, কিংবা অক্ষম ব্যক্তি কেবলমাত্র দক্ষিণ শ্রবণ স্পর্শ করিবে। ১০৮।

অনন্তর দন্তধাবনবিধি।—এ বিষয়ে কাত্যায়ন কহিয়াছেন যে, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করত চক্ষুর্দ্বয় ধৌত করিয়া পবিত্র ও অচঞ্চলচিত্তে মন্ত্রজপান্তে দশন ধাবন করিবে। মন্ত্র যথা—হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে পরমায়ুঃ, বল, যশঃ, বর্চ্চস্ (তেজঃ), প্রজা (সন্তান), পশু, প্রাণ, ব্রহ্ম (বেদবিষয়ক জ্ঞান), প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) ও মেধা (স্মৃতিশক্তি) সমর্পণ কর।

দশনধাবনের নিত্যতা।—কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, অতঃপর মুখশোধনার্থ দশনকাষ্ঠ আহরণ করিবে; কেন না, দশন ধাবন না করিয়া আচমন করিলেও অপবিত্র থাকে। বরাহপুরাণেও লিখিত আছে যে, ভগবান্ বরাহদেব ধরণীদেবীকে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ না করিয়া আমাকে আরাধনা করে, তাহার সেই একটী কার্য্য দ্বারাই তদীয় সর্ব্বকালকৃত কর্ম্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়।

সংবর্ত্তকঃ।—

আদ্যে তিথৌ নবম্যাঞ্চ ক্ষয়ে চন্দ্রমসস্তথা। আদিত্যবারে সৌরে চ বর্জয়েদ্দন্তধাবনং॥ ১০৯॥

কাত্যায়নঃ।—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ। দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলং॥ ১১০॥

বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ।—

উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেদ্দন্তধাবনং। দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি সপ্তকুলানি বৈ॥

অন্যত্র চ।—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যেকাদশীরবৌ। দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং॥ ১১১॥

অথ তত্র প্রতিনিধিঃ।

দিনেষ্বেতেষু কাষ্ঠৈর্হি দন্তানাং ধাবনস্য তু। নিষিদ্ধত্বাত্তৃণৈঃ কুর্য্যাত্তথা কাষ্ঠেতরৈশ্চ তৎ॥ ১১২॥

তথা চ ব্যাসঃ।—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাং দন্তধাবনং। পর্ণৈরন্যত্র কাষ্ঠৈশ্চ জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি॥

যচ্চোক্তং।—যো মোহাৎ স্নানবেলায়াং ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং। নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথেতি। তচ্চ মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ং জ্ঞেয়ং॥ ১০৯॥ বিশেষত ইত্যনেন ক্বচিচ্চতুর্দ্দশ্যাদৌ ক্বচিচ্চ ব্যতীপাতজন্মদিনাদৌ কৃতদন্তকাষ্ঠনিষেধাপেক্ষয়া প্রতিপদাদিষু তন্নিষেধাধিক্যং বোধ্যতে; অতএব দহতীত্যাদিনা তত্র দোষোঽপি মহান্ দর্শিত ইতি দিক্॥ ১১০॥ নবম্যামেকাদশ্যাং রবিবারে চেত্যর্থঃ॥ ১১১॥

এতেষু প্রতিপদাদিষু নিষিদ্ধদিনেষু কাষ্ঠৈঃ কৃত্বা দন্তানাং ধাবনস্য নিষিদ্ধত্বাৎ নিষেধনাৎ তত্তদ্দন্তধাবনং তৃণৈঃ কাষ্ঠাদিতরৈরন্যৈশ্চ ত্বগাদিভিঃ কুর্য্যাৎ। যদ্বা কাষ্ঠেতরৈরিতি হেতৌ বিশেষণং। ততশ্চ কাষ্ঠৈরেব নিষেধনাৎ তৃণাদীনাঞ্চ কাষ্ঠেতরত্বাৎ তৈর্দন্তধাবনমদুষ্টমিত্যর্থঃ॥ ১১২॥

অনন্তর দণ্ডকাষ্ঠ চর্ব্বণের নিষিদ্ধ দিন।—মনু বলিয়াছেন, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সূর্য্যসংক্রম এই সমস্ত দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ, তৈলাভ্যঙ্গ, মাংসভক্ষণ ও দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ বর্জ্জনীয়। সংবর্ত্তক কহিয়াছেন যে, প্রতিপৎ, নবমী, অমাবস্যা, রবিবার ও শনিবার এই সকল দিনে দন্ত ধাবন নিষিদ্ধ। ১০৯। কাত্যায়ন বলিয়াছেন, প্রতিপৎ, অমাবস্যা ও ষষ্ঠী এই সকল দিনে, বিশেষতঃ নবমী তিথিতে দন্তসমূহে কাষ্ঠসংযোগ সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত বংশ ভস্মীভূত করিয়া দেয়। ১১০। বৃদ্ধবশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, উপবাসদিনে ও শ্রাদ্ধাহে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিতে নাই। তত্তদ্দিনে দন্তসমূহে কাষ্ঠসংযোগ সপ্তপুরুষ ধ্বংস করে। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী, একাদশী ও রবিবার এই সমস্ত দিনে দন্তসমূহে কাষ্ঠযোগ পূর্ব্বকৃত পুণ্য ধ্বংস করিয়া দেয়। ১১১।

নিষিদ্ধদিবসে দন্তকাষ্ঠের প্রতিনিধি।—এই সমস্ত দিনে কাষ্ঠ দ্বারা দশন ধাবন করা নিষিদ্ধ বশতঃ তৃণ, বৃক্ষবল্কল ও পত্রদ্বারা দশন ধাবন করিবে। ১১২। অতএব ব্যাস কহিয়াছেন, প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী ও রবিবার এই সকল দিনে পত্র দ্বারা দশন ধাবন করিবে; কিন্তু

পৈঠীনসিঃ।—

অলাভে বা নিষেধে বা কাষ্ঠানাং দন্তধাবনং। পর্ণাদিনা বিশুদ্ধেন জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি ॥১১৩॥

অথ তত্রৈবাপবাদঃ।

কাষ্ঠৈঃ প্রতিপদাদৌ যন্নিষিদ্ধং দন্তধাবনং। তৃণপর্ণৈস্তু তৎ কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা ॥১১৪॥

অতএব ব্যাসস্য বচনান্তরং।—

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধায়াং তথা তিথৌ। অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্বিদধ্যাদ্দন্তধাবনং॥

কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব।—

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাসরে। গণ্ডূষা দ্বাদশ গ্রাহ্যা মুখস্য পরিশুদ্ধয়ে ॥১১৫॥

তৃণপর্ণাদিনা কেচিদুপবাসদিনেম্বপি। দন্তধাবনমিচ্ছন্তি মুখশোধনতৎপরাঃ॥

তথা চ কাশীখণ্ডে তত্রৈব।—

মুখে পর্য্যুষিতে যস্মাৎ ভবেদশুচিভাগ্ নরঃ। ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন শুদ্ধ্যর্থং দন্তধাবনং॥

উপবাসেঽপি নো দুষ্যেদ্দন্তধাবনমঞ্জনং। গন্ধালঙ্কারসদ্বস্ত্রপুষ্পমালানুলেপনং॥

অন্যত্র প্রতিপদাদিব্যতিরিক্তদিনেষু। অত্র চ রবিবারাদাবপি পর্ণৈরেব তথা তৃণৈশ্চাপীতি পূর্ব্বাপরবচনানুসারেণ বোদ্ধব্যং॥ ১১৩॥

অমাম্ অমাবাস্যাম্, একাদশীমিত্যুপবাসদিনং লক্ষয়তি। কদাচিদ্দ্বাদশীষু জন্মাষ্টম্যাদিষু চোপবাসাৎ অমাবাস্যায়াং দন্তকাষ্ঠগ্রহণং ন কার্য্যং। তথা চ মৎস্যবিষ্ণুপুরাণয়োঃ।—ছিনত্তি বীরুধো যস্তু বীরুৎসংস্থে নিশাকরে। পত্রং বা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি ইতি॥ ১১৪॥

নিষিদ্ধায়ামিতি পূর্ব্বং প্রতিপদাদিষু নিষিদ্ধদিনেষু পর্ণৈর্দন্তধাবনস্যানুজ্ঞাতত্বাৎ পুনশ্চ অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈরিত্যনুজ্ঞাতত্বাদেকাদশ্যাদ্যুপবাসদিনেষু অপাং গণ্ডূষৈরিতি ব্যবস্থাপয়িতব্যং। এবঞ্চ ত্বমামেকাদশীং বিনেতি বাক্যং সুসঙ্গতমিতি দিক্॥ ১১৫॥ উপবাসেঽপি নো দুষ্যেদিতি বচনঞ্চ স্বমতেঽপ্যন্যস্ত্রীবিষয়কং জ্ঞেয়ং তত্রাঞ্জনাদিনিষেধনাৎ। অতএব কেচিদিচ্ছন্তীতি লিখিতং।

সমস্ত দিনেই কাষ্ঠ দ্বারা জিহ্বা মার্জ্জন করিতে হয়। পৈঠীনসি কহিয়াছেন, দন্তকাষ্ঠের অপ্রাপ্তিতে কিংবা দন্তকাষ্ঠব্যবহারে নিষিদ্ধ দিনে পবিত্র পত্র দ্বারা দন্ত ধাবন করিতে হয়; কিন্তু নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ সমস্ত দিনেই জিহ্বা মার্জ্জন করিবে। ১১৩।

অনন্তর তদ্বিষয়ে বিশেষবিধি।—প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিতে কাষ্ঠ দ্বারা দশন ধাবনেও যে নিষেধ উল্লেখ হইয়াছে, তাহা পত্র দ্বারা করিতে হয়; কিন্তু অমাবস্যা ও একাদশী এই দুই দিনে তৃণপত্র দ্বারাও দন্তধাবন করিতে নাই। ১১৪। অতএব ব্যাসের বচনান্তর যথা,—দন্তকাষ্ঠের অভাবে কিংবা দশনধাবনের নিষিদ্ধ তিথিতে দ্বাদশসংখ্য গণ্ডূষবারি দ্বারা দশনধাবনের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। কাশীখণ্ডের পূর্ব্বোক্ত স্থলে লিখিত আছে যে, দন্তকাষ্ঠ না পাইলে কিংবা দন্তধাবনের নিষিদ্ধ দিনে মুখশুদ্ধ্যর্থ দ্বাদশ গণ্ডূষ জল লইবে। ১১৫। যে সকল ব্যক্তির মুখশোধনক্রিয়া একান্ত আবশ্যক, এরূপ কোন কোন ব্যক্তি উপবাসদিনে তৃণপত্রাদি দ্বারা দশন ধাবন অভিলাষ করেন। কাশীখণ্ডের উক্ত স্থানেই ঐ বিষয়ে লিখিত আছে যে,

অথ দন্তকাষ্ঠানি।

স্মৃতৌ।—

সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যা আয়ুর্দ্দাঃ ক্ষীরিণঃ স্মৃতাঃ। কটু-তিক্ত-কষায়াশ্চ বলারোগ্য-সুখপ্রদাঃ॥

কিঞ্চ।—পলাশানাং দন্তকাষ্ঠং পাদুকে চৈব বর্জ্জয়েৎ। বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন বটং বাশ্বত্থমেবচ॥১১৬॥

কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং।—

মধ্যাঙ্গুলিসমস্থৌল্যং দ্বাদশাঙ্গুলিসম্মিতং। সত্বচং দন্তকাষ্ঠং যৎ তদগ্রে ন তু ধারয়েৎ॥১১৭॥

ক্ষীরিবৃক্ষসমুদ্ভূতং মালতীসম্ভবং শুভং। অপামার্গঞ্চ বিল্বং বা করবীরং বিশেষতঃ॥

বর্জ্জয়িত্বা নিন্দিতানি গৃহীত্বৈকং যথোদিতং। পরিহৃত্য দিনং পাপং ভক্ষয়েদ্বৈ বিধানবিৎ॥

ন পাটয়েদ্দন্তকাষ্ঠং নাঙ্গুল্যগ্রেণ ধারয়েৎ।
প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা তজ্জহ্যাৎ শুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥ ১১৮॥

কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব।—

কনিষ্ঠাগ্রপরীণাহং সত্বচং নির্ব্রণং ঋজুং। দ্বাদশাঙ্গুলমানঞ্চ সার্দ্রং স্যাদ্দন্তধাবনং।

জিহ্বোল্লেখনিকাং বাপি কুর্য্যাচ্চাপাকৃতিং শুভাং॥ ১১৯॥

ব্রতদিনে পর্ণাদিনা দন্তানাং ধাবনে দাক্ষিণাত্য-শ্রীবৈষ্ণবাণাং ব্যবহারোঽপি প্রমাণমিতি দিক্॥ ১১৬॥ সত্বচমিতি। অদন্তত্বচশব্দোঽপ্যান্তি আবন্তো বা। ত্বচা সহিতমিত্যর্থঃ॥ ১১৭॥ নিন্দিতানি অর্ককর্ব্বুরাদীনি। পাপং বর্জ্যং দিনং প্রতিপদাদি॥১১৮॥ পরীণাহঃ স্থৌল্যং। সার্দ্রম্

যেহেতু মুখ পর্য্যুষিত থাকিলে মানব অশুচি হয়, এই জন্য বিশুদ্ধ্যর্থ যত্ন সহকারে ধাবন করিবে। উপবাসদিনেও দশন ধাবন, এবং চন্দন, বিভূষণ, উৎকৃষ্ট বসন, কুসুমমাল্য ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিলে কোন দোষের আশঙ্কা নাই।

অনন্তর দন্তকাষ্ঠ-নিরূপণ।—স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, কণ্টকযুক্ত-বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠই পবিত্র, ক্ষীরবিশিষ্ট বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং কটু, তিক্ত ও কষায়-রসবিশিষ্ট বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে বল, আরোগ্য ও সুখ লাভ হয়। আরও লিখিত আছে যে, পলাশ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ও পাদুকা পরিত্যাজ্য। বট ও অশ্বত্থ এই উভয় কাষ্ঠ সযত্নে বর্জ্জনীয়। ১১৬। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, যে দন্তকাষ্ঠ মধ্যমাঙ্গুলিবৎ স্থূল, দ্বাদশাঙ্গুলী-পরিমিত ও সত্বচ, তাহা দ্বারাই দন্তধাবন করিতে হয়; পরন্তু উহার অগ্রদিক্ ধারণ না করিয়া মূলের দিকে ধারণ করত অগ্র দিয়া দশন ধাবন করিবে। ১১৭। বিধানবিৎ ব্যক্তি বট-অশ্বত্থাদি ক্ষীরবৃক্ষোৎপন্ন, বিশুদ্ধ মালতী-বৃক্ষোৎপন্ন, অপামার্গ, বিল্ব, বিশেষতঃ করবীর ও আকন্দাদি নিন্দিত কাষ্ঠ ত্যাগ করত পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট একটী দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া প্রতিপৎ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিবস ব্যতীত অন্যান্য দিবসে চর্ব্বণ করিবেন। দ্বিধাকৃত দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিতে নাই, অঙ্গুলীর অগ্র দ্বারাও কাষ্ঠ ধারণ করা নিষিদ্ধ। অচঞ্চল চিত্তে দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালন পূর্ব্বক চর্ব্বণ করিয়া বিশুদ্ধ স্থলে প্রক্ষেপ করিবে। ১১৮। কাশীখণ্ডের

রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াঞ্চ।—

দন্তোল্লেখো বিতস্ত্যা ভবতি পরিমিতাদম্লমিত্যাদিমন্ত্রাৎ,
প্রাতঃ ক্ষীর্য্যাদিকাষ্ঠাদ্বটখদিরপলাশৈর্বিনার্কাম্রবিল্বৈঃ।
ভুক্ত্বা গণ্ডূষষট্‌কং দ্বিরপি কুশমৃতে দেশিনীমঙ্গুলীভি-
র্নন্দাভূতাষ্টপর্ব্বণ্যপি ন খলু নবম্যর্কসংক্রান্তিপাতে॥ ১২০॥

অথ কেশপ্রসাধনাদি।

ততশ্চাচম্য বিধিবৎ কৃত্বা কেশপ্রসাধনং। স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ নিবধ্নীয়াচ্ছিখাং দ্বিজঃ॥১২১॥

তথা চোক্তং।—

ন দক্ষিণামুখো নোর্দ্ধং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনং। স্মৃত্বোঙ্কারঞ্চ গায়ত্রীং নিবধ্নীয়াচ্ছিখাং ততঃ॥১২২॥

আর্দ্রতাযুক্তং॥ ১১৯॥ বটাদিকাষ্ঠৈর্বিনা ক্ষীর্য্যাদিকাষ্ঠাৎ প্রাতর্দন্তানামুল্লেখো ধাবনং ভবতি। কীদৃশাৎ?—বিতস্ত্যা দ্বাদশাঙ্গুলৈঃ পরিমিতাৎ। কুশং দেশিনীঞ্চ বিনা অঙ্গুলীভির্গণ্ডূষষট্‌কং দ্বির্ভুক্ত্বা দ্বাদশজলগণ্ডূষাণি গৃহীত্বেত্যর্থঃ। নন্দাদিষু চ দন্তোল্লেখো ন ভবতি, তত্র নন্দা প্রতিপৎ ষষ্ঠী একাদশী চ। ভূতা চতুর্দ্দশী। অষ্ট অষ্টমী। পর্ব্ব অমাবস্যাপৌর্ণমাস্যাদি। পাতো ব্যতীপাতো দ্বন্দ্বৈক্যং। এবং নিষেধবৈবিধ্যং বিবিধবেদশাখাসেবিনাং কর্ম্মপরাণাং নানাদেবতাভক্তানাং মতভেদেন। মন্ত্রশ্চ শ্রৌতোঽয়ং। অন্নাদ্যায়াত্থাপ্যুহ্যং। সোমো রাজায়মাগমন্ স মে মুখং সংমার্জ্জতে যশসা চ ভগেন বেতি॥ ১২০॥

দ্বিজ ইতি স্থানে শূদ্রস্য মুক্তশিখত্বাৎ॥ ১২১॥ বিধিবদিতি লিখিতং, তং বিধিমেব লিখতি ন দক্ষিণেতি॥ ১২২॥

পূর্ব্বোক্ত স্থানে লিখিত আছে যে, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রদেশের ন্যায় স্থূল, ত্বক্‌বিশিষ্ট, ব্রণশূন্য, সরল, দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ, সরস কাষ্ঠই দন্তধাবনের উপযুক্ত। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট কাষ্ঠ দ্বারাই ধনুকাকার শুভ জিহ্বা-মার্জ্জনিকা করিবে। ১১৯। রামার্চ্চনচন্দ্রিকাতে লিখিত আছে যে, কুশ দ্বারা ও তর্জ্জনী ব্যতীত অপরাপর অঙ্গুলীসমূহের দ্বারা দ্বাদশ গণ্ডূষ জল মুখে প্রদান করিয়া "সোমো রাজা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক * বট, খদির, পলাশ, অর্ক, আম্র ও বিল্ব ব্যতীত অপরাপর ক্ষীরিবৃক্ষোৎপন্ন দ্বাদশাঙ্গুল-প্রমাণ কাষ্ঠ দ্বারা প্রভাতে দশন মার্জ্জন করিবে; কিন্তু প্রতিপৎ, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ইত্যাদি পর্ব্বাহে এবং নবমী, সংক্রান্তি ও ব্যতীপাতযোগে দশন ধাবন নিষিদ্ধ। ১২০।

অনন্তর কেশপ্রসাধনাদি।—অতঃপর বিপ্র, ক্ষত্র ও বৈশ্য দশনধাবনান্তে আচমন পূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত বিধানে কেশপ্রসাধন করিয়া ওঙ্কার ও গায়ত্রী স্মরণ করত শিখাবন্ধন করিবে। ১২১। অতএব কথিত আছে, দক্ষিণাস্য বা ঊর্দ্ধাস্য হইয়া কেশপ্রসাধন করিতে নাই। তৎপরে ওঁকার ও গায়ত্রী স্মরণ করত শিখাবন্ধন করিতে হয়। ১২২।

---

* সোমো রাজায়মাগমন্ স মে মুখং সংমার্জ্জতে যশসা চ ভগেন বা।—এই মন্ত্র।

অথ স্নানং।

বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব।—

নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু চ। নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষু চ।
কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি। স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে॥

অথ স্নাননিত্যতা।

তত্র কাত্যায়নঃ।—

যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ। অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনং॥

দক্ষঃ।—

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ। যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১২৩॥
সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা॥ ১২৪॥

কিঞ্চ।—

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানমশক্তৌ কর্ম্মিণাং সদা। আর্দ্রেণ বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জ্জনং॥

শঙ্খশ্চ।—

অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপাদিহবনাদিষু।

কূপেষু কলসাদিভিরুদ্ধৃততোয়েন ভুবি তত্তটভূমৌ স্নায়াৎ গমনাদ্যশক্তত্বা। তত্তটভুবি স্নানাসম্ভবে কূপাদুদ্ধৃতেন শীতোদকেন স্নায়াৎ। তত্রাপ্যশক্তৌ উষ্ণোদকেন স্নায়াৎ ইতি জ্ঞেয়ং। তথা চোক্তং। আপঃ স্বভাবতো মেধ্যাঃ কিং পুনর্ব্বহ্নিসংযুতাঃ। তস্মাৎ সন্তঃ প্রশংসন্তি স্নানমুষ্ণেন বারিণা ইতি॥ ১২৩।

অশক্তৌ সত্যাং। অপি নিশ্চিতং সকৃদপীতি বা কুর্য্যুরেব। তত্রাপ্যশক্তৌ উদকং বিনেতি মন্ত্রস্নানাদিকং কুর্য্যুরিত্যর্থঃ। যদ্বা অশক্তৌ সত্যাম্ উদকং বিনা জলাভাবে চ সর্ত্তি সকৃৎ

অনন্তর স্নান।—বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বোক্তস্থলে অর্থাৎ ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে লিখিত আছে যে, নদ, নদী, দীর্ঘিকা, দেবখাত ও গিরিপ্রস্রবণ এই সকল জলে স্নান করিতে হয়। কুম্ভাদিযোগে কূপ হইতে জল উত্তোলিত করিয়া তদ্দ্বারা কূপতটে স্নান করিতে পারে। তটের অসম্ভব হইলে উদ্ধৃত শীতল জলে কিংবা তাহাতে অক্ষম হইলে সেই উষ্ণোদকে স্নান করিবে।

অনন্তর স্নানের নিত্যতা।—এ বিষয়ে কাত্যায়ন কহিয়াছেন যে, অনাতুর ব্যক্তি দিবা-ভাগের ন্যায় প্রভাতেও প্রত্যহ স্নান করিবে। দেহ অতীব মলিন ও নবচ্ছিদ্রান্বিত, দিবানিশিই উহা হইতে মল নির্গত হইতেছে; প্রাতঃস্নান দ্বারা ঐ দেহের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। দক্ষ কহিয়াছেন যে, বানপ্রস্থ ও গৃহী জন প্রভাতে ও মধ্যাহ্নসময়ে স্নান, যতি ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং ব্রহ্মচারী ব্যক্তি একবার মাত্র স্নান করিবে। ১২৩। অক্ষম হইলে সর্ব্বজনপক্ষেই একবার স্নানের বিধি আছে। যদি তাহাতেও অক্ষম হয়, তবে কেবল মন্ত্র-স্নানাদি কর্ত্তব্য।১২৪। আরও লিখিত আছে যে, অক্ষম হইলে কর্ম্মী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বকালেই মস্তক ভিন্ন স্নান হইতে পারে। আর্দ্র বসন বা আর্দ্র কর দ্বারা দেহ মার্জ্জন করিলেও স্নান সুসম্পন্ন হয়।

কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াং।—

প্রাতঃস্নানং বিনা পুংসাং পাপিত্বং কর্ম্মসু স্মৃতং। হোমে জপে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥

কাশীখণ্ডে।—

প্রস্বেদলালাত্থাক্লিন্নো নিদ্রাধীনো যতো নরঃ। প্রাতঃস্নানাত্ততোঽর্হঃ স্যান্মন্ত্রস্তোত্রজপাদিষু॥

পাদ্মে চ দেবদ্যুতিবিকুণ্ডলসংবাদে।—

স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্‌ক্তে মলাশী স সদা নরঃ। অস্নায়িনোঽশুচেস্তস্য বিমুখাঃ পিতৃদেবতাঃ।

স্নানহীনো নরঃ পাপী স্নানহীনোঽশুচিঃ সদা। অস্নায়ী নরকং ভুক্ত্বা পুক্কশাদিষু জায়তে॥১২৫॥

অথ স্নানমাহাত্ম্যং।

মহাভারতে উদ্‌যোগপর্ব্বণি শ্রীবিদুরোক্তৌ।

গুণা দশ স্নানশীলং ভজন্তে, বলং রূপং স্বরবর্ণপ্রসিদ্ধিঃ।

স্পর্শশ্চ গন্ধশ্চ বিশুদ্ধতা চ, শ্রীঃ সৌকুমার্য্যং প্রবরাশ্চ নার্য্যঃ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

যাম্যং হি যাতনাদুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি। নিত্যস্নানেন পূয়ন্তে অপি পাপকৃতো নরাঃ॥

প্রাতঃস্নানং হরেদ্বৈশ্য সবাহ্যাভ্যন্তরং মলং। প্রাতঃস্নানেন নিষ্পাপো নরো ন নিরয়ং ব্রজেৎ॥

যে পুনঃ স্রোতসি স্নানমাচরন্তীহ পর্ব্বণি। তে নৈব দুর্গতিং যান্তি ন জায়ন্তে কুযোনিষু॥

দুঃস্বপ্নং দুষ্টচিন্তা চ বন্ধ্যা ভবতি সর্ব্বদা। প্রাতঃস্নানবিশুদ্ধানাং পুরুষাণাং বিশাং বর॥

কুর্য্যুঃ। এবং স্নানস্য নিত্যতা সিদ্ধৈব॥ ১২৪॥ অশিরস্কমিত্যাদিনাপি নিত্যতৈবাভিপ্রেতা॥১২৫॥

শঙ্খও কহিয়াছেন যে, স্নান ব্যতীত মানব জপ ও হোমাদি ক্রিয়ার উপযুক্ত হয় না। কূর্ম্ম-পুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, প্রাতঃস্নান ব্যতীত মানবের সর্ব্বকর্ম্মে, বিশেষতঃ জপে ও হোমাদিক্রিয়ায় বিশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই; এই হেতু প্রাতঃস্নান করিবে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, মানব নিদ্রায় অভিভূত হইলে স্বেদ ও লালাদি দ্বারা ক্লেদবিশিষ্ট হয়; সুতরাং প্রাতঃস্নান দ্বারা মন্ত্র, স্তুতি প্রভৃতিতে যোগ্য হইতে পারে। পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতিবিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে যে, যে মানব স্নান ব্যতীত আহার করে, তাহার মল ভোজন করা হয়। স্নান না করিলে সে ব্যক্তি অপবিত্র হয় এবং তাহার প্রতি পিতৃগণ ও দেবগণ বিমুখ থাকেন। স্নানরহিত ব্যক্তি পাতকী এবং স্নানরহিত ব্যক্তি নিরন্তর অপবিত্র। যে ব্যক্তি স্নানহীন, সে নরক-যাতনা ভোগান্তে পুক্কশাদি অন্ত্যজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ১২৫।

অনন্তর স্নানমাহাত্ম্য;—মহাভারতে উদ্‌যোগপর্ব্বে শ্রীবিদুর বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি নিত্য-স্নায়ী, বল, রূপ, কণ্ঠস্বর, বর্ণোত্তমতা, স্পর্শশক্তির দক্ষতা, সুগন্ধ, বিশুদ্ধি, শোভা, সুকুমারতা ও উত্তমা স্ত্রী এই দশটি গুণ তাহাকে ভজনা করে। পদ্মপুরাণে পূর্ব্বোক্ত স্থানে অর্থাৎ দেব-দ্যুতিবিকুণ্ডলসংবাদে লিখিত আছে যে, নিত্যস্নায়ী ব্যক্তিকে কদাচ শমনযন্ত্রণা-জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। অধিক কি, পাতকী ব্যক্তি নিত্য স্নান দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করে। হে বৈশ্য! প্রাতঃস্নান দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তর মল বিনষ্ট হয়। প্রাতঃস্নান দ্বারা মানব নির্ম্মলতা লাভ করে,

অত্রিস্মৃতৌ।—

স্নানে মনঃপ্রসাদঃ স্যাদ্দেবা অভিমুখাঃ সদা। সৌভাগ্যং শ্রীঃ সুখং পুষ্টিঃ পুণ্যং বিদ্যা যশো ধৃতিঃ।
মহাপাপান্যলক্ষ্মীঞ্চ দুরিতং দুর্ব্বিচিন্তিতং। শোকদুঃখাদি হরতে প্রাতঃস্নানং বিশেষতঃ॥ ১২৬॥

কৌর্ম্মে তত্রৈব।—

প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ। প্রাতঃস্নানেন পাপানি পূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥

কাশীখণ্ডে চ।—

প্রাতঃস্নানাদ্‌যতঃ শুধ্যেৎ কায়োঽয়ং মলিনঃ সদা। ছিদ্রিতো নবভিশ্ছিদ্রৈঃ স্রবত্যেব দিবানিশং॥
উৎসাহমেধাসৌভাগ্যরূপসম্পৎ-প্রবর্ত্তকং। মনঃপ্রসন্নতাহেতুঃ প্রাতঃস্নানং প্রশস্যতে॥
প্রাতঃ প্রাতস্তু যৎ স্নানং সংজাতে চারুণোদয়ে। প্রাজাপত্যসমং প্রাহুস্তন্মহাঘবিঘাতকৃৎ॥
প্রাতঃস্নানং হরেৎ পাপমলক্ষ্মীং গ্লানিমেব চ। অশুচিত্বঞ্চ দুঃস্বপ্নং তুষ্টিং পুষ্টিং প্রযচ্ছতি॥
নোপসর্পন্তি বৈ দুষ্টাঃ প্রাতঃস্নায়িজনং ক্বচিৎ। দৃষ্টাদৃষ্টফলং তস্মাৎ প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ॥
স্নানমাত্রং তথা প্রাতঃস্নানং চাত্র নিযোজিতং।
যদ্যপ্যন্যোন্যমিলিতে পৃথগ্‌জ্ঞেয়ে তথাপ্যমূ॥ ১২৭॥

স্বরবর্ণয়োঃ প্রকর্ষেণ সিদ্ধিরিতি। মহাপাতকাদিকং হরতি॥ ১২৬॥
দৃষ্টাদৃষ্টকরম্ ঐহিকামুষ্মিকশুভকারি। পূয়ন্তে নশ্যন্তি॥ ১২৭॥

আর তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয় না। যাহারা পর্ব্বদিনে স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাদিগকে কদাচ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং তাহারা কখনও নানারূপ কুযোনিতেও উৎপন্ন হয় না। হে বৈশ্যসত্তম! যাহারা প্রাতঃস্নান দ্বারা পবিত্র হয়, তাহাদিগের সকাশে দুঃস্বপ্ন বা দুশ্চিন্তা নিরন্তর নিষ্ফল হইয়া থাকে। অত্রিস্মৃতিতেও কথিত আছে যে, স্নান করিলে মনের প্রসন্নতা জন্মে, দেবগণ নিরন্তর অভিমুখ থাকেন এবং সৌভাগ্য, শ্রী, সুখ, পুষ্টি, পুণ্য, বিদ্যা, যশ ও ধৃতি লাভ হয়। বিশেষতঃ প্রাতঃস্নান মহাপাপসমূহ, অলক্ষ্মী, দুরিত, দুশ্চিন্তা ও শোকদুঃখাদি দূর করে। ১২৬। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, সুধীগণ প্রাতঃস্নানকে প্রশংসা করেন; কারণ, উহা ঐহিক ও আমুষ্মিক শুভকারী। প্রাতঃস্নান দ্বারা পাতকপুঞ্জধ্বংস হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। কাশীখণ্ডেও লিখিত আছে যে, এই দেহ নিরন্তর মলিন ও নবচ্ছিদ্রে ছিদ্রিত; দিবানিশি ঐ ছিদ্রসমূহ দ্বারা মলক্ষরণ হইতেছে; সুতরাং প্রাতঃস্নান দ্বারা উৎসাহ, মেধা, সৌভাগ্য, রূপ ও সম্পত্তি এই সমস্তের উদ্ভব হয় এবং প্রাতঃস্নান চিত্তপ্রসাদের হেতু; এই জন্যই উহা প্রশংসনীয়। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, প্রতিপ্রভাতে অরুণোদয়সময়ে যে স্নান, উহা প্রাজাপত্যব্রতের সদৃশ এবং মহাপাপহারক। প্রাতঃস্নান পাপ, অলক্ষ্মী, গ্লানি, অশুচিত্ব ও দুঃস্বপ্ন বিনাশ করে এবং তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করিয়া থাকে। কোন দুষ্টই কদাচ প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তির নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। প্রাতঃস্নান ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয়বিধ শুভফলই প্রদান করে, অতএব প্রাতঃস্নান করা কর্ত্তব্য। এই প্রকরণে

অথ স্নানবিধিঃ।

অথ তীর্থগতস্তত্র ধৌতবস্ত্রং কুশাংস্তথা। মৃত্তিকাঞ্চ তটে ন্যস্য স্নায়াৎ স্বস্ববিধানতঃ॥
অধৌতেন তু বস্ত্রেণ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াং। কুর্ব্বন্ন ফলমাপ্নোতি কৃতা চেন্নিষ্ফলা ভবেৎ॥
ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচান্তঃ কৃত্বা সঙ্কল্পমাদরাৎ। গঙ্গাদিস্মরণং কৃত্বা তীর্থায়ার্ঘ্যং সমর্পয়েৎ॥
সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক। জগৎস্রষ্টর্জ্জগন্মর্দ্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর॥
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তীর্থস্নানং সমাচরেৎ। অন্যথা তৎফলস্যার্দ্ধং তীর্থেশো হরতি স্বয়ং॥
নত্বাথ তীর্থং স্নানার্থমনুজ্ঞাং প্রার্থয়েদিমাং। দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর॥
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে॥ ১২৮॥
বিধিবন্মৃদমাদায় তীর্থতোয়ে প্রবিশ্য চ। প্রবাহাভিমুখো নদ্যাং স্যাদন্যত্রার্কসংমুখঃ॥
দিগ্বন্ধং বিধিনাচর্য্য তীর্থানি পরিকল্প্য চ। আবাহয়েদ্ভগবতীং গঙ্গামাদিত্যমণ্ডলাৎ॥
দর্ভপাণিঃ কৃতপ্রাণায়ামঃ কৃষ্ণপদাম্বুজং। ধ্যাত্বা তন্নাম সংকীর্ত্ত্য নিমজ্জেৎ পুণ্যবারিণি॥
আচম্য মূলমন্ত্রঞ্চ সপ্রাণায়ামকং জপন্। কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ জলে ভূয়ো নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ॥
কৃত্বাঘমর্ষণান্তঞ্চ নামভিঃ কেশবাদিভিঃ। তত্র দ্বাদশধা তোয়ে নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ॥১২৯॥

ইদানীং স্নানবিধিং লিখন্ আদৌ বৈদিকবৈষ্ণবপ্রবরশ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিসম্মতং বৈদিকতান্ত্রিক-বিধিবিমিশ্রিতং স্নানবিধিং লিখতি অথেত্যাদিনা। স্বস্ববিধানতঃ নিজনিজবর্ণাশ্রমশাখাদ্যাচারানুসারেণ॥ ১২৮॥ অন্যত্র নদীপ্রবাহব্যতিরিক্তে॥ ১২৯॥

স্নানমাত্রের ও প্রাতঃস্নানের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল। দুইটী এক হইলেও পরস্পর ভেদ জ্ঞাত হইতে হইবে অর্থাৎ সামান্য স্নান অপেক্ষা প্রাতঃস্নানের আধিক্য আছে। ১২৭।

অতঃপর স্নানবিধি।—তৎপরে তীর্থে গমনপূর্ব্বক ধৌতবসন, কুশ ও মৃত্তিকা তটভূমে রাখিয়া নিজ নিজ বর্ণাশ্রমশাখাদির আচারানুসারে স্নান করিবে। অধৌত বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়া করিলে ফল লাভ হয় না, করিলে উহা বিফলা হয়। ধৌতপাদ ও ধৌতপাণি হইয়া আচমন পূর্ব্বক সাদরে সঙ্কল্প ও গঙ্গাদি স্মরণ করত তীর্থকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। "হে সমুদ্রশব্দসদৃশ-ভীমঘোষশালিন্! হে দণ্ডহস্ত! হে অসুরনাশক! হে জগৎ-স্রষ্টিকারিন্! হে জগন্মর্দ্দিন্! হে সুরেশ্বর! তোমাকে নমস্কার।" এই মন্ত্র পাঠ করত তীর্থস্নান করিবে; অন্যথা তীর্থাধিপতি স্বয়ং তৎফলের অর্দ্ধাংশ হরণ করিয়া থাকেন। তদনন্তর নমস্কার পূর্ব্বক তীর্থস্নানার্থ (বক্ষ্যমাণরূপে) অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। "হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে বিষ্ণো! ত্বদীয় তীর্থসেবনে আমাকে অনুজ্ঞা দান কর।" (এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতে হয়)। ১২৮। তৎপরে যথাবিধি মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক গাত্রে দিয়া তীর্থসলিলে প্রবেশ করত নদীতে প্রবাহাভিমুখে অবস্থিতি করিবে; অন্যত্র অর্থাৎ নদী-প্রবাহ ব্যতিরিক্ত জলাশয়ে সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করিতে হয়। যথাবিধি দিগ্বন্ধ ও তীর্থ কল্পনা পূর্ব্বক আদিত্যমণ্ডল হইতে ভগবতী গঙ্গার আবাহন করিবে। দর্ভপাণি হইয়া প্রাণায়াম

তত্র বিশেষঃ।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।—

প্রসিদ্ধেষু চ তীর্থেষু যদ্যন্যস্যাভিধাং স্মরেৎ। স্নাতকং তস্ত তত্তীর্থমভিশপ্য ক্ষণাদ্ব্রজেৎ॥ ইতি॥

ইতি বৈদিকতান্ত্রিকমিশ্রিতো বিধিঃ॥ ১৩০॥

অথ তত্রৈব বিশেষঃ পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষসংবাদে।—

এবমুচ্চার্য্য তত্তীর্থে পাদৌ প্রক্ষাল্য বাগ্‌যতঃ। স্মরন্নারায়ণং দেবং স্নানং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ॥
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্ধীমান্ মূলমন্ত্রমিমং পঠন্॥ ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ।
দর্ভপাণিস্তু বিধিবদাচান্তঃ প্রণতো ভুবি। চতুর্হস্তসমাযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ।
প্রকল্প্যাবাহয়েদ্গঙ্গাং মন্ত্রেণানেন মানবঃ॥ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাৎ আজন্মমরণান্তিকাৎ॥ ইত্যাদি॥
সপ্তবারাভিজপ্তন্তু করসংপুটযোজিতং। মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা জলং ভূয়শ্চতুর্ব্বা পঞ্চ সপ্ত বা।
স্নানং কুর্য্যান্মৃদা তদ্বদামন্ত্র্য তু বিধানতঃ॥ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং। উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥ ইতি॥ ১৩১॥

অন্যস্য তীর্থস্যাভিধাং নাম। ক্ষণাৎ সদ্য এবেত্যর্থঃ। অতঃ অপ্রসিদ্ধতীর্থেষু বিষ্ণুতীর্থমিতি প্রসিদ্ধেষু চ তত্তন্নাম্নৈব স্মরেদিত্যর্থঃ। অতএব নিমজ্জনাৎ প্রাক্ মৃদ্‌গ্রহণং তথাঘমর্ষণাদিকঞ্চ বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানাদিকং মূলমন্ত্রজপনং কেশবাদিনামভির্দ্বাদশবার-নিমজ্জনাদিকঞ্চেত্যেবং মিশ্রিতং বিবেচনীয়ং॥ ১৩০॥ এবং বিমিশ্রিতস্নানবিধিং লিখিত্বা ইদানীং তত্রৈব তীর্থ-কল্পনাদৌ পুরাণোক্তং কঞ্চিদ্বিশেষং লিখতি এবমিত্যাদিনা। দেবদেব জগন্নাথ ইত্যাদিকমেত-দুচ্চার্য্য উক্তেন মূলমন্ত্রেণৈব সপ্ত বারান্ যদভিজপ্তমভিমন্ত্রিতং জলং তৎ। তৃতীয়ান্তপাঠে ভাবে ক্তপ্রত্যয়ঃ। মৃদ্‌গ্রহণানন্তরং পুনঃ স্নানাদিকন্তু সমানমেবেতি বিশেষেণ তত্র লিখিতং॥ ১৩১॥

করত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তন ও তদীয় নাম কীর্ত্তন করিয়া বিশুদ্ধ জলে নিমগ্ন হইবে। তদনন্তর আচমনান্তে প্রাণায়াম করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সলিলে মজ্জন করত স্নান করিবে। পরে কেশবাদি নামসমূহ সহকারে অঘমর্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য শেষ করিয়া সেই জলে মগ্ন হওত দ্বাদশধা স্নান কবিবে। ১২৯।

অতঃপর স্নানের বিশেষ বিধি।—নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহে অন্য তীর্থের নাম করিলে তত্তত্তীর্থস্নায়ীকে অভিসম্পাত করিয়া আশু প্রস্থান করেন। এই স্নান-বিধান বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় প্রণালী মিশ্রিত; অর্থাৎ স্নানের অগ্রে মৃত্তিকা গ্রহণ ও তদনন্তর অঘমর্ষণাদি ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাই বৈদিক বিধি; এবং শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানাদি, মূলমন্ত্র জপ, কেশবাদি নামসমূহ উচ্চারণ করত দ্বাদশধা স্নান, ইহাই তান্ত্রিক জানিবে। ১৩০। এই স্নান-বিষয়ে আরও বিশেষ আছে যথা,—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষসংবাদে লিখিত

গুরোঃ সন্নিহিতস্যাথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈঃ। বিপ্রাণাঞ্চ পদাম্ভোভিঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধ্ন্যভিষেচনং॥

তথা চ পাদ্মে।—

গুরোঃ পাদোদকং পুত্র তীর্থকোটিফলপ্রদং॥

কিঞ্চ।—

বিপ্রপাদোদকক্লিন্নং যস্য তিষ্ঠতি বৈ শিরঃ। তস্য ভাগীরথীস্নানমহন্যহনি জায়তে॥

তথা গৌতমীয়তন্ত্রে।—

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সসাগরাণি তীর্থানি পাদে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥ ইতি॥ ১৩২॥

শঙ্খে বসন্তি সর্ব্বাণি তীর্থানি চ বিশেষতঃ। শঙ্খেন মূলমন্ত্রেণাভিষেকং পুনরাচরেৎ॥ ১৩৩॥

তথৈব তুলসীমিশ্রশালগ্রামশিলাম্ভসা। অভিষেকং বিদধ্যাচ্চ পীত্বা তৎ কিঞ্চিদগ্রতঃ॥

সন্নিহিতস্যেতি। যদি তদানীং তত্র সন্নিধৌ গুর্ব্বাদয়ো বর্ত্তেরন্ তর্হীত্যর্থঃ॥১৩২॥ সর্ব্বাণি তীর্থানি শঙ্খে বসন্তীতি হেতোঃ পুনরভিষেকং শঙ্খেন বিশেষতঃ কুর্য্যাৎ, তচ্চ নিজমূলমন্ত্রেণৈব॥ ১৩৩॥

আছে যে, এইরূপে তীর্থে চরণযুগল ধৌত করিয়া বাক্‌সংযম করত নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে যথাবিধি স্নান করিবে। ধীমান্ ব্যক্তি (বক্ষ্যমাণ) মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত তীর্থ কল্পনা করিবেন। "ওঁ নমো নারায়ণায়" ইহাই মূলমন্ত্র বলিয়া উদাহৃত। দর্ভপাণি হইয়া যথাবিধি আচমনান্তে ধরাতলে প্রণতি করিবে। তৎপরে চারিদিকে হস্তচতুষ্টয়প্রমাণ চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিয়া (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে গঙ্গাকে আবাহন করিবে। "তুমি বিষ্ণুপাদপ্রসূতা, তুমি বৈষ্ণবী শক্তি, বিষ্ণুই তোমার দেবতা; অতএব জন্মাবধি মৃত্যুকাল যাবৎ আমাদিগের যে কিছু পাতক সঞ্চিত হইবে, তুমি তাহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।" (এই মন্ত্রে আবাহন করিতে হয়।) পরে করপুটে জল লইয়া (পূর্ব্বোক্ত দেবদেব জগন্নাথ ইত্যাদি) মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া চতুর্দ্ধা, পঞ্চধা অথবা সপ্তধা শিরঃপ্রদেশে দিয়া পুনরায় স্নান করিবে। যথাবিধি আবাহনান্তে মৃত্তিকাদ্বারাও ঐরূপ করিতে হয়। "হে বসুন্ধরে! তুমি অশ্ব দ্বারা আক্রান্ত; রথকর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং বিষ্ণু দ্বারা আক্রান্ত। হে মৃত্তিকে! আমি যে সকল পাতকাচরণ করিয়াছি, তুমি মৎকৃত সেই সমস্ত পাতক দূর কর। হে সুব্রতে! শতবাহু বরাহরূপী হরি তোমাকে পাতালগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তুমি ভূতগ্রামের পুনর্ভববারিণী, তোমাকে নমস্কার করি।" (এই মন্ত্রে মৃত্তিকাদ্বারাও ঐরূপ করিবে)। ১৩১। তদনন্তর গুরুজন সমীপে বিদ্যমান থাকিলে গুরু ও জনক-জননীর পাদোদক দ্বারা এবং বিপ্রজনের চরণোদক দ্বারা শিরঃপ্রদেশ অভিষিক্ত করিবে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, হে বৎস! গুরুর চরণোদক কোটিতীর্থফলপ্রদ হয়। আরও লিখিত আছে যে, বিপ্রের চরণোদক দ্বারা যে ব্যক্তির শিরোদেশ ক্লিন্ন হয়, তাহার প্রত্যহ ভাগীরথীস্নান-ফল হইয়া থাকে। গৌতমীয়তন্ত্রেও কথিত আছে যে, পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, তৎসমস্তই সমুদ্রে অধিষ্ঠিত এবং সমুদ্রসহ নিখিল তীর্থ দ্বিজাতির দক্ষিণ পদে অবস্থিত আছে। ১৩২। তদনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার শঙ্খদ্বারা স্নান করিবে, কেন না, শঙ্খমধ্যে নিখিল তীর্থই অধিষ্ঠান করেন। ১৩৩।

তদুক্তং গৌতমীয়তন্ত্রে।—

শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীগন্ধমিশ্রিতং। কৃত্বা শঙ্খে ভ্রাময়ংস্ত্রিঃ প্রক্ষিপেন্নিজমূর্দ্ধনি॥
শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যস্ত মস্তকে। প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥
বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ। বিরুদ্ধমাচরন্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥

শ্রীচরণামৃতধারণমন্ত্রঃ।

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥ ইতি॥ ১৩৪॥
লেখ্যোঽগ্রে কৃষ্ণপাদাব্জতীর্থধারণপানয়োঃ।
মহিমাত্র তু তত্তীর্থেনাভিষেকস্য লিখ্যতে॥ ১৩৫॥

অথ শ্রীচরণোদকাভিষেকমাহাত্ম্যং।

পদ্মপুরাণে।—

স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষেকং সমাচরেৎ॥
গঙ্গা গোদাবরী রেবা নদ্যো মুক্তিপ্রদাস্তু যাঃ। নিবসন্তি সতীর্থাস্তাঃ শালগ্রামশিলাজলে॥
কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনং। তীর্থং যদি ভবেৎ পুণ্যং শালগ্রামশিলোদ্ভবং॥

তত্রৈব শ্রীগৌতমাম্বরীষসংবাদে।—

যেষাং ধৌতানি গাত্রাণি হরেঃ পাদোদকেন বৈ। অম্বরীষ কুলে তেষাং দাসোঽস্মি বশগঃ সদা॥
রাজন্তে তানি তাবচ্চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে। যাবন্ন প্রাপ্যতে তোয়ং শালগ্রামাভিষেকজং॥

তৎ শ্রীশালগ্রামশিলাম্ভঃ কিঞ্চিদাদৌ পীত্বা প্রাশ্য॥ ১৩৪॥

কৃষ্ণপাদাব্জয়োঃ তীর্থং স্নানোদকং তস্য ধারণং পানঞ্চ তয়োঃ। তেন কৃষ্ণপাদাব্জস্নানোদকরূপেণ তীর্থেন যোঽভিষেকস্তস্য মহিমা মাহাত্ম্যম্ অত্র অস্মিন্ প্রসঙ্গে লিখ্যতে॥ ১৩৫॥

এইরূপে শালগ্রামশিলার তুলসীসংযুক্ত জলের কিয়দংশ প্রথমে পানপূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্নান করিবে। এই বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রেও লিখিত আছে যে, শঙ্খমধ্যে তুলসীগন্ধসংযুক্ত শালগ্রামশিলাজল স্থাপন পূর্ব্বক ত্রিধা ভ্রামিত করত নিজ শিরোদেশে প্রক্ষেপ করিবে। অগ্রে শালগ্রামশিলাজল পান ব্যতিরেকে শিরঃপ্রদেশে দিলে সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপাদোদকের অগ্রে বিপ্রচরণোদক পান করিতে হয়। মোহবশে তাহার অন্যথা করিলে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

চরণামৃতধারণমন্ত্র।—"যাহা অকালমৃত্যু হরণ করে, যাহা দ্বারা সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়, আমি সেই বিষ্ণুপাদোদক পান করত শিরঃপ্রদেশে ধারণ করিতেছি।" ইহাই চরণামৃতধারণমন্ত্র।১৩৪।
শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত ধারণের ও তৎপানের মাহাত্ম্য পরে লিখিত হইবে, অধুনা এখানে সেই চরণামৃত দ্বারা স্নানমাহাত্ম্য প্রকটিত হইতেছে। ১৩৫।

শ্রীচরণোদকাভিষেকমাহাত্ম্য।—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার স্নানজল দ্বারা অভিষিক্ত হন, তাঁহাকেই সর্ব্বতীর্থস্নান ও সর্ব্বযজ্ঞদীক্ষিত বলিয়া জানিবে। গঙ্গা,

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—

গৃহেঽপি বসতস্তস্য গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে। শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষিঞ্চতি মানবঃ॥

তত্রৈবান্যত্র চ।—

যানি কানি চ তীর্থানি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা। বিষ্ণুপাদোদকস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ। উভয়োঃ স্নানতোয়েন ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে॥

কিঞ্চ।—

স বৈ চাবভৃথস্নাতঃ স চ গঙ্গাজলাপ্লুতঃ। বিষ্ণুপাদোদকং কৃত্বা শঙ্খে যঃ স্নাতি মানবঃ॥

শ্রীনৃসিংহপুরাণে।—

গঙ্গা-প্রয়াগ-গয়-নৈমিষ পুষ্করাণি, পুণ্যানি যানি কুরুজাঙ্গল-যামুনানি।

কালেন তীর্থসলিলানি পুনন্তি পাপং, পাদোদকং ভগবতঃ প্রপুনাতি সদ্যঃ॥

স্মৃতৌ চ।—

ত্রিরাত্রিফলদা নদ্যো যাঃ কাশ্চিদসমুদ্রগাঃ। সমুদ্রগাশ্চ পক্ষস্য মাসস্য সরিতাং পতিঃ।

ষণ্মাসফলদা গোদা বৎসরস্য তু জাহ্নবী। পাদোদকং ভগবতো দ্বাদশাব্দফলপ্রদং॥ ১৩৬॥

গঙ্গাগোদাবরীত্যাদিষু যেষু শ্লোকেম্বভিষেকশব্দো নাস্তি, তেঽপ্যত্র পাদোদকাভিষেকমাহাত্ম্যে কেচিল্লিখিতাঃ, স্নানে তীর্থাপেক্ষয়া তেষু চ শ্লোকেষু পাদোদকস্য তীর্থত্বাদ্যুক্তেরিতি দিক্॥ ১৩৬॥

গোদাবরী, রেবা প্রভৃতি যে সমস্ত নদী মুক্তিদাত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তৎসমস্তই নিজ নিজ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা সহ শালগ্রামশিলার স্নানোদকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। শালগ্রামশিলোদ্ভব বিশুদ্ধ-সলিল প্রাপ্ত হইলে অন্য সহস্র-কোটি তীর্থসেবার কি আবশ্যক আছে? ঐ পদ্মপুরাণে গৌত-মাম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে যে, হে অম্বরীষ! যাঁহাদিগের দেহ হরিপাদোদক দ্বারা ধৌত হয়, আমি তাঁহাদিগের বংশে সর্ব্বদা বশীভূত দাসরূপে অবস্থান করি। যাবৎ শালগ্রামশিলার স্নানো-দক প্রাপ্ত হওয়া না যায়, ত্রিভুবনতলে নিখিলতীর্থ তাবৎকালই মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন শালগ্রামশিলার স্নানোদক দ্বারা অভিষিক্ত হন, তিনি গৃহে অবস্থিত থাকিলেও প্রত্যহ তাঁহার গঙ্গাস্নান সমাহিত হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের অন্যস্থানেও লিখিত আছে যে, জগতে যে কোন তীর্থ বিদ্যমান আছে এবং ব্রহ্মাদি যত দেবতা আছেন, তাঁহারা বিষ্ণুচরণোদকের ষোড়শাংশের একাংশেরও সমান হইতে পারেন না। শালগ্রামশিলোদ্ভব দেব ও দ্বারকাশিলোদ্ভব দেব এই উভয়ের স্নানোদক দ্বারা ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি শঙ্খে বিষ্ণুচরণোদক রাখিয়া তদ্দ্বারা অভিষিক্ত হন, তাঁহাকে অবভৃথস্নাত ও গঙ্গাজলসিক্ত বলা যায়। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, গঙ্গা, প্রয়াগ, গয়া, নৈমিষ, পুষ্কর, কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি যে সমস্ত পুণ্য তীর্থজল আছে, কালে সেই সকল তীর্থসলিল পাতক দূর করিয়া থাকে, কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণুর চরণোদক সদ্যঃ পবিত্র করেন। স্মৃতি-তেও লিখিত আছে যে, যে সমস্ত নদী সমুদ্রের সহিত সঙ্গত নহে, তাহাদিগের জলে একদিন স্নান করিলে তাহারা তিন দিবসকৃত স্নানফল প্রদান করে, যাহারা সাগরসঙ্গতা হইয়াছে,

তন্নিত্যতা।

গরুড়পুরাণে ;—

জলঞ্চ যেষাং তুলসীবিমিশ্রিতং, পাদোদকং চক্রশিলাসমুদ্ভবং।
নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্লবতে ন গাত্রং, খগেন্দ্র তে ধর্ম্মবহিষ্কৃতা নরাঃ॥ ইতি॥

ততো জলাঞ্জলীন্ ক্ষিপ্ত্বা মূর্দ্ধ্নি ত্রীন্ কুম্ভমুদ্রয়া। মূলেনাথ বিশেষেণ কুর্য্যাদ্দেবাদিতর্পণং॥১৩৭॥

অথ সামান্যতো দেবাদিতর্পণং।

তচ্চ বৈদিকেষু প্রসিদ্ধমেব।

ব্রহ্মাদয়ো যে দেবাস্তান্ দেবান্ তর্পয়ামি, ভূর্দ্দেবাংস্তর্পয়ামি, ভুবর্দেবাংস্তর্পয়ামি, স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি, ভূর্ভুবঃস্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি॥ ইত্যাদি॥ ১৩৮॥

আচম্যাঙ্গানি সংমার্জ্য স্নানবস্ত্রান্যবাসসা। পরিধায়াংশুকে শুক্লে নিবিশ্যাচমনং চরেৎ॥ ১৩৯॥

চক্রশিলা শ্রীশালগ্রামশিলা শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্কশিলা চ তৎ স্থানাদুদ্ভূতং পাদোদকঞ্চ। ন প্লবতে ন স্নাপয়তীত্যর্থঃ॥ ১৩৭॥

মূলমন্ত্রেণ কুম্ভমুদ্রয়া ত্রীন্ জলাঞ্জলীন্ নিজমূর্দ্ধ্নি প্রক্ষিপ্য অথানন্তরম্ অবিশেষেণ সামান্যতো দেবাদিতর্পণং কুর্য্যাৎ। আদিশব্দেন ঋষীণাং পিতৃণাঞ্চ তত্তন্নামভিঃ। বিশেষতো দেবাদিতর্পণমগ্রে লেখ্যমেব॥ ইত্যাদীত্যাদিশব্দেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদয়ো যে ঋষয়স্তানৃষীন্ তর্পয়ামি। ভূঋর্ষীংস্তর্পয়ামি। ভুবঋর্ষীংস্তর্পয়ামি। স্বঋর্ষীংস্তর্পয়ামি। সোমঃ পিতৃমান্যমোঽঙ্গিরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ কব্যবাহনাদয়ো যে পিতরস্তান্ পিতৃংস্তর্পয়ামীত্যেবং পূর্ব্ববৎ॥ ১৩৮॥ স্নানস্য যদ্বস্ত্রং যৎ পরিধায় স্নানং কৃতং, তস্মাদন্যেন বাসসা। এতেন স্নানশাট্যঞ্চলেন পাণিনা বা গাত্রং ন সংমার্জয়েদিত্যর্থঃ

তাহাদিগের জলে একদিন স্নান করিলে পক্ষকৃত স্নানফল হয়; সাগরে এক দিবস স্নান করিলে সমুদ্র একমাসকৃত স্নানফল প্রদান করেন; গঙ্গায় একদিন স্নাত হইলে তিনি বর্ষকৃত স্নানফল দিয়া থাকেন; কিন্তু ভগবানের চরণোদকে স্নান করিলে তিনি দ্বাদশবার্ষিক স্নানফল প্রদান করেন। ১৩৬।

কৃষ্ণচরণোদক দ্বারা স্নানের নিত্যতা।—গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হে খগপতে! তুলসীমিশ্রিত, শালগ্রামশিলোদ্ভব পাদোদক দ্বারা যে সকল ব্যক্তির অঙ্গ ত্রিসন্ধ্যা অভিষিক্ত না হয়, তাহারা যাবতীয় ধর্ম্ম হইতে বহির্ভূত। তদনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে কুম্ভমুদ্রাযোগে * বারত্রয় শিরঃপ্রদেশে জলাঞ্জলি দিয়া বিশেষরূপে দেবাদিতর্পণ করিবে। ১৩৭।

অতঃপর সামান্যতঃ দেবাদিতর্পণ।—এই তর্পণ বেদাচারী সম্প্রদায় মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। তর্পণ যথা,—"ব্রহ্মাদি দেবাদিকে তর্পণ করিতেছি, ভূর্লোকস্থ দেবাদিকে তর্পণ করিতেছি, ভুবর্লোকস্থ দেবাদিকে তর্পণ করিতেছি, স্বর্লোকস্থ দেবাদিকে তর্পণ করিতেছি, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকস্থ

---

* কুম্ভমুদ্রা—বামাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ লগ্ন করত দুই হাতে এরূপ একটী মুষ্টি বদ্ধ করিবে যেন তন্মধ্যে শূন্য থাকে।

বিধিবৎ তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ। বিধিনা বৈদিকীং সন্ধ্যামথোপাসীত তান্ত্রিকীং ॥১৪০

অথ বৈদিকী সন্ধ্যা।

কৌর্ম্মে তত্রৈব।—

প্রাক্‌কূলেষু ততঃ স্থিত্বা দর্ভেষু সুসমাহিতঃ। প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শ্রুতিঃ॥

মনুস্মৃতিঃ।—

ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ। যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরং॥

যা চ সন্ধ্যা জগৎসূতির্মায়াতীতা হি নিষ্কলা। ঐশ্বরী কেবলা শক্তিস্তত্ত্বত্রয়সমুদ্ভবা।

ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং তাং জপেদ্বুধঃ। প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ॥ ১৪১॥

কিঞ্চ।—

সহস্রপরমাং নিত্যং শতমধ্যাং দশাবরাং। সাবিত্রীং বৈ জপেদ্বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখঃ প্রয়তঃ স্থিতঃ॥ ১৪২॥

কিঞ্চ।—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥

যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তমঃ। বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতং॥ ১৪৩॥

তথা চ বিষ্ণুপুরাণে সদাচারকথনে।—স্নাতো নাঙ্গানি মার্জ্জেত স্নানশাট্যা ন পাণিনেতি। বিধিবত্তত্তদ্বিধিযুক্তং যথা স্যাদিতি সর্ব্বত্রৈবানুবর্ত্তয়িতব্যং॥ ১৩৯-১৪০॥

প্রাক্‌কূলেষু প্রাগগ্রেষ্বিত্যর্থঃ॥ ১৪১॥

দেবাদিকে তর্পণ করিতেছি।” (ইত্যাদিরূপ মন্ত্রে তর্পণ করিবে)। ১৩৮। * পরে প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক, যে বস্ত্র পরিধান করত স্নান করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন বস্ত্রান্তর দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন করিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় পরিগ্রহ পূর্ব্বক উপবেশনান্তে আচমন করিবে। ১৩৯। † বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি (বক্ষ্যমাণ) বিধানে তিলক করিয়া পুনরাচমন করত বৈদিকী সন্ধ্যা ও তৎপরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। ১৪০।

অনন্তর বৈদিকী সন্ধ্যা।—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, তৎপরে প্রাগগ্র কুশোপরি সমাহিতভাবে উপবিষ্ট হইয়া বারত্রয় প্রাণায়ামান্তে সন্ধ্যা করিবে, ইহাই শ্রুতিবাক্য। মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, বিপ্রমাত্রেই শাক্ত, তাঁহারা শৈবও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন; কেন না তাঁহারা বেদমাতা গায়ত্রীর আরাধনা করিয়া থাকেন। যিনি সন্ধ্যা, তিনিই জগৎপ্রসূতি, মায়াতীতা, নিষ্কলা, তত্ত্বত্রয়সমুৎপন্না কেবলা ঐশ্বরী শক্তি। বিচক্ষণ ব্যক্তি নিরন্তর পূর্ব্বাস্য হইয়া অর্কমণ্ডলগতা গায়ত্রীকে জপ করত তৎপরে সন্ধ্যোপাসনা করিবেন। ১৪১। আরও লিখিত আছে যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রযতভাবে প্রাঙ্মুখে বসিয়া সাবিত্রী জপ করিবেন। সহস্রসংখ্য

---

* দেবাদি শব্দের উল্লেখ করায় ঋষিগণ পিতৃগণ বুঝাইতেছে; অর্থাৎ ভূঃ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ভুবঃ ঋষীংস্তর্পয়ামি ইত্যাদি এবং সোমঃ পিতৃমান্‌যমোঽঙ্গিরোঽগ্নিষাত্তাঃ কব্যবাহনাদয়ো যে পিতরস্তান্ পিতৄংস্তর্পয়ামি ইত্যাদিরূপে তর্পণ করিতে হয়।

† ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বসনের অঞ্চলভাগ দ্বারা অথবা কেবলমাত্র হস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করিবে না।

অনন্যচেতসঃ শান্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বে পরাং গতিং ॥১৪৪॥

অত্র তান্ত্রিকী সন্ধ্যা।

ততঃ সংপূজ্য সলিলে নিজাং শ্রীমন্ত্রদেবতাং। তর্পয়েদ্বিধিনা তস্য তথৈবাবরণানি চ ॥

তথা চ বৌধায়নস্মৃতৌ।—

হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিং। অর্চ্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

সূর্য্যে চাভ্যর্হণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ॥

অথ তদ্বিধিঃ।

মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে। শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী ॥
ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে। কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরং ॥ ১৪৫ ॥

অথ কামগায়ত্রী।

শ্রীসনৎকুমারকল্পে।—

আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেবপদং বদেৎ। আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং বদেৎ।
ধীমহীতি তথোক্ত্বাথ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥ ইতি ॥ ১৪৬ ॥

সহস্রং সহস্রবারজপঃ পরমঃ জপে শ্রেষ্ঠপক্ষো যস্যা ইতি তথাভূতামিত্যর্থঃ ॥ ১৪২ ॥ এবং সন্ধ্যোপাসনস্য বিধিং লিখিত্বা নিত্যতাঞ্চ লিখতি সন্ধ্যাহীন ইতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৪৩ ॥ মাহাত্ম্যং লিখতি অনন্যেতি ॥ ১৪৪ ॥

অর্চ্চন্তি অর্চ্চয়ন্তি ॥ ১৪৫ ॥

জপ শ্রেষ্ঠ, শতজপ মধ্যম এবং দশধা গায়ত্রীজপ অধম। ১৪২। আরও কথিত আছে যে, সন্ধ্যা-বিহীন হইলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই অপবিত্র, নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়ায় তাহার অধিকার নাই এবং সন্ধ্যা না করিয়া অন্য যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহাই নিষ্ফল হয়। সন্ধ্যোপাসনা না করিয়া যে দ্বিজ অন্য ধর্ম্মক্রিয়ায় প্রয়াস পান, তিনি দেহান্তে অযুতসংখ্য নরকে ভ্রমণ করেন। ১৪৩। অনন্যচেতা, শান্ত, বেদদর্শী, প্রাচীন বিপ্রগণ যথা বিধানে কেবলমাত্র সন্ধ্যার উপাসনা করিয়াই সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। ১৪৪।

অতঃপর তান্ত্রিকী সন্ধ্যা।—তৎপরে উৎকৃষ্টরূপে জলমধ্যে স্বীয় মন্ত্র-দেবতার অর্চ্চনা পূর্ব্বক তদীয় আবরণ-দেবগণকেও যথাবিধানে তর্পণ করিবে। বৌধায়নস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে, পুষ্প দ্বারা জলে, ধ্যান দ্বারা হৃদয়মন্দিরে এবং জপ দ্বারা আদিত্যমণ্ডলে হরির পূজা করিবেন। পদ্মপুরাণের ব্যাসাম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে যে, আদিত্যমণ্ডলে পূজাই শ্রেষ্ঠ; জলমধ্যে জল দ্বারাই পূজা করিতে হয়।

অনন্তর তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধি।—কৃতী ব্যক্তি মূলমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া "শ্রীকৃষ্ণকে তর্পণ করি" বলিয়া বারত্রয় সম্যক্ তর্পণ করিবেন। পরে ধ্যানযোগে যাঁহার স্বরূপো-দ্দেশ করা হইয়াছে, আদিত্যমণ্ডলান্তর্গত সেই কৃষ্ণকে কামগায়ত্রী পাঠ করত অর্ঘ্য দিতে হয়। ১৪৫।

অথার্কমণ্ডলে কৃষ্ণং ধ্যাত্বৈতাং দশধা জপেৎ। ক্ষমস্বেতি তমুদ্বাস্য দত্বার্দর্ঘ্যং বিবস্বতে॥ ১৪৭॥
বিধিস্তান্ত্রিকসন্ধ্যায়া জলেঽর্চ্চায়াশ্চ কশ্চন। যোঽন্যো মন্যেত সোঽপ্যত্র তদ্বিশেষায় লিখ্যতে॥১৪৮॥

অথ মতান্তর-তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধিঃ।

আদৌ দক্ষিণহস্তেন গৃহ্ণীয়াদ্বারি বৈষ্ণবঃ। ততো হৃদয়মন্ত্রেণ বামপাণিতলেঽর্পয়েৎ॥ ১৪৯॥
তদঙ্গুলীবিনির্যাতান্তঃকণৈর্দক্ষপাণিনা। মস্তকে নেত্রমন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ সংপ্রোক্ষণং ততঃ॥
শিষ্টং তচ্চাস্ত্রমন্ত্রেণাদায়াম্ভো দক্ষপাণিনা। অধঃক্ষিপেৎ পুনশ্চৈবমিতি বারচতুষ্টয়ং॥ ১৫০॥
পুনর্হৃদয়মন্ত্রেণাদায়াম্ভো দক্ষপাণিনা। নাসাপুটেন বামেনাঘ্রায়ান্যেন বিসর্জ্জয়েৎ॥ ১৫১॥

মন্মথং কামবীজম্ আদৌ বদেৎ, ততঃ কামদেবেতি, তত আয়েতি, তদন্তে বিদ্মহে ইতি, ততঃ পুষ্পবাণায়েতি, ততশ্চ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিতি বদেদিত্যর্থঃ। ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিতি ভবতি॥ ১৪৬॥ এতাং কামগায়ত্রীং দশধা দশ বারান্ জপন্ সন্। তং কৃষ্ণং॥ ১৪৭॥

তয়োস্তান্ত্রিকসন্ধ্যাজলার্চ্চয়োর্বিধিবিশেষজ্ঞাপনায়েত্যর্থঃ॥ ১৪৮॥

অর্পয়েৎ ন্যসেৎ তদ্বার্য্যেব॥ ১৪৯॥ তস্য বামপাণেরঙ্গুলিভ্যোবিনির্যাতৈঃ বিনিঃসৃতৈঃ অন্তঃকণৈঃ জলবিন্দুভির্দক্ষেণ দক্ষিণেন পাণিনা। শিষ্টম্ অবশিষ্টং যদ্বামপাণিতলস্থং তৎ। ইতি বারচতুষ্টয়ং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৫০॥ পুনঃ অম্ভো জলং দক্ষপাণিনা আদায় গৃহীত্বা বামেন নাসাপুটেনাঘ্রায়েতি আঘ্রাণেনান্তর্গতদোষং প্রক্ষাল্য। অন্যেন দক্ষিণেন নাসাপুটেন নিঃসার্য্য বিসৃজেদিত্যর্থঃ॥ ১৫১॥

কামগায়ত্রী।—সনৎকুমারকল্পে লিখিত আছে যে, প্রথমতঃ "ক্লীং" বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক "কামদেব", তৎপরে "আয়", পরে "বিদ্মহে", পরে "পুষ্পবাণায়", তৎপরে "ধীমহি", অনন্তর "তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ" উচ্চারণ করিতে হয়। তাহা হইলেই "ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ" অর্থাৎ কামদেবকে জ্ঞাত হই, পুষ্পশরকে চিন্তা করি, অনঙ্গ আমাদিগের হৃদয়ে সেই পরমাত্মজ্যোতিঃস্বরূপ কৃষ্ণকে প্রকাশিত করুন, এই কামগায়ত্রী হইল। ১৪৬। আদিত্যমণ্ডলে কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া দশধা ঐ কামগায়ত্রী জপ করিবেন। তৎপরে ক্ষমস্ব শব্দে কৃষ্ণকে বিসর্জ্জন করত শেষে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিবেন। ১৪৭। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ও জলে অর্চ্চনাকরণ, ঐ উভয়ের বিশেষবিধি পরিজ্ঞাত করাইবার জন্য, এই স্থানে লিখিত হইতেছে। ১৪৮।

মতান্তরে তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধি।—বৈষ্ণব ব্যক্তি অগ্রে জল লইবেন, তদনন্তর হৃদয়মন্ত্র (নমঃ) পাঠ করিয়া ঐ জল বাম-হস্ততলে প্রদান করিবেন। ১৪৯। তদনন্তর নেত্রমন্ত্র (বৌষট্) পাঠ করিয়া বামকরের অঙ্গুলীমধ্য দিয়া নির্গত সলিলকণা-সমূহ দক্ষিণ কর দ্বারা শিরঃপ্রদেশে প্রোক্ষণ করিবেন। অবশিষ্ট জল অস্ত্রমন্ত্রোচ্চারণ (ফট্) সহকারে দক্ষিণ কর দ্বারা নিম্নে ফেলিয়া দিবেন। পুনরায়ও ঐরূপ করিবেন, এইপ্রকার চারিবার করিতে হয়। ১৫০।

অথাম্ভোঽঞ্জলিমাদায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে। অর্ঘ্যং গোপালগায়ত্র্যা কৃষ্ণায় ত্রির্নিবেদয়েৎ॥

সা চোক্তা।

ক্রয়াদ্‌গোপীজনং ঙেঽন্তং বিদ্মহে ইত্যতঃ পরং। পুনর্গোপীজনং তদ্বদ্ধীমহীতি ততঃ পরং।
তন্নঃ কৃষ্ণ ইতি প্রান্তে প্রপূর্ব্বং চোদয়াদিতি॥ ১৫২॥

মূর্দ্ধি ন্যসেৎ তদঙ্গানি ললাটে নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
ভুজয়োঃ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গেষু তথা ক্রমাৎ॥ ১৫৩॥

তানি চোক্তানি।—

পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিশ্চৈব পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিঃ পুনঃ।
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ কুর্য্যাদঙ্গানি বর্ণকৈঃ॥ ইতি॥ ১৫৪॥
রাসক্রীড়ারতং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা চাদিত্যমণ্ডলে।
তৎ-সম্মুখোৎক্ষিপ্তভুজো গায়ত্রীং তাং জপেৎ ক্ষণং॥ ১৫৫॥

ঙে ইতি চতুর্থ্যেকবচনম্ অন্তে যস্য তং গোপীজনং। তদ্বচ্চতুর্থ্যন্তমিত্যর্থঃ। প্রান্তে সর্ব্বশেষে প্রশব্দপূর্ব্বকং চোদয়াদিতি ব্রুয়াৎ; ততশ্চৈবং স্যাৎ। গোপীজনায় বিদ্মহে গোপীজনায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াদিতি॥১৫২॥ অস্যা গোপালগায়ত্র্যাঃ অঙ্গানি ষট্ মূর্দ্ধাদিষট্‌স্থানেষু ক্রমান্ন্যসেদিত্যর্থঃ॥ ১৫৩॥ অঙ্গান্যেব বিভজ্য দর্শয়তি পঞ্চভিরিতি। বর্ণকৈর্বর্ণৈঃ স্বার্থে কঃ॥ ১৫৪॥ তস্য আদিত্যমণ্ডলস্য সংমুখে অভিমুখে উৎক্ষিপ্তৌ ভুজৌ যেন তথাভূতঃ সন্॥ ১৫৫॥

পুনরায় হৃদয়মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে দক্ষিণ করে জল গ্রহণ করিয়া বাম নাসিকারন্ধ্র দ্বারা আকর্ষণ করত দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা ত্যাগ করিতে হয়। ১৫১। পরে জলাঞ্জলি লইয়া গোপালগায়ত্রী পাঠ করত আদিত্যমণ্ডলান্তর্গত কৃষ্ণকে বারত্রয় অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

গোপালগায়ত্রী।—চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত "গোপীজন" শব্দ উচ্চারণ করিয়া "বিদ্মহে", পরে পুনর্ব্বার চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত "গোপীজন", অনন্তর "ধীমহি", অবশেষে "তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ", উচ্চারণ করিবে। তাহা হইলেই "গোপীজনায় বিদ্মহে গোপীজনায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ" এই গোপালগায়ত্রী হইল; অর্থাৎ আমরা গোপীজনকে জ্ঞাত হই, গোপীজনকে ধ্যান করি, কৃষ্ণ আমাদিগের হৃদয়ে পরমতত্ত্ব প্রেরণ করুন্। ১৫২। তদনন্তর যথাক্রমে গোপালগায়ত্রীর অঙ্গসমূহকে অর্থাৎ ষড়ঙ্গকে স্বীয় শিরঃ, ললাট, নেত্রদ্বয়, বাহুদ্বয়, পদদ্বয় ও সর্ব্বাঙ্গ এই ছয় অঙ্গে ন্যাস করিবে। ১৫৩। গোপালগায়ত্রীর ষড়ঙ্গ যথা,—পাঁচ তিন, পুনর্ব্বার পাঁচ তিন, তদনন্তর চারি চারি বর্ণে অঙ্গ কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ "গোপীজনায়", বর্ণত্রয় "বিদ্মহে", পুনর্ব্বার পঞ্চবর্ণ "গোপীজনায়", বর্ণত্রয় "ধীমহি", চারিবর্ণ "তন্নঃ কৃষ্ণঃ" পরে বর্ণচতুষ্টয় "প্রচোদয়াৎ"। ন্যাসের ক্রম যথা—শিরঃপ্রদেশে "গোপীজনায়", ললাটে "বিদ্মহে," নেত্রদ্বয়ে "গোপীজনায়", বাহুযুগলে "ধীমহি", পদযুগলে "তন্নঃ কৃষ্ণঃ" আর সর্ব্বাঙ্গে "প্রচোদয়াৎ" এই প্রকারে ন্যাস করিতে হয়। ১৫৪। তৎপরে আদিত্যমণ্ডলে রাসক্রীড়ারত কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া তাঁহার সম্মুখে বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ ঐ গায়ত্রী জপ করিবে। ১৫৫

অথ তত্র জলে শ্রীভগবৎ-পূজাবিধিঃ।

অঙ্গন্যাসং স্বমন্ত্রেণ কৃত্বাথাব্জং জলান্তরে। সঞ্চিন্ত্য পীঠমন্ত্রেণ তর্পয়েচ্চ সকৃৎ সকৃৎ।
তস্মিংশ্চ কৃষ্ণমাবাহ্য সকলীকৃত্য মানসান্। পঞ্চোপচারান্ দত্ত্বাপ্সু ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥১৫৬॥
তজ্জলং চামৃতং ধ্যাত্বা স্বমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য চ। অষ্টোত্তরশতং কৃষ্ণোত্তমাঙ্গে তর্পয়েৎ কৃতী॥
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ বারান্ বৈ পঞ্চবিংশতিং। অভিজপ্তেনোদকেনাচমনং বিধিনাচরেৎ॥১৫৭॥

অথ বিশেষতো দেবাদিতর্পণং।

পাদ্মে তত্রৈব।—

ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং। দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ॥
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপকর্ম্মরতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়া॥
কৃতোপবীতী দৈবে তু নিবীতী চ ভবেন্নরঃ। মানুষাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা ঋষিপুত্রান্ ঋষীংস্তথা॥
ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥ মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ। দেব-ব্রহ্মঋষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ॥
অপসব্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সব্যং জানু চ ভূতলে। অগ্নিষ্বাত্তাস্তথা সৌম্যা বর্হিষদস্তথোষ্মপাঃ।

এতস্মিন্ অব্জে মানসান্ মনঃকল্পিতান্ গন্ধাদীন্ পঞ্চোপচারান্॥ ১৫৬॥ অমৃতরূপং চিন্তয়িত্বা। কৃতীত্যনেন আবরণতর্পণাদিকমুদ্বাসনঞ্চ পূর্ব্বানুসারেণ কুর্য্যাদেবেতি বোধ্যতে॥১৫৭॥

অনন্তর জলে ভগবৎ-পূজাবিধি।—স্বীয় ইষ্টমন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস পূর্ব্বক সলিলমধ্যে পদ্ম ভাবনা করিয়া পীঠমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে এক একবার তর্পণ করিবে। তদনন্তর ঐ কমলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবাহন পূর্ব্বক ছয় অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস করত মনঃকল্পিত গন্ধাদি উপচারপঞ্চকে সলিলে তর্পণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ১৫৬। * কৃতিব্যক্তি সেই জলকে অমৃত চিন্তা পূর্ব্বক তদুপরি নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করত কৃষ্ণের মস্তকদেশে অষ্টাধিকশতবার তর্পণ করিবে। তৎপরে জলের উপরিভাগে মূলমন্ত্র পঞ্চবিংশতিবার জপ করত তজ্জল দ্বারা পূর্ব্বকথিত বিধানে আচমন করিবে। এ স্থলে কৃতী শব্দ প্রয়োগ করায় বুঝা যাইতেছে যে, আদিত্যমণ্ডলে আরাধনা করিতে হইলে যে প্রকার করা কর্ত্তব্য, সেই প্রকারে আবরণ-তর্পণাদি ও বিসর্জ্জন করিবে। ১৫৭।

অতঃপর বিশেষ প্রকারে দেবতাদি-তর্পণ।—পদ্মপুরাণে ব্যাস ও অম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে যে, অগ্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া তদনন্তর যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, অসুরগণ, ক্রূরসর্পগণ, সুপর্ণগণ, তরুগণ, কুটিলগতি জীবগণ, বিহঙ্গগণ, বিদ্যাধরগণ, জলাধারগণ, আকাশগামিগণ, নিরাহারিগণ ও যাহারা পাপক্রিয়ায় রত, আমি তাহাদিগের তৃপ্তিবিধানার্থ এই জল প্রদান করিলাম। দেব-তর্পণে যজ্ঞসূত্রাদি দ্বারা বামস্কন্ধে উত্তরীয়

---

* ধেনুমুদ্রা।—হস্তদ্বয়ের কনিষ্ঠা ও অনামা এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই অঙ্গুলীচতুষ্টয়কে পরস্পর মুখে মুখে লগ্ন করিবে

কব্যানলৌ বর্হিষদস্তথা চৈবাজ্যপাঃ পুনঃ। তর্পয়েৎ পিতৃভক্ত্যা চ সতিলোদকচন্দনৈঃ॥
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥
দর্ভপাণিঃ সুপ্রয়তঃ পিতৃন্ স্বান্ তর্পয়েত্ততঃ॥ পিত্রাদীন্ নামগোত্রেণ তথা মাতামহানপি।
সন্তর্প্য বিধিনা সর্ব্বান্ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু চে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ইতি॥ ১৫৮॥

সন্ধ্যোপাসনতঃ পূর্ব্বং কেচিদ্দেবাদিতর্পণং।
মন্যন্তে সকৃদেবেদং পুরাণোক্তানুসারতঃ॥ ১৫৯॥

তথা চ পাদ্মে। স্নানে মৃদ্‌গ্রহণান্তরং।—
এবং স্নাত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য সুবিধানতঃ। উত্থায় বাসসী শুক্লে শুদ্ধে তু পরিধায় বৈ।
ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যাপ্যায়নায় বৈ॥ ১৬০॥

ইদং তত্তনামভির্বিশেষতো দেবাদিতর্পণং। তচ্চ সকৃদেব মন্যন্তে ন তু সামান্যবিশেষাভ্যাং বারদ্বয়মিত্যর্থঃ। কুতঃ পুরাণাদি পাদ্মকৌর্ম্মাদীনি তদুক্তানুসারাৎ॥ ১৫৮-১৫৯॥ ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাদিতি সামান্যতস্তর্পণং ন স্যাৎ তন্নিরস্তমেব ব্রহ্মাণম্ ইত্যাদিবিশেষোক্তেঃ। তথা কৌর্ম্মেঽপি, স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবান্ ঋষীন্ পিতৃগণাংস্তথা। আচম্য মন্ত্রবন্নিত্যং পুনরাচম্য বাগ্‌যতঃ। সংমার্জ্য

ধারণ এবং অন্যতর্পণাদি কর্ম্মে কণ্ঠলম্বিত উত্তরীয় ধারণ করিবে। ভক্তিমান্ হইয়া মনুষ্য, ঋষিপুত্র ও ঋষিগণেরও তর্পণ করিবে। অনন্তর সনক, সনন্দ, তৃতীয় সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ ইহাঁরা সতত সলিল দ্বারা তুষ্টি লাভ করুন্, বলিয়া তর্পণ করিবে। পরে যবোদক দ্বারা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এবং দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিবর্গের তর্পণ করিবে। অনন্তর দক্ষিণস্কন্ধে উপবীত রাখিয়া বামজানু ভূতলে পাতিয়া তিলসমন্বিত জল ও চন্দন দ্বারা পিতৃভক্তি অনুসারে অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য, বর্হিষ্মান্, উষ্মপ, কব্যানল, বর্হিষদ্ ও আজ্যপনামা পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। পরে যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔডুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র ও চিত্রগুপ্ত এই সমস্তকে তর্পণ করিবে। তৎপরে সযত্নে দর্ভপাণি হইয়া নিজ পিতৃগণের তর্পণ করিবে। পিতৃপ্রভৃতির ও মাতামহাদির নাম-গোত্র উল্লেখ করত যথাবিধি তর্পণান্তে (বক্ষ্যমাণ) এই মন্ত্র পাঠ করিবে। "যাঁহারা অবান্ধব, বান্ধব ও যাঁহারা জন্মান্তরে বান্ধব ছিলেন এবং যাঁহারা মৎসকাশে জললাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সর্ব্বথা তৃপ্তিলাভ করুন্।" ১৫৮। কূর্ম্মপুরাণের ও পদ্মপুরাণের প্রমাণানুসারে কোন কোন বিদ্বান্ সন্ধ্যোপাসনার অগ্রে একবারমাত্র এই দেবাদির তর্পণের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ১৫৯। অতএব পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, স্নানবিষয়ে মৃত্তিকাগ্রহণের পর এইরূপ করিবে যথা,—এইরূপ স্নানান্তে তর্পণ ও তৎপরে যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক জল হইতে উঠিয়া বিশুদ্ধ শুভ্র বসন ও উত্তরীয় ধারণ

অতএব শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং।—

নিষ্পীড়য়িত্বা বস্ত্রন্তু পশ্চাৎ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ।
অন্যথা কুরুতে যস্থ স্নানং তস্যাফলং ভবেৎ ॥ ১৬১ ॥

কিঞ্চ।—

বস্ত্রং ত্রিগুণিতং যস্থ নিষ্পীড়য়তি মূঢ়ধীঃ। বৃথা স্নানং ভবেত্তস্য নিষ্পীড়য়তি চাম্বুনি ॥ ১৬২ ॥

অথ স্নানাদৌ সদ্ভাবাপেক্ষা।

কাশীখণ্ডে।—

অপি সর্ব্বনদীতোয়ৈর্মৃৎকূটৈশ্চাথ গোরসৈঃ। আপাতমাচরেচ্ছৌচং ভাবদুষ্টো ন শুদ্ধিভাক্ ॥
নক্তংদিনং নিমজ্জ্যাপ্সু কৈবর্ত্তাঃ কিমু পাবনাঃ।
শতশোঽপি তথা স্নাতা ন শুদ্ধা ভাবদূষিতাঃ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষসংবাদে।—

পুণ্যেন গাঙ্গেন জলেন কালে, দেশেঽপি যঃ স্নানপরঃ কথঞ্চিৎ।
আ জন্মনো ভাবহতোঽপি দাতা, ন শুধ্যতীত্যেব মতং মমৈতৎ ॥
প্রজ্বাল্য বহ্নিং ঘৃতভৈলসিক্তং, প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখং স্বকালে।
প্রবিশ্য দগ্ধঃ কিল ভাবদুষ্টো, ন স্বর্গমাপ্নোতি ফলং ন চান্যৎ ॥ ১৬৩ ॥

মন্ত্রৈরাত্মানং কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। আপোহিষ্ঠা-ব্যাহৃতিভিঃ সাবিত্র্যা বারুণৈঃ শুভৈঃ। ওঁকারব্যাহৃতিযুতাং গায়ত্রীং বেদমাতরং। জপ্ত্বা জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ ভাস্করং প্রতি তন্মনা ইতি। ভাস্করোপস্থানঞ্চ সন্ধ্যোপাসনানন্তরম্ অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমুদয়ন্তং সমাহিত ইত্যাদিনা তত্রৈবোক্তমস্তি। এবং মতভেদঃ শাখাদিভেদেনোক্তঃ ॥ ১৬০ ॥ নিষ্পীড়য়িত্বেত্যার্থং নিষ্পীড্য ॥ ১৬১ ॥ প্রসঙ্গাদ্বস্ত্রনিষ্পীড়নে বিধিবিশেষং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকোক্তমেব লিখতি বস্ত্রমিতি ॥ ১৬২ ॥

করত ত্রিভুবন-তৃপ্ত্যর্থ তর্পণ করিবে। ১৬০। এইরূপ রামার্চ্চন-চন্দ্রিকায় ব্যক্ত আছে যে, প্রথমে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করত পরে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। ইহার অন্যথা করিলে স্নান নিষ্ফল হইয়া যায়। ১৬১। আরও লিখিত আছে যে, যে মূর্খ বস্ত্রকে তিন ভাঁজ করিয়া একত্র নিষ্পীড়ন করে কিংবা সলিলাভ্যন্তরে নিষ্পীড়ন করে, তাহার স্নান বিফল হইয়া যায়। ১৬২।

স্নানাদিতে সদ্ভাবাপেক্ষা অর্থাৎ বিশ্বাস।—কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি নাস্তিক, সে আমরণ নিখিল নদীর জল, মৃত্তিকারাশি ও গোময় দ্বারা শৌচবিধান করিলেও শুদ্ধ হইতে সমর্থ হয় না। কৈবর্ত্তেরা অহর্নিশ জলে মজ্জন করিতেছে, তাহাতেই কি তাহারা বিশুদ্ধ হইবে? তদ্রূপ নাস্তিকেরা শত শত বার স্নান করিলেও পবিত্র হইতে পারে না। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি আজন্ম নাস্তিক, সে পবিত্র সময়ে পুণ্যক্ষেত্রে বিশুদ্ধ জাহ্নবীসলিলে স্নান পূর্ব্বক দানশীল হইলেও বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না, ইহাই আমার মত। নাস্তিক ব্যক্তি স্বীয় আসন্নকালে ঘৃত-তৈলসিক্ত বহ্নি

অতএব ভবিষ্যোত্তরে।—

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ বাঙ্মনশ্চ সুসংযতং। বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমাপ্নুয়াৎ॥

অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।

হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ॥ ১৬৪॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শৌচীয়ো নাম তৃতীয়ো বিলাসঃ॥ ৩॥

আপাতং মরণপর্য্যন্তমাচরন্নপি। ভাবদুষ্টো নাস্তিক ইত্যর্থঃ॥ ১৬৩॥ যস্যেতি হস্তাদি-সংযমেন তীর্থে পাপানুৎপত্তেঃ বিদ্যাদিনা চ শ্রদ্ধাবিশেষাদ্যুৎপত্তের্যথোক্তফললাভঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৬৪॥

ইতি তৃতীয়বিলাসঃ॥ ৩॥

প্রজ্বলিত করিয়া তৎ-শিখা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করত দগ্ধ হইলেও স্বর্গলাভে সমর্থ হয় না এবং অন্য কোনরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না। ১৬৩। ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির কর, চরণ, বচন ও মন সম্যক্ বশীকৃত এবং যে সকল ব্যক্তির বিদ্যা, তপঃ ও কীর্ত্তি আছে, তিনিই তীর্থফল লাভ করেন। শ্রদ্ধারহিত, পাপী, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত ও কুতর্কনিষ্ঠ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি তীর্থফলভাগী হইতে পারে না। ১৬৪।

ইতি তৃতীয় বিলাস সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থবিলাসঃ।

স্নাত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামতীর্থোত্তমে সকৃৎ। নিত্যাশুচিঃ শুচীন্দ্রঃ সন্ স্বধর্ম্মং বক্তুমর্হতি ॥১॥

অথ স্বগৃহমাগচ্ছেদাদৌ নত্বেষ্টদেবতাং। গুরূন্ জ্যেষ্ঠাংশ্চ পুষ্পৈধঃকুশাম্ভোধারকেতরান্ ॥

তথা চ নৃসিংহপুরাণে।—

জলে দেবং নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেদ্‌গৃহং পুমান্। পৌরুষেণ তু সূক্তেন ততো বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ ॥

অথ শ্রীভগবন্মন্দিরসংস্কারঃ।

মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণোর্বিধায়াচমনাদিকং। কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্যেনাত্মানমর্পয়েৎ ॥২॥

শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা।

ভক্ত্যা তং পরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনং ॥৩॥

তথা চ নবমস্কন্ধে শ্রীমদম্বরীষোপাখ্যানে।—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।

করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু, শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥৪॥

এতাদৃশস্নানাদপি ভগবন্নামসেবনমেব পরমশোধনমিত্যভিপ্রেত্য তেন চানধিকারিণোঽপ্যাত্মনো ভগবদ্ধর্ম্মলিখনে যোগ্যতাং সম্ভাবয়ন্ লিখতি স্নাত্বেতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি নামৈব তীর্থোত্তমং তস্মিন্ সকৃদপি স্নাত্বা কদাচিত্তৎ সেবিত্বেত্যর্থঃ। নিত্যাশুচিঃ জাত্যাদিনা পরমাপবিত্রোঽপি জনঃ শুচিগণশ্রেষ্ঠঃ সন্ বক্তুমর্হতি প্রবচনযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥১॥ এধঃ কাষ্ঠং। পুষ্পাদীনাং ধারকেভ্যঃ ইতরান্ অন্যান্। তথা চ বৃহন্নারদীয়ে সদাচারপ্রসঙ্গে।—তথা স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং সমিৎ-পুষ্পহরং তথা। উদপাত্রধরঞ্চৈব ভুঞ্জন্তং নাভিবাদয়েদিতি ॥২॥

তৎ বিষ্ণুমন্দিরং। তস্যাঙ্গনং অভ্যুক্ষেচ্চ ॥৩॥ আদিশব্দেন উপলেপনাদীনি। শ্রুতিং শ্রোত্রং।

নিত্য অশুচি ব্যক্তিও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামরূপ তীর্থোত্তমে একবারমাত্র স্নান পূর্ব্বক পবিত্রতম হইয়া স্বধর্ম্মকথনে যোগ্য হইয়া থাকে। ১। তৎপরে স্নানাদি সমাধানান্তে আদৌ অভীষ্টদেবকে এবং যাঁহারা অর্চ্চনার্থ কুসুম, যজ্ঞার্থ কাষ্ঠ, ফুল ও ফল আনয়ন করিতেছেন, তদ্ভিন্ন অপরাপর গুরুজনকে ও জ্যেষ্ঠগণকে নমস্কার করিয়া স্বগৃহে আগমন করিবে। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, মানব সলিলমধ্যে দেবতাকে প্রণাম পূর্ব্বক তৎপরে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। তদনন্তর পুরুষসূক্ত-মন্ত্রে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে।

অতঃপর ভগবন্মন্দির-সংস্কার।—আচমন প্রভৃতি করত বিষ্ণুমন্দির মার্জ্জনা করিয়া কৃষ্ণদর্শন ও তন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দাস্যভাবে আত্মার্পণ করিতে হয়। ২। তদনন্তর পবিত্র গোময়,অত্যুত্তম মৃত্তিকা ও জল গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুমন্দিরের সর্ব্বাংশে লেপন করত প্রাঙ্গণ দেশ অভ্যুক্ষণ করিবে। ৩। শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে অম্বরীষোপাখ্যানে লিখিত আছে যে,

একাদশস্কন্ধে চ শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ভগবদ্ধর্ম্মকথনে।—

সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ। গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া॥ ৫॥

অথ তত্র সংমার্জনমাহাত্ম্যং।

নরসিংহগৃহে নিত্যং যঃ সংমার্জনমাচরেৎ। সমস্তপাপনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে স মোদতে॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

সংমার্জ্জনন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে। রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তঃ সঃ ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥

পাংশূনাং যাবতাং রাজন্ কুর্য্যাৎ সংমার্জনং নরঃ। তাবন্ত্যব্দানি স সুখী নাকমাসাদ্য মোদতে॥

বারাহে।—

যাবৎকানি প্রহারাণি ভূমিসম্মার্জ্জনে দদুঃ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শাকদ্বীপে মহীয়তে॥ ৬॥

জায়তে মম ভক্তশ্চ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিতঃ। শুচির্ভাগবতঃ শুদ্ধো হ্যপরাধবিবর্জিতঃ॥

ততো ভুক্ত্বা সর্ব্বভোগান্ তীর্ত্বা সংসারসাগরং। শাকদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥

নন্দনং বনমাশ্রিত্য মোদতে চাপ্সরৈঃ সহ। নন্দনাচ্চ পরিভ্রষ্টো মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ।

সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকন্তু গচ্ছতি॥ ৭॥

অচ্যুতস্য সৎকথানাম্ উদয়ে শ্রবণে প্রাদুর্ভাবে বা চকার॥৪॥ সংমার্জ্জনং রজসোঽপাকরণং। উপলেপঃ গোময়োদকাদিভিরালেপনং। সেকঃ তৈরেব প্রোক্ষণং। মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদি-রচনং। যথা মহ্যং মম গৃহশুশ্রূষণং আলয়সংস্কারঃ॥ ৫॥

যাবৎকানি প্রহারাণি নপুংসকত্বমার্ষং, যাবতঃ সংমার্জ্জন্যা প্রহারান্। ভূমেঃ সংমার্জ্জনে। হে ভূমীতি পৃথক্ পদং বা॥ ৬॥ মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ মদ্ভক্তিনিষ্ঠঃ সন্নিত্যর্থঃ॥ ৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তার্পণ করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠ-গুণকীর্ত্তনে বচনাবলী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিষ্ণুমন্দিরমার্জ্জনাদিতে হস্তদ্বয় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন আর গোবিন্দের সৎকথা আকর্ণনে শ্রুতিদ্বয় ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। ৪। ঐ ভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে ভগবদ্ধর্ম্মকথনে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছিলেন, সম্মার্জ্জন, গোময়াদি দ্বারা উপলেপন, জলসেক ও জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ, সর্ব্বতোভদ্রাদি-মণ্ডলরচন, এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা দাসবৎ নিষ্কপটভাবে মদীয় গৃহশুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। ৫।

অনন্তর সম্মার্জ্জনমাহাত্ম্য।—নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ নৃসিংহদেবের মন্দির মার্জ্জন করেন, তিনি সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া হরিধামে আনন্দ ভোগ করেন। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যিনি কেশবমন্দির সম্মার্জ্জন করেন, তিনি রজস্তমোবিমুক্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। হে নৃপতে! মানব যে পরিমাণে (মন্দিরের) ধূলি সম্মার্জ্জন করে, ততসংখ্যক বৎসর সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করে। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ ধরণীকে বলিয়াছিলেন, হে পৃথ্বি! (হরমন্দিরের) ভূমি মার্জ্জনে মার্জ্জনী দ্বারা যতসংখ্য আঘাত করা যায়, তত সহস্র বর্ষ মার্জ্জনকারী শাকদ্বীপে আনন্দভোগ করেন।৬।

আলয়োপলেপনমাহাত্ম্যং।

তত্রৈব।—গোময়ং গৃহ্য বৈ ভূমি মম বেশ্মোপলেপয়েৎ। যাবতস্তু পদাংস্তত্র সমন্তাদুপলেপয়েৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি মদ্ভক্তো জায়তে তথা। সমীপে যদি বা দূরে যশ্চালয়তি গোময়ং।
যাবত্তস্য পদাগ্রাণি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে॥ ৮॥
শাল্মলৌ তৎপরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ। মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
যশ্চালেপয়তে ভূমিং গোময়েন দৃঢ়ব্রতঃ। তস্য দৃষ্ট্বানুলেপন্তু মম তুষ্টিঃ প্রজায়তে॥ ৯।
গোশ্চ যস্যাঃ পুরীষেণ ক্রিয়তে ভূমিলেপনং। একেনৈব তু লেপেন গোযোন্যা বিপ্রমুচ্যতে॥১০॥
স্থানোপলেপনে ভূমে সলিলং যো দদাতি মে। তস্য পুণ্যং মহাভাগে শৃণু তত্ত্বেন নিষ্কলং॥১১॥
যাবন্তি জলবিন্দূনি লিপ্যমানস্য সুন্দরি। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
যাবন্তো বিন্দবঃ কেচিৎ পানীয়স্য বসুন্ধরে। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহীয়তে॥ ১২॥

গৃহ্য গৃহীত্বা। যাবতঃ পদানিতি পুংস্ত্বমার্ষং॥৮॥ তস্মাৎ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সন্॥৯॥ সা গৌর্বিশেষেণ প্রকর্ষেণ চ মুচ্যতে, গোলোকং যাতীত্যর্থঃ॥১০॥ নিষ্কলং শুদ্ধং॥১১॥ যাবন্তি জলবিন্দূনীতি নপুংসকত্বমার্ষং। স্থানস্য লিপ্যমানস্য সতঃ যত্র যাবন্তো জলবিন্দবো ভবন্তীত্যর্থঃ॥১২॥

তদনন্তর মদীয় ভক্তরূপে দেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মশীল, পবিত্র, ভগবৎপ্রিয়, শুদ্ধ ও নিরপরাধী হয়েন। অবশেষে সেই ব্যক্তি নিখিল ভোগ সম্ভোগ করত ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শাকদ্বীপ হইতে পরিভ্রষ্ট হন এবং সুরপুরে প্রস্থান করিয়া থাকেন। তদনন্তর স্বর্গে নন্দনকাননে অবস্থিতি করত অপ্সরোবর্গের সহিত আনন্দভোগ করেন, তৎপরে তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মদ্ভক্তিতে নিষ্ঠা লাভ করত সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত হইয়া মদীয় ধামে প্রস্থিত হন। ৭।

অতঃপর বিষ্ণুমন্দির-লেপন-মাহাত্ম্য।—ঐ বরাহপুরাণেই লিখিত আছে, ভগবান্ পৃথিবীকে বলিয়াছিলেন, হে ধরণি! গোময় লইয়া মদীয় আলয় লেপন করিবে। মন্দিরের চারিদিকে যত পাদ লেপন করিবে, তত সহস্রবর্ষ মদ্ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া থাকিবে। নিকটে হউক অথবা দূরেই হউক, যে ব্যক্তি গোময় দ্বারা উপলেপ প্রদান করেন, তৎকার্য্যকরণকালে তাহার পদের যত অগ্রভাগ নিপতিত হইবে, তৎসংখ্য বর্ষ তিনি সুরপুরে আনন্দভোগ করেন। ৮। তদনন্তর স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া শাল্মলিদ্বীপে ধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতিরূপে মদ্ভক্ত হওত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইবেন। যে ব্যক্তি একান্ত ব্রতনিষ্ঠ হইয়া, গোময় দ্বারা আমার মন্দিরগত ভূমি লেপন করেন, তদীয় সেই কার্য্য দেখিয়া আমার পরম প্রীতিসঞ্চার হয়। ৯। যে গোর গোময় দ্বারা ভূমি লেপন করা হয়, বারেকমাত্র লেপনেই সেই গো গোযোনি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।১০। হে ধরণি! হে ভাগ্যশীলে! যে ব্যক্তি মদীয় আলয় লেপনার্থ জল প্রদান করে,তাহার পবিত্র পুণ্যের কথা যথার্থতঃ বলিতেছি, অবধান কর।১১। হে সুন্দরি! লেপনকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক যতসংখ্য সলিলবিন্দু প্রদত্ত হয়, তিনি ততসহস্র বর্ষ সুরলোকে সুখভোগ করেন। হে ভূমে! কেহ লেপনকর্ম্মের জল দিলে তাহাতে যতসংখ্য জলবিন্দু হওয়া সম্ভব, তিনি তত সহস্রবর্ষ ক্রৌঞ্চদ্বীপে সুখভোগ করেন।১২।

ক্রৌঞ্চদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ । সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ।—

কৃত্বোপলেপনং বিষ্ণোর্নরস্থায়তনে সদা । গোময়েন শুভাঁল্লোকানযত্নাদেব গচ্ছতি ॥

হস্তপ্রমাণং ভূভাগমুপলিপ্য নরাধিপঃ । দেবরামাশতং নাকে লভতে সততং নরঃ ॥

নারসিংহে ।—

গোময়েন মৃদা তোয়ৈর্যঃ কুর্য্যাদুপলেপনং । চান্দ্রায়ণফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৩ ॥

তত্রৈব শ্রীধর্ম্মরাজস্য দূতানুশাসনে ।—

সংমার্জনং যঃ কুরুতে গোময়েনোপলেপনং । করোতি ভবনে বিষ্ণোস্ত্যাজ্যং তেষাং কুলত্রয়ং ।

অথাভ্যুক্ষণমাহাত্ম্যং ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ।—

অভ্যুক্ষণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পানীয়েন সুরালয়ে । স শান্ততাপো ভবতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১৪॥

অভ্যুক্ষণন্তু যঃ কুর্য্যাদ্দেবদেবাজিরে নরঃ । সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বারুণং লোকমশ্নুতে ॥ইতি॥১৫॥

সর্ব্বতোভদ্রপদ্মাদীনভিজ্ঞঃ স্বস্তিকানি চ । বিরচয্য বিচিত্রাণি মণ্ডয়েদ্ধরিমন্দিরং ॥

পশ্চাচ্চ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সন্ ক্রৌঞ্চদ্বীপে গতো মহীয়তে তত্রত্যৈঃ পূজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ উপলেপকস্য পাপক্ষয়াদিকং কিং বাচ্যং তস্য সম্বন্ধিনামপি তথৈব স্যাদিতি লিখতি সংমার্জ্জনমিতি। কুলত্রয়ং পিতৃকুলং মাতৃকুলং ভার্য্যাকুলং চেতি ।

দেবদেবস্য অজিরে অঙ্গনে ॥ ১৪—১৫ ॥ রঙ্গং বিবিধবর্ণচিত্রং পদ্মাদি চ, যদ্বা রঙ্গৈর্বিচিত্র-

---

তদনন্তর ক্রৌঞ্চদ্বীপ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সকলপ্রকার ধর্ম্মে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হন এবং অখিলবিষয়ে অনাসক্ত হইয়া মদীয়লোকে প্রস্থান করেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, মানব নিরন্তর গোময়যোগে হরিমন্দির লেপনপূর্ব্বক বিনা প্রয়াসে পুণ্যলোকে প্রস্থিত হয়েন। যে ব্যক্তি একহস্তপ্রমাণ ভূমি লেপন করেন, তিনি নৃপতি হইয়া সুরপুরে গমনপূর্ব্বক নিরন্তর সেই স্থানে শত শত সুরবালা লাভ করিয়া থাকেন। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, গোময়, মৃত্তিকা ও সলিলদ্বারা লেপন করিলে সেই লেপনকারী চান্দ্রায়ণফল লাভ করত হরিধামে আনন্দিত হয়েন। ১৩। ঐ পুরাণেই দূতের প্রতি যমানুশাসনবর্ণনে লিখিত আছে যে, যম বলিয়াছিলেন, হে দূতবৃন্দ! যে সকল ব্যক্তি হরিমন্দির মার্জ্জন ও গোময়যোগে লেপন করেন, তাঁহাদিগের কুলত্রয় পরিত্যাগ করিবে; অর্থাৎ তাঁহাদিগের ভার্য্যাকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই তিন কুলের কাহাকেও আমার পুরীতে আনয়ন করিও না।

অতঃপর অভ্যুক্ষণমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি দেবায়তনে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করেন, তিনি সন্তাপরহিত হন, তাহাতে কোন বিচারণা করিবে না। ১৪। যিনি দেবদেব হরির মন্দিরাঙ্গনে অভ্যুক্ষণ করেন, তিনি অখিল পাতক হইতে পরিমুক্ত হইয়া বরুণলোকে গমন করেন। ১৫। অভিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বতোভদ্র, পদ্মপ্রভৃতি মণ্ডল ও স্বস্তিকাদি রচনাপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্দির চিত্রবিচিত্র করিবেন। নারসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, সানন্দে বিচিত্র-

তথা চ নারসিংহে।—সংমার্জনোপলেপাভ্যাং রঙ্গপদ্মাদিশোভনং।
কুর্য্যাৎ স্থানং মহাবিষ্ণোঃ সোজ্জ্বলাঙ্গং মুদান্বিতঃ॥ ১৬॥

অথ মণ্ডলমাহাত্ম্যং।—

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে।—

অগম্যাগমনে পাপমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণে। সর্ব্বং তন্নাশমাপ্নোতি মণ্ডয়িত্বা হরের্গৃহং॥
অণুমাত্রন্তু যঃ কুর্য্যান্মণ্ডলং কেশবাগ্রতঃ। মৃদা ধাতুবিকারৈশ্চ দিবি কল্পশতং বসেৎ॥
শালগ্রামশিলাগ্রে তু যঃ কুর্য্যাৎ স্বস্তিকং শুভং। কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ পুনাত্যাসপ্তমং কুলং॥
মণ্ডলং কুরুতে নিত্যং যা নারী কেশবাগ্রতঃ। সপ্ত জন্মানি বৈধব্যং ন প্রাপ্নোতি কদাচন॥
গৃহীত্বা গোময়ং যা তু মণ্ডলং কেশবাগ্রতঃ। ভর্ত্তুর্বিয়োগং নাপ্নোতি সন্ততেশ্চ ধনস্য চ॥
প্রাঙ্গণং বর্ণকোপেতং স্বস্তিকৈশ্চ সমন্বিতং। দেবস্য কুরুতে যস্তু ক্রীড়তে ভুবনত্রয়ে॥ ১৭॥

নারদীয়ে।—

মৃদা ধাতুবিকারৈর্ব্বা বর্ণকৈর্গোময়েন বা। উপলেপনকৃদ্‌যস্তু নরো বৈমানিকো ভবেৎ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ।—

উপলিপ্যালয়ং বিষ্ণোশ্চিত্রয়িত্বাথ বর্ণকৈঃ। বিষ্ণুলোকেঽথ তত্রস্থৈঃ সস্পৃহং বীক্ষ্যতে সুখী॥১৮॥

বর্ণচূর্ণৈর্যৎ পদ্মাদি তেন শোভিতং। আদিশব্দেন স্বস্তিকাদি। উজ্জ্বলানি শোভনানি অঙ্গানি ভিত্তিপ্রাকারাদীনি তৎসহিতঞ্চ কুর্য্যাৎ। অঙ্গান্যপি বিভূষয়েদিত্যর্থঃ; ক্রিয়াবিশেষণং বা, তথাপি স-এবার্থঃ॥ ১৬॥

মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রাদি। কেশবাগ্রতো মণ্ডলং করোতীতি শেষঃ। কুরুত ইতি পূর্ব্বেণৈবানুষঙ্গঃ॥ ১৭॥ উপলেপনং মণ্ডলাদিকং করোতীতি তথা সঃ॥ ১৮॥

বর্ণ চূর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত পদ্মাদিযোগে মহাবিষ্ণুর মন্দির সমলঙ্কৃত এবং সম্মার্জ্জন ও উপলেপন দ্বারা তাহার ভিত্তিসমূহকে সমুজ্জ্বল করিবে। ১৬।

অতঃপর মণ্ডলমাহাত্ম্য।—হরিমন্দির সমলঙ্কৃত করিলে অগম্যাগমনজ ও অভক্ষ্যভক্ষণজ পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিষ্ণুর সম্মুখে মৃত্তিকা কিংবা নানারূপ ধাতুবিকৃতিদ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও শোভা প্রস্তুত করেন, একশত বৎসর সুরপুরে তাঁহার বাস হয়। শালগ্রামশিলার অগ্রে কল্যাণস্বরূপ স্বস্তিক রচনা করিলে, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে উহা করিলে, সেই ব্যক্তি স্বীয় সপ্তপুরুষ যাবৎ পবিত্র করেন। যে নারী প্রত্যহ হরির সম্মুখে মণ্ডল রচনা করেন, সপ্তজন্মমধ্যে তাঁহাকে কদাচ বৈধব্যদশাগ্রস্ত হইতে হয় না। যে নারী গোময় লইয়া বিষ্ণুর অগ্রে মণ্ডল নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাকে পতি পুত্র বা ধনবিয়োগে কাতর হইতে হয় না। যে ব্যক্তি কেশবায়তনের প্রাঙ্গণকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ও স্বস্তিকাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করেন, তিনি ত্রিভুবনতলে পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। ১৭। নারদপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি মৃত্তিকা, ধাতুবিকৃতি, বিবিধ বর্ণক ও গোময়দ্বারা হরিমন্দির লেপন করেন, তিনি বিমানবিহারী দেবস্বরূপ হন। হরিভক্তিসুধোদয়েও লিখিত আছে যে, যিনি হরিমন্দির লেপন

অথ স্বস্তিকলক্ষণং।

আগমে।—

বিদিগ্‌গতচতুষ্কাণি ভিত্ত্বা ষোড়শধা সুধীঃ। মার্জ্জয়েৎ স্বস্তিকাকারং শ্বেতপীতারুণাসিতৈঃ॥

তত্র চ পঞ্চরাত্রবচনং।—

রজাংসি পঞ্চবর্ণানি মণ্ডলার্থং হি কারয়েৎ। শালিতণ্ডুলচূর্ণেন শুক্লং বা যবসম্ভবং।

রক্তকুঙ্কুমসিন্দূরগৈরিকাদিসমুদ্ভবং। হরিতালোদ্ভবং পীতং রজনীসম্ভবং ক্বচিৎ।

কৃষ্ণং দগ্ধৈর্হরিদ্‌যবৈর্হরিৎপীতৈর্ব্বিমিশ্রিতং॥ ১৯॥

অথ তত্র ধ্বজপতাকাদ্যারোপণং।

ততো ধ্বজপতাকাদি বিন্যস্য হরিমন্দিরে। বিচিত্রং ভূষয়েত্তচ্চ ভগবদ্ভক্তিমান্নরঃ॥

অথ ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যং।

স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-প্রদ্যুম্নসংবাদে।—

ধ্বজমারোপয়েদ্‌যস্তু প্রাসাদোপরি ভক্তিতঃ। তস্য ব্রহ্মপদে বাসঃ ক্রীড়তে ব্রহ্মণা সহ॥

বৃহন্নারদীয়ে।—

যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণুভবনে ধ্বজারোপণমুত্তমং। স পূজ্যতে বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ॥

তত্রৈবাগ্রে চ।—

পটো ধ্বজস্য বিপ্রেন্দ্র যাবচ্চলতি বায়ুনা। তাবন্তি পাপজালানি নশ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। ধ্বজং বিষ্ণুগৃহে কৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

শ্বেতাদিবর্ণৈশ্চূর্ণৈঃ হরিদ্‌যবৈর্হরিদ্বর্ণযবৈর্দগ্ধৈঃ কৃষ্ণবর্ণং স্যাৎ। তচ্চ পীতৈর্বিমিশ্রিতং হরিদ্বর্ণং স্যাদিত্যর্থঃ। এবং বর্ণপঞ্চকমুক্তং॥ ১৯॥

ও নানাপ্রকার বর্ণদ্বারা চিত্রিত করেন, তিনি সুখী হইয়া থাকেন এবং বিষ্ণুধামনিবাসীরা তৎপ্রতি সস্পৃহ দর্শন করেন। ১৮।

অনন্তর স্বস্তিকলক্ষণ।—আগমে লিখিত আছে যে, সুধী ব্যক্তি চারি কোণের চতুষ্কোণকে ষোড়শ অংশে ভাগ করিয়া শুক্ল, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণদ্বারা লেপন করিবেন; ইহাকেই স্বস্তিক কহে। পঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে লিখিত আছে যে, মণ্ডলের জন্য পঞ্চবিধ বর্ণের চূর্ণ করিতে হইবে। শালিতণ্ডুলচূর্ণ কিংবা যবচূর্ণ দ্বারা শ্বেত; কুঙ্কুম, সিন্দূর অথবা গৈরিকাদিসঞ্জাত দ্বারা লোহিত; হরিতাল অথবা কোন কোন স্থানে হরিদ্রাচূর্ণদ্বারা পীত; দগ্ধ হরিদ্বর্ণ যবদ্বারা কৃষ্ণ এবং দগ্ধ হরিদ্বর্ণ যবচূর্ণের সহিত পীতমিশ্রণ করিলেই হরিদ্বর্ণ হয়। ১৯।

অনন্তর হরিমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি আরোপণ-মাহাত্ম্য।—তৎপরে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি বিষ্ণুমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি আরোপণ পূর্ব্বক চিত্রিতরূপে অলঙ্কৃত করিবেন।

ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়প্রদ্যুম্নসংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি ভক্তিসহকারে হরিমন্দিরের উপরিভাগে ধ্বজদণ্ড আরোপণ করেন, ব্রহ্মধামে তাঁহার বাস হয় এবং তথায় ব্রহ্মসহ বিহার করেন। বৃহন্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে যে, অধিক আর

আরোপিতং ধ্বজং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি ধার্ম্মিকাঃ।
তেঽপি সদ্যো বিমুচ্যন্তে হ্যুপপাতককোটিভিঃ॥ ইতি॥

এবং বৃহন্নারদীয়ে খ্যাতং যচ্চান্যদদ্ভুতং। ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যং তদ্দ্রষ্টব্যমিহাখিলং॥

অথ পতাকারোপণমাহাত্ম্যং।

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব।—

কৃষ্ণালয়ং যঃ কুরুতে পতাকাভিশ্চ শোভিতং। সদৈব তস্য লোকে তু বাসস্তস্য ন চান্যতঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

পতাকাঞ্চ শুভাং দত্ত্বা তথা কেশববেশ্মনি। বায়ুলোকমবাপ্নোতি বহূনব্দগণান্ দ্বিজঃ।
দোধূয়তে যথা সা তু বায়ুনা কেশবালয়ে। তথা তস্যাপি সকলং দেহাৎ পাপং বিধূয়তে॥ ২০॥

অথ বন্দনমালা-কদলীস্তম্ভারোপণমাহাত্ম্যং।

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব।—

ভূপ ব[illegible]নমালাস্তু কুরুতে কৃষ্ণবেশ্মনি। দেবকন্যাবৃতৈর্লক্ষৈঃ সেব্যতে সুরনায়কৈঃ॥ ২১॥

তং হরিমন্দিরঞ্চ বিচিত্রং যথা স্যাত্তথা ভূষয়েৎ॥ ২০॥

ধ্বজপতাকাদি বিন্যসেদিত্যাদিশব্দেন গৃহীতস্য বন্দনমালাদেরপি বিন্যাসমাহাত্ম্যং লিখতি ভূপেতি দ্বাভ্যাং॥ ২১॥ তস্য স্বাগতং যথা স্যাত্তথা নন্দতে তমভিনন্দতি হৃষ্টো ভবতি ইতি বা যদ্বা তস্য শুভাগমনমভিনন্দতি। বন্দত ইতি বা পাঠঃ॥ ২২॥

কি কহিব, হরিমন্দিরে অত্যুত্তম ধ্বজারোপণ করিলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মাদি সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, হে দ্বিজোত্তম! অনিলসঞ্চলনদ্বারা ধ্বজদণ্ডের বস্ত্র যতই পরিচালিত হইতে থাকে, পাতকপুঞ্জও তত বিনষ্ট হয় সন্দেহ নাই। মহাপাপীই হউক, কিংবা সর্ব্বপাপে পাপী হউক, হরিমন্দিরে ধ্বজদণ্ড আরোপণ করিলে তাহার নিখিল পাপ বিমোচিত হয়। যে সমস্ত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি হরিমন্দিরে সমারোপিত ধ্বজদণ্ড দর্শনপূর্ব্বক আনন্দিত হন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের কোটি কোটি পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। বৃহন্নারদীয়াখ্য পুরাণে ধ্বজদণ্ডারোপণের এই প্রকার অপরাপর যে বিস্ময়কর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তৎসমস্তই এই বিষয়ে প্রয়োজিতব্য।

অনন্তর পতাকারোপণ-মাহাত্ম্য।—বৃহন্নারদীয়পুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি পতাকাসমূহ দ্বারা হরিমন্দির অলঙ্কৃত করেন, হরিধামে তাঁহার নিরন্তর বাস হয়, তাঁহাকে আর অন্যত্র বসতি করিতে হয় না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, দ্বিজাতি হরিনিকেতনে কল্যাণময়ী পতাকা আরোপণ পূর্ব্বক বহুবর্ষের জন্য বায়ুলোক লাভ করেন। ঐ পতাকা হরিমন্দিরে সমীরণ কর্ত্তৃক যতই সঞ্চালিত হইতে থাকে, ততই পতাকারোপণকারীর শরীর হইতে পাপরাশি দূরে পলায়িত হয়। ২০।

অতঃপর বন্দনমালা ও কদলীস্তম্ভারোপণ- মাহাত্ম্য।—দ্বারকামাহাত্ম্যের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! যে ব্যক্তি হরিমন্দিরে বন্দনমালা আরোপণ করেন, সুরশ্রেষ্ঠ

যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণভবনং কদলীস্তম্ভশোভিতং। নন্দতে চাপ্সরোযুক্তঃ স্বাগতং তস্য দেবরাট্।

অথ পীঠপাত্রবস্ত্রাদি-সংস্কারঃ।

তত্র তাম্রাদিপাত্রং যৎ প্রভোর্বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ। পীঠাদিকঞ্চ তৎ সর্ব্বং যথোক্তঞ্চ বিশোধয়েৎ॥

তত্র পীঠস্য সংস্কারঃ।

নারসিংহে।—

পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ। উষ্ণাম্বুনা চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২২॥

অথ তৈজসাদিপাত্রাণাং সংস্কারঃ।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে।—

উড়ুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপুসীসয়োঃ। ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ॥ ২৩॥

বায়ুপুরাণে চ।—

মণিবজ্রপ্রবালানাং মুক্তাশঙ্খোপলস্য চ। সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ॥ ২৪॥

ব্রাহ্মে।—সুবর্ণরূপ্যশঙ্খাশ্মশুক্তিরত্নময়ানি চ। কাংস্যায়স্তাম্ররৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ।

নির্লেপানি তু শুধ্যন্তি কেবলেনোদকেন তু।

শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শোধ্যানি ত্রিধা ক্ষারাম্লবারিভিঃ॥ ২৫॥

উক্তবিধিং লিখতি উড়ুম্বরাণামিত্যাদিনা শুচিতামিয়াদিত্যন্তেন। উড়ুম্বরাণাং তাম্রাণাং তন্ময়পাত্রাণামিত্যর্থঃ। ত্রপু রঙ্গং। ভস্মযুক্তৈরম্বুভিঃ। দ্রবস্য গোরসাদেঃ প্লাবঃ প্লাবনং। তথা চোক্তং বশিষ্ঠেন।—দ্রবাণাং প্লাবনেনৈবেতি তদ্বিশেষোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী॥ ২২-২৩॥ মুক্তায়াঃ শঙ্খস্য উপলস্য চ পাষাণস্য দ্বন্দ্বৈক্যং। সিদ্ধার্থকানাং সর্ষপাণাং। শুদ্ধিরিতি শেষঃ প্রকরণবলাৎ॥ ২৪॥ রত্নময়ানি স্ফটিকাদিঘটিতানি পাত্রাণীতি শেষঃ। রৈত্যানি পিত্তলরচিতানি; নির্লেপানি অন্নাদিলেপরহিতানি। শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পৃষ্টানীত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রীভগবৎপাত্রেষু শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পর্শোঽপি ন সম্ভবেৎ, তথাপি কথঞ্চিৎ ভ্রমপ্রমাদতঃ স্যাদিতি তচ্ছুদ্ধিরুক্তা।

তদীয় উপাসনা করিয়া থাকেন। ২১। কদলীস্তম্ভদ্বারা হরিমন্দির সমলঙ্কৃত করিলে সেই ব্যক্তি অপ্সরোবর্গের সহিত আনন্দভোগ করেন এবং সুররাজ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন।

অনন্তর পীঠপাত্র ও বস্ত্রাদি-সংস্কার।—প্রভুর তাম্রাদি-গঠিত পাত্র, বস্ত্রাদি ও পীঠাদি, এতৎ সমস্তই যথাবিহিত বিধানে মার্জ্জনা করিবে। তন্মধ্যে পীঠশোধনবিষয়ে নারসিংহ পুরাণে লিখিত আছে যে, বিল্বপত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ মার্জ্জনা করিতে হয়। তৎপরে উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ২২।

অতঃপর তৈজসপাত্রাদিশোধন।—মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে যে, তাম্রনির্ম্মিত পাত্র অম্ল দ্বারা, রঙ্গনির্ম্মিত ও সীসনির্ম্মিত পাত্র ভস্ম দ্বারা এবং কাংস্যপাত্র ভস্মযুক্ত জলদ্বারা শোধন করিবে। প্লাবন দ্বারা অর্থাৎ তাপসংযোগে গলাইলেই দ্রব পদার্থের শুদ্ধি হয়। ২৩। বায়ুপুরাণেও লিখিত আছে যে, শ্বেতসর্ষপের কল্ক (খৈল) কিংবা তিলকল্কদ্বারা মার্জ্জনা করিলে মণি, হীরক, প্রবাল, মুক্তা ও শঙ্খপাত্র বিশুদ্ধ হয়। ২৪। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, স্বর্ণ,

অতিদুষ্টস্তু পাত্রাদি বিশোধ্যাতিথ্যকর্ম্মণে। যুঞ্জ্যাত্তৎপরিবর্ত্তায় প্রভুকর্ম্মান্তরায় বা॥
এতস্য পরিবর্ত্তেন প্রভবেঽন্যৎ সমর্পয়েৎ। ইত্যয়ং সর্ব্বতো লোকে সদাচারো বিরাজতে॥

মনুঃ।—

তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ। শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ॥২৬॥

শঙ্খঃ।—

অম্লোদকেন তাম্রস্য সীসস্য ত্রপুণস্তথা। ক্ষারেণ শুদ্ধিং কাংস্যস্য লৌহস্য চ বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২৭॥

কিঞ্চ।—সূতিকোচ্ছিষ্টভাণ্ডস্য সুরাদ্যুপহতস্য চ। ত্রিঃসপ্ত মার্জনাচ্ছুদ্ধির্ন তু কাংস্যস্য তাপনং॥

অন্যত্র চ।—তাম্রমম্লেন শুধ্যেত ন চেদামিষলেপনং।
আমিষেণ তু যল্লিপ্তং পুনর্দ্দাহেন শুধ্যতি। ২৮।

এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্রোহ্যং। ত্রিধা বারত্রয়মিত্যর্থঃ। ক্ষারো ভস্ম॥২৫॥ যথার্হং মলাপগমানুসারেণে-ত্যর্থঃ। অম্লোদকং জম্বীরাদি-রসঃ। তত্রাম্লোদকেন তাম্রস্য, ক্ষারেণেতরেষাং, বারিণা তু তত্তৎ-সমুদিতেনোভয়েষামেবেতি জ্ঞেয়ং যথার্হমিত্যুক্তেঃ॥২৬॥ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি অম্লোদকেনেতি॥২৭ এতচ্চ সর্ব্বং স্বল্পোপহতিবিষয়কং। অত্যন্তোপহতৌ শুদ্ধিং লিখতি সূতিকেতি ত্রিভিঃ। সূতিকা নবপ্রসূতা অজাতশৌচা। যদ্বা প্রসবকারয়িত্রী, তদুচ্ছিষ্টস্য তদুচ্ছিষ্টস্পৃষ্টস্য তয়া বা যত্র ভুক্ত। তস্য ভাণ্ডস্য তৈজসপাত্রস্য তৎপ্রকরণাৎ। আদিশব্দাৎ শোণিতাদি। ত্রিঃসপ্ত একবিংশতিবারান্ মার্জনাদিত্যর্থঃ॥ কেচিদাহুঃ। সপ্তভির্যবগোধূমকলায়মাষাদিচূর্ণৈঃ প্রত্যেকং ত্রির্মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধি-রিতি। কাংস্যপাত্রস্য তু ন তথা শুদ্ধিঃ, কিন্তু তস্য তাপনং দহনমেব। ভাজন ইতি পাঠঃ

রজত, শঙ্খ, পাষাণ, শুক্তি, স্ফটিকাদি রত্ন, কাংস্য, লৌহ, তাম্র, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসক এই সমস্ত দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র অন্নাদি দ্বারা সংলিপ্ত না হইলে কেবলমাত্র জল দ্বারা ধৌত করিলেই বিশুদ্ধ হয়। ঐ সমস্ত পাত্রে শূদ্রোচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে ভস্ম, অম্ল ও জল দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করত বিশুদ্ধ করিবে। ২৫। পাত্রাদি অত্যন্ত দূষিত হইলে শোধন করত আতিথ্যাদি ক্রিয়ায় কিংবা তৎপরিবর্ত্তে প্রভুর কর্ম্মান্তরে প্রযুক্ত করিবে। লোকে সর্ব্বথা এইরূপ সদাচার আছে যে, এই পাত্রের পরিবর্ত্তে প্রভুকে পাত্রান্তর প্রদান করিবে। মনু বলিয়াছেন যে, তাম্র লৌহ কাংস্য পিত্তল রঙ্গ ও সীসকের পাত্র যথানিয়মে ভস্ম, অম্লোদক (জম্বীরাদিরস) ও জল দ্বারা বিশুদ্ধ করিতে হয়। ২৬। শঙ্খ কহিয়াছেন যে, তাম্র, সীসক ও রঙ্গ এই তিনটী অম্লরস দ্বারা এবং কাংস্য ও লৌহ এই দুই পাত্র ভস্ম দ্বারা শোধন করিবে। ২৭। আরও লিখিত আছে যে, সাধারণতঃ অপবিত্র বিষয়ে শোধন কথিত হইল, কিন্তু পাত্র গুরুদোষে দূষিত হইলে যেরূপে বিশুদ্ধ হয়, তাহা বলা যাইতেছে।—যাহার অশৌচের নিবৃত্তি হয় নাই, এরূপ সদ্যঃপ্রসূতা স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট পাত্র, ধাত্রীর উচ্ছিষ্ট-সংস্পৃষ্ট পাত্র, এবং মদ্য-দূষিত ও রক্তদূষিত পাত্র একবিংশতি বার মার্জ্জন দ্বারা বিশুদ্ধ হয়; কিন্তু কাংস্যপাত্র ঐরূপে শুদ্ধ হয় না; অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া উহাকে শুদ্ধ করিবে। স্থানান্তরে আরও লিপিত আছে যে, তাম্রপাত্র আমিষস্পৃষ্ট না হইলে

ব্রাহ্মে।—সূতিকাশববিণ্মূত্ররজঃস্বলহতানি চ। প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি ॥২৯॥
অতএব দেবলঃ।—

লৌহানাং দহনাচ্ছুদ্ধির্ভস্মনা গোময়েন বা। দহনাৎ খননাদ্বাপি শৈলানামম্ভসাপি বা।
কাষ্ঠানাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধির্মৃদ্গোময়জলৈরপি। মৃন্ময়ানান্তু পাত্রাণাং দহনাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥ ৩০ ॥

মনুঃ।—মদ্যৈর্মূত্রপুরীষৈর্বা শ্লেষ্মপূয়াস্থিষ্ঠীবনৈঃ। সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ং॥৩১
বৃদ্ধশাতাতপঃ।—

সংহতানান্তু পাত্রাণাং যদেকমুপহন্যতে। তস্যৈবং শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ ॥ ৩২ ॥

সুগমঃ ॥ ২৮ ॥ দাহে বিশেষং লিখতি সূতিকেতি, রজস্বলেত্যাকারাভাব আর্ষঃ। সূতিকাদিভি-র্হতানি তত্র সূতিকা-রজস্বলোপহতত্বং তত্তদুচ্ছিষ্টস্পর্শাৎ তত্র তদ্ভোজনাদ্বা। সাবেতি দন্ত্যাদিপাঠে আসবো মদ্যং। যাবদিতি যাবন্তমগ্নিং কালং বা যদ্দ্রব্যং সহেত তাবত্যগ্নৌ তাবন্তং বা কালং তদ্দ্রব্যং প্রক্ষেপ্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ন্যূনাধিকতয়া লিখিতং তত্তৎ সর্ব্বং দেবলোক্ত্যা সংবাদয়তি লৌহানামিতি। সুবর্ণাদীনাং ধাতূনাং তন্ময়পাত্রাণামিত্যর্থঃ। অত্যন্তোপহতৌ দহনাৎ। অন্যথা ভস্মাদিনেত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। খননং ভূমিং খাত্বা দোষানুসারেণ সপ্তাহাদিকালং তস্যাং নিক্ষেপণং তস্মাৎ। শৈলানাং শিলাদিনির্ম্মিতানাং। দহনাৎ পুনঃ পাকাৎ। তথা চ যাজ্ঞ-বল্ক্যঃ। পুনঃ পাকান্মহীময়মিতি ॥ ৩০ ॥ তত্র চাল্পোপহতৌ অত্যন্তোপহতৌ চ মৃন্ময়ং ত্যাজ্য-মেবেতি লিখতি মদ্যৈরিতি। ষ্ঠীবনৈঃ লালাপ্রক্ষেপৈঃ। পাঠান্তরং স্পষ্টং ॥ ৩১ ॥ সংহতানাম্ অন্যোন্যং মিলিত্বা সংঘশঃ স্থিতানাং। তস্যৈব তৎ লিখিতং শোধনং প্রোক্তং ন তু তেন স্পৃষ্টানা মন্যেষামিত্যর্থঃ। পাঠান্তরে সামান্যং সমানৈকদ্রব্যবিষয়কং শোধনং দ্রব্যাণাং সর্ব্বেষামন্যেষাং

অম্ল দ্বারা তাহার শোধন হইতে পারে; আমিষলিপ্ত হইলে পুনর্ব্বার অগ্নিদগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ করিবে। ২৮। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, নবপ্রসূতা রমণী, শব, মলমূত্র ও রজস্বলা নারী কর্ত্তৃক দূষিত পাত্র শুদ্ধ করিতে হইলে যতক্ষণ অগ্নিতাপ সহ্য হইবে, ততক্ষণ অগ্নিমধ্যে রাখিয়া উত্তোলন করিবে। ২৯। দেবল কহিয়াছেন যে, দহন দ্বারা কিংবা ভস্ম ও গোময় দ্বারা লৌহের * বিশুদ্ধি হয় অর্থাৎ সামান্যতঃ দূষিত হইলে ভস্ম ও গোময় দ্বারা এবং গুরুদোষে দূষিত হইলে বহ্নি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইবে। দহন, খনন ও জলদ্বারা পাষাণপাত্রের দোষ নিরা-করণ করিতে হয় অর্থাৎ সামান্যতঃ দূষিত হইলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া লইবে এবং গুরু-তররূপে দূষিত হইলে সাত দিন মাটির মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে কিংবা অগ্নিতাপে দগ্ধ করিবে। এই প্রকারে দোষের গুরু লঘু বিচার পূর্ব্বক তক্ষণ, † কিংবা মৃত্তিকা, গোময় ও জল দ্বারা কাষ্ঠময় পাত্রের শোধন করিবে। পরন্তু পুনর্দ্দহন দ্বারা মৃত্তিকাপাত্র শোধন করিবে। ৩০। মনু কহিয়াছেন যে, মদ্য, মূত্র, মল, কফ, পূয়, নিষ্ঠীবন এই সমস্ত দ্বারা মৃত্তিকাপাত্র দূষিত হইলে পুনর্দ্দহন দ্বারা বিশুদ্ধ করিবে। ৩১। বৃদ্ধশাতাতপ কহিয়াছেন, বহুসংখ্য পাত্র যদি একত্র

---

* এখানে লৌহ শব্দে সুবর্ণরজতাদিনির্ম্মিত ধাতুপাত্র সকল। † তক্ষণ—চাঁচিয়া ফেলা।

অথ বস্ত্রাদীনাং সংস্কারঃ।

তত্র শঙ্খঃ।—

তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ। অংশুভিঃ শোষয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ॥
ঊর্ণাপট্টাংশুক-ক্ষৌম-দুকূলাবিকচর্ম্মণাং। অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণপ্রোক্ষণাদিভিঃ॥
তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নেনিজ্যাদ্গৌরসর্ষপৈঃ। ধান্যকল্কৈঃ পর্ণকল্কৈ রসৈশ্চ ফলবল্কলৈঃ॥
তূলিকাদ্যুপধানানি পুষ্পরক্তাম্বরাণি চ। শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জয়েন্মুহুঃ॥
পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেৎ। তান্যপ্যতিমলাক্তানি যথাবৎ পরিশোধয়েৎ॥৩৩॥

শাতাতপঃ।—কুসুম্ভকুঙ্কুমারক্তাস্তথা লাক্ষারসেন চ। প্রক্ষালনেন শুধ্যন্তি চণ্ডালস্পর্শনে তথা॥৩৪॥

যমঃ।—

কৃষ্ণাজিনানাং বাতৈশ্চ বালানাং মুক্তিরম্ভসা। গোমূত্রেণাস্থিদন্তানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ॥৩৫॥

শুদ্ধিকৃদিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শাতাতপেনৈব। অশুচিং সংস্পৃশেদ্যস্তু এক এব স দুষ্যতি। তং স্পৃষ্ট্বান্যো ন দুষ্যেত্তু সর্ব্বদ্রব্যেষ্বয়ং বিধিরিতি॥ ৩২॥

তাবন্তং কার্পাসিকসূত্রনির্ম্মিতং বস্ত্রাদি। অংশুভিঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ বায়ুনা বা শোষয়িত্বা শুষ্কং কৃত্বা। ঊর্ণাংশুকাবিকয়োঃ পশুরোমভেদেন দ্রব্যভেদেন বা ভেদঃ। অল্পেঽশৌচে অশুদ্ধৌ সত্যাং শোষণং সূর্য্যাংশুবাতাদিনা। নেনিজ্যাৎ শোধয়েৎ। ফলবল্কলৈঃ তজ্জৈরিত্যর্থঃ। পুষ্প-রক্তাম্বরাণি চিত্রপুষ্পময়াম্বরাণি স্বর্ণরত্নখচিতাম্বরাণি চেত্যর্থঃ॥৩৩॥ কুসুম্ভেন কুঙ্কুমেন বা আরক্তা রঞ্জিতাঃ। লাক্ষারসেন বা রক্তাঃ পটাঃ চণ্ডালেনান্যেনাপ্যস্পৃশ্যা উপলক্ষ্যাঃ তৎস্পর্শে সতি প্রক্ষা-

---

মিলিতভাবে একস্থানে থাকে এবং তন্মধ্যে একটী পাত্র দূষিত হয়, তাহা হইলে সেই দূষিত পাত্রটীর শোধন করিলেই সমস্ত পাত্র বিশুদ্ধ হইবে। ৩২। *

অতঃপর বস্ত্রাদিশোধন।—শঙ্খ কহিয়াছেন যে, তান্তব (কার্পাস-সূত্রনির্ম্মিত) বস্ত্রাদি যাহা মলিন অর্থাৎ মলদূষিত হইয়াছে, প্রথমতঃ ক্ষার ও জল দ্বারা সেই বস্ত্রাদির শুদ্ধি করিবে; তদনন্তর আতপতাপ বা বায়ু দ্বারা শুষ্ক করত গ্রহণ করিবে। রোমজ বসন, পট্টবসন, ক্ষৌমবস্ত্র, মেষরোমজ বসন এবং চর্ম্ম এই সমস্ত দ্রব্যের সামান্য শুদ্ধিস্থলে অর্থাৎ এই সমস্ত দ্রব্য যদি অল্পমাত্র অশুদ্ধ হয়, তবে সূর্য্যকিরণে বা বাতাদি দ্বারা শুষ্ক করিয়া জল প্রোক্ষণ করত শুদ্ধ করিবে। অপবিত্র বস্তুর সহিত ঐ সকল দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে শ্বেতসর্ষপ, ধান্যকল্ক, পত্র-কল্ক, ফল ও বল্কলোত্থ রস এই সমস্ত দ্বারা বিশুদ্ধ করিবে। তূলিকা (তুলনির্ম্মিত শয্যাদি), উপধান (বালিস), কুসুমরঞ্জিত ও স্বর্ণরত্নাদিখচিত বসন অশুদ্ধ হইলে ক্ষণকাল আতপতাপে রাখিয়া শুষ্ক হইলে পুনঃ পুনঃ তাহাতে হস্তঘর্ষণ করিবে। পরে তদুপরি জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত "পবিত্র" এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই সমস্ত বস্ত্র অধিকমলবিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বকথিত বিধানে শুদ্ধ করিয়া লইবে।৩৩। শাতাতপ কহিয়াছেন যে, কুসুম্ভ, কুঙ্কুম ও লাক্ষারস দ্বারা রঞ্জিত

---

* যে ব্যক্তিতে অশুচি স্পৃষ্ট হয়, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই দূষিত হইয়া থাকে, তাহাকে স্পর্শ করিলে স্পর্শ-কারী অশুচি হয় না। যাবতীয় দ্রব্যের সম্বন্ধেই এই বিধি।

শঙ্খঃ।— সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন দন্তশৃঙ্গময়স্য চ।
গোবালৈঃ ফলপাত্রাণামস্থ্নাং স্যাচ্ছৃঙ্গবত্তথা ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ।—নির্য্যাসানাং গুড়ানাঞ্চ লবণানাং তথৈব চ। কুসুম্ভকুসুমানাঞ্চ ঊর্ণাকার্পাসয়োস্তথা।
প্রোক্ষণাৎ কথিতা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ ॥ ৩৭ ॥

মনুঃ।—অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাং। প্রক্ষালনেন স্বল্পানামদ্ভিরেব বিধীয়তে।
চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ। শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥
প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠানি পলালঞ্চ বিশুধ্যতি। মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ং ॥৩৮॥

কিঞ্চ।—যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্গন্ধো লেপশ্চ তদ্গতঃ। তাবন্মৃদ্বারি বা দেয়ং সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥

বৃহস্পতিঃ।— বস্ত্রবৈদলচর্ম্মাদেঃ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনং স্মৃতং।
অতিদুষ্টস্য তন্মাত্রং ত্যজেচ্ছিত্বা তু শুদ্ধয়ে ॥

বিষ্ণু।—
মৃৎপর্ণতৃণকাষ্ঠানাং শ্বাস্থি-চাণ্ডাল-বায়সৈঃ। স্পর্শনে বিহিতং শৌচং সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ ॥৩৯॥

বৌধায়নঃ।—আসনং শয়নং যানং নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ। মারুতার্কেন শুদ্ধ্যন্তি পক্কেষ্টরচিতানি চ ॥

লনেন শুধ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥ বালানাং চামরাণাং। অস্থি শঙ্খাদিঃ। দন্তঃ হস্ত্যাদেঃ ॥৩৫॥ ফলপাত্রাণাং নারিকেলাদিপাত্রাণাং। অস্থ্নাং শঙ্খাদীনাং। শৃঙ্গবদিতি সর্ষপাণাং কল্কেনেত্যর্থঃ ॥৩৬॥ নির্য্যাসানাং হিঙ্গ্বাদীনাং ॥ ৩৭ ॥ বৈদলানাং বিদারিতবেণুবেত্রদলনির্ম্মিতানাং। মার্জনৈঃ রজঃশোধনৈঃ উপাঞ্জনৈঃ লেপনৈশ্চ ॥ ৩৮ ॥ তন্মাত্রমিতি যাবদত্যন্তদুষ্টং তাবন্মাত্রমেব ন ত্বন্যদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বসন চণ্ডালাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে প্রক্ষালন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয়। ৩৪। যম কহিয়াছেন যে, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম বায়ু দ্বারা, চামর মৃত্তিকা ও জল দ্বারা, শঙ্খাদি অস্থি ও হস্তিদন্তাদি গোমূত্র দ্বারা, এবং ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেতসর্ষপ দ্বারা শুদ্ধ করিবে। ৩৫। শঙ্খ বলিয়াছেন, হস্ত্যাদি-দন্তনির্ম্মিত দ্রব্য ও শৃঙ্গনির্ম্মিত দ্রব্য গৌরসর্ষপের কল্ক দ্বারা এবং নারিকেলাদি ফলময় পাত্র গোপুচ্ছ দ্বারা শোধন করিবে। শৃঙ্গশুদ্ধির ন্যায় গৌরসর্ষপ দ্বারা অস্থির শুদ্ধিবিধান করিতে হয়। ৩৬। আরও লিখিত আছে যে, যম বলিয়া গিয়াছেন, জলপ্রোক্ষণ দ্বারা নির্য্যাস (হিঙ্গু প্রভৃতি), গুড়, লবণ, কুসুম্ভপুষ্প, পশুলোম ও কার্পাস বিশোধিত হয়। ৩৭। মনু কহিয়াছেন যে, যদি ধান্যের ও বস্ত্রের পরিমাণ অধিক হয়, তবে জল প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ করিবে, কিন্তু পরিমাণে অল্প হইলে জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। চর্ম্ম, বিদারিত বংশ ও বেত্রজ দ্রব্যও বস্ত্রশুদ্ধিবৎ শুদ্ধ করিবে। যে প্রকারে ধান্য শোধন করিতে হয়, শাক, ফল ও মূলও সেইরূপে শুদ্ধ করিবে। প্রোক্ষণ দ্বারা তৃণকাষ্ঠ ও পলাল (খড়) শুদ্ধ হয়। গৃহ মার্জ্জন ও উপলেপন দ্বারা শুদ্ধ করিবে এবং মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র পুনর্দ্দহন দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া ও উপলেপন দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লইবে। ৩৮। আরও লিখিত আছে যে, অশুচি দ্রব্য দ্বারা লিপ্ত বস্ত্র হইতে যতক্ষণে সেই দ্রব্যস্থ লেপ ও গন্ধ বিদূরিত না হয়, ততক্ষণ জল ও মৃত্তিকা দিবে; যাবতীয় দ্রব্যশুদ্ধিবিধিতেই এই

অথ ধান্যাদীনাং সংস্কারঃ।

তত্র বৌধায়নঃ।—

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ। তন্মাত্রস্যাপহারাদ্বা নিস্তুষীকরণেন চ ॥ ৪০ ॥

শঙ্খঃ।—শ্রপণং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ। ভাণ্ডানি প্লাবয়েদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ ॥

ব্রাহ্মে।— দ্রবদ্রব্যাণি ভূরীণি পরিপ্লাব্যানি চাম্ভসা ॥ ৪১ ॥

শস্যানি ব্রীহয়শ্চৈব শাকমূলফলানি চ। ত্যক্ত্বা তু দূষিতং ভাগং প্লাব্যান্যথ জলেন তু ॥৪২॥

বৃহস্পতিঃ।—তাপনং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ। তন্মাত্রমুদ্ধৃতং শুধ্যেৎ কঠিনন্তু পয়োদধি॥

অবিলীনং তথা সর্পির্বিলীনং শ্রপণেন তু ॥ ৪৩ ॥

আধারদোষে তু নয়েৎ পাত্রাৎ পাত্রান্তরং দ্রব্যং। ঘৃতঞ্চ পায়সং ক্ষীরং তথৈক্ষবরসো গুড়ঃ।

শূদ্রভাণ্ডস্থিতং তক্রং তথা মধু ন দুষ্যতি ॥ ৪৪ ॥

মারুতযুক্তেন অর্কেণ তদংশুনা। পাঠান্তরং স্পষ্টং ॥ শ্রপণং প্লাবনং। প্লাবনমেব বিবৃণোতি। অদ্ভিস্তত্তদ্ভাণ্ডানি প্লাবয়েৎ অপ্সু নিমজ্জয়েদিত্যর্থঃ। ঘৃতাদীনামপি শ্রপণাসম্ভবে সজাতীয়দ্রব্যপ্লাবনেন শুদ্ধির্বোদ্ধব্যা ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ দূষিতং ভাগং ত্যক্ত্বেতি অত্যন্তোপহতৌ ॥ ৪২ ॥ তন্মাত্রং যাবদুপহতং তাবন্মাত্রমিত্যর্থঃ। এতচ্চানাকরবিষয়ং ॥ ৪৩ ॥

বিধি। বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, বস্ত্র, বিদলিত বংশজ দ্রব্য আর চর্ম্ম ইত্যাদি দ্রব্যের শোধন করিতে হইলে প্রক্ষালন মাত্র করিবে; কিন্তু গুরুতররূপে দূষিত হইলে যে পরিমাণে দূষিত, শুদ্ধ্যর্থ তৎপ্রমিত ছেদন করত ফেলিয়া দিবে। বিষ্ণু কহিয়াছেন, কুক্কুর, অস্থি, চণ্ডাল ও কাক ইহাদের দ্বারা মাটি, পত্র, তৃণ ও কাষ্ঠ স্পৃষ্ট হইলে চন্দ্ররশ্মি, আতপতাপ ও বায়ু দ্বারা শোধন করিতে হয়। ৩৯। বৌধায়ন কহিয়াছেন, আতপতাপ ও বায়ু দ্বারা আসন, শয্যা, বাহন, নৌকা, পথ, তৃণ ও পক্ব-ইষ্টকরচিত গৃহ প্রভৃতি বিশুদ্ধ হয়।

অতঃপর ধান্যাদি শোধন।—এই বিষয়ে বৌধায়ন কহিয়াছেন যে, জলপ্রোক্ষণ করিয়া ধান্য, শাক, মূল ও ফল শুদ্ধ করিবে, অথবা দোষের পরিমাণানুসারে তৎপরিমিত ত্যাগ বা নিস্তুষকরণ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লইবে। ৪০। শঙ্খ কহিয়াছেন, ঘৃত, তৈল ও গোরস প্লাবন দ্বারা শুদ্ধ হয় * ভাণ্ডসমূহ জলপ্লাবন দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং জলদ্বারা ধৌত করিলেই শাক, মূল ও ফলের শোধন হয়। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, অধিক পরিমাণ জলদ্বারা প্লাবন করত দ্রব পদার্থের শোধন করিবে অর্থাৎ পাত্রসহ জলমগ্ন করিলেই শুদ্ধ হয়। ৪১। ধান্য ও অপরাপর শস্য, শাক, মূল, ফল, এই সমস্ত দ্রব্যের দূষিতাংশ ফেলিয়া অবশিষ্টাংশ জলপ্লাবন দ্বারা শুদ্ধ করিবে।৪২। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, অগ্নিতাপ দ্বারা ঘৃত ও তৈল এবং প্লাবনদ্বারা গোরসের শোধন কর্ত্তব্য। যাবৎ-পরিমিত দূষিত হইয়াছে, তৎপরিমাণে উত্তোলন পূর্ব্বক ফেলিয়া দিলে কঠিন দুগ্ধ ও দধির বিশুদ্ধি হয়। দ্রবীভূত ঘৃত না হইলে তাহার শুদ্ধিও ঐরূপে হইয়া থাকে। দ্রব হইলে প্লাবন দ্বারা শোধন করিবে। ৪৩। যদি দ্রবাধার দূষিত হয় তাহা হইলে দ্রব পদার্থ

---

* ঘৃতাদির প্লাবন অসম্ভব; সুতরাং ঘৃতাদিপাত্র জলমগ্ন করিয়া শুদ্ধ করিবে; উহাই উহার প্লাবন।

কিঞ্চ মনুঃ।—

উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন। অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ॥ ইতি॥

অন্যেঽপি শুদ্ধিবিধয়ো দ্রব্যাণাং স্মৃতিশাস্ত্রতঃ। অপেক্ষ্যা বৈষ্ণবৈর্জ্ঞেয়াস্তত্তদ্বিস্তারণৈরলং॥৪৫॥

অথ পূজার্থতুলসীপুষ্পাদ্যাহরণং।

প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞান্তু বৈষ্ণবঃ। সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদি চ যথোদিতং॥

যচ্চ হারীতবচনং।—

স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ দ্বিজাঃ। দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ॥ইতি

তচ্চ মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ং।

যত উক্তং পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে।—

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা দেবার্থে পিতৃকর্ম্মণি। তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

কিন্ত্বত্র বাক্যান্তরং মৃগ্যং॥ ৪৬॥

আকরভাণ্ডে বিশেষং লিখতি আধারেতি। আধার আকরভাণ্ডং তদ্দোষেণ। পায়সং পয়োনির্ব্বৃত্তং দধি শূদ্রভাণ্ডস্থিতমপি পাত্রান্তরং নীতং সৎ ন দুষ্যতীত্যর্থঃ। তথা চ যমঃ।—আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ। ম্লেচ্ছভাণ্ডস্থিতা দুষ্যা নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতা ইতি। অন্যত্র চ আকরাঃ শুচয়ঃ সর্ব্ব ইতি॥ ৪৪॥ শুচিতামিয়াৎ দ্রব্যং চাণ্ডালান্নব্যতিরিক্তং জ্ঞেয়ং সদাচারাৎ। অন্নবিষয়ে চোক্তমাপস্তম্বেন।—কৃত্বা মূত্রং পুরীষঞ্চ দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন। ভূমাবন্নং প্রতিষ্ঠাপ্য কৃত্বা স্নানং যথাবিধি। তৎসংযোগাত্তু পক্বান্নমুপস্পৃশ্য ততঃ শুচিরিতি। বৃহস্পতিনা চ।—শৌচন্তু কুর্য্যাৎ প্রথমং পাদৌ প্রক্ষালয়েত্ততঃ। উপস্পৃশ্য তদভ্যুক্ষ্য গৃহীতং শুচিতামিয়াদিতি। যদ্যপি ভগবদ্দ্রব্যেষু তত্তদুপঘাতো ন ঘটতে, তথাপি ভগবদর্থতত্তদ্দ্রব্যার্পণাপেক্ষয়া কিংবা ভ্রমপ্রমাদাদিনা তত্তদুপঘাতসম্ভাবনয়া তত্তচ্ছুদ্ধির্লিখিতেতি দিক্। বৈষ্ণবৈরপেক্ষ্যাশ্চেৎ, তর্হি স্মৃতিশাস্ত্রেভ্যো জ্ঞেয়াঃ। তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে। নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি ন দুষ্যতি॥ গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ। অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥ ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তত্তস্মাত্তেষাং বিস্তারণৈর্বিস্তরেণ লিখনৈরলম্ অত্র প্রয়োজনং নাস্তি গ্রন্থবিস্তারভয়াদিত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

পুষ্পম্ আদিশব্দেন পত্রাঙ্কুরাদি। যথোদিতং তত্র নিষিদ্ধবর্জ্জনাদ্যনুসারেণ ইত্যর্থঃ॥ ৪৬॥

সেই পাত্র হইতে অন্য পাত্রে স্থাপন করিবে। শূদ্রের পাত্রে যদি ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়, তক্র ও মধু থাকে, তবে তাহা অশুদ্ধ হয় না। ৪৪। মনু আরও কহিয়াছেন যে, যদি দ্রব্যহস্তে কোনরূপে উচ্ছিষ্টস্পৃষ্ট হয়, তবে হস্তস্থিত দ্রব্য না রাখিয়া আচমন করিবে। বৈষ্ণবেরা স্মৃতি হইতে সংগ্রহ করত দ্রব্যশুদ্ধির অন্যান্য বিধান পরিজ্ঞাত হইবেন, এখানে তদুল্লেখ করিয়া গ্রন্থবিস্তৃতির আবশ্যকতা নাই। ৪৫।

অতঃপর পূজার্থ তুলসী, পুষ্প, পত্র ও অঙ্কুর আহরণ।—তৎপরে বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি মহাবিষ্ণুকে

অথ গৃহস্নানবিধিঃ।

স্বগৃহে বাচরন্ স্নানং প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রী করৌ তথা। আচম্যায়ম্য চ প্রাণান্ কৃতন্যাসো হরিং স্মরেৎ॥
ততো গঙ্গাদিকং স্মৃত্বা তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ। পূর্ণে পাত্রে সমস্তানি তীর্থান্যাবাহয়েৎ কৃতী॥

আবাহনমন্ত্রশ্চায়ং।—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ইতি॥
অথবা জাহ্নবীমেব সর্ব্বতীর্থময়ীং বুধঃ। আবাহয়েদ্দ্বাদশভির্নামভির্জলভাজনে॥

দ্বাদশ নামানি।

নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা। বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী।

পদ্মপুরাণে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে।—

নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ। দক্ষা পৃথ্বী চ বিহগা বিশ্বনাথা শিবামৃতা।
বিদ্যাধরী মহাদেবী তথা লোকপ্রসাদনী। ক্ষমাবতী জাহ্নবী চ শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥ইতি॥৪৭॥
অথাচম্য গুরুং স্মৃত্বাঽনুজ্ঞাং প্রার্থ্য চ পূর্ব্ববৎ। কৃষ্ণপাদাব্জতো গঙ্গাং পতন্তীং মূর্দ্ধ্নি চিন্তয়েৎ॥

তথা চোক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।—

স্বস্থিতং পুণ্ডরীকাক্ষং মন্ত্রমূর্ত্তিং প্রভুং স্মরেৎ। অনন্তাদিত্যসঙ্কাশং বাসুদেবং চতুর্ভুজং।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরং পীতাম্বরাবৃতং। শ্যামলং শান্তবদনং প্রসন্নং বরদেক্ষণং।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং চারুহাসমুখাম্বুজং। অনেকরত্নসংছন্নজ্বলন্মকরকুণ্ডলং।
বনমালাপরিবৃতং নারদাদিভিরর্চ্চিতং। কেয়ূরবলয়োপেতং সুবর্ণমুকুটোজ্জ্বলং।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং দেবং সর্ব্বাভরণভূষিতং॥ তৎপাদপঙ্কজাদ্ধারাং নিপতন্তীং স্বমূর্দ্ধনি।

প্রাণান্ আয়ম্য প্রাণায়ামং কৃত্বা ॥ ৪৭ ॥ পূর্ব্ববদিতি দেবদেবজগন্নাথেত্যনুজ্ঞাং প্রার্থে-

---

নমস্কার পূর্ব্বক অনুজ্ঞা লইয়া তুলসী আহরণ ও যথাযোগ্য পুষ্পাদি সংগ্রহ করিবেন। এই বিষয়ে হারীতের বচন আছে যে, অস্নাত অবস্থায় কোন ব্রাহ্মণ পুষ্প আহরণ করিলে দেবতারা তাহা গ্রহণ করেন না। উহা কাষ্ঠবৎ দগ্ধ (নিষ্ফল) হয়। কিন্তু উহা মধ্যাহ্নস্নান বিষয়ে বুঝিতে হইবে। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, দেবকার্য্যার্থ ও পিতৃক্রিয়ার্থ স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করিলে উহা বিফল হয়, কিন্তু পঞ্চগব্য স্পর্শ করাইয়া ঐ তুলসীর শুদ্ধি হইতে পারে। পরন্তু এতদ্বিষয়ে বচনান্তর অনুসন্ধান আবশ্যক। ৪৬।

অতঃপর গৃহস্নানবিধি।—অথবা স্বীয় গৃহে স্নান পূর্ব্বক করচরণ ধৌত করিয়া আচমন, প্রাণায়াম ও ন্যাসানুষ্ঠান করত শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে। তৎপরে কৃতী ব্যক্তি গঙ্গাদি স্মরণ পূর্ব্বক তুলসীসংযুক্ত জলপূর্ণ পাত্রে তীর্থসমূহের আবাহন করিবেন। আবাহনমন্ত্র যথা,—হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! এই জলে অধিষ্ঠিত হউন্। কিংবা সুধী ব্যক্তি গঙ্গাকেই দ্বাদশ নাম দ্বারা জলপাত্রে আবাহন করিবেন।

চিন্তয়েদ্ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তীং স্বকাং তনুং। তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্ব্বমন্তর্দ্দেহগতং মলং॥
তৎক্ষণাদ্বিরজা মন্ত্রী জায়তে স্ফটিকোপমঃ। ইদং স্নানবরং মান্ত্রাৎ সহস্রমধিকং স্মৃতং॥ইতি॥৪৮॥

সকৃন্নারায়ণেত্যাদি বচনং তত্র কীর্ত্তয়েৎ। স্নানকালে তু তন্নাম সংস্মরেচ্চ মহাপ্রভুং॥
তথা চ কূর্ম্মপুরাণে।—

আপো নারায়ণোদ্ভূতাস্তা এবাস্যায়নং যতঃ।
তস্মান্নারায়ণং দেবং স্নানকালে স্মরেদ্বুধঃ॥৪৯॥ ইতি।

স্নায়াদুষ্ণোদকেনাপি শক্তোঽপ্যামলকৈস্তথা। তিলৈস্তৈলৈশ্চ সংবর্জ্য প্রতিষিদ্ধদিনানি তু॥

ত্যর্থঃ॥৪৮॥ সকৃন্নারায়ণেত্যাদ্যুক্ত্বা। আদিশব্দেন ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবমিত্যাদিলক্ষণাদ্বচনাদ্ধেতোঃ তস্য নারায়ণস্য নাম কীর্ত্তয়েৎ॥৪৯॥

ন কেবলং শীতোদকেন, উষ্ণোদকেনাপি। তথাপি ন কেবলমশক্তঃ, শক্তো রোগাদিহীনো-

---

দ্বাদশ নাম যথা—নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালিনী, মহাপগা, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা, গঙ্গা, ত্রিপথগামিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী ও ত্রিদিবেশ্বরী। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যেও লিখিত আছে যে, সুরলোকে তোমার নাম নন্দিনী, নলিনী, দক্ষা, পৃথ্বী, বিহগা, বিশ্বনাথা, শিবা, অমৃতা, বিদ্যাধরী, মহাদেবী, লোকপ্রসাদনী, ক্ষমাবতী, জাহ্নবী, শান্তা ও শান্তিপ্রদায়িনী। ৪৭। তৎপরে আচমনান্তে গুরুস্মরণ ও পূর্ব্বের ন্যায় তদীয় অনুজ্ঞা লইয়া এইরূপ চিন্তা করিবে যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল হইতে গঙ্গা নিজ শিরঃপ্রদেশে নিপতিত হইতেছেন। নারদপঞ্চরাত্রেও কথিত হইয়াছে যে, হৃৎ-প্রদেশাধিষ্ঠিত মন্ত্রমূর্ত্তি কমললোচন, অসংখ্যভাস্করতুল্য প্রভু নারায়ণ আকাশমণ্ডলে বিরাজিত আছেন। তাঁহার চারি হস্ত, সেই হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম; তিনি পীতবাসা, শ্যামলবর্ণ, প্রশান্তমুখ, প্রসন্ন। তদীয় নেত্র দর্শন করিলে বোধ হয় যেন বরদানে সমুদ্যত রহিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গসমূহ দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত, বদনকমলে সুচারুহাস্য বিরাজিত। তদীয় শ্রবণযুগলে নানাবিধ রত্নখচিত মকরকুণ্ডল দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার গলদেশে বনমালা শোভিত, নারদপ্রমুখ ঋষিরা তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন। তিনি কেয়ূর ও বলয়ে সমলঙ্কৃত, স্বর্ণমুকুটে দেদীপ্যমান, ক্রীড়ানিরত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নিখিল ভূষণে বিভূষিত। এই প্রকার চিন্তা করিবে যে, তদীয় চরণকমল হইতে বিগলিত ধারা স্বীয় শিরঃপ্রদেশে নিপতিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা শরীরান্তর্গত মলরাশি বিধৌত করিবে। দীক্ষিত ব্যক্তি এইপ্রকার চিন্তা করিলে অচিরাৎ স্ফটিকবৎ বিশুদ্ধ হইবেন। এইপ্রকার কথিত আছে যে, এই সর্ব্বপ্রধান স্নান মন্ত্রস্নান অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। ৪৮। এই স্নানসময়ে "নারায়ণ" ইত্যাদি অর্থাৎ "ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং" ইত্যাদি বচন একবার কীর্ত্তন করিয়া সেই নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিবে এবং সর্ব্বপ্রধান প্রভুকে স্মরণ করিবে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, নারায়ণ হইতে জল সঞ্জাত হইয়াছে এবং জলই নারায়ণের বসতিস্থল, এইজন্যই সুধী ব্যক্তি স্নানকালে শ্রীনারায়ণকে স্মরণ করিবেন।৪৯। শক্ত অর্থাৎ সুস্থদেহ হইলেও নিষিদ্ধ-

অথোষ্ণোদকস্নানং।

ষট্‌ত্রিংশন্মতে।—

আপঃ স্বভাবতো মেধ্যা বিশেষাদগ্নিযোগতঃ। তেন সন্তঃ প্রশংসন্তি স্নানমুষ্ণেন বারিণা ॥

যমশ্চ।— আপঃ স্বয়ং সদা পূতা বহ্নিতপ্তা বিশেষতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু উষ্ণাম্ভঃ পাবনং স্মৃতং ॥

যচ্চোক্তং শঙ্খেন।—

স্নাতস্য বহ্নিতপ্তেন তথৈবাতপবারিণা। শরীরশুদ্ধির্বিজ্ঞেয়া ন তু স্নানফলং ভবেৎ ॥ ইতি,
তত্তু কাম্যনৈমিত্তিকবিষয়ং ॥ ৫০ ॥

অতএবোক্তং গর্গেণ।—

কুর্য্যান্নৈমিত্তিকং স্নানং শীতাদ্ভিঃ কাম্যমেব চ। নিত্যং যাদৃচ্ছিকঞ্চৈব যথারুচি সমাচরেৎ ॥

অথ তত্র নিষিদ্ধদিনানি।

তত্র যমঃ।— পুত্রজন্মনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অস্পৃশ্যস্পর্শনে চৈব ন স্নায়াদুষ্ণবারিণা ॥

বৃদ্ধমনুঃ।—

পৌর্ণমাস্যাং তথা দর্শে যঃ স্নায়াদুষ্ণবারিণা। স গোহত্যাকৃতং পাপং প্রাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ ॥

অথামলকস্নানং।

তত্র মার্কণ্ডেয়ঃ।—

তুষ্যত্যামলকৈর্বিষ্ণুরেকাদশ্যাং বিশেষতঃ। শ্রীকামঃ সর্ব্বদা স্নানং কুর্ব্বীতামলকৈর্নরঃ ॥
সপ্তম্যাং ন স্পৃশেত্তৈলং নীলীবস্ত্রং ন ধারয়েৎ। ন চাপ্যামলকৈঃ স্নায়ান্ন কুর্য্যাৎ কলহং নরঃ ॥

হ্ণীত্যর্থঃ। রোগিণস্তু সদৈবোষ্ণোদকেন স্নানমুক্তং যমেন।—আদিত্যকিরণৈস্তপ্তং পুনঃ পূতঞ্চ বহ্নিনা। অস্নাতমাতুরস্নানে প্রশস্তন্তু শৃতোদকমিতি। প্রতিসিদ্ধদিনান্যগ্রে লেখ্যানি ॥ ৫০ ॥ নিত্যস্নানঞ্চ যাদৃচ্ছিকং অনিয়তং। অতো নিজরুচ্যনুসারেণ শীতাভিরুষ্ণাভির্বাদ্ভিস্তৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যাদৃচ্ছিকং সুখার্থস্নানমিতি বা।

দিবস ব্যতীত অন্যান্য দিনে আমলকী, বা তিল অথবা তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক উষ্ণোদকেও স্নান করিতে পারে।

অতঃপর উষ্ণোদকে স্নান।—ষট্‌ত্রিংশন্মতে আছে যে, স্বতঃই জল শুচি, অগ্নিসংযোগ হইলে বিশেষ প্রকারে শুদ্ধ হয়। সেইজন্য সাধুরা উষ্ণোদকে স্নানের গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। যম কহিয়াছেন যে, জল স্বতঃই নিরন্তর শুচি, বহ্নিতপ্ত হইলে অধিকতর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং সকল সময়েই উষ্ণোদক বিশুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। "যে ব্যক্তি বহ্নিতপ্ত কিংবা আতপতপ্ত জলে স্নান করেন, পরিজ্ঞাত হইবে যে তদীয় দেহমাত্র কেবল শুচি হয়, স্নানের ফল জন্মে না।" শঙ্খ এই যে কহিয়া গিয়াছেন, তাহা কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মবিষয়ক বুঝিতে হইবে।৫০। এই হেতু গর্গ কহিয়াছেন যে, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান শীতল জল দ্বারা করিতে

ভৃগুঃ।— অমাং ষষ্ঠীং সপ্তমীঞ্চ নবমীঞ্চ ত্রয়োদশীং।
সংক্রান্তৌ রবিবারে চ স্নানমামলকৈস্ত্যজেৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—ধাত্রীফলৈরমাবাস্যাসপ্তমীনবমীষু চ। যঃ স্নায়াত্তস্য হীয়ন্তে তেজশ্চায়ুর্ধনং সুতাঃ॥

অথ তিলস্নানং।

তত্র বৃহস্পতিঃ।—সর্ব্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুনর্ব্যাসোঽব্রবীন্মুনিঃ॥

ষট্‌ত্রিংশন্মতে।— তথা সপ্তম্যমাবস্যা-সংক্রান্তি-গ্রহণেষু চ।
ধনপুত্রকলত্রার্থী তিলস্পৃষ্টং ন সংস্পৃশেৎ॥

অথ তৈলস্নানং।

তত্রৈব।— ষষ্ঠ্যাং তৈলমনায়ুষ্যং চতুর্দ্দশ্যপি চ পর্ব্বসু॥ ৫১॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।—

দশম্যাং তৈলমস্পৃষ্ট্বা যঃ স্নায়াদবিচক্ষণঃ। চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুঃপ্রজ্ঞা যশো ধনং॥৫২॥
মোহাৎ প্রতিপদং ষষ্ঠীং কুহূং রিক্তাতিথিং তথা। তৈলেনাভ্যঞ্জয়েদ্‌যস্তু চতুর্ভিঃ পরিহীয়তে॥
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সপ্তম্যাং রবিসংক্রমে। দ্বাদশ্যাং সপ্তমীং ষষ্ঠীং তৈলস্পর্শং বিবর্জয়েৎ॥ ৫৩॥

দশম্যামস্পৃষ্ট্বেতি তস্যাং তৈলস্নানস্যাবশ্যকতোক্তা॥ ৫১—৫২॥ চতুর্ভিঃ পূর্ব্বোক্তৈরায়ু-

---

হয়; নিত্যস্নানের কোন বিশেষ নিয়ম নাই, ইচ্ছানুসারে কি শীতল, কি উষ্ণ, সকল প্রকার জলেই সমাধা করিতে পারে।

উষ্ণোদকে স্নানবিষয়ে নিষিদ্ধ দিবস।—এই বিষয়ে যম কহিয়াছেন, পুত্রের জন্মদিনে, সংক্রান্তিতে, চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগে ও অস্পৃশ্যস্পর্শন হইলে উষ্ণোদকে স্নান অকর্ত্তব্য। বৃদ্ধমনু কহিয়াছেন, যিনি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উষ্ণোদকে স্নান করেন, তিনি ইহলোকে গোহত্যা-পাতকে পরিলিপ্ত হন সন্দেহ নাই।

অতঃপর আমলকস্নান।—এই বিষয়ে মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন যে, আমলকী দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদিত হয়, বিশেষতঃ সেই ভগবান্ একাদশীতে তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন্। প্রত্যহ আমলক দ্বারা স্নান করা লক্ষ্মীকামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সপ্তমী তিথিতে মানব তৈল স্পর্শ করিবে না। নীলবর্ণের বস্ত্রও ধারণ করিবে না এবং আমলকস্নান ও কলহ করিবে না। ভৃগু বলিয়া-ছেন যে, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবমী, ত্রয়োদশী, সংক্রান্তি ও রবিবার এই সমস্ত দিনে আমলকস্নান নিষিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, অমাবস্যা, সপ্তমী ও নবমী তিথিতে আমলকস্নান করিলে সেই ব্যক্তির তেজঃ, আয়ুঃ, ধন ও পুত্র বিনাশ পায়।

অতঃপর তিলস্নান।—এই বিষয়ে বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, ব্যাস ঋষি পুনরায় সর্ব্বসময়েই তিলস্নানের বিধি নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। ষট্‌ত্রিংশন্মতে লিখিত আছে যে, ধন, সুত ও কলত্রকামী ব্যক্তি সপ্তমী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও গ্রহণকাল এই সমস্ত দিনে তিলস্পর্শকারী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না।

অতঃপর তৈলস্নানবিধি।—ষট্‌ত্রিংশন্মতে লিখিত আছে যে, ষষ্ঠী তিথিতে এবং পর্ব্বদিবস-

অন্যচ্চ।—

সপ্তম্যাং ন স্পৃশেত্তৈলং নবম্যাং প্রতিপদ্যপি। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যাং বিশেষতঃ॥ ৫৪॥

কিঞ্চ।— স্নানে বা যদি বাস্নানে পক্বতৈলং ন দুষ্যতি॥ ৫৫॥

কিঞ্চাত্রিস্মৃতৌ।—তৈলাভ্যক্তো ঘৃতাভ্যক্তো বিণ্মূত্রে কুরুতে দ্বিজঃ।

অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ৫৬॥

অথাঙ্গমলমুত্তার্য্য স্নাত্বা বিধিবদাচরেৎ। নাসালগ্নেন চুলুকোদকেনৈবাঘমর্ষণং॥

ততো গুর্ব্বাদিপাদোদৈঃ প্রাগ্বৎ কৃত্বাভিষেচনং।

কার্য্যোঽভিষেকঃ শঙ্খেন তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ॥

অথ তুলসীজলাভিষেকমাহাত্ম্যং।

গারুড়ে।— মার্জয়ত্যভিষেকে তু তুলস্যা বৈষ্ণবো নরঃ।

সর্ব্বতীর্থময়ং দেহং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ জায়তে।

ন্নাদিভিঃ॥ ৫৩॥ বিশেষত ইত্যনেন সপ্তম্যাদৌ তৈলত্যাগাবশ্যকতাভিপ্রেতা॥ ৫৪॥ পক্বতৈলঞ্চ কদাচিদপি ন দোষাবহমিতি পূর্ব্বোক্তেঽপবাদং লিখতি স্নানে বেতি॥ ৫৫॥ কৃততৈলাভ্যঙ্গস্ত

চতুষ্টয়ে তৈল ব্যবহার করিলে পরমায়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৫১। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে, যে অদূরদর্শী ব্যক্তি দশমী তিথিতে তৈলস্পর্শ না করিয়া স্নান করে, তদীয় পরমায়ুঃ, বুদ্ধি, কীর্ত্তি ও ধন সমস্তই বিনষ্ট হয়। ৫২। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, অমাবস্যা ও রিক্তা দিবসে * তৈলাভ্যঙ্গ করে, তাহার উপরি কথিত পরমায়ু প্রভৃতি চারিটি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পঞ্চদশী, চতুর্দ্দশী, সপ্তমী, সূর্য্যসংক্রমণ, দ্বাদশী, সপ্তমী ও ষষ্ঠী এই সমস্ত দিনে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। ৫৩। আরও লিখিত আছে যে, সপ্তমী, নবমী, প্রতিপদ্, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী এই কয় তিথিতে, অধিকন্তু অমাবস্যা দিনে তৈলস্পর্শ নিষিদ্ধ। ৫৪। আরও লিখিত আছে যে, স্নানার্থই হউক অথবা স্নান না করাতেই হউক, পক্ব তৈল ব্যবহারে দোষ স্পর্শে না অর্থাৎ কি স্নানের সময়ে, কি অন্য সময়ে পক্ব তৈল ব্যবহার করিতে পারে। ৫৫। অত্রিস্মৃতিতে কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণ হইয়া তৈলাভ্যঙ্গ করত মূত্রপুরীষ বিসর্জ্জন করিলে এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য সেবন করিবেন, এই প্রকার করিলেই তাঁহার শুদ্ধিবিধান হয়। ৫৬। তৎপরে গাত্র-সম্মার্জ্জনান্তে যথাবিধি স্নান পূর্ব্বক নাসিকা-স্পৃষ্ট বারিগণ্ডূষ দ্বারা অঘমর্ষণ সম্পাদন করিবে। তদনন্তর গুর্ব্বাদির চরণোদক দ্বারা পূর্ব্ববৎ স্নান করিয়া তুলসী-সংযুক্ত শঙ্খজল দ্বারা স্নান করিতে হয়।

অতঃপর তুলসী-জল দ্বারা স্নানমাহাত্ম্য।—গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে যে, হে বিপ্র! বৈষ্ণব জন স্নানসময়ে শরীরে তুলসী মার্জ্জন করিলে আশু তদীয় শরীর নিখিল তীর্থময় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণবধ করিলেও তুলসীদল-সংযুক্ত জলে স্নান দ্বারা, বিশেষতঃ একাদশী তিথিতে স্নান দ্বারা তৎসমস্ত পাতকের বিমোচন হয়। প্রত্যহ তুলসীমূলস্থ মৃত্তিকা দেহে

---

* রিক্তা—চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী।

তুলসীদলজস্নানে একাদশ্যাং বিশেষতঃ । মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥
তন্মূলমৃত্তিকাভ্যঙ্গং কৃত্বা স্নাতি দিনে দিনে । দশাশ্বমেধাবভৃথং লভতে স্নানজং ফলং ॥
তুলসীদলসংমিশ্রং তোয়ং গঙ্গাসমং বিদুঃ । যো বহেচ্ছিরসা নিত্যং ধৃতা ভবতি জাহ্নবী ॥
পাদোদকং তাম্রপাত্রে কৃত্বা সতুলসীদলং । শঙ্খে কৃত্বাভিষিঞ্চেত মূলেনৈব স্বমূর্দ্ধনি ॥

তন্মাহাত্ম্যং চোক্তং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ।—

দ্বারকাচক্রসংযুক্তশালগ্রামশিলাজলং । শঙ্খে কৃত্বা তু নিক্ষিপ্তং স্নানার্থং তাম্রভাজনে ।
তুলসীদলসংযুক্তং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনং ॥ ইতি ॥ ৫৭ ॥

স্নানশাটীতরেণৈব বাসসাম্ভাংসি গাত্রতঃ ।
সংমার্জ্য বাসসী দধ্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে ॥ ৫৮ ॥

অথ বস্ত্রধারণবিধিঃ ।

তত্রাত্রিঃ ।—

অধৌতং কারুধৌতং বাপরেদ্যুর্ধৌতমেব বা । কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ ॥
ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন ॥ ৫৯ ॥

বিণ্মূত্রোৎসর্গং ন কুর্য্যাদিতি প্রসঙ্গাল্লিখতি তৈলেতি । অহোরাত্রম্ উষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যপানেন শুদ্ধো ভবেৎ । পাঠান্তরে তু অন্ত্যজস্পর্শং তদানীং যত্নেন বর্জ্জয়েদিতি ভাবঃ ॥ ৫৬-৫৭ ॥

স্নানশাট্যাঃ ইতরেণ অন্যেন ॥ ৫৮ ॥

লেপন করিলে দশসংখ্য অশ্বমেধের অবভৃথ স্নানফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । বুধগণ তুলসীসংযুক্ত জলকে জাহ্নবীসলিল সমান বিবেচনা করেন । যে ব্যক্তি প্রত্যহ শিরোদেশে তুলসীসংযুক্ত জল বহন করেন, গঙ্গাধারণ করিলে যে ফল হয়, তিনি সেই ফল প্রাপ্ত হন । তুলসীসংযুক্ত জল শিরোদেশে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তি নিখিল তীর্থস্নানের ফল লাভ করেন সন্দেহ নাই । তাম্রপাত্রস্থ তুলসীদলসংযুক্ত বিষ্ণুপাদোদক শঙ্খে লইয়া মূলমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে নিজশিরোদেশে অভিষেক করিবে । পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যে দ্বারকাচক্রাঙ্কিত শালগ্রামশিলোদ্ভব জল স্নানার্থ শঙ্খে লইয়া তাম্রভাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে আর যাহা তুলসীদলসংযুক্ত, তদ্দ্বারা ব্রহ্মবধজনিত পাতক দূরীভূত হয় । ৫৭ । যে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্নান করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অপর বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ হইতে জলমার্জ্জন করত পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিতে হয় । ৫৮ ।

অনন্তর বস্ত্রধারণবিধি ।—এই বিষয়ে অত্রি ঋষি কহিয়াছেন যে, যে বস্ত্র ধৌত করা হয় নাই, যাহা রজকধৌত অথবা দিবসান্তরে যাহা ধৌত হইয়াছে, সেই সকল বস্ত্র এবং কাষায় বসন, মলিন বসন ও কৌপীন এই সকল পরিধান করিতে নাই । আর্দ্রবস্ত্র পরিধানও নিষিদ্ধ ।৫৯। মলিনবস্ত্রপরিধায়ীকে উলঙ্গ বলা যায় ; সাধারণ পরিমাণে যে ব্যক্তির বস্ত্র অর্দ্ধপ্রমাণ, তাহাকেও উলঙ্গ কহে ; যে ব্যক্তি সাধারণ পরিমাণের দ্বিগুণ বস্ত্র ধারণ করেন, তিনিও উলঙ্গ ; যে ব্যক্তি রক্তবর্ণ বস্ত্র ধারণ করেন, তাঁহাকেও উলঙ্গ বলা যায় ; যিনি সেলাই করা বস্ত্র, তৈলাক্ত বস্ত্র ও দুইটী কচ্ছ (কাছা) ধারণ করেন, আর যাঁহার পরিধানে বস্ত্র নাই, তাঁহাকেও উলঙ্গ কহে । বেদ-

নগ্নো মলিনবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নশ্চার্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ। নগ্নো দ্বিগুণবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নো রক্তপটস্তথা।
নগ্নশ্চ স্যূতবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নঃ স্নিগ্ধপটস্তথা। দ্বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ॥
শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি। মোহাৎ কুর্ব্বন্নধো গচ্ছেত্তত্তবেদাসুরং স্মৃতং॥
জপহোমোপবাসেষু ধৌতবস্ত্রধরো ভবেৎ। অলঙ্কৃতঃ শুচির্ম্মৌনী শ্রাদ্ধাদৌ চ জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

গোভিলঃ।— একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনং॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনপঞ্চরাত্রে।—শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬০॥

অঙ্গিরাঃ।— শৌচং সহস্ররোমাণাং বায়্বগ্ন্যর্কেন্দুরশ্মিভিঃ।
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকং নৈব দুষ্যতি॥

অন্যত্র চ।—

ছিন্নং বা সন্ধিতং দগ্ধমাবিকং ন প্রদুষ্যতি। আবিকেন তু বস্ত্রেণ মানবঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
গয়াশ্রাদ্ধসমং প্রোক্তং পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ং॥ ন কুর্য্যাৎ সন্ধিতং বস্ত্রং দেবকর্ম্মণি ভূমিপ।
ন দগ্ধং ন চ বৈ ছিন্নং পারক্যং ন তু ধারয়েৎ। কাকবিষ্ঠাসমং হ্যুক্তমবিধৌতঞ্চ যদ্ভবেৎ।
রজকাদাহৃতং যচ্চ ন তদ্বস্ত্রং ভবেচ্ছুচি। কীটস্পৃষ্টন্তু যদ্বস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতং।
মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জয়েৎ॥ আবিকন্তু সদা বস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশস্যতে। ধৌতাধৌতং তথা দগ্ধং সন্ধিতং রজকাহৃতং।

নগ্নো দিগম্বরো জৈনভেদো বা॥ ৬০॥ সহস্রাণি অসংখ্যেয়ানি রোমাণি যেষু তেষাম্ উণাদি-

---

বিহিত কর্ম্ম ও স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম মানসে চিন্তা করাও উলঙ্গ ব্যক্তির অকর্ত্তব্য। প্রমাদবশে চিন্তা করিলে সে ব্যক্তি অধোগামী হয় এবং সে ব্যক্তি যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, তাহা অসুরার্থ কল্পিত হইয়া থাকে। জপ, হোম, উপবাস ও শ্রাদ্ধ এই সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানে ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হয় এবং ধৌত বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য। গোভিল কহিয়া গিয়াছেন যে, একবস্ত্র ধারণ করত আহার করা নিষিদ্ধ এবং একবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দেবপূজাও করিতে নাই। ত্রৈলোক্যসম্মোহন-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, নিরন্তর শুভ্রবসন পরিগ্রহ করিবে, রক্তবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিবে না। ৬০। অঙ্গিরাঃ কহিয়াছেন যে, বায়ু, বহ্নি, আতপতাপ ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা রোম-সহস্রনির্ম্মিত বস্ত্রের শোধন সম্পাদিত হয়। মেষরোম দ্বারা প্রস্তুতীকৃত কম্বলাদি বসন যদি রেতঃ-স্পৃষ্ট হয় অথবা শবস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা অশুচি হয় না। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, মেষ-রোম-নির্ম্মিত বস্ত্র যদি ছিন্ন অথবা সন্ধিত (সেলাই করা) হয়, বা দগ্ধ হয়, তথাপি তাহা অশুচি হয় না। মেষরোম-নির্ম্মিত বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করা মানবের কর্ত্তব্য; ঐরূপ করিলে সেই শ্রাদ্ধ গয়াশ্রাদ্ধের তুল্য হয় এবং ঐ প্রকারে পিতৃদিগের উদ্দেশে দত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। হে নৃপতে! সন্ধিত বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দৈবকর্ম্ম করিতে নাই। এতদ্ব্যতীত দগ্ধ, ছিন্ন অথবা পরের ধৃত বস্ত্রও ধারণ করিবে না। যাহা জলধৌত নহে, তাদৃশ বস্ত্র বায়সের বিষ্ঠার সদৃশ এবং রজকের গৃহ হইতে আনীত বস্ত্রও অপবিত্র। কীটস্পৃষ্ট বস্ত্র, যে বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক মূত্র-পুরীষ

শুক্রমূত্ররক্তলিপ্তং তথাপি পরমং শুচি। অগ্নিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তথা কুশাঃ।
চতুর্ণাং ন কৃতো দোষো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ৬১ ॥

কিঞ্চান্যত্র।— ধারয়েদ্বাসসী শুদ্ধে পরিধানোত্তরীয়কে।
অচ্ছিন্নসুদশে শুক্লে আচামেৎ পীঠসংস্থিতঃ ॥

অথ পীঠং

বহ্বৃচপরিশিষ্টে।—
যতীনামাসনং শুক্লং কূর্ম্মাকারন্তু কারয়েৎ। অন্যেষান্তু চতুষ্পাদং চতুরশ্রন্তু কারয়েৎ ॥
গো-শকৃন্মৃন্ময়ং ভিন্নং তথা পালাশপৈপ্পলং। লোহবদ্ধং সদৈবার্কং বর্জ্জয়েদাসনং বুধঃ ॥

অথাসনবিধিঃ।

তত্রৈব।— দানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনং।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ঞ্চৈব তর্পণং ॥
আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্ব্বাথ জঙ্ঘয়োঃ।
কৃতাবসকৃথিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥ ৬৩ ॥ ইতি ॥

ততো ভূমিগতাঙ্ঘ্রিঃ সন্ নিবিশ্যাচম্য দর্ভভৃৎ। উর্দ্ধপুণ্ড্রাদিকং কুর্য্যাৎ শ্রীগোপীচন্দনাদিনা ॥৬৪॥

নির্ম্মিতানাং কম্বলাদীনামিত্যর্থঃ। আবিকং মেষরোমনির্ম্মিতং কম্বলাদি ॥ ৬১ ॥ অচ্ছিন্নাঃ সুশোভনাশ্চ দশা যয়োস্তে ॥ ৬২ ॥

বস্ত্রপরিধানানন্তরং পীঠে সংস্থিতঃ সন্নাচামেদিত্যুক্তং। তৎপীঠমেব লিখতি যতীনামিত্যাদিনা ॥ ৬৩ ॥ দর্ভভৃৎ কুশপাণিঃ সন্ ॥ যদ্যপ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণানন্তরমেবাচমনং যুক্তং তথাপ্যত্র

বিসর্জ্জন করা হইয়াছে, এবং যে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নারীসহবাস করা হয়, তাহা পরিত্যাজ্য। কিন্তু হে নৃপতে! মেষরোম-নির্ম্মিত বস্ত্র সর্ব্বদাই শুদ্ধ; কি পিতৃকর্ম্ম, কি দৈবকর্ম্ম, কি মানুষ-কর্ম্ম, সকল কার্য্যেই উহা প্রশস্ত। ধৌত, অধৌত, দগ্ধ, সন্ধিত, রজকগৃহ হইতে আনীত, শুক্র-লিপ্ত, মূত্রলিপ্ত, মলস্পৃষ্ট, যেরূপই হউক্ না কেন, মেষরোমনির্ম্মিত বস্ত্র সর্ব্বথা বিশুদ্ধ। পর-মেষ্ঠী পিতামহ বহ্নি, মেষ-রোমজ বসন, দ্বিজাতি ও কুশ এই চারিটীকে অশুচি করেন নাই। ৬১। অন্যত্র আরও লিখিত আছে যে, যাহা অচ্ছিন্ন ও যাহার দশা অতি সুন্দর, ঈদৃশ পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিতে হয়। অনন্তর বস্ত্র পরিধানান্তে পীঠে সমাসীন হইয়া আচমন করিবে। ৬২।

অতঃপর পীঠ।—বহ্বৃচপরিশিষ্টে লিখিত আছে যে, যতিগণ শুভ্রবর্ণ ও কূর্ম্মাকৃতি আসন রচনা করিবে, অন্যান্য আশ্রমীদিগের পক্ষে চতুষ্পাদযুক্ত চতুষ্কোণ আসন করা কর্ত্তব্য। গোময়-নির্ম্মিত, মৃন্ময়, বিদীর্ণ, পলাশকাষ্ঠরচিত, অশ্বত্থতরুজাত, লৌহবদ্ধ ও আকন্দকাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুতীকৃত আসন জ্ঞানী জন কর্ত্তৃক নিরন্তর পরিত্যাজ্য।

অতঃপর আসনবিধি।—উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, দান, আচমন, হোম, আহার, দেবপূজা, বেদপাঠ ও তর্পণ এই সমস্ত কার্য্য প্রৌঢ়পাদ হইয়া করিতে নাই। আসনে চরণ

তত্রাদাবস্থলেপেন ভগবচ্চরণাব্জয়োঃ। নির্ম্মাল্যেন প্রসাদেন সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ ॥

তদুক্তং ব্রাহ্মে শ্রীভগবতা।—

শালগ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়েৎ সদা। সর্ব্বাঙ্গেষু মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসন ইতি ॥ ৬৫ ॥

ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ। দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥ ৬৬ ॥

অথ দ্বাদশতিলকবিধিঃ।

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে।—ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।

বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥ ৬৭ ॥

পূজার্থতিলকবিশেষাদিনিমিত্তমাদাবাচমনং সৎসম্প্রদায়ানুসারেণ লিখিতং। তিলকানন্তরমাচমনঞ্চ পূর্ব্বং বহিঃস্নানে লিখিতমেবাস্তি ॥৬৪॥ প্রসাদরূপেণ নির্ম্মাল্যেন ॥ ৬৫ ॥ কেশবাদিভির্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসোক্তৈর্দ্বাদশভির্নামভিঃ ক্রমেণ ললাটাদিদ্বাদশাঙ্গেষু উর্দ্ধপুণ্ড্রাণি দ্বাদশ কুর্য্যাৎ। বৈষ্ণব ইতি বিশেষতো বৈষ্ণবস্য বিধেয়ত্বং সূচয়তি। বিধির্যথা স্যাদিত্যত্রায়ং বিধিঃ। মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসানুসারেণ প্রণবপূর্ব্বকং সবিন্দুকারাদিদ্বাদশবর্ণৈর্দ্বাদশাদিত্যৈশ্চ সহিতান্ কেশবাদীন্ দ্বাদশ ন্যসেৎ। তত্র কেচিৎ কেশবাদিন্যাসোক্তং কীর্ত্ত্যাদিদ্বাদশক্তিভিরপি সহ ন্যস্যন্তি। দ্বাদশাদিত্যাশ্চোক্তাঃ।—ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশুর্ভগস্তথা। বিবস্বানিন্দ্রঃ পূষা চ পর্জ্জন্যস্ত্বষ্টৃ বিষ্ণব ইতি। ততশ্চায়ং প্রয়োগঃ। ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ললাটে ইত্যাদি। কিঞ্চ। ললাটোর্দ্ধপুণ্ড্রমালাদিকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। অন্যাঙ্গোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাঞ্চ কেচিদ্দীপশিখাকারতয়া কেচিচ্চ বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রমষ্টাঙ্গুলপ্রমাণমন্যত্র চতুরঙ্গুলপ্রমাণমিত্যেবং তত্রাপি কেচিন্মধ্যে ছিদ্রতয়েচ্ছন্তীতি। বিবিধো বিধিস্তত্র চ নিজসম্প্রদায়ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্যঃ। ইত্যাদ্যভিপ্রায়েণৈবাগ্রে লেখ্যং সম্প্রদায়ানুসারত ইতি ॥ ৬৬ ॥

স্থাপন পূর্ব্বক জানু অথবা জঙ্ঘায় বস্ত্রবন্ধনপূর্ব্বক বসিলে তাহার নাম প্রৌঢ়পাদ। ৬৩। তৎপরে ভূতলে পদ স্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া কুশ ধারণ করত আচমনান্তে গোপীচন্দনাদি দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিবে। ৬৪। * ঐ বিষয়ে প্রথমে ভগবচ্চরণকমল-বিলিপ্ত নির্ম্মাল্য প্রসাদ চন্দন দ্বারা সর্ব্ব অঙ্গে লেপ প্রদান করিতে হয়। ব্রহ্মপুরাণে ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, হে ব্রহ্মন্! মহাশুদ্ধি-প্রাপ্ত্যর্থ শালগ্রামশিলালগ্ন চন্দন সদা সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবে। ৬৫। তৎপরে বৈষ্ণব ব্যক্তি কেশবাদি দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করত যথাবিধানে অঙ্গের দ্বাদশ স্থানে উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিবেন।৬৬। †

অতঃপর দ্বাদশতিলকবিধি।—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে যে, কেশবকে ললাটে,

---

* উর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণান্তে আচমনই কর্ত্তব্য বটে, তথাপি পূজার্থ তিলকবিশেষাদির নিমিত্ত অগ্রে আচমন করিতে হইবে, ইহাই সৎসম্প্রদায়ানুসারে লিখিত হইল।

† মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাসের প্রণালী ওঙ্কারপূর্ব্বক অনুস্বারযুক্ত অকারাদি দ্বাদশ বর্ণ ও দ্বাদশ সূর্য্যের সহিত কেশবাদি দ্বাদশকে দ্বাদশাঙ্গে ন্যাস করিতে হয়। কোন কোন বিচক্ষণের মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, কেশবাদি দ্বাদশের সহিত কীর্ত্ত্যাদি দ্বাদশশক্তিরও ন্যাস করা কর্ত্তব্য। দ্বাদশসূর্য্য যথা—(১) ধাতা, (২) অর্য্যমা, (৩) মিত্র, (৪) বরুণ, (৫) অংশু, (৬) ভগ, (৭) বিবস্বান্, (৮) ইন্দ্র, (৯) পূষা, (১০) পর্জ্জন্য, (১১) ত্বষ্টা, (১২) বিষ্ণু। ন্যাসের প্রণালী যথা— ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ললাটে ইত্যাদি।

বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে। পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥৬৮॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি ॥

কিঞ্চ।— ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতং।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে ॥ ইতি ॥ ৬৯ ॥

এবং ন্যাসং সমাচর্য্য সম্প্রদায়ানুসারতঃ। ন্যসেৎ কিরীটমন্ত্রঞ্চ মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥

অথ কিরীটমন্ত্রঃ।

ওঁ শ্রী-কিরীট-কেয়ূর-হার-মকরকুণ্ডলচক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম-হস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃ-স্থল! শ্রীভূমিসহিতস্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ ॥ ইতি ৭০ ॥

অথোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রনিত্যতা।

পাদ্মে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থংবা রক্ষার্থে চতুরানন। মৎপূজাহোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহং ॥ ৭১ ॥

তত্তন্নামানি অঙ্গানি চ বিভজ্য দর্শয়তি ললাটে ইতি ত্রিভিঃ। ধ্যায়েৎ ন্যসেৎ ॥৬৭॥ ত্রিবিক্রমং দক্ষিণে কন্ধরে। হৃষীকেশং বামে কন্ধরে ॥ ৬৮ ॥ এবং কেশবাদ্যানাং দামোদরান্তানাং দ্বাদশানাং ন্যাসমুক্ত্বা মস্তকে শ্রীবাসুদেবস্য ন্যাসমাহ তদিতি। বাসুদেবেতি বাসুদেবায় নমঃ ইতি এতচ্চ সমস্তস্বরৈঃ সহ ন্যসেদিতি জ্ঞেয়ং। কেচিচ্চ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্যন্তি। অত্রাপি সৎসম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্ ॥ ৬৯ ॥ সম্প্রদায়ানুসারত ইতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং ॥

উদরে নারায়ণকে, মাধবকে বক্ষে, গোবিন্দকে কণ্ঠকূপে, বিষ্ণুকে দক্ষিণ কুক্ষিতে, মধুসূদনকে দক্ষিণ বাহুতে, ত্রিবিক্রমকে দক্ষিণ কন্ধরে, বামনকে বামপার্শ্বে, শ্রীধরকে বামবাহুতে, কেশবকে বামকন্ধরে, পদ্মনাভকে পৃষ্ঠে এবং দামোদরকে কটিতে ধ্যান করত ন্যাস করিতে হয়। ৬৮। তৎপ্রক্ষালন জল "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বর সহ শিরোদেশে ন্যাস করিবে অর্থাৎ হস্তদ্বয়সংমৃষ্ট তিলক-প্রক্ষালন-জল উক্ত মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে অকারাদি দ্বাদশস্বর সহ মস্তকে দিবে। আরও লিখিত আছে যে, প্রথমে ললাটদেশে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক রচনার বিধান সর্ব্বজনের পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট; ললাটাদিক্রমেই ধারণের বিধি নিরূপিত হইয়াছে। ৬৯। এইরূপে সম্প্রদায়ানুসারে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা পূর্ব্বক যাবতীয় অর্থসিদ্ধ্যর্থ শিরোদেশে কিরীট মন্ত্র ন্যাস করিবে।

অতঃপর কিরীটমন্ত্র।—যিনি দিব্য কিরীট, কেয়ূর, হার, মকর, কুণ্ডল, চক্র, শঙ্খ, গদা, পদ্ম ধারণ করিতেছেন, যিনি পীতবাসা, যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসে অঙ্কিত, যিনি শ্রীভূমি সহিত নিজ মনোহর জ্যোতির প্রকাশক এবং যিনি সহস্রাদিত্য তুল্য তেজস্বী, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ৭০।

অতঃপর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণের নিত্যতা।—পদ্মপুরাণে শ্রীভগবদুক্তিতে বর্ণিত আছে যে, হে

তত্রৈব শ্রীনারদোক্তৌ।—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং। ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে।—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রৈর্ব্বিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ। ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রৈর্ব্বিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ। তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি॥৭২॥

অন্যচ্চ।—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্রং যঃ কুরুতে স নরাধমঃ। ভঙ্‌ক্ত্বা বিষ্ণুগৃহং পুণ্ড্রং স যাতি নরকং ধ্রুবং॥

অতএব পাদ্মে শ্রীনারদোক্তৌ।—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং। দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ॥ ৭৩॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে।—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ধরেদ্বিপ্রো মৃদা শুভ্রেণ বৈদিকঃ। ন তির্য্যক্ ধারয়েদ্বিদ্বানাপদ্যপি কদাচন॥৭৪॥

স্কান্দে।— তির্য্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেঽপি চ।
নৈবান্যন্নাম চ ব্রূয়াৎপুমান্নারায়ণাদৃতে॥

ধারয়েদ্বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং ধূপশেষং বিলেপনং। বৈষ্ণবং কারয়েৎ পুণ্ড্রং গোপীচন্দনসম্ভবং॥

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে।—

যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরস্য হি। তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ॥৭৫॥

নিত্যং ধারয়েদিতি নিত্যতা সিদ্ধা॥৭০-৭১॥ অধুনা অকরণে প্রত্যবায়পুঞ্জং দর্শয়তি যজ্ঞ ইত্যাদিনা। চরেৎ আচরেৎ॥ ৭২॥ বিষ্ণুগ্রহং হরিমন্দিরং॥৭৩॥ ধরেৎ ধারয়েৎ॥৭৪॥ বৈষ্ণবং

ব্রহ্মন্! মদ্ভক্ত জন স্থিরচিত্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে মদীয় অর্চ্চনা এবং হোমকালে মৎপ্রিয়ার্থ কিংবা নিজ কল্যাণার্থ ও রক্ষার্থ ভয়নাশন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রত্যহ ধারণ করিবেন। ৭১। ঐ পুরাণেই নারোদোক্তিতে বর্ণিত আছে যে, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপঃ, হোম, বেদাধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই বিফল হইয়া থাকে। ঐ পুরাণেরই উত্তরভাগে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার তৎসমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয় সংশয় নাই। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে তৎসমস্ত রাক্ষসের জন্য হয় এবং সেই ব্যক্তি নিরয়গামী হইয়া থাকে। ৭২। আরও লিখিত আছে যে, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র রচনা করিলে সেই ব্যক্তি নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। পুণ্ড্রস্বরূপ হরিমন্দির ভগ্ন করিলে তাহাকে নরকে গমন করিতে হয় সন্দেহ নাই। পদ্মপুরাণে নারদবচনে প্রকাশিত আছে যে, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-রহিত মানবদেহ দর্শন করিতে নাই, উহা শ্মশানসদৃশ।৭৩। ঐ পুরাণেরই উত্তরভাগে লিখিত আছে যে, বৈদিক দ্বিজাতিরা শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি আপৎকালেও কুটিল পুণ্ড্র রচনা করিবে না। ৭৪। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, আসন্নকাল আগত হইলেও বক্রপুণ্ড্র ধারণ করা পুরুষের অকর্ত্তব্য, তৎকালে নারায়ণ ভিন্ন অন্য নামও উচ্চারণ

অন্যত্রাপি।—

বৈষ্ণবাণাং ব্রাহ্মণানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে। অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥
ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে। তং স্পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ন কুর্ব্বীত বৈষ্ণবাণাং ত্রিপুণ্ড্রকং। কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ত্ত্যস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ॥ ৭৬॥

অতএবোত্তরখণ্ডে।—

অশ্বত্থপত্রসংকাশো বেণুপত্রাকৃতিস্তথা। পদ্মকুট্মলসঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং স্মৃতং॥ ৭৭॥

অথোর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে।—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রো মৃদা শুভ্রো ললাটে যস্য দৃশ্যতে। চাণ্ডালোঽপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনং॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতং যশঃ। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা মুক্তিরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতো হরিঃ॥

পদ্মপুরাণে।—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে। স চণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ॥৭৮॥

হরিমন্দিরলক্ষণমূর্দ্ধপুণ্ড্রং। ললাট ইতি ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য তত্রৈব বিহিতত্বাৎ॥৭৫॥ ব্রাহ্মণানাঞ্চ অন্যেষাম্ অবৈষ্ণবশূদ্রাণাং॥৭৬॥ এবমত্রোর্দ্ধপুণ্ড্রধারণস্য বিহিতত্বাদগ্রে চ বক্ষোবাহুমূলাদৌ। খড়্গ-চক্রাদিমুদ্রাধারণস্য বিহিতত্বাদবৈষ্ণবস্মার্ত্তসম্মতমশ্বত্থপত্রাকারাদিকং বক্ষঃস্থলাদৌ ন বিধেয়মিতি লিখতি অশ্বত্থেতি। মোহনম্ অসুরানুসারি শুক্রাদিমায়াবিহিতমিত্যর্থঃ॥ ৭৭॥

করিবে না। বিষ্ণুনির্ম্মাল্য ধূপাবশেষ ও চন্দন ধারণ করিবে। ঐ পুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, যাহার ললাটদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র লক্ষিত না হয়, তাহাকে দর্শন করা উচিত নহে, তাহাকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭৫। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণেরা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে এবং অবৈষ্ণব শূদ্রেরা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। বেদবিদ্‌গণ এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যে দ্বিজাতির ললাটদেশে ত্রিপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঊর্দ্ধপুণ্ড্র লক্ষিত হয় না, তাঁহাকে স্পর্শ করিলে কিংবা তাঁহাকে নেত্রগোচর করিলে সচেল স্নান করিবে। বৈষ্ণবেরা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্থলে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন না। যে ব্যক্তি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ পূর্ব্বক কার্য্য করেন, তদীয় তৎ-কর্ম্ম হরিসন্তোষের কারণ হয় না। ৭৬। পদ্মপুরাণের উত্তরভাগে লিখিত আছে যে, বক্ষঃস্থলাদিতে অশ্বত্থপত্রাকৃতি, বংশপত্রাকৃতি ও পদ্মকলিকাকৃতি এই ত্রিবিধ তিলক ধারণ করিবে না; উহা অবৈষ্ণব স্মার্ত্তসম্মত ও মোহন, অর্থাৎ অসুরমতানুসারী; শুক্রাচার্য্যাদি মায়াপ্রকাশ করত তাদৃশ তিলকের বিধি দিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ঐ ত্রিবিধ তিলক নিষ্ফল। ৭৭।

অতঃপর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির ললাটদেশে মৃন্ময় শ্বেতবর্ণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র লক্ষিত হয়, চণ্ডাল হইলেও তদীয় আত্মা পবিত্র; সে ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে যশঃ অধিষ্ঠান করে, ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রে মোক্ষ সংস্থিত এবং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে হরি অধিষ্ঠিত থাকেন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,

অত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবোমাসংবাদে।—

উর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু বিশালে সুমনোহরে। লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সমাসীনো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥
তস্মাদ্যস্য শরীরে তু উর্দ্ধপুণ্ড্রং ধৃতং ভবেৎ। তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং স্মৃতং॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো বিপ্রঃ সূর্য্যলোকেষু পূজিতঃ। বিমানবরমারুহ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। নাম স্মৃত্বা তথা ভক্ত্যা সর্ব্বদানফলং লভেৎ॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রো যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি। আকল্পকোটি পিতরস্তস্য তৃপ্তা ন সংশয়ঃ॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো যস্তু কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং শুভাননে। কল্পকোটিসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নুয়াৎ॥
যজ্ঞ-দান-তপশ্চর্য্যা-জপ-হোমাদিকঞ্চ যৎ। উর্দ্ধপুণ্ড্রধরঃ কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যমনন্তকং॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।—

অশুচির্ব্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্। শুচিরেব ভবেন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতো নরঃ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বচনং।—

উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়তে যত্র কুত্রচিৎ। শ্বপাকোঽপি বিমানস্থো মম লোকে মহীয়তে॥৭৯॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে। তদা বিংশৎকুলং তস্য নরকাদুদ্ধরাম্যহং॥৮০॥

উর্দ্ধপুণ্ড্র ইতি পুংস্ত্বমার্ষং॥ ৭৮॥ সমাসীনোঽস্তি॥ ৭৯॥ বিংশৎকুলং বিংশতিকুলানি॥৮০॥

যে ব্যক্তির ললাটদেশে মৃত্তিকানির্ম্মিত সুন্দর উর্দ্ধপুণ্ড্র লক্ষিত হয়, চণ্ডাল হইলেও তদীয় আত্মা পবিত্র; তাঁহাকে অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। ৭৮। পদ্মপুরাণের উত্তরভাগে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, উর্দ্ধপুণ্ড্রের অতিসুন্দর সুবিস্তৃত মধ্যস্থলে নারায়ণদেব কমলা সমভিব্যাহারে সমাসীন থাকেন; সুতরাং যে ব্যক্তির দেহে উর্দ্ধপুণ্ড্র বিদ্যমান থাকে, তদীয় সেই কলেবর নারায়ণের পবিত্র মন্দিরস্বরূপ, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। যে দ্বিজ উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি আদিত্যধামে অর্চ্চিত হন এবং বিমানারূঢ় হইয়া বিষ্ণুর দিব্যধামে প্রয়াণ করেন। যে ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তাঁহাকে দেখিলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং ভক্তিসহকারে তদীয় নাম স্মরণ করিলে যাবতীয় দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকালে যিনি উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী দ্বিজাতিকে ভোজন করাইয়া থাকেন, তদীয় পিতৃগণ কোটিকল্প যাবৎ পরিতৃপ্ত থাকেন সন্দেহ নাই। হে বরাননে! উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে সেই ব্যক্তি সহস্রকোটিকল্প যাবৎ বৈকুণ্ঠে বাস করেন। উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞ, দান, তপঃ, জপ ও হোমাদি যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই অনন্তপুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, অপবিত্রই হউক, অথবা আচার-ভ্রষ্ট হউক, কিংবা মনে মনে পাপাচরণ করুক, উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে সে ব্যক্তি নিরন্তর পবিত্র থাকে। ব্রহ্মপুরাণে ভগবদুক্তিতে লিখিত আছে যে, উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী মানব যে কোন স্থানে দেহ বিসর্জ্জন করুক না কেন, চণ্ডাল হইলেও সে বিমানারূঢ় হইয়া মদীয় লোকে সুখভোগ

অথোর্দ্ধ পুণ্ড্রনির্ম্মাণবিধিঃ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।—

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিং ॥৮১॥
দশাঙ্গুলং প্রমাণন্তু উত্তমোত্তমমুচ্যতে। নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাৎ অষ্টাঙ্গুলমতঃ পরং ॥
এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশেৎ ॥ ৮২ ॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে তত্রৈব।—

একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি ॥ ৮৩ ॥
শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং তথা। শ্রীকরং পীতমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষপ্রদং শুভং ॥
বর্ত্তুলং তির্য্যগচ্ছিদ্রং হ্রস্বং দীর্ঘতরং তনু। বক্রং বিরূপং বদ্ধাগ্রং ভিন্নমূলং পদচ্যুতং ।
অশুভ্রং রূক্ষমাসক্তং তথা নাঙ্গুলিকল্পিতং। বিগন্ধমপসব্যঞ্চ পুণ্ড্রমাহুরনর্থকং ॥ ৮৪ ॥
আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং। নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে ॥
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য ললাটে মুখ্যত্বাৎ তত্রত্যোর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণপ্রকারং লিখতি বীক্ষ্যেত্যাদিনা ॥ ৮১ ॥ অতঃপরং কনিষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ সান্তরালং মধ্যে ছিদ্রান্বিতং তদেবাহ হরিপদাকৃতীতি ॥ ৮৩ ॥ ততমিতি পাঠে বিস্তৃতং। পদচ্যুতং স্থানভ্রষ্টম্ অশুভ্রং মলিনং। আসক্তমন্যোন্যসংলগ্নং। পাঠান্তরং সুগমং। বিগন্ধং দুর্গন্ধি। অপসব্যং বামহস্তকল্পিতং ॥ ৮৪ ॥ ত্রয়ো ভাগাস্তৃতীয়ো বিভাগ ইত্যর্থঃ। তথা সদাচারদর্শনাৎ ॥ ৮৫ ॥

করে। ৭৯। যে ব্যক্তির গৃহে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি আহার করেন, আমি তাহার বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে পরিত্রাণ করি। ৮০।

অতঃপর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণবিধি।—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে, হে মহাভাগ! দর্পণে কিংবা সলিলগর্ভে প্রতিবিম্ব দেখিয়া যিনি যত্নসহকারে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তাঁহার পরমা গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৮১। দশাঙ্গুলপ্রমাণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অত্যুত্তম, নবাঙ্গুল মধ্যম ও অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত অধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই তিনপ্রকার ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্গুলী পরিমাণে রচনা করিতে হয়। নখ দ্বারা উহা স্পর্শ করিতে নাই। ৮২। পদ্মপুরাণের উত্তরভাগে শিবোমা-সংবাদে লিখিত আছে যে, একান্তমনা, সর্ব্বজীবের হিতকারী, মহাভাগ্যশীল ব্যক্তিরা হরিচরণ-কমলের আকৃতিবিশিষ্ট, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত পুণ্ড্র রচনা করিবেন। ৮৩। বুধগণ শ্যামবর্ণ পুণ্ড্রকে শান্তিকর, লোহিতবর্ণকে বশ্যকারক, পীতবর্ণকে সম্পত্তিপ্রদ এবং শ্বেতবর্ণ পুণ্ড্রকে কল্যাণ-কর ও মুক্তিদায়ক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পুণ্ড্র বর্ত্তুলাকৃতি, তির্য্যগ্‌ভাবাপন্ন, হীন, খর্ব্ব, অতিদীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে লগ্ন, মূলে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অধোভাগ পৃথক্ স্থানভ্রষ্ট, মলিন, রূক্ষ, পরস্পর লগ্ন, আর যে পুণ্ড্র অঙ্গুলী ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৮৪। নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া

অথোর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যচ্ছিদ্রনিত্যতা।

তত্রৈব।—

নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ। স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি॥ ৮৬॥

অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ। তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ॥

তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং সুশোভনং। বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে॥

হরিমন্দিরলক্ষণং।

নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং। মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং॥

বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ। মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥

বায়ুপুরাণে সেবাপরাধে।—

অধৃত্বা চোর্দ্ধপুণ্ড্রঞ্চ হরেঃ পূজাং করোতি যঃ। তির্য্যক্‌পুণ্ড্রধরো যস্তু যজেদ্দেবং জনার্দ্দনং।

অচ্ছিদ্রেণোর্দ্ধপুণ্ড্রেণ ভস্মনা তির্য্যগঙ্কিনা। অধৃত্বা শঙ্খচক্রে চেত্যাদিনা দোষ উক্তঃ॥

ব্যপোহতি নিরস্যতীতি মহাদোষোক্ত্যা নিত্যতা বোধিতা। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং॥ ৮৬॥

ললাটদেশের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয় ভাগই নাসামূল শব্দে অভিহিত। ভ্রূযুগলের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্র রচনা করিতে হয়। ৮৫।

অনন্তর উর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যচ্ছিদ্রের নিত্যতা কথিত হইতেছে।—যে নরাধম ব্রাহ্মণ মধ্যভাগে, ছিদ্র না রাখিয়া উর্দ্ধপুণ্ড্র করে, সে তত্রত্য নারায়ণ ও কমলাকে দূরীভূত করিয়া দেয় সন্দেহ নাই। ৮৬। যে সকল নরাধম ব্রাহ্মণেরা ছিদ্রহীন উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করে, তাহাদিগের ললাটদেশে নিরন্তর কুক্কুরপদ সংস্থিত থাকে সন্দেহ নাই; সুতরাং হে সৌম্যদর্শনে! ব্রাহ্মণেরা ও স্ত্রীলোকেরা নিরন্তর দণ্ডাকার, ছিদ্রবিশিষ্ট, মনোহর পুণ্ড্র ধারণ করিবে।

হরিমন্দিরলক্ষণ।—যাহা নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতীব সুন্দর ও মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট, সেই উর্দ্ধপুণ্ড্রই হরিমন্দির বলিয়া অভিহিত হয়। উর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণ পার্শ্বে সদাশিব ও মধ্যস্থলে হরি অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং মধ্যস্থল লেপন করা কর্ত্তব্য নহে। বায়ুপুরাণে সেবাপরাধ-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, যিনি উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া কিংবা ছিদ্রশূন্য, ভস্মরচিত, কুটিলভাবে অঙ্কিত উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক, অথবা শঙ্খচক্র ধারণ না করিয়া হরির অর্চ্চনা করেন, ইত্যাদি দ্বারা দোষ কথিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের হিরণ্যকেশীয় শাখাতেও শ্রুতি আছে যে, যাঁহার শরীরে হরিপদচিহ্ন বিরাজমান থাকে, তিনি ভগবানের প্রিয় হন এবং তাঁহাকেই প্রকৃত পুণ্যশীল কহে। যে ব্যক্তি মধ্যস্থলে ছিদ্রবিশিষ্ট পুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।

তিলকরচনা-বিষয়ে অঙ্গুলীনিয়ম।—স্মৃতিতে লিখিত আছে, অনামা অভীষ্টদাত্রী, মধ্যমা আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকরী, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিসাধক এবং তর্জ্জনী মোক্ষপ্রদাত্রী।

অতঃপর উর্দ্ধপুণ্ড্ররচনার্থ মৃত্তিকা কথিত হইতেছে।—গিরিশিখর, নদীতট, বিল্বমূল,

শ্রুতিশ্চ। যজুর্ব্বেদস্য হিরণ্যকেশীয়শাখায়াং।—

হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ স পরস্য প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্।

মধ্যে চ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স মুক্তিভাগ্‌ভবতীতি॥

তিলক-রচনাঙ্গুলি-নিয়মঃ।

স্মৃতিঃ।—অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ। অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জনী মোক্ষসাধনী॥

অথোর্দ্ধপুণ্ড্রমৃত্তিকাঃ।

পদ্মপুরাণে তত্রৈব।—

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে জলাশয়ে। সিন্ধুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ।

বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ। পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্ণীয়াত্তত্র মৃত্তিকাং॥

শ্রীরঙ্গে বেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মে দ্বারকে শুভে। প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বারাহে তুলসীবনে।

গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদজলৈঃ সহ। ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

তত্রৈব।—যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ॥

তত্র শ্রীগোপীচন্দনমাহাত্ম্যং।

উক্তঞ্চ পাদ্মে শ্রীনারদেন।—

ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হৈতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ। গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥

গোপীচন্দনখণ্ডন্তু যো দদাতি হি বৈষ্ণবে। কুলমেকোত্তরং তেন সম্ভবেত্তারিতং শতং॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ।—

শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ। গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ॥ ৮৭॥

দ্বারকে দ্বারকায়াং। বারাহে শূকরক্ষেত্রে॥ ৮৭॥

জলাশয়, সাগরকূল, বল্মীক, বিশেষতঃ হরিক্ষেত্রে এবং যে স্থলে প্রত্যহ বিষ্ণুর স্নানোদক নিপতিত হয়, সেই সেই স্থানের যে কোন স্থল হইতে পুণ্ড্ররচনার্থ মৃত্তিকা লইবে। শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কটগিরি, শ্রীকূর্ম্ম, কল্যাণরূপিণী দ্বারকা, প্রয়াগ, নরসিংহতীর্থাদি, বরাহক্ষেত্র, তুলসীকানন, এই সকলের যে কোন স্থল হইতে ভক্তি সহকারে মৃত্তিকা লইয়া নারায়ণের চরণোদক সহ শরীরে পুণ্ড্র ধারণ করিলে হরিসাযুজ্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, অত্যুত্তম হরিক্ষেত্র হইতে মৃত্তিকা গ্রহণই কর্ত্তব্য।

তন্মধ্যে গোপীচন্দনমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে নারদোক্তিতে বর্ণিত আছে যে, কি ব্রহ্মহত্যাকারী, কি গোঘাতী, কি কুতর্কী, কি সর্ব্বপাপে পাপী, যে কেহ হউক না, গোপী-চন্দন স্পর্শমাত্র আশু পবিত্রতা লাভ করে। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবজনকে একখণ্ড গোপীচন্দন দান করেন, তাঁহার দ্বারা একাধিক শতকুল পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। স্কন্দপুরাণে ধ্রুবোক্তিতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির দেহে শঙ্খ চক্র অঙ্কিত থাকে, শিরোদেশে তুলসীমঞ্জরী শোভা পায় এবং যাহার অঙ্গে গোপীচন্দন সংলিপ্ত থাকে, তাঁহাকে নেত্রগোচর করিলে তাহার আর পাতক-

গোপীমৃত্তুলসীশঙ্খঃ শালগ্রামঃ সচক্রকঃ। গৃহেঽপি যস্য পঞ্চৈতে তস্য পাপভয়ং কুতঃ॥
কাশীখণ্ডে চ শ্রীযমেন।—

শ্রীখণ্ডে ক স আমোদঃ স্বরো বর্ণঃ ক তাদৃশঃ।
তৎ পাবিত্র্যং ক বৈ তীর্থে শ্রীগোপীচন্দনে যথা॥ ৮৮॥

অথ গোপীচন্দনোর্দ্ধপুণ্ড্র মাহাত্ম্যং।

উক্তঞ্চ গরুড়পুরাণে নারদেন।—

যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং, করে সমাদায় ললাটপট্টকে।
করোতি নিত্যং ত্বথ চোর্দ্ধপুণ্ড্রং, ক্রিয়াফলং কোটিগুণং সদা ভবেৎ॥ ৮৯॥
ক্রিয়াবিহীনং যদি মন্ত্রহীনং, শ্রদ্ধাবিহীনং যদি কালবর্জিতং।
কৃত্বা ললাটে যদি গোপিচন্দনং, প্রাপ্নোতি তৎকর্ম্মফলং সদাক্ষয়ং॥ ৯০॥

গোপীচন্দনসম্ভবং সুরুচিরং পুণ্ড্রং ললাটে দ্বিজো,
নিত্যং ধারয়তে যদি দ্বিজপতে রাত্রৌ দিবা সর্ব্বদা।
যৎ পুণ্যং কুরুজাঙ্গলে রবিগ্রহে মাঘ্যাং প্রয়াগে তথা,
তৎ প্রাপ্নোতি খগেন্দ্র বিষ্ণুসদনে সন্তিষ্ঠতে দেববৎ॥

যস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি গোপিচন্দনং, ভক্ত্যা ললাটে মনুজো বিভর্ত্তি।
তস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা হরিঃ, শ্রদ্ধান্বিতঃ কংসনিহা বিহঙ্গম॥ ৯১॥

শালগ্রামঃ শালগ্রামশিলা। সচক্রকঃ দ্বারকাচক্রাঙ্কসহিতঃ॥ ৮৮॥

গোপিচন্দনমিতি হ্রস্বত্বমার্ষং। যদীত্যস্য পূর্ব্বার্দ্ধেনৈব সম্বন্ধঃ। যদ্যপি ক্রিয়াদিহীনং কর্ম্ম স্যাত্তথাপি গোপীচন্দনং ললাটে কৃত্বা তেনোর্দ্ধপুণ্ড্রং নির্ম্মায় তৎফলমক্ষয়ং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥৮৯-৯০॥

ভয় কোথায়? ৮৭। গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ ও দ্বারকাচক্রোদ্ভব শালগ্রামশিলা এই পঞ্চদ্রব্য যে ব্যক্তির গৃহে বিদ্যমান থাকে, তাঁহার পাতকভয় কোথায়? কাশীখণ্ডেও যমোক্তিতে লিখিত আছে যে, গোপীচন্দনে যে প্রকার সুগন্ধ বিদ্যমান, তাদৃশ মধুগন্ধ চন্দনে কোথায়? তত্তুল্য স্বর ও বর্ণই বা কোথায় এবং তৎসদৃশ পবিত্রতা অন্য তীর্থেই বা কোথায়?। ৮৮।

অনন্তর গোপীচন্দননির্ম্মিত উর্দ্ধপুণ্ড্রের মাহাত্ম্য।—গরুড়পুরাণে নারদ গরুড়কে বলিয়াছিলেন, যিনি হস্তে দ্বারকাসম্ভাত মৃত্তিকা লইয়া প্রত্যহ ললাটদেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তৎকৃত যাবতীয় কার্য্যের ফলই সতত কোটিগুণিত হইয়া থাকে। ৮৯। যদি কর্ম্ম ক্রিয়ারহিত, মন্ত্ররহিত, শ্রদ্ধারহিত কিংবা কালবহির্ভূত হয়, তথাপি ললাটফলকে গোপীচন্দন বিদ্যমান থাকিলে সেই কর্ম্মকর্ত্তা সর্ব্বদাই অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯০। হে গরুড়! যদি দ্বিজাতি প্রত্যহ অহোরাত্র নিরন্তর ললাটফলকে গোপীচন্দনকৃত সুন্দর পুণ্ড্র ধারণ করেন, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে, সূর্য্যোপরাগকালে ও মাঘমাসীয়া পূর্ণিমাতে প্রয়াগধামে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তিনি সেই পুণ্য লাভ করেন আর হরিধামে দেববৎ অবস্থিতি করিতে পারেন। হে পতগরাজ! যে গৃহে গোপীচন্দন বিরাজিত থাকে এবং যে গৃহে মানব

যো ধারয়েৎ কৃষ্ণপুরীসমুদ্ভবং, সদা পবিত্রাং কলিকিল্বিষাপহাং।
নিত্যং ললাটে হরিমন্ত্রসংযুতাং, যমং ন পশ্যেৎ যদি পাপসংবৃতঃ॥
যস্যান্তকালে খগ গোপিচন্দনং, বাহ্বোর্ললাটে হৃদি মস্তকে চ।
প্রয়াতি লোকং কমলালয়ং প্রভোর্গোবালঘাতী যদি ব্রহ্মহা ভবেৎ॥ ৯২॥
গ্রহা ন পীড়ন্তি ন রক্ষসাং গণা, যক্ষাঃ পিশাচোরগভূতদানবাঃ।
ললাটপট্টে খগ গোপিচন্দনং, সন্তিষ্ঠতে যস্য হরেঃ প্রসাদতঃ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতমেন।—

অম্বরীষ মহাঘস্য ক্ষয়ার্থে কুরু বীক্ষণং। ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্যং গোপীচন্দনপুণ্ড্রকং॥ ৯৩॥

কাশীখণ্ডে চ শ্রীযমেন।—

দূতাঃ শৃণুতঃ যদ্ভালং গোপীচন্দনলাঞ্ছিতং। জ্বলাদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ॥ইতি॥

অথ তস্যোপরি শ্রীমত্তুলসীমূলমৃৎস্নয়া। তত্রৈব বৈষ্ণবৈঃ কার্য্যমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং মনোহরং॥ ৯৪॥

অথ শ্রীতুলসীমূলমৃত্তিকাপুণ্ড্রমাহাত্ম্যং।

তন্মৃদং গৃহ্য যৈঃ পুণ্ড্রং ললাটে ধারিতং নরৈঃ। প্রমাণকং কৃতং তৈস্তু মোক্ষায় গমনং প্রতি॥৯৫॥

দ্বিজপতে হে শ্রীগরুড়॥ ৯১॥ কৃষ্ণপুরী শ্রীদ্বারকা তৎসমুদ্ভবাং মৃদমিতি শেষঃ॥ ৯২॥ ন পীড়ন্তি ন পীড়য়ন্তি॥ ৯৩॥ ইন্ধনমঙ্গারঃ॥ ৯৪॥

ভক্তিসহকারে ললাটদেশে গোপীচন্দন ধারণ করে, সেই গৃহে কংসনিসূদন হরি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিরন্তর অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। ৯১। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ললাটফলকে কলিকলুষহরা, সদা পবিত্ররূপিণী, হরিমন্ত্রসংযুতা, দ্বারকামৃত্তিকা ধারণ করেন, তিনি পাপকর্ম্মে সংবেষ্টিত থাকিলেও যমকে দর্শন করেন না, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি যমরাজের কোন অধিকারই থাকে না। হে পতগ! মরণসময়ে যে ব্যক্তির বাহুদ্বয়ে, ললাটদেশে, বক্ষঃস্থলে ও শিরঃপ্রদেশে গোপীচন্দন বিদ্যমান থাকে, তিনি গোহত্যাকারী, শিশুহন্তা কিংবা ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও কমলালয় হরিধামে প্রস্থান করেন। ৯১। হে বিহগেন্দ্র! যে ব্যক্তির ললাটদেশে গোপীচন্দন বিদ্যমান থাকে, হরি-প্রসাদনিবন্ধন গ্রহ, রক্ষঃ, যক্ষ, ভুজঙ্গ, ভূত, দানব প্রভৃতি তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে সক্ষম হয় না, পদ্মপুরাণে গৌতম অম্বরীষকে বলিয়াছিলেন, হে অম্বরীষ! যে সকল মানব প্রত্যহ ললাট-দেশে গোপীচন্দনকৃত পুণ্ড্র ধারণ করেন, মহাপাপবিনাশার্থ তাঁহাদিগকে নেত্রগোচর কর।৯৩। কাশীখণ্ডে যমরাজ দূতগণের প্রতি বলিয়াছিলেন, হে দূতবৃন্দ! আমার বাক্য অবধান কর, যে ব্যক্তির ললাটফলক গোপীচন্দনে অঙ্কিত, জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ সযত্নে তাহাদিগকে দূরে বর্জ্জন করিবে। তৎপরে বৈষ্ণবেরা তুলসীমূলস্থ মৃত্তিকা লইয়া তদ্দ্বারা তদুপরি ঐ স্থলেই সুন্দর ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র রচনা করিবেন। ৯৪।

অনন্তর শ্রীতুলসীমূলস্থ মৃত্তিকানির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্য।—যাঁহারা তুলসীমূলস্থ মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভালদেশে পুণ্ড্র ধারণ করেন, তাঁহারা যে মোক্ষলাভ করিবেন, তাহার

তত্রৈব চ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে। দেহং ন স্পৃশতে পাপং ক্রিয়মাণন্তু নারদ॥

গরুড়পুরাণে।—

তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং যঃ করোতি দিনে দিনে।
তস্যাবলোকনাৎ পাপং যাতি বর্ষকৃতং নৃণাম্॥ ইতি॥ ৯৬॥

তস্যোপরিষ্টাদ্ভগবন্নির্ম্মাল্যমনুলেপনং। তত্রৈব ধার্য্যমেবং হি ত্রিবিধং তিলকং স্মৃতং॥
ততো নারায়ণীং মুদ্রাং ধারয়েৎ প্রীতয়ে হরেঃ। মৎস্যকূর্ম্মাদিচিহ্নানি চক্রাদীন্যায়ুধানি চ॥

অথ মুদ্রাধারণনিত্যতা।

স্মৃতৌ। অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যামুভয়োর্ব্বাহুমূলয়োঃ। সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং নান্যথা পূজনং ভবেৎ॥

আদিত্যপুরাণে।—

শঙ্খচক্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমং। গর্দ্দভস্তু সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ॥

গারুড়ে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

সর্ব্বধর্ম্মাধিকারশ্চ শুচীনামেব চোদিতঃ। শুচিত্বঞ্চ বিজানীয়ান্মদীয়ায়ুধধারণাৎ॥

পাদ্মে চোত্তরখণ্ডে।—

শঙ্খচক্রাদিভিশ্চিহ্নৈর্বিপ্রঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ। রহিতঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ প্রচ্যুতো নরকং ব্রজেৎ॥ ৯৭॥

তন্মৃদং শ্রীতুলসীমূলমৃত্তিকাং তৎপ্রসঙ্গাৎ। গৃহ্য গৃহীত্বা॥ ৯৫॥ অপ্যর্থে তুশব্দঃ। ক্রিয়মাণমপি পাপং কর্ত্তৃ দেহমপি ন স্পৃশতি কুতো মনআদীত্যর্থঃ॥ ৯৬॥

কৃতং গোপীচন্দনাদিনা নির্ম্মিতমঙ্কিতং চক্রং ধর্ত্তুং শীলমস্যেতি তথা সঃ। কিং বক্তব্যং মুদ্রা-

---

প্রমাণ প্রদর্শন করেন। ৯৫। কাশীখণ্ডের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে নারদ! যে ব্যক্তির ললাটদেশে তুলসীমৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুণ্ড্র লক্ষিত হয়, পাপ করিলেও সে পাপ তদীয় দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসীমূলস্থ মৃত্তিকা দ্বারা পুণ্ড্র রচনা করেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণের একবর্ষকৃত পাপ বিদূরিত হয়। ৯৬। তাহার উপরিভাগে ভগবানের নির্ম্মাল্যচন্দন ধারণ করিবে। তিলক এই প্রকারে ত্রিবিধ। তৎপরে শ্রীহরির সন্তোষার্থ নারায়ণী মুদ্রা, মীনকূর্ম্মাদি চিহ্ন ও ও চক্রাদি অস্ত্রসমূহ ধারণ করিবে।

অতঃপর মুদ্রাধারণের নিত্যতা। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, বাহুযুগলের মূলে শঙ্খ ও চক্রচিহ্ন অঙ্কিত করত নিত্য হরির অর্চ্চনা করিবে। তাহা না করিলে অর্চ্চনা ফলবতী হইবে না। আদিত্যপুরাণে আছে যে, যে নরাধম বিপ্র শঙ্খ চক্র ও ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিহীন, নরপতি তাহাকে রাসভোপরি আরোহণ করাইয়া রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিবেন। গরুড়পুরাণে ভগবানের উক্তিতে আছে যে, সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্মে শুচি ব্যক্তিরাই অধিকারী। আমার আয়ুধ ধারণ করিলই শুচিত্ব জন্মে। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ শ্রীহরির প্রিয়তম শঙ্খ-

শ্রুতৌ চ যজুঃকঠশাখায়াং।—

ধৃতোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী, বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থিতং, পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তং॥

অথর্ব্বণি চ।— এভির্ব্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবেম।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ॥ ইত্যাদি॥

অতএব ব্রহ্মপুরাণে।—

কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা সম্মানং ন করোতি যঃ। দ্বাদশাব্দার্জ্জিতং পুণ্যং চাফলায়োপগচ্ছতি॥ ৯৮॥

অথ মুদ্রাধারণমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে সনৎকুমারমার্কণ্ডেয়সংবাদে।—

যো বিষ্ণুভক্তো বিপ্রেন্দ্র শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতঃ। স যাতি বিষ্ণুলোকং বৈ দাহপ্রলয়বর্জ্জিতং॥

তত্রৈবান্যত্র চ।—

নারায়ণায়ুধৈর্নিত্যং চিহ্নিতং যস্য বিগ্রহং। পাপকোটিপ্রযুক্তস্য তস্য কিং কুরুতে যমঃ॥

শঙ্খোদ্ধারে তু যৎ প্রোক্তং বসতাং বর্ষকোটিভিঃ।
তৎ ফলং লিখিতে শঙ্খে প্রত্যহং দক্ষিণে ভুজে॥

যৎ ফলং পুষ্করে নিত্যং পুণ্ডরীকাক্ষদর্শনে। শঙ্খোপরি কৃতে পদ্মে তৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ॥

বামে ভুজে গদা যস্য লিখিতা দৃশ্যতে কলৌ। গদাধরো গয়াপুণ্যং প্রত্যহং তস্য যচ্ছতি॥

যচ্চানন্দপুরে প্রোক্তং চক্রস্বামিসমীপতঃ।
গদাধো লিখিতে চক্রে তৎ ফলং কৃষ্ণদর্শনে॥ ৯৯॥

শ্রীভগবদুক্তৌ চ।—

যঃ পুনঃ কলিকালে তু মৎপুরীসম্ভবাং মৃদং। মৎস্যকূর্ম্মাদিকং চিহ্নং গৃহীত্বা কুরুতে নরঃ।
দেহে তস্য প্রবিষ্টোঽহং জানন্তু ত্রিদশোত্তমাঃ।
তস্য মে নান্তরং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা॥ ১০০॥

ধারণস্য নিত্যত্বং তদ্ধারকসম্মাননস্যাপি নিত্যতা ব্রাহ্মবচনেন গম্যতে ইতি লিখতি কৃষ্ণেতি॥ ৯৭-৯৮॥ মৃদং গৃহীত্বা চিহ্নং কুরুতে॥ ৯৯॥ মে ময়া সহ অন্তরং ভেদং ন কর্ত্তব্যং॥ ১০০॥

চক্রাদি-চিহ্ন-বিবর্জ্জিত হইলে নিখিল ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিরয়ে পতিত হন। ৯৭। যজুর্ব্বেদীয় কঠশাখাতেও আছে যে, যে মহানুভব ব্যক্তি উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং (গোপীচন্দনাদি দ্বারা নির্ম্মিত) চক্রধারী হইয়া মহতের মহৎ সেই হৃদিস্থিত পরাৎপর হরিকে স্বর ও মন্ত্রযোগে ধ্যান করেন, (তিনিই ধন্য)। অথর্ব্ব বেদেও আছে যে, আমরা উরুক্রমের এই সমস্ত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হইয়া লোকমধ্যে সৌভাগ্যবান্ হইব। এই সমস্ত চিহ্নে চিহ্নিত ব্যক্তিরাই হরির সেই পরমধামে প্রয়াণ করেন, ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিত মানবকে নেত্র-গোচর পূর্ব্বক যিনি সম্মাননা না করেন, তাঁহার দ্বাদশবর্ষসঞ্চিত পুণ্য নিষ্ফল হয়। ৯৮।

অতঃপর মুদ্রাধারণমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণের সনৎকুমারমার্কণ্ডেয়-সংবাদে লিখিত আছে যে,

মমাবতারচিহ্নানি দৃশ্যন্তে যস্য বিগ্রহে। মর্ত্ত্যৈর্মর্ত্ত্যো ন বিজ্ঞেয়ঃ স নূনং মামকী তনূঃ ॥ ১০১ ॥
পাপং সুকৃতরূপন্তু জায়তে তস্য দেহিনঃ। মমায়ুধানি যস্যাঙ্গে লিখিতানি কলৌ যুগে ॥
উভাভ্যামপি চিহ্নাভ্যাং যোঽঙ্কিতো মৎস্যমুদ্রয়া। কূর্ম্ময়াপি স্বকং তেজো নিক্ষিপ্তং তস্য বিগ্রহে ॥

শঙ্খঞ্চ পদ্মঞ্চ গদাং রথাঙ্গং, মৎস্যঞ্চ কূর্ম্মং রচিতং স্বদেহে।
করোতি নিত্যং সুকৃতস্য বৃদ্ধিং, পাপক্ষয়ং জন্মশতার্জ্জিতস্য ॥ ১০২ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্ককবচং দুর্ভেদ্যং দেবদানবৈঃ। অদৃশ্যং সর্ব্বভূতানাং শত্রূণাং রক্ষসামপি ॥
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী হরিবল্লভা। নিত্যং তস্য বসেদ্দেহে যস্য শঙ্খাঙ্কিতা তনূঃ ॥
গঙ্গা গয়া কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগঃ পুষ্করাদি চ। নিত্যং তস্য সদা তিষ্ঠেদ্‌যস্য পদ্মাঙ্কিতং বপুঃ ॥
যস্য কৌমোদকীচিহ্নং ভুজে বামে কলিপ্রিয়। প্রত্যহং তত্র দ্রষ্টব্যো গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ ॥
সব্যে করে গদাধস্তাদ্রথাঙ্গং তিষ্ঠতে যদি। কৃষ্ণেন সহিতং তত্র ত্রৈলোক্যং সচরাচরং ॥

মামকী তনূঃ মদবতার ইত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥ নিক্ষিপ্তং ময়া। যঃ স্বদেহে রচিতং করোতি, স সুকৃত-বৃদ্ধ্যাদি করোতীত্যর্থঃ। সমাসস্থস্যাপি পাপশব্দস্য জন্মশতার্জ্জিতস্যেতি বিশেষণমার্ষং ॥ ১০২ ॥

হে দ্বিজসত্তম! যে হরিভক্ত শঙ্খচক্রাদি-চিহ্নিত, তিনি দাহ ও প্রলয়-বিরহিত বিষ্ণুধামে নিশ্চয়ই গমন করেন। ঐ স্কন্দপুরাণের অন্য স্থানেও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির দেহ নিরন্তর নারায়ণের অস্ত্রসমূহে চিহ্নিত থাকে, তিনি কোটি কোটি পাতকে পাপী হইলেও শমন তাঁহার কি (অনিষ্ট) করিতে সমর্থ হন? কোটিবর্ষ শঙ্খোদ্ধার তীর্থে বাস করায় যে ফল, নিত্য দক্ষিণ বাহুতে শঙ্খ অঙ্কিত করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যহ পুষ্করতীর্থে পদ্মপলাশলোচনকে নেত্রগোচর করিলে যে ফল, শঙ্খের উপর পদ্ম লিখিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলি-কালে যে ব্যক্তির বাম বাহুতে গদা দৃষ্ট হয়, গদাধর তাঁহাকে নিত্য গয়াপুণ্য প্রদান করিয়া থাকেন। আনন্দপুরে চক্রস্বামীর নিকটে কৃষ্ণদর্শনে যে ফল উক্ত আছে, গদার নিম্নে চক্র অঙ্কিত করিলেও সেই ফল লাভ করা যায়। ৯৯। শ্রীভগবানের উক্তি আছে যে, কলিযুগে যে ব্যক্তি মদীয় দ্বারবতীপুরীজাত মৃত্তিকা লইয়া মীন-কূর্ম্মাদি চিহ্ন ধারণ করেন, আমি তদীয় দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি (স্বীয়) কল্যাণকামনা করেন, তিনি কদাচ তাঁহাতে এবং আমাতে ভেদবুদ্ধি করিবেন না। ১০০। যে ব্যক্তির শরীরে মদীয়-অবতার-চিহ্ন সমস্ত দৃষ্ট হয়, মানবগণ তাঁহাকে নরজ্ঞান করিবে না, তিনি নিশ্চয়ই মদীয় অবতারস্বরূপ। ১০১। কলিকালে যে ব্যক্তির দেহে মদীয় আয়ুধচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই শরীরীর পাতকপুঞ্জ পুণ্যস্বরূপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মৎস্যমুদ্রা ও কূর্ম্মমুদ্রা এই মুদ্রাদ্বয়ে চিহ্নিত হন, তদীয় দেহে মদীয় তেজ বিনিহিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির নিজ শরীরে শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র, মীন ও কূর্ম্ম অঙ্কিত হয়, প্রত্যহ তাহার পুণ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং শতজন্মসঞ্চিত পাপপুঞ্জ বিনাশ পায়। ১০২। ঐ স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে যে, কি দেবগণ ও দানবসকল কেহই শ্রীকৃষ্ণের

ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবা বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ। নিবসন্তি সদা তস্য যস্য দেহে সুদর্শনং॥
কিঞ্চ।—কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য নারায়ণী করে। ঊর্দ্ধলোকাধিকারী চ স জ্ঞেয়স্ত্রিদশাম্পতিঃ॥
কৃষ্ণমুদ্রাপ্রযুক্তস্তু দৈবং পিত্র্যং করোতি যঃ। নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহং চাক্ষয়ং ভবেৎ॥
পীড়য়ন্তি ন বৈ তত্র গ্রহা ঋক্ষাণি রাশয়ঃ। অষ্টাক্ষরা[illegible]তা মুদ্রা যস্য ধাতুময়ী করে॥
বারাহে শ্রীসনৎকুমারোক্তৌ।—
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দেহং গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া। প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু স গত্বা কিং করিষ্যতি॥
যদা যস্য প্রপশ্যেত দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতং। তদা তস্য জগৎস্বামী তুষ্টো হরতি পাতকং॥
ভবতে যস্য দেহে তু অহোরাত্রং দিনে দিনে। শঙ্খচক্রগদাপদ্মং লিখিতং সোঽচ্যুতঃ স্বয়ং॥১০৩॥
নারায়ণায়ুধৈর্যুক্তং কৃত্বাত্মানং কলৌ যুগে। কুরুতে পুণ্যকর্ম্মাণি মেরুতুল্যানি তানি বৈ॥০
শঙ্খাদিনাঙ্কিতো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং যঃ কুরুতে দ্বিজ। বিধিহীনন্তু সম্পূর্ণং পিতৃণান্তু গয়াসমং॥১০৪॥

ত্রিদশাং ত্রিদশানামিত্যর্থঃ। প্রপশ্যেতেত্যার্ষমাত্মনেপদং। ভবতে ইতি চ॥১০৩॥ আত্মানং

অস্ত্ররূপ বর্ম্ম ভেদ করিতে সমর্থ নহে এবং ভূতগণ ও রাক্ষসেরাও দেখিতে সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তির শরীর শঙ্খচিহ্নে অঙ্কিত, গয়া, গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থসমূহ তদীয় দেহে নিরন্তর অবস্থিতি করেন। হে কলহপ্রিয়! যে ব্যক্তির বামবাহুতে গদাচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার সেই বাহুতে প্রতিদিন গঙ্গাসাগরসঙ্গম লক্ষিত হইয়া থাকে। বাম করে গদা ও তন্নিম্নে চক্রচিহ্ন থাকিলে চরাচর ত্রিভুবন শ্রীকৃষ্ণ সহ তথায় অধিষ্ঠিত থাকে। যাঁহার শরীরে সুদর্শন-চিহ্ন বিরাজমান থাকে, তাঁহার দেহে সর্ব্বদা অগ্নিত্রয়, দেবত্রয় ও বিষ্ণুর পদত্রয় অবস্থিত থাকেন।* আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির হস্তে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রাঙ্কিত নারায়ণী মুদ্রা বিরাজমান থাকে, তিনি ঊর্দ্ধলোক লাভে অধিকারী হন, তাঁহাকে ইন্দ্রস্বরূপ জ্ঞান করিবে। কৃষ্ণমুদ্রাসমূহ ধারণ পূর্ব্বক দৈব, পিত্র্য, নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য কর্ম্ম করিলে তৎকর্ম্মের ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির হস্তে নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অঙ্কিত ধাতুময়ী মুদ্রা বিরাজিত থাকে, গ্রহ নক্ষত্র ও রাশিসমূহ তদীয় কোনরূপ অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হয় না। বরাহপুরাণে শ্রীসনৎকুমারবচনে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির শরীর গোপীচন্দনরূপ অত্যুত্তম মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্কিত কৃষ্ণাস্ত্রে চিহ্নিত, প্রয়াগাদি তীর্থ গমনে তাঁহার কি প্রয়োজন? মানবশরীর শঙ্খাদি চিহ্নে চিহ্নিত দেখিবামাত্র জগৎপতি হরি প্রীত হইয়া তদীয় পাপ বিদূরণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তির শরীরে প্রত্যহ অহোরাত্র শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মচিহ্ন বিরাজিত থাকে, তিনি মূর্ত্তিমান্ নারায়ণস্বরূপ।১০৩। কলিকালে নারায়ণায়ুধ-সমূহে শরীর চিহ্নিত করিয়া যে সমস্ত পুণ্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তৎফল সুমেরুসদৃশ হইয়া থাকে। হে বিপ্র! শঙ্খাদি চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া ভক্তি সহকারে শ্রাদ্ধ করিলে যদি সেই শ্রাদ্ধ বিধিহীন হয়, তথাপি সম্পূর্ণ এবং পিতৃগণ সম্বন্ধে গয়াশ্রাদ্ধসদৃশ

---

* অগ্নিত্রয়—গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়। দেবত্রয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। পদত্রয় অর্থাৎ ত্রিবিক্রমের তিন চরণ।

যথাগ্নির্দহতে কাষ্ঠং বায়ুনা প্রেরিতো ভৃশং। তথা দহন্তি পাপানি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণায়ুধানি বৈ ॥
ব্রাহ্মে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—
বিষ্ণুনামাঙ্কিতাং মুদ্রামষ্টাক্ষরসমন্বিতাং। শঙ্খায়ুধাদিকৈর্যুক্তাং স্বর্ণরূপ্যময়ীমপি।
ধত্তে ভাগবতো যস্তু কলিকালে বিশেষতঃ। প্রহ্লাদস্য সমো জ্ঞেয়ো নান্যথা কলিবল্লভ ! ॥
কিঞ্চ।—
শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে যস্য চ বেশ্মনি। তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ ॥ ১০৫ ॥
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতো যস্তু শ্মশানে ম্রিয়তে যদি। প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য নারদ ॥১০৬॥
কৃষ্ণায়ুধৈঃ কলৌ নিত্যং মণ্ডিতং যস্য বিগ্রহং। তত্রাশ্রয়ং প্রকুর্ব্বন্তি বিবুধা বাসবাদয়ঃ ॥ ১০৭॥
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ। অপরাধ-সহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ॥
কৃত্বা কাষ্ঠময়ং বিম্বং কৃষ্ণশস্ত্রৈস্তু চিহ্নিতং। যো হ্যঙ্কয়তি চাত্মানং তৎসমো নাস্তি বৈষ্ণবঃ ॥
পাষণ্ডপতিতব্রাত্যৈর্নাস্তিকালাপপাতকৈঃ। ন লিপ্যতে কলিকৃতৈঃ কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ ॥
কিঞ্চ।—
অষ্টাক্ষরাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য ধাতুময়ী ভবেৎ। শঙ্খপদ্মাদিভির্যুক্তা পূজ্যতেঽসৌ সুরাসুরৈঃ ॥১০৮॥

দেহং ॥ ১০৪ ॥ দহন্তি দহন্তি। পাপানি স্বস্থান্যেষাং বা দহন্তে স্বয়মেব নশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥ যদীতি ন শ্মশানে ম্রিয়ত এব যদি কদাচিন্ম্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥১০৬॥ বিগ্রহমিতি নপুংসকত্বমার্ষং ॥১০৭॥ কাষ্ঠময়মিতি কাষ্ঠেত্যুপলক্ষণং তাম্রাদিধাতুময়মিত্যপি জ্ঞেয়ং স্বর্ণরূপ্যময়ীমপীত্যাদিনা মুদ্রায়া অপি তাদৃশত্বোক্তেঃ। অনেন বচনেন চৈষা মুদ্রা প্রতিবিম্বনীয়েতি কেষাঞ্চিন্মতং নিরস্তং ॥ ১০৮ ॥

হইয়া থাকে। ১০৪। অগ্নি যেমন বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিরতিশয়রূপে কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ কৃষ্ণাস্ত্র-সমূহ দর্শনে নিখিল পাতকই ভস্মীভূত হইয়া যায়। ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে যে, হে কলহপ্রিয় ! যে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি বিশেষতঃ কলিকালে হরিনামাঙ্কিতা অষ্টাক্ষরবিশিষ্টা শঙ্খাদি-অস্ত্রযুক্তা স্বর্ণ-রজতময়ী মুদ্রা ধারণ করেন, তাঁহাকে প্রহ্লাদের সদৃশ জ্ঞান করিবে, ইহাতে অন্যথা নাই। আরও লিখিত আছে যে, শঙ্খচিহ্নে চিহ্নিত বিপ্র যাঁহার গৃহে আহার করেন, তথায় স্বয়ং হরি পিতৃগণ সমভিব্যাহারে মিলিত হইয়া তাঁহার সেই অন্ন ভোজন করেন। ১০৫। হে নারদ ! শ্রীকৃষ্ণায়ুধে অঙ্কিত হইয়া শ্মশানে প্রাণ-ত্যাগ করিলেও প্রয়াগমরণে যে গতি উক্ত আছে, সে ব্যক্তি সেই গতি প্রাপ্ত হয়। ১০৬। কলিকালে কৃষ্ণায়ুধ দ্বারা যে ব্যক্তির কলেবর নিরন্তর অলঙ্কৃত থাকে, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা তাঁহার সেই দেহকে আশ্রয় করত অবস্থিতি করেন। ১০৭। কৃষ্ণায়ুধ দ্বারা চিহ্নিত হইয়া হরির অর্চ্চনা করিলে কেশব নিরন্তর সেই (অর্চ্চনাকারী) ব্যক্তির সহস্র পাপ দূর করিয়া থাকেন। কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিত কাষ্ঠনির্ম্মিত বিম্ব (ছাপা) দ্বারা যে ব্যক্তি স্বীয় কলেবর অলঙ্কৃত করেন, তৎসদৃশ বৈষ্ণব আর নাই। যে ব্যক্তি কৃষ্ণায়ুধচিহ্নে বিভূষিত, তিনি কলিজনিত পাষণ্ডতা, পাতিত্য, ব্রাত্য (সংস্কাররাহিত্য) এবং নাস্তিক সহ সম্ভাষণরূপ পাপে পরিলিপ্ত হন না। আরও

ধৃতা নারায়ণী মুদ্রা প্রহ্লাদেন পুরা কৃতে। বিভীষণেন বলিনা ধ্রুবেণ চ শুকেন চ ॥ ১০৯ ॥
মান্ধাতৃণাম্বরীষেণ মার্কণ্ডপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ। শঙ্খাদিচিহ্নিতৈঃ শস্ত্রৈর্দেহে কৃত্বা কলিপ্রিয়!।
আরাধ্য কেশবাং প্রাপ্তং সমীহিতফলং মহৎ ॥ ১১০ ॥

কিঞ্চ।—গোপীচন্দনমৃৎস্নায়া লিখিতং যস্য বিগ্রহে। শঙ্খপদ্মাদিচক্রং বা তস্য দেহে বসেদ্ধরিঃ॥
তত্রৈব শ্রীসনৎকুমারোক্তৌ।—

যস্য নারায়ণী মুদ্রা দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতং। ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রৈস্তু নিযুক্তানি কলেবরে। আয়ুধানি চ বিপ্রস্য মৎসমঃ স চ বৈষ্ণবঃ॥

কিঞ্চ।—যস্য নারায়ণী মুদ্রা দেহে শঙ্খাদিচিহ্নিতা। সর্ব্বাঙ্গং চিহ্নিতং যস্য শস্ত্রৈর্নারায়ণোদ্ভবৈঃ॥
প্রবেশো নাস্তি পাপস্য কবচং তস্য বৈষ্ণবং॥

অন্যত্র চ।—

এভির্ভাগবতৈশ্চিহ্নৈঃ কলিকালে দ্বিজাতয়ঃ। ভবন্তি মর্ত্ত্যলোকে তে শাপানুগ্রহকারকাঃ॥

কৃতে সত্যযুগে নারায়ণাঙ্কিতা প্রহ্লাদেন ধৃতা। পুরেতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥ ১০৯॥ মান্ধাতৃণেতি মার্কণ্ডেতি চার্ষং ছন্দোঽনুরোধেন। শস্ত্রৈঃ সহ দেহে কৃত্বা মুদ্রামিতি শেষঃ। আরাধ্য তেনৈব কেশবং সন্তোষ্য। ১১০।

দক্ষিণেঽপি শঙ্খং ধারয়েৎ। যদ্যপি দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনমিত্যাদিবচনেন বামে শঙ্খস্য ধারণমুক্তং, তথাপি শঙ্খোদ্ধারে তু যৎ প্রোক্তমিত্যাদিলিখিতবচনানুসারেণ দক্ষিণেঽপি পুনঃ শঙ্খধারণাদিকং লিখিতং। খড়্গস্য বক্ষসি, সশরচাপস্য চ মূর্দ্ধ্নি ধারণং। ললাটে চ গদা ধার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপশরস্তথা। নন্দকশ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খচক্রে ভুজদ্বয়ে। ইতি সপ্তমুদ্রাধারণং

লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির শঙ্খ-পদ্মাদি-সমন্বিতা অষ্টাক্ষরী ধাতুময়ী মুদ্রা থাকে, দেব দানব সকলেই তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ১০৮। পুরাকালে সত্যযুগে প্রহ্লাদ, তদনন্তর বিভীষণ, বলি, ধ্রুব ও শুকদেব প্রভৃতি সকলেই নারায়ণী মুদ্রা ধারণ করিতেন। ১৭৯। হে কলিপ্রিয় নারদ! মান্ধাতা, অম্বরীষ ও মার্কণ্ডেয়াদি বিপ্রগণ শঙ্খাদি চিহ্ন দ্বারা শরীর অঙ্কিত করত হরিসকাশ হইতে বাঞ্ছিত মহৎ ফল লাভ করিয়াছিলেন। ১১০। আরও লিখিত আছে যে, উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা গোপীচন্দন দ্বারা যে ব্যক্তির কলেবরে শঙ্খপদ্মাদি কিংবা চক্র অঙ্কিত থাকে, হরি তাঁহার কলেবরে অধিষ্ঠান করেন। ব্রহ্মপুরাণে সনৎকুমারের উক্তিতে আছে যে, যে বিপ্রের শরীরে নারায়ণী মুদ্রা বিদ্যমান থাকে এবং যাঁহার কলেবর শঙ্খচক্রাদি দ্বারা অঙ্কিত, অথবা আমলকীমালা, তুলসীমালা, ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র সহ অস্ত্র যাঁহার দেহে অঙ্কিত থাকে, তিনি মৎসদৃশ বৈষ্ণব বলিয়া গণনীয়। আরও, যে ব্যক্তির শরীরে শঙ্খাদি-চিহ্নিতা নারায়ণী মুদ্রা বিরাজ করে এবং যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নারায়ণাস্ত্র দ্বারা চিহ্নিত, তদীয় কলেবরে পাতক প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হয় না, ঐ সকল অস্ত্রচিহ্ন তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবচস্বরূপ। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কলিযুগে ভগবানের এই সকল অস্ত্রচিহ্নে অঙ্কিত থাকেন, তাঁহারা নরলোকে শাপ ও অনুগ্রহের কর্ত্তা।

অথ মুদ্রাধারণবিধিঃ।

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে। গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ।
শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে। খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ॥ ১১১॥
ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ। মৎস্যঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কূর্ম্মং বামকরে তথা॥ ১১২॥

তথা চোক্তং।—

দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনং।
মৎস্যং পদ্মং চাপরেঽথ শঙ্খং পদ্মং গদাং তথা॥ ইতি॥ ১১৩॥

সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি। শঙ্খচক্রাদিচিহ্নানি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ॥
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি॥ ১১৪॥
চক্রশঙ্খৌ চ ধার্য্যেতে সংমিশ্রাবেব কৈশ্চন॥ ১১৫॥
শ্রীগোপীচন্দনেনৈবং চক্রাদীনি বুধোঽন্বহং।
ধারয়েচ্ছয়নাদৌ তু তপ্তানি কিল তানি হি॥ ১১৬॥

বারাহবচনানুসারেণ লিখিতং। কিন্তু নিজরুচ্যনুসারেণ সর্ব্বাণি সর্ব্বত্রৈব ধারয়েদিত্যগ্রে স্বয়ং লেখ্যমেবেতি দিক্॥ ১১১॥ শঙ্খচক্রে গদা খড়্গশ্চাপশ্চেত্যেতানি পঞ্চায়ুধানি॥ ১১২॥ মৎস্যং পদ্মঞ্চ দক্ষিণে। অথানন্তরম্ অপরে বামে পাণৌ শঙ্খাদিকং বিভৃয়াৎ॥ ১১৩॥ লক্ষণানি বেণু-প্রভৃতীনি। যচ্চ পঞ্চায়ুধেতরভগবচ্চিহ্নানাং ধারণং নিষিদ্ধং, তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—অন্যৈর্ন দাহয়েৎ গাত্রং ব্রাহ্মণো হরিলাঞ্ছনাং। শঙ্খচক্রগদাপদ্মশার্ঙ্গাদৈন্যৈর্হরেরপীতি, তত্তু তপ্তমুদ্রাদি-বিষয়ং॥ ১১৪॥ যদ্যপি নিত্যপার্ষদস্য শ্রীভাগবতপ্রবরস্য শ্রীশঙ্খস্য মুদ্রাধারণে কথঞ্চিদপি দোষো ন ঘটতে, তথাপি তন্নাদস্রস্তপত্নীগর্ভস্য কস্যচিদ্ব্রাহ্মণস্য শাপসত্যতার্থমসুরযোনৌ পাঞ্চ-জন্যসংজ্ঞয়াঽবতীর্ণস্য শঙ্খস্য তস্যাসুরত্বমুদ্ভাব্য কৈশ্চিদ্বৈষ্ণবৈস্তচ্চিহ্নং কেবলং পৃথক্ ধার্য্যতে ইতি তন্মতং লিখতি চক্রশঙ্খৌ চেতি॥১১৫॥ তানি চক্রাদীনি তু তপ্তানি বহ্নৌ বিধিবৎ সন্তপ্য

অনন্তর মুদ্রাধারণবিধি।—গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, দক্ষিণ বাহুতে চক্র, বাম ও দক্ষিণ উভয় বাহুতেই শঙ্খ, বামবাহুতে গদা ও গদার নিম্নে পুনরায় চক্র ধারণ করিতে হয়। শঙ্খোপরিভাগে পদ্ম, পুনর্ব্বার দক্ষিণ বাহুতে পদ্ম, বক্ষে খড়্গ ও শিরোদেশে সশর শরাসন ধারণ করিবে।১১১। বৈষ্ণব ব্যক্তি প্রথমতঃ এই পঞ্চ অস্ত্র ধারণ করিবেন, তদনন্তর দক্ষিণ হস্তে মীন চিহ্ন ও বাম হস্তে কূর্ম্ম ধারণ করিবেন।১১২। অতএব কথিত আছে যে, দ্বিজাতি দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শন, মীন ও পদ্ম এবং বাম বাহুতে শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করিবেন। ১১৩। সাম্প্রদায়িক শিষ্টাচারানুসারে স্বীয় অভিরুচিমতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন-সমূহ সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিতে হয়। ১১৪। কেহ কেহ শঙ্খ ও চক্র এই দুইটীকে পরস্পর লগ্ন করত ধারণ করিয়া থাকেন। ১৫। * সুধী

---

* নিত্যপার্ষদ ভগবদ্ভক্তপ্রবর শ্রীশঙ্খের মুদ্রা ধারণে কোনরূপেও দোষ ঘটে না সত্য, তথাপি ঐ শঙ্খের ধ্বনিতে কোন দ্বিজপত্নীর গর্ভপাত হইয়াছিল, এই হেতু তৎপতি শঙ্খকে অভিশাপ দেন যে, 'অসুরগৃহে তোমার জন্ম হউক।" শঙ্খ সেই দ্বিজশাপ সত্য করণার্থ পাঞ্চজন্য নাম ধারণ করত শঙ্খরূপে অবতীর্ণ হন। কেহ কেহ ঐ শঙ্খের অসুরত্ব উদ্ভাবন পূর্ব্বক তদীয় চিহ্নকে পৃথক্ করিয়া ধারণ করেন।

অথ চক্রাদীনাং লক্ষণানি।

দ্বাদশারন্তু ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতং। চক্রং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তং শঙ্খশ্চ শ্রীহরেঃ স্মৃতঃ।
গদাপদ্মাদিকং লোকসিদ্ধমেব মতং বুধৈঃ। মুদ্রা বা ভগবন্নাম্নাঙ্কিতা বাষ্টাক্ষরাদিভিঃ॥১১৭॥

অথ মালাদিধারণং।

ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ। পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ।
ধারয়েত্তুলসীকাষ্ঠভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ। মস্তকে কর্ণয়োর্বাহ্বোঃ করয়োশ্চ যথারুচি॥

অথ মালাধারণবিধিঃ।

স্কান্দে।— সন্নিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

হরয়ে নার্পয়েদ্যস্তু তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং। মালাং ধত্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥
ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতাং। গায়ত্র্যা চাষ্টকৃত্বো বৈ মন্ত্রিতাং ধূপয়েচ্চ তাং।
বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ॥ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভং॥ যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ং॥ দানে লা ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।

শয়নদ্বাদশ্যাম্ আদিশব্দাৎ উত্থানাদিদ্বাদশীষু চ ধারয়েৎ। অতোঽত্র নিত্যকর্ম্মলিখনে তদ্বিধ্যাদিকং ন লিখিতমিতি ভাবঃ। কিলেতি তত্র শ্রুতিস্মৃত্যাদিবাক্যপ্রামাণ্যং বোধয়তি॥ ১১৬॥

লোকসিদ্ধমেব যথা লোকে দৃশ্যতে তদাকারমেবেত্যর্থঃ। ভগবন্নাম্না কৃষ্ণরামেত্যাদিনা অষ্টাক্ষরমন্ত্রাদিভির্বাঙ্কিতা। আদিশব্দেন পঞ্চাক্ষরাদি॥ ১১৭॥

ব্যক্তি প্রতিদিন গোপীচন্দন দ্বারা চক্রাদি অস্ত্র-সমূহ অঙ্কিত করিবেন এবং শয়নদ্বাদশী ও উত্থানাদি দ্বাদশীতে ঐ সমস্ত মুদ্রা তপ্ত করত ধারণ করিবেন। ১১৬।

অনন্তর চক্রাদিলক্ষণ।—দ্বাদশ চাকার দ্বাদশসংখ্য পাখী, ছয়টী কোণ ও তিনটী বলয়সমন্বিত হইলে চক্র কহে। এইপ্রকার উক্ত আছে যে, শ্রীহরির শঙ্খ দক্ষিণাবর্ত্ত। লোকে গদা ও পদ্মাদির যেপ্রকার নির্ম্মাণ চলিত আছে, বুধগণ তদনুসারেই গ্রহণ করিবেন। কিংবা মুদ্রা শ্রীহরির রামকৃষ্ণাদি নামসমূহ দ্বারা অথবা অষ্টাক্ষর কিংবা পঞ্চাক্ষরাদি মন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ১১৭।

অতঃপর মালাদি ধারণ।—তৎপরে তুলসীপত্র, পদ্মবীজ, তুলসীকাষ্ঠ ও আমলকীফল দ্বারা বিরচিত মালা প্রভৃতি নিবেদন করিয়া অঙ্গে ধারণ করিবে। বৈষ্ণব ব্যক্তি শিরোদেশে, কর্ণদ্বয়ে, বাহুদ্বয়ে ও দুই করে রুচি অনুসারে তুলসীকাষ্ঠের অলঙ্কার ধারণ করিবেন।

অতঃপর মালাধারণবিধি।—যিনি তুলসীকাষ্ঠবিরচিত মালা হরিকে অর্পণপূর্ব্বক পরে নিজে ধারণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠ। যে মূর্খ তুলসীকাষ্ঠময়ী মালা ভগবান্‌কে প্রদান না করিয়া ধারণ করে, সে নিঃসন্দেহ নিরয়ে পতিত হয়। মালা গ্রথিত করত পঞ্চগব্য দ্বারা ধৌত করিবে, তদনন্তর তদুপরি মূলমন্ত্র জপ করিয়া অষ্টধা গায়ত্রী জপ করিবে, পরে ধূম-

ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে॥ এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবৎমালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাং।
ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যো বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদং॥ ১১৮॥

অথ মালাধারণনিত্যতা।

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে।—

ধাত্রীফলকৃতাং মালাং কণ্ঠস্থাং যো বহেন্ন হি।
বৈষ্ণবো ন স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুপূজারতো যদি॥ ১১৯॥

গারুড়ে।—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥১২০॥

অতএব স্কান্দে।—

ন জহ্যাৎ তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ। মহাপাতকসংহর্ত্রীং ধর্ম্মকামার্থদায়িনীং॥ ১২১॥

অথ মালাধারণমাহাত্ম্যং।

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

নির্ম্মাল্যতুলসীমালাযুক্তো যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিং। যদ্ যৎ করোতি তৎসর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ॥ ১২২॥

তুলসীদলাদিভির্নির্ম্মিতা মালাঃ কৃষ্ণার্পিতাঃ সতীর্দ্ধারয়েৎ॥ ১১৮॥

যদি যদ্যপি॥ ১১৯॥ হৈতুকা হেতুবাদনিষ্ঠাঃ॥ ১২০॥ ন জহ্যাৎ নিত্যত্বাৎ ধাত্রীমালাঞ্চ। নিত্যত্বেঽপি ফলং দর্শয়তি বিশেষতঃ সম্যক্‌তয়েত্যর্থঃ। যদ্বা বিশেষতো ধাত্রীমালাং ন জহ্যাদিতি তন্নিত্যত্বং নিতরামভিপ্রেতং॥ ১২১॥

স্পর্শ করাইয়া সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। হে মালে! তুলসীকাষ্ঠ দ্বারা তোমার নির্ম্মাণ হইয়াছে, কৃষ্ণভক্তেরা তোমাতে প্রীতি প্রদর্শন করেন, আমি তোমাকে কণ্ঠদেশে ধারণ করিতেছি, আমাকে শ্রীহরির প্রিয়পাত্র কর। হে কৃষ্ণবল্লভে! যেরূপ তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া ও কৃষ্ণভক্তেরা তোমাতে নিরন্তর যেরূপ প্রীতি প্রদর্শন করেন, আমাকে সেইরূপ কৃষ্ণভক্তবর্গের প্রিয়পাত্র কর। লাধাতুর প্রয়োগ দানার্থে হয়। হে কৃষ্ণবল্লভে! তুমি আমায় নিখিল ভক্তকে দান করিলে, অতএব তোমাকে মালা শব্দে কীর্ত্তন করা যায়। যে বৈষ্ণব যথাবিধি এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া প্রথমত কৃষ্ণের গলে মালা প্রদান করিয়া তৎপরে স্বয়ং ধারণ করেন, বিষ্ণুপদে তাঁহার গতি হইয়া থাকে। ১১৮।

অতঃপর মালাধারণনিত্যতা।—স্কন্দপুরাণের কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি কণ্ঠদেশে আমলকফলরচিতা মালা ধারণ না করেন, তিনি শ্রীহরির অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিলেও বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। ১১৯। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যে সমস্ত হেতুবাদপরায়ণ পাপমতি মানব মালা ধারণ না করে, তাহারা হরিকোপানলে দগ্ধীভূত হয় এবং নিরয়মধ্য হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না। ১২০। অতএব স্কন্দপুরাণেও আছে যে, তুলসীমালা বিশেষতঃ আমলকীফলগ্রথিত মালা পরিহার করিতে নাই; উহা মহাপাপ ধ্বংস করে এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া থাকে। ১২১।

অনন্তর মালাধারণমাহাত্ম্য।—অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, যাহা শ্রীহরিকে নিবেদিত

নারদীয়ে।—যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা, যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ।
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥ ১২৩॥
কিঞ্চ।—　ভুজযুগমপি চিহ্নৈরঙ্কিতং যস্য বিষ্ণোঃ, পরমপুরুষনাম্নাং কীর্ত্তনং যস্য বাচি।
ঋজুতরমপি পুণ্ড্রং মস্তকে যস্য কণ্ঠে, সরসিজমণিমালা যস্য তস্যাস্মি দাসঃ॥ ১২৪॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবদুক্তৌ।—
তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ। অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ॥
স্কান্দে।—
ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা। দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১২৫॥
তুলসীদলজাং মালাং কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ। বিষ্ণূত্তীর্ণাং বিশেষেণ স নমস্যো দিবৌকসাং॥
তুলসীদলজা মালা ধাত্রীফলকৃতাপি চ। দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনর্ব্বিষ্ণুসেবিনাং॥
তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে।—
যঃ পুনস্তুলসীমালাং কৃত্বা কণ্ঠে জনার্দ্দনং। পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতি প্রতিপুষ্পং গবাযুতং॥ ১২৬॥
যাবল্লুঠতি কণ্ঠস্থা ধাত্রীমালা নরস্য হি। তাবত্তস্য শরীরে তু প্রীত্যা লুঠতি কেশবঃ।
স্পৃশেচ্চ যানি লোমানি ধাত্রীমালা কলৌ নৃণাং। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বসতে কেশবালয়ে॥

নির্ম্মাল্যং ভগবচ্ছেষস্তদ্রূপা যা তুলসীমালা তয়া যুক্তঃ সন্॥ ১২২॥ লসৎ শ্রীহরিমন্দিরতয়া শোভমানমূর্দ্ধপুণ্ড্রং যেষাং তে॥ ১২৩॥ বিষ্ণোশ্চিহ্নৈঃ। যস্য বাচি নাম্নাং কীর্ত্তনমিত্যত্র দৃষ্টান্তত্বেন জ্ঞেয়ং। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যং॥১২৪॥ তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা চ॥ ১২৫। গবাযুতং অযুত-

---

হইয়াছে ঈদৃশী তুলসীমালা ধারণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ভগবানের পূজা করেন এবং অপরাপর যে যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্তই অক্ষয়ফলপ্রদ হয়। ১২২। যে সকল ব্যক্তির কণ্ঠদেশে তুলসীমালা ও পদ্মবীজমালা বিদ্যমান থাকে এবং যে সকল ব্যক্তির ভালপ্রদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিরাজমান দৃষ্ট হয়, আর যে সকল ব্যক্তির বাহুমূলে শঙ্খচক্রচিহ্ন দেদীপ্যমান, সেই সমস্ত বৈষ্ণবেরা আশু জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন। ১২৩। আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির বাহুযুগল হরির অস্ত্রাদি চিহ্নে অঙ্কিত, যে ব্যক্তির বচনাবলীতে পরমপুরুষ হরির নামসমূহ কীর্ত্তিত হয়, যাঁহার শিরোদেশে সরল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিরাজমান এবং কণ্ঠদেশে পদ্মবীজমালা সুশোভিত, আমি তদীয় দাসস্বরূপ।১২৪। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবদুক্তিতে আছে যে, যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতা মালা কণ্ঠদেশে বহন করেন, তিনি অপবিত্রই হউন, আর আচারভ্রষ্টই হউন, আমাকে লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। স্কন্দপুরাণে আছে যে, যে ব্যক্তির কলেবরে ধাত্রীফলনির্ম্মিতা ও তুলসীকাষ্ঠময়ী মালা দৃষ্ট হয়, তিনি নিঃসন্দেহ ভগবদ্ভক্তব্যক্তিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১২৫। যে ব্যক্তি তুলসীপত্ররঞ্জিতা মালা ধারণ করেন, বিশেষতঃ হরিকে নিবেদন পূর্ব্বক কণ্ঠে বহন করেন, তিনি দেবগণেরও প্রণম্য। যে সকল ব্যক্তি হরি আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের কথা কি আর বলিব, তুলসীদলগ্রথিতা ও ধাত্রীফলরচিতা মালা পাতকিগণকেও মুক্তি প্রদান করে।

যাবদ্দিনানি বহতে ধাত্রীমালাং কলৌ নরঃ। তাবদ্‌যুগসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতির্ভবেৎ ॥
মালাযুগ্মঞ্চ যো নিত্যং ধাত্রীতুলসিসম্ভবং। বহতে কণ্ঠদেশে চ কল্পকোটিং দিবং বসেৎ ॥১২৭॥
গারুড়ে চ মার্কণ্ডেয়োক্তৌ।—

তুলসীদলজাং মালাং কৃষ্ণোত্তীর্ণাং বহেত্তু যঃ। পত্রে পত্রেঽশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলং ॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ। ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবং ॥
নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং। বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য বৈ নাস্তি পাতকং।
সদা প্রীতমনাস্তস্য কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ ॥ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে ॥ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং শিরসো যস্য ভূষণং।
বাহ্বোঃ করে চ মর্ত্ত্যস্য দেহে তস্য সদা হরিঃ ॥ ১২৮ ॥
তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ। পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ ॥১২৯॥
তুলসীকাষ্ঠমালান্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ। দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধূতং যথা দলং ॥
তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতো ভ্রমতে যদি। দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শস্ত্রজং ক্বচিৎ ॥ ১৩০ ॥

সংখ্যগোদানফলমিত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥ তুলসিসম্ভবমিতি হ্রস্বত্বমার্ষং ॥ ১২৭ ॥ দ্বারকোদ্ভবং দ্বারকানিবাসজং ফলং তস্মৈ প্রযচ্ছতি ॥ ১২৮ ॥ পুণ্যং পুণ্যকর্ম্ম। পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ তৎসম্বন্ধি কর্ম্ম কৃতং কোটিগুণং ভবেৎ। বিশেষতঃ কলৌ ॥১২৯॥ নশ্যন্তি অদৃশ্যা ভবন্তি পলায়ন্তে ইত্যর্থঃ॥১৩০॥

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে আছে যে, যে ব্যক্তি কণ্ঠদেশে তুলসীমালা বহন পূর্ব্বক হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি প্রত্যেক কুসুম দান দ্বারা অযুত গোদানের ফল প্রাপ্ত হন।১২৬। আমলকী মালা কণ্ঠদেশে লগ্ন হইয়া যতদিন নরদেহে বিলুণ্ঠিত হয়, হরিও প্রীতিসহকারে তাবৎকাল তদীয় শরীরে লুণ্ঠিত হইতে থাকেন। কলিযুগে আমলক ফলের মালা মানবগণের যতসংখ্য রোম স্পর্শ করে, তাঁহারা তত সহস্রবর্ষ হরিধামে অবস্থিতি করেন। কলিযুগে মানব যতদিন আমলকীফলের মালা বহন করেন, তত সহস্র যুগ বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার স্থিতি হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন কণ্ঠদেশে ধাত্রীমালা ও তুলসীমালা বহন করেন, কোটিকল্পকাল সুরপুরে তাঁহার স্থিতি হয়।১২৭। গরুড়পুরাণে মার্কণ্ডেয়ের উক্তিতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ হইতে অবতারিত তুলসীপত্ররচিতা মালা গলদেশে বহন করিলে, সেই মালায় যতসংখ্য পত্র থাকে, তৎপ্রতিপত্রে সেই ব্যক্তি দশ দশ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন তুলসীকাষ্ঠময়ী মালা ধারণ করেন, দৈত্যনিসূদন হরি তাঁহাকে দ্বারবতীবাসের ফল দিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠময়ী মালা হরিকে নিবেদন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ধারণ করেন, তাঁহার কোন পাতকই বিদ্যমান থাকে না, দেবকীতনয় হরি তৎপ্রতি নিরন্তর সন্তুষ্ট থাকেন। তুলসীকাষ্ঠময়ী মালা বহনকারীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না এবং তদীয় কলেবরে পাতকও বিদ্যমান থাকে না। যে ব্যক্তির শিরোদেশে, অঙ্গে, বাহুযুগলে ও করে তুলসীকাষ্ঠরচিত ভূষণ বিদ্যমান থাকে, হরি নিরন্তর তদীয় শরীরে বিরাজ করেন।১২৮। কলিকালে তুলসীকাষ্ঠরচিত মালায় সমলঙ্কৃত হইয়া পুণ্যক্রিয়া এবং পিতৃলোকের কর্ম্ম

অথ গৃহে সন্ধ্যোপাসনবিধিঃ।

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং কর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাৎ যথাবিধি। কৃষ্ণপাদোদকেনৈব তত্র দেবাদিতর্পণং॥১৩১॥
শিরসা বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং পাদোদেনাপি তর্পণং। পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ বৈষ্ণবৈস্ত সমং মতং॥১৩২॥
সন্ধ্যোপাস্তৌ চ বশিষ্ঠবচনং।—

গৃহে ত্বেকগুণা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণা স্মৃতা। শতসাহস্রিকা নদ্যামনন্তা বিষ্ণুসন্নিধৌ॥

অথ শ্রীগুরুপূজা।

পূজয়িষ্যংস্ততঃ কৃষ্ণমাদৌ সন্নিহিতং গুরুং। প্রণম্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা দত্বা কিঞ্চিদুপায়নং॥
স্মৃতিমহার্ণবে।— রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুং।
নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ॥ ১৩৩॥
কিঞ্চ শ্রীভগবদুক্তৌ।—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
শ্রীনারদেন চ।—

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলং॥ ১৩৪॥

পূর্ব্বং বহিস্তীর্থস্নানে সন্ধ্যোপাসনাদিকং লিখিতম্, ইদানীং গৃহবিষয়কং তল্লিখতি সন্ধ্যেতি। তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি॥ ১৩১॥ বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং তদ্বহনমিত্যর্থঃ। তদ্দ্বয়ং-সমং তুল্যং মতং॥ ১৩২॥
পশ্যেত পশ্যেৎ। নিরীক্ষয়েৎ স্বার্থে ইণ্ নিরীক্ষেত॥ ১৩৩॥ এবং কিঞ্চিদুপায়নং দত্বে-ত্যত্র প্রমাণবচনং সংগৃহ্যাধুনা সন্নিহিতং সন্তং গুরুমাদৌ পূজয়েদিতি শ্রীভগবদ্বচনাদিনা প্রমাণ-য়তি প্রথমমিতি দ্বাভ্যাং। পূজ্য পূজয়িত্বা॥ ১৩৪॥

ও দৈবকর্ম্ম করিলে তৎফল কোটিগুণিত হয়। ১২৯। যমদূতেরা দূর হইতে তুলসীকাষ্ঠময়ী মালা দর্শনে বায়ুবিতাড়িত-পত্রবৎ পলায়ন করে। তুলসীকাষ্ঠময়ী মালাতে অলঙ্কৃত হইয়া ভ্রমণ করিলে তাহার দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা ও শত্রুভয় বিদ্যমান থাকে না। ১৩০।

অতঃপর গৃহে সন্ধ্যোপাসনবিধি।—এই প্রকারে মালাধারণ করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়া এবং ঐ ক্রিয়ায় শ্রীহরিচরণামৃত দ্বারা দেবাদির তর্পণ করিবে। ১৩১। শিরোদেশে বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য ধারণ এবং বৈষ্ণব-চরণামৃত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ, এই উভয়কে বৈষ্ণবেরা তুল্য-বিধান করিয়াছেন। ১৩২। সন্ধ্যোপাসনবিষয়ে বশিষ্ঠের উক্তি আছে যে, গৃহে সন্ধ্যোপাসনা করিলে একগুণ, গোষ্ঠমধ্যে দশগুণ, নদীতে শতসহস্রগুণ এবং হরিসমীপে করিলে সংখ্যা-তীতগুণ ফলপ্রদ হয়।

অতঃপর গুরুপূজা।—তৎপরে শ্রীহরির অর্চ্চনার্থ উপস্থিত হইয়া নিকটবর্ত্তী গুরুদেবকে কিঞ্চিৎ উপহার অর্পণ করত প্রণাম করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। স্মৃতিমহার্ণবে লিখিত আছে যে, রাজা, গুরু ও চিকিৎসক, ইহাদের সহিত রিক্তহস্তে সাক্ষাৎ করিতে নাই এবং উপায়নহস্ত হইয়া পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। ১৩৩। আরও আছে,

অথ শ্রীগুরুমাহাত্ম্যং।

শ্রুতিষু।—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥১৩৫॥

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥১৩৬॥

শ্রীদশমস্কন্ধে চ।—

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥১৩৭॥

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদোক্তৌ।—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ১৩৮ ॥

অন্যত্রাপি।—

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ। যস্মোঽতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবং ॥

অর্থাঃ পুরুষার্থাঃ ॥ ১৩৫ ॥ নাসূয়েত মা দোষদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ ॥ ১৩৬ ॥ ইজ্যা যজ্ঞো গার্হস্থধর্ম্মঃ, প্রজাতিঃ প্রকৃষ্টজন্ম উপনয়নং তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে তাভ্যাং। তথা তপসা বানপ্রস্থ-ধর্ম্মেণ বা অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং যথা সর্ব্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া ॥ ১৩৭ ॥ গুর্ব্বভক্ত্যা পরমানর্থোক্ত্যা গুরুভক্তিমেব দ্রঢ়য়তি যস্যেতি। সাক্ষাদ্ভূতে। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি অসদ্বুদ্ধিঃ।

ভগবান্ বলিয়াছেন, প্রথমতঃ গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া পরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়, অন্যথা পূজা ফলবতী হয় না। নারদও কহিয়াছেন যে, গুরুদেবের সমীপে বিদ্যমান থাকিতে যে ব্যক্তি প্রথমে অপরের পূজা করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় এবং তদীয় পূজাও ফলবতী হয় না। ১৩৪।

অতঃপর গুরুমাহাত্ম্য।—শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, দেবতার প্রতি যাহার পরমা ভক্তি আছে এবং দেবতার প্রতি যেরূপ, গুরুদেবের প্রতিও যাহার সেইরূপ ভক্তি, সেই মহাত্মাই মৎ-কথিত পুরুষার্থ বোধগম্য করিতে পারেন। ১৩৫। একাদশ স্কন্ধে ভগবদুক্তিতে লিখিত আছে যে, আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে, কদাচ আচার্য্যের অবমাননা করিবে না; নরজ্ঞানে কদাচ তৎপ্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবে না; কারণ গুরুদেব সর্ব্বদেবময়। ১৩৬। দশমস্কন্ধে লিখিত আছে যে, আমি সর্ব্বভূতাত্মা, গুরু-সেবা দ্বারা আমি যেপ্রকার প্রীত হই, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও যত্যাচারেও সেরূপ তুষ্ট হই না। ১৩৭। সপ্তমস্কন্ধে নারদোক্তিতে আছে যে, হে নৃপতে! জ্ঞানরূপদীপপ্রদাতা গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ, সেই গুরুদেবের প্রতি মনুষ্যজ্ঞানরূপ অসদ্বুদ্ধি করিলে সে ব্যক্তির অখিল শাস্ত্রশ্রবণ গজস্নানবৎ বিফল হয়। ১৩৮। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, শিষ্য গুরুদেবে অচলা ভক্তি রাখিয়া আমাদিগকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক হরিকে লাভ করিবে; এই হেতু অমরগণ সাধকের গুরুর প্রতি ভক্তি মন্দীভূত করিয়া দিয়া থাকেন। মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, অজ্ঞানকেই বালক বলা যায়, মন্ত্রদাতাই পিতা শব্দে অভিহিত। বুধগণ বলিয়া থাকেন, অজ্ঞান ব্যক্তি নিঃসন্দেহই বালক এবং মন্ত্র-

মনুস্মৃতৌ।—

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ। অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদং॥

কিঞ্চ।— গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা॥ ১৩৯॥

বামনকল্পে ব্রহ্মণো বাক্যং।—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ। গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং।

গুরোঃ সমাসনে নৈব ন চৈবোচ্চাসনে বসেৎ॥

বিষ্ণুরহস্যে।—তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যথাবিধি তথা গুরুং।

অভেদেনার্চ্চয়েদ্যস্তু স মুক্তিফলমাপ্নুয়াৎ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভাগবতে চ হরিশ্চন্দ্রস্য।—

গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমং। তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥

কামক্রোধাদিকং যদ্যদাত্মনোঽনিষ্টকারণং। এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

পাদ্মে।—পিতুরাধিক্যভাবেন যেঽর্চ্চয়ন্তি গুরুং সদা। ভবন্ত্যতিথয়ো লোকে ব্রহ্মণস্তে বিশাংবর॥

তত্রৈব দেবহূতিস্তুতৌ।—

ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি। মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ॥

শ্রুতং শাস্ত্রাভ্যাসঃ কুঞ্জরশৌচবৎ ব্যর্থমেবেত্যর্থঃ॥ ১৩৮॥ সংপূজয়েদ্গুরুমেব॥১৩৯॥ গুরব ইতি বহুবচনং গৌরবেণ। যদ্বা প্রসঙ্গাদন্যেষামপি গুরূণাং সংগ্রহার্থং। তে চোক্তাঃ কৌর্ম্মে।—উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরঃ স্বতো মাতামহপিতামহৌ। বর্ণজ্যেষ্ঠঃ

দাতাই পিতা সন্দেহ নাই। আরও কথিত আছে, গুরুদেবই ব্রহ্মা, গুরুদেবই বিষ্ণু, গুরুদেবই শিব এবং গুরুদেবই পরব্রহ্ম; সুতরাং নিরন্তর গুরুদেবের অর্চ্চনা করিবে। ১৩৯। বামনকল্পে ব্রহ্মোক্তিতে আছে যে, যাহা মন্ত্র, তাহাই গুরু-স্বরূপ; যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরি। যে ব্যক্তির প্রতি গুরুদেব প্রীত থাকেন, স্বয়ং হরিও তৎপ্রতি প্রসন্ন হয়েন। গুরুর সদৃশ আসনে কিংবা তদপেক্ষা উচ্চাসনে সমাসীন হইবে না। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, অতএব যে-প্রকার বিধান আছে, তদনুসারে যে ব্যক্তি সর্ব্বথা সযত্নে গুরুদেবকে হরিসহ অভিন্নবোধে অর্চ্চনা করেন, তিনি মুক্তিফল লাভ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মে ও ভাগবতে হরিশ্চন্দ্রোক্তিতে আছে যে, গুরুসেবাই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম, তদপেক্ষা উত্তম অথবা পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই। গুরুদেবের প্রতি ভক্তি রাখিলে আত্ম-অহিতকর কামক্রোধাদিকেও জয় করিতে পারা যায়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, হে বৈশ্যপ্রবর! যে সকল ব্যক্তি গুরুদেবকে পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবোধে নিরন্তর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মধামের অতিথি হন, অর্থাৎ ব্রহ্মধামে তাঁহাদিগের গতি হইয়া থাকে। ঐ পুরাণেই দেবহূতিস্তবে প্রকাশিত আছে যে, যদ্রূপ হরির প্রতি মদীয় ভক্তি বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ নিষ্ঠা গুরুদেবে থাকিলে সেই সত্য দ্বারা হরি আমাকে স্বীয় মূর্ত্তি

আদিত্যপুরাণে।—

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ। মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥

অন্যত্র চ।—হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

অপি ঘ্নন্তঃ শপন্তো বা বিরুদ্ধা অপি যে ক্রুধা। গুরবঃ পূজনীয়াস্তে গৃহং নত্বা নয়েত তান্॥

তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তদ্ দিনং পুণ্যাথ নাড়িকা।

যস্যাং গুরুং প্রণমতে সমুপাস্য তু ভক্তিতঃ॥ ১৪০॥

কিঞ্চ।—উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহরন্তি যে। তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে॥১৪১॥

বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতং। গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥১৪২॥

অন্যত্র চ।—প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে।

স কল্পকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ॥ ১৪৩॥

পিতৃব্যশ্চ সর্ব্বে তে গুরবঃ স্মৃতাঃ। গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পূজ্যাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ। তেষামাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং মাতা সুপূজিতা। কিঞ্চ।—যো ভাবয়তি যা সূতে যেন বিদ্যোপদিশ্যতে। জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ॥ আত্মনঃ সর্ব্বযত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ। পূজনীয়া বিশেষেণ পঞ্চৈতে ভূতিমিচ্ছতেতি॥ ১৪০॥ গুরুত্যাগেন পরমানর্থং দর্শয়ন্ গুরুমাহাত্ম্যমেব দ্রঢ়য়তি উপদেষ্টারমিতি ত্রিভিঃ। আম্নায়াগতং কুলক্রমায়াতং বেদবিহিতং বা॥ ১৪১॥ বোধো জ্ঞানং বিদ্যা বা॥ ১৪২॥ গুরুং প্রতিপদ্য গুরুত্বেন স্বীকৃত্য॥ ১৪৩॥

প্রদর্শন করুন্। আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে যে, বিদ্যাহীনই হউন্ অথবা বিদ্বান্ই হউন, গুরুদেবই জনার্দ্দনস্বরূপ এবং তিনি স্বপথে থাকুন্ অথবা কুপথগামী হউন্, নিরন্তর গুরুদেবই (একমাত্র) গতি। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, হরি কুপিত হইলে গুরুদেব উদ্ধার করেন; কিন্তু গুরুদেব কুপিত হইলে কেহই পরিত্রাতা নাই; সুতরাং সর্ব্বথা যত্ন সহকারে গুরুদেবকে প্রসন্ন করিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, আঘাত করুন্ কিংবা অভিশাপ দিউন্ এবং বিরুদ্ধ হউন্ অথবা রুষ্টই হউন্, যাঁহারা গুরুজন, তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গৃহে আনয়ন করিবে। *

যাহাতে ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করা যায়, সেই জন্মই ধন্য, সেই দিনই সার্থক এবং সেই ঘটিকাই পবিত্র। ১৪০। আরও কথিত আছে, যে সকল ব্যক্তি কুলপরম্পরাগত কিংবা বেদবিহিত গুরুদেবকে বিসর্জ্জন করে, তাহারা কৃতঘ্ন; তাহারা প্রাণত্যাগ করিলে মাংসাশী পশু-পক্ষিগণও তাহাদিগকে ভোজন করে না। ১৪১। যে ব্যক্তি গুরু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন, তৎকর্ত্তৃক হরি অগ্রেই পরিত্যক্ত হইয়াছেন। ইহা দ্বারা তদীয় জ্ঞান কলুষিত হয় এবং তাহার দৌরাত্ম্য প্রকটীকৃত হইয়া থাকে। ১৪২। অন্যত্রও লিখিত

---

* অগ্রে মন্ত্রদাতা গুরুর কথা তুলিয়া প্রসঙ্গতঃ অপরাপর গুরুর কথা কহিতেছেন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, বেদাধ্যাপক, পিতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর, নৃপতি, শ্বশুর, মাতুল, পুরাণবক্তা, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ ও পিতৃব্য ইহাঁরা গুরুপদবাচ্য।

অত্রাপবাদঃ।

পঞ্চরাত্রে।—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥ ১৪৪॥

অথ শ্রীগুরুভক্তিফলং।

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ। ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম॥
যৈঃ শিষ্যৈঃ শশ্বদারাধ্যা গুরবো হ্যবমানিতাঃ। পুত্রমিত্রকলত্রাদিসম্পদ্ভ্যঃ প্রচ্যুতা হি তে॥
অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পুরুষং প্রবদন্তি যে। শূকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেষ্বপি॥
যে গুরুদ্রোহিণো মূঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ। তেষাঞ্চ যাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্যান্ন সংশয়ঃ॥১৪৫॥
অতঃ প্রাগ্‌গুরুমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণভাবেন বুদ্ধিমান্। ত্র্যবরানসমান্ কুর্য্যাৎ প্রণামান্ দণ্ডপাতবৎ॥

অতএব কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসবচনং।—

ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ॥ ইতি॥ ১৪৬॥

মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থ ইত্যনেন উপদেষ্টারমিত্যাদিনা চ কথঞ্চদপি গুরুর্নত্যাজ্য ইতি লিখিতম্‌ অধুনা তত্র মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চেত্তর্হি স পরিত্যাজ্য ইতি প্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি অবৈষ্ণবেতি। গ্রাহয়েদিতি স্বার্থে ইণ্‌, মন্ত্রং গৃহ্লীয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা,—সাধুজনস্তাদৃশং জনং কৃপয়া মন্ত্রং গ্রাহয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণাদেবেতি জ্ঞেয়ং পূর্ব্বং গুরুলক্ষণে তথা লিখনাৎ॥ ১৪৪॥

শ্রীগুরুভক্তের্দার্ঢ্যায়ৈব তদভক্তানাং দুর্গতিদোষান্ লিখতি যে গুর্ব্বাজ্ঞামিত্যাদিনা। অতএব সততং পাপকারিণো ভবন্তি॥১৪৫॥ ত্রয়োঽবরা অন্ত্যা যেষু তান্ ত্রিভ্যোঽন্যূনানিত্যর্থঃ। অসমান্ অযুগ্মান্। উপসংগ্রহণং শ্রীপদদ্বয়ধারণং। তৎপ্রকারমেবাহ সব্যেনেতি। নিজসব্যপাণিনা

আছে যে, যে ব্যক্তি একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার সেই গুরুকে পরিহার করে, তাহাকে নরাধম বলিয়া জানিবে; সে কোটিকল্পযাবৎ নিরয়মধ্যে পচ্যমান হয়। ১৪৩।

এই বিষয়ে অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধি।—পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, অবৈষ্ণব-সকাশে মন্ত্র গ্রহণ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়; পুনর্ব্বার যথাবিধি বৈষ্ণব-গুরুসকাশে মন্ত্রগ্রহণ করা তাহার কর্ত্তব্য। ১৪৪।

অতঃপর গুরুভক্তিফল।—অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, হে মুনিপ্রবর! যে সমস্ত পাপী নরাধমেরা গুরুদেবের আদেশ রক্ষা না করে, তাহাদিগের নিরয়যাতনায় পরিত্রাণ নাই। নিরন্তর গুরুগণের আরাধনা করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য। গুরুদেবের অবজ্ঞা করিলে শিষ্যদিগের পুত্র, মিত্র, দারা ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন গুরুদেবকে ভর্ৎসনা করত তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, শতজন্ম তাহারা শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। নিরন্তর পাপ-

অথ শ্রীগুরুপাদানাং প্রাপ্যাজ্ঞাঞ্চ সাধকঃ। প্রাক্ সংস্কৃতং হরের্গেহং প্রবেক্ষ্যন্ পাদুকে ত্যজেৎ ॥
তথা চাপস্তম্বঃ।—

অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ।
জপে ভোজনকালে চ পাদুকে পরিবর্জয়েৎ ॥ ইতি ॥ ১৪৭ ॥

ততঃ শ্রীভগবৎপূজামন্দিরস্যাঙ্গনঙ্গতঃ। প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ দ্বিরাচমনমাচরেৎ ॥
তথা চ মার্কণ্ডেয়ে।—

দেবার্চ্চনাদিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনং। কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদেব ভুজিক্রিয়াং ইতি ॥১৪৮॥
ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কারো নাম চতুর্থো বিলাসঃ ॥ ৪ ॥

গুরোঃ সব্যপাদ ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ১৪৬ ॥ শ্রীগুরুপাদানামিতি গৌরবেণ বহুত্বং। সাধকঃ শ্রীভগবদারাধকঃ। প্রবেক্ষ্যন্ প্রবেশং করিষ্যন্ প্রবেশাৎ পূর্ব্বমেবেত্যর্থঃ পরিবর্জয়েদগ্ন্যাগারাদিভ্যো দূরতস্ত্যজেদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৭ ॥ সম্যগাচম্যেতি দ্বিরাচমনং বোধয়তি তত্রৈব সম্যক্ত্বাৎ ॥ ১৪৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে চতুর্থো বিলাসঃ ॥ ৪ ॥

কারী যে সমস্ত মূর্খেরা গুরুর দ্রোহাচরণ করে, তাহাদিগের যে কিঞ্চিৎ পুণ্য থাকে, তাহাও নিশ্চয় পাতকরূপে গণনীয় হয়। ১৪৫। সুতরাং সুবুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে সর্ব্বপ্রথমে গুরুদেবের পূজা করিয়া দণ্ডবৎ হইয়া তিনের অন্যূন অযুগ্ম প্রণতি করিবে। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসোক্তিতে আছে যে, ব্যত্যস্তহস্তে (হস্তদ্বয় উল্টাপাল্টা করত) গুরুদেবের চরণকমল স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। বাম হস্তে বাম পদ এবং দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ স্পর্শ করিবে। ১৪৬। তৎপরে সাধক গুরুপদের আদেশ লইয়া সুমার্জ্জিত হরিনিকেতনে প্রবেশের অগ্রে পাদুকা পরিত্যাগ করিবেন। আপস্তম্ব কহিয়াছেন, আহবনীয় বহ্নি যে গৃহে সংরক্ষিত থাকে, সেই গৃহে, গোপ্রচার-স্থলে, দেব-বিপ্র-সন্নিধানে, জপসময়ে এবং ভোজনকালে পাদুকা ত্যাগ করিবে। ১৪৭। তৎপরে শ্রীহরির অর্চ্চনাগৃহের প্রাঙ্গণে গিয়া করচরণ ধৌত করত দুইবার আচমন করিবে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে, যথাবিধি আচমনান্তে দেবপূজাদি-ক্রিয়া, গুরুপ্রণাম ও ভোজনকর্ম্ম করিবে। ১৪৮।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কার নামক চতুর্থ বিলাস সমাপ্ত।

পঞ্চমবিলাসঃ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ। তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং পূজাক্রমার্ণবং॥ ১ ॥
শ্রীমদ্গোপালদেবস্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ। লিখ্যতেঽর্চ্চাবিধির্গূঢ়ঃ ক্রমদীপিকয়েক্ষিতঃ॥
আগমোক্তেন মার্গেণ ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরপি। সদৈব পূজ্যোঽতো লেখ্যঃ প্রায় আগমিকো বিধিঃ॥২
তথা চ বিষ্ণুযামলে—
কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ। দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥ ৩॥

অথ দ্বারপূজা।

শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবেভ্যো দত্ত্বা পাদ্যাদিকং ততঃ। গন্ধপুষ্পৈরর্চ্চয়েত্তান্ যথাস্থানং যথাক্রমং॥ ৪ ॥
দ্বারাগ্রে সপরীবারান্ ভূপীঠে কৃষ্ণপার্ষদান্। তদগ্রে গরুড়ং দ্বারস্যোর্দ্ধে দ্বারশ্রিয়ং যজেৎ॥

শ্রীচৈতন্যায় নমঃ। বালোঽজ্ঞঃ পক্ষে শিশুঃ। নানাবিধমতান্যেব গ্রাহাস্তৈর্ব্যাপ্তং। পূজায়াঃ ক্রমো বিধিঃ বিধ্যনুক্রমো বা স এবার্ণবস্তং॥ ১॥ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রেণ যোঽর্চ্চাবিধিঃ পূজাপ্রকারঃ স লিখ্যতে। যদ্যপি দশাক্ষরাদিনাপি পূজাবিধৌ ভেদো নাস্তি তথাপি ন্যাসাদিভেদাপেক্ষয়া তথা লিখিতং। গূঢ়োঽপি ক্রমদীপিকয়া শ্রীকেশবাচার্য্যবিরচিতয়া ঈক্ষিতঃ দর্শিতঃ সন্। অতঃ ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ লেখ্য ইতি ভাবঃ॥ ২॥ তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্ম-নেত্যনেন তৈরপি আগমিকবিধিনৈব পূজা কার্য্যেতি ভাবঃ। তথা চৈকাদশস্কন্ধে।— নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ইতি। তত্র শ্রীধরস্বামিপাদাঃ। নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তীতি॥ ৩॥ তান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবান্। প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং দেবনাম নমোঽন্তকমিত্যগ্রে লেখ্যত্বাদত্রৈবং প্রয়োগঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ পাদ্যার্ঘ্যাদিকং দত্ত্বা গন্ধাদিভিঃ পুনর্বিশেষেণ পূজয়েদিত্যর্থঃ। এবগ্রেঽপি সপরিবারেভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদেভ্যো নম ইত্যাদিপ্রয়োগো দ্রষ্টব্যঃ॥ ৪॥ এবং সামান্যেন সর্ব্বেষামেব পূজা-

---

যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও নানামতরূপ-কুম্ভীরাদি-হিংস্রজীব-সমাকুল পূজাবিধিরূপ সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি। ১। শ্রীমদ্গোপাল-দেবের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রানুসারে ক্রমদীপিকামতানুযায়ী পূজাবিধি বর্ণিত হইতেছে। বিপ্রগণও নিরন্তর তন্ত্রবিহিত বিধানে অর্চ্চনা করিবেন; সুতরাং প্রায়শঃ তন্ত্রকথিত বিধানানুসারেই পূজাবিধি বর্ণিত হইবে। ২। বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে যে, সত্যে বেদবিহিত বিধি, ত্রেতায় স্মার্ত্ত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলিতে আগমসম্মত বিধিই নির্দ্দিষ্ট। কলিকালোৎপন্ন বিপ্রেরা শূদ্রবৎ অপবিত্র, আগম-কথিত বিধান দ্বারা তাঁহাদিগের শুচিত্ব সম্পাদিত হয়, বেদবিহিত বিধানে শুদ্ধি হয় না। ৩।

অতঃপর দ্বারপূজা।—(গুরুদেবের পূজান্তে; শ্রীকৃষ্ণের দ্বারদেবগণকে পাদ্যাদি দিয়া যথা-স্থলে ও যথানিয়মে গন্ধ পুষ্প দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবে। ৪। প্রথমে দ্বারের সম্মুখে ভূপীঠে

প্রাগ্‌দ্বারোভয়পার্শ্বে তু যজেচ্চণ্ডপ্রচণ্ডকৌ। দ্বারে চ দক্ষিণে ধাতৃবিধাতারৌ চ পশ্চিমে।
জয়ঞ্চ বিজয়ঞ্চৈব বলং প্রবলমুত্তরে। দ্বন্দ্বশস্ত্বেবমভ্যর্চ্চ্য দেহল্যাং বাস্তুপুরুষং ॥ ৫ ॥
দ্বারান্তঃপার্শ্বয়োর্গঙ্গাং যমুনাঞ্চ ততোঽর্চ্চয়েৎ। তৎপার্শ্বয়োঃ শঙ্খনিধিং তথা পদ্মনিধিং যজেৎ ॥৬
গণেশং মন্দিরস্যাগ্নিকোণে দুর্গাঞ্চ নৈর্ঋতে। বাণীং বায়ব্য ঐশানে ক্ষেত্রপালং তথার্চ্চয়েৎ ॥৭
দ্বাঃশাখামাশ্রয়ন্ বামাং সঙ্কোচ্যাঙ্গানি দেহলীং। অস্পৃষ্ট্বা প্রবিশেদ্বেশ্ম ন্যস্যন্ প্রাগ্ দক্ষিণং পদং ॥৮
তথা চ সারদাতিলকে।—
কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং দেহলীং লঙ্ঘয়ন্ গুরুঃ। অঙ্গং সঙ্কোচয়ন্নন্তঃ প্রবিশেদ্দক্ষিণাঙ্ঘ্রিণা ॥৯

বিধির্লিখিত ইদানীং যথাস্থানং যথাক্রমমিতি যল্লিখিতং তদেব বিবিচ্য লিখতি দ্বারাগ্র ইতি দ্বাভ্যাং। তত্রাপ্যাদৌ দ্বারস্যাগ্রে যৎ ভূরূপং পীঠং তত্র সমস্তপরিবারান্বিতান্ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদান্ যজেৎ পূজয়েৎ। অনন্তরং তস্য দ্বারস্যাগ্রে গরুড়ং। যদ্যপি দ্বারশ্রিয়োঽর্চ্চনং প্রবলার্চ্চনানন্তরমেব ক্রমদীপিকায়ামুক্তং তথাপি ইষ্ট্বেতি ক্ত্বা-প্রত্যয়েন চণ্ডাদিপূজাতঃ পূর্ব্বকাল এবেতি বোধিতং তথৈব সদাচারাৎ। কিঞ্চ দ্বন্দ্বশঃ ইত্যগ্রে লিখনাৎ চণ্ডপ্রচণ্ডাভ্যাং নম ইত্যেবং যুগ্মত্বেন প্রয়োগো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৫ ॥ দ্বারস্যান্তঃ অভ্যন্তরে তৎপার্শ্বদ্বয়ে তয়োর্গঙ্গাযমুনয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে ॥ ৬ ॥ আগ্নেয়কোণে গণেশমর্চ্চয়েৎ। তথা চোক্তং ক্রমদীপিকায়াং।—পরিবারাঃ কৃতাঃ সর্ব্বে পুনঃ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদাঃ। দ্বারাগ্রাবলিপীঠেঽর্চ্চ্যাঃ পক্ষীন্দ্রশ্চ তদগ্রতঃ। চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্ ধাতৃ-বিধাতারৌ চ দক্ষিণে। জয়শ্চ বিজয়ঃ পশ্চাদ্ বলঃ প্রবল উত্তরে। ঊর্দ্ধে দ্বারশ্রিয়ং চেষ্ট্বা দ্বার্য্যেতান্ যুগ্মশোঽর্চ্চয়েৎ। পূজ্যো বাস্তুপুমাংস্তত্র তত্র দ্বাঃপীঠমধ্যতঃ। দ্বারান্তঃ-পার্শ্বয়োরর্চ্চ্যা গঙ্গা চ যমুনা নদী। কোণেষু বিঘ্নং দুর্গাঞ্চ বাণীং ক্ষেত্রে সমর্চ্চয়েদিতি ॥ ৭ ॥ বামাং স্ববামভাগবর্ত্তিনীং দ্বারশাখাম্ আশ্রয়ন্ ঈষৎ স্পৃশন্। নিজাঙ্গানি সঙ্কোচ্য দেহলীম্ অস্পৃষ্ট্বা ন লঙ্ঘয়িত্বেত্যর্থঃ। দক্ষিণং পদং প্রাক্ আদৌ ন্যস্যন্ দক্ষিণপাদন্যাসক্রমেণেত্যর্থঃ। বেশ্ম শ্রীভগবন্মন্দিরং হরের্গেহং প্রবেক্ষ্যন্নিতি পূর্ব্বলিখনাৎ। প্রবিশেৎ তন্মধ্যং শনৈঃ পূজকো গচ্ছেৎ ॥ ৮ ॥ গুরুরিতি দীক্ষাবিধানোক্তঃ ॥ ৯ ॥

পরিবারসমন্বিত কৃষ্ণপার্ষদগণের, তৎসম্মুখে গরুড়ের ও তৎপরে দ্বারের ঊর্দ্ধভাগে দ্বারলক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিবে। বহির্দ্বারের দুই পার্শ্বে চণ্ডের ও প্রচণ্ডের, দ্বারের দক্ষিণদিকে ধাতার ও বিধাতার, পশ্চিমদিকে জয়ের ও বিজয়ের, উত্তরদিকে বলের ও প্রবলের অর্চ্চনা করিবে। এই প্রকারে প্রতি দ্বারে দুই দুই দেবের অর্চ্চনা করিয়া দেহলীতে (দ্বারপুরোবর্ত্তী স্থানে) বাস্তুপুরুষের অর্চ্চনা করিবে। ৫। অনন্তর দ্বারাভ্যন্তরভাগের দুই দিকে গঙ্গার ও যমুনার পূজা করিতে হয়। উহাদিগের পার্শ্বে শঙ্খনিধির ও পদ্মনিধির অর্চ্চনা করিবে। ৬। তৎপরে মন্দিরের অগ্নিকোণে গণপতির, নৈর্ঋতভাগে দুর্গাদেবীর, বায়ুকোণে সরস্বতীর ও ঈশানদিগ্-ভাগে ক্ষেত্রপালের অর্চ্চনা করিবে। ৭। পরে স্বীয় বামদিকস্থ দ্বারশাখা (চৌকাঠসহ লগ্ন ভূমি) কিঞ্চিৎ স্পর্শ পূর্ব্বক অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া দেহলী স্পর্শ না হয় এরূপ ভাবে প্রথমে দক্ষচরণ বিক্ষেপ করত গৃহে প্রবিষ্ট হইবে। ৮। সারদাতিলকে লিখিত আছে যে, গুরুদেব বামশাখা

অথ গৃহপ্রবেশমাহাত্ম্যং।

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—

প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোরর্চ্চনার্থং সুভক্তিমান্। ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধীঃ॥

অথ গৃহান্তঃপূজা।

নৈঋর্তে বাস্তুপুরুষং ব্রহ্মাণমপি পূজয়েৎ। আসনস্থো যজেত্তাংস্তানন্যত্র ভগবদ্গৃহাৎ॥ ১০॥

তত্তৎপূজামন্ত্রশ্চোক্তঃ।—

প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং দেবনাম নমোঽন্তকং। পূজামন্ত্রমিদং প্রোক্তং সর্ব্বত্রার্চ্চনকর্ম্মণি॥ ইতি॥ ১১॥

অথ কৃষ্ণাগ্রতস্তিষ্ঠন্ কৃত্বা দিগ্বন্ধনং ক্ষিপেৎ। পুষ্পাক্ষতান্ সমন্তাসু দিক্ষু তন্ত্রোক্তমন্ত্রতঃ॥ ১২॥

অথ পূজার্থাসনং।

ততশ্চাসনমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্যাভ্যর্চ্চ্য চাসনং। তস্মিন্নুপবিশেৎ পদ্মাসনেন স্বস্তিকেন বা॥ ১৩॥

ভগবদ্গৃহাৎ দেবালয়াদন্যত্র পরস্মিন্ স্থানে তাংস্তান্ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদাদীন্ সর্ব্বান্। আসনস্থঃ আসনে উপবিষ্টঃ সন্নেব পূজয়েৎ যত এব তথাগ্রে লেখ্যং বিঘ্ননিবারণং। পূজারম্ভে দ্বারদেবতা-পূজায়াঃ প্রাগেব ভগবদ্গৃহে তু তিষ্ঠন্নেব তাংস্তান্ পূজয়েদিত্যর্থঃ। ভগবদগ্রেঽন্যপূজার্থাসনা-যোগ্যত্বাৎ। যদ্বা তত্তৎপূজার্থং তত্তদগ্রে গমনেন পুনঃপুনরাসনাসম্ভবাৎ, মুহুরাসনেন কাল-ক্ষেপাচ্চ। অতএব পার্ষ্ণিপ্রহারাদিনা বিঘ্ননিবারণমত্রালিখিত্বা নিশ্চলাসনাবসরেঽগ্রে লিখি-ষ্যতে॥ ১০॥ অত্র প্রায়ো দেবালয়ান্তঃপূজাবিধিলিখনাৎ কেচিচ্চ দ্বারপূজানন্তরং গৃহান্তঃপ্রবে-শাৎ প্রাগেব বিঘ্ননিবারণমিচ্ছন্তি। অত্র সংসম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্। দেবস্য পূজ্যস্য নাম। পূজামন্ত্রমিতি নপুংসকত্বমার্ষং॥ ১১॥ অত্র দিগ্বন্ধনে পুষ্পক্ষেপণে চ উক্তঃ শাস্ত্রে যো মন্ত্রঃ ওঁ শার্ঙ্গায় সশরায় হুং ফট্ নম ইতি তেনেত্যর্থঃ॥ ১২॥

অভ্যর্চ্চ্য ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইতি সংপূজ্য। তস্মিন্ আসনে। তত্র পদ্মাসনং সব্যং

(বামভাগের দ্বারের বাজু) কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়া দেহলী লঙ্ঘন পূর্ব্বক অঙ্গ সঙ্কোচ করত দক্ষিণ চরণ নিক্ষেপ সহকারে ভিতরে প্রবিষ্ট হইবে।

অনন্তর গৃহপ্রবেশ-মাহাত্ম্য।—হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে, পূজার্থ ভক্তিমান্ হইয়া হরিমন্দিরে প্রবেশ করিলে সুধী ব্যক্তিকে আর জননীজঠররূপ কারাগৃহে প্রবিষ্ট হইতে হয় না। ৯।

অনন্তর গৃহান্তঃপূজা।—গৃহের নৈঋর্তদিগ্‌ভাগে বাস্তুপুরুষের ও ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিবে। ভগবান্ যে গৃহে অধিষ্ঠিত আছেন, তথা হইতে অন্যত্র আসনোপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ পার্ষদবর্গের অর্চ্চনা করিবে। তাঁহাদের পূজামন্ত্র যথা,—প্রথমতঃ ওঙ্কার, তৎপরে আরাধ্য দেবতার চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নাম, পরে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিবে; তাহা হইলেই "ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র হইল। যাবতীয় পূজাতেই এইপ্রকার পূজামন্ত্র নিরূপিত আছে। ১১। পরে শ্রীহরির সম্মুখে সমাসীন হইয়া দিগ্বন্ধন পূর্ব্বক তন্ত্রবিহিত মন্ত্রপাঠ সহকারে অর্থাৎ "ওঁ শার্ঙ্গায় হুঁ ফট্" এই মন্ত্রে সমন্তাৎ পুষ্প ও অক্ষত নিক্ষেপ করিবে। ১২।

তত্র কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাঙ্মুখো ভবেৎ। উদঙ্মুখো রজন্যান্তু স্থিরমূর্ত্তিশ্চ সম্মুখঃ॥

তথা চৈকাদশস্কন্ধে।—আসীনঃ প্রাগুদগ্বাচ্চের্ৎ স্থিরায়াস্তথ সম্মুখঃ॥

অথাসনমন্ত্রঃ।

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ॥

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু॥১৪॥

অথাসনানি।

নারদপঞ্চরাত্রে।—

বংশাশ্মদারুধরণীতৃণপল্লবনির্ম্মিতং। বর্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদং।

কৃষ্ণাজিনং কম্বলংবা নান্যদাসনমিষ্যতে॥ ১৫॥

পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি বিন্যসেৎ। তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টান্নিধাপয়েৎ। বিষ্টভ্য কট্যুরোগ্রীবা নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ। পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বেষামপি পূজিতমিতি। ক্বচিচ্চ। বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তত ইত্যাদি। স্বস্তিকং চোক্তং।—জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে। ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥ ইতি॥ ১৩॥

তত্র আসনে। প্রায় ইতি দিবা প্রাঙ্মুখত্বস্য নক্তং চোদঙ্মুখত্বস্য প্রশস্তত্বাৎ॥

তৃণাসনঞ্চ দর্ভাতিরিক্ততৃণনির্ম্মিতং জ্ঞেয়ং। একাদশস্কন্ধে প্রাগ্‌দর্ভৈঃ কল্পিতাসন ইতি শ্রীভগ-

---

অতঃপর পূজার্থ আসন।—তৎপরে আসনমন্ত্র দ্বারা * আসনের আমন্ত্রণ ও পূজা করিয়া তদুপরি পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইবে। ১৩। † কৃষ্ণার্চ্চক ব্যক্তি স্থিরমূর্ত্তি ও সম্মুখীন হইয়া দিবাভাগে পূর্ব্বাস্যে ও রাত্রিতে প্রায় উত্তরাস্যে উপবিষ্ট হইবে। একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে যে, আসনোপরি সমাসীন হইয়া পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হওত পূজা করিবে, কিন্তু প্রতিমা থাকিলে তাঁহাকে সম্মুখ করিয়া উপবেশন করিবে।

অনন্তর আসনমন্ত্র।—আসন-মন্ত্রের ঋষি মেরুপৃষ্ঠ, সুতল উহার ছন্দঃ, কূর্ম্ম উহার দেবতা এবং আসনাভিমন্ত্রণে প্রয়োগ হয়। হে পৃথ্বি! তুমি অখিল লোক ধারণ করিয়াছ; হে দেবি! তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক ধৃতা; তুমিও নিরন্তর আমাকে ধারণ কর এবং এই আসনকে পবিত্র কর।১৪।

---

* আসনমন্ত্র যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।

† পদ্মাসন—বামপদতল দক্ষিণ উরূপরি এবং দক্ষিণ পদতল বাম উরূপরি প্রযত্ন সহকারে উত্তানভাবে স্থাপন পূর্ব্বক গুরূপদেশ অনুসারে করতলদ্বয় ও উরুদ্বয়মধ্যে ঐরূপ উত্তানভাবে স্থাপন করিবে, এবং দন্তমূলে জিহ্বা বিন্যাস পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিতে হইবে। এই সময় বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া তাহাতে চিবুক স্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা যথাশক্তি উদর পূর্ণ করিবে। পরে শরীরের অবিরোধে যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া পশ্চাৎ ধীরে ধীরে ঐ বায়ু পরিত্যাগ করিবে। ইহাকেই পদ্মাসন কহে। প্রমাণ যথা—

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ। উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ।

নাসাগ্রে বিন্যসেৎ দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া। উত্তভ্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।

যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ। যথাশক্ত্যা ততঃ পশ্চাৎ রেচয়েদবিরোধতঃ।

ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং॥

স্বস্তিকাসন।—উভয় জানুদেশ ও উভয় উরুদেশের মধ্যস্থলে উভয় পদতল স্থাপন পূর্ব্বক সরলশরীর হইয়া সুখে উপবেশন করিবে, ইহারই নাম স্বস্তিকাসন। যথা—

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে। সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥

অন্যত্র চ।—

কৃষ্ণাজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্ম কৌষেয়ং বেত্রনির্ম্মিতং। বস্ত্রাজিনং কম্বলংবা কল্পয়েদাসনং মৃদু ॥ ১৬ ॥

অথ বিশেষতঃ আসনদোষগুণৌ।

নারদপঞ্চরাত্রে।—

বংশাদাহুর্দরিদ্রত্বং পাষাণে ব্যাধিসম্ভবং। ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতিং দৌর্ভাগ্যং দারবাসনে।

তৃণাসনে যশোহানিং পল্লবে চিত্তবিভ্রমং। দর্ভাসনে ব্যাধিনাশং কম্বলং দুঃখমোচনং ॥

কিঞ্চ শ্রীভগবদ্গীতাসু।—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং॥ইতি॥১৭॥

যথোক্তমুপবিশ্যাথ সংপ্রদায়ানুসারতঃ। শঙ্খাদিপূজাসম্ভারান্ ন্যস্যেত্তত্তৎপদেষু তান্ ॥ ১৮ ॥

তত্র পাত্রাসাদনং।

স্বস্য বামাগ্রতঃ শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্বুধঃ। তত্রৈবার্ঘ্যাদিপাত্রাণি ন্যস্যেচ্চ দ্বারি ভাগশঃ ॥

তুলসীগন্ধপুষ্পাদিভাজনানি চ দক্ষিণে। বামে চ স্থাপয়েৎ পার্শ্বে কলসং পূর্ণমম্ভসা।

দক্ষিণে ঘৃতদীপঞ্চ তৈলদীপঞ্চ বামতঃ। সম্ভারানপরান্ন্যস্যেৎ স্বদৃষ্টিবিষয়ে পদে।

করপ্রক্ষালনার্থঞ্চ পাত্রমেকং স্বপৃষ্ঠতঃ ॥

বহুক্তেঃ ॥১৪॥১৫॥ কৃষ্ণাজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্মেত্যাদিনা আসনাদৌ মতভেদ আশ্রমাদিভেদেন। তত্র বহূনাং যন্মতং তদেব স্বসংপ্রদায়ানুসারেণ গ্রাহ্যমিতি দিক্ ॥ ১৬ ॥

চৈলাজিনকুশোত্তরমিতি প্রথমং প্রাগগ্রকুশাস্তদুপরি কৃষ্ণাজিনং তদুপরি চীরমিত্যর্থঃ ॥ ১৭॥ সম্প্রদায়ানুসারত ইতি বিবিধমতভেদাভিপ্রায়েণ। তত্তৎ-পদেষু তেষাস্তেষামুচিত-স্থানেষু তান্ প্রসিদ্ধান্ অগ্রে লেখ্যান্ বা ॥ ১৮॥

তদেব বিবিচ্য লিখতি স্বস্যেতি সার্দ্ধত্রয়েণ। আধারঃ শঙ্খস্যাশ্রয়স্তৎসহিতং। তত্র স্ববামাগ্রে এব।

অতঃপর বিবিধ আসন।—নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, বংশ, পাষাণ, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, কুশ ব্যতীত অন্য তৃণ এবং পত্ররচিত আসন দারিদ্র্য, ব্যাধি ও দুঃখ প্রদান করে; সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সমস্ত আসন বর্জ্জন করিবেন। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম এবং কম্বল ব্যতীত অপর আসন গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। ১৫। অন্যত্রও লিখিত আছে, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পট্টবসন, বেত্র কিংবা কম্বল এই সকল দ্রব্য দ্বারা মৃদু আসন নির্ম্মাণ করিবে। ১৬।

অতঃপর বিশেষ করিয়া আসনের দোষ-গুণ কথিত হইতেছে।—নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, সুধীগণ কহিয়াছেন, বংশনির্ম্মিত আসনে দারিদ্র্য, প্রস্তরে ব্যাধির উদ্ভব, মৃত্তিকায় দুঃখ, কাষ্ঠময় আসনে দৌর্ভাগ্য, তৃণনির্ম্মিত আসনে যশোনাশ, পত্রাসনে মনোভ্রম, কুশাসনে ব্যাধিনাশ এবং কম্বলাসনে দুঃখবিদূরণ হয়। ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে যে, নাতি উচ্চ ও নাতিনিম্ন হয়, এইরূপে প্রথমে পূর্ব্বদিকে সাগ্র কুশ, তদুপরি কৃষ্ণসারচর্ম্ম এবং তদুপরি পট্টবসন আস্তৃত করত স্বীয় নিশ্চল আসন বিশুদ্ধ স্থানে স্থাপন করিবেন। ১৭। পরে সম্প্রদায়ানুসারে উক্ত আসনে সমাসীন হইয়া শঙ্খাদি পূজোপকরণসমূহ নিম্নোক্ত যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করিবে।১৮।

অত্র পাত্রাণি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ।

দেবীপুরাণে।—

নানাবিচিত্ররূপাণি পুণ্ডরীকাকৃতীনি চ। শঙ্খনীলোৎপলাভানি পাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ।
রত্নাদিরচিতান্যেব কাঞ্চীমূলযুতানি চ। যথাশোভং যথালাভং তথা পাত্রাণি কারয়েৎ।

কিঞ্চ।—

হৈমপাত্রেণ সর্ব্বাণি চেপ্সিতানি লভেন্মুনে। অর্ঘ্যং দত্ত্বা তথা রৌপ্যেণায়ুরাজ্যং শুভং ভবেৎ।
তাম্রপাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্মং মৃন্ময়সম্ভবং॥

বারাহে।—

সৌবর্ণং রাজতং কাংস্যং যেন দীয়তে ভাজনং। তান্ সর্ব্বান্ সংপরিত্যজ্য তাম্রন্তু মম রোচতে।
পবিত্রাণা: পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং। বিশুদ্ধানাং শুচিশ্চৈব তাম্রং সংসারমোক্ষণং॥১৯॥
দীক্ষিতানাং বিশুদ্ধানাং মম কর্ম্মপরায়ণঃ। সদা তাম্রেণ কর্ত্তব্যমেবং ভূমি মম প্রিয়ং॥ ইতি॥ ২০॥

আদিশব্দেন পাদ্যাচমনীয়মধুপর্কাঃ। ভাগশঃ পৃথক্ পৃথগিত্যর্থঃ। দক্ষিণে তুলস্যাদি-পত্রাণি। কলসঃ প্রেক্ষণীয়জলকুম্ভং অপরান্ বস্ত্রালঙ্কারাদীন্। স্বস্যাত্মনো দৃষ্টের্বিষয়ে গোচরে যৎ পদং স্থানং তস্মিন্ ॥ ১৯ ॥ দীক্ষিতানাং মধ্যে যো মৎকর্ম্মপরায়ণস্তেন সদা তাম্রেণ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ২০॥

উক্তবিষয়ে পাত্রাসাদন।—সুধী ব্যক্তি স্বীয় বামদিকের সম্মুখে সাধার শঙ্খ রাখিবেন, সেই স্থানেই অর্ঘ্যাদি * পাত্র সকল স্থানে স্থানে বিভাগমতে সংস্থাপন করিবেন। দক্ষিণদিকে তুলসী, গন্ধ ও পুষ্পাদির পাত্র স্থাপন করিতে হইবে। এবং বামদিকে জলপূর্ণ কুম্ভ রাখিবেন। দক্ষিণে ঘৃতপ্রদীপ ও বামদিকে তৈলদীপ স্থাপন করিতে হয়। অপরাপর পূজোপকরণ-সমূহ যে স্থলে স্বীয় দৃষ্টিপাত হয়, এমন স্থানে স্থাপন করিবেন। আর করপ্রক্ষালনার্থ স্বীয় পৃষ্ঠভাগে একটী পাত্র স্থাপন করিবেন।

অনন্তর বিবিধ পাত্র ও তত্তন্মাহাত্ম্য।—দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, বিবিধপ্রকার আশ্চর্য্যরূপ পাত্র স্থাপন করিতে হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি পদ্মাকৃতি, কতকগুলি শঙ্খাকার ও কতকগুলি নীলোৎপল সদৃশ হইবে। রত্নাদি দ্বারা ঐ সমস্ত পাত্র প্রস্তুত করিবে এবং মেখলার মূলভাগ তাহাতে সংযুক্ত থাকিবে কিংবা যাহাতে শোভা সম্পাদিত হয় ও যাহা অবহেলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারাই পাত্র নির্ম্মাণ করিবে। আরও লিখিত আছে যে, হে মুনে! সুবর্ণপাত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিলে যাবতীয় অভীষ্ট পূরণ হয়, রজতপাত্রে পরমায়ুবৃদ্ধি, রাজ্যপ্রাপ্তি ও শ্রেয়োলাভ হয়, তাম্রপাত্রে সৌভাগ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং মৃত্তিকাপাত্রে ধর্ম্ম-সঞ্চয় হয়। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা কাংস্য ইহার মধ্যে যদ্দ্বারাই পাত্র প্রস্তুত করিয়া দিউক, আমি সমস্তই পরিহার করি; তাম্রভাণ্ডেই আমার সন্তোষ উৎপন্ন হয়। যাবতীয় পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা তাম্রই পবিত্রতম, নিখিল মঙ্গলের স্বরূপ এবং সমস্ত শুদ্ধ ও ভবপাশহারক। ১৯। হে ধরণি! দীক্ষিত পবিত্র লোকগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মৎপূজাপরায়ণ, তাম্র দ্বারা পাত্র প্রস্তুত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য; এই প্রকার পাত্রই আমার প্রীতিকর। ২০।

---

* অর্ঘ্যাদির পাত্র অর্থাৎ অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয় ও মধুপর্কের পাত্র।

কেচিচ্চ তাম্রপাত্রেষু গব্যাদের্যোগদোষতঃ। তাম্রাতিরিক্তমিচ্ছন্তি মধুপর্কস্য ভাজনং ॥ ২১ ॥
তথৈব শঙ্খমেবার্ঘ্যপাত্রমিচ্ছন্তি কেচন। শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সতিলাক্ষতং।
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্যেত্যেবং স্কান্দেঽভিধানতঃ ॥ ২২ ॥

অথ মঙ্গলঘটস্থাপনং।

মঙ্গলার্থঞ্চ কলসং সজলং করকান্বিতং। ফলাদিসহিতং দিব্যং ন্যসেদ্ভগবতোঽগ্রতঃ ॥
তথা চ স্কান্দে।—
কুম্ভং সকরকং দিব্যং ফলকর্পূরসংযুতং। ন্যসেদর্চ্চনকালে তু কৃষ্ণস্যাতীববল্লভং ॥ইতি॥২৩॥
কিঞ্চ।—
সনীরঞ্চ সকর্পূরং কুম্ভং কৃষ্ণায় যো ন্যসেৎ। কল্পং তস্য ন পাপেক্ষাং কুর্ব্বন্তি প্রপিতামহাঃ॥২৪॥

অথার্ঘ্যাদিপাত্রাণি।

প্রক্ষিপেদর্ঘ্যপাত্রে তু গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ যবান্। কুশাগ্রতিলদূর্ব্বাশ্চ সিদ্ধার্থানপি সাধকঃ।
কেচিচ্চাত্র জলাদীনি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বদন্তি হি ॥

গব্যস্য ঘৃতব্যতিরিক্তস্য দুগ্ধাদিগোরসস্য। আদিশব্দান্মধুনশ্চ যোগে দোষাদ্ধেতোঃ। তথা চ স্মৃতিঃ। —তাম্রপাত্রে স্থিতং গব্যং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনেতি। মধুনশ্চ সুরাপরিবর্ত্তেন তাম্রপাত্রে দেয়ত্বাৎ। কেচিদিতি স্বমতং ব্যাবর্ত্তয়তি। দধিসর্পির্ম্মধুসমং পাত্রে ঔড়ুম্বরে মমেতি সাক্ষাদ্ভগবদ্বরাহোক্তেঃ ॥ ২১ ॥ কেচনেচ্ছন্তীত্যত্র হেতুং লিখতি শঙ্খে কৃত্বেতি। স্কান্দেঽভিধানতঃ স্কন্দপুরাণোক্তেঃ ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বং প্রোক্ষণীয়ঘটস্থাপনং লিখিতং ইদানীং মঙ্গলঘটন্যাসং লিখতি মঙ্গলার্থমিতি। আদিশব্দেন কর্পূরাক্ষতাদি। দিব্যং পরমসুন্দরং ॥ ২৩ ॥ কল্পং ব্রহ্মদিনং ব্যাপ্য পাপে ঈক্ষাং দৃষ্টিং ন কুর্ব্বন্তি ক্রিয়মাণমপি পাপং ন গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, তাম্রভাণ্ড গব্যাদি-মিশ্রিত করিলে দূষিত হয়, এই হেতু তাঁহারা মধুপর্কপাত্র তাম্র ব্যতীত অন্য ধাতুময় বাঞ্ছা করেন। ২১। কোন কোন ব্যক্তির এই-প্রকার ইচ্ছা যে শঙ্খই অর্ঘ্যপাত্র হইবে; কেননা স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, শঙ্খে করিয়া পবিত্র বারি, কুসুম, অক্ষত ও তিল গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। ২২।

অনন্তর মঙ্গল ঘট স্থাপন।—শ্রেয়োবিধানের উদ্দেশে ভগবানের অগ্রে জলপূর্ণ, প্রস্তরখণ্ড-সংযুক্ত ফলাদিযুক্ত, দিব্য * কুম্ভ স্থাপন করিবে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, পূজার সময়ে প্রস্তরখণ্ড-সমন্বিত, ফলকর্পূরযুক্ত, দিব্য কুম্ভ স্থাপন করিবে। উহা কৃষ্ণের অতীব প্রিয়। ২৩। আরও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি কৃষ্ণের উদ্দেশে সনীর ও সকর্পূর কুম্ভ স্থাপন করেন, কল্পকাল যাবৎ † প্রপিতামহগণ তদীয় পাপের প্রতি দৃষ্টি করেন না; অর্থাৎ সে ব্যক্তির পাপ গ্রহণ করেন না। ২৪।

---

* ফলাদি শব্দে ফল, কর্পূর ও অক্ষত বুঝিতে হইবে। দিব্য—পরমসুন্দর।
† কল্প—ব্রহ্মার পরমায়ু।

যত উক্তং ভবিষ্যে।—

আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি দধ্যক্ষততিলাস্তথা। যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈবমর্ঘোঽষ্টাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পাদ্যপাত্রে চ কমলং দূর্ব্বাং শ্যামাকমেব চ। বিনিক্ষিপেদ্বিষ্ণুপত্রীত্যেবং দ্রব্যচতুষ্টয়ং।
তথৈবাচমনীয়ার্থপাত্রে দ্রব্যত্রয়ং বুধঃ। জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলমপি নিক্ষিপেৎ॥
মধুপর্কীয়পাত্রে চ গব্যং দধি পয়ো ঘৃতং। মধুখণ্ডমিত্যেবং নিক্ষিপেদ্দ্রব্যপঞ্চকং॥ ২৫॥
কেচিত্ত্রীণ্যেব পাত্রেঽস্মিন্ দ্রব্যাণীচ্ছন্তি সাধবঃ॥

যত উক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে।—

ঘৃতং দধি তথা ক্ষৌদ্রং মধুপর্কো বিধীয়তে॥

আদিবারাহে চ।—

দধি সর্পির্ম্মধুসমং পাত্রে ঔডুম্বরে মম। মধুনস্তু অলাভে তু গুড়েন সহ মিশ্রয়েৎ॥
ঘৃতস্যালাভে সুশ্রোণি লাজৈশ্চ সহ মিশ্রয়েৎ। তথা দধ্নোঽপ্যলাভে তু ক্ষীরেণ সহ মিশ্রয়েৎ॥ইতি ২৬॥
তেষামভাবে পুষ্পাদি তত্তদ্ভাবনয়া ক্ষিপেৎ। নারদস্ত্বাহ বিমলেনোদকেনৈব পূর্য্যতে॥ ২৭॥
মূলেন পাত্রৈণৈকৈকমষ্টকৃত্বোঽভিমন্ত্রয়েৎ। কুর্য্যাচ্চ তেষাং পাত্রাণাং রক্ষণং চক্রমুদ্রয়া॥
পূজামারভমাণো হি যথোক্তাসনমাস্থিতঃ। পঠেন্মঙ্গলশান্তিং তাং যার্চ্চনে সম্মতা সতাং॥

অত্র অর্ঘ্যপাত্রে॥ ২৫॥ অস্মিন্ মধুপর্কপাত্রে। ঔডুম্বরে তাম্রে। অত্র চ ঘৃতং বিনেতি স্মৃত্যুক্ত্যা ঘৃতসহিতে তাম্রেঽপি গব্যস্য সংযোগো দ্রব্যান্তরসংযোগেন চ মধুনোঽপি ন দুষ্যত্যেবেতি সূচিতং॥ ২৬॥ নমু গুড়াদ্যভাবে তথান্যস্যাপি কস্যচিদভাবে সতি কিং কার্য্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ তেষামিতি। উক্তানামর্ঘ্যাদিদ্রব্যাণামভাবে সতি তত্তদ্ভাবনয়েতি তেষাং তেষাং দ্রব্যাণাং মধ্যে যদ্যন্ন লভ্যতে তস্য তস্য ভাবনয়া তত্তদিদমিতি চিন্তয়িত্বা তত্তৎপরিবর্ত্তেন তত্তৎ-

---

অতঃপর অর্ঘ্যাদিপাত্র।—অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, কুশাগ্র, তিল, দূর্ব্বা ও সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ) প্রক্ষেপ করিবে। কোন কোন ব্যক্তি অর্ঘ্যপাত্রে জলাদি অষ্ট দ্রব্যের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যেহেতু ভবিষ্যপুরাণেও কথিত আছে,—জল, ক্ষীর (দুগ্ধ), কুশের অগ্রভাগ, দধি, অক্ষত, যব ও সিদ্ধার্থ এই আটটী অর্ঘ্যের অঙ্গ। পাদ্যপাত্রে কমল, দূর্ব্বা, শ্যামাক (শ্যামাধান্য) ও বিষ্ণুপত্রী (তুলসী) এই দ্রব্যচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিবে। সুধী ব্যক্তি আচমনীয় পাত্রে জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোল এবং মধুপর্কপাত্রে গব্য দধি দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি এই পঞ্চ দ্রব্য নিক্ষেপ করিবেন।।২৫। কোন কোন ব্যক্তি ঐ মধুপর্কপাত্রে তিনটী মাত্র দ্রব্যের ব্যবস্থা দেন। যেহেতু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও লিখিত আছে যে, ঘৃত, মধু ও দধি এই দ্রব্যত্রয়ে মধুপর্ক হয়। আদিবরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, মদীয় মধুপর্কে তাম্রপাত্রে করিয়া দধি, ঘৃত ও মধু প্রক্ষেপ করিবে। মধুর অভাবে গুড়মিশ্রণ করিতে হয়। হে সুশ্রোণি! যদি ঘৃতের অভাব হয়, তবে লাজ (খৈ) সহ এবং দধির অভাব হইলে দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিতে হয়। ২৬। যদি উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্যেরই অভাব হয়, তাহা হইলে তত্তৎ-স্বরূপ চিন্তা করত পুষ্পাদি প্রক্ষেপ করিবে। নারদ কহিয়াছেন যে, কেবলমাত্র বিমল বারি দ্বারাই সমস্ত পূর্ণ হইবে। ২৭। প্রতিপাত্রের

অথ মঙ্গলশান্তিঃ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাত্বিতি পঠন্ ওঁ শান্তিঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবতু॥ ইতি॥ ২৮॥

অথ বিঘ্ননিবারণং।

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥
ইত্যুদীর্য্যাস্ত্রমন্ত্রেণ বামপাদস্য পার্ষ্ণিনা। ঘাতৈস্ত্রিভির্বুধো বিঘ্নান্ ভৌমান্ সর্ব্বান্নিবারয়েৎ॥ ২৯॥
আন্তরীক্ষাংশ্চ তেনৈবোর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়েণ হি। নিরস্যোৎসারয়েদ্দিব্যান্ মান্ত্রিকো দিব্যদৃষ্টিতঃ॥ ৩০॥

অথ শ্রীগুর্ব্বাদি-নতিঃ।

ততঃ কৃতাঞ্জলির্বামে শ্রীগুরুং পরমং গুরুং। পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চেতি নমেদ্‌গুরুপরম্পরাং॥

পাত্রেষু পুষ্পাদিকং নিক্ষিপেদিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন তুলসীপত্রাদি। নন্থ পুষ্পাদ্যভাবেঽপি কিং কার্য্যং লিখতি নারদস্থিতি। পূর্য্যতে তত্তৎপরিপূর্ণতা ভবতীত্যর্থঃ॥ ২৭॥ মূলেন মূলমন্ত্রেণ॥
অস্ত্রমন্ত্রঃ অস্ত্রায় ফড়িতি। যদ্বা অস্মিন্ মন্ত্রে যোঽস্ত্রমন্ত্রস্তেনৈব। পার্ষ্ণিনা যে ঘাতাঃ প্রহারাস্তৈঃ॥ ২৮-২৯॥ তেন অস্ত্রমন্ত্রেণ। দিব্যদৃষ্টিত ইতি মূলমন্ত্রসঙ্কল্পিত-দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ॥ ৩০॥

উপরিভাগে অষ্টধা মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে এবং চক্রমুদ্রা দ্বারা ঐ সমস্ত পাত্রের রক্ষা করিবে। অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াই যথাকথিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধুরা পূজনক্রিয়ার যে মঙ্গলশান্তির বিধি দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে হইবে।

অতঃপর মঙ্গলশান্তি।—হে সুরগণ! আমরা যেন শ্রুতিপুটে সম্যক্ শ্রবণ করিতে পাই। হে যজ্ঞভোক্তিবৃন্দ! আমরা যেন চক্ষুতে দর্শন করি, এবং সুস্থাঙ্গ ও সুস্থশরীর প্রাপ্ত হওয়াতে প্রীত থাকিয়া যেন প্রজাপতির বিহিত পূর্ণ পরমায়ুঃ লাভ করিতে পারি। বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্র আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন্। সর্ব্বজ্ঞ পূষা আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন্। অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন্ এবং সুরগুরু আমাদের শ্রেয়োবিধান করুন্। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "ওঁ শান্তিঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবতু" ইহা পাঠ করিবে। ২৮।

তৎপরে বিঘ্ননিবারণ।—যে ভূতসমূহ পৃথিবীতলে অধিষ্ঠিত আছে, তাহারা দূরে প্রস্থান করুন্। যে সমস্ত ভূত বিঘ্নকারী, শিবের আদেশে তাহারা বিনষ্ট হউক; সুধী ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ করত "অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া বারত্রয় বাম চরণের পার্ষ্ণিঘাত পূর্ব্বক নিখিল ভূতগত বিঘ্ন অপসারণ করিবেন। ২৯। তন্ত্রবিৎ ব্যক্তি অস্ত্রমন্ত্রে অর্থাৎ "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্র দ্বারা আকাশস্থ বিঘ্নসমূহ দূর করিয়া মূলমন্ত্রযোগে দিব্যদৃষ্টি চিন্তা করত সেই দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্য বিঘ্নরাশির নিবারণ করিবেন। ৩০।

গণেশং দক্ষিণে ভাগে দুর্গামগ্রেঽথ পৃষ্ঠতঃ। ক্ষেত্রপালং নমেদ্ভক্ত্যা মধ্যে চাভ্যেষ্টদৈবতং॥
ততশ্চাস্ত্রেণ সংশোধ্য করৌ কুর্ব্বীত তেন হি। তালত্রয়ং দিশাং বন্ধমগ্নিপ্রাকারমেব চ ॥৩২॥

অথ ভূতশুদ্ধিঃ।

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং। অব্যয়ব্রহ্মসম্পর্কাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥ ৩৩ ॥
ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৪॥

তৎপ্রকারশ্চ।

করকচ্ছপিকাং কৃত্বাত্মানং বুদ্ধ্যা হৃদন্ততঃ। শিরঃসহস্রপত্রাব্জে পরমাত্মনি যোজয়েৎ।
পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি তস্মিন্ লীনানি ভাবয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

বামে গুরুপরম্পরাং নমেৎ। অত্র প্রয়োগঃ। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, গাং গণেশায় নমঃ ইত্যাদিঃ ॥ ৩১ ॥ এবার্থো হিশব্দস্তেন অস্ত্রমন্ত্রেণৈব উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়াদি কুর্য্যাৎ। তত্রাগ্নিপ্রাকারমাত্মনঃ পরিতঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অথ ভূতশুদ্ধিং লিখিষ্যন্নাদৌ তদর্থং লিখতি শরীরেতি। শরীরস্য আকারভূতানাম্ আকৃতিত্বং প্রাপ্তানাং শরীরতয়া পরিণতানামিত্যর্থঃ পঞ্চমহাভূতানামুপলক্ষণমেতৎ সর্ব্বেষামেব দৈহিকতত্ত্বানাম্ অব্যয়ব্রহ্মণো জীবতত্ত্বস্য সম্পর্কাৎ তদাত্মকতয়া। যদ্বা শ্রীভগবতোঽংশত্বেন সম্বন্ধাদ্ধেতোর্বিশোধনং কার্য্যকারণাদিভিন্নতয়া বিজ্ঞানং যদিয়মেব ভূতশুদ্ধির্মতাঽভিজ্ঞৈঃ ॥ ৩৩ ॥ অধুনা ভূতশুদ্ধের্নিত্যতাং লিখতি ভূতশুদ্ধিমিতি। কর্ত্তুর্জপাদিকারিণঃ। যথাবিধি বিধানতিক্রমেণ অনুষ্ঠিতা নিষ্পাদিতা অপি নিষ্ফলা ভবন্তি আত্মশোধনং বিনা মূলাশুদ্ধেঃ ॥ ৩৪ ॥

আত্মানং জীবাত্মানং প্রদীপকলিকাকারং সোঽহমিতি মন্ত্রেণ হৃৎপদ্মাৎ শিরঃস্থিতসহস্রদলকমলমধ্যবর্ত্তিপরমাত্মনি বুদ্ধ্যা ভাবনয়া বিচারেণ বা যোজয়েৎ। তদংশত্বাত্তদভিন্নত্বেন তদীয়ত্বেন স্বাত্মানং বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সতি সোঽহমিতি। সঃ শ্রীভগবদংশঃ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽহং। যদ্বা তদংশত্বেন তদধীনো নিত্যসেবকোঽস্মীত্যর্থঃ। ততশ্চ তস্মিন্ পরমাত্মন্যেব

অনন্তর শ্রীগুর্ব্বাদিপ্রণতি।—তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বামভাগে শ্রীগুরু, পরমগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু প্রভৃতি গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করিবে। অনন্তর দক্ষিণে গণপতিকে, পুরোভাগে শ্রীদুর্গাকে, পশ্চাতে ক্ষেত্রপালকে এবং মধ্যস্থলে অন্যান্য অভীষ্টদেবকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিবে। ৩১। * পরে অস্ত্রমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করদ্বয় সংশোধন করত তন্মন্ত্রেই উর্দ্ধে উর্দ্ধে করতালিত্রয়, দিগ্বন্ধন ও বহ্নিপ্রাকার অর্থাৎ স্বীয় দেহের চারিদিকে বেষ্টন করিবে। ৩২।

অতঃপর ভূতশুদ্ধি।—দেহের উপাদানস্বরূপ ভূতসমূহ অক্ষয় ব্রহ্মের অংশ, সুতরাং সেই ব্রহ্মই কারণ ও ইহারা কার্য্য; অতএব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এইরূপ যে অবধারণ, তাহাকেই ভূতশুদ্ধি কহে। ৩৩। জপাদিকারকের জপাদি ক্রিয়া বিধানানুসারে আচরিত হইলেও ভূতশুদ্ধি ব্যতীত তৎসমস্ত বিফল হইয়া যায়। ৩৪।

ভূতশুদ্ধির প্রকার।—প্রথমে করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করত প্রদীপকলিকাকার জীবাত্মাকে

---

* ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, গাং গণেশায় নমঃ ইত্যাদিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়।

বামহস্তং তথোত্তানমধো দক্ষিণবদ্ধিতং। করকচ্ছপিকা মুদ্রা ভূতশুদ্ধৌ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৬ ॥
দেহং সংশোষ্য দগ্ধ্বেদমাপ্লাব্যামৃতবর্ষতঃ। উৎপাদ্য দ্রঢ়য়িত্বাসুপ্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ ॥ ৩৭ ॥

পৃথিব্যাদীনি কার্য্যকারণতত্ত্বানি সর্ব্বাণ্যেব তদেকমূলত্বেন লীনানি তদাত্মকানি তন্মায়াময়ানি বা বিভাবয়েদিত্যর্থঃ। অত্র চ প্রলয়রীত্যা সাংখ্যোক্তসৃষ্টিপ্রাতিলোম্যেন কার্য্যস্য কারণে লয়দ্বারা তেষাং সর্ব্বেষামেব পরমকারণেঽবধিভূতে ভগবতি লয়ো দ্রষ্টব্য ইতি দিক্ ॥ ৩৫ ॥ করকচ্ছপিকাং কৃত্বেতি লিখিতং তামেব দর্শয়তি বামহস্তমিতি ॥ ৩৬ ॥ অধুনা ভূতশুদ্ধিপ্রকারমেব লিখতি দেহমিতি দ্বাভ্যাং। বিধিনেত্যস্য সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধঃ। ইদং পাঞ্চভৌতিকং পাপময়ং দেহং সংশোষ্য সম্যক্ শোষং নীত্বা ততো দগ্ধ্বা তদেব ততশ্চামৃতবৃষ্ট্যা আপ্লাব্য পশ্চাদুৎপাদ্য তচ্চামৃতবৃষ্ট্যৈবেত্যুভয়োরপ্যেককারণত্বাদমৃতবর্ষত ইতি কারণোল্লেখঃ। অনন্তরং দৃঢ়ীকৃত্য এতচ্চ সর্ব্বং ভাবনয়ৈব, ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তত্র চায়ং বিধিঃ। আদৌ পাপপুরুষং চিন্তয়েৎ। তথা চোক্তং। মূলাজ্ঞানং ততঃ পাপং জন্মাদিদুঃখদঞ্চ যৎ। প্রাণাপানৌ নিরুধ্যাথ তস্য রূপং বিচিন্তয়েৎ। মহাপাতকপঞ্চাঙ্গং পাতকোপাঙ্গসংশ্রয়ং। উপপাতকরোমাণং কৃষ্ণং ক্রূরাতিভীষণমিতি। অন্যত্র চ। ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং। সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ং। তৎসংযোগিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকং। উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং। খড়্গাচর্ম্মধরং পাপমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকং। অধোমুখং কৃষ্ণবর্ণং দক্ষকুক্ষৌ বিচিন্তয়েদিতি। তন্নাশার্থমাদৌ যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং পরমশোষণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য নাভিমণ্ডলে বীজং মনসা নীত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা যং-বীজোত্থবায়ুনা সপাপপুরুষং সর্ব্বশরীরং সংশোষ্য যং-বীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসাপুটেন তং বায়ুং রেচয়েৎ। ততো রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং বায়ুসম্বদ্ধং দক্ষিণনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য মূলাধারে বীজং নীত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বীজোত্থবহ্নিনা সপাপপুরুষং সমস্তদেহং দগ্ধ্বা দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন ভস্মনা সহিতং বায়ুং বামনাসাপুটেন রেচয়েৎ। ততশ্চ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শ্বেতবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য বীজং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং চন্দ্রং নীত্বা তচ্চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে বমিতি বরুণবীজং ধ্যাত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা ঠংবীজাত্মকচন্দ্রাদ্বর্ণময়ীমমৃতবৃষ্টিমুৎপাদ্য তয়াপ্লাব্য ততঃ শরীরমুৎপন্নং বিভাব্য পুনরকারাদি বর্ণরূপয়া তয়া মাতৃকান্যাসানুসারেণ মুখকরচরণাদিকমুৎপাদ্য লমিতি পৃথিবীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন সমস্তং শরীরং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্ দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়েদিতি। অত্র চ তত্র তত্র দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন পূরণং রেচনঞ্চ ষোড়শবারজপেনেতি। রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পূরো দ্বাত্রিংশতা ভবেদিতি বচনাৎ।

বুদ্ধিযোগে হৃদয়কমল হইতে লইয়া শিরঃস্থ সহস্রদলকমলের অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মাতে সংযোজিত করিবে। তদনন্তর চিন্তা করিবে যে, পৃথ্যাদি তত্ত্বসকল তাঁহাতে বিলীন হইয়াছে। ৩৫। বামকর উত্তানভাবে রাখিয়া তন্নিম্নে দক্ষিণহস্ত সম্বদ্ধ করিলেই তাহাকে করকচ্ছপিকা মুদ্রা কহে; ভূতশুদ্ধিতে এই মুদ্রা আবশ্যক। ৩৬। যথাবিধানে দেহ শুষ্ক করিয়া দাহ করিবে, পুনর্ব্বার

আত্মানমেবং সংশোধ্য নীত্বা কৃষ্ণার্চ্চনার্হতাং।
বাৎসল্যাদ্ধৃদ্গতং কৃষ্ণং যষ্টুং হৃৎ পুনরানয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

তথা চ ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে।—

নাভিস্থবায়ুনা দেহং সপাপং শোষয়েদ্বুধঃ। বহ্নিনা হৃদয়স্থেন দহেত্তচ্চ কলেবরং ॥

এতচ্চ কস্যচিদেব মতং ন তু বহূনামিত্যগ্রে ব্যক্তং ভাবি। প্রাণপ্রতিষ্ঠাবিধিশ্চায়ং।—প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃসামানি চ্ছন্দাংসি অতিচ্ছন্দো বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাত্মনে উং শিখায়ৈ বষট্‌। ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদানগমনবিসর্গানন্দাত্মনে ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাত্মনে অঃ অস্ত্রায় ফট্‌। ওঁ আং নাভেরধঃ। ওঁ হ্রীং হৃদয়াদানাভি। ওঁ ক্রোঁ মস্তকাদাহৃদয়ং। ততঃ ওঁ যং ত্বগাত্মনে নমঃ হৃদি। ওঁ রং অসৃগাত্মনে নমঃ দক্ষিণাংশে। ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ ককুদি। ওঁ বং মেদআত্মনে নমঃ বামাংশে। ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাণিপর্য্যন্তং। ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বামপাণিপর্য্যন্তং। ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাদপর্য্যন্তং। ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্মস্তকপর্য্যন্তং। তত্র ধ্যানং।—বক্ত্রাম্ভোধিস্থপোতোল্লসদরুণসরোজাধিরূঢ়া করাগ্রৈঃ পাশং কোদণ্ডমিক্ষূদ্ভবমথ গুণমপ্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্‌। বিভ্রাণাসৃক্‌কপালং ত্রিনয়নললিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা ন ইতি। অথ হৃদি হস্তং নিধায়োচ্চারয়েৎ ওঁ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হোং হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণা ইতি। পুনস্তান্যেব বীজান্যুচ্চার্য্য মম জীব ইহ স্থিত ইতি। পুনস্তান্যেবোচ্চার্য্য মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণীতি। পুনস্তান্যুচ্চার্য্য মম বাঙ্মনস্ত্বক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহায়ান্তু সুখং চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ। ততো জন্মাদিকষ্টাষ্টসংস্কারসিদ্ধয়ে ষোড়শপ্রণবাবৃত্তীঃ কৃত্বা শক্তিং পরাং স্মরেদিতি ॥ ৩৭ ॥ এবং লিখিতপ্রকারেণ আত্মানং সম্যক্‌ শোধয়িত্বা তেন চ শ্রীকৃষ্ণস্য অর্চ্চনার্হতাং পূজাযোগ্যতাং নীত্বা সম্পাদ্য পুনস্তং হৃদয়কমলমানয়েৎ। কিমর্থং?—কৃষ্ণং যষ্টুং পূজয়িতুং। ননু ভগবান্‌ পরমাত্মরূপোঽসৌ মূর্দ্ধ্নি সহস্রদলকমলে বর্ত্ততে তত্র লিখতি বাৎসল্যাৎ ভক্তবাৎসল্যেন হৃৎ হৃদন্তং গতং প্রাপ্তমিতি, অতএব ভগবতো ধ্যানাদিকং হৃদয় এব সর্ব্বতো নির্দ্দিশ্যত ইতি দিক্‌ ॥ ৩৮ ॥ এতদেব প্রমাণয়ন্‌

সুধাবর্ষণ দ্বারা উহাকে আশু উৎপাদন করিয়া দৃঢ়ীভূত করত তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ৩৭। এইরূপে শোধন করত জীবাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনার যোগ্য করিয়া ভক্তবাৎসল্য নিবন্ধন হৃদয়কমলে উপস্থিত কৃষ্ণের পূজার্থ ঐ আত্মাকে পুনর্ব্বার হৃদয়ে আনয়ন করিতে হইবে। ৩৮। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রেও এই বিষয়ে কথিত আছে যে, সুধী ব্যক্তি নাভিপ্রদেশগত

সহস্রারে মহাপদ্মে ললাটস্থে স্থিতং বিধুং। সম্পূর্ণমণ্ডলং শুদ্ধং চিন্তয়েদমৃতাত্মকং॥
তস্মাদ্গলিতধারাভিঃ প্লাবয়েত্তম্মসাদ্বধঃ। আভির্বর্ণময়ীভিশ্চ পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
পূর্ব্ববদ্ভাবয়েদ্দেবীমিত্যাদি॥ ৩৯॥

কিঞ্চাগ্রে।—

ততস্তস্মাৎ সমাকৃষ্য প্রণবেন তু মন্ত্রবিৎ। তত্তেজো হৃদয়ে ন্যস্য চিন্তয়েদ্বিষ্ণুমব্যয়ং॥ ৪০॥
কিংবা চিন্তনমাত্রেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় তাং। প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্য্যাৎ সম্প্রদায়ানুসারতঃ॥ ৪১॥

অথ প্রাণায়ামঃ।

রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পূরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ। চতুঃষষ্ট্যা ভবেৎ কুম্ভ এবং স্যাৎ প্রাণসংযমঃ॥
বিরেচ্য পবনং পূর্ব্বং সঙ্কোচ্য গুদমণ্ডলং। পূরয়িত্বা বিধানেন স্বশক্ত্যা কুম্ভকে স্থিতঃ॥ ৪২॥

ভূতশুদ্ধিপ্রকারঞ্চ কিঞ্চিৎ প্রপঞ্চ্য দর্শয়তি তথা চেতি। সপাপং পাপপুরুষসহিতং পূর্ব্বং দাহেন ভস্মসাদ্ভূতম্ আভির্দ্ধারাভিঃ॥ ৩৯॥ ততঃ শরীরোৎপত্ত্যনন্তরং তস্মাৎ সহস্রদলকমলাৎ পরমাত্মনো বা সকাশাৎ তৎ শুদ্ধাত্মতত্ত্বরূপং তেজঃ॥৪০॥ তত্রাশক্তৌ প্রকারান্তরং লিখতি কিংবেতি। চিন্তনমাত্রেণেতি পূরককুম্ভকাদিকং বিনা কেবলং ভাবনয়ৈব দেহশোষণাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। সংপ্রদায়ানুসারতঃ ইতি ভূতশুদ্ধৌ মতভেদান্নানাপ্রকারত্বেন তথা প্রাণায়ামেষু চ কেষাঞ্চিন্মতেঽস্মিন্নবসরেঽকরণাৎ কেষাঞ্চিন্মতে করণেঽপি প্রণবস্য জপাৎ কেষাঞ্চিতে বীজস্য তত্রাপি কেষাঞ্চিন্মতে বারত্রয়ং কেষামপি মতে বহুবারানিত্যেবং মতভেদান্নানাপ্রকারত্বেনানৈকান্তত্বাৎ নিজসংপ্রদায়ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপি॥ ৪১॥

মাত্রাভিশ্চ ষোড়শভী রেচং দ্বাত্রিংশতা চ পূরো ভবেৎ, এবং যত্রাদৌ রেচনং অন্তে পূরণং তত্রৈবৈষা ব্যবস্থা জ্ঞেয়া। যত্র চাষ্টাঙ্গযোগান্তর্গতপ্রাণায়ামাদৌ তয়োর্বিপর্য্যয়স্তত্র মাত্রাবৈপরীত্যমপি জ্ঞেয়ং; অতএব ভূতশুদ্ধৌ তথা লিখিতং। মাত্রা চোক্তা।—কালেন যাবতা স্বীয়ো হস্তঃ স্বং

অনিল দ্বারা পাপপুরুষসহ শরীরকে শুষ্ক করিবে এবং ঐ শরীরকে হৃৎপ্রদেশস্থ বহ্নিদ্বারা দাহ করিতে হইবে। তৎপরে ভাবনা করিবে যে, ভালপ্রদেশস্থ সহস্রার-কমলস্থ বিশুদ্ধ পূর্ণশশী সুধাময়। সেই শশাঙ্ক হইতে ক্ষরিত সুধাধারা দ্বারা দগ্ধীভূত শরীরকে প্লাবিত করিবেন। তদনন্তর চিন্তা করিবেন, এই পাঞ্চভৌতিক শরীর ঐ সমস্ত বর্ণাত্মিকা ধারার সহযোগে যেন পূর্ব্ববৎ হইয়াছে ইত্যাদি। ৩৯। তৎপরেও বর্ণিত আছে যে, মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি তদনন্তর বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বস্বরূপ তেজ ঐ সহস্রদলকমল হইতে প্রণবদ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক হৃৎপ্রদেশে সংস্থাপিত করিয়া অব্যয় হরির ভাবনা করিবেন। ৪০। অথবা পূর্ব্বকথিতরূপে সামর্থ্য না হইলে কেবলমাত্র চিন্তা দ্বারাই ভূতশুদ্ধি করত তদনন্তর সম্প্রদায়ানুসারে প্রাণায়াম করিবেন। ৪১।

অতঃপর প্রাণায়াম।—রেচক ষোড়শমাত্রা দ্বারা, পূরক দ্বাত্রিংশন্মাত্রা দ্বারা এবং কুম্ভক চতুঃষষ্টিমাত্রা দ্বারা সম্পাদিত হয়। * এই প্রকার করিলে প্রাণবায়ুর দমন হয়। অগ্রে বায়ু

---

* মাত্রা।—স্বীয় হস্তদ্বারা স্বীয় জানুমণ্ডল পরিবেষ্টন করিতে যে সময় অতীত হয়, সেই সময়কেই মাত্রা কহে। রেচক—দেহ হইতে বায়ু নিঃসরণ। পূরক—দেহমধ্যে বায়ুপূরণ। কুম্ভক—দেহমধ্যে বায়ুর অবরোধ।

তত্র প্রণবমভ্যস্যন্ বীজং বা মন্ত্রমূর্দ্ধগং। ঋষ্যাদিস্মরণং কৃত্বা কুর্য্যাদ্ধ্যানমতন্দ্রিতঃ॥

তদ্ধ্যানঞ্চ।

বিষ্ণুং ভাস্বৎকিরীটাঙ্গদবলয়কলাকল্পহারোদরাঙ্ঘ্রি-

শ্রোণীভূষং সবক্ষোমণিমকরমহাকুণ্ডলামৃষ্টগণ্ডং।

হস্তোদ্যচ্ছঙ্খচক্রাম্বুজগদমমলং পীতকৌশেয়বাসং,

বিদ্যোতদ্ভাসমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্ম-সংস্থং নমামি॥ ৪৩॥

কচিচ্চ।—

রুদ্রস্তু রেচকে ব্রহ্মা পূরকে ধ্যেয়দেবতা। শ্রীবিষ্ণুঃ কুম্ভকে জ্ঞেয়ো ধ্যানস্থানং গুরোর্মুখাৎ॥

তথা হি।—

নাভিস্থানে পূরকেণ চিন্তয়েৎ কমলাসনং। ব্রহ্মাণং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্ব্বক্ত্রং পিতামহং।

নীলোৎপলদলশ্যামং হৃদি মধ্যে প্রতিষ্ঠিতং। চতুর্ভুজং মহাত্মানং কুম্ভকেন তু চিন্তয়েৎ॥

রেচকেনৈশ্বরং ধ্যানং ললাটে সর্ব্বপাপহং। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং কুর্য্যাদ্বৈ নির্ম্মলং বুধঃ॥ ইতি ॥৪৪

একান্তিভিশ্চ ভগবান্ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ। কৃষ্ণঃ প্রিয়জনোপেতশ্চিন্তনীয়ো হি সর্ব্বতঃ॥ ৪৫॥

জাম্বগুলং। পর্য্যেতি মাত্রা সা জ্ঞেয়া স্বীয়ৈকশ্বাসমাত্রিকা॥ ইতি ॥৪২॥ মন্ত্রমূর্দ্ধগং অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রশিরঃস্থিতং মান্মথং বীজং বা অভ্যসান্ মনসা আবর্ত্তয়ন্। প্রণবাভ্যাসে চ ঋষ্যাদিকমুক্তং। অস্য প্রণবমন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষির্দেবী গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা অকারো বীজম্ উকারঃ শক্তির্মকারঃ কীলকং প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ইতি বীজাভ্যাসে চ তন্মন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকং ধ্যানঞ্চ তদ্দেবতায়া এবেত্যয়ং বিকল্পশ্চ মুক্তিভুক্ত্যাদিফলভেদেন বর্ণাশ্রমাদিভেদেন বেতি দিক্॥

ধ্যানস্থানং গুরোর্মুখাদেব জ্ঞেয়মিত্যুক্তং তদেব অন্যত্রত্য-বচনৈর্বিজ্ঞাপয়ন্ তত্তদ্ধ্যানমেব বিশিষ্য লিখতি নাভিস্থান ইতি ত্রিভিঃ। ঐশ্বরং শ্রীরুদ্রসম্বন্ধি॥ ৪৩—৪৪॥ নমু শ্রীমদনগোপাল-

---

বিরেচনপূর্ব্বক গুহ্যসঙ্কোচ করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে যথাবিধি বায়ুপূর্ণ করত কুম্ভক করিতে হইবে। ৪২। কামবীজ অথবা বীজমন্ত্র জপ করিতে হইলে ঋষ্যাদি * স্মরণ পূর্ব্বক নিরলস হইয়া ধ্যান করিতে হয়।

অতঃপর ধ্যান।—যাঁহার অঙ্গে দেদীপ্যমান কিরীট, অঙ্গদবলয় ও দিব্য হার বিরাজিত, যাঁহার জঠরদেশ, পদ ও শ্রোণীদেশ বিভূষণে সমলঙ্কৃত; যাঁহার গণ্ডপ্রদেশ বক্ষোমণিলগ্ন অত্যুত্তম মহৎ মকরকুণ্ডলে চুম্বিত; যাঁহার করে উদ্যত শঙ্খ, চক্র ও গদা শোভা পাইতেছে; যিনি সুবিমল পীতবর্ণ পট্টবসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন; যাঁহার দেহ হইতে দিব্যকান্তি সমুত্থিত হইতেছে; যিনি দেখিতে উদয়শীল ভাস্করের ন্যায় এবং যিনি কমলমধ্যে বিরাজিত; আমি সেই শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করি। ৪৩। স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, রেচককর্ম্মে রুদ্রকে, পূরকক্রিয়ার ব্রহ্মাকে এবং কুম্ভকে বিষ্ণুকে দেবতারূপে চিন্তা করিতে হয়। শ্রীগুরুসকাশ হইতে

---

* প্রজাপতি প্রণবের ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, পরমাত্মা ইহার দেবতা, অকার বীজ, উকার শক্তি, মকার আধারদণ্ড এবং প্রাণায়ামে উহার বিনিয়োগ হয়।

অথ প্রাণায়ামমাহাত্ম্যম্।

পাদ্মে দেবহূতিবিকুণ্ডলসংবাদে।—

যমলোকং ন পশ্যন্তি প্রাণায়ামরতা নরাঃ। অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণস্তৈরেব হতকিল্বিষাঃ॥ ৪৬॥
দিবসে দিবসে বৈশ্য প্রাণায়ামাস্ত্ব ষোড়শ। অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ॥
তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে। গোসহস্রপ্রদানন্তু প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ॥
অম্বুবিন্দুং কুশাগ্রেণ মাসে মাসে নরঃ পিবেৎ। সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ।
পাতকন্তু মহদ্যচ্চ তথা ক্ষুদ্রোপপাতকং।
প্রাণায়ামৈঃ ক্ষণাৎ সর্ব্বং ভস্মসাৎ স্যাদ্বিশাংবর॥ ইতি॥ ৪৭॥

দেবৈকভক্তিনিষ্ঠে কথমেব' বিবিধধ্যানং রোচেত তত্র লিখতি একান্তিভিশ্চেতি। একান্তিভিঃ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দৈকভক্তিনিষ্ঠৈস্ত কৃষ্ণএব সর্ব্বত্রৈব ধ্যেয়ঃ, স চ প্রিয়জনৈর্গোপগোপ্যাদিভিরুপেত এব ন ত্বেকাকী ভক্তিরসবিশেষবিঘাতাপত্তেঃ। নন্থ তত্র তত্র তত্তদ্দেবতায়া ধ্যানাভাবেনাসম্পূর্ণতা স্যাত্তত্র লিখতি।—ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তঃ সর্ব্বদেবময় প্রভুশ্চ সর্ব্বদেবেশ্বরঃ সর্ব্বশক্তিমান্ বেতি। এবমেকান্তিনামগ্রেঽপি সর্ব্বত্রৈব বুদ্ধ্যাবগন্তব্যঃ। অতঃ পূর্ব্বলিখিতদ্বারপূজাদাবপ্যেকান্তিনাং শ্রীগরুড়াদিপরিবর্ত্তেন তত্র তত্র শ্রীদামাদিগোপানাং দ্বারশ্রীগঙ্গাদিপরিবর্ত্তেন চ শ্রীগোপীনাং পূজোহ্য, অন্যথা তদেব কনিষ্ঠানাং তদন্যরুচ্যসম্ভবাদ্ভক্তিবিশেষহান্যা পূজালক্ষণকর্ম্মণ এব যথোক্তফলাসিদ্ধেঃ। এবং শ্রীভাগবতাদ্যুক্তানাঞ্চ গোকুলে শ্রীগোপালদেবস্য তদন্যাখিলরাগবিস্মারকাণাং তত্তৎপরিচ্ছদপরিবারাদীনামতিক্রমেণান্যপরিজনাদিপূজনাদিকং কেবলং কামিনাং জয়দং প্রধানো ভয়দং বিপিন ইত্যাদ্যুক্ততত্তৎফলাবাপ্তয়ে তান্ত্রিকাঃ সমাদিশন্তীতি জ্ঞেয়ং। অলমতিবিস্তরেণ॥ ৪৫॥

ধ্যানের স্থান পরিজ্ঞাত হইবে। এই বিষয়ে লিখিত আছে যে, সুধী ব্যক্তি পূরকের সহিত পদ্মাসনাধিষ্ঠিত, রক্তমিশ্র-শ্বেতবর্ণ, চতুরানন পিতামহ বিধিকে নাভিপ্রদেশে ভাবনা করিবেন। কুম্ভকের সহিত নীলোৎপলদলশ্যাম, চতুর্হস্ত, পরমাত্মা হরিকে হৃদয়ে ভাবনা করিবেন। রেচকের সহিত নিখিল পাতকনাশন, বিশুদ্ধ স্ফটিকময় বিমল রুদ্রকে ভালপ্রদেশে ভাবনা করিবেন॥ ৪৪॥ যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সমস্ত কার্য্যেই গোপগোপিকাদি-মনোমত-জনপরিবৃত সর্ব্বসুরময় ভগবান্ প্রভু কৃষ্ণকে (একাগ্রমনে) চিন্তা করা তাঁহাদিগের (অবশ্য) কর্ত্তব্য। ৪৫।

অনন্তর প্রাণায়ামমাহাত্ম্য।—পদ্মপুরাণে দেবহূতিবিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে যে, প্রাণায়াম করিয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইলেও তাঁহাদিগকে যমপুরী দর্শন করিতে হয় না; কেন না, প্রাণায়াম দ্বারাই সমস্ত পাতক বিদূরিত হইয়া থাকে; ৪৬। হে বৈশ্য! একমাস যাবৎ প্রত্যহ ষোড়শবার প্রাণায়াম করিলে দিন দিন ভ্রূণহা ব্যক্তিও পবিত্রতা লাভ করে। যত কিছু তপঃ বা ব্রতনিয়মাদি করা যায় এবং যে সহস্র ধেনুদান করা যায়, প্রাণায়াম তৎ-সমস্তের সদৃশ

ন্যাসান্ বিনা জপং প্রাহুরাসুরং বিফলং বুধাঃ।
অতো যথাসংপ্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্য্যাদ্যথাবিধি ॥ ৪৮ ॥

তত্রাদৌ মাতৃকান্যাসঃ।

ঋষিচ্ছন্দোদেবতাদি স্মৃত্বাদৌ মাতৃকামনোঃ। শিরোবক্ত্রহৃদাদৌ চ ন্যস্য তদ্ধ্যানমাচরেৎ ॥
তচ্চোক্তং।—

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলীং, ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীং।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ॥ ৪৯ ॥

অকারাদীন্ ক্ষকারান্তান্ বর্ণানাদৌ তু কেবলান্। ললাটাদিষু চাঙ্গেষু ন্যস্যেদ্বিদ্বান্ যথাক্রমং ॥
তচ্চ বিবিচ্যোক্তং।—

ললাটমুখবিম্বাক্ষিশ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যে দোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ।
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েঽংসকে। ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদযুগে ততঃ।
জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমং ॥ ইতি ॥ ৫০ ॥

তৈঃ প্রাণায়ামৈরেব ॥ ৪৬ ॥ সাগ্রং সংবৎসরং পিবেৎ ॥৪৭॥ আসুরম্ অসুরদৈবত্যম্ অতএব বিফলং প্রাহুঃ ॥ ৪৮ ॥ ঋষ্যাদিকঞ্চোক্তং।—ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। ইতি শিরোবক্ত্রাদৌ ক্রমেণ ঋষ্যাদিকমেব ন্যস্য। তথা চোক্তং।—উচ্চার্য্যৈবম্ ঋষিচ্ছন্দো দেবতা বীজশক্তয়ঃ। শিরোবদনহৃদ্‌গুহ্যপাদেষু ক্রমতো ন্যসেদিতি। অত্র ন্যস্য ইতি বক্তব্যে ন্যসেদিত্যার্ষং ॥ পঞ্চাশল্লিপিভিরিতি বর্ণানামেকপঞ্চাশত্ত্বেঽপি লকারদ্বয়স্যৈক্যাভিপ্রায়েণ। ভাস্বতি প্রভাযুক্তে মৌলৌ নিতরাং বদ্ধঞ্চন্দ্রশকলং চন্দ্রার্দ্ধং যয়া তাং ॥ ৪৯ ॥ তং ন্যাসবিধিং লিখতি অকারাদীনিতি। কেবলান্

কিঞ্চিদধিক সংবর্ষশত কাল প্রত্যেক মাসের শেষে কুশাগ্র দ্বারা বারিবিন্দু পান করিলে মানবের যে ফল হয়, প্রাণায়াম দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে বৈশ্যসত্তম! প্রাণায়াম দ্বারা যাবতীয় মহাপাপ, ক্ষুদ্র পাপ ও উপপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৪৭। সুধীগণ বলিয়া থাকেন, ন্যাস ব্যতীত জপকে আসুর জপ কহে; সুতরাং সম্প্রদায়ানুসারে যথাবিধি ন্যাস করা কর্ত্তব্য। ৪৮।

তন্মধ্যে অগ্রে মাতৃকান্যাস।—প্রথমতঃ মাতৃকা-মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা প্রভৃতি স্মরণ পূর্ব্বক তাহার ধ্যান করিবে। * এই বিষয়ে কথিত আছে যে, পঞ্চাশৎসংখ্য বর্ণ বিভাগ করত সরস্বতী দেবীর বদনমণ্ডল, বাহুদ্বয়, চরণযুগল, কটি ও বক্ষঃপ্রদেশ নির্ম্মিত হইয়াছে। তদীয় শিরোদেশে শশিকলা দীপ্তিমান্ রহিয়াছে। দেবীর কুচযুগল অত্যুন্নত ও স্থূল। তিনি হস্তপদ্মে মুদ্রা, অক্ষসূত্র, সুধাপূর্ণ কুম্ভ ও বিদ্যা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বর্ণ শ্বেত এবং

---

* ব্রহ্মা মাতৃকামন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী, উহার ছন্দঃ, সরস্বতী দেবতা, হল্‌বর্ণ বীজ এবং মাতৃকান্যাসে উহার বিনিয়োগ।

স্বানুস্বারান্ বিসর্গাঢ্যান্ সানুস্বারবিসর্গকান্।
ন্যস্যেদ্ভূয়োঽপি তান্ বিদ্বানেবং বারচতুষ্টয়ং ॥ ৫১ ॥

অথ মাতৃকান্যাসঃ।

কণ্ঠহৃন্নাভিগুহ্যেষু পায়ুভ্রূমধ্যয়োস্তথা। স্থিতে ষোড়শপত্রাব্জে ক্রমেণ দ্বাদশচ্ছদে।

অনুস্বারাদিহীনান্ প্রথমং ন্যস্যেৎ। কং কুত্র ন্যস্যেদিত্যপেক্ষায়াং লিখতি ললাটেত্যাদিসার্দ্ধদ্বয়েন। মাতৃকায়া লিপিসংস্থায়া অর্ণান্ বর্ণান্ যথাক্রমং ললাটাদিষু ন্যস্যেদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র চৈকপঞ্চাশদ্বর্ণেষু মধ্যে অকারাদীন্ অন্তঃস্থবকারান্তান্ পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ণান্ ললাটাদিষু বামাংসান্তেষু পঞ্চচত্বারিংশদবয়বেষু ন্যস্যেৎ। তথা হি ললাটমেকং মুখবিম্বং মুখমণ্ডলঞ্চৈকম্ অক্ষ্যাদিদন্তান্তানাং প্রত্যেকং দ্বয়মিত্যেবং দ্বাদশ। তত্র দন্তানাং পঙ্‌ক্তেৰ্দ্বিত্বেন দ্বিত্বং জ্ঞেয়ং। কিঞ্চ উত্তমাঙ্গং মস্তকমেকম্ আস্যং মুখচ্ছিদ্রমেকম্ ইত্যেবং ষোড়শস্য ষোড়শস্বরান্। ততঃ দোষ্ণোর্ভুজয়োঃ সন্ধয়ঃ প্রত্যেকং মূলকূর্পরমণিবন্ধাঙ্গুলীমূলভেদেন চত্বারঃ এবং দ্বয়োরষ্ট। পদোশ্চ সন্ধয়ঃ উরুমূলজানুগুল্ফাঙ্গুলীমূলভেদেন প্রত্যেকং চত্বার এবং দ্বয়োরষ্ট। তথা দোষ্ণোরগ্রদ্বয়ং পদোশ্চাগ্রদ্বয়মিত্যেবং দোঃপৎসম্বন্ধিবিংশত্যঙ্গেষু ব্যঞ্জনানাং মধ্যে ককারাদিনকারান্তবিংশতিবর্ণান্ ততশ্চ পার্শ্বাদিষু দিক্ষু নবস্বঙ্গেষু পকারাদীন্ বকারান্তান্ নববর্ণান্ ন্যস্যেৎ। তত্র পার্শ্বয়োরিতি তয়োর্দ্বিত্বমেব অংসস্য দক্ষিণবামতয়া দ্বিত্বাৎ পুনরুক্তিরিতি। হৃৎপূর্ব্বমিতি অবশিষ্টান্ শকারাদিক্ষকারান্তান্ ষড়্‌বর্ণান্ হৃদয়মারভ্য কক্ষাদিপাণিযুগলপাদযুগলজঠরাননপর্য্যন্তং ব্যাপয্য তত্তৎস্থানষট্‌কে ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োগঃ,—অং নম ইত্যাদিঃ ॥ ৫০ ॥ ভূয়োঽপীত্যস্য সর্ব্বত্রৈবান্বয়ঃ। বারচতুষ্টয়মিতি লিখনাৎ তান্ মাতৃকার্ণান্ তথৈব ভূয়োঽপি সানুস্বারান্ অনুস্বারেণ সহিতান্ ন্যস্যেৎ। তত্র প্রয়োগঃ,—অং নম ইত্যাদিঃ। ভূয়োঽপি তথৈব বিসর্গাঢ্যান্ বিসর্জনীয়যুক্তান্ ন্যস্যেত্তত্র প্রয়োগঃ,—অঃ নম ইত্যাদিঃ। ভূয়োঽপি তথৈব সানুস্বারবিসর্গকান্ অনুস্বারবিসর্গাভ্যাং যুগপদেব সহিতান্ ন্যস্যেৎ। তত্র প্রয়োগঃ,—অংঃ নম ইত্যাদিঃ। এবং লিখিতপ্রকারেণ কেবলসংযুক্তভেদেন বারচতুষ্টয়ং মাতৃকাবর্ণান্ ন্যস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তিনি ত্রিনয়না, আমি তদীয় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ৪৯। সুধী ব্যক্তি বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার সংযুক্ত না করিয়া, কেবলমাত্র অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ সমুদায়কে ক্রমান্বয়ে ললাটাদি অঙ্গে ন্যাস করিবেন। ক্রমবিভাগ যথা—ভালপ্রদেশ, বদনমণ্ডল, নেত্র, নাসিকাপুট, গণ্ডপ্রদেশ, ওষ্ঠ, দশন, শিরঃপ্রদেশ, বদনচ্ছিদ্র, করসন্ধি, চরণসন্ধি, করাগ্র, চরণাগ্র, পার্শ্বযুগল, পৃষ্ঠ, নাভিপ্রদেশ, উদর, হৃদয়, দক্ষিণস্কন্ধ, ককুৎ, বামস্কন্ধ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করত হস্ততলদ্বয়, চরণতলযুগল, উদর ও মুখ এই সমস্ত অঙ্গে অকারাদি ক্ষকার যাবৎ মাতৃকাবর্ণগুলিকে ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিতে হইবে। ৫০। সুধী ব্যক্তি অনুস্বারসংযুক্ত করত, বিসর্গসংযুক্ত করত এবং অনুস্বার বিসর্গ উভয়ই সংযুক্ত করত পুনরায় ঐ সমস্ত বর্ণ উক্ত উক্ত অঙ্গে ন্যাস করিবেন। এইরূপে বারচতুষ্টয় ন্যাস কর্ত্তব্য। ৫১।

দশপত্রে চ ষট্পত্রে চতুষ্পত্রে দ্বিপত্রকে। ন্যসেদেকৈকপত্রান্তে সবিন্দ্বেকৈকমক্ষরং ॥ ৫২ ॥

অথ কেশবাদিন্যাসঃ।

স্মৃত্বা ঋষ্যাদিকং বর্ণান্ মূর্ত্তিভিঃ কেশবাদিভিঃ।
কীর্ত্ত্যাদিভিঃ শক্তিভিশ্চ ন্যস্যেত্তান্ পূর্ব্ববৎ ক্রমাৎ ॥ ৫৩॥
ন্যসেচ্চতুর্থীনত্যন্তা মূর্ত্তীঃ শক্তীশ্চ যাদিভিঃ।
সপ্ত ধাতূন্ প্রাণজীবৌ ক্রোধমপ্যাত্মনেঽন্তকান্॥ ৫৪ ॥

কণ্ঠাদিষট্সু স্থানেষু ক্রমেণ স্থিতে ষোড়শপত্রাদিকমলষট্কে তৎপঞ্চাশৎপত্রেষু একৈকস্মিন্ পত্রে বিন্দুসহিতমেকৈকমক্ষরমিতি পঞ্চাশদ্বর্ণান্ তত্তৎপত্রান্তে মনসা ন্যস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ঋষ্যাদিকঞ্চোক্তং। অস্য কেশবাদিন্যাসস্য প্রজাপতির্ঋষির্দেবী গায়ত্রী ছন্দো লক্ষ্মী-নারায়ণো দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ আত্মনোঽচ্যুতত্বে বিনিয়োগ ইতি। তান্ একপঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণান্ কেশবাদিভিরেকপঞ্চাশন্মূর্ত্তিভিঃ তাবতীভিরেব কীর্ত্ত্যাদিভিশ্চ শক্তিভিঃ সহ পূর্ব্ববৎ ললাটাদিষু অনুস্বারসহিতান্ তথৈব ন্যস্যেদিত্যর্থঃ॥ ৫৩ ॥ অত্র মূর্ত্তয়ঃ শক্তয়শ্চ কথং ন্যাস্যা ইত্যপেক্ষায়াং তত্র প্রকারং লিখন্ তত্রৈব কঞ্চিচ্চান্যং বিশেষং লিখতি ন স্যেদিতি। মূর্ত্তীঃ শক্তীশ্চ চতুর্থ্যন্তা নম ইত্যন্তাশ্চ ন্যস্যেৎ। তত্র প্রয়োগঃ।—অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদিঃ। যাদিভিরিতি তত্র যকারাদিদশবর্ণৈঃ সহ যা মূর্ত্তীঃ পুরুষোত্তমাদ্যা দশ শক্তীশ্চ বসুধাদ্যান্তা ন্যস্যেৎ। তত্র ত্বঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণীতি সপ্ত ধাতূন্ তথা প্রাণং জীবঞ্চ ক্রোধমপীত্যেবং দশ ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতান্ ত্বগাদীন্ প্রাণাদীংশ্চ ?—আত্মনে ইতি অন্তে যেষাং তান্ বহুব্রীহৌ কঃ। এতচ্চ সর্ব্বেষামেব বিশেষণমপিশব্দাৎ। অত্র প্রয়োগঃ,—বং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নম ইত্যাদিঃ ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর মাতৃকান্যাস।—কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, শিশ্ন, পায়ু ও ভ্রূমধ্য এই ষট্স্থলে ক্রমান্বয়ে ষোড়শদল, দ্বাদশপত্র, দশদল, ষড়্‌দল, চতুর্দ্দল ও দ্বিদল পদ্ম বিদ্যমান আছে; ঐ সমস্ত পদ্মের প্রতিদলের অগ্রদেশে সানুস্বার এক একটি বর্ণ ন্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ষট্পদ্মে পঞ্চাশৎসংখ্য দল আছে। ব্যঞ্জন ও স্বরের পঞ্চাশৎ বর্ণের প্রত্যেকটীকে অনুস্বারযুক্ত করত প্রতিদলে যথাক্রমে ন্যাস করিবে। ৫২।

অনন্তর কেশবাদিন্যাস।—ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক কেশবাদি মূর্ত্তি ও শক্তিসমূহের সহিত পূর্ব্বকথিত বর্ণ সমুদয়কে পূর্ব্ববৎ ক্রমানুসারে ন্যাস করিবে। * মূর্ত্তি ও শক্তিসমূহকে চতুর্থী-বিভক্তিযুক্ত করিয়া এবং শেষে নমঃ শব্দ সংযোগ করত ন্যাস করিতে হয়। ৫৩। † যে সমস্ত মূর্ত্তি ও শক্তিন্যাস যকারাদি বর্ণের সহিত করিতে হয়, সেই সমস্ত মূর্ত্তি ও শক্তি সকলকে

---

* প্রজাপতি কেশবাদিন্যাসের ঋষি, গায়ত্রী উঁহার ছন্দঃ, লক্ষ্মীনারায়ণ দেবতা, হল্ বর্ণ বীজ স্বরবর্ণ শক্তি এবং আপনাকে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকরণকর্ম্মে ইহার বিনিয়োগ হয়।

† একপঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণকে অনুস্বারযুক্ত করিয়া কেশবাদি একপঞ্চাশৎ মূর্ত্তি ও কীর্ত্ত্যাদি একপঞ্চাশৎ শক্তির সহিত ললাটাদি পূর্ব্বকথিত অঙ্গসমূহে ন্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ন্যাস করিবে।

তত্র ধ্যানং।

উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং, পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টং।
নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং, বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিং॥৫৫॥

অথ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ।

প্রথমং কেশবো নারায়ণঃ পশ্চাচ্চ মাধবঃ। গোবিন্দশ্চ তথা বিষ্ণুর্মধুসূদন এব চ॥
ত্রিবিক্রমো বামনোঽথ শ্রীধরশ্চ ততঃ পরং। হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ততো দামোদরস্তথা॥
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽথানিরুদ্ধকঃ। চক্রী গদী তথা শার্ঙ্গী খড়্গী শঙ্খী হলী তথা॥
মুষলী চ তথা শূলী পাশী চৈবাঙ্কুশী তথা। মুকুন্দো নন্দজশ্চৈব তথা নন্দী নরস্তথা॥
নরকজিদ্ধরিঃ কৃষ্ণঃ সত্যঃ সাত্বত এব চ। ততঃ শৌরিস্তথা শূরস্ততঃ পশ্চাজ্জনার্দ্দনঃ॥
ভূধরো বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ। বলী বলানুজো বালো বৃষঘ্নো বৃষ এব চ॥
হংসো বরাহো বিমলো নৃসিংহশ্চেতি মূর্ত্তয়ঃ॥

অথ শক্তয়ঃ।

কীর্ত্তিঃ কান্তিস্তুষ্টিপুষ্টী ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া। মেধা হর্ষা তথা শ্রদ্ধা লজ্জা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী॥
প্রীতী রতির্জ্জয়া দুর্গা প্রভা সত্যা চ চণ্ডিকা। বাণী বিলসিনী চৈব বিজয়া বিরজা তথা॥

প্রদ্যোতনঃ সূর্য্যঃ। বিশ্বধাত্র্যা শ্রীধরণ্যা॥ ৫৫॥

যকারাদি ক্ষকারান্ত দশবর্ণ ও আত্মনে-পদ অন্তে দিয়া সপ্ত ধাতুর সহিত এবং প্রাণ, জীব ও ক্রোধের সহিত ন্যাস করিবে। ৫৪। *

উক্তবিষয়ের ধ্যান যথা।—যিনি নবোদিত শতসূর্য্যপ্রভার তুল্য কান্তিমান্, যাঁহার বর্ণ উত্তপ্ত কাঞ্চনবৎ, যাঁহার একদিকে লক্ষ্মী ও অন্য দিকে পৃথ্বী সেবা করিতেছেন, যিনি বিবিধ রত্নময় দীপ্তিমৎ বিভূষণে সমলঙ্কৃত, যিনি পীতাম্বরধারী এবং যাঁহার করে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র বিরাজিত আছে, সেই বিষ্ণুকে বন্দনা করি। ৫৫।

অতঃপর শ্রীমূর্ত্তিসমূহ।—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মুষলী, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দনন্দন, নন্দী, নর, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাত্বত, শৌরি, শূর, জনার্দ্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বৃষঘ্ন, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল ও নৃসিংহ এই একপঞ্চাশৎসংখ্য শ্রীমূর্ত্তি।

অতঃপর শক্তিসমূহ।—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি, জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডিকা, কালী, বিলসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনন্দা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, মুক্তি, নতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা ও

---

* সপ্তধাতু—ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, রক্ত, শুক্র। ন্যাসপ্রয়োগ যথা—যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ। রং মাংসাত্মনে বলিনে পরায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি।

বিশ্বা চ বিনদা চৈব সুনন্দা চ স্মৃতিস্তথা। ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিশ্চ বুদ্ধির্মূর্ত্তির্নতিঃ ক্ষমা॥
রমোমা ক্লেদিনী ক্লিন্না বসুদা বসুধা পরা। পরায়ণা চ সূক্ষ্মা চ সন্ধ্যা প্রজ্ঞা প্রভা নিশা॥
অমোঘা বিদ্যুতেত্যেকপঞ্চাশৎ শক্তয়ো মতাঃ। দদাত্যয়ং কেশবাদিন্যাসোঽত্রাখিলসম্পদং॥
অমুত্রাচ্যুতসারূপ্যং নয়তি ন্যাসমাত্রতঃ॥ ৫৬॥

তদুক্তং।—ধ্যাত্বৈবং পরমপুমাংসমক্ষরৈর্যো বিন্যস্যেদ্দিনমনু কেশবাদিযুক্তৈঃ।
মেধায়ুঃস্মৃতিধৃতিকীর্ত্তিকান্তিলক্ষ্মী-সৌভাগ্যৈশ্চিরমুপবৃংহিতো ভবেৎ সঃ॥

অন্যত্র চ।—
কেশবাদিরয়ং ন্যাসো ন্যাসমাত্রেণ দেহিনঃ। অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ইতি॥৫৭
যশ্চ কুর্য্যাদিমং ন্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরং। ভক্তিং মুক্তিঞ্চ ভুক্তিঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ লভতেঽচিরাৎ॥৫৮॥
তথা চোক্তং।—অমুমেব রমাপুরঃসরং প্রভজেদ্যো মনুজো বিধিং বুধঃ।
সমুপেত্য রমাং প্রথীয়সীং পুনরন্তে হরিতাং ব্রজত্যসৌ॥ ৫৯॥

অথ তত্ত্বন্যাসঃ।

মকারাদিককারান্তবর্ণৈর্যুক্তং সবিন্দুকৈঃ। নমঃ পরায়েতি পূর্ব্বমাত্মনে নম ইত্যনু।

অত্র অস্মিন্ লোকে অমুত্র পরলোকে শ্রীকৃষ্ণসারূপ্যং প্রাপয়তি॥ ৫৬॥ এবম্ উদ্যৎপ্রদ্যোতন-শতরুচিমিত্যাদিপ্রকারেণ। পরমপুমাংসং শ্রীভগবন্তং। দিনমনু অনুদিনং॥ ৫৭॥ ইমং কেশবাদি-ন্যাসং লক্ষ্মীবীজং শ্রীশব্দস্তৎপূর্ব্বকং যঃ কুর্য্যাৎ সোঽচিরাৎ ভক্ত্যাদিকং লভতে॥ ৫৮॥ হরিতাং শ্রীকৃষ্ণত্বমিতি তৎসারূপ্যপ্রাপ্তেঃ॥৫৯॥

জীবাদিতত্ত্বানাং নাম জীবেত্যাদিকং তত্তৎপদে তস্মিন্ তস্মিন্ লেখ্যস্থানে ক্রমাৎ লিখন্ ক্রমেণ ন্যস্যেৎ। আদিশব্দেন অগ্রে লেখ্যানি প্রাণমহদহঙ্কারাদীনি তত্ত্বানি। কথমিত্যপেক্ষায়াং তদেব বিশিনষ্টি সবিন্দুকৈঃ অনুস্বারসহিতৈস্তৈর্মকারাদিভিঃ ককারান্তৈর্ব্বর্ণৈর্যুক্তং। মকারাদীনাং ককারান্ততা চাত্র প্রাতিলোম্যেন জ্ঞেয়া। কিঞ্চ নমঃ পরায়েতি বাক্যং পূর্ব্বং যস্মিন তৎ। তথা আত্মনে নমঃ ইতি অনু পশ্চাৎ যস্মিন্ তৎ। যদ্বা নমঃ পরায়েতি নাম্নঃ পূর্ব্বং ন্যস্যেৎ, আত্মনে

বিদ্যুতা এই একপঞ্চাশৎসংখ্য শক্তি। একবারমাত্র এই কেশবাদি ন্যাস অনুষ্ঠিত হইলে ইহ-জগতে নিখিল সম্পত্তি লাভ হয় এবং পরত্র কৃষ্ণসারূপ্য লাভ হইয়া থাকে। ৫৬। এই বিষয়ে কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এইরূপে পূর্ব্বকথিত পরমপুরুষের ধ্যান করত কেশবাদি-সমন্বিত অক্ষরের সহিত ন্যাস করেন, তিনি আজীবন মেধা, স্মৃতি, শক্তি, ধৈর্য্য, কান্তি, লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, এই ন্যাস, অনুষ্ঠিত হইবা-মাত্রই মানব সকলকে হরিসারূপ্য প্রদান করে, ইহা সত্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৫৭। যিনি লক্ষ্মীবীজ উচ্চারণ করত এই কেশবাদিন্যাস করেন, তিনি আশু ভক্তি, মুক্তি, ভোগ ও কৃষ্ণকে লাভ করিয়া থাকেন। ৫৮। এই বিষয়েই কথিত আছে যে, যে ধীমান্ ব্যক্তি লক্ষ্মীবীজ উচ্চারণ করত এই বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে প্রসিদ্ধ শ্রী লাভ করত পরিণামে কৃষ্ণসারূপ্য লাভ করিয়া থাকেন। ৫৯।

নামজীবাদিতত্ত্বানাং ন্যসেত্তত্তৎপদে ক্রমাৎ। ন্যাসেনানেন লোকো হি ভবেৎ পূজাধিকারবান্॥
তত্রাদৌ সকলে ন্যসেজ্জীবপ্রাণৌ কলেবরে। হৃদয়ে মত্যহঙ্কারমনাংসীতি ত্রয়ন্ততঃ॥৬১॥
শব্দং স্পর্শং ততো রূপং রসং গন্ধঞ্চ মস্তকে। মুখে হৃদি চ গুহ্যে চ পাদয়োশ্চ যথাক্রমং॥৬২॥
শ্রোত্রং ত্বচং দৃশং জিহ্বাং ঘ্রাণং স্বস্বপদে ততঃ। বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি স্বস্বপদে তথা॥৬৩॥
আকাশবায়ুতেজাংসি জলং পৃথ্বীঞ্চ মূর্দ্ধনি। বদনে হৃদয়ে লিঙ্গে পাদয়োশ্চ যথাক্রমং॥৬৪॥

নম ইতি চ অন্তে পশ্চাৎ ন্যসেৎ; হি যতঃ অনেন তত্ত্বন্যাসাখ্যেন ন্যাসেন পূজায়ামধিকারী জনো ভবতি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—ইতি কৃতেঽধিকৃতো ভবতি ধ্রুবং সকলবৈষ্ণবমন্ত্রজপাদিষ্বিতি। তত্র প্রয়োগঃ,—মং নমঃ পরায় জীবাত্মনে নমঃ, ভং নমঃ পরায় প্রাণাত্মনে নমঃ ইত্যাদিঃ। কেচিচ্চ জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ ইত্যাদিনা তত্ত্বশব্দমপি প্রযুঞ্জতে॥৬০॥ তানি তত্ত্বান্যেব লিখন্ তত্ত্বন্যাসস্থানং বিবিচ্য লিখতি তত্রাদাবিতি। তস্মিন্ তত্ত্বন্যাসে সকলে কলেবরে সর্ব্বশরীরে জীবং প্রাণঞ্চেতি তত্ত্বদ্বয়ং ন্যসেৎ। ততো হৃদয়ে মত্যাদি তত্ত্বত্রয়ং ন্যসেৎ। তত্র প্রয়োগঃ।—বং পরায় মত্যাত্মনে নমঃ ইত্যাদিঃ। এবমগ্রে প্রয়োগঃ সর্ব্বত্রোহ্যঃ॥৬১॥ ন্যসেদিত্যনুবর্ত্তত এব ততঃ শব্দাদিপঞ্চকং মস্তকাদিপঞ্চকে যথাক্রমং লিখিতক্রমেণ ন্যসেৎ॥৬২॥ ততঃ শ্রোত্রাদিপঞ্চকং যথাক্রমমেব স্বস্বপদে নিজনিজস্থানে শ্রোত্রাদিপঞ্চক এব তত্রৈব বাগাদি-পঞ্চকঞ্চ ন্যসেৎ। তত্র চ যস্য দ্বিত্বং তস্য তয়োর্দ্বয়োরেব ন্যাসঃ। এবঞ্চ শ্রোত্রয়োর্দৃশোঃ পাণ্যোঃ পাদয়োশ্চ তত্ত্বস্যৈকস্যৈব ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদগ্রে চ পাদয়োরিতি লিখনাৎ॥৬৩॥ আকাশাদি পঞ্চকঞ্চ মূর্দ্ধাদি-পঞ্চকে ন্যসেৎ। এবং মকারাদিককারান্তানাং পঞ্চবিংশতিবর্ণানাং ন্যাসঃ সমাপ্তঃ॥৬৪॥ অধুনা-বশিষ্টানাং ব্যঞ্জনবর্ণানাং দশানাং ন্যাসং লিখতি হৃদীতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ। হৃৎপুণ্ডরীকমিত্যেকং তথা সূর্য্যমণ্ডলং চন্দ্রমণ্ডলম্ অগ্নিমণ্ডলং চেতি ত্রয়ং। এতচ্চতুষ্টয়ং বিন্দুসহিতৈঃ শকারাদিচতুর্ব্বর্ণৈঃ সহ ক্রমেণ হৃদ্যেব ন্যসেৎ। কথম্ভূতং সূর্য্যাদিমণ্ডলং?—কলাব্যাপ্তেতি শব্দঃ পূর্ব্বমাদ্যং যস্মিন্ তৎ। পুনঃ কথম্ভূতং?—দ্বিষট্‌দ্বাদশদ্ব্যষ্টষোড়শক্রমেণ দ্বিষট্ ইত্যাদি আদৌ যস্য তৎ। তথা চ

অতঃপর তত্ত্বন্যাস – প্রথতঃ "নমঃ পরায়", তদনন্তর "আত্মনে নমঃ" বলিয়া অনুস্বার-সমন্বিত মকারাদি ককারান্ত বর্ণসমূহের সহিত পরে বক্ষ্যমাণ বিশেষ স্থানসমূহে জীবাদি তত্ত্বের ন্যাস করিবে। এই ন্যাস আচরণ করিলেই পূজাধিকারী হইতে পারে। ৬০। * অগ্রে সর্ব্বদেহে জীবতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্বের ন্যাস করিয়া হৃদয়প্রদেশে মতি, অহঙ্কার ও মন এই তত্ত্বত্রয়ের ন্যাস করিবে। ৬১। পরে শিরঃপ্রদেশ, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও চরণযুগলে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-তত্ত্বের ন্যাস করিবে। তৎপরে কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, রসনা ও ঘ্রাণতত্ত্বকে উহাদিগের স্বস্বস্থানে ন্যাস করিতে হইবে এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থকেও তাহাদিগের নিজ নিজ স্থানে ন্যাস করিবে। ৬৩। তদনন্তর মস্তক, মুখ, হৃদয়, লিঙ্গ ও চরণদ্বয়ে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বীতত্ত্বের ন্যাস করিবে। ৬৪। পরে হৃদয়প্রদেশে হৃৎপুণ্ডরীক, দ্বাদশকলাব্যাপ্ত

---

* প্রয়োগ যথা—মং নমঃ পরায় জীবাত্মনে নমঃ। ভং নমঃ পরায় প্রাণাত্মনে নমঃ। ইত্যাদি। কোন কোন সুধী ব্যক্তি জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ প্রভৃতিরূপে তত্ত্বশব্দও প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

হৃদি হৃৎপুণ্ডরীকঞ্চ দ্বিষট্‌দ্ব্যষ্টদশাদিকং। কলাব্যাপ্তেতিপূর্ব্বঞ্চ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিমণ্ডলং।
বর্ণৈঃ সহ সরেফৈশ্চ ক্রমান্ন্যস্তেৎ সবিন্দুকৈঃ॥ ৬৫ ॥
বাসুদেবং যকারেণ পরমেষ্ঠিযুতঞ্চ কে। যকারেণ মুখে সঙ্কর্ষণং ন্যস্তেৎ পুমন্বিতং॥ ৬৬ ॥
হৃদি ন্যস্তেল্লকারেণ প্রদ্যুম্নং বিশ্বসংযুতং। অনিরুদ্ধং নিবৃত্ত্যাঢ্যং বকারেণ চ গুহ্যকে।

ক্রমদীপিকায়াং।—বিম্বানি দ্বিষড়ষ্টযুগশকলব্যাপ্তানি সূর্য্যোড়ুরাড়্‌বহ্নীনাঞ্চ যতস্ত ভূতবসু-মুন্যক্ষরৈর্ম্মবদিতি। অস্যার্থঃ।—সূর্য্যচন্দ্রবহ্নীনাং মণ্ডলানি ক্রমেণ দ্বাদশষোড়শদশকলাব্যাপ্তানি চ তত্তৎকলাব্যাপ্তেত্যেতান্যপি। যতঃ যকারাৎ যো ভূতাক্ষরং পঞ্চমবর্ণঃ শকারঃ বস্বক্ষরং অষ্টম-বর্ণঃ হকারঃ মুন্যক্ষরং সপ্তমবর্ণঃ সকারঃ অক্ষ্যক্ষরং দ্বিতীয়বর্ণো রেফঃ এতৈঃ সহেতি। তত্র প্রয়োগঃ,—শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ। হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ড-লাত্মনে নমঃ। সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্তচন্দ্রমণ্ডলাত্মনে নমঃ। রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্ত-বহ্নিমণ্ডলাত্মনে নম ইতি॥৬৫॥ অধুনাঽবশিষ্টষড়্‌বর্ণৈঃ সহ পঞ্চোপনিষদাদিন্যাসং লিখতি বাসুদেব-মিতিত্রিভিঃ॥ মূর্দ্ধন্যযকারেণ সহ পরমেষ্ঠিযুতং পরমেষ্ঠীতিসহিতং বাসুদেবং মস্তকে ন্যস্তেৎ। অত্র প্রয়োগঃ।—ষং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নম ইতি। পুমন্বিতং পুংসা সহিতং। তত্র প্রয়োগঃ।—যং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুমাত্মনে নম ইতি॥ ৬৬॥ লকা-রেণ সহ প্রদ্যুম্নং ন্যস্তেদিত্যত্র কেচিদ্রেফেণ সহ ন্যাসং মন্যন্তে, তদযুক্তমেব, যতঃ পূর্ব্বং বহ্নিমণ্ড-লেন সহ রেফস্য ন্যাসো বৃত্তঃ, অত্রাপি পুনস্তস্যৈব ন্যাসাত্তস্য দ্বিত্বং প্রসজ্যেত, তচ্চ ন সম্ভবেদেব বর্ণসমাম্নায়ে তস্যৈকত্বাৎ। অতোঽত্র লকারস্যৈব ন্যাসো যুক্তঃ। অগ্রে নারায়ণেন সহ তস্য পুনর্ন্যাসশ্চৈকপঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণেষু তস্য দ্বিত্বাদ্যুক্ত এবেতি। অতএব ক্রমদীপিকায়াং। যোপরবলার্ণকৈঃ সলবকৈরিতি। অস্যার্থঃ,—যেতি ষকার উপরেতি রেফস্য উপ সমীপে তিষ্ঠতীতি যকারো লকারশ্চ তথা বকারো লকারশ্চ দ্বিতীয়ঃ। এবং পঞ্চভির্ব্বর্ণৈঃ সলবকৈঃ সানুস্বারৈরিতি। যোযবালবর্ণৈরিতি পাঠস্তু চিন্ত্যঃ, আর্য্যাভেদ-স্কন্ধক-চ্ছন্দসি চতুষ্কলভঙ্গদোষাপত্তেঃ, তথা তত্বন্যাসেঽস্মিন্ প্রথমতঃ প্রস্তুতানাং পঞ্চত্রিংশদ্-ব্যঞ্জনবর্ণানাং মধ্যে যো ইত্যস্য বা ইত্যস্য চ কুত্রাপ্যশ্রবণাৎ। অন্তে ন্যাসস্য ক্ষকারস্য চ রেফৌকারসংযোগঃ নৃসিংহবীজত্বেন তস্য তাদৃশত্বাদেব। অতঃ পূর্ব্বং পঞ্চবর্গ্যাণাং বর্ণানাং ন্যাসঃ, ততঃ পরমন্তঃস্থাদীনাং মধ্যে সকারাদিচতুর্ণাম্ অগ্রে ন্যাসঃ, ততঃ পরমন্তঃস্থাদীনাং মধ্যে শকারাদিচতুর্ণাম্ অগ্রে নৃসিংহবীজময়স্য ক্ষকারস্যান্ত্যেব। অত্র চ পঞ্চোপনিষৎসু অবশিষ্টানাং

সূর্য্যমণ্ডল, ষোড়শকলাব্যাপ্ত চন্দ্রমণ্ডল ও দশকলাব্যাপ্ত বহ্নিমণ্ডল বিন্দুসমন্বিত রকার ও অপরা-পর বর্ণের সহিত ন্যাস করিতে হইবে। ৬৫। * পরমেষ্ঠিসংযুক্ত বাসুদেবকে ষকারের সহিত শিরঃপ্রদেশে ন্যাস করিতে হয়। যকারের সহিত বদনদেশে পুংশব্দ পূর্ব্বক সঙ্কর্ষণের ন্যাস করিবে। ৬৬। হৃদয়প্রদেশে লকারের সহিত বিশ্বশব্দযুক্ত প্রদ্যুম্নের, গুহ্যে বকারের সহিত

* ইহার প্রয়োগ যথা— শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ। হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলাত্মনে নমঃ। সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্তচন্দ্রমণ্ডলাত্মনে নমঃ। রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলাত্মনে নমঃ।

নারায়ণঞ্চ সর্ব্বাঢ্যং লকারেণৈব পাদয়োঃ ॥ ৬৭ ॥

নৃসিংহং কোপসংযুক্তং তদ্বীজেনাখিলাত্মনি। তত্ত্বন্যাসোঽয়মচিরাৎ কৃষ্ণসান্নিধ্যকারকঃ ॥৬৮॥ তথা চোক্তং।—

অতত্ত্বব্যাপ্যরূপস্য তৎপ্রাপ্তের্হেতুনা পুনঃ। তত্ত্বন্যাসমিতি প্রাহুর্ন্যাসতত্ত্ববিদো বুধাঃ ॥৬৯॥

যঃ কুর্য্যাত্তত্ত্ববিন্যাসং স পূতো ভবতি ধ্রুবং। তদাত্মনানুপ্রবিশ্য ভগবানিহ তিষ্ঠতি।

যতঃ স এব তত্ত্বানি সর্ব্বং তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৭০ ॥

অথ পুনঃ প্রাণায়ামবিশেষঃ।

প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রং জপন্ ক্রমাৎ। বারৌ দ্বৌ চতুরঃ ষট্ চ রেচপূরককুম্ভকে ॥৭১॥

ষকারাদীনাং পঞ্চানামেব যুক্ত ইতি দিক্। অত্র প্রয়োগঃ। লং নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বাত্মনে নম ইতি ॥ ৬৭ ॥ ন্যস্যেদিত্যনুবর্ত্তত এব। তস্য নৃসিংহস্য বীজেন সহ অখিলাত্মনি সর্ব্বগাত্রেষু। অত্র প্রয়োগঃ।—ক্ষ্রৌঁ নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ ইতি। এবং তত্ত্বন্যাসফলং লিখতি তত্ত্বেতি। কৃষ্ণসান্নিধ্যকারকঃ কৃষ্ণং সন্নিধৌ কারয়তি প্রাপয়তীত্যর্থঃ। ৬৮। অতত্ত্বঞ্চ তৎ অতএব বাপ্যরূপঞ্চ তস্য পুনঃ তৎপ্রাপ্তেস্তত্ত্বাবাপ্তের্হেতোঃ ॥ ৬৯ ॥ তদাত্মনা ন্যাসকর্ত্তৃরূপেণ বা ইহ শরীরে লোকে বা ৭০ ॥

ততস্তত্ত্বন্যাসানন্তরং। ক্রমাদপি রেচকে দ্বৌ বারৌ পূরকে চতুরো বারান্ কুম্ভকে ষট্ বারান্ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রং জপন্নিত্যর্থঃ। রেচপূরককুম্ভক ইতি দ্বন্দ্বৈক্যং ॥ ৭১ ॥ তত্রাশক্তৌ প্রকা-

---

নিবৃত্ত-শব্দযুক্ত অনিরুদ্ধের এবং পদদ্বয়ে লকারের সহিত সর্ব্বাঙ্গযুক্ত নারায়ণের ন্যাস করিবে। ৬৭। সর্ব্বগাত্রে কোপশব্দযুক্ত নৃসিংহকে তদ্বীজ সহ অর্থাৎ ক্ষকার সহ ন্যাস করিবে। উপর্য্যুক্ত এই তত্ত্ব আশু কৃষ্ণকে সমীপে আনীত করে। ৬৮। * এই বিষয়ে কথিত আছে যে, যে সমস্ত ধীমান্ ব্যক্তি ন্যাসক্রিয়ার তত্ত্ব বিদিত আছেন, এই ন্যাসকে তাঁহারা তত্ত্বন্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করেন; কেন না, যাহা বস্তু নহে, সুতরাং যাঁহার স্বরূপ অনুমেয়, তাহাকে বস্তুতা প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। ৬৯। তত্ত্বন্যাসকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহ পবিত্র হয়। ভগবান্ সেই ব্যক্তির দেহে ন্যাসরূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজ করেন; কারণ, ভগবানই অখিল তত্ত্ব এবং নিখিল পদার্থই তাঁহাতে অধিষ্ঠিত। ৭০।

অনন্তর পুনর্ব্বার বিশেষ প্রাণায়াম কথিত হইতেছে।—তৎপরে মূলমন্ত্র (অষ্টদশার্ণ মন্ত্র) রেচক, পূরক ও কুম্ভকে যথাক্রমে দুই চারি ও ছয় বার জপ করত প্রাণায়াম করিতে হইবে।৭১। কিংবা

---

* এই সমস্ত ন্যাসের প্রয়োগ যথা— বং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ। যং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুমাত্মনে নমঃ। লং নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বাত্মনে নমঃ। বং নমঃ পরায় অনিরুদ্ধায় নিবৃত্তাত্মনে নমঃ। লং নমঃ পরায় নারায়ণায় সর্ব্বাত্মনে নমঃ। ক্ষ্রৌং নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ।"

অথবা রেচকাদীংস্তান্ কুর্য্যাদ্বারাংস্তু ষোড়শ।
দ্বাত্রিংশচ্চ চতুঃষষ্টিং কামবীজং জপন্ ক্রমাৎ ॥ ৭২ ॥

তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—

রেচয়েন্মারুতং দক্ষয়া দক্ষিণঃ পূরয়েদ্বাময়া চ মধ্যনাড্যা পুনঃ।
ধারয়েদীরিতং রেচকাদিত্রয়ং স্যাৎ কলাদন্তবিদ্যাখ্যমাত্রাত্মকং॥ ৭৩ ॥

তত্র কালঃ সংখ্যাদিকঞ্চ।

তত্রৈব।—

পুরতো জপস্য পরতোঽপি বিহিতমথ তত্রয়ং বুধৈঃ।
ষোড়শ য ইহাচরেদ্দিনশঃ পরিপূয়তে স খলু মাসতোঽংহসঃ॥ ৭৪ ॥

রান্তরং লিখতি অথবেতি। কামবীজং ক্রমাৎ রেচকপূরককুম্ভকেষু পূর্ব্ববৎ ক্রমেণ ষোড়শ-দ্বাত্রিংশচ্চতুঃষষ্টিবারান্ জপন্ তান্ রেচকপূরককুম্ভকাংস্ত্রীন্ কুর্য্যাৎ ॥৭২॥ তদেব ক্রমদীপিকোক্ত্যা সংবাদয়ন্ তত্রৈব কিঞ্চিদ্বিশেষঞ্চ দর্শয়তি রেচয়েদিতি। দক্ষয়া দক্ষিণনাড্যা। দক্ষিণঃ বিদ্বান্ জনঃ। মধ্যনাড্যা সুষুম্নয়া ধারয়েৎ। এবং রেচকপূরককুম্ভকাখ্যং ত্রয়ং স্যাৎ। রেচিকাদিষু ত্রিষু ক্রমেণাবধিকালমাহ। কলাঃ ষোড়শ দন্তা দ্বাত্রিংশৎ বিদ্যাশ্চতুষষ্টি-স্তৎসংখ্যকমাত্রাত্মকমিত্যর্থঃ। মাত্রা চ বামাঙ্গুষ্ঠেন বামকরাঙ্গুলীনাং প্রত্যেকং পর্ব্বত্রয়সম্পর্ককালঃ, বামহস্তেন বামজানুমণ্ডলস্য প্রাদক্ষিণ্যেন স্পর্শকালো বা। তত্রাপ্যঙ্গুলিনিয়মোঽপ্যুক্তঃ।—কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুট-ধারণং। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জনীমধ্যমে বিনেতি। তত্র তেষু প্রাণায়ামেষু পূর্ব্বং রেচকাদিষু সংখ্যোক্তা, অত্র চ প্রাণায়ামেষ্বিতি ভেদঃ ॥ ৭৩ ॥

জপস্য পুরত আদৌ পরতঃ অন্তে চ ইতি প্রাণায়ামেষু কালঃ। তত্রয়ং প্রাণায়ামত্রয়মিতি সংখ্যা। যো জনো দিনশঃ প্রত্যহং ষোড়শ প্রাণায়ামানাচরেৎ, স মাসতঃ মাসেনৈকেন অংহসঃ পাপাৎ পরিপূয়তে শুদ্ধো ভবতীতি সামান্যতঃ ফলং। পরঞ্চ সর্ব্বং পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৭৪ ॥

অক্ষম হইলে যথাক্রমে ষোড়শ, দ্বাত্রিংশৎ ও চতুঃষষ্টি সংখ্যক কামবীজ (ক্লীং) জপ করত রেচকাদি করিবে। ৭২। ক্রমদীপিকাতে লিখিত আছে যে, সুধী ব্যক্তি দক্ষিণ নাড়ী দ্বারা বায়ু রেচন করিবেন, বামনাড়ীযোগে পূরণ করিবেন এবং মধ্যনাড়ী (সুষুম্না) যোগে বায়ু অবরোধ করিয়া রাখিবেন। এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামে অভিহিত। ইহাদিগের পরিমাণ-কাল ক্রমে ষোড়শ দ্বাত্রিংশৎ ও চতুঃষষ্টি মাত্রা। ৭৩।

প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়ার কাল ও সংখ্যা ইত্যাদি ক্রমদীপিকা গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে। সুধী জপের অগ্রে ও জপান্তে এই প্রাণায়ামের বিধান করিয়া থাকেন, প্রতি সময়ে তিন তিন বারের বিধি আছে। যে ব্যক্তি ইহলোকে প্রত্যহ ষোড়শ প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, এক মাস মধ্যে তিনি পাতক হইতে বিশুদ্ধ হন। ৭৪।

অতঃপর পীঠন্যাস।—তৎপরে স্বীয় দেহকেই পূজাপীঠরূপে কল্পনা করত পীঠের আধার-

অথ পীঠন্যাসঃ।

ততো নিজতনুমেব পূজাপীঠং প্রকল্পয়ন্। পীঠন্যাধারশক্ত্যাদীন্ ন্যস্যেৎ স্বাঙ্গেষু তারবৎ ॥৭৫॥
আধারশক্তিং প্রকৃতিং কূর্ম্মানন্তৌ চ তত্র তু। পৃথিবীং ক্ষীরসিন্ধুঞ্চ শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরং।
শ্রীরত্নমণ্ডপঞ্চৈব কল্পবৃক্ষং তথা হৃদি। ন্যস্যেৎ প্রদক্ষিণত্বেন ধর্ম্মজ্ঞানে ততোঽংসয়োঃ ॥৭৬॥
ঊর্ব্বোর্বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তথৈবাধর্ম্মমাননে। ত্রিকেঽজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যঞ্চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ৭৭ ॥
হৃদজেঽনন্তপদ্মঞ্চ সূর্য্যেন্দুশিখিনাং তথা। মণ্ডলানি ক্রমাদ্বর্ণৈঃ প্রণবাংশৈঃ সবিন্দুকৈঃ।

তারঃ প্রণবস্তদ্বৎ তৎসহিতং যথা স্যাৎ ॥ ৭৫। তদেব বিবিচ্য লিখতি আধারেত্যাদিনা ক্রমাদিত্যন্তেন। তত্র তস্মিংস্তু পীঠন্যাসে আধারশক্ত্যাদিকল্পবৃক্ষপর্য্যন্তান্ নব হৃদি ন্যসেৎ। ভাস্বরং প্রকাশস্বভাবং শ্রীমন্তং রত্নমণ্ডপং। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—ন্যস্যেদাধারশক্তি-প্রকৃতি-কমঠ-শেষ-ক্ষমা-ক্ষীরসিন্ধূন্ শ্বেতদ্বীপঞ্চ রত্নোজ্জ্বলসহিতমহামণ্ডপং কল্পবৃক্ষমিতি। অত্র প্রযোগঃ।—ওঁ আধারশক্তয়ে নম ইত্যাদিঃ। প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং দেবনাম নমোঽন্তকমিতি প্রাগ্‌লিখনাৎ। ততস্তদনন্তরং ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চেতি দ্বয়ং প্রদক্ষিণত্বেন প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ স্কন্ধদ্বয়ে ন্যস্যেৎ ॥ ৭৬॥ ন্যস্যেদিত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তত এব। তথৈব প্রদক্ষিণত্বেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চেতি দ্বয়মূরুদ্বয়ে ন্যস্যেৎ। অধর্ম্মং মুখে। ত্রিকে কট্যামজ্ঞানং। অবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যঞ্চেতি দ্বয়ং তথৈব পার্শ্বদ্বয়ে ন্যস্যেৎ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—অংসদ্বয়োরুদ্বয়-বদন-কটী-পার্শ্বযুগ্মেষু ভূয় ইতি। তথা ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদি চ পাদগাত্রচতুষ্টয়মিতি। অস্যার্থঃ।—পাদগাত্রয়োশ্চতুষ্টয়মিতি পাদচতুষ্টয়ং গাত্রচতুষ্টয়ঞ্চেতি। অংসদ্বয়াদিষু ক্রমেণ ধর্ম্মাদিরূপং পাদচতুষ্টয়ম্ আদিশব্দেন জ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণি তথা অধর্ম্মাদিরূপঞ্চ গাত্রে চতুষ্টয়ং ন্যস্যেৎ। আদিশব্দেনাত্রাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যং তত্র চ প্রদক্ষিণক্রমেণেতি বোদ্ধব্যং। অংসোরুযুগ্ময়োর্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন দেশিকঃ। ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ ন্যসেৎ ক্রমাদিতি সারদাতিলকোক্তেরিতি ॥ ৭৭ ॥ বিন্দুসহিতৈঃ প্রণবাংশৈঃ অকারোকারমকারৈঃ সহ ক্রমেণ সূর্য্যেন্দুবহ্নীনাং মণ্ডলানি চ হৃদজে ন্যস্যেৎ। প্রয়োগঃ,—ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ ইত্যাদিঃ।

শক্ত্যাদিগকে প্রণবসহ স্বীয় অঙ্গসমূহে ন্যাস করিতে হয়। ৭৫। হৃৎপ্রদেশে আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, প্রকাশস্বভাব শ্বেতদ্বীপ, শ্রীমান্ রত্নমণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষ এই সকলের ন্যাস করিবে। তদনন্তর প্রদক্ষিণভাবে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের ন্যাস করিতে হয়। ৭৬। এইরূপে ঊরুদ্বয়ে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের, বদনে অধর্ম্মের, কটিপ্রদেশে অজ্ঞানের, পার্শ্বদ্বয়ে অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের এবং হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অনন্ত ও পদ্মের ন্যাস করিবে। পরে সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও অগ্নিমণ্ডলকে সানুস্বার প্রণবের অংশত্রয়ের সহিত ক্রমান্বয়ে হৃদয়ে ন্যাস করিতে হইবে অর্থাৎ ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ এইরূপে ন্যাস করিবে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা ইহাদিগকে প্রত্যেকের আদ্যবর্ণ অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া ঐ হৃদয় প্রদেশেই ন্যাস করিবে অর্থাৎ ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে

সত্ত্বং রজস্তমশ্চাত্মান্তরাত্মানৌ চ তত্র হি। পরমাত্মানমপ্যাত্মাদ্যবর্ণৈঃ সবিন্দুকৈঃ ॥ ৭৮ ॥
জ্ঞানাত্মানঞ্চ ভুবনেশ্বরীবীজেন সংযুতং। তস্যাষ্টদিক্ষু মধ্যেঽপি নবশক্তীশ্চ দিক্ ক্রমাৎ ॥
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগেতি শক্তয়ঃ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা ॥ ইতি
ন্যস্যেত্তদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতং। ঋষ্যাদিকং স্মরেদস্যাষ্টাদশার্ণমনোস্ততঃ ॥ ৭৯ ॥
জ্ঞেয়াশ্চৈকান্তিভিঃ ক্ষীরসমুদ্রাদিচতুষ্টয়ং। ক্রমাচ্ছ্রীমথুরা বৃন্দাবনং তৎকুঞ্জনীপকাঃ ॥ ৮০ ॥

সত্ত্বাদিপঞ্চকঞ্চ বিন্দুসহিতৈঃ আত্মাদ্যৈঃ স্বস্ব প্রথমৈর্ব্বর্ণৈঃ সহ তত্র হৃদব্জ এব ন্যস্যেৎ। প্রয়োগঃ—ওঁ সং সত্ত্বায় নম ইত্যাদিঃ ॥ ৭৮ ॥ ভুবনেশ্বরীবীজং হ্রীং, তৎসহিতং জ্ঞানাত্মানঞ্চ হৃদব্জ এব ন্যস্যেৎ। চকারস্যোক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ তস্য হৃদব্জস্য অষ্টসু দিক্ষু অষ্টদলেষু কেশরমধ্যে দিক্-ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিক্রমেণ বিমলাদ্যাঃ শক্তীরষ্ট ন্যস্যেৎ। যথোদিতং ক্রমদীপিকাদিশাস্ত্রোক্তানুসারেণেত্যগ্রে লিখনাৎ ॥ ৭৯ ॥ নম্নু আধারশক্ত্যাদিপঞ্চকং শ্রীমথুরায়া অপ্যাশ্রয়ভূতমিতি তত্তন্ন্যাস একান্তিনাং মতেনাপি ন বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তান্তর্ব্বর্ত্তিনাং শ্রীগোপালদেবস্য নিরন্তরপ্রেম-বিহাররসময়ীং শ্রীমথুরাবৃন্দাবনাদিব্রজভূমিং বিহায় কথং তৈঃ ক্ষীরসিন্ধ্বাদিন্যাসঃ কার্য্যঃ। তত্র লিখতি জ্ঞেয়াশ্চিতি। ক্রমাদিতি। ক্ষীরসিন্ধুঃ শ্রীমথুরেতি শ্বেতদ্বীপঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি রত্নমণ্ডপস্তস্য শ্রীবৃন্দাবনস্য শ্রীকুঞ্জলতামণ্ডপ ইতি কল্পবৃক্ষশ্চ শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তিশ্রীনীপবৃক্ষ ইতি জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। গোসমৃদ্ধং শ্রিয়া জুষ্টমাভীরপ্রায়মানুষমিত্যাদিশ্রীহরিবংশাদ্যুক্ত্যা শ্রীমথুরায়াঃ গোপ্রধানদেশতয়া ক্ষীরময়ত্বাৎ ক্ষীরসমুদ্রত্বং, শ্রীবৃন্দাবনস্য চ তত্রত্যব্রজভূমিপ্রধানস্থানস্য বিশেষতঃ ক্ষীরস্রাব-কৃতধাবল্যাদিনা শ্বেতদ্বীপত্বাদিত্যগ্রে ব্রহ্মসংহিতাবচনতোঽভিব্যক্তং ভাবি। রত্নমণ্ডপকল্পদ্রুমৌ চ ভূমিশ্চিন্তামণিগুণময়ীতি ব্রহ্মসংহিতান্তোত্রোক্তেঃ, ততঃ প্রভৃতি নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্। হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপেত্যাদিশ্রীদশমস্কন্ধাদ্যুক্তেশ্চ শ্রীবৃন্দাবনান্তর্ঘটিত এব। তেন যদ্যপি তয়োরেকান্তিমতেনাপি ন বিরোধঃ স্যাৎ, তথাপি সদা বনবন্যজনক্রিয়ায় ভগবতে শ্রীগোপাল-দেবায় শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জকদম্বাদিবনিকাবিহার এব নিতরাং রোচতে। অতঃ শ্রীভাগবতাদিষু তাদৃশ এব শ্রূয়তে। অত একান্তিভ্যোঽপি স এব প্ররোচত ইত্যেবং রত্নমণ্ডপকল্পদ্রুমৌ শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জনীপৌ জ্ঞেয়াবিতি লিখিতং। কিঞ্চ। তত্রত্যলতাদিপুষ্পাণাং বিচিত্রবর্ণগুণ-ত্বেন রত্নসাদৃশ্যাৎ পুষ্পময়ং কুঞ্জং রত্নমণ্ডপ এব তথা তত্রত্যকদম্বাদিপাদপাশ্চ সর্ব্বাভীষ্টপূরণাৎ কল্পদ্রুমা এব। তথা চ দশমস্কন্ধে।—অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং। সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ইত্যাদি ॥ যদ্যপি চম্পকাদয়োঽপি বহবো বৃক্ষা বৃন্দাবনে বিরাজন্তে, তথা চ তত্রৈব শ্রীগোপীনাং ভগবদন্বেষণে—কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগপুন্নাগ-চম্পকা

নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ন্যাস করিতে হইবে।৭৭—৭৮। পরে ভুবনেশ্বরী বীজ (হ্রীঁ) সহ জ্ঞানাত্মাকে এবং নব শক্তিকে ঐ হৃৎকমলের অষ্ট পত্রে ও মধ্যস্থলে পূর্ব্ব দিক্ অনুসারে ন্যাস করিতে হইবে। সেই নব শক্তি যথা, – বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা। তদুপরি যথাকথিত পীঠমন্ত্র ন্যাস করিবে। পরে এই অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হইবে। ৭৯। যে সকল ব্যক্তি একান্তমনে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা এইরূপ পরিজ্ঞাত

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়ামাদিপুরুষরহস্যস্তোত্রে।—

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতিস্থরভীভ্যশ্চ স্থমহান্নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥ ৮১॥

ইত্যাদি, তথাপি কদম্বপাদপপ্রায়মিতি শ্রীহরিবংশোক্তেঃ, বিশেষতো ভগবৎপ্রিয়ত্বেন অত এব কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্তেশ্চাত্র নীপো লিখিতঃ। অথ ধর্ম্মাদীনাং শ্রীভগবদাসনপাদৈকাশ্রয়ত্বাৎ অধর্ম্মাদীনামপি ভগবতো ভক্তবর্গস্য বা কস্যচিদ্ভক্ত বাৎসল্যেন কদাচিৎ ধর্ম্মাতিক্রমণাদিলক্ষণানাং তদেকাশ্রয়ত্বাৎ অধর্ম্মাদীনামপি ভগবতো ভক্ত-বর্গস্য ন্যাসো নৈকান্তিনাং মতেঽপি বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। হৃদজে ন্যাস্যোঽনন্তঃ শ্রীবলদেবঃ। সূর্য্যাদি-মণ্ডলরূপঞ্চ সর্ব্বতঃ প্রসৃমরম্ অশীতামুষ্ণং মনোনয়নাহ্লাদক-পরস্পরমিলিতসূর্য্যচন্দ্রাদিতেজ ইব সহজং শ্রীভগবত্তেজ এব সত্ত্বাদীনাঞ্চ নিজভক্তাস্থর্থং স্বীকৃতানাং তথা আত্মাদীনাঞ্চ তদংশত্বাদিনা স্বতএব সেবকাদিরূপাণাং তদেকাশ্রয়তাপি নৈব বিরুধ্যতে। তান্ত্রিকৈস্তু কেবলং বিচিত্রতত্তৎফলাভিসন্ধিসকামতান্ত্রিকভক্তেষু শ্রীভগবদৈশ্বর্য্যবিশেষপ্রদর্শনেন শ্রদ্ধাতি-শয়োৎপাদনায় ক্ষীরসিন্ধ্বাদিন্যাসো বিহিতঃ ন তু সাক্ষাৎ শ্রীমথুরাদিনামনির্দ্দেশাদিকং কৃতং ইত্যলমতিবিস্তরেণ॥ ৮০॥ ক্ষীরসিন্ধুঃ শ্রীমথুরা শ্বেতদ্বীপশ্চ শ্রীবৃন্দাবনমিতি শ্রীব্রহ্ম-সংহিতাবচনেন সাধয়তি স যত্রেতি। তং শ্বেতদ্বীপং ভজে আশ্রয়ে, যং শ্বেতদ্বীপং গোলোকং বৈকুণ্ঠলোকোপরি স্থিতং গবাং লোকমিতি বিদন্তঃ তে অনির্ব্বচনীয়াঃ কতিপয়ে অল্প এব ভবন্তি ন তু বহবঃ, অতঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ পরমদুর্ল্লভা ইত্যর্থঃ। যদ্বা পরমগোপ্য-প্রকাশশঙ্কয়া প্রেমবিশেষোদয়াপাদিতসর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন বা লোকেষু নিভৃতং চরন্তীত্যর্থঃ। নন্থ শাকদ্বীপে ক্ষীরসিন্ধৌ বর্ত্তমানং প্রপঞ্চান্তর্গতং প্রসিদ্ধং শ্বেতদ্বীপং নিত্যপরমানন্দরসাত্ম-কানন্তক্ষীরসাগরাকীর্ণ-প্রপঞ্চাতীতগোলোকমিতি কথং তে জ্ঞাতুমর্হন্তি পরস্পরবিরোধেনৈক্যা-সম্ভবাৎ। সত্যং সোঽপি তাদৃশ এবেতি বিশেষণদ্বয়েন সাধয়তি। সঃ অনির্ব্বচনীয় ইত্যপ্রাকৃতত্বং পরমানন্দরসময়ত্বাদিকঞ্চ সূচিতং। স্থরভীভ্যঃ কামধেনুভ্যঃ প্রসরতীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাদ্দিনা নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতং। কিঞ্চ। স্থমহান্ বৎসরাবৃত্ত্যা পরার্দ্ধাখ্যো বা নিমেষার্দ্ধাখ্যঃ অত্যন্তসূক্ষ্মো বা সময়কালোঽপি ন যত্র ব্রজতি যত্রত্যান্ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। মথুরায়াশ্চ তাদৃশত্বাৎ শ্রীমথুরৈব

থাকিবেন যে, ক্ষীরসমুদ্রাদি চারিটী যথাক্রমে শ্রীমথুরা, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনস্থিত কুঞ্জ ও কদম্ব-স্বরূপ।৮০।* ব্রহ্মসংহিতায় আদিপুরুষের গুহ্যস্তবে লিখিত আছে যে, ক্ষীরসাগর শ্রীমথুরা, আর

---

* জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবী এই শক্তিপঞ্চক মথুরারও আশ্রয়; স্থতরাং কৃষ্ণের একান্তভক্তগণ পীঠে ঐ শক্তিপঞ্চকের ন্যাস করিতে পারেন; কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তান্তর্ব্বর্ত্তিনী গোপাল-প্রেমবিহাররসময়ী মথুরাদিব্রজভূমি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারা পূজাপীঠে ক্ষীরসাগরাদি চতুষ্টয়ের ন্যাস করিবেন কেন? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, ক্ষীরসমুদ্র দুগ্ধপূর্ণ. সংখ্যাতীত ধেনুর আধারস্থল হওয়াতে মথুরা ক্ষীরসাগরস্বরূপ। বৃন্দাবন মথুরাপ্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থল; সর্ব্বদা দুগ্ধে অভিষিক্ত থাকাতে দেখিতে শুভ্রবর্ণ, শুভ্রদেহ মানবের আবাসভূমি ও যমুনাবেষ্টিত বলিয়া দেখিতে দ্বীপবৎ; কাজে কাজেই শ্বেতদ্বীপের তুল্য। অসংখ্যমণিরত্নখচিত রত্নমণ্ডপের সহিত সুন্দর পুষ্পরাজিত বৃন্দাবনের লতামণ্ডপের বিলক্ষণ সাদৃশ্য, কাজে কাজেই রত্নমণ্ডপ-স্বরূপ। বৃন্দাবনকদম্বতরু কল্পতরুবৎ বাঞ্ছিতফলপ্রদ, স্থতরাং উভয়ের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে

অথ পীঠমন্ত্রঃ।

ক্রমদীপিকায়াং ।—

তারো হৃদয়ং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্বিতশ্চ ভূতাত্মা। ঙেঽন্তাঃ সবাস্তুদেবাঃ সর্ব্বাত্মযুতঞ্চ সংযোগং ॥ যোগবিধৌ চ পদ্মং পীঠাত্মা ঙেযুতো নতিশ্চান্তে। পীঠমহামন্ত্ররুক্তঃ পর্য্যাপ্তোঽয়ং সপর্য্যাসু ॥৮২॥

শ্রীগোলোক ইতি শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে গোলোকমাহাত্ম্যে বিস্তরেণোক্তমেবাস্তি। এবং গোলোকস্য শ্বেতদ্বীপেন সহাভেদাৎ ক্ষীরসিন্ধু-শ্বেতদ্বীপন্যাসোঽপি ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ। যদ্বা। গবাং লোকঃ নিবাসস্থানং গোকুলমিতি প্রসিদ্ধা শ্রীবৃন্দাবনাদিশ্রীনন্দব্রজভূমিঃ। তং গোলোকং ভজে ইত্যন্বয়ঃ। এবং শ্রীগোলোকস্য মাহাত্ম্যবিশেষসম্পত্ত্যা দূরান্বয়োঽপি সোঢ়ব্যঃ। নমু শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরসমুদ্রো নিত্যং বর্ত্ততে ভগবদেকনিষ্ঠানাং শ্বেতমহাপুরুষাণাং নিবাসেন কাল-ভয়ঞ্চ নাস্তীত্যাশঙ্ক্য গোলোকস্যাপ্যস্য তাদৃশত্বং বিশেষণাভ্যামাহ, যত্র যস্মিন্ গোলোকে স ইত্যনেন স্থরভীভ্যঃ সরতীত্যাদিনা চ শ্বেতদ্বীপতোঽপ্যস্য বিশেষ উক্তঃ। অন্যৎ সমানং। এবং শ্রীবৃন্দাবনাদিব্রজভূমের্মথুরান্তর্গতত্বেন শ্রীমথুরা ক্ষীরসিন্ধুস্তদ্ব্রজভূমিপ্রধানঞ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনাদি ব্যাপি বৃন্দাবনং শ্বেতদ্বীপ ইতি সিদ্ধং। যদ্বা আর্য্যাবর্ত্তান্তর্বর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনমেবেদং শ্বেতদ্বীপঃ, তঞ্চ পর-মোদ্ধর্তরগোলোকমিতি বিদন্ত ইতি যথাক্রমমেবান্বয়ঃ। বৃন্দাবনস্য শ্বেতদ্বীপত্বে হেতুঃ স যত্রেতি। অন্যৎ পূর্ব্ববদেব। এবং সন্ততানন্ত-শ্রীনন্দগোপরাজ-ব্রজকামধেনুযূথ-নিবাসতোঽনুক্ষণ ক্ষীরধারা-পরিক্ষরণেন ধবলিতত্বাৎ শ্রীকালিন্দীবেষ্টিতত্বেন মণ্ডলাকারতয়া দ্বীপবদ্দৃশ্যমানত্বাচ্চ তথা সর্ব্বথা বিশুদ্ধানাং গোকানাং শ্রীনন্দাদীনামাশ্রয়ত্বাচ্চ তদ্দেশাধিকারিণঃ শ্বেতবর্ণস্য নিবাসত্বাদপি শ্রীবৃন্দা-বনমেব শ্বেতদ্বীপ ইতি যুক্তমেব; অন্যথা শাকদ্বীপে নিত্যং ক্ষীরসমুদ্রসিদ্ধেঃ শ্বেতদ্বীপে স্থরভীভ্যঃ সরতীত্যুক্তেরঘটনাদিতি দিক্। তস্য গোলোকত্বেন বেদনেঽপ্যেষ এব হেতুরূহ্যঃ গোলোক-স্যাপি তস্য তথাভূতত্বাৎ। এবং প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তিশ্রীমথুরামণ্ডলস্থ-শ্বেতদ্বীপাখ্য-শ্রীবৃন্দাবনমিদং প্রপঞ্চা-তীত-বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত-গোলোকমিতি যে বিদন্তি তে ক্ষিতিবিরলচারা ইতি পূর্ব্বদেবার্থঃ। এবং শ্রীবৃন্দাবনং শ্বেতদ্বীপ এব তৎপ্রধানক-ব্রজভূমিময়ত্বাৎ শ্রীমথুরা ক্ষীরসিন্ধুরিতি সিদ্ধং ॥ ৮১॥

তারঃ প্রণবঃ। ততো হৃদয়ং নম ইতি পদং ততশ্চ ভগবানিতি বিষ্ণুরিতি চ। সর্ব্বান্বিতঃ

শ্বেতদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন, ব্রহ্মসংহিতোক্ত বচনে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। আমি সেই শ্বেত-দ্বীপের আশ্রিত হইলাম। ধরাতলে যাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প, তাদৃশ সাধু সংসারে দুরাপ। কিংবা পাছে গুপ্ত বিষয় প্রকাশ পায় এই আশঙ্কায় অথবা হৃদয়মন্দিরে অনির্ব্বাচ্য প্রেমরসের উদয় হওয়াতে যাবতীয় বিষয় অবহেলা করত বিসর্জ্জন করিয়াছেন, এ প্রকার কয় জন সাধু ঐ শ্বেতদ্বীপকে ইহলোকে গোলোক (বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধস্থ গো-গণের লোক) বলিয়া বিদিত আছেন? ক্ষীরসমুদ্র কামধেনুসমূহের স্তনদুগ্ধপ্রসূত হইয়া ঐ শ্বেতদ্বীপে প্রবাহিত হইতেছে। পরার্দ্ধসংজ্ঞ ও নিমেষার্দ্ধসংজ্ঞ কাল শ্বেতদ্বীপাধিবাসিগণকে বশীভূত করিতে সমর্থ নহে অর্থাৎ তথায় কালের অধিকার নাই, উহা নিত্যধাম। ৮১।

অতঃপর পীঠমন্ত্র।—ক্রমদীপিকায় লিখিত আছে যে, অগ্রে ওঙ্কার, তদনন্তর হৃদয় (নমঃ

ওঁ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য শ্রীনারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সকললোকমঙ্গলো নন্দতনয়ো দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ কৃষ্ণঃ প্রকৃতির্দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতাঽভিমতার্থে বিনিয়োগঃ॥

তথা চ সম্মোহনতন্ত্রে শিবোমাসংবাদে।—

ঋষির্নারদ ইত্যুক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে। গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো দেবতা পরিকীর্ত্তিতঃ।
বীজং মন্মথসংজ্ঞন্তু প্রিয়া শক্তির্হবির্ভুজঃ। ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অথ অঙ্গন্যাসঃ।

চতুশ্চতুর্ভির্বর্ণৈশ্চ চত্বার্য্যঙ্গানি কল্পয়েৎ। দ্বাভ্যামস্ত্রাখ্যমঙ্গঞ্চ তস্যেত্যঙ্গানি পঞ্চ বৈ॥ ৮৩॥

সর্ব্বশব্দযুক্তঃ ভূতাত্মা সর্ব্বভূতাত্মেতি এতে ত্রয়ঃ সবাসুদেবাঃ বাসুদেবসহিতাঃ প্রত্যেকং ঙেঽন্তাঃ চতুর্থ্যন্তাঃ। ততশ্চ সর্ব্বাত্মনা যুতং সংযোগং সর্ব্বাত্মসংযোগমিতি নপুংসকত্বমার্ষং। ততশ্চ যোগস্যাবধৌ অন্তে পদ্মং যোগপদ্মমিতি। তদন্তে ঙেযুক্তশ্চতুর্থ্যন্তঃ পীঠাত্মা তদন্তে চ নতিঃ নমঃশব্দঃ এবং ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগপদ্মপীঠাত্মনে নম ইতি সিদ্ধং। তথা চ সারদাতিলকে।—নমো ভগবতে ব্রূয়াৎ বিষ্ণবে চ পদং বদেৎ। সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়েতি বদেত্ততঃ। সর্ব্বাত্মসংযোগপদাদ্যোগপদ্মপদং পুনঃ। পীঠাত্মনে হৃদন্তোঽয়ং মন্ত্রস্তারাদিরীরিত ইতি। সনৎকুমারকল্পে চ।—ওঁনমঃপদমাভাষ্য তথা ভগবতে পদং। বাসুদেবায় ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বাত্মেতি পদং তথা। সংযোগযোগেত্যুক্ত্বা চ তথা পীঠাত্মনে পদং। বহ্নিপত্নীসমাযুক্তঃ পীঠমন্ত্র ইতীরিত ইতি॥ ৮২॥

দ্বাভ্যামন্ত্যাভ্যাং বর্ণাভ্যাং অস্ত্রাখ্যং পঞ্চমমঙ্গং কল্পয়েৎ। ইতি অনেন প্রকারেণ তস্যাষ্টাক্ষরমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গানি ভবন্তি। বৈ প্রসিদ্ধৌ॥৮৩॥ ব্যাপকত্বেনেতি। করয়োরন্তর্ব্বহিঃ পার্শ্বে চ ব্যাপয্য তানি পঞ্চাঙ্গানি সর্ব্বমেব মন্ত্রমিত্যর্থঃ। করদ্বয়ে ন্যস্যেৎ। অত্র প্রণবসম্পুটিতমিতি কেচিদাহুঃ। অর্ব্বানন্তরং তানি পঞ্চাঙ্গানি ক্রমেণ করদ্বয়স্যাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীষু ন্যস্যেৎ। কেচিচ্চ তৈঃ পঞ্চাঙ্গৈঃ সহ

শব্দ), পরে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত ভগবান্, বিষ্ণু, সর্ব্বভূতাত্মা, বাসুদেব শব্দ, তৎপরে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত সর্ব্বাত্ম-সংযোগ-পদ্ম-পীঠাত্মা পদ এবং অবশেষে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিবে। ইহাকেই মহৎ পীঠমন্ত্র কহে।* পূজাক্রিয়ামাত্রেই ইহার বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে। ৮২।

অনন্তর ঋষ্যাদিস্মরণ।—নারদ অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, সর্ব্বজনমঙ্গলদ নন্দনন্দন দেবতা, ক্লীং বীজ, স্বাহা শক্তি, কৃষ্ণ প্রকৃতি এবং দুর্গা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর শক্তিলাভার্থ ইহার বিনিয়োগ হয়। সম্মোহনতন্ত্রে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, শিব বলিয়াছেন, হে পরমেশ্বরি! এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ইহার ছন্দঃ গায়ত্রী, গোপবেশী শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, কামবীজ (ক্লীং) ইহার বীজ, স্বাহা শক্তি, তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং চতুর্ব্বর্গলাভার্থ ইহার বিনিয়োগ হয়।

অতঃপর অঙ্গন্যাস।—চারি চারি বর্ণে অঙ্গচতুষ্টয় এবং অস্ত্রনামক অঙ্গ দুই বর্ণে কল্পনা

---

* পীঠমন্ত্র যথা—"ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাত্মসংযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।

ন্যস্তেচ্চ ব্যাপকত্বেন তাস্তঙ্গানি করদ্বয়ে। তাস্বঙ্গুলীষু পঞ্চাথ কেচিদ্বর্ণান্ স্বরানপি ॥ ৮৪ ॥
তে চোক্তাঃ।—

দ্রাবণ-ক্ষোভণাকর্ষ-বশীকৃৎ-স্রাবণাস্তথা। শোষণো মোহনঃ সন্দীপনস্তাপনমাদনৌ ॥ ইতি ॥৮৫॥

করদ্বয়াঙ্গুলীষ্বেব মহাবাণপঞ্চকস্যানঙ্গপঞ্চকস্য চ ন্যাসমিচ্ছন্তীতি লিখতি কেচিদিতি। অপি-শব্দস্যাত্র সমুচ্চয়ার্থত্বাৎ তানি পঞ্চাঙ্গানি পঞ্চ-বাণান্ পঞ্চ স্মরাংশ্চানঙ্গান্ তাস্বেবাঙ্গুলীষু যুগপন্ন্যস্যন্তীত্যর্থঃ। তত্র চ বীজপূর্ব্বকং ন্যস্যতি। তত্রাপি বাণেষু বা।শব্দং বীজত্বেনাদ্যাক্ষরঞ্চ তথাঽনঙ্গেষু চ শোষণানঙ্গমোহনমদনাদিশব্দং প্রযুঞ্জতে ॥ ৮৪ ॥ দ্রাবণাদয়ঃ পঞ্চ বাণাঃ। অত্র আকর্ষঃ আকর্ষণঃ। বশীকৃৎ বশীকরণঃ। শোষণাদয়ঃ পঞ্চ স্মরাঃ। প্রয়োগঃ।—ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং দ্রাং দ্রাবণবাণায় নমঃ ক্লীং শোষণানঙ্গায় নমঃ। ক্লীং গোবিন্দায় হ্রীং ক্ষোঁ ক্ষোভণবাণায় নমঃ হ্রীং মোহনমদনায় নমঃ। হ্রীং গোপীজনায় হ্রীং আং আকর্ষণবাণায় নমঃ ক্লীং সন্দীপনমদনাতুরায় নমঃ। হ্রীং বল্লভায় হ্রীং বং বশীকরণবাণায় হ্রীং তাপনরত্যনঙ্গায় নমঃ। হ্রীং স্বাহা হ্রীং স্রাং স্রাবণবাণায় নমঃ হ্রীং মাদনমকরধ্বজায় নমঃ। এষু চ মধ্যে নমঃশব্দং কেচিন্ন প্রযুঞ্জতে। অত্র স্বসম্প্রদায়-ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্য ইতি পূর্ব্বং লিখিতমেব। তচ্চান্যত্রাপ্যূহ্যং। কেচিদিতি ক্রমদীপিকায়াং।—অথাঙ্গযুগরন্ধ্রার্ণস্যাহং মনোর্ন্যাসনং ব্রুবে। রচয়তু করদ্বন্দ্বে পঞ্চাঙ্গমঙ্গুলিপঞ্চকে, তনুমনুমনুং ব্যাপয্যাথো ত্রিশঃ প্রণবং সকৃৎ। মনুজনি পয়োঽন্যস্যা ভূয়ঃ পদানি চ সাদরং, ইত্যুক্তের্মহা-বাণানঙ্গাদিন্যাসপ্রতিপাদনাৎ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং ॥ ৮৫ ॥ অন্যদপি পরমতমেব লিখতি নমোঽন্তমিতি ত্রিভিঃ। অঙ্গৈস্তৈরেব পঞ্চভিঃ সহ নমঃশব্দান্তহৃদয়াদিপঞ্চকং ন্যস্যন্তি। প্রয়োগঃ—ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ। গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা। গোপীজন শিখায়ৈ বষট্। বল্লভায় কবচায় হুঁ। স্বাহা অস্ত্রায় ফড়িতি। অত্র চ হৃদয়াদীনাং হৃদয়াদিস্থানেষ্বেব ন্যাসঃ। কবচস্য সর্ব্ব-

---

করিতে হয়। এই মন্ত্রের অঙ্গ পাঁচটী, এইরূপ প্রথিত আছে। ৮৩। এই পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মন্ত্র অগ্রে হস্তদ্বয়ের ভিতরে, বহির্ভাগে ও পার্শ্বদ্বয়ে, তদনন্তর করদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলীসমূহে, ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিতে হইবে। কোন কোন ব্যক্তি এই স্থানে প্রণব দ্বারা পুটিত করত প্রয়োগের বিধি দিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি অঙ্গুলীসমূহে পঞ্চাঙ্গন্যাসের সহিত বাণপঞ্চক ও অনঙ্গপঞ্চকের ন্যাস করার বিধি দিয়া থাকেন। ৮৪। ঐ সমস্ত বাণ ও অনঙ্গসমূহ উক্ত আছে, যথা—বাণ-পঞ্চক যথাক্রমে দ্রাবণ, ক্ষোভণ, আকর্ষণ, বশীকরণ ও স্রাবণ এবং অনঙ্গপঞ্চক যথাক্রমে শোষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন ও মাদন নামে অভিহিত। ৮৫। * আরও লিখিত আছে যে, এই পঞ্চাঙ্গ সহ নমঃশব্দান্ত হৃদয়, স্বাহান্ত শিরঃ, বষট্‌সমন্বিত শিখা, হুংযুক্ত কবচ এবং ফট্‌সমন্বিত অস্ত্র ন্যাস করিবার বিধি আছে অর্থাৎ ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হুং, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্

---

* প্রয়োগ যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং দ্রাং দ্রাবণবাণায় ক্লীং শোষণানঙ্গায় নমঃ ক্লীং গোবিন্দায় হ্রীং ক্ষোং ক্ষোভণবাণায় হ্রীং মোহনমদনায় নমঃ। হ্রীং গোপীজনায় হ্রীং আং আকর্ষণবাণায় ক্লীং সন্দীপনমদনাতুরায় নমঃ। হ্রীং বল্লভায় হ্রীং বং বশীকরণবাণায় হ্রীং তাপনরত্যনঙ্গায় নমঃ। হ্রীং স্বাহা হ্রীং স্রাং স্রাবণায় হ্রীং মাদনমকরধ্বজায় নমঃ।

কিঞ্চ।—

নমোঽন্তং হৃদয়ঞ্চাঙ্গৈঃ শিরঃ স্বাহান্বিতং শিখাং। বষড়্যুতঞ্চ কবচং হুংযুগস্ত্রং চ ফড়্ যুতং॥৮৬॥
ন্যস্যন্তি পুনরঙ্গুষ্ঠৌ তর্জ্জন্যৌ মধ্যমে তথা। অনামিকে কনিষ্ঠে চ ক্রমাদঙ্গৈশ্চ পঞ্চভিঃ॥৮৭॥

পুনশ্চ হৃদয়াদীনি তথাঙ্গুষ্ঠাদিকানি চ। ন্যস্যন্তি যুগপৎ সর্ব্বাণ্যঙ্গৈস্তৈঃ পঞ্চভিঃ ক্রমাৎ॥৮৮॥

ন্যস্যন্তি চ ষড়ঙ্গানি হৃদয়াদীনি তন্মনোঃ। হৃদয়াদিষু চৈতেষাং পঞ্চৈকং দিক্ষু চ ক্রমাৎ॥৮৯॥
ষড়ঙ্গানি চোক্তানি সম্মোহনতন্ত্রে সনৎকুমারকল্পে।—

বর্ণেনৈকেন হৃদয়ং ত্রিভিরেব শিরো মতং। চতুর্ভিশ্চ শিখা প্রোক্তা তথৈব কবচং মতং।
নেত্রং তথা চতুর্ব্বর্ণৈরস্ত্রং দ্বাভ্যাং তথা মতং॥ ইতি॥ ৯০॥

ততশ্চাপাদমাকেশন্ন্যস্যেদ্দোর্ভ্যামিমং মনুং। বারাংস্ত্রীন্ ব্যাপকত্বেন ন্যস্যেচ্চ প্রণবং সকৃৎ॥৯১॥

গাত্রেষু অস্ত্রস্য চ চতুর্দিক্ষু জ্ঞেয়ঃ॥ ৮৬॥ পুনঃ পঞ্চভিরঙ্গৈস্তৈঃ সহ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়াদিপঞ্চকং ক্রমান্ন্যস্যন্তি। প্রয়োগঃ।-ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিঃ। এষাঞ্চ তত্তদঙ্গুলীষ্বেব ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ॥ ৮৭॥ পুনশ্চ তৈরেব পঞ্চভিরঙ্গৈঃ সহ তানি হৃদয়াদীনি চ অঙ্গুষ্ঠাদীনি সর্ব্বাণ্যেব যুগপৎ একদৈব ন্যস্যন্তি। প্রয়োগঃ।—ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিঃ। এতেষাঞ্চ করাঙ্গুলিষ্বেব ন্যাসঃ॥ ৮৮॥ এবং পঞ্চাঙ্গন্যাসং সংলিখ্য ষড়ঙ্গন্যাসং পরমতমেব লিখতি ন্যস্যন্তি চেতি। তেষাং ন্যাসস্থানং দর্শয়তি হৃদয়েতি। এতেষাং ষড়ঙ্গানাং পঞ্চাঙ্গানি হৃদয়-শিরঃ-শিখা-কবচ-নেত্রাখ্যানি ক্রমেণ হৃদয়াদিষু নিজহৃদয়শিরঃশিখাকবচনেত্রেষ্বেব ন্যস্যন্তি। অত্র চ কবচস্য পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ। এবমন্ত্যমঙ্গমস্ত্রাখ্যঞ্চ সর্ব্বদিক্ষু ন্যস্যন্তি॥৮৯॥ তথৈবেতি চতুর্ভিরিত্যর্থঃ॥৯০॥ এবমঙ্গন্যাসং লিখিত্বা অধুনা মন্ত্রাক্ষরন্যাসং লিখিষ্যন্ তন্মনুমনুং ব্যাপয়েতি ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ মন্ত্রস্য ব্যাপকন্যাসমাদৌ লিখতি ততশ্চেতি। কেশমারভ্য পাদপর্য্যন্তং

এইরূপে ন্যাস করিবে। ৮৬। তদনন্তর ঐ পঞ্চাঙ্গ সহ যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ন্যাস করিয়া থাকে অর্থাৎ ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গোপীজনায় মধ্যমাভ্যাং বষট্, বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুং, স্বাহা অস্ত্রায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে ন্যাস করিবে। ৮৭। পুনরায় হৃদয়াদি ও অঙ্গুষ্ঠাদি ঐ পঞ্চাঙ্গ সহ ক্রমানুসারে ন্যাস করিবে অর্থাৎ ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা প্রভৃতি প্রকারে ন্যাস করিবে। ৮৮। কোন কোন ব্যক্তি ঐ মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাসও করেন। উক্ত ষড়ঙ্গের মধ্যে হৃদাদি পঞ্চাঙ্গ যথাক্রমে হৃদাদি পঞ্চস্থানে ন্যাস করিয়া থাকেন এবং অবশিষ্ট একাঙ্গ সর্ব্বদিকে ন্যাস করেন অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ ও নেত্র এই পঞ্চাঙ্গ স্বীয় পঞ্চাঙ্গে ন্যাস করিবে; কবচ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে। অস্ত্রের ন্যাসও সর্ব্বাঙ্গে কর্ত্তব্য। ৮৯। সম্মোহনতন্ত্রে সনৎকুমারকল্পে ষড়ঙ্গবিষয়ে লিখিত আছে যে, এক বর্ণে হৃদয়, বর্ণত্রয়ে শিরঃ, বর্ণচতুষ্টয়ে শিখা, বর্ণচতুষ্টয়ে কবচ, চারিবর্ণে নেত্র এবং বর্ণদ্বয়ে অস্ত্র কল্পনা করিবে। ৯০। তদনন্তর কর-

অথাক্ষরন্যাসঃ।

ততোঽষ্টাদশবর্ণাংশ্চ মন্ত্রস্যাস্য যথাক্রমং। দন্তে ললাটে ভ্রূমধ্যে কর্ণয়োর্নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
নাসয়োর্ব্বদনে কণ্ঠে হৃদি নাভৌ কটিদ্বয়ে। গুহ্যে জানুদ্বয়ে চৈকং ন্যস্যেদেকঞ্চ পাদয়োঃ ॥ ৯২ ॥
সন্তো ন্যস্যন্তি তারাদি-নমোঽন্তাংস্তান্ সবিন্দুকান্। শ্রীশক্তিকামবীজৈশ্চ সৃষ্ট্যাদিক্রমতোঽপরে॥৯৩

অথ পদন্যাসঃ।

তারং শিরসি বিন্যস্য পঞ্চ মন্ত্রপদানি চ। ন্যস্যেন্নেত্রদ্বয়ে বক্ত্রে হৃদ্‌গুহ্যাঙ্ঘ্রিষু চ ক্রমাৎ।
দেহে চ ব্যাপকত্বেন ন্যস্যেত্তান্যখিলে পুনঃ। কেচিত্তানি নমোঽন্তানি ন্যস্যন্ত্যাদ্যাক্ষরৈঃ সহ ॥৯৪॥

ব্যাপকত্বেন ইমমষ্টাদশাক্ষরং মূলমন্ত্রং দোর্ভ্যাং কৃত্বা বারত্রয়ং ন্যস্যেৎ। প্রণবঞ্চ সকৃদ্বারমেকং তথৈব ন্যস্যেৎ ॥ ৯১ ॥

দ্বয়োরিত্যনেন কর্ণাদিত্রয়ে প্রত্যেকং দ্বৌ বর্ণৌ তথা কটিদ্বয়েঽপি দ্বাবেব অগ্রে জানুদ্বয়া-দাবেকমিতি লিখনাৎ ॥৯২॥ তেষামেব ন্যাসপ্রকারং সংসম্প্রদায়ানুসারেণ লিখতি সন্ত ইতি। তান্ অষ্টাদশবর্ণান্ বিন্দুসহিতানেব ন্যস্যন্তি, তথা তারঃ প্রণবঃ আদৌ যেষাং নম ইতি অন্তে যেষাং তাংশ্চ তান্। প্রয়োগঃ।—ওঁ ক্লীঁ নমঃ কং নম ইত্যাদিঃ। অপরে কেচিচ্চ তামেব লক্ষ্মীশক্তি-কামানাং বীজৈঃ সহ তথা চকারস্যোক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ পূর্ব্ববৎ তারনমোবিন্দুসহিতানেব চ তত্র চ সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিক্রমেণৈব ন্যস্যন্তি। তত্র সৃষ্টির্মস্তকাদিক্রমেণৈব স্থিতিশ্চ হৃদয়াদিকণ্ঠান্তা সংহৃতি-শ্চ সৃষ্টিবিপর্য্যয়েণ পাদাদিকা। এবং ন্যাসানাং নানাপ্রকারতাভিপ্রায়েণৈব পূর্ব্বং লিখিতং যথাসম্প্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্য্যাদিতি ॥ ৯৩ ॥

আদৌ তারং প্রণবং স্বশিরসি বিন্যস্য পশ্চান্মন্ত্রস্য পদপঞ্চকং ক্রমান্নেত্রদ্বয়াদ্যঙ্গপঞ্চকে ন্যস্যেৎ। পুনশ্চ তানি পঞ্চ পদানি অখিলে দেহে ব্যাপকত্বেন সর্ব্বগাত্রং ব্যাপয্য ন্যস্যেৎ। তত্রৈব মতান্তরং লিখতি কেচিদিতি। তানি পঞ্চ পদানি আদ্যাক্ষরৈস্তত্তৎপদপ্রথমাক্ষরৈঃ সহ। প্রয়োগঃ।—ক্লীঁ

দ্বয়ে, বেষ্টনকরণভাবে এই অষ্টাদশার্ণমন্ত্র চরণ হইতে শিরঃপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গের চারি-দিকে বারত্রয় ন্যাস করিবে। ঐ ভাবেই একবার ওঙ্কারের ন্যাস করিতে হয়। ৯১।

অতঃপর অক্ষরন্যাস।—অঙ্গন্যাস সমাপনান্তে উক্ত মন্ত্রের অষ্টাদশাক্ষর ক্রমান্বয়ে দশনে, ভালপ্রদেশে, ভ্রূমধ্যে, চক্ষুর্দ্বয়ে, কর্ণযুগলে, নাসিকাযুগলে, বদনে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিদেশে, কটিযুগলে, গণ্ডে ও জানুযুগলে এক একটী ন্যাস করিবে। (দুই কর্ণে দুই বর্ণ, নাসাদ্বয়ে দুই বর্ণ, কটিদ্বয়ে দুই বর্ণ ন্যাস করিতে হয়)। ৯২। সাধুবর্গ ঐ সমস্ত বর্ণের প্রথমে ওঙ্কার ও শেষে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া এবং প্রত্যেকটীকে বিন্দুসমন্বিত করত প্রয়োগ করেন অর্থাৎ ক্লীং নমঃ কং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ন্যাস করেন। কোন কোন ব্যক্তি এইরূপে ন্যাস করিয়া শ্রীবীজ, শক্তিবীজ ও কামবীজ সহ সৃষ্ট্যাদিক্রমে ন্যাস করিয়া থাকেন অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারক্রমে ন্যাস করেন। (উহার মধ্যে সৃষ্টি মস্তকাদিক্রম, স্থিতি হৃদয়াদি কণ্ঠান্তক্রম এবং সংহৃতি সৃষ্টিবিপর্য্যয় অর্থাৎ পাদাদিক্রম।) ৯৩।

অতঃপর পদন্যাস।—অগ্রে নিজ শিরঃপ্রদেশে ওঙ্কারের ন্যাস করিয়া মন্ত্রের পঞ্চ পদ যথা-

স্বাহান্তানি তথা ত্রীণি সংমিশ্রাণ্যুত্তরোত্তরৈঃ। গুহ্যাদ্গলান্মস্তকাচ্চ ব্যাপয্য চরণাবধি ॥৯৫॥
ন্যাসোঽত্র জ্ঞাননিষ্ঠানাং গুহ্যাদিবিষয়স্তু যঃ। স্বস্ববর্ণতনোঃ কার্য্যস্তত্তদ্বর্ণেষু বৈষ্ণবৈঃ ॥ ৯৬ ॥

ক্লীঁ নমঃ, ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ, গোং গোবিন্দায় নমঃ, গোং গোপীজনবল্লভায় নমঃ, স্বাং স্বাহা নম ইতি ॥ ৯৪ ॥ তথেতি সমুচ্চয়ে। পূর্ব্ববদাদৌ তারং শিরসি বিন্যস্য পশ্চাৎ ত্রীণি মন্ত্রপদানি ক্রমেণ গুহ্যাদিস্থানত্রয়মারভ্য পাদপর্য্যন্তং কেচিন্ন্যস্যন্তি। উত্তরোত্তরসংমিশ্রাণীতি পূর্ব্বপূর্ব্বপদেন উত্তরোত্তরপদং সংযোজ্যেত্যর্থঃ। প্রয়োগঃ।—ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা, ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা, ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ইতি ॥ ৯৫ ॥ নমু পূর্ব্বং কেশবাদিন্যাসে মুকুন্দাদীনাং পাদমূলাদৌ, তত্ত্বন্যাসে চানিরুদ্ধস্য গুহ্যে, বর্ণপদন্যাসেঽপ্যত্র কেষাঞ্চিদ্বর্ণপদানাং গুহ্যাদৌ ন্যাসো বৃত্তঃ; শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জভক্তিনিষ্ঠৈশ্চ সাধুভিস্তত্র তত্র তেন তেন প্রকারেণ কথং ন্যাসঃ কার্য্যঃ, অস্থানেষু তত্তন্ন্যাসেন মহাদোষশঙ্কাপত্তেঃ। তত্র লিখতি ন্যাস ইতি। অত্র ন্যাসপ্রকরণে এষু লিখিতেষু ন্যাসেষু মধ্যে ইতি বা। জ্ঞাননিষ্ঠানামিতি জ্ঞানপরৈর্বিধীয়মান ইত্যর্থঃ। তেষামদ্বৈতজ্ঞানতো ভেদাভাবেন তত্র তত্র তত্তন্ন্যাসে দোষশঙ্কাপি নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। স গুহ্যাদিবিষয়ো ন্যাসঃ বৈষ্ণবৈঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিপরৈস্তু স্বস্ববর্ণতনোঃ ভূতশুদ্ধ্যা নিজপূর্ব্বশরীরং দগ্ধ্বা বর্ণময়ামৃতবৃষ্ট্যা সমুৎপাদিতস্য মাতৃকার্ণময়স্য শরীরস্য তত্তদ্বর্ণেষু মাতৃকান্যাসব্যবস্থয়া গুহ্যপদাদিন্যাসেষু তত্তদঙ্গরূপেষ্বক্ষরেষ্বেব কার্য্য ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ ভাবনয়া তত্তদ্বর্ণেষ্বেব ন্যাসান্ন কাপি দোষশঙ্কা তথা তেষামেব বর্ণানাং নিজাঙ্গতয়া স্বস্মিন্নেব ন্যাসোঽপি সিদ্ধ ইতি সর্ব্বমনবদ্যমিতি দিক্ ॥ ৯৬ ॥

ক্রমে নেত্রযুগলে, গুহ্যে ও চরণযুগলে ন্যাস করিবে। তদনন্তর বেষ্টনকরণভাবে অখিল দেহে ঐ পঞ্চপদ পুনরায় ন্যাস করিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তি নমঃশব্দান্ত করিয়া আদ্যবর্ণের সঁহিত ঐ সমস্ত ন্যাস করিবার বিধি দিয়া থাকেন। অর্থাৎ ক্লীং ক্লীং নমঃ, ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ, গোং গোবিন্দায় নমঃ, গোং গোপীজনবল্লভায় নমঃ, স্বাং স্বাহা নমঃ ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করিবে। ৯৪। আবার কোন কোন ব্যক্তি স্বাহা শব্দান্ত করত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সহ পর পর পদ সমন্বিত করিয়া তিন পদ যথাক্রমে গুহ্য, গলপ্রদেশ ও মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া থাকেন অর্থাৎ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা, ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা, ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই প্রকারে প্রয়োগ করেন। ৯৫। এই ন্যাসপ্রকরণে স্বীয় গুহ্যাদিস্থলে যে ন্যাসের বিষয় উক্ত হইল, জ্ঞাননিষ্ঠ (ভেদজ্ঞানরহিত) ব্যক্তিরাই ঐ রূপে ন্যাস করিবেন অর্থাৎ স্বীয় গুহ্যাদি স্থলে অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকে ন্যাস করিতে তাঁহাদের বাধা নাই। বিষ্ণুভক্তগণ বিশেষ বিশেষ বর্ণোৎপন্ন দেহে (ভূতশুদ্ধিযোগে দেহকে ভস্মসাৎ করণান্তে বর্ণময়ী সুধাধারা দ্বারা মাতৃকাবর্ণময় যে দেহ সঞ্জাত হইয়াছে, সেই দেহে) বিশেষ বিশেষ বর্ণের ন্যাস করিবেন। সুতরাং চরণমূলে মুকুন্দের ন্যাস ও গুহ্যপ্রদেশে অনিরুদ্ধের ন্যাস যে কথিত হইয়াছে, তৎসম্পাদনে বৈষ্ণবগণের আপত্তি বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ৯৬।

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

ঋষ্যাদীন্ সপ্ত ভাগাংশ্চ ন্যস্যেদস্য মনোঃ ক্রমাৎ। মূর্দ্ধাস্যহৃৎসু কুচয়োঃ পুনর্হৃদি পুনর্হৃদি ॥৯৭॥

অথ মুদ্রাপঞ্চকং।

বেণ্বাখ্যাং বনমালাখ্যাং মুদ্রাং সংদর্শয়েত্ততঃ। শ্রীবৎসাখ্যাং কৌস্তুভাখ্যাং বিল্বাখ্যাঞ্চ মনোরমাং॥
ইত্থং ন্যস্তশরীরঃ সন্ কৃত্বা দিগ্বন্ধনং পুনঃ। করকচ্ছপিকাং কৃত্বা ধ্যায়েচ্ছ্রীনন্দনন্দনং ॥৯৯ ॥

অথ শ্রীনন্দনন্দনভগবদ্ধ্যানবিধিঃ।

অথ প্রকটসৌরভোদ্গলিতমাধ্বিকোৎফুল্লসৎ-প্রসূননবপল্লবপ্রকরনম্রশাখৈর্দ্রুমৈঃ।
প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরীবেষ্টিতৈঃ স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিতমতিস্তু বৃন্দাবনং ॥ ১০০ ॥

ঋষ্যাদীনাং মূর্দ্ধাদিত্রয়ে ত্রীন্ স্তনদ্বয়ে দ্বৌ হৃদয়ে পুনর্হৃদয় এব দ্বাবিত্যেবং স্থানসপ্তকে ক্রমেণ এতদষ্টাক্ষরমন্ত্রস্য ঋষ্যাদিভাগসপ্তকং ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। অত্র চ প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তমিত্যাদিপূর্ব্বলিখিতানুসারেণ সর্ব্বত্র চতুর্থীনমোঽন্ততা জ্ঞেয়া। প্রয়োগঃ।—অষ্টাদশাক্ষরশ্রীগোপালমন্ত্রস্য নারদায় ঋষয়ে নমঃ, গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ, সকললোকমঙ্গলশ্রীমন্নন্দতনয়ায় দেবতায়ৈ নম ইত্যাদিঃ ॥৯৭॥

বেণ্বাদিমুদ্রালক্ষণমগ্রে মুদ্রাসমুচ্চয়প্রসঙ্গে লেখ্যং। মনোরমামিতি যদ্যপি বহ্ব্যো মুদ্রাঃ সন্তি তথাপি বেণ্বাদিপঞ্চকমিদং ভগবৎপ্রিয়তমত্বাদাদৌ দর্শয়িতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯৮ ॥ দিগ্বন্ধনে মন্ত্রশ্চায়ং। ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং। প্রণবহৃদোরবসানে সচতুর্থি সুদর্শনং তথাস্ত্রপদমুক্ত্বা ফড়ন্তমমুনা কলয়েন্মনুনাস্ত্রমুদ্রয়া দশ হরিত ইতি। অস্যার্থঃ—প্রণবঃ ওঁকারঃ, হৃৎ নমঃ, এতয়োরন্তে চতুর্থীবিভক্তিসহিতং সুদর্শনমিতি পদং, তথা চতুর্থ্যন্তমেবাস্ত্রপদং; কীদৃশং?—ফড়িতিশব্দান্তং। অনেন মন্ত্রেণ অস্ত্রমুদ্রয়া দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাদিতি। করকচ্ছপিকামুদ্রালক্ষণঞ্চ ভূতশুদ্ধৌ পূর্ব্বং লিখিতমেবাস্তি, স্বাঙ্কে করদ্বয়মুত্তানং বিন্যস্যেত্যর্থঃ, হৃত্তাবুৎসঙ্গমাধায়েতি শ্রীসূতোক্তেঃ ॥ ৯৯ ॥

অথানন্তরং সিতমতিঃ শুদ্ধমনাঃ সন্ বৃন্দাবনং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং?—দ্রুমৈঃ শিশিরিতং শীতলীকৃতং। কীদৃশৈঃ? প্রকটমুদ্ভটং সৌরভং যস্য তচ্চ তৎ উদ্গলিতমাধ্বিকঞ্চ প্রচ্যুতমধু

অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস।—তৎপরে এই অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের ঋষ্যাদি সাত অংশ করিয়া যথাক্রমে মস্তক, মুখ, হৃদয়, স্তনদ্বয় ও বারদ্বয় হৃদয়ে ন্যাস করিবে অর্থাৎ মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দঃ, হৃদয়ে দেবতা, স্তনদ্বয়ে বীজ ও শক্তি এবং হৃদয়ে প্রকৃতি ও অধিষ্ঠাত্রীর ন্যাস করিবে।৯৭।*

অনন্তর পঞ্চমুদ্রা।—তৎপরে বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বিল্ব এই মনোরম মুদ্রাপঞ্চক প্রদর্শন করিতে হইবে। ৯৮। এইরূপে দেহে ন্যাস করত পুনরায় ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা দিগ্বন্ধন করিতে হইবে। তৎপরে করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করত ধ্যান করিবে। ৯৯।

অতঃপর শ্রীনন্দনন্দন ভগবানের ধ্যানবিধি।—তৎপরে বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীবৃন্দাবন চিন্তা

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে অন্তে নমঃ শব্দ দিয়া ও চতুর্থীবিভক্তিসমন্বিত করত প্রয়োগ করিতে হয়। উক্তবিধি এই স্থলেও গ্রাহ্য। সুতরাং প্রয়োগ যথা—অষ্টাদশাক্ষরশ্রীগোপালমন্ত্রস্য নারদায় ঋষয়ে নমঃ, গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ, সকললোকমঙ্গলশ্রীমন্নন্দতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি।

বিকাসিসুমনোরসাস্বাদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্চর-চ্ছিলীমুখমুখোদ্গতৈর্মুখরিতান্তরং ঝঙ্কৃতৈঃ।
কপোতশুকশারিকাপরভৃতাদিভিঃ পত্রিভি-র্বিরাণিতমিতস্ততো ভুজগশত্রুনৃত্যাকুলং ॥১০১॥
কলিন্দদুহিতুশ্চলল্লহরিবিপ্রুষাং বাহিভি-র্বিনিদ্রসরসীরুহোদররজশ্চয়োদ্ধূসরৈঃ।
প্রদীপিতমনোভবব্রজবিলাসিনীবাসসাং, বিলোলনবিহারিভিঃ সততসেবিতং মারুতৈঃ॥১০২॥
প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্রমৌক্তিক-প্রকরকোরকং কমলরাগনানাফলং।
স্থবিষ্ঠমখিলর্ত্তুভিঃ সততসেবিতং কামদং, তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ ॥১০৩॥

উৎফুল্লঞ্চ বিকসিতং সচ্চ উত্তমং যৎ প্রসূনং পুষ্পং নবপল্লবঞ্চ তয়োঃ প্রকরঃ সমূহঃ তেন নম্রাঃ শাখা যেষাং তৈঃ। মাধ্বিকেতি হ্রস্বত্বং মহাকবিনিবদ্ধত্বাৎ সোঢ়ব্যং। প্রকটসৌরভাকুলিতমত্ত-ভৃঙ্গোল্লসদিতি পাঠস্তু সুগম এব। পুনঃ কীদৃশৈঃ? প্রফুল্লাভির্নবমঞ্জরীভির্ললিতা মনোহরা যা বল্লর্য্য অগ্রশাখাঃ লতা বা তাভির্বেষ্টিতৈঃ। শিবং মঙ্গলরূপং, নির্ব্বাধত্বাৎ পরমকল্যাণকর-ত্বাচ্চ ॥ ১০০ ॥ বৃন্দাবনমেব বিশিনষ্টি বিকাসীতি দ্বাভ্যাং। সঞ্চরতামিতস্ততো ভ্রমতাং শিলী-মুখানাং ভ্রমরাণাং মুখেভ্যঃ উদ্গতৈরুত্থিতৈঃ ঝঙ্কৃতৈঃ ঝঙ্কারশব্দৈঃ মুখরিতং মুখরতাং নীতম্ অন্তরং মধ্যং যস্য তৎ। কীদৃশৈঃ? বিকাসিনাং সুমনসাং পুষ্পাণাং রসস্য আস্বাদনং ভ্রমরৈ-রবলেহনং তেন মঞ্জুলৈর্মনোহরৈঃ। বিরাণিতং শব্দায়িতং। ভুজগশত্রোর্ময়ূরস্য নৃত্যেন আকুলং ব্যাপ্তং ॥ ১০১ ॥ যমুনায়াশ্চলন্তীনাং লহরীণাং বিপ্রুষঃ জলবিন্দবস্তাসাং বাহিভির্নেতৃভিঃ মারুতৈঃ সততং সেবিতং। বিলোলনং সঞ্চলনং তদ্রূপবিহারবদ্ভিঃ। বিলোলনপরৈরনারতনিষেবিতমিতি পাঠঃ সুগম এব। বিশেষণত্রয়েণ মারুতস্য ক্রমেণ শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যান্যুক্তানি ॥ ১০২ ॥ তস্য বৃন্দাবনস্য অন্তর্মধ্যে কল্পবৃক্ষমপি চিন্তয়েৎ। প্রবালং বিদ্রুমমেব নবপল্লবং যস্য তৎ। মরকতম্ এব ছদঃ পত্রং যস্য তৎ। বজ্রস্য হীরকস্য মৌক্তিকস্য চ প্রকরঃ সমূহ এব কোরকঃ পুষ্পকলিকা যস্য তৎ। কমলরাগঃ পদ্মরাগমণিরেব নানাবিধং ফলং যস্য তৎ। স্থবিষ্ঠং স্থূলতরম্ অখিলৈঃ ষড়্ভি-রেব ঋতুভিঃ সততং সেবিতং। এতেন সর্ব্বদা সর্ব্বপুষ্পাঞ্চিতত্বমুক্তং। উদঞ্চিতম্ উচ্ছ্রিতং ॥১০৩॥

করিবে। শ্রীবৃন্দাবনে কল্যাণপ্রদ নানাবিধ তরুরাজি বিদ্যমান থাকাতে ঐ পবিত্র স্থল অতীব শীতল হইয়াছে। ঐ সকল তরুশাখা উদ্দাম সৌরভে পরিপূর্ণ, মধুস্রাবি ও বিকসিত অত্যুত্তম পুষ্প এবং নবকিসলয়ভরে অবনত; বিকসিত নবমঞ্জরী দ্বারা মনোহারিণী লতিকাবলী উহাদিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিরাজিত আছে। ১০০। অলিকুল বিকাশোন্মুখ কুসুমের রসাস্বাদ করিয়া সমন্তাৎ বিচরণ করিতেছে। রসাস্বাদনসময়ে মুখোদ্গত ঝঙ্কার দ্বারা বৃন্দা-বনের অভ্যন্তরস্থল পরিপূরিত হইতেছে। তথায় পারাবত, শুক, শারিকা ও কোকিলগণ সর্ব্বদা কলরব করিতেছে এবং ময়ূরেরা সমন্তাৎ নৃত্য করিতেছে। ১০১। ঐ বৃন্দাবনে কালিন্দীপ্রবাহের বারিকণবাহী, বিকসিত পদ্মের পরাগদ্বারা ধূসরীকৃত এবং উত্তেজিত কামভাবাপন্ন গোপরমণীগণের বসনকম্পনকারী মৃদুমন্দ সমীরণ নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ১০২। ঐ বৃন্দাবনমধ্যে কল্পতরুর চিন্তা করিবে। প্রবাল ঐ তরুর নবকিসলয়, নীলকান্ত-মণি উহার পত্র, হীরক ও মুক্তাসকল উহার কোরক এবং পদ্মরাগ নামক মণি ঐ তরুর নানারূপ

সুহেমশিখরাবলেরুদিতভানুবদ্ভাস্বরা-মধোঽস্য কনকস্থলীমমৃতশীকরাসারিণঃ।
প্রদীপ্তমণিকুট্টিমাং কুসুমরেণুপুঞ্জোজ্জ্বলাং, স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগতষট্তরঙ্গাং বুধঃ।।১০৪॥
তদ্রত্নকুট্টিমনিবিষ্টমহিষ্ঠযোগপীঠেঽষ্টপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য।
উদ্যদ্বিরোচনসরোচিরমুষ্য মধ্যে সঞ্চিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমথো মুকুন্দং॥ ১০৫॥

অমৃতশীকরাসারিণঃ অমৃতবিন্দুবর্ষিণোঽস্য কল্পকাঙ্ঘ্রিপস্য অধঃ কনকস্থলীং চিন্তয়েৎ। শীকরাস্রাবিণ ইতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। কীদৃশীং?—সুহেম্নঃ শোভনসুবর্ণস্য শিখরং শৃঙ্গং তস্য আবলিঃ পঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ সকাশাদুদিতো যো ভানুস্তদ্বৎ ভাস্বরাং দেদীপ্যমানাং। যদ্বা। সুহেমময়ী শিখরাবলিঃ শাখাপঙ্‌ক্তির্যস্য তস্যেতি কল্পকাঙ্ঘ্রিপস্যৈব বিশেষণং। পুনঃ কীদৃশীং?—প্রদীপ্তৈর্দ্দেদীপ্যমানৈর্মণিভিঃ পদ্মরাগাদিভিঃ কুট্টিমং রত্নবদ্ধভূমির্যস্যাস্তাং। অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ। বিগতা দূরীভূতাঃ ষট্ তরঙ্গা উর্ম্ময়ো যস্যাস্তাং। শোকমোহৌ জরা মৃত্যুঃ ক্ষুত্তৃট্ চেতি ষড়ূর্ম্ময়ঃ॥ ১০৪॥ তস্যাঃ কনকস্থল্যা যদ্রত্নকুট্টিমং রত্নবদ্ধভূভাগঃ তস্মিন্নিবিষ্টং স্থিতং যৎ মহিষ্ঠং মহত্তরং যোগপীঠং তস্মিন্। কীদৃশং কমলং?—উদ্যতো বিরোচনস্য রবেঃ সরোচিঃ সমানপ্রভম্ অতএবারুণং। অমুষ্য কমলস্য মধ্যে সুখনিবিষ্টং সুখমাসীনং। যদ্বা। কুট্টিমনিবিষ্টেত্যত্র নিবিষ্টশব্দার্থানুসারেণাত্রাপি সুখস্থিতমিত্যর্থঃ। বিলম্বমানসন্তানকপ্রসবদামেত্যগ্রে বক্ষ্যমাণমালাবিলম্বমানতায়াঃ তথা মৎস্যাঙ্কুশেতি-বর্ণয়িষ্যমাণভক্তজনৈকাশ্রয়শ্রীচরণকমলসন্দর্শনাসম্পত্তেশ্চ। অতএব তৃতীয়স্কন্ধে।—স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়মিত্যত্র মুখ্যত্বাভিপ্রায়েণাদৌ শ্রীকপিলদেবেন নির্দ্দিষ্টং। সম্মোহনতন্ত্রে চ শ্রীশিবেনোক্তং।—বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতমিতি। সম্যক্‌ত্রিভঙ্গললিতং স্থিতমিত্যর্থঃ। যতস্তত্র তেনৈবোক্তং।—তিষ্ঠন্তং দেবদেবেশং ত্রিভঙ্গললিতা-কৃতিমিতি। অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—গোপালপ্রতিমাং কুর্য্যাদ্বেণুবাদনতৎপরাং। বর্হাপীড়াং ঘনশ্যামাং দ্বিভুজামূর্দ্ধসংস্থিতামিতি॥ ১০৫॥ শ্রীমুকুন্দমেব বিশিনষ্টি সুত্রামেতি

ফল। ঐ বৃক্ষ অতীব উচ্চ ও স্থূল। উহা অভিমতফলপ্রদ। সর্ব্বদা সর্ব্ব ঋতু উহার আরাধনা করিতেছে অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্ব-ঋতুজাত কুসুমই তথায় যুগপৎ প্রস্ফুটিত হয়। ১০৩। সুধীব্যক্তি তৎপরে নিরলস হইয়া সুধাবর্ষণকারী ঐ কল্পপাদপের তলদেশে রত্নময়ী ভূমি চিন্তা করিবেন। অত্যুত্তম কাঞ্চনময় শৃঙ্গশ্রেণীর সন্নিধানে সমুদিত হইলে সূর্য্যের যেমন আভা হয়, ঐ ভূমির আভাও তদ্রূপ। তথায় মণিবিরচিত কুট্টিম শোভা পাইতেছে। পুষ্পরাজির পরাগসমূহ নিপতিত হওয়াতে ঐ ভূমি সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানে সংসার-সমুদ্রের ছয় তরঙ্গ দৃষ্ট হয় না *। ১০৪। পরে সেই রত্নকুট্টিমে সংস্থিত একখানি শ্রেষ্ঠ যোগাসনে লোহিতবর্ণ অষ্টদলকমল চিন্তা করিতে হইবে। তদনন্তর ভাবনা করিবে যে, উহার মধ্যস্থলে উদয়োন্মুখ ভাস্করের তুল্য দীপ্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সুখে বিরাজ করিতেছেন। ১০৫। তদীয় কান্তি নীলকান্তমণি, মর্দ্দিত অঞ্জন, মেঘপটল এবং নবনীলোৎপল সদৃশ

---

* সংসারসাগরের ছয় তরঙ্গ যথা—শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা।

সুত্রাম রত্নদলিতাঞ্জনমেঘপুঞ্জপ্রত্যগ্রনীলজলজন্মসমানভাসং।
সুস্নিগ্ধনীলঘনকুঞ্চিতকেশজালং রাজন্মনোজ্ঞশিতিকণ্ঠশিখণ্ডচূড়ং ॥ ১০৬ ॥
রোলম্বলালিতসুরক্রমসূনকল্পিতোত্তংসমুৎকচনবোৎপলকর্ণপূরং।
লোলালকস্ফুরিতভালতলপ্রদীপ্তগোরোচনাতিলকমুচ্চলচিল্লিমালং ॥ ১০৭ ॥
আপূর্ণশারদগতাঙ্কশশাঙ্কবিম্বকান্তাননং কমলপত্রবিশালনেত্রং।
রত্নস্ফুরন্মকরকুণ্ডলরশ্মিদীপ্তগণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচারুনাসং ॥ ১০৮ ॥
সিন্দূরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দমন্দারমন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাঙ্গং।
বন্যপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবকৢপ্তগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলমনোহরকম্বুকণ্ঠং ॥ ১০৯ ॥
মত্তভ্রমদ্ভ্রমরজুষ্টবিলম্বমানসন্তানকপ্রসবদামপরিস্কৃতাংসং।
হারাবলী-ভগণ-রাজিতপীবরোরোব্যোমস্থলীললিতকৌস্তভভানুমন্তং ॥ ১১০ ॥

পঞ্চবিংশতিভিঃ। সুত্রামরত্নম্ ইন্দ্রনীলমণিঃ দলিতাঞ্জনং ঘৃষ্টকজ্জলং প্রত্যগ্রং নবং নীলজলজন্ম উৎপলং তৈঃ সমানা ভাঃ কান্তির্যস্য তং। রাজৎ শোভমানং মনোজ্ঞং শিতিকণ্ঠশিখণ্ডং ময়ূরপুচ্ছং তেন চূড়া মৌলির্বদ্ধা তদেব চূড়ায়াং যস্য তং। কচিচ্চ কেশজালরাজদিতি সমস্তপাঠঃ ॥ ১০৬ ॥ রোলম্বৈর্ভ্রমরৈর্লালিতং প্রীত্যা সেবিতং সুরক্রমপ্রসূনং পারিজাতপুষ্পং তেন কল্পিতঃ রচিতঃ উত্তংসঃ শিরোভূষণং যেন তং। উচ্চলে উদ্গতে নৃত্যন্ত্যৌ বা চিল্লিমালে ভ্রূলতে যস্য তং ॥ ১০৭ ॥ আপূর্ণং শারদঞ্চ গতাঙ্কঞ্চ নিষ্কলঙ্কং যচ্ছশাঙ্কবিম্বং চন্দ্রমণ্ডলং তস্মাদপি কান্তং সুন্দরমাননং যস্য তং ॥ ১০৮ ॥ প্রচলার্ককৢপ্তেতি পাঠে প্রচলার্কো ময়ূরপিচ্ছং ॥ ১০৯ ॥ মত্তৈর্ভ্রমদ্ভির্ভ্রমরৈর্জুষ্টং সেবিতং। বিলম্বমানম্ আপাদলম্বি। পাঠান্তরে * সুরভি সুগন্ধি অবালং চাম্লানং যৎ সন্তানকপ্রসবদাম কল্পবৃক্ষপুষ্পমালা তেন পরিস্কৃতৌ অলঙ্কৃতৌ অংসৌ যস্য তং। হারাবল্যেব ভগণঃ নক্ষত্রবর্গস্তেন রাজিতং শোভিতং পীবরং পীনম্ উরঃ

এবং তদীয় কেশপাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, ঘন ও আকুঞ্চিত। তদীয় চূড়ার উপরিভাগে শিখিবর্হ বিরাজ করিতেছে। ১০৬। তিনি অলিকুলনিষেবিত কল্পপাদপকুসুমে রচিত বিভূষণে বিভূষিত; বিকসিত নবীন পল্লব তদীয় কর্ণপূর; চপল-অলকাবলী-বিরাজিত তদীয় ভাল-প্রদেশে গোরোচনা-নির্ম্মিত তিলক শোভা পাইতেছে। তদীয় ভ্রূলতাযুগল যেন নৃত্য করিতেছে। ১০৭। তদীয় বদনমণ্ডল সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় মনোরম। নয়নদ্বয় পদ্মপত্রবৎ বিশাল। তদীয় দর্পণবৎ সুবিমল গণ্ডদেশ মণিময় মকরকুণ্ডলে সমুদ্ভাসিত। নাসাপুট উন্নত ও মনোরম। ১০৮। অধরপুট সিন্দুরাপেক্ষাও সুন্দর; সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্র, কুন্দকুসুম ও মন্দারপুষ্পবৎ শুক্লবর্ণ মৃদুহাস্যে সমুজ্জ্বলিত। নবকিসলয় ও কুসুম দ্বারা বিরাজিত কণ্ঠবিভূষণে তদীয় কণ্ঠপ্রদেশ সুশোভিত। ১০৯। স্কন্ধদ্বয় চপল ও মত্ত অলিকুলবিরাজিত লম্বমান কল্পপুষ্পমালায় সমলঙ্কৃত। হারাবলীরূপ তারকামণ্ডলীতে বিরাজিত তদীয় বক্ষঃস্থলরূপ গগনমণ্ডলে মনোরম কৌস্তভরূপ ভাস্কর সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

* সুরভ্যবালসন্তানকেতি পাঠে।

শ্রীবৎসলক্ষণসুলক্ষিতমুন্নতাংসমাজানুপীনপরিবৃত্তসুজাতবাহুং।
আবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরবঞ্জুলরোমরাজিং॥ ১১১॥
নানামণিপ্রঘটিতাঙ্গদকঙ্কণোর্ম্মি-গ্রৈবেয়সারসননূপুরতুন্দবন্ধং।
দিব্যাঙ্গরাগপরিপিঞ্জরিতাঙ্গযষ্টিমাপীতবস্ত্রপরিবীতনিতম্ববিম্বং॥ ১১২॥
চারূরুজানুমনুবৃত্তমনোজ্ঞজঙ্ঘং কান্তোন্নতপ্রপদনিন্দিতকূর্ম্মকান্তিং।
মাণিক্যদর্পণলসন্নখরাজিরাজদ্রক্তাঙ্গুলিচ্ছদনসুন্দরপাদপদ্মং॥ ১১৩॥
মৎস্যাঙ্কুশারদরকেতুযবাজবজ্র-সংলক্ষিতারুণকরাঙ্ঘ্রিতলাভিরামং।
লাবণ্যসারসমুদায়বিনির্ম্মিতাঙ্গসৌন্দর্য্যনির্জিতমনোভবদেহকান্তিং॥ ১১৪॥
আস্যারবিন্দপরিপূরিতবেণুরন্ধ্রলোলৎ-করাঙ্গুলিসমীরিতদিব্যরাগৈঃ।
শশ্বদ্দ্রবীকৃতবিকৃষ্টসমস্তজন্তুসন্তানসন্ততিমনন্তসুখাম্বুরাশিং॥ ১১৫॥

বক্ষএব ব্যোমস্থলী তয়া লসিতঃ শোভিতঃ কৌস্তুভ এব ভানুঃ সূর্য্যস্তদ্যুক্তং॥ ১১০॥ শ্রীবৎসলক্ষণেন সুলক্ষিতম্ প্রব্যঞ্জিতম্ আজানু জানুপর্য্যন্তব্যাপিনৌ পীনৌ চ পরিবৃত্তৌ চ ক্রমবলিতৌ সুজাতৌ সুকুমারৌ নির্দ্দোষৌ বাহূ যস্য তং। আবন্ধুরং নিম্নোন্নতম্ অতিশয়েন ভদ্রং বা উদরং যস্য তং॥ ১১১॥ নানামণিভিঃ প্রকর্ষেণ ঘটিতাঃ কল্পিতাঃ অঙ্গদাদয়ো যস্য তং। তত্র উর্ম্মির্মুদ্রিকা। সারসনং রসনা, তুন্দবন্ধঃ উদরবন্ধনার্থসুবর্ণডোরকং। দিব্যৈরঙ্গরাগৈরনুলেপনৈঃ পরিপিঞ্জরিতা নানাবর্ণতাং নীতা অঙ্গযষ্টির্যস্য তং॥ ১১২॥ মাণিক্যময়দর্পণেভ্যোঽপি বিলসতাং শোভমানানাং নখানাং রাজিস্তয়া রাজন্ত্যো রক্তাঙ্গুলয়ঃ তাশ্ছদাঃ পত্রাণি তৈঃ সুন্দরে পাদপদ্মে যস্য তং। রত্নেতি পাঠঃ সুগমঃ॥ ১১৩॥ মৎস্যাদিভীরেখাত্মকৈশ্চিহ্নৈঃ সংলক্ষিতম্ অরুণতরং চাতিরক্তম্ অঙ্ঘ্রিতলং। করাঙ্ঘ্রীতি পাঠে অরুণং করাঙ্ঘ্র্যোস্তলং তেন অভিরামং মনোরমং। আরং চক্রং, দরঃ শঙ্খঃ। নির্জিতেত্যত্র নির্দ্ধূতেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। কান্তিঃ শোভা॥ ১১৪॥ শশ্বৎ মুহুঃ দ্রবীকৃতা আর্দ্রিতা বিকৃষ্টা সমাকৃষ্টা চ সমস্তজন্তূনাং সন্তানসন্ততির্বংশসমূহো যেন তং॥

১১০। তিনি শ্রীবৎসচিহ্নে সুলক্ষিত, উন্নতস্কন্ধ, আজানুলম্বিত সুবৃত্ত-বাহু, এবং সেই বাহু পুষ্ট ও সুন্দর। তদীয় জঠরদেশ ঈষদুন্নতানত; নাভিপ্রদেশ প্রশস্ত ও সুগভীর এবং রোমরাজি অলিপংক্তি-বৎ সুদৃশ্য। ১১১। তদীয় অঙ্গে যে অঙ্গদ, কঙ্কণ, কবচ, রসনা, নূপুর ও কটিবন্ধনার্থ যে সুবর্ণরচিত ডোর আছে, তাহা নানারূপ মণি দ্বারা বিনির্ম্মিত। তদীয় কলেবর দিব্য অঙ্গরাগে নানারূপ বর্ণবিশিষ্ট এবং নিতম্বদেশ পীতবসনে পরিবেষ্টিত। ১১২। তাঁহার উরুদেশ ও জানু মনোরম; জঙ্ঘা সম্যক্ অনুবৃত্ত; মনোরম উন্নত চরণাগ্রদেশ কূর্ম্মাকৃতি অপেক্ষাও অত্যুত্তম। নখপংক্তি মাণিক্যখচিত দর্পণ অপেক্ষাও সমধিক শোভাবিশিষ্ট। সেই সমস্ত নখপংক্তি দ্বারা বিরাজিত রক্তাঙ্গুলিস্বরূপ পত্রসমূহে তদীয় চরণকমলদ্বয় পরম শোভা ধারণ করি-তেছে। ১১৩। অরুণবর্ণ পাদতলে মীন, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ, যব, পদ্ম ও বজ্রচিহ্ন বিদ্য-মান থাকাতে তিনি অতি মনোহরদৃশ্য হইয়াছেন। তদীয় শরীরকান্তি লাবণ্যসার দ্বারা গঠিত, অঙ্গসমূহের সৌন্দর্য্য দ্বারা কামদেবের শরীরকান্তিকেও পরাজয় করিয়াছেন। ১১৪।

গোভির্মুখাম্বুজবিলীনবিলোচনাভিরূধোভরস্খলিতমন্থরমন্দগাভিঃ।
দন্তাগ্রদষ্টপরিশিষ্টতৃণাঙ্কুরাভিরালম্বিবালধিলতাভিরথাভিবীতং॥ ১১৬॥
সপ্রস্রবস্তনবিচূষণপূর্ণনিশ্চলাস্যাবটক্ষরিতফেনিলদুগ্ধমুগ্ধৈঃ।
বেণুপ্রবর্ত্তিতমনোহরমন্দ্রগীতদত্তোচ্চকর্ণযুগলৈরপি তর্ণকৈশ্চ॥ ১১৭॥
প্রত্যগ্রশৃঙ্গমৃদুমস্তকসম্প্রহারসংরম্ভবল্গনবিলোলখুরাগ্রপাতৈঃ।
আমেদুরৈর্বহুলসাস্নগলৈরুদগ্রপুচ্ছৈশ্চ বৎসতরবৎসতরীনিকায়ৈঃ॥ ১১৮॥

১১৫॥ অথানন্তরং গোভিঃ অভিতো বীতং বেষ্টিতং। উধোভরেণ স্তনগৌরবেণ স্খলিতং মন্থরং চালসং মন্দঞ্চ যথা স্যাত্তথা অভিতো গচ্ছন্তীভিরিত্যর্থঃ। বালধিঃ পুচ্ছং॥ ১১৬॥ তর্ণকৈর্নূতনবৎসৈশ্চাভিবীতমিত্যন্বয়ঃ। এবমগ্রেঽপি। কীদৃশৈঃ?—প্রস্রবঃ দুগ্ধক্ষরণং তৎসহিতস্য স্তনস্য বিচূষণং দন্তৌষ্ঠেনাকৃষ্য পানং তেন পূর্ণঃ দুগ্ধভৃতো নিশ্চলশ্চ আস্যাবটো মুখবিবরং তস্মাৎ ক্ষরিতং যৎ ফেনিলং ফেনময়ং দুগ্ধং তেন মুগ্ধৈঃ সুন্দরৈঃ। মন্দ্রো গম্ভীরধ্বনিঃ। ক্বচিন্মন্দেতি পাঠঃ॥ ১১৭॥ প্রত্যগ্রং নবং শৃঙ্গং যস্মিন্ তেন মৃদুনা মস্তকেন সংপ্রহারঃ অন্যেন সহ যুদ্ধে অভিঘাতস্তস্মিন্ বা অন্যেন প্রহারস্তেন সংরম্ভঃ ক্রোধস্তস্মিন্ আবেশো বা তেন বল্গনম্ ইতস্ততো বিচলনং তেন বিলোলঃ খুরাগ্রপাতো যেষাং তৈঃ। আমেদুরৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ পুষ্টৈরিতি বা বহুলা স্থূলা সাস্না গলকম্বলঃ যস্মিন্ তাদৃশো গলো যেষাং তৈঃ। বৎস এব স্তনপানাবস্থামতিক্রান্তো বৎসতরঃ ত্রিবার্ষিকো বলীবর্দ্দ ইতি কেচিৎ তাদৃশ্যেব বৎসতরী তয়োর্নিকায়ৈঃ

তৎপরে সুখসমুদ্রস্বরূপ সেই কৃষ্ণ বদনকমল দ্বারা পরিপূর্ণ বংশীর ছিদ্রসমূহে করের অঙ্গুলিসমূহ চালন করত যে দিব্য রাগসমূহ উদ্গিরণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমস্ত জন্তুর সন্তানসন্ততি (বংশসমূহ অর্থাৎ বংশজ সকলেই) দ্রবীভূত ও সমাকৃষ্ট হইয়াছে; উধোভারে সমাক্রান্ত ধেনুগণ মৃদু মৃদু স্খলিতগতিতে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ১১৫। ঐ ধেনুগণের নেত্রসকল তদীয় বদনকমলে লীন হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যে তৃণাঙ্কুর চর্ব্বণ করিতেছিল, তাহার অবশিষ্টভাগ তাহাদিগের দশনের অগ্রদেশেই লগ্ন হইয়া রহিয়াছে; উহাদিগের পুচ্ছসমূহও বিলক্ষণ লম্বিত। ১১৬। নবপ্রসূত বৎসগণ আগমন পূর্ব্বক পরিবেষ্টন করিতেছে। সেই বৎসসমূহ সুন্দররূপে দশন ও ওষ্ঠ দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক যে স্তনবিগলিত ক্ষীর পান করিতেছে, সেই ক্ষীর দ্বারা পরিপূরিত হইয়া তাহাদিগের বদনবিবর নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে তাহাদিগকে পরম মনোহর দেখাইতেছে। বংশী হইতে যে সুগভীর সংগীতগুলি বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছে, শ্রুতিপুটদ্বয় উচ্চ করিয়া উহারা একচিত্তে তাহা আকর্ণন করিতেছে। ১১৭। সুচিক্কণবর্ণে বিচিত্রিত হৃষ্টপুষ্ট বৎসতর ও বৎসতরীরা আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সমন্তাৎ সমবেত হইতেছে। তাহাদিগের গলপ্রদেশে স্থূল গলকম্বল বিরাজিত ও তাহাদিগের পুচ্ছদেশ সমুন্নত। উহাদিগের শিরোদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গ সমুদ্গত হইয়াছে। তাহারা যখন আগমন করিতেছে, তখন সেইরূপ শিরোদেশ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতেছে এবং ঐ কার্য্যেই নিবিষ্ট থাকাতে চপল হইয়া বিচলিতভাবে সমন্তাৎ খুর-

হুম্বারবক্ষুভিতদিখলয়ৈর্মহদ্ভিরপ্যুক্ষভিঃ পৃথুককুদ্ভরভারখিন্নৈঃ।
উত্তম্ভিতশ্রুতিপুটীপরিবীতবংশধ্বানামৃতোদ্ধতবিকাশিবিশালঘোণৈঃ ॥ ১১৯ ॥
গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাসবেশৈশ্চ মূর্চ্ছিতকলস্বনবেণুবীণৈঃ।
মন্দ্রোচ্চতারপটুগানপরৈর্বিলোলদোর্ব্বল্লরীললিতলাস্যবিধানদক্ষৈঃ ॥ ১২০ ॥
জঙ্ঘান্তপীবরকটীরতটীনিবদ্ধব্যালোলকিঙ্কিণিঘটারটিতৈররটদ্ভিঃ।
মুগ্ধৈস্তরক্ষুনখকল্পিতকণ্ঠভূষৈরব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতং ॥ ১২১ ॥
অথ সুললিতগোপসুন্দরীণাং পৃথু-নিবিবীষ-নিতম্বমন্থরাণাং।
গুরু-কুচভর-ভঙ্গুরাবলগ্নত্রিবলিবিজৃম্ভিত-রোমরাজিভাজাং ॥ ১২২ ॥

সমূহৈশ্চাভিবীতং ॥ ১১৮ ॥ উক্ষভিঃ বৃষৈরপ্যভিবীতং। পৃথুককুদ্ভর এব ভারস্তেন খিন্নৈঃ অলসৈঃ। উত্তম্ভিতয়া উর্দ্ধীকৃত্য স্তব্ধতাং প্রাপিতয়া শ্রুতিপুট্যা পরিবীতং যৎ শ্রীকৃষ্ণবংশধ্বানামৃতং তস্মিন্ উদ্ধতা উদ্ভটা তেন বা উর্দ্ধীকৃতা বিকাশিনী চ প্রস্ফুটপুটা বিশালা ঘোণা নাসা যেষাং তৈঃ ॥১১৯॥ গোপৈশ্চাভিবীতং। গুণাঃ করুণাদয়ঃ শীলং স্বভাবঃ জগদানন্দকত্বাদি। মূর্চ্ছিতঃ মূর্চ্ছনং প্রাপিতঃ কলস্বনঃ মধুরাস্ফুটধ্বনিঃ স্বরেতি পাঠে মধুরাস্ফুটরাগো যস্মিন্ তাদৃশো বেণুর্বীণা চ যেষাং তৈঃ। মূর্চ্ছনা চোক্তা।—স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র রাগতাং প্রতিপদ্যতে। মূর্চ্ছনামিতি তাং প্রাহুঃ কবয়ো গ্রামসম্ভবাং। সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিরিতি। মন্দ্রোচ্চতারৈধ্বনিভেদৈঃ পটু ব্যক্তং যদ্গানং তৎপরৈঃ। লাস্যং নৃত্যং ॥ ১২০ ॥ পৃথুকৈর্ব্বালকৈঃ পরীতং বেষ্টিতং। কীদৃশৈঃ?—জঙ্ঘান্তে পীবরকটীরতট্যাং চ পীনকটীস্থল্যাং নিবদ্ধা চ ব্যালোলা চ কিঙ্কিণীনাং ঘটা সমূহঃ তস্যাঃ রটিতৈঃ শব্দৈঃ কৃত্বা রটদ্ভিঃ শব্দায়মানৈঃ। তরক্ষুর্ব্যাঘ্রঃ ॥ ১২১ ॥ অথেত্যানন্তর্য্যে মাঙ্গল্যে বা। সুললিতানাং পরমমনোহরাণাং গোপসুন্দরীণাং গোপীনাম্ আলিভিঃ পঙ্‌ক্তিভিঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সততং নিতরাং সেবিতমিতি অষ্টমশ্লোকেনান্বয়ঃ। তা এব বিশিনষ্টি পৃথ্বাদিনা করাম্বুজানামিত্যন্তেন

বিক্ষেপ করিতেছে। ১১৮। ক্রমস্থূল-ককুদ্‌ভারে সমাক্রান্ত বৃহৎ বৃহৎ বৃষগণ হুম্বারবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করত অলসগতিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে। উর্দ্ধীকৃত শ্রুতিপুটে প্রবেশিত বংশীধ্বনিরূপ সুধারসযোগে ঐ-সমস্ত বৃষভের নাসিকারন্ধ্র বিস্ফারিত ও উচ্চীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১১৯। গোপগণ আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সমন্তাৎ সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদিগের দয়াদি গুণ, জগদানন্দকতাদি চরিত্র, বয়ঃ, বিলাস এবং বেশ তৎসদৃশ। তাঁহারা রাগমিলিত করিয়া মধুরকলনাদে বেণু ও বীণাবাদনে নিরত রহিয়াছেন, একচিত্তে তানসহকারে সুস্পষ্ট সঙ্গীত করিতেছেন এবং মনোরমভাবে ভুজলতা লম্বিত করত সম্যক্ নৃত্য করিতেছেন। ১২০। অব্যক্তবাক্ বালকগণও তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের জঙ্ঘান্তে ও পীবর কটিপ্রদেশে নিবদ্ধ চঞ্চল কিঙ্কিণীজাল হইতে শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। তাহাদিগের গলদেশে ব্যাঘ্রনখের অলঙ্কার বিরাজিত এবং তাহাদের বচনাবলী অর্দ্ধ পরিস্ফুট ও সুমধুর। ১২১। চিত্তবিনোদিনী

তদতিমধুরচারুবেণুবাদ্যামৃতরসপল্লবিতাঙ্গজাঙ্ঘ্রিপাণাং।
মুকুলবিসররম্যরূঢ়রোমোদ্গমসমলঙ্কৃতগাত্রবল্লরীণাং ॥ ১২৩ ॥
তদতিরুচিরমন্দহাসচন্দ্রাতপপরিজৃম্ভিতরাগবারিরাশেঃ।
তরলতরতরঙ্গভঙ্গবিপ্রুট্প্রকরসমশ্রমবিন্দুসন্ততানাং ॥ ১২৪ ॥
তদতিললিতমন্দচিল্লিচাপচ্যুতনিশিতেক্ষণমারবাণবৃষ্ট্যা।
দলিতসকলমর্ম্মবিহ্বলাঙ্গপ্রবিসৃতদুঃসহবেপথুব্যথানাং ॥ ১২৫ ॥
তদতিসুভগকম্রুরূপশোভাঽমৃতরসপানবিধানলালসাভ্যাং।
প্রণয়সলিলপূরবাহিনীনামলসবিলোলবিলোচনাম্বুজাভ্যাং ॥ ১২৬ ॥

পাদদ্বয়োনশ্লোকাষ্টকেন। নিবিবীষং নিবিড়ম্ অবলগ্নং মধ্যদেশঃ ॥ ১২২ ॥ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিমধুরং সুখদং চারু সুন্দরং বেণুবাদ্যমেবামৃতরসস্তেন পল্লবিতো বিস্তারিতোঽঙ্গজাঙ্ঘ্রিপঃ কামবৃক্ষো যাসাং তাসাং। অঙ্গজাঙ্ঘ্রিপস্যেতি পাঠে পরেণ সম্বন্ধঃ। মুকুলবিসরঃ কুট্মলসমূহস্তদ্বদ্রম্যঃ রূঢ়শ্চ জাতো যো রোমোদ্গমঃ পুলকং তেন সম্যগলঙ্কৃতা গাত্রবল্লরী দেহলতা যাসাং ॥ ১২৩ ॥ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিরুচিরো মন্দহাস এব চন্দ্রস্যাতপো রশ্মিস্তেন পরিজৃম্ভিতস্য বর্দ্ধিতস্য রাগবারিরাশেঃ প্রেমসমুদ্রস্য যে তরলতরা অতিচঞ্চলাস্তরঙ্গা উর্ম্মিকল্লোলাস্তরঙ্গপরম্পরা বা তেষাং বিপ্রুষো জলবিন্দবস্তাসাং প্রকরঃ সমূহস্তেন সমাস্তুল্যা যে শ্রমোৎপন্নস্বেদবিন্দবস্তৈঃ সন্ততানাং ব্যাপ্তানাং। প্রসরেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। সন্ততীনামিতি পাঠে শ্রমবিন্দূনাং সন্ততিঃ পরম্পরা যাসাং ॥ ১২৪ ॥ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিললিতা পরমমনোহরা মন্দা চ আয়তপ্রগল্‌ভা বা যা চিল্লির্ভ্রূঃ সৈব চাপঃ তস্মাৎ চ্যুতঃ নিশিতশ্চ তীক্ষ্ণ ঈক্ষণমারবাণঃ কটাক্ষরূপঃ কামশরঃ তস্য বৃষ্ট্যা দলিতসকলমর্ম্মসু অতএব বিহ্বলেষু অঙ্গেষু প্রবিসৃতা দুঃসহা বেপথুরূপা বেদনা যাসাং ॥ ১২৫ ॥ অলসাভ্যাং লজ্জাদিনার্দ্ধমীলিতাভ্যাং বিলোলাভ্যাঞ্চ বিশিষ্টলোচনাম্বুজাভ্যাং কৃত্বা প্রেমজলপ্রবাহবহনশীলানাং। কথম্ভূতাভ্যাং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিসুভগাৎ পরমকমনীয়াদপি কম্রং কমনীয়ং রূপং তস্য শোভা কৈশোরে নবযৌবনোদ্ভেদে শ্রীঃ সৈব। যদ্বা।

গোপরমণীরা সমন্তাৎ পরিবেষ্টন করত একাগ্রচিত্তে তদীয় শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। স্থূল মাংসল নিতম্বভারে ও তাঁহাদিগের গুরু কুচভরে আনত কটিপ্রদেশের ত্রিবলিতে রোমপংক্তি বিরাজমান রহিয়াছে। ১২২। কৃষ্ণের চিত্তহারী বেণুনিনাদরূপ সুধারসসংযোগে তাঁহাদিগের কামতরু পল্লবিত রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগের অঙ্গলতিকা কুট্মলসমূহবৎ লোমোদ্গমে সমলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১২৩। সেই নন্দসুতের বিরাজমান হাস্যরূপ শশিকিরণে ঐ সকল গোপিকার অনুরাগসাগর সমুদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদিগের অঙ্গে শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু সংলগ্ন হওয়াতে অনুমিত হইতেছে যেন, উহা অনুরাগসমুদ্রের তরলতরঙ্গের সলিলকণা। ১২৪। শ্রীকৃষ্ণের নিরতিশয় মনোরম বিস্তৃত ভ্রূধনু হইতে যে কটাক্ষরূপ শরবর্ষণ হইতেছে, তাহা দ্বারা ঐ সমস্ত গোপিকার মর্ম্মস্থান বিদলিত হইয়া যাইতেছে; সুতরাং অবশাঙ্গ হওয়া নিবন্ধন সর্ব্বাগ্রে অসহ্য কামযন্ত্রণার উদয় হইতেছে। ১২৫। ঐ সকল গোপিকার অলস ও চপল

বিস্রংসৎকবরীকলাপবিগলৎফুল্লপ্রসূনস্রবন্মাধ্বীলম্পটচঞ্চরীকঘটয়া সংসেবিতানাং মুহুঃ।
মারোন্মাদমদস্খলন্মৃদুগিরামালোলকাঞ্চ্যুচ্ছ্বসন্নীবীবিশ্লথমানচীনসিচয়ান্তাবির্নিতম্বত্বিষাং॥১২৭॥
স্খলিতললিতপাদাম্ভোজমন্দাভিঘাত-কণিতমণিতুলাকোট্যাকুলাশামুখানাং।
চলদধরদলানাং কুট্মলৎপক্ষ্মলাক্ষি-দ্বয়সরসিরুহাণামুল্লসৎকুণ্ডলানাং॥ ১২৮॥
দ্রাঘিষ্ঠশ্বসনসমীরণাভিতাপপ্রম্লানীভবদরুণোষ্ঠপল্লবানাং।
নানোপায়নবিলসৎকরাম্বুজানামালীভিঃ সততনিষেবিতং সমন্তাৎ॥ ১২৯॥
তাসামায়তলোলনীলনয়নব্যাকোষনীলাম্বুজস্রগ্ভিঃ সম্পরিপূজিতাখিলতনুং নানাবিনোদাস্পদং।
তন্মুখাননপঙ্কজপ্রবিগলন্মাধ্বীরসাস্বাদিনীং বিভ্রাণং প্রণয়োন্মদাক্ষিমধুকৃন্মালাং মনোহারিণীং॥১৩০॥

তদেব শোভাযুক্তামৃতরসস্তস্য পানবিধানে লালসা অত্যৌৎসুক্যং যয়োস্তাভ্যাং॥ ১২৬॥ মাধ্বী মাধ্বীকং। চঞ্চরীকঃ ভ্রমরঃ। মারোন্মাদেন যো মদঃ মত্ততা তেন স্খলন্তী অস্পষ্টাক্ষরা মৃদুঃ কোমলা গীর্ব্বাণী যাসাং। উন্মাদলক্ষণং চোক্তং।—শ্বাসপ্ররোদনোৎকম্পৈর্বহুধালোকনৈরপি। ব্যাপারো জায়তে যস্য স উন্মাদঃ স্মৃতো যথেতি। আলোলয়া সঞ্চলন্ত্যা কাঞ্চ্যা হেতুনা উচ্ছ্বসতী শ্লথীভবন্তী যা নীবী পরিধানবস্ত্রবন্ধস্তয়ৈব বিশ্লথমানঃ বিশ্লথীভবন্ চীনদেশোদ্ভবঃ সূক্ষ্মো বা সিচয়ঃ পট্টবস্ত্রবিশেষস্তস্যান্তে স্বরূপে আবিঃ প্রকটা নিতম্বত্বিট্ যাসাং। অন্তঃ স্বরূপে বিনাশে চান্তিকেঽপি চেতি কোষঃ॥ ১২৭॥ স্খলিতস্য স্খলনযুক্তস্য ললিতস্য চ পাদাম্ভোজস্য মন্দাভিঘাতেন ঈষদ্ভূভাগপ্রহারেণ কণিতঃ কৃতশব্দঃ মণিময়ো যস্তুলাকোটির্নূপুরং তেন আকুলং শব্দব্যাপ্তম্ আশানাং দিশাং মুখং যাভ্যস্তাসাং। কুট্মলৎ মুকুলায়মানং পক্ষ্মলঞ্চ উৎকৃষ্টপক্ষ্মযুক্তম্ অক্ষিদ্বয়সরসিরুহং যাসাং॥ ১২৮॥ দ্রাঘিষ্ঠোঽতিদীর্ঘঃ শ্বসনসমীরণঃ শ্বাসবায়ুস্তেন অভিতাপঃ সন্তাপস্তেন প্রম্লানীভবন্ অরুণোষ্ঠপল্লবো যাসাং॥ ১২৯॥ ব্যাকোষং বিক-

---

নেত্রপুঞ্জ শ্রীকৃষ্ণের নিরতিশয় শোভনীয় দ্রব্য হইতেও সুশোভন রূপসুধারস পানার্থ ব্যাকুল। তাঁহারা তদ্রূপনেত্রে প্রেমসলিল ধারণ করিতেছেন। ১২৬। তাঁহাদিগের কবরীবন্ধন স্খলিত হইয়া যাইতেছে, সেই কবরী হইতে বিকসিত প্রসূনপুঞ্জ নিপতিত হইতেছে; সেই সমস্ত পুষ্প হইতে যে মকরন্দ বিগলিত হইতেছে, অলিকুল তৎপানে লুব্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিতেছে। গোপিকাগণের কাঞ্চীদাম চপল হওয়াতে তাঁহাদিগের বসনগ্রন্থি স্খলিত হইয়া যাইতেছে, সুতরাং নিতম্বশোভা প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে। ১২৭। তাঁহারা পাদপদ্ম দ্বারা ধরাতলে স্খলিত অথচ মনোরমভাবে যে আঘাত করিতেছেন, তাহাতে মণিময় নূপুরের (মনোরঞ্জন) ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে, সেই ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সেই সকল গোপিকার অধরপুট বিকম্পিত, নেত্রপুঞ্জ মুকুলিত ও দিব্য পক্ষে বিভূষিত। তাঁহারা শ্রবণপুটে দীপ্তিশীল কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন। ১২৮। তাঁহারা যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, সেই নিশ্বাসানিলসন্তাপে তাঁহাদিগের ওষ্ঠপল্লব, ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা করপদ্মে নানাপ্রকার উপহারদ্রব্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ১২৯। তাঁহাদিগের বিকসিত নীলোৎপলসদৃশ, বিস্ফারিত, চপল নয়নের ছটায় ব্রজরাজ-

গোপ-গোপী-পশূনাং বহিঃ স্মরেদগ্রতোঽস্য গীর্ব্বাণঘটাং।
বিত্তার্থিনীং বিরিঞ্চিত্রিনয়নশতমন্যুপূর্ব্বিকাং স্তোত্রপরাং॥ ১৩১॥
তদ্দক্ষিণতো মুনিনিকরং দৃঢ়ধর্ম্মবাঞ্ছমাম্নায়পরং।
যোগীন্দ্রানথ পৃষ্ঠে মুমুক্ষমাণান্ সমাধিনা সনকাদ্যান্॥ ১৩২॥
সব্যে সকান্তানথ যক্ষসিদ্ধগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাংশ্চ।
সকিন্নরানপ্সরসশ্চ মুখ্যাঃ কামার্থিনো নর্ত্তনগীতবাদ্যৈঃ॥ ১৩৩॥
শঙ্খেন্দুকুন্দধবলং সকলাগমজ্ঞং সৌদামনীততিপিশঙ্গজটাকলাপং।
তৎপাদপঙ্কজগতামচলাঞ্চ ভক্তিং বাঞ্ছন্তমুজ্ঝিততরান্যসমস্তসঙ্গং॥ ১৩৪॥

সিতং। প্রণয়াত্মন্মদে উদ্গতমদে অক্ষিণী এব মধুকুন্মালা ভ্রমরপংক্তিঃ তাং বিভ্রাণং প্রকটয়ন্তং, শ্রীলোচনয়োরিতস্ততো বহুধা নিপতনেন সর্ব্বতো দর্শনান্মালেত্যুক্তং। কীদৃশীং?—তাসাং যন্মুগ্ধং মনোহরমাননপঙ্কজং তস্মাৎ প্রবিগলিতো মাধ্বীরসস্য মকরন্দস্য আস্বাদনশীলাং। অত-এব মনোহারিণীং॥ ১৩০॥ ইদানীং ক্রমেণ বিত্ত-ধর্ম্ম-মোক্ষ-কামাখ্য-পুরুষার্থচতুষ্টয়স্য তথা সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠস্য পঞ্চমপুরুষার্থরূপায়া ভক্তেশ্চ বাঞ্ছায়াঃ প্রদানাং দেবাদীনাং ধ্যানমাহ গোপেতি পঞ্চভিঃ। অস্য কৃষ্ণস্য অগ্রতঃ সংমুখে॥ ১৩১॥ দক্ষিণে চাস্য মুনিনিকরং স্মরেৎ। দৃঢ়া ধর্ম্মে বাঞ্ছা যস্য তং॥ ১৩২॥ সকান্তান্ পত্নীসহিতান্ যক্ষাদীংশ্চ স্মরেৎ। কথম্ভূতান্?—নর্ত্তনাদ্যৈঃ কামার্থিনঃ নিজনিজাভীষ্টপ্রার্থকান্। মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশ্যাদ্যাঃ অপ্সরসশ্চ স্মরেৎ॥ ১৩৩॥ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপঙ্কজগতাং তদ্বিষয়িণীমিত্যর্থঃ। উজ্ঝিততরো নিতরাং পরি-ত্যক্তোঽন্যস্মিন্ ভক্তিব্যতিরিক্তে সমস্তে সঙ্গ আসক্তির্যেন তং॥ ১৩৪॥ অতএব অমুং শ্রীকৃষ্ণং

সুতের সর্ব্বাঙ্গ সবিশেষ সমলঙ্কৃত হইয়াছে। সেই গোপীশ্বর নানারূপ আমোদের আধার-স্বরূপ। তদীয় নেত্রভ্রমর প্রেমমদে উন্মত্ত। সেই নেত্রভৃঙ্গ গোপবালাগণের সলজ্জ বদন-কমল হইতে ক্ষরিত মধুধারাপানে নিরত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ ভ্রমরের চিত্তহারিণী মালা ধারণ পূর্ব্বক পরম শোভা পাইতেছেন। ১৩০। পরে চিন্তা করিবে যে, অর্থাকাঙ্ক্ষী অমরগণ ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রকে অগ্রগামী করিয়া গোপ, গোপিকা ও গোগণের সীমার বহি-র্ভাগে এই শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে তদীয় স্তুতিবাদে নিরত রহিয়াছেন। ১৩১। ধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদিগের দৃঢ়লালসা এবং যাঁহারা বেদপরায়ণ, তাদৃশ মুনিবর্গ কৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। সমাধিযোগে মোক্ষেচ্ছু সনক-সনন্দাদি যোগীন্দ্রেরা পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত আছেন। ১৩২। বামদিকে নিজ নিজ ভার্য্যা সহ যক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণগণ, এবং কিন্নরবর্গ ও প্রধান প্রধান অপ্সরারা নৃত্য গীত ও বাদনাদি দ্বারা অভিলষিত প্রার্থনা করিতেছে। ১৩৩। তৎপরে শূন্যমার্গে বিধিস্থত তাপসপ্রবর নারদকে চিন্তা করিতে হইবে। তাঁহার বর্ণ শঙ্খ, ইন্দু ও কুন্দকুসুমবৎ শুভ্র, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। তদীয় জটাভার তড়িন্মালাবৎ পিঙ্গলবর্ণ। তিনি সমভাবে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপদকমলে অচলা ভক্তির প্রার্থনা করিতেছেন। অপরাপর বিষয়সমূহে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। ১৩৪। সুতরাং তিনি স্বীয় মহতী নাম্নী বীণার

নানাবিধশ্রুতিগণান্বিত-সপ্তরাগগ্রামত্রয়ীগত-মনোহর-মূর্চ্ছনাভিঃ।
সংপ্রীণয়ন্তমুদিতাভিরমুং মহত্যা সঞ্চিন্তয়েন্নভসি ধাতৃসুতং মুনীন্দ্রং ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে।—

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনং। পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণং।
রক্তনেত্রাধরং রক্তপাণিপাদনখং শুভং। কৌস্তভোদ্ভাসিতোরস্কং নানারত্নবিভূষিতং।
তদ্ধামবিলসন্মুক্তাবদ্ধহারোপশোভিতং। নানারত্নপ্রভোদ্ভাসিমুকুটং দিব্যতেজসং।
হারকেয়ূর-কটককুণ্ডলৈঃ পরিমণ্ডিতং। শ্রীবৎসবক্ষসং চারু নূপুরাদ্যুপশোভিতং।
নানারত্নবিচিত্রৈশ্চ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ। বর্হিপত্রকৃতাপীড়ং বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতং।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধবনমালাবিভূষিতং। সচন্দ্রতারকানন্দিবিমলাম্বরসন্নিভং।
বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতং। গায়ন্তং দিব্যগানৈশ্চ গোষ্ঠমধ্যগতং হরিং।
স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্টকন্যকাশতবেষ্টিতং। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সৌন্দর্য্যেণাভিশোভিতং।
মোহনং সর্ব্বগোপীনাং সর্ব্বাসাঞ্চ গবামপি। লেলিহ্যমানং বৎসৈশ্চ ধেনুভিশ্চ সমন্ততঃ।

মহত্যাখ্যয়া কচ্ছপিকয়া স্বকীয়বীণয়া প্রীণয়ন্তং। কাভিঃ ?—নানাবিধঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ভেদাত্মকো যঃ শ্রুতিগণো নাদসমূহস্তেনান্বিতা যে সপ্ত রাগা নিষাদাদিস্বরা মেঘনাদবসন্তাদিরাগা বা তেষু যা গ্রামত্রয়ী গ্রামাণাং ত্রয়াণাং সমাহারস্তস্যাং গতাঃ প্রাপ্তা যা মনোহরা মূর্চ্ছনাস্তাভিঃ। কথম্ভূতাভিঃ ?—উদিতাভিঃ স্বয়মেব প্রাকট্যং প্রাপ্তাভিঃ মহত্যোদিতাভিরিতি বা সম্বন্ধঃ। অতএব মুনীন্দ্রং মুনিগণশ্রেষ্ঠং ধাতৃসুতং শ্রীনারদং নভসি সম্যক্ চিন্তয়েৎ॥১৩৫॥ শুভং জগন্মঙ্গলরূপং তস্য কৌস্তভস্য ধাম্না তেজসা বিলসন্তীভির্মুক্তাভিরাচ্ছন্নেন সংবেষ্টিতেন হারেণ উপশোভিতং। মুক্তাবদ্ধেতি বা পাঠঃ। কটিসূত্রেণাঙ্গুলীয়কৈশ্চালঙ্কৃতং। সচন্দ্রাভিস্তারাভিঃ আনন্দং সুখকরং যদ্বিমলং অম্বরং ব্যোম তৎসদৃশং। অত্র চন্দ্রস্থানে কৌস্তভঃ তারাস্থানে কদম্বমালা অম্বরস্থানে শ্রীমদ্বক্ষঃস্থলমূহ্যং। স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্টানাং পরমসুন্দরীণামিত্যর্থঃ। তাদৃশীনাং কন্যানাং

রব, সপ্তস্বর ও গ্রামত্রয়জনিত সমস্ত মূর্চ্ছনা উদ্ভাবন করত হরির প্রীতি বিধানে নিরত রহিছেন। ১৩৫। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে, যথা—অতঃপর ধ্যান বলিব। এই ধ্যান নিখিল পাতক দূর করে। দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে হইবে। তিনি পীতবাসা ও কৃষ্ণবর্ণ। তদীয় নেত্র পদ্মবৎ ও লোহিতবর্ণ। তাঁহার অধরদেশ, পাণিতল, চরণতল ও নখর সমস্তই লোহিতবর্ণ, তিনি কল্যাণময়। কৌস্তভের দীপ্তি দ্বারা তদীয় বক্ষঃপ্রদেশ সমুদ্ভাসিত হইতেছে। তিনি নানারূপ মণি দ্বারা বিরচিত হারের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। ঐ হারের অন্তর্গত মুক্তাপংক্তি কৌস্তভপ্রভায় সমুদ্ভাসিত হইতেছে। তদীয় মুকুট বিবিধ মণিদীপ্তিতে সন্দীপিত ও দিব্য-তেজঃসম্পন্ন। তিনি হার, কেয়ূর, কটক ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত। তদীয় বক্ষঃপ্রদেশে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং মনোরম নূপুরাদি বিভূষণ তদীয় শোভাসম্পাদন করিতেছে। তিনি নানারূপ রত্ন দ্বারা বহুপ্রকারে বিচিত্রিত এবং কটিসূত্র ও অঙ্গুলীয়সকল

সিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষৈশ্চ অপ্সরোভির্বিহঙ্গমৈঃ। সুরাসুরমনুষ্যৈশ্চ স্থাবরৈঃ পন্নগৈরপি।
মৃগৈর্বিদ্যাধরৈশ্চৈব বীক্ষ্যমাণং সুবিস্মিতৈঃ। নারদেন বশিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
পরাশরেণ ব্যাসেন ভৃগুণাঙ্গিরসা তথা। দক্ষেণ শৌনকাত্রিভ্যাং সিদ্ধেন কপিলেন চ।
সনকাদ্যৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ ব্রহ্মলোকগতৈরপি। অন্যৈরপি চ সংযুক্তং কৃষ্ণং ধ্যায়েদহর্নিশং ॥১৩৬॥

সংক্ষেপেণ শ্রীসনৎকুমারকল্পেঽপি।—

অব্যান্মীলৎকলায়-দ্যুতিরহিরিপুপিচ্ছোল্লসৎকেশজালো
গোপীনেত্রোৎসবারাধিত-ললিতবপুর্গোপগোবৃন্দবীতঃ।
শ্রীমদ্বক্ত্রারবিন্দ-প্রতিহসিত-শশাঙ্কাকৃতিঃ পীতবাসা
দেবোঽসৌ বেণুনাদক্ষপিতজনধৃতির্দেবকীনন্দনো নঃ ॥ ইতি ॥ ১৩৭ ॥

অথান্তর্যাগঃ।

ধ্যাত্বৈবং ভগবন্তং তং সংপ্রার্থ্য চ যথাসুখং। আদৌ সংপূজয়েৎ সর্ব্বৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ ॥১৩৮॥

শ্রীগোপকুমারীণাং শতেন বেষ্টিতং। শতশব্দোঽত্রাসংখ্যত্বে ॥ ১৩৬॥অসৌ অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যঃ শ্রীদেবকীনন্দনো দেবঃ নঃ অস্মান্ অব্যাৎ রক্ষতু। কলায়স্য তৎ পুষ্পস্যেব দ্যুতিঃ শ্যামা কান্তির্যস্য সঃ ॥ ১৩৭ ॥ যথাসুখমিতি যাবতাত্মমনস্তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবতা প্রকারেণ তাবৎকালঞ্চ পূজয়েদিত্যর্থঃ। মানসৈঃ মনঃকল্পিতৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

দ্বারা বিরচিত বনমালা তদীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং শশধর ও তারামণ্ডলী দ্বারা প্রীতিপদ নভোমার্গের ন্যায় তাঁহার শোভা দৃষ্ট হইতেছে। তিনি করদ্বয়ে বীণা ধারণ পূর্ব্বক বদনদেশে সংলগ্ন করত গোষ্ঠাভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং দিব্য সংগীতে নিরত রহিয়াছেন। যেন স্বর্গচ্যুত শত শত বালা আসিয়া তাঁহার সমন্তাৎ পরিবেষ্টন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসুলক্ষণে সুলক্ষিত এবং বিবিধ সৌন্দর্য্যে সুশোভিত। তিনি নিখিল গোপিকা ও গোপবর্গের চিত্তবিনোদন করিতেছেন, ধেনু ও বৎসগণ তাঁহার চারিদিক্ পরিবেষ্টন করত তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতেছে। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা, বিহগ, দেবতা, দানব, স্থাবর, পন্নগ, পশু ও বিদ্যাধর সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। ধীমান্ নারদ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরাশর, ব্যাস, ভৃগু, অঙ্গিরা, দক্ষ, শৌনক, অত্রি, সিদ্ধেশ্বর কপিল, ব্রহ্মধামস্থ সনকাদি মুনীশ্বরগণ ও অপরাপর তাপসবৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছেন। ১৩৬। সনৎকুমারকল্পেও সংক্ষেপে লিখিত আছে যে, দেবকীসুত আমাদিগের রক্ষা বিধান করুন। তদীয় অঙ্গকান্তি বিকসিত কলায়-কুসুমের ন্যায় শ্যামল, কেশপাশ শিখিপিচ্ছ দ্বারা সুশোভিত, গোপিকারা নেত্রকমল দ্বারা তদীয় দিব্য দেহ পূজা করিতেছেন, গোপ ও গোগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার মোহন বদনকমল হাস্যপ্রভাযোগে শশধরবৎ সুদৃশ্য হইয়াছে, তিনি পীতবাসা এবং বেণুবাদন দ্বারা সর্ব্বজনের ধৈর্য্য হরণ করিতেছেন। ১৩৭। এই প্রকারে ভগবানের ধ্যান পূর্ব্বক যেরূপে চিত্তের পরিতুষ্টি জন্মে, সেইরূপে প্রার্থনা করত প্রথমে মানসোপচারে অর্চ্চনা করিবে। ১৩৮।

অথ প্রার্থনাবিধিঃ।

লেখ্যা যে বহিরর্চ্চায়ামুপচারা বিভাগশঃ। তে সর্ব্বেঽপ্যন্তরর্চ্চায়াং কল্পনীয়া যথারুচি ॥ ১৩৯ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।—

স্বাগতং দেবদেবেশ সন্নিধৌ তব কেশব। গৃহাণ মানসীং পূজাং যথার্থপরিভাবিতাং ॥ ইতি॥১৪০॥

অথোপচারৈর্বাহ্যৈশ্চ স্বাত্মন্যেব স্থিতং প্রভুং। পূজয়ন্ স্থাপয়েদাদৌ শঙ্খং সংসম্প্রদায়তঃ ॥১৪১॥

অথ শঙ্খপ্রতিষ্ঠা।

স্বস্য বামাগ্রতো ভূমাবুল্লিখ্য ত্র্যস্রমণ্ডলং। তত্রাস্ত্রক্ষালিতং শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ১৪২ ॥

শঙ্খে হৃদয়মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ ক্ষিপেৎ। ব্যুৎক্রান্তৈর্মাতৃকার্ণৈস্তং শিরোন্তৈঃ কেন পূরয়েৎ ॥

সবিন্দুনা মকারেণ তদাধারেঽগ্নিমণ্ডলং। সংপূজয়েদকারেণ শঙ্খে চাদিত্যমণ্ডলং।

উকারেণ জলে সোমমণ্ডলঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ। তীর্থমন্ত্রেণ তীর্থান্যাবাহয়েচ্চার্কমণ্ডলাৎ।

তে চ কতি কীদৃশাঃ কথং বার্চ্চয়িতব্যা ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি লেখ্যা ইতি। যে যাবন্ত ইত্যর্থঃ। বিভাগশঃ পৃথক্ পৃথক্। যথারুচীতি নিজরুচ্যনুসারেণ যাবন্তো যাদৃশা যথা চ কল্পয়িতুমুপযুজ্যন্তে তাবন্তস্তাদৃশাস্তথৈব তে কল্পয়িতব্যা ইত্যর্থঃ। তৎপ্রকারশ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ ব্যক্ত এবাস্তীতি বিস্তার্য্যাত্র ন লিখিতঃ ॥ ১৩৯ ॥

সংপ্রার্থ্যেতি লিখিতং কথং সংপ্রার্থ্যেতি তৎপ্রকারং তন্মন্ত্রদ্বারৈব লিখতি স্বাগতমিতি ॥ ১৪০ ॥ পূজয়ন্ পূজয়িতুং। তত্র তত্র বিবিধভেদাভিপ্রায়েণ লিখতি সংসম্প্রদায়ত ইতি সাংসম্প্রদায়িকাচারানুসারত ইত্যর্থঃ। নন্বু বাহ্যোপচারৈরর্চ্চনং কথমন্তর্যাগমধ্যে লিখ্যতে। সত্যং। পূর্ব্বং মানসৈরুপচারৈরন্তঃপূজা অধুনা চ বাহ্যৈরুপচারৈরন্তরেব স্থিতস্য পূজা অতোঽন্তর্যাগে ইয়মপি পর্য্যবস্যতি। বহিঃপূজা চ শ্রীমূর্ত্তিবিষয়িকাগ্রে লেখ্যা। এতচ্চ শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং সম্মতম্, অতএব লিখিতং সংসম্প্রদায়ত ইতি। অন্যে চ শ্রীভগবতা সহাত্মনোঽভেদং ধ্যাত্বা নিজবপুষ্যেব বহিঃপূজাং কুর্ব্বন্তো নিজপাদাদাবেব পুষ্পাঞ্জলীন্ সমর্পয়ন্তীতি দিক্ ॥ ১৪১ ॥ *

অথ বাহ্যোপচারকরণকপূজনায় পূর্ব্বং জন্ত্বাদিশোধনেন শোধিতানামপি দ্রব্যাণাং তথা

অতঃপর অন্তর্যাগ (মানসপূজা)।—বাহ্যপূজার দ্রব্য সকলের বিষয় পরে ভিন্ন ভিন্নরূপে নিরূপণ করিব, স্বীয় অভিরুচি অনুসারে সেই সমস্ত দ্রব্য মানসার্চ্চনক্রিয়ায়ও ব্যবহার করিবে। ১৩৯।

অনন্তর মানসপূজায় প্রার্থনাবিধান।—নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, হে কেশব! স্বপ্নে সমাগত হউন, নিকটে আগমন করুন, আমি নিষ্কপটে অর্চ্চনার্থ আগত হইয়াছি, মদীয় মানসী পূজা গ্রহণ করুন। ১৪০। তৎপরে সাধুসম্প্রদায়ের আচারানুসারে বাহ্যার্চ্চনার দ্রব্য দ্বারাও স্বীয় অন্তরস্থ কৃষ্ণের পূজার্থ সর্ব্বপ্রথমে শঙ্খস্থাপন করিবে। ১৪১। *

অতঃপর শঙ্খপ্রতিষ্ঠা।—সুধী ব্যক্তি স্বীয় পুরোভাগে বামদিকে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত

---

* বাহ্য উপচারযোগে স্বীয় দেহভ্যন্তরস্থ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ সাধুগণের অভিমত। কেহ কেহ ভগবানের সঙ্গে স্বীয় অভেদ চিন্তা করত নিজ দেহেই বাহ্যপূজা ও স্বীয় চরণাদিতেই কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণঞ্চাবাহ্য হৃৎপদ্মাদগালিনীং শিখয়েক্ষয়েৎ। নেত্রমন্ত্রেণ বীক্ষ্যান্তঃ কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ॥
কুর্য্যান্ন্যাসং জলে মূলমন্ত্রাঙ্গানাং ততো দিশঃ। বদ্ধাস্ত্রেণামৃতীকুর্য্যাদথ তদ্ধেনুমুদ্রয়া॥
তচ্চক্রমুদ্রয়া রক্ষ্য সলিলং মৎস্যমুদ্রয়া। আচ্ছাদ্য সংস্পৃশন্ শঙ্খং জপেন্মূলং ততোঽষ্টশঃ॥১৪৪॥

স্নানাদিনা শোধিতস্যাপি যজমানদেহস্য প্রতিষ্ঠিতশঙ্খজলপ্রোক্ষণেন বিশেষতঃ শোধনার্থং শঙ্খপ্রতিষ্ঠাং লিখতি স্বস্যেতি। বামভাগে পুরস্তাৎ ত্র্যশ্রং ত্রিকোণং মণ্ডলম্ উল্লিখ্য চতুষ্কোণং সিকতাভিরষ্টৈর্নির্ম্মায় তত্র তস্মিন্মণ্ডলে অস্ত্রেণ অস্ত্রমন্ত্রেণ প্রক্ষালিতং সাধারং আধারঃ শঙ্খস্যাশ্রয়ঃ ত্রিপদিকাদিঃ তেন সহিতমিতি। আদৌ অস্ত্রমন্ত্রেণাধারং প্রক্ষাল্য ওঁ আধারশক্তয়ে নম ইতি প্রতিষ্ঠাপ্য তদুপরি অস্ত্রক্ষালিতমেব শঙ্খং প্রতিষ্ঠাপয়েদিত্যর্থঃ। যতো বুধঃ তত্তৎপ্রকারং স্বতএব জানাতীত্যর্থঃ। বুধ ইতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং। যদ্বা। সকামাচারত ইত্যগ্রতো লেখ্যত্বাৎ শিষ্টাচারানুসারতস্তদূহ্যং। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়মিতি দিক্॥ ১৪২॥ হৃদয়ায় নম ইতি হৃদয়মন্ত্রেণ গন্ধাদীন্ ক্ষিপেৎ নিক্ষিপেৎ। ব্যুৎক্রান্তৈঃ ব্যুৎক্রমং প্রাপ্তৈঃ মাতৃকাক্ষরৈঃ ক্ষকারাদি-ককারান্তৈর্ব্ব্যঞ্জনৈঃ, ততঃ অঃআদি-অকারান্তৈশ্চ স্বরৈরিত্যর্থঃ। সানুস্বারৈরিতি জ্ঞেয়ং। কেবলৈরিতি কেচিৎ। কীদৃশৈঃ?—শিরঃ শিরোমন্ত্রঃ শিরসে স্বাহেতি তদন্তে যেষাং তৈঃ। এষ চ শঙ্খপূরণে মন্ত্রঃ। তং শঙ্খং কেন জলেন পূরয়েৎ॥ ১৪৩॥ তস্য শঙ্খস্য আধারে বিন্দুসহিতেন মকারেণ সহাগ্নিমণ্ডলং জলগন্ধাদিনা সংপূজয়েৎ। অত্র চ বহ্নিমণ্ডলাদের্দশকলাত্মাদি বিশেষণং পূর্ব্ববৎ বুধত্বাদ্দ্রষ্টব্যমেব। অতএব প্রয়োগঃ।—মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। শঙ্খে চ বিন্দুসহিতেনৈবাকারেণ সহাদিত্যমণ্ডলং পূজয়েৎ। প্রয়োগঃ।—অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। তথা সবিন্দুনৈবোকারেণ সহ। প্রয়োগঃ।—ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়কলাত্মনে নম ইতি। তীর্থমন্ত্রশ্চ পূর্ব্বং গৃহস্থানে লিখিতোঽস্তি গঙ্গে চ যমুনে চৈবেত্যাদিঃ। তেন শঙ্খজল এবাঙ্কুশমুদ্রয়া তীর্থান্যাবাহয়েৎ।

করিয়া সাধার (ত্রিপদীসহ) শঙ্খকে অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক উক্ত মণ্ডলোপরি রাখিবন। (অগ্রে ফট্ মন্ত্রে ত্রিপদিকা প্রক্ষালন করিয়া, ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ বলিয়া স্থাপন করিবে। তৎপরে "ফট্" মন্ত্র দ্বারাই শঙ্খ ধৌত করত তদুপরি রাখিবে)। ১৪২। পরে হৃদয়-মন্ত্র (নমঃ) উচ্চারণ পূর্ব্বক শঙ্খমধ্যে সচন্দন পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রদান করিবে। প্রথমতঃ ব্যুৎক্রমে (ক্ষকার হইতে ককার এবং অঃ হইতে অকার পর্য্যন্ত) মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ পূর্ব্বক তৎপরে শিরোমন্ত্র (স্বাহা) যোগ করিয়া জল দ্বারা শঙ্খ পূরিত করিতে হইবে। ১৪৩। * সানুস্বার মকার দ্বারা সেই আধারে বহ্নিমণ্ডলের, সানুস্বার অকার দ্বারা শঙ্খে আদিত্যমণ্ডলের, সানুস্বার উকার দ্বারা সলিলে চন্দ্রমণ্ডলের অর্চ্চনা করিবে। (মণ্ডল শব্দের শেষে দশকলাত্মাদি বিশেষণ যুক্ত করিতে হয় অর্থাৎ মং অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং আদিত্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, এই প্রকার প্রয়োগ করিবে।) অনন্তর "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি তীর্থমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল হইতে

* কোন কোন ব্যক্তি প্রতিবর্ণে অনুস্বার যুক্ত করেন; কেহ কেহ শুদ্ধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

তজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত্বা ত্রিরুক্ষয়েৎ। তচ্ছেষেণার্চ্চনদ্রব্যজাতানি স্বতনূমপি॥১৪৫॥
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ করয়োরিতরেতরং। তর্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নসজ্জিতাঃ।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালিতা। ততোঽপাস্যাবশিষ্টাম্ভঃ শঙ্খং বর্দ্ধনিকাম্বুনা।

কৃষ্ণঞ্চ তত্রৈব নিজহৃৎপদ্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইহাগচ্ছেত্যাবাহ্য শিখয়া শিখায়ৈ বষড়িতি শিখামন্ত্রেণ গালিনীং মুদ্রাম্ ঈক্ষয়েৎ। অস্তঃ তজ্জলং নেত্রাভ্যাং বৌষড়িতি নেত্রমন্ত্রেণ বীক্ষ্য। অত্র চ কেচিদাহুঃ। পঞ্চাঙ্গেঽষ্টাদশাক্ষরে মন্ত্রেঽস্মিন্ নেত্রমন্ত্রাভাবাৎ তন্ন কার্য্যমিতি। কবচায় হুমিতি কবচমন্ত্রেণ অম্ভস্তদেব হস্তাভ্যামবগুণ্ঠয়েৎ। মূলমন্ত্রস্য অঙ্গানাং পঞ্চানাং ন্যাসং জলে তস্মিন্নেব কুর্য্যাৎ। কেচিচ্চ ষড়ঙ্গানাং হৃদয়াদীনাম্ অত্র ন্যাসমাহুঃ। ততস্তদনন্তরম্ অস্ত্রমন্ত্রেণ দিশো বদ্ধা দিগ্বন্ধনং কৃত্বা তজ্জলং ধেনুমুদ্রয়াঽমৃতীকুর্য্যাদিত্যত্রৈবং বিশেষো বুধস্থাৎ সদাচারতো জ্ঞেয়ঃ। দিগ্বন্ধনানন্তরং গন্ধাদিকং দত্ত্বা ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য কূর্চ্চেন জলং স্পৃষ্ট্বাঽমৃতবীজং দ্বাদশবারান্ সপ্রণবং জপ্ত্বা সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নম ইতি পুনর্গন্ধাদিনাভ্যর্চ্চয়েদিতি। তজ্জলং সংস্পৃশ্য মূলমন্ত্রম্ অষ্টশো বারাষ্টকং জপেৎ॥ ১৪৪॥ তৎ শঙ্খস্থ জলং ক্ষিপ্ত্বা নিক্ষিপ্য। তস্য প্রোক্ষণীপাত্রনিক্ষিপ্ত-জলস্য শেষেণ শঙ্খস্থেন সর্ব্বাণি পূজোপকরণানি নিজশরীরঞ্চ বারত্রয়ং মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ। এবং প্রোক্ষণেন প্রায়ো দ্রব্যশুদ্ধিরাত্মশুদ্ধিশ্চোক্তা ১৪৫॥ কনিষ্ঠেতি। বামকরে কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ সংলগ্নৌ কৃত্বা তয়োরন্তর্দ্দক্ষিণকরাঙ্গুষ্ঠং নিধায় তঞ্চ তৎকনিষ্ঠয়া সংযোজ্য করয়োর্দ্বয়োরপি তর্জ্জনীমধ্যমানামিকাঃ সংহতা মিলিতাঃ

অঙ্কুশমুদ্রাসহযোগে তীর্থসমূহকে সেই জলে আবাহন করিবে। হৃদয়কমল হইতে কৃষ্ণকে আবাহন পূর্ব্বক শিখামন্ত্র (বষট্) উচ্চারণ পূর্ব্বক গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। নেত্রমন্ত্র (বৌষট্) উচ্চারণ সহকারে সলিলে দৃষ্টিপাত করত কবচমন্ত্র (হুং) উচ্চারণ পূর্ব্বক করদ্বারা ঐ জল আবৃত করিবে। জলে মূলমন্ত্রের অঙ্গসমূহ ন্যাস করিতে হইবে। * তৎপরে অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) উচ্চারণ পূর্ব্বক দিগ্বন্ধন পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া ঐ সলিলকে অমৃত করিবেন। † চক্রমুদ্রাদ্বারা ঐ সলিল সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করত মীনমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবৃত করিবে এবং তৎপরে কূর্চ্চ (হুং) মন্ত্র দ্বারা সলিল স্পর্শ করিয়া অষ্টধা মূলমন্ত্র জপ করিবে। ১৪৪। ঐ জলের কিয়দংশ প্রোক্ষণীপাত্রে ফেলিয়া অবশিষ্ট শঙ্খস্থ সলিল গ্রহণ পূর্ব্বক পূজাদ্রব্যে এবং স্বীয়দেহে বারত্রয় প্রোক্ষণ করিবেন। ১৪৫। করদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরস্পর একত্র এবং তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা একত্র ও কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত ও পরস্পরের অগ্রদেশ মিলিত করিবে। অর্থাৎ অগ্রে বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠা পরস্পর একত্র করিবে, তদনন্তর ঐ অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

---

* কোন কোন ব্যক্তি পঞ্চাঙ্গন্যাস এবং কোন কোন ব্যক্তি ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া থাকেন।

† সদাচার অনুসারে এই স্থলে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। অর্থাৎ দিগ্বন্ধনান্তে চন্দনাদি প্রদানপূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া, কূর্চ্চ (হুং) দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণবের সঙ্গে অমৃতবীজ দ্বাদশবার জপ করত "সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" উচ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার চন্দনাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে।

পুনরাপূর্য্য কৃষ্ণাগ্রে ন্যসেদাচারতঃ সতাং ॥ ১৪৬ ॥

অথ স্বদেহে পীঠপূজা।

গুরূন্মূর্দ্ধ্নি গণেশঞ্চ মূলাধারেঽভিপূজ্য তং। পীঠন্যাসানুসারেণ পীঠং চাত্মনি পূজয়েৎ॥ ১৪৭ ॥

কৃত্বা ভুগ্নাশ্চ কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাঃ সজ্জিতাশ্চ পরস্পরং সক্তাগ্রাশ্চ কার্য্যা ইত্যর্থঃ। চালিতা সতী দেবপ্রীতিং সম্পাদয়েদিতি শেষঃ। ততঃ অর্চ্চনদ্রব্যজাতাভ্যুক্ষণানন্তরং তদুক্ষণাবশিষ্টং শঙ্খস্থিতং জলম্ অপাস্য প্রক্ষিপ্য বর্দ্ধনীজলেন শঙ্খং তং পুনরাপূর্য্য ভগবদগ্রতঃ স্থাপয়েৎ। সতামাচারত ইতি যদ্যপি ক্রমদীপিকাদৌ ব্যক্তমেতন্নোক্তমস্তি তথাপি শিষ্টাচারানুসারেণ তৎস্থাপনং কার্য্যমিত্যর্থঃ। তন্মাহাত্ম্যং চাগ্রে শঙ্খোদক-পাদোদক-গ্রহণানন্তরং পুনঃ শঙ্খস্থাপনে লেখ্যমেব। অতোঽগ্রে লেখ্যং ক্ষীরস্নপনাদিকং শঙ্খান্তরেণেতি জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ১৪৬ ॥

অধুনা বাহ্যোপচারকরণকান্তঃপূজার্থমেবাত্মদেহে পীঠপূজাং লিখতি গুরূনিতি। তং বিঘ্নবিঘাতকং। প্রয়োগঃ।—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ মূর্দ্ধ্নি। গং গণপতয়ে নমঃ মূলাধারে। পীঠন্যাসানুসারেণেতি পূর্ব্বং পীঠন্যাসে আধারশক্ত্যাদীনাং যস্য যত্র যথা পূজা লিখিতাস্তি তদনুক্রমেণ আত্মনি স্ববপুষ্যেব জলগন্ধাক্ষতপুষ্পধূপদীপৈঃ পীঠপূজাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। স্বদেহমেব ভগবৎ-পীঠত্বেনোপকল্প্য তত্রৈব পূর্ব্ববদাধারশক্ত্যাদীন্ পূজয়েদিতি ভাবঃ। অত্র প্রয়োগঃ।—আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদিঃ ॥ ১৪৭ ॥

তত্র চ মন্ত্রোপাসনেনৈব শ্রীভগবদুপাসনং তথা শ্রীভগবদুপাসনেনৈব মন্ত্রোপাসনমিতি মন্ত্রমাহাত্ম্যবিশেষঞ্চ দর্শয়িতুং শ্রীভগবতা সহ মন্ত্রস্যাভেদমাপাদয়তি তত ইতি দ্বাভ্যাং। ত্রীণি স্থানানি নিজমূলাধারহৃদয়ভ্রূমধ্যানি তৎস্থং মূলমন্ত্রাত্মকং পরং মহঃ আনন্দঘনং তড়িৎকোটীপ্রভং তেজঃ কামবীজেন সহৈকীভূতম্ ঐক্যং প্রাপ্তং বিচিন্তয়েৎ। শব্দব্রহ্মময়ত্বেন তত্তৎস্থানে

দিবে, তৎসহ ঐ হস্তের কনিষ্ঠা একত্র করিবে। এই প্রকার করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলীসমূহ ঈষৎ বক্র করত পরস্পর মিলিত এবং দুই হাতের অঙ্গুলীসমূহের অগ্রদেশ সংযুক্ত করিবে। ইহাকে গালিনীমুদ্রা কহে। শঙ্খোপরি এই মুদ্রা প্রয়োগ করিতে হয়। পরে শঙ্খস্থ অবশিষ্ট জল ফেলিয়া পুনর্ব্বার বর্দ্ধনিকার * জল দ্বারা শঙ্খ পরিপূরিত করত শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে রাখিবে। ইহা সাধুগণের আচার। ১৪৬।

অতঃপর স্বদেহে পীঠপূজা।—শিরোদেশে গুরুবর্গের এবং মূলাধারে গণপতির পূজা করত পীঠন্যাসানুসারে স্বদেহে অর্চ্চনা করিবে। †

অনন্তর দেবাঙ্গে মন্ত্রাঙ্গাদিন্যাস।—তৎপরে কামবীজ (ক্লীং) জপ করিতে করিতে চিন্তা করিবে যে, মূলাধার, হৃৎকমল ও ভ্রূমধ্যস্থ মূলমন্ত্রস্বরূপ আনন্দঘন কোটি-বিদ্যুৎপ্রভ তেজঃ

---

* বর্দ্ধনিকা—ঘটী অথবা অন্যরূপ জলপাত্র।

† এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে পীঠন্যাস ও আধারশক্ত্যাদির মধ্যে যাহার যে স্থলে পূজা লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে স্বীয় দেহে জল, চন্দন ও ধূপাদি দ্বারা পীঠার্চ্চনা করিতে হইবে অর্থাৎ আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদিরূপে প্রয়োগ করিবে।

অথ দেবাঙ্গেষু মন্ত্রাঙ্গাদিন্যাসঃ।

ততো জপন্ কামবীজং ত্রিস্থানস্থং পরং মহঃ। মূলমন্ত্রাত্মকং বীজেনৈকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৪৮॥
তচ্চ পঞ্চাঙ্গন্যাসেন সাকারং স্বেষ্টদৈবতং। বিচিন্ত্য পঞ্চাঙ্গাদীনি ন্যস্তেত্তস্মিন্ যথাত্মনি ॥ ১৪৯ ॥
কুর্য্যুর্ভগবতি প্রাদুর্ভূতে কৃষ্ণে চ বৈষ্ণবাঃ। তত্তন্ন্যাসানভেদায় মনোর্ভগবতা সহ ॥ ১৫০ ॥

সূক্ষ্মতয়া বর্ত্তমানস্য মন্ত্রস্যাস্য প্রায়ো নামময়ত্বেন ভগবদাত্মকস্য বীজে চ মন্ত্রসম্বন্ধেন তাদৃশত্বং তস্যাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ। তত্র চ তত্তৎস্থানে পৃথক্ পৃথক্ বিচিন্ত্য জলগন্ধাক্ষতপুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্চ্য পশ্চাত্তৎস্থানত্রয়গতং তন্মহঃ কামবীজেনৈকীভূতং ভাবয়েদিতি শিষ্টাচারাৎ বোধ্যং॥ ১৪৮॥ পঞ্চাঙ্গানি মূলমন্ত্রসম্বন্ধীনি তেষাং তস্মিন্ ন্যাসে তৎ পরং মহঃ সাকারং বিচিন্ত্য তচ্চ নিজেষ্ট-দৈবতঞ্চ পূর্ব্বধ্যানাবির্ভূতং শ্রীকৃষ্ণদেবস্বরূপং বিচিন্ত্য। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—অথ মূল-মন্ত্রতেজো নিজমূলে হৃদয়ে ভ্রুবোশ্চ মধ্যে ত্রিতয়ং স্মরতঃ কামবীজেনৈকীভূতং স্মরেৎ। তদেকীভূতমানন্দঘনং তড়িল্লতাভং তত্তেজঃ সাবয়বীকৃত্যেতি। তস্মিন্ তাদৃশে নিজেষ্টদৈবতে মন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গানি আদিশব্দাদষ্টাদশাক্ষরাণি পঞ্চপদানি চ ন্যস্তেৎ। তথা চ ক্রম-দীপিকায়াং।—যদাষ্টাদশলিপিনা স্বর্ণপদাঙ্গৈশ্চ বেণুপূর্ব্বৈর্বিধিঃ প্রোক্ত ইতি। অস্যার্থঃ।—যদা অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূজা তদা মন্ত্রাক্ষরপদপঞ্চকাঙ্গপঞ্চকন্যাসৈর্বেণ্বাদিভিশ্চ বিধিঃ প্রোক্ত ইতি। তত্র চ কথং কুত্র কিং ন্যাস্যমিত্যপেক্ষায়াং লিখতি যথাত্মনীতি। পূর্ব্বং যথা স্বদেহে তত্তন্ন্যাসো লিখিতঃ তদ্বদিত্যর্থঃ। তথা হি,—প্রথমং মূলমন্ত্রং ব্যাপকত্বেন বারত্রয়ং বিন্যস্য পশ্চাচ্ছ্রীকরদ্বয়ে ব্যাপকত্বেনাদৌ বিন্যস্য শ্রীকরদ্বয়াঙ্গুলিষু পঞ্চাঙ্গানি ন্যস্তেৎ। ততোঽষ্টাদশা-ক্ষরাণি মস্তকাদিষু পঞ্চ পদানি চ নেত্রদ্বয়াদিষু ক্রমেণ ন্যস্তেদিতি পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ জ্ঞেয়ং॥ ১৪৯॥ নন্থ সচ্চিদানন্দবিগ্রহাঽখিলবেদমন্ত্রময়ো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ধ্যানবিশেষবলাৎ পূর্ব্বমাবি-র্ভূতো মানসোপচারৈরর্চ্চিতশ্চ অধুনা মূলমন্ত্রতেজস্তত্র তত্র তথা তথা চিন্তনং কিমর্থং। মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যবিশেষায় শ্রীভগবতা সহ মন্ত্রস্যৈক্যবোধনায় চেতি চেত্তথাপি পঞ্চাঙ্গন্যাসেন সাকারতাচিন্তনাদিকং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বৈষ্ণবমতং লিখতি কুর্য্যুরিতি। ভগবতীতি। শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেন পরব্রহ্মরূপত্বাৎ সর্ব্বমন্ত্রাদিময়ত্বাৎ মন্ত্রতেজআদিকং ততো ভিন্নং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তথা মন্ত্রস্যাপি প্রায়ো নামবিশেষময়ত্বেন পরমং ভগবদ্রূপত্বমেব অতো ভগবৎপ্রাদুর্ভাবেণ মন্ত্রস্যাপি প্রাদুর্ভাবো নূনং বৃত্ত এব। অতঃ

কামবীজের সহিত এক। এইরূপ চিন্তা করত সেই তেজে মন্ত্রের অঙ্গপঞ্চক ন্যাস পূর্ব্বক ভাবনা করিবে। ১৪৮। এই প্রকার চিন্তা করত সেই তেজে মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গন্যাস করিয়া ভাবনা করিবে যে, উক্ত তেজে সাকার স্বীয় অভীষ্ট দেব বিরাজিত আছেন। তৎপরে ঐ প্রকারে দেবাঙ্গেও অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। (ইহার তাৎপর্য্য যে, মন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ে কিছুমাত্র ভেদ নাই; সুতরাং মন্ত্রের অর্চ্চনাতেই শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনাতেই মন্ত্রের অর্চ্চনা সম্পাদিত হইয়া থাকে)। ১৪৯। বিষ্ণুভক্তবর্গ ভগ-বানের সহিত মন্ত্রের ঐক্য প্রতিপাদনার্থ (মন্ত্রবিশেষ চিন্তন দ্বারা অর্চ্চকের হৃদয়ে) আবির্ভূত

কেচিন্ন্যস্যন্তি তত্ত্বাদীন্যব্যক্তানি যথোদিতং। মন্ত্রার্ণৈঃ স্বরহংসাদ্যৈর্ভূষণেষু প্রভোঃ ক্রমাৎ ॥১৫১॥

পুনস্তচ্চিন্তনস্য পৌনরুক্ত্যাপত্ত্যা ব্যর্থতৈব স্যাদিত্যর্থঃ। অতো ধ্যানভক্ত্যাবির্ভূতে ভগবত্যেব সাক্ষাত্তত্ত্বন্যাসান্মন্ত্রপঞ্চাঙ্গন্যাসান্ কুর্য্যাৎ। নন্বু তর্হি তত্ত্বন্যাসকরণমপ্যনুপযুক্তমেব, তত্র লিখতি ভগবতা কৃষ্ণেন সহ মনোঃ মন্ত্রস্যাভেদায়েতি। সর্ব্বথা তন্ময় এবায়ং মন্ত্র ইত্যৈক্যজ্ঞানেন সর্ব্বেষাং মন্ত্রে ভক্তিবিশেষার্থমিতি ভাবঃ। বৈষ্ণবা ইতি অয়মেব শ্রীভগবদ্ভক্তানাং পক্ষ ইতি সূচয়তীতি দিক্ ॥ ১৫০ ॥ অধুনা পরমহৃদ্যত্বেন শ্রীভগবদ্ভূষণোত্তমন্যাসং লিখতি কেচিদিতি। স্বরাঃ ষোড়শ, হংসেতি দ্বৌ বর্ণৌ, তে আদ্যা আদৌ বর্ত্তমানা যেষাং তৈঃ মন্ত্রস্য অর্ণৈঃ অষ্টাদশবর্ণৈঃ সহ তত্ত্বাদীনি প্রভোঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভূষণেষু ক্রমাৎ যথাক্রমং কেচিদ্ভগবদ্ভক্তা ন্যস্যন্তি। অব্যক্তানীতি বিশেষণং পূর্ব্বং তত্ত্বন্যাসে লিখিততত্ত্বানাং ব্যাবৃত্ত্যর্থং। আদিশব্দেন মহদহঙ্কারমনোবুদ্ধ্যাদীনি। ক্রমাদিতি স্বরাদ্যষ্টাদশাক্ষরানন্তরং মন্ত্রস্য বীজাদ্যষ্টাক্ষরাণাং তদনন্তরং চাব্যক্তাদীনামষ্টাদশতত্ত্বানাং কুণ্ডলাদ্যষ্টাদশভূষণেষু ক্রমেণ প্রয়োগ ইতি জ্ঞেয়ং। যথোদিতং তন্ত্রোক্তমনতিক্রম্যেতি প্রণবপূর্ব্বকং প্রত্যেকঞ্চ বিন্দুসহিতং তথা হংসেত্যস্য সকারং সবিসর্গঞ্চ তথা অকারাদিষোড়শস্বরান্ শিরসি ন্যস্য বেণুমুদ্রাং মুখে প্রদর্শ্য মন্ত্রং তমনুস্মৃত্য পশ্চাত্তত্তদ্বর্ণতত্ত্বময়ভূষণেষু ন্যস্যন্তি। তত্র চ তত্তদ্বর্ণতত্ত্বাত্মকত্বং তস্য তস্য ভূষণস্যানুচিন্ত্য তত্তন্মুদ্রাদিভিস্তত্র তত্র তত্ত্বন্যাসং কুর্ব্বন্তি। তত্রাপি আত্মসম্বন্ধি-শব্দব্যতিরিক্তেষু সর্ব্বেষু তত্ত্বেষু আত্মনে ইতি পদং তদন্তে চ সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নম ইতি মন্ত্রোক্তানুসারেণ দ্রষ্টব্যং। প্রয়োগঃ।—ওঁ অঁ ক্লীঁ অব্যক্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নম ইতি কুণ্ডলে। ১। সহস্রশীর্ষেত্যাদিকং সর্ব্বত্র তুল্যমেব। ওঁ আঁ কৃঁ মহদাত্মনে শিখিপিচ্ছে পঞ্চাত্মকে।২। ওঁ ইঁ ষ্ণাং অহঙ্কারাত্মনে কর্ণোৎপলে।২। ওঁ ঈং য়ং মন-আত্মনে তিলকে।৪। ওঁ উং গোং বুদ্ধ্যাত্মনে মুক্তাকুণ্ডলে।৫। ওঁ ঊং বিং অহঙ্কারাত্মনে বনমালায়াং। তন্মাত্রাত্মনে পঞ্চাত্মনে ইতি ক্বচিৎ। ৬। ওঁ ঋং ন্দাং চিত্তাত্মনে হারে।৭। ওঁ ৠং য়ং আত্মনে কেয়ূরে।৮। ওঁ ঌং গোং অন্তরাত্মনে বলয়ে।৯। ওঁ ৡং পীং পরমাত্মনে কটকে।১০। ওঁ এং জং জ্ঞানাত্মনে রত্নাঙ্গুলীয়কেষু।১১। ওঁ ঐং নং প্রাণাত্মনে শ্রীবৎসে কৌস্তুভে চ।১২। ওঁ ওং বং শক্ত্যাত্মনে উদরবন্ধে।১৩। ওঁ ঔং ল্লং জীবাত্মনে পীতবাসসি।১৪। ওঁ অং ভাং রাগাত্মনে জঙ্ঘাভূষণে।১৫। ওঁ অঃ য়ং যোগ্যাত্মনে নূপুরে।১৬। ওঁ হং স্বাং আনন্দাত্মনে পদাঙ্গুলীয়কেষু ।১৭। ওঁ সঃ হাং প্রকৃত্যাত্মনে চক্রভ্রমণে ইতি।১৮ ॥ ১৫১ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণের তত্ত্বসমূহ ন্যাস করিয়া থাকেন। ১৫০। কোন কোন ব্যক্তি আদিতে স্বরবর্ণ ও "হং সঃ" প্রযুক্ত করিয়া মন্ত্রাক্ষরসমূহের সহিত যথাকথিতরূপে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি তত্ত্বসমূহ যথাক্রমে ন্যাস করেন। অর্থাৎ কুণ্ডলে ওঁ অং ক্লীং অব্যক্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ, ময়ূরপিচ্ছে "ওঁ আং কৃং মহদাত্মনে সহস্রশীর্ষায় নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করিবে। ১৫১।

অথ বাহ্যোপচারৈরন্তঃপূজা।

তস্মিন্ পীঠে তমাসীনং ভগবন্তং বিভাবয়ন্। আসনাদ্যৈস্ত পুষ্পান্তৈর্যথাবিধ্যর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥১৫২॥
ততো মুখেঽর্চ্চয়েদ্বেণুং বনমালাঞ্চ বক্ষসি। দক্ষস্তনোর্দ্ধে শ্রীবৎসং সব্যে তত্রৈব কৌস্তুভং॥১৫৩॥
বৈষ্ণবশ্চন্দনেনামুমালিপ্যোপকনিষ্ঠয়া। প্রাগ্বদ্দীপশিখাকার-তিলকানি দ্বিষড়্লিখেৎ॥১৫৪॥
যথোক্তং পঞ্চভিঃ পুষ্পাঞ্জলিভিশ্চাভিপূজ্য তং। ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং মুখবাসাদি চার্পয়েৎ ॥১৫৫॥

তস্মিন্ স্বদেহবিষয়কপূজিতে পীঠে নিবিষ্টং তং কৃতন্যাসং প্রসাদাভিমুখং লিখিতলক্ষণং শ্রীকৃষ্ণং। আদ্যশব্দেন স্বাগতার্ঘ্য-পাদ্যাচমনীয়-স্নানীয়-বস্ত্রযুগল-পুনরাচমনীয়-ভূষণানুলেপনানি। যথাবিধীতি। আসনাদ্যৈর্ভূষণান্তৈরভ্যর্চ্চ্য ন্যাসস্থানেষু তত্তদক্ষরাদি-ন্যাসাত্মকমন্ত্রেণ জলগন্ধাক্ষতপুষ্পৈরর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ॥ ১৫২ ॥ তত্রৈব সব্যে বামস্তনোর্দ্ধে এবেত্যর্থঃ ॥ ১৫৩ ॥ অমুং ভগবন্তং চন্দনেন আলিপ্য সম্যগনুলিপ্য শ্রীমদঙ্গেষু চন্দনেন ভক্তিচ্ছেদবিধিনা অনুলেপনং কৃত্বেত্যর্থঃ। প্রাগ্বদিতি পূর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রপ্রকরণে নিজাঙ্গেষু দ্বাদশতিলকনির্ম্মাণবিধির্যথা লিখিতস্তথৈব শ্রীভগবতো ভালাদিষু মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসস্থানেষু মূর্ত্তিপঞ্জরমন্ত্রৈরনামিকয়া দীপশিখাকারাণি তিলকানি দ্বিষট্ দ্বাদশ লিখেৎ বিরচয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণব ইত্যস্যায়ং ভাবঃ।—ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ যানি জ্ঞানপরৈঃ স্বাঙ্গেষ্বেব চন্দনালেপনাদীনি ক্রিয়ন্তে, তানি শ্রীভগবদ্ভক্তিপরো ভগবত্যেব কুর্য্যাদিতি। এবং বৈষ্ণব ইত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্ত্য তথৈব বোদ্ধব্যমিতি দিক্ ॥ ১৫৪ ॥ যথোক্তমিতি মূলমন্ত্রেণ পাদদ্বয়ে শ্বেতকৃষ্ণতুলসীভ্যামেকঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ। তেনৈব হৃদয়ে শ্বেতরক্তকরবীরাভ্যামপরঃ। তেনৈব মূর্দ্ধ্নি শ্বেতরক্তপদ্মাভ্যাং তৃতীয়ঃ। তেনৈব পুনর্মূর্দ্ধ্নি তৈরেব তুলস্যাদিভিঃ ষট্ চতুর্থঃ। তেনৈব সর্ব্বতনৌ সর্ব্বৈরেব তৈঃ পঞ্চম ইত্যেবং পঞ্চভিঃ। তত্র চ শ্বেতানি দক্ষিণভাগে অন্যানি চ বাম ইতি জ্ঞেয়ং। তং ভগবন্তং। ধূপাদিকঞ্চ যথোক্তমেবার্পয়েৎ। তত্তৎপ্রকারোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী। আদিশব্দেন তাম্বূলাদি ॥ ১৫৫ ॥ অনন্তরং গীতবাদ্যনৃত্যৈশ্চ কৃষ্ণং স্বদেহ

অতঃপর বাহ্য উপচারদ্বারা মানসার্চ্চনা।—এই স্বশরীর বিষয়ক অর্চ্চিত পীঠে সেই ভগবান্ উপবিষ্ট আছেন, এই প্রকার চিন্তা করত আসনাদি অর্থাৎ আসন, স্বাগতবচন, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসনদ্বয়, পুনরাচমনীয়, ভূষণ ও গন্ধ দ্বারা বিধানানুসারে পূজা করিবে। ১৫২। পরে বদনে বেণু, বক্ষে বনমালা, দক্ষস্তনের ঊর্দ্ধে শ্রীবৎস, বামস্তনের ঊর্দ্ধে কৌস্তুভের অর্চ্চনা করিবে। ১৫৩। বৈষ্ণবগণ চন্দন দ্বারা ইঁহাকে লেপনপূর্ব্বক অনামাদ্বারা তদীয় অঙ্গে পূর্ব্ববৎ (ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রকরণোক্ত নিয়মে) দ্বাদশতিলক রচনা করিবেন। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁহারা ক্রমদীপিকোক্ত প্রণালী অনুসারে স্বীয় অঙ্গে তিলক রচনা করিবেন ; কিন্তু ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ভগবানের অঙ্গে ঐ ক্রিয়া করিবেন)। ১৫৪। যথাকথিত নিয়মে অর্থাৎ মূলমন্ত্র পাঠ করত শুভ্র ও কৃষ্ণ তুলসী সহ যুগলচরণে এক অঞ্জলি, মন্ত্রপাঠ সহকারে শুক্ল ও লোহিত করবীর পুষ্পসহ হৃদয়ে এক অঞ্জলি, মন্ত্রপাঠসহকারে শুক্ল ও লোহিতপদ্মসহ শিরঃপ্রদেশে এক অঞ্জলি, মন্ত্র পাঠ করত ঐ তুলস্যাদি দ্বারা পুনর্ব্বার শিরঃপ্রদেশে ছয় অঞ্জলি (এই ছয়টীতে এক) আর মন্ত্রপাঠসহকারে সর্ব্বাঙ্গে ঐ সকল

গীতাদিভিশ্চ সন্তোষ্য কৃষ্ণমস্মৈ ততোঽখিলং। অশক্তো বহিরর্চ্চায়ামর্পয়েজ্জপমাচরেৎ॥ ১৫৬॥

অথান্তর্যাগমাহাত্ম্যং।

বৈষ্ণবতন্ত্রে।—

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীবামনপ্রাদুর্ভাবে।—

যন্নামোচ্চারণাদেব সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ। স্তোত্রৈর্ব্বা অর্হণাভির্ব্বা কিমু ধ্যানেন কথ্যতে॥

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে।—

অয়ং যো মানসো যাগো জরাব্যাধিভয়াপহঃ। সর্ব্বপাপৌঘশমনো ভাবাভাবকরো দ্বিজ।
সততাভ্যাসযোগেন দেহবন্ধাদ্বিমোচয়েৎ। যশ্চৈবং পরয়া ভক্ত্যা সকৃৎ কুর্য্যান্মহামতে।
ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে॥ ইতি॥ ১৫৭॥

স্মরণধ্যানয়োঃ পূর্ব্বং মাহাত্ম্যং লিখিতঞ্চ যৎ। জ্ঞেয়ং তদধিকং চাত্রান্তর্যাগাঙ্গতয়া তয়োঃ।
এবং যথাসম্প্রদায়ং শক্ত্যা যাবন্মনঃসুখং। অন্তঃপূজাং বিধায়াদাবারভেত বহিস্ততঃ॥ ১৫৮॥

এব সন্তোষ্য। বহিঃপূজায়ামশক্তশ্চেত্তর্হি ইদানীমেতস্মৈ কৃষ্ণায় অখিলং কর্ম্মাত্মানং চাগ্রে লেখ্যপ্রকারেণ সমর্পয়েৎ। ততো জপমাচরেৎ, শক্তস্তু প্রত্যহং বহিঃপূজানন্তরমেব কর্ম্মাদিসমর্পণং কৃত্বা জপং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৫৬॥

ধ্যানযোগস্য অন্তঃপূজালক্ষণস্য। ধ্যানযোগেঽস্যেতি বা পাঠঃ। ভাবাভাবকরঃ ভোগমোক্ষপ্রদ ইত্যর্থঃ। যদ্বা। ভাবাঃ বিবিধচিন্তাস্তাসামভাবকরঃ॥ ১৫৭॥ তন্মাহাত্ম্যং ততোঽধিকং চাত্রান্তর্যাগে জ্ঞেয়ং বুধৈঃ। তত্র হেতুঃ,—তয়োঃ স্মরণ-ধ্যানয়োরন্তর্যাগস্যাঙ্গত্বেন।

দ্রব্য সহ এক অঞ্জলি এই পঞ্চসংখ্য কুসুমাঞ্জলিদ্বারা ইহাঁর অর্চ্চনা পূর্ব্বক ধূপ, দীপ নৈবেদ্য ও মুখশুদ্ধ্যর্থ তাম্বূলাদি নিবেদন করিবে। ১৫৪। তৎপরে গীতবাদ্য প্রভৃতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ সাধন করিতে হইবে। এই প্রকার করিয়া যদি আর বহিঃপূজায় অসমর্থ হয়, তবে ইহাঁকেই সকল অর্পণপূর্ব্বক জপ করিবে। ১৫৬।

অতঃপর অন্তর্যাগমাহাত্ম্য।—বৈষ্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে যে, অশ্বমেধ-সহস্র ও বাজপেয়-সহস্রও ধ্যানযোগের ষোড়শাংশের একাংশের যোগ্য নহে। বৃহন্নারদীয়পুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাব প্রকরণে বর্ণিত আছে যে, যাঁহার নাম উচ্চারণ, স্তুতিবাদ ও অর্চ্চনা করিলেই নিখিল উপদ্রবের শান্তি হয়, তাঁহাকে ধ্যান করিলে যে কি ফল হইবে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে ব্রহ্মন্! এই মানসিকী অর্চ্চনা জরা, ব্যাধি ও ভয় দূর করে, নিখিল পাতকের শান্তি করে এবং অখিল চিন্তা দূর করিয়া দেয়। নিরন্তর এই মানসী পূজা করিলে শরীরবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে মহামতে! হে ঋষে! যে ব্যক্তি ক্রমবিহিত বিধানে পরমা ভক্তিসহকারে একবারমাত্র মানসিকী অর্চ্চনা করেন, আমি তৎপ্রতি পরিতুষ্ট থাকি।১৫৭। ইতিপূর্ব্বে স্মরণের ও ধ্যানের যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এই মানসিকী

তথা চোক্তং নারদেন।—

ধ্যাত্বা ষোড়শসংখ্যাতৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ। সম্যগারাধনং কৃত্বা বাহ্যপূজাং সমাচরেৎ॥

অথ বহিঃপূজা।

অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভো। শ্রীকৃষ্ণমিত্যনুজ্ঞাপ্য বহিঃপূজাং সমাচরেৎ॥১৫৯॥

তত্র ত্বনেকশঃ সন্তি পূজাস্থানানি তত্র চ। শ্রীমূর্ত্তয়ো বহুবিধাঃ শালগ্রামশিলাস্তথা॥ ১৬০॥

অথ পূজাস্থানানি।

সংমোহনতন্ত্রে।—

শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে স্থণ্ডিলে প্রতিমাদিষু। হরেঃ পূজা তু কর্ত্তব্যা কেবলে ভূতলে ন তু॥১৬১॥

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে।—

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলং।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্রপূজাপদানি মে॥১৬২॥
সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাং।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোম্বঙ্গ যবসাদিনা॥ ১৬৩॥

অত্র শ্রীমূর্ত্তেশ্চিন্তনমপ্যস্তি পূজাদিকমপ্যস্তীত্যাধিক্যান্মাহাত্ম্যমপি ততোঽধিকমেবাযুক্তমিতি ভাবঃ॥ ১৫৮॥ ধ্যাত্বা শ্রীভগবন্তং সঞ্চিন্ত্য॥

তত্র বহিঃপূজাচরণে তু পূজায়াঃ স্থানানি অধিষ্ঠানানি অনেকশঃ বহুপ্রকারাণি সন্তি। তত্র তেষু পূজাস্থানেষু শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীভগবৎ-প্রতিকৃতয়ো বহুবিধাঃ সন্তি। তথা বহুবিধা শালগ্রাম-শিলাশ্চ সন্তি॥ ১৫৯—১৬০॥

স্থণ্ডিলং মন্ত্রাদিসংস্কৃতস্থলং তস্মিন্॥ ১৬১॥ মে মম ভদ্রাণি উত্তমানি পূজায়াঃ পদানি অধিষ্ঠা-নানি। ভদ্রেতি যন্ত্রাদ্যপেক্ষয়া। যদ্বা। হে ভদ্র হে কল্যাণরূপোদ্ধবেতি পৃথক্ পদং॥ ১৬২॥

অর্চ্চনার মাহাত্ম্য তদপেক্ষাও অধিকতর, কেন না, স্মরণ ও ধ্যান ইহারই অঙ্গ বলিয়া অভি-হিত। সম্প্রদায়ানুসারে ও মনের প্রীতি অনুসারে যথাশক্তি পূর্ব্বকথিত বিধানে প্রথমতঃ মান-সিকী অর্চ্চনা শেষ করত বাহ্যপূজায় প্রবৃত্ত হইবে। ১৫৮। নারদ বলিয়াছেন যে, ধ্যানান্তে ষোড়শ মানসোপচারে সম্যক্‌রূপে উপাসনা করিয়া বহিঃপূজা করিবে।

অনন্তর বহিঃপূজা।—"হে ভগবন্! আমি বাহ্যপূজা করি, সে বিষয়ে আমাকে অনুজ্ঞা দিউন্।" শ্রীকৃষ্ণসকাশে এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া বহিঃ পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। ১৫৯। সেই সমস্ত পূজাস্থলের মধ্যে আবার শ্রীমূর্ত্তি বহুবিধ, শালগ্রামশিলাও নানাপ্রকার। ১৬০।

অতঃপর পূজার স্থান।—সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে যে, শালগ্রামে, মন্ত্রে, যন্ত্রে, মন্ত্রাদি-যোগে সংস্কৃত বেদিতে ও প্রতিমাদিতে হরির অর্চ্চনা করিবে, ভূতলে পূজা করিতে নাই। ১৬১। ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে লিখিত আছে যে, সূর্য্য, বহ্নি, বিপ্র, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথ্বী, আত্মা ও নিখিল ভূত এই একাদশ পদার্থ মদীয় অর্চ্চনার আধারস্বরূপ। ১৬২। হে উদ্ধব! ত্রয়ীবিদ্যা-কথিত সূক্ত উপস্থান প্রভৃতি দ্বারা সূর্য্যে, ঘৃতাহুতি

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ।
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাং॥ ১৬৪॥

ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ। যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ॥১৬৫॥

অথ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ।

তত্রৈব।—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতা॥
চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরং॥ ১৬৬॥

উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে। অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ং॥
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনং। গোপালমন্ত্রোদ্দিষ্টত্বাৎ তচ্ছ্রীমূর্ত্তিরপেক্ষিতা॥
তথাপি বৈষ্ণবপ্রীত্যৈ লেখ্যাঃ শ্রীমূর্ত্তয়োঽখিলাঃ॥ ১৬৭॥

তত্রৈবাধিষ্ঠানভেদেন পূজাসাধনভেদানাহ সূর্য্যে ইতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদ্যয়া সূক্তৈরুপস্থানাদিনা চ। অঙ্গ হে উদ্ধব॥ ১৬৩॥ বন্ধুসৎকৃত্যা বন্ধুসম্মানেন। মুখ্যধিয়া প্রাণদৃষ্ট্যা। তোয়াদিভি-র্দ্রব্যৈস্তর্পণাদিনা তোয়ে। স্থণ্ডিলে ভুবি মন্ত্রহৃদয়ৈঃ রহস্যমন্ত্রন্যাসৈঃ। যদ্যপি তত্তৎ-পূজায়াং গন্ধাদিকমপেক্ষ্যতে, তথাপি তত্র তত্র ত্রয়ীবিদ্যাদীনাং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ তান্যেবোক্তানি॥১৬৪॥ সর্ব্বাধিষ্ঠানেষু মধ্যে ধ্যেয়মাহ ধিষ্ণ্যেষ্বিতি। ইতি অনেনোক্তপ্রকারেণ এষু ধিষ্ণ্যেষু অধিষ্ঠানেষু মদ্রূপমেব ধ্যায়ন্নর্চ্চয়েৎ॥ ১৬৫॥

লৌহী লোহং সুবর্ণাদি তন্ময়ী। লেপ্যা মৃচ্চন্দনাদিময়ী। হৃদি পূজায়াং মনোময়ী। যদ্যপি সর্ব্বাসামেব মনোময়ীত্বং ঘটতে তথাপি মনসি শ্রীভগবৎ-পরিস্ফূর্ত্তিবিশেষাপেক্ষয়া পৃথগুক্তা। জীব-য়তি চেতয়তীতি জীবো ভগবানেব তস্য মন্দিরমধিষ্ঠানং। প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিমৈব। যদ্বা। প্রতিষ্ঠয়া কলান্যাসাদিনা ভগবন্মন্দিরং ভবতি॥ ১৬৬॥ শ্রীমূর্ত্তের্ভেদে বিশেষ-মাহ উদ্বাসেতি সার্দ্ধেন। উদ্বাসো বিসর্জনং স্থিরায়ামার্চ্চনে। অস্থিরায়াং শ্রীশালগ্রামশিলাদৌ

দ্বারা বহ্নিতে, আতিথ্য দ্বারা বিপ্রে ও তৃণাদি প্রদান দ্বারা গো-সমূহে পূজা করিবে। ১৬৩। বন্ধুর ন্যায় সৎকার দ্বারা বৈষ্ণবে, ধ্যাননিষ্ঠাযোগে হৃদাকাশে, প্রাণদৃষ্টিদ্বারা অনিলে, জলাদিদ্বারা জলে, স্থণ্ডিলাধিকরণক মন্ত্রন্যাস দ্বারা ভূতলে, ভোগদ্বারা আত্মায়, ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমভাবদ্বারা সর্ব্বভূতে মদীয় অর্চ্চনা করিবে। ১৬৪। এইপ্রকারে এই সমস্ত আধারে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মবান্ চতুর্ভুজ শান্ত মদীয় শরীর সমাহিতমনে ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করিবে। ১৬৫।

অতঃপর শ্রীমূর্ত্তিসমূহ।—ভাগবতের ঐ একাদশস্কন্ধেই লিখিত আছে যে, পাষাণময়ী, দারু-ময়ী, ধাতুময়ী, লেপ্যা, লেখ্যা, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী মদীয় মূর্ত্তি এই অষ্টবিধ হয়। চল ও অচল এই দ্বিবিধ প্রতিমাতে ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ১৬৬। হে উদ্ধব! তন্মধ্যে স্থির প্রতিমার পূজাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই। চল প্রতিমার পূজায় কোন কোন

অথ শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণানি।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবৎ-শ্রীহয়শীর্ষব্রহ্মসংবাদে।—

আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণমথাসৃজৎ। চতুর্মূর্ত্তিঃ পরং প্রোক্তমেকৈকো ভিদ্যতে ত্রিধা॥
কেশবাদিপ্রভেদেন মূর্ত্তিদ্বাদশকং স্মৃতং॥ ১৬৮॥

পঙ্কজং দক্ষিণে দদ্যাৎ পাঞ্চজন্যং তথোপরি। বামোপরি গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতং॥
আদিমূর্ত্তেহস্য ভেদোঽয়ং কেশবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে॥ ১৬৯॥

অধরোত্তরভাবেন কৃতমেতত্তু যত্র বৈ। নারায়ণাখ্যা সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা ভুক্তিমুক্তিদা॥ ১৭০॥
সব্যাধঃপঙ্কজং যস্য পাঞ্চজন্যং তথোপরি। দক্ষিণোর্দ্ধং গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতং॥
আদিমূর্ত্তেস্য ভেদোঽয়ং মাধবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে। দক্ষিণাধঃস্থিতং চক্রং গদা যস্যোপরিস্থিতা।
বামোর্দ্ধসংস্থিতং পদ্মং শঙ্খং চাধো ব্যবস্থিতং। সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং গোবিন্দেতি প্রকীর্ত্ত্যতে।
দক্ষিণোপরি পদ্মন্তু গদা চাধো ব্যবস্থিতা। সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং বিষ্ণুরিত্যভিশব্দ্যতে।

বিকল্পঃ শ্রীশালগ্রামশিলায়াং ন কুর্য্যাৎ সৈকত্যাং কুর্য্যাৎ অন্যত্র কুর্য্যাদ্বা ন বেতি। অবিলেপ্যায়াং মৃন্ময়লেখ্যব্যতিরিক্তায়াম্, অন্যত্র বিলেপ্যায়াঞ্চ পরিমার্জ্জনমেব॥ ১৬৭॥

অসৃজৎ পৃথক্ প্রকটয়ামাস॥ ১৭৮॥ দক্ষিণে দক্ষিণাধঃকরে। তথোপরি দক্ষিণোর্দ্ধকরে। বামোপরি বামোর্দ্ধকরে। অধঃ বামাধঃকরে। দদ্যাদিতি শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবনবিধাবুক্তেঃ। এবমন্যদগ্রেঽপ্যূহ্যং॥ ১৬৯॥ অধরোত্তরভাবেন কেশবস্য যদধঃকরস্থিতং নারায়ণস্য তদূর্দ্ধকরস্থমিত্যেবমিত্যর্থঃ॥ ১৭০॥ শ্রীবাসুদেবসঙ্কর্ষণয়োর্ভেদং মূর্ত্তিষট্কমুক্ত্বা শ্রীপ্রদ্যুম্নস্য ভেদং মূর্ত্তিত্রয়ং ষট্শ্লোক্যা নির্দ্দিশন্, তত্রাদৌ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিমাহ দক্ষিণোর্দ্ধমিতি সার্দ্ধেন। দক্ষিণোর্দ্ধং করং

স্থলে আবাহন বিসর্জ্জন আছে এবং চন্দনাদিগঠিত প্রতিমূর্ত্তিকে বসন দ্বারা মার্জ্জিত করিতে হয়। তদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রতিমাকে সলিল দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। যাহা লিখিত হইয়াছে, সমস্তই গোপালমন্ত্র উদ্দেশ পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে; সুতরাং সেই শ্রীমূর্ত্তি কীর্ত্তন করাই উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবকুলের সন্তোষার্থ অখিল শ্রীমূর্ত্তিই বর্ণন করিব। ১৬৭।

অতঃপর শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবান্ হয়গ্রীব ও ব্রহ্মসংবাদে লিখিত আছে যে, বাসুদেবই আদিমূর্ত্তি, ইহাঁ হইতেই সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রে চারিটী মূর্ত্তি প্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রতিমূর্ত্তির ভেদ তিন তিন প্রকার। কেশবাদি ভেদে মূর্ত্তি দ্বাদশরূপ হয়। ১৬৮। যাঁহার দক্ষিণদিকের অধঃকরে পদ্ম ও ঊর্দ্ধহস্তে পাঞ্চজন্য, শঙ্খ আর বামদিকের অধঃকরে চক্র ও ঊর্দ্ধহস্তে গদা বিদ্যমান আছে, সেই মূর্ত্তি আদিমূর্ত্তির একটী ভেদ জানিবে; উহাঁর নাম কেশবমূর্ত্তি। ১৬৯। ঐ ভাবের বিপরীত থাকিলে অর্থাৎ নিম্নের দ্রব্য ঊর্দ্ধে আর ঊর্দ্ধের দ্রব্য নিম্নে থাকিলে, তাঁহাকে নারায়ণমূর্ত্তি কহে। এই মূর্ত্তি স্থাপিত হইলে তিনি ভোগমোক্ষপ্রদ হয়েন। ১৭০। যাঁহার বামভাগের নিম্নহস্তে পদ্ম ও ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ এবং দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও অধঃকরে চক্র বিদ্যমান থাকে, তাহাও আদিমূর্ত্তি বাসুদেবের ভেদ জানিবে; উহাঁর নাম মাধবমূর্ত্তি। যাঁহার দক্ষিণদিকের অধঃকরে চক্র

দক্ষিণোপরি শঙ্খঞ্চ চক্রং চাধঃ প্রদৃশ্যতে। বামোপরি তথা পদ্মং গদা চাধঃ প্রদৃশ্যতে।
মধুসূদননামায়ং ভেদঃ সঙ্কর্ষণস্য চ॥ বামোর্দ্ধসংস্থিতং চক্রমধঃ শঙ্খং প্রদৃশ্যতে।
ব্রহ্মাণ্ডগং বামপদং দক্ষিণং শেষপৃষ্ঠগং॥ ১৭১॥ বলিবঞ্চনসংযুক্তং বামনঞ্চাপ্যধঃ স্থিতং॥ ১৭২॥
বামোর্দ্ধে কৌমুদী যস্য পুণ্ডরীকমধঃ স্থিতং। দক্ষিণোর্দ্ধং সহস্রারং পাঞ্চজন্যমধঃ স্থিতং।
সপ্ততালপ্রমাণেন বামনং কারয়েৎ সদা। ঊর্দ্ধং দক্ষিণতশ্চক্রমধঃ পদ্মং ব্যবস্থিতং।
পদ্মা পদ্মকরা বামে পার্শ্বে যস্য ব্যবস্থিতা। স্থিতো বাপ্যুপবিষ্টো বা সানুরাগো বিলাসবান্।
প্রদ্যুম্নস্য হি ভেদোঽয়ং শ্রীধরেতি প্রকীর্ত্ত্যতে॥ ১৭৩॥
দক্ষিণোর্দ্ধং মহাচক্রং কৌমুদী তদধঃ স্থিতা। বামোর্দ্ধে নলিনং যস্য অধঃ শঙ্খং বিরাজতে।
হৃষীকেশেতি বিজ্ঞেয়ঃ স্থাপিতঃ সর্ব্বকামদঃ॥ দক্ষণোর্দ্ধে পুণ্ডরীকং পাঞ্চজন্যমধস্তথা।
বামোর্দ্ধে সংস্থিতং চক্রং কৌমুদী তদধঃ স্থিতা। পদ্মনাভেতি সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা মোক্ষদায়িনী॥১৭৪॥
দক্ষিণোর্দ্ধে পাঞ্চজন্যমধস্তাত্তু কুশেশয়ং। সব্যোর্দ্ধে কৌমুদী চৈব হেতিরাজমধঃস্থিতং।
অনিরুদ্ধস্য ভেদোঽয়ং দামোদর ইতি স্মৃতঃ। এতেষান্তু স্ত্রিয়ৌ কার্য্যে পদ্মবীণাধরে শুভে।

ব্যাপ্য। দক্ষিণোর্দ্ধ ইতি সপ্তম্যন্তপাঠো বা। এবমগ্রেঽপি। শঙ্খমিত্যাদি নপুংসকত্বমার্ষং। এবমগ্রেঽপ্যন্যদূহ্যং॥ ১৭১॥ শ্রীবামনমূর্ত্তিমাহ বলীতি দ্বাভ্যাং। অধঃস্থিতং ভূতলে অবস্থিতমিত্যাদিকং ত্রিবিক্রমাদ্বিশেষঃ॥ ১৭২॥ কৌমুদী কৌমোদকী গদা॥ ১৭৩॥ অনিরুদ্ধস্য

ও ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে শঙ্খ বিদ্যমান, তাঁহাকে সঙ্কর্ষণের এক ভেদ জানিবে, তাঁহাকে গোবিন্দমূর্ত্তি কহে। দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে গদা থাকিলে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি কহে; ইনি সঙ্কর্ষণমূর্ত্তির এক ভেদমাত্র। যাঁহার দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ ও অধঃকরে চক্র এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নহস্তে গদা বিরাজিত, তিনিও সঙ্কর্ষণের ভেদ মধুসূদনমূর্ত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত। বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে চক্র ও নিম্ন হস্তে শঙ্খ থাকিলে এবং বামচরণ ব্রহ্মাণ্ডগামী ও দক্ষিণচরণ অনন্তের পৃষ্ঠস্থ হইলে তাঁহাকে ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি কহে। ১৭১। শ্রীবামনমূর্ত্তি দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা করিতেছেন এবং ধরাতলে সমাসীন আছেন। ১৭২। ইহাঁর বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নহস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে চক্র ও নিম্নকরে শঙ্খ বিরাজিত। সপ্ততাল-প্রমাণে বামনমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। যাঁহার দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে চক্র ও নিম্নহস্তে পদ্ম বিরাজিত, যাঁহার বামভাগে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী সংস্থিত, যিনি দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট, অনুরাগপূর্ণ, বিলাসী, তাঁহাকে শ্রীধরমূর্ত্তি কহে, ইনি প্রদ্যুম্নের এক ভেদ। ১৭৩। যাঁহার দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে মহাচক্র ও নিম্নকরে গদা এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নহস্তে শঙ্খ বিদ্যমান, তাঁহার নাম হৃষীকেশমূর্ত্তি, ইহাঁকে স্থাপন করিলে অখিল বাসনা পরিপূর্ণ হয়। যাঁহার দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নকরে শঙ্খ এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নহস্তে চক্র বিদ্যমান, তাঁহাকে দামোদরমূর্ত্তি কহে; ইনি অনিরুদ্ধের এক ভেদ। এই সমস্তমূর্ত্তির কমলবীণা-

ইতি ক্রমেণ মার্গাদিমাসাধিপাঃ কেশবাদয়ো দ্বাদশ ॥ ১৭৫ ॥

অথ চতুর্বিংশতিমূর্ত্তয়ঃ।

সিদ্ধার্থসংহিতায়াং।—

বাসুদেবো গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্মধরো মতঃ। পদ্মং শঙ্খং তথা চক্রং গদাং বহতি কেশবঃ॥
শঙ্খং পদ্মং গদাঞ্চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ সদা। গদাঞ্চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ॥
চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ। পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেঽপ্যধোক্ষজঃ॥১৭৬॥
সঙ্কর্ষণো গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রধরঃ স্মৃতঃ। চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধরতে ভুজৈঃ॥
গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্তি যঃ। চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ॥
গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেঽচ্যুতঃ সদা। শঙ্খং কৌমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ পদ্মমুদ্বহেৎ॥
চক্রং শঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে। পদ্মং কৌমোদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভুজৈঃ॥
চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ। পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ॥
অনিরুদ্ধশ্চক্রগদা-শঙ্খ-পদ্ম-লসদ্ভুজঃ। হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ॥
পদ্মনাভো বহেৎ শঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাং তথা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরঃ সদা।
শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ। শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি যঃ॥১৭৭॥

ভেদং শ্রীহৃষীকেশাদিত্রয়মাহ দক্ষিণোর্দ্ধমিতি ত্রিভিঃ॥ ১৭৪॥ কুশেশয়ং পদ্মং। হেতিরাজং চক্রং॥ ১৭৫॥

পুরুষোত্তমো ধত্তে॥১৭৬॥ ধরতে ধরতি। আত্মনেপদমার্ষং। যো বিভর্ত্তি স বিষ্ণুঃ এবমগ্রেঽপি ॥১৭৭॥ দক্ষিণে যোঽধঃস্থিতকরস্তৎক্রমাদিত্যেবমাদৌ অধস্তনো দক্ষিণকরঃ পশ্চাদূর্দ্ধ-দক্ষিণকরঃ ততো বামোর্দ্ধকরঃ ততো বামাধস্তনকরঃ ইতি ক্রমঃ। এবং শ্রীবাসুদেবস্যাধো দক্ষিণকরে গদা।

ধারিণী কল্যাণরূপিণী দুই দুইটী রমণী করিতে হয়। কেশবাদি মূর্ত্তিসমূহ পূর্ব্বকথিত ক্রমে অগ্রহায়ণাদি দ্বাদশমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ১৭৫।

অতঃপর চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তি।—সিদ্ধার্থসংহিতায় লিখিত আছে যে, বাসুদেব গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্মধারী; নারায়ণ নিরন্তর শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধারী; মাধব গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্মধারী; পুরুষোত্তম চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদাধারী এবং অধোক্ষজ মূর্ত্তি পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রধারী। ১৭৬। সঙ্কর্ষণ গদা, শঙ্খ, পদ্ম ও চক্র ধারণ করেন; গোবিন্দ চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন; বিষ্ণু গদা, পদ্ম, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেন; মধুসূদন চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন; অচ্যুত গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন, উপেন্দ্র শঙ্খ, গদা, চক্র, ও পদ্ম ধারণ করেন; প্রদ্যুম্ন চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন; ত্রিবিক্রম পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন; বামন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন; শ্রীধর পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেন; নরসিংহ চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেন; জনার্দ্দন পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদা ধারণ করেন; অনিরুদ্ধ চক্র, গদা, শঙ্খ ও পদ্ম ধারণ করেন; হৃষীকেশ গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন; পদ্মনাভ শঙ্খ, পদ্ম,

এতাশ্চ মূর্ত্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ॥ ১৭৮॥

মৎস্যপুরাণে চ।—

এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তং প্রতিমালক্ষণন্তথা। বিস্তরেণ ন শক্নোতি বৃহস্পতিরপি দ্বিজাঃ॥ ইতি॥

সেবানিষ্ঠা হরেঃ শ্রীমদ্বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ। প্রাকট্যাদখিলাঙ্গানাং শ্রীমূর্ত্তিং বহু মন্যতে।

সেব্যা নিজনিজৈরেব মন্ত্রৈঃ স্বস্বেষ্টমূর্ত্তয়ঃ। শালগ্রামাত্মকে রূপে নিয়মো নৈব বিদ্যতে।

দ্বিভুজা জলদশ্যামা ত্রিভঙ্গীমধুরাকৃতিঃ। সেব্যা ধ্যানানুরূপৈশ্চ মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ॥১৭৯॥

ঊর্দ্ধদক্ষিণকরে শঙ্খঃ। ঊর্দ্ধবামকরে চক্রং। অধো-বামকরে পদ্মমিতি জ্ঞেয়ং। তথা চোক্তং শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যপাদৈঃ।—কেমসংদাবাপ্রবিমানি-পুর্ব্বধোজনাঃ। গোত্রিশ্রীহৃনৃসিংহাচ্যুতবানা-পোপেহকৃক্রমাদিতি। অস্যার্থঃ।—কেশব-মধুসূদন-সঙ্কর্ষণ দামোদর-বাসুদেব-প্রদ্যুম্ন বিষ্ণু-মাধব-অনিরুদ্ধ-পুরুষোত্তমাধোক্ষজ-জনার্দ্দন-গোবিন্দ-ত্রিবিক্রম-শ্রীধর-হৃষীকেশ নৃসিংহাচ্যুত-বামন-নারায়ণ-পদ্মনাভোপেন্দ্র-হরিকৃষ্ণাখ্যাশ্চতুর্বিংশতি-শ্রীমূর্ত্তয়ঃ ক্রমাৎ জ্ঞেয়াঃ ইতি। এষাং দক্ষিণোর্দ্ধ-করমারভ্য ক্রমেণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মানি জ্ঞেয়ানি। তথা চ তৎ-পিতৃ-শ্রীরামাচার্য্যপাদৈরুক্তং।—কেশবাদিক-কৃষ্ণান্তমূর্ত্তিষট্‌কচতুষ্টয়ে। সব্যাপসব্যৈর্গণয়েৎ পুনঃ কোণাৎ তথৈব চ। সব্যমেত্য পুনঃ কোণাদপসব্যন্তু কোণত ইতি। অয়মর্থঃ।—সব্যেন শঙ্খাদৌ গণ্যমানে কেশবঃ। অপ-সব্যেন মধুসূদনঃ। কোণগত্যা কোণাচ্চ তস্মাৎ সব্যেন সঙ্কর্ষণঃ, অপসব্যেন দামোদরঃ। সব্য-মাগত্য কোণাদ্গণ্যমানে বাসুদেবঃ। অপসব্যমাগত্য কোণতঃ প্রদ্যুম্নঃ। এবং বামোর্দ্ধকরমারভ্য বিষ্ণুঃ মাধবঃ অনিরুদ্ধঃ পুরুষোত্তমঃ অধোক্ষজঃ জনার্দ্দন ইতি ষট্, বামাধঃকরমারভ্য গোবিন্দ-স্ত্রিবিক্রমঃ শ্রীধরো হৃষীকেশঃ নৃসিংহঃ অচ্যুত ইতি ষট্। দক্ষিণাধঃকরমারভ্য বামনো নারা-য়ণঃ পদ্মনাভঃ উপেন্দ্রঃ হরিঃ কৃষ্ণ ইতি ষট্ গণয়েদিতি। ইত্থং তত্তন্নির্দ্ধারঃ কার্য্যঃ ॥ ১৭৮॥ নহু এতাবত্য এব শ্রীমূর্ত্তয়োঽন্যা বা তত্র লিখতি এতদিতি। বিস্তরেণ বক্তুং ন শক্নোতি। হে দ্বিজাঃ শৌনকাদয়ঃ॥ ১৭৯॥ নহু শঙ্খাদিধারি-চতুর্ভুজ-শ্রীমূর্ত্তয়ো লিখিতা ন তু শ্রীনৃসিংহ-রঘু-

---

চক্র ও গদা ধারণ করেন; দামোদর পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেম; হরি শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন; এবং বিষ্ণু শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র ধারণ করেন।১৭৭। দক্ষিণদিকের নিম্ন হস্তক্রমে এই সমস্ত মূর্ত্তির পদ্মাদি ধারণ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ অগ্রে দক্ষিণদিকের নিম্ন কর তৎপরে দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধকর, অনন্তর বামদিকের ঊর্দ্ধহস্ত ও পরে বামদিকের নিম্নহস্ত। ১৭৮। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, এই সমস্ত প্রতিমার লক্ষণ উদ্দেশে বলা হইল। হে দ্বিজগণ! সবিস্তার বর্ণনে স্বয়ং সুরগুরুও সক্ষম নহেন। সমস্ত অবয়বের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ আছে, এই হেতু হরিশুশ্রূষাপরায়ণ পঞ্চরাত্রমতাবলম্বী সাধুরা শ্রীমূর্ত্তি নানাপ্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করেন। স্বস্ব মন্ত্র দ্বারা শালগ্রামময়রূপে নিজ নিজ অভীষ্টদেবের পূজা করিবে, এ বিষয়ে কোনরূপ নিয়ম নাই। ধ্যানানুযায়ী মূর্ত্তিসমূহে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ মূর্ত্তির পূজা করিবে। এই মূর্ত্তি নীরদবৎ শ্যামল, স্থানত্রয়ে কুটিল ও মোহনাকার। ১৭৯। অতঃপর প্রাদুর্ভাববিধান-

অন্যাশ্চ বিবিধা শ্রীমদবতারাদিমূর্ত্তয়ঃ। প্রাদুর্ভাববিধাবগ্রে লেখ্যাস্তত্তদ্বিশেষতঃ ॥ ১৮০ ॥
নিত্যকর্ম্মপ্রসঙ্গেঽত্র মূর্ত্তিজন্মপ্রতিষ্ঠয়োঃ। বিধির্ন লিখিতুং যোগ্যঃ স তু লেখিষ্যতেঽগ্রতঃ ॥১৮১॥

অথ শালগ্রামশিলাঃ।

গৌতমীয়তন্ত্রে।—

গণ্ডক্যাশ্চৈব দেশে চ শালগ্রামস্থলং মহৎ। পাষাণং তদ্ভবং যত্তৎ শালগ্রামমিতি স্মৃতং ॥

স্কন্দপুরাণে।—

স্নিগ্ধা কৃষ্ণা পাণ্ডুরা বা পীতা নীলা তথৈব চ। বক্রা রুক্ষা চ রক্তা চ মহাস্থূলা স্বলাঞ্ছিতা।
কপিলা দর্দ্দুরা ভগ্না বহুচক্রৈকচক্রিকা। বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথ বা পুনঃ।
বদ্ধচক্রাথ বা কাচিদ্ভগ্নচক্রা হ্যধোমুখী ॥

অথ তাসাং বর্ণাদি-ভেদেন গুণদোষৌ।

তত্রৈব।—

স্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী মন্ত্রে কৃষ্ণা কীর্ত্তিং দদাতি চ। পাণ্ডুরা পাপদহনী পীতা পুত্রফলপ্রদা।

নাথাদি-বিশেষমূর্ত্তয়ঃ, তত্তদুক্তেঃ কীদৃশী তত্তন্মূর্ত্তিরুপাস্যা বিশেষতশ্চাত্র শ্রীগোপালদেবস্য পূজা-বিধিলেখনে তস্য প্রকৃতিরবশ্যং বিজ্ঞাতুমপেক্ষ্যতে, তত্র লিখতি অন্যাশ্চেতি। আদিশব্দেন চতুর্ব্ব্যূহ-পার্ষদাদয়ঃ। অগ্রে লেখ্য-শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাববিধৌ লেখ্যাঃ। যদ্যপি শ্রীমদ্গোপালদেবস্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ লিখ্যতেঽর্চ্চাবিধিরিত্যনেন এতদ্বিলাসারম্ভে শ্রীমদ্গোপালদেবস্যৈব পূজাবিধিলিখনং প্রতিজ্ঞাতং তদেবাত্রোপাদেয়ঞ্চ অতস্তস্যৈব শ্রীমূর্ত্তিরপি লিখিতুমুপযুজ্যতে। তথাপি গ্রন্থারম্ভে শ্রীবৈষ্ণবানাং সর্ব্বেষামেব সামান্যতোঽবশ্যকৃত্যকর্ম্মলিখনং প্রতিজ্ঞাতমস্তীত্যশেষ-শ্রীমূর্ত্ত্যপেক্ষয়া তত্তদ্বিশেষবিজ্ঞানার্থং তথা ইতস্ততো বর্ত্তমান-বিবিধ-শ্রীমূর্ত্তি-পরিচালনার্থঞ্চ প্রসঙ্গাদন্যা অপি শ্রীমূর্ত্তয়োঽত্র লিখিতাঃ যথা নৃসিংহপরিচর্য্যাদিগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিভিঃ সর্ব্বা এব তা ইতি। এবমন্যদপ্যূহ্যং ॥ ১৮০ ॥ নন্বু প্রতিষ্ঠায়া ভগবন্মন্দিরং ভবতীত্যুক্তেঃ প্রতিষ্ঠাবিধিস্তথা শ্রীমুখাদ্যবয়বপরিমাণাদিনা শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবপ্রকারশ্চাত্রাপেক্ষ্যতে, তত্র লিখতি নিত্যেতি। অত্র অস্মিন্নিত্যকর্ম্মলিখনপ্রকরণে। মূর্ত্তেঃ প্রতিকৃতের্জন্ম প্রাদুর্ভাবঃ প্রতিষ্ঠা চ তয়োর্বিধিঃ লিখিতুমযোগ্যোঽতোঽগ্রে কাদাচিৎককৃত্যলিখনে ॥ ১৮১ ॥

কীর্ত্তনস্থানে ভগবানের অবতারাদি অপরাপর বিবিধ মূর্ত্তির বিষয় সবিস্তার লিখিত হইবে। ১৮০। এখন নিত্যক্রিয়ার প্রসঙ্গের মধ্যে মূর্ত্তিসমূহের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিষ্ঠাবিধান লিপিবদ্ধ করা অনুচিত, উহা পরে লিখিত হইবে। ১৮১।

অতঃপর শালগ্রামশিলাসমূহ।—গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, বিস্তৃত শালগ্রামস্থান গণ্ডকী নদীর প্রদেশে বিরাজিত। তত্রোৎপন্ন প্রস্তরকেই শালগ্রাম কহে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, শালগ্রাম স্নিগ্ধবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, বক্র, রুক্ষ, লোহিতবর্ণ, অতিস্থূল, চিহ্নহীন, কপিলবর্ণ, ভেকাকৃতি, ভগ্ন, বহুচক্রযুক্ত, একচক্র, বৃহন্মুখ, বৃহচ্চক্র, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র অথবা অধোবদন।

নীলা সন্দিশতে লক্ষ্মীং রক্তা রোগ-প্রদায়িকা। রুক্ষা চোদ্বেগদা নিত্যং বক্রা দারিদ্র্যদায়িকা।
স্থূলা নিহন্তি চৈবায়ুর্নিস্ফলা তু অলাঞ্ছিতা। কপিলা কর্ব্বুরা ভগ্না বহুচক্রৈকচক্রিকা॥
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথ বা পুনঃ॥ ১৮২॥
বদ্ধচক্রাথ বা যা স্যাদ্ভগ্নচক্রা ত্বধোমুখী। পূজয়েদ্ যঃ প্রমাদেন দুঃখমেব লভেত সঃ॥ ১৮৩॥
অগ্নিপুরাণে চ।—
তথা ব্যালমুখী ভগ্না বিষমা বদ্ধচক্রিকা। বিকারাবর্ত্তনাভিশ্চ নারসিংহী তথৈব চ॥
কপিলা বিভ্রমাবর্ত্তা রেখাবর্ত্তা চ যা শিলা। দুঃখদা সা তু বিজ্ঞেয়া সুখদা ন কদাচন॥১৮৪॥
স্নিগ্ধা শ্যামা তথা মুক্তাঽমায়া বা সমচক্রিকা। যোণিমূর্ত্তিরনন্তাখ্যা গম্ভীরা সম্পুটা তথা।
সূক্ষ্মমূর্ত্তিরমূর্ত্তিশ্চ সংমুখা সিদ্ধিদায়িকা। ধাত্রীফলপ্রমাণা যা করেণোভয়সম্পুটা।
পূজনীয়া প্রযত্নেন শিলা চৈতাদৃশী শুভা॥ ১৮৫॥

দর্দ্দুরা দর্দ্দুরো ভেকস্তদাকারেত্যর্থঃ। কর্ব্বুরেতি পাঠে মিশ্রবর্ণা॥ ১৮২॥ বদ্ধচক্রা অব্যক্তচক্রা রক্তাদিকা এতা যঃ পূজয়েৎ॥ ১৮৩॥ ব্যালমুখী ব্যালস্যেব মুখং যস্যাঃ সা। বিষমা পরস্পরাসম্মুখচক্রা। বিকাররূপৈরাবর্ত্তৈরুপলক্ষিতা নাভিশ্চক্রমধ্যোন্নতভাগো যস্যাঃ সা। বিভ্রমাবর্ত্তা সন্দিগ্ধাবর্ত্তা। রেখাবর্ত্তা রেখামণ্ডলময়াবর্ত্তা॥ ১৮৪॥ মুক্তা মুক্তাফলাকৃতিবর্ত্তুলা। অমায়া অকৃত্রিমা ইতি সর্ব্বাত্রান্বেতি। যদ্বা। সন্ধানাদিকর্ম্মরহিতা। যোণিঃ বরাহস্তদ্বন্মূর্ত্তির্যস্যাঃ অগ্রে লেখ্যলক্ষণবরাহমূর্ত্তির্ব্বা। সম্পুটা সমপুটা। অমূর্ত্তির্বাসুদেবমূর্ত্তিঃ। অকারো বাসুদেবঃ স্যাদিতি অভিধানাৎ। সম্মুখা সমমুখা। করেণোভয়সম্পুটা করপৃষ্ঠবদুন্নতা করতলসমা চ॥ ১৮৫॥

বর্ণাদিভেদে শালগ্রামশিলার দোষগুণ।—স্কন্দপুরাণেই লিখিত আছে যে, স্নিগ্ধবর্ণ শিলা মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদাত্রী, কৃষ্ণবর্ণা কীর্ত্তিদায়িনী, পাণ্ডুবর্ণ শিলা পাপনাশিনী, পীতবর্ণা পুত্রফলদাত্রী, নীলবর্ণা লক্ষ্মীবর্দ্ধিনী এবং রক্তবর্ণা শিলা রোগ উৎপাদন করেন। রুক্ষশিলা উদ্বেগ-জনয়িত্রী, বক্রা দারিদ্র্যপ্রদা, স্থূলশিলা পরমায়ুঃক্ষয়করী, চিহ্নশূন্যা নিস্ফলা। যিনি প্রমাদ বশতঃ কপিলবর্ণ, কর্ব্বুরবর্ণ, ভগ্ন, বহুচক্র-বিশিষ্ট, একচক্র, বৃহন্মুখ, বৃহচ্চক্র, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র অথবা অধোমুখ শিলার অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে দুঃখপ্রাপ্ত হইতে হয় সন্দেহ নাই। ১৮২—১৮৩। অগ্নিপুরাণেও লিখিত আছে যে, যে শিলার মুখ ভুজঙ্গের মুখের মত, যাহা ভগ্ন, যাহার চক্র পরস্পর সম্মুখীন, যাহার চক্র বদ্ধ, যাহা বিকারাবর্ত্তনাভি-বিশিষ্ট (যে শিলার নাভিপ্রদেশ রীতিমত প্রকাশিত নয় এবং অপ্রকাশ বশতঃ আবর্ত্ত অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান রেখা-বিশিষ্ট), আর যাহা নরসিংহমূর্ত্তি, কপিলবর্ণ, যে শিলার আবর্ত্তবিষয়ে সংশয় জন্মে ও যাহার আবর্ত্ত রেখাময়, তাহার পূজা করিলে দুঃখসঞ্চার হয়, কদাচ সুখের আশা নাই। ১৮৪। যাহা স্নিগ্ধ, শ্যামলবর্ণ, মুক্তাফলবৎ বর্ত্তুলাকৃতি, অকৃত্রিম, সমচক্র, বরাহাকার, গভীরনাভি, সমপুট, সূক্ষ্মমূর্ত্তি, বাসুদেবমূর্ত্তি, সমবদন, পরিমাণে আমলকী ফলের সদৃশ, করপৃষ্ঠবৎ উন্নত ও করতলের সমানাকার, তাহা যত্নসহকারে অর্চ্চনা করিবে। ঐ সমস্ত শিলা কল্যাণপ্রদ। ১৮৫। যে মূর্ত্তি যাঁহার অভীষ্ট, তিনি

ইষ্টা তু যস্য যা মূর্ত্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ। পূজিতে ফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ॥ ১৮৬॥
দোষাশ্চৈতে সকামার্চ্চনবিষয়াঃ॥ যত উক্তং শ্রীভগবতা ব্রাহ্মে।—
খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং পার্শ্বভিন্নং বিভেদিতিং। শালগ্রামসমুদ্ভূতং শৈলং দোষাবহং ন হি॥১৮৭॥
শ্রীরুদ্রেণ চ স্কান্দে।—
খণ্ডিতং ত্রুটিতং ভুগ্নং শালগ্রামে ন দোষভাক্। ইষ্টা তু যস্য যা মূর্ত্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ॥১৮৮॥
তথা।—
চক্রং বা কেবলং তত্র পদ্মেন সহ সংযুতং। কেবলা বনমালা বা হরির্লক্ষ্ম্যা সহ স্থিতঃ॥ ১৮৯॥
মুখ্যাভাবে ত্বমুখ্যা হি পূজ্যা ইত্যুচ্যতে পরৈঃ॥ ১৯০॥

অথ তাসামেব লক্ষণবিশেষেণ সংজ্ঞাবিশেষঃ।

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে।—
নিবসামি সদা ব্রহ্মন্ শালগ্রামাখ্যবেশ্মনি। তত্রৈব রথচক্রাঙ্কভেদনামানি মে শৃণু॥ ১৯১॥
দ্বারদেশে সমে চক্রে দৃশ্যতে নান্তরীয়কে। বাসুদেবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শুক্লাভশ্চাতিশোভনঃ॥ ১৯২॥

পূজিতে পূজনে কৃতে সতি॥১৮৬॥ শৈলং শিলায়াঃ সমূহঃ॥১৮৭॥ খণ্ডিতমিত্যাদি ভাবে ক্তপ্রত্যয়ান্তং॥ ১৮৮॥ তথাপি লক্ষ্ম্যা সহ ভগবান্ তত্র তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ১৮৯॥ পূজ্যাপূজ্যত্বয়োঃ কেষাঞ্চিন্মতং লিখতি মুখ্যা ইতি। মুখ্যানাং স্নিগ্ধাদীনামভাবে সতি অমুখ্যা রক্তাদয় এব পূজ্যাঃ। যদি চ মুখ্যা লভ্যন্তে তদান্যপূজনে তত্তদোষ এবেত্যর্থঃ॥ ১৯০॥
রথস্যেব চক্রং রথচক্রাকারং যৎ সুদর্শনচক্রং তস্য অঙ্কে চিহ্নবিষয়ে যো ভেদস্তস্মিন্ সতি যানি নামানি নামভেদা ভবন্তি তানি মে মত্তঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ॥ ১৯১॥ নান্তরীয়কে অবান্তরে।

সযত্নে সেই মূর্ত্তির পূজা করিবেন। পূজা করিলে ইহ পর উভয়ত্রই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮৬। যে সমস্ত দোষের কথা বলা হইল, উহা সকাম-অর্চ্চনা-বিষয়ক, কেননা, ব্রহ্মপুরাণে ভগবানের উক্তি আছে যে, কি খণ্ডিত, কি স্ফুটিত, কি ভগ্ন, কি পার্শ্বভগ্ন, কি বিভিন্ন, যেরূপই হউক্ না কেন, শালগ্রামস্থলীতে জাত শিলায় কোন দোষ নাই। ১৮৭। স্কন্দপুরাণে শ্রীরুদ্রের উক্তি আছে যে, কি খণ্ডিত, কি স্ফুটিত, কি ভগ্ন, যেরূপই হউক্ না, শালগ্রামশিলায় কোন দোষ হয় না। যে মূর্ত্তি যে ব্যক্তির অভীষ্ট, তিনি সযত্নে সেই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবেন। ১৮৮। আরও লিখিত আছে যে, শিলাতে চরণচিহ্ন সংলগ্ন থাকিলে, কেবল চক্রচিহ্ন থাকিলে, কিংবা কেবলমাত্র বনমালাচিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে হরি কমলার সহ তাহাতে অধিষ্ঠান করেন। ১৮৯। অপরাপর পণ্ডিতগণ বলেন, স্নিগ্ধবর্ণাদি শিলা শ্রেষ্ঠ এবং রক্তবর্ণাদি অপ্রধান। প্রধানের অভাবে অপ্রধানের অর্চ্চনা করিবে। ১৯০।

লক্ষণভেদে শালগ্রামশিলার সংজ্ঞাভেদ।—ব্রহ্মপুরাণে ভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে লিখিত আছে যে, হে ব্রহ্মন্! আমি নিরন্তর শালগ্রামনামক গৃহে অবস্থান করি। ঐ সমস্ত শিলাতে চক্রচিহ্নের প্রভেদ থাকিলে নামেরও ভিন্নতা হয়, সেই সমস্ত নাম মৎসকাশে অবধান কর। ১৯১। যে শিলার দ্বারপদেশে সমান চক্রদ্বয়, নিতান্ত মধ্যস্থলে সংস্থিত নহে এবং যাহা শুভ্রবর্ণ ও অতীব

দ্বে চক্রে একলগ্নে তু পূর্ব্বভাগস্তু পুষ্কলঃ। সঙ্কর্ষণাখ্যো বিজ্ঞেয়ো রক্তাভশ্চাতিশোভনঃ॥
প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্তু পীতদীপ্তিস্তথৈব চ। শুষিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারস্তু তদ্ভবেৎ।
অনিরুদ্ধস্তু নীলাভো বর্ত্তুলশ্চাতিশোভনঃ। রেখাত্রয়স্তু তদ্দ্বারি পৃষ্ঠং পদ্মেন লাঞ্ছিতং।
সৌভাগ্যং কেশবো দদ্যাৎ চতুষ্কোণো ভবেত্তু যঃ। শ্যামং নারায়ণং বিদ্যান্নাভিচক্রং তথোন্নতং।
দীর্ঘরেখা সমোপেতং দক্ষিণে শুষিরং পৃথু। ঊর্দ্ধং মুখং বিজানীয়াৎ দ্বারে চ হরিরূপিণং।
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব অর্থদঞ্চ বিশেষতঃ। পরমেষ্ঠী লোহিতাভঃ পদ্মচক্রসমন্বিতঃ।
বিম্বাকৃতিস্তথা পৃষ্ঠে শুষিরং চাতিপুষ্কলং। কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলে চক্রে সুশোভনঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যোঽসাবন্যথা বিঘ্নদো ভবেৎ॥

কচিচ্চ।—

কপিলো নরসিংহোঽথ পৃথুচক্রে চ শোভনে। ব্রহ্মচর্য্যাধিকারী স্যান্নান্যথা পূজনং ভবেৎ॥
নরসিংহস্ত্রিবিন্দুঃ স্যাৎ কপিলঃ পঞ্চবিন্দুকঃ। ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যঃ স্যাদন্যথা সর্ব্ববিঘ্নদঃ॥
স্থূলং চক্রদ্বয়ং মধ্যে গুড়লাক্ষাসবর্ণকং। দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মাকারা সুশোভনা॥
স্ফুটিতং বিষমং চক্রং নারসিংহস্তু কাপিলং। সংপূজ্য মুক্তিমাপ্নোতি সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ।—

যস্য দীর্ঘমুখং পূর্ব্বকথিতৈর্লক্ষণৈর্যুতং। রেখাশ্চ কেশরাকারা নারসিংহো মতো হি সঃ॥

ব্রাহ্মে।—বারাহং শক্তিলিঙ্গে চ চক্রে চ বিষমে স্মৃতে। ইন্দ্রনীলনিভং স্থূলং ত্রিরেখালাঞ্ছিতং শুভং॥

যদ্বা। অন্তরং মধ্যম্ অন্তরা বিচ্ছেদো বা তদ্বিহীনে। অনতিমধ্যদেশস্থে সংলগ্নে বেত্যর্থঃ॥ ১৯২॥ শুষিরং মুখচ্ছিদ্রং যৎ তদ্দীর্ঘাকারং ভবেৎ ছিদ্রবহুলঞ্চ অবান্তরবহুছিদ্রযুক্তমিত্যর্থঃ। নাভিচক্রং চক্রস্য নাভিমধ্যভাগ ইত্যর্থঃ। তান্নং প্রণবরূপম্ ঊর্দ্ধমুখত্বাৎ মাহাত্ম্যাদ্বা। যদ্বা,

---

মনোহর, তাঁহাকে বাসুদেব কহে। ১৯২। যে শিলার চক্রদ্বয় একভাগে সংযুক্ত, কিন্তু অগ্রদেশে পৃথক্ পরিপুষ্ট, আর যাহা দেখিতে লোহিতবর্ণ ও অতীব শোভাবিশিষ্ট তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ কহে। চক্র সূক্ষ্ম, বর্ণ পীত, মুখচ্ছিদ্র দীর্ঘ ও সেই ছিদ্রের অভ্যন্তরে বহু ছিদ্র থাকিলে তাঁহার নাম প্রদ্যুম্ন। বর্ণ নীল, আকৃতি বর্ত্তুলবৎ ও দেখিতে মনোহর হইলে এবং মুখদ্বারে রেখাত্রয় ও পৃষ্ঠে পদ্ম থাকিলে তাঁহাকে অনিরুদ্ধ কহে। চতুষ্কোণ হইলে তাঁহাকে কেশব বলা যায়। ইনি সৌভাগ্যপ্রদ। শ্যামবর্ণকে নারায়ণ কহে; ইঁহার নাভিচক্র উন্নত, রেখা দীর্ঘ ও দক্ষিণদিকে বিস্তৃত মুখচ্ছিদ্র। বিবরদ্বার ঊর্দ্ধমুখ হইলে হরি বলা যায়; ইনি অভীষ্টপ্রদ, মুক্তিদাতা ও বিশেষতঃ অর্থপ্রদাতা। বর্ণ লোহিত হইলে এবং পদ্ম ও চক্র চিহ্ন থাকিলে তাঁহাকে পরমেষ্ঠী কহে; ইঁহার আকার বিম্বের মত, ইঁহার পৃষ্ঠে সম্যক্‌রূপে মুখচ্ছিদ্র প্রকাশিত আছে। বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ, পরম সুন্দর ও দুইটী স্থূলচক্রবিশিষ্ট, ব্রহ্মচারিভাবে থাকিয়া ইঁহার পূজা করিবে, নচেৎ ইনি বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থানে বর্ণিত আছে যে, কপিল ও নরসিংহ মূর্ত্তির প্রত্যেকের দুইটী করিয়া স্থূল চক্র বিদ্যমান আছে, ব্রহ্মচারীই তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবেন, অন্যরূপে তাঁহাদের অর্চ্চনা হয় না। নরসিংহের তিনটি বিন্দু এবং

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

বরাহাকৃতিরাভুগ্নশ্চক্ররেখাস্বলঙ্কৃতঃ। বারাহ ইতি স প্রোক্তো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥

ব্রাহ্ম এব।—

দীর্ঘা কাঞ্চনবর্ণা যা বিন্দুত্রয়বিভূষিতা। মৎস্যাখ্যা সা শিলা জ্ঞেয়া ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা॥

ক্বচিচ্চ।—মৎস্যরূপস্তু দেবেশং দীর্ঘাকারস্তু যম্ভবেৎ। বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাংস্যবর্ণং বিশোভনং॥

ব্রাহ্ম এব।—কূর্ম্মস্তথোন্নতঃ পৃষ্ঠে বর্ত্তুলাবর্ত্তপূরিতঃ। হরিতং বর্ণমাধত্তে কৌস্তুভেন চ চিহ্নিতঃ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

কূর্ম্মাকারা চ চক্রাঙ্কা শিলা কূর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

ব্রাহ্ম এব।—হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারো রেখা চক্রসমীপগা। বহুচক্রসমাযুক্তং পৃষ্ঠং নীরদনীলকং॥

ক্বচিচ্চ।—হয়গ্রীবাঙ্কুশাকারে রেখাঃ পঞ্চ ভবন্তি হি। বহুবিন্দুসমাকীর্ণে দৃশ্যন্তে নীলরূপকাঃ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

হয়গ্রীবা যথা লম্বা রেখাঙ্কা যা শিলা ভবেৎ। তথাঽসৌ স্যাদ্ধয়গ্রীবঃ পূজিতো জ্ঞানদো ভবেৎ॥

কিঞ্চ।—অশ্বাকৃতি মুখং যস্য সাক্ষমালং শিরস্তথা। পদ্মাকৃতির্ভবেদ্বাপি হয়শীর্ষস্ত্বসৌ মতঃ॥

ব্রাহ্ম এব।—

বৈকুণ্ঠং মণিবর্ণাভং চক্রমেকং তথা ধ্বজং। দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মাকারা সুশোভনা॥

তারয়তীতি তথা তং। উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে ইত্যেবং তত্রৈব পূর্ব্বকথিতৈর্দামোদরলক্ষণৈর্যুক্তং।

কপিলের পাঁচটী বিন্দু আছে। ব্রহ্মচারিভাবে থাকিয়া ইহাঁদের অর্চ্চনা করিবে, নচেৎ ইহাঁরা সর্ব্বথা বিঘ্ন সম্পাদন করেন। যে নরসিংহ ও কপিলের দুইটী স্থূল চক্র আছে, বর্ণ গুড় ও লাক্ষার সদৃশ, মুখদ্বারের উপরে পদ্মাকৃতি মনোহর রেখা, স্মার চক্র বিভিন্ন ও বিষম, তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলে মুক্তিলাভ হয় এবং সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে, যাঁহার মুখবিবর দীর্ঘ, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমন্বিত এবং যাহাতে কেশরবৎ কতিপয় রেখা বিদ্যমান থাকে, তাঁহাকে নরসিংহ কহে। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যাহাতে দুইটী শক্তিচিহ্ন ও বিষমচক্রদ্বয় বিদ্যমান থাকে, যাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, যাহা স্থূল, যাহা রেখাত্রয়-সমন্বিত এবং যাহা সুদৃশ্য, তাঁহাকে বরাহ কহে। পদ্মপুরাণেও কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, যিনি বরাহবৎ আকৃতিবিশিষ্ট, বক্র, চক্র ও রেখাসমন্বিত, তাঁহাকে বরাহ কহে। ইনি ভোগমুক্তিপ্রদ। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি দীর্ঘ, সুবর্ণতুল্য বর্ণবিশিষ্ট ও বিন্দুত্রয়ে সমলঙ্কৃত, তাঁহাকে মৎস্য কহে। ইনি ভোগ ও মুক্তিপ্রদ। স্থানান্তরে আরও লিখিত আছে যে, যাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ কাংস্যের ন্যায় ও দেখিতে মনোহর এবং যাঁহাতে তিনটী বিন্দু আছে, তাঁহাকে মৎস্য কহে। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে যাঁহার পৃষ্ঠদেশ উন্নত, যিনি বর্ত্তুল আবর্ত্তে পূর্ণ, হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট ও কৌস্তুভচিহ্নে ভূষিত, তাঁহাকে কূর্ম্ম কহে। পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, অঙ্কুশাকৃতিবিশিষ্ট হইলে, চক্রসমীপে রেখা বিদ্যমান থাকিলে, বহুচক্র থাকিলে

শ্রীধরস্তু তথা দেবশ্চিহ্নিতো বনমালয়া। কদম্বকুসুমাকারো রেখাপঞ্চকভূষিতঃ॥

বর্ত্তুলশ্চাতিহ্রস্বশ্চ বামনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অতসীকুসুমপ্রখ্যো বিন্দুনা পরিশোভিতঃ॥

অন্যত্র চ।—

বামনাখ্যো ভবেদ্দেবো হ্রস্বো যঃ শ্যামমহাদ্যুতিঃ। ঊর্দ্ধচক্রস্ত্বধশ্চক্রঃ সোঽভীষ্টার্থপ্রদোঽর্চ্চিতঃ॥

ব্রাহ্ম এব।—সুদর্শনস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ। বামপার্শ্বে গদাচক্রে রেখে চৈব তু দক্ষিণে॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—

চক্রাকারেণ পঙ্‌ক্তিঃ সা যত্র রেখাময়ী ভবেৎ। স সুদর্শন ইত্যেবং খ্যাতঃ পূজাফলপ্রদঃ॥

দামোদরস্তথা স্থূলো মধ্যে চক্রং প্রতিষ্ঠিতং। দূর্ব্বাভং দ্বারি সঙ্কীর্ণং পীতা রেখা তথৈব চ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে নাতিদীর্ঘং মুখে বিলং। মধ্যে চ রেখা লম্বৈকা স চ দামোদরঃ স্মৃতঃ॥

অন্যত্র চ।—স্থূলো দামোদরো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মরন্ধ্রো ভবেত্তু যঃ। চক্রে চ মধ্যদেশস্থে পূজিতঃ সুখদঃ সদা॥

নানাবর্ণো হ্যনন্তাখ্যো নাগভোগেন চিহ্নিতঃ। অনেকমূর্ত্তিসংভিন্নঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥

বারাহং বিজানীয়াদিতি পূর্ব্বক্রিয়য়ৈব সম্বন্ধঃ। এবমগ্রেঽপি কচিৎ। সা বজ্রকীটোদ্ভবা রেখাময়ী

এবং পৃষ্ঠভাগ মেঘবৎ নীলবর্ণ হইলে তাঁহাকে হয়গ্রীব কহে। কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, হয়গ্রীবমূর্ত্তি অঙ্কুশাকৃতি এবং তাহাতে পাঁচটি রেখা ও বিন্দুচিহ্ন বিদ্যমান আছে, আর তিনি দেখিতে নীলবর্ণ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, অশ্বগ্রীবাবৎ লম্বিত রেখা বিদ্যমান থাকিলে তাঁহাকে হয়গ্রীব কহে; ইঁহার অর্চ্চনা করিলে ইনি জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। আরও লিখিত আছে যে, যাঁহার মুখবিবর ঘোটকের মুখের তুল্য ও উপরিভাগে অক্ষমালা চিহ্ন বিদ্যমান আছে, তাঁহাকে হয়গ্রীব কহে। ইঁহার আকৃতি পদ্মবৎ। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যাঁহার বর্ণ মণির বর্ণের তুল্য, যাঁহাতে একটি চক্র বিদ্যমান আছে, যিনি ধ্বজচিহ্নবিশিষ্ট এবং যাঁহার মুখছিদ্রের উপরিভাগে পদ্মাকৃতি মনোহর রেখা দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ কহে। বনমালার চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে এবং কদম্বকুসুমবৎ শ্যামবর্ণ ও বিন্দুচিহ্নবিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে শ্রীধর কহে। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যাঁহার আকার খর্ব্ব, কান্তি মনোহর এবং যিনি ঊর্দ্ধে ও নিম্নে চক্রবিশিষ্ট, তাঁহাকে বামন কহে; ইঁহার পূজা করিলে অভীষ্ট ফল দান করেন। ব্রহ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, যিনি শ্যামবর্ণ, মহা কান্তিমান্ বামভাগে গদা ও চক্রবিশিষ্ট এবং যাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী রেখা বিদ্যমান আছে, তাঁহাকে সুদর্শন কহে। পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে, যাঁহার সেই রেখাগুলি চক্রাকৃতি, তাঁহাকে সুদর্শন কহে, ইঁহার অর্চ্চনা করিলে ইনি ফলপ্রদান করেন। দামোদর স্থূল, মধ্যভাগে ইঁহার চক্র, বর্ণ দূর্ব্বার ন্যায়, মুখছিদ্রদ্বার সংকীর্ণ, একটী পীতবর্ণ রেখাবিশিষ্ট। পদ্মপুরাণের ঐ স্থানেই লিখিত আছে যে, উপরে ও নিম্নে চক্রদ্বয়, মুখবিবর অনতিদীর্ঘ ও মধ্যে একটী লম্বিত রেখা থাকিলে তাঁহাকে দামোদর কহে। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, দামোদর স্থূল, ইঁহার মুখছিদ্র সংকীর্ণ ও মধ্যস্থলে দুইটী চক্র আছে; ইঁহার

পাদ্মে চ তত্রৈব।— অনন্তচক্রো বহুভিশ্চিহ্নৈরপ্যুপলক্ষিতঃ। অনন্তঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপূজাফলপ্রদঃ॥
দৃশ্যতে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রামসমুদ্ভবং। তস্য যোগেশ্বরো নাম ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥
আরক্তং পদ্মনাভাখ্যং পঙ্কজচ্ছত্রসংযুতং। তুলস্যা পূজয়ন্নিত্যং দরিদ্রস্ত্বীশ্বরো ভবেৎ॥
চক্রাকৃতিং হিরণ্যাখ্যং রশ্মিজালং বিনির্দ্দিশেৎ। সুবর্ণরেখাবহুলং স্ফটিকদ্যুতিশোভিতং॥
কিঞ্চাত্র। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দেবো হৃষীকেশ উদাহৃতঃ। তমর্চ্চ্য লভতে স্বর্গং বিষয়াংশ্চ সমীহিতান্॥
বামপার্শ্বে সমে চক্রে কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ। লক্ষ্মীনৃসিংহো বিখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥
ত্রিবিক্রমস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ। বামপার্শ্বে তথা চক্রে রেখা চৈব তু দক্ষিণে॥
প্রদক্ষিণাবর্ত্তকৃতবনমালাবিভূষিতা। যা শিলা কৃষ্ণসংজ্ঞা সা ধনধান্যসুখপ্রদা॥

গৌতমীয়ে।—
বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ। গোষ্পদেন তু চিহ্নেন জন্মন্তেন সমাপ্যতে॥
চতস্রো যত্র দৃশ্যন্তে রেখাঃ পার্শ্বসমীপগাঃ। দ্বে চক্রে মধ্যদেশে তু সা শিলা তু চতর্ম্মুখা॥

কিঞ্চ। পাদ্মে তত্রৈব।—
বজ্রকীটোদ্ভবা রেখাঃ পঙ্ক্তীভূতাশ্চ যত্র বৈ। শালগ্রামশিলা যা সা বিষ্ণুপঞ্জরসংজ্ঞিতা॥১৯৩॥

পঙ্ক্তিঃ চক্রাকারেণ বিশিষ্টা যত্র ভবেৎ। তং দূর্ব্বাভং দ্বারি সঙ্কীর্ণং চ বিজানীয়াৎ। শালগ্রামসমুদ্ভবং লিঙ্গং চিহ্নং চক্রমিত্যর্থঃ। শিখরে যস্তোপরি দৃশ্যতে। হিরণ্যাখ্যং হিরণ্যগর্ভাখ্যং বিনির্দ্দিশেৎ। পাঠান্তরং সুগমং। যত্র যস্যাং সা শালগ্রামশিলা॥ ১৯৩॥

অর্চ্চনা করিলে ইনি নিরন্তর সুখপ্রদ হন। অনন্ত বিবিধবর্ণবিশিষ্ট, তাঁহাতে ভুজঙ্গদেহের চিহ্ন ও নানামূর্ত্তি মিশ্রিত আছে; ইনি নিখিল অভীপ্সিত ফলপ্রদান করেন। পদ্মপুরাণের উপরোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, বহুচক্র ও বহুবিধ চিহ্ন থাকিলেই তাঁহাকে অনন্ত কহে। ইনি অখিল পূজার ফল অর্পণ করিয়া থাকেন। উপরিভাগে চক্রচিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাঁহাকে যোগেশ্বর কহে; ইনি ব্রহ্মবধজনিত পাতক দূর করেন। যাঁহার বর্ণ ঈষৎ লোহিত এবং যাঁহাতে পদ্ম ও চক্র চিহ্ন বিরাজিত, তাঁহাকে পদ্মনাভ কহে। দুঃখী ব্যক্তি তুলসী দ্বারা ইহাঁর অর্চ্চনা করিলে ধনাঢ্য হইতে পারে। যাঁহার আকার চন্দ্রমার সদৃশ, যিনি কিরণজাল বিস্তার করেন, যাঁহাতে কতিপয় কাঞ্চনবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয় এবং যাঁহার বর্ণ স্ফটিকবৎ শুভ্র, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ কহে। আরও লিখিত আছে যে, যাঁহার আকার অর্দ্ধচন্দ্রবৎ, তাঁহাকে হৃষীকেশ কহে; ইহাঁকে অর্চ্চনা করিলে স্বর্গ ও নিখিল বাঞ্ছিত দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহার বামদিকে দুইটী সমান চক্র আছে, যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ এবং যিনি বিন্দুচিহ্নযুক্ত, তাঁহাকে লক্ষ্মীনৃসিংহ কহে; ইনি ভোগ ও মুক্তিপ্রদ। যাঁহার বর্ণ শ্যাম, কান্তি মহতী, বামদিকে দুইটী চক্র ও দক্ষিণভাগে একটী রেখা আছে, তাঁহাকে ত্রিবিক্রম কহে। যাঁহাতে দক্ষিণাবর্ত্তভাবে বনমালাচিহ্ন বিরাজিত, তাঁহাকে কৃষ্ণ কহে; ইনি ধনধান্য-সুখপ্রদ। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি বহুজন্মান্তে গোষ্পদচিহ্নে

নাগবৎ কুণ্ডলীভূতরেখাপঙ্ক্তিঃ স শেষকঃ। পদ্মাকারে চ পঙ্ক্তী দ্বে মধ্যে লম্বা চ রেখিকা।
গরুড়ঃ স তু বিজ্ঞেয়শ্চতুশ্চক্রো জনার্দ্দনঃ। চতুশ্চক্রঃ সূক্ষ্মদ্বারো বনমালাঙ্কিতোদরঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণঃ শ্রীমান্ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥ ১৯৪॥

এতল্লক্ষণযুক্তাস্তু শালগ্রামশিলাঃ শুভাঃ। যাশ্চ তাস্বপি সূক্ষ্মাঃ স্যুস্তাঃ প্রশস্তকরাঃ স্মৃতাঃ॥
তথা চ শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে তত্রৈব।—

যথা যথা শিলা সূক্ষ্মা মহৎ পুণ্যং তথা তথা। তস্মাত্তাং পূজয়েন্নিত্যং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
তত্রাপ্যামলকী তুল্যা সূক্ষ্মা চাতীব যা ভবেৎ। তস্যামেব সদা ব্রহ্মন্ শ্রিয়া সহ বসাম্যহম্॥১৯৫॥

অথ শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্যং।

শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনং। কিং পুনর্যজনং তত্র হরিসান্নিধ্যকারকং॥
পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে তত্রৈব।—
যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে। রাজসূয়সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরং॥
যদামনন্তি বেদান্তা ব্রহ্ম নির্গুণমচ্যুতং। তৎপ্রসাদো ভবেন্নৃণাং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ॥
মহাকাষ্ঠস্থিতো বহ্নির্মথ্যমানঃ প্রকাশতে। যথা তথা হরির্ব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে।
অপি পাপসমাচারাঃ কর্ম্মণ্যনধিকারিণঃ। শালগ্রামার্চ্চকা বৈশ্য নৈব যান্তি যমালয়ং॥

এবং নামভেদেন বাসুদেবাদ্যা লক্ষ্মীনারায়ণান্তাঃ পঞ্চত্রিংশদ্ভেদাঃ। তত্রাপি কেশাঙ্কিলক্ষণ-ভেদেন প্রত্যেকং বহুধা ভেদো জ্ঞেয়ঃ॥ ১৯৪॥ শুভাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ॥ ১৯৫॥

আহূতঃ কালগত্যা জীবকর্ম্মভির্ব্বা আকারিত ইব যঃ সংপ্লবঃ প্রলয়ঃ। যদ্বা। যজ্ঞভাগার্থং

বিভূষিত কৃষ্ণশিলা প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে শিলায় পরস্পর সন্নিহিত রেখাচতুষ্টয় দৃষ্ট হয় এবং যাঁহার মধ্যস্থলে দুইটী চক্র বিদ্যমান, তাঁহাকে চতুর্ম্মুখ কহে। আরও পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানে লিখিত আছে যে, যাঁহাতে বজ্রকীটোৎপন্ন কতিপয় রেখা শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত, তাঁহাকে বিষ্ণুপঞ্জর কহে। ১৯৩। যাঁহাতে ভুজগাকৃতি কুণ্ডলাকার রেখাপংক্তি বিরাজমান, তাঁহাকে শেষ কহে, যাঁহাতে পদ্মাকৃতি দুইটী রেখাপংক্তি এবং মধ্যে একটী লম্বিত রেখা, তাঁহাকে গরুড় কহে। যাঁহাতে চারিটি চক্র দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে জনার্দ্দন কহে। যিনি চক্রচতুষ্টয়বিশিষ্ট, সংকীর্ণ মুখদ্বারযুক্ত এবং যাঁহার মধ্যভাগ বনমালায় অলঙ্কৃত, তাঁহাকে শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ কহে। ইনি ভোগ ও মুক্তিপ্রদ। ১৯৪। যে সমস্ত শিলাতে উল্লিখিত লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা শুভপ্রদ; তন্মধ্যে আবার যাঁহারা ক্ষুদ্রাকৃতি, তাঁহারা অধিকতর মঙ্গলপ্রদ। পদ্মপুরাণের ভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে লিখিত আছে যে, যত ক্ষুদ্রাকৃতি হইবে, শালগ্রামশিলা ততই শুভপ্রদ হইবে। সুতরাং ধর্ম্মার্থকামলাভোদ্দেশে সেই শিলার পূজা করিবে। হে ব্রহ্মন্! তাঁহাদিগের মধ্যে আবার যে শিলার পরিমাণ আমলকীবৎ ক্ষুদ্র, আমি কমলাসহ নিরন্তর তাঁহাতে অধিষ্ঠান করি। ১৯৫।

অতঃপর শালগ্রামশিলামাহাত্ম্য।—যদি শালগ্রামশিলা স্পর্শ করে, তবে কোটিজন্মার্জ্জিত পাতক দূরীভূত হয়, অর্চ্চনার কথা আর কি বলিব? উহার পূজন হরিসান্নিধ্যকারক।

ন তথা রমতে লক্ষ্যাং ন তথা নিজমন্দিরে। শালগ্রামশিলাচক্রে যথা স রমতে সদা॥
অগ্নিহোত্রং হুতং তেন দত্তা পৃথ্বী সসাগরা। যেনার্চ্চিতো হরিশ্চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে॥
কামৈঃ ক্রোধৈঃ প্রলোভৈশ্চ ব্যাপ্তো যোঽত্র নরাধমঃ।
সোঽপি যাতি হরের্লোকং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ॥
যঃ পূজয়তি গোবিন্দং শালগ্রামে সদা নরঃ। আহূতসংপ্রবং যাবৎ ন স প্রচ্যবতে দিবঃ॥১৯৬॥
বিনা তীর্থৈর্বিনা দানৈর্বিনা যজ্ঞৈর্বিনা মতিং। মুক্তিং যাতি নরো বৈশ্য শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ॥১৯৭॥
নরকং গর্ভবাসঞ্চ তির্য্যক্ত্বং কৃমিযোনিতাং। ন যাতি বৈশ্য পাপোঽপি শালগ্রামেঽচ্যুতার্চ্চকঃ॥১৯৮॥
দীক্ষাবিধানমন্ত্রজ্ঞশ্চক্রে যো বলিমাহরেৎ। স যাতি বৈষ্ণবং ধাম সত্যং সত্যং ময়োদিতং॥
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপৈর্দীপৈর্বিলেপনৈঃ। গীতবাদিত্রস্তোত্রাদ্যৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনং॥
কুরুতে মানবো যস্তু কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ। কল্পকোটিসহস্রাণি রমতে সন্নিধৌ হরেঃ॥
লিঙ্গৈস্তু কোটিভির্দৃষ্টৈর্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ। শালগ্রামশিলায়াস্তু একেনাপীহ তৎ ফলং॥
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥
শালগ্রামশিলায়াস্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি॥১৯৯॥

মন্ত্রৈরাহূতা যে দেবাদয়স্তেষাং সংপ্লবো নাম নাশঃ তৎপর্য্যন্তং। যদ্বা। ভকারস্থানে হকারঃ ছান্দসঃ। সর্ব্বভূতসংপ্লবপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। দিবঃ উর্দ্ধলোকাৎ বৈকুণ্ঠলক্ষণাৎ ক্রমগত্যপেক্ষয়া স্বর্গাদেব বা॥ ১৯৬॥ মতিং জ্ঞানং॥ ১৯৭॥ হে বৈশ্য! জাত্যা কর্ম্মণা চ সর্ব্বথা পাপোঽপি॥১৯৮ বলিং পূজাম্ উপহারং বা। ধাম গৃহং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ॥ ১৯৯॥ নর হে বৈশ্য! নর

পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শালগ্রামজাত শিলায় হরির উপাসনা করেন, প্রত্যহ তাঁহার রাজসূয়যজ্ঞসহস্রের পুণ্য লাভ হয়। বেদান্তে যিনি নির্গুণ অচ্যুত ব্রহ্ম শব্দে কীর্ত্তিত, শালগ্রামশিলার পূজা করিলে মানবের প্রতি তাঁহার অনুকম্পা হইয়া থাকে। মহাকাষ্ঠমধ্যগত বহ্নি যেমন মথ্যমান হইলে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ হরি ব্যাপ্তভাবে শালগ্রামে প্রকাশিত হয়েন। হে বৈশ্য! পাপাত্মা, সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকারী ব্যক্তিরাও শালগ্রামের পূজা করিলে আর শমনভবনে তাহাদিগকে গমন করিতে হয় না। শালগ্রামশিলায় নারায়ণের নিরন্তর যেমন মনস্তুষ্টি হয়, কমলাতে বা স্বীয় মন্দিরেও সেরূপ সন্তোষের সম্ভব নাই। শালগ্রামশিলাজাত চক্রে হরির উপাসনা করিলে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও সসাগরা বসুমতী দানের ফল হইয়া থাকে। ইহলোকে যে মানবাধম কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত, শালগ্রামশিলার পূজা করিলে সে ব্যক্তিও হরিধামে প্রয়াণ করে। যে ব্যক্তি নিরন্তর শালগ্রামশিলায় গোবিন্দের পূজা করেন, যাবৎ সর্ব্বভূতের প্রলয় না হয়, তাবৎ তিনি সুরপুর হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। ১৯৬। হে বৈশ্য! তীর্থসেবা, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও জ্ঞানার্জ্জন ব্যতীত কেবলমাত্র শালগ্রামশিলার পূজা দ্বারাই মানবের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১৯৭। হে বৈশ্য! শালগ্রামশিলায় শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে পাপাত্মা ব্যক্তিও নরকযাতনা, গর্ভবাসক্লেশ, পশুযোনি ও কীটযোনি হইতে বিমুক্ত হয়। ১৯৮। যে ব্যক্তি

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ং। তত্র দানং জপো হোমঃ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ। কীকটোঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নর ॥২০০॥
শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমং। ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননং ॥
স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দসংবাদে।—
শালগ্রামশিলায়ান্তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরং। ময়া সহ মহাসেন লীনং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥২০১ ॥
দৃষ্টা প্রণমিতা যেন স্নাপিতা পূজিতা তথা। যজ্ঞকোটিসমং পুণ্যং গবাং কোটিফলং ভবেৎ ॥
কামাসক্তোঽপি যো নিত্যং ভক্তিভাববিবর্জিতঃ। শালগ্রামশিলাং বিপ্রঃ সংপূজ্যেবাচ্যুতো ভবেৎ ॥
শালগ্রামশিলাবিম্বং হত্যাকোটিবিনাশনং। স্মৃতং সংকীর্ত্তিতং ধ্যাতং পূজিতঞ্চ নমস্কৃতং ॥
শালগ্রামশিলাং দৃষ্টা যান্তি পাপান্যনেকশঃ। সিংহং দৃষ্ট্বা যথা যান্তি বনে মৃগগণা ভয়াৎ ॥
নমস্করোতি মনুজঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনে। পাপানি বিলয়ং যান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥২০৩॥
কামাসক্তোঽথবা ক্রুদ্ধঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনং। ভক্ত্যা বা যদি বাঽভক্ত্যা কৃত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি প্রথমান্তপাঠো বা। কীকটোঽপীতি কীকটদেশোদ্ভবঃ অধমোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২০০ ॥ মহাসেন হে কার্ত্তিকেয় ॥ ২০১ ॥ ভক্তির্ব্বিশ্বাসলক্ষণা, ভাবঃ প্রেমা, তাভ্যাং বিবর্জিতোঽপি। অচ্যুত

দীক্ষাবিধির প্রণালীতে মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, শালগ্রামশিলায় উপচার প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি হরিধামে প্রস্থান করেন। কলিযুগে যে ব্যক্তি ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া নানাপ্রকার নৈবেদ্য, কুসুম, ধূপ, দীপ, বিলেপন ও গীতবাদ্যস্তুতি-বাদ্যাদি দ্বারা শালগ্রামশিলার পূজা করেন, সহস্রকোটিকল্পকাল হরিসমীপে তাঁহার বাস হয়, তিনি তথায় সানন্দে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। একমাত্র শালগ্রামশিলার পূজা করিলে সহস্র শিবলিঙ্গ দর্শনের ও পূজনের ফল হইয়া থাকে। শালগ্রামশিলারূপী হরি যথায় বিদ্যমান, দেবতা, দানব, যক্ষ ও চতুর্দ্দশ ভুবন তথায় অধিষ্ঠিত। শালগ্রামশিলার সমীপে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃকুল তৃপ্ত হইয়া শতকল্পকাল সুরপুরে বিরাজ করেন। ১৯৯। যেখানে শালগ্রামশিলা বিরাজিত থাকেন, তত্রত্য যোজনত্রয়ব্যাপি স্থান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। তথায় দান, জপ ও হোম প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তৎসমস্ত কোটি-গুণফলপ্রদ হয়। শালগ্রামশিলার চারিদিকে ক্রোশপরিমিত স্থানের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে কীকটদেশোৎপন্ন নরাধমেরও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়। ২০০। শালগ্রামশিলা দান করিলে গিরি-কাননাদিবিরাজিতা বসুন্ধরা দানের ফল হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শিবকার্ত্তিকেয়-সংবাদে লিখিতআছে যে, যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলা দর্শন, বন্দন, স্নাপন ও অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহার কোটিযজ্ঞানুষ্ঠানের ও কোটিসংখ্য ধেনু দানের পুণ্যসঞ্চয় হইয়াছে। শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিলে নিত্য কামাতুর, ভক্তিভাববর্জ্জিত ব্যক্তিরও নারায়ণসারূপ্য লাভ হইয়া থাকে। ২০২। শালগ্রামশিলার স্মরণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, অর্চ্চনা ও বন্দনা দ্বারা কোটি-হত্যাজনিত পাতকের মুক্তি হয়। মৃগগণ যেরূপ কাননমধ্যে সিংহ দেখিয়া ভয়ে পলায়িত হয়, শালগ্রামশিলা দর্শন করিলেও সেইরূপ বিবিধ পাতকপুঞ্জ

বৈবস্বতং ভয়ং নাস্তি তথা মরণজন্মনোঃ। যঃ কথাং কুরুতে বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাগ্রতঃ॥
গীতৈর্বাদ্যৈস্তথা স্তোত্রৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনং। কুরুতে মানবো যস্তু কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি রমতে বিষ্ণুসদ্মনি॥ ২০৪॥

শালগ্রাম-নমস্কারেঽভাবেনাপি নরৈঃ কৃতে। ভয়ং নৈব করিষ্যন্তি মদ্ভক্ত্যা যে নরা ভুবি॥
মদ্ভক্তিবলদর্পিষ্ঠা মৎপ্রভুং ন নমন্তি যে। বাসুদেবং ন তে জ্ঞেয়া মদ্ভক্তাঃ পাপিনো হি তে॥
শালগ্রামশিলায়াস্তু সদা পুত্র বসাম্যহং। দত্তং দেবেন তুষ্টেন স্বস্থানং মম ভক্তিতঃ॥
পদ্মকোটিসহস্রৈস্তু পূজিতে ময়ি যৎ ফলং। তৎ ফলং কোটিগুণিতং শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥
পূজিতোঽহং ন তৈর্মর্ত্ত্যৈর্নমিতোঽহং ন তৈর্নরৈঃ। ন কৃতং মর্ত্ত্যলোকে যৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনং॥
শালগ্রামশিলাগ্রে তু যঃ করোতি মমার্চ্চনং। তেনার্চ্চিতোঽহং সততং যুগানামেকসপ্ততিং॥
কিমর্চ্চিতৈর্লিঙ্গশতৈর্বিষ্ণুভক্তিবিবর্জ্জিতৈঃ। শালগ্রামশিলাবিম্বং নার্চ্চিতং যদি পুত্রক॥
অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। শালগ্রামশিলালগ্নং সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাং॥
যো হি মাহেশ্বরো ভূত্বা বৈষ্ণবং লিঙ্গমুত্তমং। দ্বেষ্টি বৈ যাতি নরকং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
সকৃদপ্যর্চ্চিতে বিম্বে শালগ্রামশিলোদ্ভবে। মুক্তিং প্রয়ান্তি মনুজা নূনং সাংখ্যেন বর্জ্জিতাঃ॥

ইব ভবেৎ সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা॥ ২০২॥ যান্তি অপযান্তি॥ ২০৩॥ মরণজন্মনোঃ তাভ্যামপি ভয়ং নাস্তি॥ ২০৪॥ অভাবেন ভাবরাহিত্যেনাপি। মদ্ভক্ত্যা ইতি পাঠে ময়া সহ কৃষ্ণভেদাপরাধতো

পলায়ন করে। শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রণাম করিলে সূর্য্যোদয়ে তিমির নাশের ন্যায় সেই প্রণতিকর্ত্তার নিখিল পাতক দূরীভূত হইয়া থাকে। ২০৩। ভক্তি সহকারেই হউক, অভক্তি সহকারেই হউক, শালগ্রামপূজা করিলে কামাসক্ত বা ক্রোধাকুল ব্যক্তিরও মুক্তিলাভ হয়। শালগ্রামশিলার পুরোভাগে হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাহার শমনভয় ও জন্মমৃত্যুভয় থাকে না। কলিকালে ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া গীত, বাদ্য ও স্তুতিবাদ দ্বারা শালগ্রামের পূজা করিলে সহস্র কোটিকল্প যাবৎ হরিধামে আনন্দ ভোগ করিতে পারে। ২০৪। (মহাদেব বলিয়াছিলেন যে,) ধরাতলে মদ্ভক্তিনিষ্ঠগণ ভক্তিহীনভাবেও শালগ্রামকে প্রণতি করিলে তাহাদিগকে ভীতিপ্রাপ্ত হইতে হয় না (অথবা যে সকল ব্যক্তি আমার সহিত হরির ভেদজ্ঞান করত আমাকেই আরাধনা করে, তাহাদিগের সেই অপরাধজনিত ভয়ের আশঙ্কা থাকে সত্য, কিন্তু শালগ্রামকে প্রণতি করিলে তাহাদিগের সেই অপরাধ বিদূরিত হয়, আর তাহাদিগের কোনরূপ ভয় বিদ্যমান থাকে না)। যে সকল ব্যক্তি মদ্ভক্তিবলে দর্পিষ্ঠ হইয়া মৎপ্রভু হরিকে বন্দনা না করে, তাহারা আমার ভক্ত বলিয়া গণনীয় হয় না, তাহারা পাতকী সন্দেহ নাই। হে বৎস! আমি নিরন্তর শালগ্রামশিলায় অধিষ্ঠান করি। প্রভু মদ্ভক্তিতে প্রীত হইয়া আমাকে স্বীয় বসতিস্থান সমর্পণ করিয়াছেন। সহস্রকোটি পদ্মপুষ্প দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিলে যে ফল হয়, শালগ্রামশিলার পূজা করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফলসঞ্চার হইয়া থাকে। নরলোকে শালগ্রামশিলার পূজাবিহীন মানবগণ আমার অর্চ্চনা বা আমাকে বন্দনা করিলে আমি সেই পূজা ও প্রণতি গ্রহণ করি না। শালগ্রামশিলার পুরোভাগে আমার

মন্ত্রিতৈঃ কোটিভিদৃষ্টৈর্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ। শালগ্রামশিলায়ান্তু একেনাপি হি তদ্ভবেৎ॥
তস্মাত্তক্ত্যা চ মন্ত্রকৈঃ প্রীত্যর্থে মম পুত্রক। কর্ত্তব্যং সততং ভক্ত্যা শালগ্রামশিলার্চ্চনং॥
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। তত্র দেবাঽসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ২০৫॥
শালগ্রামশিলাগ্রে তু সকৃৎ পিণ্ডেন তর্পিতাঃ। ভবন্তি পিতরস্তস্য ন সংখ্যা তত্র বিদ্যতে॥ ২০৬॥
প্রমাণমস্তি সর্ব্বস্য সুকৃতস্য হি পুত্রক। ফলং প্রমাণহীনন্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥
যো দদাতি ফলং বিষ্ণোঃ শালগ্রামসমুদ্ভবং। বিপ্রায় বিষ্ণুভক্তায় তেনেষ্টং বহুভির্মখৈঃ॥
মানুষ্যে দুর্ল্লভা লোকে শালগ্রামোদ্ভবা শিলা। প্রাপ্যতে ন বিনা পুণ্যৈঃ কলিকালে বিশেষতঃ॥
স ধন্যঃ পুরুষো লোকে সফলং তস্য জীবিতং। শালগ্রামশিলা শুদ্ধা গৃহে যস্য চ পূজিতা॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং শালগ্রামশিলার্চ্চনং। যঃ কুর্য্যান্মানবো ভক্ত্যা পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধভাক্॥
কালে বা যদি বাঽকালে শালগ্রামশিলার্চ্চনং। ভক্ত্যা বা যদি বাঽভক্ত্যা যঃ করোতি স পুণ্যভাক্॥
দ্বেষেণাপি চ লোভেন দম্ভেন কপটেন বা। শালগ্রামোদ্ভবং দেবং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
অশুচির্ব্বা দুরাচারঃ সত্যশৌচবিবর্জ্জিতঃ। শালগ্রামশিলাং স্পৃষ্ট্বা সদ্য এব শুচির্ভবেৎ॥

তদ্বং নৈব করিষ্যন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা। মৎ মত্তঃ সংহারকাদপি। ভক্তাঃ কৃষ্ণভক্তাঃ॥ ২০৫॥ যেন সকৃদপি তর্পিতাঃ তস্য পিতরো যাবৎকালং তর্পিতা ভবন্তি তস্য সংখ্যা নাস্তীত্যর্থঃ। বসন্তীতি পাঠে স্বর্গাদাবিতি শেষঃ॥ ২০৬॥ প্রমাণম্ ইয়ত্তা॥ ২০৭॥ চক্রং শালগ্রামশিলারূপং তস্য

অর্চ্চনা করিলে সেই অর্চ্চকের একসপ্ততিযুগ সর্ব্বদা মদীয় অর্চ্চনা করা হয়। হে বৎস! যে সকল ব্যক্তি শালগ্রামশিলার পূজা না করিয়াছে, তাহারা বিষ্ণুভক্তিবিহীন বলিয়া গণনীয়; শত শিবলিঙ্গার্চ্চনা করিলেও তাহাদিগের কোন ফলের আশা নাই। যে সমস্ত নৈবেদ্য, পত্র, কুসুম, ফল ও সলিল মদর্পিত হইয়া অব্যবহার্য্য হয়, শালগ্রামশিলাস্পর্শে তৎসমস্তও বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শিবভক্তিপরায়ণ হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিমূর্ত্তির প্রতি দ্বেষাচরণ করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ সেই ব্যক্তি নিরয়যন্ত্রণা ভোগ করে। তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিরাও একবারমাত্র শালগ্রাম-শিলার অর্চ্চনা করিলে মুক্তি লাভ করে সন্দেহ নাই। মদীয় কোটিসংখ্য লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিলে যে ফল হয়, একমাত্র শালগ্রামশিলাতে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শালগ্রামশিলা-রূপী হরি যেস্থানে বিরাজ করেন, সেই স্থানে দেবতা, দানব, যক্ষ ও চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিতি করে। ২০৫। শালগ্রামশিলার পুরোভাগে একবারমাত্র পিণ্ডপাতন দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি-বিধান করিলে তাঁহারা যে কত দিন প্রীত থাকেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ২০৬। হে বৎস! সকলপ্রকার পুণ্যেরই পরিমাণ হইতে পারে, কিন্তু শালগ্রামশিলার পূজাফলের ইয়ত্তা করা যায় না। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ দ্বিজাতিকে শালগ্রামশিলা দান করিলে বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল হইয়া থাকে। মর্ত্ত্যলোকে শালগ্রামশিলা দুরাপ, পুণ্যব্যতীত বিশেষতঃ কলিযুগে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যেব্যক্তির গৃহে পবিত্র শালগ্রামশিলার পূজা হয়, সেই ব্যক্তিই ধন্য, তাঁহারই জীবন সার্থক। ইন্দ্রিয়সংযমন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পুষ্পদ্বারা শালগ্রামশিলার পূজা করিলে প্রতিপুষ্পে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে। কি কালে, কি অকালে, কি

তিলপ্রস্থশতং ভক্ত্যা যো দদাতি দিনে দিনে। তৎফলং সমবাপ্নোতি শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥
পত্রং পুষ্পং ফলং মূলং তোয়ং দূর্ব্বাক্ষতং সুত। জায়তে মেরুণা তুল্যং শালগ্রামশিলার্পিতং॥২০৭॥
বিধিহীনোঽপি যঃ কুর্য্যাৎ ক্রিয়ামন্ত্রবিবর্জ্জিতঃ। চক্রপূজামবাপ্নোতি সম্যক্ শাস্ত্রোদিতং ফলং॥২০৮॥

তত্রৈব চান্যত্র।—

স্কন্ধে কৃত্বা তু যোঽধ্বানং বহতে শৈলনায়কং। তেনোঢ়ন্তু ভবেৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং॥
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ। তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু শালগ্রামশিলার্চ্চনং॥
ন পূজনং ন মন্ত্রাশ্চ ন জপো ন চ ভাবনা। ন স্তুতির্নোপচারশ্চ শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥
শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ং। তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥
শালগ্রামাশিলায়ান্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি॥
শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ। কীকটোঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ॥

পাদ্মে চ।—

শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমং। ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননং॥ ২০৯॥

পূজাং যঃ কুর্য্যাৎ॥ ২০৮॥ অধ্বানং ব্যাপ্য পথীত্যর্থঃ। শৈলনায়কং শ্রীশালগ্রামশিলামিত্যর্থঃ ॥২০৯॥ যত্র যস্মিন্ গৃহে চক্রাঙ্কিতাঃ শ্রীশালগ্রামশিলাঃ বসন্তি তত্র পিত্রাদয়ো নিত্যং তিষ্ঠন্তি। তত্র

ভক্তি সহকারে, কি অভক্তিসহকারে যে কোনরূপে হউক, শালগ্রামশিলার পূজা করিলে সেই ব্যক্তি পুণ্যভাগী হয়। কি দ্বেষবশে, কি লোভবশে, কি দম্ভ সহকারে, কি কাপট্যবশে, যে কোনরূপে হউক, শালগ্রামসম্ভূত দেবকে বিলোকন করিলে পাতকবিমুক্ত হইতে পারে। শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে অশুচি অথবা দুরাচার এবং সত্যহীন বা শুদ্ধিবিবর্জ্জিত ব্যক্তিও আশু পবিত্রতা লাভ করে। শালগ্রামশিলায় পূজা করিলে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে শতপ্রস্থ তিলদানকৃত পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে বৎস! পত্র, কুসুম, ফল, মূল, সলিল, দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল শালগ্রামশিলায় প্রদত্ত হইলে মেরুতুল্য হয়। ২০৭। শালগ্রামচক্রের অর্চ্চনা করিলে বিধিবর্জ্জিত, ক্রিয়াবর্জ্জিত ও মন্ত্রবর্জ্জিত ব্যক্তিও শাস্ত্রকথিত ফল সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০৮। এই প্রসঙ্গে অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্কন্ধোপরি শালগ্রামশিলা স্থাপন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করেন, তাঁহার চরাচর ত্রিভুবন বহন করা হয়। মানব ব্রহ্মহত্যাদি যে কোন পাপাচরণ করে, শালগ্রামশিলার্চ্চনা দ্বারা তৎসমস্ত আশু ভস্মীভূত হইয়া থাকে। শালগ্রামার্চ্চনায় কি মন্ত্র, কি জপ, কি ভাবনা, কি স্তুতি, কি উপচার, কিছুই আবশ্যক নাই। যেস্থানে শালগ্রামশিলা বিরাজিত থাকেন, তাহার চতুর্দ্দিকে যোজনত্রয় পর্য্যন্ত স্থল তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই স্থানে দান বা হোম সমস্তই কোটিগুণিত হইয়া থাকে। শালগ্রাম-শিলায় শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকারীর পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া শতকল্প যাবৎ সুরপুরে অবস্থিতি করেন। শালগ্রাম-সন্নিধানে ক্রোশপ্রমিত স্থানের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে কীকটদেশোৎপন্ন ব্যক্তিও বৈকুণ্ঠ-পুরে প্রয়াণ করে। পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, অত্যুত্তম শালগ্রামচক্র (দ্বিজাতিকে) দান করিলে গিরি-কানন-বনবিরাজিতা পৃথিবী দানের ফল হইয়া থাকে। ২০৯।

গরুড়পুরাণে।—তিষ্ঠন্তি নিত্যং পিতরো মনুষ্যাস্তীর্থানি গঙ্গাদিকপুষ্করাণি।
যজ্ঞাশ্চ মেধা হ্যপি পুণ্যশৈলাশ্চক্রাঙ্কিতা যস্য বসন্তি গেহে॥ ২১০॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীযমধূম্রকেশসংবাদে।—
শালগ্রামশিলায়াস্তু যৈর্যৈঃ পূজিতো হরিঃ। সংশোধ্য তেষাং পাপানি মুক্তয়ে বুদ্ধিদো ভবেৎ॥
কার্ত্তিকে মথুরায়াস্তু সারূপ্যং দিশতে হরিঃ। শালগ্রামশিলায়াং বৈ পিতৃমুদ্দিশ্য পূজিতঃ॥
কৃষ্ণঃ সমুদ্ধরেত্তস্য পিতৃনেতান্ সলোকতাং॥

বৃহন্নারদীয়ে চ যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে।—
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। ন বাধন্তেঽসুরাস্তত্র ভূতবেতালকাদয়ঃ॥
শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং তত্তপোবনং। যতঃ সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ॥ ইতি ২১১॥
শালগ্রামশিলাস্তাশ্চ যদি দ্বাদশ পূজিতাঃ। শতং বা পূজিতং ভক্ত্যা তদা স্যাদধিকং ফলং॥

অথ বাহুল্যে তাসাং ফলবিশেষঃ।

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—
শিলা দ্বাদশ ভো বৈশ্য শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ। বিধিবৎ পূজিতা যেন তস্য পুণ্যং বদামি তে॥
কোটিদ্বাদশলিঙ্গৈস্তু পূজিতৈঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ। যৎ স্যাদ্দ্বাদশকল্পৈস্তু দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ॥
যঃ পুনঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শালগ্রামশিলাশতং। উষিত্বা স হরের্লোকে চক্রবর্ত্তী হি জায়তে॥ ২১২॥

যজ্ঞাঃ বিবিধপূজাঃ মেধাঃ হিংসালক্ষণা অশ্বমেধাদয়ঃ। যজ্ঞাশ্বেতি পাঠে অশ্বমেধযজ্ঞা ইত্যর্থঃ। যদ্বা যজ্ঞেঽশ্বানাং মেধা হিংসা, অর্থস্তু স এব॥ ২১০॥ তত্র কার্ত্তিকমাসে তত্রাপি শ্রীমথুরায়াং বিশেষমাহ কার্ত্তিক ইতি॥ ২১১॥

স্বর্ণপঙ্কজৈঃ কৃত্বা পূজিতৈঃ সদ্ভিঃ পূজিতেষ্বিত্যর্থঃ যৎ ফলং স্যাৎ। ইহ লোকে চক্রবর্ত্তী

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির গৃহে চক্রচিহ্নিত বিশুদ্ধ শিলা বিরাজিত থাকে, তদীয় আলয়ে পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, গঙ্গাদি পুষ্কর পর্য্যন্ত নিখিল তীর্থ এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞসকল সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন।২১০। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে যম-ধূম্রকেশসংবাদে লিখিত আছে যে, যাঁহারা শালগ্রামশিলায় হরির অর্চ্চনা করেন, হরি সেই সকল ব্যক্তির নিখিল পাতক সংশোধন পূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে শালগ্রামশিলায় পূজা করিলে হরি সারূপ্য মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। পিতৃগণের উদ্দেশে শালগ্রামশিলায় অর্চ্চনা করিলে হরি সেই সমস্ত পিতৃকুলের পরিত্রাণ করিয়া নিজধামে লইয়া গিয়া থাকেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের শেষে লিখিত আছে যে, যে স্থলে শালগ্রামশিলারূপী হরি বিরাজিত থাকেন, তথায় অসুর, ভূত, বেতাল প্রভৃতি কেহ কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। শালগ্রামশিলা যে স্থলে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই স্থানই তীর্থস্বরূপ, উহাই তপোবনস্বরূপ, কেননা ভগবান্ হরি সেই স্থানের সন্নিহিত থাকেন।২১১। পূর্ব্বকথিত শালগ্রামশিলাসমূহের দ্বাদশসংখ্যক বা শতসংখ্যককে ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিলে সমধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দসংবাদে।—

দ্বাদশৈব শিলা যো বৈ শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ। অর্চ্চয়েদ্বৈষ্ণবো নিত্যং তস্য পুণ্যং বদামি তে॥

কোটিলিঙ্গসহস্রৈস্তু পূজিতৈর্জাহ্নবীতটে। কাশীবাসে যুগান্যষ্টৌ দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ॥ ২১৩॥

কিং পুনর্ব্বহবো যস্তু পূজয়েদ্বৈষ্ণবো নরঃ। ন হি ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সংখ্যাং কুর্ব্বন্তি পুণ্যতঃ॥২১৪॥

অথ তৎক্রয়বিক্রয়নিষেধঃ।

তত্রৈব।—শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুদ্ঘাটয়েন্নরঃ। বিক্রেতা চানুমন্তা চ যঃ পরীক্ষামুদীরয়েৎ।

সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবদাহূতসংপ্লবং। অতঃ সংবর্জয়েদ্বিপ্র চক্রস্য ক্রয়বিক্রয়ং॥

অথ প্রতিষ্ঠানিষেধঃ।

তত্রৈব।—

শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে। মহাপূজাস্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং ততো বুধঃ॥ইতি॥১২৫

সন্ জায়তে, শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রচারণার্থমাহাত্ম্যেচ্ছাবিশেষেণেতি জ্ঞেয়ং ॥ ২১২॥ জাহ্নবীতটে কোটিলিঙ্গসহস্রৈঃ পূজিতৈর্যৎ ফলং। যুগান্যষ্টৌ ব্যাপ্য কাশীবাসে চ যৎ ফলং তৎ॥ ২১৩॥ বহ্বঃ বহ্বীঃ। সুবহুরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। পুণ্যতঃ পুণ্যে বিষয়ে সংখ্যাং ন কুর্ব্বন্তি ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা। পুণ্যতো হেতোঃ সংখ্যাং ন কুর্ব্বন্তি। অসংখ্যেয়স্য সংখ্যাকরণাপরাধেন পুণ্যক্ষয়াপত্তেরিত্যর্থঃ॥ ১২৪॥

যশ্চ অনুমন্তা মূল্যে সম্মতিকর্ত্তা। যশ্চ তাং পরীক্ষ্য গুণদোষাদিকং বিচার্য্য তন্মূল্য-

---

অতঃপর বহুপরিমাণে পূজনের ফলভেদ।—হে বৈশ্য! যে ব্যক্তি বিধানে দ্বাদশটি শালগ্রামের পূজা করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যের কথা ত্বৎসকাশে বলিতেছি। স্বর্ণকমলদ্বারা দ্বাদশকোটি শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে যে ফল হইয়া থাকে, একদিনমাত্র শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা দ্বারা সেই ফল লাভ হয়। ভক্তি সহকারে একশত শালগ্রামের পূজা করিলে সেই পূজক (কিছুকাল) হরিধামে বাস করত তৎপরে চক্রবর্ত্তী (রাজা) হইয়া ধরাতলে আগমন করেন। ২১২। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শিব-কার্ত্তিকেয়-সংবাদে লিখিত আছে যে, যে বৈষ্ণব প্রত্যহ দ্বাদশটি শালগ্রামের পূজা করেন, তাঁহার পুণ্যের বিষয় তোমার নিকট বলিতেছি। জাহ্নবীতীরে সহস্রকোটি শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা এবং অষ্টযুগ যাবৎ কাশীধামে অবস্থিতি করিলে যে ফল হয়, একদিনেই তাহার সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ২১৩। যে বৈষ্ণব তদপেক্ষাও (দ্বাদশ হইতেও) অধিক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বিষয় অধিক আর কি বলিব, ব্রহ্মাদি সুরগণও তদীয় পুণ্যের সংখ্যা করিতে সমর্থ নহেন। ২১৪।

অনন্তর শালগ্রাম ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ। ঐ স্কন্দ পুরাণেই লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শালগ্রামের মূল্য উদ্ঘাটন করে, যে ব্যক্তি উহার বিক্রেতা, যে ব্যক্তি মূল্য করণে অনুমন্তা এবং যে ব্যক্তি বিক্রয়ার্থ শিলার গুণ-দোষাদি পরীক্ষা করে, তাহারা প্রলয় যাবৎ নিরয়মধ্যে অবস্থিতি করে; হে ব্রহ্মন্! শালগ্রামশিলা ক্রয় বা বিক্রয় করা কর্ত্তব্য নহে।

অতঃপর শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠানিষেধ।—ঐ স্কন্দপুরাণেই লিখিত আছে যে, শালগ্রাম-

অতোঽধিষ্ঠানবর্গেষু সূর্য্যাদিষ্বিব মূর্ত্তিষু। শালগ্রামশিলৈব স্যাদধিষ্ঠানোত্তমং হরেঃ ॥

অথ সর্ব্বাধিষ্ঠানশ্রৈষ্ঠ্যং।

পাদ্মে তত্রৈব।—

হৃদি সূর্য্যে জলে বাথ প্রতিমা-স্থণ্ডিলেষু চ। সমভ্যর্চ্চ্য হরিং যান্তি নরাস্তে বৈষ্ণবং পদং ॥২১৬॥
অথবা সর্ব্বদা পূজ্যো বাসুদেবো মুমুক্ষুভিঃ। শালগ্রামশিলাচক্রে বজ্রকীটবিনির্ম্মিতে।
অধিষ্ঠানং হি তৎ বিষ্ণোঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনং। সর্ব্বপুণ্যপ্রদং বৈশ্য সর্ব্বেষামপি মুক্তিদং ॥২১৭॥

তত্রৈব কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে যমধূম্রকেশসংবাদে।—

পূজা চ বিহিতা তস্য প্রতিমায়াং নৃপাত্মজ। শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তিরষ্টধা স্মৃতা। শালগ্রামশিলায়াস্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনং।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ॥ ২১৮ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দসংবাদে।—

সুবর্ণার্চ্চা ন রত্নার্চ্চা ন শিলার্চ্চা সুরোত্তম। শালগ্রামশিলায়াস্তু সর্ব্বদা বসতে হরিঃ ॥২১৯ ॥

মনুমোদয়েৎ। পাঠান্তরে মূল্যার্থং পরীক্ষা ক্রিয়তামিত্যুচ্চারয়েদপি যঃ। যদ্বা। বিচারেণ গুণদোষাদিকমপি বদেদিত্যর্থঃ ॥ ২১৫ ॥

মূর্ত্তিষু প্রতিকৃতিষ্বপি ॥ ২১৬ ॥ অথবেতি পূর্ব্বাপরিতোষে। সর্ব্বদা পূজ্যত্বে হেতুঃ অধিষ্ঠানং হীতি ॥ ২১৭ ॥ তুশব্দঃ পূর্ব্বতো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ সাক্ষাদিতি ॥ ২১৮ ॥ সুবর্ণস্য অর্চ্চা প্রতিমা তদাদিষু হরিঃ সর্ব্বদা ন বসতীত্যর্থঃ। যদ্বা, ন হরেঃ প্রিয়েতি শেষঃ ॥ ২১৯ ॥ পাদতোয়ং শ্রীচরণোদকং। শ্রীশঃ শালগ্রামশিলারূপ এব ভগবান্ তদধীনা মতিঃ তৎস্মরণমিত্যর্থঃ। হরিশ্চ

শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে নাই। সুধী ব্যক্তি প্রথমতঃ মহাপূজা করিয়া তৎপরে শিলার অর্চ্চনা করিবেন। ২১৫। সুতরাং সূর্য্যাদি অধিষ্ঠান সকলের এবং প্রতিমূর্ত্তিসমূহের মধ্যে শালগ্রামশিলাই হরির অত্যুত্তম অধিষ্ঠান হইল।

অতঃপর অধিষ্ঠানসমূহ অপেক্ষা শালগ্রামের প্রাধান্য।—পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, মানবগণ হৃদয়ে, ভাস্করে, সলিলে, প্রতিমাতে কিংবা স্থণ্ডিলে হরির পূজা করত হরিধাম লাভ করিয়া থাকেন। ২১৬। কিংবা (ঐ সমস্তে অর্চ্চনা করিয়া প্রীতিবোধ না হইলে) মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ বজ্রকীটবিনির্ম্মিত শালগ্রামশিলায় হরির অর্চ্চনা করিবেন। হে বৈশ্য! হরির এই শালগ্রামরূপ অধিষ্ঠান নিখিল পাতকহারক, নিখিল পুণ্যপ্রদ ও সকলের পক্ষেই মোক্ষদায়ক। ২১৭। ঐ পদ্মপুরাণেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে যমধূম্রকেশসংবাদে লিখিত আছে যে, হে রাজনন্দন! প্রতিমাতে হরির অর্চ্চনাবিধি আছে। প্রতিমা অষ্টবিধ;—শৈলী, দারুময়ী, লৌহী (ধাতুময়ী), লেপময়ী, লেখ্যা, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী। শালগ্রামশিলায় পূজা করিলেই উহা সাক্ষাৎ কৃষ্ণের আরাধনা করা হইয়া থাকে। জগদ্গুরু বাসুদেব (নিরন্তর) ঐ শিলায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ২১৮। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শিব-কার্ত্তিকেয়সংবাদে লিখিত আছে যে, হে দেবসত্তম! হরি কি স্বর্ণপ্রতিমা, কি রত্নময়ী

অতএবোক্তং।—

হত্যাং হন্তি যদঙ্ঘ্রিসঙ্গতুলসী স্তেয়ং চ তোয়ং পদে,
নৈবেদ্যং বহুমদ্যপানদুরিতং গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজং।
শ্রীশাধীনমতিঃ স্থিতির্হরিজনৈস্তৎসঙ্গজং কিল্বিষং,
শালগ্রামশিলা-নৃসিংহমহিমা কোঽপ্যেষ লোকোত্তরঃ॥ ২২০॥

শালগ্রামশিলারূপভগবন্মহিমাম্বুধেঃ। উর্ম্মীন্ গণয়িতুং শক্তঃ শ্রীচৈতন্যাশ্রিতোঽপি কঃ॥ ২২১॥

অথ শালগ্রামশিলাপূজানিত্যতা।

পাদ্মে। - শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ॥

স্কান্দে চ।—

গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ। ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে।ইতি॥২২২॥

শালগ্রামশিলাত্মক এব তস্য জনৈঃ সেবকৈঃ সহ স্থিতিঃ॥ ২২০॥ উর্ম্মীনিতি সমুদ্রতরঙ্গগণনবৎ মাহাত্ম্যপরম্ ইত্যর্থঃ। শ্রীযুক্তচৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং তেনাশ্রিতোঽপি। স্বমতে শ্রীচৈতন্যদেবমাশ্রিতঃ পরমশক্তিমত্বং প্রাপ্তোঽপীত্যর্থঃ। যথোর্ম্ময়ঃ কেনাপি ন গণয়িতুং শক্যন্তে তদ্বৎ অনন্তত্বাদিতি ভাবঃ॥ ২২১॥

গৌরবং গরিমা তদ্যুক্তস্যাচলস্য। যদ্বা, গৌরবেণ অচলং স্থিরং যচ্ছৃঙ্গং অর্থাৎ পর্ব্বত এব তস্যাগ্রৈঃ। পাঠান্তরং সুগমম্। ভিদ্যতে বিদার্য্যতে। যদ্বা, শৃঙ্গাগ্রেভ্যো নিপাত্য চূর্ণীক্রিয়ত ইত্যর্থঃ॥ ২২২॥ এবং লিখিতপ্রকারেণ শালগ্রামশিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ শ্রীভগবানেবেতি তদ্ভজনে সর্ব্বেষামধিকারোঽভিপ্রেতঃ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি সর্ব্বৈর্দ্বিজাদিভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র দ্বিজৈরিতি ত্রিবর্ণৈর্বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ। ননু ব্রাহ্মণৈস্তৈব পূজ্যোঽহং

প্রতিমা, কি পাষাণপ্রতিমা এ সমস্তে নিরন্তর অধিষ্ঠান করেন না, কিন্তু শালগ্রামশিলাতে অনুক্ষণ বিরাজিত থাকেন। ২১৯। অতএব বলিয়াছেন যে, অহো! শালগ্রামশিলারূপী নৃসিংহদেবের মহিমা কি লোকাতীত! তদীয় পাদপদ্মলগ্না তুলসী ব্রহ্মহত্যাপাতক, পাদোদক চৌর্য্যজনিত পাতক এবং তদীয় নৈবেদ্য বহুমদ্যপানজ ও গুরুদারগমনজ পাতক বিদূরিত করিয়া থাকে। সেই দেবকে স্মরণ করিলে এবং তদীয় ভক্তবর্গের সহিত বাস করিলে পূর্ব্বকথিত পাতকিগণের সহিত সহবাসজন্য পাপ দূর হইয়া থাকে। ২২০। সর্ব্ববেত্তা হইলেও কেহ শালগ্রামশিলার মাহাত্ম্যসাগরের তরঙ্গমালার ইয়ত্তা করিতে সক্ষম নহেন। ২২১।

অতঃপর শালগ্রামশিলাপূজার নিত্যতা।—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, শালগ্রামের অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করিলে চাণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া কল্পকাল যাবৎ অবস্থিতি করিতে হয়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, শালগ্রামশিলার্চ্চনায় যে ব্যক্তির মতি না জন্মে, গিরিশৃঙ্গ পাতিত করিয়া তদীয় দেহ বিদ্ধ করা হয়। ২২২। সুতরাং বিধানে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবানের অর্চ্চনাপরায়ণ হইলে বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র সকলেই শালগ্রামশিলারূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। ২২৩। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে চাতুর্মাস্যব্রতবিষয়ে শালগ্রামশিলার্চ্চনা-

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥২২৩
তথা স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে চাতুর্মাস্তব্রতে শালগ্রামশিলার্চ্চাপ্রসঙ্গে।—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥
তত্রৈবান্যত্র।—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ। পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদং॥ইতি

শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মমেতি শালগ্রামশিলাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবদ্বচনেন স্ত্রীশূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে, তত্র লিখতি ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ॥ ২২৩॥ তদেব শ্রীনারদোক্ত্যা প্রমাণয়তি ব্রাহ্মণেতি। সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং। শালগ্রামে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে। অন্যেষামসতাং শূদ্রাণাং। অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে। অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি। এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি বচনস্য বিরোধাদস্মাৎসর্ব্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যং। যদি চ যুক্ত্যা সিদ্ধং সমূলং স্যাত্তর্হি চ অবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈস্তাদৃশীভিশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ং। যতঃ শূদ্রৈঃস্ত্যজেষপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। তথা চ নারদীয়ে।—শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক ইতি। ইতিহাসসমুচ্চয়ে।—শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি। পাদ্মে চ। ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দন ইতি। এতদাদিকং চাগ্রে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি। কিঞ্চ ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। তথা চ তত্র। যথা কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি। এতচ্চ প্রাগ্দীক্ষামাহাত্ম্যে লিখিতমেব। অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতিবাক্যং। যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি কচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ইতি। সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা। তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে ;—তীর্থাশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ং। মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মমেতি। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে।—সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রত ইতি। অচ্যুতো গোত্রং প্রবর্ত্তকতুল্যং যেষাং বৈষ্ণবানাং তেভ্যোঽন্যত্র চেত্যর্থঃ। তথা তন্মহারাজস্যোক্তৌ।—মা জাতু

প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, বিপ্র, ক্ষত্র ও বৈশ্য ইহারা শালগ্রামপূজার অধিকারী এবং শূদ্রেরও অধিকার আছে, অপরের কদাচ নাই অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ শূদ্রেরও অধিকার আছে, হরিভক্তিহীন হইলে দ্বিজাতিরও অধিকার নাই। ঐ স্কন্দপুরাণের স্থানান্তরেও লিখিত আছে যে, কি স্ত্রী, কি শূদ্র, কি দ্বিজাতি, কি ক্ষত্রিয়াদি, যে কেহ হউক্ না, শালগ্রামের অর্চ্চনা করিলে নিত্যপদ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্ত্রীশূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রামার্চ্চনাবিষয়ে যে সমস্ত নিষেধ-

অতো নিষেধকং যদযদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং। অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

যথা—ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ। ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥ ২২৪॥

সদ্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাম্বুবৎ। সা চার্চ্চ্যা দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোপেতৈব সর্ব্বদা॥

অথ শালগ্রামশিলা-শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্ক-শিলাসংযোগমাহাত্ম্যং।

ব্রাহ্মে তত্রৈব।—

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ। উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

চক্রাঙ্কিতা শিলা যত্র শালগ্রামশিলাগ্রতঃ। তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ॥

তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভিস্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ। দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানামিতি। অত্র স্বামিপাদানাং টীকা।—মহত্যশ্চ তা ঋদ্ধয়শ্চ তাভির্যদ্রাজকুলস্য তেজস্তৎ তস্মাৎ সকাশাদ্দ্বিজানাং বিপ্রাণাং কুলে অজিতো দেবতা পূজ্যো যেষাং বৈষ্ণবানাং তেষাং কুলে মা জাতু প্রভবেৎ, কদাচিদপি প্রভবং ন করোতু। কথম্ভূতে?—সমৃদ্ধিভির্বিনাপি স্বয়মেব তিতিক্ষাদিভির্দেদীপ্যমান ইতি। পুরঞ্জনোক্তৌ চ। তস্মিন্ দধে দমমহং তব বীরপত্নি যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎ কৃতকিল্বিষস্তে। পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যামন্যত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাদিতি। অত্রাপি সৈব টীকা। হে বীরপত্নি, যস্তে কৃতাপরাধঃ তস্মিন্নহং ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্র অন্যস্মিন্ মুররিপুদাসাদিতরত্র চ দমং দধে দণ্ডং করোমীত্যাদি। ঈদৃশানি চ বচনানি শ্রীভাগবতাদৌ বহূন্যেব সন্তি। ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি। কিঞ্চ। বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদিত্যাদিবচনৈরবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং নির্দ্দিশ্যতেতরাং। অতএবোক্তং শ্রীভগবতা শ্রীহয়গ্রীবেণ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠান্তে। মূর্ত্তিপানাস্তু দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা। তদর্দ্ধং বৈষ্ণবানান্তু তদর্দ্ধং তদ্দ্বিজন্মনামিতি। অতো যুক্তমেব লিখিতং সর্ব্বৈর্ভগবতঃ পরৈঃ পূজ্য ইতি। তথা চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্যাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তং। ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মব্যাধস্য তদ্বচঃ। তস্যৌ স চ সমানীয় দর্শয়ামাস তাবুভৌ। নির্ন্নিক্তবসনৌ বৃদ্ধাবাসনস্থৌ নিজৌ গুরূ। শালগ্রামশিলাঞ্চৈব তৎসমীপে সুপূজিতামিতি। অত্রাচারশ্চ সতাং মধ্যদেশেঽস্মিন্ বিশেষতো দক্ষিণদেশে চ মহত্তমানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমাণমিতি দিক্। এবং শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ। যতো বিধিনিষেধা ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবন্তীতি দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণামিত্যাদিবচনৈঃ, তথা কর্ম্মপরিত্যাগাদিনাপি ন কশ্চিদ্দোষো ঘটত

বচন স্পষ্ট শ্রুত হয়, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা বলেন যে, যাহারা বিষ্ণুভক্তিহীন, তাহাদিগের পক্ষেই ঐ সমস্ত নিষেধবাক্য বুঝিতে হইবে। নিষেধবাক্য যথা,—পবিত্র হউন্ বা অপবিত্র হউন্, দ্বিজাতিই মদীয় অর্চ্চনার অধিকারী। স্ত্রী ও শূদ্রের করস্পর্শ আমার পক্ষে কুলিশাপেক্ষাও দুঃসহ। শূদ্র যদি প্রণব উচ্চারণ করে, শালগ্রামার্চ্চনা করে অথবা ব্রাহ্মণীগমন করে,

তত্রৈবান্যত্র।—

প্রত্যহং দ্বাদশ শিলাঃ শালগ্রামস্য যোঽর্চ্চয়েৎ। দ্বারবত্যাঃ শিলাযুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠে মহীয়তে ॥২২৫॥

অথ দ্বারকাচক্রাঙ্কলক্ষণানি।

শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায়াং।—

একঃ সুদর্শনো দ্বাভ্যাং লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ। ত্রিভিস্ত্রিবিক্রমো নাম চতুর্ভিশ্চ জনার্দ্দনঃ।
পঞ্চভির্বাসুদেবস্তু ষড়্ভিঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে। সপ্তভির্বলদেবস্তু অষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ২২৬
নবভিশ্চ নবব্যূহো দশভির্দশমূর্ত্তিকঃ। একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো দ্বাদশৈর্দ্বাদশাত্মকঃ।
অন্যেষু বহুচক্রেষু অনন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২২৭ ॥

অথ দ্বাদশচক্রাঙ্কমাহাত্ম্যং।

বারাহে।—

যে কেচিচ্চৈব পাষাণা বিষ্ণুচক্রেণ মুদ্রিতাঃ। তেষাং স্পর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥

গারুড়ে।—

সুদর্শনাখ্যাস্তু শিলাঃ পূজিতাঃ সর্ব্বকামদাঃ॥

স্কান্দে চ।—

ভক্ত্যা বা যদি বাভক্ত্যা চক্রাঙ্কং পূজয়েন্নরঃ। অপি চেৎ সুদুরাচারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীতেতি যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানিত্যাদিবচনৈশ্চ ব্যক্তং বোধিত-মেবাস্তি। এতৎ সর্ব্বমগ্রে শ্রীবৈষ্ণবমাহাত্ম্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি॥ ২২৪ ॥ অসুবৎ প্রাণ-বৎ যত্নাৎ সংধার্য্যা। অর্চ্চ্যা পূজয়িতব্যা ॥ ২২৫ ॥

একঃ একচক্রো যঃ স সুদর্শন ইত্যর্থঃ। দ্বাভ্যাং চক্রাভ্যামেবমগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ২২৬ ॥

নবব্যূহঃ নৃসিংহ-বরাহ-হয়গ্রীব-নারায়ণ-ব্রহ্মাণঃ পঞ্চ বাসুদেবাদ্যাশ্চত্বারঃ এবং নবব্যূহরূপঃ।

তাহা হইলে সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। ২২৪। প্রাণতুল্য জ্ঞানে সযত্নে শালগ্রামশিলা ধারণ করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। পূজার সময়ে দ্বারকা-চক্রাঙ্কিতশিলা সহ একত্রই অর্চ্চনা করিবেন।

অতঃপর শালগ্রামশিলা ও দ্বারকাচক্রাঙ্কিতা শিলার সংযোগমাহাত্ম্য।—ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, শালগ্রামোদ্ভব দেব ও দ্বারাবতীভব দেব উভয়ে যে স্থলে মিলিত আছেন, মুক্তি তথায় বিদ্যমান সংশয় নাই। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে তাপস-প্রবর! যে স্থলে শালগ্রামশিলার পুরোভাগে দ্বারকাচক্রাঙ্কিত শিলা বিরাজ করেন, তথায় সকলপ্রকার সম্পত্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের অন্যত্রও লিখিত আছে যে, প্রতিদিন দ্বারকোদ্ভব শিলার সহিত দ্বাদশটী শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিলে সেই পূজক বৈকুণ্ঠধামে সম্মানিত হইয়া থাকেন।

অতঃপর দ্বারকাচক্রচিহ্নের লক্ষণ।—প্রহ্লাদসংহিতায় লিখিত আছে, একচক্রকে সুদর্শন, দ্বিচক্রকে লক্ষ্মীনারায়ণ, ত্রিচক্রকে ত্রিবিক্রম, চতুশ্চক্রকে জনার্দ্দন, পঞ্চচক্রকে বাসুদেব, ষট্-চক্রকে প্রদ্যুম্ন, সপ্তচক্রকে বলদেব, অষ্টচক্রকে পুরুষোত্তম, নবচক্রকে নবব্যূহ, দশচক্রকে দশ-

দ্বারকামাহাত্ম্যে চ দ্বারকাগতানাং শ্রীব্রহ্মাদীনামুক্তৌ।—

এতদ্বৈ চক্রতীর্থন্তু যচ্ছিলা চক্রচিহ্নিতা। মুক্তিদা পাপিনাং লোকে ম্লেচ্ছদেশেঽপি পূজিতা॥

অথ তেষেব চক্রভেদেন ফলভেদঃ।

কপিলপঞ্চরাত্রে।—

একচক্রন্তু পাষাণো দ্বারবত্যাঃ সুশোভনঃ। সুদর্শনাভিধো যোঽসৌ মোক্ষৈকফলদায়কঃ॥
লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ। এভিশ্চাচ্যুতরূপোঽসৌ ফলমৈন্দ্রং প্রযচ্ছতি॥
চতুর্ভুজশ্চতুশ্চক্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ। পঞ্চভির্বাসুদেবশ্চ জন্মমৃত্যুভয়াপহঃ॥
ষড়্‌ভিঃ প্রদ্যুম্ন এবাসৌ লক্ষ্মীং কান্তিং দদাতি সঃ। সপ্তভির্বলভদ্রোঽসৌ গোত্রকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ॥
দদাতি বাঞ্ছিতং সর্ব্বমষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ। নবচক্রো নৃসিংহস্তু ফলং যচ্ছত্যনুত্তমং॥
রাজ্যপ্রদো দশভিস্তু দশাবতারকঃ স্মৃতঃ। একাদশভিরৈশ্বর্য্যমনিরুদ্ধঃ প্রযচ্ছতি॥
নির্ব্বাণং দ্বাদশাত্মাসৌ সৌখ্যদশ্চ সুপূজিতঃ॥

অথ বর্ণাদিভেদেন দোষগুণাঃ পূজ্যত্বাপূজ্যত্বে চ।

তত্রৈব।—

কৃষ্ণো মৃত্যুপ্রদো নিত্যং ধূম্রশ্চৈব ভয়াবহঃ। অস্বাস্থ্যং কর্ব্বুরো দদ্যান্নীলস্তু ধনহানিদঃ।
ছিদ্রো দারিদ্র্যদুঃখানি দদ্যাৎ সংপূজিতো ধ্রুবং। পাণ্ডুরস্তু মহদ্দুঃখং ভগ্নো ভার্য্যাবিয়োগদঃ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যসুখমত্যন্তমুত্তমং। দদাতি শুক্লবর্ণশ্চ তস্মাদেনং সমর্চ্চয়েৎ॥ ২২৮॥

মৎস্যকূর্ম্মাদি-দশাবতারাত্মকঃ। একাদশৈরিত্যার্ষং, একাদশভিঃ। পাঠান্তরে একাদশ চক্রাণি যদি স্যুস্তর্হি অনিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। দ্বাদশাত্মকঃ দ্বাদশাদিত্যরূপঃ, কেশব-নারায়ণাদিদ্বাদশরূপো বা॥ ২২৭॥

ছিদ্রঃ সচ্ছিদ্র ইত্যর্থঃ। শুক্লঃ শুভ্রঃ বর্ণো যস্য সঃ॥ ২২৮॥ তাঃ সচ্ছিদ্রাদ্যাঃ কৃষ্ণাদয়ো

মূর্ত্তি, একাদশচক্রকে অনিরুদ্ধ, দ্বাদশচক্রকে দ্বাদশাত্মক এবং তদপেক্ষাও যাঁহার চক্রসংখ্যা অধিক, তাঁহাকে অনন্ত কহে। ২২৬ – ২২৭।

অতঃপর দ্বাদশচক্রাঙ্কমাহাত্ম্য।—বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুচক্রে চিহ্নিত শিলা স্পর্শমাত্রেই নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, সুদর্শ-নাদি শিলার অর্চ্চনা করিলে নিখিল কামনা পরিপূর্ণ হয়; কেন না, ঐ সমস্ত শিলা সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকেন।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, ভক্তি সহকারে কি অভক্তি সহকারে যে ব্যক্তি চক্রচিহ্নিত শিলায় অর্চ্চনা করেন, সুদুরাচারবান্ হইলেও তাঁহার মোক্ষ লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। দ্বারকামাহাত্ম্যে দ্বারকাগত ব্রহ্মাদির উক্তিতে প্রকাশিত আছে যে, চক্রচিহ্নিত শিলাকেই চক্রতীর্থ কহে। ম্লেচ্ছদেশে পূজিত হইলেও ঐ শিলা পাপিগণের সম্বন্ধে মুক্তিদায়িনী হইয়া থাকেন।

অতঃপর শিলাসমূহ-মধ্যে চক্রভেদে ফলভেদ।—কপিলপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, যাঁহা-

শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায়াং।—

কৃষ্ণা মৃত্যুপ্রদা নিত্যং কপিলা চ ভয়াবহা। রোগার্ত্তিং কর্ব্বুরা দদ্যাৎ পীতা বিত্তবিনাশিনী।
ধূম্রাভা বিত্তনাশায় ভগ্না ভার্য্যাবিনাশিকা। সচ্ছিদ্রা চ ত্রিকোণা চ তথা বিষমচক্রিকা।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যা চ পূজ্যাস্তা ন ভবন্তি হি ॥ ২২৯ ॥

সুখদা সমচক্রা তু দ্বাদশী চোত্তমা শুভা। বর্ত্তুলা চতুরস্রা চ নরাণাঞ্চ সুখপ্রদা।
ত্রিকোণা বিষমা চৈব ছিদ্রা ভগ্না তথৈব চ। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যা তু পূজার্হা ন ভবেত্তু সা।
ফলং নোৎপদ্যতে তত্র পূজিতায়াং কদাচন ॥ ২৩০ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে আধিষ্ঠানিকো নাম পঞ্চমো বিলাসঃ ॥ ৫ ॥

বা ॥ ২২৯ ॥ দ্বাদশী দ্বাদশাত্মসংজ্ঞিকা দ্বাদশকোণা বা ॥ ২৩০ ॥

ইতি পঞ্চমো বিলাসঃ ॥ ৫ ॥

বতীতে যে মনোরম শিলাতে একটী চক্রচিহ্ন বিরাজিত আছে, তাহাকে সুদর্শন কহে; ঐ সুদর্শন একমাত্র মুক্তিপ্রদ। দুই চক্র থাকিলে লক্ষ্মীনারায়ণ কহে, ইনি ভোগমোক্ষপ্রদ। তিন চক্রে অচ্যুতমূর্ত্তি হয়, ইনি ইন্দ্রত্বপ্রদ। চারিচক্রে চতুর্ব্বর্গপ্রদ চতুর্ভুজ; পাঁচ চক্রে জনন-মরণ-ভীতিহারক বাসুদেব; ছয় চক্রে লক্ষ্মীপ্রদ ও সৌন্দর্য্যদায়ক প্রদ্যুম্ন, সপ্ত চক্রে গোত্রবর্দ্ধক ও যশঃপ্রদ বলভদ্র; অষ্টচক্রে অভীষ্টদ পুরুষোত্তম; নবচক্রে অত্যুত্তম-ফলদাতা নৃসিংহ; দশচক্রে রাজ্যদাতা দশাবতার; একাদশ চক্রে ঐশ্বর্য্যপ্রদ অনিরুদ্ধ এবং দ্বাদশচক্রে মুক্তিপ্রদ ও সুখদাতা দ্বাদশাত্মক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।

অনন্তর বর্ণাদিভেদে দোষগুণ এবং পূজ্যত্বাপূজ্যত্ববিষয়।—উক্ত কপিলপঞ্চরাত্রেই লিখিত আছে যে, কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যুজনক, ধূম্রবর্ণ নিরন্তর ভীতিপ্রদ, কর্ব্বুরবর্ণ অস্বাস্থ্যকর এবং নীলবর্ণ ধননাশক। ছিদ্রযুক্তের অর্চ্চনা করিলে দারিদ্র্য-দুঃখ হয় সন্দেহ নাই। পাণ্ডুবর্ণ শিলা মহাদুঃখ-প্রদ; ভগ্ন শিলা ভার্য্যাবিয়োগকর; শুক্লবর্ণ পুত্র পৌত্র ধন ঐশ্বর্য্য ও মহাসুখদায়ক, সুতরাং তাদৃশ শিলার অর্চ্চনা করাই কর্ত্তব্য। ২২৮। প্রহ্লাদসংহিতায় লিখিত আছে যে, কৃষ্ণবর্ণ শিলা মৃত্যুপ্রদ, কপিলবর্ণ নিরন্তর ভীতিদায়ক, কর্ব্বুরবর্ণ রোগক্লেশকর, পীতবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ধননাশক এবং ভগ্ন শিলা ভার্য্যার নিধন করেন। ছিদ্রবিশিষ্ট, ত্রিকোণ, বিষমচক্রযুক্ত ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিলা কখন অর্চ্চনা করিবে না। ২২৯। গার্গ্য ও গালব ঋষি বলিয়াছেন যে, সমচক্র শিলা সুখপ্রদ, দ্বাদশ চক্রান্বিত শিলা অতি কল্যাণকর, বর্ত্তুলাকৃতি অথবা চতুষ্কোণ শিলা সুখপ্রদ এবং ত্রিকোণ, বিষমচক্র, ছিদ্রান্বিত, ভগ্ন অথবা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিলার অর্চ্চনা করিবে না, উহাদিগের অর্চ্চনায় কোন ফলের আশা নাই। ২৩০।

পঞ্চম বিলাস সমাপ্ত।

ষষ্ঠবিলাসঃ।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপং গোকুলোৎসবং। মনোজ্ঞং ষষ্টুকামস্য মূর্ত্ত্যর্চ্চাবিধিরুচ্যতে ॥ ১ ॥
স্বয়ংব্যক্তাঃ স্থাপনাশ্চ মূর্ত্তয়ো দ্বিবিধা মতাঃ। স্বয়ংব্যক্তাঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্থাপনাস্তু প্রতিষ্ঠয়া ॥ ২ ॥
তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে।—
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তদর্চ্চাবসথং হরেঃ। স্থাপনঞ্চ স্বয়ংব্যক্তং দ্বিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৩ ॥
শিলামৃদ্দারুলৌহাদ্যৈঃ কৃত্বা প্রতিকৃতিং হরেঃ। শ্রৌতস্মার্ত্তাগমপ্রোক্তবিধিনা স্থাপনং হি যৎ।
তৎ স্থাপনমিতি প্রোক্তং স্বয়ংব্যক্তং হি মে শৃণু। যস্মিন্ সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি।
পাষাণদার্ব্বোরাত্মেশঃ স্বয়ংব্যক্তং হি তৎ স্মৃতম্।
দুর্ল্লভত্বাৎ স্বয়ংব্যক্তমূর্ত্তেঃ শ্রীবৈষ্ণবোত্তমঃ।
যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপিতাং মূর্ত্তিমর্চ্চয়েৎ ॥

শ্রিয়ো মহালক্ষ্ম্যাঃ চৈতন্যং জীবনরূপো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ। স্বমতে তু নিজভক্তৌ সর্ব্বেষামেব চেতয়িতৃত্বেন শ্রীচৈতন্য ইতি বিখ্যাতঃ শ্রীশচীনন্দনস্তস্য প্রসাদেন মূর্ত্তেঃ শ্রীভগবৎপ্রতিকৃতেঃ অর্চ্চায়াঃ পূজায়া বিধিরুচ্যতে লিখ্যতে। নন্বু সর্ব্বাধিষ্ঠানতঃ শ্রীশালগ্রামশিলায়া মাহাত্ম্যমধিকং লিখিতমিতি তৎপূজাবিধিরেব লিখিতুং যুজ্যতে, তত্র লিখতি। গোকুলোৎসবং তস্য চৈতন্যস্য রূপং তৎ অনির্ব্বচনীয়ং বা রূপং ষষ্টুকামস্য পূজয়িতুমিচ্ছতো জনস্য। কুতঃ। মনোজ্ঞং চিত্তাকর্ষকং। শ্রীমূর্ত্তিমন্তরেণ মনঃসন্তোষো ন স্যাদিতি তদ্ভক্তানাং তৎপূজৈবোপযুক্তেতি ভাবঃ। অতএব তত্ত্বদীপং সুরভিঘৃতসংসিক্তকর্পূরবর্ত্ত্যা দীপ্তং দৃষ্ট্যাগতিবিশদধীঃ পাদপর্য্যন্তমুচ্চৈরিত্যাদিবচনৈঃ ক্রমদীপিকাদৌ দৃষ্ট্যাদিনির্দ্দেশেন শ্রীমূর্ত্তিপূজৈবাভিপ্রেতেতি দিক্ ॥ ১ ॥ স্বয়ংব্যক্তাঃ শ্রীরঙ্গশায়িপ্রভৃতয়ঃ। স্বয়ং সাক্ষাদেব কৃষ্ণঃ। প্রতিষ্ঠয়া কৃত্বা কৃষ্ণঃ স্যাৎ ॥ ২ ॥ অর্চ্চায়াঃ পূজায়াঃ আবসথং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি বাসুদেবের মনোমোহন গোকুলোৎসবস্বরূপ মূর্ত্তি পূজা করিতে অভিলাষী, তাঁহার জন্য শ্রীশচীসুতদেবের অনুকম্পায় মূর্ত্তিপূজার বিধি লিপিবদ্ধ করিতেছি। (জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যখন শালগ্রামই ভগবানের প্রধান অধিষ্ঠান, তখন শালগ্রাম শিলাকেই অর্চ্চনা করা উচিত, তবে মূর্ত্তি-পূজাবিধি লিখিত হইতেছে কেন? তাহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, শ্রীমূর্ত্তির অসাধারণ রূপ দেখিলে সহজেই চিত্ত সমাকৃষ্ট হয়; সুতরাং শ্রীমূর্ত্তিই অর্চ্চনা করা ভগবদ্ভক্তগণের কর্ত্তব্য)। ১। মূর্ত্তি দ্বিবিধ,—স্বয়ংপ্রকাশিত আর স্থাপিত। স্বয়ংপ্রকাশিতকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া জানিবে। যাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাকেই স্থাপিত কহে। ২। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে যে, হে দেবি! হরির পূজাস্থান বলিতেছি, অবধান কর।

অথ শ্রীমূর্ত্তিপূজনমাহাত্ম্যং।

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—

নৈকং স্ববংশস্তু নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ। অর্চ্চায়ামীপ্সিতং নৃণাং ফলং যাগাদিদুর্ল্লভং।
প্রতিমামাশ্রিতোঽভীষ্টপ্রদাং কল্পলতাং যথা॥ ৪॥

অথ মূর্ত্তেঃ প্রসাদনং আত্মাদিশুদ্ধয়শ্চ।

শ্রীমূর্ত্তিং ক্ষালনার্হাস্তু শস্তগন্ধজলাদিনা। প্রক্ষালয়েত্তদন্যান্তু মূলমন্ত্রেণ মার্জয়েৎ॥ ৫॥
শ্রীমূর্ত্তিহৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বমন্ত্রং চাষ্টধা জপেৎ। এবং প্রসাদনং মূর্ত্তেরাত্মনস্তৎপ্রসাদনাৎ।
শুদ্ধিরেকা দ্বিতীয়া তু স্যাদব্যগ্রতয়াপি চ॥ ৬॥
স্থানশুদ্ধিস্তথা দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ লিখিতা পুরা। ইতি প্রকারভেদেন ভবেচ্ছুদ্ধিচতুষ্টয়ং॥

অর্চ্চায়াং শ্রীমূর্ত্তৌ। নৃণামীপ্সিতং ফলং যাগাদিদুর্ল্লভমপি সা দদাতি॥ ৪॥

প্রক্ষালনার্হাং শৈলী-লৌহী-প্রতিকৃতিং। তদন্যাং লেপ্যাদ্যাং॥ ৫॥ অষ্টধা বারাষ্টকং। আত্মশুদ্ধিম্ অব্যগ্রত্বাদিনা। যদ্যপি পূজারম্ভাদেব সা সদাপেক্ষ্যতে তথাপি বহিঃ শ্রীমূর্ত্তিপূজায়ামবশ্যাপেক্ষ্যত্বাৎ শুদ্ধিপ্রসঙ্গাদ্বাত্র লিখিতা॥ ৬॥ ননু কচিৎ শুদ্ধিচতুষ্টয়ং কচিচ্চ শুদ্ধিষট্কং শ্রূয়তে, অত্র তু মূর্ত্তিশুদ্ধিরাত্মশুদ্ধিশ্চেতি শুদ্ধিদ্বয়মাত্রং লিখিতং, তৎ কুত ইত্যতো লিখতি স্থানেতি। পুরা পূর্ব্বং দেবালয়মার্জ্জনাদিপ্রকরণে স্থানশুদ্ধিঃ শঙ্খপ্রতিষ্ঠাশেষে চ শঙ্খোদকাদিনা দ্রব্যশুদ্ধির্লিখিতা ইতি। অনেন প্রকারেণ ভেদোঽত্রায়ং জ্ঞেয়ঃ। প্রক্ষালনাদিনা শ্রীমূর্ত্তিশুদ্ধিঃ শোধনপ্রোক্ষণাদিনা দ্রব্যশুদ্ধিরব্যগ্রত্বেন চাত্মশুদ্ধিরভিব্যপ্তিতৈব। তত্র চ আত্মতত্ত্বায় নমঃ,

---

উহা দ্বিবিধ;—স্থাপিত ও স্বয়ংপ্রকাশিত। পাষাণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও লৌহ প্রভৃতি দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি গঠিত করত শ্রুতি স্মৃতি ও তন্ত্রকথিত বিধানে প্রতিষ্ঠাকে স্থাপন কহে। স্বয়ংপ্রকাশিতের কথা বলি অবধান কর। আত্মেশ্বর হরি ধরাতলে যে শিলা অথবা কাষ্ঠে নরগণের নিকটে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেই স্বয়ংপ্রকাশিত বলা যায়। স্বয়ংপ্রকাশিত মূর্ত্তি সহজপ্রাপ্য নহে, সুতরাং যথাবিধি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক স্থাপিত মূর্ত্তির পূজা করিবে।

অনন্তর শ্রীমূর্ত্তিপূজার মাহাত্ম্য।—হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে যে, অর্চ্চনা করিলে কেবল স্বীয় কুল নহে, সেই অর্চ্চক নিখিল জগৎ উদ্ধার করিয়া থাকেন। মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিলে যাগাদি-দুর্ল্লভ ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কল্পলতাবৎ প্রতিমাকে আশ্রয় করিলেও মনোভীষ্ট সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। ৪।

অতঃপর শ্রীমূর্ত্তিসংস্কার ও আত্মাদি শোধন।—ক্ষালন-যোগ্য (পাষাণময়ী বা লৌহময়ী) মূর্ত্তিকে প্রশস্ত গন্ধজলাদি দ্বারা ধৌত করিবে। ক্ষালনের অযোগ্য (লেপ্য-লেখ্যময়ী প্রভৃতি) মূর্ত্তিকে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবে। ৫। শ্রীমূর্ত্তির হৃদয় স্পর্শ পূর্ব্বক অষ্টবার স্বীয় মন্ত্র জপ করিতে হয়। এইরূপ মূর্ত্তিসংস্কার করিলে একরূপ আত্মশোধন হইয়া থাকে। চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন দ্বারা দ্বিতীয়তঃ আত্মশুদ্ধি হয়।৬। ইত্যগ্রে স্থানশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি লিখিত হইয়াছে। এইরূপ গণনা দ্বারা শুদ্ধি চতুর্ব্বিধ হয়। নারদ বলিয়াছেন যে, পুষ্প দ্বারা সলিল

উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন।—

পুষ্পেণাম্বু গৃহীত্বা তু প্রোক্ষয়েৎ সর্ব্বসাধনং। মলস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ পাত্রে দেবং নিধায় চ ॥

অন্যেনাপি।—

পুষ্পাক্ষতাদিদ্রব্যাণাং কুর্য্যান্মন্ত্রাদিশোধনং। ক্ষালনেনাম্বুলেপাদের্ম্মূর্ত্তিশুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥

অব্যগ্রত্বেনাত্মশুদ্ধিং ক্ষিতিশুদ্ধিং ততশ্চরেৎ ॥ ইতি ॥

মন্ত্রশুদ্ধিং পরাং চিত্তশুদ্ধিং চেচ্ছন্তি কেচন। এবং ষট্ শুদ্ধয়ঃ পুণ্যাঃ সম্প্রদায়ানুসারতঃ ॥ ৭ ॥

অথ পীঠপূজা।

তাম্রাদিপীঠে শ্রীখণ্ডাদ্যালিপ্তেঽষ্টদলং লিখেৎ। সকর্ণিকং ত্রিবৃত্তাঢ্যং পদ্মং ষোড়শকেশরং।

সদলাগ্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারবিভূষিতং। পূজামন্ত্রং সমুদ্ধৃত্য পীঠার্চ্চাং তত্র সাধয়েৎ ॥ ৮ ॥

বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, শ্রীভগবত্তত্ত্বায় নম ইত্যুক্ত্বা প্রোক্ষণীপাত্রনিহিতেন কিঞ্চিদভিমন্ত্রিতশঙ্খজলেন তুলসীদলগৃহীতেন স্বমূর্দ্ধন্যভিষেকং কুর্য্যাদিত্যেবমাত্মশুদ্ধিং কেচিন্মন্যন্তে। স্থানশুদ্ধিশ্চ সংমার্জনালেপনাদিনা বেদিকামণ্ডলনির্ম্মাণাদিনা চ। তথা চোক্তং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং।—বিলিপ্য বেদিকাং সম্যঙ্মণ্ডলং তত্র কারয়েৎ। রক্তৈস্তণ্ডুলচূর্ণৈশ্চ নীল-পীত-সিতাসিতৈঃ। লিখেদষ্টদলং পদ্মং চতুরস্রং সমাবৃতং। ষট্‌কোণং কর্ণিকামধ্যে কোণাগ্রে বৃত্তসংবৃতং। সাধ্যমেব ততঃ শোভা-রেখাভিরুপশোভিতং। সংপূজ্য মণ্ডলঞ্চৈব তত্র সিংহাসনং ন্যসেৎ। চন্দ্রাতপপতাকৈশ্চ তোরণৈরপি সর্ব্বতঃ। চিত্রিতং তত্র তত্রাপি ভিত্তিস্তম্ভস্থলাদিষ্বিতি। এতচ্চ কেষাঞ্চিন্মতে শ্রীরঘুনাথপূজাবিষয়ং। ক্রমদীপিকাকারাদিমতে চ দীক্ষাবিধিবিষয়মেবেতি। মন্ত্রশুদ্ধিশ্চ অস্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রশুদ্ধিং পরিকল্পয়ামীত্যেবং। চিত্তশুদ্ধিশ্চ চিন্তান্তরপরিত্যাগাদিনেত্যেবং ষট্ শুদ্ধয়ঃ। তাশ্চ সর্ব্বা এব পরিপাল্যা বৈষ্ণবৈঃ, কিন্তু নিজসম্প্রদায়ানুসারেণেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তাম্রাদিরচিতপীঠে শ্রীখণ্ডং চন্দনং তদাদিনা আলিপ্তে অষ্টদলং ষোড়শকেশরং সকর্ণিকং বৃত্তত্রয়যুক্তং দলাগ্রসহিতঞ্চ পদ্মং লিখেৎ। এবং পূজাযন্ত্রং সম্যক্ উদ্ধৃত্য অঙ্কয়িত্বা তত্র তস্মিন্ যন্ত্রে পীঠস্য অর্চ্চাং পূজাং সাধয়েৎ নিষ্পাদয়েৎ, তত্র চার্ঘ্যজলেনাভ্যুক্ষ্য কুর্য্যাদিতি সদাচারতো

গ্রহণ পূর্ব্বক নিখিল পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে পাত্রোপরি দেবতাকে স্থাপনপূর্ব্বক মলস্নান করাইতে হইবে। অন্য ব্যক্তিও বলিয়াছেন যে, মন্ত্রাদি দ্বারা কুসুম ও অক্ষতাদি সামগ্রীর শোধন করিবে এবং জল ও চন্দন দ্বারা ধৌত করত প্রতিমার বিশুদ্ধি করিবে। চিত্তস্থৈর্য্য দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিয়া তৎপরে স্থানশুদ্ধি করিতে হইবে। এই স্থানে কোন কোন ব্যক্তি মন্ত্রশুদ্ধি ও মনঃশুদ্ধির বিধি দিয়া থাকেন। এইরূপে সম্প্রদায়ানুসারে শুদ্ধি ষড়্‌বিধ; এই ষট্‌প্রকার শুদ্ধিই পবিত্রতা উৎপাদন করে। (ষড়্‌বিধ শুদ্ধিসম্পাদনই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বীয় সম্প্রদায়-বিহিত আচার পালনীয় অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ে যে প্রকার আচার বিহিত আছে, তদনুগামী হইতে হয়)। ৭।

অতঃপর পীঠপূজা।—তাম্রাদিগঠিত পীঠে চন্দনাদি লেপন পূর্ব্বক তাহাতে চতুর্দ্বার-সমলঙ্কৃত চতুষ্কোণ মধ্যে অষ্টদলে কেশর-ষোড়শ ও বৃত্তত্রয়-সমন্বিত কর্ণিকা সহ দলাগ্রবিশিষ্ট পদ্ম অঙ্কিত

পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্ গুরুপাদুকাং। নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্॥৯
দক্ষিণে চার্চ্চয়েদ্দুর্গাং গণেশঞ্চ সরস্বতীং। তত্র প্রাগ্ লিখিতন্যাসস্যানুসারেণ পূজয়েৎ ॥ ১০ ॥
মধ্যে আধারশক্ত্যাদীন্ ধর্ম্মাদীংশ্চ বিদিক্ষ্বথ। অধর্ম্মাদীংশ্চতুর্দ্দিক্ষ্বনন্তাদীন্ মধ্যতঃ পুনঃ।
শক্তীর্নবাষ্টপত্রেষু কর্ণিকায়াঞ্চ পূজয়েৎ। তথা তদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতং ॥ ১১ ॥

জ্ঞেয়ং ॥ ৮ ॥ ভগবতো বাম ইতি বায়ুকোণাদীশানকোণপর্য্যন্তদেশে ইত্যর্থঃ। শ্রীগুরূন্ নিজ-গুরু-পরাপরগুরু-মহাগুরু-পরমেষ্ঠিগুরূন্ যজেৎ। ক্বচিচ্চ শ্রীগুরু-পরমগুরু-পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নম ইত্যাদিঃ। কেচিদত্রাদ্যাক্ষরবিন্দুসহিতং বীজত্বেনাদৌ প্রযুঞ্জতে গুং গুরুভ্যো নম ইতি। তথা গুরুপাদুকাশ্চ শ্রীনারদাদীংশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধান্ অন্যাংশ্চাধুনিকান্ ভাগবতান্ যজেৎ। প্রয়োগঃ।—ওঁ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যো নম ইত্যাদিঃ ॥ ৯ ॥ ভগবতো দক্ষিণে চ ভাগে দুর্গাদীনর্চ্চয়েৎ। তত্তৎপরি-চ্ছদাদিসমেতানিতি জ্ঞেয়ং। ততস্তদনন্তরং প্রাক্ পূর্ব্বং পীঠন্যাসে লিখিতস্য ন্যাসস্য পীঠন্যাসস্যানু-সারেণ যত্র যস্য পূজা যেন ক্রমেণ লিখিতাস্তি তথৈব পুষ্পাদিনা তাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০॥ তদেব বিশেষ্য দর্শয়তি মধ্যে ইতি দ্বাভ্যাং। পীঠমধ্যে আধারশক্ত্যাদীন্ পূজয়েৎ। আদিশব্দেন প্রকৃতি-কূর্ম্মানন্ত-পৃথিবী-ক্ষীরসমুদ্র-শ্বেতদ্বীপ-রত্নমণ্ডপ-কল্পবৃক্ষাঃ। অত্র চ পূর্ব্ববদেব ক্ষীরসমুদ্রাদিস্থানে তত্তৎপরিবর্ত্তেন শ্রীমথুরাদ্যা একান্তিভিঃ পূজ্যা ইতি বোদ্ধব্যং। প্রয়োগঃ।—ওঁ আধারশক্তয়ে নম ইত্যাদিঃ। এবমগ্রেঽপি। অথানন্তরং বিদিক্ষু কোণেষু ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েৎ। আদিশব্দেন জ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণি চতুর্দ্দিক্ষু পূর্ব্বাদিদিক্চতুষ্টয়ে অধর্ম্মাদীন্ পূজয়েৎ। আদিশব্দেনাজ্ঞানাবৈরা-গ্যানৈশ্বর্য্যাণি। পুনশ্চ পীঠমধ্যএব অনন্তাদীন্ পূজয়েৎ। আদিশব্দেন পদ্ম-সূর্য্যমণ্ডল-সোমমণ্ডল-বহ্নিমণ্ডলানি সত্ত্বরজস্তমাংসি আত্মান্তরাত্ম-পরমাত্মানশ্চ। অষ্টসু পত্রেষু পূর্ব্বাদিদলক্রমেণ কেশর-মধ্যে বিমলাদ্যষ্টশক্তীঃ কর্ণিকায়াং চানুগ্রহাং শক্তিং পূজয়েদিত্যর্থঃ। শক্তয়শ্চ—বিমলোৎ-কর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা প্রহ্বী সত্যেশানা ইত্যষ্ট নবমী চানুগ্রহেতি। যথোদিতমিতি সূর্য্যাদিমণ্ডলং তত্তদ্বীজাক্ষরেণ সহ সত্ত্বাদীন্ তত্তদাদ্যাক্ষরৈঃ সহ জ্ঞানাত্মানঞ্চ ভুবনেশ্বরীবীজেন সহ পূর্ব্ববৎ পূজয়েদিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োগঃ। ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ।

করিবে। ঐরূপ পূজাযন্ত্র লিখিয়া তাহাতে পীঠার্চ্চনা করিতে হয়। ৮। পীঠে ভগবানের বামদিকে শ্রীগুরুপরম্পরা, গুরুপাদুকা, নারদাদি পুরাতন সিদ্ধ ও অপরাপর আধুনিক বৈষ্ণব-গণের অর্চ্চনা করিবে। ৯। দক্ষিণভাগে বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদ-সমন্বিত দুর্গা, গণপতি ও সরস্বতী ইঁহাদের অর্চ্চনা করিবে। এই সমস্ত পূজা পূর্ব্বোক্ত ন্যাসানুসারে কর্ত্তব্য। ১০। মধ্যভাগে আধারশক্ত্যাদি, কোণসমূহে ধর্ম্মাদি, চতুর্দ্দিকে অধর্ম্মাদি, পুনরায় মধ্যভাগে অনন্তাদি এবং অষ্টপত্রে ও কর্ণিকাতে ক্রমান্বয়ে নবশক্তির অর্চ্চনা করিবে। উহার উপরে যথাকথিত-রূপে পীঠমন্ত্রে অর্থাৎ তত্তদ্বীজ সহ সূর্য্যাদিমণ্ডলের ও তত্তদাদ্যক্ষর সহ সত্ত্বাদির এবং হ্রীং বীজ সহ জ্ঞানাত্মার পূজা করিবে। ১১। * তৎপরে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ পীঠে শ্রীমূর্ত্তি

---

* প্রয়োগ যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ প্রভৃতি। এবং ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ। ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যাদিরূপে প্রয়োগ করিবে।

তৎপীঠে মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্ত্তিং স্থাপয়েদথ। পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বেষ্টদেবরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১২ ॥
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং। নিজেষ্টদেবমূর্ত্তেশ্চ পরমৈক্যং বিভাবয়েৎ ॥ ১৩ ॥

অথাবাহনাদীনি।

ততো দেবার্চ্চনে প্রৌঢ়পাদতায়া নিষেধনাৎ। ভূমৌ নিহিতপাদঃ সন্ কুর্য্যাদাবাহনাদিকং॥
যচ্চাবাহ্যমধিষ্ঠানং তত্রাবাহনমাচরেৎ। শালগ্রামস্থাপনে চ নাবাহনবিসর্জনে ॥

তথা চোক্তং।—

উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থাবরে বৈ যথা তথা। শালগ্রামার্চ্চনে নৈব হ্যাবাহনবিসর্জনে ॥
শালগ্রামে তু ভগবানাবির্ভূতো যথা হরিঃ। ন তথান্যত্র সূর্য্যাদৌ বৈকুণ্ঠেঽপি চ সর্ব্বগঃ ॥১৪॥

অথাবাহনাদিবিধিঃ।

আবাহনাদিমুদ্রাশ্চ সংদর্শ্যাবাহনং বুধঃ। তথা সংস্থাপনং সন্নিধাপনং সন্নিরোধনং।
সকলীকরণং চাবগুণ্ঠনঞ্চ যথাবিধি। অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ পরমীকরণং তথা ॥ ১৫ ॥

ওঁ বং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি। ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইতি চ ॥ ১১ ॥ তস্মিন্ পূজিতে পীঠে ॥ ১২ ॥ নিজেষ্টদেবস্য মূর্ত্তেশ্চ পীঠস্থাপিতভগবৎপ্রতিকৃতেঃ পরম্ অত্যন্তম্ ঐক্যম্ অভিন্নত্বং সঞ্চিন্তয়েৎ ॥ ১৩ ॥

প্রৌঢ়পাদতালক্ষণমাদৌ লিখিতমেবাস্তি। আদিশব্দেন সংস্থাপনাদি, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। আবাহ্যম্ আবাহনযোগ্যম্ অস্থিরাদি। তত্র তস্মিন্ অধিষ্ঠানে আবাহনং বিসর্জনঞ্চ নাচরেৎ। যদ্যপি মূর্ত্ত্যর্চ্চাবিধিরুচ্যতে ইতি পূর্ব্বলিখনাচ্ছ্রীমূর্ত্তিপূজৈব প্রস্তুতাস্তি, তথাপ্যাবাহনাদিপ্রসঙ্গেঽস্মিন্ শালগ্রামাবাহননিষেধাদিকং লিখিতমিতি দিক্ ॥ ১৪ ॥

আবাহনাদিকরণপ্রকারমেব লিখতি। আবাহনাদীতি দ্বাভ্যাং। আবাহনাদিমুদ্রা আদৌ সম্যক্ দর্শয়িত্বা পশ্চাদাবাহনং তথা সংস্থাপনাদিকঞ্চ বুধো যথাবিধি কুর্য্যাদিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। বিধিশ্চায়ং—শ্রীকৃষ্ণ ইহাবহ ইহাবহ ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সকলীকুরু ইহ সকলীকুরু ইহাবগুণ্ঠস্ব ইহাবগুণ্ঠস্ব ইহ পরমীকুরু

সংস্থাপন করিতে হয়। কুসুমাঞ্জলি লইয়া ইষ্টদেবরূপে চিন্তা করিবে। ১২। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত চিন্তা করিবে যে, স্বীয় ইষ্টদেব ও প্রতিমাতে কোন প্রভেদ নাই। ১৩।

অতঃপর আবাহনাদি।—পরে ভূতলে পদ স্থাপন পূর্ব্বক আবাহনাদি করিতে হইবে; কেননা, পূজাক্রিয়ায় প্রৌঢ়পাদ হওয়া নিষিদ্ধ। যোগ্য অধিষ্ঠানে আবাহন করিতে হয়। শালগ্রামস্থাপনে আবাহন নাই, বিসর্জ্জনও নাই। এই বিষয়েই কথিত হইয়াছে যে, স্থাবর প্রতিমার ন্যায় শালগ্রামশিলাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই; সর্ব্বত্রগামী ভগবান্ হরি শালগ্রামে যেরূপ প্রকাশিত হয়েন, ভাস্করাদি অপরাপর অধিষ্ঠানে অথবা বৈকুণ্ঠেও সেরূপ হয়েন না। ১৪ ॥

অনন্তর আবাহনাদিবিধি।—সুধী ব্যক্তি সম্যক্রূপে আবাহনাদি মুদ্রা দেখাইয়া বিধানে

অথাবাহনাদ্যর্থঃ।

আগমে।—আবাহনঞ্চাদরেণ সংমুখীকরণং প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতং।
তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনং। ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থাপনং সন্নিরোধনং।
সকলীকরণঞ্চোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনং। আনন্দঘনতাত্যন্তপ্রকাশো হ্যবগুণ্ঠনং।
অমৃতীকরণং সর্ব্বৈরেবাঙ্গৈরবরুদ্ধতা। পরমীকরণং নামাভীষ্টসম্পাদনং পরং॥ ১৬॥

অথাবাহনমাহাত্ম্যং।

নারসিংহে।—
আগচ্ছ নরসিংহেতি আবাহ্যাক্ষতপুষ্পকৈঃ। এতাবতাপি রাজেন্দ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ইতি॥
ন্যস্যেদ্যথাসম্প্রদায়ং দেবেঽঙ্গাদীনি পূর্ব্ববৎ। শঙ্খচক্রাদিকাশ্চাথ মুদ্রা বিদ্বান্ প্রদর্শয়েৎ॥
তথা চ তত্ত্বসারে।—
আবাহনাদিমুদ্রাশ্চ দর্শয়িত্বা ততঃ পুনঃ। অঙ্গন্যাসঞ্চ দেবস্য কৃত্বা মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ॥

ইহ পরমীকুরু ইতি ক্রমাদ্‌ব্রূয়াদিতি। আবাহনাদ্যষ্টমুদ্রাশ্চাগ্রে লেখ্যাঃ। কেচিচ্চাহুঃ ক্রমেণ মুদ্রাঃ প্রদর্শয়ন্ তত্র ক্রমেণ তত্তদ্‌ব্রূয়াদিতি॥ ১৫॥

তস্য প্রভোঃ সর্ব্বাঙ্গস্য প্রকাশনমভিব্যঞ্জনং সকলীকরণং। কেচিচ্চ অঙ্গৈরেবাঙ্গ-বিন্যাসং সকলীকরণং বিদুরিতি বচনাপেক্ষয়া শ্রীমদঙ্গেষু মন্ত্রাঙ্গন্যাসং সকলীকরণং মন্যন্তে। তন্মতে চাবাহনাদিচতুষ্টয়মাদৌ কৃত্বা পশ্চাদঙ্গন্যাসং বিধায় ততোঽবগুণ্ঠনাদিকং কুর্য্যাদিতি॥১৬॥

দেবে শ্রীভগবন্মূর্ত্তৌ মন্ত্রস্যাঙ্গাদীনি ন্যস্যেৎ। আদিশব্দেনাক্ষরাদি। পূর্ব্ববদিতি যত্র যস্য

আবাহন, সংস্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সকলীকরণ, অবগুণ্ঠন, অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ সম্পাদন করিবেন। ১৫। *

অনন্তর আবাহনাদির অর্থ।—আগমে লিখিত আছে যে, সাদরে প্রভুর অভিমুখীকরণকে আবাহন বলে। ভক্তি সহকারে স্থাপনের নাম সংস্থাপন। "তবাস্মি" এই কথা বলিয়া আপনাকে তদীয় দাসরূপে প্রদর্শনের নাম সন্নিধাপন। ক্রিয়া-সমাপ্তি যাবৎ স্থাপনকে সন্নিরোধ কহে। তদীয় সর্ব্বাঙ্গপ্রকাশের নাম সকলীকরণ। অতীব গাঢ় আনন্দ প্রকটনকে অবগুণ্ঠন কহে। নিখিল অঙ্গ দ্বারা অবরুদ্ধ করাকে অমৃতীকরণ বলা যায়। অভীষ্ট সম্পাদনকে পরমীকরণ কহে। ১৬।

অতঃপর আবাহনমাহাত্ম্য।—অক্ষত ও কুসুম দ্বারা "নরসিংহ আগচ্ছ" বলিয়া আবাহন করিতে হয়। হে রাজসত্তম! কেবলমাত্র এই আবাহন দ্বারাই নিখিল পাতক বিদূরিত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে যেপ্রকার উপদেশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুধী ব্যক্তি তদ্রূপে সম্প্রদায়ানু-সারে দেবাঙ্গাদি ন্যাস করিবেন এবং শঙ্খ-চক্রাদি মুদ্রাও প্রদর্শন করিতে হইবে। তত্ত্বসারে

* "শ্রীকৃষ্ণ ইহ আবহ ইহ আবহ" ইত্যাদি বিধানে ঐ সকল কার্য্য করিবে। উপরোক্ত টীকাতে তৎসমস্ত সবিস্তার লিখিত আছে। কোন কোন পণ্ডিত এই প্রকার বলিয়া থাকেন যে, একেবারে আবাহনাদি মুদ্রাষ্টক দেখাইয়া পরে যথাক্রমে আবাহনাদি করিবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আবাহনাদির সঙ্গে সঙ্গেই সেই সেই মুদ্রা দেখাইতে হয়।

অথ মুদ্রাঃ।

আগমে।—আবাহনীং স্থাপনীঞ্চ তথান্যাং সন্নিধাপনীং। সন্নিরোধকরীঞ্চান্যাং সকলীকরণীং পরাং।
তথাবগুণ্ঠনীং পশ্চাদমৃতীকরণীং তথা। পরমীকরণীং চান্যাং প্রাগষ্টৌ দর্শয়েদিমাঃ॥
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং মুষলং শার্ঙ্গমেব চ। খড়্গং পাশাঙ্কুশৌ তদ্বদ্বৈনতেয়ং তথৈব চ।
শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বেণুমভীতিবরদৌ তথা। বনমালাং তথা মন্ত্রী দর্শয়েৎ কৃষ্ণপূজনে॥
মুদ্রা চাপি প্রয়োক্তব্যা নিত্যং বিল্বফলাকৃতিঃ। ইত্যেতাশ্চ পুনঃ সপ্তদশ মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ॥
গন্ধদিগ্ধৌ করৌ কৃত্বা মুদ্রাঃ সর্ব্বত্র যোজয়েৎ। যোঽন্যথা কুরুতে মূঢ়ো ন সিদ্ধঃ ফলভাগ্ভবেৎ॥১৭

অথ মুদ্রামাহাত্ম্যং।

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—
এতাভিঃ সপ্তদশভির্মুদ্রাভিস্তু বিচক্ষণঃ। যো বৈ মামর্চ্চয়েন্নিত্যং মোহয়েৎ স সুরেশ্বরং।

ন্যাসো লিখিতোঽস্তি তথৈব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ পূর্ব্বং স্বস্মিন্ পঞ্চাঙ্গাদিন্যাসপ্রসঙ্গে তথা ধ্যানানন্তরমন্তর্যাগে পীঠপূজামনু স্বহৃদি চিন্তিতশ্রীভগবন্মূর্ত্তৌ ন্যাসপ্রসঙ্গে চ লিখিতমস্ত্যেব। দেবাঙ্গেষু মন্ত্রাদিন্যাসো নাম দেবেন সহ মন্ত্রস্যৈক্যাপাদনায়েতি পূর্ব্বং লিখিতমেব॥ ১৭॥

সুরেশ্বরম্ ইন্দ্রং দ্রাবয়েৎ স্বর্গাচ্চালয়েদপি। এবং ততস্তাভ্যো মুদ্রাভ্যো নিজাভীষ্টং পাপ্নুয়াৎ। যদ্বা। সুরেশ্বরং ভগবন্তং শ্রীরামমেব ততশ্চ দ্রাবয়েদিতি বৈকুণ্ঠান্নিজপার্শ্বং দ্রুতং প্রাপয়েৎ। দ্রুতহৃদয়ং কুর্য্যাদিতি বা। ততস্তদনন্তরং তস্মাদ্বা সুরেশ্বরাদিতি॥ ১৮॥ অসৌ নর ইমাং বিল্বাখ্যাং মুদ্রাং জানন্ তৎ দুষ্কৃতচয়ং পাপসমূহম্ অখিলং নিঃশেষং ক্ষপয়তি বিনাশয়তি। কং?—যৎ মনোবাক্কায়ৈঃ ইহ অস্মিন্ জন্মনি পুরা পূর্ব্বজন্মনি চ অমত্যা অজ্ঞানেন মত্যা বা জ্ঞানেন বিহিতং। দিবারাত্রিবিহিতমিতি পাঠে দিনে রাত্রৌ চ কৃতং। যত্তদোর্ন-পুংসকত্বং মহাকবিস্বাতন্ত্র্যাদব্যয়ত্বাদ্বা। যদ্বা যৎ যস্মাৎ ক্ষপয়তি তত্তস্মান্নমন্তীত্যন্বয়ঃ। মুদ্রালক্ষণানি চ গুহ্যত্বান্ন লিখিতানি। তথা চোক্তং।—গুরুং প্রকাশয়েদ্বিদ্বান্মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ। অক্ষমালাঞ্চ মুদ্রাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েদিতি। অত্র চ তদ্বিজ্ঞানার্থমুদ্দিশ্যন্তে। তথা চাগমে।—সম্যক্ সংপুটিতৈঃ পুষ্পৈঃ করাভ্যাং কল্পিতোঽঞ্জলিঃ। আবাহনী সমাখ্যাতা মুদ্রা

লিখিত আছে যে, আবাহনাদি মুদ্রা-সমূহ দেখাইয়া তৎপরে দেবাঙ্গে অঙ্গন্যাস করত মুদ্রা-সমূহ প্রদর্শন করিতে হয়।

অনন্তর মুদ্রা-সমূহ।—আগমে লিখিত আছে যে, অর্চ্চনায় মন্ত্রী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধনী, সকলীকরণী, অবগুণ্ঠনী, অমৃতীকরণী ও পরমীকরণী এই অষ্টবিধ মুদ্রা দেখাইবেন। তদনন্তর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মুষল, শার্ঙ্গ, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গরুড়, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বেণু, অভয়, বর ও বনমালা এই সমস্ত মুদ্রা দেখাইতে হয়। প্রত্যহ (পূজাকালে) বিল্বফলাকারা মুদ্রা প্রদর্শন কর্ত্তব্য। পুনরায় ঐ সপ্তদশসংখ্য মুদ্রা দেখাইবেন। সকল মুদ্রা-প্রদর্শন-ক্রিয়াতেই করদ্বয় চন্দনাক্ত করত প্রয়োগ করিতে হয়। যে মূর্খ ইহার অন্যথা করে, তাহার কিছুই সিদ্ধ হয় না এবং সে কোনরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না। ১৭।

দ্রাবয়েদপি বিপ্রেন্দ্র ততঃ প্রার্থিতমাপ্নুয়াৎ॥ ১৮॥

ক্রমদীপিকায়াঞ্চ বিল্বমুদ্রামধিকৃত্য।—

মনো-বাণী-দেহৈর্যদিহ বপুষা বাপি বিহিত-মমত্যা মত্যা বা তদখিলমসৌ দুষ্কৃতচয়ং।

দেশিকসত্তমৈঃ। ১। অধোমুখীকৃতৈস্তু সর্ব্বৈঃ স্থাপনীতি নিগদ্যতে। ২। আশ্লিষ্টমুষ্টিযুগলা প্রোন্নতাঙ্গুষ্ঠযুগ্মকা। সন্নিধানে সমুদ্দিষ্টা মুদ্রেয়ং তন্ত্রবেদিভিঃ। ৩। অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব সন্নিরোধে সমীরিতা। ৪। অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসঃ সকলীকরণী মতা। ৫। সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা যদি। ৬। অন্যোন্যাভিমুখাঃ সর্ব্বাঃ কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথা তর্জ্জনিমধ্যা চ ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। ৭। অন্যোন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতকরাঙ্গুলিঃ। মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ। ৮। বামাঙ্গুষ্ঠং বিধৃত্যৈবং মুষ্টিনা দক্ষিণেন তু। তন্মুষ্টেঃ পৃষ্ঠতো দেশে যোজয়েচ্চতুরঙ্গুলীঃ। কথিতা শঙ্খমুদ্রেয়ং বৈষ্ণবার্চ্চনকর্ম্মণি। ৯। অন্যোন্যাভিমুখাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠযুগলে যদি। বিস্তৃতাশ্চেতরাঙ্গুল্যস্তদাসৌ দর্শনী মতা। ১০। অন্যোন্যগ্রথিতাঙ্গুল্য উন্নতৌ মধ্যমৌ যদি। সংলগ্নৌ চ তদা মুদ্রা গদেয়ং পরিকীর্ত্তিতা। ১১। পদ্মাকারাবাভিমুখ্যেন পাণী মধ্যেঽঙ্গুষ্ঠৌ শায়িতৌ কর্ণিকাবৎ। পদ্মাখ্যেয়ং সৈব সংলগ্নমধ্যা স্পৃষ্টাঙ্গুষ্ঠা বিল্বসংজ্ঞেব মুদ্রা। ১২। অগ্রে তু বামমুষ্টেশ্চ ইতরা তু যদা মতা। তদেয়ং কৃতিভির্মুদ্রা জ্ঞেয়া মুষলসংজ্ঞিতা। ১৩। বামস্থতর্জ্জনীপ্রান্তং মধ্যমান্তে নিয়োজয়েৎ। প্রসার্য্য তু করং বামং দক্ষিণং করমেব চ। নিযোজ্য দক্ষিণস্কন্ধে বাণপ্রেরণবত্ততঃ। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকাভ্যাঞ্চ কুর্য্যাদেষা প্রকীর্ত্তিতা। শার্ঙ্গমুদ্রেতি মুনিভির্দর্শয়েৎ কৃষ্ণপূজনে। ১৪। কনিষ্ঠাঽনামিকে দ্বে তু দক্ষাঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতে। শেষে প্রসারিতে কৃত্বা খড়্গমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা।১৫। পাশাকারাং নিযোজ্যৈব বামাঙ্গুষ্ঠাগ্রতর্জ্জনীং। দক্ষিণে মুষ্টিমাদায় তর্জ্জনীঞ্চ প্রসারয়েৎ। তেনৈব সংস্পৃশেন্মন্ত্রী বামাঙ্গুষ্ঠস্য মূলকং। পাশমুদ্রেয়মুদ্দিষ্টা কেশবার্চ্চনকর্ম্মণি। ১৬। তর্জ্জনীমীষদাকুঞ্চ্য শেষেণাপি নিপীড়য়েৎ। অঙ্কুশং দর্শয়েত্তদ্বদ্গৃহীত্বা দক্ষমুষ্টিনা। ১৭। অন্যোন্যপৃষ্ঠে সংযোজ্য কনিষ্ঠে চ পরস্পরং। তর্জ্জন্যগ্রং সমং কৃত্বা কনিষ্ঠাগ্রং তথৈব চ। ঈষদালম্বিতং কৃত্বা ইতরৌ পক্ষবত্ততঃ। প্রসার্য্য গারুড়ী মুদ্রা কৃষ্ণপূজাবিধৌ স্মৃতা। ১৮। অন্যোন্যসংমুখে তত্র কনিষ্ঠাতর্জ্জনীযুগে। মধ্যমানামিকে তদ্বদঙ্গুষ্ঠেন নিপীড়য়েৎ। দর্শয়েদ্বৃদয়ে মুদ্রাং যত্নাচ্ছ্রীবৎসসংজ্ঞিতাং। ১৯। অন্যোন্যাভিমুখে তদ্বৎ কনিষ্ঠে সংনিয়োজয়েৎ। তর্জ্জন্যনামিকে তদ্বৎ করৌ ত্বন্যোন্যপৃষ্ঠগৌ। উৎসিক্তান্যোন্যসংলগ্নৌ বক্ষঃস্থিতকরাঙ্গুলীঃ। বিধায় মধ্যদেশে তু বামমধ্যমতর্জ্জনী। সংযোজ্য মণিবন্ধে তু দক্ষিণে যোজয়েত্ততঃ। বামাঙ্গুষ্ঠে তু মুদ্রেয়ং প্রসিদ্ধা কৌস্তুভাহ্বয়া। কচিচ্চ,—অনামা পৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্থ কনিষ্ঠিকা। কনিষ্ঠয়ান্যয়া বদ্ধা তর্জ্জন্যা দক্ষয়া তথা। বামানামাঞ্চ বধ্নীয়াদ্দক্ষাঙ্গুষ্ঠস্য মূলকে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে বামে

অনন্তর মুদ্রামাহাত্ম্য।—অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রত্যহ এই সপ্তদশসংখ্য মুদ্রা দ্বারা মদীয় অর্চ্চনা করেন, হে বিপ্রসত্তম! তিনি দেবেন্দ্রকেও বিমোহিত ও বিচলিত করিতে সমর্থ হন এবং শেষে অভীপ্সিত বিষয় লাভ করিয়া থাকেন। ১৮। ক্রম-

ইমাং মুদ্রাং জানন্ ক্ষপয়তি নরস্তং সুরগণা নমন্ত্যস্বাধীনা ভবতি সততং সর্ব্বজনতা ॥ ১৯ ॥

সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ। চতস্রোঽন্যোন্যসংলগ্না মুদ্রা কৌস্তভসংজ্ঞিতা। ২০। ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠো লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা। তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সংকুচ্য চালিতাঃ। বেণুমুদ্রেয়মুদ্দিষ্টা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ। ২১। অঙ্গং প্রসারিতং কৃত্বা স্পৃষ্টশাখং বরাননে। প্রাঙ্মুখস্তু ততঃ কৃত্বা অভয়ং পরিকীর্ত্তিতং। ২২। দক্ষং ভুজং প্রসারিত্বা জানুপরি নিবেশয়েৎ। প্রস্থতং দর্শয়েদ্দেবি বরঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ। ২৩। উত্তানতর্জ্জনীভ্যাস্তু উর্দ্ধাধঃপ্রক্রমেণ তু। মালাবং ক্রমবিস্তারা বনমালা প্রকীর্ত্তিতা। ২৪। ক্রমদীপিকায়াং।—অঙ্গুষ্ঠং বামমুদ্দণ্ডিতমিতরকরাঙ্গুষ্ঠকেনাথ বদ্ধা, তস্যাগ্রং পীড়য়িত্বাঙ্গুলিভিরপি ততো বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ। বদ্ধা গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলধীর্ব্যাহরন্মারবীজং, বিল্বাখ্যা মুদ্রিকৈষা স্ফুটমিহ কথিতা স্থাপনীয়া বিধিজ্ঞৈঃ। ২৫। অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ।—আবাহনীং স্থাপনীঞ্চ সন্নিধীকরণীং তথা। সুসংনিরোধনীং মুদ্রাং সম্মুখীকরণীং তথা। সকলীকরণীঞ্চৈব মহামুদ্রাং তথৈব চ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধেনু-কৌস্তভ-গারুড়াঃ। শ্রীবৎসং বনমালাঞ্চ যোনিমুদ্রাঞ্চ দর্শয়েৎ। মূলাধারাদ্দ্বাদশান্তমানীতঃ কুসুমাঞ্জলিঃ। ত্রিস্থানগত-তেজোভির্বিনীতঃ প্রতিমাদিষু। আবাহনীয়া মুদ্রা স্যাদেবার্চ্চনবিধৌ মুনে। ১। এষৈবাধোমুখী মুদ্রা স্থাপনে শস্যতে পুনঃ। ২। উন্নতাঙ্গুষ্ঠ-যোগেন মুদ্রা দেবার্চ্চনে বিধৌ। ৩। অঙ্গুষ্ঠগর্ব্বিণী সৈব মুদ্রা স্যাৎ সংনিরোধনী। ৪। উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা। ৫। অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসঃ সকলীকরণী তথা। ৬। অন্যোন্যাঙ্গুষ্ঠসংলগ্না বিস্তারিতকরদ্বয়ী। মহামুদ্রেয়মাখ্যাতা ন্যূনাধিকসমাপনী। ৭। কনিষ্ঠানামিকা মধ্যাস্তঃস্থাঙ্গুষ্ঠান্তরেঽগ্রতঃ। গোপিতাঙ্গুলিমূলেন সমস্তান্মুকুলীকৃতা। করদ্বয়েন মুদ্রা স্যাৎ শঙ্খাখ্যেয়ং সুরার্চ্চনে। ৮। অন্যোন্যাভিমুখস্পর্শব্যত্যয়েন তু বেষ্টয়েৎ। অঙ্গুলীভিঃ প্রযত্নেন মণ্ডলীকরণং মুনে। চক্রমুদ্রেয়মাখ্যাতা। ৯। গদা মুদ্রা ততঃ পরং। অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টাঙ্গুলিঃ প্রোন্নতমধ্যমা। ১০। অথাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং মধ্যে দত্ত্বাপি পরিতঃ করৌ। মণ্ডলীকরণং সম্যগঙ্গুলীনাং তপোধন। পদ্মমুদ্রাভবেদেষা। ১১। ধেনুমুদ্রা ততঃ পরং। অনামিকা কনিষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ মধ্যমে। অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টে ততঃ কৌস্তভসংজ্ঞিতা। ১২। কনিষ্ঠেঽন্যোন্যসংলগ্নেঽভিমুখেঽপি পরস্পরং। বামস্য তর্জ্জনীমধ্যে মধ্যানামিকয়োরপি। বামানামিকসংস্পৃষ্টা তর্জ্জনীমধ্যশোভিতা। পর্য্যায়েণ নতাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ী কৌস্তভলক্ষণা। ১৩। কনিষ্ঠান্যোন্যসংলগ্না বিপরীতং বিযোজিতা। অধস্তাৎ স্থাপিতাঙ্গুষ্ঠা মুদ্রা গরুড়সংজ্ঞিতা। ১৪। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যস্থা মধ্যমানামিকাদ্বয়ী। কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা তর্জ্জন্যগ্রে করদ্বয়ী। মুনে শ্রীবৎসমুদ্রেয়ং। ১৫। বনমালা ভবেত্ততঃ। কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা মুষ্টিরুন্নীততর্জ্জনী। পরিভ্রান্তা শিরস্যুচ্চৈস্তর্জ্জনীভ্যাং

দীপিকাতে বিল্বমুদ্রা উদ্দেশ পূর্ব্বক লিখিত আছে যে, ইহলোকে মন দ্বারা, বাক্য দ্বারা, দেহ দ্বারা ও সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা অজ্ঞানে ও জ্ঞানে যে পাতকাচরণ করা যায়, এই মুদ্রা বিদিত হইলে তৎসমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। সুরগণ সেই মুদ্রাবেত্তাকে প্রণাম করেন এবং লোক সকল তদীয় বশঙ্গত হইয়া থাকে। ১৯। (মুদ্রার লক্ষণ টীকায় বর্ণিত আছে)।

অথাসনাদ্যর্পণং।

ততো নিক্ষিপ্য দেবস্তোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং। দত্বাসনার্থং পুষ্পঞ্চ স্বাগতং বিধিনা চরেৎ॥২০॥
আসনাদ্যুপচারেষু মুদ্রাঃ ষোড়শ দর্শয়েৎ। প্রসিদ্ধাঃ পদ্ম-স্বস্ত্যাদ্যা বিদ্বান্ ষোড়শস্থ ক্রমাৎ॥২১॥
শ্রীকৃষ্ণায়ার্পয়েদর্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কং। মধুপর্কং পুনশ্চাচমনীয়ঞ্চ বিধির্যথা॥

তথা চ স্মৃত্যর্থসারে।—

আবাহনাসনং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং। স্নানমাচমনং বস্ত্রাচমনং চোপবীতকং।
আচমনং গন্ধপুষ্পং ধূপদীপং প্রকল্পয়েৎ। নৈবেদ্যং পুনরাচামং নত্বা স্তুত্বা বিসর্জ্জয়েৎ॥

দিবৌকসঃ। মুদ্রা যোনিঃ সমাখ্যাতা সঙ্কোচিতকরদ্বয়ী। ১৬। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যাস্তঃস্থিতা-নামিকযুগ্মকা। মধ্যমূলস্থিতাঙ্গুষ্ঠা জ্ঞেয়া শস্তার্চ্চনে মুনে॥ ১৯॥

বিধিনেতি। শ্রীকৃষ্ণায়াসনং নিবেদয়ামীতি শ্রীকৃষ্ণ ইদমাসনমত্রাস্যতাং সুখমিত্যেবমাসনং সমর্প্য। শ্রীকৃষ্ণ সহ পরিবারেণ স্বাগতং করোষীতি স্বাগতমুদ্রয়া স্বাগতং কুর্য্যাদিত্যেবং বিধি-র্দ্রষ্টব্যঃ। মূলমন্ত্রেণৈব সর্ব্বেষামুপচারাণাং সমর্পণঞ্চ॥ ২০॥ সর্ব্বেষপ্যুপচারেষু তত্তন্মুদ্রা দর্শয়িতব্যা ইতি প্রসঙ্গাদেকত্রৈব তা বিজ্ঞাপয়তি আসনেতি। বিদ্বান্ তত্তন্মুদ্রাপ্রকারাভিজ্ঞঃ ষোড়শস্থ আসনস্বাগতার্ঘ্যাদ্যুপচারেষু পদ্মাদ্যাঃ ষোড়শমুদ্রাঃ ক্রমেণ দর্শয়েৎ। তাশ্চ প্রসিদ্ধা ইতি তত্তল্লক্ষণলিখনেনালমিতি ভাবঃ। তাশ্চোক্তাঃ।—আসনে পদ্মমুদ্রৈব কথিতা মুনিভিস্তথা।১। ঈষন্নম্রাঙ্গুলির্দক্ষঃ সন্ত্যজ্যাঙ্গুষ্ঠকং করঃ। স্বাগতে স্বস্তি মুদ্রা তু মধ্যামূলগতাঙ্গুলিঃ। ২। স্বস্তিমুদ্রা দ্বিহস্তা চেন্মুদ্রা ত্বর্ঘ্যস্য কীর্ত্তিতা। ৩। তৌ চ প্রসারিতৌ হস্তৌ পাদ্যমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। ৪। দেশিনী মূলগাঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণাধঃকনীয়সী। আচামমুদ্রা বিখ্যাতা দেবতাচমনে বিধৌ। ৫। সংযুক্তানামিকাঙ্গুষ্ঠা তিস্রোঽন্যাঃ সংপ্রসারিতাঃ। মধুপর্কে চ সা মুদ্রা। ৬। সন্ত্যজ্য চ কনীয়সীং। কৃত্বা মুষ্টিং তথা স্নানে মধ্যমাঙ্গুষ্ঠকৌ যুতৌ। ৭। অন্যাঃ প্রসারিতাস্তিস্রো মুদ্রা বস্ত্রস্য চোদিতাঃ। ৮। মাধুপর্কী সমুত্তানা মুদ্রালঙ্কারিকী স্মৃতা। ৯। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ তিস্রো মধ্যাঃ প্রসারিতাঃ। যজ্ঞোপবীতমুদ্রেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা। ১০। মুক্ত-নির্ম্মালিকা মুষ্টির্গন্ধমুদ্রেতি সা স্মৃতা। ১১। উত্থিতাধোমুখী মধ্যা সাঙ্গুষ্ঠাশ্চেতরেতরাঃ। পুষ্পমুদ্রা তদাখ্যাতা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। ১২। অঙ্গুষ্ঠং তর্জ্জনীলগ্নং তিস্রঃ সঙ্কুচিতাঃ পরাঃ। মুদ্রা ধূপপ্রদানে স্যাদ্দেবানাং তুষ্টিকারিণী। ১৩। উত্তমা ধৌপকী মুদ্রা দীপমুদ্রেতি কীর্ত্তিতা। ১৪। পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রসংলগ্না প্রোত্থিতোর্দ্ধমুখী যদি। দ্বিধা নিবদ্ধা মুদ্রেয়ং নৈবেদ্যস্য প্রকীর্ত্তিতা। ১৫। নাভৌ হৃদি ললাটে চ করসম্পুটয়োর্গতা। নমস্কারে ত্বিয়ং মুদ্রা দেবতানাং প্রসাদনীতি ১৬॥২১॥ বিধির্যথা তথেত্যর্থঃ। যদ্বা। বদভাবশ্ছান্দসঃ বিধিবদযথা স্যাদিতি। শ্রীকৃষ্ণায়ার্ঘ্যং

অতঃপর আসনাদি সমর্পণ।—তৎপরে দেবতোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া আসনার্থ কুসুম নিবে-দন পূর্ব্বক বিধানে স্বাগত বিধান করিতে হইবে অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণায় আসনং নিবেদয়ামি, শ্রীকৃষ্ণ ইদমাসনং, অত্রাস্যতাং সুখং" এইরূপ উচ্চারণ পূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণ সহ পরিবারেণ স্বাগতং করোষি" এই কথা কহিবে। ২০। মুদ্রাপ্রকারবেত্তা বিচক্ষণ ব্যক্তি আসনাদি যাবতীয় পূজো-

অন্যত্র চ।—

আদৌ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা পাদার্চ্চনমতঃ পরং। পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চাচমনং মধুপর্কং যথোদিতং।
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনে কৃত্বা মহাস্নানং সমাচরেৎ। অভিষেকাঙ্গবস্ত্রঞ্চ দত্ত্বা নীরাজয়েদ্ধরিম্॥ইতি॥২২
শ্রীমূর্ত্তৌ তু শিরস্যর্ঘ্যং দদ্যাৎ পাদ্যঞ্চ পাদয়োঃ। মুখে চাচমনীয়ং ত্রির্মধুপর্কঞ্চ তত্র হি।
সর্ব্বেষপ্যুপচারেষু পাদ্যাদিষু পৃথক্ পৃথক্। আদৌ পুষ্পাঞ্জলিং কেচিদিচ্ছন্তি ভগবৎপরাঃ॥২৩॥

অথ আসনাদ্যর্পণমাহাত্ম্যং।

নরসিংহপুরাণে।—

দত্ত্বাসনমথার্ঘ্যঞ্চ পাদ্যমাচমনীয়কং। দেবদেবস্য বিধিনা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

আসনানাং প্রদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি। গোদানফলমাপ্নোতি তথা পাদ্যপ্রদো নরঃ।
ততস্ত্বর্হণদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। তথৈবাচমনীয়স্য দাতা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
তীর্থতোয়ং তথা দত্ত্বা দেবস্যাচমনং পুনঃ। স্বর্গলোকমবাপ্নোতি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
নরস্ত্বাচমনীয়স্য দাতা ভবতি নির্ম্মলঃ॥ ২৪॥ মধুপর্কস্য দানেন পরং পদমিহাশ্নুতে॥

নিবেদয়ামি স্বাহা ইত্যর্ঘ্যং। তথৈব শ্রীকৃষ্ণায় স্বধা ইত্যাচমনীয়ং। তথৈব মধুপর্কং চেত্যেবং তত্তন্মুদ্রয়া সমর্পয়েদিত্যত্র বিধির্জ্ঞেয়ঃ॥ ২২॥ শ্রীমূর্ত্তৌ স্থিতি। শালগ্রামশিলায়াং সাক্ষাৎ সর্ব্বাবয়বাবির্ভাবদৃষ্ট্যা তত্তদবয়বভাবনয়া সংমুখে তত্তন্নিবেদয়েদিতি সূচিতং। ত্রিঃ বারত্রয়-মাচনীয়ং দদ্যাৎ। তত্র তস্মিন্ মুখ এব॥ ২৩॥

অর্হণম্ অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ তদ্দানেন। হে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। তীর্থতোয়মাচমনং। আচমনীয়স্য

পহার প্রদান কর্ম্মে পদ্ম স্বস্তি ইত্যাদি ষোড়শপ্রকার মুদ্রা যথাক্রমে দেখাইবেন। ২১। * তৎপরে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক ও পুনরাচমনীয় দিতে হয়। স্মৃত্যর্থসার-সংগ্রহে লিখিত আছে যে, আবাহন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান ও আচমনীয়, বসন ও আচমনীয়, উপবীত ও আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে। অবশেষে প্রণাম ও স্তবপাঠপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিতে হয়। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, প্রথমতঃ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চরণপূজা করিতে হয়। তদনন্তর যথাকথিতরূপে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক প্রদান করিবে। অবশেষে অভিষেকবসন ও অঙ্গবস্ত্র নিবেদন পূর্ব্বক হরির আরাত্রিক সম্পাদন করিতে হইবে। ২২। প্রতিমার্চ্চনাস্থানে প্রতিমার শিরোদেশে অর্ঘ্য, চরণদ্বয়ে পাদ্য ও বদনে বারত্রয় আচমনীয় ও মধুপর্ক নিবেদন করিতে হয়। ভগবদ্ভক্ত-গণের মধ্যে কেহ কেহ পাদ্যাদি সমস্ত উপচার নিবেদন-ক্রিয়াতেই অগ্রে একটী পুষ্পাঞ্জলি দানের বিধান করিয়া থাকেন। ২৩।

অতঃপর আসনাদি প্রদানমাহাত্ম্য।—নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, বিধানে দেবদেবকে আসন, অর্ঘ্য, পাদ্য ও আচমনীয় প্রদান করিলে সমস্ত পাতক হইতে বিমুক্তি লাভ হইয়া

---

* এই ষোড়শমুদ্রার নাম ও লক্ষণাদি টীকায় দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুপুরাণে চ।—

মধুপর্কবিধিং কৃত্বা মধুপর্কং প্রযচ্ছতি। ব্রহ্মন্ স যাতি পরমং স্থানমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অথ স্নানং।

বিজ্ঞাপ্য দেবং স্নানার্থং পাদুকে পুরতোঽর্পয়েৎ। মহাবিদ্যাদিনা তঞ্চ স্নানস্থানং ততো-নয়েৎ॥২৬

প্রাগ্বত্ত্রাসনং পাদ্যং তত্রৈবাচমনীয়কং। নিবেদ্য দর্শয়েন্মুদ্রামমৃতীকরণীং বুধঃ ॥ ২৭ ॥

শালগ্রামশিলারূপং ততো দেবং নিবেশয়েৎ। স্নানপাত্রে নিজাভীষ্টাং চলাং শ্রীমূর্ত্তিমেব বা॥২৮॥

জাত্যাদিদ্রব্যসাধিতস্যেতি ভেদঃ ॥২৪॥ মধুপর্কস্য বিধিং কৃত্বা তত্তদ্দ্রব্যং সম্পাদ্য লিখিত-প্রকারেণেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বিজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্নানভূমিমলঙ্কুর্ব্বিতি নিবেদনং কৃত্বা। ততশ্চ পীঠাদুত্থিতস্য ভগবতঃ পাদুকে নিবেদয়ামি নম ইতি ভগবদগ্রে পাদুকাদ্বয়ং সমর্পয়েৎ। এবং পূর্ব্বলিখিতানুসারে-ণাগ্রে সর্ব্বত্র বিধির্দ্রষ্টব্যঃ। তং দেবং। আদিশব্দেন গীতনৃত্যছত্রচামরাদি। স্নানস্থানং স্নানার্থমৈশানকোণে নির্ম্মিতস্নানমণ্ডপং। তদভাবে ভাবনয়ৈবেত্যেবং সর্ব্বত্রৈব বোদ্ধব্যং ॥ ২৬ ॥ তত্র স্নানস্থানে ভগবন্ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি স্বাহেত্যেবং নিবেদ্য। যদ্যপি স্নানমুদ্রা পৃথক্ লিখিতাস্তি, সাচাগ্রে দর্শ্যা, তথাপি শিষ্টাচারাদমৃতীকরণীং ধেনুমুদ্রেতি প্রসিদ্ধাং মুদ্রামপি দর্শয়েৎ। অতএব বুধ ইতি ॥ ২৭ ॥ শালগ্রামশিলারূপমিত্যেবং কচিৎ কচিন্নির্দ্দেশ-স্তন্মাহাত্ম্যভরাপেক্ষয়া কেষাঞ্চিৎ সতাং শ্রীমূর্ত্ত্যা সহৈব তৎপূজয়া তৎপ্রকারবোধনায়েতি দিক্। স্নানপাত্রে নিবেশয়েদিতি শ্রীচরণামৃতাপেক্ষয়া ফলবিশেষাপেক্ষয়া বা ॥ ২৮ ॥

অর্চ্চয়েদিত্যনেন যদ্যপি পূজায়াং সর্ব্বত্রৈব তত্তৎ পাত্রমপেক্ষ্যতে, তথাপ্যুপচারেষু স্নানস্য

থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, আসনসমূহ অর্পণ করিলে সর্ব্বত্রই স্থান লাভ হইয়া থাকে। পাদ্য দান দ্বারা গোদানফল এবং অর্ঘ্যদান দ্বারা সর্ব্বপাতক মোচন হয়। হে বিপ্রসত্তমগণ! যে ব্যক্তি আচমনীয় প্রদান করেন, তাঁহারও নিখিল পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। তীর্থসলিলের আচমনীয় অর্পণ করিলে অখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুরপুরে গমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি আচমনীয় দান করে, তাহার দেহ নিষ্পাপ হয়। ২৪। মধুপর্ক সমর্পণ করিলে ইহলোকে পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে যে, হে ব্রহ্মন্! যিনি যথাবিধি মধুপর্ক প্রস্তুত করিয়া প্রদান করেন, পরমধামে তাঁহার গতি হয় সন্দেহ নাই। ২৫।

অতঃপর স্নান।—"ভগবন্ স্নানভূমিমলঙ্কুরু" এই বাক্য প্রভুসকাশে উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নানার্থ অনুমতি লইয়া "পাদুকে নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পুরোভাগে পাদুকাদ্বয় সমর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে মহামন্ত্র প্রভৃতির সহিত (অর্থাৎ গীত, নৃত্য, ছত্র ও চামরাদিসহ) তাঁহাকে স্নানস্থানে লইয়া যাইতে হইবে। ২৬। * বিচক্ষণ ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ তথায়ও আসন,

---

* স্নানার্থ ঈশানকোণে স্নানমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতে হয়। তাহার অভাবে ভাবনা দ্বারা করিবে।

অথ স্নানপাত্রং।

স্কন্দপুরাণে।—

কৃত্বা তাম্রময়ে পাত্রে যোঽর্চ্চয়েন্মধুসূদনং। ফলমাপ্নোতি পূজায়াঃ প্রত্যহং শতবার্ষিকং॥
যোঽর্চ্চয়েন্মাধবং ভক্ত্যা অশ্বত্থদলসংস্থিতং। প্রত্যহং লভতে পুণ্যং পদ্মাযুতসমুদ্ভবং॥
রম্ভাদলোপরি হরিং কৃত্বা যোঽভ্যর্চ্চয়েন্নরঃ। বর্ষাযুতং ভবেৎ প্রীতঃ কেশবঃ প্রিয়য়া সহ॥
যে পশ্যন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা পদ্মপত্রোপরিস্থিতং। ভক্ত্যা পদ্মালয়াকান্তং তৈরাপ্তং দুর্ল্লভং ফলং॥২৯॥
ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদ্ঘণ্টাদিনিস্বনৈঃ। মূলেনাষ্টাক্ষরেণাপি ধূপয়ন্নন্তরান্তরা॥ ৩০॥
তত্র তু প্রথমং ভক্ত্যা বিদধীত সুগন্ধিভিঃ। দিব্যৈস্তৈলাদিভির্দ্রব্যৈরভ্যঙ্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ॥

অথাভ্যঙ্গদ্রব্যাণি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ।

স্কান্দে।—

মালতীজাতিমাদায় সুগন্ধানান্তু বা পুনঃ॥ ৩১॥
তথান্যপুষ্পজাতীনাং গৃহীত্বা ভক্তিতো নরাঃ। যে স্নাপয়ন্তি দেবেশমুৎসবে বৈ হরের্দ্দিনে॥

মুখ্যত্বেনাত্র লিখিতং, পদ্মাযুতসমুদ্ভবং দশসহস্রকমলদানজং। যদ্বা। পদ্মং সংখ্যাবিশেষঃ তস্যা-প্যযুতং। তাবদ্বর্ষপূজাসমুদ্ভবং পুণ্যমেকদিনেনৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ২৯॥ অন্তরান্তরা স্নানকালে মধ্যে মধ্যে ধূপমর্পয়ন্ সুরভিধূপমর্পয়ন্। তথা চ শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং স্নানোপচারমধ্যে।— সকৃষ্ণাগুরুধূপেন ধূপয়ন্নন্তরান্তরেতি। অতএবাস্য মাহাত্ম্যমগ্রে লেখ্যং স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য অগুরুং দহতে তু যঃ ইত্যাদি॥ ৩০॥

এবং সামান্যেন স্নানপ্রকারং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখতি তত্র ত্বিত্যাদিনা স্নাপয়েৎ পুনরিত্যন্তেন॥ ৩১॥ বৈ ইতি বিশেষে। নিত্যং যে স্নাপয়ন্তি বিশেষতশ্চৈকাদশ্যাদ্যুৎ-

---

পাদ্য ও আচমনীয় সমর্পণ পূর্ব্বক অমৃতীকরণী মুদ্রা দেখাইবেন। ২৭। পরে স্নানাধারে শালগ্রামরূপী ভগবান্‌কে কিংবা স্বীয় অভীষ্ট চলা শ্রীমূর্ত্তিকে স্থাপন করিতে হইবে। ২৮। *

অতঃপর স্নানপাত্র।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে মধুসূদনের স্নপনকার্য্য সম্পাদন করেন, একদিনেই তাঁহার বর্ষশতস্নপনফল লাভ হয়। অশ্বত্থপত্রে স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিদিন ভক্তিসহকারে মাধবের অর্চ্চনা করিলে অযুতসংখ্য পদ্মদানের ফল হইয়া থাকে। কদলীপত্রের উপর শ্রীহরির পূজা করিলে কেশব স্বীয় প্রিয়তমা কমলা সহ সেই অর্চ্চকের প্রতি দশসহস্রবর্ষ সন্তুষ্ট থাকেন। যে সকল ব্যক্তি ভক্তি সহকারে হরিকে একবারমাত্র কমলপত্রস্থ দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুর্ল্লভ ফল লাভ হইয়াছে। ২৯। তৎপরে ঘণ্টাদি বাদন সহকারে শঙ্খস্থ সলিল দ্বারা অভিষেক করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে ধূপ সমর্পণ করিতে হয়। ৩০। এই স্নানক্রিয়ায় সর্ব্বাগ্রে দিব্যগন্ধপূর্ণ তৈল প্রভৃতি দ্বারা ভক্তিসহকারে শনৈঃ শনৈঃ হরির সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিবে।

অতঃপর অভ্যঙ্গদ্রব্য ও তন্মাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি মালতী

---

* চরণামৃত প্রাপ্তির জন্যই স্নানাধারে রাখিবে।

মেদিনীদানতুল্যং হি ফলমুক্তং স্বয়ম্ভুবা। যঃ পুনঃ পুষ্পতৈলেন দিব্যৌষধিযুতেন হি।
অভ্যঙ্গং কুরুতে বিষ্ণোর্মধ্যে ক্ষিপ্ত্বা তু কুঙ্কুমং। রোমাঞ্চিততনুর্ভূত্বা প্রিয়য়া সহ মাধবঃ॥
প্রীত্যা বিভর্ত্তি স্বোৎসঙ্গে মন্বন্তরশতং হরিঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

গন্ধতৈলানি দ্রব্যাণি সুগন্ধীনি শুচীনি চ। কেশবায় নরো দত্ত্বা গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে॥ ৩২॥

অথ পঞ্চামৃতস্নপনং।

ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ। দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্।
পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ স্নপনং সদা নেচ্ছন্তি তৎপ্রিয়াঃ। কিন্তু তৈঃ কালদেশাদিবিশেষে কারয়ন্তি তৎ॥৩৩॥

অথ তৎপরিমাণং।

ব্রহ্মপুরাণে।—

দেবানাং প্রতিমা যত্র ঘৃতাভ্যঙ্গস্ততো ভবেৎ। পলানি তস্য দেয়ানি শ্রদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিঃ॥
অষ্টোত্তরপলশতং স্নানে দেয়ঞ্চ সর্ব্বদা। দ্বে সহস্রে পলানান্তু মহাস্নানে চ সংখ্যয়া॥
দাতব্যে যেন সর্ব্বাসু দিক্ষু নির্যাতি তদ্ঘৃতং॥ ইতি॥ ৩৪॥

সবদিনে ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥ পৃথক্ পৃথক্ ইতি তেষাং চতুঃষষ্ট্যুপচারেষূক্তস্য প্রত্যেকমুপচারস্য সিদ্ধার্থং পৃথক্ত্বেন তত্তৎফলোক্তেঃ॥ ৩৩॥

প্রমেতি পাঠে পরিমাণমিত্যর্থঃ। তস্য ঘৃতস্য পঞ্চবিংশতিঃ পলানি অবশ্যং দেয়ানি।

শক্তৌ চ সত্যামষ্টোত্তরপলশতং দেয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা। তৈলাদিভিরিব ঘৃতেন যোঽভ্যঙ্গস্তত্র পঞ্চবিংশতিঃ পলানি স্নানে চাষ্টোত্তরশতপলানি দদ্যাদিত্যর্থঃ॥ ৩৪॥ ইয়ং ঘৃতবিষয়িকা যা

অথবা জাতি কিংবা অপরাপর সুগন্ধিজাতীয় পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যহ বিশেষতঃ হরির একাদশ্যাদি উৎসবদিবসে সেই দেবদেবকে স্নান করান, ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, তাঁহার ধরণী দানের ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অত্যুত্তম ওষধিসমন্বিত পুষ্পতৈলে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করত তাহার দ্বারা হরির গাত্র মর্দ্দন করেন, প্রভু প্রিয়তমা সহ পুলকিততনু হইয়া সানন্দে শতমন্বন্তর যাবৎ সেই ব্যক্তিকে অঙ্কে ধারণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, দিব্যগন্ধযুক্ত বিশুদ্ধ গন্ধতৈল হরিকে প্রদান করিলে মানব গন্ধর্ব্বগণ সহ আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ৩১-৩২।

অতঃপর পঞ্চামৃতস্নান।—তৎপরে শঙ্খে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা গ্রহণ পূর্ব্বক যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্নরূপে স্নান করাইবে। ভক্তগণ সর্ব্বদা পঞ্চামৃতস্নানের বিধি দেন না, কিন্তু দেশকালভেদে উহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ৩৩।

অনন্তর পঞ্চামৃতের পরিমাণ।—ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, দেবতাপ্রতিমাস্থলে শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চবিংশতিপল ঘৃত মর্দ্দন করাইতে হয়; সক্ষম হইলে অভ্যঙ্গস্নানসময়ে অষ্টোত্তরশতপল প্রদান করিবে। মহাস্নানসময়ে দ্বিসহস্র পল প্রমাণ দিতে হয়; এইরূপ ভাবে ঘৃত দিবে যে, সর্ব্বদিক্ হইতে বিনির্গত হইতে পারে। ৩৪। সুধীগণ দুগ্ধ প্রভৃতির পরিমাণও এইরূপ

দুগ্ধাদাবপি সংখ্যেয়মেবং জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ। পলসংখ্যা চ বিজ্ঞেয়া যাজ্ঞবল্ক্যাদিবাক্যতঃ॥ ৩৫॥

তথা হি।—

পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ। সুবর্ণানাঞ্চ চত্বারঃ পলমিত্যভিধীয়তে॥ ইতি॥ ৩৬॥

কিঞ্চ।— স্নানার্থে সুরভীক্ষীরং মহিষ্যাদ্যাস্তু কুৎসিতাঃ।

অথ ক্ষীরাদিস্নপনমাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

শরীরদুঃখশমনং মনোদুঃখবিনাশনং। ক্ষীরেণ স্নপনং বিষ্ণোঃ ক্ষীরাম্ভোধিপ্রদং তথা॥ ৩৭॥

অগ্নিপুরাণে।—

গবাং শতস্য বিপ্রেভ্যঃ সম্যগ্দত্তস্য যৎ ফলং। ঘৃতপ্রস্থেন তদ্বিষ্ণোর্লভেৎ স্নানায় সংশয়ঃ॥

ইন্দ্রদ্যুম্নেন সংপ্রাপ্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। ঘৃতোদকেন সংযুক্তা প্রতিমা স্নাপিতা কিল॥

প্রতিমাসং সিতাষ্টম্যাং ঘৃতেন জগতাং পতিং। স্নাপয়িত্বা সমভ্যর্চ্চ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৩৮॥

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং কুরুতে নরঃ। তৎ ক্ষালয়তি সন্ধ্যায়াং ঘৃতস্নপনতোষিতঃ॥

যেষু ক্ষীরবহা নদ্যো নদাঃ পায়সকর্দ্দমাঃ। তাঁল্লোকোন্ পুরুষা যান্তি ক্ষীরস্নপনকা হরেঃ॥৩৯॥

সংখ্যা সৈব॥ ৩৫॥ পঞ্চ কৃষ্ণলকানি গুঞ্জাফলানি যস্মিন্ সঃ। তে মাষাঃ ষোড়শ সুবর্ণঃ॥ ৩৬॥ কুৎসিতা ইতি তাসাং ক্ষীরমপি নিত্যং স্নানার্থং ন গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ॥

প্রস্থাদিসংখ্যা চ গোপথব্রাহ্মণে।—দ্বাত্রিংশৎপলকং প্রস্থমুক্তং স্বয়মথর্ব্বণা। আঢ়কস্তু চতুপ্রস্থৈশ্চতুর্ভির্দ্রোণ আঢ়কৈরিতি॥ ৩৭—৩৮॥

সন্ধ্যায়াং যদ্ঘৃতস্নপনং তেন তোষিতো জগতাং পতিঃ॥ ৩৯॥ দ্বাদশ্যামিতি প্রায়ো

পরিজ্ঞাত হইবেন। পলের পরিমাণ যাজ্ঞবল্ক্যাদির বচন হইতে সংগ্রহ করত বিদিত হইবেন। উক্ত বিষয়ের প্রমাণ এই যে, পাঁচ রতিতে এক মাষ, ষোড়শ মাষে এক সুবর্ণ এবং সুবর্ণচতুষ্টয়ে এক পল হয়। ৩৬। আরও কথিত আছে যে, স্নানার্থ গাভীদুগ্ধ প্রশস্ত, মহিষী প্রভৃতির দুগ্ধ গ্রাহ্য নহে।

অনন্তর দুগ্ধাদি দ্বারা স্নপনমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, ক্ষীর দ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইলে দৈহিক ক্লেশ ও মানসিক দুঃখ বিদূরিত হয় এবং ক্ষীরসমুদ্রে বসতি-স্থান লাভ করিতে পারে। ৩৭। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, বিধানে দ্বিজাতিকে শত ধেনু দান করিলে যে ফল লাভ হয়, একপ্রস্থপরিমিত ঘৃত দ্বারা হরিকে স্নান করাইলে সেই ফল হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি ঘৃতদ্বারা ও সলিল দ্বারা প্রতিমার স্নপনকার্য্য সম্পাদন করিয়া সসাগরা ধরণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতিমাসের শুক্লপক্ষীয়া অষ্টমীতিথিতে ঘৃতদ্বারা লক্ষ্মীপতিকে স্নান করাইয়া পূজা করিলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ৩৮। কি জ্ঞানে কি অজ্ঞানে মানব যে কিছু পাপাচরণ করে, শ্রীহরি সায়ংকালীন ঘৃতস্নানে প্রীত হইয়া তদীয় তৎ-সমস্ত পাতক দূর করিয়া থাকেন। যে সমস্ত স্থানের নদী দুগ্ধবাহিনী এবং নদসমূহের কর্দ্দম পায়স-তুল্য, যাঁহারা কেশবকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করান,

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীপুলস্ত্যপ্রহ্লাদসংবাদে।—

দ্বাদশ্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ গব্যেন হবিষা হরেঃ। স্নপনং দৈত্যশার্দ্দূল মহাপাতকনাশনং॥

দধ্যাদীনাং বিকারাণাং ক্ষীরতঃ সম্ভবো যথা। তথৈবাশেষকামানাং ক্ষীরস্নানং ততো হরেঃ॥

নারসিংহে।—

পয়সা যস্তু দেবেশং স্নাপয়েদ্গরুড়ধ্বজং। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৪০॥

স্নাপ্য দধ্না সকৃদ্বিষ্ণুং নির্ম্মলং প্রিয়দর্শনং। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সেব্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ।

দুঃস্বপ্নশমনং জ্ঞেয়মমঙ্গল্যবিনাশনং। মাঙ্গল্যবৃদ্ধিদং দধ্না স্নপনং নরপুঙ্গব॥ ৪১॥

যঃ করোতি হরেরর্চ্চাং মধুনা স্নাপিতাং নরঃ। অগ্নিলোকে স মোদিত্বা পুনর্ব্বিষ্ণুপুরে বসেৎ॥

মধুনা স্নপনং কৃত্বা সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি। লোকমিত্রাণ্যবাপ্নোতি তথৈবেক্ষুরসেন চ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চ শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে।—

ক্ষীরস্নানং প্রকুর্ব্বন্তি যে নরা বিষ্ণুমূর্দ্ধনি। তেনাশ্বমেধজং পুণ্যং বিন্দুনা বিন্দুনা স্মৃতং।

বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যামুপবাসাপত্তের্ব্রতদিন ইত্যর্থঃ। স্নানং ন হরয়ে দদ্যাদ্দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবো দিবেত্যাদিলেখ্যবচনাৎ। যদ্বা। দ্বাদশ্যামিতি দ্বাদশীরাত্রাবিত্যর্থঃ। দিবৈব তত্র হরিস্নপননিষেধাৎ। এবমন্যত্রাপূহ্যং। দ্বাদশ্যামিত্যাদিকং তত্র তত্র ফলবিশেষার্থং। বস্তুতস্তু সর্ব্বাস্বপি তিথিষ্বিতি জ্ঞেয়ং অন্যথা বচনান্তরৈর্ব্বিরোধাপত্তেঃ। এবমগ্রেঽপি॥ ৪০॥ স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা॥ ৪১॥ স্নাপয়ন্ সন্ অর্চ্চাং পূজাং স্নপনাত্মকপূজামিত্যর্থঃ॥ ৪২॥ পুষ্পোদকাদীনাং

তাঁহারা সেই সকল লোক প্রাপ্ত হন। ৩৯। বিষ্ণুধর্ম্মে পুলস্ত্য ও প্রহ্লাদ সংবাদে লিখিত আছে যে, হে দৈত্যপ্রবর! দ্বাদশী ও পঞ্চদশী তিথিতে গব্যঘৃতসহকারে কেশবকে স্নান করাইলে মহাপাপ বিদূরিত হয়। * দুগ্ধ হইতে যেরূপ বিকৃত দধি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ হরিকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে তাহা হইতে নানারূপ অভীষ্ট সিদ্ধি সঞ্জাত হয়। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, গরুড়ধ্বজকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে সেই স্নাপকের দেহ নিষ্পাপ হয় এবং তিনি হরিধামে আনন্দ ভোগ করেন। ৪০। বিমল সুদর্শন কেশবকে একবারমাত্র দধি দ্বারা স্নান করাইলে মানব হরিধামে গমন করেন, তথায় দেবসত্তমেরা তদীয় অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে নরোত্তম! দধি দ্বারা স্নান করাইলে দুঃস্বপ্ন বিনাশ হয়, নিখিল অমঙ্গল ধ্বংস পায় এবং মঙ্গল পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৪১। যে মানব মধুদ্বারা স্নান করাইয়া কেশবের পূজা করেন, তিনি প্রথমে বহ্নিপুরে সুখভোগ করিয়া অবশেষে হরিধামে প্রস্থান করেন। মধু ও গুড় দ্বারা হরিকে স্নান করাইলে সৌভাগ্য লাভ হয় এবং নিখিল

---

* এ স্থলে দ্বাদশীশব্দে উপবাসদিন (ব্রতদিন) বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবগণের উপবাস প্রায়শঃ দ্বাদশীতেই ঘটে, এ জন্য দ্বাদশীশব্দ প্রযুক্ত হইল। সুতরাং দ্বাদশীশব্দে উপবাসদিন বুঝিলে, পূর্ব্বে যে দ্বাদশীতে ভগবান্‌কে স্নান করাইবার নিষেধ উল্লেখ হইয়াছে, তৎসহ বিরোধ হইল না। কিংবা দ্বাদশীর নিশাতে বলিলেও বিরোধ হয় না। দ্বাদশীর দিবাতেই স্নানের নিষেধ উক্ত হইয়াছে। দ্বাদশী ও পঞ্চদশীতে ফলের আধিক্য আছে বটে, কিন্তু অপরাপর তিথিতে স্নান করাইলেও ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ক্ষীরাদ্দশগুণং দধ্না ঘৃতং তস্মাদ্দশোত্তরং। ঘৃতাদ্দশগুণং ক্ষৌদ্রং খণ্ডং তস্মাদ্দশোত্তরং ॥ ৪২ ॥
পুষ্পোদকঞ্চ গন্ধোদং বর্দ্ধতে চ দশোত্তরং। মন্ত্রোদকঞ্চ দর্ভোদং তথৈব নৃপসত্তম।
দ্রাক্ষারসং চূতরসং শতবাজিমখৈঃ সমং। তথৈব তীর্থনীরঞ্চ ফলং যচ্ছতি ভূমিপ ॥ ৪৩ ॥
স্নপনং কৃষ্ণদেবস্য যঃ করোতি স্বশক্তিতঃ। ফলমাপ্নোতি তৎ প্রোক্তং নিষ্কামো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—
তীর্থোদকানি পুণ্যানি স্বয়মানীয় মানবঃ। তৈলস্য স্নপনং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

অথ স্নপনে ধূপনে ধূপনমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে।—
স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য অগুরুং দহতে তু যঃ। প্রবিষ্টো নাসিকারন্ধ্রং পাপং জন্মাযুতং দহেৎ ॥৪৫॥
উদ্বর্ত্তনঞ্চ তৈলাদেরপসারণকারণং। দেবস্য কারয়েদ্দ্রব্যৈরুপযুক্তৈরনন্তরং ॥ ৪৬ ॥

অথোদ্বর্ত্তনং তন্মাহাত্ম্যঞ্চ।

নারসিংহে।—
যবগোধূমজৈশ্চূর্ণৈরুদ্বর্ত্ত্যোষ্ণেন বারিণা। প্রক্ষাল্য দেবদেবেশং বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥

মাহাত্ম্যবিশেষোক্তৈস্তৈরপি স্নাপয়েদিত্যাহ। তথা চোক্তং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং।— নারিকেলোদকেনাপি কর্পূরাদিসুগন্ধিনা। কদলীপনসাম্রাদিজলেনাপি সুগন্ধিনা। শতং সহস্রমযুতং শক্ত্যা বাপ্যভিষেচয়েদিতি ॥ ৪৩ ॥ তৎ অশ্বমেধজাদিকং প্রাপ্নোতি সকামঃ ॥ ৪৪ ॥

ধূপয়েদন্তরান্তরেতি যৎ স্নানকালে ধূপনং লিখিতং তন্মাহাত্ম্যং লিখতি স্নান ইতি। যং অগুরুং দহতে দহতি জনঃ স এব প্রবিষ্টঃ সন্। য ইতি পাঠে তস্য পাপমগুরুরেব দহেৎ। প্রবিষ্টো নাসিকাং গন্ধ ইতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। প্রবিষ্ট ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে তদ্গন্ধে ইতি শেষঃ। ততশ্চ স এব জন্মাযুতকৃতং পাপং দহেৎ। যদ্বা, পাপং দুঃখরূপং জন্মাযুতং জন্মাযুতেঽপি দুঃখং নাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ উপযুক্তৈঃ উদ্বর্ত্তনযোগ্যৈর্যবচূর্ণাদিভিঃ ॥ ৪৬ ॥

লোক তাঁহার সুহৃদ্ হইয়া থাকে। দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্নসংবাদেও লিখিত আছে যে, যে সমস্ত মানব হরির শিরোদেশে দুগ্ধ দ্বারা অভিষেক করেন, প্রতিবিন্দুতে তাঁহার অশ্বমেধ-ফল লাভ হয়। দধি স্নান দুগ্ধস্নান অপেক্ষা দশগুণফলপ্রদ ; দধি হইতে ঘৃত দশ গুণ ; ঘৃত হইতে মধু দশগুণ এবং মধুস্নান হইতে শর্করা-স্নান দশগুণ ফলপ্রদ। ৪২। কুসুমসলিল ও গন্ধসলিল দশ দশ গুণে প্রধান। হে নৃপপ্রবর! মন্ত্রপূত বারি ও কুশোদক এইরূপ দশ দশ গুণে শ্রেষ্ঠ। দ্রাক্ষারস ও আম্ররস শতাশ্বমেধ সদৃশ। হে নৃপতে! তীর্থবারিও এইরূপ ফলপ্রদ। ৪৩। যিনি স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে কৃষ্ণকে স্নান করান, তিনি পূর্ব্বকথিত ফললাভ করেন এবং কামনাবিহীন ব্যক্তির মোক্ষপ্রাপ্তি হয়॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, মানব স্বয়ং বিশুদ্ধ তীর্থবারি আনয়ন পূর্ব্বক তাহার দ্বারা হরিকে স্নান করাইলে নিখিল পাতক হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন।

অতঃপর স্নপন ও ধূপনক্রিয়ায় ধূপনমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে কথিত আছে যে, শ্রীহরির

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

গোধূমযবচূর্ণৈস্তু তমুৎসাদ্য জনার্দ্দনং। লোধ্রচূর্ণকসংকীর্ণৈর্বলরূপং তথাপ্নুয়াৎ॥

মসূরমাষচূর্ণঞ্চ কুঙ্কুমক্ষোদসংযুতং। নিবেদ্য দেবদেবায় গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে॥

বারাহে।—কলায়কস্য চূর্ণেন পিষ্টচূর্ণেন বা পুনঃ। তৈনৈবোদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাদ্গন্ধপুষ্পৈশ্চ সংযুতং।

যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণঃ॥ ইতি॥ ৪৭॥

ততঃ সমর্পয়েৎ কূর্চ্চমুষীরাদিবিনির্ম্মিতং। মলাপকর্ষণাদ্যর্থং শ্রীমন্মূর্ত্ত্যঙ্গসন্ধিতঃ॥ ৪৮॥

অথ কূর্চ্চং তন্মাহাত্ম্যঞ্চ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

উষীরকূর্চ্চকং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। দত্ত্বা গোবালজং কূর্চ্চং সর্ব্বাংস্তাপান্ ব্যপোহতি।

দত্ত্বা চামরকং কূর্চ্চং শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাং॥ ৪৯॥

অথ শুদ্ধজলস্নপনং।

ততঃ কোষ্ণেন সংস্নাপ্য সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা। শীতলেনাম্বুনা শঙ্খভৃতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ॥

উদ্বর্ত্ত্যতে যেন তদুদ্বর্ত্তনং গন্ধাদিভিঃ সংযুতং কুর্য্যাৎ॥ ৪৭॥ শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমত্যা বা মূর্ত্তেরঙ্গানাং সন্ধিস্থানতো মলস্যাপকর্ষণার্থং। আদিশব্দেন কণ্ডূয়নাদি সেবার্থঞ্চ কূর্চ্চং সমর্পয়েৎ॥

ব্যপোহতি নিরস্যতি॥ ৪৯॥

স্নানসময়ে যে ব্যক্তি অগুরু দাহ করেন, সেই অগুরু গন্ধ নাসাপুটে প্রবিষ্ট হইয়া অযুতজন্মের পাপ ভস্মীভূত করে। ৪৫। তৎপরে তৈলাদি বিদূরণার্থ সমুচিত সামগ্রী দ্বারা দেবের অঙ্গমার্জ্জনা করিতে হইবে। ৪৬।

অঙ্গমার্জ্জনা ও উপহারমাহাত্ম্য।—নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যবচূর্ণ দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জনা পূর্ব্বক উষ্ণোদক দ্বারা দেবাঙ্গ ধৌত করিলে বারুণ লোকে গতি হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যবচূর্ণ অথবা গোধূমচূর্ণের সহিত লোধ্রচূর্ণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা হরির অঙ্গ মার্জ্জনা করিলে বল ও রূপ লাভ হইয়া থাকে। মসূরচূর্ণ অথবা মাষসহিত কুঙ্কুমচূর্ণ মিশাইয়া দেবদেব হরিকে নিবেদন করিলে গন্ধর্ব্বগণের সহিত সানন্দে কালাতিপাত করিতে পারে। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, মৎপূজানিষ্ঠ ব্যক্তি পরমসিদ্ধিকামী হইলে কলায়চূর্ণ অথবা পিষ্টচূর্ণ দ্বারা আমার অঙ্গ মার্জ্জনা করিবেন; উদ্বর্ত্তনসামগ্রীতে গন্ধপুষ্প লইয়া মিশাইয়া লইতে হয়। ৪৭। তৎপরে শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গসমূহের সন্ধিস্থান হইতে মলবিদূরণার্থ উষীরাদি (বীরণ-মূল) নির্ম্মিত কূর্চ্চ (কুঁচি) প্রদান করিতে হইবে। ৪৮।

অতঃপর কূর্চ্চ ও তন্মাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত আছে যে, উষীরগঠিত কূর্চ্চ প্রদান করিলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। গোপুচ্ছ দ্বারা কূর্চ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক

তদুক্তমেকাদশস্কন্ধে।—

চন্দনোশীর-কর্পূর-কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ। সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রী নিত্যদা বিভবে সতি ॥ ৫০ ॥

অথ জলপরিমাণং।

ভবিষ্যে।—

স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ। পলানাং দ্বে সহস্রে তু মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতং ॥৫১॥

অথ জলগ্রহণকালঃ।

তত্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—ন নক্তোদকপুষ্পাদ্যৈরর্চ্চনং স্নানমর্হতি ॥

বিষ্ণুঃ।—ন নক্তং গৃহীতোদকেন দৈবকর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

হারীতঃ।—রাত্রাবেতা আপো বরুণং প্রাবিশন্ত তস্মান্ন রাত্রৌ গৃহ্লীয়াৎ।

অথ স্নপনমাহাত্ম্যং।

নারসিংহে।—

নির্ম্মাল্যমপনীয়াথ তোয়েন স্নাপ্য কেশবং। নরসিংহাকৃতিং রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

গোদানজং ফলং প্রাপ্য যানেনাম্বরশোভিনা। নরসিংহপুরং প্রাপ্য মোদতে কালমক্ষয়ং ॥

কিঞ্চ।—

স্নাপ্য তোয়েন ভক্ত্যা তু নরসিংহং নরাধিপ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥

নরসিংহস্ত সংস্নাপ্য কর্পূরাগুরুবারিণা। চন্দ্রলোকে স মোদিত্বা পশ্চাদ্বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥৫২ ॥

কোষ্ণেন ঈষদুষ্ণেনাম্বুনা সম্যক্ স্নাপয়িত্বা। অন্যথা পঞ্চামৃতাদিলেপানপগমাৎ ॥ পুনঃ পশ্চাৎ শীতলেনাম্বুনা স্নাপয়েৎ। কথম্ভূতেন? সর্ব্বৌষধ্যাদিভিঃ সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা চ ॥৫০॥

দ্বে সহস্রে যদি দেয়ে তদা মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতমিত্যর্থঃ। মহাস্নানে প্রকীর্ত্তিতে ইতি বা পাঠঃ ॥ ৫১॥

স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা ॥ ৫২ ॥ জলবিশেষস্য ফলং লিখতি কুশেতি কুশপুষ্পযুক্তোদকেন। যদ্বা। কুশাশ্চ পুষ্পাণি চ তদ্যুক্তোদকেন। এবমগ্রেঽপি। শক্তৌ সত্যাং রত্নোদকাদিনাপি স্নপনং

হরিকে নিবেদন করিলে যাবতীয় কষ্টের উপশম হইয়া থাকে। চমরীপুচ্ছ দ্বারা কূর্চ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সমর্পণ করিলে অত্যুৎকৃষ্ট সম্পত্তি প্রাপ্তি হয়। ৪৯।

অতঃপর শুদ্ধ জল দ্বারা স্নান।—তৎপরে সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত দিব্যগন্ধপূর্ণ ঈষদুষ্ণ বারি দ্বারা স্নান করাইয়া শঙ্খস্থ শীতলোদকে স্নান করাইতে হইবে। একাদশস্কন্ধে কথিত আছে যে, সম্পত্তি থাকিলে দীক্ষিত ব্যক্তি চন্দন, উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরুচন্দনাক্ত সলিল দ্বারা প্রত্যহ স্নান করাইবেন। ৫০।

অতঃপর জলের পরিমাণ।—স্নানে শতপলপরিমিত জল প্রদান করিবে, অভ্যঙ্গ স্নানে পঞ্চবিংশতিপল দেয়। দ্বিসহস্র পল প্রমাণ জলে স্নান করাইলে তাহার নাম মহাস্নান। ৫১।

অনন্তর জলগ্রহণসময়।—এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, নিশাকালে আহৃত জল বা কুসুমাদি দ্বারা স্নান ও পূজা করা উচিত নহে। বিষ্ণুস্মৃতিতেও কথিত আছে যে, নিশাকালে

কিঞ্চ।—

কুশপুষ্পোদকেনাপি বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ। রত্নোদকেন সাবিত্রং কৌবেরং হেমবারিণা॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

রত্নোদকপ্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাং। বীজোদকপ্রদানেন ক্রিয়াসাফল্যমাপ্নুয়াৎ।

পুষ্পতোয়প্রদানেন শ্রীমান্ ভবতি মানবঃ। ফলতোয়প্রদানেন সফলাং বিন্দতে ক্রিয়াং॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

সুগন্ধিনা যস্তোয়েন স্নাপয়েজ্জলশায়িনং। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥

গারুড়ে।—

তুলসীমিশ্রতোয়েন স্নাপয়ন্তি জনার্দ্দনং। পূজয়ন্তি চ ভাবেন ধন্যাস্তে ভুবি মানবাঃ॥ ৫৩॥

অগ্নিপুরাণে।—

মহাস্নানেন গোবিন্দং সম্যক্ সংস্নাপ্য মানবঃ। যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ॥

বোদ্ধব্যং॥ ৫৩॥ সম্যক্ যথাবিধীত্যর্থঃ॥ ৫৪॥ কেশবে কেশবস্য স্নানরূপমভ্যর্চ্চনং যঃ

সমাহৃত সলিল দ্বারা দৈবকার্য্য করিতে নাই। হারীত বলিয়াছেন যে, নিশাকালে এই সমস্ত সলিল বরুণে প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং তৎকালে জল গ্রহণ করা অনুচিত।

অনন্তর স্নপনমাহাত্ম্য।—নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! নির্ম্মাল্য অপসারণ পূর্ব্বক নৃসিংহমূর্ত্তি হরিকে জল দ্বারা স্নান করাইলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং ধেনুদান জন্য ফল লাভ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত গগনশোভী বিমানারোহণ পূর্ব্বক নরসিংহধামে গিয়া অক্ষয়কাল পরমানন্দ ভোগ করে। আরও লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! ভক্তি সহকারে জল দ্বারা নরসিংহদেবকে স্নান করাইলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুধামে গমন পূর্ব্বক সানন্দে অবস্থিতি করে। কর্পূর ও অগুরুসমন্বিত বারি দ্বারা নরসিংহকে স্নান করাইলে চন্দ্রধামে আনন্দ ভোগ করত তদনন্তর হরিধামে বসতি করিতে পারে।৫২। আরও লিখিত আছে যে, কুশকুসুমসমন্বিত জল দ্বারা স্নান করাইলে ভাস্করলোকে গমন করে এবং সুবর্ণমিশ্রিত বারিতে স্নান করাইলে কুবের-লোকে বাসস্থান হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, রত্নোদক সমর্পণ করিলে অত্যুৎকৃষ্ট সম্পত্তি লাভ হয়। বীজমিশ্রিত বারি প্রদান করিলে সাফল্য-প্রাপ্তি হয়। কুসুমসমন্বিত সলিল প্রদান করিলে মানব শ্রীমান্ হইয়া থাকে। ফলসংযুক্ত সলিল নিবেদন করিলে কর্ম্ম সফল হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি সলিলশায়ী হরিকে জল-দ্বারা স্নান করাইয়া থাকেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ ব্রহ্মপুরে তাঁহার বাস হয়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যাঁহারা তুলসীসংযুক্ত জল দ্বারা হরিকে স্নান করান ও ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করেন, ধরণীতলে তাঁহারাই ধন্য। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, মানব গোবিন্দকে সম্যক্‌রূপে মহাস্নান করাইয়া যে যেরূপ কামনা করেন, তাঁহার তাহাই সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। ৫৪। পদ্ম-

পাদ্মে শ্রীপুলস্ত্যভগীরথসংবাদে।—

স্নানমভ্যর্চ্চনং যস্তু কুরুতে কেশবে সদা। তস্য পুণ্যস্য যা সংখ্যা নাস্তি সা জ্ঞানগোচরা॥ ৫৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

স্নানার্থং দেবদেবস্য যস্তু গন্ধং প্রযচ্ছতি। ভবন্তি বশগাস্তস্য নার্য্যঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

পুষ্পদানাত্তথা লোকে ভবতীহ ফলান্বিতঃ। দত্ত্বা মৃগমদস্নানং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৫৬॥

সর্ব্বৌষধিপ্রদানেন বাজিমেধফলং লভেৎ। দত্ত্বা জাতীফলং মুখ্যং সফলাং বিন্দতি ক্রিয়াং॥৫৭॥

অথ সর্ব্বৌষধিঃ।

মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ং। শঠী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥ ৫৮ ॥

গন্ধশ্চাগমে। — গন্ধশ্চন্দনকর্পূরকালাগুরুভিরীরিতঃ॥ ৫৯ ॥

কুরুতে ॥ ৫৫ ॥ জলসংস্কারার্থ-গন্ধাদি-সমর্পণ-মাহাত্ম্যমপি স্নপনমাহাত্ম্যান্তর্গতমেবেত্যত্রৈব লিখতি স্নানার্থমিত্যাদিনা॥ ৫৬ ॥

ক্রিয়াং সর্ব্বোদ্যমমিত্যর্থঃ॥ ৫৭ ॥

মুরা ভোটেতি প্রসিদ্ধা। মাংসী জটামাংসী। শৈলেয়ং শৈলজ ইতি প্রসিদ্ধং। রজনীদ্বয়ং হরিদ্রা দারুহরিদ্রা চ॥ ৫৮ ॥ চন্দনাদিভির্ভাগবিশেষেণ সাধিতো দ্রব্যবিশেষো গন্ধ ইতীরিত ইত্যর্থঃ॥ ৫৯ ॥

পুরাণে পুলস্ত্যভগীরথসংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ হরিকে স্নান করাইয়া থাকেন ও তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তদীয় পুণ্যসংখ্যা জ্ঞানের সীমাতীত। ৫৫। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্নানার্থ দেবদেব হরিকে গন্ধদ্রব্য সমর্পণ করেন, রমণীগণ সর্ব্বত্র ও সকল সময়েই তদীয় বশবর্ত্তিনী থাকে। কুসুমার্পণ করিলে ইহলোকে সুফল ফলিত হয়, মৃগমদ-কস্তুরীমিশ্রিত সলিলে স্নান করাইলে নিখিল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।৫৬। দেবদেবকে সর্ব্বৌ-ষধি অর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অত্যুৎকৃষ্ট জাতিফল অর্পণ করিলে ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। ৫৭।

অতঃপর সর্ব্বৌষধি।—মুরা, জটামাংসী, বচা, কুষ্ঠ (কুড়), শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুথা—এই কয় দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধি কহে। ৫৮। তন্ত্রে গন্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, চন্দন, কর্পূর ও কৃষ্ণাগুরু এই সমস্তের নাম গন্ধ। ৫৯।

অতঃপর শঙ্খমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শঙ্খস্থ সলিল দ্বারা হরিকে স্নান করান, সেই ব্যক্তি একশত কামধেনু অর্পণের ফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি শঙ্খস্থ তীর্থবারি দ্বারা দ্বাদশী তিথিতে মাধবকে স্নান করান, সেই ব্যক্তি প্রতি বারি-বিন্দুতে শতকুল পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি শঙ্খমধ্যে কপিলাদুগ্ধ লইয়া তদ্দ্বারা হরিকে স্নান করাইয়া থাকেন, তাঁহার অযুতযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। হে নারদ! যে ব্যক্তি শঙ্খমধ্যে অন্য ধেনুদুগ্ধ রাখিয়া তদ্দ্বারা হরিকে স্নান করাইয়া থাকেন, তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞানু-ষ্ঠানের ফল হয়। অক্ষত ও কুসুমসংযুক্ত জল শঙ্খমধ্যে রাখিয়া তদ্দ্বারা প্রভুকে স্নান করাইলে

অথ শঙ্খমাহাত্ম্যং ।

শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে ।—

শঙ্খস্থিতেন তোয়েন যঃ স্নাপয়তি কেশবং। কপিলাশতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
শঙ্খে তীর্থোদকং কৃত্বা যঃ স্নাপয়তি মাধবং। দ্বাদশ্যাং বিন্দুমাত্রেণ কুলানাং তারয়েচ্ছতং ॥
কপিলাক্ষীরমাদায় শঙ্খে কৃত্বা জনার্দ্দনং। যঃ স্নাপয়তি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ ॥
অন্যগোসম্ভবং ক্ষীরং শঙ্খে কৃত্বা তু নারদ। যঃ স্নাপয়তি দেবেশং রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥
শঙ্খে কৃত্বা চ পানীয়ং সাক্ষতং কুসুমান্বিতং। স্নাপয়েদ্দেবদেবেশং হন্যাৎ পাপং চিরার্জ্জিতং ॥
সাক্ষতং কুসুমোপেতং শঙ্খে তোয়ং সচন্দনং। যঃ কৃত্বা স্নাপয়েদ্দেবং মম লোকে বসেচ্চিরং ॥
ক্ষিপ্ত্বা গন্ধোদকং শঙ্খে যঃ স্নাপয়তি কেশবং। নমো নারায়ণায়েতি মুচ্যতে যোনিসঙ্কটাৎ ॥
নাদ্যং তড়াগজং বারি বাপীকূপহ্রদাদিজং। গাঙ্গেয়ঞ্চ ভবেৎ সর্ব্বং কৃতং শঙ্খে কলিপ্রিয় ॥
ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি বাসুদেবস্য চাজ্ঞয়া। শঙ্খে তিষ্ঠন্তি বিপ্রেন্দ্র তস্মাৎ শঙ্খং সদার্চ্চয়েৎ ॥ ৬০
শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সতিলাক্ষতং। অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্য সসাগরধরাফলং ॥ ৬১ ॥
অর্ঘ্যং দত্বা তু শঙ্খেন যঃ করোতি প্রদক্ষিণং। প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥
দর্শনেনাপি শঙ্খস্য কিং পুনঃ স্পর্শনে কৃতে। বিলয়ং যান্তি পাপানি হিমং সূর্য্যোদয়ে যথা ॥
নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে স্নানার্চ্চনবিলেপনে। শঙ্খমুদ্বহতে যস্তু শ্বেতদ্বীপে বসেচ্চিরং ॥
নত্বা শঙ্খং করে ধৃত্বা মন্ত্রেণানেন বৈষ্ণবঃ। যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং তস্য পুণ্যমনন্তকং ॥

মন্ত্রঃ।

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে। মানিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥
তব নাদেন জীমূতা বিত্রস্যন্তি সুরাসুরাঃ। শশাঙ্কাযুতদীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥
গর্ভা দেবারিনারীণাং বিলীয়ন্তে সহস্রধা। তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥

বারাহে চ।—দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন তিলমিশ্রোদকেন চ।
উদকে নাভিমাত্রে তু যঃ কুর্য্যাদভিষেচনং।

ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদিত্যানা প্রস্তুতস্য শঙ্খস্য মাহাত্ম্যং লিখতি শঙ্খেত্যাদিনা ॥ ৬০ ॥
সসাগরধরাদানস্য ফলং তস্য ভবতীতি শেষঃ ॥ ৬১ ॥

সে ব্যক্তি আশু মদীয় লোকে বসতি পাইতে পারে। যে ব্যক্তি শঙ্খে গন্ধজল গ্রহণ পূর্ব্বক "নমো নারায়ণায়" উচ্চারণ করত তদ্দ্বারা হরিকে স্নান করান, তিনি যোনিসঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করেন। হে কলহপ্রিয় নারদ! নদীসলিল, বাপীজল, কূপোদক ও তড়াগ-জল শঙ্খে স্থাপন করিলেই গঙ্গোদক সদৃশ হইয়া থাকে। হে বিপ্রসত্তম! ত্রিলোকীতলে যত তীর্থ আছে, হরির আদেশে তৎসমস্তই শঙ্খে অধিষ্ঠিত; এইজন্য নিরন্তর শঙ্খের অর্চ্চনা করিবে। ৬০। কুসুম, তিল ও অক্ষতসংযুক্ত জল শঙ্খে গ্রহণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রভুকে অর্ঘ্য প্রদান করেন, তিনি সসাগরা ধরণীদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৬১। যে ব্যক্তি শঙ্খ দ্বারা অর্ঘ্য সমর্পণ পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপসমন্বিতা ধরণী

প্রাক্ স্রোতসি চ নদ্যাং বৈ নরস্ত্বেকাগ্রমানসঃ। যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন পাত্রে ঔডুম্বরে স্থিতং। উদকং যঃ প্রতীচ্ছেত শিরসা কৃষ্ণমানসঃ।
তস্য জন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।

আগমে।— বৃহত্বং স্নিগ্ধতাঽচ্ছত্বং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ং।
আবর্ত্তভঙ্গদোষস্তু হেমযোগান্ন জায়তে। নালিকায়াং স্বভাবেন যদি চ্ছিদ্রং ভবেন্ন হি॥ ইতি॥৬২
ঘণ্টাবাদ্যঞ্চ নিতরাং স্নানকালে প্রশস্যতে। যতো ভগবতো বিষ্ণোস্তৎ সদা পরমং প্রিয়ং॥৬৩॥

নারদপঞ্চরাত্রে।—
আবাহনার্ঘ্যে ধূপে চ পুষ্পনৈবেদ্যযোজনে। নিত্যমেতাং প্রযুঞ্জীত তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতাং॥

তন্মন্ত্রঃ।
জয়ধ্বনি ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীর্য্য চ। অভ্যর্চ্চ্য বাদয়ন্ ঘণ্টাং ধূপং নীচৈঃ প্রদাপয়েৎ॥
পূজাকালং বিনান্যত্র হিতং নাস্যাঃ প্রচালনং। ন তয়া চ বিনা কুর্য্যাৎ পূজনং সিদ্ধিলালসঃ॥

প্রসঙ্গাদ্দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খমাহাত্ম্যমপি সামান্যেন লিখতি দক্ষিণেতি সার্দ্ধত্রয়েণ। অভিষেচনং ভগবতঃ স্বস্যাপি বা॥ ৬২॥ তৎ ঘণ্টাবাদ্যং॥ ৬৩॥

প্রদক্ষিণের ফল লাভ হয়। ভাস্করোদয়ে যেরূপ হিমসমূহ ধ্বংস হয়, সেইরূপ শঙ্খ নেত্রগোচর করিলে পাতক বিদূরিত হইয়া থাকে, সুতরাং স্পর্শদ্বারা যে কি ফল হয়, তাহা আর কি বলিব? যে ব্যক্তি নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যক্রিয়ায় কিংবা স্নান, অর্চ্চনা ও বিলেপনকর্ম্মে নিরন্তর শঙ্খ ব্যবহার করেন, তিনি বহুদিন শ্বেতদ্বীপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। নমস্কার করত করে শঙ্খ লইয়া যে বৈষ্ণব (বক্ষ্যমাণ) এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হরিকে স্নান করান, তাঁহার অসীম পুণ্য সঞ্চার হয়।

মন্ত্র যথা।—হে পাঞ্চজন্য! পূর্ব্বে তুমি সমুদ্র হইতে সঞ্জাত হইয়াছিলে, বিষ্ণু তোমাকে করে ধারণ করিয়াছেন এবং সুরগণ তোমাকে সম্মাননা করিয়া থাকেন, তোমাকে নমস্কার করি। হে পাঞ্চজন্য! ত্বদীয় গর্জ্জনে মেঘ, সুরগণ ও অসুরেরা ভীত হয়, ত্বদীয় দীপ্তি অযুত চন্দ্রমার সদৃশ, তোমাকে নমস্কার করি। হে পাঞ্চজন্য! ত্বদীয় নিনাদে পাতালে সহস্র সহস্র দৈত্যবালার গর্ভপাত হইয়া থাকে, তোমাকে নমস্কার করি। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে মানব নদীস্রোতের পূর্ব্বমুখে নাভিজলে দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খে তিলোদক গ্রহণ পূর্ব্বক একচিত্তে স্নান করেন, তাঁহার আজন্মসঞ্চিত পাতকপুঞ্জ আশু বিদূরিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রীহরির প্রতি চিত্ত নিবেশ পূর্ব্বক তাম্রভাণ্ডস্থ সলিল শঙ্খে গ্রহণ পূর্ব্বক শিরোদেশে অভিষেক করেন, তদীয় আজন্মসঞ্চিত পাতক আশু বিদূরিত হয়। শঙ্খের গুণ তিনটী;—বৃহত্ব, স্নিগ্ধত্ব ও স্বচ্ছত্ব। নালিকাতে স্বভাবজনিত রন্ধ্র না থাকিলে, স্বর্ণসংযোগ থাকিলে আবর্ত্ত-ভঙ্গাদি দোষ হয় না। ৬২। স্নানসময়ে ঘণ্টাবাদন অতীব কর্ত্তব্য; কেন না, ঐ বাদ্য হরির সর্ব্বদা অতীব প্রীতিকর। ৬৩। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, আবাহনে, অর্ঘ্যে, ধূপে, কুসুমে ও নৈবেদ্যদানে ঘণ্টাবাদ্যের এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ করিয়া নিরন্তর ঘণ্টাবাদন করিবে।

অথ ঘণ্টামাহাত্ম্যং।

উক্তঞ্চ স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

স্নানার্চ্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ। পুরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ। বসতে দেবলোকে তু অপ্সরোগণসেবিতঃ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদা প্রিয়া। বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিসমুদ্ভবং॥
বাদিত্রনিনদৈস্তূর্য্যগীতমঙ্গলনিস্বনৈঃ॥ যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধি সঃ॥
বাদিত্রাণামভাবে তু পূজাকালে হি সর্ব্বদা। ঘণ্টাশব্দো নরৈঃ কার্য্যঃ সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদং তু কারয়েৎ॥
মন্বন্তরসহস্রাণি মন্বন্তরশতানি চ। ঘণ্টানাদেন দেবেশঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবৎ-প্রহ্লাদসংবাদে।—

শৃণু দৈত্যেন্দ্র বক্ষ্যামি ঘণ্টামাহাত্ম্যমুত্তমং। প্রহ্লাদ ত্বৎসমো নাস্তি মদ্ভক্তো ভুবনত্রয়ে॥
মম নামাঙ্কিতা ঘণ্টা পুরতো মম তিষ্ঠতি। অর্চ্চিতা বৈষ্ণবগৃহে তত্র মাং বিদ্ধি দৈত্যজ॥
বৈনতেয়াঙ্কিতাং ঘণ্টাং সুদর্শনযুতাং যদি। মমাগ্রে স্থাপয়েদ্যস্য দেহে তস্য বসাম্যহং॥৬৪॥
যস্তু বাদয়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়েন চিহ্নিতাং। ধূপে নীরাজনে স্নানে পূজাকালে বিলেপনে।

তস্য দেহে বসামি প্রকটস্তিষ্ঠামীত্যর্থঃ। অতো মদধিষ্ঠানবৎ সোঽপি পূজ্য ইতি ভাবঃ॥৬৪॥

ঘণ্টাবাদনমন্ত্র।—"জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করত পূজা করিয়া, ঘণ্টা-বাদন করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ ধূপ অর্পণ করিবে। পূজার সময় ভিন্ন এই ঘণ্টা-চালন করিলে কোন ফলের সম্ভাবনা নাই। সিদ্ধিকামী ব্যক্তি কদাচ ঘণ্টা ভিন্ন অর্চ্চনা করিবেন না।

অতঃপর ঘণ্টামাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্নান ও পূজাক্রিয়াকালে হরির সম্মুখে ঘণ্টাবাদন করেন, তদীয় পুণ্যফল অবধান কর। সেই ব্যক্তি সহস্রকোটি বর্ষ সুরপুরে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে অপ্সরোগণ তদীয় সেবা করিয়া থাকে। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, উহা কেশবের নিরন্তর প্রিয়তমা। ঘণ্টাবাদ্য করিলে কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানের পুণ্যসঞ্চার হইয়া থাকে। যিনি বাদিত্রশব্দ, তূর্য্যধ্বনি, সংগীত ও মঙ্গলশব্দ সহকারে হরিকে স্নান করান, তিনি জীবন্মুক্ত হন সন্দেহ নাই। বাদ্যযন্ত্রের অভাব হইলে মনুষ্যগণ নিরন্তর অর্চ্চনাকালে ঘণ্টাবাদন করিবে; কেননা, উহা সর্ব্ব-বাদ্যময়ী। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী ও দেবদেব হরির প্রিয়। এই হেতু যত্ন সহকারে ঘণ্টাবাদন করা কর্ত্তব্য। ঘণ্টার রবে দেবদেবেশ্বর হরি শতমন্বন্তর ও সহস্রমন্বন্তর যাবৎ প্রীত থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ভগবৎ-প্রহ্লাদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে দৈত্যপ্রবর! ঘণ্টার মাহাত্ম্যাধিক্য বলি, অবধান কর। হে প্রহ্লাদ! ত্রিলোকীতলে ত্বৎসদৃশ মদ্ভক্ত আর কেহ নাই। হে দৈত্যনন্দন! বৈষ্ণবালয়ে মৎপুরোভাগে সংস্থাপিত মদীয় নামাঙ্কিত ঘণ্টার অর্চ্চনা হইলে আমি তথায় অধিষ্ঠিত থাকি জানিবে। ঘণ্টাতে গরুড়চিহ্ন বা সুদর্শনচিহ্ন

মমাগ্রে প্রত্যহং বৎস প্রত্যেকং লভতে ফলং। মখাযুতং গোঽযুতঞ্চ চান্দ্রায়ণশতোদ্ভবং ॥
বিধিবাহ্যকৃতা পূজা সফলা জায়তে নৃণাং। ঘণ্টানাদেন তুষ্টোঽহং প্রযচ্ছামি স্বকং পদং ॥
নাগারি-চিহ্নিতা ঘণ্টা রথাঙ্গেন সমন্বিতা। বাদনাৎ কুরুতে নাশং জন্ম-মৃত্যুভয়স্য চ ॥৬৫॥
গরুড়েনাঙ্কিতাং ঘণ্টাং দৃষ্ট্বাহং প্রত্যহং সদা। প্রীতিং করোতি দৈতেন্দ্র লক্ষ্মীং প্রাপ্য যথাঽধনঃ ॥
দৃষ্ট্বামৃতং যথা দেবাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্ত্যহর্নিশং। সুপর্ণে চ তথা প্রীতিং ঘণ্টাশিখরসংস্থিতে ॥৬৭॥
স্বকরেণ প্রকুর্ব্বন্তি ঘণ্টানাদং স্বভক্তিতঃ। মদীয়ার্চ্চনকালে তু ফলং কোট্যৈন্দবং কলৌ ॥ ৬৮ ॥

অন্যত্র চ।—

ঘণ্টাদণ্ডস্য শিখরে সচক্রং স্থাপয়েত্তু যঃ। গরুড়ং বৈ প্রিয়ং বিষ্ণোঃ স্থাপিতং ভুবনত্রয়ং ॥
সচক্রঘণ্টানাদন্তু মৃত্যুকালে শৃণোতি যঃ। পাপকোটিযুতস্যাপি নশ্যন্তি যমকিঙ্করাঃ ॥
সর্ব্বে দোষাঃ প্রলীয়ন্তে ঘণ্টানাদে কৃতে হরৌ। দেবতানাং মুনীন্দ্রাণাং পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ ॥
অভাবে বৈনতেয়স্য চক্রস্যাপি ন সংশয়ঃ। ঘণ্টানাদেন ভক্তানাং প্রসাদং কুরুতে হরিঃ ॥
গৃহে যস্মিন্ ভবেন্নিত্যং ঘণ্টা নাগারিসংযুতা। ন সর্পাণাং তত্র ভয়ং নাগ্নিবিদ্যুৎসমুদ্ভবং ॥
যস্য ঘণ্টা গৃহে নাস্তি শঙ্খশ্চ পুরতো হরেঃ। কথং ভাগবতং নাম গীয়তে তস্য দেহিনঃ ॥

গোঽযুতং গবাযুতং গবামযুতস্য দানজং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥ অধনো দরিদ্রঃ যথা লক্ষ্মীং ধন-সম্পত্তিং প্রাপ্য প্রীতিং করোতি তদ্বৎ ॥ ৬৬ ॥ ঘণ্টায়াঃ শিখরমগ্রং তত্র সম্যক্ স্থিতে সতি। প্রীতিং করোমীতি শেষঃ। প্রীয়ে ইতি বা পাঠঃ। সুপর্ণৈমীতি পাঠে এমি প্রাপ্নোমি। পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৬৭ ॥ ঐন্দবং চান্দ্রায়ণং তৎ কোটিসমুদ্ভবং ফলমিত্যর্থঃ। দীনারকোটিজমিতি পাঠে

থাকিলে যে ব্যক্তি সেই ঘণ্টা মৎপুরোভাগে স্থাপন করে, আমি তদীয় শরীরে অবস্থিতি করি।৬৪। হে বৎস! যিনি প্রত্যহ ধূপ, নীরাজন, স্নান, অর্চ্চনা ও বিলেপনসময়ে মৎপুরোভাগে গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা বাদন করেন, তিনি প্রতি কর্ম্মে দশসহস্র যজ্ঞের, দশসহস্র ধেনুদানের ও শতচান্দ্রায়ণব্রতের ফল লাভ করেন। যে কোন অর্চ্চনাই হউক না কেন, মানবগণ যদি সম্যক্‌রূপে তাহা সম্পন্ন করিতে না পারে, তবে ঘণ্টাবাদন দ্বারা সমস্তই সুসিদ্ধ হয়, আমি ঐ বাদ্যে প্রীত হইয়া স্বীয় ধাম অর্পণ করিয়া থাকি। গরুড়চিহ্নিত অথবা চক্রচিহ্নিত ঘণ্টা বাদন করিলে জন্মভয় ও মরণভয় বিদূরিত হয়।৬৫। হে দৈত্যপ্রবর! যেরূপ দরিদ্র ব্যক্তি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে পুলকিত হয়, তদ্রূপ আমি প্রতিদিন গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা দর্শন করিলেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকি।৬৬। সুধাদর্শনে যেরূপ সুরগণ দিবানিশি সন্তুষ্ট থাকেন, ঘণ্টার উপরিভাগে গরুড়মূর্ত্তি দেখিলেও আমি তদ্রূপ সন্তোষ প্রাপ্ত হই।৬৭। কলিযুগে আমার অর্চ্চনাকালে ভক্তিসহকারে স্বকরে ঘণ্টাবাদন করিলে কোটি চান্দ্রায়ণের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।৬৮। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, ঘণ্টাদণ্ডের অগ্রদেশে হরির প্রিয়চক্র ও গরুড় সংস্থাপিত হইলে সেই স্থাপনকর্ত্তা দ্বারা ত্রিলোক স্থাপিত হয়। মরণসময়ে যিনি চক্রচিহ্নিত ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ করেন, কোটি পাপে পাতকী হইলেও শমনদূত তৎসকাশে আগমন না করিয়া পলায়িত হয়। বিষ্ণুর অর্চ্চনায় ঘণ্টাশব্দ করিলে দোষরাশি বিদূরিত হয় এবং দেবতা,

অতো ভগবতঃ প্রীত্যৈ ঘণ্টা শ্রীগরুড়ান্বিতা। সংগৃহ্য বৈষ্ণবৈর্বত্নাচ্চক্রেণোপরিমণ্ডিতা॥

স্নানে শঙ্খাদিবাদ্যন্তু নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ। গীতং নৃত্যং পুরাণাদি-পঠনঞ্চ প্রশস্যতে॥ ৬৯॥

স্কন্দপুরাণে।—

স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য শঙ্খাদীনান্তু বাদনং। কুরুতে ব্রহ্মলোকে তু বসতে ব্রহ্মবাসরং॥

স্নানকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃষ্ণস্যাগ্রে তু নর্ত্তনং। গীতঞ্চৈব পুনাত্যত্র ঋচোক্তং বদনেন হি॥৭০॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

মৃদঙ্গবাদ্যেন যুতং পণবেন সমন্বিতং। অর্চ্চনং বাসুদেবস্য সনৃত্যং মোক্ষদং নৃণাং॥

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ তথা পুস্তকবাচনং। পূজাকালে তু কৃষ্ণস্য সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ং॥

নৃত্যবাদ্যাদ্যভাবে তু কুর্য্যাৎ পুস্তকবাচনং। পূজাকালে ত্বিদং পুত্র সর্ব্বদা প্রীতিদায়কং॥

পুস্তকস্যাপ্যভাবে তু বিষ্ণুনামসহস্রকং। স্তবরাজং মুনিশ্রেষ্ঠ গজেন্দ্রস্য চ মোক্ষণং॥

পূজাকালে তু দেবস্য গীতাস্তোত্রমনুস্মৃতিঃ। পঞ্চস্তবা মহাভাগ মহাপ্রীতিকরা হরেঃ॥

বিহায় গীতবাদ্যানি পূজাকালে সদা হরেঃ। পঠনীয়ং মহাভক্ত্যা বিষ্ণোর্নামসহস্রকং॥৭১॥

দীনারং সুবর্ণমুদ্রাবিশেষঃ তৎকোটিদানজং॥৬৮॥ নশ্যন্তি অদৃশ্যা ভবন্তি পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৬৯॥

পুনাতীতি নর্ত্তনাদি নর্ত্তৃন্। ঋচোক্তং বদনেন হীতি ঋগ্বেদেন স্বমুখেন সাক্ষাদয়মর্থঃ সাধিত ইত্যর্থঃ। যদ্বা। অত্র পাবনে যৎ ফলং তদৃচৈবোক্তং নান্যস্য বদনে প্রভবতীত্যর্থঃ॥ ৭০॥

অর্চ্চনমিত্যনেন পূজাকালে ত্বিত্যাদিনা চ যদ্যপি পূজায়াং সর্ব্বোপচারেষু সর্ব্বদৈব বাদ্যাদিকং

মুনীন্দ্র ও পিতৃগণের সন্তোষ জন্মে। গরুড়চিহ্নিত ও চক্রচিহ্নিত ঘণ্টার অভাবে অন্য ঘণ্টা বাদন করিলে প্রভু ভক্তের উপরি প্রীত থাকেন সন্দেহ নাই। যে গৃহে নিরন্তর গরুড়চিহ্নে অঙ্কিত ঘণ্টা বিরাজ করে, তথায় সর্পভয় বিদ্যমান থাকে না এবং অগ্নি বা বিদ্যুদ্ভয়েরও সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তির গৃহে হরির পুরোভাগে শঙ্খ ও ঘণ্টা না থাকে, সেই ব্যক্তিকে কিরূপে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ বলিয়া বর্ণন করা যাইতে পারে? সুতরাং বৈষ্ণববর্গ ভগবানের সন্তোষার্থ গরুড় ও চক্রচিহ্নে অঙ্কিত ঘণ্টা গ্রহণ করিবেন। কেশবের স্নানসময়ে শঙ্খবাদ্য, নামকীর্ত্তন, সংগীত, নৃত্য ও পুরাণাদি পাঠ এই সমস্তের বিশেষ প্রশংসা করা যাইতেছে। ৬৮।

অনন্তর স্নানকালীন বাদ্যাদিমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি শ্রীহরির স্নানসময়ে শঙ্খাদি বাদন করেন, ব্রহ্মার একদিবসপ্রমিত কাল তাঁহার ব্রহ্মপুরে অধিষ্ঠান হয়। ঋগ বেদ স্বমুখে প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্নানসময়ে হরির পুরোভাগে নৃত্য ও সংগীত বিশুদ্ধ করে। ৭০। ঐ স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে যে, মৃদঙ্গ ও পণববাদ্য সহ নৃত্য করত হরির পূজা করিলে সেই পূজা মানবগণের পক্ষে মুক্তিদায়িনী হয়। শ্রীহরির পূজাসময়ে সংগীত, বাদ্য, নৃত্য ও পুস্তকবাচন এই সমস্ত সর্ব্বদা হরির প্রীতিকর। নৃত্য ও বাদ্যের অভাবে পুস্তক-বাচন কর্ত্তব্য। হে বৎস! অর্চ্চনাকালে উহা নিরন্তর প্রীতিজনক হইয়া থাকে। হে তাপসপ্রবর! শ্রীহরির অর্চ্চনা-সময়ে যদি পুস্তকের অভাব হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুর সহস্রনাম, স্তবরাজ, গজেন্দ্রমোক্ষণ, গীতাস্তোত্র ও অনুস্মৃতি এই পাঁচটী স্তব প্রভুর অতীব প্রীতিপদ। হরির

দ্বারকামাহাত্ম্যে।—

স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য জয়শব্দং করোতি যঃ। করতাড়নসংযুক্তং গীতং নৃত্যং প্রকুর্ব্বতে॥
উন্মত্তচেষ্টাং কুর্ব্বাণো হসন্ জল্পন্ যথেচ্ছয়া। নোত্তানশায়ী ভবতি মাতুরঙ্কে নরেশ্বর ॥৭২॥

অথ সহস্রনামমাহাত্ম্যং।

তত্রৈব।—স্নানকালে তু দেবস্য পঠেন্নামসহস্রকং।
প্রত্যক্ষরং লভেৎ পুণ্যং কপিলাগোশতোদ্ভবং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

কৃত্বা নামসহস্রেণ স্তুতিং তস্য মহাত্মনঃ। বিয়োগমাপ্নোতি নরঃ সর্ব্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

বিষ্ণোর্নামসহস্রন্তু পূজাকালে পঠন্তি যে। বেদানাঞ্চৈব পুণ্যানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥
শ্লোকেনৈকেন দেবর্ষে সহস্রনামকস্য যৎ। পঠিতেন ফলং প্রোক্তং ন তৎ ক্রতুশতৈরপি॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ। পরিপূর্ণং ভবেৎ সর্ব্বং সহস্রনামকীর্ত্তনাৎ॥

কিঞ্চ।—জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং পঠিত্বা বিষ্ণুসন্নিধৌ।
নাম্নাং সহস্রং বিষ্ণোস্তু প্রজহাতি মহারুজং॥

ব্রহ্মহত্যাদি-পাপানি কামচারকৃতান্যপি। বিলয়ং যান্তি বৈ নূনমন্যপাপে তু কা কথা॥
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি মনসা চিন্তিতানি চ। যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় বিষ্ণোর্নামসহস্রকং॥

বিহিতং তথাপ্যত্র মুখ্যোপচারে স্নানে স্নানকালে ত্বিদ্যাদিবচনসঙ্গত্যা প্রাগ্‌লিখিতং। এবমগ্রেঽপি॥ ৭১॥ মাতুরঙ্কে উত্তানশায়ী ন ভবতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৭২॥

অর্চ্চনাসময়ে গীত ও বাদ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মহতী ভক্তির সহিত নিরন্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিবে। ৭১। দ্বারকামাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! যিনি শ্রীহরির স্নানসময়ে জয় শব্দ উচ্চারণ করেন, করতালি বাদ্য করিয়া নৃত্যগীত করেন এবং উন্মত্তবৎ যথেচ্ছ হাস্য করেন ও বাক্য উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে পুনরায় জননীর অঙ্কে উত্তানশায়ী হইতে হয় না। ৭২।

অনন্তর সহস্রনামমাহাত্ম্য।—ঐ গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, শ্রীহরির স্নানসময়ে সহস্রনাম কীর্ত্তন করিলে প্রতি বর্ণে শতসংখ্য কামধেনু দানের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, মানব সহস্র নাম দ্বারা সেই মহাত্মার স্তুতিবাদ করিলে সর্ব্ববিধ অনর্থ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে সন্দেহ নাই। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি অর্চ্চনা-সময়ে হরির নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি নিখিল বেদাধ্যয়নের পুণ্য প্রাপ্ত হন। হে দেবর্ষে সহস্রনামের একটীমাত্র শ্লোক অধ্যয়ন করিলে যে ফল হয়, শতযজ্ঞানুষ্ঠানেও তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীবিষ্ণুর যে কোন অর্চ্চনা মন্ত্ররহিত বা ক্রিয়ারহিত হয়, সহস্রনাম পাঠ দ্বারা তৎসমস্ত সফল হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে যে, হরির পুরোভাগে বিষ্ণুর সহস্রনাম কীর্ত্তন করিলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাতক ও মহারোগ বিদূরিত হইয়া যায়, কামকৃত ব্রহ্মবধাদি পাতকপুঞ্জও নিঃসন্দেহ বিনিষ্ট হয়; সুতরাং অপর পাতকের কথা আর

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে।—

অধীতাস্তেন বৈ বেদাঃ সুরাঃ সর্ব্বে সমর্চ্চিতাঃ। নাম্নাং সহস্রং যোঽধীতে মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥
কুর্ব্বন্ পাপসহস্রাণি ভুঞ্জানোঽপি যতস্ততঃ। পঠেন্নামসহস্রন্তু দুর্গন্ধং ন স পশ্যতি॥
মুক্ত্বা নামসহস্রন্তু নান্যো ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন। কলৌ প্রাপ্তে গুড়াকেশ সত্যমেতন্ময়েরিতং॥
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ স্তবৈঃ প্রীতির্ন মেঽর্জ্জুন। সন্তুষ্টিস্তু ন চান্যেন বিনা নামসহস্রকং॥
স্তবং নামসহস্রাখ্যং যে ন জানন্তি বৈ কলৌ। ভ্রমন্তি তে নরা লোকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥
স্তবং নামসহস্রাখ্যং লিখিতং যস্য বেশ্মনি। পূজ্যতে মম সান্নিধ্যে পূজাং গৃহ্লামি তস্য বৈ॥
যস্মিন্নামসহস্রং মে গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা। লিখিতং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ তত্র নো বিশতে কলিঃ॥
তস্মাত্ত্বমপি কৌন্তেয় মদ্ভক্তো মন্মনা ভব। পঠন্নামসহস্রং মে সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যসি॥
অহমারাধিতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা। ততো নামসহস্রং মে প্রাপ্তং লোকহিতং পরং॥
নারদেন ততঃ পূর্ব্বং প্রাপ্তঞ্চ পরমেষ্ঠিনঃ। নারদেন ততঃ প্রোক্তমৃষীণামূর্দ্ধরেতসাং॥
ঋষিভিস্তু মহাবাহো দেবলোকে প্রকাশিতং।
মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যাণাং ব্যাসেন পরিভাষিতং॥ ৭৩॥

মানবঃ প্রাপ্নোতি অন্তে মানবাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। স্তবং লিখিতমিতি নপুংসকত্বমার্ষং॥ ৭৩॥

কি বলিব? যে ব্যক্তি প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সহস্র নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি চিত্তমধ্যে যে সমস্ত কার্য্যের চিন্তা করেন, তাঁহার তত্তৎকার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি সহস্রনাম পাঠ করেন, তিনি নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিলেন, সমস্ত দেবতার পূজা করিলেন এবং মোক্ষ তদীয় করগত হইল। নিরন্তর পাপাচারী ও যথেচ্ছ-ভোজনকারী ব্যক্তিও সহস্রনাম পাঠের ফলে নরকদর্শন হইতে মুক্তি পায়। হে অর্জ্জুন! আমি সত্যই কহিতেছি, কলিযুগ উপস্থিত হইলে সহস্রনাম কীর্ত্তন করিবে, অন্য ধর্ম্মের আচরণ না করিলেও ক্ষতি নাই। হে অর্জ্জুন! সহস্রনাম ভিন্ন কি যজ্ঞ, কি দান, কি তপঃ, কি স্তব কিছুতেই আমার প্রীতি বা সন্তুষ্টি সঞ্চার হয় না। কলিযুগে যে সমস্ত মানব সহস্রনাম অপরিজ্ঞাত থাকে, তাহাদিগকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে হয়। যে ব্যক্তির আলয়ে সহস্রনাম লিখিয়া মৎ-পুরোভাগে অর্চ্চনা করা হয়, আমি তদীয় সেই পূজা গ্রহণ করিয়া থাকি। হে পাণ্ডবসত্তম! যে গৃহে মদীয় সহস্রনাম লিপিবদ্ধ হইয়া নিরন্তর বিরাজিত থাকে, তথায় কলি প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় না। অতএব হে কুন্তীসুত! তুমিও মদ্ভক্ত হইয়া আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ পূর্ব্বক সহস্রনাম অধ্যয়ন কর, এইরূপ করিলেই তোমার সমস্ত, অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইবে। পুরাকালে লোককর্ত্তা বিধি মদীয় উপাসনা করাতেই সর্ব্বজণকল্যাণকর সর্ব্বোত্তম মন্নামসহস্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে নারদ বিধিসকাশে প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধরেতাঃ তাপসগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। হে মহাবাহো! মুনিগণ আবার সুরলোকে প্রকাশ করেন। বেদব্যাস মর্ত্ত্যলোকে মানবগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৭৩। মহাদেব দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়া মদীয় অনুগ্রহে অতীব গুপ্ত এই সহস্র নাম স্তব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি

তপসোগ্রেণ মহতা শঙ্করেণ মহাত্মনা। মৎপ্রসাদাদনুপ্রাপ্তং গুহ্যানামুত্তমোত্তমং ॥
দত্তং ভবান্যৈ রুদ্রেণ নাম্নাং মে হি সহস্রকং। বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু ময়া তে পরিকীর্ত্তিতং ॥
অশেষার্ত্তিহরং পার্থ মম নামসহস্রকং। সদ্যঃ প্রীতিকরং পুণ্যং সুরাণামমৃতং যথা ॥
অষ্টাদশপুরাণানাং সারমেতদ্ধনঞ্জয়। ময়োদ্ধৃত্য সমাখ্যাতং তব নামসহস্রকং ॥
সহস্রনামমাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ। সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি ॥
অপরাধসহস্রৈস্তু ন স লিপ্যেৎ কদাচন ॥ ৭৪ ॥

অথ শ্রীভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং।

স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসোক্তৌ।—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ব্বদেবময়ী যতঃ। সর্ব্বধর্ম্মময়ী যস্মাত্তস্মাদেতাং সমভ্যসেৎ।
শালগ্রামশিলাগ্রে তু গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু যঃ। মন্বন্তরসহস্রাণি বসতে ব্রহ্মণঃ পুরে।
হত্বা হত্বা জগৎ সর্ব্বং মুষিত্বা সচরাচরং। পাপৈর্ন লিপ্যতে চৈব গীতাধ্যায়ী কথঞ্চন।
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈর্দত্তং তেন গবাযুতং ॥৭৫॥ গীতামভ্যস্যতা নিত্যং তেনাপ্তং পদমব্যয়ং ॥৭৬॥
গীতাধ্যায়ং পঠেদ্যস্তু শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা। ভবপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥৭৭॥

লঘুসহস্রনামমাহাত্ম্যমুক্ত্বা বৃহৎসহস্রনামমাহাত্ম্যং বক্ষ্যন্নাদৌ তৎপ্রবৃত্তিক্রমমাহ তপসেতি দ্বাভ্যাং ॥ ৭৪ ॥

সুগীতা কর্ত্তব্যা শোভনপ্রকারেণ গেয়েত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥ নিত্যমভ্যস্যতা যেন স্থিতমিতি শেষঃ। যদ্বা। তেন হননাদিকর্ত্রাপি গীতামভ্যস্যতা ইষ্টং দত্তং পরমং পদঞ্চ প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥ ভবঃ

ভবানীকে ইহা প্রদান করেন, এই প্রকারে মদীয় সহস্রনাম ত্রিভুবনমধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে অর্জ্জুন! সুধা যেমন সুরগণের, তদ্রূপ মদীয় নাম-সহস্র প্রাণীর অশেষ যন্ত্রণা দূর করে এবং আশু প্রীতিসাধন করিয়া থাকে। হে ধনঞ্জয়! এই সহস্রনাম অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে সার, আমি ইহা উদ্ধৃত করত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এই সহস্রনামের মাহাত্ম্য মহেশ্বর অবগত আছেন। যে ব্যক্তি সহস্রনামের মাহাত্ম্য অধ্যয়ন ও শ্রবণ করেন, সহস্র অপরাধ করিলেও তিনি সেই সমস্ত পাপে কদাচ লিপ্ত হন না। ৭৪।

অনন্তর ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে ব্যাসবাক্যে বর্ণিত আছে যে, যে গীতা সাক্ষাৎ কমলনাভ হরির বদনপদ্ম হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে অধ্য-য়ন করিবে; অপরাপর নানাশাস্ত্রে কি আবশ্যক? গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, সর্ব্ববেদময়ী ও সর্ব্বধর্ম্ম-ময়ী; সুতরাং উহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার পুরোভাগে গীতাধ্যায় অধ্যয়ন করেন, সহস্রমন্বন্তর যাবৎ তিনি ব্রহ্মপুরে নিবসতি করিয়া থাকেন। যদি কেহ পুনঃ পুনঃ সচরাচর বিশ্ব ধ্বংস অথবা চুরি করে, গীতা অধ্যয়ন করিলে সে ব্যক্তিও পাতকে পরিলিপ্ত হয় না; সে সর্ব্বযজ্ঞ ও দশসহস্র গোদানের ফল লাভ করে। ৭৫। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গীতা অভ্যাস করেন, তিনি অক্ষয়পদভাগী হন। ৭৬। গীতাধ্যায়ের একটী অথবা অর্দ্ধ শ্লোক

যো নিত্যং বিশ্বরূপাখ্যমধ্যায়ং পঠতি দ্বিজঃ। বিভূতিং দেবদেবস্য তস্য পুণ্যং বদাম্যহং ॥ ৭৮॥
বেদৈরধীতৈর্যৎ পুণ্যং সেতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ। শ্লোকেনৈকেন তৎ পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্তিং করোতি সঃ। বিশ্বরূপং সদাধ্যায়ং বিভূতিঞ্চ পঠেত্তু যঃ ॥ ৭৯ ॥
অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ। দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ৮০ ॥
লিখিত্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ গীতাশাস্ত্রং প্রযচ্ছতি। দিনে দিনে চ যজতে হরিং চাত্র ন সংশয়ঃ ॥
চতুর্ণামেব বেদানাং সারমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুনা। ত্রৈলোক্যস্যোপকারায় গীতাশাস্ত্রং প্রকাশিতং ॥ ৮১॥
ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতং। গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
ধর্ম্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চাপীচ্ছতা সদা। শ্রোতব্যা পঠনীয়া চ গীতা কৃষ্ণমুখোদ্গতা ॥

যো নরঃ পঠতে নিত্যং গীতাশাস্ত্রং দিনে দিনে।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥ ৮২ ॥

অথ পুরাণপাঠাদিমাহাত্ম্যং।

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—
বিচারয়ন্তি যে শাস্ত্রং বেদাভ্যাসরতাশ্চ যে। পুরাণসংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠন্তি চ।
ব্যাকুর্ব্বন্তি স্মৃতিং যে চ যে ধর্ম্মপ্রতিবোধকাঃ। বেদান্তেষু নিষণ্ণা যে তৈরিয়ং জগতী ধৃতা।
তত্তদভ্যাসমাহাত্ম্যৈঃ সর্ব্বে তে হতকিল্বিষাঃ। গচ্ছন্তি ব্রহ্মণো লোকং যত্র মোহো ন বিদ্যতে ॥
তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে।—
অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি। পুংসোঽশ্রুতপুরাণস্য ন সম্যগ্গতিদর্শনং।

সংসার এব পাপং তেন বিনির্ম্মুক্তঃ সন্ ॥ ৭৭ ॥ বিভূতিং চাধ্যায়ং ॥ ৭৮ ॥ পুরাতনৈশ্চ পুরাণৈঃ ॥ ৭৯ দ্বাত্রিংশদপরাধান্ বারাহোক্তান্ অগ্রে লেখ্যান্ ॥ ৮০ ॥ বৈষ্ণবানাং. বৈষ্ণবেভ্যঃ ॥৮১॥ গীতৈব গঙ্গোদকং পাপাদিহারিত্বাৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রদত্বাচ্চ, তৎ পীত্বা স্থিতস্য প্রসিদ্ধগঙ্গোদকাদ্বিশেষমাহ। ভারতমেবামৃতং বহিরন্তঃশোধনং বেদার্ণবসারত্বাৎ তস্যাপি সর্ব্বস্বং সারভূতমিত্যর্থঃ। যদ্বা। সর্ব্বার্থপ্রকাশকং যদ্ভারতাখ্যং শাস্ত্রং তস্যামৃতং মধুরবস্তুভাগস্তস্য

অধ্যয়ন করিলে সেই ব্যক্তি পাতকরূপ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হরিধামে প্রস্থিত হয়। যে বিপ্র ভগবদ্গীতার শ্রীহরির বিশ্বরূপনামক একাদশাধ্যায় ও বিভূতিযোগাখ্য দশমাধ্যায় প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, আমি তদীয় পুণ্যের কথা কীর্ত্তন করিতেছি। ৭৮। নিখিল বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করিলে যে পুণ্য হয়, একটীমাত্র শ্লোকেই সেই পুণ্য হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি প্রত্যহ বিশ্বরূপনামক অধ্যায় ও বিভূতিযোগাখ্য অধ্যায় অধ্যয়ন করেন, তিনি আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত জগতের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। ৭৯। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গীতাধ্যায় অধ্যয়ন করেন, হরি তাঁহার দ্বাত্রিংশদ্বিধ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। ৮০। যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র লিখিয়া বৈষ্ণবের হস্তে সমর্পণ করেন, দিন দিন তিনি হরিপূজাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সংশয় নাই। বিষ্ণু চতুর্ব্বেদের সারাংশ উদ্ধার করত ত্রিভুবনের উপকারার্থ গীতাশাস্ত্র প্রকটন করিয়াছেন। ৮১। ভারতসুধার সার, হরিমুখবিনির্গত গীতারূপ গঙ্গোদক পান করিলে

বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থঞ্চ ভামিনি। পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৮৩॥

বৃহন্নারদীয়ে চ।—

পুরাণেষ্বর্থবাদত্বং যে বদন্তি নরাধমাঃ। তৈরর্জ্জিতানি পুণ্যানি তদ্বদেব ভবন্তি বৈ॥ ৮৪॥

পুরাণেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবক্তৃষু। প্রবদন্ত্যর্থবাদত্বং যে তে নরকভাজনাঃ॥ ৮৫॥

অনায়াসেন যঃ পুণ্যানীচ্ছতীহ দ্বিজোত্তমাঃ। শ্রাব্যাণি ভক্ত্যা তেনৈব পুরাণানি ন সংশয়ঃ।

পুরার্জ্জিতানি পাপানি নাশমায়ান্তি তস্য বৈ। পুরাণশ্রবণে বুদ্ধিস্তস্যৈব ভবতি ধ্রুবং॥ ৮৬॥

কিঞ্চ।—

পুরাণে বর্ত্তমানেঽপি পাপপাশেন যন্ত্রিতঃ। অনাদৃত্যান্যগাথাসু সক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৮৭॥

সর্ব্বস্বং। তত্তু নেদৃশং বাহ্যতীর্থমাত্রত্বাৎ। কিঞ্চ। বিষ্ণোর্ম্মুখাৎ বিশেষেণ প্রীত্যাদিময়েন নিঃসৃতং তত্তু পাদাঙ্গুষ্ঠশৌচাদেবেতি দিক্॥ ৮২॥

ব্যাকুর্ব্বন্তি ব্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি। নিষণ্না নিষ্ণাতাঃ। গতিঃ তত্ত্বং তস্য দর্শনং বিজ্ঞানং সম্যক্ ন ভবতি॥ ৮৩॥ তদ্বদেব অর্থবাদরূপাণি বিফলান্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৮৪॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ॥ ৮৫॥ হে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৮৬॥ পাপপাশেন যন্ত্রিতঃ বশীকৃতো জনঃ পুরাণমনাদৃত্য অন্যগাথাসু প্রাকৃত-

---

পুনর্জ্জন্ম বিদূরিত হয়। প্রত্যহ কৃষ্ণমুখবিনির্গতা গীতা শ্রবণ ও অধ্যয়ন করা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-কামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অনুত্তম গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি নিখিল পাতক হইতে পরিমুক্ত হইয়া হরির পরমধামে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। ৮২।

অতঃপর পুরাণাধ্যয়নাদির মাহাত্ম্য।—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডলসংবাদে লিখিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রের বিচারকারী, যাঁহারা বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন, যে সকল ব্যক্তি পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন ও শ্রবণ করেন, যে সকল ব্যক্তি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ের উপদেশ দেন আর যে সকল ব্যক্তি বেদান্তে অতীব অনুরাগী, তাঁহাদের দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে, তাঁহারা যে এই সমস্ত অভ্যাস করেন, তাহারই মাহাত্ম্যে পাতক ধ্বংস হওয়াতে তাঁহারা ব্রহ্মধামে প্রয়াণ করেন, সে স্থানে বুদ্ধিভ্রমের সম্ভব নাই। পদ্ম-পুরাণে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, নিখিল বেদে পারগামী হইয়াছেন এবং নিখিল-শাস্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এ প্রকার হইলেও যাঁহার শ্রুতিবিবরে পুরাণ প্রবেশ করে নাই, তাঁহার সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয় নাই জানিবে। হে পার্ব্বতি! অনুমান হয়, পুরাণার্থ বেদার্থ হইতেও প্রধান; যে ব্যক্তি পুরাণকে গ্রাহ্য না করে, পশুযোনিতে তাহাকে দেহ ধারণ করিতে হয়। ৮৩। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে যে, যে সমস্ত মানবাধম পুরাণে অর্থ-বাদত্ব প্রকাশ করে, তাঁহাদের আজন্মসঞ্চিত পুণ্য বিফল হইয়া যায়। ৮৪। হে বিপ্রসত্তম-গণ! পুরাণ সর্ব্বধর্ম্মের উপদেষ্টা, যাহারা সেই পুরাণকে কল্পিত ফলশ্রুতিমাত্র বলিয়া বর্ণন করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। ৮৫। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে ব্যক্তি ইহলোকে অবহেলে পুণ্য অর্জ্জন করিতে বাসনা করেন, তিনি ভক্তিমান্ হইয়া পুরাণসমূহ শ্রবণ করুন্। এই প্রকার করিলে তদীয় পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত পাতকপুঞ্জ ধ্বংস হয় এবং পুরাণ শ্রবণ করিতে তদীয় মতি জন্মে

অথ বস্ত্রার্পণং।

স্নানমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ শুদ্ধসূক্ষ্মাঙ্গবাসসা। শনৈঃ সংমার্জ্য গাত্রাণি দিব্যে বস্ত্রে সমর্পয়েৎ॥ ৮৮॥
মধ্যদেশীয়নেপথ্যাদ্যনুসারেণ ভক্তিতঃ। কেহপ্যত্র কঞ্চুকোষ্ণীষাদ্যম্বরাণ্যর্পয়ন্তি চ॥

তথা চ মাৎস্যে।—

তত্তদ্দেশীয়ভূষাঢ্যাং তত্তন্মূর্ত্তিঞ্চ কারয়েৎ॥ ৮৯॥

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

অলংকুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতং॥ ৯০॥

ভবিষ্যে চ।—

বাসোভিঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং যান্যেবাত্মপ্রিয়াণি তু। তথান্যৈশ্চ শুভৈর্দিব্যৈরর্চ্চয়েচ্চ দুকূলকৈঃ॥
বাসাংসি চ বিচিত্রাণি সারবন্তি শুচীনি চ। ধূপিতানি হরের্দদ্যাৎ বিকেশানি নবানি চ॥ ৯১॥
ভূষয়েদ্বহুভির্বস্ত্রৈর্বিচিত্রৈঃ কঞ্চুকাদিভিঃ। ভোগানন্তরমেবেতি বহূনাং সম্মতং সতাং॥ ৯২॥

গীতবদ্ভজনশ্রবণমাত্রপ্রিয়াসু অপৌরাণিকীষু অসৎকথাসু আসক্তবুদ্ধিঃ সন্ তাস্বেব প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ॥ ৮৭॥

শুদ্ধেন সূক্ষ্মেণ চ অঙ্গবাসসা শ্রীমদঙ্গসংমার্জনযোগ্যবস্ত্রেণ। বস্ত্রে পরিধানোত্তরীয়-বাসসী॥ ৮৮॥ অত্র স্নপনানন্তরবস্ত্রার্পণকালে। অপ্যর্থে চকারঃ কঞ্চুকাদ্যম্বরাণ্যপি॥ ৮৯॥ যথো-চিতং যদ্দেশে যাদৃক্ বেশভূষণং তত্র তেনৈবেত্যর্থঃ॥ ৯০॥ সারবন্তি চিরস্থায়ীনি। পরমোত্তমানি বা কৌশেয়াদীনি। বিকেশানি কেশরহিতানি॥ ৯১॥ পরমতং লিখিত্বা নিজমতং লিখতি ভূষয়ে-দিতি। বহূনাং সতামিতি ভোজনসময়ে বস্ত্রদ্বয়স্যৈব স্মৃতিশাস্ত্রেণ বিহিতত্বাৎ তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥ ৯২॥

সন্দেহ নাই। ৮৬। আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির বুদ্ধি পাতকপাশে সম্বদ্ধ, সে পুরাণ বিদ্যমানে অন্য কথায় অনুরক্ত হইয়া তাহাতেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ৮৭।

অনন্তর বস্ত্রার্পণ।—স্নানমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ, সূক্ষ্ম, অঙ্গবস্ত্র (গাত্রমার্জ্জনী বা গামছা) দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ দেহপ্রোঞ্ছন করত অত্যুত্তম পরিধেয় ও উত্তরীয় নিবেদন করিতে হইবে।৮৮। মধ্যপ্রদেশীয় কেশবিন্যাসাদির প্রণালীতে কোন কোন ব্যক্তি এই সময়েই কঞ্চুক ও উষ্ণীষ প্রভৃতি প্রদান করেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশেষ বিশেষ ভূষা দ্বারা বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিকে সমলঙ্কৃত করিতে হয়। ৮৯। একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে যে, মদীয় ভক্ত প্রেম সহকারে আমাকে যথাযথ বিভূষণে বিভূষিত করিবে। ৯০। ভবিষ্যপুরাণেও বর্ণিত আছে যে, আপনার প্রিয় আবরণীয় বসন অপরাপর বিশুদ্ধ দিব্য বসন এবং পট্টবসন দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিতে হয়। নানাপ্রকারবর্ণবিশিষ্ট, বহুদিনস্থায়ী, কেশশূন্য, নূতন দিব্যবস্ত্রসমূহ ধূপিত করত প্রভুকে নিবেদন করিবে। বহুসংখ্যক সাধুর মত এইরূপ যে, ভোগাবসানে কঞ্চুকাদি বিচিত্র নানাবসন দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হয়। ৯২।

অথ শ্রীমদঙ্গমার্জনমাহাত্ম্যং।

দ্বারকামাহাত্ম্যে।—

কৃষ্ণং স্নানার্দ্রগাত্রন্ত বস্ত্রেণ পরিমার্জতি। তস্য লক্ষার্জ্জিতস্যাপি ভবেৎ পাপস্য মার্জ্জনং॥

অথ বস্ত্রার্পণমাহাত্ম্যং।

নারসিংহে।—

বস্ত্রাভ্যামচ্যুতং ভক্ত্যা পরিধাপ্য বিচিত্রিতং। সোমলোকে বসিত্বা তু বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

স্কান্দে শ্রীশিবোমাসংবাদে।—

বস্ত্রাণি সুপবিত্রাণি সারবন্তি মৃদূনি চ। রূপবন্তি হরের্দত্ত্বা সদশানি নবানি চ॥

যাবদ্বস্ত্রস্য তন্তূনাং পরিমাণং ভবত্যথ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

রাঙ্কবস্য প্রদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ। কার্পাসিতং বস্ত্রযুগং যঃ প্রদদ্যাজ্জনার্দ্দনে॥ ৯৩॥

যাবন্তি তস্য তন্তূনি হস্তমাত্রমিতানি তু। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।

মহার্ঘ্যতা যথা তস্য সাধুদেশোদ্ভবো যথা। সূক্ষ্মতা চ যথা বিপ্রাস্তথা প্রোক্তং ফলং মহৎ॥ ৯৪॥

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র।—

শুক্লবস্ত্রপ্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাং। মহারজনরক্তেন সৌভাগ্যং মহদশ্নুতে।

তথা কুসুমরক্তেন স্ত্রীণাং বল্লভতাং ব্রজেৎ। নীলীরক্তং বিনা রক্তং শেষরঙ্গৈর্দ্বিজোত্তমাঃ।

দত্ত্বা ভবতি ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বব্যাধিবিবর্জিতঃ॥ ৯৫॥

সদশানি দশাসহিতানি। রাঙ্কবং মৃগরোমজং বস্ত্রং তস্য॥ ৯৩॥ তন্তূনীতি নপুংসকত্বমার্ষং। যাবদ্বস্ত্রমিতাস্তন্তবো ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৯৪॥ মহারজনং কুসুম্ভপুষ্পং তেন রক্তেন রঞ্জিতেন বাসসা দত্তেনেতি শেষঃ। নীল্যা রক্তং বস্ত্রং বিনা শেষৈঃ নীলীব্যতিরিক্তৈ রঙ্গৈঃ রক্তং বস্ত্রং দত্ত্বা

অতঃপর শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গমার্জ্জন-মাহাত্ম্য।—দ্বারকামাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি হরির স্নানসিক্ত দেহকে বসন দ্বারা মার্জন করেন, তদীয় লক্ষজন্মসঞ্চিত পাতক বিদূরিত হয়।

অনন্তর বস্ত্রার্পণমাহাত্ম্য।—নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি পরিধেয় ও উত্তরীয় বসনদ্বয় দ্বারা হরিকে বিচিত্ররূপে অলঙ্কৃত করেন, তিনি চন্দ্রপুরে কিছুদিন অবস্থিতি করত তৎপরে হরিধামে আনন্দভোগ করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, সুবিশুদ্ধ, বহুদিনস্থায়ি, মৃদু, সুদৃশ্য, দশাসংযুক্ত নববস্ত্র প্রভুকে অর্পণ করিলে বসনের তন্তুর প্রমাণানুসারে তত সহস্রবর্ষ হরিধামে সানন্দে অবস্থিতি করিতে পারে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, মৃগরোম দ্বারা বস্ত্র নির্মাণ পূর্ব্বক অর্পণ করিলে নিখিল কামনা সুসিদ্ধ হয়। যিনি হরিকে কার্পাসবসন প্রদান করেন, সেই বস্ত্রে যত তন্তু বিদ্যমান থাকে, ততবর্ষ তাঁহার হরিধামে সসম্মান বসতি হয়। হে বিপ্রগণ! বসনের মূল্য যত অধিক হইবে, যত পবিত্র দেশে বস্ত্র উৎপন্ন হইবে আর যত সূক্ষ্ম হইবে, ফলেরও তত আধিক্য জানিবে। ৯৩—৯৪। বিষ্ণুধর্ম্মের অন্যত্রও লিখিত আছে যে, শুভ্রবসন অর্পণ করিলে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি লাভ হয়, কুসুম্ভকুসুম

কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি সুমৃদূনি লঘূনি চ। যঃ প্রযচ্ছতি দেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
রাঙ্কবা মৃগলোম্যাশ্চ কদল্যাশ্চ তথা শুভাঃ। যো দদ্যাদ্দেবদেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
নানাভক্তিবিচিত্রাণি চীরজানি নবানি চ। দত্ত্বা বাসাংসি শুভ্রাণি রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চ।—

নানাদেশসমুদ্ভূতৈঃ সুবস্ত্রৈশ্চ সুকোমলৈঃ। ধূপয়িত্বা সুভক্ত্যা চ প্রধাপয়তি মাধবং।
মন্বন্তরাণি বসতে তন্তুসংখ্যং হরের্গৃহে ॥ ৯৬ ॥

অথ বস্ত্রার্পণে নিষিদ্ধং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

নীলীরক্তং তথা জীর্ণং বস্ত্রমন্যধৃতং তথা। দেবদেবায় যো দদ্যাৎ স তু পাপৈর্হি যুজ্যতে ॥

অত্রাপবাদঃ।

তত্রৈব।—আবিকে পট্টবস্ত্রে চ নীলীরাগো ন দুষ্যতি ॥ ৯৭ ॥

অথ যজ্ঞোপবীতং ॥

বস্ত্রস্যার্পণমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য পরিধাপ্য তৎ। উপবীতং সমর্প্যাথ তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৯৮ ॥

নীলীরক্তঞ্চ পট্টবস্ত্রাতিরিক্তং জ্ঞেয়ং। নীলীপট্টে ন দুষ্যতীত্যাদিবচনাৎ ॥ ৯৫ ॥ কৌশেয়ানি কোশকারকৃমিকৃত-তন্তুময়ানি। নানাভক্তিবিচিত্রাণি ভাগশো বিচিত্রসূচ্যাদিশিল্পনির্ম্মিতানি। চীরজানি বল্কলোদ্ভবানি ॥ ৯৬—৯৭ ॥

তদ্বস্ত্রং পরিধাপ্য তস্মিন্ উপবীতার্পণে যা মুদ্রা তাং ॥ ৯৮ ॥

দ্বারা রঞ্জিত করিয়া বস্ত্র প্রদান করিলে সৌভাগ্যশালী হওয়া যায় এবং কুঙ্কুম দ্বারা সুরঞ্জিত বস্ত্র হরিকে প্রদান করিলে রমণীপ্রিয় হইতে পারে। হে বিপ্রসত্তমগণ! নীল ও লোহিত ব্যতীত অন্য বর্ণে রঞ্জিত করিয়া বস্ত্র নিবেদন করিলে ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিখিল ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৯৫। যে ব্যক্তি মৃদু লঘু কৌশেয় বসন হরিকে নিবেদন করেন, তাঁহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি রঙ্কুরোমগঠিত, মৃগলোমোৎপন্ন এবং কদলী-(মৃগীবিশেষ) রোমজ শুক্ল বসন দেবদেব জনার্দ্দনকে অর্পণ করেন, তাঁহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফল হইয়া থাকে। বিচিত্রসূচি প্রভৃতি শিল্পঘটিত, বল্কলোৎপন্ন, শুক্ল, নববসন প্রদান করিলেও রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। দ্বারকামাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়া নানাদেশোৎপন্ন মৃদু সুবস্ত্রসমূহ ধূপ দ্বারা ধূপিত করত কেশবকে পরিধান করাইয়া দেন, সেই বস্ত্রে যতসংখ্যক তন্তু থাকে, তিনি তত মন্বন্তর যাবৎ বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করেন। ৯৬।

অনন্তর বস্ত্রার্পণকার্য্যে নিষিদ্ধ বসন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি নীলবর্ণে রঞ্জিত, জীর্ণ ও অন্যকর্ত্তৃক পরিহিত বসন দেবদেব হরিকে অর্পণ করেন, তিনি সকলপ্রকার পাতকে পরিলিপ্ত হইয়া থাকেন।

এতদ্বিষয়ে ব্যবস্থাবিশেষ।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই লিখিত আছে যে, মেষরোমজ বসন অথবা পট্টবসন নীলবর্ণের হইলে দূষণীয় নহে। ৯৭।

অথোপবীতার্পণমাহাত্ম্যং।

ত্রিবিৎ শুক্লঞ্চ পীতঞ্চ পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিতং। যজ্ঞোপবীতং গোবিন্দে দত্ত্বা বেদান্তগো ভবেৎ॥

নন্দিপুরাণে।—

যজ্ঞোপবীতদানেন সুরেভ্যো ব্রাহ্মণায় বা। ভবেদ্বিদ্বাংশ্চতুর্ব্বেদী শুদ্ধধীর্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯৯॥

অথ পাদ্যতিলকাচমনানি।

অথ পাদ্যং নিবেদ্যাদাবূর্দ্ধপুণ্ড্রং মনোহরং। নির্ম্মায় ভালে কৃষ্ণস্য দদ্যাদাচমনং ততঃ॥ ১০০॥

অথ ভূষণং।

ততো দেবায় দিব্যানি ভূষণানি নিবেদ্য চ। পরিধাপ্য যথাযুক্তং তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ॥ ১০১॥

অথ ভূষণার্পণমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে শিবোমাসংবাদে।—

মণিমৌক্তিকসংযুক্তং দত্ত্বাভরণমুত্তমং। স্বশক্ত্যা ভূষণং দত্ত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ১০২॥

কিঞ্চ।—গুঞ্জামাত্রং সুবর্ণস্য যো দদ্যাদ্বিষ্ণুমূর্দ্ধনি। ইন্দ্রস্য ভবনে তিষ্ঠেদ্যাবদাহূতসংপ্লবং॥
তস্মাদাভরণং দেবি দাতব্যং বিষ্ণবে সদা। নারায়ণো ভবেৎ প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া শুভে॥১০৩

ত্রিবিৎ নবগুণমিত্যর্থঃ। বার্থে চকারৌ। আদিশব্দেন কার্পাসাদি। তথা চ ছন্দোগপরিশিষ্টে। কার্পাস-ক্ষৌম-গোবাল-তৃণবল্ক-তৃণাদিকং। সদা সম্ভবতো ধার্য্যমুপবীতং দ্বিজাতিভিরিতি, বেদান্তগঃ বেদপারঙ্গতো বেদান্তার্থাভিজ্ঞো বা॥ ৯৯॥

অথ যজ্ঞোপবীতার্পণানন্তরং। অত্র পাদ্যনিবেদর্পনং স্নানানন্তরমবশ্যং পাদপ্রক্ষালনস্য তিলকাচমনয়োরপ্যপেক্ষ্যত্বাৎ। অতস্ত্রয়মিদমত্রৈকত্রৈব লিখিতং। মনোহরমিতি শ্যামসুন্দরে শ্রীললাটে সংসৃষ্টসকুঙ্কুমচন্দনেন মধ্যছিদ্রতয়া বিরচনাৎ॥ ১০০॥

যথাযুক্তমিতি যস্মিন্নঙ্গে যথা যৎ পরিধাপয়িতুমুপযুজ্যতে তত্র তথা তৎ পরিধাপ্যেত্যর্থঃ॥১০১

স্বশক্ত্যা নিজসামর্থ্যেন ভূষণমন্যদপি দত্ত্বা। যদ্বা। নিজশক্ত্যনুসারেণ মণ্যাদ্যাভরণব্যতিরিক্ত-

---

অতঃপর যজ্ঞোপবীত।—বস্ত্রার্পণ-মুদ্রা দেখাইয়া বস্ত্র পরিধান করাইয়া তৎপরে যজ্ঞোপবীত নিবেদন পূর্ব্বক তন্মুদ্রা দেখাইতে হইবে। ৯৮।

অনন্তর উপবীতদানমাহাত্ম্য।—নবগুণিত শুভ্র অথবা পীতবর্ণ পট্টসূত্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত হরিকে প্রদান করিলে বেদান্তশাস্ত্রের পারগামী হইতে পারে। নন্দিপুরাণে লিখিত আছে যে, দেবতা অথবা দ্বিজাতিগণকে যজ্ঞসূত্র সমর্পণ করিলে সুধী ব্যক্তি চতুর্ব্বেদবেদী ও পবিত্রমতি হইতে পারেন সন্দেহ নাই। ৯৯।

অনন্তর পাদ্য, তিলক ও আচমনীয়।—পরে পাদ্য প্রদান করিয়া মনোরম ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শ্রীহরির কপোলে অঙ্কিত করত তৎপরে আচমন প্রদান করিবেন। ১০০।

অনন্তর ভূষণ। তৎপরে হরিকে দিব্য অলঙ্কার-সমূহ প্রদানপূর্ব্বক যথোপযুক্ত স্থলে পরিধান করাইয়া তন্মুদ্রা দেখাইতে হইবে। ১০১।

অনন্তর ভূষণদানমাহাত্ম্য। স্কন্দপুরাণে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, মণি-মৌক্তিক

নন্দিপুরাণে।—

অলঙ্কারন্ত যো দদ্যাদ্বিপ্রায়াথ সুরায় বা। স গচ্ছেদ্বারুণং লোকং নানাভরণভূষিতঃ॥
জাতঃ পৃথিব্যাং কালেন ভবেদ্দ্বীপপতির্নৃপঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

কর্ণাভরণদানেন ভবেচ্ছ্রুতিধরো নরঃ। অশ্বমেধমবাপ্নোতি সৌভাগ্যঞ্চাপি বিন্দতি॥
কর্ণপূরপ্রদানেন শ্রুতিং সর্ব্বত্র বিন্দতি॥ ১০৪॥

মূর্দ্ধাভরণদানেন মূর্দ্ধন্যো ভূতলে ভবেৎ। চতুঃসমুদ্রবলয়াং প্রশাস্তি চ বসুন্ধরাং॥

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে।—

বিভূষণপ্রদানেন মূর্দ্ধন্যো ভূতলে ভবেৎ। রম্যাণি রত্নচিত্রাণি সৌবর্ণানি দ্বিজোত্তমাঃ॥
দত্ত্বাভরণজাতানি রাজসূয়ফলং লভেৎ। পাদাঙ্গুলীয়দানেন গুহ্যকাধিপতির্ভবেৎ॥
পাদাভরণদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি॥ ১০৫॥

শ্রোণীসূত্রপ্রদানেন মহীং সাগরমেখলাং। প্রশাস্তি নিহতামিত্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
সৌভাগ্যং মহদাপ্নোতি কিঙ্কিণীং প্রদদদ্ধরেঃ। হস্তাঙ্গুলীয়দানেন পরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ॥
তথৈবাঙ্গদদানেন রাজা ভবতি ভূতলে। কেয়ূরদানাদ্ভবতি শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করঃ॥
গ্রৈবেয়কাণি দত্ত্বা চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ। নার্য্যশ্চ বশগাস্তস্য ভবন্তি দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ১০৬॥

মপি ভূষণং দত্ত্বা॥১০২॥ আভরণদানাত্মিকয়া পরমভক্ত্যা প্রীতো ভবেদিতি মুখ্যং ফলং। অন্যত্তু সর্ব্বং সকামস্য নান্তরীয়কং জ্ঞেয়ং। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যং। অনন্তো ভগবান্ বিষ্ণুস্তস্য কামবিবর্জ্জিতৈঃ। যদেব দীয়তে কিঞ্চিত্তদেবাক্ষয়মুচ্যতে ইত্যাদিবচনাৎ তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব॥ ১০৩॥ কর্ণাভরণকর্ণপূরয়োরবান্তরভেদঃ। শ্রুতিং সর্ব্বত্র বিন্দতি দূরতোঽপি সর্ব্বং শৃণোতীত্যর্থঃ॥১০৪॥ পাদাভরণং

সমন্বিত অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কার কিংবা স্বীয় ক্ষমতানুসারে অন্যবিধ অলঙ্কার প্রদান করিলে অগ্নিষ্টোম নামক যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল হইয়া থাকে।১০২। আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি এককৃতিপ্রমাণ কাঞ্চন হরির শিরোদেশে অর্পণ করেন, মহাপ্রলয় যাবৎ ইন্দ্রপুরে তাঁহার বাস হয়। অতএব হে দেবি! নিরন্তর হরিকে বিভূষণ দান করা কর্ত্তব্য। ভূষণদানরূপ পরমা ভক্তিতে হরি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ১০৩। নন্দিপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাকে বিভূষণ প্রদান করেন, তিনি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া বরুণধামে প্রস্থান করিয়া থাকেন এবং কালে ধরাতলে আগমন পূর্ব্বক চক্রবর্ত্তী নৃপতি হন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, কর্ণভূষণ অর্পণ করিলে শ্রুতিধরত্ব লাভ, অশ্বমেধফল ও সৌভাগ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কর্ণ পূর দান করিলে দূরশ্রুতি-শক্তি লাভ করা যায়। ১০৪। মস্তকভূষণ প্রদান করিলে ধরাতলে সর্ব্বপ্রধান এবং চতুঃসমুদ্রপরিবৃতা পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা হইতে পারে। বিষ্ণুধর্ম্মে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, উৎকৃষ্ট বিভূষণ অর্পণ করিলে সর্ব্বপ্রাধান্য লাভ হয়। হে বিপ্রসত্তমগণ! মনোরম রত্নখচিত কাঞ্চনময় বিভূষণ সমস্ত প্রদান করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া

দত্ত্বা প্রতিসরান্ মুখ্যান্ ভূতৈরভিভূয়তে ॥ ১০৭ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব।—

কৃত্রিমঞ্চ প্রদাতব্যং তথৈবাভরণং দ্বিজাঃ। প্রতিরূপকৃতং দত্ত্বা ক্ষিপ্রং পুষ্ট্যা প্রযুজ্যতে ॥১০৮॥

পাদ্মে।— শঙ্খচক্রগদাদীনি পাদাত্তবয়বেষু চ।

সৌবর্ণাভরণং কৃত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১০৯ ॥

নারসিংহে —সুবর্ণাভরণৈর্দিব্যৈর্হারকেয়ূরকুণ্ডলৈঃ। মুকুটৈঃ কটকাদ্যৈশ্চ যো বিষ্ণুং পূজয়েন্নরঃ ॥

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ। ইন্দ্রলোকে বসেদ্ধীমান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১১০ ॥

গরুড়পুরাণে—যস্যার্চ্চা তিষ্ঠতে বিষ্ণোর্হেমভূষণভূষিতা। রত্নৈর্মুক্তা-বিশেষেণ অহন্যহনি বাসব ॥

কল্পকোটিসহস্রাণি তস্য বৈ ভুবনে হরেঃ। বাসো ভবতি দেবেন্দ্র কথিতং ব্রহ্মণা মম ॥

যঃ পশ্যতি নরঃ কৃষ্ণং হেমভূষণভূষিতং। সকৃদ্ভক্ত্যা কলৌ শক্র পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥১১১॥

বহুলং ভূষণং ভোগাৎ পশ্চাদেবানুলেপনং। পুষ্পং চেচ্ছন্তি সন্তোঽনুলেপনার্চ্চানুভূষণং ॥

সংপ্রার্থ্যাথ প্রভুং প্রাগ্বৎ নিবেশ্য শুচিপাদুকে। বাদ্যগীতাতপত্রাদ্যৈঃ পূজাস্থানং পুনর্নয়েৎ ॥১১২

নূপুরং ॥ ১০৫ ॥ শ্রোণীসূত্রং কাঞ্চী ॥ ১০৬ ॥ প্রতিসরান্ হস্তসূত্রাণি ॥ ১০৭ ॥ কৃত্রিমং সুবর্ণরসোপস্কৃতং তাম্রাদিনির্ম্মিতং তদেব প্রতিরূপকৃতং ॥ ১০৮ ॥ পাদাত্তবয়বেষু সৌবর্ণাভরণঞ্চ কৃত্বা দত্তেত্যর্থঃ। দত্ত্বেত্যেব বা পাঠঃ ॥ ১০৯ ॥ কটকং বলয়ং ॥ ১১০ ॥ বিষ্ণোরর্চ্চা প্রতিমা যস্য গৃহে

যায়। পাদাঙ্গুরীয় অর্পণ করিলে গুহ্যকাধিপতি হইতে পারে এবং নূপুর অর্পণ করিলে সর্ব্বত্র স্থান প্রাপ্ত হয়। ১০৫। কাঞ্চী প্রদান করিলে নিষ্কণ্টকে সসাগরা ধরণীর শাসনকর্ত্তা হয় সংশয় নাই। জনার্দ্দনকে কিঙ্কিণী অর্পণ করিলে মহাসৌভাগ্যবান্ হয়; করাঙ্গুলীয় অর্পণ করিলে উত্তম সৌভাগ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার অঙ্গদ অর্পণ করিলে ধরাধিপতি হয়; কেয়ূর অর্পণ করিলে অরিপক্ষ ধ্বংস করিতে সক্ষম হওয়া যায়। হে দ্বিজসত্তমগণ! গ্রীবালঙ্কার প্রদান করিলে নিখিল শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ হয় এবং রমণীগণ তদীয় বশগতা থাকে। ১০৬। কর-সূত্র অর্পণ করিলে ভূতগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১০৭ ॥ আরও লিখিত আছে যে, হে দ্বিজসত্তমগণ! কৃত্রিম বিভূষণও (গিল্টী অলঙ্কার) প্রদান করিতে পারে। প্রতিরূপকৃত (তাম্রাদিগঠিত) অলঙ্কার দিলে আশু পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। ১০৮। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, চরণাদি অবয়বসমূহে শঙ্খ, চক্র, গদা ইত্যাদি বিভূষণ প্রদান করিলে হরিধামে সানন্দে বাস করে। ১০৯। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি উত্তম হার, কেয়ূর, কুণ্ডল, মুকুট ও বলয় প্রভৃতি বিভূষণ দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি নিখিল পাতক হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ ইন্দ্রপুরে নিবসতি করিয়া থাকেন। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হে সুরপতে! যে ব্যক্তি রত্ন ও মুক্তাবিশেষ দ্বারা নির্ম্মিত স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা প্রত্যহ হরির অর্চ্চনা করেন, ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছেন যে, সহস্র-কল্পকোটি কাল সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে বাস করে। যে ব্যক্তি কলিযুগে স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত হরিকে ভক্তিভরে একবারমাত্র অবলোকন করেন, তাঁহার দ্বারা তদীয় সপ্তকুল পরিত্রাণ প্রাপ্ত

প্রাগ্বদ্দত্ত্বাসনাদীনি গন্ধং তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ। শঙ্খে নিধায় তুলসীদলেনৈবাথ চন্দনং ॥ ১১৩ ॥

অথ গন্ধঃ।

আগমে।— চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধমিহোচ্যতে ॥ ১১৪ ॥

গারুড়ে।—কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমং। কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুঙ্কুমঞ্চ চতুঃসমং। সর্ব্বং গন্ধমিতি প্রোক্তং সমস্তসুরবল্লভং ॥ ১১৫ ॥

বারাহে।—কর্পূরং কুঙ্কুমঞ্চৈব বরং তগরমেব চ। রক্তঞ্চ চন্দনঞ্চৈব অগুরুং গুগ্গুলং তথা। এতৈর্বিলেপনং দদ্যাৎ শুভং চারু বিচক্ষণঃ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণয়োঃ।—

মৃগদর্পৈশ্চ মুরামাংসী-কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ। তথাগৈন্যশ্চ শুভৈর্দ্রব্যৈরর্চ্চয়েজ্জগতীপতিং ॥

বশিষ্ঠসংহিতায়াং।—

কর্পূরাগুরুমিশ্রেণ চন্দনেনানুলেপয়েৎ। মৃগদর্পং বিশেষেণ অভীষ্টং চক্রপাণিনঃ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

গন্ধেভ্যশ্চন্দনং পুণ্যং চন্দনাদগুরুর্বরঃ। কৃষ্ণাগুরুস্ততঃ শ্রেষ্ঠঃ কুঙ্কুমন্তু ততোঽধিকং ॥

তিষ্ঠতি ॥ ১১১ ॥ এবমধুনাখিলভূষণার্পণমেব লিখিতং তত্র শিষ্টাচারাপেক্ষয়া লিখতি বহুলমিতি। ভগবতো ভোজনানন্তরমেব ভূষণং বহুলং সন্ত ইচ্ছন্তি সমর্পয়িতুং মন্যন্তে। অতোঽধুনা স্বল্পমেবার্প্যমিতি ভাবঃ। তথা অনুলেপনং পুষ্পঞ্চ তদানীমেব বহুলমিচ্ছন্তীতি প্রসঙ্গাদত্র লিখিতং অতএব জ্ঞেয়ং শ্রীভগবতঃ স্নানানন্তরং ভোজনাৎ প্রথমমসঙ্কোচেন সুখভোজনার্থমবশ্যাপেক্ষ্যং মকরকুণ্ডলমৌক্তিকহারাঙ্গদাঙ্গুলীয়কাদিভূষণং কিঞ্চিৎ তথা শ্রীবক্ষোবাহুগ্রীবাদিতিলকমাত্রোপযোগি-কিঞ্চিদনুলেপনং তথা বনমালাবতংসমাত্রং কিঞ্চিৎ পুষ্পঞ্চ নিজরুচ্যার্প্যং ভোজনান্তে চ যথাশোভং তত্তৎ সর্ব্বমেবেতি। কিঞ্চ। তত্র চানুলেপনাদনু পশ্চাদেব ভূষণমিচ্ছন্তি। ভূষণরহিতেষু সৎসু শ্রীমদঙ্গেষু সর্ব্বেষেব সম্যগনুলেপনসিদ্ধেঃ ॥ ১১২ ॥ অথানন্তরং চন্দনং চার্পয়েৎ। তচ্চ শঙ্খে নিধায়ৈব তুলসীদলেনৈব চ। বিলেপয়ন্তী দেবেশং শঙ্খে কৃত্বা তু চন্দনমিতি, তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দ্দনমিত্যাদিবচনেন ফলবিশেষোক্তেঃ। তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥১১৩॥

হয়। ১১১। সাধুবর্গ ভোগান্তে বহুবিভূষণ ও ভূরি পরিমাণে অনুলেপন এবং কুসুম নিবেদনের বিধি দিয়া থাকেন আর অনুলেপনান্তে বিভূষিত করিবারও মত দেন। তৎপরে পূর্ব্ববৎ প্রভুর অনুজ্ঞা প্রার্থনা পূর্ব্বক বিশুদ্ধ পাদুকাদ্বয় নিবেদন করত বাদ্য, গীত ও ছত্রাদি সহ পুনরায় অর্চ্চনাস্থলে লইয়া যাইবে। ১১২। পরে পূর্ব্ববৎ আসনাদি দিয়া গন্ধমুদ্রা দ্বারা গন্ধ নিবেদন করিবে, অনন্তর তুলসীপত্র দ্বারা শঙ্খস্থ চন্দন নিবেদন করিতে হইবে। ১১৩।

অনন্তর গন্ধ।—তন্ত্রে লিখিত আছে যে, চন্দন, অগুরু ও কর্পূরপঙ্ক এস্থলে এই সমস্তের নামই গন্ধ।১১৪। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, দুই ভাগ কস্তূরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম, একভাগ কর্পূর, এই ভাগক্রমে ঐচারি দ্রব্য একত্র করিলেই তাহাকে গন্ধ বলা যায়। উহা নিখিল দেবগণের প্রিয়। ১৫। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, কর্পূর, কুঙ্কুম,

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

ন দাতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠা অতোঽন্যদনুলেপনং। অনুলেপনমুখ্যন্তু চন্দনং পরিকীর্ত্তিতং॥

নারদীয়ে।—

যথা বিষ্ণোঃ সদাভীষ্টং নৈবেদ্যং শালিসম্ভবং। শুকেনোক্তং পুরাণে চ তথা তুলসিচন্দনং॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ।—

সংঘৃষ্য তুলসীকাষ্ঠং যো দদ্যাদ্রামমূর্দ্ধনি। কর্পূরাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমং ন চ তৎসমং॥

অথানুলেপনমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে শঙ্খমাহাত্ম্যে।—

বিলেপয়ন্তি দেবেশং শঙ্খে কৃত্বা তু চন্দনং। পরমাত্মা পরাং প্রীতিং করোতি শতবার্ষিকীং॥১১৬

গারুড়ে।—তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দ্দনং।
বিলেপয়তি যো নিত্যং লভতে বাঞ্ছিতং ফলং॥

নারসিংহে।—কুঙ্কুমাগুরুশ্রীখণ্ডকর্দ্দমৈরচ্যুতাকৃতিং।
বিলিপ্য ভক্ত্যা রাজেন্দ্র কল্পকোটিং বসেদ্দিবি॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণয়োঃ।—

চন্দনাগুরু-কর্পূর-কুঙ্কুমোশীরপদ্মকৈঃ। অনুলিপ্তো হরির্ভক্ত্যা বরান্ ভোগান্ প্রযচ্ছতি॥১১৭॥

গন্ধমিতি নপুংসকত্বমার্ষং॥ ১১৪॥ শশিনঃ কর্পূরস্যৈকো ভাগঃ। দর্পো মৃগমদঃ॥১১৫॥ শুভং সুখকরং। চারু সুন্দরং। পাঠান্তরং স্পষ্টং॥ ১১৬॥

উত্তম তগরকুসুম, সস্নেহ চন্দন ও গুগ্‌গুলু, সুধী ব্যক্তিরা এই সমস্ত বস্তুর মনোরম শুভ বিলেপন অর্পণ করিবে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, মুরামাংসী, কর্পূর, অগুরু ও চন্দন এবং অপরাপর শুভ সুগন্ধি বস্তুদ্বারা বিশ্বপতির পূজা করিবে। বশিষ্ঠসংহিতায় লিখিত আছে যে, কর্পূর ও অগুরুসমন্বিত চন্দন দ্বারা অনুলেপন প্রদান করিতে হয়। মৃগমদ চক্রপাণি হরির অতীব প্রীতিপ্রদ। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে যে, নিখিল গন্ধ অপেক্ষা চন্দন বিশুদ্ধ, চন্দন হইতে অগুরু, অগুরু হইতে কৃষ্ণাগুরু এবং কৃষ্ণাগুরু হইতে কুঙ্কুম অধিক পবিত্র। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজসত্তমগণ! ইহা ব্যতীত অপর দ্রব্যের অনুলেপন প্রদান করিবে না। চন্দন অনুলেপনদ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত। নারদপুরাণে লিখিত আছে, শুকদেব পুরাণসমূহে কহিয়াছেন যে, যেরূপ শালিতণ্ডুলের নৈবেদ্য হরির প্রীতিকর, তুলসীচন্দনও সেইরূপ। অগস্ত্যসংহিতাতে লিখিত আছে যে, তুলসীকাষ্ঠ ঘর্ষণ পূর্ব্বক যদি শ্রীরামের শিরোদেশে প্রদান করা যায়, কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমও তৎসদৃশ হয় না।

অতঃপর অনুলেপনমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে শঙ্খমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, শঙ্খে চন্দন গ্রহণ পূর্ব্বক দেবদেব জনার্দ্দনের দেহে লেপন করিলে পরমাত্মা শতবর্ষ যাবৎ পরম সন্তোষ অনুভব করিয়া থাকেন। ১১৬। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি প্রত্যহ

কালকেয়ং তুরুষ্কঞ্চ রক্তচন্দনমুত্তমং ॥ ১১৮ ॥ নৃণাং ভবন্তি দত্তানি পুণ্যানি পুরুষোত্তমে॥১১৯॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

চন্দনেনানুলিপ্যৈনং চন্দ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ। শারীরৈর্ম্মানসৈর্দুঃখৈস্তথৈব চ বিমুচ্যতে॥
কুঙ্কুমেনানুলিপ্যৈনং সূর্য্যলোকে মহীয়তে। সৌভাগ্যমুত্তমং লোকে তথা প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
কর্পূরেণানুলিপ্যৈনং বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ। শারীরৈর্ম্মানসৈর্দুঃখৈস্তথৈব চ বিমুচ্যতে॥
দত্বা মৃগমদং মুখ্যং যশসা চ বিরাজতে। দত্বা জাতীফলক্ষোদং ক্রিয়াসাফল্যমশ্নুতে॥
রম্যেণাগুরুসারেণ অনুলিপ্য জনার্দ্দনং। সৌভাগ্যমতুলং লোকে বলং প্রাপ্নোতি চোত্তমং ॥১২০
তথা বকুলনির্যাসৈরগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ। বকুলাগুরুমিশ্রেণ চন্দনেন সুগন্ধিনা।
সমালিপ্য জগন্নাথং পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ১২১ ॥
একীকৃত্য তু সর্ব্বাণি সমালিপ্য জনার্দ্দনং। অশ্বমেধস্য মুখ্যস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং॥
যোঽনুলিম্পেত দেবেশং কীর্ত্তিতৈরনুলেপনৈঃ। পার্থিবাণ্যানি যাবন্তি পরমাণূনি তত্র বৈ॥

চিন্তিতং বাঞ্ছিতম্ অকারপ্রশ্লেষেণ চিন্তিতাতীতমপীতি বা। ॥ ১১৭ ॥ কালকেয়ং কালাগুরুঃ। তুরুষ্কং শিহ্লকং। পুরুষোত্তমে দত্তানি সন্তি নৃণাং পুণ্যরূপাণি ভবন্তি ॥১১৯॥ এনং শ্রীকৃষ্ণং ॥১২০॥ পুণ্ডরীকং যজ্ঞবিশেষঃ ॥ ১২১ ॥ তত্রানুলেপনেষু পার্থিবাশ্চন্দনাদিসম্বন্ধিনঃ আদ্যশব্দেন জলাদি-

---

তুলসীদললগ্ন চন্দন লেপন করেন, তাঁহার অভীপ্সিত ফল সিদ্ধ হয়। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, হে রাজসত্তম! ভক্তিসহকারে কুঙ্কুম, অগুরু ও চন্দন দ্বারা শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তি বিলেপন করিলে কোটিকল্পযাবৎ সুরপুরে অবস্থিতি করিতে পারে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম, উষীরমূল ও পদ্ম দ্বারা ভক্তিভরে শ্রীহরিকে অনুলেপন দিলে প্রভু নানারূপ অত্যুত্তম ভোগ প্রদান করিয়া থাকেন। ১১৭। পুরুষোত্তম হরিকে কৃষ্ণাগুরু, শিহ্লক ও অত্যুত্তম রক্তচন্দন দিলে মানবগণের পুণ্যসঞ্চার হইয়া থাকে। ১১৯। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, ইঁহার অঙ্গে চন্দনানুলেপন দিলে নর চন্দ্রপুরে গমন করে এবং দৈহিক ও মানসিক কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পায়। ইঁহাকে কুঙ্কুম দ্বারা মর্দ্দন করিলে সূর্য্যধামে আনন্দ ভোগ করে এবং ইহধামে উত্তম সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। প্রভুর অঙ্গে কর্পূর মর্দ্দন করিলে বরুণধাম প্রাপ্ত হয় এবং দৈহিক ও মানসিক কষ্ট হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। অত্যুত্তম মৃগমদ প্রদান করিলে কীর্ত্তিমান্ হয় এবং জাতীফলচূর্ণ প্রদান করিলে ক্রিয়া সফল হয়। মনোরম অগুরুচন্দন হরির দেহে লেপন করিলে সংসারে অসীম সৌভাগ্যবান্ ও মহাবল হইতে পারে। ১২০। হরির অঙ্গে বকুলের নির্যাস লেপন করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞফল লাভ হয়। জগৎপতির অঙ্গে বকুল ও অগুরুসমন্বিত সুগন্ধপূর্ণ চন্দন বিলেপন করিলে পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২১। সমস্ত দ্রব্য একত্র করত হরির অঙ্গে মর্দ্দন করিলে মুখ্য অশ্বমেধযজ্ঞফল লাভ হয় সংশয় নাই। যে সমস্ত অনুলেপন বস্তু কীর্ত্তিত হইল, যিনি তৎসমস্ত দ্বারা দেবদেবের অঙ্গলেপন করেন,

তাবদব্দানি লোকেষু কামচারী ভবত্যসৌ। কেশসৌগন্ধ্যজননং কৃত্বা মৃগমদং নরঃ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে॥ ১২২॥
যঃ প্রযচ্ছতি গন্ধানি গন্ধযুক্তীকৃতানি চ। গন্ধর্ব্বত্বং ধ্রুবং তস্য সৌভাগ্যঞ্চ তথোত্তমং॥১২৩॥

অথ শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনমাহাত্ম্যং।

গারুড়ে শ্রীনারদধুন্ধুমারনৃপসংবাদে।—
যো দদাতি হরের্নিত্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনং। যুগানি বসতে স্বর্গে হ্যনন্তানি নরোত্তমঃ॥
মহাবিষ্ণৌ কলৌ ভক্ত্যা দত্বা তুলসিচন্দনং। যোঽর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈর্ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ॥১২৪
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যচ্ছতো হরেঃ। নির্দ্দহেৎ পাতকং সর্ব্বং পূর্ব্বজন্মশতৈঃ কৃতং॥
সর্ব্বেষামপি দেবানাং তুলসীকাষ্ঠচন্দনং। পিতৃণাঞ্চ বিশেষেণ সদাভীষ্টং হরের্যথা॥ ১২৫॥
মৃত্যুকালে তু সংপ্রাপ্তে তুলসীতরুচন্দনং। ভবতে যস্য দেহে তু হরির্ভূত্বা হরিং ব্রজেৎ॥১২৬
তাবন্মলয়জং বিষ্ণোর্ভাতি কৃষ্ণাগুরুর্নৃপ। যাবন্ন দৃশ্যতে পুণ্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনং॥
তাবৎ কস্তুরিকামোদঃ কর্পূরস্য সুগন্ধিতা। যাবন্ন দীয়তে বিষ্ণোস্তুলসীকাষ্ঠচন্দনং॥ ১২৭॥

সম্বন্ধিনশ্চ। নপুংসকত্বমার্ষং। লোকেষু চতুর্দ্দশভুবনেষু॥ ১২২॥ গন্ধযুক্তীকৃতানি সুগন্ধি-দ্রব্যযোগেন শোধিতানি॥ ১২৩॥

তুলসিচন্দনং তুলসীকাষ্ঠচন্দনং। হ্রস্বত্বমার্ষং। স্তনপঃ সংসারীত্যর্থঃ॥ ১২৪॥ যচ্ছতো জনস্য পাতকং কর্ম্মভূতং চন্দনমেব কর্ত্তৃ নিঃশেষেণ দহেত॥ ১২৫॥ অস্ত তাবদ্ভগবদর্পণ-মাহাত্ম্যং অন্ত্যদশায়াং তৎস্পর্শেনাপি কৃতার্থতা স্যাৎ ইত্যাহ মৃত্যুকালে ত্বিতি। ভবতে ভবতি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। হরির্ভূত্বা সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা হরিরিব ভূত্বা ইত্যর্থঃ॥ ১২৬॥ অত্র হেতুত্বেন

পৃথিব্যাদি লোকসমূহে যত পরমাণু আছে, সেই ব্যক্তি ততসংখ্য বর্ষ স্বেচ্ছাচারী হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে বিচরণ করেন। মৃগমদকস্তুরীযোগে শ্রীমূর্ত্তির কেশপাশের সৌগন্ধ্য বর্দ্ধন করিলে সর্ব্বকামদ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২২। যিনি সুগন্ধপূর্ণ বস্তুসমূহ দ্বারা শোধন করত উল্লিখিত গন্ধপদার্থসমূহ নিবেদন করেন, নিঃসংশয় তাঁহার গন্ধর্ব্বত্ব লাভ হয় এবং তিনি মহাসৌভাগ্যশালী হইয়া থাকেন। ১২৩।

অনন্তর তুলসীকাষ্ঠচন্দনমাহাত্ম্য।—গরুড়পুরাণে নারদ-ধুন্ধুমারসংবাদে লিখিত আছে, যে নরোত্তম প্রত্যহ জনার্দ্দনকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করেন, অনন্তযুগ সুরপুরে তাঁহার বাস হয়। যিনি কলিকালে মহাবিষ্ণুকে তুলসীকাষ্ঠচন্দন অর্পণ পূর্ব্বক মালতীকুসুম দ্বারা পূজা করেন, তাঁহাকে পুনরায় আর সংসারবন্ধনে বন্দীভূত হইতে হয় না। ১২৪। শ্রীহরিকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করিলে সেই চন্দন অর্চ্চকের পূর্ব্বশতজন্মসঞ্চিত পাতক নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলে। তুলসীকাষ্ঠজনিত চন্দন শ্রীহরির ন্যায় অখিল সুরগণের, বিশেষতঃ পিতৃ-গণের নিরন্তর অভীপ্সিত হয়। ১২৫। দেহবিসর্জ্জনকালে যাহার শরীরে তুলসীচন্দন লিপ্ত থাকে, সে ব্যক্তি নিজে হরিসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া হরিকে লাভ করিয়া থাকে। ১২৬। হে নৃপতে! যাবৎ বিশুদ্ধ তুলসীকাষ্ঠচন্দন প্রত্যক্ষ না হয়, তাবৎ চন্দন ও কৃষ্ণাগুরু হরির

কলৌ যচ্ছন্তি যে বিষ্ণৌ তুলসীকাষ্ঠচন্দনং। ধুন্ধুমার ন বৈ মর্ত্ত্যাঃ পুনরায়াস্তি তে ভুবি ॥১২৮॥

যো হি ভাগবতো ভূত্বা কলৌ তুলসিচন্দনং।
নার্পয়তি সদা বিষ্ণোর্ন স ভাগবতো নরঃ ॥১২৯॥

প্রহ্লাদসংহিতায়াং।—

ন তেন সদৃশো লোকে বৈষ্ণবো বিদ্যতে ভুবি। যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণায় তুলসীকাষ্ঠচন্দনং।
তুলসীদারুজাতেন চন্দনেন কলৌ নরঃ। বিলিপ্য ভক্তিতো বিষ্ণুং রমতে সন্নিধৌ হরেঃ ॥১৩০॥
তুলসীকাষ্ঠজাতেন চন্দনেন বিলেপনং। যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণুতোষায় কপিলাগোফলং লভেৎ ॥১৩১॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যস্তু সেবতে। মৃত্যুকালে বিশেষেণ কৃতপাপোঽপি মুচ্যতে ॥১৩২॥
যো দদাতি পিতৃণান্তু তুলসীকাষ্ঠচন্দনং। তেষাং স কুরুতে তৃপ্তিং শ্রাদ্ধে বৈ শতবার্ষিকীং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

তুলসীচন্দনাক্তাঙ্গঃ কুরুতে কৃষ্ণপূজনং। পূজনেন দিনৈকেন লভতে শতবার্ষিকীং॥
বিলেপনার্থং কৃষ্ণস্য তুলসীকাষ্ঠচন্দনং। মন্দিরে বসতে যস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥

তস্য শ্রীভগবৎপ্রিয়তামাহ তাবদিতি দ্বাভ্যাং। ভাতি শোভতে রোচতে বা ॥ ১২৭ ॥ বিশেষতঃ কলিকালে তদর্পণমাহাত্ম্যমাহ কলাবিতি। ভুবি ন পুনরায়াস্তি মুক্তা ভবন্তি, কিংবা শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোক এব বসন্তীত্যর্থঃ। পূর্ব্বং মালতীসহিতস্য ফলমুক্তম্ অধুনা কেবলস্যৈবেতি ভেদঃ ॥১২৮॥ অতো বৈষ্ণবৈঃ কলাববশ্যমেব তদর্প্যমিত্যাহ যো হীতি॥ ১২৯॥ লোক ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে ভুবি লাকে ভূর্লোক ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ভুবি পৃথিব্যাং চতুর্দ্দশ-সংখ্যলোকেঽপি নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৩৯॥ বিষ্ণোস্তোষার্থং তস্য স্বস্যাপি বা বিলেপনং যঃ কুর্য্যাৎ, স কপিলাগোশতদানফলং লভতে ॥১৩১॥ বিশেষেণ মৃত্যুকালে যঃ সেবতে।

অঙ্গে শোভিত থাকে। যাবৎ হরির অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন দৃষ্ট না হয়, তাবৎকালই কস্তূরিকার সৌরভ ও কর্পূরের সৌগন্ধ্য বিরাজ করে। ১২৭। হে ধুন্ধুমার! কলিযুগে যাহারা হরিকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করে, তাঁহাদিগকে আর ধরাধামে উপস্থিত হইতে হয় না। ১২৮। কলিযুগে যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত হইয়া নিরন্তর হরিকে তুলসী-কাষ্ঠচন্দন প্রদান না করে, সে কদাচ ভগবানের ভক্ত হইতে পারে না। ১২৯। প্রহ্লাদসংহিতায় লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করেন, তৎসদৃশ বৈষ্ণব ধরাতলে লোকমধ্যে আর নাই। কলিযুগে হরিদেহে ভক্তিসহকারে তুলসীকাষ্ঠচন্দন লেপন করিলে হরি-সকাশে গমনপূর্ব্বক সুখ-সম্ভোগ করিতে পারে। ১৩০। যে ব্যক্তি বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ তুলসীকাষ্ঠচন্দন লেপন করেন, তিনি কামধেনুদানের ফল প্রাপ্ত হন। ১৩১। তুলসীকাষ্ঠচন্দন সেবন করিলে, বিশেষতঃ মরণসময়ে দেহে লেপন করিলে, পাপী হইলেও তাহার মুক্তি লাভ হয়। ১৩২। যিনি শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে তুলসীকাষ্ঠচন্দন অর্পণ করেন, তদীয় পিতৃকুল শতবর্ষ যাবৎ সন্তুষ্ট থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, দেহ তুলসীকাষ্ঠচন্দনে অনুলিপ্ত করত হরির অর্চ্চনা করিলে একদিবসের

তিলপ্রস্থাষ্টকং দত্ত্বা যৎ পুণ্যং চোত্তরায়ণে। তত্তুল্যং জায়তে পুণ্যং প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥১৩৩॥

দেয়ং মলয়জাভাবে শীতলত্বাৎ কদম্বজং। যথা কিঞ্চিৎ সুগন্ধিত্বাচ্চন্দনং দেবদারুজং ॥

গারুড়ে।— হরের্মলয়জং শ্রেষ্ঠমভাবে দেবদারুজং ॥ ১৩৪ ॥

অথানুলেপে নিষিদ্ধানি।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

দারিদ্র্যং পদ্মকং কুর্য্যাদস্বাস্থ্যং রক্তচন্দনং। উশীরং চিত্তবিভ্রংশমন্যে কুর্য্যুরুপদ্রবং ॥ ১৩৫ ॥

পদ্মকাদি ন দাতব্যমৈহিকং হীচ্ছতা সুখং। মুখ্যালাভে তু তৎ সর্ব্বং দাতব্যং ভগবৎপরৈঃ ॥

ততো ভগবতঃ কুর্য্যাদনুলেপাদনন্তরং। বিদ্বান্ বিচিত্রৈর্ব্যজনৈশ্চামরৈরপি বীজনং ॥

বীজনমাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

অনুলিপ্য জগন্নাথং তালবৃন্তেন বীজয়েৎ। বায়ুলোকমবাপ্নোতি পুরুষস্তেন কর্ম্মণা ॥

চামরৈর্বীজয়েদ্‌যস্তু দেবদেবং জনার্দ্দনং। তিলপ্রস্থপ্রদানস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ং ॥ ১৩৭ ॥

বিশেষেণেতি তদানীং পাপান্তরাসম্ভবাদিনা সদ্যোমুক্তিসিদ্ধিঃ। যদ্বা। মৃত্যুকালেঽপি সেবতে, বিশেষেণেত্যস্য পরেণান্বয়ঃ ॥১৩২॥ কিঞ্চ য ইতি শ্রাদ্ধে যো দদাতি॥১৩৩॥ কদম্বজং চন্দনং ॥১৩৪॥

অন্যে দেবদার্ব্বাদয়ঃ উগ্রগন্ধয়ঃ বিহিতেভ্যোঽপরে বা ॥ ১৩৫ ॥ পূর্ব্বং চন্দনাগুরু-কর্পূর-কুঙ্কুমোশীর-পদ্মকৈরিত্যুশীরপদ্মকার্পণং বিহিতম্, অধুনা দারিদ্র্যং পদ্মকং কুর্য্যাদিতি নিষিদ্ধমিত্যেবং বিরোধে লিখতি পদ্মকেতি। পদ্মকাদি ন দাতব্যমিতি যৎ, এবার্থো হি শব্দঃ, তদৈহিকং সুখমিচ্ছতৈব ন দাতব্যমিত্যর্থঃ, ভগবৎপরৈস্তু দাতব্যমেব; কিন্তু মুখ্যানাং চন্দনাদীনামলাভে সতি। যথা পুষ্পাণ্যধিকৃত্যোক্তং পাদ্মে।—বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েদিতি তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। এবমধিকারিভেদাদিনা ন বিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ১৩৬ ॥ বিদ্বানিতি উষ্ণকালে কুর্য্যাৎ শীতলকালে চ নৈবেতি ভাবঃ। তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥

বস্ত্রেণ যদ্ব্যজনং তেন বস্ত্রনির্ম্মিতব্যজনেনেত্যর্থঃ। যদ্বা। অথ শব্দো বিকল্পে ব্যজনেন

অর্চ্চনাতেই শতবর্ষকৃত অর্চ্চনার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীহরির অঙ্গলেপনার্থ যাঁহার আলয়ে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন বিদ্যমান থাকে, তদীয় পুণ্যফলের বিষয় অবধান কর। উত্তরায়ণসংক্রান্তি-দিবসে অষ্টপ্রস্থপরিমিত তিল প্রদান করিলে যে পুণ্য হয়, চক্রপাণি হরির প্রীতি সঞ্চার হইলে তৎসদৃশ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ১৩৩। যদি মলয়জ চন্দনের অভাব হয়, তাহা হইলে কদম্বকাষ্ঠজনিত চন্দন দিবে, কেন না, উহা শীতল বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। যৎকিঞ্চিৎ সুগন্ধি থাকা হেতু দেবদারুর চন্দনকেও চন্দন বলা যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুর অর্চ্চনাক্রিয়ায় মলয়জ চন্দনই প্রশংসনীয়, তাহার অভাব হইলে দেবদারুচন্দন গ্রাহ্য। ১৩৪।

অতঃপর অনুলেপনক্রিয়ায় নিষিদ্ধদ্রব্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, পদ্মকাষ্ঠ দারিদ্র্য উৎপাদন করে, রক্তচন্দন স্বাস্থ্যহানিকর, উশীর চিত্তবিভ্রমকর এবং অপরাপর (দেবদারু প্রভৃতি) উগ্রগন্ধবিশিষ্ট বস্তু উপদ্রবকারক।১৩৫। ঐহিক-সুখেচ্ছু ব্যক্তিরা পদ্মাদিকাষ্ঠ অর্পণ

ব্যজনেনাথ বস্ত্রেণ সুভক্ত্যা মাতরিশ্বনা। দেবদেবস্য রাজেন্দ্র কুরুতে তাপবারণং॥
তৎকুলে যমলোকে তু শমতে নারকো দরঃ। বায়ুলোকান্মহীপাল ন চ্যুতির্বিদ্যতে পুনঃ॥
চলচ্চামরবাতেন কৃষ্ণং সন্তোষয়েন্নরঃ॥ ১৩৮॥
তস্যোত্তমাঙ্গং দেবেশ স্তবতে স্বমুখেন বৈ। উষ্ণকালে ত্বিদং জ্ঞেয়ং যৎ সন্তঃ পৌষমাঘয়োঃ॥
শীতলত্বান্মলয়জমপি নৈবার্পয়ন্তি হি॥
তথা চোক্তং।— ন শীতে শীতলং দেয়ং॥ ইতি॥১৩৯॥
ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে স্নাপনিকো নাম ষষ্ঠো বিলাসঃ॥ ৬॥

তালবৃন্তাদিনা বস্ত্রেণ বা ব্যজনরূপেণৈব যো মাতরিশ্বা বাতস্তেন তাপস্য উষ্ণতায়া বারণং যঃ কুর্য্যাৎ। তাপস্য প্রায়ো ঘর্ম্মকালেঽনুলেপনস্য বিশেষতোঽর্পণাৎ। ততশ্চ প্রস্বেদোত্তবাত্তদ্বারণং যুক্তমেব। যমলোকে যো নারকঃ নরকসম্বন্ধী দরো ভয়ং শমতে শাম্যতি॥১৩৭-১৩৮॥ উত্তমং বীজনেনোৎকৃষ্টতাং প্রাপ্তম্ অঙ্গং হস্তং দেহং বা স্তৌতি। ইদম্ অনুলেপনানন্তরং বীজনং। যদ্যস্মাৎ॥ ১৩৯॥

ইতি ষষ্ঠো বিলাসঃ॥ ৬॥

করিবেন না। যদি মুখ্যবস্তুর অভাব হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিরা ঐ সকল নিষিদ্ধ সামগ্রী অর্পণ করিবেন। ১৩৬। সুধী ব্যক্তি অনুলেপনান্তে বিচিত্র ব্যজন ও চামর দ্বারা প্রভুকে বীজন করিবেন।

অনন্তর বীজনমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হরিকে অনুলেপন প্রদান পূর্ব্বক তালবৃন্তযোগে বীজন করিতে হয়। এই কর্ম্মের ফলে মানব বায়ুলোকে বসতি প্রাপ্ত হয়। চামর দ্বারা দেবদেব হরিকে বীজন করিলে নিঃসন্দেহ একপ্রস্থপরিমিত তিলদানের ফল হইয়া থাকে। ১৩৭। হে নৃপতে! যিনি ভক্তি সহকারে বসন-ব্যজনের অনিলযোগে দেবদেব হরির তাপ দূর করেন, তদীয় বংশে যমলোকের তাপ বিদ্যমান থাকে না। হে নৃপতে! চলিত চামরানিল দ্বারা হরির প্রীতিবিধান করিলে বায়ুলোক হইতে আর সেই বীজনকারীর পতন হয় না। ১৩৮। দেবদেব স্বীয় মুখে তদীয় অত্যুত্তম হস্তের প্রশংসা করিয়া থাকেন। গ্রীষ্মঋতুই এই বীজনে প্রশস্ত; কেন না, সাধুগণ পৌষ ও মাঘমাসে শীতল বলিয়াই চন্দনলেপনে নিষেধ করিয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত আছে যে, শীতঋতুতে শীতল দ্রব্য নিবেদনীয় নহে। ১৩৯।

ইতি স্নাপনিক নাম ষষ্ঠ বিলাস সমাপ্ত।

সপ্তমবিলাসঃ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ। সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥ ১॥
শ্রীমদঙ্গানি তৈর্ভক্ত্যা সমালিপ্যানুলেপনৈঃ। নিবেদ্যোত্তমপুষ্পাণি তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ॥

অথ পুষ্পাণি।

নারসিংহে।— পুষ্পৈররণ্যসম্ভূতৈস্তথা নগরসম্ভবৈঃ।
অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জন্তুবর্জিতৈঃ।
আত্মারামোদ্ভবৈর্বাপি পূতৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিং॥ ২॥

বামনপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদবলিসংবাদে।—
তান্যেব সুপ্রশস্তানি কুসুমানি মহাসুর। যানি স্যুর্বর্ণযুক্তানি রসগন্ধযুতানি চ॥
জাতী শতাঙ্গা সুমনাঃ কুন্দং চারুপুটং তথা। বাণঞ্চ চম্পকাশোকং করবীরঞ্চ যূথিকা॥
পারিভদ্রং পাটলা চ বকুলং গিরিশালিনী। তিলকং জাম্বনজং পীতকং তগরন্তথা॥
এতানি সুপ্রশস্তানি কুসুমান্যচ্যুতার্চ্চনে। সুরভীণি তথান্যানি বর্জয়িত্বা তু কেতকীং॥ ৩॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—
কুঙ্কুমস্য চ পুষ্পাণি বন্ধুজীবস্য চাপ্যথ। চম্পকস্য চ দেয়ানি তথা ভূচম্পকস্য চ॥
পীতযূথিকজান্যেব যানি বৈ নীপজান্যপি। মঞ্জর্য্যঃ সহকারস্য তথা দেয়া জনার্দ্দনে॥
মল্লিকা কুব্জকুসুমমতিমুক্তকমেব চ। সর্ব্বাশ্চ যূথিকাজাত্যো মল্লিকাজাত্য এব চ॥

বিচিত্রপুষ্পপ্রদানপ্রকরণলিখনসৌষ্ঠবায় নিজেষ্টদেবরূপং পরমগুরুবরং শরণং যাতি কুমনা ইতি। সুমনসাং পুষ্পাণামর্পণমাত্রেণ সুমনস্ত্বমিতি শ্লেষেণ পদাব্জয়োঃ পুষ্পবৎ সংসক্ততয়া প্রিয়তমত্বমভিপ্রেতং॥১॥ তৈর্লিখিতৈর্ভক্ত্যা প্রীত্যা অভক্তিচ্ছেদেন বা। তস্য পুষ্পনিবেদনস্য মুদ্রাং।
অপর্য্যুষিতৈর্নিশ্ছিদ্রৈশ্চ অবিদীর্ণদলৈঃ আত্মনঃ আরামঃ উপবনং তদুদ্ভবৈঃ॥ ২॥ শতাঙ্গা শতপত্রিকা, চারুপুটং কর্ণিকারং, বাণং ঝিণ্টীভেদঃ। পারিভদ্রং পলহদেতি প্রসিদ্ধং। গিরিশালিনী শ্বেতকুটজং, জাম্বনজং জবাকুসুমং, পীতকং পিয়লীতি প্রসিদ্ধং। কেতকীমিতি বনকেতকীং॥৩॥

যাঁহার চরণকমলদ্বয়ে পুষ্প প্রদানমাত্রেই কুমনা ব্যক্তিও সুমতি প্রাপ্ত হয়, সেই চৈতন্যদেবকে ভজনা করি। ১। ভক্তিসহকারে পূর্ব্বকথিত অনুলেপনসামগ্রীসমূহদ্বারা প্রভুর শ্রীঅঙ্গ লেপন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট কুসুম নিবেদন করত পুষ্পদানমুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

অনন্তর পুষ্পসমূহ।—নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, বনজাত কিংবা নগরোৎপন্ন অথবা আরামজ, অপর্য্যুষিত, অচ্ছিন্ন, সিক্ত, কীটাদিজীবশূন্য, বিশুদ্ধ কুসুমদ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। ২। বামনপুরাণে প্রহ্লাদ-বলিসংবাদে লিখিত আছে যে, হে দৈত্যপতে! বর্ণ, রস ও গন্ধবিশিষ্ট পুষ্পই প্রশস্ত। তাহার মধ্যে জাতী, শতপত্রিকা (কমল), মালতী, কুন্দ, কর্ণিকার,

যাশ্চ কুব্জকজাজাত্যঃ কদম্বকুসুমানি চ। কেতকীপাটলাপুষ্পং কাণ্বপুষ্পং তথৈব চ॥
এবমাদীনি দেয়ানি গন্ধবন্তি শুভানি চ। কেচিদ্বর্ণগুণাদেব কেচিদগন্ধগুণাদথ॥
অনুক্তান্যপি রম্যাণি তথা দেয়ানি কানিচিৎ। দেশে দেশে তথা কালে যানি পুষ্পাণ্যনেকশঃ॥
গন্ধবর্ণোপপন্নানি তানি দেয়ানি নিত্যশঃ॥

কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীবজ্রমার্কণ্ডেয়সংবাদে।—

মধ্যেঽন্যবর্ণো যস্য স্যাৎ শুক্লস্য কুসুমস্য চ। শুভশুক্লন্তু বিজ্ঞেয়ং মনোজ্ঞং কেশবপ্রিয়ং॥

স্কান্দে।—

বাসন্তী মল্লিকাপুষ্পং তথা বৈ বার্ষিকী তু যা। কুসুম্ভং যূথিকে দ্বে চ তথা চৈবাতিমুক্তকং॥৪॥
কেতকং চম্পকঞ্চৈব মাষবৃন্তকমেব চ। পুরন্ধ্রিমঞ্জরীপুষ্পং চূতপুষ্পং তথৈব চ॥
বন্ধুজীবকপুষ্পঞ্চ কুসুমং কুঙ্কুমস্য চ। জাতীপুষ্পাণি সর্ব্বাণি কুন্দপুষ্পস্তথৈব চ॥
পাটলায়াস্তথা পুষ্পং নীলমিন্দীবরং তথা। কুমুদে শ্বেতরক্তে চ শ্বেতরক্তে তথাম্বুজে॥
এবমাদীনি পুষ্পাণি দাতব্যানি সদা হরেঃ॥ ৫॥

তত্রৈবান্যত্র।—

মালতী তুলসী পদ্মং কেতকী মণিপুষ্পকং। কদম্বকুসুমঃ লক্ষ্মীঃ কৌস্তুভং কেশবপ্রিয়ং॥

নীপঃ কদম্বভেদঃ। অতিমুক্তকং মাধবীলতা। কাণ্বপুষ্পং কণতুহলীতি প্রসিদ্ধং। বাসন্তী বসন্তোদ্ভবা বার্ষিকী চ যা মল্লিকা তস্যাঃ পুষ্পমিত্যর্থঃ॥ ৪॥ পুরন্ধ্রিঃ পুঙ্গবীতি তস্যা মঞ্জরী

ঝিন্টী, চম্পক, অশোক, করবী, যূথিকা, মন্দার, পারুল, বকুল, শ্বেতকুটজ, তিল, জবা, পীতক (পিয়লী) এবং তগর, এই সমস্ত পুষ্প শ্রীহরির পূজায় সমধিক প্রশস্ত। বনকেতকী ব্যতীত অপরাপর সুগন্ধপূর্ণ কুসুমও প্রশস্ত। ৩। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, কুসুম ও বন্ধুজীব-কুসুম (বাঁধুলী), চম্পক, ভূমিচম্পক, পীতযূথী, কদম্ব ও আম্রমঞ্জরী হরিকে প্রদান করিবে। মল্লিকা, কুব্জ, মাধবী, যূথিকাজাতীয়, মল্লিকাজাতীয়, কুব্জজাতীয় এবং কদম্ব, কেতকী, পাটলা, (পারুল) ও কণতুহলী এই সকল ও নানারূপ সুগন্ধপূর্ণ কুসুম জনার্দ্দনকে প্রদান করিবে। উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া কতকগুলি এবং উৎকৃষ্ট সৌরভপূর্ণ বলিয়া কতকগুলি পুষ্প নিবেদন করিবে। যে সমস্ত ফুলের কথা উল্লিখিত হয় নাই, সুদৃশ্য হইলে তাহাও অর্পণ করিবে। দেশকালবিশেষে যে বিবিধ পুষ্প উৎপন্ন হয়, গন্ধ অথবা বর্ণবিশিষ্ট হইলে তাহাও প্রদান করিবে। আরও ঐ গ্রন্থেই বজ্র-মার্কণ্ডেয়সংবাদে লিখিত আছে যে, যে শুভ্রবর্ণ কুসুমের মধ্যস্থলে অন্য বর্ণ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে শুভশুক্ল কহে; উহা সুদৃশ্য ও হরির প্রীতিপ্রদ। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, বসন্তঋতুজাত অথবা বর্ষাজাত মল্লিকা, কুসুম্ভ, দ্বিবিধ যূথিকা, মাধবী, কেতকী, চম্পক, মাষবৃন্ত, পুরন্ধ্রির মঞ্জরী কিংবা ফুল, আম্রমঞ্জরী, বন্ধুজীব, কুঙ্কুম, সকল প্রকার জাতী, কুন্দ ও পাটলা ফুল, নীলেন্দীবর, শুভ্র কুমুদ, লোহিতকুমুদ, শ্বেতপদ্ম, লোহিত পদ্ম প্রভৃতি পুষ্প জনার্দ্দনকে সদা সমর্পণ করিবে। ৪—৫। স্কন্দপুরাণের অন্যত্রও লিখিত আছে যে, মালতী, তুলসী, পদ্ম, কেতকী, মণি ও কদম্বফুল লক্ষ্মী ও কৌস্তুভবৎ

কিঞ্চ — কণ্টকীন্যপি দেয়ানি শুক্লানি সুরভীণি চ। তথা রক্তানি দেয়ানি জলজানি দ্বিজোত্তম ॥৬

নারদীয়ে সপ্তসাহস্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে।—

মালতী বকুলাশোক-শেফালী নবমালিকা। আম্রঞ্চ তগরাখ্যঞ্চ মল্লিকা মধুপিণ্ডিকা ॥

যূথিকাষ্টপদং কুন্দকদম্বশিখিপিঙ্গকং। পাটলা চম্পকং হৃদ্যং লবঙ্গমতিমুক্তকং ॥

কেতকং কুরুবকং বিল্বং কহ্লারং বাসকং দ্বিজ। পঞ্চবিংশতিপুষ্পাণি লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়াণি মে ॥

মদীয়া বনমালা চ পুষ্পৈরেভির্ময়া পুরা। গ্রথিতা চ তথা তত্ত্বৈঃ পঞ্চবিংশতিভিঃ ক্রমাৎ ॥

হারীতস্মৃতৌ চ।—

তুলস্যৌ পঙ্কজে জাত্যৌ কেতক্যৌ করবীরকৌ। শস্তানি দশপুষ্পাণি তথা রক্তোৎপলানি চ ॥৭॥

অথ সামান্যতোঽখিলপুষ্পমাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

দানং সুমনসাং শ্রেষ্ঠং তথৈব পরিকীর্ত্তিতং। অলক্ষ্ম্যাঃ শমনং মুখ্যং পরং লক্ষ্মীবিবর্দ্ধনং ॥

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং মাঙ্গল্যং বুদ্ধিবর্দ্ধনং। স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং বহ্নিষ্টোমফলপ্রদং ॥

ন রত্নেন সুবর্ণেন ন চ বিত্তেন ভূরিণা। তথা প্রসাদমায়াতি দেবশ্চক্রগদাধরঃ ॥

তথৈবান্যত্র।—

ধর্ম্মার্জ্জিতধনক্রীতৈর্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনং। উদ্ধরিষ্যত্যসন্দেহং সপ্ত পূর্ব্বাংস্তথাপরান্ ॥

পুষ্পঞ্চ। ৫। যথা লক্ষ্মীঃ কৌস্তুভঞ্চেতি দৃষ্টান্তত্বেনোদাহৃতং। কণ্টকীনি কণ্টকযুক্তানি ॥ ৬ ॥ শেফালী সেহলীতি প্রসিদ্ধা। মধু মধূকপুষ্পং। পিণ্ডিকা নন্দ্যাবর্ত্তঃ। অষ্টপদং নাগকেশরং। শিখি চূক্রিয়েতি প্রসিদ্ধা। পিঙ্গকং হরিদ্রাকুসুমং ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মেণ ন্যায়েন অর্জ্জিতং যদ্ধনং, তেন ক্রীতৈঃ কুসুমৈঃ, এতেন ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন পুষ্প ক্রয়ণমপি

হরির প্রীতিকর। আরও লিখিত আছে যে, হে দ্বিজসত্তম! শুভ্রবর্ণ সুগন্ধি কুসুম কণ্টক-বিশিষ্ট হইলেও নিবেদন করিবে এবং জলজ রক্তপুষ্পও প্রদান করিবে। ৬। নারদপুরাণে সপ্তসাহস্রে ভগবন্নারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে বিপ্র! মালতী, বকুল, অশোক, শেফালী, নবমল্লিকা, আম্র, তগর, মল্লিকা, মধূক (মৌয়াফুল), পিণ্ডিকা (নন্দ্যাবর্ত্ত), যূথিকা, নাগ-কেশর, কুন্দ, কদম্ব, শিখি, হরিদ্রা, পাটলা, চম্পক, লবঙ্গ, মাধবী, কেতকী, কুরুবক, বিল্ব, কহ্লার ও বাসক এই পঞ্চবিংশতিবিধ কুসুম কমলার ন্যায় আমার প্রীতিকর। আমি পূর্ব্বে যথা-ক্রমে এই পঞ্চবিংশতি কুসুমে ও পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে মদীয় বনমালা গ্রথিত করিয়াছিলাম। হারীতস্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, দ্বিবিধ তুলসী, দ্বিবিধ পদ্ম, দ্বিবিধ জাতী, দ্বিবিধ কেতকী ও দ্বিবিধ করবীর এই দশবিধ কুসুম ও রক্তোৎপল প্রশস্ত। ৭।

অতঃপর সাধারণতঃ নিখিলপুষ্পের মাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, পুষ্পার্পণ সর্ব্বপ্রধান, এই দান অলক্ষ্মীর শান্তি ও লক্ষ্মী বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং ধন, যশঃ, আয়ুঃ, মঙ্গল ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহাতে স্বরপুর ও অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। চক্র-গদা-পাণি দেব রত্ন, স্বর্ণ অথবা প্রচুরপরিমিত ধনেও ঈদৃশ প্রীত হয়েন না। এইরূপ অন্যত্রও লিখিত

আরামস্থৈস্তু কুসুমৈর্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনং। এতদেব সমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
যথাকথঞ্চিদাহৃত্য কুসুমৈঃ পূজয়ন্ হরিং। নাকপৃষ্ঠমবাপ্নোতি ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥
তথা রাষ্ট্রাহৃতৈঃ পুষ্পৈর্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনং। পঞ্চবিংশত্যতীতাংশ্চ পঞ্চবিংশত্যনাগতান্ ॥
উদ্ধরেদাত্মনো বংশ্যান্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা। নগরেঽপি বসন্ যস্তু ভৈক্ষ্যাশী শংসিতব্রতঃ ॥
অরণ্যাদাহৃতৈঃ পুষ্পৈঃ পত্র মূলফলাঙ্কুরৈঃ। যথোপপন্নৈঃ সততমভ্যর্চ্চয়তি কেশবং ॥
সর্ব্বকামপ্রদো দেবস্তস্য স্যান্মধুসূদনঃ। পুংসস্তস্যাপ্যকামস্য পরং স্থানং প্রকীর্ত্তিতং ॥
যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥

তত্রৈব শ্রীবজ্রমার্কণ্ডেয়সংবাদে।—অক্ষমৈস্তূপবাসানাং ধনহীনৈস্তথা নরৈঃ।
অরণ্যাদাহৃতৈঃ পুষ্পৈঃ সংপূজ্য মধুসূদনং। পূর্ব্বজন্মনি সংপ্রাপ্তং রাজ্যং শৃণু নরাধিপ ॥ ৮ ॥
নৃপো যযাতির্নহুষো বিশ্বগন্ধঃ করন্ধমঃ। দিলীপো যুবনাশ্বশ্চ শতপর্ব্বা ভগীরথঃ।
ভীমশ্চ সহদেবশ্চ মহাশীলো মহামনুঃ। দেবলঃ কালকাক্ষশ্চ কৃতবীর্য্যো গুণাকরঃ ॥
দেবরাতঃ কুসুম্ভশ্চ বিনীতো বিক্রমো রঘুঃ। মহোৎসাহো বীতভয়ো অনমিত্রঃ প্রভাকরঃ ॥
কপোতরোমা পর্জ্জন্যশ্চন্দ্রসেনঃ পরন্তপঃ। ভীমসেনো দৃঢ়রথঃ কুশনাভঃ প্রতর্দ্দনঃ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ পূর্ব্বজন্মনি কেশবং। পূজয়িত্বা ক্ষিতাবস্যাং প্রাপ্ রাজ্যমকণ্টকং ॥
যক্ষত্বমথ গান্ধর্ব্বং দেবত্বঞ্চ তথৈব চ। বিদ্যাধরত্বং নাগত্বং যে গতা মনুজোত্তমাঃ ॥
বহুত্বাচ্চ ন তে শক্যা ময়া বক্তুং তবানঘ। তস্মাদ্যত্নঃ সদা কার্য্যঃ পুরুষৈঃ কুসুমার্চ্চনে ॥
অরণ্যজাতৈঃ কুসুমৈঃ সদৈব, সংপূজয়িত্বা স্বয়মাহৃতৈস্তু।
সর্ব্বেশ্বরং যৎ ফলমাপ্নুবন্তি, রাজেন্দ্র তদ্বর্ণয়িতুং ন শক্যং ॥

শস্তং ব্রাহ্মণাদেরিতি বোধিতং ॥ ৮ ॥ অনমিত্র ইত্যাদাবকারলোপাভাবাদিকমার্ষং ॥ ৯ ॥

আছে যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন দ্বারা কুসুম ক্রয় করত হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি অধস্তন সপ্ত ও ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি আরামস্থ পুষ্পদ্বারা হরির পূজা করেন, তিনি এই আরামই লাভ করেন সংশয় নাই। যে কোন প্রকারে কুসুম আনয়ন পূর্ব্বক জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলে স্বর্গলাভ হয় সংশয় নাই। যে ব্যক্তি রাষ্ট্র হইতে কুসুম আনয়ন পূর্ব্বক হরির পূজা করেন, তিনি নিঃসন্দেহ স্বীয় পূর্ব্বতন পঞ্চবিংশতি ও ভাবী পঞ্চবিংশতি পুরুষ পরিত্রাণ করেন। যে ব্যক্তি নগরবাসী হইয়াও ভিক্ষাজীবী ও ব্রতাবলম্বী হওত কাননমধ্য হইতে যথালব্ধ পুষ্প, পত্র এবং ফল মূল ও অঙ্কুর সংগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বদা হরির অর্চ্চনা করেন, মধুসূদন দেব তদীয় নিখিল কামনা সিদ্ধ করিয়া দেন। সেই ব্যক্তি প্রার্থনা না করিলেও তদীয় পরমপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে স্থলে গমন করিলে শোক করিতে হয় না, তাহাই হরির পরমপদ। ঐ গ্রন্থেই বজ্রমার্কণ্ডেয়সংবাদে লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! অবধান করুন, পূর্ব্বজন্মে অনশনে অক্ষম এবং নির্ধন মানবগণ বন হইতে কুসুম সংগ্রহ পূর্ব্বক হরির পূজা করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছেন। ৮। নৃপতি যযাতি, নহুষ, বিশ্বগন্ধ, করন্ধম, দিলীপ, যুবনাশ্ব,

স্বয়মাহৃত্য পুষ্পাণি ভিক্ষাশী কেশবার্চ্চনং। যঃ করোতি স রাজেন্দ্র বংশানামুদ্ধরেৎ শতং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

পুষ্পাণি তু সুগন্ধীনি মনোজ্ঞানি তু যঃ পুমান্। প্রযচ্ছতি হৃষীকেশে স ভাগবতমানবঃ॥

নারসিংহে—তপঃশীলগুণোপেতে পাত্রে বেদস্য পারগে। দশ দত্ত্বা সুবর্ণানি যৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ॥

তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো হরেঃ কুসুমদানতঃ॥

তত্রৈবাগ্রে।—

মল্লিকা-মালতী-জাতি-কেতকাশোকচম্পকৈঃ। পুন্নাগ-নাগ-বকুলৈঃ পদ্মৈরুৎপলজাতিভিঃ॥

এতৈরন্যৈশ্চ কুসুমৈঃ প্রশস্তৈরচ্যুতং নরঃ। অর্চ্চন্ দশসুবর্ণস্য প্রত্যেকং ফলমাপ্নুয়াৎ॥

এবং হি রাজন্ নরসিংহমূর্ত্তেঃ, প্রিয়াণি পুষ্পাণি তবেরিতানি॥

এতৈশ্চ নিত্যং হরিমার্চ্চ্য ভক্ত্যা, নরো বিশুদ্ধো হরিমেব যাতি॥

স্কান্দে—স্বয়মাহৃত্য যো দদ্যাদরণ্যকুসুমানি চ। স রাজ্যং স্ফীতমাপ্নোতি লোকে নিহতকণ্টকং।৯

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে —

যৈঃ কৈশ্চিদিহ পুষ্পৈশ্চ জলজৈঃ স্থলজৈরপি। সংপূজ্য কথিতৈর্ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে।—

ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈর্যোঽর্চ্চয়েদ্রুক্মিণীপতিং।

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যান্ দিব্যান্ যাংশ্চ মানুষান্॥ ১০॥

কথিতৈর্বিহিতৈরিত্যর্থঃ পূর্ব্বোক্তৈর্ব্বা॥ ১০॥

শতপর্ব্বা, ভগীরথ, ভীম, সহদেব, মহাশীল, মহামনু, দেবল, কালকাক্ষ, কৃতবীর্য্য, গুণাকর, দেবরাত, কুমুন্ত, বিনীত, বিক্রম, রঘু, মহোৎসাহ বীতভয়, অনমিত্র, প্রভাকর, কপোত-রোমা, পর্জ্জন্য, চন্দ্রসেন, পরন্তপ, ভীমসেন, দৃঢ়রথ, কুশনাভ ও প্রতর্দ্দন, এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুসংখ্য নৃপতি পুরাকালে হরির অর্চ্চনা করিয়া এই ধরাতলে নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত মানবশ্রেষ্ঠ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা, কিংবা বিদ্যাধর বা নাগ হইয়াছিলেন, তাঁহারা অসংখ্য। হে অনঘ! এই হেতু আমি তাঁহাদিগের নাম উল্লেখে অক্ষম হইতেছি, অতএব নিরন্তর কুসুমাহরণে যত্ন করা মানবগণের কর্ত্তব্য। হে রাজসত্তম! নানা-প্রকার বনকুসুম স্বয়ং সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যহ সর্ব্বেশ্বরের পূজা করিলে মানবগণের যে ফল হয়, তাহা বর্ণনাতীত। হে রাজেন্দ্র! যিনি ভিক্ষায় আহার পূর্ব্বক নিজে পুষ্প আহরণ করত হরির পূজা করেন, তিনি কুলজ শতপুরুষের পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যিনি মনোরম সুগন্ধি কুসুম মাধবকে সমর্পণ করেন, তিনি জনৈক ভগবদ্ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, তপোরত, কুলগুণবিশিষ্ট, বেদজ্ঞ পাত্রে দশসুবর্ণ অর্পণ করিলে যে ফল হয়, জনার্দ্দনকে পুষ্প প্রদান করিলে মানব সেই ফল লাভ করে। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, মল্লিকা, মালতী, জাতী, কেতকী, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম ও উৎপলজাতীয় সর্ব্বপ্রকার কুসুম এবং অপরাপর প্রশস্ত পুষ্পযোগে হরির পূজা

অথ পুষ্পবিশেষমাহাত্ম্যং।

তথা চ নারসিংহে।—পুষ্পজাতিবিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যং বিশেষতঃ॥

কিঞ্চ।—এবং পুষ্পবিশেষেণ ফলং তদধিকং নৃপ। জ্ঞেয়ং পুষ্পান্তরেণাপি যথা স্যাত্তন্নিবোধ মে॥

তত্র দ্রোণপুষ্পমাহাত্ম্যং।

নারসিংহে এব।—

দ্রোণপুষ্পে তথৈকস্মিন্ মাধবায় নিবেদিতে। দত্ত্বা দশসুবর্ণানি যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ॥ ১১॥

জাত্যা মাহাত্ম্যং।

নারসিংহে।—দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যঃ খাদিরং বৈ বিশিষ্যতে।

শমীপুষ্পসহস্রেভ্যো বিল্বপুষ্পং বিশিষ্যতে॥

বিল্বপুষ্পসহস্রেভ্যো বকপুষ্পং বিশিষ্যতে। বকপুষ্পসহস্রাদ্ধি নন্দ্যাবর্ত্তং বিশিষ্যতে॥

নন্দ্যাবর্ত্তসহস্রাদ্ধি করবীরং বিশিষ্যতে। করবীরস্য কুসুমাৎ শ্বেতপুষ্পমনুত্তমং।

করবীরশ্বেতকুসুমাৎ পালাশং পুষ্পমুত্তমং। পালাশপুষ্পসাহস্র্যাৎ কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে।

কুশপুষ্পসহস্রাদ্ধি বনমালা বিশিষ্যতে। বনমালাসহস্রাদ্ধি চম্পকস্তু বিশিষ্যতে।

এবমিতি দ্রোণপুষ্পোক্তপ্রকারেণেতি জ্ঞেয়ং তৎপুরাণে দ্রোণপুষ্পে তথৈকস্মিন্নিত্যনন্তরমস্য পাঠাৎ। অতঃ পুষ্পান্তরেণেতি দ্রোণপুষ্পাদিতরেণাপীত্যর্থঃ। পুষ্পান্তরজ্ঞেনেতি পাঠে অন্তরং ভেদস্তজ্জ্ঞেন॥ ১১॥

করিলে প্রতিপুষ্পে দশস্বর্ণমুদ্রার্পণের ফল লাভ হয়। হে নৃপতে! এই আমি ত্বৎসকাশে নৃসিংহ-দেবের প্রিয়কুসুমসমূহ কীর্ত্তন করিলাম। কেবল এইগুলি দ্বারা ভক্তি সহকারে প্রত্যহ হরির উপাসনা করিলে মানব নিষ্পাপ হইয়া হরিকে লাভ করিবে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি নিজে বনজ কুসুম আহরণ পূর্ব্বক হরিকে নিবেদন করেন, তিনি ধরাতলে নিষ্কণ্টকে সংবর্দ্ধিত সাম্রাজ্য লাভ করেন। ৯। ঐ পুরাণেই শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, কি জলজ, কি স্থলজ, পূর্ব্বকথিত যে কোন কুসুম দ্বারা পূজা করিলে মানব হরিধামে গমন পূর্ব্বক সসম্মানে অবস্থিতি করিতে পারে। বিষ্ণুরহস্যে মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ঋতুকালোৎপন্ন পুষ্প দ্বারা রুক্মিণীবল্লভের পূজা করেন, তাঁহার পরলোকসম্বন্ধীয় ও নরলোক-সম্বন্ধীয় নিখিল কামনা সুসিদ্ধ হয়। ১০।

অনন্তর বিশেষতঃ কুসুমমাহাত্ম্য।—নৃসিংহপুরাণে এই কথাই লিখিত আছে যে, কুসুমের জাতিভেদে বিশেষ বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে যে, হে রাজন্! দ্রোণকুসু-মের যে মাহাত্ম্যের বিষয় উল্লেখ করিলাম, তদনুসারে পরিজ্ঞাত হইবে যে, কুসুমভেদে ফলেরও আধিক্য আছে; এতদ্ব্যতীত অপর পুষ্পেও যে ফল হয়, তাহা মৎসকাশে অবধান কর।

তন্মধ্যে দ্রোণপুষ্পমাহাত্ম্য।—নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, একটীমাত্র দ্রোণপুষ্প অর্পণ করিলে দশস্বর্ণমুদ্রার্পণের ফল প্রাপ্ত হয়। ১১।

নৃসিংহপুরাণে জাতীপুষ্পের বিষয়ে এই প্রকার লিখিত আছে যে, একটী শমীপুষ্প

চম্পকাৎ পুষ্পশতকাদশোকপুষ্পমুত্তমম্। অশোকপুষ্পসাহস্র্যাৎ সেবন্তীপুষ্পমুত্তমং।
কুব্জপুষ্পসহস্রাণাং মালতীপুষ্পমুত্তমং। মালতীপুষ্পসাহস্র্যাৎ ত্রিসন্ধ্যাপুষ্পমুত্তমং।
ত্রিসন্ধ্যারক্তসাহস্র্যাৎ ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতকং বরং। ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতসাহস্র্যাৎ কুন্দপুষ্পং বিশিষ্যতে
কুন্দপুষ্পসহস্রাদ্ধি শতপত্রং বিশিষ্যতে। শতপত্রসহস্রাদ্ধি মল্লিকাপুষ্পমুত্তমং।
মল্লিকাপুষ্পসাহস্র্যাজ্জাতীপুষ্পং বিশিষ্যতে। সর্ব্বাসাং পুষ্পজাতীনাং জাতীপুষ্পমিহোত্তমং।
জাতীপুষ্পসহস্রেণ যচ্ছন্মালাং সুশোভনাং। বিষ্ণবে বিধিভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। বসেৎ বিষ্ণুপুরে শ্রীমান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ।
শেষাণাং পুষ্পজাতীনাং যৎ ফলং বিধিদর্শিতং। তৎফলস্যানুসারেণ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—
সর্ব্বাসাং পুষ্পজাতীনাং জাত্যঃ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ। জাতীনামপি সর্ব্বাসাং শুক্লা জাতিঃ প্রশস্যতে॥

স্কান্দেঽপি ব্রহ্মনারদসংবাদে।—মল্লিকেত্যাদি শ্লোকত্রয়মাস্তে॥
কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র।—
জাতীপুষ্পপ্রদানেন গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে। জাতীপুষ্পাষ্টকং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং ভবেৎ॥ ১২॥

নন্দ্যাবর্ত্তং পিণ্ডীতগরং। করবীরং রক্তম্ অগ্রে শ্বেতমিত্যুক্তেঃ। বনমালা পুষ্পবিশেষঃ

সহস্র দ্রোণপুষ্প অপেক্ষা প্রধান; সহস্রসংখ্য শমীপুষ্প অপেক্ষা একটী বিল্বপুষ্প শ্রেষ্ঠ; সহস্রবিল্ব পুষ্প হইতে একটী বকপুষ্প উত্তম; সহস্র বকপুষ্প অপেক্ষা একটী নন্দ্যাবর্ত্ত এবং সহস্রনন্দ্যাবর্ত্ত হইতে একটী করবীর শ্রেষ্ঠ। করবীরপুষ্পমধ্যে শ্বেতকরবীর প্রধান এবং শ্বেতকরবীর হইতে পলাশ শ্রেষ্ঠ। সহস্রসংখ্য পলাশপুষ্প অপেক্ষা একটী কুশকুসুম প্রধান; সহস্রকুশপুষ্প অপেক্ষা একটী বনমালা (মালতীজাতীয় পুষ্প) শ্রেষ্ঠ। সহস্রসংখ্য বনমালা হইতে একটী চম্পক প্রধান; শতসংখ্য চম্পক হইতে একটী অশোক শ্রেষ্ঠ; সহস্র অশোক হইতে একটী কুব্জপুষ্প প্রধান; সহস্র কুব্জপুষ্প হইতে একটী মালতী উত্তম; সহস্র মালতী অপেক্ষা একটী ত্রিসন্ধ্যাপুষ্প প্রধান; লোহিতবর্ণ সহস্রসংখ্য ত্রিসন্ধ্যা হইতে একটীমাত্র শুভ্রবর্ণ ত্রিসন্ধ্যা শ্রেষ্ঠ; সহস্র শুক্ল ত্রিসন্ধ্যা হইতে একটী কুন্দকুসুম শ্রেষ্ঠ, সহস্র কুন্দপুষ্প হইতে একটী পদ্ম প্রধান; সহস্র পদ্ম অপেক্ষা একটী মল্লিকাপুষ্প শ্রেষ্ঠ; সহস্র মল্লিকা হইতে একটী জাতীপুষ্প উত্তম। এখানে যতরূপ পুষ্পের উল্লেখ হইল, তৎসমস্ত হইতে একটী জাতীপুষ্পের প্রাধান্য জানিবে। যিনি সহস্রসংখ্য জাতীপুষ্প দ্বারা মনোরম মালা গ্রথিত করত ভক্তি সহকারে যথাবিধানে হরিকে প্রদান করেন, তাঁহার পুণ্যফল অবধান কর। সেই ব্যক্তি শ্রীমান্ ও হরিসদৃশ পরাক্রমবান্ হইয়া কল্পকোটি সহস্র ও কল্পকোটিশতকাল হরিধামে অবস্থিতি করেন। যথাবিধি অবশিষ্ট পুষ্পসমূহের যে ফল নিরূপণ করা হইয়াছে, তদনুসারে অর্চ্চক ব্যক্তি হরিধামে সম্মাননা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যতপ্রকার পুষ্প আছে, তৎসমস্ত হইতে জাতীপুষ্প প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত। সমস্ত জাতীর মধ্যে আবার শুভ্রবর্ণ জাতী প্রধান। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে মল্লিকা প্রভৃতি তিনটি শ্লোক বর্ণিত আছে। ঐ পুরাণের

জাতীপুষ্পসহস্রেণ যথেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ। শ্বেতদ্বীপমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ॥ ১৩।
জাতীপুষ্পকৃতাং মালাং কর্পূরপটবাসিতাং। নিবেদ্য দেবদেবায় যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
ন তদ্বর্ণয়িতুং শক্যমপি বর্ষশতৈরপি॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

বর্ণানান্তু যথা বিপ্রস্তীর্থানাং জাহ্নবী যথা। সুরাণান্তু যথা বিষ্ণুঃ পুষ্পাণাং মালতী তথা।
মালত্যা হি তথা দেবং যোঽর্চ্চয়েদ্গরুড়ধ্বজং। জন্মদুঃখজরারোগৈর্মুক্তোঽসৌ মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥১৪॥

তত্রৈবান্যত্র।—

যোঽর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈঃ কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরং। তেনাপ্তং নাস্তি সন্দেহস্তৎপদং দুর্ল্লভং হরেঃ।
মালতীকলিকামালামীষদ্বিকসিতাং হরেঃ। দত্ত্বা শিরসি বিপ্রেন্দ্র বাজিমেধফলং লভেৎ॥

গারুড়ে।—

পক্ষীন্দ্র ন শ্রুতং দৃষ্টং ভূতংবা ন ভবিষ্যতি। মালত্যা ন সমং পুষ্পং দ্বাদশ্যা ন সমা তিথিঃ॥
পুষ্পেণৈকেন মালত্যাঃ প্রীতির্যা কেশবস্য হি। ন সা ক্রতুসহস্রেণ ভবতে নারদোঽব্রবীৎ॥
যত্র যত্র খগশ্রেষ্ঠ ভবতে মালতীবনং। পত্রে পত্রে তথা তুষ্টো বসতে তত্র কেশবঃ॥
দৃষ্ট্বা তু মালতীপুষ্পং বৈষ্ণবেন করে ধৃতং। প্রীতো ভবতি দৈত্যারিঃ সুতং দৃষ্ট্বা যথা খগ॥
পুষ্পে পুষ্পে খগশ্রেষ্ঠ মালত্যাঃ সুমনোহরে। অক্ষয়ং প্রাপ্যতে স্থানং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতং॥
বল্লভং মালতীপুষ্পং মাধবস্য সদৈব হি। হেলয়া দাপয়েৎ স্থানং স্বকীয়ং গরুড়ধ্বজঃ॥ ১৫॥

মালতীজাতিভেদঃ॥১২॥ লক্ষং জাতীপুষ্পাণামেব তেন পূজায়াঃ বিধায়কঃ॥ ১৩॥ কর্পূরস্য পটঃ চূর্ণগন্ধস্তেন বাসিতাং। মালবত্যা ইতি পাঠেঽপি মালবত্যেব মালতী। মুক্তিং পরমানন্দলক্ষণাং॥ ১৪॥ ন সমমিত্যত্র নকারস্য অধুনাপি নাস্তীত্যর্থঃ। ভবতে ভবতি ইত্যাদিকমার্ষ-

---

স্থানান্তরেও লিখিত আছে যে, জাতীপুষ্প অর্পণ করিলে গর্ব্বগণের সহিত অবস্থিতি পূর্ব্বক আনন্দে কালাতিপাত করে। অষ্টসংখ্য জাতীপুপ অর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২। সহস্রসংখ্য জাতীপুপ অর্পণ করিলে যথেচ্ছ গতি প্রাপ্ত হইতে পারে। লক্ষ সংখ্য জাতীপুপ দ্বারা অর্চ্চনা করিলে শ্বেতদ্বীপ প্রাপ্ত হইবে। ১৩। জাতীপুষ্প দ্বারা গ্রথিত মালা কর্পূরচূর্ণ দ্বারা সুবাসিত করত দেবদেব হরিকে অর্পণ করিলে মানবের যে ফল হয়, শতবর্ষেও তাহা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না।

মালতীপুষ্পের বিষয়ে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যেরূপ বর্ণের মধ্যে দ্বিজাতি, তীর্থসমূহমধ্যে জাহ্নবী এবং দেবগণমধ্যে হরি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পুষ্পমধ্যে মালতীই প্রধান। যিনি মালতীপুষ্প দ্বারা গরুড়ধ্বজ হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি জন্ম, দুঃখ, জরা ও ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষ-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪। উক্ত স্কন্দপুরাণের অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যিনি মালতী পুষ্প দ্বারা ত্রিভুবনপতি হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি সেই দুর্ল্লভ স্থান প্রাপ্ত হন সংশয় নাই। হে বিপ্রসত্তম! ঈষৎ বিকসিত মালতীপুষ্পের কলিকানির্ম্মিত মালা জনার্দ্দনের শিরোদেশে অর্পণ করিলে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে,

দত্তমাত্রং হরেঃ পুষ্পং নির্ম্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ। অহোরাত্রং প্রভুক্তং হি মালতীকুসুমং ন হি ॥
বিষ্ণোরঙ্গাৎ পরিভ্রষ্টং মালতীকুসুমং খগ। যো ধারয়েচ্ছিরসি সর্ব্বধর্ম্মফলং লভেৎ ॥
অদত্ত্বা কেশবে যস্তু স্বমূর্দ্ধ্না মালতীং বহেৎ। স নরঃ খগশার্দ্দূল সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতো ভবেৎ ॥

কার্ত্তিকে চ তস্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ।

তথা চ গারুড়ে।—
সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং খগেশ্বর। বিহায় কার্ত্তিকে মাসি মালতীং যচ্ছ কেশবে ॥
সর্ব্বমাসেষু পক্ষীন্দ্র মালতী কেশবপ্রিয়া। প্রবোধন্যাং বিশেষেণ অশ্বমেধাদিদায়িনী ॥ ১৬ ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—
মালতীমালয়া বিষ্ণুঃ পূজিতো যেন কার্ত্তিকে। পাপাক্ষরকৃতাং মালাং হঠাৎ সৌরিঃ প্রমার্জতি ॥ ১৭

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—
মালতী-জাতিকা-পুষ্পৈঃ স্বর্ণজাত্যা চ চম্পকৈঃ। পূজিতো মাধবো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে বৈষ্ণবং পদং ॥

মুন্নেয়ং ॥ ১৫ ॥ নির্ম্মাল্যমিতি উপভুক্তত্বেনোত্তারণযোগ্যমিত্যর্থঃ। ন হি নির্ম্মাল্যং ভবতি। পাঠান্তরং সুগমং। অদত্ত্বা অসমর্প্য ॥
মালাং পঙ্‌ক্তিং। সৌরির্যমঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

হে বিহগসত্তম! মালতী সদৃশ পুষ্প ও দ্বাদশী সদৃশ তিথি শ্রুত হয় নাই, দৃষ্ট হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবেও না। নারদ বলিয়াছেন যে, একটী মালতীপুষ্পে হরির যেরূপ প্রীতিসঞ্চার হয়, সহস্র যজ্ঞেও তদ্রূপ প্রীতি হয় না। হে বিহগসত্তম! যে যে স্থলে মালতীকানন বিদ্যমান থাকে, হরি ঐরূপ প্রীত হইয়া তাহার পত্রে পত্রে অধিষ্ঠান করেন। হে বিহঙ্গম! যেরূপ পুত্রদর্শনে আনন্দোদয় হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণবকরে মালতী পুষ্প থাকিলে দৈত্যনিসূদন হরি আনন্দিত হইয়া থাকেন। হে বিহগসত্তম! মনোরম মালতীকুসুম অর্পণ করিলে প্রত্যেক পুষ্পে তাপবিহীন, প্রলয়বর্জ্জিত অক্ষয় স্থল লাভ হইয়া থাকে। মালতী কুসুম নিরন্তরই হরির প্রীতিকর। গরুড়ধ্বজ অর্চ্চক ব্যক্তিকে অবহেলে স্বীয় ধাম অর্পণ করিয়া থাকেন। ১৫। জনার্দ্দনকে কুসুম প্রদানমাত্রই নির্ম্মাল্য হয়; কিন্তু অহর্নিশি ভুক্ত হইলেও মালতীকুসুম নির্ম্মাল্য হয় না। হে বিহগ! যিনি হরির অঙ্গ হইতে স্খলিত মালতীকুসুম শিরোদেশে ধারণ করেন, তিনি নিখিল ধর্ম্মের ফল লাভ করিয়া থাকেন। হে পক্ষিসত্তম! যিনি হরিকে অর্পণ না করিয়া মালতীকুসুম স্বীয় দেহে ধারণ করেন, তাঁহাকে সর্ব্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়।

কার্ত্তিকমাসে মালতীকুসুমের বিশেষ মাহাত্ম্য।—গরুড়পুরাণে কথিত আছে যে, হে খগপতে! স্বর্ণদান, ধেনুদান ও পৃথ্বীদান না করিয়া কার্ত্তিক মাসে হরিকে মালতীকুসুম প্রদান কর। হে বিহঙ্গবর! মালতী সকল মাসেই হরির প্রীতি সাধন করে। বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে অশ্বমেধাদির ফলপ্রদ হয়। ১৬। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিকমাসে যিনি মালতী পুষ্প দ্বারা কেশবের অর্চ্চনা করেন, শমন তাঁহার হঠাৎ পাতকরূপ অক্ষর দ্বারা রচিত পংক্তি মার্জ্জনা করিয়া দেন। ১৭। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে

কমলস্য মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

শুভ্রাশুভ্রৈর্মহাগন্ধৈঃ কুসুমৈঃ পঙ্কজোদ্ভবৈঃ। অধোক্ষজং সমভ্যর্চ্চ্য নরো যাতি হরেঃ পদং॥

তত্রৈবান্যত্র।—

অহো নষ্টা বিনষ্টাস্তে পতিতাঃ কলিকন্দরে। যৈর্নার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা কমলৈরসিতৈঃ সিতৈঃ॥

পদ্মেনৈকেন দেবেশং যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাপ্রিয়ং। বর্ষাযুতসহস্রস্য পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ং॥

পদ্মৈঃ পদ্মালয়াভর্ত্তা পূজিতঃ পদ্মহস্তভৃৎ। দদাতি বৈষ্ণবান্ পুত্রান্ ভক্তিমব্যভিচারিণীং॥ ১৮॥

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে।—

পদ্মপুষ্পাণি যো দদ্যাত্তস্মাচ্ছতগুণং ভবেৎ॥ ১৯॥

তত্র বর্ণবিশেষেণ মাহাত্ম্যবিশেষঃ।

তথা চ স্কান্দে।—

রক্তপদ্মপ্রদানেন রুক্মমাষকদো ভবেৎ। শতং দত্ত্বা চ ধর্ম্মাত্মা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥

সহস্রঞ্চ তথা দত্ত্বা সূর্য্যলোকে মহীয়তে। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ।

স্বয়মেব তথা লক্ষ্মীর্ভজতে নাত্র সংশয়ঃ। রক্তপদ্মপ্রদানাদ্ধি শ্বেতস্য দ্বিগুণং ফলং॥

অপ্রণয়েনাপ্যর্চ্চিতঃ সন্। পদ্মহস্তভৃদিতি যদ্যপি হস্তেন পদ্মং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ॥ ১৮॥ তস্মাদিতি প্রাগ্বৎ তত্র পূর্ব্বোক্তাৎ সৌবর্ণপুষ্পদশকফলপ্রদানাৎ করবীরপুষ্পার্পণফলাদিতি জ্ঞেয়ং॥ ১৯॥

লিখিত আছে যে, কার্ত্তিকমাসে মালতী, জাতী, স্বর্ণজাতী অথবা চম্পক দ্বারা অর্চ্চিত হইলে হরি হরিনাম অর্পণ করেন। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে পদ্মবিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, মানব মহাগন্ধপূর্ণ শুভ্র অথবা নীল পদ্ম দ্বারা হরির পূজা করিলে বিষ্ণুধামে প্রয়াণ করে। স্কন্দপুরাণের অন্যত্র লিখিত আছে, অহো! যে সকল ব্যক্তি ভক্তিসহকারে নীলপদ্ম অথবা শ্বেতপদ্ম দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহারা নষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া কলিকন্দরে নিমগ্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যিনি একমাত্র কমল দ্বারা দেবদেব হরির পূজা করেন, তিনি কোটিবর্ষজনিত পাতক নষ্ট করিয়া থাকেন। কমলকর কমলাকান্ত পদ্ম দ্বারা অর্চ্চিত হইলে বৈষ্ণবপুত্রগণকে অব্যভিচারিণী ভক্তি অর্পণ করেন। ১৮। স্কন্দ-পুরাণে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি পদ্ম অর্পণ করিবেন, তিনি তাহা হইতেও অর্থাৎ স্বর্ণময় দশ পুষ্প অর্পণের ফলপ্রদ করবীরার্পণ অপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হইবেন। ১৯।

বর্ণভেদে মাহাত্ম্যবিশেষ।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, রক্তোৎপল অর্পণ করিলে একমাষা কাঞ্চনদানের ফল লাভ হয়। ধার্ম্মিক ব্যক্তি এক শত পদ্ম প্রদান করিলে অগ্নি-ষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করে। সহস্রসংখ্য প্রদান করিলে ভাস্করলোকে সসম্মানে নিবসতি করিতে পারে। যিনি লক্ষসংখ্য রক্তোৎপল দ্বারা অর্চ্চনা করেন, তিনি হরিধামে গমন করিয়া থাকেন। কমলা স্বীয় ইচ্ছাতেই তাঁহাকে ভজনা করেন সংশয় নাই। রক্তোৎপল নিবেদন করা অপেক্ষা শুক্ল পদ্মে দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে।

তত্রাপি কার্ত্তিকে বিশেষঃ।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—

কমলৈঃ কমলাকান্তঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে তু যৈঃ। কমলা অনুগা তেষাং জন্মান্তরশতেষ্বপি॥

স্কান্দে চ শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো যস্ত কমলৈঃ কমলেক্ষণঃ। জন্মকোটিষু বিপ্রেন্দ্র ন তেষাং কমলা গৃহে॥

নীলোৎপলস্য মাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

দত্বা নীলোৎপলং মুখ্যং কুসুমং কুঙ্কুমস্য চ। তুল্যং ফলমবাপ্নোতি বন্ধুজীবস্য চ দ্বিজাঃ॥
সুবর্ণদশদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। দত্বা নীলোৎপলং বিষ্ণোর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
নীলোৎপলশতং দত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ। নীলোৎপলসহস্রেণ পুণ্ডরীকমবাপ্নুয়াৎ।
লক্ষপূজাং নরঃ কৃত্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ॥

কুমুদস্য মাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

রূপমাষকদানস্য ফলং কুমুদতো ভবেৎ। কুমুদানাং শতং দত্বা চন্দ্রলোকে মহীয়তে॥
সহস্রঞ্চ তথা দত্বা যথেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ। অশ্বমেধমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ॥
রক্তোৎপলপ্রদে বিষ্ণোস্তথা স্যাদ্দ্বিগুণং ফলং॥ ২০

রুক্মমাষকদ ইতি সুবর্ণমাষদানফলং প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। শতং রক্তপদ্মানাং এবমগ্রেঽপি। স্বয়মেব লক্ষ্মীর্ভজত ইতি সাক্ষাৎ সর্ব্বসম্পত্তিস্তস্য ভবেদিত্যর্থঃ। এবং কমলা অনুগেত্যপি॥ ২০॥

কার্ত্তিকমাসে বিশেষ যথা।—পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে যে, যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে পদ্ম দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, লক্ষ্মী শতজন্ম যাবৎ তাঁহাদিগের অনুগামিনী হইয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে বিপ্রসত্তম! যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে পদ্ম দ্বারা লক্ষ্মীকান্তের অর্চ্চনা না করেন, কোটিজন্মেও তাঁহাদিগের আলয়ে লক্ষ্মীদেবীর অবস্থিতি হয় না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে নীলোৎপল বিষয়ে লিখিত আছে যে, হে বিপ্রগণ! মুখ্য নীলপদ্ম ও কুঙ্কুম কুসুম এবং বন্ধুজীবফুল হরিকে অর্পণ করিলে তুল্যফল হইয়া থাকে। হরিকে নীলোৎপল প্রদান করিলে মানব দশস্বর্ণদানের ফল লাভ করে সংশয় নাই। শতসংখ্য নীলোৎপল নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ হয়, সহস্রসংখ্য নীলোৎপল দান দ্বারা অর্চ্চনা করিলে রাজসূয়ফল হইয়া থাকে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কুমুদের বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, কুমুদপুষ্প প্রদান করিলে একমাষাপরিমিত রজতদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শতসংখ্য কুমুদকুসুম নিবেদন করিলে চন্দ্রধামে সসম্মানে নিবসতি করিতে পারে; সহস্রসংখ্য প্রদান করিলে বাসনানুরূপ গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং লক্ষসংখ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। হরিকে রক্তোৎপল নিবেদন করিলে ঐরূপে দ্বিগুণিত ফল হইয়া থাকে। ২০।

কদম্বস্য মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

জাতরূপনিভৈর্বিষ্ণুং কদম্বকুসুমৈর্মুনে। যেঽর্চ্চয়ন্তি চ গোবিন্দং ন তেষাং সৌরিজং ভয়ং॥
কদম্বকুসুমৈর্হৃদ্যৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনং। তেষাং যমালয়ো নৈব ন জায়ন্তে কুযোনিষু॥২১॥

কিঞ্চ—ন তথা কেতকীপুষ্পৈর্মালতীকুসুমৈর্ন হি। তোষমায়াতি দেবেশঃ কদম্বকুসুমৈর্যথা॥
দৃষ্ট্বা কদম্বপুষ্পাণি প্রীতো ভবতি মাধবঃ। কিং পুনঃ পূজিতস্তৈশ্চ সর্ব্বকামপ্রদো হরিঃ॥
যথা পদ্মালয়াং প্রাপ্য প্রীতো ভবতি মাধবঃ। কদম্বকুসুমং লব্ধ্বা তথা প্রীণাতি লোককৃৎ॥
সকৃৎ কদম্বপুষ্পেণ হেলয়া হরিরর্চ্চিতঃ। সপ্তজন্মানি দেবেশস্তস্য লক্ষ্মীরদূরতঃ॥
কদম্বপুষ্পগন্ধেন কেশবো বা সুবাসিতঃ। জন্মাযুতার্জ্জিতস্তেন নিহতঃ পাপসঞ্চয়ঃ॥ ২২॥

আষাঢ়ে বিশেষঃ।

তত্রৈব।—

ঘনাগমে ঘনশ্যামঃ কদম্বকুসুমার্চ্চিতঃ। দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ শতজন্মানি সম্পদঃ॥
কদম্বকুসুমৈর্দেবং ঘনবর্ণং ঘনাগমে। যেঽর্চ্চয়ন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তৈরাপ্তং জন্মনঃ ফলং॥

করবীরস্য মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে শ্রীশিবোমাসংবাদে।—

করবীরৈর্মহাদেবি যঃ পূজয়তি কেশবং। দশসৌবর্ণকৈঃ পুষ্পৈর্যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ॥

জাতরূপং সুবর্ণং তন্নিভৈস্তৎসদৃশবর্ণৈরিত্যর্থঃ। ন চ তে কুযোনিষু জায়ন্তে॥ ২১॥ লোককৃদপি হেলয়াপি। বাশব্দো যদি বেত্যর্থঃ, কদম্বপুষ্পস্য গন্ধমাত্রেণাপি যদি বা বাসিতস্তথাপীত্যর্থঃ॥ ২২॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে কদম্ববিষয়ে লিখিত আছে যে, হে তপোধন! যে সকল ব্যক্তি কাঞ্চনবর্ণ কদম্বপুষ্প দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের শমনভয় বিদ্যমান থাকে না। যে সকল ব্যক্তি মনোরম কদম্বপুষ্প দ্বারা হরির পূজা করেন, তাঁহাদিগকে শমনপুরে গমন করিতে হয় না এবং কুযোনিতেও দেহ পরিগ্রহ করিতে হয় না। ২১। আরও লিখিত আছে যে, কদম্ব পুষ্পে যেরূপ হরির সন্তোষ হয়, কেতকী অথবা মালতী কুসুমে সেরূপ হয় না। কদম্ব দেখিবামাত্রই হরি প্রীত হইয়া থাকেন; সুতরাং তাহার দ্বারা অর্চ্চিত হইলে যে কিরূপ হন, তাহা আর কি বলিব? তখন তিনি অখিল বাসনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। লোকসৃষ্টিকর্ত্তা মাধব কমলাকে প্রাপ্ত হইলে যেরূপ প্রীত হয়েন, কদম্বপুষ্প প্রাপ্ত হইলেও সেইরূপ প্রীতি লাভ করেন। একবারমাত্র কদম্বকুসুমদ্বারা হেলাসহকারেও জনার্দ্দনের পূজা করিলে হরি এবং কমলা সপ্তজন্ম যাবৎ তদীয় সন্নিধানে অধিষ্ঠিত থাকেন। হরিকে কদম্বপুষ্প দ্বারা সুবাসিত করিলে প্রভু অযুতজন্মসঞ্চিত পাতকপুঞ্জ ধ্বংস করিয়া থাকেন। ২২।

আষাঢ় মাসে উহার মাহাত্ম্যবিশেষ।—স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বর্ষাঋতু সমাগত হইলে যদি জলদশ্যামল হরিকে কদম্বপুষ্প দ্বারা পূজা করা যায়, তাহা হইলে তিনি শতজন্ম যাবৎ

করবীরৈঃ সুরক্তৈশ্চ যো বিষ্ণুং সকৃদর্চ্চয়েৎ। গবাময়ুতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
তত্রৈব ব্রহ্মনারদসংবাদে—
যেঽর্চ্চয়ন্তি সুরাধ্যক্ষং করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ। চতুর্যুগানি বিপ্রেন্দ্র প্রীতো ভবতি কেশবঃ॥
সিতরক্তৈর্মহাপুণ্যৈঃ কুসুমৈঃ করবীরজৈঃ। যোঽচ্যুতং পূজয়েদ্ভক্ত্যা স যাতি গরুড়ধ্বজং॥২৩॥

পুরন্ধ্রিপুষ্পস্য মাহাত্ম্যং।

পুরন্ধ্রিপুষ্পৈর্যঃ কুর্য্যাৎ পূজাং মধুরিপোর্নরঃ। তস্য প্রসাদমায়াতি দেবশ্চক্রগদাধরঃ॥
রম্যাঃ পুরন্ধ্রিমঞ্জর্য্যো দয়িতাস্তস্য নিত্যশঃ। পুরন্ধ্রিপুষ্পং যো দদ্যাদেকমপ্যস্য মণ্ডলে॥
তিলপ্রস্থপ্রদানস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং। পুরন্ধ্রি মঞ্জরীপুষ্পৈঃ সহস্রেণার্চ্চয়েদ্ধরিং॥
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতে তথা। কর্পূরপটবাসেন পুরন্ধ্রিমধিবাসিতাং।
মহারজনরক্তে চ তথা সূত্রে নিবেশিতাং। মালাং পুষ্পসহস্রেণ যঃ প্রযচ্ছতি ভক্তিতঃ॥
অশ্বমেধফলং তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা। শতেন বাজপেয়স্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ং।
লক্ষপূজাং তথা কৃত্বা সর্ব্বজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৪॥

সম্পদশ্চ বিভূতীর্দদাতি। ঘনশ্যাম ইতি ঘনবর্ণমিতি চ কদম্বপুষ্পভূষণেন শোভাতিশয়োঽভিপ্রেতঃ॥ ২৩॥ তথেতি সমুচ্চয়ে পক্ষান্তরে বা। মহারজনরক্তে সূত্রে পুষ্পসহস্রেণ নিবেশিতাং গ্রথিতাং মালাঞ্চ যঃ প্রযচ্ছতি। শতেন পুরন্ধ্রিপুষ্পাণাং। এবং লক্ষঞ্চ তেন পূজাং॥ ২৪॥

প্রতি জন্মের অভীপ্সিত বাসনা সিদ্ধ করেন এবং সকলপ্রকার সম্পত্তি দিয়া থাকেন। হে তাপসপ্রবর! যে সকল ব্যক্তি বর্ষাঋতুতে দেবদেব নীরদবরণকে কদম্বপুষ্প দ্বারা পূজা করেন, তাঁহাদিগেরই জন্ম সার্থক।

করবীরপুষ্পসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি করবীরপুষ্প দ্বারা হরির পূজা করেন, তাঁহার দশস্বর্ণমুদ্রাদানের ফল হয়। যে ব্যক্তি অতীব লোহিতবর্ণ করবীর-কুসুম দ্বারা একবারমাত্র হরির পূজা করেন, তাঁহার অযুতগোদানের ফল হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি শুভ্র অথবা লোহিত-করবীর দ্বারা দেবদেব হরির অর্চ্চনা করেন, হে দ্বিজেন্দ্র! চতুর্যুগাবসান যাবৎ হরি তৎপ্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। অতীব পবিত্র শুভ্র অথবা রক্ত করবীরকুসুম দ্বারা ভক্তিসহকারে মাধবের পূজা করিলে অচ্যুতদেবকে লাভ করিতে পারে। ২৩।

অতঃপর পুরন্ধ্রিপুষ্পের বিষয়।—যে ব্যক্তি পুরন্ধ্রিকুসুমদ্বারা মধুসূদনের অর্চ্চনা করেন, চক্রগদাপাণি হরি তৎপ্রতি প্রীত থাকেন। রমণীয়া পুরন্ধ্রিমঞ্জরী সর্ব্বদাই হরির সন্তোষ বিধান করে। যিনি প্রভুর মণ্ডলে একটীমাত্র পুরন্ধ্রিকুসুম অর্পণ করেন, তাঁহার প্রস্থপরিমিত তিল-দানের ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সহস্রসংখ্য পুরন্ধ্রিমঞ্জরী অথবা তৎ-পুষ্পের দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি স্বীয়কুল উদ্ধার করিয়া থাকেন। সহস্রসংখ্য পুরন্ধ্রিকুসুম কর্পূরচূর্ণ যোগে বাসিত ও কুসুম্ভবর্ণে রঞ্জিত সূত্রে গ্রথিত করিয়া ভক্তিসহকারে হরিকে সেই মালা প্রদান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞফল হয় সন্দেহ

অগস্ত্যপুষ্পস্য মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

অগস্ত্যকুসুমৈর্দেবং যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনং। দর্শনাত্তস্য দেবর্ষে নরকাগ্নিঃ প্রশাম্যতি॥
ন তৎ করোতি বিপ্রেন্দ্র তপসা তোষিতো হরিঃ। যৎ করোতি হৃষীকেশো মুনিপুষ্পৈরলঙ্কৃতঃ॥
মুনিপুষ্পকৃতাং মালাং যে যচ্ছন্তি জনার্দ্দনে। দেবেন্দ্রোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠ কম্পতে তস্য শঙ্কয়া॥
কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র।—
মুনিপুষ্পকৃতাং মালাং দৃষ্ট্বা কণ্ঠে বিলম্বিতাং। প্রীতো ভবতি দৈত্যারির্দশজন্মানি নারদ॥
অগস্ত্যবৃক্ষসম্ভূতৈঃ কুসুমৈরসিতৈঃ সিতৈঃ। যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি দেবেশং সংপ্রাপ্তং পরমং পদং॥ ২৫॥
বিষ্ণুরহস্যে।—
অগস্ত্যসম্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকৈঃ সুমনোহরৈঃ। সমভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং জন্মদুঃখাদ্বিমুচ্যতে॥

তত্র চ কার্ত্তিকে বিশেষঃ

স্কান্দে তত্রৈব।—
বিহায় সর্ব্বপুষ্পাণি মুনিপুষ্পেণ কেশবং। কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা বাজিমেধফলং লভেৎ॥২৬॥
মুনিপুষ্পার্চ্চিতো বিষ্ণুঃ কার্ত্তিকে পুরুষোত্তমঃ। দদাত্যভিমতান্ কামান্ শশী সূর্য্যস্থিতো যথা॥২৭॥
গবাময়ুতদানেন যৎ ফলং প্রাপ্যতে মুনে। মুনিপুষ্পেণ চৈকেন কার্ত্তিকে তৎ ফলং স্মৃতং॥

হে দেবর্ষে! তস্য দর্শনাৎ তেষাং দর্শনাদিত্যর্থঃ। কণ্ঠে আত্মনো ভক্তস্য বা॥ ২৫॥
কিংশুকৈঃ পলাশপুষ্পৈঃ কিংবা কিংশুকপুষ্পাকারৈরিত্যর্থঃ॥

যথা সূর্য্যস্থিতঃ শশীতি অমাবাস্যায়াং যথা ফলবিশেষো ভবতীত্যর্থঃ। শশীতি হ্রস্বপাঠৈনেক-পক্ষে যোগবিশেষঃ। অর্থস্তু স এব। যদ্বা। শুক্লরক্তাগস্ত্যপুষ্পৈঃ পূজিতঃ সন্ শশিসূর্য্যয়োঃ স্থিত ইব তাভ্যামপ্যধিকঃ পরুষোত্তমো ভবতি, অতঃ শোভাতিশয়ং প্রাপ্তোঽসৌ শ্যামসুন্দরঃ সন্তুষ্টঃ সন্ অভিমতান্ দদাতীত্যর্থঃ॥ ২৬ – ২৭॥

নাই। শতসংখ্য পুরন্ধ্রি কুসুম প্রদান করিলে নিঃসন্দেহে বাজপেয়যজ্ঞফল হইয়া থাকে এবং লক্ষসংখ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৪।

অতঃপর বকপুষ্পের বিষয়। - স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে নারদ! যে সকল ব্যক্তি বকপুষ্প দ্বারা হরির পূজা করেন, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিলে নরকানল নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। হে বিপ্রসত্তম! বককুসুম দ্বারা বিভূষিত করিলে হরি যাহা করেন, তপোনুষ্ঠান দ্বারা প্রীতিবিধান করিলে তাহা করেন না। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি কেশবকে বককুসুমের মালা প্রদান করেন, সুররাজও তদীয় ভয়ে বিকম্পিত হইয়া থাকেন। ঐ পুরা-ণের অন্যত্রও লিখিত আছে যে, হে দেবর্ষে! স্বীয় কণ্ঠে কিংবা ভক্তজনের কণ্ঠে বককুসুম-রচিতা মালা বিলম্বিত দর্শন করিলে হরি তৎপ্রতি দশজন্ম যাবৎ পরিতুষ্ট থাকেন। যে সকল ব্যক্তি শুভ্র অথবা কৃষ্ণবর্ণ বককুসুম দ্বারা দেবদেব জনার্দ্দনের পূজা করেন, তাঁহাদিগের পরমপদ লাভ হয়। ২৫। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, পলাশপুষ্পতুল্য মনোরম বকপুষ্প দ্বারা মাধবের পূজা করিলে জন্মদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ।—

মুনিপুষ্পৈর্যদি হরিঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে নরৈঃ। মুনীনামেব গতিদো জ্ঞানিনামূর্দ্ধরেতসাং ॥

কেতকীপুষ্পস্য মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে তত্রৈব। কেতকীপুষ্পকেণৈব পূজিতো গরুড়ধ্বজঃ। সমাঃ সহস্রং সুপ্রীতো জায়তে মধুসূদনঃ।
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং কুসুমৈঃ কেতকোদ্ভবৈঃ। পুণ্যং তদ্ভবনং যাতি কেশবস্য স্বমালয়ং ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ।—সুবর্ণকেতকীপুষ্পং যো দদাতি জনার্দ্দনে। সুবর্ণদানজং পুণ্যং লভতে স মহামুনে ॥

বিশেষতশ্চাষাঢ়ে।

তত্রৈব।—কেশবঃ কেতকীপুষ্পৈর্মিথুনস্থে দিবাকরে। যেনার্চ্চিতঃ সকৃদ্ভক্ত্যা স মুক্তো নরকার্ণবাৎ ॥
কেতকীপুষ্পমাদায় মিথুনস্থে দিবাকরে। যেনার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা প্রীতো মন্বন্তরং মুনে ॥

শ্রাবণে মাহাত্ম্যবিশেষঃ।

কর্করাশিগতে সূর্য্যে কেতকীপত্রকোমলৈঃ। যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি গোবিন্দং সংপ্রাপ্তে দক্ষিণায়নে।
কৃত্বা পাপসহস্রাণি মহাপাপশতানি চ। তেঽপি যাস্যন্তি বিপ্রেন্দ্র যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ॥২৯॥

পত্রৈকেকেনেতি পাঠে একেনাপি পত্রেণেত্যর্থঃ। পত্রশব্দোঽত্র পুষ্পপত্রপরঃ। যদ্বা। কেতকীশব্দেন তৎপুষ্পং তস্যৈকপত্রেণ। ক্বচিচ্চ পত্রৈকেনৈবেতি পাঠঃ ॥ ২৮ ॥ সুবর্ণবৎ যৎ কেতকীপুষ্পম্, এতেন শুক্লাভং বন্যকেতকং ব্যবচ্ছিন্নং ॥

কার্ত্তিকমাসে বকপুষ্পদানের ফলবিশেষ।—যিনি অপরাপর পুষ্প বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল-মাত্র বকপুষ্প দ্বারা কার্ত্তিকমাসে ভক্তিসহকারে হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠা-নের ফল লাভ হইয়া থাকে। ২৬। কার্ত্তিকমাসে বকপুষ্প দ্বারা পূজিত হইলে পুরুষপ্রবর হরি যেরূপ অমাবস্যাদিনে অর্চ্চিত হইলে ফল প্রদান করেন, সেইরূপ অভীপ্সিত পূরণ করিয়া থাকেন। হে তাপস! অযুতসংখ্য গোদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কার্ত্তিকমাসে একটী-বকপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, নরগণ কার্ত্তিকমাসে বকপুষ্প দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করিলে, প্রভু তাহা-দিগকে জ্ঞানী উর্দ্ধরেতা ও তাপসবর্গের গতি প্রদান করিয়া থাকেন।

কেতকীপুষ্পের বিষয়।—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, কেবলমাত্র কেতকীপুষ্প দ্বারা গরুড়ধ্বজ হরির অর্চ্চনা করিলেই তিনি সহস্রবর্ষ যাবৎ অর্চ্চকের প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। কেতকীতরুজাত পুষ্প দ্বারা হরির পূজা করিলে যে স্থলে কমলা অবস্থিতি করেন, সেই পবিত্র বিষ্ণুধামে গমন করিতে পারে। ২৮। আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি কাঞ্চনবর্ণ কেতকীপুষ্প হরিকে অর্পণ করেন, হে মহর্ষে! তিনি কাঞ্চনদানের পুণ্য প্রাপ্ত হন।

ভাস্করদেব মিথুনরাশিগত হইলে যে ব্যক্তি কেতকীপুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শ্রী-কৃষ্ণের উপাসনা করেন, তিনি নরকার্ণব হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। হে তাপস! সূর্য্য মিথুন-রাশিগত হইলে যে ব্যক্তি কেতকীপুষ্প দ্বারা ভক্তিসহকারে কেশবের উপাসনা করেন, হরি এক মন্বন্তর যাবৎ তৎপ্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

কার্ত্তিকেঽপি মাহাত্ম্যবিশেষঃ।

তত্রৈব।—

কার্ত্তিকে কেতকীপুষ্পং দত্তং যেন কলৌ হরেঃ। দীপদানঞ্চ দেবর্ষে তারিতং স্বকুলাযুতং ॥৩০॥

কুন্দস্য মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে তত্রৈব।—

অভ্যর্চ্চ্য কুন্দকুসুমৈঃ কেশবং কল্মষাপহং। প্রয়াতি ভবনং বিষ্ণোর্ব্বন্দিতং মুনিচারণৈঃ॥

দশমস্কন্ধে চ সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বেশবর্ণনে।—

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৩১ ॥

তথা।—

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশো গোপগোধনবৃতো যমুনায়াং।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ৩২ ॥

দীপদানঞ্চেতি দৃষ্টান্তত্বেন, তস্য কার্ত্তিকে পরমপ্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাৎ ॥ ২৯—৩০ ॥

রাসক্রীড়ায়াম্ অন্তর্হিতস্য শ্রীভগবতোঽন্বেষণে বিরহাকুলানাং শ্রীবল্লবীনাং বচনং। অপীতি নির্দ্ধারণে প্রশ্নে বা। ভো এণপত্নি! হে সখি! বো যুষ্মাকং দৃশাং। গাত্রৈঃ শ্রীলোচনাদ্যবয়বৈঃ

শ্রাবণমাসে কেতকীমাহাত্ম্য।—হে বিপ্রসত্তম! দক্ষিণায়ন সমাগত হইলে যৎকালে ভাস্কর-দেব কর্কটরাশি আশ্রয় করেন, তৎকালে যে সকল ব্যক্তি কেতকীকুসুম দ্বারা হরির পূজা করেন, সহস্র সহস্র শত শত পাপে পাতকী হইলেও তাঁহারা, যে স্থানে হরি কমলা সহ বিরাজ করেন, সেই লোকে গমন করিয়া থাকেন। ২৯।

কার্ত্তিকমাসে কেতকীপুষ্পদানের বিষয়।—যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে হরিকে কেতকীপুষ্প ও দীপ প্রদান করিয়াছেন, তিনি স্বীয় অযুতকুল পরিত্রাণ করিয়াছেন। ৩০।

অতঃপর কুন্দপুষ্পের মাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, কুন্দপুষ্প দ্বারা পাপনাশন হরির পূজা করিলে মানব ঋষিগণ ও চারণবর্গের অর্চ্চনীয় হরিধামে প্রস্থান করেন। দশমস্কন্ধে সাক্ষাৎ ভগবদ্বেশবর্ণনে লিখিত আছে যে, গোপীকুল দৃষ্টি প্রসন্ন দর্শনে হরিণীকুলের শ্রীহরিদর্শন সম্ভাবনা করত বলিলেন, হে হরিণপত্নীগণ! আমাদিগের হরি নিজ সুন্দর মুখ ও বাহু ইত্যাদি দ্বারা তোমাদিগের দৃষ্টির প্রীতি বিস্তার পূর্ব্বক প্রিয়া সহ কি নিকট-বর্ত্তী হইয়াছিলেন? কেন না, এ স্থানে কান্তাঙ্গসঙ্গনিবন্ধন তদীয় কুচকুঙ্কুমে অনুরঞ্জিতা শ্রীহরির কুন্দপুষ্পমালার গন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ৩১। আরও লিখিত আছে যে, শুক-দেব বলিয়াছিলেন, হে নৃপতে! শ্রীহরি ঐরূপেই বৃন্দাবন-ভূমে ক্রীড়া করত সন্ধ্যাকালে গোধন-সমূহ প্রত্যানয়ন করিয়া যৎকালে কালিন্দীতে ক্রীড়া করেন, গোপিকারা তদীয় তাৎকালিক সৌভাগ্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক বলিলেন, হে যশোমতি! ত্বদীয় বৎস নন্দতনয় শ্রীহরি গোপিকাগণের উৎসাহার্থ কৌতূহলী হইয়া কুন্দপুষ্পমালায় সুশোভিত হইয়া যখন ক্রীড়া করেন, তখন মন্দ মন্দ সমীরণ চন্দনসদৃশ সুগন্ধ ও সুশীতল স্পর্শ দ্বারা তদীয় সম্মাননা করত অনুকূলরূপে বীজন করে

পাবন্তীকুসুমস্য মাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুপুরাণে।—

অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং পাবন্তীকুসুমৈর্নরঃ। হৃষ্টপুষ্টগণাকীর্ণং কাষ্ণং লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥

কর্ণিকারস্য মাহাত্ম্যং।

তত্রৈব।—

কর্ণিকারময়ৈঃ পুষ্পৈঃ কান্তৈঃ কনকসুপ্রভৈঃ। অর্চ্চয়িত্বাচ্যুতং লোকে তস্য লোকে মহীয়তে ॥

দশমস্কন্ধে চ তত্রৈব।—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং, বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।

রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈর্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৩৪ ॥

রক্তশতপত্রিকায়া মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে তত্রৈব।—

কুঙ্কুমারুণবর্ণাঢ্যাং গন্ধাঢ্যাং শতপত্রিকাং। যো দদাতি জগন্নাথে শ্বেতদ্বীপাং পতেন্ন হি ॥

সুনির্বৃতিঃ পরমানন্দং তন্বন্ সন্ প্রিয়য়া শ্রীরাধয়া সহাচ্যুত ইহ উপগতঃ নিকটং প্রাপ্তঃ। তস্য লিঙ্গমাহুঃ কান্তেতি। কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। এবং রাসক্রীড়ায়াং শ্রীভগবতা সাক্ষাদ্ভূষণভূতকুন্দমালায়া গৃহীতত্বাৎ তয়ৈব চ ভগবদুপগমবিজ্ঞানাত্তৎপ্রিয়ত্বসিদ্ধ্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ সঙ্গতঃ ॥ ৩১ ॥ তথা দিবসান্তরে তাসামেব শ্রীযশোদাং প্রতি বচনং কুন্দেতি। কুন্দস্য দাম্না মালয়া কৃতঃ কৌতুকেন পরমোৎসাহেন যদ্বা কৌতুকমুৎসবস্তদ্রূপো বেশো যেন। এবং মাহাত্ম্যবিশেষঃ সিদ্ধ এবঃ ॥ ৩২ ॥

পাবন্তী কুন্দভেদঃ। হৃষ্টপুষ্টৈরন্তর্ব্বহিঃসুখপূর্ণৈঃ গণৈঃ পার্ষদৈরাকীর্ণং ব্যাপ্তং কাষ্ণং কৃষ্ণসম্বন্ধিনং। হৃষ্টপুষ্ট ইত্যসমস্তপাঠে নরস্য বিশেষণং। পাঠান্তরং সুগমং ॥ ৩৩ ॥

কর্ণিকারং কর্ণয়োর্বিভ্রদিতি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বেশে তস্য বর্ণনেন মাহাত্ম্যতরঃ সিদ্ধ এব ॥ ৩৪ ॥ জনার্দ্দনে দানং সমর্পণং ॥

এবং গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি উপদেবতারা স্তুতিবাদক হইয়া বাদ্য, গীত ও কুসুমবর্ষণ দ্বারা সর্ব্বথা আরাধনা করিয়া থাকেন। ৩২।

পাবন্তীমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, পাবন্তীপুষ্পদ্বারা হরির পূজা করিলে মানব অন্তর্বাহ্যে আনন্দপূর্ণ পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণধামে গমন করে। ৩৩।

কর্ণিকারমাহাত্ম্য।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে যে, কাঞ্চনবৎ দিব্যকান্তি মনোরম কর্ণিকার পুষ্প দ্বারা হরির পূজা করিলে তদীয় ধামে সসম্মান বসতি হয়। দশমস্কন্ধে লিখিত আছে যে, শুকদেব বলিয়াছিলেন, হে নরপতে! কিরূপে শ্রীহরি স্মরণে ব্রজবালাদিগের চিত্ত ক্ষুব্ধ হইল, তাহা বলি, অবধান কর। গোপিকারা মনে করিলেন, শ্রীহরির নটবর দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় পদচিহ্নিত মনোরম বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তদীয় শিরোদেশে ময়ূরবর্হনির্ম্মিত মুকুট, শ্রবণযুগলে কর্ণিকার, পরিধানে স্বর্ণবৎ কপিশবর্ণ বস্ত্র, গলে বৈজয়ন্তী মালা বিরাজমান।

সেবন্তীপলাশপুষ্পয়োর্মাহাত্ম্যং।

তত্রৈব—সেবন্তীকুসুমৈঃ পুণ্যৈঃ কিংশুকৈঃ সুমনোহরৈঃ। সমভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং জন্মদুঃখাদ্বিমুচ্যতে॥

কুব্জস্য মাহাত্ম্যং।

তত্রৈব।—

গন্ধাঢ্যৈর্বিমলৈর্বস্ত্রৈঃ কুসুমৈঃ কুব্জকোদ্ভবৈঃ। ভক্ত্যাভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং শ্বেতদ্বীপে বসেন্নরঃ॥

চম্পকস্য মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে তত্রৈব।—নীলোৎপলসমং দানং চম্পকস্য জনার্দ্দনে॥

তত্রৈব ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

বর্ষাকালে তু দেবেশং কুসুমৈশ্চম্পকোদ্ভবৈঃ। যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা ভক্ত্যা সংসারে ন পুনর্গতিঃ॥

অশোকবকুলয়োর্মাহাত্ম্যং।

তত্রৈব বিষ্ণুরহস্যে।—

অশোককুসুমৈ রম্যৈর্জন্মশোকভয়াপহং। পূজয়িত্বা হরিং দেবং যাতি বিষ্ণুমনাময়ং॥

অন্যচ্চ স্কান্দে তত্রৈব।—

বকুলাশোককুসুমৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জগৎপতিং। তে বসন্তি হরের্লোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

পাটলস্য মাহাত্ম্যং।

তত্রৈব।—

যোঽর্চ্চয়েৎ পাটলাপুষ্পৈঃ সর্ব্বপাপহরং হরিং। স পুণ্যাত্মা পরং স্থানং বৈষ্ণবং ব্রজতে ধ্রুবং॥

যঃ পুনঃ পাটলাপুষ্পৈর্বসন্তে গরুড়ধ্বজং। অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মুক্তিভাগী ভবেদ্ধি সঃ॥

তিলকস্য মাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুরহস্যে।—

তিলকস্যোজ্জ্বলৈঃ পুষ্পৈঃ সংপূজ্য মধুসূদনং। ধুতপাপ্মা নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণস্যানুচরো ভবেৎ॥৩৫॥

নিরাতঙ্কঃ সংসারাদিভয়রহিতঃ॥ ৩৫॥

তিনি স্বয়ং অধরামৃত দ্বারা বেণুরন্ধ্র পরিপূর্ণ করিতেছেন এবং গোপবর্গ তদীয় সমন্তাৎ তাঁহারই যশোগান করিতেছেন। ৩৪।

লোহিতবর্ণ শতপত্রিকামাহাত্ম্য। —স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থলেই লিখিত আছে যে, যিনি কুঙ্কুমবৎ শোণিতবর্ণ গন্ধপূর্ণ শতপত্রিকাপুষ্প হরিকে প্রদান করেন, তিনি আর শ্বেতদ্বীপ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না।

সেবন্তী ও পলাশমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্তস্থানেই লিখিত আছে যে, বিশুদ্ধ সেবন্তী ও মনোরম পলাশপুষ্প দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করিলে জন্মদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

কুব্জপুষ্পমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, মানব গন্ধবিশিষ্ট শুভ্র, ঘনকুব্জ পুষ্প দ্বারা ভক্তিসহকারে জনার্দ্দনের পূজা করিলে শ্বেতদ্বীপে অবস্থিতি করিতে পারেন।

চম্পকপুষ্পমাহাত্ম্য। —স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, হরিকে চম্পকপুষ্প

জবায়া মাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুরহস্যে—সমুজ্জ্বলৈর্জ্জবাপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য জলশায়িনং। সুপুণ্যাং গতিমাপ্নোতি বীতভীর্বীতমৎসরঃ॥
জবাপুষ্পৈঃ পুমান্ ভক্ত্যা সংপূজ্য পুরুষোত্তমং। উত্তমাং গতিমাপ্নোতি প্রসন্নে গরুড়ধ্বজে॥

অটরুষকস্য মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে তত্রৈব।

অটরুষকপুষ্পৈর্যঃ পূজয়েৎ জগতাং পতিং। স পুণ্যবান্নরো যাতি বিষ্ণোস্তৎপরমাং গতিং ॥৩৬॥

কুসুম্ভস্য মাহাত্ম্যং।

তত্রৈব।—

কুসুম্ভকুসুমৈর্হৃদ্যৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনং। তেষাং মমালয়ে বাসঃ প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ॥ ৩৭॥

সমুজ্জ্বলৈঃ শুক্লৈঃ। তৎপূজয়ৈব প্রসন্নে সতি। দ্বিতীয়ান্তো বা পাঠঃ। পুরুষোত্তমমিতি বিশেষণং॥ ৩৬॥ মম ব্রহ্মণঃ॥ ৩৭॥

অর্পণ করিলে নীলোৎপলার্পণফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্তপুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যাঁহারা বর্ষাঋতুতে চম্পককুসুমদ্বারা ভক্তিসহকারে দেবদেব হরির পূজা করেন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় সংসারে দেহধারণ করিতে হয় না।

অশোক ও বকুলমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, মনোরম অশোক পুষ্পদ্বারা জন্মরহিত, ভয়নাশন, শোকরহিত দেবদেব মাধবের অর্চ্চনা করিলে রোগরহিত বিষ্ণুধামে গতি হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্তস্থলে আরও লিখিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি বকুলপুষ্প ও অশোকপুষ্প দ্বারা বিশ্বপতির পূজা করেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আধিপত্যকাল যাবৎ বিষ্ণুধামে তাঁহাদিগের বাস হয়।

পাটলপুষ্পমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্তস্থানে লিখিত আছে যে, যিনি পাটলকুসুম দ্বারা সর্ব্বপাপনাশন হরির উপাসনা করেন, সেই পুণ্যবান্ নিঃসন্দেহ হরির পরমধামে প্রস্থান করেন। যে ব্যক্তি বসন্ত ঋতুতে দৃঢ় ভক্তিপূর্ব্বক পাটলকুসুমদ্বারা গরুড়ধ্বজ হরির পূজা করেন, নিঃসন্দেহ তাঁহার মুক্তিলাভ হয়।

তিলপুষ্পমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, শুক্লবর্ণ তিলকুসুম দ্বারা সম্যক্‌বিধানে হরির অর্চ্চনা করিলে পাপহীন ও নির্ভীক হইয়া শ্রীহরির অনুচর হইবে। ৩৫।

জবামাহাত্ম্য।—বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, শুক্লবর্ণ জবাকুসুম দ্বারা সলিলশায়ী হরির পূজা করিলে নির্ভীক ও মৎসরহীন হইয়া অতীব বিশুদ্ধ গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি জবাপুষ্প দ্বারা বিধানে ভক্তিসহকারে গরুড়ধ্বজ হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি পরিতুষ্ট হওয়াতে উক্ত ব্যক্তিও পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

অটরুষকমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্তস্থানে লিখিত আছে যে, যিনি অটরুষকপুষ্প দ্বারা বিশ্বপতির অর্চ্চনা করেন, সেই পুণ্যশীল হরির পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কুসুম্ভকুসুমমাহাত্ম্য।—ঐ পুরাণেই লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি মনোরম কুসুম্ভপুষ্প দ্বারা হরির পূজা করেন, চক্রপাণি প্রভুর অনুকম্পায় আমার (ব্রহ্মার) ধামে তদীয় বসতি হয়। ৩৭।

মল্লিকায়া মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে তত্রৈব।—

মল্লিকাপুষ্পজাতীনাং যূথিকায়াস্তথৈব চ। তথা কুব্জকজাতীনাং ফলস্যার্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতং॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

সুগন্ধৈর্মল্লিকাপুষ্পৈরর্চ্চয়িত্বাচ্যুতং নরঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৩৮॥

মল্লিকাকুসুমৈর্দ্দেবং বসন্তে গরুড়ধ্বজং। যোঽর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দহেৎ পাপং ত্রিধার্জ্জিতং॥৩৯॥

কুন্তীপুষ্পস্য মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে তত্রৈব। কুন্তপুষ্পন্তু দেবর্ষে যঃ প্রযচ্ছেজ্জনার্দ্দনে। সুবর্ণপলমাত্রন্তু পুষ্পে পুষ্পে ভবেন্মুনে॥

গোকর্ণাদীনাং মাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুরহস্যে।—

গোকর্ণনাগকর্ণাভ্যাং তথা বিল্লাতকেন চ। অর্চ্চয়িত্বাচ্যুতং দেবং দেবানামধিপো ভবেৎ॥

অঙ্গলী-বোতকীপুষ্পৈঃ কুষ্মাণ্ডতিমিরোদ্ভবৈঃ। অলং কৃত্বা নরঃ কৃষ্ণং কৃতার্থো হরিলোকভাক্॥

দূর্ব্বাদিপুষ্পাণাং মাহাত্ম্যং।

স্কান্দে তত্রৈব।—

গৃহদূর্ব্বাভবৈঃ পুষ্পৈস্তথা কাশকুশোদ্ভবৈঃ। ভূধরং সমলঙ্কৃত্য বিষ্ণুলোকে ব্রজেন্নরঃ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ।—

শরদূর্ব্বাময়ৈঃ পুষ্পৈস্তথা কাশকুশোদ্ভবৈঃ। ভুবনেশমলঙ্কৃত্য বিষ্ণুলোকে ব্রজেন্নরঃ॥ ইতি।

বর্ণভেদেন পুষ্পাণাং ফলভেদশ্চ দর্শিতঃ। তথা তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং মালায়া মহিমাধিকঃ॥

তথা চ স্কান্দে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

শ্বেতৈঃ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। কামানবাপ্নুয়াল্লোকে পীতৈর্দ্দেবং সমর্চ্চয়ন্॥

শত্রূণামভিচারেষু তথা কৃষ্ণৈঃ প্রপূজয়েৎ।

ফলস্য পূর্ব্বমুক্তস্য নীলোৎপলার্পণস্য তত্র তথৈব ক্রমপাঠাৎ॥ ৩৮॥ ত্রিধেতি মহাপাতকাদি-ভেদেন বা॥ ৩৯॥

মল্লিকামাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, মল্লিকাজতীয় পুষ্প, যূথিকাজাতীয় ও কুব্জজাতীয় পুষ্পের ফল পূর্ব্বকথিত নীলোৎপলদানের অর্দ্ধফলসদৃশ বলিয়া প্রথিত। স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, মানব সুগন্ধপূর্ণ মল্লিকাকুসুম দ্বারা হরির পূজা করত নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া হরিধামে গমন পূর্ব্বক সসম্মানে তথায় অবস্থিতি করে।৩৮। যিনি বসন্তঋতুতে মল্লিকাপুষ্প দ্বারা দৃঢ়া ভক্তি সহকারে জনার্দ্দনের পূজা করেন, তিনি কি কায়জ, কি মনোজ, কি বাক্যজ ত্রিবিধ পাতক ভস্মীভূত করিয়া থাকেন। ৩৯।

কুন্তীকুসুমমাহাত্ম্য।—উক্ত স্কন্দপুরাণেই বর্ণিত আছে যে, হে নারদ! যিনি হরিকে কুন্তীপুষ্প অর্পণ করেন, প্রত্যেক পুষ্পে তিনি এক পলমিত কাঞ্চনদানের ফল প্রাপ্ত হন।

গোকর্ণাদিমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, গোকর্ণ, নাগকর্ণ ও বিল্লাতক কুসুম দ্বারা হরিকে অর্চ্চনা করিলে সুরগণের অধিপতি হওয়া যায়। অঙ্গলী, বোতকী, কুষ্মাণ্ড ও

বিষ্ণুরহস্যে চ।—

স্বর্ণলক্ষাধিকং পুষ্পং মালা কোটিগুণাধিকা। দত্ত্বা ভবতি কৃষ্ণায় নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈঃ॥ ইতি॥
মল্লিকান্তু দিবারাত্র্যোর্নক্তং সম্পাকযূথিকে। নন্দ্যাবর্ত্তং চার্দ্ধরাত্রে মালতীং প্রাতরেব হি॥
ইতরাণি চ পুষ্পাণি দিবা ভগবতেঽর্পয়েৎ। এবং কেচিচ্চ মন্যন্তে পূজাবিধিশারদাঃ॥
কিঞ্চ—প্রহরং তিষ্ঠতে জাতীকরবীরমহর্নিশং। জলজং সপ্তরাত্রাণি ষণ্মাসন্তু বকং তথা॥ইতি॥
অবচায়োত্তরে কালে জ্ঞেয়মেতদ্বিচক্ষণৈঃ॥ ৪০॥

অথ পুষ্পমণ্ডপাদি।

পুষ্পাণাং মণ্ডপং ছত্রং বিতানং বৈষ্ণবোত্তমঃ। দোলাদিকঞ্চ নির্ম্মায় শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েৎ॥

অথ পুষ্পমণ্ডপাদিমাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

কৃষ্ণবেশ্মনি যঃ কুর্য্যাৎ সুরূপং পুষ্পমণ্ডপং। স পুষ্পকবিমানৈস্তু কোটিভিঃ ক্রীড়তে দিবি॥

নাগকর্ণঃ হস্তিকর্ণেতি প্রসিদ্ধঃ। অগ্নলী শ্যামপুষ্পং। বোতকী বোতকবো ইতি প্রসিদ্ধা। তিমিরা ত্রিঁতয়েতি প্রসিদ্ধা॥ ৪০॥

তিমিরা কুসুম দ্বারা জনার্দ্দনকে অলঙ্কৃত করিলে মানব কৃতকৃত্য হইয়া গোলোকধামে প্রস্থিত হয়।

দূর্ব্বাদিমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণেই কথিত আছে যে, গৃহদূর্ব্বাভব পুষ্প, কাশপুষ্প ও কুশকুসুম দ্বারা হরিকে বিভূষিত করিলে মানব হরিধামে প্রস্থিত হয়। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, শরপুষ্প, দূর্ব্বাপুষ্প, কাশকুসুম ও কুশকুসুম দ্বারা ভুবনপতি হরিকে বিভূষিত করিলে মানব হরিধামে প্রস্থিত হয়। বর্ণবিশেষে পুষ্পসমূহেরও ফলভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত পুষ্পের মালা গ্রথিত করিয়া প্রদান করিলে মহিমার আধিক্য হয়, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, মানব শুভ্রবর্ণ কুসুম দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। পীতবর্ণ কুসুম দ্বারা হরির পূজা করিলে সংসারে তাহার নিখিল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। শত্রুর প্রতি অভিচারেচ্ছু ব্যক্তি কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, লক্ষস্বর্ণ দান না করিয়া ভক্তিসহকারে পুষ্প দান করিলে ফলের আধিক্য আছে। আবার পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিলে কোটিগুণ অপেক্ষাও সমধিক ফল হয়। কি দিবা কি নিশা সকল সময়েই হরিকে মল্লিকাপুষ্প দিতে পারে। রাত্রিতে যূথিকা ও সোঁদালিপুষ্প, অর্দ্ধরাত্রিকালে নন্দ্যাবর্ত্ত এবং কেবলমাত্র প্রভাতে মালতী পুষ্প নিবেদন করিতে পারে। অন্যান্য সমস্ত পুষ্প দিবাভাগেই দান করা কর্ত্তব্য। কোন কোন পূজাবিচক্ষণ মহাত্মা এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও লিখিত আছে যে, জাতী একপ্রহর, করবীর অহোরাত্র, পদ্ম সপ্তরাত্র ও বকপুষ্প ছয়মাস থাকে। চয়নান্তে এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ৪০।

অতঃপর পুষ্পমণ্ডপাদি।—বৈষ্ণবপ্রধান ব্যক্তি কুসুমের মণ্ডপ, ছত্র, বিতান ও দোলাদি প্রস্তুত করত শ্রীহরিকে প্রদান করিবে।

তত্রৈব স্কান্দে চ।—

কৃত্বা পুষ্পগৃহং বিষ্ণোঃ পুষ্পৈর্ব্বা তদ্বিতানকং। ফলেন যোগমায়াতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ॥

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে।—

কেশবোপরি যঃ কুর্য্যাচ্ছত্রং বা পুষ্পমণ্ডপং। পুষ্পৈস্তন্মঞ্চকং বাপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহং।
প্রাপ্তৈশ্বর্য্যো মহাভাগৈঃ ক্রীড়ারতিসমন্বিতৈঃ। নিত্যন্তু মোদতে স্বর্গে স নরো নাত্র সংশয়ঃ॥

বিশেষতঃ কার্ত্তিকে।

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।

মালতীমালয়া যেন কার্ত্তিকে পুষ্পমণ্ডপং। কেশবস্য গৃহে চক্রে ন ময়া বিদিতং ফলং॥ ৪১॥

অথ সুবর্ণপুষ্পাদিমাহাত্ম্যং।

স্বর্ণরত্নাদিপুষ্পৈশ্চ ভগবন্তং সমর্চ্চয়েৎ। ন চ নির্ম্মাল্যতাং যান্তি তানি তন্মুহুরর্পয়েৎ॥

তথা চোক্তং দেব্যা।—ন নির্ম্মাল্যং হেমপুষ্পমর্পয়েদর্পিতং সদা॥ ৪২॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্কান্দে চ।—

কৃত্রিমাণ্যনুলেপানি গন্ধেনাতিসুগন্ধিনা। ধূপেন পটবাসেন চন্দনাদ্যনুলেপনৈঃ॥ ৪৩॥

সুরূপং সুন্দরং মঞ্চকং পর্য্যঙ্কং॥ ৪১॥

তৎ তস্মাৎ॥৪২॥ স্বর্ণাদিপুষ্পাণামর্পণপ্রকারং লিখতি কৃত্রিমাণীতি। কৃত্রিমাণি সুবর্ণপুষ্পাদীনি ধূপেন পটবাসেন চ সুগন্ধিদ্রব্যপূর্ণেন বিশিষ্টানি॥ ৪৩॥

অনন্তর পুষ্পমণ্ডপমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি হরিমন্দিরে মনোরম কুসুমমণ্ডপ রচনা করেন, তিনি পুষ্পরচিত বিমানারোহণে সুরপুরে গমন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, কুসুম দ্বারা হরিমন্দির ও তত্রত্য শয্যা রচনা করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ স্কন্দপুরাণে শিবোমা-সংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি মাধবের উপরিভাগে কুসুমচ্ছত্র অথবা কুসুমমণ্ডপ কিংবা তদীয় পর্য্যঙ্ক প্রস্তুত করেন, তদীয় পুণ্যের কথা কহিতেছি। সেই ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য,নানারূপ উত্তম ভোগ, ক্রীড়া ও বিহার উপভোগ করত নিত্য সুরপুরে অবস্থিতি করেন সংশয় নাই।

কার্ত্তিকমাসে ফলবিশেষ।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি মালতী-কুসুম দ্বারা কার্ত্তিকমাসে হরিমন্দিরে মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার যে কি ফললাভ হইয়াছে, তাহা অবগত নহি। ৪১।

অতঃপর সুবর্ণাদিপুষ্প।—স্বর্ণনির্ম্মিত ও রত্নাদিনির্ম্মিত কুসুম দ্বারা ভগবানের পূজা করিবে। ঐ সমস্ত পুষ্প নির্ম্মাল্যতা প্রাপ্ত হয় না, উহা পুনর্ব্বার নিবেদন করা যায়। ভগবতীও বলিয়াছেন যে, সুবর্ণপুষ্প নির্ম্মাল্যতা প্রাপ্ত হয় না, উহা নিবেদিত হইলেও পুনঃ পুনঃ প্রদান করিতে পারে। ৪২। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, অত্যন্ত সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য, ধূপ, পটবাস (কর্পূরচূর্ণ) ও চন্দনাদি অনুলেপনসামগ্রীর সহিত কৃত্রিম (স্বর্ণাদিনির্ম্মিত) পুষ্প প্রদান করিবে। ৪৩।

অথ স্বর্ণপুষ্পাদিমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে—স্বর্ণপুষ্পার্চ্চিতো যস্য গৃহে তিষ্ঠতি কেশবঃ। তস্যৈব পাদরজসা শুধ্যতি ক্ষিতিমণ্ডলং ॥৪৪॥
সুবর্ণপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ রত্নৈর্দেবমথাভ্যর্চ্চ্য রাজা ভবতি ভূতলে ॥
তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে।—পুষ্পজাতিষু সর্ব্বাসু সৌবর্ণং পুষ্পমুত্তমম্। ইতি ॥ ৪৫ ॥
এবমুক্তৈরনুক্তৈশ্চ শোভাঢ্যৈর্ব্বা সুগন্ধিভিঃ। সংপূজ্যো ভগবান্ পুষ্পৈর্ন নিষিদ্ধৈস্তু দুঃখদৈঃ ॥৪৬॥

অথ নিষিদ্ধানি পুষ্পাণি।

তত্র সামান্যতঃ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—
শ্মশানচৈত্যদ্রুমজং ভূমৌ বাপি নিপাতিতং। কলিকা চ ন দাতব্যা দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥
শুক্লান্যবর্ণকুসুমং ন দেয়ঞ্চ তথা ভবেৎ। সুগন্ধি শুক্লং দেয়ং স্যাজ্জাতং কণ্টকিনো দ্রুমাৎ।
দত্ত্বা কণ্টকিসম্ভূতমনুক্তং পরিভূয়তে। অনুক্তরক্তকুসুমাদসৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ।
উগ্রগন্ধি তথা দত্ত্বা নিত্যমুদ্বেগমাপ্নুয়াৎ। অগন্ধি দত্ত্বা বাপ্নোতি হ্যশুভং পরমং নরঃ ॥
তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে।—
উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনি কুসুমানি ন দাপয়েৎ। অন্যায়তনজাতানি কণ্টকীনি তথৈব চ ॥ ৪৭ ॥
রক্তানি যানি ধর্ম্মজ্ঞাশ্চৈত্যবৃক্ষোদ্ভবানি চ। যানি শ্মশানজাতানি তথা চাকালজানি চ।
দানং বিবর্জয়েদযত্নাৎ পুষ্পাণামপ্যগন্ধিনাং ॥

স্বর্ণপুষ্পৈরর্চ্চিতঃ অভিষিক্তঃ এবং পুষ্পপ্রাচুর্য্যযুক্তং। পাঠান্তরং সুগমং। তস্যৈবেত্যত্রায়ং ভাবঃ। যস্য পাদরজোমাত্রেণ জগৎ পবিত্রং স্যাত্তস্য স্বর্গাদিফলান্তরং কিয়ন্মাত্রং শ্রীশ্রীভগবৎ-পার্ষদবর এবাসাবিতি ॥ ৪৪ ॥ রত্নৈঃ রত্নময়পুষ্পৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অনুক্তৈঃ শাস্ত্রোক্তব্যতিরিক্তৈঃ। যদি চ তানি শোভাবন্তি সুগন্ধীনি বা ভবন্তি তদা তৈশ্চ সংপূজ্য ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রেণ নিষিদ্ধৈস্তু ন সংপূজ্যঃ যতো দুঃখদৈঃ ॥ ৪৬ ॥
চৈত্যদ্রুমো নাম বদ্ধবেদিকতলঃ পূজ্যো বৃক্ষঃ। অনুক্তং পূর্ব্বোক্তাদিতরৎ ॥৪৭॥ ধর্ম্মজ্ঞা ইতি

অনন্তর সুবর্ণপুষ্পাদির মাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, জনার্দ্দন দেব যাহার আলয়ে সুবর্ণপুষ্পাদি দ্বারা পূজিত হইয়া অধিষ্ঠান করেন, তাহার চরণধূলি দ্বারা ধরামণ্ডল পবিত্রিত হইয়া থাকে। ৪৪। স্বর্ণপুষ্পদ্বারা শ্রীহরির পূজা করিলে রাজসূয়ানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং রত্নময় পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিলে পৃথ্বীপতি হইতে পারে। ঐ পুরাণেরই শিবো-মাসংবাদে লিখিত আছে যে, যাবতীয় পুষ্পজাতির মধ্যে স্বর্ণপুষ্পই সর্ব্বপ্রধান। ৪৫। যে সমস্ত পুষ্পের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং যাহা অনুল্লিখিত আছে, সুদৃশ্য ও সুগন্ধি হইলে তৎ-সমস্তই হরিকে অর্পণ করিবে; কিন্তু নিষিদ্ধ পুষ্প সকল অথবা যাহা অর্পণ করিলে ভগবানের ক্লেশকর হয়, তাহা প্রদান করিবে না। ৪৬

অনন্তর নিষিদ্ধপুষ্প।—সামান্যতঃ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, শ্মশানতরুজাত অথবা চৈত্যবৃক্ষোৎপন্ন * পুষ্প, ভূপতিত পুষ্প ও কলিকা, দেবদেব জনার্দ্দনকে এ সকল প্রদান করিতে

---

* চৈত্যবৃক্ষ—যাহার তল বাঁধান ও পূজা করা হয়।

নারদীয়ে রাক্ষসীশপথে।—

পারক্যারামজাতৈশ্চ কুসুমৈরর্চ্চয়েৎ সুরান্। তেন পাপেন লিপ্যেয়ং যদ্যেতদনৃতং বদে॥

জ্ঞানমালায়াং।—

কলিকাভিস্তথা নৈব্যাং বিনা চম্পকজৈঃ শুভৈঃ।

শুষ্কৈর্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরপি॥ ইতি॥ ৪৮

জাতিযূথ্যোস্তথা মল্লীনবমালিকয়োরপি। কলিকাভির্হরের্ভক্তৈঃ সৌরভ্যাৎ কৈশ্চিদিষ্যতে॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

বিষ্ণুরহস্যে।—

ন শুক্লৈঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং কুসুমৈর্ন মহীগতৈঃ। নাবিশীর্ণদলৈঃ ক্লিষ্টৈর্ন চৈবাশুবিকাসিতৈঃ॥৪৯॥

পাদ্মে।—কীটকোষোপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুষিতানি চ। বর্জয়েদূর্ণনাভেন বাসিতং যদি শোভনং॥

গন্ধবন্ত্যপবিত্রাণি উগ্রগন্ধীনি বর্জয়েৎ॥ ৫০॥ গন্ধহীনমপি গ্রাহ্যং পবিত্রং যৎ কুশাদিকং॥

বৈহায়সপঞ্চরাত্রে।—

চতুষ্পথ-শিবাবাস-শ্মশানাবনিমধ্যতঃ। সুগন্ধিফলপুষ্পাণি নাদদীতার্চ্চনে হরেঃ॥ ৫১॥

পাঠে হে ধর্ম্মজ্ঞা ইতি তত্রত্যনাং সম্বোধনং॥ ৪৮॥ আশুবিকাসিতৈঃ বলাদ্বিকাসিতৈঃ॥ ৪৯॥ কীটস্য কোষরূপাবাসেন অপবিদ্ধানি দূষিতানি পুষ্পাণি শীর্ণানি পর্য্যুষিতানি চ। যদ্যপি শোভন-মুত্তমং। অপবিত্রাণি চেৎ গন্ধবন্ত্যপি পুষ্পাণি বর্জয়েৎ॥ ৫০॥ চতুষ্পথাদেরবনির্ভূমিস্তন্মধ্যান্ন

নাই। শুভ্রবর্ণ ব্যতীত অন্যবর্ণের পুষ্প প্রদান করিবে না। কণ্টকতরূৎপন্ন পুষ্প শুভ্রবর্ণ ও সুগন্ধপূর্ণ হইলে প্রদান করিতে পারে। যে সমস্ত কণ্টকতরূৎপন্ন পুষ্পদানের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্য রক্তবর্ণ পুষ্প দিলে অসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তীব্রগন্ধপূর্ণ পুষ্প প্রদান করিলে নিত্যোদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। গন্ধবিহীন কুসুম অর্পণ করিলে অতীব অমঙ্গল ঘটে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের তৃতীয় কাণ্ডে লিখিত আছে যে, তীব্রগন্ধপূর্ণ বা গন্ধরহিত পুষ্প অনি-বেদ্য। অপরের গৃহোৎপন্ন ও কণ্টকিতরূৎপন্ন পুষ্পও প্রদান করিবে না। ৪৭। হে ধর্ম্মনিষ্ঠ-গণ! রক্তবর্ণ পুষ্প, চৈত্যতরুজাত পুষ্প, অকালোৎপন্ন পুষ্প এবং গন্ধবিহীন পুষ্প প্রদান করিতে নাই। নারদপুরাণে রাক্ষসীর শপথে লিখিত আছে যে, আমি যদি মিথ্যা কহি, তবে অন্য ব্যক্তির উদ্যানজাত পুষ্প দ্বারা দেবতার পূজা করিলে যে পাতক হয়, আমিও যেন সেই পাপে নিমগ্ন হই। জ্ঞানমালায় লিখিত আছে যে, চম্পক ব্যতীত অন্যপুষ্পের কলিকা দ্বারা অর্চ্চনা করিবে না এবং শুষ্ক পত্র, বা শুষ্ক ফুল দ্বারা অর্চ্চনা করিতে নাই। জাতি, যূথী, মল্লিকা ও নবমল্লিকা এই সমস্ত কুসুমের কলিকার গন্ধও অত্যুত্তম; এই হেতু কোন কোন ভগবদ্ভক্ত উহা নিবেদন করিতে মত দিয়া থাকেন। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, শুভ্রবর্ণ পুষ্প ভূপতিত হইলে তদ্দ্বারাও হরির অর্চ্চনা করিবে না। যাহার দল অবিকসিত, যাহা ক্লিষ্ট ও যাহা বল-পূর্ব্বক বিকাসিত, তাদৃশ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা অকর্ত্তব্য।৪৯। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যাহা কীটকোষোপবিদ্ধ, সুতরাং দূষিত, যাহা শীর্ণ, যাহা পর্য্যুষিত এবং যাহা ঊর্ণনাভ কর্ত্তৃক বাসিত,

ন বিশীর্ণদলৈঃ শ্লিষ্টৈর্নাশুভৈর্নাবিকাসিভিঃ। পূতিগন্ধ্যুগ্রগন্ধীনি অম্লগন্ধানি বর্জয়েৎ॥ ৫২॥
কীটকোষোপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুষিতানি চ। ভগ্নপত্রঞ্চ ন গ্রাহ্যং কৃমিদুষ্টং ন চাহরেৎ॥
বর্জয়েদূর্ণনাভেন বাসিতং যদি শোভনং। স্থলস্থং নোদ্ধরেৎ পুষ্পং ছেদয়েজ্জলজং ন তু।
যানি স্পৃষ্টানি চাস্পৃশ্যৈর্লোকাযুক্তৈশ্চ বর্জয়েৎ॥ ৫৩॥

অত্রাপবাদঃ।

জ্ঞানমালায়াং।—

ন পর্য্যুষিতদোষোঽস্তি জলজোৎপলচম্পকে। তুলস্যগস্ত্যবকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

ন গৃহে করবীরস্থৈঃ কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিং। পতিতৈর্ম্মুকুলৈর্ম্লানৈঃ শ্বাসৈর্বা জন্তুদূষিতৈঃ।
আঘ্রাতৈরঙ্গসংস্পৃষ্টৈর্দূষিতৈশ্চৈব নার্চ্চয়েৎ॥ ৫৪॥

গৃহ্নীয়াৎ॥ ৫১॥ বিশীর্ণদলাদিভিঃ পুষ্পৈর্ন পূজা কার্য্যেতি শেষঃ। শ্লিষ্টৈঃ অন্যোন্যসংলগ্নৈঃ॥ ৫২॥ নোদ্ধরেৎ মূলতো নোৎপাটয়েৎ। লোকে অযুক্তৈর্নিন্দ্যৈশ্চ স্পৃষ্টানি পুষ্পাণি বর্জয়েৎ॥ ৫৩॥

গৃহে যঃ করবীরঃ শ্বেতপুষ্পো রক্তপুষ্পশ্চ তৎস্থৈস্তদীয়ৈরিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং বারাহে।—বন্ধূককরবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ ক্বচিদিতি। শ্বাসৈর্জন্তুভির্ব্বা দূষিতৈরিত্যর্থঃ। অঙ্গেন স্বীয়-হস্তব্যতিরিক্তেন গাত্রেণ সংস্পৃষ্টৈঃ দূষিতৈশ্চ নিন্দিতৈঃ॥ ৫৪॥

তাদৃশ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে না। অপবিত্র সুগন্ধি কুসুম অথবা তীব্রগন্ধি পুষ্প প্রদানও অকর্ত্তব্য। ৫০। কুশাদি পুষ্প গন্ধহীন, কিন্তু পবিত্র, এই হেতু তৎসমস্ত নিবেদন করিতে পারে। বৈহায়সপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, হরিপূজার্থ চতুষ্পথ, মহাদেবের বাসস্থান ও শ্মশানভূমি হইতে সুগন্ধপূর্ণ ফল কুসুম গ্রহণ করিতে নাই। ৫১। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যে সমস্ত কুসুমের দল শীর্ণ, যাহার দল পরস্পর লগ্ন, যাহা অশুদ্ধ অথবা যাহা অবিকসিত, তৎসমস্তদ্বারা অর্চ্চনা করিতে নাই এবং পূতিগন্ধপূর্ণ, তীব্রগন্ধবিশিষ্ট পুষ্পও প্রদান করিবে না। ৫২। কীটকোষোপবিদ্ধ অর্থাৎ যে পুষ্পের অভ্যন্তরে কীটকোষ বিদ্যমান থাকা নিবন্ধন দূষিত হইয়াছে, তাহা আহরণ করিতে নাই। যাহা শীর্ণ, পর্য্যুষিত, ভগ্নপত্র ও কৃমিদুষ্ট, তাহাও গ্রহণ করিবে না। যে পুষ্পের মধ্যে উর্ণনাভ অবস্থিতি করে, তাহা সুদৃশ্য হইলেও পরিত্যাগ করিবে। স্থলজাত পুষ্প সমূলে উৎপাটন করিতে নাই এবং জলজপুষ্প ছেদন করা অকর্ত্তব্য। যে সমস্ত পুষ্পে অস্পৃশ্য বস্তু অথবা লোকবিগর্হিত বস্তু স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বর্জ্জন করিবে। ৫৩।

এতদ্বিষয়ের ব্যবস্থাবিশেষ।—জ্ঞানমালায় লিখিত আছে যে, পদ্ম, উৎপল, তুলসী, বক ও বকুলকুসুম এবং বিল্বপত্র ও গঙ্গোদক পর্য্যুষিত হইলেও দোষ হয় না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, গৃহস্থিত শুভ্র অথবা রক্তকরবীর-তরূৎপন্ন পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে নাই। ভূপতিত, অবিকসিত, ম্লান, শ্বাসদুষ্ট, জন্তুদুষ্ট, আঘ্রাত, অঙ্গসংস্পৃষ্ট অথবা গর্হিত, এই সমস্ত পুষ্প দ্বারাও পূজা করা নিষিদ্ধ। ৫৪।

অথ বিশেষতো নিষিদ্ধানি।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে।—

ক্রকরস্থ চ পুষ্পাণি তথা ধুস্তূরকস্ত চ। কৃষ্ণঞ্চ কুটজং চার্কং নৈব দেয়ং জনার্দ্দনে॥ ৫৫॥

কিঞ্চান্যত্র।—

নার্কং নোন্মত্তকং ঝিণ্টিং তথৈব গিরিকর্ণিকাং। ন কণ্টকারিকাপুষ্পমচ্যুতায় নিবেদয়েৎ।

কুটজং শাল্মলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দ্দনে। নিবেদিতং ভয়ঞ্চোগ্রং নিঃস্বত্বঞ্চ প্রযচ্ছতি॥

স্কান্দে তত্রৈব।—

যেঽর্চ্চয়ন্তি ত্রিলোকেশমর্কপুষ্পৈর্জনার্দ্দনং। তেভ্যঃ ক্রুদ্ধো ভয়ং দুঃখং ক্রোধং বিষ্ণুং প্রযচ্ছতি॥

উন্মত্তকেন যে মূঢ়াঃ পূজয়ন্তি ত্রিবিক্রমং। উন্মাদং দারুণং তেভ্যো দদাতি গরুড়ধ্বজঃ॥

কাঞ্চনাবয়বৈঃ পুষ্পৈর্যেঽর্চ্চয়ন্ত্যসুরদ্বিষং। দারিদ্র্যং দুঃখবহুলং তেষাং বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি॥

গিরিকর্ণিকয়া বিষ্ণুং যেঽর্চ্চয়ন্ত্যবুধা নরাঃ। তেষাং কুলক্ষয়ং ঘোরং কুরুতে মধুসূদনঃ॥ ৫৬॥

অথ পুষ্পগ্রহণকালাদি।

মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য কুসুমৈস্তু সমাহৃতৈঃ। নৈব সংপূজয়েদ্বিষ্ণুং যন্নিষিদ্ধানি তান্যপি॥ ৫৭॥

তথা চ স্কান্দে। তত্রৈব।—

স্নানং কৃত্বা তু যৎ কিঞ্চিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ নরাঃ। দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি পিতরঃ খলু বৈ দ্বিজ।

ঋষয়স্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ॥ ইতি॥ ৫৮॥

ক্রকরস্থ করবীরস্থ॥ ৫৫॥ নিঃসত্ত্বমিতি পাঠে নিঃসত্ত্বতামিত্যর্থঃ॥ ৫৬॥

অপিশব্দঃ পূর্ব্বনিষিদ্ধাপেক্ষয়া সমুচ্চয়ে। তানি মধ্যাহ্নস্নানানন্তরমাহৃতানি কুসুমানি॥ ৫৭॥

অনন্তর বিশেষতঃ নিষিদ্ধ পুষ্প।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, করবীর, ধুস্তূর, কৃষ্ণবর্ণ কুটজ ও অর্ক এই সমস্ত পুষ্প হরিকে প্রদান করিবে না। ৫৫। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, অর্ক, ধুস্তূর, ঝিণ্টী, গিরিকর্ণিকা ও কণ্টকারি পুষ্প হরিকে প্রদান করিতে নাই। কুটজ, শাল্মলী ও শিরীষপুষ্প হরিকে প্রদান করিলে মহাভয় উৎপন্ন হয় এবং নির্ধনত্ব সঞ্চার হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি অর্কপুষ্প দ্বারা ত্রিলোকপতি হরির অর্চ্চনা করেন, হরি কুপিত হইয়া তাহাদিগকে ভয়, কষ্ট ও শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সে সমস্ত মূর্খ ধুস্তূর পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করে, গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দন তাহাদিগকে ভীষণ উন্মাদরোগ প্রদান করেন। যে সকল ব্যক্তি কাঞ্চনাকৃতি পুষ্পসমূহ দ্বারা দৈত্যনিসূদন কেশবের অর্চ্চনা করে, হরি তাহাদিগকে বহুতর দারিদ্র্যযন্ত্রণা প্রদান করেন। যাহারা গিরিকর্ণিকা পুষ্প দ্বারা মাধবের অর্চ্চনা করে, হরি ভীষণরূপে তাহাদিগের বংশ নাশ করিয়া থাকেন। ৫৬।

অতঃপর পুষ্পচয়নের কালাদি।—মধ্যাহ্নসময়ে স্নানান্তে আহৃত পুষ্প দ্বারা এবং নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিবে না। ৫৭। স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, হে বিপ্র! স্নানান্তে যে পুষ্প চয়ন করা হয়, সুরগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ কদাচ তাহা গ্রহণ

কুসুমানামলাভে তু চৌর্য্যাদানং ন দুষ্যতি। দেবতার্থন্তু কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥

তথা কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং।—

পুষ্পে শাকোদকে কাষ্ঠে তথা মূলে ফলে তৃণে। অদত্তাদানমস্তেয়ং মনুঃ প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥৬০॥

গ্রহীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চ্চনবিধৌ দ্বিজাঃ। নৈকস্মাদেব নিয়তমননুজ্ঞাপ্য কেবলম্॥ইতি ॥৬১॥

বিহিতেষু নিষিদ্ধানাং বিহিতালাভতো মতং ॥ কুসুমানামুপাদানং নিষিদ্ধানাং ন কর্হিচিৎ ॥৬২॥

বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

নিষিদ্ধপুষ্পসংগ্রহশ্লোকৌ।

ক্লিষ্টং পর্য্যুষিতঞ্চ ভূমিপতিতং ছিদ্রঞ্চ কীটান্বিতং,যৎ কেশোপহতঞ্চ গন্ধরহিতং যচ্চোগ্রগন্ধান্বিতং।

খল্বিতি সমুচ্চয়ে পিতরশ্চ ন গৃহ্নন্তি। ভস্মীভবতি বিফলং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ধর্ম্মার্জ্জিতধনক্রীতৈরিত্যাদিবচনৈর্ন্যায়োপার্জ্জিতানি কুসুমানি দেবপূজায়াং বিহিতানি তত্র ধনাদ্যভাবে কিং কর্ত্তব্যং তত্র লিখতি কুসুমানামিতি। চৌর্য্যেণ আদানং গ্রহণং অস্তেয়মিতি চৌর্য্যেণানীতমপি চোরিতং ন ভবতি। অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—যথাকথঞ্চিদাহৃত্য কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিমিতি ॥ ৫৯ ॥ অদত্তস্যাপ্যাদানং ॥ ৬০ ॥ কিঞ্চ তত্রৈব বিশেষমাহ গ্রহীতব্যানীতি। এবং ভগবদর্থমেব শাকাদীনামাদানমদুষ্টমিতি জ্ঞেয়ং স্বার্থে তু দোষ এব। তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ। ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রো হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ। ইতি। অতএব তত্রৈব।—তৃণং বা যদি বা শাকং মূলংবা জলমেব বা। পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যত ইতি॥৬১॥ নমু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে অন্যায়তনজাতানি পুষ্পাণি নিষিদ্ধানি, স্কান্দাদৌ চ কণ্টক্যাদীনি বিহিতানি সন্তি, তথা বামনপুরাণাদৌ বন্ধূকজবাপুষ্পয়োর্নিষেধঃ শ্রূয়তে, তে চাত্র বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ বিহিতে এব; ইত্যেবমাদিবিরোধে কথং ব্যবহর্ত্তব্যং তত্র লিখতি বিহিতেষ্বিতি। শাস্ত্রৈর্বিহিতেষু কুসুমেষু মধ্যে নিষিদ্ধানাং কুসুমানামুপাদানং গ্রহণং বিহিতানামলাভতো হেতোঃ অলাভে বা সতি মতং বুধৈঃ। বিহিতানাং লাভে সতি চ তানি নিষিদ্ধানি ন গ্রাহ্যাণ্যেব। যানি চ কেবলং সর্ব্বত্র নিষিদ্ধান্যেব তেষাং কদাচিদপ্যুপাদানং ন মতমিত্যর্থঃ॥ ৬২ ॥ বিহিতেষু মধ্যে প্রতিষিদ্ধৈর্নিষিদ্ধৈঃ পুষ্পৈঃ বিহিতানামলাভে সতীত্যর্থঃ। অর্চ্চয়েদ্দেবং ॥ ৬৩ ॥

করেন না, উহা কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়। ৫৮। যদি পুষ্প অপ্রাপ্য হয়, তবে চুরি করিয়াও আনিতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। মনু বলিয়া গিয়াছেন যে, দেবতার উদ্দেশে পুষ্পচৌর্য্যকে চৌর্য্যমধ্যে গণনা করা যায় না। ৫৯। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, প্রজাপতি মনু কহিয়াছেন, পুষ্প, শাক, জল, কাষ্ঠ, মূল, ফল ও তৃণ এই সকল দ্রব্য কেহ প্রদান না করিলেও যদি আনয়ন করে, তাহাতে চৌর্য্য করা হয় না। ৬০। হে বিপ্রগণ! দেবপূজার্থ না বলিয়া কেবল এক ব্যক্তির উদ্যান হইতে পুষ্প গ্রহণ করিতে নাই। ৬১। শাস্ত্রবিহিত পুষ্প অপ্রাপ্য হইলে নিষিদ্ধ পুষ্পও গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত পুষ্প একেবারে নিষিদ্ধ, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। ৬২। বিহিতপুষ্পের অভাবে তন্মধ্যে নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ৬৩।

হস্তে যদ্বিধৃতং প্রণামসময়ে যদ্বামহস্তে কৃতং, যচ্চান্তর্জলধৌ তমর্চ্চনবিধৌ পুষ্পঞ্চ তদ্বর্জয়েৎ ॥

ভঙ্‌ক্ত্বা যদ্বিটপাদিকং ক্ষিতিরুহং চোৎপাট্য যচ্চাহৃতং,
যচ্চাক্রম্য সমাহৃতং তদখিলং পুষ্পং ভবত্যাসুরং ॥
চৌর্য্যাকৃষ্টমনুক্তিদুষ্টমশুচিস্পৃষ্টং যদপ্রোক্ষিতং,
যচ্চাঘ্রাতমধোঽম্বরে বিনিহতং ক্রীতঞ্চ তদ্বর্জয়েৎ ॥

পত্রাণি চার্পয়েদ্দূর্ব্বাদ্যঙ্কুরানপি ভক্তিতঃ। কিন্তু শ্রীতুলসীপত্রং সর্ব্বত্রৈব বিশেষতঃ ॥

অথ পত্রাণি।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

পুষ্পাভাবেন যো দদ্যাদত্র দূর্ব্বাঙ্কুরানপি। সোঽপি পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পদানস্য বৈ দ্বিজাঃ ॥
পুষ্পাভাবে হি দেয়ানি পত্রাণ্যপি জনার্দ্দনে। পত্রাভাবে পয়ো দেয়ং তেন পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥

নিবেদ্য ভক্ত্যা মধুসূদনায়, দ্রুমচ্ছদং বাপ্যথ সৎপ্রসূনং।
দূর্ব্বাঙ্কুরং বা সলিলং দ্বিজেন্দ্রাঃ, প্রাপ্নোতি তত্তন্মনসা যথেচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে।—

ভৃঙ্গরাজস্য বিল্বস্য বকপুষ্পস্য চ দ্বিজাঃ। জম্ব্বাম্রবীজপূরাণাং পত্রাণি বিনিবেদয়েৎ ॥
এতেষামপি চৈকস্য পত্রদানং মহাফলং। পত্রাণি সসুগন্ধানি পল্লবানি মৃদূনি চ।

তেন পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পদানসমুদ্ভবং ॥ ৬৫ ॥

দ্রুমস্য চ্ছদং পত্রং, প্রসূনং পুষ্পং ॥ ৬৪ ॥ তেষাং মধ্যে একস্য কস্যচিৎ পল্লবানি চ নিবেদয়েদিতি

নিষিদ্ধকুসুমাহরণবিষয়ে দুইটী শ্লোক যথা,—শুষ্ক, অথবা দলিত, পর্য্যুষিত, ভূপতিত, ছিদ্রান্বিত, কীটবিশিষ্ট, কেশদুষ্ট, গন্ধহীন, উগ্রগন্ধযুক্ত ও যে পুষ্প করে লইয়া প্রণাম করা হইয়াছে এবং যাহা সলিলমগ্ন করত ধৌত করা হইয়াছে, সেই পুষ্প অর্চ্চনাবিষয়ে বর্জ্জন করিবে। শাখা প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া, বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া এবং তরুপরি আরূঢ় হইয়া যে পুষ্প আহৃত হয়, তৎসমস্ত অসুরগ্রাহ্য। চৌর্য্যদ্বারা সংগৃহীত, অধিকারীর অজ্ঞাতে আনীত, অপবিত্র দ্রব্যসংস্পৃষ্ট, অপ্রোক্ষিত, আঘ্রাত, অধোবসনে স্থাপিত অথবা ক্রীত পুষ্প পরিবর্জ্জন করিবে। পত্র ও দূর্ব্বাঙ্কুরাদি দ্বারাও ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিতে হয়; কিন্তু বিশেষতঃ সর্ব্বত্রই তুলসীপত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।

অনন্তর পত্রসমূহ।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি পুষ্পের অভাবে দূর্ব্বাঙ্কুর সমস্ত নিবেদন করেন, তাঁহারও পুষ্পপ্রদানের ফল-প্রাপ্তি হয়। হরিকে পুষ্পের অভাবে পত্র এবং পত্রাভাবে সলিল প্রদান করিবে, তাহাতেও পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! তরুপত্র, উৎকৃষ্টপুষ্প, দূর্ব্বাঙ্কুর কিংবা জল ভক্তি সহকারে একান্তমনে কেশবকে অর্পণ করিলে অভীপ্সিত লাভ করিতে পারে। ৬৪। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, ভৃঙ্গরাজ, বিল্ব, বক, জম্বু, আম্র ও জম্বীরপত্র প্রদান করিবে। এই সকলের মধ্যে একটী তরুর পত্র দিলেও মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়। উৎকৃষ্ট-গন্ধবিশিষ্ট পত্র এবং কোমল পল্লব

নারসিংহে।—পত্রাণ্যপি সুপুণ্যানি হরিপ্রীতিকরাণি চ। প্রবক্ষ্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণুষ্ব গদতো মম।
অপামার্গস্তু প্রথমং ভৃঙ্গরাজং ততঃ পরং ॥ ৬৬ ॥
ততস্তমালপত্রঞ্চ ততশ্চ শমিপত্রকং। দূর্ব্বাপত্রং ততঃ শ্রেষ্ঠং ততোহপি কুশপত্রকং ॥
তস্মাদামলকং শ্রেষ্ঠং ততো বিল্বস্য পত্রকং। বিল্বপত্রাদপি হরেস্তুলসীপত্রমুত্তমং ॥
এতেষাঞ্চ যথালব্ধৈঃ পত্রৈর্যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিং। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
বামনে।—বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরজস্য চ। তমালামলকীপত্রং শস্তং কেশবপূজনে ॥
যেষাং ন সন্তি পুষ্পাণি প্রশস্তান্যর্চ্চনে বিভোঃ। পল্লবান্যপি তেষাং স্যুঃ শস্তান্যর্চ্চাবিধৌ হরেঃ ॥
আগ্নেয়ে।- কেতকীপুষ্পপত্রঞ্চ ভৃঙ্গরাজস্য পত্রকং। তুলসী কালতুলসী সদ্যস্তুষ্টিকরং হরেঃ ॥
বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরজস্য চ। তমালপত্রঞ্চ হরেঃ সদ্যস্তুষ্টিকরং ভবেৎ ॥
স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—
শমীপত্রৈশ্চ যো দেবং পূজয়ত্যসুরদ্বিষং। যমমার্গো মহাঘোরো নিস্তীর্ণস্তেন নারদ ॥
কুম্ভীপত্রেণ দেবর্ষে যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনং। কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং দহতে গরুড়ধ্বজঃ ॥
সকৃদভ্যর্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ। হরির্দদ্যাৎ ফলং তস্মৈ সর্ব্বযজ্ঞৈঃ সুদুর্ল্লভং ॥

পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥৬৫ ॥ পরং শ্রেষ্ঠং ॥৬৬॥ কেতক্যাঃ পুষ্পস্য পত্রং। ভৃঙ্গরাজ-ভৃঙ্গরজয়োরবান্তরভেদো

সকল হরিকে প্রদান করিলে কুসুমদানজ পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। ৬৫। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, হে নৃপবর! হরির সন্তোষজনক, অতি বিশুদ্ধ পত্রসমূহের বিষয় আমি বর্ণন করিব, অবধান কর। প্রথম অপামার্গ, তদনন্তর ভৃঙ্গরাজ। ৬৬। তৎপরে, তমালপত্র, তদনন্তর শমীপত্র, তাহা অপেক্ষাও দূর্ব্বাপত্র প্রধান; আবার দূর্ব্বা হইতে কুশপত্র, কুশপত্র অপেক্ষা আমলকপত্র, আমলকপত্র হইতে বিল্বপত্র শ্রেষ্ঠ। হরিপূজাতে বিল্বপত্র হইতে তুলসীপত্র প্রধান। যে ব্যক্তি এই সমস্তের যথাপ্রাপ্ত পত্রদ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করেন, তিনি সর্ব্বপাপ-পরিমুক্ত হইয়া হরিধামে সসম্মানে নিবসতি করিয়া থাকেন। বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরজপত্র, তমালপত্র ও আমলকী, এই সমস্ত হরিপূজায় প্রশস্ত। প্রভুর অর্চ্চনোপযুক্ত প্রশস্ত কুসুম যে সকল ব্যক্তির সঞ্চিত নাই, তাঁহারা পল্লব দ্বারা জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলেও প্রশস্ত ফল লাভ করিবেন। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, কেতকী-ফুলের পত্র, ভৃঙ্গরজপত্র এবং তুলসীপত্র জনার্দ্দনের আশু প্রীতিকর। বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র ও তমালপত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিলে জনার্দ্দন আশু প্রীত হইয়া থাকেন। স্কন্দ-পুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে দেবর্ষে! যিনি শমীপত্র দ্বারা দৈত্যনিসূদন হরির অর্চ্চনা করেন, ভীষণ শমনমার্গ হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি লাভ হয়। হে নারদ! যে সকল ব্যক্তি কুম্ভীপত্র দ্বারা হরির পূজা করেন, গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দন তাঁহাদিগের কোটিজন্মসঞ্চিত পাতক বিনাশ করিয়া থাকেন। একবারমাত্র বিল্বপত্র দ্বারা হরির পূজা করিলে হরি তাহাকে সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। হে কলহপ্রিয়! যাঁহারা কার্ত্তিক মাসে বিল্বপত্র দ্বারা মহতী ভক্তি পূর্ব্বক হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের মোক্ষবিষয় বর্ণন করিয়াছি।

বিল্বপত্রেণ যে দেবং কার্ত্তিকে কলিবর্দ্ধন। পূজয়ন্তি মহাভক্ত্যা মুক্তিস্তেষাং ময়োদিতা॥
মারুকং কেতকীপত্রং তথা দমনকং মুনে। দত্তমাত্রং হরেঃ প্রীতিং করোতি শতবার্ষিকীং॥ ৬৭॥
দমনৈকেন দেবেশং সংপ্রাপ্তে মধুমাধবে। গোসহস্রস্য তু মুনে সংপূজ্য লভতে ফলং॥
দূর্ব্বাঙ্কুরং হরের্যস্তু পূজাকালে প্রযচ্ছতি। পূজাফলং শতগুণং সম্যগাপ্নোতি মানবঃ॥
মঞ্জরীং সহকারস্য কেশবে যদি নারদ। যে যচ্ছন্তি মহাভাগাস্তে কোটিফলভাগিনঃ॥
কিঞ্চ।—শক্ত্যা দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ পুষ্পৈঃ পূজিতো মধুসূদনঃ। দদাতি হি ফলং নূনং যজ্ঞদানাদিদুর্ল্লভং॥
তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে।—
বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ সকৃদ্দেবং প্রপূজ্য বৈ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মম লোকে স তিষ্ঠতি॥
বিষ্ণুরহস্যে চ।—
সকৃদভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ। মুক্তিভাগী নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণস্যানুচরো ভবেৎ॥
বিষ্ণুধর্ম্মে চ।— মরুকো দমনশ্চৈব সদ্যস্তুষ্টিকরো হরেঃ।
কিঞ্চ।— দেয়ান্যূর্দ্ধমুখান্যেব পত্রপুষ্পফলানি হি॥
তথা জ্ঞানমালায়াং।—
পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখং। দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণং॥৬৮॥

জ্ঞেয়ঃ॥ ৬৭॥ দেবেশং অর্চ্চয়ন্তিতি শেষঃ। পাঠান্তরং সুগমং॥ ৬৮॥

শ্রীতুলসীপত্রং সর্ব্বত্রৈব বিশেষতোঽর্পয়েদিতি লিখিতং তত্র তুলস্যর্পণস্য নিত্যতামাদৌ লিখতি তুলসীত্যাদিনা। আর্ষত্বাচ্ছন্দো-ভঙ্গঃ সোঢ়ব্যঃ। এবমগ্রেঽপি। মাধবঃ বৈশাখমাসঃ শ্রীকৃষ্ণো বা

হে ঋষে! মারুকপত্র, কেতকীপত্র ও দমনক পত্র জনার্দ্দনকে অর্পণ করিবামাত্র প্রভু শতবার্ষিকী প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৬৭। চৈত্র মাসে ও বৈশাখমাসে দমনকপত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে সহস্রগোদানজ ফল লাভ হইয়া থাকে। গোবিন্দার্চ্চনকালে দূর্ব্বাঙ্কুর অর্পণ করিলে হরি পূজার শতগুণ ফল প্রদান করেন। হে দেবর্ষে! হৃষীকেশকে আম্রমঞ্জরী অর্পণ করিলে সেই সমস্ত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি কোটিগুণিত ফল প্রাপ্ত হন। আরও লিখিত আছে যে; শক্ত্যনুসারে দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে হরি যজ্ঞদানাদি সদনুষ্ঠানজ সুদুরূহ ফলও প্রদান করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। ঐ স্কন্দপুরাণে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা একটীবারমাত্র হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মদীয় ধামে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, বিল্বপত্র দ্বারা একবারমাত্র জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলে মুক্ত ও নির্ভীক হইয়া হরির অনুচর হইতে পারে। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, মরুকপত্র ও দমনক পত্র সদ্যঃ গোবিন্দের সন্তোষ বিধান করে। আরও লিখিত আছে যে, ঊর্দ্ধমুখ পত্র, পুষ্প ও ফল গোবিন্দকে অর্পণ করিতে হয়। ঐরূপ জ্ঞানমালাতেও বর্ণিত আছে যে, অধোমুখ পত্র, ফুল কিংবা ফল গোবিন্দের অপ্রীতিকর; ঐ সমস্ত দুঃখপ্রদ বলিয়া অভিহিত; সুতরাং যে ভাবে জন্মে, সেই ভাবেই হরিকে অর্পণ করিবে। ৬৮।

অতঃপর তুলসীপ্রদানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা।—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, বৈশাখমাসের

অথ শ্রীতুলস্যর্পণনিত্যতা।

পাদ্মে।— তুলসী ন যেষাং হরিপূজনার্থং, সংপদ্যতে মাধবপুণ্যবাসরে।
ধিগ্‌যৌবনং জীবনমর্থসন্ততিং, তেষাং সুখং নেহ চ দৃশ্যতে পরে॥ ৬৯॥

গারুড়ে শ্রীভগবদুক্তৌ।—
তুলসীং প্রাপ্য যো নিত্যং ন করোতি মমার্চ্চনং। তস্যাহং প্রতিগৃহ্ণামি ন পূজাং শতবার্ষিকীং॥

বৃহন্নারদীয়ে চ যজ্ঞধ্বজাখ্যানান্তে।—
যদ্‌গৃহে নাস্তি তুলসী শালগ্রামশিলার্চ্চনে। শ্মশানসদৃশং বিদ্যাত্তদ্‌গৃহং শুভবর্জ্জিতং।

অতএবোক্তং।—তুলসীং বিনা যা ক্রিয়তে ন পূজা, স্নানং ন তদ্যত্তুলসীং বিনা কৃতং।
ভুক্তং ন তদ্যত্তুলসীং বিনা কৃতং, পীতং ন তদ্যত্তুলসীং বিনা কৃতং॥

বায়ুপুরাণে চ।—
তুলসীরহিতাং পূজাং ন গৃহ্ণাতি সদা হরিঃ। কাষ্ঠং বা স্পর্শয়েত্তত্র নো চেত্তন্নামতো যজেৎ॥
তুলসীদলমাদায় যোঽন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ। ব্রহ্মহা স হি গোঘ্নশ্চ ন এব গুরুতল্পগঃ॥

অতএবোক্তং গারুড়ে নৈবেদ্যপ্রসঙ্গে।—
তুলসীদলসংমিশ্রং হরের্যচ্ছেচ্চ তৎ সদা। ইতি॥ ৭০॥

ভগবদ্দুর্লভায়াস্তু তুলস্যা মহিমাদ্ভুতঃ। সর্ব্বশাস্ত্রেষু বিখ্যাতঃ সংক্ষেপেণেহ লিখ্যতে॥ ৭১॥

তস্য পুণ্যবাসরঃ অক্ষয়তৃতীয়াদিঃ একাদশ্যাদির্বা তস্মিন্নপি। পরে চ পরলোকে সুখং নির্বৃতির্ন দৃশ্যতে শাস্ত্রবিদ্ভিঃ কৈশ্চিদ্বা। যদ্বা। তেষামিতি তৈঃ॥ ৬৯॥ প্রাপ্য আনীয় ইত্যর্থঃ॥ ৭০॥ অদ্ভুতঃ অনির্ব্বচনীয়ঃ অতো বিস্তরেণ লিখিতুমশক্য ইতি ভাবঃ॥ ৭১॥

পুণ্যদিনে (অথবা শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যবাসরে) অর্থাৎ অক্ষয়তৃতীয়া কিংবা একাদশ্যাদি তিথিতে যে সকল ব্যক্তি জনার্দ্দনের অর্চ্চনার্থ তুলসী সংগ্রহ না করে, সেই সকল ব্যক্তির যৌবনে, জীবনে ও অর্থোপার্জ্জনে ধিক্। কি ইহকাল কি পরকাল, কোন কালেই তাহাদিগের সুখ লক্ষিত হয় না। ৬৯। গরুড়পুরাণে শ্রীভগবদ্বাক্যে প্রকাশিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন তুলসী সংগ্রহ পূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা না করে, আমি শতবর্ষ যাবৎ তদীয় পূজা গ্রহণ করি না। বৃহন্নারদীয় পুরাণে যজ্ঞধ্বজের আখ্যানান্তে লিখিত আছে যে, যাহার আলয়ে শালগ্রামশিলা-পূজার্থ তুলসী বিদ্যমান না থাকে, তদীয় গৃহ শ্মশানবৎ অমঙ্গলজনক। সুতরাং কথিত আছে যে, তুলসীবিহীন অর্চ্চনা অর্চ্চনা বলিয়া গণ্য নহে, তুলসীরহিত স্নান স্নান বলিয়া গণনীয় হয় না, তুলসীহীন ভোজন ভোজন নহে এবং তুলসীরহিত পান পান বলিয়া পরিগণিত হয় না। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, জনার্দ্দন কদাচ তুলসী ব্যতীত অর্চ্চনা গ্রহণ করেন না, সুতরাং তুলসী অপ্রাপ্য হইলে তৎকাষ্ঠ প্রভুর অঙ্গে স্পর্শ করাইবে। যদি তাহারও অভাব হয়, তবে তুলসী নাম উচ্চাণ পূর্ব্বক জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিবে। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেবান্তরের অর্চ্চনা করে, সে ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী ও গুরুদারগামীর তুল্য পাপী হয়। অতএব উক্ত আছে যে, তুলসীপত্রসমন্বিত নৈবেদ্য নিয়ত নিবেদন করিবে। ৭০। ভগবদ্দুষ্প্রাপ্যা

অথ তুলসীমাহাত্ম্যং, তত্র স্বতঃ পরমোত্তমতা।

স্কান্দে।—সর্ব্বৌষধিরসেনৈব পুরা হ্যমৃতমন্থনে। সর্ব্বসত্ত্বোপকারায় বিষ্ণুনা তুলসী কৃতা॥

অতএব।—ন বিপ্রসদৃশং পাত্রং ন দানং সুরভীসমং। ন চ গঙ্গাসমং তীর্থং ন পত্রং তুলসীসমং॥

অতএব চ বিষ্ণুরহস্যে।—

অভিন্নপত্রাং হরিতাং হৃদ্যমঞ্জরিসংযুতাং। ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূতাং তুলসীং দাপয়েদ্ধরেঃ॥ ৭২॥

শ্রীভগবদ্দুর্লভতা।

নারদীয়ে।—তাবদ্গর্জ্জন্তি পুষ্পাণি মালত্যাদীনি ভূসুর। যাবন্ন প্রাপ্যতে পুণ্যা তুলসী কৃষ্ণবল্লভা॥

বিষ্ণুরহস্যে। কৃষ্ণা বাপ্যথবাঽকৃষ্ণা তুলসী কৃষ্ণবল্লভা। সিতা বাপ্যথবা কৃষ্ণা দ্বাদশী বল্লভা হরেঃ॥

তাবদ্গর্জ্জন্তি রত্নানি কৌস্তুভাদীন্যহর্নিশং। যাবন্ন প্রাপ্যতে কৃষ্ণা তুলসীপত্রমঞ্জরী॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

পূর্ব্বমুগ্রতপঃ কৃত্বা বরং বব্রে মনস্বিনী। তুলসী সর্ব্বপুষ্পেভ্যঃ পত্রেভ্যো বল্লভা ততঃ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণসংবাদে।—

সর্ব্বাসাং পত্রজাতীনাং তুলসী কেশবপ্রিয়া॥

কিঞ্চ।—সর্ব্বথা সর্ব্বকালেষু তুলসী বিষ্ণুবল্লভা॥ ৭৩॥

ন বিপ্রসদৃশমিত্যাদিত্রয়ং দৃষ্টান্তত্বে সাধ্যসন্নিধৌ সিদ্ধনির্দ্দেশো দৃষ্টান্ত ইতি ন্যায়াৎ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং॥ ৭২॥

গর্জ্জন্তি গর্ব্বং বহন্তীত্যর্থঃ। অকৃষ্ণা কৃষ্ণেতরা হরিদ্বর্ণেত্যর্থঃ। কৃষ্ণেতি তস্যাং প্রীতিবিশেষাৎ পরমস্নিগ্ধত্বেন শ্যামতা প্রাপ্তের্ব্বা॥ ৭৩॥ শালগ্রামাভিধে শ্রীশালগ্রামশিলাসংজ্ঞকে। শ্রীবৃন্দা-

---

শ্রীতুলসীর অনির্ব্বাচ্য মহিমার বিষয় নিখিল শাস্ত্রেই প্রথিত আছে; এখানে সংক্ষেপে সেই বিষয় কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ হইতেছে। ৭১।

অনন্তর তুলসীমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে স্বতই তুলসীর পরমোত্তমতা বর্ণিত আছে। পুরাকালে অমৃতমন্থনসময়ে জীবকুলের উপকারার্থ হরি সর্ব্বৌষধিরস দ্বারা তুলসীর সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত আছে যে, দ্বিজাতির তুল্য দানপাত্র নাই, গোদানের সদৃশ দান নাই, গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই এবং তুলসীপত্রবৎ পত্রও আর দৃষ্ট হয় না। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, অখণ্ডপত্র, হরিদ্বর্ণ, মনোরম মঞ্জরীবিশিষ্ট, ক্ষীরসাগর হইতে সঞ্জাত তুলসী জনার্দ্দনকে অর্পণ করিবে। ৭২।

অতঃপর তুলসীর ভগবদ্দুর্ল্লভতা।—নারদপুরাণে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজ! যাবৎ কৃষ্ণপ্রিয়া পবিত্র তুলসী প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাবৎ মালত্যাদি পুষ্প গর্ব্ব প্রকাশ করে। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, কি কৃষ্ণবর্ণ কি হরিদ্বর্ণ সমস্ত তুলসীই গোবিন্দের প্রিয়া এবং কি কৃষ্ণপক্ষীয়া কি শুক্লপক্ষীয়া দ্বিবিধ দ্বাদশী তিথিই প্রভুর পরমবল্লভা। যাবৎ কৃষ্ণবর্ণ তুলসীপত্র ও মঞ্জরী প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাবৎ কৌস্তুভাদি রত্নসমূহ সর্ব্বদা গর্ব্ব প্রদর্শন করে। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, পুরাকালে বুদ্ধিমতী তুলসী কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীনারদোক্তৌ। —

তুলসীদলপূজায়া ময়া বক্তুং ন শক্যতে। অত্যন্তবল্লভা সা হি শালগ্রামাভিধে হরৌ॥ ৭৪॥
পাতিব্রত্যেন বৃন্দাসৌ হরিমারাধ্য কর্ম্মণা। পূর্ব্বজন্মন্যসৌ লেভে কৃষ্ণসংযোগমুত্তমং॥

তত্রৈব শ্রীবৃন্দোপাখ্যানান্তে।—

সত্ত্বং প্রীতিকরং বাক্যং কোপস্তস্যাস্ত তামসঃ। ভাবদ্বয়ং হরৌ জাতং যত্তদ্বর্ণদ্বয়ং হ্যভূৎ।
শ্যামাঽপি তুলসী বিষ্ণোঃ প্রিয়া গৌরী বিশেষতঃ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চ শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে।—

যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়া বিষ্ণোস্তুলসী চ ততোঽধিকা॥

স্কান্দে। – যোগিনাং বিরতৌ বাঞ্ছা কামিনাঞ্চ যথা রতৌ। পুষ্পেষ্বপি চ সর্ব্বেষু তুলস্যাঞ্চ তথা হরেঃ॥
নিরস্য মালতীপুষ্পং মুক্তাপুষ্পং সরোরুহং। গৃহ্লাতি তুলসীং শুষ্কামপি পর্য্যুষিতাং হরিঃ॥

অতএব চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবং প্রতি শ্রীনারদোপদেশে।—

সলিলৈঃ শুচিভির্মাল্যৈর্ব্বন্যৈর্মূলফলাদিভিঃ। শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চ্চেৎ তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভোঃ॥ ৭৫॥

ভক্ত্যেব তদ্রূপেণাবতীর্ণত্বাৎ। তদাখ্যায়িকা তত্রৈব বিস্তীর্ণাস্তি॥ ৭৪॥

বন্যৈঃ শস্তৈরঙ্কুরাদিভিরংশুকৈর্ব্বন্যৈর্বল্কলাদিভিঃ প্রিয়য়েতি প্রভোরর্চ্চনে তস্যা আবশ্যকত্বং কিংবা সর্ব্বৈনরপেক্ষ্যেণ তয়ৈব তৎসন্তোষণমভিপ্রেতং॥ ৭৫॥ অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রং

বর প্রার্থনা করেন, সেই হেতু তিনি যাবতীয় পুষ্প ও পত্র অপেক্ষা গোবিন্দের বল্লভা হইয়াছেন। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণসংবাদে লিখিত আছে যে, সকল জাতীয় পত্র অপেক্ষা তুলসী হরির প্রীতিকারী। আরও লিখিত আছে যে, তুলসী সর্ব্বথা ও সর্ব্বসময়ে জনার্দ্দনের বল্লভা। ৭৩। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে নারদোক্তিতে প্রকাশিত আছে যে, তুলসীপত্র দ্বারা অর্চ্চনা করার মাহাত্ম্যবর্ণনে আমি অক্ষম। ঐ তুলসী শালগ্রামশিলারূপ জনার্দ্দনের অতীব প্রিয়। ৭৪। বৃন্দাদেবী পাতিব্রত্য-জনক ক্রিয়া দ্বারা জনার্দ্দনের উপাসনা করত গতজন্মে তৎসহ উত্তম সহবাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত উত্তরখণ্ডে বৃন্দোপাখ্যানান্তে লিখিত আছে যে, বৃন্দার প্রীতিজনক বচনই সত্ত্ব এবং তদীয় রোষই তমঃ। এই গুণদ্বয়ের সংস্পর্শে হরিতে দুইটী ভাব সঞ্জাত হয়, সেই জন্য তুলসী দ্বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট হইয়াছে। তাহার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণা তুলসী হরির প্রিয়া হইলেও হরিদ্বর্ণা সমধিক প্রিয়তমা। দ্বারকামাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে লিখিত আছে যে, কমলা যেমন প্রিয়া, তুলসী তদপেক্ষাও সমধিকা। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যেমন যোগিকুলের বৈরাগ্য বাসনা ও কামিগণের যেরূপ রতিক্রিয়ায় অনুরাগ, তদ্রূপ সকল পুষ্প অপেক্ষা তুলসীর প্রতি কেশবের সমধিক প্রীতি আছে। ভগবান্ কেশব মালতীপুষ্প, মুক্তাপুষ্প ও পদ্ম বিসর্জ্জন করিয়াও পর্য্যুষিত ও শুষ্ক তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবের প্রতি নারদোপদেশ আছে যে, সলিল, বিশুদ্ধ মাল্য, ফলমূলাদি, প্রশস্ত দূর্ব্বাঙ্কুর, বল্কল ও প্রিয়তমা তুলসীর দ্বারা হরির পূজা করিবে। ৭৫। দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়াতে ভগবানের অন্বেষণে লিখিত আছে যে, হে

রাস ক্রীড়ায়াঞ্চ দশমস্কন্ধে শ্রীগোপীনাং ভগবদন্বেষণে।—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥ ৭৬॥

অতএব স্কান্দে।—

যৎ ফলং সর্ব্বপুষ্পেষু সর্ব্বপত্রেষু নারদ। তুলসীদলমাত্রেণ প্রাপ্যতে কেশবার্চ্চনে॥ ৭৭॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে তত্রৈব।—

ত্যক্ত্বা তু মালতীপুষ্পং মুক্ত্বা চৈব সরোরুহং। গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা মাধবমর্চ্চয়েৎ॥
তস্য পুণ্যফলং বক্তুমলং শেষোঽপি নো ভবেৎ॥ ৭৮॥

তত্রৈব শ্রীমাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—

মণিকাঞ্চনপুষ্পাণি তথা মুক্তাময়ানি চ। তুলসীপত্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ ৭৯॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

নীলোৎপলসহস্রেণ ত্রিসন্ধ্যং যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং। ফলং বর্ষশতেনাপি তদীয়ং নৈব লভ্যতে॥
বিদ্বন্ সর্ব্বেষু পুষ্পেষু পঙ্কজং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে। তৎপুষ্পেষ্বপি তন্মাল্যং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ।
বিষ্ণোঃ শিরসি বিন্যস্তমেকং শ্রীতুলসীদলং। অনন্তফলদং বিদ্বন্ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকং॥

কিঞ্চ। বর্ণাশ্রমেতরাণাঞ্চ পূজায়াশ্চৈব সাধনং। অপেক্ষিতার্থদং নান্যৎ জগত্যস্তি তপোধন॥ ৮০

দধানঃ॥ ৭৬॥ তৎ প্রাপ্যতে॥ ৭৭॥ অলং সমর্থো ন স্যাৎ॥ ৭৮॥ মুক্তাময়ানি চ পুষ্পাণি তুলসীপত্রস্য শ্রীকৃষ্ণায় কস্মৈচিদ্বান্যস্মৈ যদ্দানং তস্য॥ ৭৯॥ তেনাপি বর্ষশতেনাপি তদীয়ং তুলসী-সম্বন্ধি তৎ-প্রকরণাৎ ফলং নৈব লভ্যতে॥ ৮০॥ পর্য্যুষিতমপি তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং।

গোবিন্দচরণপ্রিয়ে মঙ্গলময়ি তুলসি! যিনি তোমার অতীব প্রিয়তম, যিনি তোমাকে অলি-কুলসহ শিরোদেশে ধারণ করেন, সেই হরিকে কি নেত্রগোচর করিয়াছ? হে দেবর্ষে! একটী মাত্র তুলসীপত্র দ্বারা হরির পূজা করিলে যাবতীয় পত্র দ্বারা পূজাজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে ঐ বিষয়েই লিখিত আছে যে, মালতী ও পদ্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক যদি একটীমাত্র তুলসীপত্র লইয়া ভক্তিপূর্ব্বক হরির পূজা করা যায়, তবে তাহাতে যে পুণ্যসঞ্চার হয়, তাহা অনন্তদেবও বর্ণন করিতে সক্ষম হন না। ৭৮। পদ্মপুরাণে মাঘ-মাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে যে, হরিকে তুলসীপত্র অর্পণ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মণি-কাঞ্চনকুসুম ও মুক্তাপুষ্প দিলে তাহার ষোড়শাংশের একাংশও লাভ হয় না। ৭৯। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, যিনি সহস্রসংখ্য নীলোৎপল দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা কেশবের পূজা করেন, শতবর্ষ ঐ প্রকার করিলেও তুলসীপত্রদানের ফল প্রাপ্ত হয় না। হে বিদ্বন্! নিখিল পুষ্পমধ্যে পদ্ম প্রধান বলিয়া অভিহিত। ঐ পদ্মকুসুম অপেক্ষা উহা দ্বারা গ্রথিত মালা কোটি কোটি গুণে প্রধান। মন্ত্রপাঠ সহকারে একটীমাত্র তুলসীপত্র হরির শিরোদেশে প্রদত্ত হইলে ঐ পত্র অনন্ত ফল অর্পণ করিয়া থাকে। আরও লিখিত আছে যে, হে তাপস! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বর্ণ, আশ্রম ও অন্যের পক্ষে তুলসী-পত্র ভিন্ন অপরপুষ্পোপহার তদ্রূপ বাঞ্ছিতপ্রদ হয় না। ৮০। অতএব নারদপুরাণে লিখিত

অতএব নারদীয়ে।—

বর্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্যং পর্য্যুষিতং ফলং। ন বর্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্যং জাহ্নবীজলং॥৮১॥

অথ শ্রীভগবদর্পণেন পাপহারিত্বং।

শ্রীমত্তুলস্যার্চ্চয়তে সকৃদ্ধরিং, পত্রৈঃ সুগন্ধৈর্বিমলৈরখণ্ডিতৈঃ।

যস্তস্য পাপং পটসংস্থিতং প্রভুর্নিরীক্ষয়িতা মৃজতে স্বয়ং যমঃ॥ ৮২॥

স্কান্দে। তুলসীদললক্ষেণ যোঽর্চ্চয়েদ্দ্বারকাপ্রিয়ং। জন্মাযুতসহস্রাণাং পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ং॥

ব্রাহ্মে। লিঙ্গমভ্যর্চ্চিতং দৃষ্ট্বা প্রতিমাং কেশবস্য চ। তুলসীপত্রনিকরৈর্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥৮৩॥

নিত্যমভ্যর্চ্চয়েদ্যো বৈ তুলস্যা হরিমীশ্বরং। মহাপাপানি নশ্যন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকং॥

অন্যত্র চ। গুহ্যানি যানি পাপানি অনাখ্যেয়ানি মানবৈঃ। নাশয়েত্তানি তুলসী দত্তা মাধবমূর্দ্ধনি॥

হরেগৃহং যদা যস্তু তুলসীদলবিপ্রুষৈঃ। ত্রিসন্ধ্যং প্রোক্ষয়েদ্ভক্ত্যা মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৮৪॥

অতএব স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে।—

কিং করিষ্যতি সংরুষ্টো যমোঽপি সহ কিঙ্করৈঃ। তুলসীদলেন দেবেশঃ পূজিতো যেন দুঃখহা॥

এতেন শুষ্কং পর্য্যুষিতং যদীতি স্কান্দোক্ত্যা শ্রীতুলসীপত্রচূর্ণমপি সমর্পিতং। এবং বৈষ্ণবানাং তচ্চূর্ণসংগ্রহঃ সমূল এব জ্ঞেয়ঃ॥ ৮১॥

এবং স্বাভাবিকং শ্রীতুলস্যা মাহাত্ম্যং লিখিত্বাধুনা শ্রীমচ্চরণাব্জবিষয়ক-সমর্পণ-মাহাত্ম্যং লিখন্ তত্রাদাবখিলপাপহারিত্বং লিখতি শ্রীমদিত্যাদিনা। প্রভুঃ পাপানাং নিয়ন্তাপি নিরীক্ষ্য মার্জ্জয়তীতি মার্জনস্য সম্যক্ত্বায় নিরীক্ষণং কিংবা গুহ্যত্বাদিতস্ততোঽবলোকনমিতি জ্ঞেয়ং॥ ৮২॥

তুলসীপত্রনিকরৈরভ্যর্চ্চিতাং॥ ৮৩॥ তুলসীদলস্য বিপ্রুষৈর্জলবিন্দুভিঃ॥ ৮৪॥

আছে যে, পর্য্যুষিত কুসুম ও পর্য্যুষিত ফল ত্যাগ করিবে, কিন্তু তুলসীদল ও গঙ্গাবারি পর্য্যুষিত হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না। ৮১।

অনন্তর ভগবদর্পণে তুলসীর পাপনাশনশক্তি।—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি সুগন্ধপূর্ণ, পরিষ্কৃত ও অখণ্ড তুলসীদলদ্বারা একবার মাত্র বিষ্ণুর পূজা করেন, গুপ্তই হউক আর প্রকাশিতই হউক, পাপিগণের নিয়ন্তা স্বয়ং শমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তদীয় পটস্থ নিখিল পাতক নিরীক্ষণ করত ক্ষমা করিয়া থাকেন।৮২। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি লক্ষ তুলসীপত্র দ্বারা অর্চ্চিত হরির শ্রীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক ধ্বংস হইয়া থাকে। ৮৩। যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসীপত্র দ্বারা পরমেশ্বর কেশবের পূজা করেন, তদীয় উপপাতকের বিষয় আর কি কহিব, নিখিল মহাপাপও ধ্বংস হইয়া থাকে। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, শ্রীহরির শিরোদেশে তুলসী অর্পিত হইলে ঐ তুলসী মানবের অকথ্য গোপনীয় পাতকপুঞ্জও ধ্বংস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তুলসীপত্র-বিনিঃসৃত বারিবিন্দু দ্বারা ত্রিসন্ধ্য হরির গৃহ মার্জ্জনা করেন, তিনি নিখিল মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। ৮৪। স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি তুলসীদল দ্বারা দুঃখনাশন কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, শমনরাজ ও তদীয় অনুচরগণ ক্রুদ্ধ হইলেও তাঁহার কিছু অনিষ্ট করিতে সমর্থ

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ।—

ন তস্য নরকক্লেশো যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীদলৈঃ। পাপিষ্ঠো বাপ্যপাপিষ্ঠঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

অথ বৈরিনাশকত্বং।

পুরা ক্রৌঞ্চবধার্থায় কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ। অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং স্বামিনা নিহতো রিপুঃ॥৮৫॥

সর্ব্বসম্পৎপ্রদত্বং।

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

মাল্যানি তন্বতে লক্ষ্মীং কুসুমান্তরিতান্যপি। তুলস্যাঃ স্বয়মানীয় নির্ম্মিতানি তপোধন॥

পরমপুণ্যজনকত্বং।

স্কান্দে।—

কৃষ্ণমূর্দ্ধনি বিন্যস্তা তুলসীপত্রমঞ্জরী। সুবর্ণকোটিপুণ্যানাং ফলং যচ্ছত্যতোঽধিকং॥

তীর্থযাত্রাদিভিরহো কালক্ষেপেণ কিং জনাঃ। যেঽর্চ্চয়ন্তি হরের্বিম্বং তুলসীদলকোমলৈঃ॥৮৭॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

পুষ্পান্তরৈরন্তরিতং নির্ম্মিতং তুলসীদলৈঃ। মাল্যং মলয়জালিপ্তং দদ্যাৎ শ্রীরামমূর্দ্ধনি॥

কিং তস্য বহুভির্যজ্ঞৈঃ সম্পূর্ণবরদক্ষিণৈঃ। কিন্তীর্থসেবয়া দানৈরুগ্রেণ তপসাঽপি বা॥

বাচং নিয়ম্য চাত্মানং মনো বিষ্ণৌ নিধায় চ। যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীমাল্যৈর্যজ্ঞকোটিফলং ভবেৎ॥৮৮

ভবান্ধকূপমগ্নানামেতদুদ্ধারকারণং॥ ৮৯॥

ক্বচিচ্চ তুলসীদলকোমলৈরিতি পাঠঃ অর্থস্তথৈব। স্বামিনা কার্ত্তিকেয়েন॥ ৮৫॥

কুসুমৈরন্তরিতানি মধ্যে মধ্যেঽন্যপুষ্পৈর্গ্রথিতানীত্যর্থঃ। তুলস্যা মাল্যানি সমর্পিতানি সন্তি লক্ষ্মীং সম্পদং তন্বতে বিস্তারয়ন্তীতি জ্ঞেয়ং। পত্রং পুষ্পং ফলঞ্চৈব শ্রীতুলস্যা সমর্পিতমিতি তৎ-সহিতায়াং নিরন্তরপূর্ব্বশ্লোকৈঃ সমর্পণস্য প্রকৃতত্বাৎ। যদ্বা ভগবদর্থং নির্ম্মিতান্যপি লক্ষ্মীং তন্বতে অস্তু তাবৎ সমর্পণাদি। ৮৬॥ বিম্বং শ্রীমূর্ত্তিং॥ ৮৭॥ আত্মানং চ দেহং নিয়ম্য॥ ৮৮॥ এতৎ

হন না। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, পাপাত্মা হউক্ অথবা ধর্ম্মনিষ্ঠই হউক্, যিনি তুলসীদল দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, তাঁহাকে আর নিরয়যাতনা উপভোগ করিতে হয় না।

অতঃপর তুলসীর অরিনাশনশক্তি।—পুরাকালে ষড়ানন ক্রৌঞ্চবিনাশার্থ কোমল তুলসী-পত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিয়া ঐ অরি বিনিপাত করিয়াছিলেন। ৮৫।

তুলসীর সর্ব্বসম্পৎপ্রদত্বশক্তি।— অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, হে তাপস! মধ্যে মধ্যে অন্যপুষ্পদ্বারা গ্রথিতা তুলসীমালা স্বয়ং আহরণ পূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিলে সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনন্তর তুলসীর পরমপুণ্যজনকতা।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, তুলসীর দল ও মঞ্জরী শ্রীহরির শিরোদেশে প্রদত্ত হইলে, উহা কোটিকাঞ্চদানজ পুণ্য অপেক্ষাও সমধিক ফল প্রদান করে। ৮৬। যে সকল ব্যক্তি তুলসীর মৃদু দলসকল দ্বারা কেশবের শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন,

গারুড়ে।—যস্যারামোদ্ভবৈঃ পত্রৈস্তুলসীসম্ভবৈর্হরিঃ। পূজ্যতে খগশার্দ্দূল ত্রিদশং পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

অন্যত্র চ।—

তুলসীদলমাল্যেন বিষ্ণুপূজাং করোতি যঃ। পত্রে পত্রেঽশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলং ॥

অতএব বিষ্ণুরহস্যে স্কান্দে চ।—

গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ। অর্চ্চিতং তেন সকলং সদেবাসুরমানুষং ॥৯১॥

কিঞ্চ কাশীখণ্ডে।—

শালগ্রামশিলা যেন পূজিতা তুলসীদলৈঃ। স পারিজাতমালাভিঃ পূজ্যতে সুরসদ্মনি ॥

সর্ব্বার্থসাধকত্বং।

স্কান্দে। সমঞ্জরীদলৈর্যুক্তং তুলসীসম্ভবৈঃ ক্ষিতৌ। কুর্ব্বন্তি পূজনং বিষ্ণোস্তে কৃতার্থা কলৌ নরাঃ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

পত্রং পুষ্পং ফলঞ্চৈব শ্রীতুলস্যাঃ সমর্পিতং। রামায় মুক্তিমার্গস্য দ্যোতকং সর্ব্বসিদ্ধিদং ॥ ৯২ ॥

তুলসীমাল্যৈর্বিষ্ণ্বর্চ্চনং ॥ ৮৯ ॥ ত্রিদশং পুণ্যমিতি স আরামকর্ত্তা ত্রয়োদশং পুণ্যভাগং প্রাপ্নুয়াৎ, পূজকস্তু দ্বাদশ ভাগানিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥ সদেবাসুরমানুষং জগদিতি শেষঃ। যদ্বা সকলং বিশ্বং ॥ ৯১

সর্ব্বসিদ্ধিদং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়কং ॥ ৯২ ॥

তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তাঁহাদিগের সময়াতিপাতের আর কি প্রয়োজন? অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, মধ্যে মধ্যে পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক তুলসীদলসকল দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করত তাহাতে চন্দনলেপন পূর্ব্বক শ্রীরামের শিরোদেশে প্রদান করিলে পূর্ণ ও প্রধান দক্ষিণাসমন্বিত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের কি প্রয়োজন, তীর্থপর্য্যটনেই বা কি ফল? যিনি বাক্য সংযম ও শরীর শোধন করত তদ্গতমনে তুলসীমালা দ্বারা হরির পূজা করেন, তাঁহার কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল হইয়া থাকে। ৮৮। তুলসীমালা দ্বারা হরির অর্চ্চনা ভবরূপ-অন্ধকূপমগ্ন জনগণের পরিত্রাণের একমাত্র হেতু। ৮৯। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হে বিহগসত্তম! শ্রীহরি যে ব্যক্তির উপবনজাত তুলসীদল দ্বারা অর্চ্চিত হন, তিনি অর্চ্চকের সঞ্চিত পুণ্যের ত্রয়োদশ অংশের একাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯০। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যিনি তুলসীদলের মালা দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি প্রতি পত্রার্পণে দশ অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুরহস্যে ও স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি তুলসীদল সংগ্রহ করত ভক্তি-সহকারে হরির পূজা করেন, তৎকর্ত্তৃক দেবতা, দানব, নর প্রভৃতি সকলেই পূজিত হইয়া থাকেন। ৯১। কাশীখণ্ডেও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি তুলসীদল দ্বারা শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করেন, তিনি সুরপুরে পারিজাতমালা দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

তুলসীর সর্ব্বার্থসাধনশক্তি।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি নরলোকে তুলসীমঞ্জরীর সহিত পত্রদ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, কলিকালে সেই সকল ব্যক্তিই ধন্য। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, যিনি তুলসীদল, কুসুম, ফল শ্রীরামকে প্রদান করেন, তদীয় মোক্ষমার্গ পরিষ্কৃত হয় এবং সেই ব্যক্তি সকল বিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯২।

মুক্তিপ্রদত্বং।

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—

তুলসীমঞ্জরীভির্যঃ কুর্য্যাদ্ধরিহরার্চ্চনং। ন স গর্ভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥ ৯৩॥

গারুড়ে।—

তাবদ্ভ্রমতি সংসারে বিমূঢ়ঃ কলিবর্ত্মনি। যাবন্নারাধয়েদ্দেবং তুলসীভিঃ প্রযত্নতঃ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদুক্তৌ।—

তুলসীপত্রমাদায় যঃ করোতি মমার্চ্চনং। ন পুনর্যোনিমায়াতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥ ৯৪॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

তুলসীপত্রমাদায় যোঽর্চ্চয়েদ্রামমন্বহং। স যাতি শাশ্বতং ব্রহ্ম পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভং॥

পূজাযোগ্যৈঃ ফলৈঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈর্ব্বা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং।
স মাতুর্গর্ভবাসাদিদুঃখং নৈব লভেৎ ক্বচিৎ॥ ৯৫॥

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বং।

পাদ্মে তত্রৈব।—

আরোপ্য তুলসীং বৈশ্য সংপূজ্য তদ্দলৈর্হরিং। বসন্তি মোদমানাস্তে যত্র দেবশ্চতুর্ভুজঃ॥

তত্রৈবান্যত্র।—

তুলসী কৃষ্ণগৌরাভা তয়াভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনং।
নরো যাতি তনুং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিং॥ ৯৬॥

গর্ভরূপং গৃহং॥ ৯৩॥ কলির্বর্ত্ম যস্য তস্মিন্ প্রায়ঃ পাপময়ত্বাৎ সংসারস্য॥ ৯৪॥ পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভমিতি অপুনরাবৃত্তিকমিত্যর্থঃ॥ ৯৫॥

অনন্তর তুলসীর মোক্ষপ্রদানত্ব।—পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি তুলসীর মঞ্জরী দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করেন, সেই ব্যক্তিকে আর গর্ভাগারে প্রবিষ্ট হইতে হয় না এবং তাঁহার মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ৯৩। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যাবৎ যত্নসহকারে তুলসীদল দ্বারা হরির উপাসনা করা না যায়, তাবৎ মূঢ় ব্যক্তিকে পাতকময় ভবপথে বিচরণ করিতে হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণে ভগবানের উক্তি আছে যে, যিনি তুলসীদল গ্রহণপূর্ব্বক মদীয় অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না, তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৯৪। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, যিনি তুলসীদল গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিদিন রামের পূজা করেন, দুর্ল্লভ, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মধামে তাঁহার গতি হয়, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যিনি পূজার উপযুক্ত ফল, পত্র ও কুসুম দ্বারা মাধবের পূজা করেন, তাঁহাকে আর কদাচ জননীজঠরে বাসাদিজন্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ৯৫।

অতঃপর তুলসীর বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব শক্তি।—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, হে বৈশ্য! যে সকল ব্যক্তি তুলসী তরু রোপণ পূর্ব্বক তাহার পত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা

বিষ্ণুরহস্যে।—

কৃষ্ণং কৃষ্ণতুলস্যা হি যো ভক্ত্যা পূজয়েন্নরঃ। স যাতি ভুবনং শুভ্রং যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ॥৯৭॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথসংবাদে।—

যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিপাদাব্জং তুলসীকোমলচ্ছদৈঃ। ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ব্রহ্মলোকাৎ কদাচন ॥ ৯৮ ॥

গারুড়ে। কৃষ্ণার্চ্চনার্থং ভিক্ষুণাং যচ্ছন্তি তুলসীদলং। অন্যেষামপি ভক্তানাং যান্তি তৎ পরমং পদং ॥

অতএব হরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণবং বিপ্রং প্রতি যমদূতানামুক্তৌ।—

সুকৃতী দুষ্কৃতী বাপি তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং। তস্যান্তে হি বয়ং নেশা বিষ্ণুদূতৈঃ স নীয়তে ॥

অতএবোক্তং স্কান্দে।—

যোঽভ্যস্যেৎ পরমাত্মানং ত্যক্তসর্ব্বৈষণো মুনিঃ। তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং জগতঃ সম্মতাবুভৌ॥৯৯॥

শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বং।

ব্রাহ্মে।—তুলসীদলগন্ধেন মালতীকুসুমেন চ। কপিলাক্ষীরদানেন সদ্যস্তুষ্যতি কেশবঃ ॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বৃন্দোপাখ্যানান্তে।—

ইত্যেবং বল্লভা বিষ্ণোঃ পূর্ব্বজন্মন্যথাধুনা। প্রীয়তে পূজিতো হ্যস্যা দলৈর্দ্দৈত্যবলান্তকঃ ॥

স্কান্দে চ।—

সুবর্ণমণিপুষ্পৈস্তু প্রীতো ভবতি নাচ্যুতঃ। তুলসীদলভাগেন যথা প্রীয়েত কেশবঃ ॥

গতিং গম্যং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥ শুভ্রং নির্ম্মলং ॥ ৯৭ ॥ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দং তৎস্বরূপলোকাৎ বৈকুণ্ঠাৎ। তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মলোকঃ সনাতন ইতি ॥ ৯৮ ॥ ত্যক্তাঃ সর্ব্বা এষণাঃ পুত্রাদিস্পৃহাত্রয়ং যেন সঃ এষণাস্তিস্রশ্চ শ্রুত্যোক্তাঃ পুত্রৈষণাশ্চ বিত্তৈষণাশ্চ লোকৈষণাশ্চেতি ॥ ৯৯ ॥

চতুর্ভুজ হরি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ধামে সুখে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণের অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যিনি কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণবিশিষ্ট তুলসীদল দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, সেই মানব শরীর বিসর্জ্জনপূর্ব্বক হরিধামে প্রস্থান করিয়া থাকেন। ৯৬। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে যে, যিনি কৃষ্ণবর্ণ তুলসী দ্বারা ভক্তি সহকারে হরির অর্চ্চনা করেন, কমলা সহ বিষ্ণু যথায় বিরাজ করেন, সেই বিমলধামে তাঁহার গতি হয়। ৯৭। বৃহন্নারদীয় পুরাণে যমভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি মৃদু তুলসীদল দ্বারা বিষ্ণুর চরণকমল পূজা করেন, তাঁহাকে আর কদাচ ব্রহ্মধাম হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না। ৯৮। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি হরিপূজার্থ ভিক্ষুকাশ্রমী ও অপরাপর ভক্তবর্গকে তুলসীদল অর্পণ করেন, সেই প্রধানধামে তাঁহাদের গতি হয়। হরিভক্তি-সুধোদয়ে হরিভক্তিপরায়ণ দ্বিজের প্রতি শমনদূতের উক্তি যথা,—কি ধর্ম্মনিষ্ঠ, কি অধার্ম্মিক, যিনিই হউন্ না কেন, তুলসী দ্বারা কেশবের পূজা করিলে তাঁহার মরণান্তে আমরা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হই না, তিনি বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক নীত হইয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণেও কথিত আছে যে, যে ঋষি নিখিল কামনা (পুত্র-ধন-লোককামনাদি) বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরমাত্মার উপাসনা করেন, আর যিনি তুলসীদল দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা উভয়েই সংসারে সমানরূপে নির্দ্দিষ্ট। ৯৯।

অতএব তত্রৈব ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং তুলসীগন্ধবাসিতং। ফলং লক্ষগুণং প্রোক্তং কেশবায় নিবেদিতম্॥
তুলসীগন্ধমিশ্রন্তু যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে হরেঃ। কল্পকোটিসহস্রাণি প্রীতো ভবতি কেশবঃ॥

কিঞ্চ দ্বারকামাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে।—

যঃ পুনস্তুলসীপত্রৈঃ কোমলৈর্ম্মঞ্জরীযুতৈঃ। পূজয়েৎ সূত্রবদ্ধৈস্তু কৃষ্ণং দেবকিনন্দনং।
যা গতির্যোগযুক্তানাং যা গতির্যজ্ঞশীলিনাং। যা গতির্দানশীলানাং যা গতিস্তীর্থসেবিনাং।
যা গতির্মাতৃভক্তানাং দ্বাদশীবেধবর্জ্জিনাং। কুর্ব্বতাং জাগরং বিষ্ণোর্নৃত্যতাং গায়তাং ফলং।
বৈষ্ণবানান্তু ভক্তানাং যৎ কলং বেদবাদিনাং। পঠতাং বৈষ্ণবং শাস্ত্রং বৈষ্ণবেভ্যশ্চ যচ্ছতাং।
ফলমেতন্মহীপাল লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

কার্ত্তিকাদৌ ফলবিশেষঃ।

তত্র কার্ত্তিকে গারুড়ে।—

গবামযুতদানেন যৎ ফলং লভতে খগ। তুলসীপত্রকৈকেন তৎ ফলং কার্ত্তিকে স্মৃতং॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

তুলসীদললক্ষেণ কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং। পত্রে পত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ মৌক্তিকং লভতে ফলং॥১০০॥

তত্রৈবাগ্রে।—

তুলসীদলানি পুণ্যানি যে যচ্ছন্তি জনার্দ্দনে। কার্ত্তিকং সকলং বৎস পাপং জন্মাযুতং দহেৎ॥
ইষ্ট্বা ক্রতুশতৈঃ পুণ্যৈর্দত্ত্বা রত্নান্যনেকশঃ। তুলসীদলেন তৎ পুণ্যং কার্ত্তিকে কেশবার্চ্চনাৎ॥

কিঞ্চ।—যঃ পুনস্তুলসীং প্রাপ্য কার্ত্তিকং সকলং মুনে। অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশং স যাতি পরমাং গতিং॥

মৌক্তিকং ফলং মোক্ষং মুক্তেঃ ফলং ভক্তিং বা॥ ১০০॥ তেষাং পাপং দহেৎ নশ্যতি। যো

অতঃপর তুলসীর ভগবৎপ্রীতিজননশক্তি।—ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, তুলসীপত্রের গন্ধ, মালতীকুসুম ও কপিলাদুগ্ধ এই তিন দ্রব্য দ্বারা হরি আশু প্রীত হইয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে কর্ত্তিকমাহাত্ম্যে বৃন্দোপাখ্যানান্তে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বজন্মে ইনি (তুলসীরূপিণী বৃন্দা) এই প্রকারে হরির প্রিয়তমা হইয়াছিলেন; সুতরাং ইহ জন্মে ইঁহার পত্র দ্বারা অর্চ্চিত হইলে দৈত্যসৈন্যনিসূদন হরি অতীব প্রীত হইয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে, তুলসীদল দ্বারা হরি যে প্রকার সন্তুষ্ট হন, কাঞ্চন ও মণিময় কুসুম দ্বারাও তদ্রূপ প্রীত হন না। স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যদি তুলসীপত্রের গন্ধে সুরভীকৃত পত্র, ফুল, ফল ও সলিল জনার্দ্দনকে প্রদান করা যায়, তাহা হইলে লক্ষগুণ ফল হইয়া থাকে কথিত আছে। তুলসীপত্রের গন্ধবিশিষ্ট যে কোন দ্রব্য কেশবকে অর্পণ করিলে তাহাতেই তিনি সহস্রকোটি কল্প কাল প্রীত থাকেন। দ্বারকামাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন সংবাদে লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! যে ব্যক্তি সূত্র দ্বারা গ্রথিত মঞ্জরী-সমন্বিত মৃদু তুলসীপত্র দ্বারা দেবকীতনয় হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি যোগাভ্যাসকারীর, যজ্ঞানুষ্ঠাতার, দাতার, তীর্থভ্রমণকারীর, জননীভক্তগণের ও দ্বাদশীবেধত্যাগকারিগণের গতি প্রাপ্ত হন এবং হরির উদ্দেশে জাগরণ করত নৃত্যগীত-

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—

মঞ্জরীভিঃ সপত্রাভির্মালাভিশ্চাপি কেশবঃ। তুলস্যাঃ কার্ত্তিকে প্রীতো দদাতি পদমব্যয়ং ॥

অথ মাঘে।

স্কান্দে তত্রৈব।—

স্নাত্বা মহানদীতোয়ে কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ। যোঽর্চ্চয়েন্মাধবং মাঘে কুলানাং তারয়েচ্ছতং ॥

সুকোমলৈর্দলৈর্যস্তু মঞ্জরীভির্জ্জনার্দ্দনং। অর্চ্চয়েন্মাঘমাসে তু ক্রতুনাং লভতে ফলং ॥ ১০১ ॥

অথ চাতুর্মাস্যে।

স্কান্দে।—

সংপূজ্য তুলসীভক্ত্যা ঘনশ্যামং জনার্দ্দনং। চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ অশ্বমেধাযুতং লভেৎ॥১০২॥

যচ্ছতীতি বা পাঠঃ। ততশ্চ স এবাত্মনোঽন্যস্যাপি পাপং দহেৎ পুণ্যৈরুক্তৈরশ্বমেধাদিভিরিত্যর্থঃ। যৎ প্রাপ্যতে তৎ পুণ্যং স্যাৎ ॥ ১০১ ॥

তুলস্যা ভক্তির্মালাদিরচনা তয়া ॥ ১০২ ॥

কারিগণের যে ফল হয়, হরিভক্তকুলের যে ফল সঞ্চয় হয়, বেদধ্যায়ীর, বৈষ্ণবশাস্ত্রাধ্যায়ী ও বৈষ্ণবগণকে দানকারীর যে ফল হয়, তাঁহারও সেই ফল হইয়া থাকে সংশয় নাই।

কার্ত্তিকাদিমাসে তুলসীর ফলবিশেষ।—কার্ত্তিকমাসের ফল সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হে পতগ! অযুতসংখ্য গোদানে যে ফল হয়, কার্ত্তিকমাসে হরিকে একটীমাত্র তুলসী প্রদান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে তাপসশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিকমাসে লক্ষসংখ্য তুলসীপত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে প্রতিপত্রে মোক্ষফলস্বরূপ মুক্তি অথবা ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১০০। ঐ পুরাণেরই শেষ অংশে লিখিত আছে যে, হে বৎস! যে সকল ব্যক্তি সমস্ত কার্ত্তিক মাস তুলসীদলসমূহ হরিকে প্রদান করেন, তদীয় অযুত জন্মের পাতক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শত শত বিশুদ্ধ অশ্বমেধের আচরণে এবং বহুসংখ্য রত্ন অর্পণে যে পুণ্যোদয় হয়, কার্ত্তিকমাসে তুলসীদল দ্বারা হরির পূজা করিলে সেই পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও লিখিত আছে যে, হে তাপস! যিনি সমস্ত কার্ত্তিকমাস দেবদেব জনার্দ্দনের উপাসনা করেন, তাঁহার অত্যুত্তমা গতি লাভ হয়। পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিকমাসে তুলসীদল সহ মঞ্জরী ও মালা হরিকে প্রদান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অনশ্বর (নিত্য) পদ অর্পণ করিয়া থাকেন।

অতঃপর মাঘমাসে তুলসীদানের ফল।—স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি মাঘমাসে মহানদীর (জাহ্নবীর) সলিলে স্নান করিয়া মৃদু তুলসীদল দ্বারা হরিকে পূজা করেন, তাঁহার শতকুল পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। মাঘমাসে সু-মৃদু তুলসীদল ও মঞ্জরী দ্বারা কেশবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। ১০১।

অতঃপর চাতুর্মাস্যে তুলসীদানফল।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, তুলসীরচিত মালা প্রভৃতি দ্বারা সংবৎসরের চারিমাসে নীরদশ্যামল কৃষ্ণের পূজা করিলে অযুত অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফল হইয়া থাকে। ১০২।

অথ বৈশাখে।

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণসংবাদে।—

তুলসী গৌরকৃষ্ণাখ্যা তয়াভ্যর্চ্য মধুদ্বিষং। বিশেষেণ তু বৈশাখে নরো নারায়ণো ভবেৎ॥
মাধবং সকলং মাসং তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েন্নরঃ। ত্রিসন্ধ্যং মধুহন্তারং নাস্তি তস্য পুনর্ভবঃ॥ ১০৩॥

অথ তুলসীগ্রহণবিধিঃ।

বায়ুপুরাণে।—

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্ত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ। সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।

তত্রাদৌ মন্ত্রঃ।

স্কান্দে।—

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া। কেশবার্থে বিচিন্বামি বরদা ভব শোভনে॥ ১০৪॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥

গারুড়ে চ।—মোক্ষৈকহেতো ধরণীপ্রশস্তে, বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরোঃ প্রিয়েতি।
আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং লুনামি পত্রং তুলসি ক্ষমস্ব॥

ইত্যুক্ত্বা তুলসীং নত্বা চিত্বা দক্ষিণপাণিনা। পত্রাণ্যেকৈকশো ন্যস্যেৎ সংপাত্রে মঞ্জরীরপি॥১০৫॥

নারায়ণ ইব ভবেৎ তৎসারূপ্যপ্রাপ্ত্যা। পুনর্ভবো জন্মলক্ষণঃ সংসারো নাস্তি নিত্যবৈকুণ্ঠবাসাৎ॥ ১০৩॥

বিচিন্বামীত্যার্ষং বিচিনোমি॥ ১০৪॥ একৈকশো দক্ষিণহস্তেন চিত্বা তথৈব সংপাত্রে উত্তমভাজনে অর্পয়েন্নিদধ্যাৎ॥ ১০৫॥

অনন্তর বৈশাখমাসে তুলসীদানের ফল।—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, বিশেষতঃ বৈশাখমাসে গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ তুলসী দ্বারা যে ব্যক্তি হৃষীকেশের অর্চ্চনা করেন, তিনি নারায়ণতুল্য হন। যে ব্যক্তি সমগ্র বৈশাখমাস তুলসী দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা মধুরিপু হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ১০৩।

অতঃপর তুলসীগ্রহণবিধি।—বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি অস্নাত অবস্থায় তুলসী ছেদন করত অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে অপরাধী হইতে হয় সন্দেহ নাই এবং তদীয় যাবতীয় কর্ম্ম বিফল হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে প্রথমতঃ মন্ত্র।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, হে শোভনে! হে তুলসি! অমৃত হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি সর্ব্বদাই জনার্দ্দনের প্রিয়া; কেশবের অর্চ্চনার্থ আমি তোমাকে চয়ন করি, তুমি বরদায়িনী হও। ১০৪। হে পবিত্রকলেবরে! হে কলিকলুষহারিণি! ত্বদীয় অঙ্গসমুদ্ভুত পত্র দ্বারা আমি যে প্রকারে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিতে পারি, তুমি তাহা কর। গরুড়পুরাণেও লিখিত আছে যে, হে তুলসি! তুমি মুক্তির একমাত্র কারণ, ধরাতলে ত্বৎসদৃশ শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, তুমি চরাচরগুরু ভগবান্ হরির প্রিয়া; অতএব তাঁহার উপাসনার্থ আমি ত্বদীয় সর্ব্বোত্তম মঞ্জরী ও পত্র ছেদন করিতেছি, তুমি (আমাকে) ক্ষমা কর। এই মন্ত্র

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ।

স্কান্দে।—মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যাদ্গৃহীত্বা তুলসীদলং। পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষকোটিফলং লভেৎ॥

কিঞ্চ।—

শালগ্রামশিলার্চ্চার্থং প্রত্যহং তুলসীক্ষিতৌ। তুলসীং যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তে করপল্লবাঃ॥১০৬॥

সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ঃ স্মৃতৌ। পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে॥১০৭॥

অথ তুলস্যবচয়নিষেধকালঃ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ॥

গারুড়ে।—

ভানুবারং বিনা দূর্ব্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা। জীবিতস্যাবিনাশায় ন বিচিন্বীত ধর্ম্মবিৎ॥

পাদ্মে চ শ্রীকৃষ্ণসত্যাসংবাদীয়কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—

দ্বাদশ্যাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রঞ্চ কার্ত্তিকে। লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান্॥

অতএবোক্তং।—

দেবার্থে তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধাস্তথা। ইন্দুক্ষয়ে ন দুষ্যেত গবার্থে তু তৃণস্য চ॥১০৮॥

ক্ষিতাবিতি পৃথিব্যামেব শ্রীতুলস্যাঃ সত্বাৎ অতঃ ক্ষিতিরপি ধন্যেতি ভাবঃ॥ ১০৬॥ সংক্রান্তৌ পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং রবিবাসরে। তুলসীং যে বিচিন্বন্তীত্যাদিবচনৈঃ স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধোঽপি পরং কেবলং দ্বাদশ্যামেব তুলস্যা অবচয়ো নেষ্যতে॥ ১০৭॥

জীবিতস্যাবিনাশায়েতি অন্যথা আয়ুঃক্ষয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। এবং দ্বাদশ্যামেব নিষেধাৎ অমাবস্যাদাবপি তদবচয়ো বিহিত ইতি জ্ঞেয়ং। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি দেবার্থ ইতি সমাসান্তঃপ্রবিষ্টেনাপি

উচ্চারণ পূর্ব্বক তুলসীকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ হস্তে এক একটী পত্র ও মঞ্জরী চয়ন করত উৎকৃষ্ট ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। ১০৫।

অনন্তর তুলসীচয়নমন্ত্রের মাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি এই মন্ত্র দ্বারা তুলসীপত্র লইয়া জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার কোটিলক্ষ ফল লাভ হয়। আরও লিখিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি তুলসীক্ষেত্রে শালগ্রামশিলার পূজার জন্য প্রত্যহ তুলসী চয়ন করেন, সেই সকল ব্যক্তির অঙ্গুলী ধন্য এবং ধরাধামে তুলসীর সদ্ভাব বশতঃ ধরণীও চরিতার্থা হন। ১০৬। স্মৃতিশাস্ত্রে সংক্রান্ত্যাদি * দিনে তুলসী চয়ন করা নিষিদ্ধ থাকিলেও হরিভক্তেরা কেবলমাত্র দ্বাদশীতেই তুলসীচয়ন করিতে ইচ্ছা করেন না। ১০৭।

অতঃপর তুলসীচয়নের নিষিদ্ধ কাল।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজগণ! বৈষ্ণবজন কদাচ দ্বাদশী তিথিতে তুলসী ছেদন করিবেন না। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, ধর্ম্মবিদ্ব্যক্তি যদি পরমায়ুর হ্রাস কামনা না করেন, তবে রবিবাসরে দূর্ব্বা এবং দ্বাদশী তিথিতে তুলসী চয়ন করিবেন না; কারণ, উহা করিলে পরমায়ু হ্রাস প্রাপ্ত হয়। পদ্মপুরাণেও কৃষ্ণ

---

* এখানে সংক্রান্ত্যাদি বলিতে সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও রবিবার বুঝিবে।

এবং কৃত্বা মহাপূজামঙ্গোপাঙ্গাদিকং প্রভোঃ। ক্রমাদ্যথাসম্প্রদায়ং তত্তৎস্থানেষু পূজয়েৎ ॥১০৯॥
মন্ত্রবর্ণপদাদ্যাদৌ তত্তন্ন্যাসপদেষু চ। বেণুঞ্চ মালাং শ্রীবৎসং কৌস্তুভঞ্চ যথাস্পদং ॥ ১১০ ॥
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং। প্রার্থ্যানুজ্ঞাং ভগবতোঽর্চ্চয়েদাবৃতিদেবতাঃ ॥ ১১১॥
তাশ্চ প্রত্যেকমাবাহ্য স্নানাদি পরিকল্প্য চ। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাভ্যাং যথাস্থানং যথাক্রমং ॥১১২॥

অথাবরণপূজা।

কর্ণিকায়াং চতুর্দ্দিক্ষু দ্যোতমানান্ প্রভোঃ সখীন্। বসুদামং সুদামঞ্চ দামঞ্চ কিঙ্কিণিং যজেৎ ॥
ইতি প্রথমাবরণং ॥ ১১৩ ॥

ছেদেন সহাগ্রেঽপ্যন্বয়ঃ ॥ ১০৮॥ অঙ্গানি শ্রীমূর্ত্তৌ মন্ত্রবর্ণাদিন্যাসস্থানানি উপাঙ্গানি বেণ্বাদিচিহ্নচতুষ্কং। আদিশব্দেন শ্রীমূর্ত্তিন্যস্তমন্ত্রপদাক্ষরাণি চ। তেষাং তেষাং বর্ণাদীনাং স্থানেষু ক্রমেণ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ১০৯ ॥

তদেব বিবিচ্য দর্শয়তি মন্ত্রেতি। তস্য তস্য ন্যাসস্থানেষু যথাস্পদং যথাস্থানং। অয়মর্থঃ। পূর্ব্বং শ্রীমূর্ত্তৌ যস্মিন্নঙ্গে যন্ন্যস্তমস্তি, তস্মিন্ তদেব ক্রমেণ পূজয়েদিতি।—প্রয়োগঃ। শ্রীমস্তকে ওঁ হ্রীং নমঃ। ললাটে ওঁ ক্লীং ইত্যাদিঃ। শ্রীনেত্রদ্বয়ে কেচিদপি পূজাং কুর্ব্বন্তি ওঁ হ্রীং নমঃ ইত্যাদিঃ। অত্র সর্ব্বত্র নিজসম্প্রদায়ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্যঃ। অতএব লিখিতং যথা সম্প্রদায়মিতি। বেণ্বাদীংশ্চ শ্রীমুখাদৌ পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। প্রয়োগঃ।—শ্রীমুখবেণবে নম ইত্যাদিঃ ॥ ১১০ ॥ আবৃতিঃ আবরণং তদ্রূপা দেবতাঃ ॥ ১১১ ॥ তা আবরণদেবতাঃ। তাসামেব স্নানাদিকং পরিকল্প্য সম্পাদ্য তাঃ পূজয়েৎ ॥ ১১২ ॥

তদেব বিবিচ্য দর্শয়তি কর্ণিকায়ামিত্যাদিনা উদ্ধয়োরিত্যন্তেন। চতুর্দ্দিক্ষু শ্রীভগবতঃ

সত্যভামা-সংবাদে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দ্বাদশীতিথিতে তুলসীপত্র ও কার্ত্তিক মাসে আমলকীপত্র ছেদন করে, সে অতি গর্হিত নরকে নিপতিত হয়। অতএব উক্ত হইয়াছে যে, অমাবস্যা তিথিতে দেবতার্থ তুলসীচ্ছেদন, হোমার্থ কাষ্ঠচ্ছেদন এবং গোর জন্য তৃণচ্ছেদন করিলে কোন দোষ নাই। ১০৮। এই প্রকারে ভগবানের মহাপূজা সমাধা পূর্ব্বক তত্তদ্বর্ণাদির স্থলে ক্রমান্বয়ে ও সম্প্রদায়ানুসারে গন্ধাদি দ্বারা অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিতে মন্ত্রবর্ণাদির ন্যাসস্থলসমূহ ও উপাঙ্গাদি অর্থাৎ বেণু প্রভৃতি চতুষ্টয় ও শ্রীমূর্ত্তিস্থ মন্ত্রপদ অক্ষর সকল অর্চ্চনা করিবে। ১০৯।

অনন্তর অঙ্গ ও উপাঙ্গপূজা।—অগ্রে তত্তৎন্যাসস্থানে স্থানানুসারে মন্ত্র, বর্ণ, পদ এবং বেণু, মালা, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভের অর্চ্চনা করিবে। * তৎপরে মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বারত্রয় কুসুমাঞ্জলি প্রদান করত ভগবানের অনুমতি লইয়া আবরণদেবতাগণের প্রত্যেকের আবাহন পূর্ব্বক স্নানাদি করাইয়া গন্ধপুষ্প যোগে যথাস্থলে ক্রমান্বয়ে অর্চ্চনা করিতে হইবে। ১১১—১১২।

---

* শ্রীমূর্ত্তির যে অঙ্গে যাহা বিন্যস্ত আছে, তাহাতে যথাক্রমে তাহা অর্চ্চনা করিবে। পূজার প্রয়োগ টীকাতেই বিবৃত আছে অর্থাৎ মস্তকে ওঁ হ্রীং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করিতে হইবে।

তদ্বহিশ্চাগ্নিকোণাদৌ কেশরেষঙ্গদেবতাঃ। হৃদয়াদিযুতাঃ পূজ্যাঃ স্বস্ববর্ণাদিশোভিতাঃ॥

ইতি দ্বিতীয়াবরণং ॥ ১১৪ ॥

ততো বহিশ্চ পূর্ব্বাদিদিগ্‌দলেষষ্টসু প্রভোঃ। মহিষী রুক্মিণী সত্যভামা নাগ্নজিতী ক্রমাৎ॥

সুনন্দা মিত্রবৃন্দা চ সম্পূজ্যাথ সুলক্ষণা। জাম্ববতী সুশীলা চ তত্তদ্রব্যাদি-ভূষিতাঃ॥

ইতি তৃতীয়াবরণং॥ ১১৫ ॥

পূর্ব্বাদ্যষ্টদলাগ্রেষু বসুদেবঞ্চ দেবকীং। শ্রীনন্দং শ্রীযশোদাঞ্চ বলভদ্রং সুভদ্রিকাং।

গোপান্ গোপীশ্চ তদ্ভাবত্রপয়া দূরতঃ স্থিতাঃ। বিচিত্ররূপবেশাদিশোভমানানিমান্ যজেৎ॥

ইতি চতুর্থাবরণং॥

পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়ে। প্রয়োগঃ।—ওঁ বসুদামায় নম ইত্যাদিঃ ॥ ১১৩॥ অগ্নিকোণাদাবিতি কোণচতুষ্টয়ে প্রথমাঙ্গদেবতাচতুষ্টয়ম্ অন্যাশ্চ চতুর্দ্দিক্ষ্বেবেতি জ্ঞেয়ং। হৃদয়াদিমন্ত্রৈঃ হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা ইত্যাদিভির্যুক্তাঃ। প্রয়োগঃ।—ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, নমঃ শিরসে স্বাহা নমঃ ইত্যাদিঃ। তদ্বর্ণাদিকঞ্চোহ্যং। ক্রমদীপিকায়াং।—মুক্তেন্দুকান্তকুবলয়হরিনীলহুতাশনপ্রভাঃ প্রমদাঃ। অভয়বরস্ফুরিতকরাঃ প্রধানতনবোঽঙ্গদেবতাঃ স্মার্য্যাঃ ইতি। অস্যার্থঃ।—শুক্ল-নীলরক্তবর্ণাঃ স্ত্রীরূপাঃ অভয়বরকরাঃ প্রধানদেবতাস্বরূপা ধ্যেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥ মহিষীণাং ধ্যানং লিখতি তত্তদিতি। তেন তেন কমলাদিনা দ্রব্যেণ আদিশব্দাদ্রূপভূষণাদিনা চ ভূষিতাঃ। তচ্চোক্তং তত্রৈব।—তপনীয়মরকতাভাঃ সুসিতবিচিত্রাম্বরা দ্বিশস্ত্বেতাঃ। পৃথুকুচভরালসাঙ্গ্যো বিবিধমণিপ্রকরবিলাসিতাভরণাঃ। দক্ষিণকরধৃতকমলাঃ সুরভিপাত্রমুদ্রিতান্যকরাঃ ইতি। অস্যার্থঃ। দ্বিশঃ যুগ্মশঃ ক্রমেণ কাঞ্চনমরকতবদ্বর্ণাঃ রত্নপূরিতসংপাত্রলক্ষিতবামকরাঃ ইতি ॥ ১১৫ ॥ পূর্ব্বং পূর্ব্বদিক্‌স্থিতং। তদাদিষু অষ্টসু দলাগ্রেষু বসুদেবাদীনষ্ট যজেৎ পূজয়েদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। ক্রমাদিত্যগ্রে লিখিতত্বাৎ সর্ব্বত্রৈব সম্বন্বনীয়ং। তত্র গোপগোপীনাং বহুত্বেঽপি গণত্বাভিপ্রায়েণ দ্বিত্বং জ্ঞেয়ং। নমু ভগবতঃ প্রিয়তমানাং শ্রীগোপীনাং চতুর্থাবরণে পূজনং নোপযুজ্যতে ভগবদত্যান্তান্তিক এব তাসামবস্থিত্যুপপত্তেঃ। তত্র লিখতি তদ্ভাবেতি। তেন অনির্ব্বচনীয়েন পরমগোপ্যেন বা ভাবেন প্রেমবিশেষেণ যা ত্রপা তয়া দূরতঃ স্থিতা। অত্যন্ত-

---

অনন্তর আবরণপূজা।—ভগবানের পূর্ব্বাদি চারিদিকে কর্ণিকায় শোভমান তদীয় সখা বসুদাম, সুদাম, দাম ও কিঙ্কিণির অর্চ্চনা করিবে। ইহাই প্রথমাবরণ। ১১৩। তৎপরে তাহার বহির্দ্দেশে অগ্ন্যাদি চারিকোণে কেশরে বিরাজমান অঙ্গদেবগণকে নিজ নিজ বর্ণাদি ও হৃদয়াদি মন্ত্রসহ পূজা করিবে। ইহাই দ্বিতীয়াবরণ। ১১৪। তদ্বহির্ভাগে পূর্ব্বাদিদিকস্থ দলাষ্টকে কমলাদি বস্তু দ্বারা অলঙ্কৃত রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিতী, সুনন্দা, মিত্রবৃন্দা, সুলক্ষণা, জাম্ববতী ও সুশীলা এই কৃষ্ণমহিষীদিগকে ক্রমান্বয়ে অর্চ্চনা করিবে। ইহাই তৃতীয়াবরণ। ১১৫। পূর্ব্বাদিদিকস্থিত দলাষ্টকে বিচিত্র রূপ ও বেশ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত বসুদেব, দেবকী, শ্রীনন্দ, যশোদা বলরাম, সুভদ্রা, গোপবর্গ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগাধিক্যসমন্বিত লজ্জা নিবন্ধন দূরে সংস্থিত গোপীকুলকে যথাক্রমে অর্চ্চনা করিতে হইবে। ইহাই চতুর্থ আবরণ।

তদ্বহিশ্চতুরস্রান্তপূর্ব্বাদ্যাশাচতুষ্টয়ে। সন্তানং পারিজাতঞ্চ কল্পদ্রুমমথার্চ্চয়েৎ ॥ ১১৬ ॥
হরিচন্দনমপ্যেবং দিব্যবৃক্ষানভীষ্টদান্। কর্ণিকায়াঞ্চ সম্পূজ্য মন্দারং দেবপৃষ্ঠতঃ ॥
ইতি পঞ্চমাবরণং ॥ ১১৭ ॥
তদ্বহিশ্চাষ্টদিক্‌পালান্ স্বস্বদিক্ষ্বেব পূজয়েৎ। তত্তদ্বীজাধিপত্যাস্ত্রবাহনস্বজনান্বিতান্ ॥ ১১৮ ॥
তত্তদ্বর্ণান্ দিব্যবেশাননন্তঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ। নির্ঋত্যম্বুপয়োর্ম্মধ্যে ব্রহ্মাণং চেন্দ্ররুদ্রয়োঃ ॥
ইতি ষষ্ঠাবরণং ॥ ১১৯ ॥

সন্নিকর্ষেণ নিজভাবস্য প্রকাশে সতি সভামধ্যে কুলবতীনাং তাসাং পরমলজ্জোৎপত্ত্যা শ্রীযশোদাদিসঙ্গাপেক্ষয়া চ তত্রাবস্থানং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। এতদপি সকামপূজাবিষয়কমেবেত্যাদিকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। ইতি ইমান্ বসুদেবাদীন্ পুমান্ স্ত্রিয়েত্যেকশেষত্বং। রূপাদিকঞ্চ তেষাং ধ্যানার্থং তত্রৈবোক্তং। জ্ঞানমুদ্রাভয়করৌ পিতরৌ পীতপাণ্ডুরৌ দিব্যমাল্যাম্বরালেপভূষণৌ মাতরৌ পুনঃ। ধারয়ন্তৌ চ বরদং পয়সা পূর্ণপাত্রকং। অরুণশ্যামলে হারমণিকুণ্ডলমণ্ডিতে। বলঃ শঙ্খেন্দুধবলো মুষলং লাঙ্গলং দধৎ॥ হালালীলো নীলবাসা হেলাবানেককুণ্ডলঃ। কলায়শ্যামলা ভদ্রা সুভদ্রা ভদ্রভূষণা। বরাভয়যুতা পীতবসনা রূঢ়যৌবনা। বেণু-বীণা-বেত্র-যষ্টি-শঙ্খ-শৃঙ্গাদিপাণয়ঃ। গোপা গোপ্যশ্চ বিবিধপ্রাভৃতাত্তকরাম্বুজাঃ ॥ ইতি। এষামন্বয়র্থঃ।— পিতরৌ শ্রীবসুদেবনন্দৌ, মাতরৌ শ্রীদেবকীযশোদে। হালা মাধ্বী, হেলা লীলা, প্রাভৃতমুপায়নমিতি ॥ ১১৬ ॥ কর্ণিকায়াং দেবস্য ভগবতঃ পৃষ্ঠে মন্দারঞ্চ, চশব্দাৎ দিব্যবৃক্ষমভীষ্টদমাদৌ সংপূজ্য পশ্চাত্তেভ্যো বাসুদেবাদিভ্যো বহিশ্চতুরস্রাভ্যন্তরে পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়ে সন্তানাদীন্ ক্রমেণার্চ্চয়েৎ। এবং লিখিতপ্রকারেণ অভীষ্টদায়কান্ দিব্যবৃক্ষান্ পঞ্চার্চ্চয়েৎ ॥ ১১৭ ॥ দিক্‌পালান্ ইন্দ্রাদীনষ্ট। স্বস্বদিক্ষু ইন্দ্রাদীনাং নিজানিজাসু চতুরস্রস্য পূর্ব্বাদ্যষ্টদিক্ষু তস্য তস্য ইন্দ্রাদেঃ বীজানি বীজাক্ষরাণি আধিপত্যানি দেবাধিপতিত্বাদীনি অস্ত্রাণি বজ্রাদীন্যায়ুধানি বাহনানি ঐরাবতাদীনি স্বজনাঃ সারথ্যাদিপরিবারাস্তৈরন্বিতান্ ॥ ১১৮ ॥ ধ্যানার্থং তেষাং বর্ণাদিকং লিখতি তত্তদিতি পাদেনৈকেন। স প্রসিদ্ধঃ কপিশাদির্বর্ণো যেষাং তান্। অধুনা অধ ঊর্দ্ধদিগ্‌দ্বয়পালয়োঃ পূজাসন্নিবেশং লিখতি অনন্তমিতি। তথা তেনৈব প্রকারেণেতি বীজাদিনা বর্ণাদিনা চান্বিতমিত্যর্থঃ। অনন্তং নির্ঋতেঃ অম্বুপস্য বরুণস্য চ মধ্যে অর্চ্চয়েৎ। ব্রহ্মাণঞ্চ ইন্দ্ররুদ্রয়োর্ম্মধ্যে তথৈবার্চ্চয়েৎ। তত্র বীজাক্ষরাণি। লাং বাং মাং ক্ষাং রাং যাং সাং হাং হ্রীং আং ইতি। বর্ণাদিকঞ্চোক্তং তত্রৈব। কপিশ-কপিল-নীল-শ্যামল-শ্বেত-ধূম্রামল-

---

যথাক্রমে অর্চ্চনা করিতে হইবে। ইহাই চতুর্থ আবরণ। কর্ণিকায় ভগবানের পশ্চাদ্দিকে অগ্রে মন্দার ও বাঞ্ছিতফলদ স্বর্গীয় পঞ্চতরুর উপাসনা করত বসুদেবাদির বহির্দ্দেশে কোণচতুষ্টয়ের মধ্যস্থ পূর্ব্বাদি দিকে ক্রমান্বয়ে সন্তান, পারিজাত, কল্পতরু ও হরিচন্দনের পূজা করিতে হইবে। ইহাই পঞ্চমাবরণ। ১১৫—১১৭। তদ্বহির্দ্দেশে পূর্ব্বাদি আটদিকে তত্তৎ-কপিশাদি-বর্ণযুক্ত দিব্যবেশান্বিত ইন্দ্র, বহ্নি, পিতৃপতি, নৈর্ঋত, বরুণ, কুবের ও ঈশান এই দিক্‌পালাষ্টককে,

ততো বহিশ্চাষ্টদিক্ষু মৌলিস্থানাত্মলক্ষণান্। ভগবৎপার্ষদাংস্তত্র বর্ণায়ুধবিভূষণান্।
বজ্রং শক্তিঞ্চ দণ্ডঞ্চ খড়্গপাশাঙ্কুশান্ ক্রমাৎ। যজেদ্গদাং ত্রিশূলঞ্চ চক্রাব্জে স্বধ ঊর্দ্ধয়োঃ ॥১২০॥

তন্মাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং তোমরং মুষলং হলং। অন্যদ্বাপি হরেঃ শস্ত্রং স্মৃত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥

ইতি সপ্তমাবরণং ॥

সর্ব্বানন্দপ্রদং হ্যেতৎ সপ্তাবরণপূজনং। অশক্তোঽঙ্গেন্দ্র-বজ্রাদ্যমাবৃতিত্রয়মর্চ্চয়েৎ ॥ ১২২ ॥
ঈদৃক্ চৈকান্তিভির্জ্ঞেয়ং তত্তৎকামবতাং মতং। অন্যথা গোকুলে কৃষ্ণদেবে তত্তদসম্ভবাৎ ॥১২৩

সিতশুচিরক্তা বর্ণতো বাসবাদ্যাঃ। করকমলবিরাজৎস্বায়ুধা দিব্যবেশা বিবিধমণিগণাস্ত্র-প্রস্ফুরদ্ভূষণাঢ্যা ইতি। আধিপত্যানি চ দেবতেজঃপ্রেতরক্ষোজলপ্রাণনক্ষত্রভূতনাগপ্রজানাং ক্রমশঃ। প্রয়োগঃ।—ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশ-বর্ণায় বিবিধমণিকিরণপ্রস্ফুরদ্ভূষণায় নম ইত্যাদিঃ। ক্বচিচ্চ বর্ণভূষণপ্রয়োগো ন তিষ্ঠতি ॥ ১১৯ ॥ মৌলিস্থানি আত্মনঃ আত্মনো লক্ষণানি আয়ুধচিহ্নানি যেষাং বজ্রাদীনাং তান্ যজেদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তেষাং তাদৃশমূর্ত্তিমত্ত্বাদৌ হেতুঃ ভগবৎপার্ষদানিতি। তানেব বিবিচ্য লিখতি বজ্রমিতি। অষ্টদিক্ষু বজ্রাদীনষ্ট চক্রং পদ্মঞ্চেতি দ্বে অধ ঊর্দ্ধে চ ক্রমাৎ যজেৎ। বর্ণাদিকং চৈষাং তন্ত্রেবোক্তং। অর্চ্চ্যা বহির্নিজ-সুলক্ষিত-মৌলিমুক্তাঃ স্বস্বায়ুধাভয়সমুদ্যতপাণিপদ্মাঃ। কনকরজততোয়দাভ্রচম্পারুণহিমনীলজবাপ্রবালভাসঃ ক্রমত ইতি রুচাত্তবজ্রপূর্ব্বা রুচিরবি-লেপনবস্ত্রমাল্যভূষা ইতি ॥ ১২০ ॥

অন্যৎ বজ্রাদিকং স্মৃত্বাপি কিং পুনঃ পূজয়িত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥ অশক্তঃ সপ্তাবরণপূজনে অসমর্থশ্চেৎ অঙ্গেন্দ্রবজ্রযুক্তমাবরণত্রয়ং পূজয়েৎ। এতদপি পূর্ব্ববৎ সকামজপাভিপ্রায়েণৈব ॥১২২

নৈঋর্ত ও বরুণের মধ্যে অধোদিক্পাল অনন্তকে এবং ইন্দ্র ও রুদ্রের মধ্যস্থলে ঊর্দ্ধদিক্-পাল ব্রহ্মাকে নিজ নিজ বীজবর্ণ, আধিপত্য, অস্ত্র, বাহন ও স্বজন সহ পূজা করিবে, ইহাই ষষ্ঠ আবরণ। ১১৮।—১১৯। * তদ্বহির্দ্দেশে পূর্ব্বাদি আট দিকে বর্ণ, মন্ত্র ও বিভূষণ সহ নিজ নিজ লক্ষণযুক্ত ভগবানের শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণের উপাসনা করিতে হইবে। তাহার মধ্যে অষ্ট-দিকে ক্রমান্বয়ে বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ অঙ্কুশ, গদা ও ত্রিশূলের এবং অধোদিকে ও ঊর্দ্ধ-ভাগে চক্র ও পদ্মের পূজা করিবে। ১২০।

অতঃপর উহাদের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, তোমর, মুষল, হল কিংবা জনার্দ্দনের অপর কোন শস্ত্র স্মরণ করিলে পাতক হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই সপ্তম আবরণ। ১২১। এই সাতটী আবরণ যাবতীয় আনন্দপ্রদ। সমস্ত আবরণের অর্চ্চনায় অসমর্থ হইলে অঙ্গ, ইন্দ্র ও বজ্রসমন্বিত

---

* পূজায় প্রয়োগ টীকায় দ্রষ্টব্য অর্থাৎ ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশবর্ণায় বিবিধমণিগণকিরণপ্রস্ফুরদ্ভূষণায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করিবে।

একান্তিভিস্ত্ত রাধাদ্যা যথাধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়াঃ। প্রথমাবরণে পূজ্যাঃ কালে কৃষ্ণান্তিকং গতাঃ॥১২৪
ততো গোপকুমারাশ্চ তদ্বয়স্যাস্ততো বহিঃ। নন্দো যশোদারোহিণ্যৌ গোপা গোপ্যশ্চ তৎসমাঃ॥
ততশ্চ বৎসা গাবশ্চ বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ। ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রাপ্তা নীরাজনোৎসবে॥ ১২৫॥
রামঃ কদাচিৎ কৃষ্ণস্য কদাচিন্মাতুরন্তিকে। শ্রীনারদশ্চ পরিতো ভ্রমন্ হর্ষভরাকুলঃ॥ ১২৩॥
এবং যদ্ধ্যানপূজাদাবেকান্তিভ্যঃ প্ররোচতে। কৃষ্ণায় রোচতেঽত্যন্তং তদেব চ সতাং মতং॥১২৭

নন্থ শ্রীভাগবতাদ্যুক্তানুসারেণ তথাত্রৈব পূর্ব্বলিখিতধ্যানানুসারেণ চ শ্রীবৃন্দাবনে গোপগোপ্যাদি-পরিবৃতস্য শ্রীগোপালদেবস্যাবরণপূজায়াং কথং শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যাঃ শ্রীবসুদেবাদয়শ্চ সঙ্গচ্ছেরন্ একান্তি-মতেন পরমবিরোধাপত্তেঃ। সত্যং। অয়ঞ্চাবরণপূজাবিধিঃ কামপরাণাং শক্রজয়াদিকামসিদ্ধ্যভি-প্রায়েণৈবেতি লিখতি ঈদৃক্ চেতি। এতল্লিখিতপ্রকারকমাবরণপূজনং তত্তৎকামবতাং জয়দং প্রধানে অভয়দং বিপিনে ইত্যাগমোক্তবিবিধকামপরাণামেব মতং সম্মতমিতি একান্তিভির্জ্ঞেয়ং। অন্যথা তত্তৎ কামব্যতিরেকেণ শ্রীভগবতি শ্রীকৃষ্ণে তত্রাপি গোকুলে তে তে রুক্মিণ্যাদয়ো ন সম্ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ১২৩॥ নন্থ তর্হি একান্তিভিঃ কথমাবরণপূজা কার্য্যা তত্র লিখতি একান্তিভিরিতি চতুর্ভিঃ। যথাধ্যানং পূর্ব্বলিখিতধ্যানানুসারেণ ক্রমদীপিকায়াং ভগবদ্ধ্যানানন্তরমেব গোপীনাং ধ্যানোক্তেঃ গোপীগোপপশূনাং বহিঃ স্মরেদিত্যাদিনা। যচ্চ তত্র গোভির্মুখাম্বুজবিলীনবিলোচনা-দিভিরিত্যাদিশ্লোকষট্‌কেন গবাদিভ্যো গোপেভ্যো গোপবালকেভ্যশ্চ পশ্চাদ্ভগবদ্ধ্যানে গোপ্যো নির্দ্দিষ্টা ইতি তচ্চ বাহ্যক্রমেণোহ্যং। অন্যথা পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেরিতি দিক্। কাল ইতি সদা লজ্জয়া প্রায়ো দূরতো বর্ত্তমানা অপি পূজোৎসবসময়ং প্রাপ্য কৃষ্ণস্যান্তিকং প্রাপ্তা অতএব প্রথমা-বরণে পূজ্যাঃ এবং কামপরাণাং তত্তৎপূজাবিধিরপ্যনুমত ইত্যূহ্যং। পূজ্যা ইতি সর্ব্বত্রানুবর্ত্তত এব বিভক্ত্যাদিব্যত্যয়েন যথাসম্ভবং সম্বন্ধনীয়ং॥ ১২৪॥ তস্য কৃষ্ণস্য বয়স্যা গোপকুমারাঃ। তৎ-সমাঃ শ্রীনন্দযশোদাভ্যাং সহ সমানবয়স্কা ইত্যর্থঃ। তত্র নন্দসমা গোপা যশোদাসমা গোপ্য ইতি ॥ ১২৫॥ কদাচিৎ কৃষ্ণস্যান্তিকে পূজ্যঃ। মাতু রোহিণ্যাঃ॥ ১২৬॥ নম্বেবং তন্ত্রোক্তাদিক্রমেণ

আবরণত্রয়ের অর্চ্চনা করিবে। ১২২। এইরূপ আবরণার্চ্চনা তত্তৎ অরিবিজয়াদীচ্ছু মানব-গণের সম্মত, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ইহা বিদিত থাকিবেন; নচেৎ অর্থাৎ তত্তৎকামনা ব্যতীত গোকুলে হরির সহিত সেই সেই বিষয়ের সংঘটন অর্থাৎ রুক্মিণ্যাদির সহিত মিলন অসম্ভব। ১২৩। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণগণ প্রথমাবরণে শ্রীরাধিকাদি প্রভুর প্রিয়াদিগকে পূর্ব্বকথিত ধ্যানানুসারে অর্চ্চনা করিবেন। উহাঁরা লজ্জা নিবন্ধন দূরস্থ হইলেও অর্চ্চনাকালে সন্নিহিত থাকেন। ১২৪। তৎপরে প্রভুর বয়স্য গোপালকুমারগণের পূজা করিবেন। তদ্‌বহির্দ্দেশে নন্দ ও তত্তুল্য গোপদিগকে এবং যশোদা রোহিণী ও তত্তুল্য গোপীদিগকে অর্চ্চনা করিবেন। তৎ-পরে বৎস, গাভী, বৃষ ও আরণ্য মৃগ প্রভৃতির পূজা করিতে হইবে। অনন্তর নীরাজনোৎসব-কালে প্রাপ্ত ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরগণের উপাসনা করিবেন। ১২৫। বলদেবকে কোন সময়ে কৃষ্ণের সমীপে এবং কোন সময়ে জননী রোহিণীর সমীপে উপাসনা করিবেন। এতদ্ব্যতীত আনন্দভরে

তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকর্দ্দমস্তুতৌ।—

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব। যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ॥
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহার্থং॥ ১২৮॥

অথ শ্রীমন্নামাষ্টকপূজা।

ততোঽষ্টনামভিঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিরর্চ্চয়েৎ।
কুর্য্যাত্তৈরেব বা পূজামশক্তোঽখিলৈঃ প্রভোঃ॥ ১২৯॥

স্বচ্ছন্দপূজাবিধিরয়ং শাস্ত্রপরাণাং সতাং সম্মতঃ কথং স্যাৎ তত্র লিখতি এবমিতি। ধ্যানপূজাদৌ বিষয়ে যদেকান্তিভ্যঃ প্রকর্ষেণ রোচতে তদেব কৃষ্ণায় ভগবতেঽত্যন্তং রোচতে। অতঃ সতাং তদেব সম্মতমিত্যর্থঃ॥ ১২৭॥ তদেব প্রমাণয়তি তান্যেবেতি। শ্রীকপিলদেবং প্রতি শ্রীকর্দ্দমস্য বচনমিদং,—হে ভগবন্! তব রূপাণি অবতারাঃ চতুর্ভুজত্বদ্বিভুজত্বাদ্যাকারা বা শুক্লকৃষ্ণাদিবর্ণা বা সৌন্দর্য্যাণি বা স্বজনানামেকান্তভক্তানাং তেভ্যো যানি যানি রোচন্তে তান্যেব তে তব অভিরূপাণি যোগ্যানীত্যর্থঃ। পরমভক্তবাৎসল্যভরাৎ। যদ্বা। সম্মতানীত্যর্থঃ। যদ্বা। তান্যেব রূপাণি তে তুভ্যং রোচন্তে যতঃ অভিরূপাণি তান্যেব পরমমনোহরাণি। অন্যৎ সমানং। অরূপিণ ইতি। আদ্যে পক্ষে ন বিদ্যতে রূপী অবতারী যস্মাত্তস্য পরমাবতারিণ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়পক্ষদ্বয়ে অকারো বিষ্ণুস্তদ্রূপিণঃ অতশ্চতুর্ভুজত্বশ্যামবর্ণত্বাদিমত ইত্যর্থঃ। চতুর্থে ন বিদ্যতে রূপী সৌন্দর্য্যবান্ অন্যো যস্মাৎ। তস্য সহজপরমসৌন্দর্য্যবত ইত্যর্থঃ। তথাভূতস্যাপি তব অতঃ শুক্লাদিবর্ণবিশিষ্টস্যাস্য শ্রীকপিলাবতারস্য মহ্যং রোচনাদেবং ত্বয়াবতীর্ণমিতি শ্রীকর্দ্দমাভিপ্রায়ঃ। যদ্বা। রূপ্যতে দৃশ্যতে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ভগবান্ যৈস্তানি রূপাণি শ্রবণাদীনি নবভক্ত্যঙ্গানি যানি যাদৃশানি। অরূপিণঃ রূপঃ নিরূপণং তদ্বান্ রূপী তদ্ব্যতিরিক্তস্য অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যস্য ইত্যর্থঃ। পরং পূর্ব্ববদেব অতো মম গৃহত্যাগাদিনা অগ্রে শ্রবণাদিভক্ত্যেকনিষ্ঠত্ববুভূষা তুভ্যং রোচতে এবেতি তদভিপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ। এবমেকান্তিভ্যো যদ্রোচতে তদেব ভগবতে রোচতে ইতি সিদ্ধং॥১২৮॥

ততস্তদাবরণপূজানন্তরং। অষ্টভির্নামমন্ত্রৈঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিঃ পূজয়েৎ। শ্রীকৃষ্ণায় পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাদিত্যর্থঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়ামাবরণপূজানন্তরং। ইত্যর্চ্চয়িত্বা জলগন্ধপুষ্পৈঃ কৃষ্ণাষ্টকেনাপ্যথ পুষ্পপূজাং কুর্য্যাদ্বুধ ইতি। অস্যার্থঃ। ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাবরণানি জলাদিভিঃ পূজয়িত্বা অথানন্তরং পুষ্পপূজাং পুষ্পৈঃ কৃষ্ণপূজাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কৃষ্ণপূজামিতি ক্বচিৎ

সমন্তাৎ পর্য্যটনকারী শ্রীনারদকেও অর্চ্চনা করিবেন। এইপ্রকার ধ্যানার্চ্চনাদির বিষয়ে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণদিগের যাহা রুচিকর, তাহাই শ্রীহরির প্রীতিজনক ও সাধুসম্মত। ১২৭। ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকর্দ্দমস্তুতিতে লিখিত আছে যে, হে ভগবন্! তুমি রূপহীন, তোমার যে যে রূপ ভক্তকুলের রুচিজনক, ত সমস্ত রূপই তোমার অভিরূপ। সাধুরা নিজ নিজ অন্তরে স্বদীয় যে যে মূর্ত্তি চিন্তা করেন, তুমি তাঁহাদের প্রতি করুণা করিয়া সেই সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক। ১২৮।

শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ তথা নারায়ণঃ স্মৃতঃ। দেবকীনন্দনশ্চৈব যদুশ্রেষ্ঠস্তথৈব চ।
বার্ষ্ণেয়শ্চাসুরাক্রান্তভারহারী তথা পরঃ। ধর্ম্মসংস্থাপকশ্চেতি চতুর্থ্যন্তৈর্নমোযুতৈঃ ॥ ১৩০ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে পৌষ্পিকো নাম সপ্তমো বিলাসঃ ॥ ৭ ॥

পাঠঃ। তথাপি স এবার্থঃ। জলগন্ধপুষ্পৈরিত্যস্য পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধাৎ অতো ভিন্নোপক্রমায়াথ-শব্দপ্রয়োগ ইতি। অত্র চ কেচিন্মন্ত্রান্তে প্রত্যেকং নাম্নৈকঃ পুষ্পাঞ্জলিরিত্যেবমষ্টনামভিরষ্টপুষ্পা-ঞ্জলীন্ দদ্যাদিতি। কেচিচ্চ সর্ব্বান্তে ত্রীন্ পুষ্পাঞ্জলীনিতি। তত্র চ যথাসম্প্রদায়ং ব্যবহারঃ। অধুনা পূর্ব্বলিখিতভগবৎপূজাবিধাবত্যন্তাসমর্থং প্রতি পক্ষান্তরং লিখতি কুর্য্যাদিতি। অশক্ত-শ্চেত্তর্হি প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূজাং কুর্য্যাৎ। কৈঃ তৈঃ নামাষ্টকদেয়পুষ্পাঞ্জলিভিরেব। যদ্বা তৈরষ্ট-নামভিঃ তৎকীর্ত্তনৈরেবেত্যর্থঃ। তাবন্মাত্রেণৈবাশেষপূজাফলং সংসিধ্যেদেবেতি লিখতি অখিল-দৈরিতি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—এভিরেবাথ বা পূজা কর্ত্তব্যা কংসবৈরিণঃ। সর্ব্বকামাপ্তয়ে বুধৈরিতি। কেচিচ্চ মন্ত্রান্তে। অত্যন্তাসমর্থো হ্যাবরণপূজাং বিহায়াবরণপূজাপরিবর্ত্তেন তৈরেব পূজয়েৎ আবরণপূজাপ্রসঙ্গোক্তত্বাদিতি। তদযুক্তং। যতো নামনির্দ্দেশানন্তরমেব তদুক্তেঃ। তথা কংসবৈরিণঃ পূজা কর্ত্তব্যেত্যুক্তত্বাদেভিরেবেতি নির্দ্ধারাচ্চ পরমাশক্তস্য তৈরেব সর্ব্বা পূজা সম্পদ্যেতেত্যবগম্যতে ইতি দিক্ ॥ ১২৯ ॥ তানি নামান্যেব লিখতি শ্রীকৃষ্ণ ইতি দ্বাভ্যাং। নম ইতি শব্দেন যুতৈঃ তৈর্নামভিঃ পূজাং কুর্য্যাৎ ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি-নাম্নামগ্রে লেখ্যেন মাহাত্ম্যবিশেষেণাশেষা পূজা স্বতঃ সম্পদ্যত এবেতি ভাবঃ। প্রয়োগঃ।—শ্রীকৃষ্ণায় নম ইত্যাদিঃ ॥ ১৩০ ॥

ইতি সপ্তমো বিলাসঃ ॥ ৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের নামাষ্টক-পূজা।—তৎপরে নামাষ্টকরূপ মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে হইবে। পূর্ব্বকথিত বিধানে অর্চ্চনা করিতে অক্ষম হইলে অষ্টনামেই পূজা করিবে, তাহা হইলেই তদীয় নিখিল অর্চ্চনার ফল সুসিদ্ধ হইবে। উক্ত অষ্ট নাম যথা,—শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যদুশ্রেষ্ঠ, বার্ষ্ণেয়, অসুরাক্রান্তভারহারী ও ধর্ম্মস্থাপক। চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত নমঃশব্দান্বিত নাম দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে পূজা করিবে। ১৩০।

ইতি পৌষ্পিক নামক সপ্তম বিলাস সমাপ্ত। ৭।

অষ্টমবিলাসঃ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ। সংগৃহ্নাত্যাকরব্রাত্যজ্ঞকো রত্নাবলীময়ং॥ ১॥

অথ ধূপনং।

ততশ্চ ধূপমুৎসৃজ্য নীচৈস্তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ। কৃষ্ণং সঙ্কীর্ত্তয়ন্ ঘণ্টাং বামহস্তেন বাদয়ন্॥ ২॥

তথা চ বহ্বৃচপরিশিষ্টে।—

ধূপস্য বীজনে চৈব ধূপেনাঙ্গবিধূপনে। নীরাজনেষু সর্ব্বেষু বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তয়েৎ॥

জয়ঘোষং প্রকুর্ব্বীত কারুণ্যং চাভিকীর্ত্তয়েৎ। তথা মঙ্গলঘোষঞ্চ জগদ্বীজস্য চ স্তুতিং॥ ৩॥

অন্যত্র চ।—ততঃ সমর্পয়েদ্ধূপং ঘণ্টাবাদ্যজয়স্বনৈঃ। ধূপস্থানং সমভ্যর্চ্য তর্জ্জন্যা বাময়া হরেঃ॥

তত্র মন্ত্রঃ।

বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥৪॥

এবং শ্রীভগবতোহনুগ্রহপ্রভাবেন বহুলগ্রন্থেভ্যঃ পরমোত্তমান্ শ্লোকান্ সংগৃহ্য লিখন্ ভক্ত্যা তং প্রণমতি শ্রীচৈন্যপ্রভুমিতি। যস্য পাদয়োরাশ্রয়ঃ শরণাপত্তিস্তস্য তেন বা যদ্বীর্য্যং প্রভাবঃ তস্মাদ্ধেতোঃ তেন বা আকরঃ সমুদ্রাদিস্থানীয়ং শাস্ত্রং তস্য ব্রাতাৎ সমূহাৎ। রক্ষোহপ্যয়ং জনঃ এবং শ্রদ্ধাপ্রযত্নাদিবিশেষঃ সূচিতঃ॥ ১॥

উৎসৃজ্য এষ ধূপো নমঃ ইতি মূলমন্ত্রেণোৎসর্গং কৃত্বা নীচৈরিতি ভূমিতো দেবস্য শ্রীনাভি-পর্য্যন্তং ধূপপাত্রং সমুত্থাপ্যেতি সদাচারতো জ্ঞেয়ং। তথা ঘণ্টাঞ্চ স্বাহা অস্ত্রায় ফড়িতি গন্ধাক্ষত-কুসুমৈঃ পূজিতামিতি বোদ্ধব্যং॥ ২॥ ধূপস্য সর্ব্বতঃ প্রসারণার্থং ব্যজনাদিনা যদ্বীজনং তস্মিন্। কারুণ্যং পূতনাদিসদ্গতিদাতৃত্বাদিকং। জগদ্বীজস্য ভগবতঃ স্তুতিং ব্রহ্মাদিকৃতাং॥ ৩॥

ধূপস্য স্থানং পাত্রং হরেঃ সমর্পয়েৎ॥ ৪॥

যাঁহার পাদপদ্মাশ্রয়-প্রভাবে এই দীনজন আকর (সাগরস্থানীয়) শাস্ত্রসকল হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি। ১।

অনন্তর ধূপদান।—তৎপরে ধূপ উৎসর্গ করত ভূতল হইতে প্রভুর নাভিদেশে পর্য্যন্ত ধূপভাণ্ড উত্তোলিত করিবে এবং বামকরে ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বক ও শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিয়া তন্মুদ্রা দ্বারা প্রদান করিবে। ২। বহ্বৃচপরিশিষ্টে এই বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, ধূপবীজনে অর্থাৎ সমন্তাৎ সৌগন্ধ্য বিস্তারার্থ ব্যজন প্রভৃতি দ্বারা বায়ুকরণকালে, ধূপ দ্বারা অঙ্গ-সৌগন্ধ্যসম্পাদনে এবং সর্ব্ববিধ নীরাজনাতে শ্রীহরির নামসমূহ কীর্ত্তন করিবে এবং জগদ্ধেতু প্রভুর জয়শব্দ ও মঙ্গলশব্দ সমুচ্চারণ, কারুণ্য কীর্ত্তন (পূতনা প্রভৃতির সদ্গতি-প্রদাতৃত্বাদি বর্ণন) ও ব্রহ্মাদিকৃত স্তুতি পাঠ করিবে। ৩। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, বামকরের তর্জ্জনী দ্বারা ধূপভাণ্ড পূজা করত তৎপরে ঘণ্টাবাদন ও জয়শব্দোচ্চারণ সহকারে প্রভুকে ধূপ প্রদান করিতে হইবে।

ধূপপ্রদান মন্ত্র যথা,—তরুরসে সঞ্জাত, গন্ধবিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট গন্ধ, দেবগণের আঘ্রাণোপযুক্ত এই ধূপ গ্রহণ করুন্। ৪।

অথ ধূপাঃ।

বামনপুরাণে।—

রুহিকাখ্যং কণো দারু সিহ্লকঞ্চাগুরুঃ সিতা।
শঙ্খো জাতীফলং শ্রীশে ধূপানি স্যুঃ প্রিয়াণি বৈ॥

মূলাগমে।—সগুগ্‌গুল্বগুরুশীরসিতাজ্যমধুচন্দনৈঃ। সারাঙ্গার-বিনিক্ষিপ্তৈঃ কল্পয়েদ্ধূপমুত্তমং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

তথৈব শুভগন্ধা যে ধূপাস্তে জগতঃ পতে। বাসুদেবস্য ধর্ম্মজ্ঞৈর্নিবেদ্যা দানবেশ্বর॥

অথ ধূপেষু নিষিদ্ধং।

তত্রৈব।—ন ধূপার্থে জীবজাতং।

তত্রৈবাপবাদঃ।

বিনা মৃগমদং ধূপে জীবজাতং বিবর্জ্জয়েৎ॥

কালিকাপুরাণে।—ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাধবায় কদাচন॥ ৫ ॥

অগ্নিপুরাণে।—

ন শল্লকীজং ন তৃণং ন শর্করসসম্ভৃতং। ধূপং প্রত্যঙ্গনির্ম্মুক্তং দদ্যাৎ কৃষ্ণায় বুদ্ধিমান্॥৬॥

অথ ধূপনমাহাত্ম্যং।

নারসিংহে শ্রীমার্কণ্ডেয়শতানীকসংবাদে।—

মহিষাখ্যং গুগ্‌গুলুঞ্চ আজ্যযুক্তং সশর্করং। ধূপং দদাতি রাজেন্দ্র নরসিংহস্য ভক্তিমান্॥

রুহিকা জটামাংসী। কণো গুগ্‌গুলুবিশেষঃ। সিতা শর্করা। শঙ্খো নখী। ন জীবজাতং প্রাণ্যঙ্গসম্ভবং নখী-পুষ্যলক-মৃগমদাদিকং। ন দদ্যাদিতি শেষঃ। যচ্চ শঙ্খাদিকং পূর্ব্বং ধূপেষু বিহিতং তত্র চ বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েদিতি পুষ্পপ্রকরণন্যায়োঽবতারয়িতব্যঃ। এবমগ্রেঽপ্যন্যত্রোহ্যং॥ ৫ ॥ শল্লকী শালেয়ীতি প্রসিদ্ধা। তৃণম্ উশীরপ্রভৃতি। শঙ্কঃ

অনন্তর ধূপবিষয়।—বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, জটামাংসী, কণ (এক প্রকার গুগ্‌গুলু), দারু, সিহ্লক, অগুরু, শর্করা, নখী ও জাতীফল, এই সকল দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত ধূপ বিষ্ণুর প্রীতিকর। মূলাগমে লিখিত আছে যে, গুগ্‌গুলু, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন এই সমস্ত দ্রব্য উত্তম কাষ্ঠাঙ্গারে ফেলিয়া উৎকৃষ্ট ধূপ রচনা করিতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও লিখিত আছে, হে বিশ্বপতে! হে দৈত্যেশ্বর! ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিগণ তদ্রূপ উত্তম গন্ধযুক্ত ধূপ শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে।

অনন্তর ধূপসমূহের মধ্যে নিষিদ্ধ।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই লিখিত আছে যে, প্রাণিজ দ্রব্যে ধূপ প্রস্তুত করিতে নাই।

ঐ বিষয়ে বিশেষ বিধি।—ধূপবিষয়ে মৃগমদ ব্যতীত অপর প্রাণিজ দ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, মাধবকে কদাচ যক্ষধূপ (শালনির্য্যাসরূপ ধূপ) অর্পণ

স ধূপিতঃ সর্ব্বদিক্ষু সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ। অপ্সরোগণযুক্তেন বিমানেন বিরাজতা।
বায়ুলোকং সমাসাদ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

স্কান্দে।—

যে কৃষ্ণাগুরুণা কৃষ্ণং ধূপয়ন্তি কলৌ নরাঃ। সকর্পূরেণ রাজেন্দ্র কৃষ্ণতুল্যা ভবন্তি তে॥ ৭॥
সাজ্যেন বৈ গুগ্‌গুলুনা সুধূপেন জনার্দ্দনং। ধূপয়িত্বা নরো যাতি পদং তস্য সদাশিবং॥
অগুরুন্তু সকর্পূরং দিব্যচন্দনসৌরভং। দত্ত্বা নিত্যং হরের্ভক্ত্যা কুলানাং তারয়েচ্ছতং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-তৃতীয়কাণ্ডে।—

ধূপানামুত্তমং তদ্বৎ সর্ব্বকামফলপ্রদং॥ ধূপং তুরুষ্ককং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥
দত্ত্বা তু কৃত্রিমং মুখ্যং সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ। গন্ধযুক্তকৃতং দত্ত্বা যজ্ঞগোসবমাপ্নুয়াৎ॥
দত্ত্বা কর্পূরনির্যাসং বাজিমেধফলং লভেৎ। বসন্তে গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ।
গ্রীষ্মে চন্দনসারেণ রাজসূয়ফলং লভেৎ। তুরুষ্কস্য প্রদানেন প্রাবৃষ্যুত্তমতাং লভেৎ॥
কর্পূরদানাচ্ছরদি রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ॥ ৮॥

শেহরেতি প্রসিদ্ধঃ। তস্য রসো মজ্জা। প্রত্যঙ্গনির্ম্মুক্তম্ অঙ্গম্ অঙ্গং প্রতি নির্ম্মুক্তং সম্ভৃতং শয়ড়াকাণ্ডাদি তচ্চ ন দদ্যাদিত্যর্থঃ। নিষিদ্ধপ্রকরণত্বাৎ। যদ্বা। প্রথমং নিষিদ্ধমুক্ত্বা পশ্চাদ্ধূপদানপ্রকারমাহ। প্রত্যঙ্গং শ্রীভগবতঃ সর্ব্বাঙ্গেষু নির্ম্মুক্তং প্রশস্তং সংলগ্নং যথা স্যাদিতি॥ ৬॥

কৃষ্ণতুল্যা ইতি তৎসারূপ্যপ্রাপ্তেঃ॥ ৭। সদাশিবং নিত্যমঙ্গলং॥ ৮॥ মৃগদর্পেণ কস্তূর্য্যা।

করিবে না। ৫। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, শল্লকী-সমুৎপন্ন, উশীরাদি-তৃণোৎপন্ন, শঙ্করসঞ্জাত এবং ঐ সমস্তের কাণ্ডাদি প্রত্যঙ্গজাত ধূপ কৃষ্ণকে প্রদান করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অকর্ত্তব্য। ৬।

অতঃপর ধূপনমাহাত্ম্য।— নৃসিংহপুরাণে মার্কণ্ডেয়-শতানীকসংবাদে লিখিত আছে যে, হে রাজেন্দ্র! যে ভক্ত সমন্তাৎ সুবাসিত করত মহিষাখ্য গুগ্‌গুলু, ঘৃত ও শর্করাসমন্বিত ধূপ নৃসিংহকে অর্পণ করেন, তিনি নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক বায়ুধামে প্রয়াণ করেন এবং পরে তথা হইতে হরিধামে গমনপূর্ব্বক সসম্মানে বসতি করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজসত্তম! কলিযুগে যে সমস্ত ব্যক্তি কর্পূরসমন্বিত কৃষ্ণাগুরু দ্বারা হরিকে ধূপ অর্পণ করেন, তাঁহারা কৃষ্ণ সদৃশ হন অর্থাৎ তাঁহাদিগের হরিসারূপ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৭। ঘৃত সহযোগে গুগ্‌গুলু একত্র করিয়া ধূপোত্তম দ্বারা বাসুদেবকে ধূপিত করিলে মানব নিত্য কল্যাণধাম লাভ করে। শ্রীহরিকে ভক্তি সহকারে কর্পূরসমন্বিত অগুরু ও সুগন্ধি চন্দন প্রদান করিলে শতকুল পরিত্রাণ পায়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, উৎকৃষ্ট ধূপ অর্পণ করিলে যাবতীয় কামনা সুসিদ্ধ হয়, তুরুষ্ক-ধূপ নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ-ফল-প্রাপ্ত হইতে পারে; কৃত্রিম উত্তম ধূপ প্রদান করিলে সকলপ্রকার কামনা সফল হয়; উহা গন্ধবিশিষ্ট করিয়া প্রদান করিলে গোমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। হরিকে কর্পূরনির্যাস অর্পণ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়। বসন্ত ঋতুতে

হেমন্তে মৃগদর্পেণ বাজিমেধফলং লভেৎ। শিশিরেঽগুরুসারেণ সর্ব্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৯ ॥
পদমুত্তমমাপ্নোতি ধূপদঃ পুষ্টিমশ্নুতে। ধূপলেখা যথৈবোর্দ্ধং নিত্যমেব প্রসর্পতি।
তথৈবোর্দ্ধগতো নিত্যং ধূপদানাম্ভবেন্নরঃ ॥ ১০ ॥

প্রহ্লাদসংহিতায়াঞ্চ।—
যো দদাতি হরের্ধূপং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা। শতক্রতুসমং পুণ্যং গোঽযুতং লভতে ফলং ॥ ইতি ১১ ॥
ধূপয়েচ্চ তথা সম্যক্ শ্রীমদ্ভগবদালয়ং। ধূপশেষং ততো ভক্ত্যা স্বয়ং সেবেত বৈষ্ণবঃ ॥
তথা চ পাদ্মে অম্বরীষং প্রতি গৌতমপ্রশ্নে।—
ধূপশেষস্তু কৃষ্ণস্য ভক্ত্যা ভজসি ভূপতে। কৃত্বা চারাত্রিকং বিষ্ণোঃ স্বমূর্দ্ধ্না বন্দসে নৃপ ॥ ১২॥

অথ শ্রীভগবদালয়ধূপনমাহাত্ম্যং।

কৃষ্ণাগুরুসমুত্থেন ধূপেন শ্রীধরালয়ং। ধূপয়েদ্বৈষ্ণবো যস্তু স মুক্তো নরকার্ণবাৎ ॥

ধূপশেষসেবনমাহাত্ম্যং।

পাদ্মে শ্রীগৌতমাম্বরীষসংবাদে।—
তীর্থকোটিশতৈর্ধৌতা যথা ভবতি নির্ম্মলঃ। করোতি নির্ম্মলং দেহং ধূপশেষস্তথা হরেঃ।
ন ভয়ং বিদ্যতে তস্য ভৌমং দিব্যং রসাতলং। কৃষ্ণধূপাবশেষেণ যস্যাঙ্গং পরিবাসিতং ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বৈর্মেধৈর্যজ্ঞৈরপি সুদুর্ল্লভং ॥ ৯ ॥ উত্তমং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং। ইহ লোকে চ পুষ্টিং পরিপূর্ণতাং লভতে। যদ্বা। পোষণং তদনুগ্রহ ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তলক্ষণাং পুষ্টিং সর্ব্বত্রানুভবতীত্যর্থঃ ॥১০॥ গোঽযুতং গবাময়ুতদানজঞ্চেত্যর্থঃ। ১১ ॥ তথেতি সমুচ্চয়ে। তেনৈব প্রকারেণেতি বা সম্যক্ ধূপয়েৎ ॥ ১২ ॥

গুগ্গুল্ অর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ-ফল হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুতে চন্দনসার দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ষাঋতুতে তুরুষ্ক ধূপ অর্পণ করিলে উত্তমত্ব সিদ্ধি হয় এবং শরৎঋতুতে কর্পূর অর্পণ করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। ৮। হেমন্তঋতুতে মৃগনাভি অর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয় এবং শীতকালে অগুরুসার প্রদান করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। ৯। যিনি ধূপ প্রদান করেন, তিনি পরলোকে উত্তম পদ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া থাকেন এবং ইহলোকে তাঁহার পুষ্টি লাভ হয়। ধূপশিখা যেমন প্রত্যহ ঊর্দ্ধগামী হয়, ধূপদাতাও তদ্রূপ ধূপদান বশতঃ প্রতিদিন ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে। ১০। প্রহ্লাদসংহিতাতে লিখিত আছে যে, যিনি তুলসী-কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা প্রভুকে ধূপ অর্পণ করেন, তাঁহার শতযজ্ঞ সদৃশ পুণ্যলাভ হয় এবং তিনি দশসহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১১। বৈষ্ণব জন শ্রীভগবন্মন্দির সকল প্রকারে ধূপিত করিবেন, তৎপরে ভক্তিসহকারে স্বয়ং ধূপশেষ সেবা করিবেন। পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের প্রশ্নে বর্ণিত আছে যে, হে নরপতে! তুমি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির ধূপশেষ ভজনা করিয়া থাক কি? তদীয় আরাত্রিক করত শিরোদ্বারা উহা বন্দনা করিয়া থাক কি? ১২।

নাপদো বিপদস্তস্য ভবন্তি খলু দেহিনঃ। হরের্দত্তাবশেষেণ ধূপয়েদ্যস্তনুং সদা ॥ ১৪ ॥

নাসৌখ্যং ন ভয়ং দুঃখং নাধিজং নৈব রোগজং। যঃ সেবয়েদ্ধূপশেষং বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।

ক্রূরসত্ত্বভয়ং নৈব ন চ চৌরভয়ং ক্বচিৎ। সেবয়িত্বা হরের্ধূপং নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জলং ॥ ১৫॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ।—

আঘ্রাণং যদ্ধরের্দত্তং ধূপোচ্ছিষ্টস্য সর্ব্বতঃ। তদ্ভবব্যালদষ্টানাং ভবেৎ কর্ম্মবিষাপহং ॥১৬॥

দর্শনাদপি ধূপস্য ধূপদানাদিজং ফলং। সর্ব্বমন্যেঽপি বিন্দন্তি তচ্চাগ্রে ব্যক্তিমেষ্যতি ॥ ১৭ ॥

দিব্যং দিবি ভবং। রসাতলং পাতালভবমিত্যর্থঃ ॥ ১৩॥ আপদ্বিপদোঃ কার্য্যকারণত্বাদিনা ভেদঃ কল্প্যঃ ॥ ১৪ ॥ অসৌখ্যং সুখাভাবামাত্রং। সেবয়েদিতি স্বার্থে ইণ্। যদ্বা। অন্যমপি যং সেবয়েৎ। এবং সেবয়িত্বেত্যপি ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বতঃ প্রসর্পতঃ ভবঃ সংসার এব ব্যালঃ মহাসর্পঃ তেন দষ্টানাং বিষং সংসারদুঃখম্ অপহন্তীতি তথা তৎ ॥ ১৬॥ অন্যে ধূপদাতৃব্যতিরিক্তা জনা অপি ধূপস্য দর্শনাদপি। আদিশব্দেন ধূপশেষাঘ্রাণাচ্চ জায়ত ইতি তথা তৎ সর্ব্বফলং লভন্তে। তচ্চ ফলপ্রাপ্ত্যাদিকম্ অগ্রে মহানীরাজনপ্রকরণে প্রমাণবাক্যনিদর্শনাদিনা ব্যক্তং ভাবীত্যর্থঃ। তথা চ তত্রৈব লেখ্যং। ধূপঞ্চারাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাং তং প্রবন্দত ইত্যাদি। ততশ্চারাত্রিকবদ্ধূপস্যাপি বন্দনং কেচিন্মন্যন্তে ॥ ১৭ ॥

অনন্তর শ্রীভগবন্মন্দিরে ধূপপ্রদান-মাহাত্ম্য।—যে বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি কৃষ্ণাগুরুজ ধূপ দ্বারা শ্রীহরির মন্দির ধূপিত করেন, তিনি নিরয়সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। পদ্মপুরাণে গৌতমাম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে যে, শতকোটি-সংখ্য তীর্থে স্নান করিলে যেপ্রকার বিশুদ্ধ হয়, শ্রীহরির ধূপাবশেষ তদ্রূপ শরীর পবিত্র করে। যে ব্যক্তির শরীর শ্রীহরির ধূপশেষ দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে, কি স্বর্গ, কি পৃথ্বী ও কি পাতাল কুত্রাপি তাঁহার ভীতি বিদ্যমান থাকে না। ১৩। যিনি হরিকে ধূপ অর্পণ পূর্ব্বক তাহার অবশিষ্ট দ্বারা নিরন্তর স্বীয় দেহ ধূপিত করেন, আমি নিঃসন্দেহ বলিতেছি, তাঁহার কদাচ আপদ্ বিপদ্ বিদ্যমান থাকে না। ১৩। যিনি অদ্ভুতকর্ম্মা হরির ধূপশেষ সেবা করেন, তাঁহাকে কোনপ্রকার সুখের অভাবে কষ্ট পাইতে হয় না, তাঁহার কোন ভীতি বিদ্যমান থাকে না এবং তাঁহার মনঃকষ্টজনিত বা পীড়াজনিত কোনরূপ ক্লেশ ঘটে না। হরির ধূপ, নির্ম্মাল্য ও চরণোদক সেবা করিলে কদাচ হিংস্র জীবের ভয় কিংবা চৌরভয় থাকে না। ১৫। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে যে, ভবরূপ মহাভুজঙ্গ কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তিরা যদি হরিকে প্রদত্ত, সমন্তাৎ বিস্তৃত ধূপের উচ্ছিষ্ট আঘ্রাণ করে, তবে হরি তাহাদিগের ভবদুঃখরূপ বিষ দূরীকৃত করিয়া দেন। ১৬। যে সকল ব্যক্তি হরিকে ধূপ অর্পণ করেন, তদ্ভিন্ন অপর লোকেও যদি ধূপদান নিরীক্ষণ করে, তাহা হইলে সে ধূপদানাদিজনিত নিখিল ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। এই সকল বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। ১৭।

অনন্তর দীপদান।—ধূপবৎ দীপ উৎসর্গ করত পূর্ব্বের ন্যায় বাম করে ঘণ্টাবাদ্য করিয়া পুষ্পদ্বারা পূজিত তন্মুদ্রা-যোগে প্রভুর চরণকমল অবধি নয়নকমল পর্য্যন্ত ধূপাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে দীপিত করিবে।

অথ দীপনঃ।

তথৈব দীপমুৎসৃজ্য প্রাগ্বদ্ ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্। পাদাব্জাদাদৃগব্জং তন্মুদ্রয়োচ্চৈঃ প্রদীপয়েৎ॥
গৌতমীয়ে।—

তত্র মন্ত্রঃ।

সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥১৮॥

অথ দীপঃ।

দীপং প্রজ্বালয়েচ্ছক্তৌ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা। গব্যেন তত্রাসামর্থ্যে তৈলেনাপি সুগন্ধিনা॥
তথা চ নারদীয়কল্পে।—

সঘৃতং গুগ্গুলুং ধূপং দীপং গোঘৃতদীপিতং। সমস্তপরিবারায় হরয়ে শ্রদ্ধয়ার্পয়েৎ॥
ভবিষ্যোত্তরে।—ঘৃতেন দীপো দাতব্যো রাজন্ তৈলেন বা পুনঃ॥ ১৯॥
মহাভারতে চ।—হবিষা প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ॥

অথ দীপে নিষিদ্ধং।

ভবিষ্যোত্তরে।—বসামজ্জাদিভির্দীপো ন তু দেয়ঃ কদাচন॥
মহাভারতে।—বসামজ্জাস্থিনির্যাসৈর্ন কার্য্যঃ পুষ্টিমিচ্ছতা॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরতৃতীয়কাণ্ডে।—নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥

তথা ধূপনলিখিতপ্রকারেণৈব। প্রাগ্বদিতি গন্ধাদিপূজিতাং ঘণ্টাংবামহস্তেন বাদয়ন্নিত্যর্থঃ। পাদাব্জাৎ শ্রীমূর্ত্তেঃ পাদাব্জমারভ্য আদৃগব্জং নেত্রাব্জপর্য্যন্তম্ অতএবোচ্চৈর্ধূপাপেক্ষয়োচ্চতয়া তস্য দীপস্য মুদ্রয়া প্রকর্ষেণ দীপয়েৎ॥ ১৯॥

শক্তৌ সত্যাং গব্যেন ঘৃতেন বা। তত্র কর্পূরঘৃতাভ্যাং দীপপ্রজ্বালনে বিষয়ে অসামর্থ্যে অশক্তৌ তু সুগন্ধিনা তিলাদিজাতেন তৈলেনাপি দীপং প্রজ্বালয়েৎ॥ ১৯॥

দীপদানমন্ত্র যথা,—গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে, অতীব সমুজ্জ্বল মহাতেজা যাবতীয় তিমিরহারক এবং বাহ্যাভ্যান্তর জ্যোতিঃসম্পন্ন এই দীপ গ্রহণ করুন্। ১৮।

অনন্তর দীপবিষয় বর্ণিত হইতেছে।—যে ব্যক্তির যদ্রূপ শক্তি, তিনি তদনুসারে কর্পূর-যোগে অথবা গব্য ঘৃত যোগে দীপ প্রজ্বালিত করিবেন। তাহাতেও অসমর্থ হইলে সুগন্ধি-তৈল যোগে ধূপ প্রজ্বালিত করিতে হয়। এই বিষয়ে নারদীয় কল্পেও বর্ণিত আছে যে, ঘৃতসমন্বিত গুগ্গুল্ ধূপ ও দীপ গব্য ঘৃত দ্বারা প্রজ্বালিত করত শ্রদ্ধা সহকারে সপরিবার হরিকে প্রদান করিবে। ভবিষ্যপুরাণে উত্তরভাগে লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! ঘৃত কিংবা তৈল দ্বারা দীপ অর্পণ করিতে হয়। ১৯। মহাভারতেও লিখিত আছে যে, ঘৃতদ্বারা দীপার্পণ মুখ্যকল্প এবং ওষধিরস (তিল, সর্ষপ ও কুসুম্ভ প্রভৃতির রস) দ্বারা দীপার্পণ গৌণ কল্প বলিয়া জানিবে।

অতঃপর দীপদানে নিষিদ্ধ দ্রব্য।—ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগে লিখিত আছে যে, বসা ও মজ্জাদি দ্বারা কখন দীপ প্রদান করিতে নাই।

কালিকাপুরাণে। —

দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যা তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব। বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন॥২০॥

অথ দীপমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

প্রজ্বাল্য দেবদেবস্য কর্পূরেণ চ দীপকং অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ॥

অত্রৈবান্যত্র চ।—

যো দদাতি মহীপাল কৃষ্ণস্যাগ্রে তু দীপকং। পাতকন্তু সমুৎসৃজ্য জ্যোতীরূপং লভেৎ পদং॥২১॥

বারাহে।—

দীপং দদাতি যো দেবি মদ্ভক্ত্যা তু ব্যবস্থিতঃ। নাত্রান্ধত্বং ভবেত্তস্য সপ্ত জন্মানি সুন্দরি॥

যস্তু দদ্যাৎ প্রদীপং মে সর্ব্বতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। স্বয়ংপ্রভেষু দেশেষু তস্যোৎপত্তির্বিধীয়তে॥২২

হরিভক্তিসুধোদয়ে। —

দত্তং স্বজ্যোতিষে জ্যোতির্যদ্বিস্তারয়তি প্রভাং। তদ্বর্দ্ধয়তি সজ্জ্যোতির্দাতুঃ পাপতমোপহং॥

নারসিংহে।—

ঘৃতেন বাথ তৈলেন দীপং প্রজ্বালয়েন্নরঃ। বিষ্ণবে বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু।

বিহায় পাপং সকলং সহস্রাদিত্যসপ্রভঃ। জ্যোতিষ্মতা বিমানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ২৩॥

ওষধ্যঃ তিলসর্ষপকুসুম্ভাদয়স্তদ্রসৈঃ॥ ২০॥

জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ ব্রহ্ম বা তদ্রূপং পদং বৈকুণ্ঠলোকং॥ ২১॥ ব্যবস্থিতঃ স্থিরচিত্তঃ। অত্র অস্মিন্ লোকে। সপ্ত জন্মানি প্রাপ্য যদন্ধত্বং ভাব্যমস্তি তন্ন ভবেৎ। যদ্বা। অত্র অস্যাং মদ্ভক্তৌ অন্ধত্বং জ্ঞানহীনতা ন স্যাৎ। তত্র চ সপ্ত জন্মানীতি কেনাপ্যপরাধেন জ্ঞানহানিকারণে জাতেঽপি জন্মসপ্তকং যাবৎ। যদ্বা সপ্তেতি বাহুল্যমাত্রে তাৎপর্য্যং কদাপি জ্ঞানহানির্ন স্যাদিত্যর্থঃ। স্বয়ংপ্রভেষু স্বপ্রকাশেষু ব্রহ্মলোকাদিষু শ্বেতদ্বীপাদিষু বা॥ ২২॥ সজ্জ্যোতিঃ সদুত্তমং জ্যোতিঃ জ্ঞানং॥ ২৩॥ তুলসীপাবকেন তুলসীকাষ্ঠাগ্নিনা॥ ২৪॥ ধূপস্থেবেতি

মহাভারতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি পুষ্টি কামনা করেন, বসা, মজ্জা ও অস্থিনির্যাস এই সমস্ত দ্বারা দীপ অর্পণ করা তাঁহার পক্ষে অনুচিত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, নীল ও লোহিতবর্ণ দশাযুক্ত দীপ সযত্নে প্রয়োগ করিবে। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, হে ভৈরব! তৈজসাদি দীপাধারে দীপ নিবেদন করিতে হয়, মৃত্তিকায় দীপ স্থাপন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ২০।

অনন্তর দীপদানমাহাত্ম্য। —স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, দেবদেবসকাশে কর্পূর দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল হয় এবং বংশের উদ্ধার হইয়া থাকে। এই স্থানে এবং অন্যত্রও লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দীপদান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। ২১। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, হে দেবি সুন্দরি! স্থিরমনে ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে দীপ

প্রহ্লাদসংহিতায়াঞ্চ ।—

তুলসীপাবকেনৈব দীপং যঃ কুরুতে হরেঃ। দীপলক্ষসহস্রাণাং পুণ্যং ভবতি দৈত্যজ॥ইতি ॥ ২৪॥

পশ্চাদ্দীপঞ্চ তং ভক্ত্যা মূর্দ্ধ্না বন্দেত বৈষ্ণবঃ। ধূপস্যেবেক্ষণাত্তস্য লভন্তেঽন্যেঽপি তৎফলং ॥২৫॥

কেচিচ্চানেন দীপেন শ্রীমূর্ত্তেমূর্দ্ধ্নি বৈষ্ণবাঃ। নীরাজনমিহেচ্ছন্তি মহানীরাজনে যথা। ২৬ ॥

তথা চ রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং ধূপানন্তরদীপপ্রসঙ্গে ।—

আরাত্রিকন্তু বিষমবহুবর্ত্তিসমন্বিতং। অভ্যর্চ্চ্য রামচন্দ্রায় বামমধ্যমথার্পয়েৎ ॥

নমো দীপেশ্বরায়েতি দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।

অবধূপ্যাভ্যর্চ্য বাদ্যৈর্মূর্দ্ধ্নি নীরাজয়েৎ প্রভুং ॥ ইতি ॥ ২৭ ॥

যথা ধূপস্যেক্ষণাৎ দর্শনাৎ ধূপদানাদিফলমন্যেঽপি লভন্তে। তথা তস্য দীপস্যাপীক্ষণাদ্দীপনাদিফলং দীপদাতুরিতরেঽপি জনাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। ২৫ ॥ নীরাজনং ভ্রামণেন নির্ম্মঞ্ছনং। মহানীরাজনং নৃত্যগীতানন্তরং পূজাশেষে ভাবি। তস্মিন্ যথা মূর্দ্ধনি নীরাজনং ক্রিয়তে তথা ইহ ধূপানন্তরদীপার্পণেঽপীচ্ছন্তি মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ বিষমাভিঃ অযুগ্মাভির্বহুভির্বর্ত্তিভিঃ সমন্বিতম্ আরাত্রিকং নীরাজনদীপং। অভ্যর্চ্চ্য পুষ্পাদিনা পূজয়িত্বা। অর্পণপ্রকারমেবাহ নম ইতি। অবধূপ্য ভ্রাময়িত্বা বাদ্যৈঃ প্রভুমেবাভ্যর্চ্চ্য ॥২৭॥ অতো মহানীরাজনবদ্ব্যবহারাদেব তস্য ধূপানন্তরদেয়দীপস্য বন্দনমপি তৈঃ শ্রীরামার্চ্চনাদিপরৈরিষ্যতে। আরাত্রিকেতি বিভক্ত্যভাবে নামস্বরূপমাত্র-

---

প্রদান করিলে ইহ জন্ম হইতে সপ্ত জন্ম যাবৎ অন্ধদশা হইতে ভয় থাকে না। সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাকে দীপ দান করিলে ব্রহ্মলোকাদি অথবা শেতদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জন্ম লাভ করিতে পারে। ২২। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে যে, স্বপ্রকাশস্বরূপ ভগবানে দত্ত দীপ স্বীয় যে প্রভা বিস্তার করিয়া থাকে, তাহা দাতার দিব্য জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং পাতকরূপ তিমির হরণ করে। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে ঘৃত অথবা তৈল দ্বারা দীপ জ্বালিয়া যথাবিধানে হরিকে প্রদান করে, তদীয় পুণ্যফল অবধান কর। তিনি নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সহস্রাদিত্যবৎ তেজস্বী হন এবং তিনি জ্যোতির্ম্ময় বিমানে আরূঢ় হইয়া হরিধামে গমন পূর্ব্বক সসম্মানে অবস্থিতি করেন। ২৩। প্রহ্লাদসংহিতাতেও লিখিত আছে যে, হে দৈত্যকুমার! যিনি তুলসীকাষ্ঠানলে হরিকে দীপ প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র দীপার্পণের ফল লাভ হয়। ২৪। বৈষ্ণব জন সর্ব্বাগ্রে দীপ প্রদান পূর্ব্বক তদনন্তর ভক্তি সহকারে সেই দীপ শিরোদ্বারা বন্দন করিবেন। দীপদাতা ব্যতীত অপর ব্যক্তিরাও ধূপবৎ দীপ-দর্শনেও দীপপ্রদানজন্য ফল লাভ করিয়া থাকেন! ২৫। কোন কোন বৈষ্ণব দীপপ্রদান-সময়েও মহানীরাজনবৎ * ভগবানের মস্তকে নীরাজন ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ২৬। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় ধূপদানের পর দীপপ্রদানপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, অযুগ্ম ও বহুবর্ত্তিবিশিষ্ট নীরাজনদীপকে কুসুমাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিবে। তৎপরে "দীপেশ্বরায়

---

* নৃত্যগীতানন্তর পূজাশেষে যে নীরাজন হয় তাহাকে মহানীরাজন কহে।

অতএবেষ্যতে তস্য করাভ্যাং বন্দনঞ্চ তৈঃ। নাম চারাত্রিকেত্যাদি বর্ত্ত্যোপি বহুলাঃ সমাঃ ॥২৮
প্রসঙ্গাল্লিখ্যতেঽত্রৈব শ্রীমদ্ভগবদালয়ে। দীপদানস্য মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকীয়ঞ্চ তদ্বিনা ॥ ২৯ ॥

অথ শ্রীভগবদালয়ে প্রদীপপ্রদানমাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে।—

দীপদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। কেশবায়তনে কৃত্বা দীপবৃক্ষমনোহরং।
অতীব ভ্রাজতে লক্ষ্ম্যা দিবমাসাদ্য সর্ব্বতঃ॥ দীপমালাং প্রযচ্ছন্তি যে নরাঃ শার্ঙ্গিণো গৃহে।
ভবন্তি তে চন্দ্রসমাঃ স্বর্গমাসাদ্য মানবাঃ॥ দীপাগারং নরঃ কৃত্বা কূটাগারনিভং শুভং॥
কেশবালয়মাসাদ্য লোকে ভাতি স শক্রবৎ॥ যথোজ্জ্বলো ভবেদ্দীপঃ সম্প্রদাতাপি যাদব।
তথা নিত্যোজ্জ্বলো লোকে নাকপৃষ্ঠে বিরাজতে॥ সদীপে চ যথা দেশে চক্ষুংষি ফলবন্তি চ।
তথা দীপস্য দাতারো ভবন্তি সফলেক্ষণাঃ॥ একাদশ্যাঞ্চ দ্বাদশ্যাং প্রতিপক্ষন্তু যো নরঃ।
দীপং দদাতি কৃষ্ণায় তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্যং মনোজ্ঞমতিসুন্দরং।
দীপমালাকুলং দিব্যং বিমানমধিরোহতি ॥ ৩০ ॥

নির্দ্দেশাদদোষঃ। আরাত্রিকমিতি আদিশব্দেন নীরাজনমিতি নাম চেষ্যতে। তথা বহুলাশ্চ অসমাশ্চাযুগ্মা বর্ত্ত্যোঽপীষ্যন্তে। এবং মতভেদো মন্ত্রদেবতাভেদেন ফলভেদাদিনা বোহ্যঃ ॥২৮॥ অত্র ধূপানন্তরদীপদানপ্রসঙ্গ এব। শ্রীমতো ভগবত আলয়ে যদ্দীপদানং তস্য কার্ত্তিকীয়ং কার্ত্তিকমাসসম্বন্ধি যদ্দীপদানমাহাত্ম্যং তদ্বিনা। তস্যাগ্রে প্রতিমাসপূজাপ্রসঙ্গে লেখ্যত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

কেশবালয়মাসাদ্য দীপাগারং কৃত্বেতি সম্বন্ধঃ। কূটাগারং মঞ্জুগৃহং তৎসদৃশং। এবং নিত্যদীপদানমাহাত্ম্যমুক্তং। কালবিশেষেঽপি ফলবিশেষমাহ একাদশ্যামিতি দ্বাভ্যাং ॥ ৩০ ॥ অধুনা

নমঃ” বলিয়া কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে হয় এবং ঐ দীপ ঘূর্ণিত করিয়া বাদ্য দ্বারা দেবদেবকে পূজা করত তাঁহার শিরোদেশে নীরাজন করিবে। ২৭। অতএব শ্রীরামচন্দ্রের পূজাদিপরায়ণ বৈষ্ণবেরা কর দ্বারা তাঁহার বন্দনা, বহুপরিমিত অযুগ্ম বর্ত্তিসমূহ ও নীরাজনাদি ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ২৮। এখানে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীভগবন্মন্দিরে কার্ত্তিকমাসে দেয় দীপ ভিন্ন দীপ প্রদানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে। ২৯।

অতঃপর শ্রীভগবন্মন্দিরে দীপদানমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে লিখিত আছে যে, দীপদানের সদৃশ দান হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবেও না। যিনি হরিনিকেতনে মনোরম দীপতরু নির্ম্মাণ করেন, তিনি সুরপুরে গমন পূর্ব্বক পরম শোভায় বিভূষিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা হরিমন্দিরে দীপমালা অর্পণ করেন, তাঁহারা সুরধামে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রসদৃশ হইয়া থাকেন। যিনি হরিমন্দিরে গমন পূর্ব্বক সেই দেবগৃহ দীপালোক দ্বারা মনোরম গৃহের ন্যায় করেন, তিনি ইহধামে দেবেন্দ্রবৎ শোভা প্রাপ্ত হন। হে যাদব! দীপ যেমন সমুজ্জ্বল হয়, দীপদাতাও তদ্রূপ নিত্য সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সুরধামে শোভা পাইয়া থাকেন। যেমন দীপালোকযুক্ত স্থলে নেত্র সফল হয়, তদ্রূপ দীপদাতারও নয়ন সফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিপক্ষে একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে শ্রীহরিকে দীপ অর্পণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল

পদ্মসূত্রোদ্ভবাং বর্ত্তিং গন্ধতৈলেন দীপকান্। বিরোগঃ সুভগশ্চৈব দত্ত্বা ভবতি মানবঃ ॥
দীপদানং মহাপুণ্যমন্যদেবেষ্বপি ধ্রুবং। কিং পুনর্বাসুদেবস্যানন্তস্য তু মহাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥
তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে। —
দীপং চক্ষুঃপ্রদং দদ্যাৎ তথৈবোর্দ্ধগতিপ্রদং। ঊর্দ্ধং যথা দীপশিখা দাতা চোর্দ্ধগতিস্তথা।
যাবদক্ষিনিমেষাণি দীপো দেবালয়ে জ্বলেৎ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে ॥ ৩২ ॥
বৃহন্নারদীয়ে বীতিহোত্রং প্রতি যজ্ঞধ্বজস্য পূর্ব্বজন্মবৃত্তকথনে। —
প্রদীপঃ স্থাপিতস্তত্র সুরতার্থং দ্বিজোত্তম। তেনাপি মম দুষ্কর্ম্ম নিঃশেষং ক্ষয়মাগতং ॥
বিষ্ণুধর্ম্মে চ।—
বিলীয়তে স্বহস্তে তু স্বাতন্ত্র্যে সতি দীপকঃ। মহাফলো বিষ্ণুগৃহে ন দত্তো নরকায় সঃ ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বেষ্বেব দীপেষু বর্ত্ত্যাদিমাহাত্ম্যমাহ পদ্মেতি। এবং তত্তৎকামানাং সুখপ্রবৃত্তয়ে তত্তৎফলমুক্ত্বা মুখ্যং ফলমাহ দীপদানমিতি। অনন্তস্যেতি তদ্দীপদানস্যাপি ফলং অনন্তমেবেত্যর্থঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকপ্রাপণাৎ ॥ ৩১ ॥ নাকস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে উপরি বৈকুণ্ঠলোক ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়স্কন্ধে ত্রিলোক-পক্ষকথনে স্বর্গস্য ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তত্বোক্তেঃ ॥ ৩২ ॥ এবং শ্রীভগবদালয়ে ভগবদুদ্দেশেন দীপদান-ফলং লিখিতং, অধুনা পাপকর্ম্মোদ্দেশেনাপি তৎস্থানমাত্রে দীপপ্রজ্বালনফলং লিখতি প্রদীপ ইতি। তত্র বিষ্ণুমন্দিরে, শূন্যং পূজাদিভির্বিষ্ণোর্মন্দিরং প্রাপ্তবান্নিশীতি তত্র তস্য প্রস্তুতত্বাৎ। অত্রেয়-মাখ্যায়িকা। যজ্ঞধ্বজো নাম রাজা পূর্ব্বজন্মনি দুর্জ্জন্মা চণ্ডালো মহাপাপাবলীনিরতঃ কদাচিৎ পরাদারোপভোগার্থং পূজাদিরহিতং ভগবদালয়ং গতস্তৎ স্থানং সংমার্জ্য দীপং প্রজ্বাল্য পাপ-কর্ম্মণা রাত্রিং গময়ন্ সন্তো রক্ষিভিঃ প্রাপ্য হতো বৈকুণ্ঠলোকং প্রাপ্তস্তত্র ব্রহ্মাদিলোকেষু চ

অবধান কর। সেই ব্যক্তি স্বর্ণ-মণি-মুক্তা-গঠিত, অত্যুত্তম দীপাবলীতে সমলঙ্কৃত স্বর্গীয় যানে আরোহণ করিয়া থাকেন। ৩০। যে ব্যক্তি পদ্মসূত্রোত্থ বর্ত্তিকা গন্ধতৈলে সিক্ত করত দীপ প্রদান করেন, তিনি নীরোগ ও সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকেন। যখন অন্যান্য দেবতাদিগকে দীপ প্রদান করিলে নিঃসন্দেহ মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়, তখন দেবদেব অনন্ত জনার্দ্দনকে দীপ প্রদান করিলে যে ভূরি পুণ্যার্জ্জন হইবে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে। ৩১। ঐ গ্রন্থেরই তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে, দীপ চক্ষুঃপ্রদ, উহা দ্বারা ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। যে পরিমাণে দীপশিখা ঊর্দ্ধগামী হয়, দীপপ্রদাতাও সেই পরিমাণে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকেন। দেবমন্দিরে দীপ যতসংখ্য নেত্রের নিমেষকাল জ্বলিতে থাকে, দীপদাতা ততসহস্র বর্ষ সসম্মানে বৈকুণ্ঠধামে নিবসতি করে। ৩২। বৃহন্নারদীয়-পুরাণে বীতিহোত্রসকাশে যজ্ঞধ্বজের পূর্ব্বজন্মবিবরণ কথাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, হে বিপ্রবর! আমি সম্ভোগবাসনায় সেই হরিনিকেতনে দীপ প্রজ্বালিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই পুণ্যেই আমার নিখিল পাতক নিঃশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিষ্ণুধর্ম্মেও লিখিত আছে যে, বিষ্ণুমন্দিরে সমর্পিত দীপ দীপপ্রদাতার হস্তে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে যদি স্বয়ং নির্ব্বাপিত হইয়া যায়,

নারদীয়ে মোহিনীং প্রতি শ্রীরুক্মাঙ্গদোক্তৌ।—

তিষ্ঠন্তু বহুবিত্তানি দানার্থং বরবর্ণিনি। হৃদয়ায়াসকর্ত্তৄণি দীপদানাদ্দিবং ব্রজেৎ॥
তস্যাপ্যভাবে সুভগে পরদীপপ্রবোধনং। কর্ত্তব্যং ভক্তিভাবেন সর্ব্বদানাধিকঞ্চ যৎ॥ইতি॥৩৪॥
সদা কালবিশেষেঽপি ভক্ত্যা ভগবদালয়ে। মহাদীপ প্রদানস্য মহিমাপ্যত্র লিখ্যতে॥

অথ মহাদীপমাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে।—

মহাবর্ত্তিঃ সদা দেয়া ভূমিপাল মহাফলা। কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ তত্রাপি চ বিশেষতঃ॥
অমাবস্যা চ নির্দ্দিষ্টা দ্বাদশী চ মহাফলা। আশ্বযুজ্যামতীতায়াং-কৃষ্ণপক্ষশ্চ যো ভবেৎ॥
অমাবস্যা তদা পুণ্যা দ্বাদশী চ বিশেষতঃ। দেবস্য দক্ষিণে পার্শ্বে দেয়া তৈলতুলা নৃপ॥
পলাষ্টকযুতা রাজন্ বর্ত্তিং তত্র তু দাপয়েৎ। বাসসা তু সমগ্রেণ সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥৩৫॥
মহাবর্ত্তিদ্বয়মিদং সকৃদ্দত্ত্বা মহামতে। স্বর্লোকং সুচিরং ভুক্ত্বা জায়তে ভূতলে যদা॥
তদা ভবতি লক্ষীবান্ জয়দ্রবিণসংযুতঃ। রাষ্ট্রে চ জায়তে স্বস্মিন্ দেশে চ নগরে তথা॥
কুলে চ রাজশার্দ্দূল তত্র স্যাৎ দীপবৎ প্রভুঃ। প্রত্যুজ্জ্বলশ্চ ভবতি যুদ্ধেষু কলহেষু চ॥
খ্যাতিং যাতি তথা লোকে সদ্‌গুণানাঞ্চ সদ্‌গুণৈঃ। একমপ্যথ যো দদ্যাদভীষ্টতময়োর্দ্বয়োঃ॥
মানুষ্যে সর্ব্বমাপ্নোতি যদুক্তং তে মহানঘ। স্বর্গং তথাত্বমাপ্নোতি ভোগকালে তু যাদব॥
সামান্যস্য তু দীপস্য রাজন্ দানং মহাফলং। কিং পুনর্মহতো দীপস্যাত্রেয়ত্তা ন বিদ্যতে॥ ৩৬॥

বিবিধসুখভোগানুপভুজ্যান্তে স্বেচ্ছয়া পৃথিব্যাং ভগবদ্ভাবপরো রাজা বভূবেতি॥ ৩৩॥ দিবং স্বর্গমিতি কামিন্যাস্তস্যা মোহিন্যাস্তত্রাদরবিশেষাৎ। যদ্বা। ঊর্দ্ধলোকমিত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠমিত্যানুক্তিস্তু তস্যাৎ.তৎপ্রকাশনাযোগাদিতি দিক্। যৎ যস্মাৎ পরদীপস্য প্রবোধনমপি সর্ব্বদানেভ্যোঽধিকং॥ ৩৪॥ সদা সর্ব্বস্মিন্নপি দিনে। কালবিশেষে অমাবস্যাদাবপি॥

তবে মহাফল হইয়া থাকে, সে দীপ কদাচ নিরয়যাতনাপ্রদ হয় না। ৩৩। নারদপুরাণে মোহিনীর প্রতি শ্রীরুক্মাঙ্গদবাক্য যথা,—হে বরবর্ণিনি! দানার্থ বহুপরিমিত অর্থনাশ অন্তরের ক্লেশকর, সুতরাং তাহা করিবার আবশ্যক নাই; প্রদীপ প্রদান করিলেই সুরপুরে গমন করিতে পারে। হে সুভগে! দীপেরও অভাব হইলে সে স্থলে ভক্তি সহকারে অপরের দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দেওয়া উচিত। কেননা, উহাও সর্ব্বদান হইতে সমধিক ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত।৩৪। ভগবন্মন্দিরে নিরন্তর এবং কালভেদে (অমাবস্যাদি তিথিতে) মহাদীপ অর্পণের মাহাত্ম্য এখানে বিবৃত হইতেছে।

অনন্তর মহাদীপমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে লিখিত আছে যে, হে নরপতে! নিরন্তর মহাফলপ্রদ মহাবর্ত্তি সমর্পণ করিবে। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে দান করা সমধিক উচিত; আবার তাহার মধ্যে দ্বাদশী তিথিতে ও অমাবস্যা তিথিতে অর্পণ করিলে অধিকতর ফল হইয়া থাকে। হে রাজন্! আশ্বিনমাসের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষীয়া পবিত্রা দ্বাদশী তিথিতে এবং অমাবস্যা দিনে দেবদেবের দক্ষিণ ভাগে অষ্টাধিক শত পল তৈল প্রদান করিবে এবং ইন্দ্রিয়

অথ শোণমলিনাদিবস্ত্রবর্ত্ত্যা দীপদাননিষেধঃ।

শোণং বাদরকং বস্ত্রং জীর্ণং মলিনমেব চ। উপভুক্তং ন বা দদ্যাৎ বর্ত্তিকার্থং কদাচন॥ ইতি॥
স্বয়মন্যেন বা দত্তং দীপং ন শ্রীহরের্হরেৎ। নির্ব্বাপয়েন্ন হিংস্যাচ্চ শুভমিচ্ছন্ কদাচন॥ ৩৭॥

অথ দীপনির্ব্বাপণাদিদোষঃ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে।—

দত্ত্বা দীপো ন হর্ত্তব্যস্তেন কর্ম্ম বিজানতা। নির্ব্বাপণঞ্চ দীপস্য হিংসনঞ্চ বিগর্হিতং॥
যঃ কুর্য্যাদ্ধিংসনং তেন কর্ম্মণা পুষ্পিতেক্ষণঃ। দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাণকৃদ্ভবেৎ॥ ৩৮॥

আশ্বযুজ্যাম্ আশ্বিনপৌর্ণমাস্যাং। পলাষ্টকেন যুতা তৈলস্য তুলা পলশতং অষ্টোত্তরশতপল-তৈলানীত্যর্থঃ। দাপয়েৎ দদ্যাৎ অগ্রে দত্ত্বেত্যুক্তেঃ। এবমগ্রেঽপি সমগ্রেণ অখণ্ডেন যো দাপয়েৎ স জায়ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। দীপবৎ প্রভা তমোনাশিনী দ্যুতির্যস্য সঃ। সদ্গুণানাং জনানাং মধ্যে তথাত্বং লক্ষ্মীবত্ত্বাদিকং। ইয়ত্তা ফলে পরিমিতিঃ॥ ৩৬॥

শুভমিচ্ছন্ জনঃ কদাপি ন হরেৎ। নান্যত্র নয়েৎ ন নির্ব্বাপয়েৎ ন হিংস্যাচ্চ তৈলাদিনা ন বিযোজয়েৎ॥ ৩৭॥

তেন হরণে যৎ কর্ম্ম মহাপাতকলক্ষণং তদ্বিজানতা জনেন। পুষ্পং চক্ষুরোগবিশেষস্তদ্যুক্ত-মীক্ষণং নেত্রং যস্য স ভবেৎ। তৎ পুষ্পিতেক্ষণত্বাদিকঞ্চ দীপহিংসনকর্ত্তুর্নরকভোগানন্তরং দেহা-

দমন পূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া অখণ্ড বসন দ্বারা বর্ত্তিকা নির্ম্মাণ করত সেই তৈলে অর্পণ করিতে হইবে। ৩৫। হে মহাবুদ্ধে! যিনি একবারমাত্র এইপ্রকার দুইটী মহাবর্ত্তিকা হরিকে অর্পণ করেন, বহুদিন সুরপুরে তাঁহার সুখভোগ হয় এবং তিনি যৎকালে পুনরায় ধরাধামে দেহ ধারণ করেন, শ্রীমান্, ধনবান্ ও জয়শালী হইয়া থাকেন। আরও লিখিত আছে, হে নৃপতি-প্রবর! সেই ব্যক্তি রাজ্যে, নিজ দেশে, নগরে ও স্বীয় বংশে প্রদীপবৎ সমুজ্জ্বল হয়েন। তিনি সংগ্রামে ও বিবাদে অত্যুজ্জ্বল শ্রী পরিগ্রহ করেন এবং ইহলোকে সদ্গুণবান্দিগের তুল্য সদ্-গুণরাজি দ্বারা প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অভীষ্টতম এই দুইপ্রকার বর্ত্তিকার মধ্যে যিনি একটী মাত্রও হরিকে অর্পণ করেন, হে অনঘ! হে যাদব! ত্বৎসকাশে যাহা যাহা বর্ণন করিলাম সেই ব্যক্তি নরলোকে তৎসমস্তই লাভ করিয়া থাকেন। তিনি ভোগসময়ে স্বর্গ ও লক্ষ্মীবত্ত্বাদি প্রাপ্ত হন। হে নৃপ! সামান্য দীপার্পণ দ্বারা যখন মহাফল অর্জ্জন হয়, তখন মহাদীপ প্রদানে যে কি ফল তাহার সীমা নির্ণয় করা সুদুরূহ। ৩৬।

অনন্তর লোহিতবর্ণ ও মলিনাদি বস্ত্রপ্রস্তুত বর্ত্তিযোগে দীপদান নিষেধ।—লোহিত-বর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও ব্যবহৃত কার্পাসবসন দ্বারা বর্ত্তিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দীপদান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। স্বীয় মঙ্গলকামী ব্যক্তি কদাচ নিজে বা অপর কর্ত্তৃক হরি-সকাশে প্রদত্ত দীপ অন্যত্র লইয়া যাইবে না, নির্ব্বাণ করিয়া দিবে না এবং তৈলাদিশূন্যও করিবে না। ৩৭। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে লিখিত আছে যে, দীপ প্রদান পূর্ব্বক তাহা হরণ করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে। দীপ নির্ব্বাপণ ও হিংসনও দোষাবহ। দীপ তৈলাদিবিরহিত করিলে তাহার

বিষ্ণুধর্ম্মে চ নারকান্ প্রতি শ্রীধর্ম্মরাজোক্তৌ।

যুষ্মাভির্যৌবনোন্মাদমুদিতৈরবিবেকিভিঃ। দ্যূতোদ্দ্যোতায় গোবিন্দগেহাদ্দীপঃ পুরা হৃতঃ।
তেনাদ্য নরকে ঘোরে ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিপীড়িতাঃ। ভবন্তি পতিতাস্তীব্রে শীতবাতবিদারিতাঃ॥ ৩৯॥

তত্রৈব শ্রীপুলস্ত্যোক্তৌ চ।—

তস্মাদায়তনে বিষ্ণোর্দদ্যাদ্দীপান্ দ্বিজোত্তম। তাংশ্চ দত্ত্বা ন হিংসেত ন চ তৈলবিযোজিতান্॥
কুর্ব্বীত দীপহন্তা চ মূকোঽন্ধোজায়তে মৃতঃ। অন্ধে তমসি দুষ্পারে নরকে পচ্যতে কিল॥ ৪০॥

ভূমৌ দীপদাননিষেধঃ।

কালিকাপুরাণে।—

দীপ বৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব। বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন॥

অথ নৈবেদ্যং।

দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পীঠং পাদ্যমাচনং তথা। কৃত্বা পাত্রেষু কৃষ্ণায়ার্পয়েদ্ভোজ্যং যথাবিধি॥ ৪১॥

স্তরে জ্ঞেয়ম্ অগ্রে লেখ্যবচনানুসারাৎ॥৩৮॥ দ্যূতস্য উদ্দ্যোতায় প্রকাশনায়॥ ৩৯॥ ন হিংসেত ন নির্ব্বাপয়েৎ। মৃতঃ সন্ মূকোঽন্ধশ্চ জায়তে ইহ লোকে অন্ধে তমসি অন্ধতামিস্রসংজ্ঞকে॥৪০॥

ভোজ্যং পায়সাদি নৈবেদ্যং পাত্রেষু কৃত্বা নিধায়ার্পয়েৎ। যথাবিধীত্যনেন ছত্রচামরগীত-বাদ্যাদ্যুৎসবপূর্ব্বকং তদানেতব্যমিত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্। অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি জলগণ্ডূষঞ্চ দেয়মিত্যাদিকং লৌকিকব্যবহারানুসারেণ জ্ঞেয়ম্। অন্যচ্চাগ্রে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি॥ ৪১॥

নেত্রে পুষ্প-রোগ (ছানি) জন্মে। যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, তাহাকে অন্ধ হইতে হয় এবং নির্ব্বাণ করিয়া দিলে কাণা হইয়া থাকে। ৩৮। বিষ্ণুধর্ম্মে নিরয়স্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধর্ম্মরাজের বচন প্রকাশিত আছে যথা,—তোমরা পূর্ব্বে যৌবনগর্ব্বে উন্মত্ত ও বিবেকরহিত হইয়া দ্যূতক্রীড়ার আলোকের জন্য হরিমন্দির হইতে দীপ হরণ করিয়াছিলে, অধুনা সেই জন্য ক্ষুধায় ও পিপাসায় প্রপীড়িত এবং অতিশীতল সমীরণ দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া দুষ্পার ভীষণ নিরয়ে নিমগ্ন হইয়াছ। ৩৯। ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেই পুলস্ত্যবচনে বর্ণিত আছে যে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হরিমন্দিরে দীপ প্রদান করিবে এবং উহা নির্ব্বাণ বা তৈলবিয়োজিত করিবে না। যে ব্যক্তি দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেয়, সে ইহলোকে বাক্‌শক্তিহীন ও অন্ধ হইয়া থাকে এবং দেহান্তে অন্ধতামিস্র নামে দুষ্পার নিরয়ে অবস্থিতি করে সন্দেহ নাই। ৪০।

অনন্তর মৃত্তিকায় দীপদান নিষেধ।—কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, হে ভৈরব! তৈজসাদি দ্বারা দীপতরু (পিলসুজ) প্রস্তুত করত তাহাতেই প্রদীপ অর্পণ করিবে, প্রদীপ কদাচ ভূতলে স্থাপন করিবে না।

অনন্তর নৈবেদ্য।—কুসুমাঞ্জলি, আসন, পাদ্য ও আচমন অর্পণান্তে পাত্রে ভোজ্য (পায়-সাদি নৈবেদ্য) স্থাপন পূর্ব্বক বিধানে (ছত্র-চামর-বীজন-গীতবাদ্যাদি সহকারে) শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিবে। ৪১। *

---

* "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে জলগণ্ডূষ অর্পণ করিতে হয়।

অথ নৈবেদ্যার্পণবিধিঃ।

অস্ত্রং জপ্তাম্বুনা প্রোক্ষ্য নিবেদ্যং চক্রমুদ্রয়া। সংরক্ষ্য প্রোক্ষয়েদ্বায়ুবীজজপ্তজলেন চ॥
তেন সংশোষ্য তদ্দোষমগ্নিবীজঞ্চ দক্ষিণে। ধ্যাত্বা করতলেঽন্যত্তৎপৃষ্ঠে সংযোজ্য দর্শয়েৎ॥
তদুত্থবহ্নিনা তস্য শুষ্কদোষং হৃদা দহেৎ। ততঃ করতলে সব্যেঽমৃতবীজং বিচিন্তয়েৎ॥ ৪২॥
তৎপৃষ্ঠে দক্ষিণং পাণিতলং সংযোজ্য দর্শয়েৎ। তদুত্থয়া নিবেদ্যং তৎ সিঞ্চেদমৃতধারয়া॥ ৪৩॥
জলেন মূলজপ্তেন প্রোক্ষ্য তচ্চামৃতাত্মকং। সর্ব্বং বিচিন্ত্য সংস্পৃশ্য মূলং বারাষ্টকং জপেৎ॥৪৪॥
অমৃতীকৃত্য তদ্ধেনুমুদ্রয়া সলিলাদিভিঃ। তচ্চ কৃষ্ণঞ্চ সংপূজ্য গৃহীত্বা কুসুমাঞ্জলিং।
শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থ্য তদ্বক্ত্রাত্তেজো ধ্যাত্বা বিনির্গতং।
সংযোজ্য চ নিবেদ্যে তৎ পাত্রং বামেন সংস্পৃশন্।
দক্ষেণ পাণিনাদায় গন্ধপুষ্পান্বিতং জলং। স্বাহান্তং মূলমুচ্চার্য্য তজ্জলং বিসৃজেদ্ভুবি॥ ৪৫॥

নিবেদ্যং তদেব অস্ত্রমন্ত্রেণ জপ্তাভিঃ অদ্ভিঃ জলেন প্রোক্ষ্য। তৎ নিবেদ্যং চক্রমুদ্রয়া তদ্ভ্রামণেন সংরক্ষ্য। বায়ুবীজং যমিতি তেন জপ্তং দ্বাদশবারানভিমন্ত্রিতং তজ্জলং তেন চ প্রোক্ষয়েৎ। তেন প্রোক্ষণেন তস্য নিবেদ্যস্য দোষং সংশোষ্য সম্যক্ শুষ্কং কৃত্বা দক্ষিণে করতলে অগ্নিবীজং রমিতি ধ্যাত্বা সঞ্চিন্ত্য। অন্যৎ বামকরতলং তস্য দক্ষিণকরতলস্য পৃষ্ঠে সংযোজ্য লগ্নং কৃত্বা দর্শয়েৎ। তস্মাৎ প্রদর্শনাদুত্থেন জাতেন বহ্নিনা তস্য নিবেদ্যস্য শুষ্কং পূর্ব্বমেব শুষ্কতাং প্রাপ্তং দোষং দহেৎ। ততঃ করতলে সব্যহস্তে হৃদেতি মনসা ধ্যানেনৈব কার্য্যমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপূহ্যং। অমৃতবীজং ঠমিতি॥ ৪২॥ তস্য সব্যকরতলস্য পৃষ্ঠে তস্মাদ্দর্শনাদুত্থয়া অমৃতধারয়া ততস্তালত্রয়-দিগ্বন্ধনাভ্যাং সংরক্ষ্য কবচেনাবগুণ্ঠয়েদিতি বিধিঃ সৎসম্প্রদায়াদ্বিজ্ঞেয়ঃ যথাবিধীতি প্রাগ্লিখনাৎ। এবমন্যত্রাপি বোদ্ধব্যং॥৪৩॥ তন্নিবেদ্যঞ্চ মূলমন্ত্রজপ্তেন জলেন প্রোক্ষ্য সর্ব্বং তচ্চ অমৃতাত্মকং সুধাময়ং বিচিন্ত্য সংস্পৃশ্য তদেব দক্ষিণহস্তেনাভিস্পৃশ্য॥৪৪॥ তৎ নিবেদ্যং ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য পরিপূর্ণং বিচিন্ত্য। তৎ নিবেদ্যঞ্চ সলিলাদিভিঃ জলগন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজ্য। কৃষ্ণঞ্চ কৃষ্ণায় নম ইতি তৈরেব সংপূজ্য কুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বেত্যস্য পরেণান্বয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থ্য ভগবন্নৈবেদ্যগ্রহণায়

অতঃপর নৈবেদ্যদানবিধি।—"অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্র দ্বারা জপ্ত জলযোগে নৈবেদ্য প্রোক্ষণ পূর্ব্বক চক্রমুদ্রা ভ্রমণ দ্বারা রক্ষণ করিবে। পরে বায়ুবীজ (যং) দশধা জলে জপ করত সেই জল নৈবেদ্যে সেচন করিতে হইবে। উহা দ্বারা নিবেদ্য দ্রব্যের শুষ্কত্ব-দোষের বিশুদ্ধি করিয়া দক্ষিণ করে বহ্নিবীজ (রং) ভাবনা করিবে এবং দক্ষিণ হস্ততলের পৃষ্ঠভাগে বামকর লগ্ন করত প্রদর্শন করিবে। তদুত্থ বহ্নি দ্বারা নিবেদ্য দ্রব্যের শুষ্কত্ব-দোষ মনে মনে দহন করিতে হইবে। তৎপরে বামকরে অমৃতবীজ (ঠং) চিন্তা করিবে। ৪২। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের তলদেশ বাম-করের পৃষ্ঠভাগে লগ্ন করিয়া দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্রা হইতে জাত সুধাধারা দ্বারা সেই নিবেদ্য দ্রব্য সেচন করিবে। ৪৩। পরে মূলমন্ত্র-যোগে অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা ঐ নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করত তৎসমস্ত সুধাময় চিন্তা করিবে। তদনন্তর উহা দক্ষিণ কর দ্বারা স্পর্শ পূর্ব্বক অষ্টধা মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৪৪। তৎপরে ধেনুমুদ্রা-যোগে উক্ত নৈবেদ্যকে পরিপূর্ণ জ্ঞান করত

তৎপাণিভ্যাং সমুত্থাপ্য নিবেদ্যং তুলসীযুতং। পত্রাঢ্যং তস্য মন্ত্রেণ ভক্ত্যা ভগবতেঽর্পয়েৎ ॥
নিবেদনমন্ত্রশ্চায়ং।—নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে ॥ ইতি ॥ ৪৬ ॥
অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়ন্ হরেঃ। দত্ত্বাথ বিধিবদ্বারিগণ্ডূষং বামপাণিনা।
দর্শয়েদ্গ্রাসমুদ্রান্ত প্রফুল্লোৎপলসন্নিভাং ॥ ৪৭ ॥
প্রাণাদিমুদ্রা হস্তেন দক্ষিণেন তু দর্শয়েৎ। মন্ত্রৈশ্চতুর্থীস্বাহান্তৈস্তারাদ্যৈস্তত্তদাহ্বয়ৈঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীমুখতস্তে মহঃ প্রসরত্বিত্যভ্যর্চ্চ্য। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রাৎ তেজো মহঃ বিনির্গতং ধ্যাত্বা নিবেদ্য তদেব সংযোজ্য তেন সহ সংযুক্তং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। তস্য নিবেদ্যস্য পাত্রং বামেন পাণিনা সংস্পৃশন্ দক্ষিণেন পাণিনা গন্ধাদিসহিতং জলমাদায় স্বাহান্তমিতি স্বাহান্তেঽপি মন্ত্রেঽস্মিন্ পুনরন্তে স্বাহেতি প্রযুজ্যেত্যর্থঃ। তৎ দক্ষিণপাণিগৃহীতং গন্ধাদ্যন্বিতং জলং শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামীতি দেবতীর্থেন ভূমৌ বিসৃজেদিতি ত্রিভিরন্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ তুলসীদলসংমিশ্রং হরের্যচ্ছেচ্চ সর্ব্বদেত্যাদি-বচনতস্তুলসীসাহিত্যস্যাবশ্যকত্বেন তন্নিবেদ্যং পাত্রসহিতং তুলসীযুতঞ্চ পাণিভ্যাং হস্তদ্বয়েন ধৃত্বা সমুত্থাপ্য ভূমিতঃ সমুদ্ধৃত্য বারত্রয়ং সমুত্থাপয়ন্নিতি কেচিৎ। তস্য নিবেদ্যার্পণস্য মন্ত্রেণ। তত্তেজসে ইতি পাঠে তস্মৈ শ্রীভগবন্মুখনির্গতায় মহসে তথাপি স এবার্থঃ ॥ ৪৬ ॥ অথানন্তরং বিধিবদ্যথা স্যাৎ এতচ্চাগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্ত্যং। ততশ্চ অমৃতোপস্তরণমসীতি দেবহস্তে জলগণ্ডূষং দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪৭ ॥ দক্ষিণহস্তেন তু প্রাণাদিমুদ্রাঃ পঞ্চ মন্ত্রৈঃ পঞ্চভিঃ ক্রমেণ দর্শয়েৎ। আদিশব্দেন অপানব্যানোদানসমানাঃ। মন্ত্রানেব লিখতি। তস্য তস্য প্রাণাদেরাহ্বয়ৈর্নামভিঃ। কথম্ভূতৈঃ? চতুর্থীবিভক্তিঃ স্বাহা চ তে অন্তে যেষাং তৈঃ। তারঃ প্রণবঃ আদ্যো যেষাং তৈশ্চ। প্রাণাদি-মুদ্রাশ্চোক্তাঃ ক্রমদীপিকায়াং। স্পৃশেৎ কনিষ্ঠোপকনিষ্ঠিকে দ্বে স্বাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না প্রথমেহ মুদ্রা। তথা পরা তর্জ্জনিমধ্যমে স্যাদনামিকা-মধ্যমিকে চ মধ্যা। অনামিকা-তর্জ্জনি-মধ্যমাঃ স্যাত্তদ্বচ্চতুর্থী সকনিষ্ঠিকাস্তাঃ। স্যাৎ পঞ্চমী তদ্বদিতি প্রতিষ্ঠা প্রাণাদিমুদ্রেতি। এতদর্থঃ। কনিষ্ঠানামিকে অঙ্গুল্যৌ স্বাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না চেৎ স্পৃশেৎ তদা আদ্যা মুদ্রা স্যাৎ। তর্জ্জনী-মধ্যমে চেদঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না স্পৃশেৎ তদা দ্বিতীয়া এবম্ অনামিকা মধ্যমে চেৎ স্পৃশেৎ তদা তৃতীয়া। অনামিকা-তর্জ্জনী-মধ্যমাশ্চেৎ

গন্ধ-জলাদি দ্বারা উহার এবং শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর কুসুমাঞ্জলি লইয়া শ্রীহরিকে এই বলিয়া অর্চ্চনা করিবে যে, হে ভগবন্! নৈবেদ্য গ্রহণার্থ তদীয় শ্রীবদনপদ্ম হইতে তেজঃ বহির্গত হউক্। এই প্রকারে পূজা করিয়া যেন প্রভুর বদন হইতে তেজ বিনির্গত হইয়া নৈবেদ্যে মিলিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। তৎপরে বামকরে নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করে গন্ধপুষ্প সহ জল লইবে এবং স্বাহান্ত মূলমন্ত্র পাঠ করত "শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি সহ দক্ষিণ করস্থ তজ্জল ভূতলে পরিত্যাগ করিবে। ৪৫। তৎপরে তুলসীদল সহ নৈবেদ্য প্রদানের মন্ত্র দ্বারা প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিবে। নিবেদ-নের মন্ত্র যথা,—"হে ভগবন্! এই হবিঃ আপনাকে নিবেদন করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন্। ৪৬। পরে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্র পাঠ করত বাম কর দ্বারা বিধানে প্রভুকে বারি-গণ্ডূষ প্রদান করিবে এবং বিকসিত-কমল-সদৃশ গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে। ৪৭। ফলতঃ প্রথমে

ততঃ স্পৃশংশ্চ করয়োরঙ্গুষ্ঠাভ্যামনামিকে। প্রদর্শয়েন্নিবেদ্যস্য মুদ্রাং তস্য মনুং জপন্॥ ৪৯॥
মন্ত্রশ্চায়ং ক্রমদীপিকায়াং।—

নন্দজোঽম্বুমনুবিন্দুযুগ্‌ নতিঃ পার্শ্ব-রা-মরুদবাত্মনে নি চ।
রুদ্ধ ঙে যুত নিবেদ্যমাত্মভূমাস পার্শ্বমনিলস্তথামিযুগিতি।

নিবেদ্যস্য মনুস্তেন স্বাভীষ্টং মনুমেব তে। একান্তিনো জপন্তস্ত গ্রাসমুদ্রাং বিতন্বতে।
ন চ ধ্যায়ন্তি তে কৃষ্ণবক্ত্রাত্তেজোবিনির্গমং। মঞ্জুলব্যবহারেণ ভোজয়ন্তি হরিং মুদা॥ ৫০॥

অন্যত্র চ।— শালীভক্তং সুভক্তং শিশিরকরসিতং পায়সং পূপসূপং।
লেহ্যং পেয়ং সুচূষ্যং সিতমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যং॥
আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়নরুচিকরং বাজিকৈলামরীচ-
স্বাদীয়ঃ শাকরাজীপরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব॥ ৫১॥

স্পৃশেৎ তদা চতুর্থী। তা অনামিকা-তর্জ্জনী-মধ্যমাঃ কনিষ্ঠাসহিতাশ্চেৎ স্পৃশেত্তদা পঞ্চমীতি। প্রয়োগঃ। ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ইত্যঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠিকানামিকাভিরিত্যেবমূহ্যং॥৪৮॥ পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রসংলগ্না প্রোত্থিতোর্দ্ধমুখী যদীত্যাদিনা পূর্ব্বমুপচারগণমুদ্রা-মধ্যে লিখিতা নিবেদ্য-মুদ্রা। যদ্বা। করদ্বয়-স্যাঙ্গুষ্ঠদ্বয়েনানামিকাদ্বয়স্পর্শমেব নিবেদ্যমুদ্রা। তাং প্রদর্শয়েৎ। কিং কুর্ব্বন্?—তস্য নিবেদ্যস্য মনুং মন্ত্রং জপন্॥ ৪৯॥ নন্দজঃ ঠকারঃ, অম্বুমনুঃ ঔকারঃ, কস্যচিন্মতে বকারঃ, তেন বিন্দুনা চানুস্বারেণ যুক্তঃ। নতির্নমঃশব্দঃ। পার্শ্বং পকারঃ। রা ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। মরুদ্‌যকারঃ। অবাত্মনে ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ তথা নি চ রুদ্ধেতি চ তচ্চ পদং ঙেযুক্তং রুদ্ধায়েত্যর্থঃ। নিবেদ্যমিতি স্বরূপ-নির্দ্দেশঃ। আত্মভূঃ কারঃ। মাসং লকারঃ তদ্‌যুক্তঃ। পার্শ্বং পকারঃ। অনিলো যকারঃ।

প্রণববিশিষ্ট এবং শেষে চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাযুক্ত প্রাণাদি মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণ করে প্রাণাদি মুদ্রাপঞ্চ প্রদর্শন কর্ত্তব্য। ৪৮। * তৎপরে করদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠযুগল দ্বারা স্ব স্ব অনামাযুগল স্পর্শ করত নিবেদ্য দ্রব্যের মন্ত্র জপ পূর্ব্বক নিবেদ্য মুদ্রা দেখাইবে। ৪৯। † নিবেদ্য-মুদ্রার মন্ত্র যথা,—ক্রমদীপিকায় লিখিত আছে, নন্দজ (ঠ), অম্বুমনু (ঔ) ও বিন্দু (ং) ইহাদের সহিত যুক্ (সংযুক্ত) তৎপরে নতি (নমঃ) শব্দ। এই সমস্ত একত্র হইলেই "ঠৌঁ নমঃ" হয়। পার্শ্ব (প), রা, এবং য, এই তিনটীতে "পরায়" হয়। তৎপরে "অবাত্মনে" পরে "নি" এবং রুদ্ধ" এই শব্দদ্বয়ে ঙে (চতুর্থীবিভক্তি) যোগ করিলে "নিরুদ্ধায়" হয়। তৎপরে 'নিবেদ্যং", পরে আত্মভূ (ক), মাস (ল্), তদ্‌যুক্ত প (ল্প), অনিল (য়), এবং আমি। এই সমস্ত একত্র করিলে "ঠৌঁ নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি" এই মন্ত্র হইল। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণেরা নিজ অভীষ্ট মন্ত্র নিবেদ্য পদার্থের মন্ত্ররূপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া থাকেন। হরিমুখ-পদ্ম হইতে যে তেজ বিনিক্রান্ত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ চিন্তা করেন না; ফল কথা, শিষ্টাচারানু-

---

* প্রয়োগ যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ইত্যাদি।

† করদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠযুগল দ্বারা স্ব স্ব অনামাদ্বয় স্পর্শ করিলেই তাহার নাম নিবেদ্য-মুদ্রা। অথবা পাঁচটী অঙ্গুলীর অগ্রদেশ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিতি করিলেই তাহাকে নিবেদ্য-মুদ্রা বলা যায়।

কিঞ্চ গরুড়পুরাণে।—

নৈবেদ্যং পরয়া ভক্ত্যা ঘণ্টাদ্যৈর্জয়নিস্বনৈঃ। নীরাজনৈশ্চ হরয়ে দদ্যাদ্দীপাসনং বুধঃ ॥ ৫২ ॥

অথ নৈবেদ্যপাত্রাণি।

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্য মহাত্মনঃ। হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং কাংস্যং মৃন্ময়মেব চ।
পালাশং পদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—পাত্রাণাস্তু প্রদানেন নরকঞ্চ ন গচ্ছতি ॥

পাত্রপরিমাণং।

দেবীপুরাণে।— ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং।
মধ্যমঞ্চ ত্রিভাগোনং কন্যসং দ্বাদশাঙ্গুলং। বস্বঙ্গুলবিহীনস্তু ন পাত্রং কারয়েৎ ক্বচিৎ ॥ ৫৩ ॥

আমীতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। ঠৌং নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামীতি ॥ ৫০ ॥ সিতং শুদ্ধং। ঘারিকা ঘীবরেতি প্রসিদ্ধা। তদাদ্যং শোভনখাদ্যং। আজ্যং ঘৃতং। প্রাজ্যং ঘৃতপ্রচুর-পক্বং। সমিজ্যং পরমোত্তমমিত্যর্থঃ। শ্লোকোঽয়ং যবনিকান্তর্দ্ধানানন্তরং বহিরের পাঠ্য ইতি জ্ঞেয়ং। ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণাদৌ তন্মুখ্যমন্ত্রস্য লিখিতত্বাৎ ॥ ৫১ ॥ অন্যঞ্চ নৈবেদ্যার্পণবিধিং লিখতি নৈবেদ্যমিতি। দীপঞ্চান্যমেকং ভোজনকালপর্য্যন্তস্থায়িনং আসনঞ্চ দদ্যাৎ। বুধঃ সদা-চারবিশেষবিদ্বানিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

কন্যসং কনিষ্ঠং। বসুভিরষ্টভিরঙ্গুলিভির্বিহীনং অষ্টাঙ্গুলপরিমাণতো ন্যূনমিত্যর্থঃ। ক্বচিদিতি স্নানাদৌ চ সর্ব্বত্র ন কারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

সারে প্রফুল্লমনে হরিকে ভোজন করাইয়া থাকেন। ৫০। অন্যত্রও লিখিত আছে, “হে ভগবন্! শাল্যোদন, শিশিরকরতুল্য শ্বেতবর্ণ উৎকৃষ্ট অন্ন, পায়স, পিষ্টক, সূপ, লেহ্য, পেয়, চূষ্য ও শ্বেত সুধাস্বরূপ ফল, ঘারিকাদি (ঘিওর) উৎকৃষ্ট খাদ্য, ঘৃত, নেত্রপ্রীতিকর ঘৃত, এলাচ-মরীচাদি দ্বারা সংস্কৃত সুস্বাদ অত্যুৎকৃষ্ট ঘৃতবহুল পক্বান্ন ও শাকাদি উপকরণ এই সমস্ত সুধাসদৃশ দ্রব্যের আস্বাদজন্য আনন্দ উপভোগ করুন্।” গরুড় পুরাণে লিখিত আছে, সদাচারবিশেষবেত্তা ব্যক্তি ঘণ্টাদি জয়শব্দ ও নীরাজনা করত পরমা ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে নৈবেদ্য, ভোজনকালযাবৎ স্থায়ী প্রদীপ ও আসন অর্পণ করিবেন।

অনন্তর নৈবেদ্যপাত্র-সমূহ।—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, মহাত্মা হরির নৈবেদ্যপাত্রের বিষয় বর্ণন করিব। সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র, মৃন্ময় পাত্র, পলাশপত্র ও পদ্মপত্রচরিত পাত্র হরির অতীব প্রীতিকর। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, যিনি কৃষ্ণকে পাত্রসমূহ অর্পণ করেন, তাঁহাকে আর নিরয়ে গমন করিতে হয় না।

অতঃপর পাত্রের পরিমাণ।—দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলীপ্রমাণ পাত্র উত্তম, চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুল মধ্যম এবং দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ পাত্র অধম। কদাচ অষ্টাঙ্গুলের ন্যূন পাত্র নির্ম্মাণ করিবে না। ৫৩।

অথ ভোজ্যানি।

একাদশস্কন্ধে।—

গুড়পায়সসর্পীংষি শঙ্কুল্যাপূপমোদকান্। সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

কিঞ্চ।—যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫৫॥

ষষ্ঠস্কন্ধে।—নৈবেদ্যঞ্চাধিগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদং ॥ ৫৬ ॥

বৌধায়নস্মৃতৌ চ।—

নানাবিধান্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যণাদ্যৈর্মনোহরৈঃ। নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্বিষ্ণোস্তদভাবে চ পায়সং।

কেবলং ঘৃতসংযুক্তং ॥ ৫৭ ॥

বামনপুরাণে।—

হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ। তিলমুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ ॥

গারুড়ে।—

অন্নং চতুর্ব্বিধং পুণ্যং গুণাঢ্যঞ্চামৃতোপমং। নিষ্পন্নং স্বগৃহে যদ্বা শ্রদ্ধয়া কল্পয়েদ্ধরেঃ ॥ ৫৮ ॥

ভবিষ্যে।— পুষ্পং ধূপং তথা দীপং নৈবেদ্যং সুমনোহরং।

খণ্ডলড্ডুক-শ্রীবেষ্ট-কাসারাশোকবর্ত্তিকাঃ ॥

গুড়শব্দেন সর্ব্বে ইক্ষুবিকারা গৃহ্যন্তে তেষাং গুড়াত্মকত্বাৎ। শঙ্কুল্যঃ তৈলপক্কবিশেষাঃ। আপূপা মণ্ডকাদীনাং সমূহাঃ। সূপা ব্যঞ্জনানি। সতি বিভবে ইতি শেষঃ। যদ্বা গুড়াপায়সাদি নৈবেদ্যে সতি ॥ ৫৪ ॥ যচ্চাত্মনোঽত্যন্তপ্রিয়মিতি লোকেঽনিষ্টমপি অবিহিতমপি স্বস্য প্রিয়ঞ্চেত্তর্হি দদ্যাদিত্যর্থঃ। অত্র চ বিহিতমেব ন তু নিষিদ্ধমিতি কেচিদাহুঃ অত্যন্তনিষিদ্ধে চ বৈষ্ণবানাং স্বত এবাপ্রবৃত্তেস্তন্ন দেয়মেবেতি কিং তদভিব্যঞ্জনেন ॥৫৫॥ অধিগুণবৎ অধিকগুণসংযুক্তং। যতঃ পুরুষস্য ভগবতঃ তুষ্টিদং। যদ্বা। পুরুষাহারসম্মিতং দদ্যান্ন ততো ন্যূনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ কেবলম্ একমেব পায়সং দদ্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ ঘৃতযুক্তমেব অঘৃতঞ্চাসুরং বিদুরিতি স্মৃতেঃ ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর ভোজ্য।—একাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে, গুড়, পায়স, ঘৃত, শঙ্কুলী, আপূপ,সংযাব, দধি ও সূপ এই সমস্ত বস্তুর নৈবেদ্য সম্পত্ত্যনুসারে অর্পণ করিবে। ৫৪। আরও লিখিত আছে, কিংবা সংসারে যে যে দ্রব্য প্রিয় এবং যে যে দ্রব্য স্বীয় অতীব প্রীতিকর, সেই সমস্ত আমাকে অর্পণ করিলে তাহা অনন্ত ফলের জন্য কল্পিত হইয়া থাকে। ৫৫। ষষ্ঠস্কন্ধে লিখিত আছে, পুরুষের (ভগবানের) প্রীতিকর কিংবা পুরুষের (এক ব্যক্তির) আহার-পরিমিত প্রীতিজনক অধিক-গুণশালী নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। ৫৬। বৌধায়নস্মৃতিতেও লিখিত আছে, নানারূপ অন্ন পান ও উত্তম ভক্ষ্যাদি বস্তু দ্বারা হরিকে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। তদভাবে কেবলমাত্র ঘৃত সমন্বিত পায়স নিবেদন করিবে; কেন না, ঘৃতহীন অন্ন অসুরান্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ৫৭। বামনপুরাণে লিখিত আছে, যব, গোধূম, ধান্য, তিল, মুগাদি কলায় এবং চণক প্রভৃতি শস্য গব্যঘৃতযুক্ত হইলে বিষ্ণুর প্রীতিজনক হইয়া থাকে। গরুড়-পুরাণে লিখিত আছে, নিজ গৃহে পক্ব, গুণবিশিষ্ট, সুধা সদৃশ ও বিশুদ্ধ এই চারি প্রকার অন্ন শ্রদ্ধা সহকারে বিষ্ণুকে

স্বস্তিকোল্লাসিকাদুগ্ধতিলবেষ্টকিলাটিকাঃ। ফলানি চৈব পক্কানি নাগরঙ্গাদিকানি চ॥
অন্যানি বিধিনা দত্ত্বা ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ। এবমাদীনি চান্যানি দাপয়েদ্ভক্তিতো নৃপ॥ ৫৯॥

বারাহে।— যস্তু ভাগবতো দেবি অন্নাদ্যেন তু প্রীণয়েৎ।
প্রীণিতস্তিষ্ঠতেঽসৌ বৈ বহুজন্মানি মাধবি॥

সর্ব্বব্রীহিময়ং গৃহ্য শুভং সর্ব্বরসান্বিতং। মন্ত্রেণ মে প্রদীয়েত ন কিঞ্চিদপি সংস্পৃশেৎ॥ ৬০॥
ইঙ্গুদীফলবিল্বানি বদরামলকানি চ। খর্জ্জূরাংশ্চাসনাংশ্চৈব মানবাংশ্চ পরূষকান্॥
শালোড়ুম্বরিকাংশ্চৈব তথা প্লক্ষফলানি চ। পৈপ্পলং কণ্টকীয়ঞ্চ তুম্বুরুঞ্চ প্রিয়ঙ্গুকং॥
মরীচং শিংশপাকঞ্চ ভল্লাতকরমর্দ্দকং। দ্রাক্ষাঞ্চ দাড়িমঞ্চৈব পিণ্ডখর্জ্জূরমেব চ॥
সৌবীরং কেলিকঞ্চৈব তথা শুভফলানি চ। পিণ্ডারকফলঞ্চৈব পুন্নাগফলমেব চ॥
শমীঞ্চৈব কবীরঞ্চ খর্জ্জূরকমহাফলং। কুমুদস্য ফলঞ্চৈব বহেড়কফলন্তথা॥

হবিষা গব্যঘৃতেন। ব্রীহয়ঃ যবাদিভ্যোঽন্যে চণকাদয়ঃ॥ ৫৮॥ শ্রীবেষ্টং লজুষীতি প্রসিদ্ধং। কাসারঃ পৈবাকিকাদিঘৃতপক্কান্তর্নিক্ষেপ্যো মধুরপক্কদ্রব্যবিশেষঃ কসেরুরিতি প্রসিদ্ধঃ। আশোকবর্ত্তিকা সেবালড্ডু ইতি প্রসিদ্ধা। একমূর্দ্ধা পিষ্টময়ো রচিতঃ স্বস্তিকো মতঃ। উল্লাসিকা লপসীতি প্রসিদ্ধা। দুগ্ধবেষ্টঃ তিলবেষ্টশ্চ। তত্র দুগ্ধবেষ্টঃ ক্ষীরবটকঃ পূপিকা বা। তিলবেষ্টঃ অম্বসা ইতি প্রসিদ্ধঃ। কিলাটিকা ক্ষীরসারঃ পটখিরিসেতি প্রসিদ্ধা। অন্যানি চ ফলানি দত্ত্বা পশ্চাদ্ভক্ষ্যাণি দাপয়েৎ ইত্যত্র দদ্যাদিতি বা পাঠঃ॥ ৫৯॥

অন্নাদি ভক্ষ্যপেয়দ্রব্যেণ গৃহ্য গৃহীত্বা॥ ৬০॥ আসনান্ চারবীজানি। মানবান্ নারিকেল-

---

প্রদান করিবে। ৫৮। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে নৃপতে! কুসুম, ধূপ, দীপ, মনোরম নৈবেদ্য; খণ্ড, লড্ডুক, শ্রীবেষ্ট (লজুষী), কসেরু, সেবালড্ডু, স্বস্তিক (একমস্তকযুক্তপিষ্টকময় বস্তুভেদ), উল্লাসিকা (লপসী), দুগ্ধবেষ্ট (ক্ষীরের বড়া), তিলবেষ্ট (অম্বসা), কিলাটিকা (ক্ষীরসার) এবং নাগরঙ্গাদি পক্ক ফলসমূহ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্পণ করত পরে অপরাপর নানা-প্রকার ভক্ষ্য বস্তু ও অন্যান্য দ্রব্য প্রদান করিবে। ৫৯। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, হে মাধবি! হে দেবি! যিনি অন্ন প্রভৃতি ভক্ষ্য বস্তু দ্বারা বৈষ্ণবগণের প্রীতি সম্পাদন করেন এবং সর্ব্বরসবিশিষ্ট শুভপ্রদ শস্যসমূহ গ্রহণ করত মন্ত্র দ্বারা আমাকে অর্পণ করিয়া তাহার কিছুমাত্র স্পর্শ না করেন, বহুজন্মযাবৎ তিনি সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন। ৬০। ইঙ্গুদীফল, বিল্বফল, বদর, আমলকী, খর্জ্জুর, আসন, নারিকেল, পরূষক, শাল, উড়ুম্বরিক, প্লক্ষফল, পিপ্পলীফল, পনস, তুম্বুরু, প্রিয়ঙ্গু, মরীচ, শিংশপা, ভল্লাতক, করমর্দ্দক, দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, পিণ্ডখর্জ্জুর, সৌবীর, কেলিক, পিণ্ডারকফল, পুন্নাগফল, শমী, কবীর, খর্জ্জুরক, মহাফল, কুমুদফল, বহেরুফল, অজ, কর্কোটক, তালফল, কদম্ব, কৌমুদ, দ্বিবিধ স্থলকঞ্জ, পিণ্ডিকন্দ, বংশনীপ, মধুকন্দ, মাহিষকন্দ, করমর্দ্দককন্দ, নীলোৎপলকন্দ, মৃণাল, পুষ্করফল, শালূকফল এই সকল এবং অপরাপর কন্দমূল ফলের বিষয় যাহা বর্ণন করিয়াছি, তৎসমস্তই আমার ভক্ষ্য। মূলকশাক, চিঞ্চাশাক, কলায়শাক, সর্ষপশাক, বংশকশাক, কলম্বীশাক,

অল্লং কর্কোটকঞ্চৈব তথা তালফলানি চ। কদম্বঃ কৌমুদঞ্চৈব দ্বিবিধং স্থলকগুয়োঃ॥
পিণ্ডিকন্দেতি বিখ্যাতং বংশনীপং ততঃ পরং। মধুকন্দেতি বিখ্যাতং মাহিষং কন্দমেব চ॥
করমর্দ্দককন্দঞ্চ তথা নীলোৎপলস্য চ। মৃণালং পৌষ্করঞ্চৈব শালূকস্য ফলং তথা॥
এতে চান্যে চ বহবঃ কন্দমূলফলানি চ। এতানি চোপযোজ্যানি যে ময়া পরিকল্পিতাঃ॥
মূলকস্য ততঃ শাকং চিঞ্চাশাকং তথৈব চ। শাকঞ্চৈব কলায়স্য সর্ষপস্য তথৈব চ।
বংশকস্য তু শাকঞ্চ শাকমেব কলম্বিকং। আর্দ্রকস্য চ শাকং বৈ পালঙ্কং শাকমেব চ।
অম্বিলোড়কশাকঞ্চ কাশং কৌমারকং তথা। শুক্ষমণ্ডলপত্রঞ্চ দ্বাবেব তরুবানকৌ॥
চরস্য চৈব শাকঞ্চ মধুকোড়ুম্বরং তথা। এতে চান্যে চ বহবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
কর্ম্মণ্যাশ্চৈব সর্ব্বে বৈ যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
ব্রীহীণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি উপযোগাংশ্চ মাধবি। একচিত্তং সমাধায় তৎ সর্ব্বং শৃণু সুন্দরি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মিকরক্তঞ্চ সুগন্ধং রক্তশালিকং। দীর্ঘশূকং মহাশালিং বরকুঙ্কুমপত্রকং॥
গ্রামশালিং সমদ্রাশাং সশ্রীশাং কুশশালিকাং। যবাশ্চ দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মণ্যা মম সুন্দরি।
কর্ম্মণ্যাশ্চৈব মুদ্গাশ্চ তিলাঃ কৃষ্ণাঃ কুলত্থকাঃ। গোধূমকং মহামুদ্গামুদ্গাষ্টকমবাটজিং।
কর্ম্মণ্যেতানি চোক্তানি ব্যঞ্জনানি প্রিয়ান্বিতান্।
প্রতিগৃহ্ণাম্যহং হ্যেতান্ সর্ব্বান্ ভাগবতাৎ প্রিয়ান্॥
কিঞ্চ।— যে ময়ৈবোপযোজ্যানি গব্যং দধি পয়ো ঘৃতং॥

স্কান্দে চ ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করং। নৈবেদ্যং দেবদেবায় যাবকং পায়সং তথা॥
নৈবেদ্যানামভাবে তু ফলানি বিনিবেদয়েৎ। ফলানামপ্যভাবে তু তৃণগুল্মৌষধীরপি।
ওষধীনামলাভে তু তোয়ঞ্চ বিনিবেদয়েৎ। তদলাভে তু সর্ব্বত্র মানসং প্রবরং স্মৃতং॥

ফলানি।—পরূষকান্ পরুষা ইতি প্রসিদ্ধান্ এষু পুংস্ত্বমার্ষং। অগ্রে অন্যত্রাপি এবং জ্ঞেয়ং। এবং দেশভেদেন তত্তন্নামপ্রসিদ্ধেরপি ভেদাৎ তত্তদ্ভাষয়া লিখিতানামপি তত্তদ্দ্রব্যাণাং সর্ব্বদেশী-

আর্দ্রকশাক, পালঙ্কশাক, অম্বিলোড়কশাক, কাশ, কৌমারক, শুকমণ্ডলপত্র, দ্বিবিধ বৃক্ষের শুষ্কপত্র, চরশাক, মধুক ও উডুম্বর এই সমস্ত এবং অপরাপর শতসহস্রবিধ শাকাদির বিষয় যাহা বর্ণন করিয়াছি, তৎসমস্তই কর্ম্মের উপযুক্ত। হে সুন্দরি! হে মাধবি! অধুনা ভক্ষ্য ব্রীহিসকলের বিষয় বলিব, তুমি একমনা হইয়া তৎসমস্ত অবধান কর। হে সুন্দরি! ধর্ম্মরক্তশালি, অধর্ম্মরক্তশালি, দীর্ঘশূক, মহাশালি, শ্রেষ্ঠ কুঙ্কুমপত্র, গ্রামশালি, মদ্রশশালি শ্রীশশালি, কুশশালি এবং দ্বিবিধ যব কর্ম্মের উপযুক্ত। মুগ, তিল, কৃষ্ণ কুলত্থকলায়, গোধূম, মহামুগ, মুদ্গাষ্টক এ সমস্তও কর্ম্মের উপযুক্ত। এই সমস্ত দ্রব্য ও যে সমস্ত ব্যঞ্জনের বিষয় কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রিয় দ্রব্যই আমি বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকি। আরও লিখিত আছে, গব্য দধি, গব্য দুগ্ধ ও গব্য ঘৃত আমার ভক্ষণের উপযুক্ত। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, অত্যুত্তম ঘৃতশালিতণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত ও

স্কান্দে মহেন্দ্রং প্রতি শ্রীনারদবচনং।—

যচ্ছন্তি তুলসীশাকং শৃতং যে মাধবাগ্রতঃ। কল্পান্তং বিষ্ণুলোকে তু বসন্তি পিতৃভিঃ সহ ॥৬১॥

অথ নৈবেদ্যে নিষিদ্ধানি ॥

হারীতস্মৃতৌ।—

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্বপ্যজা মহিষীক্ষীরং পঞ্চনখা মৎস্যাশ্চ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে।—

নীলীক্ষেত্রং বাপয়ন্তি মূলকং ভক্ষয়ন্তি যে। নৈবাস্তি নরকোত্তারঃ কল্পকোটিশতৈরপি।

বারাহে।—মাহিষঞ্চাবিকং চাজমযজ্ঞীয়মুদাহৃতং ॥

কিঞ্চ।—মাহিষং বর্জয়েন্মহ্যং ক্ষীরং দধি ঘৃতং যদি ॥ ৬২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে।—

অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ। কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথা চাবিহিতঞ্চ যৎ ॥

মূষিকালাঙ্গুলোপেতমবধূতমবক্ষুতং। উডুম্বরং কপিত্থঞ্চ তথা দন্তশঠঞ্চ যৎ।

এবমাদীনি দেবায় ন দেয়ানি কদাচন ॥ ৬৬ ॥

যানাং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ তল্লিখনপ্রয়াসেনালং। তত্তদ্দেশবাসিভ্য এবাপেক্ষিত-তত্তদ্বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। তথাপ্যত্রাপ্রসিদ্ধং কিঞ্চিৎ শ্রীমথুরাদেশভাষয়া অভিব্যজ্যত ইতি ॥ ৬১ ॥

মাহিষাদিকং দধ্যাদি ॥ ৬২ ॥ লাঙ্গুলো জন্তুবিশেষঃ। অবধূতম্ অবজ্ঞয়া ত্যক্তং। অবক্ষুতং যস্যোপরি ক্ষুতং কৃতং তৎ। দন্তশঠং জম্বীরফলং ॥ ৬৩ ॥

শর্করা-সমন্বিত নৈবেদ্যে এবং যবের পায়স দেবদেব হরিকে প্রদান করিবে। নৈবেদ্য প্রভৃতির অভাব হইলে ফল অর্পণ করিবে। যদি ফলের অভাব হয়, তাহা হইলে তৃণ, গুল্ম ও ওষধি প্রদান করিতে হয়। যদি ওষধির অভাব হয়, তবে কেবলমাত্র জল প্রদান করিবে। জলেরও অভাবে কেবলমাত্র মানসে দ্রব্যাদি প্রদান করিবে। স্কন্দপুরাণে ইন্দ্রের প্রতি নারোদোক্তি আছে যে, যে সকল ব্যক্তি পক্ব তুলসীশাক হরিকে প্রদান করেন, প্রলয়কাল যাবৎ পিতৃগণ সহ বিষ্ণুধামে তাঁহাদিগের বাস হইয়া থাকে। ৬১।

অনন্তর নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য।–হারীতস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, অভক্ষ্য বস্তু নৈবেদ্যে অর্পণ করিতে নাই। ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যেও অজাদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ, পঞ্চনখযুক্ত জীব ও মৎস্য অর্পণ করিতে নাই। দ্বারকামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি ক্ষেত্রে নীলীবপন করে এবং যাহারা মূলক ভোজন করে, শতকোটিকল্পেও নিরয় হইতে তাহাদিগের উদ্ধার নাই। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, মহিষ, মেষ ও অজসম্বন্ধীয় ঘৃত যজ্ঞের অনুপযুক্ত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। আরও লিখিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আমাকে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করে, তবে সে যেন মহিষসম্বন্ধি ঐ সমস্ত দ্রব্য ত্যাগ করে। ৬২। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, অখাদ্য ও স্বাদরহিত নৈবেদ্য অর্পণ করিতে নাই। যাহা নিষিদ্ধ, কেশযুক্ত, কীটসমন্বিত, মূষিক দ্বারা ও লাঙ্গুল (একপ্রকার জন্তু) দ্বারা

অথাভক্ষ্যাণি।

কৌর্ম্মে।—বৃন্তাকং জালিকাশাকং কুসুম্ভাশ্মন্তকং তথা।
পলাণ্ডুং লশুনং শুক্তং নির্য্যাসঞ্চৈব বর্জয়েৎ॥
গৃঞ্জনং কিংশুকঞ্চৈব কুকুণ্ডঞ্চ তথৈব চ। উড়ম্বুরমলাবুঞ্চ জগ্ধ্বা পততি বৈ দ্বিজঃ॥ ৬৪॥

বৈষ্ণবে।—ভুঞ্জীতোদ্ধৃতসারাণি ন কদাচিন্নরেশ্বর।

স্কান্দে। - যো ভক্ষয়তি বৃন্তাকং তস্য দূরতরো হরিঃ।

কিঞ্চান্যত্র। বার্ত্তাকুং বৃহতীঞ্চৈব দগ্ধমন্নং মসূরকং। যস্যোদরে প্রবর্ত্তেত তস্য দূরতরো হরিঃ॥

কিঞ্চ। অলাবুং ভক্ষয়েদ্‌যস্তু দগ্ধমন্নং কলম্বিকাং। স নির্লজ্জঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং॥

অতএবোক্তং যামলে।—

যত্র মদ্যং তথা মাংসং তথা বৃন্তাকমূলকে। নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরেরৈকান্তিকী রতিঃ॥ ৬৫॥

অথ নৈবেদ্যার্পণমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে।—নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কৃষ্ণস্যাগ্রে নিবেদয়েৎ।
কল্পান্তং তৎপিতৃণান্তু তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী॥
ফলানি যচ্ছতে যো বৈ সুহৃদ্যানি নরেশ্বর। কল্পান্তং জায়তে তস্য সফলশ্চ মনোরথঃ॥

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ইতি হারীতস্মৃতৌ। অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চাভক্ষ্যার্পণং নিষিদ্ধমিত্যভক্ষ্যাণি লিখতি বৃন্তাকমিত্যাদিনা। কুসুম্ভশাকম্ অশ্মন্তকঞ্চ শাক-বিশেষং শুক্তং কাঞ্জিকং কুকুণ্ডং ফলবিশেষং॥ ৬৪॥ উদ্ধৃতসারাণি পিণ্যাকাদীনি॥ ৬৫॥

কৃতোচ্ছিষ্ট, অবজ্ঞা সহকারে ত্যক্ত এবং যে দ্রব্যের উপরিভাগে ক্ষুৎ (হাঁচা) হইয়াছে, তাদৃশ দ্রব্য নিবেদন করিবে না। উডুম্বর, কপিত্থ, দন্তশঠ (জম্বীরফল) ইত্যাদি দ্রব্যও দেবোদ্দেশে কদাচ প্রদান করিবে না। ৬৩।

অতঃপর অভক্ষ্য বস্তু।—কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, বার্ত্তাকী, জালিকাশাক, কুসুম্ভশাক, অশ্মন্তকশাক, পলাণ্ডু, লশুন, শুক্ত (কাঁজি) ও নির্যাস পরিত্যাজ্য। গৃঞ্জন, কিংশুক, কুকুণ্ড (একপ্রকার ফল), উডুম্বর ও অলাবু এ সমস্ত বস্তু ভক্ষণ করিলে বিপ্রজাতিকে পতিত হইতে হয়। ৬৪। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজন্! উদ্ধৃতসার (পিণ্যাক প্রভৃতি) দ্রব্য অভক্ষ্য। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীহরি বৃন্তাকভোজীর বহুদূরে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অন্যত্রও লিখিত আছে, বার্ত্তাকী, বৃহতী, দগ্ধ অন্ন ও মসূর এই সমস্ত দ্রব্য যে ব্যক্তির জঠরগত হয়, শ্রীহরি তাহার দূরে অবস্থিতি করেন। আরও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি অলাবু, দগ্ধ অন্ন ও কলম্বীশাক আহার করে, সেই লজ্জাহীনব্যক্তি "আমি হরির অর্চ্চনা করি" এ কথা কিপ্রকারে বদনে উচ্চারণ করিবে? অতএব যামলে উক্ত আছে যে, যে স্থলে সুরা, মাংস, বৃন্তাক ও মূলক নিবেদন করা হয়, তথায় জনার্দ্দনের ঐকান্তিকী প্রীতি থাকে না। ৬৫।

অতঃপর নৈবেদ্যার্পণমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীহরির পুরোভাগে মনোহর নৈবেদ্য নিবেদন করিলে কল্পান্ত যাবৎ তদীয় পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে

নারসিংহে।—হবিঃশাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করং।
নিবেদ্য নরসিংহায় যাবকং পায়সং তথা॥
সমাস্তণ্ডুলসংখ্যায়া যাবত্যস্তাবতীর্নৃপ। বিষ্ণুলোকে মহাভোগান্ ভুঞ্জনাস্তে সবৈষ্ণবাঃ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—
অন্নদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি। দত্বা চ সংবিভাগায় তথৈবান্নমতন্দ্রিতঃ॥
ত্রৈলোক্যতর্পিতে পুণ্যং তৎক্ষণাৎ সমবাপ্নুয়াৎ॥ ৬৬॥
অক্ষয়মন্নপানঞ্চ পিতৃভ্যশ্চোপতিষ্ঠতে। ওদনং ব্যঞ্জনোপেতং দত্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ॥
পরমান্নং তথা দত্বা তৃপ্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীং। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতে তথা॥
ঘৃতৌদনপ্রদানেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ। দধ্যোদনপ্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাং॥
ক্ষীরৌদনপ্রদানেন দীর্ঘজীবিতমাপ্নুয়াৎ। ইক্ষ্বাকু প্রদানেন পরং সৌভাগ্যমশ্নুতে॥
রত্নানাঞ্চৈব ভাগী স্যাৎ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি। ফাণিতস্য প্রদানেন অগ্ন্যাধানফলং লভেৎ॥
তথা গুড়প্রদানেন কামিতাভীষ্টমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৭॥
নিবেদ্যেক্ষুরসং ভক্ত্যা পরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ক্ষৌদ্রং যশ্চ প্রযচ্ছতি॥
তদেব তুহিনোপেতং রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ। বহ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি যাবকস্য নিবেদকঃ।
অতিরাত্রমবাপ্নোতি তথাপূপনিবেদকঃ॥ ৬৮॥

সম্যক্ বিভাগো দেবানাং যজ্ঞভাগো যস্মাৎ স সংবিভাগো বিষ্ণুস্তস্মৈ॥ ৬৬॥ অভীপ্সিতান্ কামান্ বাঞ্ছিতানি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে কামিতম্ অভীষ্টঞ্চ বাঞ্ছাতীতং॥ ৬৭॥ পূর্ব্বং

রাজন্! উত্তম ফলসমূহ নিবেদন করিলে কল্পান্ত যাবৎ সেই ফলদাতার মনোরথ সিদ্ধ হয়। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি নৃসিংহদেবকে উত্তম ঘৃত, সঘৃত সশর্কর শালি-তণ্ডুলের অন্ন ও যবের পায়স নিবেদন করেন, তণ্ডুলের সংখ্যানুসারে ততবর্ষ বৈষ্ণবগণ সহ বিষ্ণুধামে তাঁহাদিগের পরম সুখসম্ভোগ হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, অন্নদাতা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। সতর্ক হইয়া হরিকে অন্ন দান করিলে ত্রিভুবন তৃপ্ত হয় এবং সেই অন্নদাতা আশু তজ্জনিত পুণ্যভাগী হইয়া থাকেন। ৬৬। ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন প্রদান করিলে সুরপুরে গতি হয় এবং তদীয় পিতৃলোক অক্ষয় অন্ন-পানীয় লাভ করেন। পরমান্ন অর্পণ করিলে অক্ষয়া তৃপ্তি লাভ হয়, হরিধামে বাস হয় এবং বংশ উদ্ধার হইয়া থাকে। ঘৃত-সংযুক্ত অন্ন প্রদান করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়, দধিসংযুক্ত অন্ন দান দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে, দুগ্ধ-সংযুক্ত অন্ন দান করিলে অতি সৌভাগ্যবান্, রত্নভোগী ও সুরপুরগামী হয়। ফাণিত (বাতাসা) অর্পণ করিলে অগ্ন্যাধানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর গুড় প্রদান করিলে মনোরথ সিদ্ধ হয়। ৬৭। যিনি ভক্তিসহকারে ইক্ষুরস অর্পণ করেন, তিনি অতীব সৌভাগ্যবান্ হয়, মধু প্রদান করিলে নিখিল কামনা সুসিদ্ধ হয় এবং হিমযুক্ত ক্ষৌদ্র হইলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। যবের পায়স প্রদান করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল হয় এবং পিষ্টকার্পণ দ্বারা

বৈদলানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং দানাৎ কামানবাপ্নুয়াৎ । দীর্ঘঞ্জীবিতমাপ্নোতি ঘৃতপূরনিবেদকঃ ॥
মোদকানাং প্রদানেন কামানাপ্নোত্যভীপ্সিতান্ ॥ ৬৯ ॥
নানাবিধানাং ভক্ষ্যাণাং দানাৎ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ । ভোজনীয়প্রদানেন তৃপ্তিমাপ্নোত্যনুত্তমাং ॥৭০॥
তথা লেহ্যপ্রদানেন সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি । বলবর্ণমবাপ্নোতি চুষ্যাণাঞ্চ নিবেদনে ॥ ৭১ ॥
কুল্মাষোল্লাসিকা-দাতা বহ্ন্যাধেয়ং ফলং লভেৎ । তথা কৃষরদানেন বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥৭২॥
ধানানাং ক্ষৌদ্রযুক্তানাং লাজানাঞ্চ নিবেদকঃ। মুখ্যানাঞ্চৈব শক্তূনাং বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥৭৩॥
বানপ্রস্থাশ্রিতং পুণ্যং লভেচ্ছাকনিবেদকঃ । দত্ত্বা হরীতকঞ্চৈব তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥
দত্ত্বা শাকানি রম্যাণি বিশোকস্ত্বভিজায়তে । দত্ত্বা চ ব্যঞ্জনার্থায় তথোপকরণানি চ ॥
সুকুলে লভতে জন্ম কন্দমূলনিবেদকঃ । নীলোৎপলবিদারীণাং তরুটস্য তথা দ্বিজাঃ ॥
কন্দদানাদবাপ্নোতি বানপ্রস্থফলং শুভং । ত্রপুষৈর্ব্বারুকং দত্ত্বা পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥
কর্কন্ধুবদরে দত্ত্বা তথা পারৈবতং ফলং, পরূষকং তথাম্রঞ্চ পনসং নারিকেলকং ।
ভব্যং মোচং তথা চোচং খর্জ্জুরমথ দাড়িমং । আম্রাতকঞ্চবাক্ষোটফলমানপিয়ালকং ॥

ইক্ষূণামিতি ইক্ষুদণ্ডানাম্ অধুনা ইক্ষূণাং রসমিতি ভেদঃ ॥ ৬৮ ॥ বৈদলানাং মুদ্গচণকাদিসূপানাং ॥ ৬৯ ॥ দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য যানি ভক্ষ্যন্তেঽপূপাদীনি তানি ভক্ষ্যাণি । ভোজনীয়ং ভোজ্যং ॥৭০॥ যৎ কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি যচ্চ জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যং । যানি দংষ্ট্রাভির্নিষ্পীড্য সারাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে যথেক্ষুদণ্ডাদীনি তানি চুষ্যাণি ॥ ৭১ ॥ কুল্মাষাঃ কিঞ্চিৎস্বিন্নমাষাঃ উল্লাসিকা লপসীতি প্রসিদ্ধা ॥ ৭২ ॥ ধানানাং ভৃষ্টযবানাং ॥ ৭৩ ॥ হরীতকং হরিদ্বর্ণকং শাকং শাকবিশেষং বা ॥ ৭৪ ॥ তরুটং পদ্মবীজং তস্য কন্দো বিসং । ত্রপুষং সুখাশং । ইর্ব্বারুকং কর্কটীফলং । বদরং ক্ষুদ্রবদরং । পারৈবতং তিন্দুকাকৃতিফলং পক্কং সন্ধবনলোহিতং মধুরাম্লঞ্চ কামরূপদেশে

অতি-রাত্রযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে । ৬৮ । মুগ-চনক প্রভৃতির সূপ অর্পণ করিলে কামনা সফল হয় । ঘৃতপূর (চন্দ্রপুলী) অর্পণ করিলে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইতে পারে এবং মোদক অর্পণ করিলে অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয় । ৬৯ । নানারূপ খাদ্য দ্রব্য এবং চর্ব্বণবস্তু অর্পণ করিলে সুরপুরে গতি হয় এবং ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিলে পরমা তৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৭০ । লেহ্যদ্রব্য অর্পণ করিলে সৌভাগ্যবান্ হয় এবং চুষ্য দ্রব্য প্রদান করিলে শক্তি ও রূপ লাভ করে । ৭১ । কুল্মাষ (ঈষৎ স্বিন্নমাষ), উল্লাসিকা (লপসী) অর্পণ করিলে অগ্ন্যাধানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । কৃষর অর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে । ৭২ । মধু সংযুক্ত ধান (ভৃষ্ট যব), লাজ এবং শক্তু প্রদান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হয় । ৭৩ । শাক অর্পণ করিলে বানপ্রস্থাশ্রমজন্য পুণ্য লাভ হয় এবং হরীতক শাক অর্পণ করিলেও ঐরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে । ৭৪ । মনোহর শাক ও ব্যঞ্জনার্থ উপকরণ অর্পণ করিলে শোক-রহিত হয় । যিনি কন্দমূল অর্পণ করেন, উত্তম সদ্বংশে তাঁহার উদ্ভব হইয়া থাকে । হে বিপ্রগণ ! নীলোৎপল, বিদারি ও পদ্মবীজের কন্দ অর্পণ করিলে বানপ্রস্থাশ্রমের ফল হইতে পারে । ত্রপুষ (সশা) এবং কর্কটী

জম্বু বিল্বামলঞ্চৈব জাত্যং বীণাতকন্তথা। নারঙ্গবীজপূরে চ বাজফন্তফলান্যপি ॥ ৭৫ ॥
এবমাদীনি দিব্যানি যঃ ফলানি প্রযচ্ছতি। তথা কন্দানি মুখ্যানি দেবদেবায় ভক্তিতঃ ॥
ক্রিয়াসাফল্যমাপ্নোতি স্বর্গলোকন্তথৈব চ। প্রাপ্নোতি ফলমারোগ্যং মৃদ্বীকানাং নিবেদকঃ॥
রসান্ মুখ্যানবাপ্নোতি সৌভাগ্যমপি চোত্তমং। আম্রৈরভ্যর্চ্য দেবেশমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
কিঞ্চ।—মোচকং পনসং জম্বু তথান্যৎ কুন্তলীফলং। প্রাচীনামলকং শ্রেষ্ঠং মধুকোড়ুম্বরস্য চ।
যত্নপক্কমপি গ্রাহ্যং কদলীফলমুত্তমং।

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ।—
যৎ কিঞ্চিদল্পং নৈবেদ্যং ভক্তভক্তিরসপ্লুতং। প্রতিভোজয়তি শ্রীশস্তদ্দাতৄন্ স্বসুখং দ্রুতম্ ॥ ৭৬ ॥
ততঃ প্রাগ্বদ্বিচিত্রাণি পানকান্যুত্তমানি চ। সুগন্ধি শীতলং স্বচ্ছং জলমর্প্যার্পয়েত্ততঃ ॥ ৭৭ ॥

অথ পানকানি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—
পানকানি সুগন্ধীনি শীতলানি বিশেষতঃ। নিবেদ্য দেবদেবায় বাজিমেধমবাপ্নুয়াৎ॥

প্রসিদ্ধং। ভব্যং কর্ম্মরঙ্গফলং। মোচং কদলীফলং। চোচং কাশ্মীরদেশোদ্ভবং গুড়ত্বচফলং নারিকেলফলবিশেষংবা। স্রুবা কাঁঠাল ইতি প্রসিদ্ধা। অক্ষোটঃ সাহুলীতি প্রসিদ্ধঃ। ফলমানঃ বীজপূরভেদঃ। জাত্যং জাতীফলং। বীণাতকং খণ্ডগুজম্ ইতি দ্রব্যগুণটীকায়াং লিখিতং। বাজফলং ক্ষীরিকা ফন্তফলানি গোষ্ঠোড়ুম্বরিকা-ফলানি ॥ ৭৫ ॥ মৃদ্বীকা দ্রাক্ষা। কুন্তলীফলং কারভতীতি প্রসিদ্ধং। প্রাচীনামলকং পাণিপাবেতি প্রসিদ্ধং ॥ ৭৬॥ ততঃ নৈবেদ্যার্পণানন্তরং প্রাগ্বদিতি নৈবেদ্যার্পণবৎ ইত্যর্থঃ। বিচিত্রাণি বিবিধানি ॥ ৭৭ ॥

ফল অর্পণ করিলে পুণ্ডরীক প্রদানের ফল লাভ করা যায়। কর্কন্ধু, বদর, তিন্দুকাকার পারৈবত নামক ফল, পরূষক, আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, কামরাঙ্গা, কদলীফল, গুড়ত্বক্, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, আম্রাতক, স্রুবা, অক্ষোট, ফলমান, পিয়ালক, জম্বু, বিল্ব, আমল, জাত্য, বীণাতক, নারঙ্গ, বীজপূর, বাজফল, ফন্তফল, ঐরূপ অন্যান্য উত্তম ফল, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কন্দ ভক্তি পূর্ব্বক দেবদেব হরিকে প্রদান করিলে দাতার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এবং তাঁহার স্বর্গবাস হইয়া থাকে। দ্রাক্ষা অর্পণ করিলে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে, উৎকৃষ্ট রসসমূহ লাভ হয় এবং পরম সৌভাগ্যবান্ ও বৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে। যিনি আম্রের দ্বারা দেবদেব হরির পূজা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হন॥ আরও লিখিত আছে যে, মোচা, কাঁঠাল, জম্বু, কুন্তলী ফল, প্রাচীন আমলক, মধুকোড়ুম্বর ফল এই সমস্তই ফলশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। উৎকৃষ্ট কদলীফল যত্ন সহকারে পক্ক করিলেও তাহা গ্রাহ্য। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে, ভক্ত-ভক্তি-রসপ্লুত নৈবেদ্য অল্পপরিমাণেও ঈশ্বরে প্রদত্ত হইলে ভগবান্ নৈবেদ্য-দাতৃগণকে আশু সুখ-ভোগ করাইয়া থাকেন। ৭৫—৭৬। নৈবেদ্যদানান্তে নানারূপ উৎকৃষ্ট পানীয় সামগ্রী এবং সুগন্ধপূর্ণ শীতল স্বচ্ছ জল পূর্ব্ববৎ প্রদান করিবে। ৭৭।

অনন্তর পানীয় দ্রব্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে পানীয় দ্রব্যের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে লিখিত আছে যে,

ত্বগেলানাগকুসুমকর্পূরসিতসংযুতৈঃ। সিতাক্ষৌদ্রগুড়োপেতৈর্গন্ধবর্ণগুণান্বিতৈঃ॥
বীরপূরকনারঙ্গসহকারসমন্বিতৈঃ। রাজসূয়মবাপ্নোতি পালকৈর্বিনিবেদিতৈঃ॥ ৭৮॥
নিবেদ্য নারিকেলাম্বু বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ। সর্ব্বকামবহা নদ্যো নিত্যং যত্র মনোরমাঃ॥
তত্র পানপ্রদা যান্তি যত্র রামা গুণান্বিতাঃ॥ ইতি॥ ৭৯॥
ইত্থং সমর্প্য নৈবেদ্যং দত্ত্বা জবনিকাং ততঃ। বহির্ভূয় যথাশক্তি জপং সধ্যানমাচরেৎ॥৮০॥

অথ ধ্যানং।

ব্রহ্মেশাদ্যৈঃ পরিত ঋষিভিঃ সুপবিষ্টৈঃ সমেতো, লক্ষ্ম্যা শিঞ্জদ্বলয়করয়া সাদরং বীজ্যমানঃ।
মর্ম্মক্রীড়প্রহসিতমুখো হাসয়ন্ পংক্তিভোক্তৄন্, ভুঙ্ক্তে পাত্রে কনকঘটিতে ষড্রসং শ্রীরমেশঃ॥
একান্তিভিশ্চাত্মকৃতং সবয়স্যস্য গোকুলে। যশোদালাল্যমানস্য ধ্যেয়ং কৃষ্ণস্য ভোজনং॥

অথ হোমঃ।

নিত্যঞ্চাবশ্যকং হোমং কুর্য্যাৎ শক্ত্যনুসারতঃ। হোমাশক্তৌ তু কুর্ব্বীত জপং তস্য চতুর্গুণং॥৮১
কেহপ্যেবং মন্যতেহবশ্যং নিত্যহোমং সদাচরেৎ। পুরশ্চরণহোমস্যাশক্তৌ হি স বিধির্মতঃ॥
পূর্ব্বং দীক্ষাবিধৌ হোমবিধিশ্চ লিখিতঃ কিয়ান্। তদ্বিস্তারশ্চ বিজ্ঞেয়স্তত্তচ্ছাস্ত্রাত্তদিচ্ছুভিঃ॥৮২॥

সিতং দধিবীজপূরকাদিফলরসনির্ম্মিতমিত্যর্থঃ॥ ৭৮॥ নিত্যমিত্যনেন শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমভিপ্রৈতি॥ ৭৯॥ জবনিকাং তিরস্করণীং॥ ৮০॥

শক্ত্যনুসারত ইতি শক্তৌ অষ্টোত্তরং সহস্রমশক্তৌ চ শতমিতি জ্ঞেয়ং। তস্য হোমস্য॥৮১॥ কিং মন্যতে তল্লিখতি অবশ্যমিত্যাদিনা। পুরশ্চরণে কর্ম্মণি যো হোমস্তস্মিন্নশক্তাবিব।

সুগন্ধ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ শীতল পানীয় দেবদেবেশ্বর হরিকে অর্পণ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। দারুচিনি, এলাচী, নাগকুসুম, কর্পূর এবং দধি-বীজ-পূরাদি ফলের রস-যুক্ত, শর্করা মধু-গুড়-সমন্বিত, গন্ধ বর্ণ ও গুণবিশিষ্ট, বীজপূর, নাগরঙ্গ ও সহকার-সমন্বিত পালক (আমতা) নিবেদিত হইলে রাজসূয়ানুষ্ঠানের ফল হইয়া থাকে। ৭৮। নারিকেলোদক অর্পণ নিখিল কামনা পরিপূর্ণ করে এবং গুণবতী রমণীরা যেখানে বিরাজ করে, পানীয়-দাতা সেই স্থানে প্রয়াণ করেন। ৭৯। এই প্রকারে নৈবেদ্য প্রদান পূর্ব্বক যবনিকা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া শক্ত্যনুসারে ধ্যান ও জপ করিতে হইবে। ৮০।

অনন্তর ধ্যান যথা,—বিরিঞ্চি-হরাদি সুরগণ ও ঋষিরা যাঁহার সমন্তাৎ সমাসীন আছেন, কমলা বলয়শব্দ-সহকৃত কর দ্বারা সাদরে যাঁহাকে বীজন করিতেছেন এবং যিনি পরিহাস-সময়ে সহাস্য-আস্য হইয়া পংক্তিভোজনকারিগণকে হাসাইতেছেন, সেই কমলাপতি কাঞ্চনময় পাত্রে ষড়্‌বিধ রস সেবন করিতেছেন। গোকুলধামে যশোমতী কর্ত্তৃক লালিত বয়স্য-দিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বকৃত ভোজনের বিষয় বৈষ্ণবেরা চিন্তা করিবেন।

অতঃপর হোম।—শক্ত্যনুসারে প্রত্যহ আবশ্যক হোম সাধন করিবে। হোমে অক্ষম হইলে হোমের চারি গুণ জপ কর্ত্তব্য। ৮১। কোন কোন ব্যক্তি এ প্রকার কহিয়া থাকেন যে, প্রত্যহই অবশ্য হোম করা উচিত। কিন্তু পুরশ্চরণসময়ে যে হোমের বিধান আছে,

সমাপ্তিং ভোজনে ধ্যাত্বা দত্ত্বা গাণ্ডূষিকং জলং। অমৃতাপিধানমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়েৎ সুধীঃ॥
বিসৃজেদ্দেববক্ত্রে তত্তেজঃ সংহারমুদ্রয়া। নৈকান্তী তেজসঃ কুর্য্যান্নিষ্ক্রান্তিমিব সংক্রমং ॥৮৩॥

অথ বলিদানং।

ততো জবনিকাং বিদ্বানপসার্য্য যথাবিধি। বিষ্বক্সেনায় ভগবন্নৈবেদ্যাংশং নিবেদয়েৎ॥
তথা চ পঞ্চরাত্রে শ্রীনারদবচনং।—

বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকং। পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ ॥৮৪॥

তদ্বিধিঃ।

মুখ্যাদীশানতঃ পাত্রান্নৈবেদ্যাংশং সমুদ্ধরেৎ। সর্ব্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে।
শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্সেনায় তে নমঃ। ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরের্ব্বামে তীর্থক্লিন্নং সমর্পয়েৎ॥
শতাংশং বা সহস্রাংশমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥
পশ্চাচ্চ বলিরিত্যাদি-শ্লোকাবুচ্চার্য্য বৈষ্ণবঃ। সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যস্তচ্ছতাংশং বিনিবেদয়েৎ॥

স জপচতুর্গুণহোমকরণরূপো বিধিঃ ॥৮২॥ অমৃতাপিধানমসীতি জলগণ্ডূষং দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ং ॥৮৩॥

তৎ নৈবেদ্যগ্রহণায় বিনির্গতং যৎ। শতাংশকমিতি নৈবেদ্যস্য শতাংশানামেকমংশমিত্যর্থঃ। এবং সহস্রাংশমপি। লিঙ্গে চেৎ শ্রীশিবপূজা ক্রিয়তে তদা চণ্ডেশ্বরায় তদ্গণাধ্যক্ষায় তন্নৈবেদ্যাদিকং দাতব্যমিত্যর্থঃ। এতচ্চ দৃষ্টান্তত্বেনোদাহরণং জ্ঞেয়ং ॥ ৮৪ ॥

ঈশানত ইতি ঈশানকোণে মণ্ডলিকাং কৃত্বা স্থাপিতত্বাৎ। তীর্থং শ্রীচরণোদকং তেন ক্লিন্নম্ আর্দ্রং॥ ৮৫ ॥ কিঞ্চ পশ্চাচ্চেতি তস্য নৈবেদ্যস্য শতাংশং শতাংশানামেকাংশং সর্ব্বেভ্যো

তাহাতে অক্ষম হইলে উক্ত বিধি জানিবে অর্থাৎ হোম-সংখ্যার চারি গুণ জপ কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে দীক্ষা বিধিতে হোমের বিধান কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং কাহারও সে বিষয় অবগত হইতে বাসনা হইলে তৎশাস্ত্র হইতে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ৮২। সুধীব্যক্তি দেবদেবের আহারাবশেষ চিন্তা করত বারি-গণ্ডূষ দান এবং "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। অনন্তর সংহারমুদ্রাযোগে শ্রীহরির বদনে (নৈবেদ্য গ্রহণার্থ নিষ্ক্রান্ত) সেই তেজ প্রবেশ করাইবেন। বৈষ্ণবেরা তেজের নিষ্ক্রমণের ন্যায় উহার সঙ্কোচ করিবেন না। ৮৩।

অনন্তর বলিদান।—পরে সুধী ব্যক্তি যবনিকা অপসৃত করিয়া হরির নৈবেদ্যাংশ যথাবিধানে বিষ্বক্‌সেনকে প্রদান করিবেন। এই বিষয়ে পঞ্চরাত্রে নারদোক্তি যথা,—নৈবেদ্যের শত ভাগের একভাগ, চরণোদক ও প্রসাদ বিষ্বক্‌সেনকে অর্পণ করিতে হয়। যদি লিঙ্গে শিবার্চ্চন করা যায়, তবে ঐ নৈবেদ্যাদি চণ্ডেশ্বরকে অর্পণ করিবে। ৮৪।

উহার বিধি কথিত আছে যথা।—শ্রেষ্ঠ পাত্রের ঈশানদিক্ হইতে নৈবেদ্যের অংশ তুলিয়া লইবে এবং "সর্ব্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমাত্মনে। শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্‌সেনায় তে নমঃ" এই মন্ত্রে শ্রীপাদোদক দ্বারা সিক্ত উহার শতভাগ বা সহস্রভাগ শ্রীহরির বামদিকে প্রদান করিবে; ইহার অন্যথা হইলে সমস্তই বিফল হয়। ৮৫। তৎপরে বৈষ্ণবজন নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় পাঠ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে উক্ত নৈবেদ্যের শতভাগের একভাগ অর্পণ করিবে। সেই

তৌ চ শ্লোকৌ।—

বলির্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ। প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্ব্বায়ুসুতঃ শিবঃ॥

বিষক্সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্ণন্তু বৈষ্ণবাঃ॥ ৮৬॥

ইদং যদ্যপি যুজ্যেত দর্পণার্পণতঃ পরং। তথাপি ভক্তবাৎসল্যাৎ কৃষ্ণস্যাত্রাপি সম্ভবেৎ॥ ৮৭॥

অথ বলিদানমাহাত্ম্যং।

নারসিংহে।—ততস্তদন্নশেষেণ পার্ষদেভ্যঃ সমন্ততঃ। পুষ্পাক্ষতৈর্বিমিশ্রেণ বলিং যস্তু প্রযচ্ছতি॥

বলিনা বৈষ্ণবেনাথ তৃপ্তাঃ সন্তো দিবৌকসঃ। শান্তিং তস্য প্রযচ্ছন্তি শ্রিয়মারোগ্যমেব চ॥৮৮॥

অথ জলগণ্ডূষাদ্যর্পণং।

উপলিপ্য ততো ভূমিং পুনর্গাণ্ডূষিকং জলং। দদ্যাত্রিরগ্রে কৃষ্ণস্য ততোঽস্মৈ দন্তশোধনং।

পুনরাচমনং দত্ত্বা শ্রীপাণ্যোঃ শ্রীমুখস্য চ। মার্জ্জনায়াংশুকং দত্ত্বা সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ॥

পরিধাপ্যাপরে বস্ত্রে পুনর্দত্ত্বাসনান্তরং। পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ পূর্ব্ববৎ পুনরর্পয়েৎ॥

চন্দনাগুরুচূর্ণাদি প্রদদ্যাৎ করমার্জনং। কর্পূরাদ্যাস্যবাসঞ্চ তাম্বূলং তুলসীমপি॥

বৈষ্ণবেভ্যো নম ইতি বিধিনা নিবেদয়েৎ। অত্র চ বিষক্সেনায় বা বলিপ্রভৃতিভ্যো বা দদ্যাদিত্যেবং বিকল্পং কেচিদিচ্ছন্তি তচ্চাযুক্তমেব অবশ্যং বিষক্সেনায় দেয়ত্বাৎ॥ ৮৬॥ ইদং বৈষ্ণবেভ্যো বলিদানং দর্পণস্য অর্পণম্ অগ্রে লেখ্যং ভগবতে নিবেদনং তস্মাৎ পরমনন্তরমেব যুজ্যতে। অকৃতাচমনস্যোচ্ছিষ্টহস্তস্য শ্রীভগবতো নিবিষ্টত্বাৎ অত্র অস্মিন্ সময়েঽপি ভক্তবাৎসল্যাৎ সম্ভবেৎ অন্যথা তদুচ্ছিষ্টস্যাত্যন্তপরিত্যাগেন তৈস্তবাসন্তোষোৎপত্তেরিতি দিক্॥ ৮৭॥

বৈষ্ণবেন বিষ্ণুসম্বন্ধিনা তদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদান্নেন দত্তত্বাৎ। দিবৌকসঃ পার্ষদা এব যদ্বাঽন্যেঽপি দেবাঃ॥ ৮৮॥

ভূমিমুপলিপ্যেত তদ্যদ্যপি সদাচারানুসারেণ শ্রীহস্তাদিমার্জনানন্তরমেবোপযুজ্যতে তথাপি ক্রমদীপিকোক্তাপেক্ষয়াত্র লিখিতং। গাণ্ডূষিকং গণ্ডূষার্থং জলং কৃষ্ণস্যাগ্রে পুরতঃ ভগবন্না-

---

দুইটী শ্লোক যথা,—বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জ্জুন, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, বসু, বায়ুসুত, শিব, বিষক্সেন, উদ্ধব, অক্রূর, সনকাদি ও শুকাদি বৈষ্ণব-সমূহ শ্রীহরির এই প্রসাদ গ্রহণ করুন্। ৮৬। দর্পণ প্রদানের পরে যদিও বৈষ্ণবগণকে বলি অর্পণ যুক্তিযুক্ত, তথাপি শ্রীহরির ভক্তবর্গের প্রতি বাৎসল্য নিবন্ধন এখানে উহা করণে দোষ নাই। ৮৭।

অনন্তর বলিদানমাহাত্ম্য।—নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, তৎপরে যিনি কুসুম ও অক্ষতসমন্বিত সেই অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা পার্ষদবর্গকে বলি অর্পণ করেন, সুরগণ হরি-সম্বন্ধী সেই বলি দ্বারা প্রীত হইয়া তাঁহাকে শান্তি, বিত্ত ও নীরোগতা প্রদান করিয়া থাকেন। ৮৮।

অনন্তর বারিগণ্ডূষাদি প্রদান।—অগ্রে স্থান মার্জ্জন পূর্ব্বক আচমনার্থ শ্রীহরির পুরোভাগে গণ্ডূষপ্রমাণ জল বারত্রয় অর্পণ করিবে। তদনন্তর তাঁহাকে দশন-শোধনার্থ সূক্ষ্ম তৃণাগ্র প্রদান করিবে। তৎপরে কর ও মুখ প্রক্ষালনার্থ পুনরায় আচমনীয় জল অর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর বসন দ্বারা সমস্ত অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিবে। তৎপরে অপর বস্ত্রদ্বয় ধারণ করাইয়া

অথ মুখবাসাদিমাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে।—

পূগজাতীফলে দত্ত্বা জাতীপত্রং তথৈব চ। লবঙ্গফলককোলমেলাকটফলস্তথা॥

তাম্বূলীনাং কিশলয়ং স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ। সৌভাগ্যমতুলং লোকে তথা রূপমনুত্তমং॥

স্কান্দে। তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং সপূগং নরনায়ক। কৃষ্ণায় যচ্ছতি প্রীত্যা তস্য তুষ্টো হরিঃ সদা॥৮৯॥

অথ পুনর্গন্ধার্পণং।

দিব্যং গন্ধং পুনর্দত্ত্বা যথেষ্টমনুলেপনৈঃ। দিব্যৈর্বিচিত্রৈঃ শ্রীকৃষ্ণং ভক্তিচ্ছেদেন লেপয়েৎ।

রম্যাণি চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণি সদ্বর্ণেন যথাস্পদং। সুগন্ধিনানুলেপেন কৃষ্ণস্য রচয়েত্তরাং॥

তথা চাগমে ধ্যানপ্রসঙ্গে।—ললাটে হৃদয়ে কুক্ষৌ কণ্ঠে বাহ্বোশ্চ পার্শ্বয়োঃ।

বিরাজতোর্দ্ধপুণ্ড্রেণ সৌবর্ণেন বিভূষিতং॥ ইতি॥ ৯০॥

চামেতি ব্রুবন্ বারত্রয়ং দদ্যাৎ। তদনন্তরম্ অস্মৈ কৃষ্ণায় দন্তশোধনং সূক্ষ্মতৃণবিশেষাগ্রাদিকং দদ্যাৎ। আচমনমিতি আচমনার্থং বারিধারাত্রয়ং পুনর্দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ং। করস্য মার্জ্জনং শোধনং গন্ধাপনয়নকরমিত্যর্থঃ। আস্যবাসং মুখবাসং কর্পূরলবঙ্গাদি। তুলসীমপি দদ্যাদিতি ভোজনানন্তরং বিষ্ণোরর্পিতং তুলসীদলমিত্যতোঽগ্রলেখ্যতন্মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকপঞ্চরাত্রবচনাৎ॥ ৮৯॥

যথেষ্টং ভগবতঃ স্বস্য বা রুচ্যনুসারেণ। ভক্তিচ্ছেদঃ পত্রভঙ্গ্যাদিনির্ম্মাণপ্রকারবিশেষস্তেন। পূর্ব্বং ভূষণান্তরং গন্ধার্পণং লিখিতং ভোজনাৎ প্রাগনুলেপনস্যাল্পত্বাপেক্ষাতঃ ইদানীঞ্চ সর্ব্বাঙ্গলেপনায় বাহুল্যাপেক্ষয়া ভূষণপরিধানাৎ প্রথমমেব যুক্তমিতি দিক্। সদ্বর্ণেনেতি শ্রীশ্যামসুন্দরোপযুক্তপীতাদ্যুত্তমবর্ণেনেত্যর্থঃ। যথাস্পদমিতি ললাটাদিস্থানেষ্বিত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে এব ব্যক্তং। রচয়েত্তরাং পরমোৎকৃষ্টপ্রকারেণ বিরচয়েদিত্যর্থঃ। সর্ব্বাঙ্গানুলেপনেঽপি শোভাবিশেষার্থং

পুনরায় ক্রমান্বয়ে আসন ও পাদ্য অর্পণ পূর্ব্বক পুনরায় আচমনার্থ জল দিবে। পরে হস্তমার্জ্জনার্থ (হস্তের গন্ধাদি দূরীকরণার্থ) চন্দন ও অগুরু প্রভৃতি সমর্পণ করিবে এবং বদনে সৌগন্ধের জন্য কর্পূর-লবঙ্গাদি-সমন্বিত তাম্বূল ও তুলসীদল প্রদান করিতে হইবে।

অনন্তর মুখবাসাদি-মাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, গুবাক, জাতীফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, কঙ্কোল, এলাচী, কট্‌ফল ও তাম্বূল প্রভুকে নিবেদন করিলে সুরলোকে গতি হয় এবং দাতা অনুপম সৌভাগ্যবান্ ও অতীব রূপবান্ হইতে পারে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, হে নৃপ! যিনি প্রীত চিত্তে কর্পূর ও গুবাকসমন্বিত তাম্বূল শ্রীহরিকে প্রদান করেন, জনার্দ্দন নিরন্তর তৎপ্রতি প্রীত থাকেন। ৮৯।

অনন্তর পুনরায় গন্ধদান।—পুনর্ব্বার উত্তম গন্ধ প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অনুলেপনসামগ্রী দ্বারা শ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিবে এবং প্রভুর কিংবা আপনার রুচি অনুসারে নানারূপে তিলকভঙ্গি রচনা করিয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টবর্ণ-যুক্ত সুগন্ধপূর্ণ অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা শ্রীহরির যথোপযুক্ত স্থলে মনোরম ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিয়া দিতে হইবে। আগমে ধ্যান-

দিব্যানি কঞ্চুকোষ্ণীষকাঞ্চ্যাদীনি পরাণ্যপি। বস্ত্রাণি স্ববিচিত্রাণি শ্রীকৃষ্ণং পরিধাপয়েৎ।
ততো দিব্যকিরীটাদিভূষণানি যথারুচি। বিচিত্রদিব্যমাল্যানি পরিধাপ্য বিভূষয়েৎ॥ ৯১॥

অথ মহারাজোপচারার্পণং।

ততশ্চ চামরচ্ছত্রপাদুকাদীন্ পরানপি। মহারাজোপচারাংশ্চ দত্ত্বাদর্শং প্রদর্শয়েৎ॥ ৯২॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

যথাদেশং যথাকালং রাজলিঙ্গং সুরালয়ে। দত্ত্বা ভবতি রাজৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

তত্র চামরমাহাত্ম্যং।

তথা চামরদানেন শ্রীমান্ ভবতি ভূতলে। মুচ্যতে চ তথা পাপৈঃ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥

ছত্রস্য মাহাত্ম্যং।

তত্রৈব।—ছত্রং বহুশলাকঞ্চ ঝল্লরীবস্ত্রসংযুতং। দিব্যবস্ত্রৈশ্চ সংযুক্তং হেমদণ্ডসমন্বিতং।
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণস্য ছত্রলক্ষযুতৈর্বৃতঃ। প্রার্থ্যতে সোঽমরৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রীড়তে পিতৃভিঃ সহ॥

তত্রৈবান্যত্র।— রাজা ভবতি লোকেঽস্মিন্ ছত্রং দত্ত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
নাপ্নোতি রিপুজং দুঃখং সংগ্রামে রিপুজিদ্ভবেৎ॥ ৯৩॥

হৃদয়াদিস্থানে উর্দ্ধপুণ্ড্রবিরচনমিতি জ্ঞেয়ং॥ ৯০॥ সৌবর্ণেন শোভনবর্ণবতেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যে-তৎ পুনর্গন্ধাদ্যর্পণেন পূজনং গীতবাদ্যানন্তরমেব তান্ত্রিকাণাং সম্মতং, তথা চ ক্রমদীপিকায়াং তাম্বূলমপ্যভিসমর্প্য সুবাদ্যনৃত্যগীতৈঃ স্তুতপ্রমভিপূজয়তাৎ পুরৈব। গন্ধাদিভিঃ সপরিবারমিতি, তথাপি গীতনৃত্যাদ্যর্থং দিব্যানুলেপবস্ত্রালঙ্করণাদিনা মহারাজবিভূতিভিশ্চ বিশিষ্টস্যৈব সভায়ামাগমনং লৌকিকব্যবহারানুসারেণ সমুপযুক্তং। শক্তৌ চ সত্যাং পুনরপি গন্ধাদিনা পূজয়েদিতি চাগ্রে লেখ্যমেবেতি দিক্॥ ৯ ॥

চামরাদীন্ উপচারান্ পরানন্যান্ ধ্বজপতাকাদীন্। আদর্শং দর্পণং॥ ৯২॥

প্রসঙ্গে ঐ সকল স্থলের বিষয় লিখিত আছে যথা,—ললাট, হৃদয়, কুক্ষি, কণ্ঠ, বাহুযুগল এবং পার্শ্বযুগলে শোভমান মনোহর বর্ণবিশিষ্ট উর্দ্ধপুণ্ড্রে তিনি সমলঙ্কৃত হইয়াছেন। ৯০।

অত্যুত্তম কঞ্চুক, উষ্ণীষ, কাঞ্চী ইত্যাদি অলঙ্কার এবং নানারূপ মনোরম বসন শ্রীহরিকে পরিধান করাইবে। তৎপরে উৎকৃষ্ট কিরীটাদি বিভূষণ ও নানাপ্রকার মনোহর মাল্য পরি-ধান করাইয়া বসন ভূষণ দ্বারা সুশোভিত করিবে। ৯১।

অনন্তর মহারাজযোগ্য উপচার প্রদান।—তৎপরে চামর, ছত্র, পাদুকা ইত্যাদি মহারা-জোচিত উপকরণ এবং অপরাপর ধ্বজ-পতাকাদি অর্পণ পূর্ব্বক দর্পণ প্রদর্শন করিবে।৯২। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, দেশকালানুসারে দেবমন্দিরে নৃপচিহ্ন অর্পণ করিলে রাজা হইতে পারে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র বিচারণা করিবে না।

অতঃপর চামরমাহাত্ম্য।—উক্ত গ্রন্থের ঐ স্থানেই লিখিত আছে যে, চামর অর্পণ করিলে ধরাধামে শ্রীমান্ হয়, পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে এবং সুরপুরে গমন করে।

ছত্রমাহাত্ম্য।—উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, বহুশলাকাযুক্ত, ঝল্লরী (ঝালর) ও দিব্যবসন-

উপানৎসম্প্রদানেন বিমানমধিরোহতি। যথেষ্টং তেন লোকেষু বিচরত্যমরপ্রভঃ॥ ৯৪॥

ধ্বজস্থ মাহাত্ম্যং।

তত্রৈব।—

লোকেষু ধ্বজভূতঃ স্যাদ্দত্ত্বা বিষ্ণোর্ব্বরং ধ্বজং। শক্রলোকমবাপ্নোতি বহূনব্দগণান্নরঃ॥

কিঞ্চ।—যুক্তং পীতপতাকাভির্নিবেশ্য গরুড়ধ্বজং। কেশবায় দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বলোকে মহীয়তে॥

যৎ প্রাসাদে ধ্বজারোপমাহাত্ম্যং লিখিতং পুরা। তদত্রাপ্যখিলং জ্ঞেয়ং তত্রাত্রত্যমিদং তথা॥

কিঞ্চ ভবিষ্যে।—

বিষ্ণোর্ধ্বজে তু সৌবর্ণং দণ্ডং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। পতাকা চাপি পীতা স্যাৎ গরুড়স্য সমীপগা॥

ব্যজনস্য মাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।— তালবৃন্তপ্রদানেন নির্বৃতিং প্রাপ্নুয়াৎ পরাং।

বিতানস্য মাহাত্ম্যং।

তত্রৈব।—

বিতানকপ্রদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। পরাং নির্বৃতিমাপ্নোতি যত্র যত্রাভিজায়তে॥ ৯৫॥

ঝল্লরীবস্ত্রং সূচিকর্ম্মাদিবিনির্ম্মিতবিলম্বমানাঙ্গবিশেষস্তদযুক্তং॥ ৯৩॥ পাদুকায়া মাহাত্ম্যঞ্চ পূর্ব্বং শ্রীমুখপ্রক্ষালনানন্তরং তৎসমর্পণে লিখিতমেবাস্তি॥ ৯৪॥

ধ্বজভূতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। গরুড়ধ্বজং গরুড়াকারধ্বজং। কৃত্রিমগরুড়যুক্তং বা ধ্বজং। তন্মাহাত্ম্যং তত্র ধ্বজার্পণেঽপি সর্ব্বং জ্ঞেয়ং, তথা অত্রত্যং ধ্বজার্পণসম্বন্ধি ইদং লিখিতঞ্চ মাহাত্ম্যং তত্র ধ্বজারোপণে জ্ঞেয়ং, দ্বয়োঃ সাম্যাদিত্যর্থঃ॥ ৯৫॥

বিশিষ্ট স্বর্ণদণ্ড ছত্র হরিকে অর্পণ করিলে দাতা লক্ষ ছত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া সুরগণের প্রার্থনীয় হন এবং পিতৃগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ঐ স্থানের অন্যত্র ও লিখিত আছে যে, হে দ্বিজগণ! ছত্র অর্পণ করিলে ইহলোকে নৃপতিত্ব লাভ করে, অরিকৃত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং সমরে বিপক্ষকুল জয় করিতে সমর্থ হয়। ৯৩। পাদুকা অর্পণ করিলে বিমানারোহণ পূর্ব্বক সুরগণের ন্যায় প্রভাবান্ হইয়া ইচ্ছানুসারে তত্তল্লোকে বিচরণ করিতে পারে। ৯৪।

অতঃপর ধ্বজমাহাত্ম্য।—ঐ স্থানেই লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে উৎকৃষ্ট ধ্বজা অর্পণ করেন, সমাজে তিনি ধ্বজবৎ সর্ব্বপ্রধান হইয়া থাকেন এবং বহু বর্ষ যাবৎ ইন্দ্রপুরে অবস্থিতি করেন। আরও লিখিত আছে যে, হে দ্বিজসত্তমগণ! পীতবর্ণপতাকাবিশিষ্ট গরুড়াকার ধ্বজা হরিকে অর্পণ করিলে সর্ব্বলোকে পূজিত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে প্রাসাদোপরি যে ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এস্থানেও ধ্বজা দান করিলে তদ্রূপ নিখিল ফল লাভ হইয়া থাকে বুঝিবে। ভবিষ্যপুরাণে আরও লিখিত আছে যে, সুধী ব্যক্তি হরিকে প্রদানার্থ স্বর্ণ দ্বারা ধ্বজদণ্ড প্রস্তুত করিবেন। পতাকাও পীতবর্ণ এবং গরুড়ের সন্নিহিত হইবে।

ব্যজনমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, তালবৃন্ত হরিকে অর্পণ করিলে পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খড়্গাদীনাং মাহাত্ম্যং।

দত্ত্বা নিস্ত্রিংশকান্ মুখ্যান্ শত্রুভির্নাভিভূয়তে। দত্ত্বা তদ্বন্ধনং মুখ্যমগ্ন্যাধেয়ফলং লভেৎ॥ ৯৬॥
কিঞ্চ।—পতদ্গ্রহং তথা দত্ত্বা শুভদস্তভিজায়তে। পাদপীঠপ্রদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি॥
দর্পণস্ত প্রদানেন রূপবান্ দর্পবান্ ভবেৎ। মার্জ্জয়িত্বা তথা তঞ্চ সুভগস্তভিজায়তে॥ ৯৭॥
যৎকিঞ্চিদ্দেবদেবায় দত্ত্বাভক্তিসমন্বিতঃ। তদেবাক্ষয়মাপ্নোতি স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥

কিঞ্চ বামনপুরাণে শ্রীবলিং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ।—

শ্রদ্দধানৈর্ভক্তিপরৈর্যান্যুদ্দিশ্য জনার্দ্দনং। বলিদানানি দীয়ন্তে অক্ষয়াণি বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ৯৮॥
অত্রাপি কেচিদিচ্ছন্তি দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং। পূর্ব্বোক্তা দশশঙ্খাদ্যা মুদ্রাঃ সংদর্শয়েদিতি॥ ৯৯॥

অথ গীতবাদ্যনৃত্যানি।

ততো বিচিত্রৈর্ললিতৈঃ কারিতৈর্ব্বা স্বয়ংকৃতৈঃ।
গীতৈর্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ শ্রীকৃষ্ণং পরিতোষয়েৎ॥ ১০০॥

মুখ্যান্ শ্রেষ্ঠান্। তেষাং বন্ধনং কোষং॥ ৯৬॥ তং দর্পণং মার্জয়িত্বা নির্ম্মলীকৃত্য॥ ৯৭॥ এবং বিবিধং সকামস্যাবান্তরফলং লিখিত্বা মুখ্যফলং লিখতি শ্রদ্দধানৈরিতি। দানানি দেয়ানি অক্ষয়াণি অক্ষয্যফলানি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকাণীত্যর্থঃ॥ ৯৮॥ অত্র অস্মিন্ সময়েঽপি॥ ৯৯॥
ললিতৈর্মনোহরৈঃ কারিতৈর্নর্ত্তক্যাদিদ্বারা স্বয়মেব কৃতৈর্ব্বা॥ ১০০॥

বিতান (চন্দ্রাতপ) মাহাত্ম্য।—উক্ত গ্রন্থের ঐ স্থানেই লিখিত আছে যে, শ্রীহরিকে চন্দ্রাতপ অর্পণ করিলে নিখিল পাতক হইতে পরিমুক্ত হয় এবং চন্দ্রাতপদাতা যে যে স্থলে জন্ম পরিগ্রহ করেন, সেই সেই স্থলেই পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

খড়্গাদিমাহাত্ম্য।-যে ব্যক্তি হরিকে উত্তম খড়্গাদি অর্পণ করেন, তিনি বিপক্ষ কর্ত্তৃক বিজিত হন না। অত্যুত্তম অসিকোষ অর্পণ করিলে অগ্ন্যাধ্যানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৯৬। আরও লিখিত আছে যে, পতদ্গ্রহ (পিকদানী) অর্পণ করিলে উহা শুভকর হইয়া থাকে; পাদপীঠ প্রদান করিলে সর্ব্বত্র জয় লাভ হয়; দর্পণ অর্পণ করিলে রূপবান্ ও দর্পশীল হইয়া থাকে এবং দর্পণ মার্জ্জন পূর্ব্বক নিবেদন করিলে সৌভাগ্যবান্ হইতে পারে। ৯৭। ভক্তি পূর্ব্বক দেবদেব হরিকে যে কোন দ্রব্য অর্পণ করা যায়, তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে এবং তৎসমস্তদ্রব্যদাতা সুরলোকে প্রয়াণ করেন। বামনপুরাণে বলির প্রতি প্রহ্লাদোক্তি আছে যে, শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভক্তি সহকারে বিষ্ণুর উদ্দেশে যে সমস্ত বলিদান সমর্পিত হয়, সুধীগণ তৎসমস্ত অক্ষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। ৯৮। কোন কোন ব্যক্তি এই প্রকার ইচ্ছা করিয়া থাকেন যে, এই কালেও প্রথমতঃ বারত্রয় কুসুমাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক পরে পূর্ব্বকথিত শঙ্খাদি মুদ্রাদশক দেখাইবে। ৯৯।

অনন্তর গীত, বাদ্য ও নৃত্য।—তৎপরে নিজকৃত অথবা অপর দ্বারা কারিত মনোরঞ্জন নানারূপ গীত, বাদ্য ও নৃত্য দ্বারা শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিবে।

অথ তত্র নিষিদ্ধং।

নৃত্যাদি কুর্ব্বতো ভক্তান্নোপবিশিষ্টোঽবলোকয়েৎ।
ন চ তির্য্যগ্‌ব্রজেত্তত্র তৈঃ সহান্তরয়ন্ প্রভুং॥ ১০২॥

তথা চোক্তং।—

নৃত্যন্তং বৈষ্ণবং হর্ষাদাসীনো যস্ত পশ্যতি। খঞ্জো ভবতি রাজেন্দ্র সোঽয়ং জন্মনি জন্মনি॥১০২॥

কিঞ্চ।— নৃত্যতাং গায়তাং মধ্যে ভক্তানাং কেশবস্য চ।
তানৃতে যস্তিরো যাতি তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি॥ ১০৩॥

অথ গীতাদিমাহাত্ম্যং।

সামান্যতো নারসিংহে।—

গীতবাদ্যাদিকং নাট্যং শঙ্খতূর্য্যাদিনিস্বনং। যঃ কারয়তি বিষ্ণোস্তু সন্ধ্যায়াং মন্দিরে নরঃ॥
সর্ব্বকালে বিশেষেণ কামগঃ কামরূপবান্॥ ১০৪॥

সুসংগীতবিদগ্ধৈশ্চ সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ। মহার্হেণ বিমানেন বিচিত্রেণ বিরাজতা।
স্বর্গাৎ স্বর্গমনুপ্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ১০৫॥

স্কান্দে বিষ্ণুনারদসংবাদে।—গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ নাট্যং বিষ্ণুকথাং মুনে।
যঃ করোতি স পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্যোপরি সংস্থিতঃ ১০৬॥

উপবিষ্টঃ সন্নাবলোকয়েৎ। তত্র নৃত্যাদৌ তেষাং ভগবতশ্চ মধ্যে তির্য্যগ্‌ব্রজনেনাচ্ছাদনাত্তৈঃ সহ প্রভুং ভগবন্তম্ অন্তরয়ন্ বিচ্ছেদয়ন্ ন তির্য্যগ্‌ব্রজেচ্চেত্যর্থঃ। ১০১॥ হর্ষাৎ প্রেমানন্দেন নৃত্যন্তং। খঞ্জঃ শতং কাণে চ খঞ্জে চেতি ন্যায়েনাসংখ্যদোষদুষ্টো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১০২॥ তান্ নৃত্যদ্‌গায়দ্ভক্তান্ ঋতে বিনা তেষাং নৃত্যাদিপরতয়া তদ্দোষানাপত্তেঃ॥ ১০৩॥
কারয়তীতি স্বার্থে ইণ্। অন্যেনাপি কারয়তীতি বা॥ ১০৪॥ স্বর্গাৎ স্বর্গমিতি বিলস্বর্গাৎ ভৌমস্বর্গং ভৌমস্বর্গাৎ দিব্যস্বর্গং, ততো মহর্ল্লোকাদিকং ব্রজন্ ক্রমেণ তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া সুখ-

---

অতঃপর ঐ সমস্ত বিষয়ে নিষিদ্ধ।—ভক্তবর্গ যখন নৃত্যগীতাদি করেন, তখন কেহ উপবিষ্ট হইয়া দর্শন করিবেন না এবং নৃত্যাদিকারী ভক্তকুল ও প্রভুকে অন্তরাল করত তন্মধ্য দিয়া বক্র ভাবেও গমন করিতে নাই। ১০১। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, প্রেমপুলকে নৃত্যকারী বৈষ্ণবজনকে উপবেশন পূর্ব্বক দেখিলে জন্মে জন্মে খঞ্জ হইয়া দেহ ধারণ করিতে হইয়া থাকে।১০২। আরও লিখিত আছে যে, ভক্তবর্গ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি হরি ও তাঁহার ভক্তকুলের মধ্যদেশ আচ্ছাদন করিলে, তাহার তির্য্যগ্‌যোনি লাভ হয়। ১০৩।

অনন্তর গীতাদির মাহাত্ম্য।—প্রথমতঃ সামান্যতঃ নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা, বিশেষতঃ সন্ধ্যা-সময়ে হরি-মন্দিরে গীত-বাদ্যাদি, নাট্য ও শঙ্খতূর্য্যাদির বাদন করেন, অথবা অপরের দ্বারা বাদন করাইয়া থাকেন, তিনি যথেচ্ছগামী ও স্বেচ্ছারূপী হইতে পারেন। ১০৫। তিনি গীতনিপুণ অপ্সরোবর্গ কর্ত্তৃক পরিবেসিত ও মহার্ঘ্য বিচিত্র দেবযানে আরোহণ পূর্ব্বক বিলস্বর্গ হইতে ভূমিস্বর্গ, ভূমিস্বর্গ হইতে দিব্যস্বর্গ ও তৎপরে দিব্যস্বর্গ

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথসংবাদে।—

দেবতায়তনে যস্তু ভক্তিযুক্তঃ প্রনৃত্যতি। গীতানি গায়ত্যথ বা তৎফলং শৃণু ভূপতে॥

গন্ধর্ব্বরাজতাং গানৈর্নৃত্যাদ্রুদ্রগণেশতাং। প্রাপ্নোত্যষ্টকুলৈর্মুক্তস্ততঃ স্যান্মোক্ষভাঙ্ নরঃ॥১০৭॥

লৈঙ্গে শ্রীমার্কণ্ডেয়াম্বরীষসংবাদে।—

বিষ্ণুক্ষেত্রে তু যো বিদ্বান্ কারয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ। গাননৃত্যাদিকঞ্চৈব বিষ্ণ্বাখ্যাঞ্চ কথাং তথা॥

জাতিং স্মৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ তথৈব পরমাং স্থিতিং। প্রাপ্নোতি বিষ্ণুসালোক্যং সত্যমেতন্নরাধিপ॥

অন্যত্র চ শ্রীভগবদুক্তৌ।—বিসৃজ্য লজ্জাং যোঽধীতে গায়তে নৃত্যতেঽপি চ।
কুলকোটিসমাযুক্তো লভতে মামকং পদং॥ ১০৮॥

অতএবোক্তং।— ভারতে নৃত্যগীতে তু কুর্য্যাৎ স্বাভাবিকেঽপি বা।
স্বাভাবিকেন ভগবান্ প্রীণাতীত্যাহ শৌনকঃ॥ ১০৯॥

অতএব নারদীয়ে।—

বিষ্ণোর্গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ। ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণজাতীনাং কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মবৎ॥ ১১০॥

ভোগান্ ভুক্তে্বত্যর্থঃ॥ ১০৫॥ নাট্যমভিনয়াদি। যদ্বা। দেশীয়মার্গভেদেন নাট্যনৃত্যয়োর্ভেদঃ। এবমগ্রেঽপি। ত্রৈলোক্যং ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং তদুপরি বৈকুণ্ঠলোকে সম্যক্‌স্থিতো ভবতি॥১০৬॥ মোক্ষঃ সংসারদুঃখান্মুক্তিঃ। মোক্ষয়তীতি শ্রীভগবান্ বা তং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তথা সঃ॥১০৭॥ বিষ্ণ্বাখ্যাং বৈষ্ণবীমিত্যর্থঃ। যদ্বা। বিষ্ণুনা সহ তৎকথায়া অভেদাভিপ্রায়েণ বিষ্ণ্বাখ্যামিত্যুক্তং। যদ্বা। বিষ্ণোরাখ্যা নামমাত্রমপি যস্যাং তামপি। পরমামিত্যস্য সর্ব্বৈরেবান্বয়ঃ। পরমাং জাতিং জন্মান্তরে ইহৈব বা সাধূনাং পূজ্যত্বেন। স্থিতিং নিষ্ঠাং ভগবদ্ভজনাদৌ॥ ১০৮॥ ভারতে ভরতমুনিপ্রণীতে নিজস্বভাবসিদ্ধে অপি বা সন্ধিরার্ষঃ। স্বাভাবিকেনাপি নৃত্যগীতেন॥ ১০৯॥

হইতে হরিধামে প্রয়াণ করত সসম্মানে বসতি করেন। ১০৫। স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে ঋষে! যে পুণ্যশীল ব্যক্তি হরিকথা অবলম্বন পূর্ব্বক গীত, বাদ্য, নৃত্য ও নাট্য করেন, তিনি ত্রিলোকের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করত বিরাজিত থাকেন'।১০৬। বৃহন্নারদীয় পুরাণে যমভগীরথসংবাদে লিখিত আছে যে,হে নৃপতে! যিনি ভক্তিমান্ হইয়া দেবায়তনে নৃত্য কিংবা সংগীত করেন, তাহার ফল অবধান করুন্, সেই ব্যক্তি সংগীত দ্বারা গন্ধর্ব্বাধিপতিত্ব প্রাপ্ত হন, নৃত্য দ্বারা রুদ্রগণের অধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তৎপরে অষ্টকুল সহ ভবসংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ১০৭। লিঙ্গপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়াম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে যে, হে রাজন্! যে সুধী ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়া হরিমন্দিরে হরিকথা-বিষয়ক নৃত্য-গীতাদি করেন, তিনি উত্তম জাতি, স্মৃতি, মেধা ও স্থিতি (ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি নিষ্ঠা) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং নিঃসংশয় হরিসহ সালোক্য প্রাপ্ত হন। অন্যত্রও ভগবানের উক্তি আছে যে, যিনি লজ্জা ত্যাগ করিয়া মৎসন্নিধানে অধ্যয়ন, সংগীত, কিংবা নৃত্য করেন, মদীয় ধামে তিনি কোটি কুল সহ বসতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১০৮। অতএব উক্ত আছে যে, ভরতমুনিপ্রণীত বা স্বাভাবিক নৃত্যগীত করিবে। স্বাভাবিক নৃত্যগীত দ্বারা হরি

কিন্তু স্মৃতৌ।—

গীতনৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদি তুষ্টয়ে। ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া কচিৎ॥ ইতি॥

এবং কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্গীতাদের্নিত্যতা পরা। সংসিদ্ধৈরবিশেষেণ জ্ঞেয়া সা হরিবাসরে॥ ১১১॥

তথা চোক্তং।— কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং ন করোতি হরের্দ্দিনে।

বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলং॥ ১১২॥

অথ বিশেষতো গীতস্য মাহাত্ম্যং।

দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কেণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে।—

কৃষ্ণং সন্তোষয়েদ্যস্তু সুগীতৈর্ম্মধুরস্বনৈঃ। সর্ব্ববেদফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১৩॥

স্কান্দে শ্রীমহাদেবোক্তৌ।—

শ্রুতিকোটিসমং জপ্যং জপকোটিসমং হবিঃ। হবিঃকোটিসমং গেয়ং গেয়ং গেয়সমং বিদুঃ॥১১৪॥

কাশীখণ্ডে বিষ্ণুদূতশিবশর্ম্মসংবাদে।—

যদি গীতং কচিদ্গীতং শ্রীমদ্ধরিহরাঙ্কিতং। মোক্ষস্তু তৎফলং প্রাহুঃ সান্নিধ্যমথবা তয়োঃ॥১১৫॥

বিষ্ণোঃ বিষ্ণ্বর্থমিত্যর্থঃ। নটনম্ অভিনয়নং। যদ্বা। নাটয়তি নর্ত্তয়তীতি নটনং বাদ্যং॥ ১১০॥ কচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন যুঞ্জীত ন কুর্য্যাৎ। তত্র হেতুঃ পাপাদ্ভিয়া তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ। অধুনা গীতনৃত্যাদি-নিত্যত্বং লিখতি এবমিতি। পরা পরমা মহোৎসব-দিনেষু চাত্যন্তনিত্যমেব তদিতি লিখত্যবিশেষেণেতি॥১১১॥ হরের্দ্দিনে একাদশ্যাদাবপি॥১১২॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মীতি ভগবদ্বিভূতিত্বেন তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সুস্বরগানময়ত্বেন ভগবত্তোষণাদ্বা তস্য পাঠাদিনা সর্ব্বতোঽধিকং ফলং তজ্জায়তে॥ ১১৩॥ হবির্নৈবেদ্যং। গেয়সমং নিরুপম-মিত্যর্থঃ॥ ১১৪॥ মোক্ষস্য তুচ্ছত্বেন পক্ষান্তরমাহ সান্নিধ্যমিতি। তয়োঃ শ্রীহরিহরয়োঃ॥ ১১৫॥

প্রীত হইয়া থাকেন, শৌনক মুনি এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। ১০৯। এই হেতু নারদপুরাণে কথিত আছে যে, হে ব্রহ্মন্! হরির উদ্দেশে নৃত্য, গীত ও অভিনয়াদি দ্বিজাতিগণের নিত্য-ক্রিয়াবৎ অবশ্য কর্ত্তব্য। ১১০। স্মৃতিতেও লিখিত আছে, দেব-ব্রাহ্মণের প্রীত্যর্থ দ্বিজাতিরা নৃত্য গীত করিবেন, কিন্তু জীবিকার্থ কদাচ করিবেন না, জীবিকার্থ নৃত্যগীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়। এই প্রকারে শ্রীহরির সন্তোষজনক বলিয়া সিদ্ধপুরুষগণ সংগীতাদির নিত্যতা, বিশেষতঃ একাদশীতে অধিক নিত্যতার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। অতএব উক্ত আছে যে, যিনি একাদশ্যাদি দিনে হরির পুরোভাগে নৃত্যগীত না করেন, তাঁহাকে কি বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে হয় না? কিংবা তিনি কি পাতালে গমন করেন না? ১১২।

অনন্তর বিশেষ প্রকারে গীতের বিষয়।—দ্বারকা-মাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি সুস্বরে মধুর সংগীত দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষ সাধন করেন, তিনি নিঃসন্দেহ নিখিল বেদাধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হন। ১১৩। স্কন্দপুরাণে শ্রীশিবোক্তি আছে যে, জপ দ্বারা কোটি শ্রুতির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নৈবেদ্য দানে কোটি জপের ফল সুসিদ্ধ হয়, সংগীত কোটি নৈবেদ্য দানের সদৃশ এবং গান গানের সদৃশ অর্থাৎ অত্যুৎকৃষ্ট

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদি। ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সংকথাঃ॥ ১১৬॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—

যো গায়তীশমনিশং ভুবি ভক্ত উচ্চৈঃ, স দ্রাক্ সমস্তজনপাপভিদেঽলমেকঃ॥
দীপেষ্বসৎস্বপি নহু প্রতিগেহমন্তর্ধ্বান্তং কিমত্র বিলসত্যমলে হ্যনাথে॥ ১১৭॥
যদানন্দকলং গায়ন্ ভক্তঃ পুণ্যাশ্রু বর্ষতি। তৎ সর্ব্বতীর্থসলিলস্নানং স্বমলশোধনং॥ ১১৮॥

বারাহে।—

ব্রাহ্মণো বাসুদেবার্থং গায়মানোঽনিশং পরং। সম্যক্ তালপ্রয়োগেণ সন্নিপাতেন বা পুনঃ॥
নব বর্ষসহস্রাণি নব বর্ষশতানি চ। কুবেরভবনং গত্বা মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া।
কুবেরভবনাদ্ভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ। ফলমাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ॥ ১১৯॥

রাগেণ মল্লারাগাদিনা। যদ্বা। বিষয়প্রীত্যা যদ্যাকৃষ্যতে। ততশ্চ গান্ধর্ব্বাভিমুখং গীতোৎসুকং যদি স্যাৎ। যদ্বা। গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদা স্যাত্তদা ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় মনো নিবেশ্য। যদ্বা। ইমাঃ কৃষ্ণস্য গাথা ইত্যেতাবন্মাত্রং মনসি কৃত্বা। সতীঃ উত্তমাঃ রাসক্রীড়াদ্যাশ্রয়াঃ কথাঃ। যদ্বা। মম যে সন্তঃ তেষাং কথা গায়েথাঃ। তেনৈবাখিলান্তরাগোঽপযাস্যতীতি ভাবঃ। যদ্বা। পরম-ভাগ্যোদিতেন তেনৈব সর্ব্বং সেৎস্যতীতি ।১১৬॥ দ্রাক্ সদ্য এব সমস্তজনানাং পাপস্য ভিদে নাশনায় এক এব অলং সমর্থঃ, তদেবার্থান্তরোপন্যাসেন দ্রঢ়য়তি দীপেষ্বিতি॥ ১১৭॥ আনন্দেন কলো মধুরাস্ফুটধ্বনির্যথা স্যাত্তথা গায়ন্ সন্ যৎ পুণ্যরূপং অশ্রু প্রেমাশ্রু বর্ষতি। স্বানামপি মলশোধনং॥ ১১৮॥ সন্নিপাতেন বিবিধরাগাদিসমুচ্চয়েন। নহু কথং ততোঽপি ভ্রংশঃ সম্ভবেৎ সত্যং। স্বেচ্ছয়ৈব পরিত্যজ্যান্যত্র গচ্ছতীত্যাহ। স্বচ্ছন্দেন গমনমালয়শ্চ নিবাসস্থানং যস্য

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ১১৪। কাশীখণ্ডে বিষ্ণুদূত ও শিবশর্ম্মার সংবাদে লিখিত আছে যে, যদি কোন স্থলে হরিহরবিষয়ক সংগীত হয়, তাহা হইলে তৎফল মোক্ষ কিংবা হরিহর-সমীপে অবস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ১১৫। বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবানের উক্তি যথা,—যদি তদীয় চিত্ত মল্লরাগাদি রাগে সমাকৃষ্ট হইয়া সংগীত করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, তবে আমাতে চিত্ত প্রণিধান করত সংকথা (রাসলীলাদি বিষয়ক কথা কিংবা সাধুজনের কথা) অবলম্বন পূর্ব্বক গান করিবে। ১১৬। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে যে, যে ভক্ত ধরাতলে নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরবিষয়ক সংগীত করেন, তিনি নিখিল লোকের পাতকবিদূরণার্থ সক্ষম হইয়া থাকেন। দীপালোকের অভাব হইলেও যদি আকাশতলে বিমল ভাস্কর সমুদিত থাকেন, তাহা হইলে গৃহের মধ্যে কি তিমিররাশি বিদ্যমান থাকে ? ১১৮। ভক্তজন পুলকে গদ্গদচিত্ত হইয়া সংগীত করিতে করিতে যে প্রেমধারা বর্ষণ করেন, তাহা স্বীয় পাতকহারক এবং নিখিল তীর্থবারিতে স্নানসদৃশ ফলদায়ক। ১১৮। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, হে সুন্দরি ! যদি দ্বিজাতি সম্যক্ তাল প্রয়োগ ও নানারূপ রাগাদি দ্বারা জনার্দ্দনের উদ্দেশে নিরন্তর গান করেন, তাহা হইলে তিনি কুবেরালয়ে গমন পূর্ব্বক নবসহস্র ও নবশতবর্ষ স্বেচ্ছাচারে বিচরণ করিয়া থাকেন। তদনন্তর

নারায়ণানাং বিধিনা গানং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতং। গানেনারাধিতো বিষ্ণুঃ স্বকীর্ত্তিজ্ঞানবর্চ্চসা।
দদাতি তুষ্টঃ স্থানং স্বং যথাস্মৈ কৌশিকায় বৈ॥ ১২০॥

কিঞ্চ।— এষ বো মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রোক্তো গীতক্রমো মুনেঃ।
ব্রাহ্মণো বাসুদেবাখ্যং গায়মানোঽনিশং পরং॥ ১২১॥

হরেঃ সালোক্যমাপ্নোতি রুদ্রগানাধিকো ভবেৎ। কর্ম্মণা মনসা বাচা বাসুদেবপরায়ণঃ।
গায়ন্ নৃত্যংস্তমাপ্নোতি তস্মাদ্গেয়ং পরং বিদুঃ॥ ১২২॥

প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদোক্তৌ।—

প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥ ১২৩॥

সঃ। নমু তর্হি কা গতিস্তস্য স্যাত্তত্রাহ। মম কর্ম্মপরায়ণঃ সন্ ফলং তদনুরূপং। যদ্বা। পরমফলত্বেন বিখ্যাতং শ্রীবৈকুণ্ঠং। যদ্বা। মৎসেবাপরত্বং ফলং প্রাপ্নোতি॥ ১১৯॥ নারায়ণানাং নারায়ণারাধনকর্ম্মণাং। যদ্বা। নারং জীবসমূহঃ তদাশ্রয়ভূতানাং কর্ম্মণাং মধ্যে ইত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য বর্চ্চঃ প্রভাবো যস্মাত্তেন। যদ্বা। স্বস্য কীর্ত্তিজ্ঞানবর্চ্চোভিঃ সহিতং দ্বন্দ্বৈক্যং। কৌশিকায়েত্যত্র তত্রৈবাখ্যায়িকেয়ং। কৌশিকনামা বিপ্রো ভগবদ্গীত-প্রভাবেণ সশিষ্যঃ সসেবকো গীতশ্রোতৃভিঃ সহিতো বৈকুণ্ঠলোকং গতো ভগবতা বহুসংমানিত ইতি॥ ১২০॥ এষ ইত্যাদিঃ সূতোক্তিঃ। মুনেঃ শ্রীনারদস্য গীতশিক্ষাক্রমঃ তদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা। যথা,—দ্বারকায়াং রুক্মিণীসত্যভামাদের্দাসীভ্যোঽসৌ যত্নাদ্গানবিদ্যামশিক্ষতেতি॥ ১২১॥ রুদ্রাদপি গানেন অধিকো বিশিষ্টো ভবেদিতি॥ ১২২॥ স্বস্য ভগবতো বীর্য্যাণি অদ্ভুতচরিতানি পূতনামোক্ষাদীনি। তীর্থং গঙ্গাদি পাদাৎ চরণাব্জশৌচোদকাৎ যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। কিঞ্চ প্রিয়ং শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য সঃ অত আহূতঃ ইব আদরেণ নিমন্ত্রিত ইব। যদ্বা। বলাদাকৃষ্যানীত ইব। এবং পূর্ব্বং চিত্তাদন্তর্হিতে ধ্যানাদিপ্রযত্নেন যো ময়া পুনর্হৃদি দ্রষ্টুং ন শক্তঃ সোঽয়ং গানাৎ স্বয়মেব সদ্যঃ সাক্ষাদিব চিত্তে দৃশ্যতে ইতি ধ্যানাদপি তদ্বীর্য্য-

নিজ ইচ্ছানুসারে তৎস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যথা তথা গমন ও অবস্থিতি করেন এবং মৎপ্রতি ভক্তিনিষ্ঠ হইলে যে ফল হয়, তাহা লাভ করিয়া থাকেন। ১১৯। জনার্দ্দনের কর্ম্ম সকলের মধ্যে কিংবা জীবকুলের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের মধ্যে বিধাতা সংগীতকেই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সংগীত দ্বারা হরির উপাসনা করেন, তদীয় কীর্ত্তি, জ্ঞান ও প্রভাব সংবর্দ্ধিত হয় এবং দেবদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৌশিক বিপ্রের ন্যায় নিজ স্থান অর্পণ করিয়া থাকেন ।১২০।* আরও লিখিত আছে, হে তাপসপ্রবর! তোমাদিগের নিকট দেবর্ষির গীতশিক্ষার ক্রম বর্ণন করিয়াছি। দ্বিজাতি নিরন্তর কৃষ্ণবিষয়ক সংগীত করিলে সালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং সংগীতবিষয়ে রুদ্রদেব অপেক্ষাও অধিকতর দক্ষতা প্রাপ্ত হন। কায়মনোবাক্যে ভগবন্নিষ্ঠ হইয়া গীত ও নৃত্য করিলে হরিকে লাভ করিতে পারে, এই জন্য গীতই প্রধান বলিয়া

* এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যে, কৌশিকনামা কোন বিপ্র শ্রীহরিবিষয়ক সংগীত করিয়া তৎফলে শিষ্য পরিচারক ও গীত-শ্রোতৃগণের সহিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন এবং তথায় হরি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন।

দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীসূতোক্তৌ ;—

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসংকথা, ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং, তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ং।
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং, যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥ ১২৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

দত্বা চ গীতং ধর্ম্মজ্ঞা গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে। স্বয়ং গীতেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ॥
পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসংবাদীয়কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীপৃথুনারদসংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ।—
নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে ন যোগিহৃদয়ে রবৌ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥
তেষাং পূজাদিকং গন্ধপাদ্যাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ।
তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মৎপ্রপূজনাৎ॥ ১২৫ ॥

গানস্য মাহাত্ম্যং সূচিতং॥ ১২৩॥ অসতীঃ অসত্যঃ দুষ্টা ইত্যর্থঃ। যতঃ অসতামেব কথাস্তাঃ। যৎ যাসু। কিং তর্হি সত্যমুত্তমাদিকঞ্চ তদাহ উত্তমশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যশোঽনুগীয়ত ইতি যৎ তদেব সত্যং। উহ হর্ষে প্রসিদ্ধৌ বা। ভগবদ্গুণানামৈশ্বর্য্যাদীনামুদয়ঃ গায়কে শ্রোতৃপ্রভৃতিষু চ প্রকাশো যস্মাত্তৎ। রম্যং জগৎ-সন্তোষদং। রুচিরং শ্রবণরুচিকরং যতো নবং নবং প্রতিক্ষণনূতনমিত্যর্থঃ। মহানুৎসবো যস্মাৎ তৎ॥ ১২৪॥ তেষাং মদ্ভক্তানাং। আদিশব্দাদনুগমনাদি। আদ্যশব্দাৎ পুষ্পাস্তস্তবনাদীনি॥ ১২৫ ॥ কর্ম্মণি ভগবদারাধনলক্ষণে। ঔপয়িকত্বেন তদ্যোগ্যত্বাৎ।

বর্ণিত হইয়াছে। ১২১—১২২। ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে নারদোক্তি আছে যে, যাঁহার পদকমল হইতে গঙ্গাদি তীর্থসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহার কীর্ত্তি অতীব প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাগানকালে তিনি যেন আহূতবৎ হইয়া আশু মদীয় হৃদয়মন্দিরে দর্শন প্রদান করেন। * ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীসূতের বাক্যে প্রকাশিত আছে যে, হরিসংকীর্ত্তনই মহাফল বলিয়া থাকিত, তদ্ভিন্ন সকলই বৃথা প্রলাপমাত্র, ইহাই সবিস্তার বর্ণন পূর্ব্বক কহিলেন, যে কথায় দেবদেব হরির প্রসঙ্গ নাই, সে সমস্ত বাণী অসতী ও মিথ্যাভূতা, কিন্তু যাহাতে ভগবদ্গুণের প্রসঙ্গ বিদ্যমান আছে, তাহাই সত্য তাহাই কল্যাণকর এবং তাহাই পুণ্যপ্রদ। যাহাতে উত্তমশ্লোক শ্রীহরির যশোগান সবিস্তর বর্ণিত আছে তাহাই রমণীয় তাহই মনোহর, তাহাই ক্ষণে ক্ষণে নব নব বলিয়া অনুমিত, তাহাই সর্ব্বদা চিত্তের মহোৎসবস্বরূপ এবং তাহাই মানবকুলের শোক সাগরশোষক। ১২৪। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হে ধর্ম্মনিষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি পরকৃত সংগীত দ্বারা দেবদেবের উপাসনা করেন, তিনি গন্ধর্ব্বকুলের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং যিনি নিজরচিত সংগীত দ্বারা হরির উপাসনা করেন, তিনি হরির অনুচর হন। পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসংবাদ সম্বন্ধীয় কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে এবং নারদপৃথুসংবাদে

---

* ধ্যানাদি দ্বারা হরির সাক্ষাৎলাভ দুরূহ; কিন্তু সংগীত দ্বারা অনায়াসে তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্যই ভগবন্মাহাত্ম্য গানের মহিমা ধ্যানাপেক্ষাও অধিক।

অতএবোক্তং।— কর্ম্মণ্যৌপয়িকত্বেন ব্রাহ্মণোঽস্য ইতি স্মৃতঃ।
কারিকায়ামতঃ প্রোক্তং বিপ্রো গীতৈ রমেদিতি ॥ ১২৬ ॥

অথ নৃত্যস্য মাহাত্ম্যং।

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব।—
যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্বহু সুভক্তিতঃ। স নির্দ্দহতি পাপানি জন্মান্তরশতেষ্বপি ॥ ১২৭ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—বহুধোৎসার্য্যতে হর্ষাৎ বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমের্দ্দিশোঽক্ষিভ্যাং দোর্ভ্যাং বা মঙ্গলং দিবঃ ॥ ১২৮ ॥

বারাহে।—যশ্চ নৃত্যতি সুশ্রোণি পুরাণোক্তং সমাসতঃ। ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ।
পুষ্করদ্বীপমাসাদ্য মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া। পুষ্করাচ্চ পরিভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
ফলমাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—
নৃত্যং দত্ত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ং। স্বয়ং নৃত্যেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ ॥১২৯॥

অস্যঃ দাস ইতি স্মৃতঃ শাস্ত্রৈঃ স্মৃতিকৃদ্ভির্ব্বা। কারিকায়াম্ উপনিষদ্ভাগবিশেষে শ্লোকনিবদ্ধশ্রুত্যাদিগ্রন্থে বা ॥ ১২৬ ॥

ভাবৈঃ শৃঙ্গারাদিরসৈঃ বিবিধচেষ্টাভির্ব্বা। বহু যথা স্যাৎ তথা। জন্মান্তরশতেষু কৃতানি করিষ্যমাণান্যপি পাপানি ॥ ১২৭ ॥ নৃত্যতো বিষ্ণুভক্তস্য পাদাদিভিঃ ক্রমাদ্ভূম্যাদেরমঙ্গলমুৎসার্য্যতে বিনশ্যেত ইত্যর্থঃ ॥ ১২৮ ॥ পুরাণোক্তং ভরতাদিপুরাতনমুন্যুক্তং যথা স্যাৎ তচ্ছাস্ত্রানুসারেণেত্যর্থঃ। সমাসতঃ সংক্ষেপেণাপি যো নৃত্যতি। যদ্বা। সমাসতঃ পুরাণোক্তং তস্য

ভগবানের উক্তিতে আছে যে, হে দেবর্ষে! আমি বৈকুণ্ঠধামে কিংবা যোগিগণের হৃদয়মন্দিরে অথবা ভাস্করমণ্ডলেও অবস্থিতি করি না, কিন্তু মদীয় ভক্তকুল যে স্থানে গান করেন, আমি তথায় অধিষ্ঠান করি। মানবগণ গন্ধপাদ্যাদি দ্বারা সেই ভক্তবর্গের অর্চ্চনা করিলে আমি যেমন সন্তুষ্ট হই, মদীয় উপাসনা করিলে সেরূপ প্রীতি লাভ করি না। ১২৫। এই হেতু উক্ত আছে যে, আরাধনা-কর্ম্মে দ্বিজাতিই উপযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে বিষ্ণুদাস বলিয়া গিয়াছেন। এই হেতু কারিকায় (উপনিষদের অংশভেদে কিংবা ছন্দোবদ্ধ শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে) কথিত হইয়াছে যে, দ্বিজাতি ভগবদ্বিষয়ক সংগীত দ্বারা পুলকিত হইবেন। ১২৬।

অনন্তর নৃত্যমাহাত্ম্য।—দ্বারকামাহাত্ম্যের উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, যিনি প্রফুল্লমনে পরম ভক্তি সহকারে সযত্নে সমধিক নৃত্য করেন, তদীয় শত শত জন্মের পাতক ভস্মীভূত হয়। ১২৭। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে, হর্ষ নিবন্ধন নৃত্যকারী হরিপরায়ণ ব্যক্তির চরণ দ্বারা ধরণীর, নেত্র দ্বারা দিঙ্মণ্ডলের এবং বাহু দ্বারা সুরধামের অমঙ্গল বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১২৮। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, হে সুশ্রোণি! যিনি ভরতাদি ঋষি প্রণীত শাস্ত্রানুসারে অল্পপরিমাণেও নৃত্য করেন, তিনি পুষ্কর দ্বীপে গমন পূর্ব্বক ত্রিংশৎ সহস্র ও ত্রিংশৎ শত বর্ষ পর্য্যন্ত যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন। তদনন্তর ইচ্ছানুসারে সেই

অন্যত্র শ্রীনারদোক্তৌ।—

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশং। উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্ব্বে পাতকপক্ষিণঃ॥ ১৩০॥

অথ বাদ্যস্য মাহাত্ম্যং।

সঙ্গীতশাস্ত্রে।—

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতি-জাতি-বিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি॥১৩১॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

বাদ্যং দত্ত্বা তথা বিপ্রঃ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ। স্বয়ং বাদ্যেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ।

বাদ্যানামপি দেবস্য তন্ত্রীবাদ্যং সদা প্রিয়ং। তেন সংপূজ্য বরদং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ॥

অথ শক্তৌ পুনঃ পূজা।

শক্তশ্চেৎ সপরীবারং কৃষ্ণং গন্ধাদিভিঃ পুনঃ। পঞ্চোপচারৈর্ম্মূলেন সংপূজ্যার্ঘ্যং সমর্পয়েৎ॥১৩২॥

ফলমিতি শেষঃ। তদেবাহ ত্রিংশদিত্যাদিনা। অন্তর্লিখিতার্থমেব॥ ১২৯॥ শরীরস্থাঃ স্বস্য সর্ব্বেষামপি বা॥ ১৩০॥

শ্রুতয়ঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ভেদাঃ, জাতয়ঃ সপ্তস্বরাঃ মেঘনাদবসন্তাদিরাগালাপভেদা বা তত্তদভিজ্ঞঃ। মোক্ষো মার্গো উপায়ভূতো যস্মিন্ ভগবতি বৈকুণ্ঠলোকে বা তং নিযচ্ছতি বশীকরোতি। অন্যেভ্যোঽপি নিতরাং যচ্ছতি দদাতীতি বা॥ ১৩১॥

সপরিবারং পূর্ব্বলিখিতাবরণসহিতং। সপরিবারায় কৃষ্ণায় নম ইত্যুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রেণ গন্ধাদিভিঃ পঞ্চভিরুপচারৈঃ পুনঃ সম্যক্ পূজয়িত্বা সপরিবারায় কৃষ্ণায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি অর্ঘ্যং নিবেদয়েদিত্যর্থঃ॥ ১৩২॥

স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যথা তথা গমন ও অবস্থান করেন এবং মৎপ্রতি ভক্তিনিষ্ঠ হইলে যে ফল হয়, তাহাই লাভ করেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, অপরকৃত নৃত্য দ্বারা প্রভুর উপাসনা করিলে রুদ্রলোক লাভ হয় সন্দেহ নাই। নিজে নৃত্য করত দেবদেবের উপাসনা করিলে হরির অনুচর হইতে পারে। ১২৯। অন্যত্রও নারদোক্তি আছে যে, যে সকল ব্যক্তি কমলাপতির পুরোভাগে করতালি দিতে দিতে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করেন, তাঁহাদিগের দেহস্থিত পাতকরূপ বিহঙ্গগণ উড্ডীন হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে। ১৩০।

অতঃপর বাদ্যবিষয়।—সংগীত শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি বীণাবাদনে দক্ষ, শ্রুতিবিষয়ে ও জাতিবিষয়ে পারদর্শী এবং তালপ্রয়োগে নিপুণ, তিনিই মুক্তির উপায়স্বরূপ হরিকে অবহেলে বশীভূত করিতে পারেন। ১৩১। * বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, দ্বিজাতি অন্যকৃত বাদ্য দ্বারা হরির উপাসনা করিলে ইন্দ্রলোক লাভ করিতে পারেন এবং নিজে বাদ্য বাদন করত আরাধনা করিলে হরির অনুচর হইয়া থাকেন। যাবদীয় বাদ্যের মধ্যে তন্ত্রীবাদ্য দ্বারা বরপ্রদ হরির উপাসনা করিলে গণপতি-লোক লাভ হয়।

---

* শ্রুতি—বাদ্যের এক অঙ্গ; উহা ষট্‌ত্রিংশৎপ্রকার। জাতি—সপ্তস্বর কিংবা মেঘনাদ ও বসন্তাদি রাগের আলাপ বিশেষ।

অথ নীরাজনং।

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং। মহানীরাজনং কুর্য্যান্মহাবাদ্যজয়স্বনৈঃ।
প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা। আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্ত্তিকং ॥ ১৩৩ ॥

অথ নীরাজনমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

বহুবর্ত্তিসমাযুক্তং জ্বলন্তং কেশবোপরি। কুর্য্যাদারাত্রিকং যস্তু কল্পকোটিং বসেদ্দিবি।
কর্পূরেণ তু যঃ কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা কেশবমূর্দ্ধনি। আরাত্রিকং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রবিশেদ্বিষ্ণুমব্যয়ং ॥১৩৪॥

তত্রৈবান্যত্র।—

দীপ্তিমন্তং সকর্পূরং করোত্যারাত্রিকং নৃপ। কৃষ্ণস্য বসতে লোকে সপ্ত কল্পানি মানবঃ ॥১৩৫॥

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে। -

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ। সর্ব্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে ॥১৩৬॥

তদর্থং মহানীরাজননিমিত্তং। আরাত্রিকং দীপং। শুভে উত্তমে স্বুবর্ণাদিনির্ম্মিতে বিস্তীর্ণে পাত্রে। বিষমা অযুগ্মা অনেকাশ্চ বদ্ধা বর্ত্তিকা বর্ত্ত্যো যস্মিন্ তং ॥ ১৩৩ ॥

কেশবোপরীতি কেশবমূর্দ্ধনীতি চ প্রায়ঃ শ্রীমস্তকনির্ম্মঞ্ছনং বোধয়তি। প্রবিশেদিতি অত্যন্ত-সন্নিকৃষ্টো ভূত্বা তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। ন ব্যয়ো ভক্তানাং যস্মাদিতি মোক্ষো নিরস্ত এব ॥ ১৩৪ ॥ সপ্ত কল্পানীতি অসংখ্যত্বে তাৎপর্য্যং। অথবা শ্বেতদ্বীপাদৌ বৈকুণ্ঠলোকে তাবৎকালং স্থিত্বা পশ্চাৎ পরমোৎসাহেন তাদৃশভক্তিপ্রচারণায় স্বেচ্ছয়া অবতরণাভিপ্রায়েণোক্তং ॥ ১৩৫ ॥ শিবে হে

অনন্তর সামর্থ্যসত্ত্বে পুনঃ পূজা।—সক্ষম হইলে মূলমন্ত্র দ্বারা গন্ধাদি পঞ্চোপচারে পুনরায় সপরিবার হরির অর্চ্চনা করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ১৩২। *

অতঃপর নীরাজন।—তৎপরে মূলমন্ত্র পাঠ করত বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মহাবাদ্য ও জয়ধ্বনি-সহকারে মহানীরাজন করিতে হইবে এবং ঐ নীরাজনার্থ কাঞ্চনাদিময় উৎকৃষ্ট পাত্রে কর্পূর বা ঘৃত দ্বারা অযুগ্ম ও বহুবর্ত্তিসমন্বিত দীপ প্রজ্বালিত করিবে। ১৩৩।

অনন্তর নীরাজনমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি বহু-বর্ত্তিযুক্ত জ্বলন্ত দীপ দ্বারা হরির শিরোদেশে আরাত্রিক করেন, কোটিকল্প কাল যাবৎ সুরপুরে তাঁহার বাস হয়। হে তাপসপ্রবর! যে ব্যক্তি কর্পূর দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক হরির শিরোদেশে নীরা-জন করেন, তিনি হরির অক্ষয় সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৩৪। ঐ পুরাণের অন্যত্রও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি প্রজ্বলিত কর্পূর সমন্বিত দীপ দ্বারা নীরাজন করেন, সপ্তকল্প যাবৎ কৃষ্ণপুরে তাঁহার বাস হয়। ঐ স্থানেই শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, হে দেবি! দেব-দেবের নীরাজন করিলে, কি মন্ত্রবর্জ্জিত, কি ক্রিয়াবর্জ্জিত, যে কোন পূজা করা হইয়াছে,

---

* প্রয়োগ যথা—"সপরিবারায় কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করত মূলমন্ত্রে পঞ্চোপচারে পুনরায় অর্চ্চনা করিয়া, "সপরিবারায় কৃষ্ণায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" বলিয়া অর্ঘ্য দিবে।

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—কৃত্বা নীরাজনং বিষ্ণোর্দীপাবল্যা সুদৃশ্যয়া।
তমোবিকারং জয়তি জিতে তস্মিংশ্চ কো ভবঃ॥ ১৩৭॥

অন্যত্র চ।— কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ।
দহত্যালোকমাত্রেণ বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং মুখম্॥ ইতি॥ ১৩৮॥

যচ্চ দীপস্য মাহাত্ম্যং পূর্ব্বং লিখিতমস্তি তৎ। দ্রষ্টব্যং সর্ব্বমত্রাপি প্রায়েণাভেদতোঽনয়োঃ॥১৩৯॥

অতঃ সাদরমুত্থায় মহানীরাজনন্ত্বিদং। দ্রষ্টব্যং দীপবৎ সর্ব্বৈর্বন্দ্যমারাত্রিকঞ্চ যৎ॥ ১৪০॥

তদুক্তং শ্রীপুলস্ত্যেন বিষ্ণুধর্ম্মে।—

ধূপং চারাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাঞ্চ প্রবন্দতে। কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥

মূলাগমে চ।—

নীরাজনঞ্চ যঃ পশ্যেদ্দেবদেবস্য চক্রিণঃ। সপ্ত জন্মানি বিপ্রঃ স্যাদন্তে চ পরমং পদং॥

অথ শঙ্খাদিবাদনমাহাত্ম্যং।

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথসংবাদে।—

কেশবায়তনে রাজন্ কুর্ব্বন্ শঙ্খরবং নরঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণা সহ মোদতে॥

করশব্দং প্রকুর্ব্বন্তি কেশবায়তনেষু যে। তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমানেশা যুগদ্বয়ং॥১৪১॥

পার্ব্বতি॥ ১৩৬। তমস্তমোগুণঃ অজ্ঞানং বা সত্ত্বাবরকত্বাৎ, তস্য বিকারং কামক্রোধাদিকং দ্বিতীয়পক্ষে দেহাভিমানাদিকং। তস্মিন্ তমোবিকারে। ভবঃ সংসারঃ কঃ স্যাৎ অপি তু ন কশ্চিদপি, স্বতএব জিতো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৩৭॥ কোটয়ঃ কোটীঃ যা কোটয়স্তা ইতি বা। সারাত্রিকং দীপসহিতং দীপালোকেনাধিকং শোভমানমিত্যর্থঃ॥১৩৮॥ অত্র নীরাজনেঽপি তৎ সর্ব্বং মাহাত্ম্যং দ্রষ্টব্যং মন্তব্যং জ্ঞেয়ং। তত্র হেতুঃ অনয়োঃ ধূপানন্তরস্য দীপস্য এতন্নীরাজনদীপস্য চেতি দ্বয়োরভেদাৎ। প্রায়েণেতি স্বমতে বর্ত্ত্যাদিভেদাৎ॥ ১৩৯॥ অতোঽস্মান্মাহাত্ম্যবিশেষাৎ॥ ১৪০॥

তাহাই ফলবতী হয়। ১৩৬। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে, মনোহরদৃশ্য দীপরাজি দ্বারা হরির নীরাজন করিলে তমোবিকার (কামক্রোধাদি) কিংবা অজ্ঞানবিকার (অভিমানাদি) বিদূরিত হয় এবং উহা দূরীভূত হইলে আর ভবধামে দেহ ধারণ করিতে হয় না। ১৩৭। অন্যত্রও লিখিত আছে, নীরাজনসময়ে দীপালোকে সমধিক বিরাজিত হরির বদন দর্শনমাত্র কোটি কোটি ব্রহ্মবধপাপ ও কোটি কোটি অগম্যা-গমন-পাতক ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ১৩৮। ধূপানন্তর সমর্পিত দীপ ও নীরাজনদীপ এই দুইটীর অভেদ নিবন্ধন পূর্ব্বে দীপের যে সমস্ত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এখানেও প্রায় তৎসমস্ত অবগত হইবে। ১৩৯। অতএব সকলে সাদরে সমুত্থিত হইয়া এই মহানীরাজনদীপকেও নীরাজনদীপবৎ দর্শন ও নমস্কার করিবে।১৪০। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে পুলস্ত্য কর্ত্তৃক এই বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, ধূপ এবং নীরাজনদীপ দর্শন ও হস্ত দ্বারা প্রণতি করিলে কোটিসংখ্য কুল পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় এবং হরির পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। মূলাগমেও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি দেবদেব চক্রধরের নীরাজন

তালাদিকাংস্যনিনদং কুর্ব্বন্ বিষ্ণুগৃহে নরঃ। যৎ ফলং লভতে রাজন্ শৃণুষ গদতো মম॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিমানশতসঙ্কুলঃ। গীয়মানশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥
ভেরীমৃদঙ্গপটহনিশানাদ্যৈশ্চ ডিণ্ডিমৈঃ। সন্তর্প্য দেবদেবশং যৎ ফলং লভতে শৃণু॥
দেবস্ত্রীশতসংযুক্তঃ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ। স্বর্গলোকমনুপ্রাপ্য মোদতে পঞ্চকল্পকম্॥ ১৪২ ॥

অথ সজলশঙ্খনীরাজনং।

ততশ্চ সজলং শঙ্খং ভগবন্মস্তকোপরি। ত্রির্ভ্রাময়িত্বা কুর্ব্বীত পুনর্নীরাজনং প্রভোঃ॥১৪৩॥

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ।

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব।—শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি।
সন্নিধৌ বসতে বিষ্ণোঃ কল্পান্তং ক্ষীরসাগরে॥ ১৪৪ ॥

নীরাজনদ্বয়ং চৈতত্তাম্বূলস্যার্পণাৎ পরং। কেচিদিচ্ছন্তি কেচিচ্চ দর্পণার্পণতঃ পরং॥

বিমানানামীশাঃ স্বামিনো ভবন্তি ॥১৪১॥ নিশানো বাদিত্রবিশেষঃ ॥ ১৪২ ॥
জলপূর্ণশঙ্খেন পুনর্নীরাজনং লিখতি ততশ্চেতি ॥ ১৪৩ ॥
যেন ভ্রামিতং স বসতে বসতি॥ ১৪৪ ॥ আরাত্রিকং নীরাজনপাত্রং নিঃস্নেহং ঘৃতাদি-

---

অবলোকন করেন, সপ্তজন্ম যাবৎ তিনি দ্বিজকুলে উৎপন্ন হইয়া অন্তিমে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

অনন্তর শঙ্খাদি-বাদন-মাহাত্ম্য।—বৃহন্নারদীয় পুরাণে যম-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে যে, হে নরপতে! যে ব্যক্তি হরিমন্দিরে শঙ্খবাদন করেন, তিনি নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি কেশব-মন্দিরে করতালির ধ্বনি করেন, তিনি পাতকপুঞ্জ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া দ্বিযুগযাবৎ বিমানের অধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন।১৪১। হে নৃপতে! হরিমন্দিরে তালাদি কাংস্য-শব্দ করিলে মানব যে ফল প্রাপ্ত হন, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন্। সেই বাদক ব্যক্তি পাতকরাশি হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া শত শত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণু সহ সুখানুভব করেন এবং গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার কীর্ত্তি গান করিয়া থাকে। ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, নিশান, ডিণ্ডিম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা দেবদেব হরিকে প্রীত করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অবধান করুন্। সেই বাদক ব্যক্তি শত শত দেবনারীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও সর্ব্বকামযুক্ত হইয়া সুরধামে প্রস্থান করেন এবং পঞ্চ কল্প-প্রমিত কাল সেই স্থানে বিহার করিয়া থাকেন। ১৪২।

অতঃপর সজল শঙ্খদ্বারা নীরাজন।—তৎপরে সলিল-পূরিত শঙ্খ ভগবানের শিরোদেশে বারত্রয় ভ্রামিত করিয়া পুনরায় প্রভুর নীরাজন সম্পাদন করিবে। ১৪৩। দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত স্থানেই উহার মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। যিনি জলপূরিত শঙ্খ হরির শিরোদেশে ভ্রামিত করেন, কল্পান্তকাল যাবৎ তিনি ক্ষীরসমুদ্রে হরিসমীপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ১৪৪। কোন কোন ব্যক্তি তাম্বূল প্রদানান্তে, কোন কোন ব্যক্তি বা দর্পণ দানান্তে এই দ্বিবিধ নীরা-জন ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে পঞ্চরাত্রে কথিত আছে যে, পুনরাচমন, কর-মার্জন

তথাচ পঞ্চরাত্রে।—

পুনরাচমনং দদ্যাৎ করোদ্বর্ত্তনমেব চ। সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং কুর্য্যান্নীরাজনং তথা॥

সমর্প্য মুকুটাদীনি ভূষণানি বিচক্ষণঃ। আদর্শয়েত্তথাদর্শং প্রকল্প্য চ্ছত্রচামরে॥

গারুড়ে চ।—

অথ ভুক্তবতে দত্বা জলৈঃ কর্পূরবাসিতৈঃ। আচমনঞ্চ তাম্বূলং চন্দনৈঃ করমার্জ্জনং॥

পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ কৃত্বা ভক্ত্যাদর্শং প্রদর্শয়েৎ। নীরাজনং পুনঃ কার্য্যং কর্পূরং বিভবে সতি॥

অতএব বায়ুপুরাণে।—

আরাত্রিকন্তু নিঃস্নেহং নিঃস্নেহয়তি দেবতাং। অতঃ সংশময়িত্বৈব পুনঃ পূজনমাচরেৎ॥

অতএব দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব।—কৃত্বা পূজাদিকং সর্ব্বং জলন্তং কৃষ্ণমূর্দ্ধনি।

আরাত্রিকং প্রকুর্ব্বাণো মোদতে কৃষ্ণসন্নিধৌ॥ ১৪৫॥

কেচিন্নীরাজনাৎ পশ্চাদিচ্ছন্তি প্রণতিং ততঃ।

প্রদক্ষিণং ততঃ স্তোত্রং গীতনৃত্যাদিকং ততঃ॥ ১৪৬॥

এবং ভাগবতাঃ স্বস্বসম্প্রদায়ানুসারতঃ। প্রবর্ত্তন্তে প্রভোর্ভক্ত্যা সর্ব্বং হি শোভনং॥

ততো নিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং।

বিচিত্রৈর্ম্মধুরৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতিং কুর্ব্বীত ভক্তিমান্॥ ১৪৭॥

রহিতং। নিঃস্নেহাং দয়ারহিতাং। সংশময়িত্বা সংশমষ্য নির্ব্বাপ্যেত্যর্থঃ। যশ্চ পূর্ব্বং দীপনির্ব্বাপণদোষ উক্তঃ স দীপবিষয়ক এব, ন তু নীরাজনবিষয়কো জ্ঞেয়ঃ॥ ১৪.॥ প্রণতিং বন্দনং। ততঃ প্রণতেঃ পশ্চাৎ প্রদক্ষিণমিচ্ছন্তি। এবমগ্রেঽপি॥ ১৪৬॥ নন্থ পরস্পরং সংবাদাভাবেনানির্দ্ধারদোষঃ স্যাত্তত্র লিখতি ভক্ত্যেতি॥ ১৪৭॥

কর্পূরযুক্ত তাম্বূল অর্পণ পূর্ব্বক নীরাজন সম্পাদন করিবে। সুধী ব্যক্তি মুকুটাদি অলঙ্কার, ছত্র ও চামর প্রদান পূর্ব্বক দর্পণ প্রদর্শন করিবেন। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, ভোজনশেষে অগ্রে আচমনার্থ কর্পূরযুক্ত সলিল, তদনন্তর তাম্বূল, তৎপরে হস্ত-মার্জ্জনার্থ চন্দন প্রদান পূর্ব্বক কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে ভক্তিসহকারে দর্পণ প্রদর্শন করিবে। সক্ষম হইলে তৎপরে কর্পূর দ্বারা পুনরায় নীরাজন করিতে হয়। অতএব বায়ুপুরাণে উক্ত আছে যে, নীরাজনপাত্র স্নেহরহিত হইলে দেবতাকে স্নেহহীন করিয়া দেয়, এইজন্ত উহা নির্ব্বাপিত না করিয়া পুনরায় অর্চ্চনা আরম্ভ করিবে। * এই হেতু দ্বারকামাহাত্ম্যে ঐ বিষয় উক্ত আছে যে, যিনি অর্চ্চনা-লিখিত কার্য্য সাধন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত দীপপংক্তি দ্বারা শ্রীহরির শিরোদেশে নীরাজন করেন, তিনি শ্রীহরি-সন্নিধানে সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। ১৪৫। কোন কোন ব্যক্তি নীরাজনান্তে প্রণতি, তৎপরে প্রদক্ষিণ, তদনন্তর স্তুতি এবং পরিশেষে নৃত্যাদি অভিলাষ করিয়া থাকেন। ১৪৬। বৈষ্ণবেরা এইরূপে নিজ নিজ

---

* ইতিপূর্ব্বে দীপনির্ব্বাণের যে সকল দোষ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নীরাজনবিষয়ক নহে, উহা দীপ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

মহাভারতে।—

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিষামি যাং। তয়া ব্যাসসমাসিন্যা প্রীয়তাং মধুসূদনঃ॥ ১৪৮॥

আরম্ভে চ স্তবেরেতং শ্লোকং স্তুতিপরঃ পঠেৎ। সত্যাং তস্যাং সমাপ্তৌ চ শ্লোকং সঙ্কীর্ত্তয়েদিমং॥

ইতি বিদ্যাতপোযোনিরযোনির্বিষ্ণুরীরিতঃ।
বাগ্‌যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥ ১৪৯॥

অথ স্তোত্রাণি।

পূর্ব্বতাপনীয়শ্রুতিষু।—

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে। কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে। নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে। রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
কংসবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে। বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ॥
বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে। কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলবল্‌গবে॥
বল্লবীনয়নাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে। নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥
নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ। পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে॥ ১৫০॥

কৃষ্ণমারিরাধয়িষুরারাধয়িতুমিচ্ছন্ জিগদিষামি গদিতুমিচ্ছামি। ব্যাসো বিস্তারঃ সমাসঃ সংক্ষেপস্তদ্‌যুক্তয়া তয়া বাচা॥ ১৪৮॥ এতম্ আরিরাধয়িষুরিত্যাদিকং। তস্যাঃ স্তবেঃ সমাপ্তৌ সত্যাং। ইমম্ ইতি বিদ্যেত্যাদিকং॥ ১৪৯॥

লোলাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বল্লবে সুন্দরায়। বল্লবীনাং নয়নান্যেবাম্ভোজানি তেষাং পঙ্‌ক্তী-

---

সম্প্রদায়ানুসারে ভক্তি পূর্ব্বক প্রভুর অর্চ্চনাদি করিবেন; কেন না, ভক্তি সহকারে যে কোন কর্ম্ম কৃত হয়, তৎসমস্তই সফল হইয়া থাকে। তৎপরে ভক্তিমান্ হইয়া শ্রীহরির, শিরোদেশে বারত্রয় অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক বিচিত্র ও মধুর স্তুতি দ্বারা স্তব করিবেন। ১৪৭।

অনন্তর স্তুতি-বিধান।—মহাভারতে লিখিত আছে যে, শ্রীহরিকে উপাসনা করিতে বাসনা করিয়া যে সমস্ত বচন বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত সেই সমস্ত বচন দ্বারা মধুরিপু প্রসন্ন হউন্। ২৪৮। স্তবকারী ব্যক্তি স্তবারম্ভে পূর্ব্বকথিত "আরিরাধয়িষুঃ" প্রভৃতি শ্লোক ও স্তুতি পরিসমাপ্ত হইলে পশ্চাৎ-কথিত "ইতি বিদ্যা" শ্লোক উচ্চারণ করিবেন। বিদ্যা ও তপস্যার যোনিস্বরূপ (হেতু), অযোনিজ, বাক্য ও যজ্ঞ দ্বারা পূজিত হরি মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্। ১৪৯।

অনন্তর স্তুতি-সমূহ।—পূর্ব্বতাপনীয় শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি। যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দস্বরূপ, সেই গোপীনাথ গোবিন্দ কৃষ্ণকে প্রণাম করি। পদ্মলোচন, পদ্মমাল্যধারী, পদ্মনাভ পদ্মানাথকে নম-

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধিবৈরিণে। অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥
প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর। আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর। সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন। গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব॥ ১৫১॥

বিশেষতঃ কলিকালে স্তোত্রাণি।

একাদশস্কন্ধে।—ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং, তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥ ১৫২॥

র্লীলাস্তদ্বতে তাভিঃ সদা পরময়া শক্ত্যা দৃশ্যমানায়েত্যর্থঃ॥১৫০॥ নিষ্কলায় পরিপূর্ণায় নির্ম্মায়ায়েতি বা। অশুদ্ধিবৈরিণে পরমপাবনায়েত্যর্থঃ॥ ১৫১॥

বিশেষতঃ একাদশস্কন্ধোক্তশ্লোকদ্বয়েন কলিকালে স্তুয়াদিতি শিষ্টাচারাল্লিখতি ধ্যেয়মিতি। হে প্রণতপাল হে মহাপুরুষ তে তব চরণারবিন্দং বন্দে। কথম্ভূতং ধ্যেয়ং ধ্যাতুং যোগ্যং। সদেতি সর্ব্বত্র সংবধ্যতে। ধ্যেয়ত্বে হেতবঃ ইন্দ্রিয়কুটুম্বাদিভির্যঃ পরিভবস্তিরস্কারঃ তং হন্তীতি তথা তৎ। কিঞ্চ। অভীষ্টদোহং মনোরথপূরকং। কিঞ্চ। তীর্থাস্পদং গঙ্গাদ্যাশ্রয়ত্বেন পরমপাবনং। কিঞ্চ। শিববিরিঞ্চিভ্যাং নুতং স্তুতং। ননু তৌ কৃতার্থাবেব কিমর্থং তাভ্যাং নুতং তত্রাহ।—শরণ্যম্ আশ্রয়ণাযোগ্যং সুখবিশেষার্থমিতি ভাবঃ। যদ্বা পরমেশ্বরত্বেনাবশ্যসেব্যত্বাৎ তন্মাহাত্ম্যবিশেষে-ণাকর্ষণদ্বা। ননু ব্রহ্মাদিস্তুত্যং কথং প্রাকৃতস্য গোচরঃ স্যাৎ। ন। ভৃত্যার্ত্তিহং যস্য কস্যাপি ভৃত্যমাত্রস্যার্ত্তিহন্তারং। ন কেবলমাগন্তুকমার্ত্তিমাত্রং হন্তি ভবাব্ধিপোতং সংসারার্ণবতারকঞ্চ। যদ্বা। শিববিরিঞ্চিনুতমিতি পরমৈশ্বর্য্যমুক্তং শরণ্যমিতি চ শরণাগতবাৎসল্যমুক্তং ভক্তানাং সদা

স্কার। যাঁহার শিরোদেশ ময়ূরবর্হে বিরাজিত, যিনি অকুণ্ঠ বুদ্ধিমান্ এবং কমলার মানস-সরসীর হংসস্বরূপ, সেই গোবিন্দকে প্রণাম করি। কংসকুলবিনাশকারী, কেশি ও চাণূর নিসূদন, শিবের বন্দনীয় এবং ধনঞ্জয়ের সারথিকে নমস্কার। যিনি বেণুবাদনে নিরত, গোপালক, কালিয়-দমন, যমুনা-কূলে নিরত, চপলকুণ্ডল দ্বারা বিরাজিত, গোপীগণের লোচন-কমলের মালাধারী, নৃত্যপরায়ণ এবং প্রণত জনগণের প্রতিপালক, সেই কৃষ্ণকে প্রণাম। যিনি পাপনাশন, গোবর্দ্ধনধারী, পূতনা ও তৃণাবর্ত্তের জীবন-বিনাশক, তাঁহাকে নমস্কার। ১৫০। যিনি পরিপূর্ণ, নির্ম্মোহ, শুদ্ধ, পরম পবিত্র, অদ্বয় সকলের বন্দনীয়, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। হে পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ! আপনি প্রসন্ন হউন্; হে প্রভো! মনঃপীড়া ও ব্যাধিরূপ সর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, আপনি আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ করুন্। হে রুক্মিণীনাথ! হে গোপীজন-চিত্ত-হারিন্! হে জগদ্গুরো! হে কৃষ্ণ! আমি ভব-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন্। হে কেশব! হে দুঃখনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আমাকে পরিত্রাণ করুন্। ১৫১।

বিশেষতঃ কলিযুগে স্তুতি।—ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে, হে প্রণত-জনরক্ষক! হে মহাপুরুষ! ভবদীয় যে পাদপদ্ম ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয়জন্য ও কুটুম্বাদিজন্য পরাভব-নাশক,

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং, ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ১৫৩ ॥

সন্দ্বিত্বমাহ। ভৃত্যানামার্ত্তিং বিরহদুঃখং সাক্ষাৎকারাদিনা হন্তীতি। কিঞ্চ। প্রণতান্ স্বস্বভক্তান্ বরদানাদিনা পালয়ন্তীতি প্রণতপালা ইন্দ্রাদয়ো দেবাস্তেষামপি ভবাব্ধিপোতং। অথবা পরিভবঘ্ন-মভীষ্টদোহমিতি বিশেষণাভ্যাং কামিনাং সর্ব্বদুঃখনাশকত্বং কামপরিপূরকত্বং চোক্তং। তীর্থা-স্পদমিতি মুমুক্ষূণাং মুক্তিপ্রদত্বং। শিববিরিঞ্চিনুতমিতি মুক্তানামপি স্তুত্যত্বেন সুখবিশেষাত্মকত্ব পরমাকর্ষকত্বঞ্চ। শরণ্যং পরমাশ্রয়মিতি দাসানাং সর্ব্বপুরুষার্থময়ত্বং। কিংবা শরণং বৈকুণ্ঠধাম ভগবানেব বা তৎপ্রদমিত্যর্থঃ। ইতি পরমপদপ্রদত্বং। ভৃত্যানাং রুক্মিণীপ্রভৃতীনাং ভার্য্যাণাং বিরহার্ত্তিঘ্নমিতি পরমপ্রেমবিষয়ত্বং। প্রণতান্ বৈষ্ণবান্ পালয়ন্তি অন্নাদিদানেন পুষ্ণন্তি দুষ্টজনাদিভ্যো বা রক্ষন্তীতি প্রণতপালাঃ। যদ্বা। প্রণতা বৈষ্ণবা এব পালাঃ পালকা যেষাং জনানাং তেষাং বৈষ্ণবসেবকানাং ভবাব্ধিপোতং ভক্তিপ্রদানেনানায়াসতো বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপণাৎ সংসারদুঃখপরম্পরাহারকমিতি নিজদাসানুদাসানামপি সর্ব্বদুঃখক্ষপণাদিকং ॥ ১৫২ ॥ ইদানীং স্বয়মাপ্তকামত্বান্নৈরপেক্ষ্যং ভক্তার্থঞ্চ সাপেক্ষতাং দর্শয়ন্ শ্রীরামচন্দ্রং স্তৌতি ত্যক্ত্বেতি। হে ধর্ম্মিষ্ঠ সদাচারপ্রবর্ত্তক। হে মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। অন্যৈর্দুস্ত্যজা যা সুরেপ্সিতা রাজ্যলক্ষ্মীরযোধ্যাসাম্রাজ্যবিভূতিস্তাং ত্যক্ত্বা যত্তে চরণারবিন্দম্ অরণ্যং দণ্ডকবনাদিকমগাৎ। কিং রাজ্যবৈকল্যদর্শনেন? ন হি আর্য্যস্য গুরোর্দশরথস্য বচসা কেকয়ীং প্রতি তদীয়বচন-সত্যতাপ্রতিপালনায়েত্যর্থঃ। এবং ধর্ম্মিষ্ঠত্বমুক্ত্বা মহাপুরুষত্বং দর্শয়ন্ ভক্তজনবশ্যতামাহ। দয়িতয়া শ্রীসীতয়া ঈপ্সিতং মায়ামৃগং মায়য়া স্বর্ণময়াকারহরিণং যদন্বধাবত্তদ্বন্দে। যদ্বা কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিতি তত্রৈব প্রাগুক্তেঃ কলৌ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপূজ্যত্বাৎ তদীয়লীলাবর্ণনেন তমেব স্তৌতি। রাজ্যলক্ষ্মীং শ্রীমথুরাসম্পত্তিং। অবিবক্ষিতত্বাদসন্ধিঃ। ধর্ম্মিষ্ঠস্য পূর্ব্বজন্মনি একাগ্রতয়া কৃতভগবদারাধনলক্ষণধর্ম্মস্য আর্য্যস্য শ্রীবসুদেবস্য। যদ্বা। ধর্ম্মিষ্ঠয়োরার্য্যয়োঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোর্বচসা তত্র অয়ন্ত্বসত্য ইত্যাদিনা বসুদেবস্য, জন্ম তে ময্যসাবিত্যাদিনা দেবক্যাঃ। অরণ্যং বৃহদ্বনাদিকং। যদ্বা। ধর্ম্মিষ্ঠে ভক্তিলক্ষণধর্ম্মনিষ্ঠে শ্রীনন্দগোপরাজে যদরণ্যং ব্রজভূমিলক্ষণং তৎ। এবং সত্যপি মহাপুরুষত্বেনৈব সদাচারপ্রবর্ত্তকত্বং ভক্তজনাধী-নত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং। পরমদুর্লভতামাহ। মায়য়া লক্ষ্ম্যা অপি মৃগ্যত ইতি মৃগং। যদ্বা। ভক্তজনাধী-নত্বমেবাহ। মায়য়া লক্ষ্ম্যা মৃগং ক্রীড়ামৃগবৎ পরাধীনমিত্যর্থঃ। অরণ্যগমনে নিগূঢ়হেত্বন্তরং। দয়িতয়া শ্রীরাধয়া ঈপ্সিতং পূর্ব্বস্মিন্নিহাপি জন্মনি বিবিধারাধনেন প্রাপ্তুমিষ্টং। অতএব

অভীষ্টসাধক, গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয়, শিববিরিঞ্চি কর্ত্তৃক সংস্তুত, আশ্রয়যোগ্য, ভক্তবর্গের দুঃখ-হারক এবং ভবসমুদ্রের পরিত্রাণকারক, আমি সেই চরণারবিন্দ বন্দনা করি। ১৫২। হে ধার্ম্মিকপ্রবর মহাপুরুষ! অপরের পক্ষে ত্যাগ করা দুরূহ এবং সুরগণেরও অভীপ্সিত রাজ্য-লক্ষ্মী বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আপনি পিতৃবচনে বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রিয়তমা জানকীর প্রীতি উৎপাদনার্থ মায়ামৃগাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিলেন, অতএব ভবদীয় পাদপদ্ম বন্দনা

বৈদিকানীদৃশান্যে ন কৃষ্ণে পৌরাণিকান্যপি। তান্ত্রিকাণি চ শস্তানি স্তোত্রাণ্যপি নবান্যপি॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে হংসগীতায়াং।—

অভ্রষ্টলক্ষণৈঃ কৃত্বা স্বয়ং বিরচিতাক্ষরৈঃ। স্তবং ব্রাহ্মণশার্দ্দূলাস্তস্মাৎ কামানবাপ্নুয়াৎ॥১৫৪॥

স্তুতিমাহাত্ম্যং।

বিষ্ণুধর্ম্মে।—

সর্ব্বদেবেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বদেবেষু যৎ ফলং। নরস্তৎ ফলমাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

ন বিত্তদাননিচয়ৈর্ব্বহুভির্ম্মধুসূদনঃ। তথা তোষমবাপ্নোতি যথা স্তোত্রৈর্দ্বিজোত্তমাঃ॥

নারসিংহে।—

স্তোত্রৈর্জপৈশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তৌতি মধুসূদনং। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—

স্তবন্নমেয়মাহাত্ম্যং ভক্তিগ্রথিতরম্যবাক্। ভবেদ্ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ্য-প্রভুকারুণ্যভাজনং॥ ১৫৫॥

যথা নরস্য স্তবতো বালকস্যেব তুষ্যতি। মুগ্ধবাক্যৈর্ন হি তথা বিবুধানাং জগৎপিতা॥১৫৬॥

অবলং প্রভুরীপ্সিতোন্নতিং কৃতযত্নং স্বযশঃস্তবে ঘৃণী। স্বয়মুদ্ধরতি স্তনার্থিনং পদলগ্নং জননীব বালকং

অন্বধাবচ্চারণ্যামেব। গোপালনাদিক্রীড়য়া সর্ব্বতো ধাবন্নিব পরিবভ্রামেত্যর্থঃ॥ ১৫৩॥ ঈদৃশানি এতাদৃশশ্রীগোকুললীলামৃতময়ানি বৈদিকানি কৃষ্ণস্তোত্রাণি শস্তানি ভবন্তি। যদ্বা। কৃষ্ণে শস্তানি তৎসুখকরাণীত্যর্থঃ। অভিনবানি আধুনিক-কবিনিবদ্ধানি॥ ১৫৪॥

ভক্ত্যা প্রেম্ণা গ্রথিতাঃ ক্রমেণ নিবদ্ধাঃ অতএব রম্যা বাগ্ যস্য সঃ। ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ্যং যৎ প্রভোর্ভগবতঃ কারুণ্যং তস্য ভাজনং বিষয়ঃ॥১৫৫॥ বিবুধানাং দেবানাং বিদুষামপি বা॥১৫৬॥

করি। ১৫৩। এইরূপ বেদকথিত, পুরাণলিখিত, তন্ত্রোক্ত এবং নবীন কবিকুল-প্রণীত স্তব শ্রীহরির সন্তোষ সাধনে প্রশস্ত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে হংসগীতায় লিখিত আছে যে, হে বিপ্রসত্তমগণ! যাহার লক্ষণ ভ্রষ্ট হয় নাই, ঈদৃশ স্বয়ংপ্রণীত বর্ণাবলী দ্বারা প্রভুর স্তুতি করিলে তিনি, নিখিল কামনা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। ১৫৪।

অনন্তর স্তবমাহাত্ম্য।—বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, নিখিল দেবতার উপাসনা করিলে যে পুণ্য সঞ্চার হয় এবং নিখিল বেদাধ্যয়ন দ্বারা যে ফল হইয়া থাকে, দেবপ্রবর জনার্দ্দনের স্তুতি করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হে বিপ্রসত্তম! হরি স্তুতি দ্বারা যে প্রকার প্রীত হইয়া থাকেন, ভূরি ভূরি অর্থ দিলেও তদ্রূপ পরিতুষ্ট হন না। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্তুতি ও জপ দ্বারা শ্রীহরির পুরোভাগে স্তব করেন, তিনি পাতক হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া হরিধাম লাভ করিয়া থাকেন। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে যে, যিনি ভক্তি সহকারে বিরচিত মনোহর স্তব দ্বারা ভগবানের অসীম মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, বিরিঞ্চি প্রভৃতি সুরগণ প্রভুর যে অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হন, তিনি সেই অনুগ্রহের পাত্র হয়েন। ১৫৫। বালকবৎ স্তুতিকারী মানবদিগের মুগ্ধ বচনে জগৎপিতা যে প্রকার সন্তুষ্ট হয়েন, জ্ঞানিকুলের

স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে। —

শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌঘৈর্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা। নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাং॥

তত্রৈব কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

স্তোত্রাণাং পরমং স্তোত্রং বিষ্ণোর্নামসহস্রকং। হিত্বা স্তোত্রসহস্রাণি পঠনীয়ং মহামুনে। তেনৈকেন মুনিশ্রেষ্ঠ পঠিতেন সদা হরিঃ। প্রীতিমায়াতি দেবেশো যুগকোটিশতানি চ॥ ১৫৭॥

স্নানে যৎ স্তোত্রমাহাত্ম্যং লিখিতং লেখ্যমগ্রতঃ।
যচ্চ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যং সর্ব্বং জ্ঞেয়মিহাপি তৎ॥১৫৮॥

তন্নিত্যতা।

বিষ্ণুধর্ম্মে।— নূনং তৎ কণ্ঠশালূকমথবা প্রতিজিহ্বিকা।
রোগো বান্যো ন সা জিহ্বা যা ন স্তৌতি হরেগুর্ণান্॥ ১৫৯॥

অথ বন্দনং।

প্রণমেদথ সাষ্টাঙ্গং তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ। পঠেৎ প্রতিপ্রণামঞ্চ প্রসীদ ভগবন্নিতি॥

তদুক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা।—

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃস্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি। স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ॥ ১৬০॥

অবলম্ অশক্তং॥ ১৫৭॥ যদ্যপি স্নপনে সহস্রনামমাহাত্ম্যং লিখিতমস্তি তথাপি স্তোত্রেষু মধ্যে সহস্রনাম-স্তোত্রস্য পরমশ্রৈষ্ঠ্যাপেক্ষয়া পুনরত্রোল্লিখিতং॥ যচ্চ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যমগ্রতো লেখ্যং তৎ সর্ব্বম্ ইহ স্তুতিমাহাত্ম্যেঽপি জ্ঞেয়ং সর্ব্বেষামেবৈষাং কীর্ত্তনরূপত্বাৎ॥১৫৮॥

কণ্ঠশালূকং গলরোগবিশেষঃ॥ ১৫৯॥

বচনেও তদ্রূপ প্রীতি লাভ করেন না। ১৫৬। মাতা যেমন স্তনপানেচ্ছু চরণলগ্ন শিশুকে উত্তোলন পূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করেন, সেইরূপ দয়াবান্ প্রভু সযত্নে স্তুতিকারী অক্ষম ব্যক্তিকে বাঞ্ছিত উন্নতি প্রদান পূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে অমৃতসরোদ্ধারে বর্ণিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তির রসনা শ্রীহরির স্তুতিরূপ রত্নরাজিতে সুশোভিত হয়, তাঁহারা সিদ্ধ, ঋষি ও সুরগণের বন্দনীয় হইয়া থাকেন। উক্ত পুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে মহর্ষে! স্তুতি সকলের মধ্যে সহস্রস্তব পরিহার পূর্ব্বক বিষ্ণুর সহস্রনামরূপ উত্তম স্তুতি পাঠ করিবে। হে মুনিপ্রবর! সেই একমাত্র সহস্র-নাম স্তুতি নিরন্তর অধ্যয়ন করিলে দেবদেব হরি শত কোটি যুগ কাল সন্তুষ্ট থাকেন। ১৫৭। স্নানপ্রকরণে যে স্তুতিমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে যে কীর্ত্তনমাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে, তৎসমস্ত মাহাত্ম্য এই স্তুতিপ্রকরণেও পরিজ্ঞাত হইবে। ১৫৮।

অনন্তর স্তোত্রের নিত্যতা।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত আছে যে, যে রসনা হরিগুণ বর্ণন না করে, তাহা কণ্ঠশালূক (গলরোগ) বিশেষ, কিংবা প্রতিজিহ্বা (আলজিহ্বা) অথবা অন্য প্রকার পীড়া। ১৫৯।

অতঃপর বন্দন।—পরে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি ও তন্মুদ্রা দেখাইবে এবং প্রতি প্রণতিতেই "হে

অথ প্রণামবিধিঃ।

তত্রৈব।—

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরং। প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥১৬১॥

কিঞ্চাগমে।—

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥১৬২॥
জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া। পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥ ১৬৩ ॥
গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাত্তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ। অবশ্যঞ্চ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকানপি ॥১৬৪॥

প্রাকৃতৈরর্ব্বাচীনৈর্লৌকিকভাষানিবদ্ধৈরিতি বা ॥ ১৬০ ॥

বাহুভ্যাং দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পরস্পরং মম দক্ষিণোত্তরপাদৌ গৃহীত্বা। যদ্বা। পরস্পরং নিবদ্ধাভ্যাং। কৃতাপরাধ ইব প্রপন্নং পাহীত্যাদি বিজ্ঞাপ্য প্রণমেদিত্যর্থঃ ॥ ১৬১ ॥ প্রণামেঽষ্টাঙ্গানি দর্শয়তি পদ্ভ্যামিতি। পাদাদিভিঃ প্রণামঃ ক্রমেণ তত্তদঙ্গৈর্ভূম্যবষ্টম্ভনেন তৎসংস্পর্শনাৎ। দৃশা প্রণামঃ চক্ষুরীষন্নিমীলনাৎ। মনসা শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা ইত্যাদি ধ্যানেন। বচসা চ ভগবন্ প্রসীদেত্যাদিরূপেণোহঃ ॥ ১৬২ ॥ ইমৌ অষ্টাঙ্গপঞ্চাঙ্গপ্রণামৌ ॥ ১৬৩ ॥ গরুড়ং ভগবদভিমুখে বর্ত্তমানং দক্ষিণে কৃত্বেতি ভগবতঃ পুরোভাগে পৃষ্ঠদেশে বামেঽত্যন্তনিকটে চ প্রণামনিষেধাৎ। তথা চাগ্রে লেখ্যম্ অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগ ইত্যাদি। ত্রীন্ প্রণামানবশ্যং কুর্য্যাৎ। যচ্চ নমস্কারেণ চৈকেনেত্যাদিকমগ্রে লেখ্যং তচ্চ মাহাত্ম্যপরতয়ৈব ন তু বিধেয়ত্বেন। যথা একপ্রদক্ষিণায়া নিষিদ্ধত্বেঽপি প্রদক্ষিণেন চৈকেনেত্যাদিকং মাহাত্ম্যপরমেব সঙ্গচ্ছতে অন্যথাতিবিরোধাৎ। শক্তশ্চেদ্ভবতি তর্হি ততোঽধিকান্ ষড়াদীন্ অষ্টচত্বারিংশদন্তান্,

---

ভগবন্! মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্” ইহা পাঠ করিতে হইবে। ভাগবতের একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে যে, পৌরাণিক ও আধুনিক নানারূপ স্তুতি পাঠ পূর্ব্বক “হে ভগবন্! আপনি প্রীত হউন্” বলিয়া দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া বন্দনা করিতে হয়। ১৬০।

অনন্তর প্রণামবিধি।—ঐ একাদশ স্কন্ধেই লিখিত আছে যে, বাহুযুগল দ্বারা মদীয় পদদ্বয় ধারণ করত শিরোদেশ অবনত করিয়া “হে ঈশ! আমি মৃত্যুর আক্রমণরূপ সমুদ্র হইতে ত্রস্ত ও আপনার আশ্রিত, আমাকে পরিত্রাণ করুন্” এই বলিয়া প্রণাম করিবে। ১৬১। আগমেও লিখিত আছে যে, বাহুযুগল, চরণযুগল, জানুযুগল, বক্ষঃ, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন ও বচন এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণতি অষ্টাঙ্গ শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৬২। * জানুযুগল, বাহুযুগল, শিরোদেশ, বচন ও বুদ্ধি এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণতিকে পঞ্চাঙ্গ শব্দে নিরূপণ করা হয়। অর্চ্চনাবিষয়ে এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণতিই প্রশস্ত।১৬৩। সুধী ব্যক্তি প্রণতিসময়ে ভগবানের পুরোভাগস্থ গরুড়কে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া তৎপৃষ্ঠে (বামদিকে) প্রণতি করিবে অর্থাৎ দেবদেবের

---

* নেত্রের ঈষৎ নিমীলন দৃষ্টিগত প্রণতি। বাহু দ্বারা দেবদেবের পদ ধারণ করত অবনত শিরে প্রণত হইয়া আছি, এইরূপ ধ্যানের নাম মানসিক প্রণতি। এবং “হে ভগবন্! প্রীত হউন্” ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তুতিকেই বাক্যগত প্রণতি কহে।

তথা চ নারদপঞ্চরাত্রে।—

সন্ধিং বীক্ষ্য হরিং চাদ্যং গুরূন্ স্বগুরুমেব চ। দ্বিচতুর্ব্বিংশদথবা চতুর্বিংশত্তদর্দ্ধকং।
নমেত্তদর্দ্ধমথবা তদর্দ্ধং সর্ব্বথা নমেৎ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

দেবার্চ্চাদর্শনাদেব প্রণমেন্মধুসূদনং। স্থানাপেক্ষা ন কর্ত্তব্যা দৃষ্ট্বার্চ্চাং দ্বিজসত্তমাঃ।
দেবার্চ্চাদৃষ্টিপূতং হি শুচি সর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতং॥ ১৬৫॥

অথ নমস্কারমাহাত্ম্যং।

নারসিংহে।—

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ। নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ॥১৬৬॥

স্কান্দে।—

দণ্ডপ্রণামং কুরুতে বিষ্ণবে ভক্তিভাবিতঃ। রেণুসংখ্যং বসেৎ স্বর্গে মন্বন্তরশতং নরঃ॥১৬৭॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

প্রণম্য দণ্ডবদ্ ভূমৌ নমস্কারেণ যোঽর্চ্চয়েৎ। স যাং গতিমবাপ্নোতি ন তাং ক্রতুশতৈরপি॥
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ॥

ততোপ্যঽধিকান্ অষ্টোত্তরশতাদীন্ কুর্য্যাৎ॥ ১৬৪॥ সন্ধিং ভোজনশয়নাদ্যবসরং। বীক্ষ্য আলোচ্য। তদ্ব্যতিরিক্তকালে ইত্যর্থঃ। লোকে সদাচারানুসারতঃ। আদ্যং হরিং শ্রীকৃষ্ণং। গুরবশ্চোক্তাঃ কৌর্ম্মে।—যো ভাবয়তি যা সূতে যেন বিদ্যোপদিশ্যতে। জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ। ইতি তান্। দ্বিচতুর্বিংশদিতি অষ্টচত্বারিংশদিত্যর্থঃ॥ ১৬৫॥
সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু মধ্যে নমস্কারঃ উত্তমো যজ্ঞঃ দেবতারাধনং স্মৃতঃ স্মৃতিকৃদ্ভিঃ॥ ১৬৬॥ রেণুসংখ্যমিতি দণ্ডপ্রণামাচরণে যাবন্তো রেণবো গাত্রৈঃ সংস্পৃশ্যন্তে তাবৎসংখ্যং তেষাং প্রত্যেকং মন্বন্তরশতং বসেদিত্যর্থঃ। এবমসংখ্যত্বে তাৎপর্য্যং। স্বর্গে উর্দ্ধলোকে বসেদিতি

অতি সন্নিধানে প্রণতি করিতে নাই। প্রণাম বারত্রয় কর্ত্তব্য, কিন্তু সক্ষম হইলে তাহা অপেক্ষা অধিকবার করিলেও ক্ষতি নাই। ১৬৪। নারদপঞ্চরাত্রে এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যে, শয়নাহারাদি ব্যতিরিক্ত সময়ে অগ্রে হরিকে, তৎপরে গুরুবর্গকে (পিতা, মাতা, বিদ্যাদাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর ও পতিকে) এবং স্বীয় গুরুদেবকে অষ্টচত্বারিংশদ্বার কিংবা ষট্ত্রিংশদ্বার অথবা অষ্টাদশধা কিংবা নবধা প্রণতি করিবে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজসত্তমগণ! দেবপ্রতিমা দর্শন করিলেই শ্রীহরিকে প্রণাম করিবে, স্থানের অপেক্ষা করিবে না। দেবমূর্ত্তি দর্শনান্তে যে কোন দ্রব্য দর্শন করা যায়, তৎসমস্তই পবিত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৫।

অনন্তর নমস্কার-মাহাত্ম্য।—নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, নমস্কার যজ্ঞস্বরূপ এবং নিখিল যজ্ঞের মধ্যে প্রধান। একমাত্র নমস্কার দ্বারা মানব বিশুদ্ধ হইয়া হরিকে লাভ করে। ১৬৬। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, যিনি ভক্তি সহকারে দণ্ডবৎ হরিকে প্রণাম

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে।—

ভূমিমাপীড্য জানুভ্যাং শির আরোপ্য বৈ ভুবি। প্রণমেদ্যো হি দেবেশং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥

তত্রৈবান্যত্র।—

তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ। নারায়ণপ্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতঃ শার্ঙ্গধন্বনে। শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ১৬৮॥

রেণুমণ্ডিতগাত্রস্য কণা দেহে ভবন্তি যৎ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ১৬৯॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

অভিবাদ্য জগন্নাথং কৃতার্থশ্চ তথা ভবেৎ। নমস্কারক্রিয়া তস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥

জানুভ্যাঞ্চৈব পাণিভ্যাং শিরসা চ বিচক্ষণঃ। কৃত্বা প্রণামং দেবস্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥

বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তৌ কস্যচিৎ ক্রমগত্যপেক্ষয়া॥ ১৬৭॥ নমস্কারমাত্রেণ যোঽর্চ্চয়েৎ প্রণামরূপমর্চ্চনং যঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৬৮॥ কণা রেণুপরিমাণবঃ। যদিত্যব্যয়ং যাবন্ত ইত্যর্থঃ। কলা যে ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ॥ ১৬৯॥ সহ তেন পুনর্নোত্তিষ্ঠতি কদাচিদপি পশ্চাত্তস্য পাতকং

করেন, প্রণতিসময়ে যতসংখ্য ধূলি তাঁহার দেহে সংলগ্ন হয়, তত শত মন্বন্তর তিনি সুরপুরে বাস করিয়া থাকেন। ১৬৭। ঐ পুরাণেই ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক যিনি নমস্কাররূপ পূজা করেন, তাঁহার যেরূপ ফল হয়, শত যজ্ঞানুষ্ঠানেও সেরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায় না। একমাত্র নমস্কার দ্বারাই মানব বিশুদ্ধ হইয়া শ্রীহরিকে লাভ করে। উক্ত পুরাণের শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে, ভূতলে জানুযুগল নিপীড়ন পূর্ব্বক এবং মস্তক স্থাপন করত যিনি দেবদেব ভগবান্‌কে প্রণতি করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। উক্ত পুরাণের অন্যত্র লিখিত আছে যে, নারায়ণকে নমস্কার করিলে যে পুণ্য হইয়া থাকে, সহস্র কোটি তীর্থে তাহার ষোড়শাংশেরও একাংশ হয় না। শঠতা সহকারে শার্ঙ্গধন্বা হরিকে প্রণাম করিলেও শত জন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ আশু ধ্বংস হইয়া থাকে। ১৬৮। প্রণতি সময়ে ধূলিধূসরিত-কলেবরে যতসংখ্য ধূলিকণা সংলগ্ন হয়, তত সহস্র-বর্ষ হরিধামে সম্মানিত হইয়া বাস করিতে পারে। ১৬৯। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, যিনি জগৎপতিকে নমস্কার করেন, তিনি কৃতার্থ হয়েন এবং তদীয় নিখিল পাতক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তি জানু-যুগল, করদ্বয় ও শিরোদেশ দ্বারা ভগবান্‌কে প্রণতি করিলে নিখিল কামনা লাভ করিতে পারেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, অনাদি, অনন্ত, দৈত্যদানব-নিসূদন ভগবান্‌কে প্রত্যহ নমস্কার করিলে আর যম-দর্শন করিতে হয় না। হে বিপ্রগণ! যাঁহারা জগন্নাথ নারায়ণকে নিরন্তর নমস্কার করেন, তাঁহাদিগকে আর হরিধাম হইতে অন্য লোকে গমন করিতে হয় না। নারদপুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে একবারমাত্র প্রণতি করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দশসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথস্নানেও সেরূপ ফল হয় না। দশাশ্ব-মেধকারীকে পুনর্ব্বার দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামকারী আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ

বিষ্ণুপুরাণে।—

অনাদিনিধনং দেবং দৈত্যদানবদারণং। যে নমন্তি নরা নিত্যং ন হি পশ্যন্তি তে যমং॥

যে জনা জগতাং নাথং নিত্যং নারায়ণং দ্বিজাঃ। নমন্তি ন হি তে বিষ্ণোঃ স্থানাদন্যত্র গামিনঃ॥

নারদীয়ে।— একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো, দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ।

দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম, কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—বিষ্ণোর্দণ্ডপ্রণামার্থং ভক্তেন পততা ভুবি।

পাতিতং পাতকং কৃৎস্নং নোত্তিষ্ঠতি পুনঃ সহ॥ ১৭০॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—

তপস্তপ্ত্বা নরো ঘোরমরণ্যে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তন্নত্বা গরুড়ধ্বজং॥

কৃত্বাপি বহুশঃ পাপং নরো মোহসমন্বিতঃ। ন যাতি নরকং নত্বা সর্ব্বপাপহরং হরিং॥

তত্রৈব বেদনিধিস্তুতৌ।—অপি পাপং দুরাচারং নরং তৎ প্রণতং হরেঃ।

নেক্ষন্তে কিঙ্করা যাম্যা উলূকাস্তপনং যথা॥ ১৭১॥

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীযমস্য নিজভটানুশাসনে।—

হরিমমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্যঃ।

তমপগত-সমস্ত-পাপবন্ধং ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তং॥ ১৭২॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—শরণাগতরক্ষণোদ্যতং হরিমীশং প্রণমন্তি যে নরাঃ।

ন পতন্তি ভবাম্বুধৌ স্ফুটং পতিতানুদ্ধরতি স্ম তানসৌ॥ ১৭৩॥

ন স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৭০॥ নেক্ষন্তে ঈক্ষিতুমপি ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ॥ ১৭১॥ পরমার্থতঃ তত্ত্বতঃ অতএবাপগত-সমস্তপাপবন্ধং॥ ১৭২॥ পূর্ব্বং পশ্চাদ্বা কথঞ্চিদ্ভবাম্বুধৌ পতিতানপি

করেন না। হরিভক্তি-সুধোদয়ে লিখিত আছে যে, শ্রীহরিকে দণ্ডবৎ প্রণতিকালে ভক্ত জন যখন ভূতলে নিপতিত হন, তখন, তদীয় নিখিল পাতকও পাতিত হয়; উত্থানসময়ে তিনি আর পাতক সহ সমুত্থিত হন না অর্থাৎ আর তাঁহার পাতক বিদ্যমান থাকে না। ১৭০। পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে, মানব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করত বনে সতত দুশ্চর তপস্যানুষ্ঠান করিয়া যে ফল লাভ করে, গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দনকে প্রণতি করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি অসংখ্য অসংখ্য পাপ করিয়া অজ্ঞানে মুগ্ধ থাকে, সর্ব্বপাপনাশন হরিকে নমস্কার করিলে আর তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয় না। ঐ পুরাণেই বেদনিধিস্তুতিতে লিখিত আছে, পাতকী ও দুরাচার ব্যক্তি হরিকে প্রণাম করিলে, পেচকগণ যেমন ভাস্করাভিমুখে দৃষ্টিসঞ্চালনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ যমকিঙ্করেরাও সেই পাতকীর প্রতি নেত্রপাত করিতে সক্ষম হয় না। ১৭১। বিষ্ণুপুরাণে দূতগণের প্রতি যমের উপদেশসময়ে বর্ণিত আছে যে, সুরগণও যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করেন, সেই শ্রীহরিকে যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে প্রণাম করে, তাহার নিখিল পাতক বিদূরিত হয়, সুতরাং হোমাগ্নিবৎ বিশুদ্ধ সেই মানবকে পরিহার পূর্ব্বক তোমরা অন্যত্র প্রস্থান করিও। ১৭২।

অষ্টমস্কন্ধে চ বলিবাক্যে।—অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈরলব্ধপূর্ব্বোঽপসদেঽসুরেঽর্পিতঃ॥ ১৭৪॥

অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে।—
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নৃণামিদং। যেষাং হরিপদাব্জাগ্রে শিরো ন্যস্তং যথা তথা॥

কিঞ্চ নারসিংহে শ্রীযমোক্তৌ।—
তস্য বৈ নারসিংহস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ। প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমো নমঃ॥

ভবিষ্যোত্তরে চ জলধেনুপ্রসঙ্গে।—
বিষ্ণোর্দেবজগদ্ধাতুর্জনার্দ্দনজগৎপতেঃ। প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমো নমঃ॥ ১৭৬॥

সতঃ তান্ প্রণামকর্ত্তৄন্ অসৌ হরিরুদ্ধরতি স্ম উদ্ধবার। যদ্বা। স্ম হেতৌ পতিতান্ ভ্রষ্টানপি তান্ নরানসাবুদ্ধরতি যতঃ তৎ কিং বক্তব্যং তৎপ্রণামকারিণো ন পতন্তীত্যর্থঃ॥ ১৭৩॥ অহো ভগবন্ ত্বৎপ্রণামস্য মহিমা। যদর্থং কৃতঃ সমুদ্যম এব প্রপন্নানাং ত্বদেকনিষ্ঠভক্তানাং যোঽর্থস্তস্য বিধৌ অভক্তেঽপি ময়ি তস্য সম্পাদনে সমাহিতঃ অপ্রমত্তঃ স্থিতঃ, কুতঃ যৎ যেনোদ্যমেন লোকপালৈরমরৈঃ সত্ত্বপ্রধানৈরপ্যলব্ধপূর্ব্বস্ত্বদনুগ্রহঃ অপসদে নীচে রাক্ষসে ময্যর্পিতঃ। অয়ং ভাবঃ। পরমেশ্বরায় তুভ্যমহং বরাকস্ত্রিলোকীং দত্তবানিত্যেতদাস্তাং প্রণামোঽপি ন সম্যক্ কৃতঃ।কিন্তু তদর্থমুদ্যমমাত্রং কৃতং তেন চ কর্ম্ম তপো-দানাদি-কোটিভিরপ্যলভ্যস্ত্বদনুগ্রহঃ সম্পাদিতঃ অহো তৎপ্রণামপ্রভাবাশ্চর্য্যত্বমিতি॥ ১৭৪॥ যথা তথা যেন কেনাপি প্রকারেণেত্যর্থঃ॥ ১৭৫॥ তেষাং তেভ্যোঽপি নমো নমঃ ভক্ত্যা বীপ্সা॥ ১৭৬॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, যাঁহারা শরণাগত-পালক ঈশ্বর হরিকে প্রণতি করেন, তাঁহাদিগকে ভবসাগরে নিপতিত হইতে হয় না, কিংবা যদি পরে নিপতিত হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে হরি তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করেন। ১৭৩। ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে বলি-বাক্যে প্রকাশিত আছে, হে ভগবন্! শরণাগত ভক্তকুলের ন্যায় সতর্ক হইয়া আমি আপনাকে প্রণামার্থ কেবল মাত্র উদ্যোগ করিয়াছি, কিন্তু বস্তুতঃ আমি প্রণত হই নাই, তথাপি আপনি এই হীন দানবের প্রতি যে প্রকার অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন, এরূপ অনুগ্রহ পূর্ব্বে লোকপাল সুরগণও প্রাপ্ত হন নাই। ১৭৪। অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে উক্ত আছে যে, যে সমস্ত ব্যক্তির শিরোদেশ কোন প্রকারে হরিচরণ-কমলের অগ্রে সমর্পিত থাকে, অহো! তাহাদিগের কি সৌভাগ্য! ১৭৫। নৃসিংহপুরাণে শ্রীযমোক্তি আছে, যাঁহারা অসীমতেজাঃ নৃসিংহরূপী সেই হরিকে বন্দনা করেন, তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ভবিষ্যপুরাণে উত্তর ভাগে জলধেনুপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, যাঁহারা জগদ্ধাতা জনার্দ্দন বিশ্বনাথ হরিকে প্রণাম করেন, সেই সকল ব্যক্তিকেও পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ১৭৬।

অথ প্রণামনিত্যতা।

বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে।—

সকৃদ্বা ন নমেদ্যস্তু বিষ্ণবে শর্ম্মকারিণে। শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ॥ ১৭৭॥

কিঞ্চ পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে।—

পশ্যন্তো ভগবদ্দ্বারং নামশস্ত্রপরিচ্ছদং। অকৃত্বা তৎপ্রণামাদি যান্তি তে নরকৌকসঃ॥ ১৭৮॥

অথ নমস্কারে নিষিদ্ধানি।

বিষ্ণুস্মৃতৌ।—

জন্মপ্রভৃতি যৎ কিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্ম্মমাচরেৎ। সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ॥

বারাহে। বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাং। শ্বিত্রী স জায়তে মূর্খঃ সপ্ত জন্মানি ভামিনি॥

কিঞ্চান্যত্র।—

অগ্রে পৃষ্ঠে তথা বামে সমীপে গর্ভমন্দিরে। জপহোমনমস্কারান্ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে॥ ১৭৯॥

অপি চ।—

সকৃদ্ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ। উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনং॥ ১৮০॥

অপ্যর্থে বা-শব্দঃ। নালপেৎ তং ন সম্ভাষেত নাস্তিকত্বাপত্তেঃ॥ ১৭৭॥ নাম শ্রীকৃষ্ণাদি, শস্ত্রং সুদর্শনাদি, তাভ্যাং শোভিতমিত্যর্থঃ। ইতি ভগবদালয়লক্ষণমুক্তং। তস্য ভগবতঃ প্রণামং, আদিশব্দেন দর্শনাদি অকৃত্বা যে যান্তি॥ ১৭৮॥

অগ্রাদিকং ভগবত এব জ্ঞেয়ং। তত্র ন কুর্য্যাৎ। কেশবালয় ইতি আলয়ব্যতিরিক্ত-স্থানে তু কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৭৯॥ শক্তশ্চেত্তর্হি ভূমৌ সকৃন্নিপতিতঃ সন্ শিরশ্চালনাদিমাত্রেণ মুহুর্ন প্রণমেৎ। নতু তর্হি কথং প্রণমেত্তদাহ উত্থায়েতি॥ ১৮০॥

অনন্তর প্রণামের নিত্যতা।—বৃহন্নারদীয় পুরাণে লুব্ধকের উপাখ্যানারম্ভে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি কল্যাণকর হরিকে একবারমাত্রও বন্দনা না করে, সে শব সদৃশ, তৎসহ কদাচ আলাপ করিবে না। ১৭৭। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি ভগবান্ জনার্দ্দনকে প্রণতি ও দর্শনাদি না করত, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম ও সুদর্শন প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বিরাজমান দেবনিকেতন কেবল নিরীক্ষণ করিয়াই প্রস্থান করে, নরকে তাহাদিগের বাস হয়।

অতঃপর নমস্কারে নিষিদ্ধ।—বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে, একহস্তে প্রভুকে অভিবাদন করিলে আজন্মসঞ্চিত যাবতীয় ধর্ম্মাচরণ বিফল হইয়া যায়। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, হে ভাবিনি! কেহ সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃত করিয়া আমাকে বন্দনা করিলে তাহাকে সপ্তজন্ম যাবৎ শ্বেতকুষ্ঠী ও মূর্খ হইতে হয়। অন্যত্র আরও লিখিত আছে, হরিনিকেতনে, প্রভুর পুরোভাগে, পৃষ্ঠদেশে, বামপার্শ্বে, নিকটে এবং মন্দিরাভ্যন্তরে জপ, হোম ও বন্দনা করিতে নাই। ১৭৯। আরও লিখিত আছে, সক্ষম হইলে একবারমাত্র ভূতলে নিপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিবে না, প্রতিবার গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ১৮০।

অথ প্রদক্ষিণা।

ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা ভগবতো হরেঃ। নামানি কীর্ত্তয়ন্ শক্তৌ তাঞ্চ সাষ্টাঙ্গবন্দনাং॥

প্রদক্ষিণাসংখ্যা।

নারসিংহে।—

একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাদ্বিনায়কে। চতস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবে ত্বর্দ্ধপ্রদক্ষিণাং॥১৮১॥

অথ প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যং।

বারাহে।—

প্রদক্ষিণাং যে কুর্ব্বন্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা। ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিং॥১৮২॥

যস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ সাষ্টাঙ্গকপ্রণামকং। দশাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।

বিষ্ণোর্বিমানং যঃ কুর্য্যাৎ সকৃদ্ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥১৮৩॥

তত্রৈব চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে।—

চতুর্ব্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎ সর্ব্বং চরাচরং। ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাধিকম্॥১৮৪॥

তত্রৈবান্যত্র।—

প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ হরিং ভক্ত্যা সমন্বিতঃ। হংসযুক্তবিমানেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

শক্তৌ সত্যাঞ্চ তাং প্রদক্ষিণাম্ অষ্টাঙ্গেন বন্দনেন প্রণামেন সংহিতাং কুর্য্যাৎ॥ ১৮১॥

পুণ্যমত্র ভক্তিলক্ষণং তৎকৃতাং ভক্তানামিত্যর্থঃ॥ ১৮২॥ বিমানমিব বিমানং প্রাসাদং রথং বা॥ ১৮৩॥ ক্রান্তং পরিক্রান্তং ভ্রমী প্রদক্ষিণা। তীর্থগমনাধিকং॥ ১৮৪॥ সপ্তদ্বীপবত্যাঃ

অতঃপর প্রদক্ষিণা।—তৎপরে ভক্তি সহকারে ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ ও তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন করিবে এবং সক্ষম হইলে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করত প্রদক্ষিণ করিবে।

অনন্তর প্রদক্ষিণসংখ্যা।—নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে, চণ্ডী দেবীকে একবার, প্রভাকরকে সপ্তবার, গণপতিকে তিনবার, হরিকে চারিবার এবং মহাদেবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিবে *। ১৮১।

অতঃপর প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্য।—বরাহপুরাণে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূত মনে হরিকে প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহাদিগকে শমনপুরে গমন করিতে হয় না, তাঁহারা ভক্তজনের গতি লাভ করেন। ১৮২। সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক ভগবান্‌কে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলে দশাশ্বমেধের ফল হয় সন্দেহ নাই। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, যিনি ভক্তি সহকারে একবারমাত্র হরিমন্দির কিংবা রথ প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার দশ শত অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফললাভ হইয়া থাকে।১৮৩। ঐ স্থানে চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্তম! ভগবান্‌কে বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর নিখিল বিশ্ব প্রদক্ষিণ করা হয় এবং তদ্দ্বারা তীর্থা-

---

* শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু। সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ।

শিব প্রদক্ষিণ করিতে হইলে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। অর্থাৎ বামদিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিবে কিন্তু সোমসূত্র লঙ্ঘন করিবে না। (সোমসূত্র=জলনিঃসরণ পথ)।

নারসিংহে।—

প্রদক্ষিণেন চৈকেন দেবদেবস্য মন্দিরে। কৃতেন যৎ ফলং নৃণাং তচ্ছৃণুষ্ব নৃপাত্মজ।

পৃথ্বীপ্রদক্ষিণফলং যত্তৎ প্রাপ্য হরিং ব্রজেৎ॥

অন্যত্র চ।—এবং কৃত্বা তু কৃষ্ণস্য যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিঃপ্রদক্ষিণং। সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং লভতে তু পদে পদে।

পঠন্নামসহস্রস্তু নামান্যেবাথ কেবলং॥

হরিভক্তি-সুধোদয়ে।—

বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ যস্তত্রাবর্ত্ততে পুনঃ। তদেবাবর্ত্তনং তস্য পুনর্নাবর্ত্ততে ভবে॥ ১৮৫॥

বৃহন্নারদীয়ে যমভগীরথসংবাদে।—

প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাৎ যো বিষ্ণোর্মনুজেশ্বর। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবেন্দ্রত্বং সমশ্নুতে॥

তত্রৈব প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যে সুধর্ম্মোপাখ্যানারম্ভে।—

ভক্ত্যা কুর্ব্বন্তি যে বিষ্ণোঃ প্রদক্ষিণচতুষ্টয়ং।

তেঽপি যান্তি পরং স্থানং সর্ব্বলোকাত্তমোত্তমম্॥ ১৮৬॥

তৎ খ্যাতং যৎ সুধর্ম্মস্য পূর্ব্বস্মিন্ গৃধ্রজন্মনি।

কৃষ্ণপ্রদক্ষিণাভ্যাসান্মহাসিদ্ধিরভূদিতি॥ ১৮৭॥

পৃথিব্যাঃ পুণ্যং দানেন প্রদক্ষিণীকরণেন বা যৎ ফলং তদিত্যর্থঃ। অথেতি অথবা। আবর্ত্ততে পরিভ্রমতি॥ ১৮৫॥ অপি নিশ্চয়ে পূর্ব্বোক্তসমুচ্চয়ে বা। প্রয়ান্তীতি বা পাঠঃ॥১৮৬॥ তৎ খ্যাতং বৃহন্নারদীয়তঃ প্রসিদ্ধমেব। অতস্তদ্বিশেষলিখনেনালমিতি ভাবঃ। কিং তদিতি লিখতি যৎ সুধর্ম্ম-

---

গমন হইতেও সমধিক ফল হইয়া থাকে। ১৮৪। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্রও লিখিত আছে, যিনি ভক্তিমান্ হইয়া জনার্দ্দনকে প্রদক্ষিণ করেন, তিনি হংসযানে আরোহণ পূর্ব্বক হরিধামে প্রস্থিত হন। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজকুমার! নরগণ দেবসত্তম হরির মন্দির একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিলে যে ফললাভ করেন, তাহা অবধান করুন্। সেই সকল ব্যক্তি বসুমতী প্রদক্ষিণের ফল প্রাপ্ত হন এবং ভগবান্ হরিকে লাভ করিয়া থাকেন। অন্যত্রও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি এইরূপে হরিকে দুইবার প্রদক্ষিণ করেন এবং সহস্রনাম কিংবা প্রভুর নাম মাত্র সংকীর্ত্তন করেন, পদে পদে তাঁহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণের কিংবা দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে, হরিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় প্রদক্ষিণ করিলে আর সংসারে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না।১৮৫। বৃহন্নারদীয় পুরাণে যমভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপতে! যিনি হরিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন, নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। ঐ গ্রন্থে প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যে সুধর্ম্মোপাখ্যানারম্ভে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি ভক্তি সহকারে হরিকে চারিবার প্রদক্ষিণ করেন, ভাস্করধামের উত্তম স্থান হইতেও উত্তম স্থানে তাঁহার গতি হয়। ১৮৬। পূর্ব্বতন গৃধ্রজন্মে শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করায় সুধর্ম্মের যে মহাসিদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহা বৃহন্নারদীয় পুরাণে প্রথিত আছে। ১৮৭।

অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধং।

বিষ্ণুস্মৃতৌ।—

একহস্তপ্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা। অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং॥

কিঞ্চ।— কৃষ্ণস্য পুরতো নৈব সূর্য্যস্যৈব প্রদক্ষিণাং।
কুর্য্যাদ্ভ্রমরিকারূপাং বৈমুখ্যাপাদনীং প্রভৌ॥

তথা চোক্তং।— প্রদক্ষিণং ন কর্ত্তব্যং বিমুখত্বাচ্চ কারণাৎ॥ ১৮৯॥

অথ কর্ম্মাদ্যর্পণং।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে দাস্যেনৈব সমর্পয়েৎ। ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ স্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণ্যাত্মানমপ্যথ॥১৯০॥

মন্ত্রাশ্চ।

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামীতি। ওঁ তৎসদিতি॥ ১৯১॥

অথ তত্র কর্ম্মার্পণং।

বৃহন্নারদীয়ে।— বিরাগী চেৎ কর্ম্মফলে ন কিঞ্চিদপি কারয়েৎ।
অর্পয়েৎ স্বকৃতং কর্ম্ম প্রীয়তামিতি মে হরিঃ॥ ১৯২॥

স্যেতি। তদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা॥ ১৮৭॥ অকালে ভোজনাদিসময়ে॥১৮৮॥ ভ্রমরিকা আবর্ত্তবদ্ভ্রমণং তদ্রূপাং প্রদক্ষিণাং নৈব কুর্য্যাৎ। তত্র হেতুঃ। প্রভৌ ভগবতি বৈমুখ্যং পৃষ্ঠদানং তস্য আপাদনীং কারিণীং॥ ১৮৯॥

দাস্যেনৈব ব্রহ্মার্পণাদিরূপেণ। অথানন্তরং আত্মানমপি তথৈব সমর্পয়েৎ॥ ১৯০॥

মনসা যৎ স্মৃতং বাচা যদুক্তং হস্তাদিভিঃ কর্ম্মণা যৎ কৃতমিতি সম্বন্ধঃ। তত্র শিশ্না শিশ্নেন॥ ১৯১॥

অতঃপর প্রদক্ষিণ ক্রিয়ায় নিষিদ্ধ।—বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে, একহস্তে প্রণতি, বারৈক প্রদক্ষিণ এবং অসময়ে (ভোজনাদিকালে) হরিকে দর্শন করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৮৮। আরও লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে মণ্ডলাকারে ভাস্করদেবকে প্রদক্ষিণ করিতে নাই। ঐ প্রকার করিলে ভগবানের অভিমুখে পশ্চাদ্দেশ স্থাপিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, বৈমুখ্যরূপ কারণ নিবন্ধন প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ। ১৮৯।

অনন্তর কর্ম্মাদি সমর্পণ।—তৎপরে মন্ত্রত্রয় দ্বারা নিজ কর্ম্ম সকল দাসত্বভাবে হরির চরণকমলে সমর্পণ করিবে। তৎপরে আত্মার্পণও কর্ত্তব্য। ১৯০।

উক্ত মন্ত্রত্রয়।—আমি প্রাণ, বুদ্ধি, ও শরীর ধর্ম্মের অধিকারে ইতিপূর্ব্বে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে চিত্তে যাহা স্মরণ করিয়াছি, বাক্যে যাহা প্রকাশ করিয়াছি এবং কর্ম্ম (শারীরিক ব্যাপার), কর, চরণ, জঠর ও শিশ্ন দ্বারা যাহা করিয়াছি, তৎসমস্ত শ্রীহরিকে সমর্পিত হউক্। আপনাকে এবং আমার নিখিল দ্রব্য শ্রীহরিকে প্রদান করিতেছি। সেই ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক নিত্যস্বরূপ। ১৯১।

অতএব কূর্ম্মপুরাণে।—

প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ। করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরং।
যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে। কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমং ॥ ১৯৩ ॥

অথ কর্ম্মার্পণবিধিঃ।

দক্ষেণ পাণিনার্ঘ্যস্থং গৃহীত্বা চুলুকোদকং। নিধায় কৃষ্ণপাদাব্জসমীপে প্রার্থয়েদিদং ॥
পাদত্রয়ক্রমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব। ত্বৎপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যং তেঽস্তু জনার্দ্দন ॥

অথ কর্ম্মার্পণমাহাত্ম্যং।

বৃহন্নারদীয়ে।—

পরলোকফলপ্রেপ্সুঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ। হরের্নিবেদয়েত্তানি তৎ সর্ব্বং ত্বক্ষয়ং ভবেৎ।
অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে।—কৃষ্ণার্পিতফলাঃ কৃষ্ণং স্বধর্ম্মেণ যজন্তি যে।
বিষ্ণুভক্ত্যর্থিনো ধন্যাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ১৯৪ ॥

অথ স্বার্পণবিধিঃ।

অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা।
তৎ কৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ ॥ ১৯৫ ॥

হরির্মে প্রীয়তামিত্যেবং সমর্পয়েৎ ॥১৯২॥ প্রীণাত্বিতি বুদ্ধ্যা করোতি যৎ। পরং শ্রেষ্ঠং নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতৎ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা হ্যত্র তদ্ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমিত্যাদিনা তত্রৈবোক্তপ্রকারদর্শনাৎ। সংন্যাসং সমর্পণং কর্ম্মণাংবা সংন্যাসং ॥ ১৯৩ ॥

দক্ষেণ দক্ষিণেন। অর্ঘ্যস্থং অর্ঘ্যপাত্রবর্ত্তি চুলুকমাত্রোদকং ॥ ১৯৪ ॥

অতঃপর তাঁহাতে কর্ম্মসমর্পণ।—বৃহন্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে, কর্ম্মফলে বিরাগী হইলে কিছুই করিবে না। ভগবান্ মৎপ্রতি প্রীত হউন্, এই বলিয়া স্বকৃত কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইবে। ১৯২। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে, নিত্যস্বরূপ ভগবান্ পরেশ্বর মদীয় এই কর্ম্ম দ্বারা প্রীত হউন্, যদি এইরূপ জ্ঞান করিয়া কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমস্তই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ জানিবে। * কিংবা কর্ম্মের যাবতীয় ফল পরমেশ্বরে অর্পণ করিলেও তাহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ কহে। ১৯৩।

অনন্তর কর্ম্মার্পণবিধি।—দক্ষিণ করে অর্ঘ্যভাণ্ডস্থ এক চুলুক জল গ্রহণ পূর্ব্বক হরির চরণকমল সন্নিধানে স্থাপন করত প্রার্থনা করিবে যে, হে ত্রিবিক্রম! হে ত্রিভুবনাধিপতে! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! ভবদীয় অনুগ্রহে এই জল আপনার চরণোদক হউক্।

তৎপরে কর্ম্মার্পণমাহাত্ম্য।—বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি পরলোকে ফললাভ বাসনায় সতর্ক হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, আর তৎসমস্ত কর্ম্ম হরিকে অর্পণ করেন, তাঁহার সেই সমস্ত কর্ম্ম অক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে উক্ত আছে, যে সকল ব্যক্তি হরিভক্তিনিষ্ঠ হইয়া শ্রীহরিকে কর্ম্মফল অর্পণ করত নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে তাঁহার পূজা করেন, সেই সকল ব্যক্তি ধন্যবাদের পাত্র, সুতরাং পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। ১৯৪।

---

* অর্থাৎ ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে, আমি কিছুই করি না, এরূপ জ্ঞানের নাম ব্রহ্মার্পণ।

তথা চোক্তং শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদৈঃ।—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ১৯৬॥

অথাত্মার্পণমাহাত্ম্যং।

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ।

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥ ১৯৭॥

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে।—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ১৯৮॥

অংশোঽস্মি ইত্যনেন নিত্যমুক্তশুদ্ধস্বভাবত্বাদিকং, অতঃ সদা দাসোঽস্মীতি নিত্যদাস্যং চাভিপ্রেতং। এবং সর্ব্বপ্রকারেণ যদ্বা তথাপি সর্ব্বথা যা তস্য ভগবতঃ কৃপা তস্যা অপেক্ষকঃ তদেকপ্রার্থক ইতি প্রেমপরতা সূচিতা। ইতি এবমেবাত্মানং সম্যগর্পয়েৎ নিবেদয়েৎ। ন ত্বৈক্যেনেত্যর্থঃ॥ ১৯৫॥ তচ্চ মায়াবাদ্যাচার্য্যোক্ত্যাপি সংবাদয়তি সত্যপীতি ভেদস্য মায়াকৃতসংসারিত্বাদেরপগমে বৃত্তেঽপি। আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সত্যপীত্যর্থঃ। তবাহং দাসোস্মীত্যর্থঃ ন তু মামকীনস্ত্বং। অংশেনাংশিনো ব্যাপকত্বাসম্ভবাৎ। তথা সতি সাম্যাপত্তেঃ। এবং ভেদাভেদসিদ্ধান্তোক্তমভেদেঽপি ভেদং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি সামুদ্র ইতি। তরঙ্গস্য জলময়ত্বাদিনা সমুদ্রাদভিন্নত্বেঽপি অংশতয়া পরিচ্ছিন্নত্বাদিনা ততো ভিন্ন এবেতি দিক্। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতটীকায়াং বিস্তরেণ বিবৃতমেবাস্তি॥ ১৯৬॥

ধর্ম্মোঽর্থঃ কামশ্চেতি যস্ত্রিবর্গঃ। তদর্থঞ্চ যে ঈক্ষাদ্যা অভিহিতাঃ। ঈক্ষা আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী ধর্ম্মবিদ্যা, নয়স্তর্কঃ, দমো দণ্ডনীতিঃ, বিবিধা চ বার্ত্তা জীবিকা, তদেতৎ সর্ব্বং নিগমস্য বেদস্যার্থজাতং স্বসুহৃদঃ স্বান্তর্যামিনো নিজপ্রিয়তমস্য বা পরমস্য পুরুষোত্তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাত্মার্পণং স্বাত্মনি অর্পণং সংযোজনং। যদ্বা স্বাত্মনঃ স্বকীয়দেহস্য মনসো বা কিংবা জীবাত্মনস্তস্মিন্নর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং তৎ সাধনঞ্চেত্তর্হি সত্যং মন্যে সত্যপরত্বাৎ। অন্যথা তু তৎ সর্ব্বমসত্যমেব।

অতঃপর আত্মসমর্পণবিধি।—আমি প্রভুর অংশস্বরূপ এবং নিরন্তর সকল প্রকারে তদীয় কিঙ্কর; আমি সর্ব্বদা তাঁহার কৃপাপ্রার্থী, এই প্রকারে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ১৯৫। এই বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের উক্তি আছে যে, হে নাথ! ব্রহ্ম ও অবিদ্যায় ভেদজ্ঞান নাই বটে, তথাপি আমি তোমা হইতে ভিন্ন; কিন্তু তুমি আমা হইতে পৃথক্ নহ; কেন না, সাগরতরঙ্গ সলিলময় হইলেও তরঙ্গ শব্দে অভিহিত হয়, কদাচ তাহাকে সাগর বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ১৯৬।

তদনন্তর আত্মার্পণমাহাত্ম্য।—ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদোক্তি আছে যে, ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গসাধনার্থ যে ঈক্ষা (আত্মজ্ঞান) ত্রয়ী (ধর্ম্মজ্ঞান) নয় (তর্ক) দম (দণ্ডনীতি)

অথ জপঃ।

জপস্য পুরতঃ কৃত্বা প্রাণায়ামত্রয়ং বুধঃ। মন্ত্রার্থস্মৃতিপূর্ব্বঞ্চ জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
মূলং লেখ্যেন বিধিনা সদৈব জপমালয়া ॥ ১৯৯ ॥
শক্তোঽষ্টাধিকসাহস্রং জপেত্তং চার্পয়ন্ জপম্। প্রাণায়ামাংশ্চ কৃত্বা ত্রীন্ দদ্যাৎ কৃষ্ণকরে জলম্॥

তত্র চায়ং মন্ত্রঃ।

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাত্বয়ি স্থিতে॥ ২০০ ॥
জপপ্রকারো যোঽপেক্ষ্যো মালাদিনিয়মাত্মকঃ। পুরশ্চর্য্যাপ্রসঙ্গে তু স বিলেখিষ্যতেঽগ্রতঃ॥২০১॥

অথবা তদেতদখিলং নিগমস্য ত্রৈগুণ্যবিষয়স্য প্রতিপাদ্যং মন্যে। সত্যং পুনর্নিস্ত্রৈগুণ্যলক্ষণং পরমস্য পুংসঃ স্বাত্মার্পণমেবেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীভগবদ্গীতাসু। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুনেতি ॥ ১৯৭ ॥ মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা সন্ নিবেদিতাত্মা ভবতি তদাসৌ মে বিচিকীর্ষিতঃ প্রেমভক্ত্যাদিপ্রদানেন বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি। তথা চ অমৃতত্বং সংসার-ধ্বংসেন মরণাতীতত্বং পরমানন্দরসং বা যদ্বা মমাধরামৃতং গোপ্যত্বেন স্পষ্টং তদনুক্তিঃ। অবিরতপানেন তত্র সংলগ্নত্বাৎ অভেদবিবক্ষায়াং ত্বপ্রত্যয়ঃ। প্রতিপদ্যমানঃ প্রাপ্নুবন্ ময়া সহ আত্মভূয়ায় অত্যন্তসংযোগায় কল্পতে যোগ্যঃ সমর্থো বা ভবতি। বৈ ধ্রুবম্ ॥ ১৯৮ ॥

মন্ত্রস্যার্থঃ অভিধেয়ং তস্য স্মৃতিরনুসন্ধানং তৎপূর্ব্বকং মূলং নিজমন্ত্রং। লেখ্যেন অগ্রে পুর-শ্চরণপ্রকরণে লিখিষ্যমাণেন বিধিনা। তত্র চ সর্ব্বদা জপমালয়ৈব অষ্টোত্তরশতবারান্ জপেৎ। অর্থশ্চ পূর্ব্বতাপনীয়াদ্যুক্তানুসারেণ জ্ঞেয়ঃ। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। স্বাহেতি স্বাত্মানন্দময়া-মীতি স্বতেজসে তস্মৈ ইতি তথা। অথবা ব্রজযুবতীনাং দয়িতায় জুহোমি। শক্তশ্চেদষ্টাধিক-সহস্রবারান্ সংজপেৎ। তঞ্চ জপং সমর্পয়ন্ ॥

শ্রীভগবতি স্থিতে সাক্ষাদ্বর্ত্তমানে সতি। যদ্বা ত্বয়ি স্থিতঃ ত্বন্নিষ্ঠো যো জনস্তস্মিন্ যা সিদ্ধিঃ সা মে ভবতু ॥ ২০০ ॥ আদিশব্দাৎ অঙ্গুল্যাদি বাগাদি চ। সোঽগ্রে লেখিষ্যতে। অতএব জ্ঞেয়

ও বার্ত্তার (জীবিকার) বিষয় উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত বেদেরই প্রতিপাদ্য বলিয়া অনুমিত এবং অন্তর্যামী পুরুষপ্রবর হরিতে যে আত্মার্পণ, তাহাই সত্য বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ১৯৭। একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে লিখিত আছে, মানব নিখিল কর্ম্ম বিসর্জ্জন করত যদি আমাতে আত্মসমর্পণ করে এবং আমার প্রীতিজনক কর্ম্ম করিতে বাসনা করে, তাহা হইলে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৎসহ একত্র হইতে সক্ষম হয়। ১৯৮।

অতঃপর জপ।– সুধী ব্যক্তি জপ করিবার অগ্রে বারত্রয় প্রাণায়াম করিয়া মন্ত্রার্থ স্মরণ করিবেন এবং পশ্চাল্লিখিত বিধানে জপ মালাতেই অষ্টাধিক শত বার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। ১৯৯। আর সক্ষম হইলে অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিতে হইবে। জপাবসানে বারত্রয় প্রাণায়াম পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের করে জল দিতে হয়।

উহার মন্ত্র যথা,—হে দেব! আপনি গুহ্য এবং অতীব গুহ্য বিষয়েরও রক্ষাকর্ত্তা, মৎকৃত জপ গ্রহণ করুন্। আপনার প্রতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিরা যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, ভবদীয় অনুগ্রহে

অর্পিতং তঞ্চ সঞ্চিন্ত্য স্বীকৃতং প্রভুণাখিলম্। পুনঃ স্তুত্বা যথাশক্তি প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥২০২॥

অথ প্রার্থনম্।

আগমে।—

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন। যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥

কিঞ্চ।—

যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদ্‌গৃহাণানুকম্পয়া॥

বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎকিঞ্চিদুপপাদিতম্। ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনং বা তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥

কিঞ্চ।—

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতম্। ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাম্॥ ২০৩॥

স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্ব্বচঃ। ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতম্ ॥২০৪॥

অপি চ।-

কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্‌গুরো। মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাম্॥

দেব-দানব-নারদাদি-বন্দ্য দয়ানিধে। দেবকীসুত দেহি মে তব পাদভক্তিমচলাম্॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥ ২০৫॥

ইতি ভাবঃ॥ ২০১॥ ভগবত্যর্পিতং তঞ্চ জপমখিলং প্রভুণা ভগবতা স্বীকৃতমিতি সঞ্চিন্ত্য ॥২০২॥

আবেদিতং সমর্পিতম্॥ ২০৩॥ যত্রাপি কথঞ্চিন্মম স্থিতিরর্দ্ধাবস্থানং তব সেবারূপা ভবত্বিত্যর্থঃ। এবমন্যদপূহ্যম্। ইত্থং সর্ব্বাত্মনা মদীয়ং চেষ্টিতং ত্বয়ি ভূয়াৎ তদ্ভক্তিরূপং ভবত্বিত্যর্থঃ॥২০৪॥

যেন আমার সেই সিদ্ধি লাভ হয়। ২০০। মালার নিয়ম প্রভৃতি সংবলিত জপের বিশেষ ভেদ পরে পুরশ্চরণ প্রকরণে লিখিত হইবে। ২০১। ভগবানে অর্পিত হইলে সেই সকল জপ যেন তিনি গ্রহণ করিলেন, এই প্রকার ভাবনা করিবে এবং শক্ত্যনুসারে স্তুতি ও প্রণতি করত এই (বক্ষ্যমাণ) প্রার্থনা করিবে। ২০১।

অনন্তর প্রার্থনা।—তন্ত্রে লিখিত আছে, হে দেব! হে জনার্দ্দন! মন্ত্ররহিত ক্রিয়ারহিত ও ভক্তিরহিত হইয়া আমি যে অর্চ্চনা করিয়াছি, তৎসমস্ত পরিপূর্ণ হউক্। আরও লিখিত আছে, ভক্তি পূর্ব্বক যে সকল পত্র, ফুল, ফল ও সলিল সমর্পিত হইয়াছে, উৎসর্গীকৃত সেই সমস্ত দ্রব্য আপনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। বিধিরহিত ও মন্ত্ররহিত কিংবা ক্রিয়া ও মন্ত্রবর্জ্জিত যে কোন কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইয়াছে, তৎসমস্ত আপনি ক্ষমা করুন্। আরও লিখিত আছে, অজ্ঞান নিবন্ধনই হউক আর জ্ঞাননিবন্ধনই হউক, আমি যে যে অশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, তৎসমস্ত আপনি ক্ষমা করুন এবং আমাকে কিঙ্করভাবে গ্রহণ করুন। ২০৩ ॥ হে বিষ্ণো! আমার স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্য প্রভৃতি মদীয় নিখিল চেষ্টা যেন আপনার উদ্দেশেই সমাহিত হয়। ২০৪। আরও লিখিত আছে, হে কৃষ্ণ! হে রাম! হে

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

পাণ্ডবগীতায়াম্।—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজেষ্বপি যত্র তত্র।

জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ ত্বয্যেব ভক্তিরতুলাঽব্যভিচারিণী চ॥

পাদ্মে।—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি॥২০৬॥

অথাপরাধক্ষমাপণম্।

ততোঽপরাধান্ শ্রীকৃষ্ণং ক্ষমাশীলং ক্ষমাপয়েৎ।

সকাকু কীর্ত্তয়ন্ শ্লোকানুত্তমান্ সাম্প্রদায়িকান্॥

তথাহি।—অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া। দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥

কিঞ্চ।—

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্॥২০৭॥

অচ্যুতা অব্যভিচারিণী॥২০৫॥ যা যাদৃশী প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়াসক্তানাং বিষয়েষু অনপায়িনী অব্যবচ্ছিন্না ভবতি, সা তাদৃশী প্রীতিঃ ত্বামনুস্মরতঃ সতো মে হৃদয়াৎ নাপসর্পতু নাপযাতু সদা ত্বৎস্মরণে সংপদ্যতামিত্যর্থঃ। যদ্বা হে মাপ হে লক্ষ্মীপতে সা বিষয়ে প্রীতিস্ত্বামনুস্মরতো মে হৃদয়াৎ সর্পতু নির্গচ্ছতু। তৎপ্রীতৌ সত্যাং ত্বদনুস্মরণাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। যদ্বা হৃৎ অয়ন্তে স্বভাবতঃ প্রাপ্নুবন্তীতি হৃদয়াঃ বিষয়াঃ গৃহপুত্রাদয়ো বা তান্ কদাচিৎ কালান্তরে স্মরতোঽপি মে সা প্রীতিস্ত্বামনু লক্ষ্যীকৃত্য অনপায়িনী সতী সর্পতু প্রসরতু। অবিবেকানামপি কদাচিৎ বিষয়েষু প্রীতেরপায়ং কুণ্ঠতাং চাশঙ্ক্যোক্তম্ অনপায়িনীতি॥ ২০৬॥

নন্বু তবাপরাধাঃ ক্ষম্যা ন ভবন্তীতি চেত্তত্র লিখতি প্রতিজ্ঞেতি। অন্যথা অপরাধাচরণানন্তরমেব প্রাণান্ ত্যক্ষ্যামীতি ভাবঃ॥ ২০৭॥

মুকুন্দ!. হে বামন! হে বাসুদেব! হে জগদ্গুরো! হে মৎস্য! হে কূর্ম্ম! নৃসিংহ! হে বরাহ! আমাকে রক্ষা করুন্। হে দেব-দৈত্য-নারদাদির পূজনীয়! হে করুণানিধে! হে দেবকীসুত! ভবদীয় পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি দান করুন্। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, হে নাথ! হে অচ্যুত! আমি সহস্রযোনির মধ্যে যে যে স্থলে দেহ ধারণ করিব, তত্তৎ জন্মে যেন আপনাতে মদীয় অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে। ২০৫। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিগণের প্রীতি কেবলমাত্র বিষয়েই আসক্ত থাকে, কিন্তু আপনাকে স্মরণ পূর্ব্বক মদীয় অন্তরে যে প্রীতির সঞ্চার হইল, ইহা যেন আমার মন হইতে কদাচ অপসৃত না হয়। পাণ্ডবগীতায় লিখিত আছে, হে কেশব! কীট, বিহগ, মৃগ, সরীসৃপ, রক্ষঃ, পিশাচ ও নর এই সমস্তের মধ্যে আমি যে কোন যোনিতে উৎপন্ন হই, ভবদীয় কৃপায় সেই জন্মেই যেন আপনার প্রতি মদীয় দৃঢ় অটল ভক্তি বিদ্যমান থাকে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, যে প্রকার যুবাতে যুবতীর এবং যুবতীতে যুবকের চিত্ত পরস্পর আসক্ত হয়, তদ্রূপ যেন মদীয় চিত্ত আপনাতে গমন পূর্ব্বক একান্ত অনুরক্ত থাকে।২০৬।

অথাপরাধাঃ।

আগমে।—

যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্ব্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে। দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ॥
উচ্ছিষ্টে বাঽথবাঽশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকম্। একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্॥
পাদপ্রসারণং চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনম্। শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যাভাষণমেব চ॥
উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ। নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণম্॥
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ। অশ্লীলভাষণং চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণম্॥
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণম্। তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্॥
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে। পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনম্॥
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা।
অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥২০৮॥

বারাহে।—

দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া। বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ॥

অগ্র ইত্যনুবর্ত্তত এব বায়ুবিমোক্ষণমিত্যন্তম্। তথা পৃষ্ঠীকৃত্যাসনমিত্যত্র পরেষামভিবাদনমিত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। গুরৌ মৌনং স্তুত্যাদ্যকরণম্॥ ২০৮॥ একমপরাধং বিজানীয়াদিতি

অতঃপর অপরাধ-ক্ষমা প্রার্থনা।—তৎপরে সম্প্রদায়-বিশুদ্ধ উত্তম শ্লোকসমূহ কাতর স্বরে উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্ষমাশীল শ্রীহরির সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। এই বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, হে মধুসূদন! আমি দিবানিশি যে সহস্র দোষ করিতেছি, আমাকে কিঙ্কর জ্ঞানে তৎসমস্ত ক্ষমা করুন্। আরও লিখিত আছে, হে গোবিন্দ! আপনার এই প্রতিজ্ঞা আছে, মদ্ভক্ত কদাচ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, আমি ইহা স্মরণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতেছি। ২০৭।

অনন্তর অপরাধ-সমূহ।—বচনে লিখিত আছে, (১) যানারূঢ় হইয়া কিংবা চরণে পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক ভগবন্মন্দিরে গমন, (২) দেবোৎসব প্রভৃতি অদর্শন, (৩) দেবতাদির পুরোভাগে প্রণতি না করা, (৪) উচ্ছিষ্ট কিংবা অশৌচাবস্থায় ভগবদ্দর্শন প্রভৃতি, (৫) এককরে প্রণতি, (৬) ভগবানের পুরোভাগে প্রদক্ষিণ, (৭) তদগ্রে পাদ বিস্তার, (৮) পর্য্যঙ্ক বন্ধন, (৯) শয়ন, (১০) ভোজন, (১১) মিথ্যা কথন, (১২) উচ্চবাক্য প্রয়োগ, (১৩) পরস্পর গল্প, (১৪) ক্রন্দন, (১৫) বিরোধ, (১৬) নিগ্রহ, (১৭) অনুগ্রহ, (১৮) মানবের প্রতি নিষ্ঠুরবাক্যোচ্চারণ, (১৯) কম্বল আবরণ, (২০) পরাপবাদ, (২১) পরস্তুতি, (২২) অশ্লীল ভাষণ, (২৩) অধোবায়ু নিঃসরণ, (২৪) শক্তি বিদ্যমানে গৌণোপচার, (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন (২৬), যে কালে যে ফল জন্মে তৎসমস্ত অপ্রদান, (২৭) যে বস্তুর অগ্রাংশ অন্যে লইয়াছে তাদৃশ দ্রব্যের অবশিষ্ট অর্পণ, (২৮) ভগবানের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া উপবেশন, (২৯) ভগবানের পুরোভাগে অপরকে অভিবাদন, (৩০) গুরুকে স্তবাদি না

যে বৈ ন বর্জ্জয়ন্ত্যেতান্ অপরাধান্ ময়োদিতান্। সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ পচ্যন্তে নরকে চিরম্॥
রাজান্নভক্ষণঞ্চৈকমাপদ্যপি ভয়াবহম্। ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ পরং সুকৃতনাশনঃ॥ ২০৯॥
তথৈব বিধিমুল্লঙ্ঘ্য সহসা স্পর্শনং হরেঃ। দ্বারোদ্ঘাটো বিনা বাদ্যং ক্রোড়মাংসনিবেদনম্॥২১০॥
পাদুকাভ্যাং তথা বিষ্ণোর্মন্দিরায়োপসর্পণম্। কুক্কুরোচ্ছিষ্টকলনং মৌনভঙ্গোঽচ্যুতার্চ্চনে॥
তথা পূজনকালে চ বিড়ুৎসর্গায় সর্পণম্। শ্রাদ্ধাদিকমকৃত্বা চ নবান্নস্য চ ভক্ষণম্॥
অদত্ত্বা গন্ধমাল্যাদি ধূপনং মধুঘাতিনঃ। অকর্ম্মণ্যপ্রসূনেন পূজনঞ্চ হরেস্তথা।
অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা। স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেব চ॥
রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটম্। পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতম্॥
ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণভুক্। ভক্ষয়িত্বা ক্রোড়মাংসং পিণ্যাকং জালপাদকম্॥
তথা কুসুম্ভশাকঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ। হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্মকরণং পাতকাবহম্॥ ২১১॥
কিঞ্চ তত্রৈব।—
মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য অস্মাকং যঃ প্রপদ্যতে। মুক্ত্বা চ মম শাস্ত্রাণি শাস্ত্রমন্যৎ প্রভাষতে॥ ২১২॥
মদ্যপস্তু সমাসাদ্য প্রবিশেদ্ভবনং মম॥২১৩॥ যো মে কুসুম্ভশাকেন প্রাপণং কুরুতে নরঃ।

শেষঃ। একং কেবলমিতি বা॥ ২০৯॥ বিধিমুল্লঙ্ঘ্য আচমনাদিকমকৃত্বেত্যর্থঃ॥ ২১০॥ কলনং স্পর্শনম্॥ ২১১॥ মম শাস্ত্রং মদুক্তং পঞ্চরাত্রাদি যদ্বা ভক্তিপ্রধানং বহিষ্কৃত্য অনাদৃত্য।

করা, (৩১) নিজমুখে আত্মপ্রশংসা এবং (৩২) দেবনিন্দা, হরিসকাশে এই দ্বাত্রিংশদ্বিধ অপরাধ বর্ণিত হইয়াছে। ২০৮। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, ধরণি! আমি যে দ্বাত্রিংশদ্বিধ অপরাধ বর্ণন করিলাম, বৈষ্ণব জন সযত্নে নিরন্তর তৎসমস্ত ত্যাগ করিবেন। যে সকল ব্যক্তি মৎকথিত এই সমস্ত অপরাধ ত্যাগ না করে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া চিরদিন নিরয়ে অবস্থিতি করে। বিপদ্ সময়েও রাজান্ন আহার করিলে একটি বিষম অপরাধ হয়। আর অন্ধকারময় আগারে ভগবান্‌কে স্পর্শ করিলে পুণ্য ধ্বংস পায় সন্দেহ নাই। ২০৯। বিধি অতিক্রম করত হরিকে স্পর্শন, বাদ্য ব্যতীত হরিমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, শূকরমাংস অর্পণ, পাদুকাপদে দেবমন্দিরে প্রবেশ, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ, হরিপূজায় মৌনব্রত ভঙ্গ, অর্চ্চনা সময়ে মলবিসর্জ্জনার্থ গমন, শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নবান্ন আহার, গন্ধমাল্যাদি ও ধূপন ব্যতীত এবং অপ্রশস্ত কুসুমে শ্রীহরির অর্চ্চনা; দশন-ধাবন না করিয়া, সম্ভোগান্তে, রজস্বলা নারী স্পর্শ করিয়া, দীপ ও মৃত শব স্পর্শ করিয়া, লোহিতবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় ও মলিন বসন ধারণ করিয়া, শব দর্শন করিয়া অধোবায়ু বিসর্জ্জন করিয়া, রোষ করিয়া, শ্মশানে গিয়া, অজীর্ণভোজী হইয়া, শূকরমাংস পিণ্যাক হংস ও কুসুম্ভশাক ভোজন করিয়া আর সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়া হরিকে স্পর্শ এবং তদীয় কর্ম্ম করণ, এই সমস্ত করিলে অতীব পাপ সঞ্চার হইয়া থাকে। ২১০-২১১। উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, যিনি মৎকথিত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র কিংবা ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ অনাদর পূর্ব্বক আমাদিগকে উপাসনা করে, মদীয় শাস্ত্রসমূহ ত্যাগ করত অপর শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া গণনা করে, সুরাপায়ীর সঙ্গ করত মদীয় নিকেতনে প্রবেশ করে, যে ব্যক্তি কুসুম্ভশাক

অপিচ।—

মম দৃষ্টেরভিমুখং তাম্বূলং চর্ব্বয়েত্তু যঃ। কুরুবকপলাশস্থৈঃ পুষ্পৈঃ কুর্য্যান্মমার্চ্চনম্॥
মমার্চ্চামাসুরে কালে যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ। পীঠাসনোপবিষ্টো যঃ পূজয়েদ্বা নিরাসনঃ।
বামহস্তেন মাং ধৃত্বা স্নাপয়েদ্বা বিমূঢ়ধীঃ। পূজা পর্য্যুষিতৈঃ পুষ্পৈঃ ষ্ঠীবনং গর্ব্বকল্পনম্॥ ২১৪॥
তির্য্যক্‌পুণ্ড্রধরো ভূত্বা যঃ করোতি মমার্চ্চনম্। যাচিতৈঃ পত্রপুষ্পাদ্যৈর্যঃ করোতি মমার্চ্চনম্॥
অপ্রক্ষালিতপাদো যঃ প্রবিশেন্মম মন্দিরম্। অবৈষ্ণবস্য পক্বান্নং যো মহ্যং বিনিবেদয়েৎ॥
অবৈষ্ণবেষু পশ্যৎসু মম পূজাং করোতি যঃ। অপূজয়িত্বা বিঘ্নেশং সম্ভাষ্য চ কপালিনম্॥২১৫॥
নরঃ পূজান্তু যঃ কুর্য্যাৎ স্নপনঞ্চ নখাম্ভসা। অমৌনী ঘর্ম্মলিপ্তাঙ্গো মম পূজাং করোতি যঃ॥২১৬॥
জ্ঞেয়াঃ পরেঽপি বহবোঽপরাধাঃ সদসম্মতৈঃ। আচারৈঃ শাস্ত্রবিহিতনিষিদ্ধাতিক্রমাদিভিঃ।
তত্রাপি সর্ব্বথা কৃষ্ণনির্ম্মাল্যন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ॥

তথাচ নারসিংহে শান্তনুং প্রতি নারদবাক্যম্।—

অতঃ পরন্তু নির্ম্মাল্যং ন লঙ্ঘয় মহীপতে। নরসিংহস্য দেবস্য তথান্যেষাং দিবৌকসাম্।
কৃষ্ণস্য পরিতোষেপ্সুর্ন তচ্ছপথমাচরেৎ। নানাদেবস্য নির্ম্মাল্যমুপযুঞ্জীত ন ক্বচিৎ॥

তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং দেবেশশপথং নরঃ। ন করোতি হি যো ব্রহ্মংস্তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥
ন ধারয়তি নির্ম্মাল্যমন্যদেবধৃতন্তু যঃ। ভুঙ্‌ক্তে ন চান্যনৈবেদ্যং তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥

অস্মাকম্ অস্মান্। ভবনং সমাসাদ্য প্রাপ্য বিশেৎ। যদ্বা সমাসাদ্যেতি ভূত্বা ইত্যর্থঃ। মণ্ডপমিতি দ্বিতীয়ান্তপাঠো বা। ততশ্চ সমাসাদ্য সমাগম্য স্পৃষ্ট্বেত্যর্থঃ॥২১৩॥ প্রাপণং নৈবেদ্যম্। ষ্ঠীবনং গর্ব্বকল্পনঞ্চেতি দ্বয়ং ভগবদালয়ে জ্ঞেয়ম্॥ ২১৪॥ যাচিতৈঃ যাচিত্বা গৃহীতৈঃ শক্তৌ সত্যামিতি শেষঃ॥ ২১৫॥ নখাম্ভসা নখস্পৃষ্টজলেন॥ ২১৬॥ ন কেবলমেতাবন্ত এব অন্যেঽপি সন্তীতি

সহকারে আমাকে নৈবেদ্য প্রদান করে, তাহারা অপরাধী হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি মদীয় দৃষ্টির পুরোভাগে তাম্বূল চর্ব্বণ করে, কুরুবক ও পলাশ কুসুম দ্বারা আমার পূজা করে, মূঢ়মতি যে ব্যক্তি আসুরিক সময়ে মদীয় অর্চ্চনা করে, যে পীঠাসনে কিংবা নিরাসনে আমার অর্চ্চনা করে, যে মূর্খ আমাকে বামকরে ধরিয়া স্নান করায়, যে ব্যক্তি পর্য্যুষিত কুসুমে আমার অর্চ্চনা করে, যে ব্যক্তি আমার মন্দিরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, যে ব্যক্তি গর্ব্ব প্রকাশ করে, যে ব্যক্তি কুটিলভাবে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করত আমার অর্চ্চনা করে, সামর্থ্য থাকি-তেও যে অপরের নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া পত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করত আমার পূজা করে, যে ব্যক্তি চরণ ধৌত না করিয়া মন্নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়, যে ব্যক্তি বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের পক্বান্ন আমাকে প্রদান করে, যে ব্যক্তি অবৈষ্ণব ব্যক্তির পুরোভাগে আমার অর্চ্চনা করে, যে ব্যক্তি গণপতির অর্চ্চনা না করিয়া এবং কপালধারীর সহিত কথোপকথন করিয়া পূজা করে, যে ব্যক্তি নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা আমাকে স্নান করাইয়া মৌনভঙ্গ করিয়া ও স্বেদাক্তদেহ হইয়া অর্চ্চনা করে, তাহারা সকলেই অপরাধী হইয়া থাকে। ২১২—২১৬। এতদ্ভিন্ন সাধুদিগের অসম্মত আচার ও

অথাপরাধশমনম্।

সংবৎসরস্য মধ্যে চ তীর্থে শৌকরকে মম। কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ॥ অনয়োস্তীর্থয়োরন্তে যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ।
সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ॥

স্কান্দে।—

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ন্তু সংপঠেৎ। দ্বাত্রিংশদপরাধৈস্তু অহন্যহনি মুচ্যতে॥

তত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—

তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্। দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥

তত্রৈবান্যত্র।—

দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবম্। দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ। অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ॥২১৭॥

লিখতি জ্ঞেয়া ইতি। সতাং বৈষ্ণবানামসম্মতৈরাচারৈঃ কৃত্বা হেতুভির্ব্বা। তানেব লিখতি শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রেণ বিহিতং নিষিদ্ধঞ্চ যৎ তদতিক্রমাদিভিঃ। আদিশব্দেন নিজসম্প্রদায়াচারা-তিক্রমাদয়ঃ॥ ২১৭॥

শাস্ত্র-কথিত এবং নিষিদ্ধ আচার লঙ্ঘন করিলেও অপরাধী হইতে হয়। শ্রীহরির নির্ম্মাল্যে কদাচ অশ্রদ্ধা করিতে নাই। এই বিষয়ে নৃসিংহপুরাণে শান্তনুর প্রতি নারদোক্তি আছে যে, হে নৃপতে! অতঃপর নৃসিংহদেবের ও অপরাপর দেবতার নির্ম্মাল্যে অবহেলা করিও না। যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে প্রসন্ন করিতে বাসনা করেন, তিনি কদাচ তদীয় শপথ করিবেন না এবং কোন কালেও নানাদেবের নৈবেদ্য সেবন করিবেন না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও লিখিত আছে যে,হে ব্রহ্মন্! আপৎসময়ে অথবা কষ্ট সমুপাগত হইলেও যিনি প্রভুর শপথ না করেন, হরি তৎপ্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। যে ব্যক্তি অন্য দেবতাধৃত নির্ম্মাল্য ধারণ না করে আর অপর দেবতার নৈবেদ্য সেবন না করে, তৎপ্রতি হরি প্রীত থাকেন।

অতঃপর অপরাধ শমন।—সংবৎর মধ্যে শৌকরতীর্থে অনাহারে থাকিয়া জাহ্নবী-সলিলে স্নান করিলে পবিত্রতা লাভ হয়। ঐপ্রকার মথুরাপুরীতে করিলেও অপরাধী পবিত্র হইতে পারে। এই উভয় তীর্থের সন্নিধানে থাকিয়া যিনি জনার্দ্দনের সেবা করেন, তিনিই যথার্থ পুণ্যবান্, তদীয় সহস্রজন্মার্জ্জিত অপরাধ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ গীতাধ্যায় অধ্যয়ন করেন, তিনি দিন দিন দ্বাত্রিংশদ্বিধ অপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ পুরাণেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে লিখিত আছে, যিনি তুলসী দ্বারা শালগ্রাম পূজা করেন, হরি তদীয় দ্বাত্রিংশদ্বিধ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। ঐ পুরাণের অন্যত্রও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি দ্বাদশী তিথিতে জাগরণ পূর্ব্বক তুলসী-স্তব অধ্যয়ন করেন, হরি তদীয় দ্বাত্রিংশদ্বিধ অপরাধ ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণশস্ত্রে চিহ্নিত হইয়া জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করেন, প্রভু নিরন্তর তদীয় সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। ২১৭।

অথ শেষগ্রহণম্ ।

ততো ভগবতা দত্তং মন্যমানো দয়ালুনা। মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা শেষং শিরসি ধারয়েৎ ॥ ২১৮॥

অথ নির্মাল্যধারণনিত্যতা।

পাদ্মে শ্রীগৌতমাম্বরীষসংবাদে। –

অম্বরীষ হরেৰ্লগ্নং নীরং পুষ্পং বিলেপনম্। ভক্ত্যা ন ধত্তে শিরসা শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥

অথ শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যমাহাত্ম্যম্ ।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

কৃষ্ণোত্তীর্ণস্তু নির্ম্মাল্যং যস্যাঙ্গং স্পৃশতে মুনে। সর্ব্বরোগৈস্তথা পাপৈর্মুক্তো ভবতি নারদ ॥
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যশেষেণ যো গাত্রং পরিমার্জ্জয়েৎ। দুরিতানি বিনশ্যন্তি ব্যাধয়ো যান্তি খণ্ডশঃ ॥
মুখে শিরসি দেহে তু বিষ্ণূত্তীর্ণান্তু যো বহেৎ।
তুলসীং মুনিশার্দ্দূল ন তস্য স্পৃশতে কলিঃ ॥ ২১৯ ॥

কিঞ্চ।—বিষ্ণুমূর্ত্তিস্থিতং পুণ্যং শিরসা যো বহেন্নরঃ। অপর্য্যুষিতপাপস্তু যাবদ্যুগচতুষ্টয়ম্ ॥
কিং করিষ্যতি সুস্নাতো গঙ্গায়াং ভূসুরোত্তম। যো বহেৎ শিরসা নিত্যং তুলসীং বিষ্ণুসেবিতাম্ ॥
বিষ্ণুপাদাব্জসংলগ্নামহোরাত্রোষিতাং শুভাম্। তুলসীং ধারয়েদ্যো বৈ তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥২২০॥
অহোরাত্রং শিরে যস্য তুলসী বিষ্ণুসেবিতা। ন স লিপ্যতি পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥২২১ ॥

শেষং নির্ম্মাল্যম্ ॥ ২১৮ ॥

নির্ম্মাল্যম্ অনুলেপনাদি ॥২১৯॥ পুণ্যং শ্রীতুলস্যাদি। অপর্য্যুষিতপাপঃ সদ্যঃসংক্ষীণপাপঃ॥২২০॥

অতঃপর নির্ম্মাল্য গ্রহণ।—তৎপরে যেন প্রভু কৃপা করত দান করিলেন, এই প্রকার চিন্তা করিয়া "মহাপ্রসাদ" এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক শিরোদেশে নির্ম্মাল্য ধারণ করিবেন।

অনন্তর নির্ম্মাল্য ধারণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা।—পদ্মপুরাণে গৌতমাম্বরীষ সংবাদে লিখিত আছে, হে অম্বরীষ! হরি-অঙ্গলগ্ন সলিল, কুসুম ও চন্দন ভক্তি সহকারে শিরোদেশে ধারণ না করিলে তাহাকে চণ্ডালাপেক্ষাও অধম জানিবে।

অতঃপর ভগবন্নির্ম্মাল্য-মাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে,হে দেবর্ষে! যাহার অঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ হইতে অবতারিত নির্ম্মাল্য স্পৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি নিখিল রোগ ও নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুনির্ম্মাল্যের শেষ দ্বারা দেহ মার্জ্জন করেন, তদীয় নিখিল পাতক ধ্বংস হয় এবং ব্যাধিসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। যাহার বদনে, শীর্ষে ও শরীরে হরি-অঙ্গ হইতে অবতারিত তুলসী ধৃত থাকে, হে তাপসপ্রবর! কলি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। ২১৯। যিনি হরি অঙ্গলগ্ন পবিত্র নির্ম্মাল্য শিরোদেশে ধারণ করেন, তদীয় চতুর্যুগকৃত পাতক আশু বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রপ্রবর! যিনি হরির নির্ম্মাল্য তুলসী প্রত্যহ শিরোদেশে ধারণ করেন, তাঁহাকে আর জাহ্নবী-সলিলে যথাবিধি স্নান করিতে হয় না। হরির চরণকমলে দিবানিশি সংস্থিত বিশুদ্ধ তুলসী ধারণ করিলে পুণ্যের পরিসীমা থাকে না। ২২০। যাহার শিরোদেশে হরিভুক্তা তুলসী

কিঞ্চ।—

বিষ্ণোঃ শিরঃপরিভ্রষ্টাং ভক্ত্যা যস্তুলসীং বহেৎ। সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি মনসা চিন্তিতানি চ॥

অপি চ।— প্রমার্জ্জয়তি যো দেহং তুলস্যা বৈষ্ণবো নরঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ং দেহং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ জায়তে॥ ২২২॥

গারুড়ে।—হরেমূর্ত্ত্যবশেষন্তু তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্। নির্ম্মাল্যন্তু বহেদ্যস্তু কোটিতীর্থফলং লভেৎ॥

নারদপঞ্চরাত্রে।—

ভোজনানন্তরং বিষ্ণোরর্পিতং তুলসীদলম্। তৎক্ষণাৎ পাপনির্ম্মোকশ্চান্দ্রায়ণশতাধিকঃ॥২২৩॥

কিঞ্চান্যত্র।—

কৌতুকং শৃণু মে দেবি বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যবহ্নিনা। তাপিতং নাশমায়াতি ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্॥

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবন্তং প্রত্যুদ্ধবোক্তৌ।—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥

অতএব স্কান্দে শ্রীযমস্য দূতানুশাসনে।—পাদোদকরতা যে চ হরের্নির্ম্মাল্যধারকাঃ।
বিষ্ণুভক্তিরতা যে বৈ তে তু ত্যাজ্যাঃ সুদূরতঃ॥

বিসর্জ্জনন্তু চেৎ কার্য্যং বিসৃজ্যাবরণানি তৎ। দেবে তন্মুদ্রয়া প্রার্থ্য দেবং হৃদি বিসর্জ্জয়েৎ॥

তথা চোক্তম্।—

পূজিতোঽসি ময়া ভক্ত্যা ভগবন্ কমলাপতে। সলক্ষ্মীকো মম স্বান্তং বিশ বিশ্রান্তিহেতবে॥
প্রার্থ্যৈবং পাদুকে দত্ত্বা সাঙ্গমুদ্বাসয়েদ্ধরিম্। প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ কৃত্বা মুদ্রাং বিসর্জ্জনীম্॥২২৪॥

শিরে শিরসি। ন লিপ্যতি ন লিপ্যতে॥ ২২১॥ বৈষ্ণব ইত্যনেন শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যতুলস্যেতি বোধ্যম্॥ ২২২॥ পাপান্নির্ম্মোকঃ নিঃশেষেণ মুক্তিশ্চান্দ্রায়ণশতাদপ্যধিকঃ ইতি সবাসনাশেষ-পাপসঞ্চয়ক্ষপণাৎ॥ ২২৩॥ নির্ম্মাল্যং প্রসাদতুলস্যাদি তদেব বহ্নিস্তেন তাপিতং দগ্ধং সৎ॥২২৪॥

ভক্তি সহকারে ধৃত হয়, তাঁহার যাবতীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে, যে বৈষ্ণব শরীরে হরিনির্ম্মল্য তুলসী ঘর্ষণ করেন, হে দ্বিজ! আশু তদীয় গাত্র সর্ব্বতীর্থময় হয়। ২২২। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, বিষ্ণুর দেহলগ্ন তুলসীকাষ্ঠ, চন্দনের অবশেষ ও নির্ম্মাল্য ধারণ করিলে কোটিতীর্থফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হরির প্রসাদ হইলে তদনন্তর যদি তুলসীদল নিজ অঙ্গে প্রদান করা যায়, তবে আশু পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয় এবং শত চন্দ্রায়ণাপেক্ষাও সমধিক ফল হইয়া থাকে। ২২৩। অন্যত্রও লিখিত আছে, হে দেবি! কৌতুকের কথা অবধান কর, ব্রহ্মবধাদি যে কোন পাপই হউক,বিষ্ণুনির্ম্মাল্যরূপ বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া বিনষ্ট হয়। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবানের প্রতি উদ্ধবোক্তি আছে যে, তুমি যে মাল্য, চন্দন, বসন, ভূষণ উপভোগ করত পরিহার কর, সেই সমস্ত ধারণ ও ত্বদীয় উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়াই আমরা ত্বদীয় মায়া-জয়ে সক্ষম হইব। স্কন্দ-পুরাণে দূতের প্রতি যমোপদেশ আছে যে, যে সকল ব্যক্তি হরির চরণোদকে আসক্ত, যেসকল ব্যক্তি কেশবনির্ম্মাল্য ধারণ করেন এবং যাঁহারা হরিভক্তিতে নিতান্ত অনুরক্ত, সেই সকল

অথ পূজাবিধিবিবেকঃ।

অয়ং পূজাবিধির্মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থস্য জপস্য হি। অঙ্গং ভক্তেস্তু তন্নিষ্ঠৈর্ন্যাসাদীনন্তরেষ্যতে ॥ ২২৫ ॥
তত্র দেবালয়ে পূজা নিত্যত্বেন মহাপ্রভোঃ। কাম্যত্বেনাপি গেহে তু প্রায়ো নিত্যতয়া মতা ॥২২৬॥

এবং ক্রমদীপিকাদ্যুক্তানুসারেণ প্রায়ঃ কামপরাণাং পূজাবিধিং লিখিত্বা ইদানীং শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং পূজাবিধিং তত্রৈব বিভজ্য দর্শয়তি অয়মিতি। পঞ্চমাদি-বিলাসচতুষ্টয়েন লিখিতোঽয়ং পূজাবিধিঃ শ্রীভগবদর্চ্চনপ্রকারঃ জপস্য অঙ্গং ক্রমদীপিকাদ্যভিপ্রেতস্য তত্তৎকামেন জপস্যৈব তত্র প্রাধান্যাৎ। কথম্ভূতস্য ?—মন্ত্রস্য সিদ্ধিঃ সাধনং সৈব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তস্য। অতস্তত্তৎফলার্থং জপেন মন্ত্রসাধনস্যৈব বিধেয়ত্বাৎ মন্ত্রাদীনাং শ্রীভগবতা সহাভেদাপাদনার্থং তত্তন্ন্যাসাদিকমিতি ভাবঃ। ভক্তের্নববিধায়াস্তু অঙ্গং যঃ পূজাবিধিঃ স চ ন্যাসাদীন্ প্রকারান্ অন্তরা বিনৈব ভক্তিনিষ্ঠৈরিষ্যতে। আদিশব্দেন আবাহনাদি কতিপয়মুদ্রাদি চ। ভক্তিপরৈঃ সাক্ষাদ্ভগবদ্বুদ্ধ্যা শ্রীমূর্ত্ত্যাদিপূজনে ন্যাসাদ্যযোগাদিত্যেষা দিক্ ॥ ২২৫ ॥ ভক্ত্যঙ্গপূজাবিধৌ চ দেবালয়-নিজগৃহভেদেন কথঞ্চিদ্ভেদমপি পরং দর্শয়তি তত্রেতি। তস্মিন্ ভক্ত্যঙ্গ-পূজা বিধৌ যা দেবালয়ে নিজগৃহাৎ পৃথক্ত্বেন কেবলং ভগবদর্থং স্বয়ং নির্ম্মিতে মন্দিরে পূর্ব্বসিদ্ধে বা দেবকুলাদৌ মহাপ্রভোঃ শ্রীভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূজা, সা তদুপাসকানাং নিত্যত্বেন কাম্যত্বেনাপি মতা ভক্তিনিষ্ঠৈঃ। একাদশীব্রতাদিবদিত্যত্র দৃষ্টান্তো দ্রষ্টব্যঃ। মহাপ্রভোরিতি নিত্যত্বে কাম্যত্বে চ হেতুরুন্নেয়ঃ, তস্যৈবাপূজনে মহাদোষশ্রবণাৎ পূজনে চাশেষবাঞ্ছিতবাঞ্ছাতীতফলসিদ্ধেশ্চ। তৎসর্ব্বমগ্রে তৎপ্রকরেণ ব্যক্তং ভাবি। গেহে নিজগৃহে চ যা পূজা সা প্রায়ো নিত্যত্বেনৈব মতা। এবং দেবালয়ে পূজায়া নিত্যতয়াবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদকরণে প্রত্যবায়ঃ। সম্পাদনঞ্চ তস্যাঃ কেবলং কর্ত্তব্যত্বেন শ্রীভগবৎপ্রীত্যুদ্দেশেন বা। কাম্যতয়া চ তত্তৎফলাপেক্ষয়া যথাবিধি-শ্রেষ্ঠ-প্রেষ্ঠ-দ্রব্য-সমর্পণাদি কালানতিক্রমণমপরাধবর্জনাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্। গৃহে চ নিত্যত্বেন কেবলমকরণে প্রত্যবায়পরিহারাৎ ফলানুসন্ধানাভাবাচ্চ নিজনিয়মপরিপালনানুসারেণ স্বগৃহসিদ্ধদ্রব্যার্পণাদিকমেবেতি। যদ্যপি অগ্নিহোত্রাদৌ নিত্যকর্ম্মণ্যপি সামান্যতো ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিঃ ফলং যথা শ্রূয়তে, তথাত্রাপি পরমপদপ্রাপ্তিঃ ফলমস্ত্যেব, তথাপি সেবৈকৈস্তচ্চানণুসন্ধেয়ম্। কেবলং

ব্যক্তির সমীপবর্ত্তী হইয়া গমন করিও না। বিসর্জ্জন করিতে হইলে আবরণ-সমূহ ত্যাগ করাইয়া বিসর্জ্জনী মুদ্রা দ্বারা প্রার্থনা করত দেবতাকে স্বীয় হৃদয়ে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, হে ভগবন্! হে কমলাকান্ত! আমি ভক্তি সহকারে দেবী কমলার সহিত ত্বদীয় অর্চ্চনা করিলাম, অধুনা বিশ্রামার্থ মদীয় অন্তরে প্রবিষ্ট হউন্। এইপ্রকার প্রার্থনা পূর্ব্বক পাদুকা নিবেদন করত প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গ ন্যাস ও বিসর্জ্জনী মুদ্রা করিয়া অঙ্গ সহিত হরিকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ২২৪।

অনন্তর পূজা-বিধি-নিরূপণ।—এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত পূজার বিধান বর্ণন করিলাম, এ সকল মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থ কর্ত্তব্য, ইহা জপাঙ্গ। ভক্তগণ যে পূজা ভক্তির অঙ্গ কহেন, ন্যাসাদি ব্যতীতও সে পূজা হইতে পারে। ২২৫। ভক্তিপূজন-স্থলে দেবমন্দিরে পূজা উপাসকগণের পক্ষে নিত্যও হয়,

সেবাদিনিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষ্যতে। প্রায়ঃ স্বগেহে স্বচ্ছন্দসেবা স্বব্রতরক্ষয়া ॥ ২২৭ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

ঘৃতেন স্নপিতং দেবং চন্দনেনানুলেপয়েৎ। সিতজাত্যাশ্চ কুসুমৈঃ পূজয়েত্তদনন্তরম্ ॥

শ্বেতেন বস্ত্রযুগ্মেন তথা মুক্তাফলৈঃ শুভৈঃ। মুখ্যকর্পূরধূপেন পয়সা পায়সেন চ।

পদ্মসূত্রস্য বর্ত্ত্যা চ ঘৃতধূপেন চাপ্যথ। পূজয়েৎ সর্ব্বথা যত্নাৎ সর্ব্বকামপ্রদার্চ্চনাম্।

কর্ত্তব্যত্বেনৈব কার্য্যমিত্যুক্তম্। প্রায় ইত্যনেন দেবালয়বদ্গৃহেঽপি কস্যচিৎ কদাচিৎ কেনচিৎ কামেনাপি পূজা সম্মতেতি ॥ ২২৬ ॥

তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ তত্তৎ ভেদফলং লিখতি সেবাদীতি। দেবস্য ভগবতঃ সেবায়াঃ ভক্তিবিশেষেণ পূজায়াঃ নিয়মঃ যস্মিন্ কালে যেন দ্রব্যেণ যথা যেন কর্ত্রা কার্য্যতাদিরূপঃ। তথা, যদ্যৎ প্রিয়তমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ ইত্যাদিবচনানুসারেণ তত্তদ্দ্রব্যার্পণরূপশ্চ। তথা কেবলং শ্রীভগবদুদ্দেশেনৈব যথাকালং নিত্যনিয়মিতভোগার্পণাদিরূপশ্চ। আদিশব্দাৎ অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে ইত্যাদিবচনানুসারেণ যস্মিন্ স্থানে যথা নমস্কার্য্যমিতি প্রণামনিয়মঃ। তথা যত্র ভোজনাদিকমুপযুজ্যতে তত্রৈব তৎ কর্ত্তব্যমিত্যাদি-প্রকারকো বারাহাদ্যুক্ত-দেবালয়-বিষয়কাপরাধপরিহারাদিনিয়মশ্চেষ্যতে ভক্তিনিষ্ঠৈঃ। অন্যথা সম্যক্‌ফলাসিদ্ধেঃ। অতো ব্রতদিনেঽপ্যন্যদিনবদ্ভোগসমর্পণং সম্মতং স্যাৎ। এবং কেচিদ্দ্বাদশ্যাং দিবাপি ভগবতঃ স্বাপনমিচ্ছন্তি। নিজগৃহে তু স্বচ্ছন্দেন নিজেচ্ছয়া বেষ্যতে। যদা যত্র যেন দ্রব্যেণ যথা সেবা কর্ত্তুং শক্যতে তদা তত্র তেন তথা কার্য্যা, ন তু কাল-দেশ-দ্রব্যাদি-নিয়মেনেত্যর্থঃ। গৃহস্থানামবশ্যকৃত্য-কুটুম্বভরণাদিব্যাপারপরতয়া নিজভৃত্যাতিথ্যাদ্যপেক্ষয়া চ তত্তন্নিয়মাসিদ্ধেঃ। অতো নিজপরিবারবৈষ্ণবাভ্যাগতাদ্যপেক্ষয়া ভগবদর্প্যভোগস্য কদাচিদ্বহুলতাল্পতা চ স্যাৎ। তত্র চ স্বস্য আত্মনো যদ্ব্রতং নিয়মঃ বৈষ্ণবত্বেন নিত্যং বৃন্তাক-মসূরাদিবর্জনং দশম্যাদৌ ক্ষারাদিবর্জনং চাতুর্মাস্যাদৌ শাকাদি-কলিঙ্গাদিবর্জনঞ্চ তথা দ্বাদশ্যনতিক্রমণাদিকঞ্চ তস্য রক্ষয়া তৎ-পরিপালনানুসারেণেত্যর্থঃ। অতো ব্রতদিনে কেচিদন্নঞ্চ ন সমর্পয়ন্তি। এবং যদা যান্যেবাত্মোপভোগযোগ্যানি, তদা তান্যেব ভগবতে সমর্প্যাণীতি ভাবঃ। যদি বা ভক্তিবিশেষতঃ কদাচিত্তানি সমর্প্যেরন্, তদা নিজব্রতাপেক্ষয়া স্বয়ং নোপযোক্তব্যানি কস্মৈচিদ্বৈষ্ণবায় দেয়ানি জলে বার্প্যাণি। একান্তিভিশ্চ ভাববিশেষেণ চেত্তানি স্বয়মুপযুজ্যেরন্। ততশ্চ তেষাং ব্রতাদাবনধিকারান্ন কোঽপি দোষো ঘটেতেত্যগ্রে লেখ্যমেব। প্রায় ইত্যনেন চ দেবালয় ইব ভক্তিবিশেষেণ কস্যচিৎ কদাচিৎ কশ্চিৎ সেবা-নিয়মোঽভিপ্রেতঃ। এতচ্চ লৌকিকেন সেবা-শব্দেনাপি লৌকিকবন্ধুবৎ শ্রীভগবতি সূচিতেন ভাববিশেষেণানুমতমেব। যদ্যপি স্বব্রতরক্ষয়েত্যত্রাপি প্রায়ঃশব্দসম্বন্ধে কৃতে

কাম্যও হয়; কিন্তু স্বীয় গৃহে অর্চ্চনা তাঁহাদিগের পক্ষে নিত্য বিধেয়।২২৬। দেবমন্দিরে অর্চ্চনা করিতে হইলেই সেবা প্রভৃতির নিয়ম রক্ষা করিতে হয়; আপন গৃহে স্বীয় ইচ্ছানুসারে অর্চ্চনা করিতে পারিবেন, কেবল স্বীয় ব্রতভঙ্গ না হইলেই হইল। ২২৭। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও লিখিত আছে, হরিকে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া চন্দনানুলেপন প্রদান করিবে। তৎপরে শ্বেতজাতি-

কুষ্ণেমাং মুচ্যতে রোগী রোগাৎ শীঘ্রমসংশয়ম্। দুঃখার্ত্তো মুচ্যতে দুঃখাৎ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
রাজগ্রস্তশ্চ মুচ্যেত তথা রাজভয়ান্নরঃ। ক্ষেমেণ গচ্ছেদধ্বানং সর্ব্বানর্থবিবর্জ্জিতঃ॥ ২২৮॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে প্রাতরর্চ্চাসমাপনো নামাষ্টমো বিলাসঃ॥ ৮॥

কদাচিৎ কস্যচিৎ ভক্তিবিশেষেণ নিজব্রতানাদরশ্চাপদ্যতে, তথাপি কৃষ্ণস্তস্য পরাঙ্মুখ ইত্যাদি-বচনাৎ কার্ত্তিকাদিব্রতাকরণে মহাদোষশ্রবণাৎ বৈষ্ণবৈঃ স্বব্রতং পরিপালায়েবেতি তথা ন ব্যাখ্যেয়ম্। কিঞ্চ, যদ্যপি গৃহেঽপি পূজাপরাধবর্জ্জনাদিকমপেক্ষ্যতে, তথাপি উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্প ইত্যাদ্যপরাধানাং প্রায়ো গৃহে বর্জ্জনস্যাশক্যত্বাৎ তত্তন্নিয়মো ন সম্ভবেদিতি জ্ঞেয়ম্। ইত্থং চৈককালং দ্বিকালং বেত্যাদি-বচনাৎ এককালমপি পূজা। তথা নিজগৃহপ্রদেশে সমাবেশেন যত্র কুত্রাপি ভগবতে নমস্কারঃ শ্রীভগবৎ পুরতো ভোজনঞ্চোপপদ্যতে। এবমন্যদপ্যূহ্যম্। এবমেব সর্ব্বমবিরুদ্ধমনবদ্যঞ্চ স্যাৎ। অন্যথা দ্বাত্রিংশদপরাধেষু ভগবদগ্রতো ভোজননিষেধস্য নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রিতমিত্যাদৌ মুরারেঃ পুরতো ভোজনে মহাগুণতয়া বিধানস্য চেত্যাদের্বহুল-বিরোধাপত্তেরিত্যেষা দিক্॥ ২২৭—২২৮॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসটীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাম্ অষ্টমো বিলাসঃ॥ ৮॥

কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর শুভ্র পরিধেয় ও উত্তরীয়, শুভ্র মুক্তাফল, উত্তম কর্পূর, ধূপ, দুগ্ধ, পায়স, কমলসূত্রের বর্ত্তি এবং ঘৃতসমন্বিত ধূপ দ্বারাও ভক্তিসহকারে পূজা করিবেন, এই পূজা নিখিল কামনা সিদ্ধ করে। এই অর্চ্চনা দ্বারা রোগী রোগ হইতে আশু পরিত্রাণ পায় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছেন, এই পূজাপ্রসাদে তদীয় দুঃখ মোচন হয় এবং বন্দীর বন্ধন-মুক্তি হইয়া থাকে। ইহার প্রসাদে অপরাধী জন রাজভয় হইতে মুক্তি লাভ করে এবং পথিক জন কোন বিপদ্‌গ্রস্ত না হইয়া সুখে পথে গমন করিয়া থাকে। ২২৮।

ইতি প্রাতঃপূজা-সমাপন নামক অষ্টম বিলাস সমাপ্ত।৮।

নবমবিলাসঃ।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ। মহাপ্রসাদজাতার্হঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্॥ ১॥

অথ শঙ্খোদকং তচ্চ কৃষ্ণদৃষ্টিসুধোক্ষিতম্। বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায়াভিবন্দ্য মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ॥ ২॥

শঙ্খোদকমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

শঙ্খোদকং হরের্ভক্তির্নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জলম্। চন্দনং ধূপশেষন্তু ব্রহ্মহত্যাপহারকম্॥ ৩॥

অধুনা মহাপ্রসাদপ্রকরণং লিখন্ পরমগুরু-শ্রীভগবৎ প্রসাদং প্রার্থয়তে স ইতি। মহাপ্রসাদো নাম ভগবদুচ্ছিষ্টাদি তস্য জাতং সমুচ্চয়ঃ তদ্‌যোগ্যঃ স্যাৎ। এবমেতল্লিখনে পরমাযোগ্যস্যাপ্যাত্মনো ভগবৎ-প্রসাদেনৈব যোগ্যতা সম্ভাবিতেতি পূর্ব্ববদূহ্যম্। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যম্॥ ১॥ তচ্চেতি যৎ পূর্ব্বং পূজোপকরণাদ্যভ্যুক্ষণানন্তরং পুনর্ভৃতজলে শ্রীভগবদগ্রতো ন্যস্তে শঙ্খে স্থিতং পশ্চাচ্চ তেন শঙ্খেন ত্রির্ভ্রামণতো ভগবন্নীরাজনমনুষ্ঠিতং তদা তৎস্থজলস্যাপি নীরাজনেন সৌভাগ্যং জাতমস্তি তদিত্যর্থঃ। অতএব পূর্ব্বং ভগবদগ্রতো ন্যস্তত্বাৎ কৃষ্ণস্য দৃষ্টিরূপয়া সুধয়া উক্ষিতং সিক্তং চেতি মহাসৌভাগ্যজাতং দর্শিতম্। যদি চ শঙ্খান্তরেণ সদ্যোজলভৃতেন ভগবন্নীরাজনমেব দ্রষ্টব্যং, তথাপি তচ্ছঙ্খজলস্য নীরাজনেন ভগবদ্দৃষ্টিগোচরতাবাপ্ত্যা কিংবা নীরাজনানন্তরং স্তবনবন্দনাদ্যর্থমবশ্যং ভগবদগ্রতো ধার্য্যত্বেন তদ্দৃষ্টি-সুধোক্ষিতত্বং সম্পদ্যত এব। এবঞ্চ পূর্ব্বস্থাপিতেনৈব শঙ্খেন ক্ষীরাদিস্নপনং বোদ্ধব্যম্, অন্যথা শঙ্খবাহুল্যাপত্তেঃ। ততশ্চ স্নাপনানন্তরং তস্য রিক্তত্বাৎ তথা নীরাজনশঙ্খস্য জলগ্রহণাচ্চ পুনরগ্রে লেখ্যং ভগবদগ্রতঃ শঙ্খস্থাপনং যুক্তমেব। ন চ বক্তব্যমিদং পূর্ব্বং শঙ্খঃ স্থাপিতোঽস্ত্যেব ক্ষীরস্নপনাদিকং নীরাজনঞ্চ শঙ্খান্তরেণৈবেতি পুনঃ শঙ্খস্থাপনেনালমিতি, যতঃ শিষ্টাচারানুসারেণ বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদৌ গ্রন্থে শ্রীনৃসিংহারণ্যাদিভিঃ প্রামাণিকবর্গৈর্লিখিতং পূজাসমাপ্তৌ পুষ্পাদিনা পূজা-পূর্ব্বকং শঙ্খস্য বিশেষতঃ স্থাপনমপেক্ষ্যত এব। পূর্ব্বন্তু পূজোপকরণাদ্যভ্যুক্ষণোপক্ষীণজলঃ শঙ্খঃ পূজারম্ভে মঙ্গলার্থং কেবলং জলেনাপূর্য্য স্থাপিত আসীদিতি বিশেষঃ॥ ২॥

যাঁহার কৃপায় আমি অধম হইয়াও সদ্যঃ প্রসাদ পাইবার উপযুক্ত পাত্র হইতে পারি, সেই প্রথিত শ্রীচৈতন্য প্রভু মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। ১। অতঃপর যে শঙ্খস্থ সলিলে শ্রীহরির দৃষ্টিরূপ সুধা নিপতিত হইয়াছে, প্রথমতঃ সেই জল বৈষ্ণবগণকে প্রদান করত তদনন্তর নমস্কার করিয়া আপনার শিরোদেশে ধারণ করিবে। ২।

অতঃপর শঙ্খজল-মাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, গোবিন্দের অর্চ্চনাশেষ শঙ্খজল, নববিধ ভক্তি (শ্রবণ কীর্ত্তনাদি), হরির নির্ম্মাল্য, বিষ্ণুপাদোদক এবং

তত্রৈব শঙ্খমাহাত্ম্যে।—

শঙ্খস্থিতন্তু যত্তোয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি। বন্দতে শিরসা নিত্যং গঙ্গাস্নানেন তস্য কিম্॥ ৪॥
ন দাহো ন ক্লমো নার্ত্তির্নরকাগ্নিভয়ং ন হি। যস্য শঙ্খোদকং মূর্দ্ধ্নি কৃষ্ণদৃষ্ট্যাবলোকিতম্॥
ন গ্রহা ন চ কুষ্মাণ্ডাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ। দৃষ্ট্বা শঙ্খোদকং মূর্দ্ধ্নি বিদ্রবন্তি দিশো দশ॥ ৫॥
কৃষ্ণমূর্দ্ধ্নি ভ্রামিতন্তু জলং তচ্ছঙ্খসংস্থিতম্। কৃত্বা মূর্দ্ধন্যবাপ্নোতি মুক্তিং বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ॥
ভ্রাময়িত্বা হরের্মূর্দ্ধ্নি মন্দিরং শঙ্খবারিণা। প্রোক্ষয়েদ্বৈষ্ণবো যস্য নাশুভং তদ্গৃহে ভবেৎ॥ ৬
নীরাজনজলং যত্র যত্র পাদোদকং হরেঃ। তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ॥

তত্রৈবাগ্রে।—

নীরাজনজলং বিষ্ণোর্যস্য গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ। যজ্ঞাবভৃথলক্ষাণাং স্নানজং লভতে ফলম্॥

তত্রৈব শ্রীশিবোক্তৌ।—

পাদোদকেন দেবস্য হত্যাযুতসমন্বিতঃ। শুধ্যতে নাত্র সন্দেহস্তথা শঙ্খোদকেন হি॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে চ।—

তীর্থাধিকং যজ্ঞশতাচ্চ পাবনং জলং সদা কেশবদৃষ্টিসংস্থিতম্।
ছিনত্তি পাপং তুলসীবিমিশ্রিতং বিশেষতশ্চক্রশিলাবিনির্ম্মিতম্॥ ৭॥

ভক্তিঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিনববিধা॥ ৩॥ যো বন্দতে তস্য॥ ৪॥ যস্য মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে। গ্রহাদয়ঃ মূর্দ্ধ্নি স্থিতং শঙ্খোদকং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নুবন্তি প্রত্যুত বিদ্রবন্তি পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৫—৬॥ চক্রশিলাবিনির্ম্মিতং ভগবচ্চরণামৃতমিত্যর্থঃ॥ ৭॥

শ্রীহরির উপযুক্ত চন্দন ও ধূপ, এই সমস্ত দ্বারা ব্রহ্মহত্যা পাপ বিদূরিত হয়। ৩। ঐ গ্রন্থেই শঙ্খমাহাত্ম্যবর্ণনে লিখিত আছে যে, যে জল শঙ্খস্থ করিয়া বিষ্ণুশিরে ভ্রামিত হইয়াছে, যিনি প্রত্যহ মস্তকোপরি সেই জল ধারণ করেন, জাহ্নবী-সলিলে তাঁহার স্নানে আর কি আবশ্যক? । ৪। শঙ্খস্থিত যে জলের উপরিভাগে শ্রীহরির দৃষ্টি পড়িয়াছে, যে ব্যক্তির মস্তকে সেই জল বিদ্যমান থাকে, তদীয় যন্ত্রণা, গ্লানি, শোক অথবা নরকভীতি কিছুই বিদ্যমান থাকে না। মস্তকোপরি শঙ্খবারি দর্শন করিলে গ্রহ, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস সকলেই ভীত হইয়া দশ দিকে পলাইয়া যায়। ৫। হরিশীর্ষোপরি যে শঙ্খস্থ বারি ভ্রামিত হইয়াছে, তাহা মস্তকে ধারণ করিলে হরির প্রসাদে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যে বৈষ্ণব জন শঙ্খস্থ সলিল বিষ্ণুশীর্ষোপরি ভ্রামিত করত তজ্জল দ্বারা স্বীয় গৃহ প্রোক্ষিত করেন, তাঁহার সেই গৃহে অশুভ বিদ্যমান থাকে না। ৬। আরও লিখিত আছে যে, হে তাপসপ্রবর! যেখানে হরির নীরাজনবারি ও চরণোদক সংস্থিত থাকে, তথায় সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ স্থানের কিঞ্চিৎ পরে লিখিত আছে, হরির নীরাজনবারি যে ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করে, তাঁহার লক্ষ যজ্ঞের অবভৃথ-স্নানজন্য ফললাভ হয়। ঐ স্থানেই শিবোক্তি আছে যে, অযুত হত্যাজন্য পাপে লিপ্ত হইলেও হরিচরণোদক ও নীরাজনবারি স্পর্শ মাত্র পবিত্র হইতে পারে সন্দেহ নাই। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, হরিদৃষ্টিপ্রাপ্ত তুলসীসমন্বিত বারি, বিশেষতঃ শালগ্রামশিলোদক সর্ব্বদাই সর্ব্ব-

অথ তীর্থধারণম্।

কৃষ্ণপাদাব্জতীর্থঞ্চ বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায় হি। স্বয়ং ভক্ত্যাভিবন্দ্যাদৌ পীত্বা শিরসি ধারয়েৎ॥
তস্য মন্ত্রবিধিশ্চ প্রাক্ প্রাতঃস্নানপ্রসঙ্গতঃ। লিখিতো হ্যধুনা পানে বিশেষো লিখ্যতে কিয়ান্॥৮॥
স চোক্তঃ।—

ওঁ চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি।
তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতা অপি পাপ্মানমরাতিং তরেম॥
লোকস্য দ্বারমার্চ্চয়ং পবিত্রং জ্যোতিষ্মৎ বিভ্রাজমানং মহস্ত-
দমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানং চরণং লোকে সুধিতাং দধাতু॥ ইতি॥ ৯॥

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বদুষ্টগ্রহাপহম্। প্রাশ্নীয়াৎ প্রোক্ষয়েদ্দেহং পুত্রমিত্রপরিগ্রহম্॥
কিঞ্চ।—
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিহত্যাঘনাশনম্। তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ॥ ১০

অথ চরণোদকপানমাহাত্ম্যম্।

পাদ্মে গৌতমাম্বরীষসংবাদে।—
হরেঃ স্নানাবশেষন্তু জলং যস্যোদরে স্থিতম্। অম্বরীষ প্রণম্যোচ্চৈঃ পাদপাংশুঃ প্রগৃহ্যতাম্॥

বিধির্ধারণপ্রকারশ্চ। কিয়ান্ সংক্ষিপ্তো বিধিবিশেষো লিখ্যতে॥ ৮॥ চরণং চরণারবিন্দং তদুদকমিত্যর্থঃ। অরাতিং সংসারলক্ষণম্। সুধিতাং সুধাবদাদরণীয়তামিত্যর্থঃ॥ ৯॥ তত্তস্মাৎ পানোক্তপুণ্যাদষ্টগুণমিত্যর্থঃ॥ ১০॥

তীর্থবারি হইতেও সমধিক বিশুদ্ধ, শতযজ্ঞ অপেক্ষাও শুদ্ধিকর এবং উহা দ্বারা পাতক দূরীভূত হয়। ৭।

অনন্তর পাদোদক ধারণ।—শ্রীহরির চরণকমলোদক সর্ব্বপ্রথমে বৈষ্ণবদিগকে অর্পণ করিতে হয়। তদনন্তর নমস্কার করিয়া অগ্রে কিঞ্চিৎ পান করত শীর্ষোপরি ধারণ করিবে। ইতিপূর্ব্বে প্রাতঃস্নান-প্রসঙ্গে উক্তবিষয়ক মন্ত্রবিধি বর্ণিত হইয়াছে; অধুনা এস্থলে পানবিষয়ক কতিপয় বিশেষ বিবৃত হইতেছে। ৮। উক্ত মন্ত্র যথা,—"ওঁ চরণং পবিত্রং" ইত্যাদি; অর্থাৎ "চরণোদক পবিত্র, প্রথিত ও পুরাতন (পুরাকাল হইতেই বিদিত); লোক সকল ঐ পবিত্র পাদোদক দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়া পাতক হইতে সমুত্তীর্ণ হয় এবং ঐ চরণামৃত স্পর্শে আমরা পূত হইয়া পাপপূর্ণ সংসার হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ঐ চরণোদক স্বর্গের দ্বারস্বরূপ, জ্যোতির্বিশিষ্ট, সমুজ্জ্বল ও পূজনীয়; আমি সেই চরণোদকের পূজা করিলাম। এই সুধাধারাস্বরূপ চরণামৃত পুনঃ পুনঃ বিগলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে পীযূষবৎ আদরণীয় হউন্।৯।" এই মন্ত্র যাবতীয় দুষ্ট গ্রহ বিদূরণ করে; এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চরণামৃত পান করিয়া স্বীয় দেহে ও পুত্র কলত্রাদির অঙ্গে প্রোক্ষণ করিবে। আরও লিখিত আছে যে, হরির চরণামৃত পান দ্বারা কোটিসংখ্য হত্যাজনিত পাতক ধ্বংস হইয়া থাকে। সেই পাদোদক বিন্দুমাত্র ভূপতিত হইলে অষ্টগুণিত পাতকসঞ্চার হয়। ১০।

তত্রৈব দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে।—

যে পিবন্তি নরা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্। পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥
কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্। নিত্যং যদি পিবেৎ পুণ্যং শালগ্রামশিলাজলম্॥
শালগ্রামশিলাতোয়ং যঃ পিবেদ্বিন্দুনা সমম্। মাতুঃ স্তন্যং পুনর্নৈব স পিবেদ্ভক্তিভাঙ্ নরঃ॥

কিঞ্চ।—

দহন্তি নরকান্ সর্ব্বান্ গর্ভবাসঞ্চ দারুণম্। পীতং যৈস্তু সদা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্॥

তত্রৈব শ্রীযমধূম্রকেতু-সংবাদে।—

শালগ্রামশিলাতোয়ং বিন্দুমাত্রন্তু যঃ পিবেৎ। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত মুক্তিমার্গে কৃতোদ্যমঃ॥

তত্রৈব পুলস্ত্যভগীরথসংবাদে।—

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং ভগীরথ বদামি তে। পাবনং সর্ব্বতীর্থেভ্যো হত্যাকোটিবিনাশকম্॥
ধৃতে শিরসি পীতে চ সর্ব্বাস্তুষ্যন্তি দেবতাঃ। প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপানাং কলৌ পাদোদকং হরেঃ॥

কিঞ্চ।—

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু নার্ম্মদম্। সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব যামুনম্॥
পুনন্ত্যেতানি তোয়ানি স্নানদর্শনকীর্ত্তনৈঃ। পুনাতি স্মরণাদেব কলৌ পাদোদকং হরেঃ॥
অর্চ্চিতৈঃ কোটিভির্লিঙ্গৈর্নিত্যং যৎ ক্রিয়তে ফলম্। তৎ ফলং শতসাহস্রং পীতে পাদোদকে হরেঃ॥
অশুচির্বা দুরাচারো মহাপাতকসংযুতঃ। স্পৃষ্ট্বা পাদোদকং বিষ্ণোঃ সদা শুধ্যতি মানবঃ॥
পাপকোটিযুতো যস্তু মৃত্যুকালে শিরোমুখে। দেহে পাদোদকং তস্য ন প্রয়াতি যমালয়ম্॥ ১১॥

ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্চ্চনম্।
তেঽপি পাদোদকং পীত্বা প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্॥ ১২॥

তস্য শিরসি মুখে চ পাদোদকং চেত্তর্হি স ন প্রয়াতীত্যর্থঃ॥ ১১॥ হবিঃশব্দেন হোমাদ্যপ-

---

অতঃপর পাদোদকপান-মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে গৌতমাম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে যে, হে অম্বরীষ! শ্রীবিষ্ণুর স্নানাবশেষোদক যে ব্যক্তির উদরগত হয়, তুমি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি-পুরঃসর তদীয় চরণধূলি গ্রহণ করিও। উক্ত পুরাণের দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে লিখিত আছে যে, প্রত্যহ শালগ্রামশিলোদক পান করিলে আর সহস্রবার পঞ্চগব্য পানের প্রয়োজন কি? প্রতিদিন পবিত্র শালগ্রামশিলোদক পান করিলে সহস্রকোটি তীর্থ সেবনে কি আবশ্যক? ভক্তি-মান্ হইয়া বিন্দুপ্রমাণ শালগ্রামোদক পান করিলে আর সে ব্যক্তিকে পুনরায় মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না অর্থাৎ তাহার গর্ভবাসজনিত ক্লেশ বিদূরিত হয়। আরও লিখিত আছে যে, প্রত্যহ শালগ্রামশিলোদকপায়িগণ কর্তৃক নিখিল নিরয়যাতনা ও কঠোর জঠরযন্ত্রণা ভস্মীভূত হয়। উক্ত পুরাণের যমধূম্রকেতু-সংবাদে লিখিত আছে যে, বিন্দুপ্রমাণ শালগ্রামোদক পানের ফলেই নিখিল কিল্বিষ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং সেই ব্যক্তি মোক্ষপথের পথিক হইতে সমু-দ্যত হয়। উক্ত গ্রন্থের পুলস্ত্য-ভগীরথ সংবাদে পুলস্ত্যের উক্তি আছে যে, হে ভগীরথ! নিখিল তীর্থ হইতেও পাবন, হত্যাকোটি-হারক পাদোদক-মাহাত্ম্য তৎসকাশে বর্ণন করিতেছি। হরি-

কার্ত্তিকে কার্ত্তিকী যোগে কিং করিষ্যতি পুষ্করে। নিত্যং চ পুষ্করং তস্য যস্য পাদোদকং হরেঃ ॥
বিশাখা-ঋক্ষ-সংযুক্তা বৈশাখী কিং করিষ্যতি। পিণ্ডারকে মহাতীর্থে উজ্জয়িন্যাং ভগীরথ ॥
মাঘমাসে প্রয়াগে তু স্নানং বৈ কিং করিষ্যতি। প্রয়াগঃ সততং তস্য যস্য পাদোদকং হরেঃ ॥
প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে মথুরায়াঞ্চ তস্য কিম্। নিত্যঞ্চ যামুনং স্নানং যস্য পাদোদকং হরেঃ ॥
কাশ্যামুত্তরবাহিন্যাং গঙ্গায়ান্তু মৃতস্য কিম্। যস্য পাদোদকং বিষ্ণোর্মুখে চৈবাবতিষ্ঠতে ॥
কিঞ্চ।—
হিত্বা পাদোদকং বিষ্ণোর্যোঽন্যতীর্থানি গচ্ছতি। অনর্ঘং রত্নমুৎসৃজ্য লোষ্ট্রং বাঞ্ছতি দুর্মতিঃ ॥
কুরুক্ষেত্র-সমো দেশো বিন্দুঃ পাদোদকং মতঃ ॥ ১৩ ॥
পতেদ্যত্রাক্ষয়ং পুণ্যং নিত্যং ভবতি তদ্গৃহে। গয়াপিণ্ডসমং পুণ্যং পুত্রাণামপি জায়তে ॥
পাদোদকেন দেবস্য যে কুর্য্যুঃ পিতৃতর্পণম্। নাসুরাণাং ভয়ং তস্য প্রেতজন্যং ন রাক্ষসম্ ॥

লক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥ যস্য পাদোদকং সেব্যং স্যাদিতি শেষঃ। স দেশো মতঃ সদ্ভিঃ। বিন্দুঃ বিন্দু-

পাদোদক শীর্ষোপরি ধৃত হইলে অথবা পীত হইলে অখিল দেবতার সন্তোষ সাধিত হয়। (এক-মাত্র) হরিচরণোদকই কলিকালে পাপ-সমূহের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ। আরও লিখিত আছে যে, তিন দিনে সরস্বতী-সলিল, সপ্তাহে নর্ম্মদার জল, পক্ষে জাহ্নবীজল এবং দর্শনমাত্র যামুনজল পবিত্রতা বিধান করে; পরন্তু ঐ সমস্ত জল দর্শন, স্নান ও কীর্ত্তন দ্বারাই পবিত্রতাসম্পাদক হইয়া থাকে; কিন্তু কলিকালে কেবলমাত্র স্মরণ দ্বারাই হরিচরণামৃত পবিত্র করিয়া থাকেন। হরিচরণোদক পান করিলে প্রত্যহ কোটিশিবলিঙ্গার্চ্চনা অপেক্ষাও শতসহস্রগুণ ফল লাভ হয়। হরিচরণোদক স্পর্শমাত্রই কি অশুচি, কি দুরাচারবান্, কি মহাপাপী, সকলেই পবিত্রতা লাভ করে। মরণকালে মস্তকে, বদনে ও অঙ্গে হরিচরণোদক স্পৃষ্ট হইলে কোটিপাপে পাপীকেও আর শমনপুরে প্রয়াণ করিতে হয় না। ১১। যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোনকালেও দান, হোম, বেদাধ্যয়ন অথবা দেবপূজা অনুষ্ঠিত হয় নাই, হরিচরণোদক-পানের ফলে তাহাদিগেরও পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে। ১২। হরিপাদোদকপায়ীর প্রত্যহই পুষ্কর-স্নান সাধিত হয়; সুতরাং তাহার পক্ষে কৃত্তিকানক্ষত্রান্বিতা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় আর পুষ্করস্নানের আবশ্যক কি? হে ভগী-রথ! বিশাখান্বিতা বৈশাখী পূর্ণিমাতে উজ্জয়িনীস্থ পিণ্ডারক মহাতীর্থে তাঁহার স্নান করি-য়াই বা কি সমধিক ফল হইবে? প্রত্যহ হরিপাদোদকপায়ীর প্রয়াগ স্নান সাধিত হইয়া থাকে; সুতরাং মাঘমাসে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে স্নান করিয়া তাঁহার কি অধিকতর পুণ্যের প্রত্যাশা আছে? নিত্যপাদোদকপায়ীর পক্ষে প্রত্যহই যমুনাস্নান সাধিত হয়, সুতরাং উত্থানদ্বাদশী-দিবসে মথুরাপুরে যমুনা-স্নানে তাঁহার আর কি আবশ্যক? হরিচরণামৃত বদনবিবরে বিরা-জিত থাকিলে আসন্নকালে তাঁহার আর বারাণসীধামে উত্তরবাহিনী-সুরধুনী-তীরে জীবন বিসর্জ্জনে কি প্রয়োজন? আরও লিখিত আছে যে, যে মূঢ় হ[illegible]মৃত পরিহার পূর্ব্বক তীর্থান্তরে গমন করে, সে অমূল্যরত্নত্যাগী [illegible]ভিলাষী স[illegible] নাই। বিন্দু-পরিমিত চরণামৃত সজ্জনসকাশে কুরুক্ষেত্রসদৃশ অনুমিত হইয়া থাকে। ১৩। প্রত্যহ যে গৃহে

ন রোগস্য ভয়ঞ্চৈব নাস্তি বিঘ্নকৃতাং ভয়ম্। ন দুষ্টা নৈব ঘোরাক্ষাঃ শ্বাপদোত্থভয়ং ন হি॥
গ্রহাঃ পীড়াং ন কুর্ব্বন্তি চৌরা নশ্যন্তি দারুণাঃ। কিন্তস্য তীর্থগমনে দেবর্ষীণাঞ্চ দর্শনে॥
যস্য পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি শালগ্রামশিলোদ্ভবম্। প্রীতো ভবতি মার্ত্তণ্ডঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ।
ব্রহ্মা ভবতি সুপ্রীতো প্রীতো ভবতি শঙ্করঃ॥
পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ কেশবাগ্রতঃ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে।—

প্রায়শ্চিত্তং যদি প্রাপ্তং কৃচ্ছ্রং বা ত্বঘমর্ষণম্।
সোঽপি পাদোদকং পীত্বা শুদ্ধিং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ॥

অশৌচং নৈব বিদ্যেত সূতকে মৃতকেঽপি চ। যেষাং পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি প্রাশনং যে চ কুর্ব্বতে॥
অন্তকালেঽপি যস্যেহ দীয়তে পাদয়োর্জ্জলম্। সোঽপি সদ্গতিমাপ্নোতি সদাচারৈর্ব্বহিষ্কৃতঃ॥১৪॥
অপেয়ং পিবতে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে যশ্চাপ্যভোজনম্। অগম্যাগমনা যে বৈ পাপাচারাশ্চ যে নরাঃ।
তেঽপি পূজ্যা ভবন্ত্যাশু সদ্যঃ পাদাম্বুসেবনাৎ॥

কিঞ্চ।— অপবিত্রং যদন্নং স্যাৎ পানীয়ঞ্চাপি পাপিনাম্।
ভুক্ত্বা পীত্বা বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পীত্বা পাদোদকং হরেঃ॥ ১৫॥

তপ্তকৃচ্ছ্রাৎ পঞ্চগব্যান্মহাকৃচ্ছ্রাদ্বিশিষ্যতে। চান্দ্রায়ণাৎ পারকৃচ্ছ্রাৎ পরাকাদপি সুব্রত।
কায়শুদ্ধির্ভবত্যাশু পীত্বা পাদোদকং হরেঃ॥ ১৬॥

মাত্রম্॥ ১৩॥ সদাচারৈর্ব্বহিষ্কৃতোঽপি চেৎ॥ ১৪॥ অভোজনম্ অভক্ষ্যম্॥ ১৫॥ তপ্তকৃচ্ছ্র-

---

হরিচরণামৃত নিপতিত হয়, তথায় অক্ষয় পুণ্যের সঞ্চার হয় এবং পুত্রসকলের গয়াধামে পিণ্ড-প্রদানের ফল হয়। হরিপাদোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ করিলে অসুরভয়, প্রেতভয়, রাক্ষসভয়, পীড়াভয়, বিঘ্নভয়, দারুণ রক্ষোভয় ও হিংস্রজন্তুভয় বিদ্যমান থাকে না। অধিক কি, গ্রহ-কুল কোনরূপ বিঘ্ন সম্পাদনে সমর্থ হয় না এবং দারুণ চৌরভয়ও বিদূরিত হইয়া যায়। শীর্ষোপরি শালগ্রামোদক বিরাজিত থাকিলে আর তীর্থগমনে কি আবশ্যক এবং দেবঋষি-দর্শনেই বা কি ফল? সূর্য্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব তৎপ্রতি সর্ব্বদা প্রীত থাকেন। শ্রীহরির পুরোভাগে পাদোদকমাহাত্ম্য পাঠ করিলে দেবদেব-জনার্দ্দনাধিষ্ঠিত পরমধামে সেই পাঠকের গতি হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে লিখিত আছে যে, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন অথবা অঘ-মর্ষণ মন্ত্র জপ করিবার আবশ্যক হইলে হরিপাদোদক পান দ্বারাই আশু পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। শীর্ষোপরি চরণোদক বিরাজিত থাকিলে অথবা উহা সেবন করিলে জননাশৌচে ও মৃতাশৌচে লিপ্ত হইতে হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তিকে চিরদিন হরিপাদোদক প্রদান করিলে অথবা অন্তিমসময়ে দান করিলেও তাহার শুভ-গতি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১৪। হরিপাদোদক ভক্ষণ দ্বারা অপেয়পায়ী, অভোজ্যভোজী, অগম্যাগামী ও সর্ব্বদা পাপস্বভাব ব্যক্তিও আশু বন্দনীয় হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে যে, হরিচরণামৃতপানের ফলে অভক্ষ্যভোজী ও অপেয়পায়ী পাপী পবিত্রতা লাভ করে; উহা পঞ্চগব্য, তপ্তকৃচ্ছ্র, মহাকৃচ্ছ্র,

অগুরুং কুঙ্কুমঞ্চাপি কর্পূরঞ্চানুলেপনম্। বিষ্ণুপাদাম্বু-সংলগ্নং তদ্বৈ পাবনপাবনম্॥
দৃষ্টিপূতন্তু যত্তোয়ং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। তদ্বৈ পাপহরং পুত্র কিং পুনঃ পাদয়োর্জলম্॥
এতদর্থমহং পুত্র শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ। ধারয়ামি পিবাম্যস্য মাহাত্ম্যং বিদিতং মম॥ ১৭॥
প্রিয়ত্বমগ্রজঃ পুত্রস্ত্বদর্থং গদিতং ময়া। রহস্যং মে ত্বনর্হস্য ন বক্তব্যং কদাচন॥ ১৮॥
ধারয়স্ব সদা মূর্দ্ধ্নি প্রাশনং কুরু নিত্যশঃ। জন্মমৃত্যু-জরা-দুঃখৈর্মোক্ষং যাস্যসি পুত্রক॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

সদ্যঃ ফলপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্। সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্।
দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং বিষ্ণুপাদোদকং শুভং। সর্ব্বোপদ্রবহন্তারং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং॥ ১৯॥
সর্ব্বোৎপাত-প্রশমনং সর্ব্বপাপনিবারণম্। সর্ব্বকল্যাণসুখদং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং ধন্যং সর্ব্বধর্ম্মবিবর্দ্ধনম্। সর্ব্বশত্রুপ্রশমনং সর্ব্বভোগপ্রদায়কম্।
সর্ব্বতীর্থস্য ফলদং মূর্দ্ধ্নি পাদাম্বুধারণম্। প্রয়াগস্য প্রভাসস্য পুষ্করস্য চ সেবনে।
পৃথূদকস্য তীর্থস্য আচান্তো লভতে ফলম্॥ ২০॥

চক্রতীর্থে ফলং যাদৃক্ তাদৃক্ পাদাম্বুধারণাৎ। সরস্বত্যাং গয়ায়াঞ্চ গত্বা যৎ প্রাপ্নুয়াৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে শ্রেষ্ঠং মূর্দ্ধ্নি পাদাম্বুধারণাৎ॥

মহাকৃচ্ছ্রাদিকং নাম ব্রতবিশেষঃ॥ ১৬॥ বিষ্ণুনা কর্ত্রা দৃষ্ট্যা কৃত্বা পূতং পাবিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা বিষ্ণুনা বিষ্ণোরিত্যর্থঃ॥১৭॥ অনর্হস্য অযোগ্যস্য অবৈষ্ণবস্যেত্যর্থঃ তং প্রতি ন বক্তব্যম্॥ ১৮॥ হন্তারমিত্যার্ষং হন্তৃ॥ ১৯॥ সেবনে যৎ ফলং তৎ। আচান্তঃ কৃতপাদোদকাচমনঃ॥ ২০॥

চান্দ্রায়ণ, পারকৃচ্ছ্র ও পরাকব্রত প্রভৃতি সমস্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ। ১৬। হরিচরণোদকের সহিত সংমিশ্রিত-অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর ও চন্দনাদি অনুলেপনসামগ্রী, পবিত্র দ্রব্যকেও পবিত্র করিয়া থাকে। হে বৎস! ভগবান্ হরিকর্ত্তৃক নিরীক্ষিত জল যখন বিশুদ্ধ হইয়া পাতকহারী হয়, তখন সে স্থলে হরিচরণামৃতের মাহাত্ম্য আর অধিক কি বর্ণন করিব? হে পুত্র! এই কারণেই আমি হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া চরণামৃত ধারণ ও সেবন করিতেছি; আমি ইহার মাহাত্ম্য বিদিত আছি। ১৭। প্রিয়তম! জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া ত্বৎসকাশে এই গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলাম। অপাত্রসমীপে কদাচ ইহা প্রকাশ করিও না। ১৮। হে বৎস! প্রত্যহ হরিচরণোদক ধারণ ও পান করিলে জরা, মরণ ও দুঃখরাশি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হরিচরণামৃত পবিত্র, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বপাপনাশক, সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, সর্ব্বদুঃখসংহারক, দুঃস্বপ্ননাশক, সর্ব্বোপদ্রবশান্তিকর ও সর্ব্বব্যাধিনাশক। ১৯। হরিচরণামৃত শীর্ষোপরি ধৃত হইলে উহা উৎপাতশান্তিকর, সর্ব্বদুঃখনাশক, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর, সুখ বিধায়ক, সর্ব্বকামপ্রদ, সর্ব্বসিদ্ধিকর, যশঃপ্রদ, সর্ব্বধর্ম্মবর্দ্ধক, সর্ব্বশত্রুনাশক, সর্ব্বভোগপ্রদ, ও সর্ব্বতীর্থফলদ হইয়া থাকে। হরিচরণামৃত পান করিলে প্রয়াগ, প্রভাস, পুষ্কর ও পৃথূদক তীর্থের জলপানজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২০। হরিপাদোদক শিরোপরি ধৃত হইলে চক্রতীর্থফল লাভ হইয়া থাকে এবং সরস্বতীতীর্থে ও গয়াক্ষেত্রে গমন করিলে যে ফল হয়,

স্কান্দে।—

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ। বিষ্ণুপাদচ্যুতা গঙ্গা শিরসা যেন ধারিতা॥
স্থানং নৈবাস্তি পাপস্য দেহিনাং দেহমধ্যতঃ॥ ২১॥

সবাহ্যাভ্যন্তরং যস্য ব্যাপ্তং পাদোদকেন বৈ। পাদোদং বিষ্ণুনৈবেদ্যমুদরে যস্য তিষ্ঠতি।
নাশ্রয়ং লভতে পাপং স্বয়মেব বিনশ্যতি। মহাপাপগ্রহগ্রস্তো ব্যাপ্তো রোগশতৈর্যদি॥ ২২॥
হরেঃ পাদোদকং পীত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। শিরসা তিষ্ঠতে যেষাং নিত্যং পাদোদকং হরেঃ॥
কিং করিষ্যন্তি তে লোকে তীর্থকোটিমনোরথৈঃ। অয়মেব পরো ধর্ম্ম ইদমেব পরন্তপঃ।
ইদমেব পরং তীর্থং বিষ্ণুপাদাম্বু যৎ পিবেৎ॥

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে।

বিলয়ং যান্তি পাপানি পীতে পাদোদকে হরেঃ। কিং পুনর্বিষ্ণুপাদোদং শালগ্রামশিলাচ্যুতম্।
বিশেষেণ হরেৎ পাপং ব্রহ্মহত্যাদিকং প্রিয়ে। পীতে পাদোদকে বিষ্ণোর্যদি প্রাণৈর্বিমুচ্যতে।
হত্বা যমভটান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবং লোকমাপ্নুয়াৎ॥

তত্রৈব শ্রীশিবকার্ত্তিকেয়সংবাদে শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্যে।—

ছিন্নস্তেন মহাসেন গর্ভবাসঃ সুদারুণঃ। পীতং যেন সদা বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাজলম্॥
যে পিবন্তি নরা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্। পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু প্রাশিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥
প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে কিং দানৈঃ কিমুপোষণৈঃ। চান্দ্রায়ণৈশ্চ তীর্থৈশ্চ পীত্বা পাদোদকং শুচি॥

দেহিনাং মধ্যে তস্যৈকস্য দেহমধ্যে পাপস্য স্থানং নৈবাস্তি। দেহিনঃ ইতি বা পাঠঃ॥ ২১॥ বাহ্যং মস্তকাদি তেন সহিতমাভ্যন্তরং জঠরান্তর্নাড্যাদি। তত্র বাহ্যং মস্তকাদৌ ধারণেন, আভ্যন্তরঞ্চ পানেন ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ॥ ২২॥ হরেঃ প্রতিমারূপস্যেত্যর্থঃ। কিং পুনরিতি

সেই পরমোত্তম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি হরিচরণবিনিঃসৃতা গঙ্গাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়াছেন, সেই মহাদেবই পাদোদকমাহাত্ম্য অবগত আছেন। দেহিগণের মধ্যে কেবল তদীয় দেহেই পাতক বিদ্যমান নাই।২১। শরীরে চরণোদক পরিব্যাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি কি বাহে কি অভ্যন্তরে সকল অবস্থাতেই পবিত্র হইয়া থাকে। হরিচরণোদক সেবন করিলে মহাপাতক-গ্রহগস্ত ও শত শত পীড়ায় অভিভূত ব্যক্তি ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় সংশয় নাই। শীর্ষোপরি নিরন্তর হরিচরণোদক বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার আট কোটি তীর্থের কামনা করিবার প্রয়োজন কি? হরিচরণামৃত পানই পরম ধর্ম্ম, উহাই পরম তপঃ এবং উহাই পরম তীর্থস্বরূপ। উক্ত গ্রন্থেই শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, হরিচরণোদক সেবন দ্বারা অখিল পাতক বিদূরিত হয়। হে প্রিয়তমে! শালগ্রামশিলানিঃসৃত চরণোদকের মাহাত্ম্য অধিক আর কি কহিব, উহা ব্রহ্মহত্যাদি পাতকেরও সমূল-নাশক। হরিচরণোদক পানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে যমদূতগণকে তাড়না করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। ঐ পুরাণেই শিবকার্ত্তিকেয়সংবাদে শালগ্রামশিলামাহাত্ম্যপ্রস্তাবে বর্ণিত আছে যে, হে কার্ত্তিকেয়! যিনি প্রত্যহ শালগ্রামশিলোদক পান করিয়াছেন, তিনি দারুণ জঠরযন্ত্রণা

বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে।—

হরিপাদোদকং যস্তু ক্ষণমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বিষ্ণোঃ প্রিয়তরস্তথা॥

অকালমৃত্যুশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্। সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভম্॥

তত্রৈব তদুপাখ্যানান্তে।—

হরিপাদোদকস্পর্শাল্লুব্ধকো বীতকল্মষঃ। দিব্যং বিমানমারুহ্য মুনিমেনমথাব্রবীৎ॥

হরিপাদোদকং যস্মান্ময়ি ত্বং ক্ষিপ্তবান্ মুনে। প্রাপিতোঽস্মি ত্বয়া তস্মাত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—

পাদং পূর্ব্বং কিল স্পৃষ্ট্বা গঙ্গাভূৎ স্বর্গমোক্ষদা। বিষ্ণোঃ সদ্যস্ত তৎসঙ্গি পাদাম্বু কথমীড্যতে॥

তাপত্রয়ানলো যোঽসৌ ন শাম্যেৎ সকলাব্ধিভিঃ।

দ্রুতং শাম্যতি সোঽল্পেন শ্রীমদ্বিষ্ণুপদাম্বুনা॥২৩॥

যুদ্ধাস্ত্রাভেদ্য-কবচং ভবাগ্নি-স্তম্ভনৌষধম্। সর্ব্বাঙ্গৈঃ সর্ব্বথা ধার্য্যং পাদ্যং শুচিপদঃ সদা॥

অমৃতত্বাবহং নিত্যং বিষ্ণুপাদাম্বু যঃ পিবেৎ। স পিবত্যমৃতং নিত্যং মাসে মাসে তু দেবতাঃ।

মাহাত্ম্যমিয়দিত্যস্য বক্তা যোঽপি স নির্ভয়ঃ। নম্বনর্ঘমণের্মূল্যং কল্পয়ন্নঘমশ্নুতে॥

অন্যত্রাপি।—

স ব্রহ্মচারী স ব্রতী আশ্রমী চ সদা শুচিঃ। বিষ্ণুপাদোদকং যস্য মুখে শিরসি বিগ্রহে॥

জন্ম-প্রভৃতি পাপানাং প্রায়শ্চিত্তং যদীচ্ছতি। শালগ্রামশিলাবারি পাপহারি নিষেব্যতাম্॥২৪॥

প্রতিমাতঃ শ্রীশালগ্রাম-শিলায়াঃ মাহাত্ম্যবিশেষাভিপ্রায়েণ। অতএবাহ বিশেষেণেতি। সমূলং সর্ব্বমেবেত্যর্থঃ। যদ্বা হরেঃ পাদোদকে গঙ্গাজলরূপে। অন্যৎ সমানম্॥২৩॥ সর্ব্বাঙ্গৈরিতি

ছেদন করিয়াছেন। প্রত্যহ শালগ্রামশিলোদক পান করিলে আর পঞ্চগব্য পানে কি আবশ্যক? পবিত্র হরিচরণামৃত পান করিলে আর প্রায়শ্চিত্তার্থ দান, উপবাস, চান্দ্রায়ণ অথবা তীর্থসেবনে কোন আবশ্যক করে না। বৃহন্নারদীয়পুরাণে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে লিখিত আছে যে, যিনি ক্ষণকাল হরিপাদোদক ধারণ করেন, তাঁহার সর্ব্বতীর্থ-স্নানফল লাভ হয় এবং তিনি শ্রীহরির অতি প্রিয় হন। হরিচরণামৃত পবিত্র, অকালমৃত্যুনাশক, সর্ব্বব্যাধিহর ও সর্ব্বদুঃখহারক। ঐ লুব্ধকোপাখ্যানের অন্তে লিখিত আছে যে, ব্যাধ হরিচরণামৃত-স্পর্শফলে নিষ্পাপ হইয়া দিব্যযানে আরোহণ করত ঋষিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে ঋষে! আপনা কর্ত্তৃক মদীয় অঙ্গে হরিচরণামৃত নিক্ষিপ্ত হওয়াতে আমি হরির প্রথিত পরমধাম লাভ করিলাম। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে যে, পুরাকালে সুরধুনী গঙ্গা হরিচরণ স্পর্শ পূর্ব্বক স্মরণ-কারীর সদ্যঃ মুক্তিপ্রদায়িনী হইয়াছেন; সুতরাং পাদসম্বন্ধি চরণোদককে আমি কিরূপে স্তুতিবাদ করিব? যে তাপত্রয়রূপ বহ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে অখিল সাগরেরও সাধ্য নাই, কিঞ্চিন্মাত্র শ্রীহরিপাদোদক দ্বারা সেই বহ্নিও আশু নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ২২—২৩। পবিত্র হরিপাদপদ্মের পাদ্য নিরন্তর নাভির ঊর্দ্ধভাগে ধারণ করিবে; যেহেতু উহা সমরাস্ত্রের পক্ষে অভেদ্য কবচস্বরূপ এবং সংসাররূপ-অনলস্তম্ভনকর ঔষধ। দেবগণ

অতএব তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে শ্রীব্রহ্মণোক্তম্।—

পীঠপ্রণালাদুদকং পৃথগাদায় পুত্রক। সিঞ্চয়েন্মূর্দ্ধ্নি ভক্তানাং সর্ব্বতীর্থময়ং হি তৎ॥ ইতি॥ ২৫॥

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং বিখ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রতঃ। লিখিতুং শক্নুয়াৎ কো হি সিন্ধূর্মীন্ গণয়ন্নপি॥

বিশেষতশ্চ পাদোদং তুলসীদলসংযুতম্। শঙ্খে কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা প্রাশ্বৎ পিবেৎ স্বয়ম্॥

অথ শঙ্খকৃত-পাদোদকমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে।—

কৃত্বা পাদোদকং শঙ্খে বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। যো দদ্যাত্তুলসীমিশ্রং চান্দ্রায়ণশতং লভেৎ।
গৃহীত্বা কৃষ্ণপাদাম্বু শঙ্খে কৃত্বা তু বৈষ্ণবঃ। যো বহেৎ শিরসা নিত্যং স মুনিস্তাপসোত্তমঃ॥

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে।—

শালগ্রামশিলাতোয়ং যদি শঙ্খভৃতং পিবেৎ। হত্যাকোটিবিনাশঞ্চ কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্।—

শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীদলবাসিতম্। যে পিবন্তি পুনস্তেষাং স্তন্যপানং ন বিদ্যতে॥ ইতি॥ ২৬

নাভেরূর্দ্ধ্বাঙ্গৈরিতি জ্ঞেয়ঃ॥ ২৪॥ পীঠং শ্রীভগবদাসনং, তস্য প্রণালাৎ॥ ২৫॥ প্রাশ্বদিতি তন্মন্ত্রোচ্চারণাদিবিধিনেত্যর্থঃ॥

প্রতিমাসে সুধা সেবন করেন সত্য, কিন্তু দেবত্ব-সম্পাদক হরিচরণামৃত প্রত্যহ পান করিলে তাহাতেই অমৃত-পান্ হইয়া থাকে। চরণোদকের এই সকল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে ভয় বিদূরিত হয়। এই পাদোদকরূপ অমূল্য মণির মূল্য করিলে (ফলের পরিমাণ করিলে) পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, বদনে, শীর্ষে ও অঙ্গে হরিপাদোদক বিরাজিত থাকিলে তাঁহাকেই ব্রহ্মচারী, ব্রতী, আশ্রমী ও নিত্য শুচি বলা যায়। 'আজন্ম-সঞ্চিত পাতকপুঞ্জের বিনাশার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে পাতকনাশন শালগ্রামশিলোদক সেবন করুক। ২৪। তেজোদ্রবিণ-পঞ্চরাত্রে ব্রহ্মার উক্তি আছে যে, হে বৎস! হরিপীঠ-প্রণালী হইতে জল লইয়া ভক্তের শিরোদেশে সেচন করিবে; কেননা, উক্ত জল নিখিল-তীর্থময়। ২৫। পাদোদকমাহাত্ম্য নিখিল শাস্ত্রেই প্রথিত আছে। সাগরতরঙ্গও গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু চরণোদকমাহাত্ম্য লিখনে কোন্ ব্যক্তির সামর্থ্য আছে? বিশেষতঃ তুলসীদলসমন্বিত চরণোদক শঙ্খে লইয়া মন্ত্রপাঠসহকারে বৈষ্ণবগণকে প্রদান করত নিজেও সেবন করিবে।

অতঃপর শঙ্খস্থাপিত-চরণোদক-মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে যে, মহানুভব বৈষ্ণবগণকে তুলসীদলসংযুক্ত, শঙ্খস্থাপিত হরিপাদোদক প্রদান করিলে শতচান্দ্রায়ণ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শঙ্খস্থাপিত হরিপাদোদক সর্ব্বদা শীর্ষোপরি ধারণ করিলে সেই বৈষ্ণবই তাপসপ্রধান মুনি বলিয়া অভিহিত হয়েন। পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে যে, শঙ্খস্থাপিত শালগ্রামশিলোদক পান করিলে নিঃসন্দেহ কোটিহত্যা-পাপ বিদূরিত হয়। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, তুলসীদলযোগে সুরভীকৃত শালগ্রাম-

শ্রীবিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকম্। সর্ব্বতীর্থময়ং পীত্বা কুর্য্যাদাচমনং ন হি॥২৭॥
তদুক্তং স্কান্দে শিবেন।—

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদশুচিশঙ্কয়া। আচামতি চ যো মোহাদ্ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥

শ্রুতিশ্চ।—

ভগবান্ পবিত্রং ভগবৎ-পাদৌ পবিত্রং ভগবৎ-পাদোদকং পবিত্রং ন তৎপান আচমনীয়ম্॥
যথাহি সোম ইতি।

সৌপর্ণে চ।—

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা। য আচামতি সংমোহাদ্ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥ইতি॥

ততঃ শুদ্ধং পয়ঃ পূর্ণং গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতম্। আধারোপরি সংন্যস্তেচ্ছঙ্খং ভগবদগ্রতঃ॥২৮॥

অথ শ্রীভগবদগ্রতঃ শঙ্খস্থাপনমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে শঙ্খমাহাত্ম্যে।—

পুরতো বাসুদেবস্য সপুষ্পং সজলাক্ষতম্। শঙ্খমভ্যর্চ্চিতং পশ্যেৎ তস্য লক্ষ্মীর্ন দুর্ল্লভা॥
সপুষ্পং বারিজং যস্য দূর্ব্বাক্ষত-সমন্বিতম্। পুরতো বাসুদেবস্য তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী॥২৯॥
গত্বাথ ভক্তিমান্ শ্রীমত্তুলস্যাঃ কাননে প্রভুম্। সংপূজ্যাভ্যর্চ্চয়েত্তাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়াম্॥৩০॥

আচমনং ন হি নৈব কুর্য্যাদিতি অস্পৃশ্য-স্পর্শনাদিনা কথঞ্চিৎ প্রাপ্তমাচমনং চরণোদকপানানন্তরং পুনস্তচ্ছুদ্ধয়ে ন কুর্য্যাৎ। যদ্বা স্নাত্বা ভুক্ত্বা পয়ঃ পীত্বেত্যাদিনা জলপানানন্তরং স্মৃতিবিহিতং যদাচমনং তচ্ছ্রীচরণোদকপানানন্তরং ন কার্য্যমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ পিপাসয়া চরণোদকস্য পানং বিজ্ঞেয়ং ন চ প্রাশনরূপমাচমনমাত্রমিতি॥২৬—২৭॥ অশুচি-শঙ্কয়া অশুদ্ধ্যাশঙ্কয়েত্যর্থঃ॥২৮॥

শিলোদক পান করিলে আর জননীর স্তন্য পান করিতে হয় না। ২৬। হরিপাদোক ও বৈষ্ণবচরণামৃত এই উভয়ই নিখিল-তীর্থস্বরূপ, উহা পানান্তে আচমন করা অবিধেয়। ২৭। স্কন্দপুরাণে শিবোক্তি আছে যে, হরিচরণামৃত পানান্তে অশুচিবোধে অজ্ঞানবশতঃ মুখ ধৌত করিলে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে যে, ভগবান্ পবিত্র, তদীয় পাদদ্বয় পবিত্র, তাঁহার চরণোদক পবিত্র; ঐ পাদোদক পানান্তে আচমন করিতে নাই; উহা সোম বলিয়া নিরূপিত। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হরির চরণামৃত ও ভক্তের পাদোদক সেবনান্তে অজ্ঞানবশে আচমন করিলে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পাদোদক সেবনান্তে জলপূরিত গন্ধ, পুষ্প ও তণ্ডুলসমন্বিত বিশুদ্ধ শঙ্খ প্রভুর পুরোভাগে আধারোপরি রাখিবে।২৮।

অনন্তর প্রভুর পুরোভাগে শঙ্খস্থাপনের মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে শঙ্খমাহাত্ম্য-প্রস্তাবে বর্ণিত আছে যে, শ্রীহরির পুরোভাগে সংস্থাপিত, অর্চ্চিত, পুষ্পজল-তণ্ডুলসংযুক্ত শঙ্খ নিরীক্ষণ করিলে কমলা দুর্ল্লভা হয়েন না। হরির পুরোভাগে পুষ্পদূর্ব্বাক্ষতসংযুক্ত শঙ্খ স্থাপন করিলে সকল বিষয়েই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৯।

অথ শ্রীতুলসীবনপূজা।

প্রাগ্দত্ত্বার্ঘ্যং ততোঽভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিনা। স্তুত্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেৎ প্রার্থ্য দণ্ডবৎ॥

অত্রার্ঘ্যমন্ত্রঃ।

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥ ৩১॥

পূজামন্ত্রঃ।

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ। তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥

স্তুতিশ্চ।

মহাপ্রসাদজননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী। আধিব্যাধিহরী নিত্যং তুলসি ত্বং নমোঽস্তু তে॥

প্রার্থনা।

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখম্।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রসীদ মে॥ ৩২॥

প্রণামবাক্যম্।

অবন্তীখণ্ডে।— যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।

বারিজং শঙ্খঃ। পুরতস্তিষ্ঠতীতি শেষঃ॥২৯॥ তাং তুলসীঞ্চ॥ ৩০॥ গৃহ্ণ গৃহাণ॥ ৩১॥
তুলসীতি-দীর্ঘান্ত-পাঠে সম্বোধনেঽপি ছন্দোভঙ্গভিয়া দৈর্ঘ্যমার্ষং। যদ্বা ত্বমিত্যস্য বিশে-

---

অতঃপর ভক্তিমান্ হইয়া তুলসীবনে গমন পূর্ব্বক ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিয়া হরিপ্রিয়া তুলসীরও পূজা করিবে। ৩০।

অনন্তর তুলসীকানন-পূজা লিখিত হইতেছে।—অগ্রে অর্ঘ্য দান পূর্ব্বক গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতদ্বারা পূজা করিবে, পরে ভগবতী তুলসীকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে।

তুলসীকে অর্ঘ্যপ্রদানের মন্ত্র।—হে দেবি! আপনি শ্রীর আশ্রয় ও নিবাসভূমি; আপনি সর্ব্বদাই শ্রীধরের আদরিণী, আমি ভক্তিসহকারে অর্ঘ্য প্রদান করিলাম, গ্রহণ করুন্; আপনাকে নমস্কার করি। ৩১।

তুলসী পূজার মন্ত্র।—হে তুলসি! আপনি পুরাকালে সুরগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা হইয়াছেন, সুরাসুর সকলেই আপনার পূজা করে, আপনি মদীয় পাতক বিদূরণ করুন্ এবং মৎকৃতা পূজা গ্রহণ করুন্, আপনাকে নমস্কার।

তুলসীস্তুতি।—হে তুলসি! আপনি প্রভুর প্রসন্নতা-সাধিনী, সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী এবং নিত্য আধিব্যাধিহারিণী, আপনাকে নমস্কার করি।

তুলসীপ্রার্থনামন্ত্র।—হে তুলসীদেবি! আপনি আমাকে শ্রী, যশঃ, কীর্ত্তি, দীর্ঘায়ুঃ, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম প্রদান করুন্ এবং মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্। ৩২।

অবন্তীখণ্ডে প্রণামবাক্যে লিখিত আছে, যথা।—যাঁহাকে দর্শন করিলে অখিল পাতক-

প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥ ৩৩॥
ভগবত্যাস্তুলস্যাস্তু মাহাত্ম্যামৃতসাগরে।
লোভাৎ কূর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্রস্তৎ ক্ষম্যতাং ত্বয়া॥ ৩৪॥

স্কান্দে—শ্রবণদ্বাদশীযোগে শালগ্রামশিলার্চ্চনে। যৎ ফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসীপূজনেন তৎ॥

গারুড়ে।— ধাত্রীফলেন যৎ পুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে।
খগেন্দ্র! ভবতে নৃণাং তুলসীপূজনেন তৎ॥ ৩৫॥

প্রয়াগস্নাননিরতৌ কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে। যৎ ফলং বিহিতং দেবৈস্তুলসী-পূজনেন তৎ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্।—

চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ। স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি।
তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ। আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা॥
কিঞ্চ।—প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ। ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে॥

ষণং॥ ৩২॥ প্রত্যাসত্তিঃ সম্বন্ধবিশেষঃ, বিমুক্তিঃ বিশিষ্টা মুক্তিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিলক্ষণা তদেব ফলং। যদ্বা। বিমুক্তের্মোক্ষস্য ফলং প্রেম-ভক্তিঃ তৎ দদাতীতি তথা সা॥ ৩৩॥ শ্রীব্রহ্মাদ্যনির্ব্বাচ্যমপি ভগবৎপাদপদ্ম-প্রিয়তমায়াঃ শ্রীতুলস্যা মাহাত্ম্যং পরমোপাদেয়ত্বেন লোভতো লিখন্নাদৌ নিজচাপল্যাপরাধং ক্ষমাপয়তি ভগবত্যা ইতি। কূর্দ্দিতুং উৎপ্লুত্য নিপতিতুং॥ ৩৪॥

ধাত্রীফলেনেতি তদ্ভক্ষণাদিনেত্যর্থঃ। জয়ন্ত্যাং জন্মাষ্টম্যাং মহাদ্বাদশীভেদে বা উপবাসে চ যৎ পুণ্যং। যদ্বা জয়ন্ত্যুপোষণে ধাত্রীফলস্নানাদিনা যৎ পুণ্যং ভবতে ভবতি॥ ৩৫॥

বিমোচন হয়, যিনি স্পর্শ করিলে দেহের পবিত্রতা বিধান করেন, যাঁহাকে বন্দনা করিলে রোগসমূহের নিরাস হইয়া থাকে, যাঁহাতে সলিল-সেচন করিলে অন্তকভয় অন্তরিত হয়, যিনি রোপিতা হইলে ভগবানের সান্নিধ্যবিধায়িনী হইয়া থাকেন এবং যাঁহাকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিলে মুক্তিফল (প্রেমভক্তি) প্রদান করেন, সেই তুলসীদেবীকে নমস্কার। ৩৩। আমি ক্ষুদ্র হইয়াও লোভবশতঃ আপনার মাহাত্ম্যরূপ সুধাসমুদ্রে লম্ফপ্রদানে অভিলাষ করিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ৩৪।

অনন্তর তুলসীকানন-পূজামাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, শ্রবণাদ্বাদশীযোগে সঙ্গমস্থানে শালগ্রামার্চ্চন দ্বারা যে সকল ফল কথিত আছে, তুলসীপূজন দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হে খগপতে! আমলকী সেবন দ্বারা এবং জন্মাষ্টমী অথবা জয়ন্তীদ্বাদশীতে উপবাস করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানবগণ তুলসীপূজা দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩৫। সুরগণ প্রত্যহ প্রয়াগধামে অবগাহন দ্বারা ও বারাণসীক্ষেত্রে দেহত্যাগ দ্বারা যে ফল নিরূপণ করিয়াছেন, তুলসীপূজনে নিঃসন্দেহ সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, বর্ণচতুষ্টয়ের

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজোপ্যাখ্যানান্তে ।—

পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি । তস্য সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তেঽহরহর্দ্বিজাঃ ॥

অতএব পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে ।—

পক্ষে পক্ষে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং বৈশ্যসত্তম । ব্রহ্মাদয়োঽপি কুর্ব্বন্তি তুলসীবনপূজনম্ ॥

অথ তুলসীবনপূজা-মাহাত্ম্যম্ ।

অনন্যমনসা নিত্যং তুলসীং স্তৌতি যো নরঃ । পিতৃদেবমনুষ্যাণাং প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বদা ॥

অথ তুলসীবনমাহাত্ম্যম্ ।

স্কান্দে ।—রতিং বধ্নাতি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা । দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ ॥
হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্ । তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥
নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসী-বনবাটিকা । রোপিতা যৈশ্চ বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥
ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণুস্তুলসীবনম্ । তৎ শ্মশানসমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষ্ণবাঃ ॥
কেশবার্থে কলৌ যে তু রোপয়ন্তীহ ভূতলে । কিং করিষ্যত্যসন্তুষ্টো যমোঽপি সহ কিঙ্করৈঃ ॥
তুলস্যা রোপণং কার্য্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ । অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ॥
দেবালয়েষু সর্ব্বেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু যো নরঃ । বাপয়েত্তুলসীং পুণ্যাং তত্তীর্থং চক্রপাণিনঃ ।
ঘটৈর্যন্ত্রঘটীভিশ্চ সিঞ্চিতং তুলসীবনম্ । জলধারাভির্বিপ্রেন্দ্র প্রীণিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে ।—

তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুত । দিশো দশ চ পূতাঃ স্যুর্ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ৩৭ ॥

জলধারাভিঃ সিঞ্চিতং সিক্তং ॥ ৩৬ ॥ চতুর্বিধঃ জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জভেদেন ॥ ৩৭ ॥

মধ্যে, বিশেষতঃ আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে নর নারী যে কেহই হউক না, তুলসীদেবীর অর্চ্চনা করিলে দেবী তাহাকে ইষ্টফল দান করেন। তুলসী রোপণ, সেবন, দর্শন, ও স্পর্শ দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয় এবং সযত্নে উপাসনা করিলে যাবতীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে যে, প্রতিদিন প্রদক্ষিণান্তে তুলসীকে নমস্কার করিলে কোন পাপই ধ্বংস হইতে অবশিষ্ট থাকে না। বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজগণ! যে গৃহে তুলসী বিরাজিত থাকেন ও প্রত্যহ যে গৃহে তুলসীর অর্চ্চনা হয়, অহরহঃ তথায় যাবতীয় মঙ্গল পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডলসংবাদে লিখিত আছে যে, হে বৈশ্যপ্রবর! যখন প্রতিপক্ষীয় দ্বাদশী তিথি সমাগত হয়, তখন ব্রহ্মাদি সুরগণও তুলসীকাননের অর্চ্চনা করেন।

তুলসীস্তুতি-মাহাত্ম্য।—যে ব্যক্তি অনন্যমনে প্রত্যহ তুলসীদেবীর স্তুতিবাদ করেন, তিনি পিতৃগণের, দেবগণের ও নরগণের প্রিয় হন।

তুলসীবনমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, দেবদেব জগৎপতি তুলসীকানন ব্যতীত বিশেষতঃ কলিকালে অন্য কোন দ্রব্যেই প্রীত হয়েন না। কলিকালে হরি সহস্র সহস্র তীর্থক্ষেত্র ও নিখিল ভূধর ত্যাগ করিয়া একমাত্র তুলসীকাননেই নিত্য অধিষ্ঠান করেন। যিনি তুলসীবন

তুলসীকাননোদ্ভূতা চ্ছায়া যত্র ভবেদ্দ্বিজ। তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিহেতবে॥
তুলসীবীজনিকরঃ পততে যত্র নারদ। পিণ্ডদানং কৃতং তত্র পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্॥
তত্রৈবাগ্রে।—
দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা। রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥৩৮
নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে। যুগকোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে॥
রোপিতা তুলসী যাবৎ কুরুতে মূলবিস্তরম্। তাবৎ-কোটিসহস্রন্তু তনোতি স্বকৃতং কলৌ॥
যাবচ্ছাখাপ্রশাখাভির্বীজপুষ্পৈঃ ফলৈর্মুনে। রোপিতা তুলসী পুংভির্বর্দ্ধতে বসুধাতলে॥
কুলে তেষান্তু যে জাতা যে ভবিষ্যন্তি যে মৃতাঃ।
আকল্পং যুগসাহস্রং তেষাং বাসো হরের্গৃহে॥ ৩৯॥

নমিতা নতা। সেবিতা জলসেকাদিনা॥ ৩৮॥ প্রশাখা উপশাখাঃ তেষাং কুলে যাবন্তঃ পুরুষাঃ।

দর্শন বা যথাবিধি রোপণ করেন তিনি পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। যেখানে ফলিত ধাত্রী বৃক্ষ, হরিমূর্ত্তি, তুলসীকানন ও বৈষ্ণবজন বিদ্যমান না থাকেন, সে স্থান শ্মশানসদৃশ। যাঁহারা কলিযুগে ধরাতলে হরির প্রীত্যর্থ তুলসী রোপণ করেন,শমনরাজ বা তদীয় দূতগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের কি অনিষ্ট করিতে সমর্থ হন? বিশেষতঃ শ্রবণানক্ষত্রযোগে তুলসী রোপণ কর্ত্তব্য। তাহা হইলে হরি সেই রোপণকর্ত্তার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। যে সমস্ত দেবমন্দিরে অথবা পুণ্যভূমিতে পবিত্র তুলসীবৃক্ষ রোপিত হয়, তৎসমস্ত স্থলই চক্রধর হরির তীর্থস্বরূপ। হে বিপ্রসত্তম! ঘটদ্বারা অথবা যন্ত্রঘটী দ্বারা তুলসী সেচন করিলে সলিলধারা দ্বারা ত্রিলোকের প্রীতি সাধিত হইয়া থাকে। ৩৬। উক্ত পুরাণের ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যে স্থলে সমীরণ তুলসীগন্ধ বহন পূর্ব্বক প্রবাহিত হয়, তাহার দশদিক্ ও তত্তদ্দিকৃস্থ চতুর্ব্বিধ জীবই বিশুদ্ধিলাভ করে। ৩৭। হে বিপ্র! যেখানে তুলসীকাননের ছায়া নিপতিত হয়, তথায় পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য, কেননা, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের বিশেষ প্রীতিসাধন হইয়া থাকে। হে দেবর্ষে! তুলসীবীজ পতিত হইলে যদি সেই স্থানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সেই পিণ্ড অক্ষয় হইয়া থাকে। উক্ত ব্রহ্মনারদসংবাদের কিঞ্চিদন্তে লিখিত আছে, প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শ, চিন্তন, কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ, রোপণ, সেবা অথবা অর্চ্চনা করিলে কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। ৩৮। যে সকল ব্যক্তি প্রত্যহ এই নবধা তুলসী-উপাসনা করেন, সহস্রকোটি যুগ পর্য্যন্ত শ্রীহরিধামে তাঁহাদের বসতি লাভ হইয়া থাকে। কলিকালে তুলসী রোপণ করিলে তাহার যত মূল বিস্তৃত হইতে থাকে, রোপণকারীর পুণ্যও তত সহস্র কোটি বিস্তার প্রাপ্ত হয়। হে তাপস! ধরাতলে তুলসী রোপণ করিলে উহার যত শাখা, প্রশাখা, বীজ, ফুল ও ফল বৃদ্ধি হইতে থাকে, রোপণকারীর বংশে সমুৎপন্ন ও ভাবী পুরুষগণ এবং যাঁহারা পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ ব্রহ্ম-পরিমাণে সহস্রযুগ হরিধামে বাস করেন। স্কন্দ পুরাণের অবন্তীখণ্ডে লিখিত আছে, কলিযুগে ধরাতলে যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক হরির প্রীত্যর্থ তুলসী চয়ন বা রোপণ হয়, সেই সকল ব্যক্তির করপল্লব ধন্য। কলিযুগে তুলসী-সলিলে স্নান,

তত্রৈব চাবন্তীখণ্ডে।—

তুলসী যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তৎ-করপল্লবাঃ। কেশবার্থে কলৌ যে চ রোপয়ন্তীহ ভূতলে।
স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাশনে কেশবার্চ্চনে। তুলসী দহতে পাপং রোপণে কীর্ত্তনে কলৌ॥৪০॥

কাশীখণ্ডে স্বদূতান্ প্রতি শ্রীযমানুশাসনে।—

তুলস্যলঙ্কৃতা যে যে তুলসী-নাম-জাপকাঃ। তুলসীবনপালা যে তে ত্যাজ্যা দূরতো ভটাঃ॥

তথৈব ধ্রুবচরিতে।—

তুলসী যস্য ভবনে প্রত্যহং পরিপূজ্যতে। তদ্‌গৃহং নোপসর্পন্তি কদাচিৎ যমকিঙ্করাঃ॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—

ন পশ্যন্তি যমং বৈশ্য তুলসীবনরোপণাৎ। সর্ব্বপাপহরং সর্ব্বকামদং তুলসীবনম্॥
তুলসীকাননং বৈশ্য গৃহে যস্মিংস্তু তিষ্ঠতে। তদগৃহং তীর্থভূতং হি নো যান্তি যমকিঙ্করাঃ॥
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি যাবদ্বীজদলানি চ। বসন্তি দেবলোকে তু তুলসীং রোপয়ন্তি যে॥
তুলসীগন্ধমাঘ্রায় পিতরস্তুষ্টমানসাঃ। প্রয়ান্তি গরুড়ারূঢ়াস্তৎ পদং চক্রপাণিনঃ॥ ৪১॥
দর্শনং নর্ম্মদায়াস্তু গঙ্গাস্নানং বিশাংবর। তুলসীদলসংস্পর্শঃ সমমেতত্রয়ং স্মৃতম্॥
রোপণাৎ পালনাৎ সেকাৎ দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাম্। তুলসী দহতে পাপং বাঙ্মনঃকায়সঞ্চিতম্॥
আম্রবৃক্ষসহস্রেণ পিপ্পলানাং শতেন চ। যৎ ফলং হি তদেকেন তুলসীবিটপেন তু॥
বিষ্ণুপূজনসংযুক্তস্তুলসীং যস্তু রোপয়েৎ। যুগাযুতদশৈকং স রোপকো রমতে দিবি॥

তানেবাহ যে জাতা ইত্যাদি। আকল্পং ব্রহ্মদিনং ব্যাপ্য যৎ যুগসাহস্রং তৎ প্রাপ্য॥৩৯॥ যে চ রোপয়ন্তি তে ধন্যা ইত্যাদি॥৪০॥ তৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যম্ অনির্ব্বচনীয়ং বা পদং॥ ৪১॥ রক্ষাভিঃ

তুলসী প্রদান, তুলসী ধ্যান, তুলসী ভোজন, তুলসী দ্বারা হরিপূজা ও তুলসী-মহিমা কীর্ত্তন করিলে তুলসী দেবী পাতক ভস্মীভূত করিয়া দেন। ৪০। কাশীখণ্ডে দূতগণের প্রতি যমোক্তি আছে যে, হে দূতবৃন্দ! তুলসী-ভূষণে সমলঙ্কৃত, তুলসী-নামজাপক ও তুলসীকানন-রক্ষক-দিগকে দূরে বিসর্জ্জন করিবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে মদীয় পুরে কদাচ আনয়ন করিও না। ধ্রুবচরিতেও ঐ বিষয়ে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির গৃহে প্রত্যহ তুলসীর অর্চ্চনা হয়, যমদূতেরা কদাচ সে গৃহের সমীপে গমনে সমর্থ নহে। পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে, হে বৈশ্য! তুলসীবন নিখিলপাতক-নাশক ও যাবতীয় অভীষ্টসাধক, ঐ কানন রোপণ করিলে আর যমদর্শন করিতে হয় না। হে বৈশ্য! তুলসীবনে বিভূষিত গৃহ তীর্থস্বরূপ, যমদূতেরা তাহার সমীপে গমন করে না। তুলসীবৃক্ষে যত পত্র ও যত বীজ জন্মে, রোপণকারী তত সহস্র বর্ষ সুরধামে অবস্থিতি করেন। পিতৃগণ তুলসীগন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক প্রীতচিত্তে গরুড়যানে চক্রধারীর প্রথিত বৈকুণ্ঠধামে প্রয়াণ করেন। ৪১। হে বৈশ্যপ্রবর! প্রসিদ্ধি আছে যে, নর্ম্মদাদর্শন, গঙ্গাবগাহন ও তুলসীদলস্পর্শ এই তিনটী সমান পুণ্যকর। মানবগণ বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা যে কিছু পাপাচরণ করে, তুলসীতরু রোপণ, রক্ষণ, পূজন, দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা তৎসমস্ত ভস্মীভূত হয়। সহস্রসংখ্য আম্রতরুতে ও শতসংখ্য অশ্বত্থতরুতে যে ফল, তুলসীতরুর একটী

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে।—

পুষ্করাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসীদলে॥
দারিদ্র্য-দুঃখ-রোগার্ত্তি-পাপানি সুবহূন্যপি। তুলসী হরতি ক্ষিপ্রং রোগানিব হরীতকী॥

তত্রৈব কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—

যদ্গৃহে তুলসী ভাতি রক্ষাভির্জ্জলসেচনৈঃ। তদ্গৃহং যমদূতাশ্চ দূরতো বর্জয়ন্তি হি॥ ৪২॥
তুলস্যাস্তর্পণং যে চ পিতৄনুদ্দিশ্য মানবাঃ। কুর্ব্বন্তি তেষাং পিতরস্তৃপ্তা বর্ষাযুতং জলৈঃ॥
পরিচর্য্যাঞ্চ যে তস্যাঃ রক্ষয়াবালবন্ধনৈঃ। শুশ্রূষিতো হরিস্তৈস্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৪৩॥
নাবজ্ঞা জাতু কার্য্যাস্যা বৃক্ষভাবান্মনীষিভিঃ। যথা হি বাসুদেবস্য বৈকুণ্ঠে ভোগবিগ্রহঃ॥
শালগ্রামশিলারূপং স্থাবরং ভুবি দৃশ্যতে। তথা লক্ষ্ম্যৈক্যমাপন্না তুলসী ভোগবিগ্রহা॥
অপরং স্থাবরং রূপং ভুবি লোকহিতায় বৈ। স্পৃষ্টা দৃষ্টা রক্ষিতা চ মহাপাতকনাশিনী॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্।—

বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা। প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্ব্বলোকৈকপাবনী॥ ৪৪॥
তুলসী-বাটিকা যত্র পুষ্পান্তরশতাবৃতা। শোভতে রাঘবস্তত্র সীতয়া সহিতঃ স্বয়ম্॥
তুলসীবিপিনস্যাপি সমন্তাৎ পাবনং স্থলম্। ক্রোশমাত্রং ভবত্যেব গাঙ্গেয়স্যেব পাথসঃ॥

কণ্টকাবরণাদিভিঃ॥ ৪২॥ আবালম্ আলবালং তদ্বন্ধনৈর্যা রক্ষা তয়া পরিচর্য্যাং যে কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ॥ ৪৩॥ তথৈবেতি যথা জনকাত্মজা সীতা প্রিয়া তথা তুলসী চেত্যর্থঃ॥ ৪৪॥ প্রহরন্তি

শাখাতে তৎফল বিদ্যমান সন্দেহ নাই। যে হরিপূজানিষ্ঠ ব্যক্তি তুলসী রোপণ করেন, লক্ষ-যুগযাবৎ সুরলোকে পরমসুখে তাঁহার বাস হয়। উক্ত পুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে লিখিত আছে, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ, গঙ্গা প্রভৃতি স্রোতস্বতী এবং বিষ্ণু প্রভৃতি সুরগণ তুলসীদলে অধিষ্ঠিত থাকেন। যেরূপ হরীতকী রোগশান্তিকরী, তদ্রূপ তুলসী বহুল-দারিদ্র্য-দুঃখহারিণী। উক্ত গ্রন্থের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যপ্রস্তাবে লিখিত আছে, যে গৃহে তুলসী সলিলসেক দ্বারা রক্ষিত হইয়া বিদ্যমানা থাকেন, যমকিঙ্করেরা দূর হইতেই সে গৃহ বিসর্জ্জন করে। ৪২। তুলসী-সমন্বিত সলিল দ্বারা পিতৃতর্পণ করিলে অযুতবর্ষ পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। যত্নসহকারে আল-বাল বন্ধন দ্বারা তুলসীর পূজা করিলে হরির পূজা করা হয় ইহাতে সংশয় নাই।৪৩। তুলসীকে বৃক্ষবোধে অবজ্ঞা করা অনুচিত, তুলসী সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠস্থ হরির দেহস্বরূপ। ধরাধামে যেরূপ শালগ্রামশিলা-স্বরূপ হরির স্থাবর দেহ নিরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ তুলসীও লক্ষ্মীর দেহ; লোক-হিতার্থ তুলসীরূপে লক্ষ্মীদেহ ধরাতলে বিরাজিত রহিয়াছে। এই দেহ স্পর্শন, দর্শন বা রক্ষণ করিলে মহাপাপ বিদূরিত হয়। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে, জনকরাজনন্দিনী যেরূপ রামরূপী ত্রিভুবনপতি হরির প্রিয়তমা, সর্ব্বলোকৈকপাবনী তুলসীও তদ্রূপ বিষ্ণুর প্রেয়সী।৪৪। যথায় স্থানে স্থানে নানা কুসুম-রঞ্জিত তুলসীবাটিকা বিদ্যমান থাকে, শ্রীরাম জনকনন্দিনী সহ তথায় অধিষ্ঠিত থাকেন। জাহ্নবী-সলিলের ন্যায় তুলসীকাননের চতুর্দ্দিকস্থ ক্রোশপরিমিত স্থল পবিত্র বলিয়া নিরূপিত। হে তাপসপ্রবর! তুলসী-সন্নিধানে দেহ বিসর্জ্জন করিলে আর নরক-

তুলসীসন্নিধৌ প্রাণান্ যে ত্যজন্তি মুনীশ্বর। ন তেষাং নরকক্লেশঃ প্রয়ান্তি পরমং পদম্॥

কিঞ্চ।—অনন্তদর্শনাঃ প্রাতর্যে পশ্যন্তি তপোধন। অহোরাত্রকৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রহরন্তি তে॥

গারুড়ে।—

কৃতং যেন মহাভাগ তুলসীবনরোপণম্। মুক্তিস্তেন ভবেদ্দত্তা প্রাণিনাং বিনতাসুত॥ ৪৫॥

তুলসী বাপিতা যেন পুণ্যারামে বনে গৃহে। পক্ষীন্দ্র তেন সত্যোক্তং লোকাঃ সপ্ত প্রতিষ্ঠিতাঃ॥৪৬॥

তুলসীকাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ। জন্মকোটিকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পঠন্নামসহস্রকম্। তুলসীকাননে নিত্যং যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—

নিত্যং সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ সস্পৃহস্তুলসীবনে। অপি মে ক্ষতপত্রৈকং কশ্চিদ্ধন্যোঽর্পয়েদিতি॥

বৃহন্নারদীয়ে গঙ্গাপ্রসঙ্গে।—

সংসারপাপবিচ্ছেদি গঙ্গানাম প্রকীর্ত্তিতম্। তথা তুলস্যা ভক্তিশ্চ হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি॥ ৪৭॥

তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ। পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥

তত্রৈব যমভগীরথসংবাদে।—

তুলসীরোপণং যে তু কুর্ব্বন্তে মনুজেশ্বর। তেষাং পুণ্যফলং বক্ষ্যে বদতস্তং নিশাময়॥

সপ্তকোটিকুলৈর্যুক্তো মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। বসেৎ কল্পশতং সাগ্রং নারায়ণসমীপগঃ॥

তৃণানি তুলসীমূলাৎ যাবন্ত্যপহিনোতি বৈ। তাবতীর্ব্রহ্মহত্যা হি ছিনত্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৪৮॥

প্রকর্ষেণ হরন্তি বিনাশয়ন্তি স্বস্যান্যেষামপি বা॥৪৫॥ সত্যোক্তং সত্যবচনমেবৈতদিত্যর্থঃ॥ ৪৬॥ যথা তুলস্যা নাম চ হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি ভক্তিশ্চ॥ ৪৭॥ অপহিনোতি দূরীকরোতি॥ ৪৮॥

যাতনা ভোগ করিতে হয় না, হরিধামে গতিলাভ হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে যে, হে তাপস! প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অপর দ্রব্য না দেখিয়া প্রথমতঃ তুলসী দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দিবারাত্রিকৃত পাতক বিনষ্ট হয়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, হে মহাভাগ বৈনতেয়! তুলসীকানন রোপণ করিলে জীবকুলকে মুক্তিপ্রদান করা হয়। ৪৫। হে বিহগবর! আমি সত্যই বলিতেছি, বিশুদ্ধ উপবনে, বনে অথবা গৃহে তুলসী রোপণ করিলে সর্ব্বলোক স্থাপিত করা হয়। ৪৬। মুহূর্ত্তমাত্র তুলসীকাননে বিশ্রাম করিলে কোটিজন্মসঞ্চিত পাপ বিমোচন হয় সন্দেহ নাই। প্রত্যহ সহস্রনাম পাঠ পূর্ব্বক তুলসীবন প্রদক্ষিণ করিলে অযুত যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে, "যদি কোন ধন্য পুরুষ একটী অখণ্ড তুলসীপত্র আমাকে প্রদান করেন" হরি নিরন্তর এই অভিলাষে তুলসীকানন-সন্নিধানে অধিষ্ঠিত থাকেন। বৃহন্নারদপুরাণে গঙ্গামাহাত্ম্যপ্রস্তাবে লিখিত আছে যে, গঙ্গানাম কীর্ত্তন দ্বারা ভবপাপ বিদূরিত হয় এবং তুলসীর ও শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনকারীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলেও উক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪৭। যথায় তুলসীবন ও কমলকানন বিরাজিত থাকে এবং যে স্থানে পুরাণ পাঠ হয়, শ্রীহরি তথায় অবস্থান করেন। উক্ত পুরাণের যমভগীরথ-সংবাদে বর্ণিত আছে, হে নরপতে! তুলসী-রোপণ-কর্ত্তার পুণ্যফল বর্ণন করিতেছি, মৎ-

তুলস্যাং সিঞ্চয়েদ্যস্তু চুলুকোদকমাত্রকম্। ক্ষীরোদশায়িনা সার্দ্ধং বসেদাচন্দ্রতারকম্॥
কণ্টকাবরণং বাপি বৃতিং কাষ্ঠৈঃ করোতি যঃ। তুলস্যাঃ শৃণু রাজেন্দ্র তস্য পুণ্যফলং মহৎ॥৪৯
যাবদ্দিনানি সন্তিষ্ঠেৎ কণ্টকাবরণং প্রভো। কুলত্রয়যুতস্তাবৎ তিষ্ঠেদ্ব্রহ্মপদে যুগম্॥
প্রাকারকল্পকো যস্তু তুলস্যা মনুজেশ্বর। কুলত্রয়েণ সহিতো বিষ্ণোঃ সারূপ্যতাং ব্রজেৎ॥
অতএব তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে।—
দুর্ল্লভা তুলসীসেবা দুর্ল্লভা সঙ্গতিঃ সতাম্। দুর্ল্লভা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণবপাতিনাম্॥
পুরাণান্তরেষু চ।—
যৎ ফলং ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ। তৎ ফলং কোটিগুণিতং রোপয়িত্বা হরেঃ প্রিয়াম্॥
তুলসীং যে প্রযচ্ছন্তি সুরাণামর্চ্চনায় বৈ। রোপয়ন্তি শুচৌ দেশে তেষাং লোকোঽক্ষয়ঃ স্মৃতঃ॥৫০॥
রোপিতাং তুলসীং দৃষ্ট্বা নরেণ ভুবি ভূমিপ। বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্জয়েদ্যমঃ।
তুলসীতি চ যো ব্রূয়াৎ ত্রিকালং বদনে যদি। নিত্যং স গোসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি ভূসুর॥
তেন দত্তং হুতং জপ্তং কৃতং শ্রাদ্ধং গয়াশিরে। তপস্তপ্তং খগশ্রেষ্ঠ তুলসী যেন রোপিতা॥
শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা রোপিতা সিঞ্চিতা নতা। তুলসী দহতে পাপং যুগান্তাগ্নিরিবাখিলম্॥
কেশবায়তনে যস্তু কারয়েত্তুলসীবনম্। লভতে চাক্ষয়ং স্থানং পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥
অন্যত্রাপি।—
তুলসীকাননে শ্রাদ্ধং পিতৃণাং কুরুতে তু যঃ। গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন ভাষিতং বিষ্ণুনা পুরা॥
তুলসীগহনং দৃষ্ট্বা বিমুক্তো যাতি পাতকাৎ। সর্ব্বথা মুনিশার্দ্দূল ব্রহ্মহা পুণ্যভাগ্ ভবেৎ॥

বৃতিম্ আবরণম্॥ ৪৯॥ রোপয়িত্বা প্রাপ্নোতি ইতি শেষঃ॥ ০॥

সকাশে শ্রবণ কর। সেই সকল ব্যক্তি পিতৃকুলের সপ্তকোটি ও মাতৃকুলের সপ্তকোটি পুরুষ সহ হরি-সন্নিধানে কিঞ্চিদধিক শতকল্প অবস্থিতি করেন। তুলসীতরুর মূলদেশ হইতে যত তৃণ উৎপাটন পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত করা যায়, তত ব্রহ্মহত্যা-পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে সংশয় নাই।৪৮। তুলসীবৃক্ষে গণ্ডূষপরিমিত জল সেচন করিলেও যাবৎ তারাচন্দ্র বিদ্যমান থাকে, তাবৎ ক্ষীরোদশায়ী হরির সহিত অবস্থিতি করিতে পারে। হে নৃপেন্দ্র! কণ্টক দ্বারা বা কাষ্ঠ দ্বারা তুলসীর চারিদিকে আবরণ করিয়া দিলে যে মহাপুণ্য সঞ্চার হয়, তাহা বলি অবধান কর। ৪৯। যতদিন কণ্টকাবরণ বিদ্যমান থাকে, তত যুগ ব্যাপিয়া আবরণ-দাতা ত্রিকুল সহ ব্রহ্মধামে অবস্থিতি করেন। হে নৃপেন্দ্র! তুলসীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিলে ত্রিকুল সহ হরিসারূপ্যরূপ মুক্তিলাভ হয়। উক্ত গ্রন্থের ঐ স্থানেই যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে লিখিত আছে, ভবসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে তুলসী-সেবা, সাধু-সঙ্গ ও হরিভক্তি এই তিনটী সুদুর্ল্লভ। অপরাপর পুরাণেও লিখিত আছে, উত্তম দক্ষিণা প্রদান করত অনেকবিধ যজ্ঞ সম্যক্ বিধানে সম্পাদন করিলে যে ফল হয়, শ্রীহরিপ্রিয়া তুলসীকে রোপণ করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল জন্মে। দেবপূজার্থ তুলসীপ্রদাতার ও তুলসী রোপণকর্ত্তার অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৫০। হে নৃপতে! কোন ব্যক্তি ধরাতলে তুলসী রোপণ করিলে শমনরাজ তদ্-

কিঞ্চ স্কান্দে বশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে।—

শুক্লপক্ষে যদা রাজন্ তৃতীয়া বুধ-সংযুতা। শ্রবণেন মহাভাগ তুলসী চাতিপুণ্যদা॥ ইতি॥

প্রসঙ্গাৎ শ্রীতুলস্যা হি মৃদঃ কাষ্ঠস্য চাধুনা। মাহাত্ম্যং লিখ্যতে কৃষ্ণে অর্পিতস্য দলস্য চ॥

অথ শ্রীতুলসী-মৃত্তিকা-কাষ্ঠাদি-মাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

ভৃগতৈস্তুলসীমূলৈর্মৃত্তিকা স্পর্শিতা তু যা। তীর্থকোটি-সমা জ্ঞেয়া ধার্য্যা যত্নেন সা গৃহে॥

যস্মিন্ গৃহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তুলসীমূলমৃত্তিকা। সর্ব্বদা তিষ্ঠতে দেহে দেবতা ন স মানুষঃ॥

তুলসী-মৃত্তিকা-লিপ্তো যদি প্রাণান্ পরিত্যজেৎ। যমেন নেক্ষিতুং শক্তো যুক্তঃ পাপশতৈরপি॥

শিরসি ক্রিয়তে যৈস্তু তুলসীমূলমৃত্তিকা। বিঘ্নানি তস্য নশ্যন্তি সানুকূলা গ্রহাস্তথা॥ ৫১॥

তুলসীমৃত্তিকা যত্র কাষ্ঠং পত্রঞ্চ বেশ্মনি। তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল নিশ্চলং বৈষ্ণবং পদম্॥ ৫২॥

তত্রৈবান্যত্র।—

মঙ্গলার্থঞ্চ দোষঘ্নং * পবিত্রার্থং দ্বিজোত্তম। তুলসীমূলসংলগ্নাং মৃত্তিকামাবহেদ্বুধঃ॥

তন্মূলমৃত্তিকাং যো বৈ ধারয়িষ্যতি মস্তকে। তস্য তুষ্টো বরান্ কামান্ প্রদদাতি জনার্দ্দনঃ॥৫৩

দেহে চ যস্য তিষ্ঠতি॥ ৫১॥ তদ্বৈষ্ণবং পদং বিষ্ণুস্থানমেব॥ ৫২॥ দোষঘ্নং দোষনাশার্থ-

---

র্শনে ম্লানমুখ হইয়া তদীয় লিপি মার্জ্জন করিয়া (মুছিয়া) দেন। হে দ্বিজ! ত্রিসন্ধ্যা তুলসী-নাম বদনে উচ্চারিত হইলে প্রত্যহ সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। হে বিহগপতে! যে ব্যক্তি তুলসী রোপণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই কার্য্যেই দান, হোম, জপ, গয়াশিরে শ্রাদ্ধ ও তপস্যা সমস্ত সম্পাদিত হইয়াছে। প্রলয়কালীন বহ্নি যেমন নিখিল দ্রব্য ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ তুলসীমহিমা শ্রবণ, তুলসীদর্শন, তুলসীরোপণ, তুলসীসেচন ও তুলসীপ্রণাম দ্বারা অখিল পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। যে বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি হরিমন্দিরে তুলসীকানন নির্ম্মাণ করেন, পিতৃলোক সহ অক্ষয় স্থলে তাঁহার বসতি হয়। অন্যত্রও লিখিত আছে, শ্রীহরি স্বয়ং বলিয়াছেন, তুলসী-বনমধ্যে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। হে তাপসপ্রবর! মানবগণ তুলসীবন পরি-বীক্ষণ করিলে নিখিল পাপ হইতে সম্যক্ বিমুক্ত হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও পবিত্র হয়। স্কন্দপুরাণে বশিষ্ঠ-মান্ধাতৃ-সংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপতে! বুধবার ও শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত শুক্লা তৃতীয়াতে তুলসী রোপণ করিলে ঐ দেবী অতিপুণ্য-দায়িনী হইয়া থাকেন॥ প্রসঙ্গতঃ অধুনা শ্রীহরিকে তুলসীমৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠচন্দন ও তুলসীদল প্রদানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি।

শ্রীতুলসীমৃত্তিকাকাষ্ঠাদিমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, মৃত্তিকাভ্য-ন্তরপ্রবিষ্ট তুলসীমূল যে মৃত্তিকাতে সংস্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কোটিতীর্থের সদৃশ। ঐ মৃত্তিকা অতীব যত্নের সহিত গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। হে বিপ্রসত্তম! যে ব্যক্তির গৃহে ও যাঁহার অঙ্গে তুলসীমূল-মৃত্তিকা বিদ্যমান থাকে, তাঁহাকে দেবস্বরূপ জানিবে, তিনি মানুষ নহেন। অঙ্গে

---

* দোষঘ্নমিত্যত্র "দোষঘ্নীং" ইতি বা পাঠঃ।

বৃহন্নারদীয়ে গঙ্গাপ্রসঙ্গে।—

তুলসীমূলসম্ভূতা হরিভক্তপদোদ্ভবা। গঙ্গোদ্ভবা চ মৃল্লেখা নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্॥ ৫৪॥

গারুড়ে।—

যদ্গৃহে তুলসী কাষ্ঠং পত্রং শুষ্কমথার্দ্রকম্। ভবতে নৈব পাপং তদ্গৃহে সংক্রমতে কলৌ॥

শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায়াম্ তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেঽপি।—

পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক্ শাখা পল্লবাঙ্কুরম্। তুলসী-সম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাদ্যপি॥

হোমং কুর্ব্বন্তি যে বিপ্রাস্তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা। লবে লবে ভবেৎ পুণ্যমগ্নিষ্টোমশতোদ্ভবম্॥

নৈবেদ্যং পচতে যস্তু তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা। মেরুতুল্যং ভবেদন্নং তদ্দত্তং কেশবায় হি॥

শরীরং দহ্যতে যেষাং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা। ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন॥

গ্রস্তো যদি মহাপাপৈরগম্যাগমনাদিকৈঃ। মৃতঃ শুধ্যতি দাহেন তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা॥

তীর্থং যদি ন সংপ্রাপ্তং স্মৃতির্ব্বা কীর্ত্তনং হরেঃ। তুলসীকাষ্ঠদগ্ধস্য মৃতস্য ন পুনর্ভবঃ॥

যদ্যেকং তুলসীকাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠচয়স্য হি। দাহকালে ভবেন্মুক্তিঃ পাপকোটিযুতস্য চ॥

জন্মকোটিসহস্রৈস্তু তোষিতো যৈর্জনার্দ্দনঃ। দহ্যন্তে তে জনা লোকে তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা॥

মিত্যর্থঃ। যদ্বা ক্রিয়াবিশেষণম্। দোষঘ্নীমিতি বা পাঠঃ॥ ৫৩॥ মৃদো মূললেখা রেখা তয়া লেখা পুণ্ড্রাদিরচনা বা॥ ৫৪॥

মুখাদৌ স্থিতং তুলসীপত্রমিতি ভগবদর্পিতমিতি জ্ঞেয়ং। এবমগ্রেঽপি। পূর্ব্বং তদর্পিত-মহা-

---

তুলসীমৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিলে শত শত পাপে পাপী ব্যক্তির প্রতিও শমনরাজ নেত্রপাত করিতে সক্ষম হন না। তুলসীমূলস্থ মৃত্তিকা শিরোদেশে ধারণ করিলে নিখিল বিঘ্ন বিদূরিত হয় এবং গ্রহগণ তৎপ্রতি প্রীত থাকেন। ৫১। হে ঋষিবর! যে গৃহে তুলসীমৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠ ও তুলসীপত্র বিরাজিত থাকে, সেই গৃহ হরির বাসভূমি সন্দেহ নাই। ৫২। উক্ত পুরাণের স্থানান্তরে লিখিত আছে, হে বিপ্রসত্তম! মঙ্গললাভার্থ ও শুদ্ধিবিধানার্থ দোষহারিণী তুলসীমূলমৃত্তিকা দেহে ধারণ করা সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। তুলসীমূলমৃত্তিকা শিরো-দেশে ধারণ করিলে কেশবদেব প্রীত হইয়া তদীয় মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া দেন। ৫৩। বৃহন্নারদীয় পুরাণে গঙ্গামাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, তুলসীমূলমৃত্তিকা, বৈষ্ণবগণের পদলগ্ন মৃত্তিকা ও গঙ্গামৃত্তিকা দেহে তিলকাদিরূপে ধারণ করিলে সাক্ষাৎ হরির স্বরূপ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে। ৫৪। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, কি নীরস, কি সরস যে কোনরূপ তুলসীকাষ্ঠ বা তুলসীপত্র গৃহে বিদ্যমান থাকিলে পাতক তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারে না। প্রহ্লাদসংহিতায় ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, তুলসীর পত্র, ফুল, ফল, কাষ্ঠ, বল্কল, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা সমস্তই বিশুদ্ধ। যে সমস্ত বিপ্র তুলসীকাষ্ঠের আহুতি প্রদান করেন, প্রতি লবে তাঁহারা শত অগ্নিষ্টোমযাগফল প্রাপ্ত হন। তুলসীকাষ্ঠাগ্নিতে নিবেদ্য অন্ন পাক করত হরিকে নিবেদন করিলে সেই অন্ন সুমেরু সদৃশ হয়। যে সকল ব্যক্তির কলেবর তুলসী-কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়, তাঁহাদিগকে আর কোন কালেও হরিধাম হইতে পুনরায় (সংসারে) প্রত্যা-

অগস্ত্যসংহিতায়াম্।—

যঃ কুর্য্যাত্তুলসীকাষ্ঠৈরক্ষমালাং স্বরূপিণীম্। কণ্ঠমালাঞ্চ যত্নেন কৃতং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ॥

অথ তুলসীপত্রধারণমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

যস্য নাভিস্থিতং পত্রং মুখে শিরসি কর্ণয়োঃ। তুলসীসম্ভবং নিত্যং তীর্থৈস্তস্য মখৈশ্চ কিম্॥

তত্রৈবান্যত্র।—

শত্রুঘ্নঞ্চ সুপুণ্যঞ্চ শ্রীকরং রোগনাশনম্। কৃত্বা ধর্ম্মমবাপ্নোতি শিরসা তুলসীদলম্॥ ৫৫॥

যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ শিরসা তুলসী বহন্॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথসংবাদে।—

কর্ণেন ধারয়েদ্যস্তু তুলসীং সততং নরঃ। তৎ কাষ্ঠং বাপি রাজেন্দ্র তস্য নাস্ত্যুপপাতকম্॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণববিপ্রং প্রতি যমদূতানামুক্তৌ।—

কস্মাদিতি ন জানীমস্তুলস্যা হি প্রিয়ো হরিঃ। গচ্ছন্তং তুলসীহস্তং রক্ষন্নেবানুগচ্ছতি॥৫৬॥

প্রসাদস্য মাহাত্ম্যোক্তেঃ অত্রার্পণাদিশঙ্কাভাবাচ্চেতি দিক্॥ ৫৫॥ নম্ন বৈষ্ণবশ্চেত্তর্হি কথং

বৃত্ত হইতে হয় না। মরণান্তে তুলসী-কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা দেহ দাহ করিলে অগম্যাগমনাদি মহাপাপে লিপ্ত পাপীও তত্তৎপাতকপুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি কখনও তীর্থে গমন করে নাই, হরিনাম স্মরণ করে নাই অথবা হরিগুণ কীর্ত্তন করে নাই, মরণান্তে তুলসীকাষ্ঠাগ্নি দ্বারা দেহ দাহ করিলে সেই ব্যক্তিকেও আর ধরাধামে দেহ ধারণ করিতে হয় না। দেহ-দহন-সময়ে অন্যান্য কাষ্ঠের সহিত একখণ্ডমাত্র তুলসীকাষ্ঠ থাকিলেও কোটি পাপে মৃত ব্যক্তি পাতকপুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। একাদিক্রমে সহস্রকোটি জন্ম যাবৎ হরির প্রীতি সাধন করিলে তবে ভাগ্যে তুলসীকাষ্ঠাগ্নিতে দাহ ঘটিয়া থাকে। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে, তুলসীকাষ্ঠ দ্বারা মনোহর জপমালা ও কণ্ঠমালা প্রস্তুত করিয়া পূজাদি করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।

অতঃপর তুলসীপত্র-ধারণমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, যে ব্যক্তির নাভিপ্রদেশে, বদনে, শীর্ষে ও শ্রবণযুগলে প্রত্যহ (ভগবন্নিবেদিত) তুলসীপত্র বিরাজিত থাকে, তাঁহার আর তীর্থে গমনে কি প্রয়োজন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানেই বা কি আবশ্যক? উক্ত পুরাণের স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, তুলসীদল শত্রুনাশক, পুণ্যকর, সৌভাগ্যজনন ও রোগহারক। তুলসীপত্র শিরোদেশে ধারণ করিলে ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে।৫৫। মিথ্যাচারবান্ ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াও শিরোদেশে তুলসী ধারণ করিলে সেই বৈষ্ণব ত্রিভুবন পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। বৃহন্নারদীয়পুরাণে যমভগীরথসংবাদে বর্ণিত আছে, হে নৃপসত্তম! সর্ব্বদা শ্রুতিমূলে তুলসীদল বা তুলসীকাষ্ঠ ধারণ করিলে কোন প্রকার উপপাপ বিদ্যমান থাকে না। হরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণববিপ্রের প্রতি যমদূতগণের

পুরাণান্তরে চ।—

যঃ কৃত্বা তুলসীপত্রং শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ। করোতি ধর্ম্মকার্য্যাণি ফলমাপ্নোতি চাক্ষয়ম্॥৫৭

অথ তুলসীভক্ষণমাহাত্ম্যম্।

গরুড়পুরাণে।

মুখে তু তুলসীপত্রং দৃষ্ট্বা শিরসি কর্ণয়োঃ। কুরুতে ভাস্করিস্তস্য দুষ্কৃতস্য তু মার্জ্জনম্॥

ত্রিকালং বিনতাপুত্র প্রাশয়েত্তুলসীং যদি। বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণশতং বিনা॥

স্কান্দে শ্রীবশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে।—

চান্দ্রায়ণাত্তপ্তকৃচ্ছ্রাৎ ব্রহ্মকূর্চ্চাৎ কুশোদকাৎ। বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিস্তুলসীপত্রভক্ষণাৎ॥৫৮॥

তথাচ তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ভাববর্জ্জিতঃ। পাপোঽপি সদ্গতিং প্রাপ্ত ইত্যেতদপি বিশ্রুতম্॥

তথা চ স্কান্দে শ্রীব্রহ্মণা নারদং প্রতি কথিতে অমৃতসারোদ্ধারে লুব্ধকোপাখ্যানান্তে যমদূতান্ প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতানাং বচনম্।—

ক্ষীরাব্ধৌ মথ্যমানে হি তুলসী কামরূপিণী। উৎপাদিতা মহাভাগা লোকোদ্ধারণহেতবে॥

যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ দর্শনাৎ কীর্ত্তনাদপি। বিলয়ং যান্তি পাপানি কিং পুনর্বিষ্ণুপূজনাৎ॥

জাতরূপময়ং পুষ্পং পদ্মরাগময়ং শুভম্। হিত্বা তু রত্নজাতানি গৃহ্লাতি তুলসীদলম্॥

ভক্ষিতং লুব্ধকেনাপি পত্রং তুলসিসম্ভবম্। পশ্চাদ্দিষ্টান্তমাপন্নো ভস্মীভূতং কলেবরম্॥৫৯॥

ভগবদনর্পিতাং বহেৎ তত্রাহ মিথ্যাচার ইতি দম্ভমাত্রেণ বৈষ্ণব ইত্যর্থঃ সোঽপি॥৫৬॥ বিষ্ণুতৎপর ইতি বিষ্ণুতৎপরত্বেন তুলসীমাহাত্ম্যং জ্ঞাত্বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থমিত্যর্থঃ। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষেণাবৈষ্ণবোঽপীত্যর্থঃ॥৫৭॥ বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি॥৫৮॥ দিষ্টান্তং মৃত্যুং॥৫৯॥

উক্তিতে আছে, তুলসী যে কি কারণে শ্রীহরির প্রিয়, তাহা অবগত নহি; তুলসীহস্তে গমন করিলে হরি তদীয় রক্ষার্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। ৫৬। পুরাণান্তরেও লিখিত আছে, শিরোদেশে তুলসী ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই বৈষ্ণবের নিখিল কর্ম্মই অক্ষয়ফলপ্রদ হয়। ৫৭।

অতঃপর তুলসীদলভক্ষণের মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে।—গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে, শমনরাজ যে ব্যক্তির বদনে, শীর্ষে ও শ্রুতিপুটে তুলসীদল নিরীক্ষণ করেন, তদীয় পাপ মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। হে বৈনতেয়! শতচান্দ্রায়ণ না করিলেও ত্রিসন্ধ্যা তুলসীদল ভক্ষণ দ্বারা তদপেক্ষা অধিকতর দেহশোধন হয়। স্কন্দপুরাণে বশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে লিখিত আছে, তুলসীদল ভক্ষণ দ্বারা চান্দ্রায়ণ, তপ্তকৃচ্ছ, ব্রহ্মকূর্চ্চ ও কুশোদক ব্রত অপেক্ষাও অধিকতররূপে শরীরশুদ্ধি হয়। ৫৮। প্রথিত আছে, তুলসীদল ভক্ষণ করিলে দেহাবসানে পাতকীরও শুভগতি প্রাপ্তি হয়। স্কন্দপুরাণে নারদের প্রতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অমৃতসারোদ্ধার প্রস্তাবে লুব্ধকোপাখ্যানান্তে যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণুদূতগণের উক্তি আছে যে, ক্ষীরোদধিমন্থনকালে জনগণের পরিত্রাণার্থ কামরূপা মহাভাগা তুলসী সমুত্থিত হইয়াছেন। যখন তুলসীর স্মরণ, দর্শন ও মাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা পাতক বিনষ্ট হয়, তখন হরিপূজার মাহাত্ম্য

সিতাসিতং যথা নীরং সর্ব্বপাপক্ষয়াবহম্। তথাচ তুলসীপত্রং প্রাশিতং সর্ব্বকামদম্॥
যথা জাতবলো বহ্নির্দহতে কাননাদিকম্। প্রাশিতং তুলসীপত্রং তথা দহতি পাতকম্॥
যথা ভক্তিরতো নিত্যং নরো দহতি পাতকম্। তুলসীভক্ষণাত্তদ্বৎ দহতে পাপসঞ্চয়ম্॥
চান্দ্রায়ণসহস্রস্য পরাকাণাং শতস্য চ। ন তুল্যং জায়তে পুণ্যং তুলসীপত্রভক্ষণাৎ॥
কৃত্বা পাপসহস্রাণি পূর্ব্বে বয়সি মানবঃ। তুলসীভক্ষণান্মুচ্যেৎ শ্রুতমেতৎ পুরা হরেঃ॥৬০॥
তাবত্তিষ্ঠন্তি পাপানি দেহিনাং যমকিঙ্করাঃ। যাবন্ন তুলসীপত্রং মুখে শিরসি তিষ্ঠতি॥
অমৃতাদুত্থিতা ধাত্রী তুলসী বিষ্ণুবল্লভা। স্মৃতা সংকীর্ত্তিতা ধ্যাতা প্রাশিতা সর্ব্বকামদা॥

তত্রৈব শ্রীযমং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্।—

ধাত্রীফলঞ্চ তুলসী মৃত্যুকালে ভবেদ্যদি। মুখে যস্য শিরে দেহে দুর্গতির্নাস্তি তস্য বৈ॥৬১॥
যুক্তো যদি মহাপাপৈঃ সুকৃতং নার্জ্জিতং কচিৎ। তথাপি গীয়তে মোক্ষস্তুলসী ভক্ষিতা যদি॥
লুব্ধকেনাত্মদেহেন ভক্ষিতং তুলসীদলম্। সংপ্রাপ্তো মৎপদং নূনং কৃত্বা প্রাণস্য সংক্ষয়ম্॥

পুরাণান্তরে চ।—

উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং পারণে তুলসীদলম্। প্রাশয়েদ্যদি বিপ্রেন্দ্র অশ্বমেধাষ্টকং লভেৎ॥৬২॥
তথৈব তুলসীস্পর্শাৎ কৃষ্ণচন্দ্রেণ রক্ষিতঃ। ব্রহ্মবন্ধুরিতি খ্যাতো হরিভক্তিসুধোদয়ে॥

অতএবোক্তম্।—

কিঞ্চিত্রমস্যাঃ পতিতং তুলস্যা দলং জলং বা পতিতং পুনীতে।
লগ্নাধিভালস্থলমালবালমৃৎস্নাপি কৃৎস্নাঘবিনাশনায়॥ ইতি॥ ৬৩॥

হরেঃ ভগবতঃ সকাশাৎ॥ ৬০॥ শিরে শিরসি॥ ৬১—৬২॥ এতচ্চ মাহাত্ম্যবিশেষ এব॥ ৬৩॥

আর কি কীর্ত্তন করিব? কাঞ্চনপুষ্প, পদ্মরাগমণিময় পুষ্প ও নানাবিধ রত্ন, হরি এই সকল অগ্রাহ্য করত তুলসীদল গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুলসীদল ভক্ষণ পূর্ব্বক অন্তকালে দেহ বিসর্জ্জন করিলে চণ্ডালেরও দেহস্থ পাপ একবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ৫৯। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ গঙ্গা-যমুনা-জল যেমন নিখিল পাপ দূর করে, তদ্রূপ তুলসীদল ভক্ষণ দ্বারাও অখিল কামনা পূর্ণ হয়। প্রবল বহ্নি দ্বারা কাননাদি দাহের ন্যায় তুলসীদল ভক্ষণ দ্বারা অখিল পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। প্রত্যহ হরিভক্তিতে নিরত থাকিলে যেরূপ পাপ ধ্বংস হয়, তদ্রূপ তুলসীদল ভক্ষণ করিলেও অর্জ্জিত সমস্ত পাতক নষ্ট হইয়া থাকে। সহস্রচান্দ্রায়ণ ও শত পরাকব্রতাচরিত পুণ্যও তুলসীপত্র-ভক্ষণজনিত পুণ্যের সদৃশ নহে। পূর্ব্বে হরিপ্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি, প্রথম দিবসে সহস্র পাপ করিয়া শেষে তুলসীদল ভক্ষণ করিলে নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে। ৬০। হে যমদূতগণ! যাবৎ মানবের বদনে ও শীর্ষে তুলসীদল বিরাজিত না হয়, তাবৎ-তদীয় দেহে পাতক বিদ্যমান থাকে। অমৃত হইতে সমুদ্ভূতা ধাত্রী, হরিপ্রিয়া তুলসী, এই উভয়কে স্মরণ, কীর্ত্তন, চিন্তন ও ভক্ষণ করিলে উঁহারা নিখিল-কামদায়িনী হইয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে যমের প্রতি ভগবানের উক্তি আছে যে, মরণকালে বদনে, শিরোদেশে ও দেহে ধাত্রীফল এবং তুলসী বিদ্যমান থাকিলে কদাচ

শ্রীমত্তুলস্যাঃ পত্রস্য মাহাত্ম্যং যস্তপীদৃশম্। তথাপি বৈষ্ণবৈস্তন্ন গ্রাহ্যং কৃষ্ণার্পণং বিনা ॥৬৪॥
কৃষ্ণপ্রিয়ত্বাৎ সর্বত্র শ্রীতুলস্যাঃ প্রসঙ্গতঃ। সংকীর্ত্ত্যমানং ধাত্র্যাশ্চ মাহাত্ম্যং লিখ্যতেঽধুনা ॥

অথ ধাত্রীমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।— ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য যোঽর্চ্চয়েচ্চক্রপাণিনম্।
পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥

তত্রৈবাগ্রে।—

ধাত্রীচ্ছায়ান্তু সংস্পৃশ্য কুর্য্যাৎ পিণ্ডং তু যো মুনে। মুক্তিং প্রয়ান্তি পিতরঃ প্রসাদান্মাধবস্য চ ॥
মূর্দ্ধ্নি ঘ্রাণে মুখে চৈব দেহে চ মুনিসত্তম। ধত্তে ধাত্রীফলং যস্তু স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ৬৫ ॥
ধাত্রীফলবিলিপ্তাঙ্গো ধাত্রীফলবিভূষিতঃ। ধাত্রীফলকৃতাহারো নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥
যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে ধত্তে ধাত্রীফলং মুনে। প্রিয়ো ভবতি দেবানাং মনুষ্যাণান্তু কা কথা ॥
যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোঽপি দুষ্টধীঃ। পুনাতি সকলাঁল্লোকান্ ধাত্রীফলদলান্বিতঃ ॥

তর্হি কিং বৈষ্ণবৈরপ্যনিবেদিতং তদ্গ্রাহ্যং নেতি লিখতি শ্রীমদিতি। কৃষ্ণার্পণং বিনা তৎ পত্রং ন গ্রাহ্যং ॥ ৬৪ ॥ দেহে চ অন্যস্মিন্ করাদ্যঙ্গেঽপি ॥ ৬৫ ॥ করসম্পুটাদিতি পূর্ব্বং

তাহাকে দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। ৬১। যে ব্যক্তি কোন কালে কিছুমাত্র পুণ্যসঞ্চয় করে নাই, অথচ নিখিল মহাপাপে লিপ্ত, তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে তাহারও মুক্তিলাভ হয়। ব্যাধ স্বীয় দেহে তুলসীদল ভক্ষণ করিয়া প্রাণপরিহারান্তে নিঃসন্দেহ মদীয় লোকে গমন করিয়াছে। অন্য পুরাণেও লিখিত আছে, হে বিপ্রসত্তম! পবিত্রা দ্বাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পারণদিনে তুলসীদল ভক্ষণ করিলে অষ্টসংখ্য অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফল হইয়া থাকে। ৬২। ঐরূপ তুলসীদলস্পর্শে হরিচক্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে তাঁহাকে ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। অতএব কথিত আছে, তুলসীর বিস্ময়কর মাহাত্ম্য আর অধিক কি বলিব, উঁহার পতিত দল ও বিগলিত সলিল পবিত্র করে এবং তুলসীমূলগত মৃত্তিকা ভালতটে লগ্ন হইলে নিখিল পাপ বিদূরিত হইয়া যায়। ৬৩। তুলসীদলের মাহাত্ম্য এবংবিধ হইলেও বৈষ্ণবেরা শ্রীহরিকে প্রদান না করিয়া উহা কদাচ গ্রহণ করিবেন না। ৬৪। শ্রীহরির প্রিয়ত্ব নিবন্ধন তুলসীপ্রসঙ্গে সর্বত্র আমলকী-মাহাত্ম্যও কীর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং অধুনা আলকী মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ হইতেছে।

অনন্তর আমলকী-মাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, ধাত্রীতরুর ছায়া অবলম্বন পূর্ব্বক চক্রধারীর অর্চ্চনা করিলে প্রতি পুষ্পে অশ্বমেধফল লাভ হয়। উক্ত পুরাণের ঐ স্থলের কিঞ্চিদগ্রে লিখিত আছে, হে তাপস! আমলকীর ছায়া স্পর্শ পূর্ব্বক পিণ্ডদান করিলে শ্রীহরির প্রীতি নিবন্ধন পিতৃগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে তাপসপ্রবর! শিরোদেশে, নাসিকায়, বদনে ও হস্তাদি অঙ্গসমূহে ধাত্রীফল-ধারণকারী মহাত্মা অতীব দুর্লভ। ৬৫। মানব ধাত্রীফল অঙ্গে লেপন করিলে, ধাত্রীফলরূপ বিভূষণ ধারণ করিলে এবং আমলকীফল ভোজন করিলে নারায়ণ তুল্য হয়। হে ঋষে! সংসারে ধাত্রীফল

ধাত্রীফলানি যো নিত্যং বহতে করসম্পুটে। তস্য নারায়ণো দেবো বরমেকং প্রযচ্ছতি॥
ধাত্রীফলঞ্চ ভোক্তব্যং কদাচিৎ করসম্পুটাৎ। যশঃ শ্রিয়মবাপ্নোতি প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ॥
ধাত্রীফলঞ্চ তুলসী মৃত্তিকা দ্বারকোদ্ভবা। সফলং জীবিতং তস্য ত্রিতয়ং যস্য বেশ্মনি॥ ৬৬॥
ধাত্রীফলৈস্তু সংমিশ্রং তুলসীদলবাসিতম্। পিবতে বহতে যস্তু তীর্থকোটিফলং লভেৎ॥
যস্মিন্ গৃহে ভবেত্তোয়ং তুলসীদলবাসিতং। ধাত্রীফলৈশ্চ বিপ্রেন্দ্র গাঙ্গেয়ৈঃ কিং প্রয়োজনং॥
তুলসীদলনৈবেদ্যং ধাত্র্যা যস্য ফলং গৃহে। কবচং বৈষ্ণবং তস্য সর্ব্বপাপবিনাশনং॥
ধাত্রীফলানি তুলসী হ্যন্তকালে ভবেদ্যদি। মুখে চৈব শিরস্যঙ্গে পাতকং নাস্তি তস্য বৈ॥ ৬৭॥
কৃত্বা তু ভগবৎ-পূজাং ন তীর্থে স্নানমাচরেৎ। ন চ দেবালয়োপেতাহস্পৃশ্যসংস্পর্শনাদিজ্বা॥৬৮॥

অথ স্নাননিষেধকালঃ।

স্মৃত্যর্থসারে।—

ন স্নায়াদুৎসবে তীর্থে মাঙ্গল্যং বিনিবর্ত্ত্য চ। অনুব্রজ্য সুহৃদ্বন্ধূনর্চ্চয়িত্বেষ্টদেবতাং॥ ৬৯॥

মঙ্গলার্থং যত্র করসম্পুটে ধৃতং তস্মাদপি॥ ৬৬॥ বহত ইতি পাঠে নিরন্তরশ্লোকবক্ষ্যমাণ-তোয়মেব সম্বন্ধনীয়ং॥ ৬৭॥ এবং পূজাবিধিং লিখিত্বা তদনন্তরকৃত্যং লিখন্নাদৌ তীর্থপ্রাপ্ত্যা-দিনা বিহিতস্যাপি স্নানস্য নিষেধং লিখতি কৃত্বেতি। দেবালয়মুপেতা যেহস্পৃশ্যা নীচজাতয়ঃ তেষাং স্পর্শনেন চ ন স্নানমাচরেৎ। আদিশব্দেন যত্র কুত্রাপি ভগবৎপূজাদ্যুৎসবে সম্প্রাপ্তানাং

ধারণ করিলে সেই বৈষ্ণব, মানবের কথা দূরে থাকুক, সুরগণেরও প্রিয় হইয়া থাকেন। যে কোন বৈষ্ণব ভ্রষ্টাচার অথবা দুষ্টমতি হইয়াও ধাত্রীফল বা ধাত্রীপত্র ধারণ করিলে তিনি সর্ব্ব-লোককে পবিত্র করেন। প্রত্যহ অঞ্জলিপুটে ধাত্রীফল বহন করিলে শ্রীহরি তৎপ্রতি প্রীত হইয়া একটি বরদান করিয়া থাকেন। ভোজনযোগ্য ধাত্রীফল অঞ্জলিপুটে ধারণ করিলে দেবদেব চক্রধরের প্রসাদে যশঃ ও সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। আমলকীফল, তুলসী ও গোপী-চন্দন এই দ্রব্যত্রয় গৃহে বিদ্যমান থাকিলে সেই গৃহীরই জীবন সার্থক। ৬৬। ধাত্রীফল-সম-ন্বিত ও তুলসীদল-বাসিত সলিল পান ও বহন করিলে কোটিতীর্থফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে বিপ্রসত্তম! তুলসীদলবাসিত ও ধাত্রীফলসমন্বিত সলিল গৃহে বিদ্যমান থাকিলে সেই গৃহে গঙ্গোদকের আর কি আবশ্যক? তুলসীপত্রযুক্ত নৈবেদ্য ও ধাত্রীফল বিদ্যমান থাকিলে তাহাই গৃহীর বৈষ্ণবকবচস্বরূপ, উহার দ্বারা নিখিল পাতক বিদূরিত হয়। ব্রহ্মপুরাণেও কথিত আছে যে, মরণকালে বদনে, মস্তকে ও দেহে আমলকীফল ও তুলসীদল বিদ্যমান থাকিলে নিঃসন্দেহ তদীয় দেহে আর পাপ বিদ্যমান থাকে না। ৬৭। ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া জলে স্নান করিতে নাই এবং দেবায়তনগত নীচজাতির স্পর্শেও স্নান করিবে না। ৬৮। *

অনন্তর স্নাননিষিদ্ধ-কাল কথিত হইতেছে। -স্মৃত্যর্থসারে লিখিত আছে, উৎসবে, তীর্থে,

---

* আদিশব্দ প্রয়োগ নিবন্ধন যে কোন স্থলেই হউক, ভগবানের অর্চ্চনাদি উৎসবে সমুপস্থিত নীচজাতির স্পর্শেও স্নান করিতে নাই।

বিষ্ণুস্মৃতৌ চ।—

বিষ্ণ্বালয়সমীপস্থান্ বিষ্ণুসেবার্থমাগতান্। চাণ্ডালান্ পতিতান্ বাপি স্পৃষ্ট্বা ন স্নানমাচরেৎ॥

দেবযাত্রা-বিবাহেষু যজ্ঞোপকরণেষু চ। উৎসবেষু চ সর্ব্বেষু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি ন বিদ্যতে॥ ৭০॥

এবং প্রাতঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রীকৃষ্ণং তদনন্তরং। শাস্ত্রাভ্যাসং দ্বিজঃ শক্ত্যা কুর্য্যাদ্বিপ্রো বিশেষতঃ॥৭১॥

যত উক্তং।—

শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে। একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

কিঞ্চ কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্।—

যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজাঃ। স সংমূঢ়ো ন সংভাষ্যো বেদবাহ্যো দ্বিজাতিভিঃ॥

ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্যেদেষ বৈ দ্বিজাঃ। যথোক্তাচারহীনস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥

যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ। স চান্ধঃ শূদ্রকল্পস্তু পদার্থং ন প্রপদ্যতে॥৭২॥

অতোঽধীত্যান্বহং বিদ্বানথাধ্যাপ্য চ বৈষ্ণবঃ। সমর্প্য তচ্চ কৃষ্ণায় যতেত নিজবৃত্তয়ে॥ ৭৩॥

বৃত্তৌ সত্যাঞ্চ শৃণুয়াৎ সাধূন্ সঙ্গত্য সৎকথাম্॥ ৭৪॥

স্পর্শনাদিকং॥ ৬৮॥ তীর্থে ন স্নায়াৎ॥ ৬৯॥ বিষ্ণ্বালয়স্য সমীপে তিষ্ঠন্তি নিবসন্তীতি তথা তান্। ততশ্চ কালে বিষ্ণোঃ সেবা দর্শনাদি তদর্থং বিষ্ণ্বালয়ান্তরাগতানিত্যর্থঃ। যদ্বা বিষ্ণ্বালয়সমীপবর্ত্তিনঃ। কুতঃ বিষ্ণুসেবার্থং যতঃ কুতোঽপ্যাগতান্ যদ্বা বিষ্ণুসেবার্থমাগতাংশ্চ॥ ৭০॥ দ্বিজঃ ত্রৈবর্ণিকঃ॥ ৭১॥ বিপ্রস্তু বিশেষতঃ শাস্ত্রাভ্যাসং কুর্য্যাদিত্যত্র হেতুং লিখতি শ্রুতীতি। একেন শ্রুতিরূপেণ বা নেত্রেণ বিকলঃ বিহীনঃ। দ্বাভ্যাং বিকলঃ অন্ধঃ॥ ৭২॥ বিদ্বান্ শাস্ত্রজ্ঞশ্চেৎ অধ্যাপ্য শাস্ত্রং শিষ্যান্ পাঠয়িত্বা। বৈষ্ণবশ্চেৎ তৎ অধ্যয়নমধ্যাপনঞ্চ কৃষ্ণায় সমর্প্য॥ ৭৩॥ সতীমুত্তমাং শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-

---

মঙ্গলক্রিয়া-সাধনান্তে সুহৃৎ ও বন্ধুজনের অনুগমন পূর্ব্বক এবং অভীষ্টদেবের অর্চ্চনা করিয়া জলে স্নান নিষিদ্ধ।৬৯। বিষ্ণুস্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, হরিমন্দিরের নিকটবর্ত্তী ও হরিসেবার্থ সমুপস্থিত চণ্ডাল অথবা পতিত লোকদিগকেও স্পর্শ করিয়া স্নান করা নিষিদ্ধ। দেবযাত্রা, বিবাহ, যজ্ঞোপকরণ ও উৎসব এই সমস্ত কালে নীচজাতি স্পর্শ করিলেও অস্পৃশ্য-দোষ হয় না। ৭০। ত্রৈবর্ণিক বিশেষতঃ বিপ্রজাতি এইরূপ প্রভাতে শ্রীহরির অর্চ্চনা পূর্ব্বক পরে শাস্ত্রাভ্যাস করিবেন। ৭১। কথিত আছে, বিপ্রজাতির চক্ষু দুইটী;—শ্রুতি ও স্মৃতি। ইহার মধ্যে একটী না থাকিলে কাণা কহে এবং দুইটী শূন্য হইলেই অন্ধ বলা যায়। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে, হে বিপ্রগণ! বেদপাঠ না করিয়া অন্যবিষয়ে যত্নবান্ হইলে তাহাকে মূঢ় ও বেদবহির্ভূত কহে; দ্বিজাতিরা তৎসহ সম্ভাষণ করিবেন না। কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়াই প্রীতি লাভ করিবে না, যথাবিহিত আচার হইতে ভ্রষ্ট হইলেই কর্দ্দম-পতিত গোর ন্যায় দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয়। বেদের অর্থ বিচার না করিয়া বিধানে বেদপাঠ করিলেও তাহাকে অন্ধ ও শূদ্রসদৃশ জ্ঞান করিবে; সুতরাং সে ব্যক্তি পরম পদার্থ লাভ করিতে পারে না। ৭২। এইহেতু নিত্য বেদপাঠ করিবে। শাস্ত্রবেত্তা হইলে শিষ্যকে অধ্যয়ন

অথ বৃত্তিসম্পাদনম্।

সপ্তমস্কন্ধে।—

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা। সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাচিতং। মৃতন্তু নিত্যং যাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনং। আত্মনো নীচলোকানাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধয়ে।
নিতরাং নিন্দ্যতে সদ্ভির্বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ॥

তদুক্তং '—

সেবা শ্ববৃত্তির্যৈরুক্তা ন সম্যক্ তৈরুদাহৃতং। স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক শ্বা বিক্রীতাসুঃ ক সেবকঃ॥
পণীকৃত্যাত্মনঃ প্রাণান্ যে বর্ত্তন্তে দ্বিজাধমাঃ। তেষাং দুরাত্মনামন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥ইতি
শুক্লবৃত্তেরসিদ্ধৌ চ ভোজ্যান্নান্ শূদ্রবর্গতঃ। তথৈব গ্রাহ্যাগ্রাহ্যাণি জানীয়াচ্ছাস্ত্রতো বুধঃ॥

শুক্লবৃত্তিশ্চ।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে।—

প্রতিগ্রহেণ যল্লব্ধং যাজ্যতঃ শিষ্যতস্তথা। গুণান্বিতেভ্যো বিপ্রস্য শুক্লং তৎ ত্রিবিধং স্মৃতং॥
যুদ্ধোপকারাল্লব্ধঞ্চ দণ্ডাচ্চ ব্যবহারতঃ। ক্ষত্রিয়স্য ধনং শুক্লং ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতং॥
কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাঃ কৃত্বা শুক্লং তথা বিশঃ। দ্বিজশুশ্রূষয়া লব্ধং শুক্লং শূদ্রস্য কীর্ত্তিতং॥
ক্রমাগতং প্রীতিদানং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া। অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং ধনং শুক্লং প্রকীর্ত্তিতং॥

শ্রয়াং কথাং॥ ৭৪॥ আত্মনঃ সকাশাৎ যে নীচা লোকাস্তেষাং বৈষ্ণ-

করাইতে হয়। আর বৈষ্ণব হইলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন শ্রীহরিকে অর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় জীবিকার্থ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ৭৩। জীবিকার্থ আবশ্যক হইলে সাধুগণের সঙ্গ করত শ্রীহরি ও বৈষ্ণবাশ্রিতা কথা শ্রবণ করিবে। ৭৪।

অতঃপর বৃত্তিসম্পাদন কথিত হইতেছে।—ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে লিখিত আছে, হে নৃপতে! দ্বিজাতির পক্ষে যে বৃত্তিচতুষ্টয় উক্ত হইল, তন্মধ্যে সকলজাতিই ঋত ও অমৃত দ্বারা, মৃত ও প্রমৃত দ্বারা অথবা সত্যানৃত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, কিন্তু জীবিকার্থ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে নাই। হে নরপতে! ঋত শব্দে উঞ্ছ ও শিল বুঝায়, অমৃত শব্দে অযাচিত, মৃত শব্দে যাচ্ঞা, প্রমৃত শব্দে কৃষি, সত্যানৃত শব্দে বাণিজ্য ও শ্ববৃত্তি শব্দে হীনসেবা বুঝায়। জীবিকানির্ব্বাহার্থ আপনা হইতে নীচ ব্যক্তির সেবাই নিন্দা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; অধিকন্তু বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিন্দনীয়। ঐ বিষয়ে উক্ত আছে, যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক সেবা শ্ববৃত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা ঠিক বলেন নাই। স্বচ্ছন্দবিহারী কুক্কুরই বা কোথায় আর প্রাণবিক্রয়ী সেবকই বা কোথায়? অর্থাৎ এই উভয়ের পরস্পর তুলনা অসম্ভব। যে সমস্ত ব্রাহ্মণাধম স্বীয় প্রাণকে পণ করত জীবিকা সম্পাদন করে, সেই সমস্ত পাপাত্মার অন্ন সেবন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। শুক্ল (পবিত্র) বৃত্তির অসিদ্ধিতে যে সমস্ত শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদিগের সকাশ হইতে অন্ন গ্রহণ কর্ত্তব্য। সুধীগণের মতে এই গ্রহণ অগ্রহণ বলিয়া কীর্ত্তিত।

অথ গ্রাহ্যাগ্রাহ্যানি।

কৌর্ম্মে তত্রৈব।—

নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য বিপ্রোঽন্নং মোহাদ্বা যদি কামতঃ। স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যস্তু ভুঙ্‌ক্তে হ্যনাপদি॥

দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতং। যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষং॥

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ স্বগোপালশ্চ নাপিতঃ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্ত্বা স্বল্পপণং বুধৈঃ॥

পায়সং স্নেহপক্বং যৎ গোরসং চৈব শক্তবঃ। পিণ্যাকঞ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্‌গ্রাহ্যং তথৈব চ॥

অঙ্গিরাঃ।—

গোরসং চৈব শক্তূংশ্চ তৈলপিণ্যাকমেব চ। অপূপান্ ভক্ষয়েচ্ছূদ্রাৎ যৎকিঞ্চিৎ পয়সা কৃতং॥

অত্রিস্মৃতৌ।— স্বমৃতায়াশ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলং।
নরেন্দ্রভবনে ভুক্ত্বা বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥৭৫॥

অন্যত্র চ।—

দাস-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ। ভোজ্যান্নাঃ শূদ্রবর্গেঽমী তথাত্মনিবেদকঃ॥ ৭৬॥

বস্তু তু নীচলোকসেবনং বিশেষতোঽধিকং নিন্দ্যতে, নীচসেবনেন নীচানামবৈষ্ণবদুষ্টজনানা-মধীনত্বমহাদোষাপত্তেঃ॥ ৭৫॥

দাসাঃ কৈবর্ত্তাঃ, কুলমিত্রাণি পারম্পর্য্যেণ নিজবংশহিতকারিণঃ। অর্দ্ধসীরিণঃ বিত্তাদি-

---

অতঃপর শুক্লবৃত্তি অর্থাৎ পবিত্র জীবিকা কথিত হইতেছে।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে, প্রতিগ্রহ দ্বারা লব্ধ, যজমান-সকাশে প্রাপ্ত ও গুণবান্ শিষ্য-সকাশে লব্ধ, বিপ্রের পক্ষে এই ত্রিবিধ শুক্ল (পবিত্র) জীবিকা নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তিনটী বৃত্তি পবিত্র;—যুদ্ধোপকারলব্ধ, দণ্ডলব্ধ ও ব্যবহারলব্ধ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিচারণ দ্বারা লব্ধ। কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণ দ্বারা যে ধন উপার্জ্জিত হয়, তাহাই বৈশ্যের পবিত্র বৃত্তি। শূদ্রের পক্ষে দ্বিজাতি-সেবা দ্বারা লব্ধ ধনই পবিত্র বৃত্তি বলিয়া কথিত। পরম্পরায় সমুপস্থিত ধন, প্রীতি-সহকারে দত্ত ধন ও স্ত্রীর সহিত (যৌতুকস্বরূপ) প্রাপ্ত ধন, এই তিন প্রকার অবিশেষে সকলের পক্ষে শুক্ল বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত।

অনন্তর গ্রহণাগ্রহণযোগ্য অন্নের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।—কূর্ম্মপুরাণে জীবিকা-বিষয়ে লিখিত আছে, শূদ্রের অন্ন ভোজন দ্বিজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ। ভ্রমবশে অথবা স্বেচ্ছায় আপদ্ ব্যতীত অন্য সময়ে শূদ্রান্ন সেবন করিলে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। অন্নমধ্যে মানবের নিখিল পাপ অবস্থিতি করে; সুতরাং যে ব্যক্তি যাহার অন্ন ভোজন করে, সে তদীয় পাতক সেবন করিয়া থাকে। শূদ্রজাতির মধ্যে আর্দ্ধিক, * কুলমিত্র, † নিজ গো-রক্ষক, নাপিত, ইহাদিগের অন্ন ভোজনে দোষ নাই। সুধীগণ কিছু মূল্য প্রদান পূর্ব্বক শূদ্র-সকাশ হইতে ক্ষীর,

---

* আর্দ্ধিক—যে ব্যক্তির সহিত শস্যের অর্দ্ধাংশ ভাগ থাকে, তাহাকে আর্দ্ধিক কহে।

† কুলমিত্র—পারম্পর্য্যানুসারে স্বীয় বংশের হিতকারী।

মধূদকং ফলং মূলমেধাংস্যভয়দক্ষিণা। অভ্যুদ্যতানি ত্বেতানি গ্রাহ্যাণ্যপি নিকৃষ্টতঃ॥
খলক্ষেত্রগতং ধান্যং কূপবাপীষু যজ্জলং। অগ্রাহ্যাদপি তদ্গ্রাহ্যং যচ্চ গোষ্ঠগতং পয়ঃ॥
পানীয়ং পায়সং ভক্ষ্যং ঘৃতং লবণমেব চ। হস্তদত্তং ন গৃহ্নীয়াৎ তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥

মনুস্মৃতৌ।—

সামুদ্রং সৈন্ধবং চৈব লবণে পরমাদ্ভুতে। প্রত্যক্ষে অপি তে গ্রাহ্যে নিষেধস্ত্বন্যগোচরঃ॥
আয়সেনৈব পাত্রেণ যদন্নমুপনীয়তে। ভোক্তা তদ্বিট্সমং ভুঙ্ক্তে দাতা চ নরকং ব্রজেৎ॥
গোরক্ষকান্ বাণিজকান্ তথা কারুকশীলিনঃ।
প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ॥ ৭৭॥

কৌর্ম্মে চ তত্রৈব।—

তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ। ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্র হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
তিলমুদ্গযবাদীনাং মুষ্টির্গ্রাহ্যা পথি স্থিতৈঃ। ক্ষুধার্ত্তৈর্নান্যথা বিপ্রা ধর্ম্মবিদ্ভিরিতি স্থিতিঃ॥
বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা। অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্জ্যমমেধ্যবৎ॥৭৮॥

বিভাগিনঃ॥ ৭৬॥ বিপ্রেভ্যোঽপি সর্ব্বেভ্যঃ শুক্লবৃত্তির্ন সিধ্যতীত্যভিপ্রেত্য লিখতি গোরক্ষকানিতি। কারুকশীলিনঃ কটাদিকারিণঃ॥৭৭॥ এবং ব্রাহ্মণস্য শুক্লবৃত্তৌ শূদ্রাণাং সর্ব্বেষামেবান্নবর্জ্জনে প্রাপ্তে অপবাদং দর্শয়ন্ বৈষ্ণবানাঞ্চ শুক্লবৃত্তিমভিব্যঞ্জয়ন্ অবৈষ্ণবত্বেঽপি বিপ্রাণা-

---

তৈলপক্ব দ্রব্য, দুগ্ধ, পিণ্যাক (খৈল) ও তৈল গ্রহণ করিতে পারেন। অঙ্গিরা বলিয়াছেন, শূদ্রসকাশ হইতে দুগ্ধ, তৈল, পিণ্যাক, পিষ্টক ও দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে পারেন। অত্রিস্মৃতিতে লিখিত আছে, স্বীয় কন্যার দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পৃথিবীর যাবতীয় মল সেবন করা হয় এবং রাজভবনে ভোজন করিলে বিষ্ঠার কীট হইয়া দেহ ধারণ করিতে হয়। অন্যত্রও লিখিত আছে, শূদ্রজাতির মধ্যে নাপিত, গোপালক, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী * এই সকলের অন্ন সেবন করিতে পারে যে ব্যক্তি আত্মপ্রদান করে, তাহার অন্ন ভোজ্য। ৭৬। হীনজাতির সকাশ হইতে যদি মধু, জল, ফল, মূল, কাষ্ঠ ও অভয় দান এই সকল অযাচিতভাবে উপস্থিত হয়, তবে গ্রহণ করিতে পারে। অগ্রাহ্য জাতির নিকট হইতে খামার-ক্ষেত্রস্থ ধান্য, কূপজল, দীর্ঘিকাজল ও গোষ্ঠস্থ দুগ্ধ গ্রাহ্য। জল, পায়স, ভক্ষ্য, ঘৃত ও লবণ এই সমস্ত দ্রব্য হস্তপ্রদত্ত হইলে অগ্রাহ্য, যদি উহা গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে গোমাংস সেবনের সদৃশ হয়। মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে, লবণের মধ্যে সাগরজাত লবণ ও সৈন্ধব উত্তম; এই দ্বিবিধ লবণ স্বয়ং গ্রহণ করিতে হয়, অন্যগোচরে অগ্রাহ্য। লৌহপাত্রে আনীত অন্ন সেবন করিলে বিষ্ঠার কৃমিভোজন করা হয় এবং দাতা নিরয়গামী হইয়া থাকে। দ্বিজাতি হইয়া যাহারা গোপালক, ব্যবসায়ী, কটাদি-প্রস্তুতকারী, ভৃত্য ও বৃদ্ধিজীবী, তাহাদিগের প্রতি শূদ্রবৎ আচরণ করিতে হয়। ৭৭।

কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থলেই লিখিত আছে, হে দ্বিজ! বুদ্ধিমান্ লোক কেবলমাত্র

---

* অর্দ্ধসীরী—ধনাদির বিভাগকারী।

তথা চ পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—

প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥

নারদীয়ে।—মহাপাতকসংযুক্তো ব্রজেদ্বৈষ্ণবমন্দিরং। যাচয়েদন্নমমৃতং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ।—

শ্রোত্রিয়ান্নং বৈষ্ণবান্নং হুতশেষঞ্চ যদ্ধবিঃ। আ নখাৎ শোধয়েৎপাপং তুষাগ্নিঃ কনকং যথা ॥৭৯॥

স্কান্দে মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে।—

শুদ্ধং ভাগবতস্যান্নং শুদ্ধং ভাগীরথীজলং। শুদ্ধং বিষ্ণুপরং চিত্তং শুদ্ধমেকাদশীব্রতং ॥

অবৈষ্ণবগৃহে ভুক্ত্বা পীত্বা বা জ্ঞানতোঽপি বা। শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণে প্রোক্তা ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা সদা ॥

শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যে চ।--

কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে। তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতং ॥ ৮০ ॥

কেচিদ্বৃত্ত্যনপেক্ষস্য জপশ্রদ্ধাবতঃ প্রভৌ। বিশ্বস্তস্যাদিশন্ত্যস্মিন্ কালেঽপি কৃতিনো জপং ॥৮১॥

মপ্যন্নং বৈষ্ণবৈর্বর্জনীয়মিত্যভিপ্রেত্য লিখতি বৈষ্ণবানামিতি। হি নির্দ্ধারে প্রার্থ্যাপি। অমেধ্যং পুরীষাদি তদ্বৎ ॥ ৭৮ ॥ শ্রোত্রিয়ান্নমিতি হুতশেষং হবিরিতি চ দৃষ্টান্তত্রয়াত্র জ্ঞেয়ং ॥ ৭৯ ॥ শুদ্ধমিতি সূতকাদৌ নিষিদ্ধমপি শুদ্ধমেবেত্যর্থঃ। তথা চ বিষ্ণুস্মৃতৌ—শিববিষ্ণ্বর্চ্চনে দীক্ষা যস্য চাগ্নিপরিগ্রহঃ। ব্রহ্মচারি-যতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকমিতি। তত্র দৃষ্টান্তাঃ। অশুচি-সংসর্গাদিনাপি যথা গঙ্গাজলং শুদ্ধমেবেত্যাদয়ঃ। তদুক্তং।-- অপি চাণ্ডালভাণ্ডস্থং তজ্জলং পাবনং মহদিত্যাদি ॥ ৮০ ॥ বৃত্তৌ বৃত্তিসম্পাদনে অনপেক্ষস্য আসক্তিরহিতস্য যতঃ প্রভৌ

ধর্ম্মার্থই প্রকাশ্যভাবে তৃণ, কাষ্ঠ, ফল ও কুসুম হরণ করিবেন, অন্যথা পতিত হইতে হয়। হে দ্বিজগণ! ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদগণের এইপ্রকার মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যদি পথিক ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হয়, তাহা হইলে মুগ, তিল, যব ইত্যাদি শস্যের মুষ্টি গ্রহণ করিতে পারে; এতদ্ভিন্ন অন্য অবস্থায় পারে না। বৈষ্ণবেরা যাচ্ঞা করিয়া বৈষ্ণবের অন্নই সেবন করেন। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য বিপ্রের অন্নও অপবিত্রবৎ পরিত্যাজ্য। ৭৮। পদ্মপুরাণের দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিখিল পাতক হইতে বিশুদ্ধি-লাভার্থ সযত্নে বৈষ্ণব-সকাশে অন্ন প্রার্থনা করিবেন, কিন্তু তদভাবে কেবলমাত্র জলপান করিবে। বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, তুষানল যেমন কাঞ্চনের শুদ্ধি সম্পাদন করে, তদ্রূপ শ্রোত্রিয় ব্যক্তির অন্ন, বৈষ্ণবের অন্ন ও হোমাবশিষ্ট হবিঃ, নখ হইতে দেহের নিখিল পাতক সংশোধন করিয়া দেয়। ৭৯। স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে লিখিত আছে, যাহারা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, তাহাদের অন্ন বিশুদ্ধ, গঙ্গোদক পবিত্র, হরিতৎপর ব্যক্তির চিত্ত পবিত্র এবং একাদশীব্রত পবিত্র। অজ্ঞানেও অবৈষ্ণবালয়ে অন্নভোজন বা সলিলাদি পান করিলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি-লাভ করিবে; নতুবা তদীয় ইষ্টকর্ম্ম ও পূর্ত্তকর্ম্মাদি সকলই নিষ্ফল হইয়া যায়। শ্রীপ্রহ্লা-দোক্তি আছে যে, হে নৃপতে! যে ব্যক্তির গৃহে শ্রীহরিমূর্ত্তি বিরাজিত নাই, তদীয় অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ, কারণ উহা অভক্ষ্যসদৃশ বলা হইয়াছে। ৮০। জপসম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান্ কোন

অথ মাধ্যাহ্নিককৃত্যানি।

মধ্যাহ্নে স্নানতঃ পূর্ব্বং পুষ্পাদ্যাহৃত্য বা স্বয়ং। ভৃত্যাদিনা বা সম্পাদ্য কুর্য্যান্মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ॥
স্নানাশক্তৌ চ মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য মান্ত্রিকং। যথোক্তং ভগবৎপূজাং শক্তশ্চেৎ প্রাগ্বদাচরেৎ॥৮২

অথ বৈষ্ণববৈশ্বদেবাদিবিধিঃ।

ততঃ কৃষ্ণার্পিতেনৈব শুদ্ধেনান্নেন বৈষ্ণবঃ। বৈশ্বদেবাদিকং দৈবং কর্ম্ম পৈত্রঞ্চ সাধয়েৎ ॥

তদুক্তং।—

ষষ্ঠে দিনবিভাগে তু কুর্য্যাৎ পঞ্চ মহামখান্। দৈবো হোমেন যজ্ঞঃ স্যাৎ ভৌতস্ত বলিদানতঃ।
পৈত্রো বিপ্রান্নদানেন পৈত্রেণ বলিনাথবা। কিঞ্চিদন্নপ্রদানাদ্বা তর্পণাদ্বা চতুর্ব্বিধঃ।
নৃযজ্ঞোঽতিথিসৎকারাৎ হন্তকারেণ চাম্বুনা। ব্রহ্মযজ্ঞো বেদজপাৎ পুরাণপঠনেন বা॥

ভগবতি বিশ্বস্তস্য ভগবান্ জগতাং বৃত্তিদঃ কিং‌ৎপ্রয়াসেনেতি বিশ্বাসং গতস্য। যতঃ কৃতিনঃ অভিজ্ঞস্য অতো জপে শ্রদ্ধা প্রীতিস্তদ্বতঃ। অস্মিন্ অধ্যয়নাধ্যাপন-বৃত্তি-সম্পাদনসম্বন্ধিনি কালেঽপি জপমেবাদিশন্তি। কেচিৎ কৃতিন ইতি বা॥ ৮১॥ প্রাগ্বৎ যথা প্রাতঃকৃত্যং তথেত্যর্থঃ॥ ৮২॥ ভৌতো ভূতসম্বন্ধী যজ্ঞঃ। পৈত্রশ্চ যজ্ঞশ্চতুর্ব্বিধঃ। চতুর্বিধত্বমেবাহ বিপ্রেতি। অত্র চ বিশেষঃ কৌর্ম্মে।—দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং তথৈব চ। মানুষ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রচক্ষতে। যদি স্যাৎ তর্পণাদর্ব্বাক্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ কৃতো ন হি। কৃত্বা মানুষ্যযজ্ঞং বৈ

কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি দেবদেবের প্রতি বিশ্বস্তমনা হইয়া (ভগবান্ অখিল সংসারের বৃত্তিদাতা, সুতরাং জীবিকার্থ প্রয়াস নিষ্ফল) এই জ্ঞানে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও বৃত্তিসম্পাদন-সময়েও জপোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ৮১।

অতঃপর মধ্যাহ্নকালসম্বন্ধি-ক্রিয়া-সমূহ বিবৃত হইতেছে।—মধ্যাহ্নসময়ে স্নানের অগ্রে নিজে কুসুমাদি সংগ্রহ করত মধ্যাহ্নক্রিয়া করিবে অথবা ভৃত্যাদি দ্বারা পুষ্পাদি আহরণ করাইয়া মধ্যাহ্নকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। যদি মধ্যাহ্নস্নানে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে মন্ত্রস্নান করত পূর্ব্বোক্তমতে প্রভুর অর্চ্চনা করিবে; সক্ষম হইলে প্রাতঃকৃত্যানুসারে অনুষ্ঠান করিতে হয়। ৮২।

অনন্তর বৈষ্ণবগণের বৈশ্বদেবাদিবিধি কথিত হইতেছে।—পরে বৈষ্ণবজন শ্রীহরির উদ্দেশে নিবেদিত বিশুদ্ধ অন্ন দ্বারা বৈশ্বদেবাদি দৈব ও পৈত্র ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, পঞ্চ মহাযজ্ঞ অর্থাৎ দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নরযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ, এই সমস্ত দিবসের ষষ্ঠভাগে সম্পাদন করিতে হয়। দৈবযজ্ঞ হোম দ্বারা, ভূতযজ্ঞ বলিদান দ্বারা, এবং বিপ্রজাতিকে অন্নদান দ্বারা বা পিতৃসম্বন্ধি-বলিদান দ্বারা অথবা কিঞ্চিৎ অন্নদান বা তর্পণ দ্বারা পিতৃযজ্ঞ সম্পাদন করিবে। অতিথিসেবা দ্বারা কিংবা পানীয়শালা দ্বারা অথবা জল দ্বারা নরযজ্ঞ আর বেদাধ্যয়ন দ্বারা বা পুরাণাধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদন করিবে।

অতঃপর পঞ্চযজ্ঞের নিত্যতা বর্ণিত হইতেছে।—কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজ-

তন্নিত্যতা।

কৌর্ম্মে।— অকৃত্বা চ দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভুঞ্জীত চেৎ সুমূঢ়াত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি ॥ ৮৩ ॥

অথ বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধিঃ।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ। তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥৮৪॥

যচ্চ স্মৃতৌ।—

গৃহাগ্নিশিশুদেবানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
পিতৃপাকো ন দাতব্যো যাবৎ পিণ্ডান্ন নির্ব্বপেৎ ॥ ইতি ॥ ৮৫ ॥

ঈদৃক্ সামান্যবচনং বিশেষবচনব্রজৈঃ। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিবর্ত্তিভির্বাধ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৮৬ ॥

তথা চ পাদ্মে।—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥৮৭॥

মোক্ষধর্ম্মে নারদোক্তৌ।—

সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্। পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্ ॥ ৮৮ ॥

ততঃ স্বাধ্যায়মাচরেৎ। কুশপুঞ্জে সমাসীনঃ কুশপাণিঃ সমাহিতঃ। শালাগ্নৌ লৌকিকে বাথ জলে ভূম্যামথাপি বা। বৈশ্বদেবশ্চ কর্ত্তব্যো দেবযজ্ঞঃ স বৈ স্মৃতঃ ইত্যাদি ॥ ৮৩ ॥

তচ্ছেষেণ ভগবন্নিবেদিতেনৈব। যতো ভাগবতঃ ভগবদ্ভক্তঃ ॥ ৮৪ ॥ তত্র নিষেধবাক্যমুল্লিখিন্ বহুতরবচনৈস্তদ্বাধয়িত্বা ভগবদর্পিতান্নাদিনৈব শ্রাদ্ধবিধানং সাধয়তি গৃহাগ্নীত্যাদিনা অপ্রকল্পিতা ইত্যন্তেন ॥ ৮৫ ॥ ঈদৃক্ গৃহাগ্নীতিশ্লোকসদৃশং ॥ ৮৬ ॥ বিশেষবচনান্যেব দর্শয়তি বিষ্ণোরিতি ॥ ৮৭ ॥ সাত্বতমিতি সাত্বতা বৈষ্ণবাস্তৎসম্বন্ধিনমিত্যর্থঃ। দেবেশং শ্রীভগবন্তং। তচ্ছেষেণ ভগবন্নিবেদিতেনেত্যর্থঃ। ন চাত্র বক্তব্যং যদন্নাদিকং ভোজনপাত্রেষু নিধায়ান্নসংস্কারাদ্যর্পণবিধিনা ভগবতেঽর্পিতং তস্য যদবশিষ্টং রন্ধনপাত্রাদাবস্তি তেনেতি, বিষ্ণোর্নি-

---

সত্তমগণ! পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া আহার করিলে সেই মূঢ়মতির পশুযোনি প্রাপ্তি হয়। ৮৩।

অনন্তর বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধবিধি লিখিত হইতেছে।—ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনে প্রথমতঃ ভগবান্‌কে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক সেই নিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন। ৮৪। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, যাবৎকাল পিণ্ড প্রদান করা না হয়, তাবৎকাল পিত্রর্থে কৃতপাক অন্ন গৃহাগ্নি (শালাগ্নি), শিশু, দেবতা, যতি ও ব্রহ্মচারিগণকে অর্পণ করা নিষিদ্ধ। ৮৫। এই গৃহাগ্নি প্রভৃতি সামান্যবচন শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতির বিশেষবচন সকল দ্বারা নিঃসন্দেহ বাধা পাইয়া থাকে। ৮৬। পদ্মপুরাণে ঐ বিষয়ে লিখিত আছে যে, হরির নিবেদিত অন্ন দ্বারা অপরাপর সুরগণের পূজা করা বিধেয়; আর পিতৃদিগকে সেই হরিনিবেদিত অন্ন অর্পণ করিবে। তাহা হইলে উহা অক্ষয় ফলার্থ কল্পিত হইয়া থাকে। ৮৭। মোক্ষধর্ম্মে নারদোক্তি আছে যে, সূর্য্যোক্ত বৈষ্ণববিধি আশ্রয় পূর্ব্বক অগ্রে শ্রীভগবানের পূজা করিয়া অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।—যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং, দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রানাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥ ৮৯ ॥
স্কান্দে শ্রীশিবোক্তৌ।—দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্ব্বিনিবেদিতম্।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি ॥ ৯০ ॥
প্রয়ান্তি তৃপ্তিমতুলাং সোদকেন তু তেন বৈ। মুকুন্দগাত্রলগ্নেন ব্রাহ্মণানাং বিলেপনম্।
চন্দনেন তু পিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং পিতৃতৃপ্তয়ে। দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া।
এবং কৃতে মহীপাল মা ভবেৎ সংশয়ঃ ক্বচিৎ ॥ ৯১ ॥

বেদিতান্নেনেতি পাদ্মোক্তেঃ। ন চ তদপ্যবশিষ্টমেবেতি শঙ্কনীয়ং যতঃ সংস্কারাদিবিধিনা ভগবতোঽগ্রে যৎ সমর্প্যতে, তদেব নিবেদিতমিত্যুপপদ্যতে ইতি। অতস্তস্যৈব ভগবদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টস্য ভক্ত্যা শেষ ইত্যাদ্যুক্তিঃ। অন্যথা গৃহভাণ্ডাদৌ স্থিতস্য ঘৃতখণ্ডাদিদ্রব্যস্য কিঞ্চিদর্পণাত্তত্রাপি শেষত্বব্যাপ্ত্যা নিবেদিতত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। তচ্চাযুক্তং। তত্রতত্রস্থিতস্য দ্রব্যস্য সর্ব্বস্যৈব উচ্ছিষ্টত্বেন পুনর্ভগবতেঽর্পণাযোগাদিতি দিক্। এবঞ্চ ভগবদুচ্ছিষ্টস্য পরমভক্ত্যা মহাপ্রসাদতয়া গ্রহণে স্বিষ্টকৃতো যজ্ঞাবশিষ্টদ্রব্যকরণকহোম ইব দত্তাপহারদোষপ্রসঙ্গশ্চ ন স্যাৎ। অন্যথা শ্রীচরণামৃতপানেঽনুলেপতুলস্যাদিনির্ম্মাল্যগ্রহণেঽপি সর্ব্বত্রৈব দত্তাপহারদোষব্যাপ্তিঃ স্যাৎ; ন চ সা যুক্তা, যতঃ তত্তদ্‌গ্রহণে মহাফলপ্রতিপাদকানি তত্র তত্র বচনানি শতশঃ সন্তি, তেষু চ কানিচিৎ শ্রীচরণামৃতপানাদিপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে লিখিতানি। অত্র চ লিখিতং বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেনেতি। লেখ্যান্যপি দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্যেতি মুকুন্দগাত্রলগ্নেনেতি সর্ব্বপ্রযত্নেনেত্যাদীনি। শ্রুতিশ্চ। একএব নারায়ণ ইত্যাদিঃ। এতচ্চাগ্রে লেখ্যৈঃ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মিত্যাদিভিরনর্পিতোপভোগনিষেধবচনৈঃ। তথা অম্বরীষ নবং বস্ত্রমিত্যাদিভিস্তদুপভোগবিধিবচনৈরপি নিতরাং দ্রঢ়য়িতব্যং। বিশেষতশ্চাত্র মহতাং বহুনাং শিষ্টানামাচার এব পরমং প্রমাণমিতি। ভগবন্মায়াহতানাং ভগবৎপ্রসাদবঞ্চিতানাং দুষ্টবুদ্ধীনাং সর্ব্বথোপেক্ষৈবোপযুক্তেতি সর্ব্বেষাং সাধূনাং মতং ॥ ৮৮ ॥ অধুনা পিতৃভ্যোঽপি ভগবদুচ্ছিষ্ট-মহা প্রসাদদানে বহুলবচনানি প্রমাণয়ন্ আদৌ তত্র নিত্যশ্রাদ্ধাদিবিষয়মেব তৎ ন চ পার্ব্বণাদিপরমিতি কেষাঞ্চিদজ্ঞানাং মতং নিরস্যতি যঃ শ্রাদ্ধেতি। হরের্ভুক্তঞ্চ তৎ অতএব শেষঞ্চ॥৮৯॥ তস্য বিষ্ণুনিবেদিতস্যৈব প্রদানং তান্ দেবাদীন্ উদ্দিশ্য কুর্য্যাৎ ॥ ৯০ ॥ ক্বচিদিতি ভগবদুচ্ছিষ্টদানেন গৌণ্যাপত্ত্যা পিত্রাদিতৃপ্তিঃ স্যান্ন বেতি দত্তাপহারদোষঃ স্যান্ন বেত্যাদৌ কুত্রাপি সংশয়ঃ শঙ্কাপি ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

পিতামহগণের পূজা করিবে।৮৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধসময়ে ভক্তি সহকারে ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ও তদ্‌যোগে তুলসী-সমন্বিত পিণ্ড পিতৃদিগকে বা সুরগণকে অর্পণ করিলে তদীয় পিতৃগণ কোটিকল্প যাবৎ সম্যক্ তৃপ্তি লাভ করেন।৮৯। স্কন্দপুরাণে শিবোক্তি আছে, সুরগণের উদ্দেশে ও পিতৃগণের উদ্দেশে হরিকে নিবেদিত দ্রব্য তত্তদ্দেবতা ও তত্তৎ পিতৃগণের উদ্দেশেই অর্পণ করিবে।৯০। যদি পিণ্ড অর্পণকালে বিষ্ণু-নিবেদিত সলিল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া

তত্রৈব শ্রীপুরুষোত্তমখণ্ডে।—

অন্নাদ্যং শ্রাদ্ধকালে তু পতিতাদ্যৈর্নিরীক্ষিতম্। তুলসীদলমিশ্রেণ সলিলেনাভিষিঞ্চয়েৎ।
তদন্নং শুদ্ধতামেতি বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমিশ্রিতম্। বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষন্তু তস্মাদ্দেয়ং দ্বিজন্মনাম্।
পিণ্ডে চৈব বিশেষেণ পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা॥ ৯২॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

পিতৃনুদ্দিশ্য যৈঃ পূজা কেশবস্য কৃতা নরৈঃ। ত্যক্ত্বা তে নারকীং পীড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুনে॥
ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ। যে কুর্ব্বন্তি হরের্নিত্যং পিত্রর্থং পূজনং মুনে॥
কিং দত্তৈর্ব্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে। যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে॥
যমুদ্দিশ্য হরেঃ পূজা ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব। উদ্ধৃত্য নরকাবাসাত্তং নয়েৎ পরমং পদং॥
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৃনুদ্দিশ্য নারদ। কর্ত্তব্যং হি পিতৃণাং যত্তৎ কৃতং তেন ভো দ্বিজ॥

শ্রুতৌ চ।— এক এব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবা-পৃথিব্যৌ সর্ব্বে দেবাঃ
সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি
বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণূপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ॥ ইতি॥ ৯৩॥

অভিষিঞ্চয়েৎ অভিষেচয়েৎ স্বার্থে ইণ্॥ ৯২॥ ন চ বক্তব্যমিদং অন্যোদ্দেশেন ভগবতে অন্নাদি-সমর্পণং গৌণ্যাপত্ত্যা ভগবৎপ্রীতিবিশেষাসাধনাৎ ফলবিশেষজনকং ন স্যাদিতি যতো নিজ-পিত্রাদিহিতার্থং কৃতং পূজনং ভগবতঃ পরমপ্রীণনমেবেতি। পরম-ফল-সম্পাদকমেব স্যাদিতি লিখতি পিতৃনুদ্দিশ্যেত্যাদিনা। এবঞ্চ পিত্রাদ্যর্থং ভগবৎপূজায়াং পশ্চাৎ কৃতায়াং ভগবন্নিবেদি-তেনৈব স্বতঃশ্রাদ্ধাদি-সম্পত্ত্যা তন্মহাগুণসিদ্ধের্মুক্ত্যাদি-মহাফলমুপপদ্যত এবেতি ভাবঃ। যদ্বা শ্রাদ্ধাগ্রহপরিত্যাগেন পিত্রর্থং ভক্তিবিশেষেণ ভগবৎপূজয়া স্বত এব ফলবিশেষঃ সিধ্যেৎ। এব-মেব, যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা ইত্যাদিন্যায়াৎ পিত্রাদীনাঞ্চ পরম-তৃপ্তিঃ সিধ্যতি। ন তু কেবলনিজশ্রাদ্ধদানেন তেষামপি ভগবদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদাপেক্ষয়েতি

যায়, তাহা হইলে উহা পিতৃগণের অতুল প্রীতি সাধন করে। হরি-অঙ্গলগ্ন চন্দন দ্বারা বিপ্র-গণের বিলেপন-কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য এবং পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ উহারই দ্বারা পিণ্ড-লেপন করিবে। হে নরপতে! এইরূপ করিলে নিঃসন্দেহ সুরগণের ও পিতৃদিগের অক্ষয়া প্রীতি লাভ হয়। ৯১। উক্ত পুরাণের পুরুষোত্তমখণ্ডে লিখিত আছে, পতিত জন কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধকালীন অন্নাদি দৃষ্ট হইলে তৎশোধনার্থ তুলসী-সমন্বিত সলিল দ্বারা সেচন করিবে এবং বিষ্ণুনৈবেদ্য সহ মিলিত হইলেও উক্ত অন্ন বিশুদ্ধ হয়। সুতরাং বিষ্ণুর নৈবেদ্যাবশেষ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে আর সম্যক্‌প্রকারে পিতৃগণের প্রীতিসাধনের বাসনা হইলে পিণ্ডে হরির নৈবেদ্যাব-শেষ অর্পণ করিবে। ৯২। উক্ত পুরাণের ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, হে তাপসপ্রবর! পিতৃগণকে উদ্দেশ পূর্ব্বক জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলে মানবগণ নারকী যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মোক্ষ লাভ করে। হে ঋষে! সংসারে বিশেষতঃ কলিযুগে যে সমস্ত ব্যক্তি পিতৃগণের জন্য প্রত্যহ কেশবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই ধন্য। হে ঋষে! যে সকল ব্যক্তি পিতৃগণের

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা বিষ্ণুধর্ম্মে।—

প্রাণেভ্যো জুহুয়াদন্নং মন্নিবেদিতমুত্তমং। তৃপ্যন্তি সর্ব্বদা প্রাণা মন্নিবেদিতভক্ষণাৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রদেয়ং মন্নিবেদিতং। মমাপি হৃদয়স্থস্য পিতৄণাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৯৪॥

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র।—ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্র-ভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ॥ ৯৫॥

সর্গাদৌ কথিতো দেবৈরগ্রভুগ্ ভগবান্ হরিঃ। যজ্ঞভাগভুজো দেবাস্ততস্তেন প্রকল্পিতাঃ॥৯৬॥

অথ শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজনমাহাত্ম্যং।

স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে।—

যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবং। বেদবিদ্ভ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ॥
সিক্থমাত্রন্তু যদ্ভুঙ্‌ক্তে জলং গণ্ডূষমাত্রকং। তদন্নং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমং॥

দিক্॥ ৯৩॥ মমেত্যাদি ষষ্ঠী চতুর্থ্যর্থে। হৃদয়স্থস্য পরমাত্মরূপস্যেত্যর্থঃ। এবং ভগবতে নিবেদ্যৈব পিত্রাদিভ্যো দেয়মিত্যুপপাদিতং॥ ৯৪॥ অধুনা কদাচিদপ্যনিবেদিতং দাতব্যমিতি লিখতি ভক্ষ্যমিতি। ভক্ষ্য-ভোজ্যয়োশ্চর্ব্ব্যাচর্ব্ব্যত্বেন ভেদঃ। যৎকিঞ্চিদপি। অগ্রভোক্তরি পরমেশ্বরে। যতঃ অনিবেদিতদানাৎ প্রায়শ্চিত্তী পাতকী ভবেৎ॥৯৫॥ তদেবোপপাদয়তি সর্গাদাবিতি। অগ্রভুজে ভগবতেঽদত্তে ভুক্তে সতি চৌর্য্যেণেব দেবাদীনামপি পাপং স্যাদিতি ভাবঃ॥ ৯৬॥

উদ্দেশে প্রতিদিন ভক্তি সহকারে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করেন, গয়াশ্রাদ্ধাদি বহু বহু পিণ্ড দান করিয়া আর তাঁহাদের কি প্রয়োজন? হে ঋষিবর! যাহার উদ্দেশে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে নিরয়াবাস হইতে পরিত্রাণ করিয়া পরমপদে স্থাপন করা হইয়া থাকে। হে দেবর্ষে! যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ করত জনার্দ্দনকে স্নান প্রদান করেন, পিতৃগণের উদ্দেশে যত কিছু কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তৎসমস্তই তদ্দ্বারা আচরিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত আছে, কেবলমাত্র নারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, দ্যাবা-পৃথিবীও তৎকালে ছিল না। সুরগণ, পিতৃগণ ও যাবতীয় মানব হরির ভুক্তান্ন আহার করেন, হরির আঘ্রাত দ্রব্য আঘ্রাণ করেন, এবং হরির পীত বস্তু পান করেন, সুতরাং সুধীগণ হরি-নিবেদিত বস্তু সমস্ত আহার করিবেন। ৯৩। এই হেতু ভগবান্ বিষ্ণুধর্ম্মে বলিয়া গিয়াছেন, মদুদ্দেশে নিবেদিত উত্তমান্ন প্রাণসমূহে আহুতিপ্রদান করিবে, মদুদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য ভোজনে নিরন্তর প্রাণাদি বায়ুসমূহ প্রীতি লাভ করে। অতএব যত্ন সহকারে প্রত্যেকের হৃদয়াধিষ্ঠিত পরমাত্মরূপ আমাকে, অধিকন্তু পিতৃবর্গকে মদুদ্দেশে নিবেদিত অন্ন অর্পণ করিবে। ৯৪। বিষ্ণুধর্ম্মের স্থানান্তরেও লিখিত আছে, প্রথমতঃ অগ্রভুক্ ভগবানে কিছু ভক্ষ্য না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দিতে নাই; কারণ, অনিবেদিত দ্রব্য অর্পণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ৯৫। সৃষ্টির প্রথমে হরিই অগ্রভুক্ বলিয়া সুরগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, তৎপরে তিনিই অমরবর্গকে যজ্ঞাংশভোক্তা রূপে নির্দ্দেশ করেন। ৯৬।

অনন্তর শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজনমাহাত্ম্য-বিষয়ে লিখিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মবচনং।—

শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে যস্য চ বেশ্মনি। তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ॥ ৯৭॥

স্মৃতিশ্চ।—

সুরাভাণ্ডস্থপীযূষং যথা নশ্যতি তৎক্ষণাৎ। চক্রাঙ্করহিতং শ্রাদ্ধং তথা শাতাতপোঽব্রবীৎ॥

কিঞ্চ বিষ্ণুরহস্যে।—

নিবেশয়েন্নরো মোহাদন্যপঙ্‌ক্তৌ হরেঃ প্রিয়ং। স পতেন্নিরয়ে ঘোরে পঙ্‌ক্তিভেদী নরাধমঃ॥৯৮

অথ শ্রীভগবদর্পণে নিষিদ্ধং।

নিবেদিতং যদন্যস্মৈ তদুচ্ছিষ্টং হি কথ্যতে। অতঃ কথঞ্চিদপি তন্ন শ্রীভগবতেঽর্পয়েৎ॥

তথা চৈকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতং॥ ৯৯

নারদীয়ে।—

পিতৃশেষন্তু যো দদ্যাদ্ধরয়ে পরমাত্মনে। রেতোদাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি ক্লেশভাগিনঃ॥ ১০০॥

শঙ্খাঙ্কিততনুঃ বৈষ্ণব ইত্যর্থঃ॥৯৭॥ চক্রেণ অঙ্কশ্চিহ্নং যস্মিন্ বৈষ্ণবে তেন রহিতং। এবং শ্রাদ্ধে অবশ্যং বৈষ্ণবভোজনাৎ বৈষ্ণবস্য চ ভগবন্নিবেদিতভোজননির্দ্ধারাৎ ভগবন্নিবেদিতেনৈব শ্রাদ্ধাদিকমিতি প্রসিদ্ধং। অন্যেষামবৈষ্ণবানাং পঙ্‌ক্তৌ॥ ৯৮॥

অন্যস্মৈ নিবেদিতং মহ্যং নোপযুঞ্জ্যাৎ ন সমর্পয়েৎ॥ ৯৯॥ রেতোদাঃ রেত এব উদম্ উদকং

ভগীরথসংবাদে বর্ণিত আছে, বিদ্যাহীন বৈষ্ণবকে মূঢ়বোধে বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গ্রাস-পরিমিত অন্ন ভোজন করিলে এবং গণ্ডূষপ্রমাণ জল পান করিলেই সেই অন্ন সুমেরুসদৃশ হয় এবং সেই জল সমুদ্রতুল্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মার উক্তিতে প্রকাশ আছে যে, শঙ্খচিহ্নে বিভূষিতাঙ্গ বিপ্র যে ব্যক্তির গৃহে ভোজন করেন, হরি স্বয়ং পিতৃগণ সহ সেই গৃহে তদন্ন সেবন করিয়া থাকেন। ৯৭। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, শাতাতপ বলিয়াছেন, অমৃত সুরা-পাত্রস্থ হইলে যেরূপ আশু ক্রিয়ার অনুপযুক্ত হইয়া উঠে, বৈষ্ণবহীন শ্রাদ্ধও সেইরূপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট (কর্ম্মের অনুপযুক্ত) হয়। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, প্রমাদবশে বৈষ্ণব জনকে অবৈ-ষ্ণবগণের পংক্তিতে প্রবেশিত করিলে সেই পংক্তিভেদী অধমকে দারুণ নিরয়ে নিমগ্ন হইতে হয়। ৯৮।

অতঃপর ভগবদর্পণ-বিষয়ে নিষিদ্ধ বিবৃত হইতেছে।—অপরের উদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য উচ্ছিষ্ট বলিয়া অভিহিত; সুতরাং কদাচ তাহা ভগবান্‌কে প্রদান করিবে না। একাদশস্কন্ধে ভগবানের উক্তি আছে, অন্যোদ্দেশে নিবেদিত দীপের আলোকেও মদীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ অর্থাৎ যে দ্রব্য অন্য দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমাকে প্রদান করিবে না। ৯৯। নারদপুরাণে লিখিত আছে, হরির উদ্দেশে পিতৃশেষদ্রব্য অর্পণ করিলে দাতার

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে।—

হরিশেষং হবির্দদ্যাৎ পিতৃণামক্ষয়ং ভবেৎ। ন পুনঃ পিতৃশেষন্তু হরের্ব্রহ্মাদি-সদ্গুরোঃ॥

অন্যত্র চ।—

দক্ষাদয়শ্চ পিতরো ভৃত্যা ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ। অতস্তদ্ভুক্তশেষন্তু বিষ্ণোর্নৈব নিবেদয়েৎ॥ ইতি॥১০১॥

এবমাবশ্যকং কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য চ। শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ॥ ১০২॥

তথা চ প্রহ্লাদপঞ্চরাত্রে।—

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ। হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥১০৩॥

অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রে।—

হরের্নিবেদিতং কিঞ্চিন্ন দদ্যাৎ কর্হিচিদ্বুধঃ। অভক্তেভ্যঃ সশল্যেভ্যো যদ্দদন্নিরয়ে ব্রজেৎ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

অবৈষ্ণবে দেবধৃতং নির্ম্মাল্যং ন প্রযচ্ছতি। নৈবেদ্যং বা মহাভাগ
তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥ ইতি॥ ১০৪॥

কথঞ্চিদপি নাশ্নীয়াদকৃত্বা কৃষ্ণপূজনং। ন চাসমর্প্য গোবিন্দে কিঞ্চিদ্ভুঞ্জীত বৈষ্ণবঃ॥

অথ পূজাব্যতিরিক্ত-ভোজনদোষাঃ।

শ্রীকূর্ম্মপুরাণে।—

অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ। শ্বানবিষ্ঠা সমং চান্নং নীরঞ্চ সুরয়া সমং॥১০৫॥

পেয়ং যেষাং তথাভূতাঃ। বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ॥ ১০০॥ হবিঃ পরমান্নং পিতৃণাং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ। যতস্তৎ অক্ষয়ম্ অক্ষয্যফলং ভবেদিত্যর্থঃ। হরেঃ হরয়ে ন দদ্যাৎ। তত্র হেতুঃ ব্রহ্মেতি॥ ১০১॥ শ্রীমতো ভগবতঃ। যদ্বা শ্রীমদ্ভগবন্নিবেদিতত্বেন পরমশোভাযুক্তং তদুচ্ছিষ্টত্বেন চ মহাপ্রসাদরূপমন্নং॥ ১০২॥ স্বভাবস্থৈঃ স্বতএব বর্ত্তমানৈঃ অনিবেদিতৈরিত্যর্থঃ॥ ১০৩॥ সশলেভ্যো বিদ্বোপবাসিভ্যঃ কর্ম্মজড়েভ্য ইত্যর্থঃ॥ ১০৪॥

পিতৃগণকে রেতঃপান পূর্ব্বক যন্ত্রণা পাইতে হয়। ১০০। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে, যে পরমান্ন হরির উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পিতৃগণকে প্রদান করিলে অক্ষয় হয়, কিন্তু পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহা কদাচ হরিকে দিবে না; কারণ শ্রীহরি বিরিঞ্চ্যাদি সুরগণেরও সদ্গুরু বলিয়া অভিহিত। স্থানান্তরেও কথিত আছে, কি দক্ষ প্রভৃতি পিতৃবর্গ, কি দেবেন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ, সকলেই শ্রীহরির কিঙ্কর; সুতরাং উহাঁদিগের ভুক্তাবশেষ হরির উদ্দেশে অর্পণ করিতে নাই। ১০১। এইরূপে আবশ্যকীয় ক্রিয়া সমাধান্তে বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া বন্ধুবান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হওত মহাপ্রসাদ সেবন করিবে। ১০২। প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, যাহারা কর্ম্মজড় অর্থাৎ বৈষ্ণব নহে, তাহাদিগকে অনিবেদিত দ্রব্য দান কিংবা অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করত বৈষ্ণবদিগকে শ্রীহরির নৈবেদ্য প্রদান করিবে। ১০৩। বৈষ্ণবতন্ত্রেও লিখিত আছে, বিদ্ধোপবাসী কর্ম্মজড় অবৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নৈবেদ্যবিশেষের কিয়দংশ প্রদান

কিঞ্চ।—

যো মোহাদথবালস্যাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনং। ভুঙ্‌ক্তে স যাতি নরকং শূকরেষ্বিহ জায়তে॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

এককালং দ্বিকালংবা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিং। অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্ নরকাণি ব্রজেন্নরঃ॥১০৬॥

নারদীয়ে চ।—

প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনং সায়ং বিষ্ণুপূজা স্মৃতা বুধৈঃ। অশক্তো বিস্তরেণৈব প্রাতঃ সম্পূজ্য কেশবং॥
মধ্যাহ্নে চৈব সায়ঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিমপি ক্ষিপেৎ। মধ্যাহ্নে বা বিস্তরেণ সংক্ষেপেণাথ বা হরিং।
সংভোজ্য ভোজনং কুর্য্যাদন্যথা নরকং ব্রজেৎ॥

অথানর্পিত-ভোগনিষেধঃ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

ন ত্বেবাপূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং জনার্দ্দনং। ন তৎ স্বয়ং সমশ্নীয়াৎ যদ্বিষ্ণৌ ন নিবেদয়েৎ॥

শৌবানেতি বক্তব্যে শ্বানেত্যার্ষং। কচিচ্চ শুন ইতি পাঠঃ॥১০৫॥ অপূজ্য অপূজয়িত্বা॥১০৬॥

করাও সুধী ব্যক্তির কদাচ কর্ত্তব্য নহে; তাহাদিগকে দিলে তাহার নরকগতি হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, হে মহাভাগ! দেবধৃত নির্ম্মাল্য কিংবা দেব নৈবেদ্য অবৈষ্ণব-ব্যক্তিকে অর্পণ না করিলে হরি তৎপ্রতি প্রীত থাকেন। ১০৪। কৃষ্ণার্চ্চনা না করিয়া ভোজন করা কদাচ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে এবং অগ্রে হরিকে নিবেদন না করিয়াও কোন দ্রব্য কিয়দংশ প্রমাণেও স্বয়ং ভোগ করিতে নাই।

অনন্তর পূজা ব্যতিরেকে ভোজন-দোষ কথিত হইতেছে।—কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, হরির পূজা না করিয়া আহার করিলে সেই সমস্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির অন্ন কুক্কুরের পুরীষসদৃশ হয় এবং জল মদ্যতুল্য হইয়া থাকে। ১০৫। আরও লিখিত আছে, প্রমাদবশে কিংবা আলস্যবশে হরির অর্চ্চনা না করিয়া আহার করিলে নিরয়গামী হইতে হয় এবং ভূলোকে শূকর-যোনিতে দেহ ধারণ করিতে হইয়া থাকে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, এককাল কিংবা দ্বিকাল অথবা ত্রিকাল গোবিন্দের অর্চ্চনা করা মানবের কর্ত্তব্য, হরির অর্চ্চনা না করিয়া আহার করিলে নিরয়ে পতিত হইতে হয়। ১০৬। নারদপুরাণে কথিত আছে, প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংসময়ে এই তিনবার হরির অর্চ্চনা করা বিধেয় বলিয়া সুধীগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহুল্যরূপে অর্চ্চনায় অক্ষম হইলে কেবলমাত্র প্রভাতে পূজা করত মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংসময়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই পূজা সাধিত হয়। কিংবা মধ্যাহ্নসময়ে শ্রীহরিকে বিস্তররূপে বা সংক্ষেপে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে, ইহার বিপরীত হইলে নিরয়গামী হইতে হয়।

অতঃপর অনর্পিত-ভোগনিষেধ বিবৃত হইতেছে অর্থাৎ যাহা ঈশ্বরে অর্পিত হয় নাই, এরূপ দ্রব্য ভোগ যে নিষিদ্ধ, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, পরমেশ্বর হরির অর্চ্চনা না করিয়া আহার করিতে নাই এবং যে বস্তু হরির উদ্দেশে প্রদত্ত

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।—
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধং। অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতং॥ ১০৭॥
অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা॥১০৮॥
পাদ্মে গৌতমাম্বরীষসংবাদে।—

অম্বরীষ গৃহে পক্বং যদভীষ্টং সদাত্মনঃ। অনিবেদ্য হরের্ভুঞ্জন্ সপ্তকল্পানি নারকী॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবোমাসংবাদে।—

অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ। অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংসসদৃশং ভবেৎ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ।—

অনিবেদ্য তু যো ভুঙ্‌ক্তে হরয়ে পরমাত্মনে। মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ॥

অতএব গৌতমাম্বরীষসংবাদে এব।—

অম্বরীষ নবং বস্ত্রং ফলমন্নং রসাদিকং। কৃত্বা বিষ্ণূপভুক্তন্তু সদা সেব্যং হি বৈষ্ণবৈঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নিপুরাণয়োঃ।—

গন্ধান্নবরভক্ষ্যাংশ্চ স্রজো বাসাংসি ভূষণং। দত্ত্বা তু দেবদেবায় তচ্ছেষাণ্যুপভুঞ্জতে॥১০৯॥

গারুড়ে।— পাদোদকং পিবেন্নিত্যং নৈবেদ্যং ভক্ষয়েদ্ধরেঃ।
শেষাশ্চ মস্তকে ধার্য্যা ইতি বেদানুশাসনং॥ ১১০॥

আহারায় নিজোপভোগায়॥ ১০৭॥ বিষ্ণোরুপভোগ্যং কৃত্বা যথাবিধ্যর্পণাদিনা তং ভোজয়িত্বেত্যর্থঃ॥ ১০৮॥ গন্ধান্ অন্নানি বরভক্ষ্যাংশ্চ মোদকাদীন্ উপভুঞ্জতে সাধব ইতি

হয় নাই, তাহাও নিজে ভোজন করা অনুচিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে, পত্র, ফুল, ফল, জল, অন্নপানাদি, ঔষধ এবং যে দ্রব্য আপনার উপভোগার্থ স্থিরীকৃত হয়, বিনা নিবেদনে তাহা ভোজন করা অকর্ত্তব্য। ১০৭। অনিবেদিত দ্রব্য উপভোগ করিলে বিনা প্রায়শ্চিত্তে মানবের শুদ্ধিলাভ হয় না; সুতরাং সর্ব্বদাই যাবতীয় বস্তু হরিকে নিবেদন পূর্ব্বক ভোজন করিবে। ১০৮। পদ্মপুরাণে গৌতমাম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে, হে অম্বরীষ! আত্মবাঞ্ছিত যে কোন বস্তু গৃহে সতত পক্ব হয়, জনার্দ্দনের উদ্দেশে তাহা না দিয়া ভোজন করিলে সপ্তকল্প নিরয়যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত পুরাণের উত্তর-খণ্ডে শিবোমা-সংবাদে লিখিত আছে, অবৈষ্ণব ব্যক্তির অন্ন, পতিতের অন্ন এবং হরির উদ্দেশে অনিবেদিত অন্ন কুক্কুরমাংসের তুল্য। বিষ্ণুস্মৃতিতে উক্ত আছে, পরমাত্মা জনার্দ্দনকে না দিয়া আহার করিলে পিতৃকুল অসীম কাল যাবৎ নিরয়ে পচ্যমান হয়। এই হেতুই গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে, হে অম্বরীষ! নব বসন, ফল, অন্ন ও রসাদি যাবতীয় বস্তু হরিকে দিয়া অবশেষ ভোগ করাই সাধুগণের বাঞ্ছনীয়। ১০৯। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রত্যহ হরিপাদোদক পান করিবে, প্রত্যহ হরি-নৈবেদ্য সেবন করিবে এবং প্রত্যহ শিরোদেশে তুলস্যাদি ধারণ করিবে, বেদে এইরূপ আদেশ

ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসবনব্রতপ্রসঙ্গে।—

উদ্বাস্য দেবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ। অদ্যাদাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ১১১॥

অষ্টমস্কন্ধে চ পয়োব্রতপ্রসঙ্গে। - নিবেদিতং তদ্ভক্তায় দদ্যাৎ ভুঞ্জীত বা স্বয়ং॥ ১১২॥

গৌতমীয়তন্ত্রে।—

শুদ্ধোপচারসম্ভারৈর্নিত্যশো হরিমর্চ্চয়েৎ। নিবেদ্য কৃষ্ণায় বিধিবদন্নং ভুঞ্জীত তৎ স্বয়ং।

অথবা সাত্বতে দদ্যাদ্‌যদি লভ্যেত ভক্তিতঃ॥

শরৎপ্রদীপে চ।—

ভক্তক্ষণক্ষণো দেবঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি। স্বভোজ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদি-দুর্ল্লভং॥১১৩॥

সদাচারো দর্শিতঃ॥ ১০৯॥ শেষাশ্চ তুলস্যাদয়ঃ॥ ১১০॥ দেবং ভগবন্তং স্বে ধাম্নি স্বহৃদয়ে অগ্রতঃ প্রাক্ উদ্বাস্য বিসর্জ্য॥ ১১১॥ তদ্ভক্তায় বৈষ্ণবায়॥ ১১২॥ এবমনর্পিতোপভোগ-দোষজাতং দর্শয়িত্বা তেন চ নিবেদিতস্যৈবোপভোগং বিলিখ্যাধুনা তদেব দ্রঢ়য়ন্ ভগবদর্পিতস্য গ্রহণেঽপি দত্তাপহারদোষো ন প্রসজ্যেতেতি ভগবৎবাৎসল্যভরতো ন্যায়ান্তরেণ সাধয়তি ভক্তেতি। ভক্তস্য ক্ষণঃ অবসর এব উৎসব এব বা ক্ষণো যস্য। স্ববেশ্মনি স্থিতেন যা স্মৃতিঃ সৈব সেবা। স্বভোজ্যস্য নিজভক্ষ্যস্যৈবার্পণং যত্তদেব তস্মৈ দানং। এবং সুসেব্যত্বং ভক্তবাৎসল্যঞ্চোক্তং। তৎফলঞ্চ ইন্দ্রাদিদুর্ল্লভং স্যাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকপ্রাপ্তেঃ। এবঞ্চার্পণদানয়োর্ভেদোঽপ্যভিহিতঃ; যতো নৃপাদিভ্যঃ সুদাসাদিভিরিব ভগবতো ভৃত্যৈর্দ্রব্যাণামর্পণমেব ক্রিয়তে ন তু দানং তস্যৈব সর্ব্বদ্রব্যাদিস্বামিত্বেন তেষাং তত্র স্বত্বাভাবাৎ। ততো ভগবতে যদ্দীয়তে তদর্পণমিত্যুচ্যতে ন তু দানমিতি। অতএব পাদ্যাদ্যুপচারং, কল্পয়ামীত্যেব সৎসম্প্রদায়প্রয়োগঃ। এবঞ্চ দদ্যাৎ পুংরূপতুষ্টিদমিত্যাদৌ দানশব্দস্যার্পণমেবার্থোঽবগন্তব্যঃ। ন চ শঙ্কনীয়ং স্বত্বাভাবে পিত্রাদিভ্যঃ কথং তদ্দানং ঘটতামিতি, মহাপ্রসাদতয়া স্বীকৃতেষু তেষু স্বত্বোৎপত্তেঃ শ্রাদ্ধাদিবিধিবলেন তৎকল্পনাদ্বা। ন চ বক্তব্যম্ উচ্ছিষ্টদ্রব্যদানেন শ্রাদ্ধাদৌ গৌণ্যাপত্তিরিতি ভগবদর্পণেন দ্রব্যসংস্কার-বিশেষসম্পত্ত্যা ফলবিশেষজনকত্বেন পরমমুখ্যতাপত্তেঃ। এতচ্চ পূর্ব্বং সূচিতমেব তৎফলঞ্চ লিখিতং। ইত্থঞ্চ, তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদেত্যাদৌ ওদনঃ পক্ত্বা ভুঞ্জাত ইত্যাদিবৎ

নিরূপিত আছে। ১১০। ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসনব্রত-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, অনন্তর দেবদেবকে তদীয় স্বধামে নিবসতির জন্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধ্যর্থ ও নিখিল কামসমৃদ্ধ্যর্থ অগ্রে প্রভুকে নিবেদিত দ্রব্যের কিয়দংশ সেবন করিবে ১১২। ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে পয়োব্রতপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, তৎপরে প্রভুর উদ্দেশে অর্পিত বস্তুসমূহ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ জনগণকে ভোজন করাইবে কিংবা নিজে ভোজন করিবে। ১১২। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে, প্রত্যহই বিশুদ্ধ উপচারসমূহে জনার্দ্দনের পূজা করিতে হয়। বিধানে শ্রীহরির উদ্দেশে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক সেই নিবেদিতান্ন নিজে ভোজন করিবে, অথবা বৈষ্ণবপ্রাপ্তি ঘটিলে ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহাকেই প্রদান করিবে। শরৎপ্রদীপে লিখিত আছে, ভক্তবর্গের

অথ নৈবেদ্যভক্ষণবিধিঃ।

দৃষ্ট্বা মহাপ্রসাদান্নং তৎ প্রাঙ্‌নত্বাভিমন্ত্রয়েৎ। স্বেষ্টনাম্না ততো মূলমনুনা বারসপ্তকং ॥ ১১৪॥
ধর্ম্মরাজাদিভাগঞ্চাপাস্য শ্রীচরণামৃতং। তুলসীঞ্চাত্র নিক্ষিপ্য শ্লোকান্ সংকীর্ত্তয়েদিমান্ ॥১১৫॥
যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ। সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরেস্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥
কিঞ্চ।—যস্য নাম্না বিনশ্যন্তি মহাপাতকরাশয়ঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥
উচ্ছিষ্টভোজিনস্তস্য বয়মদ্ভুতকর্ম্মণঃ। যো বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পূতনাদীনপাতয়ৎ ॥
একাদশস্কন্ধে।—
ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥ ১১৬॥
ততোঽমৃতোপস্তরণমসীত্যুক্ত্বা যথাবিধি। পঞ্চ প্রাণাহুতীঃ কৃত্বা ভুঞ্জীত পুরতঃ প্রভোঃ ॥১১৭॥

এককর্ম্মত্বেন যন্নিবেদ্যতে তদেব ভুঞ্জীতেত্যর্থো নিতরাং সিদ্ধঃ, ন ত্বন্যৎ নিবেদ্য অন্যদ্ভুঞ্জীতেতি পৃথক্‌কর্ম্মান্তরকল্পনদোষাপত্তেঃ, অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতমিত্যাদিনা বিরোধাচ্চ। অতএব তত্ত্ববিদঃ সাধবঃ পক্কান্নাদিকমশেষমেব ভগবদগ্রে নীত্বা পরিবেষ্য বিধিবদর্পয়ন্তি। যচ্চ বাহুল্যেন পরিবেষণাদ্যশক্ত্যা রন্ধন-পাত্রাদৌ তিষ্ঠেৎ, তদপি শঙ্খোদক-তুলসীদল-নিক্ষেপণাদিনা বিনিবেদিততামাপাদয়তীতি দিক্ ॥ ১১৩ ॥

প্রাক্ প্রথমং নত্বা অভিবন্দ্য তদন্নং গায়ত্র্যা অভিমন্ত্রয়েৎ। ততস্তদনন্তরং মূলমন্ত্রেণ সপ্ত বারান্ অভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১১৪ ॥ আদিশব্দেন পিত্রাদয়ঃ। অপাস্য তদন্নাদপনীয় শ্রীচরণামৃতং ভগবৎপাদোদকং। অত্র মন্ত্রে ॥ ১১৫ ॥ তাংস্তান্ অনির্ব্বাচ্যবলপরাক্রমাদিযুক্তান্। যেন লীলা-বরাহেণ হিরণ্যাক্ষো নিপাতিত ইত্যেতৎ পদ্যার্দ্ধং পঠন্তি, তচ্চ নিজেষ্টদেবলীলানুসারেণেতি জ্ঞেয়ং ॥ ১১৬ ॥ প্রভোর্ভগবতঃ পুরতোঽগ্রে ভুঞ্জীত, যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেরিতি স্কান্দোক্তেঃ। যচ্চ বারাহে শয়নং ভোজনঞ্চাগ্র ইত্যাদ্যপরাধেষূক্তং তদপি বহির্দেবালয়ে শ্রীমূর্ত্তিপূজাবিষয়ং, ন তু স্বগৃহে শালগ্রামশিলাপূজাবিষয়মিতি বিবেচনীয়ং। এতচ্চ পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ১১৭ ॥

উৎসবই শ্রীহরির উৎসবস্বরূপ, স্বীয় গৃহে থাকিয়া হরিস্মরণই শ্রীহরিসেবা এবং স্বীয় ভক্ষ্য বস্তুর অর্পণই শ্রীহরিকে দান বলিয়া অভিহিত। এই সকলের ফল দেবেন্দ্র-প্রমুখ সুরগণের পক্ষেও দুর্লভ। ১১৩।

অতঃপর নৈবেদ্যসেবনবিধি কথিত হইতেছে।—প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্ন দৃষ্টিগোচর পূর্ব্বক বন্দনা করিয়া গায়ত্রী পাঠ দ্বারা তাহা অভিমন্ত্রিত করত মূলমন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিবে। ১১৪। পরে উক্ত মহাপ্রসাদান্ন হইতে ধর্ম্মরাজ প্রভৃতির অংশ অপসারিত করত তুলসীপত্র ও চরণোদক তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে; তৎপরে বক্ষ্যমাণ শ্লোকসমূহ উচ্চারণ করিতে হয়। ১১৫। যথা,—ব্রহ্মা প্রভৃতি নিষ্পাপ ঋষিবর্গ ও সিদ্ধসংঘ যাঁহার উচ্ছিষ্টাহারী, আমাকে সেই গোবিন্দের উচ্ছিষ্টভোজী জানিবে। যাঁহার নামোচ্চারণ দ্বারা পুঞ্জীকৃত মহাপাপের বিলয় হয়, আমাদিগকে সেই শ্রীহরির উচ্ছিষ্টভোজী জানিবে। বাল্যলীলাকালে যাঁহার হস্তে পূতনাদি

তত্র চ বিশেষঃ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগরসংবাদে।—প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী ॥ ১১৮ ॥
পুণ্যগন্ধধরঃ শস্তমাল্যধারী নরেশ্বর। নৈকবস্ত্রধরোঽথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ ॥
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্‌মুখঃ। প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি ন চৈবান্যমুখো নরঃ ॥১১৯॥
দত্ত্বা তু ভক্তং শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী। প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ ॥ ১২০ ॥
নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর। নাকালে নাতিসংকীর্ণে দত্ত্বাগ্রঞ্চ নরোঽগ্নয়ে ॥
নাশেষং পুরুষোঽশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে ॥ ১২১ ॥
মধ্বম্বুদধি-সর্পিভ্যঃ শক্তুভ্যশ্চ বিবেকবান্। অশ্নীয়াৎ তন্ময়ো ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসং ॥ ১২২ ॥

গৃহীতি পূর্ব্বং সর্ব্বত্র গৃহস্থকৃত্যলিখনাদত্রাপি যুক্তমেব তৎ, দ্রব্যসমর্পণাদিযোগ্যত্বেন পূজা-বিধৌ তস্যৈব প্রাধান্যাৎ। ভগবদর্থত্যক্তপরিগ্রহস্য চ বিরক্তস্য যথালাভং ভগবন্তং পূজয়তো ন তাদৃশো বিধিনিষেধাবকাশঃ কল্প্যত ইতি শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্র-প্রসিদ্ধমেব কিঞ্চিৎ প্রাক্ লিখিত-মগ্রে চ লেখ্যমিতি ॥ ১১৮ ॥ প্রাঙ্‌মুখ উদঙ্‌মুখো বা ভুঞ্জীত ॥ ১১৯ ॥ প্রশস্তং ভগবন্নিবেদনাৎ ॥১২০॥ আসন্দী দারুময়ত্রিপদী। অদেশে অযোগ্যস্থানে। অকালে সন্ধ্যাদিসময়ে। আকাশ ইতি পাঠে অনাবৃতে। অগ্রমন্নং দত্ত্বা পরিশিষ্টস্যান্নস্য কিঞ্চিদগ্নৌ ক্ষিপ্ত্বা ॥ ১২১ ॥ তন্ময়ো ভূত্বাঽন্নে

বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদিগকে সেই বিচিত্রকর্ম্মা হরির উচ্ছিষ্টভোজী বলিয়া জানিবে। একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে, আমাদিগকে ত্বদীয় কিঙ্কর বলিয়া জানিবে, আমরা ত্বদুদ্দেশে নিবেদিত মাল্য, চন্দন, বসন ও বিভূষণাদিতে সমলঙ্কৃত হইয়া ত্বদীয় উচ্ছিষ্ট সেবন পূর্ব্বক তোমার মায়াকে জয় করিব। ১১৬। তৎপরে বিধানে অমৃতোপস্তরণমসি মন্ত্র পাঠ করিয়া বায়ুপঞ্চকের উদ্দেশে আহুতি দিবে এবং দেবদেবের পুরোভাগে আহার করিবে। ১১৭।

উক্ত-বিষয়ক বিশেষবিধি ব্যক্ত হইতেছে।—বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব সগরসংবাদে লিখিত আছে, প্রশস্তরত্নপাণি হইয়া বিশুদ্ধভাবে আহার করাই গৃহীর বিধেয়। ১১৮। হে মনুজেশ্বর! আহার-কালে অঙ্গে পবিত্র গন্ধ লেপন করিতে হয়, গলদেশে মাল্যধারণ করিতে হয় এবং আর্দ্রহস্ত, আর্দ্রচরণ, পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া প্রফুল্লমুখে সন্তুষ্টমনে আহার করিবে। একবস্ত্রে আহার নিষিদ্ধ। অগ্ন্যাদি কোণাভিমুখে বসিয়া আহার করিবে না; এবং পূর্ব্বমুখ ও উত্তরমুখ হইয়া আহার করিবে, অপরদিকে মুখ করিয়াও আহার করিতে নাই। ১১৯। হে রাজন্! শিষ্য ও ক্ষুধার্ত্তগণকে অন্ন দিয়া রোষশূন্যহৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রশস্ত পাত্রে আহার করাই গৃহীর উচিত।১২০। হে নৃপতে! কাষ্ঠনির্ম্মিত ত্রিপদীর উপরিভাগে আহারীয় পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক আহার করিতে নাই, অযোগ্য স্থলেও আহার করিবে না, অসময়ে (সন্ধ্যাদিকালেও) আহার অনুচিত এবং অতীব সংকীর্ণ স্থলেও ভোজন নিষিদ্ধ। নিবেদিতাবশিষ্ট অন্নের কিয়দংশ অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিয়া আহার করিতে হয়; পরন্তু পাত্রে কিয়দংশ রাখিয়া ভোজন করিবে, একেবারে নিঃশেষে ভোজন করিতে নাই। ১২১। মধু, জল, দধি, ঘৃত ও শক্তু ইত্যাদি দ্রব্যের ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া অন্নোপরি মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক অগ্রে মধুর-

লবণাম্লে তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকাংস্ততঃ। প্রাগ্দ্রবং পুরুষোঽশ্নীয়াৎ মধ্যে চ কঠিনাশনং॥
অন্তে পুনর্দ্রবাশী তু বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি। পঞ্চগ্রাসং মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় তৎ॥
ভুক্ত্বা সম্যগথাচম্য প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা। যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ॥
স্বস্থঃ প্রশান্তচিত্তশ্চ কৃতাসনপরিগ্রহঃ। অভীষ্টদেবতানাঞ্চ কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ॥

অগস্তিরগ্নির্ব্বড়বানলশ্চ, ভুক্তং মযান্নং জরয়ন্ত্বশেষং।
সুখঞ্চ মে তৎ পরিণামসম্ভবং, যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহে॥
বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়-দেহদেহি-প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণামমেতু॥

ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমৃজ্য তথোদরং। অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ॥
কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং।—
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত সূর্য্যাভিমুখমেব বা। আসীনঃ স্বাসনে সিদ্ধে ভূম্যাং পাদৌ নিধায় চ।
আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ। শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে ঋতং ভুঙ্ক্তে উদঙ্মুখঃ॥
পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ ভূমৌ পাত্রং নিধায় চ। উপবাসেন তত্তুল্যং মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥
উপলিপ্তে শুচৌ দেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য বৈ করৌ। আচম্যার্দ্রাননোঽক্রোধঃ পঞ্চার্দ্রো ভোজনঞ্চরেৎ॥
মহাব্যাহৃতিভিস্ত্বন্নং পরিবার্য্যোদকেন তু। অমৃতোপস্তরণমসীত্যপোশানক্রিয়াং চরেৎ॥
স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং প্রাণায়েত্যাহুতিং ততঃ। অপানায় ততো হুত্বা ব্যানায় তদনন্তরং॥
উদানায় ততঃ কুর্য্যাৎ সমানায়েতি পঞ্চমীং। বিজ্ঞায় তত্ত্বমেতেষাং জুহুয়াদাত্মনি দ্বিজাঃ॥
শেষমন্নং যথাকামং ভুঞ্জীত ব্যঞ্জনৈর্যুতং। ধ্যাত্বা তন্মনসা দেবমাত্মানং বৈ প্রজাপতিং॥

অমৃতাপিধানমসীত্যুপরিষ্টাদপঃ পিবেৎ॥

দত্তচিত্তঃ সন্॥১২২॥ প্রত্যঙ্মুখঃ সন্ চেদ্ভুঙ্ক্তে তদা শ্রিয়মেব ভুঙ্ক্তে সর্ব্বসম্পদং লভত ইত্যর্থঃ।

রস আহার করিবে। ১২২। আহারের মধ্যভাগে লবণ ও অম্লরস সেবনীয় এবং কটুতিক্তাদি অন্তে ভোজন করিবে। সর্ব্বাগ্রে দ্রবপদার্থ, মধ্যে কঠিনবস্তু ও শেষে পুনর্ব্বার দ্রবপদার্থ সেবন করিলে বল ও আরোগ্যের হ্রাস হয় না। আহারের প্রারম্ভে পূর্ব্বাস্যে বা উত্তরাস্যে বসিয়া আচমন পূর্ব্বক মৌনভাবে প্রাণাদির তৃপ্ত্যর্থ সর্ব্বপ্রথমে পঞ্চ গ্রাস আহার করিবে, পরে বিধানে ভোজন করত পুনরাচমন করিবে। তৎপরে দুই হাতের আমূল ধৌত করিয়া স্বস্থ ও প্রশান্তমনে আসনোপরি সমাসীন হওত অভীষ্টদেবগণকে স্মরণ করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ দুইটী মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—অগস্তি, অগ্নি ও বড়বাগ্নি ইঁহারা মদীয় ভুক্তান্ন নিঃশেষে জীর্ণ করুন, উঁহারা আহারের পরিপাকজন্য সুখবিধান করুন্ এবং মদীয় দেহ নীরোগ হউক্। যেরূপ পরাৎপর শ্রীবিষ্ণু নিখিল ইন্দ্রিয়, শরীর ও শরীরীর শ্রেষ্ঠ, সেই সত্য দ্বারা এই সকল অন্ন মৎসম্বন্ধে আরোগ্যজনক হইয়া পরিণাম লাভ করুক্। এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত স্বীয় কর দ্বারা জঠরদেশ মার্জ্জনা পূর্ব্বক নিরলস হইয়া পরিশ্রমরহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে, পূর্ব্বাস্য বা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া নিজসিদ্ধাসনে উপবেশন করত ধরাতলে চরণদ্বয়

কিঞ্চ তত্রৈব।—

যদ্ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিতশিরা যচ্চ ভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ। সোপানৎকশ্চ যদ্ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরং॥
নার্দ্ধরাত্রে ন মধ্যাহ্নে নাজীর্ণে নার্দ্রবস্ত্রধৃক্। ন চ ভিন্নাসনগতো ন যানে সংস্থিতোঽপি বা॥
ন ভিন্নভাজনে চৈব ন ভূম্যাং ন চ পাণিষু। অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ॥

কিঞ্চ।—ন বামহস্তেনোদ্ধৃত্য পিবেদ্বক্ত্রেণ বা জলং।

বিষ্ণুস্মৃতৌ।—

পিবতঃ পততে তোয়ং ভাজনে মুখনির্গতং। অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

মার্কণ্ডেয়ে।—

ভুঞ্জীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জানু সদা নরঃ। উপঘাতাদৃতে দোষান্নান্নস্যোদীরয়েদ্বুধঃ॥ ১২৩॥

ঋতং সত্যং বাঞ্ছিতং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। আত্মনি জুহুয়াৎ আত্মনা সহৈষামৈক্যং ভাবয়েদিত্যর্থঃ।

স্থাপন পূর্ব্বক অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। পূর্ব্বাস্য হইয়া আহার করিলে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়, দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করিলে যশোলাভ, পশ্চিমাস্য হইয়া আহার করিলে নিখিল সম্পত্তি-প্রাপ্তি ও উত্তরাস্য হইয়া আহার করিলে অভিলষিত প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভূতলে পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক পঞ্চার্দ্র হইয়া (হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া) আহার করিলে উহা অনশনসদৃশ হইয়া থাকে, সেই আহারে কোনরূপ রোগের আশঙ্কা থাকে না। গোময়োপলিপ্ত বিশুদ্ধ স্থলে, করদ্বয় ও চরণযুগল ধৌত করিয়া, আচমন সহকারে সিক্তমুখ হইয়া এবং রোষ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক আহার করা কর্ত্তব্য। মহাব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃস্বঃ) পাঠ করত সলিলধারা দ্বারা অন্নকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্র পাঠ করত আচমন করিতে হইবে। তদনন্তর স্বাহা-প্রণবসমন্বিত প্রাণায় বলিয়া হোম করিবে অর্থাৎ ওঁ প্রাণায় স্বাহা এই বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে, তৎপরে যথাক্রমে অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চপ্রাণের আহুতি দিতে হয়। হে বিপ্রগণ! এই সমস্ত বিষয়ে বিদিততত্ত্ব হইয়া আপনাতে আহুতি প্রদান করিতে হয়। তদনন্তর যদৃচ্ছাবশে অবশেষ অন্ন ব্যঞ্জনসহকারে আহার করিবে। তৎপরে তদ্গতমনা হইয়া আপনাকে প্রজাপতি দেবতারূপে চিন্তন করত আহারাবশেষে "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয়া আচমন করিবে। উক্ত গ্রন্থের ঐ স্থলে আরও লিখিত আছে যে, শিরোদেশে উষ্ণীষ বন্ধন পূর্ব্বক আহার, অগ্নি প্রভৃতি কোণাভি-মুখ হইয়া আহার এবং চর্ম্মপাদুকাযুক্তপদ হইয়া আহার আসুরিক আহার বলিয়া পরিগণিত। অর্দ্ধরাত্রকালে, মধ্যাহ্নসময়ে, অজীর্ণাবস্থায়, আর্দ্রবসন ধারণ পূর্ব্বক, ভগ্নাসনে বসিয়া, যানারোহণ পূর্ব্বক, ভগ্ন-ভাণ্ডে, মৃত্তিকায় ও হস্তে করিয়া আহার করিতে নাই। অতিভোজন রোগের কারণ, পরমায়ুঃক্ষয়কর, স্বর্গলাভের প্রতিকূল, পাপকর ও লোকবিগর্হিত, সুতরাং অতিভোজন পরিত্যাজ্য। আরও লিখিত আছে, বামকরে পাত্র উঠাইয়া বদন দ্বারা জলপান নিষিদ্ধ। বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে, জলপানসময়ে মুখ হইতে জল বিগলিত হইয়া ভোজন-

অন্যত্র চ।—

হস্তাদৃতেঽম্বুনান্তেনানশ্নন্ পাত্রাদৃতে পিবেৎ। দক্ষিণন্তু পরিত্যজ্য বামে নীরং নিধাপয়েৎ।
অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং পানীয়ঞ্চ সুরাসমং ॥১২৪॥ তৃপ্তো দদ্যাদ্ধি তদন্নং শেষং দুর্গতভৃপ্তয়ে ॥১২৫॥
সম্যগাচম্য দক্ষাজ্ঘ্র্যঙ্গুষ্ঠে বারি নিক্ষিপেৎ। ততঃ সংস্মৃত্য সংতুষ্টঃ পুষ্টিদামিষ্টদেবতাং।
সন্নিকৃষ্টৈর্বৃতঃ শিষ্টৈর্জপেদন্নপতের্মনূন্। অন্নপতেঽন্নস্য নো ধেহীত্যাদি ॥ ১২৬ ॥
ভক্ষয়েদথ তাম্বূলং প্রসাদং বল্লবীপ্রভোঃ। শিষ্টৈরিষ্টৈর্জপেদ্দিব্যং ভগবন্নামমঙ্গলং ॥ ১২৭ ॥

অথ নৈবেদ্য-মাহাত্ম্যং।

বারাহে।—

যো মমৈবার্চ্চনং কৃত্বা তত্র প্রাপণমুত্তমং। শেষমন্নং সমশ্নাতি ততঃ সৌখ্যতরং নু কিং ॥১২৮॥

স্কান্দে।—

তবোপহারং ভুক্ত্বা যঃ সেবতে যজ্ঞপূরুষং। সেবিতং তেন নিয়তং পুরোডাশো মহাধিয়া ॥১২৯॥
কিঞ্চ তত্রৈব।—শঙ্খোদকং তীর্থবরাদ্বরিষ্ঠং, পাদোদকং তীর্থগণাদ্গরিষ্ঠং।
নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটিপুণ্যং, নির্ম্মাল্যশেষং ব্রতদানতুল্যং ॥

তৎ ততঃ ভোজনানন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ১২৩॥ অশ্নন্ ভুঞ্জানঃ সন্ হস্তাদৃতে পাণিং বিনা কেবলং মুখেন জলং ন পিবেৎ। তথা পাত্রং বিনা করাদিনা ন পিবেদিত্যর্থঃ। অন্যথা অভোজ্যাদিকং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৪ ॥ তৃপ্তঃ সমাপ্তভোজনঃ সন্ ॥ ১২৫ ॥ অঙ্গুষ্ঠে বারি নিক্ষিপেৎ। মন্ত্রঃ অঙ্গুষ্ঠেতি ॥১২৬॥ বল্লবীপ্রভোঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদমিতি তন্নিবেদিতমিত্যর্থঃ ॥১২৭॥
প্রাপণমুপহারং তদেবাহ শেষমন্নমিতি ॥ ১২৮ ॥ পুরোডাশঃ যজ্ঞশেষদ্রব্যং ॥ ১২৯ ॥ বিষ্ণো-

---

পাত্রে পড়িলে তত্রস্থ অন্ন অভোজ্য; উহা আহার করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইতে হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে, জানুদেশ মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অন্নগতচিত্ত হইয়া আহার করা কর্ত্তব্য। বায়স-মার্জ্জারাদির উচ্ছিষ্ট ভিন্ন অন্ন সম্বন্ধে অপর কোন প্রকার দোষ পণ্ডিতলোকে কীর্ত্তন করিবেন না। ১২৩। অন্যত্রও লিখিত আছে, হস্ত দ্বারা না ধরিয়া কেবলমাত্র মুখসাহায্যে জল পান করা নিষিদ্ধ এবং জলপাত্র ব্যতীত কেবলমাত্র হাতে করিয়া জল পান করিতে নাই। দক্ষিণ দিক্ পরিহার পূর্ব্বক বামভাগে জল রাখিলে সেই জল মদিরা সদৃশ এবং অন্ন অখাদ্য হয় ॥ ১২৪। দুর্গত জনের তৃপ্ত্যর্থ ভোজনাবসানে ভোজনাবশেষ অন্ন সমর্পণ করিবে। ১২৫। সম্যক্ প্রকারে আচমন পূর্ব্বক দক্ষিণপদের অঙ্গুষ্ঠে জল দিবে; তৎপরে পুষ্টিপ্রদা ইষ্টদেবতার স্মরণ পূর্ব্বক প্রীতিলাভ করিতে হয়। তদনন্তর সন্নিহিত শিষ্টজনগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া "অন্নপতে অন্নস্য" ইত্যাদি অন্নপতি-মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ১২৬। তৎপরে শ্রীহরির প্রসাদীকৃত তাম্বূল সেবন পূর্ব্বক অভিমত শিষ্টজন সমভিব্যাহারে বসিয়া প্রভুর কল্যাণময় অত্যুত্তম নাম জপ করিবে। ১২৭।

অনন্তর নৈবেদ্য-মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে।—বরাহপুরাণে লিখিত আছে, মদীয় পূজা সাধন পূর্ব্বক আমার উদ্দেশে উৎকৃষ্ট উপহার দিয়া শেষ অন্ন আহার করিলে তদপেক্ষা সুখ

নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং, বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তং।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ, প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুত-কোটিপুণ্যং ॥ ১৩০ ॥
ষড়্‌ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতং।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষে যৎ ফলং তদ্ভুঞ্জতাং কলৌ ॥ ১৩১ ॥

কিঞ্চ তত্র শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্যে।—

ভক্ত্যা ভুনক্তি নৈবেদ্যং শালগ্রামশিলার্পিতং। কোটিং মখস্য লভতে ফলং শত-সহস্রশঃ ॥১৩২
ব্রহ্মচারি-গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ। ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
ভুক্ত্বান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ। ভুক্ত্বা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

অগ্নিষ্টোমসহস্রৈস্তু বাজপেয়শতৈরপি। তৎ ফলং প্রাপ্যতে নূনং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥
হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ। পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ॥১৩৩

নৈবেদ্যশেষং পাদজলেন বিমিশ্রিতং সহেতি বা। ক্বচিদ্বিষ্ণোরিত্যত্র সিক্তমিতি বা পাঠঃ ॥১৩০॥ ভুঞ্জতাং বিষ্ণুনৈবেদ্যশেষেণাপি তৎ ফলং ॥ ১৩১ ॥ ভুনক্তি ভুঙ্‌ক্তে। মখস্য কোটিং লভতে স যজ্ঞকোটিং কৃতবানিত্যর্থঃ। তস্য চ কিং ফলমিত্যপেক্ষায়ামাহ ফলমিতি। শতসহস্রশঃ অনন্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা শতসহস্রশো যা যজ্ঞকোটিস্তদ্রূপং ফলং লভতে ॥ ১৩২ ॥ অচ্যুতঃ অচ্যুততুল্য

আর কি হইতে পারে ? ১২৮। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, আপনার উপহার আহার পূর্ব্বক যজ্ঞ-পুরুষের আরাধনা করিলে সেই মহামতি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তু সেবিত হইয়া থাকে। ১২৯। আরও লিখিত আছে, শঙ্খোদক তীর্থোত্তম হইতেও প্রধান, পাদোদক সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, নৈবেদ্যাবশেষ যজ্ঞকোটিজন্য পুণ্যস্বরূপ এবং নির্ম্মাল্যাবশেষ ব্রতের ও দানের সমান। বিষ্ণু-নিবেদিত নৈবেদ্যাবশেষ তুলসী-সমন্বিত ও বিশেষতঃ পাদোদকে অভিষিক্ত করিয়া প্রত্যহ জনার্দ্দনের-পুরোভাগে আহার করিলে দশসহস্র কোটি যজ্ঞের পুণ্য লাভ করিতে পারে। ১৩০। কলিযুগে বিষ্ণু-নিবেদিত নৈবেদ্যাবশেষ আহার করিলে ষণ্মাস অনশনজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৩১। উক্ত পুরাণের শালগ্রামশিলা-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, শালগ্রামশিলায় দত্ত নৈবেদ্যাবশেষ আহার করিলে শত সহস্র কোটি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৩২। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহী, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু, যে কোন আশ্রমীই হউক না কেন, বিষ্ণু নৈবেদ্য ভোজন করিতে কোনরূপ বিচার করিবে না। বিপ্রবংশোদ্ভূত হইয়া বিষ্ণুনৈবেদ্য সেবন করিলে কোটিযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু দেবতান্তরের নৈবেদ্য আহার করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইতে হয়। উক্ত পুরাণের ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, অগ্নিষ্টোম-সহস্র ও অশ্বমেধ-শত অনুষ্ঠানে যে ফল সঞ্চিত হয়, শ্রীহরির নৈবেদ্যশেষ আহার করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীহরির রূপ যে ব্যক্তির হৃদয়ে বিরাজমান, বদনে কৃষ্ণনাম বিরাজিত, বিষ্ণু-নৈবেদ্য জঠরে এবং শিরোদেশে

কিঞ্চ।—　　পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥
কোটিযজ্ঞৈস্তু যৎ পুণ্যং মাসোপোষণকোটিভিঃ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ॥

তুলস্যাশ্চ রজো জুষ্টং নৈবেদ্যস্য চ ভক্ষণং। নির্ম্মাল্যঞ্চ ধৃতং যেন মহাপাতকনাশনং॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে।—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

নবমন্নং ফলং পুষ্পং নিবেদ্য মধুসূদনে। পশ্চাদ্ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যশ্চ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।—

মুকুন্দাশনশেষন্তু যো হি ভুঙ্‌ক্তে দিনে দিনে। সিক্‌থে সিক্‌থে ভবেৎ পুণ্যং চান্দ্রায়ণশতাধিকং॥

অন্যত্রাপি।—　　একাদশীসহস্রৈস্তু মাসোপোষণকোটিভিঃ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ॥ ইতি॥ ১৩৪॥

ইত্যর্থঃ সারূপ্যাদিপ্রাপ্ত্যা। যদ্বা ভক্তিমার্গান্নিজেষ্টাদ্বা চ্যুতো ন ভবতীত্যর্থঃ॥১৩৩॥ একাদশী-সহস্রৈরিত্যনেন তদ্ব্রতগণাদপি ভগবন্নৈবেদ্যভক্ষণস্য মাহাত্ম্যমধিকমুক্তং। যচ্চাগ্রে ভাগবত-লক্ষণে লেখ্যং স্কান্দবচনম্—প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরা ইতি, তচ্চ ভগবন্মহাপ্রসাদব্যতিরিক্তপরমিতি জ্ঞেয়ং। ন চ বক্তব্যং বৈষ্ণবানামনিবেদিতভক্ষণং সদা নিষিদ্ধমেবেতি, যতস্তদ্বচনং ন বৈষ্ণববিষয়ং; কিন্তু প্রাণাত্যয়েঽপি সতি যে নাশ্নন্তি তে ভাগবতা ইতি সামান্যোক্তেঃ। যদ্বা ভগবদ্ভক্তিরেব তদ্ব্রতমিতি বুদ্ধ্যা ভগবৎপ্রীত্যপেক্ষয়া

চরণোদক ও নির্ম্মাল্য বিরাজমান, তাঁহাকে হরির সদৃশ জানিবে। ১৩৩। আরও লিখিত আছে, সুরগণ, সিদ্ধবর্গ ও ঋষিসমূহ শ্রীহরির নৈবেদ্যকে বিশুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং বলিয়া থাকেন যে, দেবতান্তরের নৈবেদ্য আহার করিলে চান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিষ্ণু-নৈবেদ্য সেবন করিলে কোটিযজ্ঞানুষ্ঠানজনিত ও কোটি-মাসোপবাস-জন্য ফল হইয়া থাকে। তুলসীরজোযুক্ত নৈবেদ্য-সেবন ও নির্ম্মাল্য ধারণ করিলে মহাপাপ বিদূরিত হইয়া যায়। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্ন-পানাদি যে কোন বস্তুই হউক্ না কেন, তাহা আহার করিতে কোনরূপ খাদ্যাখাদ্যবিচার করিবে না। হে দ্বিজগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকার, উহা বিষ্ণুর অনুরূপ; বিষ্ণু-নৈবেদ্য-সেবন-বিষয়ে যাহার বিকারোদয় হয়, তাহাকে কুষ্ঠরোগী ও পুত্র-কলত্রহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, সেই নিরয় হইতে আর তাহাকে সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত

ততো যথোক্তমাচম্য তাম্বূলাদি বিভজ্য চ। মহাপ্রসাদং দাস্তেন গৃহ্লীয়াৎ প্রয়তঃ স্বয়ং॥ ১৩৫॥
তথা চ নবমস্কন্ধে শ্রীমদম্বরীষচরিতে।—

কামন্তু দাস্তে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
নৈবেদ্যভক্ষণে যচ্চ নির্ম্মাল্যগ্রহণে চ যৎ।
মাহাত্ম্যমাদৌ লিখিতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বমিহাপি তৎ॥ ১৩৬॥

॥*॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে মহাপ্রসাদো নাম নবমো বিলাসঃ॥৯॥*॥

তত্র মহাপ্রাসাদান্নভক্ষণেনাপি ন দোষঃ কোঽপি প্রসজ্যেতেতি কেষাঞ্চিৎ সতাং মতং। ততশ্চৈতদ্বচনম্ নৈবেদ্যমাহাত্ম্যপরমেব ন তু স্বব্রতনিষেধকমিতি মন্তব্যং। যদ্বা নিজ-বিশ্বাসবিশেষেণ ভগবদধরামৃতমহাপ্রসাদবুদ্ধ্যা তদন্নাত্যুপভোগো ভক্তিরূপাদপ্যেকাদশীব্রতা-দেকান্তিনাং পরমফলত্বেনোপাদেয় ইতি যুক্তমেবোক্তং একাদশীসহস্রৈরিতি॥ ৩৪॥ মহা-প্রসাদরূপং তাম্বূলাদি। আদিশব্দেন স্রক্‌চন্দনাদি। আচম্য প্রয়তঃ সন্ দাস্তেন নিমিত্তেন গৃহ্লীয়াৎ উপযুঞ্জ্যাৎ॥ ১৩৫॥ কামং স্রক্‌চন্দনাদিভোগং চকারেতি পূর্ব্বশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। দাস্তে নিমিত্তে ন তু ভোগেচ্ছয়া। তত্রাপ্যুত্তমশ্লোকজনা বৈষ্ণবাস্তদ্বিষয়া রতিঃ প্রীতি-র্যথা স্যাত্তথা চকারেতি ভগবদ্ভক্ত-বিষয়ক-ভক্তেঃ পরমোপাদেয়ত্বমগ্রে লেখ্যং সূচিতং॥ ১৩৬॥

॥*॥ ইতি নবমবিলাসটীকা॥*॥

আছে, গোবিন্দের উদ্দেশে নূতন অন্ন, ফল ও পুষ্প নিবেদন পূর্ব্বক শেষে নিজে আহার করিলে হরি তৎপ্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত আছে, প্রতিদিন শ্রীহরির নৈবেদ্যাবশেষ সেবন করিলে প্রতিগ্রাসে চান্দ্রায়ণশত অপেক্ষাও পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। অন্যত্রও লিখিত আছে, বিষ্ণু-নৈবেদ্য সেবনমাত্র সহস্রসংখ্য একাদশীব্রতের ও কোটিসংখ্য মাসোপবাসব্রতের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ১৩৪। তৎপরে বিধানে আচমন করিয়া তাম্বূল প্রভৃতি নিবেদন করিবে এবং পবিত্র হইয়া স্বয়ং দাস্যার্থ মহাপ্রসাদ তাম্বূলাদি গ্রহণ করিবে। ১৩৫। ভাগবতের নবমস্কন্ধে শ্রীমদম্বরীষ-চরিতে লিখিত আছে, তিনি স্রক্‌চন্দনাদি-বিষয়-ভোগকে ভগবজ্জনাবলম্বিনী রতি যদ্রূপে হয়, তদ্রূপ করত প্রভু-দাস্যে তৎপর করিতেন, পরন্তু তাহা বিষয়বাসনায় নহে, ভগবৎ-প্রসাদ-স্বীকারার্থমাত্র। এস্থলেও পূর্ব্বকথিত নৈবেদ্য-সেবনজ ও নির্ম্মাল্যগ্রহণজ মাহাত্ম্য অবগত হইতে হইবে। ১৩৬।

মহাপ্রসাদ নামক নবম বিলাস সমাপ্ত।

দশমবিলাসঃ।

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপেভ্যো নমো নমঃ। কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১ ॥
অথ শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং সভাং সবিনয়ং শুভাং। গচ্ছেদ্বৈষ্ণবচিহ্নাঢ্যং পাতুং কৃষ্ণকথাসুধাং ॥ ২ ॥
তথাচ স্মৃতিঃ।— ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠ-সপ্তমকৌ নয়েৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজরসিকেভ্যো নমো নমঃ। বহুধা যততেঽজ্ঞোঽয়ং যেষাং প্রীতিচিকীর্ষয়া ॥ অথ শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদসেবনানন্তরং সৎসঙ্গসেবাং লিখন্ তৎসুসিদ্ধয়ে সতঃ প্রণমতি শ্রীকৃষ্ণেতি। শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাম্ভোজয়োর্মধু ভক্তিরসং পিবন্তীতি তথা তেভ্যঃ শ্রীভগবদ্ভক্তেভ্য ইত্যর্থঃ। নমো নম ইতি বীপ্সা ভক্তিবিশেষেণ। অপীত্যস্য পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ। যেষাং শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপানাং কেনচিদপি প্রকারেণ য আশ্রয়ঃ শরণাগতিঃ তস্মাদপি শ্বা তত্তুল্যঃ পরমনীচজনোঽপীত্যর্থঃ, তস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুনঃ, তেষাং বা শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপানাং গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তাদৃশো ভবেৎ। শ্বাপীত্যনেন চ যথা কমলমধুপানমত্তস্য ভ্রমতো ভ্রমরস্য কথঞ্চিৎ সম্বন্ধাৎ তন্মুখনির্গলন্মধুগন্ধেন কুক্কুরোঽপ্যামোদিতো ভবেদিত্যত্র দৃষ্টান্ত উহ্যঃ। অতস্তল্লক্ষণাদিলিখনরূপসজ্জনাশ্রয়াৎ সৎসঙ্গাখ্যভক্তিবিলাসস্য লিখনমযোগ্যাদপি মত্তঃ সুখং সম্যক্ ঘটেতেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ অথ মহাপ্রসাদাদিগ্রহণানন্তরম্। শুভাং নির্দ্দোষাং সর্ব্বসদ্‌গুণাঢ্যাং চেতার্থঃ। সবিনয়ং যথা স্যাত্তথা গচ্ছেৎ। কিমর্থম্? কৃষ্ণস্য কথৈব সুধা তাং পাতুম্। যদ্যপি ন বোধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিনাঽগ্রতো লেখ্যেন বচনজাতেন সতাং সঙ্গতিমাত্রস্যাপি পরমোপাদেয়ত্বমুক্তং তথাপি ভগবৎকথামৃতরসপানমেব পরমোপাদেয়মিতি কিংবা তস্মিন্ মহন্মুখরিতামধুভিচ্চরিত্র-পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তীত্যাদিন্যায়েন সৎসঙ্গতো ভগবৎকথাসুধাপানং স্বতএব সম্পদ্যত ইতি তৎ-স্বভাবানুভাবমাত্রমত্র লিখিতমিতি দিক্। কথম্ভূতঃ বৈষ্ণবানাং চিহ্নৈঃ হরিমন্দির-তিলক-মালা-মুদ্রাদিভিরাঢ্যঃ যুক্তঃ সন্। অন্যথা বৈষ্ণবাজ্ঞানেন প্রত্যুত্থানাদ্যকরণাৎ সভাসদাং তেষামপরাধাপত্ত্যা তস্যাপ্যপরাধাপত্তেঃ ॥ ২ ॥

ভগবৎপূজানন্তরং মধ্যাহ্নে সৎসঙ্গ ইতি কেষাঞ্চিন্মতং নিরস্যন্ ভোজনানন্তরমেব সৎসঙ্গ ইতি স্বমতং দ্রঢ়য়ন্ স্মৃতিবচনং প্রমাণয়তি ইতিহাসেতি। ইতিহাসো ভারতাদিঃ। ষষ্ঠ-সপ্তমৌ

কোনরূপে যাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সারমেয়সদৃশ অতি হীনজনও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের গন্ধভাগী হয়, কৃষ্ণপাদপদ্মের ভ্রমরসদৃশ সেই সমস্ত ভক্তকুলকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ১। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি গ্রহণান্তে হরিমন্দির-তিলক, মাল্য ও মুদ্রাদি বৈষ্ণবচিহ্নে বিভূষিত হইয়া হরিকথা-সুধা-পান করিবার জন্য বিনয় সহকারে হরিভক্তগণের সভায় গমন করিবে। ২। উক্ত বিষয়ে স্মৃত্যুক্তি আছে যে, মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা অষ্ট অংশে অংশীভূত দিবসের ষষ্ঠ সপ্তম ভাগ যাপন করিবে। ৩।

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি।

সামান্যতঃ লৈঙ্গে।—বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

অত্র বিশেষঃ।

ব্রত-কর্ম্ম-গুণ-জ্ঞান-ভোগজন্মাদিমৎস্বপি। শৈবেষ্বপি চ কৃষ্ণস্য ভক্তাঃ সন্তি তথা তথা ॥৫॥

তত্র ব্রতিষু মধ্যে ভগবদ্ভক্তিহেতুব্রতপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণং ॥

তথা স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে।—

দশমীশেষ-সংযুক্তং দিনং বৈষ্ণববল্লভং। নোপাসতে মহীপাল তে বৈ ভাগবতা নরাঃ ॥ ৬ ॥

প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরাঃ। কুর্ব্বন্তি জাগরং রাত্রৌ সদা ভাগবতা হি তে ॥৭॥

উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং রাত্রৌ জাগরণান্বিতাং। অল্পাস্তু সাধয়েদ্যস্তু স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥

অষ্টধাবিভক্তদিনভাগৌ নয়েৎ। পঞ্চমভাগে গৃহস্থস্য ভোজনবিধানাৎ ॥ ৩ ॥ বিষ্ণুভক্ত-মেব লক্ষয়তি বিষ্ণুরেবেতি। দেবতা ইষ্টদেবত্বেন পূজ্য ইত্যর্থঃ। এষ বৈষ্ণবঃ বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

এবং বিষ্ণুদেবতাকত্বমাত্রেণ সামান্যতো ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ব্রতাদি বিশেষেণ বিশেষতো লক্ষণানি লিখতি ব্রতেতি. ব্রতমুপবাসাদি। কর্ম্ম সদাচারঃ। গুণঃ করুণাদিঃ। জ্ঞানমাত্মানাত্মবিবেকাদি। ভোগঃ বিষয়সেবা। জন্ম সৎকুলোৎপত্ত্যাদি। আদিশব্দাৎ বিদ্যাবিত্তাদিঃ। তদ্যুক্তেষু। যদ্যপি ব্রতাদীনামহেতুত্বাৎ তেষু বিষ্ণুভক্তা ন সম্ভবন্তি, তথাপি তেষু জনেষু মধ্যে তথা শৈবেষ্বপি মধ্যে। চকার উক্তসমুচ্চয়ে। তথা তথা তেন ব্রতাদি-বিশেষেণৈব প্রকারেণ কৃষ্ণস্য ভক্তাঃ সন্তি বর্ত্তন্তে। ব্রতাদিনিষ্ঠতত্তদ-সাম্প্রদায়িকমধ্যে ভগবদ্ভক্তিহেতুভগবদ্ব্রতাদিপরতয়া তত্তদ্বিশেষতো ভগবদ্ভক্তা জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তদেব ক্রমেণ বিবিচ্য লিখতি তত্রেত্যাদিনা হরেঃ প্রিয় ইত্যন্তেন। ভগবদ্ভক্তের্হেতুরিতি একাদশীব্রতাদিভিরেব শ্রবণাদিমুখ্যভক্তিপ্রবৃত্তেঃ। যদ্বা ভক্তির্হেতুর্যস্যাং সা, ভগবদ্ভক্তিং বিনা ভগবদ্ব্রতেষ্বপ্রবৃত্তেরিতি দিক্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্। বৈষ্ণববল্লভং দিনমেকাদশী ॥ ৬ ॥ প্রাণাত্যয়ে মরণ-সঙ্কটেঽপি প্রাপ্তে সতি ॥ ৭ ॥ ভগবদ্ভক্তির্ন

অনন্তর ভগবদ্ভক্তলক্ষণ কথিত হইতেছে।—লিঙ্গপুরাণে সাধারণতঃ লিখিত আছে, বিষ্ণু যাঁহার অভীষ্ট দেব, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যায়। ৪।

উক্ত বিষয়ে বিশেষ কথিত হইতেছে।—যাঁহারা উপবাসাদি ব্রত, সদাচার, করুণা প্রভৃতি গুণ, আত্মানাত্মবিবেকাদি জ্ঞান, বিষয়-সম্ভোগ, সদ্বংশে উৎপত্তি ও বিদ্যাবিত্ত প্রভৃতি-সমন্বিত, তাঁহাদিগের মধ্যে ও শৈবগণাভ্যন্তরেও উল্লিখিত বিশেষপ্রকার ব্রতাদি দ্বারা শ্রীহরির ভক্তগণ বর্ত্তমান আছেন।৫। উক্ত ব্রতিগণমধ্যে ভগবদ্ভক্তিহেতু-ব্রতপরতাকেই ভগবদ্ভক্তলক্ষণ কহে। স্কন্দপুরাণের মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপতে! যাঁহারা দশমীশেষসমন্বিত বিষ্ণুপ্রিয় দিনের (একাদশীর) উপবাস না করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত।৬। মৃত্যু-সঙ্কটেও হরিবাসরে আহার না করিলে এবং ঐ দিনের নিশা জাগরণ করিলে তাঁহারাই ভগব-

ভক্তির্ন বিচ্যুতা যেষাং ন চ্যুতানি ব্রতানি চ। সুপ্রিয়ঃ শ্রীপতির্যেষাং তে স্মৃর্ভাগবতা নরাঃ ॥৮॥
কর্ম্মিষু ভগবদর্পণাদিনা তদাজ্ঞা-বুদ্ধ্যা বা ভক্তিহেতুঃ সদাচারপরতা ॥ ৯ ॥
ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনং। পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ ॥১০॥
অধ্বগন্তু পথিশ্রান্তং কালেঽত্র গৃহমাগতং। যোঽতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বৈষ্ণবঃ স ন সংশয়ঃ ॥১১॥
সদাচাররতাঃ শিষ্টাঃ সর্ব্বভূতানুকম্পকাঃ। শুচয়স্ত্যক্তরাগা যে সদা ভাগবতা হি তে ॥ ১২ ॥
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে।—
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থমেব চ। অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থে তং মন্যে বৈষ্ণবং জনং ॥১৩॥

বিচ্যুতেত্যেতল্লক্ষণং নির্দ্দিশতি ব্রতানি একাদশী-কার্ত্তিকাদি-নিয়মাঃ ন চ্যুতানি নাপধ্বস্তানি। যেষাং ব্রতানাং সম্বন্ধেন শ্রীপতিঃ সুপ্রিয়ঃ স্যাৎ ॥ ৮ ॥ ভগবতি অর্পণং কর্ম্মণস্তৎফলস্য বা নিবেদনং। আদিশব্দাচ্চ ভগবতান্তর্যামিণা প্রেরিতোঽহং করোমীতি দাসভাববিশেষঃ। নন্বেবমপি কর্ম্মণোঽত্যন্তবহিরঙ্গত্বেন তথান্তর্যামিদৃষ্ট্যা সমর্পণাৎ জ্ঞানবিশেষস্পর্শেন চ সাক্ষাদ্ভক্তি-হেতুত্বাভাবাৎ তৎপরত্বেন ভগবদ্ভক্তলক্ষণং ন ঘটত ইত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরং লিখতি। তস্য ভগবতঃ আজ্ঞা, শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইতি বচনাদরেণ তত্তদ্বিহিতকর্ম্মাচরণং, ভগবদাজ্ঞা-প্রতিপালনমেবেতি সিধ্যতি। এবং ভগবদর্পণাদিনা কৃতঃ সদাচারঃ সৎকর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি-হেতু-র্ভবতি অতস্তৎপরতা কর্ম্মিষু মধ্যে ভগবদ্ভক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং ॥ ৯ ॥ ধর্ম্মার্থ-মিত্যাদৌ যদ্যপি সাক্ষাদ্ভগবদর্পণাদিকং ন শ্রূয়তে, তথাপি তে বৈষ্ণবাঃ জ্ঞেয়া ইত্যাদ্যুক্ত্যা তত্র তত্র ভগবদর্পণাদিকমূহ্যমেব। অন্যথা কেবলতত্তৎকর্ম্মনিষ্ঠয়া ভগবৎসম্বন্ধমাত্রাভাবাদ্বৈষ্ণবত্বা-নুপপত্তেঃ। অথবা ধর্ম্মার্থমেব জীবিতং ন তু বিষয়ভোগার্থং, সন্তানার্থমেব মৈথুনং ন তু সুখার্থং, পচনম্ অন্নাদি-পাকক্রিয়া বিপ্রমুখ্যার্থমেব ন তু স্বার্থং। তে বৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবত্বব্যতিরেকেণ তাদৃশশুদ্ধচিত্তত্বাভাবতস্তথাপ্রবৃত্ত্যসম্ভবাদিতি দিক্ ॥ ১০ ॥ ভক্ত্যা ভগবৎপ্রীত্যা ॥ ১১ ॥ শিষ্টাঃ শাস্ত্রপরাঃ। ত্যক্তো রাগঃ কর্ম্মফলাদৌ যৈস্তে। এবঞ্চ ভগবদর্পণমায়াতমেব ॥ ১২ ॥ এবং যস্য

ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হন।৭। যে ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া জাগরণ সহকারে অল্পপ্রমাণে বিশুদ্ধা দ্বাদশী সাধন করেন, তিনিই ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত। যাঁহারা ভক্তি হইতে বিচলিত নহেন, যাঁহারা একাদশীব্রত ভঙ্গ বা কার্ত্তিকাদির নিয়মভঙ্গ না করেন এবং যাঁহারা শ্রীহরিকেই প্রণয়-পাত্র বলিয়া জানেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত।৮। যাঁহারা কর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা যদি ভগবানের প্রতিই কর্ম্মফল অর্পণ করেন, আর এইরূপ জ্ঞানে সদাচারনিষ্ঠ থাকেন যে, শ্রুতিস্মৃতি ভগবানের আদেশ, আমি সেই আদেশ পালন করিতেছি, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে উহাই ভক্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।৯। ধর্ম্মকর্ম্মার্থই যাঁহাদিগের জীবন, সন্তানার্থই যাঁহা-দের মৈথুন, এবং বিপ্রশ্রেষ্ঠগণের জন্যই যাঁহাদের অন্নাদিরন্ধনক্রিয়া সমাহিত হয়, তাঁহা-রাই বৈষ্ণব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।১০। যথাকালে পথশ্রান্ত পথিককে গৃহাগত দেখিয়া যিনি অতিথিবোধে প্রীতমনে তদীয় অর্চ্চনা করেন, নিঃসন্দেহ তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত।১১। সদাচারনিষ্ঠ, শাস্ত্রানুরাগী, সর্ব্বজীবে দয়াবান্, পবিত্র ও কর্ম্মফলপরিত্যাগী ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহই

লৈঙ্গে চ।—

বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তান্ শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রবর্ত্তকান্। প্রীতো ভবতি যো দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবোঽসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

গুণবৎসু ভক্তিহেতুঃ কৃপালুত্বাদি-সদ্গুণশীলতা॥

স্কান্দে তত্রৈব।—

পরদুঃখেনাত্মদুঃখং মন্যন্তে যে নৃপোত্তম। ভগবদ্ধর্ম্মনিরতাস্তে নরা বৈষ্ণবা নৃপ॥ ১৫॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতিসংবাদে।—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং। অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥ ৬॥

পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবস্য পুত্রানুশাসনে।—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ ১৭॥

পুণ্যার্থেঽহোরাত্রাণি ভবন্তি তং॥ ১৩॥ শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকান্॥ ১৪॥ অতস্ত এব নরা ভগবদ্ধর্ম্মনিরতা বৈষ্ণবাঃ। যদ্বা বৈষ্ণবা ইত্যত্র হেতুঃ ভগবতো ধর্ম্মঃ স্বভাবঃ পরদুঃখসহিষ্ণুতাদিস্তত্র নিতরাং মতা ইতি॥১৫॥ যে তিতিক্ষবঃ ক্ষমাশীলাঃ, সুহৃদঃ নিরুপাধ্যুপকারিণঃ, শান্তাঃ ক্রোধাদিরহিতা বিনয়াদিমন্তো বা, সাধু সুশীলমেব ভূষণং যেষাং তে। তুলসীমালাদি সদ্দ্ব্যংবা। তে সাধবঃ ভগবদ্ভক্তা ইত্যর্থঃ। অহং ভক্তপরাধীন ইত্যুপক্রম্য সাধবো হৃদয়ং মহ্যমিত্যাদ্যুপসংহারে বদতা শ্রীভগবতা সাধব এব ভক্তা ইত্যভিব্যঞ্জনাৎ। এবং মহচ্ছব্দেনাপি মুখ্যতয়া ভগবদ্ভক্ত এবাভিধীয়তে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা ইত্যাদিবচনার্থবিচারাৎ। তথা সচ্ছব্দেনাপি ভগবদ্ভক্ত এব। যৎ-পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্ত ইত্যাদিবচনার্থানুসারাদিত্যেষা দিক্॥ ১৬॥ বিমুক্তেঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-

---

প্রভুর ভক্ত বলিয়া গণ্য। ১২। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে, ধর্ম্মার্থই যে ব্যক্তির জীবন, শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ যাঁহার ধর্ম্ম এবং যিনি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানেই দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য। ১৩। লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি শ্রুতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, হরিভক্তিপরায়ণ জনগণকে দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তিত। ১৪। গুণশীল ব্যক্তিতে দয়াদি যে সদ্‌গুণ বিরাজিত থাকে, তাহাই ভগবদ্ভক্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপসত্তম! যাহাদের নিকট পরদুঃখ আত্মদুঃখ বলিয়া উপলব্ধ হয়, সে সকল ভগবদ্ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মারাই বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তিত। ১৫। ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কপিল-দেবহূতিসংবাদে বর্ণিত আছে, তিতিক্ষু, কারুণিক, সর্ব্বজীবের সুহৃদ্, অজাতশত্রু, শান্তচরিত ব্যক্তিরাই সাধু, আর সুশীলতাই তাঁহাদিগের একমাত্র অলঙ্কার। ১৬। পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবের পুত্রানুশাসনে বর্ণিত আছে, হে বৎসগণ! মহৎসেবাই মুক্তির দ্বার এবং যোষিৎ-সঙ্গি সঙ্গই সংসারহেতু বলিয়া সুধীগণ কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে পুত্রগণ! যাঁহারা জীবের সুহৃদ্, প্রশান্ত, রোষহীন, সদাচারনিষ্ঠ ও সর্ব্বজীবে সমচিত্ত,

একাদশস্কন্ধে ভগবৎ-প্রদত্তোদ্ধবপ্রশ্নোত্তরে ॥ .৮ ॥—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্। সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥
কামাক্ষুভিতধীর্দ্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ। অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ। অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে যম-তদ্ভটসংবাদে।—

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ, সমমতিরাত্ম-সুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চলতি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ, স্থিরমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥ ১৯।

জ্ঞানিষু ভক্তিহেতুর্জ্ঞানবত্তা ॥

একাদশে হবিযোগেশ্বরোত্তরে।—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২০ ॥

প্রাপ্তিলক্ষণায়াঃ তমসঃ সংসারস্য নরকস্য বা দ্বারং। সাধবঃ শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ ॥ .৭ ॥ শ্রীভগবতা প্রকর্ষেণ দত্তে উদ্ধবকৃতপ্রশ্নস্য সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোক মতঃ কীদৃগ্‌বিধঃ প্রভো ইত্যস্য উত্তরে প্রতিবচনে ॥ ১৮ ॥ কৃপালুঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ। সর্ব্বদেহিনাং কেষাঞ্চিদপ্যকৃত-দ্রোহঃ। যদ্বা সর্ব্ব-দেহিনাম্ উত্তম-মধ্যম নীচানাং তিতিক্ষুঃ অপরাধসহিষ্ণুঃ। সত্যং সারঃ স্থিরং বলং যস্য সঃ। অন-বদ্যাত্মা অসূয়াদি-রহিতঃ। সুখদুঃখয়োঃ সমঃ। যথাশক্তি সর্ব্বেষামুপকারকঃ। কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ। দান্তঃ সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়ঃ। মৃদুঃ অকঠিনচিত্তঃ। শুচিঃ সদাচারঃ। অকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ। অনীহঃ দৃষ্টক্রিয়াশূন্যঃ। মিতভুক্ লঘ্বাহারঃ। শান্তঃ নিয়তান্তঃকরণঃ। স্থিরঃ স্বধর্ম্মনিয়মাদৌ। মচ্ছরণঃ মদেকাশ্রয়ঃ। মুনির্মননশীলঃ বৃথাবার্ত্তাত্যাগী বা। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ। গভীরাত্মা নির্ব্বিকারঃ। ধৃতিমান্ বিপদ্যপি অকৃপণঃ। জিতষড়্‌গুণঃ, ক্ষুৎ-পিপাসে শোক-মোহৌ জরামৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়ঃ এতে জিতা যেন সঃ। অমানী মানাকাঙ্ক্ষা-রহিতঃ। অন্যেভ্যো মানদঃ। কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ। কারুণিকঃ করুণয়ৈব সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তমানঃ ন তু দৃষ্টলোভেন। কবিঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভগবদ্বর্ণনশীলো বা। যদ্যপ্যেতে পরদুঃখাসহিষ্ণুতাদয়ো গুণাঃ কতিচিদন্যেষ্বপি সম্ভবেয়ুঃ তথাপি যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যাদিন্যায়েন সর্ব্বেষা-মেষাং গুণানাং ভগবদ্ভক্তেষ্বেব সম্যক্ বৃত্তেঃ। কিংবা ভগবদ্ভক্তানাং শুদ্ধসাত্ত্বিকতয়া তেষ্বেব

তাঁহারাই মহৎ বলিয়া অভিহিত। ১৭। একাদশস্কন্ধে উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে ভগবানের উক্তি আছে, ভগবান্ বলিলেন, যাঁহারা কোন জীবের প্রতি কখনও দ্রোহাচরণ না করেন, যাঁহারা তিতিক্ষু, কৃপালু, সত্যসার, অসূয়াহীন, সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, সকলের উপকারী, কামসমূহে অক্ষুব্ধমনাঃ, দান্ত, সরলচিত্ত, সদাচারবান্, অকিঞ্চন, অনীহ, মিতভোজী, শান্ত, স্থির, মদীয় শরণাগত, অপ্রমত্ত, বিকাররহিত, ধৈর্য্যশীল, ক্ষুৎপিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু-জয়ী, বাসনা-রহিত, অমানী, মানপ্রদ, পরপ্রবোধনে সক্ষম, বঞ্চনাশূন্য, কারুণিক ও সম্পূর্ণজ্ঞানী, তাঁহারাই বিষ্ণুভক্ত জানিবে। বিষ্ণুপুরাণে যম-যমদূতসংবাদে লিখিত আছে,

ন যস্য স্বপর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা। সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২১ ॥
জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ। ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥২২
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥২৩॥

নিষ্ঠাব্যাপ্ত্যা তৈস্তু গৈর্ভগবদ্ভক্তত্বং বোধ্যত ইতি দিক্। এবমগ্রেঽপূহ্যং ॥ ১৯ ॥ শ্রীহবি-যোগেশ্বরস্য উত্তরে, অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাং। যথা চরতি যদ্‌ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈ-র্ভগবৎপ্রিয়ঃ ইতি শ্রীনিমিপ্রশ্নস্য প্রতিবচনে। তত্র যদ্ধর্ম্মো যস্মিন্ ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত ইত্যস্যোত্তরং সর্ব্বভূতেষ্বিতি। আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিরিতি তন্ত্রোক্তেঃ আত্মনো হরেঃ সর্ব্বভূতেষু মশকাদিষ্বপি নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানস্য ভগবদ্ভাবং নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যমেব যঃ পশ্যেৎ ন তু তারতম্যং। অয়ঞ্চাত্মজ্ঞানপর ইতি জ্ঞেয়ং প্রকরণবলাৎ। এবমগ্রে ঈশ্বর ইত্যাদিপদ্যদ্বয়েঽপি। অতএব পশ্যেদিতি সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। আত্মজ্ঞানপরস্য তাদৃশভগবজ্‌জ্ঞানাসম্ভবাত্তথা আত্মনি হরাবেব ভূতানি চ যঃ পশ্যেৎ। কথম্ভূতে ভগবতি?— অপ্রচ্যুতৈশ্বর্য্যাদিরূপে ন পুনর্জ্জড়মলিনভূতাশ্রয়ত্বেন জাড্যাদিপ্রসক্ত্যা ঐশ্বর্য্যাদিপ্রচ্যুতিং পশ্যেৎ, স সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং ভগবত্তত্বং পশ্যন্ ভাগবতোত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বিত্তেষু স্বীয়ং পরকীয়ং বেতি আত্মনি চ স্বপরো বেতি ভেদো যস্য নাস্তি যতঃ সর্ব্বভূতেষু সমঃ। ভগবদ্দৃষ্ট্যা ভগবত্তত্ত্বদৃষ্ট্যা বা ব্যবহারাদিনা তুল্যঃ অতএব শান্তঃ ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিঃ সমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধেরিতি ভগবদুক্তেঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। অস্য চ সদা ভগবন্নিষ্ঠত্বেন সর্ব্বত্র সদ্ব্যবহারাদিনা পূর্ব্বোক্তাদপি শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্। অতএব তস্মাদুত্তরো লেখ্য এবমগ্রেঽপি ॥ ২১ ॥ যাবান্ দেশকালাপরিচ্ছিন্নঃ। যশ্চ সর্ব্বাত্মা তং মাং জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা পুনঃ পুনর্জ্জ্ঞাত্বা একান্তভাবেন যে ভজন্তি। যদি চৈবং ব্যাখ্যেয়ং‚যাবান্ নিত্যকৈশোরাদিরূপঃ, যশ্চ শ্রীদেবকীনন্দনযশোদাবৎসলেত্যাদিরূপঃ যাদৃশঃ সহজপরমসৌন্দর্য্যগুণলীলারসবিশেষাশ্রয়ঃ। অন্যৎ সমানম্। ভাবঃ প্রেম এব পূর্ব্বাবস্থা তত্রাপীশ্বরদৃষ্ট্যা ভয়গৌরবাদিনা বিশুদ্ধত্বাভাবাৎ বিশুদ্ধপরমপুরুষার্থরূপপ্রেম্নো ন্যূনঃ অতএব শ্রীস্বামিপাদৈশ্চ তদ্ব্যাখ্যাতং সর্ব্বলক্ষণসারমাহেতি। যদ্বা প্রথমং জ্ঞাত্বা অথানন্তরমজ্ঞাত্বা ভক্তি-পরিপাকেনানুসন্ধায়েতি। যদ্বা অপ্যর্থে অথশব্দঃ। জ্ঞাত্বা ত্বজ্ঞাত্বাপি কেবলমেকান্তিত্বেন যে ভজন্তি পরিচরন্ত্যেব, তদা প্রেমপরতাদৌ পদ্যমেতদ্দ্রষ্টব্যং ॥ ২২ ॥ ঈশ্বরে ভগবতি প্রেম,

---

যিনি নিজ বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট নহেন, যে ব্যক্তি আপনার সুহৃদ্ ও অরিপক্ষে সমবুদ্ধি-বিশিষ্ট, যিনি পরদ্রব্যহারক বা উদ্ধতস্বভাব নহেন, যাঁহার চিত্ত স্থির, তিনিই বিষ্ণুভক্তিমান্ বলিয়া অভিহিত।১৯। জ্ঞানিগণে যে জ্ঞানবত্তা বিদ্যমান থাকে, তাহাই ভক্তির কারণ বলিয়া জানিবে। একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে, হবি বলিলেন, হে নৃপতে! যে ব্যক্তি সর্ব্ব জীবে ভগবদ্ভাব এবং সর্ব্বজীবকে ভগবদাত্মাতে দর্শন করেন, তাঁহাকেই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলা যায়। ২০। স্বীয় ধনে বা পরধনে যাঁহার ভেদজ্ঞান নাই এবং যিনি সকল আত্মাতেই সমজ্ঞান করেন, সর্ব্বভূতকে তুল্য দর্শন করেন আর যিনি শান্তচিত্ত, তাঁহাকেই ভাগবত শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ২১। আমাকে দেশকালপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মা, সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়া পরি-

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥২৪॥
ভোগবৎসু ভক্তিহেতুর্ভোগানাসক্ততা।
গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥২৫॥

তদধীনেষু তদ্ভক্তেষু মৈত্রী সখ্যং, বালিশেষু অজ্ঞেষু কৃপাং দ্বিষৎসু চোপেক্ষাং যৎ করোতি স মধ্যমভাগবত ইত্যর্থঃ তাদৃশভেদদর্শনাৎ। যদ্বা সর্ব্বভূতেষ্বিত্যস্যায়মর্থো দ্রষ্টব্যঃ। আত্মনো যঃ ভগবান্ ইষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য ভাবং প্রেম সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ। তথা যানি সর্ব্বাণি তেষাঞ্চ ভাবং ভগবতি যঃ পশ্যেৎ। তেষাং তদ্ভাবে হেতুঃ আত্মনি আত্মবৎ স্বতো জগতঃ প্রেমাস্পদে। যদ্বা চেতয়িতরি তৎপ্রেরণপ্রসাদেনৈব তদ্ভাব ইত্যর্থঃ। কিংবা আত্মনোঽপি চেতয়িতৃত্বেন তস্য পরমাত্মতয়াত্মনোঽপি সকাশাৎ পরমপ্রেমাস্পদত্বং যুক্তমেবেতি। এবঞ্চ স্বয়ং পরমপ্রেমরসপ্লুততয়া স্বানুমানেনান্যেষ্বপি তথাদৃষ্ট্যাসৌ ভাগবতোত্তম এব ইত্যর্থঃ ইতি। তদপেক্ষয়া চাস্য মধ্যমত্বমুচিতমেব। তাদৃশপ্রেমরাহিত্যেন সর্ব্বত্র তাদৃশদৃষ্ট্যভাবাৎ ইত্থং ব্যাখ্যায় চ পদ্যমিদং প্রেমপরতাদৌ দ্রষ্টব্যং ॥ ২৩ ॥ অর্চ্চায়াং প্রতিমায়ামেব পূজামীহতে করোতি। ন তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ ন সুতরাং করোতি, প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারব্ধঃ অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ শনৈরুত্তমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অর্চ্চায়ামিত্যনেন চ তস্য তত্রার্চ্চাবুদ্ধ্যপগম-সূচনাৎ। পূজ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীরিত্যাদিবচনপ্রমাণেন দোষবিশেষাপত্তেস্তথা বৈভবা-সম্মাননাচ্চ কনিষ্ঠত্বং দর্শিতং। যদ্বা অর্চ্চয়ামিতি নিমিত্তসপ্তমী। পূজার্থমেব হরেঃ পূজাং শ্রদ্ধয়া করোতি তথা অন্যেষু চ দেবতান্তরেষু ভক্তঃ ন চ তদ্ভক্তেষু বৈভবেষু ভক্তঃ। স প্রাকৃতঃ কনিষ্ঠো ভাগবত ইত্যর্থঃ। সোঽপি ভগবৎপূজা-প্রবৃত্ত্যা কালেনোত্তমো ভবতীতি জ্ঞেয়ং। অস্য চ দেবোত্তমাদিজ্ঞানেনৈব কিংবা হরেঃ পূজনেনৈব লোকেষু নিজপূজা স্যাদি-ত্যনেন তৎপূজায়াং প্রবৃত্তের্জ্জানিত্বং গময়তি ॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তো ন গৃহ্ণাত্যেব ইন্দ্রিয়ৈ-রর্থান্ বিষয়ান্ গৃহীত্বাপীত্যপিশব্দার্থঃ। ন দ্বেষ্টি তেষাং দোষবত্ত্বেঽপি সতি ন নিন্দাদিকং করোতীত্যর্থঃ। ন কাঙ্ক্ষতি গুণবত্ত্বেঽপি সতি ন কাময়তে যথোৎপন্নমেব তান্ সেবতে ইত্যর্থঃ ভোগানাসক্তত্বাৎ। তত্রৈব হেতুঃ। ইদমর্থাদিকং সর্ব্বমপি বিষ্ণোর্মায়াং মায়েতি

জ্ঞাত থাকুক আর না থাকুক, অনন্য ভাবে যিনি উপাসনা করেন, তাঁহাকেই মদীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়া বিদিত হইবে।২৩। শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিমাসে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলেও যদি বিষ্ণুভক্ত অথবা অপরকে অর্চ্চনা না করেন, তাঁহাকে প্রাকৃত বলা যায়। তিনি ক্রমে ক্রমে ভক্তির উত্তমাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৪। ভোগযুক্ত ব্যক্তিবর্গে যে ভোগ-বিষয়ে অনাসক্তি, তাহাই ভক্তির কারণ জানিবে। একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে, হে নৃপ! যিনি জনার্দ্দনে নিবিষ্টমনা, তিনি ইন্দ্রিয়যোগে তদর্থ রূপরসাদি গ্রহণ করিয়াও বিশ্বকে বিষ্ণুমায়া বোধে হর্ষ বা দ্বেষ প্রদর্শন না করেন, তাঁহাকেই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলা যায়। ২৫।

সজ্জন্মবিদ্যাদিমৎস্ব ভক্তিহেতুর্নিরভিমানিতা ॥

তত্রৈব।— ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥২৬॥

ভাবাঃ কথঞ্চিদ্ভক্ত্যৈব জ্ঞানানাসক্ত্যমানিতা। ভক্তিনিষ্ঠাপকা জায়াস্ততো হ্যুত্তমতোদিতা ॥২৭॥

শৈবেষু শ্রীশিবকৃষ্ণাভেদকাঃ।

বৃহন্নারদীয়ে।—
শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥২৮॥

পশ্যন্নিতি ॥ ২৫ ॥ জন্ম সৎকুলং। কর্ম্ম তপআদি। বর্ণো বিপ্রত্বাদিঃ। আশ্রমঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিঃ। জাতিঃ মূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠতাদ্যনুলোমজত্বং। তৈরপ্যস্মিন্ ঈদৃশগুণবত্যপি দেহে যস্যাহংভাবঃ মহাকুলীনোঽহমিত্যাদ্যভিমানঃ সজ্জতে, স হরেঃ প্রিয়ঃ ভগবদ্ভক্তোত্তমো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ নন্বেবং নির্ব্বিশেষভগবদ্ভক্তলক্ষণমেবায়াতং। তৎ কুতঃ ? তত্র তত্র এষ ভাগবতোত্তম ইত্যাদিনির্দ্দেশাৎ। তত্রাহ ভাবা ইতি। কথঞ্চিৎ কেনাপি কিঞ্চিৎপরিচর্য্যা৷ভাবাদিনা প্রকারেণ যা ভক্তিস্তয়ৈব ন তু কর্ম্মাদিনা যাস্তাঃ পূর্ব্বলিখিতা জ্ঞানাদয়ো জাতা বা যদি। তত্র জ্ঞানং সর্ব্বভূতেম্বিত্যাদিষু অনাসক্তিশ্চ ভোগানাসক্তত্বং গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরিত্যত্র অমানিতা চ নিরভিমানত্বং ন যস্য জন্মেত্যত্র দর্শিতং। কথম্ভূতাঃ ভক্তেঃ নিষ্ঠাপকাঃ পরিপাকপ্রাপকাঃ। অনেন চ ভক্তের্জাততয়া প্রাপ্তং ভক্তের্জ্ঞানাদিফলত্বং নিরস্তং। ভক্তিজাতাবান্তরফলরূপজ্ঞানাদিপরিকরৈর্ভক্তের্ভক্তিনিষ্ঠাফলত্বাৎ। হিশব্দোঽবধারণে। ততস্তেভ্যস্তদভিপ্রায়েণৈব বা উত্তমতা তেষাম্ উদিতা উদ্গতা তত্র তত্রোক্তা বা। অন্যথা জ্ঞানাদিমাত্রপরত্বেন ভাগবতোত্তমত্বাদ্যনুপপত্তেঃ। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সকারণং বিবৃতমেবাস্তি। অত্র চ তাদৃশজ্ঞানাদ্যনঙ্গীকারেণাসামান্যভক্তমাত্রলক্ষণে তে লিখিতাঃ, তথাপি ভাগবতোত্তম ইত্যাদিকং পূর্ব্বলিখিতভগবদ্ভূতপরাদ্যপেক্ষয়োহমিত্যেষা দিক্ ॥ ২৭ ॥ যথা জ্ঞানাদিসম্প্রদায়েষু ভগবজ্জ্ঞানাদিপরতয়া ভগবদ্ভক্তলক্ষণং লিখিতং, তথা শৈবসম্প্রদায়েষ্বপি শ্রীশিবেন সহ শ্রীকৃষ্ণস্যাভেদকতা অপৃথক্ দর্শনং ভগবদ্ভক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সদ্বংশে যাঁহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যাঁহারা বিদ্যাদিসম্পন্ন, সেই সকল ব্যক্তিতে যে অভিমানশূন্যতা বিরাজমান থাকে, তাহাই ভক্তির প্রতি কারণ জানিবে। উক্ত স্থলেই লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! যিনি পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া জন্মজন্য, কর্ম্মজন্য, বর্ণাশ্রমজন্য বা জাতিজন্য অহংভাব আশ্রয় না করেন, তাঁহাকে কৃষ্ণবল্লভ বলিয়া জানিবে।২৬। উক্ত স্কন্ধেই বর্ণিত আছে, জ্ঞান, অনাসক্তি ও অমানিতাদি ভাবসমূহ কিঞ্চিৎ সেবাদি ভক্তি দ্বারা ভক্তির নিষ্ঠাপক হয়; কাজে কাজেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব হইতে উহাদের উত্তমতা উক্ত হইয়া থাকে। ২৭। শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা শিবে ও কৃষ্ণে অভেদজ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণব বলা যায়। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে, পরমেশ্বর শিব ও পরমাত্মা কৃষ্ণ এই উভয়ে সমবুদ্ধি থাকিলেই তাঁহারা ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।২৮।

অন্যচ্চ তেষাং ভগবচ্ছাস্ত্রার্থপরতাদিকং। সাক্ষাদ্ভক্ত্যাত্মকং মুখ্যং লক্ষণং লিখ্যতেঽধুনা ॥২৯॥

শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতা।

স্কান্দে।—

যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং সদা তিষ্ঠতি সন্নিধৌ। পূজয়ন্তি চ যে নিত্যং তে স্যুর্ভাগবতা নরাঃ ॥৩০॥
যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং জীবিতাদধিকং ভবেৎ। মহাভাগবতাঃ শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুনা কথিতা নরাঃ ॥৩১॥

বৈষ্ণবসম্মাননিষ্ঠা।

লৈঙ্গে।—

বিষ্ণুভক্তমথায়াতং যো দৃষ্ট্বা সুমুখঃ প্রিয়ঃ। প্রণামাদি করোত্যেব বাসুদেবে যথা তথা।
স বৈ ভক্ত ইতি জ্ঞেয়ঃ স পুনাতি জগত্রয়ং॥ রুক্ষাক্ষরা গিরঃ শৃণ্বন্ তথা ভাগবতেরিতাঃ।
প্রণাম-পূর্ব্বকং ক্ষান্ত্বা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ ॥ ৩২ ॥
ভোজনাচ্ছাদনং সর্ব্বং যথাশক্ত্যা করোতি যঃ। বিষ্ণুভক্তস্য সততং স বৈ ভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥

গারুড়ে।—

যেন সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণুভক্ত্যা ভাবো নিবেশিতঃ। বৈষ্ণবেষু কৃতাত্মত্বান্মহাভাগবতো হি সঃ ॥ ৩৩ ॥

যদ্যপি পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রপরেষু ভাগবতশাস্ত্রপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণসিদ্ধেস্তৎকল্পনয়াঽলমিতি শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতাদাবত্রাপি ব্যাখ্যা ঘটতে, তথাপি শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতাদৌ সাক্ষাদেব ভগবদ্ভক্তলক্ষণসিদ্ধেস্তৎকল্পনয়ালং। অতএব লিখতি অন্যচ্চেতি। তেষাং ভগবদ্ভক্তানাং সাক্ষাদ্ভক্ত্যাত্মকং ভক্তিস্বরূপং। অতএব পূর্ব্বং সর্ব্বত্র ভক্তিহেতুরিতি ঘটিতং ॥২৯॥

ভাগবতং ভগবৎপরং শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যং বা ॥ ৩০ ॥ যদ্যপি বৈষ্ণবসংমাননমাত্রমেব ভক্তিহেতুত্বেন পূর্ব্ববৎ ভগবদ্ভক্তলক্ষণং স্যাৎ, তথাপি কদাচিদন্যস্যাপ্যাতিথ্যাদিনা তৎ ঘটিত ইতি ভগবদ্ব্রতপরতাদিবৎ তৎপরত্বাভাবেন ভগবদ্ভক্তত্বহানিপ্রসঙ্গাদত্র নিষ্ঠাশব্দপ্রয়োগঃ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ৩১ ॥

তথেতি পূর্ব্বসমুচ্চয়ে অনির্ব্বচনীয়া ইতি বা। ভাগবতেন বৈষ্ণবেন ঈরিতা উক্তাঃ গিরঃ বাক্যানি শৃণ্বন্নপি। ক্ষান্ত্বা তা গিরঃ সোঢ়্বা বদেৎ সম্ভাষেৎ ॥ ৩২ ॥ যথাশক্ত্যা যথাশক্তি।

ভগবদ্ভক্তগণের অপরাপর ভগবৎশাস্ত্রপরতাদি ভক্তিলক্ষণ থাকিলেও অধুনা সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপ ভগবদ্ভক্তির মুখ্যলক্ষণ লিখিত হইতেছে ॥ ২৯।

অতঃপর ভাগবতশাস্ত্রপরতা।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তির সন্নিধানে নিয়ত ভাগবত শাস্ত্র বিদ্যমান থাকে, আর যাঁহারা সর্ব্বদা ভাগবতের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্ত বলিয়া অভিহিত। ৩০। যাঁহারা ভাগবতশাস্ত্রকে জীবনাপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করেন, শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক সেই সকল মানবশ্রেষ্ঠ মহাভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত। ৩১।

অনন্তর বৈষ্ণবসম্মাননিষ্ঠা কথিত হইতেছে।—লিঙ্গপুরাণে বর্ণিত আছে, বাসুদেবকে যেরূপ প্রণাম করা যায়, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তকে আগমন করিতে দেখিয়া যিনি প্রফুল্লবদনে ও সানন্দে তাঁহাকে প্রণামাদি করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জ্ঞেয় এবং তদ্দ্বারাই ত্রিজগৎ

শ্রীতুলসীসেবানিষ্ঠা।

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীভগবন্মার্কণ্ডেয়-সংবাদে।—

তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা যে নমস্কুর্ব্বতে নরাঃ। তৎকাষ্ঠাঙ্কিতকর্ণা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥
তুলসীগন্ধমাঘ্রায় সন্তোষং কুর্ব্বতে তু যে। তন্মূলমৃদ্ধৃতা যৈশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৩৪॥

শ্রীভগবতঃ কথাপরতা।

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীভগবন্মার্কণ্ডেয়সংবাদে।—

মৎকথাশ্রবণে যেষাং বর্ত্ততে সাত্ত্বিকী মতিঃ। তদ্বক্তরি সুভক্তিশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥

স্কান্দে শ্রীভগবদর্জ্জুনসংবাদে।—

মৎকথাং কুরুতে যস্তু মৎকথাঞ্চ শৃণোতি যঃ। হৃষ্যতে মৎকথায়াঞ্চ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৩৫॥

তৃতীয়স্কন্ধে তত্রৈব।—

মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ। তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতসঃ॥ ৩৬॥

যদ্বা যথা যথাবৎ শক্ত্যা স্বশক্তিং ন্যস্যেত্যর্থঃ॥ ৩৩॥ তস্যাস্তুলস্যা মূলস্য মৃৎ মৃত্তিকা তিলকাদিরূপেণ ভালাদৌ যৈধৃ্তা॥ ৩৪॥ এবং ভক্তিবাহ্যাঙ্গবতাং ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি লিখিত্বেদানীং ভক্ত্যন্তরঙ্গবতাং লক্ষণানি লিখতি মৎকথেত্যাদিনা যাবদেতল্লক্ষণসমাপ্তি। সাত্ত্বিকী কামাদিরহিতা স্থিরা বা। তস্যা মৎকথায়া বক্তরি কথকে॥ ৩৫॥ এতান্ মৎকথায়াঃ শ্রোতৄন্

পবিত্র হয়। ভগবদ্ভক্তের বদনোচ্চারিত কর্কশবচন শুনিয়াও ধৈর্য্যসহকারে প্রণাম পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য করা যায় সন্দেহ নাই। ৩২। নিরন্তর শক্ত্যনুসারে ভগবদ্ভক্তগণের ভোজনাচ্ছাদনাদি নির্ব্বাহিত করিলে নিঃসন্দেহ তিনিই ভগবদ্ভক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। গরুড়পুরাণে বিবৃত আছে, সর্ব্বথা হরিভক্তিতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক বৈষ্ণবের প্রতি আত্মার্পণ করিলে তিনি মহাভাগবত নামে কীর্ত্তিত হন সন্দেহ নাই। ৩৩।

অতঃপর তুলসীসেবানিষ্ঠা কথিত হইতেছে।—বৃহন্নারদীয়পুরাণে ভগবান্ ও মার্কণ্ডেয়-সংবাদে বর্ণিত আছে, যিনি তুলসীবন দেখিয়া প্রণাম ও তুলসীকাষ্ঠ শ্রবণমূলে বহন করেন, তিনিই নিঃসন্দেহ ভগবদ্ভক্তপ্রধান বলিয়া গণ্য। যাঁহারা তুলসীগন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক প্রীত হন ও তন্মূলমৃত্তিকা ভালতটে তিলকরূপে ধারণ করেন, তাঁহাদিগকেই নিঃসন্দেহ ভাগবতোত্তম বলা যায়। ৩৪।

অনন্তর শ্রীভগবানের কথায় তৎপরতা কথিত হইতেছে।—বৃহন্নারদীয় পুরাণে ভগবৎ-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে লিখিত আছে, মৎকথা শুনিয়া যাঁহাদের সাত্ত্বিকী মতি সঞ্চার হয় এবং মৎকথাকীর্ত্তনকারীর প্রতি যাঁহাদিগের সুভক্তি বিদ্যমান থাকে, নিঃসন্দেহ তাঁহারাই ভাগবতোত্তম বলিয়া গণ্য। স্কন্দপুরাণে ভগবৎ-অর্জ্জুন-সংবাদে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি মৎকথা কীর্ত্তন ও মৎকথায় হর্ষপ্রকাশ করেন, তাঁহাকেই ভাগবতোত্তম বলা যায় সন্দেহ নাই। ৩৫। তৃতীয়স্কন্ধের উক্ত স্থানেই লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর অপ্রগল্ভভাবে মদীয় বিশুদ্ধ

নামপরতা।

বৃহন্নারদীয়ে তত্রৈব।—

মন্মানসাশ্চ মদ্ভক্তা মদ্ভক্তজন-লোলুপাঃ। মন্নামশ্রবণাসক্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৩৭॥

যেঽভিনন্দন্তি নামানি হরেঃ শৃণ্বন্তি হর্ষিতাঃ। রোমাঞ্চিতশরীরাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥

তত্রৈবান্যত্র।—

অন্যেষামুদয়ং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি মানবাঃ। হরিনামপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৩৮॥

স্মরণপরতা।

তত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া রাগদ্বেষাদিনিবৃত্ত্যা স্মরণং॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যমতদ্ভটসংবাদে।—

ন চলতি য উচ্চৈঃ শ্রীভগবৎপদারবিন্দে সিতমনাস্তমবেহি বিষ্ণুভক্তং॥ ৩৯॥

বক্ত্রংশ্চ তাপাঃ আধ্যাত্মিকাদয়ঃ ন তপন্তি ন ব্যথয়ন্তি। কুতঃ কথয়ৈব মদ্গতং চেতো যেষাং তান্। যদ্বা যে তাপৈর্নাভিভূয়ন্তে তে সাধব ইত্যত্রার্থো দ্রষ্টব্যঃ সাধুলক্ষণান্তরুক্তত্বাৎ। ততশ্চ শ্রবণাদি ত্রয়ং তাপানভিভূতত্বং চৈকমিত্যেবং লক্ষণচতুষ্টয়মুক্তং। যদ্বা। মদ্গতচেতস ইতি মৎস্মরণপরাংশ্চ ন তপন্তীত্যর্থঃ। এবং ক্রমেণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পরাণাং মাহাত্ম্যং জ্ঞেয়ং। তে সাধব ইতি সাধুলক্ষণান্তঃপাতিত্বাৎ স্বত এবায়াতি॥ ৩৬॥ মদ্ভক্তা ইতি মৎ-সেবাদিপরা ইত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেবং লক্ষণচতুষ্টয়মুক্তং তথাপ্যন্যত্র স্মরণাদিত্রয়বৃত্তেরত্র নামপরতা-প্রকরণে নামশ্রবণাসক্তত্বমেব একং লক্ষণং। তৎ ত্রয়ঞ্চ তত্র দৃষ্টান্তত্বেন জ্ঞেয়ং॥ এবমন্য-ত্রাপি॥ ৩৭॥ নামপরা ইতি নামশ্রবণকীর্ত্তনাদিকারিণ ইত্যর্থঃ॥ ৩৮॥ এবং কথাপরতয়া চ ভগবদ্ভক্তানাং শ্রবণকীর্ত্তনপরত্বং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ন চলতীত্যাদিনা অর্কতাপ ইত্য-ন্তেন স্মরণপরত্বং লিখন্ তত্র বিশেষং লিখতি তত্রেতি। স্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া রাগতো দ্বেষাচ্চ।

কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, আমাতেই তাঁহাদিগের মন নিবিষ্ট হয়; সুতরাং বিবিধ তাপ তাঁহাদিগকে তাপিত করিতে সমর্থ হয় না। ৩৬।

অনন্তর ভগবানের নামে তৎপরতা কথিত হইতেছে।—বৃহন্নারদীয়পুরাণে পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে, মদ্গতমনাঃ, মদ্ভক্ত, মদীয় ভক্তজনের প্রতি লোলুপ এবং মন্নামশ্রবণে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিরাই ভাগবতোত্তম বলিয়া গণনীয় সন্দেহ নাই। ৩৭। ভগবানের নামে যাঁহাদিগের আনন্দোদয় হয়, যাঁহারা হর্ষিত হইয়া হরিনাম আকর্ণন করেন এবং নামশ্রবণে যাঁহারা রোমা-ঞ্চিততনু হন, নিঃসন্দেহ তাঁহারাই ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উক্ত পুরাণের ঐ স্থানেই লিখিত আছে যে, অপরের উন্নতি দর্শনে যাঁহারা অভিনন্দন করেন, আর যাঁহারা হরিনামতৎ-পর, তাঁহারা ভাগবতোত্তম সন্দেহ নাই। ৩৮।

অতঃপর ভগবানের নামস্মরণে তৎপরতাবিষয় বর্ণিত হইতেছে।—সেই বিষয়ে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা রাগদ্বেষাদির অপগম হইলেই স্মরণোদয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে যম-যমদূতসংবাদে লিখিত আছে, অনুদ্ধতস্বভাব, ভগবৎ পাদপদ্মে বিশুদ্ধমনাঃ ব্যক্তিই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া পরি-

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা বিমলমতের্মলিনীকৃতস্তমেনং।
মনসি কৃত-জনার্দ্দনং মনুষ্যং সততমবেহি হরেরতীবভক্তং। ৪০ ॥
কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা তৃণমিব যঃ সমবৈতি পরস্বং।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ পুরুষবরং তমবেহি বিষ্ণুভক্তং ॥ ৪১ ॥
স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক বিষ্ণুর্মনসি নৃণাং ক চ মৎসরাদি-দোষঃ।
ন হি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥ ৪২ ॥

আদিশব্দেন কলিকলুষলোভাদেশ্চ সকাশান্নিবৃত্তিরূপরতিঃ, তয়া যৎ স্মরণং। তত্র তু স্মরণপরং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তং সসাধনং নির্দ্দিশতি ন চলতীতি। উচ্চৈঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কত্বাদতিশয়েন সিতং স্বচ্ছং রাগাদিরহিতং মনো যস্য। যদ্বা প্রস্তাবাদর্থাপত্ত্যা বিষ্ণাবেব। কিংবা উচ্চৈঃ পরমোচ্চতরেঽত্যন্তদুর্ল্লভে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে সিতং বদ্ধং মনো যেন তং বিষ্ণুভক্তং বিদ্ধি। সিতমনস্তস্যাবিজ্ঞেয়ত্বাৎ জ্ঞাপকচিহ্নান্যাহ ন চলতীতি। বিষ্ণোরিয়মাজ্ঞেত্যেবং হি ক্রিয়মাণঃ স্বধর্ম্মো বিষ্ণুং প্রীণয়ন্ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা তদ্ভক্তিহেতুত্বেনাত্র স্মরণস্য সাধনং। শুদ্ধসত্ত্বস্য রাগাদ্যভাবাদাত্মনঃ সুহৃৎপক্ষে বিপক্ষপক্ষে চ সমমতিত্বং পরস্বহরণাদিনিবৃত্তিশ্চ স্বতএব ভবতীতি তদপি তস্য সাধনমুপপদ্যত এব। ততশ্চৈবং ব্যাখ্যেয়ং। যো ন চলতি স উচ্চৈঃ সিতমনাঃ স্যাৎ তঞ্চ বিষ্ণুভক্তং বিদ্ধীতি। তত্র চ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাদীনাং স্বাতন্ত্র্যেণ সর্ব্বেষামপি সাধনত্বং কিংবা যথাসম্ভবং হেতু-হেতুমত্ত্বং দ্রষ্টব্যং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ৩৯ ॥ অস্যৈব প্রপঞ্চঃ কলিকলুষ ইত্যাদিনা। যদ্বা ন হরতি ন চলতীত্যাদিনা পরস্বহরণ-পরদ্রোহ-নিবৃত্তিলক্ষণমাত্র-পাপনিবৃত্তিরুক্তা; ইদানীং কলিকালীনবিবিধপাপবর্গনিবৃত্তিরেব বিষ্ণুভক্তস্য সাধনং স্বভাবং বা লিখতি কলীতি। আত্মা বুদ্ধিঃ মনো বা। মনসাপি পাপং যো নাচরতি কিং পুনর্ব্বাচা কায়েন বেত্যর্থঃ। অতঃ মনসি সততং কৃতো জনার্দ্দনো যেন তং। অতীবেতি পরমত্বস্তর-কলিকালীনপাপপরম্পরয়া প্রমাদাদিনা কথঞ্চিদপ্যস্পর্শাৎ ॥ ৪০ ॥ অধুনা পাপমূললোভরাহিত্যঞ্চ বিষ্ণুভক্তস্য পূর্ব্ববৎ সাধনং স্বভাবো বেত্যাহ কনকমপীতি। পরস্বং কনকমিত্যন্বয়ঃ। অবেক্ষ্য দৃষ্ট্বা বুদ্ধ্যা তৃণমিব সমবৈতি অত্যন্ততুচ্ছবুদ্ধ্যা নাদত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ অধুনা নিঃশেষ-দোষ-রাহিত্যং বিষ্ণুভক্তস্য সাধনাতিশয়ং স্বভাবং বেতি বদন্ তদেব দ্রঢ়য়ন্ বোধবতাস্ত শ্রীভগবান্ ন সুদূরতর ইত্যাহ স্ফটিকেতি। স্ফটিকগিরেঃ শিলেবামলঃ অতো মৎসরাদি-দোষবতাং মনসি বিষ্ণুর্ন সম্ভবত্যেবেতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি ন হীতি। তুহিনময়ূখশ্চন্দ্রস্তস্য রশ্মীনাং পুঞ্জে সতি বিষয়ে

গণিত। ৩৯। কলিকলুষরূপ মল দ্বারা যে বিমলমতির আত্মা মলিনীকৃত হয় নাই, যিনি নিরন্তর হৃদয়পটে ভগবান্‌কে ধারণ করেন, তিনি হরির পরম ভক্ত বলিয়া জ্ঞেয়। ৪০। বিরলে পরকীয় কনক দর্শন করিয়াও যিনি স্বীয় বুদ্ধিযোগে তাহা তৃণবৎ জ্ঞান করেন এবং যাঁহার মন ভগবানেই একান্ত আসক্ত, সেই পুরুষপ্রবরই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জ্ঞেয়। ৪১। স্ফটিকগিরিশিলাসম হরিই বা কোথায় ? আর মানবচিত্তগত মৎসরাদি দোষই বা কোথায় ? অর্থাৎ এই উভয়ের

বিমলমতিরমৎসরঃ প্রশান্তঃ শুচিচরিতোঽখিল-সত্ত্বমিত্রভূতঃ॥
প্রিয়-হিতবচনোঽস্তমানমায়ো বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ॥ ৪৩॥
বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্ ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ॥ ৪৪॥

অন্যবিজয়ে বৈরাগ্যাদিনা চ স্মরণং।

একাদশস্কন্ধে শ্রীহবিযোগেশ্বরোত্তরে।—

দেহেন্দ্রিয়-প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ং ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ॥ ৪৫॥

বা। এবং দৃষ্টান্তেন রূপয়োক্তমন্যোন্যবিরোধিত্বং সাধিতং॥ ৪২॥ অশেষ-সদ্গুণবতামেব চিত্তে ভগবান্ সদা পরিস্ফুরতীত্যতঃ সদ্গুণবত্ত্বৈব তস্য সাধনং স্বভাবো বেতি লিখতি বিমলেতি। অত্র প্রথমপদত্রয়েণান্তঃকরণে সদ্গুণো দর্শিতঃ। বিমলমতেরেব বিবরণং অমৎসরঃ প্রশান্তশ্চ রাগদ্বেষাদিরহিত ইতি। যদ্যপি বিমলমতিত্বেনৈব কামাদ্যরিষড়্গজয়োঽপি বৃত্তঃ তথাপি পরম-দুর্জ্জয়স্য মৎসরদোষস্য জয়ে সত্যেব বিমলমতিতা স্যাৎ ইত্যভিপ্রায়েণামৎসর ইতি পৃথগুক্তিঃ। যদ্বা বিমলমতিত্বে হেতুঃ অমৎসর ইতি। তত্রাপি হেতুঃ প্রশান্ত ইতি। এবমপি তথৈবার্থঃ। কর্ম্মণি সদ্গুণং দর্শয়তি। শুচি শুদ্ধং চরিতং যস্য। কিঞ্চ অখিলানাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং মিত্রভূতঃ স্বভাবতো হিতকারী। বচসি সদ্গুণং দর্শয়তি। প্রিয়ং সর্ব্বেষাং শ্রবণ-মনঃ-সুখাবহং হিতঞ্চ পরিণামেঽপি শুভকরং বচনং যস্য তচ্চ ন দাম্ভিকত্বেন কিন্তু বিশুদ্ধভাবেনৈব। কিঞ্চ তথাপি ন গর্ব্বস্পর্শ ইতি নির্দ্দম্ভনিরহঙ্কারতালক্ষণগুণবিশেষমাহ। অস্তে নিরস্তে মানমায়ে গর্ব্বদম্ভৌ যেন সঃ। যদ্বা মান এব ভগবন্মায়া অবিদ্যামূলকাখিল দোষাণামহঙ্কারপ্রাধান্যাৎ, অহঙ্কার-মূলত্বাচ্চাখিলমায়িকপ্রপঞ্চস্য। অন্যৎ পূর্ব্ববদেব। এবঞ্চ সতি সর্ব্বসদ্গুণমূলনিরহঙ্কারতৈব দর্শিতা॥৪৩॥ রুচিরপ্রসন্নরূপতা চ প্রকটমেব, তস্য লক্ষণং স্বভাব এব বেতি লিখতি বসতীতি। মুখপ্রসাদাদিচিহ্নং তদন্তঃস্থং পরমানন্দঘনং শ্রীবিষ্ণুং সূচয়তীত্যত্রান্যার্থনিদর্শনমাহ ক্ষিতীতি। চারুতয়া কোমলতয়া শালপোতঃ শালবৃক্ষঃ সর্জ্জস্য শিশুর্ব্বা আত্মনোঽন্তঃস্থিতং পরমোত্তমং ক্ষিতিরসং কথয়তি সূচয়তীত্যর্থঃ। এবং চোচ্চৈঃ সিতমনসমিতি মনসি কৃতজনার্দ্দনমিতি ভগবদ-নন্যচেতা ইতি বসতি সদা হৃদি তস্যেত্যাদিনা ভগবচ্ছরণপরতৈবোক্তা। স্বধর্ম্মনিষ্ঠাদীনি চ তস্য স্বাভাবিকানি সাধনানি বা বিবিচ্য দ্রষ্টব্যানীতি পুরা লিখিতমেব। অত্র চ সৌম্যরূপতা প্রায়ো লক্ষণেঽন্তর্ভবতি, অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়েত্যাদ্যুক্তেরিত্যেষা দিক্॥ ৪৪॥

অনেক অন্তর। চন্দ্রমার কিরণজালে কদাচ বহ্নিদীপ্তিজনিত প্রতাপ দৃষ্ট হয় না। ৪২। জনার্দ্দন নিরন্তর অমলবুদ্ধি, নির্ম্মৎসর, প্রশান্ত, বিশুদ্ধাচারবান্, সর্ব্বজীবোপকারী, প্রিয় ও হিতভাষী এবং গর্ব্বদম্ভহীন ব্যক্তির হৃদয়েই অধিষ্ঠিত থাকেন। ৪৩। শালতরু যেরূপ মৃদুত্বনিবন্ধন স্বীয় অন্তর্গত পরমশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরস সূচনা করে, সেইরূপ সনাতন হরি হৃদয়পটে অধিষ্ঠিত হইলে সেই ব্যক্তিও রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। ৪৪।

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ-পদারবিন্দাল্লব নিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ৪৬॥
ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥ ৪৭॥

অন্যবিজয়েন অন্যবৈরাগ্যেণ চ আদিশব্দাৎ শ্রদ্ধাদিনা চ যৎ স্মরণং তৎ। তত্রান্যবিজয়েন স্মরণং দেহেন্দ্রিয়েতি। হরেঃ স্মৃত্যা হেতুনা দেহাদীনাং সংসারধর্ম্মৈর্জন্মাপ্যয়াদিভিঃ কৃত্বা যোঽবিমুহ্যমানঃ ন বাধিতো ভবতি তথা সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্ত্যাদিজয়েনান্যবিস্মরণাৎ স ভাগবত-প্রধানঃ। তত্র দেহস্য জন্মাপ্যয়ৌ প্রাণস্য ক্ষুন্মনসো ভয়ং বুদ্ধেস্তর্ষস্তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়াণাং কৃচ্ছ্রং শ্রমঃ। যদ্বা দেহাদীনাং জন্মাদিভিরন্যৈশ্চ সংসারধর্ম্মৈঃ সুখদুঃখাদিভিরবিমুহ্যমানঃ সন্ যঃ স্মৃত্যা বিশিষ্টো ভবতি। এবং বহুবিঘ্নজয়েন স্মরণপরো ভাগবত-শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ॥ ৪৫॥ অন্য বৈরাগ্যাদিনা স্মরণং ত্রিভুবনেতি ত্রৈলোক্যরাজ্যার্থমপি। যদ্বা ত্রীণি ভুবনানি যস্মাদ্বিধাতুস্তস্য বি‌ভবঃ পারমেষ্ঠ্যং পদং তদর্থমপি। যদ্বা ত্রিভুবনস্যাপি কিমুতাত্মনো যো বিভবঃ ভবাভাবো মোক্ষঃ তদর্থমপি লবার্দ্ধমপি নিমিষার্দ্ধমপি ভগবৎপদারবিন্দভজনাৎ যো ন চলতি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ। নন্বু লবার্দ্ধ নিমিষার্দ্ধ ভজনোপরমে চৈতাবান্ লাভো ভবেৎ,তৎ কুতো ন চলেৎ। তত্রাহ অকুণ্ঠস্মৃতিঃ ভগবৎপদারবিন্দতোঽন্যৎ সারং নাস্তীত্যেবংরূপা অকুণ্ঠা অনপগতা স্মৃতির্যস্য সঃ। ভগবৎপদার-বিন্দাদন্যৎ সারং নাস্তীতি কুতঃ, অত আহ অজিতে হরাবেব আত্মা যেষাং তথাভূতৈঃ সুরাদিভি-রপি দুর্ল্লভাৎ। কিন্তু কেবলং বিমৃগ্যাৎ। তদপেক্ষয়া সর্ব্বস্য তুচ্ছত্বং স্মরন্ যো ন চলতীত্যর্থঃ। যদ্বা ভগবৎপদারবিন্দাৎ হৃদি গৃহীতাৎ ন চলতি ন স্মরণাদ্বিরমতীত্যর্থঃ। ত্রিভুবনবিভবার্থঃ লব-নিমিষার্দ্ধমপি ততোঽচলনে হেতুঃ অকুণ্ঠা অনবচ্ছিন্না স্মৃতির্যস্য। সদৈব ভগবৎ-স্মৃত্যা অন্যস্য মনসি প্রবেশাভাবাদিতি স্মরণস্যৈব পরমপুরুষার্থতামাহ। অজিতম্ অপরিচ্ছেদাদিনা অবশীকৃতং ব্রহ্ম তদাত্মানন্তৎস্বরূপা মুক্তা ইত্যর্থঃ। তাদৃশা যে সুরা ব্রহ্মাদয়ঃ আদিশব্দাৎ মুন্যাদয়শ্চ তৈরপি বিমৃগ্যাৎ বিশেষতঃ প্রার্থ্যাদিতি। অন্যৎ সমানং॥ ৪৬॥ কিঞ্চ বিষয়াভিসন্ধিনা চলনমপি কামেনাতিতাপে সতি ভবেৎ তত্তু ভগবৎসেবানির্বৃতৌ ন সম্ভবতীত্যাহ ভগবত ইতি। উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রী চ তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়ঃ তাসু নখানি তান্যেব মণয়ঃ তেষাং চন্দ্রিকা শীতলা দীপ্তিঃ তয়া নিরস্তঃ কামাদিতাপো যস্মিন্। উপসীদতাং ভজতাং হৃদি কথং পুনঃ স তাপঃ

অন্যবিজয়ে বৈরাগ্যাদি দ্বারা স্মরণবিষয় বর্ণিত হইতেছে। ভাগবতে শ্রীহবিযোগেশ্বরের উত্তরে প্রকাশিত আছে, যে ব্যক্তি ভগবানের স্মরণনিবন্ধন শরীরের উৎপত্তি ও লয়, প্রাণের ক্ষুধা, চিত্তের ভীতি, বুদ্ধির তৃষা এবং ইন্দ্রিয়গ্রামের শ্রমস্বরূপ সংসারধর্ম্ম দ্বারা বিমুহ্যমান নহেন, তাঁহাকেই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলা যায়।৪৫। ঐ একাদশস্কন্ধেই লিখিত আছে, ত্রিভুবনস্থ বিভব কর-গত হইলেও যে ব্যক্তি লবনিমেষার্দ্ধের জন্যও দেবেন্দ্রপ্রমুখ সুরগণের অন্বেষণীয় ভগবৎ-পাদপদ্ম হইতে বিচলিত না হইয়া উক্ত পাদাম্বুজই সার-জ্ঞানে কৃতনিশ্চয় থাকেন, তিনিই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া কীর্ত্তিত। ৪৬। শশাঙ্কোদয়ে যেরূপ ভাস্করতাপ বিদ্যমান থাকে না, সেইরূপ ভগবান্

অথ পূজাপরতা।

স্কান্দে তত্রৈব।—

যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং যজ্ঞেশং বরদং হরিং। দেহিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ সদা ভাগবতা হি তে।

লৈঙ্গে।—বিষ্ণুক্ষেত্রে শুভান্যেব করোতি স্নেহসংযুতঃ।

প্রতিমাঞ্চ হরের্নিত্যং পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্॥

বিষ্ণুভক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।

নারায়ণপরো নিত্যং ভূপো ভাগবতো হি সঃ॥ ৪৮॥

প্রভবতি। চন্দ্রে উদিতে সতি অর্কস্য তাপ ইব। যদ্বা অহো ইতঃ পূর্ব্বং চিরং বঞ্চিত আসং, অহোবত কিঞ্চিত্তাবদ্ভগবদন্তর্দ্ধানং ভবিতা, হা হন্ত কদা সাক্ষাদিমং দ্রক্ষ্যামি ইত্যাদিতাপোঽপি তস্য সদা তৎস্মরণানন্দতো ন স্যাৎ। কুতোঽন্যকামদুঃখমিত্যাহ ভগবত ইতি। উরবো মহান্তো বিক্রমাঃ শকটপরিবর্ত্তনকালিয়মর্দ্দনাদ্যা যস্য তস্যৈকস্যাপ্যঙ্ঘ্রেঃ শাখাশব্দেন কল্পদ্রুমত্বং রূপ্যতে শ্রীচরণকল্পদ্রুমস্য শাখা স্বল্পাংশবৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলিঃ তন্নখমণিচন্দ্রিকয়ৈবৈকয়া তৎসকৃৎস্মরণ-মাত্রানন্দবিশেষেণৈবেত্যর্থঃ নিরস্তঃ তাপঃ ইতঃ পূর্ব্বং চিরং বঞ্চিতোঽস্মীত্যাদিরূপোঽপি যস্মাৎ তস্মিন্ হৃদি স তাপঃ কথমুপসীদতাং সমীপমায়াতু। তত্র দৃষ্টান্তেনার্থান্তরমুপন্যস্যতি চন্দ্রে উদিতে ইব উদ্গতপ্রায়েঽপি সতি অর্কতাপঃ প্রভবতি কিং কাকা অপি তু সন্ধ্যায়ামপি ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোতীত্যর্থঃ। এবং স্মরণানন্দনিষ্ঠয়া যঃ কেনাপি তাপেন নাভিভূতঃ স চ বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি ভাগবতলক্ষণান্তরুক্তত্বাৎ পূর্ব্ববদিদমপি লক্ষণমেকমূহ্যং॥ ৪৭॥

এবং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণপরতারূপং ভগবদ্ভক্তলক্ষণং ক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীমর্চ্চনাদিপরতা-লক্ষণং লিখতি যেঽর্চ্চয়ন্তীতি ত্রিভিঃ। যদ্যপি শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দন-মিত্যাদি-ভক্তিলক্ষণাভিধায়ি-প্রসিদ্ধবচনেষ্বগ্রে লেখ্যেষু স্মরণানন্তরমেব পাদসেবোক্তেঃ স্মরণপরতানন্তরং পাদসেবাপরতৈব লিখিতুং যুজ্যতে, তথাপি প্রায়ঃ পাদসেবা-র্চ্চনয়োরেকরূপত্বেনৈক্যাভিপ্রায়াদর্চ্চনপরতৈব লিখিতেতি জ্ঞেয়ং। অর্চ্চনে হেতুত্বেন যোগ্যত্বেন বা যজ্ঞেশমিত্যাদিবিশেষণত্রয়ং। এবার্থে হিশব্দঃ। ত এব পুণ্যকর্ম্মাণঃ। ত এবচ ভাগবতাঃ। শুভানি যাত্রোৎসবাদীনি। স্নেহো ভক্তিঃ। অনুক্তং সংগৃহ্লাতি। এবং কর্ম্মণা পরিচর্য্যাদিনা মনসা স্মরণাদিনা গিরা চ স্তুত্যাদিনা যো নারায়ণপরঃ স চ ভাগবত এবেতি। এবং পরিচর্য্যাবন্দনাদীনাং পূজাঙ্গত্বং তত্তৎপরতাপি ভগবদ্ভক্তলক্ষণমেবোহ্যং। তচ্চ স্বয়মেবাগ্রে লেখ্যং লক্ষণানি চ যান্যগ্র ইতি॥ ৪৮॥

ত্রিবিক্রমের চরণাঙ্গুলিনখ-চন্দ্রিকা দ্বারা আরাধকের হৃদ্গত সন্তাপ বিদূরিত হইলে আর পুনরায় কি প্রকারে তাহার অভ্যুদয় হইবে? ৪৭।

অতঃপর ভগবানের পূজাপরতা ব্যক্ত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণের উক্তস্থানেই লিখিত আছে যে, নিরন্তর বরপ্রদ যজ্ঞেশ্বর হরির অর্চ্চনা করিলেই পুণ্যকর্ম্মা ও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। লিঙ্গপুরাণে কথিত আছে, হে নৃপতে! ভক্তিমান্ হইয়া হরিক্ষেত্রে

অথ বৈষ্ণবধর্ম্মনিষ্ঠতাদি।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে।—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতো হি সঃ॥ ৪৯॥

একান্তিতা।

গারুড়ে।— একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদ্দেবে পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ॥

তদ্বিজ্ঞানেনানন্যপরতা।

একাদশে উদ্ধবপ্রশ্নোত্তরে।—

জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ। ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে বৈ ভাগবতা মতাঃ॥

একাদশস্কন্ধে।—

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ। বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫০॥

এবম্ একৈকলক্ষণেন একৈকস্য ভাগবতস্য লক্ষণং লিখিত্বা অধুনা মুদ্রাধারণাদিনা-সমুচিত-শ্রবণাদিনা জ্ঞানবিশেষেণ চ লক্ষণং লিখতি তাপাদীতি। তাপঃ তপ্তমুদ্রাধারণং তদাদিপঞ্চ-সংস্কারযুক্তঃ, পঞ্চসংস্কারাশ্চ তত্রৈবোক্তাঃ। তাপঃ পুণ্ড্রস্তথা নাম মন্ত্রো যাগস্য পঞ্চম ইতি। অস্যার্থঃ। নাম শ্রীকৃষ্ণদাসেত্যাদি। মন্ত্রঃ শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ মন্ত্রগ্রহণং। যাগঃ হোম-পূর্ব্বক-যথাবিধিদীক্ষাগ্রহণমিত্যর্থঃ। নব ইজ্যা কর্ম্মাণি পূজাসম্বন্ধিকৃত্যানি শ্রবণাদীনি পাদ্মোক্তার্চ্চনাদীনি বা সর্ব্বেষাং তেষাং পূজাঙ্গত্বাৎ। তানি চ তত্রৈবোক্তানি। অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যাগযোগৌ মহাত্মনঃ। নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা। তদীয়ারাধনং চর্য্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে ইতি। অস্যার্থঃ। হে শুভে পার্ব্বতি! অর্চ্চনং যথাবিধ্যুপচারার্পণং। যাগো নিত্যহোমঃ। যোগো মনসি ভগবতঃ সংযোজনং ধ্যানাদীত্যর্থঃ। সেবা প্রণামঃ। তস্য মহাত্মনো ভগবতশ্চিহ্নৈশ্চক্রাদিভিরঙ্কনং গোপীচন্দনাদিনা স্বাঙ্গেষু লিখনং। চর্য্যা পরিচর্য্যা। অর্থপঞ্চকং চত্বারো ধর্ম্মাদয়ঃ পুরুষার্থাঃ পঞ্চমপুরুষার্থশ্চ ভক্তিরিত্যেতান্ পঞ্চার্থান্। যদ্বা পঞ্চতত্ত্বানি অনাত্মাত্মপরমাত্ম-পরমেশ্বর-তদ্ভক্তানামিত্যেবং পঞ্চানাং যাথার্থ্যানি বেত্তীতি তথা সঃ। অশেষবৈষ্ণবধর্ম্মসমুচিতত্বাৎ অস্য পূর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং। তত্র চ বিপ্রশ্চেন্মহাভাগবতোত্তমঃ। অন্যস্তু মহাভাগবত ইত্যর্থঃ॥ ৪৯॥ এবং পৃথক্ পৃথক্ ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণং লিখিত্বা

দেবদেবের যাত্রোৎসবাদি শুভক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে এবং সযত্নে বিষ্ণুপ্রতিমার পূজা করিলেই তিনি বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জ্ঞেয় এবং সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে হরিপরায়ণ হইলেই ভাগবত নামে কীর্ত্তিত হইতে পারে। ৪৮।

অতঃপর বৈষ্ণবধর্ম্মনিষ্ঠতাদি বিবৃত হইতেছে। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে, তাপাদি-পঞ্চসংস্কারবান্, নবধাপূজাক্রিয়াবান্, ও অর্থপঞ্চকজ্ঞাতা বিপ্রই মহাভাগবত বলিয়া গণ্য সন্দেহ নাই। ৪৯।

অতঃপর একান্তিকা ব্যক্ত হইতেছে।—গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, একান্তভাবে নিরন্তর

সা চ একান্তিকা চতুর্দ্ধা।—তত্র ধর্ম্মানাদরেণ শ্রীমদুদ্ধবপ্রশ্নোত্তর এব।—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ভগবদ্গীতায়াং।— সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥৫২॥

ইদানীং তৈঃ সর্ব্বৈরপি সমুচ্চিতৈর্ভগবদেকনিষ্ঠতারূপং সখ্যাত্মনিবেদনবিশেষাত্মকং লক্ষণ-বিশেষং লিখতি ন কামেতি দ্বাদশভিঃ। তত্র একান্তিতায়াঃ সামান্যলক্ষণং বাসুদেবঃ বসুদেব নন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণ এবৈকো নিলয়ঃ আশ্রয়ো যস্যেতি। তল্লিঙ্গমেব দর্শয়তি কামাশ্চাভিলাষা বিষয়-ভোগা বা কর্ম্মাণি তৎকারণানি তৎসিদ্ধার্থচেষ্টা বা বীজানি চ বাসনাঃ তন্মূলানি তেষাং যস্য চেতস্যপি সম্ভব উৎপত্তির্ন স্যাদিতি। সর্ব্বথা ভগবদেকনিষ্ঠয়া তদন্যবাহ্যান্তর-চেষ্টাদিরহিতো য ইত্যর্থঃ॥৫০॥ সা চ সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ তদেকনিষ্ঠতারূপা একান্তিতা চতুর্দ্ধা চতুর্ভিঃ প্রকারৈঃ। একো ধর্ম্মানাদরঃ অন্যশ্চ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যশেষনিরপেক্ষতা অপরো বিঘ্নাকুলত্বেঽপি রতিপরতাপরশ্চ প্রেমৈকপরতেতি। তত্র ধর্ম্মানাদরেণৈকান্তিতাং লিখতি আজ্ঞায়ৈবমিতি। ময়া বেদরূপেণাদিষ্টান্ স্বধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য সম্যক্ ত্যক্ত্বা যো মাং ভজেৎ। স্বর্থে চকারঃ। স তু সত্তমঃ পূর্ব্বোক্তসাধুতঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তি-ক্যাদ্বা ন ধর্ম্মাচরণে এবমীদৃশান্ কৃপালুতাদিসদৃশান্ সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিগুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় সম্যক্ জ্ঞাত্বাপি মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব সর্ব্বধর্ম্মান্ মন্নিষ্ঠতাবিক্ষেপকতয়া সন্ত্যজ্যেত্যর্থঃ॥৫১॥ সর্ব্বান্ নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মলক্ষণান্

দেবদেব হরির শরণাগত বলিয়াই সেই ভক্তগণ একান্তী নামে অভিহিত এবং তাঁহাদিগকেই ভগবদ্গতমনা জানিবে।

অনন্তর ভগবদ্বিজ্ঞান দ্বারা অনন্যপরতা বিবৃত হইতেছে।—একাদশস্কন্ধে উদ্ধবপ্রশ্নে লিখিত আছে, আমাকে দেশকালপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ বলিয়া জ্ঞাত থাকুন আর না থাকুন, অনন্যভাবে উপাসনা করিলেই মদীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ সাধু হইতে পারেন। একাদশ স্কন্ধে আরও লিখিত আছে, যে ব্যক্তির মনোমধ্যে কামকর্ম্মবীজের উদ্ভব না হয়, একমাত্র হরিই যাঁহার আশ্রয়, তাঁহাকেই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলা যায়।৫০। উক্ত একান্তিতা চতুর্ব্বিধ। * ঐ একাদশস্কন্ধে শ্রীমদুদ্ধবপ্রশ্নোত্তরে প্রকাশিত আছে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি মৎকর্ত্তৃক বেদরূপে উপদিষ্ট স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণদোষ পরিজ্ঞাত হইয়া আমারই উপাসনা করেন, তিনিও পূর্ব্বকথিত ব্যক্তিবৎ সাধু বলিয়া পরিগণিত।৫১। ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে, হে পার্থ! সর্ব্বধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র আমাকেই ভজনা কর, আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে

---

* একান্তিতা চতুর্ব্বিধ ; যথা—(১) ধর্ম্মোপরি অনাদর, (২) কর্ম্মজ্ঞানাদি অশেষ নিরপেক্ষতা। (৩) বিঘ্না-কুলত্বেও রতিপরতা, (৪) প্রেমৈকপরত্ব।

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং ॥ ৫৩ ॥

অন্যসর্ব্বনিরপেক্ষতা।

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে।—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥৫৪॥

অতএব শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে।—

তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ। সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ৫৫ ॥

পরিত্যজ্য সর্ব্বথা ত্যক্ত্বা মামেকং শরণং ব্রজ মদেকনিষ্ঠো ভবেত্যর্থঃ। যদ্বা শরণাগতত্ব-মাত্রেণাপি মামেকমাশ্রয় কিমুতৈকান্তিত্বেন। নন্বু বিহিতাকরণেন পাপং স্যাৎ তত্রাহ। সর্ব্বেভ্যো বিহিতাকরণজেভ্যঃ কথঞ্চিন্নিষিদ্ধাচরণজেভ্যশ্চ তথা সংসারদুঃখকারণকর্ম্ম-রূপেভ্যঃ তদ্বাসনাদিরূপেভ্যোঽপি পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামীতি। অতঃ মা শুচঃ পাপভয়েন ভীষ্মদ্রোণাদিবধেন বা শোকং মা কুরু। এবঞ্চান্যলোকশিক্ষণার্থমর্জ্জুনমধিকৃত্যোক্তং ন তু তং প্রতি তথোপদেশঃ তস্য নরাবতারত্বেন পরমসখ্যাদিনা চ স্বত এব পরমভাগবত-ত্বাৎ ॥৫২। ধর্ম্মত্যাগস্তু কর্ম্মপরলোকবেদাপেক্ষাত্যাগেনৈব স্যাৎ স চ ভগবতোঽনুগ্রহেণ ভগবদ্ভ-ক্তস্য স্বতঃ সম্পদ্যত ইত্যাশয়েন লিখতি যদেতি। যস্য যং। অনুগ্রহে হেতুঃ আত্মনি মনসি ভাবিতো ধ্যাতঃ সন্। যদ্বা স তদা আত্মভাবিতঃ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ ভগবদ্ভিযুক্তঃ সন্ বা লোক-ব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতাং পূর্ব্বজন্মাভ্যাসেন পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্তামপি মতিং জহাতি। অতএব শ্রীভগবদ্গীতাসু।—ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুনেতি ॥ ৫৩ ॥

এবং ধর্ম্মানাদরেণৈকান্তিতালক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ভগবদ্ব্যতিরিক্তৈহিকামুষ্মিকাদ্যশেষনৈর-পেক্ষ্যেণ যা একান্তিতা তল্লক্ষণং লিখতি সন্ত ইতি। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভি-রিত্যুক্ত্যাপেক্ষিতং সতাং লক্ষণং মুখ্যমাহ সন্ত ইতি। অনপেক্ষাঃ মদ্ব্যতিরিক্তে কুত্রচিদপেক্ষারহিতা যে তে সন্তঃ। তত্র হেতুঃ ময্যেব চিত্তং যেষাং তে। প্রশান্ত ইত্যাদিবিশেষণষট্‌কস্য যথাসম্ভবং হেতুহেতুমত্তোহ্যা। তত্র প্রশান্তা রাগ-দ্বেষাদিরহিতাঃ। সমদর্শিনঃ মিত্রে শত্রৌ চৈকদৃষ্টয়ঃ। নির্ম্মমা মমত্বমোহহীনাঃ। নিরহঙ্কারাঃ অভিমানশূন্যাঃ। নির্দ্বন্দ্বাঃ শীতোষ্ণাদিনাঽনাকুলাঃ। নিষ্পরিগ্রহাঃ অকিঞ্চনাঃ ॥ ৫৪ ॥ সর্ব্বেণ

সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব, শোক করিও না। ৫২। প্রভু চিত্তমধ্যে ধ্যানবিষয়ীভূত হইয়া যাঁহার প্রতি যখন কৃপা করেন, তখনই সেই ব্যক্তি বেদবিষয়ে পরিনিষ্ঠা মতি বিসর্জ্জন দেন। ৫৩।

অতঃপর অন্যসর্ব্বকর্ম্মনিরপেক্ষতা বিবৃত হইতেছে।—শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ঐলোপাখ্যানে লিখিত আছে, নিরপেক্ষ, মদ্গতমনাঃ, প্রশান্ত, সমদর্শী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরি-গ্রহ হইলেই সেই সাধুগণ সৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ৫৪। কপিলদেবহূতিসংবাদে লিখিত আছে, হে সাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইলেই সাধু বলা যায়। তদ্রূপ সাধুসঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়; কেন না, সাধুগণই সঙ্গদোষ বিদূরণ করেন। ৫৫।

বিঘ্নাকুলত্বেঽপি মনোরতিপরতা।

স্কান্দে চ।—

যস্য কৃচ্ছ্রগতস্যাপি কেশবে রমতে মনঃ। ন বিচ্যুতা চ ভক্তির্বৈ স বৈ ভাগবতো নরঃ॥
আপদ্গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী। নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ॥ ৫৬॥

প্রেমৈকপরতা চ।

শ্রীঋষভদেবস্য পুত্রানুশাসনে।—

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা, জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥ ৫৭॥

বাহ্যেন আন্তরেণ চ সঙ্গেন অন্যাসক্ত্যা চ বিশেষতো বর্জ্জিতা রহিতাঃ। এতচ্চ একান্তিলক্ষণং দর্শিতং। অথ অতঃ তেষ্বেব সঙ্গস্ত্বয়া প্রার্থ্যঃ। স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বেন পরমদুর্ল্লভত্বান্মনসাপি বাঞ্ছনীয়ঃ কিমুত বক্তব্যং সাক্ষাৎকার্য্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা ননু তর্হি তৈঃ সহ মম সঙ্গো ভবতা ক্রিয়তাং। তত্রাহ তৈঃ সঙ্গঃ তেষ্বেব ত্বয়া প্রার্থ্যঃ। এবার্থে অথশব্দঃ। তেষাং কৃপয়ৈব স্বভক্ত্যা তৎসঙ্গং প্রাপ্যেত ন ত্বন্যথেত্যর্থঃ। ননু সঙ্গতঃ কথঞ্চিদ্রাগদ্বেষা অপি সম্ভবেয়ুঃ তত্রাহ সঙ্গে যে দোষাস্তান্ হরন্তীতি তথা তে। যদ্বা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতানাং তেষাং সঙ্গো গৃহাদিসঙ্গবত্যা ময়া কথং প্রাপ্যস্তত্রাহ সঙ্গেতি। গৃহাদি-সঙ্গদোষং দর্শনমাত্রেণৈব তে হরিষ্য-ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা সঙ্গ এব দোষরূপো যেষাং তে নিঃসঙ্গা যতয় ইত্যর্থঃ, তানপি হরন্তি স্বগুণৈরাকর্ষন্তীতি তথা তে। অতস্তেষাং মাহাত্ম্যেনৈবাকৃষ্টা সতী স্বয়মেব সর্ব্বং ত্যক্ত্বা যাস্যসীত্যর্থঃ। অলমতিবিস্তরেণ॥ ৫৫॥

রতির্ভাবঃ স চ আগমে প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে ইতি তৎপরতয়া মনোরম ইতি রতিরুক্তা। ভক্তিঃ শ্রবণাদিলক্ষণা। ভাগবতোত্তমা ইতি বা পাঠঃ। এবমগ্রেঽপি। ভক্তিরত্র রতিঃ। অন্যত্র কেশবব্যতিরিক্তে চিত্তং ন রমতে তত্র প্রেমাকৃষ্টত্বাৎ॥ ৫৬॥

অধুনা প্রেমৈকপরতয়া যৈকান্তিতা তল্লক্ষণং লিখতি যে বেতি ত্রিভিঃ। পূর্ব্বং মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা ইত্যর্দ্ধশ্লোকেন মহতাং সামান্যলক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং মুখ্যলক্ষণমাহ। ময়ি ঈশে ভগবতি কৃতং সৌহৃদং প্রেমৈব অর্থঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। বাশব্দেনান্যনিরপেক্ষত্বেবাস্য লক্ষ-ণত্বং দর্শিতং। তদ্বাহ্যলিঙ্গমাহ। দেহং বিভর্ত্তীতি দেহম্ভরা বিষয়বার্ত্তা এব ন ধর্ম্মাদিবিষয়বার্ত্তাপি যেষু। যদ্বা দেহম্ভরেব বার্ত্তা জীবনোপায়ধনাদির্ন তু ভগবৎপূজাদ্যর্থা যেষাং তেষু জনেষু গৃহেষু

অতঃপর বিঘ্নাকুলত্বেও চিত্তের রতিপরতা ব্যক্ত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণের উক্ত স্থানেই লিখিত আছে, কষ্টে পড়িলেও যাঁহার মন হরির প্রতি অনুরাগী, এবং যিনি হরিভক্তি হইতে বিচ্যুত নহেন, তাঁহাকেই ভগবদ্ভক্ত বলা যায় সন্দেহ নাই। আপন্ন হইলেও হরির প্রতি যাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি বিদ্যমান থাকে, যাঁহার মন হরি ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়েই আসক্ত নহে, তাঁহাকেই ভাগবত বলা যায়। ৫৬।

অনন্তর প্রেমৈকপরতা কথিত হইতেছে।—ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবের পুত্রানুশাসনে

ত্রিধা প্রেমৈকপরতা প্রেম্নঃ স্যাত্তারতম্যতঃ। উত্তমা মধ্যমা চাসৌ কনিষ্ঠা চেতি ভেদতঃ॥

তত্রোত্তমা।

যথা।—একাদশে হবিযোগেশ্বরোত্তরে।—

সর্ব্বভূতেষু পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

স্বেদদেবস্য ভাবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যতি। ভাবয়ন্তি চ তান্যস্মিন্নিত্যর্থঃ সম্মতঃ সতাং॥

শ্রীকপিলদেবহূতিসংবাদে।—

মষ্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াং। মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥ ৫৮॥

চ জায়াদিযুক্তেষু ন প্রীতিযুক্তাঃ। রাতির্মিত্রং ধনং বা। লোকে যাবদর্থাশ্চ যাবদর্থমেবার্থো যেষাং মধ্যপদলোপী সমাসঃ। দেহনির্ব্বাহাধিকস্পৃহাশূন্যা ইত্যর্থঃ। যদ্বা নমু প্রীত্যভাবাদ্দেহাদীনামুপেক্ষাপত্ত্যা দেহনির্ব্বাহঃ কথমস্তু তত্রাহ। লোকে যাবানর্থোঽস্তি, স এবার্থো যেষাং। লোকাঃ প্রারব্ধবশেন স্বয়মেব স্বধনাদিনা তদ্দেহপোষণাদিকং কুর্য্যুরেবেতি ভাবঃ। পূর্ব্বমাসক্তিরহিততোক্তা। অনাসক্তৌ চ কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কুত্রাপি প্রীতিরপি ঘটেত। কিন্তু আসক্ত্যভাবান্নির্ম্মূলা বিনশ্বরা চ। তত্র চ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রীতিরাহিত্যমেবোক্তং, অতোঽস্য লক্ষণস্য পূর্ব্বতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যং দ্রষ্টব্যং। এবমগ্রেঽপি॥ ৫৭॥

ন বিদ্যতেঽন্যৎ কিঞ্চিৎ ফলানুসন্ধানাদিকং যস্মিন্ তেন বিশুদ্ধেন ভাবেনেত্যর্থঃ। ভাবেন প্রেম্না। অতএব দৃঢ়াং পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্তাং ভক্তিং শ্রবণাদিরূপাং বিবিধাং কেবলং নামসংকীর্ত্তনাত্মিকাং বা যে কুর্ব্বন্তি তে সাধব ইত্যুত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ। অতএব মৎকৃতে মম কর্ম্মণি নিমিত্তে। যদ্বা মৎপ্রাপ্ত্যর্থং। যদ্বা মৎপ্রীত্যেত্যর্থঃ। ত্যক্তানি কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি সর্ব্বাণ্যেব যৈঃ। তথা ত্যক্তাঃ স্বজনা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাশ্চ সম্বন্ধিনো যৈস্তে। এতচ্চ প্রেমনিষ্ঠতায়া বাহ্যলক্ষণং জ্ঞেয়ং। পূর্ব্বমাসক্তিত্যাগ এব ততশ্চ প্রীত্যভাব এবোক্তঃ। অত্র সর্ব্বথা সমূলত্যাগ এব দর্শিতঃ। এবং পূর্ব্বপূর্ব্বতোঽস্য শ্রৈষ্ঠ্যমায়াতং। ইত্থং ব্রতপরতামারভ্য প্রেমপরতাপর্য্যন্তমুত্তরোত্তরং তথা তত্তদবান্তরে চ শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যং। অতএব সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠতমত্বাদস্যাঃ সর্ব্বান্তে লিখনং।

লিখিত আছে, যাঁহারা ঈশ্বররূপী আমাতে সৌহার্দ্দ স্থাপন করেন এবং তাহাই পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, বিষয়ানুরাগী জনের প্রতি ও পুত্রকলত্রধনাদিসম্পন্ন গৃহে যাঁহাদিগের বাসনা নাই আর যে সকল পুরুষ শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সংসারে বহুধনের আকাঙ্ক্ষা না করেন, তাঁহারাই মহৎ বলিয়া উক্ত। ৫৭। প্রেমের তারতম্যানুসারে প্রেমৈকপরতা ত্রিবিধ;—উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা।

তন্মধ্যে উত্তমা প্রেমৈকপরতা কথিত হইতেছে।—একাদশস্কন্ধে হবিযোগেশ্বরোত্তরে হবির উক্তি আছে যে, হে নৃপ! সর্ব্বভূতে স্বীয় ভগবদ্ভাব ও ভগবদাত্মাতে সর্ব্বভূত নিরীক্ষণ করিলেই তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ বলা যায়, সর্ব্বভূতে নিজ অভীষ্ট দেবের সত্তা দর্শন করিলে এবং ভগবানে ভূতগণ অবস্থিত চিন্তা করিলে সজ্জনগণের মতে তিনিই ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত। তৃতীয়স্কন্ধে কপিল-দেবহূতি-সংবাদে লিখিত আছে, অনন্যভাবে মৎপ্রতি দৃঢ়ভক্তিমান্ হওয়া, মদর্থে কর্ম্ম বিসর্জ্জন করা এবং মদর্থে স্বজন-বন্ধুবান্ধবাদি পরিহার করা ভক্ত-

হবিযোগেশ্বরোত্তরে চ।—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ৫৯॥

তত্র মধ্যমা'।

হবিযোগেশ্বরোক্তাবেব।—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

তত্র কনিষ্ঠা'।

তত্রৈব।—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
শ্রদ্ধয়া পূজনং প্রেম-বোধকং ভক্ত ইত্যপি। লক্ষণানি চ যান্যগ্রে ভক্তের্লেখ্যানি তান্যপি॥
বন্দনাদীনি বিদ্যন্তে যেষু ভাগবতা হি তে। এতানি লক্ষণানীত্থং গৌণমুখ্যাদি ভেদতঃ॥
উহ্যানি লক্ষণান্যেবং বিবেচ্যানি পরাণ্যপি॥ ৬০॥

এবং শ্রীহবিযোগেশ্বরেণাপি বিসৃজতীত্যেতদুক্তমিতি দিক্ ॥৫৮॥ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদিত্যাদিনা বহুধা ভাগবতস্য লক্ষণমুক্তং। ইদানীমুক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ বিসৃজতীতি। হরিরেব সাক্ষাৎ স্বয়ং যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি। কথম্ভূতঃ?—অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপি অঘৌঘং পাপ-সমূহং সংসারবেগং বা নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিমিতি ন বিসৃজতি। যতঃ প্রণয়রসনয়া প্রেমশৃঙ্খলয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধং অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ। স এব ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি তত্ত্ববিদ্ভিরিতি। প্রধানশব্দঃ কোষে অস্ত্রিয়ামিত্যুক্তঃ। যদ্বা বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ প্রকরণবলাদধ্যাহার্য্যমেব বা। ভাগবতো ভগবদ্ভক্তো ভাগবতাখ্যশাস্ত্রং বা প্রধানং যস্য স ইতি ব্যহ্লক্ষণং তস্যেতি॥ ৫৯॥

নমু সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদিত্যাদৌ বহুবিধোঽপি ভগবদ্ভক্তঃ এষ ভাগবতোত্তম ইত্যাদিনা শ্রীভাগবতে সামান্যেনৈব সর্ব্ব উক্তঃ তথাত্রাপি লিখিতঃ কিন্তু ভগবদ্ব্রতকর্ম্মাদিপরতায়া জ্ঞানাদি-

---

গণের কর্ত্তব্য। ৫৮। একাদশস্কন্ধে হবিযোগেশ্বরোত্তরে লিখিত আছে, অবশভাবেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে নিখিল পাতক ধ্বংস হয়, সেই ভগবান্ বাসুদেব যে ব্যক্তির হৃদয় ত্যাগ না করিয়া প্রেমরূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধপদ হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই ব্যক্তিই ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। ৫৯।

অতঃপর মধ্যমভক্তলক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।—হবিযোগেশ্বরের উক্তিতে প্রকাশিত আছে, ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার প্রেম, হরিভক্তের প্রতি যাঁহার মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি যাঁহার করুণা আর হরিপরাঙ্মুখ ব্যক্তির প্রতি যাঁহার উপেক্ষা দৃষ্ট হয়, ভেদজ্ঞাননিবন্ধন তিনি মধ্যম ভক্ত বলিয়া পরিগণিত।

অতঃপর কনিষ্ঠভক্তের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।—উক্ত হবিযোগেশ্বরের উক্তিতেই প্রকাশিত আছে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে হরির অর্চ্চনা করেন, কিন্তু বিষ্ণুভক্তের অথবা অন্যের

ঈদৃগ্-লক্ষণবন্তঃ স্যুর্দুর্লভা বহবো জনাঃ। দিব্যা হি মণয়ো ব্যক্তং ন বর্ত্তেরন্নিতস্ততঃ ॥ ৬১ ॥
অতএবোক্তং মোক্ষধর্ম্মে নারদীয়ে।—
জায়মানং হি পুরুষং যং পশ্যেন্মধুসূদনঃ। সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষার্থ-নিশ্চয়ঃ ॥ইতি॥৬২
এবং সংক্ষিপ্য লিখিতাদ্বৈষ্ণবানাস্তু লক্ষণাৎ। মাহাত্ম্যমপি বিজ্ঞেয়ং লিখ্যতেঽন্যচ্চ তৎ কিয়ৎ ॥৬৩

পরতায়াশ্চ তথা কথাদিপরতয়া একান্তিতায়াশ্চ পৃথগ্লিখনাৎ তারতম্যপ্রতীতের্ভেদো ভাসত এব স চ ব্যক্তং ন লিখিতঃ কথং বিবেচনীয় ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি এতানীতি। ইত্থম্ অনেন লিখিতপ্রকারেণ। লিখিতানি এতানি ব্রতপরতাদীনি মহাভাগবতলক্ষণান্তানি ভগবদ্ভক্তলক্ষণানি গৌণমুখ্যাদিভেদেন কানি চ গৌণানি কনিষ্ঠানি কানি চ মুখ্যানি; আদিশব্দাৎ তত্রৈব কানিচিদ্বহিরঙ্গানি কানিচিচ্চান্তরঙ্গানীত্যাদিভেদেন উহ্যানি বিবিচ্য বোদ্ধব্যানি। তত্র ব্রতকর্ম্মাদিপরতা গৌণলক্ষণং। জ্ঞানাদিপরতা তত্তদপেক্ষয়া মুখ্যলক্ষণমপি ভক্তের্ব্বহিরঙ্গমেব। অতএব সা তস্য সাক্ষাদ্ভগবদ্ভলক্ষণাসম্পত্তেস্তত্র তত্র ভক্তিহেতুরিতি লিখিতং। শ্রবণাদীনি চ মুখ্যলক্ষণান্যন্তরঙ্গান্যেব। একান্তিতা চ পরমমুখ্যা অত্যন্তান্তরঙ্গা চ। তত্র তত্রৈবান্তরগৌণমুখ্যাদীন্যপ্যূহ্যানি। এবং গৌণমুখ্যাদিভেদেন অপরাণি অত্র লিখিতানি বন্দনাদীন্যপি বিবেচ্যানি বিবিচ্য জ্ঞেয়ানি, তথা তত্তল্লক্ষণানাং তারতম্যাদিনা ভগবদ্ভক্তানামপি তারতম্যং বিবেচনীয়মিতি দিক্ ॥৬০॥ নম্ন কর্ম্মজ্ঞানাদিপরাঃ সর্ব্বত্র বহবো দৃশ্যন্তে লিখিতলক্ষণাশ্চ মহাভাগবতা একান্তিনো ন দৃশ্যন্তে সত্যং তে নিগূঢ়া এবেতি লিখতি ঈদৃগিতি। তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে। সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে ইতি। দিব্যা অমূল্যাশ্চিন্তামণ্যাদয়ঃ। ইতস্ততঃ সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ। ব্যক্তমিতি সন্ত্যেব। অন্যথা লোকরক্ষানুপপত্তেঃ। কিন্তু অলক্ষিতং ক্বচিৎ কশ্চিৎ বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥ স এব মোক্ষার্থে মোক্ষস্য অর্থঃ ফলং ভক্তিস্তস্মিন্নিশ্চিতঃ কৃতনিশ্চয়ো ভবতি এবং পরমতুল্লর্ভত্বমেব সিদ্ধং ॥৬২॥ সুপ্রিয়ঃ শ্রীপতির্যেষামিত্যাদিরূপাৎ তথা সদাচাররতা ইত্যাদিরূপাৎ তিতক্ষবঃ ইত্যাদিরূপাচ্চ মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেরিত্যাদিরূপাদপি লক্ষণাৎ বিজ্ঞেয়ং স্যাদেব। তৎ মাহাত্ম্যং অন্যচ্চ কিয়ৎ সংক্ষিপ্তং লিখ্যতে ॥ ৬৩ ॥

অর্চ্চনায় পরাঙ্মুখ, তাঁহাকে প্রাকৃত কহে অর্থাৎ তিনি পর্য্যায়ক্রমে ভক্তির উত্তমাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হন। প্রেমবান্ হইয়া ভক্ত ব্যক্তিকে যে পূজা করা যায়, তাহাই প্রেমবোধক। অতঃ-পরবন্দনাদি যে সকল ভক্তি-লক্ষণ বিবৃত হইবে, সেই সমস্ত লক্ষণবান্ হইলেই ভগবদ্ভক্ত বলা-যায়। এইরূপে যে সমস্ত ব্রতপরতাবধি মহাভাগবত-লক্ষণ যাবৎ ভগবদ্ভক্ত-লক্ষণ বিবৃত হই-য়াছে, তাহার মধ্যে কিয়দংশ গৌণ ও কিয়দংশ মুখ্য বলিয়া জ্ঞাতব্য। ৬০। ঐ সমস্ত লক্ষণে লক্ষিত বহুজন সুদুর্লভ; কারণ, চিন্তামণি প্রভৃতি অমূল্য রত্ন, সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ৬১। নারদীয়পুরাণে মোক্ষধর্ম্মে প্রকাশিত আছে যে, ভগবান্ মধুসূদন যে জায়মান ব্যক্তির প্রতি নেত্রপাত করেন, তিনি সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত, সেই পুরুষই মুক্তিফল ভক্তির জন্ম স্থিরনিশ্চয় হইয়া থাকেন। ৬২। এইরূপে সংক্ষেপ-বর্ণিত লক্ষণ

সৌপর্ণে শ্রীশক্রোক্তৌ।— অথ ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যম্।

কলৌ ভাগবতং নাম যস্য পুংসঃ প্রজায়তে। জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণাস্তু ধুরন্ধরঃ॥ ৬৪॥

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে। ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম॥ ৬৫॥

যস্য ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে। গীয়তে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি সংশয়ঃ॥ ৬৬॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়োক্তৌ।—

সমীপে তিষ্ঠতে যস্য হ্যন্তকালেঽপি বৈষ্ণবঃ। গচ্ছতে পরমং স্থানং যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ॥৬৭॥

নারদীয়ে শ্রীবামদেবরুক্মাঙ্গদসংবাদে।—

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥৬৮॥

স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ।—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি। শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব॥

শ্বপচাদপি কষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ। তদৈবাঽচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ॥ ৬৯॥

ভাগবতং নাম বৈষ্ণব ইতি নাম। যদ্বা শ্রীকৃষ্ণদাসেত্যাদিসংজ্ঞাপি। তথাপি দীক্ষয়ৈব তাদৃশনামোৎপত্ত্যা ভগবদ্ভক্তত্বং সিদ্ধমেব। যদ্বা নামমাত্রেণ তাদৃশমাহাত্ম্যং কিং পুনরাচারাদি-নেত্যর্থঃ। এবমন্যদপৃহ্যং॥ ৬৪॥ গুরুণা শ্রীবৃহস্পতিনা॥ ৬৫॥ চিহ্নং তপ্তমুদ্রাদিলক্ষণং হরি-গীয়তে চ যৈঃ তে কলৌ দেবা জ্ঞেয়াঃ। কলাবিত্যস্য পূর্ব্বেণ বান্বয়ঃ॥ ৬৬॥ গচ্ছতে গচ্ছতি॥ ৬৭॥ দ্বিজাৎ বিপ্রাদপ্যধিক উত্তমঃ। শ্বপচাদপ্যধিকঃ পরমনিকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অধম ইত্যেব বা পাঠঃ॥৬৮॥ যদা তুষ্টোঽসি তদৈব শ্বপচোঽপি ইন্দ্রাদির্ভবতি। তত্র পরব্রহ্মেতি

দ্বারা বৈষ্ণবমাহাত্ম্যও জ্ঞাতব্য। অধুনা সংক্ষেপে অপর কতিপয় বৈষ্ণবমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতেছে। ৬৩।

অনন্তর ভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে। গরুড়পুরাণে ইন্দ্রোক্তি আছে যে, কলি-কালে বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ হইলে সেই পুরুষ দ্বারা জননী পুত্রবতী হন ও সেই পুরুষ পিতৃদিগের ভারবাহী হইয়া থাকেন। ৬৪। কলিযুগে বৈষ্ণব নাম দুষ্প্রাপ্য, কদাচই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বৈষ্ণব নাম রুদ্রপদ অপেক্ষাও উত্তম, বৃহস্পতি মৎসকাশে ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৬৫। হে ঋষে! কলিকালে যে ব্যক্তি তপ্তমুদ্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত, আর যাঁহাদিগের মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হয়, তাঁহারা নিঃসন্দেহ দেবতাসদৃশ। ৬৬। মার্কণ্ডেয়োক্তি আছে যে, মরণসময়ে বৈষ্ণবজন সন্নিহিত থাকিলে ব্রহ্মঘাতী পাপীও পরম পদ লাভ করে। ৬৭। নারদীয়পুরাণে বামদেব-রুক্মাঙ্গদসংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপতে! বৈষ্ণব হইলে শ্বপচ ব্যক্তিও দ্বিজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং হরিভক্তি-বর্জ্জিত হইলে যতি ব্যক্তিও শ্বপচাপেক্ষা হীন বলিয়া গণনীয়। ৬৮। স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে ব্রহ্মোক্তি আছে, হে মাধব! তুমি প্রীত হইলে শ্বপচ ব্যক্তিও ইন্দ্র, মহাদেব, বিধি ও পরব্রহ্মস্বরূপ হয় এবং তুমি বিমুখ হইলে হরবিরিঞ্চ্যাদি সুরবর্গও শ্বপচ

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব। স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥৭০॥

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে ॥ ৭১ ॥

নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে। সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতি ॥ ৭২॥

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন। মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥৭৩॥

তত্রৈব দুর্ব্বাসোনারদসংবাদে।—

নূনং ভাগবতা লোকে লোকরক্ষা-বিশারদাঃ। ব্রজন্তি বিষ্ণুনাদিষ্টা হৃদিস্থেন মহামুনে ॥

ভগবানেব সর্ব্বত্র ভূতানাং কৃপয়া হরিঃ। রক্ষণায় চরঁল্লোকান্ ভক্তরূপেণ নারদ ॥ ৭৪ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

যস্তু বিষ্ণুপরো নিত্যং দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ। স্বগৃহেঽপি বসন্ যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

মুক্তস্তন্ময়ো বেত্যর্থঃ ॥৬৯। ন চ্যুতঃ কথঞ্চিদপি ন ভ্রষ্টো ভবতি ভক্তো যস্মাদিতি তৎসম্বোধনং হে অচ্যুতেতি। তথা চোক্তং। ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলো লোকে স এক ইত্যাদি। এতচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥৭০॥ তব ভক্তৈঃ কৃতঃ অধর্ম্মঃ কদাচিত্তীর্থাদাবধিক-প্রতিগ্রহাদিনা পাপমপি ধর্ম্ম এব ভবতি ভক্ত্যা ত্বদর্থমেব কৃতত্বাৎ। তবাভক্তৈঃ কৃতো ধর্ম্মো যোগাদিরপি পাপমেব ভবতি ত্বদনাদরাৎ। তদুক্তং। অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ইতি ॥ ৭১ ॥ নরকে সদা তিষ্ঠতি অভক্ত্যা ভগবদনাদরেণ নাস্তিকত্বাপত্তেঃ। তথা চোক্তমেকাদশস্কন্ধে। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধ ইতি ॥ ৭২ ॥ দেহান্তে বিমুচ্যত ইতি কিং বক্তব্যং ত্বয়ি ভক্তিনিষ্ঠয়া তস্মিন্নেব দেহে মুক্ত এবাসাবিত্যাশয়েনাহ নিশ্চলেতি। জনার্দ্দন হে জন্মলক্ষণসংসারনাশক! বিষ্ণো হে অপরিচ্ছিন্ন! হরে হে সংসার-দুঃখহরেতি সম্বোধনত্রয়েণ তব ভক্তের্ভক্তানাঞ্চ তাদৃশত্বং যুক্তমেবেতি দ্যোত্যতে ॥ ৭৩ ॥

অপেক্ষা হীন হয়েন। ৬৯। হে অচ্যুত! ত্বদ্ভক্ত জনই সর্ব্বধর্ম্মকর্ত্তা এবং তোমার প্রতি অভক্তিমান্ হইলেই তাহাকে সর্ব্বপাপে পাপী বলিয়া জানিবে। ৭০। হে অচ্যুত! হে হরে! ত্বদ্ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও ধর্ম্ম এবং তোমার অভক্তগণ কর্ত্তৃক আচরিত ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। ৭১। হে হরে! তোমার প্রতি অভক্তিমান্ নরকে অবস্থিতি করে এবং তোমার প্রতি ভক্তিমান্ হইলে ব্রহ্মঘাতীও পবিত্র হয়। ৭২। হে জনার্দ্দন! হে বিষ্ণো! হে হরে! ত্বৎপ্রতি অচলা ভক্তিই মুক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত; সুতরাং ত্বদ্ভক্ত-গণই মুক্ত সন্দেহ নাই। ৭৩। স্কন্দপুরাণের বেরাখণ্ডে দুর্ব্বাসা-নারদ-সংবাদে লিখিত আছে, হে মহর্ষে! লোকরক্ষাবিশারদ ভগবদ্ভক্তেরা হৃদয়াধিষ্ঠিত হরির আজ্ঞানুসারে সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। হে দেবর্ষে! ভূতগণের রক্ষার্থ কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান্ জনার্দ্দনই ভক্তরূপে অখিললোকে পরিভ্রমণ করেন। ৭৪। ঐ পুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, নিত্য দৃঢ়ভক্তিমান্, হরিপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি

অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ। নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি তদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে॥
তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমভটসংবাদে।—

সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে। দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগরক্ষসাম্॥
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ। দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥৭৫॥
যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবীজলম্। নার্ম্মদং যামুনং চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জ্জলম্॥৭৬॥
যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি। বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ॥
তত্রৈব চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে।—

তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ। যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে॥
স এব জ্ঞানবাঁল্লোকে যোগিনাং প্রথমো হি সঃ। মহাক্রতুনামাহর্ত্তা হরিভক্তিযুতো হি যঃ॥৭৭॥
কাশীখণ্ডে ধ্রুবচরিতে।—

ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ।
ন তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তাৎ ভেতব্যং কেনচিৎ ক্বচিৎ নিয়তং বিষ্ণুভক্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

ব্রজন্তীত্যাদৌ গচ্ছন্তি ভ্রমন্তীতি॥ ৭৪॥ নিত্যং বিষ্ণুপরত্বে হেতুঃ দৃঢ়া নিশ্চলা ভক্তির্যস্যেতি, অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ। যেষাং বৈষ্ণবানাম্ অতএব মহাত্মনাং স্মরণমাত্রেণ॥ ৭৫॥

পাদস্য রজেন রজসৈব। নার্ম্মদং যামুনঞ্চ জলং প্রাপ্যতে। কিং পুনস্তেষাং পাদয়োর্জ্জলং তন্মহিমা কিং পুনর্ব্বক্তব্য ইত্যর্থঃ। অস্য পানসম্ভবেন রজসঃ সকাশান্মাহাত্ম্যাপেক্ষয়া কিং পুনরিতি ন্যায়োক্তিঃ॥ ৭৬॥ বাক্যমুপদেশরূপং ভগবৎকথাকীর্ত্তনাদিরূপং বা

নিজগৃহে থাকিয়াও হরির প্রথিত পরমধামে প্রয়াণ করেন। দশলক্ষ অশ্বমেধকারীও হরিভক্তগণলভ্য ফল লাভ করিতে পারে না। ঐ পুরাণের অমৃতসারোদ্ধারে যম-যমদূতসংবাদে লিখিত আছে, হরিভক্তগণ কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত, কি পাতাল, সর্ব্বত্রই দেবতা, মানব, পন্নগ ও রাক্ষসকুলের বন্দনীয় হয়েন। বৈষ্ণবগণের স্মরণমাত্র নিঃসন্দেহ শতলক্ষ পাপ ভস্মীভূত হয়। ৭৫। যাঁহাদের পদরেণুতে জাহ্নবী, নর্ম্মদা ও যমুনার জল লাভ করা যায়, যাঁহাদের উপদেশ কিংবা হরিসঙ্কীর্ত্তনরূপ বারি দ্বারা মানবগণ অসংখ্য অসংখ্য তীর্থ ও গঙ্গোদক বিনাও স্নাত হয়, তাঁহাদিগের পদামৃতের মাহাত্ম্য আর কি বর্ণন করিব? উক্ত পুরাণেই চাতুর্ম্মাস্য-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে, যাবৎ বংশে ভক্তিমান্ সন্তানের উৎপত্তি না হয়, ততদিনই পিতৃকুল পিণ্ডলুব্ধ হইয়া সংসারে বিচরণ করেন। সংসারে হরিভক্তিমান্ পুরুষই জ্ঞানী, যোগিশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বযজ্ঞের আহর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত। ৭৬—৭৭। কাশীখণ্ডে ধ্রুবচরিতে লিখিত আছে, মহাপ্রলয়রূপ আপদেও হরিভক্তগণের বিচ্যুতি নাই, এই জন্যই হরি অখিল সংসারে অচ্যুত, সর্ব্বগামী ও অব্যয়শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন; সুতরাং হরিভক্ত হইতে কোনরূপে কদাচ ভীতির আশঙ্কা নাই। বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি কদাচই অন্যকে তাপ প্রদান করেন না। স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে লিখিত আছে, হরিভক্তিমান্ হইলে কি বিপ্র, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি অন্ত্যজ, কোন জাতিই হউক্ না, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

তত্রৈবাগ্রে।—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥৭৮॥

শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ। গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ॥ ৭৯॥

মহাভারতে রাজধর্ম্মে।—

ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ং। ভক্তা নারায়ণং দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥ ৮০॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

শয়নাদুত্থিতো যস্তু কীর্ত্তয়েন্মধুসূদনম্। কীর্ত্তনাত্তস্য পাপানি নাশমায়ান্ত্যশেষতঃ॥

তত্রৈব।— যস্যাপ্যনন্তে জগতামধীশে, ভক্তিঃ পরা যাদব-দেবদেবে।

তস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, পাত্রং ত্রিলোকে পুরুষপ্রবীর॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীপ্রহ্লাদ-বলিসংবাদে।—

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনম্। কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—

স্বদর্শন-স্পর্শন-পূজনৈঃ কৃতী, তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।

ধুন্বন্ বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ, স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ॥ ৮১॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীলোমশবাক্যে।—

যে ভজন্তি জগদ্যোনিং বাসুদেবং সনাতনম্। ন তেভ্যো বিদ্যতে তীর্থমধিকং রাজসত্তম॥৮২॥

তদেব জলৌঘঃ পয়ঃপূরঃ তেনৈব॥ ৭৭॥ প্রলয়াপদি অপি॥ ৭৮॥ তুলসীমঞ্জরীধরঃ। শিরসেত্যত্র তুলসীতি বা পাঠঃ। তত্তদা॥ ৭৯॥ ভক্তা অভজন্। দুর্গাণি দুস্তরবিবিধদুঃখানি॥ ৮০॥ বিষ্ণুপ্রতিমেব স্বদর্শনাদিভির্জনস্য সর্ব্বলোকস্য তমাংসি পাপানি অজ্ঞানানি বা ধুন্বন্ নাশয়ন্। অত্র লোকে বৈষ্ণবো যদ্বসতি তৎ স্বার্থং ন কিন্তু পরং কেবলং লোকহিতায়ৈব। অত্র দৃষ্টান্তঃ যথা

হইয়া থাকে। ৭৮। শঙ্খচক্রচিহ্নে চিহ্নিত-তনু, মস্তকে তুলসী-মঞ্জরীধারী ও গোপীচন্দনাক্তাঙ্গ মহাত্মাকে দেখিলে আর পাতকাশঙ্কা কোথায়? ৭৯। মহাভারতের রাজধর্ম্মে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বভূতেশ্বর, জগদুৎপত্তিলয়কারী হরির আরাধনা করেন, তাঁহারা বিবিধ দুস্পার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। ৮০। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মধুসূদন-নাম কীর্ত্তন করিলে আশু নিঃশেষে পাতকপুঞ্জ বিদূরিত হয়। ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত আছে, হে পুরুষপ্রবর! যে ব্যক্তি অনন্ত, জগদীশ্বর, যাদব, দেবদেব হরির প্রতি ভক্তিমান্, ত্রিভুবনে তদপেক্ষা অপর আর উৎকৃষ্ট পাত্র নাই। দ্বারকা-মাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবলি-সংবাদে লিখিত আছে, হে বলে! যাঁহারা প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৈষ্ণবনাম কীর্ত্তন করেন, কলিকালে তাঁহারাই ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত এবং শ্রীহরির সদৃশ। হরিভক্তি-সুধোদয়ে বর্ণিত আছে, পুণ্যশীল বৈষ্ণব ব্যক্তি হরিপ্রতিমাবৎ দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চন দ্বারা লোকের অজ্ঞান বিদূরণ পূর্ব্বক যে সংসারে অবস্থিতি করেন, তাহা কেবল দীপবৎ পরহিতার্থ জানিবে, নিজের জন্য নহে। ৮১। ইতিহাসসমুচ্চয়ে লোমশোক্তি আছে যে, হে নৃপতিপ্রবর! যে সকল

যত্র ভাগবতাঃ স্নানং কুর্ব্বন্তি বিমলাশয়াঃ। তত্তীর্থমধিকং বিদ্ধি সর্ব্বপাপবিশোধনম্ ॥ ৮৩ ॥
যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ। তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
ন গন্ধৈর্ন তথা তোয়ৈর্ন পুষ্পৈশ্চ মনোহরৈঃ। সান্নিধ্যং কুরুতে দেবো যত্র সন্তি ন বৈষ্ণবাঃ ॥
বলিভিশ্চোপবাসৈশ্চ নৃত্যগীতাদিভিস্তথা। নিত্যমারাধ্যমানোঽপি তত্র বিষ্ণুর্ন তৃপ্যতি ॥ ৮৪ ॥
তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ। পুনন্তি সকলাঁল্লোকাংস্তত্তীর্থমধিকং ততঃ ॥ ৮৫ ॥
শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥৮৬॥
তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৮৭ ॥

তত্রৈব শ্রীনারদপুণ্ডরীকসংবাদে।—

যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ পাপাচাররতাঃ সদা। তেঽপি যান্তি পরং ধাম নারায়ণপরাশ্রয়াঃ ॥ ৮৮ ॥
লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বিষ্ণুতৎপরাঃ। পুনন্তি সকলাঁল্লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥
জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যাদ্বুদ্ধিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বাঁল্লোকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ। কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥

কিঞ্চ।—

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ। পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥৮৯

দীপ ইতি ॥ ৮১ ॥ ততোঽধিকং শ্রেষ্ঠং ॥ ৮২ ॥ অধিকং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং বিদ্ধি। কুতঃ সর্ব্বেষামেব পাপানাং বিশেষেণ বাসনোন্মূলনেন শোধনং ॥ ৮৩ ॥ বলিভিঃ উপহারৈঃ। যত্র বৈষ্ণবা ন সন্তি, তত্র ন তৃপ্যতি ন তুষ্যতি ॥ ৮৪ ॥ তস্মাদেত এব লোকান্ পুনন্তি। ততস্তস্মাদ্ধেতোঃ। তদিত্যব্যয়ং ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা তীর্থবিশেষণত্বান্নপুংসকত্বং। বৈষ্ণবা এব পরমং তীর্থমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ জাতিসামান্যাৎ নীচজাতিরয়মিতি। যদ্বা যথান্যঃ শূদ্রস্তথায়মপীত্যাদি প্রকারেণ সমানজাতিতয়া যো বীক্ষতে ॥ ৮৬ ॥ তেন বৈষ্ণবপরিতোষণেনৈব ॥ ৮৭ ॥ নারায়ণ এব পরঃ পরম আশ্রয়ো

ব্যক্তি জগৎকারণ সনাতন হরিকে আরাধনা করেন, তাঁহারাই প্রধান তীর্থস্বরূপ, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর তীর্থশ্রেষ্ঠ বিদ্যমান নাই। ৮২। বিমলমতি ভগবদ্ভক্তেরা যথায় স্নান করেন, সেই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে; কেননা, উহাতে নিখিল পাপের সম্যক্‌শুদ্ধি হয়। ৮৩। হে নৃপ! রাগাদি-বিহীন হরিপরায়ণ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত স্থলে হরি নিরন্ত বিরাজিত থাকেন সন্দেহ নাই। যথায় বৈষ্ণবগণের অধিষ্ঠান নাই, তথায় গন্ধ, বারি ও মনোরম কুসুম দ্বারা পূজিত হইলেও হরি অবস্থিতি করেন না। বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত স্থলে উপহার, অনশন ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা আরাধ্যমান হইলেও হরির প্রীতিলাভ হয় না।৮৪। এই হেতু এই সমস্ত পাপহীন মহাভাগ বৈষ্ণবেরা অখিল লোক পবিত্র করেন; সুতরাং তাঁহারাই পরমতীর্থস্বরূপ।৮৫। শূদ্র, চণ্ডাল বা শ্বপচ হইলেও বৈষ্ণবব্যক্তিকে সামান্যজাতি জ্ঞানে নীচ বলিয়া দর্শন করিবে না। বৈষ্ণবজনকে সামান্যজাতিরূপে দর্শন করিলে নিরয়ে গমন করিতে হয় সন্দেহ নাই।৮৬। এই হেতু হরির প্রীতি-সাধনার্থ বৈষ্ণবগণের তুষ্টি বিধান করিবে, তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ হরি প্রসন্নমুখ হইবেন। ৮৭। ঐ গ্রন্থেই নারদ-পুণ্ডরীক-সংবাদে লিখিত আছে,

শ্রীব্যাসবাক্যে।—

জন্মান্তরসহস্রেষু বিষ্ণুভক্তো ন লিপ্যতে। যস্য সন্দর্শনাদেব ভস্মীভবতি পাতকম্॥ ৯০॥

শ্রীভগবদ্বাক্যে।— ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥৯১॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে ব্রহ্মবাক্যে।—

সভর্ত্তৃকা বা বিধবা বিষ্ণুভক্তিং করোতি যা। সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতম্॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবলিসংবাদে।—

সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে। ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে।—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ। পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ।

মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো যস্য স এব মম দুর্ল্লভঃ॥ ৯২॥

যেষাং তে। যদ্বা নারায়ণপরা বৈষ্ণবাস্তদাশ্রয়া অপি সন্তঃ॥ ৮৮॥ যদৃচ্ছয়া যথাকথঞ্চিদপীত্যর্থঃ, অস্য স্মৃতঃ ইত্যাদিনান্বয়ঃ॥ ৮৯॥ ন লিপ্যতে প্রমাদাদিনা কথঞ্চিৎ কৃতৈরপি পাপৈঃ। অন্যেষামপি পাতকং সর্ব্বং ভস্মীভবতি সমূলং বিনশ্যতি। ৯০॥ চতুর্ব্বেদী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোঽপি বিপ্রো ন মদ্ভক্তশ্চেৎ তর্হি ন মে প্রিয়ঃ। শ্বপচোঽপি মদ্ভক্তশ্চেন্মম প্রিয় ইত্যর্থঃ। তস্মৈ

হরিপরায়ণ বৈষ্ণবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ক্রূর, দুরাত্মা ও নিত্য পাপাচারী ব্যক্তিরাও পরম ধাম বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করে। ৮৮। হরিপরায়ণ বৈষ্ণবেরা কদাচ পাতকে লিপ্ত হন না, তাঁহারা ভাস্করবৎ সমুদিত হইয়া অখিল লোক পবিত্র করিয়া থাকেন। "জন্মসহস্রান্তে আমি হরির দাস" এইরূপ মতি জন্মিলে সেই ব্যক্তি নিখিল লোক উদ্ধার করেন এবং নিঃসন্দেহ তাঁহার হরিসালোক্য লাভ হয়; আর হরিগতপ্রাণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কথা বাহুল্যমাত্র। আরও লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্তমগণ! হরিভক্ত ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও তাহাকে স্মরণ, তৎসহ সম্ভাষণ ও তাঁহার অর্চ্চনা করিলে পবিত্রতা লাভ করা যায়। ৮৯। ব্যাসের উক্তি আছে যে, জন্মসহস্রের মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রমাদনিবন্ধন পাতক অনুষ্ঠিত হইলেও বিষ্ণুভক্ত তাহাতে লিপ্ত হন না, এমন কি তাঁহাকে দেখিবামাত্র অপর ব্যক্তিগণের পাতকপুঞ্জও দগ্ধ হয়। ৯০। ভগবানের উক্তি আছে যে, মদ্ভক্তিপরায়ণ না হইলে চতুর্ব্বেদসম্পন্ন ব্যক্তিও মৎপ্রিয় হইতে পারে না; ভক্তিমান্ হইলে শ্বপচব্যক্তিও আমার প্রিয় হয়। তদ্রূপ শ্বপচকেই দান করিবে, তৎসকাশ হইতে গ্রহণ করিবে, সেই শ্বপচ মৎসদৃশ পূজনীয়। ৯১। ইতিহাসসমুচ্চয়ে ব্রহ্মোক্তি আছে, হরিভক্তিমতী হইলে কি সধবা কি বিধবা স্বীয় শতকুল পরিত্রাণ করিতে পারে। দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবলি-সংবাদে লিখিত আছে, হরিভক্তিপরায়ণ হইলে বর্ণসঙ্করজাতিও পরমপবিত্র হয়; কিন্তু হরিভক্তিমান্ না হইলে কুলীন ব্যক্তিও ম্লেচ্ছসদৃশ হইয়া থাকে, আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে লিখিত আছে, হে পার্থ! একবার হরির আরাধনা কর, দেবতান্তরের উপাসনার আবশ্যক নাই; বৈষ্ণবেরা নিখিল সুরগণের সহিত এই জগৎ পবিত্র

তৎপরো দুর্ল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়। জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা। অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ম্॥
অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্। মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব॥
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ। যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ। যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয়॥ ৯৩॥
এষাং ভক্ষ্যং সুনির্ণীতং শ্রূয়তাং নিশ্চিতং মম। উচ্ছিষ্টমবশিষ্টঞ্চ ভক্তানাং ভোজনদ্বয়ম্॥৯৪॥
নামযুক্তজনাঃ কেচিজ্জাত্যন্তরসমন্বিতাঃ। কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ॥
বৃহন্নারদীয়ে মার্কণ্ডেয়ং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ।—
বিষ্ণুর্ভক্তকুটুম্বীতি বদন্তি বিবুধাঃ সদা। তদেব পালয়িষ্যামি মজ্জনো নানৃতং বদেৎ॥৯৫॥
মম জন্ম কুলে যস্য তৎ কুলং মোক্ষগামি বৈ। ময়ি তুষ্টে মুনিশ্রেষ্ঠ কিমসাধ্যং বদস্ব মে॥৯৬॥

তাদৃশশ্বপচায়ৈব॥ ৯১॥ কুলং কুলানি চ। দুর্লভো বল্লভঃ॥ ৯২॥ তেষামহং পরিক্রীতস্তৈঃ পরিক্রীতঃ॥ ৯৩॥ সুনির্ণীতং নিশ্চিতমিতি। বাক্যভেদাদপৌনরুক্ত্যং। অবশিষ্টং পুরস্তাদানীতং পাকপাত্রাদৌ স্থিতং॥ ৯৪॥ ভক্ত এব কুটুম্বং তদ্বানিতি। যদ্বা ভক্তৈঃ কৃত্বা কুটুম্বীতি। তদেব পালয়িষ্যামীতি যথা স্বকুটুম্বমকৃত্যেনাপি পরিপাল্যতে তথা নিজভক্তো ময়া পরিপাল্য

করেন। যাহার সম্বন্ধে আমার ভক্ত প্রিয়, মৎসম্বন্ধেও সেই ব্যক্তি দুর্ল্লভ (প্রিয়)। ৯২। হে অর্জ্জুন! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য কহিতেছি, অতঃপর আর কি দুর্ল্লভ হইতে পারে? ভক্তেরা নিখিল জগতের গুরু আর আমি ভক্তজনের গুরু। যেরূপ আমি অখিলের গুরু, ভক্তেরাও তদ্রূপ। ভক্তেরা মদীয় বান্ধব, আমি ভক্তকুলের বান্ধব; ভক্তেরা মদীয় গুরু এবং আমি ভক্তকুলের গুরু। হে ধনঞ্জয়! ভক্তেরা যথায় গমন করেন, আমিও তথায় গমন করি। মুক্তিগণ শ্রুতিগণ-সমভিব্যাহারে ভক্তকুলের অনুসরণ করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণনীয় নহে; মদীয় ভক্তগণের ভক্তেরাই মদীয় সর্ব্বোত্তম ভক্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। হে পার্থ! যাহারা মদ্ভক্তিমান্ হইয়া মদর্থে বন্ধু-বান্ধব বিসর্জ্জন দিয়াছে, আমি সেই সকল জীবের নিকটে ক্রীত আছি; আমাকে ক্রয় করিতে অপর কাহারও সাধ্য নাই। ৯৩। যে সমস্ত ভক্ষ্য উক্ত ভক্তগণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বলিতেছি, অবধান কর। ভক্তসম্বন্ধে দ্বিবিধ ভোজন নির্ণীত;—উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট। নিবেদিত দ্রব্যকে উচ্ছিষ্ট কহে আর অগ্রাংশ দিয়া যাহা পাকপাত্রে থাকে, তাহাকেই অবশিষ্ট বলা যায়। ৯৪। জাত্যন্তরযুক্ত নীচ জন মন্নামবিশিষ্ট হইলে তাহার দ্বারা আমার যেরূপ প্রীতি সাধিত হয়, বেদবিচক্ষণ বিপ্র দ্বারাও তদ্রূপ সন্তোষ সাধন হয় না। বৃহন্নারদীয় পুরাণে মার্কণ্ডেয়ের প্রতি শ্রীহরির উক্তি আছে যে, সুরগণ নিরন্তর এইরূপ কীর্ত্তন করেন যে, হরি ভক্তজন-কুটুম্বী, উহাই আমি রক্ষা করিব, মদ্ভক্ত কদাচ মিথ্যাভাষী হন না। ৯৫। হে ব্রহ্মন্! আমি যে বংশে অবতীর্ণ হই,

ময়ি ভক্তিপরো যস্ত মদ্‌যাজী মৎকথাপরঃ। মদ্ধ্যানী স্বকুলং সর্ব্বং নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্॥
মদর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মৎপ্রণামপরো নরঃ। মন্মনাঃ স্বকুলং সর্ব্বং নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্॥ ৯৭॥
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥ ৯৮॥

তত্রৈবাদিতিমাহাত্ম্যে শ্রীসূতোক্তৌ।—

বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং মাহাত্ম্যং হরিভক্তিরতাত্মনাম্। হরিধ্যানপরাণাস্তু কঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্॥৯৯॥
হরিভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ। তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাদ্যা নিত্যং তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ॥১০০
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ। তত্রৈব সর্ব্বশ্রেয়াংসি তত্তীর্থং তত্তপোবনম্॥

তত্রৈবাদিতিং প্রতি শ্রীভগবদুত্তরে।—

রাগদ্বেষবিহীনা যে মৎভক্তা মৎপরায়ণাঃ। বদন্তি সততং তে মাং গতাসূয়া অদাম্ভিকাঃ।
পরাপকারবিমুখা মদ্ভক্তার্চ্চনতৎপরাঃ। মৎকথাশ্রবণাসক্তা বহন্তি সততং হি মাম্॥ ১০১॥

তত্রৈব ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতোক্তৌ।—

যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ। ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্॥১০২

ইত্যর্থঃ॥ ৯৫॥ যস্য কুলে মজ্জন্ম তস্য কুলং। যস্যেত্যত্র যস্মিন্নিতি বা পাঠঃ॥ ৯৬॥ অচ্যুতরূপতাং মৎসারূপ্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা ন চ্যুতং কথঞ্চিৎ কদাচিদপি ন নিজস্বভাবাদ্‌ভ্রষ্টং রূপং যেষাং বৈকুণ্ঠবাসিনাং তদ্ভাবমিত্যর্থঃ॥ ৯৭॥ ভগবদ্ভক্তা মদ্ভক্তাঃ। যদ্বা ভগবন্ত ঐশ্বর্য্যাদিগুণযুক্তাঃ। যদ্বা পরমগৌরবেণ ভগবচ্ছব্দপ্রয়োগঃ। ভগবন্তো যে মদ্ভক্তাস্তদ্রূপেণ॥ ৯৮॥ প্রবাধিতুং কথঞ্চিৎ পাপাদৌ জাতেঽপি কাঞ্চিদপি বাধাং বিঘ্নং বা কর্ত্তুং॥ ৯৯॥ দেবাঃ ইন্দ্রাদ্যাঃ। হে সত্তমাঃ! যদ্বা সিদ্ধাদ্যাঃ সত্তমাঃ পরমসাধবঃ। যদ্বা সত্তমাঃ শ্রীনারদাদয়শ্চ তত্রৈব নিত্যং তিষ্ঠন্তি॥ ১০০॥ সত্তমা হরিভক্তা যত্র॥ ১০১॥ অপিশব্দস্য সর্ব্বত্রা-

---

সেই বংশ মোক্ষভাগী হয়। হে তাপসপ্রবর! আমি প্রীত হইলে আর কি সাধ্যাতীত হইতে পারে বল। ৯৬। মদ্ভক্তিপরায়ণ, মৎপূজক, মৎকথানুরাগী, মদ্ধ্যায়ী, মৎকর্ম্মকারী, মৎপ্রণামপর ও আমাতে চিত্তসমর্পণকারী ব্যক্তি স্বীয় নিখিল বংশকে হরিসারূপ্য প্রদান করে। ৯৭। হে বিপ্রসত্তম! আমি সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্নদেহে মদ্ভক্তরূপে নিরন্তর অখিল লোক রক্ষা করি। ৯৮। উক্ত পুরাণে অদিতিমাহাত্ম্যে সূতোক্তি আছে, হে দ্বিজগণ! হরিভক্তের মাহাত্ম্য অবধান কর, বিষ্ণুচিন্তকগণের কোনরূপে পাতকাদির সঞ্চার হইলেও কে ব্যাঘাত প্রদানে সক্ষম হইতে পারে? ৯৯। হে সাধুসত্তমগণ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সুরগণ ও সিদ্ধবর্গ হরিভক্ত কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত স্থানে সর্ব্বদা নিবসতি করিয়া থাকেন। ১০০। বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিরা নিমেষকাল অথবা নিমেষার্দ্ধকাল যে স্থানে থাকেন, নিখিল মঙ্গলই তথায় সংস্থিত এবং সেই স্থানই তীর্থস্বরূপ ও তপোবনস্বরূপ বলিয়া গণনীয়। ঐ পুরাণে অদিতির প্রতি ভগবানের বাক্যে প্রকাশ যে, মৎপরায়ণ, রাগদ্বেষরহিত ভক্তেরা নিরন্তর অসূয়া ও দম্ভ বিসর্জ্জন করত আমার গুণাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি কদাচ পরের অনিষ্ট সাধন না করেন, মদ্ভক্তকুলের অর্চ্চনায় নিরত থাকেন আর যে সকল ব্যক্তি মৎকথাশ্রবণে অনুরাগী, তাঁহারাই নিরন্তর

তত্রৈব শ্রীভগবত্তোষপ্রকারপ্রশ্নোত্তরে।—

রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তম্। রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং বিষ্ণুপরায়ণম্॥

ভক্তির্দৃঢ়া ভবেদ্যস্য দেবদেবে জনার্দ্দনে। শ্রেয়াংসি তস্য সিধ্যন্তি ভক্তিমন্তোঽধিকাস্ততঃ॥

তত্রৈবাগ্রে।—

অদ্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ। প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥১০৩

কিঞ্চ।—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ। হরিভক্তিপরাণাং বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ॥ ১০৪॥

তত্রৈব লুব্ধকোপাখ্যানস্যাদৌ।—

যে বিষ্ণুনিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহতৎপরাঃ। সর্ব্বভূতদয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥১০৫॥

বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥

তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানস্যাদৌ শ্রীসূতবাক্যম্।—

হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ। নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্‌যতঃ॥

হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ। দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ॥১০৬॥

সুষঙ্গঃ। যতীনামপি বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈরপি॥ ১০২॥ ন হিংসন্তি হিংসাং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা কুলক্রমাগতবৈরবন্তোঽপি ন দ্বিষন্তি পরমপ্রীতিবিষয়ত্বাৎ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং॥ ১০৩॥ হে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১০৪॥ বিষ্ণুনিরতা ইত্যস্য লক্ষণানি শান্তা ইত্যাদিবিশেষণানি ত্রীণি। তত্রানুগ্রহশব্দেনোপকারঃ দয়াশব্দেন তৎকারণং স্নেহো জ্ঞেয়ঃ। যদ্বা লোকানুগ্রহঃ লোককর্ত্তৃকস্ববিষয়কোঽনুগ্রহস্তৎপরাস্তদেকাপেক্ষকা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতেষু দয়াযুক্তাশ্চ। বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুতুল্যা ইত্যর্থঃ॥১০৫॥ তেষাং তেভ্যো নমস্করোমি, যতঃ তেষাং সঙ্গ্যপি মুক্তিভাক্ জীবন্মুক্ত এবেত্যর্থঃ। অতস্তেষাং বাহ্যাচারো ন কদাপি বিচার্য্যঃ,

---

আমাকে বহন করিয়া থাকেন। ১০১। ঐ পুরাণেই ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে বিষ্ণুদূতের উক্তি আছে যে, সন্ন্যাসী ও হরিভক্তের পরিচর্য্যাকারীরা যে ব্যক্তির প্রতি নেত্রপাত করেন, পাতকী হইলেও তাহারা পরমা গতি লাভ করে। ১০২। ঐ গ্রন্থেই ভগবত্তোষপ্রকার-প্রশ্নোত্তরে লিখিত আছে, শত্রুগণ হরিপরায়ণ ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সক্ষম হয় না, গ্রহকুল কষ্ট প্রদান করিতে পারে না, রাক্ষসেরাও তাঁহাকে গ্রাস করিতে সমর্থ নহে। দেবদেব কেশবে অচলা ভক্তি থাকিলেই নিখিল কল্যাণ সিদ্ধ হয়, কেন না, ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঐ গ্রন্থের উক্ত স্থানের কিঞ্চিদগ্রেই লিখিত আছে, হে ঋষিপ্রবরগণ! বিরিঞ্চিপ্রমুখ সুরগণও অদ্যাপি হরিভক্তগণের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন নাই। ১০৩। আরও লিখিত আছে, হে বিপ্রসত্তমগণ! বিষ্ণুভক্তগণেরই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্য পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। ১০৪। উক্ত গ্রন্থের লুব্ধকোপাখ্যানের প্রথমে লিখিত আছে, হরির প্রতি অনুরাগী, শান্ত, লোকের প্রতি অনুগ্রহবান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল ব্যক্তিরাই হরির স্বরূপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ১০৫। হরিভক্তিবর্জ্জিত হইলে তাহাকে চণ্ডাল কহে। বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ হইলে চণ্ডালও সর্ব্বাপেক্ষা

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্। যস্মান্মুক্তিঃ করস্থৈব যোগিনামপি দুর্ল্লভা ॥১০৭॥
তত্রৈব কলিপ্রসঙ্গে।—
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে। বাসুদেবপরা মর্ত্ত্যাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ॥
অত্যন্তদুর্ল্লভা প্রোক্তা হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে। হরিভক্তিরতানাং বৈ পাপবন্ধো ন জায়তে॥
বেদবাদরতাঃ সর্ব্বে তথা তীর্থনিষেবিণঃ। হরিভক্তিরতৈঃ সার্দ্ধং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
অতএবোক্তং দেবৈস্তত্রৈব ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে।—
হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োঽপি বা। শুশ্রূষুর্ব্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ॥
পাদ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে।—
দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্ম্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। পুষ্ণন্তি স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ॥ ১১০॥
মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥১১১

সর্ব্বথা সম্মান এব কার্য্য ইত্যাশয়েনাহ দুর্বৃত্তা বেতি॥ ১০৬॥ যস্মাদন্যস্যাপি তেষাং প্রসাদা-ন্মুক্তিঃ করস্থা স্বাধীনৈব। যেষামিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। যদ্বা স্বাশ্রিতেভ্যো মুমুক্ষুভ্যো দাতুং করনিহিতেত্যর্থঃ॥ ১০৭॥ পাপরূপো বন্ধঃ যদ্বা পাপেন কথঞ্চিৎ কৃতেনাপি বন্ধঃ॥ ১০৮॥ যতঃ স এবোত্তমঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ॥১০৯॥ পদ্মজ হে ব্রহ্মন্! যথা মৎস্যাদয়ো দর্শনাদিভিঃ ক্রমেণ স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি, তথাহমপি দর্শনাদিভিঃ সমুচিতৈরেব সর্ব্বৈঃ স্বভক্তান্ পুষ্ণামীত্যর্থঃ॥১১০॥ ইত্থং মম সর্ব্বং রূপলীলাদিবৈভবং ভক্তোৎসবার্থমেবেত্যাহ মুহূর্ত্তেনাপীতি॥ ১১১॥

প্রধান বলিয়া গণ্য হয়। ঐ গ্রন্থে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের প্রথমে সূতোক্তি আছে যে, যে সমস্ত মানবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তিরূপ রসের আস্বাদনে প্রফুল্ল, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি; কারণ, তাঁহা-দিগের সহবাসেও মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিভক্তিপরায়ণ ও হরিনামনিরত ব্যক্তিরা দুর্ব্বৃত্তই হউক, আর সুবৃত্তই হউক, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ১০৬। অহো হরিভক্তদিগের কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য! কারণ, তাঁহাদিগের অনুগ্রহে অপরেরও যোগিজন-দুর্ল্লভ মোক্ষ করগত হয়। ১০৭। ঐ গ্রন্থেই কলিপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, সর্ব্বধর্ম্মবিহীন ঘোর কলিকাল সমাগত হইলে যাঁহারা হরিপরায়ণ হয়েন, নিশ্চয় তাঁহারাই কৃতার্থ হইবেন। ঐ কলিকালে হরিভক্তি অতীব দুরাপ; হরিভক্তিনিষ্ঠগণের পাতকরূপ বন্ধনের আশা নাই। ১০৮। বেদবাদপরায়ণ ও নিখিল তীর্থ-সেবকগণও হরিভক্তগণের ষোড়শাংশের একাং-শের সমান নহে। ঐ গ্রন্থেই ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে সুরগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, হরিকীর্ত্তন-পরায়ণ অথবা হরিভক্তগণের প্রিয় অথবা মহজ্জনের সেবা-নিরত ব্যক্তিই উত্তম ও আমাদিগের পূজ্য। ১০৯। পদ্মপুরাণে ভগবৎ-ব্রহ্ম-সংবাদে লিখিত আছে যে, হে ব্রহ্মন্! যেরূপ মীন, কূর্ম্ম ও বিহগগণ দর্শন, ধ্যান ও স্পর্শ দ্বারা নিজ নিজ সন্তানদিগকে পোষণ করে, তদ্রূপ আমিও দর্শনাদি দ্বারা নিজ ভক্তকুলকে পোষণ করি। ১১০। আমি মুহূর্ত্তমধ্যে দানবকুল বিনাশে সক্ষম হইলেও ভক্তবর্গের আমোদার্থে নানারূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি।১১১।

তত্রৈব মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—

ন যমং যমলোকং ন ন দূতান্ ঘোরদর্শনান্। পশ্যন্তি বৈষ্ণবা নূনং সত্যং সত্যং ময়োদিতম্॥
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে। তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ॥

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে পঞ্চপুরুষাণামুক্তৌ।—

ভব্যানি ভূতানি জনার্দ্দনস্য, পরোপকারায় চরন্তি বিশ্বম্॥

তথা।—　সন্তঃ প্রতিষ্ঠা দীনানাং দৈবাদুদ্ভূতপাপ্মনাম্।
আর্ত্তানামার্ত্তিহন্তারো দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১১২॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতীসংবাদে।—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে। বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ॥ ১১৩॥
ন দাস্যং বৈ পরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্। সর্ব্ববন্ধননির্মুক্তা হরিদাসা নিরাময়াঃ॥১১৪॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্যে শ্রীচিত্রগুপ্তোক্তৌ।—

দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ। ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্।

দৈবাৎ পূর্ব্বতুষ্কর্ম্মবশাৎ অকস্মাদ্বা উদ্ভূতং যৎ পাপং তদ্বতাং। পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ। অতএব দীনানাং জনানাং সন্ত এব প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ। যদ্বা সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠারূপা এব, যথা প্রতিমাদীনাং প্রতিষ্ঠয়ৈব শোধনং পূজ্যত্বাদিকঞ্চ সম্পদ্যতে তথা সদ্ভ্য এব তেষাং তদিত্যর্থঃ॥১১২॥ কর্ম্মণা বধ্যতে সম্বধ্যতে ইতি কর্ম্মবন্ধনং। অনুচরত্বং দাস্যং। হি যতঃ॥ ১১৩॥ বন্ধনং সংসারবন্ধাপাদকং। নিরাময়া নির্দ্দোষাঃ॥ ১৪॥ তং ভগবন্তং জানাতীতি তজ্জ্ঞঃ। দিবসমেক-

---

ঐ পুরাণের মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া নিঃসন্দেহ বলিতেছি, বৈষ্ণবেরা যম অথবা শমনপুরী বা ঘোরদর্শন যমদূতগণকে দর্শন করেন না। বিষ্ণুভক্তিরহিত দ্বিজাতিকে শ্বপাকসদৃশও দর্শন করিবে না। বৈষ্ণব ব্যক্তি অন্ত্যজজাতি হইলেও ত্রিলোক পবিত্র করেন। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরা কদাচ শূদ্র বলিয়া কথিত নহে, তাঁহাদিগকে ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। কেশবের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারাই শূদ্র বলিয়া গণনীয়। হে বৈশ্য! হরিভক্তের দাস ও বৈষ্ণবান্ন-সেবীরা নিরাকুল হইয়া যজ্ঞভুক্‌দিগের গতি লাভ করেন। ঐ পুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে পঞ্চপুরুষগণের উক্তিতে প্রকাশিত আছে যে, হরিভক্তগণ পরোপকারার্থই সংসারে পরিক্রমণ করিয়া থাকেন, যাহারা পূর্ব্বকৃত-কুকার্য্য-জনিত পাতকে পাতকী, সাধুরাই সেই সকল দীনজনের একমাত্র আশ্রয়। সাধুজনের দর্শনে তৎক্ষণাৎ পীড়িতগণের পীড়া বিদূরিত হয়। ১১২। উক্ত পুরাণের উত্তরখণ্ডে শিবোমা-সংবাদে লিখিত আছে, বৈষ্ণবগণকে কর্ম্মবন্ধন-জনিত জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না; হরিদাস্যই সুধীগণ কর্ত্তৃক মোক্ষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ১১৩। পরমেশ্বর হরির দাস্য কদাচ ভববন্ধনের

ত্যক্তসর্ব্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি। বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাম্ ॥

বাশিষ্ঠে।— যস্মিন্ দেশে মরৌ তজ্জ্ঞো নাস্তি সজ্জনপাদপঃ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র দিবসং বসেৎ॥ ১১৫ ॥

সদা সন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন। যা হি স্বৈরকথাস্তেষামুপদেশা ভবন্তি তে॥১১৬॥

গারুড়ে।—

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে। একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্॥১১৭॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু।—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥১১৮॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥১১৯

দিনমপি॥ ১১৫॥ তেষাং যাঃ স্বৈরকথাঃ অন্যোন্যং স্বচ্ছন্দবার্ত্তাস্তা অপি। তে তব; ত এব বা, উপদেশবিশেষণত্বেন পুংস্ত্বম্, উপদেশা ভবিষ্যন্তি। ১১৬—১১৭॥ মদ্ভক্তেরবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ অপীতি। অত্যন্তং দুরাচারোঽপি নরো যদি পৃথক্ত্বেন দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং শ্রীদেবকীনন্দনং ভজতি মদ্ভজনে মতিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ, তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব মন্তব্যঃ। যতোঽসৌ সম্যগ্ব্যবসিতঃ শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্॥ ১১৮॥ ননু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যঃ তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি। দুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ধর্ম্মস্বরূপো বা প্রাপ্নোতি ভবতি। যদ্বা ভগবদ্ভক্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য আত্মা প্রবর্ত্তকো ভবতি। ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপরমশান্তিং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈবং মন্যেরন্নিতি শোকব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি। হে কৌন্তেয়! পটহকোলাহলাদি-মহাঘোষ-পূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতি-

---

উৎপাদক হইতে পারে না। কলুষহীন হরিদাসগণ বন্ধন হইতেই পরিমুক্ত। ১১৪। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যে চিত্রগুপ্তোক্তিতে লিখিত আছে, শ্রীহরির ভক্তেরা দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহবাসাদি দ্বারা আশু সাক্ষাৎ চণ্ডালেরও পবিত্রতা সাধন করেন। হরিভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিখিল-কুলাচার-ত্যাগী ও অখিলপাপে পাপীকেও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বাশিষ্ঠে লিখিত আছে, যে মরু-প্রদেশে ভগবত্তত্ত্ববিশারদ, সফল শীতলচ্ছায়া-বিশিষ্ট সজ্জন-তরু বিরাজিত নাই, তথায় একদিনও নিবসতি করিবে না। ১১৫। নিরন্তর সাধুগণ-সকাশে গমন করাই উচিত। তাঁহারা উপদেশ প্রদান না করিলেও তাঁহাদিগের স্বচ্ছন্দ কথোপকথনই উপদেশস্বরূপ হয়। ১১৬। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, একজন সর্ব্ববেদান্ত-বিশারদ ব্যক্তি সহস্রসংখ্য যাজ্ঞিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একজন হরিভক্ত কোটি বেদান্তবিদ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং একজন একান্তী বৈষ্ণব বৈষ্ণব-সহস্র হইতেও গরীয়ান্। একান্তী বৈষ্ণবেরাই পরম পদ লাভ করেন। ১১৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে, অনন্যভক্ত হইয়া আমার আরাধনা করিলে সুদুরাচারবান্ ব্যক্তিও সমুচিত অধ্যবসায়বান্ সাধু বলিয়া মাননীয় হইতে

মাং হি পার্থব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্ত্যা রাজর্ষয়স্তথা॥ ১২০॥

কিঞ্চ তত্রৈব।—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥১২১

শ্রীভাগবতস্য প্রথমস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিত উক্তৌ।—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসঃ সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুরস্য।—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য, নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥ ১২২॥

জানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু, কথং? মে পরমেশ্বরস্য, যদ্বা মে পরমেশ্বরভক্তস্যাপি ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে প্রৌঢ়িবাদবিজৃম্ভবিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সদ্যো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্॥ ১১৯॥ আচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রম্। যতো মদ্ভক্তির্যথাকথঞ্চিৎ মদাশ্রয়াপি বা দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাধ্যয়নাদিরহিতাঃ, তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য। যদ্বা বিধিত্যাগাদিনা বিরূপতয়া অপকর্ষেণাপি যথাকথঞ্চিদাশ্রয়মাত্রং কৃত্বাপি পরাং গতিং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিলক্ষণাং যান্তি লভন্তে। হি নিশ্চিতং। যদৈবং তদা সজ্জাতয়ঃ সৎকুলাঃ সদাচারশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ কিমিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ। তথা রাজানশ্চৈতে ঋষয়শ্চ এবম্ভূতাঃ ভক্তাঃ সন্তঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্ব্বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ১২০॥ যুক্ততমঃ সর্ব্বযোগিশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ॥ ১২১॥ যেষাং ভবাদৃশাং সংস্মরণাদপি সংশব্দস্তস্যৈব স্বতঃ সম্যক্ত্বাভিপ্রায়েণ ঈষদর্থে বা। পুংসামিতি অবিশেষেণাখিলজনানামেবেত্যর্থঃ। আদিশব্দেন সম্ভাষণাদীনি। সুচিরং শ্রমো যস্মিন্ তস্য পুংসাং শ্রুতস্য শাস্ত্রাভ্যাসস্য অয়মেব অর্থঃ ফলম্। নিশ্চিতম্ অঞ্জসা সুখেন ঈড়িতঃ স্তুতস্তমেবাহ মুকুন্দপাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষ্বস্তি তেষাং গুণানুসরণমিতি। অঞ্জসেত্যস্যাত্রৈবান্বয়ঃ॥ ১২২॥

পারেন। তিনিই আশু ধর্ম্মশীল হন ও নিত্য শান্তিভাগী হইয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! মদ্ভক্তের কদাচ বিনাশ নাই, ইহা নিশ্চয় অবগত হইবে। ১১৮। ১১৯। হে অর্জ্জুন! আমার শরণ গ্রহণ করিলে নীচজাতি হউক, নারী হউক, অথবা বৈশ্য শূদ্র যে কেহ হউক, দিব্যগতি প্রাপ্ত হয়; সুতরাং উহাতে পুণ্যজন্মা দ্বিজাতি বা ক্ষত্রকুলজ ভক্তের পক্ষে আর কি সন্দেহ হইতে পারে? ১২০। উক্ত গীতায় আরও লিখিত আছে যে, যোগিকুলমধ্যে যিনি আমাতে অন্তরাত্মা স্থাপন পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে আমারই উপাসনা করেন, সকল যোগী অপেক্ষা তিনিই মৎসকাশে প্রধান। ১২১। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে পরীক্ষিতের বাক্যে প্রকাশ আছে যে,

দেবহূতিং প্রতি কপিলদেবস্য।—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে, নংক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥ ১২৩॥

চতুর্থে শ্রীধ্রুবস্য।—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ, কিন্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥ ১২৪॥

হে শান্তরূপে! কদাচিদপি ন নংক্ষ্যন্তি ভোগহীনা ন ভবন্তি। তত্র হেতুঃ। অনিমিষো মে হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং ন লেঢ়ি ন তান্ গ্রসতি। যদ্বা জিহ্বাগ্রেণাপি ন স্পৃশতি। তত্রৈব হেতুর্যেষামিতি। সুত ইব স্নেহবিষয়ঃ। সখেব বিশ্বাসাস্পদং। গুরুরিবোপদেষ্টা। সুহৃদিব হিতকারী। ইষ্টং দৈবতমিব পূজ্যং। এবং সর্ব্বভাবেন যে মাং ভজন্তি, তান্ মদীয়ং কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন নংক্ষ্যন্তি বিচিত্রবিষয়াদিভোগেঽপি নিজমার্গান্ন ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা মমাদৃশ্যা ন ভবন্তি। অতঃ কালচক্রং জিহ্বয়া লেঢ়ুং কথঞ্চিৎ স্প্রষ্টুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। চকারোঽত্র বিকল্পে তেষামেকতরত্বেনৈব সর্ব্বসিদ্ধেঃ। যদ্বা যেষাং সাক্ষাৎ প্রিয়াদিরূপোঽপ্যহং ভবামি। তত্র প্রিয়ঃ উপকারাদিনা প্রীতিবিষয়ঃ। আত্মা স্বভাবত এব প্রিয়ঃ। সুহৃদঃ সর্ব্বজ্ঞাতয়ঃ সম্বন্ধিনশ্চ। ইষ্টং দৈবতং। আত্মপ্রদো নাথঃ। এষাং দুর্ঘটত্বং যথোত্তরমূহ্যং যথা প্রিয়ো ভর্ত্তা দণ্ডকারণ্যবাসিমুনীনাং গোপীজনানাঞ্চ আত্মা স্বয়মেবাহং। এবমত্র ভক্তমাহাত্ম্যবর্ণনরসেন ক্রমো নাপেক্ষিতঃ॥ ১২৩॥ তনুভৃতামবিশেষেণ সর্ব্বেষামেব জীবানাং। অপ্যর্থে বাশব্দঃ, ভবজ্জনানাং কথায়াঃ শ্রবণেনাপি। যদ্বা

ভগবন্! আপনাদিগকে স্মরণ করিলে সদ্যঃ মানবের গৃহ পবিত্র হয়; সুতরাং দর্শন, স্পর্শন, চরণক্ষালন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরের কথায় প্রকাশ আছে, হে ঋষে! যে সকল ব্যক্তির হৃদয়াভ্যন্তরে ভগবান্ মাধবের চরণকমল বিরাজিত, তাঁহাদিগের গুণানুশ্রুতিই পুরুষগণের চিরশ্রমার্জ্জিত শ্রবণাদির অর্থ এবং সুধীগণ কর্ত্তৃক তাহারই সম্যক্ স্তব কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১২২। তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতির প্রতি কপিলোক্তি আছে যে, হে শান্তরূপে! মদ্ভক্তিযোগ নিবন্ধন মানব মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক নানারূপ ভোগ্য লাভ করে; ইহাতে এরূপ বিবেচনা করিও না যে, স্বর্গাদির ন্যায়, কালে বৈকুণ্ঠবাসী ভোক্তা ও ভোগ্য দ্রব্যেরও বিনাশ হইবে। যাহারা আমার একান্তাশ্রয়ী, তাহাদিগের কদাচ ভোগ্য-দ্রব্যেরও ক্ষয় নাই, মদীয় অনিমিষ কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ নহে; বস্তুতঃ আমি যাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, সুতবৎ স্নেহপাত্র, সখিবৎ বিশ্বাসাস্পদ, গুরুবৎ উপদেষ্টা, সুহৃদ্বৎ হিতকারী ও ইষ্টদেবসদৃশ পূজ্য, আমার চক্র সেই সকল ব্যক্তিকে কি কদাচ গ্রাস করিতে সক্ষম হয়? ১২৩। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবোক্তি আছে, হে নাথ! ভবদীয় চরণারবিন্দ চিন্তন বা মুক্তব্যক্তির বাক্য শ্রবণে শরীরিগণের যে নির্বৃতিপ্রাপ্তি হয়, আত্মানন্দস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সে সুখের আশা নাই, সুতরাং উহাতে যাহারা শমনরাজের

শ্রীরুদ্রস্য ।—স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্, বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাম্ ।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং, পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ ১২৫ ॥

পঞ্চমে শ্রীজড়ভরতস্য ।—
রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি, নে চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা ।
ন চ্ছন্দসা নাপি জলাগ্নিসূর্য্যৈর্ব্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকাৎ ॥ ১২৬ ॥

ষষ্ঠে শ্রীপরীক্ষিতঃ ।—
রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ । তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম । মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥ ১২৭ ॥

বিকল্প এব । ততশ্চ পাদপদ্মধ্যানেন সহ বৈষ্ণবকথাশ্রবণস্য সাম্যতো মাহাত্ম্যবিশেষ উক্তো ভবতি । স্বমহিমনি নিজানন্দরূপে । যদ্বা স্বঃ অসাধারণঃ অন্যানন্দাদ্যপেক্ষয়া বিশিষ্টো মহিমা যস্য তস্মিন্নপি মা ভূৎ ন ভবেদিত্যর্থঃ । অন্তকস্য অসিনা কালেন লুলিতাৎ খণ্ডিতাৎ বিমানাৎ পততাং সা নাস্তীতি কিমু বক্তব্যং ॥ ১২৪ ॥ স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ পুমান্ বহুভির্জন্মভির্বিরিঞ্চিতাং প্রাপ্নোতি । ততোঽপি পুণ্যাতিশয়েন মামেতি । ভাগবতস্তু অথ দেহান্তে ভাগবতত্বানন্তরং বা অব্যাকৃতং প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবং পদমেতি । যথাহং রুদ্রো ভূত্বা আধিকারিকবদ্বর্ত্তমানঃ । বিবুধা দেবাশ্চ আধিকারিকাঃ । কলাত্যয়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে সত্যোষ্যন্তি । যদ্বা কলাত্যয়ে প্রকৃত্যতিক্রমে ॥ ১২৫ ॥ হে রহূগণ ! এতৎ শ্রীবাসুদেবরূপং যস্তু তপসা পুরুষো ন যাতি । ইজ্যয়া বৈদিককর্ম্মণা । নির্বপণাৎ অন্নাদিসংবিভাগেন । গৃহাদ্বা তন্নিমিত্তপরোপকারেণ । ছন্দসা বেদাভ্যাসেন । জলাগ্ন্যাদিভিরুপাসিতৈরপি । অভিষেকশব্দেন মহৎপাদরজসঃ সর্ব্বতীর্থময়ত্বং সূচ্যতে ॥ ১২৬ ॥ পার্থিবৈ রজোভিঃ পরমাণুভিঃ সমাঃ সংখ্যাতা অনন্তা ইত্যর্থঃ জন্তবো জীবাঃ তেষাং মধ্যে যে কেচন কতিপয়ে শ্রেয়ো ধর্ম্মমীহন্তে কুর্ব্বন্তি ॥ ১২৭ ॥ মুচ্যতে গৃহাদিসঙ্গান্মুচ্যতে । সিধ্যতি তত্ত্বং জানাতি । যদ্বা

কালরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদিত বিমান হইতে নিপতিত হইতেছে, তাহাদের বিষয় আর কি বলিব ? ১২৪ । চতুর্থস্কন্ধে রুদ্রোক্তি আছে যে, অনেকজন্মান্তে স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে, তৎপরে সে আমাকে লাভ করে ; কিন্তু দেহাবসানেই ভগবদ্ভক্তের প্রপঞ্চা-তীত বৈষ্ণবপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, আমি এবং সুরগণ সকলেই অধি-কৃতবৎ বিদ্যমান আছি, কিন্তু আমাদিগের অধিকারের অবসানে লিঙ্গদেহ ভগ্ন হইলে সকলেই প্রপঞ্চাতীত পদ লাভ করিব । ১২৫ । পঞ্চম স্কন্ধে জড়ভরতোক্তি আছে, হে রহূগণ ! মহা-পুরুষগণের পদরেণুর অভিষেক দ্বারাই এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় ; তদ্ভিন্ন কি তপ, কি বৈদিক ক্রিয়া, কি অন্নাদিভাগ, কি গৃহি-ধর্ম্মার্থ পরোপকার, কি বেদাধ্যয়ন, কি জল-বহ্নি-সূর্য্যোপাসনা, কিছু দ্বারাই লাভ করা যায় না । ১২৬ । ষষ্ঠস্কন্ধে পরীক্ষিদুক্তি আছে যে, হে ব্রহ্মন্ ! এই বসুধাতলে ধরণীস্থ পরমাণুর সদৃশ অনন্ত জীব বিদ্যমান আছে ; কিন্তু তন্মধ্যে কতিপয় জনমাত্র স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর । ১২৭ । হে বিপ্রসত্তম ! ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে সকল-

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ১২৯ ॥

শ্রীশিবস্য।—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ১৩০ ॥

সপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদস্য।—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ১৩১ ॥

মুচ্যেত সংসারান্মুক্তো ভবেৎ। তস্মিন্নপি কশ্চিদেব সিধ্যতি স্বস্বরূপানুভবরূপমানন্দাংশং প্রাপ্নোতি। এবং মুক্তেঃ সকাশাৎ সিদ্ধের্ব্বিশেষঃ সিদ্ধঃ। যদ্বা মুচ্যেত জীবন্মুক্তো ভবেৎ। সিধ্যতি ভগবতি পরমানন্দসমুদ্রে লীয়তে। এবং জীবন্মুক্তত্বে স্বরূপানুভবরূপানন্দাংশমাত্রানুভবাৎ সিদ্ধত্বে চানন্দবিশেষানুভবেন পূর্ব্বতোঽস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সিদ্ধমেব। ভগবল্লয়ত্বেঽপি পৃথক্‌স্থিত্যভিপ্রায়েণোত্তরশ্লোকে সিদ্ধানামিতি বহুত্বং। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সম্যক্ নিরূপিতমেবাস্তি ॥ ১২৮ ॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানামপি কোটিষ্বপি মধ্যে সুদুর্ল্লভঃ পরমদুষ্প্রাপ্যঃ। এবং পরমদৌর্ল্লভ্যেনাস্যাত্যন্তশ্রেষ্ঠতমত্বমুক্তং। প্রশান্তাত্মেতি স্বরূপমাত্রনির্দ্দেশঃ। তস্যৈব মুখ্যতমত্বং সংপূর্ণপ্রশান্তত্বাৎ। হে মহামুনে ইতি এতচ্চ ত্বমেব সম্যগ্‌জানাসি নান্যঃ। যদ্বা ত্বমেবৈকঃ এতাদৃশঃ নান্য ইতি ভাবঃ। ॥ ১২৯ ॥ কুতশ্চন কস্মাচ্চিদপি দেবাদেঃ শাপাদের্বা- সকাশান্ন ভয়ং প্রাপ্নুবন্তি। যতঃ স্বর্গাদিষ্বপি তুল্যোঽর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা ন চান্যৎ কিমপি বাঞ্ছন্ত্যপীতি ভাবঃ ॥ ১৩০ ॥ নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্তবিষয়াভিমানানাং ভগবৎ-প্রীত্যা ত্যক্তাশেষপরিগ্রহাণাং বা অতএব মহত্তমানাং পাদরজোভিষেকং যাবন্ন বৃণীত প্রীত্যা ন ভজেৎ, তাবৎ শ্রুতিবাক্যাদিনা জ্ঞাতমপি এষাং দুরাশয়ানাং মতিঃ উরুক্রমস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাংঘ্রিং ন স্পৃশতি ন প্রাপ্নোতি। অসম্ভাবনাদিভির্ব্বিহন্যত ইত্যর্থঃ। অনর্থস্য সংসার-স্যাপগমো যস্যা অঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ প্রয়োজনং মহদনুগ্রহাভাবান্ন তত্ত্বনিশ্চয়ঃ নাপি মোক্ষ-

---

কেও মুক্তিকামী দৃষ্ট হয় না, অত্যল্প ব্যক্তিই মুমুক্ষু হইয়া থাকে। আবার ঐপ্রকার মুমুক্ষুর মধ্যে সকলেই যে সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাও নহে; সহস্র মুমুক্ষুর মধ্যে কখনও কোন এক জনকে গৃহাদি-সঙ্গ-ত্যাগীও হইতে দেখা যায়। ১২৮। ঐপ্রকার কোটিসংখ্য মুক্ত ও তত্ত্ববিদের মধ্যে হরিপরায়ণ ও প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য। ১২৯। ষষ্ঠস্কন্ধে পার্ব্বতীর প্রতি শিববাক্যে প্রকাশ আছে যে, হে প্রিয়ে! কোন জীব হইতেই হরিপরায়ণের ভীতি সঞ্জাত হয় না। তাঁহারা কি স্বর্গ, কি মোক্ষ, কি নিরয় এই তিনেই সমান প্রয়োজন নিরীক্ষণ করেন।১৩০। সপ্তমস্কন্ধে পিতার প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি আছে যে, হে তাত! একমাত্র হরিই সর্ব্বজীবে গূঢ় ভাবে অবস্থিত, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী এ কথা সত্য বটে, তথাপি বিষয়াভি-মান-রহিত মহাপুরুষগণের চরণরেণু দ্বারা যতক্ষণ অভিষেক না হয়, ততদিন বেদবাণী দ্বারা ঐ-প্রকার হরিকে বিদিত হইলেও গৃহানুরাগিগণের মতি তচ্চরণ-লাভে সমর্থ হয় না, বরং অস-ম্ভাবনাদি দ্বারা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়। ফল কথা, ঐরূপ ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করিলেই সংসার

কিঞ্চ।—বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ১৩২॥

অষ্টমে শ্রীগজেন্দ্রস্তু :—
একান্তিনো যস্য ন কিঞ্চনার্থং, বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং যচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ ১৩৩॥

স্তেষামিত্যর্থঃ। যদ্বা অনর্থস্য অর্থতয়া ভাসমানস্য বিচারেণানর্থরূপস্য। যদ্বা বেদান্তাদৌ ন বিদ্যতেঽর্থো যস্মাৎ তস্য মোক্ষস্যাপগমো যস্য পাদরজোভিষেকস্যার্থঃ। ভগবদ্ভক্তকৃপা-বিশেষমন্তরেণ ন মোক্ষেচ্ছানিবৃত্তিঃ ন চ তাং বিনা মতের্ভগবচ্চরণারবিন্দস্পর্শনমপীতি॥১৩১॥ মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃ-প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ ইতি পূর্ব্বোক্তা যে ধনাদয়ঃ দ্বিষট্ দ্বাদশগুণাস্তৈর্যুক্তাদ্বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে। যদ্বা উদ্যমপর্ব্বণি সনৎসুজাতোক্তা দ্বাদশ ধর্ম্মাদয়ো গুণাঃ দ্রষ্টব্যাঃ। তথাহি।—ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ, অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ, ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্যেতি। কথম্ভূতাৎ বিপ্রাৎ? অরবিন্দনাভস্য পাদারবিন্দতো বিমুখাৎ। কথম্ভূতং শ্বপচং?—তস্মিন্ অরবিন্দনাভপাদারবিন্দে অর্পিতা মনআদয়ো যেন তং। ঈহিতং কর্ম্ম। বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ সঃ এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ স্বং কুলং পুনাতি। ভূরির্মানো গর্ব্বো যস্য স তু বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি কুতঃ কুলং। যতো ভক্তিহীনস্যৈতে গুণা গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি, অতো হীন ইতি ভাবঃ। যদ্বা তাদৃশাৎ বিপ্রাৎ শ্বপচমেবাহং মন্যে আদ্রিয়ে। ভগবদ্বিমুখত্বেন বিপ্রস্য শ্বপচতোঽপ্যধমত্বং। শ্বপচস্য চ জাত্যাদিস্বভাবেন ভগবজ্জ্ঞানাদ্যসম্ভবাৎ কেবলং ভগবত্যাভিমুখ্যাভাবো ন তু বৈমুখ্যম্ অতস্তস্মাদপ্যয়মেব সাধুঃ। অতএব তং মন্যে ইতি। তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং সন্তং বরিষ্ঠং সর্ব্বোৎকৃষ্টং মন্যে। তত্র হেতুঃ পুনাতীতি। যদ্বা। আদিতো বিপ্রস্য সন্ধ্যোপাসনাদৌ স্বত এব নিত্যং ভগবদাভিমুখ্যমস্ত্যেব। পশ্চাচ্চাধ্যয়নাদিনা তাদৃশদ্বাদশগুণাঃ সম্পন্নাঃ। অতোঽধুনাভিমুখ্যবিশেষস্তাবদ্দূরেঽস্তু অথচ অহমেব সত্যং পরং ব্রহ্ম নারায়ণঃ মত্তোঽন্যচ্চ দৃষ্টশ্রুতং সর্ব্বং মন্মায়াকল্পিতং মধ্যধ্যস্তমেবেত্যাদি-মিথ্যাভিমানেন ভগবৎপাদারবিন্দাৎ বৈমুখ্যং গতাদিতি। অন্যৎ সমানং॥১৩২॥ ভগবৎপ্রপন্না যে একান্তিনঃ। ভগবদ্ভক্তেষু মধ্যে যে একান্তভক্তা ইত্যর্থঃ। যদ্বা ভগবদ্ভিব্রহ্মাদিভিমুক্তৈর্ব্বা

দূরীভূত হইয়া থাকে।১৩১। আরও লিখিত আছে, প্রহ্লাদ বলিলেন, হে প্রভো! আমার অনুমান হয়, যাহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, অর্থ ও প্রাণ হরিতেই সমর্পিত, তাদৃশ চণ্ডালও, পদ্মনাভ ভগবানের পাদপদ্ম-পরাঙ্মুখ দ্বাদশ-গুণালঙ্কৃত দ্বিজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন না, তাদৃশ চণ্ডাল দ্বারা বংশ পবিত্র হয়, কিন্তু বহুগর্ব্বী উক্ত দ্বিজাতি স্বীয় আত্মাকেও পবিত্র করিতে সমর্থ নহেন, সুতরাং বংশ পবিত্র কিরূপে করিবেন? বস্তুতঃ অভক্তের গুণ আত্মশুদ্ধ্যর্থ নহে, উহা কেবল গর্ব্বের জন্য; সুতরাং সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট।১৩২। অষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্রোক্তি আছে যে, আমি ভক্তিসুখ বিদিত নহি, এই হেতু এতাবন্মাত্রেরই প্রার্থী হইলাম। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার একান্ত ভক্ত মুক্তজনের সেবা করত নিষ্কাম হইয়াছেন; সুতরাং কেবলমাত্র

নবমে শ্রীভগবতঃ।—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ১৩৪॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥১৩৫॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥১৩৬
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ১৩৭॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ১৩৮॥

তত্রৈব শ্রীদুর্ব্বাসসঃ।—

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্। যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ॥১৩৯

প্রপন্না আশ্রিতা অতএব তে তস্য ভগবতশ্চরিতং গায়ন্তঃ সন্তস্তত এব আনন্দরসসমুদ্রমগ্নাঃ সন্তঃ যস্য অর্থম্ ঐশ্বর্য্যাদিকং, যদ্বা যস্যেতি যস্মাৎ কঞ্চনার্থং মোক্ষাদিকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি ন বাঞ্ছন্তি। কুতঃ সুমঙ্গলং পরমসুখাত্মকং অত্যদ্ভুতঞ্চ অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যমিতি। এবমেকান্তিনাং মাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চোক্তং॥ ১৩৩॥ কথন্তুতৈঃ সাধুভির্ভক্তৈঃ ন তু কর্ম্মাদিপরৈঃ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং॥ ১৩৪॥ নাশাসে ন স্পৃহয়ামি নাপেক্ষে বা। আত্যন্তিকীং মদেকনিষ্ঠাং॥ ১৩৫॥ দারাদীন্ বিত্তঞ্চ ধনং নৃণামিতি ভগবদুক্তেঃ। ইমং পরঞ্চ লোকং হিত্বা উপেক্ষ্য॥ ১৩৬॥ ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়ত্বাদেব সমদর্শিনঃ। স্বর্গনরকাদিষু তুল্যদৃষ্টয়ঃ। তদুক্তমেব শ্রীরুদ্রেণ। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিন ইতি॥ ১৩৭॥ অতঃ মম হৃদয়ম্ অন্তরঙ্গং সারবস্তু বা। অহঞ্চ তেভ্যোঽন্যং মনাগপি ন জানে। এবং তৈর্মম হৃদয়াক্রমণাৎ তেষামধীন এবাহং ন স্বতন্ত্র ইতি ভাবঃ॥ ১৩৮॥ সাত্বতাং সাত্বতানাং ঋষভঃ শ্রীদেবকীনন্দনঃ ভগবান্ পরমস্বতন্ত্রোঽপি হরির্যথাকথঞ্চিৎ স্মৃতোঽপি সংসারদুঃখাপহারকঃ যৈঃ সংগৃহীতঃ ভক্ত্যা বশীকৃতস্তেষাং সাধূনাম্ অতএব মহাত্মনাং কোঽর্থো দুষ্করঃ দুস্ত্যজো বা অতো ব্রহ্মাদিদুষ্করমৎপ্রাণরক্ষণাদিকং মন্মহাপরাধ-

---

বিচিত্র কল্যাণময় চরিতগান দ্বারা সুখসাগরে নিমগ্ন, তাঁহারা কিছুরই অভিলাষী নহেন। ১৩৩। নবমস্কন্ধে বৈকুণ্ঠনাথের বাক্যে প্রকাশ যে, হে বিপ্র! আমি অস্বতন্ত্রের সদৃশ; কেন না, আমি ভক্তের অধীন। ভক্তই আমার একমাত্র প্রিয়, এই হেতু সাধু ভক্তগণ কর্ত্তৃকই মদীয় হৃদয় অধিকৃত হইয়াছে। ১৩৪। হে তাপসপ্রবর! আমিই যাঁহাদের পরমা গতি, সেই সাধুগণ ব্যতীত স্বীয় আত্মা বা আত্যন্তিকী শ্রীও আমার প্রিয় নহে। ১৩৫। বস্তুতঃ যাঁহারা পুত্র, ভার্য্যা, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পরলোক সমস্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আমারই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করি? ১৩৬। অহো! সতী নারী যেমন সৎ-পতিকে বশীভূত করে, তদ্রূপ সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুগণ মৎপ্রতি নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন পূর্ব্বক আমাকে বশীভূত করিয়াছেন। ১৩৭। যাঁহারা আমাতে নিজ নিজ হৃদয় সমর্পণ করেন, আমি তাঁহাদিগের হৃদয় জানি। আমাকে ভিন্ন তাঁহারা অপর কাহাকেও জানেন না এবং আমিও তাঁহাদিগকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না। ১৩৮। নবমস্কন্ধে দুর্ব্বসার বাক্য আছে যে, যাঁহারা সাত্বতনাথ ভগবান্ মাধবের সংগ্রহকর্ত্তা, সেই সমস্ত মহাত্মা সাধুর দুষ্কর কি আছে? এবং তাঁহা-

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১৪০ ॥

দশমে দেবস্তুতৌ।—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ১৪১ ॥

শ্রীবাদরায়ণেঃ।—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১৪২

ক্ষমাদিকঞ্চ যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৩৯ ॥ নির্ম্মলঃ অবিদ্যাসম্বন্ধমলরহিতঃ মুক্ত ইত্যর্থঃ। দাসানাং সেবাপরাণাং সর্ব্বথা ভক্তিপরাণাং বা ॥ ১৪০ ॥ মাধব হে শ্রীমধুবংশসমুদ্রচন্দ্র! ত্বর্থে তথাশব্দঃ। যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ ইত্যাদিনোক্তেভ্যোঽভক্তেভ্যো ভিন্নক্রমাপেক্ষয়া তাবকাস্তুদীয়াস্তু ক্বচিৎ কদাচিদপি মার্গাৎ সাধনাদপি ন ভ্রশ্যন্তি ন স্খলন্তি কিমুত প্রাপ্তপরমপদাৎ। যদ্বা। মৃগ্যতে ইতি মার্গং শ্রীমচ্চরণারবিন্দযুগলং তস্মাদপি ন ভ্রশ্যন্তি কিমুত ভক্তিমার্গাৎ। কুতঃ ত্বয়ি বদ্ধং দৃঢ়তয়া যোজিতং সৌহৃদং প্রেম যৈস্তে। অত্র বদ্ধশব্দেনেদং সূচ্যতে। যথা দৃঢ়রজ্জ্বা মহাবৃক্ষে দৃঢ়ং বদ্ধা নৌর্নদীবেগাদিনা স্বস্থানাচ্চালয়িতুং ন শক্যেত, তথা প্রেমবিশেষেণ ভগবচ্চরণাব্জনিবদ্ধাত্মনামাপৎস্বপি কথঞ্চিৎ নিজসাধ্যসাধনতঃ স্খলনং ন স্যাদিতি। তথেত্যস্য বদ্ধসৌহৃদা ইত্যনেন বা সম্বন্ধঃ। তেনানির্ব্বচনীয়প্রকারেণেত্যর্থঃ অতএব বিনায়কা বিঘ্নহেতবস্তেষামনীকানি স্তোমাঃ সৈন্যানি বা তানি পান্তি যে তন্মুখ্যাস্তেষাং মূর্দ্ধসু বিচরন্তি বিঘ্নান্ জয়ন্তীত্যর্থঃ। যতঃ ত্বয়া অভিতো গুপ্তা রক্ষিতাঃ অতএব নির্ভয়াঃ কুতশ্চিদপি শঙ্কারহিতাঃ সন্তঃ। অত্র চ মূর্দ্ধসু বিচরন্তীত্যনেনৈবং সূচ্যতে। অত্যুচ্চপদারোহণার্থং যথা নিঃশ্রেণিকাপেক্ষ্যতে তথা ভাগবতানাং ভগবৎপদারোহণার্থং বিঘ্না এব নিঃশ্রেণিকা ভবেয়ুঃ। বিঘ্নেষু জাতেষু ভগবৎস্মরণাদভিনিবেশবিশেষোৎপত্তেঃ বিঘ্নজয়ে চ ভগবদ্বাৎসল্যবিশেষানুসন্ধানাদিনা ভক্তিবিশেষসম্পত্তেশ্চেতি দিক্। তাবকা মার্গান্ন ভ্রশ্যন্তি, ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাস্তু ত্বয়াভিগুপ্তা মূর্দ্ধসু বিচরন্তীতি বাক্যদ্বয়ং। অস্মাকমুপরি বিচরন্তি, হে বিনায়কানীকপ গরুড়স্তোমপতে। অন্যৎ সমানং ॥ ৪১ ॥ গোপিকাসুতোঽয়ং ভগবান্ শ্রীদামোদরঃ দেহিনাং দেহাভিমানিনাং জ্ঞানিনাঞ্চ নিবৃত্তাভিমানিনাম্ অতএব আত্মভূতানাম্ স্বরূপং প্রাপ্তানামাত্মারামাণামিত্যর্থঃ। অতএব ন সুখাপঃ ন সুলভঃ। যদ্বা ভক্তিমতাং বিশেষণং আত্মভূতানামিতি। আত্মস্বরূপাণাং

দিগের দুঃসাধ্যই বা কি আছে? ১৩৯। যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র মানব নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, তীর্থপাদ সেই প্রভুর কিঙ্করগণের সম্বন্ধে কোন্ কার্য্য অবশেষ থাকিতে পারে? ১৪০। দশমস্কন্ধে দেবস্তুতিতে লিখিত আছে, বিরিঞ্চ্যাদি সুরগণ বলিলেন, হে কেশব! যাঁহারা ত্বদীয় ভক্ত, তোমাতেই যাঁহাদের সৌহার্দ্দ বদ্ধ আছে, তাঁহারা তাদৃশ দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। সেই সকল ব্যক্তি আপনাকর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া অভীক অন্তরে বিঘ্নকরাধিপগণের শিরোদেশে বিচরণ করেন। কিংবা উঁহাদের শিরোদেশকে সোপান-স্বরূপ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে সমারূঢ় হন। ১৪১। শ্রীশুকদেবের উক্তি আছে যে, হে নৃপ! ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে গোপিকা-

তত্রৈব শ্রীভগবতঃ।—

সাধুনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং। দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্‌ণোঃ সবিতুর্যথা॥১৪৩॥

কিঞ্চ।—ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥১৪৪

অপি চ।—নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারকা, ন ভূর্জ্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।

উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং, বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া॥ ১৪৫॥

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ ১৪৬॥

ভগবতঃ পরমপ্রিয়তমানামিত্যর্থঃ। অতএব সুখাপঃ॥ ১৪২॥ সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং সমচিত্তানাং আত্মবিদাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং। এষাং কৃপাতিরেকাৎ সুতরামিত্যুক্তং। যদ্বা সাধূনামেব বিশেষণদ্বয়ং সমচিত্তানামিতি মৎকৃতাত্মনামিতি চ। দর্শনাদপি পুংসঃ সর্ব্বস্যৈব পুংমাত্রস্য সংসারবন্ধঃ সুতরাং ন ভবেৎ স্বয়মেব সমূলং বিনশ্যতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ সবিতুর্দ্দর্শনাদক্ষ্ণোর্যথা তমোবন্ধো ন ভবেদিতি॥ ১৪৩॥ তীর্থেভ্যো দেবেভ্যোঽপি সাধব এব শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ ন হীতি। অম্ময়ানি তীর্থানি মৃন্ময়াঃ শিলাময়াশ্চ দেবা ন ভবন্তীতি ন, অপি তু ভবন্ত্যেব। তথাপি সাধূনাং তেষাং চ মহদন্তরমিত্যাহ তে পুনন্তীতি। অতঃ সাধব এব মহাতীর্থানি পরমদেবতাশ্চ। অতএব নিত্যং সেব্যা ইতি ভাবঃ। তদুক্তং তত্রৈব।—ভবদ্বিধা মহাভাগাঃ সংনিষেব্যা অর্হত্তমাঃ। শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ইতি॥ ১৪৪॥ বাঙ্মনসয়োরপ্যুপাসনাবিষয়ত্বং, যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইতি শ্রুতেঃ। অঘং পাপং তন্মূলমজ্ঞানংবা ন হরন্তি। কুতঃ ভেদকৃতঃ ভেদকর্ত্তারঃ। যদ্বা ভগবতা সহ বিচ্ছেদকারকাঃ। পৃথক্ পৃথক্ তত্তদুপাসনেন ভগবৎ-পরতাহান্যাপাদনাৎ। বিপশ্চিতঃ ভগবদ্ভক্তাস্তু তদেকপরতাপাদকাঃ। যদ্বা বিপশ্চিতঃ অদ্বৈতদর্শিনোঽপি ভেদকৃতঃ সত্যপি 'ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বমিত্যাদ্যুক্তভেদ-ন্যায়েন জীবতত্ত্বাৎ ভগবত্তত্ত্বস্য ভেদকর্ত্তারঃ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ততত্ত্বাভিজ্ঞাঃ পরমভাগবতা যে ইত্যর্থঃ। তে মুহূর্ত্তমাত্রসেবয়ৈবাঘং ঘ্নন্তীতি॥ ১৪৫॥ অতঃ সাধব এবাত্মাদিরূপাঃ। তাংস্তু

সুত ভগবান্ যেমন অনায়াসলভ্য, শরীরাভিমানী তাপসের পক্ষে ও নিবৃত্তাভিমান আত্মস্বরূপ জ্ঞানিকুলের সম্বন্ধেও সেরূপ নহেন। ১৪২। দশমস্কন্ধে শ্রীভগবানের বাক্যে প্রকাশ যে, স্ব-ধর্ম্মনিষ্ঠ, সর্ব্বত্র সমচিত্ত ও আত্মবিদ্‌গণের অন্তর একমাত্র আমাতেই সমর্পিত থাকে। ভাস্কর দর্শনে যেমন চক্ষুর বন্ধন বিদূরিত হয়, মদ্দর্শনেও সেইরূপ ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের বন্ধন নষ্ট হইয়া যায়। ১৪৩। আরও লিখিত আছে যে, সলিলময় স্থলকে তীর্থ বলা যায় না এবং মৃন্ময়ী বা প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি হইলেই দেবতা বলিয়া গণ্য নহে, কারণ উহারা বহুদিনে মানবের পবিত্রতা বিধান করেন; কিন্তু সাধুগণের দর্শনমাত্রেই পবিত্র হওয়া যায়। ১৪৪। আরও লিখিত আছে যে, ভেদজ্ঞানে বহ্নি, ভাস্কর, শশী, তারা, পৃথিবী, জল, আকাশ,

শ্রুতিস্তুতৌ।—

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া, ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নিঋ‌র্তেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাংস্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ॥১৪৭॥

বিহায়ান্যত্রাত্মাদিবুদ্ধ্যা সজ্জন্নতিমন্দ এবেত্যাহ যস্যেতি। ত্রয়ো ধাতবো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ প্রকৃতয়ো যস্য তস্মিন্ কুণপে মৃততুল্যে শরীরে আত্মবুদ্ধিঃ অহমিতি বুদ্ধিঃ, কলত্রাদিষু স্বধীঃ স্বীয়া ইতি বুদ্ধিঃ, ভৌমে ভূবিকারে মৃন্ময়প্রতিমাদৌ ইজ্যধীঃ দেবতাবুদ্ধিঃ, সলিল এব যৎ যস্য তীর্থবুদ্ধিঃ। অভিজ্ঞেষু তত্ত্ববিৎসু কদাচিদপি আত্মাদিবুদ্ধয়ো যস্য ন সন্তি স এব গোষপি খরঃ দারুণঃ অত্যবিবেকীত্যর্থঃ। যদ্বা গবাং তৃণাদিভারবাহকঃ খরো গর্দ্দভঃ। এবং সাধব এবাত্মাদিরূপা ইতি তেষাং মাহাত্ম্যোক্তিঃ॥ ১৪৬॥ তবেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, ত্বাং যে পরিচরন্তি। ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চেতি যচ্ছব্দেন ব্যবধানমদোষঃ। কেন রূপেণ?—অখিলসত্ত্বনিকেততয়া অখিলানি সত্ত্বানি নিকেতো যস্য স তথা তস্য ভাবস্তত্তা তয়া সর্ব্বভূতাবাসতয়েত্যর্থঃ অতএব অবিগণয্য তিরস্কৃত্য ত এব নিঋ‌র্তের্মৃত্যোঃ শিরঃ মূর্দ্ধানং পদা পদেনাক্রামন্তি মৃত্যোমূর্দ্ধ্নি পদং দধতি তং তরন্তি মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যে পুনর্ব্বিমুখা অভক্তাস্তান্ গিরা বেদলক্ষণয়া বাচা পশূনিব বিবুধান্ বিদুষোঽপি পরিবয়সে বধ্নাসি। কুতঃ ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ। কৃতং সৌহৃদং প্রেম যৈস্তে। খলু নিশ্চিতং, পুনন্তি পবিত্রয়ন্তি, আত্মানমন্যানপীতি শেষঃ নেতরে। তথা চ শ্রুতিঃ।—তস্য বাক্ তন্ত্রির্নামানি দামানি তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দ্দামভিঃ সর্ব্বং সিতমিতি। যদ্বা। যেঽখিলসত্ত্বনিকেততয়া পরিচরন্তি তে মৃত্যোঃ শিরঃ পদাক্রামন্তি। অবিবেকিনস্তু বধ্নন্তি বদ্ধসৌহৃদাস্তু জগদেব মোচয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং। যদ্বা অবিগণয্য স্বধর্ম্মাদিকমনাদৃত্য উত অপি। অখিলসত্ত্বনিকেততয়া কিমুত প্রেম্না যে পরিচরন্তি ভজন্তে। যদ্বা অখিলসত্ত্বেষু অন্তর্যামিভগবদ্দৃষ্ট্যা তয়া পরিচর্য্যামাত্রমপি কুর্ব্বন্তি কিং পুনঃ সাক্ষাদ্ভূতভগবতীব ত্বদীয়শ্রীমূর্ত্তৌ প্রেম্না যে সর্ব্বথা ভজন্তি তেঽপি সংসারান্মুচ্যন্তে। ন চ কেবলমেতাবদেব, ত্বৎ-পরম-প্রসাদপাত্রতামপি যান্তীত্যাহুঃ। বিবুধান্ সর্ব্বজ্ঞানপি তান্ পরিচারকান্ গিরা অহং ভক্তপরাধীন ইত্যাদিবচনেন পশূন্ বিবেকহীনানিব পরিবয়সে বশীকরোষি। ত্বদ্ভক্তিমাহাত্ম্যশ্রবণেন তদ্রসেন কিমপ্যননুসন্ধধানান্ সহসা প্রেমাব্ধৌ পাতয়সীত্যর্থঃ। তথা চোক্তং শ্রীভগবদ্গীতাদিভিঃ।—মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া ইত্যাদি। এবং ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাস্তু খল্বিতি সমুচ্চয়ে। যে ত্বয়ি ন বিমুখাঃ তত্ত্বজ্ঞানে জাতেঽপি ভক্ত্যত্যাগিনস্তেঽপি পুনন্তি জগদপি সংসারান্মোচয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা

অনিল, বাক্য ও মন প্রভৃতির ভজনা করিলে অজ্ঞান নাশের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল সাধুসেবা করিলেই অখিল অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। ১৪৫। সাধুগণকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্ম্যাদি বুদ্ধিযোগে অন্যত্র সমাসক্ত হইলে অতিমন্দ বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়; কারণ, বাত-পিত্ত-কফাত্মক দেহে আত্মজ্ঞান, ভার্য্যা-পুত্রাদিতে আত্মীয়জ্ঞান, মৃদ্বিকারে দেবজ্ঞান ও সলিলে তীর্থজ্ঞান থাকিলে, পরন্তু সাধুজনে উক্তরূপ জ্ঞান না থাকিলে তাহাকে গোতৃণবাহী গর্দ্দভস্বরূপ বলিয়া বিদিত হইবে। ১৪৬। শ্রুতিস্তুতিতে

একাদশে শ্রীবসুদেবস্য।—

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ। সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাং ॥১৪৮॥

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্। ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥১৪৯

তত্রৈব শ্রীভগবতঃ।—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাং ॥১৫০॥

ত্বয়ি যে বিমুখাঃ শুষ্কজ্ঞাননিষ্ঠয়া ভক্তিত্যাগেন বৈমুখ্যং গতাস্তাংস্তু ন পুনন্তি ভগবদ্বৈমুখ্য-মহাপাপফলভোগেন তেষামন্যেষাঞ্চ শিক্ষণার্থং ভক্তিমাহাত্ম্যপ্রদর্শনার্থঞ্চ। যদ্বা যে বিমুখাস্তান্ন পুনন্তি কিং কাকা অপি তু পুনন্ত্যেব অগ্ন্যাদেরক্ষতাদিবত্তেষাং প্রকৃত্যা পাবনত্বাদিতি। অন্যৎ সমানং ॥ ১৪৭ ॥ দেবৈরপি মহতামুপমানমনুচিতমিত্যাহভূতানামিতি। দেবানাং চরিতমতি-বৃষ্ট্যাদিনা ভূতানাং দুঃখায়াপি ভবতি। ত্বয়া সদৃশানামপি অতঃ অচ্যুতে আত্মা মনোমাত্রং ন তু সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তির্যেষাং তেষামপি॥ ১৪৮॥ কিঞ্চ। সুখং কুর্ব্বন্তোঽপি দেবা ভজনানু-সারেণৈব কুর্ব্বন্তি ন তথা সাধবঃ ইত্যাহ ভজন্তীতি। ছায়েব যথা পুরুষো যাবৎ করোতি তাবদেব তস্য ছায়াপি। তথা কর্ম্মসচিবাঃ কর্ম্মসহায়াঃ দীনাঃ সৎকর্ম্মাদিরাহিত্যেন সদার্ত্তাস্তেষু বৎসলাঃ॥ ১৪৯॥ ভক্তিনিষ্ঠানান্তু ন গুণদোষা ইত্যাহ ময়ীতি। ময়ি যে একান্তভক্তাঃ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যশেষনৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিনিষ্ঠাং প্রাপ্তাস্তেষাং গুণদোষৈর্ব্বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে গুণাঃ পুণ্যপাপাদয়ঃ। সাধূনাং নিরস্তরাগাদীনাম্ অতঃ সমচিত্তানাং তত এব বুদ্ধেঃ পরমীশ্বরং মাং প্রাপ্তানাং। যদ্বা গুণাঃ সৎকর্ম্মাচরণাদয়স্তদুদ্ভবা যে গুণাঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ, দোষাঃ সৎকর্ম্মত্যাগাদয়স্তদুদ্ভবাশ্চ যে গুণা জ্ঞাননিষ্ঠাদয়ঃ। জ্ঞাননিষ্ঠার্থং শ্রীভগবৎপাদাদিভির্জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়-দোষদর্শনেন কর্ম্মত্যাগোপপাদনাং তে ন সন্তি কিং কাকা অপি তু সন্ত্যেব একান্তভক্তত্বেন পূর্ব্বমেব স্বতঃ সর্ব্বগুণসিদ্ধেঃ। তদুক্তং—যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য-

---

লিখিত আছে, জগদাধাররূপে ভবদীয় আরাধনা করিলে অনাদর সহকারে মৃত্যুর শিরে পদাঘাত করা হয়; কিন্তু ভবদুপাসনা-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণ পণ্ডিত হইলেও রজ্জু দ্বারা পশুবন্ধনবৎ বাক্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাদের মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না; কারণ, আপনার প্রতি কৃত-সৌহার্দ্দ সাধুগণ আপনার ও অপরের পবিত্রতা বিধান করেন, কিন্তু অভক্তকে পবিত্র করেন না। ১৪৭। একাদশস্কন্ধে শ্রীবসুদেবের উক্তি আছে যে, মহদ্ব্যক্তির সম্মাননা করা সুরগণেরও কর্ত্তব্য; কেন না দেবচরিত অতিবৃষ্টি-আদি সুখ দুঃখ উভয়ার্থই হইয়া থাকে; অর্থাৎ উহা কখনও দুঃখের কারণ এবং কোন সময়ে বা সুখের নিমিত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ভবৎসদৃশ অচ্যুতাত্মা সাধুগণের আচরণ একবার মাত্র সুখের জন্যই হয়। ১৪৮। যিনি যে ভাবে দেবোপসনা করেন, সুরগণও ছায়ার ন্যায় কর্ম্মানুসারে সেই সেই ভাবে ফলপ্রদ হন, কিন্তু দীনবৎসল সাধুগণ সেরূপ নহেন। ১৪৯। একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবানের উক্তি আছে, হে উদ্ধব! যাঁহারা প্রকৃত্যাতীত পরমপুরুষকে লাভ করিয়াছেন, সেই সকল মদ্ভক্ত সমচিত্ত সাধুগণের সম্বন্ধে বিধি-নিষেধক পুণ্যপাপাদির সম্ভাবনা নাই। ১৫০।

কিঞ্চ।—

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুং। শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥১৫১॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণং। সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং॥১৫২

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং ত্বহং।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্বিভ্যতোঽরণং ॥ ১৫৩।

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ। দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ১৫৪ ॥

কিঞ্চনা ইত্যাদি। তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি সাধূনামিত্যাদি। যদ্বা গুণদোষোদ্ভবা যেঽর্থাঃ সত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ জ্ঞাননিষ্ঠাদয়শ্চ। তে তেষাং গুণা উপকারকা মহিমানো বা ন ভবন্তি কিং দোষা এবেত্যর্থঃ। একান্তভক্ততায়াঃ সাধনত্বেন পূর্ব্বমেব তদ্গুণানাং সিদ্ধেরধুনা পুনঃ সাধনপ্রবৃত্ত্যা ভক্তিনিষ্ঠাহান্যাপত্তেঃ। যদ্বা গুণা বহুলোপচারসমর্পণাদয়স্তদুদ্ভবা যে গুণাঃ সাধনবিশেষাঃ। দোষাশ্চ পূজাবিধ্যতিক্রমাদয়স্তদুদ্ভবগুণা দ্বাত্রিংশদাদয়ঃ তে ময়ি ন ভবন্তি তেষামারাধনবিশেষাশ্চ ময়া নাপেক্ষ্যন্তে, ন চাপরাধা গৃহ্যন্ত ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সর্ব্বত্র সমানং। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ১৫০ ॥ অস্তু তাবৎ সাধূনাং মাহাত্ম্যং তদাশ্রিতানামপি মাহাত্ম্যমনির্ব্বচনীয়মিতি লিখতি যথেতি। বিভাবসুমগ্নিম্ উপশ্রয়মাণস্য সমীপে গত্বা সেবমানস্য। অপ্যেতি নশ্যতি তথা কর্ম্মাদিজাড্যং আগামি-সংসার-ভয়ং তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ। সাধূন্ সংসেবেতঃ শ্রদ্ধয়া কিঞ্চিদ্দ্রব্যপ্রদানাদিনা দূরতোঽপি সেবমানস্য ॥ ১৫১ ॥ নিমজ্জোন্মজ্জতাম্ উচ্চাবচযোনীর্গচ্ছতাং। যদ্বা ভবাব্ধৌ নিমজ্জ্য পশ্চাৎ উন্মজ্জতাং সন্তরিষ্যতাং। পরমায়ণং পরমাশ্রয়ঃ। ব্রহ্মবিদ ইতি আত্মতত্ত্বমাত্রোপদেশেন ভবাব্ধিতারণসিদ্ধেঃ। যদ্বা বেদার্থবেদিনঃ শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়মিতি গুরুলক্ষণোক্তেঃ ॥ ১৫২ ॥

কিঞ্চ যথান্নমেব প্রাণা জীবনং। অহমেব যথা শরণং। ধর্ম্ম এব যথা প্রেত্য পরলোকে বিত্তং। তথা সন্ত এব অর্ব্বাক্ সর্ব্বান্তে সংসারপতনাদ্বিভ্যতঃ পুংসঃ অরণং শরণং। যদ্বা যতঃ কুতশ্চিদ্বিভ্যতো জনস্য অর্ব্বাক্ নূতনং জীর্ণত্বাদিদোষহীনং শরণং ॥ ১৫৩ ॥ কিঞ্চ। চক্ষূংষি সগুণনির্গুণজ্ঞানানি। অর্কঃ পুনঃ সম্যগুত্থিতোঽপি বহিঃ তদপ্যেকমেব চক্ষুরিত্যর্থঃ। অতঃ সতাং

আরও লিখিত আছে, ভগবান্ বিভাবসুর আশ্রয় লইলে যেরূপ শীত, অন্ধকার ও ভীতি বিদূরিত হয়, সেইরূপ সাধুগণের সেবা করিলেও পাতক বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। ৫১। জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকা যেমন একমাত্র গতি, তদ্রূপ ঘোর-সংসার-নিমগ্ন জনের পক্ষে শান্ত, সাধু, ব্রহ্মবিদ্গণই পরমা গতি। ১৫২। অন্ন যেরূপ প্রাণিবর্গের প্রাণ, আমি যেরূপ আর্ত্তগণের শরণ্য আর ধর্ম্ম যেরূপ মানবের পারলৌকিক ধন, সেইরূপ ভবসাগরে ভীত মনুষ্যগণের পক্ষে সাধুগণই একমাত্র শরণ্য। ১৫৩। সাধুগণ বহিরুদিত ভাস্করবৎ সগুণ নির্গুণ জ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারাই দেবতা, তাঁহারাই বান্ধব ও তাঁহারাই আত্মস্বরূপ মৎসদৃশ। ১৫৪।

কিঞ্চ।—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবং ॥১৫৫॥

দ্বাদশে চ শ্রীপরীক্ষিতঃ।—

ন হ্যদ্ভুতমিদং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাং। অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ ॥ ১৫৬ ॥

শ্রীরুদ্রস্য চ মার্কণ্ডেয়মধিকৃত্য।—

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ। শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ॥১৫৮॥

অতএব শ্রীধর্ম্মরাজস্য স্বদূতানুশাসনে ষষ্ঠস্কন্ধে।—

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা, যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।

তান্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্, নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥ ১৫৮ ॥

সেবয়ৈব কৃতার্থতা স্যাৎ ইত্যাহ দেবতা ইতি ॥ ১৫৪ ॥ ধীরা ধীমন্তঃ। যতঃ মম একান্তিনঃ ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ। যদ্বা ভক্ত্যেকনিষ্ঠাযুক্তাঃ। অতো ময়া দত্তমপি ন গৃহ্ণন্তি কিং পুনর্ব্বক্তব্যং ন বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা বাঞ্ছন্ত্যপি কিং পুনর্ব্বক্তব্যং ন গৃহ্ণন্তীতি। কৈবল্যমাত্যন্তিকমপি অপুনর্ভবং মোক্ষং ॥ ১৫৫ ॥ অজ্ঞেষু ভগবদ্ভক্তজনাদিমহিমানভিজ্ঞেষু। অতএব তাপৈস্তপ্তেষু ভূতেষু প্রাণিমাত্রেষু অনুগ্রহ ইতি যৎ ইদমদ্ভুতমঘটমানং ন মন্যে। যত অচ্যুতস্যৈব আত্মা স্বভাবঃ দীনানামেকশরণত্বাদিরূপো যেষামিতি ॥ ১৫৬ ॥ অস্তু তাবৎ মহতাং সঙ্গ-সেবাদিকং নামশ্রবণাদিনাপি মহাদুষ্টা অপি মুক্তা ভবন্তীতি শ্রীমার্কণ্ডেয়বিষয়কশিববচনং লিখতি শ্রবণাদিতি। বঃ ভগবদ্ভক্তানাং যুষ্মাকং। মহাপাতকিনঃ মহাপাপকর্ম্মরতাঃ। অন্ত্যজাশ্চ মহাপাপজাতয়ঃ। শুধ্যেরন্ তত্তৎপাপতঃ সংসারমহামলাদ্বা বিমুক্তা ভবন্তি। আদিশব্দেন প্রণামাদিঃ ॥ ১৫৭ ॥

এবং সর্ব্বশাস্ত্রসারাখিল-বেদফলরূপ-শ্রীভাগবতে প্রতিস্কন্ধমেব ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যং বিভাতীতি স্কন্ধক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীং পূর্ব্ববৎ সাক্ষান্মাহাত্ম্যাভাবেঽপি কেষাঞ্চিদ্বচনানাং তাৎপর্য্যেণ বিশেষতো মাহাত্ম্য এব পর্য্যবসানাৎ তানি পৃথগ্‌লিখতি তে দেবেত্যাদিনা নমো নম ইত্যন্তেন। যে ভগবন্তং প্রপন্না যথা কথঞ্চিদপ্যাশ্রিতাঃ অতএব সাধবঃ সুশীলাঃ

আরও লিখিত আছে, ধীর সাধু একান্ত ভক্তেরা অন্য দ্রব্যের কথা দূরে থাকুক, মদ্দত্ত আত্যন্তিক কৈবল্যেরও অভিলাষী নহেন। ১৫৫ ॥ ভাগবতে উক্ত আছে যে, অচ্যুতাত্মা মহাজন যে তাপতপ্ত অজ্ঞব্যক্তির উপর অনুগ্রহবান্ হন, ইহা বিচিত্র নহে। ১৫৬। উক্ত স্কন্ধে মার্কণ্ডয়ের প্রতি রুদ্রোক্তি আছে যে, অন্ত্যজ মহাপাপিগণও তোমাদিগের দর্শন ও তোমাদিগের নামাদি শ্রবণ দ্বারা পবিত্রতা লাভ করে; সুতরাং তোমাদিগের সহিত কথোপকথন করিলে যে কি লাভ হয়, তাহা আর কি বর্ণন করিব? ১৫৭। ধর্ম্মরাজের দূতানুশাসন-বিষয়ে লিখিত আছে, হে দূতবৃন্দ! অদ্য হইতে তোমরা সকলে মদীয় অনুশাসনবাক্য শুনিয়া উহা মনে মনে ধারণ কর। যে সমস্ত সাধুরা ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, সুর-সিদ্ধগণেরাও যাঁহাদিগের পবিত্র গাথা গান করেন, তোমরা কখনই সেই সমস্ত সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুর সকাশে গমন করিও না। ভগবান্ চক্রপাণির গদা সর্ব্বথা তাঁহাদিগের রক্ষাবিধান

তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।--যমনিয়মবিধূতকল্মষাণামনুদিনমচ্যুতসক্তমানসানাং।
অপগতমদমানমৎসরাণাং, ব্রজ ভট দূরতরেণ মানবানাং॥ ১৫৯॥
সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ, পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরমলা ভবত্যনন্তে, হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥ ১৬০॥
কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো, ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে।
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ, ত্যজ ভট দূরতরেণ তানপাপান্॥ ১৬১॥

সমদৃশশ্চ। তে দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ শ্রীসনকাদিভিঃ পরিগীতপবিত্রগাথাঃ অনুবর্ণিতপবিত্রকথাঃ। অতস্তান্নোপসীত তৎসমীপমপি নোপগচ্ছত তৎপ্রতিবেশিনোঽপি পরিত্যজতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ গদয়া কৌমোদক্যাঽভিতো গুপ্তান্। ততস্তৎসমীপগতাঃ সন্তস্তয়া হনিষ্যধ্বে ইতি ভাবঃ। তেষাং কথঞ্চিৎ পাপে জাতেঽপি ন কোঽপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ ভগবৎপ্রপন্নত্বেনৈব সর্ব্বপাপক্ষয়াপত্তেরিত্যাহ নৈষামিতি। বয়মিতি নিজভৃত্যাদ্যপেক্ষয়া বহুত্বং। বয়ঃ কালোঽপি সর্ব্বনিয়ন্তা ন প্রভবতি॥ ১৫৮॥ অচ্যুতাসক্তমানসানাং ভগবৎস্মরণপরাণাং। যদ্বা অচ্যুতাসক্তা ভগবদনুরক্তাস্তেষু মানসমপি যেষাং তেষামপি। যমনিয়মবিধূতকল্মষাণামিতি অপগতমদমানমৎসরাণামিতি চ বিশেষণদ্বয়ম্ অচ্যুতাসক্তমানসানাং স্বভাবঃ সাধনং বা পূর্ব্ববৎ জ্ঞেয়ং। দূরতরেণ ব্রজেতি তন্নিকটবর্ত্তিনামপি নিকটং ন গচ্ছেতি পূর্ব্ববদর্থঃ। এবমগ্রেঽপি॥ ১৫৯॥ তথৈব জ্ঞানভক্তানামপি তন্নিকটবর্ত্তিনামপি নিকটং ন গচ্ছেত্যাহ সকলমিতি। ইদং জগৎ সকলং বাসুদেব এব বাসুদেবাদ্ভিন্নং ন ভবতি অহঞ্চ বাসুদেবাৎ ভিন্নো ন ভবামি তদংশত্বাজ্জীবানাং স চাস্মত্তো ন ভিন্নঃ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিনেতি ভেদাভেদন্যায়েনাহ। সঃ বাসুদেবঃ এবৈকঃ পরমেশ্বরঃ। যত পরমপুমান্ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতুঃ পুরুষাদপি পরমঃ পরব্রহ্মাত্মকত্বাৎ। অতো বয়ং সেবকাঃ স চ পরমসেব্য ইতি ভাবঃ। শুদ্ধভক্তিমদ্ভ্যো জ্ঞানভক্তানাং ন্যূনত্বাৎ দূরাদিত্যুক্তং। তত্র চ দূরতরেণেতি॥ ৬০॥ পাপকারিণামপি ভগবৎকীর্ত্তনকৃতাস্তথেত্যাহ কমলনয়নেতি। ঈরয়ন্তি অপাপানিতি কথঞ্চিৎ

করেন; তাঁহাদিগের শাস্তিবিধানে আমাদিগের সামর্থ্য নাই, কালেরও সাধ্য নাই। ১৫৮। বিষ্ণুপুরাণেও ঐরূপ লিখিত আছে যে, হে দূত! যমনিয়ম দ্বারা যাঁহারা নিষ্কলুষ হইয়াছেন, যাঁহারা অপ্রমত্ত, অমান ও নির্ম্মৎসর, ভগবদাসক্তমনা সেই সকল বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে তোমরা অতি দূরবর্ত্তী থাকিবে। ১৫৯। হে দূত! এই দৃশ্যমান নিখিল জগৎ বাসুদেব হইতে পৃথক্ নহে, বাসুদেবই একমাত্র পরমেশ্বর, কেন না, তিনি পরম পুরুষ; এই বলিয়া হৃদধিষ্ঠিত অনন্তের উপর যে সকল ব্যক্তির বিমলবুদ্ধির উদয় হয়, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে অবস্থিতি করিবে। ১৬০। হে দূত! যে সকল ব্যক্তি "হে পদ্মপলাশলোচন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো! হে পৃথ্বীধর! হে শঙ্খচক্রহস্ত! তুমি মদীয় শরণ হও" এইরূপ কীর্ত্তন করেন, তুমি সেই সমস্ত অকলুষ জনের সন্নিধানে গমন না করিয়া দূরবর্ত্তী থাকিবে। ১৬১।

বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা, পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্রপ্রতিহতবীর্য্যবলস্য সোঽন্যলোক্যঃ॥ ১৬২॥

নারসিংহে বিষ্ণুপুরাণে চ॥—

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা, যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্, হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি॥ ১৬৩॥
সুগতিমভিলষামি বাসুদেবাদহমপি ভাগবতস্থিতান্তরাত্মা
মধুবর বশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ প্রভবতি সংযমনে মমাপি কৃষ্ণঃ॥ ১৬৪॥
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ।
ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ॥ ১৬৫॥

পাপে জাতেঽপ্যপাপানেবেত্যর্থঃ॥ ১৬১॥ দূরতরেণ ব্রজেত্যাদি যদুক্তং তত্র হেতুমাহ বসতীতি। তস্য দৃষ্টিপাতং যাবদ্বিষ্ণোশ্চক্রং পরিভ্রমতি অতস্তচ্চক্রাৎ প্রতিহতং বীর্য্যং বলঞ্চ যস্য তথাভূতস্য তব বা মম বা তাবতি দেশে পাপিষ্ঠং জনমানেতুমপি গতির্নাস্তি। স পুনরন্যলোক্যঃ বৈকুণ্ঠলোকার্হঃ, ন ত্বস্মল্লোকার্হ ইতি॥ ১৬২॥ যময়তি নিয়ময়তীতি যমো নিয়ন্তেতি লোকানাং হিতে নিমিত্তে পুণ্যফলস্বর্গাদিদানার্থং অহিতে চ নিমিত্তে পাপফলনরকাদিদানার্থং নিযুক্তোঽপি সন্। হরিরেব গুরুস্তদ্বিমুখান্ অভক্তানেব প্রশাস্মি প্রকর্ষেণ দণ্ডং করোমি॥ ১৬৩॥ সুগতিং মুক্তিং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিং বা। ভাগবতেষু ভগবদ্ভক্তেষু স্থিতঃ স্থিরতাং প্রাপ্তঃ অন্তরাত্মা মনো যস্য তথাভূতঃ সন্। তেষু কদাচিৎ পাপেঽপি জাতে মমৈশ্বর্য্যং নাস্তীত্যাহ মধুবরেতি। শ্রীকৃষ্ণাধীন এবাহং ন স্বতন্ত্রোঽস্মি॥ ১৬৪॥ তেষাং কথঞ্চিৎ জাতেঽপি পাপে ন কোঽপি দোষঃ স্যাৎ, প্রত্যুত ভগবদ্বিশ্বাসবিশেষেণ শোভৈব স্যাদিত্যাহ ন হীতি। শশরূপং কলুষং কলঙ্কঃ তস্য ছবিশ্ছায়া বা যস্মিন্ সোঽপি যথা তয়া তস্য শোভা-

---

সেই অব্যয়াত্মা পরম পুরুষ যাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তিনি যতদূর নেত্রপাত করেন, ততদূর সুদর্শন চক্র পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই চক্র দ্বারা বীর্য্য, বল ও প্রভাবাদি প্রতিহত হওয়াতে তথায় মদীয় গতিশক্তি নাই, সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠলোকে গমনের উপযুক্ত পাত্র। ১৬২। নৃসিংহপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, সর্ব্বদেববন্দ্য বিধাতা লোকহিতার্থ (স্বর্গাদি-প্রদানার্থ) ও অহিতার্থ (নরকাদি-প্রদানার্থ) আমাকে যমরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; সুতরাং আমি গুরুরূপ হরিপাদপদ্মে পরাঙ্মুখ মানবদিগকে শাসন করি এবং হরিপাদপরায়ণ ব্যক্তিগণকে নমস্কার করি। ১৬২। যদিও বৈষ্ণবেরা কদাচিৎ কোনপ্রকার পাপানুষ্ঠান করেন, তথাপি সে বিষয়ে আমি প্রভু নহি। তাঁহাদিগের প্রতি মদীয় চিত্ত অচলরূপে সন্নিবেশিত করিয়া হরিসকাশে বৈকুণ্ঠলাভের বাসনা করি। আমি স্বাধীন নহি, বাসুদেবের অধীন, সেই শ্রীহরি আমারও শাসনবিষয়ে প্রভু। ১৬৪॥ যদিও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণেরা কথঞ্চিৎ পাতক করে, তথাপি তাহা দূষণীয় নহে; বরং জনার্দ্দনের প্রতি বিশ্বাসনিবন্ধন শোভা প্রাপ্ত হয়। শশাঙ্কলাঞ্ছন চন্দ্রমা যেরূপ কদাচ অন্ধকারের নিকট পরাভূত হয় না; সেইরূপ ভগবান্ বাসুদেব

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—

প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ। ভবদ্ভির্বৈষ্ণবাস্ত্যাজ্যা ন তে স্যুর্মম গোচরাঃ ॥১৬৬
দুরাচারো দুষ্কুলোঽপি সদা পাপরতোঽপি বা। ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুঞ্চেদ্ভজতে নরঃ॥১৬৭
বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ। তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ॥

স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে।—

একাদশ্যামভুঞ্জানা যুক্তাঃ পাপশতৈরপি। ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা হিতা মে যদি সর্ব্বদা ॥ ১৬৯ ॥
যে স্মরন্তি জগন্নাথং মৃত্যুকালে জনার্দ্দনং। পাপকোটিশতৈর্যুক্তা ন তে গ্রাহ্যা মমাজ্ঞয়া ॥১৭০
ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ। শক্তা ন নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥
অতোঽহং সর্ব্বকালঞ্চ বৈষ্ণবানাং বিভেমি বৈ। ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা বৈষ্ণবা যে সদৈব হি ॥১৭১
বৈষ্ণবা বিষ্ণুবৎ পূজ্যা মম মান্যা বিশেষতঃ। তেষাং কৃতেঽপমানেঽপি বিনাশো জায়তে ধ্রুবং ॥১৭২

বিশেষ এব স্যাৎ তথেত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥ মম গোচরাঃ মদধিকারবিষয়াঃ ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥ তেঽপি দুরাচারাদয়োঽপি স্যুস্তথাপি তে পরিহার্য্যাঃ দূরতস্ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। যতস্তেষাং বৈষ্ণবানাং সঙ্গেন হতং কিল্বিষং যেষাং তে॥ ১৬৮-১৬৯ ॥ মমাজ্ঞয়েতি অন্যথা মদাজ্ঞাভঙ্গে ময়ৈব ভবন্তো দণ্ডয়িতব্যা ইত্যর্থঃ। যদ্বা মমাজ্ঞয়াপি কদাচিৎ প্রমাদেন ময়াজ্ঞায়াং দত্তায়ামপীত্যর্থঃ ॥ ১৭০ ॥ বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবেভ্যো বিভেমি তেম্বপরাধেন ভগবৎক্রোধবিশেষোৎপত্তেঃ। অতঃ সদৈব পরিহর্ত্তব্যাঃ ॥ ১৭১ ॥ সর্ব্বেষামেব পূজ্যাঃ। বিশেষতশ্চ মম ভগবদ্ধর্ম্মাভিজ্ঞস্য

একান্তচিত্ত ব্যক্তি অতীব মলিন হইলেও শোভা পাইয়া থাকেন। ১৬৫। পদ্মপুরাণে দেব-দূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে, কালিন্দী-সহোদর যমরাজ সাদরে পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে কহিয়াছেন, তোমরা বৈষ্ণবগণকে বিসর্জ্জন কর, তাঁহারা মদীয় অধিকারে আসিবার যোগ্য নহেন। ১৬৬। দুরাচারবান্, দুষ্কুলোৎপন্ন, নিরন্তর পাপাচারী হইলেও বিষ্ণু-ভজনাকারী ব্যক্তি বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত; তোমরা তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিও। ১৬৭। বৈষ্ণবেরা যে সকল ব্যক্তির গৃহে আহার করেন, যে সকল ব্যক্তির সহিত অবস্থান করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবের সঙ্গ নিবন্ধন নিষ্কলুষ হন; সুতরাং হে দূত! তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। ১৬৮। স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে লিখিত আছে, হে দূতবৃন্দ! যদি আমার হিতকামনা কর, তবে শত শত পাতকে পাতকী হইলেও যাঁহারা একাদশীতে উপবাস করেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। ১৬৯। কোটি কোটি পাপে পাতকী হইলেও যদি মরণসময়ে জগন্নাথ জনার্দ্দনকে স্মরণ করে, তবে আমার আদেশে সেই সকল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিও। ১৭০। বৈষ্ণবের নিগ্রহসাধনে ব্রহ্মা, হর, বহ্নি, দেবেন্দ্র, আমি ও অপরাপর সুরগণ কেহই সক্ষম নহি। আমি বৈষ্ণবসকাশে সর্ব্বদাই ভীত; সুতরাং তোমরা বৈষ্ণবদিগকে পরিত্যাগ করিও। ১৭১। বৈষ্ণবেরা হরির পূজ্য, অধিকন্তু আমার মাননীয়। যাহারা বৈষ্ণবের অবমাননা করে, তাহারা বিনষ্ট হয় সন্দেহ নাই। ১৭২। আরও লিখিত আছে, বৈষ্ণবগণকে

কিঞ্চ। —

যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ। দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং॥ ১৭৩॥
যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবীজলং। নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জ্জলং॥১৭৪॥
যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি। বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ॥ ১৭৫॥

কিঞ্চ।—

ব্রহ্মলোকে ন মে বাসো ন মে বাসো হরালয়ে। নালয়ে লোকপালানাং বৈষ্ণবানাং পরাভবে॥১৭৬
ন দেবা ন চ গন্ধর্ব্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ। ত্রাতুং সমর্থা ঋষয়ো বৈষ্ণবানাং পরাভবে॥
করোমি কর্ম্মণা বাচা মনসাপি ন বিপ্রিয়ং। বৈষ্ণবানাং মহাভাগাঃ সুদর্শনভয়াদপি॥
একতো ধাবতে চক্রমেকতো হরিবাহনম্। একতো বিষ্ণুদূতাশ্চ বৈষ্ণবে চার্দ্দিতে ময়া॥

বৃহন্নারদীয়ে চৈকাদশমাহাত্ম্যে। —

যে বিষ্ণুভক্তিনিরতাঃ প্রয়তাঃ কৃতজ্ঞা, একাদশীব্রতপরা বিজিতেন্দ্রিয়াশ্চ।
নারায়ণাচ্যুত হরে শরণং ভবেতি, শান্তা বদন্তি সততং তরসা ত্যজধ্বম্॥
নারায়ণার্পিতধিয়ো হরিভক্তভক্তান্, স্বাচারমার্গনিরতান্ গুরুসেবকাংশ্চ।
সৎপাত্রদাননিরতান্ হরিকীর্ত্তিভক্তান্, দূতাস্ত্যজধ্বমনিশং হরিনামসক্তান্॥ ১৭৭॥

মান্যাঃ। ১৭২॥ যেষাং বৈষ্ণবানাম্ অতএব মহাত্মনাং স্মরণমাত্রেণ॥ ১৭৩॥ পাদস্য রজেন রজসৈব। নার্ম্মদং যামুনঞ্চ জলং প্রাপ্যতে, কিং পুনস্তেষাং পাদয়োর্জ্জলং, তন্মহিমা কিং বক্তব্য ইত্যর্থঃ। অস্য পানসম্ভবেন রজসঃ সকাশাৎ মাহাত্ম্যাপেক্ষয়া কিং পুনরিতি ন্যায়োক্তিঃ॥ ১৭৪॥ বাক্যমুপদেশরূপং ভগবৎকথাকীর্ত্তনাদিরূপং বা তদেব জলৌঘঃ পয়ঃপূরস্তেনৈব॥ ১৭৫॥ পরাভবে মত্তো ভবদ্ভ্যো বা কথঞ্চিৎ তিরস্কারে সতি ব্রহ্মলোকাদিষ্বপি বাসং কর্ত্তুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ॥ ১৭৬॥ হে মহাভাগা ইতি স্বদূতান্ প্রতি শিক্ষণার্থং যমস্য সলালনং সম্বোধনং। হরিবাহনং গরুড়ঃ। অর্দ্দিত ইবার্দ্দিতে পীড়ার্থোদ্যমেঽপি কৃতে সতীত্যর্থঃ। বিষ্ণুভক্তিনিরতানেবাহ প্রয়তা ইত্যাদিনা। স্বাচারো বৈষ্ণবধর্ম্মস্তন্মার্গনিরতান্। সৎপাত্রাণি বৈষ্ণবাস্তেভ্যো যদ্দানং তস্মিন্

স্মরণ করিলে নিঃসন্দেহ শতলক্ষ পাতক ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ১৭৩। যাঁহাদের পদরেণু দ্বারা গঙ্গা নর্ম্মদা ও যমুনার সলিল লাভ হয়, তাঁহাদিগের পাদোদকের কথা আর কি বর্ণনা করিব? ১৭৪। গঙ্গোদক বিনা ও সহস্র সহস্র তীর্থক্ষেত্র ব্যতীতও বৈষ্ণবগণের বাক্যজল দ্বারা মানবের স্নানক্রিয়া সমাহিত হয়। ১৭৫। আরও লিখিত আছে, হে দূতবৃন্দ! যদি আমা দ্বারা অথবা তোমাদিগের দ্বারা বৈষ্ণবগণ পরাভূত হন, তাহা হইলে কি ব্রহ্মলোকে, কি শিবলোকে, কি দেবলোকে মদীয় বাস হইবে না। ১৭৬। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রক্ষ, ঋষি কেহই বৈষ্ণব-পরাভবে রক্ষা করিতে সক্ষম নহে। হে মহাভাগগণ! আমি সুদর্শন চক্রের ভয়েই বাক্য দ্বারা ও মন দ্বারা বৈষ্ণবের অপ্রিয় অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি। বৈষ্ণবেরা মৎকর্ত্তৃক পীড়িত হইলে এক-দিকে সুদর্শন, একদিকে হরিবাহন বৈনতেয়, অন্যদিকে বিষ্ণুদূতেরা আমার বিপ্রপ্রদ হইয়া

পাষণ্ডসঙ্গরহিতান্ হরিভক্তিতুষ্টান্, সৎসঙ্গলোলুপতরাংশ্চ তথাতিপুণ্যান্।
শম্ভোর্হরেশ্চ সমবুদ্ধিমতস্তথৈব, দূতাস্ত্যজধ্বমুপকারপরান্ নরাণাম্॥ ১৭৮॥
যে বীক্ষিতা হরিকথামৃতসেবকৈশ্চ, নারায়ণস্মৃতিপরায়ণমানসৈশ্চ।
বিপ্রেন্দ্রপাদজলসেবনসংপ্রহৃষ্টৈস্তান্ পাপিনোঽপি চ ভটাঃ সততং ত্যজধ্বম্॥ ১৭৯॥

অতএবোক্তং শ্রীনারদেন চতুর্থস্কন্ধশেষে।—

শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ, দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ, কথমমুমুদ্ বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ॥ ১৮০॥

নারায়ণব্যূহস্তবে।— অতএব প্রার্থনং।

নাহং ব্রহ্মাপি ভূয়াসং ত্বদ্ভক্তিরহিতো হরে। ত্বয়ি ভক্তস্তু কীটোঽপি ভূয়াসং জন্মজন্মসু॥১৮১॥

নিরতান্॥ ১৭৭॥ পাষণ্ডা বিষ্ণুবিমুখাঃ। অতিপুণ্যান্ পরমমঙ্গলরূপ-বৈষ্ণবচিহ্নধারিণ ইত্যর্থঃ। উপকারঃ ভগবদ্ভক্ত্যুপদেশাদিরূপস্তৎপরান্॥ ১৭৮॥ বিপ্রেন্দ্রা বৈষ্ণবব্রাহ্মণাঃ॥ ১৭৯॥ অনুচরন্তীং অনুবর্ত্তমানামপি শ্রিয়ং তদর্থিনঃ সকামান্ দ্বিপদপতীন্ নরেন্দ্রান্ বিবুধান্ দেবানপি যো নানুবর্ত্ততে। যতঃ স্বৈর্নিজভক্তৈরেব পূর্ণঃ অতঃ স্বভৃত্যবর্গানুরক্ত এব কেবলং। যদ্বা ন ভজতীত্যত্র হেতুদ্বয়ং স্বপূর্ণঃ স্বেন আত্মনৈব পূর্ণ ইতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ ইতি চ। যদ্বা স্বপূর্ণোঽপি নিজভৃত্যবর্গাধীনঃ সন্ ন ভজতি এবম্ভূতমমুং হরিম্ উৎ ঈষদপি কথং বিসৃজেৎ। কৃতজ্ঞঃ তস্য কৃতম্ উপকারং কর্ম্ম বা জানাতি অনুসন্ধধাতি য ইত্যর্থঃ। এবমন্তে ভগবদ্বশীকরণরূপো ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিতঃ॥১৮০॥ জন্মজন্মস্বিতি মুক্তিবিষয়কে নৈরপেক্ষ্যং দর্শিতং তত্র ভক্তিরসাভাবাৎ॥ ১৮১॥ তত্তস্মাত্ত্বদ্ভক্তানামেব পরমোৎকর্ষাদ্ধেতোঃ। অত্র ভবে ব্রহ্মজন্মনি

থাকেন। বৃহন্নারদীয়পুরাণে একাদশী-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, হে দূতবৃন্দ! শান্ত, ভক্তিপরায়ণ, যত্নবান্, কৃতজ্ঞ, একাদশীরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যাঁহারা "হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে হরে! মদীয় শরণস্থল হউন্," নিরন্তর শান্তচিত্তে এই কথা কীর্ত্তন করেন, আশু তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। হে দূতবৃন্দ! যাঁহাদিগের বুদ্ধি হরিতে সমর্পিত, যে সকল ব্যক্তি হরিভক্তের ভক্ত, বৈষ্ণবমার্গে অনুরাগী, গুরুসেবাপরায়ণ, যাঁহারা বৈষ্ণবগণকে দান করেন, এবং হরিসংকীর্ত্তনে ভক্তিমান্ ও হরিনামে নিরত, সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন করিও। ১৭৭। হে দূতগণ! অবৈষ্ণবগণের সঙ্গত্যাগী, হরিভজনে তুষ্ট, সৎসঙ্গে লালসান্বিত, বৈষ্ণবচিহ্নধারী, হরিহরে সমবুদ্ধি, এবং হরিভক্তি বিষয়ক উপদেশ দ্বারা লোকের উপকারক ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ১৭৮। হে দূতগণ! হরিকথামৃতপায়ী, হরিস্মৃতিপরায়ণ ও বৈষ্ণব বিপ্রের চরণোদকপানে প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিরা যাহাদিগকে দর্শন করেন, নিত্য পাতকী হইলেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ১৭৯। চতুর্থস্কন্ধের শেষে নারদোক্তি আছে যে, হে রাজন্! যিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ এবং যিনি স্বীয় ভক্তজনে আসক্ত থাকা নিবন্ধন অনুগামিনী শ্রী, কামনাবান্ নৃপতিবর্গ ও সুরগণেরও অনুবৃত্তি গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ ভগবান্‌কে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? ১৮০।

শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ চ দশমস্কন্ধে।—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো, ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাং।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাম্, ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥ ১৮২॥

অতএবোক্তং শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে।—

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ। ভজন্তি পরমাত্মানং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥১৮৩

এবং শ্রীভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্যামৃতবারিধেঃ। বিচিত্রভঙ্গলেখার্হো লোভলোলং বিনাস্তি কঃ॥১৮৪॥

অতঃ শ্রীভগবদ্ভক্তজনানাং সঙ্গতিঃ সদা। কার্য্যা সর্ব্বৈঃ প্রযত্নেন দ্বৌ লোকৌ বিজিগীষুভিঃ॥১৮৫

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গমাহাত্ম্যং।

ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে। যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যং চাখিলমুত্তমং॥ ১৮৬॥

তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম তস্মিন্ বা ভূরিভাগো মহদ্ভাগ্যং মে সোঽস্তু। যেন ভাগ্যেন ভবদীয়ানাং জনানাম্ একোঽপি যঃ কশ্চিদপি ভূত্বা ত্বৎপাদপল্লবং নিষেবে অত্যর্থং সেবে॥ ১৮২॥ এবং মাহাত্ম্যপ্রকরণমুপসংহরন্ ভগবদ্ভক্তান্ প্রণমতি য ইতি। ত্যক্তাঃ লোকাঃ কলত্রপুত্রাদয়ো ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাচারাদয়ঃ অর্থাশ্চ ধনানি মোক্ষাদয়ো বা যৈস্তথাভূতাঃ সন্তো যে পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং ভজন্তি। তর্হি কিমর্থমিত্যত্রাহ বিষ্ণুভক্তের্ব্বশং গতাঃ তদ্রসাকৃষ্টচিত্তত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তমেব কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিরিতি। এবং চান্তে পরমমাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিত ইতি দিক্ ॥ ১৮৩॥ অসংখ্যেয়স্য ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যস্য লিখনদ্বারা সংখ্যায়া ইয়ত্তাপাদনেন নিজচাপল্যমুদ্ভাব্য তৎ পরিহরতি এবমিতি। শ্রীভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্যমেবামৃতবারিধিস্তস্য বিচিত্রাণাং ভঙ্গানামূর্ম্মীণাং পরম্পরাণাং লেখস্য লিখনস্য অর্হো যোগ্যঃ। লোভেন তদ্রসতৃষ্ণয়া লোলং চঞ্চলং জনং বিনা কোঽন্যোঽত্রাস্তি। কেবলং চাঞ্চল্যেনৈব তদ্যোগ্যঃ স্যান্ন চান্যথা কথঞ্চিৎ। তচ্চ তন্মাধুরীবিশেষেণাকর্ষণাদেবেত্যর্থঃ॥ ১৮৪॥ অতঃ লিখিতাদস্মাৎ মাহাত্ম্যাদ্ধেতোঃ। দ্বৌ লোকৌ বিজিগীষুভিঃ লোকদ্বয়ং বিশেষতো জেতুমিচ্ছদ্ভিঃ ঐহিকামুষ্মিকসাধনসাধ্যবর্গং বশীকর্ত্তুং সর্ব্বৈরেব সদা কার্য্যেত্যর্থঃ॥ ১৮৫॥ ইদানীং

অতএব প্রার্থনা।—নারাণব্যূহস্তবে লিখিত আছে, হে হরে! ত্বদ্ভক্তিশূন্য হইয়া ব্রহ্মপদলাভেও আমার বাসনা নাই, ত্বদ্ভক্ত হইয়া জন্মে জন্মে কীটযোনি-লাভও আমার বাঞ্ছনীয়। ১৮১। শ্রীব্রহ্মস্তুতিতে ও দশমস্কন্ধে লিখিত আছে, ব্রহ্মা বলিলেন, হে নাথ! ইহ জন্মে এবং ভবিষ্যতে পশুপক্ষ্যাদি যে কোন যোনিতে দেহ ধারণ করি না কেন, ভবদীয় পুরুষগণমধ্যে জনৈক হইয়া ত্বৎ-চরণপল্লবের সেবক হই, আমার যেন এইরূপ মহাসৌভাগ্য হয়।১৮৩। নারায়ণব্যূহস্তবে উক্ত আছে, যে সকল ব্যক্তি ভার্য্যা, পুত্র, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও মোক্ষাদি সমস্ত বিসর্জ্জন করত হরিভক্তিনিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মা হরির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার করি। ১৮৩। উক্ত রস-পিপাসায় চপল ব্যক্তি ব্যতীত ভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্যরূপ অমৃতসমুদ্রের অদ্ভুত তরঙ্গরাজির লেখনোপযুক্ত ব্যক্তি অপর কে বিদ্যমান আছে? ১৮৪। সুতরাং ইহ-পরলোকজয়েচ্ছুগণ নিরন্তর যত্ন সহকারে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করিবেন। ১৮৫।

তত্র সর্ব্বপাতকমোচকতা।

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে।—

হরিভক্তিপরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥১৮৭॥

সানাম্ভতোঽনর্থনিবর্ত্তকতাঽর্থপ্রাপকতা চ।

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীমুনিশর্ম্মাণং প্রতি প্রেতানামুক্তৌ।—

বিনাশয়ত্যপযশো বুদ্ধিং বিশদয়ত্যপি। প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রায়ো নৃণাং বৈষ্ণবদর্শনম্ ॥ ১৮৮ ॥

তত্র শ্রীযমব্রাহ্মণসংবাদে মহারথনৃপোক্তৌ।—

যদা প্রপদ্যমানস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্। শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতঃ সদা॥ ১৮৯

তত্রৈব প্রেতোপাখ্যানে প্রেতোক্তৌ।—

অপাকরোতি দুরিতং শ্রেয়ঃ সংযোজয়ত্যপি। যশো বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং বৈষ্ণবসঙ্গমঃ ॥১৯০

তেষাং সঙ্গমাহাত্ম্যং লিখন্ তৎসুসিদ্ধয়ে প্রথমং তান্ প্রণমতি ভগবদিতি। যদ্যপি ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যলিখনেন তৎসঙ্গতিমাহাত্ম্যং তথা তৎসঙ্গতিমাহাত্ম্যলিখনেন তেষাঞ্চ মাহাত্ম্যং লিখিতং স্যাৎ, তথাপি সঙ্গং বিনাপি দূরতঃ কথঞ্চিৎ সেবয়াপি কৃতার্থতা স্যাদিত্যভি-প্রায়েণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিতং। উত্তমং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠমখিলং সাধনং সাধ্যঞ্চ ফলং। এবং সংক্ষে-পেণ মাহাত্ম্যমখিলমেবোল্লিখিতং ॥ ১৮৬ ॥

তদেব বিবেচয়ন্ যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যক্রমেণ লিখতি হরিভক্তীত্যাদিনা সাধুসমাগম ইত্যন্তেন। সঙ্গিনাং গৃহাদ্যাসক্তিমতামপি। যদ্বা হরিভক্তিপরাণাং যে সঙ্গিনস্তেষামপি ॥ ১৮৭ ॥

প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রতিষ্ঠাং করোতি। তত্র প্রায় ইতি কস্যাশ্চিৎ প্রতিষ্ঠায়া বৈষ্ণবৈরুপেক্ষ্য-ত্বাৎ। বৈষ্ণবানাং দর্শনমাত্রমপি অস্তু তাবৎ সঙ্গঃ॥ ১৮৮॥ পূর্ব্বং যথোপশ্রয়মাণস্যেত্যত্র দূরতোঽপি সেবামাত্রমপেক্ষিতং ন তু সঙ্গঃ। অত্র চ প্রপদ্যমানস্যেত্যনেন সঙ্গ এবেতি ভেদঃ। এবং সংশব্দেনাত্র সঙ্গোঽভিপ্রেতঃ। তত্র চ শ্রদ্ধয়েত্যেষা দিক্॥ ১৮৯॥ দুরিতং

অনন্তর ভগবদ্ভক্তসঙ্গমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—যাঁহাদিগের সঙ্গ যাবতীয় সাধন-সাধ্যের ফলস্বরূপ, সেই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির পাদুকাকে নমস্কার। ১৮৬।

অতঃপর ভগবদ্ভক্তসঙ্গের অখিলপাপনাশকতাশক্তি বিবৃত হইতেছে।—বৃহন্নারদীয়-পুরাণে যজ্ঞমালীর উপাখ্যানের অন্তে লিখিত আছে, মহাপাপীও হরিভক্তের সঙ্গিগণের সঙ্গলাভ মাত্র নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। ১৮৭।

অনন্তর সাধারণতঃ ভগবদ্ভক্তসঙ্গের অনর্থনিবর্ত্তকতা ও অর্থপ্রাপকতা বিবৃত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীমুনিশর্ম্মার প্রতি প্রেতদিগের উক্তি আছে যে, বৈষ্ণবদর্শন মানবের অকীর্ত্তিহর, বুদ্ধির নির্ম্মলতাসাধক ও প্রায়শঃ প্রতিষ্ঠাসম্পাদক। ১৮৮। উক্ত পুরাণের যমব্রাহ্মণসংবাদে মহীরথ রাজার উক্তি আছে যে, ভগবান্ বিভাবসুর আশ্রয় লইলে যেরূপ শীত, ভীতি ও অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ সাধুসেবী ব্যক্তিরও যাবতীয় ভয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮৯। উক্ত পুরাণে প্রেতোপাখ্যানে প্রেতোক্তি আছে যে, বৈষ্ণবের

তত্রৈব।— অথ সর্ব্বতীর্থাধিকতা।

গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি। যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমো বরঃ ॥১৯১

তত্রৈব ভগীরথনৃপোক্তৌ।— অথ সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকতা।

যঃ স্নাতঃ শান্তিসিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া। কিন্তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥

তত্রৈব।— অথ সর্ব্বেষ্টসাধকতা।

যানি যানি দুরাপাণি বাঞ্ছিতানি মহীতলে। প্রাপ্যন্তে তানি তান্যেব সাধূনামেব সঙ্গমাৎ ॥ ১৯২

বশিষ্ঠে।— অথ অনর্থস্যাপ্যর্থত্বাপাদকতা।

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে। আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে ॥ ১৯৩ ॥

পাপং, শ্রেয়ঃ মঙ্গলং, যশঃ মুক্তত্বভক্তত্বাদিমাহাত্ম্যং। যদ্বা দুরিতং সংসারং শ্রেয়শ্চতুর্ব্বর্গং যশঃ মুক্তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষাদিকং ॥ ১৯০ ॥

স্নাতুমিচ্ছতি শ্রদ্ধয়া স্নাতীত্যর্থঃ। তয়োঃ স্নাতৃসঙ্গকর্ত্রোর্মধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ১৯১ ॥

সাধুসঙ্গতিরেব গঙ্গা তয়া স্নাতঃ। কথম্ভূতয়া? - শান্ত্যা সিতয়া পরমোজ্জ্বলয়া। গঙ্গাপি শুক্লবর্ণা ভবতি। এবং সাধুসঙ্গতেঃ শান্ত্যাত্মকত্বাৎ গঙ্গায়াশ্চ শুক্লবর্ণমাত্রাত্মকত্বাৎ সাধুসঙ্গতেরুৎকর্ষঃ। যদ্বা শান্তিরেব সিতা শর্করা যস্যামিতি গঙ্গায়াস্তথাত্বাভাবাৎ সাধুসঙ্গতেরুৎকর্ষো বিতর্ক্যঃ ॥ ১৯২ ॥

শূন্যং বন্ধুবিয়োগাদিনা রিক্ততাং প্রাপ্তমপি গৃহাদি। অমৃতায়তে ভগবৎপদপ্রাপণাৎ। সম্পৎ ধনৈশ্বর্য্যাদিঃ। ইবেতি লোকোক্তৌ। বিদ্বাংসঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞাঃ ॥ ১৯৩ ॥

সঙ্গলাভ হইলে মানবগণের পাতক ধ্বংস হয়, কল্যাণ লাভ হয় এবং কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়া থাকে। ১৯০।

অনন্তর বৈষ্ণবসঙ্গের সর্ব্বতীর্থাধিকত্বশক্তি কথিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে যে, গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থে স্নানেচ্ছু এবং সৎসঙ্গাভিলাষী, এই উভয়ের মধ্যে সৎসঙ্গই গরিষ্ঠ। ১৯১।

বৈষ্ণবসঙ্গের সর্ব্বসৎকর্ম্মাপেক্ষা অধিকতা লিখিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণে ভগীরথোক্তি আছে যে, শান্তি-সমুজ্জ্বলা সৎসঙ্গতিরূপ জাহ্নবীতে স্নাত হইলে কি দান, কি তপ, কি তীর্থ-সেবা, কি যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুরই আবশ্যক করে না।

অতঃপর বৈষ্ণবসঙ্গের যাবতীয় ইষ্টসাধকতা বিবৃত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, সৎসঙ্গ-প্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ অবনীমণ্ডলগত নিখিল অভিলষিত দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভ হইয়া থাকে। ১৯২।

বৈষ্ণবসঙ্গের অনর্থের অর্থসাধকত্বশক্তি বিবৃত হইতেছে।—বাশিষ্ঠে লিখিত আছে, যিনি ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য বিদিত আছেন, তাদৃশ সুধীজনের সঙ্গলাভ মাত্রে বন্ধুবিচ্ছেদাদি দ্বারা

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেবহূতেরুক্তৌ।—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া। স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥১৯৪॥

শ্রীকপিলদেবোক্তৌ—

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥১৯৫॥

যতঃ। অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ. প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥

কিঞ্চ শ্রীভগবদ্বাক্যম্।—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ মৎপ্রভাবতঃ॥ ৯৬॥

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবোক্তৌ।— অথ 'দেহিদৈহিকাদিবিস্মারকতা'

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যম্, যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥ ১৯৭॥

অধিয়া বিবেকহীনেন জনেন অসৎসু বিহিতো যঃ সংসারস্য হেতুঃ সঙ্গবিষয়ভোগাদিরূপঃ। অপ্যর্থে এবশব্দঃ। সোঽপি সাধুষু কৃতশ্চেত্তর্হি নিঃসঙ্গত্বায় সংসারনাশায় কল্পতে সমর্থো ভবতি॥ ১৯৪॥ প্রসঙ্গমত্যন্তাসক্তিং। অপাবৃতং নিরাবরণং॥ ১৯৫॥ নমু তাদৃশস্য মহানর্থস্য কথমীদৃশত্বং শ্রীভগবৎকারুণ্যমহিম্নৈবেতি লিখতি অরিরিতি দ্বাভ্যাং। ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপীতি পূর্ব্বং লিখিতার্থমেব। যৎপ্রভাবৎ ইত্যস্যোভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ। অতোঽত্র হেত্বনুসন্ধানাদিকং ন কার্য্যমিতি ভাবঃ॥ ১৯৬॥

তে অতিতরাম্ অত্যন্তং প্রিয়মপি মর্ত্ত্যং দেহং ন স্মরন্তি নানুসংদধতে। অতিতরামিত্যস্যাত্রৈবান্বয়ঃ সম্যগ্বিস্মরন্তীত্যর্থঃ। যে চ সুতাদয়ঃ অদঃ মর্ত্ত্যমনু সম্বন্ধাস্তানপি ন স্মরন্তি।

শূন্যভবনও পূর্ণতা ধারণ করে, মৃত্যু অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং আপদ্‌ও সম্পদ্বৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৯৩। তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতির উক্তি আছে যে, হে তাপসশ্রেষ্ঠ! বিষয়ানুরাগ অভয়ের জন্য নহে, সত্য বটে, তথাপি শুনিয়াছি, অজ্ঞানতঃ অসদ্বিষয়ে অনুরাগ প্রযুক্ত হইলে সংসারভীতির হেতু হইয়া উঠে; কিন্তু উহা আবার সাধুগণে বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্বের ফলপ্রদ হয়। ১৯৪। তৃতীয়স্কন্ধে কপিলোক্তি আছে, হে জননি! অত্যন্তাসক্তিই আত্মার অজর বন্ধনস্বরূপ বলিয়া কবিগণ কর্ত্তৃক উক্ত আছে, কিন্তু উহাই আবার সৎপুরুষে বিহিত হইলে অপাবৃত মুক্তিদ্বারস্বরূপ হয়। ১৯৫। কেননা পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ প্রীত হইলে শত্রু মিত্র হয়, বিষ পথ্য হয় ও অধর্ম্মও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে এবং উহার বিপর্য্যয়ে বিপর্য্যয় ঘটে অর্থাৎ ভগবান্ অপ্রসন্ন থাকিলে মিত্র শত্রু হয়, পথ্য বিষ হয় এবং ধর্ম্মও অধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া উঠে। আরও ভগবদুক্তি আছে যে, যদি মদর্থে পাতক অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি মৎপ্রভাবে তাহা ধর্ম্মার্থ কল্পিত হইয়া থাকে এবং আমার প্রতি আদর না থাকিলে ধর্ম্মও অধর্ম্মরূপে কল্পিত হয়। ১৯৬।

অতঃপর দেহি-দৈহিকাদিবিস্মারকতা কথিত হইতেছে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রাপ্তি

পাদ্মে তত্রৈব প্রেতোক্তৌ।— অথ জগদানন্দকতা।

রসায়নময়ী শীতা পরমানন্দদায়িনী। নানন্দয়তি কং নাম বৈষ্ণবাশ্রয়চন্দ্রিকা॥ ১৯৮॥

দশমস্কন্ধে শ্রীমুচুকুন্দস্তুতৌ।— অথ মোক্ষপ্রদত্বং।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥ ১৯৯॥

অতএবোক্তং শ্রীপ্রচেতোভিশ্চতুর্থস্কন্ধে।—

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ। নির্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন।

তে কে ন স্মরন্তি যে কৃতপ্রসঙ্গাঃ। কেষু ভবদীয়ং ভবদীয়ানামপি যৎ পদারবিন্দসৌগন্ধ্যং তস্মিন্ লুব্ধমপি হৃদয়ং যেষাং তেষু। তুশব্দেনান্যেষাং কেবলযোগাদিনিষ্ঠানাং দেহাভিমানানিবৃত্তিং তত্র তত্রাভিমানবিশেষং বা দর্শয়তি॥ ১৯৭॥ রসায়নং রোগহর্ত্তা পুষ্ট্যাদিকর্ত্তা স্বাদুকৌষধবিশেষঃ তন্ময়ী। শীতা শীতলা তাপহরেত্যর্থঃ। চন্দ্ররশ্মিরপি অমৃতময়ত্বাদ্রসায়নময়ী সত্য এব পিত্তোপশমনাদিস্বভাবকত্বাৎ। অন্যৎ সমমেব॥ ৯৮॥ ভো অচ্যুত! ভ্রমতঃ সংসরতো জনস্য যদা ত্বদনুগ্রহেণ ভবস্য বন্ধস্য অপবর্গঃ অন্তো ভবেৎ কালঃ প্রাপ্তঃ স্যাৎ, তদা সতাং সঙ্গমো ভবেৎ। যদা চ সৎসঙ্গমো ভবেৎ, তদা সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা কার্য্যকারণনিয়ন্তরি ত্বয়ি ভক্তির্ভবতি ততো মুচ্যত ইত্যর্থঃ। যদি বায়মর্থঃ ভবস্য গৃহাদ্যাসক্তিলক্ষণস্য সংসারস্যাপবর্গঃ পরিত্যাগো যদা ভবেৎ, তদৈব অচ্যুতঃ স্থিরঃ সৎসমাগমো ভবেৎ। পূর্ব্ববদ্বা বিষয়মহিমবতঃ পরমপুরুষার্থতাবোধনার্থং বিশেষণদ্বয়ং। সতাং মুক্তানামপি ভক্তানামেব বা গতৌ প্রাপ্যে। পরাবরয়োঃ চিচ্ছক্তিমায়াশক্ত্যোঃ লক্ষ্মীভূম্যোর্ব্বা পরাণাং শ্রীগোপীনাম্ অবরাণাঞ্চ শ্রীরুক্মিণ্যাদীনামীশে স্বামিনীতি তদা চ ভগবৎপ্রেমপ্রদত্বেঽয়ং শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ॥ ১৯৯॥ যত্র যেষু। যতো যাভ্যঃ কথাভ্যঃ। নির্বৈরং বৈরাভাবঃ। যত্র যাসু কথাসু

হইলে শরীরবিশিষ্ট জীব ও শরীরসংক্রান্ত বিষয়ও বিস্মরণ হইয়া যায়, তাহাই বিবৃত হইতেছে। - চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবোক্তি আছে, হে পদ্মনাভ! যে সকল ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভবচ্চরণাব্জসৌরভে একান্ত ভক্ত, তাঁহাদিগের সঙ্গলাভ করিলে সেই সঙ্গিগণ অতিপ্রিয় মানবশরীর এবং মানবতনুর অনুগামী গৃহ, ধন, সুহৃদ্, পুত্র, ভার্য্যা সমস্তই বিস্মৃত হইয়া থাকে। ১৯৭।

ভগবদ্ভক্তসঙ্গ দ্বারা জগতের আনন্দ উৎপাদন হয়, তাহাই কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণের উক্তস্থানে প্রেতোক্তি আছে যে, রসায়ন-স্বরূপা, শীতলত্বময়ী, পরমানন্দপ্রদা বৈষ্ণবাশ্রয়রূপা জ্যোৎস্না কোন্ ব্যক্তিকে আনন্দপ্রদান না করে? ১৯৮।

ভগবদ্ভক্তসঙ্গ দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে।—দশমস্কন্ধে মুচুকুন্দের স্তুতিতে বর্ণিত আছে, হে অচ্যুত! যৎকালে ভবদনুকম্পায় সংসারমগ্ন ব্যক্তির সংসারবিনাশ হয়, তৎকালেই সাধুসঙ্গ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তৎকালেই সর্ব্বসমাগম-নিবৃত্তি দ্বারা কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা বা সাধুবর্গের পরমগতিস্বরূপ ও পরাবরেশ তোমাতে বুদ্ধির উদয় হয়;

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ। প্রস্তূয়তে সংকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥২০০॥
তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥ ২০১ ॥

অথ সর্ব্বসারতা।

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদসনৎকুমারসংবাদে।—

অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ। ভগবদ্ভক্তসঙ্গো হি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাম্ ॥ ২০২॥

পাদ্মে তত্রৈব মহারথনৃপোক্তৌ।—

অসাগরোত্থং পীযূষমদ্রব্যং ব্যসনৌষধম্। হর্ষশ্চালোকপর্য্যন্তঃ সতাং কিল সমাগমঃ ॥ ২০৩ ॥

মুক্তসঙ্গৈস্তৈরেব নারায়ণঃ সাক্ষাৎ প্রস্তূয়তে। যদ্বা ন্যাসিনামপি গতিরাশ্রয়ো নারায়ণো ভগবান্ যত্র সাক্ষাদস্তীতি। মুক্তসঙ্গৈঃ শ্রীসনকাদিভিঃ সংকথাসু মধ্যে প্রস্তূয়তে। যদ্বা মুক্তসঙ্গৈরাত্মারামৈরপি যত্র নারায়ণ এব সাক্ষাৎ প্রস্তূয়তে ন তু জ্ঞানাদি। এতাদৃশং যেষাং মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ২০০ ॥ পদ্ভ্যাং পাবনেচ্ছয়া। যদ্বা পদ্ভ্যাং বিচরতামিতি সৌলভ্যমুক্তং। সংসারাদ্ভীতস্যাপি কিং ন রোচেত অপি তু রোচত এব। ভীতানামনন্যগতিত্বাৎ। তদুক্তং ভগবতৈব সন্তোঽর্ব্বাক্ বিভ্যতোঽরণমিতি ॥ ২০১ ॥ সংসারে প্রপঞ্চে। কিন্তদাহ ভগবদ্ভক্তসঙ্গ ইতি। হরিভক্তিং সম্যগিচ্ছতাং জনানামিতি হরিভক্তিবাঞ্ছাবিশেষং বিনা ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গমাহাত্ম্যানন্নুভবাৎ। যদ্বা তেষাং শ্রেষ্ঠসাধনমেতদেবেতি ব্যাখ্যায়ায়ং শ্লোকো ভক্তিসম্পাদকতায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২০২ ॥ সতাং সমাগমঃ পীযূষং ভবত্যেব কিন্তু অসাগরোত্থং। অতঃ সাগরোদ্ভুতস্য দেবভোগ্যপীযূষস্য মথনাদিপরিশ্রমেণৈব সাধনাৎ বারুণ্যাদিসম্বন্ধাচ্চ ততোঽপ্যস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সূচিতং। তথাঽদ্রব্যমিতি দ্রব্যময়ৌষধে পাকক্রিয়া-প্রয়াসোঽথ ভক্ষণাদি-যত্নশ্চাপেক্ষ্যতে ইত্যত্র তত্তদভাবাদস্য শ্রৈষ্ঠ্যং। তথা সুখস্যান্তে ভবেদ্দুঃখমিতি ন্যায়েনান্যো হর্ষঃ

সুতরাং ত্বৎপ্রতি বুদ্ধি জন্মিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ১৯৯। চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতার উক্তি আছে যে, হে ভগবন্! তদীয় যে সমস্ত সঙ্গিগণের নিকট পবিত্র কথার প্রসঙ্গ হয়, যাঁহারা তৃষ্ণাশান্তিকারী, যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বভূতেই শত্রুতারহিত, কোনরূপ উদ্বেগই যাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না, যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বসঙ্গ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পবিত্র কথা-বসরে মুহুর্মুহুঃ সন্ন্যাসিগণের গতিস্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্ কেশবের গুণপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে কোন্ ভীত ব্যক্তির বাসনা না হয়? হে ভগবন্! ঐ সকল মহাত্মারা তীর্থস্বরূপ, কেননা, তাঁহারা ধরণীকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত পাদযোগে বিচরণ করেন। ২০০—২০১।

অতঃপর ভগবদ্ভক্তসঙ্গের সর্ব্বসারতা (সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য) কথিত হইতেছে।—বৃহন্নারদীয়পুরাণে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে লিখিত আছে, হে ব্রহ্মসুত! এই অসার সংসারমধ্যে সম্যক্ হরিভক্তীচ্ছুগণের সম্বন্ধে একমাত্র ভগবদ্ভক্তসঙ্গই সার বস্তু। ২০২। পদ্মপুরাণের

অথ ভগবৎকথামৃতপানৈকহেতুতা।

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদোক্তৌ।—

প্রসঙ্গেন সতামাত্মমনঃশ্রুতিরসায়নাঃ। ভবন্তি কীর্ত্তনীয়স্য কথাঃ কৃষ্ণস্য কোমলাঃ॥ ২০৪॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবোক্তৌ। –

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ২০৫॥

চতুর্থে শ্রীনারদোক্তৌ। –

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ। ভগবদ্গুণানুকথনশ্রবণব্যগ্রচেতসঃ॥ ২০৬॥

তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।

তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ॥ ২০৭॥

শোকাবসান এব স্যাৎ অয়ং হর্ষয়তীতি হর্ষরূপো বা শোকান্তে ন ভবতি কিন্তু সদা হর্ষ এব অতোঽস্য নিত্যপরমানন্দময়ত্বমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সর্ব্বসারতৈব সিদ্ধা॥ ২০৩॥ আত্মনাং সর্ব্বেষামেব জীবানাং মনসঃ শ্রুত্যোশ্চ রসায়নাঃ সুখপ্রাপকাঃ যতঃ কোমলাঃ মধুরাঃ॥ ২০৪॥ বীর্য্যস্য সম্যগ্বেদনং যাসু তাঃ বীর্য্যসংবিদঃ। অতএব হৃৎকর্ণরসায়নাঃ সুখদাঃ। তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তির্মোক্ষো বা বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা ততো রতিস্ততো ভক্তিঃ অনুক্রমিষ্যতি ক্রমেণৈব ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ। রতিশ্চ রত্যাখ্যো ভাবঃ। ভক্তিশ্চ প্রেমলক্ষণা। এতদ্বিবরণঞ্চ শ্রীমহানুভাবৈরেব রসার্ণবে কৃতমস্ত্যেব॥ ২০৫॥ ননু সাধুসঙ্গং বিনা স্বয়মেব হরিকথা-চিন্তনাদিনা ভক্তির্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ যত্রেতি দ্বাভ্যাং। যস্মিন্ স্থানে ভবগতো গুণানুকথনে শ্রবণে চ ব্যগ্রং সত্বরমত্যাসক্তং বা চেতো যেষাং তে॥ ২০৬॥ তস্মিন্ স্থানে মহদ্ভির্মুখরিতাঃ কীর্ত্তিতাঃ। যদ্বা মহান্তঃ মৌনাদিশীলা অপি মুখরিতাঃ যাভিঃ তাঃ। মধুভিদশ্চরিতমেব পীযূষং তদেব শিষ্যত ইতি শেষো যাসু তাঃ। অসারাংশরহিত-

---

পূর্ব্বোক্ত স্থানে মহারথ নৃপতির উক্তিতে আছে যে, সৎসঙ্গ অসমুদ্রজাত অমৃতস্বরূপ, বিনা পাকে প্রস্তুত ঔষধস্বরূপ এবং যাবতীয় জনের আনন্দকর। ২০৩।

অতঃপর ভগবৎ-কথামৃতপানের একহেতুতা ব্যক্ত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদোক্তি আছে, সৎপ্রসঙ্গ নিবন্ধন কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের কথা জীবকুলের চিত্তসন্তোষদায়িনী, শ্রুতিসুখকরী ও কোমলা থাকে। ২০৪। তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবের উক্তি আছে, হে জননি! সজ্জনসঙ্গ লাভ হইলে মদ্বীর্য্যপ্রকাশিকা কথা উপস্থিত হয়, চিত্ত ও কর্ণের আনন্দ জন্মে, এই হেতুই তৎসেবনপ্রসাদে অচিরে আমাতে (মোক্ষমার্গস্বরূপ হরিতে) ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির সঞ্চার হয়। ২০৫। চতুর্থস্কন্ধে নারদোক্তি আছে, হে নৃপতে! বিশদমতি ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সাধুরা প্রভুর গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণার্থ ব্যগ্রচিত্ত হইয়া যেখানে বিরাজ করেন, তথায় প্রায়শঃ মহাত্মগণের মুখকমল হইতে প্রভু মাধবের বিশুদ্ধ চরিত্র কীর্ত্তিত

পঞ্চমে শ্রীব্রাহ্মণরহূগণসংবাদে।—

যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ, প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে॥ ২০৮॥

একাদশে ভগবদুদ্ধবসংবাদে শ্রীঐলোপাখ্যানান্তে।—

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ। সম্ভবন্তি হিতা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥ ২ ৯॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ। মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥

বৃহন্নারদীয়ে তত্রৈব।— ভক্তিসম্পাদকত্বং।

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুম্ভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥২১০॥

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে।— শ্রীভগবদ্বশীকারিতা।

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন। সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা॥

শুদ্ধামৃতবাহিন্য ইত্যর্থঃ। অবিতৃষঃ অলংবুদ্ধিশূন্যাঃ সন্তঃ গাঢ়ৈঃ সাবধানৈঃ কর্ণৈঃ যে তাঃ সরিতঃ পিবন্তি সেবন্তে। অশনশব্দেন ক্ষুল্লভ্যতে অশনাদয়ঃ তান্ন স্পৃশন্তি ভক্তিরসিকান্ন বাধন্ত ইত্যর্থঃ। নৃপ হে প্রাচীনবর্হিঃ! সৎসঙ্গমন্তরেণ স্বয়মেব কথাচিন্তনাদাবালস্যাদিনা রসাবেশাভাবতঃ ক্ষুৎপিপাসাদ্যভিভূতস্য ভক্ত্যসম্ভবাদবশ্যং সৎসঙ্গো বিধেয়ঃ। ততশ্চ ভগবৎ-কথামৃতরসপানাদিরূপা ভক্তিঃ স্বতঃ সম্পদ্যত এবেতি ভাবঃ॥ ২০৭॥ যত্র যেষু মহৎসু। গ্রাম্যকথানাং বিঘাতো যস্মাৎ মুমুক্ষোরপি। সতীং মতিং প্রেমভক্তিমিত্যর্থঃ॥ ২০৮॥ সম্ভ-বন্তি সম্যক্ জায়ন্তে। তাঃ কথা এব অঘং পাপং প্রকর্ষেণ পুনন্তি সবাসনমুন্মূলয়ন্তি সংসার-দুঃখং নাশয়ন্তীতি বা॥ ২০৯॥ শ্রবণাদিভিরেব মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ শ্রবণাদিষেব প্রীতিমন্তঃ সন্তঃ। ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং বিন্দন্তি। ভগবদ্ভক্তসঙ্গস্য দৌর্ল্লভ্যমাহ সৎসঙ্গ ইতি॥২১০॥ সাংখ্য-

---

হইয়া থাকে। হে নৃপ! দেবদেবের চরিতকাহিনী সাক্ষাৎ সুধাবহা তটিনীস্বরূপা। অলং-বুদ্ধিবিরহিত হইয়া সাবধানতার সহিত ঐ নদীর উপাসনা করিলে ক্ষুধা, পিপাসা, ভীতি, শোক, মোহ কিছুই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ যাঁহারা ভক্তিরসে সুরসিক, ক্ষুধাদি দ্বারা তাঁহাদিগের বিঘ্নোৎপাদনের সম্ভাবনা কোথায়? ২০৭। পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণরহূগণসংবাদে লিখিত আছে, হে রাজসত্তম! সজ্জনগণের সন্নিধানে গ্রাম্যকথার আন্দোলন শ্রুতিগোচর হয় না, তাঁহাদিগের নিকট নিরন্তর উত্তমশ্লোক হরির গুণানুকীর্ত্তনই হইয়া থাকে, সর্ব্বদা উক্ত গুণানুকীর্ত্তন সেব্যমান হইলে উহাই হরির প্রতি মুমুক্ষু ব্যক্তির সদ্বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। ২০৮। একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে ঐলোপাখ্যানের শেষে লিখিত আছে, হে মহাভাগ! শিষ্টজনহিতকরী মৎ-কথা সাধুগণ-সকাশেই উপস্থিত হইয়া থাকে, যে সকল ভক্ত উহা শ্রবণ করেন, ঐ সকল কথা হিতজনক হইয়া তাঁহাদিগের পাতক বিনাশ করিয়া দেয়। ২০৯। মৎপ্রতি শ্রদ্ধা সহকারে সাদরে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন অথবা তাহাতে অনুমোদন করিলে আমাতে ভক্তিসঞ্চার হয়।

ন রোধয়তি মাং যাগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব বা। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাঽবরুন্ধে সৎ-সঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥২১১॥

অতএবোক্তং বিদুরেণ তৃতীয়স্কন্ধে।—

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥ ২১২॥

যোগাদীনি সাধনান্তরসব্যপেক্ষাণি সব্যভিচারাণি চ সৎসঙ্গস্তু স্বতন্ত্র এব সমর্থঃ ফলাব্যভিচারী চেতি বর্ণয়িতুমাহ অথেতি ত্রিভিঃ। এতদ্বক্ষ্যমাণং পরমং গুহ্যং শৃণু। যতস্ত্বং মম ভৃত্যঃ সুহৃৎ জ্ঞাতিঃ সখা চ অতঃ সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি। ন রোধয়তি ন বশীকরোতি। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। সাংখ্যং তত্ত্বানাং বিবেকঃ। ধর্ম্মঃ সামান্যতোঽহিংসাদিঃ বর্ণাশ্রমাচারো বা। স্বাধ্যায়ো বেদজপঃ। তপঃ কৃচ্ছ্রাদি। ত্যাগঃ সংন্যাসঃ। ইষ্টাপূর্ত্তম্ ইষ্টং পূর্ত্তঞ্চ; তত্র ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্তং কূপারামাদিনির্ম্মাণং। দক্ষিণাশব্দেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে। ব্রতানি একাদশ্যুপবাসাদীনি। যজ্ঞো দেবপূজা। ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ। নিয়মা বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহাদয়ঃ। যমা অন্তঃকরণসংযমাদয়ঃ। যদ্বা অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ। আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ং। শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনং। তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনমিতি ভগবদুক্তলক্ষণা গ্রাহ্যাঃ। অত্র অস্তেয়ঃ মনসাপি পরস্বাগ্রহণং। আস্তিক্যং ধর্ম্মে বিশ্বাসঃ। ভয়ং পাপাদিভ্যঃ। শৌচং বাহ্যমান্তরঞ্চেতি দ্বয়ং। অতো দ্বাদশনিয়মাঃ শ্রদ্ধা ধর্ম্মাদয় ইতি। অবরুন্ধে বশীকরোতি। সর্ব্বসঙ্গাপহঃ বাহ্যান্তরাশেষাসক্তিনিরসনঃ॥২১১॥ যেষাং ভগবদ্ভক্তানাং সেবয়া সঙ্গরূপয়া। কূটস্থস্য নির্ব্বিকারস্যাপি। যদ্বা শ্রীগোবর্দ্ধনশৃঙ্গোপরি বর্ত্তমানস্য মধুদ্বিষো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদয়োঃ চরণাবিন্দয়ো রতিরাসঃ প্রেমোৎ-

---

অনন্তর ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গের ভক্তিসম্পাদকতা বিবৃত হইতেছে।—বৃহন্নারদীয়পুরাণের উক্ত স্থানে লিখিত আছে, ভগবদ্ভক্তসঙ্গ লাভ হইলে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়। জন্মান্তরীণ পুণ্যপ্রভাবেই সৎসঙ্গপ্রাপ্তি ঘটে। ২১০।

অতঃপর ভগবদ্ভক্তসঙ্গ দ্বারা যে ভগবান্‌কেও বশীভূত করা যায়, তাহাই লিখিত হইতেছে।—একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে লিখিত আছে, হে যদুনন্দন! তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা, এই হেতু সুগোপ্য হইলেও তোমার নিকট পরম গুহ্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বসন্তাপহারক সৎসঙ্গে যেমন আমাকে বশীভূত করে, কি যোগ, কি সাংখ্য, কি ধর্ম্ম, কি স্বাধ্যায়, কি তপস্যা, কি ত্যাগ, কি ইষ্টাপূর্ত্ত, কি দক্ষিণা, কি ব্রত, কি যজ্ঞ, কি ছন্দঃ, কি তীর্থ, কি নিয়ম, কি যম কিছুই সেরূপে আমাকে বশীকৃত করিতে সমর্থ নহে। ২১১। *
অতএব তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর কর্ত্তৃক মৈত্রেয়-সকাশে উক্ত হইয়াছে যে, হে তাপস!

---

* যোগ—অষ্টাঙ্গ। সাংখ্য—তত্ত্ববিবেক। ধর্ম্ম—সামান্যতঃ অহিংসাদি বা বর্ণাশ্রমাচারবিহিত অনুষ্ঠান। স্বাধ্যায়—বেদজপ। তপ—কৃচ্ছ্রাদি। ত্যাগ—সন্ন্যাস। ইষ্টাপূর্ত্ত—অগ্নিহোত্রাদি ও কূপ-আরামাদি নির্ম্মাণ। দক্ষিণা—সামান্যতঃ দান। ব্রত—একাদশ্যুপবাসাদি। যজ্ঞ—দেবপূজা। ছন্দঃ—রহস্যমন্ত্র। নিয়ম—বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহাদি। যম—অন্তঃকরণসংযমাদি।

অথ স্বতঃ পরমপুরুষার্থতা।

প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদীনাম্, চতুর্থে চ শ্রীপ্রচেতসামুক্তৌ।—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ২১৩॥

চতুর্থে শ্রীপ্রচেতসঃ প্রতি শ্রীশিবোপদেশে।—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ২১৪॥

দ্বাদশে শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিবস্য।—

তথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্যেতেন সাধুনা। অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ॥২১৫॥

সবঃ তীব্রঃ স্বাভাবিকো ভবেৎ। ব্যসনং সংসারদুঃখমর্দ্দয়তি নাশয়তীতি তথা সঃ। যদ্বা মধুদ্বিট্‌সম্বন্ধিরত্যা প্রেম্না রতিযুক্তো বা রাসঃ রাসক্রীড়া তীব্রঃ অত্যুৎকটঃ দেবাদীনামপি মোহনত্বাৎ বহুকালব্যাপিত্বাচ্চ। পাদয়োর্ব্যসনানি দুঃখান্যর্দ্দয়তীতি তথা সঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দকস্যাপি রাসস্য প্রায়ো নৃত্যবিশেষত্বেন গতিবিশেষসম্পত্তেঃ যদ্বা মধুদ্বিষঃ পাদয়োরিত্যেবান্বয়ঃ। ততশ্চ তচ্চরণারবিন্দদ্বয়েন সহেত্যর্থঃ পূর্ব্ববদেব অতোঽস্য ফলবিশেষত্বেনাস্তে লেখ্যঃ॥ ২১২॥ ভগবৎসঙ্গিনো ভগবদ্ভক্তাঃ তেষাং সঙ্গস্য যো লবঃ অত্যল্পঃ কালঃ তেনাপি স্বর্গং ন তুলয়াম সমং ন পশ্যাম ন চাপুনর্ভবং মোক্ষং। মর্ত্ত্যানাং তুচ্ছা আশিষো রাজ্যাদ্যা ন তুলয়ামেতি কিমুত বক্তব্যং। এবং ফলরূপাৎ স্বর্গাৎ অপবর্গাদপ্যধিকত্বেন সৎসঙ্গস্য পরমফলত্বং সিদ্ধং॥ ২১৩॥ ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য ক্ষণার্দ্ধেনাপি স্বর্গং ন তুলয়ে সমং ন পশ্যামি ন বাঽপুনর্ভবং॥ ২১৪॥ যদ্যপি, নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত। ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে। তথাপি, অনেন মার্কণ্ডেয়েন সহ সংবদিষ্যামঃ সম্ভাষাং করিষ্যামঃ। যতঃ সাধুভিঃ সমাগমঃ সংযোগঃ অয়মেব পরমো লাভঃ ফলং॥ ২১৫॥ ত্বাদৃশানাং কথঞ্চিৎ ত্বদনুকরণবতামপি দর্শনমেবাস্মাকং ফলং। এব-

---

আপনাদিগের পাদপদ্ম আরাধনা করিলে নির্ব্বিকার ভগবান্ মধুসূদনের চরণকমলে, তীব্র প্রেম-উৎসব সঞ্জাত হয়; সুতরাং সেই উৎসবই সংসার বিদূরিত করে। ২১২।

অনন্তর ভগবৎসঙ্গের স্বতঃ পরমপুরুষার্থতা ব্যক্ত হইতেছে।—প্রথমস্কন্ধে শৌনকাদির বাক্যে এবং চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতার বাক্যে বর্ণিত আছে, হে প্রভো! মনুষ্যদিগের বাঞ্ছনীয় অপরাপর বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, ত্বদীয় সঙ্গি-সঙ্গলেশের সহিত স্বর্গের বা মুক্তিরও তুলনা করিতে পারি না। ২১৩। চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতার প্রতি শিবোপদেশ আছে যে, হে প্রভো! মর্ত্ত্যগণের রাজ্যাদি বিভবের কথা দূরে থাকুক, ত্বৎসঙ্গিগণের ক্ষণার্দ্ধের সহিতও স্বর্গ বা মোক্ষ এই দুইটীকে তুল্য বলিয়া গণনা করিতে পারি না। ২১৪। দ্বাদশস্কন্ধে মার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিবোক্তি আছে, হে দেবি! তথাপি ত্বদীয় অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি ইঁহার সহিত কথোপকথন করিতে বাসনা করি, কেননা, সাধুসমাগমই পরমলাভ বলিয়া মানবগণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট। ২১৫। হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদের প্রতি বসুমতীর উক্তি

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদং প্রতি শ্রীধরণ্যোক্তম্ হরিভক্তিসুধোদয়ে।—

অক্ষোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি, তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি, সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে॥ ২০৬॥

অতএব বিদুরেণ তৃতীয়স্কন্ধে।—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু। যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ২১৭॥

শ্রীবিদেহেনাপ্যেকাদশস্কন্ধে।—

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ ২১৮॥

অতএব হি প্রার্থিতং শ্রীধ্রুবেণ চতুর্থস্কন্ধে।—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো, ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিম্, নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ২১৯॥

মন্যদপি॥ ২১৬॥ বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু শ্রীভগবতঃ তল্লোকস্য বা মার্গভূতেষু মহৎসু সেবা সঙ্গাদিরূপা অল্পতপসঃ ভাগ্যবিশেষহীনস্য জনস্য দুরাপা যত্র যৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা যেষু বিষয়েষ্বন্যৈরপি সর্ব্বৈর্গীয়তে অতস্তেষাং সান্নিধ্যমাত্রেণৈব কৃতার্থতা ন চোপদেশাপেক্ষাপীতি ভাবঃ। যদ্বা যেষু নিমিত্তেষু যৎপ্রাপ্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সৎসঙ্গস্য স্বতঃ পুরুষার্থতা সিদ্ধৈব॥ ২১৭॥ বহবো দেহা ভবন্তি যেষাং তে দেহিনো জীবাস্তেষাং ক্ষণভঙ্গুরোঽপি মানুষো দেহো দুর্লভঃ পরমপুরুষার্থসাধনত্বাৎ॥ বৈকুণ্ঠঃ প্রিয়ো যেষাং বৈকুণ্ঠস্য বা প্রিয়াস্তেষাং দর্শনমপি কিমুত সঙ্গাদিকং॥ ২১৮॥ ভক্তিং ত্বয়ি প্রবহতাং সাতত্যেন কুর্ব্বতাং অতএবামলাশয়ানাং প্রসঙ্গো মে ময়া সহ ভূয়াৎ। নন্বু মোক্ষং কিং ন যাচসে অত আহ যেন মহৎপ্রসঙ্গেন অঞ্জসা অযত্নত এব। উরূণি ব্যসনানি যস্মিন্ তৎ। নেষ্যে পারং গমিষ্যামি। ভগবদ্গুণকথৈবামৃতং তস্য পানেন মত্তঃ সন্। অত্র মত্তশব্দেনৈবং সূচ্যতে যথা মদিরামত্তো ন জানাতি কথং রাত্রির্গতা দিনমায়াতং বেতি, তথা সৎসঙ্গজাতকথামৃতপানমত্তোঽপি ন

আছে যে, ত্বাদৃশ-ভক্ত-দর্শনই নেত্রযুগলের ফল, ত্বাদৃশভক্তগণের গাত্রসঙ্গই শরীরফল এবং ত্বাদৃশভক্তদিগের নামকীর্ত্তনই রসনার ফল; সুতরাং একমাত্র ভগবদ্ভক্তবর্গই সংসারমধ্যে পরম দুরাপ। ২১৬।

তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের অথবা তদীয়লোক বৈকুণ্ঠধামের মার্গস্বরূপ মহদ্ব্যক্তিগণের সেবা অল্পতপা ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্লভ। উক্ত মহাত্মগণ নিরন্তর দেবদেব জনার্দ্দনের গুণকীর্ত্তন করেন। ২১৭। একাদশস্কন্ধে বিদেহের উক্তি আছে, দেহিগণের মধ্যে এই ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্লভ; তাহার মধ্যে আবার বিষ্ণুভক্তগণের দর্শন দুরাপ। ২১৮। চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবের প্রার্থনা আছে যে, হে অনন্ত! আমি এইমাত্র যাচ্ঞা করি যে, যে সমস্ত বিমলমতি মহাপুরুষেরা আপনার প্রতি নিরন্তর ভক্তি প্রদর্শন করেন, ত্বদীয় কথা শ্রবণের জন্য সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গে যেন আমার প্রসঙ্গ হয়। হে ভগবন্! মহাপুরুষসঙ্গ

প্রচেতসঃ প্রত্যুপদেশে শ্রীশিবেন চ।—

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়োরন্তর্ব্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং, স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব॥ ২২০॥

শ্রীপ্রচেতোভিশ্চ।—

যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ। তাবদ্ভবৎ-প্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবেঽভবে॥ ২২১

শ্রীপ্রহ্লাদেনাপি সপ্তমস্কন্ধে।—

তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো জ্ঞ আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মা বিরিঞ্চাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ, কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্। ইতি॥২২১

জানাতি কথং সংসারোঽপগতো মোক্ষো বা জাত ইতি। এবমমৃতপানস্য যথা দেহগেহাদ্য-নমুসন্ধানং ন ফলং কিন্তু পরমমধুররসাস্বাদনাদিকমেব তথা সৎসঙ্গস্য ভগবৎকথামৃতপানমেব ফলং মোক্ষস্ত্বানুষঙ্গিকঃ স্বয়মেবোপস্থাস্যতি কিন্তদ্‌যাচনেনেতি ভাবঃ॥ ২১৯॥ অথ অতো হেতোঃ। অনঘৌ অঘহরাবংঘ্রী যস্য তস্য তব কীর্ত্তির্যশঃ তীর্থং গঙ্গা তয়োঃ ক্রমেণান্তর্ব্বহিঃ-স্নানাভ্যাং বিধূতঃ বিনাশিতঃ পাপ্মা যেষাং অন্যেষামপি যৈরিতি বা। অতএব ভূতেষু অনু-ক্রোশঃ কৃপা সুসত্ত্বঞ্চ রাগাদিরহিতং চিত্তং শীলং চার্জ্জবাদি তদ্বতাং সঙ্গোঽস্মাসু অস্তু। এষ এব নোঽস্মান্ প্রতি ত্বদনুগ্রহঃ॥ ২২০॥ স্পৃষ্টা ব্যাপ্তাঃ সন্তো বয়ং কর্ম্মভির্যাবদিহ প্রপঞ্চমধ্যে ভ্রমামস্তাবদ্ভবতি প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো যেষাং তেষাং সঙ্গোঽস্মাকং জন্মনি জন্মনি স্যাৎ। যাবদ্ভ্রমামস্তা-বদিতি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তৌ স্বতএব ভগবদ্ভক্তানাং সঙ্গসিদ্ধেঃ। যদ্বা যাবৎ কর্ম্মভির্ভ্রামামঃ মায়য়া অস্পৃষ্টা মুক্তা বা ভবামঃ। এবং ভবে সংসারে অভবে চ মোক্ষে সঙ্গঃ স্যাৎ। অন্যৎ সমানং॥২২॥ যস্মাৎ লোকপ্রার্থ্যাঃ স্বর্গিণামায়ুরাদয়ো বিভবা মৎপিতৃক্রোধভ্রূক্ষেপেণৈব বিনষ্টাস্তস্মাৎ আশিষঃ ভোগান্। ঐন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ৈর্ভোগ্যং। ব্রহ্মণো ভোগ্যমভিব্যাপ্য কিমপি নেচ্ছামি। যতো জন্তুৎ-পরিপাকং বিদ্বান্ নশ্বরত্বাদিত্যর্থঃ। তে কালাত্মনা কালরূপস্বরূপেণ উরুবিক্রমেণ বিলুলি-

ঘটিলেই আমি ভবদীয় গুণকথাসুধাপানে মত্ত হইয়া বিনা যত্নে এই ভীষণ সংসার-সমুদ্র পার হইতে সমর্থ হইব; বিপুল মহাঘোর বিপদ্ থাকিলেও উহা আমার পক্ষে দুষ্পার হইবে না। ২১৯। প্রচেতাদিগের প্রতি শিবের উপদেশ আছে যে, হে প্রভো! আমার প্রতি তোমার এই অনুগ্রহ হউক্ যে, ত্বদীয় কীর্ত্তিগান ও গঙ্গা এই উভয়ে অন্তর্বহিস্নান দ্বারা যাঁহাদিগের পাতক বিধূত হইয়াছে, যাঁহারা দয়ালু, রাগাদিবিহীন ও আর্জ্জবাদি-গুণসম্পন্ন, সেই সকল সাধু-শীলগণের সহিত আমাদিগের সমাগমলাভ হউক্। ২২০। প্রচেতোগণ কর্তৃকও উক্ত হইয়াছে যে, হে প্রভো! আমরা ভবদীয় মায়াস্পৃষ্ট হইয়া যতদিন কর্ম্মবশে এই সংসারে বিচরণ করিব, তাবৎ যেন প্রতিজন্মে ত্বৎ-সঙ্গিগণের সমাগম লাভ হয়। ২২১। সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদোক্তি আছে, হে প্রভো! ভোগাবসানে দেহিগণের অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটে, তাহা আমার বিশেষরূপেই জানা আছে; সুতরাং আয়ুঃ, শ্রী, বিভব, বিরিঞ্চির ভোগ যাবৎ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় অথবা

অথাসৎসঙ্গদোষাঃ।

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন। যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥ ২২৩ ॥

শ্রীকাত্যায়নবাক্যে।—

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্ব্যবস্থিতিঃ। ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্ ॥ ২২৪ ॥

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীউমামহেশ্বরসংবাদে।—

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাঃ স্মৃতাঃ। তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং সোমপানাদি বর্জ্জয়েৎ ॥২২৫॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতিসংবাদে।—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা। শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ম্।
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ। সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ॥ ২২৬ ॥

তান্ অণিমাদীনপি। যদ্বা কালাত্মনা অবিলুলিতান্ অস্পৃষ্টান্ অর্থান্ সালোক্যসারূপ্যসামীপ্য-সাযুজ্যলক্ষণানপি নেচ্ছামি। তর্হি কিমিচ্ছসীত্যত আহ উপনয়েতি। পরমফলরূপস্তদ্ভক্তসঙ্গমো যত্র কুত্রাপি ভূয়াৎ, তত্র মম স্থানাদ্যাগ্রহো নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২২২ ॥ এবং সৎসঙ্গসেবনমুপপাদ তস্যৈব দার্ঢ্যায়াসৎসঙ্গবর্জ্জনং লিখতি অসদ্ভিরিতি। সর্ব্বেষামৈহিকানামামুষ্মিকাণাঞ্চ অর্থানাং সাধনানাং সাধ্যানাঞ্চ হানিঃ ক্ষয়ঃ স্যাৎ। ন চ তাবদেব কিন্তু অধঃপাতঃ নরকাদিভোগশ্চ জায়তে ॥ ২২৩ ॥ বিশেষেণ অবস্থিতির্নিবাসঃ। শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চিন্তায়া অপি বিমুখো যো জনস্তেন সংবাসঃ সহবাস এব বৈশসং পীড়া তু নৈব সোঢ়ব্যমিত্যর্থঃ, লোকদ্বয়ে স্বকুলস্যাপ্যনর্থাবহত্বাৎ ॥ ২২৪ ॥ কথঞ্চিৎ সম্ভাষণে সত্যপি স্পর্শং বর্জ্জয়েৎ। কথঞ্চিৎ স্পর্শে সত্যপি সোমপানং বর্জ্জয়ে-দিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন সহবাসান্ন-ভক্ষণাদি ॥২২৫॥ শমোঽন্তঃকরণোপরতিঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, ভগঃ ভাগ্যং। যোষিতাং ক্রীড়ামৃগবদধীনেষু। খণ্ডিতাত্মসু দেহাত্মবুদ্ধিষু অস্থিরচিত্তেষ্বিতি বা

অণিমাদি সিদ্ধি, কিছুতেই আমার বাসনা নাই; কেননা, স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে যে, আপনি স্বয়ং মহাবিক্রমবান্ কালরূপী হইয়া ঐ সমস্তেরও বিনাশ সাধন করিতেছেন; অতএব এইমাত্র ভিক্ষা করি যে, ভবদীয় নিজকিঙ্করগণ-পার্শ্বে আমাকে লইয়া যাউন্। ২২২। অনন্তর অসৎসঙ্গের দোষ কথিত হইতেছে।—কদাচ অসৎ-সঙ্গ করিবে না, কারণ তদ্দ্বারা অর্থ-ক্ষয় ও অধঃপতন হয়। ২২৩। কাত্যায়নের উক্তি আছে, বহ্নিশিখারূপ পিঞ্জরাভ্যন্তরে বাস করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি যেন হরিচিন্তনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির সঙ্গরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়। ২২৪। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উমামহেশ্বর-সংবাদে লিখিত আছে, অবৈষ্ণব দ্বিজাতির সহিত সম্ভাষণ, তাঁহাদিগকে স্পর্শন ও তাঁহাদিগের সহিত একত্রে সোমপানাদি করিবে না; কারণ, তাঁহারা চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট। ২২৫। তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবহূতি-সংবাদে লিখিত আছে, হে জননি! অসৎ-সমাগম যার পর নাই অহিতকর; উহা দ্বারা সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, মতি, হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই হেতু ঐ সমস্ত মূর্খ, অশান্ত, নারীগণের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ, নিন্দনীয়, দেহাত্মবুদ্ধি অসৎ ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ২২৬। হে জননি! অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ অপেক্ষা

ন তথাস্য ভবেদ্বন্ধো মোহশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ। যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ২২৭॥

একাদশে চ শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে।—

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ। তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগোঽন্ধবৎ॥ ২২৮॥

ভগবদ্ভক্তিহীনা যে মুখ্যাঽসন্তস্ত এব হি। তেষাং নিষ্ঠা শুভা কাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি॥২২৯

অথাসতাং নিষ্ঠা।

বৃহন্নারদীয়ে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণান্তে।—

কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিমু তীর্থনিষেবণৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥২৩০

শ্রীগারুড়ে।—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥২৩১

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ।—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা, নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা, যুষ্মৎ-প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥ ২৩২॥

অতএব শোচ্যেষু নিন্দ্যেষু॥২২৬॥ অত্র চ যোষিতাং যোষিদাসক্তানাঞ্চ সঙ্গোঽবশ্যং ত্যাজ্য ইত্যাহ ন তথেতি। যথা চ যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গতো বন্ধো মোহশ্চ। তথা অন্যপ্রসঙ্গতো ন ভবেৎ॥ ২২৭॥ অসতাং লক্ষণমাহ। শিশ্নোদরে তর্পয়ন্তীতি শিশ্নোদরতৃপস্তেষাং ক্বচিৎ কদাচিদপি। আস্তাং তাবত্তাদৃশানাং বহুনাং সঙ্গঃ, তস্যৈব কস্যাপ্যনুগঃ অনুবর্ত্তী। অন্ধমনুগচ্ছতি যোঽন্ধস্তদ্বৎ॥ ২২৮॥ যদ্যপি যোষিদাসক্তাঃ শিশ্নোদরতর্পণপরা এবাসন্তো নির্দ্দিষ্টাঃ তথাপ্যভক্তা এবাসৎসু মুখ্যাঃ ভগবদ্ভক্ত্যভাবেন সর্ব্বদোষাশ্রয়ত্বাৎ অতস্তেষাং কথঞ্চিৎ কুত্রাপি শুভং ন স্যাদিতি সৎসঙ্গতিদার্ঢ্যায়ৈব লিখতি ভগবদ্ভক্তীতি। মুখ্যাশ্চ তে অসন্তশ্চ পরমাসাধব ইত্যর্থঃ। নিষ্ঠা গতিঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ॥ ২২৯॥ বেদাদিভিঃ কিং, অপি তু ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং সৎকর্ম্মণাং ভগবদ্ভক্তিসাধনত্বাৎ তদভাবে চ বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। তদুক্তং ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসামিত্যাদি॥ ২৩০—২৩১॥ বিবেকিনোঽপ্যভক্তাশ্চেৎ সদা সংসারদুঃখান্যনুভবন্ত্যেবেত্যাহ

যোষিৎ-সঙ্গ অহিতকর এবং যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গও অনিষ্টের উৎপাদক। এই উভয়ের সঙ্গ বশতঃ যেরূপ মোহ ও বন্ধন হয়, অপরের সঙ্গে সেরূপ হয় না। ২২৭। একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে লিখিত আছে, শিশ্নোদরপরায়ণ অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ করিলে অন্ধের অনুগামী অন্ধের সদৃশ অন্ধতম কূপে পতিত হইতে হয়। ২২৮। ভগবদ্ভক্তিবিমুখেরাই অসাধুর শ্রেষ্ঠ; সদাচারনিষ্ঠ হইলেও কুত্রাপি তাহাদিগের শুভ গতি হয় না। ২২৯।

অনন্তর অসদ্ব্যক্তিগণের গতি কথিত হইতেছে।—বৃহন্নারদীয়-পুরাণে প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণের শেষে লিখিত আছে, যাহারা হরিভক্তিবিমুখ, তাহাদের বেদ, শাস্ত্র, তীর্থসেবা, বিপুল তপ অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানে ফল কি?। ২৩০। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, সর্ব্বেশ্বর হরির প্রতি ভক্তিমান্ না হইলে সর্ব্ববেদ-পারদর্শী, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ ব্যক্তিও পুরুষাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। ২৩১।

অতএবোক্তং ষষ্ঠে।—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্। ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥ ২৩৩॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

কুতঃ পাপক্ষয়স্তেষাং কুতস্তেষাঞ্চ মঙ্গলম্।
যেষাং নৈব হৃদিস্থোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥ ২৩৪॥

অতএব বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে।—

হরিপূজা-বিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা। দ্বিজগো-দ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥২৩৫॥

অতএব নিজদূতান্ প্রতি ধর্ম্মরাজস্যানুশাসনং ষষ্ঠস্কন্ধে।—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈ রসজ্ঞৈর্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥ ২৩৬॥

অহনীতি। দিবসে আপৃতানি চ তানি আর্ত্তানি চ ক্লিষ্টানি করণানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং। রাত্রাবপি সুখলবো নাস্তি, যতো নিঃশয়ানাঃ স্বপ্নদর্শনেন চ ক্ষণে ক্ষণে ভগ্ননিদ্রাঃ। দৈবেন আহতাঃ সর্ব্বতঃ প্রতিহতাঃ অর্থরচনাঃ অর্থার্থোদ্যমা যেষাং॥ ২৩২॥ চীর্ণানি কৃতান্যপি ন নিষ্পুনন্তি ন শোধয়ন্তি। মহতামপ্যশোধকত্বে দৃষ্টান্তঃ সুরাকুম্ভমাপগা ইবেতি॥ ২৩৩॥ মঙ্গলম্ ঐহিকামুষ্মিকশ্রেয়ঃ। হৃদিস্থোঽপি ন স্যাৎ মনসাপি ন চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৩৪॥ হরিপূজাবিহীনত্বাদেব বেদাদিবিদ্বেষিণো রাক্ষসাশ্চ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ২৩৫॥ অসতো দুষ্টান্ তানে-

---

তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মস্তবে বর্ণিত আছে, হে প্রভো! যাহারা অবিবেকী, তাহারাই দুর্গতিগ্রস্ত হয়, সুতরাং তোমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা তাহাদের কর্ত্তব্য। জ্ঞানীরাও যে ত্বৎপ্রতি ভক্তিমান্ থাকিবে না, এমন নহে; কেননা, তোমার প্রতি ভক্তি-বিমুখ হইলে ঋষিগণকেও ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। দিবাভাগে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিবিধ বিষয়ে নিরত থাকিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সুখপ্রাপ্তির আশা থাকে না; নিশাভাগে নিদ্রাবস্থাতেও সুখের লেশ নাই, স্বপ্নদর্শনে মুহুর্ম্মুহুঃ বিবিধ-মনোরথ চিন্তনে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং দুরদৃষ্ট নিবন্ধন অর্থোপার্জ্জনার্থ উদ্যমেরও হ্রাস হইয়া পড়ে; এই হেতু ত্বৎপ্রতি ভক্তিস্থাপন বিবেকী জনেরও কর্ত্তব্য। ২৩২। ষষ্ঠস্কন্ধে লিখিত আছে, হে নৃপতে! একমাত্র ভক্তিই পবিত্রতাবিধানে সক্ষম, তদ্বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা করে না; কিন্তু ভক্তি ব্যতীত সান্তপনাদি প্রায়শ্চিত্ত অন্যনিরপেক্ষ হইয়া পবিত্র করিতে সমর্থ নহে। বস্তুতঃ যেরূপ মদ্যপাত্র শোধনে নদীর সামর্থ্য নাই, তদ্রূপ যথানুষ্ঠিত মহাপ্রায়শ্চিত্তও হরিবিমুখ ব্যক্তির পবিত্রতা বিধানে সক্ষম নহে। ২৩৩। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে কল্যাণময় হরির অধিষ্ঠান নাই, তাহাদিগের কল্যাণই বা কোথায় আর পাপনাশই বা কোথায়?। ২৩৪। বৃহন্নারদীয়-পুরাণে লুব্ধকোপাখ্যানের প্রারম্ভে লিখিত আছে, বিষ্ণুপূজাপরাঙ্মুখ, বেদবিদ্বেষী, বিপ্রবিদ্বেষী ব্যক্তিরা রাক্ষস বলিয়া অভিহিত। ২৩৫। ষষ্ঠস্কন্ধে নিজদূতগণের প্রতি ধর্ম্মরাজের অনুশাসন-প্রসঙ্গে

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ম্, চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি, তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥ ২৩৭॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবনিন্দাদিদোষঃ।

স্কান্দে মার্কণ্ডেয় ভগীরথসংবাদে।—

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ॥ ২৩৮॥
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥

বাহ মুকুন্দপদারবিন্দয়োর্ম্মকরন্দরূপো রসঃ ভক্তিলক্ষণস্তস্মাদ্বিমুখান্। কথম্ভূতান্ ?— রসজ্ঞৈঃ ভক্তিসুখাভিজ্ঞৈঃ রসবিবেকিভির্ব্বা পরমহংসকুলৈঃ অতএব নিষ্কিঞ্চনৈঃ অভিমানশূন্যৈর্নিরপেক্ষৈর্ব্বা অজস্রং জুষ্টান্ সেবিতান্। যদ্বা অজস্রং বিমুখানিতি সম্বন্ধঃ। তাদৃশে মহারসে সকৃৎ ক্ষণমপি যেঽভিমুখা ন ভবন্তি তানিত্যর্থঃ। অসতাং জ্ঞাপকমাহ নিরয়বর্ত্মনি স্বধর্ম্মশূন্যে গৃহে অনিবেদিতভোগাদৌ বা বদ্ধাস্তৃষ্ণা যৈস্তান্ দণ্ডার্থমিহানয়ধ্বম্। এবং তেষাং লক্ষণং নিষ্ঠা চোক্তা॥ ২৩৬॥ কিঞ্চ যৎ যেষাং জিহ্বেত্যাদ্যন্বয়ঃ। ন কৃতঃ বিষ্ণুকৃত্যং ভগবদ্ব্রতম্ একাদশ্যুপবাসকার্ত্তিকনিয়মাদি যৈস্তাংশ্চ। একদাপীত্যস্য পূর্ব্বাবাক্যদ্বয়ে সম্বন্ধঃ। অপিশব্দস্যাপি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। ততশ্চায়মর্থঃ জিহ্বাপি গুণকৃতনামধেয়ং দীনবৎসল ইত্যাদিকমপি ন বক্তীতি যথা কথঞ্চিদেব নামোচ্চারণং। তচ্চ নিজার্ত্ত্যাদিহেতুনাপি ন ত্বর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকং শ্রদ্ধয়া শ্রীকৃষ্ণস্য নাম সম্যগুচ্চারণং করোতীত্যর্থঃ। এবং চেতোঽপি তচ্চরণারবিন্দমপীতি যথাকথঞ্চিন্মনোমাত্রেণৈবাঙ্গস্য স্পর্শনং ন তু সর্ব্বাঙ্গস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দয়োর্ব্বা সম্যক্ ধ্যানং। তথা শিরোঽপি কৃষ্ণায়াপীতি। শিরোভির্নমনমাত্রেণ বন্দনং তচ্চ কৃষ্ণোদ্দেশেন যৎ কিঞ্চিদপ্যালক্ষ্যেতি ন তু সর্ব্বাঙ্গৈঃ সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং বেতি। এবং কথঞ্চিদপি শ্রীকৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধহীনা যে তানেবানয়ধ্বমিতি। অতএব জিহ্বাদিশব্দপ্রয়োগঃ। অন্যথা জিহ্বদীনামেব বচনাদিব্যাপারাৎ পুনস্তত্তচ্ছব্দপ্রয়োগস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেরিতি দিক্॥ ২৩৭॥ অসতাং নিষ্ঠামেব বিশেষতো দর্শয়ন্ তেষু চাসৎসু মধ্যে বৈষ্ণববিষয়কাপরাধিনোঽসত্তমমুখ্যা ইত্যভিপ্রেত্য তেষাঞ্চ নিষ্ঠাদিকং পূর্ব্বতো বিশেষেণ পৃথক্ লিখতি যো হীত্যাদিনা অচ্যুত

লিখিত আছে, হে দূতবৃন্দ! যে সকল ব্যক্তি অকিঞ্চন রসবিদ্ পরমহংসকুলকর্ত্তৃক নিরন্তর সেবিত হরিচরণাব্জ-মধুরসপানে পরাঙ্মুখ ও নরকমার্গস্বরূপ স্বধর্ম্মবর্জ্জিত গৃহে বদ্ধতৃষ্ণ, সেই সকল অসাধুদিগকে মৎসমীপে আনয়ন করিবে।২৩৬। ভগবানের গুণকীর্ত্তনে বা নামোচ্চারণে যে সকল ব্যক্তির রসনা বিমুখ, ভগবৎ-পদারবিন্দ স্মরণে যে সমস্ত ব্যক্তির মানস পরাঙ্মুখ, হরিপাদপদ্মে যাহাদিগের মস্তক অবনত না হয় এবং যাহাদিগের দ্বারা জন্মেও ভগবদ্ব্রতের অনুষ্ঠান হয় নাই, সেই সমস্ত অসাধুবর্গকে মৎ-সমীপে আনয়ন করিবে। ২৩৭।

অতঃপর বৈষ্ণব-নিন্দাদি-দোষ লিখিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে লিখিত আছে, হে রাজেন্দ্র! ভগবদ্ভক্তের প্রতি উপহাস করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কীর্ত্তি ও সন্ততি

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥২৩৯

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমোক্তৌ।—

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতম্। নাশমায়াতি তৎ সর্ব্বং পীড়য়েদ্‌যদি বৈষ্ণবান্॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবলিসংবাদে।—

করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জ্জন্মান্তরশতৈরপি। প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে॥

দশমস্কন্ধে চ।—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥২৪০॥

অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানি চ ; ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥ ২৪১ ॥

অতএবোক্তং শ্রীভাগবতে ঐলোপাখ্যানান্তে।—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৪২॥

ইত্যন্তেন ॥ ২৩৮ ॥ ভাগবতং প্রতি। হন্তি প্রহরতি। দর্শনে সত্যপি হর্ষং ন যাতি নাপ্নোতি। এতানি ষট্ পতনানি পাতিত্যাপাদকানি নরকাবহানীত্যর্থঃ ॥ ২৩৯ ॥ অস্তু বৈষ্ণবনিন্দাকারিণাং পরমানর্থঃ বৈষ্ণবনিন্দাশ্রোতৃণামপি মহানরকঃ স্যাদিতি লিখতি নিন্দামিতি। ততস্তস্মাৎ নিন্দা-শ্রবণাৎ তৎস্থানাদ্বা। সুকৃতাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মকৃতাদপি পুণ্যাদ্‌ভ্রষ্টঃ সন্ অধো যাতি। নিন্দাকর্ত্তা চ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ অধো যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যপিশব্দার্থঃ ॥ ২৪০ ॥ অতো ভগবদ্ভক্তস্য সদ্য এব মরণং শ্রেয়ঃ, চিরজীবনং চ মহানর্থায়েবেত্যাশয়েন লিখতি জীবিতমিতি ॥ ২৪১ ॥ সন্তো ভগবদ্ভক্তা এব ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদিপরাঃ। মনসো ব্যাসঙ্গং গৃহাদ্যাসক্তিং কামাদিসম্বন্ধং বা। উক্তিভিঃ

বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৩৮। মহাত্মা বৈষ্ণবজনের নিন্দাকারী মূঢ় ব্যক্তিগণ পিতৃগণ সহ মহারৌরবনামা নিরয়ে নিমগ্ন হয়। বৈষ্ণবগণকে প্রহার, দ্বেষ বা অনাদর করিলে, তাঁহাদিগের প্রতি রোষ প্রদর্শন করিলে এবং তাঁহাদিগকে দেখিয়া হর্ষপ্রকাশ না করিলে নিরয়ে নিমগ্ন হইতে হয় ; এই ছয়টী নরক-পতনের কারণ। ২৩৯। উক্ত পুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে যমোক্তিতে প্রকাশিত আছে, বৈষ্ণবগণকে প্রপীড়িত করিলে আজন্মসঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হয়। দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবলিসংবাদে লিখিত আছে, মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দাবাদ করিলে শমন-দূতেরা সুশাণিত ক্রকচ দ্বারা সেই সকল পাপীকে বিদীর্ণ করে। শত শত জন্ম প্রপূজিত হইলেও বিধাতা ভগবান্ হরি বৈষ্ণবাপমানকারীর প্রতি প্রসন্ন হন না। দশমস্কন্ধে লিখিত আছে, প্রভু হরির নিন্দা কিংবা হরিভক্তের নিন্দা শুনিয়া তথা হইতে স্থানান্তরে গমন না করিলে তাহাকেও পুণ্যভ্রষ্ট হইয়া নিরয়ে পতিত হইতে হয়। ২৪০। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত আছে, হরিভক্ত হইয়া পাঁচদিন জীবন ধারণ করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি হরিভক্তি-বিমুখ হইয়া সহস্রকল্প জীবিত থাকায় প্রয়োজন নাই। ২৪১। একাদশস্কন্ধে ঐলোপাখ্যানের শেষে লিখিত

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তান্ সল্লক্ষণবিভূষিতান্। গত্বা তান্ দূরতো দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎপ্রণমেন্মুদা ॥২৪৩॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবসমাগমবিধিঃ।

তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে।—

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি। উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৪৪ ॥

তত্র চ বিশেষো বৃহন্নারদীয়ে।—

সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি। প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে স্বাধ্যায়সময়ে তথা। প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ২৪৫ ॥

বৈষ্ণবঞ্চাগতং বীক্ষ্যাভিগম্যালিঙ্গ্য বৈষ্ণবম্। বৈদেশিকং প্রীণয়েয়ুর্দর্শয়ন্তঃ স্ববৈষ্ণবান্ ॥

তথা চোক্তং শ্রীব্রহ্মণা তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে।—

নারায়ণাশ্রয়ং ভক্তং দেশান্তরসমাগতম্। প্রীণয়েদ্দর্শয়ংস্তস্য ভক্ত্যা নারায়ণাশ্রয়ান্ ॥ ইতি ॥

ততশ্চ বৈষ্ণবঃ প্রাপ্তঃ সন্তর্প্য বচনামৃতৈঃ। সদ্বন্ধুরিব সংমান্যোঽন্যথা দোষো মহান্ স্মৃতঃ ॥২৪৬॥

ভগবৎ-কথা-হিতোপদেশৈঃ ॥ ২৪২ ॥ সদ্ভিরুক্তৈস্তপ্তমুদ্রাধারণাদিভিল্লক্ষণৈর্ব্বিভূষিতান্ ২৪৩ ॥ বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা প্রণমেদিতি দ্বয়োরন্যোন্যমেব প্রণামোঽভিপ্রেতঃ। যতএব তয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষ্ণুর্ভবতি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যচ্চ কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং।—ন কুর্য্যাদ্যোঽভিবাদ্যস্য দ্বিজঃ প্রত্যভিবাদনং। নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ইতি প্রত্যভিবাদনমাত্রমুক্তং, তচ্চ স্মার্ত্তজনপরমিতি জ্ঞেয়ং। যদ্বা অভিবাদনপ্রত্যভিবাদনাভ্যাং প্রণামপ্রতিপ্রণামবাচিভ্যামন্যোন্যনমস্কার এবাভিপ্রেত ইতি ॥ ২৪৪ ॥ তত্র চ সর্ব্বান্ সভাস্থিতান্ একত্রৈব প্রণমেন্ন তু প্রত্যেকমিতি লিখতি সভায়ামিতি ॥ ২৪৫ ॥ এবং যাত্রিকস্য কৃত্যং লিখিত্বা সভ্যানামপি কৃত্যং লিখতি বৈষ্ণবঞ্চেত্যাদিনা পূজাভ্যধিকেত্যন্তেন। বৈদিশিকং দূরদেশাদাগতঞ্চেৎ। স্বকীয়ান্ বৈষ্ণবান্ দর্শয়ন্তঃ তত্তন্নামকথনাদিনা পরিচয়ং কারয়ন্তঃ সন্তঃ ॥ ৪৬ ॥

আছে, কুসঙ্গ বিসর্জ্জন দিয়া সৎ-সঙ্গে অনুরাগী হওয়াই সুবুদ্ধির কর্ত্তব্য, কেননা, সাধুগণদত্ত উপদেশে মনোবেদনা দূরীভূত হয়। ২৪২। তৎপরে তপ্তমুদ্রা প্রভৃতি বৈষ্ণবচিহ্নে সমলঙ্কৃত হরিভক্তগণের নিকটে গিয়া সহর্ষে দূর হইতেই দণ্ডবৎ প্রণতি করিবে। ২৪৩।

অতঃপর বৈষ্ণবসমাগমের বিধি বর্ণিত হইতেছে।—তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, বৈষ্ণবদর্শনমাত্র ভূতলে দণ্ডবৎ নমস্কার করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, কেননা, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মবান্ হরি দুই জনেরই অন্তঃস্থিত রহিয়াছেন। ২৪৪।

বৈষ্ণবপ্রণতিবিষয়ে বিধি।—বৃহন্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে, সভা, যজ্ঞায়তন ও দেবনিকেতন এই সমস্ত স্থলে প্রত্যক ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রণতি করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্যক্ষেত্রে বা পুণ্যতীর্থে অথবা বেদপাঠকালেও পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রণাম করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। ২৪৫। বিদেশবাসী বৈষ্ণবের আগমন দর্শনে তৎসমীপে গিয়া আলিঙ্গন করিবে এবং নিজসঙ্গী বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ দ্বারা পরিচয়

অথ বৈষ্ণবসম্মাননিত্যতা।

স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে।—

দৃষ্ট্বা ভাগবতং দৈবাৎ সংমুখে যো ন যাতি হি। ন গৃহ্লাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্॥
যো ন গৃহ্লাতি ভূপাল বৈষ্ণবং গৃহমাগতম। তদ্গৃহং পিতৃভিস্ত্যক্তং শ্মশানমিব ভীষণম্॥
অথবাভ্যাগতং দূরাৎ যো নার্চ্চয়তি বৈষ্ণবম্। স্বশক্ত্যা নৃপশার্দ্দূল নান্যঃ পাপরতস্ততঃ॥ ২৪৭॥
শ্রান্তং ভাগবতং দৃষ্ট্বা কঠিনং যস্য মানসম্। প্রসীদতি ন দুষ্টাত্মা শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥
বিপ্রং ভাগবতং দৃষ্ট্বা দীনমাতুরমানসম্। ন করোতি পরিত্রাণং কেশবো ন প্রসীদতি॥
দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ। দেহিনস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ॥
অপূজিতো যদা গচ্ছেদ্বৈষ্ণবো গৃহমেধিনঃ। শতজন্মার্জ্জিতং ভূপ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥ ২৪৮
অনভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ দেবান্ ভুঞ্জতে হরিবাসরে। তৎপাপং জায়তে ভূপ বৈষ্ণবানামতিক্রমে॥ ২৪৯
পূর্ব্বং কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ। বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম্॥

দূরাৎ দূরদেশাদভ্যাগতং॥ ২৪৭। কঠিনং স্নেহার্দ্রং ন স্যাৎ। ন চ প্রসীদতি। অতঃ স এব দুষ্টাত্মা শ্বপচাদপ্যধিকঃ পরমাধম ইত্যর্থঃ॥ নমস্কারেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥ ২৪৮॥ হরিবাসরে চ যে ভুঞ্জতে তেষাং যৎ পাপং তৎ। অতিক্রমে অপূজনাদিনাপরাধে সতি॥ ২৪৯॥ নরকা-

---

প্রদান করত আনন্দিত করাইবে। তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে ব্রহ্মারও উক্তি আছে যে, বিদেশাগত হরিশরণাগত ভক্তকে দেখিবামাত্র স্বীয় নারায়ণাশ্রয় ভক্তদিগকে দেখাইয়া ভক্তি সহকারে তদীয় সন্তোষসাধন করিবেন। এই হেতু বৈষ্ণবজন আগত হইলে সুধাবচনে সন্তুষ্ট করিয়া সদ্বন্ধুবৎ সম্মাননা কবিবে, নচেৎ মহাদোষ ঘটে। ২৪৬।

অনন্তর বৈষ্ণবসম্মাননার নিত্যতা কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে, সহসা ভগবদ্ভক্তকে দর্শনপূর্ব্বক তৎসম্মুখে গমন না করিলে ভগবান্ দ্বাদশবর্ষ সেই ব্যক্তির পূজা গ্রহণ করেন না। হে নৃপ! গৃহাগত বৈষ্ণবকে (সাদরে) গ্রহণ না করিলে পিতৃকুল তদীয় শ্মশানসদৃশ ভীষণ গৃহ বিসর্জ্জন করেন। হে নৃপসত্তম! নিজ সামর্থ্যানুসারে দূরদেশাগত বৈষ্ণবের অর্চ্চনা না করিলে তদপেক্ষা পাপী অপর কেহ বিদ্যমান নাই। ২৪৭। হরিভক্ত ব্যক্তিকে শ্রান্ত দর্শন করিয়া যাহার চিত্ত স্নেহাভিষিক্ত ও প্রীত না হয়, শ্বপচ হইতেও সেই দুরাত্মাকে অধিকতর নিকৃষ্ট জানিবে। হে দ্বিজ! ভাগবত বিপ্রকে দীন ও আতুরচিত্ত দেখিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন না করিলে হরি তৎপ্রতি অপ্রসন্ন থাকেন। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ দ্বিজাতিকে দর্শন পূর্ব্বক প্রণামসহকারে অর্চ্চনা না করিলে হরি সেই পাতকীকে কখনই ক্ষমা করেন না। হে নৃপ! বৈষ্ণবজন অপূজিত হইয়া গৃহ হইতে প্রতিগমন করিলে সেই গৃহীর শতজন্মসঞ্চিত পুণ্য সেই বৈষ্ণব সহ গমন করে। ২৪৮। হে নৃপতে! বৈষ্ণবগণকে অতিক্রম করিলে পিতৃ-দেবার্চ্চনাবিমুখ ও একাদশীদিনে ভোজনকারীর পাপে

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে।—

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ। প্রণয়াদরতো বিপ্র স নরো নরকাতিথিঃ ॥২৫০

চতুর্থস্কন্ধে চ।—

ব্যালালয়দ্রুমা হ্যেতেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ। যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৫১ ॥

অথ বৈষ্ণবস্তুতিঃ।

স্কান্দে।—

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং যদ্‌যূয়ং গৃহমাগতাঃ। দুর্ল্লভং দর্শনং নূনং বৈষ্ণবানাং যথা হরেঃ ॥২৫২॥

মেরুমন্দরতুল্যা বৈ পুণ্যপুঞ্জা ময়া কৃতাঃ। সংপ্রাপ্তং দর্শনং যৈর্ব্বৈ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৫৩॥

দশমস্কন্ধে শ্রীগর্গাচার্য্যং প্রতি শ্রীনন্দস্য বাক্যম্।—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ২৫৪ ॥

তিথিঃ বহুলনরকদুঃখং চিরং ভুঙ্‌ক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫০ ॥ ব্যালানামালয়া দ্রুমা এব। অরিক্তাঃ পূর্ণাঃ অখিলাঃ সম্পদো যেষু তাদৃশা অপি। যদ্‌গৃহা যে গৃহাঃ তীর্থপাদীয়া বৈষ্ণবাস্তেষাং পাদ-তীর্থেন পাদোদকেন বা বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৫১ ॥ বচনামৃতৈঃ সন্তর্প্যেতি লিখিতং তান্যেব লিখতি ধন্যোঽহমিত্যাদীনি সপ্ত। অত্র চ ধন্যোঽহমিত্যাদি-বচনপাঠেন তদর্থনির্ব্বচনেন বা স্তুতিঃ কার্য্যেতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৫২ ॥ যৎ যস্মাৎ যেভ্যঃ পুণ্যপুঞ্জেভ্যঃ ইতি বা ॥ ২৫৩ ॥ মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং গমনং ন স্বার্থং কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায়। নন্থ তর্হি ত এব মহদ্দর্শনার্থং কিমিতি নাগচ্ছন্তি তত্রাহ দীনচেতসাং কৃপণানাং ক্ষণমপি গৃহং ত্যক্তুমশক্নুবতামিত্যর্থঃ। যদ্বা গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় মহতাং বিচলনং ভগবৎপূজাপরতাদিস্বধর্ম্মত্যাগোঽপি কল্পতে যোগ্যং ভবতি। কুতঃ?—দীনচেতসাং সদা পরমার্ত্তানামিত্যর্থঃ। স্বার্থানপেক্ষণাৎ ন চ

লিপ্ত হইতে হয়।২৪৯। হে রাজন্! প্রথমে বৈষ্ণবের সম্মাননা করিয়া পরে তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম-বিপ্রসংবাদে লিখিত আছে, হে দ্বিজ! বৈষ্ণব দর্শন পূর্ব্বক প্রীতি ও আদর সহকারে অভ্যুত্থান না করিলে নিরয়পুরের অতিথি হইতে হয়।২৫০। চতুর্থস্কন্ধে লিখিত আছে, নিখিল-সম্পত্তি-পূর্ণ হইলেও সাধুবৈষ্ণবচরণোদকবর্জ্জিত গৃহ ভুজঙ্গাবাস পাদপের সদৃশ।২৫১।

অতঃপর বৈষ্ণবস্তুতি।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, মদ্‌গৃহে আপনাদের শুভাগমনে অদ্য আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম। বৈষ্ণবদর্শন হরিদর্শনবৎ দুরাপ সন্দেহ নাই।২৫২। আমি মেরু-মন্দর-সদৃশ রাশি রাশি পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি সন্দেহ নাই, সেই হেতুই মহাত্মা বৈষ্ণবের দর্শন লাভ হইল।২৫৩। দশমস্কন্ধে গর্গ ঋষির প্রতি নন্দোক্তি আছে, হে প্রভো! গৃহী জনের কল্যাণবিধানার্থই মহজ্জনেরা নিজাশ্রম হইতে স্থানান্তরে গমন করেন, স্বার্থের জন্য নহে; গৃহীরা অতীব কৃপণ, মুহূর্ত্তের জন্যও গৃহত্যাগে সমর্থ নহে, মহাপুরুষগণ কৃপা পূর্ব্বক নিজে তাঁহাদের আলয়ে আগমন করত দর্শন দিয়া থাকেন। হে ভগবন্! ইহা ভিন্ন গৃহীর

চতুর্থস্কন্ধে সনকাদীন্ প্রতি পৃথুমহারাজস্য।—

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ। যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্দুর্দ্দর্শানাং চ যোগিভিঃ ॥২৫৫

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ। যদ্গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বুতৃণভূমীশ্বরাবরাঃ॥ ২৫৬॥

কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থার্থবেদিনাম্। ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ২৫৭ ॥

ভবৎসু কুশলং প্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে। কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥ ২৫৮ ॥

অথ বৈষ্ণবাভিগমনমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে।—

সম্মুখং ব্রজমানস্য বৈষ্ণবানাং নরাধিপ। পদে পদে যজ্ঞফলং প্রাহুঃ পৌরাণিকা দ্বিজাঃ ॥২৫৯॥

ক্বচিৎ কদাচিদপি অন্যথা পূজালাভাদ্যর্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৫৪ ॥ মঙ্গলময়নং যেষাং হে মঙ্গলায়নাঃ। ময়া কিং মঙ্গলমাচরিতং যস্য মে। যোগিভিরপি দুর্দ্দর্শানাং ॥ ১৫৫॥ যেষাং সাধূনাং গৃহাঃ অর্হাণাং পূজ্যানাং বর্য্যা বরণীয়াঃ স্বীকারার্হাঃ, চর্য্যেতি পাঠে আচরণযোগ্যাঃ অম্ব্বাদয়ো যেষু তাদৃশাঃ। অম্বু চ তৃণঞ্চ ভূমিশ্চ ঈশ্বরো গৃহস্বামী চ অবরাশ্চ ভৃত্যাদয়ঃ॥ ২৫৬॥ হে নাথাঃ। কচ্চিদিতি প্রশ্নে। ইন্দ্রিয়ার্থং বিষয়মেব অর্থং পুরুষার্থং যে বিদন্তি তেষাং নঃ। ব্যসনানি উপ্যন্তে যস্মিন্ সংসারে ॥ ২৫৭ ॥ নমু ভাগবতানামেব কুশলং পৃচ্ছ্যতে ন ত্বাত্মনস্তত্রাহ ভবৎস্বিতি। কুশলা অকুশলাশ্চ মতের্বৃত্তয়োঽপি যেষাং ন সন্তি ॥ ২৫৮॥ এবং বৈষ্ণবানামভিগমনং সম্মাননং স্তুতিঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং তত্তন্মাহাত্ম্যং লিখতি সংমুখমিত্যাদিনা নরা ইত্যন্তেন ॥ ২৫৯ ॥

আলয়ে মহাপুরুষগণের উপস্থিতির কারণান্তর লক্ষিত হয় না। ২৫৪। চতুর্থস্কন্ধে সনকাদির প্রতি পৃথুক্তি আছে, অহো! মহাপুরুষগণ! আপনারা মঙ্গলায়ন, আপনাদিগের দর্শন-যোগিজনেরও দুষ্প্রাপ্য; সুতরাং আমি এমন কি মঙ্গলাচরণ করিয়াছি যে, আপনাদের দর্শন লাভ করিলাম? ২৫৫। অহো! পূজ্যগণ যাঁহাদিগের ভবনে গমন পূর্ব্বক বারি, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যগণকে স্বীকার করেন, নির্ধন হইলেও সেই গৃহী ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। ২৫৬। হে প্রভুসকল! আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফলে নিখিল ব্যসনের বপনক্ষেত্রস্বরূপ এই সংসারে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রামের রূপরসাদি বিষয়-সুখকেই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করি; সুতরাং আমাদিগের মঙ্গল কোথায়? ২৫৭। হে মহাপুরুষগণ! আপনারা মদ্গৃহে অভ্যাগত, অভ্যাগতের কুশল জিজ্ঞাসাই গৃহীর কর্ত্তব্য, নিজকল্যাণ জিজ্ঞাসা অবিধেয়, ইহা সত্য বটে, কিন্তু আপনারা আত্মারাম, আত্মাতেই আপনাদিগের রতি, সুতরাং কুশলাকুশল প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। ২৫৮।

অতঃপর বৈষ্ণবসমীপে গমন-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপ! পৌরাণিক দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা বৈষ্ণবজনের পুরোভাগে উপস্থিত হন, পদে পদে তাঁহাদিগের যজ্ঞলাভ হয়। ২৫৯।

তত্রৈব।— অথ বৈষ্ণবস্তুতিমাহাত্ম্যম্।

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা যঃ প্রশংসতি বৈষ্ণবম্। ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেয়ী গুরুগামী সদা নৃণাম্।
মুচ্যতে পাতকাৎ সদ্যো বিষ্ণুরাহ নৃপোত্তম॥ ২৬০॥

কিঞ্চ।—

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা যে প্রশংসন্তি বৈষ্ণবম্। প্রসাদাদ্বাসুদেবস্য তে তরন্তি ভবার্ণবম্॥২৬১

অথ শ্রীবৈষ্ণবসম্মাননমাহাত্ম্যম্।

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে।—

শ্রদ্ধয়া দত্তমন্নঞ্চ বৈষ্ণবাগ্নিষু জীর্য্যতি। তদন্নং মেরুণা তুল্যং ভবতে চ দিনে দিনে॥
দৈবে পৈত্রে চ যো দদ্যাৎ বারিমাত্রন্তু বৈষ্ণবে। সপ্তোদধিসমং ভূত্বা পিতৄণামুপতিষ্ঠতি॥
বিষ্ণুধর্ম্মে।—কিং দানৈঃ কিং তপোভির্বা যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ কৃতৈঃ।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে পুংসাং বিষ্ণুভক্তাভিপূজনাৎ॥
পূজয়েৎ বৈষ্ণবানেতান্ প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ। স্বশক্ত্যা বৈষ্ণবেভ্যো যদ্দত্তং স্যাদক্ষয়ং ভবেৎ॥
বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে।—
হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ। তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ ২৬২॥
হরিপূজারতানাঞ্চ হরিনামরতাত্মনাম্। শুশ্রূষাভিরতা যান্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্॥

গুরুগামী গুরুতল্পগঃ। নৃণাং মধ্যে। নর ইতি পাঠো বা॥ ২৬০॥ যদ্যপি যথালিখনক্রমং বৈষ্ণবসম্মাননমাহাত্ম্যানন্তরমেব বৈষ্ণবস্তুতিমাহাত্ম্যং লিখিতুমুপযুজ্যতে, তথাপি প্রথমং স্তুতিস্ততঃ সম্মাননমিত্যপেক্ষয়া তথা সম্মাননমাহাত্ম্যস্য বাহুল্যাচ্চ তস্য পশ্চাল্লিখনং॥ ২৬১॥ সর্ব্বদোষনির্হারকত্বাদ্বৈষ্ণবা এবাগ্নয়স্তেষু জীর্য্যতি, সুখং তৈর্ভুজ্যতে ইত্যর্থঃ। হে

অনন্তর বৈষ্ণবস্তুতি-মাহাত্ম্য।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে যে, হে নৃপতে! মানবগণের মধ্যে নিরন্তর ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, সুবর্ণস্তেয়ী ও গুরুদারগামী হইলেও সম্মুখে বা পরোক্ষে বৈষ্ণবপ্রশংসাকারী ব্যক্তি আশু পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন; স্বয়ং বিষ্ণু ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২৬০। আরও লিখিত আছে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বৈষ্ণবের প্রশংসা করিলে হরির প্রসাদে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ২৬১।

অতঃপর বৈষ্ণবসম্মানমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণের অমৃতসারোদ্ধার প্রস্তাবে লিখিত আছে, বৈষ্ণবগণের উদরানলে শ্রদ্ধাসহকারে দত্ত অন্ন জীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে উহা দিন দিন সুমেরু গিরির সদৃশ হয়। দেবকার্য্যে অথবা পিতৃক্রিয়ায় বৈষ্ণব ব্যক্তিকে জলমাত্র অর্পণ করিলে সেই জল সপ্তসাগরসদৃশ হইয়া পিতৃলোকসমীপে সমাগত হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, দান, তপ ও যজ্ঞানুষ্ঠানে কি ফল? হরিভক্তজনের পূজা করিলে নিখিল সম্পত্তিই প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং সযত্নে বৈষ্ণবগণের অর্চ্চনা করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। নিজ সামর্থ্যানুসারে বৈষ্ণবদিগকে যাহা প্রদত্ত হয়, তাহাই অক্ষয় ফলের হেতু হইয়া থাকে।

তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানস্যারম্ভে।—

সংসারসাগরং তর্তুং য ইচ্ছেন্মুনিপুঙ্গবাঃ। স ভজেদ্ধরিভক্তানাং ভক্তাংস্তে পাপহারিণঃ॥২৬৩॥

তদন্তে চ।—

যো বিষ্ণুভক্তান্ নিষ্কামান্ ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ত্রিসপ্তকুলসংযুক্তঃ স যাতি হরিমন্দিরম্॥

বিষ্ণুভক্তায় যো দদ্যান্নিষ্কামায় মহাত্মনে। পানীয়ংবা ফলং বাপি স এব ভগবান্ হরিঃ॥

বিষ্ণুপূজাপরাণাস্তু শুশ্রূষাং কুর্ব্বতে হি যে। তে যান্তি বিষ্ণুভবনং ত্রিসপ্তপুরুষান্বিতাঃ॥

দেবপূজাপরো যস্য গৃহে বসতি সর্ব্বদা। তত্রৈব সর্ব্বদেবাশ্চ হরিশ্চৈব শ্রিয়ান্বিতঃ॥ ২৬৪॥

লৈঙ্গে।—নারায়ণপরো বিদ্বান্ যস্যান্নং প্রীতমানসঃ। অশ্নাতি তদ্ধরেরাস্যং গতমন্নং ন সংশয়ঃ॥

স্বার্চ্চনাদপি বিশ্বাত্মা প্রীতো ভবতি মাধবঃ। দৃষ্ট্বা ভাগবতস্যান্নং স ভুঙ্ক্তে ভক্তবৎসলঃ॥২৬৫॥

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং।—

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া। ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥ ২৬৬॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবোমাসংবাদে।—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ ২৬৭

বিপ্রেন্দ্রাঃ॥ ২৬২॥ তে হরিভক্তভক্তাঃ। পাপং সংসারদুঃখং তদপহারিণঃ॥ ২৬৩॥ দেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য পূজাপরঃ॥ ২৬৪॥ স ভক্তবৎসলো মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ॥ ২২৫॥ পুরতঃ শ্রীশালগ্রাম-শিলাদিরূপিণো মমাগ্রতো ন্যস্তমেব সৎ॥ ২৬৬॥ পরং শ্রেষ্ঠং। পরতরং পরমশ্রেষ্ঠং॥ ২৬৭॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞমালীর উপাখ্যানের অন্তে লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্তম! বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে হরিজ্ঞানে অর্চ্চনা করিলে বিধি, বিষ্ণু ও হর প্রভৃতি সকলের প্রীতি সাধিত হয়। ২৬২। পাতকী হইলেও বিষ্ণুপূজানিষ্ঠ ও বিষ্ণুনামপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবাকারীরা-পরমা গতি লাভ করেন। উক্ত পুরাণের যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের প্রথমেই লিখিত আছে, হে তাপসসত্তমগণ! ভবসাগর-তিতীর্ষু ব্যক্তিরা বিষ্ণুভক্তগণের ভক্তদিগকে উপাসনা করুন, তাঁহারা ভবদুঃখহারী। ২৬৩। উক্ত উপাখ্যানের শেষে লিখিত আছে, শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কাম হরিভক্তগণকে ভোজন করাইলে একবিংশতিকুলসহ হরিধামে গতি হয়। নিষ্কাম হরিভক্তকে জল বা ফল দান করিলে সেই দাতাই হরিসদৃশ বলিয়া গণনীয়। হরিভক্তিনিষ্ঠগণের সেবা করিলে একবিংশ পুরুষ সহ হরিধামে গতি হয়। হরিপূজাপরায়ণ বৈষ্ণব নিরন্তর যে ব্যক্তির আলয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন, নিখিল দেবতা ও স্বয়ং হরি তথায় শ্রদ্ধাসহকারে অবস্থিতি করেন। ৩৬৪। লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, হরিপরায়ণ সুধী ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে যে অন্ন সেবন করেন, সেই অন্ন ভগবানের বদনপদ্মগত বুঝিবে সন্দেহ নাই। ভক্তবৎসল জগদাত্মা হরি স্বীয় অর্চ্চনা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের অন্ন দর্শনে প্রসন্ন হন এবং তাহা সেবন করেন। ২৬৫। ব্রহ্মপুরাণে ভগ-বানের উক্তি আছে, হে ব্রহ্মন্! মদীয় শালগ্রামাদি মূর্ত্তির সম্মুখে যে অন্ন অর্পিত হয়, আমি দর্শনমাত্র তাহা স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু ভক্তের রসনাগ্রে রসাস্বাদন করি। পদ্মপুরাণে

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা। সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥২৬৮॥
একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যং।—বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা॥ ২৬৯॥ মদ্ভক্তপূজা ৭ধিকা॥ ২৭০॥
কিঞ্চ স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে।—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা হরিম্।
তেষাং বাক্যং নরৈঃ কার্য্যং তে হি বিষ্ণুসমা নরাঃ॥ ২৭১॥

ইত্যাদৃতোঽনুশৃণুয়াদ্ভক্তিশাস্ত্রাণি তত্র চ। শ্রীভাগবতমত্রাপি কৃষ্ণলীলাকথাং মুহুঃ॥ ২৭২॥
স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—
বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ। ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥ ২৭৩

মহৎ যৎ ভাগবতানামর্চ্চনং তস্মাৎ॥ ২৬৮॥ বৈষ্ণবেঽধিষ্ঠানে মৎপূজনঞ্চ তস্মিন্নেব বন্ধুবৎ সংমাননেত্যর্থঃ॥ ২৬৯॥ পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরমিতি প্রতিজ্ঞয়োক্তং মদ্ভক্তেতি। মদ্ভক্তানাং পূজা মত্তোঽপ্যভ্যধিকা বিশেষেণ কার্য্যেত্যর্থঃ॥ ২৭০॥ এবমন্নাদি-সমর্পণেন সম্মাননং লিখিত্বা ইদানীং বাক্যপরিপালনেনাপি সম্মানঃ কার্য্যঃ ইতি লিখতি কর্ম্মণেতি। কায়াদিব্যাপারেণ ত্রিধা সদা যে অর্চ্চয়ন্তি। যদ্বা কর্ম্মাদিনা তেষাং বচঃ কার্য্যমিতি সম্বন্ধঃ॥ ২৭১॥ ইতি এবমাদৃতঃ সন্ ভগবদ্ভক্তিপরাণি শাস্ত্রাণ্যেব অনু নিরন্তরং শৃণুয়াৎ। তত্র ভক্তিশাস্ত্রেষু চ মধ্যে শ্রীভাগবতং বিশেষতোঽনুশৃণুয়াৎ। অত্র শ্রীভাগবতেঽপি কৃষ্ণস্য লীলা-কথাং দশমস্কন্ধাদিসম্বন্ধিনীমনু নিরন্তরং শৃণুয়াদিত্যর্থঃ॥ ২৭২॥ ভক্তিশাস্ত্রাদীনাঞ্চৈষাং প্রত্যেকং মাহাত্ম্যং লিখিষ্যন্নাদৌ সামান্যতো বিষ্ণুভক্তিসম্বন্ধিশাস্ত্রমাহাত্ম্যং লিখতি বৈষ্ণবানিত্যাদিনা সদেত্যন্তেন। পূর্ব্বঞ্চ পূজাঙ্গত্বেন স্বপনে পুরাণপাঠস্য মাহাত্ম্যং লিখিতং, অধুনা চ পূজান-

---

উত্তরখণ্ডে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে, যাবতীয় আরাধনার মধ্যে হরির আরাধনাই প্রধান; কিন্তু তদপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা গরীয়সী। ২৬৭। বৈষ্ণব-পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোবিন্দের অর্চ্চনা করিলেও তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলা যায় না, সে দাম্ভিক বলিয়া বিদিত; সুতরাং সর্ব্বদা যত্ন সহকারে বৈষ্ণবের অর্চ্চনা করিবে; কারণ, মহাভাগবতের পূজা নিখিল দুঃখহারিণী। ২৬৮। একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে, ভগবান্ বলিয়াছেন, বন্ধু-সৎকৃতি দ্বারা বৈষ্ণবে মদীয় অর্চ্চনা করিবে। মৎপূজনাপেক্ষা মদ্ভক্তের পূজাই গরীয়সী। ২৬৯—২৭০। স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে নিরন্তর জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করেন, সেই সকল ভজনাকারীর বাক্য প্রতিপালন করা মানবগণের কর্ত্তব্য; কেন না, উঁহারা হরির সদৃশ। ২৭১। এইরূপ সমাদৃত হইয়া বৈষ্ণবগণ-সকাশে ভগদ্ভক্তি-প্রধান শাস্ত্রসমূহ আকর্ণন করিবে, ভক্তিশাস্ত্রসমূহের মধ্যে আবার বিশেষরূপে ভাগবত শ্রবণ করিবে এবং ঐ ভাগবতের মধ্যেও আবার দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীহরিলীলা সর্ব্বদা শ্রবণ করিবে। ২৭২।

অনন্তর বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে লিখিত

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সর্ব্ববন্দিতাঃ॥
সর্ব্বস্বেনাপি বিপ্রেন্দ্র কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ। বৈষ্ণবৈস্তু মহাভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ॥
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে। তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ॥
পৌরাণং বৈষ্ণবং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমথবাপি চ। শ্লোকপাদং পঠেদ্‌যস্তু গোসহস্রফলং লভেৎ॥২৭৪
দেবতানামৃষীণাঞ্চ যোগিনামপি দুর্ল্লভম্। বিপ্রেন্দ্র বৈষ্ণবং শাস্ত্রং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥
তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে।—
মম শাস্ত্রাণি যে নিত্যং পূজয়ন্তি পঠন্তি চ। তে নরাঃ কুরুশার্দ্দূল মমাতিথ্যং গতাঃ সদা॥২৭৫॥
মম শাস্ত্রপ্রবক্তারং মম শাস্ত্রানুচিন্তকম্। চিন্তয়ামি ন সন্দেহো নরং তং চাত্মবৎ সদা॥ ২৭৬॥
তত্রৈব।— অথ শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যম্।
জীবিতাদধিকং যেষাং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। ন তেষাং ভবতি ক্লেশো যাম্যঃ কল্পশতৈরপি॥
ধারয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে। আস্ফোটয়ন্তি বল্গন্তি তেষাং প্রীতাঃ পিতামহাঃ॥২৭৭
যাবদ্দিনানি বিপ্রর্ষে শাস্ত্রং ভাগবতং গৃহে। তাবৎ পিবন্তি পিতরঃ ক্ষীরং সর্পির্ম্মধূদকম্॥

ন্তরং সৎসঙ্গে বৈষ্ণবশাস্ত্রশ্রবণাদীনাং মাহাত্ম্যমিতি ভেদঃ। কিন্তু প্রায়ো দ্বয়োরৈক্যাৎ তত্র লিখিতং মাহাত্ম্যমত্র দ্রষ্টব্যমত্র লিখিতং তত্র চেতি॥ ২৭৩॥ পৌরাণং পুরাণসম্বন্ধিনং। বৈষ্ণবং বিষ্ণুপরং॥ ২৭৪॥ আতিথ্যং অতিথিবৎ পরমাদরণীয়তামিত্যর্থঃ॥ ২৭৫॥ চিন্তয়ামি কদাচিদপি ন বিস্মরামীত্যর্থঃ। যদ্বা তস্য যোগক্ষেমমনুসন্দধে॥ ২৭৬॥ প্রীতাঃ হৃষ্টাঃ সন্তঃ বল্গন্তি নৃত্যাদিকং কুর্ব্বন্তি॥ ২৭৭॥ আহুতেত্যত্র ভকারস্থানে হকারশ্ছান্দসঃ ভূতসংপ্লবো মহাপ্রলয়স্তৎ-

---

আছে, সংসারে বৈষ্ণবশাস্ত্র-শ্রোতা ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রাধ্যায়ীরাই ধন্য; হরি নিরন্তর তাঁহাদিগের প্রতি প্রীত থাকেন। ২৭৩। গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রের অর্চ্চনা করিলে নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সকলের পূজনীয় হইতে পারে। হে দ্বিজসত্তম! শ্রীহরির প্রীত্যর্থ মহতী ভক্তি সহকারে বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ করা বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। হে দেবর্ষে! লিখিত বৈষ্ণব-শাস্ত্র গৃহে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই গৃহে স্বয়ং হরি বিরাজ করেন। পুরাণ-সম্বন্ধী হরিমাহাত্ম্য-প্রকাশক শ্লোকের একটী, অর্দ্ধাংশ অথবা পাদমাত্রও অধ্যয়ন করিলে গো-সহস্রদানের ফলভাগী হইতে পারে। ২৭৪। হে বিপ্রসত্তম! মানবের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবশাস্ত্র ঋষি, দেবতা ও যোগিজনেরও দুষ্প্রাপ্য। উক্ত পুরাণের কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে লিখিত আছে, হে কুরুপ্রবীর! সর্ব্বদা মদীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে মৎসম্বন্ধে নিয়ত অতিথিবৎ পূজ্য হইতে পারে। ২৭৫। আমি নিরন্তর মচ্ছাস্ত্রবক্তাকে ও মচ্ছাস্ত্রচিন্তককে আপনার ন্যায় ভাবনা করিয়া থাকি। ২৭৬।

অনন্তর ভাগবত-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি কলিকালে ভাগবত শাস্ত্রকে আত্মজীবন অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করেন, শত কল্পেও তাঁহাদিগকে যাম্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সর্ব্বদা গৃহাভ্যন্তরে ভাগবতশাস্ত্র বিরাজিত

যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং নরাঃ । প্রীণিতাস্তৈশ্চ বিবুধা যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥২৭৮
যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে । কল্পকোটিসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে বসন্তি তে ॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে । শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ ॥ ২৭৯
ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ । ন তস্য পুনরাবৃত্তির্যাম্যাৎ পাশাৎ কদাচন ॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ । গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ ॥
যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ । তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ ॥
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ । যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং তিষ্ঠতে মুনিসত্তম ॥
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সুদক্ষিণাঃ । যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং পূজিতং তিষ্ঠতে গৃহে ॥
কিঞ্চ ।—নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ । প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্য কপিলাদানজং ফলম্ ॥

শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্ ।
পঠেৎ শৃণোতি বা ভক্ত্যা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে ।
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৮০ ॥

পর্য্যন্তং ॥ ২৭৮ ॥ ভাগবতং শ্রীভাগবতীয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৭৯ ॥ শ্রীভাগবতসংগ্রহস্য নিত্যতামাহ ন

থাকিলে সেই গৃহীর পিতামহেরা প্রফুল্লমনে আস্ফোটন ও নৃত্য করেন। ২৭৭। হে বিপ্রর্ষে! ভাগবতশাস্ত্র যতসংখ্য দিন গৃহে বিরাজ করে, পিতৃগণ ততসংখ্য বর্ষ ক্ষীর, ঘৃত, মধু ও জল সেবন করিয়া থাকেন। গৃহে ভাগবত শাস্ত্রের পূজা করিলে সুরগণ আপ্রলয় পরিতৃপ্ত থাকেন। ২৭৮। ভক্তিমান্ হইয়া বৈষ্ণবকরে ভাগবত শাস্ত্র অর্পণ করিলে সহস্র কোটিকল্প যাবৎ বিষ্ণুধামে বসতি হয়। ভাগবতের অর্দ্ধশ্লোক অথবা একচরণমাত্রও গৃহে বিরাজিত থাকা শ্রেয়ঃ; তথাপি শত শত সহস্র সহস্র শাস্ত্রান্তর স্থাপনের আবশ্যক নাই। ২৭৯।, কলিযুগে গৃহে ভাগবত শাস্ত্র বিরাজিত না থাকিলে তাহাকে শমনবন্ধন হইতে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। কলিকালে গৃহে ভাগবত শাস্ত্র বিরাজিত না থাকিলে সেই দ্বিজাতিকে শ্বপচ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জানিবে, তাহাকে কিরূপে বৈষ্ণব বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে? হে দেবর্ষে! কলিযুগে যথায় যথায় ভাগবতশাস্ত্র বিরাজ করে, স্বয়ং হরি সুরগণ সহ তথায় গমন করেন। হে ঋষিপ্রবর! যথায় ভাগবতশাস্ত্র বিদ্যমান থাকে, তথায় নদ, নদী, সরোবর প্রভৃতি নিখিল তীর্থই বিরাজিত। যে গৃহে ভাগবতশাস্ত্র সম্পূজিত হইয়া বিরাজ করে, তথায় নিখিল তীর্থ ও সদক্ষিণ যজ্ঞ সকল অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে, নিত্য ভাগবত-পুরাণ অধ্যয়ন করিলে প্রতি বর্ণে কপিলাদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যহ ভক্তিমান্ হইয়া ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ বা পাদমাত্র অধ্যয়ন অথবা শ্রবণ করিলেও সহস্র গোদানের ফল হইয়া থাকে। হে ঋষে! প্রত্যহ শুদ্ধমনা হইয়া ভাগবতের শ্লোক অধ্যয়ন

তত্রৈব মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে।--

যো হি ভাগবতে শাস্ত্রে বিঘ্নমাচরতে পুমান্। নাভিনন্দতি দুষ্টাত্মা কুলানাং পাতয়েচ্ছতম্॥ ২৮১

পাদ্মে গৌতমাম্বরীষসংবাদে।—

অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥

শ্লোকং ভাগবতং বাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা। লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য সদা হরিঃ।

বসতে নাত্র সন্দেহো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে।—

শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং পঠতে কৃষ্ণসন্নিধৌ। কুলকোটিশতৈর্যুক্তঃ ক্রীড়তে যোগিভিঃ সহ॥ ২৮২॥

গারুড়ে।—অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ ২৮৩॥

তস্মিন্নেব ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে।—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।

যস্যেতি দ্বাভ্যাং॥ ২৮০॥ বিঘ্নং তৎপাঠাদাবন্তরায়ং। ন চ তদভিনন্দতি যঃ॥ ২৮ ॥ কৃষ্ণসন্নিধৌ ক্রীড়তি। যোগিভিঃ ভক্তিযোগপরৈঃ। যদ্বা কৃষ্ণসংযোগবদ্ভিঃ সহ ক্রীড়তি॥ ২৮২॥ ব্রহ্মসূত্রাণাং বেদান্তসূত্রাণাং পুরাণানাং মধ্যে সামরূপঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। সারেতি বা পাঠঃ। বিচ্ছেদাঃ প্রকরণানি॥ ২৮৩॥ তথা স্বতঃ প্রমাণভূতানাং বেদানাং সর্ব্বাণ্যেব বচনানি

করিলে অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফলভাগী হওয়া যায়। ২৮০। উক্ত পুরাণে মার্কণ্ডেয়ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে, ভাগবত অধ্যয়নাদিতে অভিনন্দন না করিয়া বিঘ্নাচরণ করিলে সেই দুরাত্মা স্বীয় শত কুলকে অধোগামী করিয়া দেয়। ২৮১। পদ্মপুরাণে গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে, হে অম্বরীষ! ভববন্ধচ্ছেদে বাসনা থাকিলে প্রত্যহ শুককথিত ভাগবত শ্রবণ বা নিজমুখে অধ্যয়ন কর, ভাগবতের একটী শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ অথবা পাদমাত্র লিখিত হইয়া যে ব্যক্তির গৃহে বিরাজ করে, দেবদেব হরি নিরন্তর তদীয় ভবনে অধিষ্ঠিত থাকেন। দ্বারকা-মাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন সংবাদে লিখিত আছে, শ্রীহরির পুরোভাগে ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে স্বীয়-কোটিকুল সমবেত হইয়া ভক্তিরসিক বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে শ্রীহরির সমীপে ক্রীড়া করিতে পারে। ২৮২। গরুড়-পুরাণে লিখিত আছে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রের অর্থস্বরূপ, ভাগবতের অর্থ-বিনির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, বেদার্থ-বোধক এবং নিখিল পুরাণমধ্যে গরীয়ান্। এই ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রোক্ত, দ্বাদশস্কন্ধ-সমন্বিত, শত প্রকরণযুক্ত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ। ২৮৩।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ২৮৪ ॥

প্রমাণভূতানি, তথা সর্ব্ববেদফলস্য শ্রীভাগবতস্য বচনান্যেব স্বয়ং পরমপ্রমাণভূতানীতি তৈরেব তন্মাহাত্ম্যং লিখতি ধর্ম্ম ইত্যাদিভিঃ। তত্র প্রথমং শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীভাগবতস্য কাণ্ডত্রয়-বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি ধর্ম্ম ইতি। অত্র শ্রীমতি সুন্দরে সাক্ষাদ্ভক্তি-সম্পত্তিমতি বা ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। সাক্ষাদেবাস্তীতি বা। এতৎসেবয়ৈব স স্বতঃ প্রাপ্তঃ স্যাদিতি ভাবঃ। পরমত্বে হেতুঃ। প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং ত্যক্তং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ, কেবলমীশ্বরারা-ধনলক্ষণো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। অধিকারিতোঽপি ধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ নির্ম্মৎসরাণাং। পরোৎ-কর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাং। যদ্বা পরমত্বহেতুতয়া প্রোজ্-ঝিতকৈতবত্বমেব প্রতিপাদয়তি। মৎসরকারণে বর্ত্তমানেঽপি মৎসরহীনানাং সতাং ভগবদ্ভ-ক্তানামিত্যর্থঃ। কর্ম্মিণাং স্পর্দ্ধাদিহেতুসদ্ভাবেন মৎসরস্বভাবত্বাৎ জ্ঞানিনাঞ্চ কর্ম্মাদিপরি-ত্যাগেন মৎসরকারণাভাবাৎ। ভক্তানান্তু পূজাদিভগবদ্ধর্ম্মপরাণাং কর্ম্মিণামেব মৎসরসম্ভ-বেঽপি ভক্তিস্বভাবেন পরস্পরমাসক্ত্যা ভগবৎকথা-শ্রবণাদিনান্যোন্যং প্রীতিসম্পত্ত্যা মৎসরাদি-দোষানুৎপত্তেঃ। এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং। জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যো-ঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ বেদ্যমিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং। ন তু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্যগুণাদিরূপং। যদ্বা বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্ম্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ। তৎসর্ব্বং বস্ত্বেব ন তু ততঃ পৃথগিতি। বেদ্যম্ অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যং। ততঃ কিমত আহ। শিবদং পরমসুখদং। আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়োন্মূলনঞ্চ। যদ্বা বস্তু সারভূতং ভগবদ্ভক্তিলক্ষণং তস্যাপি বস্তু প্রেম তৎ বেদ্যং প্রাপ্যং। বিদ লাভ ইত্যস্মাৎ। এবং সাধন-সাধকসাধ্যদ্বারা ক্রমেণ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতং। কর্ত্তৃতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণস্তেন প্রথমতঃ সংক্ষেপেণ কৃতে। দেবতাকাণ্ডগতং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ। পরৈঃ শাস্ত্রৈস্তদুক্তসাধনৈর্ব্বা ঈশ্বরো হৃদি কিং বা সদ্য এব অবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে। বাশব্দঃ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব। অত্র তু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিরপি তৎক্ষণাদবরুধ্যতে। যদ্বা অপরৈঃ প্রয়োজনৈর্ব্বর্ণিতৈঃ কিং সদ্যঃ সম্প্রতি স্থিতো য ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, তদবতারস্যৈব নিরন্তর-বর্ণনে শ্রীভাগবতপ্রবৃত্তেঃ। যদ্বা সদ্যঃ সপদ্যেব হৃদ্যবরুধ্যতে প্রকটসর্ব্বাঙ্গলাবণ্যতত্তল্লীলা-পরিকরপরিবারাদিসহিতঃ সাক্ষাদিব সদানুভূয়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা হৃদি স্থিতো যঃ সোঽবরুধ্যতে সাক্ষান্নিজসমীপং প্রাপ্যতে। কীদৃশঃ সঃ? নির্ব্বক্তুমযোগ্যো যঃ ক্ষণঃ মরণকাল ইত্যর্থঃ, তমপি

উক্ত ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে লিখিত আছে যে, মহর্ষি শ্রীনারায়ণ কর্তৃক এই ভাগবত বিরচিত, এই শাস্ত্রে নির্ম্মৎসর সাধুগণের আদরণীয় পরম ধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে, ইহাতে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপচ্ছেদক পরমার্থ বস্তু বিদিত হওয়া যায়; সুতরাং অপরাপর শাস্ত্রে বা তত্তল্লিখিত

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্। উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ২৮৫ ॥
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ। তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরং।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ২৮৬ ॥

নাশয়তীতি তথা সঃ, মরণাদিসংসারদুঃখহন্তেত্যর্থঃ। যদ্বা স অনির্ব্বচনীয়ঃ ক্ষণঃ উৎসবঃ মুক্তিলক্ষণস্তমপি নিজভক্তিমহিম্না নিরস্যতি তথা সঃ। যদ্বা তং প্রসিদ্ধং ক্ষণম্ ইন্দ্রমহম্ অপি শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাপ্রবর্ত্তনেন হন্তীতি সঃ। যদ্বা তস্মিন্ শ্রীগোবর্দ্ধনমহোৎসবে তদখিলবলিভক্ষণেনোপচারাত্তমেব অপি ভক্ষয়তীতি তথা সঃ, বলিমাদৎ বৃহদ্বপুরিতি তত্রৈবোক্তেঃ। যদ্বা তাসাং শ্রীগোপীনাং তস্যা বা শ্রীরাধায়াঃ, তন্নামাগ্রহণং গৌরবাদিনা, ক্ষণং গৃহাদ্যশেষোৎসবং বাহ্যমান্তরঞ্চ প্রেমবিশেষবিস্তারণেন প্রায়ো বিরহদুঃখপ্রদানেন বা নাশয়তীতি তথা সঃ। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতে বিস্তরতো লিখিতমস্তি। এবং সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণ এবেত্যর্থঃ, শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নায়কত্বেন প্রাধান্যাৎ। তথা চ। যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্ন ইত্যত্র শ্রীস্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতং। যতঃ কৃষ্ণবিষয়ঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ সর্ব্বশাস্ত্রসারোদ্ধারপ্রশ্নস্যাপি শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসানাদিতি অতএব তত্তদুপাখ্যানাদেঃ সর্ব্বস্যাপি শ্রীকৃষ্ণ এব তাৎপর্য্যং সাক্ষাদেব ভাতীতি দিক্। নন্য তর্হি ইদমেব সর্ব্বে কিমিতি ন শৃণ্বন্তি তত্রাহ কৃতিভিঃ। এতচ্ছ্রবণেচ্ছা তু পুণ্যৈর্ব্বিনা নোৎপদ্যেত ইত্যর্থঃ। যদ্বা কৃতিভিঃ পণ্ডিতৈঃ, সদসদ্বিচারাভাবেনাস্য শুশ্রূষানুৎপত্তেঃ। এবং সর্ব্বথা সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যাদিদমেব নিত্যমবশ্যং শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৮৪ ॥ ইদং পুরাণং ভাগবতং নাম শ্রীভাগবতসংজ্ঞং। যদ্বা নামপুরাণং নামপ্রধানং পুরাণমিদমিত্যর্থঃ, সর্ব্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নামমাহাত্ম্যপ্রতিপাদনাৎ। ব্রহ্মসম্মিতং সর্ব্ববেদতুল্যং, যদ্বা অষ্টাদশসাহস্রীসংহিতারূপেণ সংমিতং পরিমিতমেব প্রাপ্তং পরব্রহ্মৈব, কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ইত্যাদিবক্ষ্যমাণত্বাৎ। উত্তমশ্লোকস্য চরিতং যস্মিন্ তৎ। যদ্বা উত্তমাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ উত্তমসো বা তমো অজ্ঞানাদিদুঃখং তন্নিবর্ত্তকাঃ শ্লোকাঃ পদ্যানি চরিতানি চাখ্যানানি যস্মিন্। ভগবানেব ঋষিঃ ব্যাসরূপঃ সন্ চকার নিববন্ধ ॥ ২৮৫ ॥ ধন্যং ধনাবহং। স্বস্ত্যয়নং সর্ব্বমঙ্গলপ্রাপকং। যদ্বা প্রেমধনাবহমত এব সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয়ং। কিঞ্চ। মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং স্বতঃ পরমফলরূপমেবেত্যর্থঃ। তত্তস্মাদেব হেতোঃ। সুতং শ্রীশুকদেবং। মহত্ত্বমেবাভিব্যঞ্জয়তি সর্ব্বেতি। সারমতিধেয়েষু শ্রেষ্ঠং বীপ্সয়া সর্ব্বং সারমিত্যর্থঃ। সমুদ্ধৃতমিত্যনেন ক্ষীরোদ-

---

অনুষ্ঠানে কি আবশ্যক? পুণ্যশীলগণ এই ভাগবত শ্রবণ-মাত্র তৎক্ষণাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্থিরীকৃত করিতে সমর্থ হন। ২৮৪। হে তাপসগণ! আমি আপনাদের নিকট এই ভাগবত পুরাণ বর্ণন করিতেছি, ইহা নিখিল বেদের সদৃশ, ইহাতে উত্তমশ্লোক হরির চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, ভগবান্ দ্বৈপায়ন লোকহিতার্থ এই শাস্ত্র বিরচন করেন; সুতরাং এই শাস্ত্র দ্বারা নিখিল পুরুষার্থ সম্পাদিত হয় এবং পরম কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। এই ভাগবত সকলেরই প্রধান। ২৮৫। মহামুনি দ্বৈপায়ন এই ভাগবতে বেদসমূহের ও

কিঞ্চ।—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ ২৮৭॥

কিঞ্চ।—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥২৮৮॥

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥ ২৮৯॥

দ্বিতীয়ে শ্রীশুকোক্তৌ।—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥২৯০

মহাসাগরাদমৃতমেবেতি সূচিতং। অত এব আত্মবতাং ধীরাণাং জীবন্মুক্তানাং বা বরং পরমভক্তত্বাৎ। অতএব তং গ্রাহয়ামাস। অন্যথা তস্যাত্র প্রবৃত্ত্যসম্ভবাদিতি দিক্॥ ২৮৬॥ ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি। স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ। ইত্যস্য শ্রীশৌনকাদিপ্রশ্নস্য উত্তরমাহ কৃষ্ণে ইতি। স্বধাম বৈকুণ্ঠমুপগতে সতি। অধুনা কলৌ নষ্টদৃশাং সতাং লোকানাম্ এষ ভাগবতাখ্যঃ পুরাণার্কঃ ধর্ম্মাদিভিঃ সহ উদিতঃ। যথার্কোদয়ে তমোনাশাচ্চক্ষুরিন্দ্রিয়প্রবৃত্ত্যা দৃশ্যং দৃশ্যেত, তথাস্য প্রাকট্যেন সর্ব্বাজ্ঞাননিবৃত্তের্ভক্তিপ্রবৃত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণঃ সাক্ষাদিব প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৮৭॥ সাক্ষাদেব অনর্থং সংসারং যদ্বা ন অর্থো ভক্তিলক্ষণো যস্মিন্ তং মোক্ষম্ উপশময়তীতি তথা তং। ভক্তিযোগমজানতো লোকস্যার্থে সাত্বতসংহিতাং শ্রীভাগবতাখ্যাং॥ ২৮৮॥ অনর্থোপশমং দর্শয়তি যস্যামিতি। শ্রূয়মাণায়ামেব কিং পুনঃ শ্রুতায়ামিত্যর্থঃ। পরমপূরুষে পুরুষোত্তমে। ভক্তিঃ পুরুষোত্তমবিষয়কভাববিশেষঃ। পুংসঃ যস্য কস্যচিজ্জনস্যেত্যর্থঃ। শোকঃ সংসারিত্বাদিনানুতাপঃ, মোহস্তন্মূলমজ্ঞানং, ভয়ং সংসারঃ, তান্যপহন্তীতি তথা সা। যদ্বা শোকঃ ভগবদপ্রাপ্ত্যানুতাপঃ, মোহঃ গৃহাদ্যাসক্তিঃ, ভয়ং লোকাদিভ্যঃ, তান্যপহন্তীতি তথা সা। এতচ্চানর্থোপশমতারূপমানুষঙ্গিককলং দর্শিতং॥ ২৮৯॥ ব্রহ্মানন্দপরিনিষ্ঠিতস্য শ্রীবাদরায়ণেরেতদধ্যয়নে প্রবৃত্ত্যাঃ পরমফলত্বং দর্শয়ন্ তদ্বচনেনৈব লিখতি পরিনিষ্ঠিত ইতি। গৃহীতচেতা আকৃষ্টচিত্তঃ। আখ্যানং শ্রীভাগবতরূপং॥ ২৯০॥

ইতিহাসের সারাংশ উদ্ধার পূর্ব্বক স্বপুত্র ধীরপ্রবর মহামতি শুকদেবকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ২৮৬। আরও লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞানাদি সমভিব্যাহারে নিজধামে গমন করিলে কলিকালে যাবতীয় লোকেরই নেত্র অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তৎকালেই এই পুরাণরূপ ভাস্কর সমুদিত হইয়াছে। ২৮৭। আরও লিখিত আছে, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ বিধান করিলে যে অনর্থ বিদূরিত হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ হইল। এই সকল নিজে দর্শন পূর্ব্বক অবিবেকী জনগণের হিতার্থ এই ভাগবতরূপ সাত্বতসংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ২৮৮। যে ব্যক্তি এই সংহিতা শ্রবণ করেন, শ্রীহরির প্রতি তাঁহার শোক-মোহ-ভয়-হারিণী ভক্তির উদয় হয়। ২৮৯। দ্বিতীয় স্কন্ধে শুকোক্তি আছে যে, হে নৃপতে! নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত থাকিলেও উত্তমশ্লোক শ্রীহরির লীলা মদীয় মানস যেন আকর্ষণ করিয়াছিল,

তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্। যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী॥২৯১॥

দ্বাদশে চ।—

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে। যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরঃ॥ ২৯২ ॥

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ ২৯৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্, যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে। যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্, তচ্ছৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

অতএবোক্তং।—নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্, শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ ২৯৪ ॥

মহাপুরুষো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্তদীয়ঃ। এবং বৈষ্ণবেষেব শ্রীভাগবতমভিধেয়মিত্যুক্তং। যস্য যস্মিন্ শ্রদ্ধাং কুর্ব্বতামপি। সতী অহৈতুকী মতিঃ প্রেমেত্যর্থঃ॥ ২৯১ ॥ অমৃতং ভগবদ্ভক্তি-রসঃ তস্য সাগরঃ ॥২৯২ ॥ তদ্রসঃ তস্যাস্বাদনং তৎপ্রীতির্ব্বা স এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য। অন্যত্র বেদান্তাদৌ ॥ ২৯৩ ॥ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ত্বে হেতুমাহ যস্মিন্নিত্যাদিনা। পরমহংসৈঃ প্রাপ্যং। যদ্বা পরমহংসানামপি হিতং পরং জ্ঞানং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদিবিষয়ং। অতোঽমলং সর্ব্বমল-নিবর্ত্তকং। অতএব শ্রীভাগবতে ব্যাখ্যাতং ;—আদৌ জ্ঞানং তত্তত্তত্ত্ববেদনং, ততো বিরাগঃ বিষয়াদিবৈরাগ্যং, ততো ভক্তিশ্চ শ্রবণাদিলক্ষণা তৎসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মাণো ভগবদ্ভক্তাস্তৈঃ প্রাপ্যং ভগবৎপ্রেম আবিষ্কৃতং সাক্ষাদিব দর্শিতং। এতচ্ছ্রবণাদিপ্রবৃত্ত্যা এব স্বতস্তত্তৎসিদ্ধেঃ। তৎ শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শৃণ্বন্ বিপঠন্ কীর্ত্তয়ন্ বিচারণপরশ্চ তদর্থং বিচারয়ংশ্চ সন্ নরঃ সর্ব্বো জনঃ বিশেষেণ মুচ্যতে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ২৯৪ ॥ এবং প্রায়ঃ সাধন-রূপত্বমস্য দর্শিতং, অধুনা স্বতঃ পরমফলরূপত্বং দর্শয়ন্ সর্ব্বদা পরমাদরেণেদমেব সেব্যমিতি

তজ্জন্যই এই আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি। ২৯০। তোমাকে পরম ভগবদ্ভক্ত জানিয়াই ত্বৎসকাশে এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি। ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলে ভগবান্ কৃষ্ণে বিমলা বুদ্ধির সঞ্চার হয়। ২৯১। দ্বাদশস্কন্ধে লিখিত আছে, যত দিন সুধাসাগরস্বরূপ এই পুরাণ শ্রবণ করা না যায়, ততদিনই সজ্জন-সমাজে অপরাপর পুরাণের আদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২৯২। একবার এই সর্ব্ববেদান্তসার ভাগবতের সুধারসে পরিতৃপ্তি জন্মিলে আর কদাচ অন্য কিছুতে অনুরাগ হয় না। নদীমধ্যে গঙ্গার ন্যায়, দেবমধ্যে বিষ্ণুর ন্যায় এবং হরিভক্তমধ্যে মহাদেবের ন্যায় যাবতীয় পুরাণ মধ্যে এই ভাগবতই শ্রেষ্ঠ। ২৯৩। এই বিমল ভাগবত মহাপুরাণ বৈষ্ণব-গণের পরম প্রিয় ; ইহাতে পরমহংসপ্রাপ্য একমাত্র অমল জ্ঞান পরিগীত হইয়াছে এবং জ্ঞান-বিরাগভক্তি-সমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ; সুতরাং ভক্তিমান্ হইয়া ইহা শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করিলে মুক্তিলাভ করা যায়। ২৯৪। অতএব প্রথম স্কন্ধেই কথিত আছে যে, হে রসিকগণ! এই ভাগবত নিখিল পুরুষার্থ-সম্পাদক বেদরূপ কল্পতরুর ফল, ইহা শুকদেবের

কিঞ্চ।—

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যম্, তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্॥ ২৯৬॥

লিখতি নিগমেতি। নিগমো বেদঃ, স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ সেবকস্যাভীষ্টপূরকত্বাদ্বা, তস্য ফলমিদং শ্রীভাগবতং নাম। তত্তু বৈকুণ্ঠগতং নারদেনানীয় শ্রীব্যাসায় দত্তং, তেন চ শ্রীশুকমুখে নিহিতং, তচ্চ তন্মুখাদ্ভুবি গলিতং শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপপল্লবপরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং ন তুচ্চনিপাতেন স্ফুটিতমিত্যর্থঃ। অতএবামৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুতং। লোকে হি শুকমুখস্পৃষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধং। অত্র তু শুকো মুনিঃ। অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবো রসঃ। রসো বৈ স রসং হ্যেব লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ। যদ্বা দ্রবয়তি জগচ্চিত্তমার্দ্রয়তীতি দ্রবঃ স এব পরমমধুরত্বাদিনা অমৃতরূপঃ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দবিষয়কপ্রেমেত্যর্থঃ। অতঃ হে রসিকাঃ! তত্রাপি ভাবুকাঃ রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ! অহো ভুবি গলিতমিত্যলভ্যলাভোক্তিঃ। ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবত। নমু ত্বগষ্ট্যাদিকং বিহায় ফলাদ্রসঃ পীয়তে কথং ফলমেব পাতব্যং তত্রাহ রসং রসরূপং অতস্ত্বগষ্ট্যাদেহেঁয়াংশস্যাভাবাৎ ফলমেব কৃৎস্নং পিবত। অত্র চ রসতাদাত্ম্যবিবক্ষয়া রসবত্ত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনেঽপি রসশব্দে মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎ তেন বিনৈব রসং ফলমিতি সামানাধিকরণ্যং। অত্র ফলমিত্যুক্তে পানাসম্ভবো হেয়াংশপ্রসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং রসমিত্যুক্তং, রসমিত্যুক্তেঽপি গলিতস্য রসস্য পাতুমশক্যত্বাৎ ফলমিত্যুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং। ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ। আলয়ং লয়ো মোক্ষঃ, অভিবিধাবাকারঃ, লয়মভিব্যাপ্য। ন হীদং স্বর্গাদিসুখবৎ মুক্তৈরুপেক্ষ্যং কিন্তু সেব্যমেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি হি আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ইত্যাদি॥ ২৯৫॥ এবং শ্রীভাগবতস্যাসাধারণমাহাত্ম্যমেব দর্শয়ন্ তচ্চোপসংহরন্ ভক্ত্যা তত্র প্রবক্তারং শ্রীব্যাসনন্দনমাশ্রয়তি য ইতি। অন্ধং গাঢ়ন্তমঃ সংসারাখ্যং মায়াখ্যং বা। অত্যন্তং সম্যক্তয়া তরিতুমিচ্ছতাং সংসারিণাং জনানাং করুণয়া তদ্বিষয়ককৃপয়া যঃ পুরাণেষু মধ্যে গুহ্যং গোপ্যমাহ। গোপ্যত্বে হেতুত্বেন চত্বারি বিশেষণানি। স্বো নিজঃ অসাধারণঃ অনুভাবঃ প্রভাব ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যত ইত্যাদিরূপো যস্য। অখিলশ্রুতীনাং সারং। একম্ অদ্বিতীয়মনুপমমিত্যর্থঃ। আত্মানং কার্য্যকারণসঙ্ঘমধিকৃত্য বর্ত্তমানমাত্মতত্ত্বমধ্যাত্মং। যদ্বা আত্মানং ভগবন্তং হরিমধিকৃত্য বর্ত্তমানমধ্যাত্মং তৎপ্রসাদৈকলভ্যং তৎপ্রেমেত্যর্থঃ। তস্য দীপং সাক্ষাৎ প্রকাশকং। উপযামি

বদনকমল হইতে স্খলিত হইয়া ধরাতলে অখণ্ডরূপে নিপতিত হইয়াছে; অতএব সুধাদ্রবসমন্বিত রসময় এই ফল আমোক্ষ পুনঃ পুনঃ পান কর। ২৯৫। আরও লিখিত আছে, যিনি ঘোর ভবান্ধতরণেচ্ছু সংসারিগণের প্রতি কৃপা করিয়া এই অসাধারণপ্রভাব, বেদসমূহের সারস্বরূপ, অধ্যাত্মদীপক, গুহ্যপুরাণ বর্ণন করিয়াছেন, সেই ব্যাসতনয় তাপসপ্রবর শুকদেবকে প্রণাম

ভগবদ্ধর্ম্মবক্তারং ভগবচ্ছাস্ত্রবাচকম্। বৈষ্ণবং গুরুবদ্ভক্ত্যা পূজয়েজ্‌জ্ঞানদায়কম্॥ ২৯৭॥

অথ শ্রীভগবচ্ছাস্ত্রবক্তৃমাহাত্ম্যম্।

নারদপঞ্চরাত্রে ঋষীন্ প্রতি শ্রীশাণ্ডিল্যোক্তৌ। —

বৈষ্ণবজ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্গুরুম্। পূজয়েদ্বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি। কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥২৯৮
কিঞ্চ —নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তজ্‌জ্ঞানেনাথ গম্যতে। জ্ঞানস্য সাধনং শাস্ত্রং শাস্ত্রঞ্চ গুরুবক্ত্রগম্॥
ব্রহ্মপ্রাপ্তিরতো হেতোর্গুর্ব্বধীনা সদৈব হি। হেতুনানেন বৈ বিপ্রা গুরুর্গুরুতরঃ স্মৃতঃ॥২৯৯
যস্মাদ্দেবো জগন্নাথঃ কৃত্বা মর্ত্ত্যময়ীং তনুং। মগ্নানুদ্ধরতে লোকান্ কারুণ্যাচ্ছাস্ত্রপাণিনা॥ ৩০০
তস্মাদ্ভক্তির্গুরৌ কার্য্যা সংসারভয়ভীরুণা। শাস্ত্রজ্ঞানেন যোঽজ্ঞানং তিমিরং বিনিপাতয়েৎ।
শাস্ত্রং পাপহরং পুণ্যং পবিত্রং ভোগমোক্ষদম্। শান্তিদঞ্চ মহার্থঞ্চ বক্তি যঃ স জগদ্গুরুঃ॥৩০১

শ্রীকৃষ্ণলীলাকথাশ্রবণমাহাত্ম্যং।

তত্র পাপাদিশোধকত্বং।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

তেষাং ক্ষীণং মহৎ পাপং বর্ষকোটিশতোদ্ভবম্। বিপ্রেন্দ্র নাস্তি সন্দেহো যে শৃণ্বন্তি হরেঃ কথাম্॥

শরণং ব্রজামি॥ ২৯৬॥ গুরুর্মন্ত্রোপদেষ্টা তদ্বৎ জ্ঞানস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদিবিষয়কস্য দায়কং ভগবচ্ছাস্ত্রবাচনেন। ভগবদ্ধর্ম্মপ্রতিপাদনাৎ॥ ২৯৭॥

স্বরূপং তত্ত্বং তদ্ধর্ম্মাদিমাহাত্ম্যং॥ ২৯৮॥ হে বিপ্রাঃ॥ ২৯৯॥ শাস্ত্রমেব পাণিঃ উদ্ধারহেতুত্বাৎ তেন॥ ৩০০॥ মহানর্থঃ ভক্তিলক্ষণো যস্মাত্তং॥ ৩০১॥

করি। ২৯৬। ভগবদ্ধর্ম্মবক্তা, ভগবচ্ছাস্ত্রবক্তা, জ্ঞানপ্রদ বৈষ্ণবকে ভক্তি সহকারে গুরুবৎ পূজা করা কর্ত্তব্য। ২৯৭।

অনন্তর ভগবচ্ছাস্ত্রবক্তার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে।—নারদপঞ্চরাত্রে ঋষিগণের প্রতি শাণ্ডিল্যোক্তি আছে, হরিসম্বন্ধি-জ্ঞানবক্তাকে হরিসদৃশ গুরুরূপে পরিজ্ঞাত থাকিয়া কায়মনোবাক্যে অর্চ্চনা করিলে তাঁহাকে শাস্ত্রবিদ্ ও বৈষ্ণব বলিয়া গণনা করা যায়। যিনি হরির তত্ত্ব অথবা তদ্ধর্ম্ম প্রভৃতি মাহাত্ম্য বিস্তার করেন, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, পাদমাত্র শ্লোকবক্তাও নিরন্তর পূজার যোগ্য। ২৯৮। আরও লিখিত আছে, হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মজ্ঞানবলে পরব্রহ্ম হরিকে প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ। শাস্ত্রই জ্ঞানের সাধন এবং শাস্ত্রও আবার গুরুমুখগত, কাজে কাজেই ব্রহ্মলাভ নিরন্তরই গুরুর অধীন, এই কারণেই গুরু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ২৯৯। ভগবান্ জগৎপতি হরি মানুষী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক কৃপা সহকারে শাস্ত্ররূপ কর দ্বারা সংসারপতিত জনগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। ৩০০। যিনি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন, সেই গুরুদেবের প্রতি ভক্তি রাখা ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্র পাপহর, পুণ্য, বিশুদ্ধ, ভোগমোক্ষজনক, শান্তিপ্রদ ও ভক্তিলক্ষণস্বরূপ। এই শাস্ত্রবক্তাই জগৎসংসারের গুরু বলিয়া গণনীয়। ৩০১।

তত্রৈবান্যত্র।—

সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্। ন তথা পাবনং নৃণাং নারায়ণকথা যথা॥ ৩০২॥

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানারম্ভে।—

অহো হরিকথা লোকে পাপঘ্নী পুণ্যদায়িনী। শৃণ্বতাং ব্রুবতাঞ্চৈব তদ্ভাবানাং বিশেষতঃ॥ ৩০৩॥

প্রথমস্কন্ধে।—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ ৩০৪॥

একাদশে চ দেবস্তুতৌ।—

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং, বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসংভৃতয়া যথা স্যাৎ॥ ৩০৫॥

সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাম্ অভিগমনং ক্রমেণ তত্তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানং। কথেতি সামান্যতো যদ্যপি কথায়াঃ শ্রবণং কীর্ত্তনাদিকং চোক্তং স্যাৎ, তথাপি শ্রবণানন্তরমেব কীর্ত্তনাদি সম্ভবতীতি আদৌ শ্রবণাপেক্ষা। যদ্বা শ্রবণে সতি স্বতঃ কীর্ত্তনাদি সিধ্যতীতি। কথায়াং শ্রবণস্য প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ পদ্যমেতদত্র সংগৃহীতং। কিঞ্চ শৃণ্বতাং ব্রুবতামিত্যাদৌ চ যদ্যপি কীর্ত্তনাদেরপি স্পষ্টং মাহাত্ম্যমুচ্যতে, তথাপি শ্রবণপ্রকরণেঽত্র লিখনাৎ তত্তদত্র দৃষ্টান্তত্বেনোহ্যং। যদি বা তৎ সর্ব্বং স্বতন্ত্রমেব মন্তব্যং, তর্হি এক এব মহাভাগবতো রসিকতয়া কদাচিৎ শ্রোতা যুগপদ্বা শ্রবণাদিকর্ত্তেত্যেবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-মিশ্রিত-প্রকরণং শ্রীবিষ্ণুপুরাণলিখিতানুসারেণ পৃথক্ কল্পয়িতব্যং। অত্র চ প্রয়োজনবিশেষাভাবেন গ্রন্থবিস্তরভয়েন চ ন লিখিতমিতি দিক্। এবমন্যদপ্যূহ্যং॥ ৩০২॥ তস্যাং হরিকথায়াং ভাবো ভক্তির্যেষাং তেষাং॥ ৩০৩॥ পুণ্যে শ্রবণকীর্ত্তনে যস্য সঃ। হৃদি যানি অভদ্রাণি কামাদিবাসনাস্তানি। অন্তঃস্থঃ হৃদয়স্থঃ সন্ সতাং কথাশ্রবণাদিপরাণাং সুহৃদ্ধিতকারী। ৩০৪॥ হে ঈড্য! হে

অনন্তর কৃষ্ণলীলাকথাশ্রবণমাহাত্ম্য।—তন্মধ্যে উক্ত লীলাকথার পাতকাদিশোধকত্ব কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, হে বিপ্রসত্তম! হরিকথা শ্রবণ করিলে শতকোটিবর্ষসঞ্চিত মহাপাপও নিঃসন্দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। উক্ত পুরাণের অন্যত্র লিখিত আছে যে, শ্রীহরিকথা মানবগণসম্বন্ধে যেমন পবিত্রতা আনয়ন করে, নিখিল আশ্রমধর্ম্মাচরণ অথবা অখিলতীর্থাবগাহন দ্বারাও সেরূপ পবিত্রতার সম্ভাবনা নাই। ৩০২। বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের প্রথমে লিখিত আছে, অহো! একমাত্র শ্রীহরিকথাই সংসারে পাতকবিনাশ ও পুণ্যবর্দ্ধন করে। আবার হরিকথায় ভক্তিমান্ হইয়া শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে উহা বিশেষরূপে পাতকবিদূরণ ও পুণ্য প্রদান করে সংশয় নাই। ৩০৩। প্রথমস্কন্ধে লিখিত আছে যে, সাধুগণের হিতকারী, পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন ভগবান্ কৃষ্ণ নিজকথা-শ্রবণকারী জনগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তদীয় চিত্তগত যাবতীয় কামাদিবাসনা বিনাশ করিয়া দেন। ৩০৪। একাদশস্কন্ধে দেবস্তুতিতে লিখিত আছে, হে স্তুত্য! হে ঋষভ! ত্বদীয় কীর্ত্তিরাশি

অথ ক্ষুত্তৃড়াদিসর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্বম্।

দশমে শ্রীবাদরায়ণিং প্রতি শ্রীপরীক্ষিদুক্তৌ।—

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে। পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥ ৩০৬॥
স্কান্দে চ তত্রৈব।—

শ্রীপ্রদং বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্। সর্ব্বদুঃখোপশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্॥

অথ প্রকর্ষেণ সর্ব্বমঙ্গলকারিত্বম্।

তত্রৈব।—শ্রোতব্যং সাধুচরিতং যশোধর্ম্মজয়ার্থিভিঃ। পাপক্ষয়ার্থং দেবর্ষে স্বর্গার্থং ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ॥

আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং পুণ্যবর্দ্ধনম্। চরিতং বৈষ্ণবং নিত্যং শ্রোতব্যং সাধুবুদ্ধিনা॥

কুটুম্ববৃদ্ধিং বিজয়ং শত্রুনাশং যশো বলম্। করোতি বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥৩০৭

ঋষভ! দুরাশয়ানাং রাগিণাং। বিদ্যাদিভিস্তথা শুদ্ধির্ন ভবতি। অত্র বিদ্যা উপাসনা। শ্রুতং শাস্ত্রং। অধ্যয়নং বেদাভ্যাসঃ। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং। ক্রিয়া যজ্ঞাদয়ঃ। সত্ত্বাত্মনাং সতাং তে যশসি শ্রবণেন সম্ভৃতয়া পরিপুষ্টয়া অতিবৃদ্ধয়া সচ্ছ্রদ্ধয়া উত্তমপ্রীত্যা পরমাদরেণ বা, যদ্বা সতামিব শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যমাত্রেণাপি যথা স্যাৎ। যদ্বা শুদ্ধির্ন স্যাদিত্যত্র হেতুঃ দুরাশয়ানাং বিদ্যাদিভিরেব দুষ্টাভিমানবতাং সতামিতি। শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যত্র হেতুঃ যশসি প্রবৃদ্ধসচ্ছ্রদ্ধয়ৈব সত্ত্বাত্মনাং শুদ্ধচিত্তানাং সতামিতি। যদ্বা হে সত্ত্বাত্মনামৃষভ! সাত্বতবর্গপ্রভো! দুরাশয়ানামপি যশসি প্রবৃদ্ধ-সচ্ছ্রদ্ধয়া যথা শুদ্ধিঃ স্যাৎ তথা বিদ্যাদিভির্ন স্যাৎ। যদ্বা তথা সত্ত্বাত্মনাং সাত্ত্বিকানামপি বিদ্যাদিভির্ন স্যাৎ ভগবৎকথাশ্রবণাভাবাৎ॥ ৩ ৫॥

এষা ক্ষুৎ অনশনব্রতোত্থা সর্ব্বানর্থমূলভূতা সদ্যোমহার্ত্তিপ্রদত্বেন সর্ব্বৈরনুভূয়মানা বা অন্যেষামতিদুঃসহাপি মাং ত্যক্তোদমপি ন বাধতে ন পীড়য়তি। যদ্বা কায়িকব্যাপারাদিবাধমপি নাচরতি। কুতঃ?—সর্ব্বদুঃখং হরতীতি হরিস্তস্য কথৈবামৃতং তৎ পিবন্তং। তচ্চ ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতমিতি গুণবিশেষো দর্শিতঃ। হরিকথামৃতপানাভাবে চ সদ্য এব জীবনং ন স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৩০৬॥ কিং বহুনোক্তেন, সর্ব্বেষামেব কামানাং বাঞ্ছানাং ফলং প্রকর্ষেণ দদাতীতি তথা তৎ॥ ৩০৭॥

শ্রবণে সংবর্দ্ধিত শ্রদ্ধা দ্বারা সজ্জনগণের যেরূপ চিত্তবিশোধন হয়, কি বিদ্যা, কি অধ্যয়ন, কি দান, কি তপশ্চরণাদি কিছুতেই সেরূপ শুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ৩০৫।

অনন্তর কৃষ্ণলীলাকথা দ্বারা যে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি সর্ব্বদুঃখ নিবারণ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে।—দশমস্কন্ধে শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের উক্তি আছে যে, আমি প্রায়োপবেশনের জন্য জলপর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়াছি সত্য, কিন্তু ভবদীয় মুখকমলনিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃত পান করাতে অসহনীয় ক্ষুধা আমাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতেও সক্ষম হইতেছে না। ৩০৬। স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে, হরিচরিত শ্রবণ করিলে সম্পত্তিলাভ হয়, যাবতীয় উপদ্রবের শান্তি হয়, দুঃখরাশি বিদূরিত হইয়া যায় এবং কুগ্রহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরিলীলা শ্রবণ যে সম্যক্‌রূপে যাবতীয় মঙ্গলপ্রদ তাহাই কথিত হইতেছে। উক্ত

প্রথমস্কন্ধে।— অথ সর্ব্বসৎকর্ম্মফলত্বম্।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৩০৮॥

অথ শ্রোত্রেন্দ্রিয়সাফল্যকারিত্বম্।

তৃতীয়ে শ্রীবিদুরমৈত্রেয়সংবাদে।—

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং, সুশ্লোকমৌলেগু'ণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং, কথাসুধায়ামুপসংপ্রয়োগম্ ॥ ৩০৯ ॥

যো ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ স যদি বিষ্বক্সেনকথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ, তর্হি স্বনুষ্ঠিতোঽপি সন্ অয়ং শ্রমো জ্ঞেয়ঃ। কথাস্বিতি বহুত্বং গৌরবেণ যাসু কাসুচিদিত্যেতদ্বিবক্ষয়া বা। নমু মোক্ষাদ্যর্থস্য ধর্ম্মস্য শ্রমত্বমস্ত্যেব অত আহ কেবলং বিফলশ্রম ইত্যর্থঃ, ভগবৎ-কথারত্যনুৎপত্ত্যা মোক্ষাসিদ্ধেঃ নিজসাধ্য ভগবৎকথারত্যনুৎপাদনাদ্বা। নন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদি ফলমিত্যাশঙ্ক্য এবকারেণ নিরাকরোতি। ক্ষয়িষ্ণুত্বান্ন তৎ ফলমিত্যর্থঃ। নন্বক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদিশ্রুতের্ন তৎফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বমিত্যাশঙ্ক্য হিশব্দেন সাধয়তি তদ্বৎ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি তর্কানু-গৃহীতয়া শ্রুত্যা ক্ষয় প্রতিপাদনাৎ। যদ্বা নমু সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষঃ ফলমস্ত তত্রাহ কেবল-মিতি। তথাপি বিফলশ্রম এবেতি ভাবঃ, বৈষ্ণবৈর্ম্মোক্ষস্যাপ্যনাদৃতত্বাৎ। যদ্বা নমু ভক্তি-বিঘ্নরূপবিবিধসংসারদুঃখনিরসনার্থং তেষামপ্যসাবপেক্ষ্যঃ স্যাৎ তত্রাহ এবেতি। তথাপি তস্যাতিতুচ্ছত্বাৎ কেবলং শ্রম এবেতি ভাবঃ। নমু মোক্ষঃ পরমপুরুষার্থো বেদান্তাদৌ প্রসিদ্ধঃ তত্রাহ হীতি। অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষাবিত্যাদিভির্ব্বচনৈর্ম্মোক্ষস্য মায়িকতুল্যতা-প্রাতপাদনাৎ। তচ্চ বিস্তরেণ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে ব্যক্তমেবাস্তি। এবং শ্রীকৃষ্ণ-কথারত্যুৎপাদনমেব সর্ব্বধর্ম্মফলমিতি তাৎপর্য্যং ॥ ৩০৮ ॥

একান্ততো লাভং ফলং নু নিশ্চিতমাহুঃ। শ্রুতেঃ শ্রোত্রস্য চ। উপাকৃতায়াং নিরূপিতায়াং। উপসংপ্রয়োগঃ সন্নিধাবর্পণং ॥ ৩০৯ ॥

পুরাণে লিখিত আছে, হে নারদ! যশোলিপ্সু, ধর্ম্মেচ্ছু, বিজিগীষু এবং পাপ-নাশার্থ ও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অভিলাষী ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবচ্চরিত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। সুবুদ্ধি ব্যক্তি পরমায়ুর্ব্বর্দ্ধক, আরোগ্যজনন, যশঃপ্রদ ও পুণ্যবৃদ্ধিকর হরিচরিত সর্ব্বদা শ্রবণ করিবেন। হরিচরিতপ্রসাদে কুটুম্ববৃদ্ধি, বিজয়লাভ, অরিক্ষয়, যশোবর্দ্ধন ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারা যাবতীয় মনোরথ সুসিদ্ধ হয়। ৩০৭।

শ্রীহরির লীলা-শ্রবণ যে নিখিল সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে।— প্রথম স্কন্ধে লিখিত আছে, হরিকথায় অনুরাগ না হইলে সম্যক্ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও কেবল শ্রমমাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। ৩০৮।

হরিকথা যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সফলতা সাধন করে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে লিখিত আছে, পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবাদই পুরুষগণের বাক্যের

অথ আয়ুঃসাফল্যকারিত্বম্।

দ্বিতীয়ে শৌনকোক্তৌ।—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ। তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥৩১০॥

তৃতীয়ে বিদুরোক্তৌ।— অথ পরমবৈরাগ্যোৎপাদকত্বম্।

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা, বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।

হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য, সমস্তদুঃখাত্যয়মাশু ধত্তে ॥ ৩১১ ॥

চতুর্থে শ্রীপৃথুচরিতান্তে শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ।—

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহস্তত্তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।

তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো, যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩১২ ॥

অসৌ সূর্য্যঃ উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ অস্তমদর্শনঞ্চ যন্ গচ্ছন্ যৎ যেন ক্ষণো নীতঃ তস্যায়ুর্জীবন-কালম্ ঋতে বর্জ্জয়িত্বা হরতি। এবং শ্রীভগবদ্বার্ত্তারহিতস্য বৃথৈবায়ুর্গচ্ছতি। একদাপি শ্রীভগবৎকথয়া সর্ব্বমেবায়ুঃ সফলং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১০ ॥

সা হরিকথা শ্রদ্দধানস্য প্রীতিং বিশ্বাসং বা কুর্ব্বতঃ, তয়া বিনা তাদৃশবিরক্ত্যসিদ্ধেঃ প্রবৃত্ত্যভাবাচ্চ। যদ্বা আস্তিক্যমাত্রং কুর্ব্বতোঽপি পুংমাত্রস্য। অন্যত্র গ্রাম্যসুখে হরিকথা-ব্যতিরিক্তে বা সর্ব্বত্র। ততঃ কিমত আহ হরেরিতি। হরেঃ পাদয়োরনুস্মৃতিঃ নিরন্তরস্মরণং তয়া নির্বৃতস্য সতঃ। ৩১১। ছিন্না বিনষ্টা অন্যধীঃ দেহাত্মবুদ্ধির্দ্দেবান্তরবিষয়কবুদ্ধির্ব্বা ভক্তি-ব্যতিরিক্তজ্ঞানাদিবিষয়কবুদ্ধির্ব্বা যস্য সঃ। যতঃ অধিগতা অধিকং প্রাপ্তা আত্মগতিঃ আত্মতত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণো বা তদ্ভক্তির্ব্বা যেন সঃ। অতএব নিরীহঃ প্রাপ্তাসু সিদ্ধিষপি নিঃস্পৃহঃ দেহাদ্যর্থ-চেষ্টারহিতো বা। কিঞ্চ যেন বয়ুনেন জ্ঞানেন ইদং পূর্ব্বোক্তং সংশয়পদং সংসারবন্ধনং বা

একান্ত ফল বলিয়া নিরূপিত। সুধীগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট তদীয় কথারূপ অমৃতে যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ, তাহাই শ্রুতিযুগলের সার্থকতা বলিয়া নিরূপিত। ৩০৯।

শ্রীহরির লীলাশ্রবণ করিলে যে পরমায়ু সফল হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—দ্বিতীয় স্কন্ধে শৌনকোক্তি আছে যে, হে সূত! ভাস্করদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানবগণের পরমায়ু হরণ করিতেছেন, অতএব তুমি উত্তমশ্লোক হরির গুণকথা শ্রবণ করাইয়া আমা-দিগের জীবিতকাল সার্থক কর। ৩১০।

অনন্তর শ্রীহরি-লীলা-শ্রবণের পরম-বৈরাগ্যোৎপাদকতা কথিত হইতেছে।—তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরোক্তি আছে, শ্রদ্ধাবান্ হইলে বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে সংবর্দ্ধিতা হইয়া গ্রাম্যসুখে বিরাগ জন্মায়, পরে সেই ব্যক্তিকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অনুস্মরণে পুলকিত করিয়া অচিরে তাহার নিখিল দুঃখ বিদূরণ করে। ৩১১। চতুর্থস্কন্ধে পৃথু-চরিতে মৈত্রেয়ের উক্তি আছে যে, নরপতি পৃথুর শরীরে আত্মবুদ্ধি থাকিল না, উহা ছিন্ন হইল; ভগবৎস্বরূপ-লাভ নিবন্ধন অণিমাদি সিদ্ধি-সমূহেও তাঁহার বাসনা থাকিল না; কাজে কাজেই যে জ্ঞানবলে অসম্ভাবনাদির আধার-

একাদশে চ শ্রীভগবন্তং প্রত্যুদ্ধববাক্যে।—

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্। কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥৩১৩॥

চতুর্থে প্রচেতসঃ প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ।—

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্। মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥৩১৪॥

স্কান্দে তত্রৈব।—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদিষ্টঞ্চ নৃণামিহ।
তৎ সর্ব্বং লভতে বৎস কথাং শ্রুত্বা হরেঃ সদা॥ ৩১৫ ॥

অচ্ছিন্নং তত্যাজ পৃথুঃ তৎপ্রযত্নাদপ্যুপররামেত্যর্থঃ, ফলে সিদ্ধে সাধনপ্রয়াসানুপপত্তেঃ। তস্মাণিমাদিসিদ্ধিষু চতুর্ব্বিধমোক্ষেষ্বপি নিঃস্পৃহত্বং যুক্তমেবেত্যাহ তাবন্নাপ্রমত্তঃ কিন্তু প্রমত্তো ভবত্যেব। যতির্জ্ঞাননিষ্ঠোঽপি। অতঃ পৃথোঃ শ্রীকৃষ্ণকথারত্যা তত্র তত্র ন লোভো জাত ইত্যর্থঃ॥ ৩১২॥ আস্বাদ্য প্রীত্যা নিশম্য। অন্যস্মিন্ বিষয়ভোগাদৌ মোক্ষেঽপি স্পৃহাং॥ ৩১৩॥

আবিশতাম্ আসক্ত্যা নিবসতামপি। কুশলং মদর্পিতং কর্ম্ম যেষাং। মদ্বার্ত্তয়া যাতো যামঃ কালঃ একপ্রহরমাত্রো বা যেষাং। ন বন্ধায় মতাঃ কিন্তু সংসারবন্ধমোচনায়ৈব মতাঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ॥ ৩১৪॥

বৎস হে নারদ! যদ্বা হরের্ব্বৎসসম্বন্ধিকথাং বৎসপালনলীলাবার্ত্তামিত্যর্থঃ॥ ৩১৫॥ বিবিধং

স্বরূপ হৃদ্‌গ্রন্থি কর্ত্তিত হইল, তাহা বিসর্জ্জন দিলেন। হে বিদুর! এতদবস্থায় পৃথু নৃপতির পক্ষে যোগসিদ্ধি বিষয়ে বাসনাহীন হওয়াই যুক্তিযুক্ত, কেন না, যতদিন দেবদেব হরির কথায় অনুরাগ হইয়া লোভের উৎপত্তি না হয়, তত দিন যোগগতিতে যতি মত্ততারহিত হইতে সমর্থ হয় না। ৩১২। একাদশস্কন্ধে ভগবানের প্রতি উদ্ধবের উক্তি আছে, হে প্রভো! ত্বদীয় বিক্রীড়িত শ্রবণ পীযূষসমান ও পরম কল্যাণকর; মানবগণ উহার আস্বাদ প্রাপ্ত হইলেই অন্যান্য বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। ৩১৩।

শ্রীহরিলীলা শ্রবণ করিলে যে সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—চতুর্থ স্কন্ধে প্রচেতোগণের প্রতি ভগবানের উক্তি আছে যে, হে রাজকুমারগণ! গৃহ-প্রবেশ করিলে যে আসক্তিমান্ হইতে হয়, ঐ আসক্তি নিবন্ধনই বদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং তাহা হইলেই ভক্তির ব্যাঘাত হইল এরূপ বিবেচনা করিও না। হে বৎসগণ! গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে বন্ধের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম-সকল মৎপ্রতি সমর্পণ করিলে আর মৎ-কথা-প্রসঙ্গে কালযাপন করিতে বাসনা করিলে সেই গার্হস্থ্য আশ্রম কদাচ বন্ধের হেতুভূত হয় না। ৩১৪।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ করিলে যে সর্ব্বার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থলে লিখিত আছে, হে বৎস দেবর্ষে! সংসারমধ্যে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষেচ্ছু

দ্বাদশে চ শ্রীশুকোক্তৌ।—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ, পুংসো ভবেদ্বিবিধ-দুঃখদবার্দ্দিতস্য॥ ৩১৬॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে।—

নিত্যং কৃষ্ণকথা যস্য প্রাণাদপি গরীয়সী।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ॥ ৩১৭॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে।—

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-মাত্মপ্রসাদ :উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ, কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥৩১৮॥

দশমস্কন্ধে শ্রুতিস্তুতৌ।— অথ মোক্ষাধিকত্বম্।

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে,চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ॥ ৩১৯॥

দুঃখমেব দাবানলঃ তেনার্দ্দিতস্য পীড়িতস্য। অত উত্তিতীর্ষোঃ পুংসঃ ভগবতো যা লীলাকথা-স্তাসাং রসস্তন্নিষেবণমন্তরেণ অন্যঃ প্লবঃ উত্তরণসাধনং ন ভবেৎ॥ ২১৬॥ প্রাণাদপি কথা গরীয়সীতি নিজজীবনাদপি কথাশ্রবণাদৌ যস্যাসক্তিরিত্যর্থঃ॥ ২১৭॥ যৎ যাসু কথাসু জ্ঞানং ভবতি। কীদৃশং? আ সর্ব্বতঃ প্রতিনিবৃত্তম্ উপরতং গুণোর্ম্মীণাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ। তদ্ধেতুরাত্মনো মনসঃ প্রসাদশ্চ যত্র যাসু। আত্মপ্রসাদহেতুঃ গুণেষু বিষয়েষু অসঙ্গো বৈরাগ্যঞ্চ। উভয়ত্রেতি পাঠে ইহামুত্র চ গুণেষ্বসঙ্গঃ। তত্তদনন্তরং কৈবল্যমিত্যেব সম্মতঃ পন্থা যো ভক্তিযোগঃ স চ ভবতি। নির্বৃতঃ অন্যত্র, শ্রবণসুখেন নির্বৃত ইতি বা॥ ৩১৮॥

ভো ঈশ্বর দুর্ব্বোধং যৎ আত্মনস্তব তত্ত্বং তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায় তবাত্ততনোঃ আবিষ্কৃত-মূর্ত্তেঃ। চরিতমেব মহামৃতাব্ধিঃ তস্মিন্ পরিবর্ত্তো বিগাহস্তেন পরিশ্রমণাঃ পরিবর্জ্জনার্থঃ শ্রমণং

মানবগণ কৃষ্ণকথা আকর্ণন করুন, তাহা হইলে ঐ চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৩১৫। দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীশুকোক্তি আছে, যাঁহারা নানারূপ দুঃখদাবাগ্নিতে ক্লিষ্ট এবং যাঁহারা দুস্পার ভবসাগরের পার-গমনে অভিলাষী, একমাত্র পুরুষপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথারসসেবন ব্যতীত তাঁহাদিগের পক্ষে অন্য উপায় আর নাই। ৩১৬। দ্বারকা-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, যিনি প্রত্যহ শ্রীহরি-কথাকে স্বীয় জীবন অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করেন, ইহলোকে তদীয় দুষ্প্রাপ্য কিছুই দৃষ্ট হয় না। ৩১৭। দ্বিতীয়স্কন্ধে লিখিত আছে, কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে রাগাদি প্রশান্ত হয়, চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মে, বিষয়-বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়; সুতরাং উহাই কৈবল্য-মার্গরূপ ভক্তিযোগ বলিয়া অভিহিত; অতএব ঐ হরিকথাতে কাহার না রতি সম্ভব? ৩১৮।

অতঃপর হরিলীলা-প্রবণের মোক্ষাধিকত্ব কথিত হইতেছে।—দশম স্কন্ধে শ্রুতিস্তুতিতে

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে।—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য, সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩২০ ॥

অথ বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্।

দ্বিতীয়ে শ্রীসূতোক্তৌ।—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং, কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং, ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ ৩২১ ॥

শ্রমঃ গতশ্রমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা তৎ পরিশ্রমণমভ্যাসো যেষাং তে। যদ্বা চরিতমহামৃতাব্ধেঃ পরিবর্ত্তান্তরঙ্গান্তেষু পরিশ্রমণাঃ কৃতপরিশীলনাঃ ত্বন্মধুরকথারসসেবিন ইত্যর্থঃ। অপবর্গমপি ন পরিলষন্তি নেচ্ছন্তি কুতোঽন্যৎ। কেচিদিতি এবম্ভূতা ভক্তিরসিকা বিরলা ইতি দর্শয়তি। ন কেবলমন্যন্নেচ্ছন্তি কিন্তু তেনৈব সুখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ পূর্ব্বসিদ্ধগৃহাদিসুখমপ্যপেক্ষন্তে ইত্যাহ। তব চরণসরোজে হংসা ইব রমমাণা যে ভক্তাস্তেষাং কুলং তেন সঙ্গস্তেন বিসৃষ্টা গৃহা যৈস্তে তথা। যদ্বা চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণত্বে হেতুঃ চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহা ইতি। অর্থস্তু তথৈব। শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি। যং সর্ব্বে বেদা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ। মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্ত ইতি ॥৩১৯

মোক্ষাদপি ভক্তের্গরিষ্ঠত্বমেবোপপাদয়তি নৈকাত্মতামিতি। একাত্মতাং সাযুজ্যমোক্ষং। পাদসেবাভিরতত্বমেবাহ। মদীহা মদর্থমেব ঈহাঃ শ্রবণবাগিন্দ্রিয়াদিব্যাপারা যেষাং। তামেবাভিব্যঞ্জয়তি যে ইতি। প্রসজ্য আসক্তিং কৃত্বা পৌরুষাণি বীর্য্যাণি সভাজয়ন্তে শ্রবণকীর্ত্তনাদিনা সংমানয়ন্তি। প্রসজ্যেত্যনেন অন্যোন্যপ্রীতিহেতুঃ পৌরুষসভাজনস্য স্বাভাবিকো রসবিশেষো দর্শিতঃ। অতএব গরিষ্ঠত্বং সিদ্ধমিতি দিক্ ॥ ৩২০ ॥

সতাং জ্ঞানিনামাত্মনঃ আত্মত্বেন প্রকাশমানস্য। যদ্বা সতাং ভক্তানামাত্মনঃ পরমপ্রিয়স্য। শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতং পিবন্তীতি সুখমাদরেণ মুহুঃ শৃণ্বন্তীত্যর্থঃ। বিষয়ৈর্বিদূষিতং

লিখিত আছে, হে প্রভো! তুমি দুর্ব্বোধ্য আত্মতত্ত্ব-প্রকাশার্থই মূর্ত্তির আবিষ্কার করিয়াছ, যে সকল ভক্ত ত্বদীয় চরিতরূপ মহাসাগরে বিচরণ করিয়া গতশ্রম হইয়াছেন, তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি ত্বদীয় চরণকমলে ক্রীড়াকারী হংসবর্গের ন্যায় তৎ সংসর্গে বিগতশ্রম হইয়া মোক্ষেরও কামনা করেন না।৩১৯। তৃতীয়স্কন্ধে কপিল-দেবহূতি-সংবাদে লিখিত আছে, হে জননি! মচ্চরণসেবনে নিরত, মদর্থে চেষ্টাবান্ ব্যক্তিগণ এবং যে সকল ব্যক্তি পরস্পর সমবেত হইয়া আসক্তিবিশিষ্ট মনে মদীয় বীর্য্য কীর্ত্তনার্থ আদর প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকানেক ভাগবত মহাপুরুষেরাও উক্তপ্রকার মোক্ষের কামনা করেন না। ৩২০।

শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিলে যে বৈকুণ্ঠ-লোক-প্রাপ্তি হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে।—দ্বিতীয়স্কন্ধে শুকদেবের উক্তি আছে, যাঁহারা শ্রুতিপুটে ভাগবতাত্মস্বরূপ শ্রীহরির কথারূপ

তৃতীয়ে কপিলদেবস্তুতৌ।—

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ, প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধম্, যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্। ৩২২ ॥

স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমস্য দূতানুশাসনে।—

যে শৃণ্বন্তি কথাং বিষ্ণোর্যে পঠন্তি হরেঃ কথাম্। কুলাযুতং নাবলোক্যং গতাস্তে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥৩২৩॥
যস্য বিষ্ণুকথালাপৈর্নিত্যং প্রমুদিতং মনঃ। তস্য ন চ্যবতে লক্ষ্মীস্তৎপদঞ্চ করে স্থিতম্॥ ৩২৪ ॥

অথ প্রেমসম্পাদকত্বম্।

দ্বাদশে।—

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ, সঙ্গীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণম্, কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥ ৩২৫ ॥

অথ শ্রীভগবদ্বশীকারিত্বম্।

স্কান্দে।— যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা। তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা॥

মলিনীকৃতমাশয়ং। যদ্বা বিষয়ৈর্বিদূষিত আশয়ো যস্য তমপি পুনন্তি কিমুতাত্মানং। কিঞ্চ তস্য চরণপদ্মান্তিকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং ব্রজন্তি॥৩২১॥ বৈরাগ্যং সারঃ বলং যস্য তং। যদ্বা বৈরাগ্যস্য ফলরূপং বোধং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদিজ্ঞান যথাবৎ প্রতিলভ্য লব্ধ্বা অঞ্জসা সুখেন অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকম্ অন্বীয়ুঃ প্রাপুঃ॥ ৩২২ ॥ ব্রহ্মস্বরূপং শাশ্বতং নিরপায়পদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ॥ ৩২৩॥ তস্য বিষ্ণোঃ পদং স্থানং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকঃ করে স্থিতং সুলভমিত্যর্থঃ॥ ৩২৪ ॥ তমেব ন তু তদ্ব্যতিরিক্তং শৃণুয়াৎ। নিত্যং প্রত্যহং তত্রাপ্যভীক্ষ্ণং। যদ্বা অভীক্ষ্ণং কৃষ্ণে যা অমলা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা তামভীপ্সমানঃ। গুণানুবাদশ্রবণেনৈব সা সম্পদ্যেতেত্যর্থঃ॥ ৩২৫ ॥

সুধা স্থাপন পূর্ব্বক তাহা পান করেন, তাঁহাদিগের মন বিষয়দুষ্ট হইলেও তাঁহারা তৎশোধন করত শ্রীহরিপদ লাভ করিয়া থাকেন।৩২১। তৃতীয়স্কন্ধে দেবস্তুতিতে লিখিত আছে, হে দেব! যে সকল ব্যক্তির চিত্ত ত্বৎকথারূপ অমৃত-পান দ্বারা এবং বর্দ্ধনশীলা ভক্তি দ্বারা বিমলতা ধারণ করে, তাঁহারা বৈরাগ্যসার জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। ৩২২। স্কন্দ-পুরাণে অমৃত-সারোদ্ধারে দূতগণের প্রতি যমরাজের অনুশাসনে লিখিত আছে, হে দূত-গণ! হরিকথা-শ্রোতা ও হরিকথাধ্যায়িগণের দশ সহস্র কুলের প্রতিও নেত্রপাত করিও না, তাঁহাদিগের সকলেরই বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়াছে জানিবে। ৩২৩। হরিকথা আলপন দ্বারা প্রত্যহ যাঁহার মন পুলকিত হয়, কমলা তাঁহাকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না, বৈকুণ্ঠধাম তদীয় কর-তলগত সন্দেহ নাই। ৩২৪।

শ্রীহরি-লীলা-শ্রবণের প্রেমসম্পাদকতা কথিত হইতেছে।—দ্বাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে, কৃষ্ণের প্রতি অমলা ভক্তি লাভার্থি ব্যক্তির তদীয় গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক স্তুতিবাদ ও প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ তদীয় গুণশ্রুতিই পারমার্থিক বলিয়া বিদিত হইবে। ৩২৫।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ স্কান্দে চ শ্রীভগবদর্জ্জুনসংবাদে।—

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্। মৎকথাপ্রীতমনসম্ নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥

দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তবে।—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব, জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।

স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ৩২৬॥

উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা। সদ্ভির্মুখরিতাং স্বতএব নিত্যং প্রকটিতাং। যদ্বা সন্তঃ সংযত-বাচোঽপি মুখরিতা যয়া তাং ভবদীয়াং ভবদীয়ানাং বা ভগবদ্ভক্তানামপি বার্ত্তাং। সংস্থান এব স্থিতাঃ। সৎসন্নিধিমাত্রেণ সন্মুখরিতত্বেন বা স্বত এব শ্রুতিগতাং শ্রবণং প্রাপ্তাং। তনু-বাঙ্মনোভির্নমন্তঃ সৎকুর্ব্বন্তঃ যে জীবন্তি কেবলং, ন ত্বন্যং যদ্যপি কুর্ব্বন্তি, তৈঃ প্রায়শস্ত্রি-লোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তঃ বশীকৃতো বাসি। যদ্বা শ্রুতিগতাং বেদবর্ত্তিনীং সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং প্রায়শো নমন্তঃ তদুদ্দেশেন নমনং কুর্ব্বন্তোঽপি। অপ্যর্থে এবকারঃ। প্রায়শ ইতি কদাচিদশক্ত্যাদিনা ন নমন্তোঽপীত্যর্থঃ। জীবন্তি যদ্যপি স্বপ্রাণান্ পোষয়ন্তি। যদ্বা বার্ত্তামুপজীবন্তি তয়া নিজজীবিকাং সাধয়ন্তি। তথাপি হে অজিত! ত্রিলোক্যাং সর্ব্ব-ত্রৈবেত্যর্থঃ। তনুবাঙ্মনোভিঃ কৃত্বা তৈরপি ত্বং জিতোঽসি কিং পুনর্যত্নতঃ সতাং স্থানে গত্বা ভক্ত্যা ত্বৎকথাশ্রবণাদিপরৈরিত্যর্থঃ। তত্র তন্বা জিতত্বং সততবিচিত্রপরি-চর্য্যাদিশক্ত্যা, বাচা চ সততত্বন্নামাদিস্ফূর্ত্ত্যা, মনসা চ সততচিত্তান্তরাবির্ভাবেন। যদ্বা তৈরেব তন্বাদিভিঃ সহ জিতোঽসি। ততশ্চ তন্বা সহ জিতত্বং সততং শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্ত্যাদি। বাচা সহ জিতত্বঞ্চ তেনৈব তৎস্তুত্যাদিকং। মনসা সহ জিতত্বঞ্চ তেনৈব তস্য ধ্যানাদিকমিতি দিক্। অন্যৎ সমানং। এবং জ্ঞানানাদরেণ ভগবৎকথাশ্রবণপরতায়া মাহাত্ম্যং দর্শিতং॥ ৩২৬॥

শ্রীহরিলীলা শ্রবণ দ্বারা যে ভগবান্‌কে বশীকৃত করা যায়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, যেখানে যেখানে হরিকথা কীর্ত্তিত হয়, ভগবান্ হরি সেই সেই স্থলেই সুতবৎসলা ধেনুর ন্যায় গমন করেন। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে ভগবদুক্তিতে এবং স্কন্দপুরাণে ভগবান্-অর্জ্জুন-সংবাদে বিবৃত আছে যে, প্রত্যহ আমার কথা শ্রবণ করিলে, মৎকথা শ্রবণে অনুরাগী হইলে এবং মৎকথার প্রতি চিত্তপ্রীতি থাকিলে আমি কদাচ সেই ব্যক্তিকে পরি-ত্যাগ করি না। দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতিতে লিখিত আছে, যাহারা জ্ঞানবিষয়ে যত্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংস্থানস্থ হইয়া যাহা সাধুসমীপ প্রাপ্তিমাত্র স্বয়ংই শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করে, কায়মনো-বাক্যে সজ্জনগণ কর্ত্তৃক নিত্য প্রকাশিত সেই ত্বদীয় কথা সংস্কার সহকারে আশ্রয় করে, অন্য কর্ম্ম না করিলেও, ত্রিভুবনমধ্যে অপরের অজিত হইলেও তাহারা তোমাকে জয় করে অর্থাৎ তাহারা অনায়াসে তোমাকে প্রাপ্ত হয়।৩২৬।

অথ স্বতঃ পরমপুরুষার্থতা।

তৃতীয়ে শ্রীসনকাদিস্তবে।—

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং, কিংবান্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ, কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৩২৭ ॥

চতুর্থে শ্রীভগবন্তং প্রতি সিদ্ধানাং স্তবে।—

অয়ং তে কথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং, ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ ৩২৮ ॥

অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদিভিঃ।—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে। যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥৩২৯॥

আত্যন্তিকং মোক্ষাখ্যমপি তে প্রসাদং বৈকুণ্ঠলোকং বা তে ন বিগণয়ন্তি নাদ্রিয়ন্তে। কিমুত অন্যং ব্রাহ্ম্যাদিপদং। তে তব ভ্রুব উন্নয়ৈঃ উজ্জৃম্ভৈরর্পিতং নিহিতং ভয়ং যস্মিন্। কে তে ?—অঙ্গ ! হে ভগবন্ ! যে ভবতঃ কথায়াঃ রসজ্ঞাঃ। যতঃ কুশলা নিপুণাঃ। যতস্তদঙ্ঘ্র্যেকাশ্রয়াঃ। কথম্ভূতস্য ?—রমণীয়ত্বেন পাবনত্বেন চ কীর্ত্তন্যং কীর্ত্তনার্হং তীর্থঞ্চ যশো যস্য তস্য। এবং কথা-রসজ্ঞানাং বৈকুণ্ঠলোকানাদরেণ কথায়াঃ স্বতঃ পরমফলত্বং সিদ্ধং ॥ ৩২৭ ॥ অয়ং মনোগজঃ ত্বংকথৈব মৃষ্টং শুদ্ধং পরমমধুরং বা পীযূষং তন্ময়ী যা নদী তস্যামবগাঢ়ঃ প্রবিষ্টঃ দাবাগ্নিতুল্যং সংসারতাপং ন স্মরতি স্ম ন চ ততো নির্গচ্ছতি, তস্যৈব স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বাৎ। ব্রহ্মসম্পন্ন-বৎ ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তো জন ইব ॥ ৩২৮ ॥ এবং লীলাকথাশ্রবণস্য পাপাদিশোধকত্বমারভ্য স্বতঃ পরমপুরুষার্থতান্তং মাহাত্ম্যং যথোত্তরশ্রৈষ্ঠ্যক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীং কেষুচিদ্বচনেষু পূর্ব্ববৎ সাক্ষান্মাহাত্ম্যাভিধায়কত্বাভাবেঽপি তাৎপর্য্যেণ তত্রৈব পর্য্যবসানান্মাহাত্ম্যদার্ঢ্যায়ৈব তানি সংগৃহ্লাতি বয়ন্ত্বিত্যাদিনা সেব্যতামিত্যন্তেন। এবমগ্রেঽপ্যন্যত্র বোদ্ধব্যং। যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্ম। উদ্গচ্ছতি তমো যস্মাৎ স উত্তমঃ তথাভূতঃ শ্লোকো যশো যস্য তস্য বিক্রমে তু বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ অলমিতি ন মন্যামহে। অত্র হেতুঃ যদ্বিক্রমং শৃণ্বতাং। যদ্বা অন্যে

অতঃপর শ্রীহরি-লীলা শ্রবণের পরমপুরুষার্থতা বিবৃত হইতেছে।—তৃতীয়স্কন্ধে সনকাদির স্তুতিতে প্রকাশিত আছে, হে ভগবন্ ! ত্বদীয় যশ কীর্ত্তনার্হ ও তীর্থস্বরূপ। যে সমস্ত ভব-চ্চরণাশ্রিত নিপুণ ব্যক্তিরা ভবদীয় কথার রসজ্ঞ, তাঁহাদিগের নিকট ইন্দ্রাদিপদ দূরে থাকুক, ত্বদীয় আত্যন্তিক প্রসাদরূপ মুক্তিপদও গণনীয় নহে। বস্তুতঃ ত্বদীয় ভ্রূভঙ্গমাত্রে দেবেন্দ্রাদি-পদেও ভয় নিহিত হইয়া থাকে। ৩২৭। চতুর্থস্কন্ধে ভগবানের প্রতি সিদ্ধ-সমূহের স্তুতিতে প্রকাশিত আছে, হে প্রভো ! আমাদিগের মনোমাতঙ্গ ক্লেশরূপ দাবাগ্নিতে দগ্ধীভূত ও পিপাসায় কাতর হইয়াছে ; এই কারণ হরিসংকীর্ত্তনরূপ বিশুদ্ধ অমৃত-নদীতে অবগাহন করুক ; কেন না, তাহা হইলেই ভবসন্তাপরূপ দাবাগ্নি সম্যক্ বিস্মরণ হইবে এবং পরব্রহ্ম সহ ঐক্যপ্রাপ্তবৎ হওয়াতে উহা হইতে আর পুনরায় বিনিষ্ক্রান্ত হইবে না। ৩২৮। অতএব প্রথম-

কিঞ্চ।—

কো নাম লোকে রসবিৎ কথায়াং, মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মুর্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ॥ ৩৩০॥

তৃতীয়ে শ্রীবিদুরেণ।—

ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজগোসুরাণাং, ক্ষেমায় কর্ম্মাণ্যবতারভেদৈঃ।
মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ, সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি॥ ৩৩১॥

দশমস্কন্ধে চ শ্রীপরীক্ষিতা।—

ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণুবান্ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ॥ ৩৩২॥

তৃপ্যন্তু নাম বয়ন্তু নেতি তুশব্দস্যান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ। ত্রিধা হ্যলং-বুদ্ধির্ভবতি উদরাদিভরণেন বা রসাজ্ঞানেন বা স্বাদবিশেষাভাবাদ্বা। অত্র শৃণ্বতামিত্যনেন শ্রোত্রস্যাকাশত্বাৎ ন ভরণমিত্যুক্তং। রসজ্ঞানামিত্যনেন চ অজ্ঞানতঃ পশুবত্তৃপ্তির্নিরাকৃতা। ইক্ষুভক্ষণবদ্রসান্তরাভাবেন তৃপ্তিং নিরাকরে-তি পদে পদে প্রতিক্ষণং স্বাদুতোঽপি স্বাদ্বিতি॥ ৩২৯॥

রসবিৎ রসজ্ঞঃ মহত্তমানাং শ্রীনারদাদীনামেকান্তং পরময়নমাশ্রয়ো যস্তস্য কথায়াং। অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য কল্যাণগুণানামন্তং যে যোগেশ্বরাস্তেঽপি ন জগ্মুঃ এতাবন্ত ইতি ন পরিগণয়াঞ্চক্রুঃ। ভবঃ শিবঃ পাদ্মো ব্রহ্মা চ মুখ্যো যেষাস্তে॥৩৩০॥ মৎস্যাদ্যবতারভেদৈঃ ক্রীড়ন্ বিচিত্রাণি কর্ম্মাণি বিধত্তে। সুশ্লোকমৌলেঃ সুশ্লোকাঃ পুণ্যকীর্ত্তয়স্তেষাং মৌলিরিবাধিক্যেনোপরি বিরাজমানস্তস্য চরিতামৃতানি শৃণ্বতামপি নোঽস্মাকং মনো ন তৃপ্যতি॥ ৩৩১॥ পুণ্যা মহাফলাঃ মাধ্বীঃ শ্রুতিসুখাঃ লোকস্য মলাপহাশ্চ শৃণুবান্ শৃণ্বন্নিত্যর্থঃ। শ্রুতজ্ঞঃ শ্রুতসারবিৎ।

স্কন্ধে শৌনকাদি কর্ত্তৃক উক্ত আছে যে, হে সূত! যাগ-যোগাদিতে আমাদিগের তৃপ্তিলাভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির চরিত শ্রবণ করিয়া অদ্যাপি আমাদিগের তৃপ্তির শেষ হইল না, কারণ, উহা শ্রবণ করিতে করিতে রসবিদ্‌গণের পক্ষে পদে পদে স্বাদু বোধ হয়। ৩২৯। আরও লিখিত আছে, যোগীশ্বর শিববিরিঞ্চি প্রভৃতি যাঁহার কল্যাণজনন গুণের পরিসীমা প্রাপ্ত হন নাই, মহাত্মগণের একমাত্র আশ্রয় প্রাকৃতগুণশূন্য সেই ভগবান্ হরির কথাতে কো- রসবিদ্ বিশেষ তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতে পারে? ৩৩০। তৃতীয় স্কন্ধে মৈত্রেয়ের প্রতি বিদুরের উক্তি আছে যে, হে দ্বিজ! সেই ভগবান্ মীনাদি অবতারে অবতীর্ণ হইয়া ক্রীড়াপূর্ব্বক গো-দ্বিজদেবহিতার্থ যেরূপে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাও আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন্। পুণ্যশ্লোক-শিরোমণি শ্রীহরির চরিতামৃত যতই আকর্ণন করি না কেন, কিছুতেই মনের তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। ৩৩১। দশমস্কন্ধে পরীক্ষিতের উক্তি আছে যে, হে ব্রহ্মন্! কৃষ্ণকথা মহাফলদায়িনী, শ্রুতিসুখকরী, লোকদিগের মলনাশিনী এবং নিত্য নূতন নূতনরূপে প্রতীয়মানা; অতএব কোন্ শ্রুতসারজ্ঞ ব্যক্তি উহা শ্রবণ পূর্ব্বক

অতো হি শ্রীপৃথুরাজেন প্রার্থিতম্।—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো, বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥ ৩৩৩

অতএব নিশ্চিত্যোক্তং পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে অম্বরীষং প্রতি শ্রীনারদেন।—

নাতঃ পরং পরমতোষবিশেষতোষম্, পশ্যামি পুণ্যমুচিতঞ্চ পরস্পরেণ।
সন্তঃ প্রসজ্য যদনন্তগুণাননন্তশ্রেয়োবিধীনধিকভাবভুজো ভজন্তি॥ ৩৩৪।

প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূতেন।—

যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুম্ভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ॥ ৩৩৫॥

দশমস্কন্ধশেষে চ শ্রীবাদরায়ণিনা।—

ইত্থং পরস্য নিজধর্ম্মরিরক্ষয়াত্ত-লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য, শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্॥ ইতি॥ ৩৩৬॥

নিত্যনূতনাঃ প্রতিক্ষণমাশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মানাঃ॥ ৩৩২॥ মহত্তমানামন্তর্হৃদয়ান্মুখদ্বারা নির্গতো যুষ্মাকং তব ত্বদীয়ানাঞ্চ পদাম্ভোজমকরন্দযশঃশ্রবণসুখং যত্র নাস্তি, তৎ কৈবল্যমপি ক্বচিৎ কদাচিদপি ন কাময়ে। তর্হি কিং কাময়সে তদাহ—যশঃশ্রবণায় কর্ণানামযুতং বিধৎস্ব। নন্বু কোঽপ্যেবং ন বৃতবানস্তি কিমন্যচ্চিন্তয়েত্যাহ।—মম তু এষ এব বর ইতি॥ ৩৩৩॥ পরস্পরেণ আসজ্য অন্যোন্যম্ আসক্তিং কৃত্বা অনন্তস্য ভগবতো গুণান্। অধিকভাবভুজঃ ভক্তিবিশেষযুক্তাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩৩৪॥ কিং বহুনা, এতাবদেব কর্ত্তব্যমিতি সর্ব্বশাস্ত্রসারং কথয়তি যা যা ইতি। কথনীয়ানি উরূণি কর্ম্মাণি যস্য তস্য। গুণকর্ম্মাশ্রয়া গুণকর্ম্মবিষয়াঃ। বুভূষুভিঃ সদ্ভাবমিচ্ছদ্ভিঃ॥ ৩৩৫॥ ইত্থমুক্তপ্রকারেণ নিজধর্ম্মো ভগবদ্ধর্ম্মঃ তস্য রিরক্ষয়া স্বীকৃতমৎস্য-

---

তৃপ্তির শেষ করিতে পারে? ৩৩২। চতুর্থস্কন্ধে পৃথু রাজার প্রার্থনায় লিখিত আছে, হে নাথ! আমি মোক্ষকামী নহি। মুক্তিপদে সাধু মহাপুরুষগণের মুখপদ্ম দ্বারা হৃদয়মধ্য হইতে ভবচ্চরণাব্জের মকরন্দ লাভের আশা না থাকিলে অর্থাৎ ত্বদীয়-যশঃশ্রুতি প্রভৃতি দ্বারা সুখ-প্রাপ্তির সম্ভব না থাকিলে সেই পদেও আমার কামনা নাই। ভবৎ-সকাশে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, ত্বদীয় যশঃ শ্রবণার্থ আমাকে দশ সহস্র কর্ণ প্রদান করুন; ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর। ৩৩৩। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেবর্ষি অম্বরীষকে নিশ্চয় পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, ভাগবতগণ পরস্পর আসক্ত ও ভক্তিবিশেষবান্ হইয়া যে অনন্ত ঈশ্বরের অসীম মঙ্গলপ্রদ গুণরাশির ভজনা করেন, তদপেক্ষা মহাতুষ্টির বিশেষ তোষ-স্বরূপ উচিত পুণ্য আর লক্ষিত হয় না। ৩৩৪। প্রথমস্কন্ধে সূতোক্তিতে প্রকাশিত আছে, হে তাপসগণ! প্রভু শ্রীহরির গুণকর্ম্মাশ্রিত অন্যান্য যে সকল কথা আছে, তাহা শ্রবণ করা বুভূষু (সদ্ভাবকামী) ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য বিধেয়। ৩৩৫। দশমস্কন্ধের অন্তে

অতঃ কৃষ্ণকথায়াস্তু সত্যামন্যকথাশ্রুতিম্। তদশ্রুতিঞ্চ বৈমুখ্যং তস্যাং তৃপ্তিমপি ত্যজেৎ॥ ৩৩৭॥

অথ শ্রীভগবৎকথাত্যাগাদিদোষঃ।

তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবহূতিসংবাদে।—

নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাং। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ॥ ৩৩৮॥

তত্রৈব শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ণনে।—

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদাচ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারাস্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত॥ ৩৩৯॥

কূর্ম্মাদিনানামূর্ত্তেঃ পরমেশ্বরস্য বিশেষতো যদূত্তমস্য সতঃ তদনুরূপানুকারীণি কর্ম্মনিবন্ধননিরসানানি শ্রায়াৎ শৃণুয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা ভবান্ শ্রায়াদিতি শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি। যদ্বা সর্ব্বোঽপি জনঃ শ্রায়াদিতি সর্ব্বলোকং প্রতি শ্রীবাদরায়ণেরাশীঃ। এবমপি তাৎপর্য্যং। অনুবৃত্তিং তদেকনিষ্ঠতাং॥ ৩৩৬॥ অতোঽস্মাল্লিখিতাদ্ধেতোঃ। সত্যাং বর্ত্তমানায়াস্তু অন্যকথায়াঃ শ্রুতিং শ্রবণং তথা তস্যাঃ কৃষ্ণকথায়া অশ্রুতিম্ অশ্রবণং তথা তস্যাং কৃষ্ণকথায়াং বৈমুখ্যম্ অশ্রদ্ধয়া বলাত্ততঃ পরাঙ্মুখত্বমিত্যর্থঃ। তৃপ্তিং কিঞ্চিৎ শ্রবণানন্তরং তত্র বিরক্ত্যা অলংবুদ্ধিমপি ত্যজেৎ বর্জ্জয়েৎ॥ ৩৩৭॥

এতদেব ক্রমেণ দর্শয়তি নূনমিত্যাদিনা পশুন্নাদিত্যন্তেন। তত্রাদৌ অন্যকথাশ্রবণদোষং লিখতি নূনমিতি দ্বাভ্যাং। যে তু অচ্যুতস্য কথাসুধাং হিত্বা অসতাং গাথাং শৃণ্বন্তি তে নূনং দৈবেন নিহতাঃ॥ ৩৩৮॥ যং বৈকুণ্ঠং ন ব্রজন্তি। কে? যে কুকথাঃ শৃণ্বন্তি। কাস্তাঃ? অঘং পাপং সংসারদুঃখং বা ভিনত্তি নাশয়তীতি, যদ্বা অঘাসুরং ভিনত্তি মূর্দ্ধ্নি বিদারিতবান্ যঃ সোঽঘভিৎ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রচনা সৃষ্ট্যাদিলীলা শাদ্বলজেমনাদিক্রীড়া বা তস্য অবাদাৎ কথনাদন্যবিষয়াঃ অর্থকামাদিবার্ত্তা যাগযোগাদ্যাশ্রয়া বা মতিভ্রংশিকাঃ। তেষামব্রজনে হেতুঃ অশরণেষু নিরাশ্রয়েষু। যদ্বা ন কেবলং তেষাং তত্রাব্রজনমাত্রং তাভিশ্চ তেষাং পুণ্যক্ষয়ো দুস্তরনরকপাতশ্চ ভবতীত্যাহ। যাস্তু হতভাগ্যৈরেব নরৈঃ শ্রুতাঃ সত্য-

---

শুকোক্তি আছে যে, যিনি স্বধর্ম্মরক্ষার্থ লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, তচ্চরণাব্জের অনুবৃত্তীচ্ছু হইয়া সেই যাদব-প্রবর শ্রীহরির অনুরূপ ক্রিয়া ও আচরণ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ৩৩৬। সুতরাং হরিকথা কীর্ত্তনকালে অপর বিষয় শ্রবণ, হরিকথা অশ্রবণ, হরিকথায় বিমুখীভাব (হরিকথার কিছু শুনিয়া বিরাগ সহকারে শ্রবণে অনিচ্ছা) এই সমস্ত বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ৩৩৭।

অনন্তর ভগবৎ-কথাত্যাগাদিতে যে দোষ হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।—তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবহূতি-সংবাদে লিখিত আছে, মলভোজী শূকর যেরূপ বিষ্ঠা-সেবনের জন্য অনুরাগ প্রকাশ করে, তদ্রূপ যাহারা হরিকথামৃত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অসদ্গাথা আকর্ণন করে, তাহারা দৈব কর্ত্তৃক হত সন্দেহ নাই। ৩৩৮। ঐ স্কন্ধেই বৈকুণ্ঠবর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, যাহারা শ্রীহরির সৃষ্টি প্রভৃতি পাপহর লীলাগুণ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া মতিভ্রংশকারিণী অর্থ-

কিঞ্চ স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

বাচ্যমানন্তু যে শাস্ত্রং বৈষ্ণবং পুরুষাধমাঃ। ন শৃণ্বন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষাং স্বামী সদা যমঃ॥ ৩৪০॥

ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি বৈষ্ণবীং প্রাপ্য যে কথাং। ধনমায়ুর্যশো ধর্ম্মঃ সন্তানশ্চৈব নশ্যতি॥

ন শৃণোতি হরের্যস্তু কথাং পাপপ্রণাশিনীং। অচিরাদেব দেবর্ষে সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশৌনকোক্তৌ।—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে, ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।

জিহ্বাঽসতী দার্দুরিকেব সূত, ন যোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ ৩৪১॥

তৃতীয়ে শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ।—

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ, সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।

কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা, লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ॥ ৩৪২॥

স্তাংস্তান্ শ্রোতৃন্ অশরণেষু নিরাশ্রয়েষু তমঃস্থ নরকেষু ক্ষিপন্তি। হন্ত খেদে। কথম্ভূতাঃ? —আত্তং সারং শ্রোতৃণাং পুণ্যং যাভিস্তাঃ॥ ৩৩৯॥ অথাশ্রবণদোষং লিখতি বাচ্যমানন্ত ইত্যাদিচতুর্ভিঃ। সদা যমঃ স্বামীতি সততং নরকে বাস ইত্যর্থঃ॥ ৩৪০॥ ন শৃণ্বতঃ অশৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ধ্রে ইত্যর্থঃ। ন চেদুপগায়তি তস্য জিহ্বা অসতী দুষ্টা, দর্দুরো ভেকস্তদীয়জিহ্বেব॥ ৩৪১॥ বৈমুখ্যদোষং লিখতি দৈবেনেতি দ্বাভ্যাং। প্রসঙ্গাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপাৎ কথায়া বা। সর্ব্বাণি অশুভানি অমঙ্গলানি দুঃখানি বা উপশময়তীতি তথা তস্মাৎ। বিমুখানি অশ্রদ্ধয়া নিবৃত্তানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে। বিমুখেন্দ্রিয়ত্বং তৎফলং তদ্ধেতুং বা অভিব্যঞ্জয়তি কুর্ব্বন্তীতি। অকুশলানি অক্ষেমকরাণি কর্ম্মাণি॥ ৩৪২॥ এবম্ভূতায়াং কথায়াং যে

কামাদি-বিষয়ণী কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা বৈকুণ্ঠগতি প্রাপ্ত হয় না। হায়! তাহাদিগের কি দুর্ভাগ্য! অপর-বিষয়িণী কুকথা শ্রবণ নিবন্ধন তাহাদিগের পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই কুকথাই তাহাদিগকে আশ্রয়বিহীন নিরয়ে নিমগ্ন করে। ৩৩৯। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে লিখিত আছে, হে তাপসপ্রবর! যে পুরুষাধমেরা বাচ্যমান বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ না করে, যমরাজই নিরন্তর তাহাদিগের প্রভু অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বদা নিরয়মধ্যে যাম্য যাতনা প্রাপ্ত হয়। ৩৪০। বৈষ্ণবী কথা প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ বা আনন্দ প্রকাশ না করিলে অর্থ, পরমায়ুঃ, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও সন্ততি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে দেবর্ষে! পাপনাশিনী হরিকথা শ্রবণ না করিলে অচিরে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। দ্বিতীয়স্কন্ধে শৌনকোক্তিতে প্রকাশিত আছে, হরিগুণানুবাদ শ্রবণ না করিলে শ্রবণবিবরদ্বয় বৃথা রন্ধ্র মাত্র, এবং হরিগাথাগান না করিলে সেই দুষ্টরসনা ভেকজিহ্বার সদৃশ বলিয়া গণনীয়। ৩৪১। তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতিতে বর্ণিত আছে, হে প্রভো! ত্বদীয় গুণশ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ সর্ব্বদুঃখনাশন প্রসঙ্গ হইতে যাহাদিগের ইন্দ্রিয়-গ্রাম পরাঙ্মুখ, দুর্ভাগ্য নিবন্ধন তাহারা একান্তই হতবুদ্ধি সন্দেহ নাই। হায়! কি দুঃখের বিষয় যে, দীনগণ লোভবশে হতচিত্ত হইয়া লোকে কামসুখ

তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে, হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষামায়ুর্ব্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাং॥ ৩৪৩॥

শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ চ।

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ, পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥ ৩৪৪

চতুর্থে শ্রীপৃথুস্তুতৌ চ।—

যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে, যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তেঽসকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদৃতে পশুম্, শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া॥ ৩৪৫॥

ন রমন্তে, শোচ্যশোচ্যান্ শোচ্যা যে তেষামপি শোচ্যান্। ততঃ অবিদঃ ভারতাদিতাৎপর্য্যানভিজ্ঞান্ হরিকথানভিজ্ঞান্ বা শোচ্যান্। যে জ্ঞাত্বাপি হরেঃ কথায়াং বিমুখাস্তান্ তেষামপি শোচ্যানিতি যোজ্যং। অনিমিষঃ কালো যেষামায়ুঃ ক্ষপয়তি। অত্র হেতুঃ। বৃথৈব ভগবৎকথাবৈমুখ্যেন বিফলা বাদগতিস্মৃতয়ঃ বাগ্‌দেহমনোব্যাপারা যেষাং তেষাং॥ ৩৪৩॥ তৃপ্তিদোষং লিখতি কো নামেতি ত্রিভিঃ। পুরা-কথানাং পূর্ব্ববৃত্তানাং মধ্যে ভগবৎ-কথাসুধাং কথঞ্চিদাপীয় কো বিরজ্যেত বিরমেত বিরক্ত্যা তৃপ্তিং যাতীত্যর্থঃ। নরেতরং পশুং বিনা, সারাসারজ্ঞানাভাবাৎ॥ ৩৪৪॥ নন্থ ভক্তির্মুক্তিফলা, অতঃ ফলং বিহায় সাধনে কোঽয়মাগ্রহঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ যশ ইতি। হে সুশ্রবো মঙ্গলকীর্ত্তে! শিবং পরমসুখাত্মকং তে যশঃ সতাং সঙ্গমে যঃ সকৃদপি যদৃচ্ছয়াপি উপ শ্রোতৃণাং সমীপে উপবিষ্টমাত্রোঽপি শৃণোতি। গুণজ্ঞশ্চেৎ কথামাহাত্ম্যাভিজ্ঞশ্চেৎ স কথং বিরমেৎ। পশুং বিনা পশুরেব বিরমতি নান্য ইত্যর্থঃ। গুণাতিশয়ং সূচয়তি শ্রীর্যৎ যশ এব প্রকর্ষেণ বৃতবতী। গুণানাং সর্ব্বপুরুষার্থানাং সংগ্রহঃ সমাহারস্তদিচ্ছয়া। অতো যশঃ-সেবয়ৈব পরমানন্দোঽবান্তরফলত্বেনাখিলার্থসিদ্ধিরপীতি কিং মূলপরিত্যাগেন পত্রমাত্রচ্ছায়াশ্রয়ণেনেতি দিক্। অথবা মৎকথাশ্রবণমাত্রেণ কৃতার্থ এবাসি কিং পুনস্তচ্ছ্রবণাগ্রহেণ। তত্রাহ যশ ইতি। অন্যথা

লাভের জন্য সর্ব্বদা অশুভকর শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম করে। ৩৪২। তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরোক্তিতে লিখিত আছে, পাতকনিবন্ধন কৃষ্ণকথায় পরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা ভারতাদির তাৎপর্য্যবোধে অসমর্থ; সুতরাং তাহারা শোচ্যগণেরও শোচনীয়। আমি সেই সকল ব্যক্তির জন্যই শোক প্রকাশ করিতেছি। হায়! কাল তাহাদিগের পরমায়ু বৃথা হরণ করিতেছে এবং তাহাদিগের বাক্য, দেহ ও মনের ব্যাপারও বিফল হইতেছে। ৩৪৩। মৈত্রেয়োক্তিতে লিখিত আছে, অহো! এই জন্যই পশু ব্যতীত পুরুষার্থ-সারজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি পুরাণ-কথিতসংসারনাশন হরিকথারূপ অমৃত শ্রবণাঞ্জলি-যোগে পান পূর্ব্বক বিরত হইয়া থাকে? ৩৪৪। চতুর্থস্কন্ধে পৃথুস্তুতিতে লিখিত আছে, হে ভগবন্! সাধুসঙ্গ দ্বারা যদৃচ্ছাবশে একবার তদীয় পরমমঙ্গলস্বরূপ যশঃ যাহার শ্রুতিগোচর হয়, সে গুণবেত্তা হইলে কি আর তাহা হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে? বস্তুতঃ পশু ভিন্ন তাহা হইতে নিবৃত্তি-বাসনা আর কাহারই হয় না; কেন না, যাবতীয় পুরুষার্থ

দশমারম্ভে শ্রীপরীক্ষিৎপ্রশ্নে।—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ, পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ৩৪৬॥

গুণজ্ঞত্বাভাবেন পশুত্বাপত্তেরিতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানং ॥ ৩৪৫॥ অত্র লোকে ত্রিবিধা জনাঃ মুক্তা মুমুক্ষবো বিষয়িণশ্চ। তেষাং মধ্যে কস্যাপি নাত্রালংপ্রত্যয় ইত্যাহ নিবৃত্ততর্ষৈরিতি। গততৃষ্ণৈর্মুক্তৈরপীত্যর্থঃ। মুমুক্ষূণাময়মেবোপায় ইত্যাহ ভবৌষধাদিতি। বিষয়িণাং পরমো বিষয়োঽয়মেবেত্যাহ শ্রোত্রমনোভিরামাদিতি। উত্তমঃশ্লোকস্য গুণা ভক্তবাৎসল্যাদয়ঃ। যদ্বা উত্তমশ্লোকা যুধিষ্ঠিরাদয়ো ভগবদ্ভক্তাস্তেষামপি গুণা মহিমানঃ। তেষামনুবাদঃ কথনং তস্মাৎ। যদ্বা। অনুবাদয়তীতি অনুবাদঃ শ্রবণং শ্রোতৄণাং শ্রবণেনৈব বক্তুর্বচনপ্রবর্দ্ধনাৎ। যদ্বা অনুবাদঃ কথা আখ্যায়িকেত্যর্থঃ। তস্মাৎ কো বিরজ্যেত নির্ব্বিণ্ণো ভবেৎ বিরমেদিত্যর্থঃ। এবং মুক্তানাং পরমফলত্বেন মুমুক্ষূণাং সংসারদুঃখবিনাশনাত্মানন্দপ্রকাশনয়োঃ পরমসাধনত্বেন বিষয়িণাং চেন্দ্রিয়সুখপ্রদত্বেন সদা সেব্যত্বান্ন কেষাঞ্চিদপি তৃপ্তিরুচিতেতি ভাবঃ। যদ্যপি মুক্তানাং মুমুক্ষূণামপি বস্তুস্বভাবতঃ শ্রোত্রমনোভিরামত্বং স্যাদেব তথাপি, একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ইত্যাদি-ন্যায়েন শ্রীনারদাদীনামিব, জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষেত্যাদিসংকীর্ত্তনপর-শ্রীশ্বেতদ্বীপনিবাসিনামিব চ মুক্তানাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনপরত্বেন বহিরন্তশ্চানন্দরসনিমগ্নত্বাৎ। তথা মুমুক্ষূণাং কেবলং মোক্ষ-মাত্রাপেক্ষয়া বহিঃশ্রোত্রমনোভিরামতানপেক্ষণাৎ। ইন্দ্রিয়সুখৈকাপেক্ষকাণাং বিষয়িণামেব বিষয়াসক্ত্যা লজ্জাদিনা চ কীর্ত্তনাসম্ভবাৎ শ্রবণমাত্রদ্বারা শ্রোত্রমনোভিরামত্বমুক্তং। যদ্বা উপ গানেন মুক্তানামপি স্বতএব শ্রোত্রমনোভিরামতা সিধ্যত্যেব মুমুক্ষূণাঞ্চ ভবৌষধত্বেন সদা তৎ-কীর্ত্তনশ্রবণস্মরণং। তেন চ তত্তদিন্দ্রিয়াভিরামত্বং সিধ্যত্যেব। বিষয়িণাঞ্চ পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা কেবল-শ্রোত্রমনসোরেবাভিরামত্বং। যদ্যপি বিষয়িণামপি কদাচিৎ জ্ঞানাদিনা বাগভিরামত্বমপি ঘটেত তথাপি শ্রীপরীক্ষিতা নিজশ্রবণাপেক্ষয়া শ্রীগুণগৌরবেণ চ তথোক্তং। এবং গুণানুবাদস্য সাধ্যত্বং সাধনত্বঞ্চ দর্শিতং। তত্র স্তুতিক্রমোল্লঙ্ঘনেন সাধ্যত্বাৎ পশ্চাৎ সাধনত্বোক্তিঃ। শ্রীপরীক্ষিতো বিনয়ভরেণ বিষয়িষু নিজান্তঃপাতবিবক্ষয়া। অতঃ সর্ব্বথা সর্ব্বসেব্যাত্তস্মাৎ কো বিরজ্যেত। কিঞ্চ। পুমাংশ্চেৎ স্ত্রীবদশক্তঃ ক্লীবচিত্তশ্চ কথঞ্চিদ্বিরজ্যেতাপীত্যর্থঃ। যদ্বা পুংস এব সর্ব্বত্র প্রাধান্যাৎ পুমানিত্যুক্তং। তেন চ সর্ব্বোঽপি জনঃ উপলক্ষ্যতে। অপগতা শুক্ শোকো যস্মাৎ তমাত্মানং হন্তীতি অপশুঘ্নস্তস্মাৎ। ঘুটোধুট্যেকবর্গ ইতি গকারলোপঃ। পশুঘাতিনো ব্যাধাদিতি

একত্র সংগ্রহের ইচ্ছায় স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী ঐ যশঃ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ৩৪৫। দশমস্কন্ধের প্রারম্ভে পরীক্ষিতের প্রশ্নে প্রকাশিত আছে, হে ভগবন্! ত্রিভুবনমধ্যে হরিচরিত্র শ্রবণে কোন ব্যক্তিরই অলং-বুদ্ধির উদয় হয় না। বস্তুতঃ মুক্তজনেরা নিরন্তরই উত্তমশ্লোক হরির গুণানুবাদ গান করিয়া থাকেন। ঐ গুণানুবাদ কীর্ত্তনই ভবরোগবিনাশের মহৌষধিস্বরূপ, সুতরাং উহাই

অতএবোক্তং দেবৈঃ পঞ্চমস্কন্ধে।—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা, ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ, সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥ ৩৪৭॥
অতো নিষেব্যমাণাঞ্চ সর্ব্বথা ভগবৎকথাম্। মুহুস্তদ্রসিকান্ পৃচ্ছেন্মিথো মোদবিবৃদ্ধয়ে॥৩৪৮

অথ ভগবৎকথাসক্তিঃ।

দশমস্কন্ধে।—সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো, যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ, স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্ত্তা॥ ৩৪৯॥

বা। বিষয়িত্বসম্ভবেঽপি পশুঘাতার্থনিরন্তরারণ্যপরিভ্রমণাদিমহাদুঃখেন লোকদ্বয়সুখোপেক্ষয়া বিষয়িত্বস্যাপ্যসিদ্ধেঃ পৃথঙ্নির্দ্দেশঃ। অস্মিন্ শ্লোকে আপীয়েত্যাদ্যভাবেঽপি শ্রবণানন্তরং কো বিরজ্যেতোত্যেব জ্ঞেয়ং। নবমস্কন্ধকথাশ্রবণানন্তরমেব শ্রীপরীক্ষিত এবৈতদুক্তেরিতি দিক্। অলমতিবিস্তরেণ॥ ৩৪৬॥ যত্র বৈকুণ্ঠকথামৃতনদ্যো ন সন্তি, মধুরমধুরা ভগবৎকথাঃ সততং ন বর্ত্তন্তে। যদ্বা বৈকুণ্ঠস্য কথাসুধা আপগাশ্চ শ্রীগঙ্গাযমুনাদিনদ্যঃ। বৈকুণ্ঠশব্দেন তৎকথাসুধাপগানামপ্যকুণ্ঠত্বং সূচিতং। তদাশ্রয়াঃ কথাপগাশ্রয়াঃ। মহান্তো নৃত্যাদ্যুৎসবা যেষু তথাভূতা যজ্ঞেশস্য বিষ্ণোর্মখাঃ পূজাঃ। যদ্বা মহোৎসবাশ্চ জন্মাষ্টম্যাদিবিষয়কাঃ। যজ্ঞেশশব্দেন স এব মখযোগ্যো ন ত্বন্য ইত্যভিপ্রেতং। যদ্বা গোবর্দ্ধনমখপ্রবর্ত্তকস্তদ্যজ্ঞভোক্তা শ্রীগোবর্দ্ধনধরঃ শ্রীকৃষ্ণোঽভিহিতঃ। সুরেশস্য ব্রহ্মণোঽপি লোকো ন সেব্যতাং শ্রদ্ধয়া চিরং নোপভুজ্যতাং কিন্তু দ্রুতমেব পরিত্যজ্যতামিত্যর্থঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ॥ ৩৪৭॥ অতোঽস্মান্মাহাত্ম্যবিশেষাদ্ধেতোঃ। অপ্যর্থে চকারঃ। সর্ব্বথা শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদ্যখিলপ্রকারেণ নিতরাং সেব্যমানামপি। মিথঃ প্রষ্টৃশ্রোতৃবক্তৄণামন্যোন্যং প্রীতিবিবৃদ্ধয়ে ভগবৎকথারসিকান্ পৃচ্ছেৎ॥ ৩৪৮॥

সারভৃতাং সারগ্রাহিণাং সতাময়মেব নিসর্গঃ। কোঽসৌ?—অচ্যুতস্য বার্ত্তা প্রতিক্ষণং সাধু যথা স্যাত্তথা নব্যবস্তবতীতি যৎ। বিটানাং স্ত্রৈণানাং স্ত্রিয়াঃ কামিন্যা বার্ত্তেব। কথম্ভূতা-

---

মুমুক্ষুর মুক্তির একমাত্র উপায়। শ্রীহরির গুণানুবাদ শ্রোত্র ও চিত্তের তৃপ্তি বিধান করে, সুতরাং উহাই বিষয়ীজনের পরম বিষয়স্বরূপ। অতএব (যখন মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী ত্রিবিধ মনুষ্যের পক্ষেই হরিগুণানুবাদ আদরণীয় হইল, তখন) আত্মঘাতী বা পশুঘাতী ভিন্ন কে উহা হইতে পরাঙ্মুখ হইতে পারে? ৩৪৬। পঞ্চম স্কন্ধে দেবগণের বাক্যে প্রকাশিত আছে, দেবদেব বৈকুণ্ঠপতির কথারূপ সুধাবাহিনী নদী যে স্থানে প্রবাহিত না হয়, নৃত্যাদি উৎসব পূর্ণ ভগবান্ যজ্ঞপতির যজ্ঞরূপ পূজা যেখানে অনুষ্ঠিত না হয়, ব্রহ্মধাম হইলেও সে স্থল সেবনের উপযুক্ত নহে। ৩৪৭। সুতরাং ভগবৎকথা সর্ব্বথা শ্রুত থাকিলেও ভগবৎকথারসের রসজ্ঞ মহাত্মগণের নিকট পুনঃ পুনঃ উহা জিজ্ঞাসা করিবে, কেন না, তাহাতে পরস্পরের হর্ষবর্দ্ধন হইয়া থাকে। ৩৪৮।

অতঃপর ভগবৎ-কথাসক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।—দশমস্কন্ধে লিখিত আছে, একমাত্র

অতএব তত্রৈব।—

তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ।

অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে॥ ইতি॥ ৩৫০॥

তথা বৈষ্ণবধর্ম্মাংশ্চ ক্রিয়মাণানপি স্বয়ম্। সংপৃচ্ছেত্তদ্বিদঃ সাধূনন্যোন্যপ্রীতিবৃদ্ধয়ে॥৩৫১॥

শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবায়ানুপৃচ্ছতে। অবশ্যং কথয়েদ্বিদ্বানন্যথা দোষভাগ্ ভবেৎ॥

তদুক্তম্।—

নাখ্যাতি বৈষ্ণবং ধর্ম্মং বিষ্ণুভক্তস্য পৃচ্ছতঃ। কলৌ ভাগবতো ভূত্বা পুণ্যং যাতি শতাব্দিকম্॥৩৫২

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবং ধর্ম্মং যো দদাতি দ্বিজোত্তমঃ। সসাগরমহীদানে যৎ ফলং লভতেঽধিকম্॥৩৫৩॥

নামপি সতাং?—অচ্যুতবার্ত্তৈব অর্থো যেষাং তানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথাভূতানামপি॥ ৩৪৯॥ অতএব শ্রীসনকাদয়ঃ তথা চক্রুরিতি লিখতি তুল্যেতি। শ্রুতাদিভিরবিশেষাঃ অরিমিত্রোদাসীনহীনত্বেন নিরুপমকরুণা অতঃ সর্ব্বে প্রবচনযোগ্যা অপি ভগবৎকথারসিকতয়া একং প্রবক্তারমন্যঞ্চ প্রষ্টারং কৃত্বা পরে শুশ্রূবুরিত্যর্থঃ॥ ৩৫০॥ তথেতি পূর্ব্বলিখিতসমুচ্চয়ে। স্বয়ং ক্রিয়মাণানপি বৈষ্ণবধর্ম্মান্। তান্ বৈষ্ণবধর্ম্মান্ যে বিদন্তি তান্ সাধূন্ সম্যক্ পৃচ্ছেৎ॥৩৫১ নন্থ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ পরমগোপ্যাঃ প্রশ্নমাত্রেণ কথং কথ্যাঃ তত্র লিখতি শ্রদ্ধয়েতি। বিদ্বান্ বৈষ্ণবধর্ম্মাভিজ্ঞশ্চেৎ অবশ্যং কথয়েদেব। কুতঃ?—বৈষ্ণবায় তত্র চ শ্রদ্ধয়া বারং বারং পৃচ্ছতে। চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থে সুগমত্বায়॥ ৩৫২॥

যৎ ফলং ততোঽপ্যধিকং লভতে॥ ৩৫৩॥ বিশেষতশ্চ ভগবদ্ধর্ম্মং সম্যগজানতে বৈষ্ণবায়

হরিকথাই সারগ্রাহী সজ্জনগণের বাক্যের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ও মনের বিষয়। স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা যেমন রমণীবার্ত্তায় নব নব জ্ঞানে আনন্দবোধ করে, তদ্রূপ দেবদেব হরির কথাই সারগ্রাহিগণের নিকট মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন বলিয়া জ্ঞান হয়। ৩৪৯। উক্ত স্কন্ধেই লিখিত আছে, তত্রত্য তাপসগণ স্বাধ্যায়, তপস্যা ও চরিত্র বিষয়ে সমান এবং শত্রু, মিত্র ও উদাসীনের প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া এক ব্যক্তিকে বক্তারূপে নির্দ্দেশ করত অপরাপর সকলে (হরিকথা) শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন।৩৫০। স্বয়ং বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও পরস্পর প্রীতিবর্দ্ধনার্থ তদ্ধর্ম্মবিদ্ সাধুদিগের নিকট প্রশ্ন করিবে। ৩৫১। শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে বৈষ্ণবসকাশে ভগবদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করা সুধী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা দোষভাগী হইতে হয়। এই বিষয়ে আরও উক্তি আছে যে, হরিভক্ত কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কলিকালে তৎসকাশে ঐ ধর্ম্ম কীর্ত্তন না করিলে ভগবদ্ভক্তের শতবর্ষার্জ্জিত পুণ্য ধ্বংস হয়। ৩৫২।

অনন্তর ভগবদ্ধর্ম্ম-প্রতিপাদন-মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে লিখিত আছে, দ্বিজাতি হইয়া বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্পণ করিলে সসাগরা ধরণীদানের

কিঞ্চ তত্রৈব।—

অজ্ঞানায় চ যো জ্ঞানং দদ্যাদ্ধর্ম্মোপদেশনম্। কৃৎস্নাং বা পৃথিবীং দদ্যাত্তেন তুল্যং হি তৎ স্মৃতম্॥৩৫৪

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

তৎকথাং শ্রাবয়েদ্যস্তু তদ্ভক্তান্ মানবোত্তমঃ। গোদানফলমাপ্নোতি স নরস্তেন কর্ম্মণা॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—

জ্ঞানমজ্ঞায় যো দদ্যাদ্বেদশাস্ত্রসমুদ্ভবম্। অপি দেবাস্তমর্চ্চন্তি ভববন্ধবিদারকম্॥ ৩৫৫॥

বৃহন্নারদীয়ে।—

সৎসঙ্গদেবার্চ্চনসৎকথাসু, পরোপদেশেঽভিরতো মনুষ্যঃ।
স যাতি বিষ্ণোঃ পরমং পদং তদ্দেহাবসানেঽচ্যুততুল্যতেজাঃ॥ ৩৫৬॥

তে চ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মা ভগবদ্ভক্তলক্ষণৈঃ। ব্যঞ্জিতাঃ কতিচিন্মুখ্যা লিখ্যন্তেঽত্র পরেঽপি তে॥৩৫৭॥

তে তু যদ্যপি বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু। তথাপি যত্নাদেকত্র সংগৃহ্যন্তে সসাধনাঃ॥ ৩৫৮॥

অবশ্যং কথয়েদিত্যাহ অজ্ঞানায়েতি। ভগবদ্ধর্ম্মোপদেশনরূপং জ্ঞানং। যদ্বা সামান্যধর্ম্মোপদেশরূপমপি॥ ৩৫৪॥ অর্চ্চন্তি অর্চ্চয়ন্তি। যতঃ আত্মনোঽন্যেষামপি সংসারমোচকং॥ ৩৫৫॥ সৎসঙ্গাদিষু পরোপদেশে চ যোঽভিরতঃ। যদ্বা সৎসঙ্গাদিষু বিষয়েষু যঃ পরং প্রত্যুপদেশস্তস্মিন্ যোঽভিরতঃ। তৎ অনির্ব্বচনীয়ম্। যদ্বা তস্য উপদেশসম্বন্ধিনো দেহস্যান্ত এব ন তু জন্মান্তরে ইত্যর্থঃ। ভগবত্তুল্যতেজাঃ সন্ সারূপ্যাদিপ্রাপ্তেঃ॥ ৩৫৬॥ কে তে বৈষ্ণবধর্ম্মা ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি। পূর্ব্বলিখিতৈর্ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণৈর্দ্বারভূতৈর্মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কতিচিদ্ব্যঞ্জিতাঃ ব্যক্তীকৃতা এব। অপরেঽপি তে শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাঃ কতিচিদত্র লিখ্যন্তে। শ্রীভগবদ্ধর্ম্মা ভক্তেরঙ্গান্যেব তানি চ মুখ্যানি গৌণানি চ কানিচিচ্চ তৎসাধনানি সর্ব্বাণ্যেব একত্রাত্র লেখ্যানীত্যর্থঃ॥ ৩৫৭॥ নমু শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু ব্যক্তমেব বর্ত্তন্তে, কিন্তল্লিখনশ্রমেণ? সত্যং, তথাপি নানা-স্থানস্থিতানি সমাহৃত্য সবিশেষমেকত্র সংগৃহ্যন্ত ইতি লিখতি

ফল অপেক্ষাও সমধিক ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩৫৩। উক্ত স্থলে আরও লিখিত আছে, অজ্ঞানীকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে নিখিল ধরাদানের সদৃশ পুণ্য সঞ্চয় হয়। ৩৫৪। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, হরিভক্তগণকে হরিকথা শ্রবণ করাইলে সেই মানব শ্রেষ্ঠ গোদানের ফল লাভ করে। পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে, যিনি অজ্ঞানীকে বেদজ্ঞান অর্পণ করেন, সেই ভববন্ধবিদারক ব্যক্তি সুরগণেরও পূজনীয়। ৩৫৫। বৃহন্নারদীয়-পুরাণে লিখিত আছে, সৎসঙ্গে, দেবপূজায়, সৎকথায় ও পরোপদেশে অনুরাগী হইলে দেহান্তে হরিসদৃশ তেজঃপুঞ্জশালী হইয়া হরির পরমপদে গতি লাভ করে। ৩৫৬। পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্ভক্তলক্ষণ দ্বারা কতিপয় মুখ্য ভগবদ্ধর্ম্ম প্রকটিত হইয়াছে, অধুনা আর কতিপয় ভগবদ্ধর্ম্ম ব্যক্ত হইতেছে। ৩৫৭। ভাগবত প্রভৃতিতে ভগবদ্ধর্ম্মসমূহ সম্যক্ কীর্ত্তিত থাকিলেও মূলভার্থ সাধন সহ তৎসমস্ত সযত্নে একত্র সংগৃহীত হইল। ৩৫৮।

অথ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ।

তে চোক্তাঃ কাশীখণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মণা।—

অদ্য প্রভৃতি কর্ত্তব্যং যন্ময়া কৃষ্ণ তচ্ছৃণু। একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যো জাগরঃ সদা।
মহোৎসবঃ প্রকর্ত্তব্যঃ প্রত্যহং পূজনন্তব। পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধন্তু ভোক্তব্যং বাসরন্তব।
ত্বৎপ্রীত্যাঽষ্টৌ ময়া কার্য্যা দ্বাদশ্যো ব্রতসংযুতাঃ। ভক্তির্ভাগবতী কার্য্যা প্রাণৈরপি ধনৈরপি
নিত্যং নামসহস্রন্তু পঠনীয়ন্তব প্রিয়ম্। পূজা তু তুলসীপত্রৈর্ময়া কার্য্যা সদৈব হি।
তুলসীকাষ্ঠসংভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া। নৃত্যগীতং প্রকর্ত্তব্যং সংপ্রাপ্তে জাগরে তব।
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতচন্দনেন বিলেপনম্। করিষ্যামি তবাগ্রে চ গুণানাং তব কীর্ত্তনম্।
মথুরায়াং প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যব্দং গমনং ময়া। ত্বৎকথাশ্রবণং কার্য্যং তথা পুস্তকবাচনম্॥৩৫৯॥
নিত্যং পাদোদকং মূর্দ্ধ্না ময়া ধার্য্যং প্রযত্নতঃ। নৈবেদ্যভক্ষণঞ্চাপি করিষ্যামি যতব্রতঃ।
নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং ত্বদীয়ং সাদরং ময়া। তব দত্ত্বা যদিষ্টন্তু ভক্ষণীয়ং মুদা ময়া॥ ৩৬০॥
তথা তথা প্রকর্ত্তব্যং তব তুষ্টিঃ প্রজায়তে। সত্যমেতন্ময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীর্ত্তিতম্॥৩৬১॥

তে ইতি। এবং ভক্তলক্ষণেষু পূর্ব্বং লিখিতানামপি কেষাঞ্চিৎ পুনরত্র সংগৃহীতবচনান্তর্ব্বর্ত্তিত্বেন লিখনাদপি ন দোষঃ, একত্রৈব সুখলাভাৎ। সসাধনা ভগবদ্ধর্ম্মস্য সাধনৈঃ সহিতাঃ। তানি চাগ্রে তত্র তত্রৈবাভিব্যঞ্জয়িতব্যানি॥ ৩৫৮

বাসরং একাদশীজন্মাষ্টম্যাদি। ভক্তিঃ পরিচর্য্যালক্ষণা। পুস্তকং শ্রীভাগবতাদি॥ ৩৫৯॥ ইষ্টং প্রিয়ং যদ্বস্তু তৎ তুভ্যং দত্ত্বা সমর্প্যৈব ময়া ভক্ষণীয়ং॥ ৩৬০॥ তত্তচ্চ সর্ব্বং তব প্রীত্যর্থমেব যথাবিধি কার্য্যং, ন ত্বন্যার্থমিত্যাহ তথেতি। যদ্বানুক্তমন্যদপি সংগৃহ্লাতি তথা তথেতি।

অনন্তর ভগবদ্ধর্ম্ম-সমূহ।—কাশীখণ্ডে দ্বারকা-মাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, হে কৃষ্ণ! আমি অদ্য হইতে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা অবধান করুন্। একাদশী-দিনে আহার করিব না, নিরন্তর জাগরণ করিব, প্রতিদিন মহোৎসব সহকারে তোমার অর্চ্চনা করিব; একাদশী-জন্মাষ্টম্যাদি ত্বদীয় দিন যদি অর্দ্ধপল দ্বারাও বিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তত্তদ্দিনে আহার করিব; ত্বৎপ্রীত্যর্থ ব্রতসমন্বিত অষ্ট মহাদ্বাদশী রক্ষা করিব; ধন দ্বারা ও প্রাণপণ করিয়াও ভাগবতী ভক্তির অনুষ্ঠান করিব; প্রত্যহ ত্বৎ-প্রিয় সহস্র-নাম অধ্যয়ন করিব; নিরন্তর তুলসী দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিব; তুলসী-কাষ্ঠময়ী মালা ধারণ করিব; একাদশী প্রভৃতি ত্বদীয় জাগরণ-রাত্রিতে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করিব, অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন লেপন করিব; ত্বৎপুরোভাগে ত্বদীয় গুণরাশি কীর্ত্তন করিব; বর্ষে বর্ষে মথুরাপুরে গমন করিব এবং ত্বৎকথা শ্রবণ ও ত্বৎসম্বন্ধীয় পুস্তক অধ্যয়ন করিব। ৩৫৯। প্রতিদিন সযত্নে ত্বদীয় চরণোদক শিরোদেশে ধারণ করিব, যথানিয়মে ত্বদীয় নৈবেদ্য সেবন করিব, সাদরে মস্তকে তোমার নির্ম্মাল্য ধারণ করিব এবং তোমাকে অগ্রে নিবেদন পূর্ব্বক প্রিয় দ্রব্য ভোজন করিব। ৩৬০। হে কৃষ্ণ! আমি ত্বৎপুরোভাগে সত্য করিয়া

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেন।—

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ। শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ সাধুসঙ্গেন চৈব হি।

তৎপাদবন্দনাদ্যৈশ্চ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥ ৩৬২ ॥

হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ। ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ॥৩৬৩॥

একাদশে চ শ্রীকবিযোগেশ্বরেণ।—

যে বৈ ভাগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥৩৬৪

তত্রৈব প্রবুদ্ধযোগেশ্বরেণ।—

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু। দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতম্।

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাং চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ।

সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্। বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ।

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি। মনোবাক্‌কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি।

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। জন্ম-কর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্।

তত্তৎপ্রকারোঽন্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩৬১ ॥ গুরোঃ শুশ্রূষয়া তস্যৈব ভক্ত্যা প্রেম্না। তস্মিন্নেব সর্ব্বেষাং লাভানাং লব্ধানামর্পণেন চ। সাধবঃ সদাচারা যে ভক্তা বৈষ্ণবাস্তেষাং সঙ্গেন। তল্লিঙ্গানাং শ্রীমূর্ত্তীনামীক্ষণমর্হণঞ্চাদির্যেষাং বন্দনাদীনাং তৈশ্চ ॥ ৩৬২ ॥ কামৈশ্চ তত্তদিষ্ট-দানৈঃ। এবং নির্জ্জিতষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরিত্যনেন সর্ব্বেষামেবান্বয়ঃ। অত্র চ ঈশ্বরারা-ধনাদীনি ভক্ত্যঙ্গানি তৎ-সাধনানি চ গুরুশুশ্রূষাদীনি জ্ঞেয়ানি ॥ ৩৬৩ ॥ সামান্যেন ভাগ-বতলক্ষণমাহ যে বৈ ইতি। মন্বাদিমুখেন বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মানুক্ত্বাঽতিরহস্যত্বাৎ স্বমুখেনৈব ভগবতা অবিদুষামপি পুংসাং অঞ্জঃ সুখেনৈবাত্মলব্ধয়ে জীবস্য স্বরূপস্ফূর্ত্ত্যৈ ভগবতঃ প্রাপ্তয়ে বা যে বৈ উপায়াঃ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষীত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপাঃ প্রোক্তাস্তান্ বিদ্ধি, এতে চ প্রায়ঃ সাধনান্যেব। যদ্বা অন্তরঙ্গত্বাভাবেন মুখ্যাঃ। যদ্বা দাস্যান্তর্গতা বাহ্যাঃ। যদ্বা মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ইত্যাদিনা স্মরণাদয়ঃ যে অর্জ্জুনং প্রতি, তথা শ্রদ্ধামৃত কথায়াং মে ইত্যাদিনা যে চোদ্ধবং প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবতা প্রোক্তাস্তান্। ততশ্চ সর্ব্বে প্রায়ো মুখ্যা এবেতি ॥ ৩৬৪ ॥ তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদিত্যুক্তান্ তান্ দর্শয়তি সর্ব্বতঃ ইত্যষ্টভিঃ।

কহিতেছি, যে যে কার্য্যে তোমার প্রীতিসাধন হয়, বিধানানুসারে তাহারই অনুষ্ঠান করিব।৩৬১। সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদোক্তি আছে যে, গুরুসেবা, ভক্তভক্তি, গুরুকে প্রাপ্তদ্রব্য দান, সাধু ও ভাগবত-সংসর্গ, ঈশ্বরোপাসনা, ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা, ভগবানের গুণকর্ম্মকীর্ত্তন, তৎপাদপদ্ম-চিন্তন, তন্মূর্ত্তিসমূহ দর্শন ও পূজাদি, সর্ব্বভূতে ভগবান্ হরির অধিষ্ঠান চিন্তন এবং সর্ব্বভূতকে বাঞ্ছিত অর্পণ দ্বারা সম্যক্ সম্মাননা করিবে। ৩৬২—৩৬৩। একাদশস্কন্ধে কবিযোগেশ্বরের উক্তি আছে যে, হে নৃপতে! মূঢ়বুদ্ধিগণ অবহেলে আত্মলাভ করিবে, এই জন্য ভগবান্ যে সমস্ত উপায় উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইবে।৩৬৪।

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনং ॥ ৩৬৫ ॥

যথোচিতমিতি হীনেষু দয়াং, সমেষু মৈত্রীম্, উত্তমেষু চ প্রশ্রয়ং শিক্ষেদিতি সর্ব্বত্র পূর্ব্বশ্লোক-স্থেনান্বয়ঃ। শৌচং বাহ্যং মৃজ্জলাদিভিঃ, আভ্যন্তরঞ্চাদম্ভামানাদি। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্। তিতিক্ষাং ক্ষমাম্। মৌনং বৃথাবাচামনুচ্চারণম্। স্বাধ্যায়ং যথাধিকারং বেদপাঠাদি। আর্জ্জবং স্বচ্ছতাম্। ব্রহ্মচর্য্যং যস্য যাদৃগুচিতম্ ঋতুষু স্বদারনিয়মাদি। অহিংসা ভূতেষদ্রোহঃ। দ্বন্দ্ব-সংজ্ঞয়োঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিরূপয়োঃ সমং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্। আত্মেশ্বরাম্বীক্ষাং সচ্চিদ্রূপেণা-ত্মেক্ষাং নিয়ন্তৃরূপেণেশ্বরেক্ষাঞ্চ। কৈবল্যমেকান্তশীলত্বম্। অনিকেততাং গৃহাদ্যভিমানরাহি-ত্যম্। বিবিক্তচীরবসনং বিজনপতিতানাং বস্ত্রখণ্ডানাং শুদ্ধানাং বা বল্কলাদীনাং পরিধানম্। ভাগবতে ভগবৎপ্রতিপাদকে শ্রীভাগবতে বা। অন্যত্র শাস্ত্রাদৌ অনিন্দাং। মনসঃ প্রাণায়ামৈঃ, বাচো মৌনেন, কায়স্যানীহয়া দণ্ডম্। সত্যং যথার্থভাষণম্। শমদমৌ অন্তঃকরণবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহৌ। ইমানি চ প্রায়ঃ সাধনান্যুক্তানি। ভক্তের্মুখ্যাঙ্গান্যাহ শ্রবণমিতি চতুর্ভিঃ। হরের্জ্জন্মকর্ম্মগুণানাং শ্রবণাদি। অদ্ভুতকর্ম্মণ ইতি জন্মাদীনি সর্ব্বাণ্যেবাদ্ভুতানীতি সর্ব্বেষামপি জন্মাদীনামদ্ভুতত্ব-মিত্যর্থঃ। যদ্বা অদ্ভুতানি জগদাশ্চর্য্যকরাণি কর্ম্মাণি পূতনাবধাদীনি যস্য তস্য হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। তদর্থে হর্য্যুদ্দেশেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমার্থং বা সর্ব্বং কর্ম্ম বিশেষতো যজনাদি তদর্থে শিক্ষেৎ। ইষ্টং দত্তমিত্যাদয়ো ভাবে নিষ্ঠা। বৃত্তং সদাচারঃ। আত্মনঃ প্রিয়ং গন্ধপুষ্পাদি। দারাদীনপ্যালক্ষ্য পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নিবেদনং তৎ-সেবকতয়া সমর্পণং যত্তৎ শিক্ষেৎ॥ ৩৬৫ ॥ কৃষ্ণ এবাত্মা

উক্ত স্কন্ধেই প্রবুদ্ধ-যোগেশ্বরের উক্তিতে প্রকাশিত আছে, হে নৃপ! অগ্রে সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্তের অনুরাগ বিসর্জ্জন করত সাধু-সঙ্গ করিতে হইবে; তদনন্তর ক্রমে ক্রমে হীনজনে দয়া, সমকক্ষের সহিত সৌহার্দ্দ, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্মান-শিক্ষা, বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচ, তপঃ (স্বধর্ম্মানুষ্ঠান), তিতিক্ষা (ক্ষমা), মৌন (বৃথা বাক্যত্যাগ), স্বাধ্যায়, আর্জ্জব (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি সহনে শিক্ষা, সর্ব্বত্র সচ্চিৎরূপ আত্মার দর্শন, ঈশ্বরকে নিয়ন্তৃরূপে দর্শন, জনশূন্য স্থানে স্থিতি, গৃহ প্রভৃতিতে নিরভিমান, নির্জ্জনপতিত পবিত্র বল্কল ধারণ এবং যে কোনরূপে হউক, সন্তোষ শিক্ষা করিবে। ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা' শাস্ত্রান্তরে অনিচ্ছা, (প্রাণায়াম দ্বারা) মনের, (মৌন দ্বারা) বাক্যের ও (কর্ম্ম অকরণ দ্বারা) দেহের দণ্ড, সত্য কথন, শম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ) ও দম (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ) শিক্ষা করিতে হইবে। বিচিত্রকর্ম্মা শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণ-সমূহ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তন করিবে এবং তদুদ্দেশেই নিখিল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। একমাত্র পরমেশ্বরের উদ্দেশেই ইষ্ট, দত্ত, জপ, তপ, সদাচার, প্রিয় দ্রব্য, ভার্য্যা, সন্ততি, গৃহ ও প্রাণ নিবেদন করিবে।৩৬৫।*

* ইষ্ট—হরিসম্প্রদানক যাগ। দত্ত - বিষ্ণু ও বৈষ্ণবসম্প্রদানক দান। তপ—একাদশ্যাদি ব্রত। জপ—হরিমন্ত্র জপ।

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদং। পরিচর্য্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥ ৩৬৬॥
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ। মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥ ৩৬৭॥
শ্রীভগবতা চ।—
মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্। পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বো গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্।
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব। সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্তেনাত্মনিবেদনম্।
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্। গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ।
যাত্রা বলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু। বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্।
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্ম্মণি।
সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ॥ ৩৬৮॥

নাথশ্চ যেষাং, শ্রীকৃষ্ণ আত্মনঃ স্বস্য নাথো যেষামিতি বা। যদ্বা কৃষ্ণো জীবনস্বামী যেষাং তেষু। উভয়ত্র স্থাবরে জঙ্গমে চ যা পরিচর্য্যা তাং। বিশেষতো নৃষু তত্রাপি সাধুষু স্বধর্ম্মশীলেষু ততোঽপি মহৎসু শ্রীভাগবতবরেষু। যদ্বা বিশেষতঃ সাধুষু দয়ালুষু মহৎসু নৃষ্বিতি॥২৬৬॥ তৈশ্চ সহ সঙ্গম্য যৎ পাবনং ভগবদ্যশঃ তস্য পরস্পরানুকথনং শিক্ষেৎ। যদ্বা যশঃ প্রতি। তত্র সংস্পর্দ্ধাদিপরিত্যাগেন মিথো যা রতিঃ রমণং যা চ তুষ্টিঃ সুখং যা চ নিবৃত্তিঃ সমস্তদুঃখনিবৃত্তিস্তাং শিক্ষেৎ॥ ৩৬৭॥ কৃপালুরিত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ সাধুলক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং ভক্তের্লক্ষণমাহ মল্লিঙ্গ ইত্যষ্টভিঃ। লিঙ্গানি প্রতিমাদীনি। মল্লিঙ্গ-মদ্ভক্তজনানামেব পরিচর্য্যাদি। তত্র প্রহ্বো নমস্কারঃ। পর্ব্বাণি জন্মাষ্টম্যাদীনি তদনুমোদনং। বলিবিধানং পুষ্পোপহারাদি-সমর্পণং। সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বস্বিতি চাতুর্ম্মাস্যৈকাদশ্যাদিষু বিশেষতঃ ইত্যর্থঃ। উদ্যানাদিকরণে সামর্থ্যে সতি স্বতঃ, অসতি চান্যৈঃ সম্ভূয় চোদ্যমঃ। উদ্যানং পুষ্পপ্রধানং বনং, উপবনং ফলপ্রধানং, আক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানং। সংমার্জ্জনং রজসোঽপাকরণং; উপলেপঃ গোময়োদকাদিভিরালেপনং। সেকঃ

এই প্রকার হরিভক্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিবে, স্থাবর-জঙ্গমের সেবা করিবে। অধিকন্তু মানবগণের মধ্যে ধার্ম্মিকের প্রতি এবং ধার্ম্মিকের মধ্যে আবার সাধুর প্রতি সেবার অনুষ্ঠান অভ্যাস করিতে হয়। ৩৬৬। তৎপরে, পরস্পর ভগবানের পবিত্র যশের কথোপকথন, পরস্পর প্রীতি, তুষ্টি ও দুঃখনিবারণে অভ্যাস করিবে। ৩৬৭। একাদশস্কন্ধে ভগবানের উক্তি আছে যে, হে উদ্ধব! মদীয় প্রতিমূর্ত্তি অথবা মদীয় ভক্তের দর্শন, অর্চ্চনা, সেবা, স্তব, প্রণাম, ও গুণানুবাদ করিবে; মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, মদনুধ্যান, আমাকে প্রাপ্ত দ্রব্য প্রদান, দাস্যভাবে আত্মার্পণ, মদীয় জন্ম কর্ম্ম কীর্ত্তন, জন্মাষ্টম্যাদি মদীয় পর্ব্বাহের অনুমোদন, মন্নিকেতনে নৃত্যগীতবাদ্য ও সপরিবারে মন্দিরে উৎসব এই সকল কার্য্য করিবে। সাংবৎসরিক যাবতীয় পর্ব্বদিবসে মদীয় যাত্রা, বলিবিধান (পুষ্পাদি উপহার প্রদান), বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, মদ্ব্রত ধারণ, মদীয় প্রতিমাপ্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধা, নিজে বা অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সমবেত হইয়া উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াগৃহ, পুর ও মন্দিরাদি মদীয় প্রসাদসাধন ক্রিয়ায়

গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবৎ যদমায়য়া। অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্॥ ৩৬৯॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৩৭০॥
কিঞ্চ।—শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্। ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্।
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতন্তপঃ॥ ৩৭১॥

তৈরেব প্রোক্ষণং, মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদিকরণং॥ ৩৬৮॥ মহ্যং মম। কৃতস্য ধর্ম্মস্য অপরিকীর্ত্তনং। স্বয়মন্যেন বা নিবেদিতং ন স্বীকুর্য্যাৎ। এতচ্চ সাধারণস্থাবরবিষয়ং রাগপ্রাপ্তবিষয়ংবা ভক্ত্যা তু গ্রাহ্যমেব; ষড়্‌ভির্মাসোপবাসৈশ্চ যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতং। বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্‌থেন পুণ্যং তদ্ভুঞ্জতাং কলৌ। হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ। পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। যদ্বা অন্যস্মৈ নিবেদিতং মে নোপযুঞ্জ্যাৎ মহ্যং ন নিবেদয়েদিত্যর্থঃ, বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে। পিতৃশেষন্তু যো দদ্যাৎ হরয়ে পরমাত্মনে। রেতোধাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি ক্লেশভাগিন ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। যদ্বা পূর্ব্বং মে নিবেদিতং সন্তং পুনর্মে ন নিবেদয়েদিত্যর্থঃ। এতচ্চ স্থাবরাতিরিক্তনির্ম্মাল্যবিষয়কং জ্ঞেয়ং, ভূষণাদীনাং পুনরর্পণে দোষাভাবাৎ। স চ পূর্ব্বমেব তত্তৎপ্রকরণে লিখিতোঽস্তি॥৩৬৯॥ আনন্ত্যায় শ্রীবিষ্ণুলোকায়। মল্লিঙ্গেত্যাদিষু চাত্র ভক্তেরঙ্গান্যেব প্রায়েণোক্তানি.তত্র কানিচিন্মুখ্যানি কানিচিদমুখ্যানি চ, অমানিত্বমিত্যাদৌ চ সাধনান্যেবেতি বিবেচনীয়ম্॥৩৭০॥ পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণমিতি প্রতিজ্ঞাতমেবাহ শ্রদ্ধেতি চতুর্ভিঃ। শ্রদ্ধা শ্রবণাদরঃ। শশ্বদিতি সর্ব্বত্রানুষজ্যতে। মদনুকীর্ত্তনং শ্রবণানন্তরং মৎকথাব্যাখ্যানমিত্যর্থঃ। অঙ্গচেষ্টা লৌকিকী ক্রিয়া। বচসা লৌকিকেনাপি মদ্গুণানামীরণং কথনম্। মদর্থে মদ্ভক্তজনার্থং তদ্বিরোধিনোঽর্থস্য পরিত্যাগঃ। ভোগস্য তৎসাধনস্য চন্দনাদেঃ সুখস্য চ পুত্রোপলালনাদেঃ। যদ্বা অর্থো ধনং, ভোগো বিষয়োপভোগঃ, সুখং মোক্ষানন্দঃ, তেষাং পরিত্যাগঃ। ইষ্টাদি বৈদিকং যৎ কর্ম্ম তদপি মদর্থং চেত্তক্তেঃ কারণমিত্যর্থঃ। অত্রাদৌ

উদ্যম, সংমার্জ্জন, গোময়-লেপন, সলিল-সেচন, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি বিরচন, ভৃত্যবৎ নিষ্কপটভাবে মদ্গৃহের সেবা, মানশূন্যত্ব, অদাম্ভিকত্ব, অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের অপরিকীর্ত্তন এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে এবং আমার উদ্দেশে যে দীপ প্রদত্ত হইবে, তাহার আলোকে অন্য কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে না। ৩৬৯। যাহা যাহা সর্ব্বজনবাঞ্ছিত এবং যে যে দ্রব্য নিজের প্রিয়তম, তত্তৎ-সমস্ত আমাকে নিবেদন করিলে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩৭০। উক্ত স্কন্ধের উক্ত স্থানের কিঞ্চিদগ্রে আরও লিখিত আছে, নিরন্তর মদীয় সুধাময়ী কথায় রতি, সতত মন্নাম-কীর্ত্তন, মৎপূজায় নিষ্ঠা, অবিরত মদীয় স্তুতিবাদ, মৎসেবায়

অপি চাগ্রে।—

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থে শনকৈঃ স্মরন্। ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ।
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্। দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ।
পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্। কারয়েন্নৃত্যগীতাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ।
মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্। ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ॥ ৩৭২॥

অথ ভগবদ্ধর্ম্মমাহাত্ম্যম্।

উক্তঞ্চ সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেন।—

এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে। বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ॥৩৭৩॥

প্রায়ো ভক্তেমুর্খ্যান্যঙ্গান্যুক্তানি। সর্ব্বকামবিবর্জ্জনাদীনি চ প্রায়ঃ সাধনান্যেব॥ ৩৭১॥ হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলানিতি প্রতিজ্ঞায় তানেবাহ কুর্য্যাদিতি চতুর্ভিঃ। মাং স্মরন্ শনকৈঃ অসম্ভ্রমতঃ কুর্য্যাৎ। তদাহ ময়ীতি। অর্পিতে মনশ্চিত্তে সঙ্কল্পবিকল্পানুসন্ধানাত্মিকে যেন। অতএব মদ্ধর্ম্মেষ্বেবাত্মমনসো রতির্যস্য সঃ। পুণ্যদেশলক্ষণং মদ্ভক্তৈরিতি। দেবাদিষু যে যে মদ্ভক্তাস্তেষামাচরিতানি কর্ম্মাণি চাশ্রয়েৎ। সত্রেণ সম্ভূয় বা। সর্ব্বভূতেষু আত্মনি চাত্মানমীশ্বরং স্থিতং মামবেক্ষেত। ননু কথমেকস্য সর্ব্বেষ্বনুবৃত্তিঃ তত্রাহ বহিরন্তশ্চ অপাবৃতং পূর্ণমিত্যর্থঃ। এষু চ ক্রমেণ সাধনানি ভক্ত্যঙ্গানি চ মুখ্যান্যপি পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ বিবেচনীয়ানীতি দিক্॥ ৩৭২॥ এবমুক্তগুরুশুশ্রূষাদিপ্রকারেণ নির্জ্জিতঃ ষণ্ণাং কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাণামিন্দ্রিয়াণাং বা বর্গো যৈস্তৈঃ। ভক্তিঃ ঈশ্বরারাধনরূপৈব। যয়া ভক্ত্যা। রতিঃ প্রেমা॥ ৩৭৩॥ আদৃতঃ আস্তিক্যে গৃহীতঃ। অনুমোদিতঃ

আদর, আমাকে অষ্টাঙ্গ বন্দন, মৎপূজাপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চনা, সর্ব্বভূতে মদ্বুদ্ধি, মদুদ্দেশে অঙ্গচেষ্টা (লৌকিক কার্য্যানুষ্ঠান), বাক্য দ্বারা মদ্গুণ বর্ণন, আমাতে চিত্ত-নিবেশ, সর্ব্বকামবিসর্জ্জন, মদর্থে ধন, ভোগ ও সুখ-বর্জ্জন, মদর্থেই ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপ এই সমস্ত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।৩৭১। উক্ত স্থানের আরও কিঞ্চিদগ্রে লিখিত আছে, আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধি হইয়া মদর্থে শনৈঃ শনৈঃ যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যে দেশে মদীয় ভক্ত সাধু অবস্থিতি করেন, সেই পবিত্র দেশের আশ্রিত হইবে এবং দেব, দৈত্য ও মানবগণের মধ্যে মদীয় ভক্ত যেরূপ আচরণ করেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। পরস্পর সমবেত হইয়া হউক্ অথবা পৃথক্রূপেই হউক, নৃত্য-গীতাদি ও মহারাজ-বিভূতি দ্বারা মদর্থে যাত্রা-মহোৎসবাদি সম্পাদন করিবে। বিমলমতি সাধু ব্যক্তি সর্ব্বভূতের অন্তর্ব্বাহ্যে ও আত্মাতে গগনবৎ অনাবৃতভাবে আমাকে নিরীক্ষণ করিবে।৩৭২।

অতঃপর ভগবদ্ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে।—সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া কামাদি বর্গষট্কের জয় করত ভগবান্ হরিতে রতি প্রদর্শন করিবে।

একাদশে শ্রীনারদেন।—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বাঽনুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥ ৩৭৪॥ তত্রৈব শ্রীকবিযোগেশ্বরেণ।—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥৩৭৫॥

প্রবুদ্ধযোগেশ্বরেণ।—

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া। নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥৩৭৬॥

শ্রীভগবতা চ।—

এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥ ৩৭৭॥

পরৈঃ ক্রিয়মাণঃ সংস্তুতঃ। সদ্ধর্ম্মঃ ভগবদ্ধর্ম্মঃ। দেব হে বাসুদেব। যদ্বা দেবেভ্যো বিশ্বস্মৈ চ দ্রুহ্যন্তি যে তানপি॥ ৩৭৪॥ যান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ আস্থায় আশ্রিত্য যোগাদিম্বিব ন প্রমাদ্যেত বিঘ্নৈর্ন বিহন্যেত। কিঞ্চ। নিমীল্য নেত্রে ধাবন্নপি ইহ এষু ভাগবতধর্ম্মেষু ন স্খলেৎ। নিমীলনং নামাজ্ঞানং। যথাহ। শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে। একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ইতি। অজ্ঞাত্বাপীত্যর্থঃ। যথা পদন্যাসস্থানমতিক্রম্য শীঘ্রং পরতঃ পদন্যাসেন গতির্ধাবনং তদ্বদত্রাপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদতিক্রম্যাতিশীঘ্রমনুষ্ঠানং ধাবনং। তথানুতিষ্ঠন্নপি ন স্খলেৎ ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ। তথা ন পতেৎ ফলান্ন ভ্রশ্যেৎ॥৩৭৫॥ তদুত্থয়া ভাগবতধর্ম্মোৎপন্নয়া ভক্ত্যা ভক্তিনিষ্ঠয়া নারায়ণপরঃ সন্ অতিদুস্তরামপি মায়াম্ অঞ্জঃ সুখেন তরতি॥ ৩৭৬॥ এবমীদৃশৈরেতৈর্ব্বা আত্মনিবেদিনাং সতাং ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা সম্যগ্ জায়তে। অস্য ভক্তস্য অন্যঃ কোঽর্থঃ সাধনরূপঃ সাধ্যরূপো বাবশিষ্যতে সর্ব্বোঽপি স্বতএব ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা অস্য মম। ততশ্চ সতাং মদ্ভক্তিসম্যগাবির্ভাবে সতি মমৈব কৃতার্থতা স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৩৭৭॥ অঙ্গ হে উদ্ধব! অনাশিষো নিষ্কামস্য। যদ্বা ন বিদ্যতে

তাহা হইলেই ভগবদ্বিষয়িণী রতি প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩৭৩। একাদশস্কন্ধে নারদ কহিয়াছেন, হে দেব! ভাগবতধর্ম্মের মহিমা পরমাদ্ভুত। উহা শ্রবণ, অধ্যয়ন, চিন্তন, সাদরে গ্রহণ, স্তবন অথবা অনুমোদন করিলে জগদ্দ্রোহী ব্যক্তিও সদ্যঃ পবিত্রতা লাভ করে। ৩৭৪। উক্ত স্কন্ধেই কবিযোগেশ্বর বলিয়াছেন, হে নৃপ! ভাগবত ধর্ম্মের আশ্রিত হইয়া নেত্র নিমীলন করত ধাবিত হইলে কদাচ কোনরূপ বিঘ্ননিবন্ধন সেই ব্যক্তিকে স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না। ৩৭৫। উক্ত স্কন্ধেই প্রবুদ্ধযোগেশ্বর বলিয়াছেন, হে নৃপ! এই প্রকারে ভাগবতধর্ম্মে শিক্ষিত হইলে তাহা হইতে প্রেমভক্তির সঞ্চার হয় এবং তন্নিবন্ধন হরিপরায়ণ হইয়া দুষ্পার মায়াকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। ৩৭৬। উক্ত স্কন্ধেই ভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছেন, এইপ্রকার ধর্ম্মাচরণ করিলে মৎপ্রতি আত্মার্পণকারী মানবগণের ভক্তি সম্বর্দ্ধিতা হয়, তাহার আর অর্থান্তর অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ সে সর্ব্ব-

কিঞ্চাগ্রে।—

ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যগ্নির্গুণত্বাদনাশিষঃ॥ইতি॥৩৭৮॥

অলাভে সৎসভায়ান্তু শুশ্রূষুঞ্চ নিজালয়ে। দেবালয়ে বা শাস্ত্রজ্ঞঃ কীর্ত্তয়েদ্ভগবৎকথাম্॥৩৭৯॥

অথ শ্রীভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তনমাহাত্ম্যম্।

উক্তঞ্চ স্কান্দে শ্রীভগবতা অর্জ্জুনং প্রতি।—

মৎকথাঃ কুরুতে যস্তু বৈষ্ণবানাং সদাগ্রতঃ। ইহ ভোগানবাপ্নোতি তথা মোক্ষং ন সংশয়ঃ॥

প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদেন।—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা, স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।

অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো, যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥ ৩৮০॥

আশীর্যস্মাৎ সতাং পরমাশীর্ব্বাদরূপস্তেত্যর্থঃ। উপক্রমে আরম্ভে সতি অণ্বপি ঈষদপি বৈগুণ্যাদিভির্নাশো নাস্ত্যেব যতো ময়ৈব নির্গুণত্বাদয়ং ধর্ম্মঃ সম্যগ্ব্যবসিতো নিশ্চিতঃ ন তু মন্বাদিমুখেন কথঞ্চিৎ। যদ্বা নিরাশিষো মোক্ষস্য নির্গুণত্বাৎ ফলবিশেষাভাবাৎ সম্যক্ তস্মাদপি সমীচীন ইত্যয়ং ব্যবসিতঃ ইতি॥ ৩৭৮॥ এবং সতাং সভায়াং গত্বা ভগবল্লীলাকথাং শৃণুয়াৎ, ভগবদ্ধর্ম্মাংশ্চ পৃচ্ছেদিতি লিখিতং। যত্র চ তাদৃশী সভা নাস্তি, তত্র কিং কার্য্যমিত্যপেক্ষয়াং লিখতি অলাভে ইতি। শাস্ত্রজ্ঞশ্চেত্তর্হি শ্রোতুমিচ্ছুং ভগবৎকথাং স্বয়মেব কথয়েৎ। ক?—নিজালয়ে দেবালয়ে বা॥ ৩৭৯॥

ভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তনেনৈব তপআদি সর্ব্বং সফলং স্যাৎ। যদ্বা ভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তনমেব তপ-আদীনাং ফলমিত্যাহ ইদং হীতি। শ্রুতাদয়ো ভাবে নিষ্ঠা। ইদমেব তপঃশ্রবণাদেঃ অবিচ্যুতো নিত্যোঽর্থঃ ফলং। কিন্তৎ? উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানুবর্ণনং লীলাকথাকীর্ত্তনমিতি যৎ॥ ৩৮০॥ মুহুর্মাত্রাণাং বিষয়াণামুপভোগস্পৃহয়া আতুরাণি বিকলানি চিত্তানি যেষাং

বিষয়েই সম্পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ করে। ৩৭৭। ঐ স্থলের কিঞ্চিদগ্রে আরও লিখিত আছে যে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন, হে সখে! মদীয় এই ধর্ম্মের প্রারম্ভে বৈগুণ্যোৎপত্তি হইলেও কামনাবিহীন মানবের সম্বন্ধে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হ্রাসেরও সম্ভব নাই; কারণ মদীয় বৈগুণ্য নিবন্ধন মৎকর্ত্তৃকই এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ব্যবসিত। ৩৭৮। যদি সৎসভা প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিদ্জন স্বগৃহে বা দেবায়তনে গমন পূর্ব্বক নিজেই শ্রবণপিপাসু জনের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। ৩৭৯।

অতঃপর ভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ভগবান্ অর্জ্জুনসকাশে বলিয়াছেন, বৈষ্ণবগণের সম্মুখে নিরন্তর মৎকথা কীর্ত্তন করিলে ইহলোকে ভোগবান্ হইয়া পরলোকে নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে। প্রথমস্কন্ধে নারদ বলিয়াছেন, সুধীগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উত্তমশ্লোক ভগবান্ বাসুদেবের গুণানুকীর্ত্তনই তপ, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ, জ্ঞান ও দান ইত্যাদি ক্রিয়ার নিত্যফল। ৩৮০। আরও

কিঞ্চ।—

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ। ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্॥ ৩৮১॥

একাদশে শ্রীশুকেনাপি।—

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-বীর্য্যাণি বাল্যচরিতানি চ শন্তমানি।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্ মনুষ্যো, ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত॥৩৮২॥

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদেন নৃসিংহস্তবাবুক্তং।—

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া, লীলাকথাস্তব নৃসিংহবিরিঞ্চিগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো; দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥ ৩৮৩॥

তেষামপি হরেঃ চর্য্যায়া লীলায়া অনুবর্ণনং যৎ। যদ্বা মুহুরাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়াপি যৎ হরিচর্য্যানুবর্ণনং এতদেব হি নিশ্চিতং ভবসিন্ধোঃ প্লবঃ পোতঃ সুখোত্তারসাধনং। ন কেবলং শ্রুতিপ্রামাণ্যেন কিন্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দৃষ্ট এবেত্যর্থঃ॥ ৩৮১॥ রুচিরাণামবতারাণাং মৎস্যাদীনাং বীর্য্যাণি পরমাদ্ভুতচরিতানি চ পূতনাবধাদীনি লোকত্রয়েঽপি শন্তমানি মঙ্গলানি পরমসুখরূপাণি বা। পরামুৎকৃষ্টাং প্রেমলক্ষণামিত্যর্থঃ। পরমহংসানাং গতৌ শ্রীকৃষ্ণে॥ ৩৮২॥ সোঽহং ত্বদ্দাসঃ, ভো নৃসিংহ! তব লীলাকথা অনুগৃণন্ দুর্গাণি মহাদুঃখানি অঞ্জসা অনায়াসেন তিতর্ম্মি তরামি ন গণয়িষ্যামীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ গুণৈ রাগাদিভির্ব্বিশেষেণ প্রমুক্তঃ সন্। তৎ কুতঃ?—তে পদযুগমেবালয়ো যেষাং ভক্তানাং ত এব হংসা জ্ঞানিনঃ সারাসারবিবেকিনো বা তৈঃ সঙ্গো যস্য মম সোঽহম্। কথম্ভূতস্য কথাঃ? প্রিয়স্যেত্যাদিবিশেষেণত্রয়েণানেন কথায়া অপি প্রিয়ত্বাদিবিবক্ষয়া পরমসুখময়ত্বাদিক' তেন চ সদানুকীর্ত্তনমভিপ্রেতং।' কুতো জ্ঞাতাঃ?—বিরিঞ্চেন গীতাঃ তৎসংপ্রদায়প্রবৃত্তাঃ। তথা চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ।—দেবা হ বে প্রজাপতিমব্রুবন্নিত্যাদি। এতেন কথায়াঃ পরমপুরুষার্থতা চ দর্শিতা সনকাদিপরমহংসাচার্য্যেণাপি সেবিতত্বাৎ। দুর্গাণি তিতর্ম্মীতি আনুষঙ্গিকফলমাত্রমিতি দিক্॥ ৩৮৩॥

লিখিত আছে, আমি সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছি যে, যে সকল জীব মুহুর্ম্মুহুঃ বিষয়-ভোগেচ্ছায় আর্ত্তচিত্ত, এই হরিলীলাকীর্ত্তনই তাহাদিগের পক্ষে ভবসাগর-পারের ভেলাস্বরূপ। ৩৮১। একাদশস্কন্ধে শুকদেব বলিয়াছেন, হে নৃপ! ইহধামে বা অপর লোকে ভগবান্ বাসুদেবের এই বাল্যলীলা, বীর্য্য ও কল্যাণকর সুরুচির অবতারকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে মানবগণ পরমহংসগতি শ্রীহরিতে পরমা ভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩৮২। নৃসিংহস্তুতিতে প্রহ্লাদের উক্তি আছে যে, হে প্রভো! আমি যোনিমাত্রেই প্রিয়-বিচ্ছেদ ও অপ্রিয় সমাগম দর্শনে শোকাগ্নিতে নিরতিশয় দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছি। হে দেব! উক্ত বিষয়ে সমুৎপন্ন দুঃখের উপশম করিতেও আমার বাসনা নাই, কেননা, দুঃখই দুঃখের প্রতীকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হে ভগবন্! আমি এই প্রকারে শরীরাদিতে অহংবুদ্ধিমান্ হইয়া আত্মাভিমানে বিমুগ্ধ হওত পরিভ্রমণ করিতেছি। সুতরাং কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার পরিত্রাণার্থ ভবদীয় দাস্যযোগ প্রকাশ

গোপিকাভিরপি গীতং।—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ৩৮৪॥
কীর্ত্তনেঽপ্যত্র তজ্জ্ঞেয়ং মাহাত্ম্যং শ্রবণেঽস্য যৎ।
সিধ্যতি শ্রবণং নূনং কীর্ত্তনাৎ স্বয়মেব হি॥ ৪৮৫॥

কথৈবামৃতং অত্র হেতুঃ তপ্তজীবনং। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ কবিভির্ব্রহ্মাদিভিরপীড়িতং স্তুতং, দেবভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতং। কিঞ্চ। কল্মষাপহং কামকল্মষনিরসনং, তত্ত্বমৃতং নৈবম্ভূতং। কিঞ্চ। শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং, তত্তদনুষ্ঠানাপেক্ষং। কিঞ্চ। শ্রীমৎ সুশান্তং, তত্তু মাদক। এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতম্ আততং যথা ভবতি তথা ভুবি যে গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনাঃ ভূরিদাঃ বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। অধুনা চ তাদৃশানামলাভেন বয়ং মৃতা এবেতি ভাবঃ। যদ্বা এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে গৃণন্তি, তে ভূরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহু দত্তবন্তঃ পরমসুকৃতিন ইত্যর্থঃ। অতো বয়ং তাদৃশাদৃষ্টাভাবেন ত্বৎকথাং কীর্ত্তয়িতুমশক্তাঃ কথং জীবামেতি ভাবঃ। যদ্বা ত্বদ্বিরহে ত্বৎকথাস্ফূর্ত্তিবিশেষেণ বয়ং মারিতা এবেত্যাহুঃ ত্বৎকথৈব মৃতং মৃতিঃ সাক্ষান্মরণমেব। কুতঃ?—তপ্তং তাপাভিভূতং ভবতি জীবনং যস্মাৎ। পরমদাহকস্বভাবস্য প্রেমবিশেষস্য সদ্যোমৃত্যুজনকত্বাৎ। তথাপি কবিভিঃ কাব্যকৃদ্ভিরেবেড়িতং। যতঃ কল্মষাপহং। কিঞ্চ। শ্রবণয়োর্ম্মঙ্গলং সুখকরং। কিঞ্চ। শ্রিয়া মদো যেষাং ব্রহ্মাদীনাং তৈরাততং সর্ব্বতো বিস্তারিতং॥ বস্তুতস্তু শ্রবণয়োরেব মঙ্গলং। শ্রীমদৈরেবাততমিতি দোষঃ সূচিতঃ। অতঃ এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি, তএব জনা ভূরি বহু দ্যন্তি অবখণ্ডয়ন্তি গলে কর্ত্তয়ন্তীতি তথা তে। এবঞ্চ তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকথায়া মহাফলবিশেষ এব সূচিত ইতি দিক্ ॥ ৩৮৪॥ ননু শ্রবণস্য মাহাত্ম্যবচনানি বহূনি লিখিতানি কথং কীর্ত্তনস্যাল্পতরাণি, ততোঽপ্যস্য বিশেষাৎ, তত্র লিখতি কীর্ত্তনেঽপীতি। হি যতঃ নূনং নিশ্চিতং কীর্ত্তনাৎ স্বয়মেব শ্রবণং সিধ্যতি। শ্রোত্রেণ স্বকীয়কীর্ত্তনস্য স্বতঃ শ্রবণাৎ। অতঃ শ্রবণাদপি কীর্ত্তনস্য মাহাত্ম্যবিশেষোঽপি জ্ঞেয়ঃ। তথাপ্যল্পবচনানি প্রায়ঃ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যোক্ত্যা বক্তুর্ম্মাহাত্ম্যাপত্তের্ল্লজ্জাদিনা তথানুক্তেঃ। শ্রোতৃণাং শ্রবণাপেক্ষয়া বহুলকীর্ত্তনযোগ্যত্বাদিতি দিক্ ॥ ৩৮৫॥ শাস্ত্রজ্ঞঃ কীর্ত্তয়ে-

---

করুন্। ৩৮৩। উক্ত স্কন্ধে গোপিকাদিগের গীতেও প্রকাশিত আছে যে, হে হরে! ত্বদীয় বিরহে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, পুণ্যশীল ব্যক্তিরা তোমার কথা-সুধা পান করাইয়া সেই মৃত্যু হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ত্বদীয় কথা-সুধা তাপিত ব্যক্তির জীবনস্বরূপ, ব্রহ্মবিদ্গণও উহার স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন, উহা দ্বারা কামকর্ম্মের নিরাস হয়। ঐ অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিলে কল্যাণ ও শান্তি লাভ হইয়া থাকে। ভূতলে যাঁহারা উহা সবিস্তার পান করেন, তাঁহারা জন্মান্তরে অবশ্য ভূরি দান করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ৩৮৪। শ্রুতিবিষয়ে যে মাহাত্ম্যের উল্লেখ হইয়াছে, কীর্ত্তনেও তাহা পরিজ্ঞাত হইবে। কীর্ত্তন হইতে

শাস্ত্রাভ্যাসস্য চাভাবে পূর্ব্বেষাং লোকবিশ্রুতাং। সতামাধুনিকানাঞ্চ কথাং বন্ধুষু কীর্ত্তয়েৎ। ৪৮৬

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে সৎসঙ্গমো নাম দশমো বিলাসঃ॥ ১০॥

দিতি লিখিতং, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞত্বাভাবেঽপি তথা তেন ভগবৎ-কথাশুশ্রূষু-বৈষ্ণবসমাগমবিশেষাভাবেঽপি কদাচিদপি ভগবৎকথা ন পরিত্যাজ্যেতি লিখতি শাস্ত্রেতি। পূর্ব্বেষাং পুরাতনানাম্ আধুনিকানাঞ্চ তৎকালীনানাং সতাং শ্রীবৈষ্ণবানাং কথাং বন্ধুষু নিজভ্রাতৃপুত্রকলত্রাদিষু কীর্ত্তয়েৎ। নম্নু সাপি কথং জ্ঞেয়া? তত্র লিখতি লোকবিশ্রুতামিতি॥ ৩৮৬॥

ইতি দশমো বিলাসঃ॥ ১০॥

স্বয়ংই শ্রবণ সুসম্পন্ন হয় সন্দেহ নাই। ৩৮৫। শাস্ত্রাভ্যাসের অভাব হইলে সে স্থলে স্বীয় ভ্রাতা, পুত্র বা ভার্য্যাদির সকাশে লোকবিদিতা পুরাতনী সাধুকথা কিংবা আধুনিক বৈষ্ণবী কথা কীর্ত্তন করিবে। ৩৮৬।

ইতি সৎসঙ্গমনামক দশম বিলাস সমাপ্ত।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োভাগঃ।

একাদশ-বিলাসঃ।

শ্রীচৈতন্যং প্রপদ্যে তং মহাশ্চর্য্যপ্রভাবকং। প্রসাদে যস্য জুষ্টোঽপি ভগবদ্ভক্তিমান্ ভবেৎ॥১॥
ততো দিনান্ত্যভাগেষু বাহ্যেষু সুরসদ্মসু। যাত্রাং কৃত্বা দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত যথাবিধি॥২॥

অথ সায়ন্তনকৃত্যানি।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগরসংবাদে।—

দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বামৃক্ষৈর্যুতাং বুধঃ। উপতিষ্ঠেদ্যথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব॥৩
সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে। অন্যত্র সূতিকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ॥
উপতিষ্ঠন্তি বৈ সন্ধ্যাং যে ন পূর্ব্বাং ন পশ্চিমাং।
ব্রজন্তি তে দুরাত্মানস্তামিস্রং নরকং নৃপ॥ ইতি॥৪॥

শ্রীমচ্চৈতন্যদেবং তং বন্দে যস্য প্রভাবতঃ। জড়োঽপি ভগবদ্ভক্তিং নিত্যকৃত্যং সমাপয়েৎ॥ নিত্যকৃত্যসাঙ্গাশেষভগবদ্ভক্তিপ্রকারলিখনং পরমগুরোর্ভগবতঃ প্রভাবেণৈব সম্পদ্যতে ইত্যাশয়েন তং শরণং যাতি শ্রীচৈতন্যমিতি। মহাশ্চর্য্যঃ পরমাদ্ভুতঃ প্রভাবঃ শক্তির্যস্য তং। তমেবাভিব্যঞ্জয়তি যস্য প্রসাদে সতীতি॥১॥ বাহ্যেষু বহিঃস্থিতেষু দেবালয়েষু॥২॥

দিনান্তসন্ধ্যামিত্যত্র স্মৃতিঃ। প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি। সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং পর্য্যস্তমিতভাস্কর ইতি॥৩॥ সূতকং পুত্রজন্মাদি, অশৌচং শাবঞ্চ। বিভ্রমঃ উন্মাদাদি-

---

যাঁহার প্রসাদবলে নিতান্ত জড় ব্যক্তিও ভগবানের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া থাকে, সেই অদ্ভুত-প্রভাবসম্পন্ন শ্রীচৈতন্য দেবকে বন্দনা করি।১। তদনন্তর ব্রাহ্মণ দিবাবসানে, অর্থাৎ সায়ংকালে বহিঃস্থিত দেবগৃহে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন।২।

এস্থলে সন্ধ্যা কৃত্যের বিষ্ণুপুরাণোক্ত ঔর্ব্বসগরসম্বন্ধীয় সংবাদালবম্বনে উক্ত হইতেছে;— হে নৃপ! জ্ঞানী ব্যক্তি আচমন পূর্ব্বক সূর্য্যসংযুতা সায়ংসন্ধ্যা ও তারকাসমন্বিতা প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবেন; তাৎপর্য্য—(সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তকাল সায়ংসন্ধ্যার এবং তাঁহার উদয়ের পূর্ব্ব তারকাবিশিষ্টকালই প্রাতঃসন্ধ্যার বৈধ কাল)। যাহা হউক, হে পার্থিব! সকল কালেই সন্ধ্যাবন্দনা করা যাইতে পারে।৩। হে রাজন্! জননাশৌচ, মরণাশৌচ, উন্মাদ, আতুর এবং ভয়ের অবস্থা ভিন্ন অন্যকালে যে ব্যক্তি প্রাতঃ, বা সায়ংসন্ধ্যা না করে, সেই

ততো যথাশ্রমাচারং কর্ম্ম সায়ন্তনং কৃতী। নির্ব্বর্ত্ত্য পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা ভগবদর্চ্চনং ॥ ৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণভক্ত্যাসক্ত্যা তু সন্ধ্যোপাস্যাদিকং যদি। পতেৎ কর্ম্ম ন পাতিত্যদোষশঙ্কা কথঞ্চন ॥ ৬॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তানাং কর্ম্মপাতিত্যপরিহারঃ।

পাদ্মে শ্রীভগবদুক্তৌ।—
মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ॥
আদিপুরাণে চ।
স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কর্ম্ম চাখিলং। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎপরাঃ॥ ইতি
মৃদুশ্রদ্ধস্য ভক্তস্য প্রৌঢ়তামনুপেয়ুষঃ। কিঞ্চিৎ কর্ম্মাধিকারিত্বাৎ কর্ম্মাস্যৈতৎ প্রপঞ্চিতং॥
প্রৌঢ়শ্রদ্ধস্য ভক্তস্য কর্ম্মস্বনধিকারতঃ। পাতিত্যং ন ভবত্যেব লেখনীয়ং তদগ্রতঃ॥
কিঞ্চিদ্ধ্যানাদিভেদেন ত্রিসন্ধ্যঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। প্রোক্তঃ পূজাবিধিঃ প্রাজ্ঞৈস্তত্তৎকামাপ্তসিদ্ধয়ে॥৭

বৈচিত্ত্যং। আতুরং রোগাবস্থা ভীতিশ্চ॥ ৪॥ ততোঽন্যত্র যথাশ্রমাচারং যো যস্যাশ্রমস্তস্মিন্ য আচারঃ কর্ম্ম তমনতিক্রম্য। পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ শক্তশ্চেত্তর্হি সন্ধ্যায়ামপি কুর্য্যাৎ॥৫॥ অন্যোপাসনাদিকং নিষ্পাদ্যৈব পশ্চাদ্ভগবন্তমর্চ্চয়েদিতি লিখিতং, অধুনা ভগবৎপূজাপরেণ কদাচিৎ সন্ধ্যোপসনাদিকর্ম্মাণ্যুপেক্ষণীয়ানীতি লিখতি শ্রীকৃষ্ণেতি। শ্রীকৃষ্ণভক্তৌ আসক্তিস্তৎপরতা তয়া। পাতিত্যরূপদোষশঙ্কাপি কথঞ্চিদপি নাস্তি॥ ৬॥
মম কর্ম্ম পূজাদি। অগ্রতঃ ভক্তিমাহাত্ম্যে তাবৎ কর্ম্মাণীত্যাদিনা লেখ্যং॥ ৭॥

দুরাত্মার তামিস্র নামক নরকে গতি ঘটিয়া থাকে। ৪। ফল কথা, কৃতী ব্যক্তির আশ্রমাচার-বিহিত সায়ন্তন বিধি সমাপন করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিভাবে ভগবানের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। ৫। যদি ভগবানের প্রতি আসক্তচিত্ত নিবন্ধন বৈধ সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম সময়ে সমাহিত না হয়, তাহা হইলে কোনপ্রকার পাতিত্য, বা দোষের আশঙ্কা নাই। ৬।

ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ভক্তদিগের কর্ম্ম পতিত হইলে তৎপরিহারসম্বন্ধে পদ্মপুরাণে ভগবানের উক্তিতে প্রকাশ,—পুরুষেরা আমার কর্ম্ম করিতে করিতে যদি ক্রিয়া লোপ, অর্থাৎ পতিত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাদের কর্ম্ম সকল তিন কোটি মহর্ষিগণে সম্পাদন করিয়া থাকেন। আদিপুরাণে বর্ণনা।—যে সকল ব্যক্তি নিখিল কর্ম্মকলাপ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন, ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণ তাঁহাদের কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্তের ভক্তিশ্রদ্ধা মৃদুভাবাপন্ন, অর্থাৎ যাহাদের ভক্তির গাঢ়তা ঘটে নাই, তাহারাই কর্ম্মাধিকারিত্ব নিবন্ধন কিয়ৎকাল কর্ম্মের অনুসরণ করে। ফল কথা, যে সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধার পরিপক্কতা দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের কর্ম্মাধিকার নাই, সুতরাং কর্ম্ম না করিলে তাহাদের পাতিত্য ঘটে না; এ বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। যাঁহারা ধ্যানাদি-ভেদ নিবন্ধন কিঞ্চিৎ প্রাজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কামনাসিদ্ধির উদ্দেশে ত্রিসন্ধ্যা সময়ে স্বতন্ত্র পূজা-বিধি উল্লিখিত হইতেছে। ৭।

অথ ত্রিকালার্চ্চনবিধিবিশেষঃ।

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে।—

আরাধনবিধিং বক্ষ্যে প্রাতঃকালে বিশেষতঃ। বরং বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পুণ্যবৃক্ষাদিসেবিতং।
পুন্নাগৈর্নাগবৃক্ষৈশ্চ পনসৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ। বকুলৈশ্চৈব বিল্বৈশ্চ বন্যৈঃ কুরবকৈরপি।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতৈঃ পুষ্পাবনতশাখিভিঃ। তন্মধ্যে পুলিনং ধ্যায়েদ্বহু-পুষ্পকচম্পকং।
ধূপদীপৈর্ব্বিতানেন পুষ্পমালাবিভূষিতং। মুক্তাদামপতাকাভির্বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতং।
তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষস্য ছায়ায়াং পঙ্কজাসনে। সুস্থিতং বেণুগীতাঢ্যং সর্ব্বাভরণভূষিতং।
বনমালাপরিবৃতং গোপিকাশতবেষ্টিতং। দেবাসুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
যক্ষৈর্ব্বিদ্যাধরগণৈর্ব্বিহগৈর্ভুবি সংস্থিতৈঃ। ব্রহ্মর্ষিভিঃ স্তূয়মানং কৃষ্ণঞ্চৈব শুচিস্মিতং।
নানাবিধৈশ্চ গোপালৈর্মৃগপক্ষিবিভূষিতং। লেলিহ্যমানং প্রণয়াৎ পশূনাং শতকোটিভিঃ।
ইন্দীবরনিভং দিব্যং সুন্দরং শ্রিন্দিরালয়ং। সম্পূর্ণচন্দ্রবদনং পদ্মনেত্রনিভেক্ষণং।
পদ্মাভপাণিপাদঞ্চ পদ্মরাগবরার্চ্চিতং। শরণ্যং সর্ব্বলোকানাং গোপীনাং প্রাণবল্লভং।
এবং ধ্যাত্বার্চ্চয়েন্নিত্যং ষোড়শেনোপচারতঃ। দুগ্ধঞ্চ দধিখণ্ডেন সহিতং সংনিবেদয়েৎ।
সৌবর্ণপাত্রে গোপানাং গ্রাসং কাংস্যে নিবেদয়েৎ।এবং সমর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা জপন্মন্ত্রং সমাহিতঃ॥
মধ্যাহ্নে সংপ্রবক্ষ্যামি পূজাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাং। সৌবর্ণপর্ব্বতে মূলে ধাতুভিঃ সমলঙ্কৃতে।
পুণ্যবৃক্ষসমাকীর্ণে পুণ্যপক্ষিনিনাদিতে। পদ্মোৎপলাদিসঙ্কীর্ণে বাপীভিঃ সমলঙ্কৃতে।
তস্মিন্ সংপুলিনে রম্যে ছায়ায়াং পঙ্কজাসনে। সৌবর্ণমণ্ডপে সম্যগ্বিতানাদিবিভূষিতে।
মালাদিরচিতে রম্যে মণিভিঃ পুষ্পশোভিতৈঃ। সুবর্ণরত্নসন্দোহৈরন্তরান্তরশোভিতে।

ত্রিকাল-পূজার বিশেষ বিধি।—গৌতমীয় তন্ত্রে প্রকাশ;—প্রাতঃকালে সবিস্তার আরাধনা-বিধি বলিতেছি। সর্ব্বাগ্রে পুণ্য-বৃক্ষাদি-পরিপূর্ণ সুরম্য বৃন্দাবনের ধ্যান করিবে। পুন্নাগ, নাগ, পনস, কাঞ্চন, বকুল, বিল্ব, বন্য কুরবক এই সকল বৃক্ষে বৃন্দাবন শোভাময়। ঐ স্থানে সকল ঋতু বিরাজমান এবং তত্রত্য পুষ্পপাদপসমূহ, পুষ্পভারে অবনত শাখায় লম্বমান। উহার পুলিনদেশ বহুতর চম্পক ও বন্য পুষ্পে অলঙ্কৃত; ধূপ, দীপ, বিতান, পুষ্পমাল্য ও মৌক্তিক পতাকাশোভায় সুশোভিত। পুলিনের মধ্য দেশে কল্পপাদপচ্ছায়ায় পদ্মাসনে সর্ব্বাভরণসম্পন্ন বেণুবাদনপরায়ণ বৃন্দাবনচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার গল দেশে বনমালা, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গোপীমূর্ত্তি; সুর, অসুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, বিদ্যাধর ও পক্ষিগণ,—এমন কি, ব্রহ্মর্ষিগণ পর্য্যন্ত অবনীতে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার স্তবকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি হাস্য মুখে শোভা পাইতেছেন। নানাবিধ গোপাল ও মৃগপক্ষিগণে সেই গোপালের শোভা সম্পাদন করিতেছে। প্রণয়ানুসারে শত শত গবাদি জন্তু তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতেছে; তিনি দেখিতে ইন্দীবরের ন্যায় পরম রমণীয় এবং সাতিশয় শোভার আধার; তদীয় মুখমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রদ্যুতি বিরাজিত, নেত্রদ্বয় বিকসিতকমলকান্তি-বিনিন্দি, তদীয় করচরণকমল প্রফুল্লোৎপলের শোভাপহারী, তাঁহার সুরম্য কলেবর পদ্মরাগ মণির

সিংহাসনে সমাসীনং বিশ্রান্তং কংসসূদনং। মুক্তাময়ৈঃ সুরুচিরৈর্হারৈর্দামবিভূষিতং।
ধ্যাত্বা সম্যগ্বিশুদ্ধাত্মা জাতীপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। মহারজতপাত্রে তু নৈবেদ্যান্নং নিবেদয়েৎ।
দদ্যাদগ্রাসং সখীনাঞ্চ গোপানাং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। দেবকীপরমানন্দমেবং ধ্যায়েৎ সুখাসনং॥
রাত্রিপূজাবিধিং বক্ষ্যে রুক্মিণীবল্লভস্য চ। অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্য সর্ব্বপুষ্পফলস্য বৈ।
রত্নমণ্ডপমধ্যস্থং দিব্যপীতাম্বরং হরিং। দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং দিব্যাভরণভূষিতং।
অনেকদিব্যমালাভির্ম্মণ্ডিতং পঙ্কজেক্ষণং। রত্নমণ্ডপমধ্যস্থং সুন্দরং সুন্দরস্মিতং।
শোভয়ন্তং স্ববপুষা সর্ব্বলোকান্নিজশ্রিয়া। গোপীজনানাং হৃদয়বল্লভং প্রোক্তবর্চ্চসং।
সুগন্ধিপুষ্পৈরারাধ্যং শ্রীকৃষ্ণং সর্ব্বনায়কং। রাজতে তু পয়ঃ শুদ্ধং পক্বং পাত্রে নিবেদয়েৎ
এবমভ্যর্চ্চ্য মনসা জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। কালত্রয়ার্চ্চনে চৈব সহস্রং সাষ্টকং জপেৎ।
এষ নিত্যক্রমঃ প্রোক্তঃ কৃষ্ণমন্ত্রস্য সূরিভিঃ॥
তত্রৈবাদৌ সংক্ষিপ্তত্রিকালপূজোক্ত্যনন্তরং।—মনসা বা সমভ্যর্চ্চ্য ত্রিষু সন্ধ্যাসু সংযমী
প্রত্যহন্তু জপেন্মন্ত্রমষ্টোত্তরসহস্রকং। অসামর্থ্যে জপেন্মন্ত্রং নিত্যমষ্টশতং তথা॥ ইতি

প্রভায় সমুদ্ভাসিত। তিনি সর্ব্ব লোকের শরণ্য, গোপীজনের প্রাণবল্লভ; তাঁহার এইরূপ ধ্যান করিয়া নিত্য কাল ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজান্তে স্বর্ণপাত্রে খণ্ড সহিত দধি দুগ্ধ নিবেদন করিবে, কাংস্যপাত্রে গোপদিগকে অন্ন দিবার বিধি। এইরূপে ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিয়া একাগ্রচিত্তে তদীয় মন্ত্রজপপরায়ণ হইতে হইবে। অতঃপর মধ্যাহ্ন কালে সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী পূজার কথা বলিতেছি; সুরম্য প্রশস্ত পুলিনে সুবর্ণপর্ব্বতমূলে পদ্মাসনে পুলিনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করিয়া সুখ ভোগ করিতেছেন, চিন্তা করিবে; ঐ স্থান পবিত্র পাদপরাজিতে সুশোভিত, সুমধুর বিহঙ্গকুলে নিনাদিত, কমলকহ্লারে পরিশোভিত, বাপীজলাশয়ে শোভান্বিত। উহা সুবর্ণমণ্ডপে বিরাজিত এবং বিতান-শোভায় অলঙ্কৃত। উহার চতুর্দ্দিক্ বিবিধ কুসুমদামে বিজড়িত, নানা স্থানে মণিমাণিক্যাদি-রত্নপ্রভায় সমুদ্ভাসিত। জ্যোতির্ম্ময় ভগবানের অঙ্গে মুক্তামালা, হার ও কুসুমমালায় অপরূপ শোভা হইতেছে। তাঁহাকে বিশুদ্ধ ভাবে ভাবনা করিয়া, জাতিপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে; পরে মহারজত পাত্রে ভগবান্কে অন্ন নিবেদন করিবে; অনন্তর সখা গোপবৃন্দের ভোজনার্থ অন্নোৎসর্গ করিবে। তৎপরে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুখোপবিষ্ট দেবকীনন্দনের ধ্যান করিতে থাকিবে।

রুক্মিণীপতির রাত্রিকালীন পূজাবিধিও বলা যাইতেছে ;—তাঁহাকে এইরূপে চিন্তা করিবে। সেই সর্ব্বারাধ্য হরি নানাবিধ পুষ্পফলসমাকীর্ণ কল্পপাদপমূলে রত্ন-মণ্ডপ-মধ্যে বিরাজমান। তাঁহার সুন্দর দেহ দিব্য চন্দনে অনুলিপ্ত, দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত, বিকসিত কুসুম-মাল্যে সুশোভিত। তাঁহার নেত্রদ্বয় প্রফুল্ল কমলতুল্য, আকৃতি সুন্দর, হাস্য শোভাময়; তিনি স্বকীয় শরীর ও তাহার কান্তি-বিকাশে সকলের মনোহরণ পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। অধিক কি বলিব, তিনি আপনার অনুপম তেজঃপ্রভায় গোপীজনের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া সর্ব্বনায়কস্বরূপে সর্ব্বান্তরে বিহার করিতেছেন। তাঁহাকে এইরূপে আরাধনা করিয়া পবিত্র পক্ব দুগ্ধ, রজতপাত্রস্থ করিয়া,

অথ নক্তংকৃত্যানি।

ততো যথাসংপ্রদায়ং হোমং নিষ্পাদ্য বৈষ্ণবঃ। গীতনৃত্যাদিকং ভক্ত্যা বিধায় প্রার্থয়েৎ প্রভুং॥
তথাচোক্তং।—

বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়। আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব॥ ইতি ৮॥
এবং প্রার্থ্য সমর্প্যাস্মৈ পাদুকে শয়নালয়ং। আনীয় দেবং তত্রত্যানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ॥৯॥
বিশেষতোঽর্পয়েত্তত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করং। তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং দিব্যমাল্যানুলেপনং॥
ইত্থং ভক্ত্যা সমারাধ্য ভগবন্তং স্বশক্তিতঃ। তৎপ্রীত্যৈ সর্ব্বকর্ম্মাণি তৎফলং বার্পয়েৎ কৃতী॥

অথাহোরাত্রাখিলকর্ম্মার্পণবিধিঃ।

একাদশস্কন্ধে।—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥ ১০॥

প্রিয়াভিঃ শ্রীরাধিকাদিভিঃ॥ ৮॥ তত্রত্যান্ শয়নালয়ে কৃত্যান্॥ ৯॥ আত্মনা চিত্তেনাহঙ্কারেণ বা অনুসৃতো যঃ স্বভাবস্তস্মাৎ। অয়মর্থঃ। ন কেবলং বিধিতঃ কৃতমেবেতি নিয়মঃ স্বভাবানুসারি লৌকিকমপীতি। তথা চ ভগবদ্গীতাসু। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষীত্যাদি। যদ্বা নমু কায়াদীনামেব কর্ম্ম নাত্মন ইত্যাশঙ্ক্যাহ অধ্যাসেনানুসৃতাৎ ব্রাহ্মণত্বাদিস্বভাবাৎ যৎ যৎ করোতীত্যর্থঃ। যদ্বা অনুসৃতঃ আশ্রিতো যঃ স্বভাবঃ বৈষ্ণবত্বং তস্মাদ্ধেতোঃ কায়াদিনা যদ্যৎ ভগবদারাধনকর্ম্মেত্যর্থঃ। তৎ সকলং পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নারায়ণায় সমর্পয়েৎ। ইত্যনেন বচনেন কায়েনেত্যাদি নারায়ণায়েত্যন্তপদ্যমিদং পঠিত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা নারায়ণপ্রীত্যর্থং ভবত্বিতি সমর্পয়েৎ॥১০

নিবেদন করিবে; পরে সমাহিতচিত্তে পূজান্তে জপ করিতে থাকিবে। ত্রৈকালীন অর্চ্চনায় অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিবার বিধি; পণ্ডিতগণ কৃষ্ণমন্ত্র জপের এই নিত্য ক্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথমে সংক্ষেপে ত্রিকালার্চ্চনার কথা বলিয়া, প্রত্যহ অষ্টাধিক সহস্রসংখ্যক জপের ব্যবস্থা করিয়াছেন; ত্রিসন্ধ্যা পূজাবসানে জিতেন্দ্রিয়ের পক্ষেই ইহা ব্যবস্থেয়, অসমর্থ হইলে অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিতেও পারে।

রাত্রিকৃত্য।—অনন্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি গুরুপরম্পরাগত ব্যবহার মত হোমকর্ম্ম সমাধা করিয়া ভক্তিভাবে নৃত্যগীতাদি সমাপনপূর্ব্বক প্রভু বিষ্ণুর নিকটে এই প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনার বিধি শাস্ত্রে প্রকাশ;—হে স্বামিন্! হে কেশব! আপনার বলিষ্ঠ চরণ-যোগে পদবী অবধারণ অর্থাৎ পদক্ষেপ করিতে থাকুন; আপনি দয়িতাগণ সমভিব্যহারে শয়নস্থানে আগমন করুন।৮। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে পাদুকা অর্পণ করিবে, পরে শয়নস্থানে আনয়নপূর্ব্বক শয়নোপযোগী উপচার সকল কল্পনা করিতে থাকিবে।৯। শয়নস্থানে কেশবের উদ্দেশে সবিশেষ শর্করাসহিত ঘন দুগ্ধ, কর্পূর-সুবাসিত তাম্বূল, ও দিব্য মাল্যের যোজনা করিবে; এইরূপে কৃতী ব্যক্তি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার অর্চ্চনান্তে তদীয় প্রীতির উদ্দেশে আপনার সমস্ত কর্ম্ম ও তাহার ফল তাঁহাকে সমর্পণ করিবে।

কিঞ্চাত্র।—

সাধু বাসাধু বা কর্ম্ম যদ্যদাচরিতং ময়া। তৎ সর্ব্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাধনং পরং ॥১১॥

কিঞ্চ।— অপাং সমীপে শয়নাসনে গৃহে দিবা চ রাত্রৌ চ যথা চ গচ্ছতা।
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু ॥

অতএবোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবতা।

পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ ইতি ॥ ১২

কর্ম্ম ভগবদারাধনলক্ষণং। সাধু সম্যক্‌কৃতয়া অসাধু অসম্যক্‌কৃতয়া বা কৃতমিত্যর্থঃ। শ্রীভগবতি ভক্তেরসৎকর্ম্মণামর্পণস্যাযোগ্যত্বাৎ। এবম্ আরাধনং পরমারাধনত্বেন গৃহাণ স্বীকুরু ॥ ১১ ॥ ন চ মৎপ্রীতেরধিকং কিঞ্চিদস্তি ইত্যাহ পূর্ত্তেনেতি। পূর্ত্তাদিভী রাদ্ধং সিদ্ধং যন্নিঃশ্রেয়সং ফলং। মৎপ্রীতিরেবেতি তত্ত্ববিদাং মতং ॥ ১২ ॥ ইত্থং লিখিতপ্রকারেণ যথাবিধি নিত্যমারাধয়েৎ। তচ্চ

দিবারাত্রিসম্বন্ধীয় নিখিল কর্ম্মার্পণবিধি। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৬ শ্লোকে প্রকাশ ;—শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার, বা ব্রাহ্মণাদি স্বভাব নিবন্ধন যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তত্তাবৎই, হে নারায়ণ! তোমাকে সমর্পণ করিতেছি, এই বলিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে। ১০। * আরও প্রকাশ —হে বিষ্ণো! হে ভগবন্! আমি সৎ, বা অসৎ যে কিছু কার্য্য করিয়াছি, পরমারাধনা বিবেচনায়, আপনি তত্তাবৎ গ্রহণ করুন † ৷ ১১। আরও বর্ণনা ;—জলের নিকটে, শয়নে, উপবেশনে, গৃহে, দিবাকালে, রাত্রিকালে অথবা গমন করিতে করিতে আমি যে কিছু সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছি, আপনাকে সমর্পণ করিতেছি, হে জনার্দ্দন! আপনি তাহাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

এইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উক্তি—হে চতুরানন! আমার সন্তোষ সাধন করাই সকলের পরম মঙ্গলের কারণ জানিও, ইহা ভিন্ন উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি সম্ভবে না ; যদিও পূর্ত্ত অর্থাৎ খাতকর্ম্ম, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ এবং সমাধি দ্বারা জীবের ফলসিদ্ধি ঘটিয়া

---

* মনুষ্যের সকাম ও নিষ্কাম এই দুই প্রকারের আরাধনা দেখিতে পাওয়া যায়। "পুত্রং দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে।" পুত্র দাও, ধন দাও, সকলপ্রকার কামনা পূর্ণ কর, এইপ্রকার প্রার্থনাই সকাম এবং যাহাতে নিজের স্বার্থতা নাই, লৌকিকানুরোধ নাই, ফলপ্রবৃত্তি নাই তাহাই নিষ্কাম আরাধনা। যথা গীতা 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ" অর্থাৎ এ কার্য্যের আমি নিমিত্ত মাত্র, যাহা করি, যাহা ভোজন করি, যাহা হোম করি ও যাহা দান করি এ সমস্তই তোমার কার্য্য, তুমি ফলভোগী, আমি কেহই নহি, এরূপ প্রার্থনাই প্রকৃত প্রার্থনা এবং ইহাই ভাগবত ধর্ম্ম।

† ইহা ভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন। সৎকর্ম্মান্বিত পরম ভক্তের পক্ষে এরূপ ত্যাগস্বীকারই সম্ভবে, নিরত দুরাচার অবিশ্বাসী অভক্তের এ প্রার্থনা, বাক্য, মন ও হৃদয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী।

ইত্থমারাধয়েন্নিত্যং ভগবন্তং যথাবিধি। ন্যায়ার্জ্জিতাপ্তবিত্তেন সমগ্রফলসিদ্ধয়ে॥ ১৩॥

দশমস্কন্ধে।—

অয়ং স্বস্ত্যয়নং পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ। যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পূরুষঃ॥ ১৪॥

অথ পূজাফলসম্প্রাপ্ত্যুপায়ঃ।

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ।—

ন্যায়ার্জ্জিতৈঃ সাধনৈশ্চ দানহোমার্চ্চনাদিকং। কুর্য্যান্ন চেদধোযাতি ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি দ্বিজেতি॥১৫

যত্নাৎ সিদ্ধৈর্নিজৈঃ শুদ্ধৈর্দ্রব্যৈর্ধন্যোঽর্চ্চয়েৎ প্রভুং। পূজাদ্রব্যাণ্যশক্তশ্চেদ্দদ্যাদীক্ষেত বার্চ্চনং॥ ১৬

অথাশক্তস্য পূজাফলপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ।

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

আরাধনাসমর্থশ্চেদ্দদ্যাদর্চ্চনসাধনং। যো দাতুং নৈব শক্নোতি কুর্য্যাদর্চ্চনদর্শনং॥

নিস্তারায় তদেবালং ভবাব্ধের্মুনিসত্তম। নৈকঞ্চ যস্য বিদ্যেত সোঽধোযাত্যেব নান্যথা॥১৭

ন্যায়ার্জ্জিতেন আত্মন এব বিত্তেন ধনেন। সমগ্রস্য সম্পূর্ণস্য ফলস্য সিদ্ধয়ে। অন্যথা শাস্ত্রোক্ত-পূজাফলং সম্পূর্ণং ন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১৩॥

স্বস্ত্যয়নং স্বস্তি ক্ষেমময়তেঽনেনেতি তথা। শ্রদ্ধয়া নিষ্কামতয়া ভক্ত্যা বা। শুক্লেন শুদ্ধেন আপ্তেন ন্যায়ার্জ্জিতেন বিত্তেন পূরুষ ঈশ্বরঃ ইজ্যেতেতি যৎ-অয়ং পন্থাঃ॥ ১৪॥ ন চেৎ অন্যায়া-র্জ্জিতৈর্যদি কুর্য্যাত্তদেত্যর্থঃ। দ্বিজ হে সুতক্ষণ॥ ১৫॥ যশ্চ শ্রদ্ধাবিশেষেণ যত্নতো বিশুদ্ধসাধনানি সম্পাদ্য পূজামাচরেৎ স চ পরমভাগ্যবানিতি লিখতি যত্নাদিতি। অশক্তশ্চেদ্যদি তথার্চ্চনেঽসমর্থ-স্তদা পূজাদ্রব্যাণি দদ্যাৎ। তত্রাশক্তৌ চ পূজাদর্শনমপি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

এতদেবাগস্ত্যাদ্যুক্ত্যা প্রমাণয়ন্ আদৌ পূজাসাধনদাতাপি সমগ্রমেব ফলং প্রাপ্নুয়াদিতি

থাকে, কিন্তু এ সকল ক্রিয়ায় যে ফল-সিদ্ধি হয়, একমাত্র আমার প্রীতিতে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতদিগের অভিপ্রায়। ১২। এই প্রকারে ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা নিখিল ফলসিদ্ধির নিমিত্ত যথাবিধি জগদারাধ্য ভগবানের আরাধনা করিবে। ১৩।

পূজাফল প্রাপ্তির উপায়।—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে প্রকাশ,—শ্রদ্ধা সহকারে পবিত্রচিত্ত হইয়া ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা পরম পুরুষের আরাধনা করা গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রধান মঙ্গলজনক পথ বলিয়া জানিবে। ১৪। অগস্ত্য-সংহিতাতে প্রকাশ;—হে দ্বিজ! ন্যায়োপা-র্জ্জিত সাধনলব্ধ অর্থ দ্বারা দান, হোম ও আরাধনাদি করিবে, যদি এরূপ করা না হয়, তাহা হইলে অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থে যথাভক্তি দেবপূজা করিলেও পূজকের অধোগতি হইয়া থাকে। ১৫। যে ব্যক্তি ধন্য—অর্থাৎ সার্থকজন্মা, তিনি যত্নসঞ্চিত স্বকীয় শুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা ভগবানের তৃপ্তি সাধন করিবেন; যদি তাহাতে অশক্ত হন, তাহা হইলে ভগবানের উদ্দেশে পূজা-দ্রব্য প্রদান করিবেন; যদি তাহাও না ঘটে, কেবল মাত্র পূজা দর্শন করিবেন। ১৬।

অশক্তব্যক্তির পূজাফলপ্রাপ্তির উপায়।—অগস্ত্য-সংহিতাতে প্রকাশ;—যে ব্যক্তি ভগ-

কিঞ্চ তত্রৈব।—

যস্তু ভক্ত্যা প্রযত্নেন স্বয়ং সম্পাদ্য চাখিলং। সাধনং চার্চ্চয়েদ্বিদ্বান্ সমগ্রং লভতে ফলং॥

যোঽর্চ্চয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা পরানীতৈশ্চ সাধনৈঃ। পূজাফলার্দ্ধমেব স্যান্ন সমগ্রং ফলং লভেৎ॥ ১৮॥

কিঞ্চ।—পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যাসংবাদীয়-কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—

ধর্ম্মোদ্দেশেন যো দ্রব্যং পরং যাচয়তে নরঃ। তৎপুণ্যকর্ম্মজং তস্য ধনদস্যাপ্নুয়াৎ ফলং॥ ১৯॥

অথ দর্শনমাহাত্ম্যং।

পাদ্মে শ্রীপুলস্ত্যভগীরথসংবাদে।—

পূজিতং পূজ্যমানঞ্চ যে পশ্যন্তি জনার্দ্দনং। কপিলাশতদানস্য নিত্যং ভবতি তৎফলং॥ ২০॥

আগ্নেয়ে।—

পূজিতং পূজ্যমানংবা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিং। শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্যস্তু সোঽপি যাগফলং লভেৎ॥

লিখতি আরাধনেতি। অপ্যর্থে এবশব্দঃ। তৎ অর্চ্চনদর্শনমপি ভবাব্ধেঃ সকাশান্নিস্তারায় অলং সমর্থং॥ ১৭॥ ফলভেদমাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাং॥ ১৮॥ স্বয়ন্তু পূজার্থং দ্রব্যমন্যজনং নৈব যাচেতে-ত্যত্র পাদ্মবচনং লিখতি ধর্ম্মেতি। তস্য দ্রব্যযাচকস্য॥ ১৯॥

অধুনা স্বপরদ্রব্যার্চ্চনাৎ পূজাদর্শনে শ্রীভগবতো দর্শনং স্যাদিতি প্রসঙ্গাত্তন্মাহাত্ম্যং লিখতি পূজিতমিত্যাদিনা॥ ২০॥ মোদয়েৎ অনুমোদং কুর্য্যাৎ॥ ২১॥

তথা সুপ্রতিষ্ঠিতায়া ভক্তৈঃ পূজ্যমানায়াঃ সন্নিহিতায়াঃ শ্রীভগবন্মূর্ত্তেঃ সংদর্শনমবশ্যং কার্য্যমিতি

বানের পূজা করিতে অসমর্থ, তিনি তাঁহাকে পূজাদ্রব্যাদি প্রদান করিবেন, যদি তাহাতেও ক্ষম না হন, তবে পূজা দর্শনমাত্র করিবেন। হে মুনিসত্তম! এই পূজাদর্শনই সংসার-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়। যাঁহার এতদুভয়ের কিছুই না থাকে, তিনি যে অধো-গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অন্যথা নাই। ১৭। ঐ সংহিতায় আরও উল্লেখ আছে;— যে বিদ্বান্ ব্যক্তি যত্নসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক পূজার্থ নিখিল দ্রব্য স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে সমর্পণ করেন, তিনিই সমগ্র পূজাফলের অধিকারী। যে ব্যক্তি অন্যের আনীত উপকরণ-সংযোগে ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করেন, তিনি পূজার সমগ্র ফল লাভ না করিয়া, অর্দ্ধাংশ ফল লাভ করিয়া থাকেন। ১৮। পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামাকথোপকথনসম্বন্ধীয় কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে বর্ণনা;—যে ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম করিবার জন্য আপনার দুরবস্থানিবন্ধন অন্যের নিকটে দ্রব্যাদি প্রার্থনা করেন, তাঁহার পুণ্যফল অর্থদাতাই লাভ করিয়া থাকেন। ১৯।

অতঃপর পূজা-দর্শন-মাহাত্ম্য। পদ্মপুরাণে পুলস্ত্য ও ভগীরথসংবাদে প্রকাশ;—যাঁহারা ভগ-বান্‌কে পূজিত বা তাঁহার পূজা হইতেছে দর্শন করেন, শত কামধেনু দানে যে ফল প্রাপ্তি ঘটে, তাঁহাদের সেই ফল নিত্যকালই হইয়া থাকে। ২০। অগ্নিপুরাণে প্রকাশ,—যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে শ্রীহরির পূজা হইয়াছে ও হইতেছে দর্শন করেন, অথবা যিনি শ্রদ্ধাসহকারে তাহার অনুমোদন করেন, তাঁহারও যাগফল প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যিনি বৈধভাবে শ্রীহরির

সংপূজ্যমানং বিধিনা যঃ পশ্যেৎ শ্রদ্ধয়া হরিং। সোঽপি যাগফলং কৃৎস্নং প্রাপ্নুয়াৎ নাত্র সংশয়ঃ।
দৃষ্ট্বা সংপূজিতং দেবং নৃত্যমানোঽনুমোদয়েৎ। অসংশয়মতিঃ শুদ্ধঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ২১॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে মনুষ্যা মন্দবুদ্ধয়ঃ। যাবদ্রূপং ন পশ্যন্তি কেশবস্য মহাত্মনঃ॥ ২২॥

অথ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিদর্শননিত্যতা।

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

পূজ্যমানং হৃষীকেশং যে ন পশ্যন্তি বৈষ্ণবাঃ। তেষাং দত্তং হুতং জপ্তং দৈতেয়ায়োপতিষ্ঠতি।

কিঞ্চ তত্রৈব।—নারায়ণনারদসংবাদে পূজাবিধিকথনে।—

যত্র কুত্রাপি প্রতিমাং বেদধর্ম্মসমন্বিতাং। ন পশ্যন্তি জনা গত্বা তে দণ্ড্যা যমকিঙ্করৈঃ॥ ২৩॥

স্কান্দে।—

বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যৎ কিঞ্চিদ্বিষ্ণুভক্তায় দীয়তে। দানং তদ্বিমলং প্রোক্তং কেবলং মোক্ষসাধনং॥

কৌর্ম্মে।—যৎকিঞ্চিদ্দেয়মীশানমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণায় চ। প্রভবে বিষ্ণবে চাথ তদনন্তফলং স্মৃতং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

অনুগ্রহেণ মহতা প্রেতস্য পতিতস্য চ। নারায়ণবলিঃ কার্য্যস্তেনাস্যানুগ্রহো ভবেৎ॥
অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। অক্ষয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষস্তত্র দত্তং ন নশ্যতি॥
যথাকথঞ্চিদ্যদ্দত্তং দেবদেবে জনার্দ্দনে। অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি পাত্রমেকো জনার্দ্দনঃ॥

লিখতি তাবদিত্যাদিনা। রূপং শ্রীমূর্ত্তিং॥ ২২॥ যত্র কুত্রাপি দুর্গমে স্থানে সুগমে বেতি জ্ঞেয়ং। বেদধর্ম্মসমন্বিতাং বেদোক্তধর্ম্মেণ প্রতিষ্ঠাদিপূর্ব্বকং যথাবিধি পূজ্যমানামিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

পূজাদ্রব্যাণি বা দদ্যাদিতি সমস্তপূজাসাধনদানেনাপি সমগ্রং পূজাফলং লভত ইতি লিখিতং তত্র শ্রীভগবদর্থকিঞ্চিদ্দানেনাপি মহাফলং সিধ্যেদিত্যাশয়েন সামান্যতো বিশেষতশ্চ ভগবদর্থদ্রব্যদানমাহাত্ম্যং লিখন্নাদৌ তত্র সামান্যতো লিখতি বিষ্ণুমিত্যাদিনা স্বয়মিত্যন্তেন॥ ২৪॥

পূজা হইতেছে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দর্শন করেন, তিনি যে সমস্ত যাগফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে সমর্চ্চিত দর্শন করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে অনুমোদন করেন, সংশয়বর্জ্জিত সেই পবিত্র পুরুষ পরমব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। ২১।

ভগবানের মূর্ত্তি দর্শনের নিত্যতা। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণনা;—যতকাল পর্য্যন্ত কেশবের কমনীয় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না ঘটে, ততকাল পর্য্যন্ত দুর্ম্মতি মানবকুল সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে।২২। পদ্মপুরাণেও প্রকাশ;—যে সকল বৈষ্ণবব্যক্তি ভগবান্‌কে পূজ্যমান দর্শন করে না, তাহাদের দান, হোম ও জপাদি সমস্তই দেবোদ্দিষ্ট হইয়াও দানবার্থে কল্পিত হইয়া থাকে;—অর্থাৎ দৈত্যগণে উহার ফলভাগী হয়। ঐ স্থানে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে পূজাবিধিকথনে বর্ণনা;—সুগম, বা দুর্গম যে স্থানে হউক, যাহারা বেদোক্ত ক্রিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করে, যমকিঙ্করেরা তাহাদিগকে দণ্ডিত করিয়া থাকে। ২৩।

তত্রৈব।—তৃতীয়কাণ্ডে।—

সামান্যভক্ত্যা যদ্দত্তং তদ্ধি পদ্ভ্যাং প্রতীচ্ছতি। একান্তভাবোপগতৈর্মূর্দ্ধ্না দ্বিজবরোত্তমাঃ॥

অনন্তো ভগবান্ বিষ্ণুস্তস্য কামবিবর্জ্জিতৈঃ। যদেব দীয়তে কিঞ্চিত্তদেবাক্ষয়মুচ্যতে॥ ২৪॥

পদ্ভ্যাং প্রতীচ্ছতে দেবঃ সকামেন নিবেদিতং। মূর্দ্ধ্না প্রতীচ্ছতে দত্তমকামেন দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২৫॥

তথৈবোক্তং মোক্ষধর্ম্মে।—শ্রীনারদেন।—

ব্রহ্মা যদৃষয়শ্চৈব স্বয়ং পশুপতিশ্চ যৎ। অন্যে চ বিবুধশ্রেষ্ঠা দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ।

নাগাঃ সুপর্ণা গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা রাজর্ষয়স্তথা। হব্যং কব্যঞ্চ সততং বিধিযুক্তং প্রভুঞ্জতে।

কৃৎস্নন্তু তস্য দেবস্য চরণাবুপতিষ্ঠতি॥ যাঃ ক্রিয়াঃ সংপ্রযুক্তাস্তু একান্তগতবুদ্ধিভিঃ।

তাঃ সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্লাতি বৈ স্বয়ং॥ ২৬॥

প্রতীচ্ছতে স্বীকরোতি॥ ২৫॥

যৎ হব্যং দেবেভ্যো দেয়ং। কব্যঞ্চ পিতৃভ্যো দেয়ং। চরণৌ প্রতি। একস্মিন্নেব ভগবতি অন্তং গতা নিষ্ঠাং প্রাপ্তা বুদ্ধির্যেষাং তৈঃ॥ ২৬॥

অধুনা দ্রব্যবিশেষদানেন ফলবিশেষং লিখতি একামিত্যাদিনা সুখং ভবেদিত্যন্তেন। যত্তপি

অতঃপর ভগবানের উদ্দেশে দ্রব্যদানমাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে;—বিষ্ণুর উদ্দেশে তদ্ভক্তকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, সেই দানই নির্ম্মল বলিয়া উক্ত এবং তাহাই মোক্ষ-সাধন হইয়া থাকে। কূর্ম্মপুরাণে প্রকাশ;—ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, বিষ্ণুই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং উহা অনন্ত ফলদায়ক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণনা;—যে ব্যক্তি অতিশয় অনুগ্রহের আশয়ে প্রেত ও পতিত ব্যক্তির নিমিত্ত নারায়ণের প্রীতিবিধানে যত্নবান্ হইয়া থাকেন, তাঁহার এরূপ কার্য্যে নারায়ণের অনুগ্রহ হইয়া থাকে। যাঁহার আদি বা অন্ত নাই, যিনি শঙ্খচক্রধারী, যিনি অক্ষয়, যে দেবতা পুণ্ডরীকাক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত, তদুদ্দেশে যে সকল বস্তু দান করা যায়, তাহা কখনও নষ্ট হয় না। দেবদেব জনার্দ্দনের উদ্দেশে যে কোনও রূপে যে কোনও বস্তু দান করা যায়, তাহার বিনাশ নাই; জানিও, জনার্দ্দন হরিই একমাত্র দানের আস্পদ। ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয় কাণ্ডে লিখিত আছে;—লোকে সামান্য ভক্তিতে ভগবানের উদ্দেশে যাহা দান করে, সেই উপেন্দ্র আপনার পদপ্রান্তে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, একান্ত ভক্তির সহিত যাহা দান করা যায়, তিনি স্বীয় মস্তকে তাহা লইয়া থাকেন; আর যিনি নিষ্কামভাবে অনন্ত ভগবানের উদ্দেশে যাহা কিছু দান করিয়া থাকেন, তাহাই অক্ষয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ২৪। হে দ্বিজোত্তমগণ! লোকে কামনা করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে যাহা দান করে, তিনি তাহা পদদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু কামনাবর্জ্জিত হইয়া দান করিলে মস্তক পাতিয়া লইয়া থাকেন। ২৫। মোক্ষধর্ম্মে নারদমুখে প্রকাশ;—ব্রহ্মা, ঋষিগণ এবং স্বয়ং পশুপতি যাহা ভোজন করেন, অন্যান্য দেববৃন্দ, দৈত্য,

অথ দানবিশেষফলং।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

একামপি নরো ধেনুং সবৎসাং বিধিপূর্ব্বকং। দত্ত্বোদ্দেশেন কৃষ্ণস্য প্রাপ্নোত্যেবাভিবাঞ্ছিতং॥

নারসিংহে।—

যো গাং পয়স্বিনীং বিষ্ণোঃ কৃষ্ণবর্ণাং প্রযচ্ছতি। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্য হরিং ব্রজেৎ।
সর্ব্বপাপৈর্ব্বিরহিতঃ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ। গবাং সহস্রদানস্য ফলং প্রাপ্য দিবং ব্রজেৎ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।— গবাং লোকমবাপ্নোতি ধেনুং দত্ত্বা পয়স্বিনীং।
দধিক্ষীরঘৃতার্থায় বাসুদেবস্য চালয়ে। দত্ত্বা গাং মধুপর্কায় মহৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ॥
জলাশয়ং তথা কৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। সপুষ্পৈঃ সফলৈর্ব্বৃক্ষৈর্যুতং কৃত্বা জলাশয়ং॥
উদ্যানৈঃ পদ্মিনীষণ্ডৈরাশ্রমৈশ্চ মনোহরৈঃ। শ্বেতদ্বীপমবাপ্নোতি পুনর্নাবর্ত্ততে ততঃ॥
দেবাগ্রে কারয়েদ্যস্তু রম্যমাপণবীথিকাং। রাজা ভবতি লোকেষু বিজিতারির্ম্মহাযশাঃ॥
নগরঞ্চ তথা কৃত্বা সাম্রাজ্যমধিগচ্ছতি। শিবিকাং যে প্রযচ্ছন্তি তে প্রযান্ত্যমরাবতীং॥
অশ্বদাঃ স্বর্গলোকস্থা রাজন্তে দিবি সূর্য্যবৎ। করীন্দ্রদানাচ্ছক্রস্য চিরাল্লোকাচ্চ্যুতো নরঃ॥
রাজা ভবতি ধর্ম্মাত্মা পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ॥ ২৭॥

গোদানাদিকমেতৎ কাদাচিৎকত্বান্নিত্যকর্ম্মমধ্যেঽত্র লিখিতুং নোপযুজ্যতে তথাপি তত্তদ্দানেন নিত্যপূজাসিদ্ধেঃ পূজাদ্রব্যদানলিখনাচ্চ তত্তৎফলবিশেষাপেক্ষয়া প্রসঙ্গতোঽত্রৈব লিখিতমিতি দিক্॥ ২৭॥

দানব, রাক্ষস, নাগ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ যে সকল হব্য কব্য ভোজন করিয়া থাকেন, তত্তাবৎই ভগবানের চরণদ্বয়ে উপনীত হইয়া থাকে; কিন্তু একান্তচিত্ত নরগণ যে কোনও ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, ভগবান্ স্বয়ং সে সকলই আত্মশিরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৬।

অতঃপর দানবিশেষফল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে;—লোকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে একটী মাত্র বৎসসহিত গাভী যথাবিধি দান করিলে, অভীপ্সিত ফল লাভ করিয়া থাকে। নৃসিংহ-পুরাণে বর্ণিত আছে;—যে ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণা পয়স্বিনী গাভী দান করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া, শ্রীহরির নিকটে গমন করিয়া থাকেন; অন্য কথা কি, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবর্জ্জিত ও সর্ব্বাভরণবিভূষিত হইয়া, সহস্র গোদানফল লাভ করিয়া, স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রকাশ;—হরি-মন্দিরে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতের জন্য পয়স্বিনী গাভী দান করিলে গোলোকে বাস ঘটিয়া থাকে; এবং মধুপর্কের উদ্দেশে গোদান করিলে, মহা ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভগবানের উদ্দেশে জলাশয় উৎসৃষ্ট করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া থাকেন; যে ব্যক্তি মনোহর আশ্রমে জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহা পুষ্পফলসমন্বিত বৃক্ষে সুশোভিত, উদ্যানে পরিবেষ্টিত ও কমল-কহ্লারে বিশোভিত করিয়া দেন, তাঁহার শ্বেতদ্বীপে নিবসতি হইয়া থাকে; অন্য কথা কি, তাঁহাকে আর পুনর্জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে

বিষ্ণোরায়তনে দত্ত্বা তৎকথাপুস্তকং নরঃ। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি বহুকালস্থিরং দ্বিজাঃ॥ ২৮॥
পুস্তকাংশ্চ তথৈবান্যান্ যঃ প্রদদ্যান্নরস্থিহ। সারস্বতমবাপ্নোতি লোকং কালং তথা বহুং॥২৯॥
স্বভৃতং বাচকং কৃত্বা দেবাগারে নরঃ সদা। বিদ্যাদানফলং প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৩০॥
বিষ্ণোঃ শঙ্খপ্রদানেন বারুণং লোকমশ্নুতে। মানুষ্যমাসাদ্য তথা খ্যাতশব্দশ্চ জায়তে॥
ঘণ্টাপ্রদানেন তথা মহদ্যশ উপাশ্নুতে। কূটাগারং তথা দত্ত্বা নগরাধিপতির্ভবেৎ॥ ৩১॥
দত্ত্বা তু দেবকর্ম্মার্থং নবাং বেদীং দৃঢ়াং শুভাং। পার্থিবত্বমবাপ্নোতি বেদী হি পৃথিবী যতঃ॥
তোরণং কারয়েদ্যস্তু দেবদেবালয়ে নরঃ। লোকেষু তস্য দ্বারাণি ভবন্তি বিবৃতানি বৈ॥ ৩২॥
দেববেশ্মোপযোগ্যানি শিল্পভাণ্ডানি যো নরঃ। দত্ত্বাথবা বাদ্যভাণ্ডানি গণেশত্বমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৩॥
যঃ কুম্ভং দেবকর্ম্মার্থং নরো দদ্যান্নবং শুভং। বারুণং লোকমাপ্নোতি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৩৪

তস্য বিষ্ণোঃ কথায়াঃ পুস্তকং শ্রীভাগবতাদি॥২৮॥ ইহ বিষ্ণ্বায়তনে॥ ২৯॥ স্বভৃতং বেতনাদিনা স্বায়ত্তীকৃতং॥ ৩০॥ কূটাগারং মঞ্চগৃহং॥ ৩১॥ বেদীং ভগবদগ্রতঃ পূজোপকরণস্থাপনার্থমিষ্টকাদিনির্ম্মিতং স্থানবিশেষং॥৩২॥ শিল্পভাণ্ডানি শিল্পনির্ম্মাণোচিতদ্রব্যাদীনি বাদ্যাদীনি চ॥ ৩৩॥ শুভমুৎকৃষ্টদ্রব্যনির্ম্মিতং সুন্দরং বা॥ ৩৪॥ বারিধানীং লঘুঘটং॥ ৩৫॥ মাত্রাং

হয় না। যে ব্যক্তি শ্রীহরির অগ্রে সুরম্য আপণ-বীথি বিন্যস্ত করেন, তিনি শত্রুবিজয়ী ও মহাযশস্বী হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুর উদ্দেশে নগর পত্তন করেন, তিনি সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন; যিনি নারায়ণের উদ্দেশে শিবিকা দান করেন, তাঁহার অমরাবতীর আধিপত্য লাভ ঘটিয়া থাকে। যিনি বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বদান করেন, তিনি স্বর্গবাসী হইয়া সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন; এইরূপে হস্তী দান করিলে, দীর্ঘকালের পর ইন্দ্রলোকচ্যুত হইয়া ধরণীশ্বর হইয়া থাকেন। ২৭। হে দ্বিজগণ! লোকে বিষ্ণুমন্দিরে দীর্ঘকালস্থায়ী ভগবৎকথা-পুস্তক ভাগবতাদি দান করিলে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।২৮। যে লোক ভগবানের শ্রীমন্দিরে অন্যান্য পুস্তকাদি দান করেন, তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত সারস্বত লোকে বাস করিয়া থাকেন। ২৯। যিনি দেবগৃহে বেতন প্রদানে সর্ব্বদা বাচক-(ধর্ম্মব্যাখ্যাতা) নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তিনি বিদ্যা দানের ফল লাভ করিয়া, সসম্মানে ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৩০। (এইরূপ) বিষ্ণুর উদ্দেশে শঙ্খ প্রদান করিলে বরুণলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, এবং অবশেষে অবনীতে নররূপে আবির্ভূত হইয়া, সবিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া থাকেন; ঘণ্টা প্রদান করিলে মহা সুখ্যাতি এবং মঞ্চগৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলে নগরের আধিপত্য প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ৩১। যিনি দেবকর্ম্মের উদ্দেশে মঙ্গলকর সুদৃঢ় ইষ্টকাদিরচিত নূতন বেদী প্রস্তুত করিয়া দেন, তিনি পৃথিবীপতি হইয়া থাকেন; কারণ পৃথিবীই বেদী বলিয়া পরিচিত। যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্দিরসমক্ষে তোরণ প্রস্তুত করিয়া দেন, সর্ব্বলোকে তাঁহার দ্বার (গমনাগমনপথ) বিমুক্ত হইয়া থাকে।৩২। যেব্যক্তি দেবগৃহ-ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় শিল্পভাণ্ড,বা বাদ্যভাণ্ড প্রদান করেন, তিনি গণেশত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৩। দেবকার্য্যের জন্য

চতুরঃ কলসান্ দদ্যাদ্‌যস্তু দেবগৃহে নরঃ। চতুঃসমুদ্রবলয়াং স হি ভুঙ্‌ক্তে বসুন্ধরাং॥
দত্ত্বৈকমপি বিপ্রেন্দ্রাঃ কলসং সুসমাহিতঃ। রাজা ভবতি ধর্ম্মাত্মা ভূতলে নাত্র সংশয়ঃ॥
বারিধানীং তথা দত্ত্বা বারুণং লোকমশ্নুতে। কমণ্ডলুপ্রদানেন যজ্ঞস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৫॥
মাত্রাস্তু পরিচর্য্যার্থং নিবেদ্য হরয়ে তথা। সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে॥ ৩৬॥
তালবৃন্তপ্রদানেন নির্ব্বৃতিং প্রাপ্নুয়াৎ পরাং। মাল্যাধারং তথা দত্ত্বা ধূপাধারন্তথৈ ব চ।
গন্ধাধারং তথা পাত্রং কামানাং পাত্রতাং ব্রজেৎ॥ সমুদ্রজানি পাত্রাণি দত্ত্বা বৈ তৈজসানি বা।
পাত্রং ভবতি কামানাং বিদ্যানাঞ্চ ধনস্য চ। শয়নাসনদানেন স্থিতিং বিন্দতি শাশ্বতীং॥
উত্তরচ্ছদদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
নরঃ সুবর্ণদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ। রূপ্যদো রূপমাপ্নোতি বিশেষাৎ ভুবি দুর্ল্লভং॥৩৭॥
রত্নদানেন লোকেষু প্রামাণ্যমুপগচ্ছতি। অনড্বাহপ্রদানেন দশধেনুফলং লভেৎ॥ ৩৮॥
অজাবিমহিষোষ্ট্রাণাং দানমশ্বতরস্য চ। সহস্রগুণিতং দানাৎ পূর্ব্বপ্রোক্তাৎ প্রকীর্ত্তিতং॥ ৩৯॥
বারুণং লোকমাপ্নোতি দত্ত্বা বস্তং দ্বিজোত্তমাঃ। অবিপ্রদানাচ্চ তথা তমেনং লোকমশ্নুতে॥

দেবোপচারসামগ্রীং তদাধারদ্রব্যংবা॥ ৩৬॥ কামানামৈশ্বর্য্যভোগানাং পাত্রতামাশ্রয়তাং॥ ৩৭॥ রত্নানি মৌক্তিকহীরকগোমেদেন্দ্রনীলপুষ্পরাগবৈদূর্য্যবিদ্রুমমরকতপদ্মরাগাদীনি॥ ৩৮॥ পূর্ব্বপ্রোক্তাৎ ব্রাহ্মণসম্প্রদানকাদ্দানাৎ॥ ৩৯॥ বস্তং ছাগং। অবির্মেষঃ। খরং গর্দ্দভবিশেষং

যে ব্যক্তি মঙ্গলকর নূতন কুম্ভ প্রদান করেন, তাঁহার বরুণ-লোকে বাস এবং পাপনিবৃত্তি হইয়া থাকে। ৩৪। যে লোক দেবগৃহে চারিটি কলস দান করেন, তিনি চতুঃ-সমুদ্রবেষ্টিত বসুন্ধরা ভোগ করিয়া থাকেন। হে বিপেন্দ্রবৃন্দ! যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে শ্রীহরির উদ্দেশে একটি মাত্র কলস দান করেন, তিনি যে সুধার্ম্মিক নৃপতি হইয়া ধরার আধিপত্য লাভ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; যে ব্যক্তি ভগবানের উদ্দেশে ক্ষুদ্র ঘটও দান করেন, বারুণ লোকে তাঁহার বাস ঘটিয়া থাকে; (এইরূপে) কমণ্ডলু দান করিলে যজ্ঞীয় ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩৫। দেবোপচারসামগ্রী অথবা দেবপরিচর্য্যার জন্য তাহার আধার দান করিলে, সর্ব্বকামসমৃদ্ধ যজ্ঞফলভাগী হইয়া থাকে। ৩৬। তালবৃন্ত প্রদান করিলে, পরম-সুখ-সম্ভোগ ঘটে; মাল্যাধার, ধূপাধার, গন্ধাধার এবং অন্য পাত্র প্রদান করিলে, নিখিল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকে। সমুদ্রজাত পাত্র, বা ধাতুপাত্র দান করিলে, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও অর্থ ভোগ ঘটিয়া থাকে; শয্যা ও আসন দান করিলে নিত্যকাল স্থিতি ঘটিয়া থাকে; (এইরূপে) উত্তরীয় দানে সকল কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে; সুবর্ণ দানে কামনা সুসিদ্ধ হয় এবং দানকর্ত্তা সংসারে সুদুর্ল্লভ সুন্দর রূপে বিভূষিত হইয়া থাকে। ৩৭। লোকে মণি-হীরকাদি প্রদান করিলে, প্রামাণ্য লাভ করে এবং বৃষ দান করিলে, দশ ধেনু দানের ফল-প্রাপ্তি ঘটে। ৩৮। ছাগ, মেষ, মহিষ, উষ্ট্র এবং অশ্বতর দানে পূর্ব্বোক্ত দানের অপেক্ষা সহস্রগুণ ফল লাভ ঘটিয়া থাকে। ৩৯। হে উৎকৃষ্ট দ্বিজগণ! ছাগ দানে লোকের বরুণ

উষ্ট্রং বা গর্দ্দভং বাপি খরং বা যঃ প্রযচ্ছতি। অলকাং স সমাসাদ্য যক্ষেন্দ্রৈঃ সহ মোদতে॥
আরণ্যমৃগজাতীনাং তথা দানাচ্চ পক্ষিণাং। অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সুভগশ্চ তথা ভবেৎ॥
দাসং দত্ত্বা সুখে লোকে নেষ্টভ্রষ্টো বিজায়তে। দাসীং দত্ত্বা তথা বিপ্রা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
গণিকাং যে প্রযচ্ছন্তি নৃত্যগীতবিশারদাং। সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তাস্তে প্রযান্ত্যমরাবতীং॥
নৃত্যং দত্ত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ং॥ ৪০॥
প্রেক্ষণীয়প্রদানেন শক্রলোকে মহীয়তে। গীতং দত্ত্বা তথাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমসংশয়ং॥
দুন্দুভিং যে প্রযচ্ছন্তি কীর্ত্তিমন্তো ভবন্তি তে॥
দত্ত্বা ধান্যানি বীজানি শস্যানি বিবিধানি চ। রূপকাণি চ তান্যেব প্রাপ্নুয়াৎ সুরপূজ্যতাং॥
দত্ত্বা শাকানি রম্যাণি বিশোকস্ত্বভিজায়তে। দত্ত্বা চ ব্যঞ্জনার্থায় তথোপকরণানি চ॥৪১॥
পুষ্পবৃক্ষং তথা দত্ত্বা দেশস্যাধিপতির্ভবেৎ। ফলবৃক্ষং তথা দত্ত্বা নগরাধিপতির্ভবেৎ॥

পশ্চিমদেশে গোখরেতি প্রসিদ্ধং॥ ৪০॥ প্রেক্ষণীয়মিন্দ্রজালাদি। গীতং দত্ত্বা গায়নদ্বারা গীতং গাপয়িত্বা। বীজানি শাকাদীনাং বীজানি, বীজরূপাণি ধান্যানি বা। শস্যানি ভোজ্যানি যবাদীনি। রূপকাণি অঙ্কুরিতানি॥৪১॥ পুষ্পবৃক্ষং পুষ্পপ্রধানকং বৃক্ষং। এবং ফলবৃক্ষং॥৪২॥

লোকে বাস ঘটে, এইরূপ মেষদানেও বরুণলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অথবা পশ্চিমদেশ-প্রসিদ্ধ গোখর দান করেন, তিনি অলকাধিপতির অলকাপুরী প্রাপ্ত হইয়া যক্ষেন্দ্রগণের সহিত আনন্দোপভোগ করিয়া থাকেন। আরণ্য মৃগ ও পক্ষী দান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং সৌভাগ্য-শ্রীও প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দাস দান করে, তাহাকে সুন্দর লোক হইতে ইষ্টভোগ পরিত্যাগ করিয়া আর স্খলিতপদ হইতে হয় না; এইরূপ দাসী দান করিলে যে দাস দানের ন্যায় ফলপ্রাপ্তি ঘটে, সে বিষয়ে বিচারবাদের প্রয়োজন করে না। যাহারা নৃত্যগীতসুপটু গণিকা দান করে, তাহারা সকলপ্রকার দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, অমরাবতীতে যাত্রা করিয়া থাকে; কেবলমাত্র নৃত্যদানে নিঃসংশয়ে রুদ্রলোকে নিবসতি হয়। ৪০। যাহারা ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করায়, তাহারা ইন্দ্রলোকে বাস করে; গায়ক দ্বারা গান গাওয়াইলে ব্রহ্মলোকে গমন হয়। যে সকল ব্যক্তি দেবোদ্দেশে দুন্দুভি দান করে, তাহারা সংসারে কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকে। যাহারা শাকবীজ, ধান্যবীজ, যবাদি-শস্যবীজ ও অঙ্কুরাদি প্রদান করে, তাহারা সুরপূজিত হইয়া থাকে। যদি দেবোদ্দেশে সুরম্য ব্যঞ্জনার্থ উপকরণ, বা শাকাদি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর শোকের মুখ দেখিতে হয় না। ৪১। (এইরূপ) পুষ্পবৃক্ষ দানে দেশাধিপতি এবং ফলবৃক্ষ প্রদানে নগরাধিপতি হইয়া থাকে। আরও যে ব্যক্তি সুগন্ধ সাধন ও পট্টদুকূল দান করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। কঙ্কতক দানে কলেবর রোমশূন্য হয় এবং কূর্চ্চপ্রসাধন প্রসানে পরম মঙ্গল প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ৪২। এইরূপ চমৎকার মৎদ্রব্যজাত সম্পাদনে

তথা।—

স্নগন্ধসাধনানীহ পটবাসানি যো নরঃ। দদাতি দেবদেবস্য সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥

কঙ্কতস্য প্রদানেন বিরোমত্বভিজায়তে। কূর্চ্চপ্রসাধনং কৃত্বা পরং মঙ্গলমশ্নুতে॥ ৪২॥

বিস্মাপনীয়ং যৎ কিঞ্চিদত্বাত্যন্তং সুখং লভেৎ॥ ৪৩॥

বস্ত্রালঙ্করণাদীনাং কৃষ্ণার্পণফলঞ্চ যৎ। উপচারপ্রয়োগে প্রাক্ তত্র তত্র ব্যলেখি তৎ॥৪৪॥

উপচারাশ্চ বিবিধাঃ শ্রীমদ্ভগবদর্চ্চনে। শক্ত্যাশক্ত্যাদিভেদেন তান্ত্রিকৈর্বৈষ্ণবৈর্মতাঃ॥ ৪৫॥

অথ বিবিধোপচারাঃ।

আগমে।—আসন-স্বাগতে সার্ঘ্যে পাদ্যমাচমনীয়কং। মধুপর্কাচমস্নানবসনাভরণানি চ॥

স্নগন্ধসুমনোধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনং। প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্ত ষোড়শ॥ ৪৬॥

অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনং মধুপর্কাচমান্যপি। গন্ধাদয়ো নিবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ॥ ৪৭॥

গন্ধাদিভির্নিবেদ্যান্তৈঃ পূজা পঞ্চোপচারিকী। সপর্য্যাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাস্তাসামেকাং সমাচরেৎ॥৪৮॥

কচিচ্চ।—

আসনাবাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কং। স্নানং বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ।

বিস্মাপনীয়ং আশ্চর্য্যাবহং॥ ৪৩॥ অত্রালিখিতোঽপি বস্ত্রাদিদানফলভেদঃ পূর্ব্ববৎ তদর্পণপ্রকরণে লিখিতোঽত্রাপি তথৈব জ্ঞেয়ঃ ইত্যাশয়েন লিখতি বস্ত্রেতি।৪৪॥ পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ শক্তো ভগবদর্চ্চনমিতি সায়ংপূজায়াং লিখিতং তত্র শক্তৌ পূর্ব্বলিখিতৈঃ সর্ব্বৈরেবোপচারৈরর্চ্চনং কার্য্যম্ অশক্তৌ সংক্ষেপেণ কতিভিশ্চিদেব কর্ত্তব্যমিত্যাশয়েনোপচারাণাং বহুবিধত্বং লিখতি উপচারাশ্চেতি। শক্তেরশক্তেশ্চ ভেদেন আদিশব্দাৎ কালদেশশ্রদ্ধাদিভেদেন চ বিবিধা মতাঃ॥ ৪৫॥

সার্ঘ্যে অর্ঘ্যসহিতে। অর্ঘ্যঞ্চৈকমিত্যর্থঃ এবং ষোড়শ॥ ৪৬॥ অর্ঘ্যাদীনি পঞ্চ গন্ধাদয়শ্চ পঞ্চ ইত্যেব দশ॥ ৪৭॥ ত্রিবিধা উপচারাণাং ষোড়শাদিনা ভেদত্রয়েণ ত্রিপ্রকারাঃ॥ ৪৮॥

অত্যুত্তম সুখ ভোগ হইয়া থাকে। ৪৩। (অধিক কি বলিব,) শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বসন-ভূষণ সমর্পণ করিলে যে ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বে উপচারপ্রদানবিষয়ে তত্তাবৎ লিখিত হইয়াছে। ৪৪। (ফলকথা) ভগবানের অর্চ্চনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপচার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তান্ত্রিক বৈষ্ণবগণ সামর্থ্যানুসারে তদ্বৈষম্যের ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিয়াছেন। ৪৫।

নানাবিধ উপচার। তন্ত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে;—আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা, অর্চ্চনায় এই সকল ষোড়শোপচার * প্রয়োগ করিবে। ৪৬। অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই দশটী উপচারের নাম দশোপচার। ৪৭। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য পর্য্যন্ত এই উপচারকে পঞ্চোপচার বলে। পূজা ত্রিবিধ; (ফলকথা,) ইহার মধ্যে যে কোনও প্রকারের একটী না একটীর অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ৪৮।

---

* এই ষোড়শপচার ভিন্ন-ব্যবহারে তিনপ্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাঞ্জলিরতঃ পরং। প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব ষোড়শ ॥৪৯॥
কেচিচ্চাহুশ্চতুঃষষ্টিমুপচারান্মমার্চ্চনে। তেষ্বনেকপ্রকারেষু প্রকারৈকোঽত্র লিখ্যতে॥ ৫০॥
সুখসুপ্তস্য কৃষ্ণস্য প্রাতরাদৌ প্রবোধনং। বেদঘোষণবীণাদিবাদ্যৈর্বন্দিস্তবৈরপি ॥ ৫১ ॥
জয়শব্দা নমস্কারা মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ। আসনং দন্তকাষ্ঠঞ্চ পাদ্যার্ঘ্যাচমনান্যপি ॥
ততশ্চ মধুপর্কাঢ্যাচমনং পাদুকার্পণং। অঙ্গমার্জ্জনমভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনে স্নপনং জলৈঃ ॥
ক্ষীরেণ দধ্না হবিষা মধুনা সিতয়া তথা। মন্ত্রপূতৈঃ পুনর্ব্বার্ভিরঙ্গবাসোঽথ বাসসী ॥

ষোড়শস্বেব মতান্তরং লিখতি আসনেতি। পুষ্পস্য পুষ্পাঞ্জলেশ্চৈক্যেন ষোড়শ॥ ৪৯॥ অনেকে প্রকারা ভেদা যেষাং তেষু উপচারেষু মধ্যে একঃ প্রকারোঽত্র গ্রন্থে লিখ্যতে॥ ৫০॥ প্রবোধনমিত্যাদিভিঃ প্রথমান্তপদৈরুপচারাঃ। তত্রৈকবচনান্তেনৈকঃ, দ্বন্দ্বসমাসে দ্বিবচনান্তেন দ্বৌ, বহুবচনান্তেন চ বহবঃ। তৃতীয়ান্তপদৈশ্চ প্রায় উপচারস্য সাধনং ক্বচিচ্চ তস্য ভেদোঽপি জ্ঞেয়ঃ। মধুপর্কেণাঢ্যং সহিতমাচমনমিতি তয়োর্দ্বিত্বেঽপি মধুপর্কানন্তরমাচমনস্যাবশ্যাপেক্ষ্যত্বাদৈক্যাভিপ্রায়েণৈক এবোপচারঃ। অঙ্গমার্জ্জনং পর্য্যুষিতানুলেপনাদিরূপশ্রীগাত্রমলোত্তারণং। অভ্যঙ্গস্তৈলাভ্যঞ্জনং। তৈলমর্দ্দনমিতি বা পাঠঃ। অভ্যঙ্গো বিশেষতঃ তৈলাদিনা শ্রীমস্তকাভ্যঞ্জনং। উদ্বর্ত্তনঞ্চ তৈলাদ্যপসারণং। জলৈঃ সুগন্ধপুষ্পোদকাদিভিঃ। স্নপনস্যৈকবিধত্বেঽপি জলভেদেন ক্ষীরাদিভেদেন চ সপ্তধা সপ্তোপচারা ইত্যেবং শিষ্টসম্প্রদায়াচারোঽনুসর্ত্তব্যঃ। অঙ্গবাসঃ শ্রীমদঙ্গজলমার্জ্জনার্থং বস্ত্রং। বাসসী পরিধানোত্তরীয়ে। দৃষ্টেঃ দুষ্টলোকাবলোকস্য অপসারণং সর্ষপাদিভির্নির্মঞ্চনেনোত্তারণং। শয়নোত্তমং দিব্যশয্যা। মহারাজোপচারান্ লিখতি দিব্যবস্ত্রানীত্যাদিনা আদর্শ ইত্যন্তেন। দিব্যানি বিচিত্রাণি কঞ্চুকোষ্ণীষাদিরূপাণি বহূনি। মণ্ডপে বহিঃ প্রাসাদে আগমনমেবোৎসবঃ বিশেষতোঽত্রোৎ-

---

কোনও কোনও স্থানে—আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও বিসর্জ্জন এই ষোড়শোপচারের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ‡। ৪৯। (যাহা হউক,) কেহ কেহ আমার অর্চ্চনা সম্বন্ধে চতুঃষষ্টি উপচারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; যদিও তাহা অনেকপ্রকার, তন্মধ্যে একপ্রকার উপচারের বিষয় এই গ্রন্থে লিখিত হইতেছে। ৫০। সুখসুপ্ত ভগবান্ শ্রীহরির অগ্রে প্রাতঃকালে বেদগান, বীণাবাদন, ও স্তুতিপাঠকদিগের স্তব দ্বারা প্রবোধনই প্রথম উপচার। জয়শব্দ ২ নমস্কার ৩ মঙ্গলারতি ৪ আসন ৫ দন্তকাষ্ঠ ৬ পাদ্য ৭ অর্ঘ্য ৭ আচমন ৯ মধুপর্কসহিত আচমন ১০ পাদুকাসম্প্রদান ১১ অনুলেপনাদি দ্বারা গাত্রমার্জ্জন ১২ অভ্যঙ্গ ১৩ তৈলাপসারণ ১৪ সুগন্ধি-পুষ্পোদকে স্নান ১৫ দুগ্ধস্নান ১৬ দধিস্নান ১৭ ঘৃতস্নান ১৮ মধুস্নান ১৯ শর্করাস্নান ২০ সমন্ত্রজলপ্রোক্ষণস্নান ২১ অঙ্গনির্মঞ্চন ২২ উত্তরীয় সহ পরিধেয়বসন ২৩

---

‡ যদিও গণনায় এই উপচার ১৭টী, কিন্তু পুষ্প ও পুষ্পাঞ্জলি ভিন্ন নহে বলিয়া, ষোড়শপচারের বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে না।

উপবীতং পুনশ্চাচমনীয়ং চানুলেপনং। ভূষণং কুসুমং ধূপো দীপো দৃষ্ট্যপসারণং॥
নৈবেদ্যং মুখবাসস্তু তাম্বূলং শয়নোত্তমং। কেশপ্রসাধনং দিব্যবস্ত্রাণি মুকুটং মহৎ॥
দিব্যগন্ধানুলেপশ্চ কৌস্তুভাদিবিভূষণং। বিচিত্রদিব্যপুষ্পাণি মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ॥
আদর্শঃ মুখযানেন মণ্ডপাগমনোৎসবঃ। সিংহাসনোপবেশশ্চ পাদ্যাদ্যৈঃ পুনরর্চ্চনং॥
পুনর্ধূপাদ্যর্পণেন প্রাগ্বন্নৈবেদ্যমুত্তমং। ততশ্চ দিব্যতাম্বূলমহানীরাজনং পুনঃ॥
চামরব্যজনচ্ছত্রং গীতং বাদ্যঞ্চ নর্ত্তনং। প্রদক্ষিণং নমস্কারঃ স্তুতিঃ শ্রীচরণাব্জয়োঃ॥
তয়োশ্চ স্থাপনং মূর্দ্ধ্নি তীর্থনির্ম্মাল্যধারণং। উচ্ছিষ্টভোজনং পাদসেবোদ্দেশোপবেশনং।
নক্তং শয্যাবিনির্ম্মাণং দিব্যৈর্ব্বিবিধসাধনৈঃ। হস্তপ্রদানং শয়নস্থানাগমমহোৎসবঃ॥
শয্যোপবেশনং শ্রীমৎপাদক্ষালনপূর্ব্বকং। গন্ধপ্রসূনতাম্বূলার্পণনীরাজনোৎসবঃ।
শেষপর্য্যঙ্কশয়নপাদসংবাহনাদিকং। ক্রমেণৈতে চতুঃষষ্টিরুপচারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৫২॥
সদাচারানুসারেণ যদ্যদাচর্য্যতে স্বয়ং। নিত্যকর্ম্মাদিকং তত্তৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি কারয়েৎ॥৫৩॥

সবপ্রয়োগেণ গীতবাদ্যাদিপূর্ব্বকতা সূচিতা। পাদ্যাদীনাং পৃথক্‌ত্বেন পুনর্যুগপদর্পণাদেক্যেনৈবেক এবোপচারঃ। ক্বচিচ্চ নিত্যসাহচর্য্যাভাবাৎ পৃথগুপচারনির্দ্দেশ ইতি দিক্‌॥ ৫০॥

পাদয়োঃ শ্রীচরণাব্জয়োঃ যা সেবা সংবাহনাদিরূপা তদুদ্দেশেনোপবেশনমুপবেশঃ। বিবিধৈঃ সুগন্ধিচূর্ণাদিসুবাসিতকোমলবস্ত্রাস্তঃপুষ্পবিরচনাদিভিঃ সাধনৈঃ। হস্তপ্রদানং শয়নস্থানে শুভাগমনার্থং হস্তযোজনং। শয্যায়ামুপবেশনং। শ্রীমৎপাদয়োঃ ক্ষালনং পূর্ব্বমাদৌ যস্য তাদৃশং। গন্ধাদ্যর্পণেন নীরাজনরূপোৎসবঃ। ৫২॥

তত্র তত্রানুক্তমপ্যুচারাদিকং শিষ্টাচারদৃষ্ট্যা লিখতি সদাচারেতি দ্বাভ্যাং। যদ্যন্নিত্যকর্ম্ম আদিশব্দাজ্জন্মাদিকৃত্যঞ্চ। তথা তত্র তত্র কালদেশাদিভেদেন যদ্যথা স্বয়ং ক্রিয়তে তচ্চ সর্ব্বং॥৫৩

যজ্ঞোপবীত ২৪ পুনরাচমন ২৫ অনুলেপন ২৬ ভূষণ ২৭ পুষ্প ২৮ ধূপ ২৯ দীপ ৩০ দুষ্টজনের দৃষ্টি অপসারণ ৩১ নৈবেদ্য ৩১ মুখবাস ৩৩ তাম্বূল ৩৪ সুন্দর শয্যা ৩৫ কেশপ্রশাধন ৩৬ সুন্দর বসন ৩৭ দিব্য মুকুট ৩৮ উত্তম গন্ধানুলেপন ৩৯ কৌস্তুভাদি বিভূষণ ৪০ সুরম্য দিব্যকুসুম ৪১ মঙ্গল আরাত্রিক ৪২ দর্পণ ৪৩ সুন্দরযানে আরোহণ করাইয়া মণ্ডপগমনোৎসব ৪৪ সিংহাসনোপরি সমুপবেশন ৪৫ পাদ্য প্রভৃতি দ্বারা পুনর্ব্বার অর্চ্চনা ৪৬ পুনর্ব্বার ধূপ সংপ্রদান দ্বারা পূর্ব্ববৎ নৈবেদ্যাদি সমর্পণ ৪৭ পরে পুনরায় তাম্বূল প্রদানান্তে মহানীরাজনক্রিয়া ৪৮ চামর ব্যজন ছত্র ৪৯ গীত ৫০ বাদ্য ৫১ নৃত্য ৫২ প্রদক্ষিণ ৫৩ নমস্কার ৫৪ শ্রীপাদপদ্মসমীপে স্তুতি ৫৫ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ ৫৭ শিরোদেশে নির্ম্মাল্য ধারণ ৫৭ উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ৫৮ পাদসেবার উদ্দেশে উপবেশন ৫৯ নিশাসময়ে সুন্দর সুগন্ধ চূর্ণাদি সুবাসিত কোমল বসনান্তরে পুষ্প প্রকীর্ণ করিয়া শয্যারচনা ৬০ শয্যাস্থানে শুভাগমনার্থ হস্তসংযোজন ৬১ শয্যাস্থানে আগমন জন্য মহোৎসব ৬২ ভগবানের পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শয্যায় তাঁহার উপবেশন করণ, গন্ধপুষ্প ও তাম্বূলাদি প্রদানপূর্ব্বক নীরাজন ৬৩ অবশেষে পর্য্যঙ্কশায়ীকরণ ও পাদপদ্ম সংবাহন ৬৪ যথাক্রমে এই চতুঃষষ্টি উপচারের বিষয় বর্ণিত হইল।৫২। (ক্রমশঃ)

অতোঽত্রালিখিতং যদ্‌যদুপচারাদিকং পরং। সর্ব্বং তত্তচ্চ জানীয়াল্লোকরীত্যনুসারতঃ ॥৫৪॥
উক্তানাঞ্চোপচারাণামভাবে ভগবান্ সদা। ভক্তেনার্চ্চ্যো যথালব্ধৈস্তৈরন্তর্ভাবিতৈরপি ॥৫৫॥

অথালব্ধসমাধানং।

তন্ত্রে।—উপচারোক্তবস্তূনামুপসংগ্রহণে বিধিঃ। দ্রব্যাণামপ্য-াবে তু পুষ্পাক্ষতযবৈঃ ক্রিয়াঃ ॥৫৬॥
অর্চ্চোপচারবস্তূনামভাবে সমুপস্থিতে। নির্ম্মলেনোদকেনৈব দ্রব্যসম্পূর্ণতা ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
উপচারেষু দ্রব্যেষু যৎকিঞ্চিদ্দুষ্করং বুধঃ। তৎ সর্ব্বং মনসা বুদ্ধ্যা পুষ্পক্ষেপেণ কল্পয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

অতোঽস্মাদ্ধেতোঃ পরমপ্যুপচারাদিকং অত্র গ্রন্থে যদ্যল্লিখিতং নাস্তি তচ্চ স্নানাৎ পূর্ব্বং কেশপ্রসাধনং স্নানার্থঞ্চ ধৌতবস্ত্রপরিধাপনং ভোজনে চাদৌ পীঠাদ্যর্পণং ভোজনান্তে চ জলগণ্ডূষার্পণং সুগন্ধিতাম্বূলমিত্যেবমাদিকং নিত্যকর্ম্ম, তথা জন্মদিনে তিলস্নানাদি তথা নবান্নাদি কালে নবান্নপ্রাশনাদিকং চেত্যেবমাদিকং মাসাদিকৃত্যং জানীয়াৎ। তচ্চ লোকস্য রীতের্ব্ব্যবহারক্রমস্যানুসারতঃ। শীতকালে উষ্ণদ্রব্যং শীতনিবারণার্থং তদ্যোগ্যবস্ত্রং জলদঙ্গারস্থাল্যাদিকমুষ্ণকালে চ শীতলং দ্রব্যং হিমাদিকঞ্চ সমর্পয়েৎ। ভোজনানন্তরং ক্ষণং সুখবিশ্রামার্থং শয্যাবিস্তারণাদিবিবিক্ততাপাদনং তত্রাপি চ শীতকালেঽল্পকালং গ্রীষ্মে চ বহুকালম্। উত্থাপনানন্তরঞ্চ পাদ্যাচমনীয়াদিকং কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যপেয়াদিকঞ্চার্প্যমিত্যাদি শিষ্টাচারাদ্বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ নমু পঞ্চস্বপ্যুপচারেষু যদি কশ্চিন্ন সিধ্যেত্তর্হি কিং কার্য্যমিত্যপেক্ষায়াং লিখতি উক্তানামিতি শাস্ত্রপ্রতিপাদিতানাং। তৈরুপচারৈঃ যথালব্ধৈঃ যেঽনায়াসতঃ প্রাপ্তাস্তৈর্ব্বে চালব্ধাস্তৈরন্তর্ভাবিতৈর্মানসিকৈরিত্যর্থঃ ॥৫৫॥

উপসংগ্রহণে সমাধানে বিধিরয়ং। তমেবাহ দ্রব্যাণামিতি। পুষ্পাদিভিরপি ক্রিয়াঃ পূজাকর্ম্মাণি ভবন্তি। তত্তদ্দ্রব্যস্থানে পুষ্পাদিনৈবার্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥৫৬॥ পুষ্পাদ্যভাবে চ জলেনৈব সিধ্যন্তীত্যাহ অর্চ্চেতি ॥৫৭॥ জলাভাবে চ তত্তদ্ধ্যানেনৈব সিধ্যন্তীত্যাহ উপচারেষ্বিতি। মনসা বা বুদ্ধির্ভাবনা

এই গ্রন্থে যে যে উপচারেরর কথা বলা হয় নাই, তাহা শিষ্টাচারানুসারে প্রতিপালন করিতে হইবে; বাস্তবিক শিষ্টজনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে সকল নিত্যকর্ম্ম এবং জন্মাদিকার্য্য * স্বয়ং করিয়া থাকেন, সদাচারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। ৫৩। যাহা হউক, এখানে যে সকল উৎকৃষ্ট উপচারাদি বর্ণিত হইল না, তাহা লোকব্যবহারানুসারে অনুষ্ঠিত হইবে।৫৪। যদি উক্তপ্রকার উপচার সকলের মধ্যে কখনও কোনও দ্রব্যের অভাব উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে ভক্তলোকে মানসকল্পিত ও অনায়াসাসাদিত দ্রব্যসমূহে ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিতে পারিবেন। ৫৫।

অতঃপর উপচারের অলাভে তৎসমাধান। তন্ত্রে বর্ণনা;—উপচার বস্তুসংগ্রহের বিধি এই প্রকার, যদি দ্রব্যসমূহের অভাব হয়, তাহা হইলে পুষ্প, আতপতণ্ডুল এবং যবাদি দ্বারা ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইতে পারে।৫৬। পূজোপহারার্থ বস্তুসমূহের অভাব ঘটিলে বিশুদ্ধ জলসংযোগে সকল দ্রব্যের পরিপূর্ণতা ঘটিয়া থাকে। ৫৭। উপচার-দ্রব্য-সমূহের মধ্যে যেটী নিতান্ত

---

* নিত্যকর্ম্ম যথা স্নানের পূর্ব্বে কেশ প্রসাধন, স্নানার্থে ধৌতবস্ত্র পরিধাপন, ভোজনকালে পীঠাদি সমর্পণ, ভোজনান্তে জলগণ্ডূষার্পণ, তাম্বূল প্রদান প্রভৃতি। জন্মদিনকৃত্যে তিলস্নান, নবান্নকালে নবান্নপ্রাশনাদি।

এতেষু চোপচারেষু বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতং। যদসম্পন্নমেতেষাং মনসা তু প্রকল্পয়েৎ॥ ৫৯॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং তুলসীমাহাত্ম্যে।—

যদ্যন্ন্যূনং ভবত্যেব রামারাধনসাধনং। তুলসীদলমাত্রেণ যুক্তং তৎ পরিপূর্য্যতে॥ ৬০॥

একাদশস্কন্ধে চ শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে।—

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্ম্মদ্যাগঃ প্রতিমাদিম্বমায়িনঃ। ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি॥

ততোঽনুজ্ঞাং প্রভোঃ প্রার্থ্য দণ্ডবত্তং প্রণম্য চ। সায়ং ভুক্ত্বা যথান্যায়ং সুখং স্বপ্যাৎ প্রভুং স্মরন্॥৬১

আগমে।— অথ শয়নবিধিঃ।

নির্গুণো নিষ্কলশ্চৈব বিশ্বমূর্ত্তিধরোঽব্যয়ঃ। অনাদ্যন্তে সদানন্তে ফণামণিবিশোভিতে।

ক্ষীরাব্ধিমধ্যে যঃ শেতে স মাং রক্ষতু মাধবঃ॥ সবাহ্যাভ্যন্তরং দেহমাপাদতলমস্তকং।

সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিশ্চ পাতু মাং গরুড়ধ্বজঃ॥ ইতি রক্ষাং পুরস্কৃত্য স্বপেদ্বিষ্ণুমনুস্মরন্॥

কিঞ্চান্যত্র। --

অদ্ভিঃ শৌচবিধিং বিধায় চরণৌ প্রক্ষাল্য চোপস্পৃশেদ্দ্বিঃ সংস্মৃত্য জগৎপতিং ব্রজপতিং শ্রীবল্লবীবল্লভং রাধায়াঃ সুচিরং পিবন্তমমৃতাসারায়মাণং গিরং বস্ত্রেণাঙ্ঘ্রিযুগং প্রমৃজ্য শয়নমাসাদ্য সদ্যঃ স্বপেৎ॥৬২

তস্মা যদ্বা যৎ পুষ্পং তস্য মনসৈব প্রক্ষেপেণ কল্পয়েদিত্যর্থঃ॥৫৮॥ কিন্তু তত্র বিত্তশাঠ্যং ন কার্য্যমিত্যাহ এতেম্বিতি। বিত্তশাঠ্যং বিত্তে সতি গৌণোপচারেঽকিঞ্চনবৎপ্রবৃত্তিস্তদ্বিবর্জ্জিতং যথা স্যাত্তথা প্রকল্পয়েৎ। বিবর্জ্জিত ইতি প্রথমান্তো বা পাঠঃ॥৫৯॥ যুক্তং সম্বদ্ধং সৎ॥৬০॥ প্রসিদ্ধৈঃ প্রকর্ষেণ সিদ্ধৈঃ সুশোভনৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা প্রখ্যাতৈরেব গন্ধচন্দনপুষ্পাদিভিঃ। অতস্তত্তদ্বিশেষ-নির্দ্দেশেনালমিত্যর্থঃ। অমানিনঃ নিষ্কামস্য ভক্তস্য চেতি সম্বন্ধঃ। যদ্বা শাঠ্যহীনস্য জনস্যেতি তত্র বিত্তশাঠ্যমবশ্যং বর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। ভক্তস্য তু যথালব্ধৈঃ যথোপপন্নৈঃ। যত্তু চন্দনাদি সর্ব্বথা ন লভ্যতে তস্য হৃদি ভাবেন ভাবনয়া॥ ৬১॥

দুর্ল্লভ হইবে, পণ্ডিত লোকে মনে মনে ভাবনা করিয়া পুষ্প বিনিক্ষেপে সেই দ্রব্যের কল্পনা করিয়া লইবেন। ৫৮। (ফল কথা) বিত্তশাঠ্য পরিহার করিয়া, পূর্ব্বোক্ত উপচারের মধ্যে যাহা অসম্পূর্ণ ঘটিবে, তাহা মনে মনে কল্পনা করিয়া লইবেন। ৫৯। অগস্ত্য-সংহিতায় তুলসী-মাহাত্ম্যে বর্ণনা এই যে, হে রামচন্দ্র! আরাধনা-সাধনায় যে সামগ্রীর ন্যূনতা লক্ষিত হইবে, তুলসীদল মাত্রে সংযুক্ত হইয়া তাহার অভাব পূরণ ঘটিতে পারিবে। ৬০। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথনে প্রকাশ;—যদি কোনও উপচার সংগৃহীত না হয়, তাহা হইলে নিষ্কাম ভক্ত জনে যথালব্ধ দ্রব্য ও হৃদয়স্থিত ভাবসংযোগে মনোমধ্যে অভাব দ্রব্যের কল্পনা করিয়া, প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করিলে তাহাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি ঘটিবে। অনন্তর প্রভুর নিকটে অনুমতিপ্রার্থী হইয়া, দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া, সায়ংকালে যথাযোগ্য ভোজন সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে সুখে শয্যায় শয়ন করিবে। ৬১।

কিঞ্চ।—

রামং স্কন্দং হনূমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নং তস্য নশ্যতি॥

অপি চ স্কান্দপাদ্ময়োঃ।—

ঋতুকালাভিগামী যঃ স্বদারনিরতশ্চ যঃ। স সদা ব্রহ্মচারীহ বিজ্ঞেয়ঃ সন্ গৃহাশ্রমী॥৬৩॥

ঋতুঃ ষোড়শ যামিন্যশ্চতস্রস্তাসু গর্হিতাঃ। পুত্রাস্তাস্বপি যুগ্মাস্তু অযুগ্মাঃ কন্যকাঃ স্মৃতাঃ॥৬৪॥

ত্যক্ত্বা চন্দ্রমসং দুষ্টং মঘাং মূলাং বিহায় চ। শুচিঃ সন্নিবিশেৎ পত্নীং পুন্নামর্ক্ষে বিশেষতঃ॥

শুচিঃ পুত্রং প্রসূয়েত পুরুষার্থপ্রসাধকং॥ ৬৫॥

দ্বিরুপস্পৃশেৎ বারদ্বয়মাচমনং কুর্য্যাৎ। অমৃতস্য সুধায়াঃ আসারঃ ধারাসম্পাতঃ তদ্বদা-চরন্তীং গিরং সুচিরং পিবন্তং সংস্মৃত্য। শয়নং শয্যাং॥ ৬২॥ ইহ গৃহাশ্রমেঽপি স এব সন্ উত্তমঃ গৃহাশ্রমী চ গৃহী বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৬৩॥ তাসু অগর্হিতাস্বপি যামিনীষু মধ্যে যুগ্মাঃ ঋতুদর্শনাৎ পরা ষষ্ঠ্যাদ্যা যামিন্যঃ পুত্রাঃ পুত্রোৎপাদিকা ইত্যর্থঃ॥ ৬৪॥ পুন্নামর্ক্ষং নক্ষত্র-দশকং। তদুক্তং বার্হস্পত্যে। সর্পাচ্চতুষ্কং রৌদ্রঞ্চ যাম্যং ত্বাষ্ট্রত্রিকং তথা। বৈশ্বেন্দ্র-বাসবং পৌষ্ণং স্ত্রীলিঙ্গাঃ সমুদাহৃতাঃ। সৌম্যবারুণমূলানি নপুংসকদিনান্যপি। শেষাঃ পুংলিঙ্গ-তাং প্রাপ্তাস্তারাঃ সুরশচীপত ইতি। অতোঽশ্বিনী কৃত্তিকা রোহিণী পুনর্ব্বসু পুষ্যা হস্তা-

---

অতঃপর শয়নবিধি। তন্ত্রে বর্ণনা;—যিনি নির্গুণ, নিষ্কল, আদ্যন্তবিহীন, অব্যয় ও বিশ্ব-মূর্ত্তিধারী, যে দেবতা ফণিফণা-বিশোভিত অনন্ত শয্যায় ক্ষীরসমুদ্রে ঘোর-নিদ্রাশায়ী, সেই রক্ষাকর্ত্তা মধুসূদন আমাকে রক্ষা করুন। সেই সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বশক্তিমান্, গরুড়বাহন, কেশব আমার অভ্যন্তর এবং আপাদতলমস্তক বহিঃপ্রদেশ রক্ষা করুন, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক শয়ন করিবে। অন্যত্র প্রকাশ;—জলের দ্বারা শৌচবিধি সমাধা করিয়া, পাদদ্বয় প্রক্ষালন ও আচমনপূর্ব্বক জগৎপতি প্রজাপতি গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণ সুদীর্ঘকাল শ্রীরাধিকার অমৃতধারাবর্ষী বাক্য পান করিতেছেন এইরূপ স্মরণ করিয়া, বস্ত্র দ্বারা তদীয় পাদপদ্ম মার্জ্জন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শয্যায় গমন করিয়া শয়ন করিবে। ৬২। শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে;—যে ব্যক্তি প্রত্যহ শয়নসময়ে শ্রীরামচন্দ্র, কার্ত্তিকেয়, হনূমান্, বিনতানন্দন ও বৃকোদরকে স্মরণ করেন, তাহার নিখিল দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে এরূপ লিখিত আছে;—যে ব্যক্তি ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন করেন এবং যিনি আপন স্ত্রীতে অনুরাগী, গৃহস্থাশ্রমী হইলেও তাঁহাকে সতত ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিতে হইবে। ৬৩। 'স্ত্রী-লোকের ঋতুকাল ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত স্থায়ী, তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি নিতান্ত গর্হিত; এতদ্ভিন্ন যুগ্মরাত্রে সহবাস ঘটিলে পুত্র ও অযুগ্মে কন্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ৬৪। অশুদ্ধ চন্দ্র, মঘা ও মূলা নক্ষত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষপরিচায়ক দশটী

খ অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, পুনর্বসু, পুষ্যা, হস্তা, অনুরাধা, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্রপদ এ উত্তরভাদ্রপদ এই দশটী নক্ষত্র পুরুষপরিচায়ক।

বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগরসংবাদে।—

কৃতপাদাদিশৌচশ্চ ভুক্ত্বা সায়ং ততো গৃহী। গচ্ছেচ্ছয্যামস্ফুটিতামেকদারুময়ীং নৃপ।
নাবিশালাং ন বৈ ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ। ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিতিষ্ঠেদনাস্তৃতাং॥৬৬
প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ। সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতন্তু রোগদং॥
ঋতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপত্ন্যামবনীপতে। পুন্নামর্ক্ষে শুভে কালে জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু॥ ৬৭॥
নাস্নাতান্তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাং। নানিষ্টাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গুর্ব্বিণীং॥৬৮
নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোষিতং। ক্ষুৎক্ষামামতিভুক্তাং বা স্বয়ঞ্চৈভির্গুণৈর্যুতঃ॥৬৯
স্নাতঃ স্রগ্‌গন্ধধৃক্ প্রীতো নাধ্যাতঃ ক্ষুধিতোঽপি বা। সকামঃ সানুরাগশ্চ ব্যবায়ং পুরুষো ব্রজেৎ॥৭০
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা। পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥
তৈলস্ত্রীমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্। বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং নৃপ॥
নান্যযোনাবযোনৌ বা নোপযুক্তৌষধস্তথা। দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমী ভবেৎ॥
চৈত্যচত্বরতীর্থেষু নৈব গোষ্ঠে চতুষ্পথে। নৈব শ্মশানোপবনে সলিলেষু মহীপতে॥
প্রোক্তপর্ব্বস্বশেষেষু নৈব ভূপাল সন্ধ্যয়োঃ। গচ্ছেদ্ব্যবায়ং মতিমান্ ন মূত্রোচ্চারপীড়িতঃ॥৭১

নুরাধা শ্রবণা পূর্ব্বভাদ্রোত্তরভাদ্রপদানীতি দশ॥ ৬৫॥ শয্যাং খট্বাং। অস্ফুটিতাং অবিদীর্ণাং॥ ৬৬॥ ঋতুদর্শনাৎ পরাসু ষষ্ঠ্যাদ্যাসু যুগ্মাসু রাত্রিষু তত্রাপি জ্যেষ্ঠাসু উত্তরোত্তর-শুভাসু॥ ৬৭॥ অস্নাতাং চাণ্ডালাদিস্পর্শেঽপ্যকৃতস্নানাং। রজস্বলাং চতুর্থরাত্রিপ্রভৃত্যনু-পরতরজসং। অনিষ্টাং সদ্যোনিবিষ্টাং। অপ্রশস্তাং পরিবাদাদিযুতাং॥ ৬৮॥ অদক্ষিণাম্ অননুকূলাং॥ ৬৯॥ আধ্যাতঃ অতিতৃপ্তঃ। সকামঃ রিরংসুঃ। সানুরাগঃ স্ত্রিয়াং প্রীতিমান্।

নক্ষত্রাবির্ভাবে পবিত্র হইয়া পত্নীতে উপগত হইলে, পুরুষার্থদায়ক পবিত্র পুত্রপ্রসব ঘটিয়া থাকে। ৬৫। বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগরসংবাদে বর্ণনা এই;—হে নৃপ! গৃহী ব্যক্তি পাদাদি-শৌচক্রিয়া সমাধা করিয়া, সায়ংভোজন সম্পাদন পূর্ব্বক শয়নার্থ অস্ফুটিতা দারুময়ী খট্বায় শয়ন করিবে। যে শয্যা সঙ্কীর্ণ, ভগ্ন, অসম, মলিন, অবিস্তৃত ও জন্তুময়, এরূপ শয়নে শয়ন করিতে নাই। ৬৬। হে নৃপতে! পুরুষের পক্ষে সর্ব্বদাই পূর্ব্ব বা দক্ষিণাস্য হইয়া শয়ন করাই বিধি, এতদ্ভিন্ন বিপরীত দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে, রোগ জন্মিয়া থাকে। হে রাজন্! ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষ নক্ষত্রে, পবিত্রকালে ছয় রাত্রি অবধি উত্তরোত্তর যুগ্মরাত্রিতে স্বকীয় পত্নীতে উপগত হওয়াই প্রশস্ত। ৬৭। যে স্ত্রীর ঋতুস্নান হয় নাই—এমন কি, চণ্ডালাদি স্পর্শেও স্নান ঘটে নাই, যে স্ত্রীলোক পীড়িতা, রজস্বলা, সদ্যঃপ্রবিষ্টা, কুপিতা, পরিবাদযুক্তা ও আসন্নসত্বা, এরূপ স্ত্রীতে উপগত হইতে নাই। ৬৮। যে স্ত্রী প্রতিকূলাচারিণী, অন্যপুরুষাভিলাষিণী, অনিচ্ছাবতী, পরপত্নী, ক্ষুধাক্ষীণা ও গুরুভোজনক্লিষ্টা, তাহাতে নিজে এই সকল দোষে দোষী হইয়া রত হইবে না। ৬৯। পুরুষের পক্ষে কৃতস্নান, মাল্যগন্ধধারী, প্রীত, নিশ্চিন্ত, আহারতৃপ্ত, সকাম ও সানুরাগাবস্থায় স্ত্রীসহবাস করা কর্ত্তব্য। ৭০। হে নরেন্দ্র!

পরদারান্ ন গচ্ছেত মনসাপি কদাচন। কিমু বাচাস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি তেষু ব্যবায়িনাং॥
মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তে চাত্র চায়ুষঃ। পরদাররতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা॥
ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধো ব্রজেৎ। যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষ্বনৃতাবপি॥ ইতি॥১২॥
তেষাং ভক্ত্যুপযোগিত্বং ন স্যাদ্যদ্যপি কর্ম্মণাং। তথাপি কৃত উল্লেখো গৃহিত্বাবশ্যকং ততঃ॥
ইত্থং হি প্রাতরুত্থানাৎ প্রত্যহং শয়নাবধি। শ্রীকৃষ্ণং পূজয়ন্ সিদ্ধসর্ব্বার্থোঽস্য প্রিয়ো ভবেৎ॥১৩

অথ ভগবদর্চ্চনমাহাত্ম্যং।

শ্রীকূর্ম্মপুরাণে।

ন বিষ্ণ্বারাধনাৎ পুণ্যং বিদ্যতে কর্ম্ম বৈদিকং। তস্মাদনাদিমধ্যান্তং নিত্যমারাধয়েদ্ধরিং॥১৪॥

ব্যবায়ং সুরতং॥১০॥ অন্যযোনৌ গবাশ্বাদিযোনৌ। দেবদ্বিজগুরূণামাশ্রমী তেষাং গৃহে স্থিতঃ॥ পরদারেষু ব্যবয়িনামস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি কেবলমনস্থিকৃমিকীটযোনিষু পরিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ॥ ১২॥ সিদ্ধাঃ সর্ব্বে অর্থাঃ পুরুষার্থা যস্য সঃ। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়শ্চ॥ ১৩॥

বিষ্ণোরারাধনাদন্যৎ বৈদিকং কর্ম্ম পুণ্যং নাস্তি বিষ্ণ্বারাধনমেব পুণ্যমিত্যর্থঃ। অনেন তদারাধনপুণ্যস্যাপ্যপরিচ্ছিন্নতাভিপ্রেতা। অতঃ পরিচ্ছিন্নস্বর্গাদিফলবৈদিকযজ্ঞাদিকর্ম্মতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্বে যে পুরুষ স্ত্রী, তৈল ও মাংস-ভোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার বিষ্ঠামূত্র ভোজন নামক নরকে গতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুতে, বা অন্য যোনিতে উপগত হয়,যে ব্যক্তি ঔষধ সেবনেও সুরতব্যাপারে নিরস্ত হয় না, যে ব্যক্তি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুগৃহে বাস করিয়া স্ত্রীসহবাস করে, সে আশ্রমী হইতে পারে না। বুদ্ধিমান্ লোকে চৈত্য—অর্থাৎ গ্রামস্থ পূজ্যবৃক্ষ, যাগস্থান, তীর্থ, গোপ্রচারস্থান, চতুষ্পথ, শ্মশান, উপবন, এবং জলমধ্যে, অথবা পঞ্চপর্ব্বে, বা উভয়-সন্ধ্যা-সময়ে, কিংবা মল-মূত্র-পীড়ায় পীড়িতাবস্থায় সহবাস করিবে না। ১১। পরদারাভিগমনের কথা স্বতন্ত্র, কদাচ মনে মনেও তাহা চিন্তা করিতে নাই ; যাহারা পরস্ত্রীহরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অস্থিহীন কৃমিকীট-যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরদাররত, মৃত্যুর পর তাহার নরকনিবাস ঘটে এবং ইহলোকে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে ; বাস্তবিক, পরদারানুরাগ উভয় লোকেই ভয়দায়ক। পণ্ডিত লোকে ইহা বিবেচনা করিয়া ঋতুমতী পত্নীতে উপগত হইয়া থাকেন ; ফল কথা, যথোক্ত দোষহীন সকামকালে ঋতু ভিন্ন সময়ে সহবাসের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১২। যাহা হউক, যদিও এসকল কার্য্য ভক্তির উপযোগী নহে; তথাপি গৃহীর প্রয়োজনীয় বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল। ফল কথা, যে ব্যক্তি প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, শয়ন পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের পূজায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং তিনি ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন। ১৩।

অতঃপর শ্রীভগবানের অর্চ্চনা-মাহাত্ম্য। কূর্ম্মপুরাণে প্রকাশ ; ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা কোনও প্রকার পুণ্যজনক বৈদিক অনুষ্ঠান নাই ; তাৎপর্য্য, সে সকল এপ্রকার পুণ্য

তত্রৈব ভৃগ্বাদীন্ প্রতি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদুক্তৌ।—

যে হর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং ভক্ত্যা নিত্যং কলিযুগে দ্বিজাঃ। বিধিনা বেদদৃষ্টেন তে গমিষ্যন্তি তৎ পদং ॥৭৫

বিষ্ণুরহস্যে।—

শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং যে তু প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভুবি। তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদম্ ইতি।

তত্রৈব শ্রীভগবদুক্তৌ।—

ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যগ্‌যোগিনঃ পরিতুষ্টয়ে। তথা ভবন্তি দেবর্ষে ক্রিয়াযোগরতা যথা ॥৭৬॥

ক্রিয়াযোগো হি মেঽভীষ্টঃ পরযোগাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। তুষ্টির্মে সংভবেৎ পুংভির্ভক্তিমদ্ভিরমৎসরৈঃ॥৭৭

যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা নিত্যং ক্রিয়াযোগরতাঃ স্বয়ং।
ধ্যায়ন্তি যে চ মাং নিত্যং তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ ক্রিয়া মতাঃ ॥
ক্রিয়াহীনস্য দেবর্ষে তথা ধ্যানং ন মুক্তিদং।
ন তথা মাং বিদুর্ব্বিপ্রা ধ্যানিনস্তত্ত্বতো বিনা।
ক্রিয়াযোগরতাঃ সম্যক্ লভন্তে মাং সমাধিনা ॥ ৭৮ ॥

যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ৭৪ ॥ বেদদৃষ্টেন সদাচারানুসারেণেত্যর্থঃ। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষতঃ অবেদ-দৃষ্টেন স্বচ্ছন্দকৃতেনাপীত্যর্থঃ। তৎ অনির্ব্বচনীয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং ॥ ৭৫ ॥ মে মম পরিতুষ্টয়ে ন ভবন্তি। ক্রিয়া পূজাপরিচর্য্যাদিঃ তদ্রূপো যোগো ভক্তিযোগ ইত্যর্থঃ তদ্রতাঃ ॥ ৭৬ ॥ স্বনুষ্ঠিতাৎ সুষ্ঠুবিহিতাদপি পরযোগাৎ। পরো ভক্তিযোগাদন্যযোগঃ ধ্যানধারণাদিরূপস্তস্মাৎ মে মমাভীষ্টঃ প্রিয়তমঃ ॥ ৭৭ ॥ তত্ত্বতঃ ক্রিয়াযুক্তযোগান্ বিনা তদাশ্রয়েণৈব জানন্তীত্যর্থঃ। ক্রিয়াযোগস্য স্বতন্ত্র এবেত্যাশয়েনাহ ক্রিয়েতি। সমাধিনা চিত্তস্থৈর্য্যেণ ক্রিয়াযোগেন সুখং চিত্তস্থৈর্য্যং স্যাদতো মাং সম্যগ্‌লভন্তে ইত্যর্থঃ। তত্ত্বত ইতি পাঠে তত্ত্বজ্ঞানং বিনাপি মাং সম্যগ্‌লভন্তে।

জনক নহে। আমি সেই জন্য বলিতেছি, আদ্যন্তবিহীন শ্রীহরির নিত্যকাল আরাধনা করিবে। ৭৪। ঐ পুরাণেই ভৃগু প্রভৃতির প্রতি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন;—হে দ্বিজগণ! কলিকালে যে সকল ব্যক্তি বেদবিহিত বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়া, সতত ভক্তিসহকারে আমার অর্চ্চনা করে, তাহাদের কৈবল্য পদ লাভ হইয়া থাকে। ৭৫। (এইরূপ) বিষ্ণুরহস্যে প্রকাশ; যে সকল লোকে সংসারে বিষ্ণুসেবায় নিযুক্ত থাকে, তাহারা ভগবানের পরম আনন্দময় নিত্যধামে গমন করিয়া থাকে। ঐ গ্রন্থেই ভগবানের উক্তিতে উল্লেখ;—হে দেবর্ষে! ভক্তিযোগরত লোকে আমার যেরূপ তুষ্টি সাধন করে, জ্ঞানযোগী ব্যক্তি সেরূপ সন্তোষসাধনে সমর্থ নহে। ৭৬। যদিও সুন্দররূপে সমাহিত হইলে ধ্যানধারণা প্রভৃতি যোগকে উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ক্রিয়াযোগই আমার প্রিয়; এই কারণে ভক্তিমান্ পুরুষেরাই মৎসরতা বিসর্জ্জন দিয়া আমার সন্তোষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ৭৭। যে সকল ব্যক্তি ক্রিয়াযোগে রত থাকিয়া আপনারা আমার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয় এবং নিয়ত আমার ধ্যানে তদ্গত হইয়া থাকে, আমি তাহাদের ক্রিয়াযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। হে দেবর্ষে! ক্রিয়াযোগযুক্ত ব্যক্তি স্থির চিত্তে সমাধি দ্বারা যেরূপ সম্যক্ আয়ত্ত করিতে

যথা হি কামদং নৃণাং মম তুষ্টিকরং পরং। ভক্তিযোগং মহাপুণ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভং॥
সংবৎসরেণ যৎ পুণ্যং লভন্তে ধ্যানিনো মম। প্রাপ্যতে তদিহৈকাহাৎ ক্রিয়াযোগপরৈর্নরৈঃ॥
আদিপুরাণে।—ন কর্ম্মসদৃশং ধ্যানং ন কর্ম্মসদৃশং ফলং।
ন কর্ম্মসদৃশস্ত্যাগো ন কর্ম্মসদৃশস্তপঃ। ন কর্ম্মসদৃশং পুণ্যং ন কর্ম্মসদৃশী গতিঃ॥ ৭৯॥
নারদীয়ে।—
ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো ন ধনৈর্ধরণীস্থরাঃ। ভক্ত্যা সংপূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতং॥৮০॥
জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ। পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষার্ত্তঃ সুজলৈর্যথা॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে।—

কৃতাপি দম্ভহাস্যার্থে সেবা তারয়তে জনান্।
বিফলা নান্যকর্ম্মেব কৃপালুঃ কো হ্যতঃ পরঃ॥ ৮১॥

অন্যৎ সমানং॥৭৮॥ যথা যথাবৎ। শুভং স্বতএব পরমফলরূপঞ্চ জানীহীতি শেষঃ। কর্ম্ম ভগবৎ-পরিচর্য্যাদি। ফলং স্বর্গাদি। গতিরাশ্রয়ঃ॥৭৯॥ সমীহিতং বাঞ্ছিতং॥৮০॥ বিফলা বৈগুণ্যেঽপি ন

পারে, ক্রিয়াবিহীন লোকের যোগাশ্রয়ে সেরূপ মুক্তিলাভ ঘটে না; এমন কি, ব্রাহ্মণেও ক্রিয়াযোগশূন্য হইয়া অর্চ্চনা করিলে, আমার স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। ৭৮। যেরূপ ভক্তিযোগ মনুষ্যের অভীষ্টদায়ক এবং আমার তুষ্টিকর, এরূপ আর কিছুই দেখা যায় না; বাস্তবিক, ভক্তিযোগই মহাপুণ্যদায়ক, ভোগমোক্ষবিধায়ক এবং পরমফলপ্রদায়ক। অন্য কথা কি, ধ্যানাবলম্বী ব্যক্তিগণ সংবৎসরকালে যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, ভক্তে ক্রিয়াযোগের আশ্রয়ে একদিনে তাহা লাভ করিয়া থাকেন।

আদিপুরাণে লিখিত আছে;—ভগবানের সেবার মত ধর্ম্ম আর নাই, তাঁহার সেবা-কর্ম্ম-সদৃশ ফল—অর্থাৎ স্বর্গাদি নাই, ভগবানের সেবার মত দান আর নাই, তাঁহার পরিচর্য্যাতুল্য তপস্যা আর নাই, তাঁহার সেবার মত পুণ্য কার্য্য আর নাই এবং তাঁহার পরিচর্য্যার তুল্য গতি আর নাই। ৭৯। নারদপুরাণে বর্ণনা;—হে বিপ্র সকল! ভগবান্‌কে ভক্তিপ্রভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, ধন দ্বারা সেই নিত্যধনের গ্রহণ ঘটে না; বাস্তবিক ভক্তিসহকারে বিষ্ণুর পূজা করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। ৮০। যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি সুজললাভে শীতল হয়, সেইরূপ জলদ্বারাও দুঃখহারী জগন্নাথ হরিকে পূজা করিলে, তিনি সত্বর তুষ্টি-লাভ করিয়া থাকেন।

হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রকাশ;—যদি ব্যক্তিগণ দম্ভ ও হাস্য করিতে করিতে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ত্রাণকর্ত্তা তাহাদিগকে ত্রাণ করিয়া থাকেন; বাস্তবিক, অন্যকর্ম্ম যেরূপ বিফল হয়, সেবা সেরূপ নিষ্ফল হইবার নহে, অতএব দয়াময় হরি ভিন্ন এরূপ দয়ালু আর কে আছে? ৮১। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে;—হে ব্রহ্মন্! যেরূপ অনিচ্ছাক্রমে অগ্নিকে স্পর্শ করিলে, হুতাশন-দহনে নিবৃত্ত হয় না, তাহার ন্যায় যেরূপেই হউক, জগদারাধ্য হরির

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

স সমারাধিতোদেবো মুক্তিকৃৎ স্যাৎ যথা তথা। অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজ॥
ধনবান্ পুত্রবান্ ভোগী যশস্বী ভয়বর্জ্জিতঃ। মেধাবী মতিমান্ প্রাজ্ঞো ভবত্যারাধনাদ্ধরেঃ॥৮২

স্কান্দে। সনৎকুমারমার্কণ্ডেয়সংবাদে।—

বিশিষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মাচ্চ ধর্ম্মো বিষ্ণ্বর্চ্চনং নৃণাং। সর্ব্বযজ্ঞতপোহোমতীর্থস্নানৈশ্চ যৎ ফলং।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সংপূজ্য চাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চ্চয়েৎ॥

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে।—

যঃ প্রদদ্যাৎ দ্বিজেন্দ্রায় সর্ব্বাং ভূমিং সসাগরাং। অর্চ্চয়েদ্যঃ সকৃদ্বিষ্ণুং তৎ ফলং লভতে নরঃ॥
মাসার্দ্ধমপি যো বিষ্ণুং নৈরন্তর্য্যেণ পূজয়েৎ। পুরুষোত্তমঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুভক্তো ন সংশয়ঃ॥
মধ্যংদিনগতে সূর্য্যে যো বিষ্ণুং পরিপূজয়েৎ। বসুপূর্ণমহীদাতুর্যৎ পুণ্যং তদবাপ্নুয়াৎ॥
প্রাতরুত্থায় যো বিষ্ণুং সততং পরিপূজয়েৎ। অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য লভতে ফলমুত্তমং॥
যো বিষ্ণুং প্রযতো ভূত্বা সায়ংকালে সমর্চ্চয়েৎ। গবাং মেধস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি দুর্ল্লভং॥
এবং সর্ব্বাসু বেলাসু অবেলাসু চ কেশবং। সম্পূজয়ন্নরো ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥৮৩॥

ফলহীনা॥৮১॥ ধীর্ধারণাবতী মেধা তদ্বান্। মতির্জ্ঞানং আত্মানাত্মাদিবিষয়কং তদ্বান্। প্রাজ্ঞশ্চ আত্মতত্ত্বাদ্যনুভাববান্ ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞো বা॥৮২॥ বেলাসু মধ্যাহ্নাদিকালেষু অবেলাসু তদন্য-

---

আরাধনা করিলে মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে। শ্রীহরির আরাধনা করিলে লোকে ধনবান্, পুত্রবান্ ভোগবান্, জ্ঞানবান্, যশস্বী, নির্ভয়, মেধাবী ও বিচক্ষণ হইয়া থাকে *। ৮২।

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয় সংবাদে প্রকাশ;—মনুষ্যের যতপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে ভগবানের পরিচর্য্যাই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। (বাস্তবিক) সকল-প্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, হোম ও তীর্থ-স্নানে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, এক-বিষ্ণুর পূজায় তাহার কোটিগুণেরও অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। সেই কারণে সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তমের অর্চ্চনা করা লোকের কর্ত্তব্য। এইরূপ ঐ গ্রন্থে উমামহেশ্বর সংবাদে লিখিত আছে;—যে ব্যক্তি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে সাগরান্ত ভূমি দান করেন, একবার মাত্র ভগবানের আরাধনায় সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যিনি নিরন্তর অন্ততঃ মাসার্দ্ধকাল বিষ্ণুপূজায় প্রবৃত্ত হন, তিনি যে পুরুষপুঙ্গব এবং বিষ্ণুভক্ত, সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই। দিনমণি দিবসের মধ্যগামী হইলে সে সময়ে যে ব্যক্তি বিষ্ণু পূজা করেন, বসুপূর্ণ বসুন্ধরা দানে যে ফললাভ হয়, তিনি সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সতত বিষ্ণুপূজা করেন, তিনি সহস্র অগ্নিষ্টোম যাগের উৎকৃষ্ট ফল লাভ

---

* তাৎপর্য্য—সকাম ও নিষ্কাম ভক্তের পক্ষে হরিই একমাত্র অবলম্বনীয়; তবে নিষ্কামী, কর্ম্মফল তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার কার্য্য করেন এবং কামী, ধন জন যৌবন স্ত্রীপুত্র পরিবার সুখের কামনায় তাঁহারই উপাসনা করেন, উভয়ের প্রার্থনায় এইমাত্র ভিন্নতা।

কিং পুনর্যোঽর্চ্চয়েন্নিত্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতং। ধন্যঃ স কৃতকৃত্যশ্চ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৪ ॥

কিঞ্চ।—

দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ। কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুভয়াকুলে। পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতং॥৮৫॥

স নাম সুকৃতী লোকে কুলন্তেন হ্যলঙ্কৃতং। আধারঃ সর্ব্বভূতানাং যেন বিষ্ণুঃ প্রসাদিতঃ ॥৮৬॥

যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানামপি কর্ম্মণাং। তদ্বিশিষ্টফলং নৃণাং সদৈবারাধনং হরেঃ ॥ ৮৭ ॥

কলৌ কলিমলাক্রান্তা ন জানন্তি হরিং পরং। যেঽর্চ্চয়ন্তি তমীশানং কৃতকৃত্যাস্ত এব হি।

নাস্তি শ্রেয়োত্তমং নৃণাং বিষ্ণোরারাধনাৎ পরং ॥ ৮৮ ॥

কালেষপি ॥৮৩॥ এবং মধ্যাহ্নাদৌ কদাচিৎ কৃতার্চ্চনস্য ফলমুক্ত্বা নিত্যপূজাফলমাহ কিমিতি ॥৮৪॥ বাদিভিঃ স্মৃতং সর্ব্ববাদিনামেব সম্মতমিত্যর্থঃ ॥৮৫॥ প্রসাদিতঃ আরাধিতঃ ॥ ৮৬ ॥ হরের্যদারাধনং তদেব যজ্ঞাদীনাং বিশিষ্টং ফলং ॥ ৮৭ ॥ উত্তমং শ্রেয়ঃ ফলং সদ্ভিরার্থঃ। পাঠান্তরং

করিয়া থাকেন। যিনি সায়ং সময়ে প্রযতভাবে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তিনি গোমেধ যজ্ঞের দুর্লভ ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। এইরূপে মধ্যাহ্নাদি সময়ে এবং অসময়ে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ভগবানের পূজা করিতে থাকেন, তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। ৮৩। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, যিনি নিত্যকাল সকল দেবতার নমস্কৃত নারায়ণের অর্চ্চনা করেন, তিনি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া, বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। ৮৪। শাস্ত্রে আরও উল্লেখ আছে ;—যখন লোকে হরিনাম দীক্ষা গ্রহণে মুক্তিলাভ করে, তখন ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনায় যে কি ফল লাভ হয়, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন কি ?।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে বর্ণনা এই ;—এই মহাঘোর সংসার সতত জন্ম-মৃত্যু-ভয়ে সমাকুল, ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে একমাত্র বাসুদেবের অর্চ্চনাই প্রশস্ত উপায়, এই কথা সকলবাদী সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন। ৮৫। যিনি ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারই কৃতিত্ব, তাঁহার দ্বারাই তদ্বংশ অলঙ্কৃত, এবং তিনিই সর্ব্বভূতের আধারস্বরূপ। ৮৬। সতত নারায়ণের অর্চ্চনা করাই লোকের যজ্ঞ, তপস্যা এবং অন্যান্য শুভানুষ্ঠানের বিশিষ্ট ফল। ৮৭। কলির জীবগণ পাপভারে সমাক্রান্ত হইয়া, হরির স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু এরূপ সময়ে যদি তাহারা বিষ্ণুপূজায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কৃতকৃত্য বলিতে হইবে। অন্য কথা কি, বিষ্ণুর আরাধনা ব্যতিরেকে লোকদিগের শ্রেষ্ঠতম ফল আর দেখা যায় না। ৮৮। বিশেষতঃ এই কলিযুগ তমঃসমাচ্ছন্ন, সুতরাং এ সময়ে সতত হরির পূজা সর্ব্বথা করণীয় ; বাস্তবিক, সর্ব্বগত দেবদেব জগন্নাথের পূজা ঘটিলে সকল দেবতার পূজা হইয়া থাকে। সর্ব্বলোক-শ্রেষ্ঠ সুরাসুরনমস্কৃত

যুগেঽস্মিন্ তামসে তস্মাৎ সততং হরিমর্চ্চয়েৎ। অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ। অর্চ্চিতে সর্ব্বলোকেশে সুরাসুরনমস্কৃতে।
কেশবে কেশিকংসঘ্নে ন যাতি নরকং নরঃ॥ ৮৯॥
সকৃদভ্যর্চ্চিতো যেন হেলয়াপি নমস্কৃতঃ। স যাতি পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি পূজিতং॥
সমস্তলোকনাথস্য দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ। সাক্ষাদ্ভগবতো নিত্যং পূজনং জন্মনঃ ফলং॥
তত্রৈবাগ্রে।—
অসারে খলু সংসারে সারমেতন্নিরূপিতং। সমস্তলোকনাথস্য শ্রদ্ধয়ারাধনং হরেঃ॥
কিঞ্চ।—
যত্র বিষ্ণুকথা নিত্যং যত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ। কলিবাহ্যা নরাস্তে বৈ যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা হরিং॥
কাশীখণ্ডে।—
হরেরারাধনং পুংসাং কিং কিং ন কুরুতে বত। পুত্রমিত্রকলত্রার্থং রাজ্যস্বর্গাপবর্গদং॥
হরত্যঘং ধ্বংসয়তি ব্যাধীনাধীন্নিরস্যতি। ধর্ম্মং বিবর্দ্ধয়েৎ ক্ষিপ্রং প্রযচ্ছতি মনোরথং॥
অতএব স্কান্দে।-
ধ্রুবং প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়স্য বচনং।—
সকৃদভ্যর্চ্চিতো যেন দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। স প্রাপ্নোতি পরং স্থানং সত্যমেতন্ময়োদিতং॥
তথাঙ্গিরসঃ।
যস্যান্তঃ সর্ব্বমেবেদং যস্য নান্তো মহাত্মনঃ। তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি॥
পুলস্ত্যস্য।
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌ শাশ্বতপূরুষঃ। তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্ল্লভাং॥

স্পষ্টং॥ ৮৮॥ নরঃ পাপকৃদপি নরকং ন যাতি॥ ৮৯॥ সর্ব্বোত্তমোত্তমং স্থানং শ্রীবৈকুণ্ঠ-

কেশিহন্তা কেশবের আরাধনা করিলে লোককে আর নিরয়যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ৮৯। যিনি জগৎপূজ্য হরির অন্ততঃ একবার মাত্রও পূজা করেন, যিনি অবহেলাক্রমে তাঁহাকে নমস্কার করেন, তিনি সুরেন্দ্রবাঞ্ছিত পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। সমস্তলোকনাথ দেব-দেব ভগবান্ নারায়ণের নিত্য পূজাই জন্মের সাক্ষাৎ ফল। ঐ পুরাণের কিঞ্চিদগ্রে উল্লেখ;—শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ত্রিলোকনাথ অনাথনাথের অর্চ্চনাই অসার সংসার মধ্যে একমাত্র সার পদার্থ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। আরও প্রকাশ;—যেখানে নিত্যকাল ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে, যেখানে বৈষ্ণবগণ বাস করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা সতত বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা কলির বহির্ভূত জানিবে;—তাৎপর্য্য—তাঁহাদের প্রতি কলির প্রভাব প্রকাশ পায় না।

কাশীখণ্ডে প্রকাশ;—হরির আরাধনায় লোকের কি না লাভ হইয়া থাকে? পুত্র, মিত্র, কলত্র, রাজ্য, স্বর্গ, অপবর্গ এ সমস্তই হরি আরাধনার ফল; অন্য কথা কি, ইহাতে পাপ-ধ্বংস ও আধিব্যাধি দূর হয় এবং ধর্ম্মবৃদ্ধি ও মনোরথসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে

পুলহস্য।

ঐন্দ্রমিন্দ্রঃ পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিং। প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাধয় সুব্রত॥

বশিষ্ঠস্য।

প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ মনসা যদ্যদিচ্ছতি। ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমু সর্ব্বোত্তমোত্তমং॥৯০॥
যান্ যান্ কাময়তে কামান্ নারী বা পুরুষোঽপি বা। তান্ সমাপ্নোতি বিপুলান্ সমারাধ্য জনার্দ্দনং॥
অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

আরাধ্যৈব নরো বিষ্ণুং মনসা যদ্যদিচ্ছতি। ফলং প্রাপ্নোত্যবিহতং ভূরি স্বল্পমথাপি বা॥৯১॥
ঈদৃশং বিষ্ণুপুরাণেঽপি কিঞ্চিদধিকং চেদং।—
শ্রীমরীচেঃ।—

অনারাধিতগোবিন্দৈর্নরৈঃ স্থানং নৃপাত্মজ। ন হি সংপ্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতং।
কিঞ্চ তত্রৈব।—
ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গং স্বর্গবন্দ্যং তথাস্পদং। প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমং॥৯২

লোকমপি প্রাপ্নোতি ত্রৈলোক্যান্তর্গতং প্রাপ্নোতীতি কিমুত বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ৯০॥ স্বল্পং ভূরি বা যদ্যদিচ্ছতি তৎফলমারাধ্যৈব আরাধনমাত্রং কৃত্বা সদ্য এব অবিহতং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং অনশ্বরঞ্চ প্রাপ্নোতি॥ ৯১॥

স্বর্গবন্দ্যমাস্পদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং। মুমুক্ষুশ্চেৎ নির্ব্বাণমপি প্রাপ্নোতি। যদ্বা স্বর্গবন্দ্যং শ্রীধ্রুবলোকং ব্রহ্মলোকংবা উত্তমং নির্ব্বাণং মুক্তিবিশেষরূপং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং। যদ্বা নির্ব্বাণং

ধ্রুবের প্রীতি মার্কণ্ডেয়-বচনে লিখিত আছে;—আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তি অন্ততঃ একবার মাত্র দেবদেব জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করেন, তিনিই পরমপদ অধিকার করিয়া থাকেন। অঙ্গিরাও ঐরূপ বলিয়াছেন;—যদি তুমি উৎকৃষ্ট স্থান পাইবার অভিলাষ কর, তাহা হইলে যাঁহার অন্তর মধ্যে এই নিখিল জগৎ অবস্থিতি করিতেছে এবং যিনি অন্তবিহীন, সেই অনন্ত গোবিন্দের আরাধনা করিতে থাক। পুলস্ত্যের উক্তি;—যিনি পরমব্রহ্ম, পরম ধাম, ও নিত্যপুরুষ, সেই হরিকে আরাধনা করিলে দুর্লভ মুক্তিও করস্থ হইয়া থাকে। পুলহের বাক্য;—হে সুব্রত! যে জগৎপতি যজ্ঞপতি কমলাপতির আরাধনা করিয়া ইন্দ্র সুরপতি হইয়াছেন, সেই উপেন্দ্রেরই আরাধনা করিতে হয়। বশিষ্ঠের বাক্যে প্রকাশ;—যখন ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠলোক লাভ হইয়া থাকে, তখন মনে ইচ্ছা করিলে যে ত্রৈলোক্যান্তর্গত অন্যান্য উৎকৃষ্ট স্থান লাভ ঘটিতে পারিবে, সে কথা আর কি বলিব? ।৯০। নরই হউক, বা নারীই হউক, যে ব্যক্তি যাহা কামনা করে, হরি আরাধনায় তাহা অধিক পরিমাণে পাইয়া থাকে। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে;—লোকে মনোমধ্যে অল্প, বা অধিক যাহা কামনা করে, বিষ্ণুর আরাধনায় তাহা নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯১। বিষ্ণুপুরাণ এতদপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন; তাহাতে মরীচির উক্তি এই;—হে নৃপনন্দন! উত্তমশ্লোক হরিকে আরাধনা না করিলে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অতএব,

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

যৎপাদোদকমাধায় শিবঃ শিরসি নৃত্যতি। যন্নাভিনলিনাদাসীদ্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥
যদিচ্ছাশক্তিবিক্ষোভাদ্ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভবসংক্ষয়ৌ। তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি॥

নারসিংহে মার্কণ্ডেয়সহস্রানীকসংবাদে।—

যস্তু সম্পূজয়েন্নিত্যং নরসিংহং নরেশ্বর। স স্বর্গমোক্ষভাগী স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
তস্মাদেকমনা ভূত্বা যাবজ্জীবং প্রতিজ্ঞয়া॥ অর্চ্চনান্নরসিংহস্য সংপ্রাপ্নোত্যভিবাঞ্ছিতং॥

তত্রৈব শ্রীব্যাসশুকসংবাদে।—শ্রীমার্কণ্ডেয়মৃত্যুঞ্জয়সংবাদানন্তরং।

নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ। কিন্ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥
উদকেনাপ্যলাভে তু দ্রব্যাণাং পূজিতঃ প্রভুঃ। যো দদাতি স্বকং লোকং স ত্বয়া কি ন পূজিতঃ॥৯৩
নরসিংহো হৃষীকেশঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ। স্মরণান্মুক্তিদে নৃণাং স ত্বয়া কিং ন পূজিতঃ॥

বৃহন্নারদীয়েঽদিতিমাহাত্ম্যে শ্রীসূতোক্তৌ।—

যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে। রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥৯৪॥

মোক্ষং তস্মাদুত্তমঞ্চ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি॥ ৯২॥ পাদ্যাদীনামলাভে সতি উদকেনাপি পূজিতঃ সন্॥ ৯৩॥ স্মরণাদপি মুক্তিদঃ। রাজা তৎ কৃতোপদ্রব ইত্যর্থঃ॥ ৯৪॥ আর্চ্চ্য সম্যগীষদার্চ্চ-

---

তুমি অচ্যুতের অর্চ্চনা কর। ঐ স্থানে আরও উল্লেখ হইয়াছে, (অন্য কথা কি,) ভগবানের আরাধনা করিলে, পার্থিব যাবতীয় মনোরথ সিদ্ধি এবং স্বর্গবন্দ্য সুখকর ধ্রুবলোক, নির্ব্বাণমুক্তি ও উত্তম শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৯২।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে;—যদীয় পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া, পঞ্চমস্তক শিব নৃত্য করিয়া থাকেন, যাঁহার নাভিকমল হইতে লোকপিতামহ কমলযোনির উৎপত্তি, যাঁহার ইচ্ছাশক্তিবিক্ষোভে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় ঘটিয়া থাকে, যদি উৎকৃষ্ট স্থান ঈপ্সিত হয়, তবে শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ আরাধনা কর। এইরূপ নৃসিংহপুরাণে মার্কণ্ডেয়সহস্রানীকসংবাদে বর্ণনা আছে; - হে নরেন্দ্র! যিনি নিত্যকাল নরসিংহের সমারাধনা করেন, তিনি যে স্বর্গ ও মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন, সে বিষয়ের বিচার করা নিষ্প্রয়োজন; অতএব, একমনে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সেই দেবদেবের অর্চ্চনা করিলে, অভীষ্ট ফল লাভ হইতে পারিবে। ঐ নৃসিংহপুরাণেই শ্রীব্যাস ও শুকদেবসংবাদে মার্কণ্ডেয় ও মৃত্যুঞ্জয় সংবাদের পর এইরূপ উক্তি আছে; যম একব্যক্তিকে নরকে পচিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে নর! তুমি নারায়ণের পূজা কর নাই কেন? তাৎপর্য্য, তাহা হইলে তোমার এ দুর্গতি হইত না। যিনি উপচারাদির অভাবে জল দ্বারা অর্চ্চিত হইলে পূজককে মুক্তি দিয়া থাকেন, তোমার তাঁহার পূজা না করিবার কারণ কি?। ৯৩। যে নরসিংহ হৃষীকেশ কমললোচন নারায়ণকে স্মরণ করিলে তিনি মুক্তিদান করিয়া থাকেন, তুমি কি তাঁহার পূজা কর নাই?

বৃহন্নারদীয় পুরাণে অদিতিমাহাত্ম্যে শ্রীসূতের উক্তিতে প্রকাশ;—যেখানে বিষ্ণুপূজা-

প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা। ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকং॥
তত্রৈব যমভগীরথসংবাদে।—
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্ব্বার্চ্চ্য পূজারহিতমচ্যুতং। স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং কুলসপ্ততিসংযুতঃ॥৯৫॥
তত্রৈব ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতানামুক্তৌ।—
উৎক্রান্তিকালে যন্নাম শ্রুতবন্তোঽপি বৈ সকৃৎ। লভন্তে পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ॥৯৬॥
মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যস্তিষ্ঠেদ্ধরিমন্দিরে। স যাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ॥
তত্রৈব বিভাণ্ডকমুনেঃ সুমতিনৃপং প্রতি।—
অবশেনাপি যৎ কর্ম্ম কৃতন্তু সুমহৎ ফলং। দদাতি নৃণাং রাজেন্দ্র কিং পুনঃ সম্যগর্চ্চনা॥
প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণান্তে।—
সম্পর্কাদ্ যদি বা মোহাদ্যস্তু পূজয়তে হরিং। সর্ব্ব পাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমং পদং॥
সর্ব্বান্তরায়া নশ্যন্তি মনঃশুদ্ধিশ্চ জায়তে। পরং মোক্ষঃ লভেচ্চৈব পূজ্যমানে জনার্দ্দনে॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থাঃ সনাতনাঃ। হরিপূজাপরাণান্তু সিধ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥৯৭॥

য়িত্বা। পূজারহিতম্ অরণ্যান্তর্গতত্বাদিনা কেনাপ্যপূজ্যমানং॥ ৯৫ ॥ উৎক্রান্তিকালে মরণসময়ে ॥ ৯৬ ॥ যস্য কর্ম্ম কিঞ্চিৎ পরিচর্য্যাদিরূপং ॥ ৯৭ ॥ হে সত্তমাঃ যদ্বা পরমোত্তমা ইতি যজ্ঞাদীনাং

পরায়ণ লোকে বাস করিয়া থাকে, সেখানে কোনও বিঘ্নবাধা থাকে না; (অন্য কথা কি) তথায় রাজা, তস্কর, বা ব্যাধির কোনও উপদ্রবই থাকে না। ৯৪। কি প্রেত, কি পিশাচ, কি কুষ্মাণ্ড, কি গ্রহাদি, কি ডাকিনী, কি রাক্ষস, কেহই বিষ্ণুপূজকের প্রতি পীড়ন করিতে পারে না। ঐ পুরাণে যমভগীরথসংবাদে লিখিত আছে;—যিনি পূজা-রহিত * অচ্যুতকে পত্র, পুষ্প ও ফল দ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহার সপ্ততিকুলসহিত বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। ৯৫। ঐ বৃহন্নারদীয় পুরাণে ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে বিষ্ণুদূতদিগের কথায় প্রকাশ;—যখন প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে নারায়ণের একবার মাত্র নামোচ্চারণ শ্রবণ করিয়া, জীবগণ অনায়াসে সেই দিব্য ধামে গমন করে, তখন সতত তাঁহার পরিচর্য্যা করিলে যে, কি ফল লাভ হইতে পারিবে, তাহা আর কি বলিব?। ৯৬। যে ব্যক্তি মুহূর্ত্ত, বা তদর্দ্ধকাল, হরিমন্দিরে অবস্থিতি করে, যখন তাহার দিব্য গতি অবধারিত, তখন সতত সেবাকারীদিগের কথা আর কি বলিতে হইবে? ঐ পুরাণেই সুমতি নৃপতির প্রতি বিভাণ্ডক মুনির বাক্যে এরূপ প্রকাশ;—অবলীলা-ক্রমে যাঁহার কার্য্য করিলে লোকে যখন সুমহৎ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে রাজেন্দ্র! তখন সম্যক্ সেবার কথা আর কি বলিতে হইবে? এইরূপ প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণের অন্তে বর্ণনা;—যিনি সম্বন্ধ, বা মোহনিবন্ধন বিষ্ণুপূজায় তৎপর হন, তিনি সকলপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত

---

* লোকালয়ে লোকনাথ হরিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, বা পূজা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু সেই মুরারি বিপিনবিহারী থাকিলে, তথায় তাঁহার পূজা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; এজন্য বলা হইয়াছে, অরণ্য মধ্যে পূজা-রহিত অচ্যুতমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যদি ফল পুষ্পাদি দ্বারা কেহ তাঁহার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলেও তাহার দিব্য গতি ঘটিয়া থাকে।

সর্ব্বতীর্থানি যজ্ঞাশ্চ সাঙ্গা বেদাশ্চ সত্তমাঃ। নারায়ণার্চ্চনস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥৯৮॥
শ্রীবিষ্ণুতোষবিধিপ্রশ্নোত্তরে।—

সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি সারং বচ্মি পুনঃ পুনঃ। অসারোদগ্রসংসারে সারং যদ্বিষ্ণুপূজনং ॥
উপলেপনমাহাত্ম্যান্তে।—

অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে। ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে ॥
যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে।—

তস্মাৎ শৃণুত বিপ্রেন্দ্রা দেবো নারায়ণোঽব্যয়ঃ। জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ।
তে বন্দ্যাস্তে প্রপূজ্যাশ্চ নমস্কার্য্যা বিশেষতঃ। যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাবিষ্ণুং প্রপন্নার্ত্তিপ্রণাশনং ॥

যে যজন্তি স্পৃহাশূন্যা হরিংবা হরমেব বা। তএব ভুবনং সর্ব্বং পুনন্তি বিবুধর্ষভাঃ ॥ ৯৯ ॥
পাদ্মে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে পূজাবিধিপ্রসঙ্গে।—

মদ্ভক্তো যো মদর্চ্চাঞ্চ করোতি বিধিদৃষ্টয়ে। তস্যান্তরায়ঃ স্বপ্নেঽপি ন ভবত্যভয়ো হি সঃ ॥

বিশেষণং ॥ ৯৮ ॥ হে বিবুধর্ষভাঃ। যদ্বা ত এব বিবুধর্ষভাঃ বিদ্বদ্বরাঃ দেবোত্তমা বা ॥ ৯৯ ॥ যদা

হইয়া, কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (অন্য কথা কি,) হরির আরাধনায় সকলপ্রকার অন্তরায় বিদূরিত, চিত্তশুদ্ধি প্রকাশিত এবং উৎকৃষ্ট মোক্ষফল করতলস্থ হইয়া থাকে। যাঁহারা হরিপূজাপরায়ণ, নিশ্চয়ই তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক সনাতন পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। ৯৭। কি নিখিল তীর্থসকল, কি উৎকৃষ্ট যাগাদি, * অথবা সাঙ্গ বেদ-সমূহ, ইহাদের কিছুই নারায়ণ-পূজার ষোড়শাংশের যোগ্য হইতে পারে না। ৯৮।

শ্রীবিষ্ণুতোষণবিধির প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে ;—আমি সত্য বলিতেছি, হিত বলিতেছি এবং বারংবার সার কথা জানাইতেছি, অসার ভীষণ সংসার-মধ্যে কেবল বিষ্ণুপূজাই সার-সামগ্রী। উপলেপন-মহাত্ম্যের অন্তে বর্ণিত হইয়াছে ;—ইচ্ছা না করিয়াও যাঁহারা একবারমাত্র বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আর ভববন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না। এইরূপ যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানের শেষভাগে লিখিত আছে ;—হে বিপ্রেন্দ্রবৃন্দ ! আপনারা শ্রবণ করুন, যাঁহারা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অব্যয় বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বন্দনীয়, পূজনীয়, ও নমস্য হইয়া থাকেন ; যাঁহারা নিস্পৃহভাবে প্রপন্নের পীড়া নাশক হরিহরের পূজা করেন,তাঁহারা নিখিল ভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।৯৯। পদ্মপুরাণে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে পূজা-বিধি-প্রসঙ্গে প্রকাশ;—যে ভক্ত যথাবিধি আমার অর্চ্চনা করেন, স্বপ্নেও তাঁহার বিঘ্ন হয় না, এবং তিনি সর্ব্বদা নির্ভয়ে অবস্থিতি করেন। ঐ পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদ-অম্বরীষকথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে ; —অজিত বিষ্ণুকে যথাভক্তি পূজা করিলে পুত্র, কলত্র, দীর্ঘ জীবন, রাজত্ব, স্বর্গ,

---

* টীকাকার-মতে 'সত্তমাঃ' এই পদটী সম্বোধনবিহিত, অথবা, 'যজ্ঞ' এই পদের বিশেষণ ; ফল কথা, উভয় দিকে ইহার অর্থের অসঙ্গতি ঘটে না ; যাহা হউক, আমরা সমধিক সুসঙ্গত বিবেচনায় উহা যজ্ঞের বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষসংবাদে।—

পুত্রান্ কলত্রান্ দীর্ঘায়ূ রাজ্যং স্বর্গাপবর্গকং। স দদ্যাদীপ্সিতং সর্ব্বং ভক্ত্যা সংপূজিতোঽজিতঃ॥

নরকেঽপি চিরং মগ্নাঃ পূর্ব্বজা যে কুলদ্বয়ে। তত্রৈব যান্তি তে স্বর্গং যদার্চ্চতি সুতো হরিং॥১০০

তত্রৈব শ্রীযমব্রাহ্মণসংবাদে চ।—

অনারাধ্য হরিং ভক্ত্যা কো লোকান্ প্রাপ্নুয়াদ্বুধঃ। আরাধিতে হরৌ কামাঃ সর্ব্বে করতলস্থিতাঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—শ্রীকৃষ্ণামৃতস্তোত্রে।—

সোঽপি ধন্যতমো লোকে যোঽর্চ্চয়েদচ্যুতং সকৃৎ। কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তং সুপুষ্পৈঃ প্রতিবাসরং॥

বৈষ্ণবানপি যে নিত্যং প্রপশ্যন্ত্যর্চ্চয়ন্তি চ। তেঽপি বিষ্ণুপদং যান্তি কিং পুনর্বিষ্ণুসেবকাঃ॥

স যোগী স বিশুদ্ধাত্মা স শান্তঃ স মহামতিঃ। স শুদ্ধঃ স চ সম্পূর্ণঃ কৃষ্ণং সেবেত যো নরঃ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং।—

অনন্যমনসঃ শশ্বদ্গণয়ন্তোঽক্ষমালয়া। জপন্তো রাম রামেতি সুখামৃতনিধৌ মনঃ।

প্রবিলাপ্যামৃতীভূয় সুখং তিষ্ঠন্তি কেচন॥ ১০১॥

পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষ্বেব শেরতে। মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ॥১০২॥

তেষাং সুতঃ কুলোৎপন্নো হরিমর্চ্চয়তি॥ ১০০॥ অমৃতীভূয় জীবন্মুক্তো ভূত্বা॥ ১০১॥ তেভ্যোঽপি পূজাপরাণাং মাহাত্ম্যমাহ পরিচর্য্যেতি। প্রাসাদেষ্বেব শেরত ইতি সদা ভগবৎসান্নিধ্যেন পরমনৈশ্চিন্ত্যাদিনা ঐহিকপরমসুখমুক্তং। তং শ্রীরামং মনুষ্যমিব লোকব্যবহারাদ্যনুসারিণং দ্রষ্টুম্ অতো বন্ধুবৎ তেন সহ ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বিহর্ত্তুমপি প্রেম-

---

এমন কি, মোক্ষ প্রভৃতি সমুদায় অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে; যাঁহাদের কুলোদ্ভব পুত্রগণ হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের কুলদ্বয়োৎপন্ন পূর্ব্বপুরুষগণ চিরকাল নরক-নিমগ্ন থাকিলেও সন্তানদিগের সুকৃতি-বলে স্বর্গ-গমন ঘটিয়া থাকে। ১০০। ঐ পদ্মপুরাণে যমব্রাহ্মণসংবাদে বর্ণিত আছে; হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা না করিয়া কোন্ পণ্ডিত লোকে স্বর্গাদি-সুখ ভোগ করিতে পারেন? বাস্তবিক, হরিকে আরাধনা করিলে সকলপ্রকার কামনাই করতলস্থ হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণামৃত-স্তোত্রে বর্ণনা এই;—যদি কোন ব্যক্তি একবার মাত্র ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া যখন সংসারে সার্থকজন্মা হইয়া থাকেন, তখন প্রতিদিন ভক্তিভাবে সুরম্য কুসুমে দেবার্চ্চন করিলে যে, কি ফল লাভ হইবে, তাহা আর কি বলিব? যাঁহারা প্রতিদিন বৈষ্ণবের অর্চ্চনা ও বৈষ্ণবমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাঁহাদের যখন বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে, তখন বিষ্ণুভক্তের কথা আর কি বলিব? যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় তৎপর হন, তিনি যোগী, বিশুদ্ধাত্মা, শান্তমতি, পবিত্র, মহামতি ও সর্ব্বার্থপরিপূর্ণ হইয়া থাকেন।

অগস্ত্যসংহিতায় উল্লেখ আছে;—সেবক-মণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি নিরন্তর জপমালা ধারণ করিয়া গণনা দ্বারা রাম নাম জপ করত, সুখ-সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া অমৃতাস্বাদ পূর্ব্বক জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিতি করেন। ১০১। কোনও কোনও ভক্ত সেবানিরত হইয়া,

কিঞ্চ।—

যথা বিধিনিষেধৌ তু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ। তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকং॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু।—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে। যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥১০৩

ইত্যর্জ্জুনেন পৃষ্টঃ শ্রীভগবানুবাচ।—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ইত্যাদি ॥ ১০৪ ॥

বিশেষসম্পত্ত্যা পারলৌকিকপরমসুখং চোক্তং। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সম্যক্ নিরূপিতমস্তি। অনন্যেত্যাদয়ঃ শ্লোকা যদ্যপি ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যে লিখিতুং যুজ্যন্তে তথাপি পরিচর্য্যাপরা ইতি উপাসকমিতি চেত্যুক্ত্যা পরিচর্য্যো-পাসনয়োঃ প্রাধান্যে পূজাপরতামাত্রাভিধানাদত্র লিখিতাঃ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং॥ ১০২॥ পূর্ব্বং মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরম ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত ইত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব শ্রৈষ্ঠ্যং বর্ণিতং। তথা তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশি-ষ্যত ইত্যাদিনা সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈবেত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া শ্রীভগবন্তমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি এবমিতি। এবং সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততং যুক্তা-স্তন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে সমারাধয়ন্তি যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্ম অব্যক্তং নির্ব্বিশেষ-মুপাসতে তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে অতিশয়েন যোগবিদঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ॥ ১০৩॥ তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানাহ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতাদিগুণবিশিষ্টে সাক্ষাদ্ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যং যুক্তাঃ মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ যে মামারাধয়ন্তি তে যুক্ততমা মেঽভিমতাঃ॥ ১০৪॥ যস্য মম

শ্রীরামচন্দ্রকে নরদেহধারী দর্শন ও তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিবার জন্য দেবালয়ে শয়ন করিয়া থাকেন। ১০২। ঐ গ্রন্থে আরও বর্ণিত হইয়াছে;—যেরূপ মুক্ত পুরুষ বিধি-নিষেধের বাধ্য হন না, সেইরূপ বিধিপূর্ব্বক আরাধনা করিলে, রামভক্তের নিকটে বিধি নিষেধ আপনাদের প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে প্রকাশ;—হে ভগবন্! এইরূপে সতত সমাহিত চিত্তে যে সকল ভক্ত আপনার আরাধনা করেন, এবং যাঁহারা আপনাকে অক্ষর ও অব্যক্ত বোধ করিয়া থাকেন, ইঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যোগী? ১০৩॥ অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ তদ্বাক্যের সমুচিত উত্তর দিতেছেন;—যাঁহারা আমাকে পরমেশ্বর জানিয়া, আমাতে মন সমর্পণ পূর্ব্বক সতত একাগ্রচিত্ত হইয়া আমারই উপাসনা করেন, আমার বিবে-চনায় সবিশেষ শ্রদ্ধাবান্ সেই যোগিগণই শ্রেষ্ঠ। ১০৩॥ এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে পৃথুবাক্যে প্রকাশ;—হে প্রজাপুঞ্জ! একমাত্র পরমেশ্বরই জীবকুলের মুক্তিদাতা, তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও মুক্তি প্রদানের সাধ্য নাই, কারণ তাঁহাতে ও জীবে বিশেষ ভেদ নাই।অত-

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথূক্তৌ :—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ১০৫ ॥

কিঞ্চ নারদোক্তৌ।—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ১০৬ ॥

একাদশস্কন্ধে চ কবিযোগেশ্বরস্য বাক্যং।—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যং।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥ ১০৭ ॥

পাদয়োঃ সেবায়ামভিরুচিরপি তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাং। যদ্বা তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং চিত্তৈকাগ্রতা বা তদ্যুক্তানামপি অশেষজন্মভিঃ সংবৃদ্ধং ধিয়ো মলং সদ্যঃ ক্ষপয়তি। কথম্ভূতা ? অহন্যহনি বর্দ্ধমানা। সতী সাত্ত্বিকী পরমোত্তমা বা। এবং মলক্ষপণমানুষঙ্গিকং, মুখ্যঞ্চ ফলং নিত্যমেধমানোত্তমা তৎসেবাভিরুচিরেবেত্যভিপ্রেতং। তৎপাদসম্বন্ধস্যৈবৈষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেন'হ যথেতি। পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতেত্যয়ং ভাবঃ বামপাদস্যাঙ্গুষ্ঠাৎ বিনিঃসৃতা নির্গত্য ভুবং গতা সা চ একরূপৈব ন চ নিত্যং বর্দ্ধমানা তথাপ্যনেকজন্মোপচিতং মলং সদ্যঃ ক্ষপয়তি। এষা চ পাদয়োঃ সেবাসু অভিরুচিঃ তত্র সংলগ্নো মনসো ভাবঃ তং সদ্যঃ ক্ষিণোতীতি কিং চিত্রং, কিন্তু নিত্যং বর্দ্ধমানা চোত্তমা সতী ফলরূপতাং প্রাপ্নোতীত্যুচিতমেবেতি ॥ ১০৫ ॥

শ্রীভগবদর্চ্চনেনৈব জগতঃ সন্তোষ ইতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ স্কন্ধাঃ তদ্বিভাগা ভুজাস্তেষামপ্যুপশাখাঃ উপলক্ষণমেতৎ পত্রপুষ্পাদয়োঽপি তৃপ্যন্তি ন তু মূলসেকং বিনা স্বস্বনিষেচনেন। প্রাণস্যোপহারো ভোজনং তস্মাদেবেন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্নলেপনাৎ। তথা চাচ্যুতারাধনমেব সর্ব্বদেবতারাধনং ন পৃথগিত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥ আত্যন্তিকং ক্ষেমং কথয়তি মন্য ইতি। ন কুতশ্চিদপি ভয়ং যস্মাৎ তদকুতশ্চিদ্ভয়ং। অত্র সংসারে অসদাত্মভাবাৎ অসতি দেহাদাবাত্মভাবনাতঃ নিত্যং সর্ব্বদা উদ্বিগ্নবুদ্ধের্জ্জনস্য বিশ্বা-

---

এব হরিচরণের সেবাভিলাষ সামান্য বস্তু নহে, ইহা তদীয় পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃত সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় সংসারতাপতাপিত জীবগণের নানাপ্রকার তাপ ও বুদ্ধিমালিন্যাদি তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া, সাত্ত্বিক বাসনাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ১০৫। ঐ ভাগবতে নারদের উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে,—যেরূপ বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে, তাহার স্কন্ধ শাখা প্রভৃতি সতেজ ও পুষ্ট হয়, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে স্কন্ধ প্রভৃতি এক একটী অবয়বে জল সেচন করিলে কার্য্যকর হয় না। যেরূপ ভোজন দ্বারা প্রাণের তৃপ্তি হয়, কিন্তু এক এক ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র অন্নাদি ভোগে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি ঘটে না, সেইরূপ সেই ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা দ্বারা সকল দেবতার তৃপ্তিসাধন ঘটিয়া থাকে। ১০৬। এইরূপ ঐ ভাগবতের একাদশস্কন্ধে নিমির প্রতি কবি যোগেশ্বরের উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে ;—হে মহারাজ! ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনায় সকল

শ্রীভগবতশ্চ ॥—

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাং॥ ১০৮॥

কিঞ্চ ॥— মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাং॥ ১০৯॥

গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীনারদস্য।—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ ১১০॥

মহাভারতে।

মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকং। যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকং॥

অতএবোক্তং বৃহন্নারদীয়ে পাদোদকমাহাত্ম্যাখ্যানারম্ভে॥—

হরিপূজাবিধানন্তু যস্য বেশ্মনি নো দ্বিজাঃ। শ্মশানসদৃশং বিদ্যান্ন কদাপি বিশেচ্চ তৎ॥১১১॥

ত্মনা সর্ব্বথা নিঃশেষং যত্র পাদাম্বুজোপাসনে ভীর্ন বর্ত্ততে। যদ্বা যত্র যস্মিন্ সতি। রসদাত্ম-ভাবাৎ রসদশ্চাসাবাত্মা চ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্যর্থঃ তস্মিন্ ভাবঃ প্রেমা তস্মাদ্ধেতোর্নিত্যমুদ্বিগ্ন-বুদ্ধেরপি বিশ্বাত্মনা ভীর্ন বর্ত্ততে। অন্যৎ সমানং॥ ১০৭॥ এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারৈঃ ক্রিয়াযোগ-রূপৈর্মার্গৈঃ যদ্বা ঈদৃশৈঃ ক্রিয়াযোগপ্রকারৈঃ অর্চ্চন্ অর্চ্চয়ন্ উভয়ত্র ইহামুত্র চ॥ ১০৮॥ নৈরপেক্ষ্যেণ অহৈতুকেন প্রেমলক্ষণেনেত্যর্থঃ। নন্থ নৈরপেক্ষ্যো ভক্তিযোগঃ কথং ভবতি তত্রাহ ভক্তিযোগমিতি॥ ১০৯॥ বিক্রীণীতে বশ্যং করোতি॥ ১১০॥ হরেঃ পূজাবিধানং

ভয় বিদূরিত ও সকলপ্রকার কল্যাণ সাধিত হয়; কারণ, এই সংসারে দেহাদি অনিত্য অনাত্ম বস্তুতে আত্মীয় জ্ঞান নিবন্ধন যাহারা সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত, তাহাদেরও ভগবানের উপাসনায় সকল ভয় প্রশমিত হইয়া থাকে। ১০৭। ঐ পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তিতে প্রকাশ;—লোকে এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-যোগপথের অনুসরণ করিয়া, আমার নিকট হইতে ইহ ও পরলোকের সকলপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ১০৮। ঐ ভাগবতে আরও লিখিত হইয়াছে;—আমাকে কেবল নিরপেক্ষ ভক্তির সাহায্যে পাওয়া যাইতে পারে; যে এইরূপে আমার অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তি ভক্তিযোগ লাভ করিয়া থাকে। ১০৯। গৌতমীয় তন্ত্রে নারদবাক্যে প্রকাশ;—তুলসীর একমাত্র পত্র, ও এক চুলুক জল সমর্পণ করিলে, সেই ভক্ত-বৎসল হরি ভক্তের নিকটে ক্রীত—অর্থাৎ বশ্য হইয়া থাকেন। ১১০।

অতঃপর পূজার নিত্যতা। মহাভারতে লিখিত হইয়াছে;—যিনি জননীর ন্যায় রক্ষা-কর্ত্তা, যিনি সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, সেই জগৎপূজ্য জগন্নাথকে যে ব্যক্তি পূজা না করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিও। বৃহন্নারদীয় পুরাণে পাদোদকমাহাত্ম্যের কথারম্ভে প্রকাশ;—হে ভূদেবগণ! যাহার গৃহে হরিপূজার অনুষ্ঠান হয় না, জানিও সেই গৃহ শ্মশান-তুল্য, এরূপ গৃহে কদাচ প্রবেশ করিতে নাই। ১১১।

অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥—

পুষ্পৈর্ব্বা যদি বা পত্রৈঃ ফলৈর্ব্বা যদি বাম্বুভিঃ। যষ্টব্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষস্ত্যক্ত্বা কার্য্যশতানি চ ॥

কিঞ্চ নারদীয়ে ॥—

নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু তত্তৎকালবিশেষতঃ। পূজয়েদ্দেবদেবেশং দ্রব্যং সম্পাদ্য যত্নতঃ ॥ ১১২ ॥

অতএবোক্তং ভগবতা হয়গ্রীবেণ ॥ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ॥—

প্রতিষ্ঠিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চ্চয়েৎ।
বরং প্রাণস্য বা ত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্ ॥ ইতি ॥ ১১৩ ॥

পূজায়া নিত্যতালেখি প্রাক্ চ নৈবেদ্যভক্ষণে।
মাহাত্ম্যঞ্চ পরং শালগ্রামচক্রপ্রসঙ্গতঃ ॥ ১১৪ ॥

পূজাঙ্গানাঞ্চ মাহাত্ম্যং যদযদ্বিলিখিতং পুরা। তৎ সর্ব্বমিহ পূজায়াং পর্য্যবস্যতি হি স্বতঃ ॥১১৫॥

পূজনং। হে দ্বিজাঃ ॥ ১১১ ॥ নিমিত্তেষু জন্মাষ্টম্যাদিষু ॥ ১১২ ॥ অর্চ্চা প্রতিমা যা কাচিদপি। এবমর্চ্চননিত্যতা স্বতএব সিদ্ধা ॥ ১১৩ ॥ অত্রালিখিতমপ্যন্যৎ পূজায়া নিত্যত্বস্য চ বচনজাতং পূর্ব্বলিখিতেনৈকীকুর্ব্বন্ লিখতি পূজায়া ইতি দ্বাভ্যাং। প্রাগলেখি অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈরিত্যাদিভিঃ। পরমন্যচ্চ মাহাত্ম্যং শালগ্রামশিলারূপস্য চক্রিণ-শ্চক্রযুক্তস্য ভগবতঃ প্রসঙ্গে। তথা চ শালগ্রামশিলামাহাত্ম্যে। যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে। রাজসূয়সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরমিত্যাদি ॥ ১১৪ ॥ পূজাঙ্গানাং তত্তদুপচারসমর্পণাদীনাং। স্বতএব পর্য্যবস্যতি পূজায়া এব মাহাত্ম্যমিতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ, অঙ্গানাং মাহাত্ম্যেনাঙ্গিন এব মাহাত্ম্যাপত্তেঃ। এবং সর্ব্বস্যৈব পূজাঙ্গত্বাৎ তত্তন্মাহাত্ম্যং সর্ব্বমেব পূজায়া মাহাত্ম্যমিতি ভাবঃ ॥ ১১৫ ॥ এবমনন্তান্যেব

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণনা ;—শতকার্য্য থাকিলেও পুষ্প, পত্র, ফল, অভাবে জল দ্বারা পুণ্ডরীকাক্ষের পাদপদ্ম অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। আরও নারদীয় পুরাণে লিখিত হইয়াছে ;—নিমিত্ত অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথি ও কাল-বিশেষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সযত্নে দেবদেব নারায়ণের আরাধনা করিবে। ১১২। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে ;—বরং প্রাণত্যাগ, অথবা শিরশ্ছেদও প্রার্থনীয়, তথাপি যত কাল জীবন ধারণ, ততকাল ভগবান্ কমলাপতির কোনওপ্রকার প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার অর্চ্চনা পরিত্যাজ্য নহে। ১১৩। ইতিপূর্ব্বে নৈবেদ্য ভক্ষণবিষয়ে পূজার নিত্যতা ও প্রসঙ্গক্রমে শালগ্রামশিলার * মাহাত্ম্য-কথা বর্ণিত হইয়াছে। ১১৪। পূর্ব্বে পূজাঙ্গ সকলের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তত্তাবৎই স্বতই পূজায় পর্য্যবসিত হইল ;—তাৎপর্য্য, তন্মাহাত্ম্য সকলই পূজার মাহাত্ম্য বলিয়া জানিও ।১১৫।

---

* যাহারা ধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া হরি আরাধনায় বিমুখ হয়, পূর্ব্বে তাহাদের দুর্গতির কথা বলা হইয়াছে এবং শালগ্রাম শিলাচক্রের মাহাত্ম্যও প্রকাশ করা হইয়াছে। ফল কথা, হিন্দু মাত্রেরই শালগ্রাম শিলার্চ্চন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ বিধি নানা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে বিশেষতঃ শালগ্রাম-শিলা-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলাতে শ্রীহরির পূজা করে, সে ব্যক্তি দিন দিন রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকে।

পূজামহিমমত্তেভাঃ শাস্ত্রারণ্যবিহারিণঃ। কীটেন কতি সংগ্রাহ্যাঃ প্রভাবং শ্রীহরের্ব্বিনা ॥১১৬॥
অথ শ্রীভগবন্নাম সদা সেবেত সর্ব্বতঃ। তন্মাহাত্ম্যঞ্চ বিখ্যাতং সংক্ষেপেণাত্র লিখ্যতে ॥১১৭॥

অথ শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্যং।

তত্র শ্রীভগবন্নামবিশেষস্য চ সেবনং। ঋষিভিঃ কৃপয়াদিষ্টং তত্তৎকামহতাত্মনাং ॥ ১১৮ ॥

পূজামাহাত্ম্যবচনানি জ্ঞানক্রিয়াশক্তিহীনেন ময়া কতি লিখিতুং শক্যন্তে, যচ্চ তত্র কিঞ্চিল্লিখিতং তং শ্রীভগবন্মহিম্নৈবেতি নিজৌদ্ধত্যং পরিহরন্ পূজায়া মাহাত্ম্যবিশেষং দর্শয়তি পূজেতি। পূজায়া মহিমান এব মত্তেভাঃ মত্তহস্তিনঃ দুর্গ্রহত্বাৎ, কথম্ভূতাঃ? শাস্ত্রাণ্যেবারণ্যানি অর্থতঃ শব্দতশ্চানন্ত্যেন পরমদুর্গমত্বাৎ তেষু বিহর্ত্তুমিতস্ততঃ সর্ব্বত্র ক্রীড়িতুং শীলং যেষাং তে। অতএব কীটতুল্যেন পরমাসমর্থেন জনেন কতি সংগ্রাহ্যাঃ সংগ্রহীতুং শক্যাঃ। শ্রীহরেঃ প্রভাবং বিনেতি তেনৈব সংগ্রাহ্যা ভবন্তি নান্যেনেত্যর্থঃ। অত্র চ যথা বনান্তর্ব্বর্ত্তিনো মত্তগজাঃ কীটেন সংগ্রাহ্যাঃ ন ভবন্তি কিন্তু সিংহস্যৈব শক্যা ভবন্তীতি দৃষ্টান্তঃ স্পষ্ট এব ॥ ১ ৬ ॥

এবং পূজামাহাত্ম্যং লিখিত্বা মধুরেণ সমাপয়েদিতি ন্যায়েনান্তে নামমাহাত্ম্যং লিখন্ তত্রাদৌ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থানতো নক্তং শয়নপর্য্যন্তে নিজকর্ম্মণি তথা শ্রীভগবতঃ প্রবোধনতো নক্তং স্থাপন-পর্য্যন্তে সেবাপ্রকারে চ সর্ব্বত্রৈব বিঘ্ননিবারকতয়া ন্যূনসংপূর্ত্তিকারকত্বেন পূজাঙ্গতয়া তথা সর্ব্বকর্ম্মণাং গুণবিশেষাপাদকতয়া তথা স্বতঃ পরমফলরূপতয়া চাদৌ মধ্যে অন্তে চ শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনং কুর্য্যাদিতি লিখতি অথেতি আনন্তর্য্যে মঙ্গলে বা। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বার্থঞ্চেত্যর্থঃ এবং কালবিশেষকৃত্যতাত্যভাবাৎ সর্ব্বপরিপোষকত্বাচ্চান্ত্যান্তে লিখনমিতি ভাবঃ ॥১১৭॥ তত্রাদৌ নামবিশেষস্য মাহাত্ম্যং বিশেষতো লিখতি তত্রেতি। তেন তেনাগ্রে লেখ্যেন কামেন হত আত্মা

যদি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে কীটতুল্য সামান্য ব্যক্তিও শাস্ত্রারণ্যবিহারী তদীয় মাহাত্ম্যরূপ মত্তমাতঙ্গকে আয়ত্ত করিতে পারে;—তাৎপর্য্য;—বন্য মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ সিংহের আক্রমণপ্রভাবে নিরস্ত থাকে, কিন্তু কীটকুল তাহার প্রতি প্রভাব-প্রকাশে খর্ব্বতা করিতে পারে না, সেইরূপ কীটতুল্য সামান্য ব্যক্তি—আমি, কৃপাময় হরির কৃপা ব্যতিরেকে কখনও তাঁহার মাহাত্ম্যপরিচায়ক বচনসংগ্রহে সমর্থ হইতে পারিতেছি না। ১১৬। ফল কথা, সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ভগবানের নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য; যাহা হউক, যদিও তাঁহার মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃত ও বিখ্যাত, তথাপি এস্থলে সংক্ষেপে তন্মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। ১১৭।

অতঃপর ভগবানের নাম-মাহাত্ম্য।—যাহারা কামনা-প্রভাবে আপনাদের অন্তঃকরণকে দূষিত করিয়াছে, তাহাদের জন্য ঋষিগণ করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক ভগবানের নামবিশেষ ও সেবাসম্বন্ধে * যাহা আদেশ করিয়াছেন, সেই সেই কামনার কথা অগ্রে লিখিয়া, আদিষ্ট বিষয় বিজ্ঞাপিত হইতেছে। ১১৮।

---

* যখন ভগবানের নাম-সেবন মহাফলদায়ক, একথা সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন, তখন অন্য কামনা পূর্ণ হওয়া নিতান্ত তুচ্ছ কথা; ফল কথা, কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের নাম গ্রহণ করিলে, তাহা সিদ্ধ হইবার বাধা থাকে না, ইহাই ঋষিদিগের আদেশের অভিপ্রায়।

অথ কামবিশেষেণ শ্রীভগবন্নামবিশেষসেবামাহাত্ম্যং।

তত্র পাপক্ষয়ার্থং কৌর্ম্মে ॥—

শ্রীশব্দপূর্ব্বং জয়শব্দমধ্যং জয়দ্বয়াদুত্তরতস্তথা হি।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নরসিংহনাম জপ্তং নিহন্যাদপি বিপ্রহত্যাং॥ ১১৯ ॥

মহাভয়নিবারণার্থং তত্রৈব ॥—

শ্রীপূর্ব্বো নরসিংহো দ্বির্জয়াদুত্তরস্তু সঃ। ত্রিঃসপ্তকৃত্বো জপ্তস্তু মহাভয়নিবারণঃ ॥ ১২০ ॥

কালবিশেষে তু মঙ্গলার্থং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। শ্রীমার্কণ্ডেয়-বজ্রসংবাদে ॥—

পুরুষং বামদেবঞ্চ তথা সঙ্কর্ষণং বিভুং। প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ ক্রমাদব্দেষু কীর্ত্তয়েৎ ॥ ১২১ ॥
বলভদ্রস্তথা কৃষ্ণং কীর্ত্তয়েদয়নদ্বয়ে। মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং তথা বৈ ভোগশায়িনং ॥
পদ্মনাভং হৃষীকেশং তথা দেবং ত্রিবিক্রমং। ক্রমেণ রাজশার্দ্দূল বসন্তাদিষু কীর্ত্তয়েৎ ॥১২২॥

চিত্তং যেষাং তেষাং। আদিষ্টং তান্ প্রতি জ্ঞাপিতং। নন্থ মহাফলং ভগবন্নামসেবনং সর্ব্বৈশ্ব-র্য্যবিভিন্নত্বংতুচ্ছফলার্থং কিমিত্যাদিষ্টং তত্র লিখতি কৃপয়েতি। তেনৈব শীঘ্রং সম্যক্ কৃততত্তৎ-সিদ্ধেঃ। যদ্বা তত্তৎকামেনাপি কথঞ্চিৎ তেষাং তত্র প্রবৃত্ত্যর্থমিতি দিক্ ॥ ১১৮ ॥ জয়শব্দয়ো-র্ম্মধ্যম্ অন্তর্ব্বর্ত্তি জয় নরসিংহ জয়েতি। জয়দ্বয়াদুত্তরতঃ জয় জয় নরসিংহেতি,নরসিংহস্য নাম নর-সিংহেতি নাম বা॥১১৯॥ স নরসিংহঃ দ্বির্ব্বারদ্বয়ং যৎ জয়েতি তস্মাদুত্তরতশ্চ জয় জয় নরসিংহেতি। পাঠন্তরেঽপি স এবার্থঃ॥ ১২০ ॥ পুরুষাদীন্ পঞ্চ অব্দেষু সংবৎসরাদিভেদেন পঞ্চসু ক্রমাৎ কীর্ত্তয়েৎ। পঞ্চাব্দাশ্চোক্তাঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ। ইদাবৎসর-স্তৃতীয়শ্চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ। উদ্বৎসরঃ পঞ্চমস্তু কালস্য যুগসংজ্ঞিতঃ। ইতি। যদ্যপ্যত্রাগ্রে চ ফলং বিশেষতো ন শ্রূয়তে তথাপ্যন্তে বরদস্তেত্যুক্ত্যা তথা সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতীত্যাদ্যুক্ত্যা চ সামান্যতঃ ফলং মহদস্তীতি জ্ঞেয়মেব॥ ১২১ ॥ মাধবাদীন্ বসন্তাদিষড়্ঋতুষু ক্রমেণ কীর্ত্তয়েৎ ॥ ১২২ ॥

অতঃপর কামবিশেষে ভগবানের নামবিশেষের মাহাত্ম্য। কূর্ম্মপুরাণে পাপক্ষয়ের জন্য ভগবানের নাম সেবা-সম্বন্ধে আলিখিত হইয়াছে ;—আদিতে শ্রীশব্দ, জয়দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং জয়দ্বয়ের উত্তর—শ্রীনরসিংহ,জয় নরসিংহ জয় এবং জয় জয় নরসিংহ এই প্রকারে একবিংশতি-বার নরসিংহ নাম জপ করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ প্রশমিত হয়। ২১৯। এইরূপ মহাভয় নিবা-রণের জন্য ভগবানের নাম-সেবা-সম্বন্ধে ঐ কূর্ম্মপুরাণে প্রকাশ ;—শ্রীনরসিংহ ও জয় জয় নর সিংহ, এই নাম একবিংশতিবার জপ করিলে, মহাভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। ১২০। কাল-বিশেষে মঙ্গলের জন্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীমার্কণ্ডেয়বজ্রসংবাদে প্রকাশ ;—পুরুষ, বামদেব, বিভু, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই কয়েকটী নাম যথাক্রমে পঞ্চ বৎসরে কীর্ত্তন করিবে। ১২১। উত্তর ও দক্ষিণায়নে বলভদ্র ও শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ করিবে ; হে রাজশার্দ্দূল ! মাধব, পুণ্ডরী-কাক্ষ, ভোগশায়ী, পদ্মনাভ, হৃষীকেশ ও ত্রিবিক্রম এই ছয় নাম ছয় ঋতুতে কীর্ত্তন করিতে থাকিবে। ১২২। শ্রীবিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, দামোদর, পদ্মনাভ, যদুপতি, কেশব, নারায়ণ, মাধব ও গোবিন্দ এই কয় নাম চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে জপ করিবে। প্রদ্যুম্ন,

বিষ্ণুঞ্চ মধুহন্তারং তথা দেবং ত্রিবিক্রমং। বামনং শ্রীধরঞ্চৈব হৃষীকেশং তথৈব চ॥
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবঞ্চ যদূত্তমং। নারায়ণং মাধবঞ্চ গোবিন্দঞ্চ তথা ক্রমাৎ॥
চৈত্রাদিষু চ মাসেষু দেবদেবমনুস্মরেৎ। প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ পক্ষয়োঃ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ॥
সর্ব্বঃ সর্ব্বশিবঃ স্থাণুর্ভূতাদিনিধিরব্যয়ঃ। আদিত্যাদিষু বারেষু ক্রমাদেবমনুস্মরেৎ॥ ১২৩॥
বিশ্বং বিষ্ণুর্ব্বষট্কারো ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ। ভূতভৃদ্ভূতকৃদ্ ভাবো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ॥
অব্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো বিশ্বকর্ম্মা শুচিশ্রবাঃ। সম্ভাবো ভাবনো ভর্ত্তা প্রভবঃ প্রভুরীশ্বরঃ॥
অপ্রমেয়ো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভোঽমরপ্রভুঃ। অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতো ধাতা কৃষ্ণশ্চৈতান্যনুস্মরেৎ॥
দেবদেবস্য নামানি কৃত্তিকাদিষু যাদব॥ ১২৪॥
ব্রহ্মাণং শ্রীপতিং বিষ্ণুং কপিলং শ্রীধরং প্রভুং। দামোদরং হৃষীকেশং গোবিন্দং মধুসূদনং॥
ভূধরং গদিনং দেবং শঙ্খিনং পদ্মিনস্তথা। চক্রিণঞ্চ মহারাজ প্রথমাদিষু সংস্মরেৎ॥ ১৩৫॥
সর্ব্বং বা সর্ব্বদা নাম দেবদেবস্য যাদব।
নামানি সর্ব্বাণি জনার্দ্দনস্য কালশ্চ সর্ব্বঃ পুরুষপ্রবীরঃ।
তস্মাৎ সদা সর্ব্বগতস্য নাম গ্রাহ্যং যথেষ্টং বরদস্য রাজন্॥ ১২৬॥

বিষ্ণ্বাদীন্ দ্বাদশ চৈত্রাদিদ্বাদশমাসেষু ক্রমাদনুস্মরেৎ। তত্র চ যদূত্তমমিতি বিশেষণং জ্ঞেয়ং, অন্যথা ত্রয়োদশ স্যুঃ। যদূত্তমেতি বা পাঠঃ। ততশ্চ সম্বোধনং, হে বজ্রেতি। যদ্বা কদাচিৎ মলমাসে সতি ত্রয়োদশ মাসা ভবন্তি তদপেক্ষয়া যদূত্তমেন সহ ত্রয়োদশেতি জ্ঞেয়ং॥১২৩॥ বিশ্বমিত্যাদীনি সপ্তবিংশতি নামানি কৃত্তিকাদিষু সপ্তবিংশতিনক্ষত্রেষু ক্রমাদেবানুস্মরেৎ॥ ১২৪॥ প্রথমা তিথিঃ প্রতিপৎ তদাদিষু পঞ্চদশতিথিষু ব্রহ্মাদীন্ পঞ্চদশ ক্রমেণৈব সংস্মরেৎ॥ ১২৫॥ ননু চিন্তামণেরিব সর্ব্বস্যাপি ভগবন্নাম্নঃ সমানফলং শ্রূয়তে তৎ কিং বিশেষনির্দ্দেশতো মাহাত্ম্যসংকোচাপাদনেন, সত্যং অত্যন্তকামাদ্যপহতচিত্তানাং শ্রদ্ধাসম্পত্তয়ে তথোক্তং। বস্তুতস্তু সর্ব্বদা সর্ব্বমেব নাম সেব্যমিত্যাহ সর্ব্বমিতি। সংস্মরেদিতি পূর্ব্বয়া ক্রিয়য়া গ্রাহ্যমিতি পরয়া বা সম্বন্ধঃ।

ও অনিরুদ্ধ এই দুই নাম শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে চিন্তা করিবার বিধি। আদিত্যাদি সপ্তবারে সর্ব্ব, সর্ব্বশিব, স্থাণু, ভূত, আদি, নিধি ও অব্যয় এই সপ্ত নাম স্মরণ করিবে। ১২৩।

হে যাদব! কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে বিশ্ব, বিষ্ণু, বষট্কার, ভূতভব্যভবৎপ্রভু, ভূৎভৃৎ, ভূতকৃৎ, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, অব্যক্ত, বিশ্বকর্ম্মা, পুণ্ডরীকাক্ষ, শুচিশ্রবাঃ, বিশ্বকর্ম্মা, সম্ভাব, ভাবন, ভর্ত্তা, প্রভব, প্রভু, ঈশ্বর, অপ্রমেয়, হৃষীকেশ, অমরপ্রভু, অগ্রাহ্য, শাশ্বত, ধাতা, এবং শ্রীকৃষ্ণ এই সকল নামোচ্চারণ করিবে। ১২৪। হে মহারাজ! প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ তিথিতে ব্রহ্মা, শ্রীপতি, বিষ্ণু, কপিল, শ্রীধর, প্রভু, দামোদর, হৃষীকেশ, গোবিন্দ, মধুসূদন, ভূধর, গদাধর, শঙ্খী, পদ্মধারী, এবং চক্রধারী এই কয় নাম কীর্ত্তন করিবে। ১২৫। হে যাদব! দেবদেব নারায়ণের নাম সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য; হে রাজন্! জনার্দ্দনের নাম সকল সময়ে কীর্ত্তন করা উচিত; কারণ, তাঁহার নাম কীর্ত্তনে সকল কাল ও

বিবিধকামসিদ্ধয়ে চ পুলস্ত্যোক্তৌ ॥—

কামঃ কামপ্রদঃ কান্তঃ কামপালস্তথা হরিঃ। আনন্দো মাধবশ্চৈব কামসংসিদ্ধয়ে জপেৎ ॥ ১২৭॥
রামঃ পরশুরামশ্চ নৃসিংহো বিষ্ণুরেব চ। বিক্রমশ্চৈবমাদীনি জপ্যান্যরিজিগীষুভিঃ ॥
বিদ্যামভ্যস্যতা নিত্যং জপ্তব্যঃ পুরুষোত্তমঃ। দামোদরং বন্ধগতো নিত্যমেব জপেন্নরঃ ॥
কেশবং পুণ্ডরীকাক্ষমনিশং হি তথা জপেৎ। নেত্রাবাধাসু সর্ব্বাসু হৃষীকেশং ভয়েষু চ ॥ ১২৮॥
অচ্যুতঞ্চামৃতঞ্চৈব জপেদৌষধকর্ম্মণি। সংগ্রামাভিমুখো গচ্ছন্ সংস্মরেদপরাজিতং।
চক্রিণং গদিনঞ্চৈব শার্ঙ্গিণং খড়্গিনস্তথা। ক্ষেমার্থী প্রবসন্নিত্যং দিক্ষু প্রাচ্যাদিষু স্মরেৎ ॥১২৯
অজিতঞ্চাধিপঞ্চৈব সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরস্তথা। সংস্মরেৎ পুরুষো ভক্ত্যা ব্যবহারেষু সর্ব্বদা ॥১৩০॥
নারায়ণং সর্ব্বকালং ক্ষুতপ্রস্খলনাদিষু। গ্রহনক্ষত্রপীড়াসু দেববাধাসু সর্ব্বতঃ ॥ ১৩১ ॥
দস্যুবৈরিনিরোধেষু ব্যাঘ্রসিংহাদিসঙ্কটে। অন্ধকারে তমস্তীব্রে নরসিংহমনুস্মরেৎ ॥
অগ্নিদাহে সমুৎপন্নে সংস্মরেজ্জলশায়িনং। গরুড়ধ্বজানুস্মরণাদ্বিষবীর্য্যং ব্যপোহতি ॥
স্নানে দেবার্চ্চনে হোমে প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে। কীর্ত্তয়েদ্ভগবন্নাম বাসুদেবেতি তৎপরঃ ॥
স্থাপনে বিত্তধান্যাদেরপধ্যানে চ দুষ্টজে। কুর্ব্বীত তন্মনা ভূত্বা অনন্তাচ্যুতকীর্ত্তনং ॥ ১৩২ ॥

তদেব সহেতুকমাহ। নামানীতি ॥ ১২৬ ॥ কাম ইত্যাদিনামানি জপেৎ ॥ ১২৭ ॥ নেত্রবাধাসু চক্ষুঃপীড়াসু ॥১২৮॥ প্রবসন্ বিদেশং গচ্ছন্ চক্র্যাদীন্ চতুরঃ প্রাচ্যাদিচতুর্দ্দিক্ষু ক্রমাৎ স্মরেৎ ॥ ১২৯ ॥ ব্যবহারেষু বাণিজ্যাদিষু ॥১৩০॥ দেববাধাসু অতিবৃষ্ট্যাদিষু॥১৩১ ॥ দুষ্টজেঽপধ্যানে দুষ্টজন-

---

সকল পুরুষই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বগত বরদাতার নাম যথেষ্ট গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ১২৬।

বিবিধ-কামনা-সিদ্ধির জন্য ভগবানের নাম-সেবা-সম্বন্ধে পুলস্ত্যের উক্তিতে প্রকাশ ;— কাম, কামপ্রদ, কান্ত, কামপাল, হরি, আনন্দ ও মাধব এই কয়টী নাম কামনাসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। ১২৭। যাহারা শত্রুজয় কামনা করে, রাম, পরশুরাম, নৃসিংহ, বিষ্ণু এবং ত্রিবিক্রম এই কয় নাম জপ করা তাহাদের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত, পুরুষোত্তম নাম জপ করা তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য ; বন্ধনাবদ্ধ ব্যক্তির দামোদর নাম জপ করা উচিত ; শঙ্কা-সময়ে হৃষীকেশের শরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য। ১২৮। ঔষধ-সেবনে অচ্যুত ও অমৃত নাম জপ করিতে হইবে ; যুদ্ধযাত্রাকালে অপরাজিতের নাম জপ করিবে ; যে ব্যক্তি পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে গমনোদ্যত, মঙ্গল ইচ্ছা থাকিলে যথাক্রমে চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, ও খড়্গীর নাম জপ করা তাহার কর্ত্তব্য। ১২৯। যে ব্যক্তি বাণিজ্যের উন্নতি কামনা করে, সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক অজিত, অধিপ, সর্ব্ব ও সর্ব্বেশ্বর নাম জপ করা তাহার পক্ষে বিধেয়। ১৩০। হাঁচিবার, বা স্খলন হইবার সময় গ্রহনক্ষত্রপীড়াকাল, বা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি উপদ্রবে সর্ব্বতোভাবে নারায়ণের নাম জপ করিতে হইবে। ১৩১। দস্যু ও বৈরিগণের আক্রমণসময়ে, সিংহব্যাঘ্রাদিসঙ্কটকালে, তীব্র তম ও ঘোর অন্ধকার-অবস্থায়, নৃসিংহ নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলে জলশায়ী এবং

নারায়ণং শার্ঙ্গধরং শ্রীধরং পুরুষোত্তমং। বামনং খড়্গিনঞ্চৈব দুঃস্বপ্নে সদা স্মরেৎ ॥
মহার্ণবাদৌ পর্য্যঙ্কশায়িনঞ্চ নরঃ স্মরেৎ। বলভদ্রং সমৃদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মণি সংস্মরেৎ ॥
জগৎপতিমপত্যার্থং স্তবন্ ভক্ত্যা ন সীদতি। শ্রীশং সর্ব্বাভ্যুদয়িকে কর্ম্মণ্যাশু প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥
অরিষ্টেষু হ্যশেষেষু বিশোকঞ্চ সদা জপেৎ। মরুৎপ্রপাতাগ্নিজলবন্ধনাদিষু মৃত্যুষু।
স্বতন্ত্রপরতন্ত্রেষু বাসুদেবং জপেদ্বুধঃ ॥ ১৩৩ ॥

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ ॥
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ। সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ ॥১৩৪

এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ মার্কণ্ডেয়বজ্রসংবাদে ॥—

কিঞ্চ ॥—কূর্ম্মং বরাহং মৎস্যংবা জলপ্রতরণে স্মরেৎ। ভ্রাজিষ্ণুমগ্নিজননে জপেন্নাম ত্বখণ্ডিতং ॥১৩৫
গরুড়ধ্বজানুস্মরণাদাপদো মুচ্যতে নরঃ। জ্বরজুষ্টশিরোরোগবিষবীর্য্যঞ্চ শাম্যতি ॥

চিন্তিতানিষ্টে ॥ ১৩২ ॥ মরুন্নির্জ্জলদেশস্তস্মিন্ প্রপাতঃ অকস্মাদ্গমনং। মরুদিতি পাঠে বাত্যাষু তদাদিষু মৃত্যুষু মরণহেতুষু। কথম্ভূতেষু? স্বতন্ত্রপরতন্ত্রেষু স্বাধীনপরাধীনেষু স্বতঃ প্রাপ্তে পরৈর্ব্বা প্রাপিতেষু ॥ ১৩৩ ॥ যস্য চ যন্নাম্নি প্রীতিস্তেন তদেব সেব্যং তেনৈব তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিরিত্যাহ সর্ব্বার্থেতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৩৪ ॥ অখণ্ডিতং অবিচ্ছিন্নং ॥ ১৩৫ ॥ জ্বরাদীনাং বীর্য্যং প্রভাবশ্চ শাম্যতি ॥ ১৩৬ ॥

বিষপ্রয়োগ ঘটিলে গরুড়ধ্বজকে স্মরণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি একান্তানুরক্ত, স্নান, দেবার্চ্চনা, হোম, প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ-সময়ে ভগবানের বাসুদেব এই নাম স্মরণ করা তাহার কর্ত্তব্য। দুষ্ট জনে চিন্তা দ্বারা অনিষ্ট ঘটাইলে, বা ধন ধান্যাদি স্থাপন করিতে হইলে অনন্ত, অচ্যুত এই নাম স্মরণ করিতে হইবে। ১৩২। দুঃস্বপ্ন দর্শন ঘটিলে নারায়ণ, শার্ঙ্গধর, শ্রীধর, পুরুষোত্তম, বামন, খড়্গধারী, এই সকল নাম স্মরণ করিতে হয়। মহাসমুদ্রে নিপতিত হইলে পর্য্যঙ্কশায়ীকে স্মরণ করিতে হইবে, সমৃদ্ধি লাভের জন্য সকল কার্য্যে বলভদ্রকে ডাকিতে হইবে। পুত্রোদ্দেশে ভক্তিভরে জগৎপতিকে স্মরণ করিলে বিপদে পতিত হইতে হয় না; সকলপ্রকার মাঙ্গলিক কর্ম্মে শ্রীশ ভগবানের নাম সত্বর কীর্ত্তন করিবে। অশেষ বিঘ্ন ঘটিলে বিশোক নামক ভগবান্‌কে স্মরণ করিবে। দৈববশে নির্জন দেশে গমন, অগ্নি, জল ও বন্ধন নিবন্ধন মৃত্যুভয় ঘটিলে, বা স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র অবস্থায় কোনও বিপদ্ সংঘটন হইলে, পণ্ডিত লোকের পক্ষে বাসুদেবের নাম জপ করা কর্ত্তব্য। ১৩৩। ভগবান্ দেবদেব চক্রধারী সর্ব্বার্থশক্তিসম্পন্ন; অতএব তাঁহার যে নাম ইচ্ছা হয়, তাহা কীর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কারণ, পরম ব্রহ্ম হরির এই নাম সকল একার্থবোধক, সুতরাং সকল নামেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ১৩৪।

এইরূপ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয়বজ্রসংবাদে প্রকাশ;—জল-সন্তরণ-কালে কূর্ম্ম, বরাহ, ও মৎস্যের নাম স্মরণ করিতে হইবে; অগ্নিদাহে ভ্রাজিষ্ণু নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জপ করিবে। ১৩৫।

বলভদ্রস্তু যুদ্ধার্থী কৃষ্যারম্ভে হলায়ুধং। উত্তারণং বণিজ্যার্থী রামমভ্যুদয়ে নৃপ॥

মাঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং মঙ্গল্যেষু চ কীর্ত্তয়েৎ। উত্তিষ্ঠন্ কীর্ত্তয়েদ্বিষ্ণুং প্রস্বপন্ মাধবং নরঃ।

ভোজনে চৈব গোবিন্দং সর্ব্বত্র মধুসূদনং॥

তত্রৈবান্যত্র॥—ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং।

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ মৈথুনে চ প্রজাপতিং। সংগ্রামে চক্রিণং ক্রুদ্ধং স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমং।

নারায়ণং বৃষোৎসর্গে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে। জলমধ্যে তু বারাহং পাবকে জলশায়িনং॥ ১৩৬॥

কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং বিশুদ্ধৌ মধুসূদনং।

মায়াসু বামনং দেবং সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং॥ ১৩৭॥

কিঞ্চ॥—কীর্ত্তয়েদ্বাসুদেবঞ্চ অনুক্তেষ্বপি যাদব। কার্য্যারম্ভে তথা রাজন্ যথেষ্টং নাম কীর্ত্তয়েৎ॥

সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন্ সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ।

তস্মাদযথেষ্টং খলু কৃষ্ণনাম সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা॥

অথ সামান্যতঃ শ্রীভগন্নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্যং। তত্রাখিলপাপোন্মূলনত্বং।

বিষ্ণুধর্ম্মে হরিভক্তিসুধোদয়ে চোক্তং নারদেন॥—

অহো সুনির্ম্মলা যূয়ং রাগো হি হরিকীর্ত্তনে। অবিধূয় তমঃ কৃৎস্নং নৃণাং নোদেতি সূর্য্যবৎ॥১৩৮

বিশুদ্ধৌ শুদ্ধিবিশেষার্থং॥ ১৩৭॥ সুনির্ম্মলাঃ অত্যন্তমলহীনাঃ। হি যস্মাৎ হরিকীর্ত্তনে রাগঃ শ্রদ্ধা নৃণাং তমঃ পাপমলং কৃৎস্নম্ অবিধূয় অনিরস্য নোদেতি অপি তু বিধূয়ৈবোদেতি। যথা

হে নৃপতে! গরুড়ধ্বজকে স্মরণ করিলে লোকে আপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় এবং এই নামপ্রভাবে লোকে সত্বর শিরোরোগ এবং বিষবীর্য্য হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে যুদ্ধার্থী ব্যক্তির বলভদ্র, কৃষিফলার্থীর হলায়ুধ, বাণিজ্যার্থীর উত্তারণ, অভ্যুদয়-কামীর রাম নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য; মঙ্গলকার্য্যে মঙ্গলময় বিষ্ণু, উত্থানকালে বিষ্ণু, শয়নে মাধব, ভোজনকালে গোবিন্দ, এবং সর্ব্বত্র মধুসূদন নাম স্মরণ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে;—ঔষধ সেবনে বিষ্ণু, ভোজনে জনার্দ্দন, শয়নে পদ্ম-নাভ, বিবাহে প্রজাপতি, যুদ্ধে ক্রুদ্ধ চক্রী, স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রম, বৃষোৎসর্গে নারায়ণ, স্ত্রীসহ-বাসে শ্রীধর, জল মধ্যে বরাহ, এবং অগ্নিতে জলশায়ীকে চিন্তা করিবে। ১৩৬। বনমধ্যে নর-সিংহ, পর্ব্বতে রঘুনন্দন, দুঃস্বপ্নাবস্থায় গোবিন্দ, শুদ্ধিকার্য্যে * মধুসূদন, মায়াদিতে বামন এবং সর্ব্বকার্য্যে মাধবকে চিন্তা করিবে। ১৩৭। অন্য গ্রন্থে আরও বর্ণিত হইয়াছে;—হে যাদব! যে সকল বিষয় কথিত হয় নাই, সেই সকল বিষয়ে এবং সকল কার্য্যারম্ভেই ভগবানের নাম যথেষ্ট কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। হে নৃপ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সকল নামই লোকের সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিদান করে, এই কারণে সকল কার্য্যেই ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম যথেষ্ট স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

---

* অন্য গ্রন্থে 'সত্বরে মধুসূদনং' এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থে 'বিশুদ্ধৌ মধুসূদনং' ব্যবহৃত আছে।

গারুড়ে।—পাপানলস্য দীপ্তস্য মা কুর্ব্বন্তু ভয়ং নরাঃ।
গোবিন্দনাম মেঘৌঘৈর্নশ্যতে নীরবিন্দুভিঃ॥ ১৩৯॥
অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ। পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥১৪০॥
যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমং। মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতূনামিব পাবকঃ॥ ১৪১॥
যস্মিন্ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিঞ্চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে॥ ১৪২॥

সূর্য্যোঽন্ধকারং সর্ব্বং বিধূয়ৈবোদেতি তদ্বৎ॥১৩৮॥ গোবিন্দস্য নামৈব মেঘৌঘাস্তৈর্যে নীরবিন্দবস্তৈর্হেতুভির্নশ্যতে নশ্যতি॥ ১৩৯॥ অবশেনাপি যদৃচ্ছয়াপি যস্য নাম্নি কীর্ত্তিতে সতি যথা অকস্মাদাগতং সিংহং দৃষ্ট্বা ত্রস্তা হরিণম্ অবরুদ্ধবন্তো বৃকাস্তং বিসৃজ্য পলায়ন্তে তদ্বৎ। যদ্বা মৃগয়ার্থং বনং প্রবিষ্টঃ কশ্চিৎ পুমান্ বৃকৈরাবৃতোঽকস্মাদাগতং সিংহং দৃষ্ট্বা ত্রস্তৈস্তৈর্যথাসৌ বিমুচ্যতে তদ্বদিতি॥ ১৪০॥ ভক্ত্যা তৎকীর্ত্তনফলমাহ যন্নামেতি। দ্বাদশাব্দাদিপ্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপমেব বিনশ্যতি তৎসংস্কারস্ত্ববশিষ্যতে ইদং ত্বশেষাণাং সংস্কারাণাং পাপানাং বিলাপনং বিনাশকং। ন চান্যেন নিঃশেষপাপক্ষয়ঃ স্যাদিতি দৃষ্টান্তেনাহ যথা ধাতূনাং স্বর্ণাদীনাং উদ্বর্ত্তনপ্রক্ষালনাদি ধাত্বন্তরসংযোগজং মলং ন নাশয়তি কিন্তু পাবক এব অতঃ সর্ব্বোত্তমমিদমেবেত্যর্থঃ॥ ১৪১॥ হরিকীর্ত্তনমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবতীতি যদুক্তং তৎ কৈমুতিকন্যায়েনোপপাদয়তি যস্মিন্নিতি। ন্যস্তা নিক্ষিপ্তা মতির্যেন অচ্যুতৈকচিত্ত ইতি যাবৎ। স প্রমাদাদিকৃতৈরঘৈর্নরকং ন যাতি

অতঃপর সামান্যরূপে শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য-মধ্যে অখিল-পাপধ্বংস-সম্বন্ধে নারদের উক্তিতে বিষ্ণুধর্ম্মে ও হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রকাশ;—আহা! তোমাদের অন্তঃকরণ কি নির্ম্মল, যেহেতু হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে তোমাদের প্রবল অনুরাগ দেখা যাইতেছে; তোমাদের চিত্ত নির্ম্মল হইবারই ত কথা! কেন না, সূর্য্য যেরূপ উদয় হইলে অন্ধকার বিনষ্ট না করিয়া প্রকাশ পায় না, তোমরাও সেইরূপ হরিনামে নিষ্পাপ হইয়াছ। ১৩৮। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে;—হে মানবগণ! প্রদীপ্ত পাপবহ্নি দেখিয়া তোমরা ভয়ভীত হইও না; কারণ, যেরূপ জলদের জলবিন্দুসমূহে অগ্নিও নির্ব্বাপিত হয়, তাহার ন্যায় গোবিন্দরূপ জলধরের জলবিন্দুপতনে পাপাগ্নি একেবারে নির্ম্মূলিত হইয়া যায়। ১৩৯। (অন্য কথা কি,) অনিচ্ছাতেও গোবিন্দ নাম উচ্চারিত হইলে, যেরূপ মৃগকুল বৃকের আক্রমণে আকুল হয় এবং অকস্মাৎ সিংহ দর্শনে তাহারা যেরূপ মৃগকুলকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, তাহার ন্যায় পাপী লোকে সিংহ-ভীত মৃগের ন্যায় সকলপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৪০। হে মৈত্রেয়! যেরূপ অগ্নি সর্ব্বপ্রকার ধাতুর মল-শোধক ও পরীক্ষক, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-নামে সকল পাপই বিনষ্ট ও নিঃশেষে সংশোধিত হইয়া থাকে। ১৪১। যাহাতে চিত্তার্পণ করিলে

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

সায়ং প্রাতস্তথা কৃত্বা দেবদেবস্য কীর্ত্তনং। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

বামনে।—নারায়ণো নাম নরো নরাণাং প্রসিদ্ধ-চৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাং।

অনেকজন্মার্জ্জিতপাপসঞ্চয়ং হরত্যশেষং শ্রুতমাত্র এব॥১৪৩॥

স্কান্দে।— গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভক্তিবর্জ্জিতৈঃ।

দহতে সর্ব্বপাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥ ১৪৪॥

গোবিন্দনাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে। কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা॥

কাশীখণ্ডে।—

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথাঽনলকণো দহেৎ। তথৌষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘং॥

বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানান্তে।—

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাং। একমেব হরের্নাম সর্ব্বপাপবিনাশনং॥

তস্মিন্নঘসংশ্লেষাসম্ভবাৎ। যস্য চিন্তনে ধ্যানে ক্রিয়মাণে স্বর্গপ্রাপ্তিরপি বিঘ্নপ্রায়া। যস্মিন্ নিবেশিত আত্মা মনশ্চ সমাধিনা যেন তস্য ব্রহ্মলোকোঽপ্যতিতুচ্ছঃ তস্মাদযথাকথঞ্চিদপি যশ্চেতসি স্থিতঃ অতএব নির্ম্মলধিয়াং। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষং বিনা মলিনমতীনামপি মুক্তিমপি দদাতি। যদৈবং স্বৈকহিতকারিণাং স্মৃতিমাত্রেণাচ্যুতনিষ্ঠানামীদৃশং ফলগৌরবং তদা তন্নাম-কীর্ত্তনেন পরেষামপ্যঘং ক্ষপয়তাং স্বকীয়াঘনাশঃ কিঞ্চিত্রমিত্যর্থঃ। অঘ ইতি প্রথমান্তপাঠে পাপোঽপি জনঃ বিলয়ং মোক্ষং। অন্যৎ সমানং। এবঞ্চ সতি মুক্তিপ্রদত্বেঽয়ং শ্লোকো-ত্রষ্টব্যঃ॥ ১৪২॥ নারায়ণ ইতি নরশ্চেতি নাম। যদ্বা হে নরঃ ভো জনাঃ নামস্বরূপো নারায়ণঃ। যদ্বা নারায়ণনামা নর ইত্যর্থঃ॥ ১৪৩॥ তথাত্বমেব ব্যঞ্জয়তি ভক্ত্যা বা প্রোক্তং ভক্তিবর্জ্জিতৈর্জনৈর্ব্বাঽভক্ত্যা প্রোক্তমিতি॥ ১৪৪॥ হুতং হুতমিত্যস্য মধ্যদেশে লৌকিকী ভাষা

কখনও নরক দর্শন হয় না, যাঁহার ধ্যানে স্বর্গলাভও বিঘ্ন বলিয়া প্রতীতি হয়, যাঁহার সমাধিতে ব্রহ্মলোক তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে, যে অব্যয় পুরুষ অন্তরে অবস্থিতি করিলে মুক্তিলাভ ঘটে, সেই ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে যে পাপ বিদূরিত হইবে না, ইহাতে আশ্চর্য্য বা সন্দেহ কি? ।১৪২। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে; কি প্রাতঃ কি সায়ংকাল এই সময়ে মুকুন্দের নাম স্মরণ করিলেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখে স্বর্গলোকে বাস ঘটিয়া থাকে।

বামনপুরাণে প্রকাশ;—যেরূপ চৌর ব্যক্তি কার্য্যপ্রভাবে সংসারে পরিচিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পৃথিবীমণ্ডলে নারায়ণ-নামরূপ চৌর অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; সামান্য তস্করে লোকের অর্থাদি সম্পত্তি অপহরণ করে বটে, কিন্তু এই তস্করের নাম শ্রবণমাত্রে অন্ত-রের অশেষ-জন্মার্জ্জিত পাপভার নিঃশেষে অপহৃত হইয়া থাকে। ১৪৩। স্কন্দপুরাণের বর্ণন এই প্রকার;—যেরূপে যুগান্তকালীন অগ্নি সমুত্থিত হইয়া বিশ্ব সংসার দগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহার ন্যায় ভক্তি বা অভক্তি যে ভাবে হউক,গোবিন্দনাম মুখে উচ্চারণ করিলেই, সকল পাপ

অতএব তত্রৈব যমেনোক্তং।—

হরি হরি সকৃদুচ্চরিতং দস্যুচ্ছলেন র্যৈর্মনুষ্যৈঃ।
জননীজঠরমার্গলুপ্তা ন মম পটলিপিং বিশন্তি মর্ত্ত্যাঃ॥ ১৪৫॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেবশর্ম্মোপাখ্যানান্তে শ্রীনারদোক্তৌ।—

হত্যাযুতং পানসহস্রমুগ্রং গুর্ব্বঙ্গনাকোটিনিষেবণঞ্চ।
স্তেয়ান্যনেকানি হরিপ্রিয়েণ গোবিন্দনাম্না নিহতানি সদ্যঃ॥ ১৪৬॥

অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো হুতবহো যথা। তথা দহতি গোবিন্দনাম ব্যাজাদপীরিতং॥১৪৭॥

তত্রৈব শ্রীযমব্রাহ্মণসংবাদে।—

কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ। দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে॥
নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনং। সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম॥১৪৮॥

হরিহরীতি। জনন্যা জঠরস্য মার্গোঽপি লুপ্তো যেষাং তে মুক্তা ইত্যর্থঃ। মম পটলিপিং ন বিশন্তি মদধিকারং ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥ ১৪৫॥ অনেকানি বিপ্রস্বর্ণচৌর্য্যাদীনি॥ ১৪৬॥ ব্যাজাৎ পুত্রাহ্বানাদিচ্ছলাদপ্যুক্তং॥ ১৪৭॥

সর্ব্বপাপপ্রশমনরূপং প্রায়শ্চিত্তমন্যৎ ন পশ্যামি। অন্যস্য সবাসনপাপক্ষপণাশক্তেঃ॥ ১৪৮॥

ভস্মীভূত হইয়া থাকে।১৪৪। নরলোকে কাহারও গোবিন্দ নাম থাকিলে, যদি লোকে তাহাকে আহ্বান করে, তাহা হইলে ঐ নাম-প্রভাবেও পাপরাশি সহস্রপ্রকারে অপহৃত হইয়া থাকে। কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে;—প্রমাদনিবন্ধন অগ্নিস্পর্শে যেরূপ দেহ দগ্ধ হয়, তাহার ন্যায় হরিনাম অধরোষ্ঠে সংস্পৃষ্ট হইলেই পাপক্ষালন ঘটিয়া থাকে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লুব্ধকের উপাখ্যানের শেষভাগে বর্ণিত আছে;--যাহারা বিষয়ান্ধ ও মায়াকুলিতচিত্ত, এরূপ ব্যক্তিগণের পক্ষে হরিনাম কীর্ত্তনই সকল-পাপ-প্রণাশক হইয়া থাকে। ঐ গ্রন্থে যমের উক্তিতে প্রকাশ; যে সকল লোক ছলক্রমে হরি হরি এই নাম অন্ততঃ একবার উচ্চারণ করে, তাহাদের জননী-জঠর-পথ লুপ্ত হইয়া যায়,—অর্থাৎ আর তাহাদের জন্মগ্রহণ ঘটে না এবং তাহারা আমার পটলিপির মধ্যে—অধিকারে আর প্রবেশ করে না। ১৪৫। পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে দেবশর্ম্মার উপাখ্যানের শেষ ভাগে নারদের উক্তিতে প্রকাশ আছে;—যদি লোক অযুত ব্রহ্মহত্যা, সহস্র ভীষণ সুরাপান, কোটী কোটী গুরুপত্নীগমন এবং অসংখ্য বিপ্রস্বর্ণাদি অপহরণ করে, তথাপি হরিপ্রিয় গোবিন্দ নামে সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৪৬। যেরূপ অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হয়, সেইরূপ পুত্রাদিনামচ্ছলে তাঁহার নাম কীর্ত্তন ঘটিলে, সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৪৭। ঐ পদ্মপুরাণে যম ও ব্রাহ্মণসংবাদে লিখিত হইয়াছে;—অপরিমেয়প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ, বা বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিলে, যেরূপ দিবাকরের উদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় সকল পাপ পলায়ন করে। হে দ্বিজসত্তম! হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতিরেকে জীবকুলের সর্ব্ব-পাপ-প্রশমক অন্য প্রায়শ্চিত্ত আর দেখিতে পাইতেছি না। ১৪৮। শ্রীমদ্ভাগ-

ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে।—

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি। যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥১৪৯॥
স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে।
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতং। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ১৫০ ॥
ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈস্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকং ॥ ১৫১ ॥

অয়মজামিলঃ কৃতো নির্ব্বেশঃ প্রায়শ্চিত্তং যেন যৎ যস্মাদ্বিবশোঽপি হরের্নাম ব্যাজহার উচ্চারিতবান্ ন কেবলং প্রায়শ্চিত্তমাত্রং হরের্নাম অপি তু স্বস্ত্যয়নং মোক্ষসাধনমপি যদ্বা পরম-মঙ্গলায়তনমপি ॥ ১৪৯ ॥ নমু কামকৃতানাং বহূনাং মহাপাতকানাং সহস্রশ আবর্ত্তিতানাং দ্বাদশাব্দাদি-কোটিভিরপ্যনির্ব্বর্ত্ত্যানাং কথমিদমেকমেব প্রায়শ্চিত্তং স্যাত্তত্রাহুঃ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদাঃ স্তেন ইতি দ্বাভ্যাং। সুনিষ্কৃতং শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তমিদমেব। তত্র হেতুঃ যতো নামব্যাহরণাৎ নামোচ্চারকপুরুষবিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বতো রক্ষণীয়ো নিতরামনুগ্রাহ্য ইতি বিষ্ণো-র্মতির্ভবতি ॥১৫০ ॥ শ্রেষ্ঠত্বমেবোপপাদয়ন্তি নেতি। ব্রহ্মবাদিভির্মন্বাদিভিরুক্তৈর্ব্রতাদিভির্নিষ্কৃতৈ-স্তথা ন শুধ্যতি উদাহৃতৈরুচ্চারিতৈর্যথা নামপদৈঃ। অত্র চ নমামীত্যাদিক্রিয়াযোগোঽপি নাপেক্ষিত ইতি দর্শিতং। কিঞ্চ তন্নামপদোচ্চারণং উত্তমঃশ্লোকগুণানাম্ উপলম্ভকং জ্ঞাপকং ভবতি, ন তু কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদিবৎ পাপনিবৃত্তিমাত্রেণোপক্ষীণমিত্যর্থঃ॥১৫১॥ নন্বয়ং পুত্রনামাগ্রহীৎ

বতের ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলের উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে ;—হে কৃতান্তকিঙ্করগণ! এই অজামিল জন্মাবধি অসংখ্য প্রাণি-হিংসা করিয়া পাপানুষ্ঠান করিয়াছে বটে, কিন্তু যখন বিবশ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত—মহাস্বস্ত্যয়ন হরিনামোচ্চারণ করিয়াছে, তখন আর সে পাপী নহে, সুতরাং তাহার উপর তোমাদের কোনও অধিকার নাই। ১৪৯। স্বর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীঘাতী, গোহত্যাকারী, ও অন্যান্য পাপাচারী সকলেরই নারায়ণের নামকীর্ত্তন প্রধান প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ; কারণ, নামোচ্চারণকারী ব্যক্তিকে তিনি আমার লোক বলিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন। ১৫০। ভগবান্ হরির নামো-চ্চারণে জীব যেরূপ শুদ্ধি লাভ করে, মনু প্রভৃতি ব্রহ্মবেত্তা মুনিগণ যদিও পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু উহা দ্বারা সেরূপ শুদ্ধি ঘটে না ; বিশেষতঃ নামো-চ্চারণের বিশেষ ফল এই যে, পাপনাশের সহিত উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণগরিমা এরূপে প্রকাশিত হয় যে, প্রায়শ্চিত্তে সেরূপ সামর্থ্য সংলক্ষিত হয় না *। ১৫১ ॥ সঙ্কেতে—

---

* স্বেচ্ছাকৃত পাপের ক্ষালন জন্য যদিও শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু মহাপাতকী জনের তাহা একেবারে ক্ষয় হওয়া অসম্ভব, বিশেষতঃ বহুপাতকগ্রস্ত ব্যক্তির একজন্মে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা সে পাপ ধ্বংস হওয়াও সহজ ব্যাপার নহে, এজন্য বলা হইয়াছে, যে কোনও প্রকারের পাতকী যদি হরিনাম আশ্রয় করে, এই ব্যক্তি আমার চিহ্নিত মনে করিয়া, তিনি তাঁহাকে অন্তরধান পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকেন ; তাৎপর্য্য,—হরিভক্তি ঘটিলে কোনও প্রকার পাপ থাকে না।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যংবা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ১৫২॥

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ। হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥ ১৫৩॥

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ। সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥১৫৪॥

তত্রৈব ঋষীণামুক্তৌ।—

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহা চার্য্যহাঘবান্। শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ॥১৫৫॥

লঘুভাগবতে।—

বর্ত্তমানন্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥ ১৫৬॥

সদা দ্রোহপরো যস্তু সজ্জনানাং মহীতলে। জায়তে পাবনো ধন্যো হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥১৫৭॥

ন তু ভগবন্নাম তত্রাহুঃ সাঙ্কেত্যং পুত্রাদৌ সঙ্কেতিতং। পারিহাস্যং পরিহাসেন কৃতং। স্তোভং গীতালাপপূরণাদ্যর্থে কৃতং। হেলনং কিং বিষ্ণুনেতি সাবজ্ঞমপি বা বৈকুণ্ঠনামোচ্চারণং॥১৫২॥ নন্নু নায়ং সংকল্পপূর্ব্বকং বৈকুণ্ঠনামাগ্রহীৎ কিন্তু পুত্রস্নেহপরবশঃ সন্ তত্রাহুঃ পতিত ইতি। অবশেনাপি যো হরিরিত্যাহ স যাতনা নার্হতি। পুমানিত্যনেনে নাত্র বর্ণাশ্রমাদিনিয়ম ইত্যুক্তং। অবশত্বমেবাহুঃ পতিতঃ প্রাসাদাদিভ্যঃ, স্খলিতো মার্গে, ভগ্নো ভগ্নগাত্রঃ, সংদষ্টঃ সর্পাদিভিঃ। তপ্তো জ্বরাদিনা, আহতো দণ্ডাদিনা॥ ১৫৩॥ নন্নু তথাপি পাপপ্রায়শ্চিত্তমিদমিতি জ্ঞাত্বা নোচ্চারিতমিতি চেত্তত্রাহুঃ, যদ্বা কৃষ্ণস্য নামেদমপ্যয়ং ন জানাতি কথং তস্য সর্ব্বপাপক্ষয়স্তত্রাহুঃ অজ্ঞানাদিতি। অস্য শ্রীবিষ্ণোর্জ্ঞানাদজ্ঞানাদ্বা। বালকেনাজ্ঞানাদপি প্রক্ষিপ্তোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠরাশিং দহতি তদ্বৎ॥ ১৫৪॥ অঘবান্ অন্যোঽপি যঃ পাপকর্ম্মযুক্তঃ যশ্চ জাত্যা পাপঃ শ্বাদঃ পুক্কশো বাপি॥ ১৫৫॥ গোবিন্দস্য অনলবৎ যৎ কীর্ত্তনং॥ ১৫৬॥ অধুনা নিষ্প্রায়শ্চিত্তো ভগবদক্ষম্যো ভোগৈকনাশ্যো মহানপরাধোঽপি নামমাহাত্ম্যতোঽপযাতীত্যাহ সদেতি। নাম্নোঽনু নিরন্তরং কীর্ত্তনাৎ। ধন্যঃ পাবনঃ পরমশুদ্ধ ইত্যর্থঃ। যদ্বা ন কেবলং স্বয়মেব ততঃ পবিত্রো ভবেদিতি কিন্তু পরানপি পাবয়তি প্রেমলক্ষণভগবদ্ভক্তিধনযোগ্যশ্চ ভবতি ইতি।

পুত্রাদিনামগ্রহণে, পরিহাসে, গীতাদিতে, বা অবহেলাক্রমে বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চারিত হইলে অশেষ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৫২। পতিত, স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিদষ্ট, জ্বরাভিভূত বা দণ্ডাহত অবস্থায় যদি লোকে অবশ হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর নিরয় ভোগ করিতে হয় না। ১৫৩। যে ব্যক্তি জ্ঞান প্রযুক্ত বা অজ্ঞাননিবন্ধন উত্তমশ্লোক ভগবানের নাম কীর্ত্তন করে, অগ্নি যেরূপ ইন্ধন দহন করে, তাহার ন্যায় তাহার পাপসমূহ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ১৫৪। ঐ ভাগবতের ঋষিদিগের বাক্যে বর্ণিত আছে ;—ব্রহ্মঘাতী, পিতৃঘাতী, গোহত্যাকরী মাতৃঘাতী, কুকুরভোজী, চণ্ডাল, বা অন্য পাতকী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে পবিত্র হইয়া থাকে। ১৫৫। লঘুভাগবতের বর্ণনা ;— যে পাপ বর্ত্তমান, যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ভগবানের নামাগ্নি-সংস্পর্শে সে সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৫৬। যে ব্যক্তি সংসারে সাধুজনের প্রতি অসাধু ব্যবহার করে,

কৌর্ম্মে।—

বসন্তি যানি কোটিস্তু পাবনানি মহীতলে। ন তানি তত্তুল্যং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনে ॥১৫৮॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে।— নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥ ১৫৯ ॥

ইতিহাসোত্তমে।—

শ্বাদোপি ন হি শক্নোতি কর্ত্তুং পাপানি যত্নতঃ। তাবন্তি যাবতী শক্তির্বিষ্ণোর্নাম্নোঽশুভক্ষয়ে॥১৬০

বিশেষতঃ কলৌ স্কান্দে।—তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনং ॥ ১৬১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

শমায়ালং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ঃ। শান্ত্যৈ কলেরঘৌঘস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ॥ ১৬২॥

যদ্যপি নামাপরাধস্তোত্রাদৌ সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুত ইত্যাদিনা নিন্দাপি নামাপরাধ উক্তঃ কিমুত সদা দ্রোহপরতেতি। অতঃ পরমমহদপরাধাদস্মান্মহানরকপাত এব। নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধ ইত্যাদিভিরভিহিতঃ। তথাপি তত্রৈব নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘমিত্যাদ্যুক্তের্নামাপরাণাং ন কোঽপি দোষো ঘটতে প্রত্যুত ভক্তিবিশেষ এবোদেতীতি। অতঃ সম্যগেবোক্তং জায়তে পরমো ধন্য ইতি ॥ ১৫৭ ॥ অতএব পরমপাবনত্বং কৌর্ম্মবচনেন লিখতি বসন্তীতি ॥ ১৫৮ ॥

এতদেবোপপাদয়তি নাম্নোঽস্যেতি দ্বাভ্যাং। পাতকী সর্ব্বদা পাতকযুক্তোঽপি ॥ ১৫৯ ॥ শ্বাদঃ নিত্যকুক্কুরভক্ষণশীলঃ পরমপাপজাতিরপি। অশুভস্য অমঙ্গলস্য তন্মূলস্য চ পাপস্য ক্ষয়ে ॥ ১৬০ ॥ এবং সামান্যতঃ সর্ব্বকালে অশেষপাপোন্মূলনং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতঃ কলিকালে দুস্তরবিবিধপাপবর্গব্যাকুলানামগতীনাং কলৌ লোকানাং প্রভাববিশেষপ্রকটনপরশ্রীমন্নামকীর্ত্তনেনৈবাশেষপাপোন্মূলনং ভবতীতি লিখতি. তন্নাস্তীত্যাদিনা ॥ ১৬১ ॥ যথা বহ্নেঃ শমায় জলমেব অলং সমর্থং, তমসশ্চ শমায় ভাস্করোদয় এবালং, তথা কলের্যদঘৌঘঃ তস্য শান্ত্যৈ নামসঙ্কীর্ত্তনমেবালং, কলৌ নামসঙ্কীর্ত্তনস্যৈব প্রাধান্যাৎ। শান্তিরিতি পাঠে শান্তিরূপমেব ॥ ১৬২ ॥ নিত্যং মহাপাপরতোঽপি দুরিতৌঘাৎ মুক্তঃ সন্ সত্যং নিশ্চিতং যো নরঃ সংসারপারং

হরিনামকীর্ত্তনে সে ব্যক্তিও ধন্য ও পবিত্র হইয়া থাকে। ১৫৭। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে ;—পৃথিবীতে যে সকল কোটি কোটি পবিত্র পদার্থ আছে, কৃষ্ণনামের নিকটে তাহাদের তুল্যতা দাঁড়ায় না। ১৫৮। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে প্রকাশ ;—পাপহরণ বিষয়ে হরিনামের যে শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কুক্কুর-ভোজী ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সে পরিমাণ পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। ১৬০। বিশেষতঃ কলিযুগে, যথা স্কন্দপুরাণে প্রকাশ ;—কর্ম্মজ, কি বাক্যজ বা চিত্তজ এরূপ পাপ নাই, কলিযুগে গোবিন্দনামোচ্চারণ যাহাকে ক্ষয় না করে। ১৬১। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রকাশ ;—অগ্নিনির্ব্বাপণের জন্য যেমন জল, আর অন্ধকার বিনাশের জন্য যেমন দিবাকরের উদয়, কলির

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি সংসারপারং দুরিতৌঘমুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষজন্ম পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রম্ ॥ ১৬৩ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।—

পরাকচান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রৈর্ন দেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধবকীর্ত্তনেন গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্ ॥ ১৬৪ ॥

কীর্ত্তনকর্ত্তৃকুলসঙ্গ্যাদিপাবনত্বম্।

তত্রৈব।—

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিম্। শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পঙ্‌ক্তিপাবনঃ॥১৬৫॥

প্রযাতি, কলিদোষাজ্জন্ম যস্য তৎ পাপং স আশু নিহন্তীত্যত্র কিং চিত্রমাশ্চর্য্যম্, অসম্ভাবিতং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬৩ ॥ দেহিনাং পাপতঃ শুদ্ধিঃ। দেহেতি পাঠে স এবার্থঃ। সকৃৎ যৎ মাধবস্য কীর্ত্তনং তেন। তচ্চ গোবিন্দেতি। নাম্নেতি কলৌ গোবিন্দনামমাহাত্ম্যমভিপ্রেতম্। যদ্বা গোবিন্দেতি নামমাত্রেণেতি কীর্ত্তনস্য বাহুল্যং বিবিধত্বঞ্চ পরিহৃতমিতি দিক্ ॥ ১৬৪ ॥ এবং সর্ব্বপাপোন্মূলনরূপং মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং নামকীর্ত্তনসম্বন্ধিনামপি সর্ব্বদোষোন্মূলনেন পরমশোধকত্বং লিখতি মহেতি পঞ্চভিঃ ॥ ১৬৫ ॥ অনন্যধীঃ, তদেকমনাঃ

পাপরাশি শান্তির নিমিত্ত সেইরূপ শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তন। ১৬২। শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবে যে মনুষ্য দুরিতরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই সংসারপারে গমন করে, সেই মনুষ্য যে কলিকলুষজনিত পাপকে বিনষ্ট করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? ১৬৩। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে;—এই কলিকালে একবারমাত্র 'গোবিন্দ' এই নাম দ্বারা মাধবের সঙ্কীর্ত্তন করিয়া দেহীদিগের যাদৃশী শুদ্ধি সম্পাদিত হয়, পরাকব্রত, চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্রসমূহের * অনুষ্ঠান তাদৃশী শুদ্ধি হয় না। ১৬৪।

কীর্ত্তনকারীর বংশাবলী-পাবকত্ব ও সঙ্গিজনপাবকত্ব। যথা ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেই;— মহাপাতকী হইয়াও দিবানিশি শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হইয়া

---

* পরাকব্রত, চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্র—এই তিনটি ব্রতের বিধি অত্রিসংহিতায় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

একৈকং বর্দ্ধয়েন্নিত্যং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ। অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এব চান্দ্রায়ণো বিধিঃ ॥ (১১২ তম শ্লোক।)

শুক্লপক্ষের প্রতিপদে একগ্রাস ভোজন করিয়া, শুক্লদ্বিতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একএক গ্রাস বাড়াইবে, আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে এক এক গ্রাস কমাইয়া অমাবস্যার দিন উপবাস করিবে। ইহাই চান্দ্রায়ণবিধি।

দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। (১২১ তম শ্লোক।)

দ্বাদশ দিন উপবাস করিলে পরাকব্রত অনুষ্ঠিত হয়।

ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পিবেৎ পয়ঃ। ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্।
ষট্‌পলানি পিবেদাপস্ত্রিপলন্তু পয়ঃ পিবেৎ। পলমেকন্তু বৈ সর্পিস্তপ্তকৃচ্ছ্রং বিধীয়তে ॥ (১২২ ও ১২৩ তম শ্লোক)

তিন দিন ছয়পলপরিমিত উষ্ণ জল, তিন দিন তিনপলপরিমিত উষ্ণ দুগ্ধ এবং তিন দিন একপলপরিমিত উষ্ণ ঘৃত পান করিয়া, তৎপরে আর তিনদিন বায়ুভক্ষণ করিয়া থাকিলে, 'তপ্তকৃচ্ছ্র' নামক ব্রত অনুষ্ঠিত হয়।

লঘুভাগবতে।—

গোবিন্দেতি মুদা যুক্তঃ কীর্ত্তয়েদযত্বনন্যধীঃ। পাবনেন চ ধন্যেন তেনেয়ং পৃথিবী ধৃতা ॥১৬৬॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।—

ন চৈবমেকং বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী। অশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কৃৎস্নং পুনাতি হি॥১৬৭

দশমস্কন্ধে।—

যন্নাম গৃহ্নন্ নিখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ। সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥

অতএবোক্তং প্রহ্লাদেন নারসিংহে।—

তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ। যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ ॥

সর্ব্বব্যাধিনাশিত্বম্।

বৃহন্নারদীয়ে ভগবত্তোষপ্রসঙ্গে।—

অচ্যুতানন্দগোবিন্দনামোচ্চারণভীষিতাঃ। নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥

পরাশরসংহিতায়াং শাম্বং প্রতি ব্যাসোক্তৌ।—

ন শাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি। হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ॥১৬৮

স্কান্দে।—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ। তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥

বিশ্বস্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৬৬ ॥ ভগবতঃ খ্যাতিং কীর্ত্তিং নামাত্মিকাং, নামৈব বা ॥ ১৬৭ ॥ হেয়ং ত্যাজ্যং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৬৮ ॥ সংকীর্ত্ত্যমানঃ কিংবা শ্রুতোঽনুভাবো যস্য তথাভূতঃ সন্।

অবশেষে পংক্তিপাবন হইয়া উঠে। ১৬৫। লঘুভাগবতে;—যিনি আনন্দযুক্ত হইয়া অনন্যমনে 'গোবিন্দ' এই নাম কীর্ত্তন করেন, সেই ধন্য ও পাবনপুরুষ এই ধরাকে ধারণ করিয়া আছেন। ১৬৬। হরিভক্তিসুধোদয়ে;—বিষ্ণুনামনিষ্ঠ রসনা যে কেবল একমাত্র বক্তাকেই রক্ষা করেন, তাহা নহে; ভগবানের নামাত্মিকা কীর্ত্তি শ্রবণ করাইয়া, নিশ্চয়ই সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ১৬৭। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে;—যাঁহার নাম গ্রহণ করিতে করিতে লোকে আপনাকে ও নিখিল শ্রোতৃবর্গকে সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই তোমার চরণস্পর্শ লাভ করিলে আর কথা কি? এই জন্যই নৃসিংহপুরাণে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন;-হে নৃসিংহ! যাঁহারা আনন্দান্বিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম গান করেন, তাঁহারাই সাধু, তাঁহারাই সর্ব্বজীবের অকপট ও স্বার্থশূন্য বন্ধু।

সর্ব্বব্যাধিনাশিত্ব। যথা বৃহন্নারদীয়পুরাণে;—আমি সত্য সত্য বলিতেছি, 'হে অচ্যুত! হে আনন্দ! হে গোবিন্দ! ইত্যাদি নামোচ্চারণে ভীত হইয়া রোগ সকল বিনষ্ট হয়। পরাশরসংহিতায় শাম্বের প্রতি ব্যাসের উক্তিতে;—হে শাম্ব! যখন অন্যান্য ঔষধেও ব্যাধিজনিত দুঃখ বিদূরিত হয় না, তখন তদ্দ্বারা উহার প্রতিকার কর্ত্তব্য নহে; তখন এক বার মাত্র হরিনামরূপ ঔষধ পান করিয়াই যে রোগ দূর করা উচিত, এ বিষয়ে আর সন্দেহ

বহ্নিপুরাণে।—

মহাব্যাধিসমাচ্ছন্নো রাজবাধোপপীড়িতঃ। নারায়ণেতি সংকীর্ত্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে।— সর্ব্বদুঃখোপশমনত্বম্।

সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্। শান্তিদং সর্ব্বরিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্। সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনম্॥

দ্বাদশস্কন্ধে।—সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥ ১৬৯॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্ত্তমানাঃ।
সঙ্কীর্ত্ত্য নারায়ণশব্দমেকং বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি॥ ১৭০॥

কীর্ত্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ। যক্ষরাক্ষসবেতালভূতপ্রেতবিনায়কাঃ।
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তি স্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ। সর্ব্বানর্থহরং তস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং স্মৃতম্॥

যদ্বা কোঽসৌ ভগবান্ তত্রাহ, শ্রুতঃ অনুভাবঃ পূতনামুক্তিপ্রদানাদিপ্রভাবো যস্যেতি। পুংসাং চিত্তং প্রবিশ্য নিঃশেষং দুঃখং ধুনোতি। হীতি সতামনুভবং প্রমাণয়তি। অর্কো গিরিগুহাদি-ধ্বান্তং ন নিবর্ত্তয়তীত্যপরিতোষাৎ দৃষ্টান্তান্তরমাহ, অতিবাতোঽভ্রমিবেতি॥ ১৬৯॥ আর্ত্তাঃ বিষভক্ষণাদিনা ব্যাকুলাঃ। বিষণ্ণাঃ দারিদ্র্যাদিনা দুঃখিতাঃ। শিথিলাঃ ভগ্নাঙ্গাঃ। ভীতাঃ

নাই। ১৬৮। স্কন্দপুরাণে;—যাঁহার স্মরণে ও নামকীর্ত্তনে, আদিব্যাধিসকল তখনই বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই অনন্তকে নমস্কার করি। অগ্নিপুরাণে;—মহাব্যাধিসমাচ্ছন্ন ও রাজ-বাধায় উৎপীড়িত মানব 'নারায়ণ' এই নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নিরাতঙ্ক হয়।

ভগবন্নামের সর্ব্বদুঃখোপশমনত্ব।—যথা বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে;—শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তন নিখিল-রোগ প্রশমন, যাবতীয় উপদ্রব বিনাশ ও সর্ব্বপ্রকার অশুভ শান্তি করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে;—হরিনামানুকীর্ত্তন সর্ব্বপাপপ্রশমন, সর্ব্বোপদ্রববিনাশন ও সর্ব্বদুঃখক্ষয়কর। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে; অনন্ত ভগবানের নামগুণাদি সঙ্কীর্ত্তন অথবা তদীয় বিক্রমবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, সেই ভগবান্ হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সূর্য্যদেব যেরূপ তমোরাশি বিনাশ অথবা ঝঞ্ঝাবায়ু যেরূপ জলদজাল বিচ্ছিন্ন করে, সেইরূপ জীবগণের নিখিল দুঃখ নিঃশেষে বিধূনিত করেন, সন্দেহ নাই। ১৬৯। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে;—যাঁহারা বিষভক্ষণাদির দ্বারা ব্যাকুল, দারিদ্র্যদুঃখে নিপীড়িত এবং ভগ্নাঙ্গ, শত্রুভয়ে ভীত ও ঘোরতর ব্যাধিগ্রস্ত, তাহারা একমাত্র 'নারায়ণ' এই শব্দ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকল দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে ও সুখী হইয়া থাকে। ১৭০। অমিততেজা দেবদেব বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনমাত্রে যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, ডাকিনী ও অপরাপর হিংস্রকগণ ভয়ে পলায়ন করে; ফল কথা, শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বানর্থবিনাশক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আরও প্রকাশিত

কিঞ্চ।—

নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু। বিয়োগং শীঘ্রমাপ্নোতি সর্ব্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ॥ ১৭১॥

পাদ্মে দেবস্তুতিস্তবৌ।—

মোহানলোল্লসজ্জ্বালাজ্বলল্লোকেষু সর্ব্বদা। যন্নামাম্ভোধরচ্ছায়াং প্রবিষ্টো নৈব দহ্যতে॥১৭২॥

স্কান্দে।— কলিবাধাপহারিত্বম্।

কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ম্। গোবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্॥

বৃহন্নারদীয়ে কলিধর্ম্মপ্রসঙ্গে।—

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্॥

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়। ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

যেঽহর্নিশং জগদ্ধাতুর্বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্। কুর্ব্বন্তি তান্ নরব্যাঘ্র ন কলির্বাধতে নরান্॥১৭৩॥

শত্র্বাদিভ্যঃ॥১৭০॥ সর্ব্বৈরনর্থৈর্বিয়োগং শুদ্ধিমাপ্নোতি॥ ১৭১॥ সর্ব্বদা মোহোঽজ্ঞানং, গৃহাদি-বিষয়কমমতা বা, স এবানলঃ, তস্য উল্লসন্ত্যা নিত্যং বর্দ্ধমানয়া জ্বালয়া জ্বলৎসু লোকেষু মধ্যে যস্য ভগবতো নামৈব অম্ভোধরঃ বর্ষন্মেঘঃ তস্য ছায়াং প্রবিষ্টঃ সন্ নৈব দহ্যতে। তেন মহানলেন ন দগ্ধো ভবতি, মোহকৃতং দুঃখং কিমপি নানুভবতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে না নরঃ, অর্থঃ স এব॥ ১৭২॥ পূর্ব্বং কলৌ বিশেষতঃ পাপোন্মূলনং লিখিতম্, ইদানীং কলেঃ পাপকার্য্যকারণাদ্যখিলপরিকরস্য বিনাশিত্বং লিখতি, কলিকালেত্যাদিনা নরানিত্যন্তেন। মা ভয়ং ভয়ং নাস্তি। যে নরাঃ অহর্নিশং নিত্যং, তেন অহর্বা নিশাং বেত্যর্থঃ॥১৭৩॥

আছে;—ক্ষুৎকারকালে (হাঁচিবার সময়) এবং তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদিসময়ে নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া, অবিলম্বেই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই। ১৭১। মোহ বা অজ্ঞানরূপ অনলের নিত্যপরিবর্দ্ধনশালিনী শিখায় বিশ্বসংসার প্রতিনিয়তই জ্বলিয়া মরিতেছে, কিন্তু ভগবানের নামরূপ বারিধরের শীতলচ্ছায়ায় প্রবিষ্ট হইলে; আর দগ্ধ হইতে হয়ই না। ১৭২।

কলিবাধাপহারিত্ব। যথা স্কন্দপুরাণে;—কলিকালরূপ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ক্রূর-প্রকৃতি আশীবিষের আর ভয় নাই, সে গোবিন্দনামরূপ দাবানলে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। বৃহন্নারদীয়পুরাণে কলিধর্ম্মপ্রসঙ্গে;—যে সকল মনুষ্য এই ঘোর কলিযুগে হরিনামপরায়ণ, তাঁহারাই কৃতকৃত্য; নিশ্চয়ই কলি তাঁহাদিগকে বাধাপ্রদান করিতে পারে না। হে হরে! হে কেশব! হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! হে জগন্ময়! যাঁহারা এইরূপে নিত্য নামোচ্চারণ করেন, কলি কিছুতেই তাঁহাদিগকে বাধা দানে সমর্থ হয় না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে;—হে নরশার্দ্দূল! যাঁহারা দিবানিশি জগদ্বিধাতা বাসুদেবের নাম কীর্ত্তন করেন, কলি সেই সকল মনুষ্যকে বাধা প্রদান করিতে পারে না। ১৭৩।

নারক্যুদ্ধারকত্বম্।

নারসিংহে।—

যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥১৭৪॥

ইতিহাসোত্তমে।—

নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্। মুক্তিঃ সঞ্জায়তে তস্মান্নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ ॥১৭৫

প্রারব্ধবিনাশিত্বম্।

ষষ্ঠস্কন্ধে —নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।

ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥ ১৭৬ ॥

এবং পাপাৎ রক্ষকত্বং লিখিত্বা ইদানীং পাপফলভোগাদপি বর্ত্তমানাৎ রক্ষাং লিখতি, যথেতি দ্বাভ্যাম্। নারকাঃ নরকবর্ত্তিনো জনাঃ। দিবং শ্রীবিষ্ণুলোকমিত্যর্থঃ। এতদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা, যথাহি ধর্ম্মরাজতো নামমাহাত্ম্যমাকর্ণ্য শ্রীনারদেন গত্বোপদিষ্টং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনং কুর্ব্বন্তো নরকভোগার্ত্তাঃ সন্তঃ সুখিনো ভূত্বা সর্ব্বে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং যযুরিতি ॥ ১৭৪ ॥ তস্মান্নরকান্মুক্তিঃ ॥ ১৭৫ ॥

এবং দুষ্প্রারব্ধনিবারকত্বমেব দর্শিতং, তদেবাভিব্যজ্য লিখতি, নাতঃ পরমিত্যাদিনা ভাসতে নর ইত্যন্তেন। কর্ম্মনিবন্ধনস্য পাপমূলস্য কৃন্তনং ছেদকমতঃ পরং নাস্তি। কস্মাৎ পরং, তীর্থপদস্য ভগবতোঽনুকীর্ত্তনাৎ। তত্র হেতুঃ, যৎ যতোঽনুকীর্ত্তনাৎ। অন্যথা প্রায়শ্চিত্তান্তরৈঃ রজস্তমোভ্যাং কলিলং মলিনমেব তিষ্ঠতি যৎ তন্মনঃ। যদ্যপি কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তন-মিত্যশেষপ্রারব্ধকর্ম্মচ্ছেদনমেবাত্রোক্তং, তথাপ্যখিলপ্রারব্ধক্ষয়ে দেহপাতাপত্ত্যা ভগবদ্ভজনা-সম্ভবাৎ দুষ্প্রারব্ধক্ষয় এবাভিপ্রেতঃ। অতএব নামশ্রুতিভাষ্যে লিখিতং –প্রারব্ধপাপনিবর্ত্তক-ত্বঞ্চ কদাচিদুপাসকেচ্ছাবশাদিতি। অন্যথাত্র প্রস্তুতাজামিলাদিভির্বিরোধাপত্তেঃ। অথবা রোগাদিবিলাপনাদিনা নারক্যুদ্ধারপর্য্যন্তেন দুষ্প্রারব্ধনিবারকত্বং লিখিত্বা ইদানীং সর্ব্বপ্রারব্ধ-ক্ষপণং লিখতি, নাত ইত্যাদিনা। অর্থঃ পূর্ব্ববৎ। ততশ্চাশেষপ্রারব্ধক্ষয়েণ দেহপাতাপত্তৌ সত্যামপি নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবতো নিত্যপ্রলয়াদিন্যায়েন তদানীমেব ভগবদ্ভজনার্থং তদ্যোগ্য-দেহান্তরোৎপত্ত্যা, কিংবা পূর্ব্বদেহমেব সদ্যোজাতভগবদ্ভজনোচিতগুণবিশেষবত্তয়া নবীন-

---

নারকীর উদ্ধারকত্ব।—যথা নৃসিংহপুরাণে;—যে যে প্রকারে নারকিগণ হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিল, শ্রীহরির প্রতিও তাহারা সেই সেই প্রকারেই হৃদয়ের অনুরাগ উদ্বহন করিতে করিতে বিষ্ণুলোকে সমুপস্থিত হইয়াছিল। ১৭৪। ইতিহাসোত্তমে;—পাপকর্ম্মনিরত সুতরাং নরকানলে পচ্যমান নরগণের, শ্রীহরি নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবেই সেই নরক হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ১৭৫।

প্রারব্ধবিনাশিত্ব।—যথা শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে;—তীর্থপাদ ভগবানের নামানুকীর্ত্তন ব্যতিরেকে আর কিছুই মুমুক্ষুদিগের কর্ম্মনিবন্ধ বা পাপমূলের উচ্ছেদক নহে, নামকীর্ত্তন ব্যতীত অপরাপর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা রজঃ ও তমোগুণের সম্পর্কে যেমন মলিন হইয়া থাকে,

দ্বাদশে চ।—যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥
উক্ত্যা কর্ম্মনিবন্ধেতি তথা কর্ম্মার্গলেতি চ। অবশ্যভোগ্যতাপত্তেঃ প্রারব্ধে পর্য্যবস্যতি॥১৭৭
অতএব শ্রীবৃহন্নারদীয়ে।—
গোবিন্দেতি জপন্ জন্তুঃ প্রত্যহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সুরবদ্ভাসতে নরঃ॥১৭৮

মিবাসৌ প্রাপেত্যুহ্যম্। যথা শ্রীধ্রুবেণ পরমপদারোহণসময়ে নিজপূর্ব্বদেহমেব পার্ষদোচিত-দেহগুণযুক্ততয়া ভিন্নমিব প্রাপ্তম্। তচ্চ বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিত্যাদিষু শ্রীস্বামিপাদৈর্ব্যক্তং ব্যাখ্যাতমেব। এবমেব সুরবৎ ভাসতে নর ইত্যাদিবচনং সুসঙ্গচ্ছেত। যচ্চ বহিঃ সুখ-দুঃখফলকে প্রারব্ধে ক্ষীণেঽপি পশ্চাত্তস্য কদাচিৎ কস্যচিৎ কিঞ্চিৎ দেহাদৌ বাহ্যসুখং দুঃখঞ্চ দৃশ্যতে, তচ্চ লোকে ভক্তিমাহাত্ম্যসংগোপনার্থং শ্রীভগবতা ভক্তেন বা তেনৈবাত্মাচ্ছাদনার্থং শক্ত্যা সংপ্রদর্শ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্। এবং সর্ব্বমনবদ্যম্॥ ১৭৬॥ তত্র চ যৎ ফলোন্মুখং কর্ম্ম তদেব প্রারব্ধমুচ্যতে। তচ্চ দ্বিবিধং বর্ত্তমানদেহোপভোগ্যমেকম্, অন্যচ্চ শরীরান্তরো-পভোগ্যম্। যথা ভরতস্য মৃগশরীরকারণম্। তচ্চ শ্রীভাগবতে শ্রীবাদরায়ণেনৈব সিদ্ধান্তিত-মস্তি মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিত ইত্যাদিভিঃ। তত্র নাতঃ পরমিতি পূর্ব্বশ্লোকেন বর্ত্তমানশরীরভোগ্যপ্রারব্ধনাশনং লিখিত্বা ইদানীং শরীরান্তরে অবশ্য-ভোগ্যস্যাপি প্রারব্ধস্য ক্ষপণং লিখতি। যদ্বা দ্বাভ্যামেব শ্লোকাভ্যামশেষপ্রারব্ধবিনাশিত্ব-মেব দর্শয়তি যন্নামেতি। বিবশোঽপি গৃণন্ উচ্চারয়ন্ সন্। বিমুক্তাঃ কর্ম্মরূপা অর্গলাঃ অবশ্যভোগ্যত্বেন দুর্ব্বারা অপি প্রতিবন্ধা যস্য সঃ। উত্তমাং শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিলক্ষণাং গতিং ফলম্। তং ন যক্ষ্যন্তি নামসঙ্কীর্ত্তনাদিনা ন সেবিষ্যন্ত ইতি কলিদোষ উক্তঃ॥ ১৭৭॥
জন্তুঃ সৎকর্ম্মাদ্যভাবেন কীটাদিসদৃশোঽতিনীচোঽপীত্যর্থঃ। অন্বহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ সন্ সর্ব্ব-

---

তাহা এই নামকীর্ত্তনপ্রভাবেই পুনরায় কর্ম্মে আসক্ত হয় না। ১৬। ঐ পুরাণের দ্বাদশ-স্কন্ধে;—পতনোন্মুখ, আসন্নমৃত্যু, আতুর, অথবা যে কূপাদির মধ্যে পতিত হইয়াছে, কিংবা সোপানাদির উপর যাহার পদস্খলন হইতেছে, এতাদৃশ পুরুষ তত্তৎকালে বিবশ হইয়াও যাঁহার নামধেয় উচ্চারণ করিতে করিতে কর্ম্মরূপ অর্গল উন্মোচন করিয়া উত্তমা গতি বৈকুণ্ঠ লাভ করে, কলিযুগে জনগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিবে না। একটি শ্লোকে 'কর্ম্মনিবন্ধ' ও অপর শ্লোকে 'কর্ম্মার্গল' এই উক্তি দ্বারা, ঐ কর্ম্ম যে অবশ্যভোগ্য, তাহা পাওয়া যাইতেছে। যে কর্ম্ম অবশ্যভোগ্য, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম। কারণ প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন আর আর কর্ম্ম যে অতি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। অতএব উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ে যে কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে 'নিবন্ধ' ও 'অর্গল' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টে সেই কর্ম্মের অবশ্যভোগ্যতা পাওয়া যাইতেছে বলিয়া, এস্থলে ঐ কর্ম্ম যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, ইহাই পর্য্যবসিত হইতেছে। ১৭৭। অতএব বৃহন্নারদীয়পুরাণে;—সৎকর্ম্মাদির অভাবে কীটাদিজন্তুতুল্য

সর্ব্বাপরাধভঞ্জনত্বম্।

বিষ্ণুযামলে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ। তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১৭৯॥

সর্ব্বসম্পূর্ত্তিকারিত্বম্।

অষ্টমস্কন্ধে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীশুক্রোক্তৌ।—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম * সঙ্কীর্ত্তনং তব॥ ১৮০॥

পাপেভ্যোঽশেষদুষ্প্রারব্ধেভ্যো বিশেষেণ নির্ম্মুক্তশ্চ সন্ নরোঽপি সুরবদ্ভাসতে তস্মিন্নেব দেহে ইন্দ্রাদিবৎ, যদ্বা সু শোভনং পদং রাতি দদাতি ইতি সুরো ভগবৎপার্ষদস্তদ্বদ্বিরাজতে। অত্র পাপশব্দেন স্বর্গাদিফলকং পুণ্যমপি সংগৃহ্যতে, ক্ষয়িষ্ণুফলকত্বাদিনা তস্যাপি পাপেষ্বেব পর্য্যবসানাৎ। অথবাত্র শ্লোকে দুষ্প্রারব্ধমাত্রবিনাশিত্বমেবোক্তম্। ততশ্চ সুরবদ্দেব-বদিত্যেব॥ ১৭৮॥ এবং বিহিতাকরণনিষিদ্ধাচরণজাতাখিলপাপোন্মূলনরূপমাহাত্ম্যং লিখিতং, তচ্চ পাপং কথঞ্চিদ্ভগবদাশ্রয়ণাদপি বিনশ্যত্যেব। যচ্চ শ্রীভগবতি তন্নাম্নি চাপরাধরূপং পরমমহাপাতকং, তদপি নামকীর্ত্তনাৎ ক্ষীয়ত ইতি মাহাত্ম্যবিশেষং লিখতি মমেতি। অবশ্য-ভোগ্যস্যাপি নামাপরাধস্য ক্ষমায়াং পূর্ব্বলিখিত এব সিদ্ধান্তো দ্রষ্টব্যঃ॥ ১৭৯॥ ইত্থং সর্ব্ব-দোষোন্মূলনরূপং মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীম্ অখিলগুণাধায়কত্বাদিরূপং লিখতি, মন্ত্রত ইত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। মন্ত্রতঃ স্বরাদিভ্রংশেন। তন্ত্রতঃ ব্যুৎক্রমাদিনা। দেশতঃ কালতশ্চ অর্হতঃ পাত্রতঃ অশৌচাদিনা। বস্তুতশ্চ দক্ষিণাদিনা। যচ্ছিদ্রং ন্যূনং, তৎ সর্ব্বং তব নামসঙ্কীর্ত্তনমেব নিশ্ছিদ্রং করোতি রিক্তং পূরয়তি অধিকফলঞ্চ জনয়তীত্যর্থঃ॥ ১৮০॥ হরিরিত্যক্ষরদ্বয়োক্ত্যৈব সর্ব্ববেদা-

---

হইলেও, মনুষ্য প্রতিদিন ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক 'গোবিন্দ' এই নাম জপ করিতে করিতে সর্ব্বপ্রকার দুষ্প্রারব্ধ হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া, মনুষ্য হইয়াও সেই মনুষ্যদেহেই ইন্দ্রাদি দেবতা অথবা পরমপদদাতা ভগবৎপার্ষদের ন্যায় দীপ্যমান হন। ১৭৮।

সর্ব্বাপরাধভঞ্জনত্ব।—যথা বিষ্ণুযামলে শ্রীভগবানের উক্তিতে;—এই সংসারে যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে আমার নামসকল কীর্ত্তন করেন, আমি তাঁহার কোটী কোটী অপরাধ ক্ষমা করিয়াই থাকি, সন্দেহ নাই। ১৭৯।

কর্ম্মসম্পূর্ত্তিকারিত্ব।—যথা ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীশুক্রাচার্য্যের উক্তিতে;—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্য্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা ন্যূনতা ঘটে, নিরন্তর তোমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন সে সমুদায়কে নিশ্ছিদ্র করিয়া থাকে। ১৮০। স্কন্দপুরাণে; যাহার স্মরণ ও নামোচ্চারণ দ্বারা তপস্যা, যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যূনতা সদ্যই সম্পূর্ণতা লাভ করে, আমি সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি।

---

* 'নিশ্ছিদ্রং নাম" ইত্যত্র "নিশ্ছিদ্রমনু" ইতি পাঠান্তরম্।

স্কান্দে চ।—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ।—

সর্ব্ববেদাধিকত্বম্।

ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥১৮১॥

স্কান্দে শ্রীপার্ব্বত্যুক্তৌ।—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥১৮২

পাদ্মে চ শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে।—

বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্। তাদৃক্‌নামসহস্রেণ রামনাম সমং স্মৃতম্॥১৮৩॥

স্কান্দে।—

সর্ব্বতীর্থাধিকত্বম্।

কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা। জিহ্বাগ্রে বসতে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

বামনে।—

তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ। তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

বিশ্বামিত্রসংহিতায়াম্।—

বিশ্রুতানি বহূন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ। কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্ত্তনতো হরেঃ ১৮৪॥

ধ্যয়নসিদ্ধেঃ সর্ব্ববেদেভ্য আধিক্যং ব্যক্তমেব॥ ১৮১॥ গেয়ং গানযোগ্যম্ অনেন ঋগাদিপাঠ-নিষেধেন চ সর্ব্ববেদাধিকত্বং সিদ্ধমেব॥ ১৮২॥ একৈকমপি নাম সর্ব্ববেদেভ্যোঽধিকম্॥ ১৮৩॥ বহুধানীত্যার্ষং বহুবিধানি, জলস্থলাদিভেদেন নদীনদসরঃকূপাদিভেদেন চ। ষষ্ঠ্যাঃ তস্প্রত্যয়ঃ। নামসঙ্কীর্ত্তনস্য কোট্যংশানামেকেনাপ্যংশেন তুল্যানি ন ভবন্তীত্যর্থঃ॥১৮৪॥ গোবিন্দ ইতীত্যত্রা-

---

সর্ব্ববেদাধিকত্ব। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতে;—যিনি ‘হরি’ এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তদ্দ্বারা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ১৮১। স্কন্দপুরাণে পার্ব্বতীর উক্তিতে;—বৎস! তুমি ঋক্, যজু, ও সামবেদ কিছুই পাঠ করিও না; শ্রীহরির ‘গোবিন্দ’ এই গানযোগ্য নাম নিত্য গান করিতে থাক। ১৮২। পদ্মপুরাণে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে;—বিষ্ণুর এক একটী নামও সর্ব্ববেদাধিকরূপে অভিমত, আবার এক রামনাম তাদৃশ সহস্র নামের তুল্য বলিয়া সংস্মৃত হইয়া থাকে। ১৮৩।

সর্ব্বতীর্থাধিকত্ব।—যথা স্কন্দপুরাণে;—যাহার জিহ্বাগ্রে ‘হরি’ এই দুই অক্ষর অবস্থান করিতেছে, তাঁহার কুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন কি? কাশী অথবা পুষ্করে আবশ্যক কি? বামন-পুরাণে;—শত কোটি তীর্থই বল, অথবা সহস্রকোটি তীর্থই বল, বিষ্ণুর নামানুকীর্ত্তনপ্রভাবে

লঘুভাগবতে। –

কিং তাত বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈস্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্ ।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তিকারণং গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥ ১৮৫ ॥

সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্বম্।

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥ ১৮৬ ॥

বৌধায়নসংহিতায়াম্।—

ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি। ভবহেতূনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদম্ ॥

গারুড়ে।—শ্রীশৌনকাম্বরীষসংবাদ। -

বাজপেয়সহস্রাণাং নিত্যং ফলমভীপ্সসি। প্রাতরুত্থায় ভূপাল কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥
কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কি যৌগৈর্নরনায়ক। মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥১৮৭॥

বিবক্ষিতত্বাদসন্ধিঃ। যদ্বা হে গোবিন্দেতি গোবিন্দ ইতি চ ॥ ১৮৫ ॥ খগস্য সূর্য্যস্য গ্রহণে। মেরুতুল্যসুবর্ণদানঞ্চ। গোবিন্দস্য কীর্ত্তিঃ কীর্ত্তনং তস্যাঃ শতাংশৈঃ শতাংশানামেকেনাপ্যংশেন সমং ন স্যাদিত্যর্থঃ। এবং কুত্রচিৎ পদ্যে ফলবিশেষপ্রদত্বেন সর্ব্বকর্ম্মভ্যোঽধিকত্বং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮৬ ॥ সাংখ্যেন আত্মানাত্মবিবেকেন। যৌগৈরষ্টাঙ্গাদিভিঃ। তেষামপি কর্ম্মান্তর্গতত্বাদত্রাস্য পদ্যস্য লিখনম্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ১৮৭ ॥ অহো বতেত্যাশ্চর্য্যে। যস্য জিহ্বাগ্রে তুভ্যং তব

জীব সেই সমুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশ্বামিত্রসংহিতায়;—বহুপ্রকার ও বহুসংখ্যক সুবিশ্রুত তীর্থসকল শ্রীহরির নামকীর্ত্তনের কোটী অংশের একাংশেরও তুল্য নহে। ১৮৪। লঘুভাগবতে; - বৎস! বেদ আগম ও অন্যান্য শাস্ত্রবিস্তারে এবং অনেকানেক তীর্থসমূহেই বা প্রয়োজন কি? যদি নিজের মুক্তিনিদান আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা হইলে 'হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ!' ইহা স্পষ্টাক্ষরে রটনা করিতে থাক। ১৮৫।

সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্ব।—যথা, সূর্য্যগ্রহণসময়ে কোটী গোদান, প্রয়াগগঙ্গার জলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, সুমেরুসদৃশ সুবর্ণদান, কিছুই গোবিন্দনামকীর্ত্তনের শতাংশের একাংশতুল্যও নহে। ১৮৬। বৌধায়নসংহিতায়;—বহু বহু ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম * অনুষ্ঠিত হইলেও তাহারা সংসার-

---

* ইষ্টাপূর্ত্ত—অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে।
বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে।

অত্রিসংহিতা, ৪৩ ও ৪৪ তম শ্লোক।

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদগণের আজ্ঞা প্রতিপালন, আতিথ্য ও বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান এই গুলিকে ইষ্ট কহে। বাপী কূপ ও তড়াগাদি জলাশয় উৎসর্গ, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উপবনাদি উৎসর্গ এই গুলিকে পূর্ত্ত কহে।

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবং প্রতি দেবহূত্যুক্তৌ।—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃহ্নন্তি যে তে॥ ১৮৮।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে।—

এতৎ ষড়্বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্। অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ১৮৯॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

হৃদি কৃত্বা তথা কামমভীষ্টং দ্বিজপুঙ্গবাঃ। একং নাম জপেদ্যস্তু শতং কামানবাপ্নুয়াৎ॥

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণামৃতস্তোত্রে।—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যমায়ুষ্যং ব্যাধিনাশনম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্॥ ১৯০॥

নাম বর্ত্ততে ত্বদর্থমপি বা নাম বর্ত্ততে। শ্রদ্ধাদিরাহিত্যেনাপি যথাকথঞ্চিদপি অসম্যকৃতয়াপি নামাভাসমপি য উচ্চারয়তীত্যর্থঃ। সঃ শ্বপচোঽপি জাত্যা কর্ম্মণা চ শ্বমাংসভক্ষণাদনিবৃত্তেরুভয়থা পাপোঽপি। অতঃ অস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্। যৎ যস্মাৎ বর্ত্ততে অত ইতি বা। কুত ইত্যত আহ। ত এব তপস্তেপুঃ সম্যক্ কৃতবন্তঃ, জুহুবুঃ হোমং কৃতবন্তঃ, সস্নুঃ তীর্থেষু স্নাতাঃ। আর্য্যাঃ ত এব সদাচারাঃ। ব্রহ্ম বেদমনূচুঃ সাঙ্গং সদ্গুরোরধীতবন্তঃ। ত্বন্নামকীর্ত্তনে তপআদিকং সর্ব্বং সৎকর্ম্মান্তর্ভূতম্। অতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা জন্মান্তরেষু তৈস্তপোহোমাদি সর্ব্বং কৃতমস্তীতি ত্বন্নামকীর্ত্তনমহাভাগ্যাদবগম্যত ইত্যর্থঃ। তপআদীনাং সর্ব্বেষাং নামকীর্ত্তনফ-তোক্ত্যা সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্বং ব্যক্তমেব॥ ১৮৮॥ ষড়্বর্গঃ কামক্রোধাদিঃ তস্য হরণং নাশকম্। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানমাত্মতত্ত্বমধ্যাত্মং তস্য মূলং, তৎপ্রাপ্তিকারণমিত্যর্থঃ॥ ১৮৯॥ দিব্যং লোকাতীতং বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপণাৎ সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্বা॥১৯০॥ পরিহাসো নর্ম্ম, উপহাসস্তির-

---

বন্ধনেরই হেতু হইয়া থাকে; কিন্তু একমাত্র হরিনামই মুক্তিপ্রদ। গরুড়পুরাণে শৌনকাম্বরীষ-সংবাদে;—হে ভূপতে! যদি প্রত্যহ সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের ফলাভিলাষ কর, তাহা হইলে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে থাক। হে নরনায়ক! সাঙ্খ্য বা অষ্টাঙ্গাদি যোগে কি করিবে? রাজেন্দ্র! যদি মুক্তি আকাঙ্ক্ষা কর, তবে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে থাক। ১৮৭। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবের প্রতি দেবহূতির উক্তিতে;—হে পুত্র! যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিরাজমান, সে চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ; কেননা, যাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করে, তাহারাই তপস্যাচরণ করিয়াছে, হোম করিয়াছে, তীর্থস্নায়ী হইয়াছে, তাহারাই সদাচারী, তাহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে। ১৮৮।

ভগবন্নামের সর্ব্বার্থপ্রদত্ব।—যথা স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে;—শ্রীবিষ্ণুর এই যে নামানুকীর্ত্তন, ইহাই কামক্রোধাদি ষড়্বর্গের বিনাশক ও রিপুনিগ্রহে নিপুণ, আর ইহাই আত্মতত্ত্ব লাভের নিদানস্বরূপ। ১৮৯। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে;—হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! যে ব্যক্তি হৃদয়ে কোনও অভীষ্ট কামনা করিয়া, ভগবানের একটী নাম জপ করেন, তাঁহার

শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে।—

পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্গৃহ্ণন্তি নাম যে। কৃতার্থাস্তেঽপি মনুজাস্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ ॥ ১৯১ ॥

বারাহে চ।—

তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তৈরেব সুকৃতং কৃতম্।
তৈরাপ্তং জন্মনঃ প্রাপ্যং যে কালে কীর্ত্তয়ন্তি মাম্ ॥ ১৯২ ॥

বিশেষতঃ কলৌ।—

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেতদ্দুর্লভঞ্চাকৃতাত্মনাম্। কলৌ যুগে হরের্নাম তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥১৯৩॥

একাদশস্কন্ধে চ।—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ১৯৪॥

স্কান্দে তত্রৈব।—

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনম্। কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥১৯৫

সর্ব্বশক্তিমত্ত্বম্।

স্কান্দে।—দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥

স্কারঃ, আদ্যশব্দাৎ সঙ্কেতস্তোভাদি ॥ ১৯১ ॥ কালে স্নানাদিসময়ে। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষেণ অকালে অশৌচাদিসময়েঽপি ॥ ১৯২ ॥ সকৃদুচ্চারয়ন্তি যে তে কৃতার্থাঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৩ ॥ সভাজয়ন্তি শ্রেষ্ঠং মন্যন্তে, গুণজ্ঞাঃ কলের্গুণং জানন্তি যে তে। নন্ন দোষাণাং বহুত্বাৎ কথং সভাজয়ন্তি তত্রাহ, সারভাগিনঃ গুণগ্রাহিণঃ। কোঽসৌ গুণস্তমাহ, যত্রেতি। তদুক্তমেব ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈরিত্যাদিনা ॥১৯৪॥ উত্তমং তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং চিত্তৈকাগ্রতা বা ॥ ১৯৫ ॥ দেবানাং মহতাঞ্চ সাধূনাং। শুভাশ্চ মঙ্গলাবহাঃ। রাজসূয়াদীনাঞ্চ যাঃ শক্তয়ঃ

শত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই শ্রীকৃষ্ণামৃতস্তোত্রে লিখিত আছে;—শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন দ্বারা সকল মঙ্গল প্রাপ্তি, আয়ুর্বৃদ্ধি, ব্যাধিবিনাশ, ভুক্তি মুক্তি লাভ ও বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।১৯০। শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে প্রকাশ;—পরিহাস বা নিন্দাচ্ছলে যাহাদের মুখ হইতে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাহারা কৃতার্থ হইয়া থাকে, অতএব তাহাদিগকে নমস্কার। ১৯১। বরাহপুরাণে উল্লেখ আছে;—যাহারা স্নানাদিসময়ে আমার নাম কীর্ত্তন করে, তাহারা কৃতার্থ ও ধন্য; এবং তাহারা প্রকৃত সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছে।১৯২।

বিশেষতঃ কলিকালে।—এই কলিযুগে পাপীদিগের দুর্লভ এই হরিনাম একবারও যাঁহারা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে কৃতার্থ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।১৯৩। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে;—গুণজ্ঞ, সারগ্রাহী আর্য্যেরাই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন; কারণ, এই কলিযুগে নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সকল স্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে।১৯৪। এইরূপ স্কন্দপুরাণের শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে;—সংসারে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই উৎকৃষ্ট তপস্যা, অতএব বিষ্ণুর প্রীতির জন্য বিশেষরূপে হরিনাম করা কর্ত্তব্য। ১৯৫।

রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥ ১৯৬ ॥
বাতোঽপ্যতো হরের্নাম্ন উগ্রাণামপি দুঃসহঃ। সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ ॥১৯৭॥
অতএব ব্রহ্মাণ্ডে। -
সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥ ১৯৮ ॥

জগদানন্দকত্বম্।

শ্রীভগবদ্গীতাসু—স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ১৯৯ ॥

তাঃ সর্ব্বাঃ ॥১৯৬॥ এবমশেষদোষদুঃখহরণে সকলগুণশ্রেয়ঃপ্রাপণে চ পরমসমর্থস্য ভগবন্নাম্নো মহাপাতকসঞ্চয়ক্ষপণমপ্যত্যন্তসুকরমেবেত্যাহ বাত ইতি। অতঃ অস্মাদুক্তাদ্ধেতোঃ নাম্নো বাতোঽপি যথাকথঞ্চিদীষৎসম্বন্ধোঽপি উগ্রাণাং ভয়ানকানাং সর্ব্বেষাং সবাসনানাং পাপরাশীনামপি দুঃসহঃ দূরাদেবাত্যন্তক্ষয়কৃদিত্যর্থঃ। রবির্যথা তমসাং দুঃসহস্তদ্বৎ। এতচ্চানুষঙ্গিকং ফলমুক্তম্ ॥১৯৭॥ সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্যেত্যনেন নামনামিনোরভেদান্নাম্নোঽপি সর্ব্বস্য সর্ব্বার্থশক্তিযুক্ততা সূচিতৈব। অভিরুচিতং নিজাভীষ্টং যন্নাম। এতচ্চ ভক্তিবিশেষেণাচিরাৎ সম্যক্ সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যপেক্ষয়োক্তং ॥১৯৮॥ স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থে। হে হৃষীকেশ যত এবম্ভূতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ ত্বম্ অতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যাদিসঙ্কীর্ত্তনেন নামমাত্রসঙ্কীর্ত্তনেন বা ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামি কিন্তু জগৎ সর্ব্বমপি প্রকর্ষেণ হৃষ্যতি হর্ষং প্রাপ্নোতি এতৎ স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ। তথা জগৎ অনুরজ্যতে চ অনুরাগং চোপৈতীতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি বেগেন পলায়ন্ত ইতি যৎ। তথা সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সংঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৯৯ ॥

ভগবন্নামের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব।—স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে;—দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতি দ্বারা যে সকল পাপ দূরীভূত হয়, দেবতা ও সাধু-সেবায় যে সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া থাকে, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও তত্ত্ব আত্ম-বস্তু লাভে যে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, মঙ্গলবিধাতা বিষ্ণু সেই সকল মঙ্গলদায়িনী শক্তি আকর্ষণ পূর্ব্বক আপনার নামসমূহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৯৬। সূর্য্য যেরূপ তমোরাশি বিনাশ করেন, তাহার ন্যায় ভগবানের নামরূপ বায়ু যথাকথঞ্চিৎ উচ্চারিত হইলেও অতি ভয়ানক পাপও বিদূরিত করিয়া থাকে। ১৯৭। অতএব ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে প্রকাশ;—সর্ব্বার্থশক্তিসম্পন্ন দেবদেব চক্রপাণির যে নাম তোমার অভিপ্রেত, তুমি সকল প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাহা কীর্ত্তন করিতে থাকিবে।১৯৮।

ভগবন্নামের আনন্দজনকত্ব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হইয়াছে;—হে হৃষীকেশ! আপনার নাম কীর্ত্তন দ্বারা কেবল আমিই আনন্দানুভব করিতেছি না, আপনার নামে সমস্ত সংসার যে সন্তুষ্ট ও অনুরাগযুক্ত হয়, তাহা যথার্থই বটে; * অন্য কথা কি, রাক্ষসনিকর পর্য্যন্ত আপনার

---

* তাৎপর্য্য—বিরাটপুরুষের এ ব্যাপার বিচিত্র নহে; কল কথা, নামী অপেক্ষা নামের গুরুত্ব প্রদর্শনই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য, এবং সে উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছে।

জগদ্বন্দ্যতাপাদকত্বম্।

বৃহন্নারদীয়ে।—

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন। ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ॥

শ্রীসূতেনোক্তং তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে।—

স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা। যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ॥২০০॥

শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে।—

স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ। কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥

অগত্যেকগতিত্বম্।

পাদ্মে বৃহৎসহস্রনামকথনারম্ভে।—

অনন্তগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥২০১॥

বদন্ অন্যবার্ত্তাং কুর্ব্বন্। বদন্তীত্যাদি বহুত্বমার্ষং। কিংবা স্বপ্নাদিক্রিয়াণাং বহুত্বেন বহুত্বাস্ত-র্ভাবাৎ। নমো নম ইত্যনেন বন্দ্যতা সিদ্ধৈব॥২০০॥ ন বিদ্যতে অন্যা নামব্যতিরিক্তা কাপি গতিরাশ্রয়োঽত্যন্তপাপজাত্যাদিনা কর্ম্মাদাবনধিকারাৎ যেষাং্তেঽপি। অপিশব্দস্য সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধঃ। ভোগিনঃ বিষয়ভোগরতাঃ। পরমন্যং জনং তাপয়ন্তীতি পরন্তপাঃ। নামমাত্রমেবৈকং জল্পন্তি যথাকথঞ্চিদশ্রদ্ধয়াপি বাঙ্মাত্রেণোচ্চারয়ন্তি তে॥ ·১॥ হে লুব্ধক তস্মিন্ উক্তপ্রভাবে

নামপ্রভাবে শঙ্কিত হইয়া দিগন্তে পলায়ন করে; সিদ্ধ পুরুষেরা পর্য্যন্ত আপনার নামমাহাত্ম্য-শ্রবণে নমস্কার করিয়া থাকেন। ১৯৯।

ভগবন্নামের জগদ্বন্দ্যতা-প্রতিপাদকত্ব।—বৃহন্নারদীয় পুরাণে উল্লেখ আছে; যাঁহারা নিত্য-কাল নারায়ণ! জগন্নাথ! বাসুদেব! জনার্দ্দন! এই বলিয়া নারায়ণের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র সকলের বন্দিত হইয়া থাকেন। ঐ পুরাণেই যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানের শেষভাগে সূতের উক্তিতে উক্ত হইয়াছে;—গমনকালে, ভোজনে, গমনে, স্থিতিসময়ে, দণ্ডায়মান হইবার কালে, অনুগমনে এবং অন্য কথা-প্রসঙ্গে, যাঁহারা মুখে হরি বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সতত নমস্কার। ২০০। শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে প্রকাশ;—স্ত্রীজাতি, শূদ্র, চণ্ডাল, এমন কি অন্য কোনও অন্ত্যজ যদি ভক্তিভরে হরিনাম কীর্ত্তন করে, তাহাদিগকেও নমস্কার।

অগত্যেকগতিত্ব।—পদ্মপুরাণে বৃহৎসহস্রনামকথনারম্ভে লিখিত আছে;—যাহারা অনন্য-গতি, নিয়তবিষয়ভোগী, পরপীড়াদায়ক, জ্ঞানবৈরাগ্যবর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্যশূন্য এবং সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী, তাহারাও যদি নিয়ত বিষ্ণুর নাম জপ করিতে থাকে, তাহা হইলে অনায়াসে ধর্ম্মিষ্ঠদিগেরও দুর্লভ গতি লাভ করিতে পারে। ২০১।

সদা সর্ব্বত্র সেব্যত্বম্।

বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে।—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥২০২॥

স্কান্দে, পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥২০৩॥

পুনঃ স্কান্দে।—

নো দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্ ॥ ২০৪ ॥

বৈশ্বানরসংহিতায়াম্ ॥

ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ। পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রামরামেতি মুচ্যতে ॥ ২০৫ ॥

অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যে বা নাম্নি ॥ ২০২ ॥ তস্য চক্রায়ুধস্য কীর্ত্তনে অশৌচং নাস্তি শুচিনৈব কীর্ত্তনং কার্য্যং নৈবাশুচিনেতি ব্যবস্থা ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। তস্যেতি নামনামিনোরভেদাভিপ্রায়েণ। যতঃ স নামাত্মকঃ চক্রায়ুধ এব পবিত্রং করোতীতি তথা। যথাচমনাদিব্যতিরেকেণাশুদ্ধস্য শ্রীযমুনাদিজলাচমনাদিনৈব শুদ্ধিঃ, যথা চ তত্রাশুদ্ধেন কথং শ্রীযমুনাদিজলং স্পৃষ্টব্যমিতি শঙ্কা ন সম্ভবেৎ অনন্যগতিত্বাৎ তথাত্রাপীত্যর্থঃ। যদ্বা যতঃ স নামকীর্ত্তকপুরুষ এব অন্যমপি পবিত্রং করোতি কিং বক্তব্যং তস্যাশৌচমিত্যর্থঃ॥ ২০৩ ॥ দেশাদীনাং শুদ্ধ্যাদিকং নাম কর্ত্তৃ নাপেক্ষতে। তত্র অবস্থাঃ বাল্যাদয়ো জাগরাদয়ঃ প্রমাদোন্মাদাদয়ো বা। আদিশব্দেন স্বধর্ম্মাচরণাদি। এতস্য ভগবতো নাম। যদ্বা প্রকরণবশাদ্ভগবত এব নাম। এতৎ সুপ্রসিদ্ধানির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ। কামিতং বাঞ্ছিতং কামং পুরুষার্থবিশেষং যদ্বা কাম্যত ইতি কামং ফলং, যদ্বা কামিতস্য কামযুক্তস্য কামমভীষ্টং দদাতীতি তথা॥ ২০৪॥ পরং

সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেব্যত্ব। বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে লিখিত আছে;—হে লুব্ধক! শ্রীহরির নামকীর্ত্তনবিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্ট মুখে নামগ্রহণেরও নিষেধ নাই। ২৫২। স্কন্দ ও পদ্ম পুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে;—যখন হরি পবিত্রকারী, তখন তাঁহার নাম কীর্ত্তনে অশৌচাশঙ্কা নাই, অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার নাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ২০৩। স্কন্দ পুরাণে পুনর্ব্বার লিখিত হইয়াছে;—এই ভগবানের নাম কীর্ত্তনে দেশ, কাল ও অবস্থা * বিষয়ে শুদ্ধির অপেক্ষা নাই; ইহা স্বতন্ত্র, এবং কামীর কামদায়ক। ২০৪। বৈশ্বানর-সংহিতায় প্রকাশ;- দেশকালের নিয়ম, বা শৌচাশৌচের অপেক্ষা নাই, জীব কেবলমাত্র রাম রাম এই নাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলেই, মুক্ত হইতে পারিবে। ২০৫।— বৈষ্ণবচিন্তামণিতে শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উপদেশে প্রকাশ;—হে ভূপ! বিষ্ণুর

---

* কি বাল্য, কি যৌবন, কি প্রৌঢ়ি, কি বার্দ্ধক্য, সকল সময়ে, বা জাগ্রৎকাল, উন্মাদাবস্থা, প্রমাদাবস্থা সকল অবস্থায় হরিই সকলের অবলম্বনীয়। তাঁহাকে পাইবার বা তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবার পক্ষে শৌচাশৌচ, কালাকাল বা বয়সের অপেক্ষা নাই।

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যম্।—

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা। বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে॥

কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।

বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥ ২০৬॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে।—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥২০৭॥

বারাহে।—নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবতি যো নরঃ। সততং কীর্ত্তয়েদ্ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥

গারুড়ে।—

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক। মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥২০৮॥

স্কান্দে।—সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥২০৯॥

ব্রহ্মপুরাণে।—

অপ্যন্যচিত্তোঽশুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্। সোঽপি দোষক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথা॥২১০॥

কেবলং রামরামেতি কীর্ত্তনাদেব॥ ২০৫॥ পৃথিবীতলে সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ॥ ২০৬॥ এবং সদা সেব্যত্বং লিখিত্বা সর্ব্বসেব্যত্বং লিখতি এতদিতি। ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব। নির্ব্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব। তত্র তত্র চ ন কাচিদপি বিঘ্নাদিশঙ্কেত্যাহ ন কুতশ্চিদপি ভয়ং যস্মিন্ তৎ। যোগিনাং জ্ঞানিনাং বা ফলঞ্চৈতদেব নির্ণীতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। এবং সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ সেব্যত্বং দর্শিতম্॥ ২০৭॥ হে ভূমি মল্লয়তাং সাযুজ্যমুক্তিম্। সাংখ্যেন আত্মানাত্মবিবেকেন। যোগৈরষ্টাঙ্গাদিভিঃ॥ ২০৮॥ মোক্ষায় গমনং প্রতি আশু মোক্ষপ্রাপ্তয়ে পরিকরো বদ্ধঃ সাধনং সম্যগনুষ্ঠিতমিত্যর্থঃ॥ ২০৯॥ দোষাঃ কামক্রোধা-

---

নাম করিতে দেশ বা কালের নিয়ম নাই, এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইও না। সংসারে দান,যজ্ঞ, স্নান এবং মন্ত্রাদিবিষয় কালসাপেক্ষ বটে, কিন্তু হরির নাম সঙ্কীর্ত্তনে কালের অপেক্ষা নাই। ২০৬। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রকাশ;—হে নৃপ! শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তনে ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের ফল-প্রাপ্তি মুমুক্ষুদিগের মোক্ষলাভ ও জ্ঞানিগণের জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; ফল কথা, কি সাধক, কি সিদ্ধ, কাহারও পক্ষে ইহা ভিন্ন অন্য মঙ্গল দেখা যায় না। ২০৭।

মুক্তিপ্রদত্ব।—বরাহপুরাণে প্রকাশ;—হে ভূমি, যে ব্যক্তি নিরন্তর হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে বাসুদেব! এই সকল নাম কীর্ত্তন করে, সে আমার সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে;—হে নরনাথ! সাঙ্খ্য যোগ, বা অষ্টাঙ্গ যোগে কি ফল হইবে, বল? যদি মুক্তি বাসনা থাকে, তাহা হইলে গেবিন্দের নাম কীর্ত্তন কর। ২০৮। স্কন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে;—যে ব্যক্তি একবার মাত্র হরি এই দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করে, সে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে;—অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিবে। ২০৯। ব্রহ্মপুরাণে প্রকাশ;—যে ব্যক্তি অন্যমনে বা অপবিত্র থাকিয়াও হরিনাম কীর্ত্তন করে, সেও (চেদিপতি) শিশুপালের ন্যায় সর্ব্বদোষমুক্ত হইয়া মোক্ষফল লাভ করিয়া থাকে। ২১০।

পাদ্মে দেবহূতিস্তবে।—

সকৃদুচ্চারয়েদ্যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ। শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি ॥২১১॥

মাৎস্যে।—

পরদাররতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ। স শুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥২১২॥

বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্।—

সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

বৃহন্নারদীয়ে।—যথাকথঞ্চিদ্যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা।

পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধা মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২১৩ ॥

ভারতবিভাগে। --

প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসারব্যাধিভেষজম্। দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥২১৪॥

নারদীয়ে। নব্যং নব্যং নামধেয়ং মুরারের্যদ্যচ্চৈতদ্গেয়পীযূষপুষ্টম্।

যে গায়ন্তি ত্যক্তলজ্জাঃ সহর্ষং জীবন্মুক্তাঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র ॥২১৫॥

দয়ন্তেষাং ক্ষয়াৎ। চেদিপতিঃ শিশুপালঃ ॥২১০। অতন্দ্রিতঃ নামোচ্চারণাদাবনলসঃ সন্। ততশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা ॥ ২১১ ॥ শুদ্ধঃ পরদাররতত্বাদিপাপাৎ পবিত্রঃ সন্ ॥২১২॥ বিশেষেণ শুদ্ধাঃ সবাসনসর্ব্বপাপতঃ পবিত্রাঃ। শুদ্ধা নিষ্পাপাস্তু মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি। পাপিনাং বিলম্বেন মোক্ষঃ সুকৃতিনাঞ্চ সদ্য এবেতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ কিং প্রাপ্নুবন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ শুদ্ধা ইতি অনুবাদমাত্রম্ ॥ ২১৩ ॥ প্রাণস্য প্রয়াণে পাথেয়ং পথি ভক্ষ্যসম্বলং পরলোকে সহায়মিত্যর্থঃ। সংসাররূপস্য ব্যাধের্ভেষজং নাশকং মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ। ইহলোকে চ দুঃখশোকাভ্যাং পরিত্রাণং যস্মাত্তৎ। যদ্বা তয়োঃ পরিত্রাণরূপমেব। যদ্বা ভগবদপ্রাপ্ত্যা যৌ দুঃখশোকৌ তাভ্যাং পরিত্রাণং যস্মাদিতি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্। যদ্বা কিং বহুনোক্তেন ঐহিকামুষ্মিকাশেষদুঃখশোকপরিত্রাণমেবেত্যুপসংহারঃ। বিষ্ণুধর্ম্মে চ প্রাণকান্তারপাথেয়মিতি শ্রীপ্রহ্লাদেনোক্তম্। অর্থঃ স এব ॥ ১৪॥ কিং বক্তব্যং দেহান্তে মুক্তিং দদাতীতি দেহে সত্যপি সদ্যো দদাতীতি লিখতি

পদ্মপুরাণে দেবহূতির স্তবে প্রকাশিত হইয়াছে;—যিনি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ততঃ একবার মাত্র নারায়ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনি নির্ম্মলচিত্ত হইয়া নির্ব্বাণ-পদবী অধিকার করিয়া থাকেন। ২১১।

মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে;—যে ব্যক্তি পরদারনিরত, বা পরাপকারসাধক, সে ব্যক্তি হরিনাম কীর্ত্তনে পূতচিত্ত হইয়া মুক্তিপদ পাইয়া থাকে। ২১২। বৈশম্পায়ন-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে;—যে ব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, সকল পাপানুরক্ত, বিষ্ণুনাম কীর্ত্তনে সে ব্যক্তিও যে মুক্ত হইয়া থাকে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বৃহন্নারদীয় পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে;—ভগবানের নাম যে কোনও প্রকারে কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে, পাপী লোকে পাপমুক্ত হইয়া, মোক্ষপদ অধিকার করে। ২১৩। ভারতবিভাগে উল্লেখ হইয়াছে;—হরি এই দুইটী অক্ষর প্রাণপ্রয়াণপথের পাথেয়, ভবরোগের ঔষধ এবং দুঃখশোকনিবৃত্তির উপায়। ২১৪। নারদ পুরাণে প্রকাশ;

প্রথমস্কন্ধে।—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥২১৬॥

তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তুতৌ।—

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥ ২১৭॥

ষষ্ঠে।—এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্॥২১৮॥

নব্যমিত্যাদিনা। নব্যং নব্যং প্রতিক্ষণনূতনমিত্যর্থঃ অনেন মাধুরীবিশেষো দর্শিতঃ। তমেবাহ গেয়ানাং গানযোগ্যানাং, যদ্বা গেয়ং পরমশ্লাঘ্যং যৎ পীযূষং মধুররসবিশেষস্তেন পুষ্টম্। এবম্ভূতং মুরারের্যৎ নামধেয়ম্ এতৎ য গায়ন্তি তে জীবন্মুক্তা এব। যদ্যপীতি পাঠে যদ্যপি গেয়পীযূষপুষ্টং পরমমাদকমিত্যর্থ ইতি জীবন্মুক্ততাবিরোধিচিত্তক্ষোভহেতুতোক্তা তথাপি জীবন্মুক্তা এব তেনৈব স্বতঃ সংসারবিস্মরণাৎ॥ ২১৫॥ সংসৃতিম্ আপন্নঃ প্রাপ্তঃ বিবশোঽপি। ততঃ সংসৃতেঃ। গৃণন্নেব সদ্যো বিমুচ্যেত ইতি জীবন্মুক্ততোক্তা অত্র হেতুঃ যৎ যতো নাম্নঃ ভয়মপি স্বয়ং বিভেতি॥ ২১৬॥ অবতারাদীনাং বিড়ম্বনমনুকরণমবলম্বনং বাস্তি যেষু। তত্রাবতারবিড়ম্বনানি দেবকীনন্দন ইত্যাদীনি। গুণবিড়ম্বনানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণঃ কংসনিসূদন ইত্যাদীনি। অসুবিগমেঽপি বিবশা অপি গৃণন্তি উচ্চারয়ন্তি কেবলম্। শমলং পাপম্। অপাবৃতং নিরস্তাবরণম্ ঋতং ব্রহ্ম সহসা সদ্য এব প্রাপ্নুবন্তি জীবন্মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ২১৭॥

ভগবতো গুণানাং নাম্নাঞ্চ যদ্বা গুণকর্ম্মসম্বন্ধিনাং বিচিত্রাণাং নাম্নাং বহূনাং সম্যক্ কীর্ত্তনং পুংসাম্ অঘনির্হরণায় পাপক্ষয়মাত্রায় ভবতীতি যৎ এতাবতা উক্তেন অলং প্রয়োজনং নাস্তি। কুতঃ অজামিলো মহাপাতক্যপি নারায়ণেত্যেব বিক্রুশ্য ন ত্ববতারসম্বন্ধিগুণকর্ম্মমাধুরীবিশিষ্টং নামবিশেষং সম্যক্ কীর্ত্তয়িত্বা। তত্র চ পুত্রং বিক্রুশ্য ন তু হরিম্। অঘবান্ অশুচিরপি অকৃতপ্রায়শ্চিত্তোঽপীতি বা ম্রিয়মাণ অস্বস্থচিত্তোঽপি মুক্তিমবাপ। ন ত্বঘনির্হরণমাত্রং তদানীমজামি-

---

—মুরারির যে সকল নাম প্রতিক্ষণেই নূতনত্ব নিবন্ধন মাধুর্য্য প্রকাশ করে, যে নাম সকল গীতযোগ্য গাথাদির শ্লাঘ্যতর মধুররসপূর্ণ, যাঁহারা লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক সানন্দে এই নাম গান করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে জীবন্মুক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ২১৫। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে প্রকাশ;—ঘোর সংসারী ব্যক্তি বিবশ হইয়া, যাঁহার নাম স্মরণে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে, এবং ভয় যাঁহার নাম-রবে আপনিই ভীত হইয়া থাকে। ২১৬। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মার স্তুতিতে বর্ণিত হইয়াছে;—যদি লোকে প্রাণ-প্রয়াণ-কালে বিবশ হইয়া আপনার অবতার গুণ ও কর্ম্ম ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া দেবকীনন্দন, ভক্তবৎসল, গোবর্দ্ধনধারী প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলেও বহুজন্মার্জ্জিত পাপরাশি পরিত্যাগ করিয়া, নিরস্তাবরণ সত্য জ্যোতিঃ—আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব হে পরমব্রহ্ম! আপনার শরণাপন্ন হইলাম।২১৭। ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে;—(যাহা হউক,) ভগবানের গুণ, কর্ম্ম

উক্তঞ্চ লৈঙ্গে শ্রীনারদং প্রতি শ্রীশিবেন।—

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে। নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনং।
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ ॥২১৯॥

নারদীয়ে শ্রীব্রহ্মণা।—

ব্রাহ্মণঃ শ্বপচীং ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাম্। অশ্নাতি সুরয়া পক্বং মরণে হরিমুচ্চরন্।
অভক্ষ্যাগম্যয়োর্জ্জাতং বিহায়াঘৌঘসঞ্চয়ম্। প্রযাতি বিষ্ণুসালোক্যং বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ॥২২০

বৃহন্নারদীয়ে শুক্রং প্রতি শ্রীবলিনা। -

জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥২২১॥

পাদ্মে।— যত্র তত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে অম্বরীষং প্রতি নারদেন।—

তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রং গোবিন্দগেহে গমনায় পত্রম্।
তদেব লোকে সুকৃতৈকসত্রং যদুচ্যতে কেশবনামমাত্রম্॥ ২২২॥

নস্ত বর্ত্তমানত্বেন জীবন্মুক্তৈব সিদ্ধা। অতো নামাভাসেনাপি যথাকথাঞ্চিজ্জাতেন মুক্তিরপি স্যাৎ কিমুত পাপক্ষয় ইতি ভাবঃ॥ ২১৮॥ হেলয়াপি কৃত্বা স্বরূপতাং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নোতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। ভক্তিযুক্তস্তু সন্ নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা পরং পরমেশ্বরং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথং যদ্বা উৎকৃষ্টপদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং ব্রজেৎ॥ ২১৯॥ মরণেঽপি ভববন্ধনৈঃ দুষ্পরিহরসংসারদুঃখৈঃ বিশেষেণ মুক্তঃ সন্॥ ২২০॥ পুনরাবৃত্তিদুর্লভং অপুনরাবৃত্তিকমিত্যর্থঃ॥ ২২১॥ গোবিন্দগেহে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে

ও নাম কীর্ত্তন দ্বারা পাপীর পাপক্ষয় হইয়া থাকে এ কথারই বা প্রয়োজন কি? কারণ মহাপাতকী অজামিল যখন প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ম্রিয়মাণ অবস্থায় আপনার পুত্র নারায়ণকে ডাকিয়া, মুক্তিলাভ করিয়াছে, তখন পাপক্ষালনের কথা আর কি বলিব?। ২১৮।

বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব।—লিঙ্গপুরাণে নারদের প্রতি শিববাক্যে উক্ত হইয়াছে, যখন লোকে গমন, অবস্থান, শয়ন, ভোজন, শ্বাস ক্ষেপণ ও বাক্যপূরণে অবহেলা ক্রমে কলিমর্দ্দন হরিনাম করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন ভক্তে ভক্তিভরে ডাকিলে যে পরম ধামে তাহার গতি হইবে, তাহা কি আর বলিবার কথা? ২১৯। নারদপুরাণে ব্রহ্মার উক্তিতে প্রকাশ;—যদি ব্রাহ্মণে রজস্বলা চণ্ডালী গমন ও সুরাসিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়াও মৃত্যুকালে একবারমাত্র হরিনাম করে, তাহা হইলে অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যা গমন প্রভৃতি সঞ্চিত উৎকট পাপভার ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২২০। বৃহন্নারদীয় পুরাণে শুক্রের প্রতি বলির উক্তিতে প্রকাশ; - যাঁহার রসনাগ্রে হরিনামের দুইটী অক্ষর বিরাজমান থাকে, তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না। ২২১। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে;—লোকে যদি যেখানে সেখানে থাকিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাপ গত হইয়া পরমগতি লাভ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

এবং সংগ্রহণীপুত্রাভিধানব্যাজতো হরিম্। সমুচ্চার্য্যান্তকালেঽগাদ্ধাম তৎ পরমং হরেঃ॥ ২২৩॥

নারায়ণমিতি ব্যাজাদুচ্চার্য্য কলুষাশ্রয়ঃ। অজামিলোঽপ্যগদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥২২৪

ষষ্ঠস্কন্ধে।—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥২২৫॥

বামনে।—

যে কীর্ত্তয়ন্তি বরদং বরপদ্মনাভং শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিহস্তম্।
পদ্মালয়াবদনপঙ্কজষট্‌পদাক্ষং নূনং প্রযান্তি সদনং মধুঘাতিনস্তে॥

আঙ্গিরসপুরাণে।—

বাসুদেবেতি মনুজ উচ্চার্য্য ভবভীতিতঃ। তন্মুক্তঃ পদমাপ্নোতি বিষ্ণোরেব ন সংশয়ঃ॥২২৬॥

নন্দিপুরাণে।—

সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্। নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥

বিশেষতঃ কলৌ দ্বাদশস্কন্ধে।—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥২২৭॥

গমনার্থং পত্রং বাহনং সহায়মিত্যর্থঃ। সুকৃতস্য একং সত্রং স্থানম্॥ ২২২॥ এবমুক্তপ্রকারেণেতি তত্রাপি শ্রীভাগবতবদজামিলোপাখ্যানস্যোপসংহারে প্রোক্তত্বাৎ। সংগ্রহণী কামক্ষোভেণ সংগৃহীতা বেশ্যা তস্যাং যো নারায়ণসংজ্ঞঃ পুত্রঃ তস্যাভিধানম্ আহ্বানং তদ্ব্যাজেন অন্তকালেঽপি। তৎ অনির্ব্বচনীয়ম্॥ ২২৩॥ কলুষাণাং সর্ব্বপাপানামাশ্রয়োঽপি॥ ২২৪॥ ধাম হরেঃ॥ ২২৫॥ তৎ নাম ধামবিশেষণং বা॥ ২২৬॥ সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়াম্। সর্ব্বত্রেতি বা পাঠঃ।

ঐ পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে অম্বরীষ প্রতি নারদবাক্যে প্রকাশ;—কেশবের একমাত্র নামোচ্চারণই পুণ্যজনক, পরম পবিত্র, বৈকুণ্ঠগমনের সহায় এবং সংসারে সুকৃতীর পরম স্থান। ২২২। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে; এইরূপে দুরাচার অজামিল বেশ্যাপুত্রের নামচ্ছলে মৃত্যুসময়ে হরিনাম করিয়া, তাঁহার প্রসিদ্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২২৩। ঘোর পাপী অজামিলও যখন পুত্রচ্ছলে নারায়ণকে ডাকিয়া, বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছিল, তখন শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে যে কি ফল হইবে, তাহা কি আর বলিতে হইবে ? । ২২৪। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে লিখিত আছে;—মুমূর্ষু-সময়ে পুত্রের নামে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া, অজামিলের যখন উদ্ধার ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটিল, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম লইলে যে পাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধাম লাভ হইবে, ইহা বিচিত্র কি ! । ২২৫। বামন পুরাণে লিখিত আছে;—বরদাতা, পদ্মনাভ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শর, চাপ ও অসিধারী, কমলার বদনকমলের ভ্রমরতুল্যচক্ষু হরির নাম কীর্ত্তনে যাহারা রত, তাহারা নিশ্চয়ই মধুসূদনের সদনে গমন করিয়া থাকে। আঙ্গিরস পুরাণে উল্লেখ আছে;—লোকে বাসুদেব এই নাম কীর্ত্তন করিলেই ভবভয় হইতে মুক্ত হইয়া, নিশ্চয়ই বিষ্ণুপদ অধিকার

গারুড়ে অম্বরীষং প্রতি শ্রীশুকেন।—

যদীচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্যৎ পরমং পদম্। তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥২২৮॥

শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বম্।

বারাহে।— বাসুদেবস্য সংকীর্ত্ত্যা সুরাপো ব্যাধিতোঽপি বা।
মুক্তো জায়েত নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥ ২২৯ ॥

বৃহন্নারদীয়ে।—

নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু। করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু। যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥২৩০॥

অথ শ্রীভগবদ্বশীকারিত্বম্।

মহাভারতে শ্রীভগবদ্বাক্যম্।—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি। যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে।—

গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মম সন্নিধৌ। ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন॥
গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ। তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ॥ ২৩১॥

পরং বৈকুণ্ঠলোকম্॥ ২২৭॥ পরম্ উৎকৃষ্টং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদিবিষয়কং জ্ঞানম্॥ ২২৮॥ ব্যাধিতো রোগী॥ ২২৯॥ ক্ষুত্তৃড়াদিষ্বপি যঃ করোতি। যদ্যপি ক্ষুত্তৃড়াদিভির্ব্বৈকল্যে সতি নাম-সঙ্কীর্ত্তনমত্যন্তাভ্যাসবলাদেব জায়তে, অতস্তত্র তস্য প্রাশস্ত্যং সদা নামপরত্বং চোক্তং স্যাৎ,

---

করিয়া থাকে। ২২৬। নন্দিপুরাণে বর্ণনা এই;—সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে যাহারা মহাপাতকের অনুষ্ঠান করে, নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাহারা বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২২৭।

বিশেষতঃ কলিযুগে দ্বাদশস্কন্ধে প্রকাশ;—হে নৃপতে! কলির নিখিল দোষ সত্ত্বেও এই একটী গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে, বন্ধনমুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। গরুড়পুরাণে অম্বরীষ প্রতি শুকবাক্যে বর্ণনা;—হে রাজেন্দ্র! যদি তুমি পরম জ্ঞান এবং তাহা হইতে পরম পদ পাইবার কামনা কর, তাহা হইলে পরম-সাদরে গোবিন্দনাম কীর্ত্তন করিতে থাক। ২২৮।

শ্রীভগবৎপ্রীণনত্ব। বরাহপুরাণে লিখিত আছে;—কি সুরাপায়ী, কি ব্যাধিগ্রস্ত, যে ব্যক্তিই হউক না কেন, বাসুদেবের নাম কীর্ত্তন করিলেই সে ব্যক্তি নিত্য মুক্ত হইয়া থাকে; (অন্য কথা কি,) মহাবিষ্ণু তাহার প্রতি রুষ্ট হন না। ২২৯। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে;—হে বিপ্রগণ! ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদি বিষয়ে যাহারা নিরন্তর হরির নাম কীর্ত্তন করে, কমলাপতি তাহাদের প্রতি প্রীত হইয়া মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে;—হে মহাভাগ! ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং প্রস্খলনাদি বিষয়ে যাহারা হরির নাম কীর্ত্তন করে, হৃষীকেশ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ২৩০।

এবং শ্রুত্বা চ মম নামানীত্যাদি।

বিষ্ণুধর্ম্মে প্রহ্লাদেন।—

জিতস্তেন জিতস্তেন জিতস্তেনেতি নিশ্চিতম্। জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥২৩২॥

স্বতঃপরমপুরুষার্থত্বম্।

স্কান্দে কাশীখণ্ডে পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে।—

ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জ্জনম্। জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্যদ্দামোদরকীর্ত্তনম্ ॥ ২৩৩ ॥

প্রভাসখণ্ডে।—মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ ২৩৪ ॥

তথাপি বিবশত্বমাত্রবিবক্ষয়া ক্ষুত্তৃড়াদিবিত্যুক্তম্ ইতি জ্ঞেয়ম্। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্ ॥ ২৩০ ॥ দূরবাসিনং দূরে বসন্তমপি। অতঃ সাক্ষাদিব সম্বোধনং ন ঘটতে। তথাপি হে গোবিন্দেতি চুক্রোশ আকারয়ামাস যৎ এতৎ মম ঋণং প্রবৃদ্ধং তস্যাঃ পরমবশ্যোঽস্মীত্যর্থঃ পরমার্ত্ত্যা কীর্ত্তনাৎ। অতঃ হৃদয়ান্নাপসর্পতি সদা তদেব বিচারয়ামি ইত্যর্থঃ। তেষাং তৈর্জ্জনার্দ্দনোঽহং জনৈর্জ্জীবৈঃ সর্ব্বৈঃ সেবিতুম্ অর্দ্দ্যতে যাচ্যতে ন তু প্রাপ্যতে তাদৃশোঽপ্যহম্ পরিক্রীতঃ সর্ব্বতোভাবেন বশীকৃতোঽহম্ ॥ ২৩১ ॥ তেন জিতং ভগবান্ বশীকৃত ইত্যর্থঃ। মুহুরুক্তির্ভক্তিবিশেষোদয়াৎ ॥২৩২॥ মাঙ্গল্যং মঙ্গলসমূহঃ সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মফলং বা। ধনস্য পুরুষার্থত্বেন ধনার্জ্জনস্যাপি পুরুষার্থতয়া তৎস্বরূপস্য নামকীর্ত্তনস্যাপি স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বং সিদ্ধমেব। যদ্বা প্রেমলক্ষণং ধনমত্র জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৩৩ ॥ এতৎ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণেতি নাম কৃষ্ণস্য নামেতি বা মধুরাদপি মধুরম্। চিৎ

অতঃপর ভগবানের বশীকারিত্ব।—মহাভারতে ভগবানের বাক্যে প্রকাশ;—দূরদেশস্থিত দ্রৌপদী বিপদে পড়িয়া আমাকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন,সেই ঋণ আমার বৃদ্ধি পাইয়াছে, * ইহা কোনও ক্রমে হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না। আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে লিখিত আছে,—হে অর্জ্জুন! আমি সত্য বলিতেছি, যাহারা আমার নাম গান করিয়া, আমার সমক্ষে নৃত্য করিয়া থাকে, আমি তাহাদের ক্রীত হইয়া থাকি। যাহারা আমার সমক্ষে আমার নাম গানে রোদন করিয়া থাকে, জনার্দ্দন অন্য কাহারও ক্রীত না হইয়া, তাহাদেরই ক্রীত—বাধ্য হইয়া থাকেন। ২৩১। এই প্রকার আমার নামসমূহ শ্রবণ করিয়া ইত্যাদি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রহ্লাদবাক্যে প্রকাশ;—যাঁহার রসনায় হরি এই দুইটী বর্ণ বিরাজমান, সে ব্যক্তি ভগবান্‌কে নিশ্চয়ই বশীভূত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বশীভূত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বশীভূত করিয়াছেন †। ২৩২।

ভগবানের স্বতই পরমপুরুষার্থত্ব। স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে ও কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে;—দামোদরের নাম কীর্ত্তনই সকল মঙ্গলানুষ্ঠানের ফল,ইহাই ধর্ম্মোপার্জ্জনের উপায়,

---

* তাৎপর্য্য ;—ভক্তের একান্তভাবে আকর্ষণও ভগবানের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য।

† বশীভূত করিয়াছেন, একথা একবার বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইত, কিন্তু তিনবার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিসত্য করিয়া বলা হইয়াছে সুতরাং ইহা দ্বারা উক্তির দৃঢ়তা ও অব্যর্থতা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিষ্ণুরহস্যে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

এতদেব পরং জ্ঞানমেতদেব পরং তপঃ। এতদেব পরং তত্ত্বং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্॥ ২৩৫॥

ভক্তিপ্রকারেষু শ্রৈষ্ঠ্যম্।

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ শ্রীশিবোমাসংবাদে।—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে। ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্॥২৩৬॥

অন্যত্র চ।—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥ ২৩৭॥

চৈতন্যং ব্রহ্ম তৎস্বরূপম্ ইতি পরমফলরূপতোক্তা। অতো যথাকথঞ্চিৎ সকৃৎ তৎকীর্ত্তনাদপ্যানুষঙ্গিকত্বেন সর্ব্বস্যাপি মোক্ষো ভবদেবেত্যাহ সকৃদপীতি। পরীত্যর্দ্ধে অব্যক্তমসম্পূর্ণমুচ্চারিতমপীত্যর্থঃ। হেলয়াপি বা। হে ভৃগুবর॥ ২৩৪॥

তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যং সমাধিরিত্যর্থঃ। তত্ত্বং বস্তু। এবং সাধ্যানাং পরমজ্ঞানাদীনাং তাদাত্ম্যোক্ত্যা নামকীর্ত্তনস্য পরমফলতা সিদ্ধৈব॥ ২৩৫॥ ইত্থং নামকীর্ত্তনস্য পরমসাধনত্বং সাধ্যত্বঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং স্বতঃপরমপুরুষার্থরূপাণাং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিভক্তিপ্রকারাণামপি মধ্যে শ্রীমন্নামকীর্ত্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং লিখন্ তত্রাদৌ তেষ্বেব পরমশ্রেষ্ঠত্বেন শ্রীমুক্তাফলাদিগ্রন্থকারাণাং সম্মতাৎ স্মরণাদপি শ্রৈষ্ঠ্যং লিখতি অঘেতি। বিষ্ণোঃ স্মরণম্ অঘং সংসারদুঃখং তন্মূলং পাপং বা ছিনত্তীতি অঘচ্ছিদ্ভবত্যেব। কিন্তু বহুলায়াসেনৈব তৎ সাধ্যতে মনসো দুর্নিগ্রহত্বেন স্মরণস্য দুষ্করত্বাৎ। কীর্ত্তনন্তু ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণাঘচ্ছিৎ অতস্ততস্তস্মাৎ স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং শ্রেষ্ঠম্। যদ্বা ততঃ স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠমেব মনঃশ্রবণবাগিন্দ্রিয়াদিব্যাপ্যসুখবিশেষস্যাপাদনাৎ। তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিবৃতমস্তি॥ ২৩৬॥ অধুনা স্মরণাদীনামপি পূজাঙ্গত্বাৎ পূজায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যমভিপ্রেত্য তস্যা অপি সকাশান্নামসঙ্কীর্ত্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং লিখতি যেনেতি। সমর্চ্চিতঃ সম্যক্ পূজিতঃ॥ ২৩৭॥

এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয়তা। ২৩৩। প্রভাস খণ্ডের বর্ণনা এই;—হে ভৃগুবর! ভগবানের নাম, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল মধুরের মধুর, সকল নিগমলতার সুন্দর ফল; অধিক কি বলিব, ইহা চৈতন্যস্বরূপ; যদি হেলা, বা শ্রদ্ধাক্রমে এই নাম কীর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে উহা কীর্ত্তনকারী নরকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ২৩৪। বিষ্ণুরহস্যে এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে; ভগবানের নামকীর্ত্তনই পরম জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ তপস্যা এবং ইহাই পরম তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।২৩৫।

অতঃপর ভগবন্নাম, ভক্তির প্রকারসমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবচিন্তামণিতে শিবপার্ব্বতীসংবাদে বর্ণনা এই যে;—বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিলে বিপুল আয়াসে সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু সংকীর্ত্তনে ওষ্ঠ মাত্র স্পন্দিত হইলে, ভবভয় প্রশমিত হয়, এই জন্য নাম স্মরণ অপেক্ষা কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই শ্রেষ্ঠ।২৩৬। অন্যত্র বর্ণিত আছে;—হে নৃপতে! যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে বাসুদেবের সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়াছেন, তন্মুখে মুকুন্দনামসমূহ চিরবিরাজমান থাকে।২৩৭।

বিশেষতঃ কলৌ বিষ্ণুরহস্যে।—যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ॥২৩৮॥

বিষ্ণুপুরাণে।—ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥ ২৩৯॥

দ্বাদশস্কন্ধে চ।—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥২৪০॥

কৃতে সত্যযুগে ইতি তদানীং বিশুদ্ধাশেষদ্রব্যাদিসামগ্রীসংসিদ্ধেঃ। তত্র চ ক্রতুশতৈরিত্যর্থঃ। তত্রাপি ভক্ত্যা অভ্যর্চ্চ্য অভিতঃ পূজয়িত্বা। যদ্বা অভ্যর্চ্চ্যেতি পূজায়া যৎ ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, অনন্যয়া ভক্ত্যা শ্রবণস্মরণভক্তিপ্রকারেণ চ যৎ, যজ্ঞশতৈরপি যৎ, তদ্গোবিন্দেতি কীর্ত্তনাৎ অবিকলং সম্পূর্ণং সকলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তত্র চ কলাবিত্যত্রেদং নিগূঢ়তত্ত্বং স্থানেষ্বিতি শ্রীমথুরাদিস্থানবৎ কালেষু চ মধ্যে যথা শ্রীকার্ত্তিকাদয়স্ত্রয়ো মাসাঃ যথা চ তিথিষু একাদশ্যাদয়ঃ তথা যুগেষু মধ্যে কলিযুগং শ্রীভগবৎপ্রিয়ং তত্র চ যথা কার্ত্তিকাদিমাসেষু একাদশ্যাদিষু চ স্বল্পমপি কৃতং কর্ম্ম বহুলফলং ভবতি তথা কলাবপি। এবমন্যযুগাপেক্ষয়া তস্য শ্রেষ্ঠত্বেন তত্রকৃতকর্ম্মণাং বিশেষতো ভগবদ্ভজনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং যুক্তমেবেতি। অনেনৈবাভিপ্রায়েণোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীব্যাসদেবেন কলির্ধন্য ইতি দ্বাদশস্কন্ধে চ শ্রীব্যাসনন্দনেন গুণজ্ঞা ইত্যাদি। প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূতেন কুশলান্যাশু সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যদিতি একাদশস্কন্ধে চ শ্রীকরভাজনেন কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণা ইত্যাদি। অতএবাস্মিন্ যুগশ্রেষ্ঠে নিজৈশ্বর্য্যবিশেষপ্রকটনামরূপো ভগবতো মুখ্যাবতারঃ। অতোঽস্য কলৌ মাহাত্ম্যবিশেষো যুক্ত এব। যে চ তত্র পাপোপদ্রবাদিকা বিবিধধর্ম্মাদিবিঘ্নাঃ শ্রূয়ন্তে, যেভ্যো বহির্দৃষ্ট্যা কলের্নিন্দাদিকং কথ্যতে, তে তু শ্রীমথুরাদিপুরপালকাঃ শ্রীরুদ্রগণাদয়ো দৈত্যরাক্ষসা অপি যথা শ্রূয়ন্তে, তথৈব জ্ঞেয়াঃ। ইত্থমেব মাহাত্ম্যবিশেষোঽপি সুসিধ্যেৎ সর্ব্বং চাবিরুদ্ধং স্যাদিতি দিক্॥২৩৮॥ কৃতযুগে পরমশুদ্ধচিত্ততয়া ধ্যানস্য ত্রেতায়াঞ্চ সর্ব্বদেবপ্রবৃত্ত্যা যজ্ঞানাং দ্বাপরে চ শ্রীমূর্ত্তিপূজাবিশেষপ্রবৃত্ত্যার্চ্চনস্য শ্রৈষ্ঠ্যমপেক্ষ্য তত্তত্র পৃথক্ পৃথগুক্তম্। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। তচ্চ সর্ব্বং সমুচ্চিতং কলৌ শ্রীকেশবনামকীর্ত্তনান্তর্ভূতমেবেতি সুখমাপ্নোতীত্যর্থঃ। সঙ্কীর্ত্ত্য সম্যক্ উচ্চৈরুচ্চার্য্যেতি সদ্যঃ স্বপরানন্দবিশেষার্থমুক্তম্। তেন চ মাহাত্ম্যবিশেষ এব সম্পদ্যতে ॥২৩৯॥ বিষ্ণুং ধ্যায়ত ইতি বিষ্ণুধ্যানকর্ত্তুর্জনস্য যৎ ফলং স্যাদিতি কালত্রয়সম্বন্ধ্যশেষসৎকর্ম্ম-

---

বিশেষতঃ কলিযুগে বিষ্ণুরহস্যে বর্ণিত আছে ;—সত্যযুগে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানেও ভক্তিভাবে হরির অর্চ্চনায় যে ফল পাওয়া যাইত, কলিযুগে গোবিন্দ-নাম-কীর্ত্তনে অবিকল সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ১৩৮। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—সত্যকালে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞসাধন, দ্বাপরে জগৎপূজ্য হরির অর্চ্চনায় যে ফল লাভ হয়, কলিতে কেশবের নাম কীর্ত্তনে তাহাই লাভ হইয়া থাকে। ২৩৯।

দ্বাদশ স্কন্ধে প্রকাশ ;—সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যে

একাদশে।—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥২৪১॥

স্কান্দে চ।—মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনম্।

বৃহন্নারদীয়ে নারদেনোক্তম্।—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

অতএবোক্তম্।—

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকম্। ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ ॥২৪২॥

ফলমভিপ্রেতম্। এবমগ্রেঽপি। এতেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচনাদস্য বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ পুরাণগুহ্যত্বাৎ। পরিচর্য্যায়াং পূজায়াং বর্ত্তমানস্য জনস্য ॥ হরের্ভগবতঃ হরীত্যক্ষরদ্বয়স্য বা কীর্ত্তনমাত্রেণ তৎ সর্ব্বং কলৌ ভবতীতি ॥ ২৪০ ॥

ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণম্ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিতি রূক্ষতাং ব্যাবর্ত্তয়তি। যদ্বা ত্বিষা বিশিষ্টং কৃষ্ণমিতি শ্রীকৃষ্ণাবতারস্য তত্র প্রাধান্যং দর্শয়তি। অঙ্গানি হৃদয়াদীনি উপাঙ্গানি কৌস্তুভাদীনি অস্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি পার্ষদাঃ সুনন্দাদয়ঃ তৎসহিতম্। একান্তিপক্ষে উপাঙ্গানি বেণ্বাদীনি অস্ত্রাণি যষ্ট্যাদীনি পার্ষদাঃ শ্রীদামাদয়ঃ ইতি পূর্ব্ববৎ বিজ্ঞেয়ম্। যজ্ঞৈঃ অর্চ্চনৈঃ। সঙ্কীর্ত্তনং নামোচ্চারণং গীতং স্তুতিশ্চ নামময়ী তৎপ্রধানৈঃ। সুমেধসঃ বিবেকিনঃ। এবমপি কলৌ পূজাতঃ শ্রীমন্নামসঙ্কীর্ত্তনস্য মাহাত্ম্যমেব সিদ্ধং দ্রব্যশুদ্ধ্যাদেরসম্ভবাৎ লিখিতন্যায়েন মাহাত্ম্যবিশেষাচ্চেতি দিক্ ॥ ২৪১ ॥ উপসংহরন্ ফলিতং লিখতি সকৃদিতি ত্রিভিঃ। সহস্রবদনঃ শেষঃ বিধিশ্চ ব্রহ্মা।

ফল লাভ হয়, কলিযুগে হরিনাম কীর্ত্তনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ২৪০। একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে;—যৎকালে ভগবান্ হরি কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণিতুল্য জ্যোতিঃ ধারণ করিয়া সাঙ্গ অর্থাৎ হৃদয়াদি, উপাঙ্গ অর্থাৎ কৌস্তুভাদি, অস্ত্র অর্থাৎ সুদর্শনাদি এবং পার্ষদ অর্থাৎ সুনন্দাদির সহিত অবতীর্ণ হন, তৎকালে বিবেকী পুরুষেরা কীর্ত্তনস্বরূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন*। ২৪১। স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে;—নিতান্ত ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কলিযুগে নিত্যকাল নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে নারদমুখে প্রকাশ;—হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন; এই কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই। অতএব উক্ত হইয়াছে; একবার মাত্র চৈতন্যময় হরির নামোচ্চারণে যে ফল লাভ হয়, সহস্রমুখ অনন্ত ও চতুর্ম্মুখ বিধাতা সে ফল বর্ণনায় সমর্থ হন না †। ২৪২।

---

* "ত্বিষাঽকৃষ্ণং অথবা ত্বিষা কৃষ্ণং" এই দ্বিবিধ প্রয়োগে দ্বিবিধ অর্থ সূচিত হইয়া থাকে। এক অর্থ কান্তি-প্রভাবে ইন্দ্রনীলবর্ণজ্যোতি-বিশিষ্ট, অন্যার্থ কান্তিময় কৃষ্ণ; তাৎপর্য্য—এরূপ পদপ্রয়োগই শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রাধান্যের পরিচায়ক। যাহা হউক, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য, পূজা অপেক্ষা নাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য-গৌরব সামান্য বিষয় নহে।

† এতদ্ব্যতীত অন্য অর্থও হইতে পারে, বিধাতার সহস্রমুখ হইলেও তিনি সে ফল বর্ণনে অক্ষম হইয়া থাকেন।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে রামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীশিবেন।—

রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো দেবি জায়তে। প্রীতির্মে মনসো নিত্যং রামনামবিশঙ্কয়া ॥২৪৩।

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ চ।—ঈশোঽহং সর্ব্বজগতাং নাম্নাং বিষ্ণোর্হি জাপকঃ।

সত্যং সত্যং বদাম্যেষ হরের্নাম গতির্নৃণাম্ ॥ ২৪৪ ॥

আদিপুরাণে চ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে।—

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ। তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম ॥

ন নাম-সদৃশং জ্ঞানং ন নাম-সদৃশং ব্রতম্। ন নাম-সদৃশং ধ্যানং ন নাম-সদৃশং ফলম্ ॥

ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম-সদৃশঃ শমঃ। ন নাম-সদৃশং পুণ্যং ন নাম-সদৃশী গতিঃ ॥

কিঞ্চ।—নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ। নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ ॥

নামৈব পরমা ভক্তি র্নামৈব পরমা মতিঃ। নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।

নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ। নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ॥২৪৫॥

কিঞ্চ।—

নামযুক্তান্ জনান্ দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ। স যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥

তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ। নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৪৬॥

অথ শ্রীভগবন্নামজপস্য স্মরণস্য চ। শ্রবণস্যাপি মাহাত্ম্যমীষদ্দ্যোদ্বিলিখ্যতে ॥ ২৪৭ ॥

যদ্বা সহস্রবদনঃ সন্নপি বিধিঃ॥ ২৪২ ॥ রামনাম্নো বিশঙ্কয়া আশঙ্কয়া নিত্যং মম মনসঃ প্রীতি-রানন্দো জায়তে। সম্পূর্ণনামকীর্ত্তনস্য তু মাহাত্ম্যং কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥২৪৩॥ গতিঃ শরণং ফলং বা মমাপি সেব্যত্বাৎ॥ ২৪৪ ॥ ফলং স্বর্গাদি। গতিরাশ্রয়ঃ। স্থিতির্নিষ্ঠা। পরমারাধ্যো জনো নামৈব॥ ২৪৫ ॥ বিষ্ণুনা ময়ৈব॥ ২৪৬ ॥ এবং নাম্নাং কীর্ত্তনমাহাত্ম্যং লিখিত্বা জপাদি-

---

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে রামের অষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্রে শিবের উক্তিতে প্রকাশ ;—হে দেবি! (সম্পূর্ণ নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য আর কি বলিব!) যে সকল নামের আদিতে রকার প্রয়োগ আছে, তাহা শ্রবণ করিয়া রামনামের আশঙ্কায় নিত্যকাল আমার মনে আনন্দোদয় হইয়া থাকে। ২৪৩। বৈষ্ণবচিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে,—আমি সতত বিষ্ণুর নামসমূহ জপ করিয়া নিখিল জগতের অধীশ্বর হইয়াছি ; আমি বারংবার সত্য করিয়া বলিতেছি, হরিনামই মনুষ্যদিগের একমাত্র গতি। ২৪৪। আদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে ;—হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধা বা অবহেলাক্রমে যাহারা আমার নাম জপ করে, সর্ব্বদা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে তাহাদের নাম জাগরিত থাকে ; (বলিতে কি,) নামসদৃশ জ্ঞান, নামতুল্য ব্রত, নামতুল্য ধ্যান, নামতুল্য দান, নামতুল্য শান্তি, নামতুল্য পুণ্য এবং নামতুল্য গতি আর নাই। আরও উক্ত হইয়াছে ;—নামই পরম মুক্তি, নামই পরম গতি, নামই পরম শান্তি, নামই পরম স্থিতি, নামই পরম মুক্তি, নামই পরম মতি, নামই পরম প্রীতি, নামই পরম স্মৃতি, নামই জীবের কারণ, নামই প্রভু ; অধিক কি, নামই পরমারাধনার বিষয় এবং নামই পরম গুরু। ২৪৫। আরও বর্ণিত আছে ;—নামকীর্ত্তনকারী লোকদিগকে দেখিয়া যে ব্যক্তি

অথ শ্রীমন্নামজপমাহাত্ম্যম্।

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহুর্যো মাং মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।

জীবন্ জপত্যনুদিনং মরণে ঋণীব পাষাণ-কাষ্ঠ-সদৃশায় দদাম্যভীষ্টম্॥ ২৪৮॥

কাশীখণ্ডে অগ্নিবিন্দুস্তুতৌ।

নারায়ণেতি নরকার্ণবতারণেতি দামোদরেতি মধুহেতি চতুর্ভুজেতি।

বিশ্বম্ভরেতি বিরজেতি জনার্দ্দনেতি ক্বাস্তীহ জন্ম জপতাং ক্ব কৃতান্তভীতিঃ॥ ২৪৯॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে।—

বাসুদেবজপাসক্তানপি পাপকৃতো জনান্। নোপসর্পন্তি বৈ বিপ্রা যমদূতাশ্চ দারুণাঃ॥ ২৫০॥

মাহাত্ম্যলিখনমপি প্রতিজানীতে অথেতি। ঈষদ্ভেদাৎ কীর্ত্তনেন সহ জপাদেরল্পভেদাৎ হেতোর্বিশেষেণ লিখ্যতে। তত্রাগ্রে লেখ্যস্য বাচিকোপাংশুমানসিকভেদেন ত্রিবিধস্য জপস্য মধ্যে ঈষদোষ্ঠচালনেন শনৈরুচ্চারণরূপোপাংশুজপোঽত্র গ্রাহ্যঃ, বাচিকস্য কীর্ত্তনান্তর্গতত্বাৎ মানসিকস্য চ স্মরণাত্মকত্বাৎ। ক্বচিচ্চ নাম্নঃ স্মরণং শনৈরীষদুচ্চারণং জ্ঞেয়ম্। তচ্চাগ্রে জন্মাষ্টমীব্রতবিধ্যন্তরকথনে ব্যক্তং ভাবি॥ ২৪৭॥ ঋণীবেতি। হা হন্ত অমুকস্য ঋণং ধারয়ামি, ন হি শোধিতবানস্মীতি যথা নিত্যমৃণদাতুর্নাম জীবনসময়ে মরণে চ জপতি, তথা জীবন্ সন্ মরণে ম্রিয়মাণশ্চ সন্ যো জপতি তস্মৈ পাষাণকাষ্ঠসদৃশায় পরমনীরসহৃদয়ায়াপি জ্ঞানাদিরাহিত্যেনাচেতনতুল্যায়াপি বা অভীষ্টং তস্য মম বা পরমপ্রিয়ং বস্তু দদামি, যদ্বা মরণে দেহান্তে সতি দদামি ঋণী তস্য বশ্যতাং প্রাপ্তঃ সন। ইবেতি লোকোক্তরীত্যা। যদ্বা। সকৃন্নামৈককীর্ত্তনেনাপি পাষাণাদিসদৃশায়াভীষ্টং দদামি যোঽহং সোঽহং নিত্যং জীবনে মরণে চ বহুবিধনামজপেন ঋণীব ভবামি। অন্যৎ সমানম্॥ ২৪৮॥ নারায়ণেত্যাদি জপতাং জনানাং জন্ম কাস্তি, অপি তু ন কুত্রাপি, মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব কৃতান্তাৎ যমাৎ কালাৎ বা ভীতিঃ ক্ব, অপি তু ন কুত্রাপ্যস্তীত্যর্থঃ। অত্র বিগতং রজো যস্মাদিতি তৎসম্বোধনং হে বিরজঃ। সন্ধিরার্ষঃ।

আনন্দিত হয়, সে ব্যক্তি পরম পদ লাভ করিয়া, বিষ্ণুর সহিত আনন্দোপভোগ করে। হে কৌন্তেয়! এই জন্য বলি, তুমি একাগ্রচিত্তে নাম ভজনা করিতে থাক; কারণ, নামকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি আমার প্রিয়, হে অর্জ্জুন! তোমাকে বলি, তুমি সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন কর। ২৪৬। অনন্তর ভগবানের নাম জপ, তাঁহার নাম স্মরণ ও শ্রবণাদির মাহাত্ম্যসম্বন্ধে যে ভিন্নতা আছে, তাহাও লিখিত হইতেছে। ২৪৭।

অতঃপর নামজপমাহাত্ম্য। বিষ্ণুরহস্যে শ্রীভগবানের উক্তিতে প্রকাশ;—আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সত্য করিয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তি জীবিতকালে হে মুকুন্দ! হে নৃসিংহ! হে জনার্দ্দন! এই বলিয়া নিরন্তর আমার নাম জপ করে, অন্য কথা কি, জপকারী ব্যক্তি যদি কাষ্ঠ বা পাষাণ সদৃশ নীরসহৃদয় হয়, তাহা হইলেও আমি ঋণীর ন্যায় তাহাকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকি। ২৪৮। কাশীখণ্ডে অগ্নিবিন্দুর স্তবে উক্ত হইয়াছে;—হে নারায়ণ! হে নরকার্ণবতারণ!

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে।—

ক নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্। ক জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমম্॥ ২৫১॥

ইতিহাসোত্তমে।—

স্বপ্নেঽপি নামস্মৃতিরাদিপুংসঃ ক্ষয়ং করোত্যাহিতপাপরাশেঃ।

প্রযত্নতঃ কিং পুনরাদিপুংসঃ প্রকীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য॥ ২৫২॥

লঘুভাগবতে।—

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্। স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে॥

পাদ্মে দেবহূতিস্তুতৌ।—

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নামস্মরণান্নৃণাম্। সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥২৫৩॥

রজশব্দো বা অদন্তঃ॥ ১৪৯॥ বিঘ্নাঃ কামাদয়ঃ ত্রিতাপা বা॥ ২৫০॥ ক-দ্বয়স্য বিরোধোক্ততয়া ভগবন্নামজপস্য স্বর্গপ্রাপ্তিরতিতুচ্ছত্বাৎ ফলং ন স্যাদিত্যভিপ্রেতম্। তর্হি কিন্তস্য ফলং তদাহ। মুক্তের্বীজং কারণম্, অনুত্তমং পরমোৎকৃষ্টমিতি যোগাভ্যাসাদেরপি তস্মান্নিকৃষ্টত্বং সূচিতম্॥ ২৫১॥

আহিতস্য সঞ্চিতস্য পাপরাশেঃ ক্ষয়ং করোতি। প্রযত্নতো নাম্নি সঙ্কীর্ত্তিতে সতি পাপরাশেঃ ক্ষয়ঃ স্যাদিতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ২৫২॥ প্রয়াণে মরণে অপ্রয়াণে জীবনে চ॥ ২৫৩॥

হে দামোদর! হে মধুদৈত্যঘাতিন্! হে চতুর্ভুজ! হে বিশ্বম্ভর! হে বিরজ! হে জনার্দ্দন! এই নামে যাহারা সতত আমায় আহ্বান করিতে থাকে, তাহাদের জন্ম, বা যমভয়ই বা কিরূপে সম্ভবে?। ২৪৯।

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে আলিখিত হইয়াছে;—পাপকারী ব্যক্তিগণ যদি হরিনামজপে একান্ত আসক্তচিত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে কোনও বিঘ্ন অর্থাৎ কামাদি বা ত্রিতাপ, ও ভীষণ কৃতান্ত-কিঙ্করগণ অগ্রসর হইতে পারে না ২৫০। বৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে;—পুনরাবৃত্তিলক্ষণস্বরূপ স্বর্গগমনই বা কোথায়? এবং অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তির কারণ বাসুদেবনামজপই বা কোথায়;—অর্থাৎ এই উভয়ের বিস্তর ভিন্নতা; ফল কথা, ভগবানের নামজপের নিকটে স্বর্গফলও অতি তুচ্ছ বিষয় বটে, কিন্তু ইহা মুক্তির অত্যুত্তম বীজস্বরূপ। ২৫১।

শ্রীমন্নামস্মরণমাহাত্ম্য। ইতিহাসোত্তমে প্রকাশ;—যখন আদি পুরুষ পুরুষোত্তমের নাম স্বপ্নেও স্মরণ হইলে, সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে, তখন যত্নসহকারে জনার্দ্দনের নাম চিন্তা করিলে যে পাপরাশি ক্ষালিত হইবে, একথা কি আর বলিবার প্রয়োজন?।২৫২। লঘু ভাগবতে লিখিত আছে;—হে নৃপ! যাহারা কলিযুগে হরিনাম স্মরণ করে, বা অন্যকে ঐ নাম স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহারা নিশ্চয়ই মনুষ্যসমাজে ভাগ্যবান্ এবং কৃতার্থ। পদ্ম-পুরাণে দেবহূতির স্তুতিতে প্রকাশ;—মরণে বা জীবনে যাঁহার নাম স্মরণ করিলে, মনুষ্যের

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে।—

যন্নামস্মরণাদেব পাপিনামপি সত্বরম্। মুক্তির্ভবতি জন্তূনাং ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—যদনুধ্যানদাবাগ্নিদগ্ধকর্ম্মতৃণঃ পুমান্। বিশুদ্ধঃ পশ্যতি ব্যক্তমব্যক্তমপি কেশবম্॥

তদস্য নাম জীবস্য পতিতস্য ভবাম্বুধৌ। হস্তাবলম্বদানায় প্রবীণো নাপরো হরেঃ॥ ২৫৪॥

জাবালিসংহিতায়াম্।—

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্। কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা॥

অথ শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্যম্।

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদোক্তৌ।—

যন্নামশ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে। পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি খিন্নধীঃ॥

ইতিহাসোত্তমে।— শ্রুতং সঙ্কীর্ত্তিতং বাপি হরেরাশ্চর্য্যকর্ম্মণঃ।

দহত্যেনাংসি সর্ব্বাণি প্রসঙ্গাৎ কিমু ভক্তিতঃ॥২৫৫॥

ষ-স্কন্ধে চিত্রকেতূক্তৌ।—

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলাঘক্ষয়ঃ।

যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ॥ ২৫৬॥

যস্য নাম্নোঽনুধ্যানং চিন্তনমেব দাবাগ্নিস্তেন কৃত্বা দগ্ধানি কর্ম্মাণ্যেব তৃণানি শীঘ্রসমূলসুখদহ্যত্বাৎ যেন সঃ। তন্নাম অস্য সাক্ষান্নিরন্তরদুঃখমনুভবতো ভবাম্বুধৌ পতিতস্য জীবস্য হস্তাবলম্বনদানায় সমুদ্ধরণায় ভবতীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। ব্যক্তাব্যক্তত্বঞ্চ একস্যৈব সগুণনির্গুণত্বাদিনা। তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিবৃতমেবাস্তি। অতঃ হরেরন্যঃ প্রবীণঃ শ্রেষ্ঠো নাস্তি, স এব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ॥ ২৫৪॥ শ্রুতং সঙ্কীর্ত্তিতমিতি ভাবে নিষ্ঠা। হরের্নামাত্মকস্য নামেতি

পাপরাশি সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই চিৎস্বরূপ বাসুদেবকে বন্দনা করি। ৫৩। ঐ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে;—হরির নামোচ্চারণ মাত্রে ঘোর পাতকীদিগেরও ব্রহ্মাদি দেবগণের সুদুর্লভ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে;—যেরূপ অগ্নিসংযোগে তৃণরাশি দগ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ যাঁহার ধ্যানরূপ দাবাগ্নিসংযোগে জীবের কর্ম্মরূপ তৃণসকল দগ্ধ হইয়া, অব্যক্ত কেশবের ব্যক্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন ঘটে, যখন ধ্যানবলে কর্ম্মী জীবের অবস্থা এরূপ দাঁড়ায়, তখন ভগবানের নামই যে, ভবসমুদ্র-নিমগ্ন জনের হস্তাবলম্বনদান অর্থাৎ উদ্ধারের কারণ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? বাস্তবিক, হরিনাম ভিন্ন ভব-বন্ধন-মোচনের শ্রেষ্ঠ উপায় আর নাই। ২৫৪। জাবালি সংহিতায় উল্লেখ আছে;—যাঁহারা নিরন্তর নানাপ্রকার সুখান্বেষণ করেন, তাঁহাদের সতত হরিনাম জপ, নামচিন্তা ও নামকীর্ত্তন করাই বিহিত।

অতঃপর ভগবানের নামমাহাত্ম্য। বৃহন্নারদীয় পুরাণে নারদমুখে প্রকাশ;—যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র ঘোর পাতকিগণও পবিত্র হইয়া থাকে, তখন ক্ষুণ্ণমনে আমি কিরূপে সন্তুষ্ট থাকি, বল! ইতিহাসোত্তমে লিখিত আছে;—বিচিত্রকর্ম্মা হরির নাম প্রসঙ্গাধীন শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, যখন পাপসমূহ দগ্ধ হইয়া থাকে, তখন ভক্তিভরে শ্রবণ, বা কীর্ত্তন করিলে

শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষ্বপি।
কৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ ॥২৫৭॥

অথ বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারমাহাত্ম্যম্।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামমাহাত্ম্যে।—
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥২৫৮
ইদং কিরীটী সংজপ্য জয়ী পাশুপতাস্ত্রভাক্। কৃষ্ণস্য প্রাণভূতঃ সন্ কৃষ্ণং সারথিমাপ্তবান্ ॥
কিমিদং বহুনা শংসন্ মানুষানন্দনির্ভরঃ।
ব্রহ্মানন্দমবাপ্যান্তে কৃষ্ণসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥২৫৯॥

বারাহে চ শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে।—তত্র গুহ্যানি নামানি ভবিষ্যন্তি মম প্রিয়ে।
পুণ্যানি চ পবিত্রাণি সংসারচ্ছেদনানি চ ॥২৬০॥

শেষো বা॥২৫৫॥ সাক্ষাৎ স্বয়মেব বিমুক্তো ভবতি ইত্যনন্যসাধনতোক্তা। যদ্বা সাক্ষাদিতি বর্ত্তমানতচ্ছরীর এবেত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রারব্ধবিনাশিত্বে পূর্ব্বং লিখিতার্থমেব ॥২৫৬॥ সামান্যতো নাম্নাং সর্ব্বেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন্ তত্র মাহাত্ম্যস্য সাম্যেঽপি কিঞ্চিদ্বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি। শ্রীমিদিতি শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কস্যচিন্নাম্নঃ কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষোঽস্তি। নন্বু চিন্তামণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্ব্বোঽপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাম্যেঽপি কিঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণস্যৈবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদীনাং মহাবতারাণাং সর্ব্বেষাং ভগবত্তয়া সাম্যেঽপি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্যাবতারত্বেঽপি সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেন কশ্চিদ্বিশেষো দর্শিতস্তদ্বদিত্যর্থঃ। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতম্। শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিশেষতো নিরূপিতমস্ত্যেব। পূর্ব্বং বহুবিধকামোপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নামবিশেষমাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষমাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ॥২৫৭॥ কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমপি তৎ ফলম্॥২৫৮॥ ইদং শ্রীকৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নাম। বহুনা কিং, ইদং শ্রীকৃষ্ণাবতারনাম। কৃষ্ণেন সাযুজ্যং নিত্যসংযোগম্ ॥২৫৯॥ গুহ্যানীতি মাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিতঃ। আনুষঙ্গিকফলঞ্চাহ। পুণ্যানি মঙ্গলাবহানি।

যে ফল হয়, তাহা আর কি বলিব?।২৫৫। ষষ্ঠ স্কন্ধে চিত্রকেতুর উক্তিতে প্রকাশ;—হে ভগবন্! আপনার পবিত্র নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া চণ্ডালেও যখন ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে, তখন আপনার দর্শনলাভে মানুষের মানসে যে সুকৃতিপুঞ্জ সমুদ্ভূত হইবে না, একথা নিতান্ত অসম্ভব।২৫৬। যাহা হউক, শ্রীমান্ ভগবানের নাম সকলের মাহাত্ম্য সমান হইলেও কৃষ্ণাবতারের কোন রূপ বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।২৫৭।

বিশেষরূপে কৃষ্ণাবতারমাহাত্ম্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামমাহাত্ম্যে প্রকাশ; —পবিত্র সহস্র নাম বারত্রয় পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধীয় একটী নাম পাঠেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।২৫৮। (অন্য কথা কি,) কিরীটী অর্জ্জুন একটী মাত্র

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবলিসংবাদে।—

অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ। নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি স্বপন্ জাগ্রদ্ ব্রজংস্তথা। যো জল্পতি কলৌ নিত্যং কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধি সঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—হনন্ ব্রাহ্মণমত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যহোরাত্রং সঙ্কীর্ত্ত্য শুচিতামিয়াৎ॥ ২৬১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে।—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে। ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ॥ ২৬২ ॥

নারসিংহে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥

পবিত্রাণি পরমশোধকানি। সংসারচ্ছেদকানি মুক্তিদানীতি। যদ্বা গুহ্যত্বমেবাহ। পুণ্যস্বরূপাণি পবিত্ররূপাণি চ, তথা সম্যক্ সারস্য মোক্ষস্য ছেদনানি মুমুক্ষানিবর্ত্তনেনৈব তদেকনিষ্ঠতাপাদকানীত্যর্থঃ॥২৬০॥ অত্যন্তং সাক্ষাৎ স্বহস্তেন বাহুল্যেনেত্যর্থঃ। তত্র চ হনন্ স্বন্নিতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন অনিবৃত্তিং বোধয়তি। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্। অহোরাত্রমেকমেব সঙ্কীর্ত্তনস্য বাহুল্যমাত্রমভিপ্রেতম্। যদ্বা। অহোরাত্রং সুরাং পিবন্নপি ইতি সম্বন্ধঃ॥ ২৬১ ॥ যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে শ্রদ্ধাদিকমন্তরেণ সাঙ্কেত্যাদিনা কথঞ্চিদপি জিহ্বায়াং স্বয়মেবোদেতীত্যর্থঃ। তস্য সদ্যো ভস্মীভবন্তি। ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু পরমশুভাবহং পরমসুখাত্মকং চেত্যাহ মঙ্গলমিতি॥২৬২॥

কৃষ্ণেতি নামৈকং বা সকৃৎ প্রত্যহং স্মরতি, জলমেকার্ণবোদকং ভিত্ত্বা পদ্মং ভূপদ্মং পৃথিবীমণ্ডলং যথা উদ্ধরামি। যদ্বা। জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মমুদ্ভবতি তথা নরকনিমগ্নমপ্যুদ্ধরামি। তত্র যথা পদ্মস্য জলসম্পর্কো ন স্যাদেবং তস্য পুনর্নরকসম্বন্ধো নৈবেতি মোক্ষোঽভিপ্রেতঃ প্রারব্ধ-

---

নাম জপ করিয়া, পাশুপত অস্ত্র লাভ করত সংগ্রামবিজয়ী হইয়াছিলেন এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসখা হইয়া, তাঁহাকে সারথি রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধিক কি এই শ্রীকৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মানবানন্দে বিভোর হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করত চরমে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। ৫৯। এইরূপ বরাহ পুরাণে মথুরামাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে, হে প্রিয়ে! সেই শ্রীকৃষ্ণাবতারে আমার গুহ্য নামসমূহ পুণ্যজনক, পবিত্রতাবিধায়ক ও সংসারচ্ছেদক হইবে। ২৬০। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্য। দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ ও বলির কথোপকথনে প্রকাশ; -যে ব্যক্তি কলিকালে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করে, তাহার দ্বারা অতীত সপ্ত পুরুষ ও ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার পাইয়া থাকে। কলিকালে যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায়, জাগ্রৎকালে ও গমনসময়ে নিত্যকাল কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি কৃষ্ণরূপী হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকাশ;—যে ব্যক্তি স্বহস্তে ব্রহ্মহত্যা, বা ইচ্ছাবশতঃ সুরাপান করে, দিবারাত্রি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামসঙ্কীর্ত্তনে সে শুচি হইয়া থাকে। ২৬১।

বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে; হে নৃপেন্দ্র! মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ-নাম যাহার মুখ হইতে নির্গত হয়, তাহার কোটী মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ১৬২। নৃসিংহ পুরাণে ভগবানের

গারুড়ে পাদ্মে চ।—

সংসারসর্পসন্দষ্টং নষ্টচেষ্টৈকভেষজম্। কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ২৬৩॥

প্রভাসপুরাণে নারদকুশধ্বজসংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ। প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্॥২৬৪॥

পাদ্মে।—

যত্র যত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়েৎ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥২৬৫॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রে।—

বল্লবীকান্ত কিন্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ কৃষ্ণ নাম তে। কিন্তু জিহ্বাগ্রগং জাগ্রন্নিরুন্ধে হি মহাভয়ম্॥২৬৬॥

তত্রৈবান্যত্র।—

সত্যং ব্রবীমি তে শম্ভো গোপনীয়মিদং মম। মৃত্যুসঞ্জীবনীং নাম কৃষ্ণাখ্যামবধারয়॥ ২৬৭॥

ভারতবিভাগে।—কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে জল্পন্ জন্তুর্জীবিতং যো জহাতি।

আদ্যঃ শব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্ত্যৈ ব্রীড়ানম্রৌ তিষ্ঠতোঽন্যাবৃণস্থৌ॥ ২৬৮॥

কর্ম্মনাশশ্চ দর্শিতঃ। সংসার এব সর্পস্তেন সম্যক্ দষ্টস্য অতএব নষ্টচেষ্টস্য একমদ্বিতীয়ং ভেষজং তন্নিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবমিতি গারুড়াদিমন্ত্রতো বিশিষ্টতোক্তা॥ ২৬৩॥ পরং মোচকং পরম-মুক্তিকরমিত্যর্থঃ॥ ২৬৪॥ পরমাং গতিং বৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ॥ ২৬৫॥ তৈস্তৈঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ শ্রবণাদিভক্তিপ্রকারৈশ্চ কিম্। জাগ্রৎ সদা প্রকাশমানং জিহ্বাগ্রগমপি সৎ মহাভয়ং সংসারং নিরুন্ধে ব্যাবর্ত্তয়তি। যদ্বা। মহৎ অভয়ং মোক্ষন্তমপি নিরুন্ধে ততোঽপি পরমানন্দরসবিশেষ-ময়ত্বাৎ॥২৬৬॥ মৃত্যুসঞ্জীবনীং মৃত্যুতোঽপি সম্যক্ জীবয়তি যা বিদ্যা ওষধির্ব্বা তাম্। মৃতসঞ্জী

উক্তিতে উল্লেখ;—যে ব্যক্তি সতত আমাকে হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ বলিয়া স্মরণ করে, যেরূপ জল ভেদ করিয়া জলজ পদ্মের আবির্ভাব, তাহার ন্যায় আমি তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। গরুড় এবং পদ্মপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে যে, যে লোক সংসাররূপ আশী-বিষের দংশনে নিশ্চেষ্ট হইয়াছে, সে ব্যক্তি একমাত্র ঔষধস্বরূপ কৃষ্ণনাম এই বৈষ্ণব মন্ত্র শ্রবণ করিলেই বিষযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ২৬৩। প্রভাস পুরাণে নারদ ও কুশধ্বজ সংবাদে শ্রীভগবানের মুখে প্রকাশ;—হে পরন্তপ! আমার নাম সকলের মধ্যে কৃষ্ণ নামই শ্রেষ্ঠতর, ইহা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এবং প্রধান মুক্তিবিধায়ক। ২৬৪।

পদ্ম পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে;—যে ব্যক্তি যে কোনও স্থানে অবস্থিতি করিয়া কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলিয়া কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি নিখিল পাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র হইয়া, পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ২৬৫। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণসহস্রনামস্তবে প্রকাশ;—হে গোপীবল্লভ! আমার কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সাধনার প্রয়োজন কি? যদি আপনার কৃষ্ণ নাম জিহ্বাগ্রে বিরাজমান থাকে, তাহা হইলে ভবভয়ের ভাবনা থাকে না। ২৬৬। ঐ গ্রন্থের অন্যত্র আলিখিত আছে;—হে সদাশিব! আমি সত্য বলিতেছি, আমার কৃষ্ণনাম অতি গোপনীয়; অধিক কি বলিব, ইহা মৃত্যু-সঞ্জীবনী বলিয়া জানিও। ২৬৭। ভারতবিভাগে বর্ণনা এই;— যে লোক প্রাণপ্রয়াণকালে কৃষ্ণ,

অন্যত্রাপি।—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ ২৬৯॥

অতএবোক্তম্।—তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্কসংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণপাদুকেভ্যঃ।

কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলশ্রবণেন যেষামানন্দথুর্ভবতি নর্ত্তিত-রোম-বৃন্দঃ॥ ২৭০॥

কিঞ্চ দ্বিতীয়স্কন্ধে।—তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ২৭১॥

ইতিহাসোত্তমে চ।—

নাম্নি সঙ্কীর্ত্তিতে বিষ্ণোর্যস্য পুংসো ন জায়তে। সরোমপুলকং গাত্রং স ভবেৎ কুলিশোপমঃ॥

অথ শ্রীমন্নামকীর্ত্তননিত্যতা।

কাত্যায়নসংহিতায়াম্।—

নামসঙ্কীর্ত্তনাজ্জাতং পুণ্যং নোপচয়ন্তি যে। নানাব্যাধিসমাযুক্তাঃ শতজন্মসু তে নরাঃ॥

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েৎ॥২৭২॥

বনীতি পাঠো বা॥২৬৭॥ অন্তকালে মরণসময়েঽপি। আদ্যঃ প্রাগুক্তঃ শব্দঃ কৃষ্ণনাম। অন্যৌ দ্বৌ শব্দৌ ঋণস্থৌ ঋণিনৌ সন্তৌ তিষ্ঠতঃ। তদ্বশ্যতয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তন্মুখাদিষু প্রাদুর্ভবতীতি ভাবঃ। নামনামিনোরভেদেন নাম্ন ঋণস্থত্বাৎ নামিনোঽপি ঋণস্থতয়া ভগবদ্বশীকারিত্বং জ্ঞেয়ম্॥ ২৬৮॥ কৃষ্ণেতি নাম চিন্তামণিরিব চিন্তামণিঃ সেবকস্য চিন্তিতার্থপ্রদত্বাৎ। কৃষ্ণনাম্নঃ স্বরূপমাহ চৈতন্যেত্যাদিবিশেষণচতুষ্কেণ। যদ্যপি নামবিশেষণত্বেন চৈতন্যরসবিগ্রহাদিপদানাং নপুংসকত্বমুপযুজ্যতে, তথাপি নামনামিনোরভেদবিবক্ষয়া কৃষ্ণ ইত্যস্য বিশেষণত্বেন পুংস্ত্বং, যথা—নারায়ণো নাম নরো নরাণাং প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যামিত্যাদি॥ ২৬৯॥ এবং কৃষ্ণনামমাহাত্ম্যবিশেষং লিখিত্বা অধুনা তচ্ছ্রবণানন্দিতান্ প্রণমন্ তমেব পরিপোষয়ন্ লিখতি তেভ্য ইতি। ভববারিধের্জীর্ণে পুরাতনে পঙ্কে সংমগ্নস্য মোক্ষণে বিচক্ষণা অভিজ্ঞা পাদুকাপি যেষাং তেভ্যঃ॥ ২৭০॥ ইত্থং পরমমাহাত্ম্যবিশেষবতো ভগবন্নাম্নঃ শ্রবণাদিনাপ্যানন্দরহিতান্ প্রসঙ্গান্নিন্দতি তদশ্মেতি দ্বাভ্যাম্। অশ্মবৎ সারঃ স্থিরাংশঃ কাঠিন্যং যস্য তৎ। বিক্রিয়ালক্ষণম্ অথেতি। গাত্ররুহেষু লোমসু হর্ষঃ উদ্গমঃ॥২৭১॥ তেষু তেষু অসংখ্যেষু জন্মসু নানাবিধব্যাধিযুক্তা ভবন্তি।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়া জপ করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহার মুক্তির জন্য প্রথমোচ্চারিত কৃষ্ণ নামই কার্য্যকর হইয়া থাকে, তবে অন্য যে দুই নাম অবশিষ্ট থাকে, তাহা কোনও কার্য্য করিতে না পারিয়া, লজ্জাবনতবদনে ঋণীর ন্যায় অবস্থিতি করে। ২৬৮। স্থলান্তরে লিখিত আছে,—কৃষ্ণ নাম চিন্তামণিস্বরূপ, ইহা চৈতন্যময় রসমূর্ত্তি, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত; ফল কথা, নাম ও নামধারীতে কোনও ভিন্নতা নাই। ২৬৯। অতএব উল্লেখ আছে;—যাঁহাদের পাদুকা, ভবার্ণবের জীর্ণ পঙ্কমগ্ন জনগণের উদ্ধারকার্য্যে সুপটু, কৃষ্ণ এই অক্ষরদ্বয় শ্রবণে যাঁহাদের আনন্দাশ্রু অনর্গল নিপতিত ও হর্ষ-রোমাঞ্চ উদ্গত হয়, সেই সকল ভক্তগণকে নমস্কার। ২৭০। দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত আছে;—হরিনাম শ্রবণে যাহার হৃদয়ের বিকৃতি না ঘটে, এবং

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে।—

অবমত্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা ॥২৭৩॥

শ্রুতয়শ্চ।–ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥ ২৭৪ ॥

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্যবশ্রব আপ্নমৃক্তম্।

নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়াস্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ ॥ ২৭৫ ॥

মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েদিতি যৎ সৈব হানিঃ পুরুষার্থক্ষয়ঃ। তদেব মহৎ ছিদ্রম্। কর্ম্মসাঙ্গতায়া অন্তরায়ো বা। স এব মোহোঽজ্ঞানম্। স এব চ বিভ্রমঃ ভ্রান্তিবিশেষঃ, সংসারভ্রমণং মরণং বা ॥ ২৭২ ॥ এবং নামকীর্ত্তনস্য নিত্যতাং লিখিত্বা নামকীর্ত্তনশ্রবণানুমোদনাদিনিত্যতামপি লিখতি অবমত্যেতি। যে ভগবৎকীর্ত্তনমনাদৃত্যান্যতো যান্তি ॥ ২৭৩ ॥ চৈতন্যদেবং তং বন্দে যস্য নামসমাশ্রয়াৎ। প্রাপ্নুয়াদধিকারিত্বং সর্ব্বত্রানধিকার্য্যপি ॥ স্মৃত্যুক্তমেবার্থং শ্রুতিভিঃ প্রমাণয়ন্ লিখতি শ্রুতয়শ্চেতি। আস্য এতদিত্যর্থঃ। হে বিষ্ণো এতন্নাম জানন্তঃ। যদ্বা আ অস্যেতি পদদ্বয়ম্। অস্য প্রকটানন্তাদ্ভুতমাহাত্ম্যস্য তব নাম আ সম্যক্ জানন্তঃ বিচারয়ন্তঃ নামৈব বিবিক্তন ব্রুবাণা নামৈব ভজামহে। তচ্চ কতমৎ, চিৎ কিঞ্চিৎ, ন তত্র নিয়ম ইত্যর্থঃ। অনেন সর্ব্বস্যৈব নাম্নঃ সাম্যমভিপ্রেতম্। যদ্বা কীদৃশং, চিৎ জ্ঞানস্বরূপং, মহঃ সর্ব্বপ্রকাশকং, তত এব সর্ব্ববেদাদ্যাবির্ভাবাৎ। তথা চোক্তং শ্রীব্রহ্মণা নামময়াষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রপ্রসঙ্গে তাপনীয়শ্রুতৌ। তেষক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়মিতি। যদ্বা মহঃ পরমানন্দম্, এবং ব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ। পুনশ্চ কীদৃশং সুমতিং সুষ্ঠু মন্যত ইতি তথা তৎ সুজ্ঞেয়ং ন চাত্মরূপাদিবদ্দুর্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা। মতির্বিদ্যা শোভনবিদ্যারূপম্ এবং সাধ্যত্বং সাধনত্বং চোক্তম্। অতস্তদেব ভজনীয়ং ভজামহ ইতি ॥ ২৭৪ ॥

এই নামে যাহার প্রেমাশ্রু বিগলিত ও রোমাঞ্চ প্রকটিত না হয়, তাহার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণবিগঠিত। ২৭১। ইতিহাসোত্তমে প্রকাশ;—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে যাহার শরীর রোমাঞ্চিত না হয়, সে ব্যক্তি বজ্রতুল্য কঠিন।

অতঃপর ভগবানের নামকীর্ত্তনের নিত্যতা। কাত্যায়ন সংহিতায় বর্ণিত আছে;—যে সকল ব্যক্তি নাম সংকীর্ত্তনজাত সুকৃতি সঞ্চয় না করে, তাহারা শত জন্মেও নানাপ্রকার ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না। বাস্তবিক, যে মুহূর্ত্ত, বা যে ক্ষণ হরিনামকীর্ত্তনে ব্যয়িত না হয়, তাহাই মহৎ হানি, মহৎ ছিদ্র, মোহ ও ভ্রম বলিয়া জানিও। ২৭২। পদ্মপুরাণে যম ও ব্রাহ্মণসংবাদে বৈশাখমাহাত্ম্যে লিখিত আছে;—যাহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তনে লক্ষ্য না করিয়া, অন্যত্র গমন করে,তাহারা পাপকর্ম্ম নিবন্ধন ঘোর নরকে অবস্থিতি করিয়া থাকে।২৭৩। শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে;—যে সকল ব্যক্তি তোমার বিষ্ণু নামের বিচার করিয়া, উহাই সতত উচ্চারণ করে, তাহাদের ভজনাদি নিয়মের কোনও অন্যথা ঘটে না; তাৎপর্য্য—নামোচ্চারণে কাল, দেশ ও অধিকারীর বৈষম্য নাই; কারণ, ইহাই জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকাশক, ও সুন্দররূপে জানিবার বিষয়; অতএব সেই নামই আমরা বন্দনা করি। ২৭৪। হে পরমপূজ্য! আপনার

ওঁ তমু স্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ইত্যাদ্যা ইতি॥ ২৭৬॥
ঈদৃশে নামমাহাত্ম্যে শ্রুতিস্মৃতিবিনিশ্চিতে। কল্পয়ন্ত্যর্থবাদং যে তে যান্তি ঘোরযাতনাম্॥২৭৭॥

কিঞ্চ। দেবস্য মায়য়া ক্রীড়তোঽপি যদ্বা পরমপূজ্যস্য তব পদ্যাতে জ্ঞায়ত ইতি পদং স্বরূপং পদারবিন্দং বা প্রতি নমসা নত্যা ব্যন্তঃ তন্মানাঃ নমস্কারং বহুধা বহুলং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। রণ-য়ন্তঃ তন্নির্ব্বচনে বিবাদং কুর্ব্বাণাঃ। যদ্বা। পদমেব নমস্কারদ্বারা ব্যন্তঃ সন্তস্ব'ঃ প্রকটয়ন্ত ইত্যর্থঃ। তদেব রণয়ন্তঃ অন্যোঽন্যং কীর্ত্তয়ন্তশ্চ। সংদৃষ্টৌ সম্যগবধারণে সতি, অস্তে পশ্চাৎ যদ্বা তন্নিষ্ঠায়াঞ্চ সত্যাং ভদ্রায় আত্মনঃ শ্রেয়সে, যদ্বা ভদ্রায়েত্যস্যৈব বিবরণং সংদৃষ্টাবিতি সম্যগ্দর্শনে নিমিত্তে। ত্বাং সাক্ষাৎ দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ। তব নামান্যেব চিৎ চৈতন্যরূপাণি দধিরে ধৃতবন্তঃ নিশ্চয়েনাশ্রিতবন্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং পদম্ অবশ্রবে সমস্তাৎ শ্রূয়মাণে শ্রবসি কীর্ত্তৌ বিষয়ে আপন্নানাং ভক্তানাং যশো গায়তামিত্যর্থঃ। মৃক্ মৃজা পরিশোধনং তাং তনোতি ইতি আপন্নমৃক্তম্। যদ্বা মার্ষ্টি শুধ্যতীতি মৃক্ তস্য ভাবো মৃক্তা। আপন্নানাং মৃক্তা যস্মাৎ। পুনঃ কীদৃশম্। তৎ সৎ পরব্রহ্মস্বরূপ-মিত্যর্থঃ। যদ্বা শ্রবস্তব'ব ইতি নামান্যেব দধির ইত্যত্র হেতুঃ নাম্নামেব মাহাত্ম্যবিশেষে শ্রূয়-মাণে সতীত্যর্থঃ॥ ২৭৫॥ কিঞ্চ। উ বিস্ময়ে নির্দ্ধারে বা। তং প্রসিদ্ধং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং স্তোতারঃ স্তুধ্বমিত্যর্থঃ। কথং যথা বিদ যথা জানীথ, তথৈব ন তৎস্তোত্রাদিনিয়ম ইত্যর্থঃ। কথ-ম্ভূতং ? পূর্ব্বং পুরাতনং ন ত্বধুনাবতীর্ণত্বেন নূতনমিত্যর্থঃ। এবমবতারিত্বমুক্তম্। কিঞ্চ। ঋতস্য বেদস্য গর্ভং তাৎপর্য্যগোচরমিত্যর্থঃ। যদ্বা ঋতস্য ব্রহ্মণঃ গর্ভং সারভূতং সচ্চিদানন্দঘনমিত্যর্থঃ। ততশ্চ জনুষা পিপর্ত্তন পূর্ণা ভবত জন্মানি সমাপয়তেত্যর্থঃ। যদ্বা তং দেবং জনুষা পিপর্ত্তন স্বচ্ছন্দচরিতেন বহুবিধেন জন্মনা পূরয়ত মৎস্যাদ্যবতারৈরন্বিতং পরিপূর্ণং বর্ণয়তেত্যর্থঃ। কিঞ্চ অস্য দেবস্য নাম চ আ বিবিক্তন সম্যক্ কীর্ত্তয়ত। হে জানন্তঃ ভো বিদ্বাংসঃ। যদ্বা আজানন্তঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়াবধারয়ন্তঃ সন্তঃ। হে বিষ্ণো বয়ন্তু স্তোতুং জ্ঞাতুং চাসমর্থাঃ, কেবলং তব নামৈব ভজামহে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। যদ্বা হে বিষ্ণো যথা বিদন্তীতি যথাবিদঃ সন্তো যথা বিদ্মস্তথেত্যর্থঃ। তং নামরূপং ত্বাং স্তোতারঃ স্তবন্তঃ। অতএব জনুষা পিপর্ত্তন জন্মনঃ পূর্ত্তিং কুর্ব্বাণাঃ। আজা-নন্তঃ বিচারয়ন্তঃ বিবিক্তন কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তব নাম ভজামহে। তমিত্যত্র তদিতি বা পাঠঃ। ততশ্চ তন্নামৈবৈকং স্তোতার ইত্যাদীনাং কর্ম্ম। তস্যৈব বিশেষণং পূর্ব্বমিত্যাদি। যদ্বা হেতৌ শতৃঙ্। তং ত্বাং স্তোতুমাজ্ঞাতুং কীর্ত্তয়িতুঞ্চ তব নামৈব ভজামহে, ত্বন্নামসেবনেনৈব তব স্তুতিঃ সম্যক্

পদারবিন্দে আমি বারংবার প্রণাম করি; কারণ, ঐ শ্রীচরণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ভক্ত জনে যশ ও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে; অন্য কথা কি, যাঁহারা ঐ শ্রীপাদ-পদ্ম-নির্ব্বাচনের জন্য বাদবিসংবাদে প্রবৃত্ত হন এবং পরস্পর কীর্ত্তনে উহার অবধারণ করেন, তাঁহাদের অন্তরে আসক্তির বিকাশ ঘটিলে, তাঁহারা সাক্ষাৎকারের জন্য চৈতন্যস্বরূপ আপনারই নামাশ্রয় করিয়া থাকেন। ২৭৫। সবিস্ময়ে ব্যক্ত হইতেছে যে, সেই প্রাচীন, প্রসিদ্ধ, পূর্ণপদার্থ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে, তোমরা যেরূপ জান, সেইরূপ কীর্ত্তন করিয়া জন্মের সাফল্য বিধান কর; আমরা

অথ শ্রীভগবন্নামার্থবাদকল্পনাদূষণম্।

কাত্যায়নসংহিতায়াম্।—

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ। স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্॥২৭৮॥

ব্রাহ্মসংহিতায়াং বৌধায়নং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ।—

যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।

যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্॥ ২৭৯॥

জৈমিনিসংহিতায়াঞ্চ।—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাচিষু। যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ॥ ২৮০॥

তস্মিংশ্চ ভগবন্নাম্নি জগদেকোপকারিণি। বিশ্বৈকসেব্যে মতিমানপরাধান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৮১॥

জ্ঞানং কীর্ত্তনঞ্চ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্। অলমতিবিস্তরেণ॥ ২৭৬॥ এবং বহুলস্মৃতি-শ্রুতিবচনৈঃ শ্রীমন্নামমাহাত্ম্যং নির্দ্ধার্য্য, তত্র কথঞ্চিদপ্যর্থবাদো ন কল্পয়িতব্য ইতি দুষ্টমীমাংস-কান্ শিক্ষয়ন্নিব লিখতি ঈদৃশে ইতি। অর্থবাদকল্পনা চাত্র ন ঘটতে ইতি অজামিলোপাখ্যানে শ্রীধরস্বামিপাদৈস্তথা ভগবন্নামকৌমুদীকারশ্রীলক্ষ্মীধরস্বামিপাদাদিভিশ্চ সন্যায়ং ব্যাখ্যাতমস্ত্যে-বেতি কিমত্র লিখনপ্রয়াসেন॥ ২৭৭॥ যঃ সম্ভাবয়ত্যপি, কিং পুনঃ কল্পয়েদিতি॥ ২৭৮॥

যদিতি যঃ ইত্যেব বা পাঠঃ। ন শ্রদ্দধাতি ন বিশ্বসিতি প্রত্যুত যোঽর্থবাদং মনুতে। সংসারে বিবিধা যা আর্ত্তয়ঃ তাভির্নিপীড়িতাঙ্গং যথা স্যাত্তথা ক্ষিপামি॥ ২৭৯॥ নিরয়াণাং ক্ষয়ো নাশো ন ভবতি কিন্তু সদা নিরয়েষু বসন্তীত্যর্থঃ॥২৮০॥ এবং শ্রীভগবন্নাম্নোঽশেষদোষহরণাখিল-গুণময়ত্বাদিমাহাত্ম্যবিশেষং বিলিখ্য, তেন চাবিনীতানামুচ্ছৃঙ্খলতয়া শ্রীবৈষ্ণবাদিম্বপরাধমাশঙ্ক্য, তন্নিবারণায় নামাপরাধান্ লিখিষ্যন্, আদৌ বিভীষিকার্থমপরাধফলমগ্রে দর্শয়ন্, তাংস্ত্যাজয়তি তস্মিংশ্চেতি। অপরাধবিবর্জ্জনে হেতুঃ জগদেকোপকারিণীতি বিশ্বৈকসেব্যে ইতি চ॥ ২৮১॥

কিন্তু তাহা পারিতেছি না; কারণ, যখন আমরা তাঁহার স্তব বা কীর্ত্তন কিরূপে করিতে হয় জানি না, তখন নিরবচ্ছিন্ন নাম করাই আমাদের নিত্য কার্য্য। ২৭৬।

যাহারা শ্রুতিস্মৃতিবিনির্দ্ধারিত ঈদৃশ নামমাহাত্ম্যবিষয়ে অর্থবাদ কল্পনা করে, তাহারা নরকাদি নিদারুণ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৭৭।

অতঃপর ভগবন্নামে অর্থবাদকল্পনার দোষ-প্রদর্শন। কাত্যায়ন সংহিতায় বিবৃত হইয়াছে; —যে মনুষ্য হরির নামে অর্থবাদ সম্ভাবনা করে, সে মনুষ্যগণের মধ্যে পাপিষ্ঠ, সে নিশ্চয়ই নরকে নিপতিত হয়। ২৭৮। ব্রহ্মসংহিতায় বৌধায়নের প্রতি ভগবানের উক্তিতে প্রকাশ— যে মানব নাম কীর্ত্তনের নানাপ্রকার ফলশ্রুতি শ্রবণ করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, প্রত্যুত তাহাকে অর্থবাদ বলিয়া মনে করে, আমি সংসারের নানাবিধ নিদারুণ যন্ত্রণায় তাহার অঙ্গ নপীড়িত করিয়া তাহাকে ইহলোকে দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকি। ২৭৯। জৈমিনিসংহিতায় উল্লেখ আছে;—যাহারা নামমাহাত্ম্যবাচক শ্রুতি, স্মৃতি, ও পুরাণসমূহে অর্থবাদ এই কথা বলে, তাহাদের নরকের আর ক্ষয় নাই। ২৮০। যাহা হউক, বুদ্ধিমান্

যত উক্তং পাদ্মে শ্রীনারদং প্রতি শ্রীসনৎকুমারেণ।—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ। হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ। নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥২৮২॥

অথ নামাপরাধাঃ।

তং প্রতি তেনৈবোক্তাঃ।—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ ২৮৩॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ ২৮৪॥

সর্ব্বান্ অপরাধান্ পাপানি করোতীতি তথা সোঽপি হরিসংশ্রয়ঃ ভগবন্তং প্রপন্নঃ সন্ মুচ্যতে ততো মুক্তো ভবতি। হরেরপরাধান্ পূর্ব্বলিখিতান্ শ্রীবারাহোক্তান্ দ্বাত্রিংশৎ। দ্বিপদেষু নরেষু পাংশনঃ অধমঃ। স যদি কদাচিন্নামাশ্রয়ঃ নামকীর্ত্তনকৃৎ স্যাৎ, তদা নামপ্রভাবতঃ তরতি হরি-বিষয়কাপরাধেভ্যোঽপি মুচ্যত এব। সর্ব্বসুহৃদঃ জগদুপকারপরস্যাপি নাম্নোঽপরাধাৎ হি নিশ্চিতং অধঃ পততি নরকং গচ্ছতি ॥ ২৮২॥ যতঃ সদ্ভ্যঃ খ্যাতিং প্রসিদ্ধিং প্রাকট্যং বা প্রাপ্তং নাম। উ খেদে। তেষাং বিগর্হাং কথং সহতে, অপি তু সোঢ়ুং ন শক্নুয়াদেব অতে ঽয়মেকোঽপরাধঃ। অস্য চ মুখ্যত্বাদাদৌ নির্দ্দেশঃ। আদিশব্দেন রূপলীলাদি। ধিয়াপি হরিনাম্নি অহিতমপরাধং করোতীতি তথা সঃ॥ ২৮৩॥ শ্রুতীনাং ধর্ম্মশাস্ত্রাণাঞ্চ নিন্দনম্। ত থত্যুক্তসমুচ্চয়ে। অর্থবাদো যস্তস্য কল্পনম্। যদ্বা হরিনাম্ন্যর্থবাদঃ কল্পনমেব, ন তু তত্ত্বতো ঘটত ইত্যর্থঃ। কল্প্যত ইতি বা পাঠঃ। যদ্বা হরিনাম্নি কল্পনঞ্চ, তন্মাহাত্ম্যার্থপরিত্যাগেন দুর্ব্বুদ্ধ্যা বৃথার্থান্তরকল্পনা চৈকোঽপরাধ

ব্যক্তি জগতের একমাত্র উপকারী, ও বিশ্ব সংসারের একমাত্র সেবনীয়, সেই ভগবন্নামের প্রতি অপরাধসমূহ পরিবর্জ্জন করিবেন। ২৮১। যেহেতু পদ্মপুরাণে শ্রীসনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন,—যে সর্ব্ববিধ অপরাধ, বা পাপাচরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তি শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে; আবার যে নরাধম শ্রীহরির প্রতিও অপরাধ করে, যদি সেই ব্যক্তি কখনও নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই নামপ্রভাবে ভগবদপরাধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং নাম সকলের বন্ধু; ফলকথা, নামের নিকটে অপরাধ হইলে নিশ্চয় যে অধঃপতিত হইয়া নরকবাস ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ২৮২।

অথ নামাপরাধসমূহ। ঐ পদ্মপুরাণেই নারদের প্রতি সনৎকুমারের উক্তিতে বর্ণিত আছে;—সজ্জনের দুর্নাম রটনায় নামের নিকট ভয়ানক অপরাধ ঘটিয়া থাকে; কারণ সজ্জনের সমক্ষে নামের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং সাধুনিন্দা নামের পক্ষে সহ্য হইবার নহে; আরও এই সংসারে যে ব্যক্তি অন্তরে হরি বা হরের নাম ও লীলাদি ভিন্নভাবে দর্শন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই হরিনামের অপকারী;—(অর্থাৎ নামের ব্যবহারানভিজ্ঞ)। ২৮৩। যে লোক গুরুকে অবজ্ঞা করে, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অখ্যাতি রটনা করে, হরিনামে অর্থবাদ-

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ ২৮৫ ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহংমমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥২৮৬॥
জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥ ২৮৭ ॥

ইত্যর্থঃ। নাম্নো বলাৎ নামগ্রহণেন পাপক্ষয়ো ভবেদিতি নাম্নাং প্রভাবজ্ঞানেন পাপে বুদ্ধিরপি, কিং পুনঃ প্রবৃত্তিঃ। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষেণ নাম্নো বলমজ্ঞাত্বা যস্য পাপে বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। তস্য যমৈঃ বহুলব্রতাদিভিরহিংসাদিভির্দ্বাদশভির্বা। যদ্বা বহুভিঃ ধর্ম্মরাজৈঃ চিরকালং তৎকৃত যাতনাভোগেনাপীত্যর্থঃ ॥ ২৮৪ ॥

ধর্ম্মাদীনাং সর্ব্বাসাং শুভক্রিয়াণাং সাম্যং নাম্না তুল্যত্বমপি প্রমাদঃ অপরাধ ইত্যর্থঃ। যদ্বা ধর্ম্মাদিশুভক্রিয়াসাম্যমেকোঽপরাধঃ। প্রমাদঃ নাম্ন্যনবধানতাপ্যেকঃ। এবমত্রাপরাধদ্বয়ম্। ততশ্চ তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনমিত্যত্রৈকাপরাধো জ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চ। অশ্রদ্দধানাদৌ জনে য উপদেশঃ স শিবনাম্নি অপরাধঃ শ্রীভগবতা সহ শ্রীশিবস্যাভেদেন শিবেত্যুক্তিঃ ॥ ২৮৫ ॥ নাম্নি প্রীতিঃ শ্রদ্ধা ভক্তির্বা তয়া রহিতঃ সন্, যঃ অহং-মমাদি-পরমঃ; অহন্তা মমতা চ আদিশব্দেন বিষয়ভোগাদিকং চৈব পরমং প্রধানং, ন তু নামগ্রহণং যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ সোঽপ্যপরাধকৃৎ। যদ্বা। ধর্ম্মব্রতেত্যাদ্যর্দ্ধশ্লোকেনৈক এবাপরাধঃ। অহংমমাদীত্যর্দ্ধশ্লোকে চাস্মিন্ একঃ। এবম্ অপরাধা দশ, যে জ্ঞাত্বাপি ন বর্জ্জয়ন্তি সহসা নাম্নোঽপরাধান্ দশেতি তত্রৈবোক্তেঃ। ততশ্চায়-মর্থঃ। যঃ প্রীতিরহিতো নাম্ন্যেব সোঽধমঃ নামাপরাধীত্যর্থঃ। যদ্বা যোঽধমঃ প্রীতিরহিতঃ সোঽপরাধকৃদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ। নাম্ন্যেব বিষয়ে যোঽহংমমতাদিপরমঃ অহং বহুতরনাম-কীর্ত্তকঃ ইতস্ততো নামকীর্ত্তনঞ্চ মৎপ্রবর্ত্তিতমেব ময়া সমো নামকীর্ত্তনপরোঽন্যঃ কঃ মদীয়-জিহ্বাধীনমেব নামেত্যাদিকমেব পরমং প্রধানং নামকীর্ত্তনঞ্চ কদাচিৎ সিধ্যতি ন বা যস্য তথাভূতো যঃ সোঽপীতি। অতএবাদিষ্টং ভগবতা। তৃণাদপি চ নীচেন তরোরপি তিতিক্ষুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিরিতি ॥ ২৮৬ ॥ কথঞ্চন প্রমাদেন ভ্রমেণ জাতে সতি তৎ নামৈব একং শরণমাশ্রয়ো যস্য তথা, তথাভূতো ভবেৎ সর্ব্বথা নামপরো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৮৭ ॥

কল্পনার আমন্ত্রণ করে এবং নামপ্রভাব জানিয়াও পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার বহুল যম-যাতনাভোগেও শুদ্ধি ঘটে না। ২৮৪। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হোমাদি এই সকল শুভকর কর্ম্মকে নামের সহিত সাম্য জ্ঞান করা এক অপরাধ; নাম শ্রবণ বা গ্রহণে অনবধানতা, এই এক অপরাধ; অবিশ্বাসী, শ্রদ্ধাহীন, বা নামশ্রবণবিমুখ জনে উপদেশ প্রদান, এই এক অপরাধ; ইহা শিবনামাপরাধ বলিয়া গণ্য। ২৮৫। যে ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে প্রীতি বা অনুরক্তি প্রদর্শন করে না, এবং আমি, আমার ইত্যাদি জ্ঞান বা নানাপ্রকার ভোগে তৎপর হইয়া থাকে, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।২৮৬। যদি কোনও প্রকার অনবধানতা বশতঃ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বদা নাম সংকীর্ত্তন করিয়া, নামেরই শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ২৮৭।

উক্তঞ্চ তেনৈব তত্র।—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ ২৮৮॥

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বা বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ ৮৯॥

অতএবোক্তং শ্রীনারদেন বৃহন্নারদীয়ে।— মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ।
মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুদ্রধীর্ভজে॥ ইতি॥ ২৯০॥

যস্মাৎ অবিশ্রান্তং সততং প্রযুক্তানি কীর্ত্তিতানি সন্তি, তানি নামান্যেবার্থকরাণি সর্ব্বপ্রয়োজন-সম্পাদকানি॥২৮৮॥ এতদেব পরিপোষয়ন্ নামকীর্ত্তনে লাভপূজাখ্যাত্যর্থতাং পরিত্যাজয়তি নামৈকমিত্যাদি। বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্বাক্যমধ্যে প্রবৃত্তমপি। স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি। শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি। শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা। ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমাণনারায়ণশব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ। যদ্বা যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাদ্যুক্তৌ হকাররিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যং, তথাপি তত্তন্নামমধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তর-মস্তীত্যেতাদৃশব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা। ব্যবহিতঞ্চ তৎ রহিতঞ্চাপি বা তত্র ব্যবহিতং নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টা-ক্ষরগ্রহণমিত্যেবংরূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং, কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদ-প্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিধ্যতীত্যাহ তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং, দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিং অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহ লোকে শীঘ্রং ন ভবতি কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ॥২৮৯॥ এবমুপ-সংহরন্ শ্রীমন্নাম-মাহাত্ম্যস্যানন্ত্যমেব দ্রঢ়য়ন্ লিখতি মহিম্নামিতি। পারং গন্তুমপি কিং পুনস্তত্ত্ব-

---

অপরাধভঞ্জন। এই পুরাণেই সনৎকুমারের উক্তিতে প্রকাশ; যাহারা নামাপরাধে অপ-রাধী, নাম সকলই তাহাদের পাপ হরণ করিয়া থাকেন; বাস্তবিক, অবিচ্ছিন্নভাবে নাম কীর্ত্তন করিলে নানা প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। ২৮৮। হে ব্রাহ্মণ! একমাত্র ভগবানের নাম যাহার বচনগত, স্মৃতিপথগত ও শ্রোত্রমূলপতিত হয়, তাহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ, বা ব্যবহিত রহিত (অর্থাৎ সমগ্রশব্দের অংশতঃ যথা মুকুন্দের মুকু পর্য্যন্ত, অর্দ্ধেক বা কিঞ্চিন্মাত্র উচ্চারিত) হইলেও উচ্চারণ-কারীকে উদ্ধার করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ নাম দেহ, অর্থ, পরিবার অথবা লোভাসক্ত পাষণ্ডের মধ্যে সংন্যস্ত হইলে সত্বর ফলদায়ক হয় না। ২৮৯। বৃহন্নারদীয় পুরাণে নারদমুখে প্রকাশ;— মহাত্মা মনু ও অন্যান্য মুনীন্দ্রবৃন্দ যে নামমহিমার পার-দর্শনে সমর্থ হন নাই, আমি ক্ষীণবুদ্ধি

ইত্থং শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে ভক্তিঃ কার্য্যা সদা বুধৈঃ।
সা চ তস্য প্রসাদেন মহাপুণ্যাৎ প্রজায়তে ॥ ২৯১ ॥

অথ শ্রীমদ্ভক্তের্দুর্ল'ভত্বম্।

স্কান্দে শ্রীপরাশরোক্তৌ।—

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্। ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্ত্তনং তথা ॥২৯২॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মোক্তৌ।—

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা মর্ত্ত্যানামিহ নারদ। নাদগ্ধাশেষপাপানাং ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥ ২৯৩ ॥

যোগবাশিষ্ঠে।—

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ। নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥২৯৪॥

মনুভবিতুমিতি ॥ ২৯০ ॥ চৈতন্যচন্দ্রং তং বন্দে বর্ষন্ ভক্তিরসং নিজম্। ত্রায়তে যবনান্তং যোঽকরোৎ ভক্তিপ্লুতং জগৎ ॥ এবং ভক্ত্যঙ্গানি লিখিত্বা ইদানীং সমগ্রাং ভক্তিং লিখন্ আদৌ তস্য মাহাত্ম্যবিশেষার্থং পরমদৌর্ল'ভ্যং লিখতি ইত্থমিতি। মহাপুণ্যাৎ যস্তস্য শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জস্য প্রসাদস্তেনৈব প্রকর্ষেণ জায়তে। এতচ্চ পুণ্যবিশেষার্থপ্রযত্নায় লিখিতম্। যদ্বা। তস্য প্রসাদেন যন্মহাপুণ্যং তস্মাদেব প্রজায়তে ইতি যথাক্রমমেবান্বয়ঃ। যদ্যপি তস্য প্রসাদ এব ভক্তিপ্রাদুর্ভাবে স্বতন্ত্রো নিরপেক্ষো হেতুঃ, তথাপি তৎকর্ত্তৃকপুণ্যবিশেষাজ্জাতায়াঃ সত্যাস্তস্যাঃ সমূলতা শোভা-বিশেষশ্চ সম্পদ্যতে ইতি তথা লিখিতম্। যথা মুমুক্ষুভক্তসিদ্ধান্তে ভক্ত্যা জ্ঞানদ্বারা মোক্ষো জন্যত ইতি। অতএব প্রশব্দঃ। এবঞ্চ জন্মকোটীসহস্রেষু যৈঃ পুণ্যং সমুপার্জ্জিতমিত্যাদিবচনান্য-প্যুপপদ্যন্ত ইতি দিক্ ॥ ২৯১ ॥

অপুণ্যবতামেব লক্ষণং মূঢ়ানামিতি কুটিলাত্মনামিতি চ। ভক্তিঃ পূজা-পরিচর্য্যাদিলক্ষণা সুখসাধ্যং স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চ ন ভবতি ন সিধ্যতি। যদ্বা। ভক্তিঃ সমগ্রা ন ভবতীতি কিং বক্তব্যং তদঙ্গমপি স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা সর্ব্বেষঙ্গেষু স্মরণকীর্ত্তনয়োরেব পরমমুখ্যত্বাৎ ভক্তেস্তৎপ্রধানতাবিবক্ষয়া লক্ষণমেবোদ্দিষ্টং স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চেতি। যদ্বা। সমুচ্চয়ে তথাশব্দঃ। তথা তেন বিশুদ্ধত্বাদিপ্রকারেণ সকামত্বাদিপ্রকারেণাপীতি বা ॥২৯২ ॥ নিমিষমপি নিমিষার্দ্ধমপি ভক্তির্ন ভবতি [illegible]৩॥ এবং পুণ্যহীনানাং পাপিনাঞ্চ কদাচিদপি ন জায়ত ইতি লিখতি দৌর্ল'ভ্যং

হইয়া, কিরূপে তাহার পার-দর্শন করিব। ২৯০। এই প্রকারে পণ্ডিতমণ্ডলী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; ঐ ভক্তিও সহজে উৎপন্ন হয় না, উহা বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্য-ফলে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ২৯১।

অনন্তর ভক্তির দুর্ল'ভত্ব। স্কন্দপুরাণে শ্রীপরাশরবচনে বিবৃত হইয়াছে;—যাহারা দুষ্কৃতি-শালী, কুটিলহৃদয় ও নিতান্তমূঢ়, সেই সকল ব্যক্তিগণের গোবিন্দচরণে ভক্তির উদ্রেক হয় না, এবং তাহাদের তাঁহার নাম স্মরণ, বা কর্ত্তনের অধিকার ঘটে না। ২৯২। ঐ স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার উক্তিতে প্রকাশ; - হে দেবর্ষে! যাহাদের অশেষ পাপরাশি দগ্ধ হয় নাই, সংসারে সেই সকল লোকদিগের নিমেষ বা তাহার অর্দ্ধকালও কেশবের প্রতি ভক্তি হয় না। ২৯৩। যোগ-

আদিবারাহে। জন্মান্তরসহস্রেণ সমারাধ্য বৃষধ্বজম্। বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি॥

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজনৃপোপাখ্যানান্তে।—

জন্মকোটিসহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জ্জিতম্। তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দ্দনে॥২৯৫॥

সুলভং জাহ্নবীস্নানং তথা চাতিথিপূজনম্। সুলভাঃ সর্ব্বযজ্ঞাশ্চ বিষ্ণুভক্তিঃ সুদুর্লভা॥২৯৬॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শিলোঞ্ছবৃত্তিবাক্যে।—

গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্॥ ২৯৭॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্।—

ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জন্মকোট্যাপ্যনুষ্ঠিতৈঃ। যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্‌ভক্তির্ভবতি কেশবে॥ ২৯৮॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

দিবসং দিবসার্দ্ধং বা মুহূর্ত্তঞ্চৈকমেব বা। নাশাচ্চাশেষপাপস্য ভক্তির্ভবতি কেশবে॥

অনেকজন্মসাহস্রৈর্নানাযোন্যন্তরেষু চ। জন্তোঃ কলুষহীনস্য ভক্তির্ভবতি কেশবে॥

দশমস্কন্ধে গোপীঃ প্রতি উদ্ধবোক্তৌ।—

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥২৯৯॥

লিখিতম্। অধুনা সমূলাখিলপাপক্ষয়েণৈব জায়ত ইতি লিখতি জন্মান্তরেতি। ক্ষীণানি সবাসনং ক্ষয়ং গতানি পাপানি যেষাং তেষামেব ॥ ২৯৪ ॥ অধুনা মহাপুণ্যসঞ্চয়েনৈব জায়ত ইতি পরমং দৌর্লভ্যং লিখতি জন্মেত্যাদিনা সাধ্যত ইত্যন্তেন। শুদ্ধা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যসংমিশ্রিতা ॥ ২৯৫ ॥ সুদুর্লভেতি গঙ্গাস্নানাদিজনিতপুণ্যতোঽপি বিশিষ্টতরপুণ্যেনৈব জায়ত ইতি সূচিতম্। তত্র লিখিতমেব, সা চ তস্য প্রসাদেন মহাপুণ্যাৎ প্রজায়ত ইতি ॥ ২৯৬ ॥ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধো ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানম্ ॥ ২৯৭ ॥ যেষাং পুণ্যব্রতানি ষষ্ঠকালভোজনাদিনিয়মাঃ চান্দ্রায়ণাদীনি বা, উপবাসা একাদশ্যাদিষু অন্নবর্জ্জনাদিলক্ষণাঃ,নিয়মাঃ চাতুর্ম্মাস্যাদিব্রতানি শৌচাদয়ো বা দ্বাদশ তৈঃ। অপিশব্দ এবশব্দার্থে॥২৯৮॥শ্রেয়োভিঃ শ্রেয়ঃসাধনৈঃ সর্ব্বপুরুষার্থৈর্বা॥২৯৯॥

বাশিষ্ঠে বর্ণিত আছে;—যাহারা সহস্র সহস্র জন্মে তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধিসাহায্যে পাপক্ষয় করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদেরই ভক্তি হইয়া থাকে। ২৯৪। আদি বরাহপুরাণে লিখিত আছে,—যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র জন্মান্তরে বৃষধ্বজ শিবের সেবা করিয়া,সকল প্রকার পাপের ক্ষয় করিয়াছে,সেই ব্যক্তিই বৈষ্ণব হইতে পারে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে যজ্ঞধ্বজ নৃপের উপাখ্যানাবসানে বর্ণিত হইয়াছে;—যে সকল ব্যক্তি সহস্র সহস্র কোটি জন্মে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদেরই দেবদেব জনার্দ্দনে শুদ্ধ ভক্তির আবির্ভাব ঘটে। ২৯৫। অবনীতে অলকনন্দা গঙ্গাতে অবগাহন, অতিথি সৎকার বা সর্ব্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান দুর্লভ নহে, কিন্তু বিষ্ণুভক্তি নিতান্ত দুর্লভ। ২৯৬। ইতিহাসসমুচ্চয়ে শিলোঞ্ছবৃত্তির বাক্যে উক্ত হইয়াছে;—জাহ্নবীজলে দেহ বিসর্জ্জন, কেশবে দৃঢ়ভক্তি প্রকাশ, বা তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব, এ সকল সামান্য তপস্যার ফল নহে।২৯৭। অগস্ত্যসংহিতায় প্রকাশ,—কোটিজন্মে অনুষ্ঠিত ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও নানাপ্রকার

শ্রীভগবদ্গীতাসু।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥৩০০॥

পঞ্চমস্কন্ধে পরীক্ষিতং প্রতি বাদরায়ণিনা।—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥ ৩০১॥

পাদ্মে শ্রীপ্রহ্লাদস্তুতৌ।—

লক্ষেষু শৃণুতে কশ্চিৎ কোটিরেকস্তু বুধ্যতে। ভক্তিতত্ত্বং পরিজ্ঞায় কশ্চিদেব সমাচরেৎ ॥৩০২॥

যেষান্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তং গতং বিনষ্টং, তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন যদ্বা দ্বন্দ্বৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ তৎকারণাজ্ঞানেন চ বিনির্ম্মুক্তাঃ। যদ্বা। অকারপ্রশ্লেষেণ অদ্বন্দ্ব-মোহাশ্চ তে নির্ম্মুক্তাশ্চ নিঃশেষেণ মুক্তাঃ সন্তঃ। দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥৩০০॥ অধুনা শ্রীভগবতোঽপ্যাদেয়ত্বেন দৌর্ল্লভ্যবিশেষং লিখতি রাজন্নিতি। অঙ্গ হে রাজন্ ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ গুরুরুপদেষ্টা দৈবমুপাস্যঃ কুলপতির্নিয়ন্তা। কিং বহুনা ক্ব চ কদাচিৎ বঃ পাণ্ডবানাং কিঙ্করোঽপি আজ্ঞানুবর্ত্তী। অস্তু নামৈবম্। তথাপ্যেন্যষাং নিত্যং ভজতা-মপি মুক্তিং দদাতি, ন তু কদাচিদপি স্বপ্রেমভক্তিযোগম্। যদ্বা ভজতাং যজ্ঞাদিনা সেবমানানাম্। যদ্বা স্বধর্ম্মাচরণাদিনা ভগবদাজ্ঞাপ্রতিপালনরূপাং ভক্তিং কুর্ব্বতামপি শ্রবণাদিভক্তিযোগং ন দদাতি। এবং ভগবৎপ্রসাদৈকলভ্যতা, অন্যথা চ পরমদৌর্ল্লভ্যমিতি দর্শিতম্, এবঞ্চ শ্রবণাদিক-মপি যো ন দদাতি স বো বশ্য ইতি পাণ্ডবানাং মাহাত্ম্যঞ্চ সিদ্ধমিতি দিক্ ॥৩০১॥ ভক্তেস্তত্ত্বং পরমানন্দঘনত্বং মাহাত্ম্যং বা, লক্ষেষু লোকেষু মধ্যে কশ্চিদেব শৃণোতি। বুধ্যতে অবধারয়তি।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে ;—যে ব্যক্তির অশেষ পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে,সেই ব্যক্তিই এক দিবস, দিবসার্দ্ধ, বা এক মুহূর্ত্তের জন্য কেশবের প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারে। যদি অনেক সহস্র জন্মে নানা যোনি ধারণ করিয়া নিষ্পাপ হওয়া যায়, তাহা হইলে কেশবের প্রতি ভক্তি ঘটিতে পারে। দশমস্কন্ধে গোপীদিগের প্রতি উদ্ধবের বাক্যে উক্ত হইয়াছে ;—দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন ও ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি মঙ্গলজনক বিবিধ সাধনার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির আবির্ভাব ঘটে।২৯৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে ,—পুণ্যানুষ্ঠায়ী যে সকল লোক-দিগের পাপক্ষয় ঘটিয়াছে,তাহারা সুখদুঃখ ও মোহ হইতে মুক্ত হইয়া একান্ত অবিচলিতান্তঃকরণে আমাকে ভজনা করিয়া থাকে।৩০০। পঞ্চমস্কন্ধে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তিতে প্রকাশ ; – হে নৃপতে ! যদিও ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যাদবগণের পালনকর্ত্তা, উপদেষ্টা, উপাস্য, প্রিয় ও কুলনিয়ন্তা ; তিনি যদিও পাণ্ডবদিগের কিঙ্করের কার্য্য করিয়াছেন এবং যাঁহারা পরম ভক্ত, তাঁহাদিগকে মুক্তি পর্য্যন্তও দিয়াছেন, কিন্তু কদাচ কাহাকেও ভক্তিযোগ প্রদান করেন নাই। ৩০১। পদ্মপুরাণে প্রহ্লাদের স্তুতিতে প্রকাশ ;—লক্ষ লোকের মধ্যে কেহ না কেহ-ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করে বটে, কিন্তু কোটির মধ্যে হয় ত এক ব্যক্তি উহা বুঝিতে পারে এবং তন্মধ্যে কোনও এক ব্যক্তি, বুঝিয়া ভক্তিকে কার্য্যে পরিণত করে।৩০২।

পূজয়া হসতে ভক্তির্জপতস্ত্রস্যতি স্ফুটম্। সমাধিযোগাচ্চ বহিঃ সা ভক্তিঃ কেন গৃহ্যতে ॥৩০৩॥

ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রোপাখ্যানান্তে।—

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্। ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥ ৩০৪ ॥

শ্রীমদ্ভক্ত্যৈ নমস্তস্যৈ যস্যা মাহাত্ম্যমন্দরম্।

যৎপ্রভাবেণ লোলোঽয়ং কীটোঽপ্যুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ৩০৫ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যম্।

তত্রাদৌ ভক্তিমতঃ কথঞ্চিদাপতিতেঽপি পাপে প্রায়শ্চিত্তান্তরনিরসনম্।

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষসংবাদে।—

যথাগ্নিঃ প্রসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ ॥৩০৬॥

সমাচরেৎ ভক্তিং করোতি ॥৩০২॥ যা ভক্তি পূজয়া সকামজপাঙ্গপূজাবিধিনা হসতি তামুপহসতীত্যর্থঃ, তয়া প্রায়স্তুচ্ছফলাবাপ্তেঃ। জপতো মন্ত্রজপাৎ ত্রস্যতি বিভেতি দূরমপসরতীত্যর্থঃ। প্রায়ো মন্ত্রজপে বিবিধকামানামেব কচ্চিন্মুক্তেরেব চ সিদ্ধ্যুক্তেঃ। সমাধিলক্ষণাৎ যোগাচ্চ বহিঃ তেনাপ্যপ্রাপ্যেত্যর্থঃ। তস্য শূন্যময়ত্বেন তত্র শ্রবণাদিভক্তেরপ্রবৃত্তেঃ। কেন গৃহ্যতে আত্মসাৎ ক্রিয়তে, অপি তু ভগবৎপ্রসাদং বিনা ন কেনাপ্যাত্মসাৎ কর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ ॥২০৩॥ শুদ্ধসত্ত্বময়ানামপি দেবানাম্ অমলাত্মনাং নির্ম্মলচিত্তানামপি ঋষীণাং প্রায়েণ রতিঃ কদাচিৎ কস্যচিদেব জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪০৪ ॥ এবং পরমদৌর্লভ্যেন ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখিত্বা, ইদানীং পরমপি কিয়ন্মাহাত্ম্যবিশেষং লিখন্ আদৌ ভক্ত্যা ভক্তিমেব তৎসিদ্ধয়ে প্রণমতি শ্রীমদিতি। মাহাত্ম্যমেব মন্দরো নাম মহাপর্ব্বতঃ পরমবিস্তীর্ণত্বগুণত্বাদিনা তং কীটতুল্যঃ ক্ষুদ্রতরোঽপ্যয়ং জনঃ যস্যা ভক্তেঃ প্রভাবেণ লোলঃ সন্ উদ্ধর্ত্তুং সমাহর্ত্তুমিচ্ছতি। অতোঽশক্যেঽপি কর্ম্মণি প্রবৃত্তিস্তৎশক্তিপ্রেরণয়ৈব ন মে স্বত ইতি তন্মহিম্নৈব তন্মাহাত্ম্যং কিঞ্চিল্লেখ্যমিতি ভাবঃ ॥৩০৫॥ পাকাদ্যর্থমপি প্রজ্বালিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি তথা ভগবদর্থমপ্যনুষ্ঠীয়মানা ভক্তিঃ

সকামভাবে পূজা করিলে ভক্তির হাস্যের সীমা থাকে না, মন্ত্র জপের অনুষ্ঠান দেখিলে ভক্তি দূরে সরিয়া পড়েন; সমাধি বা যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বহিঃপ্রদেশে অবস্থিতি করেন, অতএব কে এরূপ ভক্তিকে লাভ করিতে পারে বল? তাৎপর্য্য, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন কেহই উহা লাভ করিতে পারে না। ৩০৩।

ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রাসুরের উপাখ্যানের শেষভাগে লিখিত আছে;—যখন দেখিতেছি, শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণ ও নির্ম্মলাত্মা ঋষিদিগেরও মুকুন্দচরণারবিন্দে ভক্তির প্রায়ই আবির্ভাব ঘটে না, তখন দুরাচার বৃত্রাসুরের ভক্তি কিরূপে জন্মিয়াছিল?। ৩০৪।

যাহা হউক, যাঁহার মাহাত্ম্য মন্দরগিরির ন্যায় মহৎ, সেই শ্রীমতী ভক্তি দেবীকে নমস্কার; তাঁহারই প্রভাববলে কীটসদৃশ অতি সামান্য ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া, তদীয় মাহাত্ম্য সমুদ্ধারে কৃতোদ্যম হইয়াছে। তাৎপর্য্য;—কীটতুল্য সামান্য ব্যক্তি আমি তদীয় মাহাত্ম্য-সমুদ্ধারে প্রয়াসী হইয়াছি। ৩০৫।

ষষ্ঠে অজামিলোপাখ্যানারম্ভে।—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥৩০৭॥

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে।—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥৩০৮।

অতএবোক্তং তত্রৈব শ্রীকরভাজনেন।—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৩০৯ ॥

সর্ব্বাণ্যেব পাপানি তৎক্ষণাৎ পাপোৎপত্তিসমকাল এব দহতি ॥৩০৬॥ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ। ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন চ ॥ দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥ ইত্যুক্তস্য প্রায়শ্চিত্তস্যাতিদুষ্করত্বাম্মুখ্যমেবান্যৎ প্রায়শ্চিত্তমাহ কেচিদিতি কেচিদিত্যনেন এবম্ভূতা ভক্তিপ্রধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি। কেবলয়া তপআদিনিরপেক্ষয়া। বাসুদেবপরায়ণা ইতি নাধিকারিবিশেষণমেতৎ, কিন্তু অন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্রাপ্রবৃত্তেরর্থাত্তেষ্বেব পর্য্যবসানাদনুবাদমাত্রম্। কার্ৎস্ন্যেন মূলতোঽপ্যতশ্চেত্যর্থঃ। তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ ভাস্করো নীহারং তৎকৃততম ইব। এবমত্র সমূলসাক্ষাশেষপাপনাশোঽভিপ্রেতঃ। পূর্ব্বঞ্চ অনলো বেণুগুল্মমেবেতি অনলস্য ভূম্যন্তর্গতদহনাশক্ত্যা ভস্মাদেরপি বিদ্যমানতয়া সমূলাশেষপাপনিবৃত্তিরুক্তা। এবমপি পূর্ব্বতোঽস্য বিশেষোঽবগন্তব্যঃ ॥৩০৭॥ আস্তাং তাবদুত্তমভক্তেঃ কথা যথাকথঞ্চিৎ ভক্ত্যাপি স্বত এব সমূলাশেষপাপক্ষয়ঃ স্যাদিত্যাহ যথেতি। পাকাদ্যর্থমপি প্রজ্বালিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি, তথা রাগাদিনাপি কথঞ্চিন্মদ্বিষয়া সতী ভক্তিঃ সমস্তপাপানীতি। ভগবানপি স্বভক্তমাশ্চর্য্যেণ সম্বোধয়তি অহো উদ্ধব বিস্তরেণ শৃণ্বিতি ॥ ৩০৮ ॥ দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণামিতি নিরন্তরপূর্ব্বশ্লোকেন বিহিতকর্ম্মনিবৃত্তিমুক্ত্বা নিষেধ-

---

অতঃপর ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য। তন্মধ্যে প্রথমে ভক্তিমান্ ব্যক্তির কোনওরূপ পাপ সংঘটন ঘটিলে, অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদ ও অম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে;—অগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হইয়া কাষ্ঠরাশি দহন করে, তাহার ন্যায় ভগবানের প্রতি ভক্তি করিলে, তাহা সকল পাপরাশিকে তৎক্ষণাৎ,—অর্থাৎ পাপোৎপত্তিকালে দগ্ধ করিয়া ফেলে।৩০৬। ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলের উাখ্যানের আরম্ভসময়ে লিখিত আছে;—কোনও কোনও ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি, সূর্য্যোদয়ে যেরূপ নীহার সংহার ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় ভগবানে অবিচলিত ভক্তি সংস্থাপন করিয়া, পাপরাশি নিঃশেষ করিয়া থাকেন।৩০৭। একাদশস্কন্ধে ভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে; হে উদ্ধব! যেরূপ পাকাদি কার্য্যের জন্য প্রদীপ্ত অগ্নি, শিখা বিস্তার পূর্ব্বক কাষ্ঠাদি সকলকে ভস্ম করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মদ্বিষয়িণী ভক্তি, বাসনা প্রবৃত্তি সমস্ত পাপরাশিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ৩০৮। একাদশস্কন্ধে করভাজনের উক্তিতে প্রকাশ;—যে হরিভক্তি, দেহাদি বা অন্য ভাব বর্জ্জিত হইয়া, প্রমাদনিবন্ধন কোনও নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে প্রভুপাদপদ্মাশ্রয়ী

দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মাণং প্রতি শ্রীভগবতা।—

মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসামিহ লোকে পরেঽপি বা।
নাশুভং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ কুলকোটিং নয়েদ্দিবম্ ॥৩১০॥

বিষয়ভোগেঽপি তদ্দোষনিরাকরণম্।

একাদশস্কন্ধে তত্রৈব।—বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥৩১১॥

কর্ম্মাধিকারনিরসনম্।

তত্রৈব।— তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৩১২॥

নিমিত্তপ্রায়শ্চিত্তনিবৃত্তিমাহ স্বপাদেতি। ত্যক্তঃ অন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবান্তরে ভাবো যেন। অতএব তস্য বিকর্ম্মণি প্রবৃত্তির্ন সম্ভবতি। যচ্চ কথঞ্চিৎ প্রমাদাদিনা উৎপতিতম্ অকস্মাৎ প্রাপ্তং ভবেৎ তদপি হরির্ধুনোতি। নন্বু যমস্তন্ন মন্যেত তত্রাহ পরেশঃ পরমেশ্বরঃ। নন্বু শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইতি ভগবদ্বচনাৎ স্বাজ্ঞাভঙ্গং কথং সহেত তত্রাহ প্রিয়স্য। নন্বু নায়ং পাপ-ক্ষয়ার্থং ভজতে তত্রাহ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, ন হি বস্তুশক্তিরর্থিতামপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০৯ ॥ অশুভং পাপম্ অমঙ্গলং বা পাপমূলকম্। তেষাং কুলকোটিং ভক্তিরেব দিবং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং প্রাপয়তি ॥ ৩১০ ॥

বিষয়ৈর্বাধ্যমান আকৃষ্যমাণোঽপি। অতঃ প্রায়োঽজিতেন্দ্রিয়ঃ প্রগল্ভয়া সমর্থয়া। পরম-পদপ্রদানশক্তায়া অপি ভক্তের্বিষয়াভিভবতো রক্ষণং কতরৎ প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥ ৩১১ ॥ ভক্তিমতঃ কর্ম্মানধিকারাৎ কর্ম্মত্যাগেঽপি ন দোষঃ স্যাদিতি ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখতি তাবদিতি। কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি। যাবতা যাবৎ ন নির্ব্বিদ্যেত কর্ম্মফলেষু ঐহিকামুষ্মিকবিষয়-ভোগেষু বা বিরক্তো ন স্যাৎ। শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ প্রীতির্বা। আদিশব্দেন কীর্ত্তনাদিভক্তিপ্রকারাঃ— নির্ব্বেদে জাতে মৎকথাশ্রবণাদিশ্রদ্ধায়াং বা জাতায়াং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মণাং সাবধিত্বেন সাধ্য সিদ্ধে সাধনপরিত্যাগোপপত্তেঃ। বাশব্দেন পূর্ব্বতোঽস্য পক্ষস্যাধিক্যং সূচিতং, যে বা ময়ীশ ইতিবৎ। বৈরাগ্যে জাতেঽপি কর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনর্বৈরাগ্যস্য ফলে শ্রবণাদৌ জাতে

ভক্তের হৃদয়বিহারী হরি, তদীয় নিখিল পাপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন।৩০৯। দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মার প্রতি ভগবানের বাক্য এইপ্রকার ;—যাঁহারা আমার ভক্তির বাহন, ইহ বা পর-লোকে তাঁহাদের কোনও প্রকার অশুভ ঘটিতে পারে না ; ফল কথা, ভক্তি তাঁহাদিগের কোটিকুলকে দিব্যধামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। ৩১০।

বিষয় ভোগেও তদ্দোষনিরাকরণ। একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে ;—যদিও আমার ভক্ত অজিতেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়ের বশীভূত হন, তথাপি প্রগলভ ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয়-মগ্ন হন না। ৩১১।

কর্ম্মাধিকার-নিরসনম্,—অর্থাৎ কর্ম্মকরণে অধিকারনিবৃত্তি। ঐ পুরাণেই প্রকাশ ;—যে

অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে।—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ৩১৩॥

একান্তিলক্ষণে যচ্চ লিখিতং শরণাগতৌ। লেখ্যঞ্চ তত্তদ্বচনৈরেতৎ সুদৃঢ়তামিয়াৎ॥ ৩১৪॥

মনঃপ্রসাদকথম্।

প্রথমস্কন্ধে।—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥৩১৫॥

সতীতি ভাবঃ॥ ৩১১॥ নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতমিত্যাদিনা কাম্যকর্ম্মাদেরনর্থহেতুত্বাত্তদ্বিহায় হরের্লীলাদিবর্ণনারূপা ভক্তিঃ কার্য্যেত্যুক্ত্বা, ইদানীং নিত্যনৈমিত্তিকাদিস্বধর্ম্মনিষ্ঠামপ্যনাদৃত্য কেবলং হরিভক্তিরেব কার্য্যেত্যাহ ত্যক্ত্বেতি। স্বধর্ম্মং নিজনিজবর্ণাশ্রমধর্ম্মং ত্যক্ত্বা। নমু স্বধর্ম্মত্যাগেন ভজন্ ভক্তিপরিপাকেণ যদি কৃতার্থো ভবেত্তর্হি ন কাচিচ্চিন্তা। যদি পুনরপক এব ম্রিয়তে ততো ভ্রশ্যেত বা, তদা চ স্বধর্ম্মত্যাগনিমিত্তোঽনর্থঃ স্যাদিত্যাহ, ততো ভজনাৎ পতেৎ কথঞ্চিৎ ভ্রশ্যেৎ, ম্রিয়তে বা যদি,তথাপি ভক্তিরসিকস্য কর্ম্মানধিকারান্নানর্থশঙ্কা। অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ। বাশব্দঃ কটাক্ষে। যত্র ক বা নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তিরসিকস্য অভদ্রমভূৎ কিং,নাভূদেবেত্যর্থঃ। ভক্তিবাসনাসম্ভবনাদিতি ভাবঃ। অভজদ্ভিস্তু কেবলং স্বধর্ম্মতঃ কো বার্থঃ প্রাপ্তঃ। অভজতামিতি ষষ্ঠী সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া। অতএব শ্রীভগবদ্গীতাসু সর্ব্বান্তে সর্ব্বোপদেশসারঃ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি। একাদশস্কন্ধে চ তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্যেত্যাদি। তচ্চ সর্ব্বমগ্রে শরণাপত্তৌ লেখ্যমেব॥ ৩১৩॥ একান্তিপ্রকরণে আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদিনা যল্লিখিতং তচ্চাগ্রে শরণাগতিপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মানিত্যাদিনা লেখ্যম্। এতৎ কর্ম্মাধিকারনিরসনং তাৎপর্য্যদ্বারা সুদৃঢ়ং ভবতীত্যর্থঃ॥৩১৪॥ বৈ প্রসিদ্ধৌ নির্দ্ধারে বা। পর উৎকৃষ্টো ধর্ম্মঃ স এব। যতো ধর্ম্মাৎ। অহৈতুকী হেতুঃ ফলানুসন্ধানং তদ্রহিতা। অপ্রতিহতা বিঘ্নৈরনভিভূতা। যয়া ভক্ত্যা আত্মা চিত্তং স্বয়মেব সুষ্ঠু

কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মাদিতে নির্ব্বেদ উপস্থিত না হয়, ও যতদিন আমার কথাপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশিত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক। ৩১২। প্রথমস্কন্ধে লিখিত হইয়াছে;—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিপাদপদ্ম আরাধনা করিতে করিতে যদি কোনও ব্যক্তি অপক্কদশায় স্খলিত, বা মৃত হয়, তাহা হইলে স্বধর্ম্মত্যাগ নিবন্ধন কখনই তাহার অমঙ্গল ঘটিবে না। ফল কথা, হরিচরণ ভজনা না করিয়া, কাহার বা স্বধর্ম্মপালনে অর্থবৃদ্ধি ঘটিয়াছে? ।৩১৩। পূর্ব্বে একান্তি-লক্ষণ বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, এবং পরে শরণাগতিপ্রকরণে যাহা লিখিত হইবে, সেই সকল বচনানুসারে ইহা অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারনিরসনের দৃঢ়তা দাঁড়াইবে। ৩১৪।

মনের প্রসাদকথা। প্রথমস্কন্ধে বর্ণিত আছে;—ভগবানের প্রতি ফলাভিসন্ধানবর্জ্জিত যে অপ্রতিহত ভক্তিসমাবেশ, তাহাই লোকের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য; সুতরাং তাহাই মঙ্গলের

অতএবোক্তমেকাদশে।—

ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥৩১৬॥

পরমপাবনত্বম্

তত্রৈব।— ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপচানপি সম্ভবাৎ ॥ ৩১৭ ॥

পরমধর্ম্মত্বম্।

ষষ্ঠে।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥৩১৮॥

অতএবোক্তং পাদ্মে।—কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈঃ কিং বহুবিস্তরৈঃ।

বাজপেয়সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ॥৩১৯॥

সর্ব্বগুণাদিসেব্যতাকারিত্বম্।

পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ।—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৩২০ ॥

প্রসীদতীতি আনুষঙ্গিকফলমুক্তম্ ॥ ৩১৫ ॥ অপেতং রহিতম্ ॥ ৩১৬ ॥ সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপি পুনাতি ॥ ৩১৭ ॥ তস্য ভগবতো নামগ্রহণাদিভিরিতি ভক্তের্নামগ্রহণপ্রধানতাভিপ্রেতা ॥৩১৮॥ মন্ত্রৈঃ সাধিতৈঃ কিম্ ॥ ৩১৯ ॥ অকিঞ্চনা নিষ্কিঞ্চনা শুদ্ধা বা। সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বৈর্গুণৈর্ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ তত্র সম্যগাসতে নিত্যং বসন্তি। মহতাং গুণাঃ জ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ঃ প্রেমবিকারা বা, কুতো ভবন্তি। তত্র হেতুঃ অসতি বিষয়সুখে তুচ্ছমোক্ষসুখে বা মনোরথেন বহির্ভক্তের্দূরে ধাবতঃ॥৩২০॥

কারণ। বাস্তবিক, সেই ভক্তিপ্রভাবে জীবের চিত্তপ্রসন্নতা ঘটিয়া থাকে। ৩১৫। এই সম্বন্ধে একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে ;—আমাতে ভক্তি করিলে যেরূপ পবিত্রতা ঘটে, সত্য ও দয়া সম্বলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান, বা তপস্যাসহিত বিদ্যানুশীলন, ইহারা ভক্তিবর্জ্জিত আত্মাকে সেরূপে সম্যক্ প্রকারে পবিত্র করিতে সমর্থ নহে। ৩১৬।

পরমপাবনত্ব। ঐ একাদশে লিখিত আছে :—যে ব্যক্তি নিষ্ঠাপূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, সে চণ্ডালাদি জাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া, পবিত্র হইয়া থাকে ৩১। পরমধর্ম্মত্ব। ভগবানের নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রকাশই লোকের উৎকৃষ্ট ঐহিক ধর্ম্ম। ৩১৮। পদ্মপুরাণে প্রকাশ ;—যে ব্যক্তির জনার্দ্দনে দৃঢ় ভক্তি বিরাজমান, তাহার নানাবিধ মন্ত্র জপ, বিস্তর শাস্ত্রানুসন্ধান, ও সহস্র বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে কি প্রয়োজন? ৩১৯। অনন্তর সর্ব্বগুণাদিসেব্যতাকারিত্ব। পঞ্চমস্কন্ধে প্রহ্লাদের উক্তিতে প্রকাশ ;—ভগবানের প্রতি যাহার বিমল ভক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাহাতে সকল দেবতা ও ধর্ম্মজ্ঞানাদি গুণপরম্পরা, আবির্ভূত হইয়া থাকে ; কিন্তু যে ব্যক্তিতে হরিভক্তি নাই, তাহাতে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গুণ, বা অন্যান্য দেবতার আবির্ভাব কিরূপে সম্ভবে? সুতরাং সে ব্যক্তি গৃহাদি অনিত্যসুখে মগ্ন থাকিয়া, বিষয়সুখ দর্শন করিয়া থাকে ; যদি তাহাতেও বঞ্চিত হয়, তবে মনোরথসাহায্যে বিষয়সুখপ্রত্যাশায় ভক্তির দূরদেশে প্রধাবিত হইয়া থাকে। ৩২০।

অহঙ্কারোন্মূলনত্বম্।

চতুর্থে শ্রীধ্রুবং প্রতি মনূক্তৌ।—

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥ ৩২১॥

শ্রীপৃথুং প্রতি শ্রীসনকাদিভিঃ।—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥ ৩২২॥

আত্মানমন্বিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃগিতি পূর্ব্বমুক্তং তদন্বেষণফলমাহ ত্বমিতি। তদান্বেষণকাল এব। প্রত্যগাত্মনি পরমাত্মনি সর্ব্বান্তর্যামিণীত্যর্থঃ। অনন্তে অপরিচ্ছিন্নে। আনন্দমাত্রে সুখমূর্ত্তৌ। ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে। পরমাং নিষ্কামাং বিশুদ্ধাং বা। শনকৈর্ব্বিধায়েতি পরমভক্তের্দুষ্করতয়া ক্রমেণৈব তৎসিদ্ধেঃ। যদ্বা শনৈঃকৈঃ চিরং ক্রমেণ যোঽবিদ্যারূপো গ্রন্থিঃ তমিতি দুর্ভেদ্যতোক্তা। নন্থ তাদৃশস্য তদৈব কথং বিভেদো ঘটতে তত্রাহ, উপপন্নাঃ সম্পন্নাঃ সমস্তাঃ শক্তয়ো যস্মিন্। যদ্বা উপপন্নানাং প্রপন্নানাং সমস্তাঃ শক্তয়ো যস্মাত্তস্মিন্নিতি। এবং প্রত্যগাত্মাদিভগবন্মাহাত্ম্যাজ্ঞানেন পূর্ব্বং নিষ্কামভক্ত্যকরণাদহঙ্কারাদ্যনপগমেন বৈরেণ কুবেরানুচরাস্ত্বয়া ঘাতিতা ইতি শ্রীধ্রুবং প্রতি মনোর্বাক্যাভিপ্রায়ঃ। স চ কেবলং শ্রীশিবসখানুগরক্ষার্থমেব বিভীষিকয়া ন্যায়াভাসত ইত্যূহ্যং যথাকথঞ্চিদ্ভক্ত্যা মুক্তেরপি সুসিদ্ধেঃ॥ ৩২১॥

এবং তাদৃশজ্ঞানেন পরমভক্ত্যাহঙ্কারোন্মূলনং লিখিত্বা ইদানীং কথঞ্চিদপি ভজনেন তচ্চ স্যাদিতি দর্শয়তি যৎপাদেতি। যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পলাশানি অঙ্গুলয়ঃ তেষাং বিলাসঃ কান্তিঃ তস্য ভক্ত্যা স্মৃত্যা। যদ্বা নৃত্যগীতাদিবিলাসরূপয়াপি ভক্ত্যা। কর্ম্মাণ্যাশেরতে যস্মিন্নিতি কর্ম্মাশয়োঽহঙ্কারঃ তদ্রূপং হৃদয়গ্রন্থিং কর্ম্মভিরেব গ্রথিতং দৃঢ়ং বদ্ধং সন্তো বৈষ্ণবা উদ্গ্রথয়ন্তি মোচয়ন্তি। রিক্তা নির্ব্বিশেষা সর্ব্বমূর্দ্ধন্যা মতির্যেষাম্। নিরুদ্ধঃ প্রত্যাহৃতঃ স্রোতোগণ ইন্দ্রিয়বর্গো যৈঃ। অরণং শরণম্। স্রোতোগণশব্দেনেদং সূচ্যতে যথা গঙ্গাদিপ্রবাহস্য কথঞ্চিদপি যত্নান্নিরোধঃ সম্ভবেদেবমিন্দ্রিয়স্যাপি। ভবতু বা কস্যচিদিন্দ্রিয়স্য, সর্ব্বস্য তু ন ভবত্যেব; যদি বা কদাচিৎ কস্যচিদ্যতেঃ সর্ব্বনিরোধো ভবতু নাম, তথাপ্যহঙ্কারোন্মূলনং সম্যক্

অহঙ্কারের উন্মূলনত্ব। চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবের প্রতি মনুর উক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে;—সেই ভগবান্ সর্ব্বান্তরাত্মা অনন্ত, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন আনন্দমাত্র স্বরূপ; যদি তাঁহার প্রতি ভক্তি করা যায়, তাহা হইলে আমি আমার ইত্যাদি অনিত্য দৃঢ় অহঙ্কারগ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে।৩২১।

এইরূপ পৃথু রাজার প্রতি সনকাদির উক্তিতে প্রকাশ;—যাঁহার পাদপদ্মের অঙ্গুলি-বিলাসের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া, সাধুগণ আপনাদের অহঙ্কাররূপ সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থিকে যেরূপে ছেদন করিয়া থাকে, ভক্তিবিমুখ যতিগণ নির্বিষয় ও নিরুদ্ধমতি হইয়াও সেইরূপে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পারেন না। এই জন্য বলি, তুমি সর্ব্বশরণ্য বাসুদেবকে সর্ব্বান্তঃকরণে আরাধনা করিতে থাক। ৩২২।

সর্ব্বমার্গাধিকত্বম্।

তৃতীয়ে শ্রীকাপিলেয়ে।—

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি। সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥ ৩২৩॥

ষষ্ঠে চ।—

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ। সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥৩২৪

অতএবোক্তং দ্বিতীয়ে শ্রীবাদরায়ণিনা।—

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥৩২৫

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥৩২৬

ন স্যাদেবেতি। অতঃ শ্লেষেণ রিক্তমতয়ঃ নির্ব্বুদ্ধয় এবেত্যুক্তম্। যথা সন্তো ভক্ত্যোদগ্রথয়ন্তি যতয়শ্চ তদ্বন্নেতি সন্ত্যঃ পৃথক্‌ত্বেন নির্দ্দেশাদ্ভক্তিবিমুখানাং যতীনাং তদিতরত্বমপ্যুক্তম্। এবং তেষাং ভক্ত্যনাদরেণ নিন্দেতি দিক্॥ ৩২২॥ যোগাদিকমপি ব্রহ্মসিদ্ধয়ে আত্মতত্ত্বপরিস্ফূর্ত্তয়ে মুক্তয়ে ইত্যর্থঃ। ভক্ত্যা সদৃশঃ শিবো নির্ব্বিঘ্নো মঙ্গলরূপো বা পন্থা নাস্তি॥ ৩২৩॥ অয়ং পন্থা ভক্তিমার্গঃ সধ্রীচীনঃ সমীচীনঃ যতঃ ক্ষেমঃ কল্যাণম্। ক্ষেমত্বে হেতুর্ন কুতশ্চিদ্বিঘ্নাদের্ভয়ং যস্মিন্। যদ্বা ক্ষেমঃ মঙ্গলরূপোঽকুতশ্চিদ্ভয়শ্চ। তদেবাহ যত্র যস্মিন্ মার্গে সুশীলাঃ কৃপালবঃ সাধবো নিষ্কামাঃ অতো ন জ্ঞানমার্গবদসহায়তানিমিত্তং ভয়ং, নাপি কর্ম্মমার্গবৎ মৎসরাদিযুক্তেভ্যো ভয়ং, তেষাং সঙ্গত্যা চ সর্ব্বথা ক্ষেমমেবেতি ভাবঃ॥ ৩২৪॥

অধুনা সর্ব্বমার্গফলত্বেন ভক্তেঃ সর্ব্বমার্গাধিকত্বমেব দ্রঢ়য়তি ন হীতি দ্বাভ্যাম্। সন্তি চ সংসরতঃ পুংসো বহবো মোক্ষমার্গাঃ, কিন্তু যতঃ পথোঽনুষ্ঠিতাৎ ভক্তিযোগো ভবেৎ, অতোঽন্যঃ শিবঃ সুখরূপো নির্ব্বিঘ্নশ্চ পন্থা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ॥৩২৫॥ অতস্তদাহ। ভগবান্ ব্রহ্মা কূটস্থঃ নির্ব্বিকারঃ একাগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ত্রিঃ ত্রীন্ বারান্ কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন ব্রহ্ম বেদম্ অন্বীক্ষ্য বিচার্য্য,

---

ভক্তির সকল পথ অপেক্ষা অধিকত্ব। তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবের উক্তিতে প্রকাশ;—যোগীদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধিবিষয়ে অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে মঙ্গলবিধায়ক দ্বিতীয় পন্থা আর দৃশ্য হয় না। ৩২৩। ষষ্ঠস্কন্ধেও প্রকাশক;—ইহ সংসারে ভক্তিপথই সমীচীন এবং পরমমঙ্গলবিধায়ক, ইহাতে কোনও বিভীষিকা নাই, সুতরাং নিত্যমঙ্গলময়; অধিক কি বলিব, এই নারায়ণপরায়ণ সুশীল সাধুজনই এই পথের নির্দ্দিষ্ট পথিক। ৩২৪। বিশেষতঃ দ্বিতীয়স্কন্ধে শুকদেবের উক্তিতে প্রকাশ;– বাসুদেব ভগবানে ভক্তি করিলে যেরূপ সুখ লাভ হয়, সংসারী ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ মঙ্গলজনক পন্থা আর দৃষ্ট হয় না। ৩২৫। ভগবান্ চতুরানন কি উপায়ে হরিতে আসক্তি ঘটিতে পারে, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া, তিনবার সমগ্র বেদ বিচারে প্রবৃত্ত হন; তিনি অবশেষে একাগ্রচিত্তে চিন্তার পর বুদ্ধি দ্বারা ভক্তিযোগের উপাদেয়ত্বই স্বীকার করিয়াছেন। ৩২৬।

অতঃপর সর্ব্বার্থসাধকত্ব। বৃহন্নারদীয় পুরাণে নারদের উক্তিতে প্রকাশ আছে;—জল যেরূপ সকল লোকের জীবন, সেইরূপ ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির জীবনস্বরূপ;—অর্থাৎ ভক্তি ব্যতি-

সর্ব্বার্থসাধকত্বম্।

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদোক্তৌ।—

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্। তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥৩২৭॥

জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ। তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥৩২৮॥

ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতোক্তৌ।—

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। ঈপ্সিতাং ভগবদ্ভক্ত্যা লভতে পরমাং গতিম্ ॥৩২৯

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে।—

অপত্যং দ্রবিণং দারা হারা হর্ম্ম্যং হয়া গজাঃ। সুখানি স্বর্গমোক্ষৌ চ ন দূরে হরিভক্তিতঃ ॥৩৩০

প্রথমস্কন্ধে।—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥৩৩১॥

একাদশে চ ভগবদুদ্ধবসংবাদে।—

যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।

সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি ॥৩৩২॥

যতঃ আত্মনি হরৌ রতির্ভবেৎ তদেব মনীষয়া অধ্যবস্যৎ সন্মার্গত্বেন সদ্বস্তুত্বেন বা নিশ্চিতবান্। এবং রতিহেতুত্বেন ভক্তিযোগস্যৈব সন্মার্গত্বম্। যদ্বা কার্য্যকারণয়োরভেদবিবক্ষয়া রতিরেব ভক্তিযোগ ইত্যভিপ্রেতম্। যদ্বা যতো ভক্তিযোগাৎ। তদিতি তম্ ইতি ভক্তিযোগমাহাত্ম্যমুক্তম্ ॥ ৩২৬ ॥ সমস্তানাং সিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরেবেতি তাং বিনা ন স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৩২৭ ॥ জীবন্তি সিধ্যন্তি ॥ ৩২৮ ॥ ঈপ্সিতামভীষ্টাং পরমামুৎকৃষ্টাং গতিং ফলম্ ॥ ৩২৯ ॥ হারা মনোহরাঃ মুক্তাবল্যো বা। তৈশ্চ সর্ব্বাণি ভূষণানি উপলক্ষ্যন্তে। সুখানি রাজ্যাদিসম্পত্তয়ঃ। হরিভক্তিতো দূরে ন ভবন্তি, কিন্তু তদাশ্রিতানি। অতএব লভ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩০ ॥

অহৈতুকং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরম্ ঔপনিষদমিত্যর্থঃ। যদ্বা নিষ্কামজনপ্রাপ্যপদং যৎ মোক্ষাখ্যং বা তচ্চ। যদ্বা ফলাভিসন্ধিরহিতং প্রেম চ জনয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩১ ॥ ইতরৈস্তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিরপি শ্রেয়ঃসাধনৈর্যদ্ভাব্যং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি তৎ সর্ব্বমনায়াসেনৈব লভতে। তথা স্বর্গমপবর্গং মদ্ধাম চ

রেকে কোন অর্থই সাধিত হয় না। ৩২৭। যেরূপ জঠরধারিণী জননীর দয়া-গুণে জীবসমূহের জীবনরক্ষা ঘটে, সেইরূপ ভক্তির আশ্রয়ে সকল সিদ্ধি জীবিতভাবে অবস্থিতি করে। ৩২৮। ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে বিষ্ণুদূতের বাক্যে বিবৃত হইয়াছে;—লোকে যে কোন মহাপাতকে লিপ্ত, বা সর্ব্বপ্রকার পাতকে পতিত হউক না, কেবল একমাত্র ভগবানে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ঈপ্সিত দিব্য গতি লাভ করিয়া থাকে। ৩২৯। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম ও ব্রাহ্মণের কথোপকথনে ব্যক্ত আছে; —স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, অট্টালিকা, মুক্তামালা, হয়, হস্তী, স্বর্গ ও মোক্ষ, এগুলির কেহই হরিভক্তির দূরে অবস্থিতি করে না; তাৎপর্য্য;—হরিভক্তের পক্ষে এ সকল সুখ দুর্লভ নহে। ৩৩০। প্রথমস্কন্ধে বর্ণিত আছে;—ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে, সত্বরই বৈরাগ্য ও শুষ্কতর্কবিহীন জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। ৩৩১। একাদশস্কন্ধে ভগবান্

অতএবোক্তং দ্বিতীয়ে।—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥৩৩৩

মোক্ষাধিকত্বম্।

তৃতীয়ে কাপিলেয়ে।— অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।

জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা॥৩৩৪॥

পঞ্চমে শ্রীঋষভদেবচরিতান্তে।—

যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধবৃজিনসংসারপরিতাপোপতপ্যমানমনুসবনং স্নাপয়ন্ত-স্তয়ৈব পরয়া নির্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং ন এবাদ্রিয়ন্তে ভগ-বদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্ব্বার্থাঃ॥ ৩৩৫ ॥

বৈকুণ্ঠং লভত এব। যদি বাঞ্ছতীতি বাঞ্ছা তু নাস্তীত্যুক্তম্। তত্র কথঞ্চিদিতি স্বর্গাপবর্গয়োস্তুচ্ছতা-মনুভবিতুম্। কিংবা স্বর্গে দেবতাঃ শ্রীবিষ্ণুং দ্রষ্টুং স্বর্গং ভক্তিবিঘ্নসাংসারিকদুঃখতরণার্থঞ্চাপবর্গং বৈকুণ্ঠলোকে সাক্ষাৎ মৎসেবার্থং চেত্যেবং প্রকারেণ বাঞ্ছন্তি চেদিত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠবাঞ্ছা চ তত্রত্য-বিভূতিশ্রবণাৎ ভক্তিরসপ্লুতত্বেনানন্যাপেক্ষ্যত্বাদ্বা॥ ৩৩২ ॥ অকামঃ একান্তভক্তঃ। সর্ব্বকামঃ ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্বিত্যাদ্যষ্টশ্লোকোক্তব্রহ্মবর্চ্চসাদিকামঃ উক্তানুক্তাখিলকামো বা। উদারধীর্মহাবুদ্ধি-শ্চেৎ। তদা পরং পুরুষং শ্রীকৃষ্ণং ভজেৎ। তীব্রেণ দৃঢ়েন। যদ্বা অকামো বৈরাগ্যকামঃ। উদারধীঃ ভগবদেকপ্রাপ্তিকামো বা। অন্যৎ সমানম্॥৩৩৩॥ অনিমিত্তা নিষ্কামা। সিদ্ধের্মুক্তেরপি গরীয়সী। মুক্তিশ্চানুষঙ্গিকী ভবত্যেবেত্যাহ, যা ভক্তিঃ কোষং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি। প্রযত্নং বিনৈব সিদ্ধৌ দৃষ্টান্তঃ, নিগীর্ণং ভুক্তমন্নং জাঠরোঽগ্নির্যথা জরয়তীতি। দেবানাং গুণলিঙ্গা-নামিত্যাদিশ্লোকোঽত্র ন সংগৃহীতঃ, তত্র ভক্তিলক্ষণোক্তেঃ। গরীয়স্ত্বঞ্চ ভক্তেস্তত্রৈবোক্তং নৈকা-ত্মতাং যে স্পৃহয়ন্তি কেচিদিত্যাদিশ্লোকপঞ্চকেন। তদত্রানুপযোগান্ন সংগৃহীতম্। এবমন্ত-দপ্যূহ্যম্॥ ৩৩৪ ॥ ভগবতি তস্মিন্ বাসুদেবে একান্ততো ভক্তিরনয়োরপি সমনুবর্ত্তত ইতি পূর্ব্ব-

---

এবং উদ্ধবের কথোপকথনে লিখিত আছে;—কর্ম্মিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্বিগণ তপস্যানুষ্ঠান, জ্ঞানী জ্ঞানচর্চ্চা, বিরাগী বৈরাগ্যাবলম্বন,যোগী যোগসাধন, দাতা দান ধর্ম্মানুষ্ঠান বা অন্যান্য মঙ্গলজনক সাধনায় যে ফল লাভ করিয়া থাকেন, আমার ভক্ত ভক্তিযোগাবলম্বনে এ সমস্তই অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে; অন্য কথা কি, ইচ্ছা হইলে, ভক্তে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি, আমার দিব্য ধামও লাভ করিতে পারে। ৩৩২। দ্বিতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে;—যে ব্যক্তি নিষ্কাম, যাহার সকল কামনা বর্ত্তমান, ও কেবল মাত্র মোক্ষই যাহার লক্ষ্য, সেই উদারবুদ্ধি-ভক্ত, নিতান্ত ভক্তিযোগে পরম পুরুষ—আমাকে আরাধনা করিয়া থাকে।৩৩৩।

মোক্ষাধিকত্ব। তৃতীয়স্কন্ধে কপিলের উক্তিতে বিবৃত হইয়াছে,—নিষ্কাম ভক্তি অবি-র্ভূত হইলে, উহা মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে; কারণ এই ভক্তিপ্রভাবেই মুক্তি প্রসঙ্গাধীন আবির্ভূত হইয়া থাকে; ফল কথা, জঠরানল যেরূপ ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করে, তাহার ন্যায় ভগবদ্ভক্তি সত্বরে লিঙ্গশরীরকে ক্ষয় করিয়া থাকে। ৩৩৪। পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীঋষভ-

দ্বাদশে চ শ্রীমার্কণ্ডেয়মুদ্দিশ্য শ্রীশিবোক্তৌ।—

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে॥ ৩৩৬॥

অতএবোক্তং পঞ্চমে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বাদরায়ণিনা।—

যো দুস্ত্যজক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥ ৩৩৭॥

একাদশে চ ভগবতা।—ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ৩৩৮॥

গদ্যাদ্ভক্তিরনুবর্ত্তত এব। অতো যস্যাং ভক্তাবেব ন তু যোগাদিষু অনুসবনমবিরতং চাত্মানং স্নাপয়ন্ত ইতি পরমানন্দরসময়ত্বং সূচিতম্। আত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি। যদ্বা আত্যন্তিকং সাযুজ্যরূপমপি। অতঃ পরমপুরুষার্থমপ্যপবর্গং মোক্ষম্। যদ্বা অপবর্গং মোক্ষম্। আত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি। এবং সতীদং গদ্যমগ্রে স্বতঃপরমপুরুষার্থতায়াং দ্রষ্টব্যম্। এবমন্যদপি জ্ঞেয়ম্। স্বয়মাসাদিতং আত্মনৈব প্রাপ্তম্। যদ্বা ভগবতা স্বয়মেব দীয়মানমপি। অনাদরে হেতুঃ ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিতঃ সমাপ্তাঃ সম্যক্ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে পুরুষার্থা যৈঃ॥ ৩৩৫॥ আশিষঃ অভ্যুদয়লক্ষণাঃ। উত স্বিতৌ। তত্র হেতুঃ ভক্তিমিতি। অব্যয়ে পরিপূর্ণে পুরুষে শ্রীকৃষ্ণে॥৩৩৬॥ য এবম্ভূতোঽসৌ নৃপঃ স ক্ষিত্যাদীন্ নৈচ্ছদিতি যৎ তদুচিতম্। সদয়াবলোকাং ভরতস্য দয়া যথা ভবতি এবমবলোকো যস্যাস্তামিতি পরিজনাবলোকঃ শ্রিয়ামুপচর্য্যতে। যদ্বা সাক্ষাদ্ভূতাং ভরতং কৃপয়াবলোকয়ন্তীমপি সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রীং লক্ষ্মীমেব। যতঃ মধুদ্বিষঃ সেবায়াং ভক্তৌ কস্যাঞ্চিদ্বা পরিচর্য্যামপি অনুরক্তং মনোঽপি ন তু প্রবৃত্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়ং যেষাং তেষাং মহতাম্ অভবঃ মোক্ষোঽপি ফল্গুস্তুচ্ছ এব॥৩৩৭॥ রসাধিপত্যং পাতালাদি-

---

দেবের চরিতান্তে উল্লেখ আছে ;—কবিগণ যাহাতে পাপরূপ সংসারতাপতাপিত আত্মাকে অনবরত স্নান করাইয়া, পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন এবং যাহার সাহায্যে পরম পুরুষার্থ মুক্তি প্রার্থনা ব্যতিরেকে ভগবৎকৃপায় আপনি আবির্ভূত হইলেও তাহাতে আদর প্রকাশ করেন না, সেই ভগবদ্ভক্তিই সকল পুরুষার্থের বিধাত্রী, সুতরাং ভক্তজন ভগবানের চিহ্নিত পুরুষ বলিয়া স্বভাবতঃই সকলপ্রকার পুরুষার্থই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৩৫। দ্বাদশস্কন্ধে মার্কণ্ডেয়ের প্রতি শিবের বাক্যে প্রকাশ ;-এই ব্রহ্মর্ষি যখন অব্যয় পরম পুরুষের প্রতি ভক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তখন ইনি কোনও প্রকার আশীর্ব্বাদ, বা মুক্তিলাভ কামনা করেন না। ২৩৬। সেই নৃপতির মনোবৃত্তি ভগবদ্ভক্তি নিমিত্ত নিতান্ত লালায়িত, সুতরাং তিনি দুস্ত্যজ রাজ্য, ধন, জন, পুত্রকলত্রাদি বা সুরবরবাঞ্ছিত যে রাজলক্ষ্মী দয়ার আস্পদ হইবার বাসনায় তাঁহার প্রতি দীন ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহাকেও কামনা করেন নাই ; কারণ, যাঁহাদের অন্তঃকরণ অন্তর্যামী হরির সেবায় অনুরক্ত, তাঁহাদের পক্ষে পরমপুরুষার্থবিধায়ক মোক্ষও তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া গণ্য।৩৩৭। একাদশ স্কন্ধে ভগবানের উক্তিতে উল্লেখ ;—যে ভক্ত আমাতে একান্তভাবে

অতএবোক্তং ষষ্ঠে শ্রীরুদ্রেণ।—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্। জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ॥৩৩৯॥

বিষ্ণুপুরাণে চ শ্রীপ্রহ্লাদেন।—

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥ ৩৪০॥

অতএবোক্তং নারসিংহে। পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ॥ ৩৪১॥

অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে।—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥৩৪২॥

স্বামাম্। অপুনর্ভবং মোক্ষমপি। পারমেষ্ঠ্যাদ্যপুনর্ভবান্তেষেষু ক্রমেণ শ্রীভগবদ্ভক্তৈর্ন্যূনতয়া তেষাং ন্যূনতাভিপ্রায়েণৈবং ব্যাখ্যেয়ম্। পারমেষ্ঠ্যমপি নেচ্ছতি কিম্পুনর্মহেন্দ্রধিষ্ণ্যমিত্যাদি। মদ্বিনা মাং হিত্বা অন্যন্নেচ্ছতি, অহমেব তস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। যদ্বা মদ্বিনা মদ্ভক্তিং বিনা অন্যৎ শ্রীবৈকুণ্ঠবাসাদিকমপি নেচ্ছতীত্যর্থঃ॥ ৩৩৮॥

তদেব সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ দ্রঢ়য়তি বাসুদেব ইতি দ্বাভ্যাম্। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্বীর্য্যং বলং যেষাং, তয়োরপি বীর্য্যং যেভ্য ইতি বা। ব্যপাশ্রয়ঃ বিশিষ্টবুদ্ধ্যা আশ্রয়ণীয়োঽর্থো নাস্তি॥ ৩৩৯॥ করে স্থিতা অধীনাভূদিত্যর্থঃ। অতস্তস্যামাদরো নাস্তীতি ভাবঃ। যদ্বা স্বাশ্রিতেভ্যো মুমুক্ষুভ্যো দাতুং করে গৃহীতেত্যর্থঃ। অতস্তস্যাং স্বার্থাভাবান্নৈরপেক্ষ্যমেব সিদ্ধম্। সমস্তজগতাং সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মূলে আশ্রয়ে। অতো মূলাপেক্ষয়া পত্রাদিস্থানীয়ান্যপেক্ষ্যাণ্যেবেতি ভাবঃ॥৩৪০॥ অক্রীতেষু চ তেষু তথাপি লভ্যেষু সৎসু। যদ্বা ভাবে ক্তঃ ক্রয়ং বিনাপি লভ্যেষ্বিত্যর্থঃ। এবং ভক্তিসাধনানাং সুলভতা দর্শিতা। ভক্ত্যা চ সুলভে পুরাপি নরঃ পুরাণঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ তস্মিন্ ইতি ভজনীয়স্য সুসাধ্যতা। মুক্ত্যৈ প্রযত্নঃ কিমর্থং ক্রিয়তে, আনুষঙ্গিকত্বেন তস্যাঃ স্বত এব সিদ্ধেঃ। কিংবা সাধ্যে সিদ্ধে সাধনপ্রয়াসানুপযোগাৎ। পরমবস্তুনি সুলভে তুচ্ছবস্ত্বর্থং প্রয়াসোঽনুচিত ইতি॥ ৩৪১॥ আত্মারামা ব্রহ্মনিষ্ঠা অপি। অতএব নির্গ্রন্থা গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ।

আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি আমা ব্যতিরেকে কি ব্রহ্মলোক, কি দেবেন্দ্রলোক, কি সার্ব্বভৌমত্ব, কি পাতালাধিপত্য, কি নির্ব্বাণ মুক্তি, কিছুরই কামনা করেনা। ৩৩৮। ষষ্ঠস্কন্ধে রুদ্রমুখে উল্লেখ,—যাহাদের জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভাবসম্পন্ন এবং যাহারা বাসুদেবে একান্ত ভক্তিমান্, তাহারা ভক্তি অপেক্ষা আর কোনও পদার্থকে উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার, বা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেনা। ৩৩৯। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের কথায় প্রকাশ ;—নিখিল জগতের মূলস্বরূপ আপনাতে যাহার ভক্তি প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম, অর্থ বা কামে তাহার লক্ষ্য হইবে কেন? বাস্তবিক, মুক্তিই তাহার করস্থ হইয়া থাকে। ৩৪০। অতএব নৃসিংহ পুরাণেও ব্যক্ত আছে ;—যেরূপ ক্রয় না করিলেও পত্র পুষ্প ফল ও জল লাভ করা যায়, সেইরূপ ভক্তিপ্রভাবে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলে কিজন্য লোক মুক্তি-প্রত্যাশী হইবে বল ?। ৩৪১। প্রথমস্কন্ধে লিখিত

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্।

বামনে।—

যেষাঞ্চক্রগদাপাণৌ ভক্তিরব্যভিচারিণী। তে যান্তি নিয়তং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ॥ ৩৪৩॥

স্কান্দে।—

মুনির্জাপ্যপরো নিত্যং দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ। স্বগৃহেঽপি বসন্ যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥৩৪৪॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ণনে।—

যদ্বৈ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥ ৩৪৫॥

তদুক্তং গীতাসু যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চেতি। যদ্বা, গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। নহু মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেত্যাদিসর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ ইত্থম্ভূতগুণ ইতি। অত্যনির্ব্বচনীয়পরমাকর্ষকভক্তিগুণত্বাদিত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে ব্যুৎপাদিতমেবাস্তি॥ ৩৪২॥ যোগেশ্বরো ভক্তিযোগপ্রাপ্যঃ॥ ৩৪৩॥ জাপ্যং ভগবতো মন্ত্রঃ নাম বা তৎপরঃ অতো দৃঢ়ভক্তিঃ অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ বিপরীতো বা হেতুহেতুমদ্ভাবঃ॥ ৩৪৪॥

যচ্চ নোঽস্মাকং সর্ব্বদেবানামুপরি স্থিতং ব্রজন্তি। কে অনিমিষাং দেবানামৃষভঃ শ্রেষ্ঠো হরিস্তস্যানুবৃত্ত্যা ভক্ত্যা দূরে যমো যেষাং তে। যদ্বা। দূরীকৃতযমনিয়মাঃ। দূরেঽহম ইতি পাঠে দূরীকৃতাহঙ্কারা ইত্যর্থঃ। স্পৃহণীয়ং করুণাদি ভগবদ্ভজনাদি বা শীলং স্বভাবো যেষাম্। যদ্বা অস্মৎপ্রার্থ্যং শীলং যেষাম্। কিঞ্চ ভর্ত্তুর্হরের্যৎ সুযশস্তস্য মিথঃ কথনেন যঃ প্রেমাবির্ভাবস্তেন বৈক্লব্যং বৈবশ্যং তেন যা বাষ্পকলা তয়া সহ পুলকীকৃতমঙ্গং যেষাং তে। ইত্যনুবৃত্তিলক্ষণমুক্তম্। যদ্বা তথাভূতাঃ সন্তো ব্রজন্তীতি গমনপ্রকারঃ। যদ্বা ন উপরীতি ব্রজতাং বিশেষণং, নিরহঙ্কার-

---

আছে;—যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং যাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ মুনিগণও বিপুলবিভব কেশবে নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন; তাৎপর্য্য,—গুণময় হরির গুণ এইরূপ যে, তাঁহাকে পাইবার জন্য মুক্ত ও বিষয়ী, সকলেই ব্যগ্রচিত্ত। ৩৪২।

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব। - বামনপুরাণে বর্ণিত আছে;—যাঁহারা চক্র ও গদাপাণি পুরুষে ভক্তির ব্যভিচারভাব প্রকাশ করেন না, তাঁহারা সতত ভক্তিযোগলভ্য হরির সেই নিত্যধামে গমন করিয়া থাকেন। ৩৪৩। স্কন্দপুরাণে প্রকাশ;—যে মুনি নিত্যকাল ভগবানের নামমন্ত্র জপ করিতে থাকেন এবং তাঁহার প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান্ ও জিতেন্দ্রিয় হন, তিনি গৃহবাসী হইলেও বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া থাকেন। ৩৪৪। তৃতীয়স্কন্ধে বৈকুণ্ঠবর্ণনায় লিখিত আছে;—যাঁহারা নিরহঙ্কার এবং আমাদের অপেক্ষাও সমধিকযোগশক্তিসম্পন্ন, সেই সকল ব্যক্তিই বৈকুণ্ঠধামে যাইতে সমর্থ। (বাস্তবিক,) তাঁহারা নিরন্তর দেবাদিদেব হরির অনুবৃত্তি নিবন্ধন এত দূর প্রভাবসম্পন্ন হইয়া থাকেন যে কৃতান্তও তাঁহাদের নিকটে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। তাঁহাদের ভক্তিসম্বন্ধে কি অধিক বলিব, যখন পরস্পরে উত্তমশ্লোক সেই হরির গুণকীর্ত্তনে অনুরাগী হন, তখন

দশমে চ শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ।—

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনস্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।

বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥৩৪৬॥

বৃহন্নারদীয়ে ভগবত্তোষপ্রশ্নোত্তরে।—

সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ শরণার্ত্তিপ্রণাশনঃ। স্বভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা॥

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদস্য বালোপদেশে।—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাঽসুরাত্মজাঃ। প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা।

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥৩৪৭॥

নৃসিংহস্তবৌ চ।—মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।

নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥৪৪৮॥

ত্বাদপ্যস্বত্তোঽপি যেঽধিকাস্তে ইত্যর্থঃ॥ ৩৪৫॥ ভক্ত্যৈব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির্নান্যথেত্যত্র সদাচারং প্রমাণয়তি। ভূমন্ হে অপরিছিন্নমাহাত্ম্য, ইহলোকে পূর্ব্বং যোগিনোঽপি সন্তঃ যোগৈর্জ্ঞানমপ্রাপ্য পশ্চাত্ত্বদর্পিতেহাঃ ত্বয়ি অর্পিতা লৌকিক্যপি ঈহা চেষ্টা যৈস্তে। নিজকর্ম্মলব্ধয়া ত্বদর্পিতৈর্নিজৈঃ কর্ম্মভির্ধর্ম্মলক্ষণৈর্লব্ধয়া। অর্পিতা লৌকিক্যপি ঈহা চ নিজকর্ম্মাণি চ তৈর্লব্ধয়েত্যেকং বা পদম্। কথোপনীতয়া কথয়া ত্বৎসমীপং প্রাপিতয়া। যদ্বা কথয়া উপস্থাপিতয়া কথাপ্রধানয়েত্যর্থঃ। যদ্বা প্রবর্ত্তিতয়েত্যর্থঃ। ভক্ত্যৈব বিবুধ্য তত্ত্বং জ্ঞাত্বা অঞ্জঃ সুখেনৈব তে পরাং পরমাং গম্যত ইতি গতিং গম্যপদং প্রাপ্তাঃ॥৩৪৬॥ হে অসুরাত্মজাঃ দেবত্বাদিকং মুকুন্দস্য প্রীণনায় নালং ন সমর্থং। বৃত্তং সদাচারঃ। অমলয়া নিষ্কাময়া বিশুদ্ধয়া বা। বিড়ম্বনং নটনমাত্রং ন তু তাত্ত্বিকমিত্যর্থঃ॥৩৪৭॥অভিজনঃ সৎকুলে জন্ম। রূপং সৌন্দর্য্যম্। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্। শ্রুতং পাণ্ডিত্যম্।

অবশতা ও বাষ্প নির্গমনিবন্ধন তাঁহাদের কলেবর পুলকিত হইয়া থাকে; ফল কথা, তাঁহাদের স্বভাব সকলেরই স্পৃহণীয়॥ ৩৪৫। দশমস্কন্ধে ব্রহ্মার স্তবে উল্লেখ আছে;—হে অপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্য! পূর্ব্বকালে ইহলোকে অনেকানেক যোগপথাশ্রয়ী ব্যক্তি যোগবলে আপনার স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, যাবতীয় লৌকিক চেষ্টা সকল তোমাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তদনন্তর নিজকর্ম্মার্পণলব্ধ ও ত্বদীয় কথা শ্রবণজনিত ভক্তিলাভে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়া, মহাসুখে আপনার দিব্য গতি লাভ করিয়াছেন। ৩৪৬।

শ্রীভগবত্তোষণ। বৃহন্নারদীয়পুরাণে ভগবত্তোষণ প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ;—যিনি শরণাপন্নের পীড়ানিবারক, আপনার ভক্তের প্রতি একান্ত বৎসল, সেই সর্ব্বদেবময় হরি কেবল ভক্তিতেই তুষ্ট থাকেন, অন্য প্রকারে তাঁহার তুষ্টি ঘটে না। সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদের বালকদিগের প্রতি উপদেশবিষয়ে বর্ণিত আছে;—হে অসুরসুতগণ! ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদ্বৃত্ত বা বহুজ্ঞতা, এ সকলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সজ্ঘটন হয় না। কি দান, কি তপস্যা, কি যজ্ঞানুষ্ঠান, কি পবিত্রতা, কি ব্রতাদি, কি অন্য আয়োজন, কিছুই প্রেমময় হরির প্রীতিপ্রদ নহে, তিনি কেবল নির্ম্মল ভক্তিযোগে প্রীত হইয়া থাকেন; ইহা ভিন্ন অন্য সমস্তই বিড়ম্বন অর্থাৎ নাট্যমাত্র। ৩৪৭॥ নৃসিংহস্তবে

অন্যত্রাপি।— ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥ ৩৪৯॥

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা।—
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥৩৫০॥

পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীহনুমতোক্তম্।—
ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং ন বাঙ্ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকসশ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ৩৫১॥

ওজঃ ইন্দ্রিয়নৈপুণ্যম্। তেজঃ কান্তিঃ প্রভাবঃ প্রতাপঃ। বলং শরীরশক্তিঃ। পৌরুষম্ উদ্যমঃ। বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞা। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। এতে ধনাদয়ো দ্বাদশাপি গুণাঃ পরস্য পুংসঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তবারাধনায় সাধনায় ভজনোপকরণায়াপি ন ভবন্তি কিমুত তুষ্টৈ্য। হি যতঃ কেবলয়া ভক্ত্যৈব গজেন্দ্রায় তুষ্টোঽভবৎ॥৩৪৮॥ ব্যাধস্যাচরণং কিং, ধ্রুবস্য চ বয়ঃ কিং, বিদুরস্য বংশঃ কঃ, অপি তু ন কোঽপি, দাস্যাং জাতত্বাৎ। যাদবপতেরুগ্রসেনস্য। অতঃ কর্ম্মবয়োবিদ্যাদিভিগুর্ণৈর্ন তুষ্যতি কিন্তু কেবলং ভক্ত্যৈব। যতঃ ভক্তিরেব প্রিয়া প্রীতিকরী যস্য সঃ॥ ৩৪৯॥ ভক্ত্যা প্রীত্যা উপহৃতং স্বীকৃতং যথা সাত্তথাশ্নামি। প্রযতাত্মনো নিষ্কামস্য॥ ৩৫০॥ ন তস্য তোষহেতুঃ সৎকুলজন্মাদি, কিন্তু ভক্তিরেবেত্যাহ ন জন্মেতি। মহতঃ পুরুষাজ্জন্ম। যদ্বা মহতো বৈষ্ণবস্যাপি ন তোষহেতুঃ কুতো ভগবত ইত্যর্থঃ। সৌভগং সৌন্দর্য্যম্। আকৃতির্জাতিঃ। যদ্যস্মাৎ তৈর্জন্মাদিভির্বিসৃষ্টান্ ত্যক্তানপি নো বনচরান্ বত অহো লক্ষ্মণাগ্রজোঽপি সখিত্বে কৃতবান্॥ ২৫১॥

বর্ণিত আছে,অমি অনুমান করি, সৎকুলে জন্ম, অর্থপ্রাচুর্য্য, শরীরসৌন্দর্য্য, তপোবল, পাণ্ডিত্য, তেজ, ইন্দ্রিয়পটুত্ব, প্রভাব, দৈহিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি, ইহারা কেহই হরির প্রীতি সমুৎপাদনে সমর্থ নহে; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ভক্তি দ্বারা গজেন্দ্রের প্রতি তিনি এরূপ পরিতুষ্ট হইলেন কেন? ।৩৪৮। অন্যত্র আলিখিত আছে;—ব্যাধের কি ব্যবহার, ধ্রুবের কি বয়স, কুব্জার কি রূপগৌরব, সুদামার কি ধনমর্য্যাদা, বিদুরের কি বংশ, বা যাদবপতি উগ্রসেনের কি পরাক্রম-পরিচয় ছিল? কিন্তু ভগবান্ ইহাঁদের প্রতি প্রীত হইবার কারণ, একমাত্র ভক্তি; বাস্তবিক, এই কারণে তিনি ভক্তিপ্রিয় মাধব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে ভগবানের উক্তিতে প্রকাশ;—যে সকল নিষ্কাম ভক্ত মনের প্রীতিতে ভক্তির সহিত আমার উদ্দেশে পত্র, পুষ্প, ফল, বা জল সমর্পণ করে, আমি ভক্তিদত্ত সেই সকল পদার্থ স্বয়ং ভক্ষণ করিয়া থাকি। ৩৫০। পঞ্চমস্কন্ধে হনুমানের কথায় বিবৃত আছে;—সদ্বংশে জন্ম-পরিচয়, রূপ-গৌরব, বাক্‌পটুতা, বুদ্ধিচাতুর্য্য, বা প্রসিদ্ধ জাতি, এ সকলে ভগবানের প্রীতি সংঘটিত হয় না,কেবল ভক্তিই তাঁহার প্রীতির কারণ; যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে আমা-

শ্রীভগবৎসঙ্গমকত্বম্‌।

ভগবদ্গীতাসু।—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৩৫২॥

একাদশস্কন্ধে চ—শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে।—

যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্‌।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্‌॥ ৩৫৩॥

কিঞ্চ—

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্‌। সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং নোপযাতি সঃ ॥৩৫৪॥

শ্রীভগবদ্বশীকারিত্বম্‌।

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীনারদশৌনকসংবাদে।—

ভক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্র সেবিনাম্‌।
ভক্তিঞ্চ ন দদাত্যেষ যতো বশ্যকরী হরেঃ॥ ৩৫৫॥

তর্হি কেনোপায়েন ত্বং প্রাপ্তুং শক্যস্তত্রাহ ভক্ত্যেতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া বিশুদ্ধয়া বা ভক্ত্যা। এবম্ভূতো বিশ্বরূপোঽপরিচ্ছিন্নোঽথচ শ্রীদৈবকীগর্ভজাতঃ শ্রীযশোদালালিতো দামোদরো নিত্যনিকটবর্ত্তিত্বাদিনা বাহং জ্ঞাতুং শক্যো ন চান্যৈরুপায়ৈঃ ॥৩৫২॥ ভক্ত্যৈব সকলমলাপগমতো ভগবৎসঙ্গমো, নান্যথেতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা অগ্নিনা ধ্মাতং তাপিতমেব হেম সুবর্ণং অন্তর্মলং জহাতি ন ক্ষালনাদিভিঃ। স্বং নিজং রূপঞ্চ ভজতে। কর্ম্মানুশয়ং কর্ম্মবাসনাম্‌। মাং ভজতে ময়া সঙ্গমমাপদ্যতে ॥ ৩৫৩॥ মহেশ্বরত্বে হেতুঃ। সর্ব্বোস্যোৎপত্ত্যপ্যয়ৌ যস্মাত্তং। অতএব তস্য কারণং যা মাং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্‌। যদ্বা ব্রহ্মণো বেদস্য জীবতত্ত্বস্য বা কারণং পরব্রহ্মরূপং মাং দেবকীনন্দনং উপযাতি সামীপ্যেন প্রাপ্নোতি, নিত্যসঙ্গিতয়া মিলতীত্যর্থঃ ॥৩৫৪॥ অন্যত্র শ্রীমথুরেতরস্থানে অর্চ্চিতঃ সন্‌ সেবিনাং ভজতামপি ভক্তিং প্রেমলক্ষণাম্‌।

দিগকে বনচর জানিয়াও ভক্তিতে বাধ্য হইয়া, তিনি আমাদের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিলেন কেন?। ৩৫১।

শ্রীভগবৎসঙ্গমকত্ব। গীতায় উল্লেখ আছে; হে পরন্তপ অর্জ্জুন! কেবলমাত্র বিমল ভক্তিপ্রভাবে লোকে আমায় এইরূপ জ্ঞাত হইতে, দৃষ্ট করিতে ও আমাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে।৩৫২। একাদশস্কন্ধে ভগবান্‌ ও উদ্ধবের সংবাদে লিখিত আছে;—ভক্তিই আত্মশুদ্ধির একমাত্র কারণ। যেরূপ কাঞ্চন অগ্নিযোগে উত্তপ্ত হইয়া আপনার অন্তরস্থ মালিন্য পরিহারপূর্ব্বক বিশুদ্ধরূপ প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তিযোগসহকারে আত্মা কর্ম্মবাসনা পরিহার করিয়া আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন। ৩৫৩। আরও উল্লেখ আছে, হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সকলের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ আমাকে ভজনা করে, সে ব্যক্তি পরব্রহ্ম আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভগবদ্বশীকারিত্ব। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে নারদ ও শৌনকসংবাদে বিবৃত আছে;—

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষসংবাদে।—

মায়াজানিরমায়োঽসৌ ভক্ত্যা রাজন্নমায়য়া। সাধ্যতে সাধুপুরুষৈঃ স্বয়ং জানাতি তত্ত্ববান্ ॥৩৫৬॥

একাদশস্কন্ধে চ তত্রৈব।—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ৩৫৭ ॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ॥ ৩৫৮ ॥

স্বতঃপরমপুরুষার্থতা।

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকাপিলেয়ে।—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৩৫৯॥

নবমস্কন্ধে চাম্বরীষোপাখ্যানে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ৩৬০ ॥ ইতি ॥

যদ্বা সেবিনাং পূজাপরিচর্য্যাকারিণামপি সমগ্রাং ভক্তিং ন দদাতি ॥ ৩৫৫ ॥ মায়া জায়া অধীনা যস্য স মায়াজানিঃ। অতঃ স্বয়মমায়ঃ মায়াবিকাররহিতঃ। যদ্বা ন বিদ্যতে মায়া যস্মাৎ সঃ ভক্তানাং মায়ানিবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। অমায়য়া বিশুদ্ধয়া ভক্ত্যা সাধুভিঃ পুরুষৈঃ। যদ্বা সাধু যথা স্যাত্তথা। যৎ সাধ্যতে বশীক্রিয়তে তত্ত্ববানেব স্বয়ং জানাতি, ভবতা তদ্বশীকরণাৎ; অতস্তন্ময়া কিং নির্ব্বচনীয়মিত্যর্থঃ ॥৩৫৬॥ ন সাধয়তি ন বশীকরোতি। উর্জ্জিতা পরমসমর্থা ॥৩৫৭॥ শ্রদ্ধয়া যা ভক্তিস্তয়া সতাং ভক্তানাং প্রিয় আত্মা আত্মনোঽপি সকাশাৎ প্রিয় ইত্যর্থঃ। যদ্বা আত্মাপি অপ্রিয়ো যস্মাৎ স পরমপ্রিয়তম ইত্যর্থঃ॥৩৫৮॥ সালোক্যং ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসম্। সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যম্। সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বম্। সারূপ্যং সমানরূপতাম্। একত্বং সাযুজ্যম্। উত অপি দীয়মানমপি ময়া। মৎসেবনং মদ্ভক্তিম্ ॥৩৫৯॥ বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যেতি দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবতা পূর্ব্বশ্লোকত

হরিকে অন্য স্থানে (মথুরা ব্যতীত অন্য সেবাস্থানে) পূজা করিলে তিনি প্রীত হইয়া ভক্তি—এমন কি, মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃত প্রেমলক্ষণা ভক্তি প্রদান করেন না; কারণ, প্রেমময় হরি কেবল তাহাতেই বিশেষ বাধ্য।৩৩৫। ঐ পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদ ও অম্বরীষ-কথোপকথনে প্রকাশ;—হে রাজন্! যিনি স্বয়ং মায়ারহিত হইয়াও মায়ার অধীন, সাধু লোক তাঁহাকে বিমল ভক্তি দ্বারা বশীভূত করিয়া থাকেন, তুমি স্বয়ং ইহা বিদিত আছ।৩৫৬। একাদশস্কন্ধে বর্ণিত আছে;—প্রাণায়ামাদি যোগ, সাঙ্খ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দান, এ সকল কার্য্যে আমি সেরূপ বশীভূত হই না, ভক্তিপ্রভাবে যেরূপ বশীভূত হইয়া থাকি।৩৫৭। বাস্তবিক, কেবলমাত্র শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে কার্য্য করিলে, আত্মরূপী সাধুপ্রিয় আমাকে সকলে লাভ করিয়া থাকেন।৩৫৮।

ভগবানের স্বতঃ পুরুষার্থতা।—যাঁহারা আমার প্রতি প্রকৃত ভক্তিপরায়ণ, আমি তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, ও সারূপ্য মুক্তি দিতে উদ্যত হইলেও তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন

মাহাত্ম্যং যচ্চ ভগবদ্ভক্তানাং লিখিতং পুরা। তদ্ভক্তেরপি বিজ্ঞেয়ং তেষাং ভক্ত্যৈব তত্ত্বতঃ ॥৩৬১॥
তথা পূজা তদঙ্গানাং শ্রীমন্নাম্নোঽপরস্য চ। দ্রষ্টব্যমিহ মাহাত্ম্যং তেষাং ভক্ত্যঙ্গতা যতঃ ॥৩৬২॥

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিনিত্যতা।

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তিবার্ত্তা-সুধারসবিশেষরসৈকসারম্।
তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাতদুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥ ৩৬৩ ॥

দশমে ব্রহ্মস্তুতৌ।—শ্রেয়ঃস্তুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৩৬৪ ॥

উক্তম্। নন্বু তেষামপেক্ষিতং কিঞ্চিদন্যৎ প্রদায়াত্মানং স্বতন্ত্রয়তি চেত্তত্রাহ মৎসেবয়েতি। প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি। আদিশব্দেন সারূপ্যসামীপ্যসাযুজ্যানি। সেবয়া মদ্ভক্ত্যৈব পূর্ণাঃ পরিপূর্ণকামাঃ পরমানন্দরসভৃতা বা। সেবাং বিনা নান্যৎ কিমপি বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ। ভক্তেরেব স্বতঃ পরমফলত্বাৎ। সদা ভক্ত্যেকাসক্তত্বাত্তেষামহং বশ্য এবেতি, দুর্ব্বাসসং প্রতি বাক্যতাৎপর্য্যম ॥৩৬০॥ এবং পাপপ্রায়শ্চিত্তনিরসনমারভ্য স্বতঃ পরমপুরুষার্থতাপর্য্যন্তং শ্রীমদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখিত্বা,ইদানীং পূর্ব্বলিখিতমখিলং তত্তন্মাহাত্ম্যমপি ভক্তিমাহাত্ম্য এব পর্য্যবসায়য়তি মাহাত্ম্যমিতি দ্বাভ্যাম্। তন্মাহাত্ম্যম্। যতো যস্মাৎ তেষাং ভক্তানাং তন্মাহাত্ম্যভক্ত্যৈব হেতুনা ভবতি ॥৩৬১॥ তথেতি পূর্ব্বলিখিতসমুচ্চয়ে। পূজায়াঃ তস্যাঃ পূজায়াঃ অঙ্গানাঞ্চ শ্রীমন্নাম্নশ্চ অপরস্য চ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদেঃ অগ্রে লেখ্যস্যৈকাদশ্যুপবাসাদেরপি যন্মাহাত্ম্যং তৎ সর্ব্বমিহ ভক্তিমাহাত্ম্যে দ্রষ্টব্যম্। যতো যস্মাত্তেষাং পূজাদীনাং ভক্তেরঙ্গতা তানি সর্ব্বাণি ভক্তেরেবাঙ্গানীত্যর্থঃ ॥ ৩৬২ ॥ এবমনুষ্ঠানে গুণসমুদয়ং লিখিত্বা, ইদানীমকরণে প্রত্যবায়ং লিখতি যাবদিত্যাদিনা পতত্যধ ইত্যন্তেন। বিষ্ণুভক্তের্বার্ত্তা অন্যোন্যকথনমপি সুধারসস্তং যাবজ্জনো ন ভজতি ভক্ত্যা নাশ্রয়তি। জরামরণজন্মনাং শতং বাহুল্যং অভিঘাতশ্চ নরকাদিষু প্রহারঃ। যদ্বা জরাদিশতস্য যানি দুঃখানি তানি অনির্ব্বচনীয়ানি। এবং সংসারমহাদুঃখজালানিবৃত্তিরুক্তা ॥৩৬৩॥ ভক্তিং বিনা তু

আর কিছুই কামনা করেন না। ৩৫৯। নবমস্কন্ধে অম্বরীষোপাখ্যানে ভগবানের উক্তিতে প্রকাশ;—সাধুসকল আমার সেবায় সালোক্য, সারূপ্য, ও সামীপ্য ও সাযুজ্য প্রভৃতি বস্তুনিচয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও গ্রহণে অভিলাষী হন না; ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত মুক্তিই যাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয় নহে, তাঁহারা কালবিপ্লুত অন্য পদার্থলাভের প্রত্যাশী হইবেন কেন? । ৩৬০ । পূর্ব্বে যে ভগবদ্ভক্ত-মাহাত্ম্যের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাকেই ভক্তির মাহাত্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে; কারণ ভক্তদিগের মাহাত্ম্য এবং ভক্তি পৃথগ্‌বস্তু নহে। ৩৬১। এইরূপ পূজা, তদঙ্গ, ভগবানের নাম ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদির মাহাত্ম্য যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহা ভক্তিমাহাত্ম্যে দেখিবে; কারণ তাঁহাদের পূজা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসকল ভক্তির অঙ্গমাত্র। ৩৬২।

অনন্তর ভগবদ্ভক্তির নিত্যতা।—যে কাল পর্য্যন্ত সংসারে লোকে বিষ্ণুভক্তিসম্বন্ধী কথোপকথনরূপ সারসুধারসকে ভক্তির সহিত সংমিশ্রিত করিয়া, তাহার আশ্রয় গ্রহণ না করে, সে কাল পর্য্যন্ত জীবের নানাবিধ দেহজাত জরা, জন্ম, মৃত্যু ও নরকাদি যন্ত্রণাভোগ

একাদশে।—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৩৬৫ ॥
য এষাং পুরুষাঃ সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৩৬৬ ॥

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা।—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥
নিত্যত্বং যৎ যদঙ্গানাং ভক্তির্বিলিখিতং পুরা। তেন তেনৈব নিত্যত্বমস্যাঃ সংসাধিতং পরম্॥৩৬৭

জ্ঞানং নৈব সিধ্যেদথচ কেবলং দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ শ্রেয় ইতি। শ্রেয়সাম্ অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং স্রুতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাং তে তব ভক্তিং উদস্য ত্যক্ত্বা। শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা। তেষাং ক্লেশলঃ ক্লেশ এব শিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ। যথা স্বল্পপ্রমাণধান্যং পরিত্যজ্যান্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসাস্তুষান্ যেঽবঘ্নন্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলং; এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য কেবলবোধায় যে প্রযতন্তে তেষামপীতি ॥ ৩৬৪ ॥ স্বজনকস্য ভগবতোঽভজনাদ্-গুরুদ্রোহেণ দুর্গতিং যান্তীতি বক্তুং ভগবতঃ সকাশাৎ বর্ণাশ্রমাণামুৎপত্তিমাহ মুখেতি। গুণৈঃ সত্ত্বেন বিপ্রঃ, সত্ত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ, রজোস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ, তমসা শূদ্র ইতি। যদ্বা গুণৈর্বৃত্তি-ভিশ্চ সহ। তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে। মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ। যস্তুন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ব্রাহ্মণো গুরুঃ। বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ। যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ। বিশোঽবর্ত্তন্ত তস্যোর্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ। বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ। পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে। তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিরিতি। তথা আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যমসৃজৎ সহ বৃত্তিভিরিতি। যদ্বা। গুণৈঃ যথাসংখ্যং শান্তিবীর্য্যধনার্জ্জনপরিচর্য্যাদিরূপৈশ্চ সহ ॥ ৩৬৫ ॥

এষাং মধ্যে যে জ্ঞাত্বা ন ভজন্তি যে চ জ্ঞাত্বাঽপ্যবজানন্তি। যদ্বা ন ভজন্তিঅতএবাবজানন্তি। অতএব তে স্থানাৎ বর্ণাশ্রমাদ্বৃত্তেশ্চ ভ্রষ্টাঃ সন্তোঽধো নরকেষু পতন্তি। কুতঃ আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাত্তং। এবং তদভজনে গুরুদ্রোহিতো ক্তা। কৃতঘ্নতামপ্যাহ ঈশ্বরমিতি ॥ ৩৬৬ ॥ এবং

ঘটিয়া থাকে। ৩৬৩। দশমস্কন্ধে ব্রহ্মার স্তবে বর্ণনা এই ;—হে বিষ্ণো! যাহারা কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের জন্য পরম মঙ্গলবিধায়িনী ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা তুষাবঘাতীদিগের ন্যায় কেবলই ক্লেশ পাইয়া থাকে, অর্থাৎ, তণ্ডুলের প্রত্যাশা থাকিলেও লোকে যেরূপ স্বল্পপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া, অন্তরে কণামাত্র অবস্থিত স্থূল তুষকে ধান্য মনে করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া জ্ঞানলাভার্থ যত্নকারিগণও কেবলমাত্র ক্লেশই পাইয়া থাকে। ৩৬৪। একাদশস্কন্ধে প্রকাশ;—পরম পুরুষের মুখ, বাহু, উরু এবং চরণ হইতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও যতী এই সকল আশ্রম চতুষ্টয়ের সহিত বৃত্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় উদ্ভূত হইয়াছে। ৩৬৫। ঐ সকল জাতিদিগের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মপ্রভব ঈশ্বরকে জানিতে পারে না বলিয়া ভজনা করে না, কিংবা তাঁহাকে জানিয়াও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তাহারা অধোগামী হয়। ৩৬৬।

লক্ষণানি চ তদ্ভক্তেঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু। খ্যাতানি শ্রবণাদীনি লিখ্যন্তেঽথাপি কানিচিৎ ॥৩৬৮॥

অথ শ্রীমদ্ভক্তিলক্ষণানি—তত্র সামান্যলক্ষণম্।

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকাপিলেয়ে।—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্। সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥ ৩৬৯

অথ বিশেষসাধনভক্তিলক্ষণানি।

গৌতমীয়তন্ত্রে।—

দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ। ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥
তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্। সুমনা অর্চ্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জ্জনম্ ॥ ৩৭০ ॥

ভক্তেঃ স্বতো নিত্যতাং লিখিত্বা ইদানীং পূর্ব্বলিখিতেন শ্রবণাদিনিত্যত্বেনাপি ভক্তেঃ পরম-নিত্যত্বমবগন্তব্যমিতি লিখতি নিত্যত্বমিতি। ভক্তেরঙ্গানাং শ্রবণাদীনাং। অস্যাঃ ভক্তেঃ পরং পরমং নিত্যত্বং সম্যক্ সাধিতম্ ॥ ৩৬৭ ॥ তস্যা নিখিলমাহাত্ম্যায়া ভক্তেঃ শ্রবণাদীনি লক্ষণানি শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু খ্যাতান্যেব। তথাপি কানিচিল্লক্ষণানি লিখ্যন্তে ॥ ২৬৮ ॥ দেবানাং দ্যোতনাত্মকানামিন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৄণাং বা সত্ত্বে সত্ত্বমূর্ত্তৌ শ্রীভগবত্যেব যা বৃত্তিঃ সা ভক্তিঃ। এবং শ্রবণাদিলক্ষণান্যেবোদ্দিষ্টানি ইতি সামান্যতো লক্ষণম্। গুণা বিষয়া লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে যৈস্তেষামিতি সদা বিষয়নিষ্ঠতা দর্শিতা। তেষামেবংবিধবৃত্তৌ হেতুমাহ গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বিহিতমানুশ্রবিকং তদেব কর্ম্ম যেষাম্। অতএব একমেকরূপং মনো যস্য পুংসঃ শুদ্ধসত্বস্য সত ইত্যর্থঃ। যদ্বা একস্মিন্ ভগবত্যেব মনো যস্য। অস্য পদস্য পরেণ বা সম্বন্ধঃ। সা চ ভাগবতী ভগবৎসম্বন্ধিনী ভক্তিরেকমনসঃ পুংসঃ সতী, অনিমিত্তা নিষ্কামা সতী; অতএব স্বাভাবিকী অযত্নসিদ্ধা চ সতী সিদ্ধের্মোক্ষাদপি গরীয়সী ভবতীত্যন্বয়ঃ। এবমাদৌ সামান্যলক্ষণমুক্ত্বা পশ্চাদুত্তমত্বমুক্তম্। কাচিত্ত্বয়্যুচিতা ভক্তিরিতি শ্রীদেবহূত্যোত্তমভক্তেঃ পৃষ্টত্বাৎ ॥৩৬৯॥ সুমনাঃ

এ সম্বন্ধে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন;—যে সকল লোক নরাধম, দুষ্ক্রিয়ান্বিত ও জ্ঞানশূন্য, তাহারাই মায়ামুগ্ধ হইয়া অসুরভাব অবলম্বন করে। যাহা হউক, পূর্ব্বে ভক্তির যে যে অঙ্গের নিত্যত্ব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তত্তাবৎ দ্বারাই ইহার পরম নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে। ৩৬৭। ফল কথা. যদিও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তির শ্রবণাদি লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট আলিখিত হইয়াছে, তথাপি এ স্থলে তাহাদের কতকগুলি লক্ষণ লিখিত হইতেছে। ৩৬৮।

অনন্তর ভক্তির লক্ষণসমূহ; তন্মধ্যে সামান্য লক্ষণ। তৃতীয় স্কন্ধে কপিলের উক্তিতে উল্লেখ হইয়াছে;—যে সকল ইন্দ্রিয় বাহিরে প্রকাশিত এবং যাহাদের সাহায্যে শব্দ, রূপ ও রস প্রভৃতি অনুভূত হইয়া থাকে, সত্ত্বমূর্ত্তি হরির প্রতি তাহাদের যে স্বাভাবিক বৃত্তিস্ফুরণ, তাহাই নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তি; বাস্তবিক, শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষে উহাকেই মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন; ইন্দ্রিয়াদির ঐ বৃত্তি, বেদপ্রতিপাদিত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রাদুর্ভূত হয় না বটে, কিন্তু কর্ম্মে বাসনা ঘটিলেই হইতে পারে। ৩৬৯।

তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া। তদনুস্মরণং নিত্যং যন্নাম্নোপজীবতি ॥ ৩৭১ ॥

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥ ৩৭২ ॥

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ।—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥৩৭৩ ॥

তত্রৈব শ্রীনারদযুধিষ্ঠিরসংবাদে।—

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥৩৭৪ ॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—শ্রীযমধূম্রকেতুসংবাদে।—

শ্রবণং কীর্ত্তনং পূজা সর্ব্বকর্ম্মার্পণং স্মৃতিঃ। পরিচর্য্যা নমস্কারঃ প্রেম স্বাত্মার্পণং হরৌ ॥৩৭৫॥

শুদ্ধচিত্তঃ শ্রদ্ধাভক্তিযুক্তশ্চ সন্ নিত্যমেকঃ প্রকারঃ। তদর্থে ভগবদর্থং সুমনস্বেনার্চ্চনার্থং বা ॥৩৭০॥ অঙ্গবিক্রিয়া নৃত্যাদিঃ ॥৩৭১ ॥ মুনিঃ জীবন্মুক্তঃ সত্যং ভগবন্নাম বদিতুং শীলমস্য স তথা। স্বত-এব কীর্ত্তিমান্ দেবাদিগীয়মানমাহাত্ম্য ইত্যর্থঃ ॥৩৭২। পাদসেবনং পরিচর্য্যা। অর্চ্চনং পূজা। দাস্যং কর্ম্মার্পণম্। সখ্যং তদ্বিশ্বাসাদি। আত্মনিবেদনম্ দেহসমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাদের্ভরণ পালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭৩ ॥ অস্য মহতাং গতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। ইজ্যা পূজা ॥ ৩৭৪ ॥ সর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽর্পণম্। এতদেব সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লা-দেন দাস্যমিত্যুক্তম্। প্রেম বিশ্বাসঃ ভাববিশেষাভিধেয়স্য প্রেমশব্দস্য পরমফলত্বে মুখ্যবৃত্তেঃ

অতঃপর বিশেষ সাধনভক্তির লক্ষণসকল। গৌতমীয় তন্ত্রে প্রকাশ ;—যাঁহার দেবতায়, মন্ত্রে, ও মন্ত্রদাতা গুরুতে বক্ষ্যমাণ অষ্টবিধ ভক্তির আবির্ভাব আছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তদিগের প্রতি বাৎসল্য, তাঁহার অর্চ্চনায় অনুমোদন, দম্ভবর্জ্জিত হইয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা ।৩৭০। তাঁহার লীলাদি শ্রবণে অনুরক্তি, তদগ্রে নৃত্য-গীতাদি, নিত্য তাঁহার নাম স্মরণ ও তাঁহার নামে জীবন ধারণ। ৩৭১। যদি কোন ম্লেচ্ছ লোকেও অষ্টপ্রকার ভক্তিযোগের কার্য্য করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত, সত্যবাদী ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকে। ৩৭২। সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদের উক্তিতে উল্লেখ আছে ;—বিষ্ণুর নাম লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, কর্ম্মার্পণ, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণান্বিতা ভক্তি যদি ভগবানে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে লোকে গবাদি গ্রাম্য জন্তুর লালন পালনের পর বিক্রয় করিলে যেরূপ ভরণপোষণের চিন্তা করে না, তাহার ন্যায় ভক্ত লোকে ভগবানে দেহ সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকেন ; ফল কথা, এইরূপ অনুষ্ঠানই উত্তম অধ্য-য়ন বলিয়া আমার ধারণা ।৩৭৩। ঐ সপ্তমস্কন্ধে নারদযুধিষ্ঠিরসংবাদে বর্ণিত আছে ;—শ্রীকৃষ্ণের নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, পূজা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, (শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি ও তাঁহার প্রতি ভক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন)।৩৭৪। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে যম ও ধূম্রকেতু-সংবাদে লিখিত আছে ;—শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চনা, নিখিল-কর্ম্ম-সমর্পণ, স্মরণ, পরিচর্য্যা, প্রণাম,

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতীসংবাদে।—

আদ্যন্তু বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ। ধারণঞ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ।
অর্চ্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নামস্মরণং তথা। কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চৈব বন্দনং পাদসেবনম্।
তৎপাদোদকসেবা চ তন্নিবেদিতভোজনম্। তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা।
তুলসীরোপণং বিষ্ণোর্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ। ভক্তিঃ ষোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥৩৭৬॥

কিঞ্চ।—দর্শনং ভগবন্মূর্ত্তেঃ স্পর্শনং ক্ষেত্রসেবনম্। আঘ্রাণং ধূপশেষাদের্নির্ম্মাল্যস্য চ ধারণম্।
নৃত্যং ভগবদগ্রে চ তথা বীণাদিবাদনম্। কৃষ্ণলীলাদ্যভিনয়ঃ শ্রীভাগবতসেবনম্।

অতএবৈতৎ তেন তত্রৈব সখ্যমিত্যুক্তম্। প্রেম সখ্যং এবং স্থানত্রয়ে নবলক্ষণা ভক্তিরুক্তা। শ্রবণাদীনামেষামেব নবপ্রকারাণাং মুখ্যত্বাৎ ॥ ৩৭৫ ॥

অথান্যানপি কাংশ্চিন্মুখ্যান্ দর্শয়ন্ ষোড়শপ্রকারান্ লিখতি আদ্যমিতি চতুর্ভিঃ। বৈষ্ণবং বিষ্ণুভক্তিলক্ষণমিত্যর্থঃ। হরেঃ শঙ্খচক্রাভ্যামঙ্কনং। তচ্চ তপ্তাভ্যামিতি জ্ঞেয়ং। তদঙ্কনস্যৈব মুখ্যত্বাৎ। তস্য হরের্ম্মন্ত্রাণাং তস্য হরের্নাম্নাং স্মরণং। লঘু লঘু শনৈঃ কীর্ত্তনং মনসি বা চিন্তনং। এবং ধ্যানেন কীর্ত্তনেন বা গৃহীতস্যাপি নামস্মরণস্য পৃথক্ নির্দ্দেশঃ তস্য স্বাতন্ত্র্যবিবক্ষয়া। তদীয়ানাং শ্রীবৈষ্ণবাণাং সম্যক্ সেবা ॥ ৩৭৬ ॥

এবং তত্র তত্র স্পষ্টমেকত্রোক্তানি ভক্তের্লক্ষণানি লিখিত্বা ইদানীমনুক্তান্যপি লক্ষণানি পূর্ব্বলিখিতাদ্যনুসারেণ লিখন্ শ্রবণেন্দ্রিয়াদীনামিব চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণামপি ভগবন্নিবৃত্ত্যা তথা মস্তকাদ্যঙ্গানামপি ভগবদর্থচেষ্টয়া ভক্তিত্বেন তথা পূজাঙ্গানামপি ভক্ত্যন্তর্গতত্বেন শ্রীমূর্ত্তিদর্শনাদীন্যপি ভক্তিলক্ষণান্যেবেতি লিখতি দর্শনমিতি ত্রিভিঃ। ক্ষেত্রস্য শ্রীমথুরাদেঃ সেবনং তত্র গমনং ভ্রমণং নিবাসশ্চেত্যর্থঃ। ইতি প্রায়ঃ পাদেন্দ্রিয়বৃত্তির্দ্দর্শিতা। ধূপশেষস্য আদিশব্দেন নির্ম্মাল্যতুলস্যাদেশ্চাঘ্রাণং। এবং চক্ষুস্ত্বক্পাদনাসেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপলক্ষণানি লিখিতানি। পূর্ব্বং নবলক্ষণেষু শ্রবণবাক্যমনোহস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিলক্ষণানি, ষোড়শক্ষণেষু চ পাদোদকপাননিবেদিতভোজনাভ্যাং রসনেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপলক্ষণং লিখিতং, পায়ূপস্থয়োশ্চ তত্র সাক্ষাদযোগ্যত্বাত্তদ্বৃত্তিরূপলক্ষণং ন লিখিতং। ইদানীং মস্তকাদ্যঙ্গচেষ্টারূপলক্ষণানি লিখতি নির্ম্মাল্যসেবেত্যাদিনা। তত্র চ কচিদেকস্যাঙ্গস্য কচিৎ দ্বয়োঃ কচিদ্বহূনাং তত্রাপি কচিৎ সংহতানামপীত্যেবং বিবেচনীয়ং। যদ্যপি বন্দনেন শিরশ্চেষ্টারূপলক্ষণং পরিচর্য্যয়া চ হস্তাদিচেষ্টারূপলক্ষণানি গৃহীতান্যেব, তথাপি তত্র

প্রেম, ও ভগবানে আত্মসমর্পণ, এ সকলও তাঁহার প্রীতির কারণ। ৩৭৫। ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতীসম্বন্ধী কথোপকথনে বর্ণিত আছে;—বিষ্ণুভক্তির প্রথম লক্ষণ হরির শঙ্খচক্র লিখন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, বিষ্ণুমন্ত্র পরিগ্রহ, তাঁহার অর্চ্চনা, জপ, ধ্যান, স্মরণ, নামকীর্ত্তন, বন্দন, পদসেবা, পাদোদকধারণ, তাঁহার নিবেদিত বস্তু গ্রহণ, বৈষ্ণবদিগের সেবা, দ্বাদশীব্রতে নিষ্ঠাভাব ও তুলসী রোপণ, দেবদেব হৃষীকেশসম্বন্ধে এই ষোড়শপ্রকার ভক্তির ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারাই ভববন্ধন হইতে মুক্তি ঘটিয়া থাকে। ৩৭৬। ভগবানের মূর্ত্তি সন্দর্শন, তৎস্পর্শন, মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি

পদ্মাক্ষমালাদিধৃতিরেকাদশ্যাদিজাগরঃ। প্রাসাদরচনাদ্যন্যদ্ জ্ঞেয়ং শাস্ত্রানুসারতঃ ॥৩৭৭॥
লিখিতা ভগবদ্ধর্ম্মা ভক্তানাং লক্ষণানি চ। তানি জ্ঞেয়ানি সর্ব্বাণি ভক্তের্বৈ লক্ষণানি হি॥৩৭৮॥
তেষু জ্ঞেয়ানি গৌণানি মুখ্যানি চ বিবেকিভিঃ। বহিরঙ্গান্তরঙ্গাণি প্রেমসিদ্ধৌ চ তানি যৎ॥৩৭৯॥

তত্রৈব বিশেষান্তরাপেক্ষয়া পুনস্তচ্চেষ্টারূপলক্ষণানি নির্ম্মাল্যধারণবীণাবাদনাদীনি লিখিতানীতি দিক্। ভগবদগ্রত ইতি অন্যত্র নর্ত্তনাদের্ভগবদ্ভক্তিলক্ষণত্বাভাবাৎ প্রেমবৈবশ্য-নৃত্যাদেশ্চ ফলপরিকরান্তর্গতত্বাদিতি দিক্। তত্র যদ্যপি নৃত্যং প্রায়ো হস্তপাদয়োরেব চেষ্টা তথাপি সম্ভাতৈরেবাঙ্গৈরন্যৈরপি স্যাদিতি সংহতানামেব জ্ঞেয়ং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং। তথেতি ভগবদগ্র এবেত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তশ্চাত্র পূর্ব্ববদেব। আদিশব্দেন বংশ্যাদি। কৃষ্ণস্য লীলা আদি-শব্দেন রূপাদি তদনুকরণং। ভাগবতস্য সেবনং শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরতা। পদ্মাক্ষমালায়াঃ আদিশব্দেন তুলসীমালাদীনাঞ্চ ধারণং। একাদশ্যাম্ আদিশব্দাজ্জন্মাষ্টম্যাদিষু চ রাত্রৌ জাগরণং। প্রাসাদস্য ভগবদালয়স্য রচনং নির্ম্মাণং। তদাদিকং চান্যদ্ যাত্রোৎসবাদি শাস্ত্রো-ক্তানুসারেণ ভক্তিলক্ষণং জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭৭ ॥ তদেবাদিশব্দসূচিতমভিব্যঞ্জয়তি লিখিতা ইতি। ভগবদ্ধর্ম্মা যে পূর্ব্বং লিখিতাঃ যানি চ ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি তানি সর্ব্বাণ্যেব ভক্তিলক্ষণানি জ্ঞেয়ানি। বৈ প্রসিদ্ধৌ ॥ ৩৭৮ ॥ তেষ্বেব কিঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তি তেষ্বিতি। শ্রবণাদিসর্ব্বেষু এব লিখিতেষু ভক্তিলক্ষণেষু মধ্যে কানিচিৎ গৌণানি অপ্রধানানি, কানিচিচ্চ মুখ্যানি প্রধানানি বিবিচ্য জ্ঞেয়ানীত্যর্থঃ। যদ্ যস্মাৎ তানি লক্ষণানি প্রেম্নঃ সিদ্ধৌ সাধনে বহিরঙ্গাণি অন্তরঙ্গাণি চ। যানি বহিরঙ্গাণি তানি গৌণানি। যানি চান্তরঙ্গাণি তানি মুখ্যানীত্যর্থঃ। বিবেকিভিরিত্যনেন শ্রবণাদীনি নব মুখ্যানি। তত্র চ শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণানি, শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্নৃণামিতি সারোপদেশাৎ। তত্রাপি কীর্ত্তনস্মরণে, ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্ত্তনং তথেতি স্কান্দে ভক্তিবিশেষণতয়া তয়োরুক্তেঃ। তত্রাপি শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনং, অঘচ্ছিৎ স্মরণমিত্যাদিবচনাৎ, তচ্চ সর্ব্বং পূর্ব্বং লিখিতং। শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে চ বিবৃতমস্তি। সখ্যাত্মনিবেদনে চ ফলপরিকরান্তর্গতত্বেন মুখ্যতমে ইত্যেবং বিবেচনমভিপ্রেতং। এতচ্চাখিলং শ্রীবোপদেবার্য্যাদিভির্মুক্তাফলাদিগ্রন্থেষু শ্রীমন্মহানুভাবৈশ্চ ভক্তিরসার্ণবে বিশেষেণ বিবিচ্য দর্শিতমেবাস্তীতি বিস্তরতো ন লিখিতং ॥ ৩৭৯ ॥

তীর্থক্ষেত্রে গমন, ভ্রমণ ও অবস্থিতি, ধূপাবশেষাদির আঘ্রাণ, নির্ম্মাল্য গ্রহণ, ভগবানের অগ্রে নৃত্য, তদগ্রে বীণাবাদন, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতির অভিনয়, ভগবানের নাম শ্রবণে তৎপরতা, পদ্ম ও তুলসীমালা ধারণ, একাদশী প্রভৃতির রাত্রি জাগরণ, ভগবানের উদ্দেশে গৃহনির্ম্মাণ এবং যাত্রা মহোৎসব প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে ভক্তির লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ৩৭৭। যাহা হউক, যে সমস্ত ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভক্তের লক্ষণাদি লিখিত হইল, সে সকলকে ভক্তির লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। ৩৭৮। ফল কথা, শ্রবণাদিবিষয়ক যে সমস্ত ভক্তিলক্ষণ লিখিত হইয়াছে, সুরসিক ভক্ত জনে তাহাদের কতকগুলিকে প্রধান ও কতকগুলিকে অপ্রধান বলিয়া অবগত হইবেন; কারণ, প্রেমসাধনসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে বহিরঙ্গ ও কতকগুলিকে

ভেদাস্তু বিবিধা ভক্তের্ভক্তভাবাদিভেদতঃ। মুক্তাফলাদিগ্রন্থেভ্যো জ্ঞেয়াস্তল্লিখনৈরলম্॥৩৮০॥
প্রেমভক্তৌ চ সিদ্ধায়াং সর্ব্বেঽর্থাঃ সেবকাঃ স্বয়ম্।
ভগবাংশ্চাতিবশ্যঃ স্যাল্লিখ্যতেঽস্যাঃ সুলক্ষণম্॥ ৩৮১ ॥

অথ প্রেমভক্তিলক্ষণম্।

নারদপঞ্চরাত্রে।— অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসংপ্লুতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৩৮২ ॥ ইতি

কিঞ্চ ভক্তানাং ভগবৎসেবকানাং ভাবঃ তামসো রাজসঃ সাত্ত্বিকশ্চ। তথা কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্য-মিশ্রঃ শুদ্ধশ্চেত্যেবং ভেদেন আদিশব্দাৎ সাধ্যাদিভেদেন চ ভক্তের্ব্বহুবিধা ভেদা ভবন্তি। তে চোক্তাঃ কতিচিৎ স্পষ্টং শ্রীকপিলদেবেন তৃতীয়স্কন্ধে। অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্য-মেব বা। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ। বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদযো মাং পৃথগভাবঃ স রাজসঃ। কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণং। যষ্টে-ব্যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিক ইত্যাদিভিঃ। এষু চ প্রত্যেকমপি ত্রিধাবান্তরভেদো দ্রষ্টব্যঃ। এবমেকাশীতির্ভেদাঃ প্রসিদ্ধাঃ। অন্যে চ বহবো লিখিতানুসারেণ ভবন্ত্যেব। তত্র চ কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রাদয়ঃ পূর্ব্বং ভক্তলক্ষণেষু সংক্ষেপেণ লিখিতা এব। বিশেষতশ্চ সর্ব্বেঽপ্যেতে ভেদাঃ শ্রীবোপ-দেবাচার্য্যাদিভির্নিরূপিতা এব সন্তি। অতস্তে মুক্তাফলাদিগ্রন্থেভ্যোঽবগন্তব্যাঃ। আদিশব্দেন বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়-ভক্তিরসার্ণবাদয়ঃ। অতোঽত্র তেষাং ভেদানাং লিখনৈরলং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ, বৈষ্ণবাণামবশ্যকৃত্যালিখনগ্রন্থেঽস্মিন্ তদপেক্ষাবিশেষাভাবাৎ॥ ৩৮০ ॥

ইত্থং শ্রবণাদিলক্ষণায়াঃ সাধনভক্তের্মাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং প্রেমলক্ষণায়াঃ একরূপায়া ভক্তেস্তত্তল্লিখিষ্যন্ আদৌ সংক্ষেপেণ মাহাত্ম্যং দর্শয়ন্ লক্ষণবিশেষলিখনং প্রতিজানীতে প্রেমেতি। প্রেমলক্ষণভক্তৌ সিদ্ধায়াঞ্চ সর্ব্বে অর্থা ধর্ম্মাদয়ঃ পুরুষার্থাঃ স্বয়মেব সেবকাঃ প্রেমভক্তিমতো জনস্যাধীনা ভবন্তি। অপ্যর্থে চকারঃ। ভগবান্ পরমেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি অতিবশ্যঃ পরমায়ত্তঃ স্যাদিতি সংক্ষেপতো মাহাত্ম্যং। যদ্যপি শ্রবণাদিসাধনভক্ত্যা তদ্বশীকরণং পূর্ব্বং লিখিতমস্তি তথাপি ভক্তমনোরথপূরণার্থং প্রেমপ্রদানার্থংবা তদ্বিজ্ঞেয়ং। প্রেম্না চ বশীকরণং। প্রেমবতো মনোরথে সম্পাদিতেঽপি সৎসঙ্গং কদাপি ন পরিত্যক্তুং শক্নোতীত্যেবং বিবেচনীয়ং। অতএবাত্রাতিশব্দপ্রয়োগঃ। অস্যাঃ প্রেমভক্তেঃ সু শোভনং লক্ষণং। সুশব্দো মুক্তাফলাদিগ্রন্থকারলিখিতাপেক্ষয়া॥ ৩৮১ ॥ বিষ্ণৌ ভগবতি প্রেমসংপ্লুতা প্রেমরসব্যাপ্তা যা

অন্তরঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। ৩৭৯। যেরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃআদি গুণভেদে ভিন্ন জীবের আবির্ভাব, সেইরূপ ভাবের ভিন্নতা হেতু ভক্তির অনুষ্ঠানেরও ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। এ স্থলে সে সকলের বর্ণন নিষ্প্রয়োজন; কারণ, বোপদেবাদিকৃত মুক্তাফলাদি গ্রন্থে তত্তাবতের বাহুল্যবর্ণন আছে, সুতরাং তদ্দৃষ্টে সমস্তই জানা যাইতে পারে। ৩৮০। ফল কথা, প্রেমভক্তির সিদ্ধি ঘটিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ সকলপ্রকার পুরুষার্থ, সেবকের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, অন্য কথা কি, ভগবান্‌ও বশ্য হইয়া থাকেন; অতএব প্রেমভক্তির সুন্দর লক্ষণ লেখা যাইতেছে। ৩৮১।

প্রেমভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং ভক্তের্মাহাত্ম্যতঃ পরম্।
সিদ্ধমেব যতো ভক্তেঃ ফলং প্রেমৈব নিশ্চিতম্॥ ৩৮৩॥

চিহ্নানি প্রেমসম্পত্তের্বাহ্যান্যাভ্যন্তরাণি চ। কিয়ন্ত্যল্লিখতা তস্যা মহিমৈব বিলিখ্যতে॥৩৮৪॥

অথ প্রেমসম্পত্তিচিহ্নানি।

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদস্য বালানুশাসনে।—

নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্, বীর্য্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদ, প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি॥

মমতা মমায়মিতি ভাবঃ। সা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণেতি ভীষ্মাদভিস্তত্ত্ববিদ্ভিরুচ্যতে। কথম্ভূতা মমতা? ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ দেহগেহাদৌ মমতা যস্যাং সা প্রেমলক্ষণৈব সুসিদ্ধা॥ ৩৮২॥ নন্বীদৃশ্যা ভক্তের্মাহাত্ম্যং বিস্তরতোঽপেক্ষ্যতে, তত্র লিখতি প্রেমভক্তেশ্চেতি। পরমন্যচ্চ উৎকৃষ্টং বা মাহাত্ম্যং সিদ্ধমেব, সাধনভক্তেরপি দৌর্লভ্যাদিনা সাধ্যভক্তেঃ স্বতএব পরমদৌর্লভ্যাদিসিদ্ধেঃ। তত্র যদ্যপি পাপোন্মূলনাদিকমত্যন্ততুচ্ছত্বাত্তন্মাহাত্ম্যেনাতীব সঙ্গচ্ছতে, তথাপি প্রেমভক্তিমতঃ কথঞ্চিৎ সম্বন্ধিনামপি বিদূরতঃ সদ্যোঽশেষসমূলপাপোন্মূলনাদিকং ভবতীত্যেবমূহ্যং। যতঃ প্রেমৈব ফলং নিশ্চিতং ন তু বৈকুণ্ঠবাসাদিকমপীত্যর্থঃ। যদ্যপি বৈকুণ্ঠলোকোঽপ্যসৌ প্রেমভক্তিময় এব, তথাপি প্রেমবতাং তত্র নাতীবাপেক্ষেতি শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিবৃতমেবাস্তি। কিঞ্চ। যদ্যপি প্রেমস্য ভাবেন কদাপি শ্রবণাদিভক্তেঃ পরিত্যাগো ন স্যাৎ, অথবা বিবৃদ্ধা এব, তদ্বৃদ্ধ্যা চ পুনঃ প্রেমবিশেষঃ সম্পদ্যতে ইতি পরস্পরং কার্য্যকারণতা প্রকটৈব অতএব দাসীশতা অপি বিভোর্ব্বিদধুঃ স্ম দাস্যমিত্যাদিনা শ্রীমহিষীণাং বিবিধসেবাত্মিকা শ্রীনারদাদীনাঞ্চ কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তিঃ শ্রূয়তে, তথাপ্যত্র শ্রবণাদিভক্ত্যনন্তরং প্রেমলক্ষণভক্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা ইত্যাদ্যনুসারেণ ফলং প্রেমৈবেতি লিখিতমিতি দিক্॥ ৩৮৩॥ এবং প্রেমভক্তেঃ পরমং মাহাত্ম্যং দর্শিতমেব, পরমপি তৎসম্পত্তিলক্ষণানুষঙ্গেণ পরমমধুরমাহাত্ম্যবিশেষং দর্শয়ন্ প্রেমভক্তিসম্পত্ত্যা জায়মানবাহ্যান্তরবিকারাণাং সংক্ষেপতো লিখনং, ততশ্চ তস্যা মাহাত্ম্যলিখনমপি প্রতিজানীতে চিহ্নানীতি। উল্লিখতা উৎ উদ্দেশেন সংক্ষেপেণ লিখতা তস্যাঃ প্রেমভক্তের্মাহাত্ম্যমেব বিশেষতো লিখ্যতে প্রেমভক্তিসিদ্ধস্য স্বাভাবিকলক্ষণানামপি সাধকেষু পরমসাধ্যত্বাৎ॥৩৮৪ গুণান্ ভক্তবাৎসল্যাদীন্, বীর্য্যাণি দৈত্যমারণাদীনি পরাক্রমাংশ্চ। অতিহর্ষেণোদ্গতাঃ

অতঃপর প্রেমভক্তিলক্ষণ। নারদপঞ্চরাত্রে প্রকাশ, ভগবানের উদ্দেশে যে কার্য্যে আমি, আমার, এরূপ ভাব না থাকে এবং যাহাতে ভগবৎপ্রেমরসযুক্ত মমতা, অর্থাৎ এই ভগবানই আমার, এরূপ জ্ঞানের পরিচয় থাকে, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি মহাত্মগণ তাহাকেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৩৮২। ফল কথা, প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য যে ভক্তির মাহাত্ম্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা সপ্রমাণ হইল; কারণ, ভক্তির প্রেমই অবধারিত ফল। ৩৮৩। যাহা হউক, কতক পরিমাণে প্রেমসম্পত্তির বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ চিহ্নমাত্র লিখিত হইল, এক্ষণে তন্মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে, তাহাতেই চিহ্নাদি জানা যাইতে পারিবে। ৩৮৪।

যদা গ্রহগ্রস্ত ইব কচিদ্ধসত্যাক্রন্দতি ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে, নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ॥ ৩৮৫॥
যদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধনস্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা, ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্॥ ৩৮৬॥

একাদশে চ শ্রীকবিযোগেশ্বরোত্তরে।—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥ ৩৮৭॥
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৩৮৮॥

পুলকা অশ্রূণি চ তৈর্গদ্গদং যথা ভবতি। এবং প্রোৎকণ্ঠ উচ্চৈর্গায়তি। আত্মনি ভগবতি মতির্যস্য তথাভূতঃ সন্। অতএব গতত্রপঃ নির্লজ্জঃ সন্॥ ৩৮৫॥ তস্য হরের্ভাবশ্চেষ্টাদিস্তস্য ভাবো ভাবনা তেনানুকৃতে। যদ্বা তস্মিন্ হরৌ ভাবঃ প্রেমা যেষাং জনানাং তেষাং ভাবঃ বাহ্যান্তরচেষ্টা তস্য অনুকৃতম্ অনুকারো যয়োস্তথাভূতে আশয়াকৃতী মনঃশরীরে যস্য। নির্দ্দগ্ধং বীজমজ্ঞানম্ অনুশয়ো বাসনা চ যস্য সঃ। সম্যগেতি প্রাপ্নোতি নিত্যসঙ্গী ভবতীত্যর্থঃ। ইতি বাহ্যান্তরবিক্রিয়ারূপলক্ষণং মাহাত্ম্যং চোক্তং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্॥ ৩৮৬॥ তদর্থকানি তানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ অর্থো যেষাং নাম্নাং। অনেন চ নামগানেনৈব জন্মকর্ম্মগানসিদ্ধের্নামগানস্য প্রাধান্যমভিপ্রেতং। যদ্বা তদর্থকানি রথাঙ্গপাণ্যর্থমেব তৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ। এতান্যপি সাকল্যেন জ্ঞাতুমশক্যানীত্যাশঙ্ক্যাহ। যানি লোকে গীতানি প্রসিদ্ধানি। যদ্বা লৌকিকগাথাঃ; যদ্যপি তাসাং জন্মাদ্যন্তর্গতত্বেন পৃথগুক্তির্ন ঘটতে, তথাপি শাস্ত্রোক্তব্যতিরিক্তলোকপ্রসিদ্ধ-কর্ম্মাদ্যপেক্ষয়া রাগতালাদি-রসাদ্যপেক্ষয়া বা জ্ঞেয়াঃ। তানি শৃণ্বন্ গায়ংশ্চ বিচরেৎ।

অনন্তর প্রেমসম্পত্তির চিহ্ন সকল।—সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদকর্ত্তৃক বালকদিগের শাসন বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে, যখন আনন্দাতিশয্য নিবন্ধন পুলক ও প্রেমাশ্রু প্রকাশ পায়, যৎকালে লোকে গদ্গদস্বরে উর্দ্ধকণ্ঠে কখনও আনন্দধ্বনি, গীত, রোদন ও নৃত্য করিতে থাকে, কখনও গ্রহাভিভূতের ন্যায় হাস্য, রোদন, ধ্যান ও বন্দনা করে, কখনও বা মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, হে হরে! হে জগৎপতে! হে নারায়ণ, এই নাম উচ্চারণ করত লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সে সময়ে ভক্তের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়। ভগবদ্ভাবে তাহার অন্তঃকরণ ও বাহ্য শরীর প্রধাবিত হইয়া থাকে। অন্য কথা কি, তৎকালে সাতিশয় ভক্তিনিবন্ধন সেই ব্যক্তির অজ্ঞানভাব ও বাসনা একেবারে নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া ভক্তিপথে গমন পূর্ব্বক ভগবান্‌কে লাভ করিয়া থাকে। ৩৮৫—৩৮৬। একাদশস্কন্ধে শ্রীকবিযোগেশ্বরের উত্তরে বর্ণিত হইয়াছে, চক্রপাণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামলীলাপরিচায়ক শাস্ত্রাদি ও লোকপ্রসিদ্ধ তদীয় মঙ্গলজনক জন্মকর্ম্মাদি শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পাইবার কামনায় নামসমূহ কীর্ত্তন করিয়া নিঃস্পৃহ ও নির্লজ্জভাবে বিচরণ করা ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ৩৮৭। এই প্রকারে যাঁহারা ভক্তিযোগের

তত্রৈব শ্রীপ্রবুদ্ধযোগেশ্বরোক্তরে।—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঘৌঘহরং হরিম্। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥৩৮৯॥

কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং, ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥ ৩৯০ ॥

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে চ।—

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥৩৯১॥

অসঙ্গো নিঃস্পৃহঃ ত্যক্তপরিগ্রহো বা ইতি সাধনমুদ্দিষ্টং ॥৩৮৭॥ এবং ভজতঃ সংপ্রাপ্তপ্রেমলক্ষণ-ভক্তিযোগস্য সংসারধর্ম্মাতীতাং গতিমাহ এবমিতি। এবং ব্রতং বৃত্তং নিয়মো বা যস্য সঃ। স্বপ্রিয়স্য হরের্নামকীর্ত্ত্যা। যদ্বা স্বপ্রিয়ং যৎ কৃষ্ণনাম তস্য কীর্ত্তনেন জাতোঽনুরাগঃ প্রেমা যস্য সঃ। নামকীর্ত্তনস্য পুনরুক্তিঃ প্রেমসম্পত্তৌ প্রিয়নামকীর্ত্তনস্যাত্যন্তান্তরঙ্গত্ববিবক্ষয়া কিংবা প্রেমসম্পত্তের্লক্ষণবিশেষবিজ্ঞাপনায় তেন তস্য ফলে পর্য্যবসানার্থং। ততশ্চ কীর্ত্ত্যা বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। অত এব দ্রুতচিত্তঃ শ্লথহৃদয়ঃ। কদাচিদ্ভগবন্তং ভক্তপরাজিতমাকলয্য বাল্যাদিবিনোদমনুসন্ধায় বা উচ্চৈর্হসতি এতাবন্তং কালমুপেক্ষিতোঽস্মীতি। যদ্বা প্রেমভাবস্বাভাবিকবিরহিভাবেন রোদিতি। অত্যৌৎসুক্যাৎ তেনৈব বা রৌতি, আক্রোশতি, অতিহর্ষেণ আর্ত্তিবিশেষেণ বা গায়তি, সুস্বরেণ করুণস্বরেণ বা গুণাদিকং কীর্ত্তয়তি। জিতং জিতমিতি নৃত্যতি। যদ্বা সাক্ষাদ্ভূতমিব দৃষ্ট্বা নৃত্যতি। কিং দাম্ভিকবৎ পরান্ প্রতি প্রকাশয়িতুং ?—ন। উন্মাদবৎ। লোকবাহ্যঃ বিবশঃ। যদ্বা উন্মাদবদিত্যনেন হাসাদেরনিয়তত্বং, লোকবাহ্য ইত্যনেন চালৌকিকত্বং দর্শিতং ॥ ৩৮৮ ॥ অঘৌঘহরং সংসারদুঃখপরম্পরাবিনাশকং। ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা ॥ ৩৮৯ ॥ অজং হরিম্ অনুশীলয়ন্তি তল্লীলা অভিনয়ন্তি। এবং পরং পরমেশ্বরম্ এত্য পাপ্য নির্বৃতাঃ সন্তস্তূষ্ণীং ভবন্তি। যদ্বা পরমেশ্বরার্থমত্যনির্বৃতাঃ পরমার্ত্তাঃ সন্তঃ তূষ্ণীং ভবন্তি নিশ্চেষ্টাঃ স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৯০ ॥ রোমহর্ষাদিকং বিনা কথং ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা গম্যতে, ভক্ত্যা চ বিনা কথমাশয়ঃ শুধ্যেৎ, ভক্ত্যেকপরঃ সদা সর্ব্বত্র সাক্ষাদিব শ্রীকৃষ্ণপরিস্ফূর্ত্তিময়ো বা স্যাদি-

---

পথিক হন, সেই সকল ব্রতধারী ব্যক্তি প্রিয়তম শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমের আবির্ভাব নিবন্ধন শিথিলহৃদয় ও বিবশ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চহাস্য, রোদন, গান, হর্ষাতিশয্য হেতু আনন্দধ্বনি ও নৃত্য করিয়া থাকেন। ৩৮৮। ঐ গ্রন্থেই প্রবুদ্ধযোগেশ্বরের উত্তরে উল্লেখ হইয়াছে;—সর্ব্বপাপহারী ভগবান্ হরিকে পরস্পর স্মরণ করিবে এবং অন্যকে স্মরণ করাইবে, অনন্তর সাধন-ভক্তিযোগে প্রেমোদ্গম হইলে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া উঠিবে ।৩৮৯। যাহারা একান্ত হরিভক্ত, তাহারা কৃষ্ণচিন্তায় রত থাকিয়া কখনও রোদন করে, এইরূপে কখনও হাস্য, কখনও আহ্লাদ, কখনও তাঁহার সম্বন্ধে অলৌকিক বাক্য বলিয়া থাকে; ফল কথা, এইরূপ কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া যখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, তখন পরম সুখ ভোগ করিয়া তূষ্ণীভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৩৯০। শ্রীভগবান্ ও উদ্ধব-সংবাদে প্রকাশ আছে,—রোমাঞ্চ ব্যতিরেকে চিত্তের আর্দ্রীভাব, আনন্দাশ্রু ব্যতিরেকে ভক্তির আবির্ভাব এবং ভক্তি

বাগ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তম্, রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ, মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥ ৩৯২॥

যথোক্তভক্ত্যশক্তৌ তু ভগবচ্চরণাম্বুজম্। শরণাগতভাবেন কৃৎস্নভীতিঘ্নমাশ্রয়েৎ॥ ৩৯৩॥

অথ শরণাপত্তিঃ।

শ্রীভবদ্গীতাসু।—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৩৯৪॥

একাদশস্কন্ধে চ শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে।—

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্। যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥৩৯৫॥

ত্যর্থঃ॥৩৯১॥ কিঞ্চ ভক্তিঃ স্বাশ্রয়ং শোধয়তীতি কিং বক্তব্যং যতো গদ্গদবাগাদিলক্ষণমৎপ্রেম-ভক্তি-যুক্তো লোকং সর্ব্বং পুনাতীত্যাহ বাগিতি। গদ্গদা গদ্গদস্বরযুক্তা। অভীক্ষ্ণং রুদতীতি প্রেম-পরিপাকস্বভাবেন নিরন্তরবিরহাদ্যুৎপত্তেঃ। কচিৎ কদাচিৎ। অস্য পরেণাপ্যন্বয়ঃ। পুনাতি সংসারমলাৎ অদ্বৈতদুর্ব্বাসনমলাদ্বা শোধয়তি ভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনাৎ ভগবন্ময়তা-সম্পাদনাদ্বা। ইতি লক্ষণং মাহাত্ম্যং চোক্তম্॥ ৩৯২॥ এবং সাধনসাধ্যরূপাং ভক্তিং লিখিত্বাধুনা শ্রবণাদ্যসমর্থস্য শরণাগতত্বমাত্রেণাপি কৃতার্থতা স্যাদিতি শরণাপত্তিং লিখতি যথোক্তেতি। যদ্যপি সখ্যাত্মনিবেদন-য়োর্ভক্তিপ্রকারয়োরন্তরেব শরণাগতত্বং পর্য্যবস্যতি, তথাপি তয়োর্ম্মনোবৃত্তিবিশেষোঽপেক্ষ্যতে। শরণাগতত্বে চ কেবলং ভগবদীয়োঽহমিত্যেতাবন্মাত্রমিতি অতঃ পৃথগস্য লিখনং, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥ ৩৯৩॥

সর্ব্বান্তে সর্ব্বতঃ পরমগুহ্যতমমুপদিশতি সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব বা সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং হিত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। যদ্বা। শরণাগতত্বমাত্রেণ পরমফলবিশেষরূপা ভক্তির্মে ন সিদ্ধেতি মা শুচঃ শরণাগতত্বস্যৈব পরমবিশ্বাসাত্মকভক্তিবিশেষরূপত্বাদিতি দিক্। ইদঞ্চান্যলোক-শিক্ষার্থমেবার্জ্জুনমধিকৃত্যোক্তং ন তু তং প্রতি তথোপদেশঃ তস্য নরাবতারত্বেন পরমসখ্যাদিনা চ স্বতএব পরমভাগবতত্বাৎ॥ ৩৯৪॥ যস্মাদেবম্ভূতো মদীয়জনপ্রভাবস্তস্মাৎ। চোদনাং

ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধির আবির্ভাব কিরূপে ঘটিবে, বল। ৩৯১। আমার নাম-লীলাশ্রবণে যাহার বাক্য গদগদ ও চিত্তের দ্রবভাব ঘটে, যে ব্যক্তি আমার কথা শ্রবণ করিয়া কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও নির্লজ্জভাবে গান, কখনও নৃত্য করিতে থাকে, সেরূপ ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে। ৩৯২। যাহারা এরূপ শাস্ত্রবিহিত ভক্তির অনুষ্ঠানে অসমর্থ, শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বভয়নাশন শ্রীহরির চরণাশ্রয় করা তাহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ৩৯৩।

অনন্তর শরণাপত্তি।—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে প্রকাশ আছে, হে অর্জ্জুন! তুমি সমস্ত ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক আমার শরণ গ্রহণ কর; আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত

তন্নিত্যতা চ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষং বিবুধেপ্সিতম্। যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥
অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু। ভ্রাম্যদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্য্যয়াৎ।
তদপ্যফলতাং যাতং তেষামাত্মাভিমানিনাং। বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ং॥ ৩৯৬॥

অথ শরণাপত্তিমাহাত্ম্যং।

উক্তঞ্চ রামায়ণে শ্রীরঘুনাথেন বিভীষণগমনপ্রসঙ্গে।—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥ ৩৯৭॥

শ্রুতিং, প্রতিচোদনাং স্মৃতিঞ্চ। যদ্বা বিধিং নিষেধং চোৎসৃজ্য সর্ব্বমেব পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। মামেবৈকং শরণং যাহি। ময়ৈবাকুতোভয়ঃ স্যাঃ ভব। সর্ব্বদেহিনামাত্মানম্ অন্তর্যামিত্বেন হৃদি নিবসন্তমিত্যর্থঃ। অনেন তদীয়ক্ষেত্রবিশেষাশ্রয়ণনিয়মো নিরস্তঃ। সর্ব্বেণাত্মনো ভাবেন ভাবনয়া ইতি তদেকনিষ্ঠতোক্ত্যান্যাখিলপরিত্যাগেন সুকরত্বমপি দর্শতমিতি দিক্। কেচিচ্চ ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্যামিত্বদৃষ্ট্যা সর্ব্বেষু জীবেষু যোঽপৃথগ্‌ভাবো ভগবদ্দৃষ্টির্ব্বা তদেব শরণাগতত্বং মন্যন্তে। তচ্চ জ্ঞানভক্ত্যন্তর্গতমেবেতি জ্ঞানভক্তিলক্ষণে সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদিত্যত্র বিবৃতমেবাস্তি। এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাক্যেন শরণাগতত্বস্য বিধেয়ত্বং লিখিতম্॥ ৩৯৫॥

তচ্চাবশ্যমেব কার্য্যম্, অন্যথা পরমদোষাপত্তেরিতি তস্য নিত্যতাং লিখতি প্রাপ্যেতি ত্রিভিঃ। আত্মৈব চিরং বঞ্চিতঃ বিবিধদুঃখসাগরে সদা নিপাতিত ইত্যর্থঃ। লক্ষানিত্যাদি পুংস্ত্বাদিকমার্ষম্। চতুরশীতিলক্ষসংখ্যিকাস্বিত্যর্থঃ। জন্মপর্য্যয়াৎ তত্র তত্র পর্য্যায়েণ জন্মপ্রাপ্তে-রনন্তরং প্রাপ্যং ভবতি। আত্মাভিমানিনাং দেহাভিমানবতাম্। বরাকাণাং তুচ্ছবুদ্ধীনাং শরণাগতত্বেনাপ্যপ্রপন্নানামসতামিত্যর্থঃ। এবং ভক্ত্যশক্তেনাবশ্যং শরণাগতেনাপি ভাব্যম্। অন্যথা মানুষ্যজন্মবৈফল্যেন তদশেষকর্ম্মবৈফল্যাপত্তেঃ ইতি নিত্যত্বং সিদ্ধম্॥ ৩৯৬॥

অপ্যর্থে এব শব্দঃ। যঃ প্রপন্নঃ শরণাগতঃ সন্ তবাস্মি ভবামীতি সকৃদপি যাচতে।

করিব, তুমি শোক করিও না। ৩৯৪। একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে আছে; অতএব, হে উদ্ধব! তুমি শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত কার্য্য সকল, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়, এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদেহীর অন্তরস্থিত পরমাত্ম-স্বরূপ আমারে সর্ব্ব-প্রযত্নে শরণ গ্রহণ কর; কারণ, তাহা হইলে তোমাকে আর ভীত হইতে হইবে না। ৩৯৫।

শরণাপত্তির নিত্যতা।—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, যাহারা দেববাঞ্ছিত সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাপন্ন না হয়, তাহারা চিরকালের জন্য আপনার আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা অনন্ত দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া থাকে। যদি লোকের চতুরশীতি লক্ষসংখ্যক যোনিতে যথাক্রমে জন্ম হইয়া মনুষ্য দেহ ধারণ করত শ্রীগোবিন্দ শ্রীচরণে আশ্রয় না ঘটে, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, ঐ আত্মাভিমানী ক্ষুদ্র লোকের মনুষ্যদেহ ধারণ নিতান্ত নিষ্ফল। ৩৯৬।

নারসিংহে বৈকুণ্ঠনাথেন।—

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্। ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহং॥

নামাপরাধপ্রসঙ্গে পাদ্মে শ্রীনারদং প্রতি সনৎকুমারেণ।—

সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা,দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুনপরাঃ পাপান্ত্যজা নিষ্ঠুরাঃ।
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্ব্বাধমাস্তেঽপি হি,
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণা মুক্তা ভবন্তি দ্বিজ॥ ৩৯৮॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

ন হি নারায়ণং নাম নরাঃ সংশ্রিত্য শৌনক। প্রাপ্নুবন্ত্যশুভং সত্যমিদমুক্তং পুনঃ পুনঃ॥৩৯৯॥

বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে।—

পরমার্থমশেষস্য জগতামাদিকারণম্। শরণ্যং শরণং যাতো গোবিন্দং নাবসীদতি॥ ৪০০॥

যদ্বা কথং প্রপন্নস্তদাহ তবেত্যাদিনা। শরণাগতত্বলক্ষণং চেদং জ্ঞেয়ং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্॥ ৩৯৭॥ ব্রাত্যাঃ সংস্কারহীনা দ্বিজাধমাঃ। পানমপেয়স্য। পাপা অধার্ম্মিকশূদ্রাঃ অন্ত্যজাশ্চ যে। যদ্বা অন্ত্যজেষ্বপি পাপা যে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বথা বাঽধমাঃ॥ ৩৯৮॥ হি শব্দোঽবধারণে। অশুভম্ অমঙ্গলম্ অনিষ্টং বা কিঞ্চিন্নৈব প্রাপ্নুবন্তি, কিন্তু সর্ব্বশ্রেয় এব লভন্ত ইত্যর্থঃ। নাম প্রাকাশ্যে। যদ্বা নারায়ণমিতি নামাশ্রিত্য। ততশ্চ নামমাহাত্ম্যে শ্লোকোঽয়ং দ্রষ্টব্যঃ। যদ্বা নামাশ্রয়ণমপি ভগবদাশ্রয়ণমেবেতি তয়োরভেদাভিপ্রায়েণ॥ ৩৯৯॥ পরমার্থং

অতঃপর শরণাপত্তি-মাহাত্ম্য।—রামায়ণে বিভীষণের গমনোপলক্ষে রামচন্দ্রের উক্তিতে প্রকাশ আছে, যে ব্যক্তি শরণাপন্ন হইয়া “আমি তোমার হইলাম” এই বলিয়া অন্ততঃ এক বারও প্রার্থনা করে, আমি সর্ব্বদা তাহাকে অভয় দান করিয়া থাকি; কারণ, শরণাগত-প্রতিপালনই আমার ব্রত। ৩৯৭। নৃসিংহপুরাণে বৈকুণ্ঠনাথ-মুখে বিবৃত হইয়াছে, “হে দেবদেব! হে জনার্দ্দন! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম” এই বলিয়া যে ব্যক্তি শরণ গ্রহণ করে, তাহাকে আর ক্লেশের মুখ দেখিতে হয় না। নামাপরাধ-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে নারদের প্রতি সনৎকুমারের উক্তিতে উল্লেখ হইয়াছে, হে বিপ্র: যাহারা সকলপ্রকার আচারবর্জ্জিত, শঠবুদ্ধি, সংস্কারহীন ও বিশ্ববঞ্চক, যাহারা অহঙ্কারপরায়ণ, যাহারা অপেয় পানে ও খলতায় অনুরক্ত, যাহারা ঘোর পাপাশয়, অন্ত্যজ ও নিষ্ঠুরাচারী, অন্য কথা কি, যাহারা পুত্র, কলত্র ও বিত্তহরণে সচেষ্ট, সেই সকল অধম পুরুষেরা যদি পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহাদের মুক্তি ঘটিয়া থাকে ৩৯৮। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আরও লিখিত আছে, হে শৌনক! নারায়ণের নামাশ্রয় করিলে লোকদিগকে আর অশুভের মুখ দেখিতে হয় না, আমি এই কথা পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি। ৩৯৯। বৃহন্নারদীয় পুরাণে কলিপ্রসঙ্গে প্রকাশ আছে, নিখিল জগতের পরম তত্ত্বস্বরূপ, আদিকারণ, রক্ষাকর্ত্তা গোবিন্দের শরণাপন্ন হইলে কাহাকেও আর অবসন্ন হইতে হয় না। ৪০০।

শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মে ভীমযুধিষ্ঠিরসংবাদে।—

স্থিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যং য এব পুরুষর্ষভঃ। রাজংস্তব যদুশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্। তে তরন্তীহ দুর্গাণি ন মেহত্রাস্তি বিচারণা ॥৪০১

তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে।—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ। ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধন্তে হরিসংশ্রয়ম্ ॥৪০২

বামনে শ্রীপ্রহ্লাদবলিসংবাদে।—

যে সংশ্রিতা হরিমনন্তমনাদিমধ্যম্, নারায়ণম্ সুরগুরুং শুভদং বরেণ্যম্।
শুদ্ধং খগেন্দ্রগমনং কমলালয়েশম্, তে-ধর্ম্মরাজকরণং ন বিশন্তি ধীরাঃ ॥৪০৩॥
যে শঙ্খচক্রাব্জকরং সশার্ঙ্গিণং, খগেন্দ্রকেতুং বরদং শ্রিয়ঃ পতিম্।
সমাশ্রয়ন্তে ভবভীতিনাশনং, তেষাং ভয়ং নাস্তি বিমুক্তিভাজাম্ ॥৪০৪॥

পরমফলরূপং পরমতত্ত্বং বা নাবসীদতি কিঞ্চিদ্দুঃখং নাপ্নোতি॥ ৪০০॥ তব প্রিয়ে হিতে চ নিত্যং স্থিতঃ অবহিতঃ। পুরুষেষু ব্রহ্মাদিষু ত্রিষু মধ্যে তেভ্যো বা ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ অবতারিত্বাৎ। অতো বৈকুণ্ঠঃ অকুণ্ঠপ্রভাবঃ। কিঞ্চ। পুরুষোত্তমঃ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণঃ। অতএব নারায়ণং সর্ব্বজীবৈকাশ্রয়ং হরিঞ্চ আশ্রয়মাত্রেণ সর্ব্বদোষদুঃখহরম্ মনোহরঞ্চ। দুর্গাণি দুস্তরসংসারদুঃখানি॥ ৩০১॥ দিব্যা আন্তরীক্ষাঃ। মানুষাঃ শত্রুপ্রভবাঃ। ভৌতিকাঃ শীতোষ্ণাদিপ্রভবাঃ। যদ্বা শারীরা মানসাশ্চেত্যাধ্যাত্মিকা দিব্যা আধিদৈবিকাঃ মানুষা অন্তভৌতিকাশ্চেত্যাধিভৌতিকাঃ। ইতি ত্রিবিধা অপি তাপাঃ। বৈয়াসকে হে বিদুর। ৪০০॥ সংশ্রিতাঃ শরণং যাতাঃ। ধর্ম্মরাজস্য করণং কায়স্থং তল্লিখনাধিকারমিত্যর্থঃ। সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ তদ্ধেতুত্বেনানন্তাদি-বিশেষণৈর্ম্মাহাত্ম্যমুক্তম্। এষাং যথাসম্ভবং হেতুহেতুমত্তোহ্যা। এবমগ্রেঽপি॥ ৪০৩॥ ন কেবলমেবং নরকভয়ং ক্ষীণং, কিন্তু

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির-কথোপকথনে উক্ত হইয়াছে, হে নৃপতে! যে পুরুষোত্তম যদুশ্রেষ্ঠ অকুণ্ঠিতপ্রভাব শ্রীকৃষ্ণ তোমার হিত ও প্রিয় কার্য্যে সর্ব্বদা সচেষ্ট, সেই ভক্তিভাবন ভগবান্‌কে যাঁহারা ভক্তিভরে আশ্রয় করেন, তাঁহারা যে দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে আমার বিচারের প্রয়োজন নাই। ৪০১। তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর ও মৈত্রেয়ের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে, হে ব্যাসপুত্র! যে সকল ব্যক্তি হরিচরণ আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদিগকে শারীরিক, মানসিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা কোনও প্রকার শত্রুপ্রভব ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে কেন? ৪০২। বামনপুরাণে প্রহ্লাদ ও বলিসংবাদে প্রকাশ আছে, যাহারা আদি, মধ্য ও অন্তহীন, সুরগুরু, শুভদাতা, শুদ্ধ, বরেণ্য, গরুড়বাহন কমলাপতি নারায়ণের শরণাগত হন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মরাজকরণের (চিত্রগুপ্তের) লিপির অধীন হইতে হয় না; অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতি কৃতান্ত প্রভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। ৪০৩। যে সকল ব্যক্তি শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি, শার্ঙ্গধারী, গরুড়বাহন, বরদাতা, লক্ষ্মীকান্ত, ভবভঞ্জন নারায়ণকে আশ্রয়-স্বরূপে গ্রহণ করে, তাহাদের ভয়ের কথা স্বতন্ত্র,

বৃহন্নারদীয়ে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণান্তে।—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে মোহনিদ্রাসমাকুলে। যে হরিং শরণং যান্তি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥

ব্রহ্মপুরাণে।—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ। ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ॥৪০৬॥

দশমস্কন্ধে।—সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবম্, মহৎ পদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।

ভবাম্বুধির্ব্বৎসপদং পরং পদম্, পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥ ৪০৭॥

প্রথমে।–যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ। সদ্যঃ পুনন্ত্যপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥৪০৮

সংসারভয়ঞ্চ বিনষ্টং পরমপদপ্রাপ্তিরপি জাতেত্যাহ যে শব্দেতি। সম্যগাশ্রয়ন্তে শরণং যান্তি, বিশিষ্টা মুক্তির্বৈকুণ্ঠবাসস্তদ্ভাজামিতি মুখ্যং ফলম্॥ ৪০৪॥ কৃতার্থাঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থাঃ॥ ৪০৫॥ তেষাং ন সমর্থঃ জাতেঽপি পাপে কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন শক্নুয়াদিত্যর্থঃ। যতো মুক্তেঃ ফলং ভক্তিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তির্ব্বা তদ্ভাগিনঃ॥৪০৬॥ এবং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব পরমার্থত্বাৎ পরমমাহাত্ম্যাচ্চ তদেকশরণানামযত্নসিদ্ধমেব পরমপদমিতি প্রকরণার্থমুপসংহরন্নাহ সমাশ্রিতা ইতি। পুণ্যং যশো যস্য স পুণ্যযশাঃ স চাসৌ মুরারিশ্চ তস্য পদপল্লব এব প্লবঃ তং সম্যগাশ্রিতাঃ। মহৎপদং মহতাং পদমাশ্রয়ম্। যদ্বা মহচ্চ সর্ব্বোৎকৃষ্টঞ্চ তৎপদঞ্চেতি তথা। তেষাং ভবাম্বুধির্ব্বৎসপদমাত্রং ভবতি অনায়াসেন মোক্ষঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তস্যানুষঙ্গিকত্বেন স্বতঃ সিদ্ধেঃ। কিঞ্চ পরং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং পদং স্থানং ভবতি। বিপদাং যৎ পদং বিষয়স্তৎ পুনঃ কদাচিদপি তেষাং ন ভবতি, ন ততঃ পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৪০৭॥ এবং শ্রীভগবচ্ছরণাপন্নানাং ক্রমেণ ভবদুঃখাদ্যভাবং পরমপদপ্রাপ্তিঞ্চ লিখিত্বাধুনা তেঽন্যানপি নিস্তারয়ন্তীতি লিখতি যৎপাদেতি। হে সূত! যস্য ভগবতঃ পাদাবেব সংশ্রয়ো যেষাং তে শরণাগতা ইত্যর্থঃ। অতএব প্রশমঃ প্রকৃষ্টশান্তিরূপম্ অয়নং বর্ত্ম শরণাপত্তিলক্ষণং যেষাম্। যদ্বা প্রশমোঽয়নং শরণাপত্তিসাধনং যেষাম্। যদ্বা প্রকৃষ্টঃ শমঃ সুখং যস্মাৎ স প্রশমঃ প্রেমা তময়ন্তে প্রাপ্নুবন্তীতি তথাভূতা মুনয়ঃ

মুক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের করস্থ হইয়া থাকে।৪০৪। বৃহন্নারদীয়-পুরাণে প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণান্তে প্রকাশ আছে, এই মোহনিদ্রা-সমাচ্ছন্ন মহাঘোর সংসারে যাঁহারা শ্রীহরির শরণাপন্ন হন, তাঁহারা যে কৃতার্থ হইয়া থাকেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ৪০৫। ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, যাঁহারা বাক্য, মন ও কর্ম্ম-সংযোগে অচ্যুতের শরণাগত হন, কৃতান্ত তাঁহাদের প্রতি আপনার শক্তি প্রকাশ করিতে পারেন না এবং তাঁহারা মুক্তিফল লাভ করিয়া থাকেন। ৪০৬।

দশম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, ভগবান্ মুরারির যশঃ অতিশয় পবিত্র, যাঁহারা তৎপাদপল্লব-রূপ প্লব (তরণীকে) আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সংসার-সমুদ্র বৎসপদ অর্থাৎ অতি তুচ্ছ হইয়া থাকে। তাঁহারা পরম পদ অধিকার করেন এবং তাঁহাদিগকে বিপদের আস্পদ হইতে হয় না, সুতরাং তাঁহারা বৈকুণ্ঠ-লোক-চ্যুত না হইয়া অচ্যুতের সহবাসে সুখে কাল কাটাইয়া থাকেন। ৪০৭। প্রথমস্কন্ধে প্রকাশ আছে, মদীয় পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শান্তিরসাস্পদ ঋষিগণ সান্নিধ্যমাত্রে লোককে সদ্যঃ সম্পূত করিয়া থাকেন, তত্তুলনায় গঙ্গার

দ্বিতীয়ে শ্রীশুকোক্তৌ।—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা, আভীরসুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ৪০৯।

তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ।—

কিন্দুরাপাদনন্তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাং। স্বৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ॥ ৪১০॥

দশমে নাগপত্নীস্তবৌ।—ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমম্, ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবংবা, বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ৪১১॥

উপস্পৃষ্টাঃ সন্নিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ সন্তঃ পুনন্তি। যদ্বা মুনয়ঃ পূর্ব্বমাত্মারামা অপি মুনিত্বং বিহায় যৎপাদসংশ্রয়াঃ সন্ত এব। অন্যৎ সমানম্। স্বর্ধুনী গঙ্গা তস্যা আপস্তু তৎপাদনিঃসৃতা এব ন তু তত্রৈব তিষ্ঠন্তি, বিশেষতশ্চ বিষমপথবর্ত্তিন্যঃ সাগরগামিন্য এব বা। অতস্তৎপাদসম্বন্ধেন পুনন্ত্যোঽপি অনুসেবয়ৈব পুনন্তি তদপি ন সদ্য ইতি শরণাগতানামুৎকর্ষঃ ৪০৮॥ কিঞ্চ। কিরাতেতি। কিরাতাদয়ো যে পাপজাতয়ঃ, অন্যে চ যে কর্ম্মতঃ পাপরূপাঃ যদপাশ্রয়াঃ শরণাগতাস্তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ শুধ্যন্তি। অসম্ভাবনাশঙ্কাং পরিহরতি প্রভবিষ্ণবে প্রভবণশীলায়েতি॥ ৪০৯॥ যতস্তেষাং কিঞ্চিদপ্যসাধ্যং নাস্তীতি লিখতি কিমিতি। দুরাপাদনং দুষ্করং কিম্, অপি তু সর্ব্বমেব সুকরম্। উদ্দামচেতসাং ধীরাণাম্। উদ্দামচেতস্ত্বমেব দর্শয়তি স্বৈরিতি। যদ্বা উদ্দামচেতসাং বিবিধমনোরথেনাসঙ্কোচত ইতস্ততো গচ্ছন্মানসানামপীত্যশেষমনোরথসিদ্ধিরভিপ্রেতা। তত্র হেতুমাহ স্বৈরিতি। তীর্থপদো ভগবতঃ। একতীর্থাশ্রয়ণাদপি সর্ব্বং সুসিধ্যতি, কিং পুনঃ সর্ব্বতীর্থময্যা গঙ্গায়াঃ প্রভবাশ্রয়াদিতি ভাবঃ। ব্যসনং সংসারস্তস্যাত্যয়ো নাশো যস্মাৎ। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষেণ অব্যসনো মোক্ষস্তস্যাপ্যত্যয়োঽতিক্রমো যস্মাৎ স ভক্তিরসবিস্তারণাৎ॥ ৪১০॥ এবং শরণাপত্তেঃ সাধনত্বং বিলিখ্য সাধ্যত্বঞ্চ দর্শয়ন্ তদ্বতাং পরিপূর্ণতাং লিখতি ন নাকেতি। রসাধিপত্যং পাতালাদিস্বাম্যং যোগসিদ্ধীঃ ত্রিকালজ্ঞত্বাদ্যাঃ ক্ষুদ্রাঃ মহতীশ্চাণিমাদ্যাঃ। যদ্বা রসাধিপত্যং বিচিত্ররসসিদ্ধাদ্যৈশ্বর্য্যং যোগসিদ্ধীরণিমাদ্যা এবেতি যথোত্তরমেষাং শ্রৈষ্ঠ্যং তত্র নাকপৃষ্ঠতঃ সার্ব্বভৌমস্য শ্রৈষ্ঠ্যং ভূমৌ কর্ম্মক্ষেত্রে বৈরাগ্যাদিবিশেষ-

---

পবিত্রতার গর্ব্ব কোথায়? কারণ, যদিও সুরধুনী হরিপদরজোবিহারিণী বটেন, কিন্তু তাঁহাতে অবগাহন না করিলে লোকে পবিত্র হইতে পারে না। ৪০৮। দ্বিতীয় স্কন্ধে শুকের উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে, কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুক্কশ, আভীর, সুহ্ম, যবন ও খস প্রভৃতি যে সকল পাপাচারী ব্যক্তি এবং অপরাপর যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মনিবন্ধন দুষ্ক্রিয়ান্বিত ও ঘোরপাপী, যখন তাহারাও জগদাশ্রয় ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পবিত্র হইয়া থাকে, তখন প্রভাবান্বিত সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। ৪০৯। তৃতীয়স্কন্ধে মৈত্রেয়ের কথায় প্রকাশ আছে, ভগবান্ হরির চরণদ্বয় স্মরণ করিলে যখন সংসার-তাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, তখন একান্ত হরিচরণানুরক্ত ব্যক্তি ঐ চরণাশ্রয় লাভ করিলে, তাহার কোন্ বস্তু দুর্লভ হয়? ৪১০। দশমস্কন্ধে নাগপত্নীর স্তবে প্রকাশ আছে, যাঁহারা আপনার পদরজ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গপৃষ্ঠ, সার্ব্বভৌমপদ,

একাদশে চ শ্রীকরভাজনযোগেশ্বরোত্তরে।—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাম্, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যম্. গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥ ৪১২ ॥

অত এবোক্তং শ্রীভগবন্তং প্রতি উদ্ধবেন। –

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে, সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং ত্বদঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥ ৪১৩ ॥

ইত্থঞ্চ বোধ্যং বিদ্বদ্ভিঃ শরণাপত্তিলক্ষণম্। বাচা হৃদা চ তন্বাপি কৃষ্ণৈকাশ্রয়ণং হি যৎ ॥ ৪১৪ ॥

সম্ভবেন জ্ঞানভক্ত্যাদিস্বসিদ্ধেঃ কদাচিৎ ককুৎস্থাদিচক্রবর্ত্তি-সাহায্যেনেন্দ্রস্য স্বারাজ্যপ্রাপ্তেশ্চ। অন্যৎ স্পষ্টমেব। পাদরজঃ প্রপন্না শরণাগতত্বেন কঞ্চিদেকং সম্বন্ধমাশ্রিতা ইত্যর্থঃ ॥৪১১॥ এবং বিধিনিষেধ-নিবৃত্তেঃ কৃতকৃত্যতাং লিখতি দেবর্ষীতি। আপ্তা পোষ্যাঃ কুটুম্বানি। দেবাদয়ঃ পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ এতেষাং যথা ভক্ত ঋণী অতএব তেষাং কিঙ্করঃ তদর্থং নিত্যং পঞ্চ-যজ্ঞাদিকর্ত্তা। তথা চ স্মৃতিঃ। হীনজাতিং পরিক্ষীণমৃণার্থং কর্ম্ম কারয়েদিতি। অয়ন্তু ন তথা কোঽসৌ? যঃ সর্ব্বভাবেন মুকুন্দং সর্ব্বতো মোক্ষদং পরমানন্দপ্রদঞ্চ ভগবন্তং শরণং গতঃ। কর্ত্তং কৃত্যং পরিহৃত্য। যদ্বা কর্ত্তং ভেদং কৃতী চ্ছেদন ইত্যস্মাৎ, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। যদ্বা অদ্বৈতনিষ্ঠোঽপি ভূত্বেত্যর্থঃ ॥৪১২॥ তাপত্রয়েণাভিহতস্য অতঃ সন্তপ্যমানস্য। অঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বমে-বাতপত্রং তস্মাৎ, ন কেবলমাতপত্রাৎ কিন্তু অমৃতং পরমানন্দরসমপ্যভিতো বর্ষতি যত্তস্মাৎ। এবং শরণাগতানাং সর্ব্বদুঃখহানিঃ সুখপ্রাপ্তিশ্চোক্তা ॥ ৪১৩॥ এবং মাহাত্ম্যলিখনদ্বারা লিখিতমপি শরণাগতলক্ষণং পৃথক্ স্পষ্টয়ন্ লিখতি ইত্থঞ্চেতি। অনেন লিখিতপ্রকারেণ সকৃদেব প্রপন্নো যস্ত-বাস্মীতি চ যাচতে ইত্যাদিনা ব্যাসাদিভিঃ কৃষ্ণদেবস্যাশ্রয়ণমেব যৎ তদেব শরণাগতলক্ষণং বোদ্ধব্যং। তত্র বাচাশ্রয়ণং তবাস্মীত্যাদিবচনং। মনসাশ্রয়ণং তস্যৈবাহমিত্যাদিচিন্তনং। কায়েনা-শ্রয়ণং তৎক্ষেত্রসেবনাদি। এতচ্চ সর্ব্বমগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৪১৪ ॥

পারমেষ্ঠ্যপদ, অথবা ধরার আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, বা মুক্তি, এ সকলের কিছুই কামনা করেন না অর্থাৎ তাঁহাদের নিকটে এগুলি অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ৪১১। একাদশস্কন্ধে করভাজন যোগেশ্বরের বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে, হে রাজন্! যিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বশরণ্য মুক্তিদাতা দেব হরির শরণাপন্ন হন, তিনি আর দেবতা, ঋষি, ভূত, মানব ও পিতৃপুরুষের কিঙ্কর বলিয়া পরিচিত বা তাঁহাদের নিকটে কোনরূপ ঋণে আবদ্ধ হন না। ৪১২। এ বিষয়ে ভগবানের প্রতি উদ্ধবের উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে, হে ঈশ! আমি ভীষণ সংসার-সরণিতে ত্রিতাপে সন্তাপিত হইয়া আপনার অমৃত-নিস্যন্দি পাদপদ্মস্বরূপ আতপত্র ব্যতিরেকে অন্য আর আশ্রয় সামগ্রী দেখিতেছি না। ৪১৩। (অধিক কি বলিব,) এইরূপ বাক্য, মন ও দেহ দ্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের যে আশ্রয় গ্রহণ, পণ্ডিত-মণ্ডলী তাহাকেই শরণাগত-লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৪১৪।

অথ শরণাপত্তিলক্ষণম্।

স্কান্দে।—

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনং। ত্যক্ত্বান্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন।
ন নমামি ন চ স্তৌমি ন পশ্যামি স্বচক্ষুষা। ন স্পৃহামি ন গায়ামি ন বা যামি হরিং বিনা ॥৪১৫॥
কেচিদাহুশ্চ শরণাগতত্বং ষট্প্রকারকং। প্রায়ঃ সখ্যপ্রকারে তৎ পর্য্যবস্যেদ্বিচারতঃ ॥ ৪১৬॥
তচ্চোক্তং শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে।—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ৪১৭ ॥
তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্। তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥৪১৮॥

অন্যং দেবতান্তরং। তত্র ভগবতঃ পৃথক্‌ত্বেনেতি সৎসম্প্রদায়ঃ। গোবিন্দমিত্যাদিবিশেষণৈর্মাহাত্ম্যবিশেষেণ তদেকনিষ্ঠতা যুক্তেতি দর্শিতং। এবং সর্ব্বথা তদেকাশ্রয়ণং শরণাগতলক্ষণমিত্যভিব্যঞ্জিতং তৎপ্রকারশ্চ দর্শিতঃ॥৪১৫॥ তত্র মতান্তরং লিখতি কেচিদিতি। সখ্যরূপো য একো ভক্তেঃ প্রকারস্তস্মিন্। তৎষট্প্রকারকশরণাগতত্বং বিচারতঃ পর্য্যবস্যেৎ। তচ্চাগ্রেঽভিব্যঞ্জয়িতব্যং॥৪১৬॥ আনুকূল্যস্য ভগবদ্ভজনানুকূলতায়াঃ সঙ্কল্পঃ কর্ত্তব্যত্বেন নিয়মঃ। প্রাতিকূল্যস্য তদ্বিপরীত্যস্য বর্জ্জনং। গোপ্তৃত্বেন পতিত্বেন বরণং স্বীকরণং প্রার্থনংবা। আত্মনো নিক্ষেপঃ সমর্পণম্ কার্পণ্যঞ্চ ভগবন্ রক্ষ রক্ষেত্যাদিপ্রকারেণার্ত্তত্বম্। ততশ্চ বিশ্বাসরূপে প্রীতিরূপে চ সখ্যে রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ তত এব গোপ্তৃত্ববরণং চেতি দ্বয়ং, তথা প্রীতিস্বভাবেন আনুকূল্যসঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবর্জ্জনং চেতি দ্বয়ং পর্য্যবস্যত্যেব। তথা, মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুমিতি, আর্ত্তানাং শরণং ত্বহমিতি ভগবদ্বচনবিশ্বাসেনাত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে অপি তত্রৈব পর্য্যবস্যতঃ। তত্র সূক্ষ্মবিচারাপেক্ষয়া প্রশব্দঃ। তেনাত্মনিবেদনে আত্মনিক্ষেপঃ কার্পণ্যঞ্চ প্রীতিবিশেষস্বাভাবিকতয়া প্রীত্যাত্মকে সখ্য এব দ্রষ্টব্যমিত্যেষা দিক্॥ ৪১৭॥

অনন্তর শরণাপত্তিলক্ষণ।—স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, আমি গোবিন্দ, পরমানন্দ, মুকুন্দ ও মধুসূদনকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও জানি না, ভজনা করি না এবং স্মরণও করি না। আমি হরি ভিন্ন আর কাহারও নমস্কার, স্তব, বা চক্ষে আর কাহারও মূর্ত্তি দর্শন করি না; তাঁহাকে ভিন্ন আমি আর কাহারও স্পৃহা করি না, তাঁহার নাম ভিন্ন অন্য কোনও গান গাই না, এবং তাঁহার ভিন্ন অপর কাহারও নিকটে গমন করি না। ৪১৫। কাহারও কাহারও মতে শরণাগতের লক্ষণ যদিও ছয় প্রকার, কিন্তু উহা সখ্যরূপ ভক্তির যে একই প্রকার অর্থাৎ রূপান্তর মাত্র, তাহা বিচারে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ৪১৬। শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, আনুকূল্যের সংকল্প অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত জনের কর্ত্তব্যতার নিয়মাবলম্বন, তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ, পতিত্বে প্রার্থনা, আত্মসমর্পণ, "হে ভগবন্! আপনি আমাকে রক্ষা করুন্" এইরূপ আর্ত্তভাব, ভগবান্ আমার রক্ষাকর্ত্তা এই বলিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন, এই ছয় প্রকার শরণাগতের লক্ষণ। ৪১৭। "হে ভগবন্! আমি আপনার" বাক্যেতে যিনি এইরূপ

অতএবোক্তং দশমে শ্রীভগবন্তং প্রতি অক্রূরেণ।—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।

সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৪১৯ ॥

তৃতীয়ে শ্রীউদ্ধবেন।—অহো বকী যং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়া-পায়য়দপ্যসাধ্বী।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং, কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ইতি ॥৪২০॥

এবং ফলিতং সংক্ষেপেণাভিব্যঞ্জয়ন্ শরণাগতকৃত্যঞ্চ দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যমেব লিখতি তবেতি। তথা দেহেন তস্য ভগবতঃ স্থানং শ্রীমথুরাদিকমাশ্রিতঃ সন্ মোদতে আনন্দমনুভবতি, সর্ব্বথা সত্যসিদ্ধেঃ ॥ ৪১ ॥ ত্বৎ ত্বত্তোঽপরং কঃ সমীয়াৎ, দীর্ঘত্বং পরস্মৈপদং বা আর্ষং। সম্যক্ ইয়াদগচ্ছেৎ। তত্র হেতুত্বেন বিশেষণচতুষ্টয়ং। ভক্তএব প্রিয়ো যস্য। ঋতা সত্যা গীর্ব্বাক্ যস্য। সুহৃদঃ নিরুপাধিকৃপাকারিণঃ। কৃতমাত্মনো ভক্তস্য চ জানাতীতি তথা তস্মাৎ। অতএব ভবান্ ভজতো জনস্য অতএব সুহৃদঃ সচ্চিত্তস্য। যদ্বা প্রিয়ত্বেন স্বীকৃতস্য জনস্য সর্ব্বান্ অভিতঃ কামান্, অভি অভয়ং যথা স্যাদিতি বা আত্মানমপি দদাতি। ভজনেন যস্য ভবতঃ স্বত উপচয়ো লাভো নাস্তি নিত্যপরিপূর্ণত্বাৎ। অভজনে চাপচয়ো নাস্তি নিত্যং স্বতঃ পরিপূর্ণত্বেনানন্যাপেক্ষত্বাৎ। সোঽপি ভবান্ ভক্তিপরবশঃ সন্ আত্মানং দদাতি। যদ্বা তেন নিজোপচয়াপচয়ৌ পরমকারুণ্যাদিনা মন্যমানমপি ভগবন্তং প্রতি নিজভক্তত্বদৃষ্ট্যা পরম-বিনয়েন শ্রীমদক্রূরস্য তাদৃশ্যুক্তির্জ্ঞেয়া। যদ্বা উপচয়াপচয়ৌ নেতি বৃদ্ধিহ্রাসহীনতয়া পরম-মহত্তমতায়াঃ পরকাষ্ঠা দর্শিতা। তথাভূতমপ্যাত্মানং দদাতি ভক্তবশ্যং করোতীত্যর্থঃ। অয়মপি শরণগমনে হেতুর্জ্ঞেয়ঃ ॥৪১৯॥ ইদানীং পরমদুষ্টেঽপি পরমকৃপাং দর্শয়ন্ তস্যৈবৈকস্য শরণ্যতাং নির্দ্ধারয়ন্ নিজবন্ধুবর্গেণ সহ স্বয়মপি তং শরণং গচ্ছন্নুপসংহরতি। অহো ইতি আশ্চর্য্যং। হন্তুমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সম্ভৃতং কালকূটং মহাদুর্ব্বিষং যম্ অপায়য়ৎ। বকী পূতনা অসাধ্বী দুষ্টাপি ধাত্র্যাঃ শ্রীযশোদায়াঃ শ্রীযশোদাধাত্রীত্বেন প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রীমথুরায়া বা শ্রীদেবকীধাত্র্যা বা কস্যাশ্চিৎ উচিতাং গতিং তস্মাদেব লেভে ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দদাবিত্যর্থঃ। যদ্বা। মরণসময়ে তস্যা আর্ত্তনাদমাকর্ণ্য গাত্রাস্ফালনাদিদুঃখমবলোক্য চ কেবলং পরদুঃখাসহিষ্ণুতয়া

বলেন, মনে মনেও সেইরূপ জানিয়া থাকেন এবং শরীরসংযোগে মথুরাদি স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আনন্দোপভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই শরণাগত। ৪১৮। অতএব, দশমস্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি অক্রূরের উক্তিতে প্রকাশ আছে, হে প্রভো! আপনি সত্যবাদী, সুহৃৎ, ভক্তজনপ্রিয় এবং কৃতজ্ঞ, অতএব কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের শরণাপন্ন হইবে, বলুন? বিশেষতঃ যখন ভজনে আপনার উপচয় এবং অভজনে অপচয় নাই, তখন যে ব্যক্তি আপনার ভজনশীল এবং আপানর প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন, তাহাকে আপনি সকল বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন, অন্য কথা কি, সর্ব্বপ্রকারে আপনি সেই ভক্তের বাধ্য হইয়া থাকেন। ৪১৯। তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীউদ্ধবের উক্তি এই প্রকার আছে, অহো আশ্চর্য্য! দুষ্টস্বভাবা পূতনা যাঁহার প্রাণ বিনাশ বাসনায় স্তনদ্বয়ে বিষ সংমিশ্রিত করিয়া

অথাচারা বহুবিধাঃ শিষ্টাচারানুসারতঃ। শ্রীবৈষ্ণবাণাং কর্ত্তব্যা লিখ্যন্তেঽত্র সমাসতঃ ॥৪২১॥

অথাচারাঃ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগরসংবাদে গৃহস্থাচারকথনারম্ভে।—

দেবগোব্রাহ্মণান্ সিদ্ধান্ বৃদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চ্চয়েৎ। দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীনুপচরেত্তথা ॥৪২২॥

সদানুপহতে বস্ত্রে প্রশস্তাশ্চ তথৌষধীঃ। গারুড়ানি চ রত্নানি বিভৃয়াৎ প্রয়তো নরঃ ॥ ৪২৩॥

যস্তাদৃশীং গতিমদাদিত্যর্থঃ। তত্র চ ধাত্রীগতিদানে স্তন্যদানং কপটেনাপি মাতৃভাবানুকরণঞ্চ কারণমূহ্যং। তচ্চ, তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতামিতিশ্লোকোক্তয়া মাতৃবল্লালনাদি-পরমরম্য-চেষ্টয়া ব্যঞ্জিতমেবাস্তি, বাখ্যাতঞ্চ শ্রীস্বামিপাদৈঃ অহমস্য জননী ইয়ং বেতি মোহিতে সত্যাবিতি। তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাদন্যং কং দয়ালুং শরণং ব্রজেম ? সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। বাশব্দঃ কটাক্ষে। অতোঽন্যং কোঽপি দয়ালুর্নাস্তি, অতস্তমেব বয়ং দীনাঃ শরণং গচ্ছাম ইত্যর্থঃ। যদ্যপি শরণাপত্তিলিখনং কাদাচিৎককৃত্যলিখনানন্তরমেবোপপদ্যতে সকৃদেব প্রপন্নো যঃ ইত্যাদি বচনতঃ সকৃৎপ্রবৃত্ত্যৈব শরণাগতত্বসিদ্ধেঃ, তথাপি শরণাগতত্বস্য নিত্য-ভগবৎস্থানা-শ্রয়ণাদিলক্ষণত্বেন নিত্যমানুকূল্যসঙ্কল্পাদিলক্ষণত্বেন চ নিত্যকৃত্যান্তরেব পর্য্যবসানাদত্রৈব লিখিতমিতি দিক্ ॥ ৪২০ ॥ সমুদ্রং দুস্তরং যস্য দয়য়া সুখমুত্তরেৎ। ভারাক্রান্তঃ খরোঽপ্যেষ তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ এবং কৃত্যানি ক্রমেণ বিবিচ্য লিখিত্বা ইদানীমেকত্রৈব নানাবিধানি কৃত্যানি বর্জ্জ্যানি চ লিখিতুং প্রতিজানীতে অথেতি। শ্রীবৈষ্ণবাণাং কর্ত্তব্যাঃ কার্য্যা ইত্যত্র হেতুঃ শিষ্টানাং সাধুনামাচারস্যানুসারতঃ ইতি। প্রাক্ লিখিতেন সদাচারস্য নিত্যত্বেনাবশ্যং বৈষ্ণবৈঃ সদাচারোঽনুসর্ত্তব্য ইত্যতো হেতোরিত্যর্থঃ। অত্র গ্রন্থে সমাসতঃ সংক্ষেপেণ। যদ্যপি কর্ত্তব্যা ইত্যনেন বিধেয়ানামেব লিখনমায়াতি ন তু বর্জ্জ্যানাং,তথাপি বর্জ্জ্যেষ্বপি নিবৃত্তি-রূপা ক্রিয়াস্ত্যেবেতি তেঽপি কর্ত্তব্যেষু প্রবিশন্ত্যেবেতি। যদ্বা কৃত্যলিখনেঽকৃত্যলিখনমপ্য-পেক্ষ্যেতেতি সাহচর্য্যাদ্বর্জ্জ্যা অপি লেখ্যাঃ স্যুরেব। তত্র দেবাদীনর্চ্চয়েদিত্যেবমাদয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ, পরস্বং ন হরেদিত্যেবমাদয়ো বর্জ্জ্যা উহ্যাঃ ॥ ৪২১ ॥

বৃদ্ধান্ বয়োজাতিবিদ্যাদিনা বৃহত্তরান্ আচার্য্যাংশ্চ গুরূন্ ॥ ৪২২ ॥ ওষধীঃ বিষ্ণুক্রান্তা·

স্তন্য পান করাইয়া ধাত্রীসদৃশী গতি লাভ করিয়াছিল, অতএব সেই দয়ালু শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহার শরণাপন্ন হইব ? ৪২০। যাহা হউক, শিষ্ট জনের আচারানুসারে আচারের বহুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক্ষণে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল লিখিত হইতেছে; ফল কথা, এতন্মধ্যে যাহা বৈধ অর্থাৎ দেবাদির অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য এবং যাহা নিষিদ্ধ অর্থাৎ পরস্ব হরণ করিতে নাই, এইরূপ বিধি নিষেধ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য। ৪২১।

অনন্তর আচারসমূহ বর্ণন।—বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব এবং সগরসংবাদে গৃহস্থদিগের আচার কথনারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে, দেবতা, গো ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ, বয়ঃক্রম বিদ্যা ও জাতিতে বৃদ্ধ এবং আচার্য্যদিগকে অর্চ্চনা ও ত্রিসন্ধ্যা নমস্কার করিবে; এইরূপ সন্ধ্যা ও অগ্নির উপাসনা

প্রসিদ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্। কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেৎ নাল্পমপ্যপ্রিয়ং বদেৎ॥৪২৪
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়ান্নান্যদোষানুদীরয়েৎ। নান্যাশ্রয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর॥৪২৫॥
ন দুষ্টযানমারোহেৎ কূলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ। বিদ্বিষ্টপতিতোন্মত্ত-বহুবৈরাতিকীটকৈঃ।
বন্ধকীবন্ধকীভর্ত্তৃক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ। তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ।
বুধো মৈত্রীং ন কুর্ব্বীত নৈকঃ পন্থানমাশ্রয়েৎ। নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্রে জনেশ্বর।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেন্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ। ৪২৬॥
ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং ন কুষ্ণীয়াচ্চ নাসিকাম্। নাসংবৃতমুখো জৃম্ভেৎ শ্বাসকাসৌ বিবর্জ্জয়েৎ।
নোচ্চৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ। নখান্ন বাদয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ॥৪২৭
ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েল্লোষ্ট্রান্ন গৃহ্নীয়াদ্বিচক্ষণঃ॥৪২৮॥ জ্যোতীংষ্যমেধ্যাশস্তানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো॥৪২৯

দূর্ব্বাদ্যাঃ॥ ৪২৩॥ প্রসিদ্ধা অলঙ্কৃতা অমলাশ্চ কেশা যস্য সঃ। প্রস্নিগ্ধেতি পাঠঃ ক্বচিৎ॥৪২৪॥ ন রোচয়েৎ নেচ্ছেৎ। বহুভির্ব্বৈরং যস্য। অতিকীটকঃ অত্যন্তকীটবৎপীড়কঃ। কণ্টকৈরিতি পাঠে স এবার্থঃ। বন্ধকী অসতী॥৪২৬॥ ন মহীং লিখেন্নখৈরিতি জ্ঞেয়ং। ন নখৈর্ব্বিলিখেদ্ভূমিমিতি কৌর্ম্মোক্তেঃ। ন কুষ্ণীয়াৎ সততমলাদ্যপসারণার্থং ন নিষ্কর্ষেৎ॥ ৪২৭॥ শ্মশ্রু ন ভক্ষয়েদ্দন্তৈর্ন চ্ছেদয়েদিত্যর্থঃ। তথা চ কৌর্ম্মে।—ন দন্তৈর্নখলোমানি ছিন্দ্যাদিতি॥ ৪২৮॥ জ্যোতীংষি নাশুচিরভিবীক্ষেত। অমেধ্যানি অপ্রশস্তানি চামঙ্গলানি সদা নাভিবীক্ষেত। অমেধ্য ইতি

করিবে। ৪২২। লোকে পবিত্র হইয়া বিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বয়, প্রশস্ত ওষধি, এবং সুবর্ণাদি রত্নসকল ধারণ করিবে। ৪২৩। সুশোভিত অমল কেশ, সুন্দর গন্ধদ্রব্য ও চারু বেশ ধারণ করা লোকের কর্ত্তব্য; অল্পমাত্রও পরস্বাপহরণ এবং অল্প পরিমাণে অপ্রিয় বাক্যোচ্চারণ করিতে নাই। ৪২৪। হে পুরুষপ্রবর! প্রিয় হইলেও মিথ্যা কথা কহিবে না, অন্যের দোষ উল্লেখ করিবে না, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না এবং কোনও ব্যক্তির সহিত শত্রুতার কামনা করিবে না। ৪২৫। ভগ্নযানে আরোহণ করিবে না, কূলপাদপচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইবে না, যে ব্যক্তি পতিত, উন্মত্ত, অনেকের শত্রু, কীটতুল্য পরপীড়াদায়ক এবং অন্যের বিদ্বেষ-ভাজন, তাহার সহিত সংস্রব রাখিবে না। (এইরূপ) অসতী, অসতীর স্বামী, ক্ষুদ্র ও মিথ্যাবাদীর সহিত আলাপ করিতে নাই। অমিতব্যয়ী, পরনিন্দারত ও শঠ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিবে না এবং একাকী পথ চলিবে না। হে লোকনাথ! জলের বেগাগ্রে অবগাহন, প্রজ্বলিত গৃহ মধ্যে প্রবেশ এবং বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিবে না। ৪২৬। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, মলাদি নিষ্কাশনের জন্য নাসিকা নিষ্কর্ষণ ও মুখাবরণ ব্যতিরেকে জৃম্ভণ করিবে না; শ্বাসকাস বর্জ্জন করিতে হইবে; উচ্চ হাস্য, সশব্দে অধোবায়ু ত্যাগ, নখে নখে সংঘর্ষণ, দন্ত দ্বারা নখচ্ছেদন ও নখ দ্বারা ভূমি বিলিখন করিবে না। ৪২৭। দন্তের সাহায্যে শ্মশ্রু ছেদন ও লোষ্ট্র গ্রহণ করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ৪২৮। অপবিত্র অবস্থায় চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং অমেধ্য ও অমঙ্গল বস্তুতে দৃষ্টিক্ষেপণ করিবে না। ৪২৯।

ন হুঙ্কুর্য্যাচ্ছবং চৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ॥ ৪৩০॥
চতুষ্পথং চৈত্যতরু-শ্মশানোপবনানি চ। দুষ্টস্ত্রীসন্নিকর্ষঞ্চ বর্জ্জয়েন্নিশি সর্ব্বদা।
পূজ্য-দেবদ্বিজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্বুধঃ॥ ৪৩১॥
নৈকঃ শূন্যাটবীং গচ্ছেন্ন চ শূন্যগৃহং ব্রজেৎ। কেশাস্থিকণ্টকামেধ্য-বলিভস্মতুষাংস্তথা।
স্নানার্দ্রাং ধরণীং চৈব দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিন্ন জিহ্মং রোচয়েদ্বুধঃ।
উপসর্পেন্ন চ ব্যালাংশ্চিরং তিষ্ঠেন্ন চোত্থিতঃ। যথেষ্টভোজকাংশ্চৈব তথা দেবপরাঙ্মুখান্।
বর্ণাশ্রমক্রিয়াতীতান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। অতীব জাগরস্বপ্নৌ তদ্বৎ স্থানাসনে বুধঃ।
ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর। দংষ্ট্রিণঃ শৃঙ্গিণশ্চৈব প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ।
অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরোবাতাতপৌ তথা। ন স্নায়ান্ন স্বপেন্নগ্নো ন চৈবোপস্পৃশেদ্বুধঃ।
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেদ্দেবাদ্যর্চ্চাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্ত্তেত দ্বিজবাচনকে জপে॥৪৩২॥
কিঞ্চ।—
ন চ নির্ধূনয়েৎ কেশানাচামেন্নৈব চোত্থিতঃ। পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ॥

পাঠঃ কস্যচিন্মতে॥ ৪২৯॥ ন হুং কুর্য্যাৎ শবং তদ্গন্ধঞ্চ ন জুগুপ্সেত ইত্যর্থঃ॥ ৪৩০॥ চৈত্যতরুং বদ্ধবেদিকপূজ্যবৃক্ষং। জ্যোতিঃ প্রদীপঃ॥ ৪৩১॥ নৈকো গচ্ছেৎ। জিহ্মং কৌটিল্যং ন রোচয়েৎ ন গ্রাহয়েৎ। স্থানম্ ঊর্দ্ধাবস্থিতিং। তথেত্যনেন অতীবেতি পরামৃশ্যতে, শয্যাং নাতীব সেবেত তদুপরি চিরং ন তিষ্ঠেৎ। অবশ্যায়ং হিমং নোপস্পৃশেৎ আচমনং ন

শব ও শবগন্ধের নিন্দা করিবে না যেহেতু শবগন্ধ চন্দ্রোৎপন্ন। ৪৩০। রাত্রিকালে সর্ব্বদা চতুষ্পথ, চৈত্য-বৃক্ষ, শ্মশান, উপবন এবং দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর নিকটে অবস্থান কবিবে না; পূজ্য দেবতা, দ্বিজ এবং প্রদীপের ছায়া অতিক্রম করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ৪৩১। একাকী নির্জ্জন বনভূমিতে গমন, বা শূন্যগৃহে অসহায় অবস্থায় প্রবেশ করিবে না। দূর হইতেই কেশ, অস্থি, কণ্টক, অমেধ্য বস্তু, পূজাদ্রব্য, ভস্ম, তুষ, স্নানার্দ্রভূমি পরিত্যাগ করিবে। ইতর লোকের আশ্রয় গ্রহণ, বা কাহাকেও কুটিলতা শিক্ষাদান করা পণ্ডিতজনের কর্ত্তব্য নহে; আশীবিষের অগ্রে উপস্থিত হইবে না; দূরদেশ হইতেই অপরিমিতাহারী, দেবপূজাবিমুখ ও বর্ণাশ্রমের ক্রিয়াবর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিবে। হে নরাধিপ! অত্যন্ত জাগরণ, অত্যন্ত নিদ্রা, উচ্চস্থানে অবস্থিতি, উচ্চ আসনে উপবেশন ও উচ্চ শয্যায় দীর্ঘকাল শয়ন এবং অত্যন্ত অঙ্গচালন পরিত্যাগ করা পণ্ডিত লোকের কর্ত্তব্য। দূর হইতে দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গী পশুকে পরিত্যাগ করা প্রাজ্ঞ জনের কর্ত্তব্য। হে রাজেন্দ্র! হিম, পুরোবর্ত্তী বায়ু ও রৌদ্রকে স্পর্শ করিতে নাই; (এইরূপ) নগ্নাবস্থায় স্নান, শয়ন ও কোনও বস্তু স্পর্শ করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে। মুক্তকচ্ছে আচমন ও দেবাদির অর্চ্চনা করিতে নাই; এইরূপ একবস্ত্রে স্বস্তি-বাচন কর্ম্ম ও জপে প্রবৃত্ত হইবে না। ৪৩২। আরও বর্ণিত হইয়াছে, স্নানাবসানে আর্দ্রকেশ কম্পিত করিতে নাই, উত্থিত হইয়া আচমন করিবে না, পদদ্বারা পদ আক্রমণ

অপসব্যং নৈব গচ্ছেদ্দেবাগারচতুষ্পথান্। মঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ তথা বিপরীতান্নদক্ষিণাং।
সোমার্কাগ্ন্যম্বুবায়ূনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সংমুখম্। কুর্য্যাৎ ষ্ঠীবনবিণ্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ।
তিষ্ঠন্ন মূত্রয়েত্তদ্বৎ পন্থানং নাবমূত্রয়েৎ। শ্লেষ্মবিণ্মূত্ররক্তানি সর্ব্বদৈব ন লঙ্ঘয়েৎ।
শ্লেষ্মষ্ঠীবনকোৎসর্গো নান্নকালে প্রশস্যতে। বলিমঙ্গলজপ্যাদৌ ন হোমে ন মহাজনে।
যোষিতো নাবমন্যেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্বুধঃ। ন চৈবের্ষ্যুর্ভবেত্তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন।
মঙ্গল্যপুষ্পরত্নাজ্যপূজ্যাননভিবাদ্য চ। ন নিষ্ক্রামেৎ গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরো নরঃ ॥৪৩৪॥
অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্ব্বস্বশৌচকাদিষু। অনধ্যায়ং বুধঃ কুর্য্যাদুপরাগাদিকে তথা ॥ ৪৩৫ ॥

কুর্য্যাৎ ॥ ৪৩২ ॥ কেশান্ স্নানানন্তরমার্দ্রান্ সতঃ। পাদং ন নয়েৎ। ৪৩৩ ॥ অপসব্যম্ অপ্রদক্ষিণং ন গচ্ছেৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বৈব গচ্ছেদিত্যর্থঃ। মঙ্গল্যান্ মধু-ঘৃত-দধি-সিদ্ধার্থ-জলপূর্ণ-ঘটাদীন্ পূজ্যাংশ্চ গুরুবিপ্রধেনুবৃদ্ধাদীন্। তথা চ কাশীখণ্ডে।—দেবতায়তনং বিপ্রং ধেনুং মধু মৃদং ঘৃতং। জাতিবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধং বিদ্যাবৃদ্ধং তপস্বিনং। অশ্বত্থং চৈত্যবৃক্ষঞ্চ গুরুং জলভৃতং ঘটং। সিদ্ধান্নং দধি সিদ্ধার্থং গচ্ছন্ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণমিতি। বিপরীতান্ অমঙ্গল্যা-দীন্ নাধিকুর্য্যাৎ অধিকারং ন কুর্য্যাৎ। যদ্বা স্ত্রীভ্যোঽধিকারং ন দদ্যাদিত্যর্থঃ। সদাচারপর ইতি সর্ব্বত্রৈবান্বেতি। তচ্চোক্তানাং সর্ব্বেষামেব নিত্যত্বমভিপ্রেতি ॥ ৪৩৪ ॥ পর্ব্বসু অষ্টম্যাদিষু। আদিশব্দত্রয়গৃহীতো বিশেষঃ কাশীখণ্ডে।—অকালবিদ্যুৎ-স্তনিতে বর্ষতো পাংশুবর্ষণে। মহাবাতধ্বনৌ রাত্রাবনধ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। উল্কাপাতে চ ভূকম্পে দিগ্দাহে মধ্যরাত্রিষু। সন্ধ্যয়োর্ব্বলোপান্তে রাজচন্দ্রস্য সূতকে। দর্শেঽষ্টকাসু ভূতায়াং শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ। প্রতিপদ্যপি পূর্ণায়াং মার্জ্জারেণ কৃতান্তরে। খরোষ্ট্রক্রোষ্টুবিরুতে সমবায়ে রুদত্যপি। উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে পথি মার্গতরৌ জলে। আবশ্যকমধীত্যাপি বাণসাম্নোরপি ধ্বনৌ। অনধ্যায়েষু চৈতেষু নাধীয়ীত দ্বিজঃ কচিৎ। কৃতান্তরায়ো ন পঠেৎ ভেকাখুখাহি-

করিবে না এবং পূজ্য ব্যক্তিদিগের সমক্ষে পাদসঞ্চারণ করিবে না। ৪৩৩। দেবগৃহ ও চতুষ্পথ প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে না; মধু, ঘৃত, দধি, সিদ্ধার্থ ও জলপূর্ণ ঘটাদি মাঙ্গল্য দ্রব্য, এবং পূজ্য, গুরু, ব্রাহ্মণ, ধেনু ও বৃদ্ধদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবে। (এইরূপ) অমঙ্গল্য বস্তুকে প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু এবং পূজ্যদিগের সমক্ষে নিষ্ঠীবন, বা মলমূত্র পরিত্যাগ করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য নহে। দণ্ডায়মান হইয়া মূত্রত্যাগ, বা পথে মূত্রোৎসর্গ করিতে নাই। কখনই শ্লেষ্মা, মূত্র, বিষ্ঠা ও শোণিত লঙ্ঘন করিবে না। আহারসময়ে শ্লেষ্মা ত্যাগ, বা নিষ্ঠীবন নিক্ষেপণ প্রশস্ত নহে। বলি, মঙ্গলজপাদি, হোমকালে অথবা মহাজনসমক্ষে শ্লেষ্মা ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে নাই। পণ্ডিত লোকের পক্ষে স্ত্রীলোকের অবমাননা বা তাহাদিগকে বিশ্বাস করা উচিত নহে; তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষ্যা প্রকাশ বা তাহাদিগকে অধিকার প্রদান করিবে না।* সদাচাররত প্রাজ্ঞব্যক্তি মঙ্গলস্বরূপ পুষ্প, রত্ন, ঘৃত এবং পূজ্য ব্যক্তিদিগের প্রণাম না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে না। ৪৩৪। অকাল গর্জ্জন, অষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্ব, অশৌচকাল এবং গ্রহণাদি

বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ। শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ ॥৪৩৬

নোর্দ্ধং ন তির্য্যক্ দূরংবা নিরীক্ষন্ পর্য্যটেদ্বুধঃ। যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরো গচ্ছেদ্বিলোকয়ন্।

কিঞ্চ।—প্রিয়মুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ। শ্রেয়স্তদ্রহিতং বাচ্যং যদ্যপ্যত্যন্তবিপ্রিয়ম্॥

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ। কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ ৪৩৭॥

বৃহন্নারদীয়ে সদাচারপ্রসঙ্গে।—

অসাবহমিতি ব্রূয়াদ্দ্বিজো বৈ হ্যভিবাদনে। শ্রাদ্ধং ব্রতং জপং দানং দেবতাভ্যর্চ্চনং তথা।

যজ্ঞঞ্চ তর্পণঞ্চৈব কুর্ব্বন্তং নাভিবাদয়েৎ॥ ৪৩৮॥

তথা স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং ধাবন্তমশুচিন্তথা। ভুঞ্জানঞ্চ শয়ানঞ্চ অভ্যক্তশিরসন্তথা।

ভিক্ষান্নধারিণঞ্চৈব রমন্তং জলমধ্যগম্। কৃতাভিবাদনো যস্তু ন কুর্য্যাৎ প্রতিবাদনং।

নাভিবাদ্যঃ স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥ ৪৩৯॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে মদালসালর্কসংবাদে।—

অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্পারুষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক।

কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনম্। পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্॥ ৪৪০॥

বক্রভিরিতি। এতে অনধ্যায়াঃ প্রায়ো বেদপাঠবিষয়া এব জ্ঞেয়াঃ॥ ৪৩৫॥ ছত্রী সন্ দণ্ডী চ সন্ ব্রজেদিত্যন্বয়ঃ॥ ৪৩৬॥ তৎ প্রিয়ং ন বদেৎ তত্র হেতুমাহ শ্রেয় ইতি। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ক্রমেণ বর্ত্তমানানামপি কেষাঞ্চিৎ বচনানাং পরিত্যাগপূর্ব্বং কস্মিংশ্চিত্তদ্যোগ্যপ্রকরণে লিখিতত্বাৎ কেষাঞ্চিদত্রানুপযোগাৎ। এবমগ্রেঽপূহ্যং ॥৪৩৭॥ অভিবাদনে বর্জ্জ্যানাহ শ্রাদ্ধমিতি ত্রিভিঃ। শ্রাদ্ধাদি কুর্ব্বন্তং॥ ৪৩৮॥ প্রতিবাদনং প্রত্যভিবাদনং। অভিবাদনপ্রত্যভিবাদনয়োঃ প্রকারঃ প্রসিদ্ধ এব॥ ৪৩৯॥ অসন্তম্

সময়ে পণ্ডিতজনের অধ্যয়নাদি অর্থাৎ বেদাদি অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিতে নাই। ৪৩৫। বৃষ্টি এবং আতপাদিতে আতপত্র ব্যবহার ও রাত্রিকালে অরণ্যে দণ্ড ধারণ করা কর্ত্তব্য; শরীররক্ষা করাই যাহার কামনা, তাহাকে সর্ব্বদা পাদুকা পরিধান করিতে হয়। ৪৩৬। পণ্ডিত ব্যক্তি, ঊর্দ্ধ, বক্র এবং দূর অবলোকন করিতে করিতে ভ্রমণ করিবেন না; কিন্তু যুগমাত্র (হস্তচতুষ্টয়মিত) ভূমির প্রতি দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে করিতে গমন করিবেন। আরও উক্ত হইয়াছে, যে প্রিয় বলিলে অহিত হইবে, তাদৃশ প্রিয়বাক্য বলিবে না। যাহাতে অহিত ঘটিতে পারে না, অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও এরূপ মঙ্গলজনক বাক্য প্রয়োগ করিবে। ইহ ও পরলোকে জীবগণের উপকারার্থ যাহা হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্যে তদনুষ্ঠান করিবেন. ৪৩৭। বৃহন্নারদীয় পুরাণে সদাচার প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, অভিবাদনকালে "আমি অভিবাদন করিতেছি" এই কথা বলা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধ, ব্রত, জপ, দান, দেবপূজা, যজ্ঞ ও তর্পণকারীকে অভিবাদন করিবে না। ৪৩৮। এইরূপ স্নায়ী, অশুচি, ধাবমান, ভোজনকারী, শয়ান, অভ্যক্তমস্তক, ভিক্ষান্নজীবী, রমমাণ ও জলমধ্যগত ব্যক্তি অভিবাদন করিলেও প্রত্যভিবাদন করিতে নাই; কারণ, এরূপ ব্যক্তি অভিবাদনের যোগ্য নহে বলিয়া জানিবে; শূদ্র যেরূপ

উদক্যা দর্শনং স্পর্শং বর্জ্জেৎ সংভাষণন্তথা ॥ ৪৪১ ॥

ন চাভীক্ষ্ণং শিরঃস্নানং কুর্য্যান্নিষ্কারণং নরঃ। শিরঃ-স্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ॥৪৪২॥

পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞো দুঃখাতুরস্য চ। বিদ্যাধিকস্য গুর্ব্বিণ্যা ভারার্ত্তস্য মহীয়সঃ ॥৪৪৩॥

মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তস্যোন্মত্তকস্য চ। পুংশ্চল্যাঃ কৃতবৈরস্য বালস্য পতিতস্য চ ॥

উপানদ্বস্ত্রমাল্যানি ধৃতান্যন্যৈর্ন ধারয়েৎ। উপবীতমলঙ্কারং কবলং চৈব বর্জ্জয়েৎ ॥

ন ক্ষিপ্তবাহুজঙ্ঘশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন। ন চাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ বাসসী ন চ ধূনয়েৎ ॥৪৪৪

মূর্খোন্মত্তব্যসনিনো বিরূপান্ মায়িনস্তথা। ন্যূনাঙ্গানধমাংশ্চৈব নোপহাসেন্ন দূষয়েৎ ॥ ৪৪৫ ॥

পরস্মৈ দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ শিক্ষার্থং পুত্ত্রশিষ্যয়োঃ। নানুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ স্নাতকী কচিৎ ॥৪৪৬॥

ন চাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রবাসোধরোঽপি বা। ক্ষুরকর্ম্মণি চান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ পুত্রক।

স্নায়ীত চেলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ ॥ ৪৪৭ ॥

অসাধুং। অসদ্ভির্ব্বা সহ বাদং গোষ্ঠীমুদগ্রাহং বা। আদর্শো দর্পণস্তস্য দর্শনং ॥৪৪০॥ বর্জ্জেৎ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৪১ ॥ শিরঃস্নাতঃ কৃতশিরঃস্নানঃ সন্ অঙ্গং তৈলেন ন লেপয়েৎ ॥ ৪৪২ ॥ দুঃখিনঃ ক্ষুধাদি-পীড়িতস্য আতুরস্য চ রুগ্নস্য। পাঠান্তরে রোগাদিদুঃখেন বিবশস্য। মহীয়সঃ বৈষ্ণবস্য ॥৪৪৩॥ উপবীতাদিকমন্যৈর্ধৃতং বর্জ্জয়েৎ। বাসসী পরিধানোত্তরীয়ে স্নাতঃ সন্ ন ধূনয়েৎ ন নর্ত্তয়েৎ, ন চাপি ধূনয়েৎ কেশানিত্যেতদনন্তরোক্তেঃ। এবমগ্রশ্লোকবর্ত্ত্যপ্যয়ং শ্লোকপাদঃ পুনর্লিখনপরিহারার্থমত্র সংযোজ্য লিখিতঃ। অন্যথা তন্মধ্যবর্ত্তিনাং শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদাবপ্যুক্তানাং পুনর্লিখনেন বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। এবমন্যদপূহ্যং। তচ্চ স্বয়মগ্রে মূলে পরিহার্য্যমেব ॥ ৪৪৪ ॥ উপহাসেৎ উপহসেৎ ॥ ৪৪৫ ॥ স্নাতকী স্নানার্থোদ্যতঃ ॥ ৪৪৬ ॥ চেলবান্ সচেল এব স্নায়াৎ।

ইনিও তদ্রূপ।৪৩৯। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে মদালসা ও অলর্ক-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে, হে পুত্র! তুমি অসদ্ব্যক্তির সহিত আলাপ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, পরনিন্দা কথন, অসৎ-শাস্ত্রানুশীলন, অসতের সহিত বাদানুবাদ ও অসদ্ব্যক্তির সেবা পরিবর্জ্জন করিবে। কেশসংস্কার, দর্পণে মুখ দর্শন, দন্তধাবন ও দেবতর্পণ পূর্ব্বাহ্ণকালে করিবে। রজস্বলা রমণী দর্শন, স্পর্শন ও তাহার সহিত সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিবে। অকারণে বারংবার শিরঃস্নান করিবে না; শিরঃস্নান করিয়া কোন অঙ্গে তৈল বিলেপন করিবে না। ৪৪২। ব্রাহ্মণ, রাজা, ক্ষুধানিপীড়িত, রুগ্ন, বিদ্যাধিক, গুর্ব্বিণী, ভারবাহী ও বৈষ্ণবকে পথ ছাড়িয়া দিবে।৪৪৩। মূক, অন্ধ, বধির, মত্ত, উন্মত্ত, পুংশ্চলী, কৃতবৈর, বালক এবং পতিত জনকেও পথ ছাড়িয়া দিবে। পাদুকা, বস্ত্র ও মাল্য অন্যে ব্যবহার করিলে ঐ সকল পদার্থ ব্যবহার করিতে নাই। (এইরূপ) বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্যের ব্যবহৃত যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার ও গ্রাস পরিত্যাগ করিবেন। কদাচ বাহু ও জঙ্ঘা বিক্ষেপ করিয়া অবস্থিতি করিবে না। পাদদ্বয় বিক্ষেপ, বা স্নানান্তে পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন ঝাড়িবে না।৪৪৪। মূর্খ, উন্মত্ত, বিপন্ন, বিরূপ, মায়াবী, অঙ্গহীন ও অধম দেখিয়া উপহাস করিবে না এবং ইহাদের প্রতি দোষারোপ করিবে না।৪৪৫। অন্যের প্রতি দণ্ড উত্তোলন করিবে না, তবে পুত্র ও শিষ্যকে শিক্ষার জন্য করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি স্নান করে নাই, অথবা যে স্নান করিতে

যুগপজ্জলমগ্নিঞ্চ বিভৃয়ান্ন বিচক্ষণঃ। নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং জলং নাঞ্জলিনা পিবেৎ।
শৌচকালেষু সর্ব্বেষু গুরুষল্পেষু বা পুনঃ। ন বিলম্বেত শৌচার্থং ন মুখেনানলং ধমেৎ॥ ৪৪৮॥
বিপ্রুষো মক্ষিকাদ্যাশ্চ হস্তসম্পাদদোষিণঃ। অজাশ্বৌ মুখতো মেধ্যৌ ন গোর্ব্বৎসস্য চাননম্॥
মাতুঃ প্রস্রবনে মেধ্যং শকুনিঃ ফলপাতনে। উদক্যাশৌচিনগ্নাংশ্চ সূতিকান্ত্যাবসায়িনঃ।
স্পৃষ্ট্বা স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃতহারিণঃ॥ ৪৪৯॥

নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাতঃ শুধ্যতি মানবঃ। আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা॥৪৫০
ন চালপেৎ জনং দ্বিষ্টং বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্। দেবতাতিথি-সচ্ছাস্ত্র-যজ্ঞ-সিদ্ধাদি-নিন্দকৈঃ।
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুধ্যেদর্কাবলোকনাৎ। অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজান্ পতিতং শঠম্।
বিধর্ম্মি-সূতিকাষণ্ড-বিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ॥ ৪৫১॥

মৃতনির্যাতকাশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে। এতদেব হি কর্ত্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমাত্মনঃ॥৪৫২॥

কটভূমিং শ্মশানং॥৪৪৭॥ধয়ন্তীং জলং পিবন্তীং নাচক্ষীত কস্মৈচিন্ন কথয়েৎ। নাহ্বয়েদিতি বার্থঃ। যদ্বা বৎসং পায়য়ন্তীমিত্যর্থঃ। ন মুখেনানলং ধমেদিত্যেতৎ পাকাদিবিষয়ং॥ যচ্চ কৌর্ম্মে মুখেনৈব ধমেদগ্নিং মুখাদগ্নিরজায়ত ইতি তত্তু অগ্নিহোত্রাদিবিষয়ং॥ ৪৪৮॥ আননং মেধ্যং। মাতুর্ধেনোঃ। মেধ্যং বৎসস্যাননং। শকুনির্মেধ্যঃ॥৪৪৯॥ ঈক্ষ্য নিরীক্ষ্য॥ ৪৫০॥ নালপেৎ ন সংভাষেৎ। লোকদ্বিষ্টং জনং। অন্ত্যজান্ চণ্ডালাদীন্, বিবস্ত্রান্ নগ্নান্, অন্ত্যাবসায়িনশ্চ যবনা-

---

উদ্যত হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি গাত্রে অনুলেপন দিবে না।৪৪৬। হে পুত্র! রক্ত বসন, বা চিত্র বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করিবে না; ক্ষৌর-কর্ম্মাবসানে, স্ত্রীসম্ভোগের পর, বা শ্মশানে গমন করিয়া সবস্ত্র স্নান করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৪৪৭। বিজ্ঞ ব্যক্তি, এককালে জল ও অগ্নি গ্রহণ করিবেন না, অথবা বৎসের দুগ্ধ-পান-সময়ে গাভীকে অন্যের দৃষ্টিগোচরে উপনীত করিবেন না। অঞ্জলিপুটে জল পান করিবে না। অল্পই হউক্ বা অধিকই হউক্, শৌচকালে শৌচজন্য বিলম্ব করিবে না। মুখ দ্বারা পাকার্থ অগ্নিধমন, অর্থাৎ তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিবে না। ৪৪৮। মুখ-বিনিঃসৃত লালাবিন্দু ও মক্ষিকা প্রভৃতি করসংস্রবে দূষিত হয় না; অজ ও অশ্বের মুখ পবিত্র; গাভীর ও বৎসের মুখ পবিত্র নহে। তবে গাভীর দুগ্ধক্ষরণে বৎসের মুখ পবিত্র হয়, এবং ফলপাতনে পক্ষী পবিত্র হইয়া থাকে। রজস্বলা, সূচিকর্ম্মোপজীবী, নগ্ন, নবপ্রসূতা, যবন ও শববাহককে স্পর্শ করিলে শৌচার্থ স্নান করিতে হইবে। ৪৪৯। সরস মনুষ্যাস্থি স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং নীরস অস্থি স্পর্শ করিলে আচমন, গাভী স্পর্শ, বা সূর্য্য সন্দর্শনে শুদ্ধি ঘটিবে। ৪৫০। লোকদ্বেষী ব্যক্তি বা পতিপুত্রহীনা নারীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না। দেবতা, অতিথি, উত্তম শাস্ত্র, যজ্ঞ ও সিদ্ধাদি-নিন্দকের সংস্পর্শ, বা তাহাদের সহিত আলাপ করিতে নাই, করিলে সূর্য্য দর্শনে শুদ্ধি ঘটিবে। রজস্বলা, অন্ত্যজ, পতিত, ধূর্ত্ত, বিধর্ম্মী, নবপ্রসূতা, নপুংসক, বিবস্ত্র ও যবন সন্দর্শন ঘটিলে সূর্য্য দর্শনে শুদ্ধ হইবে। ৪৫১। মৃতনির্য্যাতক ও পরদাররত ব্যক্তিদিগকে দেখিলে এইরূপে আত্মশোধন করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৪৫২। আরও

কিঞ্চ।—

যচ্চাপি কুর্ব্বতো নাত্মা জুগুপ্সামেতি পুত্রক।
তৎ কর্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে॥ ৪৫৩॥

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠির-সংবাদে।—

উপাসতে ন যে পূর্ব্বাং দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাম্।
সর্ব্বাংস্তান্ ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মণি যোজয়েৎ॥

দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনম্। উচ্ছিষ্টোৎসর্জ্জনং ভূপ সদা কার্য্যং হিতৈষিণা॥
উচ্ছিষ্টো ন স্পৃশেচ্ছীর্ষং সর্ব্বে প্রাণাস্তদাশ্রয়াঃ। কেশগ্রাহান্ প্রহারাংশ্চ শিরস্যেতানি বর্জ্জয়েৎ॥
ন পাণিভ্যামুভাভ্যাঞ্চ কণ্ডূয়াজ্জাতু বৈ শিরঃ॥ ৪৫৪॥

কিঞ্চ।—সুবাসিনীগুর্ব্বিণীশ্চ বৃদ্ধং বালাতুরৌ তথা। ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী।
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে বদ্ধে গোবাহনাদিকে।
যো ভুঙ্‌ক্তে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ॥ ৪৫৫॥
বর্জ্জয়েদ্দধি শক্তূংশ্চ রাত্রৌ ধানাশ্চ বাসরে॥

কিঞ্চ।—প্রজশ্চ নাবকর্ষেত ন বহির্ধারয়েত চ। গৃহে পারাবতা ধন্যাঃ শুকাশ্চ সহ সারিকাঃ॥

দীন্॥ ৪৫১॥ এতদেব অবলোকনমিত্যর্থঃ॥৪৫২॥ কিং বহুনোক্তেন, সংক্ষেপতঃ কৃত্যং বর্জ্যঞ্চ সর্ব্বং শৃণ্বিত্যাহ যচ্চেতি। আত্মা মনঃ। বর্জ্যঞ্চ তদ্বিপরীতমেবেত্যর্থঃ॥ ৪৫৩॥ শিরঃ আত্মন এব ন পরস্যেতি বোদ্ধব্যং, ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়াদাত্মনঃ শির ইতি কৌর্ম্মোক্তেঃ॥ ৪৫৪॥ সুবাসিনীঃ স্বগৃহবর্ত্তিবিবাহিতকন্যাঃ। চরমং পশ্চাৎ গৃহী ভুঞ্জীত। বাহনমশ্বঃ আদি-শব্দাৎ বৎসবৃষাদিঃ,তান্ প্রতি জলাদিকমদত্ত্বেত্যর্থঃ॥৪৫৫॥ ধানা ভ্রষ্টযবাংশ্চ দিবসে বর্জ্জয়েৎ ন

উল্লেখ আছে, হে পুত্র! যে কার্য্য করিলে অন্তঃকরণে গ্লানি উপস্থিত না হয়, যে কার্য্য করিলে মহাজনের সমক্ষে গোপন করিবার আবশ্যক হয় না, নিঃশঙ্কচিত্তে সেই সকল কার্য্য সমাধা করিবে। ৪৫৩। ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির-সংবাদে উক্ত হইয়াছে, যে সকল ব্রাহ্মণ প্রাতঃ বা সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করেন না, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে শূদ্রের কার্য্যে নিযুক্ত করা ধার্ম্মিক রাজার কর্ত্তব্য। হে ভূপ! যে ব্যক্তি হিতৈষী, গৃহের দূরদেশে মূত্র-ত্যাগ, পাদ প্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। উচ্ছিষ্টাবস্থায় শিরঃস্পর্শ করিতে নাই; যেহেতু সকল প্রাণই মস্তকের আশ্রয়ে অবস্থিত। শিরঃস্থ কেশ ধারণ, বা শিরে প্রহার করিতে নাই। (‘ইরূপ) দুই হস্ত দ্বারা কখনও শিরঃ কণ্ডূয়ন করিবে না। ৪৫৪। আরও উল্লেখ আছে, গৃহী ব্যক্তি স্বগৃহস্থায়িনী বিবাহিতা কন্যা, গর্ভবতী, বৃদ্ধ, বালক ও আতুর জনকে অগ্রে সংস্কৃত অন্ন প্রদান করিয়া অবশেষে স্বয়ং আহার করিবেন। হে পাণ্ডব-পুঙ্গব! বদ্ধ গো ও অশ্ব ইত্যাদিকে অগ্রে জলাদি না দিয়া এবং যাহারা চাহিয়া থাকে, তাহা-দিগকে খাদ্য প্রদান না করিয়া যাঁহারা আহার করেন, তাঁহাদের কেবল পাপভোজন ঘটিয়া থাকে। ৪৫৫। নিশাকালে দধি ও শক্তু ভক্ষণ এবং দিবাভাগে যব ভোজন পরিবর্জ্জন করিবে।

কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্।—

তৃণংবা যদি বা শাকং মূলং বা জলমেব বা। পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে॥
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্লীয়ান্ন শূদ্রাৎ পতিতাদপি। নান্যস্মাদ্‌যাচকত্বঞ্চ নিন্দিতাদ্বর্জ্জয়েদ্বুধঃ॥
নিত্যং যাচনকো ন স্যাৎ পুনস্তত্রৈব যাচয়েৎ। প্রাণানপহরত্যেষ যাচকস্তস্য দুর্ম্মতিঃ॥
ন দেবদ্রব্যহারী স্যাদ্বিশেষেণ দ্বিজোত্তমাঃ। ব্রহ্মস্বং চ নাপহরেদাপদ্যপি কদাচন॥
ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে। দেবস্বং বাপি যত্নেন সদা পরিহরেত্ততঃ॥
ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ। ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনম্।
প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গর্হ্যেত ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ৪৫৬॥

দেবদ্রোহাদ্গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ। জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্
কিঞ্চ।—হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্ম্মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিময়োঃ শুভম্। মুক্ত্বা সমুদ্রয়োর্দ্দেশং নান্যত্র নিবসেদ্দ্বিজঃ

খাদেৎ তৎ কারণং চোক্তং তত্রৈব।—দিবা ধানাসু বসতি রাত্রৌ চ দধিশক্তুষু। অলক্ষীঃ কোবি-দারেষু নিত্যমেব কৃতালয়েতি। নাবকর্ষেৎ স্বয়মাকৃষ্য ন ছিন্দ্যাদিত্যর্থঃ। স্বয়ং নোত্তারয়েদিতি কেচিদাহুঃ। ধন্যাঃ তে তত্র রক্ষ্যা ইত্যর্থঃ। অতস্তত্রৈবার্দ্ধপদ্যং।—ভবন্ত্যেতে ন পাপায় যথা বৈ তৈলপায়িকা ইতি। তৃণাদিকমপহরন্ নরকং যাতি। যচ্চোক্তমত্রৈব।—পুষ্পে শাকোদকে কাষ্ঠে তথা মূলে ফলে তৃণে। অদত্তা দানমস্তেয়ং মনুরাহেতি, তচ্চ ধর্ম্মার্থমেবেত্যবিরুদ্ধং। যতস্তত্রৈবাগ্রে।—তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ। ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রা হ্যন্যথা পতিতো ভবেদিতি। স্ত্রীশূদ্রয়োর্দম্ভনং বঞ্চনং কুর্ব্বন্ তয়োরজ্ঞত্বেন বঞ্চনসম্ভবাৎ। যদ্বা স্ত্রীশূদ্রবৎ কপটং কুর্ব্বন্॥ ৪৫৬॥ জ্ঞানং শাস্ত্রং তস্য অপবাদঃ খণ্ডনং নিন্দা বা॥ ৪৫৭॥ কথং

আরও উক্ত হইয়াছে, পুষ্পমাল্য স্বয়ং টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে না, কিংবা গলদেশের বহির্দ্দেশে ব্যবহার করিবে না। গৃহে পারাবত ও সারিকা-সহিত শুক পক্ষীকে রক্ষা করিবে; কারণ, উহারা গৃহিগণের মঙ্গলকারী। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে, লোক যদি অন্যের তৃণ, শাক, মূল অথবা জল অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার নরকনিবাস ঘটিয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি রাজা, শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির নিকটে প্রতিগ্রহ করিবেন না এবং অন্য নিন্দিত ব্যক্তির নিকটে যাচঞা করিবেন না। নিত্যকাল যাচ্ঞা করিতে নাই, যাহার নিকটে একবার যাচ্ঞা করা হইয়াছে, পুনরায় তাহার নিকটে যাচ্ঞা করিবে না, তাহাতে দুরাশয় যাচক দাতার প্রাণ হরণ করিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! বিশেষতঃ দেবদ্রব্য অপহরণ করিবে না, নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও ব্রহ্মস্ব হরণ করিবে না। পণ্ডিত লোক বিষকে বিষ বলেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মস্বই বিষ; এইরূপ সর্ব্বদা সযত্নে দেবস্ব অপহরণে সতর্ক থাকিবে। ধর্ম্মের ব্যপদেশে পাপ সঞ্চয় করিয়া ব্রত করিবে না; ব্রতানুষ্ঠানে পাপকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া স্ত্রী ও শূদ্রজনকে বঞ্চিত করিলে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এইরূপ ব্রাহ্মণের ইহ ও পরকালে নিন্দা করিয়া থাকেন। ৪৫৬। দেবদ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটি কোটি গুণে অধিক। (এইরূপ) গুরুদ্রোহ হইতে জ্ঞানাপবাদ এবং নাস্তিকতা কোটি গুণ অধিক হইয়া থাকে। ৪৫৭। হিমাচল

কৃষ্ণো বা যত্র চরতি মৃগো নিত্যং স্বভাবতঃ। পুণ্যাশ্চ বিশ্রুতা নদ্যস্তত্র বা নিবসেদ্দ্বিজঃ।
অর্দ্ধক্রোশান্নদীকূলং বর্জ্জয়িত্বা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৫৮॥
কিঞ্চ। অগ্নিনা ভস্মনা চৈব সলিলেন বিশেষতঃ। দ্বারেণ স্তম্ভমার্গেণ পঙ্ক্তিঃ পঙ্‌ক্তির্বিভিদ্যতে।
পরক্ষেত্রে চরন্তীং গাং ন চাচক্ষীত কস্যচিৎ॥ ৪৫৯ ॥
ন সূর্য্যপরিবেশং বা নেন্দ্রচাপং ন চাগ্নিকম্। পরস্মৈ কথয়েদ্বিদ্বান্ শশিনংধা কথঞ্চন॥
তিথিং পক্ষস্য ন ব্রূয়ান্নক্ষত্রাণি বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৪৬ ॥
ন দেবগুরুবিপ্রাণাং দীয়মানন্তু বারয়েৎ। নিন্দয়েদ্বো গুরূন্ দেবান্ বেদং বা সোপবৃংহণম্।
কল্পকোটিশতং সাগ্রং রৌরবে পচ্যতে নরঃ॥ ৪৬১ ॥
তূষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং ন ব্রূয়াৎ কিঞ্চিদুত্তরম্। কর্ণৌ পিধায় গন্তব্যং ন চৈনমবলোকয়েৎ ॥৪৬২॥
বর্জ্জয়েদ্বৈ রহস্যঞ্চ পরেষাং গূহয়েদ্বুধঃ। বিবাদং স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ন কুর্য্যাদ্বৈ কদাচন॥ ৪৬৩ ॥

নিবসেত্তত্রাহ অর্দ্ধেতি॥ ৪৫৮॥ পতিতাদিভিঃ সহ একশয্যাসনভোজনাদিনা সঙ্করদোষাপত্তেঃ সহ ভোজনাদিকং পূর্ব্বং নিষিদ্ধং, তত্র কদাচিৎ সহভোজনে ভস্মাদিনা পঙ্‌ক্তিভেদাৎ সঙ্কর-দোষাপলাপঃ স্যাদিত্যাহ অগ্নিনেতি। পঙ্ক্তিঃ ত্রিচতুরৈঃ পদৈঃ। ষড়্‌ভিরিতি পাঠে অগ্ন্যাদিভিঃ ষড়্‌ভিঃ॥ ৪৫৯ ॥ তিথিং পরস্মৈ যৎ কঞ্চিৎ ন ব্রূয়াৎ, অন্যথা গণকবৃত্ত্যাপত্তেঃ। এবমগ্রেঽপি॥ ৪৬০॥ দেবাদিভ্যো দীয়মানং যৎ কিঞ্চিদ্দেয়ং। উপবৃংহণানি পুরাণাগমস্মৃত্যাদিশাস্ত্রাণি। তৎসহিতং॥ ৪৬১ ॥ এতান্ নিন্দকান্, এনমিতি বা পাঠঃ॥ ৪৬২॥ রহস্যং রহঃকৃত্যং

ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যগত পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থিতি করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। হে দ্বিজোত্তমগণ! যেখানে নিত্যকাল স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-সার মৃগ বিচরণ করে, যেখানে পুণ্যতোয়া তটিনী সকল বিরাজমান, অর্দ্ধক্রোশ পরিমাণ নদী-কূল পরিত্যাগ করিয়া তথায় ব্রাহ্মণের অবস্থান করা কর্ত্তব্য। ৪৫৮। আরও উক্ত আছে, পতিতাদির সহিত ভোজন-ব্যাপার উপস্থিত ঘটিলে অগ্নি, ভস্ম, জল, দ্বার, স্তম্ভ ও পথ এই ছয়টিকে বিশেষরূপে মধ্যস্থ রাখিলে পংক্তিদোষ ঘটিবে না। পরভূমিতে গাভী চরিতেছে দেখিয়া কাহাকেও বলিতে নাই। ৪৫৯। পণ্ডিত লোকে সূর্য্যের পরিধি, ইন্দ্র-ধনু, রক্তকীট ও চন্দ্র এই সকল দর্শন করিয়া কাহাকেও বলিবে না; এবং অন্যকে কোন্ পক্ষ তিথি বা নক্ষত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিবে না। ৪৬০। যদি দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণদিগকে কেহ কোন বস্তু প্রদান করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিবে না; যে ব্যক্তি গুরু, দেবতা এবং পুরাণ আগম ও স্মৃতির সহিত বেদের নিন্দা রটনা করে, সে কল্প-কোটি-শতেরও অধিককাল রৌরব-নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। ৪৬১। উহাদের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবে, কোন উত্তরই প্রদান করিবে না; কর্ণে হস্ত দিয়া তৎস্থান পরিত্যাগ করিবে, সেই নিন্দুকের মুখাবলোকন করিবে না।৪৬ । অন্যের রহস্য বর্জ্জন ও অনিষ্ট গোপন করিবে; কদাচ স্বজনের সহিত বিবাদ করিবে না।৪৬৩।

ন পাপং পাপিনং ব্রূয়াদপাপংবা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৬৪ ॥
নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং শশিনং বা নিমিত্ততঃ ॥ ৪৬৫ ॥
নাস্তং যান্তং ন বারিস্থং নোপসৃষ্টং ন মধ্যগম্। তিরোহিতং বাসসা বা ন দর্শান্তরগামিনম্ ॥৪৬৬॥
নগ্নাং স্ত্রিয়ং পুমাংসংবা পুরীষং মূত্রমেব বা। পতিতব্যঙ্গচাণ্ডালানুচ্ছিষ্টান্নাবলোকয়েৎ। ৪৬৭ ॥
ন মুক্তবন্ধনাং গাং বা নোন্মত্তং মত্তমেব বা। স্পৃশেন্ন ভোজনে পত্নীং নৈনামীক্ষেত মেহতীম্ ॥৪৬৮
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাংবা নাসনস্থাং যথাসুখম্। নোদকে চাত্মনো রূপং নকুলং শ্বভ্রমেব বা। ৪৬৯ ॥
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কৃশরং পায়সং দধি। নোচ্ছিষ্টং বা ঘৃতমধু ন চ কৃষ্ণাজিনং হবিঃ ॥ ৪৭০॥
ন কুর্য্যাৎ কস্যচিৎ পীড়াং সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ। নাত্মানমবমন্যেত দৈন্যং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
ন চ শিষ্যান্ন সৎকুর্য্যান্নাত্মানং শংসয়েদ্বুধঃ। ৪৭১ ॥
ন নদীঞ্চ নদীং ব্রূয়াৎ পর্ব্বতেষু ন পর্ব্বতম্। আবসেত্তেন নৈবাপি যস্ত্যজেৎ সহবাসিনম্ ॥৪৭২॥
শিরোঽভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ। রোমাণি চ রহস্যানি স্বানি খানি ন চ স্পৃশেৎ ॥

পরানিষ্টাদি ॥ ৪৬৩ ॥ পাপং অত্যন্তপাপকর্ত্তারমপি জনং পাপিনমিতি ন ব্রূয়াৎ ॥ ৪৬৪ ॥ নিমিত্ততঃ কেনাপি হেতুনেতি, অতোঽকস্মাদ্দর্শনে ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৬৫ ॥ উপসৃষ্টং রাহুগ্রস্তং মণ্ডলাদিব্যাপ্তং বা ॥ ৪৬৬ ॥ পুমাংসং বা নগ্নং। পুরীষং মূত্রমন্যদীয়ং স্বকীয়ঞ্চ। তথা চ কৌর্ম্মে।—ন পশ্যেদাত্মনঃ শকৃদিতি ॥ ৪৬৭ ॥ ভোজনে তৎসময়ে আত্মনঃ পত্ন্যা বা ॥৪৬৮॥ রূপাদিকঞ্চ নেক্ষেতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ৪৬৯ ॥ হবিঃ যজ্ঞীয়দ্রব্যং ॥ ৪৭০ ॥ শংসয়েৎ প্রশংসয়েদিত্যর্থঃ, স্তাবয়েদিতি বা ॥ ৪৭১॥ নদীং ন ব্রূয়াৎ, কিন্তু গঙ্গামিতি কালিন্দীমিতি চেত্যেবং ব্রূয়াদিত্যর্থঃ।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-সকল! অত্যন্ত পাপাচারী জনকে পাপী, অথবা নিষ্পাপ বলিবেন না। ৪৬৪। সূর্য্য বা চন্দ্র উদিত হইতেছে, এরূপ সময়ে কোনও কারণে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। ৪৬৫। অস্তগমনোন্মুখ, জল-প্রতিবিম্বিত, রাহুগ্রস্ত, দিবা-মধ্যস্থ, বস্ত্রাচ্ছাদিত ও দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে দর্শন করিবে না। ৪৬৬। উলঙ্গ পুরুষ, নগ্না স্ত্রী, বিষ্ঠা, মূত্র, পতিত, অঙ্গহীন, চণ্ডাল ও উচ্ছিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। ৪৬৭॥ যে গাভী বন্ধনমুক্ত, যে ব্যক্তি উন্মত্ত বা মত্ত, তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না; ভোজনকালে আপনার পত্নীকে স্পর্শ করিবে না এবং মলমূত্রত্যাগকারিণী ভার্য্যার প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে নাই। ৪৬৮। (এইরূপ) আত্মরমণীর ক্ষুৎ (হাঁচি) বা জৃম্ভণকালে ও তাহার সুখে আসনোপবিষ্ট অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিবে না। জলমধ্যে আত্মদেহের প্রতিবিম্ব, নকুল এবং গর্ত্তের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চারণ করিবে না। ৪৬৯। শূদ্রকে বুদ্ধি, তিলান্ন, পায়স, দধি, উচ্ছিষ্ট ঘৃত ও মধু, কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম ও যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রদান করিবে না। ৪৭০। পণ্ডিত ব্যক্তি কাহাকেও পীড়া প্রদান করিবে না; (যদি তাড়না করিতে হয়) সন্তান ও শিষ্যকে তাড়না করিবেন। (কোনরূপে) আপনার অবমাননা করিবেন না; সর্ব্ব-প্রযত্নে দৈন্যভাব দূরে নিক্ষেপ করিবেন। নিজের শাসন, সম্মান ও প্রশংসা প্রকাশ করিবেন না। ৪৭১। নদীকে নদী এবং পর্ব্বতকে পর্ব্বত বলিবে না; যে ব্যক্তি একত্রে বাস পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার সহিত অবস্থিতি

ন পাণিপাদবাঙ্‌নেত্র-চাপলানি সমাশ্রয়েৎ। নাভিহন্যাজ্জলং পদ্ভ্যাং পাণিনা ন কদাচন।
ন ঘাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি ন ফলেন চ। ন ম্লেচ্ছভাষণং শিক্ষেন্ন কর্ষেচ্চ পদাসনম্।
নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েদ্ভক্ষ্যান্ গাঞ্চ সংবেশয়েন্ন হি। নাক্ষৈঃ ক্রীড়েন্ন ধাবেত স্ত্রীভির্বাদং ন চাচরেৎ।
ন দন্তৈর্নখলোমানি ছিন্দ্যাৎ সুপ্তং ন বোধয়েৎ। ন বালাতপমাসেবেৎ প্রেতধূমং বিবর্জ্জয়েৎ॥৪৭৩
নৈকঃ স্বপ্যাৎ শূন্যগৃহে স্বয়ং নোপানহৌ হরেৎ। নাকারণাদ্বা নিষ্ঠীবেন্ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ।
ন পাদক্ষালনং কুর্য্যাৎ পাদেনৈব কদাচন। নাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ পাদৌ ন কাংস্যে ধারয়েদ্বুধঃ॥৪৭৪॥
নাভিপ্রতারয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণান্ গামথাপি বা। ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রা গোব্রাহ্মণানলান্।

ন চৈবান্নং পদা বাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশেৎ॥ ৩৭৫ ॥

নোত্তরেদনুপস্পৃশ্য স্রবন্তীং নো ব্যতিক্রমেৎ। চৈত্যবৃক্ষং নৈব ছিন্দ্যান্নাপ্সু ষ্ঠীবনমুৎসৃজেৎ।

ন চাগ্নিং লঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ নোপদধ্যাদধঃ কচিৎ॥ ৪৭৬॥

ন চৈনং পাদতঃ কুর্য্যাৎ তিলবদ্ধং নিশি ত্যজেৎ। ন কূপমবরোহেত নাচক্ষীতাশুচিঃ কচিৎ॥৪৭৭॥

এবমগ্রেঽপি ॥৪৭২॥ খানি ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি ন স্পৃশেৎ, আচমনব্যতিরিক্তকাল ইতি জ্ঞেয়ং। বালাতপং উদ্যদ্রবিরশ্মিতাপং। যদ্বা বালা কন্যা তদ্রাশিগত-সূর্য্যতাপমিত্যর্থঃ ॥৪৭৩॥ হরেৎ বহেৎ। বহেদিত্যেব বা পাঠঃ ॥৪৭৪॥ পাণিনা ন স্পৃশেৎ। হে বিপ্রাঃ। উচ্ছিষ্টঃ সন্ দেবপ্রতিমাঞ্চ ন স্পৃশেৎ ॥ ৪৫৫ ॥ অনুপস্পৃশ্য অনাচম্য। স্রবন্তীং ক্ষুদ্রামপি ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৪৭৬ ॥ তিলৈর্বদ্ধং

করিবে না।৪৭২। মস্তকে যে তৈল মর্দ্দন করা হইয়াছে, তদবশিষ্ট তৈলে অঙ্গ লেপন করিবে না; গুপ্ত রোমরাজি ও ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাদি স্পর্শ করিবে না। হস্ত, পদ, বাক্য ও চক্ষু, ইহাদের চঞ্চলতা উৎপাদন করিবে না; পদ ও হস্তদ্বয় দ্বারা জলে আঘাত করিবে না। ইষ্টক বা ফল দ্বারা ফলের প্রতি আঘাত করিবে না; ম্লেচ্ছ জনের ভাষা শিক্ষা করিবে না। পদ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না। অঙ্কমধ্যে ভক্ষ্য দ্রব্য স্থাপন করিয়া ভোজন করিবে না; গাভীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হইবে না। অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিবে না, ধাবিত হইবে না, বনিতার সহিত বিবাদ করিবে না, দন্ত-সংযোগে নখ বা রোম ছেদন করিবে না, সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে না, প্রাতঃকালীন বাল সূর্য্যাতপ, বা কন্যারাশিস্থ সূর্য্যকিরণ সেবন করিবে না; চিতাধূম গ্রহণ করিবে না।৪৭৩। শূন্যগৃহে একাকী শয়ন করা পণ্ডিত লোকের কর্ত্তব্য নহে; স্বয়ং পাদুকা বহন করিবে না, অকারণে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিবে না; বাহুদ্বয়-সংযোগে নদী পার হইবে না, কখনও পদ দ্বারা পদ প্রক্ষালন করিবে না, অগ্নিতে পাদদ্বয় উত্তপ্ত করিবে না এবং কাংস্যপাত্রে পদ স্থাপন করিবে না। ৪৭৪। হে দ্বিজগণ! দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গাভী ইহাদিগের প্রতি প্রতারণা করিবে না; উচ্ছিষ্টাবস্থায় গো ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করিবে না; পদ দ্বারা অন্ন, বা দেবপ্রতিমা স্পর্শ করিবে না।৪৭৫। নদী (ক্ষুদ্র হইলেও) আচমন না করিয়া উত্তীর্ণ হইবে না, চৈত্যবৃক্ষকে লঙ্ঘন বা ছেদন করিবে না, জলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না, অগ্নিকে অতিক্রম বা অধোদেশে স্থাপন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ৪৭৬। অগ্নিতে পদক্ষেপ করিবে না, রাত্রিকালে তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে না, কূপমধ্যে অবতীর্ণ হইবে না, অশুচি হইয়া কোন বাক্যই উচ্চারণ

অগ্নৌ ন প্রক্ষিপেদগ্নিং নাদ্ভিঃ প্রশময়েত্তথা। সুহৃন্মরণমার্ত্তিংবা ন স্বয়ং শ্রাবয়েৎ পরান্।
অপণ্যমথ পণ্যংবা বিক্রয়ং ন প্রযোজয়েৎ॥ ৪৭৮॥
পুণ্যস্থানোদকস্থানে সীমান্তং বা কৃষেন্ন তু। ন ভিন্দ্যাৎ পূর্ব্বসময়ং সত্যোপেতং কদাচন।
পরস্পরং পশূন্ ব্যালান্ পক্ষিণো ন চ যোধয়েৎ।
কারয়িত্বা স্বকর্ম্মাণি কারূন্ বিদ্বান্ ন বঞ্চয়েৎ॥ ৪৭৯॥
বহির্গন্ধঞ্চ কুদ্বারপ্রবেশঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। নৈকশ্চরেৎ সভাং বিপ্রঃ সমবায়ঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥৪৮০॥
ন বীজয়েদ্বা বস্ত্রেণ ন দেবায়তনে স্বপেৎ। নাগ্নিগোব্রাহ্মণাদীনামন্তরেণ ব্রজেৎ কচিৎ।
নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং ব্রাহ্মণানাং গবামপি। স্বান্তু নাক্রাময়েচ্ছায়াং পতিতাদ্যৈর্ন রোগিভিঃ।
বর্জ্জয়েন্মার্জ্জনীরেণু-বস্ত্রস্নানঘটোদকং॥ ৪৮১॥
নাশ্নীয়াৎ পয়সা তক্রং ন বীজান্যুপবীজয়েৎ। বিবৎসায়াশ্চ গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রং বা নির্দশস্য চ।
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরমপেয়ং মনুরব্রবীৎ॥ ৪৮২॥
হন্তকারমথাগ্র্যংবা ভিক্ষাংবা শক্তিতো দ্বিজঃ। দদ্যাদতিথয়ে নিত্যং বুধ্যেত পরমেশ্বরম্।
ভিক্ষামাহুর্গ্রাসমাত্রমগ্র্যং তস্মাচ্চতুর্গুণম্। পুষ্কলং হন্তকারন্তু তচ্চতুর্গুণমিষ্যতে॥
মার্কণ্ডেয়ে।—
ভোজনং হন্তকারং বা অগ্র্যং ভিক্ষামথাপি বা। অদত্ত্বা তু ন ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ॥

দ্রব্যং মোদকাদি ত্যজেৎ ন ভক্ষয়েৎ। নাচক্ষীত কিঞ্চিদপি ন বদেৎ।৪৭৭॥ অপণ্যম্ অবিক্রেয়ং বিক্রয়ং ন প্রযোজয়েৎ ন বিক্রীণীয়াদিত্যর্থঃ॥ ৪৭৮॥ কারূন্ শিল্পিনঃ কর্ম্মকরানিত্যর্থঃ॥৪৭৯॥ সমবায়ং বহুভিঃ সহ সদৈকবাসং॥৪৮০॥ বস্ত্রোদকং স্নানঘটোদকঞ্চ॥৪৮১॥ অনির্দশস্য অনিক্রান্ত-দশদিনস্য বৎসস্য ভক্ষ্যং যৎ ক্ষীরং তদিত্যর্থঃ, দশদিনমধ্যেঽপেয়ত্বাৎ। সন্ধিনী বৃষভাক্রান্তা

করিবে না। ৪৭৭। অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ বা জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপণ করিবে না, মিত্রজনের মৃত্যু বা অন্য কোনরূপ মনঃপীড়ার সংবাদ নিজে অন্যকে শুনাইবে না, অবিক্রেয় বা বিক্রয়ে দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। ।৪৭৮। পুণ্যস্থান, জলস্থান ও সীমান্ত-প্রদেশ কর্ষণ করিবে না, সত্যবদ্ধ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। পশু, সর্প ও পক্ষিগণকে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে না; আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কারুদিগকে বঞ্চিত করিবে না ।৪৭৯। বাহ্য দুর্গন্ধ ও কুৎসিত দ্বারে প্রবেশ পরিত্যাগ করিবে, একাকী সভায় গমন করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং বহুলোকের সহিত বাস করিবে না ৪৮০। বস্ত্র দ্বারা বীজন করিতে নাই, দেবালয়ে শয়ন করিবে না; কখনও অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণাদির মধ্য দিয়া গমন করিবে না। ইচ্ছাধীন হইয়া ব্রাহ্মণ ও গো, ইহাদের ছায়া অতিক্রম করিবে না। নিজের ছায়া, পতিতাদি বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিতে দিবে না; সম্মার্জ্জনীর ধূলি, বস্ত্রোদক ও স্নানঘটজল পরিত্যাগ করিবে।৪৮১। দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তক্র ভক্ষণ করিতে নাই; বীজকে উপবীজন করিবে না, বৎসহীন গাভী ও উষ্ট্রীর দুগ্ধ অথবা যাহার প্রসবকাল হইতে দশদিন অতীত হয় নাই এরূপ গাভীদুগ্ধ, মেষদুগ্ধ, বা বৃষভাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ মনুর মতে অপেয়। ৪৮২। ব্রাহ্মণ নিত্যকাল যথাশক্তি হন্তকার,

কাশীখণ্ডে।—

নৈবোৎকটাসনেঽশ্নীয়ান্নাগ্নৌ বস্ত্বশুচি ক্ষিপেৎ।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যোঽশ্নীয়াজ্জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
দাতুঃ শ্রাদ্ধফলং নাস্তি ভোক্তা কিল্বিষভুগ্‌ভবেৎ॥ নোৎপাটয়েল্লোমনখং দশনেন কদাচন।
করজৈঃ করজচ্ছেদং করেণৈব বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৮৩॥

অপদ্বারে ন গন্তব্যং স্ববেশ্মপরবেশ্মনোঃ। উৎকোচদ্যূতদৌত্যার্থ-দ্রব্যং দূরাৎ পরিত্যজেৎ।
নিষ্ঠীবনঞ্চ শ্লেষ্মাণং গৃহাৎ দূরে বিনিক্ষিপেৎ। উদ্ধৃত্য পঞ্চ মৃৎপিণ্ডান্ স্নায়াৎ পরজলাশয়ে॥
অনুদ্ধৃত্য চ তৎ-কর্ত্তুরেনসঃ স্যাত্তুরীয়ভাক্॥

ব্রাহ্মে।— যস্তু পাণিতলে ভুঙ্‌ক্তে যস্তু ফুৎকারসংযুতম্।
প্রসৃতাঙ্গুলিভির্যস্তু তস্য গোমাংসবচ্চ তৎ॥

অত্রিস্মৃতৌ।—

ন্যূনাধিকস্তনী যা গৌর্যাথবাঽভক্ষ্যচারিণী। তয়োর্দুগ্ধং ন হোতব্যং ন পাতব্যং কদাচন॥
অজা গাবো মহিষ্যশ্চ যাঽমেধ্যমপি ভক্ষয়েৎ।
হব্যে কব্যে চ তদ্দুগ্ধং গোময়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।

অঙ্গুল্যা দন্তকাষ্ঠঞ্চ প্রত্যক্ষলবণং তথা। মৃত্তিকাপ্রাশনং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥
অত্রাপবাদো মনুস্মৃতৌ।—
সামুদ্রং সৈন্ধবং চৈব লবণে পরমাদ্ভুতে। প্রত্যক্ষে অপি তে গ্রাহ্যে নিষেধস্তত্রগোচরঃ॥
অত্রিস্মৃতৌ।
দিবা কপিত্থছায়া চ নিশায়াং দধিভোজনং। কার্পাসদন্তকাষ্ঠঞ্চ শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং॥
বিষ্ণুস্মৃতৌ চ।—

কপিলায়াঃ পয়ঃ পীত্বা শূদ্রস্তু নরকং ব্রজেৎ।
হোমশেষং পিবেদ্বিপ্রো বিপ্রঃ স্যাদন্যথা পশুঃ॥৪৮৪॥

গৌস্তস্যাঃ ক্ষীরং॥ ৪৮২॥ দাতুঃ অন্নদাতুঃ। করজৈঃ নখৈঃ॥৪৮৩॥ অভক্ষ্যং বিষ্ঠাদি তচ্চারিণী। অজাদয়স্তাসাং মধ্যে যা অমেধ্যং ভক্ষয়েৎ তস্যা দুগ্ধং গোময়ঞ্চ। দন্তকাষ্ঠং দন্তশোধনম্। হোম-

---

অগ্র্য, কিংবা ভিক্ষা-দ্রব্য অতিথিকে প্রদান করিবেন, এবং তাহাকেই পরমেশ্বর বলিয়া জানিবেন। পণ্ডিতগণ গ্রাসমাত্র বস্তুকে ভিক্ষা, ভিক্ষার চতুর্গুণকে অগ্র্য এবং অগ্র্যের চতুর্গুণকে হন্তকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে প্রকাশ আছে, হন্তকার, অগ্র্য, বা ভিক্ষা অতিথিকে আপনার বিভবানুরূপ প্রদান না করিয়া ভোজন করিতে নাই। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে, বিষম আসনে উপবেশন করিয়া আহার করিতে নাই; অগ্নিতে অশুচি দ্রব্য ক্ষেপণ করিবে না। যে অজ্ঞান ব্যক্তি নিজে শ্রাদ্ধ করিয়া পর-শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে ভোক্তার পাপ-ভোজন ঘটে এবং অন্নদাতারও শ্রাদ্ধফল লাভ হয় না। কখনও দন্ত দ্বারা লোম বা নখ উৎপাটন করিবে না, হস্তের নখ দ্বারা নখচ্ছেদ পরিত্যাগ করিবে।৪৮৩। নিজগৃহে, বা

পরিহর্ত্তুং পুনর্লেখং তত্তৎ-শাস্ত্রোক্তমন্যথা।
যদত্র লিখিতং কিঞ্চিৎ তৎ ক্ষন্তব্যং মহাত্মভিঃ ॥৪৮৫॥
আচারাস্ত্বেদৃশাঃ সন্তি পরেঽপি বহুলাঃ সতাম্।
তে লোকশাস্ত্রতো জ্ঞেয়া অপেক্ষ্যা যদি বৈষ্ণবৈঃ ॥৪৮৬॥

শেষং হোমাবশিষ্টমেব পয়ঃ॥ ৪৮৪ ॥ অথোপসংহরন্ শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদিবর্ত্তি-পাঠপরিত্যাগাদি-নোচ্চাবচোপচারাণামেষামন্যথা লিখনতো নিজাপরাধং মত্বা সাধূন্ ক্ষমাপয়তি পরিহর্ত্তুমিতি। অন্যথেতি কুত্রাপি শ্লোকাদিপরিত্যাগেন কচিদন্যত্রস্থিতশ্লোকপাদাদেরন্যত্র যোজনেন কচিচ্চা-ন্যাক্ষরৈস্তদর্থলিখনেনেত্যর্থঃ। তচ্চ পুনর্লিখনং পরিহর্ত্তুমেব অন্যথা প্রকরণান্তরেঽত্রৈব লিখিতস্য পুনর্লিখনেন বৈয়র্থ্যাপত্তের্গ্রন্থবাহুল্যাপত্তেশ্চ। অতো মহাত্মভির্বিবেকিভিঃ ক্ষন্তব্যং॥ ৪৮৫॥ ঈদৃশাঃ উচ্চাবচাঃ সতামাচারাঃ। অশ্বত্থচ্ছায়ায়াং গোষ্ঠে চ রাত্রৌ ন স্বপেৎ। প্রাতরেকেন হস্তেনৈকমক্ষি ন সংমর্দ্দয়েৎ ইত্যাদয়ঃ। বৈষ্ণবৈর্যদ্যপেক্ষ্যা ইতি তেষু কেষাঞ্চিদাচারাণামলক্ষ্মী-পরিহারপরত্বেন কেষাঞ্চিচ্চ রোগাদিপরিহারপরত্বেন নিজধর্ম্মাতিক্রমণশঙ্কয়া বৈষ্ণবাণামন-

---

পরগৃহে গুপ্তদ্বার দিয়া গমন করিবে না; দূর হইতে উৎকোচ, দূত ও দৌত্যের জন্য দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিবে; গৃহ হইতে দূরস্থানে নিষ্ঠীবন ও শ্লেষ্মা পরিত্যাগ করিবে; অন্যের জলাশয় হইতে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উত্তোলন করিয়া ঐ জলাশয়ে স্নান করিবে, যদি এইরূপে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উদ্ধার না হইয়া তাহাতে স্নান ঘটে, তাহা হইলে জলাশয়-প্রতিষ্ঠাতার পাপের চতুর্থাংশভাগী হইতে হয়। ব্রহ্মপুরাণে বর্ণনা আছে, যে ব্যক্তি করতলে খাদ্য রাখিয়া ভক্ষণ করে, যে ব্যক্তি ফুৎকার-যোগে বা প্রসারিত-অঙ্গুলি-সাহায্যে আহার করে,তাহার আহার গোমাংস তুল্য। অত্রি-স্মৃতিতে আছে,—যে গাভীর স্তন ন্যূন বা অধিক, অথবা যে গাভী বিষ্ঠাভোজন করে, কখন তাহার দুগ্ধ পান বা উহাতে হোম করিতে নাই। অজা, গো ও মহিষী প্রভৃতি যাহারা ঘৃণিত পদার্থ ভোজন করে, হব্য বা কব্যে তাহাদের দুগ্ধ ও গোময় বর্জনীয়। অঙ্গুলি দ্বারা দন্ত শোধন এবং প্রত্যক্ষ লবণ (ব্যঞ্জনাদি সহ মিশ্রিত ভিন্ন লবণ) ও মৃত্তিকা ভক্ষণ এগুলি গোমাংস-ভক্ষণ তুল্য। এ বিষয়ে মনুস্মৃতিতে বিশেষ বিধির ব্যবস্থা আছে, সমুদ্রজাত ও সৈন্ধব এই দুইটী লবণ প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু অন্য লবণ প্রত্যক্ষ ব্যবহার্য্য নহে। অত্রিস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, দিবাকালে কপিত্থ বৃক্ষের ছায়া, রাত্রিকালে দধি ভক্ষণ এবং কার্পাসকাষ্ঠে দন্ত শোধন করিলে শক্রেরও রাজ্যলক্ষ্মী বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিষ্ণুস্মৃতিতে বর্ণিত আছে, শূদ্র কপিলার দুগ্ধ পান করিলে, নরকে গতি হইয়া থাকে। হোমের শেষ দুগ্ধ পান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, অন্যথা তাঁহার পশুত্ব ঘটিয়া থাকে। ৪৮৪। পুনরুক্তিদোষ পরিহারার্থে অর্থাৎ সেই সকল শাস্ত্রোক্ত শ্লোকগুলির কোন অংশ পরিত্যাগ এবং কোথাও এক স্থানের শ্লোকের স্থানান্তরে যোজনা করিয়া যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, মহাত্মগণ তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ৪৮৫। সজ্জনগণের এইরূপ উচ্চাবচ (বিবিধ) আচার আরও অনেক প্রকার আছে, যদি বৈষ্ণবদিগের তাহা প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে

নিত্যত্বমেষাং মাহাত্ম্যমপ্যত্র লিখিতাৎ পুরা। সদাচারস্ত নিত্যত্বান্মাহাত্ম্যাচ্চ সুসিধ্যতি ॥৪৮৭॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে নিত্যকৃত্যং নাম একাদশো বিলাসঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ-বিলাসঃ।

নমো ভগবতে তস্মৈ যস্য প্রিয়তমা তিথিঃ। একাদশী দ্বাদশী চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা নৃণাম্ ॥ ১ ॥

অথ পক্ষকৃত্যানি।

ইত্থঞ্চ নিত্যং কুর্ব্বাণঃ কৃষ্ণপূজামহোৎসবম্। হরের্দ্দিনে বিশেষেণ কুর্য্যাত্তং পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ ॥২॥

পেক্ষ্যত্বাৎ ॥ ৪৮৬ ॥ নমু তর্হি তে কিং ন পরিপাল্যাস্তৈঃ তত্র লিখতি নিত্যত্বমিতি। পুরা সদাচারলিখনারম্ভে লিখিতাৎ অতো নিত্যত্বাৎ মাহাত্ম্যাচ্চ বৈষ্ণবৈস্তে তে পরিপাল্যা এবেত্যর্থঃ। অলক্ষ্যা রোগাদিনা চ কদাচিদ্ভক্তিবিল্লাপত্তেঃ। অন্যথা প্রথমপ্রতিজ্ঞাতবৈষ্ণবাবশ্যককৃত্যলিখনগ্রন্থেঽস্মিন্নেতে লেখ্যা এব ন স্যুরিতি ভাবঃ॥ ৪৮৭ ॥

ইত্যেকাদশো বিলাসঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যদাশ্রয়রসাপ্লুতঃ। বাঞ্ছাতীতং ফলত্যেব মনোরথমহীরুহঃ॥ পূর্ব্বং নিত্যকৃত্যলিখনেন নিত্যপূজাবিধিং লিখিত্বা সমাপ্যাধুনা পক্ষপূজাবিধিং লিখন্ প্রারিপ্সিতসুসিদ্ধয়ে লেখ্যপ্রকরণানুসারেণ দেবং প্রণমতি নম ইতি। যস্য ভগবতঃ প্রিয়তমা পরমবল্লভা একাদশী দ্বাদশী চ তিথিরেব নৃণাং সর্ব্বাভীষ্টং প্রকর্ষেণ দদাতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ইত্থং পূর্ব্বলিখিতপ্রকারেণ। কৃষ্ণপূজৈব মহোৎসবস্তং। হরের্দ্দিনমেকাদশী দ্বাদশী

লোকাচারে সেই সকলও অবগত হইতে পারিবেন। ৪৮৬। পূর্ব্বে সদাচারলিখনপ্রসঙ্গে সদাচারের নিত্যত্ব ও মাহাত্ম্য-বিষয় উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া এস্থলে ঐ সকল সদাচারের নিত্যত্ব ও মাহাত্ম্য সপ্রমাণ হইল। ৪৮৭।

ইতি নিত্যকৃত্য সমাপন নামক একাদশ বিলাস সমাপ্ত।

যাঁহার প্রিয়তমা একাদশী ও দ্বাদশী তিথি মানবগণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রপূরণী, সেই ভগবান্কে প্রণাম করি। ১।

অনন্তর পক্ষকৃত্যসমূহ বিবৃত হইতেছে।—এইরূপে (পূর্ব্বকথিতানুসারে) কৃষ্ণার্চ্চনারূপ মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক কি শুক্লা কি কৃষ্ণা উভয় পক্ষেরই একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে

অত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ।　সর্ব্বপাপাপহং সর্ব্বার্থদং শ্রীকৃষ্ণতোষণম্॥ ৩॥

অথ শ্রীমদেকাদশীব্রতস্য নিত্যত্বম্।

তচ্চ কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্বিধিপ্রাপ্তত্বতস্তথা।　ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ॥ ৪॥

তত্র শ্রীভগবৎ-প্রীতিহেতুত্বম্।

মৎস্য-ভবিষ্যপুরাণয়োঃ।—

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে। শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥

আগ্নেয়ে।—　একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতদ্ধি বৈষ্ণবম্॥ ৫॥

বৃহন্নারদীয়ে একাদশীমাহাত্ম্যারম্ভে।—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্। মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥৬

একাদশীব্রতং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্। কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রৈর্ব্বিষ্ণুপ্রীণনকারণম্॥ ৭॥

চেত্যুপবাসদিনং লক্ষ্যতে তস্মিন্। তৎ কৃষ্ণপূজামহোৎসবং॥২॥ তত্র হরিদিনে তদ্ব্রতং। তৎফলং সমাসেনোল্লিখতি॥ ৩॥

তত্র চ শ্রীভগবত্তোষণত্বেন বিধিপ্রাপ্তত্বেন ভোজননিষেধেন অকরণে প্রত্যবায়োৎপত্ত্যা চেতি চতুর্দ্ধা নিত্যত্বং লিখতি তচ্চেতি। যদ্যপি অকরণে প্রত্যবায়ত এব মুখ্যং নিত্যত্বং, তথাপি শ্রীবিষ্ণু-পরাণানাং শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বেনৈব পরমং মুখ্যং তৎ লিখিতং। তথা সামান্যতো বিহিতনিষেধাতি ক্রমেণ সর্ব্বত্র দোষশ্রবণাৎ বিধিনিষেধপ্রাপ্ততয়া চ নিত্যত্বং সিদ্ধ্যেদেব তচ্চ শ্রীহেমাদ্রি-প্রভৃতিভির্ব্বিবৃত্য লিখিতমেবাস্তীত্যত্র তদ্বিস্তারণেনালং। এবং সর্ব্বত্রান্যত্রাপ্যূহ্যং॥ ৪॥

তত্র শ্রীবৈষ্ণবানাং মুখ্যতমনিত্যত্বমদৌ লিখতি একাদশ্যামিতি। বৈষ্ণবং বিষ্ণুপ্রিয়তম-মিত্যর্থঃ॥ ৫। কুর্ব্বতামেকাদশীব্রতমিতি জ্ঞেয়ম্॥৬॥ বিপ্রৈরিতি তেষাং মুখ্যত্বাৎ॥ ৭॥

বিশেষ প্রকারে ঐরূপ পূজা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। ২। উক্ত একাদশী ও দ্বাদশীদিনে ব্রতের নিত্যতা (অবশ্য-কর্ত্তব্যতা) নিরূপিত আছে, এই হেতু উহার আচরণ কর্ত্তব্য। উহার অনুষ্ঠান করিলে যাবতীয় পাতকের লয় হয়, সর্ব্বার্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান হয়। ৩।

অতঃপর একাদশীব্রতের নিত্যতা কথিত হইতেছে। —একাদশীব্রতের নিত্যতার চারিটি কারণ—শ্রীভগবান্ হরির সন্তোষ-বিধান, (শাস্ত্রোক্ত) বিধিপ্রাপ্তি, আহারের নিষিদ্ধতা ও ব্রতের অকরণে অনিষ্টোৎপত্তি। ৪।

তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীভবানের প্রীতি-হেতুতা বলা যাইতেছে।—মৎস্যপুরাণে ও ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের একাদশীদিনে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীদিবসে আহার করিলে ঐ ব্রতে হরির পরম প্রীতি সঞ্চার হয়। ৫। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, একাদশীদিনে আহার নিষিদ্ধ, এই ব্রত নিশ্চয়ই হরির প্রীতিকর।৫। বৃহন্নারদীয়-পুরাণে একাদশীমাহাত্ম্যবর্ণনের প্রারম্ভে লিখিত আছে, হে দ্বিজগণ! কি বিপ্র, কি ক্ষত্র, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি নারী, যে কেহই হউক না কেন, ভক্তি সহকারে বিষ্ণুপ্রীতিকর একাদশী ব্রত সাধন করিলে মোক্ষ

অথ বিধিপ্রাপ্তত্বম্।

তত্র কথঃ।— একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।

আগ্নেয়ে।— উপোষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবদায়ুঃ-প্রবৃত্তিভিঃ॥ ৮॥

অতএব বিষ্ণুরহস্যে।— দ্বাদশী ন প্রমোক্তব্যা যাবদায়ু-প্রবৃত্তিভিঃ॥৯॥

অথ ভোজননিষেধঃ।

শ্রীনারদীয়ে পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ।—

রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে। ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥

কিঞ্চ।—

আগমাঃ শতশো রাজন্নিতিহাসা রটন্তি হি। ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥

ঋষয়ঃ সজ্ঘশঃ সর্ব্বে নারদাদ্যাশ্চ চুক্রুশুঃ। ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ — একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত কদাচিদপি মানবঃ।

শৃঙ্গি-ঋষিপ্রোক্তে চ।— একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি॥১০॥

বৃহন্নারদীয়ে তত্রৈব।—

উপবাসফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ভুক্তচতুষ্টয়ম্। পূর্ব্বাপরদিনে রাত্রৌ নাহর্নক্তঞ্চ মধ্যমে॥

যাবদায়ুঃ-প্রবৃত্তিভিরিতি যাবজ্জীবমিত্যর্থঃ॥৮॥ এতেন ন কদাচিদতিক্রমেদিত্যনেন নিত্যত্বং সাধিতমেব, তদেব ত্যাগনিষেধেন সাধয়তি দ্বাদশীতি॥ ৯॥

রটন্তি ঘোষয়ন্তি। বরাননে হে মোহিনীতি শ্রীরুক্মাঙ্গদবাক্যং, পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ শ্রীদুর্গাং প্রতি শ্রীশিবস্য॥১০॥উপবাসস্য ফলং শ্রীভগবত্তোষণাদি তৎ প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ। পূর্ব্বস্মিন্ সংযমদিনে

লাভ করিতে পারে।৬। একাদশীব্রত নিখিল কামফলপ্রদ, সুতরাং হরিপ্রীতিকর। এই ব্রতের আচরণ করা দ্বিজাতিগণের বিধেয়। ৭।

অতঃপর একাদশীর বিধিপ্রাপ্ততা বিবৃত হইতেছে।—এই বিষয়ে কথের উক্তি আছে যে, একাদশীতে উপবাসী থাকিতে হয়, কদাচ তাহা অতিক্রম করিবে না। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, হে নৃপ! আয়ুঃক্ষয় যাবৎ (যাবজ্জীবন) একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। ৮। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, যাবজ্জীবন দ্বাদশী পরিত্যাগ করিতে নাই।

অনন্তর একাদশীতে ভোজননিষিদ্ধতা বিবৃত হইতেছে।—নারদপুরাণে ও পাদ্মোত্তরখণ্ডে উক্ত আছে, হে বরাননে! "হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না" পুরাণসমূহ ভূয়োভূয় এই কথা ঘোষণা করিতেছে। আরও লিখিত আছে, হে নৃপতে! "হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না" শতশত আগমে ও ইতিহাসে এই কথা সংঘোষিত হইতেছে। ঋষিবর্গ ও নারদাদি মহর্ষিরাও (সর্ব্বদা) উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকেন যে, হরিবাসর সমাগত হইলে আহার করিবে না, আহার করিবে না। বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে, একাদশীতে আহার করা কদাচ মানবের কর্ত্তব্য নহে। শৃঙ্গী ঋষির উক্তিতেও প্রকাশিত আছে যে, ঋতুমতী হইলেও একাদশীতে ভোজন করা নারীজাতির

অন্যত্র চ।—

সায়মাদ্যন্তয়োরহ্নোঃ সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যমে। উপবাসফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ভুক্তচতুষ্টয়ম্ ॥১১॥

অথাকরণে প্রত্যবায়াঃ।

শ্রীনারদীয়ে।—

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ। অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে॥

কিঞ্চ।— সোঽশ্নাতি পার্থিবং পাপং যোঽশ্নাতি মধুভিদ্দিনে॥১২॥

স্কান্দে।— মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥১৩॥

কিঞ্চ তত্রৈবোমামহেশ্বর-সংবাদে।—

অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ। মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দ্দিনে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে। দিনেঽত্র সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নস্থিতানি তু।
তানি মোহেন যোঽশ্নাতি ন স পাপৈর্ব্বিমুচ্যতে॥

অপরস্মিংশ্চ পারণদিনে রাত্রৌ জহ্যাদিতি ভোজনদ্বয়ং। তথা মধ্যমে উপবাসদিনে দিবানক্তঞ্চেতি ভোজনদ্বয়মেব ভোজনচতুষ্টয়ং পরিত্যজেৎ। ভক্তেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ যচ্চোক্তং।—জহ্যাদ্ভক্তদ্বয়ং নিত্যে কাম্যে ভক্তচতুষ্টয়মিতি। তচ্চ বৈষ্ণবেতরেষু কামিষু গৃহিষু নিত্যকাম্যভেদাভিপ্রায়েণৈব। বৈষ্ণবেষু চ সর্ব্বথা নিত্যমেব ফলশ্রবণাদিকঞ্চ দর্শপৌর্ণমাসাদিবন্নিত্যত্বেঽপি ন বিরুধ্যত ইতি দিক্॥১১॥পার্থিবং পৃথিব্যাং বর্ত্তমানং সর্ব্বমিত্যর্থ॥১২॥ যো ভুঙ্‌ক্তে স মাতৃহাদির্ভবতি তত্তদ্বধপাপং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। বিষ্ণুলোকাৎ বৈকুণ্ঠাৎ চ্যুতো ভবতি ন কদাচিদপি গচ্ছতীত্যর্থঃ। যদ্বা বিষ্ণুলোকাৎ বৈষ্ণবাৎ চ্যুতো ভবতি তৎসঙ্গং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥১৩॥

অনুচিত।১০। বৃহন্নারদীয়পুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে, পূর্ব্বদিনে (সংযমদিনে, দশমীতে) রাত্রিভোজন, অপরদিনে (পারণদিনে, দ্বাদশীতে) রাত্রিভোজন, এবং মধ্যদিনে (উপবাসদিনে, একাদশীতে) দিবাভোজন ও রাত্রিভোজন, উপবাসফলকামী ব্যক্তি এই ভোজনচতুষ্টয় পরিত্যাগ করিবেন। গ্রন্থান্তরেও লিখিত আছে, অনশনফলেচ্ছু ব্যক্তি পূর্ব্বদিনের ও পরদিনের সায়ংভোজন ও মধ্যমদিনের নক্তভোজন ও প্রাতর্ভোজন এই চারিটী বর্জ্জন করিবেন।১১।

একাদশীব্রত অকরণে যে প্রত্যবায়োৎপত্তি হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে —নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে, হরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল পাতক অন্নমধ্যে অধিষ্ঠিত হয়, সুতরাং হরিবাসরে আহার করিলে যাবতীয় পাতকই গৃহীত হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে, হরিবাসরে আহার করিলে ধরণীস্থ নিখিল পাতক-ভোজন হইয়া থাকে। ১২। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, একাদশীদিনে আহার করিলে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহন্তা পাপী বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়; সে ব্যক্তি বিষ্ণুধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ১৩।

কিঞ্চ।— পিতরং কো ন বন্দেত মাতরং কো ন পূজয়েৎ।
কো হি দূষয়তে বেদং কো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে॥ ১৪॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ। একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি॥
ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ। নিষ্কৃতির্ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ॥ ১৫॥
এক এব নরঃ পাপী নরকে নৃপ গচ্ছতি। একাদশ্যন্নভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥ ১৬॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে।—
ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভুঙ্‌ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। গোব্রাহ্মণস্ত্রিয়শ্চাপি জহীহি বদতি ক্বচিৎ।
মদ্যং পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ॥
পুরোডাশোঽপি বামোরু সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
অভক্ষ্যঃ সর্ব্বদা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চান্নসংক্রিয়া॥ ১৭॥

সনৎকুমার-সংহিতায়াম্।—
একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি। প্রতিগ্রাসং স ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষং মূত্রবিণ্ময়ম্॥

গৌতমীয়তন্ত্রে।—
বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ। বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ॥

বিষ্ণুরহস্যে।—
সমাদায় বিধানেন দ্বাদশীব্রতমুত্তমম্। তস্য ভঙ্গং নরঃ কৃত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

হরের্দ্দিনে হরিবাসরে॥ ১৪॥ নিষ্কৃতিঃ প্রায়শ্চিত্তমস্তি॥ ১৫॥ নরকে মজ্জতি॥ ১৬॥ অভক্ষ্যম্ অভক্ষ্যভক্ষণে যৎ পাপং তদিত্যর্থঃ। অন্নস্য সংক্রিয়া পাকঃ॥ ১৭॥ অধুনা কৃষ্ণপক্ষে

উক্ত পুরাণে উমামহেশ্বরসংবাদে আরও প্রকাশ আছে, হে মহেশ্বরি! হরিবাসরে আহার করিলে যমদূতেরা সেই পাপীর বদনবিবরে লোহিতবর্ণ তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, হরিবাসরে আহার করিলে কেবল পাপভোজনই হইয়া থাকে। উক্তদিনে নিখিল পাপ অন্ন আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সুতরাং ভ্রমপ্রমাদে উক্ত পাতকান্ন সেবন করিলে পাতকপুঞ্জ হইতে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। আরও লিখিত আছে, কে পিতাকে বন্দনা না করে, কোন্ ব্যক্তি মাতৃপূজায় বিমুখ হয়, কে-ই বা বেদের নিন্দা করিয়া থাকে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা হরিবাসরে ভোজন করে?। ১৪। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ বা যতি, যে কেহ হউক না, হরিবাসরে আহার করিলে গোমাংস সেবন করা হয়। শাস্ত্রে ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, তস্কর ও গুরুদারগামীও নিষ্কৃতির বিধান কথিত আছে; কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি আহার করে, তাহার পরিত্রাণার্থ প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধিই নাই। ১৫। হে রাজন্! পাতকী ব্যক্তি একাকীই নরকে গমন করে সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সে পিতৃগণ সহ নরকগামী হয়। ১৬। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে, হরিবাসর উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি "আহার কর,

অথ তত্রৈব বিধবাবিষয়কো দোষবিশেষঃ।

কাত্যায়নস্মৃতৌ।—

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে। তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে॥

নারদীয়ে।—

একাদশীং বিনা রণ্ডা যতিশ্চ সুমহাতপাঃ। পচ্যতে হ্যন্ধতামিস্রে যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

অথ পক্ষদ্বয়েঽপি নিত্যত্বম্।

তত্র দেবলঃ।—

ন শঙ্খেন পিবেত্তোয়ং ন খাদেৎ কূর্ম্ম-শূকরৌ। একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

বিষ্ণুরহস্য-স্কান্দ-কৌর্ম্ম-নারদীয়েষু।—যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন॥

বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মোক্তৌ।—

শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা বিষ্ণুপূজনতৎপরঃ। একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

সর্ব্বপাপপ্রণাশায় বিষ্ণুসন্তোষণায় চ। উপোষ্যা দ্বাদশী পুণ্যা সর্ব্বৈরুভয়পক্ষয়োঃ॥

বারাহে।—

একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি। দ্বাদশ্যাং যোঽর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং স মুক্তিফলভাগ্ভবেৎ॥ ১৮॥

সংক্রান্ত্যাদাবপ্যুপবাসবিধানেন নিত্যত্বমেব দ্রঢ়য়তি ন শঙ্খেনেত্যাদিনা শ্রাদ্ধমাচরেদিত্যন্তেন॥

আহার কর” এই কথা উচ্চারণ করে, যে কোন সময়ে হউক্, যাহার মুখে “গোবধ কর, বিপ্র-হত্যা কর, নারীবধ কর” এই বাক্য উচ্চারিত হয় এবং যে ব্যক্তি “সুরাপান কর” বলে, তাহাদিগের অধোগতি লাভ হয়। হে বামোরু! হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে তদ্দিনে যখন পুরোডাশও (যজ্ঞীয় হবির্বিশেষ) অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন অন্নপাকের বিষয় আর কি বলিব। ৭। সনৎকুমারসংহিতায় লিখিত আছে, হে তাপসসত্তম! একাদশী তিথিতে ও শ্রাদ্ধে আহার করিলে প্রতিগ্রাসে মলমূত্রময় পাপভোজন হইয়া থাকে। গৌতমীয়-তন্ত্রে লিখিত আছে, ভ্রমপ্রমাদে একাদশীতে আহার করিলে সেই বৈষ্ণবের কৃত হরিপূজা ফলবতী হয় না, তাঁহাকে ভীষণ নরকভোগ করিতে হয়। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, যথা-বিধি অত্যুত্তম দ্বাদশীব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্ভঙ্গ করিলে রৌরব নরকে গমন করিতে হয়।

তন্মধ্যে বিধবাবিষয়ক দোষবিশেষ কথিত হইতেছে।—কাত্যায়নস্মৃতিতে লিখিত আছে, বিধবা হইয়া একাদশীতে আহার করিলে তাহার সমস্ত সুকৃত বিনাশ পায় এবং দিন দিন তাহাকে প্রাণি-হত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। নারদীয়-পুরাণে লিখিত আছে, একাদশী না করিলে বিধবা ও মহাত্মা যতিকেও আপ্রলয় অন্ধতামিস্র নরকে পচ্যমান হইতে হয়।

অতঃপর শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয়া একাদশীরই নিত্যতা বিবৃত হইতেছে।—এ বিষয়ে দেবল বলিয়াছেন যে, শঙ্খ দ্বারা জলপান অকর্ত্তব্য; কূর্ম্ম ও শূকর অভক্ষ্য এবং শুক্ল কৃষ্ণ উভয়পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাস করিবে। বিষ্ণুরহস্যে, স্কন্দপুরাণে ও নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে, শুক্লা একাদশী যেরূপ, কৃষ্ণাও তদ্রূপ জানিবে। ঐ উভয়ে বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নাই।

বিষ্ণুরহস্ত-সৌরপুরাণয়োঃ—

যথা সুপূজিতো গৌরঃ কৃষ্ণো বা বেদবিদ্দ্বিজঃ। সন্তারয়তি দাতারং দ্বাদশ্যৌ চ তথা স্মৃতে॥

বিষ্ণুরহস্যে স্কান্দে চ।—

তৈলং শুক্লেতরাণাংবৈ তিলানাং সদৃশং যথা। কৃষ্ণায়াশ্চ সিতায়াশ্চ গোঃ ক্ষীরং সদৃশং যথা।
দ্বাদশ্যোঃ সদৃশং তদ্বৎ পুণ্যং স্যাৎ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ॥

কিঞ্চ।—

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহৌ পুণ্যৌ যথৈব মুনিভিঃ স্মৃতৌ। তথা সিতাসিতে পুণ্যে দ্বাদশ্যৌ বিষ্ণুতুষ্টিদে॥
যথা গোতিলবিপ্রাণাং কৃষ্ণত্বং নৈব দূষণম্। একাদশী তথা রাজন্নুপোষ্যা পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
যথা বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব সংপূজ্যৌ মুনিভিঃ স্মৃতৌ। তথা পূজ্যতমে প্রোক্তে দ্বাদশ্যৌ কৃষ্ণশুক্লকে॥

নারদস্মৃতৌ।—

নিত্যং শক্তিসমাযুক্তৈর্নরৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ। পক্ষে পক্ষে তু কর্ত্তব্যমেকাদশ্যামুপোষণং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ ১৯॥

কূর্ম্মপুরাণে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

স ব্রহ্মহা সুরাপশ্চ কৃতঘ্নো গুরুতল্পগঃ। বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে॥

দ্বাদশ্যৌ শুক্লা কৃষ্ণা চ॥ ১৯॥ এবং দ্বয়োঃ সাম্যং লিখিত্বাধুনা শুক্লকৃষ্ণভেদে প্রত্যবায়ং লিখতি

বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মোক্তি আছে যে, শুক্লা বা কৃষ্ণা কোন একাদশীতেই আহার করা হরিপূজাপরায়ণের কর্ত্তব্য নহে। নিখিল পাপক্ষয় ও হরিপ্রীত্যর্থ সকলেই উভয়পক্ষীয়া একাদশীতে উপবাস করিবে। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, উভয়পক্ষীয়া একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে হরিপূজা করিলে মোক্ষফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ১৮। বিষ্ণুরহস্যে ও সৌরপুরাণে লিখিত আছে, গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ যেরূপ সুপূজিত হইয়া দাতার পরিত্রাণ সাধন করেন, তদ্রূপ শুক্লা ও কৃষ্ণা দ্বাদশীও ত্রাণকারিণী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা। বিষ্ণুরহস্যে ও স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, শুক্লপক্ষীয় ও কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীর পুণ্য শুক্লতিল ও কৃষ্ণতিলের তৈলবৎ এবং শুক্লা গাভী ও কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধের ন্যায় সমান। আরও লিখিত আছে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ যেরূপ সমান বলিয়া মুনিগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত, সেইরূপ হরিপ্রীতিকারিণী শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয় দ্বাদশীই পুণ্যস্বরূপ। হে নৃপ! গো, তিল ও ব্রাহ্মণ ইহারা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও যেরূপ দোষাবহ নহে, সেইরূপ কি কৃষ্ণা কি শুক্লা উভয়পক্ষীয়া একাদশীই উপবাসের যোগ্য। হরি ও হর যেরূপ (সমানভাবে) সম্যক্ অর্চ্চনীয় বলিয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত, সেইরূপ কি শুক্লা কি কৃষ্ণা উভয়পক্ষীয়া একাদশীই পূজ্যতমা। নারদস্মৃতিতে লিখিত আছে, শক্তিমান্ হরিপরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রতিপক্ষীয়া একাদশীতে উপবাসী থাকিবেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও লিখিত আছে, ভক্তিসংযুক্ত হইয়া পুত্র কলত্র ও স্বজনগণ সহ উভয়-পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাসী থাকা কর্ত্তব্য। ১৯। কূর্ম্মপুরাণে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও লিখিত আছে, ভ্রমপ্রমাদে

কালিকাপুরাণে।—

সর্ব্বেষামিহ পাপানামাশ্রয়ঃ স তু কীর্ত্তিতঃ। বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে॥

ভবিষ্যে।—

এবং জ্ঞাত্বা সদোপোষ্যে দ্বাদশ্যৌ কৃষ্ণশুক্লকে। তয়োর্ভেদং ন কুর্ব্বীত ভেদেন নরকং ব্রজেৎ॥

গারুড়ে।—

শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন। বিশেষং কুরুতে যস্তু পিতৃহা সঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

সনৎকুমারপ্রোক্তে :—

একাদশ্যোর্দ্বয়োর্যস্তু বিশেষং কুরুতে নরঃ। তস্যোদ্ধারং ন পশ্যামি যাবদাহূতসংপ্লবম্॥ ২০॥

বিষ্ণুরহস্যে।—

য ইচ্ছেদ্বিষ্ণুনা বাসং পুত্রসম্পদমাত্মনঃ। একাদশীমুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ ২১॥

তত্ত্বসাগরে।—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথেতরা। তুল্যে তে মনুতে যস্তু স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ২২॥

স ব্রহ্মহেতি পঞ্চভিঃ॥ ২০॥ নন্থ একাদশীষু কৃষ্ণাসু রবিসংক্রমণে তথা। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহীত্যাদিবচনৈঃ পুত্রবতাং গৃহিণাং কৃষ্ণৈকাদশ্যুপবাসো নিষিধ্যতে তত্র লিখতি য ইচ্ছেদিতি। অতস্তদ্বচনানি ধনপুত্রাদিকামেন ব্রতং কিঞ্চিৎ কুর্ব্বতো গৃহিণঃ প্রতি তন্নিমিত্তোপবাসনিষেধপরাণি, ন তু নিত্যৈকাদশ্যুপবাসনিষেধকানি; ইত্যেতদগ্রে ব্যক্তং ভাবি। ২১॥ বিশেষতো বৈষ্ণবৈস্তু কথঞ্চিদপি ভেদো নৈব কার্য্য ইতি লিখতি যথেতি। অতঃ শুক্লামেব সদা গৃহীতি বচনং সকামবৈষ্ণবগৃহস্থবিধায়কমেবেতি জ্ঞেয়ং। এতচ্চাগ্রে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি॥ ২২॥

শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর (প্রভেদ) বিচার করিলে ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, কৃতঘ্ন ও গুরুদারগামী সদৃশ পাপী বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। কালিকাপুরাণে উক্ত আছে, ভ্রমপ্রমাদে শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর (প্রভেদ) বিচার করিলে ইহধামে পাতকপুঞ্জের আধার বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। ভবিষ্য-পুরাণে লিখিত আছে, এইরূপ অবগত হইয়া নিরন্তর শুক্লা দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিবে, এই উভয়ের প্রভেদ বিচার করিবে না, ভেদজ্ঞান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। গরুড়-পুরাণে লিখিত আছে, শুক্লা বা কৃষ্ণা এই উভয়ের কোন প্রভেদ নাই, ভেদ জ্ঞান করিলে পিতৃঘাতী বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে হয়। সনৎকুমারের উক্তি আছে যে, একাদশীদ্বয়ের ভেদজ্ঞান করিলে আপ্রলয় পরিত্রাণের আর উপায় দৃষ্ট হয় না। ২০। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, হরি-সহবাসে ও পুত্র-সম্পদাদি লাভে বাসনা হইলে উভয়পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাসী থাকিবে। ২১॥ তত্ত্বসাগরে লিখিত আছে, শুক্লাও যেরূপ, কৃষ্ণাও তাদৃশী এবং কৃষ্ণাও যেরূপ, শুক্লাও সেই প্রকার। উভয় একাদশীকে সমান জ্ঞান করিলেই বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। ২২।

অথ সংক্রান্ত্যাদাবপি নিত্যত্বং।

কাত্যায়নস্মৃতৌ।—

সংক্রান্তৌ রবিবারে বা যদা চৈকাদশী ভবেৎ। উপোষ্যা সা মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥২৩

কিঞ্চ।—

ব্যতীপাতো বৈধৃতির্ব্বা একাদশ্যাং যদা ভবেৎ। উপোষ্যা সা তু বিজ্ঞেয়া পুত্রসম্পদ্বিবর্দ্ধিনী॥

সনৎকুমারতন্ত্রে।—

ভানুবারেণ সংযুক্তা তথা সংক্রান্তি-সংযুতা। একাদশী সদোপোষ্যা সর্ব্বসম্পৎকরী তিথিঃ॥

নারদশ্চ॥—

ভানুবারসমোপেতা তথা সংক্রান্তিসংযুতা। একাদশী সদোপোষ্যা পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী॥ ২৪॥

অতএবোক্তং জৈমিনিনা।—

আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। পারণঞ্চোপবাসঞ্চ ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী॥

তন্নিমিত্তোপবাসস্য নিষেধোঽয়মুদাহৃতঃ। নানুষঙ্গগতো গ্রাহ্যো যতো নিত্যমুপোষণম্॥ ২৫॥

অতএব সংবর্ত্তেনাপ্যুক্তম্।—

অমাবস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ। এতাঃ প্রশস্তাস্তিথয়ো ভানুবারস্তথৈব চ॥

সংক্রান্ত্যাদৌ চ যদ্যেকাদশী ভবেৎ, তদাপি উপোষ্যৈব॥ ২৩॥ পুত্রসম্পদ্বিবর্দ্ধিনীতি পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধিনীতি চেত্যনেন কৃষ্ণপক্ষে তু সংক্রান্ত্যাং গ্রহণে চ উপোষণং। ন কুর্ব্বীত গৃহী রাজন্ সুতবন্ধুধনক্ষয়াদিত্যাদিবচনতঃ প্রাপ্তঃ পুত্রাদিমতাং গৃহিণাং তত্র তত্রানুপবাসঃ পরিহৃতঃ॥ ২৪॥ তর্হি তন্নিষেধঃ কিংবিষয়কোঽস্ত তত্র লিখতি আদিত্যেঽহনীতি দ্বাভ্যাং। অয়মাদিত্যাহাদাবুপবাসাদিনিষেধঃ তন্নিমিত্তস্য আদিত্যবারাদিনিমিত্তস্যোপবাসাদেঃ প্রতিষেধঃ উদাহৃতঃ, ন ত্বেকাদশ্যামাদিত্যবারাদিসম্বন্ধনিবন্ধনোপবাসপ্রতিষেধঃ। যত একাদশ্যামুপোষণং নিত্যমেব, অতঃ কাম্যস্য রবিবারাদ্যুপবাসস্য নিষেধোঽয়ং, ন চৈকাদশ্যুপবাসনিষেধো ভব-

---

অনন্তর সংক্রান্তি প্রভৃতিতে একাদশীর নিত্যতা কথিত হইতেছে।—কাত্যায়নস্মৃতিতে লিখিত আছে, সংক্রান্তিতে বা রবিবাসরে একাদশী হইলে তদ্দিনই উপবাসের উপযুক্ত। ঐ তিথি পুণ্যস্বরূপা ও সর্ব্বপাপহারিণী। ২৩॥ আরও লিখিত আছে, একাদশী তিথিতে ব্যতীপাত ও বৈধৃতি যোগ ঘটিলে ঐ তিথি উপবাসের উপযুক্তা এবং উহা পুত্র-সম্পদ্বিবর্দ্ধিনী। সনৎকুমারতন্ত্রে লিখিত আছে, রবিবার ও সংক্রান্তি-সমন্বিতা একাদশী সদা উপবাসের যোগ্যা; এই তিথি সর্ব্বসম্পদ্দাত্রী। নারদ বলিয়াছেন, রবিবার ও সংক্রান্তি-যুক্তা একাদশীতেই উপবাস করিবে। এই তিথি পুত্র-পৌত্র-বর্দ্ধিনী। ২৪। জৈমিনির উক্তি আছে যে, রবিবারে, সংক্রান্তি-দিনে ও চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগে পারণ ও উপবাস করা পুত্রবান্ গৃহীর কর্ত্তব্য নহে। এই স্থলে রবিবারাদি জন্য উপবাসের নিষিদ্ধতা উক্ত হইল বটে, কিন্তু একাদশীতে রবিবারাদি সম্বন্ধ বশতঃ উপবাসের নিষেধ নাই; কারণ, কাম্য উপবাসের প্রতিই আদিত্যবারাদির নিষিদ্ধতা আছে, একাদশীতে নিষেধ নাই; কেন না, একাদশীতে উপবাস নিত্য বলিয়া

অত্র স্নানং জপো হোমো দেবতানাঞ্চ পূজনম্। উপবাসস্তথা দানমেকৈকং পাবনং মহৎ ॥
অতএব দেবলঃ।—

শনের্ব্বারে রবের্ব্বারে সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেঽপি চ।
ত্যাজ্যা নৈকাদশী রাজন্ সর্ব্বদৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৬ ॥

বিষ্ণুরহস্যে।— অথ সূতকাদাবপি নিত্যত্বম্।

পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে। সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশীব্রতম্ ॥২৭॥

বারাহে।—সূতকেঽপি নরঃ স্নাত্বা প্রণম্য মনসা হরিম্।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতন্ন লুপ্যতে ॥

অতএবোক্তম্।—

মৃতকে তু ন ভুঞ্জীত একাদশ্যাং সদা নরঃ। দ্বাদশ্যান্তু সমশ্নীয়াৎ স্নাত্বা বিষ্ণুং প্রণম্য চ ॥
পাদ্মে।—

পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং যচ্চ ব্রতং সুনিয়তব্রতৈঃ। তৎ কর্ত্তব্যং নরৈস্তদ্বৎ দানার্চ্চনবিবর্জ্জিতম্ ॥
যথা সঙ্কল্পিতং সম্যগ্ব্রতং বিষ্ণুপরায়ণৈঃ। কর্ত্তব্যঞ্চ তথৈবেহ স্নাত্বা সংশয়বর্জ্জিতম্ ॥ ২৮ ॥

তীত্যর্থঃ ॥২৫॥ বিশেষতঃ সংক্রান্ত্যাদাবুপবাসঃ পরমপ্রশস্ত এবেতি লিখতি অমেতি দ্বাভ্যাং ॥২৬॥ পরমামাপদমাপন্নো যদি স্যাৎ, তথাপি দ্বাদশীব্রতং ত্যাজ্যং ন ভবতি। আপন্নৈরিতি বা পাঠঃ ॥ ২৭ ॥ প্রণম্য মনসা হরিমিতি বিষ্ণুং প্রণম্য চেত্যনেন সূতকাদৌ ভগবৎপূজা ন কার্য্যেত্যায়াতম্, কিন্তু যস্য বৈষ্ণবস্য নিত্যপূজানিয়মস্তেন তত্রাপি পূজা কর্ত্তব্যেত্যাহ যথেতি।

জানিবে। ২৫। অতএব সংবর্ত্তেরও উক্তি আছে যে, অমাবস্যা, দ্বাদশী, অধিকন্তু সংক্রান্তি, এই সকল প্রশস্ত তিথিতে এবং আদিত্যবারে স্নান, হোম, জপ, দেবার্চ্চন, উপবাস ও দান করিলে ঐ সকল ক্রিয়ার প্রত্যেকটীই পবিত্রতাজনক হইয়া থাকে। দেবলের উক্তি আছে যে, হে নৃপতে! নিশ্চিত জানিবে যে, শনি ও রবিবার এবং সংক্রান্তি ও গ্রহণ এই সমস্ত কালে একাদশী ত্যাগ করিতে নাই। ২৬।

অনন্তর সূতকাদিতেও একাদশীর নিত্যতা কথিত হইতেছে।—বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, ভীষণ আপদ্-অবস্থায় বা (বিপুল) আনন্দসময়ে অথবা জননাশৌচে ও মরণাশৌচেও কদাচ দ্বাদশীব্রত ত্যাজ্য নহে। ২৭। বরাহ-পুরাণে লিখিত আছে, সূতকাশৌচে স্নানান্তে মনে মনে হরিকে প্রণাম পূর্ব্বক একাদশীতে আহার পরিত্যাগ করিবে; এই প্রকার করিলে আর ব্রতলোপের সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব উক্ত আছে যে, মৃতকাশৌচে একাদশীতে আহার করা কদাচ মানবের কর্ত্তব্য নহে। দ্বাদশীতে স্নানান্তে হরিকে নমস্কার পূর্ব্বক আহার করিতে হয়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, অশৌচের অগ্রে যে ব্রতের সঙ্কল্প করা হইয়াছে, নিত্য-ব্রতীর পক্ষে তাহা করণে দোষ নাই, কিন্তু দান বা পূজা ত্যাগ করিতে হইবে। হরিপরায়ণ ব্যক্তিরা ইহলোকে যে ব্রতে যেমন সংকল্প করিয়াছেন, স্নানান্তে নিঃসন্দেহ সেইরূপই করিবেন। ২৮।

পাদ্মে পুষ্করখণ্ডে।-- অথোপবাসদিনে শ্রাদ্ধনিষেধঃ।

একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে।—

একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি। দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ।
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ॥

স্কান্দে।— একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।— যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥ ২৯॥

অথাধিকারিণঃ।

আগ্নেয়ে।—গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নির্যতিস্তথা। একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতীসংবাদে।—

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি। একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩০॥

ব্রতং নিয়মঃ। বিষ্ণুপরায়ণৈরিতি তদ্দোষা নিরস্তাঃ॥ ২৮॥ একাদশ্যাং যদা রামেত্যাদিনা উপবাসদিনে শ্রাদ্ধং নিষিদ্ধং। যচ্চ স্কান্দাদৌ।—শ্রাদ্ধদিনং সমাসাদ্য উপবাসো যদা ভবেৎ। তদা কৃত্বা তু বৈ শ্রাদ্ধং ভুক্তশেষন্তু যদ্ভবেৎ। তৎ সর্ব্বং দক্ষিণে পাণৌ গৃহীত্বান্নং শিখিধ্বজ। অবজিঘ্রেদনেনাথ ভবেৎ শ্রাদ্ধং শিখিধ্বজ। পিতৃণাং তৃপ্তিদং তাত ব্রতভঙ্গো ন বিদ্যত ইত্যাদি, তচ্চ বৈষ্ণবেতরবিষয়ং মন্তব্যং। বৈষ্ণবপিতৃণামপি শ্রীবিষ্ণুদিনে শ্রাদ্ধগ্রহণাযোগাদিতি দিক্॥ ২৯॥ এবং সর্ব্বৈরেব সদোপবাসঃ কর্ত্তব্য ইত্যধিকারং নির্ণয়ন্ প্রথমং চতুর্ণামপ্যাশ্রমিণাং তত্রাধিকারং দর্শয়তি গৃহস্থ ইতি। পূর্ব্বঞ্চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব

অনন্তর উপবাসদিনে শ্রাদ্ধের নিষিদ্ধতা কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে পুষ্করখণ্ডে লিখিত আছে, হে রাম! উপবাস-দিবসে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তদ্দিন বর্জ্জন পূর্ব্বক দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। উক্ত পুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে, মাতাপিতার মৃতাহে একাদশী হইলে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; কদাচ উপবাসাহে শ্রাদ্ধ করিবে না; কারণ, দেবতারা বা পিতৃলোকেরা নিন্দিতান্ন সেবন করেন না। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, নিত্যস্বরূপিণী একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ সমুপস্থিত হইলে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী-দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, হে নৃপতে! একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত তিন জনেরই নিরয়-গতি লাভ হয়। ২৯।

অনন্তর একাদশীর অধিকারী নিরূপিত হইতেছে।–অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, উভয়-পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাসী থাকা কি গৃহী, কি ব্রহ্মচারী, কি সাগ্নিক, কি যতি, চতুরাশ্রমীরই

কাত্যায়নস্মৃতৌ।—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো অপূর্ণাশীতিবৎসরঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ ৩১॥

নারদীয়ে।—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যশীতির্ন্নৈব পূর্য্যতে। যো ভুঙ্‌ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ॥
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে। এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্র একাদশ্যামুপোষণং।
কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।— বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা কুর্য্যাদেকাদশীব্রতম্॥

সৌরপুরাণে।— বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেৎ॥

অতএবোক্তং স্কান্দে শ্রীশিবেন।—

ন শৈবো ন চ সৌরো বা নাশ্রমী তীর্থসেবকঃ।
যো ভুঙ্‌ক্তে বাসরে বিষ্ণোঃ শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥ ৩২॥
বিপ্রিয়ং তেন মে গৌরি কৃতং দুষ্টেন পাপিনা।
মদ্ভক্তিবলমাশ্রিত্য যো বৈ ভুঙ্‌ক্তে হরের্দিনে॥ ৩৩॥

যোষিতামিত্যনেন তথাগে চ কুর্য্যান্নরো বা নারী বা ইত্যনেন চতুর্ব্বর্ণানামন্ত্যজানাং যোষিতাঞ্চাধিকারো দর্শিতঃ। তত্র চ বিশেষতঃ বিধবা যা ভবেন্নারীত্যাদিনা বিধবায়াঃ, তথা সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চেত্যাদিনা সধবায়া অপি তত্রাধিকারো লিখিতঃ। যচ্চোক্তং মনুনা।—নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণমিতি, বিষ্ণুনাপি।—পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ। আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতীতি, তচ্চ ভর্ত্রাদ্যননুমতোপবাসকর্ত্তৃ-স্ত্রীবিষয়ং জ্ঞেয়ং। অতএবোক্তং শঙ্খলিখিতাভ্যাং।—কামং ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া ব্রতোপবাসাদীনারভেদিতি। অথবা বৈষ্ণবেতরস্ত্রীবিষয়ং তদিতি মন্তব্যং। সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেদিত্যাদিবচনাৎ শ্রীরুক্মাঙ্গদাদিব্যবহারশ্রবণাচ্চেতি দিক্॥ ৩০॥ তত্র চ বয়োমর্য্যাদাং লিখতি অষ্টেতি ত্রিভিঃ। অপূর্ণেত্যত্রাকারালোপাঽবিবক্ষিতত্বাৎ। এবমগ্রেঽপি॥ ৩১॥ অষ্টেত্যাদি নারদীয়সার্দ্ধপদ্যং শ্রীরুক্মাঙ্গদপটহোদ্‌ঘোষণং॥ ৩২॥ অধুনা শৈবসৌরা-

---

কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শিব-পার্ব্বতী-সংবাদে লিখিত আছে, হে বরবর্ণিনি! নিখিল বর্ণ, নিখিল আশ্রম ও স্ত্রীজাতির পক্ষে একাদশীতে উপবাসী থাকা কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। ৩০। কাত্যায়নস্মৃতিতে লিখিত আছে, আট বৎসর বয়ঃক্রমের পর অপূর্ণ অশীতিবর্ষ যাবৎ শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয় পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাস করা মানবের বিধেয়। ৩১। নারদপুরাণে লিখিত আছে, "মদীয় অধিকারমধ্যে যাহার যাহার বয়ঃক্রম আট বর্ষের অধিক হইয়াছে ও অশীতিবর্ষ পূর্ণ হয় নাই, তাহারা হরিবাসরে আহার করিলে আমি সেই সমস্ত পাতকীকে সংহার করিব এবং কালক্রমে তাহাকে আমার দেশ হইতে দূর করিয়া দিব।" রুক্মাঙ্গদ রাজা এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং হে দ্বিজ! উভয়-পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাসী থাকা নর নারী সকলেরই কর্ত্তব্য। ৩২। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, সকলের

অথাশক্তৌ প্রতিনিধিঃ।

বায়ুপুরাণে।—

উপবাসে ত্বশক্তস্য আহিতাগ্নেরথাপি বা। পুত্রান্ বা কারয়েদন্যান্ ব্রাহ্মণান্ বাপি কারয়েৎ॥৩৪॥
অথবা বিপ্রমুখ্যেভ্যো দানং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ। উপবাসন্তু কুর্ব্বাণঃ পুণ্যং শতগুণং লভেৎ।
যমুদ্দিশ্য কৃতং সোঽপি সম্পূর্ণং ফলমশ্নুতে। নারী স্বপতিমুদ্দিশ্য একাদশ্যামুপোষিতা।
পুণ্যং শতগুণং প্রাহুর্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ। উপবাসফলং তস্যাঃ পতিঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥

বারাহে।—

অসামর্থ্যে শরীরস্য ব্রতে বা সমুপস্থিতে। কারয়েদ্ধর্ম্মপত্নীঞ্চ পুত্রং বা বিনয়ান্বিতম্।
ভগিনীং ভ্রাতরং বাপি ব্রতমস্য ন লুপ্যতে॥

কাত্যায়নস্মৃতৌ।—

পিতৃমাতৃ-পতিভ্রাতৃ গুর্ব্বর্থে তু বিশেষতঃ। উপবাসং প্রকুর্ব্বাণঃ পুণ্যং শতগুণং লভেৎ॥
দক্ষিণাত্র ন দাতব্যা শুশ্রূষা বিহিতা চ যা॥ গৃহস্থঃ ক্ষত্রিয়ার্থে য একাদশ্যামুপোষিতঃ।
পুরোধাঃ স প্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥ পিতামহাদীনুদ্দিশ্য একাদশ্যামুপোষণম্।
কৃতং যৈস্তু ফলং বিপ্রাঃ সমগ্রং তে সমাযযুঃ। কর্ত্তা দশগুণং পুণ্যং প্রাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ।
যমুদ্দিশ্য কৃতং সোঽপি সম্পূর্ণং ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৫॥

দীনামপ্যধিকারং লিখতি বৈষ্ণবো বেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। বৈষ্ণব ইত্যস্য দৃষ্টান্তার্থমুপাদানম্॥৩৩॥
আহিতাগ্নেঃ যজ্ঞাদৌ দীক্ষিতস্য॥ ৩৪॥ উপবাসং পিত্রাদ্যর্থং কুর্ব্বন্নপি স্বার্থোপবাসাৎ শতগুণং

পক্ষেই একাদশীব্রত করা কর্ত্তব্য। সৌরপুরাণে লিখিত আছে,—কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি সৌর, সকলেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। স্কন্দপুরাণে শ্রীশিবের উক্তি আছে, হরিবাসরে আহার করিলে তাহাকে শৈব বা সৌর অথবা আশ্রমী কিংবা তীর্থসেবী বলিয়া পরিগণিত করা যায় না; সে শ্বপচ অপেক্ষাও সমধিক পাপী। হে শঙ্করি! মদ্ভক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক হরিবাসরে আহার করিলে সেই দুষ্ট পাতকীকে মদীয় অপ্রিয়কারী বলিয়া জানিবে। ৩৩।

অতঃপর একাদশী-ব্রত-করণে অক্ষম হইলে তৎপ্রতিনিধির বিষয় কথিত হইতেছে।—বায়ু-পুরাণে লিখিত আছে যে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যজ্ঞ প্রভৃতিতে দীক্ষিত হইয়া যদি উপবাসে অক্ষম হন, তাহা হইলে পুত্রগণকে অথবা অপর বিপ্রকে প্রতিনিধি-স্বরূপে উপবাস করাইবেন অথবা সামর্থ্য অনুসারে বেদবিদ্ বিপ্রকে দান করিবেন। নিজের জন্য উপবাস করিলে যে ফল হয়, পিতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে উপবাস করিলে তদপেক্ষা শতগুণ পুণ্য সঞ্চার হইয়া থাকে। আর যাঁহার উদ্দেশে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তিনিও ব্রতের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন। পতির উদ্দেশে একাদশীতে উপবাস করিলে সেই নারী শতগুণ-পুণ্যভাগিনী হইয়া থাকেন, পারদর্শী ঋষিগণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; তৎপতিও উপবাসের ফলভাগী হন সন্দেহ নাই। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, ব্রত-সমুপস্থিতিকালে যদি দেহের অক্ষমতা হয়, তাহা হইলে সহধর্ম্মিণী, বিনয়বান্ পুত্র, ভগ্নী অথবা ভ্রাতার দ্বারা ব্রত সম্পাদন করাইবে, তাহাতে ব্রতলোপ হইবে না। কাত্যায়ন-

মার্কণ্ডেয়পুরাণে।—

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ। পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ॥

বৌধায়নস্মৃতৌ।—

উপবাসে ত্বশক্তানামশীতেরূর্দ্ধজীবিনাম্। একভক্তাদিকং কার্য্যমাহ বৌধায়নো মুনিঃ॥৩৬॥

কিঞ্চ।—ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকশরীরিণাম্।

ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদিপরিকল্পনম্॥ ৩৭॥

পুণ্যং প্রাপ্নোতি॥ ৩৫॥ পত্ন্যাদ্যভাবে চোপবাসাশক্তৈঃ কিং কার্য্যং তল্লিখতি একভক্তেনে-ত্যাদিনা কদাচনেত্যন্তেন। বালো বৃদ্ধশ্চাতুরশ্চ ক্ষিপেৎ দিনং নয়েৎ। ন নির্দ্বাদশিকঃ একাদশীব্রতরহিতো ন ভবেৎ। দ্বাদশীতি একাদশ্যাং দ্বাদশ্যামপ্যুপবাসসাম্যাৎ দ্বাদশীশব্দেনৈকাদশী লক্ষ্যতে। অতএব দ্বাদশী দশমীবিদ্ধেত্যাদিবাচো যুক্তাঃ। এবমেকাদশীশব্দেনাপি কুত্রাপি দ্বাদশী জ্ঞেয়া॥ ৩৬॥ ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানামিতি ষষ্টিরেবোত্তমং বয়ঃ ইত্যুক্ত্যা তাবদুত্তমবয়সস্ত্রিংশ-দ্বর্ষৈরধিকানাং নবতিবর্ষবয়সামিত্যর্থঃ। যদ্বা বনং পঞ্চাশতো ব্রজেদিতি বচনতো গৃহস্থস্য গৃহে পঞ্চাদ্বর্ষাণি স্থিতির্ব্বিহিতা। ততোঽপি তত্র ত্রিংশদ্বর্ষাণ্যধিকানি যেষামিতি অশীতিবর্ষ-

---

স্মৃতিতে লিখিত আছে, বিশেষতঃ পিতা, মাতা, স্বামী, ভ্রাতা ও গুরুর জন্য উপবাস করিলে শত-গুণ-পুণ্যভাগী হওয়া যায়। পুত্রাদি পিতা মাতা প্রভৃতির শুশ্রূষা করিবে, এই হেতু উপবাসার্থ পুত্রদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে না। কোন গৃহী পুরোহিত, ক্ষত্রিয়ের জন্য একাদশীতে উপ-বাসী থাকিলে প্রিয়গণ সহ অর্দ্ধফলভাগী হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। হে দ্বিজগণ! পিতামহাদির উদ্দেশে একাদশীর উপবাস করিলে সমগ্র ফলভাগী হইতে পারে। যাঁহার উদ্দেশে একাদশী-ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তিনি সম্পূর্ণ ফলভাগী হন এবং উপবাসীও নিঃসন্দেহ তদপেক্ষা দশগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৪—৩৫। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে, ভার্য্যাদি প্রতিনিধির অভাবে বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি নিশাতে একবারমাত্র আহার কিংবা দুগ্ধ ও ফল মূল সেবন পূর্ব্বক দিনাতিপাত করিবে। বিনা ব্রতে দ্বাদশী অতিবাহন করা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ একাদশীবর্জ্জিত হইবে না। বৌধায়ন-স্মৃতিতে কথিত আছে, যাহার বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষের অধিক হইয়াছে, বারৈকমাত্র ভোজনরূপ ব্রতানুষ্ঠানই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য, বৌধায়ন ঋষি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩৬। আরও লিখিত আছে, যাহারা ব্যধিগ্রস্ত, যাহাদিগের দেহ পিত্তপ্রবণ এবং যাহাদিগের বয়ঃক্রম ত্রিংশদ্বর্ষের অধিক, তাঁহারা রাত্র্যাদি-ভোজনের কল্পনা করিবেন।৩৭। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, বালক বৃদ্ধ ও আতুরের পক্ষে একবারমাত্র নক্ত ভোজনই নিরূপিত। উপবাসরূপ ব্রতে দ্বাদশী লঙ্ঘন করিতে নাই। ভবিষ্য-পুরাণে দ্বাদশীকল্পে লিখিত আছে, ব্যাধি দ্বারা অক্ষমতাদি অবস্থা ঘটিলে একাদশীদিনে প্রভু হরির পূজা করত উপবাস বা নক্তব্রত অথবা অযাচিত ব্রত দ্বারা কিংবা বারৈকমাত্র ভোজন দ্বারা দিনপাত করিবে, দ্বাদশী অতিক্রম করিতে নাই। অতএব হে বৎস! দ্বাদশী-দিবসে এই প্রকার নিয়মের একটীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেও কদাচ ক্লেশভাগী হইতে হয় না।

কূর্ম্মপুরাণে।—

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ। নাতিক্রমেদ্দ্বাদশীঞ্চ উপবাসব্রতেন চ॥

ভবিষ্যপুরাণে দ্বাদশীকল্পে।—

একাদশ্যাং প্রভুং বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য কদাচন। উপোষিতেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ॥ ৩৮॥

একভক্তেন বা তাত ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ। তদেকনিয়মী নিত্যং ন সীদতি কদাচন॥

অথ বিশেষতো নক্তাদিকং।

বায়ব্যে।— নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনংবা, ফলন্তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বু চাজ্যম্।
যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাপি বায়ুঃ, প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ॥

ভবিষ্যে।— উপবাসাৎ পরং ভৈক্ষ্যং ভৈক্ষ্যাৎ পরমযাচিতম্।
অযাচিতাৎ পরং নক্তং তস্মান্নক্তেন বর্ত্তয়েৎ॥ ৩৯॥

কিঞ্চ।—সর্ব্বভূতভয়ং ব্যাধিঃ প্রমাদো গুরুশাসনম্। অব্রতঘ্নানি পঠ্যন্তে সকৃদেতানি শাস্ত্রতঃ॥

মহাভারতে উদ্যমপর্ব্বণি।—

অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ। হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্ব্বচনমৌষধম্॥৪০॥

তত্রাপবাদঃ।

কাশ্যপপঞ্চরাত্রে।—

মদুত্থানে মৎশয়নে মৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তনে। অত্র যো দীক্ষিতঃ কশ্চিৎ বৈষ্ণবো ভক্তিতৎপরঃ।

অন্নং বা যদি ভুঞ্জীত ফলমূলমথাপি বা। অপরাধমহং তস্য ন ক্ষমামি কদাচন।

ক্ষিপামি নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্॥ ৪১॥

বয়সামিত্যর্থঃ। তচ্চ অশীতির্হি পূর্য্যতে ইত্যাদিনা উক্তমেব। পাঠান্তরেঽপি পূর্ব্ববদেবার্থঃ॥ ৩৭॥ উপবাসেন ব্রতেন। যদ্বা উপবাসে যদ্ব্রতং কথঞ্চিন্নিয়মস্তেন। কদাচন অসামর্থ্যাদ্যবস্থায়াং॥ ৩৮॥ তস্যাং দ্বাদশ্যামেবৈকস্যাঃ নিয়মবান্॥ ৩৯॥ সর্ব্বভূতেভ্যো ব্যাঘ্রাদিদুষ্টজন্তুভ্যো ভয়ং॥৪॥

নক্তাদিকেষপবাদং লিখতি মদুত্থানে ইত্যাদিনা। অন্নাদিভোজনরূপমপরাধম্। যদ্বা পূর্ব্বকৃত-

---

অতঃপর বিশেষরূপে নক্তাদি-ব্রত বিবৃত হইতেছে।—বায়ু-পুরাণে লিখিত আছে, রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন, অন্ন ব্যতীত অন্য দ্রব্য, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য বা বায়ু এই সমস্ত বস্তু উত্তরোত্তর প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত। ভবিষ্য-পুরাণে লিখিত আছে, উপবাস হইতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন, ভিক্ষান্ন হইতে অযাচিত দ্রব্য এবং অযাচিত হইতে নক্তব্রত শ্রেষ্ঠ; অতএব অক্ষমতাস্থলে সতত নক্তব্রত দ্বারাই জীবন যাপন করিবে। ৩৮—৩৯। আরও লিখিত আছে, সর্ব্বভূতভয় (ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ হইতে ভয়), ব্যাধি, ভ্রান্তি ও গুরু-আদেশ এই সকল একবারমাত্র হইলে শাস্ত্রানুসারে ব্রত-লোপ হয় না। মহাভারতে উদযোগপর্ব্বে প্রকাশিত আছে, জল, ফল, মূল, ক্ষীর, ঘৃত, ব্রাহ্মণ কামনা, গুরুর বচন ও ঔষধ এই আটটী ব্রত-নাশক নহে। ৪০।

এই বিষয়ের অপবাদ (বিশেষ বিধি) কথিত হইতেছে।—কাশ্যপপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, দীক্ষিত ও ভক্তিনিষ্ঠ যে বৈষ্ণব ইহধামে মদীয় উত্থান-দিবসে, শয়নাহে ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে অন্ন

অন্যত্র চ।—

মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে। ফলমূলজলাহারী হৃদি শল্যং মমার্পয়েৎ ॥ ৪২ ॥
ইত্থং সুসিদ্ধে নিত্যত্বেঽপ্যগ্নিহোত্রাদিবৎ ফলং। চিত্রং স্যাদিতি মাহাত্ম্যমেকাদশ্যা বিলিখ্যতে ॥৪৩॥

অথৈকাদশীমাহাত্ম্যম্।

তত্ত্বসাগরে।—

মাতেব সর্ব্ববালানামৌষধং রোগিণামিব। রক্ষার্থং সর্ব্বলোকানাং নির্ম্মিতৈকাদশী তিথিঃ ॥
নানাদুঃখসমাকীর্ণে সংসারে নরজন্মনি। একাদশ্যুপবাসী যঃ স ধন্যঃ স চ বুদ্ধিমান্ ॥
একাদশীং পরিত্যজ্য যোঽন্যব্রতমুপাসতে। স করস্থং মহারত্নং ত্যক্ত্বা লোষ্ট্রং হি যাচতে।
একামেকাদশীঞ্চাপি সমুপোষ্য জনার্দ্দনম্। তোয়েনাপি সমভ্যর্চ্চ্য সংসারান্মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥
প্রসঙ্গাদথবা দম্ভাল্লোভাদ্বা ত্রিদশাধিপ। একাদশ্যাং মনঃ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥
শমায়াস্য মহারোগাদ্দুঃখিনাং সর্ব্বদেহিনাম্। একাদশ্যুপবাসোঽয়ং নির্ম্মিতং পরমৌষধম্ ॥৪৪॥

মাধুনিকমেতচ্চ সর্ব্বমিতি ॥ ॥ এবং বৈষ্ণবৈর্ব্বর্জ্জনীয়মিতি লিখিতং, অধুনা চ সামান্যতঃ সর্ব্বৈরেব প্রযত্নতোঽবশ্যং বর্জ্জ্যমিতি লিখতি মৎশয়ন ইতি। ফলং মূলং জলং বাপি আহারং যঃ করোতীত্যর্থঃ। মম হৃদি শল্যমর্পয়েদিতি মহাপরাধী স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ এবং পক্ষদ্বয়াদাবুপবাসস্য নিত্যত্বং সাধয়িত্বা তথাধিকারনির্ণয়েনাপি সর্ব্বেষামেব কার্য্যত্বেন তদেব দ্রঢ়য়িত্বা তথা অশক্তাদীনামপ্যেকভক্তাদিনা ব্রতপালনতশ্চ তদেব নিতরাং দৃঢ়ীকৃতং। এবং ফলানপেক্ষকরূপং নিত্যত্বং দর্শয়িত্বাঽধুনা মহাফলান্যপি দর্শয়ন্ লিখতি ইত্থমিতি। নন্থু ফলেন নিত্যত্বং বিরুধ্যতে তত্রাহ অগ্নিহোত্রাদিবদিতি। আদিশব্দেন দর্শপৌর্ণমাসাদি। তত্র যথা নিত্যত্বং ফলঞ্চ সংযোগপৃথক্ত্বেন শ্রূয়তে তদ্বদত্রাপীত্যর্থঃ। তত্র চ যুক্তির্মীমাংসাদিপ্রসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিভিঃ স্পষ্টং দর্শিতাস্তীতি। কিমত্র তদ্বিস্তরেণেতি। চিত্রম্ ঐহিকামুষ্মিকভেদেন বহুবিধং, অদ্ভুতমিতি বা ॥৪৩॥ অস্য মহারোগস্য শমায় উপশান্তয়ে পরমৌষধম্ ॥ ৪৪॥ জন্তুরিতি সর্ব্বেষা-

বা ফল-মূল সেবন করে, আমি কদাচ তদীয় অপরাধ মার্জ্জনা করি না, আপ্রলয় তাহাকে ভীষণ নিরয়ে নিপাতিত করিয়া রাখি। ৪১। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, মদীয় শয়ন, উত্থান ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে ফল মূল বা জল সেবন করিলে তৎকর্ত্তৃক আমার হৃদয়ে শল্য প্রোথিত করা হয়। ৪২। এই প্রকারে একাদশীর নিত্যত্ব সাধিত হইলেও অগ্নিহোত্রাদিবৎ ইহার অদ্ভুত ফল হইয়া থাকে, সুতরাং একাদশীর মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। ৪৩।

অতঃপর একাদশী-মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।—শিশুগণের রক্ষণার্থ জননীর ন্যায় এবং রোগীর পরিত্রাণার্থ ঔষধবৎ সর্ব্বজনরক্ষণার্থ একাদশী তিথির সৃজন হইয়াছে। অশেষ-দুঃখ-সঙ্কুল সংসারে মানবজন্ম ধারণ পূর্ব্বক একাদশী-উপবাসে নিরত থাকিলে তাহাকেই ধন্য ও বুদ্ধিমান্ বলা যায়। একাদশী বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রতান্তরের উপাসক হইলে করগত মণি ত্যাগ করত লোষ্ট্র প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। কেবলমাত্র একাদশ্যুপবাস করিয়া জল দ্বারাও হরির পূজা করিলে সংসার হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে সুররাজ! প্রসঙ্গতঃ,

সংসারসর্পদষ্টানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্। একাদশ্যুপবাসেন সদ্যএব সুখং ভবেৎ॥

নারদীয়ে বশিষ্ঠোক্তৌ।—

একাদশীসমুত্থেন বহ্নিনা পাতকেন্ধনং। ভস্মতাং যাতি রাজেন্দ্র অপি জন্মশতোদ্ভবম্॥
নেদৃশং পাবনং কিঞ্চিন্নরাণাং ভূপ বিদ্যতে। যাদৃশং পদ্মনাভস্য দিনং পাতকহানিদম্॥
তাবৎ পাপানি দেহেঽস্মিন্ তিষ্ঠন্তি মনুজাধিপ। যাবন্নোপবসেজ্জন্তুঃ পদ্মনাভদিনং শুভং॥ ৪৫॥
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥
একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎ কৃতং ভবতি প্রভো। একাদশ্যুপবাসেন তৎ সর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ।
একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিদ্যতে। স্বর্গমোক্ষপ্রদা হ্যেষা রাজ্যপুত্রপ্রদায়িনী।
সুকলত্রপ্রদা হ্যেষা শরীরারোগ্যদায়িনী। ন গঙ্গা ন গয়া ভূপ ন কাশী ন চ পুষ্করম্।
ন চাপি কৌরবং ক্ষেত্রং ন রেবা ন চ বেদিকা। যমুনা চন্দ্রভাগা চ তুল্যা ভূপ হরের্দ্দিনাৎ॥৪৬॥
ব্যাজেনাপি কৃতা রাজন্ ন দর্শয়তি পাতকম্। অনায়াসেন রাজেন্দ্র প্রাপ্যতে বৈষ্ণবং পদম্॥৪৭
চিন্তামণিসমা হ্যেষা অথবাপি নিধিঃ স্মৃতা। কল্পপাদপপ্রেক্ষা বা সর্ব্ববেদোপমাথবা॥ ৪৮॥

তত্রৈবান্যত্র।—

সম্প্রাপ্য বাসরং বিষ্ণোর্যো নরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। উপবাসপরো ভূত্বা পূজয়েন্মধুসূদনম্।
দহন্তি পূর্ব্বপাপানি কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। একাদশীং প্রপন্না যে নরা নরবরোত্তম।
তেঽদ্বন্দ্ববাহবো ভূত্বা নাগারিকৃতকেতনাঃ॥ ৪৯॥

মপ্যধিকারঃ সূচিতঃ॥ ৪৫॥ হরের্দ্দিনাৎ দিনেন তুল্যা ন ভবতি॥ ৪৬॥ ন দর্শয়তি নাশয়তীত্যর্থঃ ৪৭॥ বেদেষপি যে যে বেদা উপনিষদাদয়স্তৎসমেত্যর্থঃ। ক্বচিৎ সর্ব্ববেদেতি পাঠঃ॥৪৮॥

দম্ভ বশতঃ অথবা লোভ নিবন্ধনও একাদশীর প্রতি চিত্তনিবেশ করিলে নিখিল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। মোহারোগগ্রিষ্ট শরীরিগণের মহারোগ প্রশমনার্থ পরমৌষধ-স্বরূপ একাদশ্যুপবাসের সৃষ্টি হইয়াছে। ৪৪। যে সকল পাপী সংসাররূপ মহাসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট, একাদশ্যুপবাস দ্বারা সদ্যই তাহাদিগের আনন্দোপলব্ধি হয়। নারদ-পুরাণে বশিষ্ঠোক্তি আছে যে, হে রাজসত্তম! একাদশীভব বহ্নি দ্বারা শত-জন্মোত্থ পাতকরূপ কাষ্ঠ দগ্ধীভূত হইয়া থাকে। হে রাজন্! মানবের পক্ষে পাপনাশন হরিবাসরের তুল্য পবিত্র অন্য কিছুই লক্ষিত হয় না। হে ভূমিপ! যাবৎ কমলনাভ হরির পবিত্র বাসরে (একাদশীতে) উপবাসী থাকা না যায়, ততদিনই শরীরে পাপের অধিষ্ঠান থাকে। ৪৫। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও শত শত বাজপেয়াদি যজ্ঞও একাদশ্যুপবাসের ষোড়শাংশের একাংশের সমান নহে। হে ভগবন্! একাদশ্যুপবাস দ্বারা একাদশ ইন্দ্রিয়কৃত পাতকপুঞ্জও ক্ষয় হইয়া থাকে। একাদশী সদৃশ পাপোদ্ধারক অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না; একাদশী স্বর্গ, মোক্ষ, রাজ্য ও পুত্রপ্রদ। হে নৃপতে! একাদশী সুভার্য্যাপ্রদায়িনী এবং দেহের আরোগ্য-জননী। গঙ্গা, গয়া, বারাণসী, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, রেবা, বেদিকা, যমুনা ও চন্দ্রভাগা ইত্যাদি কেহই একাদশীর সদৃশ নহে। ৪৬। হে রাজসত্তম! ছল পূর্ব্বক একাদশী ব্রত অনুষ্ঠিত হইলেও পাতক ধ্বংস হয় এবং অবহেলে

স্রগ্বিণঃ পীতবস্ত্রা হি প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্। এষঃ প্রভাবো হি ময়া দ্বাদশ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পাপেন্ধনস্য ঘোরস্য পাবকাখ্যো মহীপতে ॥

কিঞ্চ।—

যদ্যোগৈর্ম্মৎপদং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে বা ন বা দ্বিজ। অনায়াসেন তৎ প্রাপ্যং পদং হরিদিনানুগৈঃ।
অন্নাভাবে যদা বিপ্র একাদশ্যামুপোষিতঃ। উপবাসফলং তেন সমগ্রং সমবাপ্যতে ॥ ৫০ ॥
রাজবন্ধাদ্যদা বিপ্র একাদশ্যামুপোষিতঃ। উপবাসফলং তস্য সম্যগ্‌ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

যথা দাবাগ্নিরুদিতঃ শুষ্কমার্দ্রঞ্চ গহ্বরে। দহত্যেব সমস্তানি কলুষাণি হরের্দ্দিনম্ ॥ ৫২ ॥
পাপেন্ধনস্য ঘোরস্য শুষ্কস্যার্দ্রস্য ভার্গব। নান্যদ্বিনাশায় মতং বিনৈকাদশ্যুপোষণম্ ॥

কিঞ্চ।—সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তমিদং সংসারোত্তারকারকম্। একাদশীব্রতং বিপ্র কুর্ব্বন্ মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥
নরো দিনৈর্যদ্দশভিশ্চতুর্ভিশ্চ করোত্যঘম্। উপোষ্য পঞ্চদশমং দিনং বিষ্ণোর্হি মুচ্যতে॥৫৩॥
ইতি সর্ব্বপুরাণেষু মুনীনাং নিশ্চিতং মতম্। উপোষ্যৈকাদশীং পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
কলাবুচ্ছিন্নমার্গাণাং নৃশংস্যপাতিতাত্মনাম্। একাদশীং বিনা বিপ্র ন সংসারাদ্বিমোক্ষণম্।

অব্দন্দ্বাহবঃ চতুর্ভুজাঃ ॥ ৪৯ ॥ বিপ্র হে ব্রাহ্মণ! অবিবক্ষিতত্বাদসন্ধিঃ ॥ ৫০ ॥ তস্যাপি ভবতি। সম্যক্ সম্পূর্ণং ॥ ৫১ ॥ শুষ্কং পাপং চিরকালকৃতং। আর্দ্রঞ্চ সম্প্রতিকৃতং।

বৈকুণ্ঠধামে গতি হইয়া থাকে। ৪৭। এই একাদশী চিন্তামণি সদৃশ, নিধির সমান, কল্পবৃক্ষস্বরূপ এবং বেদ-সমূহের উপমাস্থল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ৪৮। উক্ত পুরাণের অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত যাবতীয় পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়, সুতরাং তপস্যানুষ্ঠানে বা যজ্ঞসাধনে তাঁহার কি আবশ্যক? হে নৃপসত্তম! একাদশীর শরণ লইলে চতুর্ভুজরূপে গরুড়োপরি আরূঢ় হইয়া মাল্য ও পীতবাস ধারণ পূর্ব্বক হরিনিকেতনে প্রস্থান করে। হে ভূমিপ! ভীষণ পাতকরূপ কাষ্ঠের অগ্নি-স্বরূপ দ্বাদশীর এই মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। আরও লিখিত আছে, হে বিপ্র! একাদশীনিষ্ঠ ব্যক্তিরা অক্লেশে যে পদ লাভ করেন, মদীয় সেই পদ যোগ অথবা সাংখ্য দ্বারাও লাভ করা যায় কি না সন্দেহ। হে বিপ্র! একাদশী দিনে অন্নাভাবে উপবাসী থাকিলেও সম্যক্ উপবাসফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৪৯-৫০। হে দ্বিজ, রাজগৃহে বন্দী হইয়া একাদশ্যুপবাস করিলে সমগ্র উপবাস-ফলভাগী হইতে পারে সন্দেহ নাই। ৫১। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে লিখিত আছে, যেরূপ দাবানল সমুদ্গত হইয়া গহ্বরস্থ শুষ্ক ও আর্দ্র কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ শ্রীহরিবাসর নিখিল পাতক বিনাশ করিয়া দেন। ৫২। হে ভার্গব! একমাত্র একাদশ্যুপবাস ব্যতীত ঘোর, শুষ্ক (চিরার্জ্জিত) ও আর্দ্র (অধুনাকৃত) পাতকরূপ কাষ্ঠের বিনাশার্থ অন্য কিছুই প্রশস্ত নাই। আরও লিখিত আছে, হে দ্বিজ! এই একাদশী নিখিল পাতকের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ও সংসারত্রাণকারক, ইহা মুক্তিদাত্রী। চতুর্দ্দশ তিথিতে যে সমস্ত পাতক সঞ্চিত হয়, হরির পঞ্চদশ দিবসে (একাদশীতে) উপবাসী হইলে সেই সকল পাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারে।৫৩ একাদশীতে উপবাসী থাকিলে সমস্ত পাতক হইতে

কিঞ্চ। এতৎ সারমিদং তত্ত্বমিদং সত্যমিদং ব্রতম্। প্রায়শ্চিত্তমিদং সম্যগেকাদশ্যামুপোষণম্॥
কিঞ্চ।—গোবিন্দস্মরণং নৃণামেকাদশ্যামুপোষণম্। প্রায়শ্চিত্তমিদং নূনং সংসারোত্তারকারকম্॥
তত্রৈবান্তে।—

স্নেহেন ভক্ত্যা বৈরেণ প্রসঙ্গেন যথা তথা। নিহন্তি সর্ব্বং কলুষমেকাদশ্যাং স্তুতো হরিঃ॥

কিঞ্চ।—এবং সমস্তসুখধর্ম্মগুণাশ্রয়ঞ্চ, একাদশীব্রতমিদং কলিকেতুরুক্তঃ।
শাস্ত্রেষু শৌনক জগৎপতিসুপ্রিয়ঞ্চ, শ্রদ্ধাপরঃ প্রকুরুতে লভতে স মুক্তিম্॥

তত্রৈব সর্ব্বান্তে।—
এতচ্ছৃণোতি কুরুতেঽনুমতিং দদাতি, শ্রদ্ধাঞ্চ কারয়তি যশ্চ তথা নরাণাম্।
একাদশীব্রতকৃতে কলুষৈর্ব্বিমুক্তঃ, প্রাপ্নোতি দিব্যভুবনং গরুড়ধ্বজস্য॥ ৫৪॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে।—
উপষ্যৈকাদশীমেকাং প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ। ন যাতি যাতনাং যামীমিতি নো যমতঃ শ্রুতম্॥
একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎ কৃতং বৈশ্য মানবৈঃ। একাদশ্যুপবাসেন তৎ সর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ॥
একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পুণ্যং লোকে ন বিদ্যতে।
ব্যাজেনাপি কৃতা যৈস্তে বশং যান্তি ন ভাস্করেঃ॥ ৫৫॥

মহাল্পপ্রায়শ্চিত্ততয়া তয়োর্ভেদঃ॥ ৫২॥ পঞ্চদশমং একাদশীলক্ষণং॥ ৫৩॥ কলিকেতুঃ কলিকালে সর্ব্বধর্ম্মাদিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। হেতুরিতি পাঠে সমস্তসুখাদিকারণং। শাস্ত্রেষূক্তঃ। শাস্ত্রান্বিত ইতি পাঠে শাস্ত্রবেত্তেত্যর্থঃ। শাস্ত্রবিৎ ফলমশ্নুত ইত্যুক্তেঃ॥৫৪॥ প্রসঙ্গেন কেষামপি সঙ্গত্যা। যদ্বা। রাত্রিবোধাদ্যনুষঙ্গেণাপি। ব্যাজেন শাঠ্যেনাপি। ভাস্করের্যমস্য॥৫৫॥

পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই, ইহা যাবতীয় পুরাণের সর্ব্ববাদি-সম্মত। হে বিপ্র কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি উচ্ছিন্ন-পথাবলম্বী ও নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন কলুষিতাত্মা হইয়াছে, একাদশী ভিন্ন সংসারে তাহাদিগের উদ্ধারের উপায় আর নাই। একমাত্র একাদশ্যুপবাসই সার, তত্ত্ব, সত্য, ব্রত ও উহাই সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। আরও লিখিত আছে, গোবিন্দ-স্মৃতি ও একাদশ্যুপবাস এই দুইটীই নিঃসন্দেহ মানবগণের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এবং ইহাই সংসারের ত্রাণকর। উক্ত পুরাণের ঐ প্রসঙ্গের শেষে লিখিত আছে, স্নেহ নিবন্ধন, ভক্তিবশতঃ, শত্রুতানিবন্ধন অথবা প্রসঙ্গতঃ যেরূপেই হউক্ না কেন, একাদশীর দিনে জনার্দ্দনের স্তুতিবাদ করিলে ভগবান্ সর্ব্বপাপ ক্ষয় করেন। আরও লিখিত আছে, হে শৌনক! যাহা সমস্ত সুখ ধর্ম্ম ও গুণের আশ্রয় স্বরূপ, নিখিল শাস্ত্রেই যাহা কালকেতু (কলিতে সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ) বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং যাহা জগৎপতির অতি প্রীতিকর, শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সেই একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিভাগী হওয়া যায়। ঐ স্থানের সর্ব্বশেষে লিখিত আছে, একাদশী-ব্রত-কথা শ্রবণ করিলে, তদ্‌ব্রতানুষ্ঠানে অনুমোদন করিলে এবং একাদশীব্রতাচরণার্থ মানবগণের (হৃদয়ে) শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিলে অখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করতঃ গরুড়ধ্বজের অত্যুত্তম পদ বৈকুণ্ঠধামে গতিলাভ করিতে পারে। ৫৪। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেববূতবিকুণ্ডল-

এবমন্যত্রাপি নেদৃশমিত্যাদীনি সপ্ত পদ্যানি পূর্ব্ববদত্র প্রবর্ত্তন্তে॥ ৫৬॥

কিঞ্চ।—বাল্যত্বে যৌবনে বাপি বৃদ্ধত্বে বা বিশাংবর।
উপোষ্যৈকাদশীং নূনং নৈব প্রাপ্নোতি দুর্গতিম্॥

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণসংবাদে।—

একাদশ্যাঞ্চ বিধিবদুপবাসপরায়ণাঃ। শুক্লে সিতেতরে পক্ষে তে নরাঃ স্বর্গভাগিনঃ॥ ৫৭॥
মাতৃবৎ সর্ব্ববালানামিতি পূর্ব্ববৎ॥

কিঞ্চ।—

একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিদ্যতে। তামুপোষ্য বিধানেন পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ॥৫৮॥
একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎ কৃতং ভবতি দ্বিজ। নরো নির্দ্ধূয় তত্তূর্ণং ব্রতী স্বর্গতিমান্ ভবেৎ॥
অথ অশ্বমেধেত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

কিঞ্চ।—একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সর্ব্বতীর্থতপাংসি চ। মহাদানানি দত্তানি ব্রতং বৈষ্ণবমেকতঃ॥
বৈষ্ণবব্রতজো ধর্ম্মো ধর্ম্মো যজ্ঞাদিসম্ভবঃ। একত্র তুলিতো ধাত্রা তৎপূর্ব্বো হ্যভবদ্গুরুঃ।
হরিবাসরভক্তানামচ্যুতাচ্যুতভাষিণাম্॥ ৫৯॥

পূর্ব্ববদিতি যথা নারদীয়ে তথাত্র মাঘমাহাত্ম্যেঽপি সন্তি॥৫৬॥ বিধিবদিতি অগ্রে লেখ্যেন পাপ-বর্জ্জনাদিবিধিনেত্যর্থঃ। স্বর্গশব্দেনাত্রোর্দ্ধলোকো লক্ষ্যতে। তেন চ শ্রীবৈকুণ্ঠপদং। যদ্বা বৈকুণ্ঠলোকগমনেঽপি ক্রমগত্যা স্বর্গসুখভোগাৎ স্বর্গেত্যুক্তমিতি দিক্॥ ৫৭॥ পূর্ব্ববদিতি যথা তত্ত্বসাগরে তথা বৈশাখমাহাত্ম্যেঽপি ইত্যর্থঃ। তত্র চ মাতেবেতি অত্র তু মাতৃবদিতি পদমেকমুদাহৃতম্॥ ৫৮॥ তয়োঃ পূর্ব্বঃ বৈষ্ণবব্রতজো ধর্ম্মঃ। অচ্যুতাচ্যুতেতি ভাষিণামিতি

সংবাদে লিখিত আছে, আমরা শমনপ্রমুখাৎ শ্রুত আছি যে, কাহারও সঙ্গ নিবন্ধন একটীমাত্র একাদশ্যুপবাস করিলেও আর যামী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হে বৈশ্য! একাদশীর উপবাস করিলে মানবগণের একাদশ-ইন্দ্রিয়কৃত পাতক বিধ্বস্ত হয়। লোকে একাদশী সদৃশ পুণ্য আর বিদ্যমান নাই। শঠতা সহকারেও এই ব্রতের আচরণ করিলে আর শমনরাজের বশীভূত হইতে হয় না। ৫৫। "নেদৃশম্" ইত্যাদি সপ্তপদ্য অন্যত্রও এইরূপ পূর্ব্ববৎ এস্থলে প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ নারদীয় পুরাণের ন্যায় পদ্মপুরাণের মাঘমাহাত্ম্যেও উক্ত বচন-সমূহ বিদ্যমান আছে। ৫৬। আরও লিখিত আছে, হে বৈশ্যসত্তম! কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি বৃদ্ধাবস্থায় যখনই হউক না কেন, একাদশী-উপবাস করিলে নিঃসন্দেহ দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। উক্ত পুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণসংবাদে লিখিত আছে, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীতে উপবাস করিলে স্বর্গগামী হইতে পারে। ৫৭। তত্ত্বসাগরগ্রন্থে যেরূপ "মাতৃবৎ সর্ব্ববালানাং" ইত্যাদি শ্লোক লিখিত আছে, পদ্মপুরাণের বৈশাখ-মাহাত্ম্যেও সেইরূপ সেই সেই বচন দৃষ্ট হয়। আরও লিখিত আছে, একাদশীসদৃশ পাপোদ্ধারক অপর ব্রত আর নাই, যথাবিধি একাদশীতে উপবাসী থাকিলে স্বর্গে গমন করিতে পারে। ৮। হে দ্বিজ! একাদশীব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তি একাদশ-ইন্দ্রিয়কৃত পাতক বিধ্বস্ত

নাহং শাস্তা বিশেষেণ তেভ্যো বিপ্র বিভেম্যহম্। যেষাং পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ একাদশ্যামুপোষিতঃ।
স মহাত্মা স্বপুরুষান্ শতমুদ্ধরতে বলাৎ॥ ৬০ ॥

উপোষণং ততঃ কুর্য্যাৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি। একাদশ্যাং স পুরুষো ভুক্তিমুক্ত্যেকভাজনম্॥
অথ তত্রৈব কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীযমধূম্রকেতুসংবাদে।—

একাদেশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং সমুপোষ্যেহ মানবাঃ। সর্ব্বপাপৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥
ধর্ম্মদা হ্যর্থদা চৈব কামদা মোক্ষদা কিল। সর্ব্বকামদুঘা নৃণাং দ্বাদশী বরবর্ণিনি॥
একাদশীব্রতং সৌম্য যদ্যেকং সম্যগর্জ্জিতম্। কিং দানৈঃ কিং তপস্তীর্থৈঃ সর্ব্বদং বিধিনা কৃতম্॥

অথ তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতীসংবাদে।—

একাদশীং পরিত্যজ্য যো হ্যন্যদ্ব্রতমাচরেৎ। স করস্থং মহারত্নং হিত্বা ভৈক্ষ্যন্তু যাচতে॥৬১॥

স্কান্দে।—

বিনাপি ঋক্ষসংযোগাদেকৈবৈকাদশী নৃণাম্। বিনিহন্তীহ চৈনাংসি কুনৃপো বিষয়ং যথা॥৬২॥

দৃষ্টান্তত্বেনোক্তম্॥ ৫৯ ॥ অহং যমেন॥ ৬০ ॥ দানাদিভিঃ কিং তেনৈব সর্ব্বসিদ্ধেঃ। কুতঃ?—বিধিনা যথাবিধি সর্ব্বদং কর্ম্ম কৃতং। যদ্বা। বিধিনা বিধাত্রা তৎ সর্ব্বদং কৃতং। অথবা বিধিনা কৃতং সর্ব্বদং ভবতি, কিং বিশেষোক্ত্যা, সর্ব্বেষামেব সর্ব্বকামং পরিপূরয়তীত্যাহ সর্ব্বেতি। তেন বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্ত্যাদিকমভিপ্রেতম্॥ ৬১ ॥ ঋক্ষাণি পুষ্যাদীনি তৎসংযোগা-

---

করিয়া সুরপুরে গমন করে। পূর্ব্ববৎ অশ্বমেধেত্যাদি বচনও লিখিত আছে। আরও লিখিত আছে, একদিকে নিখিল যজ্ঞ, নিখিল তীর্থ, অখিল তপস্যা ও মহাদানসমূহ এবং অপরদিকে বৈষ্ণবব্রত; অর্থাৎ একমাত্র বৈষ্ণবব্রত একাদশীই উক্ত সমস্তের সদৃশ। বিধাতা বৈষ্ণবব্রতজনিত ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদিসম্ভূত ধর্ম্ম এই উভয়কে একত্র (তুলাদণ্ডে) তুলনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অচ্যুত-অচ্যুতনামভাষী হরিবাসরভক্তগণের বৈষ্ণবব্রতজ ধর্ম্মই গুরুতর হইল। ৫৯। হে বিপ্র! যে সকল ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্রাদি একাদশীব্রতাচরণ করে, আমি শাসনকর্ত্তা হইয়াও তাহাদিগের সমীপে সর্ব্বথা ভীত থাকি। সেই একাদশীব্রতবান্ মহাত্মা স্ববলে স্বীয় শতপুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। ৬০। উভয় পক্ষীয় একাদশীতে উপবাসী থাকিবে, তাহা হইলে ভোগৈশ্বর্য্য ও মুক্তিভাগী হইতে পারে। উক্ত পুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে যমধূম্রকেতুসংবাদে লিখিত আছে,—মানবগণ একাদশীতে উপবাস করিলে নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভপূর্ব্বক হরির পরমপদে গমন করিতে পারে। হে বরবর্ণিনি! মানবগণের সম্বন্ধে দ্বাদশী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদায়িনী ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা সন্দেহ নাই। হে সৌম্য! একটীমাত্র একাদশী সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেই আর দান, তপোনুষ্ঠান বা তীর্থসেবনে কি প্রয়োজন? বিধাতা কর্ত্তৃক এই তিথি সর্ব্বফলপ্রদরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে,—একাদশী বর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রতান্তরের অনুষ্ঠান করিলে করগত মহারত্ন পরিহার পূর্ব্বক ভিক্ষান্ন প্রার্থনা করা হয়।৬১। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—পুষ্যাদি নক্ষত্রের যোগ ব্যতীতও একাদশী মানবগণের পক্ষে কু-রাজার

ন দানং ন তপঃ স্নানং ন চান্যৎ সুকৃতং কচিৎ।
মুক্তয়ে হ্যভবৎ সুভ্রূ মুক্ত্বৈকং হরিবাসরম্॥ ৬৩॥
সকৃচ্চোপোষণেনাস্যাং নশ্যন্তি পাপরাশয়ঃ। একতঃ পৃথিবীদানমেকতো হরিবাসরঃ।
ন সমং কবিভিঃ প্রোক্তং বাসরো হ্যধিকঃ স্মৃতঃ॥

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমস্য দূতানুশাসনে।—

অগম্যাগমনে পাপং মিত্রদোহে চ পাতকম্। ইত্যাদিপাতকং যচ্চ যত্নৈরন্যদুপার্জ্জিতম্।
পাষণ্ডালাপজনিতং পতিতানাঞ্চ সঙ্গমাৎ। তন্ময়া মার্জ্জিতং সর্ব্বমেকাদশ্যুপবাসিনাম্॥৬৪॥
প্রতিগ্রহোত্থং যৎ পাপং দশাভ্রংশোদ্ভবঞ্চ যৎ।
তন্ময়া মার্জ্জিতং দূতা একাদশ্যুপবাসিনাম্॥ ৬৫॥

অতএব তত্র।—

একাদশ্যুপবাসী যো নরো ভবতি ভূতলে। মুক্তং ময়া শতানন্দ তেষাং ত্রিপুরুষং কুলম্॥
একাদশ্যাম্ভুক্তানা যুক্তাঃ পাপশতৈরপি। ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা হিতা মে যদি সর্ব্বদা॥

কিঞ্চ।—

বরং চাণ্ডালজাতীয় একাদশ্যুপবাসকৃৎ। ন তু বিপ্রশ্চতুর্ব্বেদী যো ভুঙ্ক্তে হরিবাসরে॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

কল্পবৃক্ষসমা খ্যাতা দ্বাদশী বাঞ্ছিতার্থদা। সুগতের্দায়িনী পুংসাং স্মৃতা চ কৃতকীর্ত্তনা॥ ৬৬॥

দ্বিনাপি। তেষাং যোগমাহাত্ম্যবিশেষোঽগ্রে লেখ্যঃ॥ ৬২॥ সুভ্রূ হে পার্ব্বতি॥ ৬৩॥ আদিশব্দেন স্বর্ণস্তেয়াদি। অন্যৎ পরমপি অভক্ষ্যভক্ষণাদিকং॥ ৬৪॥ দশা অবস্থা ব্রহ্মচর্য্যাদি

বিষয়বিনাশের ন্যায় নিখিলপাতকহারিণী। ৬২। হে সুভ্রু! একাদশী বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দান, তপ, স্নান অথবা অপর কোনরূপ পুণ্যাচরণই মুক্তির কারণ হইতে পারে না।৬৩। বারৈকমাত্র একাদশীতে উপবাসী থাকিলে পাতকপুঞ্জ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। একদিকে নিখিলবসুমতীদান ও অপরদিকে একাদশী স্থাপন পূর্ব্বক তুলাদণ্ডে তুলনা করায় উভয় সমান না হওয়াতে সুধীগণ শ্রীহরিবাসরকে গুরু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত পুরাণের অমৃতসারোদ্ধারের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই যমদূতানুশাসনে ব্যক্ত আছে,—যাহারা একাদশীতে উপবাস করে, আমি তাহাদিগের অগম্যাগমনজনিত, মিত্রদ্রোহকৃত, পাষণ্ডগণ সহ সম্ভাষণজন্য ও পতিতজনসঙ্গজ পাপ এবং যত্নার্জ্জিত অন্যান্য কোন পাতকই গ্রহণ করি না, সমস্তই ক্ষমা করিয়া থাকি। ৬৪। হে দূতবৃন্দ! একাদশ্যুপবাসীর প্রতিগ্রহজন্য ও ব্রহ্মচর্য্যাদিভ্রংশজ পাপ মার্জ্জনা করিয়া থাকি। ৬৫। অতএব উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, হে শতানন্দ! ধরাধামে একাদশীতে উপবাসী থাকিলে আমি তদীয় তিনকুল পরিত্রাণ করিয়া থাকি। হে দূতবৃন্দ! যদি নিরন্তর মদীয় হিতসাধনে তোমাদিগের বাসনা থাকে, তাহা হইলে একাদশ্যুপবাসীরা শত শত পাপানুষ্ঠান করিলেও তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবে। আরও লিখিত আছে, চতুর্ব্বেদী দ্বিজাতি যদি একাদশীতে আহার করে, তাহা হইলে একাদশ্যুপবাসী চণ্ডালও

নাশ্বমেধসহস্রৈশ্চ তীর্থকোট্যবগাহনৈঃ। যৎ ফলং প্রাপ্যতে বৎস দ্বাদশীবাসরে কৃতে ॥৬৭॥
পূজামাপ্নোতি সর্ব্বত্র ন রোগেভ্যো ভয়ং ভবেৎ। নোপসর্গভয়ং তস্য দুষ্টজীবসমুদ্ভবম্।
ন দাহো ন ক্লমো নার্ত্তিঃ স্মরণং সর্ব্বদা হরেঃ। সন্ততের্ন বিয়োগশ্চ দ্বাদশীকারিণাং হরেঃ।
কথারুচির্ভবেন্নিত্যং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ। রণে রাজকুলে চৈব সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
ধর্ম্মোপরি মতির্নিত্যং কৃষ্ণে ভক্তিঃ সুনির্ম্মলা। পাতকৈর্নৈব লিপ্যেত দ্বাদশীভক্তিতো নরঃ।
ইত্থং গুহ্যং সমাখ্যাতং দৃষ্ট্বা শাস্ত্রসমুচ্চয়ং। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কলৌ কার্য্যং হরের্দ্দিনম্ ॥৬৮
ন ভবেন্মানসী পীড়া রোগাশ্চাত্যন্তদুঃখদাঃ। মাহাত্ম্যং পঠতঃ পুংসো দ্বাদশীসম্ভবং কলৌ ॥

ন তৎপুণ্যং কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে চ সতাং কলৌ।
মাহাত্ম্যং পঠতাং পুংসাং যৎ ফলং দ্বাদশীভবম্ ॥

ভবিষ্যে।—

একাদশী মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপবিনাশিনী। ভক্তেশ্চ দীপনী বিষ্ণোঃ পরমার্থগতিপ্রদা ॥
যামুপোষ্য নরো ভক্ত্যা ন সংসারে ভবিষ্যতি। একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে।

তন্তুংশেনোদ্ভবো যস্য তৎ ॥ ৬৫ ॥ বাঞ্ছিতং কর্ত্তুমিষ্টং ॥ ৬৬ ॥ দ্বাদশীবাসরে কৃতে সতি যৎ ফলং প্রাপ্যতে, অশ্বমেধাদিভিস্তন্ন প্রাপ্যতে ॥ ৬৭ ॥ উপসর্গা অরিষ্টানি তেভ্যো ভয়ং। সর্ব্বদা হরেঃ স্মরণং ভবতি। হরেঃ কথায়াং রুচিরিত্যন্বয়ঃ। ভক্তিঃ শ্রবণাদিরূপা প্রেমলক্ষণা বা। এবং দ্বাদশী-ভক্তিতঃ দ্বাদশ্যাঃ সেবয়া। যদ্বা দ্বাদশ্যাং প্রীতিমাত্রেণাপি পাতকৈঃ কথঞ্চিৎ ক্রিয়মাণৈরপি ন লিপ্যতে ॥৬৮॥ অস্তু তাবদ্দ্বাদশীব্রতাদিনিষ্পাদনং তন্মাহাত্ম্যপঠনাদপি সর্ব্বদুঃখশান্তিঃ

তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উক্ত অমৃতসারোদ্ধারের ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে,—অভীষ্টার্থপ্রদাত্রী বলিয়া দ্বাদশীকে কল্পতরু বলা যায়; সুতরাং তাঁহাকে স্মরণ বা কীর্ত্তন করিলে তিনি উত্তম-গতিদাত্রী হইয়া থাকেন। ৬৬। হে তাত! দ্বাদশীদিনে উপবাসী থাকিলে যে ফললাভ হয়, অশ্বমেধসহস্র বা কোটিতীর্থাবগাহন দ্বারাও তৎফলের সম্ভাবনা নাই। ৬৭। একাদশীব্রতবান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজনীয় হয়; রোগ, দুষ্টপ্রাণিজন্য উপসর্গ, দাহ, গ্লানি ও পীড়া প্রভৃতি হইতে তদীয় ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না, এবং সর্ব্বদা তদীয় চিত্তে হরিস্মৃতি বিদ্যমান থাকে। যাঁহারা দ্বাদশী ব্রত সাধন করেন, তাঁহাদিগকে পুত্রকন্যাবিরহে কাতর হইতে হয় না, নিত্য হরিকথায় তাঁহাদিগের অভিরুচি জন্মে, তাঁহাদিগের সকলপ্রকার ভয় অপগত হয়। তাঁহারা যুদ্ধে বা নৃপকুলে বিজয় লাভ করেন, ধর্ম্মে নিরন্তর তাঁহাদিগের বুদ্ধি ধাবিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমলা ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। দ্বাদশীর উপাসনা করিলে পাতকের সম্ভাবনা থাকে না। নিখিল শাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক এইরূপ গুহ্য আখ্যান বর্ণন করিলাম যে, কলিকালে মানব নিখিল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একমাত্র একাদশীব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ৬৮। কলিকালে দ্বাদশীমাহাত্ম্য অধ্যয়ন করিলে মানসিক ক্লেশ বা অতীব কষ্টপ্রদ রোগ বিদ্যমান থাকে না। যে সকল সাধু কলিকালে দ্বাদশীমাহাত্ম্য অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, কুরুক্ষেত্রে বা প্রয়াগধামেও তাদৃশ পুণ্য

ন স দুর্গতিমাপ্নোতি নরকাণি ন পশ্যতি। কৃত্বা পাপসহস্রাণি একাদশ্যামুপোষিতঃ।
দ্বাদশ্যামর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন স দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ। এষা তিথিঃ পরা পুণ্যা বিষ্ণোরীশস্য তুষ্টিদা।
তস্যামেব জগন্নাথো অমূর্ত্তো মূর্ত্তিমান্ স্থিতঃ। তেন সা সর্ব্বপাপঘ্নী সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী॥
যা সা বিষ্ণুময়ী শক্তিরনন্তা ব্যাপ্য যা স্থিতা। সা তেন তিথিরূপেণ দ্রষ্টব্যৈকাদশী সতী॥৬৭॥

সনৎকুমারপ্রোক্তে।—

কৃত্বা পাপসহস্রাণি ব্রহ্মহত্যাশতানি বৈ। একামেকাদশীং ভক্ত্যা সমুপোষ্য শুচির্ভবেৎ॥
একাদশীব্রতাদন্যদ্‌যদ্ব্রতং ক্রিয়তে নরৈঃ। তৎফলং তদ্বিজানীয়াদ্দুঃখোদ্ভূতমিবাঙ্কুরম্॥

সৌরধর্ম্মে।—একতশ্চাগ্নিহোত্রাদি দ্বাদশীমেকতঃ প্রভুঃ। তুলয়াতোলয়ত্তত্র দ্বাদশী চ বিশিষ্যতে॥

দেবীরহস্য-স্কন্দপুরাণয়োঃ।—

পাপং পঞ্চবিধং প্রোক্তং পাতকঞ্চাতিপাতকং। উপপাতকসংজ্ঞঞ্চ মহাপাতকমেব চ।
প্রকীর্ণকঞ্চ তৎ সর্ব্বমেকাদশ্যামুপোষণাৎ। বিলয়ং যাতি তোয়স্থং যথা চৈবামভাজনম্॥

দেবীরহস্যে।—গায়ত্রীহ যথা সর্ব্বপাপপঞ্জরভেদিনী। একাদশী তথা সর্ব্বপাপপঞ্জরভেদিনী॥

পরমপুণ্যপ্রাপ্তিশ্চেত্যাহ ন ভবেদিতি দ্বাভ্যাং। অমূর্ত্তোঽব্যক্তঃ, মূর্ত্তিমান্ স্থিতঃ ব্যক্তোঽভূৎ॥৬৭॥ তস্য অন্যব্রতস্য ফলং তৎ একাদশীব্রতমেব বিশেষেণ জানীয়াৎ। কথমিব?—দুঃখেন অন্যব্রতপ্রয়াসেনোদ্ভূতমঙ্কুরং পুণ্যবীজোদ্ভেদমিব জানীয়াৎ। যদ্বা তস্য ফলং তৎ বিজানীয়াৎ।

উপার্জ্জিত হয় না। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—একাদশী মহাপুণ্যস্বরূপিণী, নিখিল পাতকহারিণী, ভক্তিসন্দীপনী ও হরির পরমার্থগতিদাত্রী; ভক্তিমান্ হইয়া ইঁহার উপাসনা করিলে ভবপাশ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে আহার করিলে দুর্গতিগ্রস্ত হইতে হয় না এবং তাহার নরক-দর্শন নিবারিত হয়। সহস্র পাপ করিয়াও একাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক দ্বাদশীতে হরির অর্চ্চনা করিলে দুর্গতি বিদূরিত হয়। একাদশী অতীব পুণ্যস্বরূপিণী এবং সর্ব্বেশ্বর হরির পরমপ্রীতিকরী। অব্যক্ত জগৎপতি ঐ একাদশীতেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই হেতু একাদশী মানবকুলের নিখিল পাতক ও যাবতীয় দুঃখ বিদূরণ করেন। যে বৈষ্ণবী শক্তি অনন্তস্বরূপিণী এবং যিনি নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, তাঁহাকেই শুভা একাদশী তিথিরূপে দর্শন করা কর্ত্তব্য। ৬৭। সনৎকুমারের উক্তি আছে যে, সহস্র সহস্র পাপানুষ্ঠান ও শত শত বিপ্রহত্যা করিয়াও ভক্তিসহকারে একটীমাত্র একাদশী-ব্রত সাধন করিলে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। নরগণ একাদশীব্রত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রতান্তরের আচরণ করিলে তত্তদনুষ্ঠিত ব্রত হইতে দুঃখের অঙ্কুরই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সৌরধর্ম্মে প্রকাশিত আছে,—ভগবান্ একদিকে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ-সকল ও অপরদিকে দ্বাদশীব্রত স্থাপনপূর্ব্বক তুলনা করাতে দ্বাদশীই গুরুতর হইয়াছিল। দেবীরহস্যে ও স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—পাপ, অতিপাপ, উপপাপ, মহাপাপ ও প্রকীর্ণ পাপ এই পঞ্চবিধ পাপ নির্দ্দিষ্ট আছে। একাদশী-দিনে উপবাসী থাকিলে সলিল-মধ্যগত আমভাণ্ডবৎ ঐ সকল

বায়ব্যে স্কান্দে চ :—

অভোজ্যভোজনাজ্জাতমগম্যাগমনাচ্চ যৎ। অযাজ্যযাজনাদ্যচ্চ অভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণাৎ।
অস্পৃশ্যস্পর্শনাদ্যচ্চ পরেষাং নিন্দয়া চ যৎ। আত্মসম্ভাবনাদ্যচ্চ পারদার্য্যকৃতঞ্চ যৎ।
বিহিতাকরণাদ্যচ্চ পরবিত্তাপহারতঃ। কামান্ধেন কৃতং যচ্চ পাতকং চোপপাতকম্।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি একাদশ্যামুপোষণাৎ॥

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ।—

মনসাপি চিকীর্ষন্তি দ্বাদশীং যে নরোত্তমাঃ। তেঽপি ঘোরং ন পশ্যন্তি সংসারদুঃখসাগরম্॥

বিষ্ণুপুরাণে।—

ওঁকারঃ সর্ব্ববেদানাং যথা চাদ্যঃ প্রপূজিতঃ। তথা সর্ব্বব্রতানাঞ্চ দ্বাদশীব্রতমুত্তমম্॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীচন্দ্রশর্ম্মণ উক্তৌ।—

ত্বৎপাদাম্বুজভক্তানাং ন দুঃখং পাপিনামপি। কিং পুনঃ পাপহীনানাং দ্বাদশীসেবিনাং নৃণাম্॥

তত্রৈব শ্রীবলিং প্রতি প্রহ্লাদোক্তৌ।—

নোষ্ণত্বং দ্বিজরাজে হি শীতত্বং ন হুতাশনে। বৈষ্ণবানামপাপত্বমেকাদশ্যুপবাসিনাম্॥৭০॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে।—

একাদশী মহাপুণ্যা বিষ্ণোরীশস্য বল্লভা। তস্যামুপোষিতো যস্তু দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ধরিম্।
তস্য পাপানি নশ্যন্তি বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চ জায়তে॥

কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ। দুঃখস্যোদ্ভূতমঙ্কুরমিব। একাদশীব্রতত্যাগেনান্যব্রতকরণাদ্দুঃখমেবো-পার্জ্জিতমিতর্থঃ। পাতকং পাতিত্যকারকং। অতিপাতকং স্নুষাগমনাদি। উপপাতকং গোবধাদি।

পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দেবীরহস্যে লিখিত আছে,—ইহধামে গায়ত্রীবৎ একাদশীও নিখিল পাতক-পঞ্জর-ভেদিনী বলিয়া কীর্ত্তিত। বায়ুপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অগম্যাগমন, অযাজ্য-যাজন, অভোজ্য আহার, অস্পৃশ্য স্পর্শ, পরাপবাদ, স্বপ্রশংসা, পরদারগমন, কর্ত্তব্যকর্ম্মের অননুষ্ঠান ও পরস্ব হরণ এই সকল কর্ম্ম দ্বারা যে পাপ সঞ্চিত হয় এবং মদনোন্মত্ত হইয়া যে পাপ বা উপপাপ অর্জ্জিত হইয়া থাকে, একাদশ্যুপবাস দ্বারা তৎসমস্ত বিনাশ পায়। বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মোক্তি আছে যে, মনোদ্বারাও দ্বাদশীব্রত করিতে অভিলাষী হইলে সেই নরশ্রেষ্ঠগণকে আর দারুণ সংসাররূপ ক্লেশসাগর দর্শন করিতে হয় না। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—বেদাদিভূত প্রণব যেরূপ পূজ্য, তদ্রূপ দ্বাদশীব্রতই নিখিল ব্রতের প্রধান। দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রশর্ম্মার উক্তি আছে যে, হে প্রভো! ত্বদীয় পাদপদ্মের ভক্ত হইলে পাতকীরাও যখন দুঃখ প্রাপ্ত হয় না, তখন নিষ্পাপ দ্বাদশীব্রতবান্ মনুষ্যের কথা আর কি বর্ণন করিব? উক্ত গ্রন্থে বলির প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি আছে যে, যেরূপ শশাঙ্কে উষ্ণতা ও বহ্নিতে শীতলতা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ একাদশ্যুপবাসী বৈষ্ণবগণের দেহেও পাপ অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহে। ৭০। বৈষ্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে, মহাপুণ্যস্বরূপিণী, পরমেশ্বরের প্রিয়তমা একাদশীতে উপবাসী

বৃহন্নারদীয়ে একাদশীমহাত্ম্যারম্ভে।—মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা যাতি পরং পদম্॥

বায়ুপুরাণে।—

একাদশীব্রতং যস্তু ভক্তিমান্ কুরুতে নরঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স বিষ্ণোর্যাতি মন্দিরম্॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

একাদশ্যুপবাসং যঃ শ্রদ্ধয়া কুরুতে নরঃ। স সর্ব্বপাতকৈঃ সদ্যস্ত্বচেবাহির্ব্বিমুচ্যতে।
ন পশ্যত্যাময়ং নাপি নরকান্তরযাতনাম্। স নমস্যঃ প্রপূজ্যশ্চ বাসুদেবপ্রিয়ো হি সঃ॥

গারুড়ে।— একাদশীব্রতং ভক্ত্যা যঃ করোতি নরঃ সদা।
স বিষ্ণুলোকং ব্রজতি যাতি বিষ্ণোঃ স্বরূপতাম্॥

আগ্নেয়ে।—

একাদশ্যুপবাসং যঃ সদা তু কুরুতে নরঃ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্থিতঃ॥

শিবপুরাণে।—যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা একাদশ্যামুপোষণম্।
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং প্রাপ্য বিষ্ণোঃ স্বরূপতাম্॥ ৭১॥

ঈদৃঙ্মাহাত্ম্যরত্নানি শাস্ত্রাম্ভোধৌ স্ফুরন্ত্যপি। কঃ সংগ্রহীতুং শক্তঃ স্যাদত্র কৃষ্ণকৃপাং বিনা॥৭২॥

মহাপাতকং ব্রহ্মহত্যাদি। প্রকীর্ণং বহুবিধক্ষুদ্রপাপং বা॥ ৭০॥ অধুনা বিশেষতো ভগবদ্বল্লভত্বেন ভগবদ্ভক্তি-তল্লোকাদি-প্রাপ্তিমহাফলং বৈষ্ণবতন্ত্রাদিবচনৈরন্তে দর্শয়তি একাদশীত্যাদিনা স্বরূপতামিত্যন্তেন॥ ৭১॥ ইদানীং মাহাত্ম্যলিখনমুপসংহরন্ পরমোপাদেয়ানামপি তন্মাহাত্ম্যবচনানাং সর্ব্বেষাং লিখনাসম্ভবং ব্যঞ্জয়তি ঈদৃগিতি। স্ফুরন্তি প্রসিদ্ধ-

---

থাকিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণুপূজা করিলে নিখিল পাতক বিনষ্ট হয় এবং হরিতে ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। বৃহন্নারদীয়পুরাণে একাদশী-মাহাত্ম্যের আরম্ভে লিখিত আছে,—একাদশীতে উপবাস করিলে মহাপাপী বা সর্ব্বপাপে পাতকী ব্যক্তিও পরম পদ লাভ করে। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে,—ভক্তিমান্ হইয়া একাদশীব্রত সাধন করিলে নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া হরি-নিকেতনে গমন করে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একাদশীর উপবাস করিলে তৎক্ষণাৎ কঞ্চুকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় এবং রোগ বা নিরয়যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সেই ব্যক্তি সকলের নমস্কারপাত্র, পূজনীয় ও হরির প্রিয় হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—ভক্তিমান্ হইয়া একাদশীব্রত সাধন করিলে হরিধামে গতি হয় এবং হরির সারূপ্য লাভ করিতে পারে। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে,—নিরন্তর একাদশীদিনে অনাহারে থাকিলে দেবপ্রবর হরিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত স্থানে গমন করে। শিবপুরাণে লিখিত আছে,—ভক্তিমান্ হইয়া একাদশীদিনে উপবাসী হইলে হরিসারূপ্য লাভ করত হরিসালোক্য প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রসাগরাভ্যন্তরে একাদশীমাহাত্ম্যরত্ন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু হরির করুণা ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি এই সংসারে তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়? ।৭২।

অথোপবাসদিননির্ণয়ঃ।

একাদশী চ সম্পূর্ণা বিদ্ধেতি দ্বিবিধা স্মৃতা। বিদ্ধা চ দ্বিবিধা তত্র ত্যাজ্যা বিদ্ধা তু পূর্ব্বজা ॥৭৩॥

তথা চ পৈঠীনসিঃ।—

নাগবিদ্ধা চ যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা চ সপ্তমী। দশম্যেকাদশীবিদ্ধা তত্র নোপবসেদ্বুধঃ ॥

সারদাপুরাণে।—

একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী। তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবস্যাষ্টমী তথা।
উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তা নোপোষ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ ॥ ৭ ॥

সৌরধর্ম্মোত্তরে চ।—

একাদশীমুপবসেদ্দ্বাদশীমথবা পুনঃ। বিমিশ্রাং বাপি কুর্ব্বীত ন দশম্যা যুতাং ক্বচিৎ ॥৭৫॥

অথ সামান্যতো বিদ্ধোপবাসদোষঃ।

অত্র বার্যায়ণিঃ।—

ভূতবিদ্ধা ত্বমাবাস্যা দশম্যেকাদশীযুতা। দিশা বিদ্ধা তু সা স্বর্গং হন্তি পুণ্যং পুরা কৃতম্ ॥৭৬॥

তয়া প্রকাশমানান্যপি। অতো নিজাযোগ্যত্বেন তদানন্ত্যেন চ তানি সর্ব্বাণ্যত্র সংগৃহ্য লিখিতুং ন শক্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥ বিদ্ধৈকাদশী চ অগ্রে লেখ্যেন বেধাতিবেধ-মহাবেধযোগা ইতি ভেদচতুষ্টয়েন সন্দিগ্ধা। সংযুক্তাদিভেদত্রয়েণ চ কিংবা স্বতঃ সাম্যন্যূনতাধিক্যৈর্দ্দশম্যা সাম্যন্যূনাতাধিক্যৈর্নব ভেদতো নানাবিধা ভবতি। তত্র পূর্ব্ববিদ্ধোত্তরবিদ্ধয়োর্মধ্যে পূর্ব্বয়া দশম্যা বিদ্ধা ত্যাজ্যা নোপোষ্যেত্যর্থঃ। অত্র চ ত্যাজ্যেতি সামান্যনির্দ্দেশেন সর্ব্বৈরেব পরিত্যাজ্যেতি বোদ্ধব্যং। ততশ্চ, শুদ্ধৈব দ্বাদশী রাজন্নুপোষ্যা মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ। সকামৈর্গৃহিভিঃ পূর্ব্বাবিদ্ধাপীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ইতি পুরাণসমুচ্চয়াদিবচনার্থো নিরস্তঃ। তদ্যুক্তিশ্চাগ্রে দর্শয়িতব্যেতি দিক্ ॥ ৭৩ ॥ নাগঃ পঞ্চমী তেন বিদ্ধা ॥ ৭৪ ॥ শিবঃ ষষ্ঠী তেন বিদ্ধা। বিমিশ্রাং একাদশীং দ্বাদশীং চান্যোন্য-মিলিতাং। একাদশীযুক্তাং দ্বাদশীমিত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥ ভূতেন চতুর্দ্দশ্যা বিদ্ধা। একাদশ্যা যুতা

অনন্তর উপবাসের দিননিরূপণ বিবৃত হইতেছে।—একাদশী দ্বিবিধ;—সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা। বিদ্ধাও আবার পূর্ব্ববিদ্ধা, পরবিদ্ধা প্রভৃতি ভেদে অনেকবিধি। তাহার মধ্যে পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাজ্যা। ৭৩। পৈঠীনসির উক্তি আছে যে, পঞ্চমী বিদ্ধা ষষ্ঠীতে, ষষ্ঠীবিদ্ধা সপ্তমীতে ও দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা সুধীব্যক্তির অকর্ত্তব্য। সারদাপুরাণে লিখিত আছে,—একাদশী, ষষ্ঠী, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, তৃতীয়া, চতুর্থী, অমাবস্যা ও অষ্টমী এই সকল তিথি পরবিদ্ধা হইলে উপবাসে গ্রাহ্যা, কিন্তু পূর্ব্ববিদ্ধা হইলে পরিত্যাজ্যা। ৭৪। সৌরধর্ম্মোত্তরেও লিখিত আছে,—একাদশী ও দ্বাদশী উপবাসের যোগ্যা কিংবা একাদশী-সমন্বিতা দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য; কিন্তু দশমী-সমন্বিতা একাদশী উপবাস সম্বন্ধে পরিত্যাজ্যা। ৭৫।

অতঃপর সাধারণতঃ বিদ্ধোপাসে যে দোষ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে।—এ বিষয়ে

নারদঃ।—

দশম্যনুগতা যত্র তিথিরেকাদশী ভবেৎ। তত্রাপত্যবিনাশঞ্চ পরেত্য নরকং ব্রজেৎ ॥৭৭॥

নোপোষ্যা দশমীবিদ্ধা সদৈবৈকাদশী তিথিঃ। সমুপোষ্য নরো জহ্যাৎ পুণ্যং বর্ষশতোদ্ভবম্ ॥

কিঞ্চ।—দশম্যা চৈব বিদ্ধায়ামেকাদশ্যামুপোষিতঃ।

তস্যায়ুঃ ক্ষীয়তে নিত্যং নারদোঽহং ব্রবীমি বঃ।

সত্যং সত্যং বিনশ্যেত সন্ততিস্তু ন চান্যথা ॥

কিঞ্চ।—মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা দশম্যৈকাদশী তু যা। তামুপোষ্য নরো মোহাৎ সুখাদ্ধর্ম্মাচ্চ হীয়তে ॥

বশিষ্ঠশ্চ।—দশম্যৈকাদশী যত্র তত্র নোপবসেদ্বুধঃ। অপত্যানি বিনশ্যন্তি স্বর্গলোকং ন গচ্ছতি ॥

ব্রাহ্মে ব্রতখণ্ডে।—

উপোষ্যৈকাদশীং মোহাদ্দশমীশেষসংযুতাম্। ন নরঃ সুখমাধত্তে ইহলোকে পরত্র চ ॥

ধৃতরাষ্ট্রেণ মৈত্রেয়ঃ পৃষ্টঃ প্রাহ নরাধিপম্। যদর্থং তে বিয়োগোঽভূৎ পুত্রাণাং ভার্য্যয়া সহ।

পূর্ব্বং ত্বয়া সভার্য্যেণ দশমী-শেষসংযুতা। কৃতা চৈকাদশী রাজন্ তস্যেদং কারণং মতম্ ॥৭৮॥

দশমী চ ভবেৎ। সা একাদশী তু দিশয়া দশম্যা বিদ্ধা স্বর্গং পুণ্যঞ্চ হন্তি ॥ ৭৬ ॥ অপত্যানাং বিনাশং ব্রজেৎ প্রাপ্নোতি, বিনাশ ইতি বা পাঠঃ ॥ ৭৭ ॥ ভার্য্যয়া সহ গান্ধারীসহিতস্য তব। তস্যাস্তব চ যদর্থং পুত্রবিয়োগোঽভূৎ তস্যেদং কারণমিত্যন্বয়ঃ। তদেবাহ পূর্ব্বমিতি ॥ ৭৮ ॥

বার্ধ্যায়ণি বলিয়াছেন, অমাবস্যা চতুর্দ্দশী দ্বারা, দশমী একাদশী দ্বারা এবং একাদশী দশমী দ্বারা বিদ্ধা হইলে (তত্তদ্দিনে উপবাস করিলে) স্বর্গগতি নষ্ট হয় এবং পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যক্ষয় পায়। ৭৬। নারদ বলিয়াছেন, কোন ব্রতে একাদশী তিথি দশমীর অনুগামিনী হইলে সন্ততিনাশ হয় এবং দেহান্তে নিরয়-গতি লাভ হইয়া থাকে। ৭৭। দশমীবিদ্ধা একাদশীতে কদাচ উপবাসী থাকিবে না। তদ্দিনে উপবাস করিলে শতবর্ষার্জ্জিত পুণ্যের হ্রাস হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে, আমি নারদ সত্য সত্যই তোমাদিগের নিকট বলিতেছি যে, দশমী-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে নিত্য পরমায়ুর ক্ষয় হয় এবং সন্ততি বিনাশ পাইয়া থাকে, এ বাক্য অন্যথা হইবার নহে। আরও লিখিত আছে, মুহূর্ত্ত-প্রমিত দশমীসমন্বিতা একাদশীতেও ভ্রমপ্রমাদে উপবাস করিলে সুখ ও ধর্ম্ম বিনাশ পায়। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, সুধী ব্যক্তি দশমীসমন্বিতা একাদশীতে উপবাস করিবেন না। তদ্দিনে উপবাসী থাকিলে সন্ততি-নাশ হয় এবং সুরপুরে গতিলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুরাণে ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে, দশমীর শেষ-সমন্বিত একাদশীতে উপবাস করিলে ইহ বা পর উভয়ত্র সুখলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। ধৃতরাষ্ট্র মৈত্রেয় সকাশে স্বীয় পুত্রের মৃত্যুবিষয়ে প্রশ্ন করিলে মৈত্রেয় বলিয়াছিলেন, হে নৃপতে! তুমি পূর্ব্বে সহধর্ম্মিণীর সহিত দশমীশেষ-সমন্বিতা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলে, এই হেতুই তোমার ও তোমার স্ত্রীর পুত্র-বিয়োগ ঘটিয়াছে। ৭৮। উক্ত পুরাণে আরও লিখিত আছে, হে রাজন্! একদা মহর্ষি বাল্মীকি সীতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, হে তপোধন! আমি স্বৈরিণী বা অসতী নারী নহি, ইহ জন্মে আমি কোনরূপ পাপের আচরণ করি নাই, আমি

কিঞ্চ তত্রৈব।—

ন চাহং স্বৈরিণী ভার্য্যা ন চাহমপতিব্রতা। ন চেহ কলুষং যেন কিং পাপং ত্বন্যজন্মনি॥

রামপত্ন্যা বচঃ শ্রুত্বা বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ। চিরং ধ্যাত্বা মহারাজ তামুবাচেদৃশং বচঃ॥৭৯॥

দশম্যৈকাদশীং পূর্ব্বং সমুপোষ্য জনার্দ্দনঃ।

অভ্যর্চ্চিতস্ত্বয়া দেবি তস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্॥ ৮০ ॥

কিঞ্চ।—বশিষ্ঠঃ সমুবাচেদং পৃষ্টো মান্ধাতৃভার্য্যয়া। দশম্যৈকাদশী দেবি পুরা চোপোষিতা ত্বয়া॥৮১

তেন তে কর্ম্মণা চেহ স্বভর্ত্তৃসুতবান্ধবৈঃ। বিয়োগঃ সমনুপ্রাপ্তঃ সত্যং বিদ্ধি পতিব্রতে॥

যানি যানীহ পাপানি ত্রৈলোক্যে সম্ভবন্তি বৈ। তেষাং স্থানং দশম্যা বৈ সহিতৈকাদশী মতা।

সপ্তজন্মকৃতং পুণ্যং নশ্যেত নাত্র সংশয়ঃ॥

কৌর্ম্ম-নারদীয়-বিষ্ণুরহস্যেষু।—

দশমীশেষসংযুক্তাং যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ। একাদশীং ফলং তস্য ন স্যাদ্দ্বাদশবার্ষিকম্।

যৈঃ কৃতা দশমীবিদ্ধা বিদ্যা-মোহেন মানবৈঃ। তে গতা নরকং ঘোরং যুগানামেকসপ্ততিম্॥

কিঞ্চ।—দশমী বেধসংযুক্তামুপোষ্যৈকাদশীং কিল। সংবৎসরকৃতেনেহ নরো ধর্ম্মেণ মুচ্যতে॥৮২

ন চাহমিত্যাদি বচঃ॥ ৭৯ ॥ দশমীযুক্তামেকাদশীম্। দেবি হে শ্রীসীতে॥ ৮০ ॥ তামিতি পাঠে মান্ধাতৃভার্য্যাং প্রত্যুবাচ। দেবি হে রাজ্ঞি! মান্ধাতৃভার্য্যে!॥ ৮১ ॥ মুচ্যতে পরিত্যজ্যতে॥ ৮২ ॥ পলার্দ্ধেনাপি পূর্ণয়া দশম্যা বিদ্ধাং নন্দামেকাদশীং সুপূর্ণামপি চতুর্ষু নিয়মেষু বক্ষ্য-

---

জন্মান্তরে কি পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম? মহর্ষিপ্রবর বাল্মীকি রামবল্লভার এই কথা শুনিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত কহিলেন, দেবি! তুমি পুরাকালে দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করত হরিপূজা করিয়াছিলে, সেই জন্য এই ফল ফলিয়াছে। ৭৯—৮০। আরও লিখিত আছে, বশিষ্ঠ ঋষি মান্ধাতৃপত্নী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে এইরূপ বলিয়াছিলেন, হে দেবি! পূর্ব্বকালে তুমি দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলে। হে পতিব্রতে! সেই কর্ম্মফলে ইহ জন্মে তুমি পতি, পুত্র ও বান্ধববিয়োগে কাতর হইয়াছ, আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিও। ত্রিভুবনে যত কিছু পাতক সম্ভব, দশমীবিদ্ধা একাদশী তত্তৎ পাপসমূহের আধার। দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে নিঃসন্দেহ সপ্তজন্মার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া থাকে। কূর্ম্ম-পুরাণ,নারদীয়পুরাণ ও বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে,দশমী-শেষসংযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিলে সেই মূঢ়মতির দ্বাদশবার্ষিকী একাদশীর ফল হ্রাস পায়। যে সকল ব্যক্তি বিদ্যামদোন্মত্ত হইয়া দশমীসমন্বিতা একাদশীতে উপবাসী থাকে, একসপ্ততিসংখ্য যুগ যাবৎ তাহারা ভীষণ নিরয়-যাতনা প্রাপ্ত হয়। আরও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি দশমীবেধসমন্বিতা একাদশীতে উপবাস করে, তাহার সংবৎসরকৃত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়।৮২। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,সন্তানকামীর পক্ষে বক্ষ্যমাণ চারিটী নিয়মেও পলার্দ্ধমিতদশমীযুক্তা সম্পূর্ণা একাদশী পরিত্যাজ্যা। ৮৩। যিনি একা-দশীব্রতসাধনে অক্ষম,সে ব্যক্তিও যেন ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পূর্ব্ববিদ্ধা একাদশীর নিশাতে এক-

ভবিষ্যে।—পূর্ণা-বিদ্ধাং পলার্দ্ধেন নন্দাং পূর্ণামপি ত্যজেৎ।
যদীচ্ছেদাত্মসন্তানং চতুর্ষু নিয়মেষপি ॥ ৮৩ ॥

নোপোষিতঞ্চ নক্তঞ্চ নৈকভক্তমযাচিতম্। নন্দায়াং পূর্ব্ববিদ্ধায়াং কুর্য্যাদৈশ্বর্য্যমোহিতঃ ॥৮৪॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

গঙ্গোদকস্য সম্পূর্ণং যথা ত্যাজ্যং ঘটং ভবেৎ। সুরাবিন্দুসমাযুক্তং তৎ সর্ব্বং মদ্যতাং ব্রজেৎ ॥৮৫॥

হালাহলং বিষং রৌদ্রং কঃ পিবেন্মূঢ়ধীর্নরঃ। দশমীশেষসংযুক্তাং ক উপোষতি সদ্‌ব্রতী ॥ ৮৬ ॥

এবং জ্ঞাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ দশমীশেষসংযুতা। বর্জ্জিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্ব্বাসুদেবমভীপ্সুভিঃ ॥

গারুড়ে।—বিদ্ধামেকাদশীং বিপ্রাস্ত্যজন্ত্যেতাং মনীষিণঃ।
তস্যামুপোষিতো যাতি দারিদ্র্যং দুঃখমেব চ ॥

নারদীয়ে।—লববেধেঽপি বিপ্রেন্দ্র দশম্যেকাদশীং ত্যজেৎ।
সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলসং যথা।
শ্বদৃতৌ পঞ্চগব্যঞ্চ দশম্যা দূষিতং ত্যজেৎ ॥ ৮৭ ॥

স্কান্দে—দ্বাপরান্তে তু গান্ধারী কুরুবংশবিবর্দ্ধিনী। করিষ্যতি চ সেনানি মূঢ়ভাবাচ্ছিখিধ্বজ।
তেন পুত্রশতং তস্যা নাশমেষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ কলা কাষ্ঠাপি যা চৈব দৃশ্যতে দশমী বিভো।
একাদশ্যাস্তু সেনানি কর্ত্তব্যা ন কথঞ্চন ॥

মাণোপোষিতাদিষু ত্যজেৎ ॥ ৮৩ ॥ একভক্তেন নক্তেনেত্যাদিনা কদাচিদশক্তাদীনামেকাদশী-ব্রতপালনার্থমেকভক্তাদিকং বিহিতমস্তি, তদপি বিদ্ধায়াং বর্জ্জনীয়মিত্যাহ নোপোষিতমিতি। উপবাসং যথা তথেত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥ ত্যাজ্যত্বে হেতুঃ সুরেত্যাদিঃ ॥ ৮৫ ॥ এবং পরলোকে দুঃখহেতুত্বমুক্তং ইহলোকেঽপ্যাহ হালেতি। দশম্যাঃ শেষেণ যুক্তামেকাদশীমিতি শেষঃ ॥৮৬॥ শুনো দৃতৌ চর্ম্মণি পঞ্চগব্যমিব ॥৮৭॥ তত্রাসুরঃ সন্নিহিত ইতি দৈত্যানাং তদুপবাসফলপ্রাপ্তেঃ

ভক্ত ও অযাচিত ব্রত দ্বারা উপবাস রক্ষা না করেন। ৮৩। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, মদ্য-বিন্দুসংযোগে যেরূপ গঙ্গোদকপূর্ণ কুম্ভ মদ্যভাণ্ডবৎ পরিত্যাজ্য হয়, সেইরূপ দশমীশেষসমন্বিতা একাদশীও অপবিত্রা জানিবে। ৮৫। কোন্ মূঢ়মতি ভীতিপ্রদ হলাহলবিষ পান করিয়া থাকে? কোন্ সদ্‌ব্রতবান্ ব্যক্তিই বা দশমীশেষবিদ্ধা একাদশীতে উপবাসী থাকে?। ৮৬। হে তাপসপ্রবর! হরিলাভেপ্সু মুনিরা এই সকল বিদিত হইয়াই দশমী-শেষবিদ্ধা একাদশী উপবাসের অযোগ্যা বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, হে দ্বিজগণ! এইরূপ বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করিতে হয় বলিয়াই সুধীগণ উহা ত্যাগ করিয়াছেন। নারদপুরাণে লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্তম! গঙ্গোদকপূর্ণ কুম্ভ যেমন মদ্য-বিন্দু স্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ দশমীশেষসমন্বিতা একাদশীও ত্যাজ্যা। দশমীবিদ্ধা একাদশী কুক্কুরচর্ম্মস্থিত পঞ্চগব্যের ন্যায় দূষিত। ৮৭। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, হে ময়ূরধ্বজ! হে কার্ত্তিকেয়! দ্বাপর যুগের শেষে কুরুকুলবিবর্দ্ধিনী গান্ধারী দেবী ভ্রান্তিবশে দশমী-সমন্বিতা একা-দশীতে উপবাসী থাকিবেন, সেই জন্য তদীয় শতপুত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। হে ষড়ানন! কলা বা

কিঞ্চ।—দশম্যৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতোঽসুরঃ। দ্বাদশ্যৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥৮৮॥

কিঞ্চ তত্রৈবোমামহেশ্বরসংবাদে।—

স্বর্গাপেক্ষা মহাদেবি তেন ত্যক্তা ন সংশয়ঃ। বাঞ্ছিতং নারকং সৌখ্যং বিদ্ধং কৃত্বা হরের্দিনম্ ॥
নিহতাঃ পিতরস্তেন দেবতানাং বধঃ কৃতঃ। দত্তং রাজ্যন্তু দৈত্যানাং কৃত্বা বিদ্ধং হরের্দিনম্ ॥
পিতৃভিঃ সহিতং বৈরং কৃতং তৈস্তু সুরৈঃ সহ। কারাপয়ন্তি বিদ্ধং যে কুর্ব্বন্তি হরিবাসরম্ ॥৮৯॥

কিঞ্চ তত্রৈব।—

যে শংসন্তি দিনং বিষ্ণোর্দশমীবেধদূষিতম্। জ্ঞেয়াস্তে পাপপুরুষাঃ শুক্রমায়া-বিমোহিতাঃ ॥
উপোষণদিনে বিদ্ধে জাগরঃ পূজনং হরেঃ। বৃথা দানাদিকং সর্ব্বং কৃতঘ্নেষু কৃতং যথা ॥
উপোষণদিনে বিদ্ধে প্রারব্ধে জাগরে সতি। বিহায় স্থানং তদ্বিষ্ণুঃ শাপং দত্ত্বাপগচ্ছতি ॥ ৯০ ॥

কিঞ্চ।—একাদশীং যদা বিদ্ধাং কুরুতে চারুলোচনে। দশমীবেধজং পাপং নশ্যতে কৃষ্ণদর্শনাং ॥
ন চাস্তি সংশয়ঃ কশ্চিৎ পুনর্ন কুরুতে যদি। কারাপয়ন্তি যে মূঢ়াঃ কূটযুক্তাস্তু হৈতুকাঃ ॥ ৯১ ॥

॥৮৮॥ কারয়ন্তীতি বক্তব্যে কারাপয়ন্তীত্যার্ষং ॥৮৯॥ শংসন্তি কর্ত্তুমুপদিশন্তি। নতু কথং তে পাপ-পুরুষাঃ বিদ্ধাপ্যবিদ্ধা বিজ্ঞেয়েত্যাদিশাস্ত্রবিধানাৎ, তত্রাহ শুক্রেতি। তদগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৯০ ॥ কৃষ্ণদর্শনান্নশ্যতীতি পাপস্য মহত্ত্বয়া প্রায়শ্চিত্তমপি দুর্ঘটং মহদুক্তং। পুনর্ন কুরুতে যদীত্যনেন পুনর্যদি বিদ্ধাং কুরুতে তদা পুনঃ পাপোৎপত্তেরনিষ্টমেবেতি বিদ্ধাকরণপাপস্য মহাভয়ানকত্বমুক্তং। কূটং শাঠ্যং তদ্যুক্তাঃ। হৈতুকাঃ শুষ্কতর্কপরাঃ ॥৯১॥ নিষ্কলা শুদ্ধা দ্বাদশ্যেব মতা মুনিভিরুপবা-

কাষ্ঠা-প্রমিত দশমী দ্বারা বিদ্ধা হইলেও একাদশী উপবাসের যোগ্যা নহে। আরও লিখিত আছে, দশমীবিদ্ধা একাদশীতে অসুরগণ অধিষ্ঠিত থাকে অর্থাৎ তদ্দিনকৃত উপবাস-ফল অসুর কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। শ্রীহরি একাদশীযুক্ত দ্বাদশীর সমীপবর্ত্তী [illegible] তদ্দিনে উপবাসী থাকিলে হরি সংপূর্ণ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ৮৮। উক্ত পুরাণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে আরও লিখিত আছে যে, হে পার্ব্বতি! বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে নিঃসন্দেহ স্বর্গসুখ বর্জ্জন পূর্ব্বক নরক-সুখের অভিলাষ করা হয়। বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস থাকিলে পিতৃগণকে বধ, সুরগণকে বিনাশ ও দৈত্যকুলকে রাজ্যদান করা হয়। দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে অথবা অন্য ব্যক্তিকে উপবাস করাইলে পিতৃগণ ও দেবগণ সহ শত্রুতা সাধিত হয়। ৮৯। স্কন্দপুরাণে আরও লিখিত আছে, দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাসের বিধি দান করিলে সেই পাপাত্মাকে নিঃসন্দেহ শুক্রমায়ায় বিমুগ্ধ জানিবে। দশমী-সমন্বিতা একাদশীদিনে জাগরণ, হরির অর্চ্চনা ও দান প্রভৃতি নিখিল কর্ম্মই কৃতঘ্ন পুরুষের কর্ম্মের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দশমীযুক্তা একাদশীতে জাগরণ করে, ভগবান্ জনার্দ্দন তাহাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক সে স্থান পরিত্যাগ করেন।৯০। আরও লিখিত আছে, হে সুচারুনয়নে! বিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করিলে হরিদর্শনে দশমী-বেধজন্য পাতকের মোচন হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার তদ্রূপ ব্রতাচরণ করিলে পাতক আরও গুরুতর হইয়া উঠে। কূটযুক্তি-পরায়ণ শুষ্কতর্কবাদীরাই বিদ্ধা-ব্রতের বিধি দিয়া থাকে। ৯১। সুতরাং সেই সকল ব্যক্তিকে পিতৃগণ সহ প্রেতযোনি দর্শন করিতে হয়। দশমীযুক্তা দ্বাদশী ধন সন্ততি পুণ্য ও হরিভক্তি-

প্রেতযোনিং প্রপশ্যন্তি পিতৃভিঃ সহিতা নরাঃ। দ্বাদশী দশমী-বিদ্ধা ধনসন্তাননাশিনী।
ধ্বংসিনী সর্ব্বপুণ্যানাং কৃষ্ণভক্তিপ্রণাশিনী॥

তত্রৈব শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে :—

ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ো যঃ করোতি হরের্দিনম্। দশমী-বেধসংযুক্তং পাপমূলং সদৈব হি॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা করোত্যেকাদশীদিনম্। দশমীশেষসংযুক্তং স নরঃ পশুসন্ততিঃ॥
ব্রহ্মঘ্নস্য চ যৎ পাপং স্ত্রীবালগুরুঘাতিনঃ। দশমীশেষসংযুক্তাং যঃ করোতি তদাপ্নুয়াৎ॥
বৃষলীসেবনাৎ পাপং শ্বপচীগমনে চ যৎ। তৎ পাপং জায়তে বিদ্ধং যঃ করোতি হরের্দিনম্॥
দশমীশেষসংযুক্তং নিষিদ্ধং বিষ্ণুনা পুরা। তস্মাদ্ভাগবতৈর্ভূপ শোধয়িত্বা হরের্দিনম্।
উপোষিতব্যং যত্নেন পূর্ব্বসঙ্গতিবর্জ্জিতং। পৃথিব্যাং যানি পাপানি স্থূলসূক্ষ্মাণি ভূপতে।
তেষাং ফলমবাপ্নোতি সশল্যৈকাদশী ব্রতে॥ কুরুতে বৈষ্ণবো ভূত্বা সশল্যৈকাদশীব্রতম্।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি ন স বিষ্ণুপ্রিয়ো ভবেৎ॥

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র।—

বিদ্ধামেকাদশীং মোহাদ্দশমীশেষসংযুতাম্। কুর্ব্বন্ন সুখমাধত্তে ইহলোকে পরত্র চ।
তস্মাদেকাদশী যুক্তা দশম্যা নরসত্তম। ন কর্ত্তব্যা প্রযত্নেন নিষ্ফলা দ্বাদশী মতা॥ ৯২॥
যথা চৈকাদশী রাজন্ দ্বাদশী চ তথা নৃণাং।
সমানা তৎফলা প্রোক্তা ব্রতেঽস্মিন্ চক্রপাণিনঃ॥ ৯৩॥

সার্থমনুজ্ঞাতেত্যর্থঃ॥ ৯২॥ সমানা বিষ্ণুদৈবতেন। ততঃ তৎফলাঃ সমানফলাঃ। তত্র হেতুঃ ব্রত

নাশিনী। উক্ত স্থানে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে, দশমীবিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করিলে কদাচ ভগবদ্ভক্ত বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। দশমীবিদ্ধা একাদশী নিরন্তরই পাতকের মূল। পুরাণ অন্যথা করত দশমীবিদ্ধা একাদশীব্রত করিলে সেই ব্রতী পশুসন্তান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দশমীশেষবিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করিলে বিপ্রঘাতী, নারী-ঘাতী, শিশুহন্তা ও গুরুঘাতীর পাতকে পরিলিপ্ত হইতে হয়। বিদ্ধা একাদশীব্রতকারী বৃষলীগমনজ পাপে ও শ্বপচীগমনজনিত পাতকে মগ্ন হইয়া থাকে। হে নৃপতে! পুরাকালে দেবদেব বিষ্ণু দশমী-শেষবিদ্ধা একাদশীতে ব্রতকরণের নিষেধবিধি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ভাগবতগণ সেই কারণেই সযত্নে দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরিবাসর শোধন করত উপবাস করেন। হে নৃপ! ধরণীতলে স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কিছু পাতক বিদ্যমান আছে, দশমীবিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করিলে তৎসমস্ত পাতকের ফলভাগী হইতে হয়। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করিলে সেই বৈষ্ণব কদাচ হরির প্রিয়পাত্র হইতে পারে না। উক্তগ্রন্থের অন্যত্রও লিখিত আছে, ভ্রমবশতঃ দশমীবিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করিলে ইহ পর কোন লোকেই সুখপ্রাপ্তির আশা থাকে না। অতএব হে নরোত্তম! দশমীসমন্বিতা একাদশীতে ব্রত করিতে নাই। বিশুদ্ধ একাদশীব্রতের উপবাস করাই মুনিগণের মতে ব্যবস্থেয়। ৯২। হে নৃপতে! মানবগণের পক্ষে একাদশীও যদ্রূপ, দ্বাদশীও সেই-

দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মাণং প্রতি তৎপিতৃণামুক্তৌ।—

বর্জনীয়ঃ প্রযত্নেন বেধো দশমিসম্ভবঃ। নোচেৎ পুত্র ন সন্দেহঃ প্রেতযোনিমবাপ্স্যসি ॥৯৪॥
হত্যা গচ্ছতি কাশ্যান্তু গয়ায়াং পৈতৃকং ঋণম্। দশমীবেধজং পাপং ন কাশ্যাং ন গয়াশিরে ॥
ত্রৈলোক্যসম্ভবং পাপং তেষাং ভবতি ভূতলে। সশল্যং যে প্রকুর্ব্বন্তি বাসরং কৃষ্ণসংজ্ঞকম্।
প্রেতত্বং দুঃসহং পুত্র দুঃসহা যমযাতনাঃ ॥

তত্রৈব তং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ।—

পুণ্যং সুসঞ্চিতং যাতি কল্পকোটিশতার্জ্জিতম্। সশল্যং যে প্রকুর্ব্বন্তি মুক্তিদং মম বাসরম্ ॥

অতএব তত্রৈব ভগবন্তং প্রতি তৎপ্রার্থনে।—

দশমীবেধজং পাপং ত্বদ্দিনে মম পূর্ব্বজৈঃ। যৎ কৃতং নাশমায়াতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥
সবিদ্ধং ত্বদ্দিনে কৃষ্ণ যৎ কৃতং জাগরং বিভো। তৎপাপং বিলয়ং যাতু লবণস্তু যথাম্ভসি ॥৯৫॥
সবিদ্ধং বাসরং যস্মাৎ কৃতং মম পিতামহৈঃ। প্রেতত্বং তেন সংপ্রাপ্তং মহাদুঃখপ্রদায়কম্ ॥৯৬॥

ইতি। চক্রপাণেরেব ব্রতদ্বয়মেতৎ অতস্তত্র সাম্যং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥ দশমীতি হ্রস্বত্বমার্ষম্ ॥ ৯৪ ॥ জাগরমিতি নপুংসকত্বমার্ষম্ ॥ ৯৫ ॥ বিদ্ধং বেধঃ তেন সহ বর্ত্তমানং। সা চাখ্যায়িকা তত্রৈব। চন্দ্রশর্ম্মা বিপ্রঃ শ্রীরুদ্রৈকভক্তঃ শ্রীভগবদ্বিমুখঃ কদাচিৎ স্বপ্নে দৃষ্টৈর্ব্বিদ্ধাব্রতেন প্রেতত্বং গতৈস্তৎপিতৃগণৈঃ শ্রীভগবদ্ভক্ত্যর্থমুপদিষ্টো দ্বারকাং গত্বা ভগবদ্ভক্তমারাধ্য সংপ্রার্থ্য সপিতৃকো বিমুক্তিং প্রাপেতি ॥ ৯৬ ॥ হিরণ্যাক্ষবধপ্রসঙ্গে দৈত্যানাং বধং দুষ্করং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণা তৎকারণং পৃষ্টঃ শ্রীভগবানাহ শুক্রেণেত্যাদি। কারণমেবাহ স্বষ্ট্যর্থমিতি। মদীয়ং

রূপ। চক্রপাণি হরির এই ব্রতে উক্ত তিথিদ্বয় সমানই ফলপ্রদ। ৯৩। দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মার প্রতি তাঁহার পিতৃগণের বাক্যে প্রকাশিত আছে, হে বৎস! সযত্নে বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ নিঃসন্দেহ প্রেতযোনি লাভ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ৯৪। হত্যাজন্য পাপ বারাণসীতে বিদূরিত হয়, গয়াতীর্থে পিতৃঋণ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু দশমী-বেধোত্থ পাপ কাশীতে বা গয়ায় কুত্রাপি বিনাশের সম্ভাবনা নাই। হে বৎস! সশল্য (দশমীবিদ্ধ) একাদশীতে উপবাস করিলে দুঃসহ প্রেতযোনি লাভ হয় এবং অসহ্য যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ঐ স্থানেই তৎপ্রতি ভগবদুক্তি আছে যে, যে পুরুষ মুক্তিজনন মদ্দিনকে দশমীবেধসমন্বিত করিয়া উপবাস করে, তদীয় শতকোটি-কল্পসঞ্চিত পুণ্য বিদূরিত হইয়া থাকে। অতএব উক্ত স্থানেই ভগবানের প্রতি তদীয় প্রার্থনাবিষয়ে উক্ত আছে যে, হে জনার্দ্দন! মদীয় পূর্ব্বপুরুষেরা ত্বদ্দিনে (একাদশীতে) যে দশমীবেধজন্য পাতক করিয়াছেন, আপনার অনুগ্রহে তাহা বিনষ্ট হউক। হে কৃষ্ণ! হে বিভো! ত্বদীয় দিনে বেধসমন্বিত জাগরণ করায় যে পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, সলিলে ক্ষিপ্ত লবণবৎ তৎসমস্ত বিলীন হউক। ৯৫। দশমীবিদ্ধ একাদশীব্রত করাতে মদীয় পিতামহগণ মহাক্লেশকর প্রেতযোনি লাভ করিয়াছেন। ৯৬। পদ্মপুরাণে ভগবৎ-ব্রহ্মসংবাদে লিখিত আছে, হিরণ্যাক্ষসংহারপ্রসঙ্গে দানববিনাশ সুকঠিন দর্শনে বিধাতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণগণ

পাদ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে।—

শুক্রেণ মোহিতা বিপ্রা দৈত্যানাং কারণেন তু। পুষ্ট্যর্থং দশমীবিদ্ধং কুর্ব্বন্তি মম বাসরম্ ॥৯৭॥
বাসরং দশমীবিদ্ধং দৈত্যানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। মদীয়ং নাস্তি সন্দেহঃ সত্যং সত্যং পিতামহ ॥
যাবদ্দশম্যা সংযুক্তং করিষ্যন্তি দিনং মম। তৎপুণ্যং দৈত্যজাতীনাং সুরৈর্দত্তং পিতামহ ॥
তেন পুণ্যেন সংপুষ্টো হিরণ্যাক্ষঃ পিতামহ।
নির্জ্জিত্য বাসবং সংখ্যে হৃতং রাজ্যং দিবৌকসাম্ ॥ ৯৮ ॥
শুক্রেণ মোহিতাঃ সর্ব্বে দৈত্যানাং বিজয়ায় বৈ। অতো বিদ্ধং প্রকুর্ব্বন্তি বাসরং মম মানুষাঃ ॥
মার্কণ্ড গচ্ছ ভদ্রন্তে ভূর্লোকস্তু মমাজ্ঞয়া দশমীবেধবিষয়ে মায়াং শুক্রস্য নাশয় ॥ ৯৯ ॥
শ্রীবিষ্ণোর্ব্বচনং শ্রুত্বা মার্কণ্ডো মুনিসত্তমঃ। সংপ্রাপ্তোঽনিমিষারণ্যং যত্র যজ্ঞপুমান্ হরিঃ ॥
মার্কণ্ডবচনং শ্রুত্বা ঋষয়ো নৈমিষালয়াঃ। শুক্রমায়াবিনির্ম্মুক্তা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥ ১০০ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নায় কথিতং মহাভাগবতায় বৈ। গত্বাশ্রমেষু সর্ব্বেষু কথিতং বনবাসিনাম্ ॥ ১০১ ॥
হিত্বা শুক্রস্য বাক্যানি মার্কণ্ডবচনাজ্জনৈঃ। ত্যক্তা দশমিসংযুক্তা বিপ্রাদ্যৈঃ পুণ্যকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥
পূর্ণাবেধকুঠারেণ নরা দ্বাদশিপাদপম্। ছেদয়ন্তি চ যে পাপাঃ কল্পান্তং নারকা হি তে ॥১০২॥

বাসরমেকাদশীদিনং ॥ ৯৭ ॥ অতএব তেন রাজ্যাদি হৃতং ॥ ৯৮ ॥ তত্রাধুনোপায়ঃ কঃ? তত্রাহ মার্কণ্ডেতি। মায়াং শুক্রস্য নাশয়েতি বিদ্ধোপবাসবচনানি শুক্রমায়াকৃতান্যেবেত্যুপদিশ্য তত্রোপবাসং নিষেধয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥ পরমং বিস্ময়ং গতা ইতি শাস্ত্রেষ্বপি তাদৃশমায়া-সম্ভবাৎ ॥ ১০০ ॥ বনবাসিনাং বনবাসিনঃ প্রতি কথিতং মার্কণ্ডেয়েন ॥ ১০১ ॥ পূর্ণয়া দশম্যা বেধ এব কুঠারস্তেন ছেদয়ন্তি তত্র ব্রতদ্বারা। ১০২। বেদবলাদপীতি বেদেষু তাদৃ-

---

শুক্রমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দানববধার্থ ও পুষ্ট্যর্থ দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত করেন। ৯৭। হে পিতামহ! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, দশমীবিদ্ধা একাদশী দৈত্যগণের পুষ্টিবর্দ্ধিনী সন্দেহ নাই। হে পিতামহ! যাবৎকাল দশমী-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে, তাবৎকালকৃত নিখিল পুণ্যই দেবগণ কর্ত্তৃক দানবদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে জানিবে। এই জন্য হিরণ্যাক্ষ দৈত্যরাজ সেই পুণ্যদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সমরে দেবেন্দ্রকে পরাজয় পূর্ব্বক সুরগণের রাজ্য হরণ করিয়াছিল। ৯৮। মনুষ্যেরা শুক্রমায়ায় বিমোহিত হইয়া দানবজয়ার্থ দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত করিতেছে; অতএব হে মার্কণ্ডেয়! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি মদীয় আদেশে ধরাতলে গমন পূর্ব্বক দশমীবেধবিষয়ে শুক্রমায়া বিদূরিত কর। ৯৯। মহর্ষিপ্রবর মার্কণ্ডেয় হরির এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক যজ্ঞপুরুষ হরিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সেই নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন। নৈমিষকাননবাসী ঋষিরা মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনিয়া অতীব বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং শুক্রমায়া হইতে পরিমুক্ত হইলেন। ১০০। তৎপরে মার্কণ্ডেয় মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়া কাননাশ্রমিগণের আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাদিগের সকাশে ঐরূপ বর্ণন করিলেন। ১০১। তদনন্তর মার্কণ্ডেয়ের আজ্ঞাধীন পুণ্যকামী দ্বিজাদি সকলে শুক্রবাক্য অতি-ক্রম পূর্ব্বক দশমীবিদ্ধা একাদশী বর্জ্জন করিলেন। ১০২। যে সমস্ত পাপী ব্যক্তি দ্বাদশীরূপ

ভবিষ্যে মার্কণ্ডেয়পুরাণে চ।—

পূর্ণা-বিদ্ধামুপাস্তে কো নন্দাং বেদবণাদপি।
কো বেদবচনাত্তাত গোসবে গাং নিহন্তি বৈ॥ ১০৩॥

দশমীশেষসংযুক্তমাশ্রয়েৎ কো ব্রতং ব্রতী। তস্মাদেকাদশী ত্যাজ্যা দশমীপলমিশ্রিতা।
উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥

কৌর্ম্মে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ শ্রীব্যাসসূতসংবাদে।—

সুপুণ্যৈকাদশী সূত যদি শল্যবিবর্জ্জিতা। কর্ত্তুর্নিরয়পাতায় সশল্যা সমুপোষিতা।
শল্যং বেধ ইতি প্রোক্তং পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ॥ ১০৪॥

কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীসূতশৌনকসংবাদে।—

যে তু মিথ্যাভিধানেন মোহয়ন্তি নরা ভুবি। বিমূঢ়াঃ পাপিনস্তেষাং রৌরবং শরণং চিরম্॥
অধ্যাপয়ন্ত্যবিজ্ঞেয়ং পণ্ডিতম্মন্যবুদ্ধয়ঃ। কারয়ন্ত্যবুধা লোকে দ্বাদশী দশমীযুতাম্॥
যে কারয়ন্তি কুর্ব্বন্তি দ্বাদশীং দশমীযুতাম্। শুদ্ধয়ে তন্মুখং বীক্ষ্য সূর্য্যদর্শনমাচরেৎ॥
নমো নারায়ণায়েতি জপেদ্বা দ্বাদশাক্ষরম্।
বরাকাঃ কিমু জানন্তি প্রাণিনঃ কার্য্যনিশ্চয়ম্॥ ১০৫॥

শানি বচনানি ন সন্ত্যেব। সৎস্বপি তদ্বলাৎ ক উপাস্তে, অপি তু ন কোঽপি। কথঞ্চিৎ পূর্ব্ববৃত্তানামপি বচনানাং পরবচনৈর্ব্বাধিতত্বাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গোমেধে পূর্ব্ববৃত্তমপি গোবধং কঃ কুর্য্যাৎ, অধুনা কলিকালে তন্নিষেধাৎ। এবং শুক্রমায়াদিনা কথঞ্চিৎ পূর্ব্বং বৃত্তানামপি বিদ্ধোপবাসবচনানামধুনা শ্রীভগবদাজ্ঞয়া মার্কণ্ডেয়বচনেন নিষিদ্ধত্বাৎ পুনর্ব্বিদ্ধোপবাসং কঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১০৩॥ যদি শল্যবিবর্জ্জিতৈকাদশী সমুপোষিতা তদা সুপুণ্যা পরমমঙ্গলকারিণীত্যর্থঃ। সা চেৎ সশল্যা সমুপোষিতা তদা কর্ত্তুস্তদ্ভূতকর্ত্তুর্নিরয়ে পতনায় ভবতি সৈব॥ ১০৪॥ অধুনা বিদ্ধোপবাসোপদেশকারিনিন্দতি যে ত্বিতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। অবিজ্ঞেয়ং স্বয়ং জ্ঞাতুমশক্যমপ্যন্যানধ্যাপয়ন্তীতি॥ ১০৫॥ বিদ্ধাকরণে চ মহাদোষবিশেষং পুনরাহ হিংসিত

তরুকে পূর্ণা দশমীবেধরূপ কুঠার যোগে কর্ত্তন করে, তাহারা আকল্প নরকমধ্যে অবস্থিতি করে। ১০২। ভবিষ্যপুরাণে ও মার্কণ্ডেয়পুরাণেও লিখিত আছে, হে বৎস! বেদবিধি বিদ্যমানেও কে পূর্ণা বিদ্ধা একাদশীতে উপবাসী থাকে? কোন্ জনই বা বেদাজ্ঞাধীন গোমেধযজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক গোহত্যা করে? ।১০৩। কোন্ ব্রতীই বা দশমীশেষ-সমন্বিত ব্রতের আশ্রয়ী হয়? সুতরাং দশমীপলসংযুক্ত একাদশী বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করা কর্ত্তব্য। কূর্ম্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্যাসসূতসংবাদে লিখিত আছে, হে সূত! শল্যহীন একাদশী সম্যক্ উপোষিতা হইলে পরমকল্যাণরূপিণী হইয়া থাকেন, কিন্তু সশল্যা একাদশীতে উপবাস করিলে তিনি নিরয়পতনের হেতু হন। পুরাণবিদ্গণ কর্ত্তৃক শল্যই বেধ শব্দে কীর্ত্তিত হয়। ১০৪। ঐ স্থলেই সূত-শৌনক-সংবাদে প্রকাশিত আছে, যে সমস্ত মূঢ়মতি পাপাত্মা ধরাধামে বৃথা ব্যবস্থা দ্বারা মানবের মোহ উৎপাদন

ধিগ্‌ধিগ্‌ মূঢ়ধিয়ঃ পাপান্‌ ধর্ম্মবিপ্লবকারিণঃ। হিংসিতো ভগবাংস্তেন দ্বাদশী দশমীযুতা।
কৃতা যেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ সম্যগুক্তং ময়া তব। সংস্থিতো ভগবান্‌ কৃষ্ণদ্বাদশীরূপধৃক্‌ যতঃ।
তস্মাদসংশয়ং ত্যাজ্যা দ্বাদশী দশমীযুতা॥ ১০৬॥

কিঞ্চ।—

দ্বয়োর্ব্বিবদতোঃ শ্রুত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ। পারণন্তু ত্রয়োদশ্যামেষ শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥ ১০৭॥
দ্বাদশী দশমীযুক্তা যত্র শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা। ন তৎ শাস্ত্রমহং মন্যে যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥ ১০৮॥

অতএব নারদীয়ে।—

বহুবাক্যবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা। উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্‌॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়েন চেন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি শ্রীভগবদাজ্ঞায়াঃ প্রতিপালনে।—

বিবাদেষু চ সর্ব্বেষু দ্বাদশ্যাং সমুপোষণম্‌। পারণং হি ত্রয়োদশ্যামাজ্ঞেয়ং মামকী মুনে।
হেতুবাদো ন কর্ত্তব্যো হেতুনা পততে নরঃ॥

ইতি দ্বাভ্যাং॥ ১০৬॥ কুতর্কবলতো বিবাদেনানিশ্চয়েঽপি জাতে বিদ্ধাং পরিত্যজ্য শুদ্ধা দ্বাদশ্যেবোপোষ্যেতি সনিশ্চয়মাহ দ্বয়োরিতি॥ ১০৭॥ নন্থ শাস্ত্রদৃষ্টৈরবিবাদঃ তত্রাহ দ্বাদশীতি। অহং দেবব্যাসঃ॥ ১০৮। বিদ্ধাবর্জ্জনমেব তিথিক্ষয়দিনোপবাসদোষদর্শনাদিনা। একাদশীদিনস্তু

করে, চিরদিন রৌরবাখ্য নরকে তাহাদিগকে অবস্থিতি করিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া অবিজ্ঞেয় অধ্যাপনা করেন, যে সমস্ত মূঢ়মতিরা সংসারে মানবগণকে দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত করায় এবং যে সকল ব্যক্তি ঐরূপ দশমীবিদ্ধা দ্বাদশীব্রত সাধন করে বা অন্য দ্বারায় সম্পাদন করায়, তাহাদের মুখ দর্শন করিলে সূর্য্যাবলোকন দ্বারা শুদ্ধি-লাভ করিবে। অথবা "নমো নারায়ণায়" মন্ত্র কিম্বা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসু-দেবায়) জপ করিবে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা কি জীবগণের ক্রিয়া নিশ্চিতরূপে অবগত হইতে সমর্থ হয়?। ১০৫। ধর্ম্মলোপকারী মূঢ়মতি পাপাত্মাদিগকে ধিক্‌! হে দ্বিজোত্তম! আমি ত্বৎসকাশে নিশ্চিত বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি দশমীবিদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করে, তাহাকে ভগবদ্বিদ্বেষী বলিয়া অবগত হইবে। কেননা, ভগবান্‌ হরিই দ্বাদশীরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং দশমীবিদ্ধা দ্বাদশী পরিত্যাজ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১০৬। আরও লিখিত আছে, বাদিদ্বয়ের পরস্পর বিবাদস্থলে কুতর্কবলে কোনরূপ স্থিরনিশ্চয় না হইলেও তৎশ্রবণ পূর্ব্বক বিদ্ধা ত্যাগ করত বিশুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ করা কর্ত্তব্য; ইহাই শাস্ত্র-নির্ণয়। ১০৭। যে শাস্ত্রে দশমীবিদ্ধা দ্বাদশী প্রতিষ্ঠিতা আছে, ব্রহ্মোক্তি হইলেও তাহা আমার নিকট শাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্য নহে। ১০৮। নারদপুরাণে লিখিত আছে, যে স্থলে বহু বাগবিতণ্ডা হেতু সন্দেহের উৎপত্তি হয়, তথায় দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করাই কর্ত্তব্য। মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি ভগবদাজ্ঞাপালনে লিখিত আছে, হে ঋষে! যত কিছু বিবাদ ঘটে, তৎসমস্তেই আমার এই আদেশ যে, দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য,

অতএব পি·ামহঃ।—

একাদশীদিনক্ষ·য় উ বাসং করোতি যঃ। তস্য পুত্রা বিনশ্যন্তি মঘায়াং পিণ্ডতো যথা ॥১০৯॥

দিনক্ষয়ে তু সংপ্রাপ্তে নোপোষ্যা দশমীযুতা। যদীচ্ছেৎ পুত্রপৌত্রাণাং বৃদ্ধিং সম্পদমাত্মনঃ॥১১০॥

ব্যাসঃ।—

একাদশীদিনে ক্ষীণে উপবাসী ভবেদ্‌গৃহী। অন্নাভাবে নিরুদ্ধো বা সঙ্কল্পাদ্বা বিশেষতঃ।

ধর্ম্মহানিশ্চ ভবতি সন্ততির্নশ্যতি ধ্রুবম্। তস্যায়ুঃ ক্ষীয়তে নিত্যং সংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ॥

অতএব গোভিলঃ।—

একাদশ্যাং যদা ব্রহ্মন্ দিনক্ষয়তিথির্ভবেৎ। তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥

তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥

শ্রীনারদীয়ে।—

ক্ষয়ে বাপ্যথবা বৃদ্ধৌ সংপ্রাপ্তে বা দিনত্রয়ে। উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥১১১॥

কিঞ্চ।—দশম্যেকাদশী বিদ্ধা পরতো দ্বাদশী ন চেৎ। দ্বাদশী তু তদোপোষ্যা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥

কৌর্ম্মে।—দিনক্ষয়ে তু সম্প্রাপ্তে উপোষ্যা দ্বাদশী ভবেৎ। দশমীশেষসংযুক্তাং ন কুর্ব্বীত কদাচন॥

কিঞ্চ।—তিথিবৃদ্ধৌ তথা হ্রাসে সংপ্রাপ্তে বা দিনক্ষয়ে। সন্দিগ্ধেষু চ বাক্যেষু দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥

ব্রাহ্মে।—

তিথিচ্ছেদে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশীং সমুপক্রমেৎ। পারয়েদ্বৈ ত্রয়োদশ্যাং যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ॥ ১২

জপে হোমে তথা দানে ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণে। পারণে চাপি রাজেন্দ্র প্রশস্তা চ ত্রয়োদশী॥

ক্ষয়ো দশম্যাঃ শেষানুবৃত্তাবেব স্যাৎ। অতস্তদ্দিনং বিদ্ধমেব তস্মিন্ য উপবাসং করোতি॥১০৯॥ দশমীযুতেতি দ্বাদশীক্ষয়ব্যাবৃত্ত্যর্থং॥১১০॥ ক্ষয়ে তিথিক্ষয়ে। দিনত্রয়ে ত্র্যহস্পর্শ ইত্যর্থঃ। এবং ত্রয়োদশীবিয়োগসংযোগাভ্যাং ভেদঃ॥ ১১১॥ তিথিচ্ছেদে তিথিক্ষয়ে॥ ১১২॥ যচ্চোক্তং বিষ্ণু-

---

তাহাতে হেতুবাদ নিষ্প্রয়োজন,হেতুবাদ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়, অতএব পিতামহ বলিয়াছেন, একাদশীদিনক্ষয়ে (দশমী একাদশী ও দ্বাদশী এই ত্র্যহস্পর্শে) উপবাস করিলে মঘায় পিণ্ডদানবৎ তদীয় পুত্রসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।১০৯। স্বীয় পুত্র-পৌত্রাদি-বৃদ্ধি ও সম্পদ্‌লাভের বাসনা থাকিলে কদাপি দিনক্ষয়ে (ত্র্যহস্পর্শে) দশমীসমন্বিতা একাদশীর উপবাস করিবে না।১১০। ব্যাস বলিয়াছেন যে, অন্নাভাবে নিরুদ্ধ হইয়া কিম্বা কামনাভেদে দিনক্ষয়ে উপবাস করিলে সেই গৃহীর ধর্ম্মলোপ হয়, সন্ততি বিনাশ পায় এবং নিত্য সংবৎসরপ্রমিত পরমায়ুর হ্রাস হয় অতএব গোভিলের উক্তি আছে যে, হে ব্রহ্মন্! একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করা বিধেয়। তাদৃশ পারণ শতযজ্ঞের ফল দান করে।১১১। আরও লিখিত আছে দশমীসমন্বিতা একাদশীর পর দ্বাদশী না থাকিলে শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, ত্র্যহস্পর্শ ঘটলে দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য, কদাপি দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে না। আরও লিখিত আছে, একাদশীর·

স্কান্দে চ।—

একাদশ্যাস্তু বিদ্ধায়াং নোপবাসার্চ্চনাদিকম্। দ্বাদশ্যামেব তৎ কুর্য্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।
শতযজ্ঞাধিকং পুণ্যং মুক্তিরেব মহাফলম্॥

কিঞ্চ।—ঊর্দ্ধং হরিদিনং ন স্যাদ্দ্বাদশীং গ্রাহয়েত্ততঃ। দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।
এবং কুর্ব্বন্ নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। অন্যথা কুরুতে যস্তু স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥১১৩
একাদশী ঋষীণাস্তু দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ॥১১৪॥

অতএব মার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে।—

একাদশী ঋষীণাস্তু দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ। তৎ কথং দ্বাদশী ভূপ নোপোষ্যা ক্রিয়তে জনৈঃ॥১১৫॥

রহস্যাদৌ।—পারণন্তু ন কর্ত্তব্যমুপোষ্যৈকাদশীমিহ। ত্রয়োদশ্যাং নরৈর্নিত্যং ধর্ম্মবৃদ্ধিমভীপ্সুভি-রিত্যাদি। তত্রাহ জপ ইতি। এবং ত্রয়োদশী-পারণ নিষেধ-বচনানি ত্রয়োদশ্যাং দ্বাদশীসদ্ভাবে দ্বাদশ্যতিক্রমেণ ত্রয়োদশ্যাং পারণবিষয়াণি জ্ঞাতব্যানি। এতচ্চাগ্রে বিবৃতং ভাবি॥১১৩॥ যদ্যপ্যে-কাদশ্যপি ভগবত এব তিথিঃ,তথাপি ঋষীণাং সম্বন্ধেনৈব দ্বাদশী চ সাক্ষাচ্চক্রপাণেরেবেতি দ্বাদশ্যা মাহাত্ম্যবিশেষার্থমুক্তং॥১১৪॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়েন পূর্ব্বমেকাদশ্যুপবাসো দ্বাদশ্যাঞ্চ পারণমিত্যুক্ত্বা-নন্তরঞ্চ বেধসংশয়াদৌ সতি দ্বাদশ্যুপবাসস্ত্রয়োদশ্যাং পারণমিত্যুক্তং তত্র সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধৈকা-দশীব্রতপরিত্যাগেন কথঞ্চিদ্দোষঃ স্যাদিত্যাশঙ্কয়া মহারাজেন্দ্রদ্যুম্নেন পৃষ্টে সতি দ্বাদশ্যুপবাসেনৈব সর্ব্বদোষক্ষয়ো মহাফলঞ্চেতি দ্বাদশীমাহাত্ম্যং শ্রীমার্কণ্ডেয়েনোক্তং লিখতি একাদশীত্যাদিনা পাপনাশিনীত্যন্তেন॥১১৫॥ ফলং মোক্ষাদি, ভোগশ্চ বিষয়সুখাদিস্তয়োর্ব্বর্দ্ধনী। পাঠান্তরে ফলং

বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটিলে অথবা ত্র্যহস্পর্শ হইলে কিংবা বাক্যবিরোধে সংশয় উপস্থিত হইলে দ্বাদ-শীতে উপবাস কর্ত্তব্য। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, তিথিক্ষয়স্থলে দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করাই কল্যাণ-কামীর কর্ত্তব্য। ১১২। হে নৃপেন্দ্র! ত্রয়োদশীতিথিই জপে, হোমে, দানে, বিপ্রগণের প্রীণনে ও পারণ-ক্রিয়ায় প্রশস্ত। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস বা পূজাদি করা অকর্ত্তব্য। দ্বাদশীতে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে; তাহা হইলে শতযজ্ঞাধিক পুণ্য ও মহাফল মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আরও লিখিত আছে, দশমীবিদ্ধা একাদশীকে হরিবাসর বলিয়া গণনা করা যায় না, সুতরাং দ্বাদশীই গ্রাহ্য। এখানে দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণই বোদ্ধব্য। এইরূপে ভক্তি সহকারে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে হরিসাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ হয়, নচেৎ বিপরীতা-চরণে নরকে গতি হয় সন্দেহ নাই। ১১৩। একাদশী ঋষিগণের এবং দ্বাদশী হরির তিথি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ১১৪। মার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে মার্কণ্ডেয়ের উক্তি আছে, হে নৃপতে! জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যখন একাদশী ঋষিগণের ও দ্বাদশী শ্রীহরির তিথি হইল, তখন মানবগণ দ্বাদশীতে উপবাসী না থাকে কেন? ইহার উত্তর এই যে, হে নৃপতে! একাদশী কেবল কল্যাণরূপিণী, স্বর্গসুখ ও বিষয়সুখাদি-বর্দ্ধিনী, এই হেতু পূর্ব্বে তিথি-প্রধানা দ্বাদশীকে মোক্ষাভিলাষীর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ১১৫—১১৬। হে নৃপতে! একাদশী দেহ ও দ্বাদশী

এষা নিঃশ্রেয়সী ভূপ ফলভোগবিবর্দ্ধিনী। মোক্ষাত্মিকা পুরা প্রোক্তা দ্বাদশী প্রবরা তিথিঃ ॥১১৬
একাদশী শরীরন্তু পুরুষো দ্বাদশী স্মৃতা। দ্বাদশ্যামুপবাসেন সিদ্ধা ভূপ সহস্রশঃ।
চক্রবর্ত্তিত্বমতুলং সংপ্রাপ্তা অচলাং শ্রিয়ম্। চতুর্দ্দশৈতে সঞ্জাতা বলিনশ্চক্রবর্ত্তিনঃ।
বিষ্ণ্বংশান্তে মহাবীরা দুষ্টদৈত্যনিবর্হণাঃ। উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং যাবজ্জীবং ব্রতান্বিতাঃ।
চক্রবর্ত্তিত্বমাপন্না ভুক্ত্বা ভোগান্ সুখানি বৈ। কুবলাশ্বো বিশ্বগন্ধির্হরিশ্চন্দ্রো নলঃ পৃথুঃ।
মরুত্তো ভরতশ্চৈব কার্ত্তবীর্য্যশ্চ হৈহয়ঃ। মান্ধাতা সগরো রামঃ ককুৎস্থো নহুষস্তথা॥
উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যামপরাঞ্চ বিবর্জ্য তু। ভুক্ত্বা স্বর্গসুখান্যেতে চক্রবর্ত্তিত্বমাগতাঃ ॥ ১১৭ ॥
জনকানাং মহীপাল দ্বাদশ্যাং সমুপোষণে। সপ্তত্যা সন্ততির্যুক্তা সংসিদ্ধিং পরমাং গতা।
পুরুকুৎসো মহাপালো দ্বাদশ্যাং সমুপোষণে। সিদ্ধিঙ্গতঃ পরিত্যজ্য কর্ম্মবন্ধং দুরাসদম্॥ ১১৮॥
মান্ধাতা যৌবনাশ্বশ্চ দ্বাদশ্যাং সমুপোষণে। সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য সংপ্রাপ্তঃ পরমং পদম্॥
শাকুন্তলো মহীপালো দৌষ্মন্তিরপরাজিতঃ। দ্বাদশ্যামুপবাসেন গতস্তদ্বৈষ্ণবং পদম্॥
বৈণ্যঃ পুরূরবা ভূপ পালয়িত্বা ধরাতলম্। ধরণীধরমভ্যর্চ্চ্য দ্বাদশীষু সদা পুনঃ।
গতস্তদ্বৈষ্ণবং লোকং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্। এতে রাজর্ষয়ো ভূপ দ্বাদশ্যাং সমুপোষণৈঃ।
সিদ্ধিং পরমিকাং প্রাপ্তা যে দ্বিজাস্তান্ শৃণুষ্ব মে। যাবক্রীতশ্চ বৈদর্ভো মাণ্ডব্যঃ কৌশিকো মুনিঃ।
ভরদ্বাজস্তথা কণ্বঃ কুম্ভযোনিস্তথা মুনিঃ। অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
প্রয়ান্তি স্যন্দনস্যাগ্রে তিমিরারের্জনাধিপ। তে সর্ব্বে পরমাং সিদ্ধিং দ্বাদশ্যাং সমুপোষণে।
ময়া সহ গতা ভূপ কথন্তে সংশয়ো ভবেৎ। দ্বাদশীবাসরং রাজন্ হরিগুহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
নিরাপবাধং লোকেঽস্মিন্ শুদ্ধং বৈষ্ণববল্লভম্। তস্মাদ্ভূপ ন সন্দেহঃ কর্ত্তব্যো দ্বাদশীং প্রতি।
বিশেষফলদা প্রোক্তা দ্বাদশী পাপনাশিনী ॥ ১১৯ ॥

স্বর্গাদিসুখং তস্য ভোগেন রহিতা মোক্ষাত্মকত্বাৎ ॥ ১১৬ ॥ অপরাম্ একাদশীং ॥ ১১৭ ॥ দুরাসদাম্ অন্যৈর্দুর্ল্লভাং সিদ্ধিং। পাঠান্তরে দুষ্পরিহরং কর্ম্মবন্ধং ॥১১৮ ॥ নিঃশেষেণ আ সম্যক্ অপ-

---

পুরুষ বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করত অতুল চক্রবর্ত্তিত্বপদ ও অচলা শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছে। হরির অংশস্বরূপ বক্ষ্যমাণ চতুর্দ্দশসংখ্য ব্যক্তি মহাবল, চক্রবর্ত্তী, মহাবীর্য্যবান্ ও দুষ্টদৈত্যনিসূদন হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তি আজীবন ব্রতধারী হইয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক সার্ব্বভৌমপদ লাভ করত সুখসম্ভোগ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত চতুর্দ্দশ জন কুবলাশ্ব, বিশ্বগন্ধি, হরিশ্চন্দ্র, নল, পৃথু, মরুত্ত, ভরত, কার্ত্তবীর্য্য, হৈহয়, মান্ধাতা, সগর, রাম, ককুৎস্থ ও নহুষ নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল ব্যক্তি একাদশী বর্জ্জন পূর্ব্বক পুণ্যরূপিণী দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করত চক্রবর্ত্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন। ১১৭। হে রাজন্! জনকবংশীয় সপ্ততি সংখ্যক সন্ততি দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পুরুকুৎসনামক নৃপতি দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক দুষ্পার কর্ম্মবন্ধ ছেদন করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৮। যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক রণে কালগ্রাসে পতিত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। অপরাজের

অথ সম্পূর্ণা-লক্ষণেন বিদ্ধালক্ষণম্।

স্কান্দে।—

প্রতিপৎ-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতা ॥১২০॥

গারুড়ে শিবরহস্যে চ।—

উদয়াৎ প্রাক্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা। সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্গৃহী ॥ ১২১॥

গতা বাধা যস্মিন্। পাঠান্তরে নির্গতং আত্মাপরাধোদ্ভবং ফলং যস্মাৎ তৎ ॥ ১১৯ ॥ এবং সর্ব্বথা বিদ্ধা পরিত্যাজ্যেতি নিশ্চিতম্। তত্রাপেক্ষিতং বিদ্ধালক্ষণং সম্পূর্ণালক্ষণভিন্নত্বেন লিখতি প্রতিপদিতি ত্রিভিঃ। রবেঃ উদয়াৎ একমুদয়মারভ্য আউদয়াৎ অন্যোদয়াবধি যদি স্যুস্তদা সম্পূর্ণা ইত্যর্থঃ। হরিবাসরঃ একাদশী তদ্বর্জ্জিতাঃ। স চ নৈতাদৃশঃ কিন্তু উদয়াৎ পূর্ব্বং মুহূর্ত্তদ্বয়ং যত্রাসৌ ভবতি তদৈব সম্পূর্ণঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥ তদেব শ্রীগরুড়পুরাণাদিবচনৈর্দর্শয়তি উদয়াদিতি দ্বাভ্যাং। গৃহীতি বিদ্ধায়াং কেচিদুপবাসং ব্যবস্থাপয়ন্তি তৎ-পরিহারার্থ-

---

শাকুন্তল দৌষ্মন্তি (ভরত) রাজা দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক বৈষ্ণবপদ লাভ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! বৈণ্য ও পুরূরবা বসুমতী রক্ষণ এবং নিরন্তর দ্বাদশী তিথিতে পৃথ্বীধর অনন্তের অর্চ্চনা করিয়া দাহ-প্রলয়রহিত বৈষ্ণবধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হে ভূপ! এই সমস্ত নৃপশ্রেষ্ঠগণ দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক তৎফলে পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সমস্ত দ্বিজাতিরা দ্বাদশ্যুপবাস করত পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতঃপর মৎসকাশে তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর।—যাবক্রীত, বৈদর্ভ, কৌশিক, ভরদ্বাজ, কণ্ব, অগস্ত্য এবং অষ্টাশীতি সহস্র-সংখ্যক ঊর্দ্ধরেতা ঋষিরা তমোহারী ভাস্করদেবের বিমানাগ্রে গমন করেন। হে রাজন্! ঐ সমস্ত মুনিগণ দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক মৎসহ পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে ত্বদীয় সন্দেহের বিষয় কি হইতে পারে? হে ভূপ! শ্রীহরির গুহ্য দ্বাদশীদিন ত্বৎসকাশে বর্ণন করিলাম। এই দ্বাদশী দিনই সংসারে বাধাহীন, বিশুদ্ধ ও হরির প্রীতিপ্রদ। অতএব হে রাজন্! দ্বাদশীর প্রতি কদাপি সন্দিগ্ধ হইও না, পাতকহারিণী দ্বাদশী বিশেষফলদায়িনী বলিয়াই পরিকীর্ত্তিতা। ১১৯।

অনন্তর সম্পূর্ণা-লক্ষণে বিদ্ধালক্ষণ বিবৃত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, প্রতিপদাদি তিথিসমূহ সূর্য্যের এক উদয় হইতে পুনরুদয় যাবৎ ষষ্টি দণ্ড ভোগ করিলেই সম্পূর্ণা বলিয়া অভিহিত হয়; পরন্তু একাদশী সম্বন্ধে সে নিয়ম নহে; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত থাকিলেই একাদশীকে সম্পূর্ণা কহে। ১২০। গরুড়পুরাণে এবং শিবরহস্যেও লিখিত আছে, হে দ্বিজ! সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত একাদশী থাকিলে তাহাকে সম্পূর্ণা বলা যায়; ঐ একাদশীতে উপবাস করাই গৃহীর কর্ত্তব্য। ১২১। ভবিষ্যপুরাণেও লিখিত আছে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একাদশী দুই মুহূর্ত্ত থাকিলেই সম্পূর্ণা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত আদিত্যোদয়ের পূর্ব্বে মুহূর্ত্ত দ্বয়ের ন্যূন থাকিলে দশমী-বিদ্ধা বলিয়া গণনীয়

ভবিষ্যে চ :—

আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সংপূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ইতি ॥ ১২২ ॥

অতএব পরিত্যাজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে। দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ ॥ ১২৩ ॥

তত্র কণ্বঃ।—

অরুণোদয়বেলায়াং দশমীসংযুতা যদি। অত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥

স্কান্দে।—অরুণোদয়বেলায়াং দশমী যদি সঙ্গতা। রবিচক্রার্দ্ধমাত্রাপি দ্বাদশীমুপবাসয়েৎ ॥
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ১২৪ ॥

অতএব গারুড়ে।—

উদয়াৎ প্রাক্ ত্রিঘটিকাব্যাপিন্যেকাদশী যদা। সন্দিগ্ধৈকাদশী নাম বর্জ্জয়েদ্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষয়া ॥

মুক্তং ॥ ১২১ ॥ অন্যা উক্তলক্ষণ-সংপূর্ণেতরা বিদ্ধোক্তা ॥ ১২২ ॥ অতঃ পূর্ব্ববিদ্ধাত্যাগাদেব হেতোঃ। তত্র চ উদয়াৎ প্রাক্ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্তর্দশমী-প্রাপ্ত্যা বেধপ্রসঙ্গাদ্ধেতোরেব। অরুণস্যোদয়ো যস্মিন্ তস্মিন্ সময়ে দশম্যা বিদ্ধৈকাদশী পরিত্যাজ্যা সর্ব্বৈরেব। তত্র চ বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ পরিত্যাজ্যেতি বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্ধি চৈকাদশীব্রতমিতি ভবিষ্যপুরাণাদিবিশেষোক্তে-র্বৈষ্ণবেতরেষাং শৈবসৌরাদীনাং কেষাঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ বিদ্ধোপবাসব্যবস্থাপনাভিপ্রায়েণ। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ১২৩ ॥ রবিচক্রার্দ্ধমাত্রাপীতি সারথেররুণস্যোদয়াৎ প্রাগেব রথচক্রোদয়ং। তত্রার্দ্ধচক্রোদয়মাত্রপ্রাপ্তত্বেন অত্যল্পাপীত্যর্থঃ। যথোক্তং ভবিষ্যে। অরুণোদয়ে তু দশমী-গন্ধমাত্রং ভবেদ্যদীতি ॥১২৪॥ ত্রিঘটিকেত্যনেন দশম্যা ঘটিকৈকা অরুণোদয়ে প্রবিষ্টেতি জ্ঞেয়ঃ।

হয়। ১২২। অতএব অরুণোদয় সময়ে দশমী-সমন্বিতা একাদশী বর্জ্জন করিবে, পরন্তু বৈষ্ণব ব্যক্তির পক্ষে দশমী-সমন্বিতা একাদশী বিশেষরূপে পরিত্যাজ্যা। ১২৩।

অনন্তর অরুণোদয়ে বিদ্ধা-বর্জ্জন কথিত হইতেছে।—এ বিষয়ে কণ্ব ঋষির উক্তি আছে যে, অরুণোদয় সময়ে দশমী-বিদ্ধা একাদশী হইলে দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, অরুণোদয়-সময়ে সূর্য্যচক্রার্দ্ধমাত্র দশমীসঙ্গতা (আদিত্যরথচক্রের ঈষন্মাত্র উদয়ে দশমীযুক্তা) একাদশী হইলেও দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। এ স্থলে ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়, এই পারণ যজ্ঞশতানুষ্ঠানের পুণ্যস্বরূপ। ১২৪ ॥ গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, আদিত্যোদয়ের পূর্ব্বে ঘটিকাত্রয়ব্যাপিনী * একাদশী হইলে তাহাকে সন্দিগ্ধা কহে। সন্দিগ্ধা একাদশী ধর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্যাজ্যা। আদিত্যোদয়ের পূর্ব্বে এক মুহূর্ত্তব্যাপিনী একাদশী হইলে তাহাকে সংযুক্তা কহে। ধর্ম্মবৃদ্ধ্যর্থ উহা পরিত্যাজ্য। আদিত্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্টিদণ্ডব্যাপিনী একাদশী হইলেই সম্পূর্ণা বলা যায়। ধর্ম্ম-

---

* ইহার ভাবার্থ এই যে, ঘটিকাত্রয় বলাতে অরুণোদয়সময়ে দশমীর একঘটিকার প্রবেশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সংক্রান্তিবিশেষোল্লেখার্থই ইহা কথিত হইল, পরে সবিস্তর বিবৃত হইবে।

উদয়াৎ প্রাক্‌মুহূর্ত্তেন ব্যাপিন্যেকাদশী যদা। সংযুক্তৈকাদশী নাম বর্জ্জয়েদ্ধর্ম্মবৃদ্ধয়ে।
আদিত্যোদয়বেলায়ামারভ্য ষষ্টিনাড়িকাম্। সম্পূর্ণৈকাদশী নাম ত্যাজ্যা কর্ম্মফলেপ্সুভিঃ॥১২৫॥
এষাং সর্ব্বেষামন্তে॥—

পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধ্যর্থং দ্বাদশ্যামুপবাসয়েৎ। তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্॥ ১২৬।
কিঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূতশৌনকসংবাদে।—

অরুণোদয়বেলায়াং যা স্তোকাপি তিথির্ভবেৎ। পূর্ণৈবেত্যবগন্তব্যা প্রভূতা নোদয়ং বিনা॥১২৭॥
তত্র চেদ্দশমীবেধোঽতিবেধো বাপি জায়তে।
মহাবেধোঽথবা যোগো রক্ষসাং তৎফলং ভবেৎ॥ ১২৮॥

তত্র প্রশ্নঃ।

কীদৃশস্তু ভবেদ্বেধো যোগো বিপ্রেন্দ্র কীদৃশঃ। যোগবেধৌ সমাচক্ষ্ব যাভ্যাং দুষ্টমুপোষণম্॥
চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয়-নিশ্চয়ঃ। চতুষ্টয়বিভাগোঽত্র বেধাদীনাং কিলোদিতঃ॥

তত্রোত্তরম্।

অরুণোদয়-বেধঃ স্যাৎ সার্দ্ধন্তু ঘটিকাত্রয়ম্। অতিবেধো দ্বিঘটিকঃ প্রভাসন্দর্শনাদ্রবেঃ॥
মহাবেধোঽপি তত্রৈব দৃশ্যতেঽর্কো ন দৃশ্যতে। তুরীয়স্তত্র বিহিতো যোগঃ সূর্য্যোদয়ে বুধৈঃ॥
ব্যাখ্যাতঞ্চেদং মাধবীয়ে।—বেধাতিবেধমহাবেধ-যোগাশ্চত্বার উপবাসস্য দূষকাঃ।
তত্র রবেঃ সন্দর্শনাৎ পূর্ব্বং সার্দ্ধং ঘটিকাত্রয়মেকাদশ্যা ব্যাপ্তম্।
তত্র প্রাচীনে ঘটিকার্দ্ধে দশমী-সদ্ভাবে বেধঃ। যদা ঘটিকাদ্বয়মুপরিতনমেকাদশীব্যাপ্তং পূর্ব্বন্তু ঘটিকাদ্বয়ং দশমীব্যাপ্তং তদানীমতিবেধ ইতি॥ পরন্তু সুগমম্।

এতচ্চ সংজ্ঞাবিশেষার্থমুক্তং। এবমগ্রেঽপি তাঞ্চ ধর্ম্মকাঙ্ক্ষয়া বর্জ্জয়েদিতি অন্যথা ধর্ম্মহানিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপূহ্যং॥ ১২৫॥ এষাং গরুড়োক্তানাং ত্রিশ্লোকানাং পুত্রাণাং পৌত্রাণাঞ্চ সমৃদ্ধয়ে। যদ্বা পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ সমৃদ্ধয়শ্চ ধনাদিসম্পত্তয়স্তদর্থং॥ ১২৬॥ তিথিরেকাদশী। অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভূতা ন সম্পূর্ণা। একমরুণোদয়মারভ্যান্যারুণোদয়ং যাবদ্ব্যাপিন্যেব সতী সম্পূর্ণা স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১২৭॥ তত্র অরুণোদয়ে॥ ১২৮॥

ফলপ্রেপ্সু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উহা পরিত্যাজ্য। ১২৫। গরুড়পুরাণে কথিত এই শ্লোকত্রয়ের অন্তে লিখিত আছে, পুত্র-পৌত্র-সমৃদ্ধ্যর্থ দ্বাদশীতেই উপবাস কর্ত্তব্য এবং ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। এই পারণ যজ্ঞশতানুষ্ঠানের পুণ্যস্বরূপ সন্দেহ নাই। ১২৬। আরও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে সূত-শৌনক-সংবাদে লিখিত আছে, অরুণোদয়-সময়ে একাদশী অল্পমাত্রা থাকিলেও তাহাকে পূর্ণা বলা যায়। অরুণোদয় ব্যতীত সম্পূর্ণা হইতে পারে না। ১২৭। অরুণোদয়-সময়ে দশমী সহ বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ বা যোগ সংঘটিত হইলে সেই একাদশীর ফল রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ১২৮।

অতঃপর এই বিষয়ক প্রশ্ন কথিত হইতেছে।—হে দ্বিজসত্তম! বেধ কাহাকে কহে, যোগই বা কীদৃশ? যাহাদিগের দ্বারা উপবাস দূষিত হয়, সেই যোগ ও বেধ এই দুইটির

অত্র তত্র দোষাঃ।

তত্রৈব।—

রাক্ষসানাং ফলং যোগে মহাবেধে তু বাস্কলেঃ। জম্ভাসুরস্যাতিবেধে মোহিনী বেধশিল্পিনী॥

গোভিলোক্তৌ।—

অরুণোদয়বেলায়াং দশমী যদি সঙ্গতা। সংযুক্তৈকাদশীং তান্তু মোহিন্যৈ দত্তবান্ বিভুঃ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে:—

অরুণোদয়বেলায়াং দশমীমিশ্রিতা ভবেৎ। তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধামুপোষেদবিচারয়ন্॥

ভবিষ্যে।—

অরুণোদয়ে তু দশমী গন্ধমাত্রং ভবেদ্যদি। দ্রষ্টব্যং তৎ প্রযত্নেন বর্জ্জনীয়ং নরাধিপ॥ ১২৯॥

দ্রষ্টব্যং গণকাদিদ্বারা বিচার্য্য জ্ঞাতব্যম্॥ ১২৯॥ তদ্দিনে যদেকাদশীব্রতং তৎ॥ ১৩০॥ তত্র

বিষয় কীর্ত্তন করুন্। প্রভাতে নিশ্চিতই অরুণোদয় চারি ঘটিকা আছে, সেই অরুণোদয়ে বেধাদির চতুর্ব্বিধ বিভাগ কিরূপ কথিত হইয়াছে?

অনন্তর উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর বিবৃত হইতেছে।—অরুণোদয়-বেধ সার্দ্ধ তিন ঘটিকা; সূর্য্যের প্রভাদর্শন হইতে দুই ঘটিকা সময়কে অতিবেধ বলা যায়; সূর্য্য দৃষ্ট হইতেছে বা না হইতেছে, এরূপ বেধের নাম মহাবেধ আর আদিত্যোদয়ে বিহিত বেধকেই যোগ কহে; সুধীগণ এইরূপে চতুর্ব্বিধ বেধের ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন। মাধবীয় গ্রন্থে এই প্রকার ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগ এই চতুর্ব্বিধ বেধদ্বারা উপবাস দূষিত হয়। বেধচতুষ্টয়মধ্যে যদি আদিত্যদর্শনের পূর্ব্ব সার্দ্ধত্রিদণ্ডব্যাপিনী একাদশী থাকে এবং পূর্ব্বদণ্ডের অর্দ্ধদণ্ড দশমী হয়, তাহা হইলেই অরুণোদয় বেধ হয়। যদি আদিত্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই ঘটিকা একাদশী থাকে আর তৎপূর্ব্ব দুই ঘটিকা দশমী হয়, তাহা হইলে তাহারই নাম অতিবেধ। অতঃপর অর্থ সুগম।

এতদ্বিষয়ে দোষ কথিত হইতেছে।—উক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই লিখিত আছে, যদি একাদশী যোগ দ্বারা দুষ্ট হয়, তবে তৎফল রাক্ষস দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ বাস্কলিনামা দৈত্য মহাবেধের ফল, জম্ভাসুর অতিবেধের ফল এবং মোহিনী বেধের ফল গ্রহণ করে। গোভিলের বাক্যে প্রকাশিত আছে যে, অরুণোদয়-সময়ে দশমী সমন্বিতা হইলে সেই একাদশীকে সংযুক্তা একাদশী কহে। ব্রহ্মা ঐ ব্রতফল মোহিনীকে সমর্পণ করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে, যদি অরুণোদয়কালে দশমীযুক্তা একাদশী হয়, তবে তাহা বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে কোনরূপ বিচারণা করিবে না। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে নরাধিপ! যদি অরুণোদয়বেলায় দশমীর গন্ধমাত্রও থাকে, তবে তাহা দেখিয়া (গণকাদি দ্বারা বিচার করত বিদিত হইয়া) সযত্নে পরিত্যাগ করিবে। ১২৯। আরও লিখিত আছে, অরুণোদয়বেলায় দশমীশেষসমন্বিতা একাদশী হইলে তদ্দিনে ব্রতাচরণ বৈষ্ণবের

কিঞ্চ।—

দশমীশেষসংযুক্তো যদি স্যাদরুণোদয়ঃ। বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতম্॥ ১৩০॥

গারুড়ে।—

দশমীশেষসংযুক্তো যদি স্যাদরুণোদয়ঃ। নৈবোপোষ্যং বৈষ্ণবৈস্তু তত্র চৈকাদশী-ব্রতে॥১৩১॥

অথ অত্র বৈষ্ণবলক্ষণম্।

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুসেবাপরো নরঃ। বৈষ্ণবশ্চাত্র সংগ্রাহ্যঃ স্কান্দাদ্যুক্তানুসারতঃ॥১৩২॥

তথা চ স্কান্দে।—

পরমাপদমাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে *। নৈকাদশীং ত্যজেদ্যস্তু যস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী।

সমাত্মা সর্ব্বজীবেষু নিজাচারাদবিপ্লুতঃ। বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ১৩৩॥

পাদ্মে চ।—

সদীক্ষাবিধি সন্ন্যাসং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরম্। অষ্টাক্ষরমথান্যং বা যে মন্ত্রং সমুপাসতে।

জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা লোকে বিষ্ণ্বর্চ্চনরতাস্তথা। ১৩৪॥

তস্মিন্ দিনে একাদশীব্রতে নিমিত্তে নৈবোপোষ্যম্। ব্রত ইত্যত্র দিন ইতি বা পাঠঃ॥ ১৩১॥

নন্বু স চ বৈষ্ণবঃ কীদৃশঃ? পূর্ব্বং ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে যো লিখিতঃ উতান্যো বেত্যপেক্ষায়াং লিখতি গৃহীতেতি। অত্র ব্রতবিধৌ স এব গ্রাহ্যঃ। ন তু পূর্ব্বলিখিতো ভক্তিনিষ্ঠাপ্রাপ্তঃ, তস্য ব্রতাদ্যনধিকারাৎ। এবং দ্বাদশ্যাদৌ ক্ষৌদ্রকাংস্যাদিবর্জ্জনাদিষ্বপি তথৈব জ্ঞেয়ম্॥ ১৩২॥ সর্ব্বজীবেষু সমাত্মা সমবুদ্ধিঃ হিংসানিন্দাদিরাহিত্যাৎ স্বাত্মবদ্ধিতকারিত্বাচ্চ। নিজাচারো বৈষ্ণব-ধর্ম্মস্তস্মাদবিপ্লুতঃ অপরিভ্রষ্টঃ। বিষ্ণৌ অর্পিতোঽখিল আচারঃ স্বধর্ম্মাদির্যেন সঃ॥ ১৩৩॥ দীক্ষাবিধ্যাদিকং পূর্ব্বং লিখিতমেবাস্তি। দীক্ষাবিধিসহিতং ন্যাসেন সহিতং যন্ত্রেণ সহিতঞ্চ। এতচ্চ পূজাঙ্গমেবেত্যুক্তং। অন্যঞ্চ শ্রীগোপালদেবাদিমন্ত্রং। তথেতি সমুচ্চয়ে। তথাপি দীক্ষাদিং বিনা পূজাসম্পত্ত্যভাবাদ্দীক্ষাপ্যন্তীত্যেব জ্ঞেয়ং। যদ্বা তথা তেন দীক্ষাগ্রহণাদি-প্রকারেণ। বিষ্ণ্বর্চ্চনরতা ইতি তেষামেব বিশেষণং। সদেতি চ কচিৎ পাঠঃ॥ ১৩৪॥

অকর্ত্তব্য। ১৩০। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, অরুণোদয়বেলায় দশমীশেষের সংযোগ থাকিলে সেদিন একাদশীব্রত করা বৈষ্ণবদিগের উচিত নহে। ১৩১।

এই স্থানে বৈষ্ণবলক্ষণ বিবৃত হইল।—স্কন্দপুরাণকথিত নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুসেবাপরায়ণ হইয়া থাকেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলা যায় এবং তিনিই একাদশী-ব্রতের উপযুক্ত। ১৩২। এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, ভীষণ বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া অথবা বিপুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াও যে ব্যক্তি একাদশী ত্যাগ না করেন, যে ব্যক্তি বৈষ্ণববিধানে দীক্ষিত, যিনি সর্ব্বভূতে সমচিত্ত, যিনি স্বাচারবান্ এবং যে ব্যক্তি হরিতে সমস্ত আচার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলা যায়। ১৩৩। পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে,

---

* "হর্ষে বা মহতি স্থিতে" ইত্যপি পাঠঃ।

অথারুণোদয়লক্ষণম্।

স্কান্দে।—উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ। তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাৎ স বৈ পুণ্যতমঃ স্মৃতঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে। যতীনাং স্নানকালোঽয়ং গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ স্মৃতঃ॥১৩৫॥

ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ম্। নাড়ীনাং তে উভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে॥১৩৬॥

অথারুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষাঃ।

তত্র কৌৎসঃ।—

অরুণোদয়বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা। তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥১৩৭॥

পাদ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে।—

অরুণোদয়কালে তু বেধং দৃষ্ট্বা চতুর্ব্বিধম্। মদ্দিনং যে প্রকুর্ব্বন্তি যাবদাহূতনারকাঃ॥১৩৮॥

প্রাতরুষসি যাশ্চতস্রো ঘটিকাস্তা অরুণোদয়ঃ। গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ পরমপাবন ইত্যর্থঃ॥১৩৫॥ রাত্রিশেষে চতুর্ঘটিকাব্যাপ্যারুণোদয় ইত্যত্র হেতুমাহ ত্রিযামামিতি। নাড়ীনাং আদ্যন্তয়োশ্চতুষ্টয়ং রাত্রেরাদৌ নাড়ীচতুষ্টয়ম্ অন্তে চ নাড়ী-চতুষ্টয়ং ত্যক্ত্বা। এবমেকযামত্যাগেন ত্রিযামামাহুর্ম্মুনয়ঃ। যতঃ তন্নাড়ীনামাদ্যন্তচতুষ্টয়ঞ্চ দিবসস্যাদ্যন্তসংজ্ঞিতে তে প্রসিদ্ধে উভে সন্ধ্যে প্রাহুঃ॥১৩৬॥

কাচিৎ একা। যয়োপোষিতা তস্যাঃ॥১৩৭॥ দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বাপি। চাতুর্ব্বিধ্যঞ্চ বেধাতিবেধাদি-ভেদেন প্রাগ্‌লিখিতমেব॥ ১৩৮—১৩৯॥ তদা একাদশ্যুপবাসিনামুপবাসঃ পাপস্য মূলং জ্ঞেয়-

---

দীক্ষাবিধি, ন্যাস ও যন্ত্র সহ দ্বাদশার্ণ বা অষ্টার্ণ মন্ত্রের আরাধনা করিলে এবং হরিপূজায় নিরত থাকিলে সেই ব্যক্তিই সংসারে বৈষ্ণব নামে প্রথিত। ১৩৪।

অনন্তর অরুণোদয়লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, আদিত্যোদয়ের পূর্ব্ব দণ্ডচতুষ্টয়কে অরুণোদয় কহে। ঐ কাল পুণ্যতম বলিয়া কীর্ত্তিত, এই সময়ে স্নান প্রশস্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে, উষাকালীন ঘটিকাচতুষ্টয়ই অরুণোদয় বলিয়া অভিহিত। ঐ সময়েই যতিগণ স্নান করেন, উহা গঙ্গোদকবৎ পবিত্র। ১৩৫। সুধীগণ প্রদোষের চারিদণ্ড ও উষার চারিদণ্ড ত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রিকে ত্রিযামা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত চারি চারি দণ্ডই সন্ধ্যাকাল, উহা দিবসের আদি ও অন্ত শব্দে অভিহিত। ১৩৬।

অরুণোদয়-বিদ্ধায় উপবাসে যে সমস্ত দোষ ঘটে, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে।—এ বিষয়ে কৌৎসের উক্তি আছে যে, এক রমণী অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাসী ছিল বলিয়া শত-পুত্রবিয়োগ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং অরুণোদয়বিদ্ধায় উপবাস অকর্ত্তব্য। ১৩৭। পদ্মপুরাণে শ্রীভগ-বদ্ব্রহ্মসংবাদে লিখিত আছে, অরুণোদয়সময়ে বেধ-চতুষ্টয় বিদিত হইয়াও যে সকল ব্যক্তি মদ্দিন বোধে উপবাসী থাকে, মহাপ্রলয় যাবৎ তাহাদিগকে নরকে অবস্থিতি করিতে হয়।১৩৮।

কৃতে তু মদ্দিনে তত্র সন্তানস্যাপি সংক্ষয়ঃ। সপ্তজন্মসু নশ্যন্তি ধর্ম্মাণি চ ধনানি চ॥ ভবিষ্যে চ।—

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে। ন তত্রৈকাদশী কার্য্যা ধর্ম্মকামার্থনাশিনী॥ ১৩৯॥ কিঞ্চ।—অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে। পাপমূলং তদা জ্ঞেয়মেকাদশ্যুপবাসিনাম্॥ইতি॥ ১৪০॥ বিদ্ধোপবাসদোষা যে সামান্যাল্লিখিতাঃ পুরা। জ্ঞেয়াস্তেঽত্রাপি বিদ্ধায়া লক্ষণস্যানুসারতঃ ॥১৪১॥ এবং জ্ঞেয়ানি বাক্যানি বিদ্ধাব্রতপরাণি তু। অবৈষ্ণবাশ্রয়াণ্যেব গুরুমায়া-কৃতানি বা॥ ১৪২॥ ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি-ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্দোষ-গণাশ্রয়াৎ॥ ১৪৩॥

মিত্যর্থঃ॥ ১৪০॥ সামান্যাৎ অরুণোদয়বেধাদিবিশেষরাহিত্যেন সামান্যতঃ পূর্ব্বং লিখিতাঃ। অরু-ণোদয় বিদ্ধোপবাসেঽপি। কুতঃ?—বিদ্ধায়া লক্ষণস্য পূর্ব্বলিখিতস্যানুসারাৎ। উদয়াৎ প্রাক্ মুহূর্ত্তদ্বয়ব্যাপিনী সতী সংপূর্ণা অন্যথা বিদ্ধেতি বিদ্ধালক্ষণেঽরুণোদয়বেধস্যৈব সুসিদ্ধেঃ॥ ১৪১॥ ইত্থং সর্ব্বদা বিদ্ধোপবাসো নিষিদ্ধঃ তত্রচ যদুক্তমৃষ্যশৃঙ্গেণ।—একাদশী ন লভ্যেত সকলা দ্বাদশী ভবেৎ। উপোষ্যা দশমীবিদ্ধা ঋষিরুদ্দালকোঽব্রবীৎ॥ কিঞ্চ। অবিদ্ধানি নিষিদ্ধৈশ্চেন্ন লভ্যন্তে দিনানি তু। মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা গ্রাহ্যৈবৈকাদশী তিথিঃ। তদর্দ্ধবিদ্ধান্যন্যানি দিনান্যুপবসে-দ্বুধঃ॥ অপি চ।—পারণাহে ন লভ্যেত দ্বাদশী কলয়াপি চেৎ। তদানীং দশমী বিদ্ধা উপোষ্যৈ-কাদশীতিথিরিতি। পাদ্মে চ।—বিদ্ধাপ্যেকাদশী গ্রাহ্যা পরতো দ্বাদশী নচেৎ। দ্বাদশী দ্বাদশীঽস্তি ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্। বিদ্ধাপ্যবিদ্ধা বিজ্ঞেয়া পরতো দ্বাদশী ন চেদিতি। ঈদৃশান্যা-ন্যানি চ যানি বচনানি বর্ত্তন্তে তেষাং বিষয়ং ব্যবস্থাপ্য লিখতি এবমিতি লিখিতপ্রকারেণ। অবৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবেতরাঃ শৈবসৌরাদয়ঃ কামিনো গৃহস্থাশ্চেতিবিষয়কাণি। তেষামপি বিদ্ধো-পবাসে বহুলদোষশ্রবণাদপরিতোষেণ পক্ষান্তরং লিখতি গুর্ব্বিতি॥ ১৪০॥ প্রসঙ্গাদ্বৈষ্ণবব্রতেষু সর্ব্বেষ্বপি সবেধদিনানীত্থং পরিত্যাজ্যানীত্যাদিশন্ লিখতি ইত্থঞ্চেতি। নৈবোপোষ্য বৈষ্ণবৈ-রিত্যাদি-লিখিতপ্রকারেণ। আদিশব্দেন রামনবমী-নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদি। তাদৃশাং বিদ্ধৈকাদশী-ব্রতোক্তসদৃশানাং দোষাণাং গণস্যাশ্রয়াৎ॥ ১৪৩॥

এইরূপ বেধসমন্বিত মদ্দিনে উপবাস করিলে সন্ততি বিনাশ পায় এবং সপ্তজন্ম ধর্ম্ম ও ধনের হ্রাস হইয়া থাকে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, অরুণোদয়-সময়ে দশমী লক্ষিত হইলে তৎকালে একাদশী অকর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি তাহাতে একাদশী করে, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৩৯। আরও লিখিত আছে যে, অরুণোদয়-সময়ে দশমী দৃষ্ট হইলে তাহাতে যাহারা একা-দশ্যুপবাস করে, তাহাদিগের উপবাস পাতকের কারণমাত্র হয়। ১৪০। সাধারণতঃ যে সমস্ত বিদ্ধোপবাসাদি দোষের উল্লেখ হইয়াছে, এস্থলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে তৎসমস্ত দোষ জ্ঞাতব্য। ১৪১। বিদ্ধোপবাসের প্রতি যে সমস্ত বচন আছে, তৎসমস্তই অবৈষ্ণববিষয়ক বা

অথার্দ্ধরাত্রবিদ্ধাসমাধানম্।

অর্দ্ধরাত্রাচ্চ পরতো বর্ত্তেত দশমী যদি। তদাপ্যেকাদশীং বিদ্ধাং মন্যন্তে যচ্চ কেচন ॥

তথা চ কৌর্ম্মে।—

অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে। তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥ ইতি।

অভিজ্ঞাস্তচ্চ মন্যন্তে পক্ষবর্দ্ধন্যুপাশ্রিতম্। অতস্তচ্চ তথাঽচ্চ মহতাং নৈব সম্মতম্ ॥১৪৪ ॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্যাসোক্তো তত্রৈব।—

অর্দ্ধরাত্রেঽপি কেষাঞ্চিদ্দশম্যা বেধ ইষ্যতে। অরুণোদয়বেলায়াং নাবকাশো বিচারণে ॥১৪৫॥

এবমরুণোদয়বেধে সতি ন কেনাপুপ্যবাসঃ কার্য্য ইতি নিশ্চিতম্। তত্র চ কেচিদর্দ্ধরাত্রাৎ পরতঃ কেচিচ্চত্বারিংশদ্ঘটিকাভ্যশ্চ পরতোঽপি দশম্যাঃ বৃত্তৌ বেধমিচ্ছন্তীতি তন্মতমুত্থাপ্য নিরাকরোতি অর্দ্ধরাত্রাচ্চেতি ষড়্ভিঃ। যন্মন্যন্তে তৎ পক্ষবর্দ্ধনী নাম মহাদ্বাদশী, তদ্বিষয়কমভিজ্ঞা মন্যন্ত ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ। তৎ অর্দ্ধরাত্রাৎ পরতো বেধবচনং বিদ্ধত্বং বা। অন্যৎ চত্বারিংশদ্ঘটিকোপরি বেধবিষয়কঞ্চ মহতাং শ্রীব্যাসাদীনাং নৈব সম্মতং ভবতি ॥১৪৪॥ অরুণোদয়-বেলায়ান্ত বেধবিচারণোপরি অবকাশোঽপি নাস্তীত্যনেনারুণোদয়-বেধ এব নিশ্চিতঃ ন ত্বর্দ্ধরাত্রোপরিবেধঃ স্থাপিত ইতি কৈমুতিকন্যায়বিচারাদিতি দিক্ ॥ ১৪৫ ॥ নন্বর্দ্ধরাত্রোপরিবেধো হি কপালবেধত্বেন প্রসিদ্ধো বৈষ্ণবানাং সম্মতঃ, অতঃ সোঽপি বর্জ্জনীয় এব তত্রাহ কপালেতি। যং অর্দ্ধরাত্রাৎ পরতো বেধং আচার্য্যাঃ কপালবেধ ইতি বদন্তি। হরিপ্রিয়া ইতি হরিপ্রিয়তয়া বেধশ্রবণমাত্রেণ দোষাশঙ্কয়াহুর্ন তু বিচারেণেত্যর্থঃ। যদ্বা হরিপ্রিয়া ইতি তত্রত্যানাং শৌনকাদীনাং সম্বোধনং। তেন চাখিলবিচারনৈপুণ্যং সমর্থয়তি। যে ইতি পাঠে কেচিদাহুঃ; তচ্চ যে হরিপ্রিয়া আচার্য্যাস্তেষাং মম চ বেদব্যাসস্য সম্মতং ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্যস্মাদিতি। এবং ত্রিযামায়া রাত্রের্মধ্যে একাদশ্যাঃ প্রবেশ এব নাস্তি। যতো দশম্যা এব সা রাত্রিঃ। অতস্তত্র যতো দশম্যা বেধঃ স্যাৎ অতো অরুণোদয়ে একাদশীসম্ভাবেন তৎসম্পূর্ণতা প্রতিপাদ

শুক্রমায়াকল্পিত জানিবে। ১৪২। এইরূপ জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতসমূহও বিদ্ধাদিনে করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য নহে, করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহের উৎপত্তি হয়। ১৪৩।

অনন্তর অর্দ্ধরাত্র-সমাধান কথিত হইতেছে।—অর্দ্ধনিশার পর দশমী থাকিলে কোন কোন ব্যক্তির মতে তাহাও বিদ্ধা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। কূর্ম্মপুরাণে এই বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, অর্দ্ধরাত্রের পর দশমী দৃষ্ট হইলে একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। বিচক্ষণগণ এই অর্দ্ধরাত্রবেধকে পক্ষবর্দ্ধিনীবিষয়ক বলিয়া বিবেচনা করেন; সুতরাং অর্দ্ধরাত্রবেধ ও চত্বারিংশদ্ঘটিকোপরি বেধে মহাত্মগণের (ব্যাসাদি মুনিগণের) অনুমোদন দৃষ্ট হয় না। ১৪৪। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্যাসবাক্যে উক্ত প্রকারই বিবৃত আছে যে, কোন কোন অভিজ্ঞের মতে অর্দ্ধনিশাতেও দশমীবেধ লক্ষিত হয়। অরুণোদয়-সময়ে বেধবিচারণে অবকাশ নাই। ১৪৫। কতি

কপালবেধ ইত্যাহুরাচার্য্যা যং হরিপ্রিয়াঃ। ন তন্মম মতং যস্মাৎ ত্রিযামা রাত্রিরুচ্যতে ॥১৪৬॥
পাদ্মে চ—

অর্দ্ধরাত্রং স্পৃশেৎ পূর্ণা পক্ষবৃদ্ধির্যদগ্রতঃ। কপালবেধনী সা চ শুদ্ধাং তত্রামুপোষয়েৎ ॥১৪৭॥

নাং তত্রৈব দশম্যানুবৃত্তৌ বেধঃ কল্প্যত ইত্যর্থঃ। অন্যথা অতিব্যাপ্ত্যার্দ্ধরাত্রাৎ পূর্ব্বং ততোঽপি পূর্ব্বমিত্যেবং রাত্রিপ্রথমভাগেঽপি নিয়মাভাবাৎ বেধঃ স্যাৎ। ততশ্চানবস্থাপ্রসঙ্গদোষ এব স্যাদিতি দিক্ ॥১৪৬॥ নমু তর্হি অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্যেত্যাদি কূর্ম্মপুরাণবচনম্।—অর্দ্ধরাত্রাৎ পরঃ যাম্যাঃ কলাকাষ্ঠাদিসংযুতা। মোহিনী সাধিকারা চ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা। নিশীথাৎ পরতো যাম্যা একাদশ্যামুপোষিতা। স পতেন্নরকে ঘোরে যাদবাহুতসংপ্লবমিত্যাদি স্মৃত্যর্থসারবচনঞ্চ যৎ তস্য কো বিষয়ঃ তত্রাহ অর্দ্ধরাত্রমিতি। যদাগ্রতঃ পক্ষবৃদ্ধির্ভবতি, তদা পূর্ণা দশমী চেদর্দ্ধরাত্রং স্পৃশেৎ, তদা সা কপালবেধনী নামৈকাদশী স্যাৎ। তদা চ শুদ্ধাং ভদ্রাং দ্বাদশী-মেবোপবসেদিত্যর্থঃ। অতশ্চ—পূর্ণৈকচত্বারিংশচ্চ ঘটিকা দৃশ্যতে যদি। তদা ব্যালমুখী জ্ঞেয়া বর্জ্জিতা মংরায়ণৈঃ। দ্বিচত্বারিংশদ্ ঘটিকা দশমী দৃশ্যতে যদি। মহাব্যালেতি বিখ্যাতা ন কার্য্যা মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ। ত্রিচত্বারিংশদ্ঘটিকাতয়া সা হুভিধীয়তে। পূর্ণা চতুশ্চত্বারিংশৎ কথিতা সা মহাভয়েত্যাদীনি। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে। দ্বিপঞ্চাশচ্চ ঘটিকা দশমী দৃশ্যতে যদি। ছায়াভিধা তু সা জ্ঞেয়া নন্দা সা বৃদ্ধিগামিনী। ত্রিপঞ্চাশদ্যদা পূর্ণা গ্রস্তা সৈব তু গীয়তে। চতুঃপঞ্চাশকো জ্ঞেয়োঽপ্যতিবেধস্ততোঽধিকঃ। মহাবেধঃ ষড়ধিকস্তথোক্তঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ। প্রলয়ঃ সপ্তপঞ্চাশৎ মহান্ প্রোক্তস্ততোঽপরঃ। নবাধিকা মহাঘোরা সম্পূর্ণা ষষ্টিরাক্ষসী। ছায়াদিনব-বেধেষু যঃ কুর্য্যাৎ সমুপোষণং। মৃতে স নরকং যাতি যাবদাহূতসংপ্লবম্। ইত্যাদীনি চ বচনানি স্বতএব নিরস্তানি। অর্দ্ধরাত্রবেধপক্ষস্যাপি নিরসনাৎ বিশেষতশ্চ প্রাচীনৈর্মহদ্ভিরভিজ্ঞৈ-রসংগৃহীতত্বাৎ তাগ্যমূলান্যেব জ্ঞেয়ানি ॥ ১৪৭॥ এবমনেকদোষহেতুত্বাদ্বিদ্ধোপবাসঃ পরি-ত্যাজিতঃ। অধুনা কদাচিৎ শুদ্ধাপি পরিত্যাজ্যেতি লিখতি অথেতি। দশমীবেধেন বিহীনা পরিত্যক্তা। কুতঃ?—পূর্ণা সম্পূর্ণা অরুণোদয়াদেব প্রবৃত্তেত্যর্থঃ। সাপ্যেকাদশী পরি-ত্যাজ্যা। তত্র হেতুঃ অগ্রতঃ ইতি। কদাচিৎ একাদশ্যা দ্বাদশীদিনে কদাচিৎ দ্বাদশ্যাশ্চ ত্রয়োদশী-দিনে কদাচিৎ পক্ষান্ততিথেশ্চ প্রতিপদ্দিনে বৃদ্ধিগামিত্বাৎ। বৃদ্ধিগামিত্বাভাবেন চ ত্রয়োদশ্যাং সম্পূর্ণায়ামপি সত্যাং তথা দ্বাদশ্যামপি সম্পূর্ণায়াং সত্যাং পক্ষান্তস্যাপি বৃদ্ধ্যভাবে চ সতি সম্পূর্ণায়া-

---

পর বৈষ্ণবাচার্য্যের মতে অর্দ্ধনিশার পরবর্ত্তী দশমীবেধ কপালবেধ বলিয়া অভিহিত, পরন্তু উহা আমার সম্মত নহে; কেননা, রাত্রিকে ত্রিযামা বলা গিয়া থাকে। ১৪৬। পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে, একাদশীর অগ্রে পক্ষবৃদ্ধি হইলে(পৌর্ণমাসী বা অমাবস্যা ষষ্টিদণ্ড প্রাপ্ত হইলে)তখন যদি পূর্ণা দশমী অর্দ্ধরাত্র স্পর্শ করে, তবে সেই একাদশীকে কপালবেধনী কহে। তৎকালে একাদশী বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। ১৪৭। যদি বেধরহিতা হইয়াও

অথ বেধবিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ। অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ ॥১৪৮॥

অথ শুদ্ধাবিশেষপরিত্যাগঃ।

গারুড়ে।—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। বৈষ্ণবী চ ত্রয়োদশ্যাং ঘটিকৈকাপি দৃশ্যতে।
গৃহস্থোঽপি পরাং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বাং নোপবসেত্তদা ॥ ১৪৯ ॥

কিঞ্চ শ্রীনারদঃ। –

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। অত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়া তু পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী ॥

অতএব পাদ্মে।—

দ্বাদশীমিশ্রিতা গ্রাহ্যা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ।
দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং বিদ্যতে যদি বা ন বা ॥ ১৫০ ॥

মেকাদশ্যামেবোপবাসঃ। দ্বাদশ্যাঞ্চ লেখ্যলক্ষণ-হরিবাসর-ত্যাগেন পারণমিতি ব্যবস্থা। সা চৈকাদশী নোন্মীলন্যাদিষু কাস্বপি ভবতীতি বিশেষতো নো লিখিতা। বৈষ্ণবৈরিত্যনেন কেচিদবৈষ্ণবাশ্চ ন পরিত্যজেয়ুরিত্যগ্রে ব্যবস্থায়াং লেখ্যম্ ॥ ১৪৮ ॥

সম্পূর্ণা অরুণোদয়মারভ্য পরদিনে সূর্য্যোদয়ং যাবদ্ব্যাপ্তেত্যর্থঃ। পুনরপি তৎপরদিনে প্রভাতে সা একাদশী ভবতি বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ। বৈষ্ণবী দ্বাদশী। গৃহস্থোঽপীত্যপি শব্দঃ—একাদশী প্রবৃদ্ধা চেচ্ছুক্লে কৃষ্ণে বিশেষতঃ। তত্রোত্তরাং যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহীত্যাদিবচনপ্রাপ্তো যতেরেব পরদিনোপবাসো ন গৃহস্থস্যেতিপক্ষনিরাসার্থঃ ॥ ৪৯ ॥

এবং ত্রয়োদশ্যাং দ্বাদশ্যা নিক্রমে সতি শুদ্ধৈকাদশীত্যাগো লিখিতঃ। প্রায়োঽয়মবৈষ্ণবানামপি সম্মতঃ। অধুনা দ্বাদশ্যনিক্রমেঽপি মহাদ্বাদশ্যপেক্ষয়া বৈষ্ণবানাং সম্মতং শুদ্ধাপরিত্যাগং লিখতি শ্রীনারদাদ্যুক্তৈঃ সম্পূর্ণেত্যাদিভিঃ। প্রভাতে দ্বাদশীদিনে সৈবৈকাদশী পুনর্ভবতি বৃদ্ধিগামিত্বাৎ। এবঞ্চ দ্বাদশীপরতো বর্দ্ধতাং ন বেত্যপেক্ষা নাস্তি, অতএবোক্তং স্কান্দাদৌ পরতো দ্বাদশী ন চেদিত্যাদি। অত্র অস্মিন্ কালে দ্বিতীয়ৈবৈকাদশী

সংপূর্ণা একাদশী তৎপরদিন বৃদ্ধিগামিনী হয়, তাহা হইলে সে একাদশী ত্যাগ করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। ১৪৮।

অনন্তর শুদ্ধাবিশেষ-পরিত্যাগের বিষয় কথিত হইতেছে।—গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, সম্পূর্ণা একাদশী অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পাইলে এবং দ্বাদশী ত্রয়োদশীতে এক এক দণ্ড দৃষ্ট হইলে, পরদিন (দ্বাদশীতে) উপবাস করাই গৃহীর কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব একাদশী পরিত্যাজ্যা। ১৪৯।

অনন্তর উন্মীলনী-ভেদ কথিত হইতেছে।—নারদ বলিয়াছেন, সম্পূর্ণা একাদশী অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাতঃকালে থাকিলে দ্বাদশীতেই ব্রত করা কর্ত্তব্য। এই

কিঞ্চ।— সর্ব্বত্রৈকাদশী কার্য্যা দ্বাদশী-মিশ্রিতা নরৈঃ।
প্রাতর্ভবতু বা মা বা যতো নিত্যমুপোষণম্॥ ১৫১॥
স্কান্দে।—সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।
কিঞ্চ।—একাদশী-কলা যত্র পরতো দ্বাদশী নচেৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।
কৌর্ম্মে।—একাদশীকলাঽপ্যেকা পরতো দ্বাদশী ন চেৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥

ভবিষ্যে।—
একাদশী-কলাপ্যেকা পরতো ন চ বর্দ্ধতে। গৃহিভিঃ পুত্রবদ্ভিশ্চ নৈবোপোষ্যা সদা তিথিঃ॥
কিঞ্চ পাদ্মে।—
একাদশীকলাযুক্তা যেন দ্বাদশ্যুপোষিতা। কিন্তস্য বহুভির্যজ্ঞৈরশ্বমেধাদিভির্নৃপ॥
একাদশী দ্বাদশী চ তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। উপোষ্য রজনীমেকাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥

উপোষ্যা সম্পূর্ণ-প্রথমদিন-পরিত্যাগেন নিষ্ক্রমণদিনমেবোপোষ্যমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ,—সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। তত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়া তু পরতো দ্বাদশী যদীত্যাদিবচনৈঃ। ত্রয়োদশ্যাং দ্বাদশী-সদ্ভাবে সত্যেব সম্পূর্ণৈকাদশী পরিত্যাজ্যা, অন্যথা তু নেতি ব্যবস্থাপিতপক্ষো নিরস্তঃ। ননু একাদশী প্রবৃদ্ধা চেদিতি বচনানুসারেণ যতিপরোঽয়মিতি ব্যবস্থাপয়িতব্যং, তত্রাহ পুত্রেতি। এবং পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনীত্যনেন তথাগ্রে লেখ্যন গৃহিভিঃ পুত্রবদ্ভিশ্চেত্যাদিনা চ একাদশী প্রবৃদ্ধা চেদিত্যাদিবচনপ্রাপ্তো গৃহিণাং দ্বিতীয়ৈকাদশ্যুপবাসনিষেধোঽপি পরিহৃত ইতি দিক্॥ ১৫০॥ প্রাতস্ত্রয়োদশ্যাং দ্বাদশী ভবতু বা মা ভবতু। নিত্যমুপোষণমিতি উক্তপ্রকারেণোক্তলক্ষণস্যোন্মীলনীব্রতস্য নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১৫১॥ এবং দ্বাদশীবৃদ্ধিক্ষয়য়োরনপেক্ষয়া শুদ্ধাত্যাগং লিখিত্বা ইদানীং দ্বাদশীক্ষয়মপেক্ষ্যৈব উন্মীলনীং লিখন্

ব্রত পুত্র-পৌত্রবর্দ্ধন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, ত্রয়োদশী-সমন্বিতা হউক্, বা না হউক্, দ্বাদশীমিশ্রিতা একাদশীই সর্ব্বব্রতে গ্রাহ্য। ১৫০। আরও লিখিত আছে, যাবতীয় ব্রতেই দ্বাদশী-সঙ্গতা একাদশী গ্রহণ করা মানবগণের কর্ত্তব্য। ত্রয়োদশীর প্রভাতে দ্বাদশী থাকিলে অথবা না থাকিলেও উন্মীলনীর নিত্যত্ব আছে। ১৫১। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, সম্পূর্ণা একাদশী পুনর্ব্বার প্রভাতে থাকিলে পরদিন যদি ব্রত করা যায়, তবে শত যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য ফল হইয়া থাকে। উক্ত ব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ বিধেয়। আরও লিখিত আছে, কোন দিন কলামাত্র একাদশী থাকিলে এবং তৎপরদিন দ্বাদশী না থাকিলে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ শতযজ্ঞানুষ্ঠানজনিত পুণ্যস্বরূপ জানিবে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,

বিষ্ণুরহস্যে।—

একাদশীকলা-প্রাপ্তা যেন দ্বাদশ্যুপোষিতা। তুল্যা ক্রতুশতেন স্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥

বৌধায়নস্মৃতৌ।—

একাদশীকলাযুক্তা উপোষ্যা দ্বাদশী নরৈঃ। ত্রয়োদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥১৫২॥

ইত্যুন্মীলনী।

অথ বঞ্জুলীদ্বাদশীব্রতবিধিঃ।

স্কান্দে :—

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা। তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ॥১৫৩

শুদ্ধাপরিত্যাগমেব লিখতি সম্পূর্ণেত্যাদিস্কান্দাদিবচনৈঃ। পরতস্ত্রয়োদশ্যাং ন বর্দ্ধতে দ্বাদশী। ফলবিশেষং দর্শয়তি একাদশীতি পঞ্চভিঃ॥ ১৫২॥

এবং শুদ্ধাপরিত্যাগে উন্মীলনী-মহাদ্বাদশী-বিষয়ং দর্শয়িত্বাধুনা বঞ্জুলী-মহাদ্বাদশীবিষয়ং লিখতি একাদশীতি সার্দ্ধপঞ্চভিঃ। পূর্ণা একাদশী ভবেদিতি প্রায়স্তস্যাঃ সংপূর্ণত্বেনৈব দ্বাদশ্যা অপি সংপূর্ণায়াঃ সত্যা বৃদ্ধিনস্তবাৎ ন তত্র দ্বাদশীবৃদ্ধিমাত্রাপেক্ষা বঞ্জুল্যামেকাদশীসংপূর্ণতাপেক্ষণাৎ। যদ্বা পূর্ণেতি অরুণোদয়াৎ প্রবৃত্ত্যত্বেন শুদ্ধাপরিত্যাগো দর্শিত ইতি দিক্॥ ১৫৩॥ তিথে-

---

একাদশীর এক কলা মাত্র দ্বাদশীতে থাকিলে এবং ত্রয়োদশীতে দ্বাদশী না থাকিলে সেই উন্মীলনী দ্বাদশী-ব্রত শতযজ্ঞফল প্রদান করে। উক্ত ব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, একাদশীর এক কলামাত্র দ্বাদশীতে দৃষ্ট হইলে এবং ত্রয়োদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে দ্বাদশী তিথিতে উপবাসই পুত্রবান্ গৃহীর কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণে আরও লিখিত আছে যে, যে দ্বাদশী একাদশীর এক কলাসমন্বিতা, তাহাতে উপবাস করিলে অশ্বমেধাদি অনেকানেক যজ্ঞসাধনে আর কি প্রয়োজন? শ্রীহরি কি একাদশী কি দ্বাদশী উভয়েই অধিষ্ঠিত, এক নিশা মাত্র উপবাস-ফলেই ব্রহ্মহত্যা পাপ বিদূরিত হয়। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, একাদশীর কলামিশ্রিত দ্বাদশীতে উপবাস করিলে সেই ব্রত শতযজ্ঞ সদৃশ হয়। সেই ব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য। বৌধায়নস্মৃতিতে লিখিত আছে, হে মানবগণ! একাদশীর কলাসমন্বিত দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। ত্রয়োদশীদিনে আহার করিলে হরি তৎপ্রতি প্রীত থাকেন। ১৫২।

ইতি উন্মীলনী-ব্রত।

অনন্তর বঞ্জুলী-দ্বাদশী-ব্রতবিধি বিবৃত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণা একাদশী হইলে এবং দ্বাদশী সম্পূর্ণা হইয়া তৎপরদিন ত্রয়োদশীতে কিঞ্চিদংশ থাকিলে শুদ্ধা একাদশী বর্জ্জন পূর্ব্বক দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য।১৫৩। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, একাদশী সম্পূর্ণা হইলে এবং পরদিন দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দ্বাদশীতেই উপবাস

কালিকাপুরাণে।—

একাদশী তু সম্পূর্ণা পরতো দ্বাদশী ভবেৎ। উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র তিথিবৃদ্ধিঃ প্রশস্যতে ॥১৫৪॥

ভবিষ্যে।—

উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যামেব পারণম্। নির্গতায়াং ত্রয়োদশ্যাং কলা চ বিকলাপি বা।

বিকলায়াস্তু দ্বাদশ্যাং পারণং যঃ করোতি হি। তামুপোষ্য মহীপাল ন গর্ভে বিশতে নরঃ ॥

ভাগবতাদিতন্ত্রে চ।—

সম্পূর্ণৈকাদশী ত্যাজ্যা পরতো দ্বাদশী যদি। উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যামেব পারণম্।

ন গর্ভে বিশতে জন্তুরিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৫৫ ॥

ইতি বঞ্জুলী।

বৃদ্ধিঃ প্রশস্যতে তত্র ব্রতাদিকং মহাফলমিত্যর্থঃ। বঞ্জুলীমাহাত্ম্যবিশেষশ্চাগ্রে মুখ্যপ্রসঙ্গে লেখ্যঃ। অত্র চ শুদ্ধা-পরিত্যাগ-প্রকরণস্যৈব মুখ্যত্বাদুন্মীলন্যাদি-নিরূপণপ্রকরণমথোন্মীলনী-ত্যাদিরূপেণ স্পষ্টতয়া মুখ্যত্বেন ন লিখিতমিতি দিক্ ॥ ১৫৩ ॥ যচ্চোক্তং।—পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যা পরতো বর্দ্ধতে যদি। দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্বৈব পরিগৃহ্যতে। ইত্যনেন একাদশীবৎ দ্বাদশীবৃদ্ধৌ পূর্বৈকাদশীত্যাগ ইতি। অতএব স্কান্দে।—শুদ্ধা যদা সমা হীনা সমা ক্ষীণাধিকোত্তরা। একাদশীমুপবসেন্ন তু শুদ্ধাস্তু বৈষ্ণবীম্॥ অস্যার্থঃ। শুদ্ধা একাদশী সমা হীনা বা উত্তরা দ্বাদশী সমাঽক্ষীণাধিকা বা তদা একাদশীমেবোপসেৎ, ন তু শুদ্ধাং বৈষ্ণবীং দ্বাদশীমিতি, তৎপরিহারার্থং ভবিষ্যপুরাণাদিবচনং লিখতি উপোষ্যেতি। শুদ্ধেত্য-নেন একাদশীসংযোগাভাবাদেকাদশীবৃদ্ধির্নাপেক্ষিতা। অতএবোক্তং ব্রাহ্মে।—একলিপ্ত্যা সমাযুক্তা যদি বৃদ্ধিপরা তিথিঃ। অথবৈকাদশী নাস্তি দশম্যা বাথ সঙ্গতা। দ্বাদশী তু কলা কাষ্ঠা যদি স্যাদপরেঽহনি। দ্বাদশ দ্বাদশীর্হন্তি পূর্ব্বস্যাং পারণং কৃতমিতি। অস্যার্থঃ— তিথিবৃদ্ধিপরত্বেন একাদশীপরদিনে একলিপ্ত্যা সমাযুক্তা কিঞ্চিন্মাত্রাপ্যস্তীত্যর্থঃ। অথবা নাস্তি দ্বাদশী চ কিঞ্চিন্মাত্রা ত্রয়োদশ্যামস্তি তদা শুদ্ধ-দ্বাদশ্যামেবোপবাসঃ, ন ত্বেকাদশ্যাং। দশম্যা সঙ্গতেত্যত্র দৃষ্টান্তত্বেনোদাহৃতম্। একাদশীমুপোষ্য সম্পূর্ণদ্বাদশ্যাঞ্চ তদা পারণং কৃতং সৎ দ্বাদশ-দ্বাদশীপুণ্যং হন্তি ইতি। ন গর্ভে বিশতে নর ইতি ন গর্ভে বিশতে জন্তুরিত্যা-দিনা চ বঞ্জুল্যা মাহাত্ম্যবিশেষ উক্তঃ। ন তু তত্র মুমুক্ষোরেবাধিকারো দর্শিত ইতি।

কর্ত্তব্য। এই ব্রতে তিথিবৃদ্ধিই প্রশস্ত। ১৫৪। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক দ্বাদশীতেই পারণ করিতে হয়। দ্বাদশীর কলামাত্র ত্রয়োদশীতে থাকুক অথবা না থাকুক, বিকলা দ্বাদশীতেই পারণ কর্ত্তব্য। হে রাজন্! ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করিলে আর মানবকে জঠরে প্রবিষ্ট হইতে হয় না অর্থাৎ তাহার পুনর্জ্জন্ম বিদূরিত হয়। ভাগবতাদি তন্ত্রেও উক্ত আছে যে, পরাহে দ্বাদশী বিদ্যমান থাকিলে সম্পূর্ণা একাদশী বর্জ্জন করত শুদ্ধাদ্বাদশীতে উপবাস করিবে এবং দ্বাদশীতেই পারণ কর্ত্তব্য। ভগবান্ হরি স্বয়ং

অথ ত্রিস্পৃশা।

নারদীয়ে।—

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। ত্রিস্পৃশা নাম সা প্রোক্তা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥

কৌর্ম্মে।—

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। ত্রিভির্মিশ্রা তিথিঃ প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা স্মৃতা॥

উপবাসঃ কৃতস্তস্যাং সদা পাতকনাশনঃ। একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।

তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥ ১৫৬॥

কিঞ্চ।—ত্রিস্পৃশৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। তামেবোপবসেৎ কামী অকামো বিষ্ণুতৎপরঃ॥

স্কান্দে।—একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। উপোষ্যা চ প্রযত্নেন মহাপুণ্যবিবর্দ্ধিনী॥

কিঞ্চ।—একাদশীকলাযুক্তা দ্বাদশী ক্ষীয়তে যদা। উপোষ্যা চ মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥

সুমন্তুস্মৃতৌ।—

একাদশীকলাযুক্তা দ্বাদশী লুপ্যতে যদা। একাদশী তদোপোষ্যা দ্বিতীয়া মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥

ভবিষ্যে।—একাদশী-কলাপ্যেকা দ্বাদশী সকলং দিনং। ত্রয়োদশী উষাকালে বৈষ্ণবন্তু দিনত্রয়ম্।

সর্ব্বপাপহরং প্রাপ্তং তদুপোষ্যমিতি স্মৃতিঃ॥

পাদ্মে চ।—দ্বাদশীসংযুতা যত্র ভবত্যেকাদশীকলা। দিনক্ষয়েঽপি যা পুণ্যা ন দশম্যা কদাচন॥

তাসামষ্টমহাদ্বাদশীনাং সর্ব্বেষামেব নিত্যত্বাদিতি দিক্। পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যা ইত্যাদি-বচনানাঞ্চ বিষয়ব্যবস্থাগ্রে লেখ্যা॥ ১৫৫॥

অধুনা ত্রিস্পৃশা-দ্বাদশীং লিখতি একাদশীত্যাদিনা পারণমিত্যন্তেন॥ ১৫৬॥ ততশ্চ যদুক্তং একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। উপবাসং ন কুর্বীত পুত্র- পৌত্রসমন্বিত ইতি, তৎ পরিহরতি ত্রিস্পৃশেতি। কামী ধনপুত্রাদিকামযুক্তঃ। অকামো বৈষ্ণবঃ। তত্র হেতুঃ বিষ্ণুতৎপরে ইতি। যদ্বা অকামশ্চ মুমুক্ষুঃ, বিষ্ণুতৎপরশ্চ বৈষ্ণবঃ। এবং সর্ব্বেষামেব তত্রোপবাসো বিহিতঃ। এতদেব ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতীত্যাদিনা সর্ব্বদুঃখদোষমূলপাপনিরস-

---

বলিয়াছেন যে, যে জীব ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করে, তাহাকে আর জননীজঠরে প্রবিষ্ট হইতে হয় না। ১৫৫।

ইতি বঞ্জুলী দ্বাদশী।

অনন্তর ত্রিস্পৃশা-প্রকরণ কথিত হইতেছে।—নারদপুরাণে লিখিত আছে, যে দিন একাদশী ও দ্বাদশী হইয়া নিশাশেষে ত্রয়োদশী হয়, তাহার নাম ত্রিস্পৃশা। ত্রিস্পৃশা দিনে ব্রত করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাতকের বিমোচন হয়। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, একাদশী, দ্বাদশী ও নিশাশেষে ত্রয়োদশী এই প্রকার ত্রিমিশ্রিতা তিথিকেই ত্রিস্পৃশা কহে। এই তিথি সর্ব্বপাপ-নাশিনী। ইহাতে উপবাস করিলে নিখিল পাপ বিদূরিত হয়। একাদশী, দ্বাদশী ও নিশাশেষে ত্রয়োদশী হইলে তদ্দিনে শতযজ্ঞজনিত পুণ্য অর্জ্জিত হয়। এই ব্রতে ত্রয়োদশীতে

ত্রিস্পৃশৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। পুণ্যং ক্রতুশতস্যোক্তং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে।—

পুরা চৈকাদশী স্বল্পা অন্তে চৈব ত্রয়োদশী। সম্পূর্ণা দ্বাদশী মধ্যে ত্রিস্পৃশা সা হরিপ্রিয়া॥
ত্রিস্পৃশাং দ্বাদশীং প্রাপ্য কুরুতে পূর্ব্ববাসরম্। তেনাত্মনস্তু কল্যাণং দগ্ধং পাপাগ্নিনা দৃঢ়ম্॥১৫৭॥

ইতি ত্রিস্পৃশা।

অথ পক্ষবর্দ্ধিনী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্যাসোক্তৌ।—

তিথিঃ সশল্যা পরিবর্জ্জনীয়া, ধর্ম্মার্থকামৈস্তু বুধৈর্ম্মুমুক্ষুভিঃ।
বিহীনশল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া, যস্যাগ্রতো বৃদ্ধিমুপৈতি পক্ষঃ॥১৫৮॥

নোক্ত্যা তথা তত্র ক্রতুশতং পুণ্যমিত্যাদিনা সর্ব্বসুখমঙ্গলহেতু-পুণ্যোৎপাদনোক্ত্যা চ প্রতিপাদিতমিতি দিক্॥১৫৭॥

পক্ষবর্দ্ধিনীং লিখতি তিথিরিতি দ্বাভ্যাং। পক্ষ ইতি পক্ষান্তোঽমাবস্যা পূর্ণিমা বেত্যর্থঃ॥৫৮॥

ইহাতে উপবাস করা ধনেচ্ছু, পুত্রকামী, মুমুক্ষু বৈষ্ণব সকলেরই কর্ত্তব্য। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, একাদশী, দ্বাদশী ও নিশাশেষে ত্রয়োদশী হইলে তদ্দিনে সযত্নে উপবাস করিবে, ঐ তিথি মহাপুণ্যবর্দ্ধিনী। আরও লিখিত আছে, একাদশী-কলাযুক্ত দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সেই দিন উপবাস কর্ত্তব্য; তাহা হইলে নিখিল পাপ ধ্বংস ও মহাপুণ্য লাভ হয়। সুমন্তুস্মৃতিতে লিখিত আছে, একাদশীর কলাসমন্বিতা দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সেই একাদশী তিথিই উপবাসের যোগ্য। দ্বাদশীতে উপবাস করা মোক্ষকামিগণের কর্ত্তব্য। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, প্রথমতঃ একাদশীর এক কলা থাকিয়া তদনন্তর সমস্ত দিন দ্বাদশী থাকিবে এবং উষায় ত্রয়োদশী হইবে, এইরূপ দিনত্রয় বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বলিয়া অভিহিত। এইরূপ স্মৃতি আছে যে, তদ্দিনকৃত উপবাস নিখিলপাতকনাশন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, দ্বাদশী-সঙ্গত এককলা একাদশী থাকিলে কিংবা ত্র্যহস্পর্শ ঘটিলে তদ্দিনে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, দশমী-সমন্বিত হইলে সে পুণ্যের সম্ভব নাই। যথায় ত্রিস্পৃশা একাদশী, শ্রীহরি তাহার নিকটবর্ত্তী থাকেন। এই ব্রতে শতযজ্ঞানুষ্ঠানজনিত পুণ্য অর্জ্জিত হয়, এই ব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য। দ্বারকামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, অগ্রে কিঞ্চিন্মাত্র একাদশী, মধ্যে সম্পূর্ণা দ্বাদশী এবং সর্ব্বশেষে ত্রয়োদশী হইলে তাহার নাম ত্রিস্পৃশা। এই তিথি শ্রীহরির প্রীতিকরী। ত্রিস্পৃশা প্রাপ্ত হইয়া তৎপূর্ব্ব দিন একাদশীতে উপবাস করিলে পাতকানলে উপবাসীর যাবতীয় কল্যাণরাশি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়। ১৫৭।

ইতি ত্রিস্পৃশা।

অতঃপর পক্ষবর্দ্ধিনী বিবৃত হইতেছে :—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণেব্যাসোক্তি আছে যে, বেধসমন্বিতা একাদশী বর্জ্জন করা ধর্ম্মার্থেচ্ছু সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। প্রথমে অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা ষষ্টি দণ্ড বৃদ্ধি পাইলেও বেধশূন্যা সম্পূর্ণা একাদশী পরিত্যাজ্যা। ১৫৮। স্থানান্তরেও লিখিত

অন্যত্র চ।—

দর্শশ্চ পৌর্ণমাসী চ সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে যদি। দ্বিতীয়েহহ্নি নৃপশ্রেষ্ঠ সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী ॥ ১৫৯ ॥
এবং মহত্যো দ্বাদশ্যশ্চতস্রো দর্শিতাঃ ক্রমাৎ। উন্মীলনী বঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী ॥ ৬০॥
অপরাশ্চ চতস্রস্তা জ্ঞেয়া নক্ষত্রযোগতঃ। জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥ ১৬১ ॥
তত্র তত্র বিশেষশ্চ যোহন্যঃ কৃষ্ণার্চ্চাদিকঃ। লেখ্যঃ সোহগ্রে বিশেষেণ তত্তন্মুখ্যনিরূপণে॥১৬২॥

অথ পূর্ব্বোপবাসাদিসমাধানম্।

এবং দ্বাদশ্যবৃদ্ধৌ চ পূর্ব্বোপোষ্যেতি যদ্বচঃ। তথা ত্যাজ্যা ত্রিস্পৃশা চ কৃষ্ণাপ্যেকাদশীতি যৎ॥

তথা চ স্কান্দে।—

পূর্ণা একাদশী ত্যাজ্যা বর্দ্ধতে দ্বিতয়ং যদি। দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্ব্বৈব পরিগৃহ্যতে ॥

তদেব স্পষ্টয়তি। সম্পূর্ণা সতী দ্বিতীয়েহহ্নি প্রতিপদ্দিনে যদি বর্দ্ধতে ॥ ১৫৯ ॥ এতে চ মহাদ্বাদশীভেদা ইতি স্পষ্টতয়া লিখতি এবমিতি। লিখিতশুদ্ধৈকাদশীত্যাগপ্রকারেণ ॥ ১৬০ ॥ নম্বষ্টৌ মহাদ্বাদশ্যঃ প্রসিদ্ধাঃ তত্র লিখতি অপরাশ্চেতি। তা মহাদ্বাদশ্যঃ ॥ ১৬১ ॥ নম্ব তত্র কেন নক্ষত্রেণ কতমা স্যাৎ কেন বা পূজাদিবিশেষেণ তাসাং মহত্ত্বং তত্র লিখতি তত্রেতি। উন্মীলন্যাদৌ জয়াদৌ চ। বিশেষেণ অসাধারণতয়া। তাসাং মুখ্যং নিরূপণম্ অগ্রতো লেখ্যং তস্মিন্ ॥ ১৬২ ॥

এবং শুদ্ধাত্যাগে বৈষ্ণবানাং ব্রতনিশ্চয়বচনানি সংগৃহ্যাধুনা তদ্বিরোধীন্যন্যান্যপি বচনানি ব্যবস্থাপয়ন্ লিখতি এবমিতি। লিখিতবৈষ্ণব-ব্রত-নিশ্চয়-প্রকারেণ। দ্বাদশ্যা অবৃদ্ধৌ ত্রয়োদশীদিনে বৃদ্ধ্যভাবে সতি পূর্ব্বা একাদশী এবোপোষ্যেতি যদ্বচঃ, পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যেত্যাদি বচনং। তথেতি সমুচ্চয়ে। ত্রিস্পৃশৈকাদশী ত্যাজ্যেত্যর্থে একাদশী দ্বাদশী চেত্যাদিকং যদ্বচঃ, তথা কৃষ্ণৈকাদশ্যপি ত্যাজ্যেত্যর্থে চ যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণেত্যাদি যদ্বচঃ, এতৎ সর্ব্বং বৈষ্ণবেতরান্ অবৈষ্ণবান্ গৃহস্থান্ প্রতি মন্যতামিত্যুত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ। তত্তদ্বচনমেব লিখতি পূর্ণেত্যাদিনা সদা গৃহীত্যন্তেন। দ্বিতয়ং একাদশী দ্বাদশী চ। পাঠান্তরে পরতঃ অগ্রে যদি বর্দ্ধতে একাদশ্যেব। দ্বাদশ্যাং পারণস্য ব্রতসমাপ্তিকালস্যালাভে চ সতি। অভাবে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। এবঞ্চ দ্বাদশীবৃদ্ধিরপেক্ষিতৈব। পূর্ব্বা এব একাদশী প্রথমদিনং। পূর্ণেতি পাঠেহপি স এবার্থঃ। অতএবোক্তং ভৃগুণাপি। সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। তত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়া তু পরতো দ্বাদশী যদীতি। এতাদৃশান্যন্যানি বচনানি সন্তি তানি চ বৈষ্ণবানামনুপাদেয়ত্বাৎ ন সংগৃহীতানি।

আছে, হে নৃপসত্তম! যদি অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া প্রতিপদে বৃদ্ধি পায়, তবে পূর্ব্ব দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী বলিয়া অভিহিত হয়। ১৫৯। এইরূপে উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্দ্ধিনী এই মহাদ্বাদশী-চতুষ্টয় যথাক্রমে প্রদর্শিত হইল। ১৬০। এতদ্ব্যতীত নক্ষত্রসংযোগে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই চতুর্ব্বিধ দ্বাদশী-ভেদ জ্ঞাতব্য। ১৬১। যে যে স্থলে এই দ্বাদশী-চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা মুখ্যরূপে বিবৃত হইবে, তত্তৎস্থলে কৃষ্ণপূজাদি অপর বিষয়ও প্রকাশিত হইবে। ১৬২।

অনন্তর পূর্ব্ব উপবাসাদি-সমাধান। এই দ্বাদশীর অবৃদ্ধিতে পূর্ব্বা একাদশী উপোষ্যা এবং

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। ত্রিস্পৃশং তদহোরাত্রং নোপোষ্যং তৎ সুতার্থিভিঃ॥ ১৬৩॥ অতো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

একাদশী যদা বৃদ্ধা দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গতা। ক্ষীণা সা দ্বাদশী জ্ঞেয়া নক্তং তত্র বিধীয়তে॥

স্কান্দে চ।—

একাদশী-কলা যত্র দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গতা। তত্র নক্তং প্রকুর্ব্বীত নোপবাসং গৃহাশ্রমী॥১৬৪॥

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে।—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা দ্বাদশী মে সদা প্রিয়া। শুক্লা গৃহস্থৈঃ কর্ত্তব্যা ভোগসন্তানবর্দ্ধিনী॥

কিঞ্চ।—সংক্রান্ত্যাদ্যুপবাসেন পারণা ন যুধিষ্ঠির। একাদশ্যাঞ্চ কৃষ্ণায়াং জ্যেষ্ঠপুত্রো বিনশ্যতি॥

কিঞ্চ।—

শয়নী-বোধনী-মধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ। সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচন॥

এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। এবং দ্বাদশ্যবৃদ্ধৌ পূর্ব্বদিনোপবাসবচনং লিখিতম্, অধুনা পুত্রার্থিনাং গৃহস্থানাং ত্রিস্পৃশানুপবাসবচনং লিখতি একাদশীতি॥১৬৩॥ সুতার্থিনাং ত্রিস্পৃশানুপবাসমেব তত্র নক্তবিধানতঃ সাধয়তি একাদশীতি দ্বাভ্যাম্। নক্তং নক্তভোজনং তচ্চ কিঞ্চিৎ ফলাদিনৈব, ব্রতস্য নিত্যত্বাৎ। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥১৬৪॥ অধুনা গৃহস্থানাং কৃষ্ণৈকাদশীত্যাগবচনানি লিখতি যথেত্যাদিনা। শুক্লা গৃহস্থৈঃ কর্ত্তব্যেতি তথা কৃষ্ণায়াং জ্যেষ্ঠপুত্রো বিনশ্যতীত্যদিনা কামিনঃ পুত্রবতো গৃহস্থস্য কৃষ্ণৈকাদশ্যুপবাসোনিষিদ্ধঃ। তত্র চ চাতুর্মাস্যাঃ কৃষ্ণৈকাদশ্যস্তেনাপি কর্ত্তব্যাঃ ইত্যাহ শয়নীতি। শয়নীবোধন্যোরেকাদশ্যোর্মধ্যে। শুক্লামেব সদা গৃহীত্যনেন চ নৈবোপবাসো নিষিধ্যতে ব্রতস্য নিত্যত্বাৎ, কিন্তু তত্র পূজাদিনিয়মবিশেষ এব নিষিধ্যতে। তচ্চ শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবোপদেবাচার্য্যাদিভিরেব সবিস্তরং ব্যাখ্যাতমস্তীত্যতস্তথাত্র বৈষ্ণবকৃত্যলিখনে-

---

ত্রিস্পৃশা ও কৃষ্ণা একাদশী পরিত্যাজ্যা ইত্যাদি যে সকল বচন আছে, তৎসমাধান বলা যাইতেছে।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, দ্বাদশী বৃদ্ধি পাইলে পূর্ণা একাদশী পরিত্যাজ্যা। দ্বাদশীতে পারণে অপ্রাপ্তি ঘটিলে পূর্ণা একাদশীই গ্রাহ্যা। একাদশী, তৎপরে দ্বাদশী এবং নিশাশেষে ত্রয়োদশী হইলে তাহার নাম ত্রিস্পৃশা। ত্রিস্পৃশাতে উপবাস করা পুত্রার্থীর কর্ত্তব্য নহে। ১৬৩। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, একাদশী বৃদ্ধি পাইয়া দ্বাদশী ক্ষয় পাইলে তাহাকে ক্ষীণা দ্বাদশী কহে। এই তিথিতে ব্রতের নিত্যতা নিবন্ধন নক্তভোজন (রাত্রিতে ফল-মূলাদি সেবন) করা পুত্রার্থী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, যে দিন এক কলামাত্র একাদশী থাকে ও দ্বাদশী ক্ষয় পায়, সে দিন উপবাস না করিয়া নক্তভোজন করা গৃহাশ্রমীর কর্ত্তব্য। ১৬৪। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে কৃষ্ণযুধিষ্ঠির-সংবাদে লিখিত আছে, কৃষ্ণ বলিলেন, হে নৃপ! শুক্লাও যেরূপ, কৃষ্ণা দ্বাদশীও তদ্রূপ নিরন্তর আমার প্রিয়; তথাপি গৃহিগণ শুক্লা একাদশী ব্রত করিবে, তাহা হইলে ঐ একাদশী তাহাদিগের পক্ষে ভোগ ও সন্ততি পরিবর্দ্ধিনী হয়। আরও লিখিত আছে, হে যুধিষ্ঠির! সংক্রান্তিকৃত উপবাসে

অতএব গোভিলঃ।—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি। বনস্থযতিধর্ম্মোঽয়ং শুক্লামেব সদা গৃহী ॥ ইতি॥১৬৫॥

এতৎ সর্ব্বং তথান্যচ্চ বচনং বৈষ্ণবেতরান্। গৃহস্থান্ পুত্রবিত্তাদি-তৎপরান্ প্রতি মন্যতাম্ ॥১৬৬॥

অতএবোক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে।—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র পরতঃ পুনরেব সা। পূর্ব্বামুপবসেৎ কামী নিষ্কামস্তূত্তরাং বসেৎ ॥ ১৬৭ ॥

ত্রিকাণ্ডমণ্ডলেন চ।—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। উত্তরাস্তু যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহী ॥ ১৬৮ ॥

হনপেক্ষ্যত্বাচ্চ কিন্তুদ্বিস্তারণেন ॥ ১৬৫ ॥ এতল্লিখিতং সর্ব্বং বচনম্। তথেতি সমুচ্চয়ে। তাদৃশং বা অন্যৎ মহাদ্বাদশ্যষ্টকং কাম্যমিত্যাদিপরঞ্চ যদ্বচনম্। পুত্রবিত্তাদিতৎপরানিত্য-বৈষ্ণবলক্ষণম্। পূর্ব্বং শুক্রমায়া-কল্পিতত্বেন বিদ্ধোপবাসবচনানাং সমাধানং কৃতম্। ইদানীঞ্চ বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদব্যবস্থয়া কদাচিচ্ছুদ্ধা-ত্যাগেন পরদিনোপবাসাদি-বিরোধিবচনানাং কৃতমিতি বিশেষঃ। তত্র চ যদ্যপি বিদ্ধোপবাসত্যাগে, বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতমিত্যাদাবিবাত্র পরদিনোপবাসাদি-বচনেষু সর্ব্বেষু বিশেষতো বৈষ্ণবশব্দো ব্যক্তং নাস্তি, তথাপি দ্বাদশ্যা মাহাত্ম্যবিশেষাৎ তথা উন্মীলন্যাদিষু ফলবিশেষশ্রবণাৎ ক্বচিচ্চ তত্র সন্নিহিতো হরিরিতি ক্বচিচ্চ বিষ্ণুতৎপর ইত্যাদিশব্দবৃত্তেঃ। তথা শ্রীবিষ্ণুপ্রীণনত্বেন মহাদ্বাদশ্যষ্টকস্য বৈষ্ণবেষু নিত্যত্বাচ্চ বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-ভেদেনৈব ব্যবস্থা সাধীয়সীতি মহতাং সম্মতমিতি দিক্। অতএবাগ্রে লেখ্যং বৈষ্ণবসম্মতেতি ॥ ১৬৬ ॥ এবং পূর্ব্বোপবাসাদিকমবৈষ্ণববিষয়কং পরদিনোপবাসঞ্চ বৈষ্ণব-বিষয়কমিতি ব্যবস্থাপ্য লিখিতং, তদেব শ্রীমার্কণ্ডেয়াদ্যুক্তব্যবস্থয়া সাধয়তি সংপূর্ণেতি চতুর্ভিঃ। কামী পুত্রাদিকামবান্। নিষ্কামশব্দেন গৃহস্থোঽপি গ্রাহ্যঃ। তস্যাপি নিষ্কামতাসম্ভবাৎ। অতএব স্কান্দাদৌ নিষ্কামস্তু সদা গৃহীত্যাদি। অত্র চ কামিত্বেনাবৈষ্ণবত্বং নিষ্কামত্বেন চ বৈষ্ণ-

---

পারণা না হইলে এবং কৃষ্ণা একাদশীতে উপবাস করিলে (গৃহী ব্যক্তির) জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু ঘটে। আরও লিখিত আছে, শয়নী (শয়নৈকাদশী) ও বোধনী (উত্থানৈকাদশী) এই উভয়ের মধ্যে যে সমস্ত কৃষ্ণা একাদশী হয়, তাহাতে উপবাস করাই গৃহীর কর্ত্তব্য, তদ্ব্যতীত অপরাপর কৃষ্ণা একাদশী পালনের আবশ্যক নাই। গোভিলের উক্তিও আছে যে, বানপ্রস্থ ও যতিগণের ধর্ম্ম এই যে, কি শুক্লা কি কৃষ্ণা উভয় একাদশীতেই আহার পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু কেবলমাত্র শুক্লা একাদশীতে উপবাসী থাকাই গৃহীর কর্ত্তব্য। ১৬৫। এই যে সমস্ত বচন কথিত হইল, এতদ্ব্যতীত "মহাদ্বাদশ্যষ্টক কাম্যব্রত" প্রভৃতি অপরাপর যে সকল বচন আছে, তৎসমস্ত সুত-ধনাদি-প্রার্থী অবৈষ্ণব গৃহীর পক্ষে বোদ্ধব্য। ১৬৬। অতএব মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত আছে যে, সম্পূর্ণা একাদশী হইয়া তৎপরদিন (দ্বাদশীতে) পুনর্ব্বার থাকিলে পুত্রাদিকামী গৃহী ব্যক্তি পূর্ব্বাতে (দ্বাদশী-অসঙ্গতা একাদশীতে) উপবাস করিবে এবং উত্তরাতে (একাদশীযুক্তা দ্বাদশীতে) উপবাস করা নিষ্কাম বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। ১৬৭।

স্কান্দে।—

নিষ্কামস্তু গৃহী কুর্য্যাদুত্তরৈকাদশীং সদা। প্রাতর্ভবতু বা মা বা দ্বাদশী চ দ্বিজোত্তম॥ ১৬৯॥

বিষ্ণুরহস্যে ব্যাসেনাপি।—

শুদ্ধৈব দ্বাদশী রাজন্ উপোষ্যা মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
পারণন্তু ত্রয়োদশ্যাং পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্॥ ইতি॥ ১৭০॥

তাদৃশোঽপি গৃহস্থোঽত্র পরং পুত্রাদিকামুকঃ। উপবাসস্য নিত্যত্বাৎ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ॥১৭১॥

তদুক্তম্।—

উপবাসনিষেধে তু কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ।
নো দুষ্যত্যুপবাসোঽত্র উপবাসফলং লভেৎ॥ ইতি॥ ১৭২॥

বরং সুসিদ্ধমেব॥ ১৬৭॥ যতিরিব যতিঃ নিষ্কাম ইত্যর্থঃ। গৃহী সকাম ইত্যর্থঃ লিখিতন্যায়াৎ। তত্র চ প্রায়ো যতেরেব নিষ্কামতয়া গৃহিণশ্চ সকামতয়া যতিগৃহিশব্দপ্রয়োগ ইতি দিক্॥ ১৬৮॥ প্রাতস্ত্রয়োদশীদিনে দ্বাদশী ভবতু বা ন ভবতু। তথা উত্তরামেকাদশীং নিষ্কামো গৃহস্থঃ সদা কুর্য্যাৎ, ন তু পূর্ব্বামিত্যর্থঃ॥ ১৬৯॥ মোক্ষঃ জন্মমরণাদি-সংসারবন্ধতো মুক্তিঃ। যদ্বা মোক্ষয়-তীতি মোক্ষঃ শ্রীবিষ্ণুঃ। যদ্বা অকারবিশ্লেষেণ অমোক্ষং ভগবৎপ্রেম তদাকাঙ্ক্ষাবদ্ভিঃ। জনার্দ্দনং পূজয়িত্বেতি বৈষ্ণবতীর্থেদ্বাদশ্যা অভাবে তস্যাং পারণে কৃতস্য ভগবৎপূজাবিশেষস্য ত্রয়োদশ্যা-মপি বিধানাজ্জয়া সন্দেহো নিরস্তঃ॥ ১৭০॥ নমু নক্তং তত্র বিধীয়ত ইত্যাদিনা পুত্রবতঃ কামিনো গৃহস্থস্য নক্তং বিহিতং, তস্যাপি কথং তৎ সঙ্গচ্ছতাং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যমিত্যা-দিনাধিকারনির্ণয়ে সর্ব্বেষামেব ভোজননিষেধাৎ। সত্যম্। তেনাপি কথঞ্চিদবশ্যং ব্রতং পরিপালনীয়মেবেতি লিখতি। তাদৃশঃ অবৈষ্ণবোঽপি অতএব পরং কেবলং পুত্রাদিকামুকঃ ত্রিস্পৃশা-দিনে কিঞ্চিদ্পয়োমূল-ফলাদিকং বা ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ আহারং কুর্য্যাৎ, তচ্চ পূর্ব্বং লিখিতমেব॥ ১৭১॥ অতঃ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যপ্রকল্পনাদ্ধেতোরুপবাসো ন দুষ্যতি উপবাসফলঞ্চ লভেদিতি॥ ১৭২॥ এবং বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদেন ব্যবস্থাং লিখিত্বা নির্ণয়প্রকরণমুপসংহরন্

ত্রিকাণ্ডমণ্ডল নামা পুস্তকে লিখিত আছে, সম্পূর্ণা একাদশী পুনর্ব্বার প্রত্যুষে (দ্বাদশীর প্রাতে) কিঞ্চিৎ থাকিলে পরাহে (দ্বাদশীতে) উপবাস করা গৃহীর কর্ত্তব্য। ১৬৮। স্কন্দ-পুরাণে লিখিত আছে, হে বিপ্রসত্তম! ত্রয়োদশীর প্রভাতে দ্বাদশী থাকিলে বা না থাকিলেও নিরন্তর উত্তরাতে (একাদশী-সঙ্গত দ্বাদশীতে) উপবাস করাই নিষ্কাম গৃহীর উচিত। ১৬৯। বিষ্ণুরহস্যে ব্যাসের উক্তি আছে, হে নৃপতে! মোক্ষকামিগণ শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা পূর্ব্বক পারণ করিবেন। ১৭০। একাদশীর নিত্যতা নিবন্ধন কিঞ্চিৎ ফল-মূলাদি ও দুগ্ধ ভোজন করা কেবলমাত্র পুত্রাদি-কামী অবৈষ্ণব গৃহীর কর্ত্তব্য।১৭১। এই বিষয়ে কথিত আছে যে, উপবাস-নিষেধ স্থলে কিঞ্চিন্মাত্র ভক্ষ্য কল্পনা করিলে উপবাস দূষিত হয় না, বরং উপবাস সফল হইয়া থাকে। ১৭২। এই প্রকারে শাস্ত্র

ইত্থং শাস্ত্রবিচারেণ শিষ্টাচারানুসারতঃ। একাদশী-ব্যবস্থেয়ং কৃতা বৈষ্ণবসম্মতা ॥ ১৭৩ ॥
বিদ্বাংসোঽপ্যত্র মূঢ়াঃ স্যুর্ব্বিনা কৃষ্ণপ্রসাদতঃ।
অতঃ সদাসৌ নির্দ্ধার্য্যা পৃষ্ট্বা ভাগবতোত্তমান্ ॥ ১৭৪ ॥

তথা চ মার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্ন সংবাদে।—

দ্বাদশ্যা নির্ণয়ে ভূপ মূঢ়মত্র জগত্রয়ম্। অত্র মূঢ়া মহীপাল প্রায়শো যে নরাঃ পুরা ॥ ১৭৫ ॥

অতএব সৌরধর্ম্মোত্তরে।—

মহাপুণ্যতমা হ্যেষা দ্বাদশী ফলতোঽধিকা। শোধয়িত্বা সদা কার্য্যা সম্যগ্ দৈবজ্ঞসত্তমৈঃ ॥১৭৬॥

অথ সন্দেহ নিরসনবিধিঃ।

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ।—

অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। তেষাং হি বচনং কার্য্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ॥১৭৭॥

লিখতি ইত্থমিতি। শাস্ত্রবিচারেণ যঃ শিষ্টানামাচারস্তদনুসারেণ। যদ্বা ন কেবলং শাস্ত্রবিচারেণ, কিন্তু শিষ্টাচারানুসারতশ্চ। বৈষ্ণবানাং সম্মতেত্যনেন বৈষ্ণবেতরেষাং কামিনাং গৃহিণাং বিদ্ধায়ামপ্যুপবাসস্তথা একাদশী-দ্বাদশ্যোর্দ্বয়োরেব সম্পূর্ণৈকাদশীত্যাগঃ, তথা ত্রিস্পৃশায়াং চাতুর্ম্মাস্যবর্ত্তিব্যতিরিক্ত কৃষ্ণৈকাদশ্যাঞ্চানুপবাসো ব্যবস্থাপিতঃ। তচ্চ সংক্ষেপেণাদৌ লিখিতমেব বৈষ্ণবানামনুপাদেয়ত্বাচ্চাত্র বিস্তরেণ নালেখীতি ॥ ১৭৩ ॥ অত্র একাদশী-ব্যবস্থায়াং বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রবিদোঽপি বিমূঢ়াঃ স্যুঃ শুক্রমায়াদিনা। তচ্চ ভগবদনুগ্রহাভাবাদেবেতি লিখতি বিনেতি। অসৌ ব্যবস্থা একাদশী বা ॥ ১৭৪ ॥ পুরা প্রাচীনা অপি নরাঃ কিমুতার্ব্বাচীনা ইত্যর্থঃ। নরাসুরা ইতি পাঠে নররূপা অসুরা দৈত্যপ্রকৃতয়ো মানুষা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৫ ॥ দৈবজ্ঞসত্তমৈর্গণকশ্রেষ্ঠৈর্দ্বারভূতৈঃ সম্যক্ শোধয়িত্বা ॥ ১৭৬ ॥

অত্র চ গণকানাং ব্যবস্থাপকানাঞ্চ শাস্ত্রবিদাং বহূনাং বিবাদেন সন্দেহে সতি শ্রীভগবদ্ভক্তি-পরাণাং বচনেনৈব ব্যবহর্ত্তব্যং, ন ত্বন্যেষামিতি লিখতি অর্চ্চয়ন্তীত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। অর্চ্চ-য়ন্তি সেবন্তে। মনোবাক্কায়ানাং কর্ম্মভিশ্চেষ্টাভিঃ। স্মরণকীর্ত্তন-পরিচর্য্যাদিভিরিত্যর্থঃ ॥১৭৭॥

পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এবং শিষ্টগণের আচারানুসারে বৈষ্ণবানুমোদিত একাদশী-ব্যবস্থা বর্ণিত হইল। ১৭৩। শ্রীহরির কৃপা ভিন্ন বিদ্বজ্জনকেও একাদশী ব্যবস্থায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয়; সুতরাং ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে জিজ্ঞাসা করত নিরন্তর একাদশী নিরূপণ করিবে। ১৭৪। মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপতে! এই দ্বাদশীনিরূপণ বিষয়ে ত্রিলোক বিমুগ্ধ। হে মহীপতে! আধুনিকগণের কথা দূরে থাকুক, পুরাতন প্রবীণদিগকেও প্রায়শঃ বিমুগ্ধ হইতে হয়। ১৭৫। অতএব সৌরধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, এই দ্বাদশী মহাপুণ্যতমা ও অধিক ফলদাত্রী; সুতরাং নিরন্তর দৈবজ্ঞসত্তমগণ দ্বারা শোধন পূর্ব্বক একাদশী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ১৭৬।

অতঃপর সন্দেহ-নিরসনবিধি বিবৃত হইতেছে।—বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মার উক্তিতে প্রকাশিত

কৌর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ।—

সংপৃষ্ট্বা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্। চীর্ণব্রতান্ সদাচারাংস্তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ॥১৭৮॥

পাদ্মে বৈষ্ণবতন্ত্রে।—

ইতিহাসপুরাণজ্ঞাঃ স্মৃতিসিদ্ধান্তবেদিনঃ। বাসুদেবপ্রিয়া যে চ তদুক্তং বৈদিকং ভবেৎ॥ ১৭৯॥

অথ তত্র বর্জ্জ্যম্।

বিষ্ণুরহস্যে কৌর্ম্মে চ।—

যেষাং ন কারণং বেদা ন বিপ্রা ন জনার্দ্দনঃ। তন্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তেষাং বাক্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥১৮০॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে।—

যেষাং গুরৌ ন জপ্যে বা বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৮১॥ স্কান্দে।—

যেষাং বিশ্বেশ্বরে বিষ্ণৌ শিবে ভক্তি র্ন বিদ্যতে। ন তেষাং বচনং গ্রাহ্যং ধর্ম্মনির্ণয়সিদ্ধয়ে॥১৮২॥

কিঞ্চ।—

পঞ্চরাত্র-পুরাণানি সেতিহাসানি মানবাঃ। যে বিনিন্দন্তি তেষাং বৈ বচনং পরিবর্জ্জয়েৎ॥১৮৩॥

সংপৃচ্ছ্যেতি বক্তব্যে সংপৃষ্ট্বেত্যার্ষম্। চীর্ণব্রতান্ সমাপিতস্বনিয়মান্॥ ১৭৮। বৈদিকং বেদোক্তমিব॥ ১৭৯॥

বেদাদয়ো ন কারণং প্রমাণম্। তন্ত্রাণি আগমশাস্ত্রাণি॥ ১৮০॥

জপ্যে মন্ত্রে॥ ১৮১॥ শিবে পরমমঙ্গলস্বরূপে। যদ্বা শিবে চ শ্রীরুদ্রে॥ ১৮২॥ ইতিহাসা

আছে, যাঁহারা মন, বাক্য, দেহ ও কর্ম্ম দ্বারা নিরন্তর হরির পূজা করেন, তাঁহাদিগের বাক্য-পালন করাই কর্ত্তব্য; কেন না, তাঁহারা হরি সদৃশ বলিয়া কীর্ত্তিত। ১৭৭। কূর্ম্মপুরাণে ভগবদুক্তিতে প্রকাশিত আছে, যাঁহারা স্ব স্ব বিহিত নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন, তাদৃশ বৈষ্ণবশাস্ত্রবিৎ, সদাচারনিষ্ঠ, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সযত্নে তাঁহাদিগের কথিতানুসারে আচরণ করিবে। ১৭৮। পদ্মপুরাণে বৈষ্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে, ইতিহাস-পুরাণ-দর্শী, স্মৃতিসিদ্ধান্ত-বিশারদ, হরিভক্তিপরায়ণগণের বাক্য বেদের সদৃশ। ১৭৯।

অনন্তর তন্মধ্যে পরিত্যাজ্য অর্থাৎ যাঁহাদিগের মত ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে।—বিষ্ণুরহস্যে ও কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,কি বেদ,কি বিপ্র,কি হরি,ইঁহারা যাহাদিগের প্রমাণ নহেন, সেই সমস্ত তন্ত্র ও সেই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন অগ্রাহ্য। ১৮০। বৈষ্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে, গুরু, মন্ত্র ও পরমাত্মা হরি এই তিনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে সেই সকল ব্যক্তির বচন নিরন্তর ত্যাজ্য। ১৮১। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, জগদীশ্বর হরিতে এবং মহেশ্বরে ভক্তি না থাকিলে সেই সকল ব্যক্তির বাক্য ধর্ম্মনির্ণয়-সিদ্ধি-বিষয়ে অগ্রাহ্য। ১৮২। আরও লিখিত আছে, পঞ্চরাত্র, পুরাণ ও ইতিহাস-নিন্দাকারীর বাক্য পরিত্যাজ্য। ১৮৩। এই হেতু

অতএব যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—

পুরাণং পঞ্চরাত্রঞ্চ বেদাঃ পাশুপতাস্তথা। অতি প্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥১৮৪॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে একাদশীনির্ণয়ো নাম দ্বাদশো বিলাসঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ-বিলাসঃ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং কৃষ্ণং নিত্যনবোৎসবম্। যস্য প্রসাদাৎ সিধ্যন্তি দীনস্যাপি মহোৎসবাঃ ॥১॥

অথোপবাসপূর্ব্বদিনকৃত্যম্।

প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা সুবেশো ধৌতবস্ত্রকঃ। ব্রতং সঙ্কল্প্য কুর্ব্বীত বৈষ্ণবৈশ্চ মহোৎসবম্ ॥

মাহাভারতাদয়স্তৎসহিতানি ॥ ১৮৩ ॥ হেতুভিঃ কুতর্ক-বিজৃম্ভিত-হেতুবাদৈর্ন হন্তব্যানি ন খণ্ডয়িতব্যানি ॥ ১৮৪ ॥ ইতি দ্বাদশো বিলাসঃ ॥ ১২ ॥

যস্য শক্ত্যংশলাভেন ব্রহ্মাদেরপি শক্তয়ঃ। তাস্তা বিভান্তি তং বন্দে সর্ব্বশক্তিপ্রদং বিভুম্ ॥ এবমেকাদশীব্রতং নির্ণীয়াধুনা দশম্যাদিকৃত্যং মহোৎসবপ্রকরণং লিখন্, তল্লিখনাদিমহোৎসব-সিদ্ধয়ে ভগবন্তং প্রণমতি বন্দে ইতি। নিত্যং নবনবোৎসবো ভক্তানাং যস্মাত্তম্। যদ্বা প্রতিক্ষণ-নূতনোৎসবরূপম্ ॥ ১ ॥

প্রাতঃসময়ে স্নানং, আদিশব্দেন সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকৃত্যঞ্চ, সর্ব্বং সম্পাদ্য। সুবেশ ইতি বৈষ্ণবানাং দশম্যাং ক্ষৌরকর্ম্মাদিবিধানাৎ। ক্ষৌরকর্ম্মাবসরশ্চ রত্নমালায়াং।—ভুক্তা-ভ্যক্তনিরাসনৈশ্চ সমর-গ্রামান্তরপ্রস্থিতৈঃ, স্নাতৈর্নো নবমেঽহনীতি বিবুধাঃ ক্ষৌরং হি কার্য্যং জগুঃ। দীক্ষাবন্ধবিমোক্ষমৃত্যুসময়োদ্বাহেষু ভূপাজ্ঞয়া, বিপ্রাণামখিলেষু তেষু কথিতং ক্ষৌরং শুভং সূরিভিরিতি। যচ্চ স্মৃতৌ।—উষ্ণোদকং তথাভ্যঙ্গং শয্যাবপনমৈথুনম্। বর্জ্জয়েত্তানি যত্নেন দশম্যাদিদিনত্রয় ইতি, তচ্চাবৈষ্ণববিষয়কমিতি জ্ঞেয়ম্। তথা ধৌতং বস্ত্রং যস্য যেন

যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি আছে যে, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত শাস্ত্র অতীব প্রমাণস্বরূপ বলিয়া গ্রাহ্য করিবে ; হেতুবাদ (কুতর্কাদি) দ্বারা উহা খণ্ডন করা কর্ত্তব্য নহে। ১৮৪।

ইতি একাদশীনির্ণয় নামক দ্বাদশ বিলাস সমাপ্ত।

প্রত্যহ যাঁহা হইতে ভক্তকুলের নূতন নূতন উৎসবোদয় হয়, যাঁহার প্রসাদে দীন জনেরও মহোৎসব-সমূহ সুসিদ্ধ হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে বন্দনা করি। ১।

অনন্তর উপবাসের পূর্ব্বদিনকৃত্য (দশম্যাদি-কৃত্য) বিবৃত হইতেছে।—প্রাতঃস্নানাদি

সঙ্কল্পমন্ত্রঃ ।

দশমীদিনমারভ্য করিষ্যেঽহং ব্রতং তব । ত্রিদিনং দেবদেবেশ নির্ব্বিঘ্নং কুরু কেশব ॥

তত্র চাস্পৃশ্যস্পর্শেঽপি ন স্নানম্ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ ।—

উৎসবে বাসুদেবস্য স্নায়াদস্পৃশ্যাঽশুচিশঙ্কয়া । তাদৃশং কশ্মলং দৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ ॥ ইতি ॥২॥

স্তুত্বাথ বহুধা কৃষ্ণং ঘোষয়েন্নিয়মান্বিতম্ । শ্রীরুক্মাঙ্গদমত্তেভপটহোদ্ঘোষিতং বচঃ ॥

তথা হি নারদীয়ে ।—

প্রাতর্হরিদিনং লোকাস্তিষ্ঠধ্বং চৈকভোজনাঃ । অক্ষারলবণাঃ সর্ব্বে হবিষ্যান্ননিষেবিণঃ ।

অবনীতল্পশয়নাঃ প্রিয়াসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ । স্মরধ্বং দেবমীশানং পুরাণং পুরুষোত্তমম্ ।

সকৃদ্ভোজনসংসক্তা দ্বাদশ্যাঞ্চ ভবিষ্যথ ॥

কিঞ্চ ।—

বরং স্বমাতৃগমনং বরং গোমাংসভক্ষণম্ । বরং হত্যা সুরাপানং নৈকাদশ্যান্তু ভোজনম্ ॥৩॥

বেতি চ বস্ত্রাদিপ্রক্ষালনাৎ । বৈষ্ণবৈঃ কৃত্বা সহেতি বা । মহোৎসবনির্ব্বর্ত্তনপ্রকারশ্চ পূর্ব্বলিখিতেনাগ্রে লেখ্যেন চ তথা সর্ব্বঃ সদাচারেণাপি প্রসিদ্ধ এব । যদ্বিশেষতঃ শ্রীভগবন্মন্দিরং সংমার্জ্জন্যাদিনা সংস্কৃত্য ধ্বজপতাকাদিভিরলঙ্কৃত্য চ ভগবন্তং সিংহাসনোত্তমে সুখমুপবেশ্য মহাপূজাং বিধায় ভক্ত্যা বৈষ্ণবানাহূয় সম্মান্য নৃত্যগীতাদিকং বিনিষ্পাদয়েদিতি ॥ ২ ॥ অথ মহোৎসবানন্তরং বহুধা বিচিত্রগদ্যপদ্যাদিপাঠেন স্তুত্বা । শ্রীরুক্মাঙ্গদস্য মত্তেভস্তস্মিন্ পটহো বাদ্যভাণ্ডবিশেষস্তেন । যদ্বা শ্রীরুক্মাঙ্গদেন প্রয়োজকেন নিজমত্তেভপটহেন কৃত্বা উদ্ঘোষিতম্ উচ্চৈঃ শব্দিতং যদ্বচঃ বাক্যং তৎ ঘোষয়েৎ শ্রাবয়েৎ । নিয়মৈর্দশম্যাদিকৃত্যৈরগ্রে লেখ্যৈরন্বিতমিতি নিয়মাংশ্চ ঘোষয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সমাপনান্তে সুবেশ ও ধৌতবস্ত্রধারী হইয়া ভক্তবর্গসহ মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রতার্থ সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্পমন্ত্র যথা—"হে দেবদেবেশ ! হে কেশব ! আমি দশমীদিন হইতে আরম্ভ করিয়া দিবসত্রয় ত্বদীয় ব্রতানুষ্ঠান করিব, আমার ব্রত নির্ব্বিঘ্ন করুন।" ভগবানের উৎসব-সাধনকালে অস্পৃশ্য স্পৃষ্ট হইলেও স্নানের আবশ্যক নাই। বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে, শ্রীহরির উৎসবকালে অশুচি-শঙ্কায় স্নান করিলে সেই পাপীকে দেখিয়া সচেল অবগাহন করিবে। ২। রুক্মাঙ্গদ নৃপতি বহুবিধরূপে হরিস্তুতি করিয়া বারণোপরি পটহবাদন পূর্ব্বক যে সমস্ত কথার ঘোষণা করিয়াছিলেন, দশমীর নিয়ম সহ তৎসমস্তের ঘোষণা দিবে। নারদীয়-পুরাণে লিখিত আছে, হে মানবগণ ! অদ্য হরিদিনের প্রভাত, সকলে একাহারী হইয়া থাক, ক্ষার সেবন করিও না, হবিষ্যান্ন ভোজন কর, ধরাশয্যায় শয়ান হও, ভার্য্যাসঙ্গ করিও না, পুরাতন পুরুষপ্রবর দেবদেব জনার্দ্দনকে স্মরণ কর এবং দ্বাদশীতে একবারমাত্র আহার করিও। আরও

অথ ক্ষারাঃ।

তিলমুদ্গাদৃতে শস্যং শম্য-গোধূম-কোদ্রবাঃ। চণকং দেবধান্যঞ্চ এব ক্ষারগণঃ স্মৃতঃ॥

অথ হবিষ্যাণি।

হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা যবাস্তিলাঃ। কলায়-কঙ্গু-নীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং। কন্দং সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী।
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রে হরীতকী। পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী।
কদলী-লবলী- ধাত্রী-ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্। অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যাণি প্রচক্ষতে॥ ৪॥

অথান্যেঽপি নিয়মাঃ।

স্কান্দে।—

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ ক্ষৌদ্রঞ্চানৃতভাষণম্। পুনর্ভোজনমায়াসং দশম্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

কৌর্ম্মে।—

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকান্। শাকং মধু পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন্ স্ত্রিয়ম্॥

কিঞ্চ।—

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনম্। দ্যূতমত্যম্বুপানঞ্চ দশম্যাং সপ্ত বর্জ্জয়েৎ॥

শম্যং শমীধান্যং। সপ্তধান্যেতরন্মাষাদি গোধূমাদিকং শস্যম্॥

হৈমন্তিকং হেমন্তকালভবং ধান্যং। কথম্ভূতং?—সিতঞ্চ তৎ অস্বিন্নঞ্চ। ষষ্টিকা ধান্য-বিশেষঃ শাকবিশেষো বা। ঐক্ষবম্ ইক্ষুবিকারঃ তচ্চ গুড়বর্জ্জিতম্। অতৈলপক্বমিতি তচ্চ শাকাদিকং তৈলেন পক্বং সদ্ধবিষ্যং ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪॥

আয়াসমিত্যত্র অত্যাশমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ সঙ্গত ইব। পূর্ব্বং স্নানে দশম্যামবশ্যং তৈলং গ্রাহ্য-

---

লিখিত আছে, বরং স্ব-মাতৃ-গমন, গোমাংস-ভক্ষণ, হত্যাকরণ অথবা মদ্যপান ঘটে, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি একাদশীতে আহার করিবে না। ৩।

অতঃপর ক্ষার কাহাকে বলে, তাহাই কথিত হইতেছে।—তিল ও মুগ ব্যতীত শস্য, শমী-ধান্য, গোধূম, কোদ্রব, চণক (ছোলা) ও দেবধান্য (দেধান) এই সমস্ত ক্ষার বলিয়া কথিত।

অনন্তর হবিষ্যদ্রব্য কথিত হইতেছে।—শুভ্রবর্ণ অসিদ্ধ হৈমন্তিক ধান্য, মুগ, যব, তিল, কলায় (মটর), কঙ্গু (কাওন), নীবার (উড়িধান্য), বাস্তুক (বেতোশাক), হিলমোচিকা (হিঞ্চা বা হেলাঞ্চা), ষষ্টিকা (ষাইটা ধান বা এক প্রকার শাক), কালশাক (কালকাসন্দা), মূলক (মূলা), কেঁউ ব্যতীত অন্যান্য মূল-দ্রব্য, সৈন্ধব লবণ, সামুদ্র লবণ (করকচ), গব্যদধি, গব্যঘৃত, যাহার সার অর্থাৎ নবনী উদ্ধৃত হয় নাই তাদৃশ দুগ্ধ, পনস (কাঁটাল), আম্র, হরী-তকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ (নারাঙ্গা), তিন্তিড়ী (তেঁতুল), কদলী, লবলী (নোড়) নামক ফল, আমলকী, গুড় ব্যতীত ইক্ষুবিকার অর্থাৎ চিনি ইত্যাদি অতৈলপক্ব দ্রব্য এই সমস্তই ঋষিগণ কর্ত্তৃক হবিষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত। ৪।

মাৎস্যে।—

কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং তৈলং বিতথভাষণম্। ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনম্।
শিলাপিষ্টং মসুরঞ্চ দ্বাদশৈতানি সন্ত্যজেৎ॥ ৫॥

স্মৃত্যন্তরে।—দশম্যামেকভক্তন্তু কুর্ব্বীত নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। আচম্য দন্তকাষ্ঠন্তু খাদয়েত্তদনন্তরম্॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্।

উক্তঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

দশম্যাং দন্তকাষ্ঠেন জিহ্বাং লেখয়তে যদা। দ্বাদশী-নিয়মার্থায় নিরাশঃ স্যাদ্‌যমস্তদা॥
নির্ম্মার্জ্জয়তি তৎ পাপং পটস্থং দীনমানসঃ। অভুক্তকর্ম্মা সংযাতি পাতকী বৈষ্ণবং পদম্॥৬॥

মিতি লিখিতং, দশম্যাং তৈলমস্পৃষ্ট্বা যঃ স্নায়াদবিচক্ষণ ইতি বচনেন প্রাপ্তং। অত্র দশমীনিয়মেষু বর্জ্জ্যমিতি ন বিরুদ্ধং, সকামনিষ্কামতয়া পরিহার্য্যম্, চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশো বলমিতি তত্রৈবোক্তেঃ। এবমন্যত্রাপি বিরোধঃ পরিহরণীয়ঃ॥ ৫॥

ন ভুক্তং কর্ম্ম যেন নরকদুঃখাদ্যভোগাৎ। সোঽপি সম্যক্ যাতি। দ্বাদশীব্রতার্থোদ্যম-মাত্রেণৈব সর্ব্বদুষ্কর্ম্মক্ষয়াৎ। এবং দশম্যাং ভোজনানন্তরং কাষ্ঠেন দন্তধাবনবিধানাদেকাদশ্যাং পর্ণাদিনা দন্তধাবনং নিরস্তং, অন্যথা পূর্ব্বদিনান্তে তদ্ধাবনপ্রয়াসানুপপত্তেঃ। কেবলং দ্বাদশগণ্ডূষৈরেব মুখশোধনং তস্যাং কার্য্যমিতি চাদৌ লিখিতমেব॥ ৬॥

ব্রহ্মচারীতি স্ত্রীসঙ্গাদি বর্জ্জয়ন্নিত্যর্থঃ। যদ্যপি নিয়মেষু মৈথুনবর্জ্জনং লিখিতমেব, তথাপি

অতঃপর অপরাপর নিয়ম বিবৃত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, কাংস্যপাত্র, মাংস, মসুর, মধু, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, পুনর্ভোজন পরিশ্রম, দশমীতে এই সমস্ত ত্যাজ্য। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, কাংস্যপাত্র, মাংস, মসুর, চণক, কোরদূষক, শাক, মধু, পরান্ন ও নারী-সহবাস, উপবাসীর পক্ষে এই সমস্ত ত্যাজ্য। আরও লিখিত আছে, কাংস্যময় ভাণ্ড, মাংস, মসুর, পুনর্ভোজন, নারীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া ও অধিক জলপান, দশমী দিনে এই সাতটী পরিত্যাজ্য। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, কাংস্যপাত্র, মাংস, মদ্য, মধু, তৈল, মিথ্যাকথা, ব্যায়াম, প্রবাস, দিবানিদ্রা, নারীসঙ্গ, শিলাপিষ্ট দ্রব্য ও মসুর, দশমীতে এই দ্বাদশটী পরিত্যাজ্য। ৫। স্মৃত্যন্তরে উক্ত আছে, দশমীদিবসে ইন্দ্রিয় সংযমন করত একাহার, তদনন্তর আচমন ও তৎপরে দশনধাবন করিবে।

উপরোক্ত বিষয়ের মাহাত্ম্য।—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে, দ্বাদশী-নিয়মার্থ দন্তকাষ্ঠ দ্বারা জিহ্বা লেখন করিলে শমনরাজ তদ্দর্শন পূর্ব্বক হতাশ হইয়া দীনমনে তদীয় পত্রস্থ পাতক মার্জ্জনা করেন। ফল কথা, উক্ত পাতকীকে আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, সে বৈষ্ণবপদ বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করে। ৬।

অনন্তর একভক্তলক্ষণ কথিত হইতেছে।—দিনের অর্দ্ধাংশ বিগত হইলে যথানিয়মে যাহা আহার করা যায়, তাহার নাম একভক্ত; সযত্নে ঐ একভক্ত ব্রতের আচরণ করা কর্ত্তব্য।

দিনার্দ্ধসময়েঽতীতে ভুজ্যতে নিয়মেন যৎ। একভক্তমিতি প্রোক্তং কর্ত্তব্যং তৎ প্রযত্নতঃ॥ ইতি
তেতা রাত্রিং নয়েত্তাঞ্চ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ। ভগবন্তং স্মরন্ ভক্ত্যা ভূমিশায়ী সুখং স্বপন্ ॥৭॥

অথোপবাসদিন-কৃত্যম্।

প্রাতঃ স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ ভগবন্তং যথাবিধি। তাম্রপাত্রং সমাদায় ব্রতসঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ৮ ॥
তথা চোক্তং দেবলেন।—
গৃহীত্বৌডুম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণমুদঙ্মুখঃ। উপবাসন্তু গৃহ্নীয়াদ্যদ্বা সংকল্পয়েদ্বুধঃ॥

অথ তত্র সঙ্কল্পমন্ত্রঃ।

একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি। ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত॥ ইতি
উচ্চারয়ন্নিমং মন্ত্রং শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ। পুষ্পাঞ্জলিং সমর্প্যাথ মন্ত্রপূতং জলং পিবেৎ॥
তদুক্তং মার্কণ্ডেয়েন।—
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ ত্রিজপ্তেনাভিমন্ত্রিতম্। উপবাসফলং প্রেপ্সুঃ পিবেত্তোয়ং সমাহিতঃ॥
দেবার্চ্চনং ততঃ কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিমথাপি বা। সঙ্কল্পমন্ত্রমুচ্চার্য্য দেবায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ৯ ॥

স্বভাবতঃ স্ত্রীদর্শনাদিরূপং ব্রহ্মচারিত্বমত্র গ্রাহ্যম্। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। অতএব জিতং বশীকৃতমিন্দ্রিয়ং যেন তথাভূতঃ সন্॥ ৭ ॥

যথাবিধীতি পূর্ব্বলিখিতঃ স্নানার্চ্চনাদিবিধিরুন্নেয়ঃ॥ ৮॥ ঔডুম্বরং তাম্রময়ং পাত্রম্। উপবাসং গৃহ্নীয়াৎ। সঙ্কল্পয়েদিতি ঔডুম্বরপাত্রাদ্যভাবে সঙ্কল্পমাত্রমপি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

শরণং মে ভবাচ্যুতেত্যত্র গতির্ভব মমাচ্যুতেতি দেবলেন পঠিতং। স্থিত্বেত্যত্র চ ভূত্বেতি। বিষ্ণুনা চ স্থিত্বাহমপরেহ্ন্যয়মিতি। তোয়ং পিবেৎ। অথবা দেবার্চ্চনং কৃত্বা তদনন্তরং দেবায় পুষ্পাঞ্জলিং বিনিবেদয়েৎ সমর্পয়েদিতি জলপানপুষ্পাঞ্জল্যর্পণয়োর্ব্বিকল্প উক্তঃ। কুর্য্যাদিতি পাঠে তু দেবার্চ্চনপুষ্পাঞ্জল্যর্পণয়োর্বিকল্পো জ্ঞেয়ঃ॥ ৯ ॥ অর্দ্ধরাত্রোপরি চ দশম্যনুবৃত্তৌ সত্যাং একা-

---

ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধরাশয্যায় সুখে শয়ন পূর্ব্বক ভক্তিপূত-হৃদয়ে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে যামিনী অতিবাহন করিবে। ৭।

অতঃপর উপবাসদিন-কৃত্য বিবৃত হইতেছে।—প্রভাতে যথাবিধি স্নান ও শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া তাম্রপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রতার্থ সঙ্কল্প করিতে হইবে। ৮। এই বিষয়ে দেবলের উক্তি আছে, সুধীব্যক্তি জলপূরিত তাম্রপাত্র লইয়া উত্তরাস্যে উপবেশন পূর্ব্বক সংকল্প করিবে কিংবা তাম্রপাত্রের অভাবে কেবলমাত্র সংকল্প করিলেও হয়।

উক্ত-সঙ্কল্পমন্ত্র।—"হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! আমি একাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক পর দিন আহার করিব। আপনি মদীয় শরণস্থান হউন্।" এই মন্ত্র পাঠ করত হরিপদদ্বয়ে কুসুমাঞ্জলি দিয়া তৎপরে মন্ত্রপূত বারি পান করিবে। এই বিষয়ে মার্কণ্ডেয়ের উক্তি আছে, সমাহিতচিত্তে বারত্রয় অষ্টাক্ষর মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া জল পান করাই উপবাসফলেচ্ছুর কর্ত্তব্য। তদনন্তর প্রভুর অর্চ্চনা ও সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবদেবের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিবে। ৯। অর্দ্ধ রাত্রির পর দশমী থাকিলে একাদশীর পূর্ব্ব চারি প্রহর ত্যাগ পূর্ব্বক

দশম্যাং চার্দ্ধরাত্রোপর্য্যনুবৃত্তৌ পুরঃসরান্। একাদশ্যাশ্চতুর্যামান্ হিত্বা সঙ্কল্পমাচরেৎ ॥
তথা চোক্তম্।—

দশম্যাঃ সঙ্গদোষেণ অর্দ্ধরাত্রাৎ পরেণ তু। বর্জ্জয়েচ্চতুরো যামান্ সঙ্কল্পার্চ্চনয়োস্তদা ॥ ১০ ॥

নারদীয়ে চ।—পূর্ব্বায়াঃ সঙ্গদোষেণৈকাদশ্যাং স্নানপূজনে।
বর্জ্জয়ন্তি নরাঃ পূর্ব্বান্ যামাংশ্চ চতুরো দ্বিজ।
তদূর্দ্ধং স্নান-পূজাদি কর্ত্তব্যং তদুপোষিতৈঃ ॥ ১১ ॥

ন দিবা শুদ্ধিমাপ্নোতি তদা রাত্রৌ বিধীয়তে। দিনকার্য্যমশেষঞ্চ কর্ত্তব্যং শর্ব্বরীমুখে ॥ ইতি ॥ ১২

ততশ্চ ভগবদ্ভক্ত্যা পরিচর্য্যাদিরূপয়া। দিনং রাত্রিঞ্চ গময়েদুপবাসপরো বুধঃ ॥
তদুক্তং স্কান্দে।—

সংপূজ্য দেবদেবেশং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ অহোরাত্রং ক্ষিপেদ্ধীমানুপবাসফলাপ্তয়ে ॥ ১৩ ॥

অথোপবাসলক্ষণম্।

গৃহ্যপরিশিষ্টকাত্যায়নস্মৃতি-বিষ্ণুধর্ম্মব্রহ্মবৈবর্ত্তাদিষু।—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪ ॥

দশ্যাঃ পুরঃসরান্ আদ্যান্ চতুরো যামান্ হিত্বা ব্রতসঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। ইত্থমপি অর্দ্ধরাত্রবেধঃ পরিহৃতঃ ॥ ১০ ॥ পূর্ব্বায়াঃ দশম্যাঃ ॥ ১১ ॥ নমু দিনকৃত্যং কথং রাত্রৌ কর্ত্তব্যং তত্রাহ ন দিবেতি। দিনকার্য্যং যদি দিবা দিনমধ্যে শুদ্ধিং নাপ্নোতি, তচ্চ শর্ব্বরীমুখে প্রদোষ এবাশেষং কর্ত্তব্যম্ ॥ ১২ ॥ পরিচর্য্যাদিরূপয়েতি ব্রতাদৌ পূজাবিশেষপ্রাধান্যাৎ ॥ ১৩ ॥

পাপেভ্য উপাবৃত্তস্য জনস্য গুণৈঃ সহ যো বাসঃ স উপবাসো বিজ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চ। সর্ব্বভোগৈর্ব্বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪ ॥

সঙ্কল্প করিতে হয়। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, অর্দ্ধ নিশার পর দশমীর স্থিতি নিবন্ধন একাদশীর প্রহর-চতুষ্টয় ত্যাগ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। ১০। নারদীয়-পুরাণে লিখিত আছে, হে বিপ্র! দশমীসঙ্গরূপ দোষ হেতু একাদশীতে স্নান ও অর্চ্চনা বিষয়ে মনুষ্যগণ একাদশীর পূর্ব্ব চারি প্রহর ত্যাগ করেন; সুতরাং উপবাসনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ঐ চারি প্রহরের পর স্নান ও অর্চ্চনাদি করিবে। ১১। দিনকার্য্য দিবামধ্যে শুদ্ধি-প্রাপ্ত না হইলে তৎসমুদয় প্রদোষেই সম্যক্ বিধানে কর্ত্তব্য। ১২। এই হেতু সেবাদিরূপ ভগবদ্ভক্তি সহকারে দিনযামিনী অতিপাত করা উপবাসনিষ্ঠ সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণোক্তি আছে যে, উপবাসফল-লাভার্থ দেবদেব জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক অহোরাত্র যাপন করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। ১৩।

অনন্তর উপবাসলক্ষণ কথিত হইতেছে।—গৃহ্যপরিশিষ্ট, কাত্যায়ন-স্মৃতি, বিষ্ণুধর্ম্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে, নিখিল পাতক হইতে নিবৃত্ত হইয়া গুণ সহ মানবের অবস্থিতির নাম উপবাস। এই উপবাস নিখিল-ভোগ বিরহিত বলিয়া জ্ঞেয়। ১৪।

অনন্তর উপবাসবিষয়ে ভোগসমূহ কথিত হইতেছে।—শাতাতপ বলিয়াছেন, গন্ধ, ভূষণ,

তত্র দোষাঃ।

উক্তঞ্চ শাতাতপেন।—

গন্ধালঙ্কারবাসাংসি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্। উপবাসেন দুষ্যন্তি দন্তধাবনমঞ্জনম্।

শ্রীব্যাসেন চ।—

পুষ্পালঙ্কার বস্ত্রাণি গন্ধধূপানুলেপনম্। উপবাসে চ দুষ্যন্তি দন্তধাবন মঞ্জনম্॥ ১৫॥

অথ তত্র উপবাসে পাপানি।

শ্রীসুমন্তুনা।—

বিহিতস্যাননুষ্ঠানমিন্দ্রিয়াণামনিগ্রহঃ। নিষিদ্ধসেবনং নিত্যং বর্জ্জনীয়ং প্রযত্নতঃ॥

শাতাতপেনাপি।—

অসত্যভাষনং দ্যূতং দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনম্। একাদশ্যাং ন কুর্ব্বীত উপবাসপরো নরঃ॥

কিঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মেষু।—

পাষণ্ডিভিরসংস্পর্শমসম্ভাষণমেব চ। বিষ্ণোরারাধনপরৈরেতৎ কার্য্যমুপোষিতৈঃ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।—

তস্মাৎ পাষণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপস্পর্শনং ত্যজেৎ। বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞাদৌ চাপি দীক্ষিতঃ

ভোগানেব দর্শয়তি গন্ধেতি দ্বয়েন। অঞ্জনং নর্ত্তকাদি লোচনয়োঃ। উপবাসেন সহ দুষ্যন্তি অতস্তত্র বর্জ্জয়েদিতি ভাবঃ। যচ্চ কাশীখণ্ডে। -উপবাসেঽপি নো দুষ্যেদ্দন্তধাবনমঞ্জনমিত্যাদি তচ্চ প্রায়োবেশঃ যোষিতামেব নেত্রাঞ্জনাচারেণ তৎসাহচর্য্যাৎ তত্রোক্তং দন্তধাবনাদি সর্ব্বং তদ্বিষয়কমেব জ্ঞেয়মিতি পূর্ব্বং লিখিতমেবাস্তি॥ ১৫॥

পাপেভ্য উপাবৃত্ত ইত্যুক্তং তান্যেব দর্শয়তি বিহিতস্যেতি চতুর্ভিঃ। নৈবেতি পাঠেঽপি কার্য্য

বসন, মাল্য, অনুলেপন, দশনধাবন ও অঞ্জন, উপবাসে দোষাবহ। ব্যাসের উক্তি আছে যে, পুষ্প, ভূষণ, বসন, ধূপ, গন্ধ, অনুলেপন, দশনধাবন ও অঞ্জন, উপবাসে এই সমস্ত দূষণীয়। ১৫।

উপবাসে পাপসমূহ।—সুমন্তুর উক্তি আছে, শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়-গ্রামের অসংযমন ও শাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধের আচরণ, সর্ব্বদা যত্নে এই সমস্ত পরিত্যাজ্য। শাতাতপেরও উক্তি আছে যে, মিথ্যা কথন, দ্যূত-ক্রীড়া, দিবানিদ্রা ও মৈথুন একাদশীতে এই সকল ত্যাগ করা উপবাসনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বিষ্ণুধর্ম্মেও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি বিষ্ণুর উপাসনায় তৎপর, পাষণ্ডিকে স্পর্শ বা তৎসহ আলাপন করা তাঁহার অনুচিত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, পাতকী পাষণ্ডিগণের সহিত সম্ভাষণ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না। অধিকন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে অথবা যজ্ঞ প্রভৃতিতে তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ ও তাহাদিগকে স্পর্শ করা দীক্ষিত জনের অকর্ত্তব্য।

উপরোক্তরূপ স্পর্শাদি ঘটিলে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহা কথিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, পাষণ্ডীকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করা সুবুদ্ধির উচিত। বিষ্ণুধর্ম্মেও

অথ তৎ-প্রায়শ্চিত্তম্।

তত্রৈব।— তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যম্ পশ্যেত মতিমান্নরঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে চ।—

সংস্পর্শে চ বুধঃ স্নাত্বা শুচিরাদিত্যদর্শনাৎ। সম্ভাষ্য তান্ শুচিষদং চিন্তয়েদচ্যুতং বুধঃ॥১৬॥

অথ তত্র গুণাঃ।

ভবিষ্যে।—ক্ষমা সত্যং দয়া মৌনং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দেবপূজাগ্নিহবনং সন্তোষস্তেয়বর্জ্জনম্।

সর্ব্বব্রতেষ্বয়ং ধর্ম্মঃ সামান্যো দশধা স্থিতঃ॥ ১৭॥

পাদ্মে চ শ্রীযমধূম্রকেতু-সংবাদে।—

দশম্যাং সংযমং কৃত্বা ব্রতাহে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। ক্রোধহিংসাবিহীনশ্চ কৃষ্ণকীর্ত্ত্যা দিনং নয়েৎ॥১৮॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

তজ্জপ্যং তজ্জপধ্যানং তৎকথাশ্রবণাদিকম্। তদর্চ্চনঞ্চ তন্নাম-কীর্ত্তনশ্রবণাদয়ঃ।

উপবাসকৃতা হ্যেতে গুণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ॥ ১৯॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্।

উক্তঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মেষু।—

উপবাসী হরিং যস্তু ভক্ত্যা ধ্যায়তি মানবঃ। তজ্জপ্য-জাপী তৎকর্ম্মরতস্তদ্গতমানসঃ।

নিষ্কামো দৈত্যবদ্ধ্রুপদমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ২০॥

কার্য্যমেবেত্যর্থ এব। অত্র দর্শনমপি ন কার্য্যমিতি জ্ঞেয়ম্, অগ্রে তৎ-প্রায়শ্চিত্তোক্তেঃ। শুচিষু শুদ্ধজলেষু শুচিনিমিত্তেষু বা নিষীদতি শুচিষং তম্॥ ১৬॥

গুণৈঃ সহেত্যুক্তং তানেব দর্শয়তি ক্ষমেতি চতুর্ভিঃ॥১৭॥ এবং সামান্যতো গুণান্ লিখিত্বাধুনা একাদশীব্রতে গুণবিশেষণং লিখতি দশম্যামিতি সার্দ্ধদ্বয়েন। যদ্যপ্যত্রোক্তং নিয়তেন্দ্রিয়ত্বাদিকমপি সামান্যমেব, তথাপি তস্য কর্ত্তৃবিশেষণত্বাদ্গৌণত্বেন কৃষ্ণস্য কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনেন দিনং নয়েদিত্যস্য বিধেরেব মুখ্যতেতি দিক্॥ ১৮॥ পুনরত্যন্তবিশেষং লিখতি তজ্জপ্যমিতি। তচ্ছব্দেন সর্ব্বত্র ভগবতঃ পরামর্শঃ। জপ্যং মন্ত্রঃ। জপো মন্ত্রস্য নাম্নো বা ধ্যানঞ্চ ভগবত ইতি বিবেচনীয়ম্। কথায়াঃ শ্রবণম্। আদিশব্দেন তস্যাঃ কথনাদি চ। নাম্নঃ কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চ। আদিশব্দেন বন্দনাদয়োঽগ্রে ভক্তিপ্রকারাঃ॥ ১৯॥

লিখিত আছে, পাষণ্ডী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে সুধীজন স্নানান্তে পবিত্র হইয়া সূর্য্যদর্শন করিবে এবং তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিলে পরমপাবন শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে। ১৬।

অতঃপর উক্ত বিষয়ে গুণ-সমূহ বিবৃত হইতেছে।—ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, ক্ষমা, সত্য, দয়া, মৌন, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দেবার্চ্চনা, হোম, সন্তোষ ও অস্তেয় এই দশবিধ ধর্ম্ম যাবতীয় ব্রতেই সাধারণতঃ অধিষ্ঠিত। ১৭। পদ্মপুরাণে যম-ধূম্রকেতু-সংবাদে লিখিত আছে, হিংসারোষহীন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দশমীতে সংযম পূর্ব্বক একাদশীদিনে হরি-সংকীর্ত্তন দ্বারা দিনাতিপাত করিবেন।১৮। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, প্রভুর মন্ত্র বা নাম জপ, হরিচিন্তন ও ভগবৎকথাশ্রবণাদি উপবাসকৃত এই সমস্ত গুণ সুধীগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯।

অথোপবাসদিনেঽন্যেঽপি নিয়মাঃ।

তত্র কাত্যায়নঃ।— ব্রহ্মচর্য্যসমাযুক্ত উপবাসং চরেন্নরঃ॥

দেবলশ্চ।—

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সত্যমামিষবর্জ্জনম্। ব্রতেষ্বেতানি চত্বারি চরিতব্যানি নিত্যশঃ॥ ২১॥

কিঞ্চ।—অসকৃজ্জলপানাচ্চ সকৃৎ তাম্বূলভক্ষণাৎ। উপবাসঃ প্রদুষ্যেত দিবাস্বাপাচ্চ মৈথুনাৎ॥

কিঞ্চ।—দন্তধাবনতাম্বূল-দিবা-স্বাপাচ্চ মৈথুনাৎ। অসকৃজ্জলপানাচ্চ নোপবাসফলং লভেৎ॥২২॥

অথ ব্রহ্মচর্য্যবিঘাতানি।

তেনৈবোক্তানি।—

স্ত্রীণান্তু প্রেক্ষণাৎ স্পর্শাত্তাভিঃ সঙ্কথনাদপি। বিপদ্যতে ব্রহ্মচর্য্যং ন দারেষ্বৃতুসঙ্গমাৎ॥ইতি॥২৩

ততো নিত্যার্চ্চনং কৃত্বা হরিঘস্রোৎসবার্থিকাম্। কৃত্বা সায়ং মহাপূজাং কুর্য্যাজ্জাগরণং নিশি॥২৪॥

নিষ্কামশ্চেৎ যদ্বা সকামোঽপি নিষ্কামঃ সন্নিত্যর্থঃ। দৈত্যঃ শ্রীপ্রহ্লাদঃ তদ্বৎ। ব্রহ্মময়ং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং প্রাপ্নোতি॥ ২০॥

অমিষবর্জ্জনঞ্চ সংযমদিনে পারণায়াঞ্চ জ্ঞেয়ম্। যদ্বা অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানীত্যাদিবচনেন উপবাসে ঔষধস্যাদোষাৎ প্রাপ্তস্য ঔষধরূপস্যামিষস্য বর্জ্জনং তত্রৈব জ্ঞেয়ম্। তথা চোক্তং ব্যাসেন।—বর্জ্জয়েৎ পারণে মাংসং ব্রতাহেঽপ্যৌষধং সদেতি ঔষধরূপমপ্যামিষমুপবাসদিনে বর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ॥২১॥ এবং গুণানেব দর্শয়িত্বাবশ্যং পরিত্যাগায় দোষান্ লিখতি অসকৃদিতি। যদ্যপি দিবা-স্বাপাদি-বর্জ্জনং পূর্ব্বং লিখিতমেব, তথাপ্যবশ্যবর্জ্জ্যত্বেনাত্র নিয়মেষু পুনর্লিখিতমিত্যদোষঃ॥ ২২॥ দারেষু নিজভার্য্যাসু চ প্রেক্ষণাদিনা ব্রহ্মচর্য্যং ন বিপদ্যতে, কিন্তু ঋতুসঙ্গমাৎ ব্যবায়াদেবে-ত্যর্থঃ। স্বদারেষ্বিতি চ কচিৎ পাঠঃ॥ ২৩॥ হরের্ঘস্রো দিনমেকাদশী তত্রোৎসবহেতুকাং অতএব মহতীং পূজাম্॥ ২৪॥

অতঃপর উহার মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে, উপবাস পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে হরিকে চিন্তন ও হরিমন্ত্র জপ করত হরিকর্ম্মনিরত ও তদ্গতমনা হইয়া কামনা-বিহীন হইলে দৈত্যপ্রবর প্রহ্লাদবৎ নিঃসন্দেহ হরিধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২০।

অনন্তর উপবাসদিনের অপরাপর নিয়ম-সকল বিবৃত হইতেছে।—এ বিষয়ে কাত্যায়নের উক্তি আছে যে, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া উপবাস করাই মানবের বিহিত। দেবলের উক্তিও আছে, নিরন্তর ব্রতবিষয়ে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, হিংসাত্যাগ, সত্য কথা প্রয়োগ ও আমিষ ত্যাগ এই চতুর্ব্বিধ নিয়মের অনুষ্ঠান করিবে। ২১। পুনঃ পুনঃ জলপান, বারৈকমাত্র তাম্বূল ভক্ষণ, দিবা-নিদ্রা ও মৈথুন এই সমস্ত দ্বারা উপবাস দূষিত হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে, দশনধাবন, তাম্বূল-সেবন, দিবা-নিদ্রা, মৈথুন ও পুনঃ পুনঃ জল-পান, এই সমস্ত দ্বারা উপবাস-ফল নষ্ট হয়। ২২।

অনন্তর ব্রহ্মচর্য্যবিঘাতক কার্য্য কথিত হইতেছে।—দেবলের উক্তি আছে যে, নারী-দর্শন, নারী-স্পর্শ, নারী সহ সম্ভাষণ এই সমস্ত ব্রহ্মচর্য্যকে দূষিত করে; কিন্তু ঋতুকালে স্বীয় দারাতে

অথ তত্র পূজাদিকম্।

ব্রাহ্মে।—দেবস্যোপরি কুর্ব্বীত শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ। নানপুষ্পৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টং পুষ্পমণ্ডপম্॥

কিঞ্চ তত্রৈব।—

একাদশ্যামুভৌ পক্ষৌ নিরাহারঃ সমাহিতঃ। স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সংপূজ্য বিধিবদ্বিষ্ণুং শ্রদ্ধয়াতি সমাহিতঃ। পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্যকৈঃ পরৈঃ।
উপহারৈর্ব্বহুবিধৈর্জপহোমপ্রদক্ষিণৈঃ। স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দিব্যৈগীতবাদ্যৈর্মনোরমৈঃ।
দণ্ডবৎ প্রণিপাতৈশ্চ জয়শব্দৈস্তথোত্তমৈঃ। এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্রাত্রৌ কুর্য্যাৎ প্রজাগরম্॥২৫॥
কথাং বা গীতিকাংবাপি কুর্ব্বন্বিষ্ণুপরায়ণঃ। যাতি বিষ্ণোঃ পরং স্থানং নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

ভবিষ্যে চ।—

একাদশ্যপরোধে তু রাত্রৌ সংপূজয়েদ্ধরিম্। তাঞ্চ রাত্রিং যথাশক্তি পুরাণশ্রবণাদিনা।
নয়েদিতি শেষঃ॥ ২৬॥

অথ জাগরণ-প্রকরণম্।

বৈষ্ণবান্ জাগরেঽভ্যর্চ্চ্য তীর্থং শঙ্খোদকান্বিতম্।
তেভ্যো দত্ত্বা স্বয়ং প্রাশ্য বিদ্বান্ স্তোত্রাদিকং পঠেৎ॥ ২৭॥

পরৈরন্নৈশ্চ বহুবিধৈরুপহারৈঃ ফলতাম্বুলাদিভিঃ॥২৫॥ প্রজাগরপ্রকারমেবাহ কথাংবা ইতি। রাত্রিং নয়েদিতি শেষঃ॥ ২৬॥

গমন করিলে দোষ স্পর্শে না। ২৩। এই হেতু শ্রীহরির নিত্যপূজান্তে একাদশীর মহোৎসবার্থ সন্ধ্যা-সময়ে মহাপূজা করত নিশাকালে জাগরণ করিবে। ২৪।

অতঃপর একাদশী-দিনে পূজাদি কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, হে তাপস-প্রবর! শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একাদশী-দিবসে নিশাযোগে দেবদেব জনার্দ্দনের উপরিভাগে বিবিধ কুসুম দ্বারা অত্যুত্তম কুসুম-মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। ঐ স্থলে আরও লিখিত আছে, কি শুক্ল কি কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় একাদশীতেই সযত্নে আহার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিধানে স্নানান্তে ধৌতবসন-ধারী হইয়া ইন্দ্রিয় সংযম করিবে। মহতী শ্রদ্ধা সহকারে হরির অর্চ্চনা পূর্ব্বক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অত্যুত্তম নৈবেদ্য, বিবিধ উপহার, জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, নানারূপ স্তুতি, চিত্তরঞ্জন নৃত্য, গীত, বাদ্য, দণ্ডবৎ নমস্কার ও দিব্য জয় শব্দ সহকারে এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া নিশাভাগে জাগরণ করিয়া থাকিবে। ২৫। কিম্বা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করাই হরিপরায়ণের কর্ত্তব্য। এই-রূপ করিলে নিঃসন্দেহ হরিধামে গতি হইবে। ভবিষ্য-পুরাণে লিখিত আছে, একাদশীর উপরোধে নিশাকালে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিতে হয় এবং শক্ত্যনুসারে পুরাণ-শ্রবণাদি করত, যামিনী অতিবাহন করিবে। ২৬।

অতঃপর জাগরণ প্রকরণ বিবৃত হইতেছে।—সুধী ব্যক্তি জাগরণকালে বৈষ্ণবগণের পূজা করিয়া শঙ্খে পাদোদক গ্রহণ করত তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবেন এবং আপনিও কিঞ্চিৎ পান

পুরাণাদি ততঃ শ্রুত্বা গীতনৃত্যাদিকং স্বয়ম্।
কুর্য্যাৎ পশ্যেচ্চ পারক্যং বারয়েন্ন হসেন্ন চ ॥ ২৮ ॥

অথ জাগরণে গীতাদিনিবারণাদিনিষেধঃ।

পাদ্মে।—নিবারয়তি যো গীতং নৃত্যং জাগরণে হরেঃ। ষষ্টিং যুগসহস্রাণি পচ্যতে রৌরবাদিষু॥
নৃত্যমানস্য মর্ত্ত্যস্য উপহাসং করোতি যঃ। জাগরে যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥২৯॥

অথ জাগরণদর্শনাবশ্যকতা।

স্কান্দে। যমেন সূচিতং তস্য নরকং যাতনাকুলম্। মুখং ন তস্য দ্রষ্টব্যং যেন দৃষ্টো ন জাগরঃ॥৩০
কিঞ্চ।—উদ্ধৃতং নেত্রযুগ্মস্তু দত্বা তু হৃদয়ে পদম্। কৃতং যে নৈব পশ্যন্তি প্রাণিনো হরিজাগরম্॥
কিঞ্চ। যেষাং চক্ষুর্ভবং তেজঃ প্রদগ্ধং কলিবহ্নিনা। ন তে পশ্যন্তি কৃষ্ণস্য জাগরং ন জনার্দ্দনম্॥
কিঞ্চ। কলিকল্মষজাতেন পরমেণাবৃতে ধ্রুবম্। চক্ষুষী পাপিনী নৃণাং যে ন পশ্যন্তি জাগরম্॥৩১

তীর্থং শ্রীচরণোদকম্॥ ২৭ ॥ পারক্যং পরেণ ক্রিয়মাণম্। ন চ হসেৎ উপহসেৎ ॥ ২৮ ॥
নিবারয়তীত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন নিবারণোপহাসে দোষো দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥
অধুনা পশ্যেদিতি যদুক্তং তন্নিত্যত্বং তদকরণপ্রত্যবায়দর্শনেন লিখতি যমেনেতি ত্রিভিঃ। সূচিতং পাপাতিশয়াদতিরুষা ভ্রূভঙ্গ্যাদিসঙ্কেতেন প্রতিপাদিতম্॥ ৩০ ॥ উদ্ধৃতং উৎপাটিতং যাম্যৈঃ। অতীতপ্রত্যয়োঽতিনিশ্চয়াৎ। যদ্বা নূনং কেনাপ্যুদ্ধৃতমেব। তত্র হেতুঃ কৃতমিতি। জাতং সমূহঃ। পরমেণ উদ্রিক্তেন ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বক স্তব প্রভৃতি পাঠে রত হইবেন। ২৭। তৎপরে পুরাণাদি শ্রবণ পূর্ব্বক স্বয়ং নৃত্য-গীতাদি করা কর্ত্তব্য; কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক কৃত নৃত্যগীতাদি অবলোকন করিবেন; কিন্তু নৃত্যগীতে নিষেধ করা বা উপহাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ২৮।

অতঃপর জাগরণে গীতাদি-নিবারণ-নিষেধ কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীহরির জাগরণে গীত বা নৃত্য করিতে নিবারণ করিলে ষষ্টিযুগসহস্রকাল রৌরবাদি নিরয়ে পচ্যমান হইতে হয়। হরির জাগরণে নৃত্য করিতেছে, এমন সময়ে তাহাকে দেখিয়া উপহাস করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ নিরয়ে মগ্ন থাকিতে হয়। ২৯।

অনন্তর জাগরণ দর্শনের আবশ্যকতা বিবৃত হইতেছে।—স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে, হরির জাগরণ না দেখিলে যমরাজ সেই মানব সম্বন্ধে যন্ত্রণা-সমাকুল নরক স্থির করিয়া রাখেন, তাদৃশ ব্যক্তির মুখদর্শন করিতে নাই। ৩০। আরও লিখিত আছে, কোন স্থানে শ্রীহরির জাগরণ হইতেছে (শুনিয়াও বা জানিয়াও) যে সকল ব্যক্তি তাহা না দেখে, শমনদূতগণ সেই সকল ব্যক্তির বক্ষঃপ্রদেশে চরণ নিক্ষেপ করত নেত্রদ্বয় উৎপাটন করে। আরও লিখিত আছে, কলিরূপ অনল দ্বারা যে সকল ব্যক্তির নেত্রজ্যোতিঃ ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই সকল অধমেরাই শ্রীহরির জাগরণ বা হরিকে নেত্রগোচর করে না। আরও লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি জাগরণ দর্শন না করে, দারুণ কলিকলুষরাশি দ্বারা তাহাদিগের নয়নযুগল আবৃত হয় সন্দেহ নাই। ৩১।

অথ জাগরণবিধিঃ ।

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে ।—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি জাগরস্য তু লক্ষণম্ । যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ দুর্ল্লভো ন জনার্দ্দনঃ ॥৩২॥
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ পুরাণপঠনন্তথা । ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধানুলেপনম্ ।
ফলমর্ঘ্যঞ্চ শ্রদ্ধা চ দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ । সত্যান্বিতং বিনিদ্রঞ্চ মুদাযুক্তং ক্রিয়ান্বিতম্ ।
সাশ্চর্য্যঞ্চৈব সোৎসাহং পাপালস্যাদিবর্জ্জিতম্ । প্রদক্ষিণাভিঃ সংযুক্তং নমস্কারপুরঃসরম্ ।
নীরাজনসমাযুক্তমনির্ব্বিণ্নেন চেতসা । যামে যামে মহাভাগ কুর্য্যাদারাত্রিকং হরেঃ ।
এতৈর্গুণৈঃ সমাযুক্তং কুর্য্যাজ্জাগরণং হরেঃ ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ ।—য এবং কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ । জাগরং বাসরে বিষ্ণোর্লীয়তে পরমাত্মনি । ধনবান্ বিত্তশাঠ্যেন যঃ করোতি প্রজাগরম্ । তেনাত্মা হারিতো নূনং কিতবেন দুরাত্মনা ॥৩৪॥

তত্রৈব শ্রীমদুমামহেশ্বরসংবাদে ।—

সশাস্ত্রং জাগরং যচ্চ নৃত্যগান্ধর্ব্বসংযুতম্ । সবাদ্যং তালসংযুক্তং সদীপং সাধুভির্যুতম্ ।
উপচারৈশ্চ সংযুক্তং যথোক্তৈ ভক্তিভাবিতৈঃ । মনসস্তুষ্টিজননং সমুদং লোকরঞ্জনম্ ।
গুণৈর্দ্দশভির্যুক্তং জাগরং মাধবপ্রিয়ম্ । কর্ত্তব্যং তৎ প্রযত্নেন পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥

বিজ্ঞাতমাত্রেণাপি ॥ ৩২ ॥ শ্রদ্ধা বিশ্বাসো ভক্তির্ব্বা । বিনিদ্রমিতি কদাচিদপি কিঞ্চিন্নিদ্রয়া বিরহিতমিত্যর্থঃ । যদ্বা ঘূর্ণাবর্জ্জিতম্ । ক্রিয়া পরিচর্য্যাদি তদন্বিতম্ । আশ্চর্য্যাণি অভিনয়াদীনি তৎসহিতং । উৎসাহো মানসোল্লাসস্তৎসহিতম্ । আদিশব্দেন দ্যূতাদি গ্রাম্যবার্ত্তাদি বা । নীরাজনেন সমাযুক্তমিত্যুক্তং, তত্রৈব বিশেষমাহ অনির্বিণ্নেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা । যামে যামে চতুঃপ্রহরেষু হরেরারাত্রিকং নীরাজনং কুর্য্যাদিতি । ষড়্বিংশগুণসংযুক্তমিতি পাঠে পাপেন বর্জ্জিতং আলস্যাদিনা চ বর্জ্জিতমিতি দ্বয়ং, এবং ষড়বিংশতিগুণাঃ ॥৩৩॥ তত্র চ বিত্তশাঠ্যং ন বৈ কার্য্যমিত্যভিপ্রায়েণ বিত্তাশাঠ্যশাঠ্যাভ্যাং ক্রমেণ মহাফললাভার্থনাশনে দর্শয়তি য এবমিতি দ্বাভ্যাম্ । লীয়তে নিত্যমত্যন্তসঙ্গমং লভতে । আত্মা এব হারিতো বঞ্চিতঃ ॥৩৪॥ জাগরং জাগরণং নিদ্রারাহিত্যম্ । এতদেব পূর্ব্বং বিনিদ্রমিত্যুক্তম্ ।

অতঃপর জাগরণবিধি কথিত হইতেছে ।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে লিখিত আছে, হে দেবর্ষে ! যাহা অবগত হইবামাত্র শ্রীহরি দুষ্প্রাপ্য থাকেন না, সেই জাগরণের লক্ষণ বলিতেছি, অবধান কর । ৩২ । হে মহাভাগ ! শ্রীহরির জাগরণে রাত্রিতে ঐকান্তিক মনে প্রহরে প্রহরে গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুরাণাধ্যয়ন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, গন্ধানুলেপন, ফল ও অর্ঘ্য সমর্পণ; শ্রদ্ধা-প্রদর্শন, দান, ইন্দ্রিয়-দমন, সত্য-নিষ্ঠা, বিনিদ্রতা, আনন্দ-প্রকাশ, ক্রিয়ানুষ্ঠান, চমৎকারিতা, উৎসাহ, পাপত্যাগ, আলস্য পরিহার, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, নীরাজন ও আরাত্রিক এই সকল কার্য্য করিতে হয় । হরির জাগরণ এই ষড়্বিংশতিবিধ গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত । ৩৩ । আরও লিখিত আছে, অর্থব্যয় হইবে এ আশঙ্কা বর্জ্জন পূর্ব্বক ভক্তিমান্ হইয়া এইরূপে শ্রীহরিবাসরে জাগরণ করিলে পরমাত্মাতে বিলীন হইতে পারে । অর্থব্যয়ে কৃপণতা

কিঞ্চ।—পরাপবাদযুক্তন্তু মনঃ প্রশমবর্জ্জিতম্। শাস্ত্রহীনমগান্ধর্ব্বং তথা দীপবিবর্জ্জিতং।
শক্ত্যোপচাররহিতমুদাসীনং সনিদ্রকম্। কলিযুক্তং বিশেষেণ জাগরং নবধাধমম্॥৩৫॥
কিঞ্চ তত্রৈব।—
অভাবে বাচকস্যাথ গীতং নৃত্যঞ্চ কারয়েৎ। বাচকে সতি দেবেশি পুরাণং প্রথমং পঠেৎ॥৩৬॥

অথ জাগরণনিত্যত্বম্।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে।—
সংপ্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্ব্বন্তি জাগরম্। অতীতানাগতান্ বাপি পাতয়িষ্যন্তি পূর্ব্বজান্॥
অকুর্ব্বাণাঃ প্রপংস্যন্তি পুত্রধর্ম্মবসুক্ষয়ম্। জায়তে নরকে বাসঃ পিতৃভিঃ সহ কালশঃ॥ ৩৭॥
ন পুরশ্চরণাৎ পাপং ব্রতৈর্দানৈঃ সমাধিভিঃ। বিলয়ং যাতি বিপ্রেন্দ্রা বিনা দ্বাদশিজাগরম্॥৩৮॥
তত্রৈবোমামহেশ্বর-সংবাদে।—
সংপ্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্ব্বন্তি জাগরম্। ভ্রশ্যতে সুকৃতং তেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দয়া॥৩৯॥

অতএবাগ্রে জাগরমিতি পুনঃ প্রয়োগঃ। অয়মেকো গুণঃ। এবং দ্বাদশভির্গুণৈর্যুক্তম্। অত্র গান্ধর্ব্বং গীতং, সমুদং সোৎসাহম্। লোকানাং রঞ্জনমনুরাগবর্দ্ধনম্॥ ৩৫॥ অত্রৈব কিঞ্চিদ্বিশেষমাহ অভাবে ইতি॥৩৬॥

● অকুর্ব্বাণা জাগরণাকারকাঃ প্রপংস্যন্তি। কালশঃ চিরকালমিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥ দ্বাদশ্যাং জাগরণং বিনা পুরশ্চরণাদিভিরপি পাপং ন ক্ষীয়ত ইতি পাপক্ষপণেঽপি জাগরণস্যাবশ্যাপেক্ষ্যত্বমি-

---

করিয়া হরির জাগরণ করিলে, সেই দুরাত্মা ধনী শঠকে আত্মবঞ্চিত বলিয়া জানিবে। ৩৪। উক্ত পুরাণেই উমামহেশ্বর-সংবাদে লিখিত আছে, শ্রীহরিবাসরে নিশাভাগে শাস্ত্রানুসারে জাগরণ, গীতসমন্বিত নৃত্য ও তাল সমন্বিত বাদ্য করিতে হয়। উক্ত জাগরণ দীপ ও বৈষ্ণব-সংযুক্ত হইবে, বৈষ্ণব-কুল কর্ত্তৃক কথিত উপচার সমন্বিত থাকিবে, মনের সন্তোষ বিধান করিবে, উৎসাহবান্ হইবে, এই জাগরণ লোকরঞ্জন। যত্নবান্ হইয়া এই দ্বাদশবিধ গুণবিশিষ্ট জাগরণ করা কর্ত্তব্য, ইহাতে শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের প্রভেদ করিবে না। আরও লিখিত আছে, পরাপবাদযুক্ত, চিত্তের শান্তিবর্জ্জিত, শাস্ত্ররহিত, নৃত্যশূন্য, দীপহীন, স্বীয় সাধ্যমত উপচার না করণ, আগ্রহ রহিত, নিদ্রাযুক্ত এবং বিশেষরূপে কলহবিশিষ্ট এই নবগুণ যুক্ত জাগরণ অধম বলিয়া অভিহিত॥ ৩৫॥ উক্ত পুরাণের ঐ স্থানে আরও লিখিত আছে, বাচকের অভাব হইলে নৃত্যগীত করাইতে হয়। হে দেবেশ! বাচক বিদ্যমানে সর্ব্বাগ্রে পুরাণ অধ্যয়ন করাইবে॥ ৩৬॥

অনন্তর জাগরণের নিত্যতা বলা যাইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, শ্রীহরিদিবস সমাগত হইলে যাহারা জাগরণে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগের অতীত পূর্ব্ব পুরুষেরা ও ভাবী পুরুষগণ নিরয়ে নিমগ্ন হয় এবং নিজেও পুত্র, ধর্ম্ম ও ধনভ্রষ্ট হইয়া পিতৃগণ সহ আবহমান কাল নরকে অবস্থিতি করে। ৩৭। হে বিপ্রসত্তম! দ্বাদশী-জাগরণ না করিলে কি পুরশ্চরণ, কি ব্রত, কি দান, কি সমাধি, কিছুতেই পাতকের বিনাশসম্ভাবনা নাই। ৩৮। উক্ত

মতির্ন জায়তে যস্য দ্বাদশ্যাং জাগরং প্রতি। নহি তস্যাধিকারোঽস্তি পূজনে কেশবস্য হি ॥৪০॥
অতএবোক্তং ব্রহ্মণা তত্রৈব।—
হৃদয়ে বর্ত্ততে যস্য সদা যোগেশ্বরো হরিঃ। মতিরুৎপদ্যতে তস্য দ্বাদশীজাগরোপরি ॥ ইতি ॥৪১॥
সামান্যেন পুরালেখি গীতবাদ্যাদিনিত্যতা। অধুনা লিখ্যতে সোঽয়ং জাগরে চ বিশেষতঃ ॥৪২॥

অথ জাগরে গীতাদিনিত্যত্বম্।

স্কান্দে উমামহেশ্বর-সংবাদে।—
মূকবত্তিষ্ঠতে যো বৈ গানং পাঠঞ্চ নাচরেৎ। সপ্তজন্মসু মূকত্বং জায়তে জাগরে হরেঃ ॥
যো ন নৃত্যতি মূঢ়াত্মা পুরতো জাগরে হরেঃ। পঙ্গুত্বং জায়তে তস্য সপ্তজন্মসু পার্ব্বতি ॥ ৪৩ ॥
পাদ্মে পক্ষবর্দ্ধিনীব্রতপ্রসঙ্গে।—
স্তুবন্তি ন প্রশংসন্তি যে জনা জাগরং হরেঃ। নোৎসবো ভবতে তেষাং গৃহে জন্মানি সপ্ত চ ॥৪৪॥
স্তুবন্তি যে প্রশংসন্তি জাগরং চক্রপাণিনঃ। নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং জন্মানি দশ পঞ্চ চ ॥৪৫॥

ত্যত্বমেব সিদ্ধম্ ॥ ৩৮॥ বৈষ্ণবানাং নিন্দয়েতি দৃষ্টান্তো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ অস্য তাবজ্জাগরাভাবদোষঃ জাগরণচিকীর্ষারাহিত্যেনাপি পরমানর্থ ইত্যাহ মতিনেতি ॥ ৪০ ॥ অতো ভগবদনুগ্রহেণৈব জাগরণং সম্পদ্যত ইত্যাহ হৃদয়ে ইতি ॥ ৪১ ॥ প্রসঙ্গাজ্জাগরণে গীতনৃত্যাদেরপি নিত্যত্বং লিখন্ পূর্ব্বং নিত্যপূজায়াং তন্নিত্যত্বলিখনাদধুনা পুনর্লিখনাদপি পৌনরুক্ত্যদোষমাশঙ্ক্য তন্নিরসনায় লিখতি সামান্যেতি। এবং জাগরণে অবশ্যমেব গীতনৃত্যাদিকং কার্য্যমিত্যভিপ্রেতম্। আদি-শব্দেন স্তুত্যাদি ॥ ৪ ॥

পাঠং স্তোত্রাদীনাং জাগরণে নাচরেৎ ॥ ৪৩ ॥ ন স্তুবন্তি ন শ্লাঘন্তে ন প্রশংসন্তি ন চানুমোদন্তে ॥ ৪৪ ॥ তান্ শোচন্নিব স্তবনাদিফলমাহ স্তুবন্তীতি ॥ ৪৫ ॥

পুরাণের উমামহেশ্বর-সংবাদে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি হরিদিন সমাগত দেখিয়াও জাগরণ না করে, বৈষ্ণবাপবাদ দ্বারা যেরূপ পুণ্যের হ্রাস হয়, তদ্রূপ তাহাদিগের পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ৩৯। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, দ্বাদশী-জাগরণে বিমুখমতি হইলে হরিপূজায় অধিকারী হইতে পারে না। ৪০। উক্ত পুরাণে ব্রহ্মার উক্তি আছে যে, যে ব্যক্তির হৃৎক্ষেত্রে নিরন্তর যোগেশ্বর হরির অধিষ্ঠান, দ্বাদশী-জাগরণের প্রতি তাহাদিগেরই মতি জন্মে। ৪১। ইত্যগ্রে নিত্যপূজা বিধিতে গীতবাদ্য প্রভৃতির নিত্যতা সামান্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে, অধুনা পুনরায় জাগরণবিষয়ে সবিস্তার বিবৃত হইতেছে। ৪২।

অনন্তর একাদশীর জাগরণে গীত নৃত্য প্রভৃতির নিত্যতা প্রকাশিত হইতেছে—স্কন্দপুরাণে উমামহেশ্বর-সংবাদে লিখিত আছে, শ্রীহরির জাগরণে গান অথবা অধ্যয়ন না করিয়া নির্ব্বাকের ন্যায় থাকিলে সপ্ত জন্ম মূক (বোবা) হইতে হয়। হে গৌরি! শ্রীহরির জাগরণে প্রথমে নৃত্য না করিলে সেই মূঢ়মতিকে সপ্ত জন্ম পঙ্গু হইয়া দেহপাত করিতে হয়। ৪৩। পদ্মপুরাণে পক্ষ-বর্দ্ধিনী-ব্রত-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, শ্রীহরির জাগরণের স্তুতি ও প্রশংসা না করিলে সপ্তজন্ম সেই

অথ জাগরণমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায়াঞ্চ।—

ন গয়াপিণ্ডদানেন ন তীর্থৈর্ব্বহুভির্মখৈঃ। পূর্ব্বজা মুক্তিমায়াস্তি বিনা দ্বাদশিজাগরম্॥
সর্ব্বাবস্থোঽপি যঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যাং জাগরং হরেঃ। যামৈকৈকেন দহতো পাপং জন্মসহস্রজম্।
যঃ কুর্য্যাদ্দীপদানন্তু রাত্রৌ জাগরণে হরেঃ। নিমিষে নিমিষে বিপ্র লভতে গোশতং ফলম্॥৪৬॥
যঃ কুর্য্যাজ্জাগরে পূজাং দ্বাদশ্যাং কুসুমৈর্হরেঃ। পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥
যো দহেচ্চাগুরুং বিষ্ণোঃ পূজাং কৃত্বা তু জাগরে। নিমেষার্দ্ধেন লভতে তিলপাত্রশতং ফলম্॥
নিমেষঞ্চ দহেদ্ধূপং সঘৃতং গুগ্গুলুং হরেঃ। লভতে জাগরে বিপ্র পুণ্যং মাসসমুদ্ভবম্॥৪৭॥
যো দদ্যাজ্জাগরে বিষ্ণোর্হবিষ্যান্নসমুদ্ভবম্। নৈবেদ্যং লভতে পুণ্যং শালিশৈলসমুদ্ভবম্॥
পক্বান্নানি চ যো দদ্যাৎ ফলানি বিবিধানি চ। জাগরে পদ্মনাভস্য লভতে গোঽযুতং ফলম্॥
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং যো দদাতি হি জাগরে। পদ্মনাভপ্রসাদেন শ্বেতদ্বীপে বসেচ্চিরম্॥

গোশতমিতি গোশতপ্রদানজমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্॥ ৪৬॥ মাসসমুদ্ভবমিতি। অন্যত্র সঘৃতগুগ্গুলুধূপদাহতো মাসেনৈকেন যৎ পুণ্যং স্যাৎ, তদেকস্মিন্নেব জাগরে সকৃৎকৃতেন তেন

ব্যক্তির গৃহে উৎসব বিদ্যমান থাকে না। ৪৪। যাহারা চক্রধর হরির জাগরণকে স্তুতি ও প্রশংসা করে, পঞ্চদশ জন্ম যাবৎ প্রত্যহ সেই সকল ব্যক্তির গৃহে উৎসব বিদ্যমান থাকে। ৪৫ '

অনন্তর জাগরণ-মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে ও প্রহ্লাদ-সংহিতায় লিখিত আছে, দ্বাদশীতে জাগরণ না করিয়া গয়াধামে পিণ্ডদান অথবা তীর্থস্নান বা নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও পিতৃগণের মুক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যে কোনরূপ অবস্থাতেই হউক্ না, সকল অবস্থাতেই হরিদ্বাদশীতে জাগরণ করিলে প্রতিপ্রহরে সেই জাগ-রণকারীর সহস্র-জন্মার্জ্জিত পাতক ভস্মীভূত হইয়া যায়। হে দ্বিজ! শ্রীহরির জাগরণে নিশা-কালে দীপদান করিলে সেই দীপ যতক্ষণ প্রজ্বলিত থাকে,তাবৎ নিমিষে নিমিষে সেব্যক্তি শত গোদান-ফল প্রাপ্ত হয়।৪৬ যদি বহুবিধ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করে, তবে প্রতি কুসুমে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। শ্রীহরির জাগরণে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা পূর্ব্বক অগুরুকাষ্ঠের ধূপ প্রদান করিলে অর্দ্ধনিমেষমধ্যে তদীয় শত তিলপাত্র দানের ফল হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! একমাস যাবৎ ঘৃত-সমন্বিত গুগ্গুলু ধূপ অর্পণ করিলে যে পুণ্য হয়, শ্রীহরির জাগরণে নিমেষমাত্র ঐ ধূপ দান করিলে তৎসমস্ত পুণ্য লাভ করিতে পারে। ৪৭। একশত শালিতণ্ডুলের পর্ব্বত প্রদান করিলে যে পুণ্য হয়, শ্রীহরির জাগরণে হবিষ্যান্ন-নৈবেদ্য দিলে সেই পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কমলনাভ হরির জাগরণে পক্বান্ন ও নানারূপ ফল দিলে অযুত গোদানজ পুণ্য হইয়া থাকে। হরির জাগরণে কর্পূর-সমন্বিত তাম্বূল প্রদান করিলে কমলনাভের প্রসাদে চিরদিন সেই ব্যক্তির শ্বেতদ্বীপে বাস হয়। কমলনাভ বিষ্ণুর জাগরণে কুসুমমণ্ডপ প্রস্তুত করিলে পুষ্প-যানে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মধামে গমনপূর্ব্বক সুখানুভব করিতে পারে। পদ্মনাভ হরির জাগরণে কর্পূরসমন্বিত অগুরু দাহ করিলে তদীয় লক্ষজন্মজ পাতক ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

জাগরে পদ্মনাভস্য যঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পমণ্ডপম্। স পুষ্পকবিমানৈস্তু ক্রীড়তে ব্রহ্মসদ্মনি॥
জাগরে পদ্মনাভস্য সকর্পূরং তথাগুরুম্। দহন্তো দহতে পাপং জন্মলক্ষসমুদ্ভবম্॥
স্নানং দদাতি কৃষ্ণস্য দধিক্ষীরঘৃতাদিভিঃ। রাত্রৌ জাগরণে বিপ্র মুক্তিভাগী ভবেদ্ধি সঃ॥৪৮॥
দিব্যাম্বরাণি যো দত্ত্বাজ্জাগরে সমুপস্থিতে। মন্বন্তরাণি বসতে তন্তুসংখ্যাসমানি বৈ॥ ৪৯॥
দত্ত্বাদাভরণং বিষ্ণোর্হৈমজং রত্নসম্ভবম্। সপ্ত কল্পানি বসতে সোৎসঙ্গে মৎ-প্রিয়ো হি সঃ॥৫০॥
শ্রীচন্দনং সকর্পূরং সাগুরুস্তু সকেশরম্। যুক্তং মৃগমদেনাপি যচ্ছতে হরিজাগরে॥
একৈকং মুনিশার্দ্দূল অশ্বমেধাধিকং ফলম্। কলৌ ভবেন্ন সন্দেহো বাসুদেবপ্রসাদতঃ॥
ঘৃতেন দীপকং বিষ্ণোর্গব্যেন চ বিশেষতঃ। জ্বালয়েজ্জাগরে রাত্রৌ নিমেষে গোঽযুতং ফলম্॥
জাগরে বাসুদেবস্য কর্পূরেণ চ দীপকম্। যো জ্বালয়তি কোটীনাং কপিলানাং লভেৎ ফলম্॥
আরাত্রিকং হরের্যস্তু সকর্পূরন্তু জাগরে। কুরুতে মোক্ষমাপ্নোতি কুলাযুতসমন্বিতঃ॥

বিনাপি যো হি কর্পূরং কুর্য্যাদারাত্রিকং হরেঃ।
নিঃস্বোঽপি জাগরে বিষ্ণোর্দাতা ভূরি ফলং লভেৎ॥

বারিজং বারিণা পূর্ণং শিরসি স্নাপয়েদ্ধরিম্। বিভর্ত্তি শিরসা সোঽয়ং গঙ্গাস্নানকৃতং ফলম্॥
কৃত্বা পূজাং হরের্যস্তু জাগরে পুরতঃ শুচিঃ। পঠেন্নামসহস্রঞ্চ গীতাং নাগবিমোক্ষণম্॥
মাঙ্গল্যং স্নপনং পুণ্যং স্তবরাজমনুস্মরন্। বৈদিকানি চ জপ্যানি ভক্ত্যা রাত্রৌ মুহুর্মুহুঃ॥৫১॥

ভবতীত্যর্থঃ। মাঘেতি পাঠে মাঘস্নানাদিজম্॥ ৪৭॥ গোঽযুতং গবাযুতম্॥ ৪৮॥ তন্তবোঽম্বরাণাং তৎসংখ্যাভিঃ সমানি মন্বন্তরাণি॥ ৪৯॥ রত্নসম্ভবঞ্চ। যদ্বা রত্নখচিতমিত্যর্থঃ। উৎসঙ্গে ক্রোড়ে। বিষ্ণোর্মম বাসরে সতি। বিসর্গলোপে সন্ধিরার্ষঃ। পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ॥৫০॥ বারিজং শঙ্খং পূর্ণং কৃত্বেতি শেষঃ। শিরসা বিভর্ত্তীতি ফলস্য স্বৈর্য্যমভিপ্রেতম্। মাঙ্গল্যেন স্নপয়তীতি। তথা তৎ এতচ্চ লিঙ্গব্যত্যয়াদিনা সর্ব্বেষামেব বিশেষণং জ্ঞেয়ং, তথা পুণ্যমিতি চ। জাগর ইত্যর্দ্ধপঞ্চমুক্তন্যায়েন ব্যাখ্যেয়ং, কচিচ্চ ন তিষ্ঠেদেব॥ ৫১॥ চতুরাশ্রমধর্ম্মসম্পন্নৈর্জ্জায়তে যৎ ফলং

হে দ্বিজ! জাগরণদিনের নিশাভাগে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা হরির স্নান-ক্রিয়া সাধন করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই। ৪৮। হরির জাগরণ সমাগত হইলে যিনি হরিকে বসন অর্পণ করেন, সেই বসনে যতসংখ্য সূত্র থাকে, দাতা ততসংখ্য মন্বন্তর হরিধামে অবস্থিতি করেন। ৪৯। শ্রীহরিবাসরে জনার্দ্দনকে রত্নময় স্বর্ণভূষণ দান করিলে সপ্তকল্প মদীয় (শ্রীহরির) অঙ্কে অবস্থিতি করে এবং সে ব্যক্তি মদীয় প্রিয় হয়। ৫০। হে তাপসপ্রবর! কলিযুগে জনার্দ্দনের জাগরণে তাঁহাকে সকর্পূর, অগুরু-মৃগমদ-সমন্বিত শ্রীচন্দন অর্পণ করিলে হরির প্রসাদে প্রত্যেকটিতে অশ্বমেধাপেক্ষাও সমধিক ফল উপার্জ্জিত হয়। হরির জাগরণের নিশাকালে বিশেষরূপে গব্যঘৃত-যোগে দীপ প্রদান করিলে সেই দীপের নিমেষমাত্র জ্বলনেই দশ সহস্র গোদানের ফল হয়। জাগরণে হরির সম্মুখে কর্পূর-যোগে দীপ প্রজ্বলিত করিলে কোটিসংখ্য কপিলা-দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। জনার্দ্দনের জাগরণে কর্পূর দ্বারা দেবদেবের আরাত্রিক করিলে অযুত কুল সহ মুক্তি লাভ করিতে

ভবেৎ প্রত্যক্ষরং পুণ্যং কপিলাগোশতোদ্ভবম্। জাগরে যজ্ঞরূপস্য পুরতঃ পঠনং হরেঃ॥
যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং সনৃত্যং বাদ্যসংযুতম্। ন তৎ ক্রতুশতৈঃ পুণ্যং ব্রতদানশতৈরপি॥
যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং বিলজ্জো নৃত্যতে যদি। লভতে নিমিষার্দ্ধেন চতুরাশ্রমজং ফলম্॥ ৫২॥
জাগরে পদ্মনাভস্য কুর্য্যাৎ পুস্তকবাচনম্। শ্লোকসংখ্যাঃ বসেৎ স্বর্গে যুগানি হরিসন্নিধৌ॥৫৩॥
কুর্য্যাদ্বন্দনমালাং যো রম্ভাস্তম্ভৈঃ সুশোভনৈঃ। চূতবৃক্ষোদ্ভবৈঃ পত্রৈর্জাগরে চক্রপাণিনঃ॥
যুগানি পত্রসংখ্যানাং স্বর্গে তস্যোৎসবো ভবেৎ। পূজ্যতে বাসবাদ্যৈশ্চ ক্রীড়তে চাপ্সরোবৃতঃ॥
নৃত্যমানস্য মর্ত্ত্যস্য যে কেচিন্নিরয়ং গতাঃ। বিমুক্তা ধর্ম্মরাজেন মুক্তিং যান্তি হরেঃ পদম্॥ ৫৪॥
গীতধ্বনিষু সন্তুষ্টো জাগরে তু রমাপতিঃ। বাসবস্যাধিকং সৌখ্যং দদ্যান্মন্বন্তরং শতম্॥
নৃত্যেন মর্ত্ত্যে সৌখ্যস্তু স্বর্গে নৃত্যেন জাগরে। রসাতলে তথা সৌখ্যং মুক্তির্নৃত্যাদবাপ্যতে॥৫৫॥

তদিত্যর্থঃ॥৫২॥ শ্লোকসংখ্যাং প্রতি যানি যুগানি স্যুস্তানি, যাবন্ত শ্লোকাস্তাবন্তি যুগানীত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপূহ্যং॥ ৫৩॥ যে কেচিৎ স্বাস্থবাদয়ঃ॥ ৫৪॥ জাগরে যন্নৃত্যং তেন। মর্ত্ত্যে মনুষ্যলোকে পৃথিব্যামিত্যর্থঃ॥ ৫৫॥ প্রেক্ষণীয়মৈন্দ্রজালিকং নর্ত্তকাদিসংপ্রদায়বিশেষো বা তস্য প্রদানেন।

পারে। যে ব্যক্তি ধনহীন, জাগরণে বিনা কর্পূরে আরাত্রিক করিলেও সেই ব্যক্তি বহু ফল প্রাপ্ত হয়। জলপূরিত শঙ্খ দ্বারা হরির স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিলে স্বশিরে জাহ্নবী-স্নানফল ধৃত হয়। বিশুদ্ধাচারে হরির জাগরণে তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক সহস্রনাম, গীতা ও গজেন্দ্র-মোক্ষণ পাঠ করিতে হয় এবং নিশাভাগে ভক্তি সহকারে বিশুদ্ধ মঙ্গলজনক স্থানীয়-স্তব স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ বৈদিক মন্ত্র জপ করিবে। ৫১। শ্রীহরির জাগরণে যজ্ঞমূর্ত্তি জনার্দ্দনের সম্মুখে (পুরাণাদি) অধ্যয়ন করিলে বর্ণে বর্ণে শত কপিলাদানের পুণ্য অর্জ্জিত হয়। যিনি পুনঃপুনঃ বাদ্য সহকারে নৃত্য-গীত করেন, তৎকর্ত্তৃক অর্জ্জিত পুণ্য শত শত যজ্ঞ ও শত ব্রত দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৃত্য গীত করিলে তাহার সম্বন্ধে অধিক কি বলিব, অর্দ্ধ-নিমেষ-মধ্যে সে ব্যক্তি চতুরাশ্রমধর্ম্মজ পুণ্য প্রাপ্ত হয়। ৫২। কমলনাভ হরির জাগরণে পুস্তক অধ্যয়ন করিলে প্রতি শ্লোকে যুগসংখ্যানু-সারে সুরধামে হরিসমীপে বাস হয়। ৫৩। যে ব্যক্তি চক্রধর হরির জাগরণে মনোরম কদলী-তরুতে আম্রপল্লব দ্বারা বন্দনমালা অর্পণ করেন, সেই পত্রসংখ্যানুসারে এক এক যুগ সুরধামে তদীয় মহোৎসব হয় এবং সেই ব্যক্তি দেবেন্দ্রপ্রমুখ সুরগণের বন্দনীয় হইয়া অপ্সরোগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করে। হরির জাগরণে নৃত্য করিলে নৃত্যকারীর নরকগত পিতৃগণ শমনপাশ হইতে পরিমুক্ত হইয়া শ্রীনাথের পরমপদ বৈকুণ্ঠে প্রস্থিত হয়। ৫৪। লক্ষ্মীপতি জাগরণদিনে গীতশব্দ দ্বারা প্রীত হইলে শত মন্বন্তর যাবৎ দেবেন্দ্র অপেক্ষাও সমধিক সুখী করিয়া থাকেন। নৃত্য দ্বারা কি মর্ত্ত, কি স্বর্গ, কি পাতাল সর্ব্বত্রই সুখী হইতে পারে এবং নৃত্যফলে মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হয়। ৫৫। সুধীগণ বলিয়াছেন, জনার্দ্দনের জাগরণে ঐন্দ্রজালিক (নৃত্যবিশেষ) প্রদর্শন করিলে যে পুণ্য হয়, অসংখ্য অসংখ্য যজ্ঞ, অসংখ্য অসংখ্য যোগ ও অসংখ্য অসংখ্য সাংখ্যশাস্ত্র দ্বারাও সে পুণ্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশা

প্রেক্ষণীয়প্রদানেন যৎ পুণ্যং কথিতং বুধৈঃ।
ন তৎ কোটিমখৈঃ পুণ্যং যোগৈঃ সাংখ্যৈরবাপ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দীপমালাং হরেরগ্রে যঃ করোতি প্রজাগরে। বিমানকোটিসংযুক্তঃ কল্পান্তং বসতে দিবি ॥
চরিতং রামচন্দ্রস্য যঃ শৃণোতি হরের্দ্দিনে। রাত্রৌ বাল্মীকিনা প্রোক্তং তৎসমো ন হি বৈষ্ণবঃ ॥
যঃ পুনঃ পঠতে রাত্রৌ মহাভারতসম্ভবান্। কথাং জাগরণে বিষ্ণোঃ কুলকোটিং নয়েদ্দিবম্ ॥
ঔত্তানপাদেশ্চরিতং ধ্রুবস্য চ মহাত্মনঃ। কৃষ্ণস্য বালচরিতং জাগরে পঠতে হি যঃ।
যুগকোটিসহস্রস্য ক্ষয়ঃ পাপস্য জায়তে। তস্মাজ্জাগরণং কার্য্যং পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৫৭ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে বিষ্ণুসন্নিধৌ। জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দসমন্বিতঃ ॥ ৫৮ ॥
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণপুরুষস্য চ। দয়িতানি সদা বিষ্ণোর্ব্বিশেষেণ তু জাগরে ॥
যো গীতাং পঠতে রাত্রৌ বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্। বেদোক্তানাং পুরাণানাং জাগরী পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
ধেনুদানন্তু যঃ কুর্য্যাৎ জাগরে চক্রপাণিনঃ। লভতে নাত্র সন্দেহঃ সপ্তদ্বীপাবনীফলম্ ॥
জাগরে পদ্মনাভস্য যঃ কুর্য্যাচ্ছুভমণ্ডপম্। মণ্ডলে ধ্রুবলোকস্য যাবত্তিষ্ঠতি পদ্মভূঃ ॥ ৬০ ॥
সর্ব্বেষামেব পুণ্যানাং মহৎ পুণ্যং মহীতলে। দ্বাদশ্যাং জাগরে বিপ্র প্রসিদ্ধং ভুবনত্রয়ে ॥
জাগরং যে চিকীর্ষন্তি কর্ম্মণা মনসা গিরা। ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্ব্বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন ॥

যোগৈরষ্টাঙ্গৈঃ, সাংখ্যৈরাত্মজ্ঞানৈঃ ॥ ৫৬ ॥ যুগকোটিসহস্রস্যেতি যুগকোটিসহস্রৈর্ভোগ্যস্য তেষু জাতস্য বা পাপস্য ॥৫৭॥ জাগরে পঠতি ॥৫৮॥ পুরাণানাং সর্ব্বেষাং পঠনাদ্যৎ পুণ্যং তদাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ যাবৎ পদ্মভূর্ব্রহ্মা তিষ্ঠতি, তাবৎ ধ্রুবলোকস্য মণ্ডলে উপরি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

নাই।৫৬। একাদশীর জাগরণে জনার্দ্দনের পুরোভাগে দীপমালা প্রদান করিলে কোটি-বিমান-সমন্বিত হইয়া আকল্প সুরধামে অবস্থিতি করিতে পারে। যে ব্যক্তি শ্রীহরিবাসরের রাত্রিকালে বাল্মীকি-কথিত রামচরিত শ্রবণ করেন, তৎসদৃশ বৈষ্ণব আর লক্ষিত হয় না, অর্থাৎ সেই রাম-চরিত-শ্রোতাই পরম বৈষ্ণব বলিয়া প্রোথিত। অধিক কি বলিব, জাগরণের রজনীযোগে মহাভারতীয় কথা অধ্যয়ন করিলে কোটিকুল সহ অমরধামে প্রয়াণ করিতে পারে। শ্রীহরির জাগরণে উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুবের চরিত অথবা শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা অধ্যয়নকরিলে যুগকোটি-সহস্রার্জ্জিত পাতক বিনষ্ট হয়; সুতরাং কি শুক্ল, কি কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় হরিবাসরেই জাগরণ করা কর্ত্তব্য।৫৭। শ্রীহরিবাসরের জাগরণে ভক্তি সহকারে হরিসন্নিধানে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলে স্বীয় নিখিল কুল সহ বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থিত হইতে পারে।৫৮। অষ্টাদশ পুরাণ সর্ব্বদাই পুরুষপ্রবর হরির প্রিয়, বিশেষতঃ জাগরণে উহা সমধিক প্রিয়-তর হয়। হরিবাসরের জাগরণে রজনীযোগে গীতা অথবা হরির সহস্রনাম পাঠ করিলে বেদোক্ত পুরাণপাঠের ফল লাভ হয়।৫৯। চক্রধর হরির জাগরণে ধেনু দান করিলে নিঃসন্দেহ সপ্তদ্বীপা রত্নমতী-দানের ফলপ্রাপ্ত হইতে পারে। কমলনাভ হরির জাগরণে শুভমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলে এক ব্রহ্মপাতকাল ধ্রুবলোকে সেই নির্ম্মাতার বসতি হয়।৬০। হে দ্বিজ, শ্রীহরির দ্বাদশীর জাগরণে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, ধরণীর যাবতীয় পুণ্য অপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠ

জাগরে নৃত্যমানস্তু দৃষ্ট্বা বৈ দ্বাদশীদিনে। রাত্রৌ মার্জ্জয়তে শৌরিঃ পাপং তস্য যুগার্জ্জিতম্॥
প্রোৎসাহয়িত্বা লোকান্ যঃ কুরুতে জাগরং নিশি। প্রাপ্নোতি চক্রবর্ত্তিত্বং ভরতেন যথা পুরা॥৬১
শ্বপচেন যথা বিষ্ণুং তোষয়িত্বা তু জাগরে। প্রাপ্তা মুক্তিঃ পুরা বিপ্র গান্ধর্ব্বাৎ শ্রূয়তে ধ্রুবম্॥
রাজ্যং প্রাপ্তং দিলীপেন নর্ত্তনাদ্বাসরে হরেঃ। নহুষেণ চ সংপ্রাপ্তমর্ঘ্যদানেন জাগরে॥
ফলদানাৎ সৃঞ্জয়েন প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্। বঞ্জুলীবাসরে রাত্রৌ কৃত্বা জাগরণং হরেঃ॥
বস্ত্রদানাদ্দিনে বিষ্ণোর্নাভাগেন তু জাগরৈঃ। রাজ্যং প্রাপ্তং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রসাদান্মাধবস্য হি॥
শৈলূষী নর্ত্তনাৎ সিদ্ধা বিখ্যাতা মেনকা দিবি। ত্রিস্পৃশা-জাগরে বিপ্র সত্যং তে কথিতং ময়া॥৬২
তুলসীজাগরাৎ প্রাপ্তং জাগরে চক্রপাণিনঃ। অলর্কেণ ক্ষিতীশত্বং যশঃ-কীর্ত্তি-সমন্বিতম্॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ। অলর্কো নাম রাজাসৌ বুভুজে মেদিনী পুরা॥ ৬৩॥
শাণ্ডিলী মার্জ্জনাৎ সিদ্ধা একাদশ্যাস্তু মণ্ডলাৎ। পুরতো বাসুদেবস্য পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ॥ ৬৪॥

প্রোৎসাহয়িত্বা মাহাত্ম্যশ্রবণাদিনা প্রকর্ষেণ উৎসাহং জনয়িত্বা. যবভাবোঽত্র আর্ষঃ॥৬.॥ শৈলূষী নর্ত্তকী বেশ্যেত্যর্থঃ। বিপ্রেত্যত্র ব্যাসেতি কচিৎপাঠে স্কন্দপুরাণ প্রহ্লাদসংহিতোক্তয়োরৈক্যাৎ প্রহ্লাদসংহিতায়াং প্রহ্লাদব্যাসসংবাদোঽনুসন্ধেয়ঃ॥৬২॥ চক্রপাণের্জাগরে মধ্যে তুলস্যাং তুলসী-বনান্তিকে যো জাগরস্তস্মাৎ॥ ৬৩॥ মণ্ডলাৎ সর্ব্বতোভদ্রাদিমণ্ডলবিধানাৎ। তত্রাপি বাসুদেবস্য

বলিয়া ত্রিলোকে প্রথিত। কর্ম্ম দ্বারা, মন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা হরিবাসরে জাগরণ করিলে কদাচ বৈকুণ্ঠ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না। দ্বাদশীর জাগরণে নৃত্য করিলে শমনরাজ তাহাকে দর্শন পূর্ব্বক তদীয় যুগার্জ্জিত পাতক মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। পুরাকালে ভরত যেরূপ চক্রবর্ত্তিত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সর্ব্বজনের উৎসাহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক হরিবাসরের রাত্রিতে জাগরণ করলেও তদ্রূপ সার্ব্বভৌম-পদ লাভ করিতে পারে। ৬১। হে দ্বিজ! পুরাকালে জনৈক চণ্ডাল হরিবাসরের রজনী-যোগে জাগরণ করিয়া গীত দ্বারা জনার্দ্দনের প্রীতি সাধন করিয়াছিল, শ্রুত আছে যে, সেই ফলেই সে মোক্ষ লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। শ্রীহরিবাসরে নৃত্য করিয়া নরপতি দিলীপ রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। নহুষ নৃপতিও হরিবাসরের রজনীযোগে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সৃঞ্জয় বঞ্জুলী দ্বাদশীর রজনীযোগে জাগরণ করিয়া ফলদান করাতে অকণ্টক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হে তাপসপ্রবর! হরিবাসরে রজনীযোগে জাগরণ পূর্ব্বক বসন দান করাতে সেই ফলে হরির প্রসাদে নাভাগের রাজ্যলাভ হইয়াছিল। হে দ্বিজ! আমি সত্যসত্যই বলিতেছি, নৃত্যকারিণী মেনকা সুরধামে ত্রিস্পৃশাদ্বাদশীর রজনীযোগে জাগরণ করিয়া নৃত্য করাতে তৎফলে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ৬২। পুরাকালে তুলসীবন সন্নিধানে চক্রধর হরির জাগরণ করাতে সেই ফলে অলর্ক যশ ও কীর্ত্তিসহ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি নৃপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টিশত বর্ষ এই বসুন্ধরা উপভোগ করেন। ৬৩। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় হরিবাসরের রজনীযোগে হরির পুরোভাগে সম্মার্জ্জন ও সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডল বিরচন করাতে তৎফলে শাণ্ডিলীর সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। ৬৪। কোন্

উন্মীলনীদিনে প্রাপ্তে পরদীপপ্রবোধনাৎ। ইন্দ্রদ্যুম্নেন সংপ্রাপ্তং রাজ্যং জাগরণং হরেঃ ॥ ৬৫ ॥
দোলাদিনে চ সংপ্রাপ্তে বীণাবাদ্যাৎ পুরূরবাঃ। চক্রবর্ত্তিত্বমায়াতো দুষ্প্রাপং যৎ সুরৈরপি ॥
সম্মানিতাঃ ককুৎস্থেন রাত্রৌ জাগরকারিণঃ। স্বশক্ত্যা চৈব দানেন প্রাপ্তং রাজ্যং সুদুর্ল্লভম্ ॥৬৬
শ্বপাকী চ মৃগী নাম গানং কৃত্বা হরেদিনে। গান্ধর্ব্বলোকনারীণাং জাতা রাজ্ঞী প্রজাগরাৎ ॥
বেণুবাদ্যাদৃচীকস্তু বিজয়াবাসরে নিশি। জাগরে পুরতো বিষ্ণোঃ পুনা রাজা ভবিষ্যতি ॥
যে কেচিদ্গায়কা বিপ্র বাদকা নর্ত্তকা নরাঃ। নর্ত্তকী-সহিতা যান্তি কৃত্বা জাগরণং দিবম্ ॥
বিযোনিমাগতৈঃ সর্ব্বৈঃ কৃত্বা জাগরণং হরেঃ। সংপ্রাপ্তং পৃথিবীশত্বং সকামৈর্ম্মুনিসত্তম ॥
নিষ্কামৈর্ম্মুক্তিরাপ্তা চ শ্বপচাদ্যৈস্তু জাগরাৎ। বিবক্ষা নাস্তি বর্ণানাং হরের্জাগরকারিণাম্ ॥
ন কলৌ পাবনং ধ্যানং ন কলৌ জাহ্নবীজলম্। ন কলৌ পাবনং জপ্যং মুক্তৈকং জাগরং হরেঃ
আশ্রমে বর্ত্তমানানাং ন ফলং হি দ্বিজন্মনাম্। সংঘট্টৈরপি যজ্ঞৈস্তু বিনা দ্বাদশিজাগরাৎ ॥ ৬৭ ॥
লক্ষ্মীঃ পরাঙ্মুখী তেষাং বাসবাদ্যা দিবৌকসঃ। পিতরঃ কব্যপাল্যাদ্যা মনুষ্যাঃ সনকাদয়ঃ ॥

পুরতঃ ॥৬৪॥ হরের্জাগরণে পরদীপস্য প্রবোধনাৎ ॥৬৫॥ স্বশক্ত্যা দানেন সম্মানিতাঃ। আয়াতঃ প্রাপ্তঃ। পাঠান্তরে দেহান্তে চ দেবদুর্ল্লভং পদং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ জাগরে বিষ্ণোঃ পুরতো বেণুবাদ্যাৎ; মঙ্গলাচরণাদিতি পাঠে জয়তি জননিবাস ইত্যাদি পঠনাদিত্যর্থঃ। বেণুবাদ্যস্বরূপবিশেষণং বা। বিবক্ষা নাস্তীতি তেষাং সংখ্যাং বক্তুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ। যদ্বা বিবক্ষা বিচারঃ। পাঠান্তরেঽধিকার্য্যপেক্ষা নাস্তীত্যর্থঃ। সংঘট্টৈঃ সম্যগিষ্টৈঃ ॥ ৬৭ ॥ তেষাং জাগরণহীনানাং একোঽপি কুলে উৎপন্নঃ সন্ সর্ব্বাংস্তারয়িষ্যতি, অতঃ কিং বহুভি-

---

সময়ে উন্মীলনী দ্বাদশীতে জাগরণকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন অন্যপ্রদত্ত প্রদীপ প্রদীপিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ফলে তিনি রাজ্য লাভ করেন। ৬৫। কোন সময়ে শ্রীহরির দোলাদিন সমাগত হইলে পুরূরবা বীণাবাদন করাতে তৎফলে সুরদুর্লভ চক্রবর্ত্তিপদ লাভ করেন। পুরাকালে ককুৎস্থ একাদশীর নিশাজাগরণকারিগণকে সাধ্যানুসারে সম্মান সহকারে দান করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহার দুর্লভ রাজ্য প্রাপ্তি হয়। মৃগীনাম্নী কোন শ্বপাকী হরিবাসরে নিশাজাগরণ পূর্ব্বক সংগীত করিয়াছিল, এই হেতু গন্ধর্ব্বরমণীগণমধ্যে তাহার রাজ্ঞী-পদ প্রাপ্তি হয়। ঋচীক বিজয়া-দ্বাদশীর রজনীযোগে হরির পুরোভাগে বীণাবাদন করাতে সেই ফলে পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করেন। হে দ্বিজ! যে কেহ হউক না কেন, হরিবাসরে জাগরণ পূর্ব্বক নৃত্য, গীত বা বাদ্য করিলে নর্ত্তকীসহ সুরপুরে গমন করে। হে তাপসপ্রবর! বিযোনি-সমুৎপন্ন মনুষ্যেরাও কামনা সহকারে শ্রীহরিদিবসে জাগরণ পূর্ব্বক ধরাধিপত্য লাভ করিয়াছে। শ্বপচাদিও নিষ্কামভাবে জাগরণ পূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীহরিদিবসে সকলজাতিই জাগরণে তুল্যাধিকারী। কলিকালে কি ধ্যান, কি গঙ্গোদক, কি জপ, কিছুই পবিত্র নহে। একমাত্র হরিবাসরে জাগরণই পবিত্র। যদি দ্বাদশী-জাগরণ না করেন, তাহা হইলে দ্বিজাতিগণ নিখিল আশ্রমে যথাবিধি অধিষ্ঠিত থাকিয়া নানা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও ফল লাভে সমর্থ হইতে পারেন না। ৬৭। হরিবাসরের রজনীযোগে জাগরণ না করিলে

একোঽপি হি কুলোৎপন্নঃ কিন্তান্যৈর্বহুভিঃ সুতৈঃ।
দ্বাদশীজাগরাৎ সর্ব্বাংস্তারয়িষ্যতি পূর্ব্বজান্॥ ৬৮॥

বিশল্যবাসরে বিষ্ণোর্যঃ করোতি সুজাগরম্। স বৈ ভাগবতো লোকে গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
যস্য প্রসন্নো ভগবান্ শীলেনোৎপদ্যতে সুতঃ।
একোঽপি তারয়েৎ সর্ব্বান্ নরকস্থান্ পিতামহান্॥
ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো নৈব শাক্তিকঃ।
ন চান্যদেবতাভক্তো ভবেদ্ভাগবতোপমঃ॥ ৬৯॥

গৃহেঽপি বর্ত্ততে যস্য নিত্যং যস্য চ চেতসি। দ্বাদশীচরিতং পুণ্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥ ৭০॥

অথ জাগরণমাহাত্ম্যফলম্।

তত্রৈব।—

উপোষিতৈর্হরিদিনৈঃ সংবৎসরশতং ফলম্। তৎ ফলং নিত্যমাপ্নোতি পঠন্ জাগরণং হরেঃ॥
মাহাত্ম্যং যঃ পঠেদ্ভক্ত্যা ময়োক্তং জাগরোদ্ভবম্। দ্বাদশীসম্ভবং পুত্র কুলানামুদ্ধরেচ্ছতম্॥ ৭১॥

রিত্যন্বয়ঃ॥ ৬৮॥ তারয়েৎ জাগরণস্থঃ। ভাগবতঃ জাগরণাদিকর্ত্তা তৎসমঃ প্রকরণবলাদেবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং॥ ৬৯॥ ইদানীং জাগরণমাহাত্ম্যফলপাঠাদিফলমাহ গৃহেঽপীত্যাদিনা চেতসি চ বর্ত্ততে। দ্বাদশীচরিতং জাগরণমাহাত্ম্যাদিকং তস্য চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং পুণ্যং স্যাৎ। তত্র চতুর্বর্গো ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাঃ, ফলঞ্চ ভক্তিঃ॥ ৭০॥

জাগরণং জাগরণমাহাত্ম্যং॥৭১॥ দৃষ্টান্তত্বেন প্রসঙ্গেন বা তত্রান্যপাঠস্যাপি ফলমাহ চরিতমিতি। দেবকীসূনোর্মথুরায়াং যা বালবল্লীলা তস্য সম্বন্ধি চরিতং। কলৌ দ্বাদশ্যাঃ

কি কমলা, কি দেবেন্দ্রপ্রমুখ সুরগণ, কি শ্রাদ্ধপাল্য পিতৃগণ, কি মনুষ্য, কি সনকাদি ঋষিবৃন্দ, সকলেই তৎপ্রতি বিমুখ হইয়া থাকেন। একাদশীজাগরণে বিমুখ বংশে বহু সন্তানেরও কোন আবশ্যক নাই, দ্বাদশী-জাগরণকারী একমাত্র পুত্রই পূর্ব্বপুরুষগণকে পরিত্রাণ করিতে পারে। ৬৮। বিশল্য (দশমীবেধ-বর্জ্জিত) হরিবাসরে সম্যক্ বিধানে জাগরণ করিলে সেই ব্যক্তিই বেদবিদ্গণ কর্ত্তৃক পরম ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত থাকিলেই শীলবান্ ও গুণবান্ সন্তান লাভ হয়; বস্তুতঃ তাদৃশ একটীমাত্র পুত্র দ্বারাই নিরয়মগ্ন যাবতীয় পিতৃগণের পরিত্রাণ হইয়া থাকে। কি সৌর, কি শৈব, কি ব্রাহ্ম্য, কি শাক্ত, কি অন্যদেবভক্ত, কেহই ভগবদ্ভক্তের সদৃশ নহে। ৬৯। দ্বাদশী জাগরণাদির মাহাত্ম্য যাহার আগারে বা অন্তরে বিরাজমান থাকে, সে চতুর্ব্বর্গপ্রদ পুণ্য লাভ করে। ৭০।

অনন্তর জাগরণ-মাহাত্ম্য অধ্যয়নের ফল কথিত হইতেছে।—উক্ত স্থানেই লিখিত আছে, হরিবাসরে জাগরণ মাহাত্ম্য অধ্যয়ন করিলে শতবর্ষকৃত একাদশ্যুপবাসের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন, হে বৎস! দ্বাদশী জাগরণের যে সকল মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, ইহা অধ্যয়ন করিলে শত কুল পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইতে পারে। ৭১। কলিকালে দ্বাদশীর

চরিতং বাললীলায়া মথুরায়াঞ্চ যঃ পঠেৎ। দ্বাদশ্যাং দেবকীসূনো রাত্রৌ জাগরণে কলৌ।
অযুতানাং বসেৎ কোটিং পিতৃভিঃ পরিবারিতঃ॥ ৭২॥

বঞ্জুলীসম্ভবং যো বৈ মহাত্ম্যং জাগরে হরেঃ। কীর্ত্তয়িষ্যতি নিত্যংবা তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্॥
দশভির্ব্বাসরৈর্ব্বিষ্ণোর্দশভিগুর্ণিতৈর্মুনে। কৃতৈর্ভবতি যৎ পুণ্যং নিত্যমাপ্নোতি তৎ ফলম্॥
জন্মকোটিং মখৈর্যষ্টৈর্ন মুক্তির্জায়তে নৃণাং। দ্বাদশীজাগরেণৈব মুক্তিং গচ্ছতি মানবাঃ॥ ৭৩॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা লভতে বৈষ্ণবং পদম্। সর্ব্বে দুষ্টাঃ সমাস্তস্য সৌম্যাস্তস্য সদা গ্রহাঃ।
যঃ পঠেজ্জাগরে বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যং দ্বাদশীষু চ॥ ৭৪॥

অথ জাগরণাকরণে দোষাঃ।

তত্রৈব শ্রীমদুমামহেশ্বরসংবাদে :—

দষ্টাঃ কলিভুজঙ্গেন স্বপন্তি মধুহাদিনে। কুর্ব্বন্তি জাগরং নৈব মায়াপাশবিমোহিতাঃ॥ ৭৫॥
প্রাপ্তাপ্যেকাদশী যেষাং কলৌ জাগরণং বিনা। তে বিনষ্টা ন সন্দেহো তস্মাজ্জীবনমধ্রুবম্॥ ৭৬।
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়াযুতস্য চ। পুণ্যং কোটিগুণং গৌরি বিষ্ণোর্জাগরণে কৃতে॥
পিতৃপক্ষে মাতৃপক্ষে ভার্য্যাপক্ষে চ ভামিনি। কুলমুদ্ধরতে চৈতৎ কৃতে জাগরণে হরেঃ॥
অবিদ্ধবাসরে বিষ্ণোর্যে কুর্ব্বন্তি প্রজাগরম্। তেষাং মধ্যে প্রহৃষ্টঃ সন্ নৃত্যং প্রকুরুতে হরিঃ॥
যাবদ্দিনানি কুরুতে জাগরং কেশবাগ্রতঃ। যুগাযুতানি তাবন্তি বসতে বিষ্ণুবেশ্মনি॥
যাবদ্দিনানি বসতে বিনা জাগরণং হরেঃ। নৃত্যন্ত্যদ্ভুতশস্ত্রাশ্চ তদ্গৃহে যমকিঙ্করাঃ॥

রাত্রৌ জগরণে যঃ পঠেৎ সঃ অযুতানাং বর্ষাণাং কোটিং বসেদ্বৈকুণ্ঠলোক ইতি শেষঃ॥ ৭২॥ জন্মকোটিং ব্যাপ্য যষ্টৈঃ কৃতৈর্মখৈঃ॥ ৭৩॥ সমাঃ দুষ্টতাং বিহায় মিত্রতাং যান্তীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে শান্তা ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৭৪॥

মধুহেত্যাকারান্তত্বমার্ষং॥ ৭৫॥ জাগরণং বিনা গতেতি শেষঃ॥ ৭৬। পাঠান্তরেঽপি

রজনীযোগে জাগরণ পূর্ব্বক দেবকী-নন্দনের মথুরাকৃত বাল্যলীলা অধ্যয়ন করিলে পিতৃকুল-সমন্বিত হইয়া অযুত-কোটিবর্ষ হরিধামে অবস্থিতি করিতে পারে। ৭২। হরিবাসরের জাগরণে সর্ব্বদা বঞ্জুলীব্রত-মাহাত্ম্য অধ্যয়ন করিলে যে পুণ্য-সঞ্চার হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি। হে তাপস! দশসংখ্য হরিবাসরকে দশগুণিত করিলে অর্থাৎ শতসংখ্য একাদশী করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, উপর্য্যুক্ত মাহাত্ম্য-পাঠক সেই ফল লাভ করে। কোটিজন্ম যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও মানবের মোক্ষের আশা নাই, কিন্তু হরিদ্বাদশীতে জাগরণ করিলেই মুক্তি লাভ হয়। ৭৩। হরিবাসরের জাগরণে দ্বাদশীমাহাত্ম্য অধ্যয়ন করিলে নিখিল পাতক হইতে শুদ্ধি লাভ করত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয় এবং তদীয় যাবতীয় দুষ্টগ্রহ দুষ্টতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সুহৃদ্ হইয়া উঠে। ৭৪।

অনন্তর হরিবাসরে জাগরণ না করিলে যে যে দোষ ঘটে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—উক্ত গ্রন্থেই উমামহেশ্বর-সংবাদে লিখিত আছে, কলিকালে যাহারা মধুসূদন হরির দিনে জাগরণ-বিমুখ হইয়া শয়ান থাকে, তাহাদিগকে শত শত মায়াজালে জড়িত ও কলিরূপ সর্পকর্ত্তৃক সন্দষ্ট জানিবে। ৭৫। কলিকালে বিনা জাগরণে একাদশী যাপিত হইলে নিঃসন্দেহই সেই সকল

জাগরে বাসুদেবস্য পুরাণং পঠতীহ যঃ। প্রাপ্নোত্যভিমতান্ কামান্ প্রেতত্বং নৈব জায়তে॥
যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং নৃত্যং জাগরণে হরেঃ। ব্রাহ্মাং পদং মদীয়ঞ্চ সত্যং বৈ তস্য বৈষ্ণবম্॥
যঃ প্রবোধয়তে লোকান্ বিষ্ণুজাগরণে ততঃ। বসেচ্চিরন্তু বৈকুণ্ঠে পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥
মতিং প্রযচ্ছতে যস্তু হরের্জাগরণং প্রতি। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শ্বেতদ্বীপে বসেন্নরঃ॥
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পাপং কোটিজন্মানি মানবৈঃ। কৃষ্ণস্য জাগরে সর্ব্বং রাত্রৌ দহতি পার্ব্বতি॥৭৭॥
শালগ্রামশিলাগ্রে তু যে কুর্ব্বন্তি হি জাগরম্। যামে যামে ফলং প্রোক্তং কোট্যৈন্দবসমুদ্ভবম্॥৭৮॥
কামার্থসম্পদঃ পুত্রাঃ কীর্ত্তির্লোকশ্চ শাশ্বতঃ। যজ্ঞাযুতৈর্ন লভ্যেত দ্বাদশীজাগরং বিনা॥
যাবৎপদানি কুরুতে কেশবায়তনং প্রতি। অশ্বমেধসমানি স্যুর্জাগরার্থং প্রগচ্ছতঃ॥
পাদয়োঃ পতিতং যাবদ্ধরণ্যাং পাংশু গচ্ছতঃ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি জাগরী বসতে দিবি॥
তস্মাদগৃহাৎ প্রগন্তব্যং জাগরে মাধবালয়ম্। কলৌ মলবিনাশায় দ্বাদশীদ্বাদশীষু চ।

দহ্যতে স্বয়মেব নশ্যতীত্যর্থঃ॥ ৭॥ ঐন্দবং চান্দ্রায়ণং॥ ৭৮॥ সন্নপি সাধুরপি। ৭৯॥ বাহ্যান

ব্যক্তির জীবন বিফল এবং তাহারা নিজেও বিনষ্টস্বরূপ। ৭৬। হে গৌরি! হরিদিনে জাগরণ করিলে অশ্বমেধ-সহস্র ও বাজপেয়াযুত অপেক্ষাও কোটিগুণিত পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ভামিনি! শ্রীহরিদিনে জাগরণ করিলে সেই জাগরণ পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের উদ্ধর্ত্তা হয়। দশমীবেধবর্জ্জিত হরিবাসরে জাগরণ করিলে ভগবান্ বাসুদেব নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়া সেই সকল জাগরণকারিগণের মধ্যে নৃত্য করিতে থাকেন। যতদিন জনার্দ্দনের পুরোভাগে জাগরণ করা যায়, দিনসংখ্যানুসারে ততযুগ যাবৎ হরিমন্দিরে বসতি লাভ করিতে পারে। হরিবাসরে জাগরণ ব্যতীত যতদিন যাপন করা যায়, শমনদূতেরা শঙ্খ উত্তোলন পূর্ব্বক ততদিন তদ্গৃহে নৃত্য করিতে থাকে। হরির জাগরণে পুরাণ অধ্যয়ন করিলে অভীষ্ট কামনা সিদ্ধ হয় এবং প্রেতত্ব প্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, শ্রীহরির জাগরণে গীত ও নৃত্য করিলে ব্রহ্মপদ, মৎপদ (শৈবধাম) ও বিষ্ণুপদ (বৈকুণ্ঠলোক) লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরির জাগরণে অন্য ব্যক্তিগণকে প্রবর্ত্তিত করেন, চিরদিন পিতৃগণসহ সেই বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠ বাস হয়। হরিজাগরণ করিতে অপরের বুদ্ধি জন্মাইয়া দিলে ষষ্টিসহস্র বর্ষ শ্বেতদ্বীপে বাস হয়। হে পর্ব্বতনন্দিনি! হরিবাসরের রজনীযোগে জাগরণ করিলে প্রহরে প্রহরে কোটি-চান্দ্রায়ণের ফল লাভ করিতে পারে। ৭৮। দ্বাদশী জাগরণে বিমুখ হইয়া অযুত অযুত যজ্ঞ করিলেও কি কাম, কি অর্থ, কি সম্পদ, কি পুত্র, কি যশঃ, কি চিরন্তনী পারলৌকিকী গতি, কিছুরই লাভের আশা নাই। একাদশী জাগরণার্থ হরিমন্দির উদ্দেশে প্রস্থান করিলে পদে পদে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হরিবাসরের জাগরণার্থ গমনকালে ভূতলে জাগরণকারীর যতসংখ্য পদরেণু পতিত হয়, তত সহস্র বর্ষ সেই ব্যক্তি অমরপুরে বাস করে; এই হেতু কলি-কলুষবিদূরণার্থ প্রতি দ্বাদশী জাগরণে হরিনিকেতনে গমন করা অবশ্য উচিত, দ্বাদশী জাগরণ সমাগত দেখিয়া জাগরণ না করিলে সেই ব্যক্তির অসংখ্য অসংখ্য ব্রত, অসংখ্য অসংখ্য প্রায়-

কিং ব্রতৈর্ব্বহুভিশ্চীর্ণৈস্তীর্থবাসেন তস্য কিম্। দ্বাদশী-বাসরে প্রাপ্তে ন কুর্য্যাৎ জাগরং যদি॥
প্রবাসে ন ত্যজেদ্‌যস্তু পথি খিন্নোঽপি পার্ব্বতি। জাগরং বাসুদেবস্য স হি মেঽতিপ্রিয়ো নরঃ॥
যঃ পুনঃ সুস্থচিত্তোঽপি স্বস্থানে বসতেঽপি সন্। ন হরের্জাগরং কুর্য্যাৎ তেন কার্য্যং ন মে কচিৎ॥
মদ্ভক্তো ন হরেঃ কুর্য্যাজ্জাগরং পাপমোহিতঃ। ব্যর্থং সংপূজনং তস্য মৎপূজ্যং যো ন পূজয়েৎ॥৭৯॥
সবাহ্যাভ্যন্তরং দেহং বেষ্টিতং পাপকোটিভিঃ। মুচ্যতে বাসরে বিষ্ণোর্জাগরে নৃত্যতাং নিশি॥৮০॥
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাস্তে ত্রিদশৈঃ সমাঃ। বিশল্যে বাসরে বিষ্ণোর্যে কুর্ব্বন্তি হি জাগরম্॥
কূর্পরং যমদূতানাং দত্তং তেন যমস্য চ। কৃত্বা জাগরণং বিষ্ণোরবিদ্ধদ্বাদশীব্রতম্॥
দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যৈঃ কৃতং পুষ্পমণ্ডপম্। প্রতিপুষ্পফলং তেষাং বাজিমেধসমং প্রিয়ে॥
দীপদানং প্রকুর্ব্বন্তি জাগরে কেশবস্য হি। তে ধ্বস্ততিমিরা গৌরি যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥৮১॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ জাগরে। হীনবর্ণা অন্ত্যজাশ্চ রাক্ষসা দৈত্যদানবাঃ।
প্রাপ্নুবন্তে পরমং স্থানং শ্রীবিষ্ণোর্জাগরে কৃতে॥ ৮২॥

অঙ্গানি আভ্যন্তরাণি ইন্দ্রিয়াণি তৈঃ সহিতং। মুচ্যতে পাপকোটিভ্যস্তাভ্যঃ॥ ৮০॥ কূর্পরং দত্তং কূর্পরেণ প্রহৃত্য বিষ্ণুলোকং প্রয়াতীত্যর্থঃ। ধ্বস্তং নষ্টং তিমিরমজ্ঞানং যেষাং তে॥ ৮১॥ জাগরে ভবন্তি জাগরং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। হীনবর্ণাঃ সঙ্করজাতয়ঃ॥ ৮২॥ স কিং নাকৃত, অপি তু সর্ব্বমেব

শ্চিত্ত ও অসংখ্য অসংখ্য তীর্থসেবনেই বা কি ফল? হে গৌরি! প্রবাসে বা পথিমধ্যে ক্লান্ত হইয়াও যে ব্যক্তি জাগরণ ত্যাগ না করে, তাহাকে শ্রীহরির ও আমার প্রিয়পাত্র বলিয়া জানিও। হে পার্ব্বতি! অধিক কি বলিব, সুস্থমনা হইয়া ও স্বগৃহে থাকিয়াও যে ব্যক্তি হরি-জাগরণে বিমুখ হয়, সাধু হইলেও তৎসহ আমার কোন সম্বন্ধ নাই। মদ্ভক্ত হরিবাসরে জাগরণ না করিলে তৎকর্ত্তৃক মৎপূজ্যতম জনার্দ্দনের পূজা হইল না বলিয়া সেই ব্যক্তিকে পাপমুগ্ধ জানিবে এবং তৎকৃত মৎ-পূজাও বিফল। ৭৯। হরিবাসরে রজনীযোগে জাগরণ পূর্ব্বক নৃত্য করিলে বাহ্যাভ্যন্তর সহ কোটি কোটি পাপে লিপ্ত দেহও আশু পাতকমুক্ত হয়। ৮০। সমাগত ভীষণ কলিকালে যাহারা দশমীবেধহীন হরিদিনে জাগরণ করে, তাহারা দেবতা-সদৃশ। যিনি দশমীবেধবর্জ্জিত হরিদ্বাদশী-ব্রতে জাগরণ করিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক শমনরাজকে ও তদীয় দূতবৃন্দকে কূর্পর প্রদত্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যমকে ও যমকিঙ্করদিগকে কফোণির আঘাত করিয়া অগ্রেই হরিধামে প্রস্থান করিয়াছেন জানিবে। হে প্রিয়তমে! হরিদ্বাদশীর জাগরণে কুসুমমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দিলে প্রতি পুষ্পে অশ্বমেধসদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বাদশীদিনে কদলীস্তম্ভ দ্বারা হরিমন্দির অলঙ্কৃত করিলে ভগবান্ জনার্দ্দন স্বীয় পদ প্রদান করিয়া থাকেন। হে দেবি! জাগরণ-রাত্রে হরির উদ্দেশে দীপ প্রদান করিলে ভবান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরির পরমপদে প্রস্থিত হয়। ৮১। বিপ্র, বৈশ্য, নারী, শূদ্র, নিকৃষ্টবর্ণ, অন্ত্যজ, রাক্ষস, দৈত্য ও দানব প্রভৃতি সকলেই হরির জাগরণ

অপ্রেরিতঃ স্বয়ং ভক্ত্যা গীতং নৃত্যং করোতি যঃ। জাগরে পদ্মনাভস্য স কিং নাকৃত মানবঃ॥৮৩॥
যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা কৃত্বা বৈ করতাড়নম্। গীতং কুর্ব্বন্ মুখেনাপি দর্শয়ন্ কৌতুকান্ বহূন্।
পুরতো বাসুদেবস্য রাত্রৌ জাগরণে স্থিতঃ। পঠন্ কৃষ্ণচরিত্রাণি রঞ্জয়ন্ দেবি বৈষ্ণবান্।
মুখেন কুরুতে বাদ্যং সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ। দর্শয়ন্ বিবিধান্ নৃত্যান্ স্বেচ্ছালাপাংশ্চ কুর্ব্বতি॥
ভাবৈরেতৈর্নরো যস্তু কুরুতে জাগরং হরেঃ। নিমিষে নিমিষে পুণ্যং তীর্থকোটিসমং স্মৃতম্॥
অবিগ্নমনসা যস্তু ধূপং নীরাজনং হরেঃ। কুরুতে জাগরে রাত্রৌ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ॥ ৮৪॥

কিঞ্চ।—

অভাবে কৃষ্ণধিষ্ণ্যস্য গত্বা মন্মন্দিরং শিবে। কার্য্যং জাগরণং রাত্রৌ বিদ্ধি মাং মাধবপ্রিয়ম্॥
অভাবে মম ধিষ্ণ্যস্য গত্বা তু রবিমন্দিরম্। কার্য্যং জাগরণং রাত্রৌ যথা বিষ্ণুস্তথা রবিঃ॥
তদভাবে বিনা গ্রামমরণ্যেৈকাদশী যদি। তদাকাশে সুরেশানি বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি বৈ।
দৃষ্ট্বা দেবি প্রকর্ত্তব্যং জাগরং চক্রপাণিনঃ॥ ৮৫॥
অথবা প্রতিমা বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাঽথবা। তিষ্ঠতে যদি দেবেশি কার্য্যস্তত্র প্রজাগরঃ॥ ৮৬॥

কৃতমকরোদিত্যর্থঃ॥ ৮৩॥ কুর্ব্বতি করোতি। অবিগ্নেন অনুদ্বিগ্নেন মনসা॥৮৪॥ অধুনা বর্ত্মাদৌ মুখ্যাভাবে জাগরণস্থানমাহ অভাব ইতি সপ্তভিঃ। অরণ্যে যদি একাদশী স্যাৎ। সন্ধিরার্ষঃ॥৮৫॥

করিয়া পরমপদ বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ করিয়াছে। ৮২। কোন ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া নিজে হরির জাগরণে ভক্তিসহকারে নৃত্য করিলে তৎকর্ত্তৃক সকল (সৎ) কার্য্যই সম্পাদিত হইয়াছে জানিবে, তাহার আর কোন কার্য্যই অকৃত নাই। ৮৩। হে গৌরি! রজনীযোগে হরি-জাগরণে সানন্দে করতালি দিয়া নর্ত্তন, নিজ মুখে সংগীত, বিবিধ কৌতুক প্রদর্শন, কৃষ্ণচরিত কীর্ত্তন দ্বারা বৈষ্ণবকুলের মনোরঞ্জন, পুলকিত-দেহে মুখবাদ্য, নানারূপ নৃত্য-কৌশল প্রদর্শন ও স্বেচ্ছামত আলপন, এই সমস্ত ভাবসহকারে জাগরণ করিলে প্রতি নিমেষে কোটি কোটি তীর্থ-জনিত পুণ্যসঞ্চয় হয়। অনুদ্বিগ্নমনা হইয়া রজনীযোগে হরির জাগরণে ধূপনীরাজন (ধূপ দ্বারা আরাত্রিক) করিলে সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ হয়। ৮৪। আরও লিখিত আছে, হে কল্যাণি! হরিমন্দিরের অভাবে রজনীযোগে মন্মন্দিরে (শিব-মন্দিরে) গিয়া জাগরণ করিবে। হে দেবি! আমাকে শ্রীহরির প্রিয় বলিয়া অবগত হইও। যদি আমার মন্দিরেরও অভাব হয়, তাহা হইলে সূর্য্যমন্দিরে গিয়া জাগরণ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু হরি ও সূর্য্যে কোনও প্রভেদ নাই। হে সুরেশানি! যদি সূর্য্যমন্দিরেরও অভাব হয়, এবং গ্রাম ব্যতীত বনমধ্যে হরিবাসর ঘটে, তবে গগনমার্গস্থ হরির ত্রিপাদ প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক চক্রধর হরির জাগরণ করা উচিত। ৮৫। কিংবা যে স্থানে হরির চলমূর্ত্তি বা শালগ্রামশিলা বিরাজিত আছেন, তথায় গিয়া জাগরণ করিবে। ৮৬। যদি গগনমণ্ডল ঘনজালে আবৃত থাকা নিবন্ধন হরির পদত্রয় দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহা হইলে অশ্বত্থমূলে গমন পূর্ব্বক

মেঘসংছাদিতে ব্যোম্নি বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ। অদৃষ্ট্বা বোধিমূলে তু কার্য্যং জাগরণং হরেঃ॥
ধাত্রীমূলেঽথবা গৌরি তুলসীবনপার্শ্বতঃ। যত্র বা তত্র বা কার্যং তীর্থে বা নিম্নগাজলে।
সর্ব্বাভাবে মহাদেবি বৈষ্ণবস্য চ সন্নিধৌ। কর্ত্তব্যং জাগরং বিষ্ণোর্মানসীং ভক্তিমাস্থিতৈঃ॥
বিনা জাগরণং গৌরি বিষ্ণোর্দিনফলং ন হি। নাস্মাকং ভবতি প্রীতির্ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্॥
যজ্ঞানামপি সর্ব্বেষাং মহাযজ্ঞঃ স কথ্যতে। বাসরে বাসুদেবস্য যতো জাগরসংজ্ঞকঃ॥
তস্মাজ্জাগরণং কার্য্যং ত্যক্ত্বা কার্য্যান্তরাণ্যপি॥ ৮৭॥

পাদ্মে দেববিদূতকুণ্ডল-সংবাদে।—

রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা সমুপাস্য জনার্দ্দনম্। দশ বৈ পৈতৃকে পক্ষে মাতৃকে দশ পূর্ব্বজাঃ॥
প্রিয়ায়া দশ যে বৈশ্য তানুদ্ধরতি নিশ্চিতম্॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে।—

ধ্যানধ্যেয়বিহীনস্য সংজ্ঞাতীতস্য ভূপতে। কর্ম্মভ্রষ্টস্য কথিতো মোক্ষস্য হরিজাগরে॥

প্রহ্লাদসংহিতায়াং প্রহ্লাদোক্তৌ।—

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। কৃষ্ণজাগরণে তানি বিলয়ং যান্তি খণ্ডশঃ॥
একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সমাপ্তবরদক্ষিণাঃ। একতো দেবদেবস্য জাগরঃ কৃষ্ণবল্লভঃ।
ন সমং কবয়ঃ প্রাহুরধিকঃ কৃষ্ণজাগরঃ॥ তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রাদ্যা দেবতাগণাঃ।
নিত্যমেব সমায়ান্তি জাগরে কৃষ্ণবল্লভে॥ ঋষয়ো নারদাদ্যাস্তু ব্যাসাদ্যা মুনয়স্তথা।

প্রতিমা চলা॥ ৮৬॥ বোধিরশ্বত্থবৃক্ষঃ॥৮৭॥ অহং প্রহ্লাদঃ॥ ৮৮॥ এবমেকাদশীজাগরণমাহাত্ম্যং

জাগরণ করিবে। হে গৌরি! ধাত্রীতরুতলে, তুলসীকানন-সন্নিধানে, তীর্থ অথবা নদী-সলিলে যে খানেই হউক্ না কেন, জাগরণ করা কর্ত্তব্য। হে মহাদেবি! ঐ সমস্তেরও অভাব ঘটিলে হরির প্রতি মানসিক ভক্তি রাখিয়া জাগরণ কর্ত্তব্য। হে গৌরি! জাগরণ না করিলে হরিদিনে কোন ফল নাই এবং সেই ব্যক্তির প্রতি আমরা বা ব্রহ্মাদি সুরগণও সন্তুষ্ট হন না; সুতরাং হরিবাসরের রজনী যোগে জাগরণ করা বিধেয়।৮৭। পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে, হে বৈশ্য! যদি কেহ হরিবাসরের রজনীযোগে জাগরণ পূর্ব্বক মাধবের আরাধনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পিতৃকুলের পূর্ব্ব দশ পুরুষ, মাতৃকুলের পূর্ব্ব দশ পুরুষ এবং শ্বশুরকুলের পূর্ব্ব দশ পুরুষকে নিশ্চিত পরিত্রাণ করিতে পারে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে, হে নৃপ! হরিবাসরে জাগরণ করিলে ধ্যানবিহীন, ধ্যেয়শূন্য, জ্ঞানহীন, কর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিও মুক্তি লাভ করে। প্রহ্লাদসংহিতায় প্রহ্লাদের উক্তি আছে যে, ব্রহ্মহত্যাদি যত কিছু পাতক আছে, হরিবাসরে জাগরণ করিলে তৎসমস্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুধীগণ বলিয়া থাকেন যে, এক সময়ে তুলাদণ্ডের একদিকে অত্যুত্তম দক্ষিণা সহকারে সম্পাদিত যজ্ঞ-সমূহ এবং অপর দিকে দেবদেব হরির প্রিয় জাগরণ স্থাপন পূর্ব্বক তুলনা করাতে ঐ জাগরণের

অহঞ্চ তত্র গচ্ছামি কৃষ্ণপূজারতঃ সদা॥ তত্র কাশী পুষ্করঞ্চ প্রয়াগো নৈমিষং গয়া।
শালগ্রামমহাক্ষেত্রমর্ব্বুদারণ্যমেব চ। সুপুণ্যা মথুরা তত্র সর্ব্বতীর্থানি চৈব হি।
যজ্ঞা দেবাশ্চ চত্বারো ব্রজন্তি হরিজাগরম্। গঙ্গা সরস্বতী রেবা যমুনা বৈ শতদ্রুকা।
চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ নদ্যঃ সর্ব্বাস্তু তত্র বৈ। সরাংসি চ হ্রদাঃ সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সর্ব্ব এব হি।
একাদশ্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ গচ্ছন্তে কৃষ্ণজাগরম্। স্পৃহণীয়া হি দেবানাং যে নরাঃ কৃষ্ণজাগরে।
নৃত্যন্তি গীতং কুর্ব্বন্তি বীণাবাদ্য-প্রহর্ষিতাঃ॥ ইতি।৮৮॥

জন্মাষ্টমীপ্রবোধন্যাদিকেঽন্যচ্চ মহোৎসবে। মাহাত্ম্যং জাগরস্যাগ্রে লেখ্যং তত্তৎপ্রসঙ্গতঃ॥৮৯॥
ততঃ প্রভাতে ভগবদ্রাত্রিক্রীড়ারসাত্মিকাম্। কৌশিকীং প্রমুদা গায়েচ্ছ্রীকৃষ্ণপরিতোষণীম্॥
তথা চ স্কান্দে।—প্রভাতে কৌশিকীং যস্তু প্রগায়েজ্জাগরে হরেঃ।
স সমুদ্ধরতে সর্ব্বান্ শ্বপচান্ ব্রাহ্মণো যথা॥ ইতি॥ ৯০

লিখিতং, তর্হি কিং জন্মাষ্টম্যাদিজাগরণমহিমা নাস্তি? তত্র লিখতি জন্মেতি। আদিশব্দেন শ্রীরামনবম্যাদি॥৮৯॥ কৌশিকী শৃঙ্গাররসপ্রধানগীতবৃত্তিবিশেষস্তাং। অতএব ভগবতো রাত্রৌ যা ক্রীড়া রাসাদিস্তদ্রসাত্মিকাং। যথা শ্রীগীতগোবিন্দে।—রজনিজনিতগুরুজাগরেত্যাদি। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্য পরমরসিকশিরোমণেঃ পরিতোষণীং॥ ৯০॥

সহিত যজ্ঞ সমান না হইয়া জাগরণই গুরুতর হইয়াছিল। যেখানে হরিপ্রিয় একাদশী-জাগরণ হয়, তথায় বিধি, রুদ্র ও দেবেন্দ্রপ্রমুখ সুরগণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন। যথায় শ্রীহরিবাসরের জাগরণ দৃষ্ট হয়, নারদপ্রমুখ ঋষিগণ, ব্যাসাদি মুনিবর্গ ও নিরন্তর হরিপূজা-পরায়ণ আমি (প্রহ্লাদ) তথায় উপস্থিত থাকি। বারাণসী, পুষ্কর, প্রয়াগ, নৈমিষকানন, গয়া, শালগ্রাম-ক্ষেত্র, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ (পবিত্র) অরণ্য ও সুপুণ্যা মথুরা পুরী এই সকল তীর্থ সর্ব্বদা হরির জাগরণস্থলে অধিষ্ঠিত থাকেন। যেখানে হরির জাগরণ দৃষ্ট হয়, তথায় নিখিল যজ্ঞ ও বেদচতুষ্টয় গমন করেন। হে বিপ্রসত্তম! যেখানে হরিবাসরে জাগরণ হয়, তথায় গঙ্গা, সরস্বতী, রেবা, যমুনা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা ও অপরাপর (পবিত্রা) তটিনী এবং সরোবর, হ্রদ ও সাগর সকল উপস্থিত থাকেন। যে সমস্ত ব্যক্তি বীণাবাদ্যে পুলকিত হইয়া কৃষ্ণের জাগরণে নৃত্য গীত করেন, তাঁহারা সুরগণের প্রার্থনীয়। ৮৮। জন্মাষ্টমী ও প্রবোধন্যাদি অপরাপর যে সমস্ত মহোৎসব আছে, সেই সেই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ সেই সমস্তের জাগরণ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে। ৮৯। পরে জাগরণ শেষে প্রাতঃকালে ভগবানের রজনীতে যে সমস্ত শৃঙ্গাররসাত্মিকা রাসাদি ক্রীড়া-সম্বন্ধিনী গীতিকা গান করা হইয়াছে, কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে তৎসমস্ত গান করিবে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি শ্রীহরির জাগরণের প্রত্যূষে শৃঙ্গাররসাত্মিকা গীতিকা সম্যক্ গান করেন, বিপ্র যেরূপ শ্বপচগণকে পরিত্রাণ করেন, তদ্রূপ সেই ব্যক্তি সকলের উদ্ধার করিয়া থাকেন। ৯০।

অথ পারণদিনকৃত্যম্।

মঙ্গলারাত্রিকং কৃত্বাভ্যর্চ্চ্য প্রস্থাপ্য বৈষ্ণবান্। প্রাতঃ পূজাঞ্চ নিষ্পাদ্য কৃষ্ণে তৎ সর্ব্বমর্পয়েৎ ॥৯১

তদুক্তং কাত্যায়নেন।—

প্রাতঃ স্নাত্বা হরিং পূজ্য উপবাসং সমর্পয়েৎ। পারণন্তু ততঃ কুর্য্যাৎ ব্রতসিদ্ধৌ হরিং স্মরন্ ॥

অথ তত্র সমর্পণমন্ত্রঃ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব। প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥ ইতি।

তত্র স্নানোপচারন্তু প্রাতর্নৈব সমাচরেৎ। প্রামাণিকানাং কেষাঞ্চিদ্বৈষ্ণবানামিদং মতম্ ॥৯২॥

অথ তত্র শ্রীভগবতঃ প্রাতঃস্নপনম্।

প'দ্মে ব্রতখণ্ডে।—

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতম্। নশ্যতি দ্বাদশিদিনে হরের্নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনাৎ ॥৯৩॥

অভ্যর্চ্চ্য মহাপ্রসাদাদিনা সম্মান্য। প্রস্থাপ্য চ স্বস্বগৃহং। তৎ উপবাসাদিকং। কেচিচ্চ পারণানন্তরমেব সমর্পণমিচ্ছন্তি ॥ ৯১ ॥

তত্র দ্বাদশ্যাং। ভগবৎপূজায়াং প্রামাণিকানাং শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদীনামিত্যনেন তেষাং মতং পালনীয়মিত্যভিপ্রেতং। কেষাঞ্চিদিত্যনেন সর্ব্বেষামিতি সূচিতং শ্রীবৈষ্ণবাদীনাং তাদৃশাচারাদর্শনাৎ ॥ ৯২ ॥

তন্মতমেব প্রমাণয়তি জন্মেতি। নির্ম্মাল্যস্য লঙ্ঘনাৎ অতিক্রমাৎ উত্তারণাদিত্যর্থঃ। ন চ পত্ত্যাং যল্লঙ্ঘনং তস্মাদিত্যর্থঃ, তস্য সর্ব্বদা সর্ব্বদেবসম্বন্ধিনোঽপি নিষিদ্ধত্বেন দ্বাদশী-হরিপদয়োর্বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ, অতএব দ্বাদশ্যাং বর্জ্জনীয়মধ্যে স্নানাদৌ নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনমপ্যুক্তং। তচ্চাগ্রে নিয়মেষু লেখ্যং, লিখিতঞ্চ পূর্ব্বং পঞ্চকৃত্যবিধৌ, সময়েষু মধ্যে দ্বাদশ্যাং নিষিদ্ধেষু তত্র

অনন্তর পারণদিনকৃত্য কথিত হইতেছে —একাদশী-জাগরণের প্রাতঃকালে মঙ্গলারাত্রিক সম্পাদন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদার্পণ দ্বারা বৈষ্ণববর্গকে সম্মাননা করিয়া বিদায় প্রদান করিবে। তদনন্তর প্রাতঃকালীন পূজা সমাধা করত শ্রীকৃষ্ণে উপবাসাদি অর্পণ করিতে হয়। ৯১। কাত্যায়নেরও উক্তি আছে যে, প্রভাতে স্নানান্তে হরির অর্চ্চনা পূর্ব্বক উপবাস অর্পণ করিতে হয়, তৎপরে ব্রতসিদ্ধ্যর্থ হরিকে স্মরণ পূর্ব্বক পারণ করিতে হইবে।

তন্মধ্যে একণে ব্রতসমর্পণমন্ত্র কথিত হইতেছে।—"হে কেশব! আমি অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া রহিয়াছি। এই ব্রত দ্বারা আপনি সুমুখ হইয়া মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্। আমাকে জ্ঞাননেত্র প্রদান করুন্।" এই দ্বাদশীতে প্রভাতে স্নানাদি উপচার প্রদান করিতে নাই। প্রামাণিক (কৃষ্ণাচার্য্যাদি) বৈষ্ণব মহাত্মগণের এই মত। ৯২।

দ্বাদশীর প্রভাতে যে ভগবানের স্নপন নিষিদ্ধ, অতঃপর তাহাই বিবৃত হইতেছে।—পদ্ম-পুরাণে ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে, দ্বাদশীতে হরিনির্ম্মাল্য অতিক্রম করিলে আজন্ম সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৯৩। ত্রৈলোক্য-মোহন পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, দ্বাদশীতে দিবাভাগে হরিকে

ত্রৈলোক্যমোহন-পঞ্চরাত্রে চ।—

স্নানং ন হরয়ে দদ্যাদ্দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবো দিবা।
পক্ষপূজাফলং সর্ব্বং বাস্কলায়োপগচ্ছতি॥ ইতি॥ ৯৪॥
অতো দিবা নিষিদ্ধত্বাদ্রজন্যাং স্নাপয়েৎ প্রভুম্।
পবিত্রদমনদ্বাদশ্যুৎসবে তু ন নিশ্যপি॥ ৯৫॥
নিত্যকৃত্যং সমাপ্যাথ শক্ত্যা বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ।
কুর্ব্বীত দ্বাদশীমধ্যে তুলসীং প্রাশ্য পারণম্॥ ৯৬॥

তথা চ স্কান্দে।—

কৃত্বা চৈবোপবাসন্তু যোঽশ্নাতি দ্বাদশীদিনে। নৈবেদ্যং তুলসীমিশ্রং পাপকোটিবিনাশনম্॥৯৭॥

অথ পারণে দ্বাদশ্যপেক্ষণম্।

যত্ত উক্তং পাদ্মে।—

মহাহানিকরী হ্যেষা দ্বাদশী লঙ্ঘিতা নৃণাম্। করোতি ধর্ম্মহরণমস্নাতেব সরস্বতী॥ ৯৮॥

বিষ্ণোর্দিবা ন স্নানমিতি॥ ৯৩॥ এতদেব পঞ্চরাত্রবচনেন সাধয়তি॥ ৯৪॥ পবিত্রারোপণদমনকারোপণদ্বাদশ্যোরুৎসবে তু রাত্রাবপি ন স্নাপয়েৎ। এতদপি কেষাঞ্চিদেব প্রামাণিকানাং মতং॥ ৯৫॥ নিত্যকৃত্যং বৈশ্বদেবাদিকং জপাদিকংবা। তুলসীং প্রাশ্যেতি তুলসীপ্রাশনপূর্ব্বং ভোজনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যদ্যপি নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রমিত্যাদিনা সদা তুলসীযুক্তমেব ভোজনং বিহিতমস্তি, তথাপি পারণে বিশেষতোঽবশ্যমেবেতি জ্ঞেয়ং॥৯৬॥ তদেব স্কন্দপুরাণোক্ত্যাভিব্যঞ্জয়তি কৃত্বেতি॥ ৯৭॥

লঙ্ঘিতা পারণায়ামতিক্রান্তা। অস্নাতা সরস্বতীবেতি, গঙ্গাদ্যাস্তু ত্যা নদীরুত্তীর্য্য পরে পারে স্নানং কার্য্যং,সরস্বত্যাস্তু প্রথমং স্নাত্বৈব পরং পারং গন্তব্যমিতি বিধেঃ স্নানমকৃত্বোল্লঙ্ঘিতা সরস্বতী যথা ধর্ম্মহরণং করোতি তদ্বদিত্যর্থঃ॥৯৮॥ দ্বাদশদ্বাদশীক্ষয়াদিতি দ্বাদশদ্বাদশীষু কৃতং পুণ্যং ক্ষীয়ত

স্নান করাইতে নাই। উক্ত দিনে স্নান করাইলে একপক্ষ কৃত পূজা বাস্কল দৈত্য কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ৯৪। সুতরাং দিবাভাগে নিষেধ হেতু দ্বাদশীর রজনী-যোগে প্রভুকে স্নান করাইতে হয়; কিন্তু পবিত্রারোপণ ও দমনকারোপণের দ্বাদশী উৎসবের রজনী যোগে স্নান করাইতে নাই। ৯৫। নিত্যকর্ম্ম সমাধা করত নিজ সাধ্যানুসারে দ্বিজাতিগণকে আহারীয় প্রদান করিয়া তদনন্তর প্রথমত তুলসী ভক্ষণ পূর্ব্বক দ্বাদশীতে পারণ করাই কর্ত্তব্য।৯৬। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, উপবাস পূর্ব্বক দ্বাদশীতে তুলসী-সমন্বিত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে কোটিপাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। ৯৭।

অতঃপর পারণে দ্বাদশীর অপেক্ষা কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে, সরস্বতী নদীতে স্নান না করিয়া পরপারে গমন করিলে যেরূপ ধর্ম্মহানি হয়,তদ্রূপ দ্বাদশী লঙ্ঘন করিলেও মানবগণের মহাহানি হইয়া থাকে। ৯৮। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, পারণদিন সমাগত হইলে

স্কান্দে। —পারণাহনি সম্প্রাপ্তে দ্বাদশীং যো ব্যতিক্রমেৎ। ত্রয়োদশ্যাস্তু ভুঞ্জানঃ শতজন্মানি নারকী
তত্রৈব শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগীরথসংবাদে। -

যো হি ভাগবতো ভূত্বা দ্বাদশীং ন হি সাধয়েৎ। কৃতস্য পূর্ব্বপুণ্যস্ত দত্তস্তেন বিভাবসুঃ॥

কৌর্ম্মে।—

একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতম্। ত্রয়োদশ্যাং ন তৎ কুর্য্যাৎ দ্বাদশ-দ্বাদশীক্ষয়াৎ॥

কিঞ্চ।—কলাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি দ্বাদশীং ন হ্যতিক্রমেৎ।

অতিক্রান্তা দ্বাদশী তু হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥

ভবিষ্যে। -যো দ্বাদশীমতিক্রম্য পারণং কুরুতে নরঃ। দ্বাদশাব্দকৃতং তস্য তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

দেবীরহস্যে।—

দ্বাদশীং সমতিক্রম্য পারণং যঃ করোতি হি। স্নানদানাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং তস্য জায়তে॥৯২॥

অল্পা চেদ্দ্বাদশী কুর্য্যান্নিত্যকর্ম্মারুণোদয়ে। অত্যল্পা চেন্নিশীথোর্দ্ধমামধ্যাহ্নিকমেব তৎ॥

অথ দ্বাদশ্যল্পত্বে কৃত্যসমাধানম্।

ভবিষ্যে।—স্বল্পায়ামথ ভূপাল দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে। স্নানার্চ্চনক্রিয়াঃ কার্য্যা দানহোমাদিসংযুতাঃ॥

ইতি হেতোরিত্যর্থঃ॥ ৯৯॥ অরুণোদয়ে নিত্যকর্ম্ম কুর্য্যাৎ। আমধ্যাহ্নিকং মধ্যাহ্নকৃত্যপর্য্যন্তং তন্নিত্যকর্ম্ম নিশীথাদূর্দ্ধমর্দ্ধরাত্রোপর্য্যেব কুর্য্যাৎ। আমধ্যাহ্নিকমিত্যেতৎ পূর্ব্বমপি দ্রষ্টব্যং॥

যিনি দ্বাদশী লঙ্ঘন পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে আহার করেন, শত জন্ম তাঁহাকে নরক ভোগ করিতে হয়। উক্ত স্থানেই মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে প্রকাশিত আছে যে, ভাগবত হইয়া দ্বাদশী-লঙ্ঘন করিলে স্বকৃত পূর্ব্ব পুণ্যরাশিকে অগ্নিতে নিপেক্ষ করা হয়। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, একাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক দ্বাদশীতেই পারণ করিবে, ত্রয়োদশীতে পারণ অকর্ত্তব্য; ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে দ্বাদশ দ্বাদশীর পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আরও লিখিত আছে, কলাদ্বয় বা কলাত্রয়ও দ্বাদশী লঙ্ঘন করিতে নাই, অতিক্রম করিলে দ্বাদশী পূর্ব্ব-পুণ্য-নাশিনী হয়েন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, দ্বাদশী লঙ্ঘন পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে আশু তদীয় দ্বাদশ-বর্ষার্জ্জিত পুণ্য বি*য় প্রাপ্ত হয়। দেবীরহস্যে লিখিত আছে, দ্বাদশী লঙ্ঘন পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে স্নান দানাদি কিছুই সফল হয় না।৯৯। পারণদিনে দ্বাদশী অল্পপরিমাণে থাকিলে অরুণোদয়সময়ে নিত্যক্রিয়া সমাধা করিতে হয়। তদপেক্ষাও দ্বাদশী অতি ন্যূন থাকিলে নিশীথের পর মধ্যাহ্নযাবৎ যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, তৎসমস্ত নির্ব্বাহ করিবে।

দ্বাদশীর অল্পত্বে কিরূপ কার্য্য করিবে, অতঃপর তাহারই নিরূপণ হইতেছে —ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজন্! দ্বাদশী অল্পপরিমাণে থাকিলে অরুণোদয়সময়ে, পূজা, দান ও হোম প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, পারণদিবসে দ্বাদশীর ন্যূনতা দৃষ্ট হইলে উষাকালে প্রাতঃকালীন ও মধ্যাহ্নকালীন উভয়বিধ ক্রিয়াই নিষ্পন্ন করিতে হয়।

পাদ্মে।—যদা ভবতি স্বল্পা হি দ্বাদশী পারণে দিনে।
উষঃকালে দ্বয়ং কুর্য্যাৎ প্রাতর্ম্মাধ্যাহ্নিকং তথা॥

নারদীয়ে।—

অল্পায়ামথ বিপ্রেন্দ্র দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে। স্নানার্চ্চনক্রিয়াঃ কার্য্যা দানহোমাদিসংযুতাঃ॥ ১০০॥

দেবলোক্তৌ, অতএবোক্তং সারদাপুরাণে।—

দিনকর্ম্ম দিনে সর্ব্বং কর্ত্তব্যং যদি তদ্দিনে। নৈব সিদ্ধিমবাপ্নোতি তদা রাত্রৌ বিধীয়তে॥ইতি

অথ সঙ্কটে পারণসমাধানম্।

স্কান্দে।—কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি।
আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাৎ॥ ১০১॥

অশক্ত্যা সঙ্কটে প্রাপ্তে পারণং বারিণা চরেৎ। তদ্ধি নৈবাশিতং নৈবানশিতঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ॥

অতএব তত্র।—

কলাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি দ্বাদশী যদি দৃশ্যতে। স্নানার্চ্চনাদিকং কর্ম্ম তদা রাত্রৌ বিধীয়তে॥

অরুণোদয়ে নিত্যকর্ম্মাচরণে ভবিষ্যপুরাণাদিবচনানি প্রমাণত্বেন লিখিত্বা অত্যল্পায়াং নিশীথাদূর্দ্ধমেব তৎকরণে স্কন্দপুরাণাদিবচনানি প্রমাণয়তি কলার্দ্ধামিতি। আমধ্যাহ্নাঃ মধ্যাহ্নাবধি যাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্যানি তাঃ সর্ব্বাঃ॥ ১০০-১০১॥ তৎ বারিণা পারণম্ আশিতং ভুক্তমিতি ন বিদুর্মনয়ঃ ইতিঃ। পশ্চাদ্ভোজনেঽপি দ্বির্ভোজনদোষপরিহারঃ। অনশিতঞ্চ ন বিদুরিত্যনেন দ্বাদশীলঙ্ঘনদোষপরি-

---

নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে, হে বিপ্রসত্তম! দ্বাদশীর ন্যূনতা দৃষ্ট হইলে অরুণোদয়সময়ে স্নান, দান, হোম ইত্যাদি ক্রিয়া সামাধা করিতে হয়।১০০। সারদাপুরাণে দেবলের উক্তি আছে যে, যদি দিবাকর্ত্তব্য ক্রিয়াসমূহ দিনেই করা উচিত বোধ হয়, তাহা হইলে দ্বাদশীর ন্যূনতা বশতঃ তৎসমস্ত সম্পন্ন হইবে না বলিয়া রজনীযোগে নিষ্পাদন করিবে।

অতঃপর সঙ্কটে পারণসমাধান ব্যক্ত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, মহাদেবের এইরূপ অনুশাসন আছে যে, অর্দ্ধকলামাত্র দ্বাদশী দৃষ্ট হইলে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহা নিশীথসময়ের পর নিষ্পাদন করিবে।১০১।উক্ত সময়ের মধ্যে সমস্ত কার্য্য সাধনে অক্ষমতা নিবন্ধন সঙ্কট উপস্থিত হইলে কার্য্যসম্পাদনের অগ্রে কেবলমাত্র জল দ্বারা পারণ করা কর্ত্তব্য। সুধীগণ এই পারণকে অশিত ও অনশিত বলিয়া বিদিত আছেন অর্থাৎ দ্বাদশীপারণ পক্ষে ভোজন আর নিত্যক্রিয়াকরণপক্ষে অভোজন হইল; কেন না, ব্রতরক্ষণার্থ কিঞ্চিন্মাত্র জলপানান্তে নিত্যক্রিয়াকরণে দোষ ঘটে না। উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, দুই কলা বা তিন কলামাত্র দ্বাদশী দৃষ্ট হইলে নিশাযোগে স্নানপূজাদি সমাধা করিবে। কালিকাপুরাণে ও সারদাপুরাণে লিখিত আছে, দ্বাদশীর অল্পতা দৃষ্ট হইলে স্নান, দান, হোম, প্রভৃতি কার্য্য নিশায় নিষ্পাদন করিতে হয়। ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইলে কিরূপে পারণ করা কর্ত্তব্য? এরূপ জিজ্ঞাস্

কালিকা-সারদাপুরাণয়োঃ।—

স্বল্পৈব দ্বাদশী যত্র স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। এজন্যামেব কর্ত্তব্যা দানহোমাদিসংযুতাঃ॥

সঙ্কটে বিষমে প্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ কথম্। অদ্ভিস্তু পারণং কুর্য্যাৎ পুনর্ভুক্তং ন দোষকৃৎ॥

কাত্যায়নোক্তৌ চ।—

মন্ত্রং জপিত্বা হরয়ে নিবেদ্যোপোষণং ব্রতী। অদ্ভিস্তু পারণং কুর্য্যাৎ সঙ্কটে বিষমে সতি॥

কিঞ্চ।—

সন্ধ্যাদিকং ভবেন্নিত্যং পারণন্তু নিমিত্ততঃ।
অদ্ভিস্তু পারয়িত্বা তু কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাদিকং পুনঃ॥ ইতি॥ ১০২॥

দ্বাদশী পূর্ব্বপাদীয়স্তত্র চেদ্ধরিবাসরঃ। দ্বাদশ্যাধিক্যতস্তিষ্ঠেৎ পারণং তত্র নাচরেৎ॥ ১০৩॥

অথ হরিবাসরকালে পারণনিষেধঃ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ। তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ॥

ক্বচিচ্চ।—

দ্বাদশ্যেকাদশী-যোগে বিখ্যাতো হরিবাসরঃ। একাদশ্যন্ত্যপাদশ্চ দ্বাদশ্যাঃ পূর্ব্ব এব হি।
হরিবাসর ইত্যাহুর্ভোজনং ন সমাচরেৎ॥

অথান্যোঽপি দ্বাদশীনিয়মঃ।

স্কান্দে।—

ক্ষৌদ্রং মাংসং সুরাং তৈলং ব্যায়ামং ক্রোধমৈথুনে।
পরান্নং কাংস্যতাম্বূলে লোভং নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনম্।
দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

হারঃ॥ ১০২। দ্বাদশ্যাঃ পূর্ব্বপাদসম্বন্ধী হরিবাসরঃ। তত্র পারণদিনে দ্বাদশ্যা আধিক্যতঃ বাহুল্যাৎ পঞ্চচত্বারিংশদ্দণ্ডিকোপরি বৃদ্ধিশ্চেদ্‌যদি তিষ্ঠেৎ, তত্র হরিবাসরে পারণং নাচরেৎ॥ ১০৩॥

হইলে তথায় কেবলমাত্র জলদ্বারা পারণ করিতে হয়, তদ্রূপ করিলে পুনর্ভুক্ত-দোষ ঘটে না। কাত্যায়নও বলিয়াছেন যে, দারুণ সঙ্কট সমাগত হইলে মন্ত্রজপ করত হরির উদ্দেশে উপবাস নিবেদন পূর্ব্বক জলদ্বারা পারণ করাই ব্রতীর কর্ত্তব্য। আরও লিখিত আছে যে, সন্ধ্যাদি নিত্য ক্রিয়া, পারণ নৈমিত্তিক কর্ম্ম; জল দ্বারা পারণ করত পুনর্ব্বার সন্ধ্যা করিবে। ১০২। দ্বাদশীর প্রথম পাদকে হরিবাসর কহে; উহা লঙ্ঘন পূর্ব্বক পারণ কর্ত্তব্য অর্থাৎ দ্বাদশীদিনে পঞ্চচত্বারিংশদ্দণ্ডের ঊর্দ্ধ যত দণ্ড পল দ্বাদশী থাকে, আদিতে সেই দণ্ড পল ত্যাগ করত পারণ করিতে হয়, কিন্তু হ্রাসবৃদ্ধিকালে ঐপ্রকার দ্বাদশীকে চতুর্থ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগ বর্জ্জন করিবে। ১০৩।

অনন্তর হরিবাসরকালে পারণ নিষেধ।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, দ্বাদশীর প্রথমপাদকে হরিবাসর কহে। তাহা লঙ্ঘন পূর্ব্বক পারণ করাই হরিপরায়ণের কর্ত্তব্য। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, একাদশী-যোগ হেতু দ্বাদশী হরিবাসর বলিয়া অভিহিত। সুধীগণ বলিয়া থাকেন যে,

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।—

কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথভাষণম্। ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বপ্নমথাঞ্জনম্।
শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ। দ্বাদশ্যাং বর্জ্জয়েন্নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০৪ ॥

বৃহস্পতিরপি।—

কাংস্যং মাংসং সুরাং দ্যূতং ব্যায়ামং ক্রোধমৈথুনম্।
হিংসামসত্যম্ লৌল্যঞ্চ তৈলং নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনম্।
দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

ক্বচিচ্চ।—

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকম্। রত্যৌষধপরান্নঞ্চ দ্বাদশ্যামষ্ট বর্জ্জয়েৎ ॥১০৫॥

অথোন্মীলনাদ্যষ্টমহাদ্বাদশীনাং বিশেসতো নিরূপণম্।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীসূতশৌনকসংবাদে।—

উন্মীলনী বঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী। জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥১০৬॥

এবং দ্বাদশ্যাং পূজাদিনিয়মং লিখিত্বান্যাননি নিয়মান্ লিখতি ক্ষৌদ্রমিতি ষড়্ভিঃ ॥ ১০৪ ॥
অসত্যমনৃতভাষণং ॥ ১০৫ ॥
উন্মীলনী তথা বঞ্জুলীত্যত্র ব্যঞ্জনীতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ১০৬ ॥

একাদশীর শেষপাদ ও দ্বাদশীর আদ্যপাদ হরিবাসর নামে পরিকীর্ত্তিত, উহাতে ভোজন নিষিদ্ধ।

অতঃপর দ্বাদশীর অপরাপর নিয়মসমূহ বিবৃত হইতেছে। – স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, বৈষ্ণব জন দ্বাদশীতে মধু, মাংস, মদ্য, তৈল, ব্যায়াম, রোষ, মৈথুন, পরান্ন, কাংস্যপাত্র, তাম্বূল, লোভ ও নির্ম্মাল্যলঙ্ঘন এই দ্বাদশটী পরিত্যাগ করিবেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে, যদি বৈষ্ণব ব্যক্তি দ্বাদশীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মদ্য, মধু, লোভ, মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, দিবানিদ্রা, অঞ্জন, শিলাপিষ্ট দ্রব্য ও মসূর, এই দ্বাদশটী পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে নিখিল পাতকের বিমোচন হয়। ১০৪। বৃহস্পতির উক্তি আছে যে, কাংস্যপাত্র, সুরা, মাংস, দ্যূতক্রীড়া, ব্যায়াম, রোষ, মৈথুন, হিংসা, মিথ্যাবাক্য, লোভ, তৈল ও নির্ম্মাল্য অতিক্রম, দ্বাদশীতে এই দ্বাদশটী ত্যাগ করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, দ্বাদশীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মসূর, চণক (ছোলা), কোরদূষক, মৈথুন, ঔষধ ও পরান্ন, এই আটটী পরিত্যাজ্য। ১০৫ ॥

অতঃপর উন্মীলন্যাদি অষ্ট মহাদ্বাদশীর বিশেষ নিরূপণ বিবৃত হইতেছে।--ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সূত-শৌনকসংবাদে লিখিত আছে, হে বিপ্র! উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী, এই অষ্টদ্বাদশী মহাপুণ্যস্বরূপিণী ও নিখিল পাতকহারিণী। এই আটটীর মধ্যে চারিটী তিথি-যোগে এবং অবশিষ্ট চতুষ্টয় নক্ষত্রযোগে হয়। এই সকল দ্বাদশী সবন্বে পাতকরাশি বিদূরিত করে।

অনন্তর উন্মীলনী-নিরূপণ হইতেছে।—একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া পরাহে (দ্বাদশীতে) বৃদ্ধি পাইলে অথচ দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হইলে তাহার নাম উন্মীলনী দ্বাদশী।

দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ। তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চাপরাস্তথা।
নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ ॥

তত্র উন্মীলনীনিরূপণম্।

একাদশী তু সংপূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা। দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা॥

অথ বঞ্জুলীনিরূপণম্।

দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈবৈকাদশী যদা। বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ কথিতা পাপনাশিনী ॥১০৭॥

অথ ত্রিস্পৃশানিরূপণম্।

অরুণোদয় আদ্যা স্যাদ্দ্বাদশী সকলং দিনম্। অন্তে ত্রয়োদশী প্রাতস্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃ প্রিয়া॥১০৮॥

অথ পক্ষবর্দ্ধিনী।

কুহূরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রয়াতে পক্ষবর্দ্ধিনী। বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥
পুণ্যশ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী-সংযুতাস্তু তাঃ। উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥১০৯॥
ব্রহ্মঘ্নমপি সা পূর্ব্বা বিশোধয়তি ভার্গব। বঞ্জুলীতি দ্বিতীয়া সা হত্যাযুতবিনাশিনী।
মহাপাপানি চত্বারি শোধয়েৎ ত্রিস্পৃশা ক্রমাৎ। কুরুতেঽশেষকলুষবিচ্ছেদং পক্ষবর্দ্ধিনী।
জয়া জয়ন্তী বিজয়া প্রেতমোক্ষং তথাপরা। জয়ন্তী নরকচ্ছেদমপি দুষ্কৃতকারিণাম্।
অষ্টমী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ যথার্থা পাপনাশিনী ॥ ১১০ ॥

পুনঃ পরদিনমিত্যর্থঃ।

বঞ্জুল্যা এব বিশেষণং পাপনাশিনীতি ॥ ১০৭ ॥

অরুণোদয়ে সূর্য্যোদয়ে . আদ্যা একাদশী। পাঠান্তরেঽপি সৈব অরুণোদয়ং ব্যাপ্য ॥১০৮॥

পুষ্যাদ্যং পুনর্ব্বসুনক্ষত্রং। সমফলা ইতি সর্ব্বাসাং নিত্যত্বাৎ ॥১০৯॥ পূর্ব্বা উন্মীলনী তথাপরা জয়ন্তী চেত্যর্থঃ। পুনর্জ্জয়ন্ত্যা বিশেষং দর্শয়তি জয়ন্তীতি। পাঠান্তরে জয়াদিত্রয়ং প্রেতমোক্ষং

এক্ষণে বঞ্জুলী-নিরূপণ বিবৃত হইতেছে।—হে ভৃগুসত্তম! একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া দ্বাদশী বৃদ্ধি পাইলে তাহার নাম বঞ্জুলী দ্বাদশী এ। দ্বাদশী নিখিল-পাতকহারিণী। ১০৬-১০৭।

অতঃপর ত্রিস্পৃশানিরূপণ।—অরুণোদয়ে একাদশী থাকিয়া তৎপরে সমস্ত দিবারাত্রি দ্বাদশী থাকিলে এবং পরে প্রাতঃকালে ত্রয়োদশী হইলে তাহার নাম ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী। এই দ্বাদশী শ্রীহরির পরম প্রীতিকরী। ১০৮।

অনন্তর পক্ষবর্দ্ধিনী-নিরূপণ হইতেছে।—অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধি পাইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশীর নাম পক্ষবর্দ্ধিনী, একাদশী বর্জ্জন পূর্ব্বক এই দ্বাদশীতে উপবাস করাই কর্ত্তব্য। পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু ও রোহিণী এই সকল নক্ষত্র-সমন্বিতা দ্বাদশীও উপোষ্যা। এই অষ্টবিধ দ্বাদশীর সকলের ফলই সমান ১০৯। হে ভৃগুসত্তম শৌনক! পূর্ব্বা (উন্মীলনী) দ্বাদশী ব্রহ্মহন্তারও বিশুদ্ধি সম্পাদন করেন; দ্বিতীয়া বঞ্জুলী দ্বাদশী দ্বারা অযুত-হত্যা-জনিত পাপের বিমোচন হয়, তৃতীয়া ত্রিস্পৃশা চতুর্ব্বিধমহাপাতক-শোধিনী এবং চতুর্থী পক্ষবর্দ্ধিনী অসংখ্য অসংখ্য কলুষচ্ছেদিনী। জয়া, জয়ন্তী ও বিজয়া এই তিনটী দ্বাদশী দ্বারা প্রেতত্বের মোচন হয়, পরন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠা জয়ন্তী

কিঞ্চ।—অথেতি মহতা পুণ্যপ্রসারেণ হরের্দিনম্। শুক্লপক্ষে ভৃগুশ্রেষ্ঠ বিশেষব্রতসংযুতম্।
তদায়াতমপি ত্যক্তং যদি পুণ্যং বহিঃশ্রুতৈঃ। তদেতদমৃতং প্রাপ্তং করাদ্বিগলিতং ক্ষণাৎ।
একাদশীস্বরূপেণ ধর্ম্মঃ সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ। তচ্ছরীরসমং প্রাহুর্ব্বঞ্জুল্যুন্মীলনীব্রতম্।
বিহায় বঞ্জুলীং পাপাঃ কারয়ন্ত্যবরাং তিথিম্। হিংসিতৈস্তৈরসৌ কৃষ্ণাক্ষর ইত্যবধারয়।
যে কারয়ন্ত্যবিদ্বাংসঃ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য হৈতুকাঃ। প্রাণিনস্তৎকৃতং পাপং তেষাং গচ্ছত্যসংশয়ম্।
তেষাং নিরভিমানৈস্তু ভূত্বা শাস্ত্রানুগামিভিঃ। যথাবদুপদেষ্টব্যং ন ভাব্যং কলুষাশয়ৈঃ॥১১১॥
ব্রাহ্মে বশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে।—
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী। সর্ব্বপাপহরা হ্যেতাঃ কর্ত্তব্যাঃ ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ॥১১২।

অথাষ্টমহাদ্বাদশীনিত্যত্বম্।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা যাঃ পুরাণবিচক্ষণৈঃ।
তাসামেকাপি চ হতা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥১১৩॥

কুরুতে। তথা পরেত্যস্য পরেণান্বয়ঃ। পরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, যত ইত্যর্থঃ। অষ্টমী পাপনাশিনী॥ ১০॥ হরের্দিনং উন্মীলন্যাদি। বহিশ্রুতৈঃ অশ্রুতশাস্ত্রৈরিত্যর্থঃ। ততস্মাৎ। অক্ষর ইতি বা পাঠঃ। ততঃ পদাবির্ভাবস্থানং তুল্যমিত্যর্থঃ। তেষাং গচ্ছতি তান্ প্রাপ্নোতি। ভাষ্যমিতি পাঠে মলিনাশয়ৈর্ভূত্বা ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ১১১॥ ফলং তত্রোক্তং যত্তৎকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ১১২। তাসাং মধ্যে হতা অতিক্রান্তা। পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ॥ ১১৩। যা অষ্টৌ দ্বাদশ্যস্তা যে ন করিষ্যন্তি॥১১৪॥

দুষ্কর্ম্মকারীর নরকগতিও খণ্ডন করেন। হে ভৃগুসত্তম! অষ্টমী প্রকৃতই পাতকনাশিনী। ১১০। আরও লিখিত আছে, হে ভৃগুসত্তম! উন্মীলন্যাদি অষ্ট মহাদ্বাদশী অতীব পুণ্যবর্দ্ধিনী, বিশেষতঃ শুক্লপক্ষে ব্রতবান্ হইলে অধিকতর পুণ্য প্রদান করেন। যাহাদিগের শ্রুতিবিবরে শাস্ত্রোক্তি প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহারা এই উপস্থিত পুণ্যদিন পরিত্যাগ করিলে বোধ হয় যেন, আশু তাহাদিগের হস্তগত সুধা স্খলিত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মস্বরূপ সাক্ষাৎ হরি একাদশীরূপে বিরাজমান। বঞ্জুলী ও উন্মীলনী দ্বাদশী তদীয় দেহবৎ বলিয়া কীর্ত্তিত। নিশ্চয় জানিও, বঞ্জুলী ত্যাগ পূর্ব্বক অপর তিথিতে উপবাস করিলে সেই সকল পাপী কর্ত্তৃক কৃষ্ণাক্ষর অর্থাৎ কৃষ্ণরূপী জনার্দ্দনকে নিহত করা হয়। যে সমস্ত তর্কবাদী পণ্ডিত শাস্ত্র অতিক্রম পূর্ব্বক জীবগণকে বঞ্জুলী ত্যাগ করাইয়া অপর তিথিতে উপবাসার্থ প্রবর্ত্তিত করেন, নিঃসন্দেহ ব্যবস্থাদাতা সেই সকল পণ্ডিত ঐ সকল জীবকুলকৃত পাতকে লিপ্ত হন। সুতরাং সুধীগণ নিরভিমান হইয়া শাস্ত্রানুসারে প্রকৃত উপদেশ প্রদান করিবেন, মলিনান্তঃকরণে উপদেশ দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ১১১। ব্রহ্মপুরাণে বশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে প্রকাশিত আছে, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই কয়টি দ্বাদশী নিখিলপাতক-হারিণী; সুতরাং ঐ সমস্ত দিনে ব্রত করা ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১১২।

অনন্তর অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে, সুধীগণ কর্ত্তৃক পুরাণে যে অষ্টমহাদ্বাদশী বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে একটীমাত্র ত্যাগ করিলেও সেই ত্যক্তা

পাদ্মে মার্কণ্ডেয়পুরাণে চ শ্রীভগবদুক্তৌ।—ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥১১৭॥

স্কান্দে চ ব্রহ্মনারদসংবাদে জাগরণপ্রসঙ্গে।—
উন্মীলনী পরিত্যক্তা বঞ্জুলী পক্ষবর্দ্ধিনী। নরকে বসতে তাবদ্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥
ত্রিস্পৃশা বিষ্ণুদয়িতা যে ন কুর্ব্বন্তি ভূতলে। তাবদ্যমপুরে বাসো যাবন্নদ্যঃ সসাগরাঃ ॥ ইতি ॥

অথ নক্ষত্রযুক্তানাং ব্রতকর্ত্তব্যতা।

জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে। ভান্বর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমান্যূনানি বা সন্তু ততোঽমীষাং ব্রতৌচিতী। কিংবা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণযোগ্যতা ॥ শ্রবণাব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু ধণু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমনপর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণম্। শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাম্।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ ॥১১৫॥

স্কান্দোক্তোন্মীলন্যাদীনাং সাহচর্য্যাৎ জয়াদীনামপি চতসৃণাং নিত্যত্বং সিদ্ধমেব। কিংবা তাস্বষ্টসু মধ্যে উন্মীলন্যাদীনামেব চতসৃণাং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ তত্র তাসামেব নিত্যত্বং যুক্তমিতি দিক্ ॥ ১৫

দ্বাদশী বর্জ্জনকারীর পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট করেন ১১৩। পদ্মপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে ভগবানের উক্তি আছে যে, যে সকল ব্যক্তি সংসারে আসিয়া অষ্ট মহাদ্বাদশীব্রত পালন না করে, আমার আদেশে মহাপ্রলয় যাবৎ তাহাদিগেকে শমনপুরে অবস্থিতি করিতে হয়। ১১৪। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে জাগরণ-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, উন্মীলনী, বঞ্জুলী ও পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশী ত্যাগ করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ নিরয়ে অবস্থিতি করিতে হয়। হরিবল্লভা ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর ব্রত না করিলে যত দিন ধরাধামে নদী ও সাগর বিদ্যমান থাকে, ততকাল যমপুরে অবস্থিতি করিতে হয়।

নক্ষত্রযোগে জয়াদি যে চারিটী দ্বাদশী হয়, অতঃপর সেই চারিটী দ্বাদশীর ব্রতকর্ত্তব্যতা কথিত হইতেছে।—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই চারিটী দ্বাদশীর বিষয় নিরূপণ করিতেছি। শুক্লা দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যা এই চারি নক্ষত্র আদিত্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্টিদণ্ড দিনমানে অধিক, সমান বা ন্যূন হইলে উক্ত নক্ষত্রচতুষ্টয়যুক্তা দ্বাদশীতে ব্রত করা কর্ত্তব্য। অথবা যদি আদিত্যোদয়ের অগ্রে অরুণোদয়ে কিংবা তৎপূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রচতুষ্টয় প্রবৃত্ত হইয়া ষষ্টিদণ্ড দিনমানে ষষ্টিদণ্ড ভোগ করত ত্রয়োদশীতে বর্দ্ধিত হয় কিংবা কেবলমাত্র ষষ্টিদণ্ড ভোগ করে, তাহা হইলে উক্ত দিনে ব্রত কর্ত্তব্য; কিন্তু ষষ্টিদণ্ড অপেক্ষা ন্যূন হইলে ব্রত করিবে না। শ্রবণা ব্যতীত পুনর্ব্বসু, রোহিণী ও পুষ্যা এই নক্ষত্রত্রয়যোগে মহাদ্বাদশীব্রত করিতে হইলে আদিত্যের অস্তগমন যাবৎ দ্বাদশী থাকা উচিত; অস্তগমনের ন্যূনে দ্বাদশীর অবসান হইলে পূর্ব্বকথিত প্রমাণে নক্ষত্র-যোগে দ্বাদশীব্রত হইতে পারে না এবং পূর্ব্বকথিত লক্ষণে শ্রবণা নক্ষত্রের সংযোগে আদিত্যাস্তের অগ্রে দ্বাদশীর শেষ হইলে সেই দ্বাদশীতেই ব্রত করণীয়। ১১৫।

অথ পারণকালনির্ণয়ঃ।

বৃদ্ধৌ ভতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণন্ততঃ। অন্তে স্যাচ্চেত্তিথিন্যূনা তিথিমধ্যে তু পারণম্॥
দ্বাদশ্যনন্বৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ। তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধৌ শেষয়োস্তদতিক্রমে॥
শ্রীদ্বাদশীচতুষ্কস্য মহতোঽসৌ বিনির্ণয়ঃ। নৃসিংহপরিচর্য্যাদিগ্রন্থদৃষ্ট্যা নিরূপিতঃ॥

অথোন্মীলন্যাদীনাং বিশেষতো মাহাত্ম্যং তাসু পূজাবিধিবিশেষশ্চ।

অথ তত্রাদৌ উন্মীলনীব্রতম্।

পাদ্মে।—

শ্রীসূত উবাচ।

রাজ্যং প্রকুর্ব্বতঃ পূর্ব্বমম্বরীষস্য বেশ্মনি। গৌতমস্তপসা শ্রেষ্ঠঃ সমায়াতো মহামুনিঃ॥
দৃষ্ট্বা তমাগতং রাজা সমুত্তস্থৌ নিজাসনাৎ। দত্ত্বার্ঘ্যং পরয়া ভক্ত্যা প্রোবাচাসনসংস্থিতম্॥

শ্রীঅম্বরীষ উবাচ।

স্বাগতং মুনিশার্দ্দূল প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ধন্যানামপি ধন্যোঽহং যত্ত্বং মদ্গৃহমাগতঃ॥
তপসঃ কুশলং তেঽস্য ভক্তিঃ শ্রীকেশবোপরি। নিশ্চলা মুনিশার্দ্দূল হৃদ ন্নাপসর্পতি॥

শ্রীগৌতম উবাচ।

তপসঃ কুশলং রাজন্ ভক্তিঃ কৃষ্ণে সুনিশ্চলা। কুশলং তব রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণান্ পাসি সর্ব্বদা॥১১৬॥

তে তব অদ্য ইদানীং তপসঃ কুশলং কিমিতি প্রশ্নঃ। তথা ভক্তিশ্চেতি চ॥১১৬॥ ভক্তিমেব

অতঃপর জয়া প্রভৃতি মহাদ্বাদশীর পারণ-সময় নিরূপিত হইতেছে।—উপবাসদিবসে নক্ষত্র ও তিথি বর্দ্ধিত হইয়া পারণদিনে কিঞ্চিৎ থাকিলে তিথির আধিক্যস্থলে নক্ষত্রের শেষে পারণ করিবে এবং নক্ষত্রের আধিক্য-স্থলে তিথিমধ্যে পারণ কর্ত্তব্য। পারণদিনে দ্বাদশী না থাকিলে এবং রোহিণী ও শ্রবণা বৃদ্ধি পাইলে নক্ষত্রমধ্যে আর পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা বৃদ্ধি পাইলে উহাদের অবসানে পারণ করিবে। নৃসিংহপরিচর্য্যাদি গ্রন্থ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক জয়াদি মহাদ্বাদশীচতুষ্টয়ের নিরূপণ কীর্ত্তন করিলাম।

অনন্তর উন্মীলন্যাদির বিশেষ মাহাত্ম্য ও ঐ সমস্ত দিনে পূজার বিশেষ বিধি কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে শ্রীসূত বলিয়াছেন, পুরাকালে নরপতি অম্বরীষ রাজ্য পালন করিতেছেন, ইত্যবসরে একদা তপঃশ্রেষ্ঠ মহামুনি গৌতম রাজগৃহে সমাগত হইলেন। নরপতি তাপসপ্রবরকে সমাগত দেখিয়া স্বীয় আসন হইতে গাত্রোত্থান করত পরমা ভক্তি সহকারে অর্ঘ্য দান পূর্ব্বক আসনে সমাসীন সেই ঋষিবরকে বলিলেন, হে তাপসপ্রবর! আপনি ত সুখে সমাগত হইয়াছেন? মৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন্। হে ভগবন্! মদীয় গৃহে আপনার শুভাগমনে আমি ধন্যগণের মধ্যেও অধিক ধন্য হইলাম। হে ঋষিবর! ভবদীয় তপস্যার কুশল ত? অটল হরিভক্তি ত আপনার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই? গৌতম বলিলেন, হে নৃপ! মদীয় তপস্যার কুশল, নিশ্চলা হরিভক্তিও হৃদয়ে বিরাজিত আছে। হে নৃপেন্দ্র! আপনি নিরন্তর দ্বিজাতিবর্গের পালনকর্ত্তা, ভবদীয় কুশল ত? ১১৬। হে রাজন্! নিরন্তর ভগবানের প্রতি

ভক্তিং ভাগবতীং নিত্যং কিং করোষি নরাধিপ। শালগ্রামময়ং বিশ্বং কিং ত্বং পশ্যসি প্রত্যহম্।
গৃহীত্বা স্নানতোয়ন্তু কিং ত্বং পিবসি প্রত্যহম্॥
দত্ত্বা বৈ বৈষ্ণবানাস্তু প্রোক্ষণং কুরুষে গৃহে। তদ্বিলেপনশেষেণ হ্যঙ্গানি পরিমার্জ্জসি॥
শালগ্রামশিলামালাং দত্ত্বা মূর্দ্ধনি প্রত্যহম্। কিন্ধারয়সি ভূপাল কণ্ঠে নিত্যং সুভক্তিতঃ॥
ধূপশেষন্তু কৃষ্ণস্য ভক্ত্যা ভজসি ভূমিপ। কৃত্বা চারাত্রিকং বিষ্ণোর্ভক্ত্যা বন্দয়সে নৃপ॥ ১১৮।
শঙ্খোদকং হরের্মূর্দ্ধ্নি ভ্রাময়িত্বা সুভক্তিতঃ। বিভর্ষি শিরসা নিত্যং শেষং যচ্ছসি বৈষ্ণবান্॥১১৯॥
নৈবেদ্যং দেবদেবস্য সর্ব্বোপস্করসংযুতম্ বিষ্বক্সেনায় দত্ত্বা ত্বং ভুঞ্জসে বৈষ্ণবৈঃ সহ॥
নিত্যং নামসহস্রেণ ভক্ত্যা স্তৌষি জনার্দ্দনম্। দীপার্ঘ্যদানং দেবস্য কুরুষে গীতনর্ত্তনম্॥
দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ পূজয়িত্বা পূজান্তে মধুসূদনম্। অক্ষতৈর্নৃপশার্দ্দূল কিমর্চ্চয়সি কেশবম্॥
পক্ষে পক্ষে নৃপশ্রেষ্ঠ বিধিবদ্দ্বাদশীব্রতম্। দশমীবেধরহিতং কুরুষে জাগরান্বিতম্॥ ১২০॥
তুলসীপত্রনিকরৈর্নিত্যং পূজয়সে হরিম্। পুণ্ড্রং বিভর্ষি দেহে ত্বং গোপীচন্দনসম্ভবম্।
বিভর্ষি কণ্ঠে ত্বং নিত্যং ধাত্রীফলসমুদ্ভবাম্। মালাং মণাযুতসমাং তুলসীপত্রসম্ভবাম্॥ ১২১॥

প্রপঞ্চয়তি শালগ্রামেত্যাদিনা প্রযত্নতঃ ইত্যন্তেন। বিশ্বং শ্রীমূর্ত্তিং। কিমিত্যগ্রে সর্ব্বত্রৈবানুবর্ত্তনীয়ং প্রশ্নপ্রকরণবশাৎ॥ ১১৭॥ দত্ত্বা বৈষ্ণবেভ্য ইতি শেষঃ॥ ১১৮॥ বৈষ্ণবানিতি পাঠে তান্ প্রতি। শেষং নির্ম্মাল্যং কিং যচ্ছসি॥ ১১৯॥ উপস্করা ব্যঞ্জনাদীনি॥ ১২০। তুলসীপত্রসম্ভবাঞ্চ মালাং॥ ১২১॥

আপনার ভক্তি বিদ্যমান আছে ত? প্রতিদিন এই জগৎ-সংসারকে শালগ্রামময় জ্ঞানে ত দর্শন করিয়া থাকেন? প্রত্যহ শালগ্রামশিলোদকের বন্দনা করেন ত? শালগ্রামশিলার চরণোদক ত প্রতিদিন পান করেন? ১১৭। আপনি ত বৈষ্ণবগণকে পাদোদক অর্পণ পূর্ব্বক গৃহে প্রোক্ষণ করেন? প্রভুর অঙ্গলেপনাবশেষ দ্বারা কি অঙ্গসমূহ মার্জ্জনা করিয়া থাকেন? হে নরাধিপ! প্রতিদিন ভক্তি সহকারে শালগ্রামশিলার মাল্য শিরোদেশে অর্পণ পূর্ব্বক প্রত্যহ কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া থাকেন ত? হে মহীপাল! ভক্তিমান্ হইয়া শ্রীহরির ধূপশেষের আঘ্রাণ লইয়া থাকেন ত? হে মহারাজ! হরির আরাত্রিক করত ভক্তি সহকারে কি বন্দনা করিয়া থাকেন? ১১৮। ভগবানের শিরোদেশে জলপূরিত শঙ্খ ভ্রামিত করিয়া দিব্য ভক্তি সহকারে প্রত্যহ শিরোদেশে ধারণ করেন ত? সেই সলিলাবশেষ পরে বৈষ্ণবগণকে ত অর্পণ করিয়া থাকেন? ১১৯। হে নৃপ! ভগবান্ হরির সর্ব্বোপকরণসংযুক্ত নৈবেদ্য বিষ্বক্সেনকে প্রদান পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণ সহ ভোজন করিয়া থাকেন ত? প্রত্যহ ভক্তিমান্ হইয়া সহস্রনামস্তব দ্বারা হরিকে ত স্তব করিয়া থাকেন? দীপ ও অর্ঘ্য অর্পণ পূর্ব্বক প্রভুর গুণকীর্ত্তন ও নৃত্য ত করিয়া থাকেন? দূর্ব্বাঙ্কুরযোগে হরির অর্চ্চনা পূর্ব্বক তদন্তে মাধবকে আতপতণ্ডুল দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন ত? হে নৃপসত্তম! প্রতি পক্ষে ত দশমীবেধহীন জাগরণযুক্ত দ্বাদশীব্রত বিধানে সম্পাদন করেন? ১২০। প্রত্যহ তুলসীপত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ত? শরীরে গোপীচন্দনের পুণ্ড্র ধারণ করেন ত? আপনি প্রত্যহ ত আমলকীফলগ্রথিত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া

শালগ্রামশিলাযুক্তং দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভবম্। নিত্যং পূজয়সে ভূপ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥
পুরাণং ত্বং ভাগবতং পঠসে পুরতো হরেঃ। চরিত্রং দৈত্যরাজস্য প্রহ্লাদস্য চ ভূপতে॥
বাসরং বাসুদেবস্য সবেধং কুর্ব্বতো নরান্। নিবারয়সি ভূপাল শাস্ত্রদৃষ্ট্যা প্রযত্নতঃ॥
সবেধং বাসরং বিষ্ণোর্যস্মিন্ রাষ্ট্রে প্রবর্ত্ততে। লিপ্যতে তেন পাপেন রাজা ভবতি নারকী।
বেধং চতুর্ব্বিধং ত্যক্ত্বা সমুপোষ্য হরেদিনম্। কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য নরকাদ্ব্রজতে দিবম্॥

অম্বরীষ উবাচ।

ত্বয়া যদুক্তং বিপ্রেন্দ্র তৎ সর্ব্বং প্রকরোম্যহম্। পশ্যাম্যহং বিষ্ণুময়ং জগদেতচ্চরাচরম্॥
বিষ্ণুরূপী ত্বমায়াতো মদগৃহং মুনিসত্তম। ব্রতং কথয় মে বিপ্র বৈষ্ণবং সর্ব্বকামদম্।
যৎ কৃত্বা ন পুনঃ কার্য্যং ভবতে ঋষিসত্তম। পুনর্গতির্যথা বিপ্র বিষ্ণুলোকাত্তবেন্ন হি॥

শ্রীগৌতম উবাচ।

শৃণু ভূপাল বক্ষ্যামি ব্রতং যদ্বৈষ্ণবং মহৎ। দ্বাদশীসম্ভবং পুণ্যং ময়াখ্যাতং ন কস্যচিৎ॥ ১২২॥
বৈষ্ণবোঽসি মহারাজ ভক্ত্যা ভাগবতাং নৃণাম্। বৈষ্ণবং যন্মহাগুহ্যং তদ্ব্রতং ত্বং নিশাময়॥
উন্মীলনী নাম পুরা মম ভক্ত্যা তু বিষ্ণুনা। কথিতা সুপ্রসন্নেন তাং তে ভূপ বদাম্যহম্॥
সম্পূর্ণৈকাদশী প্রাতর্দ্বিতীয়েঽহ্নি প্রবর্দ্ধতে। উন্মীলনীতি সা প্রোক্তা পাপপঙ্কৌঘনাশিনী॥১২৩॥

দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভবং দ্বারকাসম্বন্ধি চক্রাঙ্কং॥ ১২২॥ ভাগবতানামিতি বক্তব্যে ভাগবতা-

থাকেন? অযুতবজ্র সদৃশী তুলসী-পত্রজাত-মালা ত কণ্ঠে ধারণ করেন? । ১২১। আপনি ত প্রত্যহ শালগ্রামশিলাসমন্বিত, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ দ্বারকোদ্ভব শিলার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন? কেশবের সম্মুখে ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন কি? হে রাজন্! দেবদেব জনার্দ্দনের সম্মুখে দৈত্যপতি প্রহ্লাদের চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন ত? হে ভূপ! যাহারা দশমীবিদ্ধা একাদশী-ব্রত করিতে সমুদ্যত হয়, শাস্ত্রদৃষ্টি করত সযত্নে আপনি ত তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া থাকেন? যে রাজ্যে দশমীবিদ্ধা একাদশী প্রচলিত আছে তদ্দেশীয় নরপতিও সেই পাতকে লিপ্ত হইয়া নিরয়গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি চতুর্ব্বিধ দশমীবেধ বিসর্জ্জন করিয়া হরিবাসরে উপবাস করেন, তিনি স্বীয় কোটিকুলকে নিরয় হইতে পরিত্রাণ করত সুরধামে প্রস্থান করেন। অম্বরীষ বলিলেন, হে বিপ্রসত্তম! আপনি যে যে বিষয় প্রশ্ন করিলেন, আমি সমস্তই সম্পাদন করি এবং চরাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণুময় দর্শন করিয়া থাকি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি হরিরূপী, মদীয় ভবনে আপনার আগমন হইয়াছে, হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বকামপ্রদ বৈষ্ণবব্রত মৎসকাশে কীর্ত্তন করুন। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! যে বৈষ্ণবব্রতের ফলে আর পুনর্ব্বার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয় না, যাহার প্রসাদে হরিধাম হইতে আর পুনরাগমন করিতে হয় না, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। গৌতম কহিলেন, হে রাজন্! শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবব্রত কীর্ত্তন করি, অবধান করুন্। দ্বাদশীজাত পুণ্যের বিষয় আর কাহারও নিকট এ যাবৎ প্রকাশ করি নাই। ১২২। হে রাজন্! আপনি বৈষ্ণব, আপনার নিকট ভাগবতগণের বৈষ্ণবব্রত বর্ণন করিতেছি, ভক্তি সহকারে অবধান করুন। হে রাজন্! পুরাকালে দেবদেব

ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। কোট্যংশেনৈব তুল্যানি মখা বেদাস্তপাংসি চ॥১২৪
উন্মীলনীসমং কিঞ্চিন্ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ময়া। প্রয়াগো ন কুরুক্ষেত্রং ন কাশী ন চ পুষ্করম্।
ন রেবা ব্রহ্মতনয়া কালিন্দী মথুরা ন হি। পিণ্ডারকং প্রভাসঞ্চ ন ক্ষেত্রং হাটকেশ্বরম্।
শৈলা হিমাচলো নৈব ন মেরুর্গন্ধমাদনঃ। শৈলো নৈবেহ মলয়ো ন বিন্ধ্যো নৈব নৈষধঃ।
গোদাবরী চ কাবেরী চন্দ্রভাগা ন দেবিকা। ন তাপী ন পয়োষ্ণী চ ন শিপ্রা নৈব চন্দনা।
চর্ম্মণ্বতী চ সরযূশ্চন্দ্রভাগা ন গণ্ডকী। গোমতী চ বিপাশা চ শোণশ্চৈব মহানদঃ।
কিমত্র বহুনোক্তেন ভূয়ো ভূয়ো নরাধিপ। নোন্মীলনীসমং কিঞ্চিন্ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ।
উন্মীলনীমনুপ্রাপ্য যৈঃ কৃতং কেশবার্চ্চনম্। পাপক্রমসমূহস্য দত্তস্তেন দবানলঃ॥ ১২৫॥
যস্মিন্ মাসে মহীপাল তিথিরুন্মীলনী ভবেৎ। তন্মাস-নাম্না গোবিন্দঃ পূজনীয়ো যথাবিধি॥১২৬॥
জাতরূপময়ঃ কার্য্যো মাসনাম্না তু মাধবঃ। স্বশক্ত্যা বিশ্বরূপঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতৈঃ।
পবিত্রোদকসংযুক্তং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্। গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যুক্তং কুম্ভং স্রগ্‌দামভূষিতম্।

মিত্যর্থঃ॥ ১২৩॥ কোটীনামংশানামেকেনৈবাংশেন তীর্থানি তুল্যানীত্যর্থঃ। যদ্বা কোট্যংশে বিষয়েঽপি নৈব তুল্যানি। ১২৪॥ তদেব প্রপঞ্চয়তি উন্মীলনীতি ষড়্ভিঃ। প্রয়াগমিত্যাদীনাং নপুংসকত্বমার্ষং। এবং সর্ব্বত্রৈবোহ্যং। ব্রহ্মতনয়া সরস্বতী॥ ১২৫॥ এবং মাহাত্ম্যমুক্ত্বা তত্র পূজাবিধিবিশেষমাহ যস্মিন্নিত্যাদিনা কথানকৈরিত্যন্তেন। তন্মাসনাম্নেতি মার্গাদি দ্বাদশমাসেষু ক্রমেণ কেশবাদ্যা দামোদরান্তাঃ কেশবাদিন্যাসাদৌ লিখিতা দ্বাদশ দেবতাঃ। অতস্তন্মাসদেবতা-নাম্নেত্যর্থঃ। অতশ্চ তত্তদায়ুধাদিকমপি তথৈব কর্ত্তব্যমিত্যূহ্যং। এবমগ্রেঽপি॥ ১২৬॥ স্বশক্ত্যা নিজশক্ত্যনুসারেণ। বিশ্বরূপং সমগ্রসৌন্দর্য্যং যথা স্যাৎ। যদ্বা তদীয়াখিলায়ুধাদ্যুপাঙ্গক্ষে-

বিষ্ণু মদ্ভক্তিতে প্রীত হইয়া আমাকে উন্মীলনী-ব্রতের উপদেশ দেন, আমি ত্বৎ-সকাশে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। সম্পূর্ণা একাদশী হইয়া দ্বাদশীর প্রভাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই তাহার নাম উন্মীলনী। এই উন্মীলনী নিখিল পাপক্ষয়কারিণী। ১২৩। ত্রিভুবনের নিখিল তীর্থ, পবিত্র আশ্রম-সমুদয়, যজ্ঞ সকল ও যাবতীয় তপস্যাও উন্মীলনী-ব্রতের কোটি অংশের একাংশের সমান নহে। ১২৪। উন্মীলনীর সদৃশ কিছুই দেখি নাই এবং কিছুই শুনি নাই। প্রয়াগ, কুরু-ক্ষেত্র, বারাণসী, পুষ্কর, রেবা, সরস্বতী, যমুনা, মথুরা, পিণ্ডারক, প্রভাস, হাটকেশ্বর, হিমগিরি, সুমেরু, গন্ধমাদন, মলয়, বিন্ধ্য, নৈষধ গিরি, গোদাবরী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, দেবিকা, তাপী, পয়োষ্ণী, শিপ্রা, চন্দনা, চর্ম্মণ্বতী, সরযূ, চন্দ্রভাগা, গণ্ডকী, গোমতী, বিপাশা, মহানদ, ও শোণ এ সমস্তও উন্মীলনীর সদৃশ নহে। হে মহীপাল! পুনঃ পুনঃ অধিক আর কি কহিব? উন্মীলনীর ন্যায় অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, এবং হরির সদৃশ দেবতাও আর নাই। যাঁহারা উন্মীলনী দ্বাদশী পাইয়া হরির পূজা করেন, তাঁহাদিগের নিখিল পাতকচক্র দাবাগ্নিতে প্রদত্ত হইয়াছে জানিবে। ১২৫। হে ভূপতে! কোন মাসে উন্মীলনী তিথি আগত হইলে সেই মাসে প্রভুর যে নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই নাম উল্লেখ করত বিধানে হরির পূজা করিবে। ১২৬। যে মাসে হরির যে নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই মাসে সেই নামে হরির

পাত্রমৌডুম্বরং কার্য্যং গোধূমৈশ্চাপি পূরিতম্। তণ্ডুলৈর্ব্বা মহীপাল স্থাপনীয়ং ঘটোপরি।
স্নাপয়িত্বা তু গোবিন্দং কুঙ্কুমাগুরুচন্দনৈঃ। কৃত্বা বিলেপনং বিষ্ণুঃ স্থাপনীয়ো ঘটোপরি ॥ ১২৭ ॥
প্রদদ্যাদ্বস্ত্রযুগ্মন্তু সোপবীতঞ্চ সোত্তরম্। উপানহৌ চ রাজর্ষে আতপত্রং শিরোপরি।
ভাজনং জলপাত্রঞ্চ সপ্তধান্যং তিলৈঃ সহ। রূপ্যং চৈব চ কার্পাসং পায়সং মুদ্রিকাং হরেঃ।
ধেনুং বা নিষ্ক্রয়ং বাপি দদ্যান্মাধবতুষ্টয়ে। শয্যাং সোপস্করাং দত্বা মাধবায় তু ভক্তিতঃ।
ধূপদীপন্তু নৈবেদ্যং ফলং পত্রং নিবেদয়েৎ। পূজনীয়ো মহাভক্ত্যা মন্ত্রৈরেভিস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তুলসীপত্রসংযুক্তৈঃ পুষ্পৈঃ কালোদ্ভবৈর্হরিঃ ॥ ১২৮ ॥
মাসনাম্না তু পাদৌ হি জানুনী বিশ্বরূপিণে। গুহ্যন্তু কামপতয়ে কটিঞ্চ পীতবাসসে।
ব্রহ্মমূর্ত্তিভৃতে নাভি-মুদরং বিশ্বযোনয়ে। হৃদয়ং জ্ঞানগম্যায় কণ্ঠং বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ে।
উরুগায় ললাটন্তু বাহূ ক্ষত্রান্তকারিণে। উত্তমাঙ্গং সুরেশায় সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বমূর্ত্তয়ে ॥ ১২৯ ॥
স্বনাম্না চায়ুধাদীনি পূজনীয়ানি ভক্তিতঃ।
অর্ঘ্যদানং প্রকর্ত্তব্যং নারিকেলাদিভিঃ ফলৈঃ ॥ ৩০ ॥

ত্যর্থঃ। কুম্ভং স্থাপয়েদিতি শেষঃ। স্নাপয়িত্বা পঞ্চামৃতাদিনা। ঘটোপরি স্থাপনীয় ইতি ঘটোপরি যত্তাম্রপাত্রং তদুপরীত্যর্থঃ। তত্রাপি ঘটোপরি তস্যাব্যভিচারাৎ। স্থাপনঞ্চ— এহ্যেহি ত্বং জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম। পরিবারগণোপেত লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতে। ইত্যাবাহনেন, তথা মনোজূতিরিতি প্রতিষ্ঠাদিনা চ জ্ঞেয়ং। গন্ধপুষ্পাদিসমর্পণঞ্চ তন্নাম-মন্ত্রেণৈব ॥ ১২৭ ॥ সোত্তরম্ উত্তরীয়সহিতম্ ॥ ১২৮ ॥ অবয়বপূজামাহ মাসেতি ত্রিভিঃ। মাসনাম্না স্বনাম্নেত্যর্থঃ। অত্র সর্ব্বত্রৈব নমঃশব্দঃ প্রযোজ্যঃ। অতএব মন্ত্রাঃ। পাদৌ পূজয়েদিতি শেষঃ। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র ॥ ১২৯ ॥ স্বনাম্না সুদর্শনায় নম ইত্যাদিনা রূপেণ ॥ ৩০ ॥

স্বর্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে শ্রদ্ধা-ভক্তিমান্ হইয়া বিশুদ্ধ বারি-সমন্বিত, পঞ্চরত্ন-বিশিষ্ট, গন্ধ-পুষ্পাক্ষতান্বিত, মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত কুম্ভ কিংবা তাম্রভাণ্ড প্রস্তুত করত তাহা গোধূম অথবা তণ্ডুল দ্বারা পূরিত করিয়া তদুপরি বিশ্বরূপ হরির মূর্ত্তি স্থাপিত করিতে হয়। ১২৭। হে রাজর্ষে! উপবীত ও উত্তরীয় সহ বস্ত্রদ্বয়, পাদুকাযুগল ও শিরোদেশে ছত্র অর্পণ করিবে। হরির প্রীত্যর্থ জলপাত্র, সতিল সপ্তধান্য, রূপ্য, কার্পাস, পায়স, মুদ্রিকা (পিষ্টকাদি), এবং ধেনু বা তন্মূল্য অর্পণ করিতে হয়। ভক্তি সহকারে হরিকে উপস্কর (আচ্ছাদন বস্ত্রাদি) সমন্বিত শয্যা অর্পণ পূর্ব্বক ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফল ও পত্র দান করিবে। বৈষ্ণবগণ (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্ব্বক তুলসীপত্র ও যথাকালজাত পুষ্প দ্বারা জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিবেন। ১২৮। যে মাসে হরির যে নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পদযুগল, বিশ্বরূপ নামে জানুযুগল, কামপতি নামে গুহ্য, পীতবাসা নামে কটি-দেশ, ব্রহ্মমূর্ত্তিভৃৎ নামে নাভিস্থল, বিশ্বযোনি নামে জঠর, জ্ঞানগম্য নামে হৃদয়, বৈকুণ্ঠ মূর্ত্তি নামে কণ্ঠ, উরুগ নামে ভালদেশ, ক্ষত্রান্তকারী নামে বাহুযুগল, সুরেশ নামে মস্তক ও সর্ব্বমূর্ত্তি নামে সর্ব্বাঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। ১২৯। স্ব স্ব নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভক্তি-

শঙ্খোপরি ফলং কৃত্বা গন্ধপুষ্পফলান্বিতম্। সূত্রেণ বেষ্টনং কৃত্বা দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ॥
দেবদেব মহাদেব মহাপুরুষ পূর্ব্বজ। সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু পুণ্যকীর্ত্তিবিবর্দ্ধন॥
শোকমোহমহাপাপান্মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ। সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিজ্জন্মান্তরশতৈরপি।
তথাপি মাং জগন্নাথ সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ॥ ব্রতেনানেন দেবেশ যে চান্যে মম পূর্ব্বজাঃ।
বিযোনিঞ্চ গতাশ্চান্যে পাপান্মৃত্যুবশঙ্গতাঃ।
যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতাঃ প্রেতলোকাৎ সমুদ্ধর॥
আর্ত্তস্য মম দীনস্য ভক্তিরব্যভিচারিণী। দত্তমর্ঘ্যং ময়া তুভ্যং ভক্ত্যা গৃহ্ণ গদাধর॥
দত্বার্ঘ্যং ধূপদীপাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈর্হবিরুত্তমৈঃ। স্তোত্রৈর্নীরাজনৈর্গীতৈর্নৃত্যৈঃ সন্তোষয়েদ্ধরিম্॥
বস্ত্রদানৈশ্চ গোদানৈর্ভোজনৈস্তোষয়েৎ গুরুম্। অকুর্ব্বন্ বিত্তশাঠ্যন্তু ব্রতং কুর্য্যাত্তু বৈষ্ণবঃ॥
তুষ্ট্যর্থং পদ্মনাভস্য কার্য্যং জাগরণন্তথা। নিশান্তে ব্রতকৃত্যন্তু গুরবে তন্নিবেদয়েৎ॥
গুরৌ নিবেদিতে ভূপ পরিপূর্ণং ভবেদ্ব্রতম্। কৃত্বা দিনকৃতং কর্ম্ম ভোজনং ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
কর্ত্তব্যং নৃপশার্দ্দূল দিনং নেয়ং কথানকৈঃ॥ ১৩১॥
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাদুন্মীলনীব্রতম্। কল্পকোটিসহস্রাণি বসতে বিষ্ণুসন্নিধৌ॥ ১৩২॥

বিধানত ইতি সজলকুম্ভমশঙ্খোপরি একসূত্রবেষ্টিতং গন্ধাদিসহিতং ফলং কৃত্বার্ঘ্যং দদ্যাদিতি জ্ঞেয়ং। তত্র মন্ত্রঃ দেবদেবেত্যাদি। ব্রতকৃত্যং ব্রতোপস্করং শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং। দিনকৃতং দিনকৃত্যং। কথানকৈঃ ভগবদ্বার্ত্তাদিভিঃ॥ ১৩১। এবং ব্রতস্য পুনঃ ফলবিশেষমাহ অনেনেতি দ্বাভ্যাং॥ ১৩২॥

সহকারে আয়ুধাদির অর্চ্চনা করিবে এবং নারিকেল প্রভৃতি দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। ১৩০। শঙ্খের উপরিভাগে গন্ধ, পুষ্প ও ফল স্থাপন করত একটি সূত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক যথাবিধানে অর্ঘ্য দিতে হয়। "হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে মহাপুরুষ! হে পূর্ব্বজ! হে সুব্রহ্মণ্য! হে পুণ্য-কীর্ত্তিবর্দ্ধন! আপনাকে নমস্কার। আমাকে শোক মোহ ও মহাপাতকস্বরূপ সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন্। হে দেবেশ! মদীয় পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে যাঁহারা বিযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, পাতক নিবন্ধন যাঁহারা কালবশগত হইয়াছেন, ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং যাঁহারা গত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রেত লোক হইতে পরিত্রাণ করুন। আমি আর্ত্ত ও দীন, আমি যেন অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রাপ্ত হই। হে গদাধর! মৎকর্ত্তৃক ভক্তি সহকারে প্রদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্।" এই প্রকারে অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া ধূপদীপাদি, ঘৃতপক্ক নৈবেদ্য, স্তব, নীরাজন, গীত ও নৃত্য দ্বারা প্রভুর তুষ্টি সম্পাদন করিবে। তৎপরে বসন ও ধেনু দান এবং আহারাদি প্রদান করিতে হয়। অর্থবিষয়ে কৃপণতা না করিয়া ব্রত করা এবং শ্রীহরি প্রীত্যর্থ জাগরণ করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। রজনীর শেষে ব্রতকৃত্য (ব্রতের উপকরণ শ্রীমূর্ত্ত্যাদি) গুরুদেবকে প্রদান করিবে। হে নৃপ! গুরুদেবকে অর্পণ করিলেই ব্রত পরিপূর্ণ হয়। হে রাজসত্তম! তদনন্তর আহ্নিকাদি সম্পাদন করত দ্বিজাতিগণের সহিত আহার করিবে। তৎপরে হরিকথা দ্বারা দিন অতিপাত করিতে হয়। ১৩১। এই প্রকার নিয়মে উন্মীলনী ব্রত করিলে কোটি কল্প সহস্র হরি-সন্নিধানে অবস্থিতি করিতে পারে। ১৩২।

কিঞ্চ।—

উন্মীলনীব্রতং কুর্য্যাদেবং যঃ স ধনী ভবেৎ। দীর্ঘায়ুঃ পুত্রবান্ বিদ্বান্ ন কর্ত্তা নিরয়ং ব্রজেৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূতশৌনকসংবাদে।—

তাবৎ পাপানি দেহেষু দুঃসহা যমযাতনাঃ। প্রাণিনাং কুরুতে তাবদ্যাবন্নোন্মীলনীব্রতম্॥

যদত্র দীয়তে দানং হূয়তে বাত্র যদ্ধবিঃ। সর্ব্বং তদক্ষয়ং প্রাহুরুন্মীলন্যাং মহর্ষয়ঃ॥ ১৩৩॥

ইত্যুন্মীলনীব্রতম্।

অথ বঞ্জুলীব্রতম্।

পাদ্মে এব শ্রীগৌতমাম্বরীষসংবাদে।—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র দ্বাদশী চ যদা ভবেৎ। ত্রয়োদশ্যাং মুহূর্ত্তার্দ্ধং বঞ্জুলী সা হরিপ্রিয়া॥

শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে যদা ভবতি বঞ্জুলী। একাদশীদিনে ভুক্ত্বা দ্বাদশ্যাং কারয়েদ্ব্রতম্॥

পারণং দ্বাদশীমধ্যে ত্রয়োদশ্যাং ন কারয়েৎ। এবং কৃতে মহীপাল যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ॥

দ্বাদশ্যান্তু নিরাহারঃ পারণা চাপরেঽহনি। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং করিষ্যে বঞ্জুলীব্রতম্॥

ইতি নিয়মমন্ত্রঃ॥ ১৩৪॥

যাবদুন্মীলনীব্রতং ন কুরুতে পুনঃ তাবদেব প্রাণিনাং দেহেষু পাপানি তাবচ্চ যমযাতনা দুঃসহা ভবন্তীত্যন্বয়ঃ। নকারাভাবপাঠেঽপি উন্মীলনীব্রতাচরণং যাবদেব, পাপাদয়স্তিষ্ঠন্তি তাবদেব; তস্মিন্ সতি চ ন তিষ্ঠন্তীতি তথৈবার্থঃ॥ ১৩৩॥

দ্বাদশী চ সম্পূর্ণা সতী ত্রয়োদশ্যাং মুহূর্ত্তার্দ্ধং কিঞ্চিন্তবীত্যর্থঃ॥ ১৩৪॥ তনং শ্রীমূর্ত্তিং।

আরও লিখিত আছে, এইরূপে উন্মীলনী ব্রত সাধন করিলে ধনবান্ হওয়া যায়, আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, পুত্রবান্ হইতে পারে এবং বিদ্যালাভ হইয়া থাকে; কিন্তু এইরূপ বিধানে ব্রত না করিলে নিরয়গতি প্রাপ্ত হইতে হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে সূত-শৌনক-সংবাদে লিখিত আছে, যাবৎ উন্মীলনী ব্রত সাধন না করা যায়, তাবৎ পাতকপুঞ্জ জীবগণের দেহে দারুণ যামী যাতনা অর্পণ করে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে, এই ব্রতে যে যে বস্তু দান করা যায় এবং যাহা যাহা হোম করা যায়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে।

ইতি উন্মীলনী ব্রত।

অতঃপর বঞ্জুলীব্রত কথিত হইতেছে। একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া তৎপর দিন দ্বাদশীও সম্পূর্ণা হইবে এবং ত্রয়োদশীতে দ্বাদশী কিঞ্চিৎ থাকিবে, এইরূপ হইলেই তাহার নাম বঞ্জুলী। এই দ্বাদশী শ্রীহরির পরম প্রীতকরী। কি শুক্লপক্ষে, কি কৃষ্ণপক্ষে বঞ্জুলী হইলে একাদশীতে আহার পূর্ব্বক দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হয়; কিন্তু বঞ্জুলীব্রতে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করা কর্ত্তব্য; ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে নাই। হে রাজন্! এইরূপ বিধানে ব্রত করিলে দশসহস্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। "আমি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের জন্য দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণা পূর্ব্বক বঞ্জুলী ব্রত সাধন করিব।" ইহাই বঞ্জুলী-ব্রতের নিয়মমন্ত্র। ১৩৪। তৎপরে নদী, নদ, তড়াগ বা হ্রদে অথবা গৃহে স্নান পূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধা করিবে।

স্নাত্বা নদ্যাং নদে বাথ তড়াগে বা হ্রদেঽপি বা। কৃত্বা স্নানং গৃহে বারি নিত্যকর্ম্ম চ কারয়েৎ॥
মাষকেণ সুবর্ণেন কৃত্বা নারায়ণীং তনুম্। রত্নগর্ভঘটে কৃত্বা তাম্রপাত্রোপরি স্থিতম্।
আতপত্রন্তু মায়ূরং বৈণবংবা স্বশক্তিতঃ। উপানহৌ প্রকর্ত্তব্যং কাংস্যপাত্রং ঘৃতান্বিতম্।
গোধূমৈঃ পূরয়েৎ পাত্রং স্নাপ্য দেবং ন্যসেত্ততঃ। বস্ত্রযুগ্মেন সংছাদ্য কার্য্যঞ্চৈব বিলেপনম্।
অর্চ্চয়েদুদকুম্ভস্থং পুষ্পমাল্যাভিবেষ্টিতম্। ততঃ পূজা প্রকর্ত্তব্যা সুগন্ধৈঃ কুসুমৈঃ শুভৈঃ।
নারায়ণায় পাদৌ তু জানুনী কেশবায় চ। উরুভ্যাং মাধবায়েতি গুহ্যং কামাধিপায় চ।
গোবিন্দায় কটিং পূজ্য নাভিং মাধবমূর্ত্তয়ে। উদরং বিশ্বরূপায় বক্ষঃ কৌস্তুভধারিণে।
বৈকুণ্ঠায় নমঃ কণ্ঠং চক্ষুষী জ্যোতিরূপিণে। সহস্রশীর্ষায় শিরঃ সর্ব্বাঙ্গং বিশ্বরূপিণে।
আয়ুধানি স্বনাম্নৈব এবং দেবার্চ্চনে বিধিঃ। শুভেন নারিকেলেন দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ।
শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সাক্ষতং কুসুমান্বিতম্। নারায়ণ জগন্নাথ পীতাম্বর জনার্দ্দন।
মামুদ্ধর মহাবিষ্ণো নরকাব্ধেঃ সনাতন॥ সপ্তকল্পগতং পাপং যৎ কৃতং মম পূর্ব্বজৈঃ।
অনেনার্ঘ্যপ্রদানেন সকলং তৎ প্রণশ্যতু। মুক্তিং প্রয়ান্তু পিতরো ময়া সহ জগৎপতে॥
ময়া তবার্ঘ্যদানেন যে চান্যে পিতরো গতাঃ। বসন্তু ত্বৎসমীপেঽদ্য দেবদেব জনার্দ্দন॥
ব্রতং সম্পূর্ণতাং যাতু বঞ্জুলীসম্ভবং মম। দশমীসংযুতং দেব যৎ কৃতং দ্বাদশীব্রতম্।
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ অনেন বিধিনা সম্যগ্দত্বার্ঘ্যং মধুসূদনে।
বসেৎ কল্পসহস্রন্তু বিষ্ণোর্লোকে মহেশ্বরি॥ অগ্নিষ্টোমসহস্রেভ্যঃ অশ্বমেধো বিশিষ্যতে।
অশ্বমেধসহস্রেভ্যো বাজপেয়ো বিশিষ্যতে। বাজপেয়সহস্রেভ্যঃ পুণ্ডরীকো বিশিষ্যতে।
পুণ্ডরীকসহস্রেভ্যঃ সৌত্রামণির্ব্বিশিষ্যতে। সৌত্রামণিসহস্রেভ্যো রাজসূয়ো বিশিষ্যতে।

একমাষা পরিমিত স্বর্ণে হরিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাম্রাধারোপরি রত্নপূর্ণ ঘট স্থাপন পূর্ব্বক নিজ সাধ্যানুসারে তদুপরি ময়ূরবর্হ বা বংশনির্ম্মিত ছত্র, পাদুকা ও সঘৃত কাংস্যপাত্র রাখিতে হয়। অনন্তর গোধূম দ্বারা সেই পাত্র পূর্ণ করিয়া প্রভুর স্নানক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক তদুপরি স্থাপন করিবে। অনন্তর দুই খানি বস্ত্র দ্বারা প্রভুকে আবৃত করিয়া বিলেপন প্রদান করিবে এবং বারিকুম্ভস্থ প্রভুকে কুসুমমাল্যে পরিবেষ্টিত করিয়া মনোহর সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। চরণযুগলে নারায়ণায় নমঃ, জানুযুগলে কেশবায় নমঃ, উরুযুগলে মাধবায় নমঃ, গুহ্যে কামাধিপায় নমঃ, কটিতে গোবিন্দায় নমঃ, নাভিতে মাধবমূর্ত্তয়ে নমঃ, জঠরে বিশ্বরূপায় নমঃ, বক্ষে কৌস্তুভধারিণে নমঃ, কণ্ঠে বৈকুণ্ঠায় নমঃ, নেত্রদ্বয়ে জ্যোতিরূপিণে মনঃ, মস্তকে সহস্রশীর্ষায় নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে বিশ্বরূপিণে নমঃ, এই প্রকারে পূজা করিয়া স্ব স্ব নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আয়ুধ-সমূহের পূজা করিবে। ইহাই দেবপূজার বিধি। তৎপরে বিধানে শঙ্খাভ্যন্তরে জল, আতপতণ্ডুল ও কুসুম স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপরিভাগে নারিকেল ফল দিয়া অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। "হে নারায়ণ! হে জগন্নাথ! হে পীতাম্বর! হে জনার্দ্দন! হে মহাবিষ্ণো! হে সনাতন! আমাকে নরক-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ কর। মদীয় পূর্ব্বপুরুষেরা সপ্ত কল্প যাবৎ যে সমস্ত পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই সকল পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। হে জগৎপতে। মদীয়

রাজসূয়সহস্রেভ্যো বঞ্জুলী চাধিকা নৃপ। বঞ্জুলীতি কৃতোচ্চারৈঃ কলিকালে তু মানবৈঃ॥
জন্মাযুতসহস্রে তু কৃতঃ পাপস্য সংক্ষয়ঃ॥ ১৩।॥

দত্ত্বা পূজার্ঘ্যদানন্তু ধূপনৈবেদ্যদীপকম্। কৃত্বা নীরাজনং বিষ্ণোর্গুরুং সম্পূজয়েত্ততঃ॥
দদ্যাদ্বস্ত্রাণি গাং ভূমিং ধান্যং চৈব সদক্ষিণম্। কুর্য্যাদ্বিত্তানুসারেণ সম্পূর্ণার্থং ব্রতস্য হি॥
সন্তুষ্টে তু গুরৌ বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবতি নান্যথা। গুরুং সম্পূজয়েত্তস্মাত্তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ॥
রাত্রৌ তু জাগরঃ কার্য্যঃ শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা। গীতানামসহস্রন্তু পুরাণং শুকভাষিতম্।
পঠনীয়ং প্রযত্নেন হরেঃ সন্তোষকারণম্। প্রত্যেকং গোসহস্রস্য পঠতাং শৃণ্বতাং ফলম্॥
গীতং নৃত্যন্তু বাদিত্রং কারয়েৎ পুরতো হরেঃ। দাতব্যং গুরবে সর্ব্বং প্রভাতে দেবতাদিকম্॥
ক্ষমাপয়িত্বা দেবেশং গুরুঞ্চৈব বিশেষতঃ। কৃত্বা নৈমিত্তিকং সর্ব্বং ভোক্তব্যং বন্ধুভিঃ সহ॥
স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে জাগরণপ্রসঙ্গে।--
অগম্যাগমনে পাপমভক্ষ্যস্যাপি ভক্ষণে। পাপং বিলয়মায়াতি কীর্ত্তিতে বঞ্জুলীদিনে॥
যৎ পাপং ভূমিহরণে দেবস্বহরণে তথা। মণিকূটং তুলাকূটং স্বর্ণস্তেয়াদিকঞ্চ যৎ।
অজ্ঞানাদ্যৎ কৃতং পাপং জ্ঞাত্বা যৎ পাতকং কৃতম্। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপমিহ জন্মনি যৎ কৃতম্।
সর্ব্বং চ ক্ষয়মভ্যেতি কৃত্বৈকং বঞ্জুলীদিনম্। ন ভবেন্মানসী পীড়া রোগাশ্চাত্যন্তদুঃখদাঃ॥ ১৩৬॥

ঘটস্থাপনাদিকমত্রাপি পূর্ব্ববৎ জ্ঞেয়ং। বিশেষশ্চান্যঃ স্বয়মেব বক্ষ্যতে। নারায়ণেত্যাদ্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ॥১৩৫

পিতৃপুরুষেরা আমার সহিত মুক্তি লাভ করুন্। হে দেবদেব! হে জনার্দ্দন! আমি আপনাকে এই অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি, ইহার দ্বারা মদীয় অতীত পিতৃগণ অদ্য ত্বৎ-সন্নিধানে বাস করুন। মৎকৃত এই বঞ্জুলী ব্রত সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হউক্। হে দেব! কি জ্ঞানে কি অজ্ঞানে যদি আমি দশমীবিদ্ধা দ্বাদশীব্রত করিয়া থাকি, তাহাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক্।” ইহাই অর্ঘ্য প্রদানের মন্ত্র। হে গৌরি! এইরূপ বিধানে সম্যক্ হরিকে অর্ঘ্য দিলে সহস্র কল্প যাবৎ হরিধামে অবস্থিতি করিতে পারে। একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সহস্র-অগ্নিষ্টোম হইতে শ্রেষ্ঠ; একটী বাজপেয় সহস্র-অশ্বমেধ হইতে, একটী পুণ্ডরীক সহস্র-বাজপেয় হইতে, একটী সৌত্রামণি সহস্র-পুণ্ডরীক হইতে, একটী রাজসূয় সহস্র-সৌত্রামণি হইতে এবং একটী বঞ্জুলী সহস্র-রাজসূয় হইতে প্রশস্ত। হে রাজন্! কলিযুগে “বঞ্জুলী” এই শব্দ উচ্চারণমাত্র মানবগণ অযুত সহস্র জন্মকৃত পাতক হইতে পরিমুক্ত হয় ৮-১৩৫। হরির অর্চ্চনা, অর্ঘ্যসমর্পণ, ধূপ দীপ নৈবেদ্য দান ও নীরাজন করিয়া গুরুদেবের পূজা করিবে। ব্রত সম্পূর্ণতার জন্য গুরুদেবকে সদক্ষিণ বসন, ধেনু, ভূমি ও ধান্য প্রদান করিবে। গুরুদেবের প্রীতি হইলে হরিও সন্তুষ্ট হন; সুতরাং জনার্দ্দনের প্রীত্যর্থ সম্যক্ বিধানে গুরুদেবের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। নিশাতে জাগরণ পূর্ব্বক হরিসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ করিবে এবং হরির প্রীত্যর্থ গীতা, সহস্রনাম ও শুককথিত পুরাণ সযত্নে অধ্যয়ন করিবে। উক্ত গীতাদি অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে প্রত্যেকটীতে সহস্র ধেনুদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনন্তর হরির পুরোভাগে সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য করা কর্ত্তব্য। পরে প্রাতঃকালে দেবমূর্ত্ত্যাদি সমস্ত গুরুকে নিবেদন করিতে হয়। তৎপরে

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীসূতশৌনকসংবাদে।—

বঞ্জুলীবাসরে বিপ্র সম্প্রাপ্তে গরুড়ধ্বজঃ। স্বস্থানাদ্বসুধামেত্য কুরুতে চ স্থিতিং বিশন্॥ ১৩৭॥

বঞ্জুলীবিমুখং বিপ্রমালোক্য রবিনন্দনঃ। কুরুতে সংবিদং সাকং চিত্রগুপ্তেন হর্ষিতঃ॥

অয়মেষ্যতি মন্দাত্মা বিষ্ণুব্রতবহিষ্কৃতঃ। বশং মমেতি তৎ পুণ্যং মার্জ্জয়াদ্ধা পুরাকৃতম্॥ ১৩৮॥

শিরোর্ত্তির্নিরামেষা মাং সদৈব প্রবাধতে॥

কিঞ্চ।—সর্ব্বব্রতানাং চরণং সর্ব্বতীর্থাভিষেচনম্। সর্ব্বদানপ্রদানঞ্চ সমং স্যাদ্বঞ্জুলীব্রতম্॥১৩৯॥

তত্রান্নদানং বিপ্রায় বিধায় শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। প্রাপ্নোতি পুরুষো বিপ্র কলুষঃ কৃষ্ণসন্নিধিম্॥

লক্ষ্মীং নারায়ণং দেবং সৌবর্ণং তত্র পূজয়েৎ। যথাশক্ত্যন্নদানঞ্চ দত্ত্বা বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ॥ ১৪০॥

অধমর্ণতয়া কামাল্লোভাদ্দম্ভাদপি দ্বিজ। হন্তি ত্রিপুরুষং পাপং বঞ্জুলী পুরুষৈঃ কৃতা॥

স এষ সর্ব্বশাস্ত্রার্থঃ সর্ব্ববুদ্ধিমতাং মতম্। হিতং সর্ব্বসমীচীনং যদ্বঞ্জুল্যামুপোষণম্।

কুর্য্যাদেবম্॥ ১৩৬॥ বিশন্ বঞ্জুলীব্রতকারিণাং মধ্যে প্রবিশন্। স্থিতিং কুরুতে বসতীত্যর্থঃ। আস্থিতমিতি পাঠেঽপি ভাবে ক্তপ্রত্যয়াৎ স এবার্থঃ। পাঠান্তরে তু বিশাং ধনিনাং প্রজানাংবা ইষ্টং দদাতীত্যর্থঃ। যদ্বা বিশাঞ্চ ধনিনাং ধনসম্বন্ধিবাঞ্ছাং পূরয়তীত্যর্থঃ॥১৩৭॥ সংবিদং মন্ত্রণাম্॥ ॥১৩৮॥ শিরসোঽর্ত্তিঃ পীড়া॥ ১৩৯॥ কলুষঃ পাপরূপোঽপি॥ ১৪০॥ অধমং ধনাভাবেন

দেবদেব হরি ও গুরু-সকাশে সম্যক্ ক্ষমা প্রার্থনা করত নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক বন্ধুগণ সহ মিলিত হইয়া আহার করিবে। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে জাগরণ-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, "বঞ্জুলী" শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র অগম্যাগমনজ ও অভক্ষ্যভক্ষণজ পাতক হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এই ব্রত সাধন করিলে ভূমিহরণজ, দেবস্বহরণজ, মণিকূট, তুলা-কূট, স্বর্ণস্তেয়জ, অজ্ঞানজ, জ্ঞানজ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ও ইহজন্মকৃত নিখিল পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। সেই ব্রতীকে মানসিক ক্লেশ বা মহাদুঃখজনক রোগাদি আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ১৩৬। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূতশৌনক-সংবাদে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজ! বঞ্জুলী-দিন সমাগত হইলে ভগবান্ গরুড়ধ্বজ হরি নিজ স্থান হইতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া বঞ্জুলী-ব্রতকারিগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অধিষ্ঠান করেন। ১৩৭। রবিসুত যমরাজ বঞ্জুলী-বিমুখ দ্বিজাতিকে দেখিলে সানন্দে চিত্রগুপ্ত সহ পরামর্শ করিয়া বলেন যে, এই মূঢ়মতি হরিব্রত হইতে বহির্ভূত হইয়াছে, অধুনা ইহাকে আমার বশীভূত হইতে হইবে, সুতরাং এই ব্যক্তিকৃত পূর্ব্ব পুণ্য-সমূহ মার্জ্জন কর। ১৩৮। যেহেতু মদীয় এই শিরঃপীড়া নিরন্তরই আমাকে বাধা প্রদান করিতেছে। আরও লিখিত আছে, একমাত্র বঞ্জুলীব্রতের দ্বারা নিখিল তীর্থ-স্নানের ও সকল প্রকার দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৩৯। হে দ্বিজ! বঞ্জুলী ব্রতে শ্রদ্ধা সহকারে দ্বিজাতিকে অন্ন দান করিলে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ করে। বঞ্জুলী ব্রতে সাধ্যানুসারে কাঞ্চনময় লক্ষ্মী ও নারায়ণকে অন্ন সমর্পণ করিলে বৈকুণ্ঠলাভ হয়। ১৪১। হে বিপ্র! ঋণবশীভূত হইয়া কিংবা কাম, লোভ ও দম্ভ সহকারে বঞ্জুলী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেও ত্রিপুরুষকৃত পাতক বিলয় প্রাপ্ত হয়। বঞ্জুলী উপবাসই শাস্ত্রসমূহের অর্থস্বরূপ, উহাই

উপবাসঃ যথাশক্ত্যা দানং ব্রাহ্মণপূজনম্। বিধায় বঞ্জুলীং চৈবং পুরুষো যাতি সদ্‌গতিম্ ॥১৪১॥

ইতি বঞ্জুলীব্রতম্ ॥

অথ ত্রিস্পৃশাব্রতম।

তত্রৈব।—শুক্লা বৈশাখমাসে তু সম্প্রাপ্তা মধুসূদনী। দ্বাদশী ত্রিস্পৃশা নাম পাপকোটিক্ষয়াবহা॥

ধন্যাঃ সর্ব্বে মনুষ্যাস্তে বৈশাখে মধুসূদনী। সম্প্রাপ্তা ত্রিস্পৃশা যৈস্তু বুধবারেণ সংযুতা॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে।—

আদৌ নন্দা জয়া চান্তে মধ্যে ভদ্রা ভবেদ্যদি। উপবাসার্চ্চনে গীতে দুর্ল্লভা কৃষ্ণসন্নিধৌ॥

একেনৈবোপবাসেন উপবাসাযুতং ফলম্। জাগরে শতসাহস্রং নৃত্যে কোটিগুণং কলৌ॥

গৃহেঽপি কুর্ব্বতামেতাং কিম্পুনঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ॥

পাদ্মে শ্রীসনৎকুমারব্যাসসংবাদে।—

সর্ব্বপাপপ্রশমনং মহাপাতকনাশনম্। শৃণু কৃত্বাবধানং ত্বং ত্রিস্পৃশাখ্যং মহাব্রতম্।

কামদং সস্পৃহাণাঞ্চ নিস্পৃহাণান্তু মোক্ষদম্। ত্রিস্পৃশাখ্যং ব্রতং বিষ্ণোঃ শৃণুষ গদতো মম॥

প্রত্যক্ষমর্চ্চিতস্তেন কলিকালেঽপি কেশবঃ। ত্রিস্পৃশাকীর্ত্তনং নিত্যং যঃ করোতি মহামুনে॥

ন পুরশ্চরণে চীর্ণে সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ। ত্রিস্পৃশা নামমাত্রেণ ভবতে নাত্র সংশয়ঃ॥

নাগমৈর্ন পুরাণৈশ্চ সমস্তৈস্তীর্থকোটিভিঃ। বহুভির্ব্রতসংঘৈশ্চ পূজিতৈস্ত্রিদশৈরপি॥

পরমদোষাবহং ঋণং যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া ঋণবত্ত্বতয়েত্যর্থঃ। অতঃ ত্রিপুরুষসম্বন্ধি পাপং হন্তি। যদ্বা ঋণিত্বেনাপি কৃত্বা। আগমাদিভির্ন মোক্ষো ভবতি॥ ১৪২॥

বুদ্ধিমান্‌দিগের মত এবং উহাই সর্ব্বসমীচীন হিতকর বলিয়া কীর্ত্তিত। বঞ্জুলীব্রতে উপবাস, সাধ্যানুসারে দান ও দ্বিজার্চ্চনা করিলে সদ্‌গতিলাভ হয়। ১৪১।

অতঃপর ত্রিস্পৃশাব্রত কথিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, বৈশাখমাসের মধুসূদনী শুক্লা দ্বাদশীর নামই ত্রিস্পৃশা। এই দ্বাদশী কোটিপাতক নাশিনী। যে সকল ব্যক্তি বৈশাখে বুধবারসমন্বিতা মধুসূদনী ত্রিস্পৃশা লাভ করেন, তাঁহারাই ধন্য। দ্বারকামাহাত্ম্যেও লিখিত আছে, প্রথমে নন্দা (একাদশী), মধ্যে ভদ্রা (দ্বাদশী) ও শেষে জয়া (ত্রয়োদশী) হইলে শ্রীহরিসমীপে উপবাস, পূজা ও গীত এই সমস্ত বিষয়ে সেই ত্রিস্পৃশা দুষ্প্রাপ্য। কলিকালে একটী মাত্র উপবাসে দশসহস্র উপবাসের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং জাগরণ দ্বারা তদপেক্ষা লক্ষ গুণ ও নৃত্য দ্বারা কোটিগুণিত ফল হইয়া থাকে। গৃহে অবস্থান করিয়াই এই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরন্তু হরি-সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিলে যে কি ফল হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। পদ্মপুরাণে সনৎকুমার-ব্যাস-সংবাদে লিখিত আছে, হে দ্বিজ! ত্রিস্পৃশা নামক মহাব্রতের বিষয় মনোযোগ সহকারে অবধান কর। ইহা সকামগণের কামফলপ্রদ ও নিষ্কামগণের পক্ষে মোক্ষদ। শ্রীহরির ত্রিস্পৃশা নামক ব্রতের বিষয় বর্ণন করি, অবধান কর। হে মহর্ষে! প্রত্যহ ত্রিস্পৃশা নাম কীর্ত্তন করিলে এই কলিকালে প্রত্যক্ষ হরিকে পূজা করিতে পারা যায়। পুরশ্চরণ দ্বারা নিখিল পাতকের মোচন হয় না,

মোক্ষো ভবতি বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশা ন কৃতা যদি। মোক্ষার্থং দেবদেবেন সৃষ্টা দেবী তিথীশ্বরী ॥
বিষয়ৈর্বিপ্রযুক্তানাং ধ্যানধারণবর্জ্জিনাম্। কামভোগপ্রসক্তানাং ত্রিস্পৃশা মোক্ষদা সদা ॥১৪২॥
শঙ্করস্য পুরা প্রোক্তা চতুর্ব্বক্ত্রস্য সাগরে। ক্ষীরোদে প্রণতানাস্তু মৎসমীপে তু চক্রিণা ॥১৪৩॥
ত্রিস্পৃশাং যে করিষ্যন্তি বিষয়ৈরপি নির্জ্জিতাঃ। তেষামপি ময়া দত্তং মোক্ষং সাঙ্খ্যবিবর্জ্জিতম্ ॥
কুরুষ ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিস্পৃশাং মোক্ষদায়িনীম্। বহুভির্মুনিসঙ্ঘৈস্তু ত্যক্ত্বা সাঙ্খ্যং মহামুনে ॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রিস্পৃশা ভবতে যদা। সোমেন সোমজেনাপি পাপকোটিবিনাশিনী ॥
যস্যামুপোষণং কৃত্বা হত্যামুক্তো মহেশ্বরঃ ॥ হস্তাদ্ব্রহ্মকপালস্তু তৎক্ষণাৎ পতিতং মুনে।
গত্বা ভৃগূপদেশেন ত্রিস্পৃশা-সমুপোষণাৎ॥ ব্রহ্মহত্যা-সহস্রাণি ত্রিস্পৃশ-সমুপোষণাৎ।
বিলয়ং যান্তি বিপ্রেন্দ্র পাপেষন্যেষু কা কথা ॥ ন প্রয়াগে ন কাশ্যান্তু গোমত্যাং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
মোক্ষো ভবতি বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ ॥ মরণেন প্রয়াগে তু মুক্তিঃ কাশ্যান্তথৈব চ।
স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং মুক্তির্ভবতি নান্যথা। গৃহে চৈব ভবেন্মুক্তিস্ত্রিস্পৃশায়ামুপোষণাৎ ॥
বিষয়ে বর্ত্তমানস্য কামভোগান্বিতস্য চ। নিবৃত্তবিষয়স্যাপি মুক্তিঃ সাংখ্যেন দুর্ল্লভা ॥
তস্মাৎ কুরুষ বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশাং মোক্ষদায়িনীম্ ॥

হে বিপ্র বিষয়ৈর্যুক্তানাম্ ॥ ১৪২ ॥ প্রণতানামন্যেষাঞ্চ প্রোক্তা ॥১৪৩॥ কুরুষেত্যাদি সনৎ

কিন্তু ত্রিস্পৃশানাম কীর্ত্তন করিবামাত্র নিঃসন্দেহ সমস্ত পাতক বিধ্বস্ত হয়। হে দ্বিজসত্তম! ত্রিস্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে নিখিল আগম, যাবতীয় পুরাণ, কোটি কোটি তীর্থ, অসংখ্য অসংখ্য ব্রত ও যাবতীয় দেবতার অর্চ্চনা দ্বারাও মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। দেবদেব হরি মুক্তির জন্য তিথিপ্রবরা ত্রিস্পৃশা দেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন। হে দ্বিজ! ত্রিস্পৃশা তিথি বিষয়াসক্ত, ধ্যানধারণা-হীন, কাম-ভোগরত ব্যক্তিগণকেও নিরন্তর মুক্তি প্রদান করেন।১৪২। পুরাকালে মহাদেব ব্রহ্মার নিকট এই ত্রিস্পৃশাব্রত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং চক্রপাণি হরি ক্ষীরসমুদ্রে আমার নিকট ও অপরাপর ব্যক্তির সমীপে বর্ণন করেন।১৪৩। হরি কহিলেন, যাহারা বিষয়াসক্ত থাকিয়াও ত্রিস্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠান করে, আমি তাহাদিগকে বিনা জ্ঞানে মুক্তি অর্পণ করিয়া থাকি। সনৎকুমার বলিলেন, হে মহামুনে! তুমি ঋষিদিগের সহিত সাংখ্যবিসর্জ্জন পূর্ব্বক মুক্তিদাত্রী ত্রিস্পৃশার অনুষ্ঠান কর। হে দ্বিজ! কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষে সোম বা বুধবার-সমন্বিতা ত্রিস্পৃশা হইলে উহা পাপ কোটি-হারিণী হয়। হে তাপস! মহেশ্বর ত্রিস্পৃশাদিনে অনাহারে থাকিয়া হত্যাজনিত পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ভৃগুর উপদেশে উপবাস করাতে মহাদেবের হস্ত হইতে আশু ব্রহ্মার কপাল ভূপতিত হইয়াছিল। হে বিপ্রসত্তম! অন্যান্য পাতকের কথা দূরে থাকুক, ত্রিস্পৃশায় উপবাস করিয়া সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা পাপেরও বিমোচন হইয়াছে। হে দ্বিজ! প্রয়াগ, বারাণসী, গোমতী ও কৃষ্ণসমীপ, এ সমস্ত স্থানেও মোক্ষের সম্ভব নাই, কিন্তু ত্রিস্পৃশাতে উপবাস করিলে তৎক্ষণাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে। বারাণসী-ক্ষেত্রে ও প্রয়াগে মৃত্যু হইলে এবং গোমতীতে স্নান করিলে তবে মোক্ষ হয়; কিন্তু ত্রিস্পৃশা-

বেদব্যাস উবাচ।

কীদৃশী স্বামুনিবর ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী বদ। বিমুক্তিদা যা মর্ত্ত্যানাং ত্বয়া প্রোক্তা মমাধুনা॥

সনৎকুমার উবাচ।

জাহ্নব্যাঃ পুরতো বিপ্র ত্রিস্পৃশা মাধবেন তু। প্রাচী-সরস্বতী-তীরে কথিতা সুমহাফলা॥

শ্রীজাহ্নব্যুবাচ।

কলিকল্মষপাপৌঘৈর্ব্রহ্মহত্যাদিকৈর্যুতাঃ। কলিকালে হৃষীকেশ স্নানং কুর্ব্বন্তি মজ্জলে।
তেষাং পাপশতৈর্দগ্ধং মদ্দেহং কলুষীকৃতম্। কথং যাস্যন্তি মে দেব পাতকং গরুড়ধ্বজ॥

শ্রীপ্রাচীমাধব উবাচ।

কথয়ামি ন সন্দেহো মা পুত্রি রোদনং কুরু। শ্রীস্থলং নাম মে স্থানং প্রাচীদেবী মমাগ্রতঃ।
বহতে ব্রহ্মতনয়া মদ্দৃষ্ট্যগ্রে সুরেশ্বরি। স্নানং কুরুষ নিত্যং ত্বং মন্ত্রপূতা ভবিষ্যসি॥
যত্র প্রাচী ব্রহ্মসুতা তত্রাহং নাস্তি সংশয়ঃ। তীর্থকোটিশতৈর্যুক্তঃ সুরৈঃ সহ বসাম্যহম্।
তত্র নশ্যন্তি পাপানি যত্র প্রাচী সরস্বতী। বিশেষতো মমাগ্রে তু কলিকালে বিশেষতঃ॥

শ্রীজাহ্নব্যুবাচ।

নাহং শক্নোমি দেবেশ আগন্তুং নিত্যমেব হি। কথং নশ্যন্তি পাপানি কথয়স্বেহ মাধব॥

শ্রীপ্রাচীমাধব উবাচ।

সরস্বত্যধিকা যা চ তীর্থকোটিশতাধিকা। মখকোট্যধিকা যাপি ব্রতদানাধিকা চ যা।

কুমারবাক্যং। মুনিসত্তৈঃ সহ ॥১৪৪॥ ভদ্রা দ্বাদশী ॥ ১৪৫ ॥ মৎপ্রসাদেনৈব ত্রিস্পৃশা লভ্যতে।

দিনে উপবাস করিলে গৃহে থাকিয়াও মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দ্বিজসত্তম! বিষয়ানুরাগী বা কামভোগবানের মুক্তি হইতে পারে না এবং বিষয়বাসনা বৰ্দ্ধিত হইলেও সাংখ্যশাস্ত্র দ্বারা মোক্ষের আশা নাই; সুতরাং মুক্তিদাত্রী ত্রিস্পৃশার ব্রত ধারণ কর। ব্যাস কহিলেন, হে তাপসশ্রেষ্ঠ! আপনি মৎসকাশে এইমাত্র বলিলেন যে, ত্রিস্পৃশা মানবগণের মুক্তিদাত্রী, অতএব সেই ত্রিস্পশাদ্বাদশীর লক্ষণ কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রীহরি পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীর তটে এই মহাফলদাত্রী ত্রিস্পৃশার বিষয় জাহ্নবীর সম্মুখে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। গঙ্গা হরিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মাধব! কলিযুগে মনুষ্যেরা ব্রহ্মবধাদিপাপে ও কলিকলুষে পরিলিপ্ত হইয়া মদীয় সলিলে অবগাহন করিবে। হে দেব! সেই সমস্ত ব্যক্তির শত শত পাতকে মদীয় দেহ কলুষিত হইয়া দগ্ধ হইবে। হে গরুড়ধ্বজ! আমার পাতকমোচনের উপায় কি? প্রাচীমাধব বলিলেন, হে বৎসে! রোদন সংবরণ কর, আমার বাক্যে সন্দিগ্ধ হইও না। হে সুরেশানি! শ্রীস্থল মদীয় অধিষ্ঠানভূমি, সেই স্থানে ব্রহ্মনন্দিনী প্রাচীসরস্বতী মদীয় পুরোভাগে প্রবাহিতা হইতেছেন, তুমি প্রত্যহ মদীয় দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইয়া সেই জলে অবগাহন কর, তাহা হইলেই মন্ত্রবিশুদ্ধা হইতে পারিবে। ব্রহ্মপুত্রী প্রাচী সরস্বতী যেখানে বিরাজমানা, সেই স্থানেই আমাকে অধিষ্ঠিত জানিও, ইহাতে সন্দেহ করিও না। আমি শতকোটি তীর্থে পরিবৃত্ত হইয়া সুরগণ সহ সেইস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া থাকি। পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতী যেখানে বিরাজমানা,

তপোজপাধিকা নিত্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। সাংখ্যযোগাধিকা যা চ ত্রিস্পৃশাং কুরু তাং শুভে॥
যস্মিন্ মাসে সমায়াতি সিতা চাপ্যসিতাথবা। কর্ত্তব্যা সা সরিৎশ্রেষ্ঠে তব পাপং হরিষ্যতি॥১৪৪॥

শ্রীমন্দাকিন্যুবাচ।

কীদৃশী ত্রিস্পৃশা দেব মমাচক্ষ্ব মাধব। ঈদৃশী মহিমা যস্যাস্ত্বয়া প্রোক্তা মমাধুনা॥
দশম্যেকাদশী ভদ্রা দিনৈকস্মিন্ যদা ভবেৎ। ত্রিস্পৃশা সা ভবেদ্দেব ন বেদ্মি বদ মে প্রভো॥১৪৫॥

শ্রীপ্রাচীমাধব উবাচ।

আসুরী ত্রিস্পৃশা দেবি যা ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতা। বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন ব্রতহীনো যথা যতিঃ॥
অসুরাণাং রাক্ষসানামায়ুর্ব্বলবিবর্দ্ধিনী। বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন যথা নারী রজস্বলা॥
যথা রজস্বলাসঙ্গমন্যায্যং বর্জ্জিতং সদা। তথা দশমিসংযুক্তং মদ্দিনং বৈষ্ণবৈর্নরৈঃ॥
হত্যাযুতশতং হন্তি মৎপ্রসাদেন লভ্যতে। মৎপ্রসাদবিহীনানাং ত্রিস্পৃশা যাতি জাহ্নবি॥১৪৬॥

যাতি ব্যর্থতামিতি শেষঃ॥ ১৪৬॥ বিভবসারতঃ নিজধনাদ্যনুসারেণ॥ ১৪৭॥ পাত্রং ঘটঞ্চ ন্যসে-

কলিকালে তথায়, বিশেষতঃ মৎ-পুরোভাগে নিখিল পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে। গঙ্গা কহিলেন, হে দেবদেব! হে মাধব! আমি প্রত্যহ আসিতে পারিব না, সুতরাং কিরূপে মদীয় পাতক-পুঞ্জ দূরীভূত হইবে? প্রাচীমাধব বলিলেন, গঙ্গে! হে কল্যাণি! যাহা সরস্বতী হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাহা শতকোটি তীর্থ হইতেও প্রধান, যাহা যজ্ঞকোটি হইতেও প্রশস্ত, যাহা তপ বা জপ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যাহা প্রত্যহ চতুর্ব্বর্গফলদাত্রী এবং সাংখ্যযোগ হইতেও যাহার প্রাধান্য কীর্ত্তিত হয়, সেই ত্রিস্পৃশাব্রতের অনুষ্ঠান কর। হে সরিদ্বরে! কি শুক্ল, কি কৃষ্ণ, যে কোন পক্ষে হউক্, ত্রিস্পৃশা দৃষ্ট হইলেই তদ্ব্রতের আচরণ করিবে। এইরূপ করিলেই ত্রিস্পৃশা ত্বদীয় পাপরাশি বিনাশ করিবেন। ৪৪। গঙ্গা বলিলেন, হে দেব! হে মাধব! আপনি যাহার এইরূপ মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন, সেই ত্রিস্পৃশা কিপ্রকার, আমার নিকট প্রকাশ করুন্। একদিনে দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী হইলেই ত্রিস্পৃশা হয়, এইমাত্র অবগত আছি। হে ভগবন্! ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই বিদিত নহি। অতএব এ বিষয় মৎসকাশে বর্ণন করুন্। ১৪৫। প্রাচীমাধব বলিলেন, দেবি! তুমি যাহা বলিলে, উহাকে আসুরী ত্রিস্পৃশা কহে। ব্রতবর্জ্জিত যতির ন্যায় উহা পরিত্যাজ্য। ঐ ত্রিস্পৃশা অসুরগণের ও রাক্ষসকুলের পরমায়ুর্ব্বর্দ্ধিনী ও বলবৃদ্ধিকরী; সুতরাং রজস্বলা নারীর ন্যায় ঐ ত্রিস্পৃশা পরিত্যাজ্যা। রজস্বলা নারীর সহবাস যেরূপ অন্যায্য ও ত্যাজ্য, সেইরূপ দশমীবিদ্ধ মদ্দিনও বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য। হে গঙ্গে! আমি প্রসন্ন থাকিলেই ত্রিস্পৃশা লাভ করিতে পারে; যে ব্যক্তির প্রতি মদীয় প্রসাদচিহ্ন দৃষ্ট হয়, উক্ত ত্রিস্পৃশা সেই ব্যক্তিরই শত-অযুত-হত্যাপাপ দূর করিয়া দেন; কিন্তু যাহার উপর আমার প্রসন্নতা নাই, তাহার পক্ষে ত্রিস্পৃশা বিফল। ১৪৬। একাদশী, তৎপরে দ্বাদশী এবং নিশাশেষে ত্রয়োদশী হইলেই তাহাকে ত্রিস্পৃশা কহে; কিন্তু দশমীবিদ্ধ হইলে ত্রিস্পৃশা হয় না। দশমীবিদ্ধা একাদশী করিলে কালকূটবিষ ও কুক্কুরমল ভোজন করা হয়। হে গঙ্গে! ইহা বিদিত হইয়া দশমীবিদ্ধ মদ্দিন ত্যাগ করিবে; সেইদিনে ব্রত করিলে কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্যের

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। ত্রিস্পৃশা সা তু বিজ্ঞেয়া দশমীসংযুতা নহি॥
ভুক্তং হালাহলং তেন শ্ববিষ্ঠাভক্ষণং কৃতম্। দশমীমিশ্রিতং যেন কৃতমেকাদশীব্রতম্॥
ইতি জ্ঞাত্বা ন কর্ত্তব্যং মদ্দিনং দশমীযুতম্। জন্মকোটিকৃতং পুণ্যং সন্তানং যাতি চ ক্ষয়ম্॥
পক্ষবৃদ্ধৌ বিশেষেণ সন্দেহে সমুপস্থিতে। মমাজ্ঞয়া প্রকর্ত্তব্যা দ্বাদশী মম বল্লভা॥
মমাজ্ঞয়া প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনং মৎপরায়ণৈঃ। মদ্দিনং তদ্বিজানীয়াদ্দশমীবেধবর্জ্জিতম্॥

শ্রীবেদব্যাস উবাচ।

বিধানং ব্রূহি মে ব্রহ্মন্ মুনে যেন করোম্যহম্॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

দামোদরং হেমময়ং কৃত্বা বিভবসারতঃ। পাত্রং তাম্রময়ং কার্য্যং তণ্ডুলৈঃ পরিপুরিতম্॥১৪৭॥
সজলন্তু ঘটং শুদ্ধং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্। বেষ্টিতং পুষ্পমালাভিঃ কর্পূরাগুরুবাসিতম্।
ন্যসেত্তাম্রময়ং দেবং স্নাপয়িত্বা বিলেপিতম্। পরিধানং ততঃ কার্য্যং বস্ত্রযুগ্মেন ভক্তিতঃ।
মন্ত্রৈস্তু পূজনং কার্য্যং গুরুণা সমুদীরিতৈঃ। পুষ্পৈঃ কালোদ্ভবৈঃ শুভ্রৈস্তুলসীদলকোমলৈঃ।
ছত্রন্তু বৈণবং দদ্যাৎ পাদুকাম্বরসংযুতম্। নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি ফলানি সুবহূন্যপি।
উপবীতং তু দাতব্যং সোত্তরীয়ং নবং দৃঢ়ম্। বৈণবং দাপয়েদ্দণ্ডং সুরূপং সুনতং শুভম্॥১৪৮॥

দিত্যন্বয়ঃ॥ ১৪৮॥ শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞকম্ ইতি শ্রীকণ্ঠায় নম ইতি জ্ঞেয়ম্। এবমন্যত্রাপি। উরগায়েতি

হ্রাস হয় এবং সন্তান বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি পক্ষবৃদ্ধি হয় এবং বিশেষ সংশয় ঘটে, তাহা হইলে আমার আদেশে আমার বল্লভা দ্বাদশীর ব্রত আচরণ করিবে। আমার আদেশে মদ্দিনে ব্রত করাই মৎপরায়ণ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য। মদ্দিন কাহার নাম, ইহা জিজ্ঞাস্য হইলে তদ্বিষয়ের উত্তর এই যে, দশমীবেধবর্জ্জিত একাদশীকেই আমার দিন জানিবে। ব্যাস কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে তাপস! ব্রতের বিধান মৎসকাশে কীর্ত্তন করুন, আমি সেই বিধানে ব্রতানুষ্ঠান করিব। সনৎকুমার বলিলেন, ঐশ্বর্য্যানুসারে দামোদরের কাঞ্চনময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তণ্ডুলপূর্ণ তাম্রকুম্ভ নির্ম্মাণ করিবে। ১৪৭। সেই ঘটে বিশুদ্ধ জল ও পঞ্চরত্ন দিতে হয় এবং কুসুমমাল্য দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তাহাকে কর্পূর ও অগুরু সংযোগে সুগন্ধ করিবে। এই প্রকারে ঘট স্থাপন পূর্ব্বক দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া তদঙ্গে বিলেপন অর্পণ করত স্থাপন করিবে। তদনন্তর বসনদ্বয় পরিধান করাইয়া ভক্তি সহকারে গুরুদেবের মুখপদ্মকথিত মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে ঋতুজাত শুক্লপুষ্প ও কোমল তুলসীদল দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। বেণুদণ্ডযুক্ত ছত্র ও সবস্ত্র পাদুকা প্রভুকে প্রদান করিতে হয়। তদনন্তর বিবিধ নৈবেদ্য, নানারূপ ফল, উত্তরীয়, যজ্ঞসূত্র এবং নূতন দৃঢ় সুন্দর দীর্ঘ বেণুদণ্ড অর্পণ করিবে। ১৪৮। চরণযুগলে দামোদরায়, জানুদ্বয়ে মাধবায়, গুহ্যে কামপতয়ে, কটিতে বামনমূর্ত্তয়ে, নাভিদেশে পদ্মনাভায়, উদরে বিশ্বমূর্ত্তয়ে, হৃদয়ে জ্ঞানগম্যায়, কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠায়, বাহুতে সহস্রবাহবে, নেত্রদ্বয়ে যোগনায়কায়, ললাটে উরুগায় ও মস্তকে সহস্রশিরসে নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া স্ব স্ব নামে আয়ুধসকলের এবং চারুরূপিণে নমঃ বলিয়া সর্ব্বাঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে ভক্তিসহকারে বিধানে অর্ঘ্য

দামোদরায় পাদৌ তু জানুনী মাধবায় তু। গুহ্যন্তু কামপতয়ে কটিং বামনমূর্ত্তয়ে।
পদ্মনাভায় নাভিন্তু উদরং বিশ্বমূর্ত্তয়ে। হৃদয়ং জ্ঞানগম্যায় কণ্ঠং শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞকে।
সহস্রবাহবে বাহূং চক্ষুষী যোগনায়কে। ললাটমুরুগায়েতি সহস্রশিরসে শিরঃ।
স্বনাম্না চায়ুধাদীনি সর্ব্বাঙ্গং চারুরূপিণে। সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা অর্ঘ্যং দদ্যাদ্বিধানতঃ॥ ৪৯॥
শুভ্রেণ নারিকেলেন শঙ্খোপরিস্থিতেন হি। সূত্রেণ বেষ্টিতেনৈব উভাভ্যাং পাণিসংস্থিতম্॥ ৫০
স্মৃতো হরসি পাপানি সত্যং যদি জনার্দ্দন। দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ মনসো দুর্ব্বিচিন্তিতম্।
নারকঞ্চ ভয়ং দেব ভয়ং দুর্গতিসম্ভবম্। ভয়মন্যৎ মহাদেব ঐহিকং পারলৌকিকম্।
সর্ব্বং নাশয় মে বিষ্ণো গৃহাণার্ঘ্যং জনার্দ্দন। মম ভক্তিঃ সদৈবাস্তু দামোদর তবোপরি॥
ধূপদীপস্তু নৈবেদ্যং কুর্য্যান্নীরাজনন্ততঃ॥ ১৫১॥
শিরোপরি মুনিশ্রেষ্ঠ ভ্রাময়েজ্জলজং হরেঃ। কৃত্বা বিধানমেতদ্ধি পূজয়েৎ স্বগুরুং ততঃ।
দদ্যাদ্বস্ত্রাণি শুভ্রাণি গন্ধমাল্যাদিনার্চ্চয়েৎ। উপানহৌ চ চ্ছত্রঞ্চ মুদ্রিকাঞ্চ কমণ্ডলুম্॥১৫২॥
ভোজনঞ্চৈব তাম্বূলং সপ্তধান্যং সুদক্ষিণম্। সম্পূজ্য দেবদেবেশং কুর্য্যাজ্জাগরণং হরেঃ।
গীতনৃত্যসমাযুক্তং তথা শাস্ত্রসমন্বিতম্। নিশান্তে পুনরীশায় দত্ত্বা চার্ঘ্যং বিধানতঃ।
স্নানাদিকাং ক্রিয়াং কৃত্বা ভুঞ্জীয়াদ্ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥ ১৫৩॥
ইতি ত্রিস্পৃশাব্রতম্।

পাঠে উরগশয়নায়েতি জ্ঞেয়ম্॥ ৪৯॥ উভাভ্যাং পাণিভ্যামর্ঘ্যং দদ্যাদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অর্ঘ্যমেব বিশিনষ্টি পাণ্যোঃ সংস্থিতমিতি॥ ১৫০॥

স্মৃত ইত্যাদ্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ। ১৫১॥
শিরসঃ উপরি বিসর্গলোপেহপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ। জলজং শঙ্খম্॥ ১৫২॥ ভোজনং ভোজ্যং॥১৫৩॥

সমর্পণ করিতে হয়। শঙ্খের উপরিভাগে পবিত্র নারিকেল রাখিয়া সূত্র দ্বারা পরিবেষ্টন পূর্ব্বক করদ্বয়ে ধারণকরত (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবে। ১৪২। হে জনার্দ্দন! হে দেব! হে মহাদেব! আপনাকে স্মরণ করিলে যদি পাতকপুঞ্জ বিনষ্ট হয়, তবে মদীয় দুঃস্বপ্নভয়, দুর্নিমিত্তভয়, মানসিক দুশ্চিন্তাজনিত ভয়, নিরয়ভীতি, দুর্গতিভয়, অপরাপর ভয়, ঐহিক ও পারলৌকিক ভয় প্রভৃতি বিনাশ করুন্। হে বিষ্ণো! হে জনার্দ্দন! হে দামোদর! মৎপ্রদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। আপনার প্রতি নিরন্তর মদীয় ভক্তি বিদ্যমান থাকুক্।" (এই মন্ত্রে অর্ঘ প্রদান করিবে।) তৎপরে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দিয়া নীরাজন করিতে হয়। ৫১। হে ঋষিসত্তম! তৎপরে দেবদেবের শিরোদেশে শঙ্খ ভ্রামিত করিবে এইপ্রকার করিয়া উক্ত বিধানে গুরুদেবের অর্চ্চনা করিবে। শুক্ল বসন, গন্ধ, মাল্য, পাদুকা, ছত্র, অঙ্গুরী, কমণ্ডলু, ভক্ষ্যবস্তু, তাম্বূল, সপ্তধান্য ও উৎকৃষ্ট দক্ষিণা এই সকল দ্বারা দেবদেবের অর্চ্চনা করত গীত, নৃত্য ও শাস্ত্র কথায় হরির জাগরণ করিতে হয়। নিশার শেষে পুনর্ব্বার দেবদেবকে যথাবিধি অর্ঘ্যার্পণ পূর্ব্বক স্নানাদি সম্পাদন করিয়া দ্বিজাতিগণের সহিত আহার করিবে। ১৫২—১৫৩।

অনন্তর পক্ষবর্দ্ধিনীব্রত কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে ব্রহ্মোক্তি আছে যে, অমাবস্যা বা

অথ পক্ষবর্দ্ধিনীব্রতম্।

পাদ্মে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ।—

অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা জায়তে যদা। ভূত্বা চ ষষ্টিঘটিকা দৃশ্যতে প্রতিপদ্দিনে।
অশ্বমেধাযুতৈস্তুল্যা সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী। পূজাবিধিন্তু বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রোতুমর্হথ সাম্প্রতম্॥
মন্ত্রৈঃ সম্পূজিতো বিষ্ণুরর্ঘ্যদানেন তুষ্যতি। জলপূর্ণং নবং কুম্ভং চন্দনেনৈব চর্চ্চিতম্।
পঞ্চরত্নসমাযুক্তং পুষ্পমালা-বিভূষিতম্। স্থাপ্যং তাম্রময়ং পাত্রং সগোধূমং ঘটোপরি।
সৌবর্ণং কারয়েদ্দেবং মাসসংজ্ঞা-বিধানকম্ পঞ্চামৃতেন স্নপনং কর্ত্তব্যং মাধবস্য চ।
বিলেপনন্তু কর্ত্তব্যং কুঙ্কুমাগুরুচন্দনৈঃ বস্ত্রযুগ্মন্তু দাতব্যং ছত্রোপানৎ-সুসংযুতম্।
পূজয়েদ্দেবতামীশং কুম্ভপাত্রোপরি স্থিতম্। পদ্মনাভায় পাদৌ তু জানুনী যোগমূর্ত্তয়ে।
ঊরুযুগ্মং নৃসিংহায় কটিং জ্ঞানপ্রদায় চ। উদরং বিশ্বনাথায় হৃদয়ং শ্রীধরায় চ।
কণ্ঠং কৌস্তুভকণ্ঠায় বাহূ ক্ষত্রান্তকায় চ। ললাটং ব্যোমমূর্ত্তায় শিরো বৈ সর্ব্বরূপিণে।
স্বনাম্না চৈব শস্ত্রাণি সর্ব্বাঙ্গং দিব্যরূপিণে॥ ১৫৪॥

এবং সংপূজ্য বিধিবৎ ততোঽর্ঘ্যং সংপ্রদাপয়েৎ। নারিকেলেন শুভ্রেণ দেবদেবস্য চক্রিণঃ॥

তত্র অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

সংসারার্ণবপোতায় পাপকক্ষমহানল। নরকাগ্নিপ্রশমন জন্মমৃত্যুজরাপহ।
মামুদ্ধর জগন্নাথ পতিতং ভবসাগরে। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে॥

ষষ্টিঘটিকা ব্যাপ্য ভূত্বা সম্পূর্ণা যদি দৃশ্যতে। অতএব প্রতিপদ্দিনে চ কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে॥১৫৪॥
অর্ঘ্যমন্ত্রঃ সংসারেত্যাদিঃ॥ ১৫৫॥

পূর্ণিমা ষষ্টিদণ্ডব্যাপিনী হইয়া সম্পূর্ণা দৃষ্ট হইলে অথচ প্রতিপদে কিঞ্চিন্মাত্র থাকিলে তৎপূর্ব্ব দ্বাদশীর নামই পক্ষবর্দ্ধিনী। এই পক্ষবর্দ্ধিনী দশসহস্র অশ্বমেধ সদৃশ ফল প্রদান করেন। হে বিপ্রসত্তম! এক্ষণে পূজার বিধান বলিতেছি, অবধান কর। মন্ত্র পাঠ সহকারে পূজা করিয়া অর্ঘ্য দানে হরি প্রীত হয়েন। নূতন কুম্ভ জলপূর্ণ করিয়া চন্দন দ্বারা লেপন করিবে, পরে উহাতে পঞ্চরত্ন দিয়া কুসুমমাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত করত স্থাপন করিতে হয়। তদনন্তর ঘটোপরি গোধূমপূর্ণ তাম্রপাত্র স্থাপন করিবে। যে মাসে পক্ষবর্দ্ধিনী হইবে, হরির সেই মাসের নামানুযায়ী কাঞ্চনময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে কুম্ভপাত্রোপরি কেশব-প্রতিমাকে পঞ্চামৃতযোগে স্নান করাইয়া কুঙ্কুম, অগুরু ও চন্দনবিলেপন করত বসনদ্বয়, ছত্র ও পাদুকা অর্পণ করিবে। তদনন্তর অর্চ্চনা করিতে হয় পদ্মনাভায় বলিয়া চরণদ্বয়ে, যোগমূর্ত্তয়ে বলিয়া জানুযুগলে, নৃসিংহায় বলিয়া ঊরুদ্বয়ে, জ্ঞানপ্রদায় বলিয়া কটিতে, বিশ্বনাথায় বলিয়া জঠরে, শ্রীধরায় বলিয়া হৃৎপ্রদেশে, কৌস্তুভকণ্ঠায় বলিয়া কণ্ঠে, ক্ষত্রান্তকায় বলিয়া বাহুযুগলে, ব্যোমমূর্ত্তায় বলিয়া ভালদেশে এবং সর্ব্বরূপিণে বলিয়া মস্তকে পূজা করিয়া আয়ুধসমূহের স্ব স্ব নাম দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক 'বিশ্বরূপিণে নমঃ' এই মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে পূজা করিবে। ৫৪। এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া দেবদেব জনার্দ্দনকে শুভ্র নারিকেলফল দ্বারা অর্ঘ্য দিতে হয়।

নৈবেদ্যানি প্রদেয়ানি ঘৃতপক্কানি চক্রিণে। ফলানি সুমনোজ্ঞানি স্বাদূনি রসবন্তি চ।
সাগুরুঞ্চ সকর্পূরং দদ্যাদ্ধূপন্তু মাধবে। সঘৃতং গুগ্‌গুলুঞ্চাপি দদ্যাদ্বিত্তানুসারতঃ॥
তাম্বূলন্তু সকর্পূরং দদ্যাদ্দেবস্য ভক্তিতঃ। ঘৃতেন দীপকং দদ্যাত্তিলতৈলেন বা পুনঃ॥
কৃত্বা সম্যগ্বিধানেন গুরুপূজান্তু কারয়েৎ। বস্ত্রাণি চৈব সোষ্ণীষং কঞ্চুকঞ্চ প্রদাপয়েৎ।
দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্তি গুরবে সংপ্রদাপয়েৎ। ভোজনৈশ্চৈব তাম্বূলং দত্ত্বার্ঘ্যং সংপ্রতোষয়েৎ।
স্ববৃত্তৈর্বর্ত্তমানৈস্তু যথাশক্ত্যা চ নির্ধনৈঃ। কার্য্যা সম্যক্ প্রযত্নেন দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী।
ততো জাগরণং কুর্য্যাদ্গীতনৃত্যসমন্বিতম্॥ ১৫৫॥

ইতি পক্ষবর্দ্ধিনীব্রতম্।

অথ জয়াব্রতম্।

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে।—

দ্বাদশ্যাস্তু সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসুঃ। নাম্না সা তু জয়া খ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ॥
তামুপোষ্য নরো ঘোরে নরকে নৈব মজ্জতি।
অগ্নিষ্টোমাদি-যজ্ঞানাং ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ইতি।
জয়াব্রতমনুষ্ঠেয়ং যথৈবোন্মীলনীব্রতম্॥

তদুক্তং মার্কণ্ডেয়েন।—

শালগ্রামশিলা-বারি তুলসীজলমেব চ। সমমেবোদ্ধরেত্তত্র বিজয়াব্রতমাচরেৎ॥

অথ বিজয়াব্রতম্।

ব্রহ্মপুরাণে তত্রৈব।—

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ। বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র।—"হে সংসারসাগরের পোতরূপ! হে পাতকতৃণদাহকারিন্! হে নরকাগ্নিদমন! হে জন্মমৃত্যুজরাহারিন্! হে জগন্নাথ! আমি ভবসাগরে পতিত হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। হে পদ্মনাভ! মদ্দত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার।" এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। চক্রধারী হরিকে ঘৃতপক্ক নৈবেদ্য এবং সুমনোজ্ঞ সুস্বাদু রসবৎ ফল সমস্ত অর্পণ করিতে হয়। সম্পত্তি অনুসারে হরিকে অগুরু, কর্পূর ও সঘৃত গুগ্‌গুলুধূপ প্রদান করিবে। তৎপরে ভক্তি সহকারে প্রভুকে ঘৃত বা তিলতৈলযোগে দীপ অর্পণ পূর্ব্বক পুনরায় সম্যক্‌রূপে যথাবিধি গুরুদেবের অর্চ্চনা করিবে এবং তাঁহাকে বসন, উষ্ণীষ ও কঞ্চুক অর্পণ করিতে হয়। তদনন্তর শক্ত্যনুসারে গুরুদক্ষিণা দিয়া ভক্ষ্য, তাম্বূল ও অর্ঘ্য দান দ্বারা গুরুর প্রীতি সম্পাদন করিবে। সযত্নে সম্যক্ বিধানে পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশীর ব্রত করা স্ববৃত্তিস্থ ধনহীন ব্যক্তিরও কর্ত্তব্য এবং উক্তদিনে গীত ও নৃত্যসহকারে জাগরণও করিবে। ১৫৫।

অতঃপর জয়াব্রত কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মপুরাণে বশিষ্ঠ-মান্ধাতৃসংবাদে লিখিত আছে, শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইলে তাহারই নাম জয়া। এই তিথি সর্ব্বতিথি-প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত। এই তিথিতে উপবাস করিলে ভীষণ নিরয় হইতে উদ্ধার হয় এবং নিঃসন্দেহ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ। তদা সা তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা॥
তস্যাং স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থে স্নাতো ভবতি মানবঃ। সংপূজ্য বর্ষপূজায়াঃ সকলং ফলমশ্নুতে॥
একজপ্যাৎ সহস্রস্য জপ্তস্যাপ্নোতি যৎ ফলম্। দানং সহস্রগুণিতং তথা বৈ বিপ্রভোজনম্।
হোমস্তত্রোপবাসশ্চ সহস্রগুণিতো ভবেৎ॥ ১৫৬।

অথ বিজয়া-ব্রতবিধিঃ।

আদৌ গুরুং নমস্কৃত্য ততঃ সঙ্কল্পমাচরেৎ। শরশার্ঙ্গধরং দেবং সৌবর্ণং রচয়েত্তথা।

অথ বিজয়াব্রতসঙ্কল্পমন্ত্রঃ।

দ্বাদশ্যান্তু নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি। ভোক্ষ্যে ত্রিবিক্রমানন্ত শরণং মে ভবাচ্যুত॥
সোপবীতন্তু কলসং পূর্ব্ববৎ স্থাপয়েদ্ব্রতী। পাত্রং তদুপরি ন্যস্যেত্তাম্রং বৈণবমেব বা॥
তত্রোপবেশ্য সংস্থাপ্য দেবং বিশদচন্দনৈঃ। আলিপ্য শুভ্রং বসনং দদ্যাচ্ছত্রঞ্চ পাদুকে॥ ৫৭॥
বাসুদেবায়েতি শিরঃ শ্রীধরায়েতি বৈ মুখম্। কৃষ্ণায়েতি চ কণ্ঠং বৈ বক্ষঃ শ্রীপতয়ে ইতি।

ঘোর ইতি স্বরূপমাত্রনির্দ্দেশঃ। উন্মীলনীব্রতমিব জয়াব্রতং কার্য্যমিতি তত্র যো বিধিরুক্তঃ সোঽত্রাপি দ্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ। বিজয়াব্রতন্তু নদ্যাদিসঙ্গম এব কার্য্যং॥ ১৫৬॥

অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে উন্মীলনীব্রতের প্রণালী অনুসারে জয়াব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। নদী প্রভৃতির সঙ্গমস্থানে বিজয়াব্রত করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। যদি নদী প্রভৃতির সঙ্গম প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে সঙ্গম কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ঐরূপে জয়াব্রত অনুষ্ঠান করা বিদ্বানের উচিত। মার্কণ্ডেয় ঋষি সঙ্গমসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন. যে, শালগ্রামশিলোদক ও তুলসীজল মিশ্রিত করিয়া সেই সঙ্গমস্থানে বিজয়াব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

অতঃপর বিজয়াব্রত কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে,শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতিথিতে শ্রবণাযোগ হইলেই তাহার নাম বিজয়া। এই তিথি সর্ব্বতিথিশ্রেষ্ঠা বলিয়া অভিহিত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও লিখিত আছে, শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে সেই মহাপুণ্যস্বরূপিণী দ্বাদশীকে বিজয়া কহে। এই তিথিতে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থস্নানজনিত পুণ্য লাভ হয়। উক্ত তিথিতে পূজা করিলে বর্ষকৃত পূজার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্তদিনে বারৈকমাত্র জপ দ্বারা জপসহস্রের পুণ্যসঞ্চয় হয়। উক্ত তিথিতে কৃত দান, বিপ্রভোজন, হোম, তপঃ ও উপবাস সহস্রগুণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ১৫৬।

অনন্তর বিজয়াদ্বাদশীব্রতবিধি ব্যক্ত হইতেছে। - অগ্রে গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক ব্রতের সঙ্কল্প করিয়া কাঞ্চনময়ী শার্ঙ্গধরমূর্ত্তি ও স্বর্ণময় শর প্রস্তুত করিবে।

অনন্তর বিজয়াব্রতের সঙ্কল্পমন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে ত্রিবিক্রম! হে অনন্ত! আমি দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক পরদিন আহার করিব। হে অচ্যুত! আপনি মদীয় শরণ্য হউন্। এই মন্ত্রে সংকল্প করিবে। ব্রতী ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ যজ্ঞসূত্র সহ কুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি তাম্রপাত্র বা

শস্ত্রাস্ত্রধারিণে বাহুং কক্ষে চ ব্যাপকায় বৈ। গিরিশায়োদরং মেঢ্রং ত্রৈলোক্যজননায় চ ॥
জঘনং চার্চ্চয়েদ্বিদ্বান্ সর্ব্বাধিপতয়ে ইতি। সর্ব্বাত্মনে ইতি পদাবেবমঙ্গানি পূজয়েৎ ॥১৫৮॥

অথ তত্র বিজয়াব্রতার্ঘ্যমন্ত্রঃ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মসারঙ্গ-শরভূষিত। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং শার্ঙ্গপাণে নমোঽস্তু তে ॥
ইত্যর্ঘ্যং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা ধূপদীপৌ সমর্প্য চ। ঘৃতপক্কপ্রধানানি নৈবেদ্যানি নিবেদয়েৎ ॥
তাম্বূলাদীনি দত্ত্বাথ কৃত্বা জাগরণং নিশি। প্রাতঃ স্নাত্বার্চ্চয়িত্বেশং পুষ্পাঞ্জলিমথার্পয়েৎ ॥

অথ তত্র বিজয়াব্রতে প্রার্থনামন্ত্রঃ।

নমস্তে অস্তু গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক। অঘোরং চাক্ষয়ং কৃত্বা সর্ব্বসৌখ্যপ্রদো ভব ॥
ইতি প্রার্থ্য ততঃ সর্ব্বং দত্ত্বা চার্ঘ্যং প্রতোষ্য হি।
ভক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা সুখং পারণমাচরেৎ ॥ ১৫৯ ॥
ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহ্নি যদি স্যাদ্বিজয়াব্রতম্। তদা সর্ব্বব্রতেভ্যোঽস্য মাহাত্ম্যমতিরিচ্যতে ॥১৬০॥

অথ জয়ন্তীব্রতম্।

ব্রহ্মপুরাণে।—

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে। জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ ॥

শরং শার্ঙ্গাখ্যায়ুধং ধারয়তীতি তথা তং ॥

অবয়বপূজামন্ত্রং লিখতি বাসুদেবায়েতি দ্বাভ্যাং। পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্রৈব নমঃশব্দপ্রয়োগো জ্ঞেয়ঃ। পূজয়েদিত্যুত্তরেণ শির-আদীনাং সর্ব্বেষামন্বয়ঃ ॥ ১৫৬—১৫৮ ॥ অর্ঘ্যমন্ত্রঃ শঙ্খেত্যাদিঃ। সর্ব্বং শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং ॥ ১৫৯ ॥ কালবিশেষে চাস্য ব্রতস্য ফলবিশেষং লিখতি ভাদ্র ইতি। তদানীং শ্রীবামনদেবপ্রাদুর্ভাবাৎ। এবমগ্রেঽপি ॥ ১৬০ ॥

বেণুপাত্র রাখিয়া তাহার উপরিভাগে প্রভুকে স্থাপন করিবে এবং শ্বেতচন্দনে দেবদেবের অঙ্গলেপন পূর্ব্বক শুভ্রবস্ত্র, ছত্র ও পাদুকা প্রদান করিবে।১৫৭। সুধী ব্যক্তি মস্তকে বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া, বদনে শ্রীধরায়, কণ্ঠে কৃষ্ণায়, বক্ষে শ্রীপতয়ে, বাহুতে শস্ত্রাস্ত্রধারিণে, কক্ষে ব্যাপকায়, জঠরে গিরিশায়, চক্ষুতে ত্রৈলোক্যজননায়, জঘনে সর্ব্বাধিপতয়ে এবং চরণযুগলে সর্ব্বাত্মনে নমঃ বলিয়া অর্চ্চনা করিবেন। ১৫৮।

অনন্তর বিজয়া-দ্বাদশীর অর্ঘ্যমন্ত্র বিবৃত হইতেছে।—হে শার্ঙ্গপাণে! মদ্দত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার। এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য দিয়া ধূপ দীপ নিবেদন পূর্ব্বক ঘৃতপক্ক উত্তম নৈবেদ্য ও তাম্বূলাদি প্রদান করত রাত্রিকালে জাগরণ করিবে। তৎপরে প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক প্রভুর অর্চ্চনা করিয়া কুসুমাঞ্জলি দিতে হয়।

অনন্তর বিজয়াদ্বাদশীব্রতের প্রার্থনা-মন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে গোবিন্দ! হে বুধশ্রবণ-সংজ্ঞাধারিন্! আমাকে অঘোর ও অক্ষয় করিয়া সর্ব্বথা আমার সুখদায়ী হউন্। এই প্রকারে প্রার্থনা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্ত্যাদি প্রদান করত অর্ঘ্য দ্বারা গুরুর প্রীতিবিধান করিবে। তদনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে সুখে পারণ করিবে।১৫৯। ভাদ্রমাসে বুধবারে বিজয়াদ্বাদশীব্রত হইলে যাবতীয় ব্রত হইতে এই ব্রতের মাহাত্ম্য অধিক হইয়া থাকে। ১৬০।

সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পংবা যদি বা বহু। তৎ ক্ষয়ং যাতি গোবিন্দং তস্যামভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ॥

স্কান্দে চ শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদম্। দ্বাদশ্যাং রোহিণীযোগে জয়ন্তীনাম সুব্রতম্॥

কিঞ্চ।—

জীবতাং যাতি যৎকালো জয়ন্তীবাসরং বিনা। তৎখণ্ডমায়ুষো ব্যর্থং নরাণামুপজায়তে॥ ৬১॥

অথ তদ্ব্রতবিধিঃ।

গুরুং প্রণম্য সম্প্রার্থ্য গৃহ্নীয়ান্নিয়মং কৃতী। কৃষ্ণৈস্তিলৈশ্চ মধ্যাহ্নে স্নায়াদ্ধাত্রীফলেন চ॥

অথ সঙ্কল্পমন্ত্রঃ।

জয়ন্ত্যাস্তু নিরাহারঃ শ্বোভূতে পরমেশ্বর। ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণঞ্চরণৌ তব॥ ১৬২॥

প্রাজাপত্যং রোহিণীনক্ষত্রং। জয়ন্তীবাসরং তদ্ব্রতং বিনেত্যর্থঃ॥ ১৬১॥

গুরুং সংপ্রার্থ্য চ। প্রার্থনাপ্রকারশ্চোক্তঃ স্কান্দে নারদং প্রতি শ্রীব্রহ্মণা।—আদৌ গুরু-গৃহং গত্বা পশ্চান্নিয়মমাচরেৎ। শিরস্তৎপাদয়োঃ কৃত্বা পাদৌ স্পৃষ্ট্বা চ মৌলিনা। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েত গুরুং ততঃ। নিয়মং দেহি বিপ্রেন্দ্র দ্বাদশ্যাঞ্চ মম প্রভো ইতি। নিয়মং ব্রত-সঙ্কল্পং। গৃহ্নীয়াচ্ছ্রদ্ধয়া চরেৎ। তথা চ তত্রৈব।—গৃহ্নীয়ান্নিয়মং পূর্ব্বং দন্তধাবনপূর্ব্বকং। নিয়মাৎ ফলমাপ্নোতি ন শ্রেয়ো নিয়মং বিনেতি। এতচ্চ পূর্ব্ব-লিখিতানুসারেণ একাদশ্যামেবেতি বোদ্ধব্যম্ অথ দ্বাদশীকৃত্যমাহ কৃষ্ণৈরিত্যাদিনা। কৃষ্ণতিলৈর্ধাত্রীফলেন স্নায়াদিতি ধাত্রীফলেন শিরোহভ্যঙ্গং কৃষ্ণতিলৈশ্চ গাত্রপরিমার্জ্জনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তথা চ তত্রৈব। উপোষিতশ্চ মধ্যাহ্নে স্নায়াৎ কৃষ্ণতিলৈস্ততঃ। কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি ফলং ধাত্র্যা মহাপুণ্যবিবৃদ্ধয় ইতি॥১৬২॥ পূর্ব্ব-বদিতি। জলপূর্ণং নবং কুম্ভং চন্দনেনৈব চর্চ্চিতং। পঞ্চরত্নসমাযুক্তং পুষ্পমালাবিভূষিতমিতি যথা·

অনন্তর জয়ন্তীব্রত কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র হইলেই তাহাকে জয়ন্তীদ্বাদশী কহে। এই তিথি নিখিল-পাতকহারিণী। জয়ন্তীদ্বাদশীতে ভক্তি সহকারে হরির পূজা করিলে সপ্তজন্মসঞ্চিত অপরিমিত বা ভূরিপ্রমাণ পাপও বিদূরিত হয়। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, দ্বাদশী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলেই সেই দিন জয়ন্তীব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে নিখিল পাতক বিদূরিত হয় এবং যাবতীয় পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও লিখিত আছে, জীবিতাবস্থায় জয়ন্তীবাসর ব্যতীত দিন গত হইলে সেই অতীত পরমায়ুকাল বিফল হয়। ১৬১।

অতঃপর জয়ন্তীব্রতের বিধান কথিত হইতেছে।—কৃতী ব্যক্তি গুরুদেবকে বন্দনা ও প্রার্থনা করত নিয়ম গ্রহণ (সঙ্কল্প) করিবে, তাহাতে কৃষ্ণতিল ও ধাত্রীফল দ্বারা মধ্যাহ্নসময়ে স্নান করিতে হয়।

জয়ন্তীব্রতকরণকালীন সঙ্কল্পমন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে পরমেশ্বর! জয়ন্তীদ্বাদশীতে উপ-বাস পূর্ব্বক পরদিন প্রভাতে আহার করিব। হে পদ্মপলাশলোচন! ভবদীয় পাদপদ্ম মদীয় আশ্রয়স্থল হউক্। ১৬২। (এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া) পূর্ব্ববৎ ঘটস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি সতিল

পূর্ব্ববৎ স্থাপয়েৎ কুম্ভং তস্যোপরি চ ভাজনম্।
হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং বৈণবং বা তিলৈর্ভৃতম্॥ ১৬৩॥

তত্র চ স্নাপিতং হৈমং দেবকীস্তনপায়িনম্। মাতৃবক্ত্রেক্ষকং দেবং নিবেশ্যাবাহয়েদ্ব্রতী॥

অথ তত্র জয়ন্তীব্রতে আবাহনমন্ত্রঃ।

এহি এহি জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম। পরিবারগণোপেত লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতে॥১৬৪॥

প্রতিষ্ঠাপ্য মনোজ্যোতিরিতি মন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ। পাদ্যাদীনুপকল্প্যানুলেপনৈরনুলেপয়েৎ॥১৬৫॥

পক্ষবর্দ্ধিনীব্রতে প্রোক্তং তদ্বদিত্যর্থঃ। তথা চ স্কান্দে তত্রৈব।—কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকং কর্ম্ম স্থাপয়েদব্রণং ঘটং। পঞ্চরত্নসমাযুক্তং পবিত্রোদকপূরিতং। সচন্দনং গন্ধযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং। সুধূপবাসিতং শুভ্রপুষ্পমালাভিশোভিতমিতি। তস্য কুম্ভস্যোপরি ভাজনঞ্চ পাত্রং স্থাপয়েৎ। তদেব বিশিনষ্টি হৈরণ্যমিতি। তত্র পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে উত্তরোত্তরং স্থাপয়েদিতি জ্ঞেয়ং। তথা চ তত্রৈব। তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং সৌবর্ণং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। তদভাবেন বৈ রূপ্যং তাম্রং বেণুময়ং মুনে ইতি॥১৬৩॥ দেবকীস্তনপায়িনমিতি হেম্না শ্রীদেবক্যাঃ প্রতিমাং কৃত্বা তদঙ্কে স্তনপানপরাং শ্রীভগবন্মূর্ত্তিং শাস্ত্রোক্তলক্ষণাং কৃত্বা তত্র পাত্রে নিবেশ্যাবাহয়েদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং?—স্নাপিতং ক্ষীরাদিনা কারিতস্নানং। তল্লক্ষণং কিঞ্চিল্লিখতি। মাতুর্দ্দেবক্যা বক্ত্রেক্ষকং মুখমবলোকয়ন্তমিত্যর্থঃ। তথা চ তত্রৈব। —তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবীং হৈমীং লক্ষণসংযুতাং। দদমানাস্তু পুত্রস্য স্তন্যং বৈ বিস্মিতাননাং। পিবন্মাতুঃ স্তনং ভদ্রমাননং পাণিনা স্পৃশন্। অবলোকমানঃ প্রেম্না বৈ মুখং মাতুর্মুহুর্মুহুরিতি॥

অনুলেপনৈস্তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন-মিশ্রিত-মলয়জকুঙ্কুম-কর্পূরাগুরু-কস্তুরিকাদিপঙ্কৈঃ। অনুলেপয়েদ্দেবং। তথা চ স্কান্দে তত্রৈব।—তুলসীদারুজাতেন চন্দনেন বিলেপনং। কুঙ্কুমেন মহাভাগ কর্পূরাগুরুচর্চ্চিতং। পঙ্ককাশ্মীর-গন্ধৈশ্চ-মৃগনাভিবিমিশ্রতমিতি। অত্র চ প্রকল্পয়েদিতি পূর্ব্বশ্লোকস্থ-ক্রিয়য়ান্বয়ঃ॥১৬৪-১৬৫॥ পুষ্পাণি মল্লিকা-মালতী-চম্পকাদীনি। আদিশব্দেন তুলসীমঞ্জরী-দল-বিল্বপত্রাদীনি। তথা কুষ্মাণ্ড-নারিকেল-ফলাদীনি চ গ্রাহ্যাণি। তথা চ তত্রৈব। মল্লিকামালতীপুষ্পৈশ্চম্পকৈঃ কেতকীদলৈঃ। বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ তুলসীদলকোমলৈঃ। অন্যৈর্নানাবিধৈঃ পুষ্পৈঃ করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ। যূথিকাশতপত্রৈশ্চ তথান্যৈঃ কালসম্ভবৈঃ। পূজনীয়ো

কাঞ্চনপাত্র বা রৌপ্যপাত্র অথবা বেণুপাত্র স্থাপন করিবে। ১৬৩। তৎপরে ব্রতী জন তাহার উপরিভাগে দেবকীস্তনপায়ী,জননীর বদন প্রতি ঈক্ষণকারী ভগবানের কাঞ্চনপ্রতিমা স্নপনান্তে স্থাপন করিয়া আবাহন করিবে।

জয়ন্তীব্রতের আবাহনমন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে জগন্নাথ! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে জগৎপতে! আপনি কমলাদেবীর সহিত সপরিবারে আগমন করুন্। ১৬৪। তৎপরে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দেবপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করত "মনোজূতিঃ" প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা পাদ্যাদি অর্পণ করিবে। তদনন্তর তুলসীকাষ্ঠচন্দনসংযুক্ত শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর, অগুরু ও কস্তুরী প্রভৃতির গন্ধ দ্বারা প্রভুর অঙ্গে বিলেপন প্রদান করিতে হয়। ১৬৫। পরে শুভ্রবসনদ্বয় অর্পণ

বস্ত্রযুগ্মং সিতং দত্বা পুষ্পাদীনি সমর্পয়েৎ। দীপান্ প্রজ্বালয়েচ্ছক্ত্যা কুর্য্যাৎ কুসুমমণ্ডপম্ ॥১৬৬॥
গীতবাদ্যাদিভিঃ শান্তিপাঠৈঃ স্তোত্রৈশ্চ কীর্ত্তনৈঃ।
আরভেতাশঠঃ পূজাং গুরুং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ॥ ১৬৭ ॥

অথ তত্রাদৌ শ্রীদেবকীপূজা।

অদিতে দেবমাতস্ত্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনি। অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ভীতো ভবভয়স্য তু॥
পূজিতাসি যথা দেবৈঃ প্রসন্না ত্বং বরাননে। পূজিতা মে তথা ভক্ত্যা প্রসাদং কুরু সুব্রতে॥
যথা পুত্রং হরিং লব্ধ্বা প্রাপ্তা তে নির্বৃতিঃ পরা। তামেব নির্বৃতিং দেবি স্বপুত্রাৎ দর্শয়স্ব মে।
মন্ত্রেণানেন সংপূজ্য দেবকীং কৃষ্ণমর্চ্চয়েৎ। ততঃ সমাতৃকায়ার্ঘ্যং তস্মৈ পূর্ব্ববদর্পয়েৎ॥

অথ তত্র পূজামন্ত্রঃ।

অবতারসহস্রাণি করোষি মধুসূদন। ন তে সংখ্যা বতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি॥
দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব। অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতম্॥
বাঞ্ছিতং কুরু মে দেব দুষ্কৃতং চৈব নাশয়। কুরুষ মে দয়াং দেব সংসারার্ত্তিভয়াপহ ॥ ইতি॥

মহাভাগো মহাভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ। কুষ্মাণ্ডৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জূরৈর্দ্দাড়িমৈস্তথা। বীজপূরৈঃ পূগফলৈঃ সুনিষ্পন্নৈঃ সুশোভনৈঃ। দ্রাক্ষাফলৈর্জ্জাতিফলৈ রম্ভাবৃক্ষসমুদ্ভবৈরিতি ॥১৬৬॥ স্তোত্রাদীনি চ তত্রৈবোক্তানি।—শান্তিপাঠং শাস্ত্রপাঠং গীতাপাঠং তৃতীয়কং। সহস্রনাম চাতুর্থং পঞ্চমং গজমোক্ষণং। বালস্য চরিতং বিষ্ণোঃ পঠনীয়ং পুনঃপুনরিতি। অশঠঃ ভগবদর্চ্চনগুরুপূজাদৌ বিত্তাদিশাঠ্যহীনঃ সন্। তথা চ তত্রৈব।—শ্রাদ্ধে দানে তথা পর্ব্বতীর্থব্রতমখেষু চ. বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত সর্ব্বধর্ম্ম প্রয়োজনে। ভবিষ্যে চ। –বিভবে সতি যো মোহান্ন কুর্য্যাদ্বিধিবিস্তরং। ন তৎফলমবাপ্নোতি দেবদ্রোহী স উচ্যতে। প্রথমং ভক্ত্যা গুরুং সম্যক্ পূজয়িত্বা পশ্চাৎ পূজামারভেত। তথা স্কান্দে তত্রৈব।—অতিক্রম্য নরো যস্তু গুরুং ধর্ম্মোপদেশকং। বিপ্রেন্দ্র স্বেচ্ছয়া পুণ্যং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ। অভিবাদ্য গুরুং তস্মাদ্ধর্ম্মকার্য্যাণি কারয়েৎ। ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ যদীচ্ছেদাত্মনো হিতং॥ দদ্যাৎ স্বশক্তিতো ভক্ত্যা গাং মহীং কাঞ্চনং বসু। গুরুং ধান্যঞ্চ বস্ত্রঞ্চ ভূষণং মধুরং বচঃ। ততঃ পূজা বিধাতব্যা দেবক্যাঃ কেশবস্য চেতি ॥ ১৬৭ ॥

অনেন অদিত ইত্যাদিনাদৌ দেবকীং সংপূজ্য ততঃ কৃষ্ণং পূজয়েৎ। সমাতৃকায় দেবকীসহিতায়। তথা চ তত্রৈব।—কৃষ্ণায় প্রথমং দদ্যাৎ দেবকীসহিতায় চ। অর্ঘ্যং মুনিবরশ্রেষ্ঠ

পূর্ব্বক পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিয়া সাধ্যানুসারে দীপসমূহ প্রজ্বলিত করত কুসুমমণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। ১৬৬। তৎপরে বিত্তশাঠ্য ত্যাগ করত ভক্তিমান্ হইয়া শ্রীগুরুর অর্চ্চনা পূর্ব্বক গীত, বাদ্য, শান্তিপাঠ ও স্তবপাঠাদি দ্বারা দেবপ্রতিমার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে। ১৬৭।

উক্ত পূজার প্রারম্ভে দেবকীর অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—হে অদিতে! হে দেবজননি! আপনি নিখিল পাতকহারিণী, আমি সংসারভয়ে ভীত হইয়া আপনার অর্চ্চনা করিতেছি। হে বরাননে! হে সুব্রতে! সুরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া যেরূপ আপনি প্রীতি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তি সহকারে মৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রীত হউন্।

অথ অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

জাতঃ কংসবধার্থায় ভূভারোত্তারণায় চ। দেবতানাং হিতার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ॥
কৌরবাণাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দেবক্যা সহিতো হরে॥১৬৮॥

অথ অর্ঘ্যমাহাত্ম্যঞ্চ।

স্কান্দে তত্রৈব।—দত্ত্বা চ সকলামুর্ব্বীং সসাগরনগান্বিতাম্।
অর্ঘ্যদানেন তৎ পুণ্যং লভতে মানবো ভুবি॥ ইতি। ১৬৯
ধূপদীপৌ সমর্প্যাথ নৈবেদ্যং বিবিধং শুভম্। ফলানি চ বিচিত্রাণি তাম্বূলাদীনি চার্পয়েৎ॥১৭০॥
কৃত্বা নীরাজনং গীতং নৃত্যাদ্যুৎসবমাচরন্। কুর্য্যাজ্জাগরণং কৃষ্ণবাল্যলীলাকথাদিনা॥ ১৭১॥

সর্ব্বকামফলপ্রদমিতি। অতএব মন্ত্রেঽপি দেবক্যা সহিতো হরে ইতি। মন্ত্রবিশেষশ্চ তত্রৈব।—শ্রীকৃষ্ণায় দেবকীসহিতায় সগণায় সপরিবারায় লক্ষ্মীসহিতায় অর্ঘ্যং নম ইতি। পূর্ব্ববৎ ইতি নারিকেলেন শুভ্রেণেত্যাদিকং যৎ পক্ষবর্দ্ধিনীব্রতাদাবপ্যুক্তং, তদনুসারতঃ পুষ্পাদি-সহিতং শুভ্র-নারিকেলশস্যং শঙ্খে নিধায় তেনার্ঘ্যং দদ্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৬৮॥

সকলাং পৃথ্বীং দত্ত্বা যৎ পুণ্যং লভতে তদর্ঘ্যদানেন লভতে ইত্যর্থঃ॥১৬৯॥ বিবিধং ঘৃতপক্ক-পায়সাদ্যনেকপ্রকারং শুভং পরমোৎকৃষ্টং ফলানি চ কুষ্মাণ্ডাদীনি তানি স্কান্দোক্তানি লিখিতান্যেব। আদিশব্দেন দর্পণচ্ছত্রচামরাদীনি॥১৭০॥ কৃষ্ণস্য বাল্যলীলায়াঃ কথা কথনং তদাদিনা। আদিশব্দেন তচ্ছ্রবণাদি প্রৌঢ়লীলাকথাদি চ। তথা চ তত্রৈব।—বালস্যাচরিতং বিষ্ণোরিতি লিখিতমেব। কিঞ্চ জাগরণপ্রসঙ্গে।—চরিতং দেবকীসূনোর্ব্বাচনীয়ং বিচক্ষণৈরিতি।১৭১॥

হে দেবি! ভগবান্ জনার্দ্দনকে তনয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন,আপনি সেই নন্দন সহ আমাকে তাদৃশ আনন্দ প্রদান করুন্। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবকীর অর্চ্চনা করিয়া কৃষ্ণপূজায় প্রবৃত্ত হইবে। তৎপরে সমাতৃক প্রভুকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিতে হয়।

উক্ত বিষয়ে পূজামন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে মধুসূদন! আপনি সহস্র সহস্র অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন,ধরাধামে এরূপ কেহ নাই যে,আপনার সেই অবতার-সমূহের গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে। হে প্রভো! আপনার স্বরূপ ব্রহ্মাদি সুরগণেরও অবিদিত, আপনি জননীর অঙ্কে শয়ান আছেন, আমি আপনাকে অর্চ্চনা করিব। হে দেব! হে ভবভয়হারিন্! মদীয় বাঞ্ছা পূর্ণ করুন, পাতক ধ্বংস করুন্ এবং মৎপ্রতি করুণা প্রদর্শন করুন্। ইহাই পূজামন্ত্র।

উক্ত পূজার অর্ঘ্যমন্ত্র কথিত হইতেছে। হে শ্রীহরে! কংসকুল নির্ম্মূল,ধরাভার অপনোদন, দেবগণের মঙ্গল সাধন, ধর্ম্ম সংস্থাপন, কৌরব নিপাত ও দানব নিধন করিবার জন্য আপনার উৎপত্তি। আমি আপনাকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিতেছি, আপনি দেবকী সমভিব্যাহারে উহা গ্রহণ করুন্। ১৬৮।

অনন্তর অর্ঘ্যমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, ধরণীতলে ভগবান্ হরিকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে সসাগরা সপর্ব্বতা বসুমতী দানের পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৬৯। তৎপরে ধূপ, দীপ, নানারূপ পরমোত্তম নৈবেদ্য ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল

অথ তন্মাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে তত্রৈব।—

জাগরে পদ্মনাভস্য পুরাণং পঠতে তু যঃ। জন্মকোটিকৃতং পাপং দহতে তূলরাশিবৎ॥ ইতি॥১৭২॥
প্রাতঃ কৃত্বা ক্রিয়াং নিত্যাং তন্মূর্ত্তিং গুরবেঽর্পয়েৎ। বস্ত্রাদিকং দক্ষিণাঞ্চ দত্ত্বা কুর্ব্বীত পারণম্॥
কিঞ্চ তত্রৈব।—

বিধিনানেন সংযুক্তাং জয়ন্তীঞ্চ করোতি যঃ। নারী বোদ্ধরতে ভক্ত্যা পুরুষানেকবিংশতিম্॥
সংক্ষেপেণ চ যঃ কুর্য্যাজ্জয়ন্তীং হরিবল্লভাম্। মানসেষ্টফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥১৭৩॥

অথ পাপনাশিনীব্রতম্।

ব্রহ্মপুরাণে তত্রৈব।—

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ। তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী॥
সগরেণ ককুৎস্থেন ধুন্ধুমারেণ গাধিনা। তস্যামারাধিতঃ কৃষ্ণো দত্তবানখিলাং ভুবম্॥
বাচিকান্মানসাৎ পাপাৎ কায়িকাচ্চ বিশেষতঃ। সপ্তজন্মকৃতাদ্দেবারাম্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
ইমামেকামুপোষ্যৈব পুষ্যানক্ষত্রসংযুতাম্। একাদশী-সহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥
স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্। যদস্যাং ক্রিয়তে কিঞ্চিত্তদনন্তগুণং ভবেৎ॥
তস্মাদেষা প্রযত্নেন কর্ত্তব্যা ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ॥

অথ তদ্ব্রতবিধিঃ।

গুরুং প্রণম্য নিয়মং স্বীকুর্য্যাৎ ব্রতহেতুকম্। কুম্ভমামলকীমূলে পূর্ব্ববৎ স্থাপয়েদ্ব্রতী॥

দহতে দহতি। তূলরাশিবদিতি যথাগ্নিস্তূলরাশিং সদ্যো দহেৎ তদ্বদিত্যর্থঃ॥১৭২॥ তাং মূর্ত্তিং পূর্ব্বনির্ম্মিতাং পূজিতাং শ্রীদেবকীসহিতাং ভগবৎ-প্রতিকৃতিং। এবং বিসর্জ্জনং কৃতমস্তীতি বোদ্ধব্যং। তচ্চ সর্ব্বত্র সাধারণতয়া প্রাপ্তত্বাৎ ন স্পষ্টং লিখিতং। আদিশব্দেন শক্তৌ কুণ্ডল-কঞ্চুকোষ্ণীষমুদ্রিকাদি॥ ১৭৩॥

নিবেদন পূর্ব্বক তাম্বূল প্রভৃতি প্রদান করিবে। ১৭০। তদনন্তর নীরাজন করত নৃত্যগীতাদি উৎসব ও শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা প্রভৃতি কীর্ত্তন সহকারে জাগরণ করিবে। ১৭১।

অনন্তর দ্বাদশীকৃত জাগরণ-মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে উক্ত প্রকরণেই বর্ণিত আছে, কমলনাভ হরির জাগরণে পুরাণাধ্যয়ন করিলে কোটি-জন্মার্জ্জিত পাতক তূলরাশিবৎ ভস্মীভূত হয়। ১৭২। প্রভাতে নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া উক্ত ভগবৎ-প্রতিমা, বসনাদি ও দক্ষিণা শ্রীগুরুকে দান করিয়া পারণ করিতে হয়। উক্ত পুরাণে আরও লিখিত আছে যে, ভক্তি সহকারে এইরূপ প্রণালীতে জয়ন্তীব্রত সমাধা করিলে কি নর, কি নারী সকলেই একবিংশতি কুল পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। সংক্ষেপে হরিপ্রীতিকরী জয়ন্তীর ব্রতানুষ্ঠান করিলে মানসিক অভীপ্সিত সিদ্ধ হয় এবং হরিধামে প্রস্থান করিতে পারে। ১৭৩।

অনন্তর পাপনাশিনীব্রত বিবৃত হইতেছে।—ব্রহ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে লিখিত আছে, শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহারই নাম পাপনাশিনী।

অথ তত্র সঙ্কল্পমন্ত্রঃ।

দ্বাদশ্যান্তু নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি। ভোক্ষ্যামি জামদগ্ন্যেশ শরণং মে ভবাচ্যুত॥ ইতি॥
বারিপূর্ণং ততঃ পাত্রং ন্যসেৎ কুম্ভোপরি ব্রতী। সুন্দরং তাম্ররচিতং বেণুরচিতমেব বা।
মাষকেণ তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধেনাথবা কৃতম্। হৈমং পরশুরামঞ্চ স্নপিতং স্থাপয়েত্ততঃ॥
দত্ত্বা বস্ত্রযুগচ্ছত্রপাদুকাঃ শ্বেতচন্দনৈঃ। আলিপ্য তুলসীপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্যাঙ্গানি পূজয়েৎ॥ ১৭৪॥

অথ তত্র অঙ্গপূজা।

বিশোকায়েতি চরণৌ জানুনী বিশ্বরূপিণে। হয়গ্রীবায়েতি চোরূ কটিং দামোদরায় চ॥
কন্দর্পায়েতি বৈ গুহ্যং নাভিং বৈ পদ্মমালিনে।
অনন্তায়েতি জঠরংশ্রীকণ্ঠায়েতি বৈ গলম্॥
বাহূ হৈমাঙ্গদায়েতি বৈকুণ্ঠায়েতি মস্তকম্। জ্যোতীরূপায়েতি নেত্রে নাসাগ্রং শোকনাশিনে॥

মাষকেণ সুবর্ণস্যেতি জ্ঞেয়ং। হৈমমিতি বিশেষণাৎ। কৃতং বিনির্ম্মিতং॥ ১৭৪॥
বিশোকায় নমঃ ইতি চরণৌ যজেৎ পূজয়েদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। এবং পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্রৈবোহ্যেয়ং।

এই তিথি মহাপুণ্যস্বরূপিণী। এই তিথিতে নরপতি সগর, ককুৎস্থ, ধুন্ধুমার ও গাধি এই সকল ব্যক্তি হরির উপাসনা করাতে ভগবান্ তাঁহাদিগকে সমস্ত ধরণীমণ্ডল প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে বাচিক, মানসিক, অধিকন্তু সপ্ত-জন্মার্জ্জিত শারীরিক পাতক হইতে নিঃসন্দেহ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। পুষ্যানক্ষত্রান্বিত দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিলে একাদশীসহস্রজনিত ফল লাভ করিতে পারে। এই পাপনাশিনী দ্বাদশীতে কি স্নান, কি দান, কি জপ, কি হোম, কি বেদাধ্যয়ন, কি দেবপূজা যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তৎসমস্তই অনন্তগুণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে; সুতরাং সযত্নে এই পাপনাশিনীব্রত করা সকাম ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য।

অতঃপর পাপনাশিনীব্রতের বিধান বিবৃত হইতেছে।—প্রথমতঃ ব্রতী ব্যক্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার পূর্ব্বক ব্রতার্থ নিয়ম গ্রহণ (সঙ্কল্প) করিবে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রতবৎ ধাত্রীবৃক্ষমূলে কুম্ভ সংস্থাপন করিবে।

অনন্তর পাপনাশিনীব্রতের সঙ্কল্পমন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে জামদগ্ন্যেশ! হে অচ্যুত! আমি দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া তৎপরদিনে আহার করিব, আপনি আমার শরণ হউন্। পরে ব্রতী জন ঘটোপরি মনোরম তাম্রপাত্র বা বেণুপাত্র জলপূরিত করিয়া স্থাপন করিবে। তৎপরে একমাষাপ্রমাণ অথবা অর্দ্ধমাষকমিত বা তদর্দ্ধপরিমিত কাঞ্চন দ্বারা ভৃগুরামের প্রতিমা প্রস্তুত করত স্নান করাইয়া পূর্ব্বোক্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। পরে বসনদ্বয়, ছত্র ও পাদুকা দিয়া শ্বেতচন্দন দ্বারা বিলেপন পূর্ব্বক তুলসীমিশ্রিত কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করত অঙ্গপূজা করিবে। ১৭৪।

অতঃপর পাপনাশিনীব্রতের অঙ্গপূজা বিবৃত হইতেছে।—পদদ্বয়ে বিশোকায় নমঃ, জানু-যুগলে বিশ্বরূপিণে নমঃ, ঊরুযুগলে হয়গ্রীবায় নমঃ, কটিদেশে দামোদরায় নমঃ, গুহ্যে কন্দর্পায়

ললাটং বামনায়েতি রামায়েতি শ্রবৌ যজেৎ। সর্ব্বাত্মনে সমস্তাঙ্গং শস্ত্রাণিস্বস্বসংজ্ঞয়া।
প্রদায় পূর্ব্ববচ্চার্ঘ্যং ধূপদীপৌ সমর্প্য চ। নৈবেদ্যাদি প্রদায়াথ দেবং সম্প্রার্থয়েচ্চ তম্॥

অথ তত্র অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

নমস্তে দেবদেবেশ জামদগ্ন্য নমোঽস্তু তে। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তমামলক্যা সহিতো হরে॥

অথ তত্র প্রার্থনামন্ত্রঃ।

জামদগ্ন্য নমস্তেঽস্তু ক্ষত্রিয়ান্তকরায় চ। সর্ব্বাণি যানি পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি॥
ক্ষয়ং যান্তু মমৈবাদ্য ত্বৎপ্রসাদাচ্চ ভার্গব। বচিকং মানসং পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা॥
আয়ুর্যশস্তথারোগ্যং ধনং ধান্যঞ্চ সম্পদং। সৌভাগ্যং তব ভক্তস্ত সন্তানং ভবেৎ॥
সর্ব্বান্ কামানাপ্নুবানি দিব্যং সৌখ্যং নিরন্তরম্। অন্তেঽপ্যস্তু মমেশান ভক্তিস্বচ্চরণে প্রভো।
জনার্দ্দন হৃষীকেশ লক্ষ্মীনাথ সুরার্চ্চিত। রাম রাম মহাবাহো কার্ত্তবীর্য্যবিনাশন॥১৭৫॥
এতৎ সর্ব্বং ময়া দত্তং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তবাচ্যুত। মামুদ্ধর জগন্নাথ দয়াং কৃত্বা মমোপরি॥১৭৬॥

অতো যত্রেতি শব্দো নাস্তি, তত্র সোঽধ্যাহার্য্য ইতি। যতে এতে সর্ব্বে ময়া ইতি। তং শ্রীপরশুরামরূপং॥ ১৭৫॥ জ্ঞানাদিকঞ্চ সর্ব্বং তব তুভ্যং দত্তমর্পিতং॥ ১৭৬॥

নমঃ, নাভিতে পদ্মমালিনে নমঃ, উদরে অনন্তায় নমঃ, গলে শ্রীকণ্ঠায় নমঃ, বাহুযুগলে হৈমাঙ্গদায় নমঃ, মস্তকে বৈকুণ্ঠায় নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে জ্যোতীরূপায় নমঃ, নাসিকাগ্রে শোকনাশিনে নমঃ, ভালদেশে বামনায় নমঃ, কর্ণদ্বয়ে রামায় নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বাত্মনে নমঃ, বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে স্ব স্ব নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আয়ুধ-সমূহের পূজা করিবে। তদনন্তর পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য ও ধূপ দীপ দিয়া নৈবেদ্য প্রভৃতি অর্পণ করত প্রার্থনা করিতে হয়।

উক্ত অর্ঘ্যদানের মন্ত্র বিবৃত হইতেছে।—হে দেবদেবেশ! তোমাকে নমস্কার। হে জামদগ্ন্য! তোমাকে নমস্কার। হে হরে! মদ্দত্ত আমলকী-সমন্বিত এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

অনন্তর যে মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে,তাহা কথিত হইতেছে। হে জামদগ্ন্য! হে ক্ষত্রকুলান্তক! হে ভার্গব! ভবদীয় প্রসাদে অদ্য আমার সপ্তজন্মকৃত পাতক বিনষ্ট হউক্। আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে সমস্ত বাচিক ও মানসিক পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তৎসমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। হে দেব! ভবদীয় ভক্তের পরমায়ুঃ, যশঃ, আরোগ্য, ধন, ধান্য সম্পদ্, সৌভাগ্য ও সন্ততি প্রভৃতি ভূরিপরিমাণে হউক্, এবং যাবতীয় কাম ও সর্ব্বদা অলৌকিক আনন্দ প্রাপ্ত হউক্। হে জনার্দ্দন! হে হৃষীকেশ! হে লক্ষ্মীপতে! হে দেবপূজিত! হে রাম! হে রাম! হে দীর্ঘবাহো! হে কার্ত্তবীর্য্যান্তক! হে ঈশান! হে প্রভো! অন্তিমে ত্বৎ-পদে মদীয় ভক্তি অচলা থাকুক্। ১৭৫। হে অচ্যুত! আপনাকে জ্ঞান ও জ্ঞেয় সমস্তই প্রদান করিলাম। হে জগন্নাথ! মৎপ্রতি করুণা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন্। এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। ১৭৬।

অতঃপর ধাত্রীপূজা বিবৃত হইতেছে।— আমার পিতৃপিতামহগণ এবং অন্যান্য পুত্রহীন ও সগোত্র যাঁহারা বৃক্ষযোনি বা কীটযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা রৌরব ও মহারৌরব নরকে

অথ ধাত্রীপূজা।

পিত্তা পিতামহাশ্চান্যে অপুত্রা যে চ গোত্রিণঃ। বৃক্ষযোনিং গতা যে চ যে চ কীটত্বমাগতাঃ।
রৌরবে নরকে যে চ মহারৌরবসংজ্ঞকে। বিযোনিং চ গতা যে চ যে চ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যগাঃ।
পিশাচত্বং গতা যে চ যে চ প্রেতত্বমাগতাঃ। তে পিবন্তু ময়া দত্তং ধাত্রীমূলে সদা পয়ঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ধাত্রীমূলনিষেচনাৎ। ইতি ধাত্রীং চাভিষিচ্য বারানষ্টোত্তরং শতম্।
তাঞ্চ প্রদক্ষিণীকৃত্য কুর্য্যাজ্জাগরণং ব্রতী। প্রাতশ্চ দেবং নীরাজ্য নিত্যং কর্ম্ম সমাপ্য চ।
মূর্ত্ত্যাদি গুরবে দত্ত্বা প্রাগ্বৎ পারণমাচরেৎ॥ ফাল্গুনে মাসি যদ্যোষা দ্বাদশী পাপনাশিনী।
ভবেত্তদা ব্রতস্যাস্য মহিমা স্যাদ্বিশেষতঃ॥ ১৭৭॥
ইতি ক্রমেণ লিখিতং বিজয়াদি ব্রতত্রয়ম্। ভবিষ্যোত্তর-স্কান্দাভ্যাং শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণতঃ॥১৭৮॥
অন্যেঽপি দ্বাদশী-ভেদা বহবঃ সন্তি বিশ্রুতাঃ। অগ্রতো লেখনীয়াস্তে তত্তন্মাসপ্রসঙ্গতঃ॥১৭৯॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
বিষ্ণুব্রতোৎসবো নাম ত্রয়োদশবিলাসঃ॥ ১৩॥

প্রাগ্বৎ শক্ত্যা ব্রাহ্মণভোজনাদিনা॥ ১৭৭॥ বিজয়াদিব্রতত্রয়ং তত্তদ্বিধিশ্চ ভবিষ্যোত্তরাদিতো লিখিতমিতি তত্র তত্রোক্তং সংক্ষিপ্যার্থতো লিখিতং,ন তু তত্তদ্বচনানি সংগৃহীতানি গ্রন্থবিস্তরভয়াদিত্যর্থঃ। অতএব তত্তদ্বিধিলিখনে ভবিষ্যোত্তর ইত্যাদিকং নোল্লিখিতং। ক্রমেণেতি ভবিষ্যোত্তরতো বিজয়া-ব্রতং স্কন্দপুরাণাজ্জয়ন্তীব্রতং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাচ্চ পাপনাশিনীব্রতমিতি॥ ১৭৮॥ অন্যেঽপি মৎস্যাদিদ্বাদশ্যো নির্জ্জলাদ্যাশ্চ॥

ইতি ত্রয়োদশ-বিলাসঃ॥ ১৩॥

নিপতিত, যাঁহারা বিযোনিগত, যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ এবং যাঁহারা পিশাচযোনি বা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা এই ধাত্রীমূলে মদ্দত্ত জল পান করুন্। এই ধাত্রীমূল-সেচনফলে তাঁহারা প্রীতি লাভ করুন্। এই মন্ত্র উচ্চারণ করত ধাত্রীতরুকে অষ্টাধিক শতবার সেচন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া জাগরণ করা ব্রতী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। তৎপরে প্রভাতে প্রভুর আরাত্রিক করিয়া নিত্যক্রিয়া সাধন করত দেবপ্রতিমাদি নিখিল দ্রব্য শ্রীগুরুকে প্রদান করিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ পারণ করিতে হয়। ফাল্গুনমাসে পাপনাশিনী দ্বাদশী হইলে এই ব্রতের মাহাত্ম্য অধিকতর হয়।১৭৭। ভবিষ্যোত্তর-পুরাণ, স্কন্দপুরাণের ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে যথাক্রমে বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী নামক তিনটী ব্রতের বিধি লিপিবদ্ধ করিলাম। ১৭৮। এতদ্ব্যতীত অপরাপর যে সমস্ত দ্বাদশী-ভেদ শ্রুতিগোচর হয়, অতঃপর তত্তন্মাসপ্রসঙ্গে তাহা বিবৃত হইবে। ১৭৯।

ইতি বিষ্ণুব্রতোৎসব নামক ত্রয়োদশ বিলাস সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশবিলাসঃ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্। চৈতন্যদেবং লিখ্যন্তে মাসপূজামহোৎসবাঃ ॥১॥

অথ মাসকৃত্যানি।

আগ্রহায়ণিকো মাসো মাসেষু প্রবরঃ স্মৃতঃ। মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমিত্যুক্তো মাধবেন যঃ ॥২॥
স্নানদানব্রতার্চ্চাদিক্রিয়াঃ সনিয়মং কৃতাঃ। মাঘাদাবিব মার্গেঽস্মিন্ ভগবদ্ভক্তিভূতিদাঃ ॥ ৩ ॥

এবং শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রত্যহকৃত্যানি প্রতিপক্ষকৃত্যানি চ লিখিত্বা অধুনা প্রতিমাসকৃত্যানি লিখিতুং পরমগুরু-শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যেনৈব তৎ সিধ্যতীত্যভিপ্রেত্য তন্নমস্কার-পূর্ব্বকমারভতে অগতীতি। শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যমেব দর্শয়তি অগতীনামেকামনন্যাং গতিং শরণং। ন চ গতিমাত্রং কিন্তু হীনানাং সজ্জন্মকর্ম্মহীনানামতিনীচজনানাং যেঽর্থাঃ প্রয়োজনানি ধর্ম্মাদয়ো বা তেষামধিকং যথা স্যাত্তথা সাধকমিতি। মাসেষু দ্বাদশসু যে ভগবৎ-পূজাবিশেষরূপা মহোৎসবাস্তে ॥ ১ ॥

তত্রাদৌ মার্গশীর্ষমাসস্য কৃত্যানি লিখন্ তস্য সর্ব্বমাসাদ্যতাং দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যং লিখতি আগ্রহায়ণিক ইতি। হায়নস্য সংবৎসরস্য অগ্রবর্ত্তিত্বাদাগ্রহায়ণিক ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্বমাসাদ্যত্বেন সিদ্ধং তস্য শ্রৈষ্ঠ্যমেব লিখতি মাসেষ্বিতি। তত্র হেতুঃ মাসানামিতি। যঃ আগ্রহায়ণিকঃ মাধবেন মধুকুলসমুদ্রচন্দ্রেণ শ্রীভগবতা স্বয়মেব বিভূত্যধ্যায়ে উক্তঃ ॥ ২ ॥

তত্রাদৌ শ্রীভগবদ্বিভূতিত্বেন তৎ-প্রিয়তয়া মাঘাদি-সাদৃশ্যাৎ মাঘাদিকৃত্যানাং স্নানাদি-সৎকর্ম্মণামত্রাপ্যাচরণাৎ ফলবিশেষঃ স্যাদিতি পুরাণোক্তমার্গশীর্ষমাহাত্ম্যানুসারেণ লিখতি স্নানেতি। ব্রতং ভক্ষ্যাদিনিয়মঃ। অর্চ্চা ভগবৎ-পূজা। আদিশব্দেন ভগবদ্বার্ত্তা-বৈষ্ণব-সঙ্গমাদি। সনিয়মং সসঙ্কল্পং সনিশ্চয়ং বা যথা স্যাৎ। অন্যথা শৈথিল্যসম্ভবাৎ। ভগবদ্ভক্তিং ভূতিঞ্চ সম্পদং। যদ্বা ভগবদ্ভক্তিরূপাং লক্ষ্মীং দদাতীতি তথা তাঃ ॥ ৩ ॥ ইদানীং তত্র কৃত্যবিশেষং দর্শয়তি তুলসীতি দ্বাভ্যাং। বৈষ্ণবৈঃ সহ নৃত্যগীতাদিরূপো যো মহোৎসবস্তেন।

যিনি সজ্জন্ম-কর্ম্মহীন অতিনীচ ব্যক্তিগণেরও ধর্ম্মাদির সাধক, সেই অগতির গতি চৈতন্যদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক মাস-পূজা-মহোৎসব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ১।

অতঃপর মাসকৃত্য বিবৃত হইতেছে।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (অর্জ্জুনসকাশে) বলিয়াছিলেন, মাসসমূহের মধ্যে আমাকেই অগ্রহায়ণ মাস-স্বরূপ জানিও, সুতরাং অগ্রহায়ণই সকল মাসের মধ্যে প্রধান। ২।

প্রথমতঃ অগ্রহায়ণকৃত্য কথিত হইতেছে :—ব্রত ও পূজাদি করিলে ঐ সকল কর্ম্ম মাঘাদিবৎ ভগবদ্ভক্তিরূপা লক্ষ্মী প্রদান করেন। ৩। বিশেষতঃ অগ্রহায়ণ মাসে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাদি মহোৎসব সহকারে তুলসীকাননে ভগবান্ শ্রীহরির পূজা করিবে। ৪।

তুলসীকাননে পূজ্যো মার্গে মাসি বিশেষতঃ। ভগবান্ত্যাগীতাদিমহেন সহ বৈষ্ণবৈঃ॥ ৪॥
বিশেষতশ্চ মাসেঽস্মিন্ বস্ত্রং শীতনিবারণম্। চিত্রং ভগবতে দত্ত্বাজ্জগজ্জাড্যহরং হি তৎ॥ ৫॥
কিঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মে।—মার্গশীর্ষে ত্বেকভক্তং কৃত্বা যোঽভ্যর্চ্চয়েদ্ধরিম্।

ভোজয়িত্বা দ্বিজান্মুক্তঃ স্যাদিত্যাহ কলিপ্রিয়ঃ॥ ৬॥

নক্তংব্রতেন যো মাসং মার্গশীর্ষং হরিপ্রিয়ম্। নয়েদসৌ নরো যাতি বিষ্ণুলোকং সনাতনম্॥ইতি॥
ক্রমাদ্দশাবতারণাং মৎস্যাদীনাং সিতাসু চ। যন্মার্গাদিদ্বাদশীষু ব্রতং দুর্ব্বাসসোদিতম্॥
গৌতমীয়তন্ত্রে।—
মার্গশীর্ষে তথা মাসি প্রাতঃ স্নাত্বা নরোত্তমঃ। ক্রমপূজাং সমাসাদ্য জপহোমৌ তথাচরেৎ॥
পায়সং গুড়সংমিশ্রং প্রত্যহং বিনিবেদয়েৎ। এবং মাসার্চ্চনং কৃত্বা ভবেদ্ভাগ্যধরঃ পুমান্॥
দেহান্তে মোক্ষমাপ্নোতি প্রসাদাৎ শার্ঙ্গধন্বনঃ।তৎ কার্য্যং তত্র তত্রৈব জ্ঞাত্বা বারাহতো বিধিম্॥

তত্তৎ ফলঞ্চ তত্রোক্তং কাম্যত্বাত্তন্ন লিখ্যতে॥

ভগবান্ পূজ্যঃ॥ ৪॥ চিত্রং বহুপ্রকারকং॥ ৫॥ মুক্তঃ স্যাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত্যা পুনঃ সংসারবন্ধাভাবাৎ। কলিপ্রিয়ঃ শ্রীনারদঃ॥ ৬॥ অধুনা তত্র কৃত্যং শ্রীবরাহপুরাণোক্তং মৎস্যদ্বাদশীব্রতমুদ্দিশন্ তৎপ্রসঙ্গাৎ সাম্যেন দ্বাদশমাসব্রতানামেব কৃত্যতা সংক্ষেপেণৈকত্র এব লিখতি ক্রমাদিতি দ্বাভ্যাং। শ্রীমৎস্যাদীনাং দশাবতারাণাং ক্রমেণ মার্গশীর্ষাদি দ্বাদশমাসেষু। তথা শ্রীপদ্মনাভস্যাশ্বিনে শ্রীযোগেশ্বরস্য চ কার্ত্তিকে ইত্যেবং মার্গশীর্ষাদি-মাসেষু শুক্লদ্বাদশীষু দুর্ব্বাসসা মুনীশ্বরেণ যদ্ব্রতমুক্তং তত্র তত্র ব্রতে বিধিং শ্রীবরাহপুরাণতো জ্ঞাত্বা তৎ কার্য্যমেব। বৈষ্ণবৈঃ বিষ্ণুব্রতত্বাৎ। অতএব তস্য ফলং। যদ্বা অনির্ব্বচনীয়ং ফলং। তত্র বারাহে উক্তং দুর্ব্বাসসৈব। নন্বু তর্হি তত্তদ্ব্রতং ফলঞ্চ বিবৃত্য লিখ্যতাং তত্র লিখতি কাম্যত্বাদিতি। প্রায়োঽত্র

অধিকন্তু এই মাসে শীত নিবারণার্থ বহুবিধ বিচিত্র বস্ত্র ভগবান্‌কে অর্পণ করিতে হয়, যে হেতু ঐ বস্ত্রদানই দাতার সংসারজনিত জাড্যহরণ করে।৫। আরও বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে, নারদ বলিয়াছেন, অগ্রহায়ণ মাসে একাহারী হইয়া হরির পূজা করত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে মুক্তি লাভ করিতে পারে।৬। নক্তব্রতাচরণ পূর্ব্বক হরিপ্রিয় অগ্রহায়ণ মাস অতিবাহিত করিলে সনাতন বিষ্ণুধামে গমন করে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা মার্গশীর্ষাদি দ্বাদশ মাসের শুক্লা দ্বাদশী-সমূহে মৎস্যাদি দশাবতারের (এবং আশ্বিনে পদ্মনাভের ও কার্ত্তিকে যোগেশ্বরের) যে ব্রত কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সকল ব্রত সাধন করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে, অগ্রহায়ণ মাসে প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক ক্রমপূজা সমাপন করিয়া জপ ও হোম করা নরশ্রেষ্ঠের কর্ত্তব্য।এই মাসে প্রতিদিন ভগবান্‌কে সগুড় পায়স অর্পণ করিতে হয়। পূর্ণমাস এইরূপ করিলে ভাগ্যবান্ হইতে পারে এবং শার্ঙ্গধন্বা মাধবের প্রসাদে দেহাবসানে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। বরাহপুরাণোক্ত বিধান বিদিত হইয়া নক্তব্রতের আচরণ করিবে। সেই ব্রতের ফল উক্ত পুরাণে তত্তৎস্থলেই বিবৃত আছে। কাম্যত্বনিবন্ধন এখানে তাহা বর্ণিত হইল না। ভাগবতের দশমস্কন্ধে লিখিত আছে, নন্দব্রজবাসিনী কুমারীগণ হেমন্ত ঋতুর প্রথম

তথা চ দশমে।—

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ। চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥ ৭॥

অথ পৌষকৃত্যম্।

পঞ্চরাত্রে।—

পৌষস্যৈকাদশীং শুক্লামারভ্য স্থণ্ডিলেশয়ঃ। মাসমাত্রং হরিপ্রীত্যৈ ত্রিবারং স্নানমাচরেৎ॥ ৮॥
ত্রিকালং পূজয়েৎ কৃষ্ণং ত্যক্তভোগো জিতেন্দ্রিয়ঃ। পৌষস্য দ্বাদশীং শুক্লাং যাবৎ পুণ্যফলপ্রদাম্।
মাসমেকং তদর্দ্ধংবা দশাহং বা তদর্দ্ধকং। কৃত্বা যাতি হরেঃ স্থানং পূজাং দধ্যোদনোৎসবাম্॥৯॥
গীতৈর্বাদ্যৈর্নৃত্যৈর্ভক্তৈর্দধিভক্তং সমং নয়েৎ। অর্পয়িত্বা হরৌ ভক্ত্যা প্রসাদঞ্চানয়েত্ততঃ॥
যঃ প্রসাদং হরের্ভক্ত্যা গৃহ্লাতি প্রদদাতি চ। ভুঙ্ক্তে চ বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সোঽনন্তফলমশ্নুতে॥
ঘৃতপ্রস্থেন দেবেশং পৌষপুষ্যসিতে নরঃ। স্নাপয়িত্বাশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ১০॥

অথ মাঘকৃত্যম্।

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে বিদ্যাধরধ্রুবসংবাদে।—

মাঘে মাসি কুরু স্নানং মণিকূটনদীজলে। ঋষিসিদ্ধাসুরৈর্জুষ্টে কথয়ামি চ তদ্বিধিম্॥
তব ভাগ্যবশান্মাঘো নিকটঃ পঞ্চমেঽহনি। পৌষস্যৈকাদশীং শুক্লামারভ্য স্থণ্ডিলেশয়ঃ।
মাসমেকং নিরাহারস্ত্রিবারং স্নানমাচরেৎ। ত্রিকালমর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ত্যক্তভোগো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মাঘস্যৈকাদশীং শুক্লাং যাবদ্বিদ্যাধরোত্তম॥ ইতি॥

গ্রন্থে বৈষ্ণবানামাবশ্যককৃত্যস্যৈব লিখনাৎ। অত্র যত্তদিত্যাদৌ বীপ্সায়া অভাবেঽপি ব্রতানাং বহুত্বাত্তথা তত্র তত্রেত্যাদৌ বীপ্সাপ্রয়োগাচ্চান্যত্রাপি বীপ্সা বিতর্ক্যেবেতি॥ ৭॥

স্থণ্ডিলেশয়ঃ ভূমিশায়ী সন্॥ ৮॥ দধ্যোদনেন তদর্পণেন তদ্রূপো বা উৎসবো যস্যাং তাং হরেঃ পূজাং কৃত্বা॥ ৯॥ নৃত্যৈঃ নৃত্যৈঃ। ভক্তৈঃ বৈষ্ণবৈঃ সমং গীতাদিভির্দ্দধিমিশ্রিতং ভক্তং নয়েৎ ভগবদগ্রে সমর্পণায়। প্রসাদম্ উচ্ছিষ্টরূপং তৎ॥ ১০॥

মাসে (অগ্রহায়ণে) হবিষ্যাশী হইয়া কাত্যায়নী-পূজনরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৭।

অনন্তর পৌষকৃত্য।—পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, পৌষমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস যাবৎ ভূতলে শয়ন ও জনার্দ্দনের প্রীত্যর্থ প্রত্যহ বারত্রয় স্নান করিবে। ৮। জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভোগবাসনা ত্যাগ করত পৌষমাসের পুণ্যফলদাত্রী শুক্লা দ্বাদশী যাবৎ প্রত্যহ তিন সন্ধ্যা হরির অর্চ্চনা করিতে হয়। সম্পূর্ণ পৌষমাস বা অর্দ্ধমাস অথবা দশ দিন কিংবা পঞ্চদিবসও দধ্যোদনার্পণরূপ উৎসব সহকারে হরিপূজা করিলে হরি-পদে গমন করিতে পারে। ৯। হরিকে নিবেদন করিবার জন্য বৈষ্ণববর্গ সহ মিলিত হইয়া নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে দধিমিশ্রিত অন্ন লইয়া যাইবে। তদনন্তর ভক্তি সহকারে নিবেদন পূর্ব্বক হরি-সকাশ হইতে প্রসাদ আনয়ন করিবে। ভক্তিমান্ হইয়া শ্রীহরির প্রসাদ গ্রহণ করিলে, অন্যকে অর্পণ করিলে অথবা বৈষ্ণবকুল-সহ মিলিত হইয়া আহার করিলে অনন্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাদ্মে শ্রীদত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্যসংবাদে।—

সংপ্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণ্যে পুণ্যপ্রদে সদা। সংকার্য্যাস্তিথয়ঃ সর্ব্বাঃ স্নানদানাদিকৈঃ সদা ॥১১॥
কর্ত্তব্যো নিয়মঃ কশ্চিদ্ব্রতরূপী নরোত্তমৈঃ। ফলাতিশয়হেতোর্ব্বৈ কিঞ্চিদ্ভোজ্যং ত্যজেদ্বুধঃ ॥
ভূমৌ শয়ীত হোতব্যমাজ্যং তিলবিমিশ্রিতম্। ত্রিকালং চার্চ্চয়েন্নিত্যং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥১২॥
দাতব্যো দীপকোঽখণ্ডো দেবমুদ্দিশ্য মাধবম্। ইন্ধনং কম্বলং বস্ত্রমুপানৎকুঙ্কুমং ঘৃতম্।
তৈলং কার্পাসকোষঞ্চ তুলীং তুলবতীং পটীম্। অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি দেয়ং মাঘে নরাধিপঃ।
স্বর্ণঞ্চ রত্তিকামাত্রং দদ্যাদ্বেদবিদে তথা। পরস্যাগ্নিং ন সেবেত ত্যজেদ্বিপ্রঃ প্রতিগ্রহম্।
মাঘান্তে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ যথাশক্তি নরাধিপ। দেয়া চ দক্ষিণা তেভ্য আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ॥১৩॥

মাঘকৃত্যং চাখিলং পদ্মপুরাণাদৌ ব্যক্তমেকত্রৈবোক্তত্বাৎ পূর্ব্ববদর্থতঃ সংগৃহ্য স্বয়মলিখিত্বা তত্তদ্বচনৈরেব লিখতি সম্প্রাপ্ত ইত্যাদিনা প্রীয়তামিত্যন্তেন। সংকার্য্যাঃ সম্মাননীয়াঃ। অগ্রতো যথাশক্তীত্যুক্ত্যা সর্ব্বত্র তথৈব বোদ্ধব্যং শাস্ত্রেষশক্যস্যাবিধেয়ত্বাৎ। আদিশব্দাৎ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্য-ত্যাগাদি ॥ ১১॥ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি কর্ত্তব্য ইত্যাদিনা নিয়মমেবাহ ফলেতি দ্বাভ্যাং। কিঞ্চিদ্ভোজ্যং ত্যজেদিতি নিত্যং প্রবৃত্তানাং ভক্ষ্যাণাং মধ্যে কিঞ্চিত্ত্যজেদিত্যর্থঃ ॥ ১২॥ অখণ্ডঃ অহোরাত্রমাসব্যাপী ॥১৩॥ উদ্যাপনং অচ্ছিদ্রবাচনাদিনা নিয়মসমাপনমেব ন তু পুনর্ম্মাঘ-

পৌষমাসে পুষ্যাসমন্বিত পূর্ণিমাতে প্রস্থমিত (পাঁচ সের) ঘৃত দ্বারা দেবদেব হরিকে স্নান করাইলে নিঃসন্দেহ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। ১০।

অতঃপর মাঘকৃত্য বর্ণিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে বিদ্যাধর-ধ্রুব সংবাদে ধ্রুবের উক্তি আছে যে, হে বিদ্যাধর! মাঘমাসে ঋষি, সিদ্ধ ও অসুর কর্ত্তৃক সেবিত মণিকূট গিরির নদীজলে অবগাহন কর। আমি তদ্বিধি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। ত্বদীয় সৌভাগ্যবশেই মাঘমাস আগত প্রায়, অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসেই মাঘমাস আগত হইবে। পৌষের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ একমাস পর্য্যন্ত ভূতলে শয়ন, উপবাস ও প্রত্যহ বারত্রয় স্নান করিবে। হে বিদ্যাধরোত্তম! মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী যাবৎ জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভোগবাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক প্রত্যহ তিনবার শ্রীহরির পূজা করিবে। পদ্মপুরাণে দত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনসংবাদে লিখিত আছে, সূর্য্য মকররাশিস্থ হইলে সেই পুণ্যস্বরূপ পুণ্যজনন কালে নিরন্তর স্নানদানাদি দ্বারা তিথিসমূহের সংকার করিতে হয়। ১১। মাঘমাসে ব্রতস্বরূপ কোন নিয়ম ধারণ করা নরশ্রেষ্ঠদিগের কর্ত্তব্য। প্রত্যহ যাহা ভোজন করা যায়, সুধীগণ তন্মধ্য হইতে কিছু কিছু মাঘমাসে পরিত্যাগ করি-বেন, তাহা হইলে অধিকতর ফল হয়। এই মাসে ভূমিশায়ী হইয়া থাকিবে, সতিল ঘৃত দ্বারা হোম করিবে এবং প্রত্যহ তিনবার সনাতন হরির পূজা করিবে। ১২। হে রাজন্! এই মাসে পূর্ণ একমাস পর্য্যন্ত ভগবান্ হরির উদ্দেশে সতত শক্ত্যনুসারে অখণ্ড (অহোরাত্র-স্থায়ী) দীপ, কাষ্ঠ, কম্বল, বসন, পাদুকা, কুঙ্কুম, ঘৃত, তৈল, কার্পাসকোষ, তুলী, তুলাবতী পটী (বস্ত্রবিশেষ) ও অন্ন দান করিবে এবং প্রতিদিন রত্তিমাত্র স্বর্ণও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে

একাদশী-বিধানেন মাঘস্যোদ্‌যাপনং তথা। কর্ত্তব্যং শ্রদ্দধানেন অক্ষয়স্বর্গবাঞ্ছয়া ॥ ১৪ ॥
মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব। স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব।
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য স্নায়ান্মৌনং সমাশ্রিতঃ। বাসুদেবং হরিং বিষ্ণুং মাধবঞ্চ স্মরেৎ পুনঃ ॥১৫॥
কিঞ্চ।—উষ্ণেন বারিণা স্নানং যদ্‌গৃহে ক্রিয়তে নরৈঃ। ষড়ব্দফলদং তদ্ধি মকরস্থে দিবাকরে ॥
বহিঃস্নানন্তু বাপ্যাদৌ দ্বাদশাব্দফলং স্মৃতং। তড়াগে দ্বিগুণং রাজন্ বাপ্যাং তচ্চ চতুর্গুণম্।
দশধা দেবখাতে তু শতধা তু মহানদীম্। শতঞ্চতুর্গুণং রাজন্ মহানদ্যোস্তু সঙ্গমে।
সহস্রগুণিতং সর্ব্বং তৎ ফলং মকরে রবৌ। গঙ্গায়াং স্নানমাত্রেণ লভতে মানুষো নৃপ ॥ ১৬ ॥
শতেন গুণিতং মাঘে সহস্রং রাজসত্তম। নির্দ্দিষ্টমৃষিভিঃ স্নানং গঙ্গাযামুনসঙ্গমে ॥ ১৭ ॥
কিঞ্চ।—অপ্রাবৃতশরীরস্তু যঃ কষ্টং স্নানমাচরেৎ। পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীভগবদ্‌যুধিষ্ঠিরসংবাদে।—

পৌষফাল্গুনয়োর্মধ্যে প্রাতঃস্নায়ী সদা ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

তত্র চোত্থায় নিয়মং গৃহ্নীয়াদ্বিধিপূর্ব্বকম্। মাঘমাসমিমং পূর্ণং স্নাস্যেঽহং দেব মাধব।

কৃত্যাকরণাত্মকম্, একাদশীব্রতবত্তস্য নিত্যত্বাৎ। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ১৪ ॥ তত্র স্নানবিধৌ বিশেষমাহ মকরস্থ ইতি দ্বাভ্যাং। গোবিন্দেত্যাদিনা ভক্ত্যা পুনঃপুনঃ সম্বোধনম্। স্নানে নামকীর্ত্তনবিশেষো বা। তথা বাসুদেবমিত্যাদীনি চ নামানি স্মরেৎ মনসি জপেৎ লঘু লঘু কীর্ত্তয়েদিতি বা। পুনরিতি মুহুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ মহানদীং প্রতি তস্যামিত্যর্থঃ ॥১৬॥ শতেন গুণিতং সহস্রলক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ অপ্রাবৃতশরীরত্বঞ্চ স্নানসঙ্কল্পং স্নানার্থগমনঞ্চারভ্য তর্পণাবধি গৃহাগমনপর্য্যন্তং বোদ্ধব্যম্ ॥ ১৮ ॥ মাঘমাসমিতি মাঘস্নানারম্ভে সঙ্কল্পবিশেষো দর্শিতঃ।

দান করা কর্ত্তব্য। এই মাসে পরের অগ্নি সেবন ও প্রতিগ্রহ বর্জ্জন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। হে নৃপ! মাঘমাসের শেষদিনে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করা কল্যাণ-কামীর উচিত।১৩। অক্ষয়স্বর্গকামী ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একাদশীর নিয়মানুসারে মাঘব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন। ১৪। হে গোবিন্দ! হে অচ্যুত! হে মাধব! আমি মকর-রাশিগত সূর্য্যে স্নান করিতেছি। হে প্রভো! এই স্নান বশতঃ আপনি যথাবিহিত ফল প্রদান করুন্। এই মন্ত্র পাঠ করত মৌনভাবে স্নান করিবে। তদনন্তর পুনর্ব্বার বাসুদেব হরি, বিষ্ণু ও মাধব নাম স্মরণ করিতে হয়।১৫। আরও লিখিত আছে,মকররাশিগত ভাস্করে গৃহে উষ্ণজলে স্নান করিলে ষড়্‌বর্ষস্নানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে নরাধিপ! মুনিগণ বলিয়াছেন যে, গৃহের বাহিরে দীর্ঘিকায় স্নান দ্বাদশবার্ষিকস্নানের ফল প্রদান করে এবং তড়াগস্নান উহার দ্বিগুণ, বৃহৎ জলাশয়ে চতুর্গুণ, দেবখাতে দশগুণ ও মহানদীতে স্নান শতগুণ ফলপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত। হে নৃপ! মহানদী-সঙ্গমে স্নান করিলে চতুঃশতগুণ ফল লাভ হয় এবং মকররাশিস্থ ভাস্করে গঙ্গাস্নান করিলে ঐ সমস্ত ফলের সহস্রগুণ অধিক ফল হইয়া থাকে।১৬। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মুনিগণ স্থির করিয়াছেন যে, মাঘ মাসে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে (প্রয়াগধামে) স্নান করিলে লক্ষগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।১৭। আরও লিখিত

কিঞ্চ।—অপ্রাবৃতশরীরস্তু যঃ কুর্য্যাৎ স্নানমাচরেৎ। বেদোক্তবিধিনা পার্থ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
পিতৄন্ সন্তর্প্য তত্রস্থঃ সমুত্তীর্য্য জলাশয়াৎ। পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
ততঃ স্নাত্বা শুভে তীর্থে দত্ত্বা শিরসি বৈ মৃদম্। ইষ্টং দেবং নমস্কৃত্য পূজয়েন্মধুসূদনম্॥
শঙ্খচক্রধরং দেবং মাধবং নাম পূজয়েৎ। বহ্নিং হুত্বা বিধানেন ততশ্চৈকমনা ভবেৎ॥
তিল আমলকান্যেব তীর্থে দেয়ঞ্চ গোময়ম্। তথা প্রজ্বালয়েদ্বহ্নিং নিঃশীতার্থং দ্বিজন্মনাম্॥
ভোজনং দ্বিজদম্পত্যোঃ পূজয়েচ্চ বিলেপনৈঃ। কম্বলাজিনরত্নানি বাসাংসি বিবিধানি চ॥১৯
চৈলকানি চ দেয়ানি প্রচ্ছাদনপটস্তথা। উপানহৌ তথা রাজন্ মাঘস্নানেন দাপয়েৎ।
অনেন বিধিনা রাজন্ মাধবঃ প্রীয়তামিতি॥ ২০॥

অথ মাঘস্নানস্য নিত্যত্বম্।

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব।—
প্রয়াগং পুষ্করং প্রাপ্য কুরুক্ষেত্রমথাপি বা। যত্র বা তত্র বা স্নায়ান্মাঘে নিত্যমিতি শ্রুতিঃ॥
কিঞ্চ।—অবশ্যমিতি কর্ত্তব্যং মাঘস্নানং যথাবিধি॥
পাদ্মে।—অকামো বা সকামো বা মাঘস্নায়ী ভবেন্নরঃ।

তত্র স্নানবিধিশ্চ সাধারণ এবেতি নাত্র লিখিতঃ॥ ১৯॥ চৈলকানি কন্থাদীনি। মাধবঃ প্রীয়তামিত্যনেন বিধিনা দাপয়েৎ দদ্যাৎ॥ ২০॥

আছে, অপ্রাবৃত দেহে স্নান করিলে অর্থাৎ যাবৎ পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসা যায়, তাবৎ শরীরে বস্ত্রাচ্ছাদন না দিয়া ক্লেশ স্বীকার করত স্নান করিলে পদে পদে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে ভগবান্ ও যুধিষ্ঠির-সংবাদে লিখিত আছে, পৌষ ও ফাল্গুন এই উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ মাঘমাসে সতত প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য ১৮। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া হে দেব! হে মাধব! আমি পূর্ণ মাঘমাস স্নান করিব এই বলিয়া বিধানে নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়। আরও লিখিত আছে, হে যুধিষ্ঠির! পূর্ণ মাঘ মাস অপ্রাবৃত-দেহে স্নান করিলে, বেদবিধানে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিলে এবং সলিলগর্ভে অবস্থিতি পূর্ব্বক পিতৃ তর্পণ করিয়া জলাশয় হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে পদে পদে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তৎপরে মস্তকে মৃত্তিকা দিয়া পবিত্র তীর্থে স্নান করিয়া অভীষ্ট-দেবকে বন্দনা পূর্ব্বক হরির অর্চ্চনা করিবে। ভগবান্‌কে শঙ্খচক্রধারী মাধব নামে অর্চ্চনা করিয়া যথাবিধি হোম করত একমনা হইয়া রহিবে। পরে তিল ও আমলকীফল অর্পণ পূর্ব্বক তীর্থে (ঘাটে) গোময় লেপন করত দ্বিজাতিকুলের শীত-নিবারণার্থ বহ্নি প্রজ্বালিত করিবে। আহারীয় ও বিলেপন প্রদান এবং কম্বল, অজিন, রত্ন ও নানারূপ বস্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক দ্বিজদম্পতীর অর্চ্চনা করিতে হয়। ১৯। মাঘ স্নানে কন্থা, আচ্ছাদন বসন ও পাদুকা অর্পণ করিতে হয়। হে নৃপ! এইরূপ নিয়মে মাঘ মাসে স্নান করিলে ভগবান্ হরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ২০।

* অনন্তর মাঘ-স্নানের নিত্যতা কথিত হইতেছে।—ভবিষ্যোত্তর-পুরাণের পূর্ব্বোক্ত

কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীদত্তাত্রেয়কার্ত্তবীর্য্যসংবাদে।—

অমাঘস্নায়িনাং নৃণাং নিষ্ফলং জন্মকীর্ত্তনম্। অসূর্য্যগগনং যদ্বদচন্দ্রমুড়ুমণ্ডলম্।
তদ্বন্ন ভাতি সৎকর্ম্ম মাঘস্নানং বিনা নৃপ। বুদ্বুদা ইব তোয়েষু পুত্তিকা ইব জন্তুষু।
জায়ন্তে মরণায়ৈব মাঘস্নানবিবর্জ্জিতাঃ॥ ২১॥

কিঞ্চ।—ব্রতদানতপোভিশ্চ ন তথা প্রীয়তে হরিঃ। মাঘে মজ্জনমাত্রেণ যথা প্রীণাতি মাধবঃ॥
কিঞ্চ।— প্রীতয়ে বাসুদেবস্য মাঘস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২২॥

অথ তত্রাধিকারিনির্ণয়ঃ।

পাদ্মে তত্রৈব।—

সর্ব্বেঽধিকারিণো হ্যত্র বিষ্ণুভক্তৌ যথা নৃপ। সর্ব্বেষাং স্বর্গদো মাঘঃ সর্ব্বেষাং পাপনাশনঃ॥

অতএব ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব।—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ। প্রাতঃ সর্ব্বে প্রশংসন্তি সদা মাঘস্য মজ্জনম্॥ ২৪

পুত্তিকাঃ সূক্ষ্মকীটবিশেষাঃ সদ্যোজন্মমরণাঃ। এবং মাঘস্নানাভাবেন জন্মকর্ম্মাদিবৈফল্যান্নিত্যত্বং সাধিতম্॥ ২১॥ অধুনা ভগবত্তোষণত্বাৎ পরমনিত্যত্বমাহ ব্রতেতি সার্দ্ধেন॥ ২২॥
অত্র মাঘস্নানে। বিষ্ণুভক্তাবিতি দৃষ্টান্তেন মাঘস্নানস্যাপি বিষ্ণুভক্তিত্বমভিপ্রেতম্॥ ২৩॥
প্রাতর্ম্মজ্জনম্॥ ২৪॥ নরঃ পুরুষঃ॥ ২৫॥

প্রকরণেই লিখিত আছে, মাঘমাসে প্রয়াগ, বা কুরুক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া অথবা অন্য যে স্থানেই হউক্ না কেন, প্রত্যহ স্নান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শ্রুত্যুক্তি প্রসিদ্ধ আছে। আরও লিখিত আছে, বিধানে মাঘ মাসে স্নান করা অবশ্য উচিত। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, মাঘমাসে স্নান করা কি সকাম কি নিষ্কাম সকলেরই কর্ত্তব্য। উক্ত পুরাণের দত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্য সংবাদে আরও লিখিত আছে, মাঘমাসে স্নান না করিলে তাহার জন্মধারণই বৃথা। হে রাজন্! আদিত্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও নক্ষত্রমণ্ডল ব্যতীত যেরূপ নভোমার্গের শোভা হয় না, সেইরূপ মাঘস্নান ভিন্নও সংক্রিয়ার শোভা হয় না। যেরূপ জলমধ্যে বুদ্বুদ ও জন্তুমধ্যে পুত্তিকা (সূক্ষ্মকীটবিশেষ) জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সদ্যই দেহত্যাগ করে, তদ্রূপ মাঘ-স্নান-বর্জ্জিত ব্যক্তিরাও জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মৃতস্বরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মাঘস্নান ভিন্ন তাহাদিগের জন্ম ও কর্ম্ম সমস্তই নিষ্ফল হয়।২১। আরও লিখিত আছে, মাঘস্নানকারীর প্রতি হরি যেমন সন্তোষ লাভ করেন, কি ব্রত, কি দান, কি তপঃ কিছুতেই সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। কেবলমাত্র শ্রীহরির প্রীত্যর্থ মাঘ-স্নান বর্ণিত হইল।২২।

অতঃপর মাঘস্নানে অধিকারি নিরূপণ হইতেছে।—পদ্মপুরাণে পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে লিখিত আছে, হে নৃপ! হরিভক্তিতে যেরূপ সকলেই অধিকারী, সেইরূপ মাঘমাস সর্ব্বজন সম্বন্ধেই স্বর্গপ্রদ ও সর্ব্বজন সম্বন্ধেই পাতকত্রাসকর।২৩। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে পূর্ব্বোক্ত স্থলে লিখিত আছে, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ইহারা সর্ব্বদা মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের আদর করেন।২৪। সম্পূর্ণ মাঘ মাস পবিত্র তীর্থে স্নান করিলে কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি

বালাস্তরুণকা বৃদ্ধা নরনারীনপুংসকাঃ। স্নাত্বা মাঘং শুভে তীর্থে প্রাপ্নুবন্তীপ্সিতং ফলম্।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো মন্ত্রবৎ স্নানমাচরেৎ। তূষ্ণীমেব তু শূদ্রস্য স্ত্রীণাঞ্চ কুরুনন্দন॥২৫॥

অথ মাঘমাহাত্ম্যম্।

তত্র কাত্যায়নঃ।—

মাঘস্নায়ী নরো যঃ স্যাদ্দুর্গতিং নৈব পশ্যতি। তন্নাস্তি মানুষে লোকে কিল্বিষং যন্ন শোধয়েৎ॥

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব।—

মাঘমাসে রটন্ত্যাপঃ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ। ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাপংবা কং পতন্তং পুনীমহে॥
প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণাঃ স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসো যথা। দধিকুল্যাস্তথা যত্র নদ্যঃ পায়সকর্দ্দমাঃ।
তত্র তে যান্তি মজ্জন্তি যে মাঘে ভাস্করোদয়ে॥

কিঞ্চ।—পিতৃপিতামহৈঃ সার্দ্ধং তথৈব প্রপিতামহৈঃ। মাতৃমাতামহৈঃ সার্দ্ধং বৃদ্ধমাতামহৈস্তথা॥
একবিংশকুলৈঃ সার্দ্ধং ভোগান্ ভুক্ত্বা যথেপ্সিতান্। মাঘমাস্যুষসি স্নাত্বা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

যো মাঘমাস্যুষসি সূর্য্যকরাভিতাম্রে, স্নানং সমাচরতি চারু-নদীপ্রবাহে।
উদ্ধৃত্য সপ্তপুরুষান্ পিতৃমাতৃতশ্চ, স্বর্গং প্রয়াত্যমলদেহধরো নরোঽসৌ॥

তৎসমো বিষ্ণুভক্তো নাস্তীতি পরমগুহ্যমেতৎ। ত্বং শৃণ্বিতি ভাবঃ॥ ২৬॥ বৈষ্ণবানি ব্রতানি

স্ত্রীজাতি, কি ক্লীব সকলেই অভিলাষানুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। হে কৌরব! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবেন; কিন্তু শূদ্র ও নারীজাতির পক্ষে মন্ত্রপাঠ নাই, কেবলমাত্র মৌনাবলম্বন করিয়া স্নান করিতে হয়। ২৫।

অনন্তর মাঘমাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।—কাত্যায়ন ঋষির উক্তি আছে, যে ব্যক্তি মাঘস্নায়ী, তাহাকে দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না। মর্ত্ত্যলোকে তাদৃশ পাপ দৃষ্ট হয় না, যাহা মাঘস্নান দ্বারা ধ্বংস না হয়। ভবিষ্যোত্তরে পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গেই বর্ণিত আছে, মাঘমাসে অরুণোদয়-সময়ে সলিলরাশি হইতে এই কথা উচ্চারিত হয় যে, "কোন্ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে? কে সুরা পান করিয়াছে? কে পতিত হইয়াছে? আমরা তাহাদিগের শুদ্ধিবিধান করিব।" যে স্থানে মন্দির সকল স্বর্ণনির্ম্মিত, অপ্সরাগণই যে স্থানের রমণী, যে স্থানে দধিকুল্যা শোভা পায় এবং পায়সই যে স্থানের নদীপঙ্ক, মাঘমাসে অরুণোদয়স্নায়ীরা সেই ধামে গমন করে। আরও লিখিত আছে, মাঘমাসের প্রভাতে স্নান করিলে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, মাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ও একবিংশতিকুল সহ অভিলাষানুরূপ ভোগ সম্ভোগ করত বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। যখন মাঘমাসের অরুণোদয়-সময়ে পূর্ব্বদিক্ তাম্রবর্ণে রঞ্জিত হয়, তখন মনোরম নদীপ্রবাহে স্নান করিলে স্বীয় পিতৃ-মাতৃ-সহ দিব্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া অমরপুরে গতি লাভ করিতে পারে। গরুড়পুরাণে নারদেন্দ্র-সংবাদে লিখিত আছে, হে দেবসত্তম! মাঘমাস অতি দুষ্প্রাপ্য এবং বৈষ্ণব, দেবতা, ঋষি ও মুনিজনের পরমপ্রীতিপদ। হে শচীপতে! এই মাঘমাস শ্রীহরির অধিকতর প্রীতিকর। যাবতীয় মাসের মধ্যে এই মাসই প্রধান। হে অমরেশ! পৌষী পৌর্ণমাসীর পর হইতে পুনর্ব্বার পূর্ণিমাগমন পর্য্যন্ত সময়কে মাঘমাস বলা যায়। ঐ

সৌপর্ণে শ্রীনারদেন্দ্রসংবাদে।—

দুর্লভো মাঘমাসস্তু বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ। দেবতানামৃষীণাঞ্চ মুনীনাং সুরনায়ক॥
বিশেষেণ শচীনাথ মাধবস্যাতিবল্লভঃ। অধিকো মাঘমাসস্তু মাসানান্তু শচীপতে॥
পৌষ্যান্তু সমতীতায়াং যাবত্তবতি পূর্ণিমা। মাঘমাসস্য দেবেন্দ্র পূজা বিষ্ণোর্ব্বিধীয়তে।
স্নানং বিলেপনং ধূপং নৈবেদ্যাদি চ শক্তিতঃ। মাঘমাসকৃতং বিষ্ণোঃ সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্॥
মাসার্দ্ধং বা সমগ্রংবা দশাহং বা তদর্দ্ধকম্। যথাশক্ত্যা হরেঃ পূজাং কুর্ব্বন্নাপ্নোতি তৎপদম্॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে।—

মাঘস্নানস্য মাহাত্ম্যং শৃণু ভাগবতপ্রিয়। ত্বৎসমো নাস্তি লোকেঽস্মিন্ বিষ্ণোর্ভক্তো মহামুনে॥২৬
চক্রতীর্থে হরিং দৃষ্ট্বা মথুরায়াঞ্চ কেশবম্। যৎ ফলং লভতে জন্তুর্মাঘস্নানেন তৎ ফলম্॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ শান্তমনাঃ সদাচারেণ সংযুতঃ। স্নানং করোতি যো মাঘে সংসারী ন ভবেৎ পুনঃ॥
ওঁকারঃ সর্ব্ববেদানাং যথাদৌ পরিগীয়তে। তথা বিষ্ণুব্রতানান্তু মাঘস্নানং মহামুনে॥ ইত্যাদি

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র।—

মনসাপি চিকীর্ষন্তি মাঘস্নানন্তু যে নরাঃ। তে ঘোরং ন প্রযান্তন্তি সংসারদুঃখসংকুলম্॥
সৌরিমার্গং মহাঘোরং যমদূতান্ যমন্তথা। স্বপ্নেঽপি ন হি পশ্যন্তি মাঘস্নানরতা নরাঃ॥
যদীচ্ছেদ্বিষ্ণুনা বাসং সুতান্ সম্পদমাত্মনঃ। মাঘস্নানং তদা কার্য্যং বর্ষে বর্ষে চ নারদ॥
ব্রতানি বৈষ্ণবানীহ মনসাপি চিকীর্ষতি। তত্তস্য বিলয়ং যাতি পাপং জন্মশতোদ্ভবম্॥ ২৭॥

মাঘস্নানাদীনি। ইহ ভারতে বর্ষে যদ্বা অস্মিন্ মাঘমাসে রিষ্ণুদেশেঽন্যান্যপি ব্রতানি একভক্তাদীনি যশ্চকীর্ষতি। তস্য তন্মহাপাতকাদিকম্॥ ২৭॥ পদমেবাহ স্থানমিতি॥ ২৮॥ নন্বু স্নান-

---

কালেই যথাবিধানে হরির অর্চ্চনা করা উচিত। এই মাসে শ্রীহরিকে স্নান করাইলে এবং সাধ্যানুসারে বিলেপন, ধূপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রদান করিলে ঐ সমস্ত অক্ষয় হয়। সম্পূর্ণ মাঘমাস,কিংবা অর্দ্ধ মাস বা দশ দিন অথবা পাঁচ দিন মাত্রও সাধ্যানুসারে হরির অর্চ্চনা করিলে তদীয় ধামে গতি লাভ হয়। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে লিখিত আছে, হে ভাগবতপ্রিয় নারদ! ত্বৎ-সদৃশ হরিভক্ত ইহধামে দ্বিতীয় নাই। অতএব মাঘ-মাহাত্ম্য বর্ণন করি, অবধান কর।২৬। চক্রতীর্থে হরিকে এবং মথুরাপুরে কেশবকে দেখিলে যে ফল হয়,মাঘস্নায়ী ব্যক্তি সেই ফল লাভ করেন। জিতেন্দ্রিয়,শান্তমনা ও সদাচারনিষ্ঠ হইয়া মাঘমাসে স্নান করিলে আর পুনরায় সংসারে জন্মধারণ করিতে হয় না। হে মহর্ষে! প্রণব যেরূপ বেদের আদি, সেইরূপ যাবতীয় হরিব্রতের মধ্যে মাঘস্নানরূপ ব্রতই আদিম। উক্ত প্রকরণে এবং অন্যত্র আরও লিখিত আছে, মনে মনেও মাঘস্নানের বাসনা করিলে ঘোর ক্লেশসঙ্কুল সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। স্বপ্নেও মাঘস্নায়ীদিগকে মহাঘোর শমনমার্গ, শমনদূত বা শমনরাজকে দর্শন করিতে হয় না। হে দেবর্ষে বিষ্ণু-সহবাসে অভিলাষ থাকিলে অথবা সন্তান বা সম্পত্তির অভিলাষ হইলে বর্ষে বর্ষে মাঘস্নান করা বিধেয়। যিনি ইহধামে মনে মনেও হরিব্রত সাধনের বাসনা করেন,তাঁহার শত-জন্মার্জ্জিত পাতকপুঞ্জ বিধ্বস্ত হয়।২৭। ব্রতবান্ হইয়া নিরন্তর সংযতচিত্তে মাঘমাসে (নিত্য) স্নান করিলে

মাঘস্নানং নরঃ কৃত্বা সদা দান্তমনা ব্রতী। প্রাপ্নোতি চ পদং বিষ্ণোঃ স্থানং ত্রৈলোক্যবন্দিতম্।
কৃত্বা ভূরি মহাপাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা। মাঘস্নানেন বিপ্রেন্দ্র দহ্যতে তূলরাশিবৎ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্। দহ্যতে নাত্র সন্দেহো মাঘস্নানেন নারদ॥
স্নানং দানং জপো হোমঃ সমুদ্দিশ্য জনার্দ্দনম্। নরৈর্যৎ ক্রিয়তে মাঘে তদনন্তফলং স্মৃতম্॥২৮॥
বিভবে সতি যো মোহান্ন কুর্য্যাদ্বিধিবিস্তরম্। ন তৎ ফলমবাপ্নোতি যো লোভাক্রান্তমানসঃ।
যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতা আকল্পং পুরুষাঃ কুলে। তাংস্তারয়তি বিপ্রেন্দ্র মাঘস্নানেন মাধবঃ॥২৯॥
সংপ্রাপ্তে মাঘমাসে তু তপস্বিজনবল্লভে। বিলয়ং যান্তি পাপানি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥
যতিবৎ পথি গচ্ছেত মৌনী পৈশুন্যবর্জ্জিতঃ॥ ৩০॥
যদীচ্ছেৎ বিপুলান্ ভোগান্ বৈষ্ণবং পদমব্যয়ং। মহানদীজলে স্নাত্বা ইতরে বাপি নারদ।
স্নাপয়িত্বা হরিং ভক্ত্যা পূজয়েত্তুলসীদলৈঃ॥ ৩১॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীসূতশৌনক-সংবাদে।—

ন মাঘমাস-স্নানস্য সমমন্যদ্ভুবিহ। তপঃ কিমপি তত্ত্বার্থবেদিনো মুনয়ো বিদুঃ॥
শীতকালে সুশীতেন জলেন স্বং বপুর্নরঃ। প্রক্ষাল্য সদ্যো নিয়তং বিশোধয়তি দুষ্কৃতম্॥

মাত্রেণৈব সর্ব্বসিদ্ধেঃ কিং দানাদিনা তত্রাহ বিভব ইতি। শক্তৌ বিত্তশাঠ্যেন ফলং ন সম্যক্ সিধ্যেদিতি ভাবঃ॥ ২৯॥ মাহাত্ম্যকথনান্তরে চ মাঘপ্রাতঃস্নানার্থগমনবিধিমাহ যতিবদিতি। হিংসাদিশূন্যঃ। মৌনী ভগবন্নামকীর্ত্তনাতিরিক্তবচনরহিতঃ বিশেষতঃ পৈশুন্যেন মাঘকৃত্য-ত্যাগাদিপরদোষসূচনেন বর্জ্জিতো হীনঃ সন্ পথি গচ্ছেৎ। যদ্বা মাহাত্ম্যমেবাহ মাঘস্নানতঃ। যদ্বা মাঘে সংপ্রাপ্তে সতি সর্ব্বোঽপি জনঃ যতিবৎ মৌনী আত্মারামত্বাদি-মুনি-ধর্ম্মযুক্তঃ সন্, অতএব পৈশুন্যবর্জ্জিতঃ সন্ পথি সন্মার্গে গচ্ছেৎ। সংযত ইতি পাঠেঽপি তাদৃগেবার্থঃ॥ ৩০॥ যদীচ্ছেত্তদা পূজয়েদিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ॥ ৩১॥ দাসঃ কৈবর্ত্তঃ তস্য সততজলচারিত্বেন স্বতএব স্নানসুখং

ত্রিভুবনপূজ্য হরিপদ লাভ করিতে পারে। হে দ্বিজসত্তম! মাঘস্নায়ীর জ্ঞানাজ্ঞানকৃত ভূরি ভূরি মহাপাতকও তূলরাশিবৎ ভস্মীভূত হয়। হে দেবর্ষে! মাঘস্নান করিলে নিঃসন্দেহ কর্ম্মজ, মনোজ ও বাক্যজ ত্রিবিধ পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্মৃত আছে যে, জনার্দ্দনের উদ্দেশে মাঘমাসে স্নান, দান, জপ বা হোম প্রভৃতি করিলে তৎসমস্ত অনন্ত ফল প্রদান করে।২৮। সম্পত্তি বিদ্যমানেও মোহবশে লুব্ধ হইয়া ব্যয়সংক্ষেপ করত কার্য্য করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। হে দ্বিজসত্তম! বংশে একজন মাঘস্নায়ী হইলে কল্পকাল যাবৎ সেই বংশে যত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবে ও যাহারা পূর্ব্বে জন্মিয়াছে, হরি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন। ২৯। আদিত্যোদয়ে যেমন তিমিররাশি বিদূরিত হয়, তদ্রূপ তাপসজনবল্লভ মাঘমাস সমাগত হইলে পাতকপুঞ্জও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। মাঘস্নানার্থ পথিগমনকালে যতিবৎ পৈশুন্য (পরদোষ কীর্ত্তন) বর্জ্জিত হইয়া মৌনভাব ধারণ করিতে হয়। ৩০। হে দেবর্ষে! বিপুল ভোগ বা অনশ্বর হরিধাম প্রাপ্তির বাসনা থাকিলে মহানদী-সলিলে বা অন্য জলে স্বয়ং স্নানপূর্ব্বক কেশব দেবকে স্নান করাইয়া তুলসীদল দ্বারা ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিবে।৩১। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূত-শৌনক-সংবাদে

কিঞ্চ।—

অপি শূদ্রোঽপি দাসোঽপি মাঘস্নানপরায়ণঃ। প্রোক্তো মুখ্যতমো বিপ্রো ন তু তদ্বিমুখো দ্বিজঃ॥
যত্র সাক্ষাদ্দিনাধীশো ভবেদুদয়মাস্থিতঃ। ততঃ কিমপরং নাম প্রশস্তং ধর্মসাধনম্ ॥৩২॥
মাঘস্নানং সমুদ্দিশ্যোষসি গেহাৎ সমুত্থিতঃ।
যাবৎ পদান্যশ্বমেধসমানি স্যুর্দদাতি যঃ॥ যথা যথা পুমান্ মাঘে প্রাতরুত্থায় ধাবতি।
তথা তথাঽভুক্তকর্ম-সংক্ষয়াদ্দয়তে যমঃ॥ যৎ ফলং কপিলাদানে কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে।
তদবশ্যমবাপ্নোতি মাঘস্নানং করোতি যঃ॥ ৩৩॥

পাদ্মে ভূমিখণ্ডে শ্রীবশিষ্ঠদিলীপসংবাদে।—

সম্যগুক্তং পরং শ্রেয়ো লোকদ্বয়হিতাবহম্। নির্মলীকরণং তেন মুনীনাং বনবাসিনাম্॥
ক্রতুভুক্কামিনীনাং যে প্রত্যাসত্তিমখণ্ডিতাম্। কাময়ন্তে মৃগার্কে তে স্রোতসি স্নান্ত সর্বদা॥

সিধ্যেত। সোঽপি যদি মাঘস্নানং নিয়মেন করোতীত্যর্থঃ। অথবা অন্ত্যজত্বে তাৎপর্য্যম্। মুখ্যতমঃ সর্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞো বিপ্রঃ প্রোক্তঃ। উদয়মাস্থিত ইতি কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবাবিতি স্নানকালাভিপ্রায়েণ ॥৩২॥ যাবন্তি পদানি যো দদাতি ন্যস্যতি তস্য তাবন্তি পদানি অশ্বমেধযজ্ঞ-সমানি স্যুরিত্যর্থঃ। য ইতি অধিকার্যানপেক্ষয়া যঃ কশ্চিদিতি ভাবঃ। অভুক্তানাং নরকপাতনা-দিনা অকৃতভোগানামপি কর্মণাং সম্যক্ ক্ষতাদ্ধেতোঃ ॥৩৩॥ কদাচিন্মাঘে মৃগয়ার্থং বনপ্রবিষ্টেন রাত্রৌ বনান্তরেবোষিতেন প্রাতস্ততো নিবৃত্তেন রাজ্ঞা দিলীপেন পথি গচ্ছতো বানপ্রস্থমুনে-রাজ্ঞয়া সরসি স্নাত্বা গৃহমাগত্য তন্মুন্যুক্তং মাঘমাহাত্ম্যং সবিস্ময়ং পরিপৃষ্টস্য তং প্রতি বাক্যং

লিখিত আছে, হে ভৃগুকুলতিলক! তত্ত্বার্থবিৎ মুনিগণ মাঘস্নানসদৃশ অন্য কোন তপস্যাই বিদিত নহেন। শীতঋতুতে শীতলসলিলে নিজদেহ সদ্যঃ প্রক্ষালন করিলে নিয়ত দুষ্কৃতের পরিশুদ্ধি হয়। আরও লিখিত আছে, মাঘমাসে যথানিয়মে স্নান করিলে শূদ্র বা কৈবর্ত্তও সর্ববেদার্থবিদ্ ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়া মাঘস্নানবিমুখ হইলে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবেন না। দিনপতি সূর্য্যদেবের ঈষদুদয়কাল ব্যতীত মাঘস্নানার্থ ধর্মসাধন-বিষয়ে প্রশস্ত কাল আর নাই। ৩২। মাঘস্নানোদ্দেশে উষাতেই গৃহ হইতে উত্থিত (নিষ্ক্রান্ত) হইতে হয়। মাঘস্নানোদ্দেশে যত পদ গমন করা যায়, তত পদেই অশ্বমেধ-ফল লাভ হয় মাঘ-স্নানার্থ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যত পদ প্রধাবিত হওয়া যায়, তত পদক্ষেপেই অকৃতভোগ কর্ম্ম সকলেরও ক্ষয় হইয়া যায়, সুতরাং শমনরাজ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ-কালে কপিলাদান করিলে যে ফল হয়, মাঘমাসে নিত্য-স্নান করিলে নিঃসন্দেহ সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩৩। পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে বশিষ্ঠ-দিলীপ-সংবাদে আছে (কোন সময়ে মাঘ মাসে নরপতি দিলীপ মৃগয়ার্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রে তথায় অবস্থিতি করেন। পরদিন প্রভাতে গমনকালে পথিমধ্যে জনৈক বানপ্রস্থ ঋষির আদেশে সরসীসলিলে স্নান করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করেন। অনন্তর বশিষ্ঠ-সকাশে পূর্ব্বোক্ত ঋষিপ্রোক্ত মাঘমাহাত্ম্যের বিষয় সবিস্ময়চিত্তে প্রশ্ন করিলে ভগবান্ বশিষ্ঠ নরপতিকে বলিলেন,) হে নৃপতে! সেই মুনি

বিনা বহ্নিং বিনা যজ্ঞমিষ্টাপূর্ত্তং বিনাপি যে। বাঞ্ছন্তি স্বর্গতিং স্নান্তু প্রাতর্ম্মাঘে বহির্জলে॥
গোভূমিতিলবাসাংসি স্বর্ণধেন্বন্নকানি যে। অদত্ত্বেচ্ছন্তি নাকং তে মাঘে স্নান্তু নরাধিপ॥ ৩৪॥
ত্রিরাত্রৈরিন্দুব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রৈঃ পরাকৈশ্চ নিজাং তনুম্। অশোষ্যেচ্ছন্তি যে স্বর্গং তপসি স্নান্তু তে সদা॥
হরেরর্চ্চা তু বৈশাখে তপঃ পূজা চ কার্ত্তিকে। তপঃ পূজা তথা স্নানং ত্রয়ং মাঘে বিশিষ্যতে॥৩৫
কিঞ্চ।—
নিরন্না হ্যদিতিঃ সস্নৌ মাঘান্ দ্বাদশ মানসে। পুত্রান্ সা দ্বাদশাদিত্যান্ লেভে ত্রৈলোক্যদীপকান্॥
সুভগা রোহিণী মাঘাদ্দানশীলা হ্যরুন্ধতী। শচী চ রূপসম্পন্না অনসূয়া পতিব্রতা॥ ৩৬॥
উত্তমে বিষয়ে রাজন্ প্রাসাদে সাপ্তভৌমিকে। তুমুলীকৃতশোভাঢ্যে রত্নকৈঃ খচিতাজিরে।
দ্বিপকর্ণমরুচ্ছন্নে রূপবৎ-স্ত্রীজনাকুলে। গীতবাদিত্রনির্ঘোষে মঙ্গলাচারশোভিতে।
বেদধ্বনিপবিত্রে চ বিদ্বদ্বিপ্রৈরলঙ্কৃতে। সুরার্চ্চনরতে রম্যে সদাতিথিনিষেবিতে॥ ৩৭॥
মুদিতাস্তে বসন্তীহ যৈঃ স্নাতং মকরে রবৌ। যৈর্দত্তং বহুধা মাঘে মুরারিঃ পূজিতস্তু যৈঃ।

সম্যগুক্তমিত্যাদি। ক্রতুভুক্‌কামিন্যোঽপ্সরসঃ প্রত্যাসত্তিং সম্ভোগং॥ ৩৪॥ ত্রিরাত্রৈরিন্দুব্রতৈশ্চ ॥৩৫॥ মাঘাৎ মাঘস্নানাদিকরণাৎ॥৩৬॥ সাপ্তভৌমিকে উপর্য্যুপরি রচিতসপ্তভূমিকে। তুমুলীকৃতয়া বাহুল্যেনান্যোন্যসংকীর্ণয়া শোভয়া যুক্তে॥৩৭॥ কিঞ্চ যৈর্দত্তং তে চ বসন্তীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। যদ্বা তেষাং কিংবক্তব্যমিতি শেষঃ। সর্ব্বত্রৈব হেতুঃ ধর্ম্মমূলমিতি। নিষ্কামানাঞ্চ জ্ঞানং দদাতীতি তথা।

বনবাসী তাপসগণের সমক্ষে পরম কল্যাণকর, উভয়ত্র হিতাবহ ও পবিত্রকর বিষয় সম্যক্ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। (আমি তাহা বলিতেছি, অবধান করুন্।) যাহারা যজ্ঞভুক্-রমণীগণের (অপ্সরাদিগের) সহিত অখণ্ড (অবিচ্ছেদ) সম্ভোগের বাসনা করেন, তাঁহারা মকররাশিস্থ সূর্য্যে (মাঘমাসে) নিরন্তর স্রোতোজলে অবগাহন করুন্। অগ্নি ব্যতীত, হোমাদি ব্যতীত, যজ্ঞ ব্যতীত ও ইষ্টাপূর্ত্ত ক্রিয়া ব্যতীত স্বর্গ লাভে যাঁহাদিগের অভিলাষ থাকে, তাঁহারা মাঘমাসে বহির্জলে (নদ্যাদি স্রোতোজলে) প্রাতঃস্নান করুন্। হে নরাধিপ! গো, ভূমি, তিল, বসন, স্বর্ণ, ধেনু ও অন্ন দান ব্যতিরেকে স্বর্গ-লোক লাভে যাঁহারা অভিলাষী, তাঁহারা মাঘমাসে স্নান করুন্। ৩৪। ত্রিরাত্র, ইন্দুব্রত (চান্দ্রায়ণ), কৃচ্ছ্র ও পরাক প্রভৃতি ব্রত সাধন দ্বারা স্বদেহ শোষণ না করিয়া স্বর্গলাভে যাঁহাদিগের বাসনা থাকে, তাঁহারা মাঘমাসে নিরন্তর স্নান করুন্। বৈশাখমাসে হরিপূজা, কার্ত্তিকে তপস্যা ও পূজা এবং মাঘে তপ, পূজা ও স্নান এই তিনটীই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ৩৫। আরও লিখিত আছে যে, অদিতি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি মাঘমাসে নিরাহারে থাকিয়া মানসসরোবরে স্নান করিয়াছিলেন, সেই ফলে ত্রিভুবনপ্রকাশক দ্বাদশ আদিত্যকে পুত্র প্রাপ্ত হন। মাঘস্নানের ফলেই রোহিণী ভাগ্যবতী, অরুন্ধতী দানশীলা, শচী রূপবতী এবং অনসূয়া পতিব্রতা হইয়াছেন। ৩৬। হে নৃপ! যাহা তুমুলীকৃত (বিবিধ) শোভায় সুশোভিত, যাহার প্রাঙ্গণভূমি বিবিধ রত্নে খচিত, যাহা গজকর্ণের আন্দোলন-বায়ুতে সমাকীর্ণ, রূপবতী রমণীগণে পরিব্যাপ্ত, গীতবাদিত্রনিনাদে নিনাদিত, মঙ্গলাচারে সমলঙ্কৃত, বেদধ্বনি দ্বারা পবিত্রিত, বিদ্বন্মণ্ডলীতে সমলঙ্কৃত, দেবপূজামহোৎসবে সমাকুল, রমণীয় ও

ইষ্টবস্তুপরিত্যাগান্নিয়মস্ত চ পালনাৎ। ধর্ম্মমূলং সদা মাঘঃ পাপমূলং নিকৃন্ততি॥
এতদেব পরং পথ্যমর্থমূলঞ্চ কীর্ত্তিতম্। কামমূলং ফলদ্বারং নিষ্কামজ্ঞানদঃ সদা॥ ৩৮॥
যে লোকা দানশীলানাং যে লোকা বিপিনৌকসাম্।
লোকা যেঽতিথিভক্তানাং তে মাঘস্নায়িনাং নৃণাম্॥
দেবলোকান্নিবর্ত্তন্তে পুণ্যৈরন্যৈঃ পরন্তপ। কদাচিৎ ন নিবর্ত্তন্তে মাঘস্নানরতা দিবঃ॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ পবিত্রং পাপনাশনম্। এতদেব পরং পথ্যং সদ্যো দুরিতনাশনম্॥
বিদ্যাধরায় সঙ্গীতং ভৃগুণা মণিপর্ব্বতে। বিকুণ্ডলায় চান্যত্র দেবদূতেন ধীমতা॥
ভৃগুবিদ্যাধর-সংবাদে।—
মাঘস্নানৈর্ব্বিপন্নাশো মাঘস্নানৈরঘক্ষয়ঃ। সর্ব্বব্রতাধিকো মাঘঃ সর্ব্বদানফলপ্রদঃ॥৩৯॥
মাঘো গর্জ্জতি যাগেভ্যো মাঘো যোগাচ্চ গর্জ্জতি। তীব্রাচ্চ তপসো মাঘো ভো বিদ্যাধর গর্জ্জতি॥
পুষ্করে চ কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মাবর্ত্তে পৃথূদকে। অবিমুক্তে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
যৎ ফলং দশভির্ব্বর্ষৈঃ প্রাপ্যতে নিয়মৈর্নরৈঃ। তৎ ফলং লভতে মাঘে ত্র্যহং স্নানান্ন সংশয়ঃ॥
স্বর্গভোগে চিরং বাঞ্ছা যেষাং মনসি বর্ত্ততে। যত্র ক্বাপি জলে তৈস্তু স্নাতব্যং মৃগভাস্করে॥৪০॥

এবং চতুর্ব্বর্গপ্রদত্বমুক্তং॥ ৪৮॥ তত্র চাশেষধর্ম্মতো মাঘস্নানস্যাধিকোৎকর্ষমাহ যে লোকা ইতি চতুর্ভিঃ॥ ৩৯॥ গর্জ্জতি অধিক্ষিপতি ততোঽপি বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ॥৪০॥ রূপে সৌন্দর্য্যে। সুভ·

নিরন্তর অতিথিগণে নিষেবিত, বিশাল রাজ্যের তাদৃশ সাপ্তভৌমিক প্রাসাদে (সাত তালা রাজবাটীতে) মাঘস্নায়ী ও মাঘমাসে বহুবিধরূপে মুরারি-পূজকগণই প্রমুদিতচিত্তে অবস্থিতি করেন। ইষ্ট দ্রব্য বর্জ্জন ও নিয়মপালন নিবন্ধন মাঘমাস নিরন্তরই ধর্ম্মের মূলস্বরূপ অর্থাৎ এই মাসে অভীষ্টবস্তু সেবন ত্যাগ করিতে হয় এবং যথাবিধি নিয়ম পালন করিতে হয়, এই জন্যই মাঘমাস সমস্ত ধর্ম্মের মূলীভূত কারণ বলিয়া অভিহিত। এই মাস সমূলে পাতকসমূহ ছেদন করে। মাঘমাসই পরম পথ্যস্বরূপ, অর্থমূল, কামমূল ও ফলের দ্বারস্বরূপ, ইহা নিষ্কামগণের পক্ষে নিরন্তর জ্ঞানপ্রদ। ৩৮। দাতৃগণ যে সমস্ত লোকে গমন করে, বনাশ্রমীরা যে লোক প্রাপ্ত হয়, অতিথিভক্তেরা যে সমস্ত স্থানে প্রস্থান করে, মাঘস্নায়ী ব্যক্তিগণেরও সেই সমস্ত লোক লাভ হইয়া থাকে। হে পরন্তপ! অন্যান্য পুণ্য দ্বারা (তৎফলভোগান্তে) স্বর্গধাম হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, কিন্তু মাঘস্নায়ীকে কদাচ সুরপুর হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না। মাঘস্নান হইতে পবিত্র বা পাতকহারক অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না। ইহাই পরম পথ্যস্বরূপ এবং ইহাই সদ্যঃ পাতকনাশন। মণিগিরিতে ভৃগুঋষি বিদ্যাধর সকাশে এবং ধীমান্ দেবদূতও অন্যত্র বিকুণ্ডলসন্নিধানে এই বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভৃগুবিদ্যাধর-সংবাদে লিখিত আছে যে, মাঘস্নান দ্বারাই বিপৎক্ষয়, ও মাঘস্নান দ্বারাই পাতকনাশ হয়। মাঘস্নানই সর্ব্ব-ব্রতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রকার-দান-ফলপ্রদ। ৩৯। হে বিদ্যাধর! কি যাগ, কি যোগ, কি তীব্র তপস্যা সকলের উপরেই মাঘ গর্জ্জন (অধিক্ষেপ বা তিরস্কার) করেন। দশবর্ষ যাবৎ পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, ব্রহ্মাবর্ত্ত, পৃথূদক, অবিমুক্ত (বারাণসী), প্রয়াগ, সিন্ধুসঙ্গম এই সমস্ত স্থলে নিয়মবান্

আয়ুরারোগ্যসম্পত্তী রূপে সুভগতা-গুণে। যেষাং মনোরথাস্তৈস্তু ন ত্যাজ্যং মাঘমজ্জনম্॥
যে বিভ্যতি নরকাব্দের্দারিদ্র্যাব্দেশ্চ নিত্যশঃ। সর্ব্বথা তৈঃ প্রযত্নেন মাঘে কার্য্যং নিমজ্জনম্।
দারিদ্র্যপাপদৌর্ভাগ্যপঙ্কপ্রক্ষালনায় চ। মাঘস্নানায় চান্যোঽস্তি উপায়ো দেবসত্তম।
শ্রদ্ধাহীনানি কর্ম্মাণি মতান্যল্পফলানি বৈ। ফলং দদাতি সম্পূর্ণং মাঘস্নানং যথা তথা॥ ৪১॥
অকামো বা সকামো বা যত্র ক্বাপি বহির্জ্জলে। ইহামুত্র চ দুঃখানি মাঘস্নায়ী ন বিন্দতি॥
পক্ষদ্বয়ে যথা চন্দ্রঃ ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে তথা। পাতকং ক্ষীয়তে মাঘে পুণ্যরাশিশ্চ বর্দ্ধতে॥
যথাব্দৌ খলু জায়ন্তে রত্নানি বিবিধানি চ। স্নানপুণ্যানি জায়ন্তে নরাণাং মাঘতস্তথা॥
আয়ুর্বিত্তকলত্রাণি সম্পদঃ প্রভবন্তি চ। কামধেনুর্যথা কামং চিন্তামণিশ্চ চিন্তিতম্।
মাঘস্নানং দদাতীহ তদ্বৎ সর্ব্বমনোরথান্॥ কৃতে তপঃ পরং জ্ঞানং ত্রেতায়াং যজনস্তথা।
দ্বাপরে তু কলৌ দানং মাঘঃ সর্ব্বযুগেষু চ॥ ৪২॥
সর্ব্বেষাং সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ভূপতে। মাঘস্নানন্তু ধর্ম্মস্য ধারাভিঃ খলু বর্ষতি॥

তত্রৈব শ্রীদত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনসংবাদে।—

প্রীতয়ে বাসুদেবস্য সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে। মাঘস্নানং প্রকুর্ব্বীত স্বর্গলাভায় মানবঃ॥
ন সমং ভবতে কিঞ্চিৎ তেজঃ সৌরেণ তেজসা। তদ্বৎ স্নানেন মাঘস্য ন সমাঃ ক্রতুজাঃ ক্রিয়াঃ॥
কিং রক্ষিতেন দেহেন সুপুষ্টেন বলীয়সা। অধ্রুবেণ সুজীর্ণেন মাঘস্নানং বিনা ভবেৎ॥ ৪৩॥

গতা জগদ্বল্লভতা তদ্রূপে গুণে॥ ৪১॥ বহির্জ্জলে মাঘস্নায়ী॥ ৪২॥ সর্ব্বেষামাশ্রমাণামিতি সম্বন্ধঃ যদ্বা সর্ব্বেষামিতি বালবৃদ্ধাদীনামিত-বস্থা পরিহৃতা॥ ৪৩॥ দোষশতব্যাপ্তমপি শরীরং মাঘস্নানেন

হইয়া থাকিলে যে ফললাভ হয়, মাঘে তিন দিন মাত্র স্নান করিলেই নিঃসন্দেহ তৎসমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহাদিগের চিত্তে স্বর্গভোগের চিরবাঞ্ছা বিদ্যমান, মকররাশিস্থ ভাস্করে যে কোন জলে স্নান করা তাঁহাদিগের বিধেয়। ৪০। যাঁহারা পরমায়ুঃ, নীরোগিতা, সম্পত্তি, সৌন্দর্য্য ও জগৎপ্রিয়তারূপ গুণে অভিলাষী, মাঘস্নান ত্যাগ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যাহারা নরকসাগর ও দুঃখসাগর হইতে সর্ব্বথা ভীত, সর্ব্বথা যত্ন সহকারে মাঘ স্নান করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। হে দেবসত্তম! দুঃখ, পাতক ও অসৌভাগ্যরূপ পঙ্ক ধৌত করণার্থ মাঘ-স্নান ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই। কর্ম্ম শ্রদ্ধাহীন হইলে অল্পফলপ্রদ হয় বলিয়া কথিত, কিন্তু যে রূপেই ক্রিয়মাণ হউক্ না, মাঘস্নান সম্পূর্ণ ফল দান করেন। ৪১। সকাম হইয়া বা অকাম হইয়া যে কোনরূপে হউক্, মাঘমাসে বহির্জ্জলে স্নান করিলে ইহ বা পর কোন লোকেই ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কৃষ্ণপক্ষে যেমন চন্দ্রের ক্ষয় ও শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ মাঘমাসে পাপ ক্ষীণ ও পুণ্যরাশি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সাগরে যেরূপ বিবিধরত্নের উৎপত্তি হয়,মাঘেও সেই-রূপ মানবগণের সম্বন্ধে স্নানজনিত বহু পুণ্য সঞ্জাত হয়, এবং আয়ু, ধন, ভার্য্যা ও সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। কামধেনু যেরূপ কামনা পূরণ ও চিন্তামণি চিন্তিত বস্তু অর্পণ করেন, মাঘস্নানও সেইরূপ অখিল মনোরথ সুসিদ্ধ করিয়া দেন। সত্যযুগে তপঃ, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজন ও কলিতে দান প্রধান; কিন্তু মাঘস্নান সর্ব্বযুগেই শ্রেষ্ঠ। ৪২। হে রাজন্! মাঘস্নান নিখিল বর্ণ ও

অস্থিস্তম্ভং স্নায়ুবদ্ধং মাংসক্ষতজলেপনম্। চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ।
জরাশোকবিপদ্ব্যাপ্তং রোগমন্দিরমাতুরম্। রজস্বলমনিত্যঞ্চ সর্ব্বদোষসমাশ্রয়ম্।
পরোপতাপপাপার্ত্তি-পরদ্রোহ-পরের্ষকম্। লোলুপং পিশুনং ক্রূরং কৃতঘ্নং ক্ষণিকং তথা ॥৪৪॥
দুষ্পূরং দুর্দ্ধরং দুষ্টং দোষত্রয়বিদূষিতম্। অশুচিস্রাবি সচ্ছিদ্রং তাপত্রয়বিমোহিতম্।
নিসর্গতোঽধর্ম্মরতং তৃষ্ণাশতসমাকুলম্। কামক্রোধমহালোভ-নরকদ্বারসংস্থিতম্।
কৃমি-বর্চ্চস্ক-ভস্মাদি পরিণামে শুনাং হবিঃ। ঈদৃক্ শরীরকং ব্যর্থং মাঘস্নানবিবর্জ্জিতম্॥
অবৈষ্ণবো হতো বিপ্রো হতং শ্রাদ্ধমযোগি চ। অশ্রদ্ধয়া হতং সর্ব্বং যৎ কৃতং পারলৌকিকম্।
ইহ লোকে হতো নৃণাং দারিদ্র্যেণ যথা নৃপ। মনুষ্যাণাং তথা জন্ম মাঘস্নানং বিনা হতম্ ॥৪৫॥
মকরস্থে রবৌ যো হি ন স্নাত্যনুদিতে রবৌ। কথং পাপৈঃ প্রমুচ্যেত স কথং ত্রিদিবং ব্রজেৎ॥
ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ। মাঘস্নায়ী বিপাপঃ স্যাৎ তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥
মাঘমাসে রটন্ত্যাপঃ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ। ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাপংবা কং পতন্তং পুনীমহে॥

পরমোত্তমং সার্থকঞ্চ ভবেৎ, অন্যথা তদ্ধারণমেব ব্যর্থমিত্যাহ অস্থীতি ষড়্ভিঃ। আতুরং বিবশং। রজস্বলং রজোগুণপ্রধানং। কর্ম্মভূমৌমনুষ্যজন্ম প্রাপ্তেঃ পরেষামুপতাপাদয়ঃ তথা পরেষাং দ্রোহঃ পরেষামীর্ষা চ যস্মাৎ তৎ। তত্রোপতাপো নিন্দাদিনা, পাপঞ্চ ক্রোধোৎপাদনাদিনা, আর্ত্তিঃ প্রহারাদিনা, দ্রোহঃ অমঙ্গলচিন্তাদিনা। ঈর্ষা চাক্ষান্তিঃ ॥ ৪৪ ॥ দোষত্রয়ং পিত্তাদি। কামাদি যন্নরকদ্বারং তস্মিন্ সম্যক্ স্থিতং বর্ত্তমানং। পরিণামে মরণে কৃম্যাদিরূপম্। অতএব শুনাং হবিঃ পরমভক্ষ্যং ॥৪৫॥ রবাবনুদিতে সতীত্যত্রোক্তং,ভবিষ্যোত্তরে চ ভাস্করোদয় ইত্যুক্তং

যাবতীয় আশ্রমের সম্বন্ধেই ধর্ম্মধারা বর্ষণ করেন। উক্ত স্থানেই দত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-সংবাদে লিখিত আছে, হরিপ্রীত্যর্থ, নিখিল পাতক-বিনাশার্থ ও স্বর্গলাভার্থ মাঘস্নান করা মানবগণের কর্ত্তব্য। কোন তেজই যেরূপ সূর্য্যতেজের সদৃশ নহে, সেইরূপ মাঘস্নানের সহিত কোন যজ্ঞ-ক্রিয়ারই তুলনা হয় না। বিনা মাঘস্নানে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ রক্ষণে কি ফল? ৪৩। শরীর অস্থিস্তম্ভে নিবদ্ধ, স্নায়ুবদ্ধ, মাংস-শোণিতলিপ্ত, চর্ম্মাবৃত, দুর্গন্ধি, মলমূত্রে পূরিত, জরা-শোক-ব্যাপ্ত, বিপৎসঙ্কুল, ব্যাধিমন্দিরস্বরূপ, বিবশ, রজোগুণপ্রধান, অনিত্য ও সর্ব্বদোষের আধার। পরসন্তাপ, পাতক, পরপীড়ন, পরদ্রোহ ও ঈর্ষা এ সমস্তই দেহ হইতে জন্মে। এই দেহ লোভের বশীভূত, পিশুন (খল), ক্রূর, কৃতঘ্ন, ক্ষণবিধ্বংসী, দুষ্পূরণীয়, দুর্দ্ধর, দোষের আধার, পিত্তাদি-ত্রিদোষান্বিত, অপবিত্র, অশুচিস্রাবী, ছিদ্র-বিশিষ্ট, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপে বিমুগ্ধ, স্বতই অধর্ম্মে লিপ্ত, তৃষ্ণাশত-ব্যাপ্ত, নরকের দ্বার-স্বরূপ, কামক্রোধাদিতে অধিষ্ঠিত এবং মরণান্তে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মস্বরূপ, সুতরাং তখন কুক্কুরের উপাদেয় ভক্ষ্য; অতএব এতাদৃশ দেহ মাঘস্নান-বর্জ্জিত হইলে বিফল সন্দেহ নাই। হে রাজন্! ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তিহীন হইলে, শ্রাদ্ধ অযথা প্রযুক্ত হইলে, পারলৌকিক ক্রিয়া অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত হইলে যেরূপ হত (বিফল) হয় এবং দারিদ্র্য দ্বারা যেরূপ নরগণ সম্বন্ধে ইহলোক হত হইয়া থাকে, মাঘস্নান-রহিত মানব-জন্মও সেইরূপ বিফল। ৪৩। মকরস্থ সূর্য্যে ভাস্করদেবের অনুদয় কালে স্নান না করিলে

উপপাপানি সর্ব্বাণি পাতকানি মহান্তি চ। ভস্মীভবন্তি সর্ব্বাণি মাঘস্নায়িনি মানবে॥
বেপন্তে সর্ব্বপাপানি মাঘমাসসমাগমাৎ। নাশকালোঽয়মস্মাকং যদি স্নাস্যতি বারিণি॥
পাবকা ইব দীপ্যন্তে মাঘস্নানৈর্নরোত্তমাঃ। বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মেঘেভ্য ইব চন্দ্রমাঃ॥৪৬॥
আর্দ্রং শুষ্কং লঘু স্থূলং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ কৃতম্। মাঘস্নানং দহেৎ পাপং পাবকঃ সমিধো যথা॥
প্রামাদিকঞ্চ যৎ পাপং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ। স্নানমাত্রেণ তন্নশ্যেন্মকরস্থে দিবাকরে॥
নিষ্পাপাস্ত্রিদিবং যান্তি পাপিষ্ঠা যান্তি শুদ্ধতাম্। সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যো মাঘস্নানে নরাধিপ॥
এতদেব পরো মন্ত্র এতচ্চ পরমন্তপঃ। প্রায়শ্চিত্তং পরঞ্চৈতৎ মাঘস্নানমনুত্তমম্॥ ৪৭॥
নৃণাং জন্মান্তরাভ্যাসান্মাঘস্নানে মতির্ভবেৎ।
অধ্যাত্মজ্ঞানকৌশল্যং জন্মাভ্যাসাদ্যথা ভবেৎ॥ সংসারকর্দ্দমানাঞ্চ প্রক্ষালনবিশারদম্।
পাবনং পাবনানাঞ্চ মাঘস্নানমনুত্তমম্॥ স্নান্তি মাঘে নরা রাজন্ সর্ব্বকামফলপ্রদে।
তে কথং ভুঞ্জতে ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহোপমান্॥ ৪৮॥

তথা পূর্ব্বমত্রাপি কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবাবিতি। এবমরুণোদয়কালমারভ্যার্দ্ধোদয়পর্য্যন্তং মাঘপ্রাতঃস্নানকালোঽবগন্তব্যঃ॥ ৪৬॥ আর্দ্রং সদ্যঃকৃতং, শুষ্কং চিরকৃতং॥ ৪৭॥ অতঃ অনুত্তমং সর্ব্বোত্তমমিদমেবেত্যর্থঃ। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহয়োরুপমান্ তদ্ভোগ্যতুল্যানিত্যর্থঃ॥ ৪৯। মাঘস্নানেন ন তুলয়ন্তি সদৃশা ন ভবন্তীত্যর্থঃ। তীর্থে চ যন্মাঘস্নানং তেন চ বিশেষতো ন তুলয়ন্ত্যেব। একবিংশদিতি

কিরূপে পাতক মোচন হইবে, কিরূপেই বা সুরপুরে প্রয়াণ করিবে? মাঘস্নান করিলে ব্রহ্মঘাতী, স্বর্ণস্তেয়ী, সুরাপায়ী, গুরুদারগামী ও ঐ পাতকি-চতুষ্টয়ের সংসর্গী, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিও পাতক হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। "কোন্ ব্যক্তি ব্রহ্ম বধ করিয়াছে, কে সুরাপান করিয়াছে, কে পতিত হইয়াছে, আমরা তাহাদিগের শুদ্ধি বিধান করিব।" মাঘমাসে সূর্য্যদেবের ঈষদুদয়সময়ে জলগর্ভ হইতে এই কথা উচ্চারিত হয়। মাঘে প্রাতঃস্নান করিলে নিখিল উপপাপ ও সমুদায় মহাপাপ দগ্ধ হইয়া যায়। "মাঘ-সমাগম নিবন্ধন জলে স্নান করিলে আমাদিগের ক্ষয়কাল উপস্থিত হইবে" এই মনে করিয়া পাতকরাশি কম্পিত হইতে থাকে। সাধুগণ মাঘস্নান দ্বারা নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় ও অগ্নিবৎ (সতেজে) প্রকাশিত হয়েন।৪৬। বহ্নি দ্বারা যেরূপ কাষ্ঠ ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ মাঘস্নানও বাক্যজ, মনোজ ও কর্ম্মজ, আধুনিক ও পূর্ব্বকৃত, স্বল্প বা ভূরিপরিমিত যাবতীয় পাপই দগ্ধ করিয়া দেয়। মকররাশিগত সূর্য্যে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ প্রমাদকৃত নিখিল পাতক বিধ্বস্ত হয়। হে রাজন্! মাঘস্নান-ফলে নিষ্পাপীর স্বর্গপ্রাপ্তি ও পাপিষ্ঠগণের শুদ্ধিলাভ হয়, ইহাতে সংশয় করিবেন না। অত্যুত্তম মাঘস্নানই মহামন্ত্র, পরম তপঃ ও পরম প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।৪৭। জন্মান্তরীয় অভ্যাসবশে যেরূপ অধ্যাত্মজ্ঞানের নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশেই মাঘস্নানে মনুষ্যের মতি জন্মে। নিখিল পবিত্রকারীরও পবিত্রজনক অত্যুত্তম মাঘস্নান সংসাররূপ পঙ্কের বিদূরণবিষয়ে সুদক্ষ। হে নৃপ! যাঁহারা সর্ব্বকামদ মাঘমাসে স্নান করেন, তাঁহারা কিরূপে আর চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ ভোগ উপভোগ করিবেন? ॥ ৪৮॥ আরও লিখিত

কিঞ্চ।—

নানবাপ্তোঽত্র তস্যাস্তি পুরুষার্থো হি কশ্চন। নাক্ষীণং পাতকং কিঞ্চিন্মাঘে মজ্জতি যো নরঃ ॥৪৯॥

তুলয়ন্তি ন তেনাত্র যজ্ঞাঃ সর্ব্বে সদক্ষিণাঃ। মাঘস্নানেন রাজেন্দ্র তীর্থে চৈব বিশেষতঃ ॥

ন চান্যৎ স্বর্গদং কর্ম্ম ন চান্যৎ পাপনাশনম্। ন চান্যৎ মোক্ষদং চাত্র মাঘস্নানসমং ভুবি ॥

কিঞ্চান্যত্র।—

একবিংশৎকুলৈঃ সার্দ্ধং ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্। মাঘে মাসেঽম্ভসি স্নাত্বা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

তত্রৈব কুণ্ডবিকুণ্ডলোপাখ্যানানন্তরম্।—

শ্রীকার্ত্তবীর্য্য উবাচ।

হেতুনা কেন বিপ্রর্ষে মাঘস্নানে মহাদ্ভুতঃ। প্রভাবো বর্ণিতো নূনং তন্মে কথয় সুব্রত ॥

গতপাতো যদেকেন দ্বিতীয়েন দিবং গতঃ। বৈশ্যো মাঘজপুণ্যেন ব্রূহি মে তৎ কুতূহলাৎ ॥

শ্রীদত্তাত্রেয় উবাচ।

নিসর্গাৎ সলিলং মেধ্যং নির্ম্মলং শুচি পাবনম্। মলহং পুরুষব্যাঘ্র দ্রাবকং দাহকং তথা।

ধারকং সর্ব্বভূতানাং পোষকং জীবনঞ্চ তৎ। আপো নারায়ণো দেবঃ সর্ব্ববেদেষু পঠ্যতে ॥৫০॥

গ্রহাণাঞ্চ যথা সূর্য্যো নক্ষত্রাণাং যথা শশী। মাসানাং হি তথা মাঘঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ॥

মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রাতঃকালে তথামলে। গোষ্পদেঽপি জলে স্নানং স্বর্গদং পাপিনামপি ॥

যোগোঽয়ং দুর্ল্লভো রাজন্ ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। অস্মিন্ মাসে হ্যশক্তোঽপি স্নায়াদপি দিনত্রয়ম্ ॥

দদ্যাৎ কিঞ্চিদ্‌যথাশক্তি দারিদ্র্যাভাবমিচ্ছতি। ত্রিস্নানেনাপি মাঘে স্যুর্ধনিনো দীর্ঘজীবিনঃ।

পঞ্চ বা সপ্ত বাহানি চন্দ্রবদ্বর্দ্ধতে ফলম্ ॥

পিতৃমাতৃভার্য্যাণাং প্রত্যেকং সপ্ততয়া একবিংশতিভিঃ কুলৈঃ সহ। দ্রাবকং আর্দ্রীকারকং। দাহকং পানেনাজীর্ণনাশকমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ এবং স্বতএব মহাপ্রভাবযুক্তং জলং তত্র চ ভগবৎ-

---

আছে, মাঘমাসে স্নান করিলে কোনরূপ পুরুষার্থই অপ্রাপ্য থাকে না এবং কোনরূপ পাতকও অবিনষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ৪৯। হে নৃপসত্তম! মাঘমাসে সাধারণ সলিলে স্নান করিলে সদক্ষিণ যজ্ঞও যখন সেই স্নানের সদৃশ হইতে পারে না, তখন তীর্থে কৃত মাঘস্নানের বিষয় আর কি বর্ণন করিব? উহা যে বিশেষফলপ্রদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে রাজন্! এই পৃথিবীতে মাঘস্নানের সদৃশ অপর স্বর্গজনন কার্য্য বা অন্য পাপহর কার্য্য আর নাই এবং অপর কোনরূপ মুক্তিপ্রদ কার্য্যও মাঘস্নানের সদৃশ লক্ষিত হয় না। অন্যত্রও লিখিত আছে, মাঘমাসে জলে অবগাহন করিলে একবিংশতি কুল সহ বাঞ্ছিত ভোগ করিয়া হরিধামে প্রস্থান করে। উক্ত স্থানে কুণ্ডবিকুণ্ডলোপাখ্যানের শেষে দত্তাত্রেয়ের প্রতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের উক্তি আছে যে, হে বিপ্রর্ষে! হে সুব্রত! কি হেতু মাঘস্নানের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব কীর্ত্তিত হইল, তাহা মৎসকাশে কীর্ত্তন করুন্। মাঘকৃত এক পুণ্যফলে বৈশ্যের পাপধ্বংস হইল, দ্বিতীয় পুণ্যফলে স্বর্গধামপ্রাপ্তি হইল; সুতরাং আমি কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, কীর্ত্তন করুন্। দত্তাত্রেয় বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! জল স্বাভাবিকই মেধ্য, মলহীন, শুচি, পবিত্রজনন, মলহারক, দ্রাবক

নারদীয়ে চ।—

দেবৈস্তেজঃ পরিক্ষিপ্তং মাঘমাসে জলেষু বৈ। অতঃ পবিত্রং হি জলমশেষাঘৌঘনাশনম্॥ ইতি॥৫১॥

অন্যানি মাঘমাহাত্ম্যবচনানি বিশেষতঃ। উপাখ্যানেষু বর্ত্তন্তে পাদ্মাদৌ তত্র তত্র হি॥ ৫২॥

ইত্থঞ্চ মাঘস্নানস্য প্রায়োঽত্র মহিমোদিতঃ। মাঘকৃত্যেষু যৎ প্রাতঃস্নানস্যৈব প্রধানতা॥ ৫৩॥

বাসন্তী পঞ্চমী মাঘে ভৈমী চৈকাদশী সিতা। বারাহী দ্বাদশী যা চ তাসু কুর্য্যান্মহোৎসবম্॥৫৪॥

অথ বসন্তপঞ্চমী।

মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং মহাপূজাং সমাচরেৎ। নবৈঃ প্রবালৈঃ কুসুমৈরনুলেপৈর্ব্বিশেষতঃ॥

নীরাজনোৎসবং কৃত্বা ভক্ত্যা সংমান্য বৈষ্ণবান্। বসন্তরাগং জনয়ন্ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ॥

তদুক্তম্।—শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবৎ স্যাচ্ছয়নং হরেঃ। তাবৎ বসন্তরাগস্য গানমুক্তং মনীষিভিঃ॥

বসন্তরাগঃ কর্ত্তব্যো নান্যথা তু কদাচন॥ ইতি॥ ৫৫॥

সম্বন্ধবিশেষবাত কালবিশেষে ভাববিশেষো ভবতীতি পরিহরাত গ্রহাণামিতি দ্বাভ্যাং॥৫১॥ গ্রন্থবিস্তরভীত্যা পরিত্যক্তানি চ মাঘমাহাত্ম্যাদিবর্ত্তীনি বচনান্যন্যান্যপি দর্শয়তি অন্যানীতি॥৫২॥ নন্ধু পূর্ব্বং মাঘে স্নানাদিসৎকর্ম্মবৎ কর্ম্মান্তরমপি বিহিতং সামান্যতো মাঘমাহাত্ম্যাদি-লিখনাচ্চ তদেব দৃঢ়ীকৃতম্, অধুনা চান্তে স্নানমাহাত্ম্যমেব শ্রূয়তে। এবমুপক্রমোপসংহারয়োরেকার্থতা ন স্যাৎ। সত্যং মাঘে প্রাতঃস্নানস্যৈব প্রধানত্বাৎ, তথাপি লিখিতমিতি লিখতি ইত্থঞ্চেতি। প্রধানতা মুখ্যতা, অতএব স্নানস্যৈব নিত্যত্বং লিখিতমিতি দিক্॥ ৫৩॥ তত্রৈব তিথিবিশেষেষু কৃত্যং মহোৎসববিশেষং লিখতি বাসন্তীতি॥ ৫৪॥

(আর্দ্রীকারক), দাহক (অজীর্ণনাশক), ধারক, ভূতগণের পোষক ও জীবনস্বরূপ। জলকে নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।৫০। গ্রহগণমধ্যে যেমন সূর্য্য ও নক্ষত্রমধ্যে যেমন শশাঙ্ক প্রধান, তদ্রূপ ক্রিয়া-করণে যাবতীয় মাসের মধ্যে মাঘমাসই শ্রেষ্ঠ। মকররাশিগত-সূর্য্যযুক্ত মাঘমাসে নিরন্ধকার প্রভাতে গোষ্পদসলিলে অবগাহন করিলেও তাহা পাপিগণের পক্ষে স্বর্গজনক হইয়া থাকে। হে নৃপ! এই যোগ সচরাচর ত্রিভুবনমধ্যে অতি দুষ্প্রাপ্য। যদি পূর্ণ মাঘমাসে স্নান করিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে দিবসত্রয় স্নান করিতে পারে এবং স্বীয় দারিদ্রনাশে বাসনা থাকিলে সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ দান করাও কর্ত্তব্য। মাঘমাসে তিন দিনমাত্র স্নান করিলেই ধনবান্ ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে। পঞ্চাহ বা সপ্তাহ স্নান করিলে চন্দ্রবৎ ফল-বৃদ্ধি হয়। নারদীয়-পুরাণে লিখিত আছে, সুরগণকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের স্বস্ব তেজ মাঘমাসীয় সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; এই হেতু উক্ত মাসে জল পবিত্র ও নিখিল-পাতকনাশন।৫১। মাঘমাস-মাহাত্ম্যসম্বন্ধি অন্যান্য প্রমাণ পদ্মপুরাণ প্রভৃতির তত্তদুপাখ্যানে লিখিত আছে।৫২। এস্থানে এইরূপই মাঘস্নান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল। মাঘমাসের যাবতীয় ক্রিয়ার মধ্যে প্রাতঃস্নানই শ্রেষ্ঠ।৫৩। এই মাসে শুক্লা বাসন্তী পঞ্চমী, ভৈমী একাদশী ও বারাহী দ্বাদশী এই মহোৎসবত্রয় সম্পাদন করিতে হয়।৫৪।

অতঃপর বসন্তপঞ্চমী বিবৃত হইতেছে।—মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে নব পত্র, কুসুম ও অনুলেপন দ্বারা শ্রীহরির মহাপূজা সাধন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ভক্তিমান্ হইয়া নীরাজনোৎ-

কৃত্বা বসন্তপঞ্চম্যাং শ্রীকৃষ্ণস্যার্চ্চনোৎসবম্। স্যাদ্বসন্ত ইব প্রেয়ান্ বৃন্দাবনবিহারিণঃ ॥ ৫৬ ॥

অথ ভীষ্মাষ্টমী।

মাঘস্য চাষ্টমীং শুক্লামারভ্য দিনপঞ্চকম্। তর্পয়েদথবাষ্টম্যাং ভীষ্মং ভাগবতোত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥
নিত্যতর্পণতঃ পশ্চাৎ সলিলান্তরুদঙ্মুখঃ। নিবীতী তর্পণং কুর্য্যাদ্গাঙ্গেয়স্য মহাত্মনঃ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে ॥ ৫৮ ॥

অথ ভৈম্যেকাদশী।

তত্র মাৎস্যে।— শ্রীব্রহ্মোবাচ।

কথমারোগ্যমৈশ্বর্য্যমনন্তমমরেশ্বর। স্বল্পেন তপসা দেব ভবেন্মোক্ষো যথা নৃণাম্ ॥ ৫৯ ॥

তত্রৈব বসন্তপঞ্চমীমহোৎসবো বিশেষতঃ কার্য্য ইতি লিখতি মাঘস্যেতি। তত্রৈব কৃত্যবিশেষং লিখতি নবৈরিতি সার্দ্ধেন। জনয়ন্নিতি ভগবচ্ছয়নে সতি তদ্গানাদন্তর্হিতমিব প্রাদুর্ভাবয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ বসন্তপঞ্চম্যুৎসবমাহাত্ম্যং লিখতি কৃত্বেতি। বৃন্দাবনবিহারিণ ইতি বসন্তে বৃন্দাবনস্য শোভা-বিশেষ-প্রকটনাদ্যথাসৌ সদা তদ্বিহারশীলস্য ভগবতোঽত্যন্তপ্রিয়ো ভবতি, তথা সোঽপি স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ভাগবতেষু মধ্যে উত্তমং। তৎপ্রতিজ্ঞাপালনায় নিজপ্রতিজ্ঞাত্যাগেন সাক্ষাদ্ভগবতৈব ভক্তবাৎসল্যবিশেষপ্রকটনেন নিজভক্তবশত্বদর্শনাৎ। তচ্চ স্বনিগমেত্যাদিবচনৈঃ প্রথমস্কন্ধাদৌ প্রসিদ্ধমেব। অতস্তত্তর্পণং বৈষ্ণবৈঃ কার্য্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

তদ্বিধিং লিখতি নিত্যেতি। তত্র চ জীবৎপিতৃপিতামহকো ভীষ্মতর্পণং ন কুর্য্যাদিতি জ্ঞেয়ং, জীবৎপিতা ন কুর্ব্বীত তর্পণং যমভীষ্ময়োরিতি পাদ্মেঽভিধানাৎ ॥ ৫৮ ॥

তপসা কৃচ্ছ্রেণ ॥ ৫৯ ॥ ভেদকৃৎ প্রকাশক ইত্যর্থঃ ভবিতেত্যাদি ভবিষ্যৎপ্রয়োগো ভবিষ্য-

---

সব সহকারে বৈষ্ণববর্গের সম্মান করত বসন্তরাগ আলাপ ও নৃত্যগীতাদি করাইবে। এই বিষয়ে কথিত আছে, সুধীগণ বলেন, শ্রীপঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া হরির শয়ন যাবৎ বসন্তরাগ আলাপ করিতে হয়, তদ্ব্যতীত অন্য সময়ে বসন্তরাগ আলাপ নিষিদ্ধ।৫৫। বসন্তপঞ্চমীতে শ্রীহরির পূজা-বিষয়ক উৎসব করিলে সেই পূজক বসন্তঋতুবৎ বৃন্দাবননাথের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন। ৫৬।

অতঃপর ভীষ্মাষ্টমী বিবৃত হইতেছে।—মাঘী শুক্লা অষ্টমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাহ পর্য্যন্ত ভাগবতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের তর্পণ করা কর্ত্তব্য কিংবা কেবলমাত্র অষ্টমীতেই তর্পণ করিবে। ৫৭। নিত্যতর্পণান্তে সলিলগর্ত্তে উত্তরাস্য হইয়া যজ্ঞোপবীত কণ্ঠদেশে মাল্যবৎ ধারণ করত মহাত্মা ভীষ্মের তর্পণ করিতে হয়।

ভীষ্মতর্পণের মন্ত্র।—"ব্যাঘ্রপদ-গোত্রজাত, সাঙ্কৃতি প্রবরযুক্ত, পুত্রহীন ভীষ্মবর্ম্মাকে এই জল অর্পণ করিতেছি।" (এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে)। ৫৮।

অনন্তর ভৈমী একাদশী বিবৃত হইতেছে।—মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মার উক্তি আছে, হে অমরেশ্বর! হে দেব! স্বল্পপরিমিত তপোঽনুষ্ঠান দ্বারা কিরূপে মানবগণ নীরোগতা, বিপুল ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষ

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ত্বয়া পৃষ্টস্য ধর্ম্মস্য রহস্যস্যাস্য ভেদকৃৎ। ভবিতা স তদা ব্রহ্মন্ কর্ত্তা চৈব বৃকোদরঃ॥
কিঞ্চ।—ইদং ব্রতমশেষাণাং ব্রতানামধিকং যতঃ। কথয়িষ্যতি বিশ্বাত্মা বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ॥
অশেষযজ্ঞফলদমশেষাঘবিনাশনম্। অশেষদুষ্টশমনমশেষসুরপূজিতম্।
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। ভবিষ্যঞ্চ ভবিষ্যাণাং পুরাণানাং পুরাতনম্ ॥ ৬০ ॥
তত্রৈব শ্রীভীমং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ।—
যদ্যষ্টমীচতুর্দ্দশ্যোর্দ্বাদশীষথ ভারত। অন্যেষ্বপি দিনর্ক্ষেষু ন শক্তস্ত্বমুপোষিতুম্।
ততঃ পুণ্যামিমাং ভীম তিথিং পাপপ্রণাশিনীম্। উপোষ্য বিধিনানেন গচ্ছ বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥
কিঞ্চ তত্রৈব তদ্ব্রতবিধিকথনান্তে।—
ইদমেব কৃতং মহেন্দ্রমুখ্যৈর্ব্বসুভিশ্চৈব সুরাদিভিস্তথা।
ফলমস্য ন শক্যতে হি বক্তুং, যদি জিহ্বাযুতকোটয়ো মুখে স্যুঃ॥ ইতি ॥ ৬১ ॥
ব্রতে কৃত্যবিধিশ্চাস্মিন্ পূজাবিধিবিশেষবান্। বৈষ্ণবৈশ্চেদপেক্ষ্যঃ স্যাজ্‌জ্ঞেয়ো মৎস্যপুরাণতঃ॥

কথনাৎ। ভবিষ্যাণাং ব্রতানাং মধ্যে ভবিষ্যং পরমাস্ত্য। ন কেবলং ভবিষ্যমেব, কিন্তু পুরাণানাং পূর্ব্ববৃত্তানাং মধ্যে পুরাতনং সর্ব্বাদ্যমিত্যর্থঃ। এবং মাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিতঃ। তথা চ তত্রৈব শ্রীভীমং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ। কুরু ব্রতমিদং সম্যক্ স্নেহাত্তব ময়েরিতং। ত্বয়া কৃতমিদং ধীর ত্বন্নামাঙ্কং ভবিষ্যতি। সা ভীমদ্বাদশী হ্যেষা সর্ব্বপাপহরা শুভা। যা তু কল্যাণিনী নাম পুরাকল্পেষু পঠ্যত ইতি ॥৬০॥ দ্বাদশীষু একাদশীষু। অন্যদিনেষু জন্মাষ্টম্যাদিষু। ঋক্ষেষু শ্রবণদ্বাদশ্যাদিষু॥ ৬১ ॥ পূজাবিধিবিশেষযুক্তঃ। অস্মিন্ ব্রতে কৃত্যবিধির্যঃ স চেদ্যদি অপেক্ষ্যঃ স্যাদিতি তাদৃশকৃত্যবিধেরাবশ্যকত্বাভাবেন বৈষ্ণবৈর্নাত্যন্তাপেক্ষণাদিতি দিক্। তদ্বিধিস্তত্রৈব তং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ। তথা হি :—মাঘমাসস্য দশমী যদা শুক্লা ভবেত্তদা। ঘৃতেনাভ্যঞ্জনং কৃত্বা তিলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ। তথৈব বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য নমো নারায়ণেতি চ। কৃষ্ণায় পাদৌ সংপূজ্য শিরঃ সর্ব্বাত্মনেতি চ। বৈকুণ্ঠায়েতি বৈকণ্ঠমুরঃ শ্রীবৎসধারিণে। শঙ্খিনে চক্রিণে তদ্বদ্গদিনে বরদায় বৈ। সর্ব্বে নারায়ণায়েতি সংপূজ্যা বাহবঃ ক্রমাৎ। দামোদরায়েত্যুদরং মেঢ্রং পঞ্চশরায় বৈ।

প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।৫৯। শ্রীমহাদেব কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভীমই স্বং কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত এই রহস্যধর্ম্মের প্রকাশক ও কর্ত্তা হইবেন। আরও লিখিত আছে, জগদাত্মা জগদ্গুরু শ্রীহরি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই ব্রতের বিধান বর্ণন করিবেন। এই ব্রত দ্বারা সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা নিখিল পাতকনাশন, যাবতীয় দুষ্টপ্রশমনকারী, অখিল সুরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, পবিত্র হইতেও পবিত্র, মঙ্গলেরও মঙ্গল, ভবিষ্য ব্রতসমূহের ভবিষ্য অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে সকল ব্রত উদ্ভাবিত হইবে, তন্মধ্যেও ভবিষ্য (ইহার সদৃশ ব্রত ভবিষ্যতে আর হইবে না), এবং পুরাকৃত সমূহের মধ্যেও পুরাতন অর্থাৎ এই ব্রতই সকলের আদি।৬০। উক্ত পুরাণে ভীমের প্রতি ভগবানের উক্তি আছে যে,হে বৃকোদর! অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী এবং অপরাপর দিনে ও নক্ষত্রাদিতে উপবাসী থাকিতে অক্ষম হইলে পাতকহারিণী পুণ্যস্বরূপা এই তিথিতে বক্ষ্যমাণ

অথ ফাল্গুনকৃত্যম্।

তত্র যমঃ।—

প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং মাসৌ দ্বৌ মাঘফাল্গুনৌ। দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥

কিঞ্চান্যত্র।

যদীচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যোপমান্ শুভান্। মাঘফাল্গুনয়োর্ম্মধ্যে প্রাতঃস্নায়ী তদা ভবেৎ॥

গৌতমীয়ে।—

ফাল্গুনে দেবকীপুত্রং পূজয়েৎ স্বর্ণচম্পকৈঃ। চূতসৌগন্ধিকুসুমৈর্ধূপৈর্গন্ধৈঃ সুবিস্তরৈঃ॥ ইতি।৬২॥

উরু সৌভাগ্যনাথায় জানুনী ভূতধারিণে। নমো নীলায় বৈ জঙ্ঘে পাদৌ বিশ্বসৃজে নমঃ। নমো দেব্যৈ নমঃ শান্ত্যৈ নমো লক্ষ্ম্যৈ নমঃ শ্রিয়ৈ। নমস্তুষ্ট্যৈ নমঃ পুষ্ট্যৈ বৃষ্ট্যৈ হৃষ্ট্যৈ যজেচ্ছ্রিয়ং। নমো বিহগনাথায় বায়ুবেগায় পক্ষিণে। বিষপ্রমাথিনে নিত্যং গরুড়ঞ্চাভিপূজয়েৎ। এবং সংপূজ্য গোবিন্দমুমাপতিবিনায়কৈঃ। গন্ধৈর্ম্মাল্যৈস্তথা ধূপৈর্ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈরপি। গব্যেন পয়সা সিক্তাং কৃষরামথ বাগ্যতঃ। সর্পিষা সহ ভুক্ত্বা তাং জপ্ত্বা মন্ত্রপদং বুধঃ। ন্যগ্রোধং দন্তধাবন-মথবা খাদিরঃ পুনঃ। গৃহীত্বা পাবয়েদ্দন্তানাচান্তঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ। ক্রয়াৎ সায়ন্তনীং কৃত্বা সন্ধ্যা-মস্তমিতে রবৌ। নমো নারায়ণায়েতি ত্বামহং শরণং গতঃ। একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য চ কেশবং। রাত্রিঞ্চ সকলাং স্থিত্বা স্নানঞ্চ পয়সা তথা। সর্পিষা চাপি দহনং হুত্বা ব্রাহ্মণপুঙ্গবৈঃ। সহৈব পুণ্ডরীকাক্ষ দ্বাদশ্যাং ক্ষীরভোজনং। করিষ্যামি যতাত্মাহং নির্ব্বিঘ্নেনাস্তু তচ্চ মে। এবমুক্ত্বা স্বপেদ্ভূমাবিতিহাসকথাং পুনঃ। শ্রুত্বা প্রভাতে বিধিবৎ কৃত্বা চ পিতৃতর্পণং। প্রণম্য চ হৃষীকেশমমলং চার্কমীক্ষ্য চ। গৃহস্য পুরতো ভক্ত্যা মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ। দশ হস্তানথাষ্টৌ বা করান্ কুর্য্যাৎ বিশাম্পতে। চতুর্হস্তাং শুভাং কুর্য্যাদ্বেদীমরিনিসূদন। চতুর্হস্তপ্রমাণঞ্চ বিন্যসেত্তত্র তোরণং। প্রকল্প্য কলসং তত্র মাষমাত্রেণ সংযুতং। ছিদ্রেণ জলসংপূর্ণমধঃ কৃষ্ণাজিনে স্থিতঃ। তস্য ধারাঞ্চ শিরসি ধারয়েৎ সকলাং নিশাং। ধারাভির্ভূরিভির্ভূরি ফলং বেদবিদো বিদুঃ। যস্মাত্তস্মাৎ কুরুশ্রেষ্ঠ ধারা ধার্য্যা স্বশক্তিতঃ। তথৈব বিষ্ণোঃ শিরসি ক্ষীরধারাং প্রদাপয়েৎ। অরত্নিমাত্রং কুণ্ডঞ্চ কৃত্বা তত্র ত্রিমেখলং। যোনিবক্ত্রঞ্চ তং কৃত্বা ব্রাহ্মণৈর্যবসর্পিষী। তিলাংশ্চ বিষ্ণুদেবত্যৈর্ম্মন্ত্রৈরেকাগ্নিবত্তদা। হুত্বা চ বৈষ্ণবং সম্যক্ চরু গোক্ষীরসংযুতং। নিষ্পরার্দ্ধপ্রমাণাং বৈ ধারামাজ্যস্য পাতয়েৎ। জলকুম্ভান্ মহাবীর্য্য স্থাপ-য়িত্বা ত্রয়োদশ। ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈর্যুক্তান্ সিতবস্ত্রৈরলঙ্কৃতান্। যুক্তানৌড়ুম্বরৈঃ পাত্রৈঃ পঞ্চরত্নসমন্বিতান্। চতুর্ভির্ব্বহ্বৃচৈর্হোমস্তত্র কার্য্য উদঙ্মুখৈঃ। রুদ্রজাপৈশ্চতুর্ভিশ্চ যজুর্ব্বেদ-

নিয়মে উপবাস করত হরির পরমপদে প্রস্থান কর। উক্ত পুরাণেই ভৈমী একাদশীর বিধি-বর্ণনের শেষে লিখিত আছে, ইন্দ্রাদি ও বসু প্রভৃতি সুরবর্গ এই ব্রত সাধন করিয়াছিলেন, মদীয় বদনে অযুত-কোটি-সংখ্য রসনা হইলেও আমি ইহার ফল বর্ণনে সক্ষম নহি।৬১। এই ভৈমী একাদশী-ব্রতে পূজাবিধি-বিশেষবান্ কৃত্যবিধি অপেক্ষণীয় হইলে অর্থাৎ ইহার বিশেষ বিশেষ বিধি জানিবার প্রয়োজন হইলে মৎস্যপুরাণ হইতে বিধি পরিজ্ঞাত হওয়া বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য।

অথ শিবরাত্রিব্রতম্।

শিবরাত্রিব্রতমিদং যদ্যপ্যাবশ্যকং ন হি। বৈষ্ণবানাং তথাপ্যত্র সদাচারাদ্বিলিখ্যতে ॥

শিবরাত্রিব্রতং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যান্তু ফাল্গুনে। বৈষ্ণবৈরপি তৎ কার্য্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে সদা ॥ ৬৩॥

তথা চ পাদ্মে ব্রতখণ্ডে।—

সৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যো দেবতান্তরপূজকঃ। ন পূজাফলমাপ্নোতি শিবরাত্রিবহির্ম্মুখঃ ॥৬৪॥

কিঞ্চ।—তদিদং ঔদাস্যে দূষণং—

দ্বেষে তু কৌর্ম্মে ভৃগ্বাদীন্ প্রতি স্বয়ং ভগবতোক্তং।—

পরাৎ পরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ। ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্ ॥

পরায়ণৈঃ। বৈষ্ণবানি চ সামানি চতুরঃ সামবেদিনঃ। অরিষ্টবর্গসহিতান্যভিতঃ পরিপাঠয়েৎ। এবং দ্বাদশ তান্ বিপ্রান্ বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ। পূজয়েদঙ্গুলীয়ৈশ্চ কটকৈর্হেমসূত্রকৈঃ। বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। ততঃ প্রভাতে বিমলে সমুত্থায় ত্রয়োদশ। গা বৈ দদ্যাৎ কুরুশ্রেষ্ঠ সৌবর্ণমুখসংযুতাঃ পয়স্বিনীঃ শীলবতীঃ কাংস্যদোহসমন্বিতাঃ। রৌপ্যখুরাঃ সবৎসাশ্চ চন্দনেনাভিষেচিতাঃ। তাস্তু দত্বা ততো ভক্ত্যা ভক্ষ্যভক্ষণতর্পিতান্। কৃত্বা বৈ ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বানন্নৈর্নানাবিধৈস্তথা। ভুক্ত্বা চাক্ষারলবণমাত্মনা চ বিসর্জ্জয়েৎ। অনুগম্য পদান্যষ্টৌ পুত্রভার্য্যাসমন্বিতঃ। প্রীয়তামত্র দেবেশ কেশব ক্লেশনাশন। এবমুচ্চার্য্য তান্ কুম্ভান্ তাশ্চ গাঃ শয়নানি চ। বাসাংসি চৈব সর্ব্বেষাং গৃহাণি প্রাপয়েদ্বুধঃ। অভাবে বহুশয্যানামেকামপি সুসংস্কৃতাং। শয্যাং দদ্যাদ্গুরৌ ভীম সর্ব্বোপস্করসংযুতাং। ইতিহাসপুরাণানি বাচয়িত্বাতিবাহয়েৎ। তদ্দিনং নরশার্দ্দূল যদীচ্ছেদ্বিপুলাং শ্রিয়মিতি ॥ ৬ ॥

অন্যোন্যভক্তিদানার্থমন্যোন্যোপাসনাকরৌ। বন্দে হরিহরৌ দেবাবন্যোন্য-প্রেমতৎপরৌ ॥ ননু বৈষ্ণবানাং কিং শিবরাত্রিব্রতকরণেন তত্র লিখতি শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয় ইতি। শিবরাত্রিব্রতপরিত্যাগেন ভগবৎপূজাফলানুদয়াৎ ভগবৎপ্রীত্যভাবঃ, অতস্তদর্থং বৈষ্ণবৈঃ কর্ত্তব্যমেবেত্যর্থঃ। অপিশব্দাৎ কিং পুনঃ শৈবৈঃ শাক্তৈঃ সৌরাদিভির্ব্বেত্যর্থঃ ॥৬৩॥ দেবতান্তরং দুর্গাগণেশাদি তৎপূজকোঽন্যে বা। ন পূজাফলমাপ্নোতীত্যনেন ব্রতস্য নিত্যত্বং বোধিতং ॥ ৬৪ ॥ কিঞ্চ। শ্রীশিবব্রতাকরণে

অনন্তর ফাল্গুনকৃত্য কথিত হইতেছে।—ইহ বিষয়ে যমোক্তি আছে যে,মাঘ ও ফাল্গুন এই উভয় মাসে প্রত্যহ প্রভাতে স্নান করিবে এবং সুরগণের ও পিতৃলোকের পূজা করিবে, তাহা হইলে নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অন্যত্রও লিখিত আছে, চন্দ্র-সূর্য্যবৎ পবিত্র অসীম ভোগে বাসনা হইলে মাঘ ফাল্গুন এই দুই মাসেই নিরন্তর প্রাতঃস্নান করা কর্ত্তব্য। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে, কাঞ্চনবর্ণ চম্পকপুষ্প, সুগন্ধি আম্রকুমুল, ধূপ ও গন্ধ দ্বারা ফাল্গুনমাসে হরির অর্চ্চনা করিবে। ৬২।

অনন্তর শিবরাত্রিব্রত কথিত হইতেছে।—বৈষ্ণবসম্বন্ধে শিবরাত্রিব্রতের কোন প্রায়োজন নাই সত্য, তথাপি সদাচারনিবন্ধন এখানে বিবৃত হইল। ফাল্গুনী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতেই এই ব্রত করিবে। শ্রীহরির প্রীত্যর্থ সদত এই ব্রতানুষ্ঠান বৈষ্ণবগণেরও কর্ত্তব্য।৬৩। পদ্মপুরাণের

যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ। বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্॥
অন্যত্র চ।—
মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ। উভৌ তৌ নরকং যাতো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ইতি॥৬৫
অতএব হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীহরিহরপ্রতিষ্ঠায়াং শ্রীভগবতৈবোক্তম্।—
যঃ শিবঃ সোঽহমেবেহ যোঽহং স ভগবান্ শিবঃ। নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদাকাশানিলয়োরিব॥
বহ্বৃচপরিশিষ্টে।—
শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে। শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোস্তু হৃদয়ং শিবঃ॥ ৬৬॥
যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ। যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষঃ॥ ইতি।
কার্য্যং গুণাবতারত্বেনৈক্যাদ্রুদ্রস্য বৈষ্ণবৈঃ। বৈষ্ণবাগ্র্যতয়া শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সদাচারাচ্চ তদ্ব্রতম্॥
চতুর্থস্কন্ধদৃষ্ট্যা তু নৈকে কুর্ব্বন্তি তদ্ব্রতম্॥

মহাদোষপ্রদর্শনেন নিত্যতামেব দ্রঢ়য়তি পরাদিতি ত্রিভিঃ। পরাৎ চতুর্ব্বর্গেষু শ্রেষ্ঠাৎ মোক্ষাদপি পরতরং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যপদং নারায়ণপরা যান্তীতি সত্যমেব, কিন্তু যদি তে শ্রীশিবেঽপরাধিনো ন ভবন্তীত্যাহ নেতি। অত্র চ পূর্ব্বপদ্যার্দ্ধং শ্রীশিবেনোক্তং পরার্দ্ধঞ্চ শ্রীভগবতেতি সৎস্থ প্রসিদ্ধং। যদি চ কৌর্ম্মদৃষ্ট্যা সর্ব্বং পদ্যং শ্রীভগবদুক্তমেব, তর্হি নিখিলগুণামৃতনিধিনা ভগবতা নারায়ণেন পরোক্তবদ্বিনয়ভরেণোক্তমিতি জ্ঞেয়ং। দ্বিষন্তীতি দ্বেষস্তু তদ্ব্রতাকরণাদিনা তদনাদরলক্ষণ এব যথা গুরুদেবতাদিদ্রোহঃ এবং নিন্দাপি॥ ৬৫॥

নমু নান্যং দেবং নমস্কুর্য্যান্নান্যং দেবং নিরীক্ষয়েৎ। চক্রাঙ্কিতঃ সদা তিষ্ঠেন্মদ্ভক্তঃ পাণ্ডুনন্দনেতি ভবিষ্যোত্তরোক্ত-শ্রীভগবদ্বচনাদিনা বিরোধঃ স্যাৎ, তত্র শ্রীভগবদ্বচনমেব লিখতি যঃ শিব ইতি। আকাশানিলয়োরিবেতি দীপাদ্দীপান্তরবৎ কারণেন সহ কার্য্যস্যাভেদাভিপ্রায়েণাবতারিণাত্মনা সহাবতারস্য শ্রীশিবস্যাভেদো দর্শিতঃ॥ ৬৬॥ তথা তত ইত্যর্থঃ। আয়ুষো জীবনস্য

ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে, কি সূর্য্যোপাসক, কি বৈষ্ণব, কি অন্য-দেবোপাসক, যে কেহ হউন্ না, শিবরাত্রিবিমুখ হইলে তৎকৃতপূজা ফলবতী হয় না। ৬৪। শিবরাত্রিব্রতের প্রতি অবহেলা করিলে দোষ ঘটে। শিবরাত্রির প্রতি দ্বেষবান্ হইলে যাহা হয়, কূর্ম্মপুরাণে ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণের নিকট স্বয়ং শ্রীহরি তাহা বলিয়াছেন।— হরিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বৈকুণ্ঠ গতি হয় সত্য, কিন্তু মহাদেবদ্বেষী না হইলেই তাঁহাদের ঐ বিষ্ণুধামপ্রাপ্তি হয়। মহাদেবের নিন্দা পূর্ব্বক নিরন্তর একান্তভাবে আমার অর্চ্চনা করিলেও অযুতসংখ্য নরকে গমন করিতে হয়। অন্যত্রও লিখিত আছে, মদ্ভক্ত শিবদ্বেষী হইলে অথবা শিবভক্ত মদ্দ্বেষী হইলে চন্দ্রসূর্য্যস্থিতি (আপ্রলয়) যাবৎ তাহাদিগকে নিরয়ে পচ্যমান হইতে হয়। ৬৫। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে হরিহরপ্রতিষ্ঠায় ভগবানের উক্তি আছে, যিনি শিব, তিনিই আমি; এবং যে আমি, সেই শিব। আকাশ ও বায়ুর অভেদের ন্যায় (কার্য্যকারণের অভেদবৎ) আমাদিগের উভয়েরও অভেদ বুঝিবে। বহ্বৃচপরিশিষ্টে লিখিত আছে, বিষ্ণুই শিবরূপী এবং শিবই বিষ্ণুরূপী; বিষ্ণুই শিবের হৃদয় এবং শিবই বিষ্ণুর হৃদয়। ৬৬। বিষ্ণু যেরূপ শিবময় ও শিব যেরূপ বিষ্ণুময়, এই উভয়ের যেমন প্রভেদ দেখি না,

তথা চ ভৃগুশাপঃ ।—

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ । পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ॥ ইতি । ৬৭ ॥

অথ শিবরাত্রিব্রতনির্ণয়ঃ ।

তত্র স্কান্দে ।—

মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে অসিতা যা চতুর্দ্দশী । শিবরাত্রিস্তু সা খ্যাতা সর্ব্বযজ্ঞোত্তমোত্তমা ॥

মহীখণ্ডে ।—মাঘমাসস্য শেষা যা প্রথমা ফাল্গুনস্য চ । কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥

কিঞ্চ নাগরখণ্ডে ।—

যানি কানিচিত্র লিঙ্গানি স্থাবরাণি চরাণি চ । তেষু সংক্রমতে দেবস্তস্যাং রাত্রৌ যতো হরঃ ।

শিবরাত্রিস্ততঃ প্রোক্তা তেন সা হরবল্লভা ॥ ইতি ॥

শুদ্ধোপোষ্যা চ সা সর্ব্বৈর্বিদ্ধা স্যাচ্চেচ্চতুর্দ্দশী ।

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা তত্রাপ্যাধিক্যমাগতা ॥ ৬৮ ॥

তথা চোক্তম্ ।

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ । রাত্রৌ জাগরণং তস্যাং যস্মাত্তস্যামুপোষণম্ ॥

ভগবদ্ভক্তিলক্ষণস্য স্বস্তিঃ শোভনসত্তা সদা সম্যগ্বৃত্তির্ভবতীত্যর্থঃ । অস্থিতি শেষো বা । শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেদিত্যাদিকঞ্চ শ্রীমন্নামাপরাধস্তোত্রে পূর্ব্বং লিখিতমেব, অতোঽত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ শ্রীবিষ্ণুরেকো দেবঃ শিবশ্চান্যো দেব ইত্যেবমগ্রন্থে ভাসমানে তন্নমস্কারাদিকং বৈষ্ণবানামযুক্তমেব,কিন্তু যথা মৎস্যাদয়ো লীলাবতারাস্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারো-ঽয়মিত্যভেদেন ন দোষাবহম্ অপি তু গুণ এব, ভগবদ্ভক্তিবিশেষ এব পর্য্যবসানাদিতি ॥ ৬৭ ॥ হরিবল্লভত্বেনাস্য শ্রীশিবপ্রিয়ত্বাদেব বৈষ্ণবৈরপি কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৬৮ ॥ শিবপ্রিয়ৈরিত্যনেন

সেইরূপ মদীয় পরমায়ুর সত্তা হউক্ । শিবের গুণাবতারতারূপে একত্ব নিবন্ধন,বৈষ্ণবপ্রাধান্যরূপে শ্রেষ্ঠতা বশতঃ ও সদাচার হেতু শিবরাত্রিব্রত করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য । বৈষ্ণবগণের কেহ কেহ চতুর্থ স্কন্ধের দিকে লক্ষ্য করিয়া শিবব্রতে বিমুখ হইয়া থাকেন । উক্ত স্কন্ধে ভৃগুশাপকথনে লিখিত আছে যে, যাহারা শিবব্রত ধারণ করিবে কিংবা উহাদের অনুগামী হইবে, সেই সকল ব্যক্তিকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী বলিয়া জানিবে ; সুতরাং তাহারা পাষণ্ডী নাম ধারণ করুক্ । ৬৭ ।

অতঃপর শিবরাত্রিব্রতনির্ণয় ।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,মাঘ ফাল্গুন এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীই শিবরাত্রি বলিয়া প্রথিত । এই তিথি নিখিল যজ্ঞ অপেক্ষা প্রধান । মহীখণ্ডে লিখিত আছে, মাঘমাসান্তে ফাল্গুনের প্রথমে যে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি, তাহার নাম শিবরাত্রি । নাগরখণ্ডে লিখিত আছে, ধরাতলে স্থাবর বা চর যত কিছু শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে, চতুর্দ্দশীর নিশাযোগে দেবদেব মহাদেব সেই সমুদয়ে অধিষ্ঠিত হন, এই জন্যই ঐ চতুর্দ্দশী তিথিকে শিব-রাত্রি বলা যায় ; চতুর্দ্দশীর উপবাস করাই কর্ত্তব্য, পরন্ত বিদ্ধা চতুর্দ্দশীরই আধিক্য বোধ্য । ৬৮ । এই বিষয়ে কথিত আছে, যে, মহাদেবের প্রিয়পাত্রগণ প্রদোষব্যাপিনী শিবরাত্রিই

কিঞ্চ।—

প্রদোষশ্চ চতুর্নাড্যাত্মকোঽভিজ্ঞনৈর্মতঃ॥ ইতি॥

প্রদোষব্যাপিনীসাম্যেঽপ্যুপোষ্যং প্রথমং দিনম্।
নোপোষ্যা বৈষ্ণবৈর্ব্বিদ্ধা সাপীতি চ সতাং মতম্॥ ৬৯

যত্ত উক্তং।—

শিবরাত্রিব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ।

অতএবোক্তং পরাশরেণ।—

মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজন্নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা।
জয়াপ্রযুক্তাং ন তু জাতু কুর্য্যাচ্ছিবস্য রাত্রিং প্রিয়কৃচ্ছিবস্য॥ ইতি॥

অথ যোগাশ্চ।

উক্তঞ্চ লোকাক্ষিণা।—

দ্বিমুহূর্ত্তো ভবেদ্‌যোগো বেধো মৌহূর্ত্তিকঃ স্মৃতঃ॥ ইতি॥ ৭০॥

শিবরাত্রৌ চ কর্ত্তব্যং নিয়মেন ত্রয়ং বুধৈঃ। উপবাসমহাদেবপূজা-জাগরণং নিশি॥ ৭১॥

বিদ্ধাব্রতস্য বৈষ্ণবানামকর্ত্তব্যত্বং প্রতিপাদিতমিতি ভাবঃ॥ ৬৯॥ এতদেব প্রতিপাদয়তি সতাং মতমিতি। তত্র প্রমাণমাহ মাঘেঽসিতেত্যাদি। এবঞ্চ।—মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে যা স্যাচ্ছিবচতুর্দ্দশী। অনঙ্গেন সমাযুক্তা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা তিথিরিতি বচনং ভবিষ্যোত্তরোক্তশিবরাত্রিব্যতিরিক্তশিবচতুর্দ্দশীসংজ্ঞকব্রতবিষয়কং কিংবা পরদিনে অমাবস্যাযোগাভববিষয়কং সকামবৈষ্ণববিষয়কং বা জ্ঞেয়ম্ অন্যে চ মাঘাসিতমিত্যেতৎ বচনং শিবরাত্রি-ব্রতে ভূতমিতি বচনং পরদিনপ্রদোষব্যাপি-চতুর্দ্দশ্যুপবাসবিষয়কমিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি তচ্চাসঙ্গতমিতি মাঘেতি, পঞ্চদশ্যা যোগমুপৈতীত্যাদিবিশেষোক্ত্যা প্রদোষব্যাপিনীত্যাদিবিরোধাপত্তেঃ। লিখিতব্যবস্থৈব যুক্তেতি দিক্। ইত্থঞ্চ যদা চতুর্দ্দশীক্ষয়ঃ স্যাত্তর্হি বৈষ্ণবানামপি বিদ্ধোপাসঃ প্রসজ্যেতৈব অন্যথা অমাবস্যাসংযোগব্যবস্থায়া অত্র লোপপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ সা ব্যবস্থা বৈষ্ণবজনসম্মতা ন স্যাদিত্যুপেক্ষ্যা। এতচ্চাগ্রে জন্মাষ্টমীব্রতনির্ণয়ান্তে লেখ্যমেব ইতি॥ ৭০॥ শিবরাত্রৌ চোপবাসপূজাজাগরণানাং ত্রয়াণামেবাবশ্যকত্বং লিখতি শিবেতি॥ ৭১॥

গ্রহণ করিবেন, কেন না, তাহাতেই উপবাস বিহিত আছে; এই জন্য উক্ত শিবরাত্রিদিনে রজনীযোগে জাগরণ করিবে। আরও লিখিত আছে, বিচক্ষণগণের মতে চারিদণ্ডাত্মক সময়ই প্রদোষ বলিয়া গণিত। দুইদিনেই প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দ্দশী হইলে প্রথমদিনে ব্রত করাই অন্যোপাসকের কর্ত্তব্য। ঐ প্রথমদিন ত্রয়োদশীবিদ্ধা হইলে পূর্ব্বদিনে ব্রত করা বৈষ্ণবের অনুচিত; ইহাই সাধুগণের অভিমত। ৬৯। যেহেতু, কথিত আছে যে, শিবরাত্রিব্রতে ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশী পরিত্যাজ্যা। পরাশরেরও উক্তি আছে যে, হে নৃপ! মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে অমাবস্যাযোগ হইলে শিবরাত্রিব্রত করিবে; উহা মহাদেবের পরমপ্রীতিকর; কিন্তু ত্রয়োদশী-সমন্বিতা চতুর্দ্দশী ত্যাজ্যা।

অথ শিবব্রতবিধিঃ।

সায়ং শিবালয়ং গত্বা শুচিরাচম্য চ ব্রতী। কৃত্বা শিবাগ্রে সঙ্কল্পমারভেত তদর্চ্চনম্॥ ৭২ ॥

পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ শতরুদ্রেণ বা দ্বিজ। ক্ষীরাদিভিশ্চ শুদ্ধাম্ভির্ধারয়া স্নাপয়েচ্ছিবম্॥ ৭৩ ॥

মহার্চ্চাম্ বিধিনা কৃত্বা গন্ধপুষ্পতিলাদিভিঃ। সমর্প্য ধূপদীপাদীন্ শঙ্খেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

গৌরীবল্লভ দেবেশ সর্পাঢ্য শশিশেখর। বর্ষপাপবিশুদ্ধ্যর্থমর্ঘ্যং মে প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ইতি ॥৭৪॥

আচার্য্যং পরিপূজ্যাথ দত্বা তস্মৈ চ দক্ষিণাম্। বিধিবজ্জাগরং কৃত্বা প্রাতঃ পারণমাচরেৎ ॥৭৫॥

অধুনা ভবিষ্যোত্তরস্কন্দপুরাণশিবধর্ম্মোত্তরাদ্যুক্তানুসারেণ ব্রতানুষ্ঠানপ্রকারং লিখতি সায়মিতি পঞ্চভিঃ। তস্য শিবস্য অর্চ্চনং পূজামারভেত ॥ ৭২ ॥ তদেব লিখতি দ্বাভ্যাং। আদিশব্দেন ঘৃতমধ্বাদি দ্রাক্ষারসাদিকঞ্চ ॥ ৭৩ ॥

বিধিনেত্যত্রায়ং বিধিঃ। প্রথমে যামে শিবায় নম ইতি পঞ্চব্রহ্মমন্ত্রৈর্ব্বা গন্ধপুষ্প-তিলমাষগোধূমাদিনা মহাপূজাং কৃত্বা ততশ্চ ওঁ আদ্যায় নমঃ। ওঁ বামায় নমঃ। ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ। ওঁ ঘোরায় নমঃ। ইতি প্রত্যগাদি চতুর্দ্দিক্ষু। ওঁ ঈশানায় নমঃ। ইত্যুপরি। এবং পঞ্চবক্ত্রাণি পুষ্পাদিভিঃ সম্পূজ্য পশ্চাদিষ্টপুষ্পং সমর্পয়েৎ। আদিশব্দান্নৈবেদ্যতাম্বূলাদি অর্ঘ্যঞ্চ ফলগন্ধাক্ষতান্বিতং জ্ঞেয়ম্ ॥৭৪॥ আচার্য্যং শিবব্রতবিধ্যুপদেশকম্ অক্ষতপুষ্পান্নবস্ত্রাদিনা সম্মান্য। বিধিবদিতি দ্বিতীয়ে যামে শঙ্করায় নম ইতি, তৃতীয়ে মহেশ্বরায় নম ইতি, চতুর্থে রুদ্রায় নম ইতি পূর্ব্বতো বিশেষঃ। অন্যচ্চ সমান এব বিধির্জ্ঞেয়ঃ। তথৈকাদশীজাগরণবদ্গীতনৃত্যাদিনেতি চ জ্ঞেয়ম্। পারণমাচরেদিত্যত্রাপি বিধিবদিত্যনুবর্ত্তনীয়ম্। ততশ্চ প্রভাতে নিত্যকৃত্যং কৃত্বা গৃহে শিবমভ্যর্চ্চ্য শিবভক্তান্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রাংশ্চ সম্ভোজ্য বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীত ইতি জ্ঞেয়ম্॥ ৭৫ ॥

নমু তদ্ব্রতপারণে চ শুদ্ধায়ামুপবাসে সতি তথা প্রদোষব্যাপিত্বাদিনা পরদিনেঽপ্যুপবাসে সতি

উক্ত যোগের লক্ষণ।—লোকাক্ষী বলিয়াছেন, দ্বিমুহূর্ত্ত সময়কে যোগ ও একমুহূর্ত্তকে বেধ কহে। ৭০। শিবরাত্রিব্রতে উপবাস, রাত্রিকালে শিবপূজা ও জাগরণ, যথাবিধি এই তিনটীর অনুষ্ঠান করা সুধীগণের কর্ত্তব্য। ৭১।

অতঃপর শিবরাত্রিব্রতের বিধি কথিত হইতেছে।—ব্রতী ব্যক্তি পবিত্রভাবে সন্ধ্যাকালে শিবমন্দিরে গিয়া আচমন পূর্ব্বক শিবসম্মুখে সঙ্কল্প করিবে; তৎপরে পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয় ৭২। দ্বিজাতিগণ (নমঃ শিবায়) পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে বা শতরুদ্রমন্ত্রে ক্ষীরাদি দ্বারা ও বিশুদ্ধ বারিধারা দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইবেন। ৭৩। বিধানে গন্ধ, পুষ্প, তিল ইত্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা শেষ করিয়া ধূপ-দীপ অর্পণ পূর্ব্বক শঙ্খে করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র।—হে গৌরীবল্লভ! হে দেবেশ! হে সর্পাঢ্য! হে চন্দ্রশেখর! সংবর্ষ-কৃত পাতকের শোধনার্থ আমি এই অর্ঘ্য সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করুন্।৭৪। এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া আচার্য্যের অর্চ্চনা ও দক্ষিণা অর্পণ করিবে এবং বিধানে জাগরণ পূর্ব্বক প্রাতে পারণ করিতে হয়।৭৫।

অতঃপর পারণনির্ণয় বিবৃত হইতেছে।—যদি ত্রয়োদশীবিদ্ধায় উপবাস হয় এবং পরদিন দিবস-

অথ তত্র পারণনির্ণয়ঃ।

পূর্ব্ববিদ্ধোপবাসে চ পরেঽহনি চতুর্দ্দশী। দিবসব্যাপিনী তিষ্ঠেৎ কুর্য্যাৎ তস্যাং হি পারণম্ ॥৭৬॥

তথা চোক্তং।— সা স্বস্তময়পর্য্যন্তং ব্যাপিনী চেৎ পরেঽহনি।

দিবৈব পারণং কুর্য্যাৎ পারণে নৈব দোষভাক্ ॥ ইতি। ৭৭

অনুষ্ঠানবিধিশ্চাস্য ব্রতস্যোক্তোঽতিবিস্তরম্। শিবধর্ম্মোত্তরাদৌ তু জ্ঞেয়োঽপেক্ষ্যঃ স চেত্ততঃ ॥৭৮

শিবব্রতস্য মাহাত্ম্যমস্য সর্ব্বত্র বিশ্রুতম্। ব্যাধোঽপি মুক্তো যত্তাদৃগ্ লিঙ্গার্চ্চা-জাগরাদিনা ॥৭৯॥

অথ শিবরাত্রিব্রতমাহাত্ম্যম্।

নাগরখণ্ডে।—

স্বয়ম্ভূলিঙ্গমভ্যর্চ্চ্য সোপবাসঃ সজাগরঃ। অজানন্নপি নিষ্পাপো নিষাদো গণতাং গতঃ॥

প্রাতরমাবস্যায়ামেব পারণমবাধং। পূর্ব্ববিদ্ধোপবাসে চ,— কৃষ্ণাষ্টমী স্কন্দষষ্ঠী শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী। এতাঃ পূর্ব্বযুতাঃ কার্য্যাস্তিথ্যন্তে পারণং ভবেদিত্যাদি-স্কন্দবচনৈস্তিথ্যন্তে পারণবিধিনা তত্র চ সমগ্রদিনব্যাপি-চতুর্দ্দশী-নিক্রমে সতি কদা পারণমস্ত ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি পূর্ব্বেতি। হি-শব্দস্ত্বেবার্থে। তস্যাং চতুর্দ্দশ্যামেব পারণম্, অন্যথামাবস্যারাত্রৌ ভোজনস্য প্রসঙ্গাৎ। তচ্চ নিষিদ্ধম্। ভূতাষ্টম্যোর্দ্দিবা ভুক্ত্বা রাত্রৌ ভুক্ত্বা চ পর্ব্বণি। একাদশ্যাং চান্দ্রায়ণং চরেৎ। এবং যদ্যপি চতুর্দ্দশ্যাং ভোজনং নিষিদ্ধং, তথাপি পারণানুরোধেন অমাবস্যারাত্রিভোজনবত্তদ্দোষ-বিশেষাবহং ন স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ।—সর্ব্বেষ্বেবোপবাসেষু দিবাপারণমিষ্যতে। অন্যথা তু চতুর্দ্দশ্যামন্তে সত্যেব পারণম্। ৭৬॥

সা শিবরাত্রি-চতুর্দ্দশী তু পরস্মিন্ দিনে অস্তময়পর্য্যন্তং সূর্য্যাস্তসময়াবধি-ব্যাপিনী চেদ্ভবতি। এবং চতুর্দ্দশ্যন্তপারণে চ ব্রতী কেমভাক্ ব্রতভঙ্গদোষভাগী ন স্যাৎ, অন্যথামাবস্যারাত্রিভোজন-প্রাপ্তে রতি ভাবঃ। এবমুপবাসদ্বয়ঞ্চ নিরস্তম্। অতএবোক্তম্।—যামত্রয়োর্দ্ধগামিন্যাং প্রাতরেব হি পারণমিতি দিক্ ॥ ৭৭॥ অস্য শিবরাত্রিসম্বন্ধিনো ব্রতস্য। অত্যন্তবিস্তরং যথা স্যাৎ। অপেক্ষ্যশ্চেদ্ভবতি, তদা ততঃ শিবধর্ম্মোত্তরাদিতঃ স বিধির্জ্ঞেয়ঃ। আদিশব্দেন ভবিষ্যোত্তরস্কন্দপুরাণ-শিবযামলাদি। ৭৮॥

তাদৃগ্‌দেবাদস্য প্রসঙ্গজাতবৎ। লিঙ্গার্চ্চা শ্রীশিবপূজনম্। জাগরঃ আদিশব্দেন উপবাসশ্চ। তেনাপি ব্যাধোঽপি মুক্ত ইতি যৎ। যদস্মাচ্ছিবব্রতাদিতি বা ॥ ৭৯॥ তথা চোক্তম্ ভবিষ্যোত্তরে। কৃষ্ণ-পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং ন কিঞ্চিন্মৃগয়ন্নপি। প্রাপ্তবান্ প্রাণযাত্রার্থং ক্ষুধাসংপীড়িতোঽবশ ইত্যুপবাসঃ।

ব্যাপিনী চতুর্দ্দশী থাকে, তবে চতুর্দ্দশীতেই পারণ কর্ত্তব্য। ৭৬। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, পরদিন অস্তকালব্যাপিনী চতুর্দ্দশী থাকিলে দিবসেই পারণ কর্ত্তব্য, তাহাতে দোষ নাই। ৭৭। শিবরাত্রিব্রতের বিধান সবিস্তর কীর্ত্তিত হইতেছে, কোন বিষয়ের অপেক্ষা (বিশেষ বিধি জানিতে) হইলে শিবধর্ম্মোত্তরাদি হইতে তাহা পরিজ্ঞাত হইবে। এই ব্রতের মাহাত্ম্য সর্ব্বস্থানেই শ্রুতিগোচর হয়, লিঙ্গপূজা ও জাগরণাদি করাতে তাদৃশ (পাপরূপ)

স্কান্দে চ:—

শিবঞ্চ পূজয়িত্বা যো জাগর্ত্তি চ চতুর্দ্দশীম্। মাতুঃ পয়োধররসং ন পিবেৎ স কদাচন॥ ৮০॥

কিঞ্চান্যত্র।— কশ্চিৎ পুণ্যবিশেষেণ ব্রতহীনোঽপি যঃ পুমান্।
জাগরং কুরুতে তত্র স রুদ্রসমতাং ব্রজেৎ॥ ইতি॥ ৮১॥

শ্রীকৃষ্ণে বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রেমভক্তির্ব্বিবর্দ্ধতে। কৃষ্ণভক্তিরসাসারবর্ষিরুদ্রানুকম্পয়া॥ ৮২॥

অথ শ্রীগোবিন্দদ্বাদশী।

ফাল্গুনে দ্বাদশী শুক্লা যা পুষ্যর্ক্ষেণ সংযুতা। গোবিন্দদ্বাদশী নাম সা স্যাদ্গোবিন্দভক্তিদা॥
তস্যামুপোষ্য বিধিনা ভগবন্তং প্রপূজয়েৎ। লিখিতঃ পাপনাশিন্যাং বিধির্যোঽত্রাপি স স্মৃতঃ॥৮৩॥

অথ গোবিন্দদ্বাদশীমাহাত্ম্যম্।

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে।—

ফাল্গুনামলপক্ষে তু পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি। গোবিন্দদ্বাদশী নাম মহাপাতকনাশিনী॥

কিঞ্চ।—ধনুষ্কোট্যা হতান্যেব বিল্বপত্রাণি মানদ। পতিতানি মহারাজ শম্ভোঃ শিরসি ভূমিপ। তস্মৌ স এব তত্রৈব সর্ব্বরাত্রিমতন্দ্রিতঃ। স্বোদরার্থং মহারাজ মৃগলিপ্সুরহস্কৃত ইতি। এবঞ্চ পূজাজাগরণে বৃত্তে। গণতাং শিবপার্ষদতাং॥ ৮০॥ কশ্চিদন্ত্যজাদিরপি ব্রতহীনঃ উপবাসাদি-নিয়মরহিতোঽপি যঃ পুণ্যবিশেষেণ তত্র শিবারত্রৌ জাগরণং কুরুতে। রুদ্রসমতাং তদীয়-সারূপ্যাদিযুক্তপার্ষদত্বং বৈষ্ণবাগ্র্যত্বং বা স প্রাপ্নুয়াৎ॥৮১॥ নন্মু শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দভক্ত্যেকাপেক্ষকাণাং বৈষ্ণবানাং শিবব্রতেন কিং স্যাৎ, ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি শ্রীকৃষ্ণে ইতি। নন্মু শ্রীশিবব্রতেন কথং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তির্ব্বর্দ্ধতাং তত্র লিখতি কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণভক্তিরসাসারবর্ষিণো রুদ্রস্যানুকম্পয়া। শ্রীশঙ্করকরুণয়ৈব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিবিশেষসিদ্ধেঃ। যদ্বা। কৃষ্ণস্য যা ভক্তিরসবর্ষিণী রুদ্রানুকম্পা তয়া এবং শ্রীশিবব্রতেনৈব শ্রীকৃষ্ণকৃপাবিশেষোৎপত্তেস্তৎপ্রেমভক্তিবৃদ্ধির্ভবতীতি দিক্। ৮২॥
অত্র গোবিন্দদ্বাদশ্যাং ভগবৎপূজনেঽপি স এব বিধিঃ স্মৃতো মুনিভিঃ। একদৈবতত্বাদিনা দ্বয়োরেকরূপত্বাৎ॥ ৮৩॥

ব্যাধও পরিত্রাণ পাইয়াছিল। নাগরখণ্ডে লিখিত আছে, জনৈক চণ্ডাল শিবরাত্রি অজ্ঞাত থাকিয়াও অনাদিলিঙ্গের পূজা, উপবাস ও জাগরণফলে নিষ্কলুষ হইয়া শিবের পারিষদপদ লাভ করিয়াছিল। স্কন্দপুরাণেও লিখিত আছে, চতুর্দ্দশীতে হরপূজা করিয়া নিশাজাগরণ করিলে আর জননীর স্তনপান করিতে হয় না অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম বিদূরিত হয়। ৭৯৮০। অন্যত্রও লিখিত আছে, উপবাসাদিনিয়মবর্জ্জিত হইয়াও কোন পুণ্যবিশেষে শিবরাত্রিতে জাগরণমাত্র করিলে অন্ত্যজ ব্যক্তিও রুদ্রপারিষদত্ব প্রাপ্ত হয়। ৮১। বৈষ্ণব হইয়া শিবরাত্রির ব্রত করিলে হরিভক্তি-রসের সারবর্ষী শঙ্করের প্রসাদে শ্রীহরির প্রতি প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৮২।

অনন্তর গোবিন্দদ্বাদশী কথিত হইতেছে।-ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যা-যোগ হইলেই তাহাকে গোবিন্দদ্বাদশী কহে। ঐ তিথি হরিভক্তিপ্রদায়িনী। এই তিথিতে উপবাসী থাকিয়া বিধানে পাপনাশিনী-ব্রতের বিধানানুসারে গোবিন্দদ্বাদশীর অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবানের পূজা করিবে। ৮৩।

তস্যামুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ। প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভাম্ ॥ইতি ॥৮৪
আমর্দ্দকী দ্বাদশীতি লোকে খ্যাতেয়মেব হি। যোগাভাবেঽত্র তন্নাম্নী তদীয়ৈকাদশী মতা।
যত্র আমর্দ্দকী-পূজা-ব্রতমস্যাং বিশেষতঃ।

অথ আমর্দ্দকীব্রতবিধিঃ।

তদুক্তং ব্রাহ্মে তত্রৈব পাপনাশিনীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে।—

ফাল্গুনে তু বিশেষেণ বিশেষঃ কথিতো নৃপ। আমর্দ্দক্যা ব্রতং পুণ্যং বিষ্ণুলোকপ্রদং নৃণাম্॥
প্রভাসখণ্ডে চ শ্রীদেবীমহেশ-সংবাদে।—

ফাল্গুনস্য সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ। স্নাত্বা নদ্যাং তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেঽপি বা।
গত্বা গিরৌ বনে বাপি যত্র সা প্রাপ্যতে শিবা ॥ ৮৫ ॥
ক্ষীরোদে মথ্যমানে তু যদা বৃক্ষঃ সমুত্থিতঃ। আমর্দ্দাদ্দেবদৈত্যানাং তেন সামর্দ্দকী স্মৃতা ॥

পুনরাবৃত্তির্যেষাং তৈর্দুর্ল্লভাম্, অপুনরাবৃত্তিকামিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥ ইয়ং ফাল্গুনশুক্লদ্বাদশী। দ্বাদশী চ দ্বাদশ্যেকাদশ্যোরভেদাভিপ্রায়েণ। কিংবা দ্বাদশ্যাং পুষ্যানক্ষত্রে সতি তস্যামেবোপবাসাপেক্ষয়েতি। তদভাবেঽপি একাদশ্যামুপবাসে সতি তস্যামেবামর্দ্দকী-পূজাদিকমপি। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। শিবা আমর্দ্দকী ॥ ৮৫ ॥ আমর্দ্দকী বৃক্ষোঽয়ং শিবেতি লক্ষ্মীরিতি চ স্মৃতঃ। অতএব সেব্যতে ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর গোবিন্দ-দ্বাদশী-মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মপুরাণে বশিষ্ঠ-মান্ধাতৃ-সংবাদে লিখিত আছে, ফাল্গুনের শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যা-সমন্বিতা হইলে তাহাকেই গোবিন্দ-দ্বাদশী কহে। উহা দ্বারা নিখিল মহাপাপ বিদূরিত হয়। বিধানে গোবিন্দ-দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিলে পাতক বিধ্বস্ত হয় এবং পুনর্জ্জন্ম-নিবারিণী পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৮৪। ইহাকে লোকে আমর্দ্দকী দ্বাদশীও কহে। যোগের অভাব হইলে একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। অধিকন্তু এই দ্বাদশীদিনে আমর্দ্দকীপূজনরূপ ব্রত করিতে হয়।

অনন্তর আমর্দ্দকীব্রতবিধি।—ব্রহ্মপুরাণের উক্ত প্রকরণে পাপনাশিনীব্রত-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, হে রাজন্! ফাল্গুনমাসে বিশেষরূপে আমর্দ্দকীব্রত (কর্ত্তব্য বলিয়া) কথিত আছে। এই ব্রত মানবগণসম্বন্ধে পুণ্যস্বরূপ ও হরিধামপ্রদ। প্রভাসখণ্ডেও দেবী-মহেশ্বর-সংবাদে লিখিত আছে, ফাল্গুনের শুক্লা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া নদী, তাড়গ, বাপী, কূপ অথবা গৃহে স্নান করত গিরি বা কাননে আমলকীতরু-সন্নিধানে গমন করিবে। ৮৫। যখন ক্ষীরোদধি মন্থন হয়, তখন সুরাসুরগণের আমর্দ্দন বশতঃ এই তরুর উৎপত্তি হয়, এই হেতু মুনিগণ ইহার আমর্দ্দকী নাম নিরূপণ করিয়াছেন। এই তরুকে শিবা ও লক্ষ্মীও বলা যায়। ইহা সুরশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। বিরিঞ্চিপ্রমুখ সুরগণ এই তরুবরকে বৈষ্ণবতরু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমলকীমূলে গিয়া তাহাতেই হরির পূজা করিতে হয় কিংবা কুসুম দ্বারা তরুবরের অর্চ্চনা করিয়া নিশাজাগরণ করিবে। বারিপূরিত কমণ্ডলু পাত্র-সমন্বিত করিবে, হবিষ্যান্ন প্রদান করিবে, বিধানে দীপ দিবে এবং হরিকথা শ্রবণে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিশাজাগরণ করিবে। এই

শিবা লক্ষ্মীঃ স্মৃতো বৃক্ষঃ সেব্যতে সুরসত্তমৈঃ। দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বৈর্বৃক্ষোঽসৌ বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ॥
তত্র গত্বা হরিঃ পূজ্যো বৃক্ষমূলেঽথবা শিবা। পূজ্যা পুষ্পৈঃ শুভৈ রাত্রৌ কার্য্যং জাগরণং নরৈঃ॥
করকং জলপূর্ণন্তু কর্ত্তব্যং পাত্রসংযুতম্।
হবিষ্যান্নন্তু কর্ত্তব্যং দীপঃ কার্য্যো বিধানতঃ। এবং জাগরণং কার্য্যং কথাশ্রবণতৎপরৈঃ।
মুচ্যন্তে দেহিনঃ পাপৈঃ কলিজৈঃ কায়সম্ভবৈঃ। দেহান্তে চ নরাঃ সর্ব্বে পূজ্যন্তে হরিমন্দিরে॥৮৬॥

অথ বসন্তোৎসবঃ।

ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু বিদধ্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ভক্তস্য বসন্তস্যার্চ্চনোৎসবম্।
ভবিষ্যোত্তরতো জ্ঞেয়স্তদ্বিধিশ্চেদপেক্ষ্যতে। যঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরস্যোক্তো ব্যক্তং ভগবতা স্বয়ম্॥

অথ বসন্তোৎসবমাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব।—
এবং যঃ কুরুতে পার্থ শাস্ত্রোক্তং ফাল্গুনোৎসবম্। মৎপ্রসাদাচ্চ সিধ্যন্তি তস্য সর্ব্বে মনোরথাঃ॥
বৃত্তে তুষারসময়ে সিতপঞ্চদশ্যাম্, প্রাতর্ব্বসন্তসময়ে সমুপস্থিতে চ।
সংপ্রাপ্য চূতকুসুমং সহ চন্দনেন, সত্যং হি পার্থ পুরুষোঽব্দশতং সুখী স্যাৎ॥

অথ চৈত্রকৃত্যম্।

চৈত্রে কুর্য্যাৎ সিতে পক্ষে শ্রীরামনবমীব্রতম্। একাদশ্যাং প্রভোর্দোলাং দ্বাদশ্যাং মদনার্পণম্॥
গৌতমীয়ে চ।— চৈত্রমাসে বাসুদেবং সর্ব্বপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ॥ ৮৭॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ভক্তত্বা চ বসন্তস্য সদা শ্রীবৃন্দাবনাশ্রিতত্বাৎ। অতএব তস্য পূজোৎসবং কুর্য্যাৎ॥ ৮৭॥

রূপ অনুষ্ঠান করিলে কায়িক কলিকলুষ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং দেহাবসানে হরিধামে পূজিত হইতে পারে। ৮৬।

অনন্তর বসন্তোৎসব কথিত হইতেছে।—ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথিতে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া শ্রীহরির প্রিয়ভক্ত বসন্তের পূজারূপ উৎসব করিতে হয়। এই বিধি বিদিত হইবার আবশ্যক হইলে ভবিষ্যপুরাণ হইতে পরিজ্ঞাত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠির-সকাশে এই বিধি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর বসন্তোৎব-মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, হে যুধিষ্ঠির! শাস্ত্রবিধি অনুসারে ফাল্গুনোৎসব করিলে মদীয় অনুগ্রহে নিখিল মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। হে কৌন্তেয়! শীত ঋতুর অবসানে বসন্ত-সমাগমে শুক্লপক্ষীয়া পূর্ণিমাতে প্রভাতকালে চন্দন-মিশ্রিত আম্রমুকুল দ্বারা অর্চ্চনা করিলে শতবর্ষ সুখভোগ করিতে পারে।

অনন্তর চৈত্রকৃত্য বিবৃত হইতেছে।—চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে রামনবমী-ব্রত, একাদশীতে দোলা এবং দ্বাদশীতে মদনার্পণ করিতে হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে, চৈত্রমাসে বিবিধ কুসুম দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিবে। ৮৭।

অতঃপর শ্রীরামনবমী ব্রত কথিত হইতেছে।—অগস্ত্য-সংহিতায় লিখিত আছে, হে ব্রহ্মন্! চৈত্রের শুক্লা নবমী তিথিতে একমাত্র পরমব্রহ্ম রঘুকুলধুরন্ধর রাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন,

অথ শ্রীরামনবমী।

অগস্ত্যসংহিতায়াম্।—

চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু শুক্লায়াং হি রঘূদ্বহঃ। প্রাদুরাসীৎ পুরা ব্রহ্মন্ পরং ব্রহ্মৈব কেবলম্।
তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যমুপবাসব্রতাদিকম্॥ ৮৮।

অথ তদ্ব্রতনিত্যতা।

তত্রৈব।—

মুমুক্ষবোঽপি হি সদা শ্রীরামনবমীব্রতম্। ন ত্যজন্তি সুরশ্রেষ্ঠো দেবেন্দ্রোঽপি বিশেষতঃ॥
কিঞ্চ—প্রাপ্তে শ্রীরামনবমীদিনে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ। উপোষণং ন কুরুতে কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে॥
যস্তু রামনবম্যাং হি ভুঙ্‌ক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ। কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

অথ তদ্ব্রতনির্ণয়।

তত্রৈব।—

শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা। তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম তদ্ভবক্ষয়কারকম্॥

কিঞ্চ।—কুর্য্যাদ্রামনবম্যাং য উপোষণমতন্দ্রিতঃ। ন মাতুর্গর্ভমাপ্নোতি স বৈ রামপ্রিয়ো ভবেৎ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বে কুর্য্যুস্তন্নবমীব্রতম্। মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥

কিঞ্চ।—

একামপি নরো ভক্ত্যা শ্রীরামনবমীং মুনে। উপোষ্য কৃতকৃত্যঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৮৯॥

ব্রহ্মন্ হে সুতীক্ষ্ণ॥ ৪৮॥

রামপ্রিয়ো ভবেদিতি তৎসারূপ্যং প্রাপ্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৮৯॥

সুতরাং তদ্দিনে উপবাস ব্রতাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ৮৮। উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে, মুমুক্ষুগণ, বিশেষতঃ দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রও সর্ব্বদা রামনবমীব্রত (অনুষ্ঠান করেন, কদাচ) পরিত্যাগ করেন না। আরও লিখিত আছে, যে মূঢ়মতি রামনবমী সমাগত দেখিয়াও উপবাসী না থাকে, কুম্ভীপাক নরকে তাহাকে পচ্যমান হইতে হয়। মোহবশে রামনবমীতে আহার করিলে সেই মূঢ়মতি ভীষণ কুম্ভীপাকে পচ্যমান হয় সন্দেহ নাই।

অনন্তর রামনবমী ব্রত-মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—উক্ত অগস্ত্যসংহিতাতেই ব্যক্ত আছে, শ্রীরামনবমী কোটিসূর্য্যগ্রহণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ঐ মহাপুণ্যস্বরূপ রামনবমী-দিবসে ভক্তি সহকারে রামের উদ্দেশে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহাই ভববন্ধন-ছেদনের হেতু হয়। আরও লিখিত আছে, অতন্দ্রিত হইয়া রামনবমীতে উপবাসী থাকিলে সেই ব্যক্তিকে আর জননী-জঠরে প্রবিষ্ট হইতে হয় না এবং তিনি নিঃসন্দেহ রঘুনাথের প্রিয়পাত্র হন। সুতরাং সর্ব্বথা এই রামনবমী ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্ম রঘুবরকে লাভ করা সকল ব্যক্তির পক্ষেই উচিত. আরও লিখিত আছে, ভক্তি সহকারে একমাত্র রামনবমীব্রতে উপবাসী থাকিলেই কৃতকৃত্য হইয়া নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। ৮৯।

অথ তদ্ব্রতমহোত্সবম্ ।

চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ। পুনর্ব্বস্বৃক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা॥
সৈব মধ্যাহ্নযোগেন মহাপুণ্যতমা ভবেৎ। মেষং পূষণি সংপ্রাপ্তে লগ্নে কর্কটকাহ্বয়ে।
আবিরাসীৎ স্বকলয়া কৌশল্যায়াং পরঃ পুমান্। নবমী চাষ্টমী-বিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ॥
উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণম্॥ ইতি॥ ৯০॥
দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে। বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্॥
অস্য ব্রতস্য চাগস্ত্যসংহিতাদৌ সবিস্তরম্। বিধিরুক্তঃ প্রসিদ্ধশ্চ লিখ্যতেঽত্র সমাসতঃ॥ ৯১॥

অথ শ্রীরামনবমীব্রতবিধিঃ।

অষ্টম্যাং চৈত্রমাসস্য শুক্লপক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ। দন্তধাবনপূর্ব্বন্তু প্রাতঃ স্নায়াদ্যথাবিধি॥
দান্তং কুটুম্বিনং বিপ্রং বেদশাস্ত্ররতং সদা। শ্রীরামপূজানিরতং সুশীলং দম্ভবর্জ্জিতম্।
বিধিজ্ঞং রামমন্ত্রাণাং রামমন্ত্রৈকসাধকম্। আহূয় ভক্ত্যা সংপূজ্য শৃণুয়াৎ প্রার্থয়ন্নিতি॥
শ্রীরামপ্রতিমাদানং করিষ্যেঽহং দ্বিজোত্তম। তত্রাচার্য্যো ভব প্রীতঃ শ্রীরামোঽপি ত্বমেব হি॥
আচার্য্যং ভোজয়েৎ পশ্চাৎ সাত্ত্বিকান্নৈঃ সবিস্তরৈঃ। ভুঞ্জীত স্বয়মপ্যেবং হৃদি রামমনুস্মরন্॥

তত্রৈকভক্তনিবেদনমন্ত্রঃ।

নবম্যামঙ্গভূতেন একভক্তেন রাঘব। ইক্ষ্বাকুবংশতিলক প্রীতো ভব ভবপ্রিয়॥ ইতি।
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় স্নাত্বা সন্ধ্যাং বিধায় চ। প্রাতঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শীঘ্রমেব সমাপয়েৎ॥

ননু বৈষ্ণবৈর্ব্বিদ্ধা সর্ব্বত্র বর্জ্জ্যেতি পূর্ব্বং নিশ্চিতং, অত্রাপি তথৈবোক্তং নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যেতি। তত্র চ নবমীক্ষয়ে সতি তিথিহ্রাসক্রমেণ একাদশ্যাশ্চ শুদ্ধত্বে কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ উপোষণমিতি॥ ৯০॥ তদেবাভিব্যজ্য লিখতি দশম্যামিতি। নিশ্চয়াদ্দশম্যামেবেত্যেবকারতঃ। অন্যথোপবাসদ্বয়প্রসঙ্গাদিতি দিক্॥ ৯১॥

অতঃপর রামনবমী ব্রত-নির্ণয় করা যাইতেছে।—চৈত্রমাসীয়া নবমী তিথিতে স্বয়ং হরি রামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। ঐ তিথি পুনর্ব্বসুযুক্ত হইলে নিখিলকামফলপ্রদাত্রী হইয়া থাকেন। মধ্যাহ্নসময়ে পুনর্ব্বসুর যোগ হইলে ঐ তিথি মহাপুণ্যস্বরূপা বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। দিবাকর মেষরাশিগত হইলে কর্কটলগ্নে পরম পুরুষ শ্রীরাম স্বীয় কলাসহ কৌশল্যার গর্ভে প্রাদুর্ভূত হন। হরিপরায়ণ ব্যক্তিরা অষ্টমীবিদ্ধা নবমী বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধা নবমীতে উপবাসী থাকিয়া দশমীতে পারণা করিবেন। ৯০। দশমীদিনে পারণের নিশ্চয় নিবন্ধন নবমী ক্ষীণা হইলে নিঃসন্দিগ্ধ-মনে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী গ্রহণ করাই উপবাস-বিষয়ে বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য। অগস্ত্য-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই ব্রতের অনেক বিধান বর্ণিত ও প্রসিদ্ধ আছে, এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ৯১।

রামনবমী-ব্রতের বিধি।—চৈত্রের শুক্লাষ্টমীতে ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক দশনধাবনান্তে বিধানে প্রাতঃস্নান করিবে। তদনন্তর দান্ত, কুটুম্বী, নিরন্তর বেদশাস্ত্র পরায়ণ, রামার্চ্চনানিরত, সুশীল, দম্ভশূন্য, রামমন্ত্রের বিধিবেত্তা, কেবলমাত্র রামমন্ত্রের সাধক বিপ্রকে আহ্বান ও প্রার্থনা

উপবাসনিবেদনমন্ত্রঃ।

উপোষ্যা নবমী ত্বদ্য যামেষ্বষ্টাসু রাঘব।

তেন প্রীতো ভব ত্বম্ভোঃ সংসারাৎ ত্রাহি মাং হরে॥ ইতি।

বিধিবন্নির্ম্মিতে যাগমণ্ডপে পরমোৎসবৈঃ। পুণ্যাহং বাচয়িত্বা তু সদ্ভিঃ সঙ্কল্পমাচরেৎ॥

অথ সঙ্কল্পমন্ত্রঃ।

অস্যাং রামনবম্যান্তু সমারাধনতৎপরঃ। উপোষ্যাষ্টসু যামেষু পূজয়িত্বা যথাবিধি।

ইমাং স্বর্ণময়ীং রামপ্রতিমাং সুপ্রযত্নতঃ। শ্রীরামপ্রীতয়ে দাস্যে রামভক্তায় ধীমতে॥

প্রীতো রামো হরত্বাশু পাপানি সুবহূনি মে। অনেক-জন্মসংসিদ্ধান্যভ্যস্তানি মহান্তি চ॥ইতি।

মূর্ত্তিং শ্রীরামচন্দ্রস্য সুবর্ণস্য পলেন তু। অশক্তশ্চেৎ পলার্দ্ধেন তদর্দ্ধার্দ্ধেন বা চরেৎ।

রৌপ্যেণ বাথ লৌহেন শিলয়া দারুণাথবা।

লেপ্যাঞ্চ লেখ্যাং বা কুর্য্যাৎ কৌশল্যাং কল্পিতাং শুভাম্॥ ৯২

বামাঙ্কে জানকীং চাস্য সংশ্লিষ্টাং বামপাণিনা। দক্ষিণাঙ্কে দশরথং পুত্রাবেক্ষণতৎপরম্।

পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং সহচামরম্। পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ।

অষ্টম্যামিত্যাদি স্পষ্টার্থমেব॥ ৯২ ॥ বামেঽঙ্কে পার্শ্বে। দক্ষিণে অঙ্কে পার্শ্বে। অঙ্ক ইতি বা

পূর্ব্বক কহিবে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি রামমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিব, এ বিষয়ে আপনিই রঘুনাথস্বরূপ সুতরাং প্রীতচিত্তে আচার্য্য-পদ গ্রহণ করুন্। তদনন্তর ভূরি-প্রমিত সাত্ত্বিকান্ন (সর্ব্বথা বিশুদ্ধান্ন) দ্বারা আচার্য্যকে ভোজন করাইয়া স্বহৃদয়ে রামকে ধ্যান করিতে করিতে স্বয়ংও আহার করিবে।

এই বিষয়ে একভক্ত-নিবেদন মন্ত্র।—"হে রাঘব! হে ইক্ষ্বাকুকুলতিলক! হে ভবপ্রিয়! নবমীর অঙ্গস্বরূপ একভক্ত ব্রত দ্বারা আপনি সন্তোষ লাভ করুন্।" তৎপরে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান-সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক আশু প্রাতঃক্রিয়া সকল শেষ করিবে।

উপবাস-নিবেদন মন্ত্র।—"হে রাঘব! অদ্য নবমীতে অষ্ট প্রহর কাল উপবাসী থাকিব। হে হরে! তদ্দ্বারা আপনার সন্তোষ সাধিত হউক্। আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করুন্।" তৎপরে বিধানে প্রস্তুতীকৃত যাগমণ্ডপে সাধুবর্গ সহ মিলিত হইয়া পরম উৎসব সহকারে পুণ্যাহ-বাচন পূর্ব্বক সংকল্প করিবে।

সঙ্কল্পমন্ত্র।—আমি এই রামনবমীদিনে আরাধনা-পরায়ণ হইয়া অষ্টপ্রহর উপবাসী থাকিব এবং বিধানে অর্চ্চনা পূর্ব্বক সযত্নে রামপ্রীত্যর্থই এই রামপ্রতিমা সুবুদ্ধি রামভক্তকে অর্পণ করিব। রঘুপতি সন্তুষ্ট হইয়া বহুজন্মার্জ্জিত ও অভ্যস্ত ভূরি-পরিমিত পাতক আশু বিনাশ করুন্। (এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়)। এক পল প্রমাণ স্বর্ণদ্বারা শ্রীরামের মূর্ত্তি প্রস্তুত করাই সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য। অক্ষম হইলে অর্দ্ধপল অথবা তদর্দ্ধ পল স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে কিংবা রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর অথবা লেপ্য বা লেখ্য দ্বারা কৌশল্যা-দেবীর অঙ্কাতিধিষ্ঠিত শুভ রামমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়।৯২। ঐ মূর্ত্তির বামদিকে বাম কর দ্বারা আলিঙ্গিত সীতামূর্ত্তি

অগ্রে ব্যগ্রং হনূমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণম্॥ আসনোপরি সংবিশ্য ন্যাসজালং বিধায় চ।
শঙ্খং প্রপূজয়েদগ্রে গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। কলসং বামভাগস্থং পূজাদ্রব্যাণি চাদরাৎ।
পাত্রঞ্চ প্রোক্ষয়েদ্ভক্ত্যা চাত্মানং মন্ত্রমুচ্চরন্। সর্ব্বেষাং রামমন্ত্রাণাং মন্ত্ররাজঃ ষড়ক্ষরঃ।
তারকব্রহ্ম চেত্যুক্তস্তেন পূজা প্রশস্যতে॥ ৯৩॥
বিলিখেৎ সর্ব্বতোভদ্রং বেদিকোপরি সুন্দরম্। সর্ব্বব্রতে সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্।
মধ্যে তীর্থোদকৈঃ পূর্ণং কুম্ভং রত্নোদরং শুভম্। চূতপল্লবপুষ্পৈশ্চ যুক্তং ন্যস্যেদলঙ্কৃতম্।
সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে পাত্রে ষট্‌কোণমালিখেৎ॥ ৯৪॥
অলাভে বিল্বপীঠে বা কলসোপরি সংস্থিতে। উপর্য্যাস্তীর্য্য বস্ত্রে দ্বে আচ্ছিন্নে সুদশে শুভে।
দিব্যসিংহাসনং তত্র স্থাপয়িত্বার্চ্চয়েৎ সুধীঃ। পীঠার্চ্চাং বিধিবৎ কৃত্বা দত্বা চার্ঘ্যাদিকন্তথা।
ক্ষীরাদিনা চ স্নপনং কুর্য্যাদাবাহনাদি চ। নানারত্নবিচিত্রাণি দদ্যাদাভরণানি চ।
হিমাম্বুঘৃষ্টরুচিরঘনসারসমন্বিতম্। গন্ধং দদ্যাৎ প্রযত্নেন সাগুরুঞ্চ সকুঙ্কুমম্।
কহ্লারকেতকী-জাতী-পুন্নাগাদ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ। চম্পকৈঃ শতপত্রৈশ্চ সুগন্ধৈঃ সুমনোহরৈঃ।
চূতপল্লবপুষ্পৈশ্চ দূর্ব্বাভিস্তুলসীদলৈঃ। কোমলৈর্ব্বিল্বপত্রৈশ্চ অশোককুসুমৈস্তথা॥ ৯৫॥

পাঠঃ। দক্ষিণে পার্শ্বে পার্শ্বদ্বয় ইতি বা। ততশ্চ সীতাদশরথয়োর্ব্বহিস্তৌ জ্ঞেয়ৌ॥ ৯৩॥ রত্নানি উদরে অভ্যন্তরে যস্য তং॥ ৯৪॥ সৌবর্ণাদিপাত্রস্যালাভে সতি॥ ৯৫॥ যামং নবমীদিবসপ্রথম-

---

বিরাজিত; দক্ষিণ দিকে নৃপতি দশরথ পুত্রের প্রতি নেত্রপাত করিয়া রহিয়াছেন; পশ্চাতে ছত্র-চামরধারী লক্ষ্মণদেব অধিষ্ঠিত; পার্শ্বে তালবৃন্ত-করে ভরত শত্রুঘ্ন দণ্ডায়মান এবং পুরোভাগে হনূমান্ রঘুবরের অনুগ্রহপ্রত্যাশী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। (এইরূপে রামমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়)। অনন্তর আসনে উপবেশন করত ন্যাসবিধানান্তে গন্ধ পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা শঙ্খের অর্চ্চনা করিয়া সাদরে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বামভাগস্থ কুম্ভ, পূজোপকরণ-সমূহ, পাত্র ও আত্মাকে প্রোক্ষণ করিবে। ষড়ক্ষর মন্ত্রই (রাং রামায় নমঃ) যাবতীয় রামমন্ত্রমধ্যে মন্ত্ররাজ ও তারক-ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। এই মন্ত্র দ্বারাই রঘুপতির অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ৯৩। প্রথমতঃ বেদীর উপর মনোরম সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করিবে; এই মণ্ডল যাবতীয় ব্রতেই আবশ্যক। উক্ত মণ্ডলের মধ্যস্থলে তীর্থবারি-পূরিত, রত্নগর্ভ, আম্রপল্লবে শোভিত, সপুষ্প, সুশোভন কুম্ভ স্থাপন করিতে হয়। তদনন্তর সুবর্ণপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে বা তাম্রপাত্রে ষট্‌কোণ অঙ্কন করিবে। ৯৪। ঐ সমস্ত পাত্রের অভাব হইলে বিল্বকাষ্ঠময় পীঠে ষট্‌কোণ অঙ্কন পূর্ব্বক কুম্ভোপরি স্থাপন করত তদুপরি অখণ্ড-দশাযুক্ত শুভকর বস্ত্রদ্বয় প্রদান করিবে। তদুপরি সিংহাসন স্থাপন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করাই সুবুদ্ধি ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বিধানে পীঠার্চ্চনা, অর্ঘ্যসমর্পণ ও দুগ্ধাদি দ্বারা স্নপন এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া আবাহনাদি করিতে হয়। তদনন্তর নানারত্নে বিচিত্র আভরণ, শীতলজলে ঘর্ষিত চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম এই সমস্ত দ্বারা মিশ্রিত গন্ধ সযত্নে অর্পণ করিবে। পরে কহ্লার, কেতকী, জাতী, পুন্নাগ, চম্পক, পদ্ম, আম্রপল্লব ইত্যাদি চিত্তহর গন্ধপূর্ণ মনোহর পুষ্প এবং দূর্ব্বা, তুলসীদল, মৃদু বিল্বপত্র ও অশোককুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ৯৫।

অথ কৌশল্যাদ্যর্চ্চা।

রামস্য জননী চাসি রামাত্মকমিদং জগৎ। অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি লোকমাতর্নমোঽস্তু তে॥
নমো দশরথায়েতি পূজয়েৎ পিতরং ততঃ। ততোঽনুজ্ঞাপ্য দেবেশং পরিবারান্ সমর্চ্চয়েৎ।
পূর্ব্বষট্‌কোণকোণেষু হৃদয়াদীনি ষট্ ক্রমাৎ॥ ইতি প্রথমাবরণম্॥
হনূমন্তং সসুগ্রীবং ভরতং সবিভীষণম্।
লক্ষ্মণাঙ্গদশত্রুঘ্নান্ জাম্ববন্তং দলেষ্বিমান্॥ ইতি দ্বিতীয়াবরণম্॥
ধৃতিঃ জয়ন্তং বিজয়ং সুরাষ্ট্রং রাষ্ট্রবর্দ্ধনম্।
অশোকং ধর্ম্মপালঞ্চ সুমন্ত্রং দলমধ্যতঃ॥ ইতি তৃতীয়াবরণম্।
দলাগ্রে লোকপালাংশ্চ (ইতি চতুর্থাবরণং) তদস্ত্রাণি ততো বহিঃ॥ ইতি পঞ্চমাবরণম্।
ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্ ধূপং দীপঞ্চাস্মৈ নিবেদয়েৎ। ভক্ষ্যভোজ্যাদিনা ভক্ত্যা নৈবেদ্যং বিধিনার্পয়েৎ॥
আচামঞ্চ সুতাম্বূলং মহানীরাজনং ততঃ। নমস্কুর্য্যাত্ততঃ স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা চ প্রজপেন্মনুম্॥
শৃণ্বন্ জয়ন্তীমাহাত্ম্যং দিব্যাং রামকথাস্তথা। রামভক্তৈঃ সমং যামং নয়েদ্রামমনুস্মরন্॥
ইতি প্রথমযামকৃত্যম্॥ ৯৬॥
শঙ্খপাত্রাসনার্চ্চাঞ্চ কুর্য্যাদ্‌যামেষ্বতন্দ্রিতঃ। যামে দ্বিতীয়ে সংপূজ্য মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবয়েৎ॥৯৭॥

প্রহরং॥৯৬॥ অতন্দ্রিত ইতি সর্ব্বেষ্বেব যামেষু। শঙ্খপাত্রপীঠানাং পূজামনালস্যেনাবশ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ৯৭॥ জন্মভাবনবিধিমেবাহ উচ্চস্থ ইতি। সূর্য্যাদ্যুচ্চান্ ক্রিয়-বৃষ মৃগ-স্ত্রী-কুলীরাস্ত্যযুকে

অনন্তর কৌশল্যাদির অর্চ্চনা বিবৃত হইতেছে।—হে লোকজননি! আপনি শ্রীরামচন্দ্রের মাতা, এই জগৎ রামময়, সুতরাং আপনার অর্চ্চনা করিব। আপনাকে নমস্কার (এই বলিয়া)। দশরথায় নমঃ মন্ত্রে রামপিতা দশরথের অর্চ্চনাপূর্ব্বক দেবদেব রঘুনাথের অনুজ্ঞা লইয়া পরিবারগণের অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বস্থাপিত ষট্‌কোণের কোণসমূহে যথাক্রমে অঙ্গষট্‌কের অর্চ্চনা করিতে হয়। ইহাকেই প্রথম আবরণ জানিবে। তদনন্তর অষ্টদলকমলের দলাষ্টকে হনুমান্, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, শত্রুঘ্ন ও জাম্ববানের অর্চ্চনা করিতে হয়। ইহাই দ্বিতীয়াবরণ। তৎপরে দলমধ্যে ধৃতি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র এই অষ্টজনের অর্চ্চনা করিবে। ইহাকে তৃতীয়াবরণ জানিবে। পরে দলাগ্রে লোকপালবর্গের অর্চ্চনা করিবে। ইহাই চতুর্থাবরণ। দলের বহির্দ্দেশে আয়ুধ-সমূহের অর্চ্চনা করিতে হয়। ইহাই পঞ্চমাবরণ জানিবে। অনন্তর ঘণ্টাবাদ্য সহকারে রঘুনাথকে ধূপদীপ অর্পণ করিতে হয়। পরে ভক্তি সহকারে বিধানে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা নৈবেদ্য দিবে। পরে আচমন, তাম্বূলদান ও মহানীরাজন পূর্ব্বক স্তুতিপাঠ দ্বারা স্তব করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে রামভক্তগণ সহ মিলিত হইয়া জয়ন্তীমাহাত্ম্য, শ্রুতিসুখকর রামলীলাশ্রবণ ও শ্রীরাম স্মরণ করিতে করিতে প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিবে। ইহাই প্রথমযামকৃত্য জানিবে।৯৬। আলস্য বিসর্জন পূর্ব্বক প্রতি প্রহরে শঙ্খপাত্র ও পীঠ এই সমস্তের অর্চ্চনা করা অবশ্য বিধেয়। দ্বিতীয় প্রহরে এইরূপ অর্চ্চনা করিয়া মধ্যাহ্নকালে জন্মচিন্তা করিতে হয়। ৯৭। পাঁচটী গ্রহ উচ্চরাশিস্থিত হইলে, সুরগুরু ইন্দুর

উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাং তিথৌ,
লগ্নে কর্কটকে পুনর্বসুযুতে মেষং গতে পূষণি।
নির্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে
রাবির্ভূতমভূদপূর্ব্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ॥

স্তুত্বৈবং বাদয়েৎবাদ্যান্যর্ঘ্যং দদ্যাজ্জগৎপতেঃ। ফলপুষ্পাম্বুসম্পূর্ণং গৃহীত্বা শঙ্খমুজ্জলম্।
অশোকচূতকুসুমৈর্যুক্তঞ্চ তুলসীদলৈঃ॥

অথ অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

দশাননবধার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ। দানবানাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ॥ইতি।
পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা যামে যামে হ্যতন্দ্রিতঃ। পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা দিবারাত্রং নয়েদ্বুধঃ॥
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় নিত্যকৃত্যং সমাপ্য চ। বিধিবদ্রামমভ্যর্চ্চ্য ভক্ত্যাচার্য্যং প্রতোষ্য চ।
ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভুঞ্জীত তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্॥

অথ পারণমন্ত্রঃ।

তব প্রসাদস্বীকারাৎ কৃতং যৎ পারণং ময়া। ব্রতেনানেন সন্তুষ্টঃ স্বস্তি ভক্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ইতি॥
কৃত্বৈবং ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে ধ্রুবম্। তুলাপুরুষদানাদিফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
অনেকজন্মসংসিদ্ধপাপেভ্যো মুচ্যতে ধ্রুবম্। বহুনা কিমিহোক্তেন ভক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥
অকিঞ্চনোঽপি নিয়ত উপোষ্য নবমীব্রতম্। কৃত্বা জাগরণং ভক্ত্যা পূজয়েদ্বিধিবন্মুনে।

দিগ্দহীন্দ্রদ্বয়তিথি-শরান্ সপ্তবিংশাংশ্চ বিংশান্। অংশান্ যাবদ্বদতি যবন ইত্যাদ্যুক্তনিজনিজোচ্চস্থানবর্ত্তিনি গ্রহপঞ্চকে, মেষমকরকর্কটমীনতুলাসু ক্রমেণ সূর্য্য-ভৌম-গুরু-শুক্র-শনিষু স্থিতেষিত্যর্থঃ। কিঞ্চ কর্কটে লগ্নে চন্দ্রসহিতগুরাবিতি গুণবিশেষঃ। পলং মাংসমশ্নন্তীতি পলাশা রাক্ষ-

---

সহিত মিলিত হইলে, নবমী তিথিতে কর্কটলগ্নে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে আদিত্যদেব মেষরাশিস্থ হইলে রক্ষঃকুলরূপ কাষ্ঠ ভস্মীভূত করিবার জন্য অযোধ্যারূপ অরণিকাষ্ঠে দিব্যবিভবসম্পন্ন অত্যাশ্চর্য্য একটী তেজঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এইপ্রকারে স্তুতিবাদ করত বাদ্যবাদন সহকারে ফলপুষ্পসমন্বিত জলপূরিত দিব্য শঙ্খ লইয়া তাহাতে অশোক, আম্রমুকুল ও তুলসীদলযুক্ত করত জগন্নাথ রঘুপতিকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে।

অর্ঘ্যপ্রদানের মন্ত্র যথা।—হে নিষ্কলুষ! আপনি সাক্ষাৎ হরি, আপনি রাবণবধ, ধর্ম্মস্থাপন, দানবকুলক্ষয়, দৈত্যকুলের নিপাত ও সাধুবর্গের উদ্ধারের নিমিত্ত রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি ভ্রাতৃগণ সহ মদ্দত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্। তদনন্তর পুনর্ব্বার কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিবে। অনলস ও ভক্তিমান্ হইয়া বিধানে অর্চ্চনা পূর্ব্বক দিনযামিনী অতিবাহিত করাই সুধীজনের কর্ত্তব্য। তৎপরে প্রভাতে উঠিয়া নিত্যক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে বিধানে রঘুপতির পূজা পূর্ব্বক আচার্য্যের প্রীতি সাধন করিতে হয়। তদনন্তর দ্বিজাতিগণের সহিত আহার করিয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবে।

গঙ্গায়াং প্রক্ষিপেল্লেপ্যাং লেখ্যাং মূর্ত্তিং গৃহে ন্যসেৎ।
আচার্য্যায় চ হৈমাদিং দদীত প্রতিমাং বুধঃ ॥ ইতি ॥ ৯৮ ॥

অথ দোলমহোৎসবঃ।

চৈত্রে সিতৈকাদশ্যাঞ্চ দক্ষিণাভিমুখং প্রভুম্। দোলয়া দোলনং কুর্য্যাদ্গীতনৃত্যাদিনোৎসবম্ ॥

তথা চ গারুড়ে।—

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিম্। দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ ॥

অথ তন্নিত্যতা।

পাদ্মে।—

ঊর্জ্জে রথং মধৌ দোলাং শ্রাবণে তন্তুপর্ব্ব চ। চৈত্রে দমনকারোপমকুর্ব্বাণো ব্রজত্যধঃ ॥ ইতি।
দোলারূঢ়ঞ্চ ভগবানবলোক্যঃ প্রযত্নতঃ। দোলারূঢ়স্য চাস্যাগ্রে কুর্য্যাজ্জাগরণং শুভম্ ॥

অথ দোলোৎসবমাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব।—

দোলারূঢ়ং প্রপশ্যন্তি কৃষ্ণং কলিমলাপহম্। অপরাধসহস্রৈস্তু মুক্তাস্তে ঘূর্ণনে কৃতে ॥

সাস্ত এব সমিধস্তান্নির্দ্দগ্ধুং যথা যজ্ঞেঽরণিজাতোঽগ্নিঃ পলাশকাষ্ঠানি তদ্বদিতি রূপকার্থঃ ॥ ৯৮ ॥
ঘূর্ণনে আন্দোলনে সতি যে প্রপশ্যন্তি তে মুক্তা ইত্যন্বয়ঃ। যদ্বা ঘূর্ণনেঽপি কৃতে সর্ব্বেঽপরাধসহস্রৈ
মুক্তা ভবন্তীতি বাক্যান্তরং। মধুমাধবে বসন্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা মধৌ মাধবে বেত্যর্থঃ। কদাচি-

---

অতঃপর পারণমন্ত্র কথিত হইতেছে :—হে প্রভো! ভবদীয় প্রসাদ-স্বীকারার্থ আমি পারণ করিতেছি। আপনি এই ব্রত দ্বারা প্রীত হইয়া আমাকে কল্যাণ ও ভক্তি প্রদান করুন্। এই-রূপে শ্রীরামনবমীব্রত করিলে নিঃসন্দেহ ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়, তুলাপুরুষাদি দানের ফল হইয়া থাকে এবং বহুজন্মার্জ্জিত পাতকপুঞ্জও নিঃসন্দেহ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। হে মহর্ষে! অধিক আর কি বলিব, সর্ব্বদা নিষ্কাম হইয়া এই ব্রতে উপবাসী থাকিয়া জাগরণ পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে বিধানে পূজা করিলে ভক্তিদেবী ত্বদীয় করগত থাকেন। লেপ্য মূর্ত্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন, লেখ্যমূর্ত্তি গৃহে স্থাপন এবং স্বর্ণাদি দ্বারা প্রস্তুত মূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিতে হয়। ৯৮।

অনন্তর দোলমহোৎসব বর্ণিত হইতেছে।—চৈত্রমাসীয়া শুক্লা একাদশীতিথিতে গীত-নৃত্যাদি উৎসব সহকারে দেবদেবকে দক্ষিণমুখ করিয়া দোলা দ্বারা দোলন করিতে হয়। গরুড়-পুরাণেও উক্ত বিষয়ে লিখিত আছে যে, কলিকালে চৈত্রশুক্লপক্ষে দক্ষিণাস্য জনার্দ্দনকে পূজা করত একমাস দোলন করাইতে হয়।

অতঃপর এই বিষয়ের নিত্যতা বিবৃত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, কার্ত্তিকে রথ, চৈত্রে দোলা, শ্রাবণে তন্তুপর্ব্ব ও চৈত্রে দমনকারোপণ এই কয়টী উৎসব না করিলে নরকে গমন করিতে হয়। দোলারূঢ় হরিকে যত্ন সহকারে নেত্রগোচর করিবে। দোলারূঢ় প্রভুর পুরোভাগে মঙ্গলজাগরণ করিতে হয়।

দোলোৎসবের নিত্যতা কথিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই উক্ত আছে যে, যাঁহারা আন্দো-

তাবত্তিষ্ঠন্তি পাপানি জন্মকোটিকৃতান্যপি। যাবন্নান্দোলয়েদ্ভূপ কৃষ্ণং কংসবিনাশিনম্॥
আন্দোলনদিনে প্রাপ্তে রুদ্রেণ সহিতাঃ সুরাঃ। কুর্ব্বন্তি প্রাঙ্গণে নৃত্যং গীতং বাদ্যঞ্চ হর্ষিতাঃ॥
ঋষয়ো গণগন্ধর্ব্বা রম্ভাদ্যাপ্সরসাং গণাঃ। বাসুকিপ্রমুখা নাগাস্তথা দেবাঃ সুরেশ্বরাঃ।
দোলযাত্রাং সমায়ান্তি বিষ্ণুদর্শনলালসাঃ॥ দোলযাত্রানিমিত্তন্তু দোলাহে মধুমাধবে।
ভূতানি সন্তি ভূপৃষ্ঠে যে কেচিদ্দেবযোনয়ঃ। সমায়ান্তি মহীপাল কৃষ্ণে দোলাস্থিতে ধ্রুবম্।

বিষ্ণুং দোলাস্থিতং দৃষ্ট্বা ত্রৈলোক্যস্যোৎসবো ভবেৎ
তস্মাৎ কার্য্যশতং ত্যক্ত্বা দোলাহে উৎসবং কুরু॥

প্রহ্লাদে তু সমায়াতে বিষ্ণুর্দোলাবরোহণম্। কুরুতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বরং দত্তমনুস্মরন্॥
দোলাস্থিতস্য কৃষ্ণস্য যেঽগ্রে কুর্ব্বন্তি জাগরম্। সর্ব্বপুণ্যফলাবাপ্তির্নিমেষৈকেন জায়তে॥
দোলাসংস্থন্তু যে কৃষ্ণং পশ্যন্তি মধুমাধবে। ক্রীড়ন্তি বিষ্ণুনা সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠে দেববন্দিতাঃ॥
কিঞ্চান্যত্র।—

দক্ষিণাভিমুখং দেবং দোলারূঢ়ং সুরেশ্বরম্।
সকৃদ্দৃষ্ট্বা তু গোবিন্দং মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ইতি॥ ৯৯॥

দ্বিয়াপাতাদ্বৈশাখেঽপি তৎকরণাৎ॥৯৯॥ অথ নিত্যপূজানন্তরং। ব্রতী কৃতোপবাসঃ পূর্ব্বলিখিত-দশম্যাদিনিয়মযুক্তো বা। তদর্থং দোলোৎসবার্থং। বিশেষেণ অন্যদিনাদাধিক্যেন। সম্যান্ আদৌ সাদরং নিমন্ত্র্যাহূয় পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বকং শ্রীচরণামৃতাম্বুলেপনমাল্যাদিমহাপ্রসাদপ্রদানেন সম্পূজ্য। তৈর্বৈষ্ণবৈঃ। আদিশব্দেন বাদ্যনামসঙ্কীর্ত্তনাদি। বিচিত্রাণি গন্ধাদীনি। বিভাগশঃ শ্রীমদ্-গোক্ষীরাদিভূষণং দোলাদৌ ভাগে ভাগে পৃথক্ পৃথক্ অচ্যুতোপরি প্রক্ষিপেৎ। তত্র গন্ধঃ অগুরু-

---

লনসময়ে কলিকলুষহারক দোলারূঢ় হরিকে দর্শন করেন, সহস্র সহস্র অপরাধ হইতে তাঁহাদিগের মুক্তিলাভ হয়। হে রাজন্! যাবৎ কংসনিসূদন হরিকে আন্দোলিত করা না যায়, তাবৎ কোটিজন্মসঞ্চিত পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভের সম্ভাবনা নাই।সুরগণ আন্দোলনদিবস-সমাগমে সানন্দে প্রাঙ্গণে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করেন। ঋষিবর্গ, গন্ধর্ব্বকুল, রম্ভাদি অপ্সরোগণ, বাসুকি-প্রমুখ নাগকুল, দেবগণ ও দেবেশ্বরগণ হরিদর্শনার্থ সমুৎসাহী হইয়া দোলোৎসবে আগমন করেন। হে ভূপ! চৈত্রে বা বৈশাখে দোলযাত্রার্থ উৎসবদিনে হরি দোলারূঢ় হইলে ভূবাসী জীবকুল ও দেবযোনিগণ তথায় উপস্থিত হন সন্দেহ নাই। হে মহীপাল! হরিকে দোলারূঢ় দেখিলে ত্রিভুবনেরই উৎসব উপস্থিত হয়; সুতরাং শত কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াও দোলদিনে উৎসব করা কর্ত্তব্য। হে পাণ্ডু-কুলতিলক! প্রহ্লাদ উপস্থিত হইলে, ভগবান্ জনার্দ্দন তাঁহাকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অনুস্মরণ পূর্ব্বক দোলাবরোহণ করেন। দোলারূঢ় জনার্দ্দনের পুরোভাগে জাগরণ করিলে নিমেষমধ্যেই নিখিল যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি চৈত্রে অথবা বৈশাখে হরিকে দোলারূঢ় দর্শন করেন, তাঁহারা সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে হরিসহ বিহার করিতে পারেন। অন্যত্রও লিখিত আছে, দক্ষিণাস্য দোলারূঢ় দেবদেব হরিকে একবার দেখিলেই ব্রহ্মহত্যা পাপের বিমোচন হয়। ৯৯।

অথ দোলোৎসববিধিঃ।

চৈত্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্য চ। নিত্যপূজাং বিধায়াথ কুর্য্যাদ্দোলোৎসবং ব্রতী॥
তদর্থঞ্চ বিশেষেণ নৈবেদ্যাদি সমর্পয়েৎ। সম্মান্য বৈষ্ণবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ॥
মহানীরাজনং কৃত্বা প্রক্ষিপেদচ্যুতোপরি। গন্ধানুলেপচূর্ণাদিবিচিত্রাণি বিভাগশঃ॥ ১০০॥
সন্তোষ্য বৈষ্ণবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যাদিভিঃ প্রভুম্। নত্বাভ্যর্থ্যাপ্রমত্তঃ সন্ দোলামারোহয়েচ্ছুভাম্॥
নীত্বা বহির্বেদিকায়ামুত্তুঙ্গায়াং যথাবিধি। অভ্যর্চ্চ্যান্দোলয়েৎ কৃষ্ণং সর্ব্বলোকাবলোকিতম্॥ ১০১
এবমভ্যর্চ্চয়ন্ যামে যামে স্বান্দোলয়ন্ প্রভুম্। মহোৎসবেন গময়েদ্দিনং রাত্রিঞ্চ যত্নতঃ॥
এবং জাগরণং কৃত্বা বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ। প্রণম্য প্রার্থ্য নির্ম্মঞ্ছ্য কৃষ্ণং স্বালয়মানয়েৎ॥
কেচিচ্চ বৈষ্ণবাঃ শুক্লতৃতীয়ায়াং মহোৎসবম্। ইমমিচ্ছন্তি শক্তাশ্চ কুর্ব্বতে মাসমেব তম্॥

কলম্বকাদিসাধিত-সুরভিদ্রব্যবিশেষঃ। অনুলেপশ্চন্দনাদিপঙ্কং। চূর্ণানি চ পট্টবাসাঃ বুক্কবন্ধনেতি প্রসিদ্ধানি। এতচ্চ বাসন্তিকদোলক্রীড়াবিশেষলক্ষণং॥ ১০০॥ তৈর্গন্ধাদিভির্বৈষ্ণবান্ সন্তোষ্য প্রভুঞ্চ ভগবন্তং নত্বা প্রণম্য অভ্যর্থ্য চ সর্ব্বলোকহিতার্থং নিজজনসুখার্থঞ্চ সুখং দোলামিমামারুহ্য সাবধানমান্দোলনলীলাং বিধেহীত্যাদি তথা বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়েত্যাদিকঞ্চ প্রার্থ্য। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ সন্। শুভাং নির্ম্মাণবিশেষতোঽলঙ্কারবিশেষতশ্চোত্তমাং দোলাং গীতাদিভিরারোহয়েৎ। আদিশব্দেন জয় জয়েত্যাদিমঙ্গলঘোষ-বেদঘোষ-বাদ্য-সঙ্কীর্ত্তনাদি। বহির্দ্দোলায়াঃ। উত্তুঙ্গায়াম্ অত্যুচ্চায়াস্তদুপরীত্যর্থঃ। এতচ্চ সর্ব্বলোকানাং সুখদর্শনার্থং। যথাবিধীতি বেদিকাং তামুপস্কৃত্য ধ্বজপতাকাতোরণাদিভিরলঙ্কৃত্য চ দৃঢ়পট্টবসনেন পার্শ্বদ্বয়ে স্তম্ভাদৌ দোলাং নিবধ্য দোলারূঢ়স্য ভগবতোঽর্চ্চনে ফলবিশেষোক্তেরান্দোলনশ্রমবিশেষদৃষ্টেশ্চ পূজাবিশেষং কৃত্বা মহানীরাজনং কৃত্বা গন্ধাদিকঞ্চ প্রক্ষিপ্য শনৈঃ শনৈঃ সাবধানমান্দোলয়েদিত্যাদি প্রকার উহ্যঃ। সর্ব্বৈর্লোকৈরবলোকিতং যথা স্যাত্তথান্দোলয়েৎ। দোলারূঢ়ভগবদ্দর্শনে ফলবিশেষোক্তেঃ॥ ১০১॥ এবমনেন লিখিত প্রকারেণ যামে যামে প্রতিপ্রহরং প্রভুমভ্যর্চ্চয়ন্ আন্দোলয়ংশ্চ সন্ মহোৎসবেন নৃত্যগীতাদিনা দিনং রাত্রিঞ্চ গময়েৎ। অত্র প্রতিযামমভ্যর্চ্চনমান্দোলনঞ্চ, ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা যামে যামে হৃতন্দ্রিতঃ ইতি রামার্চ্চনচন্দ্রিকোক্তেঃ, তথা একাদশীজাগরণে-যামে যামে মহাভাগ কুর্য্যাদারাত্রিকং

অতঃপর দোলোৎসববিধি বর্ণিত হইতেছে —ব্রতী জন চৈত্রী শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতিথিতে প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিয়া নিত্যপূজাকরণান্তে দোলোৎসব করিবে।—দোলযাত্রার্থ বিশেষ-প্রকারে নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক ও বৈষ্ণবগণের সম্মান করত নৃত্যগীতাদি করাইতে হয়। তৎপরে নীরাজন পূর্ব্বক হরিগাত্রোপরি বিচিত্রগন্ধানুলেপ-চূর্ণ সমস্ত ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রক্ষেপ করিবে। ১০০। তৎপরে ঐ সমস্ত গন্ধাদি বৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধান পূর্ব্বক অপ্রমত্তমনে প্রভুকে প্রণাম করিয়া নৃত্যগীতাদি সহ উত্তম দোলায় আরোহণ করাইবে। তদনন্তর হরিকে সকলের দৃশ্যভাবে বহির্ভাগস্থ অত্যুচ্চ বেদিকোপরি লইয়া গিয়া বিধানে পূজা করত দোলন প্রদান করাইবে। ১০১। এইরূপে প্রহরে প্রহরে সযত্নে হরির অর্চ্চনা করিতে হয় এবং আন্দো-

তথা চোক্তম্।— চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং রমাপতিম্।
দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ॥ ইতি॥ ১০২

যৎ ফাল্গুনস্য রাকাদাবুত্তরা ফল্গুনী যদা। তদা দোলোৎসবঃ কার্য্যস্তচ্চ শ্রীপুরুষোত্তমে॥ ১০৩॥
কিন্ত্বীদৃগ্ভক্তিসংদর্শি-জগন্নাথানুসারতঃ। দোলা-চন্দন-কীলাল-রথযাত্রাশ্চ কারয়েৎ॥ ১০৪॥

অথ দমনকারোপণোৎসবঃ।

চৈত্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং দমনারোপণোৎসবম্। বিদধ্যাত্তদ্বিধির্বৌধায়নাদ্যুক্তোঽত্র লিখ্যতে।
মধোঃ সিতৈকাদশ্যাঞ্চ প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্য চ। গত্বা দমনকারামং তত্রাশোকং স্মরং যজেৎ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

অশোকায় নমস্তুভ্যং কামস্ত্রীশোকনাশনঃ। শোকার্ত্তিং হর মে নিত্যমানন্দং জনয়স্ব মে॥ ইতি॥১০৫

হরেরিত্যাদিস্কান্দোক্তেশ্চানুসারতঃ তথাত্রৈব ঘূর্ণনে কৃত ইতি যাবন্নান্দোলয়েদিত্যত্যুক্তান্দোলনস্য পৌনঃপুন্যপ্রতীতেরিতি দিক্। প্রার্থ্যেতি দেবালয়ান্তরাধিবাস্য-শ্রীশালগ্রামশিলাগ্রে স্থাপিতস্য দমনকস্যারোপণোৎসবার্থমান্দোলনলীলামেতামপহায় ভগবজ্জনবাৎসল্যেন সুখং সাবধানং স্ব-মন্দিরে বিজয়ং বিধেহীত্যাদিপ্রার্থনাং কৃত্বা। নির্ম্মঞ্চ্য দোলক্রীড়ায়াং দৃষ্টিমুত্তার্য্য। স্বালয়ং দেবালয়ম্ আসম্যক্ গীতবাদ্যাদিনা নয়েৎ। ইমং দোলযাত্রাখ্যং॥১০২॥ রাকা পূর্ণিমা। আদিশব্দেন প্রতি-পদাদিঃ। কদাচিৎ প্রতিপদি কদাচিদ্দ্বিতীয়ায়ামপি উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রযোগাৎ কার্য্য ইতি যৎ তচ্চ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ন তু সর্ব্বত্র পুরুষোত্তমখণ্ডাদৌ তত্রৈব তস্য বিধানাৎ॥১০৩॥ তথাপি তদ্দৃষ্ট্যান্য-ত্রাপি তথৈব দোলাদ্যুৎসবঃ কর্ত্তব্য ইতি লিখতি কিন্ত্বিতি। ঈদৃশী মূর্ত্তি-পূজা যাত্রোৎসবাদিরূপা যা ভক্তিঃ তস্যাঃ সম্যগ্দর্শনশীলস্য লোকানুগ্রাহকস্য শ্রীজগন্নাথদেবস্য অনুসারতঃ যস্মিন্ দিনে যথা তৎক্ষেত্রে ভবেত্তদ্দিনেঽপি তথা দোলযাত্রাং চন্দনযাত্রাং জলযাত্রাং রথযাত্রাঞ্চ কুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুত্বেন লিখিতমেব ঈদৃগ্ভক্তিসন্দর্শীতি। মহোৎসববাহুল্যঞ্চ গুণাবহমেবেতি দিক্॥১০৪ তত্র দমনকারামে অশোকবৃক্ষরূপং স্মরমক্ষতচন্দনাদিনা পূজয়েৎ। তত্র চ কামরূপেণ শ্রীভগবত

লন-মহোৎসব সহকারে অহোরাত্র অতিবাহন করিবে। এই প্রকারে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া নিশাজাগরণ, নমস্কার, প্রার্থনা ও নীরাজন করিয়া জনার্দ্দনকে নিজগৃহে আনয়ন করাই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। কোন কোন বৈষ্ণবের মতে শুক্লা তৃতীয়াতে এই দোলোৎসব করার বিধি আছে। সক্ষম হইলে পূর্ণ এক মাস এই উৎসব করিবে। আরও কথিত আছে যে, কলিকালে চৈত্রের শুক্লা তৃতীয়াতে দোলারূঢ় জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া একমাস যাবৎ আন্দোলিত করিতে হয়। ১০২। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এইপ্রকার প্রসিদ্ধি আছে যে, ফাল্গুনের পূর্ণিমাতে অথবা প্রতি-পদে কিংবা দ্বিতীয়ায় উত্তরফল্গুনীর যোগ হইলে দোলোৎসব করিতে হয়। ১০৩। পরন্তু এইরূপ মূর্ত্তি-পূজা,যাত্রোৎসব প্রভৃতি ভক্তির আদর্শস্বরূপ জনানুগ্রহকারী জগন্নাথের অনুসারে দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা (ফুলদোল), স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা করিতে হয় অর্থাৎ পুরুষোত্তমে যে যে দিনে এই সমস্ত ক্রিয়া হয়, তদনুসারে করাই কর্ত্তব্য। ১০৪।

অনন্তর দমনকারোপণোৎসব কথিত হইতেছে।—চৈত্রের শুক্লা দ্বাদশীতে দমনকারোপণ নামক উৎসব সম্পাদন করিবে। এই বিষয়ে বৌধায়ন প্রভৃতির কথিত বিধান বিবৃত হইতেছে।

নেষ্যামি বৃক্ষপূজার্থং ত্বাং কৃষ্ণপ্রীতিকারকম্। ইতি সংপ্রার্থ্য নত্বা চ গৃহ্লীয়াদ্দমনং শুভম্॥১০৬॥
প্রোক্ষ্য তং পঞ্চগব্যেন প্রক্ষাল্যাদ্ভিঃ প্রপূজ্য চ। বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য বেদাদিঘোষেণ গৃহমানয়েৎ॥১০৭॥

অথ দমনকাধিবাসবিধিঃ।

কৃষ্ণস্যাগ্রে সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্। নিধায় দলনং তত্র রাত্রৌ তদধিবাসয়েৎ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

পূজার্থং দেবদেবস্য বিষ্ণোর্লক্ষ্মীপতেঃ প্রভোঃ।
দমন ত্বমিহাগচ্ছ সান্নিধ্যং কুরু তে নমঃ॥ ইতি॥ ১০৮॥

সবীজং কামদেবঞ্চ তথা ভস্মশরীরকম্। অনঙ্গং মন্মথঞ্চৈব বসন্তসখমেব চ।
স্মরন্তথেক্ষুচাপঞ্চ পুষ্পবাণঞ্চ পূজয়েৎ। প্রাগাদিদিক্ষু রত্যাঢ্যাং বিধিবদ্দমনে ক্রমাৎ॥ ১০৯॥
অষ্টোত্তরশতং কামগায়ত্র্যা চাভিমন্ত্র্য তৎ। দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং কামদেবং বন্দেত মন্ত্রবৎ॥

এব পূজাদিকং জ্ঞেয়ং। যদ্বা ভগবদর্পণায় দমনকগুণবিশেষার্থং কামদেবস্যেবেতি দিক্॥১০৫॥ গৃহ্লীয়াদিতি নিজদমনকারামাভাবেঽন্যোদ্যানাদপীত্যর্থঃ। শুভং পরমোত্তমং সুন্দরমঞ্জর্য্যাদিযুক্তং॥ ১০৬॥ তং দমনম্ অদ্ভিঃ শুদ্ধোদকেন প্রক্ষাল্য প্রপূজ্য অক্ষতগন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য। বস্ত্রেণ আচ্ছাদ্যেতি নবে পটলে নিধায় সিতধৌতবাসসাচ্ছাদ্যেতি জ্ঞেয়ং। আদিশব্দেন গীতবাদ্যাদি॥ ১০৭॥ তত্র মণ্ডলে তৎপটলনিহিতং দমনং। অধিবাসয়েদিতি নিত্যক্রিয়াং নির্ব্বর্ত্ত্য ভগবতঃ পূজাং বিশেষতঃ কৃত্বা তদনুজ্ঞয়া তদধিবাসনং কুর্য্যাদিতি বোদ্ধব্যং॥ ১০৮॥ দমনকস্য প্রাগাদ্যষ্টদিক্ষু ক্রমেণ কামদেবাদ্যষ্টকং কামবীজসহিতঞ্চ বিধিবৎ ইক্ষ্বক্ষতগন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। তত্র প্রয়োগঃ। ক্লীং হ্রীঁ কামদেবায় নমঃ। হ্রীঁ রত্যৈ নম ইত্যাদি। যদ্বা কেশবাদিন্যাসবৎ ক্লীং কামদেবায় রত্যৈ নম ইত্যাদি॥১০৯॥ তদ্দমনকমভিমন্ত্র্য। জাগরণঞ্চ দোলারূ-

---

চৈত্রের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীদিনে প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করত দমনকোদ্যানে গমনপূর্ব্বক অশোক-তরুরূপ কামদেবের অর্চ্চনা করিবে।

উক্ত বিষয়ক মন্ত্র বিবৃত হইতেছে।—অশোকরূপী আপনাকে প্রণাম। আপনি কামগ্নীর শোকহারী, মদীয় শোক ও পীড়া বিনাশ করুন; আপনি সতত মদীয় আনন্দ বিধান করুন্। ১০৫। আপনি শ্রীহরির সন্তোষকর; সুতরাং শ্রীহরির অর্চ্চনার্থ আপনাকে লইয়া যাইতেছি। এই প্রকার প্রার্থনা ও প্রণাম পূর্ব্বক পবিত্র দমনক লইবে। ১০৬। অনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা দমনকতরুকে প্রোক্ষণ ও সলিল দ্বারা ক্ষালন পূর্ব্বক বসনাবৃত করিয়া বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গৃহে লইয়া যাইবে। ১০৭।

অতঃপর দমনকের অধিবাসবিধি কথিত হইতেছে।—শ্রীহরির পুরোভাগে সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তদুপরি দমনক স্থাপন করিয়া নিশাকালে অধিবাস করিতে হয়।

দমনকের অধিবাসমন্ত্র।—হে দমনক! সুরেশ্বর কমলাপতি হরির অর্চ্চনার্থ তুমি এখানে উপস্থিত হও, এখানে সন্নিহিত হও, তোমাকে প্রণাম করি।১০৮। তৎপরে দমনকতরুর পূর্ব্বাদি-ক্রমে আট দিকে বীজ (ক্লীং) ও রতি সহ বিধানে কামদেব, ভস্মশরীর, অনঙ্গ, মন্মথ, বসন্ত-

তত্র প্রণামমন্ত্রঃ

নমোঽস্তু পুষ্পবাণায় জগদাহ্লাদকারিণে। মন্মথায় জগন্নেত্রে রতিপ্রীতিপ্রদায়িনে॥ ইতি।

আমন্ত্রিতোঽসি দেবেশ পুরাণ পুরুষোত্তম। অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু কেশব॥

নিবেদয়াম্যহং তুভ্যং প্রাতর্দমনকং শুভম্। সর্ব্বথা সর্ব্বদা বিষ্ণো নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মে॥

ইত্থমামন্ত্র্য দেবেশং দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পুনঃ। গীত-নৃত্যাদিনা রাত্রৌ কুর্য্যাজ্জাগরণং মুদা॥ ১১০॥

অথ দমনকার্পণবিধিঃ।

প্রাতঃস্নানাদি নির্ব্বর্ত্ত্য নিত্যপূজাং বিধায় চ। দমনারোপণার্থঞ্চ মহাপূজাং সমাচরেৎ॥

ততো দমনকং ভক্ত্যা পাণিভ্যাং পরিগৃহ্য চ। ঘণ্টাদিবাদ্যঘোষেণ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েৎ॥১১১॥

অথ দমনকারোপণমন্ত্রঃ।

দেবদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক। কৃৎস্নান্ পূরয় মে কৃষ্ণ কামান্ কামেশ্বরীপ্রিয়॥

ইদং দমনকং দেব গৃহাণ মদনুগ্রহাৎ। ইমাং সাংবৎসরীং পূজাং ভগবন্নিহ পূরয়॥ইতি॥১১২॥

ঢস্য ভগবতোঽগ্রে যত্তদেব, কিংবা শক্তৌসত্যাং দমনকাধিবাসস্থানে পুত্রাদিদ্বারেণ পৃথক্ কুর্য্যাৎ॥ ১১০॥ সমর্পয়েদিতি সমর্পণপক্ষাদৌ দেবস্য শিরসি দমনকমঞ্জরীমারোপয়েৎ, ততো যথাশোভং শ্রীচরণাদাবারোপয়েদিতি জ্ঞেয়ম্॥ ১১১॥ কামেশ্বরী রতিঃ তস্যাঃ প্রিয়েতি, কৃষ্ণস্য কামদেবত্বেনার্চ্চনাৎ। যদ্বা সর্ব্বকামপ্রদা ভগবতী লক্ষ্মীঃ। যদ্বা শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বকামপূরণী শ্রীরাধা তৎপ্রিয়েতি সম্বোধনং কামবিশেষপূরণার্থং। প্রীত্যা দমনগ্রহণার্থং বা ইতি দিক্॥১১২॥ দাম-নকীং দমনকমঞ্জরীবিরচিতাং মালাং ভগবতে সমর্প্য অনন্তরং গন্ধাদ্যুপচারান্ পঞ্চ সমর্প্য গীত-

---

সখ, স্মর, ইক্ষুচাপ ও পুষ্পবাণ যথাক্রমে ইহাঁদের অর্চ্চনা করিবে। ১০৯। তদনন্তর এক শত আটবার কামগায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক দমনকতরু অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠ দ্বারা কন্দর্পকে কুসুমা-ঞ্জলি অর্পণ ও প্রণতি করিবে।

উক্ত বিষয়ের মন্ত্র যথা।—আপনি কুসুমশর ধারণ করিতেছেন, আপনি জগতের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন, আপনি মন্মথ, জগতের নেতা ও রতির সন্তোষজনক, আপনাকে নম-স্কার করি। হে দেবেশ! হে পুরাণ! হে পুরুষপ্রবর! হে কেশব! আপনাকে আমন্ত্রণ করি-য়াছি, প্রভাতে আপনার অর্চ্চনা করিব। আপনি সন্নিহিত হউন্। হে বিষ্ণো! আমি প্রভাতে আপনাকে বিশুদ্ধ দমনক নিবেদন করিব, আপনি সর্ব্বদা প্রীত হউন্, আমি নিরন্তর আপনাকে বন্দনা করি। এইরূপে দেবদেবকে আমন্ত্রণ করত পুনরায় কুসুমাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক সানন্দে নৃত্যগীতাদি সহকারে নিশাজাগরণ করিবে। ১১০।

অতঃপর দমনকপ্রদান-বিধি কথিত হইতেছে।— প্রাতঃস্নান প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করত নিত্য-পূজান্তে দমনকারোপণার্থ মহাপূজার অনুষ্ঠান করিবে। তৎপরে ভক্তিসহকারে দুই করে দমনক লইয়া ঘণ্টাদি বাদন সহকারে শ্রীহরিকে প্রদান করিতে হয়। ১১১।

অনন্তর দমনকারোপণমন্ত্র লিখিত হইতেছে।—হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে বাঞ্ছিতপ্রদ! হে কামেশ্বরীবল্লভ! মদীয় নিখিল কামনা পূর্ণ করিয়া দিউন্। হে দেব! হে প্রভো! মৎপ্রতি

ততো দামনকীং মালাং গন্ধাদীনি সমর্প্য চ।
গীতাদিনোৎসবং কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ১১৩ ॥
মণি-বিদ্রুমমালাভির্মন্দারকুসুমাদিভিঃ। ইয়ং সাংবৎসরী পূজা তবাস্তু গরুড়ধ্বজ ॥ ১১৪ ॥
বনমালাং যথা দেব কৌস্তুভং সততং হৃদি। তদ্বদ্দামনকীং মালাং পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহ ॥ ইত্যাদি।
ভগবন্তং প্রণম্যাথ গুরুং সংপূজ্য ভক্তিতঃ। সংপূজ্য ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥১১৫॥
পারণাহে ন লভ্যেত দ্বাদশীঘটিকাপি চেৎ। তদা ত্রয়োদশী গ্রাহ্যা পবিত্রা দমনার্পণে ॥ ১১৬ ॥
ন কৃষ্ণে দমনারোপঃ স্যান্মধৌ বিঘ্নতো যদি।
বৈশাখ্যাং শ্রাবণে মাসি কর্ত্তব্যং বা তদর্পণম্ ॥ ১১৭ ॥

অতএবোক্তং ব্রহ্মণা দেবীপুরাণে।—

চৈত্রাদৌ কারয়েৎ পূজাং সম্যগ্বৎস যথাবিধি। গন্ধধূপার্ঘ্যনৈবেদ্যৈর্মাল্যৈর্দমনকোদ্ভবৈঃ।
সহোমং পূজয়েদ্দেবং সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ। সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১১৮॥

নৃত্যাদিনা মহোৎসবং দমনকারোপণযাত্রাসম্বন্ধিনং কৃত্বা মণিবিদ্রুমেত্যাদি প্রার্থয়েৎ ॥ ১১৩ ॥ ইয়ং মৎকৃতদমনকার্পণরূপা পূজৈব মণিবিদ্রুমমালাদিভিঃ পূজা তবাস্তু। তাভির্যথা প্রীয়সে অনয়াপি তথা প্রীতো ভবেতি ভাবঃ ॥ ১১৪॥ পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহ প্রীত্যা স্বীকুরু ॥ ১১৫ ॥ এবং বিধিং বিলিখ্য তত্র কালং নিশ্চিনোতি পারণাহ ইতি দ্বাভ্যাং॥১১৬॥ বিঘ্নতো যদি মধৌ চৈত্রে ন স্যাৎ, তদা বৈশাখ্যাং পূর্ণিমায়াং দ্বাদশ্যাংবা শ্রাবণে বা তস্য দমনকস্যার্পণং কর্ত্তব্যং। শ্রাবণেঽপি তথৈব বোদ্ধব্যং। সর্ব্বত্র ভগবন্মহোৎসবে দ্বাদশ্যেব প্রশস্তা ভগবত্তিথিত্বাৎ ॥ ১১৭ ॥ আদিশব্দেন বৈশাখাদিঃ। দমনকারোপণমাহাত্ম্যঞ্চাহ সর্ব্বকামানিতি পাদত্রয়েণ ॥১১৮॥ কর্ম্মসাক্ষিণি সূর্য্যে ॥১১৯॥

অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই দমনকগ্রহণ করুন এবং ইহধামে মদীয় এই বার্ষিকী পূজা পরিপূর্ণ করিয়া দিউন্।১১২। তৎপরে দামনকী মালা ও গন্ধ প্রভৃতি প্রদান করিয়া গীতাদি উৎসব সহকারে হরির নিকট প্রার্থনা করিবে। ১১৩। হে খগধ্বজ! মণি, প্রবাল ও মন্দার পুষ্পাদিরচিত মালা দ্বারা যেরূপ পূজা হয়, মৎকৃত দমনকপ্রদানরূপ এই বার্ষিকী পূজাও আপনার সম্বন্ধে তদ্রূপ হউক্।১১৪। হে ভগবন্! যেরূপ নিরন্তর বক্ষঃপ্রদেশে বনমালা ও কৌস্তুভ ধারণ করিতেছেন, তদ্রূপ এই দামনকমালারূপ পূজাও স্বহৃদয়ে ধারণ করুন্। তৎপরে প্রভুকে নমস্কার করিয়া ভক্তি সহকারে গুরুদেবের পূজা করত শক্ত্যনুসারে দ্বিজাতিবর্গের অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে বন্ধুগণ সহ মিলিত হইয়া ভোজন করিতে হয়। পারণদিনে একদণ্ডমাত্রও দ্বাদশী না পাইলে দমনকদানবিষয়ে শুদ্ধা ত্রয়োদশীই গ্রাহ্যা। ১১৬। কোনরূপ ব্যাঘাতনিবন্ধন চৈত্রমাসে হরিকে দমনকদান করিতে না পারিলে বৈশাখমাসে পৌর্ণমাসী বা শ্রাবণের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতিথিতে ঐ মহোৎসব সম্পাদন করিবে।১১৭। দেবীপুরাণে ব্রহ্মার উক্তি আছে যে, হে তাত! চৈত্রমাসে অথবা বৈশাখে বিধানে গন্ধ, ধূপ, অর্ঘ্য, নৈবেদ্য ও দামনকী মালা, এই সমস্ত দ্বারা হরির অর্চ্চনা করাইবে। হোম সহকারে ভগবানের অর্চ্চনা করিলে নিখিল কামনা সিদ্ধ হয় এবং অখিল তীর্থাভিষেকের ফল লাভ হইয়া থাকে।১১৮।

অথ বৈশাখকৃত্যম্।

পাদ্মে পাতালখণ্ডে নারদাম্বরীষসংবাদে।—

মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে মেষস্থে কর্ম্মসাক্ষিণি। কেশবপ্রীতয়ে কুর্য্যাৎ কেশবব্রতসঞ্চয়ম্॥
দদ্যাদনেকদানানি তিলাজ্যপ্রভৃতীন্যপি। জন্মকোটিসমুদ্ভূত-পাতকান্তকরাণি চ।
জলান্নশর্করাধেনুতিলধেন্বমুখানি চ। বিত্তমানেন দেয়ানি দানানীপ্সিতসিদ্ধয়ে।
বৈশাখে বিধিনা স্নানদ্বয়ং নদ্যাদিকে বহিঃ॥ ১১৯॥
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ভূশয্যা নিয়মস্থিতিঃ। ব্রতং দানং দমো দেব-মধুসূদন-পূজনম্॥
মাধবে মাসি কুর্ব্বীত মধুসূদনতুষ্টিদম্। তিলোদকসুবর্ণান্ন-শর্করাম্বররোহিণীঃ।
পাদত্রাণাতপত্রাম্বু-কুম্ভান্ দদ্যাৎদ্বিজাতিষু। ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদীশং ভক্তিতো মধুসূদনম্।
সাক্ষাদ্বিমলয়া লক্ষ্ম্যা সমুপেতং সমাহিতঃ॥

তত্রৈব বরাহ-ধরণীসংবাদে।—

বিশেষাদিহ দাতব্যাস্তিলা মধুসমন্বিতাঃ। ধর্ম্মায় মহতে দীর্ঘ-দুরিতক্ষয়হেতবে॥ ইতি।
যদ্যপ্যাস্তেঽখিলং কৃত্যং মাহাত্ম্যলিখনে স্ফুটম্।
তথাপ্যেকত্র সংগৃহ্য ব্যলেখীদং সমাসতঃ॥ ১২০॥

অথ বৈশাখকৃত্যনিত্যতা।

বরাহধরণীসংবাদে।—

যঃ পরিত্যজ্য বৈশাখং ব্রতমন্যদুপাচরেৎ। স করস্থং মহারত্নং হিত্বা লোষ্ট্রং হি যাচতে॥

নিয়মে স্থিতিঃ। সঙ্কল্পপরিপালনং একত্র বাসাদি বা। ব্রতম্ একভক্তাদি দমঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। রোহিণীঃ গাঃ॥১২০॥ বৈশাখং বৈশাখ্যনিয়মব্রতমিত্যর্থঃ॥১২১॥ মাধবেন শ্রীকৃষ্ণেন সমঃ বিভু-

---

অতঃপর বৈশাখকৃত্য লিখিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে নারদাম্বরীষ-সংবাদে বিবৃত আছে, বৈশাখমাসে আদিত্যদেব মেষরাশিস্থ হইলে শ্রীহরির প্রীত্যর্থ কেশবব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তিল, ঘৃত ইত্যাদি দ্রব্য বৈশাখমাসে প্রদান করিলে উক্ত দান দ্বারা কোটিজন্মার্জ্জিত পাপের ক্ষয় হয়। সম্পত্তিসত্ত্বে মনোরথসিদ্ধার্থ বৈশাখমাসে জল, অন্ন, শর্করা, ধেনু ও তিলধেনু দান করা এবং বিধানে বহিঃস্থ নদী প্রভৃতিতে (প্রত্যহ) বারদ্বয় স্নান করা কর্ত্তব্য। ১১৯। বৈশাখমাসে হবিষ্য ভোজন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, ধরাশয়ন, সঙ্কল্পের রক্ষণ, ব্রত, স্নান, ইন্দ্রিয়সংযম ও হরিপূজা এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সমস্ত ক্রিয়া হরির প্রীতিকর। এতদ্ভিন্ন ঐ মাসে দ্বিজাতিগণকে তিল, জল, স্বর্ণ, অন্ন, শর্করা, বসন, ধেনু, পাদুকা, ছত্র ও জলপূরিত কুম্ভ প্রদান করিতে হয়। ঐ মাসে ত্রিসন্ধ্যা স্থিরমনে ভক্তিসহকারে বিমলা লক্ষ্মী সহ সাক্ষাৎ দেবেশ্বর হরিকে অর্চ্চনা করিবে। উক্ত পুরাণে বরাহ-পৃথ্বীসংবাদে বিবৃত আছে যে, বৈশাখমাসে বিশাল পাতকের বিনাশার্থ মহান্ ধর্ম্মকে মধুসমন্বিত তিল অর্পণ করিতে হয়। মাহাত্ম্যবর্ণনবিষয়ে বহুসংখ্যক স্পষ্টীকৃত কৃত্য আছে সত্য, কিন্তু এ স্থলে সংগ্রহ পূর্ব্বক সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। ১২০।

কিঞ্চ :— অবৈশাখী ভবেচ্ছাখী বিপ্রঃ শ্রৌতপরোঽপি চ। ইতি॥ ১২১॥

অথ সামান্যতো বৈশাখমাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব নারদাম্বরীষসংবাদে।—

ন মাধবসমো মাসো ন মাধবসমো বিভুঃ। পোতোঽধিগরিতাম্ভোধিমজ্জমানজনস্য যঃ॥ ১২২॥

দত্তং জপ্তং হুতং স্নাতং যদ্ভক্ত্যা মাসি মাধবে। তদক্ষয়ং ভবেদ্ভূপ পুণ্যং মাধববল্লভে॥ ১২৩॥

কিঞ্চ।—বৈশাখান্তানি পাপানি সূর্য্যান্তানি তমাংসি চ।

পরাপকারপৈশুন্য-প্রান্তানি সুকৃতানি চ॥

কার্ত্তিকে মাসি যৎ কিঞ্চিত্তুলাসংস্থে দিবাকরে। স্নানদানাদিকং রাজংস্তৎ পরার্দ্ধগুণং ভবেৎ॥

তস্মাৎ সহস্রগুণিতং মাঘে মকরগে রবৌ। ততোঽপি শতসংখ্যাকং বৈশাখে মেষগে ভগে॥

তে ধন্যাস্তে সুকৃতিনো নরা বৈশাখমাসি যে। প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন পূজয়ন্তি মধুদ্বিষম্॥

রীশ্বরো যথা নাস্তীতি দৃষ্টান্তোঽবগন্তব্যঃ। এবমগ্রেঽপি। যো মাসঃ॥ ১২২। মাধবস্য বল্লভ ইতি সর্ব্বত্রৈব হেতুর্দ্রষ্টব্যঃ॥ ১২৩॥ ভগে সূর্য্যে। তিষ্যে কলিযুগে॥১২৪॥ ভগবদ্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ সন্তঃ

অনন্তর বৈশাখকৃত্যের নিত্যতা বিবৃত হইতেছে।—বরাহ-ধরণী-সংবাদে লিখিত আছে, বৈশাখব্রত পরিহার পূর্ব্বক ব্রতান্তরের অনুষ্ঠান করিলে উহা হস্তস্থ মহারত্ন ত্যাগ করত লোষ্ট্র প্রার্থনার ন্যায় হয়! বৈশাখব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে বেদপারগ ব্রাহ্মণকেও বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ১২১।

অনন্তর সামান্যতঃ বৈশাখমাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।—উক্ত পুরাণে নারদাম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে, যেরূপ শ্রীহরির সদৃশ ঈশ্বর নাই, সেইরূপ অতীব পাপসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বৈশাখের সদৃশ তরণীও আর দৃষ্ট হয় না। ১২২। হে রাজন্! হরিপ্রিয় বৈশাখে ভক্তি সহকারে দান, জপ, হোম ও স্নান ইত্যাদি যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় পুণ্য-স্বরূপ হইয়া থাকে। ১২৩।

আরও লিখিত আছে, হে মহীপতে! যাবৎ বৈশাখমাস সমাগত না হয়, তাবৎকালই পাতক বিদ্যমান থাকে; আদিত্যদেবের অনুদয় যাবৎই তিমিররাশি দৃষ্ট হয় এবং যাবৎ অপকার-রূপ খলতা দৃষ্ট না হয়, ততদিনই পুণ্য বিরাজ করে। হে মহারাজ! তুলারাশিগত সূর্য্যে কার্ত্তিকমাসে স্নানদানাদি যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই দ্বিপরার্দ্ধ গুণ ফল প্রদান করে; আবার মকররাশিগত ভাস্করে মাঘমাসে ঐ সমস্ত কর্ম্ম তদপেক্ষা সহস্রগুণিত হয় এবং মেষরাশি গত সূর্য্যে বৈশাখমাসে তদপেক্ষাও শতগুণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া বিধানে হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই ধন্যবাদার্হ ও পুণ্যবান্ বলিয়া কীর্ত্তিত। আরও কথিত আছে, হে মহীপ! পুনর্ব্বার কলিকালে এই অশ্বমেধাদি গোপনীয় থাকিবে না, কেন না বৈশাখমাস সমধিকমাহাত্ম্যবিশিষ্ট অর্থাৎ বৈশাখমাসের ফলেই মানবগণ অশ্বমেধাদির ফল প্রাপ্ত হইবে। কলিকালে মানবগণ নরকসাগরে পতিত হইবে বলিয়াই দেবদেব হরি বিরলপ্রচার বৈশাখমাসের উৎপাদন করিয়াছেন। উক্ত স্থানে আরও কথিত আছে, হে রাজন্! ভারতবর্ষে

কিঞ্চ—পুনঃ কলিযুগে রাজন্ নৈতদ্গোপ্যং ভবিষ্যতি।
অশ্বমেধাধিকং যস্মান্মাহাত্ম্যং মাধবস্য চ॥
তস্মিংস্তিষ্যে নরৈঃ পাপৈর্মগ্নং নরকার্ণবে। অতস্তু বিরলস্তস্য প্রচারোঽত্র বিনির্মিতঃ॥
কিঞ্চ তত্রৈব।—
দুর্লভং ভারতে বর্ষে জন্ম তত্র মনুষ্যতা। মানুষ্যে দুর্লভং লোকে স্বস্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তনম্।
ততোঽপি ভক্তির্ভূপাল বাসুদেবেঽতিদুর্লভা। তত্রাপি দুর্লভো মাসো মাধবো মাধবপ্রিয়ঃ।
তমবাপ্য ততো মাসং স্নানদানজপাদিকম্। কুর্ব্বন্তি বিধিনা যে তু ধন্যাস্তে কৃতিনো নরাঃ॥ ২৪॥
তেষাং দর্শনমাত্রেণ পাপিনোঽপি বিকল্মষাঃ। ভবন্তি ভগবদ্ভাব-ভাবিতা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ॥

অথ তত্র কর্ম্মবিশেষমাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব।—প্রাতঃস্নানঞ্চ বৈশাখে যজ্ঞদানমুপোষণম্ হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥
কিঞ্চ।—
বৈশাখং সকলং মাসং নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ। জপন্ হবিষ্যভুক্ শান্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
একভক্তমথো নক্ত-মযাচিতমতন্দ্রিতঃ। মাধবে মাসি যঃ কুর্য্যাল্লভতে সর্ব্বমীপ্সিতম্॥
বরাহ-ধরণী-সংবাদে।—

বৈশাখে মাসি যো বিপ্রান্ ভোজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ।
সিক্থে সিক্থে ভবেত্তৃপ্তিঃ পিতৄণাং যুগসংখ্যয়া॥১২৫॥

ভগবদ্ভাবভাবিতা ভবন্তি॥ ১২৫॥ মধুরাধিকভোজনানি মধুরদ্রব্যপ্রধানভোগ্যানি। যবাশনং

স্বস্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তন আরও দুর্লভ; আবার ভারতে শ্রীহরিভক্তি তদপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্য এবং আবার হরিপ্রিয় বৈশাখমাস তদপেক্ষা দুর্লভ; হে রাজন্! যাহারা তাদৃশ বৈশাখমাস লাভ করিয়া বিধানে স্নান, দান ও জপাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারই ধন্য ও তাহারই কৃতী। ২৪। ঐ সকল ব্যক্তির দর্শনমাত্র পাতকীরা বিশুদ্ধি লাভ করে এবং ভগবদ্ধর্ম্মেপ্সু হইয়া ভগবদ্ভাবে ভাবিত হয়।

এক্ষণে বৈশাখমাসে কর্ম্মবিশেষের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, বৈশাখমাসে কৃত প্রাতঃস্নান, যজ্ঞ, দান, উপবাস, হবিষ্যভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান মহাপাপহর বলিয়া কথিত। আরও লিখিত আছে, পূর্ণ বৈশাখমাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান, ইন্দ্রিয়-সংযম, জপ ও হবিষ্য সেবন করিলে এবং শান্তভাব ধারণ করিলে নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যিনি অনলসভাবে থাকিয়া বৈশাখমাসে একাহারী অথবা নক্তভোজী বা অযাচিতব্রতী হইয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহার যাবতীয় অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়। বরাহ-পৃথ্বীসংবাদে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে ভক্তিসহকারে দ্বিজাতিগণকে ভোজন করাইয়া থাকেন, প্রত্যেক গ্রাসে যুগপরিমাণে তদীয় পিতৃবর্গের তৃপ্তি সাধিত হয়। ১২৫। যাঁহারা বৈশাখ মাসে মধুরদ্রব্য-প্রধান আহারীয়, যবান্ন, তিল, বারিপাত্র, ছত্র, বসন ও পাদুকা প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদার্হ বলা যায়; ঐ সমস্ত দান দ্বারা শ্রীহরি প্রীত থাকেন। এইরূপ করিলে যে পুণ্য সঞ্চিত

যচ্ছন্তি তত্র মধুরাধিকভোজনানি, যে বা যবাশনতিলোদকভোজনানি।
ছত্রাম্বরাণি চরণোচিতরক্ষণানি, ধন্যাস্ত এব পরিতো হরিতোষণানি॥
এবং কৃতেন যৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে নিয়মৈশ্চ তৈঃ। তৎ কেন গণনাং যাতি বর্ষকোটিশতৈরপি॥
পুত্রপৌত্রাদিসম্পত্তি দীর্ঘায়ুংষি যথেপ্সিতম্। ইহাপ্নোতি পরত্রাপি মামেব প্রতিপদ্যতে॥ ১২৬॥

অথ তত্র প্রাতঃস্নানমাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব নারদাম্বরীষসংবাদে।—

অম্বরীষ মহাপুণ্যপ্রাপ্তয়ে কুরু বীক্ষণম্। মাধবে মাসি যৈঃ স্নাতং প্রাতর্নিয়মসংযুতৈঃ।
যদানন্দপুরে প্রোক্তং বসতাং বর্ষকোটিভিঃ। তৎ প্রাতর্মাধবে মাসি স্নানেনৈকেন লভ্যতে॥
কিঞ্চ।- যথৈব মাধবো ধ্যাতো বিনাশয়তি কিল্বিষম্।
তথৈব মাধবে স্নানং নিয়মেন বিনির্ম্মিতম্॥১২৭॥

অথ তত্র শ্রীভগবৎ-পূজামাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব বিধিকথনে।—

বিশেষাদপি বৈশাখে যোঽর্চ্চয়েন্মধুসূদনম্। সর্ব্বসংবৎসরং যাবদর্চ্চিতস্তেন মাধবঃ॥১২৮॥
কিঞ্চ।—যশ্চাপি নিঃস্বঃ পুরুষো মাধবে মাসি মাধবম্। পুষ্পার্চ্চনবিধানেন পূজয়েন্মধুসূদনম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পিতৄণাং তারয়েচ্ছতম্। স জন্মশতসাহস্রং ন শোকফলভাগ ভবেৎ।

যবান্নং। তস্য পুনরুক্তির্ব্বিশেষায়॥ ১২৬॥ আনন্দপুরে তীর্থবিশেষে। তৎফলং॥১২৭॥বিশেষাৎ অন্যমাসত আধিক্যেন য এককালমভ্যর্চ্চয়েৎ। অপিশব্দস্ত্বর্থে॥.২৮॥পুষ্পৈর্যদর্চ্চনবিধানং পূজাকরণং

হয়, শতকোটি বর্ষেও তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ঐরূপ করিলে ইহলোকে পুত্র-পৌত্রাদি সম্পদ্, দীর্ঘায়ু ও অভীষ্ট বস্তু, সমস্তই প্রাপ্ত হইতে পারে এবং পরকালে আমাকে প্রাপ্ত হয়।২:৬।

অতঃপর বৈশাখমাসকৃত প্রাতঃস্নানমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণে নারদাম্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে, হে অম্বরীষ! যে সকল ব্যক্তি বৈশাখমাসে নিয়মবান্ হইয়া প্রাতঃকালে স্নান করেন, মহাপুণ্যলাভার্থ তাঁহাদিগকে দর্শন কর। আনন্দপুরে (তীর্থবিশেষে) কোটি বর্ষ বাস করিলে যে ফল হয়, বৈশাখে বারৈকমাত্র প্রাতঃস্নান দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও লিখিত আছে, হরিকে ধ্যান করিলে যেমন পাতকের ক্ষয় হয়, তদ্রূপ (পাপবিদূরণার্থই) নিয়ম সহ বৈশাখ-স্নান সমুৎপাদিত হইয়াছে অর্থাৎ যথানিয়মে বৈশাখস্নান দ্বারাও তদ্রূপ পাতকের ক্ষয় হয়। ১২৭।

অনন্তর বৈশাখমাসে হরিপূজার মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে—উক্ত পুরাণে বিধিকথনবিষয়ে লিখিত আছে, বিশেষরূপে বৈশাখমাসে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে তদ্দ্বারাই শ্রীহরির সংবৎসর-ব্যাপিনী পূজা সাধিত হয়।১২৮। আরও লিখিত আছে, ধনহীন ব্যক্তি যদি বৈশাখমাসে কেবল-মাত্র পুষ্প দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে অখিল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া শতসংখ্য পিতৃকুল পরিত্রাণে সমর্থ হন, সেই ব্যক্তিকে শত সহস্র জন্ম শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না।

ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য ন দারিদ্র্যং ন বন্ধনম্। স বিষ্ণুভক্তো জায়েত ধন্যো জন্মনি জন্মনি॥
যাবদ্যুগসহস্রাণি শতমষ্টোত্তরং ভবেৎ। তাবৎ স্বর্গে বসেদ্বীর ভূপতিশ্চ পুনর্ভবেৎ ॥১২৯॥
ভুঙ্‌ক্তে বিবিধান্ ভোগান্ বিহৃত্য চ যথাসুখম্। মাধবস্য প্রসাদেন মাধবে লীয়তে ততঃ ॥১৩০

কিঞ্চ বরাহধরণীসংবাদে —

বিধিনাবিধিনা বাপি যে যজন্তি নরা ধরে।
মাধবে মাসি মাং ভক্ত্যা তৈশ্চ যাজ্যোঽস্ম্যহং সদা ॥১৩১॥

যে যজন্তি ধরে নিত্যমধ্বরৈর্ব্বিবিধৈরপি। মাধবে যজতে যো মাং তেভ্যস্তদধিকং ফলম্॥ইতি
বৈশাখস্য পরঞ্চান্তে তত্রোপাখ্যানপঙ্‌ক্তিষু। সামান্যেন চ মাহাত্ম্যং বিশেষেণ চ সর্ব্বশঃ ॥১৩২॥

অথ তত্র স্নানবিধিঃ।

তত্রৈব নারদাম্বরীষসংবাদে।

মেষসংক্রমণে ভানোর্মাধবে মাসি যত্নতঃ। মহানদ্যাং নদীতীর্থে নদে সরসি নির্ঝরে।
দেবখাতে তথা স্নায়াৎ যথাপ্রাপ্তে জলাশয়ে। দীর্ঘিকা-কূপবাপীষু নিয়তাত্মা হরিং স্মরন্।
মধুমাসস্য শুক্লায়ামেকাদশ্যামুপোষিতঃ। পঞ্চদশ্যাঞ্চ বা বীর মেষসংক্রমণেঽপি বা॥
বৈশাখস্নাননিয়মং ব্রাহ্মণানামনুজ্ঞয়া। মধুসূদনমভ্যর্চ্চ্য কুর্য্যাৎ সবনপূর্ব্বকম্॥
বৈশাখং সকলং মাসং মেষসংক্রমণে রবেঃ। প্রাতঃ সনিয়মং স্নাস্যে প্রীয়তাং মধুসূদনঃ॥
মধুহন্তুঃ প্রসাদেন ব্রাহ্মণানামনুজ্ঞয়া। নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে পুণ্যং বৈশাখস্নানমন্বহম্।
মাধবে মেষগে ভানৌ মুরারে মধুসূদন। প্রাতঃস্নানেন মে নাথ যথোক্তফলদো ভব॥

তেনাপি কেবলেন॥ ১২৯ ॥ লীয়তে সংযোগং প্রাপ্নোতি॥১৩০॥ সদা যাজ্যঃ কৃতপূজোঽস্মীত্যর্থঃ। যদ্বা সদৈব মৎপূজাং তে করিষ্যন্তি মদ্ভক্ততাং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥১৩১॥ তস্মাধিকং ফলং স্যাৎ। অলিখিতমপি যুক্ত্যা সংগৃহ্লাতি। বৈশাখস্যেতি। পরঞ্চ মাহাত্ম্যমান্তে। তত্র পদ্মপুরাণাদৌ উপাখ্যান-

---

করেন, তৎপরে পুনর্ব্বার নৃপতিরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। ১২৯। পরে তিনি নৃপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানারূপ ভোগ সম্ভোগ পূর্ব্বক যথাসুখে বিহার করিয়া হরির অনুগ্রহে তৎ-সংযোগ লাভ করেন। ১৩০। আরও লিখিত আছে, হে পৃথ্বি! কি বিধানে কি, অবিধানে যে কোন প্রকারে হউক, বৈশাখমাসে আমার অর্চ্চনা করিলেই আমি তৎকর্ত্তৃক নিরন্তর পূজনীয় হই। ১৩১। হে ধরণি! যাঁহারা নানারূপ মধুর সামগ্রী দ্বারা আমার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা উক্ত ফল অপেক্ষা অধিকতর ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পদ্মপুরাণাদিতে ইতিহাসোপাখ্যানে বৈশাখমাহাত্ম্য সামান্যতঃ ও সবিস্তার কীর্ত্তিত আছে।১৩২।

অতঃপর বৈশাখস্নানের বিধি বর্ণিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে নারদাম্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে, ভাস্করদেব মেষরাশিগত হইলে বৈশাখমাসে মহানদীতে, নদীতীর্থে, নদে, সরসীতে, নির্ঝরে, দেবখাতে, কূপে, বাপীতে বা অন্য কোন জলাশয়ে সংযতমনে সযত্নে শ্রীহরি স্মরণ করতস্নান করা কর্ত্তব্য। হে বীর! চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া কিংবা পৌর্ণ-মাসী বা মেষসংক্রমণদিনে দ্বিজাতিবর্গের অনুজ্ঞা লইয়া স্নানান্তে হরির পূজা সাধনপূর্ব্বক বৈশাখ-

যথা তে মাধবো মাসো বল্লভো মধুসূদন। প্রাতঃস্নানেন মে তস্মিন্ ফলদো ভব পাপহা॥ এবমুচ্চার্য্য তত্তীর্থে পাদৌ প্রক্ষাল্য বাগ্যতঃ। স্মরন্নারায়ণং দেবং স্নানং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ॥ ইতি। বিধানঞ্চ পরং জ্ঞেয়ং প্রসিদ্ধং স্মৃতিশাস্ত্রতঃ। তৎ কিঞ্চিল্লিখিতং পূর্ব্বং প্রাতঃস্নানপ্রসঙ্গতঃ॥১৩৩॥

অথ বিশেষতস্তত্রাক্ষয়তৃতীয়াকৃত্যম্।

আদৌ তন্মাহাত্ম্যম্

মাৎস্যে।—বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং জনার্দ্দনঃ। যবানুৎপাদয়ামাস যুগঞ্চ কৃতবান্ কৃতম্॥ ব্রহ্মলোকাৎ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ। তস্যাঃ কার্য্যো যবৈর্হোমো যবৈর্ব্বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ॥ যবান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যঃ প্রয়তঃ প্রাশয়েদ্যবান্।

পাদ্মে চ শ্রীবরাহধরণীসংবাদে।—

ত্রেতাযুগং তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং মাসি মাধবে। প্রবৃত্তঞ্চ ত্রয়ীধর্ম্মাঃ প্রবৃত্তাস্তে প্রবর্ত্তিতাঃ॥ অক্ষয়া সোচ্যতে লোকে তৃতীয়া হরিবল্লভা। স্নানে দানেঽর্চ্চনে শ্রাদ্ধে জপে পূর্ব্বজতর্পণে। যেঽর্চ্চয়ন্তি যবৈর্ব্বিষ্ণুং শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ। তস্যাং দদতি দানানি ধন্যাস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥১৩৪

পঙ্‌ক্তিষু ইতিহাসপরম্পরাসু॥১৩২॥ সবনং স্নানং॥১৩৩॥ ত্রয়ী বেদত্রয়ং। তয়া ত্রয্যা প্রবর্ত্তিতা

স্নানের নিয়ম গ্রহণ করিবে। সূর্য্যের মেষসংক্রমণে সমগ্র বৈশাখমাস প্রাতঃস্নান করিব, শ্রীহরি এতদ্দ্বারা সন্তুষ্ট হউন্। মধুসূদনের অনুগ্রহে দ্বিজাতিগণের অনুমতিতে প্রত্যহ বৈশাখ-স্নানজ পুণ্য বিঘ্নহীন হউক্। হে মুরারে! হে মধুসূদন! হে নাথ! মকররাশিগত সূর্য্যে বৈশাখ-মাসে প্রাতঃস্নান দ্বারা মৎসম্বন্ধে যথাযথ ফল প্রদান করুন্। হে মধুরিপো! আপনি নিখিল পাতকহারী, বৈশাখমাস যেরূপ আপনার প্রিয়, সেইরূপ ঐ বৈশাখস্নানে মৎসম্বন্ধে আপনি ফল প্রদান করুন্। এই মন্ত্রসমূহ পাঠপূর্ব্বক জলে চরণদ্বয় ধৌত করিয়া মৌনভাবে হরি স্মরণ করিতে করিতে বিধানে স্নান করিবে। অন্যান্য বিধান স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য। ইতিপূর্ব্বে স্নানপ্রসঙ্গে এই বিধানের কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। ১৩৩।

অতঃপর বৈশাখমাসের অক্ষয়তৃতীয়াকৃত্য বিবৃত হইতেছে। —তন্মধ্যে প্রথমতঃ অক্ষয়তৃতীয়ার মাহাত্ম্য।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ হরি বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়াতে যবের সৃষ্টি ও সত্যযুগের বিধান করেন এবং ত্রিপথগা সুরধুনীকে ব্রহ্মপুর হইতে ধরাধামে অবতরণ করাইয়াছিলেন; এই হেতু উক্ত তিথিতে যবহোম ও যব দ্বারা হরির পূজা করা কর্ত্তব্য। উক্ত দিনে দ্বিজাতিগণকে যব দান পূর্ব্বক সযত্নে যব ভোজন করাইতে হয়। পদ্মপুরাণে বরাহপৃথ্বীসংবাদে লিখিত আছে, বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে সত্যযুগের উদয় এবং তদ্দিন হইতেই ত্রিবেদ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই তৃতীয়াতে স্নান, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি করিলে অক্ষয় হয়। এই তিথি শ্রীহরির পরম প্রীতিকরী। যাঁহারা এই তিথিতে সযত্নে যবদ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন এবং যবশ্রাদ্ধ ও যবদান করেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ ও বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত। ১৩৪।

অতঃপর শুক্লা সপ্তমীর বিষয় বলা যাইতেছে —উক্ত পুরাণের নারদাম্বরীষসংবাদে লিখিত

অথ শুক্লা সপ্তমী।

তত্রৈব নারদাম্বরীষসংবাদে।—

বৈশাখশুক্লসপ্তম্যাং জাহ্নবী জহ্নুনা পুরা। ক্রোধাৎ পীতা পুনস্ত্যক্তা কর্ণরন্ধ্রাত্তু দক্ষিণাৎ॥

তস্যাং সমর্চ্চয়েদ্দেবীং গঙ্গাং ভুবনমেখলাম্। স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন স ধন্যঃ সুকৃতী নরঃ॥

তস্যাং সন্তর্পয়েদ্দেবান্ পিতৄন্ মর্ত্ত্যান্ যথাবিধি।সাক্ষাৎ পশ্যন্তি তে গঙ্গাস্নাতকং গতকল্মষম্॥১৩৫॥

অথ নরসিংহচতুর্দ্দশী।

বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রীনৃকেশরী। জাতস্তদস্যাং তৎপূজোৎসবং কুর্ব্বীত সব্রতম্॥১৩৬

অথ নরসিংহচতুর্দ্দশীব্রতনিত্যতা।

বৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীভগবন্নৃসিংহপ্রহ্লাদসংবাদে ব্রতবিধিকথনে।—

বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যং মম সন্তুষ্টিকারণম্। মহাগুহ্যমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈর্ভবভীরুভিঃ॥ ১৩৭॥

কিঞ্চ।—বিজ্ঞায় মদ্দিনং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ স তু পাপভাক্। এবং জ্ঞাত্বা প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনে ব্রতমুত্তমম্।

অন্যথা নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥১৩৮॥

তত্রৈব।— অথ তত্রাধিকারিনির্ণয়ঃ।

সর্ব্বেষামেব লোকানামধিকারোঽস্তি মদ্ব্রতে। মদ্ভক্তৈস্তু বিশেষেণ প্রণেয়ং মৎপরায়ণৈঃ॥১৩৯॥

ধর্ম্মাশ্চ প্রবৃত্তাঃ॥১৩৪॥ কৃতস্নানং স্বার্থে কন্॥১৩৫॥ ব্রতমুপবাসাদিনিয়মস্তৎসহিতং॥১৩৬॥ বর্ষে বর্ষে ইতি বীপ্সয়া নিত্যত্বং সাধ্যতে, তচ্চ হেমাদ্রিপ্রভৃতিভিরেকাদশীপ্রকরণাদৌ বিবৃতমেবাস্তি॥১৩৭॥ অকরণপ্রত্যবায়েন চ নিত্যত্বমাহ বিজ্ঞায়েতি। বিশেষেণ জ্ঞাত্বাপি জ্ঞাননিষ্ঠৈঽহপীত্যর্থঃ॥১৩৮॥ প্রণেয়ং কর্ত্তব্যং। মৎপরায়ণৈর্মদেকনিষ্ঠৈরিতি তদ্ব্রতস্য তদ্ভক্তিবিশেষরূপত্বাদিতি

আছে, জহ্নুনামা ঋষিবর রোষবশে বৈশাখের শুক্লা সপ্তমীতিথিতে গঙ্গাদেবীকে পান করত পুনর্ব্বার দক্ষিণ কর্ণদ্বারা পরিত্যাগ করেন, এই হেতু ঐ তিথিতে ভুবনমেখলা স্বর্ণদীকে অর্চ্চনা করিতে হয়। সম্যক্ বিধানে ঐ দিনে গঙ্গায় স্নান করিলে ধন্য ও পুণ্যবান্ হইতে পারে। ঐ দিনে দেবতা, পিতৃবর্গ ও মর্ত্ত্যগণকে বিধানে তর্পণ করিলে তাঁহারা সেই গঙ্গাস্নায়ীকে নিকলুষ দর্শন করিয়া থাকেন। ৩৫।

অতঃপর নরসিংহচতুর্দ্দশীর বিষয় বর্ণিত হইতেছে।—বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশীতিথিতে নৃসিংহদেবের অর্চ্চনারূপ উৎসব সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ১৩৬।

অধুনা নৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রতের নিত্যতা কথিত হইতেছে।—বৃহন্নারসিংহপুরাণে ভগবন্নৃসিংহ-প্রহ্লাদ-সংবাদে ব্রতবিধিবর্ণনে আছে, হে প্রহ্লাদ! যাঁহারা ভবভয়ে ভীরু তাঁহারা মৎপ্রীত্যর্থ বৎসরে বৎসরে এই অতি গোপনীয় ব্রতরাজ চতুর্দ্দশীব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন।১৩৭। আরও লিখিত আছে, মদ্দিন বিদিত থাকিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিলে পাতকে লিপ্ত হইতে হয়; সুতরাং ইহা জ্ঞাত হইয়া মদ্দিনে ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠান করিবে; নতুবা চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতিকাল যাবৎ নিরয়বাস করিতে হয়। ১৩৮।

এক্ষণে নৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রতের অধিকারিনিরূপণ হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে,

অথ তন্মাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব।— শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।

নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো নৃসিংহবপুষে নমঃ। ত্বদ্ভক্তোঽহং সুরেশৈকং ত্বাং প্রপৃচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
স্বামিংস্ত্বয়ি মমোৎপন্না ভক্তির্বহুবিধা কথম্। কথন্তে সুপ্রিয়ো জাতঃ কারণং বদ মে প্রভো॥

শ্রীনৃসিংহ উবাচ।

কথয়ামি মহাপ্রাজ্ঞ শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ। ভক্তের্যৎ কারণং বৎস প্রিয়ত্বস্য চ তৎ পুনঃ॥
পুরাকল্পে হ্যভূর্বিপ্রঃ কিঞ্চিত্বং নাপ্যধীতবান্। নাম্না চ বসুদেবো হি বেশ্যায়াং তৎপরো হ্যভূঃ॥
তস্মিন্ জন্মনি নৈব ত্বং চকর্থ সুকৃতং কিয়ৎ। মুক্ত্বা তু মদ্ব্রতং চৈকং বেশ্যাসঙ্গতিলালসঃ।
মদ্ব্রতস্য প্রভাবেণ ভক্তির্জাতা তবেদৃশী॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রীনৃসিংহাচ্যুত স্বামিন্ কস্য পুত্রেণ কিং কৃতম্। বেশ্যায়াং বর্ত্তমানেন কথং তদ্ধি কৃতং ময়া।
আখ্যানং বিস্তরেণেদং বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্॥ ১৪০॥

নৃসিংহ উবাচ।

পুরাবন্তিপুরে হ্যাসীদ্ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ। তন্নাম বসুশর্ম্মেতি সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্॥
নিত্যং হোমক্রিয়ামেষ করোতি দ্বিজসত্তমঃ। ব্রহ্মক্রিয়াসু সততং সর্ব্বাসু কিল তৎপরঃ॥

দিক্॥১৩৯॥ কথংবা তদ্ব্রতং কৃতং॥ ১৪০॥ ব্রহ্মক্রিয়াসু বৈদিককর্ম্মসু॥১৪১॥ অধ্যয়নং নাকৃথাঃ

যাবতীয় লোকই মদ্ব্রতে অধিকারী; বিশেষতঃ এই ব্রত করা মদ্ভক্ত ও মন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৩৯।

অতঃপর নৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রতের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই প্রহ্লাদের উক্তি আছে, হে ভগবন্! হে বিষ্ণো! হে নৃসিংহমূর্ত্তে! আপনাকে প্রণাম করি। হে সুরেশ্বর! আমি ত্বদীয় ভক্ত, যথার্থতঃ কেবলমাত্র ত্বৎ-সকাশেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে প্রভো! আপনার প্রতি কিরূপে মদীয় বহুবিধা ভক্তির উদয় হইল? কিরূপেই বা আমি আপনার প্রিয়পাত্র হইলাম? হে ভগবন্! আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন্। নৃসিংহদেব বলিলেন, হে মহামতে! হে বৎস! মদ্ভক্তি ও মৎ-প্রিয়ত্ব লাভের কারণ বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে তাত! পূর্ব্বজন্মে তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, কিন্তু কিছুমাত্র অধ্যয়ন কর নাই। তুমি বসুদেব নামে প্রথিত ছিলে এবং নিরন্তর বেশ্যাসক্ত হইয়া দিন যাপন করিতে। সে জন্মে আমার একটী মাত্র ব্রত ছাড়া তোমার আর কিছু পুণ্যকর্ম্ম ছিল না, সর্ব্বদা বেশ্যাতেই আসক্ত হইয়াছিলে। সেই মদ্ব্রতের প্রসাদেই এতাদৃশী ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ। প্রহ্লাদ বলিলেন, হে নৃসিংহ! হে অচ্যুত! হে প্রভো! আমি কাহার তনয় ছিলাম, কি কার্য্যই বা করিয়াছিলাম, বেশ্যাসক্ত থাকিয়াই বা কিরূপে ত্বদ্ব্রতের অনুষ্ঠান করিলাম, এই সমস্ত সবিস্তর প্রকাশ করুন। ১৪০। নৃসিংহ কহিলেন, হে তাত! পুরাকালে অবন্তীনগরে সর্ব্বজন প্রথিত বসুশর্ম্মা নামে জনৈক বেদবিচক্ষণ ব্রাহ্মণ

অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টাঃ সর্ব্বে সুরোত্তমাঃ। তেনাপি বিদ্যমানেন ন কৃতং দুষ্কৃতং কিয়ৎ॥
তস্য ভার্য্যা সুশীলাভূদ্বিখ্যাতা ভুবনত্রয়ে। পতিব্রতা সদাচারা পতিভক্তিপরায়ণা॥
জজ্ঞিরে চ সুতাঃ পঞ্চ তস্যাং দ্বিজবরাত্ততঃ। সদাচারাঃ সুবিদ্বাংসঃ পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ।
তেষাং মধ্যে কনিষ্ঠস্ত্বং বেশ্যায়াং তৎপরঃ সদা॥ ১১১॥
তাং সন্নিষেবমাণেন সুরাপানং কৃতং ত্বয়া। সদা পাপরতস্ত্বং হি নাকৃথাধ্যয়নং ভৃশম্॥
বিলাসিনীগৃহে নিত্যং বসতির্হ্যভবত্তব। একদা তদ্গৃহে হ্যাসীত্তয়া সহ মহান্ কলিঃ।
ততঃ কলহভাবেন ভোজনং ন কৃতং ত্বয়া। অজ্ঞানান্মদ্ব্রতং চক্রে এতানামুত্তমং ব্রতম্॥
তয়া সহ বিবাদেন রাত্রৌ জাগরণং কৃতম্। বেশ্যায়া অপি তৎ সর্ব্বং প্রজাতন্তু ত্বয়া সমম্॥
রাত্রৌ জাগরণে তস্যাঃ সঞ্জাতং কায়শোধনম্। যুবয়োর্মদ্ব্রতং জাতমজ্ঞানাদ্বহুপুণ্যদম্॥ ১৪২॥
যেন চীর্ণব্রতেনাদ্য মোদন্তে দিবি দেবতাঃ সৃষ্ট্যর্থন্তু ততো ব্রহ্মা চক্রে মদ্ব্রতমুত্তমম্॥
মদ্ব্রতস্য প্রভাবেণ নির্ম্মিতং সচরাচরম্। ঈশ্বরেণাপি তচ্চীর্ণং বধার্থং ত্রিপুরস্য চ।
মহিম্নৈব ব্রতস্যাস্য ত্রিপুরং সংনিপাতিতম্॥ অন্যৈশ্চ বহুভির্দেবৈঋষিভিশ্চ পুরাতনৈঃ।
রাজভিশ্চ মহাপ্রাজ্ঞৈর্বিহিতং ব্রতমুত্তমম্। এতদ্ব্রতপ্রভাবেন সর্ব্বে সিদ্ধিমুপাগতাঃ।
বেশ্যাপি মৎপ্রিয়া জাতা ত্রৈলোক্যে সুখচারিণী। ঈদৃশং মদ্ব্রতং বৎস ত্রৈলোক্যে চৈব বিশ্রুতম্॥
ধূর্ত্তায়াশ্চ বিলাসিন্যা ব্রতমেতদুপস্থিতম্। প্রহ্লাদ তেন তে ভক্তির্ময়ি জাতা হ্যনুত্তমা॥১৪৩॥

নাকার্ষীঃ সন্ধিরার্ষঃ॥ ১৪২॥ চীর্ণেন কৃতেন ব্রতেন॥ ১৪৩॥ বিলীনা প্রবিষ্টা ময়ীতি শেষঃ।

বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ হোমানুষ্ঠানে রত ও নিখিল বৈদিকক্রিয়ায় নিরত ছিলেন। তিনি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ-সমূহ দ্বারা দেবতোদ্দেশে যাগানুষ্ঠান করিতেন। জীবিতাবস্থায় তাঁহার কোনরূপ দুষ্ক্রিয়াই নেত্রগোচর হয় নাই। সুশীলা নাম্নী তদীয় পত্নী নিরন্তর সদাচারানুষ্ঠান ও পতিভক্তি প্রদর্শন করাতে ত্রিলোকে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কালসহকারে সেই বিপ্রের ঔরসে সুশীলার উদরে পাঁচটী পুত্রের উৎপত্তি হইল। পুত্রগণ বিদ্যায় বিচক্ষণ, সদাচারপরায়ণ ও পিতৃভক্তিমান্ হইল; কিন্তু তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠটী নিরন্তর বেশ্যারত হইয়া উঠিল। তুমিই সেই কনিষ্ঠ সন্তান। ১৪১। তুমি নিরন্তর বেশ্যারত থাকাতে মদ্যপানে ও পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অধ্যয়ন করিলে না, নিরন্তর বেশ্যালয়েই তোমার বাস হইল। এক দিন সেই বেশ্যার সহিত তোমার তুমুল কলহ সংঘটিত হইল, সেই হেতু সেদিন তুমি নিরাহারে অবস্থান করিলে। সেই দিন অজ্ঞানবশে ত্বৎ-কর্ত্তৃক মদ্ব্রতরাজের অনুষ্ঠান হয় এবং সেই বেশ্যাসহ কলহ নিবন্ধন নিশাজাগরণও ঘটিয়া উঠিল। তোমার সঙ্গ নিবন্ধন সেই বেশ্যা কর্ত্তৃকও ব্রতাদি সমস্ত আচরিত হয় এবং নিশাজাগরণ বশতঃ তদীয় দেহও পবিত্র হইল। এই প্রকারে তুমি অজ্ঞানে বহুপুণ্যপ্রদ মদ্ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। ১৪২। এই ব্রত করিয়াই সুরগণ অধুনা সুরধামে আনন্দ ভোগ করিতেছেন। ব্রহ্মাও মদীয় এই ব্রত সাধন করেন, এই ব্রতের প্রসাদেই তিনি চরাচর বিশ্বের স্রষ্টা হইয়াছেন। মহেশ্বর ত্রিপুর বিনাশার্থ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া

সা বেশ্যা ত্বপ্সরা জাতা দিবি ভোগাননেকশঃ। ভুক্ত্বা কামং বিলীনা তু ত্বং প্রহ্লাদ বিবিষ্ট মাম্॥
কার্য্যার্থমবতারস্তে মচ্ছরীরাৎ পৃথক্ ত্বসৌ। বিধায় সর্ব্বকার্য্যাণি শীঘ্রং ময়ি গমিষ্যসি॥
য ইদং মদ্‌ব্রতাগ্র্যন্ত প্রবিধাস্যন্তি মানবাঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি।
অপুত্রো লভতে পুত্রান্ মদ্ভক্তাংশ্চ সুবর্চ্চসঃ। দরিদ্রো লভতে লক্ষ্মীং ধনদস্য চ যাদৃশী।
তেজস্কামো লভেত্তেজো রাজ্যেপ্সু রাজ্যমুত্তমম্। আয়ুষ্কামো লভেদায়ুর্যাদৃশস্তু শিবস্য চ
স্ত্রীণাং ব্রতমিদং সাধুপুত্রদং ভাগ্যদন্তথা। অবৈধব্যকরং তাসাং পুত্রশোকবিনাশনম্।
ধনধান্যকরঞ্চৈব পতিপ্রিয়করং শুভম্। সার্ব্বভৌমং সুখং তাসাং দিব্যসৌখ্যং ভবেত্ততঃ॥
স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি কুর্ব্বন্তি ব্রতমুত্তমম্। তেভ্যো দদাম্যহং সৌখ্যং ভুক্তিমুক্তিফলন্তথা॥
বহুনোক্তেন কিং বৎস ব্রতস্যাস্য ফলস্য হি। মদ্‌ব্রতস্য ফলং বক্তুং নাহং শক্তো ন শঙ্করঃ॥
ব্রহ্মা চতুর্ভির্ব্বক্ত্রৈশ্চ নালং স্যাজ্জীবিতাবধি॥

কিঞ্চ তত্রৈব ব্রতবিধিকথনে।—

যথা যথা প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পাতকস্য কলৌ যুগে। তথা তথা বিধাস্যন্তি মদ্‌ব্রতং বিরলং জনাঃ॥
মদ্‌ব্রতস্য বিধানেন মতির্ন স্যাৎ দুরাত্মনাম্। সদা পাপরতানাস্তু পুরুষাণাং বিকর্ম্মণি॥
বিচার্য্যৈবং প্রকর্ত্তব্যঃ মাধবে মাসি মদ্‌ব্রতম্। প্রাপ্তে ভূতদিনে বৎস সর্ব্বকল্মষনাশনম্॥১৪৪॥

মাং বিবিষ্ট প্রাবিশঃ। কার্য্যার্থং ভক্তিপ্রবর্ত্তনার্থং॥ ১৪৪॥ মানুষাণাং জায়তে। মহাত্মনামিতি

ইহারই প্রসাদে উক্ত ত্রিপুর নষ্ট করেন। অন্যান্য বহুসংখ্য দেবতা, প্রাচীন ঋষি ও মহামতি নৃপতিগণ এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই ব্রতের প্রসাদে সকলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং বেশ্যাও ইহার প্রসাদে ত্রিভুবনসুখচারিণী ও আমার প্রিয়পাত্রী হইয়াছে। হে তাত! আমার এই ব্রত ত্রিভুবনে বিদিত, ধূর্ত্তা বিলাসিনী নারীর জন্যও এই ব্রত উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাহারাও এই ব্রত করিয়া তৎফল লাভ করিতে পারে। হে প্রহ্লাদ! এই কারণেই আমার প্রতি ত্বদীয় উত্তমা ভক্তি জন্মিয়াছে। ১৪৩। সেই বেশ্যা সুরপুরে অপ্সরারূপে বহুবিধ ভোগ সম্ভোগ করত আমাতে বিলীনা হইয়াছে, তুমিও আমাতে প্রবেশ করিয়াছ। কার্য্যসাধনার্থ মদীয় দেহ হইতে পৃথক্ হইয়াই তোমার এই অবতার হইয়াছে, তুমি আবশ্যকীয় কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক আশু আমাতে প্রবিষ্ট হইবে। মদীয় এই ব্রতরাজের অনুষ্ঠান করিলে শতকোটি কল্পেও আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না।

এই ব্রতের প্রসাদে পুত্রহীনের পরম সুন্দর মদ্ভক্ত পুত্র লাভ হয়, দীনজন কুবের সদৃশ লক্ষ্মীবান্ হইতে পারে এবং তেজস্কামী তেজঃ, রাজ্যেপ্সু রাজ্য ও আয়ুষ্কামী শিবসদৃশ দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়। এই ব্রত নারীগণের পক্ষে সচ্চরিত্র-পুত্রপ্রদ, সৌভাগ্যজনক, অবৈধব্যকর, সুত-শোক-নাশন, ধনধান্যপ্রদ, স্বামিহিতকর ও পবিত্র। এই ব্রত করিলে তৎপ্রসাদে নারীগণ সার্ব্বভৌমানন্দ ও স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইতে পারে। হে প্রহ্লাদ! এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠান করিলে কি নর কি নারী, সকলকেই সুখ ও ভুক্তি-মুক্তি-ফল অর্পণ করিয়া থাকি। হে তাত! এই ব্রত-ফলের বিষয় অধিক আর কি কহিব, ইহার ফল অর্পণে আমার বা শিবেরও শক্তি নাই;

যেনৈব ক্রিয়মাণেন সহস্রদ্বাদশীফলম্। জায়তে ন মৃষা বচ্মি মানুষাণাং মহাত্মনাম্ ॥১৪৫॥
তদন্তে চ।—য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা ব্রতং পাপপ্রণাশনম্। তস্য শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥
পবিত্রং পরমং গুহ্যং কীর্ত্তয়েদ্যস্তু মানবঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ব্রতস্যাস্য ফলং লভেৎ॥১৪৬॥

অথ তদ্ব্রতদিননির্ণয়ঃ।

আগমে।—বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং মহাতিথৌ। সায়ং প্রহ্লাদ-ধিক্কারমসহিষ্ণুঃ পরো হরিঃ।

সদ্যঃ কটকটাশব্দবিস্মাপিতসভাজনঃ। লীলয়া স্তম্ভগর্ভান্তাদুদ্ভূতঃ শব্দভীষণঃ॥

নৃহরেরবতারাত্তাং যত্নতঃ সমুপোষয়েৎ। মহাপুণ্যতমাং তাঞ্চ সায়ং বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ॥

বৃহন্নারসিংহে।—

বৈশাখশুক্লপক্ষস্য চতুর্দ্দশ্যাং সমাচরেৎ। মজ্জন্মসম্ভবং পুণ্যং ব্রতং পাপপ্রণাশনম্॥

কিঞ্চ।—

স্বাতীনক্ষত্রযোগে তু শনিবারে হি মদ্ব্রতম্। সিদ্ধিযোগস্য যোগে চ লভ্যতে দৈবযোগতঃ॥
সর্ব্বৈরেতৈস্তু সংযুক্তৈর্হত্যাকোটিবিনাশনম্॥ ১৪৭॥

মদ্ব্রতানুষ্ঠানাৎ। ন চাত্রাসম্ভাবনাদিকং কার্য্যমিত্যাহ ন মৃষা বচ্মীতি॥ ১৪৫॥ ন তাবদনুষ্ঠানাৎ, শ্রবণাদিনাপি মহাফলং স্যাদিতি লিখতি য ইতি॥ ১৪৬।

দৈবযোগতঃ কদাচিন্মহাভাগ্যেনৈব লভ্যতে ইত্যর্থঃ যতঃ সর্ব্বৈরিতি ॥ ১৪৭॥ কেবলং

বিধাতা আজীবন চতুর্ম্মুখে কীর্ত্তন করিতেও সক্ষম নহেন। উক্ত স্থলে ব্রতবিধি কথনে আরও লিখিত আছে যে, কলিকালে যখন যখন পাপের উদ্ভব হয় তখনই মানবগণ এই বিরলভাবে ব্রতের বিধান করেন। এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে দুরাত্মা ও নিরন্তর পাপলিপ্ত ব্যক্তিগণেরও মতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় না। হে তাত! এইরূপ বিবেচনা করিয়া বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সর্ব্বপাপহর মদ্ব্রত করা কর্ত্তব্য। ১৪৪। হে প্রহ্লাদ! আমার কথা মিথ্যা বিবেচনা করিও না, কেবলমাত্র এই চতুর্দ্দশী-ব্রতের ফলেই মহানুভব মানবগণ সহস্র দ্বাদশীফল প্রাপ্ত হইতে পারে। । ১৪৫। প্রকরণের শেষে লিখিত আছে, ভক্তি সহকারে এই পাপহর ব্রত-বিষয় শ্রবণ করিলে উক্ত ব্রহ্মহত্যাপাপের বিমোচন হয়। এই গোপনীয় পবিত্র ব্রত কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনকারীর যাবতীয় অভীষ্ট পূর্ণ হয় ও ব্রতফল লাভ হইয়া থাকে॥ ১৪৬।

অতঃপর নৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রতের দিন-নির্ণয় হইতেছে।—আগমে লিখিত আছে, বৈশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশী মহাতিথির সন্ধ্যা-সময়ে প্রহ্লাদের প্রতি (তৎপিতার) ধিক্কার (তাড়না) সহ্য করিতে না পারিয়া পরমপুরুষ হরি তৎক্ষণাৎ কটকটা শব্দে সভাস্থ সকলকে চমকিত করিয়া লীলাবশে স্তম্ভাভ্যন্তর হইতে ভীষণ শব্দ সহকারে প্রাদুর্ভূত হইলেন। নৃসিংহদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া এই মহাপুণ্য-স্বরূপা তিথিতে উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যা-সময়ে সযত্নে জনার্দ্দনে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। বৃহন্নারসিংহ-পুরাণে নৃসিংহদেবের উক্তি আছে, বৈশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে মদীয় জন্ম হেতু সমুদ্ভূত, পাপহর, পুণ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। আরও লিখিত আছে, দৈবাৎ স্বাতীনক্ষত্রসমন্বিত শনিবারে বা সিদ্ধি যোগের

কেবলঞ্চ প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনং ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ। বৈষ্ণবৈর্ন তু কর্ত্তব্যা স্মরবিদ্ধা চতুর্দ্দশী ॥

আগমে।—

প্রিয়া চতুর্দ্দশী ভৌমে কর্ত্তব্যা কিল্বিষাপহা। কামবিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা স্বাতীভৌমযুতা যদি ॥১৪৮॥

অথ তদ্ব্রতবিধিঃ।

তত্রৈব।—

প্রাতরুত্থায় কুর্ব্বীত নিয়মং মনসা স্মরন্। মামেব মদ্দিনে বৎস দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥১৪৯॥

অথ নিয়মমন্ত্রঃ।

শ্রীনৃসিংহ মহাভীম দয়াং কুরু মমোপরি। অদ্যাহং তে বিধাস্যামি ব্রতং নির্ব্বিঘ্নতাং নয় ॥ ইতি ॥
ব্রতস্থেন ন বক্তব্যং মদ্দিনে পাপিভিঃ সহ। মিথ্যালাপা ন কর্ত্তব্যাঃ সমগ্রফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥১৫০॥
স্ত্রিয়ং দ্যূতং বিহায়োচ্চৈর্ব্রতস্থেন মহাত্মনা। স্মর্ত্তব্যং মম রূপঞ্চ মদ্দিনে সকলে শুভে ॥
ততো মধ্যাহ্নবেলায়াং নদ্যাদৌ বিমলে জলে। গৃহে বা দেবখাতে বা তড়াগে বাতিশোভনে।
বৈদিকেন চ মন্ত্রেণ স্নানং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। মৃত্তিকাগোময়েনৈব তথা ধাত্রীফলেন বা।
তিলৈর্ব্বা সর্ব্বপাপঘ্নৈঃ স্নানং কৃত্বা মহাত্মভিঃ। পরিধায় শুচির্ব্বস্ত্রে নিত্যকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥
ততো গৃহং সমাগত্য স্মরন্ মাং ভক্তিযোগতঃ। গোময়েন বিলিপ্যাথ কুর্য্যাদষ্টদলাম্বুজম্ ॥

তত্তদ্যোগহীনমপি ফলাকাঙ্ক্ষিভিরপি কর্ত্তব্যমেব নিত্যত্বাৎ। স্মরস্ত্রয়োদশী তেন বিদ্ধা ॥১৪৮॥
প্রাতশ্চতুর্দ্দশীপ্রভাতে। সর্ব্বব্রতসাধারণত্বাৎ। পূর্ব্বদিনে চৈকভক্তাদিসংযমো বিজ্ঞেয়ে এব। দন্তধাবনন্তু উপবাসদিনে কাষ্ঠেন তন্নিষেধাৎ তৃণাদিনা বোদ্ধব্যং ॥১৪৯ ১৫০॥ তাম্রং তাম্রময়ং।

সংযোগে মদ্ব্রত হইলে উক্ত ব্রত হত্যাকোটিজনিত পাপ ধ্বংস করিয়া দেয়। ১৪৭। উক্ত যোগ না ঘটিলে ফলেচ্ছু ব্যক্তিরা কেবলমাত্র শুদ্ধা চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবেন। ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে উপবাস করা বৈষ্ণবের অকর্ত্তব্য। আগমে লিখিত আছে, কুজবারে মৎপ্রীতিকরী চতুর্দ্দশী হইলে তাহাতে মদ্ব্রতানুষ্ঠান নিখিল পাপনাশন জানিবে। ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে কুজবার বা স্বাতীনক্ষত্রের যোগ হইলেও সে দিনে ব্রত অকরণীয়। ১৪৮।

এক্ষণে নৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রতের বিধান কথিত হইতেছে।—নৃসিংহ বলিলেন, হে "তাত! প্রভাতে গাত্রোত্থান করত দশনধাবন পূর্ব্বক আমাকে হৃদয়ে স্মরণ করিতে করিতে নিয়ম গ্রহণ করিবে। ১৪৯।

উক্ত নিয়মমন্ত্র।—হে নৃসিংহ! হে মহাভীম!-মৎপ্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন, আমি অদ্য ত্বদ্-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি, ইহা নিরাপদে সম্পন্ন করিয়া দিউন্। পাপিগণের সহিত আলাপ করা ব্রতদিনে ব্রতীর অনুচিত। যিনি ব্রতের সম্পূর্ণ ফল কামনা করেন মিথ্যালাপ করা তাঁহার পক্ষে অকর্ত্তব্য। ১৫০। মহানুভব ব্রতী জন একেবারে ভার্য্যা ও দ্যূতক্রীড়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমস্ত দিবস মদীয় রূপ স্মরণ করিবেন। তৎপরে সুধী ব্যক্তি মধ্যাহ্ন-সময়ে নদী প্রভৃতির বিমল সলিলে বা গৃহে অথবা দেবখাতে কিংবা মনোরম তড়াগে বৈদিক-মন্ত্রোচ্চারণ

কলসং তত্র সংস্থাপ্য তাম্রং রত্নসমন্বিতম্। তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং তণ্ডুলৈঃ পরিপূরিতম্।
হৈমী মূর্ত্তিস্তু তত্রৈব স্থাপ্যা লক্ষ্মীস্তথৈব চ ॥ ১৫১ ॥
পলেন চ তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধার্দ্ধেন বা পুনঃ। যথা শক্তিস্তথা কার্য্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
পঞ্চামৃতেন তে স্নাপ্য পূজনং তু সমাচরেৎ ॥ ১৫২ ॥
ততো ব্রাহ্মণমাহূয় তমাচার্য্যমলোলুপম্। কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রসমাযুক্তং শান্তং দান্তং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥
তেনৈব কারয়েৎ পূজাং দৃষ্ট্বা শাস্ত্রানুসারতঃ।
আচার্য্যবচনাদ্ধীমান্ পূজাং কুর্য্যাচ্চরন্ ব্রতম্ ॥ ১৫৩ ॥

অথ তত্র অগ্রে প্রহ্লাদপূজা।

তথা চাগমে।—
প্রহ্লাদ-ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী। পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহ্লাদমগ্রতঃ ॥ ৫৪ ॥
বৃহন্নারসিংহে।—
যদ্রূপং কারয়েত্তত্র পুষ্পস্তবকশোভিতম্। ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ পূজ্যোঽহঞ্চ যথাবিধি ॥১৫৫॥
উপচারৈঃ ষোড়শভির্ম্মন্ত্রৈর্নামভিস্তথা। ততঃ পৌরাণিকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পূজনীয়ো বিশেষতঃ ॥

মূর্ত্তিঃ শ্রীনারসিংহী। তথৈব লক্ষ্মীঃ হৈমী লক্ষ্মীমূর্ত্তিশ্চ ॥ ১৫১ ॥ কার্য্যে দ্বে মূর্ত্তী, কার্য্যেতি প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ ॥ ১৫২ ॥ তে দ্বে মূর্ত্তী স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা ॥ ১৫৩ ॥
দৃষ্ট্বা শাস্ত্রোক্তবিধিং জ্ঞাত্বা। আচার্য্যাজ্ঞয়া পশ্চাৎ স্বয়মপি পূজয়েদিত্যাহ আচার্য্যেতি ॥১৫৫॥

সহকারে স্নান করিবেন। কিংবা মহানুভব ব্রতী মৃত্তিকা, গোময়, আমলকী-ফল ও সর্ব্ব-পাপহর তিল দ্বারা স্নান করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে বসনযুগল পরিধান পূর্ব্বক নিত্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। তদনন্তর ভক্তিমান্ হইয়া আমাকে ধ্যান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইবে। পরে গোময়োপলিপ্ত ভূমির উপর অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহাতে সরত্ন তাম্রকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি অক্ষতপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবে। তদুপরি নৃসিংহদেবের ও লক্ষ্মী-দেবীর স্বর্ণ-মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। ১৫১। অর্থবিষয়ে কৃপণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে, এক পল, অর্দ্ধ পল বা তদর্দ্ধ পল স্বর্ণ দ্বারা নৃসিংহদেবের ও লক্ষ্মী-দেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করত পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া অর্চ্চনা করিবে। ১৫২। তৎপরে লোভহীন, শাস্ত্রদর্শী, দান্ত, শান্ত, জিতেন্দ্রিয় দ্বিজাতিকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক আচার্য্য-পদে বরণ করিবে এবং শাস্ত্রদৃষ্ট্যনুসারে তাঁহার দ্বারা অর্চ্চনা করাইবে। আচার্য্যের বচনানুসারে ব্রতসাধন ও পূজা করাই বুদ্ধিমানের উচিত। ১৫৩।
এস্থানে প্রথমে প্রহ্লাদের অর্চ্চনা করাই বিধেয়। আগমে লিখিত আছে, প্রহ্লাদের দুঃখনাশার্থ যে পবিত্রা চতুর্দ্দশীর উদ্ভব, সেই তিথিতে নৃসিংহ-পূজার পূর্ব্বে সযত্নে প্রহ্লাদের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। বৃহন্নারসিংহ-পুরাণে লিখিত আছে, ঐ স্থানে কুসুমস্তবক দ্বারা মদীয় মূর্ত্তি প্রস্তুত করত ঋতুকালজাত পুষ্প দ্বারা বিধানে অর্চ্চনা করিবে। ১৫৫। মদীয় মন্ত্র, মদীয় নাম ও পৌরাণিক মন্ত্রসমূহে বিশেষ প্রকারে ষোড়শোপচারে মদীয় অর্চ্চনা করিবে।

অথ তত্র চন্দনমন্ত্রঃ।

চন্দনং শীতলং দিব্যং চন্দ্রকুঙ্কুমমিশ্রিতম্। দদামি তে প্রতুষ্ট্যর্থং নৃসিংহ পরমেশ্বর ॥ ইতি ॥

পুষ্পমন্ত্রঃ।

কালোদ্ভবানি পুষ্পাণি তুলস্যাদীনি বৈ প্রভো। পূজয়ামি নৃসিংহেশ লক্ষ্ম্যা সহ নমোঽস্তু তে ॥

ধূপমন্ত্রঃ।

কালাগুরুময়ং ধূপং সর্ব্বদেবসুদুর্ল্লভম্। করোমি তে মহাবিষ্ণো সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥

অথ দীপমন্ত্রঃ।

দীপঃ পাপহরঃ প্রোক্তস্তমসাং রাশিনাশনঃ। দীপেন লভ্যতে তেজস্তস্মাদ্দীপং দদামি তে ॥ইতি॥

অথ নৈবেদ্যমন্ত্রঃ।

নৈবেদ্যং সৌখ্যদং চাস্তু ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতম্। দদামি তে রমাকান্ত সর্ব্বপাপক্ষয়ং কুরু ॥ ইতি॥

অথ অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

নৃসিংহাচ্যুত দেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে। অনেনার্ঘ্যপ্রদানেন সফলাঃ স্যুর্ম্মনোরথাঃ ॥ ইতি ॥

অথ পূজামন্ত্রঃ।

পীতাম্বর মহাবিষ্ণো প্রহ্লাদভয়নাশকৃৎ। যথাভূতার্চ্চনেনাথ যথোক্তফলদো ভব ॥ ইতি ॥১৫৬॥

রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ। পুরাণপঠনং নৃত্যং শ্রোতব্যং মৎকথানকম্ ॥ ১৫৭ ॥

পূজাবিধিমাহ মন্ত্ররূপমিতি নবভিঃ। মদীয়মূর্ত্তিং ॥ ১৫৫॥ যথাভূতেন যথোপপন্নেন সম্যক্ সম্পাদয়িতু-মশক্তেনার্চ্চনেনাপি ॥ ১৫৬ ॥ মম কথানকং কথা ॥ ১৫৭ ॥

তন্মধ্যে চন্দনদান-মন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে নৃসিংহ! হে পরমেশ্বর! আপনার প্রীত্যর্থ কর্পূর-কুঙ্কুমান্বিত উত্তম শীতল চন্দন অর্পণ করিলাম।

উক্ত পূজায় পুষ্পদান-মন্ত্র।—হে নৃসিংহ! হে ঈশ! যথাকালজাত কুসুম ও তুলসীদল দ্বারা আপনার ও লক্ষ্মী-দেবীর অর্চ্চনা করিতেছি, আপনাকে প্রণাম।

উক্ত পূজায় ধূপদান-মন্ত্র।—হে মহাবিষ্ণো! নিখিল কামসমৃদ্ধি লাভের জন্য সর্ব্বদেব-দুর্ল্লভ কালাগুরু-ধূপ আপনাকে প্রদান করিলাম।

উক্ত পূজায় দীপদানমন্ত্র।—দীপ দ্বারা পাতকনাশ ও অন্ধকাররাশি বিনাশ পায়, দীপ দ্বারা তেজোলাভ হয়; সুতরাং আপনাকে দীপ অর্পণ করিতেছি।

উক্ত পূজায় নৈবেদ্যদানমন্ত্র।—হে লক্ষ্মীপতে! ভক্ষ্য-ভোজ্যযুক্ত সুখকর নৈবেদ্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি নিখিল পাতক দূর করুন্।

উক্ত পূজায় অর্ঘ্যদানমন্ত্র।—হে নৃসিংহ! হে অচ্যুত! হে রমাকান্ত! হে বিশ্বপতে! আপনাকে এই অর্ঘ্য সমর্পণ করিতেছি, ইহার প্রসাদে আমার মনোরথ সফল হউক্।

অনন্তর পূজামন্ত্র।—হে পীতাম্বর! হে মহাবিষ্ণো! হে প্রহ্লাদভয়হারিন্! চতুর্দ্দশী-পূজনে যথাবিহিত ফল প্রদান করুন্। ১৫৬ তৎপরে গীত ও বাদ্য করত নিশাকালে জাগরণ, পুরাণাধ্যয়ন, নৃত্য ও মৎকথা শ্রবণ করিবে ১৫৭। তদনন্তর প্রভাতে স্নানান্তে অনলস হইয়া পূর্ব্ব-

ততঃ প্রভাতসময়ে স্নানং কৃত্বা হ্যতন্দ্রিতঃ। পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন পূজয়েন্মাং প্রযত্নতঃ॥

কিঞ্চ।—মদ্বংশে যে নরা জাতা যে জনিষ্যন্তি মৎপুরঃ। তাংস্ত্বমুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাদ্ভবসাগরাৎ॥

পাতকার্ণবমগ্নস্য ব্যাধিদুঃখাম্বুরাশিভিঃ। তীব্রৈস্তু পরিভূতস্য মহাদুঃখগতস্য মে।
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্ জগৎপতে। শ্রীনৃসিংহ রমাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন॥
ক্ষীরাম্বুধিনিবাস ত্বং প্রীয়মাণো জনার্দ্দন। ব্রতেনানেন মে দেব ভুক্তিমুক্তিপ্রদো ভব॥
এবং প্রার্থ্য ততো দেবং বিসর্জ্য চ যথাবিধি। উপহারাদিকং সর্ব্বমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ॥
দক্ষিণাভিঃ সুসন্তোষ্য ব্রাহ্মণাংশ্চ বিসর্জ্জয়েৎ। মম ধ্যানসমাযুক্তো ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ॥ইতি॥

অথ তত্র পৌর্ণমাসী।

পাদ্মে তত্রৈব শ্রীযম-ব্রাহ্মণসংবাদে।—

মেষসংক্রমমারভ্য তিথয়স্ত্রিংশদুত্তমাঃ। সর্ব্বযজ্ঞাধিকাঃ পুণ্যাঃ পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তত্রাপি পূর্ণিমা পুণ্যা মাধবী মাধবপ্রিয়া। যেয়ং বরাহকল্পস্য তিথিরাদ্যা মহাফলা॥১৫৮॥

কিঞ্চ।—স্নানদানার্চ্চনশ্রাদ্ধক্রিয়া-পুণ্যবিবর্জ্জিতা। যস্যাতীতা চ বৈশাখী স নূনং নিরয়ালয়ঃ॥
ন বেদেন সমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ন দানং জলগোতুল্যং ন বৈশাখীসমা তিথিঃ॥

মাধবী বৈশাখী॥ ১৫৮॥ ত্রয়াণাং শ্রীব্রহ্মাদীনাং চতুর্থঃ। সারূপ্যাদি-প্রাপ্ত্যা ভগবতঃ সদা-

---

কথিত বিধানে সযত্নে মদীয় অর্চ্চনা করিতে হয়। আরও লিখিত আছে, হে দেবেশ! যাহারা মদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে অথবা আমার অগ্রে (পরে) জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে দুঃসহ সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ কর। হে শেষশায়িন্! হে বিশ্বপতে! আমি পাপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, ভীষণ ব্যাধিরূপ দুঃখসলিলে পরাভূত হইয়াছি এবং মহাদুঃখে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে করাবলম্বন অর্পণ করুন্। হে শ্রীনৃসিংহ! হে রমাপতে! হে ভক্তভয়ভঞ্জন! হে ক্ষীরোদবাসিন্! হে জনার্দ্দন! হে দেব! এই ব্রত দ্বারা আপনি মৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভুক্তি মুক্তি প্রদান করুন্। এইরূপে প্রার্থনা করিয়া বিধানে প্রভুকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উপহার প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য আচার্য্যকে নিবেদন করিবে। তৎপরে দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা সম্যক্রূপে দ্বিজাতিগণকে প্রীত করিয়া বিসর্জ্জন করিবে এবং মদ্ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত আহার করিবে।

অনন্তর বৈশাখী পূর্ণিমার বিষয় বর্ণিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই যম ব্রাহ্মণসংবাদে লিখিত আছে, পুরাণে এইরূপ কীর্ত্তিত আছে, মেষসংক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিংশৎসংখ্য উত্তমা তিথি সর্ব্বযজ্ঞ অপেক্ষা সমধিক-পুণ্য-স্বরূপা। আবার তন্মধ্যে হরি-প্রীতিকরী বৈশাখী পৌর্ণমাসী অধিকতর পুণ্য-স্বরূপিণী। এই তিথিই বরাহকল্পের আদি ও মহাফলদায়িনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৫৮। আরও লিখিত আছে, বৈশাখী পৌর্ণমাসী যে ব্যক্তির সম্বন্ধে স্নানদানরহিত, মৎপূজাবর্জ্জিত ও শ্রাদ্ধাদি-পুণ্যকর্ম্মহীন হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি নরকে গমন করে সন্দেহ নাই। বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, জাহ্নবী সদৃশ তীর্থ নাই, জলদান ও গোদান সদৃশ দান নাই এবং বৈশাখী পূর্ণিমার তুল্য তিথি আর নাই। যে হরিভক্ত বৈশাখী পৌর্ণ-

জলধেনুঞ্চ যো দদ্যাৎ বৈশাখ্যাং বিষ্ণুতৎপরঃ। ত্রয়াণামপি দেবানাং চতুর্থোঽয়ং বিশেষতঃ ॥১৫৯
তত্রৈব ধনশর্ম্মাণং প্রতি প্রেতোক্তৌ।—

ময়া নৈকাপি বৈশাখী পূর্ণা পূর্ণফলপ্রদা। স্নানদানক্রিয়াপূজাস্বকৃতৈঃ পরিপালিতা ॥ ১৬০॥
তেন মে বৈদিকং কর্ম্ম জাতং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলম্। ততো বৈশাখনামাহং প্রেতো জাতোঽস্মি গর্ব্বতঃ॥
কিঞ্চ তত্রৈব।—

পাপেন্ধনদবজ্বালা তমোদ্রুমকুঠারিকা কৃতা নৈকাপি বৈশাখী বিধিনা তত্র পূর্ণিমা ॥ ১৬১॥
অব্রতা যস্য বৈশাখী স বৈ শাখী ভবেন্নরঃ। দশ জন্মানি চ ততস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে ॥১৬২

অথ সমস্তবৈশাখাশক্তকৃত্যম্।

তত্রৈব শ্রীযম-ব্রাহ্মণসংবাদে।—
ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং বৈশাখ্যাঞ্চ দিনত্রয়ম্। সর্ব্বাশক্তোঽপি বিধিনা নারী বা পুরুষোঽপি বা।

সমীপবর্ত্তিনিত্যপার্ষদো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৫৯॥ স্নানদানার্চ্চনেতি শ্লোকোক্তং বৈশাখীকৃত্যনিত্যত্বমেব বচনান্তরৈর্দ্রঢ়য়তি ময়েতি চতুর্ভিঃ। তত্র চেয়মাখ্যায়িকা —কশ্চিচ্ছ্রোত্রিয়ো বিপ্রঃ পূর্ব্বজন্মনি নিখিলং বৈদিককর্ম্মাকরোৎ, কেবলং পৌরাণিকং বৈশাখীকৃত্যমপ্যেকং ন চকার, তেন সর্ব্বং তস্য বৈদিকং কর্ম্ম বিফলমভূৎ, প্রত্যুত ভগবৎপ্রিয়বৈশাখানাদরেণ প্রেতত্বং জাতমিতি। তত্র চ ধনশর্ম্মণো বিপ্রস্য পথি দৃষ্টৈস্তদাদিপ্রেতৈঃ সহ সংবাদে তত্তন্নামকারণনির্ব্বাচনে নিজনামকারণং নির্ব্বক্তি ময়েতি দ্বাভ্যাং। স্নানাদিরূপস্বকৃতৈঃ। তত্র ক্রিয়া শ্রাদ্ধাদি ॥ ১৬০ ॥ গর্ব্বতঃ বৈদিকত্বাভিমানাৎ ॥ অয়মেব বৈশাখ্যপরিপালনে হেতুঃ ॥ ১৬১ ॥ বৈ নিশ্চিতং। স শাখী বৃক্ষো ভবেৎ ॥ ১৬২ ॥

মাসীতে জলদান ও গোদান করেন, তিনি বিশেষ প্রকারে ব্রহ্মাদি ত্রিদেবমধ্যে চতুর্থ বলিয়া গণ্য অর্থাৎ তাঁহার সারূপ্যাদি লাভ হয়, সুতরাং নিরন্তর ভগবানের সন্নিহিত থাকেন। ১৫৯। উক্ত স্থলেই ধনশর্ম্মার প্রতি প্রেতোক্তি আছে যে, স্নান, দান, অর্চ্চনা বা পুণ্য দ্বারা একটীমাত্রও পূর্ণফলপ্রদা বৈশাখী পূর্ণিমা পালন করি নাই। ১৬০। সেই হেতু মৎকৃত বৈদিক কার্য্য-সকল বিফল হইয়াছে এবং অহঙ্কারবশে আমাকে বৈশাখনামক প্রেত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। উক্ত স্থানে আরও লিখিত আছে, আমি বৈশাখ মাসে পাপরূপ কাষ্ঠের দাবানল-স্বরূপা ও তমোদ্রুমের কুঠার-স্বরূপিণী বৈশাখী পূর্ণিমার একটীমাত্রও বিধানে পালন করি নাই। ১৬১। বৈশাখী পৌর্ণমাসী যে ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্রতবর্জ্জিত হয়, সে তরুরূপে জন্মলাভ করে এবং তদনন্তর তাহাকে দশজন্ম তির্য্যক্‌যোনিতে দেহ ধারণ করিতে হয়। ১৬২।

অতঃপর সমস্ত বৈশাখ-কৃত্যে অক্ষমের প্রতি ব্যবস্থা কথিত হইতেছে। উক্ত স্থলেই যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে লিখিত আছে, কি নর কি নারী, যে কেহ হউক না, যাবতীয় নিয়ম পালনে সক্ষম না হইলে বৈশাখী শুক্লা ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পৌর্ণমাসী এই তিন দিনে বিধানে পূর্ব্বকথিত নিয়মবান্ হইয়া নিজ শক্ত্যনুসারে প্রভাতে স্নান করিলে পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া

পূর্ব্বোক্ত-নিয়মৈর্যুক্তঃ প্রাতঃ স্নাত্বা স্বশক্তিতঃ। বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বর্গমক্ষয়মশ্নুতে॥
বৈশাখ্যামপ্যশক্ত্যা বা ভোজয়েদ্‌ব্রাহ্মণান্ দশ॥ ইতি॥ ১৬৩॥
ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিবিলাসে
ষাণ্মাসিকো নাম চতুর্দ্দশবিলাসঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশ-বিলাসঃ।

যস্মাজ্জলবিহারাদি-মহোৎসবপরম্পরা। সিধ্যেদ্দীনতরস্যাপি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥ ১॥

অথ জ্যৈষ্ঠকৃত্যম্।

আরভ্য রাকাং বৈশাখীং জ্যৈষ্ঠীং যাবন্মহোৎসবম্। কুর্য্যাৎ সংপূজয়ন্নিত্যং কৃষ্ণং জলবিহারিণম্॥
তত্রৌষ্ণ্যতারতম্যাদ্ধি কৃষ্ণং তোয়স্থমাচরেৎ। বৈশাখেঽপি তথাষাঢ়ে শ্রাবণেঽপ্যন্ত্র বর্জ্জিতে॥২

অক্ষয়ং স্বর্গং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ॥ ১৬৩॥

ইতি চতুর্দ্দশো বিলাসঃ॥ ১৪॥

এবামাগ্রহায়ণিকাদিবৈশাখান্তমাসষট্‌কস্য কৃত্যং লিখিত্বেদানীং জ্যৈষ্ঠাদীনাং লিখন্ ভগবতঃ প্রভাববিশেষং দর্শয়ন্ তং শরণং যাতি যস্মাদিতি। আদিশব্দেন ক্ষীরাব্ধিমহোৎসব জন্মমহোৎসবপার্শ্বপরিবর্ত্তনমহোৎসববিজয়োৎসবাদি। এবং মহোৎসবানাং পরম্পরা শ্রেণী। এবমশক্তস্যাপি মম তল্লিখনে তৎসবস্তৎপ্রভাবেন সেৎস্যতীতি ভাবঃ॥ ১॥

তত্র জলবিহারমহোৎসবে। ঔষ্ণ্যস্য তাপস্য তারতম্যং ন্যূনাধিকত্বং তস্মাৎ। ন্যূনপক্ষে পঞ্চমী, তদ্বিচার্য্যৈবেত্যর্থঃ। অতো বৈশাখেঽপ্যৌষ্ণ্যাতিশয়ে সতি কুর্য্যাৎ। কদাচিৎ কুত্রাপি জ্যৈষ্ঠেঽতিশীতানুবৃত্তৌ ন কুর্য্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ। অতএব গারুড়ে।—কচিজ্জ্যৈষ্ঠে ইতি কচিদ্‌গ্রীষ্ম ইতি কচিৎ কুর্কটরাশিগতে সূর্য্য ইতি কচিচ্চ মাসে মাধবসংজ্ঞক ইতি বিকল্পো দর্শিতঃ। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। শীতাভাবেঽপি মেঘাগমদিনে ন কুর্য্যাদিতি লিখতি অভ্রেতি। ঘনাগম ইত্যগ্রতো লেখ্যবচনাৎ॥ ১॥ অর্কাংশুতঃ উত্তাপে ঘর্ম্ম প্রাচুর্য্যে জাতে মধ্যাহ্নসময়ে ইত্যর্থঃ। পাত্রে তাম্রাদি-

---

অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারে। বৈশাখী পূর্ণিমায় অক্ষম হইলে দশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। ১৬৩। ইতি ষাণ্মাসিক নামক চতুর্দ্দশ বিলাস সমাপ্ত।

যাঁহার প্রসাদে দীনজনেরও সলিল-বিহারাদি মহোৎসব সকল সিদ্ধ হয়, সেই চৈতন্যদেবের শরণ গ্রহণ করি। ১।

অতঃপর জ্যৈষ্ঠকৃত্য বর্ণিত হইতেছে।—বৈশাখী পৌর্ণমাসী হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা যাবৎ প্রত্যহ সলিলবিহারী হরির অর্চনা পূর্ব্বক মহোৎসব সম্পাদন করিবে। তৎকালে উষ্ণতার ন্যূনাধিক্য নিবন্ধন হরিকে সলিলে স্থাপন করিতে হয়। বৈশাখ, আষাঢ় বা শ্রাবণ-

অথ জলে ভগবৎপূজাবিধি।

উত্তাপেঽর্কাংশুতো জাতে শীতলেন সুগন্ধিনা। জলেন পূরিতে পাত্রে শ্রীকৃষ্ণমুপবেশয়েৎ॥ ৩॥
নিত্যার্চ্চাবিধিনাভ্যর্চ্চ্য সায়ং সন্ধ্যামুপাস্য চ। দেবং সিংহাসনে নীত্বা গন্ধাদিভিরথার্চ্চয়েৎ॥ ৪॥

নীরাজ্য দেবং সর্ব্বেভ্যো দত্ত্বা তীর্থং ভজেৎ স্বয়ং।
দ্বাদশ্যান্তু বিশেষেণ রাত্রৌ তোয়স্থমর্চ্চয়েৎ॥ ৫॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্।

গারুড়ে।—

স্বর্ণপাত্রেঽথবা রৌপ্যে তাম্রে বা মৃন্ময়েঽপি বা। তোয়স্থং যোঽর্চ্চয়েদ্দেবং শালগ্রামসমুদ্ভবম্।
চক্রাঙ্কিতং বা ভূপাল নিবৃত্তে মধুমাধবে। প্রতিমাসং মহাভাগ তস্য পুণ্যমনন্তকম্॥
যাবদ্ধরাধরো লোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। তাবত্তস্য কুলে কশ্চিন্ন ভবেদ্ভূপ নারকী॥
তস্মাজ্জ্যৈষ্ঠে সদা ভূপ তোয়স্থং পূজয়েদ্ধরিম্। বীততাপো নরস্তিষ্ঠেদ্যাবদাহূতসংপ্লবম্।
কৃতৈঃ সুশীতলৈস্তোয়ৈস্তুলসীদলবাসিতৈঃ॥ ৬॥

নির্ম্মিতশ্রীমূর্ত্তি-নিবেশনযোগ্যভাজনে॥৩॥ নিত্যার্চ্চায়া নিত্যং ক্রিয়মাণপূজয়া বিধির্যঃ প্রকারস্তেন ॥৪॥তীর্থং শ্রীচরণোদকং সর্ব্ববৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য দত্ত্বা স্বয়ং ভজেৎ প্রাশ্নীয়াৎ। দ্বাদশীরাত্রৌ চাবশ্যং জলশায়ী ভগবান্ পূজনীয় ইতি লিখতি দ্বাদশ্যামিতি। দ্বাদশ্যান্তু বিশেষণেত্যাদিগারুড়োক্তেঃ। তচ্চাগ্রে সমগ্রং ব্যক্তং ভাবি॥৫-৬॥শুচিরাষাঢ়ঃ শুক্রো জ্যৈষ্ঠঃ॥৭ তে নরা ভুবি দেবতাঃ পরমপূজ্যা

মাসে মেঘরহিত সময়ে হরিকে জলস্থ করিয়া রাখিবে, কিন্তু শীতের উপলব্ধি হইলে আর তদ্‌ভাবে রাখিবে না। ২।

অনন্তর জলে ভগবৎ-পূজাবিধি ব্যক্ত হইতেছে।— যদি রবিতাপ বশতঃ গ্রীষ্মের আধিক্য বোধ হয়, তবে মধ্যাহ্নে সুবাসিত শীতল জলপূর্ণ পাত্রে হরিকে উপবেশন করাইয়া নিত্য-পূজাবিধানে অর্চ্চনা করিবে। পরে সন্ধ্যাকালে সায়ংসন্ধ্যা সম্পাদনান্তে প্রভুকে সিংহাসনে আনয়ন করত গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ৪। প্রভুর আরাত্রিক সম্পাদন পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে পাদামৃত দিয়া নিজেও পান করিতে হয়। দ্বাদশীর রজনীতে বিশেষ প্রকারে জলগত হরির অর্চ্চনা করিবে।৫।

অনন্তর সলিলস্থ হরির পূজনমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।— গরুড়-পুরাণে লিখিত আছে, কাঞ্চন-পাত্রে, রজতপাত্রে বা তাম্রপাত্রে অথবা মৃত্তিকাপাত্রে হরিকে বা শালগ্রামচক্রজ প্রভুকে জলস্থ করিয়া রাখিবে। হে রাজন্! হে মহাভাগ! মধু (চৈত্র) ও মাধব (বৈশাখ নিবৃত্ত হইলে অর্থাৎ যথাবিধানে স্থাপিত হইলে প্রতিমাসেই অনন্ত পুণ্য লাভ করা যায়। হে মহারাজ! যে সকল ব্যক্তি এই রূপে হরিকে সলিলস্থ করেন, ধরাতলে পর্ব্বত-সকলের ও চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতি যাবৎ তদীয় বংশের কাহাকেও নরকে গমন করিতে হয় না। অতএব হে মহারাজ! জ্যৈষ্ঠমাসে নিরন্তর সলিলগত প্রভুর অর্চ্চনা করিবে। যাঁহারা তুলসীদল দ্বারা সুরভীকৃত সুশীতল জল দ্বারা হরির পূজা করেন, তাঁহারা মহাপ্রলয় যাবৎ সন্তাপহীন হইয়া থাকেন। ৬। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে নানারূপ পুষ্প দ্বারা জলস্থ হরির পূজা করিলে যামী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হরিই

শুচিশুক্রগতে কালে যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি কেশবম্। জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ম্মুচ্যন্তে যমযাতনাৎ ॥
জলস্রষ্টা যতো বিষ্ণুর্জলশায়ী জলপিয়ঃ। তস্মাদ্‌গ্রীষ্মে বিশেষেণ জলস্থং পূজয়েদ্ধরিম্ ॥
নীরমধ্যস্থিতং কৃত্বা শালগ্রামসমুদ্ভবম্। যোঽভ্যর্চ্চয়েন্মহাভক্ত্যা স ভবেৎ কুলপাবনঃ ॥
কর্কিরাশিগতে সূর্য্যে মিথুনস্থে বিশেষতঃ। যেনার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা জলমধ্যে মহীপতে ॥ ৭ ॥
দ্বাদশ্যান্তু বিশেষেণ জলস্থং জলশায়িনম্। যোঽভ্যর্চ্চয়েৎ কৃতং তেন যজ্ঞকোটিশতম্ ভুবি ॥ ৮॥
পাত্রে গন্ধাদিকং কৃত্বা যঃ ক্ষিপেদ্‌গরুড়ধ্বজম্। দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্রাত্রৌ মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥
কিঞ্চ।—

ঘনাগমে প্রকুর্ব্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দ্দনম্।
যে নরা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবম্ ॥ ইতি ॥ ৯ ॥

তথৈবাত্যুষ্ণসময়ে কালিন্দ্যাদৌ বিশেষতঃ। সম্পাদয়েদ্ভগবতো জলক্রীড়ামহোৎসবম্ ॥ ১০ ॥

অথ নির্জ্জলৈকাদশী।

পাদ্মে।—

শ্রীভীমসেন উবাচ।

পিতামহ হ্যশক্তোঽহমুপবাসে করোমি কিম্। অতো বহুফলং ব্রূহি ব্রতমেকমপি প্রভো ॥১১ ॥

ইত্যর্থঃ। পাঠান্তরে কোটিযজ্ঞফলভাগী ইত্যর্থঃ।৮॥ ক্ষিপেৎ স্থাপয়েৎ ॥৯॥ ন কেবলং পাত্রান্তরে জলক্রীড়া কারয়িতব্যা,নদী-সরোবরাদাবপি যথাযোগং কারয়িতব্যেতি লিখতি তথৈবেতি। পূর্ব্ব-লিখিত-প্রকারেণ। অত্র চ শ্রীমূর্ত্তিবিশেষেণ জলক্রীড়া-বিধিবিশেষোঽবগন্তব্যঃ ॥ ১০ ॥ এবার্থে অপিশব্দঃ। একমেব ব্রতং ব্রূহি বহূনাং কিংবা দ্বয়োরপ্যশক্যত্বাৎ॥১১॥কদাচিদ্‌বৃষস্থে কদাচিন্মিথু-

---

সৃজন করিয়াছেন,তিনি জলোপরি শয়ান থাকেন এবং জলই তাঁহার প্রিয়; এই জন্য গ্রীষ্মকালে বিশেষ প্রকারে তাঁহাকে জলস্থ করিয়া পূজা করিতে হয়। ভক্তিমান্ হইয়া সলিলগত শালগ্রামোদ্ভব দেবের অর্চ্চনা করিলে সেই পূজক দ্বারা বংশ পবিত্র হয়। হে ভূপতে! যিনি ভক্তিমান্ হইয়া কর্কটস্থ ভাস্করে বা বিশেষরূপে মিথুনরাশিস্থ দিবাকরে জলস্থ হরির অর্চ্চনা করেন এবং যিনি দ্বাদশীতে বিশেষ প্রকারে সলিলগত সলিলশায়ী প্রভুর পূজা করেন,তৎকর্ত্তৃক ধরাধামে শতকোটি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিবে।৭-৮। দ্বাদশীর নিশাভাগে জলপাত্রে গন্ধাদি প্রদান করিয়া তাহাতে খগধ্বজ হরির অর্চ্চনা করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। আরও লিখিত আছে, হে রাজসত্তম! যাহারা মেঘাগমে হরিকে সলিলস্থ করে,তাহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয় সন্দেহ নাই।৯। অতি গ্রীষ্মের সময় ঐ প্রকারে বিশেষরূপে যমুনাদিতে প্রভুর জলবিহার সম্পাদন করিবে। ১০।

অনন্তর নির্জ্জল একাদশীর বিষয় কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে ভীমের উক্তি আছে, হে পিতামহ! আমি উপবাসী থাকিতে অসমর্থ,অতএব কি করি? হে প্রভো! বহু-ফলপ্রদ একটী-মাত্র ব্রত মৎসকাশে কীর্ত্তন করুন্। ১১। ব্যাস বলিলেন, বৃষরাশিস্থ বা মিথুনরাশিগত আদিত্যে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লা একাদশীতে জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যত্ন সহকারে উপবাসী থাকিবে

ব্যাস উ

বৃষস্থে মিথুনস্থেঽর্কে শুক্লা হ্যেকাদশী হি যা। জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জলবর্জ্জিতা ॥১২॥
স্নানে বাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ। উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ॥ ১৩॥
উদয়াদুদয়ং যাবদ্বর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ। স্বপ্রযত্নাদবাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলম্॥ ১৪॥
ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ। জলং সুবর্ণং দত্ত্বা তু দ্বিজাতিভ্যো যথাবিধি।
ভুঞ্জীত কৃতকৃত্যস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো বশী। এবং কৃতে তু যৎ পুণ্যং ভীমসেন শৃণুষ্ব তৎ।
সংবৎসরস্য যা মধ্যে একাদশ্যো ভবন্তি হি। তাসাং ফলমবাপ্নোতি পুত্র মে নাত্র সংশয়ঃ।
ইতি মাং কেশবঃ প্রাহ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥

কিঞ্চ।—ধনধান্যবহা পুণ্যা পুত্রভাগ্যসুখপ্রদা। উপোষিতা নরব্যাঘ্র ইতি সত্যং ব্রবীমি তে॥
যমদূতা মহাকায়াঃ করালাঃ কামরূপিণঃ। দণ্ডপাশধরা রৌদ্রা নোপসর্পন্তি তং নরম্॥
পীতাম্বরধরাঃ শঙ্খচক্রহস্তা মনোজবাঃ। অন্তকালে নয়ন্ত্যেনং বৈষ্ণবং বৈষ্ণবীং পুরীম্॥
কিঞ্চ।—তোয়স্য নিয়মং যস্তু কুরুতে বৈষ্ণবোত্তমঃ।
ফলং কোটিসুবর্ণস্য যামে যামে স পুণ্যভাক্॥
স্নানং দানং জপং হোমং দ্বাদশ্যাং কুরুতে নরঃ। তৎসর্ব্বঞ্চাক্ষয়ং প্রাপ্তমেতৎ কৃষ্ণস্য ভাষিতম্॥
কিঞ্চাপরেণ ধর্ম্মেণ নির্জ্জলৈকাদশীং নৃপ। উপোষ্য সম্যগ্বিধিনা বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ॥১৫॥

নস্থে চেত্যর্থঃ॥১২॥ স্নানাচমনয়োর্যদুদকং তদ্বিনেত্যর্থঃ॥১৩॥ উদয়াদ্রবেরুদয়মারভ্য। দ্বাদশেতি মহাদ্বাদশ্যোঽষ্টৌ শয়নী পার্শ্বপরিবর্ত্তিনী বোধনী চেতি তিস্রঃ ভৈমী চেতি ফলবিশেষাপেক্ষয়া। যদ্বা দ্বাদশমাসেষু যা দ্বাদশ্যস্তাসাং ফলম্॥১৪॥ বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। যত্নতো নিদাঘমধ্যে জলপানাদিবর্জ্জনাৎ॥১৫॥ কুলাতীতং সর্ব্বাংশতম্॥১৬॥ তদ্ব্রতস্য নিত্যতামাহ আত্মেতি।

।১২। স্নান আচমন ভিন্ন সকল কার্য্যে জল ত্যাগ করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য, নচেৎ ব্রত ভঙ্গ হইবে। ১৩। সযত্নে এক সূর্য্যোদয় হইতে অন্যোদয় পর্য্যন্ত জল ত্যাগ করিলে দ্বাদশ দ্বাদশীর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৪। তৎপরে কৃতকৃত্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দ্বাদশীর সুপ্রকাশিত প্রাতঃকালে স্নানান্তে দ্বিজাতিগণকে বিধানে জল ও স্বর্ণ অর্পণ পূর্ব্বক দ্বিজগণসহ আহার করিবেন। হে বৃকোদর! এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, তাহা অবধান কর। হে বৎস! শঙ্খচক্র-গদাপাণি হরি আমাকে কহিয়াছেন যে, সংবৎসরমধ্যে যতসংখ্য একাদশী আছে, (এইরূপ ব্রত দ্বারা) নিঃসন্দেহ তৎসমস্তের ফল লাভ করা যায়। আরও লিখিত আছে, হে নরসত্তম! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এই একাদশীতে উপবাসী থাকিলে ধন, ধান্য, পুণ্য, পুত্র, সৌভাগ্য ও সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি এই একাদশীতে উপবাসী থাকেন, বিশাল-দেহ, করাল, কামরূপী, দণ্ডপাশকর,ভীষণমূর্ত্তি শমনদূতগণ তৎসকাশে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না। পীতবসনধারী, শঙ্খচক্রপাণি,মনোগামী বিষ্ণুদূতেরা অন্তিমে সেই বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবী নগরীতে লইয়া গিয়া থাকেন। আরও লিখিত আছে, যে হরিভক্ত জলের নিয়ম করেন, প্রহরে প্রহরে সেই পুণ্যবানের কোটি স্বর্ণদানের ফললাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন

কিঞ্চ।—যৈঃ কৃতা ভীমসেনৈষা নির্জ্জলৈকাদশী শুভা।
স্বকুলং তারিতং সর্ব্বং কুলাতীতং তথা শতম্।
আত্মনা সহ তৈর্নীতং বাসুদেবস্য মন্দিরে॥ ১৬॥

কিঞ্চ।—
আত্মদ্রোহঃ কৃতস্তৈস্তু যৈরেষা ন হ্যুপোষিতা। পাপাত্মানো দুরাচারা দুষ্টাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥১৭॥

কিঞ্চ।—
যশ্চেমাং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা যশ্চাপি পরিকীর্ত্তয়েৎ।
উভৌ তৌ স্বর্গমাপ্নৌ হি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৮॥

অথ নির্জ্জলৈকাদশীব্রতবিধিঃ।

যথা প্রাগ্‌লিখিতং কৃত্বা সঙ্কল্পং নিয়মং ব্রতে। জলমাদায় গৃহ্লীয়ান্মন্ত্রেণানেন বৈষ্ণবঃ॥

তত্র নিয়মমন্ত্রঃ।

একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জ্জয়িষ্যামি বৈ জলম্। কেশবপ্রীণনার্থায় অত্যন্তদমনেন চ॥ইতি॥১৯॥

এতন্মাহাত্ম্যশ্রবণাদিফলমাহ যশ্চেতি॥১৮॥ এবমবশ্যকৃত্যত্বং লিখিত্বা ইদানীং ভবিষ্যোত্তরোক্ত্যনুসারেণ তস্য বিধিং লিখতি যথেত্যাদি নবভিঃ। যথা প্রাগ্লিখিতং পূর্ব্বমেকাদশীব্রতপ্রকরণে দশমীনিয়মাদিকং যল্লিখিতং তদনুসারেণ নিয়মং গৃহ্লীয়াৎ॥ ১৯॥

অহোরাত্রং অম্বু জলং বর্জ্জয়েৎ। তত্র চ স্নানাদাবাচমনে শ্রীচরণোদকগ্রহণে চ জলং ন বর্জ্জনীয়মিতি লিখতি বিনেতি। তত্র তত্র তৎপানাবশ্যকত্বাৎ। অন্যথা শুদ্ধিহানেঃ। নমু স্নানে চাচমনে চৈবেত্যুক্তং, ন চ পাদোদকমুদ্দিষ্টং, তত্র লিখতি অত্যন্তেতি। আচমনাদপ্যেতৎ

যে, দ্বাদশীতে স্নান, দান, জপ ও হোম করিলে তৎসমস্ত অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। হে ভূপ! অন্য ধর্ম্মাচরণে কি আবশ্যক, সম্যক্ বিধানে নির্জ্জলা একাদশীর উপবাস করিলেই বৈষ্ণব-পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। ১৫। আরও লিখিত আছে, হে বৃকোদর! যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই পবিত্র নির্জ্জলৈকাদশী-ব্রত সাধিত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা অতীত শতপুরুষ সহ স্বীয় কুল পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে এবং তাহারা ঐ সমস্ত পুরুষ সহ হরিপদে গমন করে। ১৬। যে সকল ব্যক্তি এই একাদশীতে উপবাসী না থাকে, তাহাদিগকে পাপী, দুরাচারবান্, দুষ্ট ও আত্মদ্রোহী বলিয়া জানিবে সন্দেহ নাই। ১৭। আরও লিখিত আছে, ভক্তিমান্ হইয়া এই একাদশী-মাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে সেই শ্রোতা ও কীর্ত্তয়িতা উভয়েই স্বর্গলাভ করে সন্দেহ নাই। ১৮।

অনন্তর নির্জ্জল একাদশীব্রতের বিধি বর্ণিত হইতেছে।—পূর্ব্বে একাদশীব্রত-নিয়ম-বর্ণন-প্রসঙ্গে দশমীনিয়মাদি যে যে বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই প্রণালীতে সকল্প পূর্ব্বক জলগ্রহণ করত (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র দ্বারা নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়।

নিয়মগ্রহণমন্ত্র।—"আমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া হরি প্রীত্যর্থ একাদশীতে উপবাস থাকিব, জল মাত্রও গ্রহণ করিব না।১৯। আচমনার্থ জলপান ও অতিবিশুদ্ধ চরণোদকপান ভিন্ন দিবা-

বর্জ্জয়েচ্চাম্বহোরাত্রং বিনা চাচমনার্থকম্। বিনা চ প্রাশনং পাদোদকস্যাত্যন্তপাবনম্ ॥২০॥
একাদশ্যাং নিশায়ান্তু নিত্যপূজাং বিধায় হি। হৈমীং ত্রৈবিক্রমীং মূর্ত্তিং স্নাপয়েৎ পয়আদিভিঃ॥
বস্ত্রাদিকং সমর্প্যাথাভ্যর্চ্চ্য গন্ধাদিভিশ্চ তাম্। প্রণম্য জাগরং কুর্য্যাৎ তদগ্রে নর্ত্তনাদিনা॥
প্রাতঃ-স্নানাদি নির্ব্বর্ত্ত্য তং ত্রিবিক্রমমর্চ্চয়েৎ ॥ ২১॥
শক্ত্যাম্বুকুম্ভান্ বিপ্রেভ্যো দদ্যাৎ গন্ধাদ্যলঙ্কৃতান্ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

দেবদেব হৃষীকেশ সংসারার্ণবতারক। জলকুম্ভপ্রদানেন যাস্যামি পরমাঙ্গতিম্॥ ইতি ॥২২॥
দদ্যাচ্চ কনকং ছত্রং বস্ত্রযুগ্মমুপানহৌ। জলপাত্রাণি দিব্যানি বিভবে সতি বৈষ্ণবঃ॥
শক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা পীত্বা ভ্রাতৃকরাজ্জলম্।
স্বয়ং বাপীয় মৌনী সন্ ভূঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ২৩॥

অথ আষাঢ়কৃত্যম্।

আষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যাং হরৌ শিশয়িষৌ সতি। বৈষ্ণবঃ পারণং কৃত্বা তপ্তমুদ্রাশ্চ ধারয়েৎ॥

পরমশুদ্ধিকরমিত্যর্থঃ। তন্নিত্যতা চাদৌ লিখিতৈবাস্তে॥ ২০॥ পয়-আদিভিঃ পঞ্চামৃতেন স্নাপয়েৎ॥ ২১॥ শক্ত্যেতি। যাবতো যাদৃশান্ দাতুং শক্নোতি, তাবতস্তাদৃশান্ দদ্যাদিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন পুষ্পবস্ত্রফলাদি॥ ২২॥ বিভবে সতি কনকাদীনি চ বিপ্রেভ্যো দদ্যাৎ॥ ২৩॥

আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যামিত্যত্র যদ্যপি ভবিষ্যপুরাণে।—আকাভাসিতপক্ষেষু মৈত্রশ্রবণরেবতী। আদিমধ্যাবসানেষু প্রস্বাপাবর্ত্তনোত্থিতি। অস্যার্থঃ।—আষাঢ়-ভাদ্র-কার্ত্তিকানাং সিতপক্ষেষু শুক্লদ্বাদশীষু অনুরাধাশ্রবণরেবতীনামাদিমধ্যান্ত্যপাদেষু শয়নপার্শ্বপরিবর্ত্তনোত্থানং ক্রমাস্তবতীতি। তথাপি পাদযোগাদ্যভাবেঽপি সতি দ্বাদশ্যামেব কুর্য্যাৎ। তথা চ স্কান্দে।—অন্যত্র পাদযোগেঽপি দ্বাদশ্যামেব কারয়েদিতি। বারাহে চ।—ন পাদনিয়মস্তত্র স্বাপে বা পরিবর্ত্তনে। পাদযোগো যদা ন স্যাদৃক্ষেণাপি তদা ভবেদিতি। কিঞ্চ।—দ্বাদশ্যাং সন্ধিসময়ে নক্ষত্রাণামসম্ভবে। আকাভাসিতপক্ষেষু শয়নাবর্ত্তনাদিকমিতি। অতএবোক্তং পুষ্করপুরাণে।—

রাত্রিমধ্যে অন্য জলপান পরিত্যাগ করিব।২০।" একাদশীর নিশাভাগে নিত্যপূজা সমাধা করিয়া দুগ্ধাদি দ্বারা জনার্দ্দনের স্বর্ণময়ী প্রতিমাকে স্নান করাইবে। তদনন্তর বসনাদি প্রদান করিয়া গন্ধাদি-যোগে পূজা ও প্রণাম করত প্রভুর সম্মুখে নৃত্যগীতাদি ও জাগরণ করিবে। পরে প্রভাতে প্রাতঃস্নানাদি নির্ব্বাহান্তে পুনরায় ত্রিবিক্রম দেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। ২১। সাধ্যানুসারে দ্বিজাতিবর্গকে গন্ধাদি দ্বারা সুশোভিত বারিপূর্ণ কুম্ভ অর্পণ করিবে।

উক্ত জলকুম্ভদানের মন্ত্র।—হে দেবদেব! হে হৃষীকেশ! হে ভবসাগরতারক! বারিকুম্ভার্পণ-প্রসাদে অত্যুত্তমা গতি লাভ করিব। ২২। যদি সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণ, ছত্র, বসনদ্বয়, পাদুকাযুগল ও উত্তম জলপাত্র প্রদান করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। পরে সাধ্যানুসারে দ্বিজাতিবর্গকে ভোজন করাইয়া ভ্রাতৃকরে জলপান বা নিজেই পান করত বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে বাগ্‌যত হইয়া আহার করিবে। ২৩।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈকান্তিভর্দ্ধয়ে। কুর্ব্বন্নাত্মার্পণং তপ্তমুদ্রাভির্দেহমঙ্কয়েৎ ॥২৪॥

অথ তপ্তমুদ্রাধারণম্।

বারাহে তপ্তমুদ্রা-প্রসঙ্গে।—

চক্রাদিধারণং পুংসাং পরং সম্বন্ধবেদনম্। পাতিব্রত্যনিমিত্তং হি বলয়াদিবিভূষণম্ ॥ইতি॥২৫॥

অথ তপ্তমুদ্রাধারণনিত্যতা।

বায়ুপুরাণে।—

অগ্নিনৈব তু সন্তপ্তং চক্রমাদায় বৈষ্ণবঃ। ধারয়েৎ সর্ব্ববর্ণানাং হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে ॥ ২৬ ॥

যস্য যস্য তু দেবস্য যন্নক্ষত্রং তিথিশ্চ যা। তস্য দেবস্য তস্মিংস্তু শয়নাবর্ত্তনাদিকমিতি। যচ্চোক্ত-মত্রিণা।—মিথুনস্থো যদা ভানুরমাবস্যাদ্বয়ং স্পৃশেৎ। দ্বিরাষাঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে ॥ ইতি। তচ্চ মলমাসাভিপ্রায়েণ, তথাপি দ্বিতীয়াষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যামেব শয়নমিতি সম্যগেব লিখিতম্ আষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যামিতি। এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনোত্থানয়োরপি জ্ঞেয়ম্। যচ্চোক্তং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে।—আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ। নক্তং দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতীতি, তচ্চ একাদশীদ্বাদশ্যোরভেদাভিপ্রায়েণ জ্ঞেয়ং লিখিতবচনজাতানুসারাৎ শিষ্টাচারদর্শনাচ্চ। এতচ্চ সর্ব্বমগ্রে প্রবোধনীপ্রকরণে বিস্তরতো ব্যক্তং ভাবি। শিশয়িষৌ শয়িতুমিচ্ছতি। পারণাং কুর্ব্বেতি প্রায়ো দ্বাদশ্যামেব পারণাপত্তেঃ। কদাচিৎ তস্যামুপবাসে চ তত্রৈব শয়নং তপ্তমুদ্রাধারণাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ং লিখিতবচনানুসারাৎ। তত্র চ সর্ব্বৈরেব বর্ণৈস্তপ্তমুদ্রা ধার্য্যেতি লিখতি ব্রাহ্মণ ইতি। একান্তিতা শিবলিঙ্গাঙ্কিতবৃষবচ্ছ্রীভগবদেকনিষ্ঠতা তস্যা ঋদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থম্। আত্মার্পণম্ আত্মনিবেদনরূপভক্তিপ্রকারবিশেষং কুর্ব্বন্ কর্ত্তুম্। ব্রাহ্মণস্যাপি তদ্ধারণমগ্রে সন্ত্যাগং ব্যক্তং ভাবি ॥ ২৪ ॥

তপ্তমুদ্রাধারণেন চৈকান্তিতাসিদ্ধিং শ্রীবরাহবচনেন প্রমাণয়তি চক্রাদীতি। পরং কেবলং সম্বন্ধবেদনং ভগবদীয়ত্বজ্ঞাপকম্। পাঠান্তরে পরস্য পরমেশ্বরস্য সম্বন্ধবেদনম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ পাতিব্রত্যেতি। বলয়াদিধারণেন সধবালক্ষণেনৈব পতিমত্তা জ্ঞাপ্যতে, তত্র চ সতীনাং প্রায়ঃ পতিসন্তোষার্থমেব ভূষণধারণং তদ্ভক্তিবিশেষোঽপ্যভিব্যক্ত এবেতি দিক্ ॥ ২৫ ॥

তত্রাদৌ ধারয়েদিত্যাদিবিধিবশান্নিত্যতাং লিখতি অগ্নিনৈবেতি দশভিঃ। সর্ব্ববর্ণানাং মধ্যে যো বৈষ্ণবঃ স ধারয়েৎ। বৈষ্ণবস্যৈব তদ্ধারণপ্রাধান্যাৎ। তথা চাগ্রে লেখ্যম্। বৈষ্ণবস্য

অতঃপর আষাঢ়কৃত্য —যখন ভগবান্ জনার্দ্দন আষাঢ়ী শুক্লা দ্বাদশীতে শয়নেচ্ছু হন, তখন তপ্তমুদ্রা ধারণ করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। একান্তিতাসিদ্ধির অভিলাষে জনার্দ্দনে আত্ম-সমর্পণার্থ তপ্তমুদ্রাদি দ্বারা দেহ সুশোভিত করা কি বিপ্র, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেরই কর্ত্তব্য। ২৪।

অনন্তর তপ্তমুদ্রাধারণ।—বরাহপুরাণে তপ্তমুদ্রাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, নারীজাতি যেমন পাতিব্রত্যচিহ্নের জন্য বলয়াদি অলঙ্কার ধারণ করে, সেইরূপ পুরুষজাতির চক্রাদি-ধারণও কেবলমাত্র সম্বন্ধ জ্ঞাপনের জন্য। ২৫।

ব্রহ্মাণ্ডে।—

কৃত্বা ধাতুময়ীং মুদ্রাং তাপয়িত্বা স্বকাং তনুম্। চক্রাদিচিহ্নিতাং ভূপ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো নরঃ॥

অথ চক্রনির্ম্মাণম্।

নারদীয়পঞ্চরাত্রে।—দ্বাদশারন্তু ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতম্।
হরেঃ সুদর্শনং তপ্তং ধারয়েত্তদ্বিচক্ষণঃ॥

অথ সৌপর্ণে চ ভগবদ্গরুড়সংবাদে তপ্তমুদ্রা-প্রকরণে।—

গরুত্মন্নবিশেষেণ সর্ব্ববর্ণেম্বয়ং বিধিঃ। বিপ্রো বা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথৈব চ॥ ২৭॥

পাদ্মে।—অগ্নিহোত্রং যথা নিত্যং বেদস্যাধ্যয়নং যথা। ব্রাহ্মণস্য তথৈবেদং তপ্তচক্রাদিধারণম্॥

কিঞ্চ তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবোমাসংবাদে।—

শঙ্খচক্রাঙ্কনং কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণো বাহুমূলয়োঃ। হুতাগ্নিনৈব সন্তপ্য সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে॥
চক্রংবা শঙ্খচক্রে বা তথা পঞ্চায়ুধানি বা। ধারয়িত্বৈব বিধিবদ্ব্রহ্মকর্ম্ম সমারভেৎ॥

কিঞ্চ তৎপ্রসঙ্গ এব।—

অধৃত্বা বিধিনা চক্রং ব্রাহ্মণঃ প্রাকৃতো ভবেৎ॥

কিঞ্চ।—ন তস্য কিঞ্চিদশ্নীয়াদপি কৃত্য-সহস্রিণঃ। সর্ব্ববেদবিদো বাপি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অধৃত্বা বিধিনা চক্রং ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভবেৎ॥ ২৮॥

সিদ্ধার্থমিত্যাদি। যদ্বা সর্ব্ববর্ণানাং যা হরিসালোক্যাদিসিদ্ধিস্তদর্থম্। তথাপি সর্ব্ববর্ণানাং তদ্ধারণমাম্নাতমেবেতি দিক্॥ ২৬॥

তত্র চ ব্রাহ্মণস্য গাত্রে দোষাদিদং ব্রাহ্মণেতরবর্ণবিষয়কমিতি ন শঙ্কনীয়ম্। সৌপর্ণাদৌ তস্যাপি স্পষ্টমুক্তত্বাদিতি লিখতি গরুত্মন্নিতি সপ্তভিঃ॥ ২৭॥ সর্ব্ববেদবিদপি॥২৮॥ শ্রৌতাদিকর্ম্মসিদ্ধয়ে॥

অতঃপর তপ্তমুদ্রাধারণের নিত্যতা কথিত হইতেছে। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, নিখিল বর্ণের মধ্যে যিনি বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত, শ্রীহরির সালোক্যসিদ্ধার্থ অগ্নিতপ্ত চক্র ধারণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। ২৬। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত আছে, হে ভূপ! বৈষ্ণবব্যক্তি ধাতুনির্ম্মিতা মুদ্রা বহ্নিতপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা নিজ দেহ চক্রাদি-চিহ্নে চিহ্নিত করিবে।

অনন্তর চক্রনির্ম্মাণ বিবৃত হইতেছে।—নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, দ্বাদশটী অর (প্রান্ত-দেশ), ছয়টি কোণ ও তিনটি বলয় থাকিলেই সেই চক্র জনার্দ্দনের সুদর্শন বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ চক্র বহ্নিতপ্ত করিয়া দেহে ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। গরুড়পুরাণে ভগবান্ ও গরুড়-সংবাদে তপ্তমুদ্রাপ্রকরণে ভগবানের উক্তিতে প্রকাশিত আছে, হে গরুড়! এইরূপ চক্রধারণবিধি ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের পক্ষেই বোদ্ধব্য অর্থাৎ কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেই ইহা ধারণ করিবে। ২৭। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, যেমন অগ্নিহোত্র ও বেদপাঠ নিত্য কর্ত্তব্য, তদ্রূপ এই তপ্তচক্রাদি ধারণও দ্বিজাতির পক্ষে নিত্য বিধেয়। উক্ত পুরাণের উত্তরখণ্ডে শিবোমা-সংবাদেও লিখিত আছে যে, পাতক বিদূরণার্থ হোমাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত করত বাহুদ্বয়ের মূলদেশে শঙ্খ চক্র ধারণ করা দ্বিজাতির কর্ত্তব্য। চক্র বা শঙ্খ-

কিঞ্চ।—তপ্তেনৈবাঙ্কনং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণস্য বিধানতঃ　শ্রৌতস্মার্ত্তাদিসিদ্ধ্যর্থং মন্ত্রসিদ্ধ্যৈ তথৈব চ॥
হরেঃ পূজাধিকারার্থং চক্রং ধার্য্যং বিধানতঃ। বৈষ্ণবত্বস্য সিদ্ধ্যর্থং ভক্তিসিদ্ধ্যৈ বিশেষতঃ॥২৯॥
কিঞ্চ।—উপবীতাদিবদ্ধার্য্যাঃ শঙ্খচক্রাদয়স্তথা। ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ॥ ৩০॥
শ্রুতয়শ্চ।—যো হ বৈ সুশ্লোকমৌলেধর্ম্মানমুতিষ্ঠমানোঽগ্নিনা চক্রং ধত্তে।
অগ্নির্ব্বৈ সহস্রারঃ সহস্রারো নেমির্নেমিনা তপ্ততনুঃ। সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতীতি॥৩১॥
চক্রং বিভর্ত্তি বপুষাভিতপ্তং, বলং দেবানামমৃতস্য বিষ্ণোঃ।
স এতি নাকং দুরিতং বিধূয়, বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ॥ ইতি॥ ৩২॥
ঋক্‌পরিশিষ্টে।—অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতেঽশ্নুতা সহ ইদ্বহন্তস্তৎ সমাসতেতি যজুঃ॥ ৩৩॥

২৯॥ ব্রাহ্মণস্য ধার্য্যা ভবন্তি তেন ধার্য্যা ইত্যর্থঃ। এবং বৈষ্ণবস্যেতি চ॥৩০॥ যঃ অগ্নিনা বিশিষ্টং চক্রং ধত্তে, স সাযুজ্যং নিত্যং সংযোগরূপাং সলোকতাং সালোক্যং প্রাপ্নোতি। তত্র চাগ্নিসম্বন্ধেন ন কোঽপি দোষোঽথ চ গুণ এবেতি দর্শয়ন্তোঽগ্নিতপ্তচক্রধারণপ্রকারমেবাহুঃ অগ্নিরিতি। সহস্রারঃ চক্রম্। অগ্নিঃ পাবনঃ। চক্রং পরমপাবনং তয়োশ্চাভিন্নত্বম্, অতো দোষাভাবো গুণশ্চাতিমহানিতি ভাবঃ। নন্বু চক্রৈকদেশেনৈব তন্মুদ্রাধারণং সত্যং, সোঽপি চক্রাদভিন্ন এবেত্যাহুঃ সহস্রারো নেমিঃ, চক্রান্তভাগোঽপি চক্রমেবেত্যর্থঃ॥৩১॥ দেবানাং বলং রক্ষকমিত্যর্থঃ। ন বিদ্যতে অকং দুঃখং যত্র তৎ পরমপদমিত্যর্থঃ॥ ৩২॥ অতপ্ততনুরিতি ক্বচিদ্দীর্ঘান্তপাঠোঽপি ততশ্চ ছান্দসঃ। অতপ্ততনুত্বাদেব আমঃ অপকঃ বালবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। অতস্তৎ অনির্ব্বচনীয়ং পদং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। ইৎ ইতি। বহন্তঃ তপ্তমুদ্রাং ধারয়ন্তঃ। তৎ পরমং পদম্। অশ্নুতা সহেতি

চক্র কিংবা পঞ্চবিধ অস্ত্রচিহ্ন যথাবিধানে ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মকর্ম্মে (বৈদিক ক্রিয়ায়) প্রবৃত্ত হইতে হয়। উক্ত প্রসঙ্গে আরও লিখিত আছে, বিধানে চক্র ধারণ না করিলে সেই ব্রাহ্মণকে প্রাকৃত (হীনজনবৎ) জানিবে। আরও লিখিত আছে, তিনি সহস্র সহস্র ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করা উচিত নহে। বিধানে চক্র ধারণ না করিলে সর্ব্ববেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণকেও পতিত হইতে হয়।২৮। আরও লিখিত আছে, শ্রুতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত ক্রিয়াসিদ্ধির জন্য, মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থ, কৃষ্ণার্চ্চনায় অধিকারলাভের আশায় বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধির জন্য, বিশেষতঃ ভক্তিসিদ্ধ্যর্থ বিধানে চক্র ধারণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।২৯। যেমন যজ্ঞোপবীত সতত ধারণ করিতে হয়, তদ্রূপ নিরন্তর শঙ্খচক্রাদি ধারণ করাও ব্রাহ্মণও বৈষ্ণবের পক্ষে বিধেয়।৩০। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, যে ব্যক্তি সুশ্লোকমৌলি ভগবানের ধর্ম্মসমূহ যাজনে সমুদ্যত, বহ্নিতপ্ত চক্রধারণ করা তাঁহার পক্ষে বিধেয়। বহ্নিই চক্র, চক্রের প্রান্তদেশকে নেমি কহে। ঐ নেমি দ্বারা শরীর সন্তপ্ত করিলে সালোক্য মুক্তি লাভ হয়। অমৃতস্বরূপ হরির চক্র সুরবর্গের রক্ষকস্বরূপ; বহ্নিতপ্ত করিয়া সেই চক্র শরীরে ধারণ করিলে নিখিল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যেখানে নিষ্কাম যতিগণ অবস্থিতি করেন, সেই সর্ব্বদুঃখহীন পরমস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়।৩২। ঋক্‌পরিশিষ্টে লিখিত আছে, যাহার দেহে তপ্তমুদ্রা ধৃত না হয়, তাহাকে অপকবুদ্ধি (শিশুমতি) বলিয়া জানিবে; কিন্তু যে ব্যক্তি উহা ধারণ করেন, হরির পরম পদে তাঁহার

ঋগ্বেদীয়াশ্বলায়নশাখায়াঞ্চ।—

প্রতদ্বিষ্ণোরব্জচক্রে স্থতপ্তে, জন্মাম্ভোধিং বর্ত্ততে চর্ষণীন্দ্রাঃ।

মূলে বাহ্বোর্দ্দধতেঽন্যে পুরাণা, লিঙ্গান্যন্যে তপ্তায়ুধান্যর্পয়ন্তি॥ ইতি॥ ৩৪॥

ছন্দোগপরিশিষ্টে।—

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিস্তজেৎ।

স্থশ্লোকমৌলের্ধর্ম্মাণ্যঙ্গেষগ্নিনা ধত্তে॥ ইতি শাতাতপী শ্রুতিঃ॥ ৩৫॥

অথর্ব্বপরিশিষ্টে তপ্তচক্রাদিপ্রকরণে।—

দেবাসো যত্র বিততেন বাহুনা, সুদর্শনেন প্রয়তাঃ স্বর্গমায়ন্।

যেনাঙ্কিতা মনবো লোকসৃষ্টিম্, বিতন্বতে ব্রাহ্মণাস্তদ্বহন্তি॥ ইতি॥ ৩৬॥

পাদ্মে শ্রীশিবেন তপ্তমুদ্রাপ্রসঙ্গে।—

বিষ্ণুচক্রাঙ্কিতং বিপ্রং পূজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মণি। বিষ্ণুচক্রবিহীনন্তু প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩৭॥

ছান্দসম্। অশ্নুবানাঃ সম্যক্ আসত সুখং বর্ত্তন্তে স্ম। শং ইতি পৃথক্ পাঠে তৎ বিষ্ণু-চিহ্নং সুদর্শনং বহন্তঃ শং মঙ্গলং যথা স্যাত্তথা আসত। শৃতা সহ ইতি পাঠে ছান্দসমেব। শৃতাঃ পরিতপ্তাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥ প্রতস্য প্রকর্ষেণ প্রসিদ্ধস্য বিষ্ণোঃ। প্রতে ইতি পাঠে অব্জচক্র-বিশেষণম্। অর্থশ্চ তথৈব। যদ্বা প্রয়তে পবিত্রে ইত্যর্থঃ। জন্মাম্ভোধিং লক্ষ্যীকৃত্য যো বর্ত্ততে সংসারীত্যর্থঃ। যে চ চর্ষণীন্দ্রাঃ জীবন্মুক্তাঃ তে সর্ব্বে এব পুরাণাঃ পুরাতনাঃ বাহ্বোর্মূলে অব্জচক্রে দ্বে দধতে। অন্যে কেচিচ্চ লিঙ্গানি বিষ্ণোশ্চিহ্নানি আয়ুধানি গদাদীন্যপি সর্ব্বাণ্যেব অর্পয়ন্তি গাত্রেষু ধারয়ন্তীত্যর্থঃ॥ ৩৪॥ প্রেম্ণা ভজনলক্ষণমেবাহ স্থশ্লোকেতি। ধর্ম্মাণি চিহ্নানি চক্রাদীনি॥ ৩৫॥ দেবাস ইতি ছান্দসঃ। দেবাঃ সন্তঃ দীব্যন্তঃ সন্তো বেত্যর্থঃ। আয়ন্ আগতাঃ। তৎ সুদর্শনং॥ ৩৬॥ এবং বিবিধবচনসিদ্ধং নিত্যত্বং তদ্ধারণ-প্রাশস্ত্যাদিনা দ্রঢ়য়িত্বা ইদানীমকরণপ্রত্যবায়দ্বারা সাধয়তি বিষ্ণ্বিতি। সর্ব্বকর্ম্মণি শ্রাদ্ধাদৌ॥ ৩৭॥ অঙ্গ ভো নৃপতে।

স্থান লাভ হয়। ৩৩। ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখাতেও বর্ণিত আছে, যিনি জন্মরূপ সাগর লক্ষ্য করত সংস্থিত অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি সংসারী এবং যাঁহারা পুরাতন জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রথিত, তাঁহারা সকলেই বাহুমূলে হরির প্রথিত চক্র ধারণ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে হরির চিহ্ন-স্বরূপ অস্ত্র এবং গদাদি সপ্তচিহ্ন দেহে ধারণ করেন। ৩৪। ছন্দোগপরিশিষ্টে লিখিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, আত্মহিতার্থ প্রেমসহকারে হরি-আরাধনা করা পুরুষের কর্ত্তব্য। সুশ্লোক-মৌলি হরির চক্র প্রভৃতি চিহ্ন-সমূহ বহ্নিতপ্ত করত দেহে ধারণ করিতে হয়। ইহাই শাতাতপী শ্রুতি। ৩৫। অথর্ব্বপরিশিষ্টে তপ্তচক্রাদি-প্রকরণে লিখিত আছে, সুরগণ বিস্তৃত বাহু দ্বারা যে সুদর্শন-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া সুরপুরে সমাগত হইয়াছেন, মনুগণ যে চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া সৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন, দ্বিজাতিগণ সেই সুদর্শন দেহে ধারণ করিয়া থাকেন। ৩৬। পদ্মপুরাণে তপ্তমুদ্রাপ্রকরণে শিবোক্তি আছে যে, যে ব্রাহ্মণের দেহ হরিচক্রে চিহ্নিত, সকল কার্য্যেই তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয় অর্থাৎ কি শ্রাদ্ধ কি অন্যান্য সৎকর্ম্ম, সমস্ত কার্য্যেই উক্তরূপ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত

নারদীয়ে তপ্তমুদ্রাপ্রসঙ্গে।—

শ্রীকৃষ্ণচক্রাঙ্কবিহীনগাত্রঃ, শ্মশানতুল্যঃ পুরুষোঽথ নারী।
দৃষ্ট্বা নরস্তং নৃপতে সবাসাঃ, স্নাত্বা সমর্চ্চেদ্ধরিমগ্র সদ্যঃ॥ ইতি॥ ৩৮॥

বহ্ব্যশ্চ বেঙ্কটাচার্য্যপাদপ্রভৃতিভির্ব্বুধৈঃ। শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়োঽত্রাত্র বিখ্যাতা লিখিতাঃ পরাঃ॥ ৩৯॥

অথ তদনাদরদোষাঃ।

পাদ্মে।—

তপ্তচক্রাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা যে নিন্দন্তি নরাধমাঃ। অবলোক্য মুখং তেষামাদিত্যমবলোকয়েৎ॥ ৪০॥

অগ্নিপুরাণে চ দশরথহতপুত্রবিপ্রবিলাপে।—

শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিংবা প্রতিমায়াং হরের্ম্ময়া। কিং ময়া পথি দৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ।
তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসা নাদরঃ কৃতঃ। যেন কর্ম্ম-বিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশঃ॥ ৪১॥

অথ তপ্তমুদ্রাধারণমাহাত্ম্যম্।

সৌপর্ণে।—অশুচির্ব্বাপ্যনাচারঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। প্রতপ্তশঙ্খচক্রাভ্যামঙ্কিতঃ পঙ্‌ক্তিপাবনঃ॥

সদ্যঃ সবাসাঃ স্নাত্বা হরিং সম্যগর্চ্চয়েৎ॥৩৮॥ বেঙ্কটাচার্য্যপাদাঃ শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়িনো মুখ্যতমা-স্তদাদিভিঃ বুধৈঃ শ্রুতিস্মৃত্যভিজ্ঞৈঃ। অত্র তপ্তমুদ্রাধারণপ্রকরণে বহ্ব্যঃ বহুলাশ্চ পরা লিখিতাঃ। বিখ্যাতা ইতি প্রসিদ্ধতয়াত্র ন সংগৃহীতা ইতি ভাবঃ॥ ৩৯॥

এবমবশ্যকর্ত্তব্যত্বে সিদ্ধেঽপ্যজ্ঞানাৎ তন্নিন্দকাদীনাং দোষং দর্শয়ন্ নিত্যতামেব সাধয়তি তপ্তেত্যাদিত্রিভিঃ॥৪০॥ দশরথেন হতঃ পুত্রঃ শ্রবণনামা যস্য তস্য বিপ্রস্য বিলাপে। অত্রেয়মাখ্যায়িকা —শব্দবেধিনা রাজ্ঞা দশরথেন হস্তিবুদ্ধ্যা দূরাৎ বিদ্ধে শ্রবণে তদ্বচনাজ্জলকুম্ভ-মাদায়ান্ধয়োস্তৎপিত্রোরন্তিকং তূষ্ণীং গতে রাজ্ঞি হা শ্রবণ কথং বিলম্বিতঃ কথঞ্চ ন বদসীত্যাদি সকরুণং ভাষমাণে পিতরি দশরথোঽহং ত্বৎপুত্রহন্তেতি রাজ্ঞো বচনমাকর্ণ্য বিমুহ্য চিরাৎ সংজ্ঞাং লব্ধ্বা বিপ্রোঽসৌ বহু বিললাপেত্যাদি॥ ৪১॥

করিতে হয়। যে দ্বিজ হরিচক্রহীন, সযত্নে তাহাকে বর্জ্জন করিবে।৩৭। নারদপুরাণে তপ্তমুদ্রা-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, দেহে হরিচক্র ধৃত না হইলে কি নর কি নারী সকলেরই সেই দেহ শ্মশানসদৃশ। হে নৃপ! সেই ব্যক্তিকে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্র সহিত অবগাহন পূর্ব্বক হরিকে অর্চ্চনা করিতে হয়। ৩৮। বেঙ্কটচার্য্যাদি সুধীগণ এই তপ্তমুদ্রা-প্রকরণে অসংখ্য প্রথিত শ্রুতি স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই হেতু তাহা আর এখানে ব্যক্ত হইল না। ৩৯।

এই সকল বিষয়ে অনাদর করিলে যে দোষ ঘটে, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, যাহারা তপ্তচক্রে চিহ্নিত পুরুষকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিন্দা করে, সেই নরাধম-দিগের মুখ দেখিলে সূর্য্য দর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে। ৪০। অগ্নিপুরাণে দশরথ কর্ত্তৃক হতপুত্র দ্বিজের বিলাপে প্রকাশিত আছে যে, হায়! হয় ত আমি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে শিলাজ্ঞান করিয়াছিলাম কিংবা হরিচক্রে চিহ্নিত-বিগ্রহ কোন হরিভক্তকে পথে দেখিয়া চিত্তমধ্যে অনাদর করিয়াছিলাম, সেই কর্ম্মফলে আমাকে ঈদৃশ সুতশোকে কাতর হইতে হইল। ৪১।

অনন্তর তপ্তমুদ্রা-ধারণ-মহাত্ম্য।—গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, কি অপবিত্র, কি অসদাচারী,

বারাহে তপ্তমুদ্রাধারণপ্রসঙ্গে।—

ম্লেচ্ছদেশে শুভে বাপি চক্রাঙ্কো যত্র তিষ্ঠতি। যোজনানি তথা ত্রীণি মম ক্ষেত্রং বসুন্ধরে॥

ব্রহ্মাণ্ডে।—

আয়ুধৈর্বৈষ্ণবৈঃ সর্বৈস্তাপিতৈঃ স্বতনুং যদি। চিহ্নয়েদ্বৈষ্ণবো যস্ত স যাতি পরমাং গতিম্॥

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

অগ্নিতপ্তং পবিত্রঞ্চ ধৃত্বা বৈ বাহুমূলয়োঃ। ত্যক্ত্বা যমপুরং ঘোরং যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥৪২॥

হুতাগ্নিতপ্তচক্রেণ শরীরং যস্য চিহ্নিতম্। তেন তীর্থানি যজ্ঞাশ্চ লভ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ।

অগ্নিতপ্তেন চক্রেণ ব্রাহ্মণো বাহুমূলয়োঃ। অঙ্কয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং সংসারান্মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ॥

অগ্নিতপ্তেন চক্রেণ বাহুমূলেষু লাঞ্ছিতাঃ।
তে সর্বে পাপনির্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥ ৪৩॥

কিঞ্চ।—

অপ্রাকৃতমহাত্মানো বিষ্ণুচক্রেণ লাঞ্ছিতাঃ।
বিষ্ণুচক্রবিহীনাস্তু প্রাকৃতাঃ পতিতাঃ স্মৃতাঃ॥ ইতি॥ ৪৪॥

পবিত্রং চক্রং॥৪২॥ হুতেন কৃতহোমেনাগ্নিনা তপ্তং যচ্চক্রং তেন॥৪৩॥ অপ্রাকৃতা ইতি বিষ্ণু-চক্রচিহ্নধারিণঃ প্রাকৃতা অপি অপ্রাকৃতা মহাত্মানঃ এব। তদ্রহিতাস্তু অপ্রাকৃতা অপি প্রাকৃতাঃ পতিতা দুষ্টা এব স্মৃতা ইত্যর্থঃ॥ ৪৪॥ এবং সর্ব্বথা তপ্তমুদ্রাধারণং নিশ্চিত্য তদ্বিরুদ্ধবচনং যুক্ত্যা পরিহরতি ইত্থমিত লিখিত-প্রকারেণ। নিষেধবচনং তপ্তমুদ্রাধারণনিষেধবাক্যং স্মার্ত্ত-মুখশ্রূয়মাণং নির্মূলমেব। শ্রুতিস্মৃতপুরাণেতিহাসাদিপুরাতনগ্রন্থেষু কুত্রাপ্যবিদ্যমানত্বাৎ। নন্বু—

কি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যে কেহ হউক না,সন্তপ্ত শঙ্খচক্র দ্বারা চিহ্নিত হইলেই পঙ্‌ক্তিপাবন হইতে পারে। বরাহপুরাণে তপ্তমুদ্রাধারণ-প্রসঙ্গে ভগবানের উক্তি আছে, কি ম্লেচ্ছভূমি, কি অশুভ স্থান, যেখানেই হউক না কেন, হরিচক্রে চিহ্নিত ব্যক্তি যে স্থলে বাস করেন, হে পৃথিবি! সেখানে তিন যোজনপরিমিত স্থল মদীয় ক্ষেত্র জানিবে। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে লিখিত আছে, যে বৈষ্ণব সন্তপ্ত হরি-অস্ত্র সকল দ্বারা নিজ শরীর চিহ্নিত করেন,তিনি হরির পরম পদে গতি লাভ করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি বহ্নিতপ্ত পবিত্র হরি-অস্ত্র বাহুমূলদ্বয়ে ধারণ করেন, তাঁহারা ঘোর শমন-নগরী বর্জ্জন পূর্ব্বক হরির পরম পদে প্রস্থান করিয়া থাকেন। ৪২। যে ব্যক্তির দেহ হোমবহ্নি-সন্তপ্ত চক্র দ্বারা অঙ্কিত, নিঃসন্দেহ তাঁহার নিখিল তীর্থ ও যাবতীয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে দ্বিজ বহ্নিসন্তপ্ত চক্র দ্বারা বাহুমূল-দ্বয় চিহ্নিত করিয়া মন্ত্রজপ করেন, তিনি ভববন্ধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিভাগী হয়েন। যেসকল ব্যক্তি বহ্নিতপ্ত চক্র দ্বারা বাহুর মূলদেশ চিহ্নিত করেন, তাঁহারা নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হরির পরম পদে প্রস্থান করিয়া থাকেন। ৪৩। আরও লিখিত আছে, হরিচক্রে চিহ্নিত ব্যক্তিগণকে মহাত্মা ও অপ্রাকৃত বলিয়া জানিবে এবং হরিচক্ররহিত ব্যক্তিগণ প্রাকৃত ও পতিত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৪৪। তপ্তমুদ্রাধারণ সম্বন্ধে যে সমস্ত নিষিদ্ধ বচন দৃষ্ট হয়, তাহা

ইত্থং নিষেধবচনং নির্ম্মূলং সদনাদৃতম্। সমূলং যচ্চ তৎ সম্যগ্বিধ্যভাবাদিতৎপরম্ ॥ ৪৫ ॥

অথ তপ্তমুদ্রাধারণবিধিঃ।

তপ্তমুদ্রাধারণার্থমুপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ। কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য সংপূজ্য চক্রশঙ্খৌ তথা নমেৎ ॥ ৪৬ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

সুদর্শন নমস্তেঽস্তু পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥ ইতি ॥

অগ্নিমভ্যর্চ্চ্য মূলেন হুত্বা চাজ্যাহুতীঃ কৃতী। চক্রশঙ্খৌ গদাদীনি শস্ত্রাণ্যগ্নৌ প্রতাপয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

তত্তন্মন্ত্রৈরথাবাহ্য তান্যভ্যর্চ্চ্য প্রণম্য চ। গুরুং কৃষ্ণঞ্চ সংবন্দ্য ভক্ত্যা বিজ্ঞাপয়েদিদম্ ॥

উচ্ছিষ্টভোজনাদেব কিঙ্করঃ শরণাগতঃ। তপ্তচক্রদরাদীনি তবাঙ্কানীশ ধারয়ে ॥ ইতি ॥ ৪৮ ॥

অথ চক্রাদীনামাবাহনমন্ত্রাঃ।

ওঁ নমো ভগবতে সুদর্শনায় নির্ণাশিতসকলরিপুধ্বজায় ভগবন্নারায়ণকরাম্ভোরুহস্পর্শতুলিত য়।

এহ্যেহি ত্বং সহস্রার চক্ররাজ সুদর্শন। যজ্ঞভাগং প্রগৃহ্ণস্ব পূজাঞ্চৈব নমো নমঃ ॥

কুত্রাপি দৃশ্যতে ইতি চেত্তর্হি দুষ্টস্মার্ত্তবন্ধুকল্পিতমেবেত্যুপেক্ষণীয়মিতি লিখতি সদ্ভিরনাদৃতম্ উপেক্ষিতম্। পতিব্রতা যা ন করোতি যাবন্তং ব্যাধিযোনিং নিয়ং বিজহ্যাদবহুমন্তভাষিত্বাৎ। নহু, -বজ্রচক্রধরাদীনি নিজাঙ্গেষু দ্বিজোত্তম। নিত্যং সন্ধারয়িষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতাঃ কলাবিতি ব্রহ্মগীতায়াং প্রসিদ্ধং বচনং। অত্র লিখতি সমূলমিতি যচ্চ বচনং শাস্ত্রবিরুদ্ধং তৎ,সম্যক্ সমগ্রো যো বিধিঃ তপ্তমুদ্রাধারণপ্রকারস্তস্য অভাবো হানিঃ, আদিশব্দাদবৈষ্ণবাশ্চ, তত্তৎপরং তদ্বিষয়কং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ব্রহ্মসংহিতায়াং বজ্রসমভিব্যাহৃতত্বাৎ বজ্রেণ সহিতানাং চক্রাদীনাং ধারণং দূষিতং। এবমযথাবদ্ধারণবিষয়কমেব সমূলং নিষেধবচনং জ্ঞেয়ং। কুত্রাপি সমূলবচনে বিষয়ব্যবস্থাপি কল্প্যা, অশক্যায়ান্তু যদ্ব্যবস্থায়াং বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদনৈব ব্যবস্থা শ্রয়ণীয়া এবেতি দিক্ ॥৪৫॥

তথা তেনৈব প্রকারেণ চক্রশঙ্খৌ চ সংপূজ্য নমেৎ ॥ ৪৬ ॥

মূলেন নিজমন্ত্রেণ আজ্যাহুতীর্যথাশক্তি হুত্বা ॥ ৪৭ ॥ তানি চক্রাদীনি সংবন্দ্য প্রণম্য ॥৪৮॥

ভুজয়োঃ বাহুমূলয়োঃ। চক্রপূর্ব্বাণীতি প্রথমং চক্রং ধারয়েত্ততোঽন্যানি শঙ্খাদীনীত্যর্থঃ।

নির্মূল ও সাধুজনের অনাদরণীয়। ঐ সকল বচন সমূল হইলে তৎসমস্ত অবৈষ্ণব সম্বন্ধে জানিবে। ৪৫।

অনন্তর তপ্তমুদ্রা-ধারণ-বিধি।—তপ্ত-মুদ্রাধারণার্থ পঞ্চোপচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া শঙ্খচক্রের অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। ৪৬।

উক্ত বিষয়ের মন্ত্র।—হে সুদর্শন! তোমাকে নমস্কার। হে পাঞ্চজন্য! তোমাকে নমস্কার। কৃতী জন বহ্নির পূজা করিয়া আহুতি প্রদান পূর্ব্বক চক্র, শঙ্খ, গদা ইত্যাদি শস্ত্রসকল বহ্নি-সন্তপ্ত করিবে। ৪৭। যে অস্ত্রের যে মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই মন্ত্রে সেই অস্ত্রের আবাহন, অর্চ্চন ও প্রণতি করত গুরুদেবকে ও কৃষ্ণকে বন্দনা পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে ইহা নিবেদন করিবে যে, হে ঈশ! উচ্ছিষ্ট সেবন নিবন্ধন আমাকে ত্বদীয় ভৃত্য ও আশ্রিত জানিবে। ত্বদীয় তপ্ত চক্রের ও তপ্ত শঙ্খ প্রভৃতির চিহ্ন ধারণ করিতেছি। ৪৮।

ওঁ নমো ভগবতে পাঞ্চজন্যায় বিষ্ণুশঙ্খায়। গম্ভীরধীরধ্বন্যাকুলীকৃতকৌরববাহিনীনাথায়। ত্রিরেখাদক্ষিণাবর্ত্তায় ত্রিপ্রশস্তায়।

এহ্যেহি পাঞ্চজন্য ত্বং নারায়ণকরস্থিত। যজ্ঞভাগং প্রগৃহ্ণীষ্ব পূজাঞ্চৈব নমো নমঃ॥

ওঁ রং পং মং নং পাঞ্চজন্যায় নমঃ।

ওঁ ভগবতে খড়্গায় নন্দকায় ত্রৈলোক্যপাবিত্র্যায় সকলসুরাসুরসুন্দরীনেত্রোৎপলার্চ্চিতায়। এহ্যেহি খড়্গরত্ন ত্বং নন্দকাখ্য সুরার্চ্চিত। যজ্ঞভাগং প্রগৃহ্ণীষ্ব পূজাঞ্চৈব নমো নমঃ॥

ওঁ খড়্গায় নমঃ॥

ওঁ নমো ভগবত্যৈ কৌমোদক্যৈ গদায়ৈ দানবেন্দ্রনিসূদনায়ৈ ভগবদ্ভট্টারকবাসুদেবলালিতায়ৈ॥ এহ্যেহি ত্বং গদে দেবি কৌমোদক্যায়ুধেশ্বরি। যজ্ঞভাগং প্রগৃহ্ণীষ্ব পূজাঞ্চৈব নমো নমঃ॥ ওঁ রং খং চং ফং সং গদায়ৈ নমঃ॥ এবং পদ্মায় নমঃ। সশরায় শার্ঙ্গায় নমঃ॥ ইতি॥

অথ ধারণমন্ত্রঃ।

সুদর্শন মহাজ্বাল সূর্য্যকোটিসমপ্রভ। অজ্ঞানান্ধস্য মে নিত্যং বিষ্ণোর্মার্গং প্রদর্শয়॥

তথা।—পাঞ্চজন্য নিজধ্বানধ্বস্তপাতকসঞ্চয়। পাহি মাং পাপিনং ঘোরসংসারার্ণবপাতিনম্॥ ইতি॥

ইমমুচ্চারয়ন্মন্ত্রং দক্ষিণাদিক্রমেণ তু। ভুজয়োশ্চক্রপূর্ব্বাণি কৃষ্ণশস্ত্রাণি ধারয়েৎ॥ ৪৯॥

তত্র চ দক্ষিণাদিক্রমেণ স্থিতি। আদৌ দক্ষিণবাহুমূলে ততো বামবাহুমূলাদিম্বিত্যর্থঃ। তদ্বিশেষশ্চাগ্রে শ্রীবারাহবচনতো ব্যক্তো ভাবী॥ ৪৯॥ ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে অর্পয়ন্ তদীয়ত্বেন নিবেদয়ন্। তথা চৈকাদশস্কন্ধে।—দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্, যৎ পরস্মৈ নিবেদনমিতি।

চক্রপ্রভৃতির আবাহন মন্ত্র।—যিনি অখিল অরাতি নিপাতের ধ্বজ-স্বরূপ, ভগবানের কর-পদ্ম-স্পর্শে যিনি দুর্লালিত, সেই ভগবান্ সুদর্শনকে নমস্কার করি। হে সহস্রার! হে চক্রপতে! হে সুদর্শন! যজ্ঞীয় অংশ ও নিজ পূজা গ্রহণ কর, তোমাকে প্রণাম করি। যিনি গভীর নিনাদ দ্বারা কৌরবকুলের সেনাপতিগণকে ব্যাকুলিত করিয়াছেন, যিনি ত্রিরেখা-বিশিষ্ট দক্ষিণাবর্ত্ত, যাঁহার রেখাত্রয় প্রশস্ত, সেই বিষ্ণুশঙ্খ ভগবান্ পাঞ্চজন্যকে নমস্কার করি। হে পাঞ্চজন্য! তুমি শ্রীবিষ্ণুর করে অধিষ্ঠান কর, তুমি যজ্ঞীয় অংশ ও পূজা গ্রহণ কর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ওঁ রং পং মং নং পাঞ্চজন্যায় নমঃ। যিনি ত্রিভুবনের পবিত্রতা বিধান করেন, যিনি অখিল দেবতা ও অসুরনারীগণের নয়নকমল দ্বারা পূজিত, সেই নন্দকনামা ভগবান্ খড়্গকে নমস্কার। হে নন্দকাখ্য! হে সুরগণ-পূজিত! তুমি যজ্ঞীয় অংশ ও পূজা গ্রহণ কর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ওঁ খড়্গায় নমঃ। যিনি দানবগণের বধ সাধন করেন, যিনি ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক লালিত, সেই ভগবতী কৌমোদকী গদাকে নমস্কার। হে দেবি! হে কৌমোদকি! হে আয়ুধেশ্বরি! তুমি যজ্ঞীয় অংশ ও পূজা গ্রহণ কর, তোমাকে পুনঃ নমস্কার করি। ওঁ রং খং চং ফং সং গদায়ৈ নমঃ। এই প্রকার পদ্মায় নমঃ, সশরায় শার্ঙ্গায় নমঃ ইত্যাদি রূপে আবাহন করিবে।

অতঃপর ধারণমন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে সুদর্শন! হে মহজ্জ্বিথ! হে সূর্য্যকোটিসন্নিভ!

কলত্রাদি-পরীবারান্ নিজান্ সর্ব্বাংশ্চ বৈষ্ণবঃ। ভগবত্যর্পয়ন্ তপ্তমুদ্রাভিস্তাভিরঙ্কয়েৎ ॥ ৫০॥
তথা চ বারাহে।—

অঙ্কয়েত্তপ্তচক্রাদ্যৈরাত্মনো বাহুমূলয়োঃ। কলত্রাপত্যভৃত্যেষু পশ্বাদিষু চ সম্পদি ॥
কিঞ্চ।—আয়সং বিধিবৎ কৃত্বা পঞ্চায়ুধবিধানতঃ। তত্তন্মন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠাপ্য পৃথক্ পৃথক্ ॥৫১॥
ললাটে চ গদা ধার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপং শরস্তথা। নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খচক্রে ভুজদ্বয়ে ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ।—
দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনম্। সব্যে চ শঙ্খং বিভৃয়াদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥৫৩॥

অথ চক্রাদিপ্রতিকৃতিদ্রব্যম্।

নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রে।—
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যমায়সমেব বা। চক্রং কৃত্বা তু মেধাবী ধারয়েত বিচক্ষণঃ ॥ইতি॥
এবমেব প্রবোধন্যাং দ্বাদশ্যাং ভগবৎপরৈঃ। তপ্তমুদ্রা ধ্রুবং ধার্য্যা দ্বারকায়াং বিশেষতঃ ॥ ৫৪ ॥

তত্র দারাদ্যর্পণঞ্চ যথাযথমূহ্যং। তাভিঃ পূজিতচক্রাদিরূপাভিঃ ॥৫০॥ আয়সং লোহময়ঞ্চক্রাদীতি শেষঃ। অয় উপলক্ষণং সৌবর্ণাদ্যপি তচ্চাগ্রে ব ক্তং ভাবি। পঞ্চায়ুধানাং বিধানং নির্ম্মাণং ধারণ-প্রকারো বা তেন ॥ ৫১ ॥ চাপশরৌ মূর্দ্ধ্ন্যেকত্রৈব ধার্য্যাবিতি, তয়োঃ সহচারিত্বৈনৈক্যাৎ পঞ্চায়ুধানি জ্ঞেয়ানি ॥ ৫২ ॥ ভুজদ্বয়ে শঙ্খচক্রে ধার্য্যে ইত্যুক্তং। তদেব বিবিচ্যাহ দক্ষিণে ত্বিতি ॥ ৫৩ ॥ দ্বারকায়াং ইতি তস্যাং চক্রতীর্থে চক্রপ্রভাববিশেষেণাস্যতত্তমুদ্রাধারণ-মাহাত্ম্যবিশেষাৎ ॥ ৫৪ ॥ ততস্তপ্তমুদ্রাধারণানন্তরং বৈষ্ণবৈঃ সমং নরযানেন শিবিকাদিনা

আমি অজ্ঞান তিমিরে অন্ধীভূত হইয়া রহিয়াছি, আমাকে নিত্য হরির পথ দর্শন করাও। হে পাঞ্চজন্য! তুমি স্বকীয় নিনাদ দ্বারা পাপরাশি বিনাশ করিতেছ, আমি পাতকী, ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ কর। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণাদিক্রমে ভুজযুগলে চক্রাদি কৃষ্ণায়ুধসমূহ ধারণ করিবে। ৪৯। বৈষ্ণব জন ভার্য্যাদি স্বকীয় পরিবারবর্গকে ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক তপ্তমুদ্রা-সকল দ্বারা তাহাদিগকে চিহ্নিত করিবেন। ৫০। এই বিষয়ে বরাহপুরাণে লিখিত আছে, সন্তপ্ত চক্রাদি দ্বারা স্বীয় বাহুযুগলের মূলদেশ চিহ্নিত করিবে এবং বিভব সত্বে ভার্য্যা, তনয় ও পশু-সমুদয়কেও চক্র প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত করিবে। আরও লিখিত আছে, মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি পঞ্চায়ুধ নির্ম্মাণের (অথবা ধারণের) প্রণালী অনুসারে যথাবিধি লৌহময় চক্রাদি প্রস্তুত করত সেই সেই মন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ভালতটে গদা, শিরঃপ্রদেশে ধনুঃশর, হৃদয়ে নন্দকনামা খড়্গ ও ভুজ-যুগলে শঙ্খচক্র ধারণ করিবে। ৫১-৫২। আরও লিখিত আছে, বেদবিদ্গণ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে, দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শন ও বাম ভুজে শঙ্খ ধারণ করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ৫৩।

অনন্তর চক্র প্রভৃতির প্রতিকৃতি-দ্রব্য বিবৃত হইতেছে।—নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য বা লৌহময় চক্র প্রস্তুত করিয়া ধারণ করাই সুবুদ্ধিমান্ মেধাবীর কর্ত্তব্য। ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি প্রবোধনীতে (উত্থানদ্বাদশীতে) বিশেষতঃ দ্বারকাধামে তপ্তমুদ্রা ধারণ করিবেন। ৫৪।

অথ শয়নীক্ষীরাব্ধিমহোৎসবঃ।

ততো নীরাজ্য কৃষ্ণস্তু নরযানেন বৈষ্ণবঃ। সমং গীতাদিঘোষেণ নয়েৎ পুণ্যং জলাশয়ম্ ॥ ৫৫॥
অথ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা যানাদুত্তার্য্য চ প্রভুম্। সংপ্রার্থ্য হস্তং দত্ত্বা চ তীরে সমুপবেশয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচান্তঃ কৃত্বা সঙ্কল্পমাত্মনি। দেবে চ ন্যাসমাচর্য্য স্নাপয়েত্তং যথাবিধি ॥ ৫৭ ॥
সংপ্রার্থ্য জলমধ্যে তং দেবং সংস্নাপয়েৎ সুখম্। গন্ধপুষ্পাদিভিশ্চাথ মহাপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৫৮॥

অথ তত্র স্নাপনমন্ত্রঃ।

শেষে পর্য্যঙ্কবর্য্যেঽস্মিন্ ফণামণিগণামলে। শ্বেতদ্বীপান্তরে দেব কুরু নিদ্রাং নমোঽস্তুতে ॥

অথ প্রার্থনামন্ত্রঃ।

সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্। বিবুদ্ধে তু বিবুধ্যেত প্রসন্নো মে ভবাচ্যুত ॥ ইতি॥
ইত্যাশাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতী। চতুর্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥

অথ তত্রোপক্রমকালঃ।

সনৎকুমারেণ।—
একাদশ্যান্তু গৃহ্নীয়াৎ সংক্রান্তৌ কর্কটস্য তু। আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্মাস্যোদিতং ব্রতম্॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবিধি।
ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্ব্বিঘ্নং কুরু মেঽচ্যুত ॥ ইতি ॥ ৫৯ ॥

জলাশয়ং সরোবরাদিকং নয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ সংপ্রার্থ্য সুখসাবধানপাদন্যাসমাশাস্য ॥ ৫৬ ॥ শয়নপূজা-সঙ্কল্পং কৃত্বা আত্মনি দেবে ন্যাসং কৃত্বা। যথাবিধি ইত্যস্য সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গঃ। ততশ্চ সঙ্কল্পাদিপ্রকারো যথাযোগ্যং যথাপূর্ব্বলিখিতং চোহ্যং ॥ ৫৭ ॥ সংপ্রার্থ্য জয় জয় মহাবিষ্ণো বিশ্বমনুগৃহাণেত্যভ্যর্থ্য ॥ ৫৮ ॥

চতুর্মাসেষু কর্ত্তব্যো যো নিয়মো ব্রতং তৎ ভগবদগ্রে গৃহ্নীয়াৎ স্বীকুর্য্যাৎ। ননু বৈষ্ণবস্য চাতুর্মাস্যনিয়মগ্রহণেন কিং তত্র লিখতি কৃষ্ণেতি। তদনুষ্ঠানেনাকরণপ্রত্যবায়াপগমাদগুণ-বিশেষাপাদনাচ্চ ভক্তিবিশেষঃ সম্পদ্যেতেতি দিক্ ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর শয়নী-ক্ষীরাব্ধি মহোৎসব বিবৃত হইতেছে।—তৎপরে শ্রীহরিকে আরাত্রিক করত শিবিকারূঢ় করিয়া গীতবাদ্য সহকারে পবিত্র সরোবরতীরে লইয়া যাইবে। ৫৫। তৎপরে কুসুমাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শিবিকা হইতে অবতারণ করাইয়া প্রার্থনা করত অঙ্গে হস্ত দিয়া জলাশয়-তটে বসাইবে। ৫৬। অনন্তর করচরণ-প্রক্ষালনান্তে আচমন ও সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গে ও দেবতাঙ্গে ন্যাস করিয়া বিধানে প্রভুকে স্নান করাইবে। ৫৭। তৎপরে "হে মহাবিষ্ণো! আপনার জয় হউক, জগতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন" এই বাক্যে সম্যক্ বিধানে প্রার্থনা পূর্ব্বক প্রভুকে সলিলাভ্যন্তরে সুখে স্নান করাইয়া গন্ধ-পুষ্পাদি-যোগে মহাপূজা করিতে হইবে। ৫৮।

তন্মধ্যে স্নাপনমন্ত্র কথিত হইতেছে।—হে দেব! আপনি শ্বেতদ্বীপাভ্যন্তরে ফণামণি-বিরাজিত অনন্তরূপ এই পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত হউন, আপনাকে নমস্কার।

অথ চাতুর্ম্মাস্যনিয়মাবশ্যকতা।

ভবিষ্যে।—

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতংবা জপ্যমেব বা। চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ ৬০

অথ চাতুর্ম্মাস্যনিয়মাঃ।

স্কান্দে নাগরখণ্ডে।—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা। দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥৬১॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

নিষ্পাবান্ রাজমাষাংশ্চ সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে। যো ভক্ষয়তি বিপ্রেন্দ্র শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥

কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্। নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদহূতনারকী॥ ৬২॥

নিয়মমেব বিবিচ্যাহ ব্রতং জপ্যংবা বিনেতি॥ ৬০॥

স্বতএবামিষত্যাগনিবৃত্তিধর্ম্মনিরতশ্চামিষস্থানে মাষান্ ত্যজেৎ॥ ৬১॥ নিষ্পাবাঃ শিম্বীপ্রভেদাস্তান্॥ ৬২॥ হরতে নাশয়তি॥ ৬৩॥ রুচ্যং রুচিকরং চাতুর্ম্মাস্য-জায়মান-ফলাদিমধ্যে নিজপ্রিয়ং

অতঃপর প্রার্থনা-মন্ত্র।—হে জগৎপতে! আপনি নিদ্রিত হইলে এই বিশ্ব-সংসারও প্রসুপ্ত হয় এবং আপনি জাগরিত থাকিলেই জগৎ প্রবুদ্ধ থাকে। হে অচ্যুত! মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্। ব্রতী জন এই প্রকার প্রার্থনা পূর্ব্বক দেবদেবের পুরোভাগে হরিভক্তিবৃদ্ধ্যর্থ চাতুর্ম্মাস্য-কর্ত্তব্য ক্রিয়ার নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

উক্ত নিয়ম-গ্রহণের কাল নিরূপিত হইতেছে।—সনৎকুমারের উক্তি আছে যে, ভক্তিমান্ হইয়া শয়নৈকাদশী বা কর্কটসংক্রান্তি অথবা আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করাই মানবের কর্ত্তব্য।

উক্ত-বিষয়ক মন্ত্র।—হে অচ্যুত! সংবৎসরে মাসচতুষ্টয় প্রভুর উত্থান যাবৎ এই নিয়ম করি, আপনি কার্য্যের বিঘ্ন বিদূরণ করুন্। ৫৯।

অতঃপর চাতুর্ম্মাস্য নিয়মের প্রয়োজনীয়তা কথিত হইতেছে।—ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলে জীবিতাবস্থাতেও সেই মূর্খকে মৃততুল্য জানিবে। ৬০।

অতঃপর চাতুর্ম্মাস্য-নিয়ম-সমূহ।—স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে প্রকাশিত আছে যে, শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিক মাসে আমিষ বর্জ্জন করিতে হয়। ৬১। উক্ত প্রকরণেই ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্তম! শ্রীহরি শয়ান হইলে যে ব্যক্তি নিষ্পাব (একপ্রকার শিম্বী) ও রাজমাষ (বরবটী) ভক্ষণ করে, চণ্ডাল হইতেও সেই ব্যক্তি অধিক নিকৃষ্ট। হে মুনিসত্তম! বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে রাজমাষ অথবা নিষ্পাব ভক্ষণ করিলে আপ্রলয় নরকে পচ্যমান হইতে হয়। ৬২। জনার্দ্দন প্রসুপ্ত হইলে যদি কালিঙ্গ (এক প্রকার ফল), পটোল, বার্ত্তাকু ও সন্ধিত ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ সপ্ত জন্মার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয়

কালিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ। এতানি ভক্ষয়েদ্যস্তু সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে।
সপ্তজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং হরতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬৩॥
রুচ্যং তত্তৎকাললভ্যং ফলমূলাদি বর্জ্জয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৬৪ ॥

কিঞ্চ।—
জপহোমাদ্যনুষ্ঠানং নামসঙ্কীর্ত্তনন্তথা। স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ ॥
ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমায়াতু প্রসাদাত্তব কেশব ॥
গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব পঞ্চত্বং যদি বা ভবেৎ। তদা ভবতু সম্পূর্ণং প্রসাদাত্তে জনার্দ্দন ॥ ইতি ॥৬৫॥

অথ চাতুর্ম্মাস্যব্রতনিয়মমাহাত্ম্যম্।

বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—
শৃণু নারদ কার্ৎস্ন্যেন চাতুর্ম্মাস্যব্রতক্রিয়াঃ। যা নির্ব্বর্ত্ত্য নরো ভক্ত্যা প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥৬৬॥
ব্রতানি বৈষ্ণবানীহ মনস্যপি চিকীর্ষতঃ। নরস্য ক্ষয়মাপ্নোতি পাপং জন্মশতোদ্ভবং ॥ ৬৭ ॥
একভক্তো নরঃ শান্তো নিত্যস্নায়ী দৃঢ়ব্রতঃ। যোঽর্চ্চয়েচ্চতুরো মাসান্ হরিং স্যাত্তস্য লোকভাক্ ॥৬৮
যস্তু সুপ্তে হৃষীকেশে ক্ষিতিশায়ী ভবেন্নরঃ। বার্ষিকান্ চতুরো মাসান্ লভতে বৈষ্ণবীং গতিম্ ॥
যস্তু কেশবমুদ্দিশ্য চান্দ্রায়ণপরায়ণঃ। চাতুর্ম্মাস্যং নয়েদ্ভক্ত্যা স বিষ্ণুতনুমাবিশেৎ ॥

কিঞ্চিদ্বর্জ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ এবং বর্জ্যানি লিখিতানি। কৃত্যানি চ সংক্ষেপতো লিখতি জপেতি। আদিশব্দাৎ পুরাণশ্রবণাদি। স্বীকৃত্যেতি অন্যমাসতো বিশেষেণ তত্তন্নিয়মং গৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্যানপি নিয়মান্ দর্শয়িতুং তেষু শ্রদ্ধাবিশেষমুৎপাদয়িতুঞ্চ তন্মাহাত্ম্যং সামান্যবিশেষাভ্যাং লিখতি শৃণ্বিত্যাদিনা পদদ্বয় ইত্যন্তেন ॥ ৬৬ ॥ বৈষ্ণবানীতি ভগবতঃ শয়নে বিশেষতস্তদগ্রে সঙ্কল্প-বিশেষেণ গৃহীতত্বাত্তদ্ভক্তিরূপত্বেন তত্তোষণান্যেবেত্যর্থঃ। অতএব ফলমুক্তং প্রযাতি পরমাং গতি-

---

প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৩। আরও লিখিত আছে, চাতুর্ম্মাস্যোৎপন্ন মনোরম ফল-মূলাদির মধ্যে কিছু কিছু স্বীয় প্রিয় ফলমূলাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৬৪। সুধী ব্যক্তি নিয়মবান্ হইয়া জপ, হোম ও নামসংকীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রভুর নিকট (বক্ষ্যমাণরূপে) প্রার্থনা করিবেন—হে ভগবন্! ভবদীয় পুরোভাগে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, হে বিষ্ণো! ত্বদীয় প্রসাদে ইহা নিরাপদে সুসম্পন্ন হউক্। হে প্রভো! হে জনার্দ্দন! ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক মৃত্যু হইলেও আপনার অনুগ্রহে উহা সুসিদ্ধ হউক্। ৬৫।

অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের নিয়মমহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে, হে দেবর্ষে! সম্যক প্রকারে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের ক্রিয়াসমূহ আকর্ণন কর। ভক্তি সহকারে ঐ সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিলে পরমা গতি লাভ হয়। ৬৬। মনে মনেও এই সকল বৈষ্ণবব্রতানুষ্ঠানের বাসনা করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাতক বিদূরিত হইয়া যায়। ৬৭। একভক্ত, শান্ত, নিত্যস্নায়ী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া মাসচতুষ্টয় জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলে হরিধামে প্রস্থান করিতে পারে। ৬৮। বৎসরের চারিমাস ভূতলে শয়ন পূর্ব্বক জনার্দ্দনের পূজা করিলে বৈষ্ণবী গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরির উদ্দেশে চান্দ্রায়ণপর হইয়া চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহন করিলে হরিদেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ভবিষ্যোত্তরে ভগবদ্যুধিষ্ঠির-সংবাদে লিখিত আছে,

ভবিষোত্তরে ভগবদ্যুধিষ্ঠিরসংবাদে —

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি। স্ত্রী বা নরো বা মদ্ভক্তো ধর্ম্মার্থং সুদৃঢ়ব্রতঃ।
গৃহ্ণীয়ান্নিয়মানেতান্ দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। তেষাং ফলানি বক্ষ্যামি তৎকর্ত্তৄণাং পৃথক্ পৃথক্॥
মধুরস্বরসম্পন্নো ভবেল্লবণবর্জ্জনাৎ। লভতে সন্ততিং দীর্ঘাং তৈলস্য পরিবর্জ্জনাৎ॥
অভ্যঙ্গবর্জ্জনাৎ পার্থ সুন্দরাঙ্গঃ প্রজায়তে। পক্বতৈলপরিত্যাগাচ্ছত্রুনাশমবাপ্নুয়াৎ॥
মধূকতৈলত্যাগেন সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ। পুষ্পোপভোগত্যাগেন স্বর্গে বিদ্যাধরো ভবেৎ॥
যোগাভ্যাসী ভবেদ্যস্তু স ব্রহ্মপদমাপ্নুয়াৎ। কটুম্লতিক্তমধুরক্ষারকাষায়জান্ রসান্।
যো বর্জ্জয়েৎ স বৈরূপ্যং দৌর্গন্ধ্যং নাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ॥ তাম্বুলবর্জ্জনাদ্ভোগী অপক্বাদোঽমলো ভবেৎ।
পাদাভ্যঙ্গশিরোভ্যঙ্গপরিত্যাগাচ্চ পার্থিব। দীপ্তিমান্ দীপ্তচরণো মধুক্ষৌদ্রে পরিত্যজেৎ॥
দধিদুগ্ধতক্রনিয়মাদ্গোলোকং লভতে নরঃ। ইন্দ্রাতিথিত্বমায়াতি স্থালীপাকবিবর্জ্জনাৎ॥
লভেচ্চ সন্ততিং দীর্ঘাং তাপপক্বস্য বর্জ্জনাৎ। ভূমৌ প্রস্তরশায়ী চ বিষ্ণোরনুচরো ভবেৎ।
সদা মুনিঃ সদা যোগী মধুমাংসস্য বর্জ্জনাৎ। নির্ব্যাধির্নীরুগোজস্বী সুরামদ্যবিবর্জ্জনাৎ॥
একান্তরোপবাসেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ধারণান্নখলোমানাং গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে॥
মৌনব্রতী ভবেদ্যস্তু তস্যাজ্ঞাস্খলিতা ভবেৎ। ভূমৌ ভুঙ্‌ক্তে সদা যস্তু স পৃথিব্যাঃ পতির্ভবেৎ॥
নমো নারায়ণায়েতি জপ্ত্বা দানশতং ফলম্॥ ৬৯॥

মিত্যাদি॥ চতুরো মাসান্ যো হরিমর্চ্চয়েৎ॥ ৬৮॥ দানশতং বহুলদানমিত্যর্থঃ॥ ৬৯॥ তাম্বুলং

কি নর, কি নারী, যে কেহ হউক্ না, ধর্ম্মার্থ মদ্ভক্তিনিষ্ঠ ও দৃঢ়ব্রত হইয়া প্রভুর উত্থান যাবৎ বৎসরের চারিমাস দশনধাবনান্তে এই সমস্ত নিয়ম ধারণ করিবেন। যে ব্যক্তি এই সমস্ত নিয়ম ধারণ করে, সে ঐ সকল নিয়মে যে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা পৃথক্‌রূপে বর্ণন করিতেছি। চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক লবণ ত্যাগ করিলে কণ্ঠস্বর মধুর হয়, তৈল ত্যাগ করিলে দীর্ঘ (বহু) সন্ততি লাভ করিতে পারে। হে পার্থ! তৈলাভ্যঙ্গ ত্যাগ করিলে দেহ সুন্দর হয়; পক্ব তৈল বর্জ্জন করিলে অরাতি নির্ম্মূল হইয়া থাকে; মধূক-তৈল (মাহুয়া ফলজাত তৈল) বর্জ্জন করিলে বিপুল সৌভাগ্যের ঈশ্বর হয়; কুসুম সম্ভোগ ত্যাগ করিলে সুরপুরে বিদ্যাধর হইতে পারে; এবং যিনি যোগশিক্ষায় রত হন, তাঁহার ব্রহ্মপদ লাভ হয়। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার ও কষায় রসসমূহ ত্যাগ করিলে কদাচ বিরূপতা প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং তাহার অবয়বে দুর্গন্ধও জন্মিতে পারে না। তাম্বূল ত্যাগ করিলে ভোগী হয়; এবং যে ব্যক্তি অপক্ব ভোজন করেন, তিনি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হন। হে নৃপ! পদে বা মস্তকে তৈলমর্দ্দন বর্জ্জন করিলে দীপ্তিশালী হইতে পারে; এবং মধু বা ক্ষৌদ্র ত্যাগ করিলে দীপ্তপদ হয় অর্থাৎ তাহার চরণদ্বয় দিব্য শোভান্বিত হইয়া থাকে। দধি দুগ্ধ ও তক্র বর্জ্জন করিলে গোলোকধাম প্রাপ্ত হয়; স্থালীপক্ব ত্যাগ করিলে দেবরাজের আতিথ্য লাভ করিতে পারে; অগ্নিপক্ব বর্জ্জন করিলে দীর্ঘ সন্ততি লাভ হয়; ধরাশয্যায় বা পাষাণতলে শয়ন করিলে হরির অনুচর হইতে পারে, মধু বা মাংস ত্যাগ করিলে নিরন্তর মুনি ও যোগী হয়। সুরা বা মদ্য

পাদাভিবন্দনাদ্বিষ্ণোর্ভবেদ্‌গোদানজং ফলম্। বিষ্ণুপাদাম্বুজস্পর্শাৎ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ॥
বিষ্ণোর্দেবালয়ে কুর্য্যাদুপলেপনমার্জ্জনে। কল্পস্থায়ী ভবেদ্রাজা স নরো নাত্র সংশয়ঃ॥
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা যস্তু স্যাৎ স্তুতিপাঠকঃ। হংসযুক্তবিমানেন স চ বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ॥
গীতবাদ্যকরো বিষ্ণোর্গন্ধর্ব্বলোকমাপ্নুয়াৎ। নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন লোকান্ যস্তু প্রবোধয়েৎ।
স ব্যাসরূপী ভগবানন্তে বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ। পুষ্পমালাকুলাং পূজাং কৃত্বা বিষ্ণোঃ পুরং ব্রজেৎ॥
কৃত্বা প্রোক্ষণিকং দিব্যং স্থানমপ্সরসাং লভেৎ। তীর্থাদিষু কৃতস্নানো নির্ম্মলং দেহমাপ্নুয়াৎ॥
পঞ্চগব্যাশনাৎ পার্থ চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ। একভক্তাশনান্নিত্যমগ্নিহোত্রফলং লভেৎ॥
নক্তভোজী সমগ্রস্ত তীর্থযাত্রাফলং লভেৎ। অযাচিতেন চাপ্নোতি বাপীকূপপ্রপাফলম্॥
ষষ্ঠকালোহন্নভোজী যঃ স্থায়ী স্বর্গে নরো ভবেৎ। নিত্যস্নায়ী নরো যস্তু নরকং স ন পশ্যতি॥
ভাজনং বর্জ্জয়েদ্যস্তু স স্নানং পৌষ্করং লভেৎ॥ ৭০॥
পত্রেষু যো নরো ভুঙ্‌ক্তে কুরুক্ষেত্রফলং লভেৎ। শিলায়াং ভোজনং নিত্যং ভবেৎ স্নানপ্রয়াগজম্॥
যামদ্বয়জলত্যাগান্ন রোগৈঃ পরিভূয়তে। এবমাদিব্রতৈঃ পার্থ তুষ্টিমায়াতি তোষিতঃ॥ ৭১॥

কাংস্যপাত্রং॥ ৭০॥ এবমাদিব্রতৈস্তোষিতঃ সন্ শ্রীকেশব ইতি শেষঃ॥ ৭১॥ তমেব বিশিনষ্টি

ত্যাগ করিলে ব্যাধিহীন, রোগহীন ও মহাতেজা হয়; এক দিন অন্তর আহার করিলে ব্রহ্মধামে সম্মানের পাত্র হইয়া থাকে; নখ ও লোম ধারণ করিলে অহরহঃ গঙ্গাস্নান-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; মৌনভাব ধারণ করিলে তদীয় আজ্ঞা কদাচ স্খলিত হয় না; মৃত্তিকোপরি খাদ্য স্থাপন পূর্ব্বক আহার করিলে অর্থাৎ পাত্র ত্যাগ করিলে ধরার আধিপত্য প্রাপ্ত হইতে পারে এবং 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্র জপ করিলে শতদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ৬৯। শ্রীহরির চরণ বন্দন করিলে গোদানজ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, হরির চরণকমল স্পর্শ করিলে কৃতকৃত্য হওয়া যায়; হরিমন্দিরে উপলেপ প্রদান বা মর্দ্দন করিলে নিঃসন্দেহ আকল্পকাল নৃপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকে; স্তব পাঠ করিতে করিতে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলে হংসযানে আরোহণ পূর্ব্বক হরিধামে প্রস্থান করে, হরিমন্দিরে গীত বা বাদ্যধ্বনি করিলে গন্ধর্ব্বলোকে গতি হয়; প্রত্যহ শাস্ত্রামোদ দ্বারা মানবগণকে প্রবোধ প্রদান করিলে সেই ব্যাসরূপী ভগবৎস্বরূপ ব্যক্তি অন্তিমে হরিধামে প্রস্থান করেন। কুসুমমাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলে হরিধামে গতি হয়; হরিমন্দিরে প্রোক্ষণ করিলে অপ্সরাধামে প্রয়াণ করে; তীর্থ প্রভৃতিতে স্নান করিলে শরীর বিমল হয়। পঞ্চগব্য সেবন করিলে চান্দ্রায়ণ-ফল লাভ করা যায়; প্রত্যহ একভক্ত হইয়া থাকিলে অগ্নিহোত্রের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে; রাত্রিতে ভোজন করিলে নিখিল তীর্থযাত্রার ফল হইয়া থাকে; অযাচিতভাবে দ্রব্য আহার করিলে বাপী-কূপাদিদানজ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; দিবসের ষষ্ঠভাগে আহার করিলে সুরধামে স্থায়িত্ব লাভ হয়; নিত্য-স্নায়ী হইলে কদাচ নিরয় দর্শন করিতে হয় না; এবং পাত্র ত্যাগ করিলে পুষ্করস্নানের ফল লাভ হয়। ৭০। পত্রে আহার করিলে কুরুক্ষেত্রফল লাভ হয়; প্রতিদিন পাষাণতলে আহার করিলে প্রয়াগস্নানের ফল হইয়া থাকে; প্রতিদিন যামদ্বয় জল বর্জ্জন করিলে রোগ আক্রমণ

কিঞ্চ।—যোগনিদ্রাং সমালম্ব্য শেষাহিশয়নে স্বপন্। ক্ষীরোদতোয়বীচ্যগ্রৈর্ধৌতপাদঃ সমাহিতঃ॥
লক্ষ্মীকরাম্বুজৈঃ শ্লক্ষ্ণৈর্মৃজ্যমানপদদ্বয়ঃ॥ ৭২॥
তস্মিন্ কালে চ মন্তক্তো যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মানবঃ।
কল্পস্থায়ী বিষ্ণুলোকে ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ সত্যাং ব্রতসমাপ্তৌ চ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদতঃ।
যদ্যদ্দানাদিকৃত্যঞ্চ লেখ্যং তত্তচ্চ কার্ত্তিকে॥ ৭৩॥
স্তুত্বাথ কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য প্রসাদ্য চ পুনঃপুনঃ। শেষং শঙ্খোদতীর্থে চ স্বীকুর্য্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ॥ ৭৪॥
গীতনৃত্যাদিনা দেবং পরিতোষ্যাথ বৈষ্ণবান্। সংপূজ্য নরযানেন দেবং স্বালয়মানয়েৎ॥
প্রভোর্নীরাজনং কৃত্বা বিসর্জ্জ্য বত বৈষ্ণবান্। নিবেশ্য স্বাসনে দেবং শয়ীত ভুবি তং স্মরন্॥
এবঞ্চ কুর্ব্বতো মাসাংশ্চতুরো যান্তি বৈ সুখম্। অন্যথা প্রভবেদ্দুঃখমনাবৃষ্টিশ্চ জায়তে॥
তথা চ ভবিষ্যে।—
মিথুনস্থে সহস্রাংশৌ ন স্বাপয়তি যো হরিম্। বৈষ্ণবৈঃ সহ সম্ভূয় হ্যনাবৃষ্টিস্তদা ভবেৎ॥
কিঞ্চ ভবিষ্যোত্তরে।—
যো দেবশয়নং পার্থ অনুমোদ্য সমাচরেৎ। উত্থানং বাপি কৃষ্ণস্য স হরের্লোকমাপ্নুয়াৎ॥ ৭৫॥

যোগেতি সার্দ্ধেন। সমাহিতঃ যোগনিদ্রামাস্থিতঃ॥ ৭২॥ কার্ত্তিকে কার্ত্তিককৃত্যলিখনে॥৭৩॥ স্তুত্বা শ্রীব্রহ্মস্তুত্যাদিভিঃ স্তুতিং কৃত্বা। অভ্যর্চ্চ্য স্বব্যস্ত বিশ্বস্তেত্যাদি সংপ্রার্থ্য। প্রসাদ্য বিচিত্রার্থবচনৈঃ প্রসন্নং কৃত্বা। শেষং ভগবদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদ-পুষ্পচন্দনাদিকং। শঙ্খোদকং তীর্থঞ্চ শ্রীচরণোদকং॥ ৭৪॥ অনুমোদ্য হৃষ্টো ভূত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা। অনুমোদনদ্বারাপি যঃ কুর্য্যাদিতি॥ ৭৫॥

করিতে পারেন না। হে পার্থ! এই প্রকারে ব্রত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক জনার্দ্দনের সন্তোষ সাধন করিলে তিনি প্রীত হইয়া থাকেন। দেবদেব শ্রীহরি যোগনিদ্রাগত হইয়া শেষ-শয্যায় শয়ান হইলে গভীর সাগরের জলপ্রবাহ দ্বারা তদীয় পদযুগল প্রক্ষালিত ও কমলাদেবীর সুকোমল করকমল দ্বারা চরণপদ্ম সুমার্জ্জিত হইয়া থাকে। ৭২। হে পাণ্ডুনন্দন! মদ্ভক্তের মধ্যে যিনি ঐ সময়ে নানারূপ ব্রতনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক চারিমাস যাপন করেন, তাঁহাকে নরশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। শ্রীহরির প্রসাদে তদীয় ব্রত শেষ হইলে তিনি নিঃসন্দেহ এক কল্পকাল হরিধামে নিবসতি করেন। অন্যান্য যে সমস্ত দানাদি ক্রিয়া আছে, কার্ত্তিক ব্রত-প্রসঙ্গে তাহা বর্ণিত হইবে। ৭৩। তৎপরে শ্রীহরির স্তব ও অর্চ্চনা করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রসন্নতা সাধন পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া মহাপ্রসাদ ও চরণোদক স্বীকার করিবে। ৭৪। গীত ও নৃত্য প্রভৃতি দ্বারা প্রভুর তুষ্টি সম্পাদন এবং বৈষ্ণববর্গের সম্মান প্রদর্শন করিয়া শিবিকাযোগে প্রভুকে নিজনিকেতনে আনয়ন করিবে। প্রভুর আরাত্রিক সম্পাদনান্তে বৈষ্ণবগণকে বিদায় দিয়া স্বকীয় আসনে দেবকে শয়ন করাইবে এবং হরি স্মরণ করত স্বয়ং ভূশয্যায় শয়ন করিবে। এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিলে চারিমাস সানন্দে অতিবাহিত হয়।

অথ শ্রাবণকৃত্যম্।

গৌতমীয়ে।—

শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণং তং পুষ্পৈঃ কেতকসম্ভবৈঃ। চন্দ্র চন্দন-কস্তূরী-কুঙ্কুমাদি-সুবাসিতৈঃ।
এলা-লবঙ্গ কক্কোল-ফলানি বহুধার্পয়েৎ ॥ ইতি।

পবিত্রারোপণং কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যামৃষিতর্পণম্। পৌর্ণমাস্যান্তু কুর্ব্বীত তত্তদুক্তবিধানতঃ ॥ ৭৬ ॥

অথ পবিত্রারোপণম্।

শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবৈর্মুদা। কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণদেবস্য পবিত্রারোপণোৎসবঃ ॥

অথ তন্নিত্যতা।

বহ্বৃচপরিশিষ্টে।—

স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। হরিশ্চ প্রীতিমাপ্নোতি যঃ পবিত্রং সমাচরেৎ ॥ ৭৭ ॥
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন যো ন কুর্য্যাৎ পবিত্রকম্। হরন্তি রাক্ষসাস্তস্য বর্ষপূজাদিকং ফলম্ ॥ ৭৮ ॥

দ্বাদশ্যাং ভগবতঃ পবিত্রারোপণং কুর্য্যাৎ। পৌর্ণমাস্যাঞ্চ ঋষিতর্পণং কুর্য্যাৎ। তত্র তত্র পবিত্রারোপণে ঋষিতর্পণে চ যৎ শাস্ত্রোক্তং বিধানং প্রকারঃ তেন ॥ ৭৬ ॥ ॥

প্রথমং শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বান্নিত্যতাং দর্শয়তি স স্নাত ইতি ॥ ৭৭ ॥ অকরণপ্রত্যবায়দ্বারা নিত্যতাং লিখতি বিধিনেতি ত্রিভিঃ। আদিশব্দেন জপহোমাদি। ফলমিতি ভগবৎপূজাদেঃ। অতএব ফলরূপত্বাৎ ॥ ৭৮ ॥ পবিত্রোপাখ্যানং চেদং। নাগরাজস্য বাসুকের্ভ্রাতা শ্রীপবিত্র-

---

নচেৎ দুঃখ ও অনাবৃষ্টি-সঞ্চার হইয়া থাকে। ভবিষ্যপুরাণেও লিখিত আছে, দিবাকর মিথুন-রাশিস্থ হইলে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া হরিকে শয়ন না করাইলে অনাবৃষ্টির উৎপত্তি হয়। ভবিষ্যোত্তরেও লিখিত আছে, হে পার্থ! যিনি দেবশয়নে হৃষ্ট হইয়া তাহাতে অনুমোদন বা শ্রীহরির উত্থান করেন, তিনি হরিধামে প্রস্থিত হন। ৫।

অনন্তর শ্রাবণকৃত্য।—গৌতমীয়মন্ত্রে লিখিত আছে, শ্রাবণমাসে শ্রীহরিকে কর্পূর, চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা সুরভীকৃত কেতকীপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া এলা লবঙ্গ কক্কোল প্রভৃতি নিবেদন করিতে হয়। যথাযথ শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রাবণের দ্বাদশীদিনে পবিত্রারোপণোৎসব ও পৌর্ণমাসীতে ঋষিতর্পণ করিবে। ৭৬।

অতঃপর পবিত্রারোপণ বর্ণিত হইতেছে।—শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে আনন্দ সহকারে পবিত্রারোপণোৎসব করিবেন।

পবিত্রারোপণোৎসবের নিত্যতা কথিত হইতেছে।—বহ্বৃচপরিশিষ্টে লিখিত আছে, যিনি পবিত্র আচরণ করেন, তাঁহাকে সর্ব্বতীর্থস্নাত ও সর্ব্বযজ্ঞদীক্ষিত জানিবে এবং শ্রীহরি তৎপ্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। ৭৭। শাস্ত্রবিধানানুসারে পবিত্রারোপণ না করিলে রাক্ষসেরা তদীয় বার্ষিকী পূজা-ফল হরণ করে। ৭৮। যোগসারে পবিত্রোৎপত্তি উপাখ্যানে নাগরাজ পবিত্রের প্রতি রুদ্রের বরদানপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, তুমি মৎকর্ত্তৃকও সম্মানিত, সুতরাং যাহারা তোমার প্রতি বহুমান প্রদর্শন না করে, নিঃসন্দেহ তাহাদিগের কৃত জপহোমাদির ফল তোমাকে প্রাপ্ত

যোগসারে পবিত্রোৎপত্ত্যুপাখ্যানে নাগরাজপবিত্রং প্রতি রুদ্রেণ বরদানম্।—

যে ত্বাং ন বহু মন্যন্তে যথা সম্ভাবিতো ময়া।
জপহোমাদিকং তেষাং ফলং ত্বামেতু নিশ্চয়াৎ॥ ৭৯॥

বিষ্ণুরহস্যে।—

ন করোতি বিধানেন পবিত্রারোপণন্তু যঃ। তস্য সাংবৎসরী পূজা নিষ্ফলা মুনিসত্তম॥
তস্মাদ্ভক্তিসমাযুক্তৈর্নরৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ। বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যং পবিত্রারোপণং হরেঃ॥ ৮০॥

অথ পবিত্রারোপণমাহাত্ম্যম্।

তত্র বৌধায়নঃ।—

যাবৎ সূত্রং পবিত্রস্য তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং বিপুলং তস্য বর্দ্ধতে॥৮১॥

মহাসংহিতায়াম্।—

সংবৎসরেণ যা পূজা কৃতা বৈ মন্ত্রিণা দ্বিজ। পবিত্রদানাৎ পূর্ণা স্যাদিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ॥

বিষ্ণুরহস্যে।—

পবিত্রারোপণং বিষ্ণোর্ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। স্ত্রীপুংকীর্ত্তিপ্রদং পুণ্যং সুখসম্পদ্ধনাবহম্॥ ৮২॥

নামা নাগবরো ভক্ত্যা শ্রীশিবমারাধ্য সন্তুষ্টে চ তস্মিন্ বরমযাচত, ত্বংকণ্ঠভূষণতাং প্রাপ্নুয়ামিতি। ততশ্চ পরমসন্তুষ্টেন শ্রীশিবেন তথা স্বীকৃত্যোক্তমিদম্, এবং সর্ব্বেষামেব দেবানাং কণ্ঠভূষণতাং ব্রজ। তত্তৎসেবকৈঃ সর্ব্বৈরপি স্বস্বেষ্টদেবে ত্বদাকারত্বেন পবিত্রাণি নির্ম্মায়ারোপ্যন্তামন্যথা চ মহান্ দোষোঽস্ত্বিতি। তদেব লিখতি যে ত্বামিতি॥ ৭৯॥ বর্ষে বর্ষে কর্ত্তব্যমিতি বীপ্সাবিধিদ্বারা নিত্যতোক্তা; বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেতিবৎ। তত্র চ বিষ্ণুপরায়ণৈরিতি বৈষ্ণবানামাবশ্যকত্বমিতি বোধিতং॥ ৮০॥

মহীয়তে পূজ্যতে পবিত্রারোপকঃ॥ ৮১॥ স্ত্রীপুংসোঃ স্ত্রীপুংসয়োর্দম্পত্যোঃ কীর্ত্তিপ্রদং। যদ্বা স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ কীর্ত্তিপ্রদমিতি। বৈষ্ণবীভিঃ স্ত্রীভিরপি বিষ্ণোঃ পবিত্রারোপণং কার্য্যমিতি অভিপ্রেতং॥ ৮২॥ পুণ্যানাং মধ্যে পুণ্যং পরমশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ পবিত্রং নাম নিরুক্তং॥

হউক্। ৭৯। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, হে ঋষিসত্তম! শাস্ত্রবিধানে পবিত্রারোপণ না করিলে বার্ষিকী পূজা বিফলা হয়। সুতরাং ভক্তিমান্ হইয়া বর্ষে বর্ষে শ্রীহরির পবিত্রারোপণ করা হরিপরায়ণের কর্ত্তব্য। ৮০।

অনন্তর পবিত্রারোপণমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—বৌধায়ন বলিয়াছেন, যাবৎ পবিত্রের সূত্র বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সুরপুরে সম্মানলাভ হয় এবং দীর্ঘায়ু, নীরোগতা ও বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। ৮১। মহাসংহিতায় লিখিত আছে, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ হরি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, পবিত্র দান করিলে সাধকের সংবৎসরকৃত পূজা-ফল সিদ্ধ হয়। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, হরির পবিত্রারোপণ ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ, নরনারীগণের যশোবৃদ্ধিকর, পুণ্যস্বরূপ এবং সুখ, সম্পদ্ ও ধনবৃদ্ধিকর। ৮২। পবিত্রারোপণ পুণ্যসমূহেরও পুণ্যস্বরূপ ও নিখিলপাতকনাশন, এই হেতু উহা

পুণ্যানান্ত তথা পুণ্যং সর্ব্বপাপহরন্ত বৈ। পবিত্রারোপণং তস্মাৎ পবিত্রং পরমং স্মৃতম্॥ ৮৩॥
সংবৎসরেণ যো ভক্ত্যা সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্। যৎ ফলং সমবাপ্নোতি পবিত্রারোপণেন তৎ॥
কিঞ্চ।—
পাবয়ত্যেনসো নিত্যং ত্রায়তে ভববন্ধনাৎ। পবিত্রং তেন বিখ্যাতং ব্রাহ্মং তেজোঽভিধীয়তে॥৮৪
বিষ্ণ্বাখ্যয়া তু বিখ্যাতং তদা লোকে বিধীয়তে। স এব সূত্ররূপেণ যজ্ঞেশঃ কর্ম্মণাং প্রভুঃ॥৮৫॥
তদেব ত্রিগুণীসূত্রং ততং নারায়ণাখ্যয়া। ত্রিদেবাত্মা ত্রিবেদাত্মা ত্র্যক্ষরঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ॥ ৮৬॥
তত্র বৌধায়নাদ্যুক্তঃ পবিত্রারোপণে বিধিঃ। সম্মতো বিদুষাং কৃষ্ণার্চ্চনে যোঽত্র স লিখ্যতে॥৮৭॥

অথ পবিত্রারোপণবিধিঃ।

সৌবর্ণৈ রাজতৈস্তাম্রৈঃ ক্ষৌমৈঃ সূত্রৈস্তু পাদ্মিকৈঃ। কার্পাসৈর্ব্বা পবিত্রাণীষ্যন্তে কাশৈঃ কুশৈরপি॥৮৮

৮৩॥ বিশেষতস্তদেব নির্ব্বক্তি পাবয়তীতি। যতস্তদ্ব্রাহ্মং পরব্রহ্মময়ং তেজ ইত্যভিতো গীয়তে॥ ৮৪॥ এবং বনমালাদিবদ্ভগবতঃ প্রত্যঙ্গরূপেণ তদভেদতাং দর্শয়ন্ মাহাত্ম্যবিশেষমাহ বিষ্ণ্বাখ্যয়েতি দ্বয়েন। তত্র হেতুঃ স এবেতি॥ ৮৫॥ ত্রয়াণাং গুণানাং সমাহারঃ ত্রিগুণী তন্ময়ং সূত্রং। ত্রিগুণত্বে কারণমাহ ত্রিদেবেতি। ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মাদ্যাস্তদাত্মকঃ। এবং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে ভগবদ্ভূষণত্বেন নিত্যসিদ্ধমেব পবিত্রং শ্রীমহেশ্বরাপেক্ষয়া শ্রীবৈষ্ণবানাং ভক্তিবিশেষেণ ত্রিগুণীকৃত-সূত্রনির্ম্মিত-পবিত্রে শ্রীমূর্ত্তৌ স্বয়ং ভগবানিবাধিষ্ঠয়াত্রাপি শ্রীভগবন্মূর্ত্তের্ভূষণতাং প্রয়াতীতি বোদ্ধব্যং। অতএবাবাহনমন্ত্রে বিষ্ণুলোকাৎ পবিত্রাদ্য আগচ্ছেতি॥ ৮৬॥ বিদুষাং সম্মত ইতি সম্প্রদায়ভেদেন বিবিধঃ স্যাত্তত্র শাস্ত্রাভিজ্ঞসম্প্রদায়ানুমতো বিধিরত্র লিখ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৮৭॥

সৌবর্ণাদীনাং সূত্রাণাং মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে পরৈঃ পরৈরিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র ক্ষৌমৈঃ পট্টসূত্রৈঃ, পাদ্মিকৈঃ পদ্মসূত্রৈঃ॥ ৮৮॥ অথ কার্পাসিকেষু কঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়ন্ আদৌ পবিত্রনির্ম্মাণবিধিং

পরম পবিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে।৮৩। ভক্তিমান্ হইয়া সংবৎসর হরিপূজা করিলে যে ফল হয়, পবিত্রারোপণ করিলে সেই ফল প্রাপ্তি হওয়া যায়। আরও লিখিত আছে, পাপের বিশোধন পূর্ব্বক পবিত্রতা বিধান করেন এবং সংসারপাশ হইতে উদ্ধার করেন, এই হেতু পবিত্র নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে, উহা পরব্রহ্মের তেজ বলিয়া প্রথিত। ৮৪। সর্ব্বকর্ম্মের প্রভু যজ্ঞেশ্বর সূত্ররূপ ধারণ করিয়াছেন, এই হেতু পবিত্র বিষ্ণু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ত্রিগুণিত সূত্র নারায়ণ নামে প্রথিত হওয়াতেই এই পবিত্র ব্রহ্মাদি সুরত্রয়, সামাদি বেদত্রয় ও ত্রিবর্ণাত্মক প্রণব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ৮৬। পবিত্রারোপণ-বিষয়ে বৌধায়ন প্রভৃতি কর্ত্তৃক কথিত যে সকল বিধান কৃষ্ণপূজায় সুধীগণের অনুমোদিত, এখানে তাহাই বিবৃত হইতেছে। ৮৭।

অনন্তর পবিত্রারোপণবিধি বর্ণিত হইতেছে:—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পট্ট, পদ্ম, কার্পাস, কাশ ও কুশনির্ম্মিত সূত্রই পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। (এই সমস্ত ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর গ্রাহ্য অর্থাৎ স্বর্ণের অভাবে রৌপ্য, রৌপ্যের অভাবে তাম্র, তাম্রের অভাবে পট্ট এই প্রকারে গ্রহণ করিতে হয়)। ৮৮। পবিত্রভাবে বিপ্রকন্যাকর্ত্তৃক কর্ত্তিত বিশুদ্ধ কার্পাসসূত্র আনয়নপূর্ব্বক ত্রিগুণীকৃত

তত্র কার্পাসিকং সূত্রং ব্রাহ্মণীকর্ত্তিতং শুভম্। আনীয় ত্রিগুণীকৃত্য পুনস্ত্রিগুণয়েৎ শুচিঃ॥ ৮৯॥
পঞ্চগব্যেন তৎ প্রোক্ষ্য প্রক্ষাল্য শুচিনাম্বুনা। মূলেনাষ্টোত্তরশতং মন্ত্রেণাথাভিমন্ত্রয়েৎ॥ ৯০॥
ত্রীণি সাষ্টশতেনাস্য তস্যার্দ্ধেনাস্য চার্দ্ধতঃ। জান্বূরুনাভিদঘ্নানি পবিত্রাণ্যাচরেৎ প্রভোঃ॥ ৯১॥
ষট্ত্রিংশৎ গ্রন্থয়স্তেষামাদ্যে কার্য্যাস্তু মধ্যগে। চতুর্ব্বিংশতিরন্ত্যে চ দ্বাদশ গ্রন্থয়ো বুধৈঃ॥ ৯২॥
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রস্তু কুর্য্যাদ্গ্রন্থিমথোত্তমে। তদর্দ্ধং মধ্যমে কুর্য্যাত্তদর্দ্ধঞ্চ কনীয়সি॥ ৯৩॥
গ্রন্থীন্ কুর্ব্বীত সর্ব্বত্র সুবৃত্তান্ সুমনোহরান্। ন বৈ বিষমসংখ্যাকান্ গ্রন্থীন্ কুর্ব্বীত কুত্রচিৎ॥৯৪

লিখতি তত্রেত্যাদিনা। ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণকুমার্য্যা সুশীলয়া বা বিধবয়া ন তু শূদ্রয়া দুঃশীলয়া বা কর্ত্তিতং। শুভম্ উত্তমং লিখিতন্যায়েন কর্ত্তিতং স্বতশ্চ অনতিস্থৌল্যাদিনা। শুচিঃ স্নানাদিনা পবিত্রঃ সন্॥ ৮৯॥ তৎ নবগুণীকৃতসূত্রং শুচিনা শুদ্ধেন জলেন প্রক্ষাল্য। অথানন্তরং মূলেন মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতবারান্ অভিমন্ত্রয়েৎ॥ ৯০॥ তেন চ সূত্রেণ জ্যেষ্ঠমধ্যমকনিষ্ঠানি ত্রীণি পবিত্রাণি ক্রমেণ শুচৌ দেশে বৈষ্ণবৈঃ সহ যজ্ঞোপবীতবৎ বধ্নীয়াদিতি লিখতি ত্রীণীতি। অস্য নবগুণীকৃতসূত্রস্য সাষ্টশতেন অষ্টোত্তরশতেন তাবদ্গুণিতেনেত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। তস্য সাষ্টশতস্যার্দ্ধেন চতুঃপঞ্চাশতা অস্য তদর্দ্ধস্য চার্দ্ধতঃ সপ্তবিংশতেত্যর্থঃ। এবং স্থৌল্যপরিমাণং লিখিত্বা দৈর্ঘ্যপরিমাণং লিখতি। প্রভোঃ শ্রীভগবন্মূর্ত্তেঃ ক্রমেণ জান্বাদিমাত্রাণীতি। তত্রাষ্টোত্তরশতনবসূত্রীভির্জানুপর্য্যন্তং জ্যেষ্ঠম্। চতুঃপঞ্চাশতা চোরুপর্য্যন্তং মধ্যমম্। সপ্তবিংশত্যা চ নাভিপর্য্যন্তং কনিষ্ঠমিতি জ্ঞেয়ম্॥ ৯১॥ পবিত্রাণাং মধ্যে মধ্যে চ সমভাগেন গ্রন্থীন্ বধ্নীয়াদিতি লিখতি ষট্ত্রিংশদিতি। তেষাং ত্রয়াণাং মধ্যে আদ্যে জ্যেষ্ঠে। মধ্যমে চতুর্ব্বিংশতিগ্রন্থয়ঃ কার্য্যাঃ। অন্ত্যে কনিষ্ঠে॥ ৯২॥ গ্রন্থিপরিমাণং লিখতি অঙ্গুষ্ঠেতি। অত্রাঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব চ শ্রীভগবন্মূর্ত্তের্গ্রাহ্যম্। অন্যথা হ্রস্বশ্রীমূর্ত্তেঃ পবিত্রস্যাপি হ্রস্বত্বে যজমানাঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিততাবদ্গ্রন্থিসন্নিবেশাভাবাৎ। তদর্দ্ধম্ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বার্দ্ধমিতঞ্চ মধ্যমে, তদর্দ্ধং চ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপাদমিতং কনিষ্ঠে গ্রন্থিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ৯৩॥ সর্ব্বত্র সর্ব্বেষ্বেব পবিত্রেষু। বৈ প্রসিদ্ধৌ স্বর্থে বা। বিষমসংখ্যাকান্ অযুগ্মান্ কুত্রচিৎ পরিবারাদিপবিত্রেষ্বপি ন কুর্য্যাৎ॥ ৯৪। তস্য নবগুণীকৃতস্য সূত্রস্য। অষ্টোত্তরশতং

করিয়া তাহা আবার ত্রিগুণিত করিবে। ৮৯। তদনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ করত বিশুদ্ধ সলিলে ধৌত করিয়া একশত অষ্টসংখ্য মূলমন্ত্রপাঠ সহকারে অভিমন্ত্রিত করিবে। ৯০। তৎপরে উক্ত ত্রিগুণিত সূত্র শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে অষ্টোত্তরশত বা চতুঃপঞ্চাশৎ অথবা সপ্তবিংশতি সূত্রদ্বারা যজ্ঞসূত্রবৎ পবিত্র প্রস্তুত করিয়া দেবমূর্ত্তির জানু, উরু ও নাভিপর্য্যন্ত প্রমাণ করত তাঁহাকে প্রদান করিবে। ৯ । উৎকৃষ্ট পবিত্রে ষট্ত্রিংশৎ, মধ্যম পবিত্রে চতুর্ব্বিংশতি ও কনিষ্ঠ পবিত্রে দ্বাদশটী গ্রন্থি করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য অর্থাৎ পবিত্রের মধ্যে মধ্যে সমভাবে গ্রন্থি দিতে হয় ৯২। উত্তম পবিত্রে অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপ্রমাণ দূরে দূরে গ্রন্থি দিবে। ঐ প্রকার মধ্যম পবিত্রে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণের অর্দ্ধমানে আর কনিষ্ঠ পবিত্রে অঙ্গুষ্ঠার্দ্ধের অর্দ্ধ প্রমাণে গ্রন্থি দিতে হয়। ৯৩। পবিত্রের সর্ব্বস্থানেই মনোরম গোলাকৃতি গ্রন্থি বান্ধিতে হইবে, অযুগ্ম গ্রন্থি দেওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ৯৪। অষ্টাধিক সহস্র সূত্রে পবিত্র প্রস্তুত করত তাহাতে অষ্টোত্তরশত

অষ্টোত্তরসংগ্রন্থেণ তৎসূত্রস্য পবিত্রকম্। অষ্টোত্তরশতগ্রন্থি বনমালাখ্যমাচরেৎ ॥ ৯৫ ॥
আরভ্য মুকুটং যা তু সূত্রৈর্ব্বিরচিতা শুভা। আপাদলম্বিনী মালা বনমালা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৯৬ ॥
কুর্য্যাদ্গন্ধপবিত্রঞ্চ সূত্রৈর্দ্বাদশভিঃ শুভৈঃ। অরত্নিপ্রমিতং তচ্চ দ্বাদশগ্রন্থিকং কৃতী ॥ ৯৭ ॥
পবিত্রাণি পরীবারদেবতানাং সমাচরেৎ। সূত্রৈস্তৈরুড়ুসংখ্যাকৈঃ কলাসংখ্যার্কসংখ্যকৈঃ ॥ ৯৮ ॥
তেষু গ্রন্থীন্ যথাশোভং বদ্ধা বহ্নেগুরোরপি সপ্তবিংশতিভিঃ সূত্রৈঃ ষড়্বিংশতিভিরাত্মনঃ ॥৯৯
যথাসম্ভবমন্যেষাং পবিত্রাণি চ কারয়েৎ। সম্পাদয়েচ্চ সর্ব্বাণি শোভনান্যেব যত্নতঃ ॥ ১০০ ॥
তথা চোক্তম্।—
বিশোভসূত্রদানেন কর্ত্তুঃ স্যাদশুভং ফলম্। পবিত্রং পরয়া ভক্ত্যা তস্মাৎ কুর্ব্বীত শোভনম্ ॥১০১
রঞ্জয়িত্বাথ কাশ্মীরাগুরুগোরোচনাদিভিঃ। বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য পটলে স্থাপয়েত্তানি বৈণবে ॥ ১০২ ॥
ইতি পবিত্রনির্ম্মাণম্ ॥

গ্রন্থয়ো যস্মিন্ তৎ ॥৯৫॥ বনমালাপবিত্রপরিমাণং লিখতি আরভ্যেতি। মুকুটাভাবে সতি শ্রীমস্তকং গ্রাহ্যম্ ॥ ৯৬ ॥ তৈঃ নবগুণীকৃতৈঃ সূত্রৈঃ অধিবাসনার্থং সমর্প্যং পবিত্রং যত্তদ্গন্ধপবিত্রম্ ॥৯৭॥ উড়ূনি নক্ষত্রাণি,তৎসংখ্যাদিগুণিতৈঃ তৈনর্বগুণীকৃতৈঃ সূত্রৈঃ ক্রমেণ জ্যেষ্ঠমধ্যমকনিষ্ঠানি ত্রীণি পবিত্রাণি সম্যগাচরেৎ। তত্র উড়ূনি সপ্তবিংশতিঃ। কলাঃ ষোড়শ। অর্কা আদিত্যা দ্বাদশ ॥৯৮॥ গুরোরগ্নেশ্চ রে পবিত্রে সপ্তবিংশতিভির্নবগুণীকৃতসূত্রৈঃ। আত্মনঃ যজমানস্য পবিত্রং ষড়্বিংশতিভিঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৯৯ ॥ অন্যেষাং বৈষ্ণবাদীনাং তত্র তত্রাশক্ত্যাবপি লিখিতানি সর্ব্বাণ্যেব পবিত্রাণি সুন্দরাণ্যেব কুর্য্যাদিতি লিখতি সম্পাদয়েদিতি ॥ ১০০ ॥ বিশোভস্য শোভারহিতস্য সূত্রস্য পবিত্রস্য দানেন। কর্ত্তুর্যজমানস্য। শোভনং সুন্দরম্ ॥ ১০১। অথ নির্ম্মাণানন্তরং তানি সর্ব্বাণি পবিত্রাণি কাশ্মীরাদিনা রঞ্জয়িত্বা যথাশোভং সর্ব্বত্র গ্রন্থিষু বা রঙ্গং কারয়িত্বা বৈণবপটলসংপুটান্তঃ শুভ্রবস্ত্রেণাচ্ছাদ্য স্থাপয়েৎ। আদিশব্দেন কর্পূরাদি। তত্রাশক্তৌ কেবলকুঙ্কুমেনাপি, তত্রাপ্যশক্তৌ হরিদ্রাদিনাপীতি জ্ঞেয়ম্।

গ্রন্থি দিবে। এইরূপ করিলে সেই পবিত্রকে বনমালা বলা যায়। ৯৫। সূত্র দ্বারা প্রস্তুতীকৃত মালা যদি শিরঃপ্রদেশের মুকুট হইতে আপাদ লম্বিত হয়, তাহা হইলে তাহা বনমালা বলিয়া অভিহিত। ৯৬। বিচক্ষণ ব্যক্তি দ্বাদশসংখ্য শুভপ্রদ সূত্র দ্বারা অরত্নিপ্রমাণ (কনিষ্ঠাঙ্গুলীহীন-মুষ্টিপরিমিত) দ্বাদশগ্রন্থিযুক্ত পবিত্র প্রস্তুত করিবেন। ৯৭। সপ্তবিংশতি, ষোড়শ বা দ্বাদশসংখ্য সূত্র দ্বারা পরিবার-দেবগণের পবিত্র প্রস্তুত করিতে হয় ৯৮। নবগুণিত সপ্তবিংশতি সূত্রে গুরু ও বহ্নির এবং নবগুণীকৃত ষড়্বিংশতি সূত্রে আপনার জন্য পবিত্র প্রস্তুত করত তাহাতে শোভা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গ্রন্থি বান্ধিবে। ৯৯। অপরাপর বৈষ্ণবগণের সম্ভবমত পবিত্র প্রস্তুত পূর্ব্বক সযত্নে অন্যান্য শোভনকর্ম্ম নিষ্পাদন করিবে। ১০০। সুদৃশ্য না হইলে সে পবিত্র দ্বারা দানকর্ত্তার অমঙ্গল ঘটে ; সুতরাং ভক্তিমান্ হইয়া মনোরম পবিত্র প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য। ১০১। কুঙ্কুম, অগুরু, গোরোচনা প্রভৃতি দ্বারা পবিত্র রঞ্জিত করত শুক্লবসনে আবরণ পূর্ব্বক বংশনির্ম্মিত সম্পুট (ঠোঙ্গা) মধ্যে রাখিবে। ১০২। ইতি পবিত্রনির্ম্মাণ।

কৃত্বা কৃত্যং দশম্যাঞ্চ পবিত্রারোপণায় হি। কৃষ্ণং বিজ্ঞাপ্য তদ্রাত্রিং যথা প্রাগ্লিখিতং নয়েৎ ॥১০৩

একাদশ্যাং প্রভাতে চ নিত্যকৃত্যং সমাপ্য হি। দেবালয়মুপস্কৃত্য মণ্ডলং রচয়েৎ শুভম্ ॥ ১০৪ ॥

কৃত্বা কৃষ্ণস্য নিত্যার্চ্চাং পবিত্রারোপণার্থকাম্। পূজাং বিশেষতঃ কৃত্বা কৃষ্ণং বিজ্ঞাপয়েদিদম্ ॥

১০২॥ ইদানীং পবিত্রারোপণোৎসবে দশম্যাদিদিনত্রয়কৃত্যানি লিখন্নাদৌ দশমীকৃত্যং লিখতি কৃত্বেতি। দশম্যাং কৃত্যঞ্চ যথা প্রাগ্লিখিতং পূর্ব্বং দশমীনিয়মে যল্লিখিতং তদনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। তচ্চ দশমীনিয়মেন কৃতৈকভক্তো গিহিতকাষ্ঠেন দন্তান্ শোধয়িত্বা দ্বিরাচম্য সন্ধ্যাকৃত্যং নির্ব্বর্ত্ত্য ভগবন্তং পূজয়েদিতি। ততশ্চ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ভগবন্তং বিজ্ঞাপ্য—তব যাগং করিষ্যেঽহং পবিত্রময়মচ্যুত। আমন্ত্রিতোঽসি ভগবন্ পরিবারযুতো ময়েত্যাদি সং প্রার্থ্য। তস্যা দশম্যা রাত্রিঞ্চ যথা প্রাগ্লিখিতমেব ব্রহ্মচর্য্যভূশয়নাদিনিয়মেন নয়েৎ অতিবাহয়েৎ। তত্র চ কেষাঞ্চিন্মতে দশমীরাত্রিমিত্থং নীত্বা একাদশ্যাং প্রাতঃ কৃতনিত্যকৃত্যো ভগবন্তমভ্যর্চ্চ্য পবিত্রারোপণসঙ্কল্পং যথাবৎ কৃত্বা পবিত্রারোপণোপকরণানি যথাশক্তি সম্ভৃত্য গুরুং প্রণম্য সন্নিধৌ চ সতন্তুস্তামুজ্ঞয়া পবিত্রাণি কুর্য্যাদিতি। তচ্চ তস্মিন্নেবৈকাদশীদিনে পবিত্রনির্ম্মাণাত্মখিলকর্ম্মস্ব শক্তস্য তথৈব বোদ্ধব মিতি দিক্ ॥ ১০৩॥ একাদশীদিনকৃত্যং লিখতি একাদশ্যামিত্যাদি নিশীত্যন্তেন। নিত্যকৃত্যং প্রাতঃস্নানাদি। উপস্কৃত্য লেপনাদিনা বিতানবন্ধনাদিনা চালঙ্কৃত্য। শুভং মঙ্গলং সর্ব্বতোভদ্রাদি। অত্র কেষাঞ্চিন্মতেঽধিকমিদম্।—আদৌ দ্বারাধিষ্ঠাতৃদেবতার্চ্চনপূর্ব্বকং যাগমণ্ডপং প্রবিশ্য ষট্‌ত্রিংশদ্দর্ভদলৈর্ব্বেণীমরত্নিসম্মিতাং নির্ম্মায় মূলমন্ত্রেণ তাং পঞ্চগব্যবিশুদ্ধাং বিধায় ভূতশুদ্ধিং কৃত্বা পঞ্চগব্যাক্তয়া তয়া বেণ্যা সর্ব্বতো যাগমণ্ডপাভ্যন্তরং প্রোক্ষয়েৎ। ততো গুর্ব্বাদিনমস্কারপূর্ব্বকং স্বাগমোক্তপ্রকারেণ ন্যাসজালং কৃত্বা নৃসিংহবীজেন সর্ষপানভিমন্ত্র্য দিক্ষু নিক্ষিপেৎ। তাংশ্চ প্রাকারাকারেণাবস্থিতান্ বিচিন্তয়েৎ। ততশ্চ সুশীলং বেদবেদাঙ্গপারগং বৈষ্ণবমেকং হোমার্থং বিধিবৎ বৃণুয়াৎ। স চাগমোক্তপ্রকারেণ স্বগৃহ্যোক্তবিধিনাষ্টোত্তরশতমষ্টাবিংশতিবারানাজ্যাহুতীর্হুত্বা সংস্রবপাত্রে আহুতশেষাজ্যং পবিত্রসংস্কারার্থং নিক্ষিপেৎ। যজমানস্তু যথাবিধি ন্যাসান্ কৃত্বা নৈমিত্তিকীং মহাপূজাং কৃত্বা পশ্চাৎ পবিত্রারোপণোৎসবহেতুকাং মহাপূজাং বিধিবদারভেতেতি ॥১০৪॥ নিত্যকরণীয়পূজাং কৃত্বা পশ্চাৎ পবিত্রারোপণোৎসবহেতুকাং পুনর্বিশেষতঃ আধিক্যেন পূজাং কৃত্বা ইদং ক্রিয়ালোপেত্যাদি ॥ ১০৫॥ ক্রিয়াণাং সম্বৎসরকৃতপুণ্যানাং লোপস্য যো বিঘাতঃ পরিহারস্তদর্থম্ পবিত্রারোপণম্।

পূর্ব্বোক্তবিধানানুসারে দশমীর যাবতীয় নিয়ম সম্পাদন পূর্ব্বক পবিত্রারোপণার্থ শ্রীকৃষ্ণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া নিশা অতিবাহন করিবে। ১০৩। একাদশীদিবসে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া দেবমন্দির লেপনপূর্ব্বক তাহাতে মনোরম সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করিবে। ১০৪। পরে হরির নিত্যপূজা শেষ করিয়া পবিত্রারোপণার্থ বিশেষার্চ্চনা সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীহরিকে (বক্ষ্যমাণরূপে) নিবেদন করিবে। ১০৫। হে প্রভো! হে দেব! সংবৎসরকৃত পুণ্যলোপের পরিহারার্থ আপনি যাহা বিধান করিয়াছেন, ভবদীয় প্রীত্যর্থেই আমি সেই পবিত্রার্পণ করিতেছি। হে নাথ! যাহাতে আমার কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, আপনি মৎপ্রতি সেইরূপ অনুকম্পা প্রকাশ

ক্রিয়ালোপবিঘাতার্থং যত্ত্বয়া বিহিতং প্রভো। ময়ৈতৎ ক্রিয়তে দেব তব তুষ্ট্যৈ পবিত্রকম্॥
ন মে বিঘ্নো ভবেৎ তত্র কুরু নাথ দয়াং ময়ি। সর্ব্বথা সর্ব্বদা বিষ্ণো মম ত্বং পরমা গতিঃ॥১০৬॥
দেবস্য সর্ব্বতো ন্যস্যেদ্দন্তকাষ্ঠং জলং কুশান্। মৃত্তিকাঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ কুঙ্কুমং রোচনানি চ।
উপানহৌ সিতচ্ছত্রং চামরং ব্যজনন্তথা। যবব্রীহ্যাদিধান্যানি যথাস্থানং পৃথক্ পৃথক্॥১০৭॥
কুম্ভং শুদ্ধাম্বুনাপূর্য্য সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে। দেবাগ্রতো নিধায়াস্মিন্ পবিত্রাণ্যধিবাসয়েৎ॥১০৮॥

অথ পবিত্রাধিবাসনম্।

ভগবৎপুরতস্তানি পটলস্থানি পূজয়ন্। আদাবাবাহয়েন্মূলযুক্তা তন্মনুনা বুধঃ॥১০৯॥

অথ তন্মন্ত্রঃ।

ওঁ সাম্বৎসরস্য যাগস্য পবিত্রীকরণায় ভোঃ। বিষ্ণুলোকাৎ পবিত্রাদ্য আগচ্ছেহ নমোঽস্তু তে॥১১০
দেবানাবাহ্য যথাস্থানং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্ততঃ তত্তন্মন্ত্রৈঃ সংনিধাপ্যাক্ষতগন্ধাদিনার্চ্চয়েৎ॥ ১১॥

আদিশব্দাৎ,—উপবাসব্রতেন ত্বাং তোষয়ামি জগৎপতে। কামক্রোধাদয়ো হ্যেতে ন মে স্যুর্ব্রত-ঘাতকাঃ। অদ্যপ্রভৃতি দেবেশ যাদদ্বৈশেষিকং দিনম্। তাবদ্রক্ষা ত্বয়া কার্য্যা সর্ব্বস্যাস্য নমোঽস্তু তে ইতি গ্রাহ্যম্। তচ্চ সর্ব্বসাধরণত্বায় স্পষ্টং লিখিতম্॥ ১০৬॥ ইদানীং অধিবাসসম্ভারাসাদনং লিখতি দেবস্যেতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বতঃ পরিতঃ দন্তকাষ্ঠাদীনি যথাস্থানং তত্তদ্যোগ্যস্থলে পৃথক্ পৃথক্ ন্যস্যেন্নিদধ্যাদিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ॥ ১০৭॥ অধুনাধিবাসপ্রকারং লিখতি কুম্ভমিত্যাদিনা অবগুণ্ঠয়েদিত্যন্তেন। অস্মিন্ কুম্ভে। তদুপরি পবিত্রাণি বৈণবপটলান্তর্নিহিতান্যেব নিধায় তান্যধিবাসয়েৎ॥ ১০৮॥

তানি পবিত্রাণি। মূলযুক্তা মূলমন্ত্রযুক্তেন। তস্য পবিত্রাবাহনস্য মনুনা মন্ত্রেণ॥ ১০৯॥

অদ্য আরোপণকালে। হে আদ্যেতি বা॥ ১১০॥ তেষু পবিত্রেষু দেবতাঃ পবিত্রাধিষ্ঠাত্রীঃ যথাস্থানং স্বস্বস্থানে আবাহনমুদ্রয়া তত্তন্মন্ত্রৈরাবাহ্য সন্নিধাপ্য সন্নিধীকরণমুদ্রয়া সন্নিধীকৃত্য চক্রমুদ্রয়া সংরক্ষ্য ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য অক্ষতাদিনা পূজয়েৎ। আদিশব্দেন পুষ্প-ধূপ-দীপ নৈবেদ্য-তাম্বূলাদি॥ ১১১॥

করুন্। হে বিষ্ণো! সর্ব্বথা সর্ব্বদা আপনিই আমার একমাত্র গতি। ১০৬। (এই প্রকারে নিবেদন করিয়া) প্রভুর চারিদিকে দন্তকাষ্ঠ, সলিল, কুশ, মৃত্তিকা, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, গোরোচনা, পাদুকাযুগল, শুভ্র ছত্র, চামর, ব্যজন, যব, ব্রীহি ও ধান্য এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে স্থাপন করিবে। ১০৭। প্রভুর সম্মুখে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে পবিত্র বারিপূর্ণ কুম্ভ রাখিয়া তাহাতে পবিত্র-সমূহের অধিবাস করিতে হইবে। ১০৮।

অনন্তর পবিত্রের অধিবাস কথিত হইতেছে।—প্রভুর পুরোবর্ত্তী পটলস্থিত পবিত্রগুলিকে প্রথমতঃ মূলমন্ত্রসমন্বিত আবাহনমন্ত্রে আবাহন করাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১০৯।

অতঃপর পবিত্রের আবাহনমন্ত্র।—হে পবিত্র! বার্ষিকযাগের পবিত্রতাবিধানার্থ অদ্য বিষ্ণুধাম হইতে উপস্থিত হও, তোমাকে নমস্কার করি। ১১০। অনন্তর ঐ সমস্ত পবিত্রে ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরবর্গের আবাহন পূর্ব্বক সন্নিধীকরণমুদ্রা দ্বারা দেবগণের সন্নিধাপন করত অক্ষত গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে। ১১১।

অথ তত্র তত্র দেবতাঃ।

ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবাস্ত্রীসূত্রী-দেবতাঃ স্মৃতাঃ। প্রণবো বায়ুবহ্নী চ ব্রহ্মা নাগঃ শশী রবিঃ।
শিবশ্চ বিশ্বে দেবাশ্চ নবসূত্র্যধিদেবতাঃ। ক্রিয়া চ পৌরুষী বীরা চতুর্থী চাপরাজিতা।
জয়া চ বিজয়া চৈব মুক্তিদা চ সদাশিবা। মনোময়ী তু নবমী দশমী সর্ব্বতোমুখী।
গ্রন্থীনাং দেবতাস্ত্বেতাস্তত্র তত্র নিবেদয়েৎ॥ ইতি॥

তন্মন্ত্রাঃ।

ওঁ সর্ব্বাভরণচিত্রাঙ্গ সর্ব্বদেবনমস্কৃত। লাবণ্যরূপ বিশ্বাত্মন্ জ্যেষ্ঠসূত্রং সমাশ্রয়।
ওঁ সর্ব্বলক্ষ্মীকর শ্রীশ সর্ব্বজ্ঞানরসাত্মক। নিবৃত্তরূপ বিশ্বাত্মন্ মধ্যসূত্রং সমাশ্রয়॥
ওঁ অতিবেগমরুদ্যোনে পুরুষাত্মন্ দিবস্পতে।
কনীয়ো হে প্রভো দেব তেজসা সূত্রমাশ্রয়॥ ইত্যাদি। ১১২॥
যত্র মন্ত্রো ন বর্ত্তেত তত্তন্নাম্নৈব তত্র চ। নমোঽন্তঃ সচতুর্থীক উহ্যঃ প্রাগ্লিখনাম্মনুঃ॥ ১১৩॥
অথ কৃষ্ণকরাম্ভোজে পট্টসূত্রেণ নির্ম্মিতম্। বিতস্তিমাত্রং বধ্নীয়াৎ ডোরকং মঙ্গলাত্মকম্॥

কনীয়ঃ কনিষ্ঠসূত্রমাশ্রয়। আদিশব্দাৎ বলমালায়াং তদধিষ্ঠাত্র্যাঃ প্রকৃতেরাবাহনমন্ত্রাদি। প্রকৃতে ত্বং জগন্মূর্ত্তে সর্ব্বলাবণ্যদায়িনি। শ্রীসূত্রে নিত্যকল্যাণি সান্নিধ্যং কুরু তে নম ইতি। এতচ্চ কেষাঞ্চিন্মতমিতি ব্যক্তং ন লিখিতং॥ ১১২॥ নম্বত্র কতমে মন্ত্রাস্তত্র লিখতি যত্রেতি। নমোঽন্তং নমঃশব্দান্তকং সচতুর্থীকং চতুর্থীবিভক্ত্যেকবচনসিদ্ধং তত্তন্নাম্নৈব মনুমন্ত্র উহ্যঃ। তচ্চ পূর্ব্বমেব লিখিতমস্তীতি লিখতি প্রাগিতি। প্রয়োগশ্চায়ম্।—ওঁ প্রণবায় নম ইত্যাদি॥ ১৩॥

উক্ত বিষয়ের দেবগণ ব্যক্ত হইতেছে।—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহাঁদিগকে ত্রিগুণিত সূত্রের দেবতা বলিয়া জানিবে। প্রণব, বায়ু, বহ্নি, ব্রহ্মা, নাগ, চন্দ্র, সূর্য্য, শিব ও বিশ্বেদেব এই নয় জন সূত্রের (অথবা নবগুণিত সূত্রের) দেবতা বলিয়া অভিহিত। ক্রিয়া, পৌরুষী, বীরা, চতুর্থী অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া, মুক্তিদা, সদাশিবা এবং মনোময়ী নবমী ও সর্ব্বতোমুখী দশমী ইহাঁদিগকে গ্রন্থিদেবতা বলিয়া জানিবে। তত্তদ্গ্রন্থিতে উহাঁদিগকে নিবেদন করিতে হয়।

অনন্তর উহাঁদিগের মন্ত্র বিবৃত হইতেছে।—হে বিশ্বাত্মন্! ভবদীয় অঙ্গ নানাবিধ বিভূষণে চিত্র বিচিত্রিত, আপনি নিখিল দেবগণের প্রণম্য, আপনি লাবণ্যস্বরূপ, এই সূত্রোত্তমকে আশ্রয় করুন্। হে বিশ্বাত্মন্! আপনি সর্ব্ববিধ লক্ষ্মীপ্রদ, আপনি নিখিল জ্ঞানরসস্বরূপ ও নিবৃত্তরূপী, আপনি এই মধ্যসূত্র আশ্রয় করুন্। হে প্রভো! আপনি বেগগামী বায়ুর উৎপত্তি-স্থান, পুরুষ-রূপী ও দিবসের নায়ক; হে দেব! আপনি তেজসহ এই কনিষ্ঠসূত্রকে আশ্রয় করুন্। ১১২। যে স্থলে কোনরূপ মন্ত্রের উল্লেখ নাই, তথায় চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত সেই দেবতার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শেষে নমঃশব্দ যোগ করিয়া লইবে। তাহাই মন্ত্ররূপে পরিগণিত। ১১৩। তৎপরে শ্রীহরির করকমলে পট্টসূত্রময় কল্যাণস্বরূপ বিতস্তি পরিমিত ডোর বান্ধিয়া দিবে।

উক্ত ডোর-বন্ধনের মন্ত্র।—এই ডোর সংবৎসরকৃত অর্চ্চনার ফলপ্রদ, পবিত্রীকরণার্থ আনন্দের সহিত উহা ধারণ করুন, আপনাকে প্রণাম করি। (এই প্রকারে ডোর বন্ধন করিয়া)

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

ওঁ সংবৎসরকৃতার্চ্চায়াঃ সম্পূর্ণফলদোঽসি যৎ। পবিত্রীকরণায়ৈতৎ কৌতুকং ধর তে নমঃ॥ইতি॥

ততো গন্ধপবিত্রঞ্চ গৃহীত্বা ধূপিতং বুধঃ। ভগবন্তং নমস্কৃত্য ভক্ত্যা সংপ্রার্থয়েদিদম্॥ ১১৪॥

আমন্ত্রিতোঽসি দেবেশ সার্দ্ধং দেবগণেশ্বরৈঃ। মন্ত্রেশৈর্লোকপালৈশ্চ সহিতঃ পরিচারকৈঃ।

আগচ্ছ ভগবন্নীশ বিধিসম্পূর্ণকারক। প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু কেশব॥ইতি॥

ততশ্চ :—বিষ্ণুতেজোদ্ভবং রম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্। সর্ব্বকামপ্রদং দেব তবাঙ্গং ধারয়াম্যহম্॥

অনেন মনুনা বিদ্বান্ মূলসম্পুটতেন হি। দদ্যাদ্গন্ধপবিত্রন্তৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ॥ ১১৫॥

নীরাজ্য দেবং স্তুত্বা চ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ। তৎপবিত্রাণি তৎকুম্ভমপ্যস্ত্রমনুনাথ বা।

নৃসিংহমনুনা রক্ষেৎ কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ। গীতনৃত্যাদিনা কুর্য্যাদ্বিধিবজ্জাগরং নিশি॥ ১১৬॥

অথ পবিত্রার্পণম্।

প্রাতঃকৃত্যানি নির্ব্বর্ত্ত্য নিত্যপূজাং বিধায় চ।
বিশেষতোঽর্চ্চয়েদ্দেবং পবিত্রাণি চ পূজয়েৎ॥ ১১৭॥

মহাবাদিত্রঘোষেণ নামসংকীর্ত্তনোৎসবৈঃ। মূলসম্পুটিতেনৈব পবিত্রাণ্যর্পয়েৎ ক্রমাৎ॥ ১১৮॥

ধূপিতং অগুর্ব্বাদিধূপযুক্তং সদ্গন্ধপবিত্রং হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা॥ ১১৪॥ তদ্ধূপয়িত্বা গৃহীতং গন্ধপবিত্রম্॥ ১১৫॥ অস্ত্রমন্ত্রেণ নৃসিংহমন্ত্রেণ বা রক্ষেৎ। আদিশব্দেন পুরাণপাঠাদি। বিধিবিদিতি বিধিশ্চ বাচকে সত্যাদৌ পুরাণপাঠস্ততো গীতাদি। তথা প্রতিযামঞ্চ নীরাজনাদি এতচ্চাদৌ জাগরণপ্রকরণে লিখিতমস্ত্যেব॥ ১১৬॥

দ্বাদশীদিনকৃত্যং লিখতি প্রাতরিত্যাদিনা বৈষ্ণব ইত্যন্তেন। বিশেষত ইতি পবিত্রার্পণার্থং নিত্যপূজাধিকতয়েত্যর্থঃ॥ ১১৭॥ ক্রমাদিতি জ্যেষ্ঠাদিক্রমেণ যতীনাঞ্চ কনিষ্ঠাদিক্রমেণ ইতি

করদ্বয়ে গন্ধপূর্ণধূপিত পবিত্র ধারণ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে প্রভুকে প্রণাম করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) প্রার্থনা করিবে। ১১৪। হে দেবেশ! সুরবর্গের ঈশ্বর, মন্ত্র সমূহের ঈশ্বর, লোকপালবর্গ ও পরিচারকগণের সহিত আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়াছি, হে ভগবন্! হে ঈশ! হে বিধিপূর্ণকারিন্! প্রাতঃকালে আপনার অর্চ্চনা করিব, হে কেশব! আপনি সন্নিহিত হউন্। (এইরূপে প্রার্থনা করিয়া) হে দেব! ভবদীয় বিষ্ণুতেজঃসঞ্জাত, সর্ব্বরাপহর সর্ব্বকামফলপ্রদ শোভনাঙ্গ ধ্যান করিতেছি, এই মন্ত্রকে মূল মন্ত্র দ্বারা পুটিত করিয়া তৎপাঠ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে সগন্ধ পবিত্র প্রদান করিবে। ১১৫। তৎপরে আরাত্রিক, স্তুতিবাদ ও কুসুমাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) বা নৃসিংহমন্ত্র * দ্বারা কুম্ভে ঐ পবিত্রসমূহ স্থাপনকরত কবচমন্ত্রে (হুঁ মন্ত্রে) অবগুণ্ঠন করিতে হইবে। তদনন্তর গীতনৃত্যাদি দ্বারা বিধানে নিশাজাগরণ করিতে হয়। ১১৬।

অনন্তর পবিত্রার্পণ।—প্রাতঃক্রিয়া ও নিত্যপূজা সমাধান্তে শ্রীহরিকে বিশেষরূপে পূজা করিয়া পবিত্রের অর্চ্চনা করিবে। ১১৭। মহাবাদ্য ও নামসংকীর্ত্তনরূপ উৎসব সহকারে

---

* উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং॥

বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ ভক্ত্যা কৃষ্ণায় বৈষ্ণবঃ। পূজাং কৃত্বা পরীবারদেবানাং তান্যথার্পয়েৎ ॥১১৯॥

অথ অর্পণমন্ত্রঃ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নমস্তুভ্যং গৃহাণেদং পবিত্রকম্। পবিত্রীকরণার্থায় বর্ষপূজাফলপ্রদ ॥

পবিত্রকং কুরুষ্বাদ্য যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। শুদ্ধো ভবাম্যহং দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ইতি ॥

মহাপূজাং ততঃ কৃত্বা স্তুত্বা নত্বার্থয়েৎ প্রভুম্। বনমালাং যথা দেব কৌস্তুভং সততং হৃদি।

তদ্বৎ পবিত্রং তন্তুঞ্চ পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহ ॥ ১২০

জানতাজানতা বাপি ন কৃতং যত্তবার্চ্চনম্। কেন বা বিঘ্নদোষেণ পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥ ১২১ ॥

তথাগ্নিং বিধিনাভ্যর্চ্য পবিত্রং তস্য চার্পয়েৎ। কৃষ্ণে নিবেদয়ন্ মন্ত্রহীনমিত্যাদিনা কৃতম্ ॥১২২॥

গুরুঞ্চ ভক্ত্যা সম্পূজ্য পবিত্রং গুরবেঽর্পয়েৎ। বৈষ্ণবেভ্যঃ পবিত্রাণি দত্ত্বৈকং ধারয়েৎ স্বয়ম্ ॥১২৩

সংপূজ্য বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ শক্ত্যা সংভোজ্য বন্ধুভিঃ।

সমং মহাপ্রসাদান্নং সুখং ভুঞ্জীত বৈষ্ণবঃ ॥ ১২৪ ॥

জ্ঞেয়ং ॥ ১১৮ ॥ অথ পরিবারদেবতানাং পূজাং কৃত্বা তানি তদর্থকৃতানি পবিত্রাণি তেভ্যোঽর্পয়েৎ ॥ ১১৯ ॥

ততস্তদনন্তরং ভগবতো মহাপূজাং কৃত্বা প্রভুং প্রার্থয়েদিতি লিখিতম্। তৎপ্রার্থনমেব লিখতি বনমালামিতি দ্বাভ্যাম্। সততমিতি পাঠে বহসীত্যধ্যাহার্য্যং ॥ ১২০ ॥ কেনচিদ্বিঘ্ন দোষেণ যন্ন কৃতম্। আদিশব্দেন দেবদেব জগন্নাথেত্যাদি। তচ্চ পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥১২১॥ বিধিনা অগ্নিসংস্কারাদিপ্রকারেণ। স চাদাবেব লিখিতোঽস্তি। নিত্যহোমনিবর্ত্তনপূর্ব্বকং পবিত্রং মূলমন্ত্রেণ তস্মৈ সমর্পয়েৎ। ততশ্চ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনমিত্যাদি-লিখিত-প্রসিদ্ধবচনেন কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং কৃষ্ণে নিবেদয়েৎ॥ ১২২ ॥ একং পবিত্রং স্বয়ং যজমানো ধারয়েৎ ॥ ১২৩ ॥ বন্ধুভিঃ সমং ভুঞ্জীত ॥ ১২৪ ॥

মূলমন্ত্রে পুটিত করত ক্রমে ক্রমে পবিত্র-সমূহ প্রদান করিতে হয়। ১১৮। বৈষ্ণবজন বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শ্রীহরি ও তৎপরিবারবর্গের অর্চ্চনা করত পবিত্র দিবে।১১৯।

অনন্তর পবিত্রপ্রদানমন্ত্র কথিত হইতেছে —হে কৃষ্ণ! আপনি বার্ষিকী পূজার ফল অর্পণ করিয়া থাকেন, আপনাকে প্রণাম; আপনি পবিত্রকরণার্থ এই পবিত্র গ্রহণ করুন। হে আদ্য! মৎকৃত দুষ্কর্ম্ম বিশুদ্ধ করুন্। হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন বিশুদ্ধ হই। তৎপরে মহাপূজা, স্তুতি ও প্রণাম পূর্ব্বক দেবদেবকে প্রার্থনা করিবে; হে প্রভো! আপনি সর্ব্বদা যেমন বক্ষঃস্থলে বনমালা ও কৌস্তুভ বহন করেন, সেইরূপ পবিত্র তন্তু ও মৎকৃত পূজাও হৃদয়ে ধারণ করুন্।১২০। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোন বিঘ্ন নিবন্ধন যদি আপনার অর্চ্চনা করিয়া না থাকি, তবে আমার তাহাও যেন পরিপূর্ণ হয়। ১২১। তৎপরে বিধানে হোম করত মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং প্রভৃতি প্রথিত মন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ পূর্ব্বক পবিত্র প্রদান করিবে। ১২২। পরে ভক্তিমান্ হইয়া গুরুপূজা করত তাঁহাকে পবিত্র প্রদান করিবে। তদনন্তর বৈষ্ণবদিগকে দিয়া নিজেও

অথ পবিত্রবিসর্জ্জনবিধিঃ।

তন্ত্রে।—মাসং পক্ষমহোরাত্রং ত্রিরাত্রং ধারয়েত্তথা। দেবেশং সূত্রসন্দর্ভং দেশকালানুসারতঃ।
প্রত্যহং স্নানকর্ম্মাদি সূত্রাণ্যুত্তার্য্য কারয়েৎ। অভিষিচ্যাথ তোয়েন পুনর্দেবং নিবেদয়েৎ।১২৫॥
তথান্তে দেবভ্যমর্চ্য বিশেষাৎ পুষ্পচন্দনৈঃ॥ নৈবেদ্যং বিবিধং দত্ত্বা তৎসূত্রঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ॥

তত্র পবিত্রবিসর্জ্জনমন্ত্রঃ।

ওঁ সাংবৎসরীং শুভাং পূজাং সম্পাদ্য বিধিবন্মম।
ব্রজেদানীং পবিত্র ত্বং বিষ্ণুলোকং বিসর্জ্জিতম্॥ ১২৫॥

যাবদ্দেবে পবিত্রাণি তাবত্তিষ্ঠেৎ সমাহিতঃ। ব্রহ্মচারী হবিষ্যাশী দেবপূজাপরায়ণঃ॥

অথ তৎফলম্।

উক্তঞ্চ বৌধায়নেন।—
এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো নৃকেশরী॥ ১২৭॥

অথ তত্র মুখ্যগৌণকালনির্ণয়ঃ।

মুখ্যকালস্য চৈতস্য বিঘ্নতোঽপগমে সতি। ভাদ্রাদাবপি কর্ত্তব্যং পবিত্রারোপণং প্রভোঃ॥১২৮॥

সূত্রসন্দর্ভং পবিত্রাণীত্যর্থঃ। দেবস্য স্নানাদিকর্ম্মসূত্রাণি তোয়েনাভিষিচ্য তান্যেব প্রোক্ষ্য॥১২৫॥ বিসর্জ্জনমন্ত্রঃ। ওঁ সাংবৎসরীমিত্যাদি॥১২৬॥ যাবৎ পবিত্রাণি তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ। এতস্য শ্রাবণশুক্লদ্বাদশী-লক্ষণস্য মুখ্যকালস্য॥ ১ ৭-১২৮॥ তস্যাং দ্বাদশ্যামেব॥ ১২৯॥ কর্ক-

---

একটী ধারণ করিবে। ১২৩। তদনন্তর বৈষ্ণবজন হরিমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবদ্বিজাতিগণকে শক্ত্যনুসারে আহার করাইয়া বন্ধুগণসহ নিজে আহার করিবেন। ১২৪।

অনন্তর পবিত্রবিসর্জ্জনবিধি।—দেশকালানুসারে এক মাস অথবা পক্ষ বা এক দিবারাত্রি কিংবা ত্রিরাত্র প্রভুকে পবিত্র ধারণ করাইতে হয়। যখন প্রভুকে স্নান করাইবে, তখন পবিত্র উত্তারণ পূর্ব্বক স্নান করাইতে হয়। ঐ সমস্ত পবিত্র সলিলসিক্ত করত পুনরায় প্রভুকে অর্পণ করিবে। ১২৫। তৎপরে প্রভুকে সচন্দন পুষ্প দ্বারা বিশেষরূপে অর্চ্চনা ও ও নৈবিদ্য অর্পণপূর্ব্বক পবিত্রসূত্র বিসর্জ্জন করিতে হয়।

পবিত্রবিসর্জ্জনের মন্ত্র।—হে পবিত্র! আমি তোমার বিসর্জ্জন করিতেছি, বিধানে সংকৃত এই বিশুদ্ধ বার্ষিকী পূজা সম্পাদন পূর্ব্বক অধুনা হরিধামে প্রস্থিত হও। ১২৬। যাবৎ প্রভুর অঙ্গে পবিত্র বিদ্যমান থাকে, ততদিন অবহিত হইয়া ব্রহ্মচারি-ভাবে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে এবং দেবার্চ্চনারত হইয়া থাকিবে।

উক্তবিষয়ের ফল।—বৌধায়ন ঋষির উক্তি আছে, বর্ষে বর্ষে এই পবিত্রদানরূপ মহোৎসব করিলে নিঃসন্দেহ নৃসিংহদেবাধিষ্ঠিত পরমপদে প্রস্থান করিতে পারে। ১২৭।

অনন্তর পবিত্র প্রদানের মুখ্য ও গৌণকাল নিরূপণ হইতেছে।—যদি কোন বিঘ্ন নিবন্ধন শ্রাবণের শুক্লা দ্বাদশীরূপ মুখ্যকালের অপ্রাপ্তি ঘটে, তবে ভাদ্রপ্রভৃতি মাসে দেবদেবের পবিত্রারোপণ করিবে। বিষ্ণুরহস্যেও লিখিত আছে, সূর্য্য কর্কটরাশিগত হইলে শ্রাবণের শুক্লা দ্বাদশীতে হরির পবিত্রারোপণ করিবে। কিংবা সূর্য্য সিংহ বা কন্যাগত হইলে শুক্লা দ্বাদশীতে

তথা চ বিষ্ণুরহস্যে।—

শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে কর্কটস্থে দিবাকরে। দ্বাদশ্যাং বাসুদেবায় পবিত্রারোপণং স্মৃতম্॥

সিংহস্থে বা রবৌ কার্য্যং কন্যামপি গতেঽথবা।

তস্যামেব তিথৌ সম্যক্ তুলাস্থে ন কথঞ্চন॥১২৯॥

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে চ।—

কর্কটকং গতে সূর্য্যে তথা সিংহগতেঽপি বা। দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য হরের্দদ্যাৎ পবিত্রকম্॥ ৩০॥

অথ চেদ্বিঘ্নপাতেন মুখ্যকালো ন লভ্যতে।

কন্যাগতেঽপি কুর্ব্বীত যাবন্নোত্তিষ্ঠতে হরিঃ॥ ইতি॥ ১৩১॥

অথ ভাদ্রকৃত্যম্।

ভাদ্রে ভগবতো জন্মদিনে কার্য্যো মহোৎসবঃ।

বিশেষেণ মহাপূজাং ব্রতপূর্ণেন বৈষ্ণবৈঃ॥ ১৩২॥

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতম্।

সর্ব্বৈরবশ্যং কর্ত্তব্যং জন্মাষ্টমীব্রতং নরৈঃ। নিত্যত্বাৎ পাপহারিত্বাৎ সর্ব্বার্থপ্রাপণাদপি॥

টকঃ কর্করাশিস্তং গতে॥১৩০। শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যামৃষিতর্পণঞ্চ শাখাভেদাদিনা বহুবিধং স্যাৎ, তচ্চ,—পিণ্ডদানং পিতৃণাঞ্চ পিতৃপক্ষে ন বৈ কৃতম্। ব্রতং ন কার্ত্তিকে মাসি শ্রাবণ্যামৃষিতর্পণমিত্যাদিবচনতোঽকরণপ্রত্যবায়মধ্যে স্কান্দাদিবিধানাদ্যদ্যপি নিত্যতাং লভেত, তথাপি মহদ্ভির্বৈষ্ণবধর্ম্মেষ্বসংগৃহীতত্বাদ্বৈষ্ণবানামাদরবিশেষাভাবেনাত্র বিবৃতা ন লিখিতং॥ ১৩১॥

ভগবতো জন্মদিনং রোহিণ্যষ্টমী শ্রবণাদ্বাদশী চ তস্মিন্॥ ১৩২॥

তত্র কিং পুণ্যং বিধিশ্চ কঃ॥ ১৩৩॥ যে ময়ি বাৎসল্যাৎ। যে মামিতি বা

পবিত্রারোপণ করিতে হয়, কিন্তু তুলারাশিস্থ সূর্য্যে কদাচ করিবে না। ১২৯। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে লিখিত আছে, সূর্য্য কর্কটরাশিস্থ হইলে শ্রাবণে বা সিংহরাশিস্থ হইলে ভাদ্রে শুক্লা দ্বাদশীতে কেশবকে পবিত্র প্রদান করিতে হয়। ১৩০। বিঘ্ন নিবন্ধন মুখ্যকালের অপ্রাপ্তি ঘটিলে কন্যারাশিস্থ সূর্য্যেও পবিত্র প্রদান করিতে পারে, কিন্তু শ্রীহরির উত্থানে কদাচ প্রদান করিবে না। ১৩১।

অনন্তর ভাদ্রকৃত্য বিবৃত হইতেছে।—ভাদ্রমাসে দেবদেবের জন্মাহে (রোহিণ্যষ্টমী ও শ্রবণাদ্বাদশীতে) ব্রত পূর্ণ করত বিশেষ প্রকারে মহতী পূজা সাধন পূর্ব্বক মহোৎসব করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। ১৩২।

অনন্তর জন্মাষ্টমীব্রত কথিত হইতেছে।—শাস্ত্রে জন্মাষ্টমীব্রতের নিত্যতা নির্দ্দিষ্ট আছে, এই ব্রত পাপরাশি হরণ করে এবং ইহার প্রসাদে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়; সুতরাং জন্মাষ্টমীব্রত করা মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনন্তর জন্মাষ্টমীব্রতের উৎপত্তি বিবৃত হইতেছে।—ভবিষ্যোত্তরে কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি আছে, হে অচ্যুত! আমার নিকট জন্মাষ্টমীব্রত সবিস্তর কীর্ত্তন কর। কোন্ সময়ে

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতোৎপত্তিঃ।

ভবিষ্যোত্তরে।— শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

জন্মাষ্টমীব্রতং ব্রূহি বিস্তরেণ মমাচ্যুত। কস্মিন্ কালে সমুৎপন্নং কিং পুণ্যং কো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১৩৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

হতে কংসাসুরে দুষ্টে মথুরায়াং যুধিষ্ঠির। দেবকী মাং পরিষজ্য কৃত্বোৎসঙ্গে রুরোদ হ ॥
তত্রৈব রঙ্গবাটে সা মঞ্চারূঢ়া জনোৎসবে। মল্লযুদ্ধে পুরা বৃত্তে সংস্তুতা কুকুরান্ধকৈঃ।
স্বজনৈর্ব্বহুভিঃ স্নিগ্ধৈস্তেষাং স্ত্রীভিঃ সমাবৃতা। বসুদেবোঽপি তত্রৈব বাৎসল্যাৎ প্ররুরোদ মে।
সমাগম্য পরিষজ্য পুত্র পুত্রেত্যুবাচ হ ॥ স গদ্গদগদস্বরো দীনো বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
বলভদ্রঞ্চ মাঞ্চৈব পরিষজ্যেদমব্রবীৎ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
যদুভাভ্যাং সুতাভ্যাং মে সমুদ্ভূতঃ সমাগমঃ। এবং হর্ষেণ দম্পত্যোর্হৃষ্টং সর্ব্বং তদা নৃপ ॥
প্রণিপত্য জনাঃ সর্ব্বে মামূচুস্তে প্রহর্ষিতাঃ। অদ্য প্রহর্ষো হ্যস্মাকমদ্য জাতো জনার্দ্দনঃ।
অদ্য মল্লাঙ্গযুদ্ধেন দুষ্টঃ কংসো নিপাতিতঃ ॥ এবং মহোৎসবং দৃষ্ট্বা সমাজে মধুসূদন।
প্রসাদঃ ক্রিয়তামস্যাঃ লোকস্যাস্যোঽপি শীঘ্রতঃ ॥ যস্মিন্ দিনে প্রসূয়েত দেবকী ত্বাং জনার্দ্দন।
তদ্দিনং দেহি বৈকুণ্ঠ কুর্ম্মস্তে তত্র চোৎসবম্। সম্যগ্‌ভক্তিপ্রপন্নানাং প্রসাদং কুরু কেশব ॥

এবমুক্তে জনৌঘেন বসুদেবোঽপি বিস্মিতঃ।
বিলোক্য বলভদ্রং তং সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ১৩৪ ॥

পরার্দ্ধেনান্বয়ঃ। হেতি পাঠে স্ফুটঃ ॥ ১৩৪ ॥ এবমস্ত্বীত্যাদি-তাতসমাদেশাৎ জনৌঘায় জনসমূহং

এই ব্রতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সাধন করিলে কি পুণ্যলাভ হয় এবং উহার বিধিই বা কি-প্রকার ?। ১৩৩। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! মথুরাপুরে দুরাচার কংসের বিনাশান্তে তত্রত্য রঙ্গভূমি সর্ব্বজনের মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইলে মল্লযুদ্ধ সমাপনের পর দেবকী দেবী কুকুর অন্ধক প্রভৃতি অসংখ্য স্নেহপরায়ণ আত্মীয়জন কর্ত্তৃক ও তত্তৎ-রমণীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করত অঙ্কে লইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। বসুদেবও তথায় মৎসমীপে গিয়া সুতবাৎসল্য নিবন্ধন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে দীনভাবে বাষ্পপুরিত নেত্রে আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক গদ্গদস্বরে "পুত্র পুত্র" শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে হলায়ুধ ও আমাকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, হে বৎসদ্বয়! তোমরা আমার পুত্র, তোমাদিগের উভয়ের সহিত মিলনে অদ্য মদীয় জন্ম সার্থক হইল, আমার জীবনও সুজীবন জ্ঞান করিলাম। হে রাজন্! সেই দম্পতী বসুদেব-দেবকীর এইরূপ আনন্দাতিরেক দর্শনে সকলেই পুলকিত হইল। তত্রত্য সকলে হর্ষ সহকারে আমাকে প্রণতি পূর্ব্বক বলিলেন, হে কৃষ্ণ! অদ্য আমাদিগের আনন্দোদয় হইল; অদ্য মল্লযুদ্ধে দুরাত্মা কংসেরও নিপাত হইল। হে মধুসূদন! এইরূপ মহোৎসব দর্শন পূর্ব্বক সমাজের প্রতি প্রীত হউন্। অপরাপর ব্যক্তির প্রতিও আশু অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন্। হে জনার্দ্দন! দেবকী দেবী যে দিন আপনাকে প্রসব করিয়াছেন, আমরা সেই দিন উৎসব সম্পাদন করিব, আপনি আমা-

এবমস্থিতি লোকানাং কথয়স্ব যথাতথম্॥ ততস্তাতসমাদেশান্ময়া জন্মাষ্টমীব্রতম্।
মথুরায়াং জনৌঘায় পার্থ সম্যক্ প্রকাশিতম্॥ ১৩৫॥
পৌরাশ্চ তজ্জন্মদিনং বর্ষে গর্ভাষ্টমে গতে। পুনর্জ্জন্মাষ্টমীং লোকাঃ কুর্ব্বন্তু ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
ক্ষত্রিয়া বৈশ্যজাতীয়াঃ শূদ্রা যেঽন্যেঽপি ধর্ম্মিণঃ॥ ১৩৬॥
সিংহরাশিগতে সূর্য্যে গগনে জলদাগমে। মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং কৃষ্ণপক্ষেঽর্দ্ধরাত্রকে।
শশাঙ্কে বৃষরাশিস্থে প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতে।
বসুদেবেন দেবক্যামহং জাতো জনাঃ স্বয়ম্॥ ১৩৭॥
এবমেতৎ সমাখ্যাতং লোকে জন্মাষ্টমীব্রতম্। ভগবত্যাশ্চ তত্রৈব কুরুধ্বং সুমহোৎসবম্।
মথুরায়াং ততঃ পশ্চাল্লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি॥ ১৩৮
ইত্যাকর্ণ্য যথাখ্যাতং তথা লোকৈরনুষ্ঠিতম্।
শান্তিরস্তু সুখঞ্চাস্তু লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ॥ ইতি॥ ১৩৯॥

প্রতি প্রশাসিতং সমাদিষ্টম্। পাঠান্তরে পূর্ব্বং গূঢ়ং সৎ ময়াঽধুনা প্রকটিতম্॥ ১৩৫॥ কথং তদাহ পৌরাশ্চেতি। গর্ভাদষ্টমে বর্ষে গতে সতি অষ্টবর্ষবয় আরভ্যেত্যর্থঃ। যথোক্তমেকাদশী-ব্রতাধিকারিনির্ণয়ে অষ্টবর্ষাধিকো বাল ইত্যাদি॥ ১৩৬॥ হে জনাঃ! স্বয়ং স্বেচ্ছয়া সম্পূর্ণতয়া বেত্যর্থঃ। পাঠান্তরে তু দুষ্টজনসংহারার্থঃ॥ ১৩৭॥ ভগবত্যাঃ শ্রীদেবক্যাঃ। অতস্তদুৎসঙ্গ এব ভগবৎপূজনবিধিঃ। যদ্বা শ্রীদুর্গাদেব্যাঃ; প্রভাতে নবমীদিনে, যথা মম তথা কার্য্যো ভগবত্যা মহোৎসব ইতি বিধিকল্পনাস্তোক্তেঃ॥ ১৩৮॥ এতদনুষ্ঠানেন চ সর্ব্বেষাং পরমসুখং সর্ব্বদুঃখোপরমশ্চেত্যভিপ্রায়েণ ব্রতফলমাহ শান্তিরিতি॥ ১৩৯॥ তস্য চ নিত্যতাং ত্রিধা লিখতি

দিগকে অনুমতি প্রদান করুন্। হে কেশব! আমরা ভক্তিমান্ হইয়া সম্যক্‌বিধানে আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্। সভাতলে সর্ব্বজনের মুখেই এই বাক্য উচ্চারিত হইলে বসুদেব পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করত আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবরে (আমাকে) বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩৪। হে কৃষ্ণ! সমস্তলোকের প্রার্থনা পূর্ণ হউক্, তুমি যথাযথ আজ্ঞা প্রদান কর। হে নৃপ! তৎপরে পিতার অনুমতি অনুসারে মথুরানগরে মানবগণের সম্বন্ধে আমি জন্মাষ্টমীব্রত প্রকাশিত করিলাম। ১৩৫। পৌরগণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বিগণ অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জন্মাষ্টমী নামক মহাব্রত সাধন করুক্। ১৩৬। হে মানবগণ! সূর্য্য সিংহরাশিতে গমন করিলে আকাশে মেঘোদয় হইলে ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধনিশাভাগে বৃষরাশিস্থ শশধরে রোহিণীনক্ষত্রে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে আমার জন্ম হয়। ১৩৭। এইরূপে এই জন্মাষ্টমী জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মথুরানগরীতে ভগবতী দেবকী বা দুর্গাদেবীরও ঐপ্রকার মহোৎসব সম্পাদন কর। তদনন্তর মানবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইবে। ৩৮। হে পার্থ! আমি যেরূপ কহিলাম, এই কথা শুনিয়া মানবগণ তদনুরূপ আচরণ করিল। শান্তি হউক্, আনন্দোদয় হউক্ এবং

নিত্যত্বঞ্চ পরন্তস্য ভগবৎপ্রীণনাত্মতম্। বিধিবাক্যবিশেষাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ॥ ১৪০ ॥

অথ জন্মাষ্টমীব্রতনিত্যত্বম্।

তত্র শ্রীভগবৎপ্রীণনং বিধিশ্চ।

স্কান্দে।—প্রহ্লাদাদ্যৈশ্চ ভূপালৈঃ কৃতা জন্মাষ্টমী শুভা। শ্রদ্ধয়া পরয়া বিষ্ণোঃ প্রীতয়ে কৃষ্ণবল্লভা॥

কিঞ্চ।—প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা শ্রাবণস্যাসিতাষ্টমী। বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ॥

অথাকরণপ্রত্যবায়ে প্রথমং ভোজনে প্রত্যবায়ঃ।

শ্রীবিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

শূদ্রান্নেন তু যৎ পাপং শবহস্তস্থভোজনে।
তৎ পাপং লভতে পুংভির্জগ্ধস্যাং ভোজনে কৃতে॥ ১৪১ ॥

গৃধ মাংসং খরং কাকং শ্যেনং বা মুনিসত্তম। মাংসঞ্চ দ্বিপদাং ভুক্তং ভুক্তং জন্মাষ্টমীদিনে॥ ১৪২

নিত্যত্বঞ্চেতি। পরং কেবলং পরমং বা। ভগবৎপ্রীতিহেতুশ্রবণেন বৈষ্ণবানামবশ্যং ভক্ত্যা প্রবৃত্তেঃ। বিধিবাক্যবিশেষশ্চাত্র বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যেতি। তস্মাৎ শ্রাবণস্যেতি মুখ্যচান্দ্রমাসপ্রায়েণ। এবমগ্রেঽপি॥ ১৪০॥

বিষ্ণোঃ প্রীতয়ে ইতি কৃষ্ণবল্লভেতি তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ ইতি ভগবৎপ্রীণনদ্বারা বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যেতি বীপ্সাবিধিবাক্যদ্বারা চ বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেতিবদ্বীপ্সয়া নিত্যত্বম্ লিখিত্বা ইদানীমকরণপ্রত্যবায়দ্বারা নিত্যতাং লিখতি শূদ্রান্নেনেত্যাদিনা চতুর্দ্দশেত্যন্তেন। অত্র চ প্রত্যবায়ো দ্বিধা। অভোজনেন শক্তৌ পূজাদিমহোৎসবকরণেন চ ঈদৃগ্বিধনিয়ম এব ব্রতশব্দেনাভিধীয়তে তত্রাদৌ পরমং নিন্দ্যং ভোজনপ্রত্যবায়ং লিখতি শূদ্রেতি ষড়্ভিঃ। শূদ্রস্যাবৈষ্ণবস্যান্নেন। যদ্বা অনাপদি ব্রাহ্মণস্য তেন যৎ পাপং স্যাৎ॥১৪১॥ জন্মাষ্টমীদিনে যেন ভুক্তং তস্য গৃধ্রমাংসাদ্যভক্ষ্যভক্ষণপাপং স্যাদিত্যর্থঃ॥১৪২॥ পাপমেব ভক্তং তদ্দিনেঽন্নস্য সর্ব্বপাপময়ত্বাৎ পাপফলোপভোগস্য

যাবতীয় লোক নীরোগ থাকুক। ১৩৯। ভগবান্ হরির প্রীতি উৎপন্ন হয়, বৎসরে বৎসরে কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রবিধি আছে এবং না করিলে (অধোগতিরূপ) অনিষ্ট হয়, এই ত্রিবিধ কারণেই জন্মাষ্টমীর ব্রতের নিত্যত্ব জানিবে। ১৪০।

অতঃপর জন্মাষ্টমী-ব্রতের সেই নিত্যতা কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ নিত্যতার উক্ত ত্রিবিধ কারণের মধ্যে ভগবৎপ্রীণন ও বিধি বিবৃত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে কথিত আছে, প্রহ্লাদ প্রভৃতি নৃপবর্গ শ্রীহরির প্রীত্যর্থে মহতী শ্রদ্ধা সহকারে হরিপ্রিয় পবিত্র জন্মাষ্টমীব্রত সাধন করিয়াছিলেন। আরও লিখিত আছে, চক্রপাণি হরির প্রীত্যর্থ বর্ষে বর্ষে রোহিণীনক্ষত্রান্বিত শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

অনন্তর জন্মাষ্টমী না করিলে যে প্রত্যবায় ঘটে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ভোজনে যে প্রত্যবায় হয়, তাহাই কথিত হইতেছে।—বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, জন্মাষ্টমীতে আহার করিলে শূদ্রান্ন (অবৈষ্ণবান্ন বা অনাপৎকালে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন) ভোজনজনিত ও শবহস্তস্থ দ্রব্যভক্ষণজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ১৪১। হে মুনিসত্তম! যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমীতে

জন্মাষ্টমীদিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তং দ্বিজোত্তম। ত্রৈলোক্যসম্ভবং পাপং ভুক্তমেব ন সংশয়ঃ ॥১৪৩॥
কিঞ্চ। জয়ন্তীবাসরে প্রাপ্তে করোত্যুদরপূরণম্। পীড্যতে তিলমাত্রন্তু যমদূতৈঃ কলেবরম্॥১৪৪
যো ভুঙ্ক্তে চ বিমূঢ়াত্মা জয়ন্তীবাসরে নৃপ। ন তস্য নরকোত্তারো দ্বাদশীং চ প্রকুর্ব্বতঃ ॥১৪৫॥
অতীতানাগতন্তেন কুলমেকোত্তরং শতম্। পাতিতং নরকে ঘোরে ভুঞ্জতা কৃষ্ণবাসরে ॥১৪৬॥

অথোপবাসপূর্ব্বকপূজাবিশেষমহোৎসবাদিব্রতত্যাগপ্রত্যবায়ঃ।

তত্রৈব।— যে ন কুর্ব্বন্তি জানন্তঃ কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্।
তে ভবন্তি মহাপ্রাজ্ঞ ব্যালা মহতি কাননে ॥ ১৪৭ ॥

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গোবধঃ স্ত্রীবধোঽপি বা। ন লোকো মুনিশার্দ্দূল জয়ন্তীবিমুখস্য চ ॥১৪৮॥
বর্ষে বর্ষে তু যা নারী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীব্রতম্। ন করোতি মহাপ্রাজ্ঞ ব্যালী ভবতি কাননে ॥১৪৯

সত্যঃ প্রত্যাসত্তের্ব্বা ॥ ১৪৩॥ যঃ করোতি তস্য কলেবরং তিলমাত্রং তিলশঃ পীড্যতে। তিল মাত্রমিত্যস্য পূর্ব্বেণৈব বান্বয়ঃ। তিলমাণমল্পমপ্যুদরপূরণং যঃ করোতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৪ ॥ অপ্যর্থে চকারঃ। দ্বাদশীমপি প্রকুর্ব্বতঃ দ্বাদশীব্রতেনাপি জন্মাষ্টমীব্রতোল্লঙ্ঘনমহাপরাধানপগমাৎ ॥১৪৫॥ কৃষ্ণবাসরে শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনে ॥ ১৪৬ ॥

জানন্তঃ জানন্তোঽপীত্যজ্ঞানেনাকরণাৎ পাপমল্পমিত্যভিপ্রেতম্। যদ্বা জ্ঞানবন্তোঽপি ব্যালা ভবন্তীত্যর্থঃ। ব্রতমিত্যনেন যদ্যপ্যভোজনং পূজামহোৎসবাদিকমপি সর্ব্বং গৃহ্যতে তথাপ্যত্র ভোজনাদিশঙ্কাভাবাৎ পূজাদিমহোৎসবপরমেব তদ্‌গ্রাহ্যং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥১৪৭॥তস্য তদ্বিমুখস্য ব্রহ্মঘ্নঃ সুরাপস্য। তস্য গোবধঃ স্ত্রীবধোঽপি জাতঃ। পাঠান্তরং সুগমম্। অতো লোকঃ ঐহিকামুষ্মিকসুখং সর্ব্বমেব ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৮॥ সভর্তৃকাপি যোষিৎ কুর্য্যাদিতি লিখতি বর্ষে বর্ষে ইতি। অয়ং শ্লোকঃ কচিন্ন তিষ্ঠেদপি ॥ ১৪৯॥ বিত্তশাঠ্যেনেতি পাঠে অল্প-

---

আহার করে, তাহার সেই আহার গৃধ্র, গর্দ্দভ, বায়স, শ্যেন ও মনুষ্যের মাংস-সেবন তুল্য হয় ।১৪২। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! জন্মাষ্টমীদিনে আহার করিলে ত্রিভুবনস্থ নিখিল পাতক সেবন করা হয় সন্দেহ নাই।১৪৩। আরও লিখিত আছে, জয়ন্তীদিনে (জন্মাষ্টমীতে) তিলমাত্র উদরপূর্ণ করিলেও (স্বল্পমিত ভোজন করিলেও) শমনকিঙ্করগণ সেই ব্যক্তির দেহে তিল তিল প্রমাণে যাতনা প্রদান করে।১৪৪। হে রাজন্! যে ব্যক্তি মুগ্ধমনা হইয়া জয়ন্তীতে আহার করে, দ্বাদশীব্রত সাধন করিলেও তাহার নিরয়বাস হইতে পরিত্রাণ নাই।১৪৫। শ্রীহরির জন্মাহে আহারে তদীয় অতীত ও ভাবী শতপুরুষ ভীষণ নরকে নিমগ্ন হয়।১৪৬।

অনন্তর উপবাস করিয়াও অর্চ্চনাবিশেষ-মহোৎসবাদি ব্রত ত্যাগ করিলে যে প্রত্যবায় ঘটে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—উক্ত বিষ্ণুরহস্যেই লিখিত আছে, হে মহাবুদ্ধে! জ্ঞানী হইয়াও জন্মাষ্টমীবিমুখ হইলে ভীষণ বনমধ্যে ভুজঙ্গ হইয়া বাস করিতে হয়।১৪৭। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! জয়ন্তীব্রতে বিমুখ হইলে ইহ বা পর কোন লোকেও সুখের আশা নাই; অধিকন্তু, ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, গোহত্যা ও নারীহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।১৪৮। হে মহামতে! যে সধবা নারী প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমী ব্রত সম্পাদন না করে, সে ভুজঙ্গীরূপ ধারণ পূর্ব্বক বনমধ্যে বাস করিয়া থাকে।১৪৯

শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্। ন করোতি নরো যস্তু স ভবেৎ ক্রূররাক্ষসঃ।
শ্রাবণে বহুলে পক্ষে ন করোতি যদাষ্টমীম্। ক্রূরায়ুধাঃ ক্রূরমুখা হিংসন্তি যমকিঙ্করাঃ।
ন করোতি যদা বিষ্ণোর্জ্জয়ন্তীসম্ভবং ব্রতম্। যমস্য বশমাপন্নঃ সহতে নারকীং ব্যথাম্॥
কিঞ্চ তত্রৈব।—
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোঽন্যব্রতমুপাসতে। নাপ্নোতি সুকৃতং কিঞ্চিদ্দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা॥
কিঞ্চ।—তুষ্ট্যর্থং দেবকীসূনোর্জ্জয়ন্তীসম্ভবং ব্রতম্। কর্ত্তব্যং বিত্তশাঠ্যেন ভক্ত্যা ভক্তজনৈরপি।

অকুর্ব্বন্ যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১৫০॥

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যম্।

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে জন্মাষ্টমীব্রতকথনে।—
একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুত্রসন্তানমারোগ্যং সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ। সত্যধর্ম্মরতো ভূত্বা মৃতো বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ॥
তত্র নিত্যং বিমানেন বর্ষলক্ষং যুধিষ্ঠির। ভোগান্নানাবিধান্ ভুক্ত্বা পুণ্যশেষাদিহাগতঃ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধে তু সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতে। সর্ব্বধর্ম্মযুতে পার্থ সর্ব্বগোকুলসঙ্কুলে।
তস্মিন্রাষ্ট্রে প্রভুভুঙ্‌ক্তে দীর্ঘায়ুর্মনসেপ্সিতান্। ভোগানন্তে চ পরমং পদং যাত্যপুনর্ভবম্॥
তৎকুলে রূপবিখ্যাতা জায়ন্তে হৃদয়ঙ্গমাঃ। যস্মিন্ সদৈব দেশে তু লিখিতং বাপি চর্চ্চিতম্।
মম জন্মদিনং পুণ্যং সর্ব্বালঙ্কারশোভিতম্। পূজ্যতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ জনৈরুৎসবসংযুতম্॥ ১৫ ॥

বিত্তব্যয়েনাপি কর্ত্তব্যং, ন তু বিত্তব্যয়ভয়াৎ ত্যক্তব্যমিত্যর্থঃ। বিত্তমানেনেতি পাঠে তু ধনানুসারেণেত্যর্থঃ। ভক্তজনৈরকিঞ্চনবৈষ্ণবৈরপি ভক্ত্যা কর্ত্তব্যমেব॥ ১৫০॥

লিখিতং তত্তন্মূর্ত্ত্যাদি-চিত্রণেন পটাদাবঙ্কিতঞ্চর্চ্চিতং চন্দনচূর্ণাদিভূষিতং সৎ। যদ্বা। পুস্তকে লিখিতং বর্ণময়ত্বেন, চর্চ্চিতং পটাদিষু চিত্রিতং বাপীত্যর্থঃ॥ ১৫১॥ ঈতয়শ্চোক্তাঃ —অতি-

---

শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে ব্রত সাধন না করিলে তাহাকে ক্রূররাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে ব্রত না করিলে বিকটানন ভীষণকায় অস্ত্রধারী শমনকিঙ্করগণ তৎপ্রতি হিংসাচরণ করে। হরির জয়ন্তীজনিত ব্রত না করিলে শমনরাজের বশীভূত হইয়া নারকী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আরও লিখিত আছে, জন্মাষ্টমীব্রত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রতান্তরের অনুষ্ঠান করিলে কি দৃষ্ট কি শ্রুত কোনরূপ পুণ্যই প্রাপ্ত হইতে পারে না। আরও লিখিত আছে, ধনী ব্যক্তি ভক্তবর্গ সহ মিলিত হইয়া দেবকীসুত হরির প্রীত্যর্থ ভক্তি সহকারে জয়ন্তীব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। নতুবা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ নরকে অবস্থিতি করিতে হইবে।১৫০।

অতঃপর জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।—ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠির-সংবাদে জন্মাষ্টমীব্রতকথনে লিখিত আছে, হে কৌরব! একটীমাত্র জন্মাষ্টমীর উপবাস করিলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাতকের বিমুক্তি হয় সন্দেহ নাই; এবং সন্ততি, আরোগ্য ও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া দেহান্তে বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করে। হে

পরচক্রভয়ন্তত্র ন কদাচিদ্ভবত্যুত। পর্জ্জন্যঃ কামবর্ষী স্যাদীতিভ্যো ন ভয়ং ভবেৎ ॥১৫২॥
গৃহে বা পূজ্যতে যস্মিন্ দেবক্যাশ্চরিতং মম। তত্র সর্ব্বসমৃদ্ধিঃ স্যান্নোপসর্গাদিকং ভয়ম্ ॥
পশুতো নকুলাদ্ব্যালাৎ পাপরোগাচ্চ পাতকাৎ। রাজতশ্চৌরতো বাপি ন কদাচিদ্ভয়ং ভবেৎ ॥
কিঞ্চ।—যস্মিন্ গৃহে পাণ্ডুপুত্র লিখ্যতে দেবকীব্রতম্। ন তত্র মৃতনিষ্ক্রান্তির্ন গর্ভপতনং তথা ॥
ন চ ব্যাধিভয়ং তত্র ভবেদিতি মতং মম। ন বৈধব্যং ন দৌর্ভাগ্যং ন দন্তঃ কলহো গৃহে ॥ ১৫৪
সম্পর্কেনাপি যঃ কুর্য্যাৎ কশ্চিজ্জন্মাষ্টমীব্রতম্। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সোঽপি পার্থ ন সংশয়ঃ ॥
জন্মাষ্টমীজনমনো-নয়নোৎসবাঢ্যা, পাপাপহা সপদি নন্দিতনন্দগোপা।
যো দেবকীং সদয়িতাং যজতীহ তস্যাম্, পুত্রানবাপ্য সমুপৈতি পদং স বিষ্ণোঃ ॥ ১৫৬ ॥

বৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ। প্রত্যাসন্নশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ইতি ॥ ১৫২ ॥ দেবক্যা মম চরিতং তথৈব লিখিতং জন্মদিনবৃত্তম্। উপসর্গা বিবিধোপদ্রবাঃ। আদিশব্দাৎ নরকাদি তদ্রূপং ভয়ম্। উপসর্গাদিজমিতি বা পাঠঃ। উপসর্গানেবাভিব্যঞ্জয়তি পশুত ইত্যাদি ॥ ১৫৩ ॥ দেবকীব্রতমিতি আত্মনা সহ তস্যা অভেদাভিপ্রায়েণ। যদ্বা তত্তপঃফলরূপং মজ্জন্মদিনব্রতমিত্যর্থঃ। পাঠান্তরং সুগমম্। মৃতনিষ্ক্রান্তির্ন ভবতি, কিন্তু জীবন্নেব গর্ভাৎ নিষ্ক্রামতীত্যর্থঃ। গর্ভস্য পতনং স্রাবশ্চ ন ভবতি ॥ ১৫৪ ॥ সম্পর্কেণ প্রসঙ্গেনাপি কেনচিৎ ॥ ১৫৫ ॥ সদয়িতাং শ্রীবসুদেবযুক্তাম্ ॥ ১৫৬ ॥ কৌমারমত্র পৌগণ্ডং কৈশোরঞ্চ

যুধিষ্ঠির! সেই ব্যক্তি বিমানারূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন পূর্ব্বক তথায় লক্ষবর্ষ পর্য্যন্ত নানা ভোগ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে নরলোকে আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বকামপূর্ণ, দুঃখহীন, ধর্ম্মপরায়ণ ও দীর্ঘায়ু হয়, গোগণসঙ্কুল সাম্রাজ্য লাভ করে এবং রাজ্যেশ্বর হইয়া বিবিধ উপাদেয় ভোগ সম্ভোগ পূর্ব্বক অপুনর্ভব পরমপদে প্রস্থান করে। তদীয় বংশে রূপবান্ ও হৃদয়বান্ মহাত্মগণের জন্ম হয়। হে পাণ্ডবসত্তম! যে দেশে মানবগণ নিরন্তর চিত্রপটে মদীয় পবিত্র জন্মদিন অঙ্কিত অথবা চর্চ্চিত, সর্ব্বাভরণভূষিত ও উৎসবান্বিত করিয়া পূজা করে, কদাচ তাহাদের পরচক্রভয়ের আশঙ্কা থাকে না, সেই দেশে মেঘ কামবর্ষী হয় অর্থাৎ যথাকালে বারিবর্ষণ করে এবং তথায় ঈতিভয়ও বিদ্যমান থাকে না। ১৫১-১৫২। দেবকী-চরিত ও মদীয় জন্মবৃত্তান্ত গৃহে লিখিত থাকিলে তথায় সর্ব্বসমৃদ্ধি সমুপস্থিত হয় এবং উপসর্গাদি-ভয়, পশু, ভুজঙ্গ, পাপরোগ, পাপ, নৃপতি ও চৌরভয়েরও আশঙ্কা থাকে না। ১৫৩। হে পাণ্ডব! মদীয় জন্মবৃত্তান্ত লিখিত থাকিলে সেই স্থানে মৃত সন্তান প্রসূত হয় না, গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে না, এবং ব্যাধি, বৈধব্য, দৌর্ভাগ্য ও দম্ভ-কলহেরও উৎপত্তি হয় না, ইহাই মদীয় অভিমত জানিবে। ১৫৪। হে পার্থ! প্রসঙ্গতঃ জন্মাষ্টমীব্রত করিলেও নিঃসন্দেহ হরিধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৫৫। জন্মাষ্টমী সর্ব্বজন-মনোহারিণী, নয়নোৎসব-বিধায়িনী, পাতকহারিণী ও নন্দগোপের আনন্দবিধায়িনী। ঐ দিনে বসুদেব ও দেবকীর অর্চ্চনা করিলে পুণ্যবান্ হইয়া (অন্তে) হরির পরম পদে গমন করিতে পারে। ১৫৬। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণাষ্টমীতে

বিষ্ণুধর্ম্মে।—রোহিণী চ যদা কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে বার্দ্ধকেঽপি যৎ। সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু।
তৎ ক্ষালয়তি গোবিন্দং তস্যামভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ॥ ১৫৭॥
হোমযজ্ঞাদিদানানাং ফলঞ্চ শতসম্মিতম্। সম্প্রাপ্নোতি ন সন্দেহো যচ্চান্যৎ মনসেপ্সিতম্।
উপবাসশ্চ তত্রোক্তো মহাপাতকনাশনঃ॥

বিষ্ণুরহস্যে।—
জয়ন্ত্যামুপবাসন্তু কৃত্বা যোঽর্চ্চয়তে হরিম্। তস্য জন্মশতোদ্ভূতং পাপং নশ্যতি সর্ব্বথা॥
কৌমারে যৌবনে বাল্যে বার্দ্ধকে যদুপার্জ্জিতম্। তৎ পাপং শময়েৎ কৃষ্ণস্তিথাবস্যাং সুপূজিতঃ।
স্নানং দানং তথা হোমঃ স্বাধ্যায়োঽথ জপস্তপঃ। সর্ব্বং শতগুণং প্রোক্তং জয়ন্ত্যাং যৎ কৃতং হরেঃ।
ধনধান্যবহা পুণ্যা সর্ব্বপাপহরা শুভা। সংপোষ্যা নরৈর্যত্নাজ্জয়ন্তী কৃষ্ণভক্তিদা॥
ব্রহ্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যে শ্রীসূতোক্তৌ।—
যা তু কৃষ্ণাষ্টমী নাম বিশ্রুতা বৈষ্ণবী তিথিঃ। তস্যাঃ প্রভাবমাশ্রিত্য পূতাঃ সর্ব্বে কলৌ জনাঃ॥
শ্রাবণে মাসি বহুলা রোহিণীসংযুক্তাষ্টমী। জয়ন্তীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী॥
তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্ধন্যাঃ কলিযুগে জনাঃ। যেঽভ্যর্চ্চয়ন্তি দেবেশং জাগ্রতঃ সমুপোষিতাঃ॥
ন তেষাং বিদ্যতে ক্বাপি সংসারভয়মুল্বণম্। যত্র তিষ্ঠন্তি তে দেশে কলিস্তত্র ন তিষ্ঠতি॥

তস্মিন্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্॥ ১৫৭॥ শ্রেয় ঐহিকামুষ্মিকসুখম্। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং কৃচ্ছ্রাদি বা।

রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হইলেই তাহাকে জয়ন্তী কহে; ঐ তিথি নিখিল-পাপনাশিনী। জয়ন্তী-দিবসে ভক্তিমান্ হইয়া জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলে বাল্যে, কৌমারে, যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় যে সমস্ত পাপ সঞ্চিত হয় এবং সপ্ত জন্মে যে যে পাতক করা যায়, তাহা ভূরিপ্রমিত বা অল্পই হউক হরি তৎসমস্ত বিনাশ করেন। ১৫৭। জয়ন্তীদিনে উপবাসী থাকিলে মহাপাপের হ্রাস হয়; হোম যজ্ঞ দানাদি যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহা শতগুণ ফল প্রদান করে এবং নিঃসন্দেহ মনোভীষ্ট সুসিদ্ধ হয়। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, জয়ন্তীর উপবাস পূর্ব্বক হরির অর্চ্চনা করিলে শতজন্মকৃত পাপ সর্ব্বথা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। জয়ন্তীর উপবাস পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে ভগবান্ অর্চ্চিত হইয়া কৌমার, যৌবন, বাল্য ও বার্দ্ধক্যকৃত নিখিল পাপ দূর করিয়া দেন। শ্রীহরির জয়ন্তীদিবসে স্নান, দান, হোম, স্বাধ্যায়, জপ, তপ প্রভৃতি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমস্ত শতগুণ ফলপ্রদ হয়। হে নরগণ! হরিভক্তিপ্রদায়িনী জয়ন্তীতে উপবাসী থাকিলে ঐ তিথি উপবাসীকে ধন, ধান্য ও পুণ্য প্রদান করে, নিখিল পাপ সংহার করে এবং কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকে। ব্রহ্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যে সূতোক্তি আছে যে, কৃষ্ণাষ্টমী বৈষ্ণবী তিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ তিথির শরণ গ্রহণ করিলে কলিযুগে মানবগণ বিশুদ্ধ হইতে পারে। শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হইলে তাহাকে জয়ন্তী বলা যায়। ঐ তিথি সর্ব্বপাপ-

তত্রৈব শ্রীশুকজনমেজয়-সংবাদে।—

য এব ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবক্যাং বসুদেবতঃ। জাতঃ কংসবধার্থং হি তদ্দিনং মঙ্গলালয়ম্ ॥

যা সা প্রত্যব্দমায়াতি শ্রাবণে বহুলাষ্টমী। সঙ্গতা রোহিণ্যর্ক্ষেণ নৃণাং মুক্তিফলপ্রদা।

যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্ ॥

তত্রৈবাগ্রে ব্রতবিধিকথনে।—

ইদমেব পরং শ্রেয় ইদমেব পরন্তপঃ। ইদমেব পরো ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণুব্রতধারণম্ ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

কৃষ্ণজন্মাষ্টমী লোকে প্রসিদ্ধা পাপনাশিনী। ক্রতুকোটি-সমা হ্যেষা তীর্থাযুতশতৈঃ সমাঃ ॥

কপিলাগো-সহস্রন্ত যো দদাতি দিনে দিনে। তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥

হেমভারসহস্রন্ত কুরুক্ষেত্রে প্রযচ্ছতি। তৎ-ফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥

রত্নকোটিসহস্রাণি যো দদাতি দ্বিজোত্তম। তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥

বাপীকূপ-সহস্রাণি দেবতায়তনানি চ। কন্যাকোটিপ্রদানেন যৎফলং কবিভিঃ স্মৃতম্।

মাতাপিত্রোর্গুরূণাঞ্চ ভক্তিমুদ্বহতাং ফলম্ ॥ ১৫৮ ॥

ধর্ম্মো যজ্ঞাদিজং পুণ্যং ভক্তিলক্ষণো বা ॥ ১৫৩ ॥ গুর্ব্বাদ্যর্থ যস্তনুং ত্যজেৎ তস্য যৎ পুণ্যং

নাশিনী। কলিকালে যে সমস্ত ধন্য ব্যক্তি জন্মাষ্টমীতে উপবাসী থাকিয়া জাগরণ পূর্ব্বক ভগবান্ হরির পূজা করেন, তাঁহাদিগকে কদাচ ভীষণ ভবভয়ে ভীত হইতে হয় না। তাঁহারা যে স্থানে নিবসতি করেন, কলি তথায় থাকিতে সক্ষম নহে। উক্তস্থানে শুক-জনমেজয়সংবাদে লিখিত আছে, ভগবান্ হরি কংস বিনাশার্থ বসুদেব হইতে দেবকীগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন, তদীয় উক্ত জন্মদিন কল্যাণের আধার। প্রতিবর্ষেই শ্রাবণ মাসে রোহিণীসমন্বিতা কৃষ্ণাষ্টমী আগমন করে, ঐ তিথি মানবগণের পক্ষে মোক্ষফলদায়িনী। যখন প্রত্যক্ষ সনাতন পুরাণ পুরুষ হরি ঐ তিথিতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন যে ঐ তিথি মুক্তিদায়িনী হইবে ইহা বিচিত্র কি! উক্ত স্থানেরই অগ্রে ব্রতবিধি-কথনে লিখিত আছে, হরিব্রত ধারণই পরম মঙ্গলস্বরূপ, উহাই পরম তপস্যাস্বরূপ এবং উহাই ধর্মশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, কৃষ্ণজন্মাষ্টমীই লোকে পাতকহারিণী বলিয়া প্রথিত; এই তিথি কোটি যজ্ঞ ও অযুত তীর্থের সদৃশ। জয়ন্তীদিনে উপবাস করিলে প্রত্যহ সহস্র কপিলাদানজনিত পুণ্য লাভ করিতে পারে। কুরুক্ষেত্র তীর্থে সহস্র স্বর্ণভার অর্পণ করিলে যে পুণ্য হয়, জয়ন্তীদিনে উপবাসী থাকিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জয়ন্তীদিনে উপবাস করিলে সহস্রকোটি রত্নদানজনিত ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। সহস্র সহস্র বাপী, কূপ, দেবায়তন ও কোটিসংখ্য কন্যা দান দ্বারা যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, পিতা মাতার প্রতি ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিলে যে ফল হয়, গুরু বিপ্র ও পতির জন্য শরীর বিসর্জ্জন করিলে যে ফল হয়, পরোপকারী তীর্থসেবাপরায়ণ ও সত্যব্রতনিষ্ঠেরা যে ফল লাভ করেন, জয়ন্তী উপবাসীর-তত্তৎ-সমস্ত ফল অর্জ্জিত হয়। নিরাশ্রয়বাসী তাপসেরা যে ফল লাভ করেন, সহস্র রাজসূয়ে

গুর্ব্বর্থে ব্রাহ্মণার্থে বা স্বাম্যর্থে বা ত্যজেত্তনুম্। পরোপকারযুক্তানাং তীর্থসেবারতাত্মনাম্।
সত্যব্রতানাং যৎ পুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥ নিরাশ্রয়েষু বসতাং তাপসানান্তু যৎফলম্।
রাজসূয়সহস্রেষু শতবর্ষাগ্নিহোত্রতঃ। একেনৈবোপবাসেন জয়ন্ত্যাং তৎফলং স্মৃতম্।
কৃত্বা রাজ্যং মহীং ভুক্ত্বা প্রাপ্য কীর্ত্তিঞ্চ শাশ্বতীম্।
জয়ন্ত্যাঞ্চোপবাসেন বিষ্ণোর্মূর্ত্তৌ লয়ং গতাঃ॥
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মুক্তিঞ্চ মুনিপুঙ্গব। দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ শ্রাবণে মাসি চাষ্টমী॥
জন্মাষ্টমীব্রতং যে বৈ প্রকুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ। কারয়ন্তি চ বিপ্রেন্দ্র লক্ষ্মীস্তেষাং সদা স্থিরা॥
ন বেদৈর্ন পুরাণৈশ্চ ময়া দৃষ্টং মহামুনে। যৎ সমঞ্চাধিকং বাপি কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতাৎ॥ ১৫৯॥
নিয়মস্থং নরং দৃষ্ট্বা জন্মাষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম। বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্জ্জয়েদ্যমঃ॥ ১৬০॥
কিঞ্চ।
ব্রতেনারাধ্য তং দেবং দেবকীসহিতং হরিম্। ত্যক্ত্বা যমপথং ঘোরং যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥
স্মরণং বাসুদেবস্য মৃত্যুকালে ভবেন্মুনে। সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি কৃতে জন্মাষ্টমী-ব্রতে॥
মমাজ্ঞয়া কুরুধ্বং তজ্জয়ন্তীং মুক্তয়ে তথা॥
ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীসূতোক্তৌ চ তদ্ব্রতমহিমানুবর্ণনান্তে।—
ইত্যেতৎ কথিতমশেষশাস্ত্রগুহ্যং, শ্রীকৃষ্ণমহিমানুবর্ণনং যৎ।
শ্রুত্বৈতৎ সকৃদপি পাতকৈর্বিমুক্তো, দেহান্তে ব্রজতি নরো মুরারিলোকম্॥১৬১॥

স্যাদিত্যর্থঃ। জয়ন্ত্যাং সম্যগুপোষণে উপবাসে সতি তৎ স্যাদিতি শেষঃ। তদুপোষণ ইতি বা পাঠঃ॥ ১৫৯॥ তস্য লিপিং পাপাদিলিখনম্॥ ১৬০॥ তদ্ব্রতাচরণমাহাত্ম্যং কিং লেখ্যং তচ্ছ্রবণাদপি পরম্পদমিতি পুনর্ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনং লিখতি ইতীতি॥ ১৬১॥

যে ফল হয়, শতবার্ষিক অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে যে ফল, কেবলমাত্র জয়ন্তী-উপবাস দ্বারা তৎসমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুসংখ্য ব্যক্তি জয়ন্তী-উপবাস পূর্ব্বক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ধরাভোগ করত চিরকীর্ত্তি লাভ করিয়া হরিমূর্ত্তিতে বিলীন হইয়াছেন। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদা ও বাঞ্ছিতদায়িনী। হে বিপ্রসত্তম! যাঁহারা জন্মাষ্টমী-ব্রত সাধন করেন, অথবা অন্য দ্বারা সম্পাদন করাইয়া থাকেন, সেই সকল নরশ্রেষ্ঠগণের নিকট কমলা নিশ্চলা হইয়া অবস্থান করেন। হে মহর্ষে! জন্মাষ্টমীব্রত সাধন করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসদৃশ বা তদপেক্ষা অধিক ফল বেদে বা পুরাণেও লক্ষিত হয় না। ১৫৮-১৫৯। হে বিপ্রসত্তম! যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমীদিনে নিয়মধারী হন, শমনরাজ তাঁহাকে দেখিয়া ম্লানমুখে তদীয় লিপি প্রোঞ্ছন করেন অর্থাৎ তৎকৃত আজন্মসঞ্চিত যত পাপ শমনের পত্রিকাতে লিখিত থাকে, তাহা মুছিয়া দেন। ১৬০। আরও লিখিত আছে, যিনি জন্মাষ্টমী-ব্রত করত দেবকী ও দেবদেব হরিকে উপাসনা করেন, তিনি ভীষণ শমনমার্গ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক হরির পরমপদে উপস্থিত হন। হে ঋষে! যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমী ব্রত করে, মরণসময়ে বাসুদেব তদীয় স্মৃতিপথে জাগরূক থাকেন এবং তদীয় নিখিল ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতনির্ণয়ঃ।

কৃষ্ণোপাস্ত্যাষ্টমী ভাদ্রে রোহিণ্যাঢ্যা মহাফলা।
নিশীথেঽত্রাপি কিঞ্চেন্দৌ জ্ঞে বাপি নবমীযুতা॥ ১৬২॥

অথ তত্র রোহিণীযুক্তা জন্মাষ্টমী।

বিষ্ণুরহস্যে —

প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা কৃষ্ণা নভসি চাষ্টমী। মুহূর্ত্তমপি লভ্যেত সৈবোপোষ্যা মহাফলা॥ ১৬৩॥

ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণাষ্টমী উপোষ্যা, সা চ রোহিণীনক্ষত্রেণ যুতা সতী মহাফলা। কেবলাষ্টম্যুপবাসতো রোহিণীযুতাষ্টম্যুপবাসে ফলাতিশয়ো ভবতীত্যর্থঃ। এবময়ং পূর্ব্বতোঽপবাদঃ। পূর্ব্বদিনে রোহিণীযুক্তায়া অষ্টম্যা বিদ্ধায়াঃ সত্যাঃ তথা শুদ্ধায়া অপি সত্যাঃ পরদিনে বুধবারাদিযোগপ্রাশস্ত্যাপেক্ষয়া পরিত্যাজ্যত্বাৎ। অতো রোহিণীযোগে ফলবিশেষ এব তাৎপর্য্যম্। অতএব লিখিতং মহাফলেতি। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। অত্র রোহিণীযোগেঽপি নিশীথে অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমী মহাফলা। কিঞ্চেতি পূর্ব্বসমুচ্চয়ে। ইন্দৌ সোমবারে, বুধবারে বা রোহিণ্যাঢ্যাষ্টমী যদা ভবতি তদা মহাফলেত্যর্থঃ। অত্র চ ব্রতদ্বয়োদাহরণং দ্রষ্টব্যম্। যদ্যপি তস্মিন্ বচনে নিশীথযোগো ন শ্রূয়তে তথাপি কিং পুনর্নবমীযুক্তেত্যাদি কৈমুতিকন্যায়েন পৃথগুক্তের্নিশীথযোগে ব্রতাপেক্ষয়া তদ্দিনে ব্রতে সতি পরদিনে তিথিনক্ষত্রবৃদ্ধিসম্ভবাৎ। তিথিভান্তে চ পারণমিত্যস্যাবকাশঃ স্যাৎ। তচ্চাগ্রে পারণলিখনে ব্যক্তং ভাবি। অপিশব্দোঽপি পূর্ব্বসমুচ্চয়ে। সোমে বুধে বা রোহিণ্যাষ্টমী যুক্তা চেদ্ভবতি তদা চ মহাফলেত্যর্থঃ। অত্র চ যদ্যপি রাত্রিশেষে নবমীযোগে সতি নিশীথযোগোঽপি ঘটতে, তথাপি উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি ইতি বচনাপেক্ষয়া নিশীথযোগোঽত্র ন প্রায়েণাদরণীয়ঃ। যদি চ কদাচিন্নিশীথে তত্তদ্যোগো বৃত্তঃ নবমী চ রাত্রিশেষে স্যাত্তদা সংযোগবিশেষো মন্তব্যঃ। যতঃ কেষাঞ্চিন্মতে কিঞ্চিদষ্টমীবৃদ্ধৌ রোহিণ্যাং সত্যাং নবমীদিন এব তত্তদ্বারাযোগে তত্তদ্বচনবলান্মহাফলতাবগম্যতে নান্যত্রেতি। তচ্চ তিথিভান্তে চ পারণমিত্যস্যানবকাশান্নাদরণীয়মিতি দিক্। এতচ্চাশেষমগ্রে লেখ্য-তত্তদ্বচনতঃ সবিশেষং ব্যক্তং ভাবি। ১৬৩॥

জন্মাষ্টমীদিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তমিত্যেতৎ তথা, যে ন কুর্ব্বন্তি জানন্ত ইত্যাদীনি চ নিত্যতালিখনে পূর্ব্বং লিখিতানি বচনান্যেব কেবলভাদ্রকৃষ্ণাষ্টম্যুপবাসোদাহরণানি বর্ত্তন্ত এব, ইদানীং রোহিণ্যা-

---

হে মহর্ষে! মুক্তিলাভের বাসনা থাকিলে জয়ন্তীব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সূতোক্তিতে জন্মাষ্টমীব্রত-মাহাত্ম্য-বর্ণনান্তে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণব্রতের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন নিখিল শাস্ত্রেই গুহ্য, উহা বারৈকমাত্র শ্রবণ করিলেই নিখিল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেহাবসানে হরিধামে প্রস্থিত হইতে পারে। ১৬১।

অনন্তর জন্মাষ্টমীব্রতের দিন নিরূপণ হইতেছে: ভাদ্রীয় কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীর যোগ হইলে এবং উক্ত দিন সোম বা বুধবার ও নবমী-সমন্বিত হইলে সেই দিনে উপবাস কর্ত্তব্য; যেহেতু, ঐ তিথি মহাফলদায়িনী। ১৬২।

মুহূর্ত্তমপ্যহোরাত্রে যস্মিন্ যুক্তন্তু লভ্যতে। অষ্টম্যা রোহিণী-ঋক্ষং তাং সুপুণ্যামুপাবসেৎ ॥১৬৪॥
কিঞ্চ তত্রৈব।—
অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষস্য রোহিণী-ঋক্ষসংযুতা। ভবেৎ প্রৌষ্ঠপদে মাসি জয়ন্তী নাম সা স্মৃতা॥ ১৬৫॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—
রোহিণ্যৃক্ষং যদা কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম। জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে বার্দ্ধকে তথা। বহুজন্মকৃতং পাপং হন্তি সোপোষিতা তিথিঃ॥
স্কান্দে।—
প্রাজাপত্যেন সংযুক্তা অষ্টমী তু যদা ভবেৎ। শ্রাবণে বহুলে পক্ষে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥
জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তীং তেন তাং বিদুঃ॥
বিষ্ণুপুরাণে।—
কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভবেদ্যত্র কলৈকা রোহিণী নৃপ। জয়ন্তী নাম সা জ্ঞেয়া উপোষ্যা সা প্রযত্নতঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং রাজন্ যত্রিবিধং নৃণাম্। তৎ ক্ষালয়তি গোবিন্দস্তিথৌ তস্যান্তু ভাবিতঃ।
উপবাসশ্চ তত্রোক্তো মহাপাতকনাশনঃ। জয়ন্ত্যাং জগতীপাল বিধিনাত্র ন সংশয়ঃ॥ ১৬৭॥
ত্রেতায়াং দ্বাপরে চৈব রাজন্ কৃতযুগে তথা। রোহিণীসংযুতা চেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ সমুপোষিতা॥

দিযোগবচনান্যুদাহরণত্বেন লিখতি প্রাজাপত্যেত্যাদিনা বিশেষতঃ ইত্যন্তেন। নভসি শ্রাবণে॥১৬৩॥ অষ্টম্যা যুক্তং।১৬৪॥ কিঞ্চ যা চ রোহিণীযুক্তা সা জয়ন্তী নাম। সৈবোপবাসাদৌ মহাফলেত্যভি-প্রায়েণ লিখতি অষ্টমীত্যাদিসার্দ্ধাষ্টকেন প্রৌষ্ঠপদে ভাদ্রে॥১৬৫॥ ত্রিবিধং কায়িকাদিভেদেন, পাতকোপপাতকাদি-ভেদেন বা। ভাবিতঃ পূজিতঃ,ধ্যাতোঽপি বা। ৬৬॥ বিধিনা উপবাসঃ॥১৬৭॥

তন্মধ্যে রোহিণীসমন্বিতা জন্মাষ্টমীর বিষয় বলা যাইতেছে।—বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, শ্রাবণমাসে কৃষ্ণাষ্টমী মুহূর্ত্তমাত্র রোহিণী সমন্বিতা হইলেও সেই মহাফলস্বরূপিণী তিথিতে উপবাস করা কর্ত্তব্য ।১৬৩। অহোরাত্রমধ্যে যে অষ্টমী মুহূর্ত্তমাত্রও রোহিণীসহ সমন্বিতা, সেই পুণ্যা তিথিতেই উপবাস কর্ত্তব্য। ১৬৪। উক্ত স্থানে আরও লিখিত আছে যে, ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হইলে উহাই জয়ন্তী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ১৬৫। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হইলেই সেই তিথি জয়ন্তী বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ তিথি সর্ব্বপাপহারিণী। বহু বহু জন্মে বাল্যে, কৌমারে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে যে সমস্ত পাতক অনুষ্ঠিত হয়, জয়ন্তী তিথিতে উপবাস করিলে তৎসমস্ত বিদূরিত হইয়া থাকে। স্কন্দ-পুরাণে লিখিত আছে, শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হইলে যদি সেই দিনে উপবাস করা যায়, তবে ঐ তিথি জয় ও পুণ্য প্রদান করেন; এই হেতুই (সুধীগণ) উহার জয়ন্তী নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজন্! কৃষ্ণাষ্টমীতে কলামাত্র রোহিণীর যোগ হইলেই জয়ন্তী বলা যায়; ঐ তিথিতে উপবাসার্থ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। হে নৃপ! জয়ন্তী তিথিতে হরির পূজা করিলে সপ্তজন্মকৃত দৈহিক, বাচিক ও মানসিক তিনপ্রকার পাপই বিনষ্ট হয়। ১৬৬। হে মহীধর! বিধানে জয়ন্তী তিথিতে কৃত উপবাস মহাপাপহর বলিয়া কীর্ত্তিত

অগ্নিপুরাণে।—

অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়া বা যদা ভবেৎ। জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥

ভবিষ্যবিষ্ণুধর্ম্ময়োঃ।— অথ অর্দ্ধরাত্রযুতা জন্মাষ্টমী।

রোহিণ্যামর্দ্ধরাত্রে চ যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ। তস্যামভ্যর্চ্চনং শৌরের্হস্তি পুণ্যং ত্রিজন্মজম্॥

প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা কৃষ্ণা নভসি চাষ্টমী। সোপবাসো হরেঃ পূজাং তত্র কৃত্বা ন সীদতি।

অর্দ্ধরাত্রে চ যোগোহয়ং তারাপত্যুদয়ে সতি॥

কিঞ্চ।— রোহিণী-সহিতা কৃষ্ণা মাসি ভাদ্রপদেহষ্টমী। অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়াপি যদা ভবেৎ। তত্র জাতো জগন্নাথঃ কৌস্তুভী হরিরব্যয়ঃ। তমেবোপবসেৎ কালং কুর্য্যাৎ তত্রৈব জাগরম্॥ জয়ন্তী নাম সা রাত্রিস্তত্র জাতো জনার্দ্দনঃ। নিয়তাত্মা শুচিঃ স্নাত্বা পূজাং তত্র প্রবর্ত্তয়েৎ॥১৬৮

বহ্নিপুরাণে।—

সমযোগে তু রোহিণ্যা নিশীথে রাজসত্তম। সমজায়ত গোবিন্দো বালরূপী চতুর্ভুজঃ।

তস্মাত্তং পূজয়েত্তত্র যথাবিত্তানুসারতঃ॥

ভবিষ্যোত্তরে।—

মাসি ভাদ্রপদেহষ্টম্যাং কৃষ্ণপক্ষেহর্দ্ধরাত্রকে। শশাঙ্কে বৃষরাশিস্থে প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতে।

উপোষিতোহর্চ্চয়েৎ কৃষ্ণং যশোদাং দেবকীন্তথা।

কিঞ্চ।—মাসি ভাদ্রপদেহষ্টম্যাং নিশীথে কৃষ্ণপক্ষকে। শশাঙ্কে বৃষরাশিস্থে ঋক্ষে রোহিণীসংজ্ঞকে। যোগেহস্মিন্ বসুদেবাদ্ধি দেবী দেবমজীজনৎ। তস্মাৎ সম্পূজয়েদত্র শুচিঃ সম্যগুপোষিতঃ॥১৬৯

নম্বষ্টম্যা রোহিণীযোগঃ কদা গ্রাহ্যঃ ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি অর্দ্ধেতি। অধঃ পরস্তাৎ ঊর্দ্ধং বা পূর্ব্বং কলামাত্রেণাপি যোগো যদা ভবেৎ। অত্র চ যোগমাত্রে তাৎপর্য্যং ন ত্বর্দ্ধরাত্রে। তথা বিবক্ষায়াঞ্চায়ং শ্লোকোহর্দ্ধরাত্রযোগপ্রকরণে দ্রষ্টব্যঃ॥ ১৬৮॥ সমযোগ ইতি নিশীথমাত্র-

---

সন্দেহ নাই। ১৬৭। হে নৃপ! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই যুগত্রয়েই বিদ্বদ্গণ রোহিণীসমন্বিতা অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিতেন। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, অর্দ্ধরাত্রের পর বা পূর্ব্বে এক কলামাত্র রোহিণীর যোগ হইলেই তাহাকে জয়ন্তী কহে; এই তিথি সর্ব্বপাতকহারিণী।

অনন্তর অর্দ্ধরাত্রযুক্তা কৃষ্ণাষ্টমীর বিষয় বিবৃত হইতেছে।—ভবিষ্যপুরাণে ও বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে, রোহিণীর অর্দ্ধরাত্রে কৃষ্ণাষ্টমী পাইলে এইদিন হরির পূজা করিলে ত্রিজন্মকৃত পুণ্য হ্রাস পায়। শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হইলে যদি তাহাতে উপবাসী থাকিয়া কেশবের অর্চ্চনা করা যায়, তবে কদাচ সেই পূজককে অবসাদগ্রস্ত হইতে হয় না। অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্রোদয় হইলেই এই যোগ হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে, ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রের পর বা পূর্ব্বে কলামাত্র রোহিণীর যোগ হইলেই তাহাতে কৌস্তুভধারী অব্যয় জগৎপতি হরির জন্মগ্রহণ হইয়াছে জানিবে। উহাতেই উপবাস জাগরণ করিতে হয়। ঐ রাত্রিকেই জয়ন্তী কহে। ঐ সময়েই জগৎপতি হরির জন্ম হয়; সুতরাং ঐ সময়েই সংযতমনা, পবিত্র ও কৃতস্নান হইয়া অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে। ১৬৮। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! নিশীথরাত্রে রোহিণীর

পাদ্মে।—

প্রেতযোনিং গতানাস্ত প্রেতত্বং নাশিতং নরৈঃ। যৈঃ কৃতা শ্রাবণে মাসি অষ্টমী রোহিণীযুতা॥
কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ। কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্ত মুক্তিদা॥

স্কান্দে।—উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি। ভবতে বুধসংযুক্তা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা।
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা ন বা বিভো॥

ভবিষ্যে।—

নবম্যাং যোগনিদ্রায়া জন্মাষ্টম্যাং হরেস্ততঃ। নবম্যা সহিতোপোষ্যা রোহিণী-বুধসংযুতা॥
ইন্দুঃ পূর্ব্বেঽহনি জ্ঞে বা পরে চেদ্রোহিণীযুতা। কেবলা চাষ্টমী বৃদ্ধা সোপোষ্যা নবমীযুতা॥

তথা চ পাদ্মে।—

মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সম্পূর্ণা চাষ্টমী ভবেৎ। কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্ত মুক্তিদা॥

স্মৃত্যোক্তৌ চ।—

মাসি ভাদ্রপদে কৃষ্ণা অষ্টমী নবমী ভবেৎ। পূজ্যাষ্টমী ততঃ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চাপি বিশেষতঃ॥১৭০॥
রোহিণ্যাদের্বিযুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলাষ্টমী। তত্তদ্যোগস্তু বৈশিষ্ট্যে ব্রতলোপোঽন্যথা ভবেৎ॥

ব্যাপিনী রোহিণী চাষ্টমী চেতি বোধয়তি। অতএব শুদ্ধেতি পর্য্যবস্যতি॥ ১৬৯॥ লভ্যতে বা ন বেতি পরমদৌর্লভ্যোক্ত্যাস্য যোগস্য মহামহিমাভিপ্রেতঃ॥১৭০॥ নম্বেবং রোহিণ্যর্দ্ধ-

---

যোগ হইলেই শিশুরূপী চতুর্ভুজ হরির জন্ম হইয়াছিল। এই হেতু সম্পত্তি অনুসারে ঐ সময়ে ভগবানের অর্চ্চনা করিতে হয়। ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে লিখিত আছে, নিশীথরাত্রে, বৃষগত শশধরে রোহিণীযোগে, ভাদ্রী কৃষ্ণাষ্টমীতে হরি, যশোদা ও দেবকীর অর্চ্চনা করিবে। আরও লিখিত আছে, ভাদ্রী কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রে বৃষগত চন্দ্রে রোহিণীযোগে দেবকী দেবী বসুদেব হইতে হরিকে প্রসব করেন; সুতরাং পবিত্র হইয়া উপবাস পূর্ব্বক ঐ সময়ে কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা বিধেয়। ১৬৯। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, যাঁহারা শ্রাবণমাসে রোহিণী-সমন্বিতা অষ্টমীতে ব্রতানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রেতত্বপ্রাপ্ত পুরুষগণের প্রেতত্ব দূর হয়। ঐ রোহিণী-সমন্বিতা অষ্টমীতে বুধ বা সোমবার অথবা নবমীর যোগ হইলে উহা দ্বারা কোটিকুল মুক্তিভাগী হয়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, সূর্য্যের উদয়-সময়ে অল্পমাত্র অষ্টমী থাকিয়া সমস্ত অহোরাত্র নবমী হইলে এবং বুধবার ও রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে উহা দুষ্প্রাপ্য জানিবে। হে দ্বিজ! এরূপ যোগ শতবৎসরেও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, নবমীতে যোগনিদ্রা এবং অষ্টমীতে হরি অবতীর্ণ হন, সুতরাং বুধবার ও নবমীযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস কর্ত্তব্য। পূর্ব্বদিন সোম বা বুধবার হইলে এবং অষ্টমী ষষ্টিদণ্ড পাইয়া পরদিন রোহিণীসমন্বিত হইলে পরাহে নবমীসমন্বিতা বৃদ্ধিগামিনী অষ্টমীতে উপবাস করিতে হয়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, সম্পূর্ণা অষ্টমী মুহূর্ত্তমাত্র রোহিণীসহ মিলিতা ও নবমীসমন্বিতা হইলে সেই তিথি কুল-কোটিকে পরিত্রাণ করে। স্মৃত্যোক্তিও আছে যে, ভাদ্রীয়া কৃষ্ণাষ্টমীতে নবমীর যোগ হইলে নরগণের, বিশেষতঃ নারীগণের পক্ষে সেই তিথি পরম আদরণীয়। ১৭০। যদি রোহিণীর যোগ

ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বহুবিধাষ্টমী। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদশী যথা ॥১৭২॥

অথ সপ্তমীবিদ্ধজন্মাষ্টমীব্রত-নিষেধঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসহিতাষ্টমী। সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী ॥

পাদ্মে।—পঞ্চগব্যং যথা শুদ্ধং ন গ্রাহ্যং মদ্যসংযুতম্। রবিবিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা রোহিণীসহিতা যদি ॥

পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৭৪

রাত্রাদিযোগাপেক্ষয়া কদাচিদ্বিদ্ধোপবাসপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ তথা তত্তদ্যোগাভাবে ব্রতলোপপ্রসঙ্গো-ঽপি ভবেৎ তচ্চাযুক্তং, অগ্রে বিদ্ধাবর্জ্জনাৎ। তথা ব্রতস্য নিত্যত্বাচ্চ। সত্যং তত্তদ্যোগশ্চ ফল-বিশেষার্থ এব জ্ঞেয়ঃ, ন তু ব্রতেঽবশ্যমপেক্ষণীয়ঃ; অতস্তদ্যোগাভাবেঽপি কেবলাষ্টম্যামেব ব্রতং বিধেয়মিতি লিখতি রোহিণ্যাদীতি। আদিশব্দেন অর্দ্ধরাত্রনবম্যাদি। সা ভাদ্রমাসস্য কৃষ্ণপক্ষীয়া বিশিষ্টনিমিত্তে ফলবিশেষার্থমেবেত্যর্থঃ। এবঞ্চ রোহিণ্যর্দ্ধরাত্রাদিযোগানামবশ্যাপেক্ষত্বাভাবাদ্বিদ্ধা-বর্জ্জনমপি সিদ্ধমেব ॥ ১৭১ ॥ এতদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ বিদ্ধাব্রতং ত্যাজয়তি ইত্থমিতি। যোগাদিতি রোহিণ্যাদিযোগভেদেন বহুবিধাপি জন্মাষ্টমীয়ং শুদ্ধৈব সপ্তমীবেধবর্জ্জিতৈব লিখিতা, ন তু রোহিণ্যাদিযোগাপেক্ষয়া বিদ্ধেত্যর্থঃ। অতো বিশুদ্ধায়ামেব সত্যাং তত্তদ্যোগ আদরণীয়ঃ, ন তু বিদ্ধায়ামিতি ভাবঃ। যতো বিদ্ধা সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যেতি। সা জন্মাষ্টমী চ সপ্তম্যা বিদ্ধা সতী ত্যাজ্যৈব। তত্র বৈষ্ণবানাং সর্ব্বথা সর্ব্বত্র বিদ্ধাত্যাগং দৃষ্টান্তেন স্মারয়তি বিদ্ধেতি। এতচ্চৈকাদশীপ্রকরণে স্পষ্টং লিখিতমেব ॥ ১৭২ ॥

রবিঃ সপ্তমী। যদ্যপি রোহিণীসহিতা ॥ ১৭৩ ॥ নন্দা একাদশী শ্রবণান্বিতাপি। অত্র চ যথাশব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে। অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা, তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যেবোপোষ্যা। অত এবোক্তং স্কান্দে :—জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেদিত্যাদি। অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্ম-স্কান্দাদৌ নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তমিতি তচ্চ ন সুসঙ্গতম্। একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণ-ত্বেনারুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ। তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব ॥ ১৭৪ ॥ অপ্যর্থে চকারঃ।

না হয়, তবে অষ্টমীই উপোষ্যা। যোগের শ্রেষ্ঠত্ব হইলে কোন কোন সময়ে ব্রতলোপের সম্ভাবনা। ১৭১। যোগভেদে অষ্টমী বহুবিধ হইলেও শুদ্ধা অষ্টমী বিবৃত হইল। বিদ্ধা একাদশীর ন্যায় সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী ত্যাজ্যা। ১৭২।

এক্ষণে সপ্তমীবিদ্ধ অষ্টমীব্রত যে অকর্ত্তব্য, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী যত্নে পরিত্যাজ্যা, উহাতে নক্ষত্রের (রোহিণীর) যোগ থাকিলেও তদ্দিনে ব্রত অকর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, বিশুদ্ধ পঞ্চগব্য যেমন সুরা-সংযোগে অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে রোহিণীর যোগ থাকিলেও তদ্দিনে ব্রত পরিত্যাজ্য। ১৭৩। শ্রবণার যোগ থাকিলেও যেরূপ দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্যা, সেইরূপ নক্ষত্রের (রোহিণীর) যোগ থাকিলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী অনাদরণীয়া। ১৭৪।

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসংযুতাষ্টমী। বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী ॥
অবিদ্ধায়াং সঋক্ষায়াং জাতো দেবকিনন্দনঃ ॥ বাসরে বা নিশার্দ্ধে বা সপ্তম্যাঞ্চ যদাষ্টমী।
পূর্ব্বমিশ্রা তদা ত্যাজ্যা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা ॥ ১৭৫ ॥

পাদ্মে।— জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥
সকলাপি সঋক্ষাপি নবমীসংযুতাপি চ। জন্মাষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কদাচন ॥
পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যা চাষ্টমীং ত্যজেৎ। সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলসং যথা।
বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী। সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী ॥ ১৭৬ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ত্যাজ্যমেবাশুভং বুধৈঃ। বেধে পুণ্যক্ষয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥১৭৭॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ।—
সম্পূর্ণা চার্দ্ধরাত্রে তু রোহিণী যদি লভ্যতে। কর্ত্তব্যা সা প্রযত্নেন পূর্ব্ববিদ্ধাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতম্। অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়া ॥ ১৭৮ ॥

সঋক্ষাং রোহিণী-সহিতামপি ॥ ১৭৫ ॥ প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতাপি নবমীসংযুতাপীতি অষ্টমীক্ষয়াভিপ্রায়েণ ॥ ১৭৬ ॥ অশুভং বেধলক্ষণম্ ॥ ১৭৭ ॥ এবং জন্মাষ্টমী সর্ব্বথা শুদ্ধৈব কর্ত্তব্যা ন তু কথঞ্চিদ্বিদ্ধেতি নিশ্চিতম্। তত্র যানি বিদ্ধাব্রতপরাণি বচনানি বর্ত্তন্তে। তথা চ বহ্নিপুরাণে — সপ্তমীসংযুতাষ্টম্যাং নিশীথে রোহিণী যদি। ভবিতা চাষ্টমী পুণ্যা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরাবিতি। অগ্নিপুরাণে।—তস্মাৎ কৃষ্ণাষ্টমী পূজ্যা সপ্তম্যাং নৃপসত্তম। রোহিণীসংযুতোপোষ্যা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী। পাদ্মে।—কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যা রোহিণীসহিতাষ্টমী। তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত তিথিভান্তে চ পারণমিতি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।—জয়ন্তী শিবরাত্রিশ্চ কার্য্যে ভদ্রজয়ান্বিতে।

সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী সযত্নে ত্যাজ্যা। নবমীসমন্বিতা অষ্টমী নক্ষত্রযুক্তা না হইলেও ব্রতার্থ গ্রহণীয়। দেবকীসুত হরি সপ্তমীবেধহীনা রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দিবাভাগে বা নিশীথরাত্রে অষ্টমী হইলে এবং তাহাতে রোহিণীর যোগ থাকিলে পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাজ্যা। ১৭৫। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, জন্মাষ্টমী যদি সম্পূর্ণ রোহিণী-নক্ষত্রসংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সপ্তমীবিদ্ধা বর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল নবমীতেই উপবাসব্রতাদি করণীয়। অহোরাত্র রোহিণী ও নবমী-সমন্বিত থাকিলেও কদাচ সপ্তমীবেধযুক্তা জন্মাষ্টমী গ্রহণ করিবে না। হে বিপ্রসত্তম! গঙ্গোদকপূর্ণ কুম্ভ যেমন বিন্দুমাত্র সুরা যোগেও অপবিত্র হইয়া পরিত্যাজ্য হয়, তদ্রূপ একপলমাত্র সপ্তমীবিদ্ধা হইলেও অষ্টমী ত্যাজ্যা। নবমীযুক্তা অষ্টমীতে রোহিণীর যোগ না হইলেও ব্রত করিতে পারে, কিন্তু নক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী ব্রতার্থ গ্রহণীয় নহে। ১৭৬। সুতরাং সর্ব্বথা তাহা ত্যাগ করা সুধীজনের কর্ত্তব্য। আদিত্যোদয়ে যেরূপ তিমির-ক্ষয় হয়, সেইরূপ সপ্তমীবেধে ব্রত করিলেও পুণ্যের হ্রাস হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে উক্ত আছে যে, যদি সম্পূর্ণা অষ্টমীর নিশীথরাত্রে রোহিণীর যোগ হয়, তবে তাহাতেই ব্রত করণীয়; পরন্তু পূর্ব্ববিদ্ধা (সপ্তমীবিদ্ধা) সযত্নে পরিত্যাজ্যা। বহ্নিপুরাণাদিতে বিদ্ধাষ্টমীতে যে ব্রতকরণের বিধি লিখিত আছে, তাঁহা বৈষ্ণবের পক্ষে নহে, শৈবাদিবিষয়ক জানিবে এবং

তথা চ স্কান্দে।—

পুরা দেবৈর্ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া। সপ্তমীবেধজালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতম্॥ ১৭৯॥

ইয়ং প্রামাণিকৈঃ কৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিবৈষ্ণবৈঃ। ব্যবস্থান্যা চ নির্ণীতা লিখিতাচারতঃ সতাম্॥

শুদ্ধা চ রোহিণীযুক্তা পূর্ব্বেঽহনি পরত্র চ। অষ্টম্যুপোষ্যা পূর্ব্বৈব তিথিভান্তে চ পারণম্॥ ১৮০॥

কেবলকৃষ্ণোপাসনাশাস্ত্রে গৌতমীয়তন্ত্রে তন্ত্রদীক্ষামুদ্দিশ্য যথোক্তম্।—

অথ ভাদ্রাসিতাষ্টম্যাং প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং হরিঃ। ব্রাহ্মণা প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং দেবক্যাং কৃপয়া বিভুঃ॥

কৃষ্ণোপাসং তিথ্যন্তে তথা কুর্ব্বীত পারণমিত্যাদীনি, তানি বিষয়ভেদব্যবস্থাপনাদিনা পরিহরতি যচ্চেতি। অবৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবেতরো শৈবসৌরাদয়স্তৎপরং তদ্বিষয়কম্, সর্ব্বত্রৈকাদশী-রামনবমী-নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদৌ বৈষ্ণবানাং বিদ্ধাবর্জ্জনাৎ। নহ্যত্র বিদ্ধাবর্জ্জনবচনেষু বৈষ্ণবশব্দো ন প্রযুক্তঃ, দোষাশ্চ বহবঃ শ্রূয়ন্তে, অতঃ সর্ব্বেষামেব সামান্যতো বিদ্ধাবর্জ্জনং যুক্তমিত্যতঃ পক্ষান্তরং লিখতি কৃতং বেতি ॥ ১৭৮॥ ঋষিগণৈঃ কৃত্বা। এবঞ্চ সতি বিদ্ধাবচনানাং স্থানং কল্পয়িত্বা বিদ্ধাব্রতং যে ব্যবস্থাপয়ন্তি, তেঽপি দেবমায়াবিমোহিতা ইতি জ্ঞেয়ম্। যতো বক্তৃভেদেন পুরাণাদিভেদেন চ পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তমানানি তত্তদ্বচনানি কথমেকাধিকারিপরতাং লভন্তামতো বিষয়ভেদব্যবস্থৈব যুক্তেতি দিক্॥ ১৭৯॥ এতাদৃশী চ ব্যবস্থা ন ময়া নিজবুদ্ধ্যৈব কল্পিতাস্তি, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রবেদিপুরাতনবৈষ্ণবপরলিখিতপদ্ধত্যাদিদৃষ্ট্যৈবাত্র নিবদ্ধেতি লিখতি ইয়মিতি। জন্মাষ্টমীব্রতবিষয়া। প্রামাণিকৈঃ সর্ব্বলোকাদরণীয়ৈরাপ্তৈমৈরিত্যর্থঃ। অন্যা চ শিবরাত্র্যাদি-ব্রতবিষয়া নির্ণীতা বর্ত্ততে, কিন্তু ময়া সতামাচারতঃ সতাং শাস্ত্রানুবর্ত্তিনাং বৈষ্ণবানাম্ আচারতঃ আচারদৃষ্ট্যা নির্ণীতেত্যন্বয়ঃ। যদ্বা ন কেবলং তত্তৎপদ্ধতিগ্রন্থদৃষ্ট্যা লিখিতা, কিন্তু সতামাচারতশ্চেতি, মধ্যদেশীয়ানাং বৈষ্ণবানাং বিদ্ধাবর্জ্জননিয়মেন প্রায়ঃ পরদিনে ব্রতাচরণাৎ। এবং শ্রীবৈষ্ণববর্গসম্মতৈবাত্র গ্রন্থে ব্যবস্থা লিখ্যতে, ন তু বৈষ্ণবেতরস্মৃতিপরজনকল্পিতেতি ভাবঃ। ইত্থঞ্চ উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিদিতি পূর্ব্বদিনে সপ্তমীবেধে রোহিণ্যভাবে বা সত্যেব পরদিনে ব্রতমিতি। তথা প্রেতযোনিগতানাং ত্বিত্যাদি চ রাত্রিশেষে নবমীযুতত্ববিষং। এবমেব মুহূর্ত্তেনাপীতি দ্বয়ঞ্চ। তথা শিবরাত্রৌ বিদ্ধাত্যাগবচনদ্বয়ঞ্চ পূর্ব্বদিনে চতুর্দ্দশ্যাঃ প্রদোষব্যাপ্ত্যাদাবিতি। তথা চাগ্রে লেখ্যশ্রবণদ্বাদশীব্রতবিষয়িকা বৈষ্ণবেতরস্মার্ত্তসম্মতা সর্ব্বা ব্যবস্থা নিরস্তেতি দিক্। অলমতিবিস্তরেণ॥ ৮০॥ ননু তর্হি তিথিভান্তে চ পারণমিত্যস্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধস্য বাক্যস্য

তাহা দেবমায়াকৃত সন্দেহ নাই। ১৭৮। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, পুরাকালে সুরগণ ও ঋষিসমূহ পদচ্যুতির ভয়ে সপ্তমীবেধরূপ জালদ্বারা অষ্টমীকে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। (সুতরাং সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে যাহারা ব্রত করে, তাহাদিগের দেবত্ব বা ঋষিত্ব লাভের আশা নাই, অধিকন্তু তাহাদিগের কৃত পুণ্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যায়) ১৭৯। সর্ব্বজনাদৃত নৃসিংহপরিচর্য্যাকার কৃষ্ণদেবাচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরা জন্মাষ্টম্যাদি অপরাপর ব্রতের যে সকল বিধি নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, শিষ্টাচারানুসারে তাহাই বিবৃত হইতেছে। রোহিণী সমন্বিতা সপ্তমীবেধহীনা শুদ্ধাষ্টমী পূর্ব্ব ও পর এই উভয় দিন ব্যাপিয়া থাকিলে পূর্ব্বদিবসীয়া অষ্টমীতে উপবাস পূর্ব্বক

রোহিণ্যৃক্ষে শুভতিথৌ দৈত্যানাং নাশহেতবে। মহোৎসবং প্রকুর্ব্বীত যত্নতস্তদ্দিনে শুভে ॥
রাজন্যৈর্ব্রাহ্মণৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চৈব স্বশক্তিতঃ। উপবাসঃ প্রকর্ত্তব্যো ন ভোক্তব্যং কদাচন ॥
কৃষ্ণজন্মদিনে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে স তু নরাধমঃ। নিবসেন্নরকে ঘোরে যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥
অষ্টমী রোহিণীযুক্তা চার্দ্ধরাত্রং যদা স্পৃশেৎ। উপোষ্য তাং তিথিং বিদ্বান্ কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥
সোমাহ্নি বুধবারে বা চাষ্টমী রোহিণীযুতা। জয়ন্তী নাম সা খ্যাতা তাং লভেৎ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ ॥
তস্যামুপোষ্য যৎ পাপং লোকঃ কোটিভবোদ্ভবম্। বিমুচ্য নিবসেদ্বিপ্র বৈকুণ্ঠে বিরজে পুরে ॥
অষ্টমী নবমীবিদ্ধা উমামাহেশ্বরী তিথিঃ। সৈবোপোষ্যা সদা পুণ্যকাঙ্ক্ষিভী রোহিণীং বিনা।
পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা পূর্ব্ববিদ্ধাস্তু বর্জ্জয়েৎ। অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হন্যাৎ পুণ্যং পুরাকৃতম্॥
ব্রহ্মহত্যাফলং দদ্যাদ্ধরিবৈমুখ্যকারণাৎ। কেবলস্বর্ক্ষযোগেন উপবাসস্তিথিং বিনা।
ন যচ্ছতি শুভং কার্য্যং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্। পরেঽহ্নি পারণং কুর্য্যাৎ তিথ্যন্তে বাথ ঋক্ষতঃ ॥
যদৃক্ষংবা তিথির্ব্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা। দিবসে পারণং কুর্য্যাদন্যথা পতনং ভবেৎ ॥
উমামাহেশ্বরী তিথিরিতি তৎসংজ্ঞেত্যর্থঃ।

কা গতিরস্তু। শুদ্ধোপবাসে সতি পরদিনেঽষ্টমীনিষ্ক্রমাসম্ভবাৎ। তত্র লিখতি শুদ্ধা চেতি। যদা তিথিবৃদ্ধিক্রমেণাষ্টমী রোহিণী চ সাম্যেন পূর্ব্বদিনং ব্যাপ্য পরদিনে ব্রতং কৃত্বা পরদিনেঽষ্টমীনিষ্ক্রমা-সম্ভবাৎ। তত্র লিখতি শুদ্ধা চেতি। যদা তিথিবৃদ্ধিক্রমেণাষ্টমী রোহিণী চ সাম্যেন পূর্ব্বদিনং ব্যাপ্য পরদিনে নিষ্ক্রমেৎ, তদা পূর্ব্বদিনে ব্রতং কৃত্বা পরদিনেঽষ্টমীরোহিণ্যোরন্তে সতি পারণং কার্য্যমিত্যর্থঃ যদ্যপি উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদীতি বচনবলাৎ পরস্মিন্নেব দিনে ব্রতমাপদ্যেত, তথাপি বুধে সোমে বা শুদ্ধাষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে রোহিণীপ্রাপ্ত্যা যোগবাহুল্যাপেক্ষাতস্তথা শুদ্ধাষ্টমী-পরিত্যাগবচনাশ্রবণাচ্চ পূর্ব্বস্মিন্নেব দিনে ব্রতমুপযুক্তম্। এবঞ্চ পূর্ব্বদিনেঽর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযোগে চ পরস্মিন্নেব দিনে ব্রতং জ্ঞেয়ম্। অতএব প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা নবমী সকলা যদীত্যুক্তম্। অন্যথা তত্তদ্যোগপ্রশস্তশুদ্ধাষ্টমীত্যাগাপত্তেঃ। যদ্বা ভবতে বুধবারেণেত্যাগ্যুক্তে-

---

পরদিন তিথ্যন্তে বা নক্ষত্রান্তে পারণ করিতে হয়। ১৮০। কৃষ্ণোপাসনা বিষয়ক শাস্ত্র গৌতমীয়-তন্ত্রে তন্ত্রদীক্ষা উদ্দেশ পূর্ব্বক যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতেছি। পুরাকালে ভগবান্ হরি প্রজাপতির প্রার্থনানুসারে সর্ব্বজনের প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক দৈত্যকুল নিধনার্থ রোহিণীযুক্তা শুভকরী ভাদ্রী কৃষ্ণাষ্টমীতে স্বয়ং দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং ঐ মঙ্গলময় দিনে যত্ন সহকারে মহোৎসব করা কর্ত্তব্য। ঐ দিনে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিজ শক্ত্যনুসারে উপবাসী থাকিবেন, কদাচ আহার করিবেন না। শ্রীহরির জন্মদিবসে আহার করিলে সেই নরাধমকে আপ্রলয় ভীষণ নিরয়মধ্যে অবস্থিতি করিতে হয়। জন্মাষ্টমীর নিশীথরাত্রি রোহিণীসমন্বিত হইলে তদ্দিনে উপবাস করাই সুধীজনের কর্ত্তব্য; ঐ তিথিতে উপবাস করিলে যজ্ঞকোটি-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোহিণী-সমন্বিতা অষ্টমীতে সোম বা বুধ-বারের যোগ হইলে তাহাকেই জয়ন্তী কহে; বহুপুণ্য-ফলে জয়ন্তী লাভ হয়। হে দ্বিজ! জয়ন্তীতে উপবাসী থাকিলে কোটিজন্মকৃত পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিমল বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিতি করিতে

অত্র কারণম্।

যথোক্তং ভোজরাজীয়ে।—

অষ্টম্যাং পূজয়েচ্ছম্ভুং নবম্যাং শক্তিরিজ্যতে। তয়োর্যোগে তু সংপ্রাপ্তে দ্বয়োঃ পূজা মহাফলা ॥
অত্র কেবলমিত্যাদাবুমামাহেশ্বরী তিথিঃ। তিথিঃ প্রোক্তা সৈব যস্মাদুপোষ্যত্বেন নিশ্চিতা ॥
অপিশব্দশ্চ তত্র স্যাদ্‌যদুক্তং রোহিণীং বিনা। তস্মাদত্রাপি সপ্তম্যা বিদ্ধাষ্টম্যেব বর্জ্জিতা ॥
যদৃক্ষঞ্চেতি যদ্বাক্যং তত্তু সামান্যতদ্‌যুতৌ। প্রসঙ্গাদুক্তমস্মিন্ হি বিদ্ধা তাক্তৈব সাগ্রহম্ ॥
শ্রুতিলিঙ্গাদিকন্যায়াচ্ছ্রুতেরেব হি মুখ্যতা। তদেবমষ্টমীহানৌ ব্রতলোপঃ প্রসজ্যতে ॥
তন্নিরস্তং পূর্ব্বমেব স্কান্দবাক্যানুসারতঃ। জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধামিত্যাদ্যং যদুদীরিতম্ ॥
নৃসিংহপরিচর্য্যায়াং দৃষ্টান্তাশ্চ প্রদর্শিতাঃ। দশমীবেধযোগেন শুদ্ধং হি দ্বাদশীব্রতং ॥
সপ্তম্যবেধবেধোক্তিব্যবস্থা যা কৃতা পরৈঃ। নিরস্তা সা পুরা দেবৈরিত্যাদি বচসো বলাৎ ॥
বৈষ্ণবাবৈষ্ণবদ্বৈধাদ্ব্যবস্থৈব তদর্হতি ॥

বুধসোমবারয়োরেকতরেণ যোগে সতি সম্পূর্ণামপি শুদ্ধামপ্যর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযুক্তামপ্যষ্টমীং পূর্ব্বাং পরিত্যজ্য তত্তদ্বচনবলাদুত্তরৈবোপোষ্যা ; অন্যদা তু পূর্ব্বৈব। তদানীমেব তিথিভান্তে চ পারণ-

---

পারে। নবমীবিদ্ধা অষ্টমীকে উমামাহেশ্বরী-তিথিও বলা যায়। রোহিণীযোগ ব্যতীত ও ঐ তিথিতে উপবাসী থাকা পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সপ্তমীবিদ্ধা বর্জ্জন পূর্ব্বক নবমীবিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করাই বিধেয়। কেন না, সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত নিখিল পুণ্য ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ ঐ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীর উপবাসে হরিবৈমুখ্য নিবন্ধন ব্রহ্মহত্যাফল প্রাপ্ত হইতে হয়। ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, তিথি ব্যতীত নক্ষত্রযোগে উপবাসী থাকিলে অশুভ ফল সমুৎপন্ন হয়। পরদিবসে তিথ্যন্তে অথবা নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে। নক্ষত্র অথবা তিথি রজনীপর্য্যন্তব্যাপিনী হইলে দিবাভাগে পারণ করিতে হয়, নচেৎ অধোগতি ঘটে। উমামাহেশ্বরী তিথি সংজ্ঞা-মাত্র ॥

ভোজরাজীয়গ্রন্থে এ বিষয়ের যে কারণ বর্ণিত আছে, এখানে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। অষ্টমীতে শম্ভুর এবং নবমীতে শক্তির পূজা করিবে। ঐ উভয় তিথির যোগ দৃষ্ট হইলে সেই দিনে শম্ভু ও শক্তি এই উভয়ের অর্চ্চনায় মহাফল উৎপন্ন হয়। এই স্থানে "কেবলং," ইত্যাদি বলাতে উমামাহেশ্বরী তিথি বোদ্ধব্য। ইহাকে তিথি বলাতে বুঝা যাইতেছে যে, নবমী-সমন্বিতা অষ্টমীই উপোষ্যা। অপিশব্দ প্রয়োগ দ্বারা রোহিণীব্যতীতও বোদ্ধব্য ; সুতরাং সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী ত্যাজ্যা। নক্ষত্রযুক্ত বলাতে সামান্যতঃ যোগবিষয়ক প্রসঙ্গাধীন বুঝিতে হইবে, পরন্তু সকল বচনেরই তাৎপর্য্য শ্রুতিলিঙ্গন্যায় নিবন্ধন শ্রুতিরই মুখ্যতা দৃঢ় হয় ; উহাই অষ্টমীহানি বিষয়ে ব্রতলোপের হেতু হয়। স্কন্দপুরাণোক্ত প্রমাণানুসারে 'জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং" ইত্যাদি বচনানুসারে উহা পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। নৃসিংহপরিচর্য্যা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, দশমীবেধ-যোগে দ্বাদশীব্রত শুদ্ধ হইয়া থাকে ; প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক "নিরস্তা সা পুরা দেবৈঃ" প্রভৃতি বচনদ্বারা যে সপ্তমীবেধবর্জ্জিত ও সপ্তমীবেধসমন্বিত ব্যবস্থা প্রকটিত আছে, তাহা বৈষ্ণবা-

যত উক্তমাগ্নেয়-বিষ্ণুধর্ম্ময়োঃ।—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥১৮১॥

অথ জন্মাষ্টমীপারণকালনির্ণয়ঃ।

শুদ্ধায়াঃ কেবলায়াশ্চাষ্টমীবৃদ্ধৌ তু পারণম্। তিথ্যন্তে ভেঽধিকে ভান্তে দ্বিবৃদ্ধৌ চৈকভেদতঃ॥

তথা চ বহ্নিপুরাণে।—ভান্তে কুর্য্যাৎ তিথের্বাপি শস্তস্তারত পারণম্॥

কিঞ্চ। রোহিণীসংযুতা চেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ সমুপোষিতা। বিয়োগে পারণং কুর্য্যুর্ম্মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥

সাংযোগিকে তু সংপ্রাপ্তে যত্রৈকোঽপি বিযুজ্যতে।

তত্রৈব পারণং কুর্য্যাদেবং বেদবিদো বিদুঃ॥ ১৮২॥

যদ্বা তিথ্যৃক্ষয়োরেব দ্বয়োরন্তে তু পারণম্। সমর্থানামশক্তানাং দ্বয়োরেকবিয়োগতঃ॥১৮৩॥

মিতি। কেচিচ্চ বৈষ্ণবা মুহূর্ত্তেনাপীতি পদ্যদ্বয়াদরেণ তত্তদ্বারবোহিণ্যভাবেঽপি দ্বাদশীনির্গমবৎ পরস্মিন্নেব দিনে ব্রতমিচ্ছন্তি, তিথিভান্তে চ পারণমিত্যাদিকঞ্চ বৈষ্ণববিষয়মিতি মন্যন্তে। অত্র সম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্॥ ১৮১॥

শুদ্ধায়াঃ সপ্তমীবেধরহিতায়াঃ কেবলায়াঃ একাকিন্যা রোহিণীং বিনাভূতায়া ইত্যর্থঃ। বৃদ্ধৌ সত্যাং তিথেরষ্টম্যা অন্তে বিচ্ছেদে সতি পারণম্। ভে চ রোহিণীনক্ষত্রে কেবলে অধিকে বৃদ্ধে তস্য রোহিণীনক্ষত্রস্যান্তে পারণম্। দ্বয়োশ্চ তিথিনক্ষত্রয়োর্বৃদ্ধৌ সত্যাং একস্য তয়োর্ম্মধ্যে তিথের্নক্ষত্রস্য বা কস্যচিদ্ভেদতশ্ছেদে সতি পারণং কার্য্যমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বন্তু তিথিভান্তে চ পারণমিতি যল্লিখিতং, তচ্চ দ্বয়োরেব সাম্যেন বৃদ্ধ্যভিপ্রায়েণ কিংবা অগ্রে লেখ্যপক্ষান্তরাদরেণেতি জ্ঞেয়ং। সাংযোগিকে ব্রত ইত্যনেন সংযোগস্যাপেক্ষয়া অষ্টম্যাং সংযোগাভাবে রোহিণ্যামপি পারণং কার্য্যমেব॥১৮২॥ অথবা দ্বয়োরেবান্তে পারণমিতি কেষাঞ্চিন্মতমঙ্গীকৃত্যাধিকারিভেদেন

বৈষ্ণব-ভেদে বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবভেদে ঐ ব্যবস্থা দ্বিবিধ। অগ্নিপুরাণে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও উক্ত আছে যে, ভূতসৃষ্টি দ্বিবিধ; দৈব ও আসুর, তন্মধ্যে হরিভক্তগণ দৈব ও হরিভক্তিহীনেরা আসুর জানিবে। ৮১।

অতঃপর জন্মাষ্টমীর পারণকাল নিরূপিত হইতেছে।—শুদ্ধা (সপ্তমীবেধর্জ্জিতা) ও কেবলা (রোহিণী ব্যতীত কেবলমাত্র) অষ্টমী বৃদ্ধি পাইয়া পরদিন থাকিলে অষ্টমীর অবসানে পারণ করা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র নক্ষত্র বৃদ্ধি পাইয়া পরদিন থাকিলে রোহিণী নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিতে হয়। তিথি ও নক্ষত্র উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়া পরদিন থাকিলে ঐ উভয়ের মধ্যে একটীর অবসানে পারণ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ উভয় সমপরিমাণ হইলে উভয়ের অন্তেই পারণ কর্ত্তব্য। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, হে ভারত! নক্ষত্রের অবসানে বা তিথির অবসানেই পারণ করা ব্যবস্থা। আরও লিখিত আছে, সুধগীণ রোহিণী-সমন্বিত অষ্টমীতে উপবাস করিয়া থাকেন, বেদবিদ্ মুনিরা রোহিণীর অপগমে পারণ করেন এবং তিথি ও নক্ষত্রের যোগে ব্রত হইলে একটীর অন্তে পারণ করিতে হয়, বেদবিদ্‌গণ এই প্রকারই বিদিত আছেন। ১৮২। অথবা তিথি ও নক্ষত্র এই উভয়ের অন্তে পারণ করা উপবাসক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই কর্ত্তব্য; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অক্ষম,

অতএব উক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন।—
যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রসংযুতাঃ। ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যাদ্বিনা শ্রবণরোহিণী ॥১৮৪॥
অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং ক্বচিৎ।
হন্যাৎ পুরা কৃতং কর্ম্ম উপবাসার্জ্জিতং ফলম্॥ ১৮৫॥
তিথিরষ্টগুণং হন্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণম্। তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্য্যাত্তিথিভান্তে চ পারণম্।
কেচিচ্চ ভগবজ্জন্মমহোৎসবদিনে শুভে। ভক্ত্যোৎসবান্তে কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবা ব্রতপারণম্॥
তথা চোক্তং গারুড়ে —তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্॥ ১৮৬॥
বায়ুপুরাণে চ।
যদীচ্ছেৎ সর্ব্বপাপানি হন্তুং নিরবশেষতঃ। উৎসবান্তে সদা বিপ্র জগন্নাথান্নমাশয়েৎ॥ ১৮৭॥

ব্যবস্থাপয়ন্ পক্ষান্তরং লিখতি যদ্বেতি। সমর্থানাম্ উপবাসদ্বয়শক্তানাং দ্বয়োরেবান্তে পারণং। অশক্তানান্তু দ্বয়োর্মধ্যে একবিচ্ছেদ এব পারণং॥ ১৮৩॥

তাসু চ ঋক্ষান্তে সত্যেব পারণং কুর্য্যান্ন তু তিথ্যন্তমপেক্ষতে ইত্যর্থঃ। বিনা শ্রবণরোহিণী-মিতিশ্রবণদ্বাদশ্যাং রোহিণ্যষ্টম্যাঞ্চ ঋক্ষান্তে তিথ্যন্তে চ সতি পারণং কুর্য্যাৎ, ন তু কেবল-ঋক্ষান্ত ইত্যর্থঃ। কুর্য্যাদিত্যত্র তাসামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অর্থস্তু তথৈব। ভাদ্রে শ্রবণদ্বাদশ্যাং শ্রীবামনপ্রাদুর্ভাবাপেক্ষয়া শ্রবণান্তেঽপি ন পারণং, কিন্তু তদহোরাত্রান্ত এব। অতএব সমর্থানাং তত্রোপবাসদ্বয়ং। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। কেচিচ্চৈবং ব্যাচক্ষতে তাসু ঋক্ষান্ত এব পারণং। শ্রবণ-রোহিণ্যোস্তু তিথ্যন্ত এব পারণং ন ত্বেতয়োঃ ঋক্ষান্তোঽপেক্ষণীয়ঃ ইতি। এবঞ্চ শ্রবণ-দ্বাদশীব্রতে পারণায়াঃ দ্বাদশ্যতিক্রমদোষোঽপ্যেতদ্বিশেষবচনবলাৎ সোঢ়ব্যঃ। যদ্বা তিথ্যন্তর-শ্রবণব্রতে এবং জ্ঞেয়ং ইতি দিক্॥ ১৮৪॥ যতো হন্যাৎ পারণমেব কর্ত্তৃঃ॥ ১৮৫॥ উৎসবান্তে অধিকাধিকভোগনৃত্যকীর্ত্তনাদিনা পূজাবিশেষে বৈষ্ণবকুলসম্মাননবিশেষে চ সমাপ্তে সতি। অত্র চ শুভে পরমোত্তমে মহোৎসবদিনে ইতি কায়ক্লেশাযোগ্যতা সূচিতা। তথা ভক্ত্যেতি নিত্যোচ্ছিষ্ট-মহাপ্রসাদ-ভোজন-নিয়ম-দাস্যবিশেষাপেক্ষয়া ইতি বিশেষশ্চ দর্শিত ইতি দিক্॥ ১৮৬॥ আশয়েদশ্নীয়াৎ॥ ১৮৭॥

তিথি ও নক্ষত্র এই উভয়ের মধ্যে একটীর অন্তে তাঁহারা পারণ করিতে পারেন। ১৮৩। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি আছে যে, যে কোন নক্ষত্রযুক্ত পবিত্র তিথিই হউক না কেন, নক্ষত্রান্তেই পারণ কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্রবণা ও রোহিণীতে সে ব্যবস্থা নহে; উক্ত শ্রবণদ্বাদশী ও রোহিণ্যষ্টমীতে নক্ষত্র ও তিথি এই উভয়ের অন্তেই পারণ করিতে হয়। ১৮৪। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, অষ্টমী বা রোহিণীতে পারণ করা নিষিদ্ধ; উহাতে পারণ করিলে পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম ও উপবাসফল ধ্বংস হইয়া যায়। ১৮৫। তিথিদ্বারা আট গুণ ও নক্ষত্রদ্বারা চতুর্গুণ ফল ধ্বংস হয়; এই হেতু তিথি ও নক্ষত্র এই উভয়ের অন্তে পারণার্থ যত্নবান্ হওয়াই উচিত। অনেকানেক বৈষ্ণব পরমশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণজন্মরূপ মহোৎসব-দিবসে ভক্তিমান্ হইয়া উৎসবশেষে ব্রতের পারণ করেন। গরুড়পুরাণেও লিখিত আছে যে, ব্রতী ব্যক্তি তিথ্যন্তে অথবা

অথ জন্মাষ্টমীব্রতবিধিঃ।

ব্রতসাধারণত্বাচ্চ সপ্তম্যাদি-দিনত্রয়ে। কর্ত্তব্যা নিয়মাঃ সর্ব্বে দশম্যাদি-দিনেষ্বিব ॥

অথ বিধিবিশেষঃ।

ভবিষ্যোত্তরে।— যুধিষ্ঠির উবাচ।

তদ্ব্রতং কীদৃশং দেব লোকৈঃ সর্ব্বৈরনুষ্ঠিতম্। জন্মাষ্টমীব্রতং নাম পবিত্রং পুরুষোত্তম ॥

যেন ত্বং তুষ্টিমায়াসি লোকানাং প্রভবাব্যয়। এতন্মে ভগবন্ ব্রূহি প্রসাদান্মধুসূদন ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

পার্থ তদ্দিবসে প্রাপ্তে দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। উপবাসস্য নিয়মং গৃহ্ণীয়াদ্যতমানসঃ ॥ ৮৮ ॥

একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন। সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো নোপবাসস্তু লঙ্ঘনম্ ॥১৮৯॥

তত্রাদৌ ব্রতসাধারণান্ নিয়মানতিদিশতি ব্রতেতি। সপ্তম্যাদিদিনত্রয়ং সংযমদিনমুপবাস দিনং পারণদিনঞ্চ তস্মিন্। দশম্যাদিদিনেষ্বিব যথা দশম্যেকাদশীদ্বাদশীদিনত্রয়ে, তথা সর্ব্বে নিয়মাঃ কর্ত্তব্যাঃ। দশম্যাদি-চিহ্নিতা অপি তে তে নিয়মাঃ সর্ব্বব্রত-সাধারণত্বাদত্র সপ্তম্যাদিষ্বপি কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ। তে চ পূর্ব্বমেকাদশী-ব্রত প্রকরণে লিখিতা এব সন্তি। তৈলমত্যম্বুপানঞ্চেত্যাদি দশমীনিয়মাঃ। অসকৃজ্জলপানাচ্চেত্যাদ্যেকাদশীনিয়মাঃ। কাংস্যামিষে সুরাং ক্ষৌদ্রমিত্যাদি দ্বাদশীনিয়মাঃ। অতএব ভবিষ্যোত্তরে।—উপাবৃত্তস্য পাপেভ্য ইত্যাদি উচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ১৮৮ ॥ এবং সর্ব্বব্রতসাধারণ বিধিমুল্লিখ্যাধুনাত্র বিশেষং লিখতি একেনেত্যাদিনা। সপ্তম্যামেকভক্তানন্তরং দন্তধাবনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। অথবাষ্টম্যাং প্রাতঃ কুর্য্যাৎ ॥ ১৮৯ ॥

উৎসবান্তে পারণ করিতে পারে। ১৮৬। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, হে দ্বিজ! নিঃশেষে পাতকবিনাশে অভিলাষ থাকিলে উৎসবের পর শ্রীহরির প্রসাদান্ন সেবন করিবে। ১৮৭।

অনন্তর জন্মাষ্টমীব্রতের বিধি কথিত হইতেছে।—সাধারণতঃ ব্রতের নিয়ম নিবন্ধন দশম্যাদি তিন দিনে যেরূপ নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, এই দিবসত্রয়েও তদ্রূপ নিয়ম বিধান করিবে।

অতঃপর জন্মাষ্টমীর বিশেষ বিধি বিবৃত হইতেছে।—ভবিষ্যোত্তরপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি আছে যে, হে দেব! হে পুরুষপ্রবর! যাহার দ্বারা ত্বদীয় সন্তোষ সাধিত হয়, জন্মাষ্টমীনামক সেই পবিত্র ব্রত কিরূপ এবং কিরূপেই বা সেই ব্রত সম্পাদন করিতে হয়? হে ভগবন্! হে অব্যয়! হে মধুসূদন! তুমিই মানবগণের উৎপত্তিস্থলস্বরূপ, মৎপ্রতি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন কর। কৃষ্ণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ঐ (জন্মাষ্টমী) দিন আগত হইলে দশনধাবনান্তে সংযতচিত্তে উপবাসের নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়। ১৮৮। হে কৌরব! একটীমাত্র জন্মাষ্টমী-উপবাস করিলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে। পাতকপুঞ্জ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গুণসমূহের

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

অদ্য স্থিত্বা নিরাহারঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ। ভোক্ষ্যেঽহং পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥১৯০॥

ততঃ স্নাত্বা তু মধ্যাহ্নে নদ্যাদৌ বিমলে জলে।
দেবক্যাঃ শোভনং কুর্য্যাৎ সুগুপ্তং সূতিকাগৃহম্ ॥

অথ সূতিকাগৃহনির্ম্মাণবিধিঃ।

পদ্মরাগৈঃ পটৈর্নেত্রৈর্ম্মণ্ডিতং চর্চ্চিতং শুভৈঃ। রম্যং বন্দনমালাভী রক্ষামণিবিভূষিতম্ ॥
সর্ব্বং গোকুলবৎ কার্য্যং গোপীজনসমাকুলম্। ঘণ্টামর্দ্দল-সঙ্গীতং মাঙ্গল্যকলসান্বিতম্ ॥
যবার্দ্র-স্বস্তিকাজ্যাঢ্যৈঃ শঙ্খবাদিত্র-সঙ্কুলম্। বদ্ধকরী-লৌহখড়্গৈর্দীপচ্ছাগসমন্বিতম্ ॥
মন্থানবারিযূপৈশ্চ ভূতিসর্ষপবহ্নিভিঃ। দ্বারি বিন্যস্তমুষলং রক্ষিতং রক্ষপালকৈঃ।
ষষ্ঠ্যা দেব্যাশ্চ তত্রৈব বিধানং বিধিবত্তথা। এবংবিধং যথাশক্তি কর্ত্তব্যং সূতিকাগৃহম্ ॥

তথাষ্টমীপ্রাতঃ সঙ্কল্পমন্ত্রং লিখতি অদ্যেতি। যদ্যপি সঙ্কল্পমন্ত্রে শ্বোভূতে পরমেশ্বরেত্যাদি-পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে, তথাপি সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত ইত্যাদি-ভবিষ্যোত্তরোক্ত পাঠোঽত্র লিখিতঃ। পাঠান্তরে দেবকীপুত্রেত্যাদিবিশেষনির্দ্দেশেন শিষ্টগণাদৃতত্বাৎ। ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীভগবতা স্বয়ন্তথা নোক্তং পরমলজ্জাগুণশীলত্বাৎ। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যং ॥ ১৯০ ॥ অথ লোকে জন্মতিথিকৃত্যবৎ প্রাতঃ শ্রীভগবতোঽপি তিলস্নপনাদিকং লৌকিকভক্তিরীত্যপেক্ষয়া কার্য্যমিতি লিখতি কুর্ব্বীতেতি। প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্নপনাদি তিলৈঃ কৃষ্ণৈঃ কুর্ব্বীত। আদিশব্দাদুদ্বর্ত্তনাদি। তথা চোক্তং।—তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোতা তিলপ্রদঃ। তিলবাপী তিলাশী চ ষট্-তিলী নাবসীদতীতি। অত্র শিষ্টাচারানুসারেণাষ্টোত্তর-শত-দূর্ব্বাগ্রাদিযুক্তেন সহস্রচ্ছিদ্রঘটেন ধারায়াঃ স্নপনাদিকমপি জ্ঞেয়ং। সর্ব্বং বস্ত্রাদিকঞ্চ নবমেব ভগবতে অর্পয়েৎ। শিষ্টাচারানুসারত ইতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং সংসম্প্রদায়াচারানুসারেণৈবাত্রাখিলবিধিলিখনাৎ। শুভে তীর্থে শ্রীকালিন্দ্যাদৌ তত্রাপি শ্রীবিশ্রান্ত্যাদৌ। তদলাভে চ অন্যত্র বা সজ্জলে পবিত্রনির্ম্মলসলিলে। তথা চাগ্রে লেখ্যং ভবিষ্যোত্তরবচনং নদ্যাদৌ বিমলে জল ইতি। ব্রতী উপবাসপরো জনঃ। ধাত্রীফলং মূর্দ্ধ্নি দত্ত্বা তেন মস্তকং সংমৃজ্য শুভৈঃ শ্রীভগবতঃ স্নানাদ্যবশিষ্টৈর্মহাপ্রসাদরূপৈঃ কৃষ্ণৈস্তিলৈঃ কৃত্বা স্নানং কুর্য্যাৎ। তথা চ ভবিষ্যে —উপোষিতস্তু মধ্যাহ্নে স্নাত্বা কৃষ্ণতিলৈঃ

সহিত অবস্থিতিই উপবাস বলিয়া কীর্ত্তিত; লঙ্ঘনকে (অর্থাৎ ভোজন না করাকে) উপবাস বলে না। ১৮৯।

অষ্টমীর প্রভাতকালে সঙ্কল্পের মন্ত্র।—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! অদ্য সর্ব্বভোগ বর্জ্জনপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া কল্য আহার করিব। হে অচ্যুত! আপনি মদীয় শরণস্থান হউন্।১৯০। তৎপরে মধ্যাহ্নে নদী প্রভৃতির বিমল সলিলে কৃতস্নান হইয়া দেবকীর মনোরম গুপ্ত সূতিকাগৃহ প্রস্তুত করিবে।

যেরূপে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিবে,তাহা বিবৃত হইতেছে।-পদ্মরাগমণি ও সুন্দর সূক্ষ্মবসন দ্বারা সূতিকাগৃহ শোভিত ও চর্চ্চিত করিতে হয়। ঐ গৃহ বন্দনমালা দ্বারা মনোহর, রক্ষামণি

তন্মধ্যে প্রতিমা স্থাপ্যা সা চাপ্যষ্টবিধা স্মৃতা। কাঞ্চনী রাজতী তাম্রী পৈত্তলী মৃন্ময়ী তথা।
বার্ক্ষী মণিময়ী চৈব বর্ণিকা লিখিতাথবা। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না পর্য্যঙ্কে চার্দ্ধসুপ্তিকা।
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসা কৃতা সা তু তপস্বিনী। প্রসূতা চ প্রস্নুতা চ তৎক্ষণাচ্চ প্রহর্ষিতা ॥ ১৯১॥
মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনম্। শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং নীলোৎপলদলপ্রভম্ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-বনমালা-বিভূষিতম্। চতুর্ভুজং মহঃপূর্ণং স্থাপয়েত্তত্র ভক্তিতঃ ॥ ১৯২ ॥

শুভৈঃ। ধাত্রীফলং শিরে দদ্যান্মহাপুণ্যবিবৃদ্ধয় ইতি। যদ্যপি তদ্বচনমগ্রে মূলে স্বয়মেব লেখ্যং, তথাপ্যেতদত্র সুখার্থং লিখিতং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং। অন্যদিষ্টদেবপূজাদি। সুদেশে শোভনপ্রদেশে। দিব্যং পরমোত্তমং। তৎপ্রকারং দর্শয়ন্ তদেব বিশিনষ্টি বিভূষিতমিতি দ্বাভ্যাং। তোরণাদিনা চাত্র বাসোদর্পণপল্লবাদি-বিরচিতানি বন্দনমালেতিখ্যাতান্যেব। আবদ্ধৈর্বিতানাদিষু স্থানে সম্যক্ বদ্ধৈঃ ফলাদিভিশ্চ ভূষিতং। যবদদূর্ব্বাম্বুজৈঃ। আদিশব্দাৎ মথনরজ্জুস্বস্তিকাদিভিশ্চাঢ্যং যুক্তং। দ্বারি দ্বারবিন্যস্তৈঃ শৃঙ্খলাদিভিঃ সংযুক্তং। আদিশব্দাচ্চাত্র পূর্ব্বলিখিত-মার্কণ্ডেয়পুরাণাদি বচনানুসারেণ মথনদণ্ডদীপজলভস্মসর্ষপনিম্বফলানি জ্ঞেয়ানি। তত্র সূতিকাগৃহে তদ্ভিত্ত্যাদৌ গোপগোপীজনাবৃতং শ্রীগোকুলং শ্রীনন্দবাসং বিশেষতো লিখেৎ। গেহস্য তস্যৈব সূতিকাগৃহস্য সর্ব্বতঃ সর্ব্বদিক্ষু। তস্য সূতিকাগৃহস্য মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রাখ্যং মণ্ডলং বিরচয্য তস্মিন্ কুম্ভং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। তস্য ঘটস্যোপরি হৈমং স্বর্ণনির্ম্মিতং তদভাবে বৈণবঞ্চ পাত্রং ন্যসেৎ স্থাপয়েৎ। ভবিষ্যপুরাণোক্তং তচ্চ পাত্রং তিলপূরিতমিতি চ জ্ঞেয়ং। পাত্রপরিমাণঞ্চ দেবীপুরাণোক্তং পূর্ব্বং লিখিতমেবাস্তি। তৎ পাত্রং। তদুপরি দেবকীং স্থাপয়েৎ। কথম্ভূতাং ? স্বর্ণেনান্যেন রূপ্যাদিনা কৃতাং নির্ম্মিতাং। স্বর্ণাদিমানং চোক্তং। সৌবর্ণী রাজতী তাম্রী বৃক্ষজা মার্ত্তিকী তথা। চিত্রজা পিষ্টলেপস্থা নিজবিত্তানুসারতঃ। আ মাষাৎ পলপর্য্যন্তং কর্ত্তব্যা শাঠ্যবর্জ্জিতৈরিতি। তত্র দেবকীপ্রতিমামাহ সর্ব্বেতি সার্দ্ধেন। সর্ব্বৈঃ দিব্যস্ত্রীলক্ষণ-বিশেষৈঃ সম্পন্না সম্পূর্ণা। লক্ষণং চাগ্রে লেখ্য-লক্ষ্মী-প্রতিমানুসারেণ জ্ঞেয়ং। অর্দ্ধসুপ্তিকেতি অর্দ্ধাঙ্গেন সুপ্তিকেত্যর্থঃ। এতচ্চ বালকস্তনদানার্থং। শয্যায়াং কৃতা নির্ম্মিতা। পাঠান্তরে মগ্না সহেত্যস্য অর্দ্ধসুপ্তিকেত্যনেন সম্বন্ধঃ। তপস্বিনী পরমভাগ্যবতীতি পূর্ব্বজন্মকৃত-তপঃস্মরণাদেব। প্রস্নুতা ক্ষরিতস্তনী ॥১৯১॥ নিজ-শ্রীমূর্ত্তি-

দ্বারা অলঙ্কৃত এবং গোকুলবৎ গোপীজনে সমাকীর্ণ করিবে। ঐ গৃহে ঘণ্টা, মর্দ্দল (মাদল), সঙ্গীত, মঙ্গলঘট, যব, আম্র্র স্বস্তিক, পদ্ম, শঙ্খাদিবাদ্য, শৃঙ্খলা, লৌহখড্গ, দীপ, ছাগ, মন্থনরজ্জু, ভস্মসর্ষপ, বহ্নি এই সমস্ত বিদ্যমান থাকিবে। দ্বারদেশে দ্বারিগণ মুষল স্থাপনপূর্ব্বক দ্বারের রক্ষা বিধান করিবে। ঐ গৃহে বিধানে ষষ্ঠীদেবীকেও স্থাপন করিতে হয়। এইরূপে শক্ত্যনুসারে সূতিকাগৃহ প্রস্তুত করিবে। সূতিকাগৃহাভ্যন্তরে প্রতিমা স্থাপন করা বিধেয়। ঐ প্রতিমা অষ্টবিধ বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, মণি ও বর্ণ বা অঙ্কন (চিত্রপট) এই অষ্টধা প্রতিমা প্রস্তুত করিতে পারে। প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বসুলক্ষণে লক্ষিত ও পর্য্যঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়ান থাকিবে। পরম-সৌভাগ্যশালিনী দেবকী দেবীর মূর্ত্তি তপ্তস্বর্ণসন্নিভা, সদ্যঃ প্রসূতা, ক্ষরিতপয়োধরা ও আনন্দবিহ্বলা হইবে ।১৯১।

যশোদাঞ্চাপি তত্রৈব প্রসূত-বরকন্যকাম্ ॥ ১৯৩ ॥

তত্র দেবা গ্রহা নাগা যক্ষবিদ্যাধরোরগাঃ। প্রণতাঃ পুষ্পমালাভির্ব্যগ্রহস্তাঃ সুরাসুরাঃ।

সঞ্চরন্ত ইবাকাশে প্রকারৈর্মুদিতে দিতৈঃ ॥ ১৯৪ ॥

বসুদেবেঽপি তত্রৈব খড়্গচর্ম্মধরঃ স্থিতঃ ॥ ১৯৫ ॥

কশ্যপো বসুদেবোঽয়মদিতিশ্চাপি দেবকী শেষনাগো হলী চাত্র যশোদাদিতিরেব চ ॥

নন্দঃ প্রজাপতির্দক্ষো গর্গশ্চাপি চতুর্মুখঃ। এষোঽবতারো রাজেন্দ্র কংসো বৈ কালনেমিজঃ ॥১৯৬

তত্র কংসনিযুক্তা যে দানবা বিবিধায়ুধাঃ। তে চ প্রাহরিকাঃ সর্ব্বে সুপ্তা নিদ্রাবিমোহিতাঃ।

অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী দানবাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ১৯৭ ॥

মাহ মাঞ্চেতি দ্বাভ্যাং। বালকং বালকরূপং। দেবং দ্যোতমানং দিব্যরূপংবা। তদেবাহ শঙ্খেতি। মহঃপূর্ণং তেজঃস্বরূপং। যদ্বা মহো ব্রহ্ম তৎ-স্বরূপং। সচ্চিদানন্দঘনং মাং ভক্ত্যা তত্র তথা স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥১৯২॥ তত্রৈব কচিদ্দেশে শ্রীযশোদা-প্রতিমাঞ্চ স্থাপয়েৎ ইত্যাহ যশোদামিতি। প্রসূতা বরা শ্রেষ্ঠা মায়াদেবীরূপা কন্যকা যয়া তাং। শ্রীনন্দ বলভদ্র রোহিণী-গোপ ॥ ১৯৩ ॥ গোপ্যাদিপ্রতিমাশ্চ স্থাপ্যা ইতি জ্ঞেয়ম্, একত্রৈব তেষাং স্থাপনাদুক্তেঃ ॥ ১৯৩ ॥ তত্র সূতিকাগৃহে। সুরাসুরা ইতি পুনঃ সুরগ্রহণং তেষাং হর্ষবিশেষোদয়াৎ। যদ্বা সুরবদেবঽসুরা আসুরভাবরহিতা যে দৈত্যাস্তে শ্রীপ্রহ্লাদাদয়ঃ। মুদিতানি হর্ষযুক্তানি উদিতানি বচনানি যেষু। যদ্বা মুদিতানাং যে উদিতাঃ শাস্ত্রাদ্যুক্তাঃ প্রকারা বেশব্যবহারাদয়স্তদ্বিশিষ্টাঃ সন্তঃ। আকাশে সঞ্চরন্ত ইব দেবাদয়ঃ স্থাপ্যা ইতি শেষঃ। তাদৃশস্তত্তৎপ্রতিমাঃ কার্য্যাঃ পটাদৌ লেখ্যা ইত্যর্থঃ। ১৯৪। বসুদেবোঽপি খড়্গচর্ম্মাধরঃ কংস বধার্থমাত্ত খড়্গচর্ম্মা ইব স্থিতস্তত্রৈব সংস্থাপ্যঃ। তাদৃশ-তৎপ্রতিমা শ্রীদেবকীনিকটে স্থাপনীয়েতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৯৫ ॥ শ্রীবসুদেবাদীনাং ধ্যানবিশেষমাহ কশ্যপ ইতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাং। কালনেমিজঃ কালনেমেরবতার ইত্যর্থঃ। পাঠান্তরং চিন্ত্যং। এবং গর্গকংসাদয়োঽপি প্রতিমা-দ্বারা লিখনেন

হে পাণ্ডুনন্দন! আমাকে পর্য্যঙ্কশায়ী, স্তনপায়ী, শ্রীবৎসলাঞ্ছিতবক্ষা, দীপ্তিমান্, নীলোৎপলবৎ প্রভাবান্, শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গপাণি, বনমালাবিরাজিত, চতুর্ভুজ ও তেজঃস্বরূপ কিশোরমূর্ত্তি করিয়া ভক্তিসহকারে সূতিকাগৃহে স্থাপন করিতে হইবে। ১৯২। এতদ্ব্যতীত গৃহাভ্যন্তরে কন্যারত্ন প্রসবিনী যশোদার মূর্ত্তি এবং নন্দ, বলদেব, রোহিণী ও গোপগোপীগণের প্রতিমাও সন্নিবেশিত করিবে।১৯৩। চিত্রপটে এইরূপ অঙ্কন করিবে যে, দেবগণ, গ্রহগণ, নাগকুল, যক্ষগণ, বিদ্যাধর, সর্প ও দেবসদৃশ অসুরেরা প্রণতশিরা হইয়া কুসুমমাল্য-করে গ্রহণপূর্ব্বক ব্যগ্রভাব আনন্দ সহকারে গগনতলে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই প্রকারে চিত্রিত করিয়া সূতিকাগৃহ মধ্যেই স্থাপন করিতে হয়। ১৯৪। ঐ গৃহমধ্যে দেবকী-সন্নিধানে বসুদেবের মূর্ত্তিও স্থাপন করিবে; তিনি অসি চর্ম্ম ধারণ করত অবস্থিতি করিতেছেন। ১৯৫। হে রাজসত্তম! বসুদেব কশ্যপের, দেবকী অদিতির, বলভদ্র শেষনাগের, যশোদা দিতির, নন্দ দক্ষপ্রজাপতির, গর্গ চতুরানন বিধির এবং কংস কালনেমির অবতার, ইহাঁদিগেরও প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া কিংবা

তন্মধ্যে প্রতিমা স্থাপ্যা সা চাপ্যষ্টবিধা স্মৃতা। কাঞ্চনী রাজতী তাম্রী পৈত্তলী মৃন্ময়ী তথা।
বার্ক্ষী মণিময়ী চৈব বর্ণিকা লিখিতাথবা। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না পর্য্যঙ্কে চার্দ্ধসুপ্তিকা।
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসা কৃতা সা তু তপস্বিনী। প্রসূতা চ প্রস্নুতা চ তৎক্ষণাচ্চ প্রহর্ষিতা॥ ১৯১॥
মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনম্। শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং নীলোৎপলদলপ্রভম্॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-বনমালা-বিভূষিতম্। চতুর্ভুজং মহঃপূর্ণং স্থাপয়েত্তত্র ভক্তিতঃ॥ ১৯২॥

শুভৈঃ। ধাত্রীফলং শিরে দদ্যান্মহাপুণ্যবিবৃদ্ধয় ইতি। যদ্যপি তদ্বচনমগ্রে মূলে স্বয়মেব লেখ্যং, তথাপ্যেতদত্র সুখার্থং লিখিতং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং। অগ্রদিষ্টাদেবপূজাদি। সুদেশে শোভনপ্রদেশে। দিব্যং পরমোত্তমং। তৎপ্রকারং দর্শয় ন্। তদেব বিশিনষ্টি বিভূষিতমিতি দ্বাভ্যাং। তোরণাদিনা চাত্র বাসোদর্পণপল্লবাদি-বিরচিতানি বন্দনমালেতিখ্যাতান্যেব। আবদ্ধৈর্বিতানাদিষু স্থানে সম্যক্ বদ্ধৈঃ ফলাদিভিশ্চ ভূষিতং। যবদদূর্ব্বাম্বুজৈঃ। আদিশব্দাৎ মথনরজ্জুস্বস্তিকাদিভিশ্চাঢ্যং যুক্তং। দ্বারি দ্বারবিন্যস্তৈঃ শৃঙ্খলাদিভিঃ সংযুক্তং। আদিশব্দাচ্চাত্র পূর্ব্বলিখিত-মার্কণ্ডেয়পুরাণাদি বচনানুসারেণ মথনদণ্ডদীপজলভস্মসর্ষপনিম্বফলানি জ্ঞেয়ানি। তত্র সূতিকাগৃহে তদ্ভিত্ত্যাদৌ গোপগোপীজনাবৃতং শ্রীগোকুলং শ্রীনন্দবাসং বিশেষতো লিখেৎ। গেহস্য তস্যৈব সূতিকাগৃহস্য সর্ব্বতঃ সর্ব্বদিক্ষু। তস্য সূতিকাগৃহস্য মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রাখ্যং মণ্ডলং বিরচয্য তস্মিন্ কুম্ভং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। তস্য ঘটস্যোপরি হৈমং স্বর্ণনির্ম্মিতং তদভাবে বৈণবঞ্চ পাত্রং ন্যসেৎ স্থাপয়েৎ। ভবিষ্যপুরাণোক্তং তচ্চ পাত্রং তিলপূরিতমিতি চ জ্ঞেয়ং। পাত্রপরিমাণঞ্চ দেবীপুরাণোক্তং পূর্ব্বং লিখিতমেবাস্তি। তৎ পাত্রং। তদুপরি দেবকীং স্থাপয়েৎ। কথম্ভূতাং? স্বর্ণেনান্যেন রূপ্যাদিনা কৃতাং নির্ম্মিতাং। স্বর্ণাদিমানং চোক্তং। সৌবর্ণী রাজতী তাম্রী বৃক্ষজা মার্ত্তিকী তথা। চিত্রজা পিষ্টলেপস্থা নিজবিত্তানুসারতঃ। আ মাষাৎ পলপর্য্যন্তং কর্ত্তব্যা শাঠ্যবর্জ্জিতৈরিতি। তত্র দেবকীপ্রতিমামাহ সর্ব্বেতি সার্দ্ধেন। সর্ব্বৈর্দিব্যস্ত্রীলক্ষণ-বিশেষেণ সম্পন্না সম্পূর্ণা। লক্ষণং চাগ্রে লেখ্য-লক্ষ্মী-প্রতিমানুসারেণ জ্ঞেয়ং। অর্দ্ধসুপ্তিকেতি অর্দ্ধাঙ্গেন সুপ্তিকেত্যর্থঃ। এতচ্চ বালকস্তনদানার্থং। শয্যায়াং কৃতা নির্ম্মিতা। পাঠান্তরে মগ্না সহেত্যস্য অর্দ্ধসুপ্তিকেত্যনেন সম্বন্ধঃ। তপস্বিনী পরমভাগ্যবতীতি পূর্ব্বজন্মকৃত-তপঃস্মরণাদেব। প্রস্নুতা ক্ষরিতস্তনী॥১৯১॥ নিজ-শ্রীমূর্ত্তি-

---

দ্বারা অলঙ্কৃত এবং গোকুলবৎ গোপীজনে সমাকীর্ণ করিবে। ঐ গৃহে ঘণ্টা, মর্দ্দল (মাদল), সঙ্গীত, মঙ্গলঘট, যব, আদ্র স্বস্তিক, পদ্ম, শঙ্খাদিবাদ্য, শৃঙ্খলা, লৌহখড়্গ, দীপ, ছাগ, মন্থনরজ্জু, ভস্মসর্ষপ, বহ্নি এই সমস্ত বিদ্যমান থাকিবে। দ্বারদেশে দ্বারিগণ মুষল স্থাপনপূর্ব্বক দ্বারের রক্ষা বিধান করিবে। ঐ গৃহে বিধানে ষষ্ঠীদেবীকেও স্থাপন করিতে হয়। এইরূপে শক্ত্যনুসারে সূতিকাগৃহ প্রস্তুত করিবে। সূতিকাগৃহাভ্যন্তরে প্রতিমা স্থাপন করা বিধেয়। ঐ প্রতিমা অষ্টবিধ বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, মণি ও বর্ণ বা অঙ্কন (চিত্রপট) এই অষ্টধা প্রতিমা প্রস্তুত করিতে পারে। প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বসুলক্ষণে লক্ষিত ও পর্য্যঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়ান থাকিবে। পরম-সৌভাগ্যশালিনী দেবকী দেবীর মূর্ত্তি তপ্তস্বর্ণসন্নিভা, সদ্যঃ প্রসূতা, ক্ষরিতপয়োধরা ও আনন্দবিহ্বলা হইবে।১৯১।

যথা পুত্রং প্রিয়ং লব্ধ্বা প্রাপ্তা তে নির্বৃতিঃ পরা। তথা মে নির্বৃতিং দেবি সপুত্রা ত্বং দদস্ব মে॥

গায়দ্ভিঃ কিন্নরাদ্যৈঃ সততপরিবৃতা বেণুবীণাদিনাদৈ-
র্ভৃঙ্গারাদর্শকুম্ভপ্রকরহৃতকরৈঃ কিন্নরৈঃ সেব্যমানা।
পর্য্যঙ্কে স্বাস্তৃতে যা মুদিততরমুখী পুত্রিণী সম্যগাস্তে,
সা দেবী দেবমাতা জয়তি সুবদনা দেবকী কান্তরূপা॥ ১৯৯॥

পাদাবভ্যঞ্জয়ন্তী শ্রীর্দেবক্যাশ্চরণান্তিকে। নিষণ্ণা পঙ্কজে পূজ্যা নমো দেব্যৈ শ্রিয়ৈ ইতি॥২০০॥
অবতারসহস্রং বৈ কৃতং তে মধুসূদন। ন সংখ্যামবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি॥
ব্রহ্মা শিবাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব। অতস্ত্বাং পূজয়াম্যদ্য মাতুরুৎসঙ্গশায়িনম্॥ ২০১॥
স্বনামভিশ্চতুর্থ্যন্তৈঃ প্রণবাদিনমোঽন্তকৈঃ। পূজয়েয়ুর্দ্বিজাঃ সর্ব্বে স্ত্রী-শূদ্রা মন্ত্রবর্জ্জিতাঃ॥২০২॥
বিধ্যন্তরমপীচ্ছন্তি কেচিদত্র দ্বিজোত্তমাঃ। চন্দ্রোদয়ে শশাঙ্কায় দদ্যাদর্ঘ্যং হরিং স্মরন্॥
অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্। অপরাজিতং বাসুদেবং মাধবং মধুসূদনম্॥

তারানিতি পাঠে সর্ব্বেষামেব তত্রৈব তত্তৎপূজনার্থমেকত্রৈব প্রসঙ্গাদুদ্দিষ্টমিতি জ্ঞেয়ং। অদিতি-রিত্যাদি পূজামন্ত্রঃ॥ ১৯৯॥ পাদৌ শ্রীভগবতঃ দেবক্যা এব বা অভ্যঞ্জয়ন্তী শ্রীর্গন্ধাদিভিঃ পূজ্যা। কথম্ভূতা?—দেবক্যাশ্চরণান্তিকে পঙ্কজে নিজাসনে নিষণ্ণা উপবিষ্টা। তন্মন্ত্রমাহ নম ইতি। কেচিচ্চাবাহনাদিপূর্ব্বকং লক্ষ্মীপূজনমিদং শ্রীদেবকীপূজনাৎ পূর্ব্বমিচ্ছন্তি॥ ২০০॥ নিজপূজামন্ত্রমাহ অবতারেতি দ্বাভ্যাং। ন তে সংখ্যাবতারাণামিতি পাঠে বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিঃ। সংখ্যায়া জানাতিক্রিয়াম্বয়শ্চান্যথা ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতঃ ব্রহ্মাদিভিরপি তব স্বরূপাজ্ঞানাদ্ধেতোঃ কেবলমদ্য মাতুরুৎসঙ্গশায়িনমেব ত্বাং পূজয়ামীত্যর্থঃ। যদ্বা যস্য স্বরূপং তেঽপি ন বিদুঃ, তমদ্য সাক্ষান্মাতুরুৎসঙ্গে শায়িনং সন্তং পূজয়ামীত্যর্থঃ॥২০১॥ শ্রীবসুদেবাদীনাং পূজামন্ত্রমুদ্দিশতি স্ব-নামভিরিতি। তত্র প্রয়োগঃ 'ওঁ বসুদেবায় নম ইতি' মন্ত্রবিবর্জ্জিতাঃ প্রণবরহিতাঃ তত্ত-ন্মন্ত্রান্তৈর প্রণবা উচ্চারণীয়া ইত্যর্থঃ অত্র চানুক্তোঽপি বিশেষতঃ পূজায়াঃ ক্রমো বিধিশ্চ বহুলপুরাণবচনাদ্যুক্তিতঃ সম্প্রদায়ানুসারাচ্চাগ্রে লেখ্য এব॥ ২০২॥ কচিচ্চ যজ্ঞেশ্বরায়েত্যাদিঃ

সহকারে সর্ব্বদা যাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, কিন্নরেরা ভৃঙ্গার আদর্শ ও ঘট হস্তে লইয়া নিরন্তর যাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে এবং যিনি পুত্র ক্রোড়ে লইয়া বিকাসিতবদনে আস্তৃত পর্য্যঙ্কো-পরি সংস্থিতা রহিয়াছেন, সেই সুরজননী সুমুখী কমনীয়রূপা দেবকী দেবী জয়যুক্তা হউন্।১৯৯ দেবকীর পদপ্রান্তে তদীয় পদপূজায় নিরতা, কমলবাসিনী লক্ষ্মীকে "নমো দেব্যৈ শ্রিয়ৈ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করিতে হয়। ২০০। হে মধুসূদন! আপনি সহস্র সহস্র অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, ধরা-তলে কেহই আপনার সেই সমস্ত অবতারের গণনা করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হয় না। আপনার স্বরূপ বিদিত হইতে বিধি ও শিবাদি সুরগণেরও সামর্থ্য নাই; আপনি অদ্য মাতৃক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছেন, আপনার অর্চ্চনা করি।২০১। বসুদেবাদির অর্চ্চনায় প্রথমতঃ প্রণব (ওঁ), তদনন্তর চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নাম ও শেষে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় অর্থাৎ "ওঁ বসুদেবায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে অর্চ্চনা করিবে। স্ত্রীজাতি ও শূদ্রগণ মন্ত্রবর্জ্জিত অর্থাৎ প্রণবরূপ মন্ত্রে

বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং ধরণীধরম্। দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্।
গোবিন্দমচ্যুতং কৃষ্ণমনন্তং পুরুষোত্তমম্। অধোক্ষজং জগদ্বীজং সর্গস্থিত্যন্তকারণম্॥
অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্। নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥
পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালাবিভূষিতম্। শ্রীবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিম্॥
দেবকীগর্ভসম্ভূতং দৈত্যসৈন্যবিনাশনম্। গৃহাণার্ঘ্যমিদং দেব গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

অথ স্নানমন্ত্রঃ।

যোগেশ্বরায় যোগসম্ভবায় যোগপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

অথ বস্ত্রদানমন্ত্রঃ।

যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞসম্ভবায় যজ্ঞপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

অথ ধূপদানমন্ত্রঃ।

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বসম্ভবায় বিশ্বপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

অথ নৈবেদ্যার্পণমন্ত্রঃ।

ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মসম্ভবায় ধর্ম্মপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

পাদ্যাদিদীপান্তোপচারমন্ত্রঃ, বিশ্বেশ্বরায়েত্যাদি নৈবেদ্যমন্ত্রঃ, ধর্ম্মেশ্বরায়েত্যাদি শয়নমন্ত্র ইতি। অধুনা তত্রৈব মন্ত্রাদি-ভেদেন পরমতমাহ বিধ্যন্তরমিতি। স্মরন্ লঘু লঘু কীর্ত্তয়ন্। অগ্রে অনঘাদি·

তাহারা অনধিকারী; তাহারা "নমঃ বসুদেবায় নমঃ" ইত্যাদিরূপ মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। ২০২। কোনও কোনও পণ্ডিত এস্থানে অন্যরূপ বিধি দিয়া থাকেন। চন্দ্রোদয় হইলে ধীরে ধীরে হরি স্মরণ করিতে করিতে চন্দ্রদেবকে অর্ঘ্য দিতে হয়। তৎপরে অনঘ, বামন, শৌরি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, অপরাজিত, বাসুদেব, মাধব, মধুসূদন, বরাহ, পুণ্ডরীকাক্ষ, নৃসিংহ, ধরণীধর, দামোদর, পদ্মনাভ, কেশব, গরুড়ধ্বজ, গোবিন্দ, অচ্যুত, কৃষ্ণ, অনন্ত, পুরুষোত্তম অধোক্ষজ, জগদ্বীজ, সর্গস্থিত্যন্তকারণ, অনাদিনিধন, বিষ্ণু, ত্রিলোকেশ, ত্রিবিক্রম, নারায়ণ, চতুর্ব্বাহু, শঙ্খচক্র-গদাধর, পীতাম্বর, নিত্য, বনমালাবিভূষিত, শ্রীবৎসাঙ্ক, জগৎসেতু, শ্রীপতি, শ্রীধর, হরি, দেবকীগর্ভসম্ভূত, দৈত্য-সৈন্যনিসূদন এই সমস্ত নাম স্মরণ করত হে দেব! এই (মৎপ্রদত্ত) অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, আপনি গোবিন্দ, আপনাকে প্রণাম। (এইরূপ মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হয়)।

অতঃপর স্নানমন্ত্র।—যিনি যোগেশ্বর, যোগসম্ভব, যোগপতি, সেই গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। এই মন্ত্র উচ্চারণ করত কৃষ্ণকে স্নান করাইতে হয়।

অনন্তর বস্ত্রদানমন্ত্র।—যিনি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞসম্ভব, যজ্ঞপতি, সেই গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার; এই মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে বস্ত্রদান করিবে।

ধূপদানমন্ত্র—যিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বসম্ভব ও বিশ্বপতি, সেই গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার এই মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ধূপদান করিবে।

অতঃপর নৈবেদ্যদানমন্ত্র।—যিনি ধর্ম্মেশ্বর, ধর্ম্মসম্ভব ও ধর্ম্মপতি, সেই গোবিন্দকে পুনঃ নমস্কার; এই মন্ত্র উচ্চারণসহকারে নৈবেদ্য দিবে।

অথ চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্রঃ।

ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেমং রোহিণীসহিতো মম॥ ২০৩॥

স্থণ্ডিলে স্থাপয়েদ্দেবং শশাঙ্কং রোহিণীস্তথা। দেবকীং বসুদেবঞ্চ যশোদাং নন্দমেব চ॥

বলভদ্রং তথা গোপান্ গোগোপীকুলমেব চ।

এবং কৃতে ন সন্দেহো নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ২০৪॥

অর্দ্ধরাত্রে বসোর্ধারাং পাতয়েদ্গুড়সর্পিষা। ততো বর্দ্ধাপনং ষষ্ঠী নামাদিকরণন্ততঃ॥

কর্ত্তব্যং তৎক্ষণাদাত্রৌ প্রভাতে নবমীদিনে। যথা মম তথা কার্য্যো ভগবত্যা মহোৎসবঃ॥

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্।

হিরণ্যং রজতং গাবো বাসাংসি বিবিধানি চ॥ ২০৫

যদ্যদিষ্টতমং তেন কৃষ্ণো মে প্রীয়তামিতি॥ যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনৎ।

ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥ ২০৬॥

নামোক্তেঃ। স্মরণ-প্রকারমেবাহানঘমিতি কচিচ্চ যজ্ঞেশ্বরায়েত্যাদিঃ পাদ্যাদি-দীপান্তোপচার-মন্ত্রঃ। বিশ্বেশ্বরায়েত্যাদির্নৈবেদ্যমন্ত্রঃ। ধর্ম্মেশ্বরায়েত্যাদিশ্চ নৈবেদ্যমন্ত্র ইতি॥ ২০৩॥ স্থণ্ডিলে মন্ত্রসংস্কৃতভূমৌ স্থাপয়েৎ। আবাহনাদিকং কৃত্বাহর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ॥ ২০৪॥ গুড়সর্পিষা বসোর্ধারাং পাতয়েৎ। বর্দ্ধাপনং নাড়ীচ্ছেদনং। আদৌ ষষ্ঠীং সংপূজ্য পশ্চান্নাড়ীচ্ছেদঃ কার্য্য ইতি সদাচারতো জ্ঞেয়ং। ততঃ ষষ্ঠীনিঃসারণমিত্যর্থঃ। ততো নামকরণং। আদিশব্দাৎ জাতকর্ম্মারভ্য কংসবধান্তং সর্ব্বমেব চরিতং যথাক্রমমনুকর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। তচ্চ রাত্রৌ তৎক্ষণাদেব কর্ত্তব্যমিতি বর্দ্ধাপনবসুধারা-পাতনাদ্যভিপ্রায়েণ। ভগবত্যাঃ শ্রীদুর্গাদেব্যা মহাপূজা নবমীদিনে প্রভাতে কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ॥ ২০৫ যদ্যত্তেষামভিমতং তচ্চ দদ্যাৎ। অত্র সঙ্কল্পপ্রকারমাহ। তেন দানেন মে কৃষ্ণঃ প্রীয়তামিত্যেবং।

অতঃপর চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্র।—হে ক্ষীরোদধিজাত! অত্রিনয়নোদ্ভব! হে শশাঙ্ক! আপনি রোহিণীসমন্বিত হইয়া এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্। এই মন্ত্র দ্বারা চন্দ্রকে অর্ঘ্য দিবে। ২০৩। তৎ-পরে সংস্কৃত স্থানে পূত চন্দ্র, রোহিণী, দেবকী, বসুদেব, যশোমতী, নন্দ, বলরাম, গোপকুল, গোপীগণ ও গোসকলকে স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ করিলে নরগণ নিঃসন্দেহ পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। ২০৪। নিশীথরাত্রে গুড় ও ঘৃত দ্বারা বসুধারা দিবে। তদনন্তর ঐ রাত্রিতেই ষষ্ঠী দেবীর অর্চ্চনা, নাড়ীচ্ছেদ ও তদনন্তর নামকরণ করিবে। নবমীদিনে যেরূপ মদীয় মহোৎসব করিতে হয়, তদ্রূপ পরদিন প্রভাতে শ্রীদুর্গাদেবীর উদ্দেশেও মহোৎসব সম্পাদন করিবে। তৎপরে ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া সুবর্ণ, রৌপ্য, গো ও নানাবিধ বসনদানরূপ দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতিবিধান করিবে। ২০৫। "শ্রীকৃষ্ণ মৎপ্রতি প্রীত হউন্" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদিগের অভীষ্ট দ্রব্য প্রদান করিতে হয়। তৎপরে "সপ্রপঞ্চ-জগতের ও বেদের রক্ষণার্থ বা ক্ষিত্যাদি ব্রহ্মপর্য্যন্ত সমস্তের রক্ষার্থ যে প্রভু বসুদেব হইতে দেবকীতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মময় প্রভুকে প্রণাম। ২০৬।

সুজন্ম-বাসুদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু ইত্যুক্ত্বা তং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ২০৭ ॥
এবং যঃ কুরুতে দেব্যা দেবক্যাঃ সুমহোৎসবম্। বর্ষে বর্ষে তু মদ্ভক্তো ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মনন্দন।
নরো বা যদি বা নারী যথোক্তং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০৮ ॥

ভবিষ্যে।— গৃহ্লীয়ান্নিয়মং পূর্ব্বং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্।
নিয়মাৎ ফলমাপ্নোতি ন শ্রেয়ো নিয়মং বিনা ॥ ২০৯

নিয়মমন্ত্রঃ।

অদ্য স্থিত্বা নিরাহারঃ শ্বোভূতে পরমেশ্বর।
ভোক্ষ্যামি দেবকীপুত্র অস্মিন্ জন্মাষ্টমীব্রতে ॥ ২১০ ॥

উপোষিতস্তু মধ্যাহ্নে স্নাত্বা কৃষ্ণতিলৈঃ শুভৈঃ। ধাত্রীফলং শিরে দত্বা মহাপুণ্যাবিবৃদ্ধয়ে ॥ ২১১॥
কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকং কর্ম্ম স্থাপয়েদব্রণং ঘটম্। পঞ্চরত্নসমাযুক্তং পবিত্রোদকপূরিতম্॥
তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং কর্পূরাগুরুবাসিতং। সুধূপবাসিতং শুভ্রং পুষ্পমালাভিশোভিতম্।
সৌবর্ণং বিত্তবান্ ভক্ত্যা তদভাবেঽথ বৈণবম্ ॥ ২১২ ॥

ব্রাহ্মণভোজনাদিকঞ্চেদং বিসর্জ্জনানন্তরং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২০৬ ॥ বিসর্জ্জনপ্রকারমাহ যমিতি দ্বাভ্যাং। ভৌমস্য প্রপঞ্চরূপস্যেত্যর্থঃ। ভূমেশ্চেতি পাঠে ভূমিমারভ্য ব্রহ্মপর্য্যন্তস্য. সু শোভনং জন্ম যস্য বাসুদেবস্য তস্মৈ নম ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। যদ্বা বাসুদেবায় তৎ প্রীত্যর্থং মম সর্ব্বেষামপি বা সুজন্মাস্তু ॥ ২০৭ ॥ ধর্ম্মার্থী চান্যঃ কশ্চন। যদ্বা ধর্ম্মো ভগবদ্ভক্তিলক্ষণস্তদর্থী সন্ যো মদ্ভক্তঃ কুরুতে। যদ্বা স মদ্ভক্তো ভবতি। অতএব ভক্তিলক্ষণধর্ম্মার্থী চ ভবতি। কিম্বহুনা সকামো যথোক্তং ফলং চাপ্নুয়াৎ। পাঠান্তরে ভাগবতো বৈষ্ণবঃ গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকঃ ইত্যর্থঃ। তাদৃশো যো মদ্ভক্তঃ সঃ। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষেণ অভাগবতোঽপি মদ্ভক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ২০৮ ॥ নিয়মং সঙ্কল্পং ॥ ২০৯ ॥

শিরে শিরসি মহাপুণ্যং ভগবদ্ভক্তিস্তস্য বিশেষেণ বৃদ্ধয়ে। ধাত্রীফলস্য ভগবৎ-প্রিয়-

---

গো-ব্রাহ্মণের উপকারার্থই যাঁহার উদয়, সেই শোভনজন্মা বাসুদেবকে প্রণাম করি। শান্তি ও কল্যাণবিধান হউক।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে।২০৭। হে ধর্ম্মসুত! মদীয় যে ভক্ত বা যে কোন ধর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে এইরূপ দেবকীদেবীর উদ্দেশে মহোৎসব সম্পাদন করে, সে পুরুষই হউক, কিংবা স্ত্রী হউক, যথাবিহিত ফল লাভ করে।২০৮। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে, দশনধাবনান্তে নিয়ম (সঙ্কল্প) গ্রহণ করিবে। সঙ্কল্প দ্বারাই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিনা সঙ্কল্পে মঙ্গলের আশা নাই। ২০৯।

সঙ্কল্পমন্ত্র :—হে পরমেশ্বর! হে দেবকীনন্দন! আমি অদ্য জন্মাষ্টমীব্রতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন আহার করিব। ২১০। উপবাস করত মধ্যাহ্ন-সময়ে বিশুদ্ধ কৃষ্ণতিলযোগে স্নান পূর্ব্বক মহাপুণ্যবর্দ্ধনার্থ শিরোদেশে আমলকীফল দিবে। ২১১। মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন-পূর্ব্বক শুদ্ধোদকপূর্ণ পঞ্চরত্ন দিয়া অচ্ছিদ্রঘট স্থাপন করিতে হয়। ধনবান্ ব্যক্তি তদুপরি ভক্তিসহকারে কর্পূর, অগুরু, উত্তম ধূপ ও পবিত্র কুসুমমাল্যযুক্ত স্বর্ণপাত্র স্থাপন করিবে;

তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবীং হৈমীং লক্ষণসংযুতাম্।
দদমানাস্তু পুত্রস্য স্তনং বৈ বিস্মিতাননাম্॥ ২১৩॥
পীয়মানঃ স্তনং সোঽপি কুচাগ্রে পাণিনা স্পৃশন্।
অবলোকমানঃ প্রেম্না বৈ মুখং মাতুর্মুহুর্মুহুঃ॥ ২১৪॥

কৃত্বা চৈবন্তু বৈকুণ্ঠং মাত্রা সহ জগৎপ্রভুম্। ক্ষীরাদিস্নপনং কৃত্বা চন্দনেন বিলেপয়েৎ॥
কুঙ্কুমেন মহাভাগ কর্পূরাগুরুচর্চ্চিতম্। পদ্মকোষীরগন্ধৈশ্চ মৃগনাভিবিমিশ্রিতম্।
শ্বেতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং পুষ্পমালাসুশোভিতম্। মালতীমল্লিকাপুষ্পৈশ্চম্পকৈঃ কেতকীদলৈঃ।
বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ তুলসীপত্রকোমলৈঃ। অন্যৈর্নানাবিধৈঃ পুষ্পৈঃ করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ।
যূথিকা-শতপত্রৈশ্চ তথান্যৈঃ কালসম্ভবৈঃ। পূজনীয়ো মহাভাগ মহাভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ।
কুষ্মাণ্ডৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জূরৈর্দাড়িমীফলৈঃ। চূতবৃক্ষ-সমদ্ভূতৈঃ ফলৈ রম্ভাসমুদ্ভবৈঃ।

তৎকালসম্ভবৈর্দ্দিব্যৈঃ ফলৈর্নানাবিধৈর্মুনে।
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ শুভ্রৈর্ঘৃতপক্বৈরনেকধা॥ ২১৫॥

দীপান্ বৈ কারয়েচ্চাগ্রে তথা কুসুমমণ্ডপম্ গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং স্তোত্রপাঠঞ্চ কারয়েৎ।
বালস্য চরিতং বিষ্ণোঃ পঠনীয়ং পুনঃ পুনঃ॥ ২১৬॥
স্বগুরুং পূজ্য শক্ত্যা বৈ পূজনীয়স্ততো হরিঃ। নিশি পূজা বিধাতব্যা দেবক্যাঃ কেশবস্য চ॥

অথ দেবকীপূজামন্ত্রঃ।

মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্র পুরাণবিহিতেন বৈ।
অদিতে দেবমাতস্ত্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ভীতো ভবভয়স্য চ॥

স্যাৎ॥ ২১১-২১২॥ অব্রণং নিশ্ছিদ্রং॥ ২১২॥ দেবীং দেবকীম্। হৈমীং হেমনির্ম্মিতাং॥ ২১৩॥ পীয়মানঃ পিবন্॥ ২১৪॥ কর্পূরাগুরুচর্চ্চিতমিত্যাদীনি জগৎ প্রভুমিত্যস্য পূজনীয় ইতি ক্রিয়ায়া

ভেদভাবে বেণুপত্র স্থাপন কর্ত্তব্য। ২১২। তৎপরে সর্ব্বসুলক্ষণপূর্ণা স্বর্ণময়ী দেবকী-মূর্ত্তি উক্ত পাত্রোপরি স্থাপন করিতে হয়। দেবকীমূর্ত্তি এই ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন, দেবী সহাস্য আস্যে তনয়কে স্তন্যপান করাইতেছেন। ২১৩। পুত্রপ্রতিমা এই প্রকারে প্রস্তুত করিবে যে, শ্রীহরি জননীর স্তনাগ্রে কর প্রদান করত স্তনপান করিতে পুনঃ পুনঃ প্রেমভরে জননীর দিকে নেত্রপাত করিতেছেন। ২১৪। এইরূপে মাতার সহিত বিশ্বনাথ হরির প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইয়া চন্দনানুলেপন করিতে হয়। হে মহাভাগ! তদনন্তর পদ্মক, উষীরগন্ধ ও মৃগনাভিমিশ্রিত কুঙ্কুম, কর্পূর ও অগুরু দ্বারা ঐ মূর্ত্তিকে চর্চ্চিত করিবে। পরে মহাভক্তি সহকারে প্রভুকে শুক্ল বসনযুগল ও কুসুমমাল্যে অলঙ্কৃত করিয়া মালতী, মল্লিকা, চম্পক, কেতকীদল, অখণ্ড বিল্বপত্র, মৃদু তুলসীদল, নানারূপ শ্বেত কৃষ্ণ করবীর ও যথাকালোদ্ভব অপরাপর কুসুমদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। হে মুনে তৎপরে কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, আম্র, রম্ভা, তত্তৎকালজাত নানারূপ ফল ও অশেষ-প্রকার ঘৃতসিক্ত ঘৃতপক্ব নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। ২১৫। তৎপরে প্রথমতঃ দীপমালা

পূজিতা তু যথা দেবৈঃ প্রসন্না ত্বং বরাননে। পূজিতা তু ময়া ভক্ত্যা প্রসাদং কুরু সুব্রতে॥
যথা পুত্রং হরিং লব্ধ্বা প্রাপ্তা তে নির্বৃতিঃ পরা। নির্বৃতিং দেবি তামেব সপুত্রা ত্বং প্রযচ্ছ মে॥

শ্রীকৃষ্ণপূজা মন্ত্রঃ।

অবতারান্ সহস্রাণি করোষি মধুসূদন। ন তে সংখ্যাবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি॥
দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব। অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতম্॥ ২১৭॥
বাঞ্ছিতং কুরু মে দেব দুষ্কৃতং চৈব নাশয়। কুরুষ মে দয়াং দেব সংসারার্ত্তিভয়াপহ॥
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দং পাত্রে তিলময়ে স্থিতম্॥ ২১৮॥

ততশ্চ দাপয়েদর্ঘ্যমিন্দোরুদয়তঃ শুচিঃ। কৃষ্ণায় প্রথমং দদ্যাৎ দেবকীসহিতায় বৈ।
অর্ঘ্যং ঋষিবরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥

অথ অর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ।

জাতং কংসবধার্থায় ভূভারোত্তারণায় চ। দেবতানাং হিতার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
কৌরবাণাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দেবকীসহিতো মম।
শ্রীকৃষ্ণায় দেবকীসহিতায় সপরিবারায় লক্ষ্মীসহিতায় অর্ঘ্যং নমঃ।

বা বিশেষণানি। মৃগনাভিনা বিমিশ্রিতং লেপিতং। কচিচ্চ সর্ব্বত্রাত্র প্রথমান্তঃ পাঠঃ॥২১৫॥
অগ্রে ভগবৎ-পুরতঃ॥ ২১৬॥ পূজা পূজয়িত্বা॥ ২১৭॥
তিলময়ে তিলপূরিতে। অন্যচ্চ সর্ব্বং স্পষ্টার্থমেব॥ ২১৮॥

দিয়া পুষ্পমণ্ডপ, গীত, বাদ্য, নৃত্য ও স্তুতিবাদ করিবে এবং মুহুর্মুহুঃ হরির বাললীলা কীর্ত্তন করিবে। ২১৬। তদনন্তর শক্ত্যনুসারে গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া পরে হরির অর্চ্চনা করিতে হয়। হে দ্বিজসত্তম! পুরাণোক্ত (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্রে রজনীযোগে দেবকী ও কৃষ্ণের পূজা করিবে।

দেবকীপূজার মন্ত্র।—হে অদিতে! হে সুরজননি! আপনি নিখিল পাতক ধ্বংস করিয়া থাকেন; সুতরাং আমি সংসার-ভয়ে বিত্রস্ত হইয়া ভবদীয় অর্চ্চনা করিব। হে বরাননে! যেরূপ সুরগণকৃত পূজায় আপনার প্রীতি সমুৎপাদিত হইয়াছে, ভক্তিমান্ হইয়া আমিও আপনার পূজা করিতেছি, হে সুব্রতে! মৎপ্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন্।

শ্রীকৃষ্ণপূজনমন্ত্র।—হে মধুসূদন! আপনি অসংখ্য অসংখ্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, ধরাধামে কেহই ভবদীয় সেই সমস্ত অবতারের গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না। বিরিঞ্চিপ্রমুখ সুরগণও ভবদীয় স্বরূপ বিদিত নহেন, আপনি জননীর অঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন, আপনাকে অর্চ্চনা করিব। ১১৭। হে দেব! মদীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করুন্, মৎকৃত পাতকরাশি ধ্বংস করুন্। হে দেব! হে ভবদুঃখহারিন্! মৎপ্রতি করুণা প্রদর্শন করুন্। এইরূপে তিলপাত্রস্থ হরিকে অর্চ্চনা করিতে হয়। ২১৮। তৎপরে শশাঙ্কোদয় হইলে পবিত্র হইয়া অর্ঘ্য দিবে। হে মুনিপ্রবর! অগ্রে দেবকী-সমন্বিত হরিকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। অর্ঘ্য প্রদান দ্বারা নিখিল কামফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অর্ঘ্যদানমন্ত্র।—হে দেব! কংসনিপাত, ধরাভার অপনোদন, সুরকুলের হিতসাধন, ধর্ম্ম-

অথ চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্রঃ।

দধিপুষ্পাক্ষতৈর্মিশ্রং ততোঽর্ঘ্যং শশিনে মুদা। ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব।
অর্ঘ্যমিন্দো গৃহাণ ত্বং রোহিণ্যা সহিতো মম॥ নারিকেলেন শুভ্রেণ দত্ত্যাদর্ঘ্যং বিচক্ষণঃ॥
কৃষ্ণায় পরয়া ভক্ত্যা শঙ্খে কৃত্বা বিধানতঃ॥ দত্ত্বাভূমণ্ডলং কৃৎস্নং সসাগরনগান্বিতম্।
অর্ঘ্যদানেন তৎ পুণ্যং লভতে মানবো ভুবি॥ গীতশাস্ত্রকথালাপৈঃ কুর্য্যাজ্জাগরণং নিশি।
ধূপদীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলং দাপয়েদ্ধরেঃ॥ এবং জন্মাষ্টমীং কৃত্বা কর্ত্তব্যং নাবশিষ্যতে।
সর্ব্বং পুণ্যফলং প্রাপ্য অন্তে যাতি পদং হরেঃ॥

ব্রহ্মপুরাণে চ।—

অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে। অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ।
ভারাবতারণার্থায় ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষয়ায় চ। তস্মাৎ স তত্র সম্পূজ্যো যশোদা দেবকী তথা।
গন্ধমাল্যৈস্তথা যাবৈর্যবগোধূমসম্ভবৈঃ। সগোরসৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি।
রাত্রৌ প্রজাগরঃ কার্য্যো নৃত্যগীতসমাকুলঃ॥ ইতি॥ ২১৯॥

যো ভবিষ্যোত্তরাদ্যুক্তো বিধিস্তদনুসারতঃ। সর্ব্বং জন্মাষ্টমীকৃত্যমেকীকৃত্যাত্র লিখ্যতে॥২২০॥

ভক্ষ্যভোজ্যানাং চর্ব্ব্যাচর্ব্ব্যত্বেন ভেদঃ॥ ২১৯॥ ভবিষ্যোত্তরোক্তঃ আদিশব্দাৎ ভবিষ্য-পুরাণাদ্যুক্তো যো বিধিস্তস্তানুসারতঃ। একীকৃত্য ক্রমেণ সংযোজ্য। এবং ভবিষ্যোত্তর-ভবিষ্যাদ্যুক্তদৃষ্ট্যা তত্রাপি তৎপদ্ধতিকারপরমপ্রামাণিক-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদি-লিখনদৃষ্ট্যা চ

স্থাপন, কৌরবসংহার ও দৈত্যকুলবিনাশার্থ আপনার জন্ম হইয়াছে, আমি অর্ঘ্য দিতেছি, আপনি দেবকী সহ মদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্; দেবকী সহ, পরিবার সহ ও লক্ষ্মীদেবী সহ শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলাম। তৎপরে সানন্দে দধি, কুসুম ও অক্ষতযুক্ত অর্ঘ্য শশাঙ্ক-দেবকে অর্পণ করিবে।

চন্দ্রার্ঘ্য দানের মন্ত্র।—হে চন্দ্র! ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে আপনার উদ্ভব হইয়াছে, আপনি অত্রিনেত্রজাত, আপনি রোহিণীর সহিত মদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্। শুভ্র নারিকেলাম্বু দ্বারা অর্ঘ্য দেওয়া বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। পরে ভক্তিমান্ হইয়া বিধানে শঙ্খে অর্ঘ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিবে। এইরূপ অর্ঘ্য দিলে সসাগরা সপর্ব্বতা মহী দানের ফল লাভ করিতে পারে। গীত ও শাস্ত্রচর্চ্চার দ্বারা নিশাজাগরণ করিতে হয় এবং কৃষ্ণকে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বূল প্রদান করিবে। এইরূপে জন্মাষ্টমী ব্রত করিলে কোনরূপ কর্ত্তব্যই সেই ব্যক্তির অবশিষ্ট থাকে না, সে ব্যক্তি নিখিল পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া অন্তে হরিপদে প্রস্থান করে। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে দেবকীনন্দন হরি ধরাভার অপনোদন ও ক্ষত্রিয়-সংহারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং ঐ কৃষ্ণা-ষ্টমীর রজনীতে গন্ধ, কুসুম, যবগোধূমকৃত যাব, গোরস (ঘৃতদুগ্ধাদি) দ্বারা প্রস্তুতীকৃত ভক্ষ্য-ভোজ্য ও নানাবিধ ফল দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক নৃত্যগীত সহকারে নিশা জাগরণ করিবে। ২১৯।
ভবিষ্যোত্তরাদিতে যে বিধান কথিত হইয়াছে, সেই নিয়মে জন্মাষ্টমীর যাবতীয় কৃত্য একত্র

একভক্তানন্তরন্ত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। সপ্তম্যামথবাষ্টম্যাং প্রাতঃ সঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ২২১ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

অদ্য স্থিত্বা নিরাহারঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ।
ভোক্ষ্যেঽহং পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥ ২২২ ॥
কুর্ব্বীত প্রাতরষ্টম্যাং স্নপনাদি তিলৈঃ প্রভোঃ।
অর্পয়েচ্চ নবং সর্ব্বং শিষ্টাচারানুসারতঃ ॥ ২২৩ ॥
মধ্যাহ্নে চ শুভে তীর্থেঽন্যত্র বা সজ্জলে ব্রতী।
মূর্দ্ধ্নি ধাত্রীফলং দত্ত্বা স্নায়াৎ কৃষ্ণতিলৈঃ শুভৈঃ ॥ ২২৪॥

তত্তদেকবাক্যতয়াত্রেদং লিখ্যতে, ন চ কেবলমেকগ্রন্থদৃষ্ট্যেতি ভাবঃ ॥২২০॥ এবং সর্ব্বব্রত-সাধারণবিধিমুল্লিখ্যাধুনাত্র বিশেষং লিখতি একেত্যাদিনা। সপ্তম্যামেকভক্তানন্তরং দন্তধাবন-পূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ অথবাষ্টম্যাং প্রাতঃ কুর্য্যাৎ ॥ ২২১ ॥

তত্রাষ্টমী-প্রাতঃ সঙ্কল্পমন্ত্রং লিখতি অদ্যেতি। যদ্যপি সঙ্কল্পমন্ত্রে শ্বোভূতে পরমেশ্বর ইত্যাদি ক্বচিৎ পাঠস্তথাপি সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত ইত্যাদিঃ ভবিষ্যোক্তঃ পাঠোঽত্র লিখিতঃ, পাঠান্তরে দেবকীপুত্রেত্যাদিবিশেষণনির্দ্দেশেন শিষ্টগণাদৃতত্বাৎ। ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীভগবতা স্বয়ং তথা নোক্তং পরমলজ্জাগুণশীলত্বাৎ। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যং ॥ ২২২ ॥ অথ লোকে জন্মতিথি-কৃত্যবৎ প্রাতঃ শ্রীভগবতোঽপি তিলস্নপনাদিকং লৌকিকভক্তিরীত্যপেক্ষয়া কার্য্য-মিতি লিখতি কুর্ব্বীতেতি। প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্নপনাদি তিলৈঃ কৃষ্ণৈঃ কুর্ব্বীত। আদিশব্দাৎ উদ্বর্ত্তনাদি। তথা চোক্তং তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোতা তিলপ্রদঃ। তিলবাপী তিলাশী চ ষট্‌তিলী নাবসীদতীতি। অত্র চ শিষ্টাচারানুসারেণাষ্টোত্তর-শত-দূর্ব্বাগ্রাদি-যুক্তেন সহস্রচ্ছিদ্রঘটেন ধারয়া স্নপনাদিকমপি জ্ঞেয়ং। সর্ব্বং বস্ত্রাদিকং নবমেব ভগবতেঽর্পয়েচ্চ। শিষ্টাচারানুসারত ইতি সর্ব্বত্রাপ্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং। সৎসম্প্রদায়াচারানুসারেণৈবাত্রাখিল-বিধিলিখনাৎ ॥ ২২৩ ॥ শুভে তীর্থে শ্রীকালিন্দ্যাদৌ। তত্রাপি শ্রীবিশ্রান্ত্যাদৌ। তদলাভে চ অন্যত্র সজ্জলে পবিত্রনির্ম্মলসলিলে। তথা চাগ্রে লেখ্যং ভবিষ্যোত্তরবচনং নদ্যাদৌ বিমলে জল ইতি। ব্রতী উপবাসপরো জনঃ। ধাত্রীফলং মূর্দ্ধ্নি দত্ত্বা তেন মস্তকং সংমৃজ্য শুভৈঃ শ্রীভগবৎ-স্নানাদ্যবশিষ্টৈর্ম্মহাপ্রসাদরূপৈঃ কৃষ্ণৈস্তিলৈঃ কৃত্বা স্নানং কুর্য্যাৎ। তথা চ ভবিষ্যে।— উপোষিতস্য মধ্যাহ্নে কৃত্বা কৃষ্ণতিলৈঃ শুভৈঃ। ধাত্রীফলং শিরে দদ্যান্মহাপুণ্যবিবৃদ্ধয় ইতি ॥২২৪॥

সম্মিলিত করিয়া এইখানে বিবৃত হইল। ২২০। সপ্তমী তিথিতে দশনধাবনান্তে একভক্ত রূপ সংযম পূর্ব্বক অষ্টমীর প্রভাতে সঙ্কল্প করিতে হইবে। ২২১।

সঙ্কল্প।—হে পরমেশ্বর! হে দেবকীনন্দন! অদ্য জন্মাষ্টমীদিনে উপবাস পূর্ব্বক পরদিন আহার করিব। ২২২। অষ্টমীর দিন প্রভাতে প্রভু হরিকে তিলস্নান ও উদ্বর্ত্তনাদি করাইয়া শিষ্টাচারানুসারে বিবিধ নূতন বস্ত্র প্রদান করিবে। ২২৩। উপবাসনিষ্ঠ ব্রতী মধ্যাহ্নসময়ে যমুনাদি শুদ্ধতীর্থে (বিশ্রান্তি ঘাটে) বা তদভাবে অন্য বিশুদ্ধ সলিলে শিরঃপ্রদেশে আমলকীফল

অথ মাধ্যাহ্নিকং নিত্যকৃত্যমন্যৎ সমাপ্য হি।
সুদেশে রচয়েদ্দিব্যং দেবক্যাঃ সূতিকাগৃহম্॥ ২২৫॥

ভূষিতং মণিভির্ব্বস্ত্রৈর্বিতানৈস্তোরণৈরপি। আবদ্ধৈঃ ফলপুষ্পৈশ্চ ঘৃতপক্বাদিভিস্তথা।
যবদূর্ব্বাম্বুজাঢ্যং বাদ্যগীতাদি সঙ্কুলম্। দ্বারে চ শৃঙ্খলালোহ-খড়্গচ্ছাগাদিসংযুতম্।
গোকুলং বিলিখেত্তত্র গোপগোপীজনাবৃতম্। রক্ষপালাংশ্চ গেহস্য সর্ব্বতোঽবস্থিতান্ লিখেৎ॥
তন্মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে স্থাপয়েদ্ঘটম্। পাত্রং তদুপরি ন্যস্তৈদ্ধৈমং বৈণবমেব বা।
দেবকীং স্থাপয়েত্তত্র স্বর্ণেনান্যেন বা কৃতাম্। সল্লক্ষণাং সুপর্য্যঙ্কে সুপ্তাং স্নুতপয়োধরাম্॥
তথৈব ভগবন্তঞ্চ তদুৎসঙ্গে স্তনন্ধয়ম্। নিজলক্ষণসম্পন্নং স্থাপয়েচ্ছয়িতং সুখম্॥

তথা কচিৎ প্রদেশে চ শ্রীযশোদাং সকন্যকাম্।
শ্রীনন্দং রোহিণীং রামং গোপান্ গোপীশ্চ গা অপি।

বসুদেবঞ্চ দেবক্যাঃ সমীপে মুদিতাননম্। খড়্গপাণিং স্তুবন্তঞ্চ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনম্।
দেবান্ মুনীংশ্চ তত্রোর্দ্ধে প্রণতান্ পুষ্পবর্ষিণঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসাদীংশ্চ গীতনৃত্যাদিতৎপরান্।

কংসঞ্চ তৎপরীবারান্ গৃহীতাস্ত্রাংশ্চ নিদ্রয়া।
মোহিতান্ স্থাপয়েৎ ক্বাপি কৃষ্ণায়াং কালিয়ং লিখেৎ॥
ইত্থং কৃত্বা যথাশোভং স্বশক্ত্যা সূতিকাগৃহম্।
তত্তন্মূর্ত্তীশ্চ বিন্যস্য প্রারভেতার্চ্চনং নিশি॥ ২২৬॥

অন্যৎ ইষ্টদেবপূজাদি। সুদেশে শোভনপ্রদেশে। দিব্যং পরমশোভনং॥ ২২৫॥ তৎপ্রকারং দর্শয়ন্ তদেব বিশিনষ্টি ভূষিতমিতি দ্বাভ্যাং। তোরণাদিভিশ্চ ভূষিতং কৃত্বা গোকুলাদি সর্ব্বং লিখিত্বা স্বস্বযোগ্যস্থানে তত্তন্মূর্ত্তীশ্চ সংস্থাপ্যার্চ্চনং প্রারভেত পূজারম্ভং কুর্য্যাৎ। নিশীতি নিশি

দিয়া পবিত্র কৃষ্ণতিলযোগে স্নান করিবে। ২২৪। তৎপরে অপরাপর মাধ্যাহ্নিক নিত্যক্রিয়া সমাধা করত মনোহর স্থানে দেবকীর দিব্য সূতিকাগৃহ রচনা করিতে হয়।২২৫। উক্ত সূতিকালয় মণি বসন বিতান তোরণ ও ফলকুসুমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, ঘৃতপক্বাদি দ্রব্য সমন্বিত, যব দূর্ব্বা ও পদ্মবিশিষ্ট, গীত বাদ্যাদিপূর্ণ এবং দ্বারদেশ শৃঙ্খল, লৌহখড়্গ ও ছাগাদি-সমন্বিত করিবে। ঐ গৃহমধ্যে গোপ-গোপীকুলসমন্বিত গোকুল এবং গৃহের সমন্তাৎ রক্ষিগণকে অঙ্কিত করিতে হয়। গৃহাভ্যন্তরে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তদুপরি ঘটস্থাপন কর্ত্তব্য। তৎপরে ঐ ঘটোপরি স্বর্ণপাত্র বা বেণুনির্ম্মিত পাত্র সন্নিবেশিত করিয়া সেই পাত্রে সর্ব্বসুলক্ষণলক্ষিতা পর্য্যঙ্কশায়িনী দেবকী দেবীর স্বর্ণময়ী বা অন্যধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। দেবকী দেবীর অঙ্কে স্তন্যপায়ী সুলক্ষণ-লক্ষিত, পর্য্যঙ্কশায়ী শ্রীকৃষ্ণের-মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। সূতিকাগৃহের একদেশে কন্যাসহ যশোদা, নন্দ, রোহিণী, বলভদ্র, গোপ, গোপী, গোগণ এবং দেবকী দেবীর সন্নিধানে প্রফুল্লমুখ, খড়্গহস্ত, স্তুতিপরায়ণ, বিস্ময়বিকাসিতনেত্র বসুদেবের মূর্ত্তি চিত্রপটে অঙ্কন পূর্ব্বক স্থাপন করিবে। সূতিকাগৃহের ঊর্দ্ধভাগে নতশিরাঃ কুসুমবর্ষণকারী দেবগণ, মুনিগণ, নৃত্যগীতাদিপরায়ণ গন্ধর্ব্বকুল, অপ্সরাবর্গ, অস্ত্রধারী নিদ্রাভিভূত কংস ও কংসের

গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীনি বস্ত্রালঙ্করণানি চ। নৈবেদ্যানি বিচিত্রানি ফলানি স্থাপয়েত্তথা ॥ ২২৭ ॥
ততঃ শাস্ত্রোক্তমন্ত্রেণ বিধিনাবাহ্য দেবকীম্। প্রতিষ্ঠাপ্য চ তস্যৈ প্রাক্ পুষ্পাঞ্জলিমথার্পয়েৎ ॥

অথ শ্রীদেবকীধ্যানম্ ॥

গায়দ্ভিঃ কিন্নরাদ্যৈঃ সততপরিবৃতা বেণুবীণাদিনাদৈ-
র্ভৃঙ্গারাদর্শকুম্ভপ্রকরকৃতকরৈঃ কিন্নরৈঃ সেব্যমানা।
পর্য্যঙ্কে সাস্তৃতে যা মুদিততরমুখী পুত্রিণী সম্যগাস্তে,
সা দেবী দেবমাতা জয়তি সুতনয়া দেবকী কান্তরূপা ॥ ইতি ॥ ২২৮ ॥

পূজা বিধাতব্যা দেবক্যাঃ কেশবস্য চে'তি ভবিষ্যোক্তেঃ। অত্র চ চন্দ্রোদয়েচন্দ্রার্ঘ্যদানাৎ পূর্ব্বং দেবক্যা ভগবত'চ ভবিষ্যে পূজোক্তেঃ শিষ্টবর্গাচারানুসারাচ্চ প্রথমরাত্র এব পূজারম্ভো জ্ঞেয় ইতি দিক্ ॥ ২ ৬ ॥ পূজারম্ভপ্রকারমেব লিখতি গন্ধেতি। আদিশব্দেন পঞ্চামৃতোদ্বর্ত্তন-সুগন্ধি-শু দ্ধাদকাদীনি। চন্দ্রার্ঘ্যার্থং নারিকেলাদি চ। বস্ত্রঞ্চ শ্রীভগবদর্থং পরিধানোত্তরীয়ং শুক্লবস্ত্রযুগ্মং জ্ঞেয়ং। শুক্লবস্ত্রযুগচ্ছন্নমিতি ভবিষ্যোক্তেঃ' নৈবেদ্যানি ঘৃতশর্করাসহিত-পায়স-ঘৃতপকদধ্যাদীনি। অথেতি সমুচ্চয়াৎ বিচিত্রাণীত্যস্য ফলানীত্যনেনাপি সম্বন্ধঃ। তানি চ স্পষ্টং তত্র তত্রৈবোক্তানি। অর্ঘ্যপাদ্যা'দ-দ্রব্যাণি চ সর্ব্বপূজ-সাধারণান্যেবেত্যত্র বিশেষতো নোল্লিখিতানি। যদ্যপি গন্ধ-পুষ্পাদীন্যপি পূজোপকরণানি সর্ব্বপূজাসাধারণান্যেব, তথাপি মহোৎসববিশেষেঽস্মিন্ বিশেষত-স্তত্তদ্রব্যসমাহরণার্থং দ্রব্যবিশেষোপাহরণার্থঞ্চ তান্যুল্লিখিতানীতি দিক্ ॥ ২২৭ ॥ দেবক্যাবাহনে শাস্ত্রোক্তমন্ত্রশ্চ নমো দেব্যৈ শ্রিয় ইতি লক্ষ্মীমন্ত্র এব। পুষ্পাঞ্জলিসমর্পণে চ গায়দ্ভিরিত্যাদি-শ্লোক এব শিষ্টসম্মতো মন্ত্রঃ। বিধিনেতি আবাহনমুদ্রাদি গীতবাদ্যনৃত্য-পুরাণপঠনাদি চ সর্ব্বপূজা-সাধারণো বিধির্জ্ঞেয়ঃ।

ভৃঙ্গারঃ সৌবর্ণলঘুজলপানপাত্রং। ভৃঙ্গরাদীনাং প্রকরে সমূহে কৃতাঃ ন্যস্তাঃ করা যৈস্তৈ-র্ভৃঙ্গারাদিপাণিভিরিত্যর্থঃ। পাদাবভ্যঞ্জয়ন্তী শ্রীর্দেবক্যাশ্চরণান্তিকে, নিষণ্ণা পঙ্কজে পূজ্যেতি ভবিষ্যোত্তরোক্তং যদ্দেবকী-পূজনানন্তরং লক্ষ্মীপূজনং প্রায়ঃ শিষ্টবর্গানাদৃতত্বাৎ, তথাগ্রে

অনুচরগণ ইহাদিগের মূর্ত্তি চিত্রলিখিত করিয়া স্থাপন পূর্ব্বক একদেশে কালিন্দীমধ্যগত কালিয় সর্পের প্রতিমূর্ত্তিও অঙ্কন করিবে নিজ সামর্থ্য অনুসারে এইরূপে যথাশোভ সূতিকালয় প্রস্তুত করিয়া ঐ সমস্ত মূর্ত্তি বিন্যাস করত নিশাযোগে অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। ২২৬, পূজাস্থলে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, বসন, ভূষণ, নানারূপ নৈবেদ্য ও বিবিধ ফল স্থাপন কর্ত্তব্য।২২৭, তৎপরে শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিধান দেবকী দেবকীর আবাহন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে কুসুমাঞ্জলি দিবে।

দেবকী-ধ্যান। —সংগীতপরায়ণ কিন্নরাদিরা বেণুবীণা-ঝঙ্কার সহকারে যাঁহাকে নিরন্তর পরি-বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, কিন্নরকুল হস্তে ভৃঙ্গার, আদর্শ ও ঘট লইয়া সর্ব্বদা যাঁহার শুশ্রূষায় নিরত আছে এবং যিনি পুত্র সহ প্রফুল্লবদনে আস্তৃত পর্য্যঙ্কোপরি সংস্থিতা রহিয়াছেন, কম-

তথা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য প্রাগ্বদাবাহনং বুধঃ।
প্রতিষ্ঠাঞ্চ বিধায়াস্মৈ দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥ ২২৯ ॥
চন্দ্রোদয়ে বহির্গেহাৎ সংমার্জ্জ্যাজ্জোপরীন্দবে।
নারিকেলাদিকং শঙ্খে কৃত্বা তেনার্ঘ্যমর্পয়েৎ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেশ রোহিণ্যা সহিতো মম ॥
জ্যোৎস্নাপতে নমস্তুভ্যং নমস্তে জ্যোতিষাং পতে।
নমস্তে রোহিণীকান্ত অর্ঘ্যং মে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ইতি ॥
ততো গৃহান্তরাগত্য কৃত্বা জয়-জয়-ধ্বনিম্। ধ্যাত্বা শ্রীভগবজ্জন্ম কৃষ্ণায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

জাতঃ কংসবধার্থায়েত্যাদি ॥ ২৩০ ॥

নবম্যাং প্রাতঃ শ্রীদুর্গাপূজনমপি নাত্র লিখিতং ।২২৮। প্রাগ্বদিতি নিত্যপূজায়াং যথাবাহনাদিকং লিখিতমস্তি তথেত্যর্থঃ। তথা জয়ন্তীব্রতে চ মন্ত্রবিশেষো লিখিতোঽস্তি সোঽপ্যত্র সর্ব্বো জ্ঞেয়ঃ। রোহিণীযোগেন দ্বয়োরপ্যনয়োরভেদাৎ। তত্র এহি এহি জগন্নাথেত্যাদিরাবাহনমন্ত্রঃ। মনোজূতি-রিতি প্রতিষ্ঠামন্ত্রঃ। পুষ্পাঞ্জলিসমর্পণে চ বিশ্বেশ্বরায়েত্যাদি মন্ত্র এব শিষ্টবর্গসম্মতঃ ॥ ২২৯ ॥ নারি-কেলং তস্য শুভ্রশস্যমাদিশব্দাদ্দধিপুষ্পাক্ষতানি। দধিপুষ্পাক্ষতৈর্মিশ্রং ততোঽর্ঘ্যং শশিনে মুনে ইতি ভবিষ্যোক্তেঃ। তচ্চ সর্ব্বং শঙ্খে নিধায় তেন নারিকেলাদিনা কমলোপরি চন্দ্রায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ। যদ্যপি দেবক্যৈ শ্রীভগবতে চার্ঘ্যার্পণানন্তরমেব চন্দ্রার্ঘ্যার্পণং ভবিষ্যোত্তরে ভবিষ্যে চোক্তমস্তি, তথাপি প্রামাণিকশিষ্টলিখিত-পদ্ধত্যনুসারেণ ব্যুৎক্রমেণাত্র লিখিতমিতি জ্ঞেয়ং। গৃহান্তঃ পূজা-মন্দিরাভ্যন্তরে আগত্য শ্রীভগবতো জন্ম প্রাদুর্ভাবং তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণমিত্যাদিনা শ্রীদশমস্কন্ধাদ্যুক্তপ্রকারং ধ্যাত্বা শিষ্টাচারানুসারেণ তমদ্ভুতমিত্যাদি শ্লোকাংশ্চ পঠন্ শুভ্রনারিকেল-শস্যেনৈব শঙ্খনিহিতেনার্ঘ্যমর্পয়েৎ।—নারিকেলেন শুভ্রেণ দদ্যাদর্ঘ্যং বিচক্ষণঃ। কৃষ্ণায় পরয়া ভক্ত্যা শঙ্খে কৃত্বা বিধানত ইতি ভবিষ্যোক্তেঃ। জাতঃ কংসবধার্থায় ইত্যস্য পরভাগোঽত্র ন

নীয়রূপা সেই সপুত্রা সুরজননী দেবকী দেবীর জয় হউক। ২২৮। পরে সুধী ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া কুসুমাঞ্জলি দিবেন। ২২৯। তদনন্তর শশাঙ্কোদয় হইলে গৃহের বহির্দ্দেশে আগমন করিয়া স্থান মার্জ্জন পূর্ব্বক শঙ্খস্থ নারিকেলাদি দ্বারা চন্দ্রমাকে পদ্মো-পরি অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

উক্ত চন্দ্রার্ঘ্য দানের মন্ত্র।—হে ক্ষীরোদধিসম্ভূত! হে অত্রিনয়নজাত! হে শশাঙ্ক! হে ঈশ! আপনি রোহিণীসমন্বিত হইয়া মদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্। হে রোহিণীপতে! আপনাকে প্রণাম; আপনি জ্যোৎস্নানাথ, আপনাকে প্রণাম করি; আপনি জ্যোতিষ্পতি, আপনাকে প্রণাম; আপনি মদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্। তৎপরে জয় জয় শব্দ করিতে করিতে গৃহাভ্যন্তরে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণজন্ম চিন্তা করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

ততঃ ক্ষীরাদিনা শুদ্ধোদকেন তু যথাবিধি।
দেবকীসহিতং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণং স্নাপয়েৎ কৃতী॥ ২৩১॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

যোগেশ্বরায় যোগসম্ভবায় যোগপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ইতি॥

কচিচ্চ।—যোগেশ্বরায় দেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
যোগোদ্ভবায় নিত্যায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ইতি॥

অদিতে দেবমাতস্ত্বমিত্যাদি প্রার্থ্য দেবকীম্। গন্ধাদীন্নর্পয়েত্তস্যৈ নমো দেব্যৈ শ্রিয়ৈ ইতি॥ ২৩২॥
অবতারসহস্রাণীত্যাদিনাভ্যর্থ্য চ প্রভুম্। পাদ্যাদি বস্ত্রভূষাদি ধূপদীপাদি চার্পয়েৎ॥

অথ তত্র পাদ্যাদিদীপান্তমন্ত্রঃ।

ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞসম্ভবায় যজ্ঞপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ইতি॥

অথ নৈবেদ্যমন্ত্রঃ।

ওঁ বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বসম্ভবায় বিশ্বপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ইতি॥ ২৩৩॥

সংগৃহীতঃ, ভবিষ্যপুরাণবচনমধ্যে তথা পূর্ব্বং জয়ন্তীব্রতে চ লিখিতত্বাৎ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং॥২৩০॥ যথাবিধীতি নিত্যপূজায়াং স্নপনবিধির্নৃত্যগীতবাদ্যাদিপূর্ব্বকো যো লিখিতস্তদনুসারেণেত্যর্থঃ। কৃতী তত্তৎপ্রকারকুশলঃ॥ ২৩১॥

অদিতে দেবমাতস্ত্বমিত্যাদি চ প্রার্থনামন্ত্রঃ। নমো দেব্যৈ শ্রিয়ৈ ইতি চ গন্ধাদ্যর্পণমন্ত্র ইতি বিবেচনীয়ং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং। আদিশব্দাৎ পুষ্পধূপনৈবেদ্যাদীনি॥ ২৩২॥ পাদ্যাদীতি প্রথমেনাদিশব্দেন মধুপর্কাচমনীয়াদি। দ্বিতীয়েন গন্ধপুষ্পাদি। তৃতীয়েন নৈবেদ্যাদি। তত্তদ্বিশেষশ্চ সর্ব্বপূজা-সাধারণত্বাদত্র নোল্লিখিতঃ। এবমত্রোল্লিখিতোঽন্যোঽপ্যুপচারঃ পূজা-সাধারণত্বাদশেষ এবোহ্যঃ, যতোঽত্র প্রায়ো বিশেষভাগ এব দর্শিত ইতি অতএব লিখিতং কৃতীতি॥ ২৩৩॥

উক্ত কৃষ্ণার্ঘ্য-দান-মন্ত্র।—হে দেব! কংসধ্বংস, ধরাভার অপনোদন, সুরবর্গের হিত-সাধন, ধর্ম্মস্থাপন, কৌরব নিপাত ও দৈত্যকুলসংহারার্থ আপনার উদ্ভব হইয়াছে। আপনি দেবকীর সহিত মদ্দত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্। দেবকী, পরিবারগণ ও লক্ষ্মী সহ শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিতে হয়। ২৩০। পরে কৃতী জন ভক্তিমান্ হইয়া বিধানে দুগ্ধ ও পবিত্রোদক দ্বারা কৃষ্ণকে স্নান করাইবে। ২৩১।

উক্ত স্নানমন্ত্র।—আপনি যোগেশ্বর, যোগসম্ভব, যোগপতি ও গোবিন্দ; আপনাকে প্রণাম। এই মন্ত্র-বিষয়ে পুস্তকান্তরে এইরূপ লিখিত আছে যে, "আপনি যোগেশ্বর, দেবকীতনয়, যোগো-দ্ভব, নিত্য ও গোবিন্দ, আপনাকে প্রণাম।' পরে "হে অদিতে দেবমাতঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে দেবকীকে প্রার্থনা পূর্ব্বক "নমো দেব্যৈ শ্রিয়ৈ" এই মন্ত্রে তাঁহাকে গন্ধাদি প্রদান করিবে। তদনন্তর "অবতারসহস্রাণি" প্রভৃতি মন্ত্রে প্রভুর পূজা করিয়া পাদ্যাদি, বসন, অলঙ্কার, ধূপ ও দীপাদি প্রদান করিতে হয়।

উক্ত বিষয়ে পাদ্যাদি দীপান্তপ্রদান-মন্ত্র।—"ওঁ যজ্ঞেশ্বরায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দিবে।

বসুদেবং যশোদাঞ্চ নন্দং রামঞ্চ রোহিণীম্। অন্যাংশ্চ পূজয়েত্তত্তন্নামমন্ত্রৈর্যথাবিধি ॥ ২৩৪ ॥
পক্বান্নানি বিচিত্রাণি খাদ্যানি বিবিধানি চ। তৎকালীনফলান্যত্র তাম্বূলঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মসম্ভবায় ধর্ম্মপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ২৩৫ ॥
নিশীথে গুড়সর্পির্ভ্যাং বসোর্ধারাঞ্চ পাতয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥
অথ কুর্য্যাদ্ভগবতো জাতকর্ম্মমহোৎসবম্। শ্রীনালবর্দ্ধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠীনিঃসারণং ততঃ ॥

শ্রীরামং শ্রীবলদেবম্ অন্যান্ গোপগোপীগবাদীন্ দেবাদীংশ্চ। তত্তন্মূর্ত্তিনির্ম্মাণাশক্তৌ চ স্থণ্ডিলে আবাহনাদিকং কৃত্বা পূজয়েদিতি লিখিতভবিষ্যোত্তরবচনতো বোদ্ধব্যং। স্থণ্ডিলে স্থাপয়েদ্দেবং শশাঙ্কং রোহিণীং তথা। দেবকীং বসুদেবঞ্চ যশোদাং নন্দমেব চ। বলভদ্রং তথা গোপান্ গোপীর্গোকুলমেব বেতি ভবিষ্যোত্তরোক্তেঃ। তস্য তস্য বসুদেবাদের্নামাত্মকৈর্মন্ত্রৈঃ। তৎ প্রকারশ্চ পূর্ব্বং সর্ব্বত্র লিখিতোঽস্ত্যেব। অত্র ভবিষ্যে ভবিষ্যোত্তরে চোক্তঃ।—স্বনামভি-শ্চতুর্থ্যন্তৈঃ প্রণবাদিনমোঽন্তকৈঃ। পূজয়েয়ুর্দ্বিজাঃ সর্ব্বে স্ত্রীশূদ্রা মন্ত্রবর্জ্জিতা ইতি। অতোঽয়ং প্রয়োগঃ।—ওঁ বসুদেবায় নম ইত্যাদি। যথাবিধীতি আবাহনাদিকং কৃত্বা। কশ্যপো বসুদেবোঽয়মিত্যাদি তথা ধ্যাত্বাবতারং প্রাগুক্তমিত্যাদেশ্চ ভবিষ্যোত্তরোক্তস্যানুসারতস্তত্তদ্ধ্যানং কৃত্বা পাদ্যাদি-নৈবেদ্যান্তোপচারান্ সমর্পয়েদিত্যেবং সর্ব্বপূজা-সাধারণ-বিধানুসারেণ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৩৪ ॥ অথ মহোৎসববিশেষস্যাস্য লক্ষণং পুনর্দ্রব্যবিশেষসমর্পণং লিখতি পক্বান্নানীতি। খাদ্যানি চর্ব্ব্যবীজেক্ষুকুড়ুকাদীনি। তৎকালীনানি জন্মাষ্টমী-সময়োদ্ভবানি। ফলানি কুষ্মাণ্ড-কদলকাদীনি চ ॥ ২৩৫ ॥

নিশীথে অর্দ্ধরাত্রে গুড়যুক্তেন গব্যঘৃতেন বসোর্ধারাঃ পাতয়েৎ। তত্র মন্ত্রঃ। বসোঃ পবিত্রমসীতি এতচ্চ লোক-জন্মানন্তর-সাধারণকৃত্যং। কিঞ্চ শ্রীনালস্য শ্রীনাভিনাড্যা বর্দ্ধনং ছেদনং। তচ্চ হৈরণ্যক্ষুরেণ কুর্য্যাৎ। যথোপচারৈঃ ষষ্ঠীকায়ৈ নম ইতি ষষ্ঠীং সংপূজ্য বিধি-বন্নিঃসারণং কুর্য্যাদিতি জ্ঞেয়ং। সর্ব্বঞ্চ ভগবন্নিবেদিত-শেষেণৈব সিধ্যতীতি স্থাপনে পৃথক্ ন লিখিতং। তস্যাঃ তস্যাঃ সুপ্রসিদ্ধায়াঃ লীলায়াঃ পূতনাবধাদি-কংসবধান্তক্রীড়ায়াঃ অনুকরণং। আচার্য্যং নিজগুরুং। যদ্বা ব্রতার্থে গুরুত্বেন বৃতং বিপ্রং সমভ্যর্চ্চ্য বস্ত্রালঙ্করণাদিনা সম্যক্

নৈবেদ্যদান-মন্ত্র।—"বিশ্বেশ্বরায়" ইত্যাদি মন্ত্রে নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। ২৩৩। তদনন্তর বসুদেব, যশোদা, নন্দ, বলদেব, রোহিণী ও অপরাপর সকলকে তত্তন্নামোচ্চারণ সহকারে বিধানে অর্চ্চনা করিবে। ২৩৪। বিচিত্র পক্বান্ন, নানারূপ খাদ্য, তৎকালজাত ফল ও তাম্বূল প্রদান করিতে হয়।

উক্ত দ্রব্যাদি প্রদানের মন্ত্র। আপনি ধর্ম্মেশ্বর, ধর্ম্মসম্ভব, ধর্ম্মপতি ও গোবিন্দ, আপনাকে প্রণাম। ২৩৫। পরে নিশীথরাত্রে গুড় ও ঘৃত দ্বারা বসুধারা দিতে হয়। ২৩৬। তৎপরে প্রভুর জাতক্রিয়োৎসব, তদনন্তর (স্বর্ণক্ষুর দ্বারা) নাড়ীচ্ছেদ, পরে ষষ্ঠী দেবীর অর্চ্চনা, এই সমস্ত শেষ করিয়া বিধানে তদীয় নিষ্ক্রমণ, নামকরণ এবং পূতনাবিনাশাদি কংস-সংহারান্ত

শ্রীনামকরণং তত্তল্লীলানুকরণন্তথা। অথাচার্য্যং সমভ্যর্চ্চ্য কুর্য্যাজ্জাগরণং মুদা।
গীতনৃত্যাদিনা বাল্যক্রীড়াশ্রবণপূর্ব্বকম্॥ ২৩৭॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

আজন্মোপার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব লীয়তে।
রাত্রৌ জাগরণে বিপ্র দৃষ্টে নশ্যতি দেহিনাম্॥ ২৩৮॥

প্রভাতে সতি নির্ব্বর্ত্ত্য নিত্যকর্ম্মাণি বৈষ্ণবঃ। দেবমভ্যর্চ্চ্য সম্প্রার্থ্য প্রণম্য চ বিসর্জ্জয়েৎ॥

অথ প্রণামমন্ত্রঃ।

যং দেবমিত্যাদি সার্দ্ধপঞ্চম্॥

অথ প্রার্থনামন্ত্রঃ।

শান্তিরস্ত্বিত্যাদিঃ॥ ২৩৯॥

অথাচার্য্যায় তৎ সর্ব্বং শ্রীমূর্ত্ত্যাদি সদক্ষিণম্।
প্রদায় বিপ্রান্ সম্ভোজ্য বিদধ্যাৎ পারণোৎসবম্॥ ২৪০॥

অথ পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসবঃ।

ভাদ্রস্য শুক্লৈকাদশ্যাং শয়নোৎসববৎ প্রভোঃ।
কটিদানোৎসবং কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥ ২৪১॥

পূজয়িত্বা। বাল্যক্রীড়া শ্রীভগবতঃ পূতনাবাদিচরিতং তচ্ছ্রবণপূর্ব্বকং জাগরণং কুর্য্যাৎ। জাগরণবিধিশ্চ সর্ব্বব্রতসাধারণ এবেত্যত্র বিশেষতো নোল্লিখিতঃ॥ ২৩৭॥ কথং লীয়তে ইত্যপেক্ষায়ামুক্তপোষণ্যায়েনাহ রাত্রাবিতি। হে বিপ্র। দৃষ্টে তম ইতি পাঠে তমোঽজ্ঞানং॥ ২৩৮॥ নিত্যকর্ম্মাণি স্নানাদীনি। সং প্রার্থ্য ক্ষমস্বেত্যাদিকমভ্যর্থ্য বিসর্জ্জয়েদিতি জন্মাষ্টমী-ব্রতার্থ-নির্ম্মিত-শ্রীমূর্ত্তিবিশেষস্য ব্রতান্তে গুরৌ সমর্পণার্থমিত্যেষা দিক্॥ ২৩৯॥ তৎ সূতিকাগৃহোপকরণং, তত্তদ্ভগবদাদি-প্রতিমাঃ, আদিশব্দেন পূজোপকরণাদিকঞ্চ। সর্ব্বং দক্ষিণাসহিতং প্রকর্ষেণ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীয়তামিত্যেবং দত্ত্বা, তথৈব বিপ্রান্ সম্যক্ ভোজয়িত্বা, ব্রতসমাপ্তিরূপ-মহোৎসবং কুর্য্যাৎ। পরমহর্ষেণ বন্ধুভিঃ সমং ভগবন্মহাপ্রসাদান্নাদিকং ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ॥ ২৪০॥

যাবতীয় ক্রীড়ার অনুকরণ করিবে। পরে বসন-ভূষণাদি দ্বারা আচার্য্যকে বিধানে অর্চ্চনা পূর্ব্বক সানন্দে হরির বাল্যচরিত শ্রবণ করত নৃত্যগীতাদি দ্বারা নিশাজাগরণ করিতে হয়। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, হে দ্বিজ! নিশাজাগরণ দর্শন করিলে দেহিগণের আজন্ম-সঞ্চিত পাতক আশু বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ২৩৮। তৎপরে প্রাতঃকালে বৈষ্ণবজন নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে প্রভুকে পূজা, প্রার্থনা ও প্রণাম করত বিসর্জ্জন করিবে।

প্রণামমন্ত্র।—"যং দেবং" ইত্যাদি সার্দ্ধ কবিতা উচ্চারণ পূর্ব্বক নমস্কার করিতে হয়।

প্রার্থনা-মন্ত্র।—"শান্তিরস্তু" ইত্যাদি (পূর্ব্বকথিত) মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। ২৩৯। তৎপরে আচার্য্যকে দক্ষিণা সহ সূতিকাগৃহস্থিত উপকরণ ও ভগবন্মূর্ত্ত্যাদি অর্পণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পারণোৎসব সমাধা করিবে। ২৪০।

ভবিষ্যোত্তরে ।—

প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসি একাদশ্যাং সিতেঽহনি । কটিদানং ভবেদ্বিষ্ণোর্মহাপাতকনাশনম্ ॥
জলাশয়ান্তিকং নীত্বা সম্যগভ্যর্চ্চ্য চ প্রভুম্ । কর্ণিকাপরিবৃত্তিঞ্চ দক্ষিণাঙ্গে প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৪২ ॥

অথ অভ্যর্থনমন্ত্রঃ ।

দেবদেব জগন্নাথ যোগিগম্য নিরঞ্জন । কটিদানং কুরুষ্বাদ্য মাসি ভাদ্রপদে শুভে ॥
মহাপূজাং ততঃ কৃত্বা বৈষ্ণবান্ পরিতোষ্য চ ।
দেবং স্বমন্দিরে নীত্বা যথাপূর্ব্বং নিবেশয়েৎ ॥ ২৪৩ ॥

অথ শ্রবণদ্বাদশীব্রতম্ ।

ভাদ্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং যুক্তায়াং শ্রবণেন হি । উপোষ্য সঙ্গমে স্নাত্বা দেবং বামনমর্চ্চয়েৎ ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্ ।

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা । মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা ।
অর্চ্চয়িত্বাচ্যুতং ভক্ত্যা লভেৎ পুণ্যং দশাব্দিকম্ ॥ ২৪৪ ॥

শয়নোৎসববদিতি যথা শয়নে ক্ষীরাব্ধিমহোৎসবপ্রকারো লিখিতস্তথেত্যর্থঃ । তত্র যদ্যপি ভবিষ্যোত্তরে একাদশ্যামিত্যুক্তং, তথাপি পূর্ব্বলিখিত-শয়নাদি-কালনির্ণয়ানুসারেণ দ্বাদশ্যামিতি লিখিতং । তদ্বিশেষশ্চ পূর্ব্বমেব শয়নোৎসবপ্রকরণে লিখিতোঽস্তি । ভবিষ্যোত্তরে চ একাদশী-দ্বাদশ্যোরভেদাভিপ্রায়েণোক্তমিতি বোদ্ধব্যং ॥ ২৪১ ॥ শয়নোৎসবাৎ কিঞ্চিদ্বিশেষমনুবাদপূর্ব্বকং লিখতি জলেতি ত্রিভিঃ । কর্ণিকায়াঃ কট্যাঃ পরিবৃত্তং দক্ষিণাঙ্গে প্রকল্পয়েৎ ইতি পূর্ব্বং বামাঙ্গেন সুপ্তস্যাধুনা দক্ষিণাঙ্গেন স্বাপয়েদিত্যর্থঃ । তৎকালবিশেষশ্চ পূর্ব্বমেব নির্ণীতোঽস্তি ॥ ২৪২-২৪৩ ॥ দশাব্দিকং দশাব্দভগবদর্চ্চনজং পুণ্যং, তস্যামর্চ্চয়িত্বা লভেৎ ॥ ২৪৪ ॥ আপ্লবাৎ সঙ্গম এব

অনন্তর পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসব বিবৃত হইতেছে ।—বৈষ্ণবজন ভাদ্রীয়া শুক্লা একাদশী তিথিতে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া প্রভুর কটিদানোৎসব সম্পাদন করিবেন । ২৪১ । ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, ভাদ্রমাস উপস্থিত হইলে শুক্লা একাদশী তিথিতে মহাবিষ্ণুকে কটিদান করিলে মহাপাপ ধ্বংস হয় । ভগবানের প্রতিমা জলাশয়-সন্নিধানে লইয়া তাঁহাকে সম্যক্ বিধানে অর্চ্চনা করত কর্ণিকার (কটির) পরিবৃত্তি কল্পনা করিবে অর্থাৎ প্রথমে বামাঙ্গে শয়ন করান হইয়াছিল, অধুনা দক্ষিণাঙ্গে শয়ন করাইবে । ২৪২ ।

অভ্যর্থনমন্ত্র ।—হে দেবদেব ! হে জগৎপতে ! হে যোগিগম্য ! হে নিরঞ্জন ! কল্যাণকর ভাদ্রমাসে অদ্য কটিদান করুন্ । তৎপরে প্রভুর মহাপূজা সমাধা পূর্ব্বক বৈষ্ণবদিগের তুষ্টি সম্পাদন করত প্রভুকে আপন মন্দিরে আনিয়া পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিবে । ২৪৩ ।

অনন্তর শ্রবণদ্বাদশীব্রত কথিত হইতেছে ।—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ হইলে, উপবাস করত নদী-সঙ্গমে স্নানান্তে বামনদেবের পূজা করিবে ।

শ্রবণদ্বাদশী-মাহাত্ম্য ।—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে তাহাকে মহাদ্বাদশী কহে । ঐ তিথিতে উপবাস করিলে মহাফল লাভ হয় । ঐ দিন ভক্তিসহকারে

ফলং দত্তং হুতানাঞ্চ তস্যাং লক্ষগুণং ভবেৎ ॥

স্কান্দে।—মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা। মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা ॥
সঙ্গমে সরিতঃ পুণ্যে দ্বাদশীং তামুপোষিতঃ। আপ্লবাদেব চাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলম্ ॥২৪৫॥
বুধশ্রবণসংযুক্তা সৈব চেদ্দ্বাদশী ভবেৎ। অত্যন্তমহতী তস্যাং দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥
অর্চ্চয়িত্বাচ্যুতং ভক্ত্যা লভেৎ পুণ্যং দশাব্দিকম্।
ফলং দত্তং হুতানাঞ্চ তস্যাং লক্ষগুণং ভবেৎ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পিতাপুত্রসংবাদে।—
মাসি ভাদ্রপদে শুক্লপক্ষে যদি হরের্দিনে। বুধশ্রবণসংযোগঃ প্রাপ্যতে তত্র পূজিতঃ।
প্রযচ্ছতি শুভান্ কামান্ বামনো মনসি স্থিতান্।
বিজয়া নাম সা প্রোক্তা তিথিঃ প্রীতিকরী হরেঃ ॥
সঙ্গমে সর্ব্বতীর্থানাং সঙ্গমস্তত্র জায়তে। শুক্লা ভাদ্রপদে স্বর্গং কৃষ্ণা কলুষসংক্ষয়ম্।
ফাল্গুনে কুরুতে মোক্ষমপি ব্রহ্মবধায়ৃণাম্। মহাপুণ্যপ্রদা হ্যেষা সঙ্গমে বিজয়া তিথিঃ।
সর্ব্বপাপক্ষয়ো নূনং জায়তে তদুপোষিণাম্ ॥
কিঞ্চ।—সর্ব্বতীর্থানি ভূপৃষ্ঠে সঙ্গমে যান্তি সঙ্গমম্। বিজয়া-বাসরে সর্ব্ব-দেবানাং সঙ্গমো ভুবি ॥
ইদং সর্ব্বপুরাণেষু রহস্যং পরিগীয়তে। সঙ্গমে বামনং পূজ্য প্রেতযোনৌ ন জায়তে। ২৪৬ ॥

স্নানাৎ ॥ ২৪৫ ॥ ভাদ্রমাসে শুক্লা শ্রবণদ্বাদশী স্বর্গং কুরুতে। ফাল্গুনে কৃষ্ণা কলুষসংক্ষয়ং কুরুতে। পূজ্য পূজয়িত্বা ॥ ২৪৬ ॥

প্রভুর অর্চ্চনা করিলে দশবর্ষকৃত ভগবৎপূজার ফল লাভ হয়। ২৪৪। উক্ত তিথিতে দান, হোম ইত্যাদি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই লক্ষগুণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলেই তাহা মহাদ্বাদশী বলিয়া পরিগণিত হয়; ঐ দিনে উপবাস করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। দ্বাদশীতে উপবাস থাকিয়া পবিত্র নদী-সঙ্গমে স্নান করিলে দ্বাদশ দ্বাদশীর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।২৪৫। ঐ দ্বাদশী বুধবার ও শ্রবণা-নক্ষত্র-সমন্বিতা হইলে তাহা মহতী নামে পরিকীর্ত্তিত হয়। এই মহতী তিথিতে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয় এবং ঐ দিন ভক্তি সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে দশবর্ষকৃত পূজার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দান বা হোম করিলে লক্ষগুণ ফল হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পিতা-পুত্র-সংবাদে লিখিত আছে, ভাদ্রী শুক্লা একাদশী বুধবার ও শ্রবণা নক্ষত্র হইলে ঐ দিনে যদি, বামনদেবের অর্চ্চনা করা যায়, তাহা হইলে ভগবান্ যাবতীয় অভীপ্সিত শুভ কামনা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া থাকেন। ঐ তিথিকে বিজয়া কহে; উহা শ্রীহরির প্রীতিসম্পাদিনী। ঐ দিন নদী-সঙ্গমে নিখিল তীর্থের সমাগম হয়। শ্রবণা-সংযুক্তা ভাদ্রী শুক্লা দ্বাদশী স্বর্গপ্রদায়িনী এবং শ্রবণা-সমন্বিতা কৃষ্ণা দ্বাদশী পাপনাশিনী। ফাল্গুনী শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে ঐ তিথি মানবগণের ব্রহ্মহত্যাপাতকেরও মোচন করিয়া দেয়। এই বিজয়া-তিথি-সঙ্গমে মহাপুণ্যদায়িনী হইয়া থাকেন।

শ্রীপরশুরাম উবাচ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

উপবাসাসমর্থানাং কিং স্যাদেকমুপোষিতম্। মহাফলং মহাদেব তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

যা রাম শ্রবণোপেতা দ্বাদশী মহতী তু সা। তস্যামুপোষিতঃ স্নাতঃ পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্।
প্রাপ্নোত্যযত্নাৎ ধর্ম্মজ্ঞ দ্বাদশ-দ্বাদশীফলম্॥ ২৪৭॥

কিঞ্চ।—শ্রবণদ্বাদশীযোগে বুধবারো ভবেদ্যদি। অত্যন্তমহতী রাম দ্বাদশী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
স্নানং জপ্যং তথা হোমো দানং শ্রাদ্ধং সুরার্চ্চনম্। সর্ব্বমক্ষয়মাপ্নোতি তস্যাং ভৃগুকুলোদ্বহ॥
তস্মিন্ দিনে তথা স্নাতো যোঽপি কচন সঙ্গমে। স গঙ্গাস্নানজং রাম ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥
শ্রবণে সঙ্গমাঃ সর্ব্বে পরিপুষ্টিপ্রদাঃ সদা॥ ২৪৮॥
বিশেষাদ্দ্বাদশীযুক্তে বুধযুক্তে বিশেষতঃ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

ভবিষ্যোত্তরে।—

উপবাসাসমর্থানাং সদৈব পুরুষোত্তম। একা যা দ্বাদশী পুণ্যা তাং বদস্ব মমানঘ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা। সর্ব্বকামপ্রদা পুণ্যা উপবাসে মহাফলা॥
সঙ্গমে সরিতাং স্নাত্বা গঙ্গাস্নানাদিজং ফলম্। সোপবাসঃ সমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
কিঞ্চ।—বুধশ্রবণসংযুক্তা সৈব চেদ্দ্বাদশী ভবেৎ। অতীব মহতী তস্যাং সর্ব্বং দত্তমিহাক্ষয়ম্॥

উপোষিতমুপোষণং॥ ২৪৭॥ পরিপুষ্টিপ্রদাঃ পুণ্যাতিশয়করাঃ॥ ২৪৮॥

ঐ দিন উপবাস করিলে আশু পাতক হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও লিখিত আছে, বিজয়াবাসরে ধরাতলে সঙ্গমে নিখিল তীর্থের সমাগম হইয়া থাকে। ঐ দিন ভূতলে অখিল দেবগণ সমবেত হন। ঐ দিন সঙ্গমে বামনদেবকে অর্চ্চনা করিলে আর প্রেতযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, এই রহস্য সর্ব্বপুরাণেই কীর্ত্তিত আছে। ২৪৬। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে পরশুরামের উক্তি আছে, হে মহাদেব! হে সুব্রত! যাহারা উপবাসী থাকিতে অক্ষম, একটিমাত্র কিরূপ উপবাস দ্বারা তাহারা মহাফল লাভ করিতে পারে, তাহা মৎসকাশে বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন,হে ভৃগুরাম! শ্রবণা-নক্ষত্রবিশিষ্টা দ্বাদশীকে মহতী বলা যায়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ঐ তিথিতে উপবাস, স্নান ও হরির অর্চ্চনা করিলে বিনা যত্নে দ্বাদশ দ্বাদশীর ফল লাভ করিতে পারে।২৪৭। আরও লিখিত আছে, হে ভৃগুরাম! শ্রবণা-দ্বাদশী-যোগে বুধবার হইলে সেই তিথি অত্যন্ত মহতী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে ভৃগুকুলতিলক! উক্ত তিথিতে স্নান, জপ, হোম, দান-শ্রাদ্ধ ও দেবপূজা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। হে রাম! ঐ তিথিতে যে কোন নদীসঙ্গমে স্নান করিলে নিঃসন্দেহ গঙ্গাস্নান-জনিত পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রাবণমাসে নিখিল নদী-সঙ্গমই নিরন্তর পরিপুষ্টি প্রদ (পুণ্যাতিশয়প্রদ) হইয়া থাকে।

কিঞ্চ তত্রৈব বণিগুপাখ্যানে।—

শ্রাবণীদ্বাদশীযোগে পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্। দানঞ্চ দত্বা বিপ্রেভ্যঃ সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মহানদী-সঙ্গমে চ স্নাত্বা দিষ্টান্তমাগতঃ। অবাপ পরমং স্থানং দুর্ল্লভং সর্ব্বমানবৈঃ॥
যত্র কামফলা বৃক্ষা নদ্যঃ পায়সকর্দ্দমাঃ। শীতলামলপানীয়াঃ পুষ্করিণ্যো মনোহরাঃ।
তং দেশমাসাদ্য বণিঙ্মহাত্মা, সুমৃষ্টজাম্বূনদভূষিতাঙ্গঃ।
কল্পং সমগ্রং সুরসুন্দরীভিঃ, সাকং স রেমে মুদিতঃ সদৈব॥

কিঞ্চান্তে।—

বুধশ্রবণ-সংযুক্ত-দ্বাদশ্যাং সঙ্গমোদকম্। দানং বহ্বোদনং শস্তমুপবাসঃ পরো বিধিঃ।
সগরেণ ককুৎস্থেন ধুন্ধুমারেণ গাধিনা। এতৈশ্চান্যৈশ্চ রাজেন্দ্র কামদা দ্বাদশী কৃতা॥ ২৪৯॥
যা দ্বাদশী বুধযুতা শ্রবণেন সার্দ্ধং, স্যাৎ সা জয়েতি কথিতা মুনিভির্নভস্তে।
তামাদরেণ সমুপোষ্য নরো হি সম্যক্, প্রাপ্নোতি সিদ্ধিমণিমাদি-গুণোপপন্নং॥ ইতি॥ ২৫০॥

বহব ওদনা যস্মিন্ তৎ। শস্তং মঙ্গলং॥ ২৪৯॥ নভস্তে ভাদ্রে। সিদ্ধিং মোক্ষং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকংবা॥ ২৫০॥

বিশেষতঃ উহাতে দ্বাদশী ও বুধবারের যোগ হইলে বিশেষ-ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ভবিষ্যোত্তরে কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি আছে যে, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে অনঘ! নিরন্তর উপবাসী থাকিতে অসমর্থ হইলে তাহাদিগের পক্ষে এরূপ পুণ্যস্বরূপা কোন্ একটিমাত্র দ্বাদশী করিবার বিধি আছে, তাহা মৎসকাশে কীর্ত্তন কর। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ভাদ্রমাসীয়া শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে সেই তিথিই সর্ব্বকামদাত্রী ও পুণ্যস্বরূপিণী; ঐ তিথিতে উপবাস করিলে মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দিনে উপবাসপরায়ণ ব্যক্তি নদীসঙ্গমে স্নান করিলে নিঃসন্দেহ গঙ্গাস্নানাদিজনিত ফল লাভ করিতে পারে। আরও লিখিত আছে, ঐ দ্বাদশীতে বুধবার ও শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে অতীব মহতী বলা যায়। ঐ তিথিতে দান করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। উক্ত স্থানেই বণিকের উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, কোন জিতেন্দ্রিয় বণিক্ শ্রবণাযোগে উপবাসী থাকিয়া হরির অর্চ্চনা ও বিপ্রগণকে দান করত মহানদীসঙ্গমে স্নানান্তে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিল; সেই ফলে তাহার লোকদুর্ল্লভ পরমপদ লাভ হয়। যে স্থানের তরুগণ (কল্পতরুবৎ) কামফল প্রদান করে, পায়সই যত্রত্য নদীসমূহের কর্দ্দমস্বরূপ যে স্থানের মনোরম পুষ্করিণীসমূহ শীতল স্বচ্ছজলে পরিপূর্ণ, সেই মহানুভব বণিক্ তাদৃশ (দিব্য) স্থান লাভ করত সমুদ্ভাসিত কাঞ্চনভূষণ-সমলঙ্কৃত হইয়া আনন্দে নিখিল কল্প যাবৎ সুরনারীগণ সহ বিহার করিয়াছিল। উক্ত প্রসঙ্গান্তে আরও লিখিত আছে যে উক্ত দ্বাদশীতে বুধবার ও শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হইলে নদীসঙ্গমে জল ও ভূরিপরিমিত অন্নদান মঙ্গলস্বরূপ হয় জানিবে; পরন্তু উক্ত তিথিতে উপবাসই প্রধান বিধি। হে রাজসত্তম! সগর, ককুৎস্থ, ধুন্ধুমার ও গাধি এই সমস্ত নৃপতি এবং অপরাপর ব্যক্তিরা কামদায়িনী দ্বাদশীর ব্রত সাধন করিয়াছিলেন। ২৪৯। ভাদ্রীয়া শুক্লা দ্বাদশীতে বুধবার ও শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ

অথ শ্রবণদ্বাদশীব্রতনির্ণয়ঃ।

দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা। বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি॥

অথ শ্রবণদ্বাদশ্যুপবাসঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয়ঃ।—

শ্রবণর্ক্ষসমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে। উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥২৫১॥

যমশ্চ।—যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ। তদাসৌ তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা॥

তত্র দানোপবাসাদ্যমক্ষয়ং পরিকীর্ত্তিতম্। একাদশ্যা বিশুদ্ধয়ে দ্বাদশ্যান্তু পরেঽহনি।

শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে॥

কিঞ্চ।—অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্ব্রতান্তরম্।

ইত্যাদি বচনস্যাত্র বাধকত্বং ন বিদ্যতে॥

তথা হি ভবিষ্যোত্তরে।—

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ। ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দ্দেবতা হরিঃ॥ ইতি।

অশক্তস্তু ব্রতদ্বয়ে ভুঙ্‌ক্তে বৈকাদশীদিনে। উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণ-দ্বাদশী-দিনে॥

তথা চ নারদীয়ে।—

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাম্। একাদশ্যাস্তবং পুণ্যাং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥

দ্বাদশীতি। শ্রবণনক্ষত্রযুক্তা যদি দ্বাদশী স্যাৎ, তদা শক্তৈরশক্তৈশ্চ সর্ব্বৈরেব দ্বাদশ্যে-বোপোষ্যা; যদি বৈকাদশী শ্রবণান্বিতা স্যাদ্দ্বাদশ্যাং শ্রবণং নাস্তি, তদা সর্ব্বৈরেকাদশ্যেবোপোষ্যা; যদি চ তিথিক্ষয়াত্তত্রয়ং দ্বাদশ্যেকাদশী শ্রবণঞ্চ মিশ্রিতং একস্মিন্নেব দিনে অন্যোন্যমিলিতং স্যাত্তদা বিষ্ণুশৃঙ্খলো নাম যোগঃ, বিষ্ণুদেবত্যানাং ত্রয়াণামেকত্র শৃঙ্খলাবৎ গ্রথিতত্বাৎ। ততশ্চ স এবোপোষ্য ইত্যর্থঃ। তত্তদ্বিশেষশ্চোদাহরিষ্যমাণ-বচনতোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী॥ ২৫১॥ ন চৈবং শুদ্ধৈকাদশীত্যাগেন দোষঃ স্যাদিতি লিখতি উপোষ্যেতি ত্রিভিঃ। বিষ্ণু-ঋক্ষেণ শ্রবণেন।

হইলে তাহারই নাম জয়া। ঐ জয়া তিথিতে সাদরে উপবাসী থাকিলে অণিমাদি-গুণযুক্ত হইয়া সিদ্ধি (মুক্তি বা বৈকুণ্ঠপদ) লাভ করিতে পারে।

অতঃপর শ্রবণদ্বাদশীব্রত নিরূপণ হইতেছে।—দ্বাদশী বা একাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলেই তাহাতে উপবাসী থাকিতে হয়; তিনটী একত্র সমবেত হইলে তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ কহে।

অনন্তর শ্রবণদ্বাদশীর উপবাস বিষয় কথিত হইতেছে।—মার্কণ্ডেয়ের উক্তি আছে যে, দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে সেই দিন উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করা কর্ত্তব্য। ২৫১। যমের উক্তি আছে যে, শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে ঐ দ্বাদশী মহাপুণ্যস্বরূপিণী বিজয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ দিনে দান বা উপবাসাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অক্ষয় হয়। পূর্ব্বাহ্নে একাদশী শুদ্ধা হইয়া পরদিন দ্বাদশীতে শ্রবণা হইলে দুইটী ব্রত করাই সক্ষমের পক্ষে কর্ত্তব্য। আরও লিখিত আছে, "পূর্ব্বব্রত সম্পূর্ণ

বাজপেয়ে যথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনোঽপি দীক্ষিতঃ। সর্ব্বং ফলমবাপ্নোতি অস্নাতোঽপ্যহুতোঽপি সন্॥
এবমেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ। পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥
অত্যল্পোঽপ্যনয়োর্যোগো ভবেত্তিথিভয়োর্যদি। উপাদেয়ঃ স এব স্যাদিত্যত্রোপবসেদ্বুধঃ॥
তথা চ শ্রবণদ্বাদশীং প্রকৃত্য তত্রৈবোক্তম্।—

তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে যোগশ্চৈব নরাধিপ। দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ॥
তথৈব মাৎস্যে।—

দ্বাদশী শ্রবণাযুক্তা কৃৎস্না পুণ্যতমা তিথিঃ। ন তু সা তেন যুক্তা চ তাবত্যেব প্রশস্যতে॥২৫২॥
নারদীয়ে।—

অথ শ্রবণনক্ষত্রযুক্তৈকাদশ্যুপবাসঃ।

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কচিৎ। একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা॥
উভয়োর্দেবতা বিষ্ণুঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। বিভেদোঽত্র ন কর্ত্তব্যো বিভেদাৎ পততে নরঃ॥

কেচিচ্চেদমুপবাসদ্বয়ে প্রাপ্তে সত্যসমর্থবিষয়কমিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি। তদযুক্তং। বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ। তথা নারদীয়াদি-বচনেষত্র শক্তাশক্তাদি-বিশেষপরিত্যাগেন নর ইত্যাদিসামান্যনির্দ্দেশাচ্চ॥ ২৫২॥

বৈষ্ণবমৃক্ষং শ্রবণং কচিদিতি রাত্র্যাদৌ কস্মিংশ্চিৎ সময়েঽপীত্যর্থঃ। অতএবোক্তং মাৎস্যে দ্বাদশীশ্রবণস্পৃষ্টেতি নারদীয়ে চৈতৎপ্রকরণ এব। —তিথিনক্ষত্রযোগানাং যোগশ্চৈব নরাধিপ।

না হইলে অন্যত্রত করিতে নাই" প্রভৃতি যে বচন আছে, এখানে তাহার বাধকতা হইবে না। ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, একাদশীতে উপবাস করিয়াও দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয়, তাহাতে বিধির হানি হয় না; কেন না, হরিকেই তিথিদ্বয়ের দেবতা জানিবে। যদি দুইটী উপবাসে অক্ষম হয় তাহা হইলে একাদশীতে আহার করত শ্রবণদ্বাদশীতে উপবাসী থাকিতে হয়। এই বিষয়ে নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রবণাসমন্বিতা দ্বাদশীতে উপবাস করিলে নিঃসন্দেহ একাদশ্যুপবাসজন্য ফল লাভ করিতে পারে। বাজপেয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে স্নানহোম না করিয়াও যেরূপ কর্ম্মরহিত ব্যক্তির সমস্ত ফল লাভ হয়, সেইরূপ একাদশী বর্জ্জন পূর্ব্বক দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিলে একাদশ্যুপবাসজন্য সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই। তিথি ও নক্ষত্রের যোগ অত্যল্পমিত হইলেও তাহাই প্রশস্ত; তাহাতেই উপবাস করা সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। শ্রবণাদ্বাদশী অবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে যে, হে রাজন্! তিথিনক্ষত্রের যোগে কলাদ্বয়মাত্র যোগ ঘটিলে তাহাই অষ্টযামিক (অহোরাত্রব্যাপী) বলিয়া বোদ্ধব্য। মৎস্যপুরাণেও কথিত আছে, শ্রবণাসমন্বিতা দ্বাদশীই মহাপুণ্যতমা তিথি বলিয়া কীর্ত্তিত; পরন্তু সমস্ত দ্বাদশীই যে শ্রবণাসমন্বিতা হইলে ঐরূপ হইবে, তাহা নহে, যোগ হইলেই ঐ প্রকার প্রশস্ত হয়। ২৫২।

অনন্তর শ্রবণানক্ষত্রান্বিত একাদশ্যুপবাসের বিষয় বিবৃত হইতেছে। —নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে, দ্বাদশীতে রাত্র্যাদি কোন কালেই শ্রবণার প্রবৃত্তি অর্থাৎ আরম্ভ না

অতএব ভবিষ্যোত্তরে।—

একাদশী যদা চ স্যাৎ শ্রবণেন সমন্বিতা। বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা ভক্তানাং বিজয়প্রদা ॥২৫৩॥

বিষ্ণুপুরাণে।—যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রযোগতঃ।

তাস্বেব তদ্ব্রতং কুর্য্যাচ্ছ্রবণদ্বাদশীং বিনা। ২৫৪ ॥

একাদশ্যুপবাসে চ দ্বাদশ্যাং কৃষ্ণমর্চ্চয়েৎ। প্রাদুর্ভূতো হি ভগবান্ দ্বাদশ্যামেব বামনঃ ॥

তথা চ মৎস্যপুরাণে।—

উপোষ্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ধরিম্ ॥

অতো যদি ন লভ্যেত মধ্যাহ্নে দ্বাদশী তদা। দ্বাদশীমধ্য এবার্চ্চ্যো বামনস্তহি সূরিভিঃ॥

অথ বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগঃ।

মাৎস্যে।—দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।

স এষ বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খলসংজ্ঞিতঃ ॥

দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিক ইতি॥২৫৩॥যাঃ কাশ্চিদিতি। যেন কেনচিন্নক্ষত্রবিশেষ-যোগেন যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ পুণ্যাঃ প্রোক্তাঃ, তাসু যদ্বিহিতং ব্রতং তত্তাস্বেব কুর্য্যাৎ,ন তিথ্যন্তরে তত্তন্নক্ষত্রযুক্তে। যথা ফাল্গুনী শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যর্ক্ষেণ যুক্তা গোবিন্দদ্বাদশী নাম, তস্যামুপবাসব্রতং বিহিতং, তস্যামেব কুর্য্যান্ন চ পুষ্যান্বিতায়ামেকাদশ্যাং, এবং নিয়মশ্চ শ্রবণদ্বাদশীং বিনা। শ্রবণ-দ্বাদশীব্রতন্তু শ্রবণৈকাদশ্যামপি ভবতীত্যর্থঃ॥২৫৪॥ নমু র্তহি ভগবতো বামনস্যার্চ্চনমপি তথৈব প্রসজ্যেত নেতি লিখতি একেতি। কৃষ্ণং শ্রীবামনরূপম্ অবতারত্বেনাভেদাৎ। হি যতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো দ্বাদশ্যামেব বামনরূপেণ জাতঃ। তথা চাষ্টমস্কন্ধে।—শ্রোণায়াং শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তেঽ-

---

হইলে শ্রবণাযুক্তা পাপনাশিনী একাদশীতে উপবাস করা হয়। পুরাণপুরুষপ্রবর হরি তিথিদ্বয়েরই দেবতা, উহার ভেদজ্ঞান করিতে নাই, ভেদ জ্ঞান করিলেই নিরয়ে মগ্ন হইতে হয়। ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা হইলেই সেই সেই একাদশীকে বিজয়া কহে; ঐ তিথি ভক্তকুলের পক্ষে বিজয়দাত্রী।২৫৩। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,যে কোন তিথি নক্ষত্রযোগে পুণ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, শ্রবণাদ্বাদশী বিনা সেই সমস্ত তিথিতে উপবাস করিতে হয়। ২৫৪। একাদশীতে উপবাস হইলে দ্বাদশীতে হরির পূজা করিতে হয়; কেননা, দ্বাদশীতেই ভগবান্ বামনদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, একাদশী দিনে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিতে হয়; সুতরাং মধ্যাহ্নসময়ে দ্বাদশী-প্রাপ্তি না ঘটিলে দ্বাদশীমধ্যেই বামনদেবের পূজা করা সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

অনন্তর বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ বিবৃত হইতেছে।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, শ্রবণস্পৃষ্টা দ্বাদশী একাদশীকে স্পর্শ করিলে (যে একাদশীতে ব্রত হইবে, তাহাতে শ্রবণাদ্বাদশীর যোগ ঘটিলে) সেই বৈষ্ণব যোগকে বিষ্ণুশৃঙ্খল বলা যায়। তদ্দিনে বিধানে উপবাসী থাকিলে নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অপুনর্ভবা পরমা সিদ্ধি লাভ করে অর্থাৎ তাহাকে আর পুনরায় সংসারে দেহ ধারণ করিতে হয় না। এখানে একাদশীশব্দে অহোরাত্র বোদ্ধব্য, অর্থাৎ একাদশী অন্ন

তস্মিন্নুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ। প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম্॥
একাদশীপদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যতে। অন্যথা দ্বাদশীস্পর্শস্তস্যাং নিত্যং হি বিদ্যতে॥
তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগ ইত্যাদ্যং যত্তু দর্শিতম্। তেনাল্পকালসংযোগেঽপ্যষ্টযামিকতেষ্যতে॥
অত্রৈব দ্বাদশীমধ্যে পারণং শ্রবণেঽধিকে। বক্ষ্যমাণঞ্চ ঘটতেঽন্যথা প্রাগ্বদ্দ্বিধা ব্রতম্॥
দ্বাদশী শ্রবণর্ক্ষঞ্চেত্যস্মিন্ পাঠে ভবেদিদম্। দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টেত্যস্মিংশ্চ স্পৃষ্টতা খলু।
তত্তৎসাহিত্যমেবাহ পূর্ব্বস্মাদেব হেতুতঃ॥

অথ তস্মাদমন্ত তত্রৈব বিশেষঃ।

যথা বিষ্ণুর্ধর্মোত্তরে:—

দ্বিতীয়বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগঃ।

একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্যমপি তত্তবেৎ। তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণুসাযুজ্যকৃত্তবেৎ।
তস্মিন্নুপোষণাদ্গচ্ছেচ্ছ্বেতদ্বীপপুরং ধ্রুবম্॥ ২৫৫॥
দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্। নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যমিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী॥ ২৫৬॥
যোগোঽয়মন্যো দ্বাদশ্যাঃ ক্ষয় এবেতি লক্ষ্যতে। দ্বাদশ্যামুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যাঞ্চ পারণাৎ।
ত্রয়োদশ্যাং পারণা হি শ্রবণেঽপি নিষেৎস্যতে॥

ভিজিতি প্রভুরিত্যাদি শ্রোণায়াং শ্রবণস্থ-চন্দ্র ইত্যর্থঃ॥ ২৫৫॥ নিষিদ্ধমপীতি। একাদশী-মুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতং। ত্রয়োদশ্যাং ন তৎ কুর্য্যাদ্দ্বাদশ-দ্বাদশীক্ষয়াদিত্যাদি মৎস্য-পুরাণাদিবচনৈস্ত্রয়োদশ্যাং পারণনিষেধাৎ। এতচ্চ স্থূলদৃষ্ট্যা বৈষ্ণবেতরবিষয়ক-ব্যবস্থাপেক্ষয়া চেতি জ্ঞেয়ং। অত্রৈব শ্রবণর্ক্ষেত্যাদিনা ত্রয়োদশ্যামেব শ্রীমার্কণ্ডেয়াদিভিঃ পারণোক্তেঃ তথা প্রায়বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যুপবাসেন ত্রয়োদশ্যামেব পারণাপত্তেঃ। অত এবং ব্যাখ্যেয়ং।— শ্রীবিষ্ণুসাযুজ্যাদ্যপেক্ষয়া সর্ব্বকর্ম্মাদ্যনাদরেণ নিষিদ্ধমপি কর্ত্তুমুচিতং ইত্যেষা চ পরমেশ্বরস্যাজ্ঞৈব। দ্বাদশীবল্লভস্য ভগবতো দ্বাদশীব্রত-প্রিয়ত্বাৎ। অতএব সর্ব্বত্র বৈষ্ণবানাং দ্বাদশীব্রত-

---

প্রমাণ থাকিলেও উহা অষ্ট-প্রহরাত্মক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; নচেৎ একাদশীতে দ্বাদশীস্পর্শ নিত্যই দৃষ্ট হইতেছে। এই যে তিথিনক্ষত্রের যোগাদি প্রদর্শিত হইল, ইহা অল্পকালমাত্র হইলেও অষ্ট-যামিকরূপে গৃহীত হয়। এই বিষ্ণুশৃঙ্খলে দ্বাদশীমধ্যেই পারণ কর্ত্তব্য; পরন্তু শ্রবণা নক্ষত্রের আধিক্য ঘটিলে বক্ষ্যমাণ বিধি গ্রহণ করিতে হইবে; নচেৎ পূর্ব্ববৎ দুইটী ব্রত করণীয় হয়। "দ্বাদশী শ্রবণর্ক্ষঞ্চ" এই পাঠ দ্বারাই ঐরূপ হইয়া থাকে। "দ্বাদশী শ্রবণাস্পৃষ্টা" বলাতে নিশ্চিততাই বুঝা যায়। পূর্ব্বহেতু নিবন্ধন ঐরূপ সাহিত্য বোদ্ধব্য। সুতরাং এই বিধিই ঐ স্থানে বিশেষ বলিয়া জানিবে।

অতঃপর দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ বিষয় কথিত হইতেছে।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, এক দিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণানক্ষত্র এই তিনটী ঘটিলে তাহাকেই বিষ্ণুশৃঙ্খল কহে; উহা দ্বারা হরিসাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাসী থাকিলে শ্বেতদ্বীপে গমন করিতে পারে। ২৫৫। উহাতে দ্বাদশীদিনে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে

অথ বিষ্ণুশৃঙ্খল এব বিশেষান্তরম্।

দ্বাদশ্যেকাদশী সৌম্যঃ শ্রবণঞ্চ চতুষ্টয়ম্। দেবদুন্দুভিযোগোঽয়ং যজ্ঞাযুতফলপ্রদঃ॥
পারণাহে তু দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধিতঃ। রাত্রৌ তু পারণাভাবাদ্‌যুক্তং কর্ত্তুং ব্রতদ্বয়ম্॥২৫৭॥
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দ্দেবতা হরিঃ॥২৫৮॥ দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্॥২৫৯
দিনদ্বয়েঽপি শ্রবণাভাবে তদ্‌যোগহানিতঃ। একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং বামনং যজেৎ॥

বিষ্ণুশৃঙ্খলকেঽপি স্যাৎ বৃত্তির্নিশি পরত্র চেৎ।
যদাধিক্যং তিথিভয়োঃ শক্তঃ কুর্য্যাদ্‌ব্রতদ্বয়ম্॥
পারণায়া অনৌচিত্যাং তাবত্যাং নিশি চেদ্ভবেৎ।
অশক্তস্তূত্তরং কুর্য্যাদ্‌যোগস্যৈবাস্য গৌরবাৎ॥ ২৬০।

গ্রহণাদি শ্রূয়ত ইতি দিক্॥ ২৫৬॥ পারণাহে ব্রতপারণাদিনে দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধৌ সত্যাং শক্তশ্চেত্তর্হি ব্রতদ্বয়ং কুর্য্যাৎ॥ ২৫৭॥ নমু,—পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজভোজনং। অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্‌ব্রতান্তরমিতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তেরপারণে দোষঃ স্যাৎ। তত্রাহ ন চাত্রেতি। উভয়োঃ একাদশী-দ্বাদশ্যোঃ॥ ২৫৮॥ এবমসমর্থো ব্রতমেকমেব কুর্য্যাদিত্যায়াতং। তত্র চ শ্রবণেন সিতা যত্র দ্বাদশী লভ্যতে ক্বচিৎ। উপোষ্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যামর্চ্চয়েদ্ধরিমিতি শ্রীযমাদ্যুক্তেরশক্তস্যৈকাদশ্যামেবোপবাসশঙ্কা স্যাৎ,অতো লিখতি দ্বাদশ্যামিতি। বৈষ্ণবেষষ্টমহা-দ্বাদশীব্রতস্য নিত্যত্বাৎ। তচ্চ পূর্ব্বমেব তত্রৈব লিখিতমস্তি॥ ২৫৯॥ নমু যথা জন্মাষ্টম্যাং রোহিণ্যাদিযোগাভাবেঽপ্যুপবাসঃ, তথাত্র শ্রবণযোগাভাবেঽপি শ্রীবামনদেব-প্রাদুর্ভাবাপেক্ষয়া সমর্থেনোপবাসদ্বয়পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসঃ কর্ত্তব্যো ন বেত্যাশঙ্ক্য লিখতি দিনেতি। তস্য দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগস্য হানিতঃ অভাবাৎ। যতস্তদ্যোগাপেক্ষয়ৈবাত্র দ্বাদশ্যামুপবাসবিধানমিতি দিক্। যজেৎ পূজয়েৎ॥ ২৬০॥

হয়। ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে নাই সত্য, তথাপি ভগবানের আদেশ নিবন্ধন মহাদ্বাদশীরূপ বৈষ্ণবব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ অবিহিত নহে। ২৫৬। দ্বাদশীর ক্ষয়ে অপর একটি যোগ দৃষ্ট হইতেছে, উহাতে দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয় বলিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে; কিন্তু শ্রবণার ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে নাই।

অনন্তর বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের বিশেষ কথিত হইতেছে।—একদিনে একাদশী, দ্বাদশী, বুধবার ও শ্রবণানক্ষত্র এই চারিটী দৃষ্ট হইলে তাহাকে দেবদুন্দুভিযোগ কহে। এই যোগ যজ্ঞাযুতফলপ্রদ। যদি পারণাহে দ্বাদশী বা শ্রবণার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সেস্থলে নিশা-ভাগে পারণের নিষিদ্ধতা নিবন্ধন দুইটী ব্রত করিবে। ২৫৭। ভগবান্ হরিই যখন তিথিদ্বয়ের দেবতা, তখন ঐরূপ করিলে বিধিহানির সম্ভাবনা নাই। ২৫৮। উহাতে দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়। ২৫৯। একাদশী ও দ্বাদশী এই উভয়দিনে শ্রবণার অপ্রাপ্তি ঘটিলে উক্ত যোগের বিলোপ নিবন্ধন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে বামনের পূজা করিবে। বিষ্ণুশৃঙ্খলে পরদিন রাত্রিতে তিথিনক্ষত্রের আধিক্য ঘটিলে দুইটী

অথ তত্র পারণকালনির্ণয়ঃ।

স চ ব্রতবিকল্পে দ্বিতীয়বিষ্ণুশৃঙ্খলে চ স্পষ্টএব কেবলশ্রবণনিকর্ষে তু ন তদাদরঃ।
তিথিনক্ষত্রসংযোগ ইত্যাদিবক্ষ্যমাণেভ্যঃ।

প্রথমবিষ্ণুশৃঙ্খলে পারণনির্ণয়ঃ।

অনুবৃত্তির্দ্বয়োরেব পারণাহে ভবেদ্‌যদি। তত্রাধিক্যে তিথের্বৃত্তে ভান্তে সত্যেব পারণম্॥
যদুক্তং নারদীয়ে।—তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে উপবাসো ভবেদ্‌যদা।
পারণন্তু ন কর্ত্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥ ইতি॥ ২৬১॥
ঋক্ষস্য সতি চাধিক্যে তিথিমধ্যে হি পারণম্।
দ্বাদশীলঙ্ঘনে দোষো বহুশো লিখিতো যতঃ॥ ২৬২॥

তথা চোক্তং :—

তিথিনক্ষত্রসংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ। তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥
বিশেষেণ মহীপাল শ্রবণং বর্দ্ধতে যদি। তিথিক্ষয়েণ ভোক্তব্যং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥

দ্বয়োস্তিথ্যৃক্ষয়োঃ দ্বাদশী-শ্রবণয়োঃ পারণাহে অনুবৃত্তিঃ বৃদ্ধিক্রমেণাগমঃ। তিথের্দ্বাদশ্যা আধিক্যে বৃদ্ধৌ বৃত্তে সতি ভান্তে শ্রবণান্তে পারণম্। এতচ্চ বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগাপেক্ষয়া পূর্ব্বদিনোপবাসাভিপ্রায়েণেত্যূহ্যং॥ ২৬১॥ ঋক্ষস্য শ্রবণনক্ষত্রস্যাধিক্যে দ্বাদশীতো বৃদ্ধৌ সত্যামপি দ্বাদশীমধ্য এব পারণং স্যাৎ; অত্র ন ঋক্ষান্তোঽপেক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। নমু ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যাদিত্যুক্তং, তত্র লিখতি দ্বাদশীতি। লিখিতঃ পূর্ব্বং দ্বাদশী-পারণনির্ণয়ে॥ ২৬২॥ তাবদিতি তিথি-

উপবাস করাই সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে বিধেয়। নিশাভাগে পারণ করা অবিধেয়, সুতরাং যোগের গৌরব নিবন্ধন পরদিন ব্রত করাই অক্ষম ব্যক্তির উচিত। ২৬০।

অনন্তর বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ-কাল নিরূপিত হইতেছে।—এই ব্রতের বিকল্পে দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে যে, কেবল শ্রবণাতে আদর নাই, কেন না, তিথিনক্ষত্রযোগাদি বক্ষ্যমাণ বচনে জানিতে পারা যায় যে, কেবল শ্রবণা আদরণীয় নহে।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলে পারণনির্ণয়।—পারণাতে তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের অনুবৃত্তির আধিক্য হইলে তিথির আধিক্যস্থলে নক্ষত্রান্তে পারণ করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে নারদেরও উক্তি আছে যে, তিথি-নক্ষত্র-যোগে উপবাস হইলে একটির শেষ না হইলে পারণ করিতে নাই। ২৬১। যদি নক্ষত্রের আধিক্য হয়, তাহা হইলে তিথিমধ্যেই পারণ করা কর্ত্তব্য; কেন না, দ্বাদশী লঙ্ঘন করিলে বহু দোষ ঘটে। ২৬২। এই বিষয়ে কথিত আছে যে, তিথি ও নক্ষত্র এই উভয়ের যোগে উপবাস হইলে যাবৎ ঐ দুইটীর মধ্যে একটীর শেষ না হয়, তাবৎ আহার নিষিদ্ধ। হে রাজন্! বিশেষতঃ শ্রবণা নক্ষত্রের বৃদ্ধি হইলে সে স্থলে তিথির অন্তে আহার করিবে; দ্বাদশী লঙ্ঘন করিতে নাই; দ্বাদশীতেই পারণ করা বিধি। এইরূপ তিথি নক্ষত্র রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিলেও দিবান্তে পারণ করা কর্ত্তব্য; রাত্রে পারণ নিষিদ্ধ; ইহা অন্যত্রও নির্দ্দিষ্ট আছে। রাত্রিগত দ্বাদশীর অংশ বিচার করিতে নাই। "অতো

এবং দ্বয়োর্নিশাব্যাপ্তৌ চাহ্নি পারণমীরিতম্।
ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদিতি হ্যন্যত্র সম্মতম্॥

যতো রাত্রাবৃক্ষগত্যাবপি দ্বাদশ্যতিক্রমঃ। অতঃ কৃতং পৌনরুক্তং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥
এবকারণে চ পুনস্তদেব নিরধারি যৎ। দ্বাদশ্যনাদরো নাতঃ কার্য্যো ভস্য তু স স্মৃতঃ॥
তথা চ স্কান্দে।—

যাঃ কাশ্চিৎ তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রযোগতঃ।
ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যাদ্বিনা শ্রবণরোহিণীম্॥ ইতি॥

অতো রাত্রিগতো দ্বাদশ্যংশো নাত্র বিচার্য্যতে। অতো বর্দ্ধত ইত্যাহ পারণাসময়াত্যয়ম্॥
ত্রয়োদশ্যাং পারণন্তু নৈতদ্বিষয়মিষ্যতে। ত্রয়োদশ্যামপীত্যেতদনুক্তেরবিধা ততঃ।
প্রত্যুতাত্র তুশব্দেন তস্যৈকধ্যং প্রদর্শিতম্। পর্য্যবস্যেদতো যুক্ত্যা দ্বাদশীক্ষয় এব তৎ॥
তথাপি সন্দিহানশ্চেদগ্রহ্নীয়াচ্চরণামৃতম্। পারণায়াঃ পরং সম্যক্ পূরকং তত্ত্ববেদ্যতঃ॥
গৌতমীয়ে তু স্ফুটমেবোক্তম্।—

যদৃক্ষং বা তিথির্ব্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা।
দিবসে পারণং কুর্য্যাদন্যথা পতনং ভবেৎ॥ ইতি॥ ২৬৩॥

অথ শ্রীবামনব্রতবিধিঃ।

নত্বা গুরুমনুজ্ঞাপ্য পশ্চান্নিয়মমাচরেৎ। ন হি সিধ্যেদগুরোর্ভক্তিং নিয়মঞ্চ বিনা ফলম্॥

নক্ষত্রসংযোগং যাবন্ন ভোক্তব্যং, একবিয়োগেন পারণং কর্ত্তব্যং, তত্র চ দ্বাদশ্যাং সত্যাং তস্যামেব পারণং ন তু তদতিক্রমেণেত্যর্থঃ॥ ২৬৩॥

বর্দ্ধতে" বলাতে পারণের সময় লঙ্ঘন করা হইয়াছে; কেন না, নিশাভাগে নক্ষত্র থাকিলেও দ্বাদশী লঙ্ঘন করিতে নাই অর্থাৎ দ্বাদশীতেই পারণ কর্ত্তব্য। এই জন্য পুনরায় বলিয়াছেন যে, দ্বাদশী লঙ্ঘন করিতে নাই। এই বচনোক্ত "এব" দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, দ্বাদশীর অনাদর না করত নক্ষত্রের অনাদর করিবে; অর্থাৎ দ্বাদশীতেই পারণ করা কর্ত্তব্য, শ্রবণার শেষে পারণ করিতে নাই। শ্রবণা থাকতে থাকিতেই পারণ করিবে। এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে সকল তিথি নক্ষত্রযোগে পুণ্যা বলিয়া অভিহিত, তথায় নক্ষত্রের ক্ষয়ে পারণ করিতে হয়; কিন্তু রোহিণী ও শ্রবণা-নক্ষত্রে সে ব্যবস্থা নহে; সে স্থলে নক্ষত্রমধ্যেই পারণ কর্ত্তব্য। সুধীগণ বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে ত্রয়োদশীতে পারণের মত প্রকাশ করেন। কিন্তু পশ্চাদুক্তি নিবন্ধন ত্রয়োদশীতেও পারণসময় দ্বিবিধ হইতে পারে না; "তু" শব্দ দ্বারা পারণের একরূপ কালই প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বাদশীর অন্তে ঐ বিধি পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ দ্বাদশীর অন্তে ত্রয়োদশীতে পারণা কর্ত্তব্য। তথাপি সন্দেহ জন্মিলে দ্বাদশীতেও চরণোদক গ্রহণ করিবে; কেন না, চরণামৃত পানে পারণা পূর্ণ হইয়া থাকে। গৌতমীয়তন্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, নক্ষত্র বা তিথি রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপিনী হইলে দিনেই পারণ কর্ত্তব্য, নচেৎ অধঃপাত ঘটে। ৬৩।

তত্র নিয়মমন্ত্রঃ।

একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা চৈবাপরেঽহনি। ভোক্ষ্যে শ্রীবামনানন্ত শরণাগতবৎসল। ২৬৪॥

একাদশ্যা রজন্যাং বা দ্বাদশ্যাং চার্চ্চয়েৎ প্রভুম্। ২৬৫॥

স্বর্ণরূপ্যময়ে পাত্রে তাম্রবংশময়েঽপি বা। কুণ্ডিকাং স্থাপয়েৎ পার্শ্বে ছত্রিকাপাদুকান্তথা।

শুভাঞ্চ বৈণবীং যষ্টিমক্ষসূত্রং পবিত্রকম্। ২৬৬॥

পুষ্পৈর্গন্ধৈঃ ফলৈর্ধূপৈর্বামনং চার্চ্চয়েদ্ধরিম্।

নানাবিধৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈর্গুড়ৌদনৈঃ।

জাগরং নিশি কুর্ব্বীত গীতবাদ্যাদিনর্ত্তনৈঃ। ২৬৭॥

এবমারাধ্য দেবেশং প্রভাতে বিমলে সতি। আদাবর্ঘ্যং প্রদাতব্যং পশ্চাদ্দেবং প্রপূজয়েৎ।

নারিকেলেন শুভ্রেণ দদ্যাদর্ঘ্যঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥

অথ অর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ।

বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং বামনায় নমোঽস্তু তে॥

বামনায় অর্ঘ্যং নমঃ। ২৬৮॥

গুরুমিতি। নিজগুরুর্যদি সন্নিহিতঃ স্যাত্তর্হি তং তদভাবে আচার্য্যত্বেন বৃতং বিপ্রমেকং। পশ্চাদিতি আদৌ গুরুগৃহে গত্বা পশ্চান্নিয়মমাচরেৎ। শিরস্তৎপাদয়োঃ কৃত্বা পাদৌ স্পৃষ্ট্বা চ মৌলিনা। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়িত্বা গুরুন্ততঃ। ইতি স্কান্দে জয়ন্তীব্রতপ্রসঙ্গোক্তেঃ। নিয়মং সঙ্কল্পাদিকং। তথা চ তত্রৈব।—নিয়মাৎ ফলমাপ্নোতি ন শ্রেয়ো নিশমং বিনেতি। ২৬৪। একাদশ্যা রজন্যামিতি দ্বাদশীক্ষয়াভিপ্রায়েণ। কদাচিচ্চ স্বল্পায়াং বৃদ্ধায়ামপি তস্যাং পারণাপেক্ষয়েতি দিক্। ২৬৫। স্বর্ণময়ে রূপ্যময়ে তাম্রময়ে বংশময়ে বা পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে উত্তরোত্তরস্মিন্ ইতি জ্ঞেয়ং। অত্র কুম্ভস্থাপনাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্বলিখিতবিজয়াদিব্রতানুসারেণ দ্রষ্টব্যমেব। অত্র চ কচিদ্বিশেষ এব কিঞ্চিদনুবাদপূর্ব্বকং লিখিতম্ ইতি জ্ঞেয়ং। ২৬৬। গুড়ৌদনৈর্গুড়পাচিতোদনৈর্মিষ্টান্নৈর্বা। ২৬৭। পূর্ব্ববদিতি পুষ্পাদিসহিতেন শঙ্খনিহিতেনেত্যর্থঃ। ২৬৮। মন্ত্রবিশেষে

অতঃপর বামনব্রতের বিধান কথিত হইতেছে।—গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তদীয় আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পরে নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়; কেন না, গুরুভক্তি ও নিয়ম গ্রহণ ব্যতীত ফলসিদ্ধির আশা নাই।

অনন্তর সঙ্কল্পমন্ত্র।—হে বামন! হে অনন্ত! হে শরণাগতবৎসল! একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন আহার করিব। ২৬৪। দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে একাদশীর নিশাভাগে বা পরদিন দ্বাদশীতে বামনদেবের পূজা করিবে। ২৬৫। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা বংশ ইহার মধ্যে যে কোন একটীর দ্বারা পাত্র প্রস্তুত করিয়া কুণ্ড স্থাপন করিবে এবং পার্শ্বভাগে ছত্র, পাদুকা, উৎকৃষ্ট বেণুযষ্টি, অক্ষসূত্র ও পবিত্র স্থাপন করিতে হয়। ২৬৬। কুসুম, গন্ধ, ধূপ,, নানারূপ নৈবেদ্য, ভক্ষ্য-ভোজ্য ও গুড়ৌদন ইত্যাদি দ্বারা বামনদেবের পূজা করিতে হয় এবং গীত, বাদ্য ও নৃত্যপরায়ণ হইয়া নিশাজাগরণ করিবে। ২৬৭। এই প্রকারে দেবদেবের উপাসনা

মৎস্যং কূর্ম্মং বরাহঞ্চ নরসিংহঞ্চ বামনম্। রামং রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ ক্রমাদ্দ্বৌ বুদ্ধকল্কিনৌ।
পাদয়োর্জান্বুনোর্গুহ্যে নাভ্যামুরসি কক্ষয়োঃ। ভুজয়োর্ম্মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বাঙ্গেষর্চ্চয়েদায়ুধানি চ ॥২৬৯॥

মহাপূজাস্ততঃ কৃত্বা গোমহীং কাঞ্চনাদিকম্।
শক্ত্যাচার্য্যায় দাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মন্ত্রতঃ ॥ ২৭০ ॥

ব্রাহ্মণশ্চাপি মন্ত্রেণ প্রতিগৃহ্লাতি মন্ত্রবিৎ। দদাতি মন্ত্রতো হ্যেব দাতা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥

তত্র দানমন্ত্রঃ।

বামনো বুদ্ধিদো দাতা দ্রব্যস্থো বামনঃ স্বয়ম্। বামনশ্চ প্রতিগ্রাহী তেন মে বামনে রতিঃ।

প্রতিগ্রহমন্ত্রঃ।

বামনঃ প্রতিগৃহ্লাতি বামনো বৈ দদাতি চ। বামনস্তারকো দ্বাভ্যাং তেনেদং বামনে নমঃ ॥২৭১
এবং কৃত্বা বিধানেন ভোজনং পৃষদাজ্যকম্। পূর্ব্বং দদ্যাৎ ব্রাহ্মণেভ্যঃ পশ্চাদ্ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ ॥২৭২

পূজাবিশেষং লিখতি মৎস্যমিতি দ্বাভ্যাং। মৎস্যাদীন্ পাদদ্বয়াদিষ্বঙ্গেষু ক্রমাদর্চ্চয়েৎ। তত্র বুদ্ধকল্কিনৌ দ্বৌ সর্ব্বাঙ্গেষ্বেকত্রৈব পূজয়েদিতি বোদ্ধব্যং। পার্থক্যেন নরকলিখনাৎ। অতএব সমস্তত্বেন তৌ লিখিতৌ তথা দ্বাবিতি চ। কস্তচিন্মতে চ রামদ্বয়মেকত্র। এবমাদিষত্র বিবিধোঽর্চ্চাবিধিঃ তত্র যথাসম্প্রদায়মনুসর্ত্তব্যঃ। প্রয়োগঃ।—ওঁ মৎস্যায় নমঃ পাদয়োরিত্যাদি। মন্ত্রাশ্চৈতত এব পূর্ব্ববজ্‌জ্ঞেয়ং। আয়ুধানি চ পূজয়েৎ। ওঁ সর্ব্বেভ্য আয়ুধেভ্যো নম ইতি ॥ ২৬৯ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দাতব্যং ॥ ২৭০ ॥ ব্রাহ্মণোঽত্রাচার্য্যোঽন্যেষ্যঃ ॥

দ্বাভ্যাং দ্বয়োঃ দাতৃ-প্রতিগ্রাহিণোঃ ॥ ২৭১ ॥ পৃষদাজ্যকং দধিমিশ্রং ঘৃতঃ ॥ ২৭২ ॥ বামন-

---

পূর্ব্বক সুপ্রকাশিত প্রাতঃকালে প্রথমতঃ অর্ঘ্য দিয়া পরে প্রভুর অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্ববৎ শ্বেত-নারিকেলাম্বু দ্বারা অর্ঘ্য দিতে হয়।

অর্ঘ্যদানমন্ত্র।—হে প্রভো! আপনি বামনাকারে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছেন, আপনি মদ্দত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্। বামনমূর্ত্তিরূপী আপনাকে প্রণাম। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "বামনায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিতে হয়।২৬৮। তদনন্তর পদদ্বয়ে মৎস্যের, জানুদ্বয়ে কূর্ম্মের, গুহ্যে বরাহের, নাভিতে নৃসিংহের, বক্ষঃস্থলে বামনের, কক্ষদ্বয়ে রামের, ভুজদ্বয়ে রামের, মস্তকে কৃষ্ণের ও সর্ব্বাঙ্গে বুদ্ধ ও কল্কীর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে "ওঁ সর্ব্বেভ্য আয়ুধেভ্যো নমঃ" বলিয়া অস্ত্রসমূহের অর্চ্চনা করিতে হয়।২৬৯। তৎপরে মহাপূজা সাধন পূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আচার্য্যকে ও দ্বিজগণকে গো, ভূমি ও স্বর্ণাদি দান করিবে।২৭০॥ মন্ত্রবিদ্ আচার্য্যও মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে গ্রহণ করিবেন, মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে দান করাও দাতার কর্ত্তব্য।

তন্মধ্যে দানমন্ত্র কথিত হইতেছে।—বামনদেবই বুদ্ধিপ্রদ, বামনদেবই দাতা, তিনিই স্বয়ং দ্রব্যরূপে বিরাজিত, তিনিই প্রতিগ্রাহী; সুতরাং সেই দেবের প্রতি মদীয় রতি হউক্।

প্রতিগ্রহমন্ত্র।—বামনই প্রতিগ্রহীতা, বামনই দাতা, তিনিই দাতা ও প্রতিগ্রহীতা এই উভয়ের উদ্ধারকর্ত্তা; সুতরাং তাঁহাকে প্রণাম।২৭১। তৎপরে দধিসংযুক্ত ঘৃত প্রাশন পূর্ব্বক

যদ্বামনপুরাণে চ যদ্ভবিষ্যোত্তরে ব্রতম্। বামনস্যোদিতং তস্যানুসারাল্লিখিতং ত্বিদম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।—

গৃহীত্বা নিয়মং প্রাতর্গত্বা নদ্যোশ্চ সঙ্গমে। সৌবর্ণং বামনং কৃত্বা সৌবর্ণমাষকেণ বা।
যথাশক্ত্যাথ বিত্তস্য কুম্ভোপরি জগৎপতিম্। স্বর্ণপাত্রে স্থাপয়িত্বা মন্ত্রৈরেতৈশ্চ পূজয়েৎ॥

তত্র বামনপূজা-মন্ত্রঃ।

ওঁ বামনায় নমঃ পাদৌ কটিং দামোদরায় চ। উরূ শ্রীপতয়ে গুহ্যং কামদেবায় পূজয়েৎ॥
পূজয়েজ্জগতাং পত্যুরুদরং বিশ্বধারিণে। হৃদয়ং যোগনাথায় কণ্ঠং শ্রীপতয়ে নমঃ॥
মুখঞ্চ পঙ্কজাক্ষায় শিরঃ সর্ব্বাত্মনে নমঃ। ইত্থং সংপূজ্য বাসোভিরাচ্ছাদ্য চ জগদ্গুরুম্।
দদ্যাৎ সুশ্রদ্ধয়া চার্ঘ্যং নারিকেলাদিভিঃ ফলৈঃ॥

তত্র অর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ।

ওঁ নমো নমস্তে গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক। অঘৌঘসংক্ষয়ং কৃত্বা প্রেতমোক্ষপ্রদো ভব॥
ছত্রোপানহ-গোদানং দদ্যাদত্র কমণ্ডলুম্। বিশেষেণ দ্বিজাগ্র্যায় বামনঃ প্রীয়তামিতি॥
যথাশক্ত্যা চ দানানি দ্বিজাগ্রেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ। কুর্য্যাজ্জাগরণং রাত্রৌ গীতশাস্ত্রসমন্বিতম্॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তো নিশামনিমিষেক্ষণঃ। প্রভাতে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দ্বাদশ্যাং পারণং ততঃ॥
কুর্য্যাৎ স্বয়ং শ্রদ্ধয়া তৎ সর্ব্বং সফলতাং ব্রজেৎ॥

পুরাণে প্রেতেন শ্রবণদ্বাদশীব্রতমুক্তং। ভবিষ্যোত্তরে চ স্বয়ং ভগবতা শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি বামনব্রতং

প্রথমতঃ দ্বিজাতিগণকে ভোজন করাইয়া পরে বন্ধুগণ সহ নিজে আহার করিবে।২৭২। বামন-পুরাণে ও ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে যে বামনব্রত বর্ণিত আছে, তদনুসারেই এই ব্রত বিবৃত হইল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, প্রভাতে নদীসঙ্গমে গমন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া একমাষা প্রমাণ স্বর্ণ দ্বারা বা শক্ত্যনুসারে সম্পত্ত্যনুসারে যথাসম্ভব স্বর্ণ দ্বারা বামনদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং কুম্ভোপরি সুবর্ণপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।

বামন-পূজন-প্রণালী।—পাদদ্বয়ে ওঁ বামনায় নমঃ, কটিতে ওঁ দামোদরায় নমঃ, উরুযুগলে ওঁ শ্রীপতয়ে নমঃ, গুহ্যে ওঁ কামদেবায় নমঃ জঠরে ওঁ বিশ্বধারিণে নমঃ, হৃৎপ্রদেশে ওঁ যোগনাথায় নমঃ, কণ্ঠদেশে ওঁ শ্রীপতয়ে নমঃ, মুখে ওঁ পঙ্কজাক্ষায় নমঃ, মস্তকে ওঁ সর্ব্বাত্মনে নমঃ বলিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়। এইরূপে জগদ্গুরু ভগবানের অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহাকে বসনাচ্ছাদিত করিয়া মহতী শ্রদ্ধা সহকারে নারিকেলফল দ্বারা অর্ঘ্য দিবে।

উক্ত অর্ঘ্যদান-মন্ত্র।—"হে গোবিন্দ! হে বুধশ্রবণসংজ্ঞক! আমার পাপরাশি ক্ষয় করিয়া পরলোকে মোক্ষপ্রদ হউন্।" এই মন্ত্রে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। 'বামনদেব প্রসন্ন হউন্" বলিয়া বেদবেত্তা দ্বিজাতিকে ছত্র, পাদুকা, গো ও কমণ্ডলু দান করিবে। পরে রাত্রিতে অনি-মেষনেত্র ও মহা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া গীতবাদ্য সহকারে জাগরণ করিবে। তৎপরে প্রাতঃ-

তত্রৈব।—

তন্মাহাত্ম্যম্।

এবং কৃতে তু কালেয় ব্রতেঽস্মিন্ বিজয়াদিনে। ন দুর্লভতরং কিঞ্চিদিহলোকেঽথবা পরে॥
ফলমস্য ব্রতস্যোক্তং দত্ত্বা পিত্রোর্নরোত্তমঃ। বংশোদ্ধারকরো মুক্তিং যাতি পৈত্র্যাৎ ঋণাদপি॥
ন পাবনতরং কিঞ্চিদতঃ পরমিহোচ্যতে। বিজয়াব্রততুল্যঞ্চ ন পরং পরিপঠ্যতে॥

ভবিষ্যোত্তরে।—

সমাপ্তে তু ব্রতে তস্মিন্ যৎ পুণ্যং তন্নিবোধ মে। চতুর্যুগানি রাজেন্দ্র সপ্তসপ্ততিসংখ্যয়া।
প্রাপ্য বিষ্ণুপুরং রাজন্ ক্রীড়তে কালমক্ষয়ম্। ইহাগত্য ভবেদ্রাজা প্রতিপক্ষভয়ঙ্করঃ॥
হস্ত্যশ্বরথযানানাং দাতা ভোক্তা বিমৎসরঃ। রূপসৌভাগ্যসম্পন্নো দীর্ঘায়ুর্নীরুজো ভবেৎ॥
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতো জীবেচ্চ শরদাং শতম্॥ ২৭৩॥

অথাশ্বিনকৃত্যম্।

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা॥ ২৭৪॥

অথ বিজয়োৎসববিধিঃ।

রথমারোপ্য দেবেশং সর্ব্বালঙ্কারশোভিতম্। সাসি-তূণধনুর্ব্বাণ-পাণিং নক্তঞ্চরান্তকম্।
স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভূতং রঘূদ্বহম্। রাজোপচারৈঃ শ্রীরামং শমীবৃক্ষতলে নয়েৎ॥

শ্রবণদ্বাদশীব্রতঞ্চ পৃথক্ নিরূপিতং। তদনুসারতশ্চ বামনস্য ব্রতমিদং লিখিতং,অতোঽত্র গ্রন্থৈক-মাত্রদৃষ্ট্যাঽনাদরো ন কার্য্য ইতি ভাবঃ॥ ২৭৩॥

সর্ব্বত্র অস্মিন্ লোকে পরস্মিংশ্চ। বিজয়ার্থিনা উৎকর্ষেচ্ছুনা॥ ২৭৪॥

কালে দ্বিজাতিবর্গকে আহার করাইয়া দ্বাদশীর মধ্যেই নিজে পারণ করিবে। যদি এই সমস্ত কর্ম্ম শ্রদ্ধা সহকারে করা যায়, তবে অবশ্যই সফল হয়।

অনন্তর উক্ত বিষয়ের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, হে কালেয়! বিজয়াব্রতাহে এইরূপ করিলে কি ইহ কি পরকালে, কুত্রাপি সেই ব্রতীর কিছুমাত্র দুষ্প্রাপ্য থাকে না। যে নরশ্রেষ্ঠ পিতামাতার উদ্দেশে এই ব্রতফল অর্পণ করেন, তিনি কুল-ত্রাতা হইয়া পিতৃঋণ হইতে উত্তীর্ণ হন। অপর কোন ব্রতই এই বিজয়াব্রত অপেক্ষা পবিত্র-কর নহে; অন্য কোন ব্রতই ইহার সদৃশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত নহে। ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, হে রাজসত্তম! এই ব্রত পরিসমাপ্ত হইলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, তাহা কীর্ত্তন করি, অবধান কর। এই ব্রতকারী ব্যক্তি হরিধামে গমন পূর্ব্বক সপ্তসপ্ততিযুগরূপ অক্ষয় কাল তথায় বিহার করে। পরে তথা হইতে ধরাধামে আগমন পূর্ব্বক নৃপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে কেহই তদীয় প্রবল শত্রু বিদ্যমান থাকে না। যিনি এই ব্রত সাধন করেন, তিনি গজাশ্ব, রথ ও যানাদির দাতা, ভোক্তা, নির্মৎসর, রূপবান্, সৌভাগ্যশালী, দীর্ঘায়ুঃ, নীরোগ ও পুত্রপৌত্রবান্ হইয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ করেন। ২৭৩।

অনন্তর আশ্বিনকৃত্য কথিত হইতেছে।—আশ্বিনমাসে শুক্লপক্ষীয়া দশমীতিথিতে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া বিজয়োৎসব করা সর্ব্বত্র জয়কামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ২৭৪।

সীতাকান্তঃ শমীযুক্তং ভক্তানামভয়ঙ্করম্। অর্চ্চয়িত্বা শমীবৃক্ষমর্চ্চয়েদ্বিজয়াপ্তয়ে॥

অথ তন্মন্ত্রঃ।

শমী শময়তে পাপং শমী লোহিতকণ্টকা। ধরিত্র্যর্জ্জুনবাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী।
করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া। তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব শ্রীরামপূজিতে॥
গৃহীত্বা সাক্ষতামার্দ্রাং শমীমূলগতাং মৃদম্। গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈস্ততো দেবং গৃহে নয়েৎ॥
কৈশ্চিদৃক্ষৈস্তত্র ভাব্যং কৈশ্চিল্লাবাঞ্চ বানরৈঃ। কৈশ্চিত্র ক্রমুখৈর্ভাব্যং কোশলেন্দ্রস্য তুষ্টয়ে॥
নির্জ্জিতা রাক্ষসা দৈত্যা বৈরিণো জগতীতলে। রামরাজ্যং রামরাজ্যং রামরাজ্যমিতি ব্রুবন্।
আনীয় স্থাপয়েদ্দেবং নিজসিংহাসনে সুখম্। ততো নীরাজ্য দেবেশং প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি।
মহাপ্রসাদবস্ত্রাদি ধারয়েদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ॥ ২৭৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্তানুসারেণ ব্যলেখ্যয়ম্। বিধিঃ শ্রীরামবিজয়োৎসবস্যোৎসবকৃৎ সতাম্॥২৭৬

সীতা দৃষ্টেতি হনূমদ্বাক্যং শ্রুত্বাকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ॥ ২৭৭॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিবিলাসে দিব্যাবির্ভাবো নাম পঞ্চদশবিলাসঃ॥

ঋক্ষাদিভির্ভাব্যমিতি তচ্চেষ্টাদিকমনুসর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ২৭৫॥ শ্রীরামবিজয়োৎসবস্য বিধিঃ। উৎসবকৃৎ আনন্দজনকঃ॥ ২৭৬॥ তস্মিন্ দিনে শমীবৃক্ষতলে তৎপূজাদিকারণং লিখতি সীতেতি॥ ২৭৭॥ ইতি পঞ্চদশবিলাসঃ॥ ১৫॥

অতঃপর বিজয়োৎসববিধি।—যিনি লীলাবশে রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেবদেব সর্ব্বাভরণভূষিত, অসি-তূণ-ধনুর্ব্বাণধারী, রক্ষঃকুলহন্তা রামচন্দ্রকে রাজোপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক শমীতরুতলে লইয়া যাইবে। তদনন্তর ভক্তকুলের অভয়প্রদ, শমীযুক্ত সীতাপতিকে পূজা করিয়া বিজয়লাভার্থ শমীতরুর অর্চ্চনা করিবে।

উক্ত পূজার মন্ত্র।—শমী পাপ হরণ করেন, শমী লোহিত কণ্টকে পরিপূর্ণা, শমী অর্জ্জুন-বাণের ধরিত্রী ও রামের প্রিয়বাদিনী। আমি যথাকালে সুখে যাত্রা করিব। হে রামপূজিতে! তুমি আমার সম্বন্ধে নির্ব্বিঘ্নকরী হও। এই মন্ত্রে শমীতরুর অর্চ্চনা পূর্ব্বক শমীমূলস্থ আর্দ্র মৃত্তিকা অক্ষত সহ লইয়া গীতবাদ্য সহকারে প্রভুকে গৃহে লইয়া যাইবে। ঐ সময়ে কেহ কেহ রঘুবরের প্রীত্যর্থ ভল্লূক, কোন কোন ব্যক্তি বা লোহিতমুখ বানরে চেষ্টা করিবেন অর্থাৎ ঋক্ষ বানরাদির পূর্ব্বকৃত তত্তৎকর্ম্মাদি অনুকরণ করিবেন। পরে, "রামরাজ্য রামরাজ্য" এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে রঘুবরের প্রতিমা আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় সিংহাসনে সুখে সংস্থাপন করিবে। তদনন্তর নীরাজন করত দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রভুকে নমস্কার পূর্ব্বক বৈষ্ণববর্গ সহ মহাপ্রসাদ বসনাদি ধারণ করিবে। ২৭৫। শ্রীরামের এই বিজয়োৎসব-বিধি বিষ্ণুধর্ম্ম-কথিত নিয়মানুসারে বর্ণিত হইল। ইহা দ্বারা সাধুগণের আনন্দ জন্মে। ২৭৬। "আমি সীতাকে দেখিয়াছি" হনূমানের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ঐ দিবসে শ্রীরাম বানরকুল সহ মিলিত হইয়া শমীতরু-মূলে বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন। ২৭৭।

ইতি দিব্যাবির্ভাব নামক পঞ্চদশ বিলাস সমাপ্ত।

ষোড়শবিলাসঃ।

—*—

অথ কার্ত্তিককৃত্যম্।

দামোদরং প্রপদ্যেঽহং শ্রীরাধারমণং প্রভুম্।
প্রভাবাদ্যস্য তৎপ্রেষ্ঠঃ কার্ত্তিকঃ সেবিতো ভবেৎ॥ ১॥

ভাতি কার্ত্তিককৃত্যাদি স্কান্দপাদ্মাদিষু স্ফুটম্। তথাপ্যেকত্র সংগৃহ্য সারতোঽত্র বিলিখ্যতে॥২॥
কার্ত্তিকেঽস্মিন্ বিশেষেণ নিত্যং কুর্ব্বীত বৈষ্ণবঃ। দামোদরার্চ্চনং প্রাতঃস্নানদানব্রতাদিকম্॥৩
তথা দিনবিশেষে যদ্ভগবৎপূজনাদিকম্। কুর্য্যাদ্বিধিবিশেষেণ লেখ্যমগ্রে বিবিচ্য তৎ॥৪॥

অথ কার্ত্তিকব্রতনিত্যতা।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

দুষ্প্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্ত্তিকোক্তং চরেন্ন হি।
ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স মাতৃপিতৃঘাতকঃ॥
অব্রতেন ক্ষিপেদ্যস্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ম্।
তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নোতি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ৫॥

শ্রীভগবৎ-প্রিয়তম-কার্ত্তিকমাসকৃত্যং লিখন্ তদধিষ্ঠাতৃদেবং শ্রীরাধিকাসহিতং শ্রীদামোদরং শরণং যাতি দামোদরমিতি। সেবিতঃ কৃত্যলিখনাদিদ্বারা॥ ১॥ তৎকৃত্যাদিকঞ্চ সর্ব্বত্রৈব প্রসিদ্ধমিতি লিখতি ভাতীতি। আদিশব্দাৎ তন্মাহাত্ম্যাদি। নমু তর্হি কিমত্র তল্লিখনেন, তত্র লিখতি তথাপীতি। সারত ইতি তত্র তত্র বিবিধকর্ম্মমিশ্রিতং সাধারণঞ্চ বর্ত্ততে, অত্র চ কেবলং তদেব বিশিষ্টং লেখ্যমিতি॥ ২॥ তত্রাদৌ কার্ত্তিককৃত্যনিয়মনিত্যতাং লিখিষ্যন্ তদর্থং সংক্ষেপেণ তত্র নিত্যকৃত্যং দিনবিশেষকৃত্যঞ্চ লিখতি কার্ত্তিক ইতি দ্বাভ্যাং। আদিশব্দেন দীপদানরাত্রিশেষজাগরণাদি। তচ্চ সর্ব্বং সবিশেষমগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥ ৩॥ তথেতি সমুচ্চয়ে। দিনবিশেষে কৃষ্ণাষ্টম্যাদৌ। আদিশব্দেন স্নানাদি॥ ৪॥

কার্ত্তিকে উক্তং কৃত্যত্বেনাভিমতং ধর্ম্মং ব্রতাদিকং যো নাচরেৎ। অব্রতেন ব্রতং বিনা।

অতঃপর কার্ত্তিককৃত্য কথিত হইতেছে।—আমি সেই রাধাপতি দামোদর দেবের শরণ গ্রহণ করি, যাঁহার প্রভাবে তৎ-প্রিয় কার্ত্তিকমাস সেবিত হইবে। ১।

স্কন্দপুরাণে ও পদ্মপুরাণে কার্ত্তিককৃত্যাদি স্পষ্ট বর্ণিত থাকিলেও আমি একত্র সার সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা এখানে প্রকাশ করিতেছি। ২। এই কার্ত্তিক মাসে বিশেষরূপে প্রত্যহ দামোদরের পূজা, প্রাতঃস্নান, দান ও ব্রতাদি ক্রিয়া সম্পাদন করা বৈষ্ণব ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৩। এই মাসে দিনভেদে যে ভগবদর্চ্চনাদি করিতে হয়, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক পরে লিখিব। ৪।

অনন্তর কার্ত্তিকব্রতের নিত্যতা কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত

স ব্রহ্মহা স গোঘ্নশ্চ স্বর্ণস্তেয়ী সদানৃতী। ন করোতি মুনিশ্রেষ্ঠ যো নরঃ কার্ত্তিকে ব্রতম্। ৬।
বিধবা চ বিশেষেণ ব্রতং যদি ন কার্ত্তিকে। করোতি মুনিশার্দ্দূল নরকং যাতি সা ধ্রুবম্॥
ব্রতন্তু কার্ত্তিকে মাসে যদা ন কুরুতে গৃহী। ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা তস্য যাবদাহূতনারকী॥
সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসে দ্বিজো ব্রতপরাঙ্মুখঃ। ভবন্তি বিমুখাঃ সর্ব্বে তস্য দেবাঃ সবাসবাঃ॥
ইষ্ট্বা চ বহুভির্যজ্ঞৈঃ কৃত্বা শ্রাদ্ধশতানি চ। স্বর্গং নাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্র অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্॥
যতিশ্চ বিধবা চৈব বিশেষেণ বনাশ্রমী। কার্ত্তিকে নরকং যাতি অকৃত্বা বৈষ্ণবং ব্রতম্।
বেদৈরধীতৈঃ কিন্তস্য পুরাণপঠনৈশ্চ কিম্। কৃতং যদি ন বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিকে বৈষ্ণবং ব্রতম্॥
জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং বিধিবৎ সমুপার্জ্জিতম্। ভস্মীভবতি তৎ সর্ব্বমকৃত্বা কার্ত্তিকব্রতম্॥
যদ্দত্তঞ্চ পরং জপ্তং কৃতঞ্চ সুমহত্তপঃ। সর্ব্বং বিফলতামেতি অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্।
সপ্তজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং বৃথা ভবতি নারদ। অকৃত্বা কার্ত্তিকে মাসি বৈষ্ণবং ব্রতমুত্তমম্॥
পাপভূতাস্তু তে জ্ঞেয়া লোকে মর্ত্ত্যা মহামুনে। বৈষ্ণবাখ্যং ব্রতং যৈস্তু ন কৃতং কার্ত্তিকে শুভম্॥
কিঞ্চ।—অকৃত্বা নিয়মং বিষ্ণোঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
জন্মার্জ্জিতস্য পুণ্যস্য ফলং নাপ্নোতিনারদ॥ ৭॥

ব্রতং চাত্রারুণোদয়স্নানাদিনিয়মঃ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যত্যাগরূপনিয়মো বা। তত্র চ সদারুণোদয়স্নানাদিপরাণামন্যমাসতোঽত্র কশ্চিত্তত্তদ্বিবিশেষঃ, ভৈক্ষ্যাহারিণাং তত্রতত্রোক্তানাং যতিপ্রভৃতীনাং নামসংকীর্ত্তনাদিনিয়মবিশেষো জ্ঞেয় ইতি দিক্॥ ৫॥ অনৃতী মিথ্যাবাদী॥ ৬॥ বৈষ্ণবমিতি স্বরূপ-

---

আছে, হে ধার্ম্মিকপ্রবর! দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি কার্ত্তিকোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে পিতৃ-মাতৃ-হত্যাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়। কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন না করিয়া দামোদরপ্রিয় কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করিলে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া তির্য্যক্ যোনি গ্রহণ করিতে হয়। ৫। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করিলে ব্রহ্মহন্তা, গোহন্তা, স্বর্ণস্তেয়ী ও নিরন্তর মিথ্যাভাষী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ৬। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিশেষতঃ বিধবা হইয়া কার্ত্তিকমাসে ব্রতাচরণ না করিলে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করিতে হয়। গৃহী হইয়া কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করিলে ইষ্টাপূর্ত্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয় এবং সে ব্যক্তি মহাপ্রলয় যাবৎ নরকে অবস্থিতি করে। ব্রাহ্মণ হইয়া কার্ত্তিক মাসে ব্রতবিমুখ হইলে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ তাহার প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। হে বিপ্রসত্তম! কার্ত্তিক-মাসীয় ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য যজ্ঞ ও শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও স্বর্গলাভের সম্ভাবনা নাই। যতি, বিধবা, বিশেষতঃ বনাশ্রমী ব্যক্তি কার্ত্তিকে বৈষ্ণব ব্রত না করিলে নিরয়গতি হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তম! কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণব ব্রত না করিলে বেদাধ্যয়নে বা পুরাণাধ্যয়নে কি ফল? কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করিলে বিধানে আজন্ম-সঞ্চিত যাবতীয় পুণ্য ভস্মীভূত হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করে, তাহার কৃত দান, জপ ও সুমহৎ তপস্যাদি সকলই নিষ্ফল হয়। হে দেবর্ষে! কার্ত্তিকমাসে পবিত্র বৈষ্ণব ব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে সংসারে সে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আরও লিখিত আছে, হে দেবর্ষে! বিষ্ণুর নিয়ম ধারণ না করিয়া কার্ত্তিকমাস

কিঞ্চ।— নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে॥
চাতুর্ম্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ॥ ৮॥
কিঞ্চ।—পিণ্ডদানং পিতৃণাঞ্চ পিতৃপক্ষে ন বৈ কৃতম্॥
ব্রতং ন কার্ত্তিকে মাসি শ্রাবণ্যামৃষিতর্পণম্।
চৈত্রে নান্দোলিতো বিষ্ণুর্মাঘস্নানং ন সজ্জলে। ন কৃতামর্দ্দকী পুষ্যে শ্রাবণে রৌহিণাষ্টমী।
সঙ্গমে ন কৃতা যেন দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা। কুত্র যাস্যতি তে মূঢ়া নাহং বেদ্মি কলিপ্রিয়॥৯॥
পাদ্মে চ শ্রীনারদশৌনকাদিমুনিগণ-সংবাদে।—
মানুষঃ কর্ম্মভূমৌ যঃ কার্ত্তিকং নয়তে মুধা। চিন্তামণিং করে প্রাপ্য ক্ষিপ্যতে কর্দ্দমাম্ভুনি॥
নিয়মেন বিনা বিপ্রাঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
কৃষ্ণঃ পরাঙ্মুখস্তস্য যস্মাদূর্জ্জোঽস্য বল্লভঃ॥ ১০॥

অথ তত্র বিশেষেণ স্নানদানাদিসৎ-কর্ম্মনিত্যতা।

স্কান্দে তত্রৈব।—
যৈর্ন দত্তং হুতং জপ্তং ন স্নানং ন হরের্ব্রতম্। ন কৃতং কার্ত্তিকে পুত্র দ্বিজাস্তে বৈ নরাধমাঃ॥
কিঞ্চ।— যৈর্ন দত্তং হুতং জপ্তং কার্ত্তিকে ন ব্রতং কৃতম্।
তেনাত্মা হারিতো নূনং ন প্রাপ্তং প্রার্থিতং ফলম্॥ ১১॥

নির্দেশঃ। সর্ব্বস্যাপি কার্ত্তিকব্রতস্য বিষ্ণুপরত্বাৎ॥ ৭॥ তথা চাতুর্ম্মাস্যমিতি চাতুর্ম্মাস্যব্রতস্যাপি নিত্যত্বং দর্শয়িত্বা দৃষ্টান্তত্বেনাত্রোদাহৃতমিতি। এবমগ্রেঽপি॥ ৮॥ আমর্দ্দকী আমর্দ্দকীব্রতং। এবমগ্রেঽপি॥ ৯॥ মুধেতি নিয়মং বিনেত্যর্থঃ॥ ১০॥

এবং সামান্যতো ব্রতস্য নিত্যতাং লিখিত্বেদানীং দানাদিকর্ম্মবিশেষস্য লিখতি যৈর্ন দত্তমিত্যাদিষড়্ভিঃ। ব্রতং কৃচ্ছ্রাদি কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যত্যাগাদি বা। কিংবা দত্তাদিরূপমেতদ্ধরের্ব্রতম্।

অতিবাহন করিলে আজন্ম সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। ৭। আরও লিখিত আছে, হে ঋষে! বিনা নিয়মে কার্ত্তিক মাস বা চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেপণ করিলে কুলাঙ্গার ও ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া অভিহিত হইতে হয়। ৮। আরও লিখিত আছে, হে কলিপ্রিয়! যাহারা পিতৃপক্ষে পিতৃগণকে পিণ্ড-দান, কার্ত্তিকমাসে ব্রত, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় ঋষিতর্পণ, চৈত্রে হরির দোলযাত্রোৎসব, মাঘমাসে পবিত্র সলিলে স্নান, পুষ্যাতে আমর্দ্দকী ব্রত, শ্রাবণে রোহিণ্যষ্টমী এবং সঙ্গমে শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান না করে, সেই মূঢ়গণের যে কোথায় গতি হয়, তাহা আমি অবগত নহি। পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি-সংবাদে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে কার্ত্তিক মাস বৃথা অতিবাহন করে, সে করস্থ চিন্তামণিকে কর্দ্দম-সলিলে নিক্ষেপ করে। হে দ্বিজগণ! বিনা নিয়মে যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাস অতিবাহন করে, হরি তাহাদিগের প্রতি বিমুখ থাকেন, কেননা ঐ মাস হরির পরম প্রীতিপ্রদ। ১০।

বিশেষতঃ কার্ত্তিকস্নানদানাদি সৎকর্ম্মের নিত্যতা কথিত হইতেছে।—হে বৎস! যে

কিঞ্চ।— সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি যে রতা ন জনার্দ্দনে।
তেষাং সৌরিপুরে বাসঃ পিতৃভিঃ সহ নারদঃ॥ ১২॥

কিঞ্চ।—

কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো যস্তু ভক্তিভাবেন কেশবঃ। নরকং তে গমিষ্যন্তি যমদূতৈস্তু যন্ত্রিতাঃ॥১৩॥
জন্মকোটিসহস্রেষু মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভম্। কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো বিষ্ণুর্হারিতং তেন জন্ম বৈ।
বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্।
ন ভবেৎ কার্ত্তিকে যস্য হন্তি পুণ্যং দশাব্দিকম্॥ ১৪॥

অথ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যম্।

কার্ত্তিকস্য তু মাহাত্ম্যং প্রাক্ সামান্যেন লিখ্যতে।
ততো বিশেষতস্তত্র কর্ম্মদেশাদিভেদতঃ॥ ১৫॥

অথ সামান্যতঃ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে তত্রৈব।—

কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কোট্যংশেনাপি নার্হতি।
সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বদানেষু যৎ ফলম্॥ ১৬॥

পুল হে শ্রীনারদ॥১১॥ ন রতাঃ পূজাদিনা ন ভক্তাঃ, প্রীতিং ন কৃতবন্তো বা॥১২॥ ভক্তৌ ভাব একাগ্রতা তেনেত্যর্থঃ॥ ১৩॥ স্নানমিতি পাঠে স্নপনমিত্যর্থঃ। তেনাপি পূজৈব লক্ষ্যতে॥ ১৪॥
তত্র কার্ত্তিকে কর্ম্মাদিভেদেন যো বিশেষস্তেন। আদিশব্দাত্তীর্থাদি॥ ১৫॥

সমস্ত বিপ্র কার্ত্তিক মাসে দান, হোম, জপ, স্নান ও হরিব্রত সাধন না করে, তাহারা নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। আরও লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে দান, হোম, জপ অথবা ব্রতের অনুষ্ঠান না করে, তাহারা আত্মবঞ্চিত সন্দেহ নাই; এবং তাহারা কখন প্রার্থিত ফল প্রাপ্ত হয় না। ১১। আরও লিখিত আছে; হে দেবর্ষে! কার্ত্তিকমাস সমাগত হইলে যে সকল ব্যক্তি হরিতে রত না হয়, তাহারা পিতৃপুরুষ সহ শমননগরে অবস্থিতি করে। ১২। আরও লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ভক্তি সহকারে জনার্দ্দনের পূজা না করে, তাহারা শমনদূত কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া নিরয়ে গমন করিয়া থাকে। ১৩। সহস্রকোটি-জন্মান্তে পরমদুষ্প্রাপ্য মানব জন্ম লাভ করিয়া কার্ত্তিকমাসে হরির পূজা না করিলে তদীয় জন্মই বিফল। কার্ত্তিকমাসে হরির অর্চ্চনা, হরিকথা শ্রবণ ও হরিদর্শন যাহার ভাগ্যে না ঘটে, তৎকৃত দশবর্ষের পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ১৪।

অনন্তর কার্ত্তিকমাহাত্ম্য।—প্রথমে সামান্যতঃ কার্ত্তিকমাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে, তদনন্তর কার্য্যভেদে ও দেশাদিভেদে সবিস্তর কীর্ত্তিত হইবে। ১৫।

সামান্যতঃ কার্ত্তিকমাহাত্ম্য। স্কন্দপুরাণে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মনারদসংবাদেই লিখিত আছে, নখিলতীর্থস্নানজনিত ও যাবতীয় দানজনিত ফলও কার্ত্তিকফলের কোটি অংশের একাংশের

একতঃ সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ।
একতঃ পুষ্করে বাসঃ কুরুক্ষেত্রে হিমাচলে ॥
মেরুতুল্যসুবর্ণানি সর্ব্বদানানি চৈকতঃ।
একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে।
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং সত্যোক্তং তব নারদ ॥ ১৮ ॥
কার্ত্তিকং খলু বৈ মাসং সর্ব্বমাসেষু চোত্তমম্।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পাবনানাঞ্চ পাবনম্ ॥ ১৯ ॥
কিঞ্চ।—যথা নদীনাং বিপেন্দ্র শৈলানাঞ্চৈব নারদ।
পুণ্যং কার্ত্তিকমাসে তু যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে মুনে।
ন তস্যাস্তি ক্ষয়ো ব্রহ্মন্ পাপস্যাপ্যেবমেব চ ॥ ২০ ॥
ন কার্ত্তিকসমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্। ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ॥
কার্ত্তিকঃ প্রবরো মাসো বৈষ্ণবানাং প্রিয়ঃ সদা। কার্ত্তিকং সকলং বস্তু ভক্ত্যা সেবেত বৈষ্ণবঃ।
পিতৄনুদ্ধরতে সর্ব্বান্ নরকস্থান্ মহামুনে ॥ ২১ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব।—
দ্বাদশস্বপি মাসেষু কার্ত্তিকঃ কৃষ্ণবল্লভঃ। তস্মিন্ সংপূজিতো বিষ্ণুরল্পকৈরপ্যুপায়নৈঃ ॥
দদাতি বৈষ্ণবং লোকমিত্যেবং নিশ্চিতং ময়া। যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিতো জনৈঃ।
তস্যায়ং তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ ॥ দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।

কার্ত্তিকস্য কার্ত্তিককৃত্যমাহাত্ম্যস্য কোট্যংশানামেকেনাপ্যংশেন সর্ব্বতীর্থস্নানাদিফলং সমতাং নার্হতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বদা কলিকালাদাবপি ॥ ১৭ ॥ সত্যোক্তং সত্যমুক্তম্ ॥ ১৮ ॥
কার্ত্তিকম্ উত্তমং বিদ্ধীতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥ পাপস্যাপ্যেবমিতি কার্ত্তিকে কৃতস্য পাপস্য ক্ষয়ো

সদৃশ নহে। ১৬। হে তাত! একদিকে অখিল তীর্থ, সদক্ষিণ নিখিল যজ্ঞ, পুষ্করবাস, কুরুক্ষেত্র-বাস, হিমাচলবাস, মেরুতুল্য স্বর্ণদান ও নিখিল দান এবং অন্যদিকে হরিপ্রিয় কার্ত্তিক মাস স্থাপন করিলেও কার্ত্তিকই গুরুতর হয়।১৭ হে দেবর্ষে! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, হরির উদ্দেশে কার্ত্তিকমাসে যে কিছু পুণ্যের আচরণ করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হয়। ১৮। কার্ত্তিকমাস যাবতীয় মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুণ্যস্বরূপ এবং পবিত্র-সমূহের মধ্যেও পরম পবিত্র। ১৯। হে দ্বিজসত্তম! হে দেবর্ষে! যেরূপ নদী, গিরি ও সাগরের ক্ষয় নাই, সেইরূপ কার্ত্তিক-মাসে যে কিছু পুণ্য উপার্জ্জন করা যায় বা যে কিছু পাপ করা যায়, তাহাই অক্ষয় হয়। ২০। হে দ্বিজ! কার্ত্তিক মাসের সদৃশ মাস নাই, কৃতযুগের তুল্য যুগ নাই, বেদের সমান শাস্ত্র নাই, জাহ্নবী-সমান তীর্থ নাই; সুতরাং বৈষ্ণবগণের পক্ষে ঐ মাসই নিত্যপ্রিয়। হে মহর্ষে! যে বৈষ্ণব ভক্তিসহকারে সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাসে হরির উপাসনা করেন, তাঁহার দ্বারা নিখিল পিতৃগণ উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। ২১। পদ্মপুরাণের উক্ত স্থলেই লিখিত আছে যে, দ্বাদশমাসের মধ্যে

তত্রাপি দুর্ল্লভঃ কালঃ কার্ত্তিকো হরিবল্লভঃ॥ দীপেনাপি হি যত্রাসৌ প্রীয়তে হরিরীশ্বরঃ।
স্বগতিঞ্চ দদাত্যেব পরদীপপ্রবোধনাৎ॥ ২২॥

অথ তত্র ব্রতমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে তত্রৈব।—

ব্রতানামিহ সর্ব্বেষামেকজন্মানুগং ফলম্। কার্ত্তিকে তু ব্রতস্যোক্তং ফলং জন্মশতানুগম্ ॥২৩॥
অক্রূরতীর্থে বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিক্যাং সমুপোষ্য চ।
স্নাত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি তচ্ছ্রুত্বা বৈষ্ণবং ব্রতম্॥ ২৪।
বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে পুষ্করেঽর্ব্বুদে। গত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি ব্রতং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে॥
অনিষ্ট্বা চ সদা যজ্ঞৈর্ন কৃত্বা পিতৃভিঃ স্বধাম্। ব্রতেন কার্ত্তিকে মাসি বৈষ্ণবন্তু পদং ব্রজেৎ ॥২৫॥
প্রবৃত্তানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং কার্ত্তিকে নিয়মে কৃতে। অবশ্যং কৃষ্ণরূপত্বং প্রাপ্যতে মুক্তিদং শুভম্ ॥
কিঞ্চ।—
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা মুনিসত্তম। বিযোনিং ন ব্রজত্যেব ব্রতং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে॥

নাস্তীত্যর্থঃ। অতঃ কার্ত্তিকে যত্নতঃ সর্ব্বথা পাপং পরিহরণীয়মিতি ভাবঃ॥ ২০॥ অত্র শ্রীনারদ-শৌনকাদি-সংবাদে এব॥ ২১॥ উপায়নৈঃ উপচারৈঃ॥ ২২॥

ব্রতং কার্ত্তিককৃত্যনিয়মস্তস্য যৎ ফলং কার্ত্তিকব্রতোৎপন্নং পুণ্যং তজ্জন্মশতান্যনুগচ্ছতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে তু তথৈবার্থঃ॥ ২৩॥ বৈষ্ণবং ব্রতং কার্ত্তিকনিয়মং শ্রুত্বাপি তদাপ্নোতি ॥২৪॥ পিতৃভিঃ পিতৃভ্যঃ। যদ্যকরণাদিনা পাতিত্যং সূচিতং, তথাপি কার্ত্তিকব্রতেন বৈষ্ণবং পদং যাতি॥ ২৫॥ প্রবৃত্তানাং নিত্যং ভক্ষ্যমাণানামিত্যর্থঃ। নিয়মে সঙ্কোচে কিঞ্চিৎ ত্যাগে কৃতে সতীত্যর্থঃ।

কার্ত্তিকমাসই হরির প্রীতিপ্রদ। ঐ মাসে অল্পমাত্র উপচারেও ভগবান্ নিঃসন্দেহ সেই পূজককে হরিধাম সমর্পণ করেন। দামোদর যেরূপ সর্ব্বজন-সকাশে ভক্তবৎসল নামে প্রথিত, তদীয় এই কার্ত্তিকমাস তদ্রূপ, এই মাস অল্পকেও অধিক করিয়া থাকেন। দেহিগণের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর নরদেহই দুষ্প্রাপ্য; তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণবল্লভ কার্ত্তিকমাস অধিকতর দুষ্প্রাপ্য। এই কার্ত্তিক মাসে হরির উদ্দেশে প্রদীপমাত্র সমর্পণ করিলেও তাঁহার প্রীতি লাভ হয় এবং অন্যদত্ত দীপ উদ্দীপিত করিয়া দিলেও স্বগতি প্রাপ্ত হইতে পারে। ২২।

অনন্তর কার্ত্তিকব্রতমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, হে দেবর্ষে! যতপ্রকার ব্রত আছে, তৎ-সমস্তের ফল একজন্মমাত্র অনুগমন করে, কিন্তু কার্ত্তিকমাসকৃত ব্রতফল শত জন্ম যাবৎ অনুগামী হয়। ২৩। হে বিপ্রসত্তম! কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে অনাহারী থাকিয়া অক্রূর-তীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবব্রত শ্রবণ দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে।২৪। কাশীধাম, নৈমিষকানন, পুষ্কর ও অর্ব্বুদ তীর্থে গমন করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, কার্ত্তিকব্রত দ্বারা তাহা লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি কোনও কালেই যজ্ঞানুষ্ঠান করে নাই এবং যে ব্যক্তি কখনই পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে নাই, কার্ত্তিকব্রত করিলে সে ব্যক্তিও হরির পরম পদে গতি লাভ করে। ২৫। প্রত্যহ যাহা আহার

কিঞ্চ।— কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল স্বশক্ত্যা বৈষ্ণবং ব্রতম্।
যঃ করোতি যথোক্তন্তু মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥
সুপুণ্যে কার্ত্তিকে মাসি দেবর্ষিপিতৃসেবিতে।
ক্রিয়মাণে ব্রতে নৃণাং স্বল্পেঽপি স্যান্মহাফলম্॥

অথ তত্র কর্ম্মবিশেষমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে তত্রৈব। দানং দত্তং হুতং জপ্তং তপশ্চৈব তথা কৃতম্।
তদক্ষয়ং ফলং প্রোক্তং কার্ত্তিকে চ দ্বিজোত্তম॥

কিঞ্চ।— যৎ কিঞ্চিৎ কার্ত্তিকে দত্তং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য মানবৈঃ।
তদক্ষয়ং লভ্যতে বৈ অন্নদানং বিশেষতঃ॥ ২৬॥

কিঞ্চ।—যস্তু সংবৎসরং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
কার্ত্তিকে স্বস্তিকং কৃত্বা সমমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ২৭॥

কার্ত্তিকে যা করোত্যেবং কেশবালয়মণ্ডলম্। স্বর্গস্থা শোভতে সা তু কপোতী পক্ষিণী যথা॥
যঃ করোতি নরো নিত্যং কার্ত্তিকে পত্রভোজনম্। ন স দুর্গতিমাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥

কৃষ্ণরূপত্বং কৃষ্ণসারূপ্যং। মুক্তিদং সংসারদুঃখমোচনং। শুভং পরমমঙ্গলং সুখঘনমিত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে তু মুক্তিসাধকমিতি পাঠে মুক্তিঃ সাধিকা যস্য তৎ। যদ্বা অকার-প্রশ্লেষেণ অমুক্তিঃ কৃষ্ণে ন ত্যাগস্তৎসাধকম্। বিযোনিং কুজন্ম পাপৈরর্জ্জিতৈরপি ন প্রাপ্নোতি। দীয়ত ইতি দানমন্নাদি॥২৬॥ যশ্চ কার্ত্তিকে স্বস্তিকং কৃত্বা স্থিতঃ, কুর্য্যাদিতি বা পাঠঃ॥ ২৭॥

করা যায়, কার্ত্তিকমাসে তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিলে পরম মঙ্গলময় হরির সারূপ্য লাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই। আরও লিখিত আছে, হে ঋষিসত্তম! কার্ত্তিকব্রত করিলে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কাহাকেও বিযোনিতে দেহ ধারণ করিতে হয় না। আরও লিখিত আছে, হে ঋষিশার্দ্দূল! যিনি বিধানে কার্ত্তিকোক্ত বৈষ্ণবব্রত সাধন করেন, মোক্ষ তাঁহার করতগত জানিবে। দেবর্ষি-পিতৃগণ-নিষেবিত সুপবিত্র কার্ত্তিকব্রত অল্পপরিমাণে অনুষ্ঠিত হইলেও মহাফলপ্রদ হয়।

অনন্তর কার্ত্তিকমাসে কর্ম্মবিশেষের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে লিখিত আছে, হে বিপ্রসত্তম! কার্ত্তিকে অন্নাদিদান, হোম, জপ ও অপর যাহা কিছু করা যায়, তাহাই অক্ষয় বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। আরও লিখিত আছে, হরির উদ্দেশে কার্ত্তিকমাসে যাহা কিছু দান করা যায়, বিশেষতঃ যে অন্ন দান করা যায়, তাহাই অক্ষয়ফলপ্রদ হয়।২৬। আরও লিখিত আছে, কার্ত্তিকমাসে স্বস্তিকানুষ্ঠান করিলে সংবৎসরকৃত অগ্নিহোত্রযাগের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই।২৭। যে রমণী কার্ত্তিকমাসে হরিমন্দিরে মণ্ডল নির্ম্মাণ করেন, তিনি গগনচারিণী কপোতীর ন্যায় সুরপুরে বিরাজ করেন। কার্ত্তিকমাসে পত্র সেবন করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না। কার্ত্তিকমাসে পলাশপত্রে আহার করিলে আজন্মসঞ্চিত পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, যাবতীয় কামনা সিদ্ধ হয়, সর্ব্বতীর্থফল প্রাপ্ত হইতে পারে এবং

জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং মানবৈশ্চ কৃতং ভবেৎ। তৎ সর্ব্বং নাশমাপ্নোতি ব্রহ্মপত্রেষু ভোজনাৎ॥
সর্ব্বকামফলং তস্য সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ। ন বাপি নরকং পশ্যেদ্ব্রহ্মপত্রেষু ভোজনাৎ॥ ২৮॥
ব্রহ্ম চৈব স্মৃতঃ সাক্ষাৎ পলাশঃ সর্ব্বকামদঃ। মধ্যমং বর্জ্জিতং পত্রং শূদ্রস্য মুনিসত্তম।
ভুঙ্ক্তে নরকমাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ তিলদানং নদীস্নানং সৎকথা সাধুসেবনম্।
ভোজনং ব্রহ্মপত্রেষু কার্ত্তিকে মুক্তিদায়কম্॥ জাগরং কার্ত্তিকে মাসি যঃ করোত্যরুণোদয়ে।
দামোদরাগ্রে বিপ্রেন্দ্র গোসহস্র-ফলং লভেৎ॥ জাগরং পশ্চিমে যামে যঃ করোতি মহামুনে।

কার্ত্তিকে সন্নিধৌ বিষ্ণোস্তৎপদং করসংস্থিতম্॥ ২৯॥
সাধুসেবা গবাং গ্রাসঃ কথা বিষ্ণোস্তথার্চ্চনম্।
জাগরঃ পশ্চিমে যামে দুর্ল্লভঃ কার্ত্তিকে কলৌ॥ ৩০॥

কিঞ্চ।—জলধেনুসহস্রঞ্চ বৃষসংস্থে দিবাকরে।
তোয়ং দত্ত্বা যদাপ্নোতি স্নানং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে॥

সন্নিহত্যাং কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে। সূর্য্যবারেণ যৎ স্নানং তদেকাহেন কার্ত্তিকে॥
পিতৄনুদ্দিশ্য যদ্দত্তং কার্ত্তিকে কৃষ্ণবল্লভে। অন্নোদকং মুনিশ্রেষ্ঠ অক্ষয়ং জায়তে নৃণাম্॥৩১॥

কিঞ্চ।—গীতশাস্ত্রবিনোদেন কার্ত্তিকং যো নয়েন্নরঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ম্ময়া দৃষ্টা কলিপ্রিয়॥

কিঞ্চ।—প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসদ্মনি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলভাগী ভবেন্নরঃ॥

ব্রহ্ম পলাশবৃক্ষস্তস্য পত্রেষু॥ ২৮॥ পশ্চিমে অন্ত্যে। তস্য বিষ্ণোঃ পদং তস্য করসংস্থিতম্॥২৯॥
দুর্ল্লভঃ মহাভাগ্যেনৈব সিধ্যতীত্যর্থঃ॥ ৩০॥ সন্নিহত্যা নাম হ্রদস্তাং প্রাপ্যেত্যর্থঃ॥ ৩১॥ যব-

---

কদাচ নিরয় দর্শন করিতে হয় না। ২৮। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! পলাশতরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও সমস্ত কামপ্রদ। পলাশের মধ্যম পত্র ত্যাগ করা শূদ্রের কর্ত্তব্য; ঐ পত্রে আহার করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের রাজত্ব পর্য্যন্ত নরকে অবস্থিতি করিতে হয়। কার্ত্তিকমাসে তিলদান, নদী-স্নান, সৎকথা-শ্রবণ, সাধুগণের পরিচর্য্যা এবং ব্রহ্মপত্রে (পলাশপত্রে) আহার এই সমস্ত মোক্ষপ্রদ বলিয়া কথিত। হে বিপ্রসত্তম! কার্ত্তিমাসে অরুণোদয়কালে শ্রীহরির সমীপে জাগরণ করিলে গো-সহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মহর্ষে! কার্ত্তিকের শেষ প্রহরে হরির সমীপে জাগরণ করিলে হরিপদ করগত হয়। ২৯। হে দ্বিজ! সাধুগণের শুশ্রূষা, গোগ্রাস, হরিকথা-শ্রবণাদি, হরিপূজা ও শেষ যামে জাগরণ, কলিকালে কার্ত্তিকমাসে এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য। ৩০। আরও লিখিত আছে, বৃষরাশিগত ভাস্করে (জ্যৈষ্ঠমাসে) জলধেনু (দানার্থ কৃত্রিম ধেনু) ও জল দান করিলে যে পুণ্য হয়, কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিক-ব্রত দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। রবিবারে সূর্য্য-গ্রহণে কুরুক্ষেত্রে সন্নিহত্যা নামক হ্রদে স্নান করিলে যে ফল হয়, কার্ত্তিকমাসে এক দিনেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! হরিপ্রিয় কার্ত্তিকে পিতৃগণের উদ্দেশে অন্নজলাদি যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। ৩১। আরও লিখিত আছে, হে কলিপ্রিয় দেবর্ষে!

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্ত্তিকে পুরতো হরেঃ। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম্।
হরের্নাম-সহস্রাখ্যং গজেন্দ্রস্য চ মোক্ষণম্। কার্ত্তিকে পঠতে যস্তু পুনর্জ্জন্ম ন বিন্দতে।
কার্ত্তিকে পশ্চিমে যামে স্তবং গানং করোতি যঃ। বসতে শ্বেতদ্বীপে তু পিতৃভিঃ সহ নারদ॥
নৈবেদ্যদানেন তু হরেঃ কার্ত্তিকে যবসংখ্যয়া। যুগানি বসতে স্বর্গে তাবন্তি মুনিসত্তম॥ ৩২॥
অগুরুন্তু সকর্পূরং যো দহেৎ কেশবাগ্রতঃ। কার্ত্তিকে তু মুনিশ্রেষ্ঠ যুগান্তে ন পুনর্ভবঃ॥ ৩৩॥

কিঞ্চ।— নিয়মেন কথাং বিষ্ণোর্যে শৃণ্বন্তি চ ভাবিতাঃ।
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা কার্ত্তিকে গোশতং ফলম্॥ ৩৪॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ। শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে॥
শ্রেয়সা লোভবুদ্ধ্যা বা যঃ করোতি হরেঃ কথাম্। কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল কুলানাং তারয়েচ্ছতম্॥
নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ। নির্দ্দহেৎ সর্ব্বপাপানি যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ॥
ন তথা তুষ্যতে দানৈর্নযজ্ঞৈর্গোগজাদিকৈঃ। যথা শাস্ত্রকথালাপৈঃ কার্ত্তিকে মধুসূদনঃ।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল যঃ শৃণোতি হরেঃ কথাম্। স নিস্তরতি দুর্গাণি জন্মকোটিশতানি চ॥ ৩৫॥

মাত্রসংখ্যয়া যাবন্তি নৈবেদ্যানি তাবন্তি যুগানি। সিকৃথে'তি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ॥ ৩২॥ যুগান্তেঽপি সতি॥ ৩৩॥ ভাবিতা ভাবযুক্তাঃ। তেষাং গোশতদানফলং স্যাৎ॥ ৩৪॥ বিশেষতঃ কার্ত্তিকে সদ্ভিঃ সহ। ভগবৎকথামাহাত্ম্যমাহ সর্ব্বেতি পঞ্চভিঃ। দুর্গাণি আপদঃ॥ ৩৫॥ ভাগবতং

সংগীতশাস্ত্র-চর্চ্চা দ্বারা কার্ত্তিকমাস অতিবাহন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। আরও লিখিত আছে, যিনি কার্ত্তিকমাসে হরিমন্দির প্রদক্ষিণ করেন, পদে পদে তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর সম্মুখে ভক্তি সহকারে নৃত্য গীত ও বাদ্য করিলে অক্ষয় পদে গতি হয়। কার্ত্তিকমাসে যিনি হরির সহস্রনামস্তোত্র ও গজেন্দ্রমুক্তি অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। হে দেবর্ষে! কার্ত্তিকমাসের শেষ যামে হরিস্তুতি বা হরিগুণ গান করিলে পিতৃগণ সহ শ্বেতদ্বীপে বাস করিতে পারে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিকমাসে হরিকে যবনৈবেদ্য দান করিলে সেই নৈবেদ্যে যতগুলি যব থাকে, তত যুগ সুরপুরে বাস হয়।৩২। হে তাপসপ্রবর! যিনি কার্ত্তিকমাসে হরির সম্মুখে কর্পূরসংযুক্ত অগুরু দগ্ধ করেন, যুগান্তেও তাঁহাকে আর পুনরায় সংসারে দেহ ধারণ করিতে হয় না। আরও লিখিত আছে, যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে ভক্তিমান্ হইয়া হরিকথা শ্রবণ করেন, সেই কথা শ্লোকার্দ্ধ বা পাদমাত্র হইলেও শত গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩৪। হে মহর্ষে! সর্ব্বধর্ম্মবিসর্জ্জন পূর্ব্বক কার্ত্তিকমাসে হরির সম্মুখে পুণ্যস্বরূপ শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিবে। হে ঋষিশার্দ্দূল! কল্যাণবুদ্ধিতে বা লোভবুদ্ধিতে যে কোনরূপে হউক, কার্ত্তিকমাসে হরিকথা কীর্ত্তন করিলে শতকুল পরিত্রাণ হয়। যিনি প্রত্যহ শাস্ত্রচর্চ্চার দ্বারা কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করেন, তিনি নিখিল পাতক ভস্মীভূত করিয়া যজ্ঞাযুতফল লাভ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকমাসে হরি যেরূপ প্রীতি লাভ করেন, গো গজাদি দান ও যজ্ঞাদি দ্বারাও সেরূপ প্রীতি প্রাপ্ত হন না। হে ঋষিশার্দ্দূল! যিনি কার্ত্তিকমাসে হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাকে শতকোটি জন্মের দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না।৩৫।

যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে। অষ্টাদশপুরাণানাং কার্ত্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ॥৩৬॥

কিঞ্চ।—সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকান্নরঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ॥ ৩৭॥

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

কার্ত্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী হবিষ্যভুক্। পলাশপত্রং ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চ্চয়েৎ।
স সর্ব্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ। মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দনির্বৃতঃ॥ ৩৮॥

কিঞ্চ।—

কার্ত্তিকং সকলং মাসং প্রাতঃস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ। জপন্ হবিষ্যভুগ্ দান্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৩৯॥
কার্ত্তিকন্তু নরো মাসং যঃ কুর্য্যাদেকভোজনম্। শূরশ্চ বহুবীর্য্যশ্চ কীর্ত্তিমাংশ্চ স জায়তে॥৪০॥

কিঞ্চ।—পলাশপত্রভোজী চ কার্ত্তিকে পুরুষো নরঃ।
নিষ্পাপঃ স্যাত্তু নৈবেদ্যং হরের্ভুক্ত্বা বিমুচ্যতে।
মধ্যস্থমৈশ্বরং পত্রং বর্জ্জয়েদ্ব্রাহ্মণেতরঃ॥

কিঞ্চ।—অপরাধসহস্রাণি পাতকানি মহান্ত্যপি। ক্ষমতেঽস্য হরির্দ্দেবঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে প্রভুঃ॥
নৈবেদ্যং পায়সং বিষ্ণোঃ প্রিয়ং খণ্ডং ঘৃতান্বিতম্।
বিভজ্য তচ্চ ভুঞ্জানো যজ্ঞসাম্যং দিনে দিনে॥ ৪১॥

ভগবৎপরং ভাগবতীয়ং বেত্যর্থঃ॥৩৬॥ অতএব বিশেষতঃ সৎসঙ্গমাহাত্ম্যমাহ সর্ব্বানিতি॥ ৩৭॥ বিষ্ণুসদৃশঃ সারূপ্যাদিপ্রাপ্তেঃ॥ ৩৮॥ দান্তঃ জিতক্রোধাদিঃ॥ ৩৯॥ শূরঃ সর্ব্বশক্তিমান্। বহুবীর্য্যঃ মহাপরাক্রমঃ॥ ৪০॥ যজ্ঞসাম্যং যজ্ঞসমফলং লভত ইতি শেষঃ॥৪১॥

হে ঋষে! সযত্ন হইয়া কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ ভাগবতশ্লোক অধ্যয়ন করিলে অষ্টাদশপুরাণপাঠের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩৬। আরও লিখিত আছে, ইষ্টাপূর্ত্তাদি নিখিল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কার্ত্তিকমাসে মহতী ভক্তি সহকারে বৈষ্ণবগণ সহ অবস্থিতি করিতে হয়। ৩৭। পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থলেই লিখিত আছে, যিনি কার্ত্তিকমাসে ভূশয্যাশায়ী, ব্রহ্মচর্য্যবান্ ও হবিষ্যভোজী হইয়া পলাশপত্রে আহার পূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহার নিখিল পাপ ধ্বংস হয় এবং তিনি হরিসদৃশ ও ভজনানন্দে নির্বৃত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে হরিসমীপে আনন্দভোগ করেন। ৩৮। আরও লিখিত আছে যে, সমগ্র কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নায়ী, জিতেন্দ্রিয় জপনিষ্ঠ ও হবিষ্যভোজী হইয়া থাকিলে সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। ৩৯। যিনি সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাস একভক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহাপরাক্রমশালী ও কীর্ত্তিশালী হইয়া দেহ ধারণ করেন। ৪০। আরও লিখিত আছে, যিনি কার্ত্তিক মাসে পলাশপত্রে করিয়া হরির নৈবেদ্য সেবন করেন, তাঁহার পাপরাশি বিদূরিত হয় এবং তিনি মুক্তি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিরা পলাশ পত্রের মধ্যপত্র ত্যাগ করিবে; কেন না, ঐ পত্র ঐশ্বর (রুদ্র কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত)। আরও লিখিত আছে, কার্ত্তিকমাসে দেবদেব জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলে ভগবান্ সহস্র সহস্র অপরাধ ও মহাপাপপুঞ্জ ক্ষমা করেন। যিনি কার্ত্তিকমাসে হরিপ্রিয় খণ্ড ও সঘৃত পায়স নৈবেদ্য হরিকে

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণসত্যা-সংবাদে।—

স্নানং জাগরণং দীপং তুলসীবনপালনম্। কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বন্তি তে নরা বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ ॥৪২॥
ইত্থং দিনত্রয়মপি কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বতে। দেবানামপি তে বন্দ্যাঃ কিং যৈরাজন্ম তৎ কৃতম্॥

তত্রৈব কার্ত্তিকব্রতাঙ্গানি।

হরিজাগরণং প্রাতঃ-স্নানং তুলসিসেবনম্। উদ্যাপনং দীপদানং ব্রতান্যেতানি কার্ত্তিকে॥
পঞ্চভির্ব্রতকৈরেভিঃ সম্পূর্ণং কার্ত্তিকে ব্রতী। ফলমাপ্নোতি তৎ প্রোক্তং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥
বিষ্ণোঃ শিবস্য বা কুর্য্যাদালয়ে হরিজাগরম্। কুর্য্যাদশ্বত্থমূলে বা তুলসীনাং বনেষু চ॥
আপদ্গতো যদাপ্যম্ভো ন লভেৎ সবনায় সঃ। ব্যাধিতো বা পুনঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্নামাপমার্জ্জনম্॥
উদ্যাপনং বিধিং কর্ত্তুমশক্তো যো ব্রতে স্থিতঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা ব্রতসম্পূর্ণহেতবে॥
অভাবে তুলসীনাঞ্চ পূজয়েদ্বৈষ্ণবং দ্বিজম্। সর্ব্বাভাবে ব্রতী কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
সেবাং বা বোধিবটয়োর্ব্রতসম্পূর্ণহেতবে॥

স্কান্দে তত্রৈব।— অথ তত্র দীপদানমাহাত্ম্যম্।

কল্পকোটিসহস্রাণি পাতকানি বহূন্যপি। নিমেষার্দ্ধেন দীপস্য বিলয়ং যান্তি কার্ত্তিকে ॥৪৩॥

স্নানং জাগরণং নিত্যং রাত্র্যন্ত্যযামবিষয়কম্। বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ বিষ্ণুসারূপ্যং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ॥ ৪২॥
কল্পকোটিসহস্রাণি ব্যাপ্য যানি পাতকানি। কৃত্বা ইতি পাঠে স্থিতাস্তেতি শেষঃ। বহূনি

নিবেদন পূর্ব্বক সেবন করেন, তিনি দিনে দিনে যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন। ৪১। স্কন্দপুরাণে কৃষ্ণসত্যভামাসংবাদে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিক মাসে স্নান, জাগরণ, দীপদান এ তুলসী-কাননরক্ষা এই সকল কার্য্য করিলে মানব হরি-সারূপ্য লাভ করে। ৪২। আজীবন এইরূপ নিয়ম রক্ষা করার কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে দিনত্রয়মাত্রও এই নিয়ম রক্ষা করেন, তাহারা সুরগণবন্দনীয় হন।

অনন্তর কার্ত্তিকব্রতের অঙ্গসমূহ।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, হরির উদ্দেশে জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসীসেবা, উদ্যাপন ও দীপার্পণ, এই সমস্তই কার্ত্তিকমাসের কর্ত্তব্য ব্রত। ব্রতী জন কার্ত্তিকমাসে এই পাঁচটী ব্রত সম্পাদন করিলে ভুক্তিমুক্তি-ফল লাভ করিতে পারেন। হরি-মন্দিরে, শিবমন্দিরে, অশ্বত্থমূলে অথবা তুলসীকাননে হরিজাগরণ করিবে। আপন্ন হইয়া স্নানার্থ জল প্রাপ্ত না হইলে কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত থাকিলে হরিনাম দ্বারা আপোমার্জ্জন (সলিলস্পর্শ) করিবে। ব্রতস্থ হইয়া উদ্যাপন করিতে অক্ষম হইলে ব্রতসম্পূর্ণার্থ শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। কার্ত্তিকমাসে দীপদানে অক্ষম হইলে অন্যদত্ত দীপ উদ্দীপিত করিয়া দিবে কিংবা সযত্নে সমীরাদি হইতে সেই দীপসমূহের রক্ষা বিধান করিবে। তাহারও অভাব হইলে তুলসী, বৈষ্ণব ও দ্বিজাতির অর্চ্চনা করিবে। যদি তৎসমস্তেরও অভাব হয়, তবে ব্রতসম্পূর্ণার্থ দ্বিজ, গো, অশ্বত্থ ও বটতরুর সেবা করিবে।

অনন্তর দীপদান-মাহাত্ম্য।—স্কন্দ-পুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে, যিনি কোটি সহস্র পাতকে পাতকী হইয়াও কার্ত্তিকমাসে হরিমন্দিরে নিমেষার্দ্ধের জন্যও দীপ দান করেন, তিনি

কিঞ্চ।—শৃণু দীপস্য মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকে কেশবপ্রিয়ম্।
দীপদানেন বিপ্রেন্দ্র ন পুনর্জায়তে ভুবি॥

রবিগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নর্ম্মদায়াং শশিগ্রহে। তৎ ফলং কোটিগুণিতং দীপদানেন কার্ত্তিকে॥
ঘৃতেন দীপকো যস্য তিলতৈলেন বা পুনঃ। জ্বলতে মুনিশার্দ্দূল অশ্বমেধেন তস্য কিম্।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং শৌচহীনং জনার্দ্দনে। সর্ব্বং সম্পূর্ণতাং যাতি কার্ত্তিকে দীপদানতঃ॥ ৪৪॥
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈঃ কৃতং তীর্থাবগাহনম্। দীপদানং কৃতং যেন কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
তাবদ্গর্জ্জন্তি পুণ্যানি স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে। যাবন্ন জ্বলতে জ্যোতিঃ কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ॥৪৫॥
শ্রূয়তে চাপি পিতৃভির্গাথা গীতা পুরা দ্বিজ। ভবিষ্যতি কুলেঽস্মাকং পিতৃভক্তঃ সুতো ভুবি।
কার্ত্তিকে দীপদানেন যস্তোষয়তি কেশবম্। মুক্তিং প্রাপ্স্যামহে নূনং প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ॥
কিঞ্চ।—মেরুমন্দরমাত্রাণি কৃত্বা পাপান্যশেষতঃ।
দহতে নাত্র সন্দেহো দীপদানাত্তু কার্ত্তিকে॥
গৃহে বায়তনে বাপি দীপং দদ্যাচ্চ কার্ত্তিকে। পুরতো বাসুদেবস্য মহাফলবিধায়িনঃ॥ ৪৬॥
স জাতো মানুষে লোকে স ধন্যঃ স চ কীর্ত্তিমান্।
প্রদত্তঃ কার্ত্তিকে মাসি দীপো বৈ মধুহাগ্রতঃ॥

মহান্ত্যপি বিবিধান্যপীতি বা। ৪৩॥ কুরুক্ষেত্রাদৌ বিষয়ে রবিগ্রহাদৌ দানাদিনা যৎ ফলম্। মন্ত্রহীনং জনার্দ্দনে যৎ কর্ম্ম তৎ। যদ্বা জনার্দ্দনে দীপদানত ইতি সম্বন্ধঃ॥ ৪৪॥ জ্যোতিঃ দীপঃ॥৪৫॥ আয়তনে দেবালয়ে। বাসুদেবস্য পুরতো দীপং দদ্যাৎ। মহাফলং বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি-

---

নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হন। ৪৩। আরও লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্তম! কার্ত্তিক মাসে হরিপ্রিয় দীপদানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, অবধান কর। এই মাসে হরিমন্দিরে দীপদান করিলে আর ধরাধামে পুনরাগমন করিতে হয় না। সূর্য্যগ্রহণ-কালে কুরুক্ষেত্রে এবং চন্দ্রগ্রহণে নর্ম্মদাতীর্থে দানাদি করিলে যে পুণ্য হয়, কার্ত্তিক মাসে দীপদান করিলে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ পুণ্য উপার্জ্জন করিতে পারে। যাহার প্রদত্ত ঘৃতদীপ বা তিলতৈলদীপ হরিমন্দিরে প্রজ্বলিত হয়, হে ঋষিশার্দ্দূল! সে ব্যক্তির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার আবশ্যক কি? কার্ত্তিকমাসে হরিকে দীপদান করিলে মন্ত্রবর্জ্জিত ও শৌচবর্জ্জিত কর্ম্মও সম্পূর্ণ হয়। ৪৪। যিনি কার্ত্তিক মাসে হরির সম্মুখে দীপ দান করেন, নিখিল তীর্থস্নান ও নিখিল যজ্ঞ তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে জানিবে। যাবৎ কার্ত্তিকমাসে হরির সম্মুখে দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দেওয়া না যায়, তাবৎকালই পুণ্যসমূহ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে গর্জ্জন করিতে থাকে। ৪৫। হে ব্রহ্মন্! পুরাকাল হইতেই পিতৃগণ এই গাথা গান করিয়া থাকেন যে, যদি আমাদের বংশে ভূমণ্ডলে এরূপ সন্ততি জন্মে, যে কার্ত্তিকমাসে দীপ দান দ্বারা হরির প্রীতি সমুৎপাদন করে, তাহা হইলে আমরা জনার্দ্দনের প্রসাদে অবশ্য মুক্তিভাগী হইব। আরও লিখিত আছে, মন্দরগিরিসদৃশ অসংখ্য পাপ করিয়াও কার্ত্তিকমাসে দীপ দান করিলেই নিঃসন্দেহ নিখিল পাতকের বিমোচন হয়। কর্ত্তিকমাসে হরিগৃহে বা তাঁহার পুরোভাগে দীপ দান

নিমিষার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেণ দীপদানেন কার্ত্তিকে। ন তৎ ক্রতুশতৈঃ প্রাপ্যং ফলং তীর্থশতৈরপি॥
সর্ব্বানুষ্ঠানহীনোঽপি সর্ব্বপাপরতোঽপি সন্। পূয়তে নাত্র সন্দেহো দীপং দত্ত্বা তু কার্ত্তিকে॥
তন্নাস্তি পাতকং কিঞ্চিত্ত্রিষু লোকেষু নারদ। যন্ন শোধয়তে দীপঃ কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ॥
পুরতো বাসুদেবস্য দীপং দত্ত্বা তু কার্ত্তিকে। প্রাপ্নোতি শাশ্বতং স্থানং সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতম্॥
যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি কর্পূরেণ তু দীপকম্। দ্বাদশ্যাঞ্চ বিশেষেণ তস্য পুণ্যং বদামি তে॥
কুলে তস্য প্রসূতা যে যে ভবিষ্যন্তি নারদ। সমতীতাশ্চ যে কেচিদ্যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
ক্রীড়িত্বা সুচিরং কালং দেবলোকে যদৃচ্ছয়া। তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ॥

কিঞ্চ।—

দ্যূতব্যাজেন বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিকে কেশবালয়ম্। দ্যোতয়েদ্যো মহাভাগ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্॥
কার্ত্তিকে দীপদানন্তু কুর্য্যাদ্যো বৈষ্ণবালয়ে। ধনং পুত্রো যশঃ কীর্ত্তির্ভবেত্তস্য চ সর্ব্বদা॥ ৪৭॥
যথা চ মথনাদ্বহ্নিঃ সর্ব্বকাষ্ঠেষু দৃশ্যতে। তথা চ দৃশ্যতে ধর্ম্মো দীপদানে ন সংশয়ঃ॥ ৪৮॥

লক্ষণং তদ্বিধায়িন ইতি দীপদানমাহাত্ম্যং সূচিতং॥ ৪৬॥ নিমিষার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেণ যৎ স্যাৎ। ৪৭॥ ইদানীং মাহাত্ম্যদ্বারৈব নিত্যতামভিপ্রৈতি যথেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বকাষ্ঠেষু স্থিতোঽপি বহ্নির্যথা মথনাদেব দৃশ্যতে প্রকটো ভবতি, তথা সর্ব্বকর্ম্মসু স্থিতোঽপি ধর্ম্মো দীপদানে সত্যেব দৃশ্যতে, নান্যথা অত্র চ সংশয়ো নাস্তি; অতো দীপদানং বিনা সর্ব্বধর্ম্মো বিফলঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

করিলে মহাফল লাভ হয়। ৪৬। যিনি কার্ত্তিকমাসে কেশবের সম্মুখে দীপ দান করেন, তিনি ভূমণ্ডলে ধন্য ও কীর্ত্তিশালী হইয়া অবতীর্ণ হন। কার্ত্তিকে নিমেষমাত্র বা নিমেষার্দ্ধ কালের জন্যও হরিমন্দিরে দীপ প্রদান করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, শত শত যজ্ঞ দ্বারা বা শত শত তীর্থসেবা দ্বারাও সে পুণ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বানুষ্ঠানরহিত ও সর্ব্বপাপে পাপী হইয়াও কার্ত্তিকমাসে দীপদান করিলে নিঃসন্দেহ পবিত্র হইতে পারে। হে দেবর্ষে! ত্রিভুবনে তাদৃশ কোন পাপ দৃষ্ট হয় না, যাহা কার্ত্তিকমাসে হরির সম্মুখে দীপদান দ্বারা ধ্বংস না হয়। হে তাপস! যিনি কার্ত্তিকমাসে হরির পুরোভাগে দীপ দান করেন, তিনি সর্ব্ববাধারহিত নিত্য-পদ লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাসে বা কেবলমাত্র দ্বাদশীদিনে সকর্পূর দীপ অর্পণ করে, তাঁহার যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, তাহা বলিতেছি, অবধান কর। হে দেবর্ষে! সকর্পূর দীপদান করিলে সেই দীপদাতার বংশে যে সকল ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, ভবিষ্যতে যাহারা উৎপন্ন হইবে এবং যেসকল ব্যক্তি অতীত হইয়াছে ও যাহাদের সংখ্যা নাই, তাহারা সকলেই চিরদিন স্বেচ্ছাবশে সুরধামে বিহার পূর্ব্বক হরির কৃপায় মোক্ষ লাভ করে। আরও লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্তম! কার্ত্তিকমাসে দ্যূতক্রীড়াচ্ছলেও হরিমন্দির আলোকিত করিলে তদ্দ্বারা স্বীয় সপ্তকুল পবিত্র হয়। যিনি কার্ত্তিকমাসে হরিমন্দিরে দীপ দান করেন, তিনি নিরন্তর ধন, সন্তান, যশঃ ও কীর্ত্তিভাগী হন। ৪৭। কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যেরূপ তাহাতে অগ্নি দেখা যায়, সেইরূপ দীপ দান করিলেও নিঃসন্দেহ ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। ৪৮।

কিঞ্চ।—

নির্ধনেনাপি বিপ্রেন্দ্র কৃত্বা বৈ চাত্মবিক্রয়ম্। কর্ত্তব্যং দীপদানন্তু যাবৎ কার্ত্তিকপূর্ণিমা ॥৪৯॥

বৈষ্ণবো ন স মন্তব্যঃ সংপ্রাপ্তে কার্ত্তিকে মুনে। যো ন যচ্ছতি মূঢ়াত্মা দীপং কেশবসদ্মনি ॥৫০

নারদীয়ে শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে।—

একতঃ সর্ব্বদানানি দীপদানানি চৈকতঃ। কার্ত্তিকে ন সমং প্রোক্তং দীপাদো হ্যধিকঃ স্মৃতঃ ॥৫১॥

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

কার্ত্তিকেঽখণ্ডদীপং যো দদাতি হরিসন্নিধৌ। দিব্যকান্তি-বিমানাগ্রে রমতে স হরেঃ পুরে ॥৫২॥

স্কান্দে তত্রৈব।— অথ তত্র পরদীপপ্রবোধনমাহাত্ম্যম্।

পিতৃপক্ষেঽন্নদানেন জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ে চ বারিণা। কার্ত্তিকে তৎ ফলং পুংসাং পরদীপপ্রবোধনাৎ ॥

বোধনাৎ পরদীপস্য বৈষ্ণবানাঞ্চ সেবনাৎ। কার্ত্তিকে ফলমাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥৫৩॥

দীয়মানন্তু যে দীপং বোধয়ন্তি হরেগৃর্হে। পরেণ নৃপশার্দ্দূল নিস্তীর্ণা যমযাতনা ॥ ৫৪ ॥

ন তত্তবতি বিপেন্দ্র ইষ্টৈরপি মহামখৈঃ। কার্ত্তিকে যৎ ফলং প্রোক্তং পরদীপপ্রবোধনাৎ।

একাদশ্যাং পরৈর্দ্দত্তং দীপংপ্রজ্বাল্য মূষিকা। মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্য পরাং গতিমবাপ সা ॥৫৫

আত্মবিক্রয়ং কৃত্বা বেতনাদিকং কৃত্বাপি ॥৪৯॥ বৈষ্ণবানাং চৈতদাবশ্যকমিত্যাহ বৈষ্ণব ইতি ॥৫০ এতৎ কর্ম্মদ্বয়ং সমং ন প্রোক্তং ব্রহ্মাদিভিঃ ॥ ৫১ ॥ অখণ্ডদীপো রাত্রিং দিনমবিচ্ছেদেন যো জ্বলতি তং ॥ ৫২ ॥ অস্তু তাবদ্দীপদানমাহাত্ম্যং কার্ত্তিকে পরদীপপ্রবোধনেনাপি কৃতার্থতা স্যাদিত্যাহ পিতৃপক্ষ ইতি পঞ্চভিঃ ॥৫৩॥ পরেণ দীয়মানং ॥৫৪॥ তৎফলং সাক্ষাদ্দৃষ্টমেবাস্তীত্যাহ একাদশ্যামিতি। অয়মিতিহাসশ্চ পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধ এব ॥ ৫৫ ॥

আরও লিখিত আছে,হে দ্বিজসত্তম! ধনহীন হইলেও আত্মবিক্রয় দ্বারা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে দীপ প্রদান করিবে। ৪৯। হে ঋষে! কার্ত্তিকমাসে হরিমন্দিরে দীপদান না করিলে সেই মূর্খ বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ৫০। নারদপুরাণে রুক্মাঙ্গদমোহিনী-সংবাদে লিখিত আছে, একদিকে নিখিল দান এবং অন্য দিকে কার্ত্তিক-দীপদান স্থাপন করাতে উহা তুল্য না হইয়া দীপদানই গুরুতর হইল। ৫১। পদ্মপুরাণে পূর্ব্বোক্ত স্থলেই লিখিত আছে, যিনি কার্ত্তিকমাসে জনার্দ্দনের সমক্ষে অখণ্ড (অহোরাত্রব্যাপী) দীপ প্রদান করেন, তিনি দিব্যকান্তিপূর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক হরিধামে গিয়া ক্রীড়া করেন। ৫২।

অতঃপর পরদীপ-প্রবোধন-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, পিতৃপক্ষে অন্নদান করিলে এবং জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়মাসে সলিলদান করিলে যে পুণ্য হয়, কার্ত্তিকমাসে (হরির উদ্দেশে প্রদত্ত) পরদীপ উদ্দীপিত করিয়া দিলেও সেই ফল লাভ করিতে পারে। কার্ত্তিকমাসে পরদত্ত দীপ উদ্বোধিত করিয়া দিলে এবং বৈষ্ণবের শুশ্রূষা করিলে রাজসূয়ফল ও অশ্বমেধ-জনিত পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।৫৩। হে রাজশার্দ্দূল! কার্ত্তিকমাসে হরিমন্দিরে অন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত দীপ উদ্দীপিত করিয়া দিলে আর যামী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ৫৪ হে দ্বিজসত্তম! কার্ত্তিকমাসে পরদত্ত দীপ উদ্বোধিত করিয়া দিলে যে ফল হয়,

স্কান্দে তত্রৈব। — অথ শিখরদীপমাহাত্ম্যম্।

যদা যদা ভাসয়তে দীপকঃ কলসোপরি। তদা তদা মুনিশ্রেষ্ঠ দ্রবতে পাপসঞ্চয়ঃ। ৫৬॥

যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যো মহীমুদধিমেখলাম্। হরেঃ শিখরদীপস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্।

যো দদাতি গবাং কোটিং ক্ষীরসংযুতাম্। হরেঃ শিখরদীপস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্॥ ৫৭॥

সর্ব্বস্বদানং কুরুতে বৈষ্ণবানাং মহামুনে। কেশবোপরি দীপস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্॥৫৮॥

কিঞ্চ। যঃ করোতি পরং দীপং মূল্যেনাপি মহামুনে। শিখরোপরি মধ্যে চ কুলানাং তারয়েচ্ছতম্॥

বিমানং জ্যোতিষা দীপ্তং যে নিরীক্ষন্তি কার্ত্তিকে। কেশবস্য মহাভক্ত্যা কুলে তেষাং ন নারকী॥৫৯

দিবি দেবা নিরীক্ষন্তে বিষ্ণুদীপপ্রদং নরম্। কদা ভবিষ্যত্যস্মাকং সঙ্গমঃ পুণ্যকর্ম্মণা॥

কার্ত্তিকে কার্ত্তিকীং যাবৎ প্রাসাদোপরি দীপকম্। যো দদাতি মুনিশ্রেষ্ঠ তস্যেন্দ্রত্বং ন দুর্লভম্॥৬০

কলসো যঃ প্রাসাদোপরি ভাসয়তে দিশঃ প্রকাশয়তি। স্বার্থে বা ইন্ ভাসত ইত্যর্থঃ॥ ৫৬॥ কলাং অংশং নার্হতি তৎসদৃশমপি ফলং নাপ্নোতীত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ৫৭ ॥ বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবেভ্যঃ॥ ৫৮ ॥ অস্তু তাবচ্ছিখরদীপস্য দানমাহাত্ম্যং তদ্দর্শনাদপি কৃতার্থতা স্যাদিত্যাহ বিমানমিতি। কেশবস্য বিমানং বিমানবদাকাশগমুচ্চতরং প্রাসাদমিত্যর্থঃ॥ ৫৯॥ অতএব দিবি স্থিতা নিরীক্ষন্তে। পুণ্যকর্ম্মণা দীপদানেন নরেণ সহ॥ ৬০ ॥

ইষ্টাদি মহাযজ্ঞ সাধনেও সে ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কোন মূষিকা একাদশী-দিনে অনুদ্দত্ত দীপ উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিল বলিয়া দুষ্প্রাপ্য নরজন্ম প্রাপ্ত হয় এবং অন্তিমে পরমা গতি লাভ করিয়াছিল। ৫৫।

অনন্তর শিখরদীপ মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, হে তাপসপ্রবর! হরিনিকেতনের উপরিস্থিত কুম্ভের উপর দীপ যত দিক্ আলোকিত করে, ততই পাতকরাশি দ্রবীভূত হইয়া যায়। দ্বিজাতি-করে আসমুদ্র বসুমতী দান করিলে যে ফল হয়, তাহা জনার্দ্দনের শিখরদীপদানজনিত ফলের ষোড়শ ভাগেরও সদৃশ নহে। কোটিসংখ্য সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু দান করিলে যে ফল হয়, তাহা হরির শিখর-দীপদানজনিত ফলের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সদৃশ নহে। ৫৭। হে মহর্ষে! বৈষ্ণবগণকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলে যে ফল হয়, তাহা কেশবের শিখরদীপ-দান-জনিত পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশেরও সদৃশ নহে। ৫৮। আরও লিখিত আছে, হে মহর্ষে! মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক শিখরদীপ বা হরি-নিকেতনমধ্যে দীপ দিলেও শত কুল পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। হে দ্বিজসত্তম! শিখর-দীপ-দানের মাহাত্ম্য দূরে থাকুক, ভক্তিমান্ হইয়া কার্ত্তিক মাসে একমাত্র জ্যোতিঃ দ্বারা সমুদ্ভাসিত বিমানতুল্য হরিমন্দির দেখিলেই সেই দর্শকের বংশে কেহ নরকে গমন করে না। যিনি হরিমন্দিরে দীপদান করেন, সুরপুরবাসীরা তাঁহাকে এই জ্ঞানে দর্শন করেন যে, কবে এই পুণ্যবানের সহিত আমাদিগের মিলন হইবে? হে তাপসপ্রবর! কার্ত্তিকমাসে পৌর্ণমাসী যাবৎ হরিমন্দিরের উপরিভাগে দীপ দান করিলে সেই দাতার পক্ষে ইন্দ্রপদ-প্রাপ্তিও দুর্লভ নহে। ৬০।

স্কান্দে তত্রৈব।— অথ তত্র দীপমালামাহাত্ম্যম্।

দীপপঙ্‌ক্তেশ্চ রচনাং সবাহ্যাভ্যন্তরে হরেঃ। বিষ্ণোর্বিমানে কুরুতে স নরঃ শঙ্খচক্রধৃক্ ॥৬১॥
দীপপঙ্‌ক্তেশ্চ রচনাং কুরুতে কেশবালয়ে। তস্যান্বয়ে প্রসূতানাং লক্ষাণাং নরকং ন হি ॥
বিষ্ণোর্বিমানং দীপাঢ্যং সবাহ্যাভ্যন্তরে মুনে। দীপদ্যোতকরে মার্গে তেন প্রাপ্তং পরং পদম্ ॥৬২

ভবিষ্যে চ।—

যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি শোভনাং দীপমালিকাম্। প্রবোধে চৈব দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাং বিশেষতঃ।
সূর্য্যাযুতপ্রকাশস্তু তেজসা ভাসয়ন্ দিশঃ। তেজোরাশি-বিমানস্থো জগদুদ্দ্যোতয়ংস্ত্বিষা।
যাবৎ প্রদীপসংখ্যা তু ঘৃতেনাপূর্য্য বোধিতা। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৬৩ ॥

অথ আকাশদীপমাহাত্ম্যম্।

পাদ্মে তত্রৈব।—

উচ্চৈঃপ্রদীপমাকাশে যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ। সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥
বিষ্ণুকেশবমুদ্দিশ্য দীপং দদ্যাত্তু কার্ত্তিকে। আকাশস্থং জলস্থঞ্চ শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্ ॥
ধনং ধান্যং সমৃদ্ধিশ্চ পুত্রবানীশ্বরো গৃহে। লোচনে চ শুভে তস্য বিদ্বানপি চ জায়তে ॥ ৬৪ ॥

কিঞ্চ।—

বিপ্রবেশ্মনি যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি দীপকম্। অগ্নিষ্টোমফলং তস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ। বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারে গহনেষু চ।
দীপদানাদ্ধি সর্ব্বত্র মহাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৫ ॥

সবাহ্যাভ্যন্তরে বিমানস্য বহিরন্তশ্চেত্যর্থঃ। শঙ্খচক্রধৃক্‌সারূপ্যং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ দীপাঢ্যং যেন কৃতমিতি শেষঃ ॥৬২॥ বোধিতা প্রজ্বালিতা। বোধিতানাং প্রদীপানাং যাবতী সংখ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

অস্যাপি যৎ ফলং তৎ শৃণুত। ভো বিপ্রাঃ ॥ ৬৪॥ এবমাকাশে জলদীপদানমাহাত্ম্যং লিখিত্বা

অনন্তর দীপমালা-মাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে, বিষ্ণুমন্দিরের মধ্যে ও বহির্দ্দেশে দীপমালা রচনা করিলে হরিসারূপ্য লাভ হয়। ৬১। হরিমন্দিরে দীপমালা রচনা করিলে সেই রচকের কুলজ শত লক্ষ পুরুষকেও নারকী হইতে হয় না। যিনি হরিবিমানের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে দীপমালা প্রদান করেন,তিনি সেই দীপালোকিত পথে হরির পরম পদে গমন করিয়া থাকেন। ৬২। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, যিনি কার্ত্তিক মাসে বিশেষতঃ হরির উত্থানসময়ে দ্বাদশীতে অথবা একাদশীদিনে মনোহর দীপপঙ্‌ক্তি রচনা করেন, তিনি আদিত্যাযুততুল্য প্রভাশালী হইয়া তেজোদ্বারা চতুর্দ্দিক্ প্রদীপিত করত তেজঃপুঞ্জবান্ বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজকান্তি সমূহ দ্বারা জগৎ সমুদ্ভাসিত করেন। সেই ব্যক্তি ঘৃতযোগে যতসংখ্য দীপ প্রজ্বালিত করেন, দীপসংখ্যানুসারে তত সহস্রবর্ষ বিহার করিয়া থাকেন। ৬৩।

অনন্তর আকাশদীপ-মাহাত্ম্য।—পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে,কার্ত্তিকমাসে গগনতলে উচ্চভাবে দীপ দিলে স্বীয় নিখিল কুল পরিত্রাণপূর্ব্বক হরিধাম প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিক

আকাশদীপদানমন্ত্রঃ।

তত্রৈব।—

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ। প্রদীপস্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥ ৬৬॥

অথ দেশবিশেষে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যবিশেষঃ।

পাদ্মে তত্রৈব।—

যত্র কুত্রাপি দেশে যঃ কার্ত্তিকঃ স্নানদানতঃ। অগ্নিহোত্রসমফলঃ পূজায়াঞ্চ বিশেষতঃ।
কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণো গঙ্গায়াঞ্চাপি তৎসমঃ। ততোঽধিকঃ পুষ্করে স্যাদ্দ্বারকায়াঞ্চ ভার্গব।
কৃষ্ণসালোক্যদো মাসঃ পূজাস্নানৈশ্চ কার্ত্তিকঃ॥ ৬৭॥
অন্যাঃ পূর্য্যস্তৎসমানা মুনয়ো মথুরাং বিনা। দামোদরত্বং হি হরেস্তত্রৈবাসীদ্যতঃ কিল॥৬৮॥
মথুরায়াং ততস্তোর্জ্জে বৈকুণ্ঠপ্রীতিবর্দ্ধনঃ। কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পরমাবধিরিষ্যতে॥ ৬৯॥

আদিশব্দলিখনেন গৃহীতং ব্রাহ্মণগৃহাদৌ দীপদানমাহাত্ম্যং লিখতি বিপ্রেতি দ্বাভ্যাং। রথ্যাসু রাজমার্গেষু॥ ৬৫॥

তুলায়াং কার্ত্তিকে। লোলয়া লক্ষ্ম্যা। যদ্বা লক্ষ্ম্যংশকত্বাভিপ্রায়েণ প্রেমবিশেষেণ বা চঞ্চলয়া, অকারপ্রশ্লেষেণ বা ধীরয়া শ্রীরাধয়া সহ সহিতায়॥ ৬৬॥

ভার্গব হে শৌনক! দ্বারকায়াঞ্চ কৃষ্ণসালোক্যদঃ॥ ৬৭॥ হে মুনয়ঃ! অন্যা অযোধ্যাদয়ঃ। তত্র মথুরায়াংকার্ত্তিকে চ॥৬৮॥ বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিঃ প্রেমা তস্য বর্দ্ধনঃ অতিশয়েনোৎপাদকঃ।

মাসে হরির উদ্দেশে গগনপটে অথবা সলিলমধ্যে দীপ দান করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়,তাহা অবধান কর। এই প্রকারে যিনি দীপ দান করেন, তিনি ধন-ধান্যবান্, সমৃদ্ধিশালী, পুত্রবান্ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হন এবং তদীয় নেত্রযুগল কল্যাণময় হয় ও তিনি বিদ্বান্ হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।৬৪। সুধীগণ বলিয়াছেন যে, কার্ত্তিক মাসে দ্বিজ-গৃহে দীপ দান করিলে অগ্নিষ্টোমফল প্রাপ্ত হইতে পারে। চতুষ্পথ, রাজপথ, দ্বিজনিকেতন, তরুমূল, গোষ্ঠ, কান্তার (দুর্গম পথ) ও গহন (দুষ্প্রবেশ স্থল) এই সমস্ত স্থানে দীপ দিলে মহাফল হয়।৬৫।

অনন্তর আকাশদীপদানমন্ত্র।—হে জনার্দ্দন! কার্ত্তিকে গগনপটে লক্ষ্মীসমন্বিত তোমাকে দীপ অর্পণ করিতেছি; তুমি অনন্ত ও তুমিই বিধাতা, তোমাকে প্রণাম। ৬৬।

অনন্তর দেশভেদে কার্ত্তিকমাসের মাহাত্ম্য।—পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থলেই লিখিত আছে, যে কোন স্থলে হউক, কার্ত্তিকমাসে স্নান ও দান করিলে অগ্নিষ্টোম-সদৃশ এবং পূজা করিলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর ফল হয়। সাধারণ স্থল অপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণ, জাহ্নবীতে তৎসদৃশ, পুষ্করে তাহা অপেক্ষাও সমধিক ফল হয়। হে শৌনক! কার্ত্তিকমাসে দ্বারকায় স্নানদানাদি করিলে হরিসালোক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৬৭। হে ঋষিগণ! মথুরা ব্যতীত অযোধ্যাদি অপরাপর পুরীসমূহ উক্ত ফলের সদৃশ ফল দেন; কিন্তু মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ফলদাত্রী, কেন না, ঐ মথুরাতে হরির দামোদরত্ব প্রকাশিত হয়। ৬৮। কার্ত্তিকমাসে মথুরানগরে অর্চ্চনা ও স্নানাদি করিলে শ্রীহরি পরম সন্তুষ্ট হন; সুতরাং কার্ত্তিকমাসে মথুরাপুরীতে স্নানের

যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্বৈশাখে জাহ্নবী যথা। কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা তত্তোৎকর্ষপরো ন হি ॥৭০॥

মথুরায়াং নরৈরূর্জ্জে স্নাত্বা দামোদরোঽর্চ্চিতঃ।

কৃষ্ণরূপা হি তে জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭১ ॥

দুর্ল্লভঃ কার্ত্তিকো বিপ্র মথুরায়াং নৃণামিহ। যত্রার্চ্চিতঃ স্বকং রূপং ভক্তেভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি ॥

ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্র সেবিনাম্। ভক্তিঞ্চ ন দদাত্যেব যতো বশ্যকরী হরেঃ ॥

সা ত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্ল্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ। মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদরপূজনাৎ ॥ ৭২ ॥

মন্ত্রদ্রব্যবিহীনঞ্চ বিধিহীনঞ্চ পূজনম্। মন্যতে কার্ত্তিকে দেবো মথুরায়াং সদর্চ্চনম্॥ ৭৩ ॥

যস্য পাপস্য যুজ্যেত মরণান্তা বিনিষ্কৃতিঃ। তচ্ছুদ্ধ্যর্থমিদং প্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তং সুনিশ্চিতম্।

কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ শ্রীদামোদরপূজনম্ ॥ ৭৪ ॥

কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পূজনাদ্দর্শনাদ্ধ্রুবঃ।

শীঘ্রং সংপ্রাপ্তবান্ বালো দুর্ল্লভং যোগতৎপরৈঃ ॥ ৭৫ ॥

অতএব পরমাবধিঃ ফলে পরমকাষ্ঠাং প্রাপ্ত। ইত্যর্থঃ ॥৬৯॥ ততঃ কার্ত্তিক মথুরাসেবনাৎ। বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। তথেতিপাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥ ৭০ ॥ নরৈর্যৈঃ। কৃষ্ণং রূপয়ন্তি পশ্যন্তীতি তথা তে। যদ্বা কৃষ্ণবৎ পূজ্যা ইতি ভাবঃ। যদ্বা তৎসারূপ্যং প্রাপ্তা ইতি জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥ অন্যত্র শ্রীমথুরাব্যতিরিক্তস্থানে। সেবিনাং অর্চ্চনাদিকারিণাং তেভ্যঃ ॥ ৭২॥ তচ্চ যথাকথঞ্চিৎ পূজনেন সিধ্যেদিত্যাহ মন্ত্রেতি ॥ ৭৩ ॥ ন চাত্র কথঞ্চিৎ পাপে জাতেঽপি প্রায়শ্চিত্তান্তরাপেক্ষেত্যাহ যস্যেতি সার্দ্ধেন ॥ ৭৪ ॥ তৎ ফলঞ্চ ন কেবলং শাস্ত্রপ্রমাণকং, কিন্তু সাক্ষাদনুভবপ্রমাণকঞ্চেত্যাহ কার্ত্তিক ইতি। বৈ প্রসিদ্ধৌ। যোগতৎপরৈঃ সনকাদিভিরপি দুর্ল্লভং শ্রীভগবদ্দর্শনং বালোঽপি শীঘ্রমেব মাসপঞ্চকেন সম্যক্ প্রকর্ষেণ আপ্তবান্ লেভে ॥ ৭৫ ॥

আধিক্য আছে। ৬৯। যেরূপ মাঘে প্রয়াগ ও বৈশাখে গঙ্গা আরাধনীয়া, সেইরূপ কার্ত্তিকে মথুরার উপাসনা করিতে হয়, তৎসদৃশ আর উৎকর্ষ নাই।৭০। যাঁহারা মথুরাতে কার্ত্তিকমাসে স্নান পূর্ব্বক দামোদরের পূজা করেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ কৃষ্ণসদৃশ। ৭১। হে দ্বিজ! যেখানে শ্রীহরি পূজিত হইয়া ভক্তগণকে নিজ রূপ প্রদান করেন সেই মথুরাপুরী কার্ত্তিকমাসে মানবগণের পক্ষে অতীব দুষ্প্রাপ্য। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ব্যতীত অন্যত্র পূজিত হইয়া সেবকগণকে ভুক্তি-মুক্তি-ফল অর্পণ করেন সত্য,কিন্তু ভক্তি সমর্পণ করেন না,কেন না, ভক্তিই শ্রীহরির বশ্যকরী অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরি বশীভূত হন। পরন্তু যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মথুরা পুরীতে একবারমাত্র হরির পূজা করেন, তাঁহারাই সুখে হরিভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন। ৭২। হে দ্বিজ! কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে মন্ত্রবর্জ্জিত, দ্রব্যবর্জ্জিত ও বিধিবর্জ্জিত পূজাকেও শ্রীহরি সদর্চ্চন বলিয়া গ্রহণ করেন। ৭৩। মরণান্ত যাবৎ যে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত, তদ্বিশুদ্ধ্যর্থ কার্ত্তিকমাসে মথুরাপুরে শ্রীহরির পূজা করিবে, তাহা হইলেই উহা নিঃসন্দেহ পরম প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গণ্য হয়। ৭৪। ধ্রুব শিশু হইয়াও কার্ত্তিকমাসে মথুরাপুরে হরির পূজা করত আশু (পঞ্চ মাসমধ্যে) যোগনিষ্ঠ সনকাদি মহাত্মগণের দুর্ল্লভ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। ৭৫। স্কন্দে

সুলভা মথুরা ভূমৌ প্রত্যব্দং কার্ত্তিকস্তথা। তথাপি সংসরন্তীহ নরা মূঢ়া ভবাম্বুধৌ। ৭৬॥

কিং যজ্ঞৈঃ কিং তপোভিশ্চ তীর্থৈরন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।

কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদর্চ্চ্যতে রাধিকাপ্রিয়ঃ॥ ৭৭॥

যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি নদা নদ্যঃ সরাংসি চ। কার্ত্তিকে নিবসন্ত্যত্র মাথুরে সর্ব্বমণ্ডলে।

কার্ত্তিকে জন্মসদনে কেশবস্য চ যে নরাঃ। সকৃৎ প্রবিষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণং তে যান্তি পরমব্যয়ম্॥৭৮॥

পরোপহাসমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে হরিপূজনা। মথুরায়াং লভেদ্ভক্ত্যা কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া নরঃ॥ইতি॥৭৯॥

ইত্থং কার্ত্তিককৃত্যানি ব্যক্তান্যেব স্বতোঽভবন্। তত্র কিঞ্চিদ্বিশেষেণ তদ্বিধির্লিখ্যতেঽধুনা॥৮০॥

অথ কার্ত্তিককৃত্যবিধিঃ।

তত্রোপক্রমকালঃ।

শ্রীকৃষ্ণসত্যাসংবাদীয়কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—

আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ। কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।

নিত্যং জাগরণায়ান্ত্যে যামে রাত্রেঃ সমুত্থিতঃ।

শুচির্ভূত্বা প্রবোধ্যাথ স্তোত্রৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুম্॥ ৮১॥

কৃপয়া তদ্বিমুখান্ শোচন্নিবাহ সুলভেতি পঞ্চভিঃ। ভূমৌ ভারতে বর্ষে মধ্যদেশান্তর্ব্বর্ত্তিত্বাৎ॥৭৬॥ যজ্ঞাদি-ফলঞ্চ তেনৈব সিধ্যেদিত্যাহ কিমিতি। রাধিকাপ্রিয়ঃ শ্রীদামোদরঃ॥৭৭॥ কার্ত্তিকেঽন্যত্র গমনঞ্চ বিফলমেবেত্যাশয়েনাহ যানীতি। অস্তু তাবৎ সমস্ত-মথুরা-সেবনং শ্রীদামোদরপূজনং বা শ্রীভগবজ্জন্মস্থান প্রবেশমাত্রেণৈব শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিরিত্যাহ কার্ত্তিক ইতি॥ ৭৮॥ তত্রাশক্তৌ চ যত্র কুত্রাপি শ্রীমথুরামধ্যে শ্রীকৃষ্ণপূজাভাসেনাপি দুর্ল্লভং লভত ইত্যাহ পরোপেতি। অত্র চেতিহাসস্তত্রৈব খ্যাতঃ। যথা—ধূম্রকেশনামা মহাপাতকী রাজকুমারঃ পিত্রা বিবাসিতো দস্যুবৃত্ত্যা ক্রমেণ বৃন্দাবনং গতো মথুরাপুর্য্যাং চৌর্য্যার্থং গতো বেশ্যারতস্তৎপ্রীত্যৈ বৃন্দাবনান্তর্ব্বর্ত্তি-ভগবৎপর-সত্যব্রতাখ্য-বিপ্রচেষ্টিতমুপহসন্ প্রভাতে রাজপুরুষৈঃ প্রাপ্য হতো ধর্ম্মরাজেন বহু সৎকৃতস্তস্মাদ্ধর্ম্মতত্ত্বং প্রকাশ্য বৈকুণ্ঠলোকং গত ইতি॥ ৭৯॥ ইত্থং মাহাত্ম্যাদি-লিখন-প্রকারেণ। অতশ্চ পূর্ব্বমলিখিতান্যন্যান্যপি কার্ত্তিককৃত্যানি জ্ঞেয়ানীতি ভাবঃ॥ ৮০॥

মথুরা সুলভ, প্রতি বর্ষে কার্ত্তিকমাসও সুলভ, কিন্তু হায়! মূঢ়তা নিবন্ধন মানবগণ সংসার-সমুদ্রে নিপতিত হইতেছে। ৭৬। কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে শ্রীহরির পূজা করিলে আর যজ্ঞ, তপঃ ও অপরাপর তীর্থ-সেবনে কি আবশ্যক?। ৭৭। কার্ত্তিকমাসে মথুরাপুরীতে নদ, নদী ও সরোবরাদি সমস্ত তীর্থ অধিষ্ঠিত হন। কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরির জন্মস্থান মথুরাতে একবারমাত্র প্রবেশ করিলেই পরম অব্যয় হরিকে লাভ করিতে পারে।৭৮। কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে কৃষ্ণের-অর্চনা করা দূরে থাকুক,তথায় ঐ মাসে কৃষ্ণার্চ্চককে দেখিয়া উপহাস করিয়াও যখন (ধূম্রকেশ নামা রাজপুত্র) দুষ্প্রাপ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছে,তখন ভক্তিমান্ হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে অর্চ্চনা করিলে যে কি হয়, তাহা বর্ণন করা বাহুল্যমাত্র। ৭৯। এইরূপে কার্ত্তিককৃত্য স্বতঃই ব্যক্ত হইয়াছে; অধুনা তন্মধ্যে যে কিছু বিশেষ আছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে। ৮০।

নিশম্য বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবৈঃ সহ হর্ষিতঃ।
কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ প্রভুম্ ॥ ৮২ ॥

নদ্যাদৌ চ ততো গত্বাচম্য সঙ্কল্পমাচরেৎ। প্রভুং প্রার্থ্যাথ তস্মৈ চ দদ্যাদর্ঘ্যং যথাবিধি ॥ ৮৩ ॥

তত্র সঙ্কল্পমন্ত্রঃ।

কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ ॥ ৮৪ ॥

অথ প্রার্থনামন্ত্রঃ।

তব ধ্যানেন দেবেশ জলেঽস্মিন্ স্নাতুমুদ্যতঃ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে পাপং দামোদর বিনশ্যতু ॥

অথ অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম। দামোদর গৃহাণার্ঘ্যং দনুজেন্দ্রনিসূদন ॥
নিত্যে নৈমিত্তিকে কৃৎস্নে কার্ত্তিকে পাপশোষণে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে ॥

তিলৈরালিপ্য দেহং স্বং নামোচ্চারণপূর্ব্বকম্। স্নাত্বা স্ববিধিনা সন্ধ্যামুপাস্য গৃহমাব্রজেৎ ॥৮৫॥

কার্ত্তিকে শেষযামজাগরণস্য মাহাত্ম্য-বিশেষোক্তেস্তদত্র বিশেষতো লিখিতম্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং। উত্থানাদিকং চান্যৎ সাধারণমেবেতি দিক্ ॥ ৮১॥ পুনর্নীরাজয়েদিতি মঙ্গলনীরাজনং লিখিতং ॥ ৮২ ॥ যথাবিধীত্যস্য পূর্ব্বত্রাপি সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গঃ। প্রাতরুত্থানাদি-বিধিশ্চ পূর্ব্বমেব লিখিতোঽস্তি। অপেক্ষ্যাস্তদ্বিশেষস্তু তত্র এব জ্ঞেয়ঃ। অত্র চ মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিদ্বিশেষলিখনায় পুনস্তৎ কিঞ্চিদুল্লিখিতং ॥ ৮৩ ॥

মা লক্ষ্মীঃ শ্রীরাধারূপা তয়া সহিতস্য। তব প্রীত্যর্থং ॥ ৮৪ ॥

স্বং স্বকীয়ং দেহং। নাম শ্রীকৃষ্ণনারায়ণেত্যাদি তদুচ্চারণপূর্ব্বকং ॥ ৮৫ ॥ আদিশব্দেন

অনন্তর কার্ত্তিককৃত্য-বিধি। —তন্মধ্যে প্রথমতঃ ব্রতধারণের বিহিত কাল নিরূপিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদীয় কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, আশ্বিনের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীতে নিরলস হইয়া কার্ত্তিকব্রত ধারণ করিবে। কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ রাত্রির শেষযামে জাগরণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া স্তবপাঠ করিতে করিতে হরিকে জাগরিত করিবে। পরে নীরাজন করিতে হয়।৮১। বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক বৈষ্ণববর্গ সহ সানন্দে সংগীতাদি করিয়া প্রভাতসময়ে ভগবানের আরাত্রিক করিবে।৮২। তৎপরে নদী প্রভৃতিতে গমন পূর্ব্বক আচমনান্তে সঙ্কল্প করিয়া প্রভু-সকাশে প্রার্থনা ও বিধানে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে।৮৩।

সঙ্কল্পমন্ত্র।—হে জনার্দ্দন। হে দেবেশ! হে দামোদর! শ্রীমতী রাধিকার ও তোমার প্রীত্যর্থ আমি কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃকালে স্নান করিব।৮৪।

প্রার্থনামন্ত্র।—হে দেবেশ! তোমাকে চিন্তা করিতে করিতে এই জলে স্নানের উদ্যোগ করিতেছি। হে দামোদর! ত্বৎপ্রসাদে মদীয় পাতক বিদূরিত হউক।

উপলিপ্যাথ দেবাগ্রে নির্ম্মায় স্বস্তিকং প্রভুম্। তুলসী মালতী-পদ্মাগস্ত্যপুষ্পাদিনার্চ্চয়েৎ ॥ ৮৬ ॥
নিত্যং বৈষ্ণবসঙ্গত্যা সেবেত ভগবৎকথাম্। সর্পিষাহর্নিশং দীপং তিলতৈলেন চার্চ্চয়েৎ ॥
বিশেষতশ্চ নৈবেদ্যান্যর্পয়েদাচরেত্তথা। প্রণামাংশ্চ যথাশক্ত্যা একভক্তাদিকং ব্রতম্ ॥ ৮৭॥
তথা চ পাদ্মে তত্রৈব।—
প্রাতরুত্থায় শৌচাদি কৃত্বা গত্বা জলাশয়ে। কৃত্বা চ বিধিবৎ স্নানং ততো দামোদরার্চ্চনম্ ॥
কিঞ্চ।—
মৌনেন ভোজনং কার্য্যং কার্ত্তিকে ব্রতধারিণা। ঘৃতেন দীপদানং স্যাত্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥৮৮॥
দিনঞ্চ কৃষ্ণকথয়া বৈষ্ণবানাঞ্চ সঙ্গমৈঃ। নীয়তাং কার্ত্তিকে মাসি সঙ্কল্পব্রতপালনম্ ॥ ৮৯ ॥
দীপদানমখণ্ডঞ্চ দদ্যাদ্বৈ বিষ্ণুসন্নিধৌ। দেবালয়ে তুলস্যাংবা আকাশে বা তদুত্তমম্ ॥

কেতকীবিল্বপত্রাদি ॥৮৬॥ বিশেষতঃ অন্যমাসতঃ কিঞ্চিদাধিক্যেনোত্তমতয়া চেত্যর্থঃ। তথা বিশেষতঃ প্রণামাংশ্চাচরেৎ। যথাশক্ত্যেত্যস্য পূর্ব্বে পরেঽপি সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধঃ। একভক্তাদিকং ব্রতমপ্যাচরেৎ। আদিশব্দেন একান্তরোপবাসাদি ॥ ৮৭ ॥ স্বলিখিতং পুরাণোক্তিভিঃ প্রমাণয়ন পরং কৃত্যবিধিং দর্শয়তি প্রাতরিত্যাদিনা ভাবিনীত্যন্তেন ॥৮৮॥ সঙ্কল্পস্য ব্রতস্য চ। যদ্বা সঙ্কল্পেন যদ্গৃহীতং ব্রতং তস্য পালনম্ ।৮৯॥ ব্রতগ্রহণকালমাহ আশ্বিনে ইতি। হরিবাসরে একাদশ্যাম্।

অর্ঘ্যদান-মন্ত্র।—হে দামোদর! আমি কার্ত্তিকমাসে বিধানে ব্রত ধারণ পূর্ব্বক স্নান করিয়াছি। হে দৈত্যনিসূদন! মদ্দত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর। কার্ত্তিকমাসে কৃত নিত্য নৈমিত্তিক যাবতীয় ক্রিয়াই নিখিল পাতকহর বলিয়া কথিত। হে হরে! আপনাকে এই অর্ঘ্য সমর্পণ করিলাম, আপনি শ্রীরাধিকা-সমন্বিত হইয়া উহা গ্রহণ করুন্। পরে তিল দ্বারা স্বীয় অঙ্গলেপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বিধানে স্নান ও সন্ধ্যোপাসনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবে। ৮৫। তৎপরে দেবতার সম্মুখে উপবেশন করত স্বস্তিক নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তুলসী, মালতী, পদ্ম ও অগস্ত্য প্রভৃতি কুসুম দ্বারা হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিবে।৮৬। কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া হরিকথা সেবন করিতে হয় এবং অহোরাত্র ধূপ দীপ বা তিলতৈলদীপ দ্বারা পূজা করিবে। অপরাপর মাস অপেক্ষা কার্ত্তিকমাসে বিশেষরূপ নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রদান ও নমস্কারাদি করিয়া শক্ত্যনুসারে একভক্তাদি-ব্রত করিবে। ৮৭। পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি-সংবাদে লিখিত আছে, প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে জলাশয়ে গমন পূর্ব্বক স্নান করত দামোদরের পূজা করিবে। আরও লিখিত আছে, কার্ত্তিকমাসে বাগ্‌যত হইয়া আহার করা এবং ঘৃতপ্রদীপ বা তিলদীপ দান করা ব্রতবানের কর্ত্তব্য। ৮৮। কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া হরিকথা (শ্রবণাদি) দ্বারা দিনপাত করত সংকল্পিত ব্রতের রক্ষা করিবে। ৮৯। আশ্বিনের শুক্লা একাদশী, পূর্ণিমা বা তুলা-সংক্রমণে কার্ত্তিক-ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। কার্ত্তিকমাসে হরিসমীপে বা দেবমন্দিরে বা তুলসীসন্নিধানে অথবা গগনে দীপোত্তম দান করিবে। আরও লিখিত আছে, কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরির প্রীত্যর্থে সুবর্ণ, রৌপ্য, দীপ, মণি, মুক্তা ও ফল প্রভৃতি অর্পণ

কিঞ্চ।—

রজতং কনকং দীপান্মণিমুক্তাফলাদিকম্। দামোদরস্য প্রীত্যর্থং প্রদদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ॥

স্কান্দে চ শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে।—

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি॥ ইতি॥

অথ কার্ত্তিকে বর্জ্জ্যানি।

তত্রৈব ব্রহ্মনারদসংবাদে।—

কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্। নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদাহূতনারকী॥
কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ। ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহূতনারকী॥৯০॥

কার্ত্তিকে মাসি ধর্ম্মাত্মা মৎস্যং মাসং ন ভক্ষয়েৎ।
তত্রৈব যত্নতস্ত্যাজ্যং শাশকং শৌকরং তথা॥ ৯১॥

কিঞ্চ।—

পরান্নং পরশয্যাঞ্চ পরদারং পরাঙ্গনাম্। সর্ব্বদা বর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞো বিশেষেণ তু কার্ত্তিকে॥৯২॥

তস্য বৈষ্ণবপক্ষত্বাদাদৌ নির্দ্দেশঃ। অশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া বিকল্প উক্তঃ। বিশেষেণেতি অন্যদাপি ভক্ষয়ন্ নারক্যেব, কার্ত্তিকে তু ভক্ষয়ন্ বিশেষতো যাবদাহূতনারকীত্যর্থঃ॥৯০॥ তত্রৈবেতি। ধর্ম্মাপেক্ষয়া মাংসঞ্চ ন ভক্ষয়েদেব, যদি বা কশ্চিন্মহারোগগ্রস্তস্তদভাবাদ্বা রোগী স্যাত্তদা তেনাপি যত্নতঃ শশ-শূকরয়োর্ম্মাংসং বর্জ্জনীয়মেবেত্যর্থঃ॥ ৯১॥ কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ বর্জ্জয়েদিতি তৎসম্বন্ধাদিকমপি ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ৯২॥ শুক্তং কাঞ্জিকাদি পুর্য্যুষিতাম্লদ্রব্যং সন্ধিতঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥৯৩॥

করিতে হয়। স্কন্দপুরাণে রুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে লিখিত আছে, হে ভাবিনি! বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে গৃহে কার্ত্তিক-ব্রত করিতে নাই, সর্ব্বথা সযত্নে তীর্থস্থলেই উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

কার্ত্তিক মাসে যাহা ত্যাগ করিবে, তাহাও কথিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণের ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, হে মুনিপ্রবর! কার্ত্তিকমাসে রাজমাষ (বরবটী) ও নিষ্পাব (শিম্বী) ভক্ষণ করিলে আপ্রলয় নরকে বাস করিতে হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে কলিঙ্গ (কলমীশাক), পটোল, বৃন্তাক (বেগুণ) ও সন্ধিত (আদবাদি) বর্জ্জন না করে, তাহাকে আপ্রলয় নরকে অবস্থিতি করিতে হয়।৯০। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে মৎস্য বা মাংসাদি ভোজন করিবেন না। পীড়িতাবস্থায় মাংস ব্যতীত প্রাণনাশের সম্ভাবনা হইলে সে স্থলে শশক ও শূকর মাংস ত্যাগ করিয়া অন্যান্য মাংস ভোজন করিতে পারে। ৯১। আরও লিখিত আছে, বিশেষতঃ পরান্ন, পরের শয্যা, পরধন ও পরস্ত্রী এই সমস্ত কার্ত্তিকমাসে ত্যাগ করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৯২। কার্ত্তিকমাসে তৈলাভ্যঙ্গ, শয্যা, পরান্ন ও কাংস্যপাত্রে আহার এই সকল ত্যাগ করিলেই ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকমাস আগত দেখিয়া যিনি পরান্ন ত্যাগ করেন, তাঁহার দিন দিন কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তের ফল লাভ হয়। উক্ত পুরাণে রুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে লিখিত আছে,

তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্যভোজনম্। কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েদ্যস্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ॥
সংপ্রাপ্তে কার্ত্তিকে দৃষ্ট্বা পরান্নং যস্তু বর্জ্জয়েৎ। দিনে দিনে তু কৃচ্ছ্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনী-সংবাদে।—
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েত্তৈলং কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েন্মধু। কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েৎ কাংস্যং কার্ত্তিকে শুক্তসন্ধিতম্॥

ন মৎস্যং ভক্ষয়েন্মাংসং ন কৌর্ম্মং নান্যদেব হি।
চাণ্ডালঃ স ভবেৎ সুভ্রু কার্ত্তিকে মাংসভক্ষণাৎ॥ ৯৩॥

অথ শ্রীরাধাদামোদর-পূজাবিধিঃ।

পাদ্মে তত্রৈব।—

ততঃ প্রিয়তমা বিষ্ণো রাধিকা গোপিকাসু চ। কার্ত্তিকে পূজনীয়া চ শ্রীদামোদরসন্নিধৌ॥

দ্বিজং দামোদরং কৃত্বা তৎপত্নীং রাধিকাং তথা।
কার্ত্তিকে পূজনীয়ৌ তৌ বাসোঽলঙ্কারভোজনৈঃ॥ ৯৪॥
রাধিকা-প্রতিমাং বিপ্রাঃ পূজয়েৎ কার্ত্তিকে তু যঃ।
তস্য তুষ্যতি তৎপ্রীত্যৈ শ্রীমান্ দামোদরো হরিঃ॥ ইতি॥ ৯৫॥

দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্। নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্॥ ৯৬

ততঃ পূর্ব্বজন্মকৃতারাধনাদ্ধেতোঃ। গোপিকাসু মধ্যে প্রিয়তমা। তদ্বৃত্তঞ্চ তত্রৈব প্রথিতম্। যথা, শ্রীগোপালদেবস্য শ্রীমূর্ত্তেঃ সৌন্দর্য্যবিশেষং বিলোক্য তেন সহ ক্রীড়িতুকামাংশেনাবতীর্য্য যোষিদ্বিশেষেণ প্রেমনৃত্যাদিনা তমারাধ্য তদীপ্সয়া তদ্যোগ্য-তদ্দিব্যরূপা ভূত্বা তদেকভক্ত-শ্রীব্রাহ্মণমাদায় তেন সহ স্বয়মেব সর্ব্বাংশৈরবতীর্য্য গোপশ্রীবৃষভানুকন্যাঽভূদিতি।৯৪॥ তস্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ প্রীত্যৈ সন্তোষার্থম্॥ ৯৫॥ নিত্যং পঠেৎ দামোদরমাকৃষ্টুং বশীকর্ত্তুং শীলমস্য॥ সত্যব্রতনামমুনিনা উদিতং প্রোক্তম্। যদ্বা তস্মাৎ উদিতম্, পূর্ব্বসিদ্ধমেবাস্মাৎ প্রকটতাং গতমিত্যর্থঃ॥ ৯৬॥

হে সুন্দরি! কার্ত্তিকমাসে তৈল, মধু, কাংস্যপাত্র, শুক্ত (কাঞ্জিক প্রভৃতি পর্য্যুষিত অন্ন), সন্ধিত, মৎস্য এবং কূর্ম্মাদি সর্ব্বপ্রকার মাংস পরিত্যাগ করিবে। কার্ত্তিকমাসে মাংস ভক্ষণ করিলে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। ৯৩।

অনন্তর শ্রীরাধা-দামোদর-পূজাবিধি বিবৃত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি সংবাদে লিখিত আছে, শ্রীমতী রাধিকাই যাবতীয় গোপিকাগণের মধ্যে হরির অতিবল্লভা; সুতরাং কার্ত্তিকমাসে দামোদর-সমীপে রাধিকার অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। কার্ত্তিকমাসে কোন ব্রাহ্মণকে দামোদরস্বরূপ ও তদীয় পত্নীকে রাধিকারূপিণী কল্পনা করিয়া বসন, ভূষণ ও আহারাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।৯৪। হে দ্বিজগণ! কার্ত্তিকে শ্রীরাধার প্রীত্যর্থ যে ব্যক্তি রাধিকামূর্ত্তির অর্চ্চনা করে, শ্রীমান্ হরি তৎপ্রতি প্রীত থাকেন। ৯৫। কার্ত্তিকমাসে দামোদর দেবের পূজা করত সত্যব্রতসংজ্ঞ ঋষি-প্রোক্ত দামোদরাষ্টক স্তোত্র প্রত্যহ অধ্যয়ন করিবে, তাহা হইলেই দামোদর দেব বশীভূত থাকেন।

অথ শ্রীদামোদরাষ্টকম্।

তত্রৈব।— নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপম্, লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানম্, পরামৃষ্টমত্যন্ততো-দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ৯৭ ॥

শ্রীরাধাসহিতং নত্বা শ্রীদামোদরমীশ্বরম্। দামোদরাষ্টকব্যাখ্যা দিগেষা দর্শ্যতেঽধুনা। তত্রাগ্রে কিমপি প্রার্থয়িতুমাদৌ তস্য তত্ত্বরূপলীলাগুণাদি-বিশেষেণোৎকর্ষবিশেষং গোকুল-প্রকটিত-নিজ-ভগবত্তাসার-সর্ব্বস্বভূতং বর্ণয়ন্ ভক্ত্যাদৌ নমস্করোতি নমামীতি। তচ্চ মঙ্গলার্থং সর্ব্বকর্ম্মসু প্রাগেব দাস্য-বিশেষেণ বিধানাদাদৌ নির্দ্দিষ্টম্। কং? ঈশ্বরং সর্ব্বশক্তিমন্তং জগদেকনাথং নিজপ্রভুং বা। তত্রাদ্যপক্ষঃ স্তুত্যাদিশক্ত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ঃ পরমবন্দ্যতার্থঃ। অন্ত্যশ্চ ভক্তিবিশেষেণেতি দিক্।—কথম্ভূতং? —সচ্চিদানন্দরূপং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহমিত্যর্থঃ। ইতি তত্ত্ববিশেষেণোৎকর্ষবিশেষ উক্তঃ। সৌন্দর্য্যবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ। লসন্তী শ্রীযশোদাভিয়া ধাবনাৎ সততবাল্যক্রীড়াবিশেষপরত্বাদ্বা নিরন্তরং লোলতয়া গণ্ডয়োঃ ক্রীড়ন্তী কুণ্ডলে যস্য তং; ইতি শ্রীমুখশোভাবিশেষ উক্তঃ। যদ্বা। শ্রীগণ্ডচুম্বনমহাসৌভাগ্যতঃ কুণ্ডলয়োঃ সর্ব্বভূষণেষু মুখ্যত্বাত্তাভ্যাং তানি সর্ব্বাণ্যেবোপলক্ষ্যন্তে। ততশ্চ লসন্তী শোভমানে কুণ্ডলে যস্মাৎ তং; ভূষণভূষণাঙ্গমিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীগোপীভির্দ্দশমস্কন্ধে।—ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং, যদ্গোদ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্নিতি। উদ্ধবেন চ তৃতীয়স্কন্ধে।—বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গমিতি। পরিবারবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ। গোকুলে গোপগোপী-গোবৎসাদি-নিবাসে ভ্রাজমানং যোগ্যস্থানবিশেষে পূর্ব্বতোঽপ্যুৎকর্ষবিশেষ-প্রকটনেন গোকুলস্য স্বাভাবিকশোভা-বিশেষেণ বা শোভমানম্। তচ্চ শ্রীদশমস্কন্ধাদৌ—চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্য-লক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধদিত্যাদিনোক্তম্। লীলাবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ যশোদেতি সার্দ্ধেন। যশোদায়া মাতুঃ সকাশাৎ ভিয়া দধিভাণ্ডভেদনাদ্যপরাধকৃতভীত্যা উদূখলাৎ শিক্যস্থিত-নবনীত-চৌর্য্যার্থমুদ্বর্ত্ত্য তলে সমারূঢ়াদুদূখলতঃ ধাবমানং ত্বরয়াপসরন্তং। অত্র চ বিশেষাপেক্ষৈর্দ্দশমস্কন্ধ-নবমাধ্যায়োক্তং—উদূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্। হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ। তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বরস্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ। গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ ॥ ইত্যাদ্যনু-সন্ধেয়ম্। ততশ্চ অত্যন্ততো-দ্রুত্য বেগেন ধাবিত্বা, সমাসৈকপদ্যেন যথাদেশঃ, গোপ্যা শ্রীযশোদয়া পরা আমৃষ্টং পৃষ্ঠতো ধৃতম্। অত্র চ অত্যন্ততোদ্রুত্যেত্যনেন শ্রীযশোদায়া অপি স্তন্যভর-গৌরবাদিসৌন্দর্য্যবিশেষঃ স্নেহবিশেষশ্চ সূচিতঃ। গোপ্যেতি প্রেমোক্তিপরিপাট্যা গোপজাতীনামেব তাদৃশং মহাসৌভাগ্যমিতি ধ্বনিতম্। পরামৃষ্টমিত্যনেন তস্যাং ভগবতঃ স্নেহ-বিশেষো ধ্বনিত ইতি দিক্। অত্র চ—অস্বক্ষমানা জননী বৃহচ্চলচ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা। জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধন-চ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরমামৃষদিত্যর্থোঽনুসন্ধেয়ঃ।৯৭। তদনন্তরলীলা-

অতঃপর দামোদরাষ্টক কথিত হইতেছে।—যাঁহার শ্রবণ-যুগলে কুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান হই-তেছে, যিনি গোকুলধামে নিরতিশয় বিরাজমান, যিনি শিক্যস্থ নবনীত হরণ করিয়া যশোদার

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তম্, করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠস্থিতগ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥ ৯৮॥

বিশেষং বদন্—কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কর্ষন্তমঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা। উদ্বীক্ষমাণা ভয়বিহ্বলেক্ষণং হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরদিত্যর্থমাহ রুদন্তমিতি। মাতৃহস্তে যষ্টিং দৃষ্ট্বা তয়া তাড়নমাশঙ্ক্য ভীতত্বাদি-প্রদর্শনেন তৎপরিহরণায় ক্রন্দন্তম্। অতএব করাম্ভোজযুগ্মেন নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং যুগপন্মার্জ্জয়ন্তং। এতচ্চ বাল্যলীলাবিশেষস্বভাবতঃ। যদ্বা ভয়াবেশেন সদ্যোঽনুগচ্ছতোঽশ্রুণো নিষ্কাসনার্থং। যদ্বা অশ্রুধারাপসারণার্থমিতি দিক্। যতঃ সাতঙ্কে নেত্রে অপি কিম্পুনর্মনো যস্য তম্। যদ্বা সভয়নিরীক্ষণ-নেত্রযুগমিত্যর্থঃ। ততশ্চ তাড়ন-পরিহারার্থমিদমপি লীলান্তরমুহ্যম্। কিঞ্চ। মুহুঃ শ্বাসেন রোদনাবেশকৃতেন কম্পং কম্পমানং ত্রিরেখাঙ্কে কম্বুবদ্রেখাত্রয় চিহ্নে কণ্ঠে স্থিতং গ্রৈবং গ্রৈবেয়কং সর্ব্বং গ্রীবাভূষণং মুক্তাহারাদি যস্য, দাম উদরে যস্য। অনেন চ—গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথেত্যুক্তম্। দাম্নোদরে উলূখলে চোভয়তো বন্ধনমুক্তং, তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ ভক্তবশ্যতাবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ। ভক্ত্যৈব মাতুঃ স্ববিষয়কয়া তস্য বা মাতৃবিষয়কয়া বদ্ধং স্বীকৃতবন্ধনং ন তু পাশবর্গবলাৎ। সর্ব্বতঃ সমুচ্চিতৈরপ্যনন্তৈঃ পাশৈর্ন্যূনদ্ব্যঙ্গুলাপূরণাৎ। তচ্চোক্তং।—তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ। দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা। যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে। তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্যদাদত্ত বন্ধনম্। এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি ইত্যাদি। যদ্বা দামোদরত্বে হেতুঃ—ভক্ত্যৈব বদ্ধং বশীকৃতং, তথাপি স এবার্থঃ পর্য্যবস্যতি। কিঞ্চ।—স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ। দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে। এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা। স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে। নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ। নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহেত্যেষামর্থঃ। তথা দেবর্ষিমে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ। তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তন্মহাত্মনেত্যাদেরর্থোঽপি শ্রীনারদভক্ত্যপেক্ষয়া যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনাদি-তত্তল্লীলারূপোঽনেন সূচিতঃ॥৯৮॥ গুণবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ ইতীতি। এবং ভক্তবশতয়া। যদ্বা ইত্যনয়া দামোদরলীলয়া ঈদৃশীভিশ্চ দামোদরলীলা-সদৃশীভিঃ পরমমনোহরাভিঃ শৈশবীভিঃ স্বস্য স্বাভির্ব্বা অসাধারণীভিঃ লীলাভিঃ ক্রীড়াভিঃ। গোপীভিঃ স্তোভিতো নৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ কচিৎ। উদ্গায়তি কচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো

ভয়ে উদূখলোপরি হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং যশোদাও পশ্চাদ্ধাবমানা হইয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম। ৯৭। মাতৃকরে যষ্টি দেখিয়া (ভয়ে) যিনি রোদন করিতে করিতে কমলকরদ্বয়ে পুনঃ পুনঃ চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জন করিতেছেন, যাঁহারা নয়নযুগল ভীতিবিত্রস্ত, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাসনিবন্ধন কম্পবশে যাঁহার মুক্তাময় কণ্ঠহার দোদুল্যমান হইতেছে, এবং যাঁহার উদর (যশোদা কর্ত্তৃক) রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ, আমি সেই ভক্তিবদ্ধ দামোদর দেবকে নমস্কার করি। ৯৮। যিনি এই-

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে, স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বম্, পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥ ৯৯॥
বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিম্ বা, ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং, সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥ ১০০॥

দারুময়বৎ। বিভর্ত্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্। বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহন্নিত্যাদ্যুক্তাভিঃ স্বঘোষং নিজগোকুলবাসি-প্রাণিজাতং সর্ব্বমেব আনন্দকুণ্ডে আনন্দরসময়গভীরজলাশয়বিশেষে নিতরাং মজ্জন্তং মজ্জয়ন্তম্। এতদেবোক্তং স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহন্নিতি। যদ্বা ঘোষঃ কীর্ত্তিঃ মাহাত্ম্যোংকীর্ত্তনং বা। স্বস্য স্বানাং বা গোপগোপ্যাদীনাং ঘোষো যথা স্যাত্তথা স্বয়মেবানন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং পরমসুখবিশেষমনুভবন্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ।—তাভিরের তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানপরেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বম্ আত্মনো ভক্তবশ্যতাম্ আখ্যাপয়ন্তং ভক্তিপরাণামেব বশ্যোঽহং ন তু জ্ঞানপরাণামিতি প্রথয়ন্তম্। অনেন চ—দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভক্তবশ্যতামিত্যস্যার্থো দর্শিতঃ। তস্যার্থঃ।—তং ভগবন্তং বিদন্তীতি তথা তেষাং তজ্‌জ্ঞানপরাণামিত্যর্থঃ। তান্ প্রতি দর্শয়ন্নিতি। যদ্বা তদীয়ানাং ভাগবতানাং প্রভাবাভিজ্ঞেষ্বেব ন চান্যেষ্বাখ্যাপয়ন্তম্। বৈষ্ণবমাহাত্ম্যবিশেষানভিজ্ঞেষু কেবলজ্ঞানপরেষু ভক্তৈর্ব্বিশেষতস্তন্মাহাত্ম্যস্য চ পরমগোপ্যত্বেন প্রকাশনাযোগ্যত্বাৎ। এবঞ্চ তদ্বিদামিতি ভৃত্যবশ্যতা-বিদামিত্যর্থো দ্রষ্টব্যঃ। অতঃ প্রেমতঃ ভক্তিবিশেষেণ শতাবৃত্তি যথা স্যাত্তথা শত-শত-বারান্ তমীশ্বরং পুনর্বন্দে। অতো ভক্তানামবশ্যকৃত্যং ভক্তিপ্রকারবিশেষরূপং বন্দনমেব মম প্রার্থ্যং ন স্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানাদীতি ভাবঃ॥৯৯॥ এবমুৎকর্ষবিশেষবর্ণনেন স্তুত্বা প্রার্থয়তে বরমিতি দ্বাভ্যাম্। দেব হে পরমদ্যোতমান! হে মধুরক্রীড়াবিশেষপরেতি বা। বরেশাৎ সকলবরপ্রদানসমর্থাৎ অপি ত্বত্তঃ মোক্ষঃ চতুর্থপুরুষার্থং মোক্ষস্যাবধিং বা পরমকাষ্ঠারূপং ঘনসুখবিশেষাত্মকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকম্ অন্যঞ্চ শ্রবণাদিভক্তিপ্রকারমহং বরং প্রার্থ্যং। যদ্বা অন্যৈর্ব্বরণীয়মপি। যদ্বা বরতয়া ইহ বৃন্দাবনে ন বৃণে। ইহেত্যস্য পরেণাপি সম্বন্ধঃ, অত্র চ মোক্ষাদিত্রয়স্য যথোত্তরশ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্। তত্র মোক্ষাদ্বৈকুণ্ঠলোকস্য শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে ব্যক্তমেবাস্তি। বৈকুণ্ঠলোকাচ্ছ্রবণাদিপ্রকারস্য চ শ্রৈষ্ঠ্যং—কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নঃ স্তাদিত্যাদিবচনতঃ শ্রবণাদি-সিদ্ধ্যা নরকাদিষ্বপি যত্র তত্র সর্ব্বত্রৈব বৈকুণ্ঠবাসসিদ্ধেরিতি দিক্। তর্হি কিং বৃণুষে তদাহ। হে নাথ! ইহ বৃন্দাবনে ইদং বর্ণিতং গোপালবালরূপং তে বপুঃ সদা মে মনসি আবিরাস্তাং; অন্তর্যামিত্বাদিনা স্থিতমপি সাক্ষাদিব সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যাদিপ্রকাশনেন প্রকটং

রূপ বাল্যলীলা দ্বারা গোকুলবাসীকে সুখসাগরে ভাসমান করিতেছেন, যিনি ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তকুলের প্রতি "আমি ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরাভূত" এই ভাব প্রকটীকৃত করিতেছেন, আমি প্রেমভরে পুনরায় সেই ঈশ্বরকে শত শত বন্দনা করি। হে প্রভো! আপনি সর্ব্বপ্রকার বরদানেই সক্ষম, তথাপি ভবৎসকাশে মোক্ষ (চতুর্থ পুরুষার্থ), মোক্ষাবধি (বৈকুণ্ঠ) অথবা অন্য (শ্রবণাদি ভক্তিপ্রকার) কোন্ বরই গ্রহণ করিতে বাসনা নাই। হে নাথ! আমার

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈর্ব্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ববক্ত্রাধরং মে, মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ১০১॥

ভূয়াৎ। নন্থ মোক্ষাদয়োঽপি পরমোপাদেয়াস্তানপি বৃণু। তত্রাহ কিমন্যৈরিতি। অন্যৈর্মোক্ষাদিভির্ম্ম প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। তস্য সর্ব্বানন্দকদম্বাত্মকত্বাত্তৎসিদ্ধ্যৈব সর্ব্বসিদ্ধেঃ। তথা তদলাভে নিজেপ্সিতাসিদ্ধ্যা বিশেষতশ্চ তুচ্ছলাভেন শোকবিশেষোৎপাদনাদন্যৈরপি কিমিতি ভাবঃ। যদ্বা। নন্থ মোক্ষাদয়ো ন ব্রিয়ন্তাং নাম পরমাপেক্ষাণি মদীয়-শ্রীচতুর্ভুজাদি-মূর্ত্তিদর্শন-সম্ভাষণাদীনি ব্রিয়ন্তাং, তত্রাহ কিমন্যৈরিতি। চিত্তে ত্বদেতচ্ছ্রীমদ্বপুঃসদাস্ফূর্ত্তাবেব মমাত্যন্ত-প্রীতির্নান্যত্রেতি ভাবঃ। অন্তর্দর্শনমাহাত্ম্যঞ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে তপোলোকে শ্রীপিপ্পলায়নেন বিবৃত্যোক্তমস্তি। এবং তস্য প্রার্থনাপি স্তবাবেব পর্য্যবস্যতি তস্যৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেন প্রার্থনাৎ। এবমগ্রেঽপি ॥ ১০০ ॥ তত্র চ তব শ্রীমুখং পরমমনোহরং বিশেষেণ দিদৃক্ষে ইত্যাহ ইদমিতি। কদাচিদ্ধ্যানেঽনুভূয়মানমনির্ব্বচনীয়-সৌন্দর্য্যাদিকং তদেব নির্দ্দিশতি। মুখমেবাম্ভোজং প্রফুল্লকমলাকরত্ব-নিখিলসন্তাপহারিত্ব-পরমানন্দরসবত্ত্বাদিনা। তন্মে মনসি মুহুরাবিরাস্তাং। কথম্ভূতং ?—অত্যন্তনীলৈঃ পরমশ্যামলৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ রক্তৈশ্চ কুন্তলৈঃ কেশৈরলকৈর্ব্বা বৃতং কমলং ভ্রমরৈরিবোপরিবেষ্টিতং। গোপ্যা শ্রীযশোদয়া শ্রীরাধয়া বা চুম্বিতং। মুহুরিত্যস্যাত্রাপি সম্বন্ধঃ। যদ্বা পাঠক্রমাদত্রৈব সম্বন্ধঃ। ততশ্চ তয়া মহাধন্যয়া মুহুশ্চুম্বিতমপি মম মনসি সকৃদপ্যাবিরাস্তামিত্যর্থঃ। যদ্বা সদেতি পূর্ব্বগতস্যাত্রাপ্যর্থবলাদন্বয় এব স্যাৎ। বিম্ববদ্রক্তৌ অধরৌ যস্মিন্ তৎ। ততশ্চ লক্ষলাভৈরন্যৈর্লক্ষসংখ্যৈর্লাভৈরপি প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। লিখিতার্থমেবৈতৎ ॥১০১॥ এবং স্তুতিপ্রভাবাৎ সদ্যঃ সমুদিতেন প্রেমবিশেষেণ সাক্ষাদ্দিদৃক্ষমাণস্তত্র চৈকং নামসঙ্কীর্ত্তনমেব পরমসাধনং মন্যমানস্তথৈব সকাতর্য্যং প্রার্থয়তে নম ইতি। তুভ্যমিত্যধ্যাহার্য্যমেব। তচ্চ ভয়গৌরবাদিনা প্রেমবৈকল্যেন বা সাক্ষান্ন প্রযুক্তং। হে প্রভো! হে মদীশ্বর! প্রসীদ। প্রসাদমেবাহ। দুঃখং সাংসারিকং তদ্দর্শনজং বা তস্য জালং পরম্পরা তদেবাব্ধিঃ আনন্ত্যাদিনা তস্মিন্মগ্নং মাং, অতএব অতিদীনং পরমার্ত্তং। যদ্বা তত্র সৎসহায়সাধনাদিহীনত্বাৎ পরমাকিঞ্চনং। যদ্বা মুমূর্ষুং জীবন্মৃতং বা তত্র চাজ্ঞং তৎ প্রতীকারদ্যনভিজ্ঞং। কৃপয়া দৃষ্টির্নিরীক্ষণং তস্যা বৃষ্ট্যা পরম্পরয়া কৃপাদৃষ্টিরূপামৃতবৃষ্ট্যা বা অনুগৃহাণ সমুদ্ধৃত্য জীবয়েত্যর্থঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি। অক্ষিদৃশ্যো মল্লোচনগোচর এধি ভব। এবং প্রার্থনাক্রমেণ প্রার্থনং কৃতং, প্রার্থস্য পরমদৌর্ল্লভ্যেন সহসা প্রাগেব নির্দ্দেশানর্হত্বাৎ। অন্তর্দর্শনাৎ সাক্ষাদ্দর্শনমাহাত্ম্যঞ্চ শ্রীভগবৎপার্ষদৈঃ সন্যায়মুক্তং শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডতো বিশেষতো জ্ঞেয়ং। তত্র দেব হে দিব্যরূপেতি দিদৃক্ষায়াং হেতুঃ। দামোদরেতি ভক্তবাৎসল্যবিশেষেণাক্ষিদর্শনযোগ্যতায়াং। অতো নাম্নো যস্মাদিত্যনন্তেতি কৃপাদৃষ্ট্যনুগ্রহেণ। প্রভো হে অচিন্ত্যানন্তাদ্ভুত-মহাশক্তিযুক্তেতি ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যস্যাপ্যক্ষিদৃশ্যতা-

হৃদয়ে যেন নিরন্তর বৃন্দাবন-বর্ণিত ত্বদীয় বাল-গোপালের মূর্ত্তি জাগরূক থাকে; অন্য মোক্ষাদি বরে আমার আবশ্যক নাই।১০০। হে দেব! ত্বদীয় মূর্ত্তির মধ্যে মুখপদ্মের মধুরিমা আর কি বর্ণন করিব? যাহা অতি শ্যামল, স্নিগ্ধ ও লোহিতবর্ণ অলকাবলীতে বিরাজিত,

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো, প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-গৃহাণেশ মামজ্ঞ-মেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ ॥ ১০২ ॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বত্ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ, ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ১০৩ ॥

সংভাবনায়াং। ঈশ হে পরম-স্বতন্ত্রেতি অযোগ্যং প্রতি তাদৃশানুগ্রহকরণে কস্যচিদনপেক্ষতায়াং জ্ঞেয়ং। কিঞ্চ। বিষ্ণো হে সর্ব্বব্যাপক। যদ্বা হে শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জকুহরাদি-প্রবেশশীল। ইতি চাক্ষিদৃশ্যতার্থং দূরাগমনশ্রমাদিকং নাস্তীতি। অথবা হে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন বিষ্ণো সর্ব্বব্যাপিন্ তথাপি হে দামোদরেত্যেবং পরমবাৎসল্যবিশেষেণ তবাকৃতং কিমপি নাস্তীতি ধ্বনিতম্। অন্যৎ সমানমিত্যেষা দিক্ ॥ ১০২ ॥ ইত্থং প্রেমবিশেষেণ পরমোৎকণ্ঠয়া সহ সাক্ষাদ্দর্শনং প্রার্থ্য তত এব সদ্যোজাত-প্রেমভক্তিবিশেষেণ তস্য পরমদৌর্ল্লভ্যং মন্যমানস্তত্র চ পরমোপায়ভূতাং প্রেমভক্তিমভিজ্ঞায়। যদ্বা সকৃদ্দর্শনে মনোঽতৃপ্তিং বিরহদুঃখোত্তবতাঞ্চাশঙ্ক্য সদা তদ্বশীকরণায় প্রেমভক্তিমেবৈকমুপায়মভিজ্ঞায়। অত্র চ পরমাপরাধিনো মম কথং সা সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য শ্রীভগবদ্বাৎসল্যমহিম্না চাসম্ভাব্যমপি সর্ব্বমেব সম্ভবেদিতি নিশ্চিত্য মোক্ষত্যাগেন প্রেমভক্তিমেব প্রার্থয়তে কুবেরেতি। বদ্ধয়া গোপ্যা পাশৈরুদূখলে শৃঙ্খলিতয়া মূর্ত্ত্যা শ্রীবিগ্রহেণৈবেতি তয়োর্ম্মধ্যে স্বয়ং প্রবেশাৎ পরমসুন্দরলীলাদি-বিশিষ্টস্য ভগবতঃ সাক্ষাদ্দর্শনস্পর্শনাদিকং সূচিতং। মোচিতৌ শ্রীনারদশাপাৎ সংসারাচ্চ। ন কেবলং তাবদেব, পরমভক্তিশ্চ তাভ্যাং দত্তেত্যাহ ভক্তিং ভজতঃ পরমসাধ্যত্বেনাশ্রয়তঃ ন কথঞ্চিদপি ত্যজত ইতি তথা তৌ। এবঞ্চ প্রেমভক্তিরেব দত্তেত্যভিপ্রেতং তথা চ শ্রীভগবদ্বচনং—সংজাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমো ভব ইতি। অস্যার্থঃ।—বাং যুবয়োরীপ্সিতোঽপেক্ষিতঃ পরমো ভাবঃ প্রেমা ময়ি সম্যগ্জাত এব। ন ভবঃ পুনর্জ্জন্ম সংসারদুঃখং বা যস্মাৎ স ইতি। হে দামোদর তথা তদ্বৎ স্বকাং ত্বচ্চরণারবিন্দৈকাশ্রয়াম্ এতদ্রূপৈকবিষয়াং বা মে মহ্যং প্রকর্ষেণ যচ্ছ দেহি। ননু কিমত্রাগ্রহেণ, কুবেরাত্মজবন্মোক্ষোঽপি গৃহ্যতাম্, অন্যথা জন্মমরণাদি-সংসারাপত্তেঃ। তত্রাহ নেতি। ইহ অস্যাং প্রেমভক্তাবেব মম গ্রহ আগ্রহোঽস্তি, ন চ মোক্ষে গ্রহোঽস্তি। অয়মর্থঃ—প্রেমভক্ত্যা সংসারধ্বংসো ভবতি চেত্তর্হি ভবতু নাম। ন স্যাচ্চেত্তর্হি মাস্তু নাম। তত্র মমাপেক্ষা নাস্তীতি। অত্র গূঢ়োঽয়ং ভাবঃ—চিন্তামণৌ করস্থে সর্ব্বমেব স্বয়ং সেৎস্যতি, কিং তদেকমাত্রতুচ্ছ-দ্রব্য-গ্রহণেনেতি। যদ্বা হে দামোদর স্বকাং প্রেমভক্তং প্রযচ্ছেত্যেবং পাশবদ্ধোদর-ভগ-

---

গোপিকা-যশোদা স্বীয় বদনপদ্মস্থ লোহিতবর্ণ বিম্বোষ্ঠ দ্বারা যাহা পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, তোমার সেই বদনপদ্ম নিরন্তর মদীয় হৃদয়ে প্রকাশিত থাকুক্। অন্য কোনরূপ লক্ষলাভেও আমার আবশ্যক নাই।১০১। হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণো! মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্। হে প্রভো! হে ঈশ! আমি দুঃখসাগররূপ মহাসাগরে পতিত হইয়া নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছি, কারুণ্যদৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা আমাকে পরিত্রাণ করুন্, আমার দৃষ্টিপথে উদিত হউন।১০২। হে দামোদর! আপনি যেরূপ উদূখলে রজ্জুবদ্ধ হইয়া (নলকূবর ও মণিগ্রীব-নামা) কুবের-

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে, ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ, নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্॥ ১০৪॥

বদ্বিষয়কপ্রেমভক্তিপ্রার্থনয়া নিত্যমুদরে পাশবন্ধনাগ্রহমাশঙ্ক্যাহ মোক্ষে পাশবন্ধনাত্তব মোচনে মমাগ্রহো নাস্তি কিং? কাক্বা অন্যোবেত্যর্থঃ। কিন্তু ইহ অস্মিন্নেব রূপে সকাম-সাধারণানাং প্রেমভক্তিং প্রযচ্ছেতি। যদ্বা ইহ বৃন্দাবনে প্রেমভক্তিং প্রযচ্ছেত্যন্বয়ঃ। ততশ্চ তত্রৈব তস্যাঃ সুখবিশেষাবির্ভাবকত্বাৎ প্রাদুর্ভাববিশেষাচ্চ তথা তস্য সাক্ষাদ্দর্শন-বিশেষাকারত্বাচ্চ তথা তত্রৈব তদ্বিহারিশ্রীভগবদ্দিদৃক্ষা-বিশেষাচ্চ তত্র সদা নিবাসোঽপি প্রার্থিতঃ ইত্যূহ্যং। অন্যচ্চ পূর্ব্ববদেব॥ ১০৩॥ এবং স্তুতিং সমাপয়ন্ স্বপ্রার্থিত সিদ্ধয়ে ভক্তিবিশেষেণ বা তদীয়া-সাধারণ-পরিকরাবয়ব-পরিবারাদীনপি প্রত্যেকং পৃথক্ প্রণমতি নমস্তেঽস্ত্বিতি। তে তব দাম্নে উদর-বন্ধনমহাপাশায় নমোঽস্তু। কথম্ভূতায়? স্ফুরন্ত্যা দীপ্তেস্তেজসো ধাম্নে আশ্রয়ায়। এবং তস্যাপি ব্রহ্মঘনরূপতাভিপ্রেতা। অথানন্তরং ত্বদীয়ায় উদরায় নমোঽস্তু। পাশবন্ধেন তেনৈব সৌন্দর্য্যাদের্বাৎসল্যলীলাদেশ্চ বিশেষতঃ প্রকাশনাৎ। কথম্ভূতায়?—বিশ্বস্য চরাচর-প্রপঞ্চজাতস্য ধাম্নে আধারায়, তত এব চতুর্দ্দশভুবনাত্মককমলোৎপত্তেঃ, তত্রৈব চ মাতরং প্রতি বারদ্বয়ং বিশ্বরূপপ্রদর্শনাদিতি দিক্। এবমুদরবন্ধনেন বিশ্বস্যাপি বন্ধনাপত্তেঃ শ্রীযশোদয়া বিশ্বমপি বশীকৃতমিতি ধ্বনিতং। তথা ঈশস্য বন্ধনাসংভবেঽপি বন্ধনস্বীকারেণ ভক্তবাৎসল্যবিশেষস্তথা বন্ধনেন প্রপঞ্চাসংকোচাবস্থিত্যাদিসমাবেশস্য তর্কাগোচরত্বাদৈশ্বর্য্য-বিশেষশ্চ ধ্বনিত ইতি দিক্। দামনমস্কারানন্তরমুদর-নমস্কারশ্চোদরোপরি দাম্নো বর্ত্তমানত্বাৎ যথোত্তরমুৎকর্ষবিবক্ষয়া বা। ইদানীং তদীয়প্রিয়তমজনরূপয়ৈব বাঞ্ছাতীতমপি সর্ব্বমেব সুসি-ধ্যেদিত্যাশয়েন ভগবতীং শ্রীরাধাং প্রণমতি নম ইতি। তথা চ সর্ব্বা এব গোপিকা উপলক্ষ্যন্তে কিংবা তাসু মুখ্যতমাত্র সৈবৈকোক্তা। রাধিকেতি সর্ব্বদৈব শ্রীভগবদারাধনবিশেষাদন্বর্থসংজ্ঞা। অতএব ত্বদীয়প্রিয়েতি। যদ্বা রাধিকেতি রূঢ়িসংজ্ঞা। ততশ্চারাধনাদ্যনপেক্ষয়া সা নিত্যপ্রিয়ৈবেতি। তত্র চ ত্বদীয়া অপি সর্ব্বে জনাঃ প্রিয়াত্বৎপ্রীত্যা যস্যাঃ, কিমুত বক্তব্যং ত্বমিতি। এবং তস্যাস্তস্মিন্ প্রেমবিশেষঃ সূচিতঃ। তস্যৈ নমঃ। যদ্বা ত্বৎপ্রিয়ায়ৈ ইতি। ততশ্চ যস্য ত্বং প্রিয়োঽসি সোঽপি জগদ্বন্দ্যঃ স্যাৎ, এবা চ তবৈব প্রিয়া অতস্তস্যৈ নমোঽস্তু। ততশ্চ তয়া সহ রাসক্রীড়া-দিকং পরমস্তুতিত্বেনান্তে বর্ণয়িতুমিচ্ছন্ তচ্চ পরম-গোপ্যত্বেনানভিব্যঞ্জয়ন্ মধুরেণ সমাপয়ে-দিতিন্যায়েন কিঞ্চিদেব সঙ্কেতেনোদ্দিশন্ প্রণমতি। দেবায় লোকোত্তরায়েতি লীলানামপি লোকোত্তরতাভিপ্রেতা। যদ্বা শ্রীরাধিকয়া সহ নিরন্তরক্রীড়াপরায় অতএবানন্তলীলায় তুভ্যং নম ইতি। এবং গোকুলবিষয়িকা সর্ব্বাপি লীলোদ্দিষ্টা, তস্যৈ চ নম ইতি ভাব ইত্যেবা দিক্॥১০৪॥

ভনয়দ্বয়কে মুক্ত ও ভক্তিপাত্র করিয়াছেন, আমাকেও সেইরূপ প্রেমভক্তি অর্পণ করুন। ঐ প্রেমভক্তি লাভার্থই আমি আগ্রহবান্, মোক্ষে আমার আগ্রহ নাই। ১০৩। হে দেব! ত্বদীয় তেজোবিশিষ্ট উদরবন্ধন দামকে ও জগদাধারস্বরূপ উদরকে আমি বন্দনা করি; ত্বৎপ্রিয়তমা রাধাকেও প্রণাম। আপনার লীলা অসীম, আপনি দেব, আপনাকে বন্দনা করি। ১০৪।

অথ তত্র শ্রীকৃষ্ণাষ্টমীকৃত্যম্।

পাদ্মে তত্রৈব।—

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ। কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ।
নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্রাস্তদ্ধি তস্য প্রতোষণম্॥ ১০৫॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ন্তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥১০৬॥

কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীরাধিকোপাখ্যানান্তে।—

বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যাঃ প্রতুষ্যতা। কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥
তৎকুণ্ডে কার্ত্তিকাষ্টম্যাং স্নাত্বা পূজ্যো জনার্দ্দনঃ।
সুবোধন্যাং যথা প্রীতস্তথা প্রীতস্ততো ভবেৎ॥১০৭॥

অথ কৃষ্ণত্রয়োদশীকৃত্যম্।

পাদ্মে চ তত্রৈব।—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে। যমদীপং বহির্দ্দদ্যাদপমৃত্যুর্ব্বিনশ্যতি॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

মৃত্যুনা পাশদণ্ডাভ্যাং কালঃ শ্যামলয়া সহ।
ত্রয়োদশ্যাং দীপদানাৎ সূর্য্যজঃ প্রীয়তামিতি॥১০৮॥

শ্রীরাধাপ্রাণনাথায় শ্রীমদ্দামোদরায় তে। সর্ব্বং চৈতন্যদেবায় গুরবেঽর্পিতমেব মে॥ তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়তমো ভবেৎ॥ হি যতঃ। তত্র তত্র স্নানং তস্য হরেঃ প্রতোষণং প্রকর্ষেণ তোষয়তীত্যর্থঃ॥ ১০৫॥ তত্র হেতুমাহ যথেতি। ন চ সাধারণপ্রিয়েত্যাহ সর্ব্বাসু গোপীষ্বপি মধ্যে॥ ১০৬॥ তস্যাঃ তস্যৈ শ্রীরাধায়ৈ॥ অন্যত্র বৃন্দাবনেতরস্থানে সা দেবী লক্ষ্ম্যাদিরূপা, বৃন্দাবনাখ্যে চ বনে রাধৈব স্বয়ং স্বনামাদিনৈব প্রসিদ্ধেত্যর্থঃ। সুবোধন্যাম্ উত্থানৈকাদশ্যাং। এতচ্চাগ্রে তৎপ্রসঙ্গে ব্যক্তং ভাবি॥ ১০৭॥

নিশামুখে প্রদোষে॥ ১০৮॥

অতঃপর কার্ত্তিকে কৃষ্ণাষ্টমীকৃত্য বিবৃত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি-সংবাদে লিখিত আছে, হে দ্বিজগণ! মনোহর গোবর্দ্ধন গিরিতে হরিপ্রীতিকর রাধাকুণ্ড বিরাজিত আছে। কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে হরিপ্রিয় ভক্তমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; কারণ, ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে শ্রীহরির প্রীতি জন্মে। ১০৫। হে তাপসগণ! রাধিকা যেরূপ হরির বল্লভা, সেই কুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়; কারণ, একমাত্র রাধিকাই নিখিল গোপিকাগণের মধ্যে হরির পরম প্রিয়তমা। ১০৬। উক্ত পুরাণে রাধিকার উপাখ্যানের শেষে লিখিত আছে, শ্রীহরি রাধিকার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনাধিপত্য সমর্পণ করিয়াছেন; এই হেতুই রাধিকা অন্যত্র লক্ষ্মীরূপে এবং বৃন্দাবনে স্বয়ং রাধিকারূপে বিরাজ করেন। কার্ত্তিকী উত্থানৈকাদশীতে পূজা করিলে ভগবানের যেমন প্রীতি হয়, কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে ঐ কুণ্ডে স্নানান্তে হরির অর্চ্চনা করিলেও সেইরূপ প্রীতি লাভ করেন। ১০৭।

অনন্তর কার্ত্তিকী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীকৃত্য কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই

অথকৃষ্ণচতুর্দ্দশীকৃত্যম্।

তত্রৈব।—

চতুর্দ্দশ্যাং ধর্ম্মরাজপূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ। স্নানমাবশ্যকং কার্য্যং নরৈর্নরকভীরুভিঃ॥

অরুণোদয়তোঽন্যত্র রিক্তায়াং স্নাতি যো নরঃ। তস্যাব্দিকভবো ধর্ম্মো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ॥

স্কান্দে চ তত্রৈব।—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং বিধূদয়ে। অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্নানং নরকভীরুভিঃ॥১০৯॥

কিঞ্চ পাদ্মে তত্রৈব।—

ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ। জীবৎপিতা ন কুর্ব্বীত তর্পণং যমভীষ্মযোঃ॥১১০

যজ্ঞোপবীতিনা কার্য্যং প্রাচীনাবীতিনা তথা। দেবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ যমস্যাস্তি দ্বিরূপতা॥ ১১১॥

নক্তং যমচতুর্দ্দশ্যাং যঃ কুর্য্যাচ্ছিবসন্নিধৌ। ন তৎ ক্রতুশতেনাপি প্রাপ্যতে পুণ্যমীদৃশম্॥১১২॥

কুমারী বটুকান্ পূজ্য তথা শৈবতপোধনান্। রাজসূয়ফলং তেন প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥১১৩॥

কার্ত্তিকে ভৌমবারেণ চিত্রা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। তস্যাং ভূতেশমভ্যর্চ্চ্য গচ্ছেচ্ছিবপুরং নরঃ॥১১৪।

কিঞ্চ।—অমাবস্যা-চতুর্দ্দশ্যোঃ প্রদোষে দীপদানতঃ।

যমমার্গান্ধকারেভ্যো মুচ্যতে কার্ত্তিকে নরঃ॥

চতুর্দ্দশ্যাং স্নানং চারুণোদয়ে সত্যেব কার্য্যং নিত্যত্বাদিত্যাহ অরুণেতি॥ ১০৯॥ চতুর্দ্দশী-কৃত্যমন্যদপি লিখতি ততশ্চেতি। ষড়্ভিঃ নামভিঃ যমায়ধর্ম্মরাজায়েত্যাদিনোক্তৈঃ॥১১০॥ দ্বিরূপতা দেবরূপতা পিতৃরূপতা চ॥১১॥ নক্তং নক্তঃ ভোজনব্রতম্॥ ১১২॥ পূজ্য পূজয়িত্বা॥১১৩॥

লিখিত আছে, কার্ত্তিকী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর সায়ংসময়ে গৃহের বাহিরে যমদীপ দিলে অপমৃত্যু-ভয় বিদূরিত হয়।

যমদীপদানমন্ত্র।—ত্রয়োদশীতে দীপদান নিবন্ধন, পাশ, দণ্ড ও শ্যামলা সহ সূর্য্যনন্দন কাল প্রীতি লাভ করুন্। ১০৮।

অনন্তর কার্ত্তিকী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী-কৃত্য :—কার্ত্তিকী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যত্ন সহকারে ধর্ম্মরাজের অর্চ্চনা ও স্নান করা নরকভীরু ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য। অরুণোদয় ব্যতীত রিক্তাতে স্নান করিলে একবর্ষকৃত পুণ্য নিঃসন্দেহ বিনাশ পায়। স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিকী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে চন্দ্রোদয় হইলে স্নান করা নরকভয়ভীত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য বিধেয়। ১০৯। পদ্মপুরাণের উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, তৎপরে "যমায় ধর্ম্মরাজায়" ইত্যাদি নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের উদ্দেশে তর্পণ করিবে; কিন্তু জীবৎ-পিতৃক ব্যক্তির পক্ষে যমতর্পণ ও ভীষ্মতর্পণ নিষিদ্ধ। ১১০। প্রাচীনাবীতী হইয়া যমতর্পণ করা কর্ত্তব্য; কেন না, যমরাজের দেবত্ব ও পিতৃত্ব দ্বিবিধ রূপই বিদ্যমান আছে। ১১১। যমচতুর্দ্দশীতে শিবসমীপে নক্ত-ভোজন করিলে যে পুণ্য হয়, শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও সে ফল লাভ করা যায় না। ১১২। উক্ত দিনে কুমারী, বালক ও শিবভক্ত তাপসের অর্চ্চনা করিলে নিঃসন্দেহ রাজসূয়-যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। ১১৩। কার্ত্তিকী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে মঙ্গলবারের যোগ হইলে উহা অতীব

অথামাবাস্যাকৃত্যম্।

পাদ্মে তত্রৈব।—

দিবা তত্র ন ভোক্তব্যং বিনা বালাতুরান্ জনান্। প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ যথাক্রমম্ ॥১১৪॥

কিঞ্চ।—প্রদোষসময়ে বিপ্রাঃ কর্ত্তব্যা দীপমালিকাঃ।
দীপদানান্ততঃ পশ্চাল্লক্ষ্মীং সুপ্তাং প্রবোধয়েৎ ॥১১৫॥

অত্র মন্ত্রঃ।

ত্বং জ্যোতিঃ শ্রীরবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ।
সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতির্দীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ ॥১১৬॥

মন্ত্রেণানেন কমলাং দীপহস্তাঃ স্ত্রিয়ো দ্বিজাঃ। দেবীং প্রবোধয়েয়ুশ্চ ততঃ কুর্য্যুশ্চ ভোজনম।
প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং ভোজয়িত্বা ভুনক্তি যঃ। পুমান্ সংবৎসরং যাবল্লক্ষ্মীস্তং নৈব মুঞ্চতি॥

অথামাবস্যানির্ণয়ঃ।

যথা নির্ণয়ামৃতে।—উপবাসাদিষমাবাস্যা প্রতিদ্যুতা গ্রাহ্যা।

তদুক্তম্।— অমাবাস্যা তৃতীয়া চ তা উপাস্যাঃ পরান্বিতাঃ॥ ইতি॥

অথ চতুর্দ্দশীবিদ্ধা-নিষেধঃ।

নিগমে।— ভূতবিদ্ধা ত্বমাবাস্যা নিষ্ফলং স্যাত্রয়স্ত্বিদম্॥ ইতি॥

ক্বচিৎ স্কান্দেঽপি। ভূতবিদ্ধা ত্বমাবাস্যা ন গ্রাহ্যা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ ইতি॥

তত্র অমাবাস্যায়াম্॥ ১১৪॥ হে বিপ্রাঃ॥ ১১৫॥

বিদ্যুচ্চ সৌবর্ণঞ্চ সুবর্ণজাতং, তারকাশ্চ॥ ১১৬॥

দোহো দোহনপাত্রাদিঃ বাহনঞ্চ শকটাদি, তৎসহিতা ইত্যর্থঃ। যথা, বিদ্যতে দেহো দোহনং

বিচিত্র আনিবে। ঐ দিনে ভূতপতি শিবের পূজা করিলে মানব শিবধামে গমন করিতে পারে। আরও লিখিত আছে, কার্ত্তিকী অমাবস্যায় ও চতুর্দ্দশীতে সন্ধ্যাকালে দীপ দান করিলে শমনমার্গের তিমিররাশি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

অনন্তর অমাবস্যা-কৃত্য।—পদ্মপুরাণে উক্ত স্থানেই লিখিত আছে, বালক ও আতুর ভিন্ন অমাবাস্যাদিতে দিবাভাগে আহার করা অন্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। ঐ দিনে প্রদোষকালে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিবে। ১১৪। আরও লিখিত আছে, হে দ্বিজগণ! ঐদিন প্রদোষকালে দীপ-মালা দিতে হয়; দীপদানান্তে প্রসুপ্তা লক্ষ্মীর চেতন সম্পাদন করিবে। ১১৫।

উক্ত বিষয়ে মন্ত্র।—তুমি জ্যোতিঃ, তুমি ভাস্কর, তুমি চন্দ্র, তুমি বিদ্যুৎ, তুমি স্বর্ণ, তুমি তারা এবং যাবতীয় জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিও তুমি। তুমি দীপ-জ্যোতিতে সংস্থিত, তোমাকে নমস্কার করি। ১১৬। হে বিপ্রগণ! এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক রমণীবর্গ হস্তে দীপ লইয়া লক্ষ্মী দেবীর চেতনা সম্পাদনান্তে আহার করিবে। সায়ংকালে লক্ষ্মীকে ভোজন করাইয়া আহার করিলে কমলা সংবৎসর তাহাকে পরিত্যাগ করেন না।

অনন্তর অমাবস্যা নির্ণয়।—নির্ণয়ামৃতে লিখিত আছে, উপবাসাদি-স্থলে প্রতিপৎ-সমন্বিতা

অথ শুক্লপ্রতিপৎ।

স্কান্দে।—প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্য দ্যূতঞ্চৈব সমাচরেৎ।
ভূষণীয়াস্তথা গাবঃ পূজ্যাশ্চ দোহবাহনাঃ। ১১৭॥

শ্রীকৃষ্ণদাসবর্য্যোঽয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন-ভূধরঃ। শুক্লপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোঽত্র বৈষ্ণবৈঃ॥
প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্য রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ। ইতি কচিৎ পাঠঃ।
তস্মাত্তদিদং কর্ম্ম গোবর্দ্ধনপ্রাধান্যেন গোপ্রাধান্যেন চ খ্যাতমপ্যেব জ্ঞেয়ম্॥

অথ তত্র দিননির্ণয়ঃ।

যদাহ দেবলঃ।—প্রতিপদ্দর্শসংযোগে ক্রীড়নন্তু গবাং মতম্।
পরবিদ্ধাস্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ॥

নির্ণয়ামৃতধৃতং পুরাণান্তরবচনম্। –
যা কুহুঃ প্রতিপন্মিশ্রা তত্র গাঃ পূজয়েন্নৃপ। পূজামাত্রেণ বর্দ্ধন্তে প্রজা গাবো মহীপতিঃ॥
ততঃ প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্যেতি পূর্ব্বাহ্নতাৎপর্য্যকম্, দ্বিতীয়াসময়ে তু সর্ব্বথা নিষিদ্ধম্॥
তদযথা।—নন্দায়াং দর্শনে রক্ষা বলিদানং দশাসু চ। ভদ্রায়াং গোকুলক্রীড়া দেশনাশায় জায়তে॥
পুরাণসমুচ্চয়ে তু সম্ভাবিত-চন্দ্রোদয়-দ্বিতীয়াসংযোগ এব নিষিধ্যতে।
গবাং ক্রীড়া দিনে যত্র রাত্রৌ দৃশ্যেত চন্দ্রমাঃ। সোমো রাজা পশূন্ হন্তি সুরভীপূজকাংস্তথা॥

অথ চন্দ্রোদয়সম্ভাবনঞ্চ।

নির্ণয়ামৃতে নির্ণীতম্।—প্রতিপত্থাপরাহ্নিক ত্রিমুহূর্ত্তব্যাপিন্যাং দ্বিতীয়ায়াং চন্দ্রদর্শনং সম্ভাব্যতে।

বাহনং চ যাসাং তাঃ; তস্মিন্ দিনে গাবো ন দোহ্যা বৃষাশ্চ ন বাহ্যা ইত্যর্থঃ। পাঠান্তরেঽপি

অমাবস্যা গ্রহণ করিতে হয়। এই বিষয়ের প্রমাণ আছে যে. আমাবস্যা ও তৃতীয়া পরযুক্তা অর্থাৎ পরতিথির সহিত সমন্বিত হইলে তাহাতেই উপবাস করিতে হয়।

অতঃপর চতুর্দ্দশীবিদ্ধা অমাবস্যানিষেধ বিবৃত হইতেছে —নিগমে লিখিত আছে যে চতুর্দ্দশী-বিদ্ধা অমাবস্যা এই তিনটি বিফল। স্কন্দপুরাণেরও কোন স্থানে লিখিত আছে যে, চতুর্দ্দশী-বিদ্ধা অমাবস্যা গ্রহণ করা মুনিগণের সম্মত নহে।

অনন্তর শুক্ল-প্রতিপৎকৃত্য বিবৃত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, প্রভাতে গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া করিতে হয় এবং গোগণকে অলঙ্কৃত করিয়া পূজা করিবে, আর দোহন-পাত্রাদি এবং শকটাদিরও পূজা করিতে হয়। (অথবা সেই দিনে গোগণকে দোহন ও বৃষগণকে শকটাদিতে নিয়োজিত করিবে না)। ১১৭। কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে গোবর্দ্ধন গিরিই প্রধান। কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদের প্রভাতে গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। কিংবা প্রভাতে গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা করিয়া নিশাভাগে জাগরণ করিবে, এই প্রকার পাঠও স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়। অতএব গোবর্দ্ধন-প্রাধান্য ও গো-প্রাধান্য রূপেই এই কার্য্য প্রথিত।

অনন্তর গোবর্দ্ধনার্চ্চনা বিষয়ে দিন নিরূপণ হইতেছে।—দেবলের উক্তি আছে যে, প্রতিপৎ-সংযুক্ত আমাবস্যাতেই গোক্রীড়া প্রশস্ত। দ্বিতীয়া-সমন্বিত প্রতিপদে গোক্রীড়া করিলে পুত্র,

তদুক্তমগ্ন্যাধানবিষয়ে বৃদ্ধশাতাতপেন।—

দ্বিতীয়া ত্রিমুহূর্ত্তা চেৎ প্রতিপদ্যাপরাহ্লিকী। অগ্ন্যাধানং চতুর্দ্দশ্যাং পরতঃ সোমদর্শনাৎ। ইতি।

অথ অপরাহ্নুনির্ণয়ঃ।

অপরাহ্নশ্চ পঞ্চধা বিভক্তস্যাহ্নশ্চতুর্থো ভাগঃ॥

ততশ্চ যত্র প্রতিপদি যণ্মুহূর্ত্তব্যাপিনী দ্বিতীয়া, তত্র চন্দ্রদর্শনসম্ভাবনম্॥ ইতি।

অন্যদা তু পূর্ব্বৈব প্রতিপত্তত্র গৃহীতা॥

তথৈব পুরাণসমুচ্চয়ে।—

বর্দ্ধমানতিথৌ নন্দা যদা সার্দ্ধত্রিযামিকা। দ্বিতীয়াবৃদ্ধিগামিত্বাদুত্তরা তত্র চোচ্যতে॥

কিঞ্চ।—যদা পূর্ণ-প্রতিপৎ পরত্র নিষ্ক্রামতি, তদাপুত্তরৈব কার্য্যা॥

যথোক্তং ভবিষ্যোত্তরে।—

যথা দ্বাদশভির্ম্মাসৈর্ম্মাসো বৃদ্ধো মলিম্লুচঃ। তথৈবাহোরাত্রবৃদ্ধ্যা তিথিঃ প্রোক্তা মলিম্লুচা॥
যথা মলিম্লুচঃ পূর্ব্বো মাসো দৈবস্তথাপরঃ। ত্যাজ্যা তিথিস্তথা পূর্ব্বা গ্রাহ্যা চৈব তথোত্তরা॥ইতি
নির্ণয়ামৃতমতম্।

কিন্তু বঙ্গুলীপ্রায়েন পূর্ব্বৈব মন্তুং শক্যতে। তদ্বদত্রাপি দেবলাদি-বচনপ্রামাণ্যমস্তীতি॥১১৮॥

তথৈবার্থঃ॥ ১১৭॥ শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা চ শুক্লপ্রতিপৎপ্রভাতে বৈষ্ণবৈরবশ্যং কার্য্যেতি লিখতি শ্রীকৃষ্ণেতি। হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্য ইত্যাদ্যুক্তেঃ॥ ১১৮॥

ভার্য্যা ও ধনের হ্রাস হয়। নির্ণয়ামৃত-ধৃত পুরাণান্তরে প্রমাণ আছে যে, হে রাজন্! প্রতিপৎ-সমন্বিতা অমাবস্যাতে গোপূজা কর্ত্তব্য; ঐরূপ পূজা করিলে প্রজা, গো ও রাজার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হয়। প্রাতঃশব্দের তাৎপর্য্যে পূর্ব্বাহ্নই বোদ্ধব্য অর্থাৎ অমাবস্যাতেই কর্ত্তব্য, দ্বিতীয়া বিদ্ধা প্রতিপদে পূজা করিতে নাই। দ্বিতীয়াতে গোক্রীড়া নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, নন্দাতে (প্রতিপদে) রক্ষাবন্ধন, দশমীতে বলিদান, এবং ভদ্রায় (দ্বিতীয়াতে) গোক্রীড়া করিলে দেশ ধ্বংস হয়। পুরাণসমুচ্চয়েও লিখিত আছে যে, যে দ্বিতীয়ায় শশাঙ্কো-দয়ের সম্ভাবনা, তাহাতে প্রতিপদের যোগ হইলে সেই দিনে গোক্রীড়া নিষিদ্ধ। গোক্রীড়নদিনে নিশাভাগে চন্দ্র দৃষ্ট হইলে সোমরাজ শশাঙ্কদেব পশুগণকে এবং গোপূজকগণকে বিনাশ করেন।

চন্দ্রোদয়সম্ভাবনা।—নির্ণয়ামৃত গ্রন্থে এইরূপ নির্ণীত আছে যে, যে প্রতিপদ্দিনে অপরাহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিমুহূর্ত্তকালব্যাপিনী দ্বিতীয়া হয়, সেই দ্বিতীয়াতেই শশাঙ্কোদয়ের সম্ভব। অগ্ন্যাধানবিষয়ে বৃদ্ধ শাতাতপের উক্তি আছে যে, যদি প্রতিপদের অপরাহ্নে ত্রিমুহূর্ত্ত (৬ দণ্ড) দ্বিতীয়া হয়, তাহা হইলে চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা। এই হেতু অমাবাস্যা ও পৌর্ণমাস্যুক্ত অগ্ন্যাধান চতুর্দ্দশীতে করণীয়।

অপরাহ্ন-নির্ণয়।—দিনকে পঞ্চধা বিভক্ত করিলে চতুর্ভাগের ভাগকে অপরাহ্ন বলা যায় অর্থাৎ ত্রিশদণ্ডাত্মক দিবসকে পঞ্চধা ভাগ করিলে এক এক ভাগে ছয় দণ্ড হয়, ইহার চতুর্থ ভাগই (১৮ দণ্ডের পর যে ছয় দণ্ড, তাহাই) অপরাহ্ন বলিয়া কথিত। সুতরাং প্রতিপদে

পাদ্মে তত্রৈব।—　　অথ গোবর্দ্ধনপূজাবিধিঃ।

মথুরায়াস্তথান্যত্র কৃত্বা গোবর্দ্ধনং গিরিম্　গোময়েন মহাস্থূলং তত্র পূজ্যো গিরির্যথা ॥১১৯॥
মথুরায়াং তথা সাক্ষাৎ কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্। বৈষ্ণবং ধাম সংপ্রাপ্য মোদতে হরিসন্নিধৌ ।.২০ ॥

অথ পূজামন্ত্রঃ।

গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুল-ত্রাণকারক। বিষ্ণুবাহুকৃতোচ্ছ্রায় গবাং কোটি-প্রদো ভব ॥ ইতি॥

অথ গোপূজামন্ত্রঃ।

স্কান্দে তত্রৈব।—

লক্ষ্মীর্যা লোকপালানাং ধেনুরূপেণ সংস্থিতা। ঘৃতং বহতি যজ্ঞার্থে যমপাশং ব্যপোহতু ॥
অগ্রতঃ সন্তু মে গাবো গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ। গাবো মে পার্শ্বতঃ সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥ইতি॥

মথুরায়াঃ অন্যত্র মথুরামণ্ডলব্যতিরিক্তদেশে। যথা যথাবৎ ॥ ১১৯ ॥ সাক্ষাৎ পূজয়িত্বেতি শেষঃ ॥ ১২০ ॥

অষ্টাদশদণ্ডের পর দ্বাদশদণ্ড ব্যাপিনী দ্বিতীয়া হইলেই তাহাতে শশাঙ্কোদয় সম্ভব। অন্যত্র পূর্ব্ব প্রতিপত্তিথিই গৃহীত হয়। এ বিষয়ে পুরাণসমুচ্চয়েও এইরূপ লিখিত আছে যে, তিথির বৃদ্ধিগামিত্ব অবস্থায় প্রতিপৎ সার্দ্ধ ত্রিপ্রহর থাকিলে এবং দ্বিতীয়া বৃদ্ধিগামিনী হইলে প্রতিপৎই গ্রহণীয়। আরও লিখিত আছে, পূর্ণ প্রতিপৎ বৃদ্ধি পাইয়া পরদিন থাকিলে পর প্রতিপদ্‌ই গ্রহণীয়। এই বিষয়ে ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে যে, দ্বাদশমাস দ্বারা একমাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপ একটি মলমাস হয়, সেইরূপ দিবা-রাত্রির বৃদ্ধি হেতু তিথিও মলবিশিষ্ট হইয়া থাকে। নির্ণয়ামৃত গ্রন্থে এইরূপ নিরূপিত আছে যে, যেরূপ পূর্ব্ব মলমাস ত্যাগ করা উচিত এবং তৎপর মাস পবিত্র, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ণা তিথি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরতিথিই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বলিব্রতে যেরূপ পূর্ব্ব তিথিই গ্রাহ্য, সেইরূপ এখানেও দেবলাদির বচন দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ১১৮।

অতঃপর গোবর্দ্ধনপূজাবিধি।—পদ্মপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে লিখিত আছে যে, মথুরা-মণ্ডল ব্যতীত অন্য স্থানে পূজা করিতে হইলে গোময় দ্বারা বৃহৎ গিরি প্রস্তুত করিয়া প্রত্যক্ষ গোবর্দ্ধন পূজাবৎ তাহাতেই গিরিবরের অর্চ্চনা করিবে। ১১৯। মথুরাতে সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলে হরিধামে গমন পূর্ব্বক হরিসকাশে আনন্দ ভোগ করিতে পারে। ১২০।

গোবর্দ্ধন-পূজামন্ত্র।—হে গোবর্দ্ধন! হে ধরাধার! হে গোকুলোদ্ধারক! তুমি হরির বাহু দ্বারা উত্থাপিত হইয়াছিলে; আমাকে কোটি গো অর্পণ কর।

গোপূজামন্ত্র।—স্কন্দপুরাণে উক্ত প্রকরণেই লিখিত আছে,যিনি লোকপালবর্গের লক্ষ্মীস্বরূপিণী, যিনি ধেনুরূপে সংস্থিতা, যিনি যজ্ঞার্থ ঘৃত বহন করেন, তিনি শমনপাশ ছেদন করিয়া দিউন্। মদীয় পুরোভাগে গোগণ অবস্থান করুন্, মদীয় পশ্চাতে গোগণ অধিষ্ঠিত থাকুন, মদীয় পার্শ্বভাগে গোগণ অবস্থান করুন, আমি গোসমূহমধ্যে অধিষ্ঠিত থাকি।

তত্রৈব।— অথ গোক্রীড়া।

ক্রোধাপয়েদ্ধাবয়েচ্চ গোমহিষ্যাদিকং ততঃ। বৃষান্ কর্ষাপয়েদ্গোপৈরুক্তিপ্রত্যুক্তিবাদনাৎ ॥১২১॥

পাদ্মে চ তত্রৈব। — মহিষ্যাদেস্তথা ভূষা ক্রীড়নং রাবণন্তথা ॥ ১২২ ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব।—এবং গোবর্দ্ধনো গাশ্চ পূজনীয়া বিধানতঃ।

গোবর্দ্ধনমখো রম্যঃ কৃষ্ণসন্তোষকারকঃ ॥ ১২৩ ॥

অথ শ্রীবলিদৈত্যরাজ-পূজা।

লিখিত্বা শ্রীবলিং পট্টে বিন্ধ্যাবল্যান্বিতং মুদা। প্রদোষে তৎপ্রতিপদো ভগবদ্ভক্তমর্চ্চয়েৎ ॥১২৪॥

তথা চ স্কান্দে।—

বলিমালিখ্য দৈত্যেন্দ্রং বর্ণকৈঃ পঞ্চরঙ্গকৈঃ। সর্ব্বাভরণসম্পূর্ণং বিন্ধ্যাবল্যা সহাসিতম্ ॥ ১২৫ ॥

কুষ্মাণ্ড-ময়-জম্ভোরু-মুরদানবসংবৃতম্। সম্পূর্ণহৃষ্টবদনং কিরীটোৎকটকুণ্ডলম্।

দ্বিভুজং দৈত্যরাজানং কারয়িত্বার্চ্চয়েন্নৃপ ॥ ১২৬ ॥

ক্রোধাপয়েদিত্যার্ষঃ ক্রোধং কারয়েদিত্যর্থঃ। গোপৈঃ কৃত্বা কর্ষাপয়েৎ আকর্ষয়েৎ ॥ ১২১ ॥

ক্রীড়ম্ আকর্ষাদি, ক্রীড়াং কারয়েদিত্যর্থঃ। রাবণং রবং কারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

গা গাবঃ ॥ ১২৩ ॥

তস্যা গোবর্দ্ধনাদ্রিপূজা সম্বন্ধিন্যাঃ শুক্লায়াঃ প্রতিপত্তিথেঃ প্রদোষে। যতো ভগবতো ভক্তং ॥১২৪॥ আসিতং আসীনম্ ॥১২৫॥ নৃপ ইত্যনেন এতচ্চ রাজকৃত্যমিতি বোধিতং। স্বয়মিতি পাঠে চ সর্ব্বো জনঃ স্বয়মেব ন ত্বন্যহস্তেনার্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

অতঃপর গোক্রীড়া।—স্কন্দপুরাণেই লিখিত আছে যে, তৎপরে গো, মহিষী প্রভৃতিকে প্রকুপিত করাইতে হয়, ধাবিত করাইতে হয় এবং উক্তি-প্রত্যুক্তি-প্রয়োগ পূর্ব্বক গোপগণের দ্বারা বৃষদিগকে আকর্ষণ করাইবে। ১২১। পদ্মপুরাণের উক্ত প্রকরণেই লিখিত আছে, মহিষী প্রভৃতিদিগের আকার্ষণাদি ক্রীড়া করাইবে, তাহাদিগকে অলঙ্কৃত করিবে এবং শব্দও করাইতে হয়। ১২২।

উক্ত বিষয়ের মাহাত্ম্য—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে বিধানে এইরূপে গোবর্দ্ধনের ও গোগণের অর্চ্চনা করিবে; ইহাকেই গোবর্দ্ধনযজ্ঞ কহে। এই রমণীয় যজ্ঞ শ্রীহরির প্রীতিপ্রদ। ১২৩।

অনন্তর বলিদৈত্যরাজ-পূজা।—যে প্রতিপদে গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা করিতে হয়, সেই তিথিতে সন্ধ্যা-সময়ে বিন্ধ্যাবলী ও হরিভক্ত বলিরাজ, এই উভয়ের প্রতিমূর্ত্তি পট্টে অঙ্কন পূর্ব্বক সানন্দে অর্চ্চনা করিবে। ১২৪। এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, হে নৃপ! বিন্ধ্যাবলী সমভিব্যাহারে একাসনে সমাসীন, নানালঙ্কারে সমলঙ্কৃত, দৈত্যরাজ বলিকে পঞ্চবর্ণদ্বারা পট্টে অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে; তদীয় মূর্ত্তি এইরূপ অঙ্কিত করিবে যে, তিনি কুষ্মাণ্ড, ময়, জম্ভ, উরু ও মুর এই সকল দানবে পরিবেষ্টিত; প্রফুল্লাস্য, কিরীট-কুণ্ডলধারী ও দ্বিভুজ। ১২৫—১২৬।

অথ তৎপূজাপ্রকরণম্।

পাদ্মে তত্রৈব।—যথার্পিতং দেহমনেন বিষ্ণবে, ভীতেন মিথ্যাবচসো মহাত্মনা।
দৈত্যেন তেনাথ কঠোরচেষ্টয়া, বদ্ধো বলির্বামনমূর্ত্তিনা বত॥
বদ্ধা নীতোঽথ পাতালং বিমনাঃ খিন্নমানসঃ। নাভ্যসূয়দ্ধরিং দৈত্যস্ত্যক্ত্বাহংমমতে সুধীঃ।
তদোবাচ হরিঃ প্রীতস্তস্মৈ দৈত্যায় ভাগকৃৎ।
অশ্রোত্রিয়ে দত্তমমন্ত্রকং হুতম্, জপ্তং তথা ব্যগ্রধিয়া জনেন যৎ।
তথোর্জ্জশুক্লপ্রতিপদ্দিনে ন তু, ত্বামর্চ্চয়েত্তৎসুকৃতং তবাস্তু॥ ১২৭॥
ইতি তস্মৈ বরো দত্তো হরিণা দিতিজায় চ। ততোঽবশ্যং প্রপূজ্যোঽসৌ বলিরাজদিনে মুদা।
কৃষ্ণসান্নিধ্যতশ্চাপি পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ ১২৮॥

অথ বলিপূজাবিধিঃ।

স্কান্দে তত্রৈব।—
গৃহস্য মধ্যে শালায়াং বিশালায়াং ততোঽর্চ্চয়েৎ। ভ্রাতৃমাতৃজনৈঃ সার্দ্ধং সন্তুষ্টো বন্ধুভিস্তথা॥১২৯॥
কমলৈঃ কুমুদৈঃ পুষ্পৈঃ কহ্লারৈ রক্তকোৎপলৈঃ। গন্ধপুষ্পাদিনৈবেদ্যৈরক্ষতৈর্গুড়পূপকৈঃ॥

অথ তত্র পূজামন্ত্রঃ।

বলিরাজ নমস্তুভ্যং বিরোচনসুত প্রভো। ভবিষ্যেন্দ্র সুরারাতে পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
দীপোৎসবৈর্জনিতসর্ব্বজন-প্রমোদৈঃ, কুর্ব্বন্তি যে সুমতয়ো বলিরাজপূজাম্।
দানোপভোগসুখবৃদ্ধিশতাকুলানাম্, নূনং প্রয়াতি সকলং প্রমুদৈব বর্ষম্॥ ১৩০॥

যত্ত্বাং নার্চ্চয়েত্তস্য যাবৎ সুকৃতং তৎ সর্ব্বং তবাস্তু॥ ১২৭॥ এবং শ্রীভগবদাজ্ঞয়াবশ্যং পূজ্য এব। কৃষ্ণসমীপবর্ত্তিত্বাচ্চাবশ্যং ভক্ত্যা পূজ্য ইত্যাহ কৃষ্ণেতি॥১২৮॥

শালায়াং আয়তনবিশেষে। যদ্বা শালায়াং গৃহে। তত্র মধ্য এবেত্যর্থঃ। সন্তুষ্টঃ হর্ষযুক্তঃ সন্॥ ১২৯॥ কহ্লারৈঃ সৌগন্ধিকৈঃ॥ ১৩০॥

বলিপূজাবিধি—পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থলেই লিখিত আছে যে, এই মহানুভব বলি স্বীয় বাক্য মিথ্যা হইবে ভয়ে হরিকে আত্মদেহ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! ভগবান্ বামনদেব কঠিন ব্যবহার প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। মহাজ্ঞানী বলি বামনদেব কর্ত্তৃক বদ্ধ ও পাতালপুরে নীত হইলে বিমনা ও খিন্নচিত্ত হইয়াও "অহং মম" ইত্যাদি জ্ঞান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক হরির প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিলেন না, তখন ভাগ্যকৃৎ হরি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে দৈত্যপতে! যে ব্যক্তি অশ্রোত্রিয় দ্বিজাতিকে দান, মন্ত্রহীন হোম, ও উদ্বিগ্ন হইয়া জপ করে, যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদে ত্বদীয় অর্চ্চনা না করে, সেই সকল ব্যক্তির যে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য, তৎসমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইবে। ১২৭। ভগবান্ যখন এইরূপে দৈত্যপতিকে বর দিয়াছেন, তখন এই দিনে সানন্দে বলিকে পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সযত্নে শ্রীহরি-সমীপে ইহাঁর অর্চ্চনা করিবে। ১২৮।

অনন্তর বলিপূজাবিধি।—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, গৃহাভ্যন্তরে

অথ যমদ্বিতীয়াকৃত্যম্।

স্কান্দে পাদ্মে চ।—

উর্জ্জে শুক্লদ্বিতীয়ায়াং মধ্যাহ্নে যমমর্চ্চয়েৎ। স্নানং কৃত্বা ভানুজায়াং যমলোকং ন পশ্যতি ॥১৩১॥

কিঞ্চ।—

তস্যাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততো বুধৈঃ। স্নেহেন ভগিনীহস্তাদ্ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধন ॥১৩২

দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ। সর্ব্বা ভগিন্যঃ সম্পূজ্যা অভাবে প্রতিপন্নজাঃ ॥ ১৩৩

কিঞ্চ।—যস্যাং তিথৌ যমুনয়া যমরাজদেবঃ, সম্ভোজিতস্ততিশয়স্বসৃসৌহৃদেন।

তস্যাং স্বসুঃ করতলাদিহ যো ভুনক্তি, প্রাপ্নোতি বিত্তসুভগং ধনমুত্তমং সঃ ॥ ১৩৪ ॥

অথ শুক্লাষ্টমীকৃত্যম্।

পাদ্মে তত্রৈব, কূর্ম্মপুরাণে চ।—

শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ। তদ্দিনে বাসুদেবোঽভূদ্গোপঃ পূর্ব্বন্তু বৎসপঃ॥১৩৫

তত্র কুর্য্যাদগবাং পূজাং গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণম্। গবানুগমনং কার্য্যং সর্ব্বান্ কামানভীপ্সতা ॥১৩৬

ভানুজায়াং শ্রীযমুনায়াং ॥ ১৩১ ॥ তচ্চ পুষ্টিং বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥ প্রতিপন্নজা বৈমাত্রেয়াঃ ॥ ১৩৩ ॥ বিত্তসুভগং শোভনৈশ্বর্য্যম্ উত্তমং ধনং ধর্ম্মলক্ষণম্। ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং পুংসামিত্যেকাদশস্কন্ধোক্তেঃ ॥ ১৩৪ ॥

যতঃ পূর্ব্বং বৎসপঃ সন্ তদ্দিনমারভ্য গোপোঽভূৎ ॥ ১৩৫ ॥ গবামনুগমনম্ ॥ ১৩ ॥

বিস্তৃত স্থলে ভ্রাতা, মাতা ও বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে কমল, কুমুদ, সৌগন্ধিক, রক্তোৎপল, গন্ধ,পুষ্প, নৈবেদ্য, অক্ষত ও গুড়পিষ্টক দ্বারা বলির অর্চ্চনা করিতে হয়। উক্ত পূজার মন্ত্র। হে বলিনৃপতে! হে বিরোচনসুত! হে প্রভো! হে সুরশত্রো! আপনি ভবিষ্যতে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইবেন, আপনাকে নমস্কার, মৎকৃত এই পূজা গ্রহণ করুন। যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দীপোৎসবার্থ মুদিতচিত্ত ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া বলির অর্চ্চনা করেন, শত পুরুষ পর্য্যন্ত তিনি দান, উপভোগ ও সুখ-বৃদ্ধি-সম্পন্ন হন এবং সুখে বর্ষ অতিবাহন করেন। ১২৯-১৩০।

অনন্তর যমদ্বিতীয়া-কৃত্য।—কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়াতে মধ্যাহ্নসময়ে যমের অর্চ্চনা করিবে। ঐ দিন যমুনায় স্নান করিলে আর তাহাকে যমপুরী দর্শন করিতে হয় না। ১৩১। আরও লিখিত আছে, হে দ্বিজ! এই দিনে স্বীয় গৃহে আহার করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে; সস্নেহে ভগিনীর হস্তে আহার করিতে হয়। ভগিনীহস্তদত্ত অন্ন পুষ্টিপ্রদ। ১৩২। ঐ দিনে বিধানে ভগিনীদিগকে দান করিবে; যতগুলি ভগিনী থাকে, সকলেরই অর্চ্চনা করিবে। সহোদরার অভাবে বৈমাত্রেয়ী ভগিনী পূজনীয়া। আরও লিখিত আছে, যে তিথিতে ভগিনী কালিন্দী সৌহার্দ্দ সহকারে শমন-রাজকে ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই তিথিতে ভগিনীর হস্তে আহার করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম-ধন লাভ হয়। ১৩৪।

অনন্তর শুক্লাষ্টমী-কৃত্য।—পদ্মপুরাণে ও কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমীই

অথ প্রবোধনীকৃত্যম্।

শয়ন্যামিব কৃত্বাস্যাং ক্ষীরাম্ভোধিমহোৎসবম্। প্রবোধ্য কৃষ্ণং সম্পূজ্য বিধিনারোহয়েদ্রথম্॥ ১৩৭॥

স্কান্দে তত্রৈব।— অথ প্রবোধনীকৃত্য-নিত্যতা।

জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি। বৃথা ভবতি তৎ সর্ব্বং নকৃত্বা বোধবাসরম্॥ ১৩৮॥

অথ প্রবোধনীমাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব।—প্রবোধন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্। মুক্তিদং কৃতবুদ্ধীনাং শৃণু ত্বং মুনিসত্তম॥
তাবদ্গর্জ্জতি বিপ্রেন্দ্র গঙ্গা ভাগীরথী ক্ষিতৌ। যাবন্নায়াতি পাপঘ্নী কার্ত্তিকে হরিবোধনী॥
তাবদ্গর্জ্জন্তি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ। যাবৎ প্রবোধনী বিষ্ণোস্তিথির্নায়াতি কার্ত্তিকে॥
বাজপেয়সহস্রাণি অশ্বমেধশতানি চ। একেনৈবোপবাসেন প্রবোধন্যা লভেন্নরঃ॥
দুর্লভং চৈব দুষ্প্রাপং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। তদপি প্রার্থিতং বিপ্র দদাতি হরিবোধনী॥ ১৩৯॥
ঐশ্বর্য্যং সন্ততিং পুত্রাং রাজ্যঞ্চ সুখসম্পদঃ। দদাত্যুপোষিতো বিপ্র হেলয়া হরিবোধনী॥ ১৪০॥
মেরুমন্দরতুল্যানি পাপান্যত্যুর্জ্জিতান্যপি। একেনৈবোপবাসেন দহতে হরিবোধনী॥
পৃথিব্যাং যানি দানানি দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্যতে। একেনৈবোপবাসেন দদাতি হরিবোধনী॥ ১৪১॥

অস্যাং প্রবোধন্যাম্॥ ১৩৭॥ বোধবাসরং প্রবোধন্যুক্তকৃত্যমিত্যর্থঃ। এবং রথযাত্রাদের্নিত্যত্ব মায়াতম্॥ ১৩৮॥

দুর্লভং দুঃখেন প্রাপ্যং দুষ্প্রাপঞ্চ অপ্রাপ্যং যৎ তদপি প্রার্থিতং সৎ॥ ১৩৯॥ সন্ততিং

গোপাষ্টমী বলিয়া কথিত। বাসুদেব তৎপূর্ব্বে বৎসপ ছিলেন, ঐ দিন হইতে গোপ বলিয়া খ্যাত হন। ১৩৫। সর্ব্বকামাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ঐ তিথিতে গোগণের অর্চ্চনা, গোগ্রাস দান, গোপ্রদক্ষিণ ও গবানুগমন ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে। ১৩৬।

অনন্তর প্রবোধনী-কৃত্য।—শয়নীবৎ প্রবোধনীতেও ক্ষীরাম্ভোধি-মহোৎসব সম্পাদান পূর্ব্বক শ্রীহরিকে প্রবোধিত করিবে এবং বিধানে অর্চ্চনা করিয়া রথে আরোহণ করাইবে। ১৩৭।

অনন্তর প্রবোধনী-কৃত্যের নিত্যতা কথিত হইতেছে।—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে, প্রবোধনীকৃত্য না করিলে আজন্মসঞ্চিত সমস্ত পুণ্য বিনষ্ট হয়। ১৩৮।

প্রবোধনী-মাহাত্ম্য।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, হে তাপসশ্রেষ্ঠ। প্রবোধিনী-মাহাত্ম্য কৃতবুদ্ধিগণের পাপ দূর করে, পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং মুক্তিদান করে। আমি ত্বৎসকাশে সেই মাহাত্ম্য বর্ণন করি, অবধান কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাবৎ পাপনাশিনী কার্ত্তিকী হরি-বোধনী উপস্থিত না হয়, তাবৎকালই ভাগীরথী ধরাধামে স্পর্দ্ধা করেন। যাবৎ কার্ত্তিকী হরিপ্রবোধনী উপস্থিত না হয়, তাবৎকালই আসমুদ্র-সরোবর নিখিল তীর্থ স্পর্দ্ধা করিতে থাকে। একটিমাত্র প্রবোধনীতে উপবাস করিলে সহস্র বাজপেয় ও শত অশ্বমেধের পুণ্য লাভ হয়। হে দ্বিজ! হরিবোধনী সচরাচর ত্রিভুবন-দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন। ১৩৯। হে বিপ্র! প্রবোধনীতে উপবাস করিলে অবহেলে ঐশ্বর্য্য, সন্তান, সম্মান, রাজ্য, সুখ, সম্পদ্ সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৪০।

কিঞ্চ।—

জাতঃ স এব সুকৃতী কুলং তেনৈব পাবিতম্। কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল কৃতা যেন প্রবোধনী ॥১৪২
যানি কানি চ তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সম্ভবন্তি চ। তানি তস্য গৃহে সম্যগ্ যঃ করোতি প্রবোধনীম্॥১৪৩॥
সর্ব্বকৃত্যং পরিত্যজ্য তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ। উপোষ্যৈকাদশী সম্যক্ কার্ত্তিকে হরিবোধনী।
কিন্তস্য বহুভিঃ কৃত্যৈঃ পরলোকপ্রদৈর্ম্মুনে। সকৃচ্চোপোষিতা যেন কার্ত্তিকে হরিবোধনী ॥১৪৪
স জ্ঞানী স হি যোগী চ স তপস্বী জিতেন্দ্রিয়ঃ। স্বর্গমোক্ষৌ চ তস্যাস্তামুপাস্তে হরিবোধনীম্॥১৪৫
বিষ্ণোঃ প্রিয়তরা হ্যেষা ধর্ম্মসারস্য দায়িনী। ইমাং সকৃদুপোষ্যৈব মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ।
প্রবোধনীমুপোষ্যৈব ন গর্ভে বিশতে নরঃ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য তস্মাৎ কুর্ব্বীত নারদ॥ ৪৬॥
স্নানং দানং তপো হোমঃ সমুদ্দিশ্য জনার্দ্দনম্। নরৈর্যৎ ক্রিয়তে বিপ্র প্রবোধন্যাং তদক্ষয়ম্॥ .৪৭
মহাব্রতমিদং পুত্র মহাপাপৌঘনাশনম্। প্রবোধবাসরং বিষ্ণোর্ব্বিধিবৎ সমুপোষয়েৎ॥
ব্রতেনানেন দেবেশং পরিতোষ্য জনার্দ্দনম্। বিরাজয়ন্ দিশো দীপ্ত্যা প্রয়াতি ভুবনং হরেঃ॥১৪৮
পাদ্মে চ তত্রৈব।—দুগ্ধাব্ধিভোগিশয়নে ভগবাননন্তো, যস্মিন্ দিনে স্বপিতি চাথ বিবুধ্যতে চ।
তস্মিননন্যমনসামুপবাসভাজাম্, কামং দদাত্যভিমতং গরুড়াঙ্কশায়ী॥ ৪৯॥

পুত্রাদীন্॥ ১৪০॥ দহতে দহতি। ১৪১—১৪৩। পরলোকপ্রদৈরিতি তেষাং সংসার-দুঃখাবহত্বমুক্তম্॥ ১৪৪॥ আস্তাম্ আসাতাং ভবত ইত্যর্থঃ। ১৪৫ - ১৪৬। প্রবোধনীত্যাদি-শব্দেন সামান্যেন তত্র সর্ব্বেষামেব কৃত্যানাং মাহাত্ম্যমুক্তে দানীং বিশেষতস্তানি নির্দ্দিশন্নাহ স্নানমিতি। ১৪৭—১৪৮॥ দুগ্ধাব্ধৌ যদ্ভোগি-শয়নং শেষপর্য্যঙ্কস্তস্মিন্। এতচ্চ তদ্দিনে

একটীমাত্র হরিবোধনীতে উপবাস করিলে মেরুমন্দরসদৃশ অত্যুর্জ্জিত পাতকও ভস্মীভূত হইয়া থাকে। একটীমাত্র হরিবোধনীতে উপবাস করিলে পৃথিবীতে যাবতীয় দানের ফল লাভ হয়। ১৪১। আরও লিখিত আছে, হে ঋষিশার্দ্দূল! কার্ত্তিকী প্রবোধনী করিলে সেই পুণ্যবানের জন্ম সার্থক এবং তাঁহার দ্বারাই বংশ পবিত্র হয়। ১৪২। কার্ত্তিকে প্রবোধিনীকৃত্য করিলে ত্রিভুবনস্থ নিখিল তীর্থ তদীয় গৃহে উপস্থিত হন। ১৪৩। কার্ত্তিকমাসে নিখিল কর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীহরির প্রীত্যর্থ সম্যক্ বিধানে হরিবোধনীর উপবাস করিবে। হে ঋষে! যিনি একবারমাত্র কার্ত্তিকী বোধনীতে উপবাস করিয়াছেন, পরলোকপ্রদ বহুসংখ্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে তাঁহার কি আবশ্যক? যিনি হরিবোধনীতে উপবাস করেন, তিনিই জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত এবং সেই ব্যক্তিই স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করেন। ১৪৫। এই হরি বোধনী শ্রীহরির প্রীতিকরী এবং ধর্ম্মের সারপ্রদা। একবারমাত্র ইহাতে উপবাস করিলে মুক্তি লাভ করা যায়। হে দেবর্ষে! প্রবোধনীতে উপবাস করিলে আর জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হয় না; সুতরাং হে নারদ! সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ তিথিতে উপবাস করা উচিত। ৪৬। হে বিপ্র! নরগণ হরির উদ্দেশে প্রবোধনীতে স্নান, দান, তপঃ বা হোম যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, তাহাই অক্ষয় হয়। ১৪৭। হে বৎস! হরিপ্রবোধনীতে বিধানে উপবাস করা কর্ত্তব্য, ইহা

বারাহে চ।—

উপবাসাসমর্থানাং সদৈব পৃথুলোচনে। একা সা দ্বাদশী পুণ্যা সমুপোষ্যা প্রবোধনী॥ ১৫০॥
তস্যামারাধ্য বিশেশং জগতামীশ্বরেশ্বরম্। প্রাপ্নোতি সকলং তদ্ধি দ্বাদশদ্বাদশীব্রতম্॥ ১৫১॥
উত্তরাঙ্গারকযুতা যদি সা ভবতি প্রিয়ে। তদা সা মহতী পুণ্যা কোটি-কোটি-গুণোত্তরা।
শয়নে বোধনে চৈব কোটিদানেন সুন্দরি। উপোষ্যৈব বিধানেন যান্তি মল্লয়তাং নরাঃ॥১৫২॥
একাদশী সোমযুতা কার্ত্তিকে মাসি ভাবিনি। উত্তরাভাদ্রসংযোগে অনন্তা সা প্রকীর্ত্তিতা॥১৫৩
তস্যাং যৎ ক্রিয়তে ভদ্রে সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে। অনন্তপুণ্যফলদা তেনানন্তা স্মৃতা ফলে॥১৫৪॥

তত্রৈব শ্রীযমনারদ-সংবাদে।—

অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং মুনে। কার্ত্তিকেঽমলপক্ষে তু সাক্ষাদেকাদশী স্মৃতা।
ভক্তিপ্রদা হরেঃ সা তু নাম্না খ্যাতা প্রবোধনী॥ ১৫৫॥
যা সা বিষ্ণোঃ পরা মূর্ত্তিরব্যক্তানেকরূপিণী। সা ক্ষিপ্তা মানুষে লোকে দ্বাদশী মুনিপুঙ্গব॥১৫৬॥

ক্ষীরাব্ধি-কল্পনাভিপ্রায়েণ সাক্ষাৎ তদানীং তত্রৈব শয়নাদিতি॥ ১৪৯—১৫১॥ উত্তরা উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রং, অঙ্গারকো ভৌমবারঃ, তাভ্যাং যুক্তা সা প্রবোধনী যদি ভবেৎ॥ ১৫২॥ সোমবারযুতাপি পরমমহাপুণ্যেত্যাহ একাদশীতি। ১৫৩—১৫৪॥ সাক্ষাদ্ধরের্ভক্তিপ্রদা॥১৫৫॥ তৎসেবয়া চ সাক্ষাদ্ধরিসেবৈব সম্পদ্যতে ইত্যাশয়েনাহ যা সেতি। দ্বাদশীরূপেণ ক্ষিপ্তা ন্যস্তা॥ ১৫৬॥

মহাব্রতস্বরূপ এবং ইহা দ্বারা পাতকসমূহ বিদূরিত হয়। এই ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা দেবদেব হরিকে সন্তুষ্ট করিলে তেজোদ্বারা দশদিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া হরিধামে গমন করিতে পারে। ১৪৮। পদ্ম-পুরাণের পূর্ব্বোক্তস্থলেই লিখিত আছে যে, যে দিন ভগবান্ ক্ষীরসাগরে শেষ-পর্য্যঙ্কে শয়ান হন ও যে দিন জাগরিত হন, একাগ্রচিত্তে সেই দিনে উপবাস করিলে গরুড়াঙ্কধারী কৃষ্ণ তাহাদিগের অভিমত বাসনা পূরণ করেন। ১৪৯। বরাহ-পুরাণে লিখিত আছে, হে বিশালাক্ষি! যাহারা নিরন্তর উপবাসে অক্ষম, কেবলমাত্র পুণ্যময়ী প্রবোধনী দ্বাদশীতে উপবাস করাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য। ১৫০। ঐ দিনে জগদীশ্বরেশ্বর বিশেশকে উপাসনা করিলে দ্বাদশ দ্বাদশী-ব্রতের ফল লাভ করা যায়। ১৫১। হে প্রিয়তমে! প্রবোধনীতে উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ও মঙ্গলবারের যোগ হইলে উহা কোটি কোটি গুণাধিকা মহাপুণ্যস্বরূপিণী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। হে সুন্দরি! শয়নী ও বোধনীতে বিধানে উপবাস করিলে কোটি কোটি দানজনিত ফল লাভ হয় এবং আমাতে বিলীন হইতে পারে। ১৫২। হে ভাবিনি! কার্ত্তিকী একাদশী সোমবার ও উত্তরভাদ্রপদ-সমন্বিতা হইলে উহা অনন্তা নামে অভিহিতা হইয়া থাকে। ১৫৩। হে ভদ্রে! ঐ তিথিতে যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই অনন্ত-ফলপ্রদ হয়। উহা অনন্ত-পুণ্যফলদায়িনী বলিয়া কীর্ত্তিত হওয়াতে সুধীগণ ফলেও অনন্ততা নিরূপণ করিয়াছেন। ১৫৪। উক্ত পুরাণে যম-নারদ সংবাদে লিখিত আছে, হে মুনে! তোমার নিকট গুহ্য হইতেও গুহ্য

অথ শ্রীমথুরায়াম বিশেষতো মাহাত্ম্যম্।

পাদ্মে তত্রৈব :—

তাবদ্গর্জ্জন্তি তীর্থানি বাজিমেধাদয়ো মখাঃ। মথুরায়াং প্রিয়া বিষ্ণোর্যাবন্নায়াতি বোধনী॥
সংসারদাবতপ্তানাং কামসৌখ্যে পিপাসিনাম্। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্য সান্নিধ্যং শীতলং গৃহম্॥
ভবপান্থজনানাং বৈ প্রাপিকেয়ং প্রবোধনী। কথং ন সেব্যতে মূঢ় মথুরায়াং কিমন্যতঃ॥১৫৭॥

অথ বিশেষতঃ প্রবোধন্যাং শ্রীভগবৎপূজাদিমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে তত্রৈব প্রবোধনীমাহাত্ম্যে।—

যেঽর্চ্চয়ন্তি নরাস্তস্যাং ভক্ত্যা দেবস্তু মাধবম্। সমুপোষ্য প্রমুচ্যন্তে পাপৈস্তে সমুপার্জ্জিতৈঃ॥
বাল্যে যচ্চার্জ্জিতং বৎস যৌবনে বার্দ্ধকে চ যৎ। সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু॥
শুষ্কার্দ্রং মুনিশার্দ্দূল সুগুহ্যমপি নারদ। তৎ ক্ষালয়তি গোবিন্দস্তিথৌ তস্যাং সুপূজিতঃ॥১৫৮॥

কিঞ্চ।—

প্রবোধবাসরে বিষ্ণোঃ কুরুতে চ হরেঃ কথাম্। সপ্তদ্বীপাবনীদানে যৎ ফলং তল্লভেন্মুনে॥১৫৯

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসান্নিধ্যরূপং শীতলং ত্রিতাপহরং গৃহং ভবপান্থজনানাং সংসারমার্গভ্রমণপরিশ্রান্তজনান্ প্রতি প্রাপিকা প্রাপয়েদিত্যর্থঃ। অন্যতঃ তীর্থান্তরেণ কর্ম্মান্তরেণ চ কিং প্রয়োজনং। শ্রীমথুরায়াং তৎসেবনে সত্যপতি চ ইত্যর্থঃ॥ ১৫৭॥

তত্র চ বিশেষতো ভগবতঃ পূজাং কীর্ত্তনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যুপদিশন্নাদৌ পূজামাহাত্ম্যমাহ যে ইতি ত্রিভিঃ। শুষ্কং চিরকৃতম্ আর্দ্রঞ্চ সাম্প্রতিকং॥ ১৫৮॥ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যমাহ প্রবোধেতি।

তর অন্য বিষয় বলিতেছি। কার্ত্তিকী শুক্লা প্রবোধনী নাম্নী একাদশী সাক্ষাৎ হরিভক্তি-প্রদায়িনী। ১৫৫। হে তাপসপ্রবর! হরির অব্যক্তা, অনেকরূপিণী, পরমা মূর্ত্তিই মানবধামে দ্বাদশীরূপে সংস্থিতা। ১৫৬।

মথুরাপুরে উক্ত বিষয়ের বিশেষ মাহাত্ম্য।—পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থলেই লিখিত আছে, যাবৎ মথুরাপুরে প্রবোধনী উপস্থিত না হন, তাবৎকালই নিখিল তীর্থ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি ভববহ্নিতে দগ্ধ-বিদগ্ধ ও কামসৌখ্যপিপাসায় তৃষার্ত্ত, একমাত্র শ্রীহরির চরণকমলসান্নিধ্যই তাহাদিগের পক্ষে তাপত্রয়হর শীতল গৃহস্বরূপ। সংসারপথের পথিকেরা প্রবোধনীর প্রসাদে সেই গৃহ লাভ করিতে পারে; সুতরাং অন্য তীর্থ বা অন্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে কি প্রয়োজন? রে মূর্খ! তবে কেন মথুরার আরাধনা না করিতেছ? ১৫৭।

বিশেষতঃ প্রবোধনীতে ভগবৎপূজাদি-মাহাত্ম্য।—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানে প্রবোধনীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে, যাঁহারা প্রবোধনীতে উপবাসী থাকিয়া ভক্তি সহকারে হরির পূজা করেন, তাঁহারা অর্জ্জিত নিখিল পাতক হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন। হে বৎস নারদ! বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যাবস্থাতে বা সপ্তজন্মে যে সমস্ত পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, বা চিরসঞ্চিত আছে, কিংবা যাহা সাম্প্রতিক, সেই সমস্ত পাপ ভূরিমিত হউক বা অল্পই হউক, প্রবোধনীতে

বারাহে চ।-

কৌমুদস্য তু মাসস্য যা সিতা দ্বাদশী ভবেৎ ; অর্চ্চয়েদ্যস্তু মাং তত্র তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥
যাবল্লোকা হি বর্ত্তন্তে যাবত্ত্বঞ্চৈব মাধবি। মদ্ভক্তো জায়তে তাবদন্যভক্তো ন জায়তে ॥ ৬০॥

অথ প্রবোধকালনির্ণয়ঃ।

ভবিষ্যে।—

আ-ভা-কা-সিতপক্ষেষু মৈত্রশ্রবণরেবতী। আদিমধ্যাবসানেষু প্রস্বাপাবর্ত্তনাদিকম্ ॥১৬১ ॥

পাদ্মে।—

পৌষ্ণশেষপদেনাহ্নি মৈত্রাদ্যমপি নো নিশি। দ্বাদশ্যামপি তৎ কুর্য্যাদুত্থানং শয়নং হরে ॥১৬২॥
নিশি স্বাপো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনম্। অন্যত্র পাদযোগেঽপি দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ॥ ১৬৩

বারাহে চ।—

অপাদনিয়মস্তত্র স্বাপো বা পরিবর্ত্তনে। পাদযোগো যদা ন স্যাদৃক্ষেণাপি তদা ভবেৎ ॥ ১৬৪ ॥

কথমিত্যপেক্ষণং সর্ব্বকীর্ত্তনপ্রকারস্য ॥ ১৫৯ ॥ অন্যস্য ভক্তো ন জায়তে ন স্যাদিতি একান্তিতাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১৬০ ॥

আ-ভা-কেতি সঙ্কেতেন আষাঢ়ভাদ্রকার্ত্তিকমাসানামেষাং সিতপক্ষেষু শুক্লদ্বাদশীষু অনুরাধা-শ্রবণা-রেবতীনক্ষত্রাণামাদ্যমধ্যান্ত্যপাদেষু শয়ন-পার্শ্বপরিবর্ত্তনোত্থানানি ক্রমেণ ভবন্তীত্যর্থঃ ॥১৬১ তত্তদ্যোগাভাবে চ দ্বাদশ্যামেবোত্থানাদিকং কুর্য্যাদিতি লিখতি পৌষ্ণেতি। পৌষ্ণং রেবতী তস্য শেষোঽন্ত্যপাদো যদি দিনমধ্যে ন স্যাৎ, মৈত্রাদ্যমপি অনুরাধাদ্যপাদো নিশি ন স্যাৎ, তদা কেবলায়ামপি দ্বাদশ্যাং হরেরুত্থানাদিকং কুর্য্যাৎ ॥ ১৬২॥ পাদযোগে তত্তাঽন্যত্রাপি পাদযোগা-ভাবেঽপি দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ ॥১৬৩॥ অপাদনিয়মঃ পাদযোগনিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ ॥১৬৪॥ এবং

হরিকে পূজা করিলে তিনি তৎসমস্তই বিনাশ করেন। ১৫৮। আরও লিখিত আছে, হে ঋষে! হরিপ্রবোধনীতে হরিকথা বর্ণন করিলে সপ্তদ্বীপা-বসুমতী-দান-জনিত পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৫৯। বরাহপুরাণেও ভগবানের উক্তি আছে যে, হে মাধবি! কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীতে আমার পূজা করিলে যে ফল হয়, কীর্ত্তন করি, অবধান কর। যাবৎ তুমি এবং দৃশ্যমান লোক বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল সেই পূজক মদীয় একান্ত ভক্ত হইবে, অন্য ভক্ত হই না। ১৬০।

অনন্তর প্রবোধনকাল নিরূপণ হইতেছে। -ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্ত্তিক এই মাসত্রয়ের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে অনুরাধা, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্রের আদি, মধ্য ও শেষপাদে শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান হয়। ১৬১। দিবামধ্যে রেবতী নক্ষত্রের শেষ অংশ না ঘটিলে এবং অনুরাধার মধ্যভাগ রাত্রিযোগে না পাইলে কেবলমাত্র দ্বাদশীতেই ভগবানের উত্থান ও শয়ন সম্পাদন করাইতে হয়। ১৬২। সমস্ত নক্ষত্রের পাদযোগ ঘটিলে নিশাভাগে শয়ন, দিবাভাগে উত্থান ও সন্ধ্যাকালে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে হয়; পাদযোগের অভাবস্থলে কেবলমাত্র দ্বাদশীতেই কর্ত্তব্য। ১৬৩। বরাহপুরাণেও লিখিত আছে, শয়নে

কিঞ্চ স্কান্দে।— রেবত্যন্তো যদা রাত্রৌ দ্বাদশ্যা চ সমন্বিতঃ।
তদা বিবুধ্যতে বিষ্ণুর্দ্দিনান্তে প্রাপ্য রেবতীম্॥ ১৬৫॥
রেবত্যাদিরথান্তো বা দ্বাদশ্যা চ বিনা ভবেৎ।
উভয়োরপ্যভাবে তু সন্ধ্যায়াঞ্চ মহোৎসবঃ॥ ১৬৬॥

বারাহে চ।—

দ্বাদশ্যাং সন্ধিসময়ে নক্ষত্রাণামসম্ভবে। আ-ভা-কা-সিতপক্ষে তু শয়নাবর্ত্তনাদিকম্॥ ১৬৭॥

অতএব পুষ্করপুরাণে।—

যস্য যস্য তু দেবস্য যন্নক্ষত্রং তিথিশ্চ যা। তস্য দেবস্য তস্মিংশ্চ শয়নাবর্ত্তনাদিকম্॥ ১৬৮॥

সামান্যেন শয়নাদিকালত্রিকং নির্ণীয়েদানীং বিশেষতঃ প্রবোধনকালং লিখতি রেবতীতি দ্বাভ্যাম্। দ্বাদশ্যা সমন্বিতঃ সহিতো রেবত্যন্ত্যপাদো যদা রাত্রৌ ভবেৎ, তদা দিনান্তে অপরাহ্নে। তথা চোক্তম্। রেবত্যন্তো যদা রাত্রৌ গতঃ পাদান্তরেঽপি চ। অপরাহ্নে তদা বিষ্ণুর্যোগনিদ্রাং বিমুঞ্চতীতি॥ ১৬৫॥ তদভাবে চ সন্ধ্যায়াং প্রবোধয়েদিত্যাহ রেবত্যাদিরিতি। রেবত্যা আদিঃ আদ্যপাদঃ অন্তো বা অন্ত্যপাদঃ দ্বাদশ্যা বিনা ভবেৎ। এবমুভয়োরপ্যভাবে সতি যদি দ্বাদশ্যাং কথঞ্চিদ্রেবত্যা যোগো ন স্যাদিত্যর্থঃ। তদা সন্ধ্যায়ামেব প্রবোধনমহোৎসবঃ স্যাৎ। তচ্চোক্তমন্যত্রাপি।—রেবত্যন্তো যদা রাত্রৌ দ্বাদশ্যা চ বিনা ভবেৎ উভয়োরপ্যভাবে স্যাৎ সন্ধ্যায়ান্তু মহোৎসবঃ ইতি॥ ১৬৬॥ এতদেব বরাহপুরাণবচনেন সংবাদয়তি দ্বাদশ্যামিতি। আষাঢ়-ভাদ্র-কার্ত্তিকানাং সিতপক্ষেষু যা দ্বাদশী তস্যাং নক্ষত্রাণাং মৈত্রাদীনামসম্ভবে সর্ব্বথা অভাবে সতি সন্ধিসময়ে সন্ধ্যায়াং শয়নাদিকং স্যাৎ। এতদুক্তং ভবতি—ভগবচ্ছয়নাদৌ আষাঢ়াদীনাং শুক্লদ্বাদশী-ক্রমেণানুরাধাদীনামাদ্য-মধ্যান্ত্যপাদযুক্তা রাত্রি সন্ধ্যাদিনা যুক্তা চ সতী পরমপ্রশস্তা। যদা চ তত্র তত্র পাদযোগো ন লভ্যেত, তদা দ্বাদশীনক্ষত্রযোগো আদরণীয়ঃ। পাদযোগে চ তত্রায়ং বিধি-বিশেষঃ। দিবা রেবতীদ্বাদশ্যোর্যোগে তত্র চ রাত্রিগামিনি নক্ষত্রশেষে সতি দিনান্তে প্রবোধনং দিবোত্থানমিত্যা-দ্যুক্তেঃ। যদা চ রেবতীদ্বাদশ্যোর্যোগো ন স্যাত্তদা সন্ধ্যায়ামেব প্রবোধনং, সন্ধ্যায়ান্তু মহোৎসব ইত্যাদ্যুক্তেঃ॥১৬৭॥ এবং দ্বাদশ্যামেব প্রবধোনং নির্ণীতং, তত্র চ.—কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য একা-দশ্যাং সমাহিতঃ। মন্ত্রেণ চৈব রাজেন্দ্র দেবমুত্থাপয়েদ্দ্বিজঃ॥ ইত্যাদিভির্ভবিষ্যোত্তরাদিবচনৈঃ সহ

অথবা পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে পাদযোগের কোন নিয়মের আবশ্যক করে না, পাদযোগ না হইলে কেবলমাত্র নক্ষত্রেই কর্ত্তব্য। ১৬৪। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, নিশাভাগে দ্বাদশীর সহিত রেবতীনক্ষত্রের শেষপাদ যুক্ত হইলে সেই দিনে অপরাহ্নসময়ে হরির প্রবোধন সম্পাদন করাইবে। ১৬৫। দ্বাদশীতে রেবতীনক্ষত্রের আদ্যপাদ ও শেষপাদের যোগ না হইলে উভয়ের অভাবে সায়ংকালে হরির প্রবোধনমহোৎসব সম্পাদয়িতব্য। ১৬৬। বরাহপুরাণে কথিত আছে, আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশীতে নক্ষত্রের যোগ না ঘটিলে সায়ংকালে শয়ন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে হয়। ১৬৭। পুষ্করপুরাণে লিখিত আছে, যে যে দেবতার

অথ ভগবৎপ্রবোধনবিধিঃ।

শয়ন্যামিব নিষ্পাদ্য মহাপূজাং জলাশয়ে। কৃষ্ণং নীত্বাথ সঙ্কল্পং কৃত্বা তঞ্চ প্রবোধয়েৎ॥ ১৬৯॥

অথ তত্র মন্ত্রাঃ।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাগ্নি-কুবেরসূর্য্য-সোমাদিভির্ব্বন্দিতপাদপদ্ম।
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস, মন্ত্রপ্রভাবেণ সুখেন দেব॥
ইয়ন্তু দ্বাদশী দেব প্রবোধার্থং বিনির্ম্মিতা। ত্বয়ৈব সর্ব্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে। ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথে জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্।
উত্থিতে চেষ্টতে সর্ব্বমুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মাধব॥ ইতি॥ ১৭০॥

বারাহে চ। - ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রৈরবিতর্ক্যভাবো, ভবানৃষির্ব্বন্দিতবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ।
প্রাপ্তা তবেয়ং দ্বাদশী কৌমুদাখ্যা, জাগৃষ জাগৃষ চ লোকনাথ॥ ১৭১॥

বিরোধমাশঙ্ক্য পরিহরতি যদ্যেতি। অতো বিষ্ণুতিথৌ দ্বাদশ্যামেব উত্থানং ভবেদিত্যর্থঃ। ইত্থম্ ইয়ন্তু দ্বাদশী দেবেতি প্রাপ্তা তবেয়ং দ্বাদশী কৌমুদ্যাখ্যেতি মন্ত্রলিঙ্গানুগৃহীতত্বাৎ শিষ্টাচার-দর্শনাচ্চ সর্ব্বদা দ্বাদশ্যামেব প্রবোধনং সিদ্ধম্। যচ্চ ভবিষ্যোত্তরাদাবেকাদশ্যামুত্থাপয়েদিত্যাদ্যুক্তং তচ্চ একাদশীদ্বাদশ্যোরভেদাপেক্ষয়া উপবাসাদ্যভিপ্রায়েণ চেতি জ্ঞেয়ম্। যদি বৈকাদশীদিন এবোপবাসঃ স্যাত্তর্হি তস্মিন্নুপবাসাদিনা সমাহিতত্বং প্রবোধনঞ্চ দ্বাদশ্যামেবেতি বোদ্ধব্যং। অত এবোক্তমেকাদশ্যাং সমাহিত ইত্যেষা দিক্॥ ৬৮॥

শয়ন্যামিবেতি তত্র লিখিতপ্রকারানুসারেণাত্রাপি পূজাদিকং কার্য্যমিত্যর্থঃ। জলাশয়ে নীত্বা ইত্যাদিকং বিশেষলিখনায় অনুস্মরণমাত্রম্॥ ১৬৯॥

বন্দনীয়েতি পাঠে ব্রহ্মাদিভির্বন্দিতা একান্তভক্তাস্তৈর্বন্দনীয়েতি॥ ১৭০॥ ঋষির্মন্ত্রদ্রষ্টা॥ ১৭১॥

যে যে নক্ষত্র ও যে যে তিথি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই তিথি ও সেই নক্ষত্রেই সেই সেই দেবতার শয়নপার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি সম্পাদন করিতে হয়। ১৬৮।

অনন্তর ভগবৎ-প্রবোধনবিধি।—শয়নী-লিখিত নিয়মানুসারে হরিকে লইয়া জলাশয়সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক মহাপূজা সমাপনান্তে সঙ্কল্প করত প্রভুকে প্রবোধিত করিবে। ১৬৯।

উক্ত-বিষয়ক মন্ত্র।—হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! বিধি, ইন্দ্র, রুদ্র, বহ্নি, কুবের, ভাস্কর ও চন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ ত্বদীয় চরণাব্জ বন্দনা করিয়া থাকেন। হে দেব! আপনি মন্ত্রপ্রভাবে সুখে জাগরিত হউন্। হে দেব! আপনি নিখিল লোকের হিতার্থ শেষমূর্ত্তিতে জাগরণার্থ এই দ্বাদশীর সৃষ্টি করিয়াছেন। হে গোবিন্দ! গাত্রোত্থান করুন, গাত্রোত্থান করুন, নিদ্রা ত্যাগ করুন্। হে বিশ্বপতে! আপনি জগতের নাথ, আপনি নিদ্রিত থাকিলে জগৎ নিদ্রিত থাকিবে ও আপনি উঠিলে ব্রহ্মাণ্ডই সচেষ্ট হইবে। হে মাধব! গাত্রোত্থান করুন্। ১৭০। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, হে দেব! বিধি, ইন্দ্র ও রুদ্রাদিরা তর্ক দ্বারাও আপনার ভাব পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম নহেন। আপনি ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা), পূজনীয়েরও পূজনীয়। ভবৎপ্রীতিকরী কৌমুদাখ্যা দ্বাদশী সমাগত হইয়াছে, হে লোকপতে! আপনি প্রবুদ্ধ হউন্, প্রবুদ্ধ হউন্। ১৭১। হে

মেঘা গতা নির্ম্মলপূর্ণচন্দ্রঃ, শারদ্যপুষ্পাণি চ লোকনাথ।
অহং দদানীতি চ ভক্তিহেতোর্জ্জাগৃষ জাগৃষ চ লোকনাথ॥

শ্রুতিশ্চ।—ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুলে। ইত্যাদি।

ততস্তল্পাৎ সমুত্থাপ্য কৃষ্ণং ঘণ্টাদিনিস্বনৈঃ। তীরে সুখং নিবেশ্যাথ প্রার্থয়েত্তদনুগ্রহম্॥

অথ তত্র প্রার্থনামন্ত্রঃ।

তথা হি তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ।—

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধপ্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদম্, মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥ ইতি॥ ১৭২॥

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রভুম্। নীরাজ্য ন্যাসপূর্ব্বঞ্চ বস্ত্রাদীনি সমর্পয়েৎ॥

তথা চ ব্রাহ্মে।—

একাদশ্যাস্তু শুক্লায়াং কার্ত্তিকে মাসি কেশবম্। প্রসুপ্তং বোধয়েদ্রাত্রৌ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ॥
নৃত্যৈর্গীতৈস্তথা বাদ্যৈর্ঋগ্‌যজুঃসামমঙ্গলৈঃ। বীণাপণবশব্দৈশ্চ পুরাণশ্রবণেন চ।
বাসুদেবকথাভিশ্চ স্তোত্রৈরন্যৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ। সুভাষিতৈরিন্দ্রজালৈর্ভূমিশোভাভিরেব চ।
পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্দীপবৃক্ষৈঃ সুশোভনৈঃ। হোমৈর্ভক্ষ্যৈরপূপৈশ্চ ফলৈঃ শাকৈশ্চ পায়সৈঃ।
ইক্ষোর্ব্বিকারৈর্মধুনা দ্রাক্ষা-ক্ষৌদ্রৈঃ সদাড়িমৈঃ। কুচেরকস্য মঞ্জর্য্যা মালত্যা নবনেন চ।
হৃদ্যাভ্যাং শ্বেতরক্তাভ্যাং চন্দনাভ্যাঞ্চ সর্ব্বদা॥ ১৭৩॥

অদভ্রকরুণঃ মহাদয়ালুঃ। অতঃ বিবৃদ্ধপ্রেম্না যৎ স্মিতং তেন। বিজৃম্ভন্ বিজৃম্ভয়ন্ উন্মীলয়ন্। বিশ্বস্য বিজয়ায় উদ্ভবায়। যদ্বা। নিজভক্তিপ্রচারণেন বিশ্ববশীকরণায়। যদ্বা। জগন্মহোৎসবায়। চশব্দাদ্বিশেষতোঽস্মদনুগ্রহায় চেতি। নোঽস্মাকং ভক্তানাং বিষাদং প্রলয়াৎ চিরবাগমৃতপানাভাবতো বা শোকদুঃখং মাধব্যা মধুরয়া গিরা অপনয়তাৎ। শ্লোকশ্চায়ং শিষ্টাচারানুসারেণাত্র লিখিতঃ কিন্ত্বন্যেঽপি যথেষ্টং পঠনীয়াঃ॥ ১৭২॥ একাদশ্যামিতি পূর্ব্বং লিখিতাভিপ্রায়মেব। রাত্রাবিতি পাঠে চ দিনান্তাদ্যভিপ্রায়েণ রাত্রিশব্দঃ। শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ, ভক্তিঃ প্রীতিঃ, তাভ্যাং সমন্বিতঃ। ঋগাদিমঙ্গলশব্দৈঃ ভূমিশোভাভিঃ স্বস্তিকরচনাদিভিঃ। কুচেরকঃ

লোকপতে! জলদজাল অপগত হইয়াছে, চন্দ্রমা বিমল হইয়াছেন, আমি ভক্তিসহকারে আপনাকে শারদীয় কুসুম অর্পণ করিতেছি, হে লোকপতে! আপনি প্রবুদ্ধ হউন, প্রবুদ্ধ হউন্। তৎপরে "ইদং বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি শ্রুতি পাঠ পূর্ব্বক ঘণ্টাদি বাদ্যসহকারে শয্যা হইতে প্রভুকে উত্থাপিত করিয়া জলাশয়তটে সুখে বসাইয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয়।

উক্ত প্রার্থনামন্ত্র।—ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতিতে লিখিত আছে, পরমদয়ালু পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ হরি বিবৃদ্ধ সপ্রেম হাস্য দ্বারা স্বীয় নেত্রপদ্ম বিকাশিত করত এই বিশ্বের উদ্ভবার্থ ও মৎপ্রতি অনুগ্রহ বিস্তারার্থ গাত্রোত্থান করিয়া মধুরবচনে মদীয় বিষাদ বিদূরিত করুন্। ১৭২। তৎপরে প্রভুকে কুসুমাঞ্জলি সমর্পণ, বিধানে স্থাপন, ন্যাসসাধন ও নীরাজন এই সমস্ত সম্পাদনান্তে বসনাদি প্রদান করিবে। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, কার্ত্তিকী শুক্লা

কুঙ্কুমালক্তগন্ধাঢ্যৈ রক্তসূত্রৈঃ সকুঙ্কুমৈঃ। তথা নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্দ্রব্যৈর্বীরক্রয়াহৃতৈঃ ॥ ১৭৪॥
এবমেব প্রায়ঃ পাদ্মে চ তথা স্কান্দে চ।—

বহুপুষ্পৈর্বহুফলৈঃ কর্পূরাগুরুকুঙ্কুমৈঃ। হরেঃ পূজা বিধাতব্যা কার্ত্তিকে বোধবাসরে। ইতি ॥

ইত্থং কৃত্বা মহাপূজাং মহানীরাজনং তথা। স্বব্রতান্যর্পয়েৎ কৃষ্ণে সপুষ্পাক্ষতবারিণা ॥ ১৭৫ ॥

বেদস্তুত্যাদিনা স্তুত্বা স্বস্ত্যস্ত্বিত্যাদিনা প্রভুম্। সংপ্রার্থ্য গীতবাদ্যাদিঘোষৈরারোহয়েদ্রথম্ ॥
তথা চ ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে।—

মহাতূর্য্যরবৈ রাত্রৌ ভ্রাময়েৎ স্যন্দনে স্থিতম্। উত্থিতং দেবদেবেশং নগরে পার্থিবঃ স্বয়ম্ ॥
দীপোদ্দ্যোতকরে মার্গে নৃত্যগীতসমাকুলে ॥ ১৭৬ ॥

অথ রথযাত্রামাহাত্ম্যম্।

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব।—

যং যং দামোদরঃ পশ্যেদুত্থিতো ধরণীধরঃ। তং তং প্রদেশং রাজেন্দ্র সর্ব্বং স্বর্গায় কল্পয়েৎ ॥

কৃষ্ণতুলসী, পর্ণাস ইতি কেচিৎ। নবনং পুষ্পবিশেষঃ ॥ ১৭৩॥ বীরক্রয়ো নাম বিক্রেতু-কপস্যস্তমূল্য প্রদানেন ক্রয়স্তেনাহৃতৈঃ ॥ ১৭৪ ॥ ইত্থং ব্রহ্মপুরাণাদ্যুক্তপ্রকারেণ স্বস্য ব্রতানি চাতুর্ম্মাস্যাদি-বিহিতানি ॥১৭৫॥ স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য মনঃ প্রসীদতামিত্যাদিনা প্রভুং সংপ্রার্থ্য ॥১৭৬॥

একাদশীতে শ্রদ্ধাভক্তিমান্ হইয়া নৃত্য,গীত, বাদ্য, ঋক্-যজুঃ-সামাদি মঙ্গলধ্বনি, বীণাপণবশব্দ, পুরাণশ্রুতি, হরিকথা, অপরাপর বৈষ্ণবস্তোত্র, সুকথাপ্রয়োগ, ইন্দ্রজাল, স্বস্তিকরচন, কুসুম, ধূপ, নৈবেদ্য, মনোহর দীপবৃক্ষ, হোম, ভক্ষ্য, পিষ্টক, ফল, শাক, পায়স, ইক্ষুবিকৃতি, মধু, দ্রাক্ষা, ক্ষৌদ্র (একপ্রকার মধু), দাড়িম্ব, কুচেরকের (কৃষ্ণতুলসীর) মঞ্জরী, মালতী, নবন (একপ্রকার পুষ্প), মনোহর শ্বেতচন্দন, লোহিতচন্দন, কুঙ্কুম, অলক্ত, রক্তসূত্র, নানারূপ পুষ্প এবং বিক্রেতার নিকট হইতে একমূল্যে ক্রীত দ্রব্য, এই সকলের দ্বারা নিশাভাগে নিদ্রিত হরিকে জাগরিত করিবে। ১৭৩-,৭৪। এই প্রকার পদ্মপুরাণে ও স্কন্দ পুরাণেও প্রায় লিখিত দৃষ্ট হয়। কার্ত্তিকী প্রবোধনীতে নানাবিধ পুষ্প, নানাবিধ ফল, কর্পূর, অগুরু ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা হরির আর্চ্চনা করিবে। এইরূপে মহাপূজা সমাপনান্তে নীরাজন পূর্ব্বক, পুষ্পাক্ষত ও সলিলদ্বারা শ্রীহরিতে ব্রত সমর্পণ করিতে হয়। ১৭৫। বেদস্তোত্রাদি দ্বারা স্তুতি ও স্বস্ত্যস্তু ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা প্রার্থনা করিয়া গীতবাদ্যসহকারে ভগবান্‌কে রথে সমারোপিত করিবে। এই বিষয়ে ভবিষ্যোত্তরপুরাণে কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে লিখিত আছে, নরপতি নিজে নিশাভাগে মহাতূর্য্যধ্বনিসহকারে রথারূঢ় প্রবুদ্ধ দেবদেব হরিকে নৃত্য-গীত-সমাকুল, দীপালোকে আলোকিত পথে ভ্রমণ করাইবেন। ১৭৬।

অনন্তর রথযাত্রামাহাত্ম্য।—ভবিষ্যোত্তরের পূর্ব্বোক্ত স্থলে লিখিত আছে, হে রাজশ্রেষ্ঠ! পৃথ্বীধর হরি জাগরণান্তে রথারূঢ় হইয়া যে যে স্থান দর্শন করেন, সেই সেই স্থান স্বর্গসদৃশ বলিয়া পরিগণিত হয়। আরও লিখিত আছে, হে নরপতে! শ্রীহরির রথরজ্জু ধরিয়া যত পদ আকর্ষণ করা যায়, ততপদস্থান যজ্ঞায়তনসদৃশ হয়। কৌতুকী হইয়াও রথোপরিস্থ হরিকে

কিঞ্চ।—যাবৎ-পদানি কৃষ্ণস্য রথস্যাকর্ষণং নরঃ। করোতি ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি নরনায়ক॥
রথস্থং যে নিরীক্ষন্তে কৌতুকেনাপি কেশবম্। দেবতানাং গণাঃ সর্ব্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ॥১৭৭॥
স্ত্রিয়োঽপি মুক্তিমায়ান্তি রথযাত্রাপরায়ণাঃ। পিতৃ-মাতৃ-ভর্ত্তৃকুলং নয়ন্তি হরিমন্দিরম্॥
কুর্ব্বন্তি নর্ত্তকীরূপং রথাগ্রে কৌতুকান্বিতম্। অপ্সরোভিঃ সহ ক্রীড়াং কুর্ব্বন্তীন্দ্রাশ্চতুর্দশ॥১৭৮॥
যে রথাগ্রে প্রকুর্ব্বন্তি গীতবাদ্যাদি মানবাঃ। দেবলোকাৎ পরিভ্রষ্টা জায়ন্তে মণ্ডলেশ্বরাঃ॥১৭৯॥
মৌল্যেন স্যন্দনস্যাগ্রে গায়মানাশ্চ গায়কাঃ। বাদকৈঃ সহ রাজেন্দ্র প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্॥ ৮০॥
রথোৎসবে মুকুন্দস্য যেষাং হর্ষোঽপি জায়তে। তেষাং ন নারকী পীড়া যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ॥১৮১॥
রথোৎসবস্য মাহাত্ম্যং কলৌ বিতনুতে হি যঃ। পুণ্যবুদ্ধ্যা বিশেষেণ লোভেনাপ্যথবা নরঃ॥
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তা রত্নধান্য-সমন্বিতা। সশৈলবনপুষ্পাঢ্যা তেন দত্তা মহী ভবেৎ॥

অন্যত্র চ।—

বোধনী জাগরাধারা কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষতঃ। রথস্থো যত্র ভগবাংস্তুষ্টো যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্॥ ১৮২॥
ভজন্তে যে রথারূঢ়ং দেবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। তেষাং যাত্রাকৃতাং নৃণাং কামানিষ্টান্ প্রযচ্ছতি।
শ্রীকৃষ্ণরথশোভাং যে প্রকুর্ব্বন্তি প্রহর্ষিতাঃ। তেষাং মনোরথাবাপ্তিং যচ্ছতে পুরুষোত্তমঃ॥১৮৩॥

তে শ্বপচাদয়োঽপি দেবগণা ভবন্তি॥ ১৭৭॥ নর্ত্তক্যা ইব রূপং বেশং কুর্ব্বন্তি॥ ১৭৮॥ দেবলোকাৎ পরিভ্রষ্টা ইতি প্রাক্ দেবলোকে যথেষ্টং ভোগান্ ভুক্ত্বা ততঃ পরিভ্রষ্টাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ॥ ১৭৯॥ মৌল্যেন বেতনেনাপি গৃহীতেন॥ ৮০॥ অস্তু তাবদ্রথযাত্রা-নিষ্পাদনং তত্রোৎসাহাদিনাপি মহাফলং স্যাদিত্যাহ রথেতি ত্রিভিঃ। হর্ষোঽনুমোদনমুৎসাহো বা॥ ৯৮১॥ যত্র যস্যাং বোধন্যাম্॥ ১৮২॥ মনোরথাবাপ্তিং বাঞ্ছিতফলং॥ ১৮৩॥ মঙ্গলং জয়তীত্যাদিকরূপম্।

দর্শন করিলে চাণ্ডালাদিরা দেবগণ হইতে পারে। ১৭৭। রথযাত্রাপরায়ণা হইলে নারীজাতিরও মোক্ষলাভ হয় এবং পিতৃকুল, মাতৃকুল ও পতিকুলকে বিষ্ণুমন্দিরে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। যে সকল ব্যক্তি কৌতুকী হইয়া রথের সম্মুখে নর্ত্তকীরূপ পরিগ্রহ করে, তাহারা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ অপ্সরাবর্গের সহিত বিহার করে। ১৭৮। যাহারা রথের সম্মুখভাগে গীতবাদ্যাদি করে, তাহারা বহুদিন সুরধামে থাকিয়া মণ্ডলেশ্বর নৃপতি-রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। ১৭৯। হে রাজসত্তম! বেতন গ্রহণ করিয়াও রথের সম্মুখে গান করিলে সেই গায়কেরা বাদকগণ সহ হরিধামে গমন করে। ১৮০। হরির রথোৎসব দর্শনে যাহারা আনন্দিত হয়, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের রাজত্ব যাবৎ তাহাদিগকে নারকী যাতনা ভোগ করিতে হয় না। ১৮১। যে ব্যক্তি কলিযুগে পুণ্যবুদ্ধিতে অর্থাৎ পুণ্যলাভের অভিলাষে অথবা লোভ নিবন্ধন রথোৎসবমাহাত্ম্য প্রচার করে, তৎকর্ত্তৃক রত্নধাতুপূর্ণা, সপর্ব্বতা, বনপুষ্পবিরাজিতা, সসাগরা, সপ্তদ্বীপা বসুমতীদান করা হয় অর্থাৎ তিনি তাদৃশী বসুমতীদানের ফল প্রাপ্ত হন। স্থানান্তরেও লিখিত আছে, কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষে জাগরাধাররূপিণী বোধনীতে ভগবান্ হরি রথারোহণ পূর্ব্বক প্রীত হইয়া অভীপ্সিত ফল অর্পণ করেন। ১৮২। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর হরিকে রথারূঢ় দেখিয়া আরাধনা করেন, ভগবান্ সেই সমস্ত যাত্রোৎসবকারীকে অভীপ্সিত ফল সমর্পণ করেন। ১৮৩।

শ্রীকৃষ্ণরথসংশোভাং যঃ করোতি স্বশক্তিতঃ। বাঞ্ছিতং তস্য যচ্ছন্তি নিত্যং সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ॥
কৃষ্ণস্য রথশোভাং যঃ পতাকাদি-সমন্বিতাম্। করোতি বরনারীণাং ভোক্তা মন্বন্তরাণি ষট্॥
কৃষ্ণস্য রথশোভাং যে প্রকুর্ব্বন্তি প্রহর্ষিতাঃ। পদে পদে তথা পুত্র তেষাং পুণ্যং প্রয়াগজম্॥
রথযাত্রাস্থিতে কৃষ্ণে জয়েতি প্রবদন্তি যে। জয়েতি চ পুনর্যে বৈ শৃণু পুণ্যং বদাম্যহম্॥
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে। বারাণস্যাদি-তীর্থেষু দেবানাঞ্চৈব দর্শনে॥
যৎ ফলং কবিভিঃ প্রোক্তং কার্ৎস্ন্যেন চ নরেশ্বর।
জয়শব্দে কৃতে বিষ্ণৌ রথস্থে তৎ ফলং স্মৃতম্॥
রথস্থিতো নরৈর্যৈস্তু পূজিতো ধরণীধরঃ। যথালাভোপপন্নৈশ্চ পুষ্পৈর্ভক্ত্যা সমর্চ্চিতঃ।
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামানন্তে চ পরমং পদম্। মঙ্গলং যে প্রকুর্ব্বন্তি ধূপদীপাংস্তথা স্তবম্।
নৈবেদ্যং বস্ত্রপূজাঞ্চ ভক্ত্যা নীরাজনং হরেঃ॥ ১৮৪॥
রথারূঢ়স্য কৃষ্ণস্য সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। ফলং ন তন্ময়া জ্ঞাতং জানাতি যদি কেশবঃ॥ ১৮৫॥
ব্রহ্মস্বহারী গোঘ্নশ্চ ভ্রূণহা ব্রহ্মনিন্দকঃ। মহাপাতকযুক্তোঽপি ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
মদ্যপ সর্ব্বপাপোঽপি কলিকালেন মোহিতঃ। রথাগ্রতঃ পদৈকেন মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥১৮৬॥
কিঞ্চান্যত্র।—
রথারূঢ়ে মহাবিষ্ণৌ যে কুর্ব্বন্তি জয়স্বনম্। পূজাঞ্চাখিলপাপেভ্যো মুক্তা যান্তি হরেঃ পদম্॥১৮৭॥

বস্তুবিশেষার্পণেন পূজাম্॥ ৮৪॥ যদীতি সংশয়শ্চানন্ত্যাভিপ্রায়েণ॥ ১৮৫॥ সর্ব্বাণি পাপানি

যিনি নিজ শক্ত্যনুসারে শ্রীহরির রথ সমলঙ্কৃত করেন সূর্য্যাদি গ্রহকুল তদীয় অভীষ্ট সাধন করেন। যিনি পতাকাদি দ্বারা ভগবানের রথ সুশোভিত করেন ষট্ মন্বন্তর যাবৎ তিনি উত্তমা কামিনীরসহ সুখ সম্ভোগ করেন। হে বৎস! যাঁহারা অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে শ্রীহরির রথের শোভা বিধান করেন, পদে পদে তাঁহারা প্রয়াগফল প্রাপ্ত হন। শ্রীহরি রথারূঢ় হইলে যাঁহারা জয় জয় ধ্বনি করেন, তাঁহাদিগের যে ফল হয়, বর্ণনা করি, অবধান কর। হে নর-শ্রেষ্ঠ! গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, কাশী প্রভৃতি তীর্থ ও দেবতাদিগকে দর্শন করিলে যে পুণ্য উপার্জ্জিত হয় বলিয়া সুধীগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত আছে, শ্রীহরি রথারূঢ় হইলে যিনি জয় জয় ধ্বনি করেন, তিনি ঐ সমস্ত পুণ্যরাশি সম্যক্ প্রাপ্ত হন। রথারূঢ় পৃথ্বীধর ভগবান্‌কে ভক্তিসহকারে যথা প্রাপ্ত কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করিলে ভগবান্ পূজিত হইয়া নিখিল বাঞ্ছিত পূরণ পূর্ব্বক অন্তিমে পরমপদ অর্পণ করিয়া থাকেন। হরিবাসর সমাগত হইলে যাঁহারা ভক্তিসহকারে রথারূঢ় হরিকে মঙ্গল দ্রব্য, ধূপ, দীপ, স্তুতি, নৈবেদ্য, বসন, অর্চ্চনা ও নীরাজন এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন দ্বারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের যে কি ফল, তাহা আমি জ্ঞাত নহি; হরি স্বয়ং অবগত থাকিলেও থাকিতে পারেন। ৮৪১৮৫। বিপ্রস্বহারী, গোহন্তা, ভ্রূণহন্তা, বেদ-নিন্দক, মহাপাপী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুদারগামী, সুরাপায়ী, কলিবিমুগ্ধ ও সর্ব্বপাপে পাপী হইয়াও রথের পুরোভাগে পাদমাত্র গমন করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৮৬।
অন্যত্রও লিখিত আছে যে, মহাবিষ্ণু রথস্থ হইলে যাঁহারা জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অর্চ্চনা

কিঞ্চ।—

রথস্যাকর্ষণং পূর্ব্বং কুরুতে দৈত্যনায়কঃ। ততঃ সুরা সিদ্ধসংঘা যক্ষগন্ধর্ব্বমানবাঃ॥ ইতি ॥১৮৮॥

ইত্থঞ্চ রথযাত্রায়া বিধির্ব্যক্তঃ স্বতোঽভবৎ। তথাপি কশ্চিত্তত্রান্যো বিশেষোঽপি বিতন্যতে॥১৮৯॥

অথ রথযাত্রাবিধিঃ।

শ্রীকৃষ্ণে তু রথারূঢ়ে কৃত্বা জয়-জয়-ধ্বনিম্। নিষ্পাদ্য চ মহাপূজামাশীর্ব্বাক্যানি কীর্ত্তয়েৎ॥

তথা চ বিষ্ণুধর্ম্মে।—

বক্ত্রং নীলোৎপলরুচি-লসৎ-কুণ্ডলাভ্যাং প্রমৃষ্টম্, চন্দ্রাকারং রচিততিলকং চন্দনেনাক্ষতৈশ্চ।
গত্যা লীলাং জনসুখকরীং প্রেক্ষণেনামৃতৌঘম্, পদ্মাবাসাং সততমুরসা ধারয়ন্ পাতু বিষ্ণুঃ॥১৯০॥

যুক্তঃ শৈব্যাদি-বাহৈর্ম্মধুরতররণৎ-কিঙ্কিণীজালমালৈ
রত্নৌঘৈর্মৌক্তিকানামবিরতমণিভিঃ সংভৃতৈশ্চৈব হারৈঃ।
হৈমৈঃ কুম্ভৈঃ পতাকাশিখতররুচিভির্ভূষিতঃ কেতুমুখ্যৈ-
শ্ছত্রৈর্ব্রহ্মেশবন্দ্যো দুরিতহরহরেঃ পাতু জৈত্রো রথো বঃ॥ ১৯১॥

যস্মিন্ সোঽপি॥ ৮৬॥ পূজাঞ্চ কুর্ব্বন্তি॥ ৮৭॥ ন চায়ং রথো মনুষ্যমাত্রশক্ত্যা চলতি, কিন্তু ভগবদ্ভক্তানাং মহতামেবেত্যাশয়েনাহ রথস্যেতি। দৈত্যনায়কঃ শ্রীপ্রহ্লাদঃ॥ ১৮৮॥ ইত্থং মাহাত্ম্যলিখনদ্বারেত্যর্থঃ। স্বত এব ব্যক্তঃ প্রকটোঽভবৎ, অতস্তদ্বিস্তারণেনালমিত্যর্থঃ। বিশেষ আশীর্ব্বাক্যকীর্ত্তনাদিঃ॥ ৮৯॥

বিশেষমেব লিখন্ তৎ পূর্ব্বকৃত্যমনুস্মারয়তি শ্রীকৃষ্ণে স্থিতি। চন্দ্রাকারং পূর্ণেন্দুমণ্ডল-সদৃশাকৃতি বক্ত্রং ধারয়ন্ প্রকটয়ন্। বক্ত্রমেব বিশিনষ্টি নীলেত্যাদিপ্রথমার্দ্ধেন। নীলোৎ-পলস্যেব রুচিঃ শ্যামকান্তির্যস্মিন্। লসদ্ভ্যাং গণ্ডয়োঃ ক্রীড়দ্ভ্যাং শোভমানাভ্যাং বা কুণ্ডলাভ্যাং প্রমৃষ্টং পরমোজ্জ্বলম্। লসদিত্যস্য পূর্ব্বেণৈব বা সম্বন্ধঃ। চন্দনেনাক্ষতৈশ্চ রচিতং ভালে নির্ম্মিতং তিলকং যস্মিন্। পুনর্বিষ্ণুং বিশিনষ্টি। গত্যা রথযাত্রয়া জনসুখকরীং সর্ব্বলোকা-নন্দবহাং লীলাং কৌতুকবিশেষং ধারয়ন্। কিঞ্চ। প্রেক্ষণেন কৃপাবলোকেন অমৃতৌঘং সুধাপূরং ধারয়ন্। কিঞ্চ উরসা পদ্মাবাসাং লক্ষ্মীং ধারয়ন্। সততং পাতু জগদিতি শেষঃ, ব ইত্যুত্তরশ্লোকস্থস্য বা সম্বন্ধঃ॥ ৯০॥ শৈব্যঃ আদিশব্দেন সুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ। তত্তৎ-

---

করেন, তাঁহারা নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হরিধামে প্রস্থান করেন। ১৮৭। আরও লিখিত আছে, প্রথমতঃ দৈত্যপতি প্রহ্লাদ, তদনন্তর দেবগণ, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ রথ আকর্ষণ করেন। ১৮৮। এইরূপ রথযাত্রার বিধি স্বতই প্রকাশিত আছে, তথাপি উহার অন্যান্য বিশেষ বিধি (আশীর্ব্বচনপ্রয়োগাদি) বর্ণন করিতেছি। ১৮৯।

রথযাত্রাবিধি।—শ্রীহরি রথস্থ হইলে মুহুর্মুহুঃ জয়শব্দ সহকারে মহাপূজা করিয়া আশীর্ব্বাক্য কীর্ত্তন করিতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, যাঁহার বদন-কান্তি নীলোৎপলবৎ শ্যামল, এবং শ্রবণপুটে সমুজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণ করাতে পরম দীপ্তিমতী হইতেছে, যাঁহার মুখকমল চন্দন-তণ্ডুল-বিরচিত তিলকে সুশোভিত, সুতরাং যিনি পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় মুখপদ্মবিশিষ্ট, যিনি রথযাত্রার গতিবশে সর্ব্বজনানন্দদাত্রী লীলা ধারণ ও কৃপাকটাক্ষ দ্বারা সুধারাশি বিতরণ

মোদন্তাং সুজনা হ্যনিন্দিতধিয়ঃ প্রশান্তাখিলোপদ্রবাঃ,
স্বস্থাঃ সুস্থিরবুদ্ধয়ঃ প্রতিহতামিত্রা রমন্তাং সুখম্।
রে দৈত্যা গিরিগহ্বরাণি গহনান্যাশু ব্রজধ্বং ভয়াদ্দৈত্যারির্ভগবানয়ং যদুপতির্যানং সমারোহতি ॥
পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং রে রে দিতিজদানবাঃ। সংরক্ষণায় লোকানাং রথারূঢ়ো নৃকেশরী ॥ ইতি ॥
ততো বিচিত্রগদ্যানি পঠিত্বাথ মহাপ্রভোঃ। মহাপ্রসাদমালাঞ্চ স্বীকুর্য্যাৎ পরয়া মুদা ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্।

ভক্ত্যা গৃহ্লাতি যো মালাং বৈষ্ণবীং মঙ্গলাশ্রয়াম্। ন তেষাং দুর্ল্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে। মালামেতাং প্রগৃহ্লীয়াৎ সৌখ্যমোক্ষপ্রদায়িনীম্ ॥ ইতি ॥
সঙ্কিস্ত্যাকৃষ্যমাণঞ্চ শ্রীপ্রহ্লাদাদিভী রথম্। আকর্ষয়েদ্রাজপূর্য্যাং ভ্রাময়েদ্বৈষ্ণবৈঃ সমম্ ॥ ১৯২ ॥

সংজ্ঞকৈর্ব্বাহৈরশ্বৈশ্চতুর্ভির্যুক্তং, এবমস্যাপি রথস্য ভগবদারূঢ়ত্বাত্তন্নিত্যরথসাদৃশ্যমভিপ্রেতম্। কথম্ভূতৈর্ব্বাহৈঃ ?—মধুরতরং যথা স্যাত্তথা রণন্তীনাং শব্দায়মানানা°, যদ্বা মধুরাণাঞ্চ পরমসুন্দরীণাং রণন্তীনাঞ্চ কিঙ্কিণীনাং জালস্য মালা যেষু তৈঃ। পুনঃ কথম্ভূতৈঃ ?—অবিরলা নিরন্তরা মণয়ো যেষু তৈর্মৌক্তিকানাং হারৈঃ রত্নৌঘৈশ্চান্যৈঃ সম্ভৃতৈঃ পরিপূর্ণৈঃ। যদ্বা রথস্যৈব বিশেষণম্। ততশ্চ মণয়ো মৌক্তিকগুণকান্ যথা জপমালাদিমণয়ঃ। মৌক্তিকানামবিরলৈর্মণিভিঃ রত্নৌঘৈশ্চ সম্ভৃতৈর্গ্রথিতৈর্হারৈর্ভূষিতঃ ইত্যন্বয়ঃ পতাকানাং শিবতরাভিঃ পরমোত্তমাভিঃ রুচিভির্দীপ্তিভিঃ ছত্রৈশ্চ ভূষিতঃ। দুরিতহরস্য হরেঃ জৈত্রঃ জয়শীলঃ ॥ ৯ ॥ রথঞ্চ তং শ্রীপ্রহ্লাদাদিভিরাকৃষ্যমাণং সঙ্কিস্ত্য পরিভাব্য স্বয়ং ভ্রাময়েৎ। প্রেরয়ন্নিতি পাঠে পশ্চাচ্চালয়ন্ ॥ ১৯২

করিতেছেন এবং লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা, সেই শ্রীহরি জগতের রক্ষা-বিধান করুন্। ১৯০। যাহাতে বিবিধ রত্ন-খচিত কিঙ্কিণী-মালা ও তন্মধ্যে মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট মণি দ্বারা গ্রথিত মুক্তাহারে বিরাজিত, শৈব্য সুগ্রীব মেঘপুষ্প ও বলাহক নামা অশ্বচতুষ্টয় নিয়োজিত; এবং যাহা স্বর্ণকুম্ভ, দীপ্তিমতী পতাকা, অত্যুত্তম কেতু ও ছত্রাদিতে সমলঙ্কৃত, সর্ব্বপাপনাশন হরির বিধি-রুদ্রাদিবন্দ্য সেই জয়শীল রথ তোমাদিগের রক্ষা বিধান করুন। ১৯১। হে অনিন্দিতবুদ্ধি সাধুগণ! তোমাদিগের উপদ্রবরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, তোমরা পুলকিত হও। হে সুস্থজনগণ! তোমরা স্থিরবুদ্ধি, তোমাদিগের অরিকুল বিনষ্ট হইয়াছে, তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক কর। রে দৈত্যগণ! ভীতমনে আশু গিরিকন্দরে ও নির্জ্জন কাননাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হও, দৈত্যনিসূদন ভগবান্ এই যদুনাথ রথোপরি আরূঢ় হইতেছেন। রে দৈত্যদানবগণ! শীঘ্র পলায়ন কর, পলায়ন কর, নৃসিংহদেব মানবগণের রক্ষা-বিধানার্থ রথারূঢ় হইলেন। তৎপরে বিচিত্র গদ্য-পাঠান্তে বিপুল হর্ষ সহকারে মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদমালা গ্রহণ করিবে।

মহাপ্রসাদমালার মাহাত্ম্য।—কথিত আছে যে, যিনি ভক্তিমান্ হইয়া কল্যাণের আধারস্বরূপ হরিসম্বন্ধিনী মালা গ্রহণ করেন, কি ইহ কি পর কুত্রাপি তাঁহার কিছুমাত্র দুষ্প্রাপ্য থাকে না। সুতরাং সম্যক্ যত্নবান্ হইয়া কামসমৃদ্ধিলাভার্থ সুখ-মোক্ষদায়িনী এই মালা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। "প্রহ্লাদাদি মহাত্মারা রথ আকর্ষণ করিতেছেন" এইরূপ চিন্তা করত বৈষ্ণববর্গ সহ

তথা চ ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব।

নৃত্যমানৈর্ভাগবতৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ। ভ্রাময়েৎ স্যন্দনং বিষ্ণোঃ পুরমধ্যে সমন্ততঃ॥

কিঞ্চ।—প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে কার্ত্তিকে পাণ্ডুনন্দন। দেবালয়েষু সর্ব্বেষু পুরমধ্যে সমন্ততঃ।
ভ্রাময়েত্তূর্য্যনির্ঘোষৈ রথস্থং ধরণীধরম্॥ ১৯৩॥

রথাগমে মুকুন্দস্য পুরশোভাস্তু কারয়েৎ। সর্ব্বতো রমণীয়ন্তু পতাকৈরুপশোভিতম্।
তোরণৈর্ব্বহুভির্যুক্তং রম্ভাস্তম্ভৈঃ সুশোভিতম্।

স্থানে স্থানে মহীপাল কর্ত্তব্যং পুণ্যসংযুতম্। বিচিত্ররথশোভা চ কর্ত্তব্যা ভাবিতৈর্নরৈঃ॥১৯৪॥
রথেন গচ্ছন্ ভগবাননুগম্যোঽখিলৈর্জ্জনৈঃ।
স্বস্বগেহাগ্রতশ্চার্চ্চ্যোঽন্যথা দোষো মহান্ ভবেৎ॥ ১৯৫॥

অথ রথানুগমনাদিনিত্যতা।

তত্রৈব।—

রথেন সহ গচ্ছন্তি পুরতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতঃ। বিষ্ণুনৈব সমাঃ সর্ব্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ॥ ১৯৬॥

নৃত্যমানৈর্নৃত্যদ্ভির্ভাগবতৈর্ভগবদ্ভক্তৈঃ সহ॥ ১৯৩॥ রথস্যাগমে যত্র যত্র রথো যাতি তত্র তত্রে-বেত্যর্থঃ। এবং পুরোশোভাকর্ম্মণস্তাৎকালিকত্বমুক্তং পূর্ব্বমপি সর্ব্বমহাযাত্রাসাধারণ্যাৎ কার্য্য-মেবেতি জ্ঞেয়ম্। পুরোশোভামেব বিবৃণোতি সর্ব্বত ইতি সার্দ্ধেন। রমণীয়ং পুরমিতি শেষঃ। পুণ্যসংযুতং মঙ্গলতমম্। ভাবিতৈঃ ভাবযুক্তৈঃ সদ্ভির্ব্বিচিত্রা রথশোভা চ স্থানে স্থানে কর্ত্তব্যা॥১৯৪ অখিলৈরাত্মারামাদিভিরপি স্বস্বগেহাগ্রতঃ নিজনিজালয়াগ্রতঃ প্রাপ্তঃ সন্ অর্চ্চ্যঃ পূজ্যঃ। অন্যথা অনুগমনার্চ্চনে ন কৃতে সতীত্যর্থঃ॥ ১৯৫॥

অকরণে প্রত্যবায়দ্বারা নিত্যত্বং লিখিত্বাদৌ করণেন পরমগুণং লিখতি রথেনেতি মহাবিপ্রেতি পাঠে মহাবিপ্রাঃ জ্ঞাননিষ্ঠা মুনয়স্তৈঃ সমাস্তুল্যাঃ। যদ্যপি মহাব্রাহ্মণশব্দেন

স্বয়ং রাজপুরীমধ্যে রথ ভ্রমণ করাইবে। ১৯২। ভবিষ্যোত্তরে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদে লিখিত আছে, নৃত্যপরায়ণ বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া গীতবাদ্যসহকারে পুরীমধ্যে সমন্তাৎ রথ ভ্রমণ করাইতে হয়। আরও লিখিত আছে, হে পাণ্ডব! কার্ত্তিকী উত্থানৈকাদশীতে পুরীমধ্যে সম-ন্তাৎ সমস্ত দেব মন্দিরে তূর্য্য-নিনাদ সহকারে রথারূঢ় পৃথ্বীধর হরিকে ভ্রমণ করাইবে। ১৯৩। হে রাজন্! যে যে স্থলে রথ যাইবে, সেই সেই স্থলেই পুর-শোভা সম্পাদন করিতে হয়। সর্ব্বস্থান পতাকা দ্বারা পরিশোভিত করিবে, বহু বহু তোরণযুক্ত ও রম্ভাস্তম্ভে সুশোভিত করিতে হইবে। হে রাজন্! ভাবযুক্ত হইয়া স্থানে স্থানে নগরীকে মঙ্গলময় করিবে এবং রথেরও বিচিত্র শোভা বর্দ্ধন করিতে হইবে। ৯৪। ভগবান্ যৎকালে রথারূঢ় হইয়া গমন করিবেন, তখন নিখিল ব্যক্তি ও আত্মারামগণও অনুগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব আলয়ের সম্মুখে সমাগত হইলে প্রভুর পূজা করিবেন; নচেৎ মহাদোষের উৎপত্তি হয়। ১৯৫।

অতঃপর রথানুগমনাদির নিত্যতা বিবৃত হইতেছে। উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি রথের অনুগামী অথবা রথের অগ্রগামী হন, চণ্ডাল হইলেও তাঁহারা হরির

রথস্থং যে ন গচ্ছন্তি ভ্রমমাণং জনার্দ্দনম্। বিপ্রাধ্যয়নসম্পন্না ভবন্তি শ্বপচাধমাঃ ॥ ১৯৭ ॥

কিঞ্চ।— যেষাং গৃহাগ্রতো যাতি রথস্থো মধুসূদনঃ।
পূজা তৈস্তৈঃপ্রকর্ত্তব্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতৈঃ ॥

অনর্চ্চিতো যদা যাতি গৃহাদ্যস্ত মহীধরঃ। পিতরস্তস্ত বিমুখা বর্ষাণাং দশ পঞ্চ চ ॥ ১৯৮ ॥

যঃ পুনঃ কুরুতে পূজাং গৃহায়াতে তু মাধবে। বসতে শ্বেতদ্বীপে তু যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৯৯ ॥

অন্যত্র চ।—

নানুব্রজতি যো মোহাদ্‌ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্‌ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ২০০ ॥

অথ স্বমন্দিরং নীত্বা পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ প্রভুম্। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্বিধিবদ্বৈষ্ণবৈঃ সমম্ ॥২০১॥

অথ প্রবোধনীজাগরণমাহাত্ম্যম্।

স্কান্দে তত্রৈব।—

পূর্ব্বজন্মসহস্রেষু পাপং যৎ সমুপার্জ্জিতম্। জাগরেণ প্রবোধন্যাং দহতে তূলরাশিবৎ ॥ ২০২ ॥

কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাদিকং নরঃ। কৃত্বা জাগরণং বিষ্ণোর্ধূতপাপো ভবেন্মুনে ॥

চাণ্ডালোঽভিধীয়তে, তথাপি বিপ্রশব্দপ্রয়োগাত্তৎপরিহারো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৯৬ ॥ অধ্যয়নসম্পন্নাঃ অধীতশাস্ত্রা অপি বিপ্রাঃ। বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ১৯৭ ॥ পশ্যন্তীতি পাঠে দর্শনস্যাপি নিত্যত্বং জ্ঞেয়ম্। ততশ্চানুগমনস্য নিত্যত্বং নানুব্রজতীতি শ্লোকাদবগন্তব্যম্ ॥ ১৯৮ ॥ ন চ কেবলমকরণপ্রত্যবায়পরিহারার্থমেব পূজা কার্য্যা, কিন্তু তয়া মহাফলঞ্চ স্যাদিত্যাহ য ইতি ॥ ১৯৯ ॥ জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি কর্ম্মাণি যস্য জীবন্মুক্তস্য সোঽপি ভগবদ্বিষয়কমহাপরাধবলেন পরমদুষ্কর্ম্মোৎপত্তেস্তদ্ভোগার্থং দুর্জ্জন্ম লভত ইত্যর্থঃ ॥ ২০০ ॥ পূর্ব্ববদিতি শয়নাদৌ যথালিখিতং তদ্বদিত্যর্থঃ। বিধিবদ্যথাবিধীত্যর্থঃ। রথযাত্রারাত্রৌ জাগরণমুন্মীলনীত্যাদিনা দ্বাদশ্যামুপবাসবৎ। অন্যথা পূর্ব্বস্মিন্ উপবাসদিনে জাগরণং পারণাদিনে উত্থানানন্তরং রথযাত্রেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০১ ॥ তত্র জাগরণতঃ প্রথমং পাপক্ষয়মাহ পূর্ব্বেতি ত্রিভিঃ ॥ ২০২ ॥ যজ্ঞ-তীর্থদানাদিতোঽপ্যাধিক্য-

---

সদৃশ। ১৯৬। যে সকল ব্যক্তি রথারূঢ় ভ্রমমাণ হরির সহিত গমন না করেন, অধ্যয়ননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা চাণ্ডালাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ১৯৭। শ্রীহরি রথারূঢ় হইয়া যে সকল ব্যক্তির গৃহের নিকট দিয়া গমন করেন, বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা হরির অর্চ্চনা করিবেন। পৃথ্বীধর ভগবান্ গৃহের সমীপে অপূজিত হইয়া গমন করিলে সেই সকল গৃহীর পিতৃগণ পঞ্চদশবর্ষ বিমুখ থাকেন। ১৯৮। শ্রীহরি গৃহাগত হইলে যিনি তাঁহার অর্চ্চনা করেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের রাজত্ব যাবৎ তাঁহার শ্বেতদ্বীপে বাস হয়। ১৯৯। অন্যত্রও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি মোহ নিবন্ধন গমনশীল হরির অনুগামী না হয়, সে জ্ঞানানল দ্বারা নিখিল কর্ম্ম ভস্মীভূত করিলেও ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকে। ২০০। তৎপরে ভগবানকে স্বমন্দিরে আনয়ন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা ও বৈষ্ণববর্গ সহ মিলিত হইয়া নিশাজাগরণ করিবে। ২০১।

অনন্তর প্রবোধনী-জাগরণ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে :—স্কন্দপুরাণে পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে, প্রবোধনীতে জাগরণ করিলে পূর্ব্ব সহস্র-জন্মার্জ্জিত পাতক তূলারাশিবৎ ভস্মীভূত হয়। ২০২

কর্ম্মণা মনসা বাচা পাপং যৎ সমুপার্জ্জিতম্। ক্ষালয়েত্তচ্চ গোবিন্দঃ প্রবোধন্যাস্ত জাগরে।
দুষ্প্রাপং যৎ ফলং বিপ্রৈরশ্বমেধাদিভির্মখৈঃ। প্রাপ্যতে তৎ সুখেনৈব প্রবোধন্যাস্ত জাগরে ॥২০৩
আপ্লুত্য সর্ব্বতীর্থানি দত্বা চ কাঞ্চনং মহীম্। ন তৎ ফলমবাপ্নোতি যৎ কৃত্বা জাগরং হরেঃ॥
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্। তৎ সহস্রগুণং পুণ্যং প্রবোধন্যাস্ত জাগরে॥
স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়শ্চার্চ্চনং হরেঃ। তৎ সর্ব্বং কোটিগুণিতং প্রবোধন্যাস্ত জাগরে॥২০৪
সমতীতং ভবিষ্যঞ্চ বর্ত্তমানং কুলাযুতম্। বিষ্ণুলোকং নয়ত্যাশু জাগরেণ প্রবোধনী॥
চলন্তি পিতরো হৃষ্টা বিষ্ণুলোকমলঙ্কৃতাঃ। বিমুক্তা নারকৈর্দুঃখৈঃ কর্ত্তুঃ কৃষ্ণপ্রজাগরম্।
ভার্য্যাপক্ষে তু যে জাতা মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। তারয়েন্নাত্র সন্দেহঃ প্রবোধন্যাস্ত জাগরঃ॥ ২০৫॥
কিঞ্চ :—

ফলৈর্নানাবিধৈর্দ্দিব্যৈঃ প্রবোধন্যাস্ত জাগরে। শঙ্খে তোয়ং সমাদায় অর্ঘ্যং দত্বা জনার্দ্দনে।
যৎ ফলং সর্ব্বদানেষু সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্। তৎ সর্ব্বং কোটিগুণিতং দত্বার্ঘ্যং বোধবাসরে॥২০৬॥
পাদ্মে চ তত্রৈব।— অন্যত্রাপি প্রিয়া বিষ্ণোর্জ্জাগরে স্যাৎ প্রবোধনী।
কিং পুনর্ম্মথুরায়াং সা ততো বৈ জন্মসদ্মনি॥ ২০৭॥

মাহ দুষ্প্রাপমিতি ত্রিভিঃ॥ ২০৩॥ কিঞ্চ স্নানমিতি॥ ২০৪॥ সর্ব্বকুলসমেতস্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বমাহ সমতীতমিতি ত্রিভিঃ। কৃষ্ণস্য জাগরণং কর্ত্তুঃ যঃ করোতি তস্য যে পিতরস্তে ইত্যর্থঃ॥ ২০৫॥ জাগরে অর্ঘ্যদানমাহাত্ম্যং লিখতি ফলৈরিতি দ্বাভ্যাম্॥ ২০৬॥ অন্যত্র মথুরা-

---

হে খগে! ব্রহ্মহত্যাদি ঘোর পাপ করিয়াও হরির জাগরণ করিলে নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। প্রবোধনীতে জাগরণ করিলে হরি কর্ম্মজ, মনোজ ও বাক্যজ পাপ-সমূহ বিদূরিত করেন। প্রবোধনীতে জাগরণ করিলে দ্বিজাতিগণ অনায়াসে অশ্বমেধাদিজনিত দুষ্প্রাপ্য ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। ২০৩। হরির জাগরণ করিলে যে ফল হয়, সর্ব্বতীর্থ-স্নানে, সুবর্ণদানে ও পৃথিবী-দানেও সে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রবোধনী জাগরণ করিলে সূর্য্যগ্রহণজনিত ফল অপেক্ষা সহস্রগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। স্নান, দান, তপঃ, হোম, স্বাধ্যায় ও বিষ্ণুপূজা করিলে যে পুণ্য হয়, প্রবোধনীতে জাগরণ করিলে তৎসমস্ত অপেক্ষা কোটিগুণ ফল জন্মে। ২০৪। জাগরণ করিলে প্রবোধনী আশু অতীত অযুত কুল, ভাবী অযুত কুল ও বর্ত্তমান অযুত কুলকে হরিধাম প্রদান করেন। যে ব্যক্তি প্রবোধনীতে জাগরণ করে, তাহার পিতৃকুল যাবতীয় নরকদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দিব্যালঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে হরিধামে প্রস্থান করেন। যাহারা জাগরণ-কারীর ভার্য্যাপক্ষে, পিতৃপক্ষে বা মাতৃপক্ষে উৎপন্ন হইয়াছে, প্রবোধনী-জাগরণ তাহাদের সকল-কেই নিঃসন্দেহ পরিত্রাণ করেন। ২০৫। আরও লিখিত আছে, প্রবোধনীজাগরণে শঙ্খে জল গ্রহণ পূর্ব্বক ফল ও নানাবিধ বস্তু দ্বারা শ্রীহরিকে অর্ঘ্য দিতে হয়। প্রবোধনীতে হরিকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে সমস্ত-দানজনিত ও সর্ব্বতীর্থ-সেবন-জনিত ফল অপেক্ষাও কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২০৬। পদ্মপুরাণের উক্ত স্থানেই লিখিত আছে, মথুরা ব্যতীত অন্যত্রও যখন বোধনী হরির প্রীতিকরী, তখন হরির জন্মভূমি মথুরাতে জাগরণ করিলে যে কি ফল হয়,

একৈবৈকাদশী কৃষ্ণজন্মগেহে কৃতা নরৈঃ। ততোঽধিকং ন কর্ত্তব্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
রাত্রৌ জাগরণং তত্র প্রীত্যা কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। সংসারমোহস্বপ্নান্তে সদা জাগর্ত্তি জাগ্রতি ॥২০৮
কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীরাধিকোপাখ্যানান্তে।—

প্রবোধনীজাগরপুণ্যবৈভবাৎ, প্রসন্ন ঈশো বিধিবাক্যসত্যকৃৎ
চকার রাসোৎসবনর্ত্তনং সহ, বৃন্দাবনেঽন্যাভিরপীহ রাধয়া ॥ ২০৯ ॥
সা নৃত্যমানাদ্ভুতগোপরূপিণা, কৃষ্ণেন জন্মান্তরবাঞ্ছিতেন।
রাধা মহাপ্রেমভরাকুলেন্দ্রিয়া, নিন্যেঽন্যলোকং কথয়া কৃতার্থতাম্ ॥ ২১০ ॥
তস্মাৎ প্রবোধনীং কৃত্বা রাত্রৌ কৃত্বা চ জাগরম্।
সুপ্তোত্থিতং হরিং দৃষ্ট্বা কা ভীঃ সংসারজা দ্বিজাঃ ॥ ২১১ ॥

মথুরায়ান্তু কিং বাচ্যং জাগরে হরিসন্নিধৌ। কার্ত্তিকে বোধনীং প্রাপ্য ততঃ শ্রেয়ঃ পরং ন হি ॥
মথুরায়াং প্রবোধন্যাং কৃতজাগরণস্য হি। ক্ষণার্দ্ধাদন্যতো বৈশ্যোঽমোচয়দ্ব্রহ্মরাক্ষসম্ ॥২১২॥

ব্যতিরিক্তস্থানেঽপি ॥ ২০৭ ॥ সংসারে যো মোহঃ অজ্ঞানং স এব স্বপ্নস্তস্য অন্তে নাশে নিমিত্তে। সদা জাগ্রতি সংসারমোহস্তস্য কদাচিদপি ন তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। বীপ্সা নিশ্চয়ার্থা ॥ ২০৮ ॥ বিধিবাক্যং।—সর্ব্বাসু গোপীষু মধ্যে অহং শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপ্রেয়সী ভবামীতি স্বর্গে চন্দ্রকান্তিনামাপ্সরসঃ প্রার্থনয়া তথাস্থিতি ব্রহ্মা যদাহ তৎ সত্যং করোতীতি সঃ। এতচ্চ পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে সবিস্তরং বর্ত্তত এব। তত্র যদ্যপি ভগবতী শ্রীরাধা স্বত এব তস্য নিত্যপরমপ্রেয়সী, তথাপি বিধিবাক্যসত্যতার্থং কৃতমিত্যন্যজনের্ষাপরিহারার্থমুক্তমিতি দিক্। রাধয়া সহ অন্যাভিরপি গোপীভিঃ সহ ॥ ২০৯ ॥ অন্যলোকং পরমপি জনং সর্ব্বং কথয়া নিজচরিতাদিবার্ত্তয়া কৃতার্থতাং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমতাং নিন্যে। তত্র হেতুঃ মহান্ প্রেম্নো ভরঃ বেগস্তেনাকুলানীন্দ্রিয়াণি যস্যাঃ সা। অতস্তদ্বার্ত্তাশ্রবণমাত্রেণৈব স্বতঃ প্রেমভরোৎপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২১০-২১১ ॥ ব্রহ্মরাক্ষসঞ্চ বৈশ্যোঽ-

---

তাহা আর কি বর্ণন করিব? ২০৭। হরির জন্মভূমি মথুরাতে একটীমাত্র একাদশ্যুপবাস করিলেই আর জগতে সে ব্যক্তির কিছুমাত্র কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। প্রীতি সহকারে মথুরাতে জাগরণ করিলে সংসারমোহরূপ স্বপ্ন দূরীভূত করিয়া নিরন্তর জাগরূক থাকিতে পারে অর্থাৎ তাহাকে সংসারমোহে অভিভূত হইতে হয় না। ২০৮। উক্ত পুরাণে রাধিকোপাখ্যানের শেষে লিখিত আছে, প্রবোধনীজাগরণরূপ বৈভব নিবন্ধন ব্রহ্মার বচন সত্য করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনধামে শ্রীমতী রাধিকা ও অপরাপর গোপীকুল সহ রাসোৎসব-সম্বন্ধী নৃত্য করিয়াছিলেন। ২০৯। শ্রীরাধিকা যখন বিচিত্রগোপবেশী কৃষ্ণের সহিত নৃত্য করেন, তখন রাধিকা প্রেমাবেশে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া স্বীয় চরিতকথা দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে কৃতার্থ অর্থাৎ শ্রীহরির প্রিয়পাত্র করিয়াছিলেন। ২১০। অতএব হে বিপ্রগণ! প্রবোধনী করণান্তে নিশাজাগরণ পূর্ব্বক নিদ্রোত্থিত জনার্দ্দনকে দর্শন করিলে আর ভবভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? ২১১। কার্ত্তিকী বোধনী সমাগত হইলে মথুরাতে জনার্দ্দনের নিকটে জাগরণ করিলে তদপেক্ষা আর কল্যাণের বিষয় কিছুই নাই। কোন

জাগরস্য চ মাহাত্ম্যং গীতবাদিত্রকীর্ত্তনম্। হরেঃ প্রীতিকরং রাত্রৌ বক্তুং মে নৈব শক্যতে ॥২১৩

যস্তু গায়তি কৃষ্ণাগ্রে কৌমুদীং দ্বাদশীং ক্ষণম্।
সর্ব্বলোকান্ পরিত্যজ্যংবিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২১৪ ॥

অতএবোক্তং তত্রৈব।—

রাজ্যমন্যত্র সংত্যজ্য স্ফীতং নিহতকণ্টকম্। কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ কৌমুদ্যাং জাগরঞ্চরেৎ ॥

অথ পারণাদিনকৃত্যম্।

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।—

পারণং কার্ত্তিকে শুক্লে দ্বাদশ্যান্তু ততশ্চরেৎ। কৃষ্ণস্যাগ্রে নিবেদ্যাথ ব্রতং কৃচ্ছ্রাগ্র্যমুত্তমম্।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি ভক্ত্যাভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্ ॥

মহাভারতে।—

চতুর্দ্ধা গৃহ্য বৈ চীর্ণং চাতুর্ম্মাস্যব্রতং নরঃ। কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং তৎ সমাচরেৎ ॥
প্রাতর্নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা শক্ত্যা সংভোজ্য ভূসুরান্।
গৃহ্নন্ কৃতব্রতাচ্ছিদ্র্যং প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাদিকম্।

দানং যথাব্রতং তেভ্যো দত্বা পারণমাচরেৎ। প্রবর্ত্তয়েচ্চ সঙ্কল্পং চাতুর্ম্মাস্যব্রতেষু যৎ ॥২১৫॥

মোচয়েদিত্যত্রেতিহাসো মথুরামাহাত্ম্যে ব্যক্তং বর্ত্তত এব। যথা—সুধননামা বণিক্ জাগরণার্থমক্রূরতীর্থং গচ্ছন্ পথি ব্রহ্মরাক্ষসেন গৃহীতঃ, পুনরাগমনার্থং শপথে কৃতে সতি পরিত্যক্তো, জাগরণং কৃত্বা পুনরায়াতস্তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন সকাকু প্রার্থিতো জাগরণ-কৃত-নৃত্যালেশমাত্রদানেন তং মোচয়ামাসেতি ॥ ২১২ ॥ মাহাত্ম্যং বক্তুং নৈব শক্যতে। যতঃ রাত্রৌ গানাদিকং প্রত্যেকং হরেঃ প্রীতিকরমিতি ॥ ২১৩ ॥ কৌমুদীং প্রবোধনীমিত্যর্থঃ ॥ ২১৪ ॥

কৃতানাং চতুর্মাসেষু বিশেষতঃ কার্ত্তিকে চ বিহিতানাং ব্রতানামচ্ছিদ্র্যম্ অচ্ছিদ্রতাং গৃহ্নন্। যথাব্রতমিতি যদ্ব্রতে যদ্দানমুক্তং তদনুসারেণেত্যর্থঃ। তচ্চাগ্রে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি।

ব্রহ্মরাক্ষস দীনতা প্রকাশ করাতে সুধন নামক এক বৈশ্য মথুরাপুরে প্রবোধনীতে কৃত জাগরণের ক্ষণার্দ্ধ দান পূর্ব্বক তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ২১২। প্রবোধনীতে নিশাজাগরণের মাহাত্ম্য বর্ণনে সম্যক্ সক্ষম নহি, কেন না, গীত-বাদ্য-কীর্ত্তনাদি সমস্তই কৃষ্ণের সন্তোষকর। ২১৩। প্রবোধনী দ্বাদশীতে হরির সম্মুখে ক্ষণকালমাত্র গান করিলেও সর্ব্বলোক ত্যাগ পূর্ব্বক হরিধামে গমন করিতে পারে। ২১৪। উক্ত স্থানেই লিখিত আছে, অন্যত্র সুবিশাল নিষ্কণ্টক রাজ্য পরিবর্জ্জন করিয়াও মথুরাপুরে কার্ত্তিক মাসে প্রবোধনীতে জাগরণ করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর পারণাদিন-কৃত্য।—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বিবৃত আছে, কার্ত্তিকমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে পারণ করিয়া হরির সম্মুখে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রতোত্তম সমর্পণ পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে প্রভুর পূজা করিলে হরিধাম লাভ করিতে পারে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, মানবগণ চতুর্ব্বিধ অনুষ্ঠিত চাতুর্ম্মাস্য ব্রত লইয়া কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীতে সমাপন করিবে। প্রভাতে

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব।—

প্রভাতে বিমলে স্নাত্বা ভোজয়েদন্নবিস্তরৈঃ। ঘৃত-ক্ষীর দধি-ক্ষৌদ্র কাসার গুড় মোদকৈঃ।

অর্চ্চয়েচ্চন্দনৈশ্চূর্ণৈঃ পুষ্পগন্ধৈর্দ্বিজোত্তমান্। ২১৬॥

আচান্তেভ্যস্ততো দদ্যাত্ত্যক্তং যৎ কিঞ্চিদেব হি।

সুবাচা সুমনোভীষ্ট-পত্র-পুষ্প-ফলাদিকম্। ২১৭॥

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ নিয়মং যস্য যৎ কৃতম্। কথয়িত্বা দ্বিজেভ্যস্তদ্দদ্যাদ্ভক্ত্যা সুদক্ষিণাম্।

এবমেব পাদ্মে তত্রৈব কিঞ্চাধিকম্।—

চাতুর্মাস্যব্রতে বিপ্রাঃ পশ্চাদচ্ছিদ্রবাচনম্। ইতি। ২১৮॥

অথ ব্রতেষু দানানি।

কৃচ্ছ্রযুগ্মে তু গোযুগ্মং দদ্যাদ্বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ।

ত্রিরাত্রে মণিকং ছত্রমজাং চোপানহৌ তথা। ২১৯॥

একান্তরোপবাসে চ দদ্যাদ্গাং সমলঙ্কৃতাম্। বিভবে চ হলাঙ্গষ্টৌ বলীবর্দযুতানি তু।

ভোজয়েদেকভক্তে তু বিপ্রান্নক্তে তু ষড়্রসান্। ষষ্ঠে চাযাচিতে দদ্যাৎ বৃষং সস্বর্ণচন্দনম্।

চাতুর্মাস্য- ব্রতেষু যৎ সন্ত্যক্তং তৎ প্রবর্ত্তয়েৎ ভক্ষণাদিকং কুর্য্যাৎ। ২১৫। বিমলে জল ইতি শেষঃ। যদ্বা। প্রভাত ইত্যস্যৈব বিশেষণং বিমল ইতি। কাসারো মধুরতর-পক্কান্ন-বিশেষঃ। চূর্ণৈঃ পটবাসৈঃ বুক্কাবন্দনেত্যাদিপ্রসিদ্ধৈঃ। ২১৬। ত্যক্তং চাতুর্মাস্যাদিনিয়মে বর্জ্জিতং। সুবাচা বিনয়পূর্ব্বকমধুরোক্ত্যা দদ্যাৎ। ২১৭॥ হে বিপ্রাঃ! পশ্চাদ্বিপ্র-ভোজনদক্ষিণাদানানন্তরং চাতুর্মাস্যব্রতেঽচ্ছিদ্রবাচনং অচ্ছিদ্রমস্ত্বিতি ব্রাহ্মণান্ বাচয়েদিত্যর্থঃ ২১৮।

মণিকং বৃহজ্জলভাণ্ডবিশেষং। অজামেকাং ছাগীং ॥২১৯॥ নক্তে নক্তব্রতে। ষড়্রসান্

নিত্যকর্ম্ম সমাধান্তে শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পারণ করা কর্ত্তব্য। চাতুর্মাস্য ব্রতে যে সমস্ত আহারীয় ত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহা পুনরায় ভোজন আরম্ভ করিবে। ২১৫। ভবিষ্যোত্তরপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে, প্রাতঃকালে স্বচ্ছ সলিলে স্নান পূর্ব্বক ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মধু, কাসার (মিষ্ট পক্কান্নবিশেষ), গুড় ও মোদকাদি দ্বারা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে ভোজন করাইয়া চন্দন, পট্টবস্ত্র, পুষ্প ও গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে। ২১৬। যে সমস্ত বস্তু চাতুর্মাস্য-ব্রতে ত্যাগ করা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগণের আচমন শেষ হইলে সবিনয়ে মিষ্টবাক্যে তত্তৎবস্তু এবং তাঁহাদিগের মনোভীষ্ট পত্র, পুষ্প, ও ফলাদি তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবে। ২১৭। পূর্ব্বে চাতুর্মাস্য-ব্রতে যে বিষয়ে যেরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল, তদুল্লেখ পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে দক্ষিণা সহ দ্বিজাতিগণকে তাহাই প্রদান করিবে। এইরূপ পদ্মপুরাণের উক্ত স্থলে আরও কিছু অধিক কীর্ত্তিত আছে। হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দক্ষিণাদানের পর চাতুর্মাস্য ব্রতে অচ্ছিদ্রবাচন করাইতে হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা অচ্ছিদ্র হউক এই কথা বলিবেন। ২১৮।

অনন্তর ব্রতে দানোপযুক্ত দ্রব্যাদি কথিত হইতেছে।—কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্যাদি ব্রতদ্বয়ে দুইটী ধেনু দান ও ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। ত্রিরাত্রব্রতে মণিক (বৃহৎ জলপাত্রবিশেষ),

শালীন্ দদ্যাৎ ফলাহারে গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়োব্রতে।
শাকাহারে তু বিতরেদ্‌ঘৃতং রাজতভাজনৈঃ।
তৈলে ত্যক্তে ঘৃতং দদ্যাৎ ঘৃতে তু বিতরেৎ পয়ঃ॥ ২২০

বর্জ্জিতে দধ্নি তু স্বর্ণং ক্ষীরে চ রজতং বুধঃ। অপূপে স্বর্ণগোধূমবস্ত্রাণি ব্রীহিষু প্রিয়ান্।
শালীন্ স্বর্ণং চ ধান্যে তু শালীন্ বা ধান্যমেব চ। লবণে লাবণীং ধেনুং স্বর্ণং চাভ্যঞ্জনে ত্বথ।
তৈলপূর্ণং ঘটং কিঞ্চ সাজ্যপায়সভোজনম্॥ ২২১॥

পাদাভ্যঙ্গে তু সম্পূজ্য বিপ্রান্ সংবাহ্য তৎপদৌ। দক্ষিণামথ তাম্বূলৈর্বিতরেদম্বরদ্বয়ম্॥
পুষ্পে চ পুষ্পং সৌবর্ণমুপানহমুপানহি। খট্টায়াং শয়নং কাংস্যে সঘৃতং কাংস্যভাজনম্॥২২২
ত্যক্তে মধুনি সংদদ্যাৎ পায়সং সসিতান্বিতম্। মৌনী চ ঘণ্টাং সতিলাং দদ্যাৎ কনকসংযুতাম্।
ভূমিভোজী কাংস্যপাত্রং গাঞ্চ দীপস্য দানতঃ। সঘৃতং তাম্রপাত্রঞ্চাদর্শং কেশাদিরক্ষণে॥২২৩॥

মধুরাদীন্। বস্ত্রে বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দদ্যাৎ। অথ অযাচিতব্রতে তু স্বর্ণেন চন্দনেন চ সহিতং বৃষমনড্বাহং দদ্যাৎ। ঘৃতে চ ত্যক্তে বর্জ্জিত ইতি। তচ্চাগ্রে পঞ্চমশ্লোকং যাবৎ সপ্তম্যন্তেষ্বনুবর্ত্তনীয়ং। তথা বিতরেদিতি যথাস্থানমগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং॥ ২২০॥ প্রিয়ান্ অভীষ্টান্ উত্তমানিত্যর্থঃ। লাবণীং লবণনির্ম্মিতাং ধেনুম্। তদ্বিশেষশ্চ তিলধেন্বাদিপ্রসঙ্গে ভবিষ্যোত্তরাদ্যুক্তো জ্ঞেয়ঃ। অথ অভ্যঞ্জনে তৈলেন শিরোঽভ্যঙ্গে তৈলপূর্ণঘটঃ সাজ্যপায়সভোজনঞ্চ বিতরেৎ। কিঞ্চেতি সমুচ্চয়ে॥ ২২১॥ অম্বরদ্বয়ং বস্ত্রযুগ্মং। শয়নং শয্যাং॥ ২২২॥ সিতয়া শর্করয়া ঘৃতেন চ সহিতং পায়সং দদ্যাদিত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্ততে। দীপস্য দানে ঘৃতসহিতং তাম্রপাত্রং।

ছত্র, একটী ছাগী ও পাদুকাযুগল অর্পণ করিবে।২১৯। একাহরোপবাস-ব্রতে বিভূষিত গো দান করা কর্ত্তব্য; একভক্তব্রতে সম্পত্তি বিদ্যমানে বৃষ সহ আটটী হল প্রদান করিবে। নক্তব্রতে মধুরাদি ষড়্‌বিধ রস দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। বস্ত্রব্রতে বস্ত্র, অযাচিত ব্রতে স্বর্ণ ও চন্দন সহ বৃষ, ফলাহার-ব্রতে শালিধান্য, পয়োব্রতে (দুগ্ধপানব্রতে) গাভী, শাকাহারব্রতে রৌপ্যপাত্রে ঘৃত, তৈলত্যাগব্রতে ঘৃত এবং ঘৃতব্রতে দুগ্ধ দান করিতে হয়।২২০। সুধী ব্যক্তি দধি-ত্যাগব্রতে স্বর্ণ, ক্ষীরত্যাগ-ব্রতে রৌপ্য, অপূপ ব্রতে স্বর্ণ, গোধূম ও বসন; ব্রীহি ব্রতে উত্তম শালি বা স্বর্ণ; ধান্যব্রতে শালি বা ধান্য; লবণ-ব্রতে লবণধেনু বা স্বর্ণ; অভ্যঞ্জনব্রতে তৈল-পূরিত ঘট বা সঘৃত পায়স প্রদান করিবে।২২১। পাদাভ্যঙ্গে দ্বিজাতিগণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদের চরণযুগল সংবাহন পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিবে এবং তাম্বূল সহ বস্ত্রদ্বয় অর্পণ করিবে। পুষ্পত্যাগে স্বর্ণ-পুষ্প, পাদুকাত্যাগে পাদুকা, শয্যা এবং কাংস্যত্যাগে সঘৃত কাংস্যপাত্র দিতে হয়। ২২২। মধু বর্জ্জন করিলে শর্করা ও ঘৃত-মিশ্রিত পায়স দিবে। মৌনী ব্যক্তি তিল-সুবর্ণযুক্ত ঘণ্টা, ভূমিভোজী কাংস্যভাণ্ড ও ধেনু, দীপদানে সঘৃত তাম্রাধার এবং কেশাদিরক্ষণরূপ ব্রতে দর্পণ প্রদান করিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্রব্যের অপ্রাপ্তি স্থলে দক্ষিণাদি দ্বারা দ্বিজাতিগণের প্রীতি বিধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের

দদ্যাৎ সুবর্ণপ্রতিমাং দম্পত্যোর্ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
সর্ব্বাভাবে চ সন্তোষ্যাচ্ছিদ্রং বিপ্রাংস্তু বাচয়েৎ ॥২২৪॥

তথা চ স্কান্দে।—

সর্ব্বেষামপ্যভাবে তু যথোপকরণং বিনা। বিপ্রবাক্যং স্মৃতং সম্যক্ ব্রতস্য পরিপূর্ত্তয়ে ॥২২৫॥
বৃথা বিপ্রবচো যস্তু গৃহ্লাতি মনুজোঽবুধঃ। অদত্ত্বা দক্ষিণাং পাপো যাত্যসৌ নরকং ধ্রুবম্ ॥২২৬॥
ব্রতবৈফল্যমাসাদ্য কুষ্ঠী অন্ধশ্চ জায়তে। ২২৭॥

অথ সামান্যতঃ তন্মাহাত্ম্যম্।

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব বিশেষঃ।—

এবং য আচরেৎ পার্থ শোভনং ধর্ম্মমাপ্নুয়াৎ। অবসানে তু রাজেন্দ্র বাসুদেবপুরং ব্রজেৎ ॥২২৮॥

অথ ভীষ্মপঞ্চকাদি।

আরভ্যৈকাদশীং পঞ্চ দিনানি ব্রতমাচরেৎ। ভগবৎপ্রীতয়ে ভীষ্মপঞ্চকং যদি শক্নুয়াৎ ॥২২৯॥

আদিশব্দেন নখশ্মশ্রবাদি ॥২২৩॥ ব্রহ্মচর্য্যে গ্রামধর্ম্মত্যাগে। নমু তত্তদলাভে কিং কার্য্যং তত্র লিখতি। সর্ব্বেষাং লিখিতানাং গোযুগ্মাদিদ্রব্যাণামভাবে সতি বিপ্রান্ সন্তোষ্য দক্ষিণাদিনা প্রীণয়িত্বা অচ্ছিদ্রম্ অচ্ছিদ্রমস্ত্বিতি বাচয়েৎ। ব্রতং সম্পূর্ণমস্ত্বিতি তদ্বচনং গৃহ্লীয়াত্তেনৈব সর্ব্বং সম্পূর্ণং স্যাদিত্যর্থঃ ॥২২৪॥ যথোপকরণং যত্র ব্রতে যদ্বিহিতং দানদ্রব্যং তদ্বিনা চ ॥২২৫॥ বৃথেত্যেব বিবৃণোতি অদত্ত্বা দক্ষিণামিতি। অতএবাবুধঃ পাপশ্চ ॥২২৬॥ নরকভোগানন্তরং কুষ্ঠী অন্ধশ্চ সন্ দুর্যোনিষু জায়তে। শ্রাবণাদৌ শাকাদিবর্জ্জনব্রতে চ সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ তথা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবানাং প্রত্যেকং সমুচ্চয়েন চ শ্রাবণাদৌ শাকাদিষু সংক্রমণাত্তান্যবশ্যবর্জ্জ্যান্যেবেতি শাকাদিবর্জ্জনব্রতদানং বিশেষতো নোদ্দিষ্টং, কিন্তু সর্ব্বব্রতসাধারণত্বাদ্ ব্রাহ্মণভোজনং ন তদ্ব্রত-সমাপ্তৌ তত্তদ্দ্রব্যদানপ্রধানকং কর্ত্তব্যমিত্যূহ্যং, ত্যক্তং যৎ কিঞ্চিদেব হীত্যুক্তেঃ। কিঞ্চ পূর্ব্বং শয়নীপ্রকরণে লিখিতং ব্রতমন্ত্রলিখিতানুসারেণ পরমপি তত্রোহ্যমিতি দিক্ ॥২২৭॥

শোভনং ধর্ম্মং, তৎফলং চিরং ব্রহ্মলোকাদিভোগমিত্যর্থঃ। যদ্বা ভগবদ্ধর্ম্মং প্রেমভক্তি-লক্ষণং ॥২২৮॥

ইদানীং সংক্ষেপেণ পৌর্ণমাসীকৃত্যং লিখন্ পরমপ্যলিখিতং কার্ত্তিককৃত্যং সংগৃহ্লাতি

অচ্ছিদ্রবাচন করাইতে হয়। ২২৪। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, সমস্ত দ্রব্যের অভাবে যথাবিধি উপকরণ ব্যতীত (যে ব্রতে যে দ্রব্যদান বিহিত, তদ্ব্যতীত) সম্যক্ ব্রত-পূর্ণার্থ ব্রাহ্মণবাক্যই প্রশস্ত। ২২৫। বিনা দক্ষিণায় বৃথা দ্বিজবাক্য গ্রহণ করিলে, সেই মূর্খ পাপস্বরূপ বলিয়া গণ্য এবং নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হইয়া থাকে। ব্রত বিফল হইলে কুষ্ঠী ও অন্ধ হইয়া দেহ ধারণ করিতে হয়। ২২৭।

সামান্যতঃ ব্রত-মাহাত্ম্য।—ভবিষ্যোত্তরের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই বিশেষরূপে লিখিত আছে যে, হে পৃথানন্দন! হে রাজসত্তম! যে ব্যক্তি এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, তিনি পরম ধর্ম্ম লাভ করেন এবং অন্তে হরিধাম প্রাপ্ত হন। ২২৮।

তথা ধাত্রীব্রতং পৌর্ণমাস্যাং কুর্ব্বীত কার্ত্তিকে। তথা নবম্যাং শুক্লায়ামক্ষয়ং নবমীব্রতম্ ॥২৩০॥

পৈতামহাদি-কৃচ্ছ্রাণি মাসোপোষণমেব চ।

সমর্থঃ কার্ত্তিকে কুর্য্যাৎ জ্ঞাত্বা পাদ্মাদিতো বিধিম্ ॥২৩১॥

অথাধিমাসকৃত্যম্।

ভবিষ্যোত্তরে।—

অধিমাসে তু সম্প্রাপ্তে স্মৃত্বা গোপীপ্রিয়ং হরিম্। সুবর্ণং চাজ্যসংযুক্তং ত্রয়স্ত্রিংশদপূপকম্।

দদ্যাচ্চ বেদবিদুষে শ্রোত্রিয়ায় কুটুম্বিনে। নশ্যত্যকরণে শীঘ্রং পুণ্যং দ্বাদশমাসজম্॥ ২৩২ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীদামোদরপ্রিয়ো নাম ষোড়শো বিলাসঃ॥

আরভ্যেতি ত্রিভিঃ। যদি শক্নুয়াদিতি কাম্যত্বমিতি দিক্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ২২৯ ॥ তথাদ্বয়ং সমুচ্চয়ে ॥ ২৩০ ॥ পৈতামহং নাম কৃচ্ছ্রং চোক্তং পাদ্মে।—অপঃ ক্ষীরং দধি ঘৃতং সপ্তম্যাদি চতুর্দ্দিনং। কার্ত্তিকস্য সিতে পীত্বা একাদশ্যামুপোষিতঃ। কৃচ্ছ্রং পৈতামহং কুর্ব্বন্ দিনং সম্পূজয়েদ্ধরিমিতি। আদিশব্দেন বৈষ্ণবমাহেন্দ্রাদীনি সমর্থশ্চেত্তর্হি কুর্য্যাৎ। নমু ভীষ্মপঞ্চকাদীনাং ব্রতানামেষাং বিধিঃ সমর্থৈরপেক্ষ্যঃ কুতো জ্ঞাতব্যস্তত্রাহ জ্ঞাত্বেতি। পদ্মপুরাণস্য ব্রতখণ্ডং কার্ত্তিকমাহাত্ম্যং। আদিশব্দাৎ স্কন্দপুরাণবিষ্ণুরহস্যাদি। ততো বিধিং জ্ঞাত্বা। তত্র চাবশ্যকত্বাভাবেনাসৌ বিস্তার্য্য ন লিখতি ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৩১ ॥

অধিমাসো নাম মলমাসস্তস্মিন্। তত্র সুবর্ণাদিদানস্য নিত্যত্বমাহ নশ্যতীতি। এতদপি শক্তবিষয়কমেব। সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাং স্বতএব সমর্থবিষয়কত্বাদিত্যেষা দিক্ ॥ ২৩২।

ইতি ষোড়শো বিলাসঃ॥

অনন্তর ভীষ্মপঞ্চকাদি কথিত হইতেছে।—সক্ষম হইলে একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ভগবৎ-প্রীত্যর্থ ভীষ্মপঞ্চক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ২২৯। এইরূপ কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ধাত্রীব্রত এবং শুক্লা নবমীতে অক্ষয়-নবমী-ব্রত কর্ত্তব্য। ২৩০। সক্ষম হইলে পদ্মপুরাণাদ্যুক্ত বিধি বিদিত হইয়া কার্ত্তিক মাসে পৈতামহাদি কৃচ্ছ্র ও মাসোপবাসব্রত করিতে হয়। ২৩১।

অনন্তর অধিমাস (মলমাস)-কৃত্য।— ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, মলমাস আগত হইলে গোপীবল্লভ হরিকে স্মরণ পূর্ব্বক স্বর্ণ এবং ঘৃতযুক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ পিষ্টক বেদবিৎ কুটুম্বী দ্বিজাতিকে সমর্পণ করিতে হয়; নচেৎ আশু দ্বাদশমাসসঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ২৩২।

ইতি দামোদরপ্রিয় নামক ষোড়শ বিলাস সমাপ্ত।

সপ্তদশবিলাসঃ।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

কস্যাচ্চিদাশ্রয়াদ্যস্য প্রোদ্যদ্ভক্তিবিলাসতঃ। দীনোঽপি রঞ্জয়েদ্বিশ্বং তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥১॥
প্রত্যহং প্রতিপক্ষঞ্চ প্রতিমাসমপি ক্রমাৎ। বিলিখ্য কৃত্যমধুনা কাদাচিৎকং বিলিখ্যতে॥২॥

অথ পুরশ্চরণম্।

শ্রীগুরোর্মন্ত্রমাসাদ্য পুরশ্চরণকর্ম্মণি। দীক্ষাং কৃত্বা পুনস্তেনানুজ্ঞাতঃ প্রারভেত তৎ॥৩॥

অথ পুরশ্চরণাবশ্যকতা।

আগমে।—

বিনা যেন ন সিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি। কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলম্॥
পুরশ্চরণসম্পন্নো মন্ত্রো হি ফলদায়কঃ। অতঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া॥৪॥

নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ইদানীং পুরশ্চরণং লিখিষ্যন্ তত্র সর্ব্বশক্তিবিহীনস্যাপ্যাত্মনো ভগবতি ভক্তিপ্রযত্নাভ্যাসেনাপি জগদ্রঞ্জকতামপি সম্ভাব্য তং শরণং যাতি কস্যাচ্চিদিতি। যস্য শ্রীচৈতন্যস্য কস্যাচ্চিদপ্যাশ্রয়াৎ প্রপন্নৈর্যঃ প্রকর্ষেণ উদ্যন্ উদয়ং প্রাপ্নুবন্ ভক্তের্ব্বিলাসস্তেন দীনঃ সর্ব্বশক্তিরহিতোঽপি জনঃ বিশ্বং জগদপি রঞ্জয়েৎ, তম্ আশ্রয়ে শরণত্বেন প্রপদ্যে॥১॥
এবমভীষ্টসিদ্ধয়ে পরমগুরুং ভগবন্তমাশ্রিত্য ইদানীং বিলাসচতুষ্কেণ লেখ্যং প্রতিজানীতে প্রত্যহমিতি। প্রত্যহং যৎ কৃত্যং প্রতিপক্ষঞ্চ যৎ কৃত্যং প্রতিমাসমপি যৎ কৃত্যং তৎ ক্রমাৎ যথাক্রমং বিলিখ্যাধুনা কাদাচিৎকং কদাচিৎ করণীয়ং কৃত্যং কর্ম্ম লিখ্যতে॥
শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ পুরশ্চরণকর্ম্মণি নিমিত্তে পুনর্দীক্ষাং কৃত্বা তেন শ্রীগুরুণানুজ্ঞাতঃ সন্ তৎ পুরশ্চরণকর্ম্ম প্রকর্ষেণারভেত। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—চৈত্রে কৃষ্ণৈতন্মাসি কর্ম্মাস্থপক্ষে পুণ্যর্ক্ষে ভূয়ো দেশিকাৎ প্রাপ্য দীক্ষাং। তেনানুজ্ঞাতঃ পূর্ব্বসেবাং দ্বিতীয়ে মাসি ব্যবস্থামারভেতামলাত্মামিতি॥৩॥

যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র আশ্রয়-প্রসাদে সম্যক্ উদয়শীল ভক্তিবিলাস দ্বারা দীন (সর্ব্বশক্তিহীন) ব্যক্তিও বিশ্বরঞ্জন করিতে সক্ষম হয়, আমি সেই চৈতন্য প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করি। যথাক্রমে প্রতিদিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য ও মাসকৃত্য লিখিয়া অধুনা বিলাসচতুষ্টয়ে কদাচিৎ করণীয় (সময় বিশেষে কর্ত্তব্য) ক্রিয়া লিপিবদ্ধ হইতেছে।২।

পুরশ্চরণ।—শ্রীগুরুর সকাশে মন্ত্র লাভ পূর্ব্বক পুরশ্চরণ-বিষয়ে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করত তদীয় অনুজ্ঞা লইয়া পুরশ্চরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

পুরশ্চরণের আবশ্যকতা।—আগমে লিখিত আছে, যাহা ব্যতীত শতবর্ষ জপ দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, যাহা দ্বারা সাধকের বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়, সেই পুরশ্চরণ করা মন্ত্রবিৎ সিদ্ধি-

কিং হোমৈঃ কিং জপৈশ্চৈব কিং মন্ত্রায়াসবিস্তরৈঃ।
রহস্থানাং হি মন্ত্রাণাং যদি ন স্যাৎ পুরক্রিয়া॥ ৫॥
পুরক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং বীর্য্যমুচ্যতে। বীর্য্যহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৬॥

অথ পুরশ্চরণমাহাত্ম্যম্।

অগস্ত্যসংহিতায়াম্।—
সংসারে দুঃখভূয়িষ্ঠে য ইচ্ছেৎ সুখমাত্মনঃ। পঞ্চাঙ্গোপাসনেনৈব রামং ভজতু ভক্তিতঃ॥
পঞ্চাঙ্গোপাসনং ভক্তৈঃ পুরশ্চরণমুচ্যতে। এতদ্ধি বিদুষাং শ্রেষ্ঠ সংসারচ্ছেদকারণম্॥ ৭॥
নানেন সদৃশো ধর্ম্মো নানেন সদৃশস্তপঃ। নানেন সাধনং কিঞ্চিদিষ্টার্থস্য তপোধন॥ ৮॥
পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ। হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে॥ ৯॥
গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি। পঞ্চাঙ্গোপাসনং সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে॥ ১০॥
নিষ্কামাণামনেনৈব সাক্ষাৎকারো ভবিষ্যতি। অর্থসিদ্ধিঃ সকামানাং সর্ব্বাং বৈ ভক্তিমালভেৎ॥
পঞ্চাঙ্গমেতৎ কুর্ব্বীত যঃ পুরশ্চরণং বুধঃ। স বৈ বিজয়তে লোকে বিদ্যৈশ্বর্য্যসুতাদিভিঃ॥১১॥

যেন পুরশ্চরণেন॥ ৪॥ মন্ত্রেষু আয়াসবিস্তরৈঃ। অন্যৈরপি বহুলশ্রমৈঃ কিং। ৫। বীর্য্যং শক্তিঃ। বীজমিতি পাঠে কারণং মূলমিত্যর্থঃ॥ ৬॥

বিদুষাং শ্রেষ্ঠ হে সুতীক্ষ্ণ॥ ৬॥ অনেন পুরশ্চরণেন॥ ৭॥ পঞ্চাঙ্গোপসনমেব বিশিষ্যাহ পূজেতি॥ পঞ্চাঙ্গোপাসনস্যাস্য পুরশ্চরণমিতি নাম নির্ব্বক্তি গুরোরিতি। গুরোঃ প্রসাদেন লব্ধস্য মন্ত্রস্য এতৎ পঞ্চাঙ্গোপাসনং পুরঃ প্রথমং বিধীয়ত ইতি পুরশ্চরণমুচ্যত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। প্রসন্নেনেতি পাঠে প্রসন্নচিত্তেন সতা বিধীয়তে। যদ্বা ভাবে ক্তপ্রত্যয়ঃ। অর্থঃ পূর্ব্ববদেব॥ ১০॥ বিদ্যাদিভির্লোকে বিজয়তে পরমোৎকৃষ্টো ভবতি॥ ১১॥ বিধিং বিধানং

কামী সাধকের কর্ত্তব্য, পুরশ্চরণ-সম্পন্ন না হইলে কি হোম, কি জপ, কি মন্ত্রবিষয়ক বহুপরিশ্রম এ সমস্তে কি আবশ্যক? ৫। পুরশ্চরণই মন্ত্রের প্রধান বীর্য্য বলিয়া পরিগণিত। নির্বীর্য্য দেহী যেরূপ কোন কার্য্যেই সমর্থ হয় না, সেইরূপ পুরশ্চরণবর্জ্জিত মন্ত্রও শক্তিহীন বলিয়া পরিগণিত। ৬।

পুরশ্চরণমাহাত্ম্য।—অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে, ক্লেশসঙ্কুল সংসারে যিনি স্বীয় সুখের অভিলাষ করেন, তিনি ভক্তি সহকারে পঞ্চাঙ্গোপাসনা দ্বারা রঘুপতির আরাধনা করুন। পঞ্চাঙ্গোপাসনাই পুরশ্চরণ বলিয়া ভক্তগণ কর্ত্তৃক অভিহিত। হে বিবুধবৃন্দশ্রেষ্ঠ সুতীক্ষ্ণ! পুরশ্চরণই ভববন্ধ-ছেদনের হেতু। ৭। হে তাপস! পুরশ্চরণের তুল্য ধর্ম্ম, তপঃ বা অভীষ্টবিষয়ের অপর কোনরূপ সাধনাই নাই। ৮। প্রত্যহ ত্রিকালীন অর্চ্চনা, প্রত্যহ জপ, প্রত্যহ তর্পণ, প্রত্যহ হোম এবং প্রত্যহ ব্রাহ্মণ-ভোজন এই পঞ্চাঙ্গই পুরশ্চরণ বলিয়া কীর্ত্তিত। ৯। শ্রীগুরুর কৃপায় যে মন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎ-সিদ্ধ্যর্থ প্রথমে পঞ্চাঙ্গোপাসনা করাই কর্ত্তব্য, এই জন্যই ইহা পুরশ্চরণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ১০। এই পুরশ্চরণের প্রসাদে নিষ্কামিগণ দেবসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত

ক্রমদীপিকায়াঞ্চ।—য ইমং ভজতে বিধিং নরো ভবিতাসৌ দয়িতঃ শরীরিণাম্।
অচিরাৎ কমলৈকমন্দিরং পরমন্তে সমুপৈতি তন্মহঃ॥ ইতি॥ ১২॥
গোপালোপাসনাগ্রন্থসারশ্রীক্রমদীপিকাম্। প্রায়োঽনুস্মৃত্য লিখ্যেত পৌরশ্চরণিকো বিধিঃ॥১৩॥

অথ তত্র স্থাননিয়মঃ।

গিরিশৃঙ্গং সরিত্তীরং বিল্বমূলং জলান্তরম্। গোষ্ঠং বিষ্ণ্বালয়োঽশ্বত্থতলং বাথাম্বুধেস্তটম্॥ ১৪॥
কচিচ্চ।—পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকম্। পুণ্যপ্রদেশঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্।
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ। তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যঃ শিবালয়ঃ।
অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ। দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্।
গুরূণাং সন্নিধানঞ্চ চিত্তৈকাগ্র্যস্থলং তথা। প্রেতভূম্যাদিকঞ্চৈব তত্তৎকল্পপ্রকাশিতম্।
এষামন্যতমস্থানমাশ্রিত্য জপমাচরেৎ॥ ১৫।
অন্যত্র।—সমুদ্রগায়াঃ সরিতঃ সঙ্গমঃ পাপনাশনঃ। পশ্চিমাভিমুখং লিঙ্গং পুরাণোক্তং স্বয়ম্ভুবম্।
সর্ব্বোৎকৃষ্টং মহাবিষ্ণোঃ স্থানং চান্যমনোরমম্। গৃহং বা শুচি সংস্কার-স্বভাব্যাং প্রসিদ্ধিকৃৎ॥১৬॥

পুরশ্চরণলক্ষণং। অচিরাৎ শীঘ্রং কমলায়াঃ সর্ব্বসম্পত্তেরেকং মুখ্যং মন্দিরঞ্চ ভাজনং ভবতি। অপি বাক্কমলৈকমন্দিরমিতি পাঠান্তরে বাচঃ সরস্বত্যাঃ কমলায়াশ্চৈকমন্দিরমপি ভবতি॥ ১২॥ তত্র চ বহুবিধেষু পুরশ্চরণবিধিষু মধ্যে ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ পুরশ্চরণবিধিলিখনং প্রতিজানীতে গোপালেতি। গোপালোপাসনায়া গ্রন্থেষু মধ্যে সারঃ শ্রেষ্ঠভূতা যা শ্রীমতী ক্রমদীপিকা তামনুস্মৃত্য তত্রোক্তানুসারেণেত্যর্থঃ। প্রায়ো বাহুল্যেনেতি তত্তদ্বিশেষজ্ঞানার্থমনাকরগ্রন্থোক্তমপি কিঞ্চিদনুস্মৃত্য লেখ্যমিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

জলস্য অন্তরং মধ্যং। অশ্বত্থস্য আমলক্যাশ্চ মূলং॥ ১৪॥ তস্য তস্য মন্ত্রসাধনস্য কল্পেন কল্পাখ্যেন শাস্ত্রেণ প্রকাশিতং, এষাং মধ্যে অন্যতমমেকং॥ ৫॥ শুচি পবিত্রং গৃহং বা। সংস্কারেণ স্থানাদিশোধনেন স্বভাবেন চ নিজসৌশীল্যেন প্রকৃষ্টাং সিদ্ধিং করোতীতি তথা, এতচ্চ সর্ব্বেষামেব বিশেষণং॥ ১৬॥

হন এবং সকামেরা অর্থসিদ্ধি ও সকলরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে বিচক্ষণ এই পঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণ করেন, তিনি ইহধামে বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সন্তানাদি সহ পরম উন্নতি প্রাপ্ত হন। ক্রমদীপিকায় লিখিত আছে যে, যিনি এই পুরশ্চরণলক্ষণবিধি ভজনা করেন, তিনি দেহিগণের প্রিয়পাত্র ও আশু নিখিল সম্পত্তির অধীশ্বর হন এবং অন্তিমে পরমার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাবতীয় গোপালোপাসনাগ্রন্থের মধ্যে ক্রমদীপিকাই প্রধান; এ স্থলে প্রায়শঃ তল্লিখিত নিয়মেই পুরশ্চরণবিধি বর্ণিত হইবে। ১৩।

পুরশ্চরণের স্থাননিয়ম।—গিরিশৃঙ্গ, নদীকূল, বিল্বমূল, সলিলমধ্য, গোষ্ঠ, হরিমন্দির, অশ্বত্থমূল, আমলকীমূল, সমুদ্রকূল, এই সকল স্থানের যে কোন স্থলে পুরশ্চরণ করাই কর্ত্তব্য। ১৪। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে পুণ্যক্ষেত্র, নদীতট, পর্ব্বতকন্দর, গিরিশৃঙ্গ, নদীসঙ্গম, পুণ্যদেশ, পবিত্র বন, জনহীন উদ্যান, বিল্বমূল, পর্ব্বততট, তুলসীবন, গোষ্ঠ,

উক্তশ্চ শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যেন।— অথ স্থানবিশেষে ফলবিশেষঃ।

গৃহে ত্বেকগুণং জপ্যং নদ্যান্তু দ্বিগুণং স্মৃতম্। গবাং গোষ্ঠে দশগুণ-মগ্ন্যাগারে দশাধিকম্॥ ১৭॥
সিদ্ধক্ষেত্রেষু তীর্থেষু দেবতানাঞ্চ সন্নিধৌ। সহস্রং শতকোটীনামনন্তং বিষ্ণুসন্নিধৌ॥ ১৮॥

অথ তত্র ভূমিপরিগ্রহঃ।

শুভে দিনে চ সঙ্কল্প্য স্ববিহারাদি-হেতবে। ক্রোশমেকমুভৌ বা তৌ স্বক্ষেত্রং পরিকল্পয়েৎ॥১৯॥
ক্ষীরিবৃক্ষভবানষ্ট-কীলকান্ দ্বাদশাঙ্গুলান্। দশকৃত্বোঽস্ত্রমন্ত্রেণ প্রত্যেকমভিমন্ত্রয়েৎ॥
ততোঽভ্যর্চ্চ্যাষ্ট দিক্পালান্ ক্ষেত্রপালঞ্চ মধ্যতঃ। বলিং দত্বা চ নিখনেৎ কীলকানষ্টদিক্ষু তান্॥

তথা চাগমে।— গ্রামে ক্রোশমিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়া মিতম্।
নগরাদাবথ ক্রোশং ক্রোশযুগ্মমথাপি বা।
আহারাদিবিহারার্থং তাবতীং ভূমিমাক্রমেৎ। ক্ষীরবৃক্ষোদ্ভবান্ কীলানস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্।
নিখনেদ্দশদিগ্ভাগে তেষস্ত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ। ক্ষেত্রে চ কীলিতে মন্ত্রী ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে।
ক্ষেত্রপালাদিকং তত্র পূজয়েদ্বিধিবত্ততঃ। দিক্পতিভ্যো বলিং দত্বা ততঃ ক্ষেত্রং সমাশ্রয়েৎ।
ক্ষেত্রমধ্যং সমাশ্রিত্য কূর্ম্মচক্রং বিচিন্তয়েৎ॥

কিঞ্চ।— কূর্ম্মচক্রেণ সংশোধ্য দীপস্থানে কুটীং শ্রয়েৎ। চতুরস্র-চতুর্হস্তাং হস্তোন্নতসুবেদিকাম্।
চন্দ্রাতপপতাকাভ্যাং তোরণৈরপ্যলঙ্কৃতাম্।
বিবিক্তামভিলিপ্তাঞ্চ প্রাকারেণাভিবেষ্টিতাম্॥ ইতি॥ ২০॥

জপ্যং জপঃ জপফলংবা॥ ১৭॥ দেবতানাং শ্রীরুদ্রাদীনাং॥ ১৮॥
আদিশব্দেন আহারাদি-চেষ্টা। তৌ ক্রোশৌ ব্যাপ্য॥ ১৯॥ কুটীং বিশিনষ্টি চতুরস্রেতি

বৃষশূন্য শিবমন্দির, অশ্বত্থমূল, আমলকীমূল, গোশালা, সলিলমধ্য, দেবমন্দির, সাগরকূল, নিজগৃহ, গুরুসমীপ, প্রেতভূমি অথবা যে স্থলে মনের প্রসন্নতা জন্মে, তাদৃশ মন্ত্র-সাধনফলের শাস্ত্রপ্রকাশিত যে কোন স্থান আশ্রয় পূর্ব্বক জপ করিবে। ১৫। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে, সাগরগামী নদীর পাতকহর সঙ্গম, পুরাণকথিত পশ্চিমাভিমুখ স্বয়ম্ভূলিঙ্গসন্নিধান, মহাবিষ্ণুর সর্ব্বোত্তম আলয়, মনোরঞ্জন স্থল, পবিত্র গৃহ, সংস্কার দ্বারা শোধিত স্থান বা স্বাভাবিক সিদ্ধিপ্রদ স্থান, এই সমস্তের যে কোন স্থল আশ্রয় করিবে। ১৬।

অনন্তর স্থানবিশেষে ফলবিশেষ ব্যক্ত হইতেছে।—যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি আছে, গৃহে এক গুণ, নদীতটে দ্বিগুণ, গোষ্ঠে দশগুণ এবং অগ্নিগৃহে জপ দ্বারা দশগুণাধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। । ১৭। সিদ্ধক্ষেত্রে, তীর্থে, রুদ্রাদি দেবসমীপে সহস্রশত কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে এবং হরিসমীপে অনন্তফল লাভ করা যায়। ১৮।

পুরশ্চরণবিষয়ে ভূমিগ্রহণ।—শুভদিনে সঙ্কল্প পূর্ব্বক নিজ পরিভ্রমণাদির জন্য এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ যাবৎ নিজ ক্ষেত্র কল্পনা করিতে হয়। ১৯। ক্ষীরিবৃক্ষোত্থ দ্বাদশাঙ্গুল কীলকাষ্টক করিয়া অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) জপ দ্বারা প্রত্যেকটী দশধা অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে

তদুক্তম্।— অথ কূর্ম্মচক্রম্।

বর্ত্তুলং নবকোষ্ঠং তৎ কৃত্বা কূর্ম্মাকৃতিং লিখেৎ। কূর্ম্মস্যাঙ্গানি চাষ্টৌ স্যুর্মুখং হস্তৌ চ পার্শ্বকৌ।
পাদৌ পুচ্ছমিতি প্রোক্তং প্রশস্তং মুখমেব তু ॥ ২১ ॥

স্বরদ্বন্দ্বং ক্রমাদ্দিক্ষু পূর্ব্বাদিষ্বষ্টসু ন্যসেৎ। তথা কাদীন্ সপ্তবর্গান্ ন্যসেচ্ছিবদিশং বিনা।
গ্রাম-নামাদ্যবর্ণস্তু যস্যাং দিশি চ তিষ্ঠতি। তত্র কূর্ম্মমুখং জ্ঞেয়মন্যাঙ্গানীতরত্র চ ॥

কচিচ্চ।—স্বরযুগ্মং ক্রমেণৈব ঐন্দ্র্যাদ্যাষ্টসু দিক্ষু চ।
কাদীন্ বর্গান্ ক্ষমৈশান্যাং তথা মধ্যস্থলাধিপম্।

তন্নামাদ্যাক্ষরং যত্র কূর্ম্মাস্যং তচ্চ দীপকম্। তৎপার্শ্বকোষ্ঠৌ হস্তৌ দ্বাবধোধঃ কুক্ষিপাদকৌ।
শেষকোষ্ঠং ভবেৎ পুচ্ছং মুখে সিদ্ধিরনুত্তমা। করস্থানে মহাক্লেশঃ কুক্ষৌ দুঃখমবাপ্নুয়াৎ।
পাদে হানিস্তথা পুচ্ছে পীড়া স্যাদ্বন্ধনানি চ। দীপস্থানে জপঃ কার্য্যঃ সর্ব্বকার্য্যমভীপ্সুভিঃ।
কূর্ম্মচক্রমবিজ্ঞায় যঃ কুর্য্যাজ্জপসংজ্ঞকম্। তস্য জপ্যফলং নাস্তি সর্ব্বানর্থায় কল্পতে ॥ ২২ ॥

সার্দ্ধেন ॥ ২০ ॥ যথা কূর্ম্মস্যাঙ্গানি তথাত্রাষ্টকোষ্ঠানীত্যেবং কূর্ম্মাকৃতিত্বে হেতুমাহ কূর্ম্মস্যেতি ॥২১॥ স্বরাণাম্ অকারাদীনাং ষোড়শানাং দ্বন্দ্বম্ অ আ ইত্যাবম্ অষ্টযুগলং পূর্ব্বাদিষু অষ্টসু দিক্ষু তত্রত্যকোষ্ঠেষু ন্যসেৎ। কাদয়ঃ পঞ্চ বর্গাঃ। যাদয়োঽন্তঃস্থা একো বর্গঃ। শাদয় উষ্মাণশ্চৈকো

ঐ আটটী কীলকে দিক্‌পালাষ্টকের এবং মধ্যে ক্ষেত্রপালের অর্চ্চনা করিয়া বলিদানান্তে অষ্টদিকে কীলকাষ্টক প্রোথিত করিতে হইবে। এই বিষয়ে আগমে লিখিত আছে যে, গ্রামে ক্রোশমিতস্থল, নদী প্রভৃতিতে ইচ্ছাবশে কল্পিত, নগর প্রভৃতিতে এক ক্রোশ বা ক্রোশদ্বয়মিত স্থান আহারবিহারাদির জন্য আক্রমণ করিবে। ফট্‌মন্ত্রাভিমন্ত্রিত আটটী ক্ষীরিকীলক প্রোথিত করত তাহাতে অস্ত্রের অর্চ্চনা করিতে হয়। এই প্রকারে পুরশ্চরণক্ষেত্র কীলিত করিলে আর বিঘ্নসমূহ মন্ত্রীকে পরাভূত করিতে পারে না। উহাতে বিধানে ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া দিক্‌পাল-গণের উদ্দেশে বলিদানান্তে ক্ষেত্র আশ্রয় করিতে হয়। তৎপরে কূর্ম্মচক্র চিন্তা করিবে। আরও লিখিত আছে, কূর্ম্মচক্র দ্বারা শোধন পূর্ব্বক দীপস্থানে (মুখদেশে) কুটী আশ্রয় করিতে হয়। কুটী চারিকোণবিশিষ্ট, চতুর্হস্ত এক হস্ত উচ্চ বেদিকাযুক্ত, চন্দ্রাতপ-পতাকা-তোরণে বিভূষিত, জনশূন্য, অভিলিপ্ত ও প্রাকারবেষ্টিত হইবে। ২০।

অনন্তর কূর্ম্মচক্র বিবৃত হইতেছে।—কথিত আছে যে, গোলাকার নয়টী কোষ্ঠ করিয়া কূর্ম্মাকৃতি অঙ্কন করিতে হয়। মুখ, হস্তযুগল, পার্শ্বযুগল, চরণদ্বয় ও পুচ্ছ এই আটটী অঙ্গ হইবে; পরন্তু কূর্ম্মের মুখদেশই প্রশস্ত।২১। স্বরদ্বন্দ্ব (অ আ প্রভৃতি দুইটী দুই বর্ণ) পূর্ব্বাদিক্রমে কূর্ম্মের অষ্টকোষ্ঠে অঙ্কিত করিবে এবং ঈশানকোণ ব্যতীত অন্য সপ্তদিকে ককারাদি সাতটী বর্গ লিখিতে হইবে। যেদিকে গ্রাম নামের প্রথমবর্ণ থাকিবে, সেই দিকে কূর্ম্মের বদন জানিবে, অন্য অঙ্গসমূহকে অন্যদিকে জানিতে হইবে। গ্রন্থান্তরে এইরূপ লিখিত আছে,পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে যথাক্রমে অ আ আদি দুই দুইটী স্বরবর্ণ, সপ্তদিকে ককারাদি সপ্ত বর্গ, ঈশানকোণে ক্ষ এই

তন্ত্রে।— অথ ভক্ষ্যনিয়মঃ।

শাকং মূলং ফলং বাপি গব্যং ক্ষীরঞ্চ বা দধি।
সাধুভ্যো ভৈক্ষমন্নংবা শক্তবঃ পায়সং হি বা॥ ২৩।

ক্বচিচ্চ।—

বৈদিকাচারযুক্তানাং শুচীনাং শ্রীমতাং সতাম্। সৎকুলস্থানজাতানাং ভিক্ষাশীলোঽগ্রজন্মনাম্॥
ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব বা।
পয়ো মূলং ফলং বাপি যদ্যদত্রোপপদ্যতে॥ ২৪॥

বর্গঃ, এবং সপ্ত বর্গান্ সপ্তদিক্ষু ন্যসেৎ। শিবদিশঃ বিনেতি ঐশান্যাং ন কিঞ্চিন্ন্যসেদিত্যর্থঃ। গ্রামশব্দেন কৃত্যজপক্ষেত্রং তস্য যন্নাম মথুরাদি তস্যাদ্যো বর্ণঃ মকারাদিরিত্যর্থঃ। তথা চ সারদাতিলকে।-চতুরস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ। পূর্ব্বকোষ্ঠাদি বিলিখেৎ সপ্তবর্গাননুক্রমাৎ। লক্ষমীশে মধ্যকোষ্ঠে স্বরযুগ্মং ক্রমাল্লিখেৎ। দিক্ষু পূর্ব্বাদিতো যত্র ক্ষেত্রাখ্যাদ্যাক্ষরং স্থিতং। মুখং তত্তস্য জানীয়াদিতি। কেষাঞ্চিন্মতে ক্ষেত্রাধিপতের্নামাদ্যাক্ষরমিতি মতান্তরং দর্শয়ন্ হস্তাদি-বিভাগং তত্তৎফলাদিকঞ্চ লিখতি স্বরদ্বয়মিতি পঞ্চভিঃ। কাদীংশ্চ বর্গান্ ক্রমেণৈবেন্দ্রাদ্যষ্টদিক্ষু লিখেৎ। ক্ষকারঞ্চ ঐশান্যাং দিশি। স্থলাধিপঞ্চাধিষ্ঠাতারং মধ্যে কোষ্ঠে লিখেৎ। তস্য স্থলাধিপস্য যন্নাম তদাদ্যাক্ষরং যৎ স্যাত্তৎ কূর্ম্মস্যাস্যং, তচ্চ দীপকং দীপস্থানমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং।—যুগ্মং স্বরাণাং ক্রমতো বিলিখ্য কাদীংশ্চ বর্গান্ ক্রমতঃ ক্ষমীশে। স্থানাধিপস্যাক্ষরমস্তি যত্র তং দীপদেশং মুনয়ো বদন্তীতি॥ ২২॥

শক্তবো যবনির্ম্মিতা জ্ঞেয়াঃ। তথা চ সারদাতিলকে।—ভৈক্ষং হবিষ্যং শাকানি বিহিতানি ফলং পয়ঃ। মূলং শক্তুর্যবোৎপন্নো ভক্ষ্যাণ্যেতানি মন্ত্রিণামিতি॥ ২৩॥ উক্তানাং

বর্ণ এবং মধ্যকোষ্ঠে ভূম্যধিপের আদিবর্ণ লিখিবে। যে দিকে ঐ আদ্যবর্ণ পতিত হইবে, তাহাই কূর্ম্মের মুখ ও তাহাই দীপস্থান বলিয়া জানিবে। পার্শ্বদ্বয়ের দুই কোষ্ঠ কূর্ম্মের করদ্বয়, তন্নিম্নের কোষ্ঠদ্বয় কুক্ষি ও তন্নিম্নের কোষ্ঠদ্বয় কূর্ম্মের দুইটী চরণ আর শেষ কোষ্ঠ কূর্ম্মের পুচ্ছ জানিবে। যদি কূর্ম্মের মুখে বসিয়া জপ করা যায়, তাহা হইলে পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; করে বসিয়া জপ করিলে মহাদুঃখ, কুক্ষিতে দুঃখ, চরণে হানি এবং পুচ্ছে বসিয়া জপ করিলে রোগ ও বন্ধনাদি ঘটে। যে সাধক সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির কামনা করেন, মুখে বসিয়া জপ করাই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। কূর্ম্মচক্র না জানিয়া জপ করিলে সে জপ নিষ্ফল হইয়া থাকে এবং তাহা যাবতীয় অনর্থের হেতু হয়। ২২।

অনন্তর পুরশ্চরণে ভক্ষ্যবিধি।—তন্ত্রে লিখিত আছে, শাক, মূল, ফল, গব্য দুগ্ধ বা দধি, সাধুসকাশ হইতে প্রাপ্ত ভিক্ষান্ন, যবচূর্ণ (যবের ছাতু) ও পায়স আহার করিতে পারে। ২৩। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে, বৈদিকাচারপরায়ণ, শৌচবান, শ্রীমান্, সৎস্থানজ, সৎকুলজ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ভিক্ষা প্রাপ্ত হবিষ্যান্ন, শাক, যাবক (অর্দ্ধস্বিন্ন যব), দুগ্ধ, মূল ও ফলাদি আহার

নারদপঞ্চরাত্রে।—

মৃদু কোষ্ণং সুপক্কঞ্চ কুর্য্যাদ্বৈ লঘু ভোজনম্। নেন্দ্রিয়াণাং যথা বৃদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ॥

কিঞ্চ।—ব্রহ্মপত্রে চ ভুঞ্জীত মধ্যপত্রবিবর্জ্জিতে। দক্ষং ব্রহ্মোত্তরং বিষ্ণুর্মধ্যপত্রং মহেশ্বরঃ॥ ২৫॥

সংহিতায়াম্।— অথাবশ্যবর্জ্জ্যানি।

মধু মাংসং তথা ক্ষারলবণং তৈলমেব চ। স্বিন্নং পর্য্যুষিতঞ্চৈব নিঃস্নেহং কীটদূষিতম্॥ ২৬॥

কাঞ্জিকং গৃঞ্জনং বিষং কলঞ্জং লশুনং বিষম্। মসূরং কোদ্রবং মাষং মণ্ডুকং চণকাদিকম্।

তাম্বূলং কাংস্যপাত্রঞ্চ দিবাভোজনমেব চ॥

কিঞ্চ।—অসৎসঙ্গং পরান্নঞ্চ বর্জ্জয়েদন্যপূজনম্। বিনা কর্ম্মোচিতং নিত্যমথ নৈমিত্তিকঞ্চরেৎ।

স্ত্রী শূদ্র-পতিত-ব্রাত্য-নাস্তিকোচ্ছিষ্টভাষণম্। অসত্যভাষণং কৈলভাষণঞ্চ পরিত্যজেৎ॥

সত্যেনাপি ন ভাষেত জপহোমার্চ্চনাদিষু। বর্জ্জয়েদ্গীতবাদ্যাদিশ্রবণং নৃত্যদর্শনম্॥

অভ্যঙ্গং গন্ধলেপঞ্চ পুষ্পধারণমেব চ। মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্গোষ্ঠীঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অস্নাতাংশ্চ দ্বিজান্ শূদ্রান্ স্ত্রিয়ো নৈব স্পৃশেত্তথা। তাজেন্নকোদকস্নানমনিবেদিতভোজনম্॥

কিঞ্চ।— বিহায় বহ্নিং নহি কস্য কিঞ্চিদ্গ্রাহ্যং পরেভ্যঃ সতি সম্ভবে চ।

অসম্ভবে তীর্থবহির্বিশুদ্ধাৎ পর্ব্বাতিরিক্তে প্রতিগৃহ্য জপ্যাৎ॥

মধ্যে যদ্যদ্দ্রব্যমনায়াসেন যত্রোপপদ্যতে তদেব বা ভুঞ্জানঃ॥ ২৪॥ ব্রহ্ম পলাশবৃক্ষস্তস্য পত্রে। পত্রেষ্বিতি পাঠে মধ্যপত্রং বিবর্জ্জয়েদিতি পাঠঃ। দক্ষ. দক্ষিণপত্রং। উত্তরং বামপত্রং॥ ২৫॥

নিঃস্নেহং রুক্ষং। বিষমিতি মূর্দ্ধন্যান্ত পাঠে ঔষধাদিপ্রযুক্তমপি। আদিশব্দেন রাজমাষাদি॥ ২৬॥ উচিতং নিজবর্ণাশ্রমযোগ্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ কর্ম্ম তদ্বিনাঽন্যৎ কাম্যং বর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ।

করিবে। ২৪। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, মৃদু, কিঞ্চিদুষ্ণ ও সুপক্ক দ্রব্যের লঘু ভোজন করাই সাধকের কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়োত্তেজক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। আরও লিখিত আছে, পলাশতরুর মধ্যপত্র ত্যাগ করিয়া অন্যপত্রে আহার করিবে। পলাশের দক্ষিণপত্র ব্রহ্মা, বামপত্র হরি এবং মধ্যপত্র শিবস্বরূপ। ২৫।

অনন্তর পুরশ্চরণে অবশ্যবর্জ্জনীয় দ্রব্য বিবৃত হইতেছে।—সংহিতাসমূহে লিখিত আছে যে, মধু, মাংস, ক্ষারলবণ, তৈল, সিদ্ধতণ্ডুল, পর্য্যুষিত দ্রব্য, রুক্ষবস্তু ও কীটদুষ্ট দ্রব্য ত্যাজ্য। ২৬। কাঞ্জিক, গৃঞ্জন (গাঁজর), বিষ, কলঞ্জ, লশুন, মৃণাল বা ঔষধাদিপ্রযুক্ত বিষ, মসূর, কোদ্রব (ধান্যবিশেষ), মাষ, মণ্ডুক, চণক, রাজমাষ, তাম্বূল, কাংস্যপাত্রে আহার, দিবা-ভোজন, এই সমস্ত নিষিদ্ধ। আরও লিখিত আছে, অসৎ-সঙ্গ, পরান্ন, অন্যদেবার্চ্চন, নিজ-বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ব্যতীত অপর কাম্যকর্ম এবং নারী, শূদ্র, পতিত, ব্রাত্য (সংস্কারবর্জ্জিত), নাস্তিক ও উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ, মিথ্যাকথা, কুটিলবাক্য এই সমস্ত পরিবর্জ্জন করিবে। জপ হোম ও পূজাদিকালে সত্যবাক্যও প্রয়োগ করিতে নাই। গীতবাদ্যাদি শ্রবণ ও নৃত্যদর্শন ত্যাগ করিবে; তৈলমর্দ্দনাদি, অঙ্গে অনুলেপন, পুষ্পধারণ, মৈথুন, মৈথুন-সম্বন্ধী কথোপকথন ও মৈথুনগোষ্ঠী ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অস্নাত ব্রাহ্মণ,

তদাসমর্থোঽন্যদিনং বিশুদ্ধাদ্, যাচেত যাবদ্দিনমাত্রভক্ষ্যম্।
গৃহ্লাতি রাগাদধিকং ন সিদ্ধিঃ, প্রজায়তে কল্পশতৈরমুষ্য ॥

অথ কৃত্যানি।

বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্।—

স্নানং ত্রিসবনং প্রোক্তমশক্তৌ দ্বিঃ সকৃত্তথা। অস্নাতস্য ফলং নাস্তি ন বা তর্পয়তঃ পিতৄন্।
শয়ীত দর্ভশয্যায়াং শুচিঃ প্রয়তমানসঃ। তদ্বাসঃ ক্ষালয়েন্নিত্যমন্যথা বিঘ্নমাবহেৎ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চান্যত্র—মন্ত্রঃ সাধয়মানস্তু ত্রিসন্ধ্যং দেবমর্চ্চয়েৎ। দ্বিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ ॥
একগ্রামস্থিতো নিত্যং গত্বা বন্দেত স্বং গুরুম্। নিত্যং নৈমিত্তিকং কুর্য্যাৎ সঙ্গমং সাধুভিঃ সদা।
স্নায়াচ্চ পঞ্চগব্যেন কেবলামলকেন বা। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তমন্ত্রৈঃ স্নায়াদনন্তরম্ ॥

কিঞ্চ।—

গ্রাসদানাদিনা কুর্ব্বন্ গবাং শুশ্রূষণং সদা। ভূতানুকম্পী প্রজপেৎ শুভ্রপদ্মাক্ষমালয়া ॥ ২৮ ॥
পঞ্চবিংশতিবারাংশ্চ প্রজপ্তেন স্বমন্ত্রতঃ। শিরোঽম্ভসাভিষিঞ্চেত্ত্রিঃ স্নানকালে নিজং বুধঃ ॥
তথৈবাচমনং কুর্য্যাদ্ভোজনাবসরেঽপি চ। অন্নঞ্চ সপ্তকৃত্বস্তন্মন্ত্রজপ্তং হি ভক্ষয়েৎ ॥ ২৯ ॥

তদ্বাসঃ শয়নবাসঃ। যদ্বা যেন বাসসা জপ্তং তৎ ॥ ২৭-২৮ ॥ পঞ্চবিংশতিবারান্ স্বমন্ত্রতো নিজ-মন্ত্রেণ জপ্তমভিমন্ত্রিতং যৎ অম্ভো জলং তেন নিজশিরো বারত্রয়মভিষিঞ্চেৎ। তথৈবেতি। পঞ্চ-

---

শূদ্র বা নারী স্পর্শ করিবে না, উষ্ণজলে স্নান ও অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নাই। সম্ভাবনা বিদ্যমানে সাধকজন অন্যের নিকট হইতে অগ্নি ব্যতীত অন্য দ্রব্য লইবে না; অভাবস্থলে তীর্থের বহির্ভাগে পর্ব্বব্যতীত অন্যকালে পবিত্র ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক জপ করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে পবিত্র ব্যক্তির নিকট হইতে সেই দিনের মাত্র আহারোচিত দ্রব্য ভিক্ষা করিয়া লইবে। লোভবশে অধিক দ্রব্য গ্রহণ করিলে শত কল্পেও মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

অনন্তর কৃত্যসকল বিবৃত হইতেছে।—বৈশম্পায়নসংহিতায় লিখিত আছে, যে ব্যক্তি অস্নাত বা যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ না করে, তাহার ফলসিদ্ধি হয় না; এই জন্য ত্রিকালীন স্নান করা ব্রতীর কর্ত্তব্য। অক্ষম হইলে দ্বিবার বা বারেক মাত্র স্নান করিবে। পবিত্র হইয়া চিত্তসংযম পূর্ব্বক কুশাসনে শয়ন করা বিধেয় এবং প্রত্যহ রাত্রিধৃত বস্ত্র ধৌত করিবে, নচেৎ বিঘ্ন ঘটে। ২৭। স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, ত্রিসন্ধ্যা বা দ্বিসন্ধ্যা অথবা একবার মাত্র দেবপূজা করা মন্ত্রসাধকের কর্ত্তব্য, বিনা পূজায় কেবলমাত্র মন্ত্র জপ নিষিদ্ধ। এক গ্রামে নিজ গুরুদেবের বাস হইলে প্রত্যহ তৎসমীপে গিয়া অভিবাদন করিতে হয় এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন ও নিরন্তর সাধুসঙ্গ কর্ত্তব্য। পঞ্চগব্য বা কেবল আমলক দ্বারা স্নান করাই বিধেয়। তৎপরে শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ-কথিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে। আরও লিখিত আছে, গ্রাসপ্রদানাদি দ্বারা গোগণের সেবা করিবে এবং সর্ব্বভূতানুকম্পী হইয়া শুভ্র-পদ্মবীজগ্রথিত মালাযোগে জপ করিবে। ২৮। সুধী ব্যক্তি স্বীয় মন্ত্র দ্বারা জলকে

কিঞ্চ।—যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষপি নিশ্চলা। ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥
মন্ত্রাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেদিষ্টমাত্মনঃ॥ ইতি॥ ৩০॥

অথাসননিয়মঃ।

সর্ব্বসিদ্ধ্যৈ ব্যাঘ্রচর্ম্ম জ্ঞানসিদ্ধ্যৈ মৃগাজিনম্। বস্ত্রাসনং রোগহরং বেত্রজং শ্রীবিবর্দ্ধনম্।
কৌশেয়ং পৌষ্টিকং প্রোক্তং কম্বলং দুঃখমোচনম্। অভিচারে কৃষ্ণবস্ত্রং রক্তং বশ্যাদিকর্ম্মণি।
শান্তিকে ধবলং প্রোক্তং বিচিত্রং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
কিঞ্চ।—কুশাজিনাম্বরেণাঢ্যং চতুরস্রং সমন্ততঃ। একহস্তং দ্বিহস্তং বা চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতম্॥ ৩১॥

অথ জপমালা তন্নিত্যতা চ।

বারাহে।—
যস্তু ভাগবতো ভূত্বা ন গৃহ্লাতি গণিত্রিকাম্। আসুরী তস্য দীক্ষা তু ন সা ধর্ম্মায় বিদ্যতে॥৩২॥
গণিত্রিকাং গৃহীত্বা যো মন্ত্রং চিন্তয়তে বুধঃ। অন্যাগুরসহস্রাণি চিন্তিতোঽহঞ্চ তেন বৈ॥
মাঙ্গল্যা কুশলা সিদ্ধা সর্ব্বসংসারমোক্ষণী॥ ৩৩॥

বিংশতিবারস্বমন্ত্রজপ্তেন জলেন স্নানকালে ভোজনকালে চাচমনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তেন স্বকীয়েন মন্ত্রেণ জপ্তং। তথা চক্রমদীপিকায়াং।—কুর্ব্বন্নাত্মীয়ং কর্ম্ম বর্ণাশ্রমস্থং মন্ত্রং জপ্ত্বাদ্ভিঃ স্নানকালেঽভিষিঞ্চেৎ। আচামপাথস্তত্ত্বসংখ্যং প্রজপ্তং ভুঞ্জানশ্চান্নং সপ্তজপ্তাম্বুনার্চ্চ্যমিতি॥ ২৯॥ ন ব্যবচ্ছিদ্যতে না ভিদ্যতে। মন্ত্রাত্মা মন্ত্রাত্মিকা॥ ৩০॥
কর্ম্মবিশেষে বস্ত্রাদীনাং বর্ণবিশেষং লিখতি অভিচার ইত। চিত্রকং বিবিধবর্ণং॥ ৩১॥
গণ্যতেঽনয়েতি গণিত্রিকা জপমালা তাং॥ ৩২॥ তেনাহং চিন্তিতো ভবামি। সিদ্ধা সিদ্ধিকরীত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

পঞ্চবিংশতিবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা স্নান সময়ে নিজ শিরোদেশ সেচন করিবেন। আহারান্তেও ঐরূপ অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা আচমন করিতে হয়। অন্নোপরি সপ্তধা মন্ত্রজপ করত সেই অন্ন আহার করিবে। ২৯। আরও লিখিত আছে, দেবতা, গুরু ও মন্ত্র এই তিনে অচলা বুদ্ধি থাকিলে ভেদজ্ঞান দূরীভূত হয় এবং আশু সিদ্ধি লাভ করা যায়। মন্ত্রস্বরূপ দেবতা এবং দেবতাই গুরুস্বরূপ জানিবে; সুতরাং যিনি স্বীয় মঙ্গল কামনা করেন, গুরু, দেব ও মন্ত্র এই তিনে ভেদ জ্ঞান করা কদাচ তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। ৩০।

অনন্তর আসননিয়ম কথিত হইতেছে।—সর্ব্বসিদ্ধিলাভার্থ ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন করা কর্ত্তব্য; এবং জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থ মৃগচর্ম্মাসন প্রশস্ত। বস্ত্রাসন রোগনাশক, বেত্রাসন শ্রীবৃদ্ধিকর, পট্টবস্ত্রাসন পুষ্টিপ্রদ ও কম্বলাসন দুঃখহারক। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা অভিচারকর্ম্মে, রক্তবর্ণ বস্ত্র দ্বারা বশীকরণে, শ্বেতবস্ত্র দ্বারা শান্তিকার্য্যে এবং নানাবর্ণের বস্ত্র দ্বারা অন্যান্য সকল ক্রিয়ায় আসন প্রস্তুত করিবে। আরও লিখিত আছে, চারিদিকে চতুষ্কোণ, এক বা দুই হস্ত প্রমাণ ও অঙ্গুলীচতুষ্টয় উচ্চ আসন কুশ, অজিন ও বসনযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ৩১।

অনন্তর জপমালা ও তন্নিত্যতার বিষয় কথিত হইতেছে।—বরাহপুরাণে লিখিত আছে,

অথ মালামণিনির্ণয়স্তৎপরিমাণাদি চ।

তত্রৈব।—পরিমাণন্তু বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন মাধবি। উত্তমা মধ্যমা চৈব কন্সসী তু গণিত্রিকা।
অষ্টোত্তরশতৈঃ পূর্ব্বা পঞ্চাশদ্ভিস্তু মধ্যমা। কন্সসী পঞ্চবিংশত্যা পরিমাণং বিধীয়তে॥ ৩৪॥
রুদ্রাক্ষৈশ্চোত্তমাং তাঞ্চ পুত্রজীবৈশ্চ মধ্যমাম্। কুশৈঃ কনীয়সীং বিদ্যাদেতত্তে কথিতং ময়া॥ ৩৫
শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।—

অষ্টোত্তরশতং পূর্ণং তদৰ্দ্ধং পাদমেব বা। কুর্য্যাত্তত্র বিধানোক্তং বিধিনা সর্ব্বকর্ম্মসু॥

হারীতস্মৃতৌ।—

শঙ্খ-রূপ্যময়ী মালা কাঞ্চনী নীরজোৎপলৈঃ। পদ্মাক্ষৈশ্চাপি রুদ্রাক্ষৈর্ব্বিদ্রুমৈর্মণিমৌক্তিকৈঃ।
নির্ম্মিতন্দ্রাক্ষকৈর্মালা তথৈবাঙ্গুলিপর্ব্বভিঃ। পুত্রজীবময়ী মালা সা শস্তা জপকর্ম্মণি॥ ৩৬॥
গৌতমীয়ে।— অথামলকসম্ভূতৈস্তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতৈঃ॥ ইতি॥
আগমে চ।—

আদিক্ষান্তার্ণযোগত্বাদক্ষমালেতি কীর্ত্তিতা। তদ্বর্ণসংখ্যৈর্মণিভির্জপমালাং প্রকল্পয়েৎ॥

কিঞ্চ।—

অনুলোমবিলোমার্ণৈর্মাতৃকায়াঃ সবিন্দুকৈঃ। ক্ষমেরুকৈঃ কাষ্টবর্গৈর্মালা স্যাদ্যোগিনাং শুভা॥৩৭

মাধবি হে ধরণি। কন্সসী কনীয়সী। অষ্টোত্তরশতৈর্মণিভিঃ পূর্ব্বা উত্তমা॥ ৩৪॥ তত্রাপি মণিভেদেন ত্রিবিধত্বমাহ রুদ্রাক্ষৈরিতি। পুত্রজীবৈরিতি সানুনাসিকঞ্চ কচিৎ॥৩৫॥ নীরজানি পদ্মানি উৎপলানি চ কুমুদানি তৈঃ। তথা চোক্তং।—রুদ্রাক্ষ-শঙ্খ-পদ্মাক্ষ-পুত্রজীবক-মৌক্তিকৈঃ। স্ফটিকৈর্ম্মণিরত্নৈশ্চ সৌবর্ণৈর্ব্বিদ্রুমৈস্তথা। কুশৈঃ পদ্মৈর্দ্দশ স্যুর্গৃহস্থস্যাক্ষমালিকা ইতি॥৩৬॥ আদি-ক্ষান্তানাং অকারাদি-ক্ষকারাবসানানাং অর্ণানাং মাতৃকাবর্ণানাং যোগত্বাৎ নিয়োজনীয়ত্বাৎ গণনীয়ত্বাদ্বা। তদ্বর্ণসংখ্যৈঃ পঞ্চাশদ্ভিরিত্যর্থঃ। ক্ষকারস্তু মেরুত্বেন কল্পনীয়ত্বাৎ। মুখ্যতমামক্ষমালামাহ অনুলোমেতি॥ ৩৭॥

ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া মালা গ্রহণ না করিলে সেই দীক্ষা আসুরী বলিয়া অভিহিত হয়; তাদৃশী দীক্ষা ধর্ম্মার্থ কল্পিত নহে। ৩২। মালা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র চিন্তা করিলে সেই সুধী কর্ত্তৃক আমি সহস্রজন্ম চিন্তিত হইয়া থাকি। তদীয় ঐ মালা মঙ্গলকরী, কুশলা, সিদ্ধিদাত্রী ও ভবপাশমোচনী। ৩৩।

অনন্তর মালামণিনিরূপণ ও তৎপরিমাণাদি কথিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই ভগবানের উক্তি আছে, হে পৃথ্বি! আমি মালার পরিমাণ যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর। মালা ত্রিবিধ;—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। অষ্টোত্তর শত মালা উত্তম, পঞ্চাশৎ মধ্যম এবং পঞ্চবিংশতি কনিষ্ঠ। ৩৪। রুদ্রাক্ষমালা উত্তম, পুত্রজীবমালা মধ্যম ও কুশমালা কনিষ্ঠ। ত্বৎ-সকাশে এই তিন প্রকার মালার বিষয় বর্ণন করিলাম। ৩৫। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, একশত-সংখ্য মালা পূর্ণ বলিয়া অভিহিত; সর্ব্বকর্ম্মে তদৰ্দ্ধ বা তৎপাদ মালার বিধান বিধাতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হারীতস্মৃতিতে লিখিত আছে, শঙ্খ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পদ্ম, কুমুদ, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ,

আগ্নেয়ে।— অথ মালানাং মণিবিশেষেণ বৈশিষ্ট্যম্।

হিরণ্যশঙ্খমণিভির্জপ্যং শতগুণং ভবেৎ। সহস্রগুণমিন্দ্রাক্ষৈঃ পদ্মাক্ষৈরযুতং ভবেৎ।
নিযুতং চাপি রুদ্রাক্ষৈর্ভদ্রাক্ষৈশ্চ ন সংশয়ঃ। পুত্রজীবকজপ্যস্তু পরিসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৩৮॥

শিবপুরাণে।—

অঙ্গুল্যা পরিসংখ্যানমেবমেবমুদাহৃতম্। রেখয়াষ্টগুণং বিদ্যাৎ পুত্রজীবৈর্দ্দশাধিকম্।
শতং স্যাচ্ছঙ্খমণিভিঃ প্রবালৈশ্চ সহস্রকম্। স্ফাটিকৈর্দশসাহস্রং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে ॥৩৯॥
পদ্মাক্ষৈর্দশলক্ষন্তু রাজতৈঃ কোটিরুচ্যতে। সৌবর্ণৈঃ সা দশগুণা সর্ব্বৈর্দশগুণা স্মৃতা।
কুশগ্রন্থ্যা চ রুদ্রাক্ষৈরনন্তগুণিতং ফলম্। শ্বেতপদ্মাক্ষমালাভিরপি স্যাদমিতং ফলম্।
মাতৃকং বর্ণসম্ভূতমালায়াস্তু তদেব হি ॥ ৪০ ॥

হিরণ্যশঙ্খয়োর্মণিভির্জপ্যং জপ ইত্যর্থঃ। ভদ্রাক্ষৈরিতি রুদ্রাক্ষবিশেষাণাং ফলবিশেষৈর্ব্বা। রেখয়া রেখান্তরিতাঙ্গুলিপর্ব্বণেত্যর্থঃ। ভূমিলিখিতাঙ্কেন বা ॥ ৩৮ ॥ অঙ্গুলীভির্জপস্তু সংখ্যানং গণনম্। ৩৯ ॥ সা কোটির্দশগুণা দশকোটয় ইত্যর্থঃ। সর্ব্বৈঃ পুত্রজীবাদিভিঃ সৌবর্ণান্তৈর্দশ-গুণা দশকোটিগুণিতা। যদ্বা সৌবর্ণেভ্যো দশগুণেতি শতকোটিগুণেতি জ্ঞেয়ম্। এবং মতভেদশ্চ মন্ত্রভেদেন কামফলাদিভেদেন বা। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যমিতি পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৪০ ॥

প্রবাল, মণি, মুক্তা ও ইন্দ্রাক্ষ দ্বারা নির্ম্মিতা মালা, অঙ্গুলীপর্ব্বনির্ম্মিতা মালা ও পুত্রজীবময়ী মালা নিখিল জপকার্য্যে প্রশস্ত। ৩৬। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে, ধাত্রীমালা ও তুলসীমালা প্রভৃতিও প্রশস্ত। আগমেও লিখিত আছে, অকারাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকাবর্ণও অক্ষমালা শব্দে অভিহিত হয়। জপমালা পঞ্চাশদ্বর্ণসংখ্যক মণি দ্বারা কল্পনা করাই কর্ত্তব্য। আরও লিখিত আছে, ক্ষবর্ণকে মেরু কল্পনা পূর্ব্বক অনুস্বার যুক্ত মাতৃকাবর্ণের অনুলোম-বিলোমক্রমে বর্গাষ্টকে যে মালা গ্রথিত হয়, তাহা যোগিগণসম্বন্ধে কল্যাণকরী। ৩৭।

মালাসমূহের মণিবিশেষে বৈশিষ্ট্য বিবৃত হইতেছে।—অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, শঙ্খ ও স্বর্ণ-ময়ী মালা দ্বারা জপ করিলে শতগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; ঐরূপ ইন্দ্রাক্ষ দ্বারা সহস্রগুণ, পদ্মাক্ষ দ্বারা দশসহস্রগুণ এবং রুদ্রাক্ষ ও ভদ্রাক্ষ দ্বারা নিযুতগুণ ফল হয় সন্দেহ নাই। পুত্রজীবময়ী মালায় জপ করিলে অসংখ্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩৮। শিবপুরাণে লিখিত আছে, অঙ্গুলীর পরিসংখ্যা এইরূপে কথিত হইয়াছে।—যদি অঙ্গুলীর রেখান্তরিত পর্ব্ব দ্বারা জপ করা যায়, তাহা হইলে অষ্টগুণ ফল জন্মে। পুত্রজীবমালায় জপ করিলে তদপেক্ষা দশগুণ, শঙ্খময়ী মালায় জপ করিলে শতগুণ, প্রবাল-মালায় জপ করিলে সহস্রগুণ, স্ফটিকমালায় অযুত, মুক্তাবলী মালায় লক্ষ, পদ্মবীজমালায় নিযুত, রৌপ্যময়ী মালায় কোটি এবং কাঞ্চনময়ী মালায় জপ করিলে দশকোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। পুত্রজীবাদি সৌবর্ণান্ত যতরূপ মালা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমস্ত দ্বারা জপ করিলে দশকোটি-গুণিত ফল লাভ হয়। কুশগ্রন্থি ও রুদ্রাক্ষ দ্বারা জপ করিলে অনন্ত গুণ ফল জন্মে। শুভ্র পদ্মবীজময়ী মালায় এবং মাতৃকামালায় জপ করিলে অগণনীয় ফল হয়। ৩৯-৪০।

অথ মালানির্ম্মাণবিধিঃ।

শিবাগমে।—

মুখে মুখং প্রকর্ত্তব্যং মুখং মূলে বিবর্জ্জয়েৎ। ধাত্রীফলপ্রমাণেন শ্রেষ্ঠমেতদুদাহৃতম্॥
বদরাণুপ্রমাণেন গদ্যতে মধ্যমাধমে। নব ত্রিতন্তুনা চৈতদ্গ্রন্থনীয়মসংস্পৃশৎ।
ঊর্দ্ধবক্ত্রঞ্চ মের্ব্বাখ্যং কর্ত্তব্যং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ৪১॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ।—

অক্ষাস্থিমাত্রৈর্মণিভির্জ্যেষ্ঠং কুর্য্যাত্তু বর্ত্তুলম্। ধাত্রীফলানাং গর্ভেণ প্রমাণং মধ্যমং স্মৃতম্।
বদরাস্থিপ্রমাণেন কন্যসং সমুদাহৃতম্॥ ৪২॥

কিঞ্চ।—গ্রন্থিবন্ধাবধৌ তত্র মণিসঙ্খ্যাধিকং দ্বিজাঃ।
মেরুং প্রকল্পয়েন্মধ্যে একেন গুণকেন তু॥ ৪৩॥

শিবাগমে তত্রৈব রুদ্রাক্ষানুদ্দিশ্য।—

একবক্ত্রৈস্ত্রিবক্ত্রৈশ্চ চতুর্ব্বক্ত্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ। ষড়্বক্ত্রৈর্বাপি কর্ত্তব্যং মিথো মিশ্রাংস্তু বর্জ্জয়েৎ।

এতন্মালায়া অক্ষং বদরস্যাণুং বীজং তৎপ্রমাণেন চেত্যর্থঃ। ক্রমান্মধ্যমমধমঞ্চোদাহৃতম্। পাঠান্তরে বদরফলস্য তদণুস্য চ প্রমাণেন ক্রমান্মধ্যমাধমে গণিতে। নবেন নূতনেন ত্রিতন্তুনা ত্রিগুণীকৃতসূত্রেণেত্যর্থঃ। যদ্বা। নবেতি নবসংখ্যাপ্রাপ্তেন তন্তুত্রয়েণ। প্রথমং ত্রিগুণীকৃত্য পশ্চাচ্চ ত্রিগুণীকৃত্য নবগুণীকৃতেন সূত্রেণেত্যর্থঃ, ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্যেত্যগ্রে লেখ্যত্বাৎ। অসংস্পৃশৎ অন্যোন্যং স্পর্শমপ্রাপ্নুবৎ সৎ এতৎ অক্ষং গ্রন্থনীয়ং প্রত্যেকমধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থির্বিরচনীয় ইত্যর্থঃ॥ ৪১॥ অক্ষং রুদ্রাক্ষং বিভীতকং বা তদস্থিপ্রমাণৈঃ। কন্যসং কনিষ্ঠম্॥ ৪২। গ্রন্থিবন্ধাবধৌ অন্তে॥ ৪৩॥ নবকৈর্নূতনৈরশ্বত্থপত্রৈঃ সহিতং। গন্ধাদ্ভিরশ্বত্থস্য পত্রাণ্যপি

অতঃপর মালানির্ম্মাণবিধি।—শিবাগমে লিখিত আছে, হে পৃথ্বি! মালার মুখের দিকে মুখ করিতে হয়, মূলের দিকে মুখ করিতে নাই। ধাত্রীফল পরিমিত মালা প্রধান বলিয়া অভিহিত; বদরপ্রমাণ মালা মধ্যম এবং বদরবীজপ্রমাণ মালা অধম বলিয়া কীর্ত্তিত। মালা গ্রন্থন করিতে হইলে অগ্রে ত্রিগুণ করত পরে পুনরায় ত্রিগুণ করিয়া নবগুণসূত্রে গ্রন্থন করিতে হয়; কিন্তু পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হয়, এরূপ ভাবে প্রতিমালাগুলের মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি দিবে। মেরু ঊর্দ্ধমুখে স্থাপন করা কর্ত্তব্য এবং জপকালে মেরু লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। ৪১॥ নারদ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, রুদ্রাক্ষবীজ-পরিমিত গোলাকার মালা উত্তম, ধাত্রীবীজসদৃশ মধ্যম এবং বদরবীজসদৃশ মালা অধম বলিয়া পরিগণিত। ৪২। আরও লিখিত আছে, হে বিপ্রগণ! গ্রন্থিবন্ধনের শেষে মালা-সংখ্যা অপেক্ষা অতিরিক্ত আর একটি মালাকে মেরুরূপে কল্পনা করিতে হয়। ৪৩। শিবাগমের পূর্ব্বোক্তস্থানেই রুদ্রাক্ষ উদ্দেশ পূর্ব্বক কথিত আছে যে একমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ অথবা ষণ্মুখ রুদ্রাক্ষের যে কোন একরূপ লইয়া মালা গাঁথিতে হয়। পরস্পর অসমজাতীয় মালা গ্রন্থন করিবে না অর্থাৎ একমুখের সহিত ত্রিমুখ বা অন্যতমের অথবা ত্রিমুখাদির সহিত অন্যান্যরূপ মুখবিশিষ্ট রুদ্রাক্ষ গ্রন্থন করিতে নাই। স্থানান্তরেও লিখিত আছে যে, মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি নিত্যকর্ম্ম-

কিঞ্চান্যত্র।—

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধ উক্তেষ্বক্ষেষু মন্ত্রবিৎ। যথাকামং যথালাভমক্ষাণ্যানীয় যত্নতঃ॥
অন্যোন্যসমরূপাণি নাতিস্থূলকৃশানি চ। কীটাদিভিরদুষ্টানি অজীর্ণানি নবানি চ।
গব্যৈস্ত পঞ্চভিস্তানি প্রক্ষাল্য তু পৃথক্ পৃথক্। ততো দ্বিজেন্দ্র-পুণ্যস্ত্রী-নির্ম্মিতং গ্রন্থিবর্জ্জিতম্।
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য সূত্রং প্রক্ষাল্য পূর্ব্ববৎ। শুক্লং রক্তং তথা কৃষ্ণং শান্তিবশ্যাভিচারিকে।
সূত্রং সংস্থাপয়েদ্বিদ্বান্ পট্টসূত্রমথাপি বা। অশ্বত্থপত্রৈর্নবকৈঃ পদ্মাকারেণ কল্পিতৈঃ।
সূত্রং মণীংশ্চ গন্ধাদ্ভিঃ ক্ষালিতাংস্তত্র নিক্ষিপেৎ॥ ৪৪॥
তারং শক্তিং মাতৃকাঞ্চ সূত্রে চৈব মণিষ্বথ। বিন্যস্য পূজয়েদাদৌ জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ॥ ৪৫॥
হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেৎ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ। মণিমেকৈকমাদায় সূত্রে চ যোজয়েৎ সুধীঃ।
মুখে মুখন্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছন্তু যোজয়েৎ। গোপুচ্ছসদৃশী কার্য্যা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা।
তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ। একৈকমণিমধ্যে তু ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ।
জপমালাং বিধায়েত্থং তৎসংস্কারান্ সমাচরেৎ॥

ক্ষালয়েদিত্যর্থঃ। তত্র পদ্মাকারকল্পিতাশ্বত্থপত্রেষু॥ ৪৪॥ তারং প্রণবং। শক্তিং মায়াবীজং ॥ ৪৫॥ ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেনোত্তমজলেন চ প্রক্ষালয়েৎ॥ তদুক্তম্।—ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন সজ্জলৈরিতি। সদ্যোজাতাদিকং প্রায়ো মন্ত্রাদ্যবর্ণৈর্ম্মন্ত্রনাম। ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ। ঘর্ষয়েচ্চন্দনাদিভিঃ। তথা চোক্তং।—চন্দনাগুরুগন্ধাদ্যৈর্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ। ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ। ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো। নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। লেপয়েচ্চন্দনাদিনা। ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥ পঞ্চমশ্চায়ং।

সমাপনান্তে পবিত্র হইয়া উক্ত রুদ্রাক্ষ-সমূহের মধ্যে ইচ্ছামত যথালব্ধ রুদ্রাক্ষ যত্ন সহকারে আনয়ন করিবে। মালাগুলি পরস্পর সমান হওয়া চাই, অধিক স্থূল অথবা অধিক সূক্ষ্ম না হয় এবং কীটাদিদূষিত, জীর্ণ বা পুরাতন হইবে না। ঐ সমস্ত মালার প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্নরূপে পঞ্চগব্যে ধৌত করিবে। পরে কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠের পতিব্রতা নারী কর্তৃক প্রস্তুতীকৃত, গ্রন্থিরহিত, পূর্ব্বোক্তরূপ নবগুণিত সূত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক সেই সূত্র ও মালাগুলিকে গন্ধোদকে ধৌত ও পদ্মাকারে কল্পিত, অশ্বত্থপত্রসমূহোপরি স্থাপন করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। শান্তিকর্ম্মে উক্ত সূত্র শুভ্রবর্ণ, বশ্যে লোহিতবর্ণ এবং মারণাদিকর্ম্মে কৃষ্ণবর্ণ হইবে। অথবা সর্ব্বত্র পট্টসূত্র গ্রাহ্য। পদ্মাকারে কল্পিত নবীন অশ্বত্থপত্রে গন্ধমিশ্র জলে ক্ষালন-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত সংস্থাপন করিবে। ৪৪। তদনন্তর সূত্রে ও মালায় তার (ওঁ), শক্তি (হ্রীং) এবং মাতৃকাবর্ণসমূহ বিন্যাস পূর্ব্বক প্রথমতঃ অর্চনা করিয়া তদনন্তর শক্ত্যনুসারে হোম করিবে।৪৫। যদি হোমে সক্ষম না হয়, তবে দ্বিগুণ জপ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে বিদ্বান্ ব্যক্তি এক একটি

অথ মালাসংস্কার।

শিবাগমে।—

ক্ষালয়েৎ সদ্যোজাতেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ। ধূপয়েদপ্যঘোরেণ লেপয়েৎ পুরুষেণ তু।

মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতম্। মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথাঘোরেণ মন্ত্রয়েৎ॥ ৪৬॥

মুদ্রাষ্টকং দর্শয়িত্বা প্রত্যেকং পূজয়েৎ ক্রমাৎ। গ্রথিতং পঞ্চভিঃ পূজ্য পূর্ব্ববচ্চ যথাশিরঃ॥৪৭॥

অথ মালাভেদেনাধিকারিভেদঃ।

নারদপঞ্চরাত্রে।—

কুশপত্রৈর্জপেদ্বিপ্রঃ স্বর্ণমণিভির্নৃপঃ। পুত্রজীবফলৈর্বৈশ্যঃ পদ্মাক্ষৈঃ সর্ব্ব এব চ॥

মোক্ষার্থী পঞ্চবিংশত্যা ধনার্থী ত্রিংশতা জপেৎ। পুষ্ট্যর্থী সপ্তবিংশত্যা ন পঞ্চদশভিঃ কচিৎ॥

জপস্য গণনাকাহঃ পদ্মাক্ষৈর্ভক্তিবর্দ্ধনৈঃ। অথাঙ্গুলীভিরেবাপি জপমন্বহমাচরেৎ॥ ৪৮॥

ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং। ব্রহ্মাধিপতি র্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোমিতি। নন্তু মন্ত্রেণ দ্রব্যাভিমন্ত্রণস্য সন্ধ্যাদিনিয়মঃ সর্ব্বত্র শ্রূয়তে, তদত্র কথং মন্ত্রয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ। প্রত্যেকম্ একৈকং মণিং শতং শতং বারান্মন্ত্রয়েদিতি। কেচিচ্চ ক্ষালনাদিকমপি তত্তন্মন্ত্রেণ প্রত্যেকং মণৌ শতং বারান্ কুর্য্যাদিত্যাহুঃ। কেচিত্তু সদ্যোজাতাদিমন্ত্রাণামেকৈকং মন্ত্রং ক্ষালনাদিকর্ম্মণি বারশতং পঠেদিতি ব্যাচক্ষতে। অত্র চ যথাসম্প্রদায়ং ব্যবহর্ত্তব্যমিতি দিক্॥ ৪৬॥ মুদ্রাষ্টকম্ আবাহনাদিকং, সংস্কৃত্যৈবং বুধো মালাং তৎপ্রাণান্ স্থাপয়েত্ততঃ ইত্যুক্তেঃ। পূজ্য পূজয়িত্বা। যথাশিরঃ মস্তকক্রমেণ গ্রথিতং। মালা চ প্রথমং স্বগুরুহস্তাদেব গ্রাহ্যা, গুরুং সংপূজ্য তদ্ধস্তাদ্গৃহ্নীয়াৎ সর্ব্বসিদ্ধয় ইতি তন্ত্রোক্তেঃ॥ ৪৭॥

মালা লইয়া সূত্রে গ্রন্থন করিবে। মুখে মুখ ও পুচ্ছে পুচ্ছ নিয়োজিত করিতে হয়। মালা গোপুচ্ছতুল্য বা মনোহর ভুজগাকার করিয়া গাঁথিবে। ঐ সমানজাতীয় মালার মধ্যে একটি মালাকে প্রথমতঃ মেরুরূপে বিন্যাস করিতে হয়। এক একটি মালার মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি রচনা করা কর্ত্তব্য। এই প্রকারে জপমালা প্রস্তুত করত তাহার সংস্কার করিতে হয়।

অনন্তর মালাসংস্কার।—শিবাগমে লিখিত আছে, সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা মালার ক্ষালন, বামদেব মন্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ, অঘোরমন্ত্র দ্বারা ধূপন, তৎপুরুষ মন্ত্র দ্বারা লেপন এবং ঈশানাদি মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেকটিকে শতধা অভিমন্ত্রিত করিতে হয় এবং মেরুকে পঞ্চমমন্ত্র (ঈশানাদি মন্ত্র) ও অঘোরমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করা কর্ত্তব্য। ৪৬। পূর্ব্বে যেরূপ পঞ্চমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক শিরঃপ্রদেশক্রমে মালা গ্রন্থন করা হইয়াছে, সেইরূপ আবাহন প্রভৃতি মুদ্রাষ্টক দেখাইয়া ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকের অর্চ্চনা করিতে হয়। ৪৭।

অতঃপর মালাভেদে অধিকারি-ভেদ বিবৃত হইতেছে।—নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, কুশপত্রমালা দ্বারা দ্বিজাতি, কাঞ্চনমালা দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং পুত্রজীবময়ী মালা দ্বারা বৈশ্যেরা জপ করিবে। পদ্মবীজমালা দ্বারা ব্রাহ্মণাদি সকলেই জপ করিতে পারে। পঞ্চবিংশতি

কিঞ্চান্যত্র।--

রুদ্রাক্ষমালিকা সূতে জপেন স্বমনোরথান্। পদ্মাক্ষৈর্বিহিতা মালা শত্রূণাং নাশিনী মতা।
কুশগ্রন্থিময়ী মালা সর্ব্বপাপবিনাশিনী। পুত্রজীবফলৈঃ কৢপ্তা কুরুতে পুত্রসম্পদঃ॥ ৪৯॥
নির্ম্মিতা রূপ্যমণিভির্জপমালেপ্সিতপ্রদা। হিরণ্ময়ৈর্বিরচিতা মালা কামান্ প্রযচ্ছতি।
প্রবালৈর্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেৎ পুষ্কলং ধনম্।সৌভাগ্যং স্ফাটিকী মালা মৌক্তিকৈর্বিহিতা শ্রিয়ম্॥
নির্ম্মিতা শঙ্খমণিভিঃ কুরুতে কীর্ত্তিমক্ষয়াম্। সর্ব্বৈরেতৈর্বিরচিতা মালা স্যান্মুক্তয়ে নৃণাম্॥
কিঞ্চ।-তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্মণিভির্জপমালিকা। সর্ব্বকর্ম্মণি সর্ব্বেষামীপ্সিতার্থফলপ্রদা॥

গৌতমীয়ে।—

পুণ্ডরীকভবা মালা গোপালমন্ত্রসিদ্ধিদা। আমলক্যা ভবা মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।
তুলসীসম্ভবা যা তু সা মোক্ষং তনুতেঽচিরাৎ॥

অথ জপাঙ্গুল্যাদিনির্ণয়ঃ।

শিবাগমে।—

অনামা-মধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাত্তু মানসম্। মধ্যমা-মধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাদুপাংশুকম্।
তর্জ্জনীং তু সমাক্রম্য জপং নৈব তু কারয়েৎ। একৈকমণিমঙ্গুষ্ঠেনাকর্ষন্ প্রজপেন্মনুম্।

ভক্তিবর্দ্ধনৈরিতি ভগবদ্ভক্ত্যর্থী পদ্মাক্ষৈর্জপেদিত্যর্থঃ॥ ৪৮॥ কৢপ্তা রচিতা॥ ৪৯॥

মালা দ্বারা মোক্ষকামী, ত্রিংশৎসংখ্য দ্বারা ধনকামী এবং সপ্তবিংশতি দ্বারা পুষ্টিকামী ব্যক্তি জপ করিবে। পঞ্চদশসংখ্য মালা দ্বারা জপ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পদ্মবীজ দ্বারা জপের গণনা করাই সুধীগণের সম্মত; উহা দ্বারা ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধিত হয়; কিংবা প্রতিদিন অঙ্গুলী দ্বারা জপ করিবে। ৪৮। অন্যত্র কথিত আছে, রুদ্রাক্ষমালায় জপ করিলে অভীপ্সিত-সিদ্ধি হয়; পদ্মবীজময়ী মালায় জপ করিলে শত্রু বিনাশ পায়, কুশগ্রন্থিময়ী মালা নিখিল পাপ দূর করে, এবং পুত্রজীবময়ী মালা পুত্রসম্পদ্-প্রদায়িনী। ৪৯। রূপ্যমণিময়ী মালা ঈপ্সিত-দাত্রী, স্বর্ণময়ী মালা কামদায়িনী, প্রবালমালা ভূরিধনদাত্রী, স্ফাটিকী মালা সৌভাগ্যজননী, মুক্তাময়ী মালা শ্রীকরী, এবং শঙ্খময়ী মালা অক্ষয়কীর্ত্তিজননী। এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা মালা প্রস্তুত করিয়া জপ করিলে মুক্তি লাভ হয়। তুলসীমালা যাবতীয় কর্ম্মেই সকলের বাঞ্ছিতপূরণী জানিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, শ্বেতপদ্মমালা গোপালমন্ত্রের সিদ্ধি প্রদান করেন, ধাত্রীমালা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, এবং তুলসীমালা আশু মোক্ষ প্রদান করেন।

অনন্তর জপের অঙ্গুল্যাদি নিরূপণ হইতেছে।—শিবাগমে লিখিত আছে যে, মানসজপে অনামার মধ্য আক্রমণ করিবে; উপাংশুজপে মধ্যমার মধ্য আক্রমণ করিতে হয়; কিন্তু তর্জ্জনীকে আক্রমণ পূর্ব্বক জপ করা কর্ত্তব্য নহে। এক একটী মণিকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। হে দেবি! মেরু লঙ্ঘন করিলে মন্ত্রজপ বিফল হইয়া থাকে। অন্যত্র লিখিত আছে যে, অঙ্গুলীজপে অঙ্গুষ্ঠসহ অঙ্গুলী দ্বারা জপ করিতে হয়; অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত জপ করিলে তাহা সফল হয় না। কনিষ্ঠা, অনামা মধ্যমা, চতুর্থী তর্জ্জনী; অঙ্গুলীত্রয়ের

মেরৌ তু লঙ্ঘিতে দেবি ন মন্ত্রফলভাগ্ ভবেৎ ॥

অন্যত্র চ।—

তত্রাঙ্গুলি-জপং কুর্ব্বন্ সাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিভির্জ্জপেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন বিনা কর্ম্ম কৃতং তদফলং ভবেৎ।
কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা চতুর্থী তর্জ্জনী মতা। তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাঃ স্যুর্মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা ॥৫০॥
পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ। এবং মেরুং বিজানীয়াদ্ ব্রহ্মণা দূষিতং স্বয়ম্ ॥৫১॥
আরভ্যানামিকামধ্যাৎ প্রদক্ষিণমনুক্রমাৎ। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং জপেদ্দশসু পর্ব্বসু ॥৫২॥
অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিৎ সঙ্কোচয়েত্তলম্। অঙ্গুলীনাং বিয়োগে তু ছিদ্রেষু স্রবতে জপঃ ॥

অনামার মূল কচিচ্চ।—

আরভ্যানামিকামূলাৎ প্রাদক্ষিণ্যেন বৈ ক্রমাৎ। মধ্যামামূল পর্য্যন্তং জপেদ্দশসু পর্ব্বসু ॥

গৌতমীয়ে।—

আরভ্যানামিকামূলাৎ পরিবর্ত্তেত বৈ ক্রমাৎ। তর্জ্জনী-মধ্যপর্য্যন্তং জপেদ্দশসু পর্ব্বসু ॥৫৩॥

অথ মালায়া নিয়মান্তরম্।

তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেৎ সূত্রং কম্পয়েন্ন বিধূনয়েৎ। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমধ্যস্থং পরিবর্ত্তং সমাচরেৎ ॥
কিঞ্চ।—ন স্পৃশেৎ বামহস্তেন করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ ॥
কিঞ্চ ॥—অশুচির্ন স্পৃশেদেনাং করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ। অঙ্গুষ্ঠস্থামক্ষমাল্যাং চালয়েন্মধ্যমাগ্রতঃ।

তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেৎ বশ্যাঽয়ং মুক্তিদো গণনক্রমাৎ।
ভুক্তৌ মুক্তৌ তথাকৃষ্টৌ মধ্যমায়াং জপেৎ সুধীঃ।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যন্ত জপেদুত্তমকর্ম্মণি। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসংযোগাদ্বিদ্বেষোচ্চাটনে জপেৎ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ-সংযোগাজ্জপেন্মারণকর্ম্মণি ॥ ৫৪ ॥

সাঙ্গুষ্ঠাভিরঙ্গুলীভিরত্র হেতুরঙ্গুষ্ঠেনেতি। তিস্রঃ কনিষ্ঠানামিকা-তর্জ্জন্যঃ ॥৫০॥ এবং মধ্যমা-পর্ব্বদ্বয়ং ॥ ৫১ ॥ দশসু গণয়েদিতি শেষ ॥ ৫২ ॥ আরভ্যানামিকা-মধ্যাদিত্যত্র আরভ্যা-নামিকা মূলাদিতি মতান্তরং ॥ ৫৩ ॥

তিন তিন পর্ব্ব ও মধ্যমার এক পর্ব্ব, এই দশ পর্ব্বে জপ করা উচিত। ৫০। জপসময়ে মধ্যমার অন্য পর্ব্বদ্বয় বর্জ্জন করিবে। এইরূপে মধ্যমার ঐ পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলিয়া জানিবে। প্রজাপতি স্বয়ং উহাকে দূষিত করিয়া রাখিয়াছেন। ৫১। অনামার মধ্য হইতে আরম্ভ করত দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে তর্জ্জনীর মূল যাবৎ দশপর্ব্বে জপ করিবে। ৫২। অঙ্গুলী পরস্পর পৃথক্ করিতে নাই, তলদেশ ঈষৎ সঙ্কুচিত-ভাবে রাখিতে হয়। যদি অঙ্গুলীসমূহ পরস্পর বিযুক্ত হয়, তাহা-হইলে তন্মধ্যগত রন্ধ্র দ্বারা জপ স্খলিত হইয়া যায়। স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, অনামার মূল হইতে দক্ষিণাবর্ত্তভাবে মধ্যমার মূল যাবৎ দশসংখ্য পর্ব্বে জপ করিতে হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, অনামার মূল হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব যাবৎ জপ করাই বিধেয়। ৫৩।

অনন্তর মালার অপর নিয়ম কথিত হইতেছে। তর্জনী অঙ্গুলী দ্বারা মালা স্পর্শ করিতে

কচিচ্চ।—

অঙ্গুষ্ঠং মোক্ষদং বিদ্যাত্তর্জ্জনীং শত্রুনাশিনীম্। মধ্যমা ধনসিদ্ধ্যৈ স্যাচ্ছান্তিকর্ম্মণ্যনামিকা।
কনিষ্ঠাকর্ষণে জ্ঞেয়া জপকর্ম্মণি সিদ্ধিদা॥ ৫৫॥

অথ জপে গুণাঃ।

মন্ত্রার্ণবে।—

মনঃ সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্। অব্যগ্রত্বমনির্ব্বেদো জপসম্পত্তি-হেতবঃ॥৫৬॥

অন্যত্র চ।—

জপান্তকালে মালান্তু পূজয়িত্বা সুগোপয়েৎ। গুরুং প্রকাশয়েদ্বিদ্বান্ মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ॥৫৭॥
অক্ষমালাঞ্চ মুদ্রাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েৎ। ভূত রাক্ষস-বেতালাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব চারণাঃ।
হরন্তি প্রকটং যস্মাত্তস্মাদ্গুপ্তং জপেৎ সুধীঃ॥ ৫৮॥

সূত্রমিতি মালামিত্যর্থঃ। ন কম্পয়েৎ নো বিধুনয়েচ্চ ন প্রক্ষিপেৎ। উত্তমকর্ম্মণি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদৌ। বিদ্বেষে উচ্চাটনে চ॥ ৫৪॥ তত্রৈব মতান্তরং লিখতি অঙ্গুষ্ঠমিতি। আকর্ষণে আকৃষ্টিকর্ম্মণি॥ ৫৫॥

মনসঃ সংহরণং বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ॥৫৬॥ জপাদন্তস্মিন্ কালে। গুরুমপি প্রকাশয়েৎ॥৫৭॥ গুরোর্গুরুং প্রত্যাপি॥ ৫৮॥

নাই এবং মালা কম্পিত বা নিক্ষিপ্ত করাও অনুচিত। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বের মধ্যে রাখিয়া ঘূর্ণন করিবে। আরও লিখিত আছে, মালা বাম কর দ্বারা স্পর্শ করা অকর্ত্তব্য এবং যাহাতে মালা হস্তভ্রষ্ট না হয় তাহা করিবে। আরও লিখিত আছে, অশুচি অবস্থায় মালা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ, মালা হস্তভ্রষ্টও করিতে নাই, অঙ্গুষ্ঠমধ্যে অক্ষমালা স্থাপন পূর্ব্বক মধ্যমার অগ্রদেশ দ্বারা চালনা করিতে হয়; তর্জ্জনী দ্বারা মালা স্পর্শ করিবে না। এইরূপে জপ করিলেই মুক্তিলাভ করা যায়। ভুক্তি মুক্তি ও আকর্ষণ-বিষয়ে মধ্যমাতে স্থাপন পূর্ব্বক জপ করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। (শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি) উৎকৃষ্ট ক্রিয়ায় অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা জপ করা কর্ত্তব্য; বিদ্বেষ ও উচ্চাটনকর্ম্মে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা এবং মারণক্রিয়ায় অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা জপ করিবে। ৫৪। অন্যত্র লিখিত আছে, অঙ্গুষ্ঠ মুক্তিপ্রদ ও তর্জ্জনী অরিবিনাশিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধনসিদ্ধ্যর্থ মধ্যমা দ্বারা শান্তিকার্য্য অনামা দ্বারা এবং আকর্ষণ-কর্ম্মে কনিষ্ঠা দ্বারা জপ করিবে। ৫৫।

অনন্তর জপ-বিষয়ে গুণসমূহ বিবৃত হইতেছে।—মন্ত্রার্ণবে লিখিত আছে, বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহরণকে শৌচ, মন্ত্রার্থ-চিন্তাকে মৌন এবং অব্যগ্রতাকে অনির্ব্বেদ কহে; এই সমস্তই জপরূপ সম্পত্তির কারণস্বরূপ। ৫৬। স্থানান্তরেও লিখিত আছে, জপ ব্যতীত অন্য সময়ে মালার অর্চ্চনা পূর্ব্বক গুপ্তস্থানে রাখিয়া দিবে। বরং গুরুকে প্রকাশ করিবে, তথাপি মন্ত্র প্রকাশ করা সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ৫৭। অক্ষমালা ও মুদ্রা এই দুইটী গুরুসমীপেও দেখাইতে নাই; কেননা, মালায় প্রকাশ্যভাবে জপ ভূত, রাক্ষস, বেতাল, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক অপহৃত হয়; সুতরাং মালায় গুপ্তভাবে জপ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। ৫৮।

অথ জপে দোষাঃ।

নারদপঞ্চরাত্রে।—

অপবিত্রকরো নগ্নঃ শিরসি প্রাবৃতোঽপি সা। প্রলপন্ বা জপেদ্যাবত্তাবন্নিষ্ফলমুচ্যতে ॥ ৫৯॥

কিঞ্চ।— বদন্ন গচ্ছন্ন স্বপন্নান্যং কিমপি সংস্মরন্। ন ক্ষুজ্জৃম্ভণ-হিক্কাদি-বিকলীকৃত-মানসঃ।

মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নোতি তস্মাদ্যত্নপরো ভবেৎ ॥

কিঞ্চ।— স্ত্রী-শূদ্রাভ্যাং ন ভাষেত রাত্রৌ জপপরো ন চ ॥

ব্যাসস্মৃতৌ।—অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।

অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্।—

নৈকবাসা জপেন্মন্ত্রং বহুবস্ত্রাকুলো ন চ। উপর্য্যধো বহির্ব্বস্ত্রে পুরশ্চরণকৃৎ ত্যজেৎ ॥ ৬০ ॥

অতএব মন্ত্রার্ণবে।—

উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গলাবৃতঃ। অপবিত্রকরোঽশুদ্ধঃ প্রলপন্ন জপেৎ ক্বচিৎ ॥৬১॥

অপবিত্রঃ কুশহীনঃ করো যস্য সঃ ॥ ৫৯ ॥ উপরি অধশ্চ যে বহির্ব্বস্ত্রে পরিধানোত্তরীয়-ব্যতিরিক্তং বস্ত্রদ্বয়ং তে ত্যজেৎ ॥ ৬০ ॥ গলে আবৃতঃ বস্ত্রাদিপ্রাবৃতঃ। অশুদ্ধঃ শৌচাদি-রহিতঃ ॥ ৬১ ॥ অশিবে অমঙ্গলে স্থানে শ্মশানাদৌ। যচ্চ প্রেতভূম্যাদিকমিতি স্থাননিয়মে লিখিতং, তচ্চ তমসানাং তৎকামবিশেষাপেক্ষয়া। তিমিরস্য অন্ধকারস্য অন্তরে মধ্যে। যানগতঃ

অতঃপর জপবিষয়ক দোষ-সমূহ ব্যক্ত হইতেছে।—নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, অপবিত্র হস্তে (কুশরহিত হস্তে), নগ্নাবস্থায়, প্রাবৃত-মস্তকে এবং বাক্‌প্রয়োগ করিতে করিতে জপ করিলে তাহা বিফল হইয়া যায়। ৫৯। আরও লিখিত আছে, কথা কহিতে কহিতে, গমন করিতে করিতে, শয়নাবস্থায়, অপর কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অথবা ক্ষুৎ (হাঁচি), জৃম্ভণ (হাই) ও হিক্কাদি দ্বারা ব্যাকুলমনা হইয়া জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং জপকালে এতৎ সমস্ত ত্যাগ করিতে যত্নবান্ হইবে। আরও লিখিত আছে, জপকালে নারী-জাতি বা শূদ্রের সহিত কথোপকথন করিতে নাই এবং নিশাভাগেও জপ করিবে না। ব্যাস-স্মৃতিতে লিখিত আছে, অঙ্গুল্যগ্রে জপ করিলে, মেরুলঙ্ঘন পূর্ব্বক জপ করিলে অথবা বিনা সংখ্যায় জপ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে। বৈশম্পায়নসংহিতায় লিখিত আছে, একবসনধারী হইয়া জপ করা পুরশ্চরণকারীর অকর্ত্তব্য, বহুবস্ত্রেও আকুল হইতে নাই; পরিধেয় উত্তরীয় ব্যতীত আর সমস্ত বহির্ব্বসন ত্যাগ করিবে। ৬০। মন্ত্রার্ণবে লিখিত আছে, উষ্ণীষধারী হইয়া, নগ্ন হইয়া, মুক্ত-কেশ হইয়া এবং গলদেশে বস্ত্রাদি বেষ্টন পূর্ব্বক জপ করিতে নাই; কুশহীন হস্তে, শৌচাদিবিহীন হইয়া ও বাক্‌প্রয়োগ করিতে করিতেও জপ করা নিষিদ্ধ। ৬১। কর আবরণ না করিয়া, শিরোদেশ আচ্ছাদিত করিয়া, চিন্তিতমনা হইয়া, রুষ্ট, ভ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, আসনোপরি উপবিষ্টনা হইয়া, শয়ন করিয়া অথবা গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মান হইয়া, উচ্চপথে স্থিত হইয়া এবং শ্মশানাদি অশুভ স্থলে বা অন্ধকারপ্রদেশে জপ করা অকর্ত্তব্য। পাদুকাধারণ পূর্ব্বক, যানারূঢ় বা শয়ান অবস্থায়, চরণ প্রসারণ করিয়া এবং উৎকটাসনে বসিয়াও জপ

অপ্রাবৃতকরো ভূত্বা শিরসি প্রাবৃতোঽপি চ। চিন্তাব্যাকুলচিত্তো বা ক্রুদ্ধো ভ্রান্তঃ ক্ষুধান্বিতঃ।
অনাসনঃ শয়ানো বা গচ্ছন্নুত্থিত এব বা। রথ্যায়া-মশিবে স্থানে ন জপেত্তিমিরান্তরে।
উপানদ্গূঢ়পাদো বা যানশয্যাগতস্তথা। প্রসার্য্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা॥ ৬২॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াম্।—

ন চংক্রমন্ন চ হসন্ন পার্শ্বমবলোকয়ন্। নাপাশ্রিতো ন জল্পংশ্চ ন প্রাবৃতশিরাস্তথা॥ ৬৩॥
ন পদা পদমাক্রম্য ন চৈব হি তথা করৌ। ন চাসমাহিতমনা ন চ সংশায়নো জপেৎ॥ ৬৪॥
ধ্যায়েত মনসা মন্ত্রং জিহ্বোষ্ঠৌ ন তু চালয়েৎ। ন কম্পয়েচ্ছিরো গ্রীবাং দন্তান্নৈব প্রকাশয়েৎ॥ ৬৫
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানি সিদ্ধবিদ্যাধরা গণাঃ। হরন্তি প্রসভং যস্মাত্তস্মাদ্গুপ্তং সমাচরেৎ॥
স্ত্রী-শূদ্র-পতিতাংশ্চৈব রাসভঞ্চ রজস্বলাম্। জপকালে ন ভাষেত ব্রতহোমাদিকেষু চ॥৬৬॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ।—

ন চ্ছায়ামাক্রমেদ্বিদ্বান্ বিভীতককরঞ্জয়োঃ। ন দদ্যাৎ কস্যচিৎ কিঞ্চিন্ন গৃহ্ণীয়াজ্জপান্তরে॥

তত্রৈব। অথ দোষপ্রায়শ্চিত্তানি।

তুষ্ণীমাসীত ন জল্পংশ্চাণ্ডালপতিতাদিকান্। দৃষ্ট্বা তান্ বাপ্যুপস্পৃশ্যাভাষ্য স্নাত্বা পুনর্জ্জপেৎ।
আচম্য প্রয়তো নিত্যং জপেদশুচিদর্শনে॥ ৬৭॥

শয্যাগতো বা॥ ৬২॥ চংক্রমন্ ইতস্ততো ভ্রমন্। অপাশ্রিতঃ কিঞ্চিদবষ্টব্ধবান্ সন্॥ ৬৩॥ ন চ করৌ আক্রম্য। সংশায়নঃ সংশয়ং কুর্ব্বন্॥ ৬৪॥ গ্রীবাঞ্চ ন কম্পয়েৎ॥৬৫॥ এবং সর্ব্বথা জপং নৈব প্রকাশয়েদিত্যভিপ্রেতং। তত্র হেতুমাহ যক্ষেতি॥ ৬৬॥

করিবে না। ৬২। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, সমন্তাৎ ভ্রমণ করিতে করিতে, হাস্য করিতে করিতে, পার্শ্বভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, অনাশ্রয় স্থলে, বাক্ প্রয়োগ করিতে করিতে অথবা শিরঃপ্রদেশ আবরণ পূর্ব্বক জপ করা নিষিদ্ধ। ৬৩। হস্ত দ্বারা হস্ত, বা পদ দ্বারা পদ আক্রমণ পূর্ব্বক জপ করিবে না এবং চপলচিত্তে বা সন্দিগ্ধমনেও জপ করিতে নাই। ৬৪। জপসময়ে মনে মনে মন্ত্র চিন্তন করিবে, জিহ্বা বা ওষ্ঠ চালনা করিতে নাই, শিরোদেশ ও গ্রীবাদেশ কম্পিত করিবে না। এবং দশনবিকাশ করাও নিষিদ্ধ। ৬৫। প্রকাশ্যভাবে জপ করা অনুচিত, কেননা, তদ্রূপ করিলে সেই জপ যক্ষ, রক্ষঃ, ভূত, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও দেবগণ কর্ত্তৃক সবলে অপহৃত হয়। জপসময়ে নারী, শূদ্র, পতিত ব্যক্তি, রাসভ ও রজস্বলা ইহাদিগকে দর্শন বা তাহাদের সহিত কথোপকথন করিবে না। ব্রতহোমাদিকর্ম্মকালেও উহাদিগের সহিত সম্ভাষণ নিষিদ্ধ। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে, জপকালে বিভীতক (বহেড়া) ও করঞ্জ (করমচা) বৃক্ষের ছায়া আক্রমণ করা সুধী ব্যক্তির অকর্ত্তব্য। যতক্ষণ জপ করিবে, তন্মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কিছুই দান বা কোন ব্যক্তির নিকট কিছু গ্রহণ করিতে নাই।

অনন্তর জপকালে দোষের প্রায়শ্চিত্ত বিবৃত হইতেছে।—জপকালে মৌনভাবে উপবেশন করিতে হয়, তৎকালে চণ্ডাল বা পতিত ব্যক্তিকে হঠাৎ দর্শন করিলে আচমন করিবে, তাহা-

কিঞ্চ।—যদি বা যমলোপঃ স্যাজ্জপাদিষু কথঞ্চন। ব্যাহরেদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং স্মরেদ্বা বিষ্ণুমব্যয়ম্ ।৬৮।

মন্ত্রার্ণবে।—

পতিতানামন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে শ্রুতে। ক্ষুতেঽধোবায়ুগমনে জৃম্ভণে জপমুৎসৃজেৎ। ৬৯।

প্রাপ্তাবাচম্য চৈতেষাং প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকম্। কৃত্বা সম্যগ্ জপেচ্ছেষং যদ্বা সূর্য্যাদিদর্শনম্। ৭০।

মার্জ্জারং কুক্কুটং ক্রৌঞ্চং শ্বানং শূদ্রং খরং কপিম্। দৃষ্ট্বাচম্যাচরেৎ কর্ম্ম স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধীয়তে।৭১

নারদপঞ্চরাত্রে চ।—

সকৃদুচ্চারিতে শব্দে প্রণবং সমুদীরয়েৎ। প্রোক্তে চাচম্য বাণ্যাপি প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।

বহুপ্রলাপে চাচম্য ন্যস্তাঙ্গানি ততো জপেৎ। ক্ষুতেঽপ্যেবং তথাস্পৃশ্যস্থানানাং স্পর্শনে ভবেৎ।

কিঞ্চান্যত্র।—

জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ। প্রমাদাৎ পতিতে হস্তাচ্ছতমষ্টোত্তরং জপেৎ।

তাবন্নিষিদ্ধসংস্পর্শে ক্ষালয়িত্বা যথোদিতম্। ৭২।

আভাষ্য সম্ভাষ্য। অশুচীনাং মলমূত্রাদীনাং দর্শনে সতি। ৬৭। যমঃ জপবিষয়ক-নিয়মস্তস্য লোপো ভঙ্গঃ। বাগ্‌যমেতি পাঠে মৌনলোপঃ। মন্ত্রং নামাত্মকং বিষ্ণুমন্ত্রান্তরং বা। ৬৮। ভাষণে সম্ভাষণে শ্রুতে চ শ্রবণে সতি। যদ্বা ভাষণে চ বচনে শ্রুতে সতি। অশুভ ইতি পাঠে দর্শনাদীনাং সর্ব্বেষামেব বিশেষণম্ উৎসৃজেদিত্যত্র হেতুত্বেন। ৬৯। এতেষাং পতিতান্ত্যজদর্শনাদীনাং প্রাপ্তৌ সত্যাং। প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গন্যাসঞ্চ কৃত্বা। ৭০। কর্ম্ম জপ-লক্ষণং। ৭১। তাবদষ্টোত্তরশতং। যথোদিতমিতি পূর্ব্বলিখিতমন্ত্রপঞ্চগব্যাদিনা প্রক্ষাল্যেত্যর্থঃ। ৭২।

দিগের সহিত কথোপকথন করিলে স্নানান্তে পুনরায় জপে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যদি জপকালে মলমূত্রাদি দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়, তাহা হইলে আচমন করিয়া পুনর্জ্জপে সযত্ন হইবে। ৬৭। আরও লিখিত আছে, জপ করিতে করিতে কোনরূপে বিহিত নিয়মের ভঙ্গ হইলে বিষ্ণু-নামাত্মক মন্ত্র বা অব্যয় হরি স্মরণ করিবে। ৬৮। মন্ত্রার্ণবে লিখিত আছে, জপকালে পতিত ও অন্ত্যজগণকে দেখিলে বা তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিলে অথবা তাহাদিগের বাক্য শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইলে এবং ক্ষুৎ, অধোবায়ু ত্যাগ ও জৃম্ভণ হইলে জপ ত্যাগ করিতে হয়।৬৯। পতিত ও অন্ত্যজগণকে দেখিলে আচমনান্তে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিবে কিংবা আদিত্য-দর্শন পূর্ব্বক জপ সমাপন করিবে। ৭০। জপকালে মার্জ্জার, কুক্কুট, বক, কুক্কুর, শূদ্র, রাসভ ও বানর দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আচমন করিতে হয় এবং উহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নানান্তে পুনরায় জপে প্রবৃত্ত হইবে। ৭১। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, জপকালে যদি একবারমাত্র শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে প্রণব উচ্চারণ করিবে; কথা কহিলে বারেক প্রাণায়াম কর্ত্তব্য; বহুবাক্য প্রয়োগ হইলে আচমনান্তে অঙ্গন্যাস পূর্ব্বক জপে প্রবৃত্ত হইবে এবং ক্ষুৎ বা দেহের কোন অস্পৃশ্যস্থল স্পৃষ্ট হইলে ঐরূপ করিয়া জপে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যদি মালার সূত্র জীর্ণ হয়, তাহা হইলে পুনরায় সূত্র গ্রন্থন পূর্ব্বক শতধা জপ কর্ত্তব্য;

অথ জপভেদাঃ তল্লক্ষণাদি চ।

নারসিংহে।—

ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাৎ তস্য ভেদান্নিবোধত। বাচকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ॥
ত্রয়াণাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ। যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ॥ ৭৩॥
শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ। কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥৭৪॥
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎ পদম্। শব্দার্থচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ॥ ৭৫॥

তত্র চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—

উপাংশুজপযুক্তস্য তস্মাচ্ছতগুণো ভবেৎ। সহস্রো মানসঃ প্রোক্তো যস্মাদ্ধ্যানসমো হি সঃ॥৭৬॥

মন্ত্রার্ণবে।—

পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ। সৌষুম্নাধ্বনু চ্চরিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি হি॥৭৭॥

উচ্চনীচস্বরিতৈঃ উচ্চেন নীচেন স্বরিতেন বা উদাত্তানুদাত্তস্বরিতসংজ্ঞৈঃ স্বরৈরিত্যর্থঃ। স্বরেণ যুক্তৈঃ স্পষ্টশব্দবদ্ভিরক্ষরৈঃ অতএব ব্যক্তং মন্ত্রমুচ্চারয়েৎ যৎ॥ ৭৩॥ স্বয়মেব বিদ্যাৎ জানীয়াৎ শৃণুয়াদিত্যর্থঃ॥৭৪॥ বর্ণাদেকস্মাৎ ক্রমেণান্যবর্ণং ব্যাপ্য এবং পদাৎ পদং ব্যাপ্য ইত্থং শব্দস্য অর্থস্য চ যচ্চিন্তনমনুসন্ধানং তস্য অভ্যাসঃ পুনঃপুনরাবৃত্তিঃ॥ ৭৫॥ উপাংশুজপযুক্তস্য জপঃ শতগুণঃ স্যাদ্বাচিকাজ্জপাচ্ছতগুণো ভবেদিত্যর্থঃ॥ ৭৬॥ সৌষুম্নে সুষুম্নাখ্য নাড়ী-সম্বন্ধিনি অধ্বনি ছিদ্রমার্গে উচ্চারিতাঃ সন্তঃ। প্রভুত্বং সামর্থ্যং॥ ৭৭॥ অতএব মানসো জপঃ পরমোত্তম ইত্যাহ ন দোষ ইতি। দ্বিজশ্রেষ্ঠা ইতি তত্রত্যবিপ্রাণাং সংম্বাধনং। দ্বিজ-

---

অনবধানতা নিবন্ধন মালা করভ্রষ্ট হইলে এক শত অষ্টধা জপ করিবে এবং পূর্ব্ববৎ নিষিদ্ধ-স্পৃষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ ও পঞ্চগব্যাদি দ্বারা ধৌত করত এক শত অষ্টবার জপ করিতে হয়। ৭২।

অনন্তর জপভেদ ও তল্লক্ষণাদি বিবৃত হইতেছে। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে, জপযজ্ঞ ত্রিবিধ, তাহা অবধান কর ;—বাচিক, উপাংশু, ও মানস। এই ত্রিবিধ জপযজ্ঞ পরস্পর উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। উচ্চ, নীচ ও স্বরিত (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত) নামক স্বরযোগে সুপরিস্কৃত বর্ণ দ্বারা স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলেই তাহাকে বাচিক জপ বলা যায়। ৭৩। যে জপে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠযুগল কিঞ্চিন্মাত্র চালিত হইতে থাকে এবং কেবল-নিজের শ্রুতিগোচর হয় এই ভাবে ঈষন্মাত্র শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহাকে উপাংশু জপ কহে। ৭৪। নিজ বুদ্ধিযোগে এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণ এবং এক পদ হইতে অন্য পদের এবং অর্থের যে চিন্তন,তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির নাম মানস জপ।৭৫। এই বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি আছে যে, উপাংশু জপ হইতে বাচিক জপ শতগুণ এবং মানস জপ সহস্রগুণে প্রধান; কেননা, মানস জপ ধ্যানের সদৃশ। ৭৬। মন্ত্রার্ণবে লিখিত আছে, কেবলমাত্র বর্ণরূপী মন্ত্র পশুভাবে অবস্থিত। যদি উহা সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্রপথে সমুচ্চারিত হয়, তাহা হইলে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া

ন দোষো মানসে জপ্যে সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা। জপনিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥৭৮॥
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি। মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যসেৎ॥

কিঞ্চান্যত্র।—

মানসঃ সিদ্ধিকামৈস্তু পুষ্টিকামৈরুপাংশুকঃ। বাচিকো মারণোচ্চাটে প্রশস্তো জপ ঈরিতঃ ॥৭৯॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াম্।— অথ জপমাহাত্ম্যম্।

পাকযজ্ঞাশ্চ চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ। সর্ব্বে যে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

পদ্মনাভীয়ে।—

যাবন্তঃ কর্ম্মযজ্ঞাশ্চ প্রদীপ্তানি তপাংসি চ। সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি।
প্রসন্না বিপুলান্ ভোগান্ দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥৮১॥

তত্র জপপ্রকারবিশেষেণ ফলবিশেষাঃ।

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমহাদেবোমাসংবাদে —

অথেদানীং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রজপ্যবিধিং প্রিয়ে। কেবলং জপমাত্রেণ যস্য সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥৮২॥

শ্রেষ্ঠ ইত্যেকবচনান্তপাঠোঽপি কচিৎ ॥ ৭৮ ॥ মন্ত্রৈকশরণ ইত্যনেন পুরশ্চরণাদিপরস্তু যথোক্ত-দেশকালাদাবেবাভ্যসেদিত্যভিপ্রেতং ॥ ৭৯ ॥

পাকযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞব্যতিরিক্তা দেবযজ্ঞাদয়ঃ। বিধিযজ্ঞাঃ জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ ॥ ৮০ ॥ শাশ্বতীং মুক্তিং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিলক্ষণাং ॥ ৮১ ॥

কেবলং পূজাদিকং বিনাপীত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ কমলা সর্ব্বসম্পত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥ কামেন

থাকে। ৭৭। হে দ্বিজসত্তমগণ! সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদাই মানস জপ করিতে পারে, তাহাতে দোষ নাই, সুতরাং জপনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বযজ্ঞ-ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৮। অপবিত্র বা পবিত্র অবস্থাতে হউক, কিংবা গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মান হইয়া বা শয়ান অবস্থাতেই হউক, একমাত্র মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর মনে মনে মন্ত্র আবৃত্তি করা বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, সিদ্ধিকামী ব্যক্তির পক্ষে মানস ও পুষ্টিকামীর পক্ষে উপাংশু জপই কর্ত্তব্য। মারণোচ্চাটনাদি কর্ম্ম বাচিক জপের অনুষ্ঠান করিবে। ৭৯।

অনন্তর জপমাহাত্ম্য।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, পাকযজ্ঞ (ব্রহ্মযজ্ঞ ব্যতীত দেবযজ্ঞাদি চতুষ্টয়) বিধিযজ্ঞ (জ্যোতিষ্টোমাদি) সমন্বিত হইলে সেই সকল যজ্ঞ জপ যজ্ঞের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সদৃশ হয় না। ৮০। পদ্মনাভীয় গ্রন্থে লিখিত আছে, যাবতীয় কর্ম্ম, যজ্ঞ ও কঠোর তপস্যাও জপযজ্ঞের ষোড়শভাগের এক ভাগের সদৃশ হইতে পারে না। যদি প্রত্যহ জপ করা যায়, তাহা হইলে দেবতার প্রসন্নতা সাধিত হইয়া থাকে। তিনি প্রসন্ন হইলেই বিপুল ভোগ ও নিত্য মোক্ষ লাভ করিতে পারে। ৮১।

অনন্তর জপভেদে ফলভেদ নিরূপিত হইতেছে :—ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে মহাদেবোমা সংবাদে মহেশ্বরের উক্তি আছে, হে উমে! পূজাদি ব্যতীত কেবলমাত্র যাহা জপ দ্বারা

শ্রীবীজপুটিতং মন্ত্রং যদি জপ্যেত মন্ত্রবিৎ। কমলা তদ্বশে তিষ্ঠেদ্যথা কৃষ্ণে রমেত সা॥ ৮৩॥
কামেন পুটিতং মন্ত্রং প্রজপেদ্যদি ভামিনি। মোহয়ত্যেব সকলং জগদেব ন সংশয়ঃ॥
মায়াবীজেন পুটিতং যদি জপেন্মহামনুম্।
অষ্টৈশ্বর্য্যাণি সম্ভূয় তস্য পাদে গতানি বৈ॥ ৮৪॥
বাগ্‌ভবেনাপি পুটিতং যদি জপেৎ সমাহিতঃ। বেদবেদাঙ্গপারজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ধ্রুবম্॥ ৮৫॥
ধ্রুবেণ পুটিতং মন্ত্রং যদি জপেন্মহেশ্বরি। বীজং কূটঞ্চ বিচ্ছিদ্য মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥
ইদানীং শৃণু দেবি ত্বং কেবলস্য মনোর্ব্বিধিম্। দশকৃত্বো জপেন্মন্ত্রমাপৎ-কল্পেন মুচ্যতে॥ ৮৬॥
বিংশত্যা জপমাত্রেণ রক্ষয়েন্মন্ত্র এব হি। শতজপ্তেন মন্ত্রেণ দিনপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
সহস্রজপ্তেন তথা মুচ্যতে মহতৈনসা। অযুতস্য জপেনৈব মহাপাতকনাশনম্॥
অথ লক্ষজপান্মন্ত্রী দেববন্মোদতে দিবি। কোটিজপ্তেন মন্ত্রেণ মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥
অহর্নিশং জপেদ্যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্॥ ৮৭॥
অথবা যানি মন্ত্রস্য পদানি কথিতানি তে। তেষামন্যতমং জপ্যাদ্যত্র বৈ রোচতে মনঃ॥
বীজং জপ্ত্বা বিশালাক্ষি ভৌমৈশ্বর্য্যেণ যুজ্যতে। দ্বিতীয়েন সুখাস্বাদং কুরুতে মন্ত্রিসত্তমঃ॥৮৮॥

তদ্বীজেন॥ ৮৪॥ বাগ্‌ভবেন সরস্বতীবীজেন॥ ৮৫॥ ধ্রুবেণ প্রণবেন। বীজরূপঃ কূটরূপঞ্চ কর্ম্ম বিচ্ছিদ্য নিরস্য। আপৎকল্পেন সর্ব্বোপদ্রবেণ॥ ৮৬॥ বিংশত্যা বিংশতিবারানিত্যর্থঃ। মন্ত্র এব রক্ষয়েদিতি দ্বারপাল-যামিকাদি-ব্যতিরেকেণাপি তস্য সর্ব্বত্র দুষ্টাদিভ্যো রক্ষা স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৮৭॥ তেষাং মধ্যে যত্র যস্মিন্ পদে মনো রোচতে, তৎ অন্যতমমেকং পদং জপেৎ। সুখাস্বাদং স্বর্গভোগং॥৮৮॥ তুরীয়েণ চতুর্থেন। জগদ্‌গুরুঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বোপদেষ্টা॥৮৯॥ প্রথমং

সিদ্ধিলাভ করা যায়, অধুনা সেই মন্ত্রজপের বিধান কীর্ত্তন করি। ৮২। শ্রীবীজপুটিত মন্ত্র জপ করিলে কমলা যেরূপ শ্রীহরিতে আসক্ত হন, সেইরূপ মন্ত্রবেত্তারও বশীভূতা থাকেন ৮৩। হে ভামিনি! কামবীজ (ক্লীং) দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিলে নিঃসন্দেহ নিখিল জগৎ বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, এবং মায়াবীজ (হ্রীং) দ্বারা-পুটিত করিয়া জপ করিলে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য সেই সাধকের চরণতলগত হয়। ৮৪। অবহিত হইয়া বাগ্‌ভববীজ (ঐং) দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিলে বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে সন্দেহ নাই। ৮৫। হে মহাদেবি! প্রণব (ওঙ্কার) দ্বারা পুটিত করিয়া এবং বীজরূপ ও কূটরূপ কর্ম্ম বিদূরণ পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিলে মুক্তি লাভ করা যায়। হে দেবি! অধুনা কেবল মন্ত্রের বিধান শ্রবণ কর। দশধা মন্ত্র জপ দ্বারা সর্ব্বোপদ্রবের নিরাস হয়। ৮৬। বিংশতিবার জপ করিলে মন্ত্রই জপকারীর রক্ষা বিধান করে, শতধা জপ দ্বারা দৈনিক পাপের ক্ষয় হয়, সহস্র জপ ও অযুত জপ দ্বারা মহাপাপ বিদূরিত হইয়া থাকে, লক্ষ জপ দ্বারা সুরপুরে দেববৎ আনন্দ ভোগ করিতে পারে, এবং কোটী জপ করিলে মোক্ষলাভ হয়। যিনি চিত্তসংযম করত অহোরাত্র মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ গোপবেশধারী কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন॥৮৭॥ হে দেবি! ষৎসকাশে যে সমস্ত মন্ত্রের পদ কীর্ত্তন করিয়াছি, তন্মধ্যে যাহার যাহাতে অভিলাষ, তাহারই একতম পদ জপ

জ্ঞানবান্ স্যাৎ তৃতীয়েণ তুরীয়েণ জগদ্গুরুঃ। ভবেৎ পঞ্চমজপ্যেন মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ ॥৮৯॥
অজ্ঞানী চ জপেদ্বাপি নিজরুচ্যনুসারতঃ। প্রথমং জ্ঞানসিদ্ধিস্তু দ্বিতীয়ং ত্বণিমাদিকম্ ॥ ৯০ ॥
তৃতীয়ং সর্ব্বসৌখ্যঞ্চ চতুর্থং দেবতাত্মতাম্। পঞ্চমং বৈকুণ্ঠং লোকং ষষ্ঠং মুক্তিং প্রযচ্ছতি ॥৯১॥

অথ জপবিধিঃ।

গুরুং সংপূজ্য বিপ্রাংশ্চ সন্তর্প্যান্নরসাদিভিঃ। আরভেত জপং কালে মঙ্গলেঽনুজ্ঞয়া গুরোঃ ॥৯২॥
প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা দত্ত্বা চার্ঘ্যং বিবস্বতে। আচম্য জপসঙ্কল্পং বিদধীত যথাবিধি ॥ ৯৩ ॥
বিধায় বিধিনা পূর্ব্বং লিখিতেনার্চ্চনং প্রভোঃ। আত্মার্পণান্তং শক্ত্যাথ জপং পূজাঙ্গমাচরেৎ ॥৯৪॥
সমর্প্য তঞ্চ দত্ত্বার্ঘ্যং কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পুনঃ। স্তুত্বা কৃষ্ণং প্রণম্যাথ প্রাশ্নীয়াচ্চরণামৃতম্ ॥ ৯৫ ॥

জ্ঞানসিদ্ধিং প্রযচ্ছতীত্যু ত্তরেণান্বয়ঃ। এবমগ্রেঽপি ॥৯০॥ দেবতাত্মতাং শ্রীকৃষ্ণসারূপ্যং তদেক-চিত্ততাং বা ॥৯১॥

পুরশ্চরণকর্ম্মারম্ভে প্রথমং শ্রীগুরুপূজাং ব্রাহ্মণভোজনাদিকঞ্চ লিখতি গুরুমিতি। মঙ্গলে শুভে কালে গুরোরনুজ্ঞয়া জপমারভেৎ। তথা চোক্তম্—বিপ্রান্ সন্তর্পয়েদন্নভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ। বহুভির্বস্ত্রভূষাভিঃ সম্পূজ্য গুরুমাত্মনঃ। আরভেত জপং পশ্চাত্তদনুজ্ঞা-পুরঃসরমিতি ॥ ৯২ ॥ তত্র নিত্যকৃত্যং লিখতি প্রাতরিতি পঞ্চভিঃ। যথাবিধীত্যস্য পূর্ব্বেণাপি সর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তত্র সংকল্পবিধিশ্চায়ম্—অষ্টাষ্টাদশাক্ষরসংমোহনমন্ত্রস্য সিদ্ধিকাম ইয়ংসংখ্য-জপ-তদ্দশাংশামুকদ্রব্যকহোম-তদ্দশাংশামুকতর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনাত্মক-পুরশ্চরণং করিষ্যে ইতি ॥ ৯৩ ॥ পূর্ব্বং নিত্যকৃত্যলিখনে লিখিতেন বিধিনা প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণদেবস্যার্চ্চনম্ আত্মার্পণান্তং বিধায় পূজায়া অঙ্গভূতং জপমাচরেৎ স্বমন্ত্রং জপেৎ। শক্ত্যা যথাশক্তীত্যর্থঃ। ততশ্চ শক্তৌ সত্যাম্ অষ্টোত্তরসহস্রমন্যথাষ্টোত্তরশতম্। তথা শক্তৌ সপ্তাবরণসহিতস্য, অন্যথাবরণসহিতস্য, কেবলস্য ধ্যানমাত্রেণ বেত্যাদিকমূহ্যম্। এতচ্চাগ্রে স্পষ্টং ভাবি ॥৯৪॥ তঞ্চ

করিতে পারে। হে বিশালনয়নে! বীজজপ দ্বারা পার্থিব ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সাধক দ্বিতীয়রূপে পুটিত মন্ত্র জপ করিলে স্বর্গ ভোগ করিতে পারে। ৮৮। ঐ প্রকার তৃতীয় জপ দ্বারা জ্ঞানী, চতুর্থ জপ দ্বারা জগদ্গুরু, এবং পঞ্চম জপ দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই। ৮৯। আপন ইচ্ছানুসারে জপ করাই অজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য। প্রথম জপ দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধি, দ্বিতীয় জপ দ্বারা অণিমাদি সিদ্ধি, তৃতীয় জপ দ্বারা সর্ব্বসৌখ্য, চতুর্থ জপ দ্বারা দেবসারূপ্য, পঞ্চম জপ দ্বারা হরিধাম- প্রাপ্তি এবং ষষ্ঠ জপ দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। ৯১।

অনন্তর জপবিধি।—গুরুদেবের অর্চ্চনান্তে অন্নরসাদি দ্বারা দ্বিজাতিবর্গের পরিতোষ সাধন করিয়া শ্রীগুরুর অনুমতি অনুসারে শুভক্ষণে জপে প্রবৃত্ত হইবে ৯২। প্রাতঃস্নানাদি সমাপনান্তে আদিত্যার্ঘ্য দিয়া আচমন পূর্ব্বক বিধানে সংকল্প করিতে হয়। ৯৩। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আত্মার্পণ পর্য্যন্ত শ্রীহরির পূজা করিয়া শক্ত্যনুসারে পূজাঙ্গস্বরূপ নিজমন্ত্র জপ করিবে। ৯৪ ঐ জপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করত অর্ঘ্য দিয়া পুনরায় কুসুমাঞ্জলি অর্পণ, শ্রীহরির স্তুতি ও প্রণাম পূর্ব্বক পাদোদক পান করিবে। ৯৫। উত্থানযোগ্য হইলে "কমব" বাক্যে প্রার্থনা পূর্ব্বক

ক্ষমস্বেতি বদন্ প্রার্থ্য চেত্বাস্তং হৃদম্বুজে। উদ্বাস্য বিধিবন্মানসোপচারৈর্যজেৎ পুনঃ॥ ৯৬॥
কৃষ্ণে সমর্প্য চাত্মানমৃষ্যাদিন্যাসপূর্ব্বকম্। নিজং মন্ত্রং জপেদ্ভক্ত্যা সম্প্রদায়ানুসারতঃ॥ ৯৭॥
অগ্নিপুরাণে।—
দর্ভহস্তস্তথাসীনো দর্ভেষূদকপাণিনা। প্রাঙ্মুখোদ্বর্ত্তয়েন্মালাং সহস্রং শতমেব বা॥
মন্ত্রদেবপ্রকাশিন্যাম্।—
সূর্য্যস্যাগ্রে গুরোরিন্দোর্দীপস্য চ জলস্য চ। বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ সম্মুখে জপেৎ॥
নারদপঞ্চরাত্রে চ।—
শনৈঃ শনৈঃ সুবিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্। ন ন্যূনং নাধিকং বাপি জপং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে॥
কিঞ্চ।—সংপূজ্যাথ জপং কুর্য্যাদ্যাবদ্বৈ প্রহরদ্বয়ম্। তদূর্দ্ধে পূর্ব্ববৎ স্নাত্বা বিশেষেণ বিধানবিৎ॥
ন্যাসাবসানমখিলং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ পুরোদিতম্। পূজাগ্নিহোমপর্য্যন্তং ততশ্চ জপমাচরেৎ॥
যাবদ্দিনাবসানন্তু ভূয়ঃ স্নায়াত্ততো দ্বিজ। উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং দেবেশং পূজয়েৎ পুনঃ॥৯৮॥

জপম্॥ ৯৫॥ উদ্বাস্যং উদ্বাসনযোগ্যং চেদ্যদি স্যাত্তদা ক্ষমস্বেতি বদন্ প্রার্থ্য স্বস্থানমলংকুর্ব্বিত্যভ্যর্থ্য হৃদম্বুজে উদ্বাস্যং; বিধিবদিত্যস্য পূর্ব্বেণ পরেণাপি সম্বন্ধঃ। তত্রোদ্বাসনবিধিশ্চায়ং।—উদ্বাসনমুদ্রয়োদ্বাস্য দক্ষিণনাসাপুটকণ্ঠমার্গেণ হৃৎকমলে নিধায়াঙ্কুশমুদ্রয়া নিরোধয়েদিত্যাদিক-মানসোপচারপূজাবিধিশ্চ পূর্ব্বং সংক্ষেপেণ লিখিত এবাস্তি। স চ যথাশক্তি স্বরুচ্যানুসারেণৈব সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ঃ। পুনরিতি পুরশ্চরণার্থং পুনঃ পূজনং জ্ঞেয়ম্। শক্তৌ সত্যাং কিঞ্চিদ্বহিঃ পূজনমপি কেচিদিচ্ছন্তি॥ ৯৬॥ কৃষ্ণে চাত্মানং সমর্প্যেতি দানবিশেষো দর্শিতঃ। সম্প্রদায়ানুসারত ইতি জপসংখ্যানিয়মাদিভেদেন বহুবিধঃ পুরশ্চরণবিধিঃ স্যাত্তত্র যথাস্বগুরু-সম্প্রদায়মেব মন্ত্রং জপে-দিত্যর্থঃ॥৯৭॥ দর্ভেষু আসীনঃ প্রাঙ্মুখঃ সন্ উদকযুক্তপাণিনা মালাং উদ্বর্ত্তয়েৎ পরিবর্ত্তয়েৎ। বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্যঃ। সহস্রং বারান্, অশক্তৌ চ শতং বা। এতচ্চ পূজাঙ্গনিত্য-জপাভিপ্রায়েণোক্তং। দর্ভহস্তত্বাদিকঞ্চ সমানমেবেত্যত্র লিখিতম্। অথ স্নানানন্তরম্॥৯৮॥

হৃৎকমলে উদ্বাসন করিয়া পুনরায় বিধানে মানসোপচারে অর্চ্চনা করিবে। ৯৬। ঋষ্যাদি ন্যাস করত শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সম্প্রদায়ানুসারে ভক্তিসহকারে স্বীয় মন্ত্র জপ করিবে। ৯৭। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, কুশাসনে পূর্ব্বমুখে সমাসীন হইয়া সজলকরে সহস্রধা বা শতধা মালা পরিবর্তন করিতে হয়। মন্ত্রদেবপ্রকাশিনীতে লিখিত আছে, আদিত্য, গুরুদেব, চন্দ্র, দীপ, জল, দ্বিজাতি, গো এই সমস্তের নিকটে ও সম্মুখেই জপ করা কর্তব্য। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, শনৈঃ শনৈঃ উৎকৃষ্টরূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যহ জপ করিবে; কিন্তু দ্রুত বা বিলম্বিতভাবে অথবা ন্যূন বা অধিক করিয়া জপ করিতে নাই। আরও লিখিত আছে, পূজা করিয়া দ্বিতীয়প্রহর যাবৎ জপ করিতে হয়। যদি তাহার ঊর্দ্ধ হয়, তবে বিধানবিৎ ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ স্নানান্তে ন্যাসান্ত যাবৎ পূজা, হোম প্রভৃতি নিখিল কর্ম্ম সমাপান্তে জপে প্রবৃত্ত হইবে। হে বিপ্র! যাবৎ দিবাশেষ না হয়, তাবৎকালই জপ করিবে। দিবাশেষে বিধানে আরাধনা পূর্ব্বক পুনরায় দেবদেবের পূজা করিতে হয়। ৯৮। তৎপরে

বিসর্জ্জ্য ভোজনং কুর্য্যাৎ সততং তারকোদয়ে। ভুক্ত্বা শয়ীত শয়নে মৃন্ময়ে বাথ ভূতলে ॥৯৯॥
অর্দ্ধরাত্রে সমুত্থায় পাদশৌচং চরেদ্দ্বিজ। আচম্য দেবং সংস্মৃত্য শীঘ্রং সম্পূজ্য পূর্ব্ববৎ।
জপং কুর্য্যাদ্যথাশক্তি অর্পয়েচ্চ তথেশ্বরে ॥

অন্যত্র চ।—

নৈরন্তর্য্যবিধিঃ প্রোক্তস্তদ্দিনং নাতিলঙ্ঘয়েৎ। দিবসাতিক্রমাত্তেষাং সিদ্ধিরোধঃ প্রজায়তে ॥
কিঞ্চ।—অনন্যমানসঃ প্রাতঃকালান্মধ্যন্দিনাবধি ॥ ইতি ॥ ১০০ ॥

অতঃ কুর্য্যাজ্জপং নিত্যং শক্ত্যা নিয়তসংখ্যয়া।
সংখ্যাপূর্ত্তৌ চ কুর্ব্বীত প্রাণায়ামং পুনঃ কৃতী ॥ ১০১ ॥

অথ হোমনিয়মঃ।

নারদপঞ্চরাত্রে।—

জপস্ত তু দশাংশেন হোমঃ কার্য্যো দিনে দিনে। অথবা লক্ষপর্য্যন্তং হোমঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা ॥১০২॥
হোমে চ কুণ্ডনির্ম্মাণাদিকস্তু লিখিতো বিধিঃ। পূর্ব্বং দীক্ষাবিধাবত্র বিশেষঃ কোঽপি লিখ্যতে ॥১০৩

বিসর্জ্জ্য দেবম্। ৯৯॥ প্রাতঃকালমারভ্য মধ্যাহ্নপর্য্যন্তং জপং কুর্য্যাদিত্যত্রোক্তম্। নারদ-পঞ্চরাত্রে চ শ্রীভগবতোক্তঃ মধ্যাহ্নাৎ পরতো ন হীত্যাদি ভেদো মন্ত্রভেদেন শক্ত্যাদিভেদেন বা দ্রষ্টব্যঃ॥ ১০০ ॥ শক্ত্যা যথাশক্তি যা নিয়তা নিত্য-নিয়মিতা জপসংখ্যা তয়ৈব নিত্যং জপং কুর্য্যাৎ, ন ন্যূনং নাধিকং বা জপং কুর্য্যাদ্দিনে দিন ইত্যাদ্যুক্তেঃ। সংখ্যায়াস্তস্যাঃ পূর্ত্তৌ চ সমাপ্তৌ সত্যাং। ১০১ ॥

লক্ষসংখ্যায়াং পূর্ণায়াং একৈকলক্ষজপে সম্পূর্ণে সতি। এতচ্চ ফলবিশেষার্থ-লক্ষচতুষ্টয়াদি-জপাভিপ্রায়েণ॥ ১০২ ॥ পূর্ব্বং দীক্ষাবিধৌ লিখিতঃ, অত্র চ পুরশ্চরণবিধৌ কোঽপি বিশেষো লিখ্যতে॥ ১০৩ ॥ তদেব লিখতি কুর্য্যাদিতি। তদলাভে রক্তাম্বুজাদ্যপ্রাপ্তৌ সত্যাং ॥১০৪॥

বিসর্জ্জনান্তে নক্ষত্রোদয় হইলে আহার করিবে। তদনন্তর মৃত্তিকাশয্যায় বা ধরাতলে শয়ান হইবে। ৯৯। অর্দ্ধনিশাভাগে উঠিয়া পাদশৌচ ও আচমনান্তে প্রভুকে স্মরণপূর্ব্বক আশু পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর শক্ত্যনুসারে জপ করিয়া দেবদেবকে জপ অর্পণ করিতে হয়। স্থানান্তরেও লিখিত আছে যে, নৈরন্তর্য্যবিধি এইপ্রকার কথিত আছে যে, প্রত্যহ জপ করিবে, দিবা অতিক্রম করিবে না, দিবা লঙ্ঘন করিলে সিদ্ধির হানি হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে, অনন্যচিত্ত হইয়া প্রভাতকাল হইতে মধ্যন্দিন যাবৎ জপ করা কর্ত্তব্য। ১০০। পরে প্রত্যহ শক্ত্যনুসারে সমসংখ্যায় জপ করিতে হইবে; জপসংখ্যা পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার প্রাণায়াম করা কৃতী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১০১।

অনন্তর হোমনিয়ম বিবৃত হইতেছে।—নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, প্রতিদিন জপের দশাংশ হোম করিতে হয় কিংবা লক্ষজপ শেষ হইলে তদ্দশাংশ-সংখ্যায় হোম করাই বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১০২। ইতিপূর্ব্বে দীক্ষাবিধিতে হোমকুণ্ড নির্ম্মাণের প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, এখানে তাহারই কোন বিশেষ বিধি বিবৃত হইতেছে। ১০৩। গুড়, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত রক্তপদ্ম দ্বারাই হোম করা কর্ত্তব্য। রক্তপদ্মাদির অভাবে শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত

কুর্য্যাদ্রক্তাম্বুজৈর্হোমং গুড়াজ্যমধুসংপ্লুতৈঃ। তদলাভে পায়সেন সিতাসর্পির্যুতেন হি ॥১০৪॥

হোমাশক্তৌ জপং হোমসংখ্যায়াস্তু চতুর্গুণম্।
ষড়্গুণং চাষ্টগুণিতং ক্রমাৎ কুর্য্যাদ্দ্বিজাস্ত্রয়ঃ ॥ ১০৫ ॥

কেচিচ্চাহুঃ।—

হোমকর্ম্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ। ইতরেষান্তু বর্ণানাং ত্রিগুণাদির্ব্বিধীয়তে ॥১০৬॥

অথ জপসংখ্যানিয়মঃ।

সহোমশ্চ ত্রিবর্ণানাং তুল্য এব জপঃ স্মৃতঃ।
জপো যো হোমরহিতস্তেষাং তদ্যোষিতাং হি সঃ ॥১০৭॥

মুখ্যকল্পাশক্তৌ গৌণকল্পং লিখতি হোমাশক্তাবিতি। ত্রয়ো দ্বিজা বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাঃ। ক্রমাৎ হোমসংখ্যায়াঃ হোমস্য যাবতী সংখ্যা লিখিতা জপদশমাংশরূপা তস্যাশ্চতুর্গুণং জপং বিপ্রঃ, ষড়্গুণং ক্ষত্রিয়ঃ, অষ্টগুণং বৈশ্যঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তথা চোক্তম্।—হোমাশক্তৌ জপং কুর্য্যাৎ হোমসংখ্যা-চতুর্গুণং। ষড়্গুণঞ্চাষ্টগুণিতং যথাসংখ্যং দ্বিজাতয় ইতি ॥ ১০৫ ॥ ইতরেষাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং ত্রিগুণাদিঃ। ক্ষত্রিয়স্য ত্রিগুণঃ, বৈশ্যস্য চতুর্গুণঃ, শূদ্রস্য পঞ্চগুণ ইত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

এবং হোমাসমর্থস্য বর্ণত্রয়স্য হোমপরিবর্ত্তকৃত্যং জপভেদং লিখিত্বেদানীং হোমসমর্থস্য তত্রয়স্য জপঃ সমান এবেতি জপনিয়মং লিখতি সহোমশ্চেতি। ত্রিবর্ণানাং বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানাং। তৎস্ত্রীণাঞ্চ জপনিয়মং লিখতি জপ ইতি। তেষাং ত্রিবর্ণানাং হোমরহিতো যো জপঃ চতুর্গুণাদিরূপঃ স তদ্যোষিতামপি। বিপ্রস্ত্রীণাং বিপ্রতশ্চতুর্গুণো জপস্তথা ক্ষত্রিয়স্ত্রীণাং ষড়্গুণো বৈশ্যস্ত্রীণাঞ্চাষ্টগুণ ইতি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—অশক্তানাং হোমে নিগম-রসনাগেন্দ্রগুণিতো জপঃ কার্য্যো বেতি দ্বিজ নৃপবিশামাহুরপরে। সহোমশ্চেদেষাং সম ইহ জপো হোমরহিতো য উক্তো বর্ণানাং স খলু বিহিতস্তচ্চলদৃশামিতি। অস্যার্থঃ—হোমে অসমর্থানাং বিপ্র-ক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং যথাসংখ্যং নিগমা বেদাশ্চত্বারঃ, রসাঃ ষট্, নাগেন্দ্রা অষ্টৌ, এতৈর্গুণিতো জপঃ কার্য্যঃ। স্বর্থে বা শব্দঃ। অপর ইতি হোমকর্ম্মণ্যশক্তানাং ইত্যাদি-লিখিত-মতান্তরাপেক্ষয়োক্তং। অন্যৎ সুগমমেবেতি ॥ ১০৭ ॥ শূদ্রস্য জপনিয়মং লিখতি স্বামীতি।

পায়স দ্বারা হোম করিতে হয়। ১০৪। হোম করিতে অক্ষম হইলে যথাক্রমে দ্বিজত্রয়ের পক্ষে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে হোমের চতুর্গুণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ষড়্গুণ এবং বৈশ্যের পক্ষে অষ্টগুণ জপ করাই বিধি। ১০৫। কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, হোমে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণেরা দ্বিগুণ জপ এবং ইতরবর্ণেরা ত্রিগুণাদি জপ করিবে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ত্রিগুণ, বৈশ্যের চতুর্গুণ এবং শূদ্রের পক্ষে পঞ্চগুণ কর্ত্তব্য। ১০৬।

অনন্তর জপসংখ্যার নিয়ম বিবৃত হইতেছে।—ত্রিবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা হোমরহিত হইলে (হোম না করিলে) হোমসংখ্যার সদৃশ জপ করিবে। উহাদিগের নারী-জাতিরাও হোমরহিতের নিয়মানুসারে জপ করিবে।১০৭। স্বামী (প্রভু) বা গুরুর স্ত্রী কর্ত্তৃক বিহিত

স্বামিস্ত্রিয়া জপো যস্য শূদ্রস্য বিহিতঃ স হি। এবমষ্টাদশার্ণস্য মন্ত্রো জপ্যোঽযুতদ্বয়ম্ ॥১০৮॥

তথা চ সারদায়াম্।—

মন্ত্রমেনং যথান্যায়মযুতদ্বিতয়ং পঠেৎ। জুহুয়াদরুণাম্ভোজৈস্তদ্দশাংশং সমাহিতঃ।

প্রপঞ্চসারেঽপি।—

জপঃ স্যাদসমর্থস্য অযুতদ্বিতয়াবধিঃ॥ ইতি ॥ ১০৯ ॥

শ্রীমৎসনৎকুমারাদি-প্রোক্তস্য ত্বনুসারতঃ। মন্ত্রং ফলবিশেষায় জপেল্লক্ষচতুষ্টয়ম্॥

তথা চ সনৎকুমারকল্পে।—

উক্তং লক্ষং কৃতযুগে ত্রেতায়াং তু দ্বয়ং স্মৃতম্। লক্ষত্রয়ং দ্বাপরে চ চতুর্লক্ষং কলৌ যুগে ॥১১০॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ।— বেদলক্ষং জপেন্মনুম্॥ ইতি ॥

অতএবোক্তম্।—

যস্মিংশ্চ নিগদেনৈব জপসংখ্যা বিধীয়তে। তত্র সর্ব্বত্র মন্ত্রাণাং সংখ্যাবৃদ্ধির্যুগক্রমাৎ।

কল্পোক্তৈব কৃতে সংখ্যা ত্রেতায়াং দ্বিগুণা স্মৃতা।

দ্বাপরে ত্রিগুণা জ্ঞেয়া কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা ॥ ১১১ ॥

স্বামী ভর্ত্তা গুরুর্ব্বা তস্য স্ত্রিয়া যো জপঃ স এব শূদ্রস্য বিহিত আচার্য্যৈঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—যং বর্ণমাশ্রিতো যঃ শূদ্রঃ স চ তদ্বর্ণবিহিতম্। বিদধীত জপং বিধিবচ্ছ্রদ্ধাবান্ ভক্তিপরো নম্রতনুরিতি। এবং বর্ণাদিভেদেন জপসংখ্যাভেদং লিখিত্বেদানীং পৌরশ্চরণিকমূলমন্ত্রজপ-নিয়মং লিখতি এবমিতি। লিখিত-সংখ্যা-ভেদেন। অযুতদ্বয়ং বিংশতি-সহস্রাণি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্।—প্রজপেদযুতচতুষ্কং দশাক্ষরং মনুবরং ক্রমশঃ। অষ্টাদশাক্ষরঞ্চেদযুতদ্বয়মিত্যুদীরিতা সংখ্যেতি॥ অত্র চ ক্রমশ ইতি তন্ত্রোক্তেষদ্রিশৃঙ্গাদ্যষ্টস্থানেষু ক্রমাজ্জপেদিত্যর্থঃ। তত্র চ প্রতিস্থানমযুতদ্বয়ং জপেদিতি ন মন্তব্যং, কিন্তু তত্র তত্রাদ্রিশৃঙ্গাদিক্রমেণ তথা জপ্তব্যং যথা সর্ব্বত্র কৃতেন তজ্জপেনাযুতদ্বয়সংখ্যা স্যাৎ, অন্যথাষ্টস্থানেষু প্রত্যেকমযুতদ্বয়জপেন ষোড়শাযুতজপঃ স্যাৎ। স চ সারদাদি-মূলগ্রন্থোক্তেন বিরুধ্যত ইতি দিক্ ॥ ১০৮॥ অতএব সারদাদ্যুক্তং লিখতি মন্ত্রমিতি সার্দ্ধেন ॥ ১০৯ ॥ এবং মহামন্ত্রবরস্যাস্যাযুতদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণ-সিদ্ধির্ভবেদেব, তথাপি ফলবিশেষার্থমধিকাধিকমপি জপেদিতি লিখতি শ্রীমদিত্যাদিনা পঞ্চকমিত্যন্তেন। মন্ত্রমষ্টাদশাক্ষরং ॥ ১১০ ॥ নিগদেন সাক্ষাদুক্ত্যা। এতচ্চ সত্যযুগোক্তমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১১ ॥ সদ্যোঽচিরাদেব ফলবিশেষসিদ্ধ্যর্থং। বাশব্দো লক্ষচতুষ্টয়াপেক্ষয়া

সংখ্যানুসারেই শূদ্রেরা জপ করিবে। এইরূপে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র বিংশতিসহস্র জপ করিবে।১০৮। সারদাগ্রন্থে লিখিত আছে, এই মন্ত্র বিধানে অযুতদ্বয় জপ করিতে হয় এবং সমাহিত হইয়া তদ্দশাংশসংখ্যায় রক্তপদ্ম দ্বারা হোম করিবে। প্রপঞ্চসারে লিখিত আছে, অক্ষমের পক্ষে অযুতদ্বয় জপই প্রশস্ত।১০৯। শ্রীমৎসনৎকুমার প্রভৃতির উক্তি অনুসারে ফলবিশেষলাভার্থ চতুর্লক্ষ জপ করিবে। সনৎকুমারকল্পে লিখিত আছে, কৃতযুগে এক লক্ষ, ত্রেতায় দ্বিলক্ষ, দ্বাপরে লক্ষত্রয় এবং কলিযুগে চতুর্লক্ষ জপই নির্দ্দিষ্ট আছে।১১০। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে

সদ্যঃ ফলবিশেষার্থং জপেদ্বা লক্ষপঞ্চকম্। হোমং কুর্য্যাত্তদ্দশাংশং বিধিনা লিখিতেন হি ॥১১২॥
কেচিচ্চ পূর্ব্বসেবাখ্যং শুদ্ধ্যর্থং তজ্জপং পুরঃ। অযুতদ্বয়মন্তে চ মন্বন্তে লক্ষপঞ্চকম্ ॥ ১১৩ ॥
অন্তে মহোৎসবং কুর্ব্বন্ কৃষ্ণং ভক্ত্যার্চ্চয়েন্মহৎ।
গুরুং সন্তোষয়েদ্বিপ্রান্ ভোজয়েৎ প্রীণয়েৎ পরান্ ॥ ১১৪ ॥

বিকল্পে লক্ষপঞ্চকং জপেৎ। তস্য লক্ষচতুষ্টয়স্য লক্ষপঞ্চকস্যাপি দশানামংশানামেকমংশং লিখিতেন কুর্য্যাদ্রক্তাম্বুজৈরিত্যাদিবিধিনৈব কুর্য্যাৎ । তত্র লক্ষচতুষ্টয়ে চত্বারিংশৎ-সহস্রাণি লক্ষপঞ্চকে চার্দ্ধলক্ষমিতি। তথাচ ক্রমদীপিকায়াম্।—যুগলশুষিরবর্ণং চেন্মনুং পঞ্চলক্ষং, প্রজপতু জুহুয়াচ্চ প্রোক্তকৢপ্তার্দ্ধলক্ষমিতি। অস্যার্থঃ।—যুগলশুষিরবর্ণং অষ্টাদশাক্ষরং মন্ত্রং যদি জপেৎ, তদা লক্ষপঞ্চকং জপতু। পূর্ব্বোক্তবিধিনা অর্দ্ধলক্ষং জুহুয়াচ্চ হোমস্য জপদশাংশকত্বাদিতি ॥ ১১২ ॥ তত্রৈব সদ্যঃ ফলবিশেষাপেক্ষয়া মতান্তরং লিখতি কেচিচ্চেতি। অযুতদ্বয়ং লিখিতম্। তস্য বাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য জপং শুদ্ধ্যর্থং মন্ত্রাদিশুদ্ধয়ে পুনঃ পুরশ্চরণাদৌ মন্বন্তে। অতঃ পূর্ব্বসেবেত্যাখ্যা যস্য তম্। অন্তে চ তৎসমাপ্তৌ লক্ষপঞ্চকং মন্বন্তে। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্।—এবমেষামশক্তৌ গদিতমিহ ময়া পূর্ব্বসেবাবিধানম্। কিঞ্চ। নির্বৃত্তেঽস্মিন্ পুনশ্চ প্রজপতু বিধিবৎ সিদ্ধয়ে সাধকেশ ইত্যাদি। অস্যার্থঃ। অশক্তৌ পূর্ব্বোক্তাদ্রিশৃঙ্গাদ্যষ্টস্থানগমনাসামর্থ্যে তথা তত্র তত্র ক্রমেণোক্ত-শাকাদ্যষ্টাহারাসামর্থ্যে চ এষামদ্রিশৃঙ্গাদ্যষ্টস্থানানাং মধ্যে একং স্থানং। তথা শাকাদ্যষ্টবিধাহারেষ্বেকমাহারমাশ্রিত্য জপং কুর্য্যাৎ। অনেন চ প্রকারেণ ইহ গ্রন্থে প্রকারবিশেষেণ বা পূর্ব্বসেবাভিধানং পুরশ্চরণকর্ম্ম। যথা। পূর্ব্বসেবেতি নাম বিধানং ময়োক্তম্। অস্মিন্ পূর্ব্বসেবাখ্যকর্ম্মণি নির্বৃত্তে সমাপ্তে সতি সিদ্ধয়ে বিশিষ্টফলসিদ্ধ্যর্থং পুনঃ প্রজপতু পুরশ্চরণ-জপবিশেষং করোতু। তচ্চ যুগলশুষিরবর্ণমিত্যাদি বক্ষ্যমাণং লিখিতমেবেতি ॥ ১১৩ ॥ এবং পুরশ্চরণে সম্পূর্ণে চ কৃত্যং লিখতি অন্ত ইতি। যথালিখিতজপসমাপ্তৌ সত্যাম্। মহদ্যথা স্যাত্তথা। পরান্ দুঃখিতান্ দীনান্। তে চাগ্রে লেখ্যাশ্চ দীনান্ধেত্যাদিনা ॥ ১১৪ ॥ এবং তর্পণাদিনিয়মং বিনাপি কেবল-হোমসহিতেন হোমাশক্তৌ চ চতুর্গুণাদিনা জপেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাদিতি কেষাঞ্চিৎ প্রামাণিকানামাচার্য্যাণাং মত-

লিখিত আছে, চারিলক্ষ জপই কর্ত্তব্য; সুতরাং কথিত আছে যে, যেখানে সাক্ষাৎ উক্তিতে জপসংখ্যার বিধি আছে, তথায় যুগক্রমে মন্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রথমে সত্যযুগে এক গুণ, ত্রেতায় দুই গুণ, দ্বাপরে তিন গুণ এবং কলিতে চারি গুণ সংখ্যা বৃদ্ধিতে জপ কর্ত্তব্য জানিবে। ১১১। আশু কোন ফলবিশেষ-সিদ্ধির অভিলাষ হইলে পাঁচলক্ষ জপ করিবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঐ জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম করিতে হয়। ১১২। কেহ কেহ অষ্টাদশার্ণমন্ত্রের জপসিদ্ধ্যর্থ পুরশ্চরণের পূর্ব্বে পূর্ব্বসেবাখ্য-নামক অযুতদ্বয় ও শেষে পঞ্চলক্ষ জপের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ১১৩। অন্তে (যথাবিহিত মন্ত্রজপাবসানে) ভক্তিমান্ হইয়া শ্রীহরির মহাপূজা সাধন করিবে। তদনন্তর গুরুদেবের প্রীতিবিধানপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণকে আহার করাইতে হয় এবং অন্যান্য ব্যক্তির (দুঃখিত দীনব্যক্তিগণের) তৃপ্তি বিধান করিবে। ১১৪। সুধীগণ

পুরশ্চরণমেবং হি সিধ্যেদিতি মতং বুধৈঃ। তথাপি কুর্য্যাৎ পূর্ব্বেষাং সম্মতং তর্পণাদিকম্॥১১৫

অথ তর্পণাদি।

ত্রৈলোক্যসংমোহনতন্ত্রে।—

অথশুরক্তাম্ভোজৈর্ম্মধুরাক্তৈর্দশাংশতঃ। পায়সেন ঘৃতাক্তেন তিলৈরারণ্যকৈশ্চ বা।
জুহুয়াত্তদ্দশাংশেন তর্পয়েচ্ছুদ্ধবারিণা। বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্গুরুং সন্তোষয়েত্ততঃ॥

অন্যত্র চ।—

হোমাদ্দশাংশতঃ কুর্য্যাত্তর্পণং দেবতামুখে। তর্পণস্য দশাংশেন মার্জ্জয়েদাত্মমূর্দ্ধনি।
মার্জ্জনস্য দশাংশেন কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্॥

অথ তত্র তর্পণম্।

তর্পয়েচ্চ বিধানেন শ্রীকৃষ্ণং শুদ্ধবারিণা। পুষ্পাক্ষতাদিযুক্তেন জলে সংজপ্য পূর্ব্ববৎ॥ ১১৬॥

অথ মার্জ্জনম্।

তোয়ৈরঞ্জলিনা শুদ্ধৈরভিষিঞ্চেৎ স্বমূর্দ্ধনি। দশাংশং দেবতাবুদ্ধ্যা তর্পণস্য ততঃ পরম্॥ ১১৭॥

মন্ত্রী কৃত্য বহুলসাধুকুলসম্মত-তর্পণাদিনিয়মঞ্চ লিখতি পুর ইতি। এবং লিখিতপ্রকারেণৈব। পূর্ব্বেষাং পুরাতনানাং সাধুজনানাম্॥ ১৫॥

পূর্ব্ববদিতি পূর্ব্বং প্রাতঃস্নানে যথা লিখিতং তথেত্যর্থঃ॥ ১১৬॥

দেবতাবুদ্ধ্যেতি নিজেষ্টদেবে স্বাত্মানং সমর্প্যেত্যর্থঃ॥ ১১৭॥

এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, এইরূপ পুরশ্চরণ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধি হইলেও প্রাচীন সাধুগণের মতানুসারে তর্পণাদি করিতে হয়। ১১৫।

অনন্তর তর্পণাদি বিবৃত হইতেছে।—ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে, মধুমিশ্রিত অথশু রক্তোৎপল কিংবা সঘৃত পায়স অথবা আরণ্যতিল দ্বারা জপের দশাংশ হোম; পবিত্র সলিল দ্বারা তদ্দশাংশ তর্পণ, ও তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পরে গুরুদেবের তুষ্টি বিধান করিতে হয়। স্থানান্তরেও লিখিত আছে যে, দেবতার মুখে হোমের দশাংশসংখ্যায় তর্পণ করিবে, স্বীয় শিরোদেশে তর্পণের দশাংশ মার্জ্জন করিবে এবং মার্জ্জনের দশাংশসংখ্যায় বিপ্র-ভোজন করাইতে হয়।

তন্মধ্যে তর্পণ কথিত হইতেছে।—ইতিপূর্ব্বে প্রাতঃস্নান-প্রকরণে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বিধানে জলে মন্ত্র জপ করিতে হয় এবং পুষ্প ও অক্ষতাদিসমন্বিত পবিত্র জল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তর্পণ করিবে। ১১৬।

অনন্তর মার্জ্জন।—আপনাকে দেবজ্ঞানে অঞ্জলিতে বারি গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তর্পণের দশাংশসংখ্যায় আপনার শিরঃপ্রদেশ সেচন করিবে। ১১৭।

অতঃপর ব্রাহ্মণ-ভোজন।—ইষ্টদেবজ্ঞানে পাদ্যার্ঘ্য প্রভৃতি দিয়া দ্বিজাতিগণের অর্চ্চনা করিতে হয় এবং ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে নানারস-বিশিষ্ট অন্ন ভোজন করাইবে। আরও লিখিত আছে, যত দিন সংখ্যা পূর্ণ না হয়, ততদিন প্রত্যহ এইরূপ করিতে হয়। সংখ্যা পূর্ণ হইলে মহাপূজা সমাধান পূর্ব্বক গন্ধ, মাল্য, বসন, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও দক্ষিণা দ্বারা দ্বিজাতিগণের তুষ্টি

অথ ব্রাহ্মণভোজনম্।

পাদ্যার্ঘ্যৈরর্চ্চয়েদিষ্টদেববুদ্ধ্যা হি ভূসুরান্। ভক্ষ্যৈর্নানা-রসোপেতৈর্ভোজয়েদ্ভক্তিভাবিতঃ॥

কিঞ্চ।—

এবং প্রতিদিনং কুর্য্যাদ্যাবৎ সংখ্যা প্রপূর্য্যতে। তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাদ্বিপ্রাংশ্চ তোষয়েৎ।

গন্ধমাল্যাম্বরৈশ্চৈব ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সদক্ষিণৈঃ। দীনান্ধকৃপণানাথান্ প্রীণয়েদ্ভোজনাদিনা॥

গোভূহিরণ্যবস্ত্রাদ্যৈঃ সম্পূজ্য গুরুমাত্মনঃ। মিষ্টান্নং বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং ভুঞ্জীতোৎসাহপূর্ব্বকম্॥১১৮॥

কেচিজ্জপাদ্দশাংশং হি মন্যন্তে তর্পণং বুধাঃ। অপেক্ষ্যোঽন্যো বিশেষোঽত্র জ্ঞেয়োঽন্যগ্রন্থতঃ স চ॥১১৯

উক্তঞ্চ।— অথ তত্র রিক্তপূরণম্।

যদ্যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যা-দ্বিগুণো জপঃ। সাঙ্গতাসিদ্ধৈ কর্ত্তব্যস্তচ্চাশক্ত্যা ন ভক্তিতঃ॥১২০॥

সর্ব্বথা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কৃতসাঙ্গত্বহেতবে। বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ১২১॥

এবং তর্পণাদিকং হোমবত্তাবৎ প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ, যাবজ্জপোক্তসংখ্যা-পূর্ত্তির্ভবতি। তদন্তে সংখ্যাপূর্ত্তৌ চ সত্যাম্॥ ১১৮॥ হোমদশাংশং তর্পণং লিখিতং, তত্র মতান্তরং লিখতি কেচিদিতি। নন্বু পুরশ্চরণকর্ত্তুঃ সন্ধ্যাদিসময়ে কতমঃ কৃত্যবিশেষ ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি অপেক্ষ্য ইতি। অত্র পুরশ্চরণজপাদিবিধৌ যোঽন্যো বিশেষঃ কশ্চিদপেক্ষ্যঃ স্যাৎ, স চান্য-গ্রন্থতঃ সারদাতিলকাদিপঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্রেভ্যোঽপি জ্ঞেয়ঃ। অত্র চ গ্রন্থবিস্তরভয়ান্ন বিস্তার্য্য লিখিত ইতি ভাবঃ॥ ১১৯॥

অঙ্গং তর্পণাদি। তস্য অঙ্গস্য সংখ্যায়া দ্বিগুণঃ সাঙ্গস্য পুরশ্চরণস্য সিদ্ধ্যর্থং জপঃ কর্ত্তব্যঃ। তচ্চ দ্বিগুণজপকরণং তত্র তত্রাশক্ত্যৈব ন চ ভক্তিতঃ। ভক্ত্যা চ প্রযত্নতঃ সর্ব্বমনুষ্ঠেয়মেবেত্যর্থঃ। শক্তিত ইতি পাঠেঽপি শক্তৌ সত্যাং মুখ্যকল্পতর্পণাদিপরিত্যাগেন গৌণকল্পে প্রবৃত্তেরগ্রে দোষোক্ত্যা প্রযত্নতো মুখ্যকল্পেন সাঙ্গং কুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ॥১২০॥ নন্বু রিক্তনিবারণার্থং জপাশক্ত্যা কিং কার্য্যং তত্রাহ সর্ব্বথেতি। ব্যঙ্গসাঙ্গতার্থং সদ্যঃফলবিশেষসিদ্ধ্যর্থমেবেত্যাদিসর্ব্বপ্রকারেণ

বিধান করিবে। তদনন্তর দীন, অন্ধ, কৃপণ ও অনাথগণকেও আহারাদি দ্বারা তৃপ্ত করিবে। তৎপরে গো, ভূমি, কাঞ্চন ও বসনাদি দ্বারা স্বীয় শ্রীগুরুর অর্চ্চনা পূর্ব্বক সোৎসাহে বন্ধুজনের সহিত মিষ্টান্ন আহার করিবে। ১১৮। কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, জপের দশাংশ তর্পণ হয়। এই পুরশ্চরণসম্বন্ধে কিছু অপেক্ষ্য হইলে (বিশেষ কিছু জানিতে হইলে) সারদাতিলক ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থ হইতে তাহা বিদিত হইবে। ১১৯।

অনন্তর পুরশ্চরণবিষয়ে রিক্ত (অভাব) পূরণ কথিত হইতেছে।—কথিত আছে যে, অক্ষমতানিবন্ধন তর্পণাদির কোন অঙ্গ হীন হইলে সম্পূর্ণতাসিদ্ধ্যর্থ সেই সেই অঙ্গ-সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিতে হয়, ভক্তিমান্ হইয়া পুনরায় সমস্তের অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যক করে না। ১২০। যিনি জপে অক্ষম, অভাবপূরণার্থ ভক্ষ্যভোজ্যাদি দ্বারা সর্ব্বথা তিনি ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন। যে যে অঙ্গ-হীন থাকে, দ্বিজাতিগণের আরাধনা করিলে তাহা পরিপূর্ণ হয়। ১২১। স্থানান্তরেও

অন্যত্র চ।—

যদ্যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণো মতঃ। তাবৎ পুষ্পপ্রদানং বা তাবতী বা নমস্ক্রিয়া ॥ ১২২ ॥

অথ সংক্ষিপ্তপুরশ্চরণম্।

তদুক্তম্।—

পূজাং বিস্তরতঃ কর্তুং যো ন শক্নোতি সাধকঃ। স বিনাঙ্গেন্দ্রবজ্রাদ্যৈঃ পূজয়েদিষ্টদেবতাম্॥১২৩॥

অথবা দেবতামাত্রং ধ্যাত্বা সম্যক্ প্রপূজয়েৎ। অথবা মানসীং কুর্য্যাৎ পূজামাত্মার্পণাবধি॥ ১২৪॥

অথবা কেবলাং পূজাং বাহ্যাং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।

সম্পূজ্যৈবং জপং কুর্য্যান্ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ ॥ ১২৫ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্বস্য চাশক্তাবুত্তরোত্তরমাচরেৎ। প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্তয়েৎ।

ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্জায়তে ফলম্ ॥ ১২৬ ॥

অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে। গ্রহণেঽর্কস্য চেন্দোর্ব্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ ॥ ১২৭ ॥

নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ। গ্রহণাদি-বিমুক্ত্যন্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥

অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্ধোমাদিকং চরেৎ। তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্॥

ততো মন্ত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং গুরুং সংপূজ্য তোষয়েৎ। এবং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ দেবতা চ প্রসীদতি ॥

বিশেষতশ্চ ক্ষতস্য ব্যঙ্গস্য সাঙ্গত্বহেতবে। যদ্বা সর্ব্বথেতি ভক্ষ্যভোজ্যাদি-নানাপ্রকারেণেত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥ তত্রাপ্যশক্তৌ লিখতি যদ্যদিতি। নমস্ক্রিয়া প্রণামঃ ॥ ১২২ ॥

অঙ্গাদ্যাবরণৈর্বিনা নিজেষ্টদেবমাত্রং পূজয়েৎ ॥ ১২৩ ॥ দেবতামাত্রং কেবলনিজেষ্টদেবমেব ধ্যাত্বা ন তু তত্তদুপাচারসমর্পণাদ্যুক্তত্তদ্ধ্যানং কৃত্বা ॥ ১২৪ ॥ কেবলাং মানসিকপূজা-ব্যতিরিক্তাম্ ॥১২৫॥ প্রথমকল্পস্য মুখ্যপক্ষস্য প্রভুস্তত্র সমর্থশ্চেৎ। অনুকল্পেন গৌণপক্ষেণ বর্ত্তয়েৎ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। সাম্পরায়িকং পারলৌকিকম্ ॥১২৬॥ পূর্ব্বমুপোষিতঃ গ্রহণপূর্ব্বদিনে কৃতোপবাসঃ সন্ ॥ ১২৭ ॥ অথবান্যপ্রকারোঽয়মিত্যত্র সমুদ্রগামিনদীজলান্তঃস্থিতি-ব্যতিরেকেণ সংক্ষেপে

লিখিত আছে যে, যে যে অঙ্গ হীন হয়, তাহার দ্বিগুণ জপ করিতে হয় কিংবা তৎসংখ্য কুসুমার্পণ অথবা তৎসংখ্যানুসারে প্রণাম করিবে। ১২২।

অনন্তর সংক্ষিপ্ত পুরশ্চরণ বিবৃত হইতেছে।—কথিত আছে যে, সবিস্তার পূজা করিতে অক্ষম হইলে ইন্দ্র ও বজ্রাদি আবরণ-পূজা না করিয়া কেবলমাত্র ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়।১২৩। কিংবা দেবতামাত্রের চিন্তন পূর্ব্বক সম্যক্ অর্চ্চনা করিবে অথবা আত্মার্পণ যাবৎ মানসী পূজা কর্ত্তব্য।১২৪। কিংবা কেবল সাঙ্গ পূজা করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া জপ করিবে, কেবল মন্ত্র জপ নিষিদ্ধ।১২৫। পূর্ব্বপূর্ব্বের অসামর্থ্যস্থলে উত্তরোত্তর অনুষ্ঠেয়। প্রথম কল্পে (মুখ্যকল্পে) সক্ষম হইয়াও অনুকল্পে (গৌণকল্পে) ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে সেই দুর্ব্বুদ্ধির পারলৌকিক ফল বিফল হইয়া যায়।১২৬। কিংবা অন্যরূপে পুরশ্চরণ করিতে হয়—পবিত্রভাবে উপবাস পূর্ব্বক সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণে পুরশ্চরণ করিবে। ১২৭। গঙ্গাগর্ভে নাভিমাত্র সলিলে অবস্থান পূর্ব্বক গ্রহণের প্রারম্ভ হইতে মুক্তি যাবৎ অবহিতভাবে মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে

অথবান্যপ্রকারোঽয়ং পৌরশ্চরণিকে বিধৌ। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু স্নাত্বা প্রয়তমানসঃ ॥ ১২৮॥
স্পর্শাদিবিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। সর্ব্বং পূর্ব্ববদেবাথ কুর্য্যাদ্ধোমাদিকং কৃতী ॥১২৯॥
অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ। তস্য চ্ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ। পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥
তথা চোক্তম্।—
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্। সন্নিধানাদ্গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥১৩০॥

অথ তত্রৈব প্রকারান্তরম্।

গৌতমীয়ে।—
গবানুগমনং কার্য্যং গোগ্রাসঃ গোপ্রদক্ষিণম্। নিত্যং তাসু প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি।

অথ সিদ্ধমন্ত্রস্য লক্ষণম্।

উক্তঞ্চ বৌধায়নে।—সিদ্ধস্য ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তাপ্যযাচকঃ ॥ ১৩১ ॥
সিদ্ধমন্ত্রস্য তন্ত্রোক্তাঃ প্রবর্ত্তন্তেঽত্র সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৩২ ॥

পূর্ব্বতো বিশেষঃ ॥ ১২৮ ॥ স্পর্শাৎ গ্রাসমারভ্য ॥ ১২৯ ॥ কেবল-শ্রীগুরু প্রসাদেনৈব পুরশ্চরণ-সিদ্ধিঃ স্যাদিতি প্রকারান্তরমাহ অথবেতি ত্রিভিঃ ॥ ১৩০ ॥
দাতা ভোক্তাপি সন্। অযাচকঃ কমপি ন যাচত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥
ন চৈতন্মাত্রমেব, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতাদিসিদ্ধয়োঽপি তস্য স্যুরিত্যাহ সিদ্ধেতি। অত্র অস্মিন্নেব

জপের দশাংশক্রমে হোমাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তদনন্তর মহাপূজা সমাধান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। পরে মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থ শ্রীগুরুর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিবে। এইপ্রকার করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় ও দেবতা প্রীতিলাভ করেন। অন্যরূপেও পুরশ্চরণ হইতে পারে। চিত্তসংযম করিয়া চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে স্নানান্তে অবহিতভাবে গ্রহণারম্ভ হইতে মোক্ষ যাবৎ মন্ত্র জপ করাই কৃতী ব্যক্তির কর্ত্তব্য এবং হোমাদি ক্রিয়াও পূর্ব্ববৎ নিষ্পাদন করিতে হইবে। ১২৮-১২৯। কিংবা গুরুদেবকে দেবজ্ঞানে চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিমান্ হইয়া শ্রীগুরুর ছায়াগামী হইয়া থাকিবে। যাবতীয় কর্ম্মই গুরুমূলক; সুতরাং প্রত্যহ গুরুদেবের আরাধনা করিতে হয়। পুরশ্চরণাদিরহিত হইলেও ঐরূপ ক্রিয়া দ্বারা মন্ত্রী সিদ্ধিলাভ করেন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে কথিত আছে যে, যেরূপ সিদ্ধ পারদ সংস্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গুরুসমীপে থাকিলেও শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া উঠে। ১৩০।

প্রকারান্তরে পুরশ্চরণ।—গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যহ গবানুগমন, গোগ্রাসদান ও গোপ্রদক্ষিণ করিবে। গোগণ তুষ্ট হইলে শ্রীগোপালদেবও প্রীত থাকেন।

সিদ্ধমন্ত্রের লক্ষণ।—বৌধায়নের উক্তি আছে যে, সিদ্ধমন্ত্রের তিনটী চিহ্ন বিদিত থাকা আবশ্যক। যাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, তিনি দাতা ও ভোক্তা হন এবং কোন ব্যক্তির নিকটেই কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না। ১৩১। আরও লিখিত আছে, কেবল যে ঐরূপ হয়, তাহাও নহে; যাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, বর্ত্তমান শরীরেই তাহার তন্ত্রকথিত সর্ব্বজ্ঞতাদি সিদ্ধিসমূহ প্রবর্ত্তিত

নারদপঞ্চরাত্রে চ শ্রীভগবতা।—

মন্ত্রারাধনসক্তস্য প্রথমং বৎসরত্রয়ম্। জায়ন্তে বহবো বিঘ্না নিয়মস্থস্য নারদ॥
নোদ্বেগং সাধকো যাতি কর্ম্মণা মনসা যদি। তৃতীয়াদ্বৎসরাদূর্দ্ধং রাজানশ্চ মহীভৃতঃ।
প্রার্থয়ন্তেঽনুরোধেন গর্ব্বিতা অপি মানিনঃ। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং নাথ মমোদ্ধরণকারণম্॥ ১৩৩॥
প্রজ্বলন্তং প্রপশ্যন্তি তেজসা বিভবেন চ। অতস্তে মুনিশার্দ্দূল নিষ্ঠুরং বক্তুমক্ষমাঃ।
নবমাদ্বৎসরাদূর্দ্ধং নানাশ্চর্য্যাণি পশ্যতি। আত্মানন্দপ্রদান্যাশু প্রত্যক্ষেণ বহিস্তথা॥
কিঞ্চ।—বলেন পরিপূর্ণশ্চ তেজসা ভাস্করোপমঃ। পূর্ণেন্দুসদৃশঃ কান্ত্যা গমনে বিহগোপমঃ।
স্বল্পাশনেঽপ্যকৃশতা বহুনা ন চ খিদ্যতে॥ ১৩৪॥
বিণ্মূত্রয়োরথাল্পত্বং ভবেন্নিদ্রাজয়স্তথা। জপধ্যানরতো মৌনী ন খেদমধিগচ্ছতি॥
বিনা ভোজনপানাভ্যাং পক্ষমাসাদিকং মুনে। ইত্যেবমাদিভিশ্চিহ্নৈর্মহাবিস্ময়কারিভিঃ।
প্রবৃত্তৈঃ সংপ্রবোদ্ধব্যং প্রসন্নো মন্ত্ররাড়িতি। মন্ত্রপ্রসাদজনিতং লিঙ্গঞ্চ ন গুরোর্ব্বিনা।
প্রকাশনীয়ং বিপ্রেন্দ্র কস্যচিৎ সিদ্ধিমিচ্ছতা॥ ১৩৫॥

অথ সিদ্ধমন্ত্রকৃত্যম্।

তচ্চোক্তম্।—

সিদ্ধমন্ত্রোঽপি নিত্যং হি ত্রিসন্ধ্যং কৃষ্ণমর্চ্চয়েৎ। নিয়মেনৈকসন্ধ্যংবা জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥ ১৩৬॥

লোকে দেহে বা॥ ১৩২॥ অনুরোধেন আনুকূল্যেনৈব প্রার্থয়ন্তে॥১৩৩॥ বহুনা অশনেন॥১৩৪॥ লিঙ্গং চিহ্নং॥ ১৩৫॥

হইয়া থাকে।১৩২। নারদপঞ্চরাত্রে ভগবানের উক্তি আছে যে, হে দেবর্ষে! যে ব্যক্তি নিয়মবান্ হইয়া মন্ত্র সাধনে তৎপর হন, প্রথম বৎসরত্রয় তাঁহার নানা বিঘ্ন ঘটে। কি কর্ম্মে কি মনে কোনরূপে উদ্বিগ্ন না হইলে তিনবৎসরান্তে গর্ব্বিত ও মাননীয় নৃপতিও তৎপ্রতি অনুকূল হইয়া আগমন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে, হে প্রভো! আপনি মদীয় পরিত্রাণার্থ প্রসন্ন হউন্।১৩৩। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, ঐ সাধককে সকলেই তেজে ও বিভবে প্রদীপ্ত দর্শন করেন। অতএব হে মুনিপুঙ্গব! কেহই তাঁহাকে কঠোরবচন বলিতে সমর্থ হন না। এইরূপে নয় বর্ষ অতীত হইলে পর সাধক আশু বাহ্যদেশেই আত্মানন্দপ্রদ বিবিধ আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আরও লিখিত আছে, তিনি বলে পরিপূর্ণ, তেজে আদিত্যসদৃশ, কান্তিতে পূর্ণচন্দ্রবৎ ও গতিতে বিহঙ্গসদৃশ হন। অল্পাহার করিলেও তাঁহার দেহ কৃশ হয় না এবং ভূরিপরিমিত আহার করিলেও তিনি খেদান্বিত হন না।১৩৪। তাঁহার মল-মূত্র অল্পপরিমাণে নির্গত হয়, তিনি জিতনিদ্র হইয়া থাকেন, সতত জপধ্যানপরায়ণ ও মৌনী হন, কিছুতেই খিন্ন হন না এবং তিনি পানাহার ব্যতীতও এক পক্ষ বা এক মাস অতিবাহন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হে ঋষে! এই সকল লিখিত বিস্ময়কর প্রবর্ত্তমান চিহ্নসমূহ দ্বারা বিদিত হইবে যে, মন্ত্ররাজ সিদ্ধ হইয়াছে। হে দ্বিজসত্তম! সিদ্ধিকামী ব্যক্তি গুরু ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট মন্ত্রসিদ্ধিজনিত চিহ্ন প্রকাশ করিবে না।১৩৫।

অথ সিদ্ধসাধনোপায়ঃ।

অনুষ্ঠিতো যথান্যায়ং যদি মন্ত্রো ন সিধ্যতি। পুনস্তাবৎ প্রজপ্তব্যস্ততঃ সিদ্ধো ভবেৎ ধ্রুবম্॥
পুনঃ সোঽনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে। উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ॥১৩৭॥
রুদ্রেণ দহনান্তং যে কথিতা মন্ত্রসিদ্ধয়ে। সপ্তোপায়াঃ বুধৈর্জ্ঞেয়াস্তেঽন্যমন্ত্রেষু সিদ্ধিদাঃ॥ ১৩৮॥
শ্রীমদ্গোপালমন্ত্রোঽয়ং নৈব কিঞ্চিদপেক্ষতে। হৃন্মাত্রস্পৃক্ ফলত্যেব স্পৃষ্টো হি দহনো যথা॥১৩৯॥

অথ যন্ত্রম্।

সনৎকুমারকল্পে।—
অর্চ্চনার্থে মুনে বক্ষ্যে যন্ত্রং শ্রীকরমুত্তমম্। স্বগৃহে বা বনে বাথ বিষ্ণোরায়তনেঽথবা॥১৪০॥
স্থানমেকান্তমাশ্রিত্য শোধয়েদ্গোময়াম্ভসা। তত্র সংস্থাপয়েৎ পীঠং ক্ষালিতং শুদ্ধবারিণা॥১৪১॥

একসন্ধ্যং বা অর্চ্চয়েৎ। তত্র চাষ্টোত্তরশতবারান্ নিজমন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ॥ ১৩৬॥ শঙ্করভাষিতাঃ তচ্চ সর্ব্বং শঙ্করেণোদিতমিতি যাবৎ॥ ১৩৭॥ দহনান্তমিতি দ্রাবণমারভ্য দহনাবধি উপায়ং কুর্য্যাৎ॥১৩৮॥ তে চোপায়া মন্ত্রান্তরেম্বেব, ন ত্বস্মিন্ মোহনাখ্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র ইতি লিখতি শ্রীমদিতি। কিঞ্চিৎ সংস্কারাদিকম্। কিন্তু হৃন্মাত্রং স্পৃশতীতি তথা সন্নপি ফলত্যেব। তত্র দৃষ্টান্তত্বেনার্থান্তরমুপন্যস্যতি স্পৃষ্টোহীতি। যথা কথঞ্চিৎ স্পর্শমাত্রেণ দহনো দহেদেব তদ্বদ্ভক্তেস্তথাত্বাদিতি ভাবঃ। এতচ্চ পূর্ব্বং মাহাত্ম্যলিখনে ব্যক্তীভূতমেবাস্তি॥ ১৩৯॥

শালগ্রামে মনৌ যন্ত্র ইত্যাদিনা পূর্ব্বং পূজাস্থানেষু যন্ত্রমুল্লিখিতং। তন্মন্ত্রং যন্ত্র আলিখ্যেত্যাদিনা সাধ্যসাধনোপায়েষু চ যন্ত্রমুদ্দিষ্টং। অতোঽপেক্ষিতং যন্ত্রস্য লক্ষণং লিখন্ কেবলযন্ত্রধারণমাত্রেণৈব সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যন্তেন তদ্ধারণমাহাত্ম্যঞ্চ প্রমাণয়ন্ লিখতি অর্চ্চনার্থ ইত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। মুনে হে শ্রীনারদ! শ্রীকরং বিভূতিসম্পাদকং। ১৪০॥ একান্তং নির্জ্জনং॥১৪১॥

অনন্তর সিদ্ধমন্ত্র ব্যক্তির কৃত্য কথিত হইতেছে।—উক্ত আছে যে, সিদ্ধমন্ত্র ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির পূজা করিবেন কিংবা যথানিয়মে একসন্ধ্যা অর্চ্চনা ও এক শত অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন।

অসিদ্ধ-সাধনোপায় অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে তৎসাধনোপায় বিবৃত হইতেছে।—কথিত আছে যে, যথাযথ আচরণ পূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে পুনরায় জপ করিতে হয়, তাহা হইলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। পুনরনুষ্ঠান দ্বারাও সিদ্ধ না হইলে শিবোক্ত সাতটী উপায় অবলম্বন করিবে। ১৩৭। মন্ত্রসিদ্ধিবিষয়ে দ্রাবণাদি সপ্তবিধ উপায় মহেশ্বর কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, সুধী ব্যক্তি অন্য মন্ত্রসমূহ সম্বন্ধেই তৎসমস্ত সিদ্ধিপ্রদ জানিবেন। ১৩৮। এই শ্রীমান্ গোপালমন্ত্র অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, বহ্নি যেমন স্পর্শমাত্র দগ্ধ করেন, সেইরূপ কেবলমাত্র হৃৎপ্রদেশে স্পৃষ্ট হইলেই ইহা ফলিত হইয়া থাকেন। ১৩৯।

অনন্তর যন্ত্র কথিত হইতেছে।—সনৎকুমারকল্পে লিখিত আছে, হে দেবর্ষে! পূজার্থ উৎকৃষ্ট বিভূতিসাধক যন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি। স্বীয় গৃহে বা অরণ্যে কিংবা বিষ্ণুমন্দিরে নির্জ্জনস্থল অবলম্বন পূর্ব্বক গোময়ান্বিত সলিল দ্বারা শোধন করত তাহাতে শুদ্ধজল-ধৌত পীঠ স্থাপন করিবে। ১৪১। গন্ধপঙ্ক দ্বারা অষ্টদলকমল অঙ্কন পূর্ব্বক তৎকর্ণিকায় অগ্নি-পুটিত ও ত্রিকোণ-

বিলিখ্য গন্ধপঙ্কেন লিখেদষ্টদলাম্বুজম্। কর্ণিকায়াং লিখেদ্বহ্নিপুটিতং মণ্ডলদ্বয়ম্।
তস্য মধ্যে লিখেদ্বীজং সাধ্যাখ্যং কামসংযুতম্। ততঃ শিষ্টৈর্মনোর্বর্ণৈস্তং কামং বেষ্টয়েৎ সুধীঃ॥১৪২
শ্রিয়ং ষট্‌কোণকোণেষু ঐন্দ্রনৈর্ঋতবায়ুষু। আলিখ্য চ লিখেন্মায়াং বহ্নিবারুণশূলিষু।
মন্ত্রং ষড়ক্ষরং তত্র বিলিখেৎ ষট্‌সু সন্ধিষু। অক্ষরৈঃ কামগায়ত্র্যা বেষ্টয়েৎ কেশরং সুধীঃ।
কামমালা-মনোর্বর্ণান্ দলেষষ্টসু মন্ত্রবিৎ। লিখেদগ্‌হাঞ্জনৈর্ভৈর্মাতৃকাং তদ্বহির্ন্যসেৎ।
ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্বাহ্যে শ্রীমায়াং দিগ্বিদিক্ষু চ। এবং যন্ত্রং সমালিখ্য জাতরূপময়ে পটে।
রাজতে তাম্রপট্টে বা ভূর্জ্জে ক্ষৌমময়েঽপি বা। সূক্ষ্মতন্তুপটে বাপি প্রতিষ্ঠাপ্য সমীরণম্।
হুত্বা সহস্রমাজ্যেন মন্ত্রসম্পাতপূর্ব্বকম্। অর্চ্চয়িত্বাযুতং জপ্ত্বা ধারয়েদ্যন্ত্রমুত্তমম্।
ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যমাপ্নোতি দেবৈরপি সুপূজিতম্। আকর্ষণং সুরস্ত্রীণাং নাগলোকনিবাসিনাম্।
পিশাচযক্ষরক্ষাংসি ক্রূরভূতগণাশ্চ যে। দুষ্টসর্পাদয়ঃ সত্বা হ্যপসর্পন্তি দূরতঃ।

বহ্নিপুটিতং মণ্ডলদ্বয়ং ষট্‌কোণমিত্যর্থঃ; অগ্রে ষট্‌কোণেষিত্যুক্তেঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—কর্ণিকায়াস্তু ষট্‌কোণং সুসাধ্যং তত্র তন্মহুমিতি। কামং কামবীজং। শিষ্টৈঃ অবশিষ্টৈঃ সপ্তদশভির্বর্ণৈঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—শিষ্টৈস্তু সপ্তদশভিরক্ষরৈর্বেষ্টয়েৎ স্মরমিতি॥ ১৪২॥ ষট্‌কোণস্য তস্য কোণেষু ঐন্দ্রাদিষু শ্রিয়ং লক্ষ্মীবীজম্ আলিখ্য বহ্ন্যাদিকোণেষু ত্রিষু মায়াং ভুবনেশ্বরীবীজং লিখেৎ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—প্রাগ্রক্ষোঽনিলকোণেষু শ্রিয়ং শিষ্টেষু সদ্মস্বিতি। তত্র ষট্‌কোণে বহির্যে ষট্‌সন্ধয়স্তেষু ষড়ক্ষরং মন্ত্রং লিখেৎ। একৈকস্মিন্ সন্ধৌ একৈকাক্ষরং লিখেদিত্যর্থঃ। ষড়ক্ষরশ্চাত্র কামবীজেন সহিতশ্চতুর্থ্যন্তো নত্যন্তশ্চ কামগায়ত্র্যাশ্চতুর্ব্বিংশতিভিরক্ষরৈঃ প্রত্যেকং কেশরমক্ষরত্রয়মিত্যেবমষ্টদলকমলস্য কেশরাষ্টকং বেষ্টয়েদিত্যর্থঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—ষড়ক্ষরং সন্ধিষু চ কেশরেষু ত্রিশস্ত্রিশঃ। বিলিখেৎ স্মরগায়ত্রীমিতি। কামমালামন্ত্রস্য বর্ণানষ্টচত্বারিংশদক্ষরাণি প্রত্যেকদলং ষট্‌ বর্ণানিত্যেবমষ্টদলেষু লিখেৎ। তথা

পুটিত মণ্ডলদ্বয় (ষট্‌কোণ) লিখিবে। তন্মধ্যে সর্ব্বকার্য্যের কারণস্বরূপ গর্ভিত সাধ্যমন্ত্র-সমন্বিত কামবীজ অঙ্কন করিতে হয়। ঐ ষট্‌কোণের মধ্যে সাধ্যনাম (ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ এই ছয়টী) বর্ণ লিখিবে। তৎপরে সুবুদ্ধি ব্যক্তি অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের অবশিষ্ট সপ্তদশাক্ষর দ্বারা ঐ কামবীজকে বেষ্টন করিবে। ১৪২। তৎপরে উক্ত ষট্‌কোণের পূর্ব্ব, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে লক্ষ্মীবীজ (শ্রীঁ) এবং অগ্নিকোণ, পশ্চিম ও ঈশানদিগ্‌ভাগে মায়াবীজ (হ্রীঁ) লিখিতে হইবে। সন্ধিষট্‌কে ষড়ক্ষর মন্ত্র (ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ) লিখিতে হইবে। সুবুদ্ধি ব্যক্তি কামগায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতিবর্ণ দ্বারা কেশর বেষ্টন করিয়া দিবেন। মন্ত্রবিদ্ জন উৎকৃষ্ট গৃহাঞ্জন (একপ্রকার মসী) দ্বারা অষ্ট দলে ছয় ছয়টী বর্ণ করিয়া কামকলার অষ্টচত্বারিংশদ্বর্ণ লিখিবেন। তদ্বহির্দ্দেশে বিন্দুসমন্বিত একপঞ্চাশৎ-সংখ্য মাতৃকাবর্ণ লিখিতে হয়। তাহার বহির্ভাগে সর্ব্বদিকে ভূবিম্ব (ভূমণ্ডল) এবং তদ্বহির্ভাগে শ্রীবীজ (শ্রীঁ) আর বিদিকে (অগ্ন্যাদি চারি কোণে) মায়াবীজ (হ্রীঁ) লিখিবেন। এইরূপ সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, তাম্রময়, ভূর্জ্জময়, ক্ষৌমময় বা সূক্ষ্ম-তন্তুময় পটে মন্ত্র লিখিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপরে মন্ত্রসম্পাত করত সহস্র ঘৃতহোম

যন্ত্ররাজধরং দৃষ্ট্বা বিদ্রবন্তি চ বিভ্যতি। বহুনা কিমিহোক্তেন সর্ব্বলোকসুখাবহম্।
স্ত্রীণামাকর্ষণং সদ্যো রাজ্ঞাং বশ্যকরং ভুবি। যোগসিদ্ধিকরং পুংসাং ভবসাগরতারকম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যমিতি প্রোক্তঞ্চ বেধসা॥ ১৪৩॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে পৌরশ্চরণিকো নাম সপ্তদশো বিলাসঃ॥

চ ক্রমদীপিকায়াং।—মালামন্ত্রং দলাষ্টকে। ষট্‌শঃ সংলিখ্যেতি। কৈর্লিখেৎ?—তৈস্ত্রৈরুক্তৈর্গৃহীতৈঃ মসীবিশেষৈঃ। তেভ্যোঽষ্টদলেভ্যো বহির্মাতৃকামেকপঞ্চাশদক্ষরাত্মিকাং সবিন্দুকাং ক্রমেণ লিখেচ্চ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং। -তদ্বাহ্যে বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈরিতি। তদ্বাহ্যে মাতৃকাতো বহির্ভূবিম্বং ভূমণ্ডলং পরিতো লিখেৎ। তস্য দিক্ষু প্রাচ্যাদিচতুস্বেষু শ্রিয়ং লক্ষ্মীবীজং বিদিক্ষু চ অগ্ন্যাদি-চতুষ্কোণেষু মায়াবীজঞ্চ লিখেদিত্যর্থঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।—ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্বাহ্যে শ্রীমায়ে দিগ্বিদিক্ষ্বপীত্যর্থঃ। তদ্বহিশ্চতুষ্কোণং কোণচতুষ্টয়ে বজ্রচতুষ্টয়সমেতং লেখ্যমিতি সৎসম্প্রদায়ঃ। সমীরণং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বেত্যর্থঃ। নাগলোকঃ পাতালং, তদ্বাসিনামপি স্ত্রীজনানামিতি শেষঃ। দিব্যং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকঞ্চেত্যর্থঃ॥ ১৪৩॥

ইতি সপ্তদশো বিলাসঃ॥

করিয়া এবং অর্চ্চনান্তে অযুতমন্ত্র জপ পূর্ব্বক এই যন্ত্রোত্তম ধারণ করিবে। এই যন্ত্র ধারণ করিলে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য লাভ হয় এবং সেই যন্ত্রধারক সুরগণের অর্চ্চিত হন। এই যন্ত্রের প্রসাদে সুরনারী ও নাগকামিনীগণকেও আকর্ষণ করা যায়। যে ব্যক্তি এই যন্ত্র ধারণ করে, তাহাকে দর্শনমাত্র পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, ক্রূর ভূতগণ ও দুষ্ট ভুজঙ্গাদি জন্তুগণ ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে। অধিক আর কি বর্ণন করিব, বিধাতা স্বয়ং বলিয়াছেন যে, এই যন্ত্ররাজ ধরাতলে সর্ব্বলোকের সুখপ্রদ, নারীজনের আকর্ষক, সদ্যঃ নৃপতিবর্গের বশ্যকর, পুরুষগণের যোগসিদ্ধিপ্রদ, ভবসমুদ্রের তারক, বৈকুণ্ঠপ্রাপক এবং ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। ১৪৩।

ইতি পৌরশ্চরণিক নামক সপ্তদশ বিলাস সমাপ্ত।

অষ্টাদশবিলাসঃ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ। স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥১॥
অপেক্ষ্যন্তেঽর্চ্চনেঽবশ্যমধিষ্ঠানানি বৈষ্ণবৈঃ। শ্রীমূর্ত্তয়শ্চ তত্রাপি সাক্ষাৎকারসুখপ্রদাঃ ॥২॥
শ্রীমূর্ত্তীনাং লক্ষণানি লিখিতান্যেব কানিচিৎ। প্রাদুর্ভূতের্বিধিস্তাসাং প্রতিষ্ঠায়াশ্চ লিখ্যতে ॥৩॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবনম্।

ভক্ত্যৈব ভগবন্মূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবোঽপি চেদ্ভবেৎ। কর্ত্তব্যোঽথাপ্যুপায়োঽত্র পূর্ব্বৈঃ সদ্ভিঃ প্রদর্শিতঃ ॥৪

অথ তত্রাদৌ শ্রীমূর্ত্ত্যাবির্ভাবনমাহাত্ম্যম্।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

প্রতিমাং কারয়িত্বা তু দেবদেবস্য চক্রিণঃ। ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
দেবস্য প্রতিমায়াস্তু যাবন্তঃ পরমাণবঃ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীগুরুমুখৈকগম্যং শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবনবিধিং লিখন্ পরমদুজ্ঞেয়োঽপি ভগবৎ-প্রসাদাৎ সুজ্ঞেয়ো ভবতীতি তৎপ্রসাদং প্রার্থয়তে যস্যেতি ॥ ১ ॥ অর্চ্চনে নিমিত্তানি অধিষ্ঠানানি পূজাস্থানানি। তত্র অধিষ্ঠানেষপি মধ্যে শ্রীমূর্ত্তয়ঃ ভগবৎ-প্রতিকৃতয়োঽবশ্য-মপেক্ষ্যন্তে। কুতঃ ?—ভগবৎসাক্ষাৎকারে যৎ সুখং তৎ প্রকর্ষেণ দদতীতি তথা তাঃ ॥ ২ ॥ লিখিতানি পূর্ব্বং বহিঃপূজায়াং চতুর্ব্বিংশতি-মূর্ত্ত্যাদি-লিখনে কানিচিদিতি, অধুনা তান্যপি লেখ্যানীতি ভাবঃ। তাসাং শ্রীমূর্ত্তীনাং প্রাদুর্ভূতেঃ প্রাদুর্ভাবস্য প্রতিষ্ঠায়াশ্চ বিধির্লিখ্যতে ॥৩
নিজভক্ত্যৈকসাধ্যেঽপি শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবনে শিষ্টাচারানুসারেণ যত্নঃ কার্য্য ইতি লিখতি ভক্ত্যৈবেতি। অপি চেৎ যদ্যপি ভক্ত্যৈব ন চ শিল্পাদিশক্ত্যা ভবেৎ, তথাপি অত্র ভগবন্মূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাবে উপায়ঃ সাধনমনুষ্ঠেয়ঃ, স চ ন স্বকল্পিতঃ, কিন্তু শাস্ত্রদ্বারা সাধুপরম্পরয়াভিব্যঞ্জিত ইতি লিখতি পূর্ব্বৈরিতি ॥ ৪ ॥
প্রাসাদবৎ প্রাসাদনির্ম্মাণে যথা ফলমুক্তং তথা তস্যাঃ প্রতিমায়া নির্ম্মাণেঽপীত্যর্থঃ।

যাঁহার প্রসাদে আশু অজ্ঞজনেরও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়, সেই ভগবান্ চৈতন্যদেব মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। ১। বৈষ্ণবেরা অবশ্যই পূজার (উপযুক্ত) স্থান অপেক্ষা (জানিতে ইচ্ছা) করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে আবার ভগবৎপ্রতিকৃতি সকলকে অপেক্ষা করেন; কেননা, ঐ সমস্ত প্রতিকৃতি ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত সুখ প্রদান করেন। ২। ইত্যগ্রে বাহ্যপূজা-প্রসঙ্গে চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্ত্যাদিলিখনে শ্রীমূর্ত্তিসমূহের কয়েকটী লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে, অধুনা সেই সমস্ত শ্রীমূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব ও প্রতিষ্ঠাবিধি বিবৃত হইতেছে। ৩।

অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব।—ভক্তিযোগেই ভগবন্মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব হয় সত্য, তথাপি এখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সজ্জনগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট উপায়ই অবলম্বনীয়। ৪।

কিঞ্চ।—

প্রাসাদবত্তথা তস্যাঃ ফলং সম্যগুদাহৃতম্। উত্তরোত্তরতো দ্রব্যৈর্বিনা পক্কেষ্টকাঃ দ্বিজাঃ ॥৫॥

নারসিংহে।—

প্রতিমাং লক্ষণোপেতাং নরসিংহস্য কারয়েৎ। সর্ব্বপাপানি সন্ত্যজ্য স তু বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥৬॥

শ্রীমূর্ত্ত্যাবির্ভাবনবিধিঃ।

মাৎস্যে।—

বিষ্ণোস্তাবৎ প্রবক্ষ্যামি যাদৃগ্রূপং প্রশস্যতে। শঙ্খচক্রধরং শান্তং পদ্মহস্তং গদাধরম্।
ছত্রাকারং শিরস্তস্য কম্বুগ্রীবং শুভেক্ষণম্। তুঙ্গনাসং শূর্পকর্ণং প্রশান্তোরুভুজদ্বয়ম্।
কচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপি বা। দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনে স পুরোধসা ॥ ৭ ॥
দেয়মষ্টভুজস্যাস্য যথাস্থানং নিবোধত। খড়্গো গদা শরঃ পদ্মং দেয়ং দক্ষিণতো হরেঃ।
ধনুশ্চ খেটকঞ্চৈব শঙ্খ-চক্রঞ্চ বামতঃ। চতুর্ভুজস্য বক্ষ্যামি যথৈবায়ুধসংস্থিতিঃ ॥

এতচ্চাগ্রে মন্দিরনির্ম্মাণে লেখ্যং। তথাহি।—যাবন্তো দ্বিজেন্দ্রাঃ পরমাণবঃ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে। প্রাসাদে মৃন্ময়ে পুণ্যং ময়ৈতৎ কথিতং দ্বিজাঃ। তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যং কৃতে শৈলময়ে ভবেৎ। ততো দশগুণং লৌহে তাম্রে শতগুণং ততঃ। সহস্রগুণিতং রৌপ্যে তস্মাৎ ফলমুপাশ্নুতে। ততঃ শতসহস্রং বৈ সৌবর্ণে দ্বিজসত্তমাঃ। অনন্তং ফলমাপ্নোতি রত্নচিত্রে মনোহরে ইতি। সম্যগিতি প্রাসাদতোঽপ্যত্র বিশিষ্টং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ লক্ষণৈরগ্রে লেখ্যৈর্যুক্তাং ॥ ৬ ॥

ভবনে গৃহপূজায়ামিত্যর্থঃ। স বিষ্ণুঃ দ্বিভুজোঽপি আচার্য্যেণ কার্য্যঃ ॥৭॥ খেটকং চর্ম্ম ॥৮॥ সর্ব্বেষাং পরিবার-পরিচ্ছদ-সন্নিবেশমাহ অধস্তাদিতি সার্দ্ধ-চতুর্ভিঃ। শ্রীঃ সর্ব্ব-সম্পদধিষ্ঠাত্রী

তন্মধ্যে অগ্রে শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাবমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, যিনি দেবদেব চক্রধারীর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাকে কদাচ দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না, তিনি হরিধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবমূর্ত্তিতে যতগুলি পরমাণু বিদ্যমান থাকে, তত সহস্রবর্ষ হরিধামে গমন পূর্ব্বক অর্চ্চিত হইতে পারে। আরও লিখিত আছে, ভগবানের মন্দির নির্ম্মাণ করিলে যে ফল হয়, মূর্ত্তি নির্ম্মাণেও তদ্রূপই হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! পক্ক ইষ্টক ব্যতীত উত্তরোত্তর বস্তু দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণ করিলে সমধিক ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৫। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে, সুলক্ষণবিশিষ্ট নৃসিংহমূর্ত্তি প্রস্তুত করিলে নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হরিধামে গমন করিতে পারে। ৬।

অতঃপর শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাবণবিধি। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, হরির যেরূপ মূর্ত্তি প্রশস্ত, তাহা বর্ণন করিতেছি। বিষ্ণুমূর্ত্তি শঙ্খ-চক্রধারী, প্রশান্ত, পদ্মহস্ত ও গদাধারী। তাঁহার শিরোদেশ ছত্রাকৃতি, গলদেশ শঙ্খবৎ রেখাবিশিষ্ট, নেত্র উত্তম, নাসিকা উন্নত, কর্ণ শূর্পাকার, এবং উরুদ্বয় ও ভুজযুগল প্রশান্ত। তিনি কখন অষ্টহস্ত কখন বা চতুর্ভুজ। গৃহপূজায় সেই বিষ্ণুকে দ্বিভুজ করা পুরোহিতের কর্ত্তব্য। ৭। অষ্টভুজমূর্ত্তির যে স্থানে

দক্ষিণে চ গদাং পদ্মং বাসুদেবস্য কারয়েৎ। বামতঃ শঙ্খচক্রে চ কর্ত্তব্যে ভূতিমিচ্ছতা।
কৃষ্ণাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্যতে। যথেচ্ছয়া শঙ্খ-চক্রে উপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥৮॥
অধস্তাৎ পৃথিবী দেবী কর্ত্তব্যা পদমধ্যতঃ। দক্ষিণে প্রণতং তদ্বদ্গরুত্মন্তং নিবেশয়েৎ।
বামতস্তু ভবেল্লক্ষ্মীঃ পদ্মহস্তা সুশোভনা। গরুত্মানগ্রতো বাপি সংস্থাপ্যো ভূতিমিচ্ছতা।
শ্রীশ্চ পুষ্টিশ্চ কর্ত্তব্যে পার্শ্বয়োঃ পদ্মসংযুতে। তোরণঞ্চোপরিষ্টাচ্চ বিদ্যাধরসমন্বিতম্।
তথা কল্পলতোপেতং স্তুবদ্ভিরমরেশ্বরৈঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমূর্ত্তিপরিমাণম্।

তত্রৈব।—

অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বাদারভ্য বিতস্তিং যাবদেব তু। গৃহে বৈ প্রতিমা কার্য্যা নাধিকা শস্যতে বুধৈঃ ॥১০॥
আষোড়শাত্তু প্রাসাদে কর্ত্তব্যা নাধিকা ততঃ। মধ্যোত্তমকনিষ্ঠা তু কার্য্যা বিত্তানুসারতঃ ॥১১॥

বারাহ্যাঞ্চ।—

সৌম্যা তু হস্তমাত্রা বসুদা হস্তদ্বয়োচ্ছ্রিতা। প্রতিমা ক্ষেমসুভিক্ষায় ভবেত্ত্রিচতুর্হস্তপ্রমাণা চ ॥১২॥

মহালক্ষ্ম্যংশভূতা। অমরেশ্বরৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরুপেতং। প্রণামস্তবনমুদ্রা চ শিল্পিষু প্রসিদ্ধৈব ॥৯॥ গৃহে স্বগৃহান্তরর্চ্চনে ॥১০॥ আ ষোড়শাৎ একহস্তমারভ্য ষোড়শহস্তপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। অত্র চ মধ্যমোত্তমত্বাদিকং তত্রৈব মধ্যমত্বস্যাপি কল্পনয়া জ্ঞেয়ং ॥ ১১ ॥ ক্ষেমায় ত্রিহস্তা, সুভিক্ষায় চতুর্হস্তেতি যথাসংখ্যং জ্ঞেয়ং ॥১২॥ প্রতিমায়াঃ কর্ম্ম নির্ম্মাণকৃত্যং ॥ ১৩ ॥ স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা ॥১৪॥

যাহা স্থাপন করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করি, অবধান কর। হরিমূর্ত্তির দক্ষিণ কর-চতুষ্টয়ে অসি, গদা, শর ও পদ্ম এবং বাম কর-চতুষ্টয়ে ধনুঃ, চর্ম্ম, শঙ্খ ও চক্র প্রদান করিবে। যেরূপে চতুর্ভুজ মূর্ত্তির অস্ত্রসমূহ সংস্থিত থাকে, তাহা বর্ণন করি, অবধান কর। ঐশ্বর্য্য-কামী ব্যক্তি দক্ষিণকরদ্বয়ে গদা ও পদ্ম এবং বাম করযুগলে শঙ্খ ও চক্র দিবেন। কৃষ্ণাব-তারে বামকরেই গদা থাকে; ইচ্ছাবশে উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ চক্র কল্পনা করিতে হয়। ৮। পদমধ্যে অধোভাগে পৃথিবীর প্রতিমা, দক্ষিণদিকে নতশিরাঃ গরুড়, বামদিকে পদ্মধারিণী সৌন্দর্য্যময়ী লক্ষ্মীদেবী অধিষ্ঠিত থাকিবেন। গরুড়কে অগ্রভাগে স্থাপন করাই ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সম্পদ্রূপিণী লক্ষ্মীকে এবং পুষ্টিদেবীকে পদ্মসমন্বিতা করিয়া পার্শ্বদ্বয়ে স্থাপন করিতে হয়; উপরিভাগে তোরণ করিবে এবং এই ভাবে নির্ম্মাণ করিবে যে, বিদ্যাধর সংযুক্ত ও কল্পতরু-সমন্বিত হইবে, এবং দেবশ্রেষ্ঠগণ উহাতে অবস্থিত হইয়া বিষ্ণুমূর্ত্তিকে স্তব করিতেছেন। ৯।

অতঃপর শ্রীমূর্ত্তির পরিমাণনির্ণয় হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, স্বগৃহে পূজা করিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিতস্তিপর্য্যন্ত প্রতিমা প্রস্তুত করাই পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য; ইহার অধিক করা উচিত নয়। ১০। প্রাসাদে একহস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শকর পর্য্যন্ত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়, ততোধিক অপ্রশস্ত। নিজসম্পত্তি অনু-সারে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠাদিক্রমে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। ১১। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, একহস্তপ্রমাণ মূর্ত্তি প্রশস্ত; যে প্রতিমা দুই হস্ত উচ্চ, তাহা ধনদাত্রী; হস্তত্রয়োচ্চা মূর্ত্তি কল্যাণ বিধান করেন, এবং চতুর্হস্তোন্নতা প্রতিমা সুভিক্ষের হেতুভূতা। ১২।

অথারম্ভে কৃত্যম্।

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

প্রাসাদস্যোত্তরে ভাগে শিলাং নীত্বা চ দেশিকঃ। কৃত্বা কর্ম্মকুটীং রম্যাং প্রতিমা কর্ম্ম কারয়েৎ॥১৩॥
চতুরস্রায়তং কৃত্বা শিলাং সংস্থাপ্য চার্চ্চয়েৎ। শিরো মুখঞ্চ পৃষ্ঠে চ অঙ্কয়িত্বা তু বুদ্ধিমান্।
যজমানানুকূল্যেন গুরুঃ কর্ম্ম সমারভেৎ। শিলাং পূর্ব্বাননাং কৃত্বা অথবা উত্তরাননাম্।
তোয়েন ব্রহ্মঘোষাদ্যৈঃ স্নাপ্য পঞ্চাদ্বলিং হরেৎ॥ ১৪॥
দধিদূর্ব্বাক্ষতৈঃ পূজাং নবারম্ভে সমাচরেৎ। শুক্লৈর্গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ মন্ত্রেণানেন দেশিকঃ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

ওঁ তৎসৎ নমঃ।

যোঽসৌ ভগবান্ সর্ব্বজগত প্রবীরঃ সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রবববরাহ
জয় জয় সুপ্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তি প্রবর্দ্ধয়ব। ওঁ ওঁ ফট্ ফট্ নমঃ॥
স্বস্তি বাচ্য দ্বিজান্ সম্যগ্ গুরুভক্ত্যা সমর্চ্চয়েৎ।
বস্ত্রপুষ্পাদিদানেন অশাঠ্যেন তু পূজয়েৎ॥ ১৫॥
মঙ্গলৈর্ব্রহ্মঘোষাদ্যৈঃ প্রতিমাং সংবিভাজয়েৎ।
মধ্যসূত্রং সমাস্ফাল্য তীক্ষ্ণশস্ত্রেণ চোৎকিরেৎ॥ ১৬॥

বাচ্য বাচয়িত্বা॥ ১৫॥ সমাস্ফাল্য পাতয়িত্বা। উৎকিরেৎ অঙ্কয়েৎ॥ ১৬॥

অনন্তর কার্য্য প্রারম্ভে যাহা যাহা করণীয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, পুরোহিত প্রাসাদের উত্তর ভাগে শিলা লইয়া গিয়া সুরম্য কর্ম্মকুটীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক সেই স্থানে দেবপ্রতিমা প্রস্তুত করাইবেন। ১৩। সুবুদ্ধি গুরু শিলাকে চতুষ্কোণ করিয়া সংস্থাপন করত পূজা করিবেন। তদনন্তর সেই শিলাপৃষ্ঠে দেবতার মস্তক ও মুখ প্রদেশ অঙ্কন পূর্ব্বক যজমানের আনুকূল্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। শিলাকে পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য করিয়া বেদমন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে জলদ্বারা স্নান করাইয়া পূজোপহার সকল সংগ্রহ করিবেন। ১৪। দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রারম্ভে আচার্য্য দধি, দূর্ব্বা, অক্ষত, শ্বেতচন্দন ও মাল্য দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে।

উক্ত পূজার মন্ত্র। —"ওঁ তৎসৎ নমঃ। যোঽসৌ ভগবান্" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থাৎ যে ভগবান্ নিখিলজগতের মধ্যে মহাবীর, যিনি সঙ্কর্ষণ, যিনি বাসুদেব ও বরাহমূর্ত্তিধারী, তাঁহার জয় হউক্। হে সুপ্রতিষ্ঠিত দেব! আপনি কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিয়া দিউন্। এই বলিয়া ওঁ ওঁ ফট্ ফট্ নমঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিবেন। দ্বিজাতিগণকে স্বস্তিবচন করাইয়া শাঠ্য বর্জ্জন পূর্ব্বক সম্যক্ গুরুবদ্‌ভক্তি সহকারে বসন ও কুসুমাদি দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবেন। ১৫। পরে মঙ্গলময় বেদধ্বনি করিতে করিতে প্রতিমাকে সম্যক্‌রূপে বিভাগ করিতে হয় এবং শিলামধ্যে সূত্রপাত করত তীক্ষ্ণাস্ত্রে অঙ্কিত করিবে। ১৬।

অতঃপর অঙ্গের পরিমাণবিশেষ কথিত হইতেছে। —মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, মূর্ত্তির নিজ

মাৎস্যে।— অথাঙ্গপরিমাণবিশেষঃ।

স্বকীয়াঙ্গুলমানেন মুখং স্যাদ্দ্বাদশাঙ্গুলম্। মুখমানেন কর্ত্তব্যা সর্ব্বাবয়বকল্পনা॥ ১৭॥

অথ অঙ্গুলিপরিমাণম্।

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

অভিপ্রেতপ্রমাণন্তু নবধা প্রবিভাজয়েৎ। নবমে ভাস্করৈর্ভক্তে ভাগঃ স্বাঙ্গুলমুচ্যতে॥ ১৮॥

শ্রীনারদীয়ে চ।—

বিম্বমানং তু নবধা প্রোচ্ছ্রয়াৎ সংবিভজ্য বৈ। ভাগং ভাগং ততো ভূয়ো ভবেদ্দ্বাদশধা দ্বিজ।
তদঙ্গুলং স্যাদ্বিম্বস্যেতি॥ ১৯॥

এবং পুরাণতন্ত্রাদি দৃষ্ট্বাত্রেদং বিলিখ্যতে। ললাটাচ্চিবুকান্তং স্যাৎ শ্রীমুখং দ্বাদশাঙ্গুলং॥২০॥

তত্রাননং ভাগ একস্তত্রৈব চতুরঙ্গুলম্। ললাটং নাসিকা তদ্বদ্গুল্ফমর্দ্ধাঙ্গুলং ভবেৎ॥ ২১॥

অর্দ্ধাঙ্গুলোঽধরস্তূর্দ্ধোঽপরশ্চৈকাঙ্গুলো মতঃ। দ্ব্যঙ্গুলং চিবুকং চাথ গ্রীবা স্যাচ্চতুরঙ্গুলা॥২২॥

স্বকীয়ং শ্রীমূর্ত্তেরেব যদঙ্গুলং তস্য মানেন। অঙ্গুলিরিতি বক্তব্যে অঙ্গুলমিত্যার্ষং। এবমগ্রেঽপি॥ ১৭॥

স্বকীয়াঙ্গুলিমানমেব লিখতি অভিপ্রেতেত্যাদি সপাদদ্বয়েন। অভিপ্রেতং নিজাভীষ্টপ্রমাণং শ্রীমূর্ত্তিপরিমাণং। ভাস্করৈর্দ্বাদশভির্ভাগৈর্ভক্তে বিভক্তে সতি তদেকভাগঃ স্বস্যাঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্গুলং॥ ১৮॥ বিম্বং প্রতিমা॥ ১৯॥ অধুনা অবয়বমানং লিখতি এবমিত্যাদি। আদিশব্দাৎ সংগ্রহপুস্তকাদি। ইদমগ্রে লেখ্যং। ললাটাৎ শ্রীমল্ললাটোপরিভাগাদারভ্য। তথা চ শ্রীনারদীয়পঞ্চরাত্রে—চিবুকাচ্চ ললাটান্তমিত্যাদি। এতদাদিকমগ্রে সর্ব্বং তত্র তত্র ব্যক্তং ভাবীতি সম্পূর্ণবচনমত্র ন সংগ্রাহ্যং॥ ২০॥ তত্র তস্মিন্নানন এব ললাটং চতুরঙ্গুলং। তদ্বৎ চতুরঙ্গুলেত্যর্থঃ॥ ২১॥ অপরঃ অধস্তনঃ। শ্রীমুখনিজবিভাগং লিখিত্বা তদধঃ শ্মশ্র্বাদিলিখনেন ভিন্নোপ-

---

অঙ্গুলীপ্রমাণে শ্রীমূর্ত্তির বদনদেশ দ্বাদশাঙ্গুল করিবে; মুখের পরিমাণে যাবতীয় অবয়ব কল্পনা করা কর্ত্তব্য। ১৭।

অনন্তর অঙ্গুলীপরিমাণ ব্যক্ত হইতেছে।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, স্বীয় অভীষ্ট পরিমিত শ্রীমূর্ত্তির পরিমাণকে নয় অংশে বিভক্ত করত তাহার এক অংশকে দ্বাদশ ভাগ করিলে একভাগে যাহা হয়, শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গুলীর পরিমাণ তাহাই জানিবে। ১৮। নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে, হে বিপ্র! উচ্চ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত প্রতিমূর্ত্তিকে নয় অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিবে; এইরূপ করিলে এক এক ভাগে যাহা হইবে, তাহাই প্রতিমার এক অঙ্গুলীর পরিমাণ জানিবে। ১৯। পুরাণতন্ত্রাদি পর্য্যালোচন পূর্ব্বক এখানে লিখিত হইতেছে যে, ভালতটের উপরিদেশ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত শ্রীমুখ দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ করিতে হয়। ২০। উহাতে এক অংশ মুখ, মুখমধ্যে ললাট চতুরঙ্গুল, নাসা চতুরঙ্গুল এবং গুল্ফদেশ অর্দ্ধাঙ্গুল করিতে হয়। ২১। তৎপরে অধর অর্দ্ধ অঙ্গুল, ওষ্ঠ একাঙ্গুল ও চিবুক অঙ্গুলীদ্বয়, এইরূপে সর্ব্বসমেত মুখের পরিমাণ

বক্ষো গগো ভবেদস্তস্তস্মান্নাভ্যবধিঃ পরঃ। ততোঽপরশ্চ মেঢ্রান্তস্তস্মাদূরুবিভাগকৌ॥ ২৩॥
তথা দ্বিভাগিকে জঙ্ঘে জানুনী চতুরঙ্গুলে। পাদৌ চ তৎসমাবিত্থং দৈর্ঘ্যভাগা নবোদিতাঃ॥২৪॥
কুত্রাপ্যুচ্চাৎ ললাটস্যোপরিষ্টাত্র্যঙ্গুলং শিরঃ। তদ্বদ্গ্রীবাজানুপাদাস্তথাপি স্থানং নৈব তে॥২৫॥
ইতি স্যাৎ সর্ব্বতো দৈর্ঘ্যে সাষ্টোত্তরশতাঙ্গুলাঃ। চতুর্দ্দশাঙ্গুলো মৌলিঃ কচিচ্চ দ্বাদশাঙ্গুলঃ॥২৬॥

অথ বিস্তারঃ।

বিস্তারেঽষ্টাঙ্গুলং তস্যা ললাটং স্বর্দ্ধচন্দ্রবৎ। ভ্রুবৌ নেত্রান্তপর্য্যন্তে প্রত্যেকং চতুরঙ্গুলে।
তয়োর্ম্মধ্যে দ্ব্যঙ্গুলং স্যাৎ কচিচ্চৈকাঙ্গুলং মতম্। ভ্রূলেখার্দ্ধাঙ্গুলা সা চ মধ্যে স্থূলাগ্রতঃ কৃশা।
তীক্ষ্ণা নতধনুস্তুল্যা কর্ণৌ তু চতুরঙ্গুলৌ॥ ২৭॥

ক্রমাদথশব্দঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং॥ ২২॥ অন্তঃ শ্রীমুখবিভাগাদ্ভিন্নঃ। তস্মাদ্বক্ষসঃ॥ ২॥ তথেতি সমুচ্চয়ে। তৎসমৌ চতুরঙ্গুলৌ। তৌ চ গুল্‌ফাৎ পার্ষ্ণিপর্য্যন্তৌ জ্ঞেয়ৌ দৈর্ঘ্যান্ত লিখনাৎ॥২৪॥ কুত্রাপি শ্রীনারদীয় এব। এতদাদি প্রমাণবচনানি চ সর্ব্বাণ্যেবাগ্রে তত্র তত্র ব্যক্তীভবিষ্যন্ত্যেবেত্যত্র পূর্ব্ববন্ন লিখ্যন্তে। গ্রীবাদয়োঽপি তদ্বৎ ত্র্যঙ্গুলাঃ ত্রিভাগাঃ॥ ২৫॥ তদ্দার্ঢ্যার্থমেব লিখতি ইতীতি। সা শ্রীমূর্ত্তিঃ। মৌলিস্তু ললাটোপরি শ্রীমস্তকে জ্ঞেয়ঃ। কচিৎ শ্রীহয়শীর্ষীয়ে। তথাপি দ্বাদশাঙ্গুলত্বং দ্ব্যঙ্গুলালকস্থলত্যাগাদবিরুদ্ধমেব। তথা চ তত্রৈব পরেণ দ্ব্যঙ্গুলৌ শঙ্খাবিত্যাদি। অস্যার্থঃ। পরেণেতি ললাটাৎ পরতঃ তদুপরীত্যর্থঃ। তৎপার্শ্বয়োরাধিকান্তথালকান্বিতাবিত্যুক্তেশ্চ॥ ২৬॥

এবং দৈর্ঘ্যং লিখিত্বাঙ্গানাং বিস্তারং লিখতি বিস্তার ইত্যাদিনা। তস্যাঃ শ্রীমূর্ত্তেঃ। কচিৎ শ্রীনারদীয়ে। উভয়থাপ্যলিখিতে এব তে॥ ২৭॥ বা শব্দো মতভেদাৎ। স চাত্র বিম্বত্বাপেক্ষয়া ঘটত এব। উচ্চৈঃ দৈর্ঘ্য ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি চিবুকাবধীতি বিম্বয়োরষ্টাঙ্গুলত্বেন

দ্বাদশাঙ্গুলী হইবে। গ্রীবা চতুরঙ্গুল করিতে হয়। ২২। মুখ বিভাগ হইতে বক্ষোভাগ বিভিন্ন হইবে। বক্ষোভাগের অধঃ হইতে নাভি পর্য্যন্ত আর একটী অংশ। তৎপরে মেঢ্র (পুংচিহ্ন) পর্য্যন্ত অন্য অংশ বলিয়া পরিগণিত। তদনন্তর উরু দুই অংশ।২৩। ঐরূপ জঙ্ঘাও উরুবৎ দুই অংশ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুল; জানু চতুরঙ্গুল, এবং চরণদ্বয়ও চতুরঙ্গুল, সুতরাং দৈর্ঘ্যভাগ নবধা বলিয়া উক্ত হইল।২৪। নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে যে, ললাটের ঊর্দ্ধ মস্তক, এবং গ্রীবা জানু ও পদ প্রত্যেকটী তিন তিন অঙ্গুলী হইবে। এইরূপ তুল্য পরিমাণে অষ্টোত্তর শতাঙ্গুলীতে নয় অংশ হইবে। ২৫। এইরূপ হইলে প্রতিমূর্ত্তির দৈর্ঘ্য সর্ব্বথা এক শত অষ্ট অঙ্গুলী হইবে। কোন কোন ব্যক্তির মতে শিরঃপ্রদেশ চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী, কেহ কেহ বা দ্বাদশাঙ্গুলী বলিয়া থাকেন। ২৬।

অনন্তর প্রতিমার বিস্তারপরিমাণ কথিত হইতেছে।—দেবদেবমূর্ত্তির ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্রবৎ অষ্টাঙ্গুল বিস্তৃত করিতে হইবে; নেত্রের প্রান্ত যাবৎ ভ্রূযুগলের প্রত্যেকটী চতুরঙ্গুল বিস্তৃত হইবে; কোন কোন ব্যক্তির মতে উহা দুই অঙ্গুলীও হয়। ভ্রূরেখার বিস্তৃতি অর্দ্ধাঙ্গুল হইবে, এবং মধ্য স্থূল, অগ্র কৃশ ও তীক্ষ্ণ আর উহা ধনুকাকৃতি করিবে। কর্ণযুগলের দৈর্ঘ্য প্রত্যেকে চতু-

ষড়ঙ্গুলৌ বা তাবুচ্চৌ বিদ্ধৌ চেচ্চিবুকাবধি ॥ ২৮॥
বিততৌ দ্ব্যঙ্গুলৌ প্রান্তেঽর্দ্ধাঙ্গুলৌ বৈককাঙ্গুলৌ।
কর্ণচ্ছিদ্রস্তু নেত্রান্ত-সমমেকাঙ্গুলং ভবেৎ ॥ ২৯ ॥
কর্ণোপরিষ্টাৎ শ্রীমস্তমুচ্চত্বে দ্বাদশাঙ্গুলং। ত্রিগুণঃ পরিধিস্তস্য দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ।
সকেশস্যাথ নয়নে দৈর্ঘ্যে তু দ্ব্যঙ্গুলে মতে।
কুত্রাপি ত্র্যঙ্গুলে তে হি বিস্তারে চৈকলাঙ্গুলে ॥৩০॥
তারকাত্র তৃতীয়াংশা দৃষ্টিঃ স্যাৎ পঞ্চমাংশিকা।
কচিৎ তৃতীয়ভাগৈব দৃঙ্মধ্যং চতুরঙ্গুলম্ ॥ ৩১ ॥
কুত্রচিৎ ত্র্যঙ্গুলং কর্ণ-দৃঙ্মধ্যং চতুরঙ্গুলম্। সৃক্কণী কর্ণয়োর্মূলাৎ ষড়ঙ্গুলবিদূরতঃ ॥ ৩২ ॥

তাবৎ প্রবেশপ্রাপ্তেঃ ॥ ২৮ ॥ প্রান্তে অধস্তনান্তভাগে। এককমেকম্, একাঙ্গুলৌ বা। ঈদৃক্ মতভেদঃ স্বস্বরুচ্যনুসারেণ সৌন্দর্য্যস্য তত্তৎকালীনশ্রীমদঙ্গেষস্তেদস্য বাপেক্ষয়া। নেত্রান্তাভ্যাং সমং ন তাভ্যামুচ্চং ন চ নীচং সমরেখয়োর্ব্বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ। যচ্চোক্তং শ্রীহয়শীর্ষদেবেন ভ্রূসমেত্যাদি। তচ্চ ভ্রুবোঃ প্রান্তভাগস্য প্রায়ো নেত্রান্তব্যাপকত্বাভিপ্রায়েণ ॥ ২৯ ॥ দ্বাদশাঙ্গুলমিতি কিরীটস্য দ্ব্যঙ্গুলোচ্চত্বাৎ মৌলের্দ্বাদশাঙ্গুলতা। পক্ষে কিরীটস্যেব শ্রীমস্তকস্য তাবদুচ্চত্বাৎ। যজমানেচ্ছয়া মৌল্যভাবে চ স্বতএব তাবজ্জ্ঞেয়ং। তস্য শ্রীমস্তকস্য পরিধিঃ পরিণাহঃ ত্রিগুণঃ ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽন্যত্রাপি। সকেশস্য চ তস্য পরিধিশ্চত্বারিংশদঙ্গুল ইত্যর্থঃ। কেশপাশস্য দীর্ঘঃ স্কন্ধোপরি বিন্যস্যঃ। কুত্রাপি শ্রীনারদীয়ে। একলমেকং ॥৩০॥ কচিত্তত্রৈব। তৎপ্রান্তৌ চার্দ্ধাঙ্গুলৌ জ্ঞেয়ৌ। দ্রোণী চার্দ্ধাঙ্গুলা মতেতি শ্রীহয়শীর্ষদেবোক্তেঃ। দৃশোর্দ্বয়োর্মধ্যং ॥৩১॥ কুত্রচিৎ শ্রীনারদীয় এব। কর্ণদৃশোর্মধ্যং। সৃক্কণী ওষ্ঠপ্রান্তভাগৌ, অতএব শ্রীমুখবিবরস্যাপ্যন্তভাগৌ স্যাতাম্। তথা চ শ্রীদশমস্কন্ধে :— তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং দ্বে সৃক্কণী ইতি। কিঞ্চ, প্রতিস্পর্দ্ধেতে সৃক্কভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে ইতি। ষড়ঙ্গুলৈর্ব্বিদূরতো বর্ত্তেতে। যচ্চ শ্রীনারদীয়ে। সৃক্কণী চতুরঙ্গুলে ইতি, তত্র সৃক্কশব্দেন সৃক্কদ্বয়পর্য্যন্তঃ শ্রীমুখবিবরভাগ এবাভিপ্রেতঃ ॥৩২॥ হনুকং কর্ণপার্শ্বঃ কপোলপর্য্যন্তভাগঃ। অতঃ

রঙ্গুল।২৭। চিবুক অবধি বিদ্ধ হইলে কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ষড়ঙ্গুল করিবে।২৮। কর্ণযুগলের বিস্তৃতি দুই অঙ্গুলী করিবে এবং প্রান্তে (নিম্নস্থলের অগ্রভাগে) অঙ্গুলার্দ্ধ বা এক অঙ্গুল বিস্তৃত করিতে হইবে এবং কর্ণরন্ধ্র নেত্রপ্রান্তের সমস্থানে এক অঙ্গুল হইবে।২৯। কর্ণোপরি মস্তক দ্বাদশাঙ্গুল উচ্চ এবং পরিধি ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল করিবে। কেশসহ মস্তকের পরিধি দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুল। কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, নেত্রের দৈর্ঘ্য দুই বা তিন অঙ্গুলী এবং বিস্তৃতি একাঙ্গুলী হইবে।৩০। নেত্রের পরিমাণের পঞ্চমাংশ নেত্রতারকা হইবে। কাহারও কাহারও মতে নেত্রের তারকা নয়নপরিমাণের তৃতীয়াংশ করিতে হয় এবং কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, নেত্রের মধ্যস্থল চতুরঙ্গুল করিবে।৩১। কোন গ্রন্থে (নারদীয়পুরাণে) লিখিত আছে যে, নেত্রের মধ্যস্থল তিন অঙ্গুলী করিতে হয়। কর্ণ ও নেত্রের মধ্যস্থল চতুরঙ্গুল এবং সৃক্কযুগল কর্ণমূল হইতে ষড়ঙ্গুলী

হনুকে দ্ব্যঙ্গুলে স্যাতাং নির্গতে কর্ণমূলতঃ। কপোলৌ দর্পণাকারৌ হন্বগ্রে চতুরঙ্গুলৌ॥ ৩৩॥
নাসোচ্চৈকাঙ্গুলা মূলে দ্ব্যঙ্গুলা চাগ্রতো ভবেৎ।
একাঙ্গুলে পুটে তস্যাস্তয়োস্ত্বর্দ্ধাঙ্গুলং বিলম্॥ ৩৪॥
দলঞ্চ নিষ্পাবসমং সা স্যাদেবং করবীরবৎ বিদারভাগস্তুণ্ডস্য বিস্তারে চতুরঙ্গুলঃ॥ ৩৫॥
চিবুকং ত্র্যঙ্গুলং তারে গ্রীবা ত্বষ্টাঙ্গুলা ভবেৎ। পরিধিস্ত্রিগুণস্তস্যাঃ স্কন্ধাবুচ্চৌ ষড়ঙ্গুলৌ॥৩৬॥
বিস্তারেঽষ্টাঙ্গুলৌ পীনৌ বৃষস্কন্ধোপমৌ মতৌ।
ভুজৌ সুবৃত্তৌ তত্রোর্দ্ধো বাহুঃ স্যাৎ ষোড়শাঙ্গুলঃ॥ ৩৭॥
অষ্টাদশাঙ্গুলোঽধস্তাৎ প্রবাহুঃ কচিদন্যথা। বাহোস্তু মধ্যে পরিধির্ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলঃ॥ ৩৮॥
ষোড়শাঙ্গুলকোঽন্যস্য তদগ্রে দ্বাদশাঙ্গুলঃ। দীর্ঘং পাণিতলং সপ্তাঙ্গুলং পৃথু ষড়ঙ্গুলম্॥ ৩৯॥

কর্ণমূলং কর্ণপার্শ্ব এবেত্যর্থঃ। কর্ণাধস্তাচ্চ হনুকং চেত্তথাপি তদুপর্য্যেব কপোলৌ। ততশ্চ হনুনোঽগ্রে উপরীত্যর্থঃ, গণ্ডয়োর্দর্পণাকারত্বেন সর্ব্বতশ্চতুরঙ্গুলত্বাৎ হনূর্দ্ধভাগব্যাপ্তেঃ। তথা চ মাৎস্যে—হনুকে দ্ব্যঙ্গুলে ইত্যাদি। অস্যার্থঃ।—হন্বগ্রে মণ্ডলং গণ্ডমণ্ডলং বিস্তারাদ্ধনুতো দ্বিগুণং চতুরঙ্গুলম্। তচ্চ সর্ব্বত্র ইতি জ্ঞেয়ং, সর্ব্বত্র তস্য কলকমুকুরাদি-সাদৃশ্যোক্তেরিতি॥৩৩॥ পুটে চ সর্ব্বত একাঙ্গুলে জ্ঞেয়ে, করবীরসাদৃশ্যোক্তেঃ কচিত্তিলপুষ্পতুল্যতোক্তেশ্চ। তয়োঃ পুটয়োর্ব্বিলং ছিদ্রং॥৩৪॥ দলঞ্চ তয়োরেব স্থৌল্যং। নিষ্পাবং দ্বিদলান্নবিশেষঃ। এবমনেনোক্তপ্রকারেণ সা নাসা করবীরপুষ্পসদৃশী॥৩৫॥ তারে বিস্তারে। উচ্চৌ বাহুমূলাৎ। অতএবোক্তং মাৎস্যে—কক্ষয়োরুপরিষ্টাচ্চেত্যাদি॥ ৩৬॥ বিস্তারশ্চ তয়োর্বাহুমূলাৎ গ্রীবাস্তম্। পীনাবিত্যনেন তদুপরিভাগবিস্তারশ্চতুরঙ্গুলো জ্ঞেয়ঃ বৃষস্কন্ধোপমত্বাৎ। তত্র তয়োর্ভুজয়োরূর্দ্ধো ভাগঃ বাহুঃ বাহুসংজ্ঞঃ॥৩৭॥ তদধস্তাদ্বর্ত্তমানশ্চ প্রবাহুসংজ্ঞঃ। কচি' হয়শীর্ষীয়াদৌ ত্বন্যথা তদ্বিপরীতঃ বাহুরষ্টাদশাঙ্গুলঃ প্রবাহুঃ ষোড়শাঙ্গুল ইতি তচ্চ চিন্ত্যং; অধস্তাৎ স্কন্ধশিখরাদ্বাহুঃ স্যাৎ ষোড়শাঙ্গুল ইতি শ্রীনারদীয়োক্তেঃ, লোকে তদ্দর্শনাচ্চ, কিঞ্চ—কচিৎ প্রবাহুঃ কৃষ্ণস্য সপ্তদশাঙ্গুলো মতঃ। অথবাঙ্গুলহীনস্তু দ্বিতীয়ং পর্ব্বমুচ্যতে ইতি মাৎস্যোক্তেঃ॥ ৩৮॥ অন্যস্য প্রবাহোঃ। তস্য প্রবাহোরগ্রে। পৃথু

দূরে করিবে। ৩২। কর্ণের পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া হনু দুই অঙ্গুলী করিবে। হনুর অগ্রে দর্পণাকৃতি কপোলযুগল চতুরঙ্গুলী করিতে হইবে। ৩৩। নাসিকামূল একাঙ্গুল এবং নাসাগ্র অঙ্গুলীদ্বয় উচ্চ হইবে। নাসাপুট একাঙ্গুলী ও নাসারন্ধ্র অর্দ্ধাঙ্গুলী করিতে হয়।৩৪। ঐ উভয়ের স্থৌল্য নিষ্পাব (দ্বিদল অন্ন বা ধান্যবিশেষের) তুল্য এবং নাসা করবীর কুসুমের তুল্য হইবে। তুণ্ডের বিদারাংশ চতুরঙ্গুল বিস্তৃত করিতে হয়। ৩। চিবুক একাঙ্গুল বিস্তৃত, গ্রীবা অষ্টাঙ্গুল গ্রীবার পরিধি চতুর্বিংশত্যঙ্গুল এবং স্কন্ধ ষড়ঙ্গুল উচ্চ করিবে।৩৬। ঐ স্কন্ধ অষ্টাঙ্গুল বিস্তৃত, বৃষস্কন্ধবৎ স্থূল করিবে। ভুজযুগল সুগোল করিতে হয়, এবং তদূর্দ্ধে বাহু ষোড়শাঙ্গুল হইবে।৩৭। উহার অধোভাগ অষ্টাদশাঙ্গুল করিবে; উহাকে প্রবাহু বলা যায়। কোন কোন ব্যক্তি বাহু অন্যরূপও করিয়া থাকেন; বাহুর মধ্যস্থলের পরিধি অষ্টাদশাঙ্গুল করিবে।৩৮। প্রবাহুর মধ্যস্থলের পরিধি ষোড়শাঙ্গুল এবং উহার অগ্রদেশের পরিধি দ্বাদশাঙ্গুল করিতে হয়। করতল সপ্তাঙ্গুল দীর্ঘ

ক্বাপি পঞ্চাঙ্গুলং নিম্নমধ্যং সল্লক্ষণান্বিতম্। পঞ্চাঙ্গুলা মধ্যমান্তে সার্দ্ধে চ চতুরঙ্গুলে ॥ ৪০ ॥
কনিষ্ঠাঙ্গুলিরঙ্গুষ্ঠোঽপ্যুক্তৌ দ্বৌ চতুরঙ্গুলৌ। সার্দ্ধ ত্র্যঙ্গুলকোঽঙ্গুষ্ঠঃ ক্বাপ্যয়ন্ত দ্বিপর্ব্বকঃ।
অন্যাস্ত্রিপর্ব্বিকাঃ সর্ব্বাঃ গোপুচ্ছাকৃতিশোভনাঃ। সমানি সর্ব্বপর্ব্বাণি স্বস্বমানানুরূপতঃ ॥৪১॥
ক্বচিচ্চ মধ্যমামধ্যপর্ব্ব দ্ব্যঙ্গুলকং মতম্। অন্যানি সর্ব্বপর্ব্বাণি ন্যূনানি যবশঃ ক্রমাৎ ॥ ৪২ ॥
অঙ্গুষ্ঠস্যোর্দ্ধপর্ব্বস্থঃ পরিধিশ্চতুরঙ্গুলঃ। ক্রমশঃ কিঞ্চিদূনাশ্চ সর্ব্বে পরিধয়োঽপরে ॥ ৪৩ ॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠসমাঃ স্বস্বপর্ব্বার্দ্ধপ্রমিতা নখাঃ। চতুর্বিংশত্যঙ্গুলোঽথ বিস্তারো বক্ষসো ভবেৎ।
স্তনয়োস্তু দ্বয়োর্মধ্যে বিস্তারে দ্বাদশাঙ্গুলঃ। দ্ব্যঙ্গুলঃ স্বস্ববিস্তারে চুচুকৌ যবমাত্রকৌ।
কক্ষে ষড়ঙ্গুলে তদ্বদ্বাহুমূলস্তনান্তরে ॥ ৪৪ ॥
চতুর্দ্দশাঙ্গুলং চারু বিস্তারে জঠরং ভবেৎ। মধ্যে চৈকাঙ্গুলা নাভির্নিম্না চ বিততা তথা ॥৪৫॥

বিস্তীর্ণম্ ॥ ৩৯ ॥ ক্বাপি শ্রীনারদীয়ে। সল্লক্ষণৈঃ রেখাত্মকৈর্ধ্বজ-বজ্রাদিভিশ্চান্বিতম্। মধ্যমাঙ্গুলিঃ। অন্যে তর্জ্জন্যনামিকে দ্বে ॥ ৪০ ॥ ক্বাপি তত্রৈব। অঙ্গুষ্ঠঃ সার্দ্ধত্র্যঙ্গুলঃ। অয়মঙ্গুষ্ঠস্তু। গোপুচ্ছেতি মূলে স্থূলত্বাৎ ক্রমশোঽগ্রে কৃশত্বাচ্চ। শোভনা ইত্যনেন ততোঽধিকং সৌন্দর্য্যং বোধিতমেব। স্বস্বমানানুরূপত ইতি স্বকীয়ং যদ্দৈর্ঘ্যপরিমাণং তত্তৃতীয়ভাগেনৈকং পর্ব্বেত্যেবং সর্ব্বাসাং পর্ব্বাণীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ক্বচিন্মাৎস্যে। সর্ব্বপর্ব্বাপি পঞ্চানামপি সর্ব্বাণি পর্ব্বাণি। তথা চ তত্রৈব।—যবো যবস্তু সর্ব্বস্যা ইত্যাদি। ক্রমাদিতি যস্যা যাবৎ প্রমাণং পর্ব্ব তদনুসারেণ ন্যূনমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং ॥৭২॥ পর্ব্বস্থঃ পর্ব্ববর্ত্তী। অপরে সর্ব্ব ইতি অঙ্গুষ্ঠস্যাধোবর্ত্তী। তথৈব পরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বে পরিধয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ স্বস্য স্বস্য তস্য বিস্তারঃ। অতঃ ষড়ঙ্গুলস্তয়োঃ পরিণাহো জ্ঞেয়ঃ। বাহুমূলস্তনয়োরন্তরে মধ্যদ্বয়ং ॥৪৪॥ চারু অশ্বত্থপত্রাকারাত্বং। ত্রিবলিসূক্ষ্মরেখাত্রয়াদিনা চ সুন্দরং ॥৪৫॥ পুরুষস্যেতি স্ত্রীণাং তদাধিক্যাৎ। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং

এবং ষড়ঙ্গুল বিস্তৃত করিবে। ৩৯। গ্রন্থান্তরে (নারদীয়ে) লিখিত আছে যে, করতল পঞ্চাঙ্গুল বিস্তৃত এবং করতলের মধ্যস্থল নিম্ন ও ধ্বজবজ্রাদি সুলক্ষণে লক্ষিত হইবে। মধ্যমা পঞ্চাঙ্গুল এবং অনামিকা ও তর্জ্জনী সার্দ্ধচতুরঙ্গুল করিবে। ৪০। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ এই উভয়ের পরিমাণ চতুরঙ্গুল করিতে হয় কেহ কেহ বলেন যে, অঙ্গুষ্ঠ সার্দ্ধত্রি-অঙ্গুলী এবং দুই পর্ব্ব (গ্রন্থি) যুক্ত হইবে আর অপরাপর অঙ্গুলীসমূহ ত্রিপর্ব্ব ও সুন্দর গোপুচ্ছাকার করিবে। স্ব স্ব পরিমাণানুসারে সমস্ত পর্ব্বই একরূপ হওয়া আবশ্যক। ৪১। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যপর্ব্ব দুই অঙ্গুলী এবং অপরাপর পর্ব্ব যথাক্রমে এক যব করিয়া ন্যূন হয়। ৪২। অঙ্গুষ্ঠের ঊর্দ্ধপর্ব্বের পরিধি চতুরঙ্গুলী এং অঙ্গুষ্ঠের অধঃপর্ব্বের ও অপরাপর অঙ্গুলীপর্ব্বের পরিধি যথাক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ন্যূন হয়। ৪৩। নখসমূহ কমঠপৃষ্ঠের তুল্য ও স্বস্বপর্ব্বের অর্দ্ধপ্রমাণ হইবে। বক্ষ চতুর্বিংশত্যঙ্গুল বিস্তৃত এবং স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগের বিস্তার দ্বাদশাঙ্গুল। স্বস্বপরিমাণে স্তনযুগল দ্বি-অঙ্গুলী বিস্তৃত, কুচাগ্র যবপরিমিত এবং বাহু ও স্তন এই উভয়ের মধ্যস্থ কক্ষ ষড়ঙ্গুলী হইবে। ৪৪। উদরের বিস্তার চতুর্দ্দশাঙ্গুলী ও মনোহর হইবে। (উহা অশ্বত্থপত্রাকৃতিও তিনটী সুরেখাসমন্বিত করিতে হয়)। নাভিমধ্য একাঙ্গুল নিম্ন ও বিস্তৃত হইবে ।৪৫।

নাভিমধ্যে তু পরিধির্দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলা। বিস্তারে পুরুষস্যোক্তা কটিরষ্টাদশাঙ্গুলা ॥ ৪৬ ॥
পরিণাহো ভবেত্তস্যাশ্চতুষ্পঞ্চাশদঙ্গুলঃ। উর্ব্বোর্ম্মূলে তু বিস্তারো দ্বাদশাঙ্গুলকো ভবেৎ।
মধ্যেঽধিকঃ ক্রমাদূনঃ পরিধিস্ত্রিগুণোঽখিলঃ ॥ ৪৭ ॥
চতুর্দ্দশাঙ্গুলঃ কাপি পরিণাহস্তু তাদৃশঃ। উচ্চমেকাঙ্গুলং জানুদ্বয়ং ত্র্যঙ্গুলকং ততং ॥ ৪৮ ॥
তন্মধ্যে পরিধিস্ত্বেকবিংশত্যঙ্গুলকো ভবেৎ। কাপ্যষ্টাঙ্গুলবিস্তারঃ পরিধৌ ত্রিগুণং হি তৎ ॥৪৯॥
বিস্তারো জঙ্ঘয়োঃ সপ্তাঙ্গুলো মধ্যেঽপি তাদৃশঃ। পরিধিঃ কাপি তন্মূলে বিস্তারস্তু ষড়ঙ্গুলঃ॥৫০
পরিধিস্ত্রিগুণোঽগ্রে তু চতুর্দ্দশাঙ্গুলঃ। কচিত্ত্বেকাধিকঃ সোঽঙ্ঘ্রী দ্বৌ চ চতুর্দ্দশাঙ্গুলৌ ॥৫১॥
দ্বাদশাঙ্গুলকৌ কাপি বিস্তারে তৌ ষড়ঙ্গুলৌ। কূর্ম্মপৃষ্ঠোন্নতৌ গুল্‌ফদ্বয়ং দ্ব্যঙ্গুলকং তয়োঃ ॥৫২॥
দৈর্ঘ্যে ত্র্যঙ্গুলকোঽঙ্গুষ্ঠঃ কচিচ্চ চতুরঙ্গুলঃ। প্রদেশিনী তু তত্তুল্যা ষোড়শাংশোনমধ্যমা ॥ ৫৩ ॥

ভাবি ॥ ৪৬ ॥ অধিকো বিস্তারস্তদগ্রে চ ক্রমেণোনঃ হস্তিহস্ত-কদলীবৃক্ষাদ্যাকারসাদৃশ্যাৎ। অখিল ইতি মূলমধ্যাগ্রবর্ত্তী সর্ব্বোঽপি পরিধিঃ স্বস্বমানানুসারেণ ত্রিগুণঃ ॥৪৭॥ কাপি বারাহ্যাং। তাদৃশস্তু ত্রিগুণঃ। ততং বিস্তীর্ণং ॥ ৪৮ ॥ কাপি শ্রীহয়শীর্ষীয়ে। তৎ জানু ॥৪ ॥ অপি-শব্দাৎ মধ্য ইত্যস্যোভয়তোঽপ্যন্বয়ঃ। পরিধিস্তাদৃশস্ত্রিগুণঃ। কাপি শ্রীনারদীয়ে ॥৫০ ॥ কচিত্তত্রৈব। সঃ অগ্রপরিধিঃ একাধিকঃ পঞ্চদশাঙ্গুল ইত্যর্থঃ। অতস্তন্মতে তয়োরগ্রে বিস্তারঃ পঞ্চাঙ্গুলো জ্ঞেয়ঃ। তথা চ তত্রৈব।—জঙ্ঘাবসান ইত্যাদি। চতুর্দ্দশাঙ্গুলৌ জ্ঞেয়ৌ দৈর্ঘ্যে। তচ্চ পার্ষ্ণিপৃষ্ঠতোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রান্তং। তথা চ তত্রৈব।—পার্ষ্ণ্যোশ্চ পৃষ্ঠত ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥ কাপি শ্রীহয়শীর্ষীয়ে। দৈর্ঘ্যে দ্বাদশাঙ্গুলৌ। দ্ব্যঙ্গুলকং দৈর্ঘ্যে বিস্তারে চ জ্ঞেয়ং। তয়োঃ পাদয়োঃ। তচ্চতুরঙ্গুলং বর্ত্তুলং জ্ঞেয়ম্ ॥৫২॥ শ্রীনারদীয়ে প্রদেশিনীষোড়শাংশেনোনা মধ্যমাঙ্গুলিঃ ॥৫৩॥ অন্যে অনামিকা-কনিষ্ঠে। ক্রমাদিতি অনামিকায়া অষ্টমাংশেনোনা কনিষ্ঠা জ্ঞেয়া। অখিলা

নাভির মধ্যের পরিধি দ্বাচত্বারিংশদঙ্গুলী হইবে। পুংদেবমূর্ত্তির কটিদেশ অষ্টাদশাঙ্গুলী বিস্তৃত বলিয়া কথিত আছে। ৪৬। কটিদেশের বিস্তৃতি চতুষ্পঞ্চাদঙ্গুলী এবং ঊরুমূলদ্বয়ের বিস্তৃতি দ্বাদশাঙ্গুল হইবে। পরিধি সকল বিস্তৃতির ত্রিগুণ এবং মধ্যে অধিক ও ক্রমশঃ ন্যূন করিবে। ৪৭। স্থানান্তরে (বরাহপুরাণে) লিখিত আছে যে, ঊরুযুগল চতুর্দ্দশাঙ্গুল বিস্তৃত ও পরিধিও তদ্রূপ। জানুযুগলের উচ্চতা একাঙ্গুলী এবং বিস্তৃতি তিন অঙ্গুলী হইবে। ৪৮। উহার মধ্যের পরিধি একবিংশত্যঙ্গুল করিতে হয়। স্থানান্তরে (হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে) লিখিত আছে যে, জানু অষ্টাঙ্গুলীবিস্তৃত এবং তৎ-পরিধি ত্রিগুণ করিবে। ৪৯। জঙ্ঘাযুগলের মধ্য সপ্তাঙ্গুলী বিস্তৃত ও তন্মধ্যের পরিধি সেইরূপ ত্রিগুণিত হইবে। স্থানান্তরে (নারদীয়পুরাণে) লিখিত আছে যে, জঙ্ঘার মূলের বিস্তৃতি ছয় অঙ্গুলী করিতে হয়। ৫০। জঙ্ঘার পরিধি ত্রিগুণ ও অগ্রভাগ চতুর্দ্দশাঙ্গুল হইবে। কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, অগ্রিম পরিধি পঞ্চদশাঙ্গুল করিতে হয় এবং পদমূলের দৈর্ঘ্য চতুর্দ্দশাঙ্গুল হইবে। ৫১। পুস্তকান্তরে (হয়শীর্ষে) এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পদদ্বয় দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ এবং ছয় অঙ্গুলী বিস্তৃত ও কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ উচ্চ হইবে পদগুল্‌ফদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি দ্বি-অঙ্গুলী করিতে হয়। ৫২। অঙ্গুষ্ঠের দৈর্ঘ্য তিন অঙ্গুলী

অন্যে যে চাষ্টমাংশোনে তাদৃশ্যো বাখিলাঃ ক্রমাৎ।
ক্বাপ্যন্যে যে পাদহীনে উচ্চশ্চৈকাঙ্গুলেন সঃ ॥ ৫৪ ॥
সপাদাঙ্গুলতঃ ক্বাপি পরাঃ সর্ব্বাস্তদর্দ্ধতঃ। পঞ্চাঙ্গুলোঽস্য পরিধির্দেশিন্যাস্ত্র্যঙ্গুলো ভবেৎ ॥৫৫॥
অন্যাসাং স্বষ্টমাংশোনঃ পরিধিঃ স্যাৎ ক্রমেণ হি।
দ্বিপর্ব্বকো মতোঽঙ্গুষ্ঠঃ পরাঃ সর্ব্বাস্ত্রিপর্ব্বিকাঃ ॥ ৫৬ ॥
স্বস্বদৈর্ঘ্যে তৃতীয়াংশ পর্ব্ব তাসামমুষ্য চ অঙ্গুষ্ঠস্য নখঃ পাদোনাঙ্গুলোঽর্দ্ধাঙ্গুলোঽন্যতঃ ॥৫৭॥
ক্রমেণ কিঞ্চিদূনশ্চ কূর্ম্মপৃষ্ঠসমো হি সঃ। নিতম্বৌ করিকুম্ভাভৌ বিস্তারে ষোড়শাঙ্গুলৌ ॥৫৮॥

অঙ্গুলয়স্তাদৃশ্যঃ অঙ্গুষ্ঠাচ্চাষ্টমাষ্টমাংশোনাঃ। ক্রমাদিতি পূর্ব্ব পূর্ব্বত্র উত্তরোত্তরা অপি সর্ব্বাঃ ক্রমেণাষ্টমাংশোনা ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীহয়শীর্ষীয়ে —অষ্টমাংশাষ্টমাংশোনা ইত্যাদি। মাৎস্যে অঙ্গুষ্ঠস্য সমা তদ্বদিত্যাদি। ক্বাপি শ্রীনারদীয়ে অন্যে অনামিকা-কনিষ্ঠে মধ্যমাত পাদহীনে। অত্রাপি ক্রমাদিত্যস্যানুবর্ত্তনাদনামিকাপাদোনা কনিষ্ঠা জ্ঞেয়া। সঃ অঙ্গুষ্ঠঃ ॥ ৫৪ ॥ ক্বাপি শ্রীহয়শীর্ষীয়ে সপাদাঙ্গুলেনোচ্চম্ পরাঃ প্রদেশিন্যাদ্যাস্তস্যাঙ্গুষ্ঠস্যার্দ্ধেনোচ্চাস্তত্র চ তত্তৎ পরিণাহানুসারেণৈব জ্ঞেয়াঃ। অস্য অঙ্গুষ্ঠস্য দেশিন্যাঃ প্রদেশিন্যাঃ ॥ ৫৫ ॥ হি এব ক্রমেণৈব ॥ ৫৬ ॥ অমুষ্য অঙ্গুষ্ঠস্য চ। অন্যতঃ সর্ব্বাসামন্যাসামিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ স নখঃ করিকুম্ভাভাবিত্যনেন সুবর্ত্তুলৌ সুবিভক্তৌ চ জ্ঞেয়ৌ। ষোড়শাঙ্গুল-বিস্তারত্বেন তয়োঃ পরিধিস্ত্রিগুণো জ্ঞেয় এব ॥ ৫৮ ॥ তৎ পৃষ্ঠং বিংশত্যঙ্গুলপর্য্যন্তং ক্রমেণ নিম্নং নতপৃষ্ঠবংশম্ যদ্যপ্যবস্ত্রাচ্ছাদনাদিনা শ্রীমূর্ত্তের্নিতম্বপৃষ্ঠে ন দৃশ্যেতে, অতএবান্যত্র তে বে নোক্তে, কেবলং শ্রীনারদীয় এবোক্তে, তথাপি কচিদবস্ত্ররাহিত্যাদিনা তদপেক্ষয়াত্র তে লিখিতে। এবং প্রসিদ্ধপ্রধানপ্রকট-

করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থান্তরে (নারদীয়পুরাণে) লিখিত আছে যে, অঙ্গুষ্ঠ চতুরঙ্গুল এবং তর্জ্জনীও তৎসদৃশ। মধ্যমাঙ্গুলী ষোড়শাংশ উন অর্থাৎ পৌনে চতুরঙ্গুলী করা আবশ্যক। ৫৩। মধ্যমা হইতে অনামাকে অষ্টমাংশ এবং অনামা হইতে কনিষ্ঠাকে অষ্টমাংশ ন্যূন করিবে। কিংবা সমস্ত অঙ্গুলীকেই অঙ্গুষ্ঠ হইতে ক্রমে অষ্টমাংশ ন্যূন করিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, মধ্যমা হইতে অনামাকে একপাদ এবং অনামা হইতে কনিষ্ঠাকে একপাদ নূন করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠের উচ্চতা এক অঙ্গুলী হইয়া থাকে। ৫৪। গ্রন্থান্তরে (হয়শীর্ষে) লিখিত আছে যে,অঙ্গুষ্ঠকে সপাদ একাঙ্গুলী করিবে এবং তর্জ্জন্যাদি অন্যান্য অঙ্গুলীকে অঙ্গুষ্ঠের অর্দ্ধ উচ্চ করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠের পরিধি পঞ্চ ও তর্জ্জনীর পরিধি তিন অঙ্গুলী হইবে। ৫ । অপরাপর অঙ্গুলীর পরিধি ক্রমে ক্রমে অষ্টমাংশ করিয়া ন্যূন করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্ব দুইটী, কিন্তু অপরাপর অঙ্গুলী ত্রিপর্ব্বান্বিত। ৫৬। অঙ্গুলীর স্বস্ব দৈর্ঘ্য যেরূপ, পর্ব্ব তাহার তৃতীয়াংশ হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠনখ পাদহীন একাঙ্গুল, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গুলীর নখ অর্দ্ধাঙ্গুলী-পরিমিত। ৫৭। নখসমূহ ক্রমে ক্রমে উত্তরোত্তর ঈষৎ উন ও কমঠপৃষ্ঠবৎ হইবে নিতম্বদেশ গজকুম্ভবৎ করিতে হয় এবং উহা ষোড়শাঙ্গুল বিস্তৃত হইবে। ৫৮। স্কন্ধদেশ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্তের বিস্তৃতি ষট্‌ত্রিংশ-দঙ্গুলী হইবে এবং ঐ পৃষ্ঠ বিংশত্যঙ্গুল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ নিম্ন হইবে। পৃষ্ঠদণ্ড নত হইবে এবং

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং স্কন্ধাৎ পৃষ্ঠং নিম্নং ক্রমেণ তৎ। বিংশত্যঙ্গুলপর্য্যন্তং নতবংশঞ্চ তন্নতম্‌।
মধ্যদেশাচ্চ বিততং মিলিতং মৎস্যযুগ্মবৎ।
অন্যচ্চালিখিতং কার্য্যং লোকদৃষ্ট্যাখিলং বুধৈঃ ॥৫৯॥

হয়শীর্ষীয়ে।—

এতত্তে লক্ষণং প্রোক্তমুদ্দেশেনময়ানঘ। অনয়ৈব দিশা কার্য্যং স্বয়মপ্যূহ্য দেশিকঃ॥ ৬০॥
লোকেষু লক্ষণং দৃষ্ট্বা হসিতাদিনিরীক্ষণম্‌। তথা তথৈব কর্ত্তব্যমূহং যত্নেন দেশিকৈঃ॥ ৬১।

শ্রীনারদীয়ে।—

মনোহরাঙ্গাবয়বাঃ সর্ব্বে কার্য্যাঃ সুলক্ষণাঃ। কেশৈরলকজাতঞ্চ ললাটোপরি শোভনম্‌।
হার-নূপুর-কেয়ূর-মেখলা-মৌলিভূষিতম্‌। শিষ্টং ধ্যানোদিতং সর্ব্বং ময়াত্রুক্তং প্রকল্পয়েৎ॥৬২॥

সর্ব্বাঙ্গপরিমাণং লিখিত্বাত্র অলিখিতাঙ্গবিজ্ঞানপ্রকারং লিখতি অন্যচ্চেতি। লিঙ্গাদিকং কর্ণচ্ছিদ্র-পার্শ্বদ্বয়-নিম্নত্বং নখাগ্রার্দ্ধচন্দ্রাকৃতিত্বং পার্শ্বদ্বয়াদিকঞ্চ। লোকদৃষ্ট্যা লোকেষু তত্তদঙ্গসৌষ্ঠবাদি-দৃষ্ট্যা। বুধৈরিতি তত্র তত্রৈব স্ববুদ্ধ্যা বিচার্য্য তত্রাপি শাস্ত্রোক্তধ্যানেন ধ্যেয়-শ্রীভগবদঙ্গ-সৌন্দর্য্যাদ্যনুসারেণৈব সর্ব্বং কার্য্যমিত্যর্থঃ॥ ৫৯॥ উদ্দেশেন সংক্ষেপেণৈব। ন তু সাকল্যে-নেত্যর্থঃ। দিশা উদ্দিষ্টৈকাংশেনেত্যর্থঃ। তত্রাপ্যূহ্য বিচার্য্যৈবেত্যর্থঃ, লিখিতার্থমেবৈতৎ॥৬০॥ লক্ষণম্‌ অঙ্গসৌষ্ঠবপ্রকারম্‌। যথা শ্রীমুখস্য পূর্ণচন্দ্রাদ্যাকারেণ শ্রীনেত্রয়োশ্চ পদ্মপত্রেণ সাদৃশ্য-মিত্যাদি। তত্তদঙ্গং বা। কিঞ্চ। নিরীক্ষণমবলোকনং হসিতাদি চ দৃষ্ট্বা। তথা তেন লোকো-ত্তরবিষয়ক-দৃষ্টলক্ষণ-প্রকারেণ। বীপ্সা তত্তাৎপর্য্যার্থা তত্তল্লক্ষণঞ্চ সামুদ্রকাদাবুক্তম্‌। সাক্ষাৎ কস্মিং-শ্চিৎ সুপুরুষে দৃশ্যমানঞ্চ জ্ঞেয়ং॥৬১॥ মনোহরা অঙ্গস্য শ্রীমূর্ত্তেরবয়বাঃ। কিংবা অঙ্গং শ্রীমূর্ত্ত্যা-দ্যাকারাদিকম্‌ অবয়বাশ্চ। সু শোভনং লক্ষণং শাস্ত্রোক্তং মহাপুরুষলক্ষণং যেষু তে। কেশৈঃ সহ। শোভনং ভ্রমরাকারসাদৃশ্যাদিনা বিরাজমানং। কেশৈঃ শোভনমিতি বা মৌল্যধঃ কিঞ্চিৎকেশপাশমূলদর্শনাৎ। হারাদিভিঃ সহৈবভূষিতং। উপলক্ষণমেতৎ বনমালাকুণ্ডলাদিভিরপি। যচ্চাত্রানুক্তং শিষ্টমবশিষ্টমঙ্গসৌষ্ঠবাদিকং তৎ ধ্যানে উদিতমত্রান্যত্রাপ্যুক্তং প্রকর্ষেণ ততোঽপ্যুৎ-কৃষ্টতয়া কল্পয়েৎ রচয়েৎ॥৬২॥ দেশানুরূপং বিভূষণং যথোচ্চদেশে চূড়া-গর্ভকাদি, মধ্যদেশাদৌ

পৃষ্ঠের মধ্যস্থল হইতে বিস্তৃত ও মৎস্যদ্বয়ের ন্যায় সংযুক্ত করিবে। এতদ্ব্যতীত যাহা লিখিত না হইল, সুধীগণ লোকদৃষ্ট্যনুসারে তাহা কল্পিত করিয়া লইবেন। ৫৯। হয়শীর্ষে লিখিত আছে, হে নিষ্কলুষ! আমি সংক্ষেপে শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। সাধকগণ এই বর্ণিত নিয়মানুসারে এবং বিবেচনা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন। ৬০। সাধক হাস্যাদি লোকলক্ষণ (অঙ্গসৌন্দর্য্যাদি) দর্শন পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া যত্নসহকারে সেই ভাবে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন। ৬১। নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গাবয়বসমূহ দিব্য-লক্ষণবিশিষ্ট করিতে হয়, ললাটোপরি কেশপাশসহ অলকশোভা সম্পাদন করিবে এবং হার, নূপুর, কেয়ূর, কাঞ্চীদাম ও মৌলি (চূড়া) দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হইবে। যে সমস্ত অঙ্গ-সৌষ্ঠবের বিষয় এস্থলে বর্ণিত না হইল, ধ্যানানুসারে সম্যক্‌ তাহার বিধান করিবে। ৬২।

বারাহে ।—

দেশানুরূপ-ভূষণ-বেশালঙ্কারমূর্ত্তিভিঃ কার্য্যা ।
প্রতিমা লক্ষণযুক্তা সংবিহিতা বুদ্ধিদা ভবতি ॥

কিঞ্চ হয়শীর্ষীয়ে ।—

বাসুদেবং প্রকুর্ব্বীত চতুর্ব্বাহুং সুরেশ্বরম্ । দক্ষিণোপরি চক্রং তু পদ্মং চাধঃ প্রকল্পয়েৎ ॥
বামোপরি গদা কার্য্যা শঙ্খং চাধঃ সুশোভনম্ । এতল্লক্ষণসংযুক্তা প্রতিমা শুভদা ভবেৎ ॥
শ্রীপুষ্টী চাপি কর্ত্তব্যে পদ্মবীণাকরান্বিতে । উরুমাত্রোচ্ছ্রিতায়ামে কিঞ্চিদাবর্জ্জিতে তথা ॥
নানাবিদ্যাধরৌ কার্য্যৌ প্রভামণ্ডলসংস্থিতৌ । প্রভাং বিভূষয়েদগ্নাদ্গজব্যালাদিভির্বুধঃ ।
পাদাভপাদপীঠঞ্চ তথা শোভাসমন্বিতম্ । দেশদেশানুরূপেণ কর্ত্তব্যং দেশিকোত্তমৈঃ ॥৬৩॥

অথ তত্র শ্রীগোপালদেবস্য কশ্চিদ্বিশেষঃ ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ।—

গোপালপ্রতিমাং কুর্য্যাদ্বেণুবাদনতৎপরাম্ । বর্হাপীড়াং ঘনশ্যামাং দ্বিভুজামূর্দ্ধসংস্থিতাম্ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে ।—

প্রতিমাং কৃষ্ণদেবস্য যত্নতঃ কারয়েৎ সুধীঃ । শিল্পিনা কৃষ্ণভক্তেন বিশ্বকর্ম্মোক্তজানতা ॥
দশপঞ্চাঙ্গুলা মুখ্যা মধ্যমা দ্বাদশাঙ্গুলা । অষ্টাঙ্গুলাধমা সা তু ন্যূনাধিক্যং ন কারয়েৎ ॥

চাত্র কঞ্চুকোষ্ণীষাদি । বেশশ্চ কেশবন্ধ-বস্ত্রাদি-পরিধান-পরিপাট্যাদিনা সজ্জা । অলঙ্কারঃ কুণ্ডলাঙ্গদাদিঃ । মূর্ত্তিশ্চ সকেশাদিঃ পার্ষদাদিপ্রতিমা বা তাভিঃ । লক্ষণৈরত্রাস্তত্রাপ্যুক্তৈরঙ্গ-সৌষ্ঠবাদিভির্যুক্তা । এবং সম্যগ্বিহিতা নির্ম্মিতা সতী ভক্তানাং বুদ্ধিদা ॥ ৬৩ ॥

বরাহপুরাণে লিখিত আছে প্রতিমাকে দেশানুরূপ ভূষণ (চূড়া-কঞ্চুকাদি), বেশ (কেশবন্ধ বস্ত্রপরিধানাদি), অলঙ্কার (কুণ্ডলাঙ্গদাদি) ও মূর্ত্তি (পারিষদাদি) বিশিষ্ট করিতে হয় । এইরূপে সম্যক্ বিধানে দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করিলে সেই প্রতিমা ভক্তকুলের বুদ্ধিদাত্রী হইয়া থাকেন। আরও হয়শীর্ষে লিখিত আছে যে, দেবদেব বাসুদেবের মূর্ত্তি চতুর্ভুজ করিতে হয় ; দক্ষিণ-দিকের উপরিতন করে চক্র ও অধঃকরে পদ্ম এবং বামদিকের উপরিতন করে গদা ও অধঃ-করে মনোহর শঙ্খ স্থাপন করিবে । প্রতিমা এইরূপ লক্ষণবিশিষ্টা হইলে তিনি শুভকরী হইয়া থাকেন । প্রভুর বামভাগে শ্রী ও পুষ্টি এই উভয়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে ; তাঁহাদিগের উভয়ের হস্তে পদ্ম ও বীণা অর্থাৎ শ্রীদেবীর করে পদ্ম ও পুষ্টির করে বীণা বিরাজিত থাকিবে এবং উরুমাত্র উন্নত ও আয়ামে ঈষৎ অবনত হইবেন। দুইটী নানাবিদ্যাধর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে ; তাঁহারা প্রভামণ্ডলে বিরাজিত থাকিবেন । ঐ প্রভাকে গজ, ব্যাল প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করা সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য । দেশিকগণ (মন্ত্রী বা সাধকবর্গ) দেশাচারানুসারে চরণাভাযুক্ত সুশোভন পাদপীঠ প্রস্তুত করিবেন । ৬৩ ।

প্রতিমানির্ম্মাণসম্বন্ধে গোপালমূর্ত্তির যে কিছু বিশেষ আছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে ।—বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, গোপালদেবের মূর্ত্তি এই ভাবে নির্ম্মাণ করিবেন ; তিনি বেণুবাদনে নিরত, ময়ূরবর্হচূড়ায় বিভূষিত, জলদশ্যামল, দ্বিভুজ ও ঊর্দ্ধস্থিত অর্থাৎ দণ্ডায়মান মনোহর

অজ্ঞানেনাপি মোহেন যদি কুর্য্যান্নরাধমঃ। প্রতিমা বিফলা তস্য পূজনায় ফলং লভেৎ॥
মানাঙ্গুলিবিহীনা চ প্রতিমা যত্র তিষ্ঠতি। রাজা নিপীড়য়ত্যেব গৃহস্থো নরকং ব্রজেৎ॥
মানাঙ্গুলেন সা কার্য্যা নান্যথা মুনিসত্তম। কাশ্মীরী জ্ঞানদা প্রোক্তা স্বর্ণজাপি চ মুক্তিদা।
সম্পত্তিদা শিলাজা তু রাজতী বহুভক্তিদা। তেজোদা দারুজা যা তু পৈত্তিকী শত্রুনাশিনী।
তাম্রী ধনবিবৃদ্ধিং করোতি বহুসৌখ্যদা। সদৈব মৃন্ময়ী প্রোক্তা প্রতিমা শুভলক্ষণা॥
ভোগদা মোক্ষদা সা তু প্রতিমা কথিতা তব। লেপ্যা লেখ্যা দ্বিধা চৈব প্রতিমা পরিকীর্ত্তিতা॥
পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে চত্বরে গোষ্ঠভূমিষু। সমুদ্রকূলেঽরণ্যে বা মানহীনা ন দূষণী॥
কৃষ্ণপ্রতিকৃতিং কুর্য্যাদ্দিব্যাং বেশসুচিহ্নিতাং। তাঞ্চ সংস্থাপয়েন্মন্ত্রী গৃহে বা গোষ্ঠমধ্যতঃ॥৬৪॥

অথ শ্রী-প্রতিমাঙ্গানি।

চতুর্দ্দশাঙ্গুলং দৈর্ঘ্যে জঠরং বিততা কটিঃ। দ্বাবিংশত্যঙ্গুলা স্ত্রীণাং স্তনৌ চ দ্বাদশাঙ্গুলৌ॥৬৫॥
কিঞ্চিদ্ভ্রুবৌ ভুজৌ তাসাং কিঞ্চিদ্দীর্ঘং মুখং ভবেৎ। নাসা-গ্রীবা-ললাটানি সার্দ্ধদ্ব্যঙ্গুলকানি চ॥৬৬॥

বেণুবাদনতৎপরমিতি শ্রীমদধরন্যস্তবেণুবাদনমন্দ্রশোভিতং। শ্রীহস্তদ্বয়ধৃতসহজসংলগ্নৈব বংশী বিধেয়েত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধসংস্থিতামিতি ত্রিভঙ্গলগিতত্বাৎ॥৬৪॥

দ্বাবিংশত্যঙ্গুলা বিততা স্তনৌ চ বিততৌ॥৬৫॥ কিঞ্চিৎ পুরুষাদীষৎ॥৬৬॥ পুরুষনেত্রা-

---

হইবেন। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে, বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ শিল্পবিদ্যা প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা বিদিত আছে, তাদৃশ হরিভক্ত শিল্পকর দ্বারা যত্ন সহকারে কৃষ্ণপ্রতিমা প্রস্তুত করাই সুবুদ্ধি ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যে প্রতিমার পরিমাণ পঞ্চদশাঙ্গুল, তাহাই শ্রেষ্ঠ; দ্বাদশাঙ্গুল মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুল প্রতিমা অধম জানিবে। যে পরিমাণ কথিত হইল, ইহার ন্যূন বা অধিক করিতে নাই। অজ্ঞানবশে বা মোহনিবন্ধন ন্যূনাধিক্য করিলে সেই নরাধমের প্রতিমা ফলদাত্রী হয় না; সেই প্রতিমার অর্চ্চনা করিলে পূজা বিফল হয়। নিয়মিত পরিমাণ অপেক্ষা এক অঙ্গুলী ন্যূন হইলে তত্রত্য নরপতি প্রজাপীড়ক এবং গৃহিগণ নিরয়গামী হন। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! সুতরাং যেরূপ পরিমাণ কথিত হইল, তদনুসারে প্রতিমা প্রস্তুত করিবে, কদাচ তাহার বিপরীত করিবে না। কুঙ্কুমময়ী প্রতিমা জ্ঞানদাত্রী, স্বর্ণময়ী মোক্ষপ্রদা, শিলাময়ী সম্পদ্দাত্রী, রাজতী বহুভক্তিপ্রদায়িনী, কাষ্ঠময়ী তেজস্করী, পিত্তলময়ী অরিক্ষয়কারিণী, তাম্রময়ী ধনবৃদ্ধিকরী এবং শুভলক্ষণে লক্ষিতা মৃন্ময়ী প্রতিমা নিরন্তর বহুসুখ-মোক্ষবিধায়িনী ও ভোগপ্রদা। তোমার নিকট সমস্ত প্রতিমার বিবরই বর্ণন করিলাম। প্রতিমা দ্বিবিধ;—লেপ্য ও লেখ্য। পর্ব্বতাগ্র, নদীতট, চত্বর, গোষ্ঠ, সাগরতট ও অরণ্য এই সকল স্থানে প্রতিমা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইতে ন্যূন হইলেও দোষ নাই। মন্ত্রী ব্যক্তি বেশ দ্বারা সুবিভূষিত অত্যুত্তম কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উক্ত প্রতিমূর্ত্তিকে গৃহে বা গোষ্ঠে স্থাপন করিবেন।৬৪॥

অতঃপর শ্রীপ্রতিমার অঙ্গ বর্ণিত হইতেছে।—শ্রীমূর্ত্তির উদর চতুর্দ্দশাঙ্গুল দীর্ঘ হইবে। কটির বিস্তার দ্বাবিংশত্যঙ্গুল এবং স্তনযুগলের বিস্তার দ্বাদশাঙ্গুল করিবে। ৬৫। পুং-প্রতিমা অপেক্ষা স্ত্রী-প্রতিমার ভুজযুগল ঈষৎ হ্রস্ব ও মুখ কিছু দীর্ঘ করিতে হয় এবং নাসিকা, গ্রীবা ও

বিস্তারে কিঞ্চিদধিকার্দ্ধাঙ্গুলোঽধরপল্লবঃ। নেত্রে চতুর্থভাগোনে পরং শ্রীবচ্চ পূর্ব্ববৎ॥৬৭॥

তথা মাৎস্যে।—

স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাশ্চ বিম্বস্তিস্তনোরু-জঘনাধিকাঃ। নানাভরণসংযুক্তাঃ কিঞ্চিদ্‌দ্বভুজাঃ শুভাঃ॥৬৮॥

চতুর্থভাগেন উনে। শ্রীবদিতি অগ্রে লেখ্যলক্ষ্মীমূর্ত্তিবৎ। অতএবোক্তং শ্রীহয়শীর্ষদেবেন।—সর্ব্বেষামেব দেবানাং বিষ্ণুক্তং মানমুচ্যতে। দেবীনামপি সর্ব্বাসাং লক্ষ্ম্যুক্তং মানমুচ্যতে ইতি। পূর্ব্ববচ্চেতি পূর্ব্বোক্তপুরুষাঙ্গমানাদি-সদৃশমপীতি লক্ষ্মীমূর্ত্তেঃ সর্ব্বাঙ্গমানাঙ্গুক্তেরিতি। ॥৬৭॥ তথা চ শ্রীমৎস্যপুরাণে—স্বকীয়াঙ্গুলমানেন মুখং স্যাৎ দ্বাদশাঙ্গুলং। প্রতিমামুখমানেন সমভাগান্ প্রকল্পয়েৎ। চতুরঙ্গুলা ভবেৎ গ্রীবা ভাগেন হৃদয়ং পুনঃ। নাভিস্তস্মাদধঃ কার্য্যা ভাগেনৈকেন শোভনা। নিম্নত্বে বিস্তরত্বে চ অঙ্গুলত্বং প্রকীর্ত্তিতং। নাভেরধস্তান্মেঢ্রং তু ভাগেনৈকেন কল্পয়েৎ। দ্বিভাগেনায়তাবূরূ জানুনী চতুরঙ্গুলে। জঙ্ঘে দ্বিভাগে বিখ্যাতে পাদৌ চ চতুরঙ্গুলৌ। চতুর্দ্দশাঙ্গুলস্তদ্বন্মৌলিরস্য প্রকীর্ত্তিতঃ। ঊর্দ্ধমানমিদং প্রোক্তং পৃথুত্বং চ নিবোধত। সর্ব্বাবয়বমানেষু বিস্তারং শৃণুত দ্বিজাঃ। চতুরঙ্গুলং ললাটং স্যাদূর্দ্ধং নাসা তথৈব চ। দ্ব্যঙ্গুলং তু হনু জ্ঞেয়মোষ্ঠশ্চাঙ্গুলসম্মিতঃ। অষ্টাঙ্গুলং ললাটং তু তাবন্মাত্রে ভ্রুবৌ মতে। অর্দ্ধাঙ্গুলা ভ্রুবোর্লেখা মধ্যে ধনুরিবানতা। উন্নতাগ্রা ভবেৎ পার্শ্বে শ্লক্ষ্ণা তীক্ষ্ণা প্রশস্যতে। অক্ষিণী দ্ব্যঙ্গুলায়ামে তদর্দ্ধং চৈব বিস্তরে। উন্নতোদরমধ্যে তু রক্তান্তে শুভলক্ষণে। তারকা তত্রিভাগেন দৃষ্টিঃ স্যাৎ পঞ্চভাগিকা। দ্ব্যঙ্গুলং তু ভ্রুবোর্মধ্যং নাসামূলমথাঙ্গুলং। নাসাগ্রবিস্তরং তদ্বৎ সুপুটদ্বয়মুত্তমম্। নাসাপুটবিলং তদ্বদর্দ্ধাঙ্গুলমুদাহৃতং। কপোলে দ্ব্যঙ্গুলে তদ্বৎ কর্ণমূলাদ্বিনিঃসৃতে। হন্বগ্রমণ্ডলং তদ্বিস্তারাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং ভবেৎ। অর্দ্ধাঙ্গুলা ভ্রুবো রাজী মৃণালসদৃশী মতা। অর্দ্ধাঙ্গুল-সমস্তদ্বদুত্তরৌষ্ঠস্য বিস্তরে। নিষ্পাব সদৃশং তদ্বন্নাসাপুটদলং ভবেৎ। সৃক্কণী যোনিতুল্যে তু কর্ণমূলাৎ ষড়ঙ্গুলে। কর্ণৌ তু ভ্রূসমৌ জ্ঞেয়াবূর্দ্ধঞ্চ চতুরঙ্গুলং। দ্ব্যঙ্গুলে কর্ণপার্শ্বে তু মাত্রামেকান্ত বিস্তরে। কর্ণয়োরুপরিষ্টাচ্চ মস্তকং দ্বাদশাঙ্গুলং। ললাটং পৃষ্ঠতোঽর্দ্ধেন প্রোক্তমষ্টাদশাঙ্গুলং। ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলশ্চাপি পরিণাহঃ শিরোগতঃ। সকেশনিচয়স্যাস্য দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ। কেশান্তাদ্ধনুকান্তদ্বদঙ্গুলানি তু ষোড়শ। গ্রীবামধ্যে পরীণাহশ্চতুর্বিংশতিরঙ্গুলঃ। অষ্টাঙ্গুলা ভবেদ্‌গ্রীবা পৃথুত্বেন বিশিষ্যতে। স্তনগ্রীবান্তরং প্রোক্তমেকতালং স্বয়ম্ভুবা। স্তনয়োরন্তরং তদ্বদ্দ্বাদশাঙ্গুলমিষ্যতে। স্তনয়োর্মণ্ডলং তদ্বদ্ দ্ব্যঙ্গুলং পরিকীর্ত্তিতং। চুচুকৌ মণ্ডলস্যান্তর্যবমাত্রাবুভৌ স্মৃতৌ। দ্বিতালং চাপি বিস্তারে বক্ষঃস্থলমুদাহৃতং। কক্ষে ষড়ঙ্গুলে প্রোক্তে বাহুমূলস্তনান্তরে। চতুর্দ্দশাঙ্গুলৌ পাদাবঙ্গুষ্ঠস্ত্রিরঙ্গুলঃ। পঞ্চাঙ্গুল-পরীণাহমঙ্গুষ্ঠাগ্রং তথোন্নতং। অঙ্গুষ্ঠস্য সমা তদ্বদায়ামে স্যাৎ প্রদেশিনী। তস্যা ষোড়শভাগেন হীয়তে মধ্যমাঙ্গুলী। অনামিকাষ্টভাগেন কনিষ্ঠা চাপি হীয়তে। পর্ব্বত্রয়েণ চাঙ্গুল্যো গুল্‌ফৌ তু দ্ব্যঙ্গুলৌ স্মৃতৌ। পার্ষ্ণি-

ভালদেশ এই অঙ্গত্রয় সার্দ্ধ দ্বি-অঙ্গুলী বিস্তৃত করিবে। ৬৬। স্ত্রী-প্রতিমার অধরপল্লবের বিস্তৃতি ঈষদধিক অর্দ্ধাঙ্গুল করিবে। স্ত্রী-প্রতিমার চক্ষু পুং-প্রতিমূর্ত্তির চক্ষুর চতুর্থাংশের একাংশ ন্যূন এবং অবশিষ্ট অঙ্গ পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুবৎ ও পশ্চাদুক্ত লক্ষ্মীবৎ কর্ত্তব্য।৬৭। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে স্ত্রী-

কিঞ্চ।—

শ্রীবাবলিশ্চ কর্ত্তব্যা কিঞ্চিদূর্দ্ধাঙ্গুলোচ্ছ্রয়া। এবং নারীষু সর্ব্বাসু দেবানাং প্রতিমাসু চ।
নবতালমিদং প্রোক্তং লক্ষণং পাপনাশনম্॥

দ্ব্যঙ্গুলমাত্রা তু কলোয়োচ্চা প্রকীর্ত্তিতা। দ্বিপর্ব্বাঙ্গুষ্ঠকঃ প্রোক্তঃ পরিণাহশ্চ দ্ব্যঙ্গুলঃ। প্রদেশিনীপরীণাহস্ত্র্যঙ্গুলঃ সমুদাহৃতঃ। অষ্টাসামষ্টভাগেন হীয়তে ক্রমশো দ্বিজাঃ। অঙ্গুলেনোচ্ছ্রয়ঃ কার্য্যো হ্যঙ্গুষ্ঠস্য বিশেষতঃ। তদর্দ্ধেন তু শেষাণামঙ্গুলীনাং সমুচ্ছ্রয়ঃ। জঙ্ঘাগ্রে পরিণাহস্তু অঙ্গুলানি চতুর্দ্দশ। জঙ্ঘামধ্যে পরীণাহস্তথৈবাষ্টাদশাঙ্গুলঃ। জানুমধ্যে পরীণাহ একবিংশতিরঙ্গুলঃ। জানূচ্ছ্রয়োঽঙ্গুলঃ প্রোক্তো মণ্ডলন্তু ত্রিরঙ্গুলং। ঊরুমধ্যে পরীণাহঃ অষ্টাবিংশতিকাঙ্গুলঃ। একবিংশোপরিষ্টাচ্চ বৃষণৌ তু ত্রিরঙ্গুলৌ। ত্র্যঙ্গুলঞ্চ তথা মেঢ্রং পরিণাহে ষড়ঙ্গুলং। মণিবন্ধোদয়াং বিন্দ্যাৎ কোশরেখাং তথৈব চ। মণিকোশ-পরীণাহশ্চতুরঙ্গুল ইষ্যতে। বিস্তারেণ ভবেত্তদ্বৎ কটিরষ্টাদশাঙ্গুলা। দ্বাবিংশতিস্তথা স্ত্রীণাং স্তনৌ চ দ্বাদশাঙ্গুলৌ। নাভিমধ্যে পরীণাহো দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ। পুরুতঃ পঞ্চ-পঞ্চাশৎ কট্যাশ্চৈব তু বেষ্টনং। কক্ষয়োরুপরিষ্টাচ্চ স্কন্ধৌ প্রোক্তৌ ষড়ঙ্গুলৌ। অষ্টাঙ্গুলাঞ্চ বিস্তারে গ্রীবাঞ্চৈব তু নির্দ্দিশেৎ। পরীণাহে তথা গ্রীবা কলা দ্বাদশ নির্দ্দিশেৎ। আয়ামো ভুজয়োস্তদ্বদ্ দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ। কার্য্যন্তু বাহুশিখরং প্রমাণে ষোড়শাঙ্গুলং। ঊর্দ্ধং দ্বাহুপর্ব্বান্তং বিস্তাদষ্টাদশাঙ্গুলং। তথৈবাঙ্গুলহীনন্তু দ্বিতীয়ং পর্ব্বমুচ্যতে। বাহুমধ্যে পরীণাহো ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলঃ। ষোড়শোক্তপ্রবাহন্তু ষট্‌কলোঽগ্রকরো মতঃ। সপ্তাঙ্গুলং করতলং মধ্যমাঙ্গুলপঞ্চকা। অনামিকা মধ্যমায়াঃ সপ্তভাগেন হীয়তে। তস্যাস্তু পঞ্চভাগেন কনিষ্ঠা পরিহীয়তে। মধ্যমায়াস্তু হীনা বৈ পঞ্চভাগেন তর্জ্জনী। অঙ্গুষ্ঠস্তর্জ্জনীমূলাদধঃ প্রোক্তস্তু তৎসমঃ। অঙ্গুষ্ঠপরিণাহস্তু বিজ্ঞেয়শ্চতুরঙ্গুলঃ। শেষাণামঙ্গুলীনাস্তু ভাগো ভাগেন হীয়তে। মধ্যমা-মধ্যপর্ব্বন্তু অঙ্গুলদ্বয়মায়তম্। যবো যবস্তু সর্ব্বাসাং তস্যাং তস্যাং প্রহীয়তে। অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যপর্ব্বন্তু তর্জ্জন্যা সদৃশং ভবেৎ। যবদ্বয়াধিকং তদ্বদগ্রপর্ব্বমুদাহৃতম্। পর্ব্বার্দ্ধেন নখান্ বিদ্যাদঙ্গুলীষু সমন্ততঃ। স্নিগ্ধং শ্লক্ষ্ণং প্রকুর্ব্বীত ঈষদ্রক্তং নখত্রজম্। নিম্নপৃষ্ঠং ভবেন্মধ্যে পার্শ্বতঃ কলয়োচ্ছ্রিতম্। তথৈব কেশবল্লর্য্যঃ স্কন্ধোপরি দশাঙ্গুলাঃ। স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাশ্চ বিষক্তিঃ স্তনোরু-জঘনাধিকাঃ। চতুর্দ্দশাঙ্গুলায়ামমুদরং তাসু নির্দ্দিশেৎ। নানাভরণসম্পন্না কিঞ্চিদ্দ্রুস্বতুজান্বিতঃ। কিঞ্চিদ্দীর্ঘং ভবেদ্বক্ত্রমলকাবলিরুত্তমা। নাসা গ্রীবা ললাটঞ্চ নির্দ্দিষ্টাশ্চতুরঙ্গুলম্। অধ্যর্দ্ধাঙ্গুলবিস্তারঃ শস্যতেঽধরপল্লবঃ। অধরান্নেত্রযুগ্মন্তু চতুর্ভাগেন নির্দ্দিশেৎ। গ্রীবাবলিশ্চ কর্ত্তব্যা কিঞ্চিদূর্দ্ধাঙ্গুলোচ্ছ্রয়া। এবং নারীষু সর্ব্বাসু দেবানাং প্রতিমাসু চ। নবতালমিদং প্রোক্তং লক্ষণং পাপনাশনম্॥ শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে।—অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রতিমালক্ষণং পরম্। যত্র কস্তচিদাধ্যাত্ম্যং ভবেদ্ গুহ্যতরং পরম্। অভিপ্রেতপ্রমাণন্তু যথা প্রতিমাদয়েৎ। নবমে ভাস্করৈর্ভক্তে ভাগং দ্বাদশমুচ্যতে। দ্ব্যঙ্গুলং গোলকং

অর্থাৎ—অতএব উরু ও জঘনদেশে পুংমূর্ত্তি অপেক্ষা বিশাল করিবে এবং প্রতিমাকে বিবিধ

অথ মৃন্ময়ীনাং শ্রীমূর্ত্তীনাং বিশেষঃ।

শ্রীহয়শীর্ষীয়ে প্রতিমাপ্রসঙ্গে।—

মৃ্ত্তিকা বর্ণপূর্ব্বেণ গৃহ্নীয়ুঃ সর্ব্ববর্ণিনঃ। নদীতীরেঽথবা ক্ষেত্রে পুণ্যস্থানেঽথবা পুনঃ।

নাম্না কলা নেত্রান্তমুচ্যতে। ভাগমেকং ত্রিধা ভক্ত্বা পার্ষ্ণি ভাগং প্রকল্পয়েৎ। ভাগমেকং তথা জানৌ গ্রীবায়াং ভাগমেব চ। মুকুটং তালমাত্রং স্যাত্তালমাত্রং তথা মুখম্। তালমাত্রেণ কণ্ঠন্ত তালেন হৃদয়ং তথা। নাভিমেঢ্রান্তরং তালং দ্বিতালাবূরুকৌ তথা। তালদ্বয়েন জঙ্ঘা তু সূত্রাণি শৃণু সাম্প্রতম্। কার্য্যং সূত্রদ্বয়ং পাদে জঙ্ঘামধ্যে তথাপরম্। হৃদয়ে চ তথা কার্য্যং কণ্ঠে সূত্রদ্বয়ং তথা। ললাটে চাপরং কার্য্যং মস্তকে চ তথাপরম্। মুকুটোপরি কর্ত্তব্যং সূত্রমেকং বিচক্ষণৈঃ। সূত্রাণ্যূর্দ্ধং প্রদেয়ানি সপ্তৈব সুরসত্তম। কক্ষাত্রিকান্তরেণৈব কণ্ঠসূত্রাণি দাপয়েৎ। মধ্যসূত্রাণি সন্ত্যজ্য সূত্রাণ্যেবং নিবেশয়েৎ ললাট-নাসিকা-বক্ত্রং কর্ত্তব্যং চতুরঙ্গুলম্। গ্রীবা-কর্ণস্তু কর্ত্তব্যমায়ামাচ্চতুরঙ্গুলম্। দ্ব্যঙ্গুলে হনুকে কার্য্যে বিস্তারাচ্চিবুকং তথা। অষ্টাঙ্গুলং ললাটন্তু বিস্তারেণ প্রকীর্ত্তিতম্। পরেণ দ্ব্যঙ্গুলৌ শঙ্খৌ কর্ত্তব্যাবলকান্বিতৌ। চতুরঙ্গুল-মাখ্যাতমন্তরং কর্ণ-নেত্রয়োঃ। দ্ব্যঙ্গুলৌ পৃথুকৌ কর্ণৌ কর্ণার্দ্ধাঙ্গঞ্চ পঞ্চমে। ভ্রূসমেন তু সূত্রেণ কর্ণসূত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। বিদ্ধঃ ষড়ঙ্গুলং কর্ণমবিদ্ধং চতুরঙ্গুলম্। চিবুকেন সমং বিদ্ধমবিদ্ধং বা ষড়ঙ্গুলম্। খড়্গপাত্রং তথা রন্ধ্রং শষ্কুলীং কল্পয়েত্তথা। অঙ্গুলেনাধরঃ কার্য্যস্তস্যার্দ্ধেনোত্তরাধরঃ। অর্দ্ধাঙ্গুলং তথা গুল্ফং বক্ত্রং তু চতুরঙ্গুলম্। আয়ামেন তু বৈপুল্যং সার্দ্ধমঙ্গুলমুচ্যতে। অব্যাত্তমেব স্যাদ্বক্ত্রং ব্যাত্তং দ্ব্যঙ্গুলমুচ্যতে। নাসা-বংশ-সমুচ্ছ্রায়ং মূলে ত্বেকাঙ্গুলং মতম্। উচ্ছ্রিতা দ্ব্যঙ্গুলং চাগ্রে করবীরোপমা স্মৃতা। অন্তরং চক্ষুষোঃ কার্য্যং চতুরঙ্গুলমানতঃ। দ্ব্যঙ্গুলং চাক্ষিকোষং তদ্দ্ব্যঙ্গুলং চান্তরং তয়োঃ। তারা নেত্রত্রিভাগেন দৃক্‌তারা পঞ্চমাংশিকা। অঙ্গুলং নেত্রবিস্তারং দ্রোণী চার্দ্ধাঙ্গুলা মতা। তৎ-প্রমাণা ভ্রুবোর্লেখা ভ্রুবৌ নেত্রসমে মতে। ভ্রূমধ্যং দ্ব্যঙ্গুলং কার্য্যং ভ্রূদৈর্ঘ্যং চতুরঙ্গুলম্। ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং মস্তকস্য তু বেষ্টনম্। মূর্ত্তীনাং কেশবাদীনাং দ্বাত্রিংশদ্বেষ্টনং ভবেৎ। পঞ্চ নেত্রাদধোগ্রীবা বিস্তারাদ্বেষ্টনং পুনঃ। ত্রিগুণন্তু ভবেদূর্দ্ধং বিস্তৃতাষ্টাঙ্গুলং পুনঃ। গ্রীবা-ত্রিগুণমায়ামং গ্রীবাবক্ষোঽন্তরং ভবেৎ। স্কন্ধাবষ্টাঙ্গুলৌ কার্য্যৌ ত্রিকলাবংশকৌ শুভৌ। সপ্তনেত্রৌ স্মৃতৌ বাহূ প্রবাহূ ষোড়শাঙ্গুলৌ। ত্রিকলং বিস্তৃতৌ বাহূ প্রবাহূ চাপি তৎ-সমৌ। বাহুদণ্ডার্দ্ধিতো জ্ঞেয়ঃ পরীণাহঃ কলা নব। সপ্তদশাঙ্গুলা মধ্যে কূর্পরোর্দ্ধে চ ষোড়শী। কূর্পরস্তু ভবেন্নাহস্ত্রিগুণঃ সুরসত্তম। নাহঃ প্রবাহমধ্যে তু ষোড়শাঙ্গুল উচ্যতে। অগ্রহস্তে পরীণাহো দ্বাদশাঙ্গুল উচ্যতে। বিস্তারেণ করতলং কীর্ত্তিতং তু ষড়ঙ্গুলম্। দৈর্ঘ্যাৎ সপ্তা-ঙ্গুলং কার্য্যং মধ্যে পঞ্চাঙ্গুলা মতা। তর্জ্জন্যনামিকা চাপি তস্মাদর্দ্ধাঙ্গুলং বিনা। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ কার্য্যৌ চতুরঙ্গুল-সম্মিতৌ। দ্বিপর্ব্বাঙ্গুষ্ঠকঃ কার্য্যঃ শেষাঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বিকাঃ। সর্ব্বাসাং পর্ব্বণোঽর্দ্ধেন নখমানং বিধীয়তে। বক্ষসো যৎ প্রমাণঞ্চ জঠরং তৎপ্রমাণকম্। [illegible]

অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে হয়। এতদ্ব্যতীতহস্তের ভুজ সমূহও পুং-প্রতিমূর্ত্তি অপেক্ষা [illegible]

পাষাণ-কর্করালোহ-চূর্ণানি সমভাগতঃ। মৃত্তিকায়াং প্রযোজ্যাথ কষায়েণ প্রপীড়য়েৎ।
খাদিরেণার্জ্জুনেনাথ সর্জ্জ-শ্রীবেষ্টকুন্দুরৈঃ। কৌটজৈরায়সৈঃ স্নেহৈর্দধিক্ষীরঘৃতাদিভিঃ।

ভবেন্নাভী বেধেন চ প্রমাণতঃ। নাভীমধ্যে পরীণাহো দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলৈঃ। অন্তরং স্তনয়োঃ কার্য্যং তালমাত্রং প্রমাণতঃ। চুচুকৌ যবমানৌ তু দ্বিযবং মণ্ডলং ভবেৎ। চতুঃ ষষ্ট্যঙ্গুলং কার্য্যং বেষ্টনং বক্ষসঃ স্ফুটং। চতুর্ম্মুখং তু তদধো বেষ্টনং পরিকীর্ত্তিতম্। পরীণাহস্তথা কট্যাং চতুঃ-পঞ্চাশদঙ্গুলৈঃ। বিস্তারশ্চোরুমূলে তু প্রোচ্যতে দ্বাদশাঙ্গুলঃ। তস্মাদভ্যধিকং মধ্যে ততো নিম্নতরং ক্রমাৎ। বিস্তৃতোঽষ্টাঙ্গুলং জানু ত্রিগুণং পরিণাহতঃ। জঙ্ঘামধ্যে তু বিস্তারঃ সপ্তাঙ্গুল উদাহৃতঃ। ত্রিগুণঃ পরিধিশ্চাস্য জঙ্ঘাগ্রং পঞ্চ বিস্তরাৎ। ত্রিগুণঃ পরিধিশ্চাস্য পাদৌ তাল-প্রমাণকৌ। আয়ামাদুচ্ছ্রিতৌ পাদৌ চতুরঙ্গুলমেব চ। গুলফ্‌পর্ব্বং তু কর্ত্তব্যং প্রমাণাচ্চতুরঙ্গুলং। ত্রিকলং বিস্তৃতৌ পাদৌ দ্ব্যঙ্গুলোঽঙ্গুষ্ঠকঃ স্মৃতঃ। পঞ্চাঙ্গুলং তু নাহোঽস্য দীর্ঘত্বং তু প্রদেশিনী। অষ্টমাংশাষ্টমাংশোনাঃ শেষাঙ্গুল্যঃ ক্রমেণ তু। সপাদাঙ্গুলমুৎসেধমঙ্গুষ্ঠস্য প্রকীর্ত্তিতং। পাদোনমঙ্গুলং কার্য্যমঙ্গুষ্ঠস্য নখং সদা। অর্দ্ধাঙ্গুলং তথান্যাসাং ক্রমাদূনং তু কারয়েৎ। দ্ব্যঙ্গুলৌ বৃষণৌ কার্য্যৌ মেঢ্রস্ত চতুরঙ্গুলং। পরিণাহেন কোষাগ্রং কর্ত্তব্যং চতুরঙ্গুলং। ষড়ঙ্গুল-পরীণাহৌ বৃষণৌ পরিকীর্ত্তিতৌ। বৃষণাকৃতা কার্য্যা প্রসন্নবদনেক্ষণা। প্রতিমা বাসুদেবস্য মানেন সুরসত্তম। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে।—চিবুকাচ্চ ললাটান্তং স্যাদ্বক্ত্রং দ্বাদশাঙ্গুলং। ললাটাদূর্দ্ধতো বিপ্র ত্র্যঙ্গুলং চোন্নতং শিরঃ। দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তীর্ণং ত্রিগুণং পরিণাহতঃ। বিস্তারাদ্দ্ব্যঙ্গুলৌ কর্ণৌ তন্মাত্রাত্রিগুণোচ্ছ্রিতৌ। কস্তকাগ্র-সমং বিদ্ধি রন্ধ্রং শ্রোত্রস্য চান্তরম্। কর্ণাবটাবধশ্চোর্দ্ধৌ মানেনার্দ্ধাঙ্গুলৌ স্মৃতৌ। কর্ণচ্ছিদ্রাদধো বাহ্যে কর্ণমধ্যেঽঙ্গুলো বটঃ। অঙ্গুলাঃ কর্ণপাণ্যোশ্চ পার্শ্বে স্যাদ্বা যদৃচ্ছয়া। ভ্রূলতে শশিরেখে চ আয়ামাচ্চতুরঙ্গুলা। অর্দ্ধাঙ্গুলেন বৈ কার্য্যা মধ্যস্থূলাগ্রতঃ কৃশা। ভ্রূমধ্যমঙ্গুলসমং নাসা তু চতুরঙ্গুলা। অঙ্গুলা চাগ্রতঃ কার্য্যা তিলপুষ্পাকৃতিস্তথা। নেত্রয়োরন্তরং জ্ঞেয়ং ত্র্যঙ্গুলং নেত্রতস্তথা। দৈর্ঘ্যেণ ত্র্যঙ্গুলং নেত্রং তদায়ামেন চাঙ্গুলং। ত্র্যংশেন তারকং মধ্যে জ্যোতিস্ত্র্যংশভাগতঃ। ঘ্রাণাধশ্চাঙ্গুলেনৈব পাদহীনেন গোধিকা। কল্প্যতে মুনিশার্দ্দূল একাংশেন ততোঽধরঃ। উত্তরাখ্যোপ্যধরশ্চ প্রমাণেনাঙ্গুলং স্মৃতং। দ্ব্যঙ্গুলং চিবুকং বিপ্র উচ্ছ্রায়েন প্রকীর্ত্তিতং। বিস্তারত্র্যঙ্গুলো জ্ঞেয়ঃ সৃক্কণী চতুরঙ্গুলে। ঈষদ্বিহসিতং তেন কর্ণপাণ্যোঃ পরস্পরং। কপোলমর্দ্দণশিবত্তস্যাধ্যে চতুরঙ্গুলৌ। তৌ চ গণ্ডৌ সমৌ কুর্য্যাত্র্যংশপূর্ণৌ মনোরমৌ। কর্ণোচ্ছ্রায়ত্র্যঙ্গুলঃ স্যাদ্বিস্তারেণ তু নারদঃ। অষ্টাঙ্গুলোঽথ পরিধিস্ত্রিগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। কণ্ঠাবধি স্থিতং বক্ষো যাবৎ স্তনাবধির্মুনে। উরস্তদ্বেন বিহিতং সদৈব দ্বাদশাঙ্গুলং। দ্বিগুণং তচ্চ বিস্তারাদ্দ্ব্যঙ্গুলং স্তনমণ্ডলং। একয়োশ্চুচুকং কার্য্যমষ্টমাংশং যবাঙ্গুলং। পরস্পরং স্যাৎ স্তনয়োরন্তরং দ্বাদশাঙ্গুলং। অষ্টাঙ্গুলৌ স্মৃতাবংসৌ বিস্তারেণ মহামতে। শ্রোত্রবদেব কুর্য্যাচ্চ হস্তমূলাৎ ষড়ঙ্গুলং। উচ্ছ্রায়েণ তু নাভ্যন্তং কুর্য্যাদ্বৈ দ্বাদশাঙ্গুলং। কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাবর্ত্ত-নাভিং মেঢ্রাবধি দ্বিজ। উচ্ছ্রায়েণ

হইবে। ৬৮। আরও লিখিত আছে যে, গ্রীবাদেশর ত্রিবলী ঈষদূর্দ্ধে একাঙ্গুল উন্নত করিবে।

আলোড্য মৃত্তিকাং তৈস্তৈঃ স্থানে স্থাপ্য পুনঃ পুনঃ। মাসং পর্য্যুষিতং কৃত্বা প্রতিমাং পরিকল্পয়েৎ।
স্থাপয়েৎ প্রতিমাশূলং রম্যন্যাসস্য চোপরি। শূলঞ্চ খাদিরাদীনাং যজ্ঞিয়ানাং প্রকল্পয়েৎ।

চ সংপাদ্যং সুসমং দ্বাদশাঙ্গুলং। নাভেরধস্তাদুদরং সম্পাদ্যং চতুরঙ্গুলং। শেষঃ স্যাৎ কটিভূভাগো বিস্তারেণোদরং মুনে। দ্বিসপ্তাঙ্গুলমানং স্যাৎ পরিধিস্ত্রিগুণঃ স্মৃতঃ। কুর্য্যাৎ প্রজননং বিপ্র উচ্ছ্রায়েণ ষড়ঙ্গুলং। ত্রিগুণঃ পরিমানেন পরিধিস্তু কটেঃ স্মৃতঃ। ত্রিষড়ঙ্গুলবিস্তীর্ণং কটিমানমুদাহৃতং। ষড়্বিংশদঙ্গুলা বিপ্র পরিধেস্তু কটিঃ স্মৃতা. উর্ব্বোশ্চ জঘনঃ বিপ্র উচ্ছ্রায়েণ ষড়ঙ্গুলং। দ্ব্যঙ্গুলেন চ বিস্তীর্ণৌ বৃষণৌ চতুরঙ্গুলৌ। ত্রিচতুষ্কসংপূর্ণৌ উরুদণ্ডৌ ততো দ্বিজ। উচ্ছ্রায়েণ চ কর্ত্তব্যং চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলং মুনে। পৃথুমূলৌ ক্রমক্ষামৌ সংলগ্নৌ গজপাণিবৎ। বিস্তারেণ তু কুর্ব্বীত উরুমূলং ষড়ঙ্গুলং। ষট্ত্রিংশদঙ্গুলং নাভাবূরুমধ্যং নবাঙ্গুলং। উর্ব্বোরপ্যবাসনে তু বেষ্টনঃ স্বেকবিংশতিঃ। ত্র্যঙ্গুলং মুনিশার্দ্দূল পরিতো জানুমণ্ডলং। বিস্তারমুন্নতিঞ্চাপি জানোরপ্যধুনা শৃণু। দ্বির্দ্দশেনাঙ্গুলেন জানোর্বিস্তার উচ্যতে। ষড়ঙ্গুলেন বিস্তীর্ণং জঙ্ঘামূলং প্রকীর্ত্তিতং। জঙ্ঘামধ্যে তথা নাভাবষ্টাবপ্যথ বিংশতিঃ। জঙ্ঘাবসানে বিস্তারো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চাঙ্গুলো মুনে। তমেব ত্রিগুণীকৃত্য তস্যৈব পরিধির্ভবেৎ। গুল্ফাদধস্ত্র্যঙ্গুলঃ স্যাৎ পাদোচ্ছ্রায়স্তু নারদ। পার্ষ্ণ্যাশ্চ পৃষ্ঠতো যাবদঙ্গুষ্ঠাগ্রং দ্বিজোত্তম। পাদস্য তাবদ্দৈর্ঘ্যং স্যাদঙ্গুলানাং দ্বিসপ্তকং। ষড়ঙ্গুলেন বিততং কূর্ম্মপৃষ্ঠোন্নতং ক্রমাৎ। চতুর্ভিরঙ্গুলৈর্দৈর্ঘ্যমঙ্গুষ্ঠং পরিকীর্ত্তিতং। ত্রিগুণং বেষ্টনং তস্য দৈর্ঘ্যাত্তস্য দশাধিকা। পাদপ্রদেশিনী কার্য্যা তৎসমীপস্থিতাঙ্গুলিঃ। অঙ্গুষ্ঠস্য সমা কার্য্যা পাদন্যূনা ত্বনামিকা। অনামিকায়াঃ পাদেন হীনা পাদকনীয়সী। ত্র্যংশেন বিদ্ধি সর্ব্বাসা পর্ব্বমানং তু নারদ। পর্ব্বার্দ্ধেন নখাঃ কার্য্যা অর্দ্ধেন্দুসদৃশাঃ শুভাঃ। ষট্ত্রিংশদঙ্গুলং বিপ্র স্কন্ধাৎ পৃষ্ঠসমাবধৌ। গোমুখং বা ক্রমান্নিম্নং যাবদঙ্গুলবিংশতিঃ। মধ্যপ্রদেশাদ্বিততং পৃষ্ঠবংশোন্নতঃক্রমাৎ। সুগুড়ং প্রবিভক্তঞ্চ বিভক্তঞ্চ তথা মুনে। সুমিলিতং মৎস্যযুগ্মং ক্ষামং পঞ্চাঙ্গুলং মতম্। সুবর্ত্তুলৌ স্ফীতৌ কার্য্যৌ বিস্তারাৎ ষোড়শাঙ্গুলৌ। সুবিভক্তৌ চ পীনৌ চ করিকুম্ভোপমৌ স্মৃতৌ। অধস্তাৎ স্কন্ধশিখরাদ্বাহুঃ স্যাৎ ষোড়শাঙ্গুলঃ। অথো বিংশাঙ্গুলং বিদ্ধি উপবাহুং দ্বিজোত্তম মণিবন্ধপ্রদেশস্তু তত্র ত্র্যঙ্গুল উচ্যতে। মধ্যমাঙ্গুলিপর্য্যন্তং মণিবন্ধাবসানতঃ। দ্বাদশাঙ্গুলমানস্তু স্কন্ধঃ স্যাৎ পরিবর্ত্তুলঃ। চতুরঙ্গুলবিস্তীর্ণঃ পরিধিস্ত্রিগুণো মতঃ। মূলতশ্চোপবাহ্বোর্ব্বৈ পঞ্চাঙ্গুল উদাহৃতঃ। ত্রিগুণশ্চ তদুন্নাহস্তং ক্রমাৎ ক্ষাময়েচ্ছনৈঃ। গোপুচ্ছসদৃশং কৃত্বা যথা স্যাৎ কলয়া মুনে। মণিবন্ধ প্রদেশাদ্ধি বিস্তরেণাথ বেষ্টনাৎ। তথাঙ্গুলপ্রমাণেন পাণের্মানমতঃ শৃণু। মুনে অঙ্গুলমানাত্তং বিদ্ধি সপ্তাঙ্গুলং সদা। পঞ্চাঙ্গুলপ্রমাণেন ত্রিকাদ্বিস্তার উচ্যতে। নিম্নং করতলং কুর্য্যাৎ শুভরেখাবিভূষিতং। তত্র মধ্যাঙ্গুলিং বিপ্র বিদ্ধি পঞ্চাঙ্গুলং সদা। তস্যা অপ্যঙ্গুলিঃ পার্শ্বে ঊনা অর্দ্ধাঙ্গুলেন বৈ। তৎ-পঞ্চমাংশহীনা চ নিত্যং কার্য্যে কনীয়সী। সার্দ্ধ্যঙ্গুলমঙ্গুষ্ঠং বিপর্ব্ব পরিকীর্ত্তিতং। ত্রিপর্ব্বান্যাশ্চাঙ্গুলয়ঃ পর্ব্বার্দ্ধেন নখাঃ স্মৃতাঃ। [illegible]

এইরূপে যাবতীয় শ্রী-দেবমূর্ত্তির লক্ষণই নবতাল-পরিমাণ করিতে হয়। এই লক্ষণ পাতকহর বলিয়া কীর্ত্তিত। ৫১।

বিংশোত্তরশতং শূলং কুর্য্যাদ্বা পঞ্চবিংশতিঃ। প্রতিমাঙ্গুলমানেন কৃত্বা সংস্থাপয়েদ্বুধঃ।
চতুর্দ্দশাঙ্গুলং প্রোক্তং সপাদং দলমেব বা। সপ্তবিংশতি চাধস্তান্নাভ্যর্দ্ধোঽর্দ্ধাঙ্গুলং মুখং।

কার্য্যা অঙ্গুল্যোঽঙ্গুলধীমতা। পাদহীনাঃ কনীয়স্যাঃ সপাদাশ্চাঙ্গুলৌ ক্রমাৎ। স্বপ্রমাণস্য বিস্তারাত্রিগুণং বিদ্ধি বেষ্টনং। কূর্ম্মপৃষ্ঠনখাঃ সর্ব্বে অগ্রতশ্চার্দ্ধচন্দ্রবৎ। কেশৈরলকজাতৈঃ তু পরীমানৈর্দ্ধাদশবিস্তীর্ণমায়তঞ্চ মুখং। নগ্নজিতা তু চতুর্দ্দশাঙ্গুল-দৈর্ঘ্যেণ বিস্তারিতং কথিতং॥ নাসা-ললাটোপরি শোভনং। ললাটোর্দ্ধাঙ্গুলিচ্ছাদি কুর্য্যাৎ ত্রিবলিসংযুতং। বারাহাঞ্চ—দ্ব্যঙ্গুল-ললাট-চিবুক-গ্রীবাশ্চতুরঙ্গুলাস্তথা কর্ণৌ। দ্বে দ্বেঽঙ্গুলে চ হনুকে চিবুকং চ দ্ব্যঙ্গুলং প্রস্থতং॥ অষ্টাঙ্গুলং ললাটঞ্চ বিস্তারাদ্দ্ব্যঙ্গুলৌ পরৌ॥ শঙ্খৌ চতুরঙ্গুলৌ চ শঙ্খৌ কর্ণৌ চ দ্ব্যঙ্গুলং পৃথুলৌ। কর্ণোপান্তঃ কার্য্যোঽর্দ্ধপঞ্চমে ভ্রূসমেন সূত্রেণ। কর্ণস্রোতঃ সুকুমারকঞ্চ নয়ন-প্রবন্ধসমং। চতুরঙ্গুলং বশিষ্ঠঃ কথয়তি নেত্রান্তকর্ণয়োর্ব্বিবরং॥ অধরোঽঙ্গুলপ্রমাণস্তস্যা-র্দ্ধেনোত্তরৌষ্ঠশ্চ। অর্দ্ধাঙ্গুলা তু গুলফা বক্ত্রং চ চতুরঙ্গুলায়ামং কার্য্যং। বিপলন্তু সার্দ্ধমঙ্গুল-মধ্যান্তং দ্ব্যঙ্গুলং ব্যাপ্তং। ত্র্যঙ্গুলতুঙ্গৌ নাসাপুটৌ নাসাপুটাগ্রতো জ্ঞেয়ৌ। সা দ্ব্যঙ্গুলমুচ্ছ্রায়া চতুরঙ্গুলমন্তরং চাক্ষ্ণোঃ। দ্ব্যঙ্গুলমিতেক্ষিকোষ্যে দ্বে নেত্রে তত্রিভাগিকা তারা। দৃক্-তারা পঞ্চাংশো নেত্রবিকাশোঽঙ্গুলং ভবতি। পর্য্যন্তাৎ পর্য্যন্তা দশ ভ্রুবোঽর্দ্ধাঙ্গুলা ভ্রুবো-র্লেখা। ভ্রূমধ্যে দ্ব্যঙ্গুলকং ভ্রূদৈর্ঘ্যেণাঙ্গুলচতুষ্কং চ। কার্য্যা তু কেশরেখা ভ্রূমধ্যবন্ধ-সমাঙ্গুলার্দ্ধবিস্তীর্ণা। নেত্রান্তে করবীরকমুপস্তসেদঙ্গুলপ্রমিতং। দ্বাত্রিংশৎ-পরিণাহাচ্চতুর্দ্দশায়া-মতোঙ্গুলানি শিরঃ। দ্বাদশ তু চিত্রকর্ম্মণি দৃশ্যন্তে বিংশতিরদৃশ্যা। আস্যং সকেশনিচয়ং ষোড়শ দৈর্ঘ্যেণ নগ্নজিৎপ্রোক্তাঃ। গ্রীবা দশ বিস্তীর্ণা পরিণাহাদ্বিংশতিঃ সৈকা। কণ্ঠাদ্দ্বাদশ হৃদয়ং হৃদয়ান্নাভিশ্চ তৎপ্রমাণেন। নাভের্ম্মধ্যান্মেঢ্রান্তরং চ তত্তুল্যমেবোক্তং। উরূ চাঙ্গুলমানৈশ্চতুর্যুক্তা বিংশতিস্তথা জঙ্ঘে। জানু-কপিখে চতুরঙ্গুলে চ পাদৌ তত্তুল্যৌ। দ্বাদশ দীর্ঘৌষ্ঠা পৃথুতয়া পাদৌ ত্রিকলায়তাঙ্গুষ্ঠৌ। পঞ্চাঙ্গুল-পরিণাহৌ প্রদেশিনী ত্র্যঙ্গুলং দৈর্ঘ্যং। অষ্টাংশাষ্টাংশোনাঃ শেষাঙ্গুল্যঃ ক্রমেণ কর্ত্তব্যাঃ। চতুর্থভাগমঙ্গুলমুৎসেধোঽঙ্গুষ্ঠক-স্তোক্তঃ। অঙ্গুষ্ঠ-নখঃ কথিতশ্চতুর্ভাগোনমঙ্গুলস্তজ্জ্ঞৈঃ। শেষনখানামর্দ্ধাঙ্গুলক্রমাৎ কিঞ্চি-দূনঞ্চ। জঙ্ঘাগ্রে পরিণাহশ্চতুর্দশোক্তস্তু বিস্তারাৎ পঞ্চ। মধ্যে চ সপ্ত বিপুলাঃ পরিণাহাত্রি-গুণিতাঃ সপ্ত। অষ্টৌ তু জানুমধ্যে বৈপুল্যং ত্র্যষ্টকং তু পরিণাহঃ। বিপুলা চতুর্দ্দশোরুর্ম্মধ্যে দ্বিগুণস্তু তৎ-পরিধিঃ। কটিরষ্টাদশ বিপুলা চত্বারিংশচ্চতুর্যুতা পরিধৌ। অঙ্গুলমেকং নাভির্ব্বেধেন তথা প্রমাণেন। চত্বারিংশদ্বিযুতা নাভিমধ্যেন মধ্যপরিণাহঃ। স্তনয়োঃ ষোড়শ চান্তরমূর্দ্ধং কক্ষে ষড়ঙ্গুলকে। অষ্টাবংসৌ দ্বাদশ বাহূ কার্য্যৌ তথা প্রবাহূ চ। বাহূ ষড়্বিস্তীর্ণৌ প্রতিবাহূ দ্ব্যঙ্গুলচতুষ্কৌ। ষোড়শবাহুমূলে পরিণাহো দ্বাদশাগ্রহস্তে চ॥ বিস্তারেণ করতলং ষড়ঙ্গুলং সপ্ত দৈর্ঘ্যেণ। পঞ্চাঙ্গুলানি মধ্য প্রদেশিনী মধ্যপর্ব্ব-দলহীনা। অনয়া তুল্যা

মৃন্ময়ী শ্রীমূর্ত্তিসমূহের যে কিছু বিশেষ আছে, অতঃপর তাহাই বর্ণিত হইতেছে।— হয়শীর্ষগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই নদীকূল, ক্ষেত্র বা পুণ্যস্থল হইতে

পঞ্চবিংশাঙ্গুলৌ চোরূ সার্দ্ধত্রিকলমস্তকম্। উরূ স্মৃতে সমে জঙ্ঘে পাদোচ্ছ্রায়ং সুসংস্থিতম্।
নেত্রদ্বয়ং সমুদ্দিষ্টমর্দ্ধাঙ্গুলসমন্বিতম্। দ্বিগোলোকা ভবেদ্গ্রীবা চার্দ্ধাঙ্গুলসমন্বিতা।
ভাগস্তু বৃদ্ধিং বক্ষ্যামি পঞ্চবিংশাংশকে তথা। অর্দ্ধার্দ্ধমঙ্গুলং দত্তাৎ হৃদয়াদিষু ভাগশঃ।
পঞ্চবিংশাঙ্গুলং বক্ষো বিস্তারেণ প্রকীর্ত্তিতম্। কটির্বিস্তারতঃ কার্য্যা ষোড়শাষ্টাদশাঙ্গুলা।
পঞ্চবিংশাঙ্গুলৌ বাহূ আয়ামেন প্রকীর্ত্তিতৌ। তথা সপ্তদশ প্রোক্তাবায়ামেন প্রবাহুকৌ।
মণিবন্ধঃ কলায়ামস্তস্মাত্তং প্রতি মস্তকম্। আয়ামো মধ্যমায়াস্তু ষড়ঙ্গুল ইতি স্মৃতঃ।

চানামিকা কনিষ্ঠা তু পর্ব্বোনা। পর্ব্বদ্বয়মঙ্গুষ্ঠঃ শেষাঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বিকা জ্ঞেয়াঃ। নখপরিমাণং কার্য্যং সর্ব্বাসাং পর্ব্বণোঽর্দ্ধেন। দেশানুরূপভূষণ-বেশালঙ্কারমূর্ত্তিভিঃ কার্য্যা। প্রতিমা লক্ষণযুক্তা সংবিহিতা বৃদ্ধিদা ভবতীতি। অতঃপরং সুগমং ॥ ৬৮ ॥

ইতি হরিভক্তিবিলাসে টীকায়ামষ্টাদশবিলাসঃ ॥

মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্তর, কর্করা ও লোহচূর্ণ তুল্যপরিমাণে লইয়া পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা সহ মিশ্রিত করত কষায়, খাদির বা অর্জ্জুন-কাষ্ঠ দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে সর্জ্জ (ধূপ), শ্রীবেষ্ট (তারপিণ), কুঙ্কুম, কৌটজ (কুড়চীর আঠা), লৌহ, স্নেহদ্রব্য, দধি, ক্ষীর, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত মুহুর্মুহুঃ মৃত্তিকা মিশাইয়া তত্তৎস্থলে স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রকারে একমাস যাবৎ মৃত্তিকাকে পর্য্যুষিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিমা-নির্ম্মাণ আরম্ভ করিতে হয়। তদনন্তর রত্নন্যাসোপরি প্রতিমার দণ্ড সংস্থাপন করিবে। ঐ দণ্ড যজ্ঞীয় খদিরকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। প্রতিমার অঙ্গুলিপরিমাণে ঐ দণ্ডকে বিংশত্যধিক শতাঙ্গুলী বা পঞ্চবিংশত্যধিক শতাঙ্গুলি করিবে। চরণের সহিত তলদেশ চতুর্দ্দশাঙ্গুলী, নাভির নিম্ন ও উর্দ্ধ প্রত্যেকে সপ্তবিংশত্যঙ্গুলী, মুখ অর্দ্ধাঙ্গুলী, উরুযুগল পঞ্চবিংশত্যঙ্গুলী এবং শিরঃপ্রদেশ সার্দ্ধ একাঙ্গুলী করিবে। চরণযুগলের উচ্চতার সহিত জঙ্ঘাকে উরুদ্বয় সদৃশ পঞ্চবিংশত্যঙ্গুল করিতে হইবে; নয়নযুগল অর্দ্ধাঙ্গুলবিশিষ্ট এবং গ্রীবা অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত ও দ্বিগোলক হইবে। এক্ষণে পঞ্চবিশাংশভাগের বৃদ্ধি বর্ণন করি। হৃদয়াদি ভাগসমূহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গুলী দিবে। বক্ষঃপ্রদেশের বিস্তৃতি পঞ্চবিংশত্যঙ্গুল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কটিদেশ ষোড়শ বা অষ্টাদশাঙ্গুল এবং বাহুযুগল পঞ্চবিংশত্যঙ্গুল বিস্তৃত হইবে। প্রবাহু সপ্তদশাঙ্গুল করিতে হয়। মণিবন্ধ ও মস্তকের বিস্তার এক কলা হইবে। মধ্যমা ষড়ঙ্গুল বিস্তৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দশতালের লক্ষণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। মূল প্রতিমার চতুর্থাংশ কূর্ম্মপ্রতিমা কর্ত্তব্য। সম্যক্সিদ্ধিলাভার্থ কূর্ম্মপ্রতিমার তিনভাগ দ্বারা মূলপ্রতিমার পীঠ প্রস্তুত করিতে হয়।

অনন্তর মূর্ত্তিভেদে পরিমাণাদির ভেদ কথিত হইতেছে।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, এক্ষণে বিশেষপ্রকারে দেবতাকৃতিসমূহ কীর্ত্তন করিতেছি। রাম, বৈরোচনি বলি, বরাহ ও নৃসিংহ ইহাঁদিগের প্রতিমূর্ত্তি দশতাল-পরিমিত করিতে হয়। বামনদেবকে সপ্ততালপ্রমাণ

এতৎ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং দশতালস্য লক্ষণম্। প্রতিমায়াশ্চতুর্থেন কূর্ম্মার্চ্চা পরিকীর্ত্তিতা।
তত্রিভাগেন তৎপীঠং কুর্য্যাৎ সিদ্ধার্থমুত্তমম্।

মাৎস্যে।— অথ শ্রীমূর্ত্তিবিশেষেণ পরিমাণবিশেষাদিঃ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি দেবাকারান্ বিশেষতঃ। দশতালঃ স্মৃতো রামো বলির্বৈরোচনিস্তথা।
বরাহো নরসিংহশ্চ সপ্ততালস্তু বামনঃ। মৎস্যাকূর্ম্মৌ তু নির্দ্দিষ্টৌ যথাশোভং স্বয়ম্ভুবা॥

কিঞ্চ।— অথ বরাহমূর্ত্তিঃ।

মহাবরাহং বক্ষ্যামি পদ্মহস্তং গদাধরম্। তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্রঘোরাস্যং মেদিনীং বামকূর্পরে।
দংষ্ট্রাগ্রেণোদ্ধৃতাং দীপ্তাং ধরণীমুৎপলান্বিতাম্। বিস্ময়োৎফুল্লনয়নামুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ।
দক্ষিণং কটিসংস্থঞ্চ করং তস্য প্রকল্পয়েৎ। কূর্ম্মোপরি তথা পাদমেকং নাগেন্দ্রমূর্দ্ধনি।
সংস্তূয়মানং লোকেশৈঃ সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ॥

অথ নরসিংহমূর্ত্তিঃ।

নারসিংহন্তু কুর্ব্বীত ভুজাষ্টকসমন্বিতম্। রৌদ্রং সিংহাসনং তদ্বদ্বিদারিতমুখেক্ষণম্।
স্তব্ধপীনসটাকীর্ণং দারয়ন্তং দিতেঃ সুতম্। বিনির্গতান্ত্রজালঞ্চ দানবং পরিকল্পয়েৎ।
বমন্তং রুধিরোদ্গারং ভ্রূকুটীবদনেক্ষণম্। যুধ্যনাং চ কুর্ব্বীত কচিৎ করণবন্ধনৈঃ।
পরিশ্রান্তেন দৈত্যেন তর্জ্জ্যমানং মুহুর্মুহুঃ। দৈত্যান্ প্রদর্শয়েত্তত্র খড়্গাখেটকধারিণঃ।
স্তূয়মানং তথা বিষ্ণুং দর্শয়েদমরাধিপৈঃ॥

করিবে। স্বয়ম্ভু বিধাতা বলিয়াছেন যে, যেরূপ করিলে শোভাবিশিষ্ট হয়, মৎস্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তি সেইরূপে প্রস্তুত করিবে।

বরাহমূর্ত্তি।—এক্ষণে মহাবরাহমূর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছি। উহাঁর হস্তে পদ্ম ও গদা বিরাজ করিতেছে; তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা বদনদেশ ভীষণ দৃশ্য হইয়াছে; তিনি বাম কূর্পরে (কনুইয়ে) বসুমতী ধারণ পূর্ব্বক দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা তাঁহাকে উদ্ধার করিতেছেন। উৎপলধারিণী বিস্ময়বিকাসিতনয়না দীপ্তিমতী সেই বসুন্ধরাকে ঊর্দ্ধভাগে কল্পনা করিতে হয়। বরাহদেবের দক্ষিণ হস্ত কটিদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে। তদীয় এক পদ কূর্ম্মোপরি এবং পদান্তর অনন্তশিরে সংস্থাপিত। লোকপালগণ সমন্তাৎ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছেন।

অনন্তর নরসিংহমূর্ত্তি বর্ণিত হইতেছে।—নরসিংহমূর্ত্তিকে এইরূপে নির্ম্মাণ করিবে যে, তিনি অষ্টভুজ, ভীষণদৃশ্য, সিংহাস্য, বিদারিতনেত্র, বিস্তারিতমুখ, স্তব্ধ ও পীনজটায় সমাকুল হইবেন। তিনি দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে বিদারিত করিতেছেন। হিরণ্যকশিপুকে এইরূপে নির্ম্মাণ করিবে যে, তদীয় অন্ত্রসমূহ বহিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে এবং সে শোণিত বমন করিতেছে; তাহার মুখ ও নেত্র ভ্রূকুটিবিশিষ্ট; সেই দানব সংগ্রামে নিরত রহিয়াছে। দানবপ্রবর ইন্দ্রিয়গ্রামের বন্ধন হেতু পরিশ্রান্ত হইয়া পুনঃপুনঃ নৃসিংহমূর্ত্তিকে তর্জ্জন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অসি-খেটকধারী অন্যান্য দানবগণকেও সেই স্থলে নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং অমরগণ তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক হরির স্তুতিবাদ করিতেছেন। এইরূপেই নরসিংহমূর্ত্তি প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

অথ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিঃ।

তথা ত্রিবিক্রমং বক্ষ্যে ব্রহ্মাণ্ডাক্রমণোল্বণম্। পাদপার্শ্বে তথা বাহুমুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ॥
অধস্তাদ্বামনং তদ্বৎ কল্পয়েৎ সকমণ্ডলুম্। দক্ষিণে ছত্রিকাং দদ্যাৎ মুখং দীনং প্রদর্শয়েৎ।
ভৃঙ্গারধারিণং তদ্বদ্বলিং তস্য চ পার্শ্বতঃ। বন্ধনং চাস্য কুর্ব্বন্তং গরুড়ং তস্য দর্শয়েৎ॥

অথ মৎস্যমূর্ত্তিঃ কূর্ম্মমূর্ত্তিশ্চ।

মৎস্যরূপং তথা মাৎস্যং কৌর্ম্মং কূর্ম্মাকৃতিং ন্যসেৎ। এবংরূপঃ স ভগবান্ কার্য্যো নারায়ণো হরিঃ॥

অথ মহাবিষ্ণুমূর্ত্তিঃ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

দেবদেবং তথা বিষ্ণুং কারয়েদ্গরুড়স্থিতম্। কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং সর্ব্বাভরণধারিণম্॥
সজলাম্বুদসচ্ছায়ং পীতদিব্যাম্বরং তথা। মুখাশ্চ কার্য্যাশ্চত্বারো বাহবো দ্বিগুণাস্তথা॥
সৌম্যেন্দুবদনং পূর্ব্বং নারসিংহন্তু দক্ষিণম্। কপিলং পশ্চিমং বক্ত্রং তথা বারাহমুত্তরম্।
তস্য দক্ষিণহস্তেষু বাণার্কমুষলাদয়ঃ। চর্ম্মশঙ্খধরাবিন্দুচাপে চ বনমালিনঃ।
কার্য্যাণি বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত্যা বামহস্তেম্বনুক্রমাৎ॥

অথ লোকপালবিষ্ণুমূর্ত্তিঃ।

কিঞ্চ।— একবক্ত্রো দ্বিবাহুশ্চ গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ॥

অথ বাসুদেবমূর্ত্তিঃ।

কিঞ্চ।—

একবক্ত্রশ্চতুর্ব্বাহুঃ সৌম্যরূপী সুদর্শনঃ। সলিলাপ্লুতমেঘাভঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥
কণ্ঠেন শুভদেশেন কম্বুতুল্যেন রাজতা। বরাভরণযুক্তেন কুণ্ডলোত্তমভূষিতঃ॥

অনন্তর ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি বিবৃত হইতেছে।—এখন ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি কীর্ত্তন করি। এই দেব ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণে সমুদ্যত; সুতরাং মহৎ উগ্রমূর্ত্তি। ঊর্দ্ধদিকে চরণপার্শ্বে ইহাঁর বাহু এবং অধোভাগে সকমণ্ডলু বামনমূর্ত্তি কল্পনা করিতে হয়। দক্ষিণদিকে ছত্র প্রদান করিবে। ইহাঁর পার্শ্বে ভৃঙ্গার-হস্ত, ম্লানবদন বলিরাজকে নির্ম্মাণ করিবে এবং এই ভাবে গরুড়ের মূর্ত্তি করিতে হইবে যেন, তৎকর্ত্তৃক বলিরাজ বন্দী হইতেছেন।

মৎস্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তি।—মৎস্যমূর্ত্তি মৎস্যাকার এবং কূর্ম্মমূর্ত্তি কূর্ম্মাকার করিতে হয়। মৎস্য বা কূর্ম্মরূপী ভগবান্ নারায়ণের মূর্ত্তি এইরূপেই নির্ম্মাণ করিবে।

অনন্তর মহাবিষ্ণুমূর্ত্তি।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, এই মূর্ত্তি গরুড়পৃষ্ঠে সংস্থিত। ইনি বক্ষঃপ্রদেশে প্রদীপ্ত কৌস্তুভ ও অঙ্গে নানাবিধ বিভূষণ ধারণ করিতেছেন। ইহাঁর বর্ণ সজল জলদের ন্যায় এবং পরিধান দিব্য পীতাম্বর। ইনি দিব্য চতুর্ম্মুখ ও তদ্দ্বিগুণিত (অষ্ট) হস্তধারণ করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বমুখ মনোরম ও চন্দ্রসদৃশ, দক্ষিণাস্য নারসিংহ, পশ্চিমবদন কপিল এবং উত্তর বদন বরাহের সদৃশ। বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত নিয়মানুসারে এই বনমালী হরির দক্ষিণ করসমূহে শর, সূর্য্য ও মুষলাদি এবং বাম করসমূহে চর্ম্ম, শঙ্খ, চক্র ও ধনু ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত নির্ম্মাণ করিবে।

অনন্তর লোকপালবিষ্ণুমূর্ত্তি।—এই লোকপাল শ্রীবিষ্ণু একমুখ, দ্বিভুজ ও গদাচক্রধারী।

অঙ্গদী বদ্ধকেয়ূরো বনমালা বিভূষিতঃ। উরসা কৌস্তুভং বিভ্রৎ কিরীটং শিরসা তথা ॥
শিরঃপদ্মস্তথৈবাস্য কর্ত্তব্যশ্চারুকর্ণিকঃ। পুষ্টাশ্লিষ্টায়তভুজস্তন্বুতাম্রনখাঙ্গুলিঃ ॥
মধ্যেন ত্রিবলীভঙ্গশোভিতেন সুচারুণা। স্ত্রীরূপধারিণী কার্য্যা ক্ষৌণী তৎপদমধ্যগা ॥
তৎকরস্থাঙ্ঘ্রিযুগলো দেবঃ কার্য্যো জনার্দ্দনঃ। সুচারুপদবিন্যাসঃ কিঞ্চিন্নিক্রান্তদক্ষিণঃ ॥
অনুদৃশ্যা মহী কার্য্যা দেবদর্শনবিস্মিতা। দেবশ্চ কটিবাসেন কার্য্যো জান্ববলম্বিনা ॥
বনমালা চ কর্ত্তব্যা দেবজান্ববলম্বিনী। যজ্ঞোপবীতং কর্ত্তব্যং নাভিদেশমুপাগতম ॥
উৎফুল্লকমলং পাণৌ কুর্য্যাদ্দেবস্য দক্ষিণে। বামপাণিগতং শেষং শঙ্খাকারং তু কারয়েৎ ॥
দক্ষিণে তু গদা দেবী তনুমধ্যা সুলোচনা। স্ত্রীরূপধারিণী মুগ্ধা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥
পশ্যন্তী দেবদেবেশং কার্য্যা চামরধারিণী। কার্য্যং তন্মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্তং দেবহস্তং তু দক্ষিণম্।
বামভাগগতশ্চক্রঃ কার্য্যো লম্বোদরস্তথা। সর্ব্বাভরণসংযুক্তো বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥
কর্ত্তব্যশ্চামরকরো দেববীক্ষণতৎপরঃ। কার্য্যো দেবকরো বামো বিন্যস্তস্তস্য মূর্দ্ধনি ॥

অথ সঙ্কর্ষণমূর্ত্তিঃ।

বাসুদেবস্বরূপেণ কার্য্যঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। স তু শুক্লবপুঃ কার্য্যো নীলবাসা যদূত্তমঃ ॥
গদাস্থানে তু মুষলং চক্রস্থানে তু লাঙ্গলম্। কর্ত্তব্যৌ তনুমধ্যৌ তৌ নৃরূপৌ রূপসংস্থিতৌ ॥

অতঃপর বাসুদেবমূর্ত্তি।—আরও লিখিত আছে, বাসুদেব একবদন, চতুর্ভুজ, সৌম্যরূপী, সুদৃশ্য, সজলনীরদবৎ শ্যামলাঙ্গ ও সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইবেন। তিনি সুশোভন, কম্বুতুল্য, মনোহর কণ্ঠে বিরাজিত; সেই কণ্ঠদেশে মনোহর আভরণ শোভা পাইতেছে। এই দেব পরমোত্তম কুণ্ডল, অঙ্গদ, কেয়ূর ও বনমালায় বিভূষিত। ইনি বক্ষঃপ্রদেশে কৌস্তুভ ও শিরোপরি কিরীট ধারণ করিতেছেন। ইহাঁর মস্তকে মনোরম কর্ণিকাবিশিষ্ট একটী পদ্ম প্রস্তুত করিতে হয়। এই মূর্ত্তির ভুজচতুষ্টয় পুষ্ট, আশ্লিষ্ট ও আয়ত, নখাঙ্গুলী সূক্ষ্ম ও অরুণবর্ণ এবং দেহ-মধ্য ত্রিবলীভঙ্গে সুশোভিত ও মনোহর। ইহাঁর চরণমধ্যে নারীরূপধারিণী পৃথিবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। এই বসুমতী দেবী কর দ্বারা বাসুদেবের পদযুগল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এইরূপেই বাসুদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। প্রভুকে এই ভাবে কল্পনা করিবে যে, তাঁহার পদক্ষেপ সুমনোহর ও দক্ষিণপদ ঈষৎ বহির্দ্দিকে নিক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবী দেবী প্রভুকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইয়া রহিয়াছেন। কটিবসন ও বনমালা প্রভুর জান্বাবলম্বিত হইবে এবং যজ্ঞসূত্র নাভিদেশ পর্য্যন্ত প্রসৃত থাকিবে। প্রভুর দক্ষিণ করে বিকসিত পদ্ম ও বামকরে শঙ্খাকৃতি অনন্তমূর্ত্তি সংস্থাপন করিবে। দক্ষিণদিকে স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী ক্ষীণমধ্যা সুলোচনা গদা-নাম্নী দেবী বিরাজিতা থাকিবেন। তিনি মুগ্ধা, সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃতা ও চামরধারিণী হইয়া প্রভুর দিকে নেত্রপাত করিয়া রহিয়াছেন। প্রভুর দক্ষিণ হস্ত দেবীর শিরঃপ্রদেশে সংন্যস্ত রহিয়াছে। প্রভুর বামভাগে লম্বোদরমূর্ত্তি চক্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ঐ চক্র সর্ব্বা-লঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুবৃত্ত, বিস্ফারিত নেত্রবিশিষ্ট ও চামরধারী এবং প্রভু দর্শনে তৎপর। প্রভুর বামকর সেই চক্রের শিরঃপ্রদেশে বিন্যস্ত রহিয়াছে।

অনন্তর সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি।—সঙ্কর্ষণমূর্ত্তিও বাসুদেবমূর্ত্তির ন্যায় করিবে। এই যদুকুলপ্রবর

অথ প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিঃ।

বাসুদেবস্বরূপেণ প্রদ্যুম্নশ্চ তথা ভবেৎ। স তু দূর্ব্বাঙ্কুরশ্যামঃ শ্বেতবাসা বিধীয়তে।
চক্রস্থানে ভবেচ্চাপঃ গদাস্থানে তথা শরঃ। তথাবিধৌ তু কর্ত্তব্যৌ যথা মুষললাঙ্গলৌ।

অথ অনিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ।

এতদেব তথা রূপমনিরুদ্ধস্য কারয়েৎ। পদ্মপত্রাভবপুষো রক্তাম্বরধরস্য তু।
চক্রস্থানে ভবেচ্চর্ম্ম গদাস্থানেঽসিরেব চ। চর্ম্ম স্যাচ্চক্ররূপেণ প্রাংশুঃ খড়্গো বিধীয়তে।

অথ চক্রাদীনাং বিবিধমূর্ত্তীনাঞ্চ স্বরূপনির্ণয়ঃ।

চক্রাদীনাং স্বরূপাণি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং প্রদর্শয়েৎ। রম্যাণ্যায়ুধরূপাণি চক্রাদীন্যেব যাদব।
বামপার্শ্বগতাঃ কার্য্যা দেবানাং প্রবরা ধ্বজাঃ। সুপতাকাযুতা রাজন্ যষ্টিস্থা তে যথোচিতম্।

কিঞ্চ।—হংসো মৎস্যস্তথা কূর্ম্মঃ কার্য্যাস্তদ্রূপধারিণঃ।
শৃঙ্গী মৎস্যস্তু কর্ত্তব্যো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।

ঐশ্বর্য্যমনিরুদ্ধস্তু বরাহো ভগবান্ হরিঃ। ঐশ্বর্য্যশক্ত্যা দংষ্ট্রাগ্রসমুদ্ধৃতবসুন্ধরঃ।
নৃবরাহোঽথবা কার্য্যঃ শেষোপরিগতঃ প্রভুঃ। শেষশ্চতুর্ভুজঃ কার্য্যশ্চারুরত্নফণান্বিতঃ।
আশ্চর্য্যোৎফুল্লনয়নো দেববীক্ষণতৎপরঃ। কর্ত্তব্যৌ সীরমুষলৌ করয়োস্তস্য যাদব।

সঙ্কর্ষণ দেবের মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ এবং ইহাঁর পরিধান নীলাম্বর. বাসুদেবমূর্ত্তির যে স্থানে গদা বিরাজমান, সঙ্কর্ষণের তথায় মুষল এবং বাসুদেবের যে স্থানে চক্র বিরাজিত, ইহাঁর তথায় লাঙ্গল শোভা পাইতেছে। ঐ মুষল ও লাঙ্গল কৃশমধ্য ও মনুষ্যরূপবৎ মনোহর হইবে।

অনন্তর প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি।—প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিও বাসুদেবের ন্যায় করিবে। এই মূর্ত্তি দূর্ব্বাঙ্কুরবৎ শ্যামলাঙ্গ ও শ্বেতাম্বরধারী। যেমন সঙ্কর্ষণমূর্ত্তিতে মুষল ও লাঙ্গল বিন্যাস করিতে হয়, সেইরূপ বাসুদেবমূর্ত্তির যে স্থানে চক্র, এই মূর্ত্তিতে তথায় ধনুঃ এবং যে স্থানে গদা, তথায় শর বিন্যাস করিবে।

অতঃপর অনিরুদ্ধমূর্ত্তি।—অনিরুদ্ধমূর্ত্তি এইরূপে নির্ম্মাণ করিবে যে, ইহাঁর দেহ পদ্মপত্রবৎ আভাবিশিষ্ট ও রক্তাম্বরধারী হইবে। এই মূর্ত্তির চক্রস্থানে চর্ম্ম (ঢাল) ও গদাস্থানে খড়্গ বিন্যাস করিতে হয়। ঐ চর্ম্মই চক্ররূপে বিরাজিত এবং খড়্গ উন্নত হইবে।

অনন্তর চক্রাদির স্বরূপ ও অন্যান্য বিবিধমূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।—হে যাদব! এক্ষণে প্রথমতঃ চক্রাদির স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। রমণীয় চক্রাদিই আয়ুধস্বরূপ জানিবে। দেবমূর্ত্তিসমূহের বামপার্শ্বে অত্যুত্তম ধ্বজা বিন্যাস করিতে হয়। হে নৃপ! ঐ সমস্ত ধ্বজা যষ্টিতে স্থাপিত ও সুন্দর পতাকাসমন্বিত হইবে। আরও লিখিত আছে, পতাকাদিতে হংস, মৎস্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তিকে তত্তদ্রূপী করিয়া নির্ম্মাণ করিবে এবং মীনরূপী দেব জনার্দ্দনকে শৃঙ্গবিশিষ্ট করিতে হয়। অনিরুদ্ধমূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, অর্থাৎ এই মূর্ত্তির প্রসাদে (অণিমাদি) ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। বরাহরূপী ভগবান্ হরিকে এইরূপে নির্ম্মাণ করিবে যে, তিনি ঐশ-শক্তিবলে দশনাগ্র দ্বারা বসুমতীকে উদ্ধার করিতেছেন। নৃবরাহমূর্ত্তি শেষনাগোপরি অবস্থিত থাকিবেন।

সর্পভোগশ্চ কর্ত্তব্যস্তথৈব রচিতাঙ্গুলিঃ। আলীঢ়স্থানসংস্থানস্তৎপৃষ্ঠে ভগবান্ ভবেৎ।
মূর্ত্তিমন্তমনৈশ্বর্য্যং হিরণ্যাক্ষং বিদুর্বুধাঃ। ঐশ্বর্য্যেণাবিশেষেণ স নিরস্তোঽরিমর্দ্দনঃ।
নৃবরাহোঽথবা কার্য্যো ধ্যানে কপিলবৎ স্থিতঃ। দ্বিভুজস্ত্বথবা কার্য্যঃ পিণ্ডনির্ব্বপণোদ্যতঃ।
সমগ্র-ক্রোড়রূপো বা বহুদানবমধ্যগঃ। নৃবরাহো বরাহো বা কর্ত্তব্যঃ ক্ষ্মাবিদারণঃ।
জ্ঞানবহ্নিঃ স এবোক্তো জ্ঞানং পরমবর্দ্ধনঃ। পীনস্কন্ধ-কটি-গ্রীবঃ কৃশমধ্যঃ কৃশোদরঃ।
সিংহাননো নৃদেহশ্চ নীলবাসাঃ প্রভান্বিতঃ। আলীঢ়স্থানসংস্থানঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
জ্বালামালাকুলমুখো জ্বলৎ কেশরমণ্ডলঃ। হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃ পাটয়ন্নখরৈঃ খরৈঃ।
নীলোৎপলাভঃ কর্ত্তব্যো দেবজানুগতস্তথা। হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যস্তমজ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ॥

অথ বামনমূর্ত্তিঃ।

কর্ত্তব্যো বামনো দেবঃ সঙ্কটে ভক্তিভাবিতৈঃ। পীনগাত্রশ্চ কর্ত্তব্যো দণ্ডী চাধ্যয়নোদ্যতঃ।
দূর্ব্বাশ্যামস্তু কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণাজিনধরস্তথা॥

অথ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিঃ।

সজলাম্বুদসঙ্কাশস্তথা কার্য্যস্ত্রিবিক্রমঃ। দণ্ডপাশধরঃ কার্য্যঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।

শেষমূর্ত্তিকে চতুর্ভুজরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়। তিনি মনোহর রত্নফণায় বিভূষিত হইয়া দেবদর্শনে নিরত রহিয়াছেন। বিস্ময়বশে তাঁহার নয়ন উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। হে যাদব! ইঁহার হস্তে সীর (লাঙ্গল) ও মুষল বিন্যাস করিতে হয়। ইঁহাকে ভুজগদেহ ও অঙ্গুলীবিশিষ্ট করিতে হয়। ভগবান্ ইঁহার পৃষ্ঠদেশে আলীঢ়স্থ হইয়া (দক্ষিণ চরণ প্রসারণ করত বামচরণ সংকোচপূর্ব্বক) সংস্থিত রহিয়াছেন। বুধগণ হিরণ্যাক্ষমূর্ত্তিকে অনৈশ্বর্য্য বলিয়া বিদিত আছেন; অবিশেষ (অত্যুত্তম) ঐশ্বর্য্য দ্বারা ঐ অরিনিসূদন হিরণ্যাক্ষ নিরস্ত হইয়াছে অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষের উপাসনাদি করিলে কোনরূপেই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অথবা নৃবরাহমূর্ত্তি এইরূপে নির্ম্মাণ করিবে যে, তিনি কপিলদেববৎ ধ্যানে নিমগ্ন, দ্বিভুজ ও পিণ্ডদানে সমুদ্যত রহিয়াছেন। অথবা তিনি অসংখ্য দানবগণের মধ্যে বরাহরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অথবা নৃবরাহমূর্ত্তি এইরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে যে, তিনি বরাহরূপে ভূমি বিদারণ করিতেছেন। এই পরমজ্ঞানবর্দ্ধন মূর্ত্তিই জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই মূর্ত্তি পীনস্কন্ধ, পীনকটি, পীনগ্রীব, কৃশমধ্য, কৃশোদর, সিংহাস্য, নৃদেহবান্, নীলাম্বর, প্রভাশালী, আলীঢ়স্থ ও সর্ব্বাভরণ ভূষিত হইবেন। ইঁহার মুখ জ্বালামালায় সমাকুল ও কেশরমণ্ডল প্রদীপ্ত হইবে। ইনি তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করিতেছেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নীলোৎপলসন্নিভ করিতে হইবে; সেই দৈত্যবর প্রভুর জানুদেশে অবস্থিতি করিতেছে। বুধগণ এই দৈত্যকেই অজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অনন্তর বামনমূর্ত্তি।—সঙ্কটে ভক্তি সহকারে বামনমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই মূর্ত্তি পীনগাত্র, দণ্ডধারী, অধ্যয়নোদ্যত, দূর্ব্বাদলবৎ শ্যামল এবং কৃষ্ণাজিনধারী হইবে।

ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি সজল নীরদবৎ শ্যামল, দণ্ডপাশধারী ও শঙ্খ চক্র-গদাবান্।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মাঃ কার্য্যাস্তস্য স্বরূপিণঃ। নির্দ্দেহাস্তে ন কর্ত্তব্যাঃ শেষঃ কার্য্যশ্চ পূর্ব্ববৎ।
একোর্দ্ধবদনঃ কার্য্যো দেবো বিস্ফারিতেক্ষণঃ॥

অথ ভৃগুরামমূর্ত্তিঃ।

কার্য্যস্তু ভার্গবো রামো জটামণ্ডলদুর্দ্দৃশঃ। হস্তেঽস্য পরশুঃ কার্য্যঃ কৃষ্ণাজিনধরস্য তু॥

অথ দাশরথিমূর্ত্তিঃ।

রামো দাশরথিঃ কার্য্যো রাজলক্ষণলক্ষিতঃ। ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাশয়ঃ।
তথৈব সর্ব্বে কর্ত্তব্যাঃ কিন্তু মৌলিবিবর্জ্জিতাঃ॥

অথ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ।

কৃষ্ণশ্চক্রধরঃ কার্য্যো নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ। ইন্দীবরধরা কার্য্যা তস্য সাক্ষাচ্চ রুক্মিণী॥

অথ বলদেবমূর্ত্তিঃ।

সীরপাণির্বলঃ কার্য্যো মুষলী চৈককুণ্ডলী। শ্বেতোঽতিনীলবসনো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ॥

অথ প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিঃ।

চাপবাণধরঃ কার্য্যঃ প্রদ্যুম্নশ্চ সুদর্শনঃ। রাজন্ দূর্ব্বাদলশ্যামঃ শ্বেতবাসা মদোৎকটঃ॥

অথ কামদেবমূর্ত্তিঃ।

কামদেবস্তু কর্ত্তব্যো রূপেণাপ্রতিমো ভুবি। অষ্টবাহুঃ স কর্ত্তব্যঃ শঙ্খপদ্মবিভূষণঃ।

শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মকে রূপবিশিষ্ট করিবে; নির্দ্দেহ (আকৃতিহীন) করিতে নাই; শেষ নাগকেও পূর্ব্ববৎ নির্ম্মাণ করিবে এবং তিনি ঊর্দ্ধমুখ ও বিস্ফারিতনেত্র হইবেন।

ভার্গবরামমূর্ত্তি।—ইঁহার শিরঃপ্রদেশে দুষ্প্রেক্ষ্য জটাজাল, করে পরশু, ইনি কৃষ্ণাজিনধারী।

দাশরথিরামমূর্ত্তি।—দাশরথি রামের মূর্ত্তি রাজলক্ষণবিশিষ্ট করিতে হয়। তৎপার্শ্বে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মূর্ত্তিত্রয়ও প্রস্তুত করিবে; কিন্তু ইহাদিগের মস্তকে কিরীট প্রদান করিবে না।

অতঃপর কৃষ্ণমূর্ত্তি।—ইনি চক্রধারী ও নীলোৎপলদলসন্নিভ। ইঁহার পার্শ্বে রুক্মিণী-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে; তিনি করে ইন্দীবর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

বলদেবমূর্ত্তি।—বলদেবমূর্ত্তি লাঙ্গল, মুষল ও একটি কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন। ইঁহার শুভ্র বর্ণ ও পরিধান নীলাম্বর। মদমত্তভাবশে ইঁহার নয়ন বিঘূর্ণিত হইতেছে।

প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি।—হে নৃপ! এই মূর্ত্তি ধনুঃশরধারী, সুদৃশ্য, দূর্ব্বাদলবৎ শ্যামকান্তি, শ্বেতা-ম্বরধারী ও মদোৎকট।

কামদেবমূর্ত্তি।—কামদেবমূর্ত্তিকে এই ভাবে নির্ম্মাণ করিবে যে, ইনি ভূতলে রূপে অনুপম, অষ্টভুজ, শঙ্খ-পদ্ম-ধনুর্ব্বাণধারী হইবেন। ইঁহার নেত্র মত্ততা নিবন্ধন আকুঞ্চিত হইবে। তৎ-পার্শ্বে রতি, প্রীতি, মন্দশক্তি ও উজ্জলা নাম্নী তদীয় রূপবতী পত্নীচতুষ্টয়কেও বিন্যস্ত করিবে।

চাপবাণধরশ্চৈব মদাকুঞ্চিতলোচনঃ। রতিঃ প্রীতিস্তথা শক্তির্মদশক্তিস্তথোজ্জ্বলা।
চতস্রস্তস্য কর্ত্তব্যাঃ পত্ন্যো রূপমনোহরাঃ। চত্বারশ্চ করাস্তস্য কার্য্যা ভার্য্যাস্তনোপগাঃ।
কেতুশ্চ মকরঃ কার্য্যঃ পঞ্চবাণমুখো মহান্॥

অথ অনিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ শাম্বমূর্ত্তিশ্চ।

কর্ত্তব্যশ্চানিরুদ্ধোঽপি খড়্গচর্ম্মধরঃ প্রভুঃ। শাম্বঃ কার্য্যো মহাহস্তস্বরূপোঽসাবশেষতঃ।
শাম্বানিরুদ্ধৌ কর্ত্তব্যৌ পদ্মাভৌ রক্তবাসসৌ॥

অথ গোপালমূর্ত্তিঃ।

গোপালপ্রতিমাং কুর্য্যাৎ বেণুবাদনতৎপরাম্। বর্হাপীড়াং ঘনশ্যামাং দ্বিভুজামূর্দ্ধসংস্থিতাম্॥

অথ বুদ্ধমূর্ত্তিঃ।

কাষায়বস্ত্রসংবীতঃ স্কন্ধসংসক্তচীবরঃ। পদ্মাসনস্থো দ্বিভুজো ধ্যায়ী বুদ্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অথ নর-নারায়ণমূর্ত্তিঃ।

দূর্ব্বাশ্যামো নরঃ কার্য্যো দ্বিভুজশ্চ মহাভুজঃ। নারায়ণশ্চতুর্ব্বাহুর্নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ।
তয়োর্মধ্যে তু বদরী কার্য্যা ফলবিভূষণা। নরনারায়ণৌ দেবাবক্ষমালাধরাবুভৌ।
অষ্টচক্রে স্থিতৌ জালে ভূতযুক্তে মনোরমে। কৃষ্ণাজিনধরৌ দান্তৌ জটামণ্ডলধারিণৌ॥

অথ বিবিধ মূর্ত্তিভেদাঃ।

পাদেন চৈকেন রথস্থিতেন, পাদেন চৈকেন চ জানুগেন।
কার্য্যো হরিশ্চাত্র নরেণ তুল্যঃ, কৃষ্ণোঽপি নারায়ণতুল্যমূর্ত্তিঃ॥
মূর্ত্তিমৎ-পৃথিবীহস্তন্যস্তপাদঃ সিতচ্ছবিঃ। নীলাম্বরধরঃ কার্য্যো দেবো হয়শিরোধরঃ॥
বিদ্ধি সংকর্ষণাংশেন দেবং হয়শিরোধরম্। কর্ত্তব্যোঽষ্টভুজো দেবস্তৎকরেষু চতুর্ষু চ।

কামদেবের হস্তচতুষ্টয় পত্নীগণের কুচোপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইনি মকরকেতন অর্থাৎ ইঁহার পতাকা মকরাকৃতি। সেই মকারের মুখে পঞ্চশর বিরাজিত থাকিবে।

অনিরুদ্ধ ও শাম্বমূর্ত্তি।—অনিরুদ্ধমূর্ত্তিকে অসিচর্ম্মধারী এবং শাম্বমূর্ত্তিকে বিশালবাহু করিতে হয়। এই উভয় মূর্ত্তিই পদ্মসন্নিভ ও লোহিত-বসনধারী।

গোপালমূর্ত্তি।—এই মূর্ত্তি বেণুবাদনে নিরত রহিয়াছেন; ইঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছময়ী চূড়া বিরাজমান। এই দেব জলদকান্তি ও দ্বিভুজ; ইনি ঊর্দ্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন।

বুদ্ধদেবমূর্ত্তি।—ইনি কাষায়বসনাবৃত, স্কন্ধদেশে চীরবস্ত্র ধারণ করিতেছেন। ইনি পদ্মাসনে সমাসীন, দ্বিভুজ ও ধ্যানমগ্ন।

নর ও নারায়ণমূর্ত্তি।—নরমূর্ত্তি শ্যামকান্তি, দ্বিভুজ ও বিশালবাহু। নারায়ণমূর্ত্তি চতুর্ভুজ ও নীলোৎপলদলসন্নিভ। নর ও নারায়ণ এই মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে ফলভরে অবনত বদরী-তরু প্রস্তুত করিতে হয়। এই উভয় মূর্ত্তিই অক্ষমালা ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা উভয়ে মনোহর ভূতযুক্ত অষ্টচক্র-সমন্বিত জালে অবস্থিত আছেন; ইঁহারা কৃষ্ণাজিনধারী, দান্ত ও জটাজূটে বিরাজিত।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মান্ সাকারান্ দর্শয়েদ্বুধঃ। চত্বারশ্চ করাঃ কার্য্যা দেবানাং দেহধারিণাম্।
দেবেন মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্তাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ। প্রদ্যুম্নং বিদ্ধি বৈরাগ্যং কাপিলীং তনুমাশ্রিতম্।
মধ্যেউরুকরঃ কার্য্যস্তস্যোৎসঙ্গগতঃ পরঃ। দোর্যুগং চাপরং তস্য শঙ্খচক্রধরং ভবেৎ।
পদ্মাসনোপবিষ্টশ্চ ধ্যানসংমীলিতেক্ষণঃ। কর্ম্মণ্যঃ কপিলো দেবো জটামণ্ডলদুর্দ্দৃশঃ।
বায়ুসংরোধপীনাঙ্গঃ পদ্মাঙ্কচরণদ্বয়ঃ। মৃগাজিনধরো রাজন্ শুভযজ্ঞোপবীতবান্।
বিভুর্মন্ত্রমহাপদ্মকর্ণিকামধ্যমাস্থিতঃ॥

বৈরাগ্যভাবেন মহানুভাবো, ধ্যানে স্থিতঃ স্বং পরমং পদং তৎ।
ধ্যায়ংস্তথা বৈ ভুবনস্য গোপ্তা, সাঙ্খ্যপ্রবক্তা পুরুষঃ পুরাণঃ॥

শ্যামবর্ণস্তনুবাসাঃ পিঙ্গলাক্ষো জটাধরঃ। সুমন্তুর্জৈমিনিঃ পৈলো বৈশম্পায়ন এব চ॥
তস্য শিষ্যাশ্চ কর্ত্তব্যাশ্চত্বারঃ পারিপার্শ্বিকাঃ। গৌরস্তু কার্য্যো বাল্মীকির্জটামণ্ডলদুর্দ্দৃশঃ॥
তপস্যভিরতঃ শান্তো ন কৃশো ন চ পীবরঃ। বাল্মীকিরূপং সকলং দত্তাত্রেয়স্য কারয়েৎ॥
জলমধ্যগতঃ কার্য্যঃ শেষঃ পন্নগদর্শনঃ। ফণাপুঞ্জমহারত্নদুর্নিরীক্ষ্যশিরোধরঃ॥
দেবদেবস্তু কর্ত্তব্যঃ শেষভোগাঙ্কসংস্থিতঃ। একো ভুজোঽস্য কর্ত্তব্যস্তত্র জানৌ প্রসারিতঃ॥
কর্ত্তব্যো নাভিদেশে তু তদা তস্য পরঃ করঃ। তথৈবান্যকরঃ কার্য্যো দেবস্য সুশিরোধরঃ॥
সন্তানমঞ্জরীধারী তথৈবাস্য পরো ভবেৎ। নাভীসরসি সংভূতে কমলে তস্য যাদব॥
সর্ব্বপৃথ্বীময়ে দেবঃ প্রাপ্তং কার্য্যঃ পিতামহঃ। নাললগ্নৌ চ কর্ত্তব্যৌ পদ্মস্য মধুকৈটভৌ॥
নৃরূপধারীণি ভুজঙ্গমধ্যে, কার্য্যাণ্যথাস্ত্রাণি তথা সমীপে।

অনন্তর নানারূপ মূর্ত্তিভেদ কথিত হইতেছে।—নরের সদৃশ হরিমূর্ত্তি এবং নারায়ণ সদৃশ কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ হরিমূর্ত্তির একপদ রথে ও অন্যপদ জঙ্ঘদেশে বিন্যস্ত হইবে। হয়গ্রীবমূর্ত্তি এইরূপে নির্ম্মাণ করিবে যে, মূর্ত্তিমতী বসুমতীর করে তাঁহার চরণ বিন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি শুভ্রবর্ণ, নীলবাসা ও অশ্বশীর্ষ। এই মূর্ত্তি সঙ্কর্ষণদেবের অংশ। ইঁহাকে অষ্টভুজ করিবে। তন্মধ্যে করচতুষ্টয়ে মূর্ত্তিমৎ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজিত এবং অবশিষ্ট চারি কর দেহধারী দেবগণের মস্তকে বিন্যস্ত। ঐ সকল হস্ত সর্ব্বাভরণ-ভূষিত। প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি বৈরাগ্যবান্ ও কপিল-দেহধারী। ইনি চতুর্ভুজ; তন্মধ্যে এক কর উরুদেশে ও দ্বিতীয় কর অঙ্কে সংস্থাপিত এবং অবশিষ্ট করদ্বয়ে শঙ্খ, চক্র ধারণ করিতেছেন। হে নৃপ! কর্ম্মনিরত কপিল দেব পদ্মাসনে সমাসীন, ধ্যানমীলিতনেত্র ও জটাজূটে দুষ্প্রেক্ষ্য। কুম্ভকযোগ নিবন্ধন বায়ুরোধ করাতে তাঁহার দেহ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার পদদ্বয় পদ্মচিহ্নে অঙ্কিত; তিনি মৃগাজিনধারী, শোভন-যজ্ঞোপবীতবান্, বিভু ও মন্ত্ররূপ মহাপদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে সংস্থিত। ইনি বৈরাগ্যভাব নিবন্ধন মহানুভাব; ইনি ধ্যাননিমগ্ন হইয়া আপনারই সেই পরমপদ চিন্তন করিতেছেন। এই পুরাণপুরুষই ভুবনরক্ষক ও সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা; ইনি শ্যামবপু, সূক্ষ্মবাসা, পিঙ্গলনেত্র ও জটাবান্। সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়ন এই মুনিচতুষ্টয়কে কপিলের পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্যরূপে কল্পনা করিবে। বাল্মীকি-মূর্ত্তি গৌরকান্তি, জটামণ্ডলে দুর্নিরীক্ষ, তপো-

তার্ক্ষ্যো মরকতপ্রখ্যঃ কৌশিকাকারনাসিকঃ। চতুর্ভুজশ্চ কর্ত্তব্যো বৃত্তনেত্রমুখস্তথা।
গ্রীবোরুজানুচরণ-পক্ষদ্বয়বিভূষিতঃ। প্রভাসংস্থানসৌবর্ণকলাপেন বিরাজিতঃ॥
ছত্রঞ্চ পূর্ণকুম্ভঞ্চ করয়োস্তস্য কারয়েৎ। করদ্বয়ঞ্চ কর্ত্তব্যং তথা বিরচিতাঞ্জলি॥
যদাস্য ভগবান্ পৃষ্ঠে ছত্রকুম্ভধরৌ করৌ। ন কর্ত্তব্যৌ তু কর্ত্তব্যৌ দেবপাদধরাবুভৌ।
কিঞ্চিল্লম্বোদরঃ কার্য্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥

বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্রে চ।— অথ লক্ষ্মীনারায়ণমূর্ত্তিঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণৌ কার্য্যৌ সংযুতৌ দিব্যরূপিণৌ। দক্ষিণস্থা বিভোমূর্ত্তির্লক্ষ্মীমূর্ত্তিস্তু বামগা।
দক্ষিণঃ কণ্ঠলগ্নোঽস্যা বামহস্তসরোজধৃক্। বিভোর্বামকরো লক্ষ্ম্যাঃ কুক্ষিভাগে স্থিতঃ সদা॥
সর্ব্বাবয়সংপূর্ণা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা। সুভ্রূনেত্রকপোলাস্যরূপযৌবনসংযুতা।
সিদ্ধিঃ কার্য্যা সমীপস্থা চামরগ্রাহিণী শুভা। কর্ত্তব্যং বামনং সর্ব্বং দেবাধোভাগগং সদা।
শঙ্খচক্রধরৌ তস্য দ্বৌ কার্য্যৌ পুরুষৌ পুরঃ। বামনৌ হারকেয়ুর-কিরীটমণিভূষিতৌ।
উপাসকৌ সমীপস্থৌ প্রভোর্ব্রহ্মশিবাত্মকৌ-রসনাং যোগপট্টঞ্চ শিখামঞ্জলিমাস্থিতৌ॥

রত, নাতিকৃশ ও নাতিস্থূল হইবে। দত্তাত্রেয় মূর্ত্তিও বাল্মীকির সদৃশ হইবে। পদ্মাকৃতি শেষমূর্ত্তিকে সলিলমধ্যগত করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হয়। তাঁহার ফণামণ্ডলস্থ দিব্যরত্নের তেজে তদীয় শীর্ষদেশ দুপ্রেক্ষ্য হইবে। এই দেবদেবকে ফণিভোগাঙ্কে সংস্থিত করিয়া নির্ম্মাণ করিবে। ইহার এক হস্ত জানুতে, দ্বিতীয় হস্ত নাভিপ্রদেশে ও তৃতীয় হস্ত স্কন্ধোপরি বিন্যস্ত এবং চতুর্থ হস্তে কল্পতরুর মঞ্জরী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহার নাভি-সরোবরে সর্ব্বপৃথ্বীময় যে পদ্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই পদ্মে পূর্ব্ববৎ পিতামহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ঐ পদ্মের নালে মধু ও কৈটভনামক অসুরদ্বয়ের মূর্ত্তি সংলগ্ন থাকিবে। ভুজঙ্গের মধ্যে নররূপধারী অস্ত্রসমূহ বিন্যাস করিতে হয় এবং তৎসমীপে মরকতকান্তি গরুড়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবে। এই গরুড়মূর্ত্তি পেচকের ন্যায় নাসাবিশিষ্ট, বৃত্তলোচন, বৃত্তাস্য, এবং গ্রীবা, ঊরু, জানু, পদ ও পক্ষযুগলে সুশোভিত, ও সুবর্ণপ্রভ। ইহার প্রথম দুই হস্তে ছত্র ও পূর্ণকুম্ভ বিদ্যমান আছে এবং অপর হস্তদ্বয়ে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। ইহার পৃষ্ঠোপরি ভগবানের মূর্ত্তি স্থাপিত করিলে দুই হস্তে ছত্র ও কুম্ভ প্রদান করিবে না। তৎপরিবর্ত্তে সেই করদ্বয়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া থাকিবেন। এই গরুড়মূর্ত্তিকে ঈষৎ লম্বোদর ও সর্ব্বালঙ্কারে সমলঙ্কৃত করিবে।

লক্ষ্মীনারায়ণমূর্ত্তি।—দিব্যরূপধারী লক্ষ্মীনারায়ণমূর্ত্তি পরস্পর মিলিতভাবে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তন্মধ্যে নারায়ণমূর্ত্তি দক্ষিণ ভাগে এবং লক্ষ্মীমূর্ত্তি বামদিকে অবস্থিত থাকিবেন। লক্ষ্মী-দেবীর দক্ষিণ কর নারায়ণের কণ্ঠে সংলগ্ন থাকিবে এবং বামকরে পদ্ম বিরাজ করিবে। নারা-য়ণের বাম হস্ত দেবীর কুক্ষিদেশে বিন্যস্ত হইবে। ঐ দেবী সর্ব্বাবয়বপূর্ণা, সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃতা, সুলোচনা, সুকপোলা ও রূপযৌবনসম্পন্না। লক্ষ্মীর সন্নিধানে শুভকরী সিদ্ধি দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহার করে চামর বিদ্যমান থাকিবে। এই নারায়ণের অধোভাগস্থ সমস্ত মূর্ত্তি খর্ব্বাকৃতি করিতে হয়। এই দেবের পুরোভাগে শঙ্খচক্রধারী দুইটি পুরুষ অবস্থিত থাকিবেন।

অথ যোগস্বামি মূর্ত্তিঃ।

পদ্মাসনসমাসীনঃ কিঞ্চিন্মীলিতলোচনঃ। ঘ্রাণাগ্রে দত্তদৃষ্টিশ্চ শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতঃ॥
বামদক্ষিণগৌ হস্তাবুভাবুৎসঙ্গভাগগৌ। তৎকরদ্বয়পার্শ্বস্থে পঙ্কেরুহমহাগদে।
উর্দ্ধে করদ্বয়ে চাস্য শঙ্খশ্চাপি সুদর্শনম্। যোগস্বামী স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যো মোদার্থযোগিভিঃ॥

অথ দশাবতারাণাং মূর্ত্তয়ঃ।

তত্র মৎস্যাবতারমূর্ত্তিঃ।

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মৎস্যাদীনান্তু লক্ষণম্। ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং তদর্দ্ধেন তু বিস্তৃতম্।
দৈর্ঘ্যাষ্টমাংশসংযুক্তং পুচ্ছবক্ত্রং তু কারয়েৎ। রোহিতং বিবৃতাস্যন্তু দ্বাদশাঙ্গুলমানতঃ।
কলৈকং পৃষ্ঠরোমন্তু পুচ্ছার্দ্ধং ক্রোড়গং তথা। কৃতস্যৈবংবিধস্যেহ রোহিতস্য মুখোদ্গতম্॥
নারায়ণন্তু কুর্ব্বীত আগুল্‌ফং তন্মুখোদ্গতম্। এবং নৃমৎস্যং মৎস্যং বা স্থাপয়েদ্যস্তু মানবঃ।
সর্ব্বজ্ঞত্বং ভবেত্তস্য সর্ব্বাপন্মুক্তিরেব চ॥

অথ কূর্ম্মমূর্ত্তিলক্ষণম্।

দৈর্ঘ্যাত্রিতালসংযুক্তং তদর্দ্ধং পরিমণ্ডলম্। চতুশ্চরণসংশ্লিষ্টঃ চতুরঙ্গুলমাত্রয়া॥
কপালদ্বয়মধ্যে তু গোবিন্দং তু সমুদ্গতম্। কৃত্বা বা গুল্‌ফপর্য্যন্তমুদ্গচ্ছন্তং সুরোত্তমম্॥
নৃকূর্ম্মং কারয়িত্বৈনং কূর্ম্মং বা স্থাপয়ীত যঃ। স্ববংশোদ্ধরণং তস্য জায়তে মুক্তিরেব চ॥

তাঁহারা উভয়েই বামনাকৃতি এবং হার, কেয়ূর, কিরীট ও মণিতে বিভূষিত। ইঁহার সমীপে ব্রহ্মা ও শিবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে; তাঁহারা উভয়ে রসনা (কাঞ্চী), যোগপট্ট, শিখা ও অঞ্জলি ধারণ করিয়াছেন।

অনন্তর যোগস্বামিমূর্ত্তি কথিত হইতেছে।—ইনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। ইঁহার নয়নযুগল ঈষন্মীলিত ও দৃষ্টি নাসিকাগ্রে বিন্যস্ত। ইনি শ্বেতপদ্মোপরি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহার বাম ও দক্ষিণ করদ্বয় ক্রোড়মধ্যে বিন্যস্ত আছে। হস্তদ্বয়ের পার্শ্বে পদ্ম ও মহাগদা বিরাজমান। ইঁহার উর্দ্ধ করদ্বয়ে শঙ্খ ও সুদর্শন শোভা পাইতেছে। আমোদাকাঙ্ক্ষী যোগিগণ ইঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইনি যোগস্বামী নামে পরিকীর্ত্তিত।

অনন্তর দশাবতারমূর্ত্তি। তন্মধ্যে মৎস্যমূর্ত্তিলক্ষণ।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, এই মূর্ত্তির দৈর্ঘ্য ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল ও বিস্তৃতি তদর্দ্ধ হইবে এবং পুচ্ছ মুখ দৈর্ঘ্যের অষ্টমাংশ করিতে হইবে। এই মূর্ত্তির আকার রোহিত মৎস্যের ন্যায়, বদন দ্বাদশাঙ্গুল বিবৃত, পৃষ্ঠরোম এক কলা এবং পুচ্ছের অর্দ্ধভাগ ক্রোড়গত হইবে। প্রভু এইরূপ মৎস্যের মুখবিবর হইতে সমুদ্গত হইয়াছেন। কিংবা নারায়ণের গুল্‌ফ পর্য্যন্ত দেহ ঐ মীনবরের মুখোদ্গত থাকিবে। যে ব্যক্তি এই নরমৎস্য বা মৎস্য স্থাপন করেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয় এবং তিনি আপদুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

কূর্ম্মমূর্ত্তিলক্ষণ।—কূর্ম্মমূর্ত্তি সার্দ্ধ একহস্ত দীর্ঘ ও তদর্দ্ধ পরিমণ্ডলবিশিষ্ট। ইঁহার চরণ

অথ বরাহমূর্ত্তিলক্ষণম্।

বক্ত্রং কলাষ্টকায়ামং শ্রোত্রমস্য দ্বিগোলকম্। হনূ সপ্তাঙ্গুলে তস্য সৃক্কণী দ্ব্যঙ্গুলে মতে॥ সপ্তাঙ্গুলং মুখং প্রোক্তং রদৌ সার্দ্ধকলৌ দ্বিজ। নাসারন্ধ্রং ভবেন্নেত্রং যবহীনেঽক্ষিণী মতে॥ কিঞ্চিদ্বক্ত্রে স্থিতে শ্রোত্রে দ্বিগোলকসমায়তে। চতুষ্কলং কর্ণমধ্যং তদর্দ্ধেন তদুচ্ছ্রিতম্॥ বস্বঙ্গুলা ভবেদ্গ্রীবা নেত্রৈকং চোন্নতা তু সা। শেষং নৃসিংহবৎ কার্য্যং বরাহস্য তু বিগ্রহম্॥ শেষাহিবিধৃতঃ পাদং বাহুনা ধারয়ন্ ধরাম্। শঙ্খং বামে তথা পদ্মং গদাচক্রে তু দক্ষিণে॥ এবং নরবরাহঞ্চ কৃত্বা যঃ স্থাপয়েন্নরঃ। ভবোদধিসমুত্তারং রাজ্যঞ্চ হতকণ্টকম্।

প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সন্দেহো হ্যমুত্রেহৈব বা ভুবি।

অথ নৃসিংহমূর্ত্তিলক্ষণম্।

তির্য্যঙ্ নৃসিংহদেবস্য তথা বিপুলমাননম্। বর্ত্তুলেঽস্য তথা নেত্রে স্কন্ধৌ তালমিতৌ শুভৌ॥ ব্যাকুঞ্চিতে ভ্রুবৌ বক্ত্রং বিবৃতং চোগ্রদংষ্ট্রকম্। লেলিহানা তথা জিহ্বা সমুদ্গতশটং শিরঃ॥ দংষ্ট্রে দ্ব্যঙ্গুলনির্যাতে বক্ত্রাগ্রে তু সিতে তথা। ত্রিকলাভ্যধিকং বক্ষঃ পঞ্চনেত্রাধিকা কটিঃ॥ দ্বিকলাভ্যধিকৌ চোরূ জানূ চাপি কলাধিকৌ। জঙ্ঘে সার্দ্ধকলে মধ্যে বিস্তৃতাগ্রে বিভাগতঃ॥

চারিটী; প্রত্যেক পদে চার চারিটী অঙ্গুলী বিরাজিত। ইঁহার কপালযুগলের মধ্যে আগুল্ফ সমুদ্গত গোবিন্দমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। নৃ-কূর্ম্মমূর্ত্তি বা কূর্ম্মমূর্ত্তি স্থাপন করিলে বংশের উদ্ধার হয় এবং মুক্তিলাভ করা যায়।

বরাহমূর্ত্তির লক্ষণ।—হে বিপ্র! বরাহমূর্ত্তির মুখের বিস্তার অষ্ট কলা, কর্ণ দ্বি-গোলক, হনু (গণ্ডদ্বয়ের প্রান্ত) সপ্তাঙ্গুল, সৃক্ক (ওষ্ঠপ্রান্ত দ্বি-অঙ্গুল, বদন সপ্তাঙ্গুল, দশনদ্বয় সার্দ্ধ এক কলা, নাসিকাবিবর তিন যব,নেত্রদ্বয় যবহীন, মুখ ঈষদ্বক্রে বিরাজিত, কর্ণযুগল রন্ধ্রদ্বয়বিশিষ্ট, সম ও আয়ত হইবে। কর্ণের মধ্যভাগে চারি কলা এবং উচ্চতা দুই কলা করিবে। গ্রীবা অষ্টাঙ্গুল ও উচ্চতা একটী চক্ষুর পরিমাণের ন্যায় হইবে। অবশিষ্ট অঙ্গ নৃসিংহবৎ কর্ত্তব্য। শেষনাগ নৃ-বরাহদেবের চরণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বরাহ বাহুদ্বারা বসুন্ধরাকে ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহার বামভাগে শঙ্খ ও পদ্ম এবং দক্ষিণ ভাগে গদা ও চক্র স্থাপন করিতে হয়। যিনি এইরূপে নৃ-বরাহমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তিনি (পরমসুখে) ভবসাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হন এবং কি ইহ কি পর উভয়ত্র নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করেন সন্দেহ নাই।

নৃসিংহমূর্ত্তির লক্ষণ।—নৃসিংহদেবের মুখ কিঞ্চিৎ তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত ও বিস্তৃত হইবে। ইঁহার চক্ষুদ্বয় সুবৃত্ত, স্কন্ধদেশ সুদৃশ্য ও তালপরিমিত, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, বদন বিবৃত, দশন ভীষণ, রসনা লোল ও শিরঃপ্রদেশ উদ্গত জটাজূটে জড়িত হইবে। ইঁহার বদনের সম্মুখে শ্বেতবর্ণ দন্তসমূহ দুই অঙ্গুলী পরিমাণে বহির্দ্দেশে নিষ্ক্রান্ত থাকিবে। ইঁহার বক্ষঃপ্রদেশ ত্রিকলার অধিক, কটি পঞ্চনেত্রাধিকা, ঊরু দুই কলা হইতেও অতিরিক্ত, জানু এককলার অধিক, জঙ্ঘার মধ্যস্থল সার্দ্ধ এক কলা ও অগ্রে প্রসারিত, চরণযুগল ঈষদূর্দ্ধ, বাহুমূল এক কলার অতিরিক্ত এবং উর্দ্ধবাহুদ্বয় অগ্রভাগে ঈষৎ ক্ষুদ্র হইবে। এইরূপে নৃসিংহমূর্ত্তি প্রস্তুত করাই ভক্তের

ঊর্দ্ধৌ কিঞ্চিৎ স্মৃতৌ পাদৌ বাহুমূলে কলাধিকে। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তথা হীনৌ পর্য্যন্তে চোপবাহুকৌ।
বপুরিত্থং নৃসিংহস্য কুর্য্যাদ্দেশিকসত্তমঃ। জান্বংশে তস্য সংস্থাপ্য বিদারিতমহাসুরম্।
ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা তু মালয়া শ্রীসমন্বিতম্। খড়্গচক্রধরং দেবং নৃসিংহং কারয়েদ্বুধঃ।
স্থাপয়েৎ পাপনাশায় জয়ায় নরকেশরিম্॥

অথ বামনমূর্ত্তিলক্ষণম্।

ভুজং ত্রিগোলকায়ামং বক্ষো বিস্তারশোভিতম্। পাণিপাদং তুরীয়াংশং প্রবৃদ্ধশিরসং তথা।
ঊর্ব্বঙ্ঘ্রিদ্বিতয়ায়ামবিহীনমুখযুগ্মকম্। কটিস্ফিক্‌পার্শ্বনাভীষু তদ্বৃদ্ধং বামনং বুধঃ।
কৃত্বা সংস্থাপয়েদ্দেবং মোহনার্থায় সর্ব্বথা॥

অথ জামদগ্ন্যমূর্ত্তিলক্ষণম্।

জামদগ্ন্যন্তু কুর্ব্বীত জটামুকুটমণ্ডিতম্। চতুর্ব্বাহুং মহাভাগং সর্ব্বক্ষত্রান্তকং বিভুম্।
দক্ষিণে পরশুং হস্তে বামে দণ্ডাতথা ধনুঃ। খড়্গং দক্ষিণহস্তে তু বামহস্তে তু খেটকম্॥
কুঠারহস্তং দ্বিভুজং কুর্য্যাদ্বা রেণুকাসুতম্। কৃত্বৈবং জামদগ্ন্যন্তু স্থাপয়েদ্যস্তু মানবঃ।
স বিত্তং প্রাপ্নুয়াৎ শীঘ্রং কামাংশ্চ মনসেপ্সিতান্॥

অথ রামমূর্ত্তিলক্ষণম্।

কুর্য্যাদ্দাশরথিং রামং সপ্ততালং চতুর্ভুজম্। শরকার্ম্মুকহস্তং তু শঙ্খচক্রধরং শুভম্।
দক্ষিণোর্দ্ধং ভবেচ্চক্রং বামোর্দ্ধং শঙ্খমেব চ। দক্ষিণাধো ভবেদ্বাণো বামাধো ধনুরেব চ।
দ্বিভুজং শরহস্তং বা রামং কুর্য্যাৎ সকার্ম্মুকম্। কৃত্বৈবং রাঘবং রামং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্॥
ক্রূরশত্রুবিনাশায় স্থাপয়েৎ সর্ব্বকামদম্।

কর্ত্তব্য। এই মূর্ত্তির জানুপ্রদেশে মহাসুর হিরণ্যকশিপুকে স্থাপন করিবে; নৃসিংহদেব নখদ্বারা তাহার দেহ বিদারণ করিতেছেন। নৃসিংহদেব বৈজয়ন্তীমালায় সমলঙ্কৃত, শ্রীবিশিষ্ট ও শঙ্খচক্র-ধারী হইবেন। পাতকক্ষয় ও জয়লাভার্থ এই প্রকারে নরকেশরিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়।

বামনমূর্ত্তির লক্ষণ। এই মূর্ত্তির ভুজদ্বয়ের আয়তন ত্রিগোলক, বক্ষঃপ্রদেশ বিস্তীর্ণ, কর-চরণ চতুর্থাংশ, মস্তক বৃহৎ, ঊরুদ্বয় ও মুখপ্রদেশ আয়ামবিহীন; কটি, স্ফিক্ (পশ্চাদ্ভাগ), পার্শ্ব ও নাভি স্থূল হইবে। মোহনার্থ এইরূপে বামনদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়।

জামদগ্ন্যমূর্ত্তির লক্ষণ।—এই মূর্ত্তির শিরোদেশ জটামুকুটে বিমণ্ডিত; ইনি চতুর্ভুজ, মহাভাগ ও ক্ষত্রকুলনিহন্তা। ইনি দক্ষিণ করদ্বয়ে পরশু ও অসি এবং বামকরদ্বয়ে ধনু ও খেটক (ঢাল) ধারণ করিতেছেন। এই প্রকার জামদগ্ন্যমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; কিংবা রেণুকাসুত জামদগ্ন্যের মূর্ত্তি পরশুহস্ত ও দ্বিভুজ করিলেও হয়। যিনি এই প্রকারে জামদগ্ন্যমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তিনি আশু বিত্তবান্ হইয়া মনোভীষ্ট লাভ করেন।

দাশরথি-রামমূর্ত্তির লক্ষণ।—এই মূর্ত্তির পরিমাণ সপ্ততাল; ইনি চতুর্ভুজ, ধনুঃশরহস্ত ও শঙ্খচক্রধারী। ইহাঁর দক্ষিণ ভাগের ঊর্দ্ধকরে চক্র, অধঃকরে বাণ এবং বামদিকের ঊর্দ্ধকরে শঙ্খ ও অধঃকরে কার্ম্মুক বিরাজ করিবে। কিংবা দাশরথিমূর্ত্তিকে দ্বিভুজ ও ধনুর্ব্বাণধারী

অথ বলরামমূর্ত্তিলক্ষণম্।

তৃতীয়ং তু যথা রামং চতুর্ব্বাহুঃ শৃণুষ মে। বামোর্দ্ধং লাঙ্গলং দত্ত্যাদধঃ শঙ্খং সুশোভনম্॥
গদাং কৃপাণং বা দত্ত্যাৎ সংস্থানে শক্তিচক্রয়োঃ। কৃত্বৈবং বলদেবং তু যো নরঃ স্থাপয়েৎ প্রভুম্॥
পুত্রং দদাতি তস্যাথ বিপক্ষাংশ্চ জয়ত্যসৌ॥

অথ বুদ্ধলক্ষণম্।

দশতালং তথা বুদ্ধং পদ্মাসনগতং হরিম্। প্রলম্বশ্রবণং কুর্য্যাচ্চীবরালঙ্কৃতং তথা॥
মণিনাভং সমাধিস্থং পদ্মাস্যং পদ্মলোচনম্। সমাধিস্থোত্তানপাণিং যোগদৃষ্টিসমন্বিতম্।
স্থাপয়েদ্রূপকামস্তু পিতেব জগতঃ স্থিতম্।

অথ কল্কিলক্ষণম্ঃ

কল্কিনং তু চতুর্ব্বাহুং বদ্ধতূণং ধনুর্দ্ধরম্। শঙ্খচক্রধরং কুর্য্যাত্তথা খড়্গধরং প্রভুম্।
দ্বিভুজং বা হয়ারূঢ়ং খড়্গপাণিং সুরেশ্বরম্। কল্কিনং স্থাপয়িত্বৈবং শক্রস্থানং লভেন্নরঃ॥

অথ নববূ্যহ-প্রতিমালক্ষণম্।

কিঞ্চ।—

আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ পূর্ব্বমেবোদিতো ময়া। দক্ষিণোর্দ্ধে গদা যস্য বামোর্দ্ধে চক্রমুত্তমম্।
ব্রহ্মেশৌ পার্শ্বগৌ নিত্যং শেষমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ। দ্বিতীয়ো বাসুদেবোঽয়ং দ্বাপরাদৌ স উচ্যতে।

করিলেও হয়। এইরূপে সর্ব্বগুণলক্ষিত, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, রামমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করিলে ক্রূর অরিকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় রাম অর্থাৎ বলরামমূর্ত্তির লক্ষণ।—অতঃপর চতুর্ব্বাহু বলদেবাখ্য তৃতীয় রামমূর্ত্তির লক্ষণ বলিতেছি, অবধান কর। ইহাঁর বামভাগের ঊর্দ্ধকরে লাঙ্গল ও অধঃকরে মনোহর শঙ্খ থাকিবে এবং শক্তিস্থানে গদা ও চক্রস্থানে খড়্গ বিন্যাস করিবে। এইরূপে বলরামমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করিলে স্থাপনকর্ত্তার পুত্র লাভ হয় এবং তিনি শত্রুজয়ে সমর্থ হইয়া থাকেন।

বুদ্ধমূর্ত্তির লক্ষণ।—এই মূর্ত্তির পরিমাণ দশ তাল (পাঁচ হস্ত) হইবে। ইনি পদ্মাসনে সমাসীন; ইহাঁর শ্রবণদ্বয় অতি দীর্ঘ, পরিধান কৌপীন এবং নাভিদেশ মণিযুক্ত ইনি সমাধি-নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ইনি পদ্মানন, কমললোচন, ঊর্দ্ধপাণি ও যোগদৃষ্টিযুক্ত। রূপকামী ব্যক্তি জগৎ পিতৃবৎ ইহাঁকে স্থাপন করিবে।

কল্কিমূর্ত্তির লক্ষণ।—ইনি চতুর্হস্ত, বদ্ধতূণ, ধনুর্দ্ধর এবং শঙ্খ-চক্র-খড়্গধারী। কিংবা এই মূর্ত্তিকে দ্বিহস্ত, তুরগারূঢ়, অসিহস্ত করিয়াও স্থাপন করিতে পারে। যিনি এই মূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাঁহার ইন্দ্রপুরে বাস হয়।

অনন্তর নবব্যূহ-প্রতিমার লক্ষণ।—আমি ইতিপূর্ব্বে আদিমূর্ত্তি বাসুদেবমূর্ত্তির বিষয় বর্ণন করিয়াছি। তাঁহার দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধকরে গদা ও বামভাগের ঊর্দ্ধকরে বৃহৎ চক্র বিরাজ করিবে। ব্রহ্মা ও রুদ্র উভয়ে সর্ব্বদা ইহাঁর পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতেছেন। অন্যান্য অঙ্গ

দ্বিভুজো বাথ কর্ত্তব্যো বামে শঙ্খধরঃ প্রভুঃ। বরদো দক্ষিণেনাথ বাসুদেবো দ্বিধোদিতঃ।
বলদেবশ্চতুর্ব্বাহুঃ কুণ্ডলৈকবিভূষিতঃ। লাঙ্গলী মুষলী দেবো গদাপদ্মধরো বিভুঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ কর্ত্তব্যো বরদোঽথবা॥ প্রদ্যুম্নস্তু চতুর্ব্বাহুঃ শঙ্খচক্রধরঃ শুভঃ।
চক্রং দক্ষিণহস্তে চ বামহস্তে ধনুস্তথা। শঙ্খঞ্চ দক্ষিণে দদ্যাদ্গদাং বামে প্রদর্শয়েৎ।
প্রদ্যুম্নং কারয়েদেবং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্। স্ত্রিয়ৌ চৈবাস্য কর্ত্তব্যে খড়্গচর্ম্মধরে শুভে।
রতিপ্রীত্যোর্ম্মধ্যগতং কম্বুগ্রীবং সকার্ম্মুকম্। দ্বিভুজং শরহস্তং বা প্রদ্যুম্নং কারয়েদ্বুধঃ॥
অনিরুদ্ধঃ কম্বুগ্রীবশ্চতুর্ব্বাহুঃ প্রভূষিতঃ। দক্ষিণেঽস্য গদা দেয়া চক্রশঙ্খৌ তু বামতঃ।
দক্ষিণে চ তথা পদ্মমনিরুদ্ধস্য দাপয়েৎ॥
নারায়ণশ্চতুর্ব্বাহুঃ কার্য্যস্তল্লক্ষণং ময়া। মূর্ত্তিদ্বাদশকে সর্ব্বং কীর্ত্তিতং ব্রহ্মণঃ শৃণু॥

পূর্ব্ববৎ নির্ম্মাণ করিতে হয়। দ্বাপরাদিযুগে ইনিই. দ্বিতীয় বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইহাঁকে দ্বিভুজও করিতে পারে; তন্মধ্যে বামকরে শঙ্খধারণ ও দক্ষিণকরে বর প্রদান করিতেছেন। এই দুই প্রকারেই যে বাসুদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা যায় তাহা বর্ণিত হইল। বলদেবকে চতুর্ভুজ, এককুণ্ডলে শোভিত, লাঙ্গল-মুষল-গদা-পদ্মধারী, শঙ্খ-চক্র-গদাহস্ত ও বরপ্রদ করিতে হয়। প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রধারী। ইহাঁর দক্ষিণ করদ্বয়ে চক্র ও শঙ্খ এবং বামকরদ্বয়ে ধনু ও গদা থাকিবে। এই মূর্ত্তিকে সর্ব্বলক্ষণে লক্ষিত করিতে হয়। রতি ও প্রীতি নাম্নী পরমরূপবতী দুইটি রমণীদ্বয় খড়্গ-চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক ইহাঁর পার্শ্বে অবস্থিত থাকিবেন। অথবা প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি এইরূপে স্থাপন করিতে হইবে যে, তিনি কম্বুগ্রীব, ধনুর্ধারী, দ্বিভুজ ও শরহস্ত এবং তিনি রতি ও প্রীতি নামে ভার্য্যাদ্বয়ের মধ্যভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। অনিরুদ্ধমূর্ত্তি কম্বুগ্রীব, চতুর্ভুজ ও সম্যক্ অলঙ্কৃত হইবেন। ইহাঁর দক্ষিণকরদ্বয়ে গদা ও পদ্ম এবং বামকরদ্বয়ে চক্র ও শঙ্খ বিরাজ করিবে। নারায়ণমূর্ত্তিকে চতুর্ভুজও করা হয়। দ্বাদশমূর্ত্তিপ্রকরণে ইহাঁর লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। অধুনা ব্রহ্মারমূর্ত্তি বর্ণন করি, অবধান কর। ব্রহ্মার চারি মুখ, চারি হস্ত, উদর বৃহৎ এবং ঊর্দ্ধমস্তক জটাজূটে শোভিত, এবং ইনি ধূম্রাচ্ছন্ন ও মেখলাধারী। ইহাঁর দক্ষিণভাগের ঊর্দ্ধকরে সুশোভন অক্ষমালা ও অধঃকরে স্রুব এবং বামভাগের ঊর্দ্ধকরে কমণ্ডলু ও অধঃকরে কুশসমন্বিতা আজ্যস্থালী থাকিবে। কিংবা ইহাকে শঙ্খচক্রগদাধারী ও চতুরানন করিবে। তাঁহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে সরস্বতী ও সাবিত্রী বিরাজ করিবেন। ইনি নিরন্তর মুনিগণের সহিত সমাসীন আছেন। অনুরূপ ব্রহ্মাকে অন্যভাবে প্রস্তুত করিতে হয়; কিন্তু পরিমাণে নরসিংহবৎ কিঞ্চিৎ অধিক করিবে। বিষ্ণু-মূর্ত্তিকে অষ্টবাহু ও চতুর্ব্বাহু করিতে হয়। ইনি গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন; ইহাঁর মূর্ত্তি সৌম্য ও ওষ্ঠপুট সন্দষ্ট। ইহাঁর দক্ষিণদিকের ভুজচতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী করে অসি, গদা, খড়্গ থাকিবে ও এক করে বর প্রদান করিবেন এবং বাম ভাগের করচতুষ্টয়ে ধনুঃ, চর্ম্ম, চক্র ও শঙ্খ বিরাজ করিবে। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করিলে দক্ষিণভাগের এক করে গদা থাকিবে ও অন্য করে বর প্রদান করিবেন এবং বামভাগের করদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র বিরাজ করিবে।

চতুর্ম্মুখশ্চতুর্ব্বাহুর্ব্বৃহজ্জঠরমণ্ডলঃ। ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজটাজুটঃ সধুমঃ সমমেখলঃ।
শোভনং দক্ষিণে হস্তে দদ্যাদস্যাক্ষসূত্রকম্। স্রুবঞ্চ দক্ষিণে দদ্যাদ্বামহস্তে তু কুণ্ডিকাম্॥
আজ্যস্থালীং কুশোপেতাং বামহস্তে নিযোজয়েৎ। শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ কার্য্যো বাথ চতুর্ম্মুখঃ॥
সরস্বতী চ সাবিত্রী বামদক্ষিণসংস্থিতে। কর্ত্তব্যা মুনয়ো বাথ পরিবার্য্য ব্যবস্থিতাঃ।
বিনিবিষ্টঃ সদা ব্রহ্মা কার্য্যো হংসস্ততোঽন্যথা। নৃসিংহবৎ স্বমাত্রা তু কিঞ্চিদভ্যধিকঃ স্মৃতঃ॥
বিষ্ণুরষ্টভুজঃ কার্য্যশ্চতুর্ব্বাহুরথাপি বা। বৈনতেয়গতঃ সৌম্যঃ সংদষ্টোষ্টপুটোঽপি বা॥
খড়্গাং গদাং শরং দদ্যাদ্দক্ষিণে বরদোঽপরঃ। কার্ম্মুকং খেটকং চক্রং শঙ্খং বামেঽস্য দাপয়েৎ॥
চতুর্ভুজে গদা দেয়া দক্ষিণে বরদোঽবরঃ। বামে শঙ্খঞ্চ চক্রঞ্চ বিষ্ণুরেবংবিধো মতঃ।
নরসিংহশ্চতুর্ব্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। শঙ্খচক্রধরো বাপি বিদারিতমহাসুরঃ॥
চতুর্ব্বাহুর্ব্বরাহস্তু শেষঃ পাণিপদে ধৃতঃ। ধারয়ন্ বাহুনা পৃথ্বীং বামেন কমলামথ॥
পাদলগ্না ধরা কার্য্যা যদা লক্ষ্মীর্ভুজস্থিতা। বরাহং কারয়েদ্দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
সপ্ততালৌ প্রশস্যেতে বরাহনরকেশরী। নবতালাবভ্যধিকৌ পুরস্তাৎ কথিতৌ তব॥

কিঞ্চ।—

অথ পুরুষোত্তমমূর্ত্তিলক্ষণম্।

অষ্টবাহুং বুধঃ কুর্য্যাদ্দেবং ত্রৈলোক্যমোহনম্। গরুড়াসনগং দেবং প্রথমে বয়সি স্থিতম্॥
চক্রং খড়্গঞ্চ মুষলং সাঙ্কুশং দক্ষিণে ন্যসেৎ। শঙ্খং শার্ঙ্গং গদাং পাশং বামহস্তেষু বিন্যসেৎ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী কার্য্যে পদ্মবীণাসমন্বিতে॥

চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করিলে দক্ষিণভাগের এক করে গদা থাকিবে ও অন্য করে বর প্রদান করিবেন এবং বামভাগের করদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র বিরাজ করিবে। এই রূপেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রগদাধারী করিয়া নৃসিংহমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। কিংবা উঁহাকে শঙ্খচক্রধারী করিবে এবং এইরূপ করিতে হইবে যে, তিনি মহাসুর হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করিতেছেন। বরাহমূর্ত্তিকে চতুর্ভুজ করিতে হয়। তাঁহার হস্তে ও পদে শেষদেব সংলগ্ন আছেন এবং দক্ষিণবাহু দ্বারা বসুমতীকে ও বামবাহু দ্বারা কমলাদেবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। লক্ষ্মীকে হস্তস্থা করিলে বসুমতীকে পাদস্থিতা করিবে। এই দেব শঙ্খচক্রগদাধারী। বরাহমূর্ত্তি ও নৃসিংহমূর্ত্তির পরিমাণ সপ্ততাল হইলেই প্রশস্ত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই মূর্ত্তিদ্বয়ের পরিমাণ নবতাল অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে।

অনন্তর পুরুষোত্তমমূর্ত্তির লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।—ত্রৈলোক্যমোহন পুরুষোত্তমমূর্ত্তিকে অষ্টভুজ করিতে হয়। ইনি গরুড়োপরি উপবিষ্ট; ইনি প্রথমবয়সে স্থিত অর্থাৎ কিশোর-বয়স্ক। ইঁহার দক্ষিণদিকের করচতুষ্টয়ে চক্র, অসি, মুষল ও অঙ্কুশ এবং বামভাগের করচতুষ্টয়ে শঙ্খ, শার্ঙ্গ, গদা ও পাশ প্রদান করিবে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী নাম্নী দুইটী শক্তিকেও ইঁহার নিকট স্থাপন করিতে হয়। এই দুই দেবীর মধ্যে লক্ষ্মী পদ্ম ও সরস্বতী বীণা ধারণ করিতেছেন। প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গেও লিখিত আছে যে, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইল, পুরুষোত্তম অষ্টভুজ। এক্ষণে ইঁহার চতুর্ব্বাহু ও দ্বিবাহুমূর্ত্তির বিষয় সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন

কিঞ্চ প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে।—

অষ্টবাহুঃ পূর্ব্বমেব কথিতঃ পুরুষোত্তমঃ। চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুঞ্চ সংক্ষেপাৎ কথয়ামি তে।
দক্ষিণং শান্তিদং হস্তং কুর্য্যাদন্যং দয়ান্বিতম্। বামোর্দ্ধং কারয়েচ্চক্রং পাঞ্চজন্যং তথা হ্যধঃ।
শ্রীপুষ্টিসহিতং কুর্য্যাৎ চতুর্ব্বাহুং সুরোত্তমম্। প্রাসাদে স্থাপয়েন্নিত্যং গৃহে বা মণ্ডপেঽপি বা।
অথ দ্বিবাহুং তং দেবং কুর্য্যাদ্ভেদদ্বয়েন তু। একং শান্তিকরং হস্তমপরং চক্রভূষিতম্।
শ্রীসরস্বতি-সংযুক্তমেকমায়তনে ন্যসেৎ।
গদাচক্রধরং বাপি দ্বিভুজং পুরুষোত্তমম্। সীরপাণি-সমোপেতমেকানংশান্বিতং বিভুম্॥
চতুরস্রায়তে ধাম্নি স্থাপয়েৎ সর্ব্বকামদম্। অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীনবক্ষঃস্থলোরসম্॥
লাবণ্যাম্বুপ্রতোয়েন সিঞ্চন্তমিব সর্ব্বতঃ। ত্রৈলোক্যে যস্য রূপেণ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
তং দেবং কারয়েৎ সৌম্যং পুরুষোত্তমমুত্তমম্॥
বলদেবং দ্বিদোর্দ্দণ্ডং মদবিভ্রান্তলোচনম্। লাঙ্গলাসক্তপাণিস্তু মুষলোদ্যতদক্ষিণম্॥
কুর্য্যাদ্বা তস্য বাহ্বোস্তু শঙ্খচক্রৌ সুশোভনৌ। শরচাপধরৌ বাপি বরশান্তিপ্রদৌ তথা॥
কার্য্যৌ ভুজৌ মহাভাগ বলদেবস্য সত্তম। ভোগান্ পঞ্চাথবা সপ্ত কুর্য্যাদস্য ত্বনন্তবৎ॥
একানংশাং তয়োর্মধ্যে কারয়েৎ সৌম্যরূপিণীম্। বরদাং পদ্মহস্তাং বা দক্ষিণেন ভুজেন তু॥
শ্রোণিস্থ-বামহস্তাং তু কুর্য্যাদ্ভদ্রাং সুরেশ্বরীম্। এবং তে দ্বিভুজো বিষ্ণুঃ কথিতঃ সর্ব্বকামদঃ।
বলদেবেন সহিতো ভদ্রয়া চ সমন্বিতঃ। দেবস্য দক্ষিণে পার্শ্বে সুভদ্রাং বিনিবেশয়েৎ।
ততঃ পরে মদাক্রান্তলোচনং স্থাপয়েদ্বলম্॥

করিতেছি। এই দেবকে চতুর্ভুজ করিলে দক্ষিণদিকের উর্দ্ধকরে শান্তি ও অপর করে দয়া এবং বামদিকের উর্দ্ধহস্তে চক্র ও অধঃকরে পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খ বিন্যস্ত থাকিবে। ইনি শ্রী ও পুষ্টি নাম্নী শক্তিদ্বয়ে সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাকে নিরন্তর প্রাসাদে, গৃহে বা মণ্ডপে স্থাপন করিতে হয়। এই দেবের দ্বিবাহুমূর্ত্তিও দ্বিবিধ। (প্রথমতঃ) এক করে শান্তি প্রদান করিতেছেন ও অন্য কর চক্রদ্বারা সমলঙ্কৃত। এই প্রভুকে লক্ষ্মীসরস্বতী-যুক্ত করিয়া একগৃহেই স্থাপন করা কর্ত্তব্য। অন্যপ্রকারে এই পুরুষোত্তম-মূর্ত্তিকে দ্বিভুজ করিতে হইলে গদাচক্রধারী করিতে হয়। ইনি বলভদ্র ও সুভদ্রাসমন্বিত থাকিবেন। ইনি সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহাকে চতুষ্কোণ মন্দিরে স্থাপন করাই উচিত। পুরুষোত্তমমূর্ত্তির বর্ণ অতসীকুসুমের ন্যায়; ইঁহার বক্ষঃপ্রদেশ ও উরু স্থূল, ইনি লাবণ্যরূপ কমলজলে সকলদিক্ অভিষিক্ত করিতেছেন। ত্রিভুবনতলে তাঁহার সদৃশ রূপ কাহারও নয়নগোচর হয় নাই, হইবেও না। এইরূপেই পুরুষোত্তমের মনোহর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইঁহার পার্শ্বে বলভদ্রমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তিনি দ্বিভুজ, মদবিভ্রান্তনেত্র, এবং বামকরে লাঙ্গল ও দক্ষিণকরে সমুদ্যত-মুষলধারী। কিংবা তদীয় করদ্বয়ে সুশোভন চক্র ও শঙ্খ অথবা দুই করে শর চাপ বা বর শান্তি বিরাজ করিবে। হে মহাভাগ! বলভদ্রমূর্ত্তি মু দ্বিবাহু করাই বিধেয়। অনন্তবৎ ইনি পাঁচটী বা

কিঞ্চ।—

অথ বিশ্বরূপলক্ষণম্।

বিংশদ্বাহুং বিশ্বরূপং কুর্য্যাত্তল্লক্ষণং শৃণু। চক্রং খড়্গঞ্চ মুষলমঙ্কুশং পট্টিশং তথা॥
মুদ্গরঞ্চ তথা পাশং শক্তিং শূলং শরং তথা। দক্ষিণেষু প্রদদ্যাদ্বৈ বামেষু শৃণু সাম্প্রতম্।
শঙ্খং শার্ঙ্গং গদাং পাশং তোমরং লাঙ্গলং তথা। পরশুং ছুরিকাং দণ্ডং চর্ম্ম-প্রক্ষেপণং তথা।
নৃসিংহোক্তং পরং মানং বিশ্বরূপস্য কীর্ত্তিতম্। চতুর্ম্মুখং দক্ষিণেঽস্য ত্রিনেত্রং বামতো ন্যসেৎ।
স্তুবন্তো মুনয়ঃ কার্য্যা বিদ্রবন্তো নিশাচরাঃ॥

অথ জলশায়িমূর্ত্তিলক্ষণম্।

বামপার্শ্বেন শয়িতং কারয়েজ্জলশায়িনম্। শেষপর্য্যঙ্কগং দেবং চতুর্ব্বাহুং জনার্দ্দনম্॥
শ্রিয়া ধৃতৈকচরণং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতম্। দেবীভির্ব্বিমলাদ্যাভিঃ সেব্যমানমিতস্ততঃ॥
নাভ্যুত্থপঙ্কজারূঢ়পিতামহসমন্বিতম্॥

অথ লক্ষ্মীমূর্ত্তিলক্ষণম্।

কিঞ্চ।—

অষ্টতালা তু কর্ত্তব্যা দেবী লক্ষ্মীঃ সুরেশ্বরী। তৎক্রমং সৌরকাণ্ডে তু কথয়িষ্যে তবানঘ॥
নবতালিকক্ষেত্রাং তু কথ্যমানামিতঃ শৃণু। ভ্রুবৌ যবাধিকে কার্য্যে যবহীনা তু নাসিকা॥

সাতটী ফণায় বিমণ্ডিত থাকিবেন। পুরুষোত্তম ও বলভদ্র এই উভয়ের মধ্যভাগে সৌম্যরূপা, একানংশা (সুভদ্রা) দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। এই সুরেশ্বরী দেবীর দক্ষিণহস্তে বর বা পদ্ম বিরাজ করিবে এবং বামহস্ত শ্রোণিদেশে সংলগ্ন থাকিবে। সর্ব্বকামপ্রদ দ্বিভুজমূর্ত্তির লক্ষণ ত্বৎ-সকাশে বর্ণন করিলাম। এই মূর্ত্তিকে বলভদ্র ও সুভদ্রা সহ সংযুক্ত করিতে হয়। সুভদ্রা দেবী পুরুষোত্তমমূর্ত্তির দক্ষিণদিকে এবং মদবিভ্রান্তনেত্র বলদেব সুভদ্রার দক্ষিণদিকে সংস্থিত হইবেন।

অনন্তর বিশ্বরূপমূর্ত্তির লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।—বিশ্বরূপমূর্ত্তির বিংশতি হস্ত। ইহাঁর লক্ষণ কীর্ত্তন করি, অবধান কর। ঐ বিংশতি করের মধ্যে দক্ষিণ দশকরে চক্র, অসি, মুষল, অঙ্কুশ, পট্টিশ, মুদ্গর, পাশ, শক্তি, শূল ও শর এবং বামকরে শঙ্খ, শার্ঙ্গ, গদা, পাশ, তোমর, লাঙ্গল, পরশু, ছুরিকা, দণ্ড ও চর্ম্ম-প্রক্ষেপণ (ঢাল) এই সমস্ত অস্ত্র বিদ্যমান থাকিবে। বিশ্বরূপের মূর্ত্তির পরিমাণ নৃসিংহমূর্ত্তির ন্যায় হইবে। এই দেবের দক্ষিণপার্শ্বে চতুরানন ব্রহ্মা ও বাম পার্শ্বে ত্রিনয়ন শিবমূর্ত্তি সংস্থিত থাকিবেন। দেবদেবের নিকট স্তুতিকীর্ত্তনকারী ঋষিগণের ও পলায়নপর নিশাচরসমূহের মূর্ত্তিও বিন্যস্ত করিতে হয়।

অনন্তর জলশায়িমূর্ত্তির লক্ষণ।—এই জলশায়ী দেব বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিবেন। ইনি শেষপর্য্যঙ্কস্থ ও চতুর্ভুজ; লক্ষ্মীদেবী ইহাঁর একটী পদ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; ইনি সর্ব্বাভরণে সমলঙ্কৃত; বিমলাদি দেবীগণ সমন্তাৎ অবস্থিত; ইহাঁর নাভিজ কমল হইতে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়াছেন। এইরূপে জলশায়ী জনার্দ্দনের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

অনন্তর লক্ষ্মীমূর্ত্তির লক্ষণ।—দেবী সুরেশ্বরী লক্ষ্মীমূর্ত্তির পরিমাণ অষ্টতাল অর্থাৎ

গোলোকেনাধিকঃ বক্ত্রং মূর্দ্ধতির্য্যগ্বিবর্জ্জিতম্। আয়তে নয়নে কার্য্যে ত্রিভাগোনৈর্যবৈস্ত্রিভিঃ॥
তদর্দ্ধেন তু বৈপুল্যং নেত্রয়োঃ পরিকল্পয়েৎ। কর্ণপাশোঽধিকঃ কার্য্যঃ সৃক্কণ্যা সমসূত্রতঃ॥
নম্রং কলাবিহীনং তু কুর্য্যাদংসদ্বয়ং সদা। গ্রীবা সার্দ্ধকলা কার্য্যা তদ্বিস্তারোপশোভিতা॥
নেত্রে বিনা তু বিস্তারে উরূ জানু চ পিণ্ডিকে। অঙ্ঘ্রি পৃষ্ঠে স্ফিচে কটং যথাযোগ্যং প্রকল্পয়েৎ॥
সপ্তাংশোনাস্তথাঙ্গুল্যো দৈর্ঘ্যং বিষ্কম্ভনাহতম্। নেত্রৈকবর্জিতায়ামা জঙ্ঘোরূ চ তথা কটিঃ॥
মধ্যং পার্শ্বং ন তদ্বৃত্তং ঘনপীনং কুচদ্বয়ম্। তালমাত্রৌ স্তনৌ কার্য্যৌ কটিঃ সার্দ্ধকলাধিকা।
শেষমন্যদ্‌যথোদ্দিষ্টং লক্ষ্মীশ্চেয়ং প্রকীর্ত্তিতা॥
সর্ব্বাভরণসম্পন্না মধ্যে ক্ষামা স্তনোন্নতা। শ্রোণীতটসুবিস্তীর্ণা কার্য্যা দেবী সুরেশ্বরী॥
দ্বিভুজা কম্বুগ্রীবা চ বিশালাক্ষী সুলক্ষণা। স্তনৌ সমুন্নতৌ কার্য্যৌ কঞ্চুকেনাবগুণ্ঠিতৌ॥
নাগহস্তোপমৌ বাহূ উরূ রম্ভাসমৌ শুভৌ। নানারত্নোজ্জ্বলং পট্টং দেব্যাঃ শিরসি দাপয়েৎ॥
নানারত্নোজ্জ্বলা দেব্যা মেখলা শ্রোণিসংযুতা। যুক্তা দিব্যেন হারেণ কেয়ূর-মুকুটোজ্জ্বলা।
পদ্মাসনা প্রকর্ত্তব্যা পদ্মশ্রীফলপাণিকা। দক্ষিণে পুণ্ডরীকন্তু বামহস্তে তু শ্রীফলম্॥
স্থিতা বা ত্রিবলীভঙ্গশোভিতা চ প্রশস্যতে। স্ত্রিয়ৌ পার্শ্বদ্বয়ে কার্য্যে শুভে চামরহস্তিকে॥
ভৃঙ্গারহস্তৌ যৌ নাগৌ স্নপয়ন্তৌ শ্রিয়ং স্থিতৌ। শ্রীরিয়ং লক্ষণোপেতা স্থাপিতা সর্ব্বকামদা॥

চারি হস্ত। হে নিষ্কলুষ! ইঁহার যেরূপ ক্রম, তাহা সৌরকাণ্ডে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। অধুনা প্রথমতঃ সার্দ্ধচতুর্হস্তপরিমিতা প্রতিমার বিষয় শ্রবণ কর। ভ্রূযুগল যবাপেক্ষা অধিক, নাসা যবরহিত, মুখ গোলক হইতে অধিক ও ঊর্দ্ধ-তির্য্যক্‌রহিত হইবে। ইঁহার নয়নদ্বয় ত্রিভাগোন ত্রিযবপরিমিত হইবে; চক্ষুর আয়তন তদর্দ্ধ করিতে হয়। সৃক্কণীর সমসূত্রে কর্ণপাশ অতিরিক্ত হইবে। স্কন্ধযুগল সদা নত ও নিষ্কল করিবে। গ্রীবা সার্দ্ধৈককলা এবং উহার বিস্তৃতিও সার্দ্ধকলা করিয়া শোভা সম্পাদন করিবে। কলা-যুগল ব্যতীত, উরু, জানু, পিণ্ডিকা (পাদের ডিম), অঙ্ঘ্রি, পৃষ্ঠ, স্ফিচ ও কটি এ সমস্তও উপযুক্ত পরিমাণে বিস্তৃত করিতে হইবে। অঙ্গুলী সপ্তাংশ ন্যূন করিবে এবং তাহা নাতিদীর্ঘ ও নাতিবিস্তৃত হইবে; জঙ্ঘা, উরু ও কটি এই সকলের বিস্তৃতি এক নেত্রহীন হইবে। মধ্যভাগ ও পার্শ্বভাগ গোলাকার হইবে না, কুচদ্বয় পীন ও ঘনসন্নিবিষ্ট হইবে। স্তনযুগল অর্দ্ধহস্তোচ্চ এবং কটিদেশ সার্দ্ধৈক কলার কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইবে। অপরাপর অঙ্গ-সমূহ ইচ্ছানুসারে করিতে হয়। ইহাই লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এই সর্ব্বালঙ্কারালঙ্কৃত সুরেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর মধ্যভাগ ক্ষীণ, স্তন উচ্চ ও শ্রোণিপ্রদেশ সুবিস্তৃত হইবে। এই বিশালনয়না দেবী দ্বিভুজা, কম্বুগ্রীবা ও সুলক্ষণলক্ষিতা। ইঁহার কুচযুগল উচ্চ ও কঞ্চুকা-বগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত। ইঁহার বাহুযুগল নাগকরসদৃশ মনোরম ও উরুদ্বয় কদলীতরুবৎ। ইঁহার শিরোপরি নানারত্নখচিত সিঁথি অর্পণ করিবে। ইঁহার শ্রোণিপ্রদেশে বিবিধরত্নো-দ্ভাসিতা মেখলা বিন্যাস করিতে হয়। ইঁহাকে দিব্য হারে বিমণ্ডিতা, কেয়ূর মুকুটে সমুদ্ভাসিতা ও পদ্মাসনা করিবে। ইনি পদ্ম ও শ্রীফলধারিণী; ইঁহার দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও বামহস্তে শ্রীফল

অথ গরুড়মূর্ত্তিলক্ষণম্।

খগেশস্য প্রবক্ষ্যামি তব রূপং সুশোভনম্। নরতুল্যং ভবেদ্গাত্রং নাসিকা চঞ্চুকাম্বিতা॥
ষড়ঙ্গুলোচ্ছ্রয়া সম্যক্ চঞ্চুরূপেণ কল্পিতা। মস্তকে সুন্দরং কেশং নেত্রে চৈবাস্য বর্ত্তুলে॥
আয়তৌ বিভুজৌ চাস্য পক্ষৌ কার্য্যৌ সুশোভনৌ। স্কন্ধপ্রদেশ-সংলগ্ন-জ্বলদগ্নি-সমপ্রভৌ॥
পাদয়োর্নখরাঃ কার্য্যাঃ সর্পমণ্ডলমণ্ডিতাঃ। নূপুরৌ তস্য দ্বৌ নাগৌ কেয়ূরৌ পদ্মকম্বলৌ।
কটিদেশেঽস্য কুলিকঃ পরিধানস্য বেষ্টনঃ। বৃশ্চিকৈঃ কর্ণিকা কার্য্যা গরুড়স্য মহাত্মনঃ॥
দেবস্য পুরতঃ স্থাপ্যো যষ্ট্যাং বা মণ্ডপেঽথবা। প্রাসাদস্য প্রমাণেন কার্য্যো গরুড়মণ্ডপঃ॥
যষ্ট্যাঃ সমুচ্ছ্রয়ঃ কার্য্যঃ প্রাসাদায়ামতোঽর্দ্ধতঃ॥

কিঞ্চ।—

সর্ব্বেষামেব দেবানাং বিষ্ণূক্তং মানমুচ্যতে। দেবীনামপি সর্ব্বাসাং লক্ষ্ম্যুক্তং মানমুচ্যতে।
কিঙ্করাদ্যাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সপ্তসংস্থানসংযুতাঃ॥

অথ শ্রীমূর্ত্ত্যঙ্গাধিক্যাদি-দোষাঃ।

মাৎস্যে।—

নাধিকাঙ্গী ন হীনাঙ্গী কর্ত্তব্যা দেবতা কচিৎ। স্বামিনং ঘাতয়ত্যূনা করালবদনা তথা॥

প্রদান করিবে। ইনি ত্রিবলীতরঙ্গে বিমণ্ডিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিতেছেন। দেবীর দুই পার্শ্বে দুইটী চামরধারিণী নারীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত দুইটী হস্তী ভৃঙ্গার ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীকে স্নান করাইবার জন্য দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিবে।

অনন্তর গরুড়মূর্ত্তির লক্ষণ কথিত হইতেছে।—এক্ষণে ত্বৎসকাশে গরুড়ের মনোহর রূপ বর্ণন করিতেছি। গরুড়ের দেহ মনুষ্যের ন্যায়, নাসা চঞ্চুবিশিষ্ট; উহা ষড়ঙ্গুল উচ্চ ও চঞ্চুরূপে কল্পিত। ইহাঁর শিরোপরি মনোহর কেশ বিরাজিত; চক্ষুর্দ্বয় গোলাকার ও ভুজযুগল আয়ত। ইহাঁর উভয় পার্শ্বে স্কন্ধ সংলগ্ন। দুইটী মনোহর পক্ষ প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইতেছে। ইহাঁর চরণ-নখগুলি সর্পমণ্ডলে বিমণ্ডিত; দুইটী সর্প পদনূপুররূপে অবস্থিত আছে; পদ্ম ও কম্বল নামা নাগদ্বয় কেয়ূররূপে, কুলিকনামা নাগ কটিতটে পরিধান-বেষ্টনরূপে এবং বৃশ্চিকগণ কর্ণিকারূপে অবস্থিত আছে। জনার্দ্দনদেবের সম্মুখে যষ্টিতে বা মণ্ডপে এইপ্রকার গরুড়মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। প্রাসাদের পরিমাণ অনুসারে গরুড়ের মণ্ডপ করিবে এবং প্রাসাদের দৈর্ঘ্য যেরূপ, তাহার অর্দ্ধ পরিমাণে যষ্টি উন্নত করিতে হয়। আরও লিখিত আছে যে, যত যত দেবমূর্ত্তির বিষয় বর্ণন করিলাম, তাঁহাদিগের সকলেরই পরিমাণ বিষ্ণুমূর্ত্তির ন্যায় এবং যত যত দেবীমূর্ত্তি আছে, তৎসমস্তের পরিমাণ লক্ষ্মীর সদৃশ। কিঙ্করাদিকে সপ্তচিহ্নে চিহ্নিত করিবে।

অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গের আধিক্যাদিদোষ কীর্ত্তিত হইতেছে।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, দেবমূর্ত্তিকে অধিকাঙ্গ বা হীনাঙ্গ করিতে নাই। দেবতা হীনাঙ্গ বা করালবদনা হইলে স্থাপনকর্ত্তার নিধন হয়, ঐরূপ অধিকাঙ্গ হইলে শিল্পীর নিপাত, কৃশ হইলে অর্থক্ষয়,

অধিকা শিল্পিনং হন্যাৎ কৃশা চৈবার্থনাশিনী। কৃশোদরী তু দুর্ভিক্ষং নির্ম্মাংসা ধননাশিনী॥
বক্রনাসা তু দুঃখায় সংক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়ঙ্করী। চিপিটা দুঃখ-শোকায় অনেত্রা নেত্রনাশিনী॥
দুঃখদা হীনবক্ত্রা তু পাণিপাদকৃশা তথা। হীনাংসা হীনজঙ্ঘা চ ভ্রমোন্মাদকরী নৃণাম্॥
শুষ্কবক্ত্রা তু রাজানং কটিহীনা চ যা ভবেৎ। পাণিপাদবিহীনায়াং জায়তে নরকো মহান্॥
জঙ্ঘাহীনা তু যা স্বর্চ্চা শত্রুকল্যাণকারিণী। পুত্রমিত্রবিনাশায় হীনা বক্ষঃস্থলে তু যা।
সংপূর্ণাবয়বা যা তু আয়ুর্লক্ষ্মীপ্রদা সদা॥

বারাহ্যাম্।—

নৃপভয়মত্যঙ্গায়াং হীনাঙ্গায়ামল্পকত্তা কর্ত্তুঃ। শাতোদর্য্যাং ক্ষুদ্ভয়মর্থবিনাশঃ কৃশাঙ্গায়াম্॥
মরণং তু ক্ষতায়াং, শস্ত্রনিপাতেন নির্দ্দিশেৎ কর্ত্তুঃ।
বামে বিনতা পত্নীং দক্ষিণবিনতা হিনস্ত্যায়ুঃ। অন্ধত্বমূর্দ্ধদৃষ্ট্যাং করোতি চিন্তামধোমুখী দৃষ্টিঃ॥

কিঞ্চ শ্রীপ্রহ্লাদোক্তে পুরাণোদ্ধারেঽপি।—

সুরার্চ্চাং লক্ষণৈর্হীনাং যস্তু পুজয়তে নরঃ। তস্যান্নং নাভিগৃহ্নন্তি তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অথ দ্রব্যভেদেন শ্রীমূর্ত্তিভেদঃ।

মাৎস্যে।—

চিত্রজা চৈব লেপ্যা চ শস্ত্রোৎকীর্ণা চ পাকজা। পটে কুড্যে চ পাত্রে চ চিত্রজা প্রতিমা স্মৃতা॥
লেপ্যা তু পার্থিবী জ্ঞেয়া লোহজা পাকজা মতা। শৈলজা বৃক্ষজা চৈব শস্ত্রোৎকীর্ণা চ কীর্ত্তিতা।
চতুর্দ্ধা দ্রব্যভেদেন প্রতিমা পরিকীর্ত্তিতা।

কৃশোদরী হইলে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ এবং মাংসহীনা হইলে ধন নষ্ট হইয়া থাকে। বক্রনাসা মূর্ত্তি দুঃখের কারণভূতা, সংক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়াবহা, চিপিটা দুঃখশোকদায়িনী নেত্রহীনা, চক্ষুনাশিনী ও হীনমুখী দুঃখকরী হইয়া থাকেন এবং কৃশহস্তা, কৃশচরণা, হীনস্কন্ধা ও হীনজঙ্ঘা মূর্ত্তি মানবগণের ভ্রম ও উন্মাদ জন্মাইয়া দেন। দেবমূর্ত্তি শুষ্কবদনা ও কটিহীনা হইলে তত্রত্য নৃপতি বিনাশ প্রাপ্ত হন। যদি দেবমূর্ত্তি করপদহীনা হন, তবে কর্ত্তার নরকবাস ঘটে। জঙ্ঘাহীনা প্রতিমা বিপক্ষের কল্যাণকরী ও বক্ষোহীনা প্রতিমা পুত্রমিত্রনাশিনী। প্রতিমা সম্পূর্ণ অবয়ব-সম্পন্না হইলে আয়ুর্বৃদ্ধিকরী ও লক্ষ্মীদাত্রী হইয়া থাকেন। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, প্রতিমা অধিকাঙ্গী হইলে নৃপতির ভয়দাত্রী হন; হীনাঙ্গী হইলে কর্ত্তার হীনাবস্থা ঘটে, কৃশোদরী মূর্ত্তি ক্ষুধা ও ভয়ের কারণ মাত্র; কৃশাঙ্গী অর্থক্ষয়করী এবং ক্ষতাঙ্গী হইলে অস্ত্রাঘাতে প্রতিমাকর্ত্তা কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতিমা বামে নতা হইলে ভার্য্যা এবং দক্ষিণদিকে নতা হইলে পরমায়ু ক্ষয় হয়। ঊর্দ্ধদৃষ্টি প্রতিমা অন্ধত্ব ও অধোবদনা প্রতিমা চিন্তা উৎপাদন করেন। প্রহ্লাদ-কথিত পুরাণোদ্ধারে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি লক্ষণবর্জ্জিতা প্রতিমার অর্চ্চনা করেন, দেবতারা তদীয় অন্ন গ্রহণ করে না; সুতরাং তাদৃশী প্রতিমা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর দ্রব্যভেদে শ্রীমূর্ত্তির ভেদ।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, প্রতিমা চতুর্বিধ;—চিত্রিতা, লেপ্যা, শস্ত্রোৎকীর্ণা ও পাকজা। পটে, প্রাচীরে ও পাত্রে চিত্রিত করিলেই তাহার

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

মৃন্ময়ী দারুঘটিতা লোহজা রত্নজা তথা। শৈলজা গন্ধজা চৈব কৌসুমী সপ্তমী স্মৃতা ॥
কৌসুমী রত্নজা চৈব মৃন্ময়ী প্রতিমা হিতা। তৎকালপূজিতাশ্চৈতাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ॥

কিঞ্চ।—

ভাগ্যদা শৈলজা স্যাচ্চ স্বর্ণজা পুষ্টিদা ভবেৎ। সুখপ্রদা স্যান্মণিজা রাজতী কীর্ত্তিদা ভবেৎ॥
তাম্রজা ধনদা প্রোক্তা শ্রীপ্রদা বৃক্ষজা মতা। কৌসুমী সুখদা প্রোক্তা গন্ধজা ভোগদা মতা।
প্রত্যগ্রস্থাপিতা বাপি মৃন্ময়ী সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥

কিঞ্চ তত্রৈব চিত্রজা-প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে।

যাবন্তি বিষ্ণুরূপাণি সুরূপাণীহ লেখয়েৎ। তাবদ্যুগ-সহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
লেপ্যে চিত্রে হরির্নিত্যং সন্নিধানমুপৈতি হি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন লেপ্যচিত্রগতং যজেৎ ॥
কান্তিভূষণভাবাদ্যাশ্চিত্রে যস্মাৎ স্ফুটং স্থিতাঃ। অতঃ সান্নিধ্যমায়াতি চিত্রজাসু জনার্দ্দনঃ।
তস্মাচ্চিত্রার্চ্চনে পুণ্যং স্মৃতং শতগুণং বুধৈঃ। চিত্রস্থং পুণ্ডরীকাক্ষং সবিলাসং সবিভ্রমম্॥
দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈর্জ্জন্মকোটি-সুসঞ্চিতৈঃ। তস্মাচ্ছুভার্থিভির্ধীরৈর্মহাপুণ্য-জিগীষয়া।
পটস্থঃ পূজনীয়স্তু দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ইতি ॥

নাম চিত্রিতা বা চিত্রজা; পার্থিবী প্রতিমাকে লেপ্যা বলা যায়; ধাতুময়ী প্রতিমা পাকজা এবং প্রস্তরময়ী ও দারুময়ী প্রতিমাই শস্ত্রোৎকীর্ণা বলিয়া কথিত। বস্তুভেদে এই চতুর্বিধ প্রতিমূর্ত্তি বর্ণিত হইল।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, প্রতিমা সপ্তবিধ;—পার্থিবী, দারুময়ী, লোহজা (ধাতুময়ী), রত্নজা, শৈলজা, গন্ধজা ও কৌসুমী। কৌসুমী, রত্নজা, পার্থিবী প্রতিমা কল্যাণকরী; যথাকালে ইহাঁদের পূজা করিলে ইহাঁরা কামফলদাত্রী, হইয়া থাকেন। আরও লিখিত আছে যে, শৈলজা (পাষাণী) প্রতিমা ভাগ্যদায়িনী, স্বর্ণময়ী পুত্রপ্রদা, মণিজা সুখদাত্রী, রৌপ্যময়ী কীর্ত্তিদায়িনী, তাম্রময়ী ধনদাত্রী, দারুময়ী সম্পদ্‌বিধায়িনী, কৌসুমী সুখদা, গন্ধজা ভোগপ্রদা এবং মৃন্ময়ী প্রতিমা নূতন স্থাপিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী হইয়া থাকেন। উক্ত গ্রন্থেই চিত্রজাপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, সুরূপ করিয়া যতসংখ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি অঙ্কন করিবে, ততসহস্রযুগ বিষ্ণুধামে সম্মানের সহিত অবস্থিতি করিতে পারিবে। শ্রীহরি লেপ্য ও চিত্র প্রতিমায় নিরন্তর সন্নিহিত থাকেন, সুতরাং সম্যক্ যত্নসহকারে লেপ্যা ও চিত্রজা প্রতিমার অর্চ্চনা করিবে। চিত্রমূর্ত্তিতে পরিষ্কাররূপে কান্তি, ভূষণ ও ভাব প্রভৃতি প্রকাশিত থাকে, এইজন্যই হরি সেই প্রতিমার সন্নিহিত থাকেন; সুতরাং বুধগণ চিত্রজা-প্রতিমায় শতগুণ পুণ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিলাসবিভ্রমসমন্বিত চিত্রস্থ হরিকে দর্শন করিলে কোটিজন্মসঞ্চিত পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে; সুতরাং কল্যাণকামী ধীরগণ মহাপুণ্যলাভার্থ পটস্থ প্রভু নারায়ণের অর্চ্চনা করিবেন।

অথ শিলাগ্রহণম্।

ত্রিকূটাদ্রিষু গৃহ্নীয়াৎ কিংবা শ্রীপর্ব্বতাদিষু। শিলাং ভূমিগতাং বাথ জ্ঞাত্বা তল্লক্ষণং বুধঃ॥

তথা চ তত্রৈব।—

সুবারে সুতিথৌ যোগে ঋক্ষে সুকরণান্বিতে। আপূর্য্যমাণপক্ষে তু সুগ্রহে চোত্তরায়ণে॥
যজমানানুকূলে তু প্রতিমার্থং ব্রজেদ্গুরুঃ। শ্বেতবস্ত্রপরীধানঃ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতঃ॥
শ্বেতপুষ্পকৃতাপীড়ঃ শিল্পিভিঃ সহিতো গুরুঃ। নিপুণৈঃ শিল্পিভিঃ সার্দ্ধং সহায়ৈর্ব্বলবত্তরৈঃ॥
নৃসিংহং পূজ্য বিজ্ঞাপ্য পূজ্য টঙ্কাদিকং ততঃ। ধ্যাত্বা হরিং হবিঃ প্রাশ্য মন্ত্রাঙ্গন্যস্তবিগ্রহঃ॥
ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বা তু ভক্ত্যা মঙ্গলদর্শনম্। দধি দূর্ব্বাং রোচনাং বা আদর্শং কুসুমং সিতম্॥
ফলঞ্চ পূর্ণকুম্ভঞ্চ বন্দয়িত্বা বনং ব্রজেৎ। দিব্যান্তরীক্ষভৌমানি নিমিত্তান্যুপলক্ষয়েৎ॥
যায়াচ্ছুভনিমিত্তেষু বিপরীতে নিবর্ত্তয়েৎ। ত্রিরাচম্য ততঃ প্রাণান্ ধ্যায়েৎ সিংহতনুং হরিম্।
পুনশ্চাষ্টোত্তরং জপ্ত্বা পাতালমুষলং জপেৎ। গীতবাদ্যরবোদ্ঘুষ্টা যাত্রা স্যাৎ সিদ্ধিদা নৃণাম্॥
লক্ষ্মীং ধ্যায়ন্ বনং যায়াৎ সহায়ৈঃ শিল্পিভিঃ সহ। শঙ্খকাহলশব্দৈশ্চ পুণ্যাহজয়মিশ্রিতৈঃ॥
ঋগ্‌যজুঃসামসংঘৈশ্চ ধ্যায়ন্ সিংহং বনং ব্রজেৎ। প্রাচীং দিশমথোদীচীমৈশানীং বা ব্রজেদ্গুরুঃ।
ভূধরাদ্যাস্তু যে পূর্ব্বং সংস্থানাঃ কথিতা ময়া। তত্র গত্বা সমীপে তু কৃতরক্ষো বনং বিশেৎ॥
প্রবিশেৎ তত্র যত্নেন শিল্পিভিঃ সহিতো গুরুঃ। নিরূপয়েৎ সমন্তাত্তু বৃক্ষং বাপ্যথ বা শিলাম্॥

অনন্তর শিলাগ্রহবিধি কথিত হইতেছে।—ত্রিকূটগিরি অথবা শ্রীপর্ব্বতাদি হইতে প্র ত-মার লক্ষণোচিত ভূমিগত শিলা গ্রহণ করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে হয়শীর্ষপঞ্চ-রাত্রে লিখিত আছে যে, শ্রীগুরুদেব যজমানের অনুকূল বারে, সুতিথিতে, সুযোগে, সুনক্ষত্রে, শুক্লপক্ষে, সুগ্রহের উদয়ে ও উত্তরায়ণসময়ে প্রতিমার্থ প্রস্থান করিবেন। তিনি শিল্পিগণসহ শুক্লাম্বর পরিধান পূর্ব্বক শ্বেতচন্দনে অনুলিপ্ত ও শ্বেতকুসুমের শিরোভূষণে বিভূষিত হইয়া মহাবল সহায়স্বরূপ সুদক্ষ শিল্পিবর্গের সহিত নৃসিংহদেবের অর্চ্চনা করিবেন এবং তৎসকাশে নিবেদন পূর্ব্বক প্রস্তরবিদারক আয়ুধেরও পূজা করিবেন। তৎপরে শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক হবিঃ-সেবনান্তে দেহে মন্ত্রাঙ্গন্যাস করিবেন। তদনন্তর ভক্তিমান্ হইয়া বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তি-বাচন করাইয়া মঙ্গলদর্শন দধি, দূর্ব্বা, রোচনা, দর্পণ, শ্বেতকুসুম, ফল ও পূর্ণকুম্ভ এই সমস্তের বন্দনা করত বনে প্রস্থান করিবেন। দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম নিমিত্তসমূহের প্রতি দৃষ্টি করা তাঁহার কর্ত্তব্য। শুভ নিমিত্ত দৃষ্ট হইলে গমন করিবেন, কিন্তু তদ্বিপরীত দৃষ্ট হইলে ক্ষান্ত থাকাই কর্ত্তব্য। তদনন্তর বারত্রয় প্রাণায়াম সাধন পূর্ব্বক নৃসিংহমূর্ত্তি ধ্যান করত পুনরায় অষ্টধা জপ করিবেন। পরে পাতালমুষল নামক মন্ত্রবিশেষ জপ করিতে হয়। যাত্রা-গীত-ব্যাদ্যাদি উচ্চরব-সংযুক্ত হইলে অর্থাৎ তৎকালে গীতবাদ্য প্রভৃ-তির উচ্চধ্বনি উত্থিত হইলে সেই যাত্রা সিদ্ধিকরী হইয়া থাকে। তৎপরে গুরুদেব লক্ষ্মী-দেবীর ধ্যান পূর্ব্বক সহায়স্বরূপ শিল্পিবর্গের সহিত বনে প্রস্থান করিবেন। পুণ্যদিনোচিত জয়ধ্বনিসমন্বিত শঙ্খঢক্কার শব্দ ও ঋক্-যজুঃ-সামবেদধ্বনি সহকারে নরসিংহের ধ্যান পূর্ব্বক

লক্ষণেন তু মন্ত্রজ্ঞো যৎ পূর্ব্বং কথিতং ময়া। একবর্ণাং শিলাং দৃষ্ট্বা বাহ্যদোষবিবর্জ্জিতাম্ ॥
চতুর্দ্দিক্ষু সমং কৃত্বা ভূমিভাগং বিশোধয়েৎ। প্লাব্য তোয়েন পূতেন গোময়েন বিলেপয়েৎ ॥
তত্রৈব মণ্ডপং কৃত্বা বাসুদেবং ততো জপেৎ। পতাকৈস্তোরণৈশ্চিত্রৈর্ম্মণ্ডপং তং বিভূষয়েৎ ॥
পূজয়েদথ দিগ্দেবান্ ভূতক্রূরবলিং হরেৎ। মাষং হরিদ্রাচূর্ণঞ্চ দধি-শক্তু-সমন্বিতম্ ॥
সলাজমাষভক্তঞ্চ দদ্যাৎ ক্রূরবলিং বুধঃ। বিষ্ণুং পূজ্য বিধানেন ক্রমশস্তান্ প্রপূজয়েৎ ॥
বায়ব্যামস্ত্রমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ। বহ্নিং প্রজ্বাল্য বিধিনা মন্ত্রান্ সংতর্প্য পূজয়েৎ ॥
হুত্বা যথোক্তবিধিনা শান্তিতোয়ং সমারভেৎ। শান্তিতোয়ং ততো গৃহ্য অস্ত্রেণ প্রোক্ষয়েচ্ছিলাম্ ॥
দর্ভৈরুল্লেখয়েৎ পশ্চাদস্ত্রমন্ত্রেণ তাং শিলাম্। মন্ত্রৈরালভ্য তাং যত্নাৎ শুক্লবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥

রক্ষাং কৃত্বা নৃসিংহেন দর্ভৈরাচ্ছাদ্য পূজয়েৎ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ধূপৈঃ সংপূজ্য তাং শিলাম্।

ততস্তু মূলমন্ত্রেণ ত্বাজ্যমষ্টোত্তরং হুনেৎ। ততঃ পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ মন্ত্ররাজেন বৈ গুরুঃ ॥
এবং সংতর্প্য সংপূজ্য বিজ্ঞাপ্য চ বলিং হরেৎ। গন্ধৈঃ পুষ্পস্তথা ধূপৈর্দদ্যাদ্ভূতবলিং বুধঃ।

অত্র যেহবস্থিতাঃ সত্বা যাতুধানাশ্চ গুহ্যকাঃ।
সিদ্ধাদয়ো বা যে চান্যে তান্ সংপূজ্য ক্ষমাপয়েৎ ॥

বনে গমন করিতে হয়। (গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বনোদ্দেশে) পূর্ব্ব, উত্তর বা ঈশানাভিমুখে প্রস্থান করিবে। ইতিপূর্ব্বে পর্ব্বতাদি যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ হইয়াছে, তথায় গমন পূর্ব্বক স্বসন্নিধানে (বিধানে) রক্ষাবিধান (আত্মরক্ষা) করত বনে প্রবিষ্ট হইতে হয়। এইরূপে গুরুদেব শিল্পীদিগের সহিত সযত্নে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। ইতিপূর্ব্বে যে লক্ষণ বর্ণন করিয়াছি, মন্ত্রবিদ্ গুরুদেব সর্ব্বথা সেইরূপ লক্ষণযুক্ত বৃক্ষ বা পাষাণ নিরূপণ করিবেন। যে শিলা একবর্ণা ও যাহার বহির্ভাগে (ভগ্ন বা ক্ষতাদি) কোনরূপ দোষ নাই, তাদৃশ শিলা নিরূপণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ সমান করিয়া ভূভাগকে সবিশেষ শোধন ও পবিত্রজলে ধৌত করত গোময়োপলেপন করিবেন। তথায় মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া বাসুদেবকে জপ করত চিত্র-বিচিত্র পতাকা ও তোরণ দ্বারা মণ্ডপ সুশোভিত করিবেন। পরে দিগ্দেবগণের অর্চ্চনা পূর্ব্বক ভূতগণের উদ্দেশে ক্রূরবলি দিবেন। মাষ, হরিদ্রাচূর্ণ, দধি, শক্তু ও লাজ এই সমস্ত একত্র করিয়াই পণ্ডিতগণ মাষভক্ত নামক বলি প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপরে বিষ্ণুর অর্চ্চনা পূর্ব্বক বিধানে ক্রমান্বয়ে ভূতবর্গের অর্চ্চনা করিতে হয়। তদনন্তর বায়ুকোণে অস্ত্রমন্ত্রে (ফট্ মন্ত্রে) গন্ধপুষ্পযোগে ঐ সমস্তের অর্চ্চনা করিবেন। পরে বিধানে বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মন্ত্রসমূহের সন্তর্পণান্তে অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবেন। তৎপরে হোম সমাপন পূর্ব্বক যথাকথিত বিধানে শান্তিজল করিবেন এবং ঐ শান্তিজল গ্রহণ পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্রে শিলা সেচন করিয়া কুশ দ্বারা অস্ত্রমন্ত্রে খনন করিবেন। তদনন্তর মন্ত্রপাঠ সহকারে গ্রহণ পূর্ব্বক সযত্নে ঐ শিলাকে শ্বেতবস্ত্রে পরিবেষ্টন করিতে হইবে। পরে নৃসিংহমন্ত্রে রক্ষণ ও কুশদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য ও ধূপ দ্বারা শিলার অর্চ্চনা

অথ তত্র মন্ত্র।

বিষ্ণুবিম্বার্থমস্মাকং যাত্রেষা কেশবাজ্ঞয়া। বিষ্ণ্বর্থং যদ্ভবেৎ কার্য্যং যুষ্মাকমপি তদ্ভবেৎ।
অনেন বলিদানেন প্রীতা ভবথ সর্ব্বথা। ক্ষেমেণ গচ্ছতান্যত্র মুক্ত্বা স্থানমিদং পুনঃ॥
এবং প্রবোধিতাঃ সত্ত্বাঃ পরিতুষ্টা যথাসুখম্। আচম্য সংবিশ্য ততঃ কৃতরক্ষাপুরঃসরঃ।
চরুং প্রাশ্য নিরাহারঃ শিল্পিভিঃ সহ দেশিকঃ। হরিং বিজ্ঞাপ্য বিধিবদ্দেবীং চ কমলোদ্ভবাম্।
পশ্চিমে দর্ভশয্যাগাং বসেত্তাং রজনীং গুরুঃ। নিরাহারঃ স্থিতো ভূত্বা প্রাণায়ামারম্ভকং জপন্॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

ওঁ নমঃ সর্ব্বলোকপিত্রে বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে। বিশ্বায় বিশ্বরূপায় স্বর্গাধিপতয়ে নমঃ।
আগচ্ছ দেবদেবেশ প্রপন্নোঽস্মি তবান্তিকম্। স্বপ্নে সর্ব্বাণি কার্য্যাণি হৃদিস্থিতানি যানি মে।
ওঁ হ্রীং ফট্ বিষ্ণবে স্বাহা॥

যদা স পশ্যতে বৃক্ষং জ্বলন্তং ধূমবর্জ্জিতম্। ফলিতং পুষ্পিতং চৈব তদা সিদ্ধির্ন দূরতঃ॥
প্রজ্বলন্তীং শিলাং পশ্যেচ্ছ্রিয়া বাধিষ্ঠিতাং শিলাম্। ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতাং বাপি সা তদা সর্ব্বকামদা॥
শ্রিয়া জুষ্টং প্রজ্বলন্তমথ পশ্যতি পর্ব্বতম্। ততঃ প্রবৃদ্ধশিখরং কাঞ্চনদ্রুমমণ্ডিতম্॥

করিবেন। তৎপরে গুরুদেব মূলমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশত ঘৃতাহুতি দিয়া মন্ত্ররাজদ্বারা পূর্ণাহুতি দিবেন। এইরূপে তর্পণ, অর্চ্চন ও বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক নৈবেদ্য প্রদান করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ দ্বারা ভূতবলি অর্পণ করিবেন। পরে তত্রত্য সত্ত্ব, যাতুধান, গুহ্যক, সিদ্ধ বা অন্য যে কেহ বিদ্যমান থাকে, তৎসমস্তের অর্চ্চনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন।

ক্ষমাপ্রার্থনামন্ত্র।—"বিষ্ণুপ্রতিমা নির্ম্মাণার্থ হরির আদেশে আমরা এই যাত্রা করিয়াছি। বিষ্ণুর উদ্দেশে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, উহা তোমাদিগেরও কার্য্য। এই বলিদান দ্বারা তোমরা সর্ব্বথা প্রীতি প্রাপ্ত হও। এই স্থান পরিহার পূর্ব্বক মঙ্গল সহকারে অন্যত্র প্রস্থান কর।" এইরূপে ভূতগণ প্রবোধিত ও যথাসুখে প্রীত হইলে গুরুদেব আচমনান্তে উপবিষ্ট হইয়া রক্ষা বিধান করত চরু ভোজন করিবেন। পরে শিল্পিগণের সহিত নিরাহারে থাকিয়া হরি ও কমলোদ্ভবা লক্ষ্মীদেবীকে বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক পশ্চিমদিকে দর্ভশয্যায় যামিনী যাপন করিবেন। নিরাহারে থাকিয়া প্রাণায়াম পুরঃসর (বক্ষ্যমাণ মন্ত্র) জপ করিয়া কুশশয্যায় রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়।

মন্ত্র যথা :—যিনি বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বরূপী ও স্বর্গের অধিপতি, সেই সর্ব্বলোকপিতা প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার। হে দেবদেবেশ! আগমন কর, আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। স্বপ্নে যে সমস্ত কার্য্য আমার হৃদয়স্থ হইবে, তৎসমস্ত তোমাকে অর্পণ করিতেছি। ওঁ হ্রীং ফট্ বিষ্ণবে স্বাহা। এই মন্ত্র জপ করিয়া নিশাযাপন করিবে। যদি গুরুদেব স্বপ্নযোগে ধূমরহিত অথচ জ্বলন্ত বৃক্ষকে ফলিত ও কুসুমিত দেখেন, তাহা হইলে সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী জানিবে। যদি শিলা প্রজ্বলিতা বা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক অথবা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা দৃষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। যদি লক্ষ্মীকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত প্রজ্বলিত গিরি দৃষ্ট হয়

যুতং সর্ব্বোত্তবৈর্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পসমন্বিতৈঃ। এবংভূতেষু দৃষ্টেষু স্বপ্নে অর্চ্চা সুশোভনা॥
অপরেঽহনি সংপ্রাপ্তে কৃতরক্ষঃ কৃতাহ্নিকঃ। শস্ত্রাণি বিধিবৎ পূজ্য শিলাং পূজ্য বিধানতঃ॥
অর্ঘ্যং দত্ত্বা শিলায়াস্তু শস্ত্রমন্ত্রেণ পূজয়েৎ। মন্ত্রয়িত্বা স্বমন্ত্রেণ প্রজ্বলন্তং বিভাবয়েৎ।
মধ্বাজ্যাক্তমুখং কৃত্বা আত্মানং চিন্তয়েদ্ধরিম্। শিল্পিনং বিশ্বকর্ম্মাণং ধ্যাত্বোদক্‌প্রাঙ্‌মুখোঽপি বা।
শস্ত্রং বিষ্ণ্বাত্মকং ধ্যাত্বা প্রদদ্যাচ্ছিল্পিনে গুরুঃ। মুখং পৃষ্ঠং সলাঙ্গূলং শিল্পিনে দর্শয়েদ্গুরুঃ॥
শুক্ল-গন্ধানুলিপ্তাঙ্গঃ শুক্লপুষ্পাদ্যলঙ্কৃতঃ। উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা স্থপতিঃ সংযতঃ শুচিঃ॥
ধ্যাত্বাত্মদেবতাং শিল্পী টঙ্কহস্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। যথেষ্টং শাতয়েৎ পশ্চাদ্‌যচ্ছিলাং তচ্ছৃণুষ মে॥
উদক্‌শিরাং প্রাক্‌শিরাং বা তথৈবেশানদিগ্‌গতাম্। ঊর্দ্ধভাগং ভবেৎ পৃষ্ঠমধোভাগং ভবেন্মুখম্॥
কিঞ্চিন্মানাধিকাং কৃত্বা কল্পয়েৎ প্রতিমাশিলাম্। কিঞ্চিন্মানাধিকা ত্যাজ্যা বিবিধা যা চ পিণ্ডিকা।
ছেদয়িত্বা সমুদ্ধৃত্য চতুরস্রাং তু কারয়েৎ। অনেনৈব বিধানেন পরীক্ষ্য গুণদোষতঃ।
বৃক্ষং যত্নেন গৃহ্নীয়াৎ বিধিজ্ঞো দেশিকোত্তমঃ। সমানীয় রথং শ্রেষ্ঠং সুশীলৈর্বৃষভৈর্যুতম্।

অথবা এরূপ দৃষ্ট হয় যে, স্বর্ণতরুবিমণ্ডিত, বৃহচ্ছৃঙ্গ, ফলপুষ্পযুক্ত, সর্ব্বঋতুজাত তরুরাজি-সমাকীর্ণ পর্ব্বত বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা হইলে প্রতিমা সুদৃশ্য হইবে। অনন্তর পরদিন প্রভাতে রক্ষাবিধান ও আহ্নিকাদি সমাপন পূর্ব্বক বিধানে অস্ত্রসমূহের ও শিলার অর্চ্চনা করত শিলায় অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পরে শস্ত্রমন্ত্রে অর্চ্চনা করিতে হয়। তদনন্তর শিলাকে নিজ ইষ্টমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রজ্বলিতরূপ ভাবনা করিবে। পরে উক্ত শিলার মুখ মধু ও ঘৃতসিক্ত করত আপনাকে হরিরূপে চিন্তা করিতে হয়। তৎপরে গুরুদেব উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া শিল্পীকে বিশ্বকর্ম্মরূপে ধ্যান করত শস্ত্রকে বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া ভাবনা করিবেন। তদনন্তর সেই শস্ত্র শিল্পীকে অর্পণ করিতে হয়। তৎপরে গুরুদেব শিল্পীকে শিলার মুখ, পৃষ্ঠ ও পশ্চাদ্ভাগ দর্শন করাইবেন। শিল্পী কৃতস্নান, শুক্লগন্ধানুলেপনে চর্চ্চিত, শ্বেত কুসুমাদিতে শোভিত, সংযত, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় এবং উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া আত্মদেবতাকে চিন্তন পূর্ব্বক টঙ্ক (অস্ত্রবিশেষ) হস্তে ধারণ করিয়া ইচ্ছানুরূপে শিলা বিদীর্ণ করিবে। যেরূপ শিলা বিদারণ করিতে হয়, তাহা বলি, অবধান কর। ঈশানদিক্‌স্থিত, উদক্‌শিরা বা প্রাক্‌শিরা শিলাই বিদারণের উপযুক্ত। শিলার ঊর্দ্ধভাগকে পৃষ্ঠ ও অধোভাগকে মুখ বলা যায়। প্রতিমার পরিমাণ অপেক্ষা শিলার পরিমাণ কিছু অধিক থাকা আবশ্যক। পিণ্ডিকা পরিমাণে অধিক হইলে তাহা পরিত্যাজ্য। শিলা ছেদন করত উত্তোলন পূর্ব্বক চতুষ্কোণ করিবে। বিধিবিদ্ গুরুদেব এইরূপ বিধানে বৃক্ষেরও দোষ গুণ পরীক্ষা পূর্ব্বক সযত্নে তাহা গ্রহণ করিবেন। পরে গুরুদেব সুশীলবৃষ-সমন্বিত দিব্য রথ আনয়ন পূর্ব্বক সযত্নে শিলাকে বসনাচ্ছাদিত করত সেই রথোপরি স্থাপন করিয়া হরিকে চিন্তন ও মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অর্ঘ্য দিবেন। রথ উপস্থিত হইবার পর রথাঙ্গ-পরিচালকবর্গ কর্ত্তৃক বৃষে কোনরূপ অনিমিত্ত দৃষ্ট হইলে গুরুদেব বৈষ্ণবানলে নৃসিংহমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশত ঘৃতাক্ত তিলহোম করিবেন; তাহা হইলে সমস্ত দোষের নিবারণ হইবে। পরে গুরুদেব শঙ্খধ্বনি ও গীতবাদ্যাদি শুভ নিনাদ সহকারে শিলা

রথে স্থাপ্য শিলাং যত্নাচ্ছাদয়িত্বা তু বাসসা। হরিং ধ্যাত্বা স্মরন্মন্ত্রমর্ঘ্যং দত্বাত্ততো গুরুঃ॥
আনীয়মানে তু রথে রথাঙ্গপরিচালকৈঃ। বৃষভে বা সমুৎপন্নে অনিমিত্তে চ সাধকঃ॥
বৈষ্ণবাগ্নৌ নৃসিংহেন তিলৈর্ঘৃতবিমিশ্রিতৈঃ। হুত্বা চাষ্টশতং সম্যক্ তদ্দোষেণ বিমুচ্যতে।
আনীয় শঙ্খনির্ঘোষৈর্গীতমঙ্গলনিস্বনৈঃ। প্রাসাদস্যোত্তরে ভাগে কৃত্বা কর্ম্মকুটীং গুরুঃ॥
শিলাং সংস্থাপ্য তস্মিংস্তু অর্চ্চয়িত্বা বলিং হরেৎ। ততঃ প্রবর্ত্তয়েৎ কর্ম্ম বিদ্বান্ বিজ্ঞৈস্তু শিল্পিভিঃ॥
কিঞ্চ।—
যথোক্তায়াং দিশায়াং তু ন লভ্যেত যদা শিলা। তদা বিদিক্স্থিতা গ্রাহ্যা বিধিনা যেন তচ্ছৃণু॥
সমানীয় শিলাং সম্যক্ পূর্ব্বোক্তলক্ষণৈর্যুতাম্ প্রাসাদস্যোত্তরে ভাগে খাত্বা ভূমিং বিধানবিৎ॥
শিলাং সংস্থাপ্য তৎখাতে মৃদা সংপূরয়েদ্গুরুঃ সমীকৃত্যাথ তাং ভূমিং মণ্ডপং তত্র কারয়েৎ॥
পতাকাধ্বজপত্রাদ্যৈর্ভূষয়ীত সমন্ততঃ। তোরণৈঃ কদলীস্তম্ভৈর্ব্বিতানেন চ ভূষয়েৎ॥
প্রাচ্যাং তু ভদ্রকং লিখ্য তত্র বিষ্ণুং যজেদ্গুরুঃ। প্রবালমুক্তাফলকৈর্হেমপুষ্পৈঃ সমুজ্জ্বলৈঃ॥
পূর্ব্বোক্তং সকলং বাপি বিধানং সমুপাচরেৎ। ভূতক্রূরবলিং দদ্যাৎ পূর্ব্বোক্তবিধিনৈব তু॥
প্রতীচ্যাং পূর্ব্ববিধিনা হোমং কুর্য্যাদ্যথোদিতম্। দিগ্দোষপরিশুদ্ধ্যর্থং বিশেষাদ্ধোমমাচরেৎ॥
পাতালনরসিংহেন সহস্রং বৈষ্ণবানলে। দিগ্দেবানামথাঙ্গানাং হুত্বা পূর্ণাং দদেদ্বুধঃ॥
তর্পিতে মন্ত্ররাজে তু দিগ্দোষৈর্মুচ্যতে শিলা। ততঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা কৃত্বা পুষ্পাদিকং গুরুঃ॥
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন শিরঃপৃষ্ঠাদি কল্পয়েৎ। মন্ত্রোদকেন সংপ্রোক্ষ্য শিলাং তাং প্রোক্ষয়েদ্গুরুঃ॥

আনয়ন পূর্ব্বক প্রাসাদের উত্তরদিকে কর্ম্মকুটীর প্রস্তুত করিবেন। তথায় শিলা রাখিয়া অর্চ্চনান্তে বলি দিতে হয়। পরে বিদ্বান্ গুরুদেব বিচক্ষণ শিল্পকর দ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করাইবেন। আরও লিখিত আছে যে, যথাবিহিত দিকে শিলা না পাইলে বিদিক্ হইতে শিলা লইতে হয়। যেরূপ বিধানে সেই শিলা দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করিবে, তাহা বলিতেছি, অবধান কর। বিধানবিৎ গুরু পূর্ব্বকথিত লক্ষণযুক্ত শিলা বিধানে আনয়ন করিয়া প্রাসাদের উত্তরাংশে ভূমি খনন করত তন্মধ্যে শিলা রাখিবেন এবং মৃত্তিকা দ্বারা সেই খাত পূর্ণ করিবেন। তদনন্তর তত্রত্য স্থান সমতল করত তদুপরি মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হয়। পরে পতাকা, ধ্বজ, পত্র, তোরণ, রম্ভাস্তম্ভ ও চন্দ্রাতপ দ্বারা মণ্ডপের সমন্তাৎ সমলঙ্কৃত করিতে হইবে। অনন্তর উহার পূর্ব্বাংশে ভদ্রমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তাহাতে প্রবাল, মুক্তা, সমুজ্জ্বল কাঞ্চনপুষ্প দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিবেন কিংবা পূর্ব্বকথিত যাবতীয় বিধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অথবা পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে ভূতগণের উদ্দেশে ক্রূরবলি দিবেন। তৎপরে গুরুদেব দিগ্দোষশোধনার্থ বিশেষরূপে বৈষ্ণবানলে পাতালনরসিংহমন্ত্রে সহস্র হোম করিবেন। তৎপরে অঙ্গরূপ দিগ্দেবগণের উদ্দেশে আহুতি দিয়া পূর্ণাহুতি দিতে হয়। এই প্রকারে মন্ত্ররাজের তর্পণ করিলে শিলা দিগ্দোষশূন্যা হইয়া থাকে। তৎপরে গুরুদেব পূর্ব্বকথিত বিধানে পুষ্পাদি স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত বিধানে শিলার শিরঃপ্রদেশ ও পৃষ্ঠাদি কল্পনা করিবেন এবং মন্ত্রাভিমন্ত্রিত বারিদ্বারা সেচন পূর্ব্বক সেই শিলাকে প্রোক্ষণ করিবেন। তৎপরে দিগ্দোষ বিদূরণার্থ (যজমান)

দিগ্‌দোষপ্রশমনার্থং গৃষ্টিং তব্যাং স্বলঙ্কৃতাম্। সুবর্ণশৃঙ্গসংযুক্তাং কাংস্যদোহাং পয়স্বিনীম্॥
তাম্রপৃষ্ঠীং সোপবীতাং দদ্যাদ্রৌপ্যখুরাং গুরোঃ। তোষয়ীত গুরুং যত্নাৎ বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ॥
শিল্পিনং তোষয়েদ্বস্ত্রাদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ। আচার্য্যে তোষিতে বিষ্ণুস্তোষিতঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥
শিল্পিনং তোষয়েদেবং বিশ্বকর্ম্মাথ পূজিতঃ। ততঃ কর্ম্মাণি যুঞ্জীত সর্ব্বকামপ্রদো ভবেৎ॥

অথ শিলালক্ষণম্।

তত্রৈব।—

ক্ষারান্নসেবিতা যা চ নদীতীরসমুদ্ভবা। পুরমধ্যে স্থিতা যা চ তথা পিতৃবনে স্থিতা॥
চতুষ্পথে স্থিতা যা চ মৃচ্ছিলা পক্কণে চ যা। উষরে চ তথা মধ্যে বল্মীকে বাপি যা স্থিতা॥
সূর্য্যরশ্মিপ্রতপ্তা যা যা চ দগ্ধা দবাগ্নিনা। অন্যকর্ম্মোপযুক্তা যা অন্যদেবার্থনির্ম্মিতা॥
ক্রব্যাদাদ্যৈরুপহতা বর্জ্জ্যা যত্নেন বৈ শিলা। যেন কেনচিদানীতা বর্জ্জনীয়া তথা শিলা॥
পুণ্যসেতূদ্ভবা গ্রাহ্যা পুণ্যতীর্থোদ্ভবা তু যা। নদীপর্ব্বতসংলগ্না বৃক্ষচ্ছায়াদ্যনাবৃতা॥
নিমগ্না ভূতলে যা চ যাস্পৃষ্টা সূর্য্যরশ্মিভিঃ। অন্তর্জ্জলোষিতা নদ্যামেকবর্ণা মনোরমা॥
পাণ্ডুরা চারুণা পীতা কৃষ্ণা শস্তা চ বর্ণিনাম্। ন যদা লভ্যতে সম্যক্ বর্ণিনাং বর্ণতঃ শিলা॥
বর্ণস্যাপাদনে তত্র জুহুয়াৎ সিংহবিদ্যয়া। কৃতে বর্ণস্য জননে তস্য বর্ণস্য সা শুভা।
শ্রেষ্ঠবর্ণা সুবর্ণা চ রেখা সর্ব্বস্য শস্যতে। অপরস্য তু বর্ণস্য শ্রেষ্ঠস্য ন প্রশস্যতে॥
বর্ণিনামিহ সর্ব্বেষাং কৃষ্ণরেখা বিধীয়তে। শিলানামিহ সর্ব্বাসাং শুক্লরেখা প্রশস্যতে॥

গুরুদেবকে নানাভরণভূষিতা, স্বর্ণশৃঙ্গী, কাংস্যক্রোড়া, দুগ্ধবতী, তাম্রপৃষ্ঠী, রৌপ্যখুরা, সুশোভনা গাভী ও তৎসহ উপবীত প্রদান করিবেন। সযত্নে বসন ভূষণ দ্বারা গুরুদেবের প্রীতিবিধান করিয়া শিল্পীকেও বসন, ভূষণ ও চন্দন দ্বারা প্রীত করিতে হয়। আচার্য্য প্রীত হইলে হরিও যে প্রীত হন তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে শিল্পীর তুষ্টিবিধান করিলেও বিশ্বকর্ম্মা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। তৎপরে যে কোন কর্ম্মে শিল্পীকে নিযুক্ত করা যায়, বিশ্বকর্ম্মা তৎসমস্তেই সর্ব্বকামফলপ্রদ হয়েন।

অনন্তর শিলালক্ষণ কথিত হইতেছে।—পূর্ব্বোক্ত স্থানে লিখিত আছে, যে শিলা ক্ষারে বা অম্লদ্রব্যে সংযুক্তা, নদীকূলজাতা; পুরমধ্যে, শ্মশানে অথবা চতুষ্পথে সংস্থিতা, মৃচ্ছিলা (মেটিয়া পাথর), যাহা শবরগৃহে, উষরক্ষেত্রে বা বল্মীকে সংস্থিতা, সূর্য্যকিরণে তপ্তা, দাবাগ্নিদ্বারা দগ্ধা, অন্যকার্য্যের উপযুক্তা, অন্যদেবতার জন্য প্রস্তুতীকৃতা, যাহা মাংসাশী জীবকর্ত্তৃক দূষিতা এবং যাহা অযোগ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীতা, তাদৃশী শিলা পরিত্যাজ্য। যাহা পুণ্যসেতুস্থা, পুণ্যতীর্থজাতা, নদী বা গিরিলগ্না, তরুচ্ছায়াদিতে অনাবৃতা, ভূমগ্না, সূর্য্যকিরণে অস্পৃষ্টা, নদী-জলগর্ভে স্থিতা ও যাহা মনোহর একবর্ণা, তাদৃশী শিলাই প্রশস্ত; বিপ্রাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পক্ষে ক্রমান্বয়ে পাণ্ডুর, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ শিলা প্রশস্ত অর্থাৎ বিপ্রের পক্ষে পাণ্ডুর, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অরুণ, বৈশ্যের পক্ষে পীত ও শূদ্রের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ শিলা প্রশস্ত। বর্ণের অনুরূপ শিলা না হইলে বর্ণ সম্পাদনবিষয়ে সিংহমন্ত্রদ্বারা সেই শিলায় হোম করিতে হইবে। এই প্রকারে বর্ণোৎপাদন

রেখাণামিহ সর্ব্বাসাং ব্যত্যয়ে হোমমাচরেৎ। পাতালনরসিংহেন সহস্রং দেশিকোত্তমঃ॥
তর্পিতে মন্ত্ররাজে তু ততঃ সা শুভদা নৃণাম্। বিপরীতে তু বিমলে বিন্দুকে হীরকে তথা॥
ইমমেব বিধিং কুর্য্যাদন্যস্মিন্নপি গর্হিতে। যুবা মধ্যা ভবেদ্‌গ্রাহ্যা বালা বৃদ্ধা চ গর্হিতা॥
সুগন্ধা নিবিড়া স্নিগ্ধা তথা গম্ভীরনিস্বনা। শীতলা যা চ তেজাঢ্যা যুবেতি প্রোচ্যতে শিলা॥
তদ্রূপা প্রোচ্যতে মধ্যা কিন্তু সা কঠিনা ভবেৎ।
অতিমৃদ্বী ভবেদ্বালা বৃদ্ধাতিকঠিনা মতা॥
টঙ্কাঘাতা মতা বালা বৃদ্ধা লোকক্ষয়ঙ্করী। স্ত্রীপুংনপুংসকঞ্চৈব লক্ষণৈনৈব লক্ষয়েৎ।
উৎপাট্যমানে দৃশ্যেত তিন্দুকালাতবৎ জ্বলন্।
স্ফুলিঙ্গঃ শ্রূয়তে নাদঃ কাংস্যঘণ্টানিনাদবৎ।
মূলে মধ্যে তথাগ্রে চ পুংলিঙ্গেতি তু সা স্মৃতা। তদেব লক্ষণং যত্নমন্দমন্দং প্রতীয়তে।
স্ত্রীলিঙ্গেতি তদা সা চ ভিন্নকাংস্যধ্বনিস্তু যা। নপুংসকেতি সা জ্ঞেয়া ন যত্রৈতদ্দ্বয়ং ভবেৎ।
পুংলিঙ্গৈঃ প্রতিমা কার্য্যা স্ত্রীলিঙ্গৈঃ পাদপীঠিকা।
পিণ্ডিকার্থং তু সা গ্রাহ্যা দৃষ্টা যা খণ্ডলক্ষণা॥

সম্পাদিত হইলে সকল বর্ণের পক্ষেই তাহা কল্যাণপ্রদ হয়। ব্রাহ্মণাদি সকলজাতির পক্ষেই সুবর্ণরেখা শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া প্রশস্ত। অন্যবর্ণ শ্রেষ্ঠ হইলেও প্রশস্ত নহে। সর্ব্ববর্ণের পক্ষে কৃষ্ণ রেখা প্রচলিত এবং সমস্ত শিলার সম্বন্ধে শুক্ল রেখা প্রশংসনীয়। যদ্যপি রেখাসমূহের ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে আচার্য্যবর পাতালনরসিংহমন্ত্রদ্বারা সহস্রসংখ্য হোম করিবেন। মন্ত্ররাজ অর্থাৎ নৃসিংহমন্ত্রে তর্পিত হইলে শিলা শুভঙ্করী হইয়া থাকে। এইরূপ শিলাস্থিত বিমল বিন্দুক (রেখা) ও হীরক বিপরীত হইলে বা অন্যকোনরূপে গর্হিত হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসরণ করিতে হইবে। শিলা যুবা ও মধ্যা হইলেই গ্রাহ্যা; বালা ও বৃদ্ধা গর্হিতা বলিয়া পরিগণিত। শিলা সুগন্ধিবিশিষ্টা, নিবিড়া, স্নিগ্ধা, গভীরশব্দা, শীতলা ও তেজস্বিনী হইলেই তাহাকে যুবা কহে; যদি তাদৃশী শিলা কঠিন হয়, তবে মধ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অতিমৃদ্বী হইলে বালা ও অত্যন্ত কঠিনা হইলে বৃদ্ধা বলিয়া কীর্ত্তিতা হয়। টঙ্কাঘাত ধ্বনিযুক্ত শিলা বালা। বৃদ্ধা শিলা সর্ব্বলোকক্ষয়করী হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা শিলার স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ নির্ণয় করিতে হয়। যে শিলাকে উৎপাটন করিলে তিন্দুক (গাব) কাষ্ঠবৎ, অলাতবৎ (দগ্ধকাষ্ঠবৎ) বা প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দৃষ্ট হয়, আর মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে কাংস্যঘণ্টাশব্দের তুল্য শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তাহাই পুংলিঙ্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ঐ সকল অল্প অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইলে স্ত্রীলিঙ্গ বলা যায়। এই শিলা উৎপাটনকালে ভগ্নকাংস্যবৎ শব্দ উত্থিত হয়। যে শিলাতে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন দৃষ্ট না হয়, তাহার নাম নপুংসক। পুংলিঙ্গ শিলা দ্বারা প্রতিমা, স্ত্রীলিঙ্গ দ্বারা পাদপীঠ এবং নপুংসক দ্বারা পিণ্ডিকা নির্ম্মাণ করিবে। যদি লিঙ্গের ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত রূপে হোম করা কর্ত্তব্য। ছেদন ভেদনে সগর্ভা নির্গর্ভা শিলাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিলায় গোলাকৃতি চিহ্ন থাকিলে, তাহাই সগর্ভা বলিয়া প্রথিত।

লিঙ্গানান্তু বিপর্য্যাসে পূর্ব্বোক্তং হোমমাচরেৎ।
ছেদনে ভেদনে বাপি শিলাগর্ভঃ সমীক্ষ্যতে ॥
দৃশ্যতে মণ্ডলং যস্যাং সগর্ভাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ।
মণ্ডূকো মণ্ডলে তস্যা লোহিতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
হরিদ্রাভে ভবেদ্গোধা কৃষ্ণসর্পস্তথা সিতে। নিস্ত্রিংশসদৃশে তোয়ং গৃহগোধা তু কর্কশে॥
আখুর্হরিদ্রাবর্ণে স্যাদরুণে সরটস্তথা। পিঙ্গবর্ণে তু পাষাণঃ পদ্মাভে সিকতা ভবেৎ ॥
বৃশ্চিকঃ স্যাদ্বিচিত্রে তু পীতনীলে পতঙ্গকঃ।
পারাবতাভে খদ্যোতং মণ্ডলে তু বিনির্দ্দিশেৎ ॥
অকল্পনা তু মণ্ডূকে দৌর্ভাগ্যং গোধয়া ভবেৎ। সর্পে বিষেণ মরণমতিবৃষ্টিস্তথা জলে ॥
ধনহানিস্তু গোধায়ামাখুনানিষ্টমুদ্ভবেৎ। অল্পায়ুষ্ট্বং তু সরটে পাষাণে বিদ্যুতা বধঃ ॥
বালুকায়ামনাবৃষ্টিঃ কলহো বৃশ্চিকে ভবেৎ। রাষ্ট্রোচ্ছিত্তিস্তু শলভে খদ্যোতে গাত্রসংক্ষয়ঃ ॥
তস্মাৎ পরীক্ষ্য যত্নেন শিলাং গৃহ্নীত দেশিকঃ। সগর্ভয়া তু শিলয়া রূপকঃ ক্রিয়তে যদি।
তদ্দেশে ম্রিয়তে রাজা যজমানোঽথ দেশিকঃ। শিলায়ামপি বৃক্ষেষু যত্নাদ্গর্ভং সমীক্ষয়েৎ ॥

অথ শিল্পিকৃত্যম্।

মাৎস্যে। —বিবিক্তে সংবৃতে স্থানে স্থপতিঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
পূর্ব্ববৎ কালদেশজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ শুক্লভূষণঃ।
প্রয়তো নিয়তাহারো দেবতাধ্যানতৎপরঃ। যজমানানুকূল্যেন বিদ্বান্ কর্ম্ম সমাচরেৎ।

শিলাস্থ মণ্ডল রক্তবর্ণ হইলে মণ্ডূক জন্মে সন্দেহ নাই। ঐপ্রকার হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডলে গোধা, শ্বেতবর্ণে কৃষ্ণসর্প, খড়্গবর্ণ মণ্ডলে জল, কর্কশ মণ্ডলে গৃহগোধা (টিকটিকী), হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডলে মুষিক, অরুণবর্ণ মণ্ডলে কৃকলাস, পিঙ্গলবর্ণে পাষাণ ও পদ্মবর্ণ মণ্ডল হইলে সিকতার উৎপত্তি হয়। যদি মণ্ডল বিচিত্র হয়, তাহা হইলে তাহাতে বৃশ্চিক হইয়া থাকে। ঐরূপ পীতনীলবর্ণে পতঙ্গ ও কপোতবর্ণ মণ্ডলে খদ্যোত জন্মে। মণ্ডূকে অকল্পনা, গোধায় দৌর্ভাগ্য, সর্প বিষ-যোগে মরণ, জলে অতিবৃষ্টি, গোধায় ধননাশ, মুষিকে অনিষ্ট, কৃকলাসে অল্পায়ু, পাষাণে বৈদ্যু-তাগ্নিতে নিধন, সিকতায় (বালুকায়) অনাবৃষ্টি, বৃশ্চিকে কলহ, পতঙ্গে রাজ্যনাশ এবং খদ্যোতে দেহনাশ হয়; সুতরাং সযত্নে পরীক্ষা করিয়া শিলা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। সগর্ভা শিলা দ্বারা প্রতিমা করিলে তত্রত্য নৃপতি, যজমান ও আচার্য্য মৃত্যুমুখে নিপতিত হন; সুতরাং সযত্নে শিলা ও বৃক্ষের গর্ভ দর্শন করিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে।

অনন্তর শিল্পীর কৃত্য কথিত হইতেছে।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, পূর্ব্বোক্তরূপ দেশ-কালবেত্তা, শাস্ত্রদর্শী, শ্বেতাম্বরধারী, শান্ত, পরিমিতভোজী, দেবধ্যানমগ্ন, বিদ্বান্ শিল্পী নির্জন আবৃতস্থলে জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজমানের অনুকূলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। কর্ম্মারম্ভকালে উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া শিলা বা কাষ্ঠ ধারণ করত দধি, দূর্ব্বা ও অক্ষত দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক বলি প্রদান করিবে। পূর্ব্ববৎ বেদশব্দ সহকারে শিলা বা কাষ্ঠ স্থাপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

ধৃত্বা পূর্ব্বমুখং দ্রব্যমথবা চোত্তরামুখম্। দধিদূর্ব্বাক্ষতৈঃ পূজ্য তদারম্ভে বলিং হরেৎ॥
পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মঘোষাদ্যৈঃ স্থাপয়েদ্দ্রব্যমাচরেৎ। শুক্লৈর্গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ দ্রব্যং সংপূজ্য ভক্তিতঃ॥
স্বস্তিবাচনকং কৃত্বা প্রতিমাং সংবিভাজয়েৎ॥

অথ পিণ্ডিকালক্ষণম্।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পিণ্ডিকালক্ষণং তব। উচ্ছ্রায়ং প্রতিমার্দ্ধঞ্চ দৈর্ঘ্যেণ প্রতিমা সম॥
চতুঃষষ্টিং পুটান্ কৃত্বা পিণ্ডিকাং তত্র কল্পয়েৎ। ত্যক্ত্বা পঙ্ক্তিদ্বয়ং চাধস্তদূর্দ্ধং যত্নু কোষ্ঠকম্।
সমন্তমুভয়োঃ পার্শ্বে অন্তস্থং পরিমার্জ্জয়েৎ। ঊর্দ্ধপঙ্ক্তিদ্বয়ং কৃত্বা অধস্তাদ্বর্ণকোষ্ঠকম্॥
অন্তস্থং মার্জ্জয়েদ্যত্নাৎ পার্শ্বয়োরুভয়োঃ সমম্। তয়োর্ম্মধ্যগতৌ তত্র চতুষ্কৌ মার্জ্জয়েত্ততঃ॥
চতুর্দ্ধা ভাজয়িত্বা তু ঊর্দ্ধপঙ্ক্তিদ্বয়ং বুধঃ। মেখলা ভাগমাত্রং স্যাৎ খাতং তস্যার্দ্ধমানতঃ॥
ভাগং ভাগং পরিত্যাজ্য পার্শ্বয়োরুভয়োঃ সমম্। দত্ত্বা চৈকং পদং বাহ্যে প্রমাণং কারয়েদ্বুধঃ॥
ত্রিভাগেন চ ভাগঃ স্যাদগ্রে স্যাত্তোয়দিগ্‌গতঃ। নানাপ্রকারভেদেন ভদ্রেয়ং পিণ্ডিকা শুভা॥

কিঞ্চ তত্রৈবাগ্রে।—

দৈর্ঘ্যেণ প্রতিমা তুল্যা তদর্দ্ধেন তু বিস্তৃতা। উচ্ছ্রিতায়ামতোঽর্দ্ধেন সুবিস্তারার্দ্ধভাগতঃ॥
ত্রিভাগেন তু বাহল্যং তত্রিভাগেন মেখলা। খাতং চ তৎপ্রমাণং তু কিঞ্চিদুত্তরতো নতম্॥
বিস্তারস্য চতুর্থেন প্রমাণস্য বিনির্ণয়ঃ। সমং মূলস্য বিস্তারমগ্রে কুর্য্যাত্তদর্দ্ধতঃ॥

তৎপরে ভক্তি সহকারে শ্বেতচন্দন ও পুষ্প দ্বারা দ্রব্যের (শিলা বা কাষ্ঠের) অর্চ্চনা ও স্বস্তিবাচন করত প্রতিমার্থ শিলা বিভাগ করিবে।

অনন্তর পিণ্ডিকালক্ষণ।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, অনন্তর বৎসকাশে পিণ্ডিকালক্ষণ বর্ণন করি, অবধান কর। উহার উচ্চতা প্রতিমার অর্দ্ধ এবং দৈর্ঘ্য প্রতিমার তুল্য হইবে। চতুঃষষ্টি কোষ্ঠ করিয়া তাহাতে পিণ্ডিকা কল্পনা করিতে হয়। নিম্ন, ঊর্দ্ধ ও দুই পার্শ্বের দুই দুই পংক্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক মধ্যগত কোষ্ঠগুলি মার্জ্জন করিবে। ঊর্দ্ধ দুই পংক্তি ও অধঃস্থ দুই পংক্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক মধ্যগত কোষ্ঠচতুষ্টয় সযত্নে মার্জ্জন করিবে। পরে পার্শ্বদ্বয়ে সমান করত সেই পংক্তিদ্বয়ের মধ্যস্থ চতুষ্কযুগল মার্জ্জন করিতে হইবে। ঊর্দ্ধস্থ পংক্তিদ্বয়কে চারিভাগ করত এক-ভাগ মেখলা ও তদর্দ্ধপ্রমাণ খাত করাই সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য। পরে দুই পার্শ্বে সমান করিয়া এক এক ভাগ বর্জ্জন করত বাহ্যে এক পদ দিয়া মেখলার পরিমাণ করিতে হয়। পংক্তিদ্বয়ের তিন ভাগেও ভাগ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ পশ্চিম দিকের ভাগ হইবে। এই শুভকরী পিণ্ডিকা নানাবিধ হইয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থের উত্তরস্থানের কিঞ্চিদগ্রে লিখিত আছে যে, পিণ্ডিকার দৈর্ঘ্য প্রতিমার সদৃশ, বিস্তৃতি প্রতিমার অর্দ্ধ ও উচ্চতা বিস্তারের অর্দ্ধ হইবে। বিস্তারার্দ্ধের ত্রিভাগ দ্বারা উচ্ছ্রায়ের আধিক্য হইয়া থাকে। উচ্ছ্রায়ের তিন ভাগ দ্বারা মেখলা এবং মেখলার তিন ভাগ দ্বারা খাত করিবে; ঐ খাত উত্তরাংশে নত হইবে। বিস্তৃতির চতুর্থাংশে পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। জলপথ বিস্তারের তিন ভাগ করিবে এবং উহার মূলের বিস্তৃতি তুল্য ও অগ্র-

বিস্তারস্য তৃতীয়েন তোয়মার্গন্তু কারয়েৎ। পিণ্ডিকার্দ্ধেন বা তুল্যং দৈর্ঘ্যং কুশস্য কীর্ত্তিতম্
কুশবাহল্যদৈর্ঘ্যেণ জ্ঞাত্বা সূত্রং প্রকল্পয়েৎ। উচ্ছ্রায়ং পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাদ্ভাগশেষেণ সংখ্যয়া। ॥
অধস্তস্য দ্বিভাগন্তু কণ্ঠং কুর্য্যাত্রিভাগকম্। শেষা হ্যেকৈকশঃ কার্য্যাঃ প্রতিষ্ঠা নির্গতাস্তথা।
যষ্টিকা-পিণ্ডিকা চেয়ং সামান্যপ্রতিমাসু চ। প্রাসাদদ্বারমানেন প্রতিমাদ্রব্যমুচ্যতে।
গজবালকসংযুক্তা প্রভা স্যাৎ প্রতিমাসু চ। পিণ্ডিকাসু যথাশোভং কর্ত্তব্যা সততং হরেঃ ॥

মাৎস্যে।—

পিণ্ডিকালক্ষণং বক্ষ্যে যথাবদনুপূর্ব্বশঃ। পীঠোচ্ছ্রায়ং যথাবচ্চ ভাগান্ ষোড়শ কারয়েৎ।
ভূমাবেকঃ প্রতিষ্ঠঃ স্যাৎ চতুর্ভির্জগতী মতা। বৃত্তো ভাগস্তথৈকঃ স্যাদ্বৃত্তপট্টস্তু ভাগতঃ।
ভাগৈস্ত্রিভিস্তথা কণ্ঠং কণ্ঠপট্টস্ত্রিভাগতঃ। ভাগাভ্যামূর্দ্ধপট্টস্তু শেষভাগেন পট্টিকা।
প্রবিষ্টং ভাগমেকৈকং জগতী যাদদেব তু। নির্গমস্তু পুনস্তস্মাদ্যাবদ্বৈ শেষপট্টিকাঃ।
বারিনির্গমনার্থন্তু তত্র কার্য্যঃ প্রণালকঃ। পীঠিকানান্তু সর্ব্বাসামেতৎ সামান্যলক্ষণম্।
বিশেষাদ্দেবতাভেদাৎ শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ। স্থণ্ডিলা বাথ-বাপী চ যক্ষী বেদী চ মণ্ডলা ॥
পূর্ণচন্দ্রা চ বজ্রী চ পদ্মা চার্দ্ধশশিস্তথা। ত্রিকোণা দশমী তাসাং সংস্থানঞ্চ নিবোধত ॥
স্থণ্ডিলা চতুরস্রা তু বর্জ্জিতা মেখলাদিভিঃ। বাপী দ্বিমেখলা জ্ঞেয়া যক্ষী চৈব ত্রিমেখলা ॥
চতুরস্রায়তা বেদী ন তাং লিঙ্গেষু যোজয়েৎ। মণ্ডলা বর্ত্তুলা যা তু মেখলা ত্রিগুণা প্রিয়া ॥

ভাগের বিস্তৃতি তদর্দ্ধ হইবে। জলমার্গের দৈর্ঘ্য পিণ্ডিকার্দ্ধের সমান হইবে এবং উহার দীর্ঘতার বাহল্য জ্ঞাত হইয়া সূত্র কল্পনা করিতে হয়। ভাগশেষ সংখ্যা দ্বারা পূর্ব্ববৎ উচ্ছ্রায় করিবে, ঐ উচ্ছ্রায়ের নিম্নভাগকে বিভক্ত করিয়া একভাগে কণ্ঠ এবং অবশিষ্টগুলিতে এক একটী প্রতিষ্ঠা বহির্গত করিবে। সাধারণ প্রতিমাতে ইহা যষ্টিকাপিণ্ডিকা বলিয়া অভিহিত। মন্দিরের দ্বার-পরিমাণে যাবতীয় দ্রব্য নিরূপিত হইয়া থাকে। প্রতিমার প্রভা গজবালকসমন্বিতা হইবে। শ্রীহরির প্রতিমায় যেমন পিণ্ডিকার শোভা সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ প্রভা করাই বিধেয়। মৎস্য-পুরাণে লিখিত আছে, পিণ্ডিকার লক্ষণ আদ্যোপান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। পীঠের উচ্চ-তাকে ষোড়শ অংশে বিভক্ত করিয়া একভাগ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করত চারিভাগে জগতী একভাগ বৃত্ত, একভাগে বৃত্তপট্ট, তিনভাগে কণ্ঠ, তিনভাগে কণ্ঠপট্ট, দুইভাগে ঊর্দ্ধপট্ট ও অবশিষ্ট ভাগে পট্টিকা করিবে। যতসংখ্য জগতী, তাবৎপর্য্যন্ত এক এক অংশ প্রবিষ্ট হইবে। পুনরায় তাহা হইতে শেষ পট্টিকা যাবৎ এক এক অংশ বিনিষ্ক্রান্ত করিতে হইবে। জলপথের জন্য ঐ স্থলে প্রণালী প্রস্তুত করিতে হয়। যাবতীয় পীঠের সাধারণতঃ লক্ষণ এই কীর্ত্তন করিলাম। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! দেবভেদে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ণন করি, অবধান কর। স্থণ্ডিলা, বাপী, যক্ষী, বেদী, মণ্ডলা, পূর্ণচন্দ্রা, বজ্রা, পদ্মা, অর্দ্ধশশী ও ত্রিকোণা এই দশবিধ পীঠের লক্ষণ কীর্ত্তন করি, অবধান কর। স্থণ্ডিলা মেখলাদিশূন্য ও চতুষ্কোণ হইবে। বাপী দ্বিমেখলা বিশিষ্ট, যক্ষী ত্রিমেখলান্বিতা ও বেদী চতুষ্কোণ হইবে। বেদী লিঙ্গ-সমূহে যোজিত হইবে না। ত্রিমেখলান্বিতা বর্ত্তুল পীঠই মণ্ডলা নামে অভিহিত। যদি ঐ

রক্তা দ্বিমেখলা মধ্যে পূর্ণচন্দ্রা প্রকীর্ত্তিতা। মেখলাত্রয়সংযুক্তা ষড়স্রা বজ্রিকা ভবেৎ ॥
ষোড়শাস্রা ভবেৎ পদ্মা কিঞ্চিৎ হ্রস্বা চ মূলত'। তথৈব ধনুরাকারা সার্দ্ধচন্দ্রা প্রশস্যতে ॥
ত্রিশূলসদৃশী তদ্বৎ ত্রিকোণা উর্দ্ধতো মতা। প্রাগুদকপ্রবণা তদ্বৎ প্রশস্তা লক্ষণান্বিতা ॥
পরিবেষাস্ত্রিভাগেণ নির্দ্দেশঃ তত্র কারয়েৎ। বিস্তারং তৎপ্রমাণং তু মূলে চাগ্রে তথোর্দ্ধতঃ।
জলমার্গস্তু কর্ত্তব্যস্ত্রিভাগেণ সুশোভনঃ। লিঙ্গস্যার্দ্ধত্রিভাগেণ স্থৌল্যেন সমধিষ্ঠিতঃ।
মেখলা তু ত্রিভাগেণ খাতং বৈ তৎপ্রমাণতঃ। অথবা পাদহীনং তু শোভনং কারয়েৎ সদা ॥
উত্তরস্থং প্রমাণস্তু প্রমাণাদধিকং ভবেং। স্থণ্ডিলায়ামথারোগ্যং ধনধান্যঞ্চ পুষ্কলম্।
গোপ্রদা তু ভবেদ্যক্ষী বেদী সম্পৎপ্রদা ভবেৎ। মণ্ডলায়াং ভবেৎ কীর্ত্তির্বরদা পূর্ণচন্দ্রিকা ॥
আয়ুঃপ্রদা ভবেদ্বজ্রী পদ্মা সৌভাগ্যদায়িনী। পুত্রদা ত্বর্দ্ধচন্দ্রা স্যাত্রিকোণা শত্রুনাশিনী ॥
দেবস্য যজনার্থং তু পিণ্ডিকা দশ কীর্ত্তিতাঃ। শৈলে শৈলময়ীং পিণ্ডীং পার্থিবে পার্থিবীং তথা।
দারুজে দারুজাং কুর্য্যান্মিশ্রে মিশ্রাং তথৈব চ। নান্যযোনিস্তু কার্য্যা বৈ সদা শুভফলেপ্সুভিঃ।
অর্চ্চায়ামসমং দৈর্ঘ্যং লিঙ্গায়ামসমং তথা। যস্য দেবস্য যা পত্নী তাং পীঠে পরিকল্পয়েৎ।
এবমেব সমাখ্যাতং সমাসাৎ পীঠলক্ষণম্ ॥

কিঞ্চ।—দ্বারোচ্ছ্রায়স্য যন্মানমষ্টধা তত্তু কারয়েৎ। ভাগদ্বয়েণ প্রতিমাং ত্রিভাগীকৃত্য তৎ পুনঃ।
পিণ্ডিকা ভাগতঃ কার্য্যা নাতিনীচা ন চোচ্ছ্রিতা ॥

মণ্ডলাভ্যন্তরে লোহিতবর্ণ দুইটী মেখলা থাকে, তাহা হইলেই তাহার নাম পূর্ণচন্দ্রা। ষট্‌কোণ ও ত্রিমেখলান্বিত হইলে বজ্রিকা কহে। যদি ষোড়শকোণ ও মূলভাগে কিঞ্চিৎ হ্রস্ব হয়, তবে পদ্মা বলা যায়। ধনুকাকৃতিই অর্দ্ধচন্দ্রা বলিয়া অভিহিত। উর্দ্ধভাগে ত্রিশূলতুল্যা হইলে তাহার নাম ত্রিকোণা। এই সমস্ত পূর্ব্ববৎ উত্তরাংশে নত হইলেই সুলক্ষণবিশিষ্ট ও প্রশস্ত হয়। পরিধিকে তিন অংশ করিবে এবং মূল অগ্র ও উর্দ্ধ এই তিনদিকে সেই পরিমাণে বিস্তৃত করিতে হইবে। তিনভাগ দ্বারা মনোহর জলপথ করিতে হয়। উহা লিঙ্গের অর্দ্ধাংশের ত্রিভাগ-পরিমিত স্থূল হইবে। উহার তিনভাগ দ্বারা মেখলা ও মেখলার সদৃশ খাত করিবে। কিংবা ঐ খাতকে মেখলার পাদহীন করত সুদৃশ্য করিবে। উত্তরাংশের প্রণালী যথাযথ পরিমাণ হইতে অতিরিক্ত হইবে। স্থণ্ডিলা আরোগ্য ও বহু ধনধান্যদাত্রী, যক্ষী গোপ্রদায়িনী, বেদী সম্পদ্দায়িনী ও ত্রিকোণা শত্রুক্ষয়করী। দেবপূজার্থ দশবিধ পিণ্ডিকা বর্ণিত হইল। পাষাণপ্রতিমা হইলে, পাষাণময়ী, মৃণ্ময় হইলে মৃন্ময়ী, কাষ্ঠনির্ম্মিতা হইলে কাষ্ঠময়ী এবং নানাদ্রব্যে মিশ্রিতা হইলে মিশ্রিতা পিণ্ডিকা করিতে হয়। যিনি সতত স্বীয় মঙ্গল কামনা করেন, উপরি-কথিত দ্রব্য ভিন্ন অন্য দ্রব্য দ্বারা পিণ্ডিকা প্রস্তুত করা তাঁহার অকর্ত্তব্য। পিণ্ডিকা, প্রতিমা ও লিঙ্গবৎ দীর্ঘ হইবে। যে দেবের যে ভার্য্যা, তাঁহাকে সেই দেবের পীঠে কল্পনা করিতে হয়। সংক্ষেপে এইরূপ পীঠলক্ষণ বর্ণিত হইল। আরও লিখিত আছে যে, দ্বারের উচ্ছ্রায়ের পরিমাণকে আট অংশে বিভক্ত করিতে হয়। দুই ভাগ দ্বারা প্রতিমা করিবে, উহাকে নিম্ন বা অত্যুচ্চ করিবে না। নারদপঞ্চরাত্রেও লিখিত আছে, বিম্ব (আকৃতি) পরিমাণে দেবতার পীঠ

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ ।—

বিম্বমানাদথথা পীঠং কুর্য্যাদ্দেবস্য তচ্ছৃণু। চতুরস্রঞ্চ তদ্বিদ্ধি চতুরস্রায়তং তু বা ॥
বিম্বোচ্ছ্রায়সমং পীঠং পরিতশ্চৈব বিস্তৃতম্। তদর্দ্ধেনোন্নতং কুর্য্যাদেতৎ সামান্যলক্ষণম্ ॥
চতুরস্রস্য পীঠস্য কথিতং তু মহামুনে। চতুরস্রায়তস্যাথ প্রমাণমবধারয় ॥
বিম্বাদ্ধীনন্তু বিস্তীর্ণং তৎ প্রমাণেন চোন্নতম্। সমং দেবস্য দৈর্ঘ্যং বা চতুরস্রায়তং তু তৎ ॥
কার্য্যং তুঙ্গালয়স্থানাং দেবতানাং মহামুনে। চলানাং বেশ্মসংস্থানাং বিম্বানাং পীঠমন্যথা ॥
কুর্য্যাদ্বিম্বসমং দৈর্ঘ্যং স্বেন মানেন বা পুনঃ। আপাদজানুপর্য্যন্তং বিস্তারেণোচ্ছ্রয়েণ চ ॥
ঊর্ব্বর্দ্ধেনাথ বা কুর্য্যাৎ সবিস্তারং দ্বিজোন্নতিম্। বক্ষোহন্তরে বা বিম্বস্য তস্যার্দ্ধেন চ বিস্তৃতম্।
তচ্চতুর্ভাগহীনং তু ত্রিভাগং চার্দ্ধমেব বা। অজ ত্বং বিদ্ধি তৎ পীঠং চলবিম্বস্য সর্ব্বদা ॥
ধাতুদ্রব্যস্য চাভাবাৎ স্থিরাণামেবমেব চ। কৃত্বা তু তদধঃ কুর্য্যাদুপপীঠং প্রমাণতঃ ॥
ত্রিভাগেণাথ পীঠস্য প্রমাণং মধ্যতো ভবেৎ। তন্মানেন ততো দৈর্ঘ্যং স্বমানাদগ্রতঃ পুনঃ।
ত্র্যংশমানেন বিস্তীর্ণং তস্যাপি ত্র্যংশমন্তরা।
নিখনেদগ্রতো মূলাৎ তৎ কুর্য্যান্মকরাননম্ ॥ ইত্যাদি।

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবো নাম অষ্টাদশো বিলাসঃ ॥

যেরূপ হয়, তাহা বর্ণন করি, অবধান কর। উহা চতুরস্র বা চতুরস্রায়ত করিবে। উহার পীঠসমূহ বিম্ববৎ বিস্তৃত এবং তদর্দ্ধ উন্নত হইবে। হে মহর্ষে! চতুরস্র পীঠের এই সাধারণ লক্ষণ বর্ণন করিলাম। অধুনা চতুরস্রায়তের প্রমাণ অবধান কর। উচ্ছ্রায় বিম্ব অপেক্ষা ন্যূন ও বিস্তীর্ণ হইবে এবং দৈর্ঘ্য দেবসদৃশ করিবে, এইরূপ হইলেই তাহাকে চতুরস্রায়ত কহে। হে মহর্ষে! তুঙ্গালয়স্থ (অত্যুচ্চ প্রাসাদস্থ) দেবতাদিগের পীঠ এইপ্রকার করিতে হয়। যে সমস্ত দেবপ্রতিমা চল অথচ মন্দিরাভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদিগের পীঠ অন্যরূপ করিবে। উক্ত পীঠ প্রতিমার সদৃশ কিংবা স্বীয় প্রমাণে দীর্ঘ হইবে। হে বিপ্র! আপাদ জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও উচ্ছিত হইবে; কিংবা উরুর অর্দ্ধাংশবৎ সবিস্তার উচ্ছ্রায় করিবে; অথবা প্রতিমূর্ত্তির বক্ষোদেশের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত উন্নত ও তদর্দ্ধ বিস্তৃত করিবে, কিংবা চতুর্থাংশ-হীন ত্রিভাগ বা অর্দ্ধাংশ বিস্তৃত করিবে। হে বিপ্র! চলমূর্ত্তি-পীঠ এইরূপ জ্ঞাতব্য। ধাতুর অভাব ঘটিলে স্থির প্রতিমার পীঠ ঐপ্রকার করিয়া তন্নিম্নে ঐ পরিমাণে উপপীঠ করিতে হয়। উপপীঠের মধ্যস্থল পীঠের তিনভাগ হইবে এবং দৈর্ঘ্যও ঐ পরিমাণে করিতে হয়। পুনর্ব্বার অগ্রভাগে স্বপ্রমাণে তৃতীয়াংশ বিস্তৃত ও তৃতীয়াংশ প্রোথিত করিবে। অগ্রভাগ হইতে মূল পর্য্যন্ত মকরানন করিতে হয়।

ইতি শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাব নামক অষ্টাদশ বিলাস সমাপ্ত।

একোনবিংশ-বিলাসঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীচৈতন্যং প্রবিষ্টোঽস্মি শরণং সুষ্ঠু যেন হি।
আবিষ্টো যাতি দুষ্টোঽপি প্রতিষ্ঠাং সদভিষ্টুতাম্॥ ১॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠয়ৈব ভগবদাবির্ভাবো বিশেষতঃ। প্রতিমাসু ততস্তাসাং প্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ ॥২॥

তথা চোক্তমেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবতা। - প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্॥ ইতি॥ ৩॥

অথ প্রতিষ্ঠালক্ষণম্।

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

পরমাত্মা হরির্দেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা। শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। জীয়াৎ চৈতন্যদেবোঽসৌ যৎ-পাদাব্জরসং স্পৃশন্। নিত্যং চিত্রং ফলত্যেব মনোরথমহাদ্রুমঃ॥ শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাবিধিং লিখন্ তৎসুসিদ্ধয়ে পরগুরুরূপং ভগবন্তং শরণং যাতি শ্রীচৈতন্যমিতি। হি যস্মাৎ যেন শ্রীচৈতন্যেন আবিষ্টঃ হৃদ্যাক্রান্তঃ সন্ দুষ্টোঽপি জনঃ সদ্ভিরভিষ্টুতাং প্রতিষ্ঠাং যাতি। অতোঽহতাযোগ্যোঽপি হৃদি তৎ-প্রেরণয়া লিখন্নহং সম্যগেতল্লিখিতুমর্হামীতি ভাবঃ॥ ১॥

যদ্যপি শ্রীমূর্ত্ত্যাবির্ভাবেনৈব সর্ব্বলোকেষু সাক্ষাদাকারাদিস্ফূর্ত্ত্যা ভগবদাবির্ভাবো বৃত্ত এব, তথাপি বিধিনা প্রতিষ্ঠয়ৈব প্রতিমাসু বিশেষতো ভগবত আবির্ভাবঃ স্যাৎ। ততস্তস্মাদ্ধেতোস্তাসাং প্রতিমানাং শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ প্রতিষ্ঠামাচরেদিত্যর্থঃ॥ ২॥ এতদেব শ্রীভগবদুক্ত্যা প্রমাণয়তি প্রতীতি। প্রতিষ্ঠায়া যদ্বা প্রতিষ্ঠা ভবতি চেত্তর্হি জীবয়তি জগচ্চেতয়তীতি জীবঃ পরমাত্মাহং তস্য মন্দিরমধিষ্ঠানং ভবতি। এবং প্রতিষ্ঠায়া নিত্যত্বমভিপ্রেতম্॥ ৩॥

যৎকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইলে (যাঁহার অধিষ্ঠানে) দুষ্ট ব্যক্তিও সাধুবর্গের স্তবনীয় হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবের শরণ লইয়া তদীয় সুশোভন আশ্রয় গ্রহণ করি। ১।

অনন্তর শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা কথিত হইতেছে।—প্রতিষ্ঠা করিলেই প্রতিমাতে ভগবানের সম্যক্ আবির্ভাব হইয়া থাকে; সুতরাং শাস্ত্রবিহিত বিধানে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। ২। ভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে যে, ভগবৎ-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইলে জগচ্চৈতন্য জন্মে; আমি তাদৃশ প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাতেই অবস্থিতি করিয়া থাকি। ৩।

অনন্তর প্রতিষ্ঠালক্ষণ।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, পরমাত্মা শ্রীহরিই দেব ও শ্রী তদীয় শক্তি বলিয়া অভিহিত। শ্রীদেবীই প্রকৃতি ও হরি (পরম) পুরুষ শব্দে পরিকীর্ত্তিত।

ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা। অর্চ্চামূর্ত্তিঃ স্মৃতঃ কৃষ্ণঃ পিণ্ডিকা কমলালয়া।
তয়োর্য্যো বিধিনা যোগঃ সা প্রতিষ্ঠা প্রকীর্ত্তিতা॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠামাহাত্ম্যম্।

মাৎস্যে।— ঋষয় উচুঃ।

ক্রিয়াযোগঃ কথং সিধ্যেদ্‌গৃহস্থাদিষু সর্ব্বদা। জ্ঞানযোগসহস্রাদ্ধি কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ৪॥

শ্রীসূত উবাচ।

ক্রিয়াযোগং প্রবক্ষ্যামি দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং যস্মান্নান্যলোকেষু বিদ্যতে॥৫॥
প্রতিষ্ঠায়াঃ সুরাণাং চ দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনাৎ। দেবযজ্ঞোৎসবার্চ্চাপি বন্ধনেন বিমুচ্যতে॥৬॥

বিষ্ণুধর্ম্মে।— স্থাপিতাং প্রতিমাং বিষ্ণোঃ সম্যক্ সংপূজ্য মানবঃ।
যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্॥

যথোক্তবিধিনা দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য জনার্দ্দনম্। অক্ষয়ং লোকমাপ্নোতি বিষ্ণোরমিততেজসঃ।

পিণ্ডিকোপরি শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রকর্ষেণ স্থিতেঃ প্রতিষ্ঠেতি নিরুক্ত্যা তল্লক্ষণমাহ পরমাত্মেতি সার্দ্ধ-দ্বয়েন। অর্থবিশেষস্তু শ্রীবৈষ্ণবানাং হৃদয়গম্য এবেতি কিন্তুবিস্তারণমেব কেবলমপ্রোপযুক্তমেব লেখ্যম্॥ ৪॥ দেবতানাং যদ্বা দেবতায়াঃ পরমপূজ্যস্য ভগবতোঽর্চ্চা পূজা প্রতিমা বা অনু-কীর্ত্তনং চ। দ্বন্দ্বৈকাম্। তদ্রূপং ক্রিয়াযোগং প্রবক্ষ্যামি। তত্র হেতুঃ। যস্মাদ্দেবতার্চ্চানু-কীর্ত্তনাদন্যং কিঞ্চিদ্ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নাস্তি॥ ৫॥ সুরাণামিতি বহুত্বং শ্রীশিবাদ্যপেক্ষয়া ভগবতঃ পরমগৌরবাপেক্ষয়া বা। প্রতিষ্ঠেত্যাদিপ্রথমান্তপাঠে সৈব দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনং সৈব দেব-যজ্ঞোৎসবশ্চ যেন দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনেন দেবযজ্ঞোৎসবেন চ কর্ম্মবন্ধাজ্জনো মুক্তো ভবতি॥ ৬॥ বৈষ্ণবানাং বিষ্ণুপরিবারাণাং শঙ্করাদীনাম্। হে সপ্তলোকস্য নায়ক নারদ। নারদেতি বা

বিষ্ণু ব্যতীত লক্ষ্মী বা লক্ষ্মী ব্যতীত বিষ্ণু অধিষ্ঠান করেন না। অর্চ্চামূর্ত্তিকে কৃষ্ণ ও পিণ্ডিকা-মূর্ত্তিকেই লক্ষ্মী জানিবে। যে বিধানে এই উভয়ের যোগ হয়, তাহারই নাম প্রতিষ্ঠা।

অনন্তর শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার মাহাত্ম্য।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, ঋষিগণ সূত-সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরূপে গৃহী প্রভৃতিতে ক্রিয়াযোগ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে? কেননা, কর্ম্মযোগই সহস্র জ্ঞানযোগ হইতে গরীয়ান্। ৪। সূত বলিলেন, দেবপ্রতিমার অনুকীর্ত্তনরূপ কর্ম্মযোগ বর্ণন করিতেছি। দেবতার প্রতিমানুকীর্ত্তন ব্যতীত ভুক্তিমুক্তির আর কিছুই উপায় দৃষ্ট হয় না। ৫। দেবপ্রতিষ্ঠা, দেবমূর্ত্তির অনুকীর্ত্তন ও দেবযজ্ঞোৎসবার্চ্চা এই সমস্ত ক্রিয়া-দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে, বিষ্ণুর স্থাপিত মূর্ত্তিকে বিধানে অর্চ্চনা করিয়া যে কোন উৎকৃষ্ট কামনা করা যায়, তাহাই সুসিদ্ধ হয়। যথাবিহিত বিধানে কেশবের প্রতিষ্ঠা করিলে ভূরিতেজা হরির অক্ষয় ধামে গমন করিতে পারে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, যতদিন জগতে হরিপ্রতিমা অধিষ্ঠিত থাকে, ততসহস্রযুগ স্থাপনকর্ত্তা হরিধামে অবস্থিতি করেন। হে সপ্তভুবননায়ক নারদ! বিষ্ণুপ্রতিমা স্থাপন করিলে মহাপ্রলয় যাবৎ স্থাপনকর্ত্তা অক্ষয় হইয়া অবস্থিতি করেন এবং (ঐ কার্য্য নিবন্ধন) তৎকর্ত্তৃক শিবাদি দেবগণের প্রতিষ্ঠা

স্কান্দে :—

যাবদ্দিনানি লোকেঽস্মিন্ স্থাপয়েৎ প্রতিমাং হরেঃ। তাবদ্যুগসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
অক্ষয়ো ভবতে তাবদ্যাবদাভূতসংপ্লবম্। যেনার্চ্চা স্থাপিতা বিষ্ণোঃ সপ্তলোকস্য নায়ক।
প্রতিষ্ঠা শঙ্করাদীনাং দেবানাং ব্রহ্মনন্দন। কৃতা তেন ন সন্দেহঃ সত্যোক্তং তব নারদ ॥
পিতৃণামর্য্যমাদীনাং বাসবাদিদিবৌকসাম্। কৃতা তেন মহাপ্রীতিঃ স্থাপয়িত্বা জনার্দ্দনম্ ॥৭॥
যঃ স্থাপয়তি দেবর্ষে দেবং মধুনিসূদনম্। তস্য সংভাষণাদেব পাপং যাতি দশাব্দিকম্ ॥
যে নিরীক্ষন্তি নন্দন্তি প্রতিষ্ঠাং কেশবস্য হি। তে বসন্তি হরের্লোকে যুগানামেকবিংশতিম্ ॥
প্রয়াগে যৎ ফলং প্রোক্তং মাঘমাসে তু স্নানতঃ। গয়ায়াং পিণ্ডদানেন পিতৃপক্ষে চ নারদ ॥
কার্ত্তিকে পুষ্করে প্রোক্তং কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে। দ্বারকায়াং চ বৈশাখে প্রভাসে চ শশিগ্রহে ॥
সিদ্ধেশ্বরে শিবরাত্রৌ ক্ষেত্রে চৈব তু হাটকে। শুক্লতীর্থে তু রেবায়াং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈর্ব্রতৈর্দ্বাদশিসংজ্ঞকৈঃ। কপিলাকোটিভির্দ্দত্তৈর্হেমভারশতৈরপি।
চান্দ্রায়ণৈশ্চ পারাকৈঃ কৃতৈর্যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ। প্রতিষ্ঠাপ্য হরেরর্চ্চাং পুণ্যমাপ্নোতি নারদ।
তস্মাৎ কলিযুগে ঘোরে বিশেষেণ নরোত্তমৈঃ। স্থাপনীয়া হরেরর্চ্চা পিতৃণাং মুক্তিমিচ্ছতা।
অন্যকৃতে চ প্রাসাদে প্রতিমাং স্থাপয়েত্তু যঃ। কুলাযুতশতৈর্যুক্তো বসতে বিষ্ণুবেশ্মনি ॥
স ধন্যঃ স কুলীনশ্চ পিতৃণাং ভবতে সুতঃ। কারয়িত্বা হরের্ধিষ্ণ্যং যঃ স্থাপয়তি কেশবম্ ॥
হরস্য বিষ্ণোর্ভানোর্ব্বা প্রাসাদে চাপি নারদ। স্থাপয়িত্বা হরেরর্চ্চাং মুখ্যং পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥৮॥

পাঠঃ, ততশ্চ সপ্তলোকস্য বিশেষতঃ শঙ্করাদীনাং চ প্রতিষ্ঠা তেন কৃতেত্যন্বয়ঃ ॥ ৭। মুখ্যমিতি। প্রাসাদং স্বয়ং নির্ম্মায় তত্র হরেরর্চ্চাস্থাপনেন যৎ পুণ্যং তদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

করা হয়। হে বিধিসুত! তোমার নিকট যাহা বলিলাম, ইহা নিঃসন্দেহ সত্য বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি কেশবকে স্থাপন করেন, অর্য্যমাদি পিতৃগণ ও ইন্দ্র প্রমুখ সুরবর্গও তৎকর্ত্তৃক প্রীত হইয়া থাকেন। ৭। হে দেবর্ষে! যিনি হরিস্থাপন করেন, তৎসহ সম্ভাষণমাত্র দশবর্ষজ পাতক ভস্মীভূত হয়। যাঁহারা হরির প্রতিষ্ঠা দর্শন বা তাহাতে আনন্দ প্রদর্শন করেন, একবিংশতিযুগ যাবৎ হরিধামে তাঁহাদের বাস হয়। হে দেবর্ষে! প্রয়াগে মাঘস্নানে, পিতৃপক্ষে গয়ায় পিণ্ডনির্ব্বপণে, এব কার্ত্তিকে পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে, দ্বারকায় বৈশাখে, প্রভাসে চন্দ্রগ্রহণে, শিবচতুর্দ্দশীতে সিদ্ধেশ্বরে, হাটকক্ষেত্রে, শুক্লতীর্থে, রেবায়, ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, দ্বাদশীব্রত, কোটি কোপিলাদান, শতভার কাঞ্চনদান, চান্দ্রায়ণ, পরাকব্রত, এই সমস্ত দ্বারা যে ফল অর্জ্জিত হয়, শ্রীহরির প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং ভীষণ কলিকালে নরশ্রেষ্ঠগণ, বিশেষতঃ পিতৃগণের উদ্ধারকামী ব্যক্তির পক্ষে সম্যক্ বিধানে হরিপ্রতিমা স্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অপর ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত প্রাসাদে হরিকে স্থাপন করিলে অযুতশতকুলসমন্বিত হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারে। যে ব্যক্তি হরিমন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে হরিমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তিনি ধন্য, তিনিই কুলীন এবং তিনিই পিতৃগণের প্রকৃত সন্তান। হে দেবর্ষে! শিব, বিষ্ণু বা ভাস্কর-

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে প্রতিষ্ঠাবিধ্যন্তে।—

যো বিষ্ণুং স্থাপয়েদ্দেবং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্। স্থাপিতং তেন সর্ব্বং স্যাৎ জগজ্জং স্থাবরজঙ্গমম্।

অতীতান্ দশ পূর্ব্বাংশ্চ তথৈবানাগতান্ দশ। আত্মানং সপরীবারং বিষ্ণুলোকং নয়েন্নরঃ।

কোটিজন্মগতং পাপং স্বল্পকং যদি বা গুরু। তৎ সর্ব্বং ভস্মসাৎ কুর্য্যাৎ সংস্থাপ্য মধুঘাতিনম্॥

তথৈব ভবিষ্যে।—

এবং যঃ কুরুতে রাজন্ প্রতিষ্ঠাং দেবচক্রিণঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ॥

বিমানেন বিচিত্রেণ ত্রিসপ্তকুলজৈঃ সহ। পূজাং সংপ্রাপ্য মহতীমিন্দ্রলোকাদিষু ক্রমাৎ।

সর্বাণ্যবং সুখং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

নারসিংহে।—

প্রতিষ্ঠাং নরসিংহস্য যঃ করোতি যথাবিধি। নিষ্কামো নরশার্দ্দূল দেহবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।

সকামো নরসিংহস্য পুরং প্রাপ্য চ মোদতে মন্বন্তরাণ্যনেকানি লব্ধসৌখ্যো বিমুচ্যতে।

নরসিংহং প্রতিষ্ঠাপ্য যঃ পূজামাচরেন্নরঃ। তস্য কামাঃ প্রসিধ্যন্তি পুত্রপৌত্রাদয়ো ভুবি॥

বিধিবৎ স্থাপয়েদ্যস্তু কারয়িত্বা জনার্দ্দনম্। ন জাতু নির্গমস্তস্য বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন॥

গৌতমীয়ে।—

গোষ্ঠে বা শৈলশৃঙ্গে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে। প্রাসাদে স্থাপয়েৎ কৃষ্ণং তীর্থকোটিফলং লভেৎ।

কোটিকোটি-মহাস্নানাৎ কোটিতীর্থপরিভ্রমাৎ।

তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা সংপ্রতিষ্ঠাপ্য কেশবম্॥

সদা মন্ত্রকোটিজপাৎ যৎ ফলং পুরুষো লভেৎ। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সংস্থাপ্য পুরুষোত্তমম্॥

কোটিযজ্ঞেন যৎ পুণ্যং পুণ্যারণ্যনিষেবণাৎ। তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তদ্বৎ সংস্থাপ্য কেশবম্॥

যাবজ্জন্ম হরের্নামগ্রহণে যৎ ফলং লভেৎ॥ তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সংপ্রাপ্য পুরুষোত্তমম্॥

অথ প্রতিষ্ঠাকালঃ।

মাৎস্যে।—

চৈত্রে বা ফাল্গুনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাধবে তথা। মাঘে বা সর্ব্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ॥

প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লমতীতে চোত্তরায়ণে। পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা।

দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী। আসু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃতা বহুফলা ভবেৎ॥

আষাঢ়ে দ্বে তথা মূলমুত্তরাত্রয়মেব চ। জ্যেষ্ঠাশ্রবণরোহিণ্যঃ পূর্ব্বভাদ্রপদা তথা।

হস্তাশ্বিনী রেবতী চ পুষ্যা মৃগশিরস্তথা। অনুরাধা স্বাতী তথা প্রতিষ্ঠাদিষু শস্যতে॥ ৯॥

অতীতে চোত্তরায়ণে ইতি মকরসংক্রান্তৌ ব্যতীতায়ামিত্যর্থঃ, দক্ষিণায়নে প্রতিষ্ঠানিষেধাৎ॥৯॥

দেবের মন্দিরে বিষ্ণুপ্রতিমা স্থাপন করিলে মহাপুণ্যসঞ্চার হইয়া থাকে।৮। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে প্রতিষ্ঠাবিধির শেষে লিখিত আছে যে, যিনি সর্ব্বদেববন্দ্য হরিকে স্থাপন করেন, তৎকর্ত্তৃক স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্তই স্থাপিত হয়, এবং তিনি অতীত দশ ও ভাবী দশ পুরুষ সহ সপরিবারে বিষ্ণুধামে প্রস্থান করেন। কোটিজন্মে যে কিছু পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা ভূরি বা অল্প

বুধো বৃহস্পতিঃ শুক্রস্ত্রয় এতে শুভাবহাঃ। এভির্নিরীক্ষিতং লগ্নং নক্ষত্রঞ্চ প্রশস্যতে।
গ্রহতারাবলং লব্ধা গ্রহপূজাং বিধায় চ। নিমিত্তং শকুনং লব্ধা বর্জ্জয়িত্বাদ্ভুতাদিকম্॥
শুভে যোগে শুভে স্থানে ক্রূরবিবর্জ্জিতে। লগ্নে ঋক্ষে চ কুর্ব্বীত প্রতিষ্ঠাদিকমুক্তবৎ।
অয়নে বিষুবে তদ্বৎ ষড়শীতিমুখে তথা। এতেষু স্থাপনং কার্য্যং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
প্রাজাপত্যে তু শয়নং শ্বেতে তূত্থাপনং তথা। মুহূর্ত্তে স্থাপনং কুর্য্যাত্তথা ব্রাহ্ম্যে বিচক্ষণঃ॥১০॥

অদ্ভুতং ভূকম্পাদি। আদিশব্দেন গ্রহণাদি॥ ১০॥ ভানৌ উত্তরাশাং দিশং আশ্রিতে। উত্ত-

---

হইলেও হরিপ্রতিমা-স্থাপনের ফলে দগ্ধীভূত হইয়া থাকে। ভবিষ্যপুরাণেও লিখিত আছে যে, হে নৃপ! যিনি এইরূপে চক্রপাণি হরির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ ও সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র যানে অধিরোহণ পূর্ব্বক একবিংশতিকুল সহ মহাসম্মানসহকারে সবান্ধবে ইন্দ্রাদিলোকে সুখভোগ করিয়া পরে হরিধামে পূজিত হইয়া থাকেন। নরসিংহপুরাণে লিখিত আছে, হে নরসত্তম! যিনি কামনাহীন হইয়া বিধানে নরসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার দেহবন্ধ-বিমোচন হয়। সকামভাবে প্রতিষ্ঠা করিলে নরসিংহপুরে গিয়া বহুমন্বন্তর সুখভোগ করত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। নরসিংহ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে ধরাধামে পুত্র পৌত্রাদি প্রাপ্তিরূপ কামনা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বিধানে স্থাপন করেন, তাঁহাকে কদাচ হরিধাম হইতে পুনরায় ভ্রষ্ট হইতে হয় না। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে, গোষ্ঠ গিরিশিখর, পুণ্যবন, নদীতীর ও প্রাসাদ এই সমস্ত স্থলে হরিমূর্ত্তি স্থাপন করিলে কোটিতীর্থের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোটি কোটি মহাস্নান ও কোটিকোটি তীর্থপর্য্যটন দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়া যায়, ভক্তি সহকারে হরিমূর্ত্তি স্থাপন করিলে সেই ফল লাভ হয়। সর্ব্বদা কোটিমন্ত্র জপ দ্বারা যে ফল অর্জ্জিত হয়, পুরুষপ্রবর হরিকে স্থাপন করিলে সেই ফল লাভ করিতে পারে। কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানে ও পুণ্যকানন-সেবনে যে ফল হয়, হরিমূর্ত্তি স্থাপন করিলে তৎফল প্রাপ্ত হইতে পারে। আজীবন হরিনাম লইলে যে ফল হয়, হরিমূর্ত্তি স্থাপন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনন্তর প্রতিষ্ঠাকাল নিরূপিত হইতেছে।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, চৈত্র, ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, বৈশাখ ও মাঘ এই সমস্ত মাসে দেবপ্রতিষ্ঠা করিলে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরায়ণ অতীত হইলে ঐ সকল মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, দশমী, পূর্ণিমা ও ত্রয়োদশী এই সমস্ত তিথিতে বিধানে প্রতিষ্ঠা করিলে সেই প্রতিষ্ঠা বহুফলদায়িনী হয়। পূর্ব্বাষাঢ়া, ও উত্তরাষাঢ়া মূলা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, রোহিণী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, হস্তা, অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, অনুরাধা ও স্বাতী এই সমস্ত নক্ষত্র প্রতিষ্ঠা-কর্ম্মে প্রশস্ত। ৯। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই বারত্রয় প্রতিষ্ঠাকর্ম্মে প্রশস্ত এবং যে লগ্ন বা নক্ষত্র এই তিন গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহাও প্রশস্ত জানিবে। গ্রহবল ও তারাবল প্রাপ্ত হইয়া গ্রহপূজা সমাপনান্তে শুভসূচক নিমিত্ত দেখিয়া অদ্ভুতাদি (ভূকম্পগ্রহণাদি)

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।—

উত্তরাশাশ্রিতে ভানৌ শুক্লপক্ষে সুরেশ্বর। কৃষ্ণপক্ষান্তিম-ত্র্যংশাদৃতে সুরগণার্চ্চিত॥
শুক্লস্যাদ্যং পরিত্যজ্য প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্বুধঃ। মাঘে মাসি ফাল্গুনে বা চৈত্র-বৈশাখয়োরপি॥
জ্যৈষ্ঠে মাস্যথবাষাঢ়ে সুযোগকরণান্বিতে। প্রতিপচ্চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া পঞ্চমী তথা॥
সপ্তমী দশমী চৈব দ্বাদশী চ ত্রয়োদশী। অষ্টমী পৌর্ণমাসী চ প্রতিষ্ঠায়াং সুশোভনাঃ।
গুরুঃ সোমো বুধঃ শুক্রঃ প্রতিষ্ঠায়াং শুভাবহাঃ। মেষো বৃষোঽথ মিথুনঃ কর্কটো বৃশ্চিকস্তথা॥
সিংহঃ কন্যা চ সততং বিজ্ঞেয়াঃ শান্তিকারকাঃ। উত্তরাসু তথা মূলে রৌদ্রে পুষ্যেঽথ শস্যতে॥
বৈষ্ণবে চানুরাধে চ রেবত্যাং রোহিণীষু চ। অশ্বিন্যামথ চিত্রায়াং ভরণ্যাং চ পুনর্ব্বসৌ॥
প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্বিদ্বান্ নক্ষত্রে মৃগশীর্ষকে। অয়নে বিষুবে চৈব ষড়শীতিমুখে তথা॥
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ সম্পৎক্ষেমঞ্চ সাধকম্। তারাপঞ্চকমেতচ্চ প্রতিষ্ঠায়াং প্রশস্যতে॥
গরং বিষ্টিঞ্চ কিন্তুঘ্নং শাকুনঞ্চ চতুষ্পদম্। বর্জ্জয়েৎ সুপ্রযত্নেন প্রতিষ্ঠায়াং সুরেশ্বর॥
বিষ্কুম্ভমতিগণ্ডঞ্চ শূলং পরিঘমেব চ। গণ্ডং ব্যাঘাতকং চৈব বৈধৃতং বজ্রমেব চ॥
ব্যতীপাতং হর্ষণঞ্চ যোগানেতান্ বিবর্জ্জয়েৎ। ন শস্তং গ্রহণে নিত্যং তথা বৈ দক্ষিণায়নে॥
লগ্নে তু সুস্থিরে কার্য্যং স্থিরাংশে সুরসত্তম। কর্ত্তুশ্চোপচয়োপেতে মুহূর্ত্তে শোভনে দ্বিজ॥

রায়ণে সতীত্যর্থঃ। কৃষ্ণপক্ষেঽপি যোগবাহুল্যে কারয়েৎ, কিন্তু তত্র ত্রয়োদশী-চতুর্দ্দশ্যমাবস্যা

ত্যাগ করত শুভযোগে, শুভস্থলে, ক্রূরগ্রহরহিত লগ্নে ও নক্ষত্রে পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠাদি করিবে। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বিষুব সংক্রান্তি ও ষড়শীতি সংক্রান্তি, এই সমস্ত কালে বিধি-বিহিত নিয়মে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রাজাপত্যে শয়ন, শ্বেতে উত্থাপন ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্থাপন করাই সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১০। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে দেবদেব! হে দেবগণবন্দ্য! ভাস্করদেব উত্তরদিকে থাকিলে শুক্লপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা তিথিতে এবং শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ বর্জ্জন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করাই সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে, শুভযোগ ও শুভকরণে, প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, অষ্টমী ও পূর্ণিমা এই সমস্ত তিথি প্রতিষ্ঠাকর্ম্মে প্রশস্ত। গুরু, সোম, বুধ ও শুক্র এই সমস্ত বার প্রতিষ্ঠাক্রিয়ায় কল্যাণকর। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, বৃশ্চিক, সিংহ ও কন্যা এই সমস্ত লগ্ন প্রতিষ্ঠাতে শান্তিপ্রদ। উত্তরাত্রয়, মূলা, রৌদ্র অর্থাৎ আর্দ্রা, শ্রবণা, পুষ্যা, অনুরাধা, রেবতী, রোহিণী, অশ্বিনী, চিত্রা, ভরণী, পুনর্ব্বসু ও মৃগশিরা এই সমস্ত নক্ষত্রে প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বিষুবসংক্রান্তি এবং মিত্র, পরমমিত্র, সম্পদ্, ক্ষেম ও সাধক এই তারাপঞ্চক প্রতিষ্ঠা-কর্ম্মে প্রশস্ত। হে দেবদেব! প্রতিষ্ঠাকর্ম্মে গর, বিষ্টি, কিন্তুঘ্ন, শাকুন ও চতুষ্পদ সম্বন্ধে এই সমস্ত করণ এবং বিষ্কুম্ভ, অতিগণ্ড, শূল, পরিঘ, গণ্ড, ব্যাঘাত, বৈধৃতি, বজ্র, ব্যতীপাত ও হর্ষণ এই সমস্ত যোগ পরিত্যাগ করিবে। হে দেবশ্রেষ্ঠ! গ্রহণকালে ও দক্ষিণায়নে প্রতিষ্ঠা কর্ম্মে অপ্রশস্ত। স্থিরলগ্নে ও স্থিরাংশে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

মৈত্রে বৈরাজসাবিত্রে শ্বেতে বা বাসবে শিবে। অভিজিদ্রোহিণীনাঙ্ক মুহূর্ত্তে পদ্মসম্ভবে॥
গান্ধর্ব্বে বা স্থাপয়ীত হরিং সুরগণার্চ্চিতম্। আদিত্যস্য বলং লব্ধ্বা লগ্নং শুভনিরীক্ষিতম্॥
চন্দ্রতারাবলং প্রাপ্য স্থাপয়েৎ পুরুষোত্তমম্। সুগ্রহে চ সুনক্ষত্রে কুর্য্যাত্তত্রাধিবাসনম্॥

ভবিষ্যে।—

হরৌ সুপ্তে ন কর্ত্তব্যং দেবার্চ্চাস্থাপনং বুধৈঃ। কর্ত্তব্যং তু বিবুদ্ধে তু হংসে চাপ্যুত্তরং গতে॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধ্যর্থং স্থাপয়েদুত্তরায়ণে। বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বযত্নেন মন্ত্রবিদ্দক্ষিণায়নম্॥

দেবীপুরাণে।—

সিংহসংস্থং গুরুং শুক্রং সর্ব্বারম্ভেষু বর্জ্জয়েৎ। প্রারব্ধং ন চ সিধ্যেত মহাভয়করং ভবেৎ॥
পুত্রভ্রাতৃকলত্রাণি হন্যাচ্ছীঘ্রং ন সংশয়ঃ। কারকো ব্রজতে নাশং সন্তানং ক্ষীয়তেঽচিরাৎ॥
দেবারামতড়াগেষু প্রপোদ্যানগৃহেষু চ। সিংহস্থং মকরস্থং চ গুরুং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥

অথ প্রতিষ্ঠাস্থানম্।

তত্রৈব।—

সিদ্ধক্ষেত্রং সরঃ পুণ্যবনং রম্যং নদীতটম্। প্রাসাদো নির্ম্মিতঃ শক্ত্যা মনোরমগৃহাদি চ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

অথ দিগ্বিনিয়মোপেতং দেবতাস্থাপনং শুভম্। পুরো দিশি যথা দেবাঃ স্থাপ্যাঃ শৃণু তথা মম॥
নগরগ্রামমধ্যে তু ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্। আখণ্ডলস্য সূর্য্যস্য পূর্ব্বেণায়তনং শুভম্।
স্বদিগ্গতং কৃশানোস্তু মাতৃণাঞ্চৈব দক্ষিণে। ভূতানামালয়স্তস্মিন্ ধর্ম্মরাজালয়ঃ শুভঃ॥
চণ্ডিকায়াঃ পিতৃণাঞ্চ দৈত্যানাং নৈর্ঋতে ভবেৎ। প্রচেতসঃ সমুদ্রস্য সিন্ধূনাং পশ্চিমে ভবেৎ॥
ফণিনাং চৈব বায়ব্যাং বায়োঃ স্থানন্তু তচ্ছুভম্। যক্ষাধিপস্য স্কন্দস্য উদীচ্যাং স্থানমুচ্যতে॥
বিষ্ণোঃ স্থানং তু সর্ব্বত্র কালভেদেন ভিদ্যতে। নগরাভিমুখাঃ সর্ব্বে স্থাপিতাঃ শুভদা নৃণাম্।
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা কৃতা যদি পরাঙ্মুখাঃ। তদা শাস্ত্রাদিভির্বিদ্বানুপায়মিমমাচরেৎ॥
তদ্বর্ণভূষণোপেতং তদ্রূপায়ুধলক্ষণম্। পুরস্যাভিমুখং ভিত্তৌ তং দেবং তত্র সংলিখেৎ॥

কিঞ্চ।—দিগ্বিশেষেণ মে স্থানং শৃণু মে সুরসত্তম। গ্রামমধ্যেঽথবারণ্যে নদীনাং সঙ্গমে তথা॥
নগরস্য সমন্তাচ্চ সর্ব্বত্রাহং প্রতিষ্ঠিতঃ। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুংসাং বিশেষং শৃণু চাপরম্॥১১॥
ঐন্দ্র্যাং প্রশস্তং বিজ্ঞেয়মাগ্নেয্যাং পরিবর্জ্জিতম্। যাম্যাং প্রশান্তয়ে শস্তং নৈর্ঋত্যাং ভয়দং ভবেৎ॥
দ্রব্যাদীনাং প্রসিদ্ধ্যর্থং বারুণ্যাং রাজসিদ্ধয়ে। বায়ব্যাং বর্জ্জয়েদ্যত্নাৎ কৌবের্য্যাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
ঐশান্যাং যজনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বসম্পৎকরং নৃণাম্॥ ১২॥

বর্জ্জয়েদিত্যাহ কৃষ্ণেতি॥১১॥ কালভেদেন ভিদ্যত ইতি যদুক্তং,তদেব দর্শয়তি ঐন্দ্র্যামিত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন॥ ১২॥

হে বিপ্র! কর্ত্তার উন্নতি হেতু মৈত্র, বৈরাজ, সাবিত্র, শ্বেত, বাসব, শিব, অভিজিৎ ও রোহিণী মুহূর্ত্তে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কিংবা গান্ধর্ব্বমুহূর্ত্তে দেববন্দ্য হরিকে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। [illegible] শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে এবং চন্দ্র তারা বলবান্ হইলে পুরুষোত্তম দেবকে [illegible]

অথ প্রতিষ্ঠাধিকারী।

দেবীপুরাণে।— বর্ণাশ্রমবিভাগেন দেবাঃ স্থাপ্যা হি নান্যথা॥ ১৩॥

কিঞ্চ।— চাতুর্ব্বর্ণৈস্তথা বিষ্ণুঃ প্রতিষ্ঠাপ্যঃ সুখার্থিভিঃ॥ ১৪॥

বর্ণাশ্রমবিভাগেনৈব দেবাঃ স্থাপ্যাঃ। কেনচিদ্বর্ণেন কেনচিদাশ্রমাদিনা চ কশ্চিদ্দেবঃ স্থাপ্যঃ, ন চ সর্ব্বৈরেব সর্ব্ব ইত্যর্থঃ॥ ১৩॥ শ্রীবিষ্ণুস্তু সর্ব্বৈরেব স্থাপ্য ইত্যাহ চাতুর্ব্বর্ণৈরিতি॥ ১৪॥

হলে, শুভগ্রহের ও শুভ নক্ষত্রের উদয়ে অধিবাস কর্ত্তব্য। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীহরির শয়নকালে দেব প্রতিমা স্থাপন করিতে নাই। ভগবানের উত্থানে ও সূর্য্য উত্তরদিগ্‌গত হইলে (উত্তরায়ণে) স্থাপন করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ্যর্থ উত্তরায়ণে প্রতিমা স্থাপন করিবেন। দক্ষিণায়ন যত্নসহকারে ত্যাজ্য। দেবীপুরাণে লিখিত আছে, সকল কার্য্যের প্রথমেই সিংহস্থ শুক্র ত্যাগ করিতে হয়। কেননা, তৎকালে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কর্ম্ম নিষ্ফল ও মহাভয়াবহ হয় এবং পুত্র, ভ্রাতা ও ভার্য্যা বিনাশ পায়; কর্ত্তা কালগ্রাসে নিপতিত হয় ও আশু সন্ততিক্ষয় হয় সন্দেহ নাই। গুরু সিংহস্থ বা মকরস্থ থাকিলে দেবতা, আরাম, তড়াগ, প্রপা, উদ্যান ও গৃহাদি-প্রতিষ্ঠাকর্ম্মে সযত্নে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। অতঃপর প্রতিষ্ঠার স্থান কথিত হইতেছে।—উক্ত দেবীপুরাণেই লিখিত আছে যে, সিদ্ধিক্ষেত্র, সরোবর, পুণ্যোদ্যান ও মনোহর নদীকূল এই সমস্ত স্থলে স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে প্রাসাদ বা মনোহর গৃহ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, যথাবিহিত দিকে ও যথানিয়মে দেবতা স্থাপন করিলে মঙ্গললাভ হয়; প্রথমতঃ যে দিকে দেবতা স্থাপন কর্ত্তব্য, তাহা বর্ণন করি, অবধান কর। ব্রহ্মাকে স্থাপন করিতে হইলে নগর ও গ্রামমধ্যেই তদীয় উত্তম স্থান জানিবে। ইন্দ্র ও সূর্য্যকে স্থাপনার্থে পূর্ব্বদিকে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে তাহা মঙ্গলপ্রদ হয়। বহ্নির জন্য বহ্নিকোণে এবং মাতৃগণের জন্য, ভূত সকলের জন্য ও ধর্ম্মরাজের জন্য দক্ষিণদিকে গৃহ নির্ম্মাণ শুভকর। নৈর্ঋতকোণে চণ্ডিকা, পিতৃগণ ও দৈত্যগণের; পশ্চিমে বরুণ, সমুদ্র ও নদীসমূহের জন্য; বায়ুকোণে ফণী ও বায়ুর এবং উত্তরদিকে যক্ষাধিপ কুবের ও কার্ত্তিকের স্থাপনার্থ গৃহ নির্ম্মাণ প্রশস্ত। বিষ্ণু-স্থাপনার্থ সকলদিকেই গৃহ করিতে পারে; কিন্তু সময়ভেদে ভিন্নভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। দেবগণকে নগরাভিমুখে স্থাপন করিলে মানবগণের কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। অজ্ঞানে বা প্রমাদনিবন্ধন অন্যদিঙ্মুখে স্থাপন করিলে সুধী ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে (বক্ষ্যমাণরূপ) উপায় বিধান করিবেন। যে দেবতার যেপ্রকার বর্ণ, যদ্রূপ বিভূষণ, যেপ্রকার অস্ত্র ও যদ্রূপ লক্ষণ, তদ্রূপ করিয়া পুরাভিমুখ করত ভিত্তিতে অঙ্কন করিতে হয়। আরও ভগবানের উক্তি আছে যে, হে দেবশ্রেষ্ঠ! দিগ্বিশেষে আমার স্থাপনের যেরূপ উপযুক্ত স্থান হইতে পারে, তাহা বর্ণন করি, অবধান কর। গ্রামমধ্যে, অরণ্যে, নদীসঙ্গমে, নগরের সমস্তদিকে ও সর্ব্বত্রই [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। আমি উক্তপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ হই। [illegible] যে বিশেষ আছে, তাহাও অবধান কর। পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠা করাই প্রশস্ত, [illegible] স্থাপন করিতে নাই। [illegible] শান্তি [illegible] দক্ষিণদিকে স্থাপন করিবে। নৈর্ঋত-

অথ স্থাপকাদিলক্ষণং মূর্ত্তিপানাং লক্ষণঞ্চ।

তত্রৈব।—

পঞ্চরাত্রার্থকুশলো মন্ত্রতন্ত্রাবধারকঃ। স্থাপনে সর্ব্বদা শস্তো ব্রহ্মচারী চ শান্তিযুক্॥ ১৫॥
অন্যথা কলহোদ্বেগং কুর্য্যান্নিত্যং মহাভয়ম্। যজমানে নৃপে রাষ্ট্রে স্থাপকে চ নিরাগমে॥

মাৎস্যে।—

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মূর্ত্তিপানাং তু লক্ষণম্। স্থাপকস্য সমাসেন লক্ষণং শৃণুত দ্বিজাঃ॥
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণো বেদমন্ত্রবিশারদঃ। পুরাণবেত্তা তত্ত্বজ্ঞো দম্ভলোভবিবর্জ্জিতঃ॥
কৃষ্ণচারবরে দেশে য উৎপন্নঃ শুভাকৃতিঃ। শৌচাচারপরো নিত্যং পাষণ্ডকুলনিস্পৃহঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্রহ্মোপেন্দ্রহরপ্রিয়ঃ। উহাপোহার্থতত্ত্বজ্ঞো বাস্তুশাস্ত্রস্য পারগঃ॥
আচার্য্যস্তু ভবেন্নিত্যং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৭॥
মূর্ত্তিপাস্তদ্বিধাশ্চৈব কুলীনা ঋজবস্তথা। দ্বাত্রিংশৎ ষোড়শাথাপি অষ্টৌ বা শ্রুতিপারগাঃ।
জ্যেষ্ঠ-মধ্য-কনিষ্ঠাস্তু মূর্ত্তিপাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

তন্ত্রম্ অনুষ্ঠানপ্রকারঃ॥ ১৫॥ স্থাপকে প্রতিষ্ঠাচার্য্যে নিরাগমে শাস্ত্রানভিজ্ঞে সতি। এতচ্চ অন্যথেত্যস্য বিবরণম্। যদ্বা যজমানাদিষু তাদৃশে স্থাপকে চ কলহাদিমহাভয়ং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণসারস্তস্য চারশ্চরণং তেন বরে। ১৭॥ কুলজঃ পিতৃমাতৃকুলদ্বয়স্য প্রলয়ং মরণং

কোণে স্থাপন করিলে সেই প্রতিমা ভয়াবহ হয়। দ্রব্যসিদ্ধ্যর্থ ও রাজ্যলাভার্থ পশ্চিমে স্থাপনই প্রশস্ত। বায়ুকোণ সযত্নে পরিত্যাজ্য। উত্তরদিকে স্থাপন করিলে পুষ্টিলাভ হয়। ঈশান কোণে যজন শ্রেষ্ঠ ও উহা সর্ব্বসম্পৎপ্রদ হয়। ১২।

অনন্তর প্রতিষ্ঠার অধিকারী নিরূপণ হইতেছে।—দেবীপুরাণে লিখিত আছে, বর্ণাশ্রম-বিভাগানুসারে দেবপ্রতিমা স্থাপন করিতে হয়; তাহার অন্যথাচরণ করিতে নাই। ১৩। আরও লিখিত আছে যে, সুখকামী হইয়া ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণই বিষ্ণুপ্রতিমা স্থাপন করিতে পারে। ১৪।

অতঃপর স্থাপকাদিলক্ষণ ও মূর্ত্তিরক্ষকাদিলক্ষণ কথিত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, পঞ্চরাত্রার্থবেত্তা, মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ, শান্তিমান্, ব্রহ্মচারী ব্যক্তিই দেবপ্রতিমা স্থাপনের উপযুক্ত পাত্র। ১৫। উহার বিপরীত হইলে যজমান, নৃপতি, রাজ্য ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ আচার্য্য সকলের পক্ষেই কলহ, উদ্বেগ ও নিত্য মহাভয় সংঘটিত হয়। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, হে বিপ্রগণ! এক্ষণে মূর্ত্তিরক্ষক ও স্থাপকগণের লক্ষণ সংক্ষেপে বর্ণন করি, অবধান কর। সর্ব্বাঙ্গ-সংপূর্ণ, বেদমন্ত্রজ্ঞ, পুরাণবিদ্, তত্ত্ববিশারদ ও দম্ভলোভরহিত হইবেন। যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে তাদৃশ স্থানে যাঁহার উদ্ভব, যাঁহার আকার শুভদর্শন, যিনি সতত শৌচাচারবান্, পাষণ্ডসংসর্গাদিতে নিস্পৃহ, শত্রু মিত্রে সমদর্শী, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব যাঁহার প্রিয়, কোন স্থলে কোন মন্ত্রবর্ণের উহ (উহ্যকরণ) ও অপোহ (মন্ত্রবর্ণ ত্যাগ) করিতে হইলে তদ্বিষয়ের তত্ত্ব মীমাংসা করিতে যিনি সমর্থ, যিনি বাস্তুশাস্ত্রে বিচক্ষণ ও সর্ব্বদোষশূন্য, [illegible] ব্যক্তিই আচার্য্যপদের উপযুক্ত। মূর্ত্তিরক্ষক দ্বিবিধ,—কুলীন ও ঋজু। [illegible]

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।—

কর্ত্তুমিচ্ছতি যঃ পুণ্যং মম মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠয়া। অন্বেষণীয়স্ত্বাচার্য্যস্তেন লক্ষণসংযুতঃ।
সংশুদ্ধব্রহ্মযোনিস্তু প্রলয়োৎপত্তিসংস্থিতম্। যো বেত্তি কুলজো ধীমানাচার্য্যত্বং হি সোঽর্হতি॥
সম্মতঃ সর্ব্ববর্ণানাং পঞ্চরাত্রবিশারদঃ। ক্রোধলোভবিনির্ম্মুক্তো মাৎসর্য্যদোষবর্জ্জিতঃ॥
ক্ষয়াপস্মাররহিতঃ কুষ্ঠরোগবিবর্জ্জিতঃ। অন্যূনানতিরিক্তাঙ্গো যুবা লক্ষণলক্ষিতঃ॥
অনন্যদেবতাভক্তঃ শূদ্রান্নপরিবর্জ্জিতঃ। ব্রাহ্মণানামলাভে তু ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥
ক্ষত্রিয়াণামলাভে তু বৈশ্যঃ শূদ্রস্য কল্পিতঃ। কদাচিদপি শূদ্রস্তু নৈবাচার্য্যত্বমর্হতি॥ ১৮॥
গৃহং ব্রহ্মচর্য্যগং ককারাষ্টকবর্জ্জিতম্। গুরুং কুর্ব্বীত সততমুপবাসব্রতে রতম্।
ঋজুস্বভাবং মধুরস্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণম্॥ ১৯॥

কিঞ্চ।—

সর্ব্বত্র ব্যতিরিক্তন্তু আত্মানং বেত্তি যো দ্বিজঃ। সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি স গুরুর্নাত্র সংশয়ঃ।
অপি পাপসমাচারঃ সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিতঃ। দেশিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সংসারার্ণবতারকঃ॥ ২০॥
পঞ্চরাত্রপ্রবুদ্ধস্তু সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ত্ববিৎ। সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি আচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে।
যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ। স এব স্থাপকো জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্বদামি তে॥২১

উৎপত্তিং জন্ম সংস্থিতিঞ্চ জীবনং যো বেত্তি অন্যথা কুলাচারাদিদোষপ্রসক্তেঃ॥ ১৮॥ ককারাষ্টকঞ্চ কুষ্ঠী কুনখী কুণ্ডঃ কাকস্বরঃ ক্লীবঃ কাতরঃ ক্রোধনঃ কুৎসিত ইতি স্বয়মেবাভিব্যঞ্জয়িতব্যম্॥ ১৯॥ অধুনা স্থাপকস্য লক্ষণবিশেষমাহ সর্ব্বত্রেতি চতুর্ভিঃ। ব্যতিরিক্তং দেহাদিভিন্নম্। সর্ব্বৈরুক্তৈর্লক্ষণৈর্হীনোঽপি॥ ২০॥ পঞ্চরাত্রে শাস্ত্রে প্রবুদ্ধঃ অভিজ্ঞঃ॥ ২১॥

শ্রুতিবিশারদ হইবেন। মূর্ত্তিরক্ষক ব্যক্তি ত্রিংশৎসংখ্য হইলে উত্তম, ষোড়শ মধ্যম ও অষ্টসংখ্য অধম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ভগবানের উক্তি আছে যে, যিনি মদীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্য অর্জ্জনে বাসনা করেন, লক্ষণযুক্ত আচার্য্য অনুসন্ধান করা তাঁহার কর্ত্তব্য। যিনি বিপ্রকুলে উৎপন্ন, যাঁহার পিতৃ মাতৃকুল বিশুদ্ধ, যিনি প্রলয় উৎপত্তি ও স্থিতিবিষয়ে জ্ঞানবান্, সেই ধীমান্ ব্যক্তিই আচার্য্যপদের উপযুক্ত। পঞ্চরাত্রশাস্ত্রে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, যিনি ক্রোধ লোভ ও মাৎসর্য্যদোষ-হীন, তিনি সর্ব্ববর্ণের মধ্যেই প্রশস্ত। ক্ষয়রোগী, অপস্মাররোগী (মৃগীরোগী) ও কুষ্ঠরোগী পরিত্যাজ্য; আচার্য্যের উপযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অধিকাঙ্গ বা হীনাঙ্গ নহেন, যিনি যুবা, সুলক্ষণবিশিষ্ট, হরিভক্ত ও শূদ্রান্নত্যাগী, তিনিই আচার্য্যপদের উপযুক্ত। যদি ঐরূপ লক্ষণবিশিষ্ট দ্বিজাতির অপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে বৈশ্য শূদ্রের আচার্য্য হইবেন; কিন্তু শূদ্র কদাচ আচার্য্যের উপযুক্ত নহে। ১৮। যিনি গৃহী, ব্রহ্মচর্য্যবান্, উপবাসব্রতপরায়ণ, সরলস্বভাব, বাক্‌প্রয়োগের পূর্ব্বে যাঁহার বদন ঈষদ্ধাস্যে বিরাজিত ও মনোহর হয়, যিনি কুষ্ঠ প্রভৃতি অষ্টককারযুক্ত নহেন, তিনিই গুরুর উপযুক্ত। ১৯। আরও লিখিত আছে, যিনি আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক্ জ্ঞান করেন, সর্ব্বলক্ষণ-বর্জ্জিত হইলেও তিনি

কিঞ্চ।—যেন তন্ত্রেণ প্রারব্ধা প্রতিষ্ঠা গুরুণা ভবেৎ। তত্তন্ত্রপারগাঃ শস্তা মূর্ত্তিপাশ্ছিন্নসংশয়াঃ।
ষড়ঙ্গবিদুষঃ সর্ব্বে মন্ত্রব্রাহ্মণপারগাঃ। এবম্বিধৈর্বৈষ্ণবৈস্তু প্রতিষ্ঠামারভেদ্গুরুঃ॥ ২২॥

অথ স্থাপকত্বে বর্জ্জনীয়াঃ।

তত্রৈব।—শৈবঃ সৌরো নৈষ্ঠিকশ্চ নগ্নঃ সঙ্করজোঽশুচিঃ। বৃদ্ধঃ কুৎসিতমূর্ত্তির্যো মহাপাতকচিহ্নিতঃ।
কুষ্ঠী চ কুনখী শ্বিত্রী নিষ্ঠীবী ঘর্ঘরস্বরঃ। অর্ব্বুদী গাণ্ডবী ব্যঙ্গী গর্ব্বিতো বধিরস্তথা॥
তন্ত্রবিদ্বেষকশ্চৈব পরদ্রোহরতস্তথা। কুণ্ডঃ কাকস্বরঃ ক্লীবঃ কাতরঃ ক্রোধনস্তথা।
পুনর্ভূশ্চ স্বয়ম্ভূশ্চ গোলকো নাস্তিকস্তথা। জড়োঽতিগৌরঃ খল্লীটো হীনাঙ্গঃ স্থূল এব চ॥
অতিকৃষ্ণোঽব্রণঃ পাপী কৃশো হ্রস্বোঽলসস্তথা। ব্যাপন্নোঽসংস্কৃতশ্চৈব উদ্বিগ্নো দীন এব চ॥
ব্রতোপবাসহীনশ্চ বৃষলীপতিরেব চ। পণ্যরঙ্গোপজীবী চ পণ্যস্ত্রীপারদারিকঃ॥
আচার্য্যপুত্রকাদীনাং বিদ্বেষ্টা পরসেবকঃ। ভোজকঃ সেবকশ্চৈব ব্যসনী পিশুনী গদী॥
অতিরোগী ভিষক্ চৈর সাহসী সময়চ্যুতঃ। দ্বিজাতিগুরুদেবানাং নিন্দকঃ পাপকস্তথা।
পিঙ্গাক্ষো ধূম্রবর্ণাক্ষো বিড়ালাক্ষস্তথৈব চ। মৎসরী গণ্ডমালী চ বকবৃত্তিরতস্তথা॥
উপায়দেশহীনশ্চ কৃকৃথটঃ কুৎসিতব্রতঃ। নির্দ্দয়শ্চৈব নিঃসত্ত্বো নৈপুণ্যপরিবর্জ্জিতঃ।
প্রতিষ্ঠাতন্ত্রকিঞ্চিজ্জ্ঞোঽবেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ২৩॥

মূর্ত্তিপানাং লক্ষণমাহ যেনেতি দ্বাভ্যাম্। ষড়ঙ্গেষু বিদুষঃ বিদ্বাংসঃ। ব্রাহ্মণং বেদভাগ বিশেষঃ॥ ২২॥

উক্তলক্ষণাচার্য্যালাভে তদন্যবরণেঽপি শৈবাদয়োঽবশ্যং বর্জ্জ্যা ইত্যাহ শৈব ইত্যাদিনা দেশিক ইত্যন্তেন। শ্বিত্রং শ্বেতকুষ্ঠং তদ্বান্। নিষ্ঠীবী নিষ্ঠীবনশীলঃ। অর্ব্বুদং মাংসগ্রন্থিরূপো রোগ-বিশেষস্তদ্বান্। গাণ্ডবশ্চ গলরোগবিশেষঃ তদ্বান্। অমৃতে ভর্ত্তরি জারজঃ কুণ্ডঃ। পুনর্ভূঃ দ্বিরূঢ়া স্ত্রী, অত্র তৎসুতো জ্ঞেয়ঃ। স্বয়ম্ভূঃ কানীনঃ। মৃতে ভর্ত্তরি জারজো গোলকঃ। খল্লীটঃ কেশরহিত-

---

গুরুপদের যোগ্য সন্দেহ নাই; তিনি পাপাচারবান্ ও সর্ব্বলক্ষণহীন হইলেও গুরু বলিয়া জ্ঞাতব্য; তিনি সংসারপাশ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। ২০। যিনি পঞ্চরাত্রশাস্ত্র বিদিত আছেন ও যিনি সিদ্ধান্তার্থ-বিশারদ, তিনি সর্ব্বলক্ষণহীন হইলেও আচার্য্যের উপযুক্ত। হরির প্রতি যাঁহার পরমা ভক্তি বিদ্যমান এবং গুরুর প্রতি যাঁহার বিষ্ণুতুল্য ভক্তি থাকে, আমি সত্য বলিতেছি, তিনিই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাকারক বলিয়া গণ্য। ২১। আরও লিখিত আছে, গুরুদেব যে তন্ত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিবেন, মূর্ত্তিরক্ষকগণও সেই তন্ত্রে বিশারদ, সংশয়-বর্জ্জিত ষড়ঙ্গবেত্তা এবং মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগে বিচক্ষণ হইবেন। আচার্য্য ঈদৃশ বৈষ্ণববর্গ সহ মিলিত হই-য়াই প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিবেন। ২২।

অনন্তর স্থাপকত্ব সম্বন্ধে পরিত্যাজ্য বিবৃত হইতেছে।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, শৈব, সৌর, নৈষ্ঠিক, নগ্ন, সঙ্করজ, অপবিত্র, বৃদ্ধ, কুৎসিতাকার, মহাপাপচিহ্নে চিহ্নিত, কুষ্ঠী, কুনখী, শ্বেতকুষ্ঠী, নিষ্ঠীবী (সর্ব্বদা যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে), ঘর্ঘরস্বরবিশিষ্ট, অর্ব্বুদরোগী (মাংস-গ্রন্থিরূপ রোগী), গাণ্ডবী (গলরোগান্বিত), বিকৃতাঙ্গ, গর্ব্বী, বধির, তন্ত্রদ্বেষী,

বর্জ্জয়ীত প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকম্ ॥ ২৪ ॥

পরবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ। রঞ্জিতঃ পণ্ডশাস্ত্রেণ নাচর্য্যেত স দেশিকঃ ॥

যত্নৈতৈর্ব্বর্জ্জিতৈর্বিষ্ণোঃ স্থাপনং ক্রিয়তে কচিৎ। অসাধকং ভুক্তিমুক্ত্যোর্নিষ্ফলং তন্ন সংশয়ঃ ॥২৫

অথ প্রতিষ্ঠাবিধ্যভিজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠানাচরণে দোষঃ।

তত্রৈব ।—

নাভিবেকং তু যঃ কুর্য্যাৎ প্রতিষ্ঠালোভমোহিতঃ। স যাতি নরকং ঘোরং সহ শিষ্যৈর্ন সংশয়ঃ ॥২৬॥

মন্তকমধ্যঃ। ব্যাপন্ন আপদ্গ্রস্তঃ। ভোজকঃ দেবান্নভোজী। সেবকঃ অন্নমাত্রার্থদেবসেবাপরঃ। গদী সদা রোগযুক্তঃ, তত্রাপ্যতিরোগী। উপায়ো নিজবৃত্তিঃ স্বদেশশ্চ তাভ্যাং হীনঃ। প্রতিষ্ঠা-তন্ত্রস্য কিঞ্চিদেব ন চ সামগ্র্যং জানাতীতি তথা। ন বেদবেদাঙ্গানাং পারগস্তেষামপি কিঞ্চিদেব জানাতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ নাস্তিকং পাষণ্ডিনং ॥ ২৪ ॥ পরেষাং বাক্যস্য প্রমাণানি প্রামাণ্যাপাদাকানি বচনাদীনি জানাতীতি তথা। তাদৃশোঽপি বেদপারগোঽপি অধীতবেদচতুষ্টয়োঽপি পণ্ডশাস্ত্রেণ পাষণ্ডশাস্ত্রেণ রঞ্জিতো যঃ স আচার্য্যো ন ক্রিয়েত। যদ্বা পরবাক্যমেব নাত্মবাক্যমজ্ঞতয়া প্রমাণং জানাতীতি তথা সঃ। যতঃ অবেদপারগঃ বেদার্থানভিজ্ঞঃ অনধীত বেদো বা। অতঃ পণ্ডশাস্ত্রেণ রঞ্জিতঃ। অন্যৎ সমানং ॥ ২৫ ॥

প্রতিষ্ঠা স্বয়ং পৌরোহিত্যাদিবিদ্যথা ইত্যাদিরূপা লোকে খ্যাতিস্তস্যাং লোভঃ। যদ্বা প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি অধিকপ্রাপ্তৌ যো লোভস্তেন মোহিতঃ সন্। অভিবেকপ্রধানাং প্রতিষ্ঠাং

পরদ্রোহপরায়ণ, জারজ, কাকবৎ স্বরবিশিষ্ট, নপুংসক, কাতর, রোষপরায়ণ, পুনর্ভু (দুইবার বিবাহিতা নারীর পুত্র), স্বয়ম্ভূ (কানীন), গোলক (বিধবাসুত), নাস্তিক, জড়, অতিগৌর, খল্লীট (টাকরোগী), হীনাঙ্গ, স্থূল, অতীব কৃষ্ণবর্ণ, নির্ঘৃণ, পাতকী, কৃশ, হ্রস্বদেহ, অলস, বিপন্ন, অসংস্কৃত, উদ্বিগ্ন, দীন, ব্রতোপবাসবর্জ্জিত, বৃষলীপতি, পণ্যরঙ্গোপজীবী (ব্যবসায় দ্বারা ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা যে জীবিকা ধারণ করে), পণ্যস্ত্রীপারদারিক, আচার্য্যপুত্র প্রভৃতির দ্বেষ্টা, পরসেবাকারী, দেবান্নভোজী, অন্নলাভার্থ দেবসেবক, ব্যসনপরায়ণ, পিশুনী (পরদোষসূচক), গদী (নিত্যরোগী), অতিরুগ্ন, চিকিৎসক, সাহসী, সময়চ্যুত (নিয়মবর্জ্জিত), বিপ্র-গুরু-দেব-নিন্দক, পাপিষ্ঠ, পিঙ্গল-নেত্র, ধূম্রবর্ণনেত্রবিশিষ্ট, মার্জ্জারক, মৎসরী, গণ্ডমালারোগী, বকবৃত্তিপরায়ণ (স্বার্থপরায়ণ), নিজবৃত্তিহীন, স্বদেশহীন, ককৃথট (ক্রূর) কুৎসিতব্রতধারী, দয়াহীন, নিঃসত্ত্ব, নৈপুণ্যহীন, প্রতিষ্ঠামন্ত্রের কিয়দংশ জ্ঞাতা, এবং যে বেদ-বেদাঙ্গদর্শী নহে, তাদৃশ নাস্তিক ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও আচার্য্যত্বে পরিত্যাজ্য। ২৩—২৪। পরোক্তবাক্যের প্রমাণজ্ঞ ও অধীতবেদ ব্রাহ্মণ যদি পাষণ্ড-শাস্ত্রে অনুরাগী হন, তাহা হইলে তিনিও আচার্য্যপদের উপযুক্ত নহেন। যে সকল বর্জ্জনীয় ব্যক্তির উল্লেখ হইল, উঁহাদের দ্বারা বিষ্ণু স্থাপিত হইলে সেই স্থাপন দ্বারা ভুক্তিমুক্তিলাভ হয় না, প্রতিষ্ঠা বিফল হয় সন্দেহ নাই। ২৫।

অতঃপর প্রতিষ্ঠাভিজ্ঞের প্রতিষ্ঠা অকরণে দোষ।—উক্ত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রেই লিখিত আছে,

ইদানীমচলায়াস্ত শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রাগ্বিলিখ্যতে। প্রতিষ্ঠাবিধিরাকৃষ্য শাস্ত্রতঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ২৭ ॥

অথ স্থিরমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠারম্ভঃ।

সুস্নাতঃ শুক্লবস্ত্রঃ সন্ কৃতকৃত্যঃ শুভক্ষণে। তিথ্যৃক্ষদেবতে বিঘ্নেশ্বরং মাতৃংশ্চ পূজয়েৎ ॥

তত্র ষোড়শ মাতরঃ।

গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া। দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ ॥
ধৃতিঃ পুষ্টিশ্চ তুষ্টিশ্চ শান্তিঃ স্বকুলদেবতে ॥ ইতি ॥ ২৮ ॥

অথাচার্য্যাদিবরণম্।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা বিধিবদ্বৃণুয়াদ্বুধঃ। আচার্য্যং মধুপর্কাদিদানেনাথ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৯ ॥
এবং ব্রহ্মচতুষ্কঞ্চ তথা হোতৃচতুষ্টয়ম্। দ্বারজাপি-চতুষ্কঞ্চ পঞ্চমং গর্ভজাপিনম্ ॥
তথা মূর্ত্তিধরং চৈকং পুরাণস্তুতিপাঠকম্। সর্ব্বান্ সংপূজ্য পুণ্যাহং স্বস্ত্যাস্তৈস্তৈস্ত বাচয়েৎ ॥ ৩০ ॥

যো ন কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥ প্রতিষ্ঠা চ শ্রীমূর্ত্তেশ্চলাচলত্বভেদেন দ্বিধা। তত্রেদানীমচলায়াঃ প্রতিষ্ঠাবিধির্ব্বিস্তরেণ লিখ্যতে প্রাগিতি। অচলা-প্রতিষ্ঠায়া মুখ্যত্বাৎ তস্যা বিধিজ্ঞানেন চলায়া অপি প্রায়ঃ প্রতিষ্ঠাবিধি-বিজ্ঞানাচ্চ। শাস্ত্রতঃ পুরাণাগমাদিভ্য আকৃষ্য তত্তদ্বচনানি ক্রমেণৈকত্র সংগৃহ্য। সাধুনাং সম্মত ইতি সাংপ্রদায়িকতত্তৎপদ্ধতিকারশিষ্টগণ-সম্মত্যৈব লিখ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কৃত্যানি কৃত্যানি নিত্যকর্ম্মাণি যেন সঃ। তিথিং ঋক্ষঞ্চ নক্ষত্রঞ্চ তয়োর্দেবতে। পূজনঞ্চ প্রণবাদিনমোঽন্তৈশ্চতুর্থ্যন্তৈর্নামমন্ত্রৈরক্ষতগন্ধপুষ্পাদিদ্রব্যৈশ্চ। প্রয়োগঃ ওঁ গৌর্য্যৈ নম ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং নান্দীশ্রাদ্ধং, তচ্চ প্রতিষ্ঠাঙ্গং। বিধিবদিতি অমুকগোত্রঃ অমুকনামাহং অমুকগোত্রমমুকনামানং ত্বাং ভগবদ্ভক্তিকামো ভগবন্মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার্থমাচার্য্যত্বেন বৃণে। স চ বৃতোঽস্মীতি প্রব্রূয়াদিতি। এবমাদিবিধিযুক্তং যৎ স্যাৎ। আদিশব্দাৎ যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারাদি। অথ

যে ব্যক্তি যজমানসকাশে অধিক লাভের আশায় লুব্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠা না করে, সশিষ্য তাহাকে ভীষণ নরকে নিপতিত হইতে হয় সন্দেহ নাই। ২৬। অধুনা পুরাণ, আগম প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সাধুজনসম্মত অচলা-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাবিধি বর্ণিত হইতেছে। ২৭।

স্থিরমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠারম্ভ।—প্রথমতঃ কৃতস্নান হইয়া শুক্লাম্বর পরিধান ও নিত্যকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক শুভক্ষণে তিথিনক্ষত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিঘ্নেশ্বর গণপতি ও মাতৃগণের অর্চ্চনা করিবে।

তন্মধ্যে ষোড়শ মাতৃগণের নাম কথিত হইতেছে।—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা, ষোড়শ-মাতৃকা যথাক্রমে এইরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ২৮।

তৎপরে আচার্য্যাদিবরণ—সুধীব্যক্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া আচার্য্যকে বরণপূর্ব্বক মধুপর্কাদি দান দ্বারা পূজা করিবেন। ২৯। এই প্রকারে ব্রহ্মা চারিজন, হোতা চারিজন, দ্বারজাপক

অথ মণ্ডপাদিনির্ম্মাণম্।

মিতং ষোড়শভির্হস্তৈঃ কিংবা দ্বাদশভিশ্চ তৈঃ। দশভির্ব্বা প্রকুর্ব্বীত মণ্ডপং সমলঙ্কৃতম্॥
সপ্তধান্যাঙ্কুরোপেতং নদীভূবালুকাচিতম্। তোরণাদিযুতং দিব্যং শঙ্খভের্য্যাদিনাদিতম্॥ ৩১॥
তথা চ ভবিষ্যে।—

প্রাসাদান্নাতিদূরে তু কুর্য্যান্মণ্ডপমগ্রতঃ। দশদ্বাদশহস্তং বা পরিক্ষিপ্তং সমন্ততঃ॥ ৩২॥
চতুর্ভিস্তোরণৈর্যুক্তং পুষ্পদামাভিশোভিতম্। প্লক্ষোড়ুম্বরমশ্বত্থবটং পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ।
হস্তং প্রবেশয়েদ্ভূমৌ দৃশ্যং হস্তচতুষ্টয়ম্। সুপলিপ্তং সুসংমৃষ্টং চতুর্দ্বারেণ সংযুতম্।
স্থণ্ডিলস্যোপরি ক্ষিপ্তং সমন্তাদুপশোভিতম্। নদীতীরমৃদা যুক্তং বালুকায়াঞ্চ কারিতম্॥ ৩৩॥

বরণানন্তরং মধুপর্কাদিদানেনৈব কিংবা পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদিভিঃ সম্যগর্চ্চয়েৎ॥ ২৯॥ এবং লিখিতপ্রকারেণ ব্রহ্মাদীংশ্চ বৃণুয়াৎ। এতৈরাচার্য্যাদিভিস্তু পুণ্যাহং স্বস্ত্যাদিকঞ্চ বাচয়েৎ॥ ৩০॥

কিংবেত্যাদিবিকল্পশ্চ শক্ত্যনুসারেণ প্রাসাদপ্রদেশানুসারেণ বা। তচ্চ শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-বচনতো ব্যক্তং ভাবি। যদ্যপি দশাষ্টহস্তং হীনং তু মধ্যং দ্বাদশষোড়শং। বিংশহস্তং চতুর্ব্বিংশমুত্তমস্যোদিতং দ্বিজেতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্তং তথাপি ভবিষ্যপুরাণাদ্যনুসারেণ শিষ্টাচারতঃ সাধুপদ্ধতিকারবর্গসম্মত্যা লিখিতং মিতং ষোড়শভিরিত্যাদি। এবমন্যত্রাপ্যগ্রে বোদ্ধব্যং। সম্যগলঙ্কৃতং পুষ্পদামবিতানপল্লবাদভির্ভূষিতং। তদ্বিশেষশ্চ ভবিষ্যপুরাণাদি-বচনতোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী॥ ৩১॥ স্বলিখিতার্থং প্রমাণয়ন্ ভবিষ্যপুরাণাদিবচনানি সংগৃহ্লাতি প্রাসাদাদিত্যাদি। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ং। অগ্রতঃ পূর্ব্বদিশি আদৌ বা সমন্ততঃ সর্ব্বতঃ পরিক্ষিপ্তং॥ ৩২॥ চতুস্তোরণান্যবাহ প্লক্ষেতি। প্লক্ষাদিকং তদ্ভূমিমধ্যে হস্তমাত্রং প্রবেশয়েৎ। উপরি চ হস্তচতুষ্টয়ং দৃশ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। পুনঃ প্রস্তুতং মণ্ডপমেব বিশিনষ্টি সুপলিপ্তমিতি সার্দ্ধেন। সুপলিপ্ত ইত্যাদি সপ্তম্যন্তপাঠে চ স্থণ্ডিলস্যোপরি ইত্যন্ত বিশেষণানি সপ্তম্যন্তানি। ক্ষিপ্তঃ ন্যস্তং বিনির্ম্মিতমিত্যর্থঃ। স্থণ্ডিলেষু পরিক্ষিপ্ত ইতি বা

চারি জন, গর্ভজাপক চারিজন, মূর্ত্তিধর একজন ও পুরাণাধ্যায়ী একজন, ইঁহাদিগের অর্চ্চনা করত তাঁহাদিগেরই দ্বারা পুণ্যাহ ও স্বস্তিবাচন করাইবে। ৩০।

তৎপরে মণ্ডপনির্ম্মাণ।—মণ্ডপটী ষোড়শ, দ্বাদশ, বা দশহস্ত প্রমাণ করিয়া অলঙ্কারে সুশোভিত করিবে। ঐ মণ্ডপে সপ্তধান্যাঙ্কুর স্থাপন করিবে এবং উহার তোরণাদি নদী-মৃত্তিকা ও বালুকা-ব্যাপ্ত হইবে। মণ্ডপে অত্যুত্তম শঙ্খ ভেরী প্রভৃতির শব্দ হইতে থাকিবে। ৩১। এই ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, প্রাসাদের নাতিদূরে মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে বা চতুর্দ্দিকে দশ দশ বা দ্বাদশ হস্ত স্থান পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ চারিদিকে ঐ প্রমাণ স্থান শূন্য রাখিতে হয়। ৩২। ঐ মণ্ডপে চারিটী তোরণ থাকিবে ও কুসুমদামে সুশোভিত হইবে। উহার পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে প্লক্ষ (পাকুড়), উড়ুম্বর, অশ্বত্থ ও বট এই বৃক্ষচতুষ্টয়ের চতুর্ব্বিধ কাষ্ঠ এক এক হস্ত প্রমাণ ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে। ঐ কাষ্ঠ ভূমির উপর চারি হস্ত বহির্গত থাকিবে। এই মণ্ডপ উৎকৃষ্টরূপে উপলিপ্ত, উত্তমরূপে সুমার্জ্জিত ও

মাৎস্যে।—

প্রাসাদস্যোত্তরে বাপি পূর্ব্বে বা মণ্ডপো ভবেৎ। হস্তান্ ষোড়শ কুর্ব্বীন দশ দ্বাদশ বা পুনঃ।
মধ্যে বেদিকয়া যুক্তঃ পরিক্ষিপ্তঃ সমন্ততঃ। সপ্ত পঞ্চ চতুর্ব্বাপি করান্ কুর্ব্বীত বেদিকাম্।
চতুর্ভিস্তোরণৈর্যুক্তো মণ্ডপঃ স্যাচ্চতুর্ম্মুখঃ॥ ৩৪॥
প্লক্ষং দ্বারং ভবেৎ পূর্ব্বং যাম্যমৌড়ুম্বরং ভবেৎ। পশ্চাদশ্বত্থঘটিতং নৈয়গ্রোধং তথোত্তরম্॥
ভূমৌ হস্ত প্রবিষ্টানি চতুর্হস্তানি চোচ্ছ্রয়ে। শোভনং ভূতলং তত্র লিপ্তঞ্চ গোময়াম্ভসা।
বস্ত্রৈর্নানাবিধৈস্তদ্বৎ পুষ্পপল্লবশোভিতম্॥

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।—

প্রাসাদং বেষ্টয়িত্বা তু কুর্য্যাদ্‌গুপ্ততরং বুধঃ। কৃত্বা গুপ্তং ততঃ পশ্চাদ্যাগমণ্ডপমারভেৎ॥
গর্ভসূত্রং তু নিঃসার্য্য প্রাসাদস্যাগ্রতো গুরুঃ। কৃত্বা ভূমিং তু নিঃশল্যাং মণ্ডপং সূত্রয়েত্ততঃ।
হীনস্ত মণ্ডপঃ কার্য্যো হীনে হ্বায়তনে সদা। উত্তমে তূত্তমঃ কার্য্যো মধ্যমে মধ্যমস্তথা॥
দশাষ্টহস্তং হীনং তু মধ্যং দ্বাদশ-ষোড়শম্। বিংশহস্তং চতুর্ব্বিংশমুত্তমস্যোত্তমং দ্বিজ।
চতুর্হস্তাদিমানানাং প্রাসাদানাং যথাক্রমম্। মণ্ডপানষ্ট হস্তাদীন্ কল্পয়েদ্বেদবৃদ্ধিতঃ।
সমবৃত্তং চতুর্দ্বারং চতুস্তোরণভূষিতম্। বিচিত্রস্তম্ভবিন্যাসং রচনাচরিতং শুভম্।
ধূপনির্গমনোপেতং মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ॥

পাঠঃ। ততশ্চ স্থণ্ডিলে কারিতমিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥ চতুর্ম্মুখশ্চতুর্দ্বারঃ॥ ৩৪॥ বেদবৃদ্ধিতঃ চতুর্হস্তবৃদ্ধি-

---

দ্বারচতুষ্টয়-বিশিষ্ট হইবে। উহা স্থণ্ডিলের উপরিভাগে সর্ব্বথা উপশোভিত, নদী-মৃত্তিকাযুক্ত ও বালুকা-সমন্বিত হইবে। ৩৩। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, মণ্ডপ, প্রাসাদের উত্তরে বা পূর্ব্বভাগে করা কর্ত্তব্য। উহার পরিমাণ ষোড়শ, দশ বা দ্বাদশ হস্ত হইবে। উহা বেদীসমন্বিত ও সমন্তাৎ পরিক্ষিপ্ত হইবে। বেদী সপ্ত, পঞ্চ বা চতুর্হস্তপ্রমাণ করিবে। মণ্ডপের চারিটি তোরণ ও চারিটি দ্বার হইবে। ৩৪। প্লক্ষকাষ্ঠের দ্বার পূর্ব্বদিকে, উডুম্বর কাষ্ঠের দ্বার দক্ষিণদিকে, অশ্বত্থ কাষ্ঠের দ্বার পশ্চিমদিকে, এবং বট কাষ্ঠের দ্বার উত্তরদিকে করিবে। প্রতিদ্বারের কাষ্ঠ একহস্ত প্রমাণ ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিবে এবং উহা চারি চারি হস্ত উন্নত হইবে। ভূমিতল গোময়জলে উপলিপ্ত, সুশোভিত এবং নানাবিধ বস্ত্র ও পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হইবে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, বেষ্টনাদি দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক প্রাসাদকে গুপ্ত করাই বিচক্ষণের কর্ত্তব্য। ঐ প্রকারে গুপ্ত করিয়া তৎপরে যাগমণ্ডপ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবে। আচার্য্য গর্ভসূত্র নিঃসারণ পূর্ব্বক প্রাসাদের সম্মুখক্ষেত্রকে নিঃশল্য (অস্থিরহিত) করত মণ্ডপের সূত্রপাত করিবেন। ন্যূন আয়তনে নিকৃষ্ট মণ্ডপ, (বিশাল) আয়তনে উত্তম ও মধ্যবিধ আয়তনে মধ্যম মণ্ডপ করিতে হয়। হে বিপ্র! দশহস্ত বা অষ্টহস্ত প্রমাণ হইলেই তাহা হীন, দ্বাদশ বা ষোড়শ হস্ত পরিমিত হইলে মধ্যম, এবং বিংশতি বা চতুর্ব্বিংশতি হস্ত হইলেই তাহা উত্তমমণ্ডপ বলিয়া পরিগণিত। চতুর্হস্তাদি পরিমিতি প্রাসাদসমূহের ক্রমান্বয়ে বেদবৃদ্ধি (চতুর্হস্ত বৃদ্ধি) ক্রমে অষ্টহস্তাদি মণ্ডপ করিতে হয় অর্থাৎ প্রাসাদ অষ্টহস্ত হইলে মণ্ডপ দ্বাদশহস্ত এবং

কিঞ্চ তত্রৈব।—

মণ্ডপং মণ্ডয়েদাম্রশাখাভিস্তু সমন্ততঃ। বিমলেন বিতানেন পতাকাভিশ্চ ভূষয়েৎ॥ ৩৫॥

দর্পণৈশ্চামরৈর্ঘণ্টৈঃ স্তম্ভান্ বস্ত্রৈর্বিভূষয়েৎ। কলসৈর্ঘণ্টিকাভিশ্চ সাধারৈর্গণ্ডুকৈস্তথা॥

মণ্ডপং ভূষয়িত্বৈবং জাহ্নবীবালুকাং শুভাম্। বাহ্যদেশেষু বিকিরেৎ পঞ্চগব্যেন প্রোক্ষয়েৎ॥

কিঞ্চ।—

অশ্বত্থোডুম্বরৌ চৈব ন্যগ্রোধঃ প্লক্ষ এব চ। তোরণার্থেষু কথিতাঃ পূর্ব্বাদিষু যথাক্রমম্॥

একহস্তং খনেদ্ভূমৌ চতুর্হস্তং তথোচ্ছ্রয়ে। দ্বিহস্তান্তরমন্যোন্যং তোরণং সংপ্রকল্পয়েৎ।

তির্য্যক্ ফলকমানং স্যাৎ স্তম্ভানামর্দ্ধমানতঃ। শৈলাঃ পৃথিবীমন্ত্রেণ স্থাপ্যাঃ পূজ্যাস্তু তোরণাঃ।

বৃত্তং বা চতুরস্রং বা দ্বিষট্‌কাষ্ঠাঙ্গুলং তু বা। ষট্‌চতুর্ব্বাঙ্গুলং কার্য্যং তোরণং নির্ব্রণং ভবেৎ॥৩৭॥

তোরণস্তম্ভমূলেষু কলসান্ মঙ্গলাঙ্কুরান্। প্রদদ্যাদুপরিষ্টাত্তু কুর্য্যাচ্চক্রং সুদর্শনম্।

কলসং বর্দ্ধমানং বা বস্তুভাগেন কল্পয়েৎ॥ ৩৮॥

কিঞ্চ।—

নবেন চিত্রবর্ণেন বিতানং কারয়েৎ শুভম্। অথবা শুক্লবর্ণেন মধ্যে জলজভূষিতম্॥

উত্তমাধমমধ্যাং তু প্রমাণং চাস্য কীর্ত্ত্যতে। মণ্ডপস্য প্রমাণস্তু জ্যেষ্ঠং তস্য বিতানকম্।

মধ্যমং বেদিকামাত্রং কনিষ্ঠং মণ্ডলস্য তু॥ ৩৯॥

ক্রমেণ অষ্টহস্তে প্রাসাদে দ্বাদশহস্তমণ্ডপং দ্বাদশহস্তে চ ষোড়শহস্তম্ ইত্যেবং কল্পয়েদিত্যর্থঃ॥৩৫॥ ঘণ্টৈঃ বৃহদ্ঘণ্টাভিঃ। ঘণ্টিকাভিঃ স্বল্পঘণ্টাভিঃ॥ ৩৬॥ দ্বিষট্ দ্বাদশ কাষ্ঠা দশ বা বেষ্টনে অঙ্গুলানি যস্য তৎ। ষট্ চত্বারি বা অঙ্গুলানি যস্য তৎ। বাশব্দব্যবধানেনাপি সমাসাদিকমার্ষং। বিকল্পশ্চ পূর্ব্বোক্তমণ্ডপমানাপেক্ষয়া॥ ৩৭॥ উপরিষ্টাৎ তোরণোপরি তত্তৎপ্রসঙ্গাৎ। বর্দ্ধমানং

প্রাসাদ দ্বাদশহস্ত হইলে মণ্ডপ ষোড়শহস্তপরিমিত হইবে। এই প্রকারে কল্পনা করিতে হয়। মণ্ডপ সমবৃত্ত, চতুর্দ্বারবিশিষ্ট, তোরণচতুষ্টয়ে অলঙ্কৃত, বিচিত্র স্তম্ভযুক্ত, রচনানৈপুণ্যে সুশোভিত ও ধূমনির্গমনপথবিশিষ্ট হইবে। উক্তগ্রন্থে আরও লিখিত আছে, মণ্ডপের সমন্তাৎ আম্রশাখা দ্বারা মণ্ডিত করিতে হয় এবং পরিষ্কৃত চন্দ্রাতপ ও পতাকা দ্বারা সমলঙ্কৃত করিবে। ৩৫॥ স্তম্ভগুলি দর্পণ, চামর, বৃহৎঘণ্টা, ও বস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে। মণ্ডপটীকে কলস, ক্ষুদ্রঘণ্টা, ও সাধার গণ্ডুক দ্বারা সুশোভিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে বিশুদ্ধ গঙ্গাবালুকা ও পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ করিতে হয়। আরও লিখিত আছে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বাদি চারিদিকে অশ্বত্থ, উডুম্বর, বট ও প্লক্ষের কাষ্ঠময় তোরণ বিরাজ করিবে এবং উহার একহস্ত ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিবে। বিশেষতঃ চতুর্হস্ত উন্নত ও পরস্পর দুইহস্ত দূরে তোরণ কল্পনা করিতে হয় ফলকের (প্রস্তরের পরিমাণ স্তম্ভগুলির অর্দ্ধ এবং উহা বক্রভাবাপন্ন হইবে। পৃথ্বীমন্ত্রে শৈলস্থাপন ও তোরণার্চ্চনা করিবে। তোরণগুলি শুক্লাম্বরে আবৃত, কুশকিঙ্কণ-সমন্বিত কুসুমমালায় পরিবেষ্টিত হইবে। ৩৬। তোরণগুলি গোলাকার, চতুষ্কোণ, দ্বাদশাঙ্গুল বা দশাঙ্গুল ও নিশ্ছিদ্র করিতে হয়। ৩৭। তোরণের স্তম্ভমূলে মঙ্গলাঙ্কুরসমন্বিত

অথ অত্র বেদ্যাদিনির্ম্মাণম্।

তন্মণ্ডপস্য মধ্যে তু বেদীং হস্তোচ্ছ্রিতাং সমাম্। পঞ্চহস্তমিতাং দিব্যাং চতুরস্রাং প্রকল্পয়েৎ ॥৪০
ঐশান্যাং হস্তমাত্রাঞ্চ গ্রহবেদীং সমাচরেৎ। তথা কুণ্ডচতুষ্কঞ্চ বেদ্যাঃ প্রাচ্যাদি-দিক্ষু হি ॥
তচ্চ হস্তমিতং যোনিবক্ত্রাঢ্যং সত্রিমেখলম্। চতুরস্রার্দ্ধশীতাংশুবর্ত্তুলাব্জাকৃতি ক্রমাৎ ॥
দীক্ষাবিধৌ পুরালেখি কুণ্ডলক্ষণমত্র তু। চতুর্দিক্ষু ত্যজেদ্বেদীমঙ্গুলানি ত্রয়োদশ ॥
আচার্য্যকুণ্ডং কুর্য্যাচ্চ গ্রহবেদ্যাস্তু দক্ষিণে। হস্তমাত্রাবটং তচ্চ চতুরস্রং সুলক্ষণম্ ॥ ৪১ ॥
তথা চ তত্রৈব।—
ত্রিভাগেনার্দ্ধভাগেন কুর্য্যাদ্বেদীং সুশোভনাম্। হস্তমাত্রোচ্ছ্রিতা কার্য্যা মধ্যে সম্যগ্ব্যবস্থিতা ॥
কিঞ্চ।—
চতুষ্কোণং ভবেৎ কুণ্ডং পূর্ব্বস্যাং দিশি সর্ব্বদা। অর্দ্ধচন্দ্রং ভবেদ্যাম্যাং বারুণ্যাং বর্ত্তুলং ভবেৎ।
পদ্মাভমুত্তরে ভাগে কুণ্ডং স্যাৎ দ্বিজসত্তম ॥ ইতি ॥৪২ ॥

স্বল্পঘটং। বসুভাগেন তোরণস্যাষ্টমাংশেন ॥ ৩৮ ॥ বিমলেন বিতানেন ইত্যুক্তং, তদেব বিশিনষ্টি নবেনেতি সার্দ্ধাভ্যাং। বস্ত্রেণেতি শেষঃ ॥ ৩৯ ॥

সমাং পার্শ্বাদাবেকরূপাং। ৪০ ॥ ক্রমাদিতি প্রাচ্যাং চতুরস্রং, দক্ষিণস্যামর্দ্ধচন্দ্রাকারং। পশ্চিমায়াং বর্ত্তুলং, উদীচ্যাঞ্চ পদ্মাকারমিত্যর্থঃ। অত্র প্রতিষ্ঠাবিধৌ তু চতুর্দ্দিক্ষু ত্রয়োদশাঙ্গুলানি বেদীং পরিত্যজেৎ, তাবৎ প্রদেশং বেদ্যাঃ পরিতস্ত্যক্ত্বা কুণ্ডানি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তথা চ মাৎস্যে। বেদীভিত্তিং পরিত্যজ্য ত্রয়োদশভিরঙ্গুলৈরিতি। ৪১ ॥ ত্রিভাগেন মণ্ডপস্য তৃতীয়াংশেন অর্দ্ধভাগেন বা পরিমিতাং ॥ ৪২ ॥

কুম্ভ এবং উপরিভাগে সুদর্শনচক্র স্থাপন কর্ত্তব্য। কুম্ভ বা ক্ষুদ্রঘট হইলে উহা তোরণের অষ্টমাংশপ্রমাণ করিতে হয়। ৩৮। আরও লিখিত আছে, বিচিত্রবর্ণ নববসনে চন্দ্রাতপ করিবে অথবা শুক্লবর্ণ বস্ত্রদ্বারা প্রস্তুত করিয়া মধ্যভাগে পদ্ম অঙ্কন পূর্ব্বক সুশোভিত করিবে। চন্দ্রাতপের উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে পরিমাণভেদ বলিতেছি। মণ্ডপপ্রমাণ হইলেই তাহা উত্তম, বেদী প্রমাণ হইলে মধ্যম এবং মণ্ডলপ্রমাণ হইলে তাহা অধম বলিয়া গণিত। ৩৯।

তৎপরে মণ্ডপমধ্যে বেদি প্রভৃতি নির্ম্মাণ।—মণ্ডপের মধ্যে পঞ্চহস্তপ্রমাণ উৎকৃষ্ট বেদী নির্ম্মাণ করিবে। উহা একহস্ত উচ্চ, চতুষ্পার্শ্বে সমান ও চতুরস্র হইবে। ৪০। উহার ঈশানদিগ্ভাগে একহস্তপরিমিত গ্রহবেদী ও তাহার পূর্ব্বাদি চারিদিকে চারিটী কুণ্ড করিতে হয়। উক্ত কুণ্ডের পরিমাণ একহস্ত হইবে এবং উহা যোনিমুখাকার, মেখলাত্রয়ান্বিত, চতুরস্র, অর্দ্ধচন্দ্রবৎ, বৃত্ত ও যথাক্রমে পদ্মাকার হইবে। ইতিপূর্ব্বে দীক্ষাবিধিতে কুণ্ডলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু এখানে চারিদিকে ত্রয়োদশাঙ্গুলী বেদী বর্জ্জন করিতে হয়। গ্রহবেদীর দক্ষিণদিকে আচার্য্যকুণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। উহা কোণচতুষ্টয়সম্পন্ন, সুলক্ষণে লক্ষিত ও হস্তমিত গর্ত্তবিশিষ্ট হইবে। ৪১। উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, বেদী মণ্ডপের তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধাংশ

অথ কুম্ভস্থাপনম্।

যজমানঃ সপত্নীকঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ। ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতঃ পশ্চাদ্দ্বারেণ প্রবিশেত্ততঃ॥ ৪৩॥
ন্যসেত্তস্য চতুর্দ্বার্ষু দ্বৌ দ্বৌ কুম্ভৌ যবোপরি। জলপূর্ণৌ স্বর্ণগর্ভৌ পল্লবাদিযুতৌ শুভৌ॥ ৪৪।
তথা চ মাৎস্যে।—
কৃত্বৈবং মণ্ডপং পূর্ব্বং চতুর্দ্বারেষু বিন্যসেৎ। অব্রণান্ কলসানষ্টৌ জলকাঞ্চনগর্ভিতান্।
চূতপল্লবসংছন্নান্ সিতবস্ত্রযুগান্বিতান্। স্রক্‌চন্দনফলোপেতান্ চন্দনোদকপূরিতান্।
ভবিষ্যে।—
অকালান্ কলসানষ্টৌ চতুর্দ্বারেষু স্থাপয়েৎ। তস্ত কাঞ্চনসংযুক্তান্ ফলপুষ্পৈরলঙ্কৃতান্॥
অহতৈর্যুগলৈর্ব্বস্ত্রৈর্গ্রীবায়াং তু নিবেশিতৈঃ। চন্দনাগুরুতোয়েন পূরয়িত্বা যথাক্রমম্॥৪৫॥
কিঞ্চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—
শাতকুম্ভময়ান্ কুর্য্যাৎ রাজতান্ শুক্লজানথ। জলাঢ়কপ্রপূরাংশ্চ লোহজান্ কারয়েদ্দৃঢ়ান্॥
মৃন্ময়ান্ কলসান্ বাপি পক্কবিম্বোপমান্ শুভান্। অষ্টত্রিংশাধিকশতপলপূর্ণাংস্তু মৃন্ময়ান্॥
আরক্তান্ স্ফোটরহিতান্ কালমণ্ডলবর্জ্জিতান্। আহৃত্য কলসান্ বস্ত্রপূততোয়েন পূরয়েৎ।
সহিরণ্যান্ বস্ত্রযুগ্মবদ্ধকণ্ঠান্নিবেশয়েৎ॥ ৪৬॥

ততো যজমানঃ পত্ন্যাদিসহিতঃ পশ্চিমদ্বারেণ তং মণ্ডপং প্রবিশেৎ॥ ৪৩॥ ন্যসেদ্যজমানো গুরুর্বা। তস্য মণ্ডপস্য॥ ৪৪॥ অকালান্ কৃষ্ণবর্ণেতরান্। অহতৈর্নবৈঃ॥ ৪৫॥ স্বথেতি বিকল্পে। শুক্লজান্, স্ফোটরহিতান্, নিশ্ছিদ্রান্ কালেন শ্যামেন মণ্ডলেন বিন্দুনা আবর্ত্তেন বা বর্জ্জিতান্॥ ৪৬॥

পরিমাণে প্রস্তুত করত সুশোভিত করিবে। ইহার উচ্চতা একহস্ত এবং উহা মধ্যস্থলে ব্যবস্থিত হইবে। আরও লিখিত আছে, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! কুণ্ড পূর্ব্বদিকে চতুষ্কোণ, দক্ষিণে অর্দ্ধচন্দ্র, পশ্চিমে গোলাকার ও উত্তরদিকে পদ্মসদৃশ করিতে হয়। ৪২।

অনন্তর কুম্ভস্থাপন।—তৎপরে যজমান সহধর্ম্মিণী ও পুত্রপৌত্রসংযুক্ত হইয়া পুরোহিতবর্গের সহিত পশ্চিমদ্বার দিয়া মণ্ডপে প্রবিষ্ট হইবেন। ৪৩। মণ্ডপের চতুর্দ্বারে যবের উপর সলিলপূর্ণ, স্বর্ণগর্ভ, পল্লবাদি-সমন্বিত, দুই দুইটী প্রত্যুত্তম কুম্ভ স্থাপন করিতে হয় ৪৪। মৎস্য-পুরাণেও লিখিত আছে, এই প্রকারে মণ্ডপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দ্বার-চতুষ্টয়ে সজল, কাঞ্চনগর্ভ, অখণ্ড কুম্ভাষ্টক স্থাপন করিবে। ঐ সমস্ত কুম্ভ আম্রপল্লবে আবৃত, শুক্লাম্বরদ্বয়ে আচ্ছাদিত, মাল্যচন্দনফলযুক্ত ও সচন্দন সলিলে পূর্ণ হইবে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, চারিদিকে চতুর্দ্বারে যে আটটী কুম্ভ স্থাপন করিবে, তাহার বর্ণ কৃষ্ণ না হয়, তদ্ভিন্ন অন্য যে কোন বর্ণ হইতে পারে। ঐ সমস্ত কুম্ভ স্বর্ণগর্ভ ও ফলকুসুমে সুশোভিত হইবে। উহাদের গ্রীবায় নব বসনদ্বয় দিয়া চন্দনাগুরুসংযুক্ত সলিলে ক্রমান্বয়ে পূর্ণ করিতে হয়। ৪৫। আরও হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, চতুর্দ্বারে কাঞ্চনময়, রৌপ্যময়, তাম্রময়, লৌহময়, সুদৃঢ়, আঢ়ক-পরিমিত (চারিপ্রস্থ জল ধরে ঈদৃশ) কুম্ভচতুষ্টয়, কিংবা পক্কবিম্বসদৃশ মনোহর, লোহিতবর্ণ,

অথ স্নানমণ্ডপাদিনির্ম্মাণম্‌।

কুর্য্যাদুত্তরতস্তস্মাদধিবাসনমণ্ডপাৎ। চতুর্হস্তং চতুর্দ্বারকোণং স্নপনমণ্ডপম্‌॥
তত্রেষ্টকাভিঃ পক্কাভিঃ দ্বিত্রিহস্তাঞ্চ বেদিকাম্‌। বিদধ্যাদ্ভূতলং বাথ সকলং বালুকাময়ম্‌॥৪৭

তথা চ ভবিষ্যে।—

এবং সুশোভনং কৃত্বা মণ্ডপং তু সুতোরণম্‌। তস্যৈবোত্তরপার্শ্বে চ কর্ত্তব্যঃ স্নানমণ্ডপঃ।
সুশোভনং তু কর্ত্তব্যং স্থণ্ডিলং বালুকাময়ম্‌॥

মাৎস্যে।—

এবং সতোরণং কৃত্বা অধিবাসনমণ্ডপম্‌। তস্যাপ্যুত্তরতঃ কুর্য্যাৎ স্নানমণ্ডপমুত্তমম্‌।
তদর্দ্ধেন ত্রিভাগেণ চতুর্ভাগেণ বা পুনঃ॥ ৪৮॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

স্নানার্থং কলসার্থঞ্চ স্নানদ্রব্যার্থমেব চ। জলনির্গমনোপেতমর্দ্ধেন স্নানমণ্ডপম্‌।
ঐশান্যাং কলসার্থঞ্চ তস্মাদ্দক্ষিণগোচরে। পূর্ব্বস্যাং মণ্ডপং কুর্য্যাদ্যাগদ্রব্যার্থমায়তম্‌॥৪৯॥

চত্বারি দ্বারাণি কোণাশ্চ যস্য তং। অথবা স্নানমণ্ডপস্য ভূতলং সকলমেব বালুকাময়ং বিদধ্যাৎ। যদ্যপি ভবিষ্যমৎস্যপুরাণয়োর্ধ্বজপতকাধিরোহণানন্তরমেব স্নানমণ্ডপনির্ম্মাণমেব লিখিতং, তথাপি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্তানুসারেণ নির্ম্মাণপ্রসঙ্গেঽস্মিন্‌ লিখিতং॥ ৪৭॥ তস্য অধিবাসমণ্ডপস্য অর্দ্ধেন তৃতীয়েন বা চতুর্থেন বা পরিমিতং॥ ৪৮॥ স্নানার্থমেকং, স্নানকলসার্থং চৈকমেবং মণ্ডপত্রয়ং কুর্য্যাৎ তদেব বিবিচ্যাহ জলেতি সার্দ্ধেন। স্নানদ্রব্যমেব যাগদ্রব্যং স্নানস্যৈবাত্র প্রাধান্যাৎ। ৪৯॥

স্ফোটশূন্য, কালমণ্ডলরহিত এবং অষ্টত্রিংশদধিক শতপল জল ধরিতে পারে ঈদৃশ মৃত্তিকাময় চারি কুম্ভ আনয়ন করত স্থাপন করিবে। ঐ সকল কুম্ভ কাঞ্চনগর্ভ, জলপূর্ণ ও গলদেশে বস্ত্র দ্বারা নিবদ্ধ হইবে। ৪৬।

অনন্তর স্নানমণ্ডপাদি-নির্ম্মাণপ্রকরণ কথিত হইতেছে।—অধিবাসনমণ্ডপের উত্তর দিকে স্নানমণ্ডপ করিতে হয়। উহা চতুর্হস্ত, দ্বারচতুষ্টয়ে শোভিত ও চতুষ্কোণ হইবে। ঐ স্নানমণ্ডপে পক্ক ইষ্টক দ্বারা দুই হস্ত বা তিনহস্ত পরিমিত বেদিকা প্রস্তুত করিতে হয়। কিংবা স্নানমণ্ডপের ভূমিতলের সমস্ত স্থানই সিকতাময় করিবে। ৪৭। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, এইরূপে দিব্য তোরণযুক্ত, মনোহর মণ্ডপ করিয়া তদুত্তরে স্নানমণ্ডপ প্রস্তুত করত তত্রত্য স্থণ্ডিলকে মনোহর সিকতাময় করিবে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, এইরূপে দিব্যতোরণবিশিষ্ট অধিবাসনমণ্ডপ প্রস্তুত করত তাহার অর্দ্ধাংশ তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ পরিমাণে স্নানমণ্ডপ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। ৪৮। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, স্নানার্থ, কুম্ভস্থাপনার্থ ও স্নানদ্রব্য রক্ষণার্থ এক একটী মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে এবং তদর্দ্ধাংশ প্রমাণে জলপ্রণালীযুক্ত মণ্ডপ করিতে হয়। কুম্ভস্থাপনার্থ ঈশানকোণে মণ্ডপ করিবে; সুতরাং দক্ষিণদিকের পূর্ব্বাংশে যাগদ্রব্য স্থাপনার্থ বিস্তৃত মণ্ডপ করা কর্ত্তব্য। ৪৯।

অথ ধ্বজপতাকাস্থাপনম্।

অথ বাদ্যাদিভিদিব্যৈর্বিচিত্রৈর্মঙ্গলস্বনৈঃ। কৃত্বা মহোৎসবং ন্যস্যেৎ পতাকা বিধিবদ্গুরুঃ॥

অথ তদ্বিশেষঃ।

ভবিষ্যে।—

পূর্ব্বেণেন্দ্রায়ুধাকারামাগ্নেয্যামগ্নিসন্নিভাম্। কৃষ্ণাঞ্চৈব তু যাম্যায়াং নৈর্ঋত্যাং তু তথৈব চ॥
ইন্দ্রগোপনিভাকারাং বারুণ্যাং চৈব দাপয়েৎ। শিরীষপুষ্পপ্রতিমাং বায়ব্যাং বিনিবেশয়েৎ॥
কৌবের্য্যাং পীতবর্ণাং তু ঐশান্যাং পাণ্ডুরা ভবেৎ।

মাৎস্যে।—

ধ্বজাদিরোপণং কার্য্যং মণ্ডপস্য সমন্ততঃ। ধ্বজাংশ্চ লোকপালানাং সর্ব্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ।
পতাকা জলদাকারা মধ্যে স্যান্মণ্ডপস্য তু॥ ৫০॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

পঞ্চহস্তপ্রমাণং তু ধ্বজং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। বৈপুল্যং চাস্য কুর্ব্বীত ষোড়শাঙ্গুলসম্মিতম্॥
সপ্তহস্তোচ্ছ্রিতং চাস্য দণ্ডং কুর্য্যাৎ সুরোত্তম। সপ্তহস্তাস্ততো দীর্ঘা বিস্তৃতা দ্বাদশাঙ্গুলাঃ॥
দ্বিপঞ্চহস্তদণ্ডেষু পতাকাস্ত নিবেশয়েৎ। বাহ্যদেশে মণ্ডপস্য তোরণাভ্যন্তরে তথা॥
অষ্টৌ ধ্বজাঃ স্থাপনীয়াঃ পূর্ব্বাদিক্রমযোগতঃ। অরুণোঽগ্নিনিভশ্চৈব কৃষ্ণঃ শুক্লোঽথ পীতকঃ।
রক্তবর্ণস্তথা শ্বেতঃ সর্ব্ববর্ণস্তথৈব চ॥ ৫১॥

মৎস্যপুরাণে ধ্বজপতাকয়োরভেদাভিপ্রায়েণ ধ্বজাভিরাহমিত্যাদ্যুক্ত্বা পশ্চাৎ পতাকা জলদাকারেত্যুক্তং। তত্তদ্বিশেষশ্চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রতো ব্যক্তো ভাবী॥৫০॥ দ্বিপঞ্চ দশ। যদ্বা দ্বৌ পঞ্চ চেত্যেবং সপ্ত তাবদ্ধস্তপ্রমাণদণ্ডেষু। এবং পতাকায়া ধ্বজদণ্ডসাম্যমুক্তং স্যাৎ॥৫১॥

অতঃপর ধ্বজপতাকাস্থাপন বিবৃত হইতেছে।—তৎপরে গুরুদেব অত্যুত্তম বাদ্য ও বিচিত্র মঙ্গলশব্দ সহকারে মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক বিধানে পতাকা বিন্যাস করিবেন।

উক্ত বিষয়ের বিশেষ বিবরণ।—ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রায়ুধাকৃতি, কোণে অগ্নিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, দক্ষিণে ও নৈর্ঋতদিগ্‌ভাগে অসিতবর্ণ, পশ্চিমে ইন্দ্রগোপকীটবৎ শোণিতাকৃতি, বায়ুকোণে শিরীষকুসুমতুল্য, উত্তরে পীত এবং ঈশানকোণে পাণ্ডুর বর্ণ পতাকা বিন্যাস করিতে হয়। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, মণ্ডপের চারিদিকেই ধ্বজা রোপণ করিতে হয়। লোকপালবর্গের উদ্দেশে সমস্তদিকেই ধ্বজা বিন্যাস কর্ত্তব্য। মণ্ডপাভ্যন্তরে মেঘাকার পতাকা স্থাপন করিবে। ৫০। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে দেবশ্রেষ্ঠ! পঞ্চহস্তপ্রমাণ ধ্বজা করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য এবং উহার বিপুলতা ষোড়শাঙ্গুল ও উহার দণ্ড সপ্তহস্ত উন্নত হইবে। ঐ সপ্তহস্ত দণ্ডে যে পতাকা সন্নিবেশ করিবে, তাহার দৈর্ঘ্য সপ্তহস্ত ও বিস্তৃতি দ্বাদশাঙ্গুল হইবে। মণ্ডপের বহির্ভাগে তোরণমধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে ধ্বজাষ্টক বিন্যাস করিবে। ঐ অষ্টসংখ্য ধ্বজা যথাক্রমে অরুণ, বহ্নি কৃষ্ণ, শ্বেত, পীত, লোহিত, শুক্ল ও বিচিত্রবর্ণ করিতে হয়। ৫১।

অথ ধ্বজাদ্যর্পণং লোকপালপূজাবিধিশ্চ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ। শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
ইত্যেতে বিষ্ণুলোকস্য দিক্‌পালগণনায়কাঃ ॥ ৫২ ॥
কোটিসংখ্যগুণৈর্যুক্তা পূজনীয়া যথাদিশি ॥

মাৎস্যে —

গন্ধপুষ্পাদিকং কুর্য্যাৎ স্বৈঃ স্বৈর্মন্ত্রৈরনুক্রমাৎ। বলিঞ্চ লোকপালেভ্যঃ স্বস্বমন্ত্রৈর্নিবেদয়েৎ ॥৫৩॥
ঊর্দ্ধে তু ব্রহ্মণে দেয়মধস্তাচ্ছেষবাসুকেঃ। সংহিতায়াস্তু যে মন্ত্রাস্তদ্দৈবতাঃ শ্রুতৌ স্মৃতাঃ।
তৈঃ পূজা লোকপালানাং কর্ত্তব্যা হি সমন্ততঃ ॥ ৫৩ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

ওঁ আয়াহীন্দ্র মহারাজাধিরাজ বজ্রহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ পূর্ব্বদ্বারমভি-রক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমিত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

ওঁ আয়াহি চিত্রভানো মহারাজাধিরাজ শক্তিহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ আগ্নেয়ীং দিশং রক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিব ইত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

ধ্বজেৎ পতাকা বিধিবদগুরুরিতি লিখিতং; তদেবাভিব্যয়তি কুমুদ ইত্যাদিনা ॥৫২॥ যথা দিশীতি পূর্ব্বাদ্যষ্টদিক্ষু ক্রমেণ কুমুদাদয়োঽষ্ট পূজনীয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ বাসুকেরনন্তস্য। শেষ-বাসুকেরিতি পাঠেঽপি অর্থস্তু স এব ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর ধ্বজাদি সমর্পণ ও লোকপালদিগের পূজাবিধি।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, বিষ্ণুলোকস্থ দিক্‌পালবর্গ-নায়ক আটজন;—কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্ব-নেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ৫২। পূর্ব্বাদি দিকে এই সমস্ত অসংখ্য-গুণবিশিষ্ট লোকপালবর্গের অর্চ্চনা করিবে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, লোকপালগণকে ক্রম অনুসারে স্ব স্ব মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প ও বলি অর্পণ করিতে হয়।৫৩ ব্রহ্মাকে ঊর্দ্ধভাগে ও শেষবাসুকিকে অধোভাগে বলি প্রদান করিবে। যে সকল মন্ত্র সংহিতাতে উক্ত আছে, তাহাই তত্তদ্দেবতাসম্বন্ধী জানিবে। শ্রুতিতেও তাহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। তত্তন্মন্ত্র দ্বারা সকলদিকেই অর্চ্চনা করিতে হয়। ৫৪। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, "ওঁ আয়াহীন্দ্র" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রকে আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ ত্রাতারমিন্দ্র" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া গন্ধাদি যোগে তাঁহার পূজা করিবে। "ওঁ আয়াহি চিত্রভানো" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা" ইত্যাদিমন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া গন্ধাদিযোগে অগ্নির; "ওঁ আয়াহি যম" ইত্যাদিমন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ বৈবস্বতং" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদিযোগে যমের; "ওঁ আয়াহি নির্ঋতে" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে "ওঁ এব তে নির্ঋতে" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া গন্ধাদি দ্বারা নির্ঋতির; "ওঁ আয়াহি বরুণ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে "ওঁ উরু হি রাজা" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া গন্ধাদি যোগে বরুণদেবের; "ওঁ আয়াহি পবন"

ওঁ আয়াহি যম মহারাজাধিরাজ দণ্ডহস্ত স্ববলবাহনাবৃত রক্তান্তায়তলোচন ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ দক্ষিণদ্বারমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ বৈবস্বতং সংযমনমিত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

ওঁ আয়াহি নৈঋ্ঋত মহারাজাধিরাজ স্ববলবাহনাবৃত খড়্গহস্ত মহাবল ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ নৈঋ্ঋতীং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ এষ তে নিঋ্ঋতে ইত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

ওঁ আয়াহি বরুণ মহারাজাধিরাজ পাশহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ পশ্চিমদ্বারমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ উরু হি রাজা বরুণশ্চকারেত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

ওঁ আয়াহি পবন মহারাজাধিরাজ ধ্বজহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ বায়বীং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ বাত আ বাতু ভেষজমিত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

ওঁ আয়াহি সোম মহারাজাধিরাজ শঙ্খহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ উত্তরদ্বারমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ সোমং রাজানমিত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

ওঁ আয়াহীশান মহারাজাধিরাজ শূলহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঐশানীং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ ঈশানায় নমস্যেত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

ওঁ আয়াহি চতুর্ম্মুখ সর্ব্বলোকাধিপতে স্রুক্‌স্রুবহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঊর্দ্ধং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্র ইত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

ওঁ আয়াহি অনন্ত মহারাজাধিরাজ স্ববলবাহনাবৃত লাঙ্গলহস্ত ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অধোদিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ নমো অস্তু সর্পেভ্য ইত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ ॥

অথ প্রতিষ্ঠাকর্ম্মারম্ভঃ।

দ্রব্যাণি সর্ব্বাণ্যাহৃত্য কৃত্বা কৃষ্ণার্চ্চনাদিকম্। বেদ্যামালিখ্য চক্রাদি শয্যাদি রচয়েত্ততঃ ॥৫৫॥

তথা চ তত্রৈব।—

পাষণ্ডান্ নাস্তিকান্ সর্ব্বান্ দেবব্রাহ্মণদূষকান্। দীক্ষাবহিষ্কৃতান্ সর্ব্বান্ হেতুবাদরতাংস্তথা।

দ্রব্যাণি পূজোপকরণাদীনি। বেদ্যাম্ অধিবাসনমণ্ডপান্তর্নির্ম্মিতায়াং। আদিশব্দেগৃহীত-

---

ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে "ওঁ বাত" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া গন্ধাদিযোগে পবনদেবের; "ওঁ আয়াহি সোম" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে "ওঁ সোমং রাজানং" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া গন্ধাদিযোগে সোমদেবের; "ওঁ আয়াহীশান" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে "ওঁ ঈশানায় নমস্ত ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া গন্ধাদি-যোগে ঈশানের; "ওঁ আয়াহি চতুর্ম্মুখ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে "ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া গন্ধাদি দ্বারা ব্রহ্মার; এবং "ওঁ আয়াহি অনন্ত" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে "ওঁ নমো অস্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অনন্তদেবের অর্চ্চনা করিবে।

অনন্তর প্রতিষ্ঠাকর্ম্মারম্ভ।—তৎপরে যাবতীয় সামগ্রী আহরণান্তে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিয়া বেদীতে চক্রাদি অঙ্কন করত শয্যাদি রচনা করিতে হয়। ৫৫। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে আরও লিখিত আছে যে, পাষণ্ড, নাস্তিক, দেব-বিপ্রনিন্দক, অদীক্ষিত, হেতুবাদপরায়ণ ও যাবতীয় প্রমাণের কারণানুসন্ধিৎসু, এই সমস্ত ব্যক্তিকে নিবারণ পূর্ব্বক (দূরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যাবতীয় সামগ্রী

নিবার্য্য প্রারভেৎ কর্ম বৈষ্ণবৈর্দীক্ষিতৈঃ সহ। আহৃত্য সর্বদ্রব্যাণি স্রুক্‌স্রুবং বিষ্টরাণি চ॥
যজ্ঞপাত্রাণি সর্ব্বাণি স্থাপ্য যত্নেন দেশিকঃ। শ্বেতবস্ত্রপরীধানঃ সোষ্ণীষশ্চন্দনোক্ষিতঃ॥
অঙ্গুলীয়কহস্তশ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ। আত্মানং বিষ্ণুবৎ পূজ্য গন্ধপুষ্পাদিভির্গুরুঃ॥
ধ্যাত্বা দেবং বিষ্ণুরূপং মন্ত্রাত্মকমথো শুচিঃ। হরিং প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য মূর্ত্তিপানপি পূজয়েৎ॥
সিতৈঃ পুষ্পৈর্ব্বস্ত্রযুগ্মৈরঙ্গুলীয়ৈরথাঙ্গদৈঃ। নিপুণৈঃ শিল্পিভিঃ সার্দ্ধং ততঃ কর্ম সমাচরেৎ।

পঞ্চগব্যেন সংস্কৃত্য শোধ্য কুম্ভান্ বিচক্ষণঃ।
স্থাপয়েন্মূর্ত্তিপান্ পশ্চাৎ কুম্ভে কুম্ভে তু দেশিকঃ॥
কিঞ্চ।—ব্রীহীনাহৃত্য দেবেশং বাসুদেবেন চার্চ্চয়েৎ।
ক্ষিপেচ্চ নারসিংহেন পাতালমুষলেন তু॥

সিদ্ধার্থকান্ ক্ষিপেদ্ধ্যায়ন্ সিংহমন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ। রক্ষোঘ্নান্ পঞ্চগব্যেন প্রোক্ষয়েদ্ভূমিমাদরাৎ॥
ততস্তাম্রময়ং কুম্ভং মৃন্ময়ং বা নবং দৃঢ়ম্। জলপূর্ণং স্থাপয়িত্বা সরঙ্গকরকাযুতম্॥
ঐশান্যামর্চ্চয়েত্তস্মিন্ সাঙ্গং গন্ধাদিনা হরিম্॥ ৫৬॥
অস্ত্রমন্ত্রেণ করকাং শতবারাংস্তমর্চ্চয়েৎ। তদ্ধারাচ্ছিন্নয়া সিঞ্চেন্মণ্ডপং তং প্রদক্ষিণম্॥
কুম্ভং তং পৃষ্ঠতো নীত্বা কুম্ভমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
ব্রীহীন্ সংস্কৃত্য সর্ব্বাংস্তু কুম্ভং তত্রোপরি ন্যসেৎ॥৫৭॥
পুনঃ সংপূজয়েদ্বিষ্ণুং কলসেষু সমাহিতঃ। বস্ত্রযুগ্মেন কলসমেকেন করকাং বুধঃ॥
ছাদয়িত্বা ততো গৃহ্য করণীং মণ্ডলীং নয়েৎ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারং চক্রাব্জং ষোড়শারকম্।
পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন দ্বাদশারমথাপি বা॥ ৫৮॥

মন্ত্রে ব্যক্তং ভবিষ্যতি॥ ৫৫॥ বাসুদেবেনেত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ॥ ৫৬॥ তম্ অধিবাসার্থনির্ম্মিতং মণ্ডপং॥ ৫৭॥ চক্রাব্জসংজ্ঞং মণ্ডপং। তচ্চ ষোড়শারং বা চক্রম্ অষ্টদলপদ্মগর্ভং তদ্বহিশ্চতুরস্র

আহরণ করিয়া স্রুক্, স্রুব, কুশ ও যজ্ঞপাত্রাদি সযত্নে স্থাপন করিবে। পরে দীক্ষিত বৈষ্ণববর্গের সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই আচার্য্যের কর্ত্তব্য। গুরুদেব শুভ্রবসন পরিধান এবং শিরোদেশে উষ্ণীষ ও হস্তে অঙ্গুরীয় ধারণ পূর্ব্বক চন্দনাক্ত, সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত ও পবিত্র হইয়া আপনাকে বিষ্ণুবৎ গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। পরে মন্ত্রস্বরূপ বিষ্ণুকে চিন্তা করত হরিকে প্রণাম ও বিজ্ঞাপন করিয়া শ্বেতকুসুম, বসনদ্বয়, অঙ্গুরীয় ও অঙ্গদ দ্বারা মূর্ত্তিরক্ষকগণের অর্চ্চনা করিবেন। তদনন্তর সুদক্ষ শিল্পিবর্গের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিজ্ঞ আচার্য্য পঞ্চগব্য দ্বারা কুম্ভসমূহের সংস্কার ও শোধন পূর্ব্বক প্রতিকুম্ভে মূর্ত্তিপগণকে স্থাপন করিবেন। আরও লিখিত আছে, ব্রীহি আহরণ করত বাসুদেবমন্ত্রে প্রভুর পূজা, নারসিংহমন্ত্রে প্রক্ষেপ, পাতাল-মুষলমন্ত্রে সিদ্ধার্থ ক্ষেপণ, ধ্যানসহকারে নৃসিংহমন্ত্রে রক্ষোঘ্নগণকে মন্ত্রণ ও পঞ্চগব্য দ্বারা ভূমি প্রোক্ষণ করিতে হইবে। তৎপরে ঈশানদিগ্‌ভাগে তাম্রনির্ম্মিত বা সুদৃঢ় নূতন মৃন্ময় কুম্ভে সরঙ্গ-করকাযুক্ত জল পূর্ণ করিয়া স্থাপন করিবে। পরে তাহাতে গন্ধাদি দ্বারা অঙ্গদেবগণ সহ শ্রীহরির পূজা করিতে হয়। ৫৬। তৎপরে অস্ত্রমন্ত্রে শতধা করকাপূজা করত দক্ষিণাবর্ত্তভাবে

বেগ্যামেবং লিখিত্বা চ মণ্ডপে পূর্ব্বদক্ষিণে। চতুর্হস্তং চতুষ্কোণং মধ্যে পঙ্কজভূষিতম্॥
চতুর্দ্বারং তু চূর্ণেন স্বস্তিকং মণ্ডলং লিখেৎ। তস্যোর্দ্ধে ন্যস্য পর্য্যঙ্কং কুশান্ সংস্তারয়েত্ততঃ॥
যোগে যোগেতি মন্ত্রেণ গন্ধতোয়েন প্রোক্ষয়েৎ। তূলিকাং বিন্যসেত্তত্র দিব্যপট্টাংশুকান্বিতাম্॥
উপাধানদ্বয়ং কৃত্বা পার্শ্বে গেণ্ডুকমেব চ। কপোলধারণং কৃত্বা কুর্য্যাদূর্দ্ধং বিতানকম্॥
পুষ্পমালাপরিক্ষিপ্তং মুক্তাহারোপশোভিতম্। কুর্য্যাৎ পুষ্পগৃহং হৃদ্যং মলয়াগুরুধূপিতম্॥
বিদ্যাধিপাস্তু সংপূজ্যাঃ শক্ত্যা দিক্ষু বিদিক্ষু চ। বিষ্ণুর্মধুনিহা চৈব তথৈব চ ত্রিবিক্রমঃ॥
বামনশ্চাপি দিক্ষ্বেতে পূর্ব্বাদ্যাসু ব্যবস্থিতাঃ। শ্রীধরঃ শ্রীহৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্তথৈব চ॥
দামোদরশ্চ সংপূজ্য আগ্নেয়াদিব্যবস্থিতাঃ। এবমর্চ্চ্য ততঃ পশ্চাদৈশান্যাং স্নানমণ্ডপে॥
চতুঃস্তম্ভযুতে রম্যে তন্মধ্যে বেদিকা শুভা। চতুরস্রা চতুর্দ্দিক্ষু জলনির্গমনান্বিতা।
ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভবং পীঠং মধ্যে তত্র নিবিশয়েৎ॥ ৫৯॥

অথ কলসাধিবাসনম্।

তত্রৈব.—

স্নানদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি সমানীয় বিচক্ষণঃ। নিক্ষিপ্য স্নানকুম্ভেষু কুম্ভাংস্তানধিবাসয়েৎ॥
রত্নানি চ চতুর্দ্দিক্ষু সিদ্ধদ্রব্যান্বিতাঃ শুভাঃ। কলসাঃ স্থাপনীয়াস্তু অভিষেকার্থমাদরাৎ॥৬০॥

চতুর্দ্বারং লিখেদিতি জ্ঞেয়ং॥ ৫৮॥ তস্য স্নানমণ্ডপস্য মধ্যে যা বেদিকা অস্তি, তত্র তস্যাং পীঠং নিবেশয়েৎ॥ ৫৯॥

কলসাধিবাসনাদিকং মৎস্যভবিষ্যাদ্যুক্তমপি ভগবতা শ্রীহয়শীর্ষেণোক্তত্বাদুপযুক্ততয়া লিখ্যতে

অছিন্নধারা দ্বারা মণ্ডপ অভিষিক্ত করিবেন তদনন্তর আচার্য্য পৃষ্ঠদেশে ঐ কুম্ভ ধারণ পূর্ব্বক কুম্ভমন্ত্রে ব্রীহি সংস্কার করত তদুপরি কুম্ভ স্থাপন করিবেন। ৫৭। তৎপরে আচার্য্য সমাহিতচিত্তে পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত কুম্ভে হরির অর্চ্চনা করিয়া বসনদ্বয় দ্বারা কুম্ভ ও একখানি বস্ত্র দ্বারা করকা আবৃত করত লইয়া কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইবেন। পরে বেদীতে পঞ্চবর্ণগুণ্ডিকা দ্বারা চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার, যোড়শার বা দ্বাদশার চক্রাব্জমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক চূর্ণ দ্বারা পূর্ব্বদক্ষিণমণ্ডপে চতুর্হস্ত, চতুষ্কোণ ও মধ্যে পদ্মবিভূষিত, চতুর্দ্বার স্বস্তিকমণ্ডল অঙ্কন করিবেন। তদনন্তর তদূর্দ্ধে পর্য্যঙ্ক স্থাপনপূর্ব্বক কুশবিস্তার করিয়া "যোগে যোগে" ইত্যাদি মন্ত্রে তাহাতে গন্ধবারি প্রোক্ষণ করিবেন। তৎপরে তাহাতে পট্টবসনযুক্ত অত্যুত্তম তূলিকা (তোষক) বিন্যাস করিয়া পার্শ্বে উপধানদ্বয় ও গেণ্ডুক (তাকিয়া) ও গাল-বালিশ স্থাপন পূর্ব্বক উর্দ্ধে বিতান প্রস্তুত করিবে। পরে কুসুমমালাসমাকীর্ণ, মুক্তহারে বিরাজিত ও ময়লাগুরুধূপিত মনোরম কুসুমগৃহ রচনা করিয়া দিক্-বিদিকে শক্ত্যনুসারে বিদ্যাধিপগণের অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বাদিক্রমে চারিদিকে বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম ও বামন এই চারিজনের অর্চ্চনা করিয়া অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদরের পূজা করিতে হয়। এইরূপ পূজা করিয়া তৎপরে ঈশান কোণে স্তম্ভচতুষ্টয়শোভিত মনোরম স্নানমণ্ডপাভ্যন্তরে বেদী নির্ম্মাণ করিবে; সেই বেদীর চারিদিকে জলপ্রণালী থাকিবে। সেই বেদীর মধ্যে ক্ষীরিকাষ্ঠোদ্ভূত পীঠ স্থাপন করিতে হয়। ৫৮-৫৯।

বটোডুম্বরকাশ্বত্থ-চম্পকাশোক-শ্রীদ্রুমান্। পলাশার্জ্জুন প্লক্ষাংশ্চ কদম্ববকুলাম্রজান্॥
পল্লবাংস্তু সমানীয় পূর্ব্বকুম্ভে বিনিক্ষিপেৎ। গন্ধকং রোচনাং দূর্ব্বাং দর্ভপিঞ্জলমেব চ॥
জাতিপুষ্পং কুন্দপুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্। তমালং তগরঞ্চৈব বঞ্জুলং দক্ষিণে ন্যসেৎ॥
সুবর্ণং রজতং চৈব কূলদ্বয়মৃদং তথা। নদ্যাঃ সমুদ্রগামিন্যা বিশেষাজ্জাহ্নবীজলম্।
গোময়ঞ্চ যবান্ শালীন্ তিলাংশ্চৈব পরে ন্যসেৎ॥ ৬১॥
বিষ্ণুপর্ণীং শ্যামলতাং ভৃঙ্গরাজং শতাবরীম্। গুড়ূচীং সহদেবীঞ্চ বিন্যসেচ্চ মহৌষধীঃ॥ ৬২॥
ফলান্যুদকযুক্তানি আগ্নেয্যাং বিন্যসেদ্ঘটে। পঞ্চগব্যন্তু নৈঋর্ত্যাং কুম্ভে কৃত্বাভিমন্ত্রিতম্॥
বটাশ্বত্থপলাশানাং বিল্বস্যোডুম্বরস্য চ। কষায়োদকসংযুক্তং বায়ব্যাং কলসং ন্যসেৎ॥
কুমারীমমৃতাঞ্চৈব শতমূলীং শতাবরীম্। সহদেবীং বচাং সিংহীং বলাং ব্রাহ্মীং সুলক্ষণাম্।
ঐশান্যামপরে কুম্ভে মঙ্গলাখ্যে নিবেশয়েৎ॥ ৬৩॥
বল্মীকমৃত্তিকাং সপ্তস্থানোত্থামপরে ন্যসেৎ। জাহ্নবীবালুকাতোয়ং বিন্যসেদপরে ঘটে।

স্নানেত্যাদিনা। শাতকুম্ভময়ানিত্যাদিনা কুম্ভলক্ষণং চোক্তমেবাস্তি, সিদ্ধদ্রব্যাণি চাগ্রে স্বয়মেব বক্তব্যানি বটোডুম্বরে ন্যসেদিত্যাদিনা॥ ৬০॥ পরে পশ্চিমকুম্ভে॥ ৬১॥ বিষ্ণুপর্ণ্যাদ্যাশ্চোত্তরে ন্যসেদিতি জ্ঞেয়ং॥ ৬২॥ ফলানি বদরাদীণি আম্ররসাদীনি বা॥ ৬৩॥ একত্র একস্মিন্ ঘটে।৬৩॥

অনন্তর কলসাধিবাস।—উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে,বহুদর্শী গুরু যাবতীয় স্নানসামগ্রী আহরণ পূর্ব্বক স্নানকুম্ভে উক্ত কলসসমূহের অধিবাস করিবেন। অভিষেকার্থ সিদ্ধদ্রব্য ও রত্নগর্ভ মঙ্গলকলসসকল চতুর্দ্দিকে সাদরে স্থাপন করিবেন। ৬০। পূর্ব্বদিক্‌স্থিত কুম্ভে বট, উডুম্বর, অশ্বত্থ, চম্পক, অশোক, শ্রীবৃক্ষ, পলাশ, অর্জ্জুন, প্লক্ষ, কদম্ব, বকুল ও আম্র এই সমস্ত বৃক্ষের পল্লব; দক্ষিণ দিক্‌স্থিত কুম্ভে গন্ধক, রোচনা, দূর্ব্বা, দর্ভপিঞ্জল, জাতিপুষ্প,কুন্দকুসুম,চন্দন রক্তচন্দন, তমাল, তগর ও বঞ্জুল; পশ্চিমদিক্‌স্থিত কলসে স্বর্ণ, রৌপ্য, কুলদ্বয়-মৃত্তিকা, সাগরগামিন-নদীসলিল, গঙ্গোদক, গোময়, যব, শালিধান্য ও তিল; উত্তরদিক্‌স্থিত কুম্ভে বিষ্ণুপত্রী, শ্যামালতা,ভৃঙ্গরাজ,শতাবরী, সহদেবী ও মহৌষধি; অগ্নিদিক্‌স্থিত কুম্ভে ফল ও উদক; নৈঋর্ত দিক্‌স্থিত কলসে মন্ত্রপূত পঞ্চগব্য, বায়ুদিক্‌স্থিত কলসে বট, অশ্বত্থ, পলাশ, বিল্ব ও উডুম্বরের কষায়সমন্বিত জল আর ঈশানদিক্‌স্থ মঙ্গলঘটে কুমারী, অমৃতা, শতমূলী, শতাবরী, সহদেবী, বচ, সিংহী, বলা ও সুলক্ষণা ব্রাহ্মণযষ্টিকা স্থাপন করিবে।৬১-৬২। হে সুরসত্তম! একটী কলসে সংস্থানজাত বল্মীকমৃত্তিকা, একটী কুম্ভে গঙ্গাসিকতাসমন্বিত জল, একটী কুম্ভে বরাহ-বৃষ গজেন্দ্র কর্ত্তৃক শৃঙ্গোত্তোলিত মৃত্তিকা ও নদীতীর-দ্বয়স্থ মৃত্তিকা; একটী কুম্ভে পদ্মমূলমৃত্তিকা, একটী কলসে তীর্থ ও গিরিমৃত্তিকা, একটী কলসে নাগকেশরফল, একটী কুম্ভে কুঙ্কুম, একটী কলসে চন্দন অগুরু ও কর্পূরবাসিত সলিল, একটী ঘটে বৈদূর্য্য, প্রবাল, মুক্তা, স্ফটিক ও বজ্র (হীরক); এবং একটী ঘটে নদী নদ ও তড়াগের জল স্থাপন করিবে। অপর ঘটসমূহ একাশীতি-পদমণ্ডপে রাখিবে এবং উক্ত কুম্ভ গঙ্গোদক দ্বারা পূরিত করত ধান্যোপরি স্থাপন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত কুম্ভকেই এক একবার শ্রীসূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে।

বরাহবৃষনাগেন্দ্রবিষাণোদ্ধৃতমৃত্তিকাম্। কুলত্থমুদ্গং নদ্যাং বিন্যসেদপরে ঘটে॥
মৃত্তিকাং পদ্মমূলস্য কুশস্যাপ্যপরে ঘটে। তীর্থপর্ব্বতমৃত্তিস্তু যুক্তমপ্যপরে ঘটে॥
নাগকেশরপুষ্পঞ্চ কাশ্মীরমপরে ঘটে। চন্দনাগুরুকর্পূরৈঃ পূরিতং চাপরং ন্যসেৎ॥
বৈদূর্য্যং বিদ্রুমং মুক্তাং স্ফাটিকং বজ্রমেব চ। এতান্যেকত্র নিক্ষিপ্য স্থাপয়েদ্দেবসত্তম॥৬৪॥
নদীনদতড়াগানাং সলিলৈরপরং ন্যসেৎ। একাশীতিপদে চান্যান্ মণ্ডপে কলসান্ন্যসেৎ॥
পূরিতান্ গন্ধতোয়েন ধান্যস্তাংস্তাংস্তু মন্ত্রয়েৎ। শ্রীসূক্তেন সমস্তেন সর্ব্বানেব সকৃৎ সকৃৎ॥

অথার্ঘ্যদ্রব্যাদিস্থাপনম্।

তত্রৈব।—

কলসানধিবাস্যৈবমর্ঘ্যাদীন্ বিনিবেশয়েৎ। যবং সিদ্ধার্থকং গন্ধং কুশাগ্রং চাক্ষতং তথা॥
তিলান্ ফলং তথা পুষ্পমর্ঘ্যার্থং পূর্ব্বতো ন্যসেৎ। পদ্মং শ্যামলতাং দূর্ব্বাং বিষ্ণুপর্ণীং তথা কুশান্॥
পাদ্যার্থং দক্ষিণে ভাগে স্থাপয়েদ্দেশিকোত্তমঃ। স্থাপয়েৎ পশ্চিমে ভাগে মধুপর্কং সুসংবৃতম্॥
কক্কোলকং লবঙ্গঞ্চ তথা জাতীফলং শুভম্। উত্তরে স্থাপয়েদ্ভাগে দ্রব্যমাচমনায় তু॥
আগ্নেয্যাং স্থাপয়েৎ পাত্রং পূর্ণং দূর্ব্বাক্ষতৈর্বুধঃ। নীরাজনার্থং দেবেশ দেবদেবস্য সর্ব্বদা।
নৈঋর্ত্যামুদকং গন্ধযুক্তং স্নানায় বিন্যসেৎ। উদ্বর্ত্তনায় বায়ব্যাং গন্ধপিষ্টং নিবেশয়েৎ॥
ন্যসেদামলকং পাত্রে মুরামাংসীযুতং শুভম্। সহদেবীং সদা ভদ্রাং কুশাগ্রাং রজনীং তথা॥
ঐশান্যাং বিন্যসেৎ পাত্রে শিরীষং স্বর্ণবর্ণিনীম্। নির্মঞ্ছনায় দেবস্য স্থাপকঃ সুসমাহিতঃ॥
অষ্টৌ দিক্ষু ন্যসেদ্বিদ্বান্ লৌহযষ্টিপ্রদীপকান্। শঙ্খং চক্রঞ্চ শ্রীবৎসং কৌস্তুভং পঙ্কজাদিকম্॥
হেমাদিপাত্রে কৃত্বাথ গোময়েনাথ বা পুনঃ। নীরাজনায় দেবস্য তথা বৈ পুষ্পজাতয়ঃ।
স্থাপনীয়া তথা চান্যে মঙ্গল্যাঃ স্নানচোদিতাঃ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্নানমণ্ডপে প্রবেশনম্।

শিল্পিশালাং ততো গত্বা গীতবাদ্যাদিনিস্বনৈঃ। আনয়েদ্ভগবন্মূর্ত্তিং সহ পিণ্ডিকয়া ততঃ॥ ৬৫॥
অথ বিংশতিকুম্ভাদ্ভিঃ স্নানমণ্ডপতো বহিঃ। স্নাপয়িত্বা পরীক্ষেত শ্রীমূর্ত্তিং তাং বিচক্ষণঃ॥
অথবা শিল্পিশালায়াং স্নাপয়িত্বা যথাবিধি। প্রবেশয়েৎ পিণ্ডিকায়াং তাং বিপ্রেঃ স্নানমণ্ডপম্॥৬৬॥

ততঃ শিল্পিশালাতঃ শ্রীমূর্ত্তিং পিণ্ডিকাসহিতামানয়েৎ॥ ৬৫॥ বিংশতিকুম্ভজলেন স্নানমণ্ডপাদ্বহিঃ স্নাপয়িত্বেতি কেষাঞ্চিৎ সতাং মতং লিখিতং। শ্রীহয়শীর্ষভগবন্মতং লিখতি অথবেতি।

অনন্তর অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্রব্যস্থাপন:—উক্তগ্রন্থেই লিখিত আছে, কলসসমূহের অধিবাসন পূর্ব্বক অর্ঘ্যাদি বিন্যাস করিতে হয়। অর্ঘ্যার্থ পূর্ব্বদিকে যব, সিদ্ধার্থ, গন্ধ, কুশাগ্র, আতপতণ্ডুল, তিল, ফল ও পুষ্প; পাদ্যার্থ দক্ষিণদিকে পদ্ম, শ্যামলতা, দূর্ব্বা, বিষ্ণুপর্ণী ও কুশ; পশ্চিমে সুসংবৃত মধুপর্ক; এবং আচমনার্থ উত্তরদিকে কক্কোল, লবঙ্গ ও জাতীফল স্থাপন করিবে। হে সুরেশ! সুধীব্যক্তি দেবদেবের নীরাজনার্থ অগ্নিকোণে দূর্ব্বা ও অক্ষতপূর্ণ পাত্র; স্নানার্থ নৈঋর্তকোণে গন্ধোদক; উদ্বর্ত্তনার্থ বায়ুকোণে পিষ্টগন্ধ অর্থাৎ পাত্রোপরি আমলক, মুরামাংসী, বালা, গান্ডারী, কুশাগ্র, রজনী (হরিদ্রা); ও আরত্রিকার্থ ঈশানকোণে পাত্রোপরি শিরীষ ও

তথা চ ভবিষ্যে।—

আচার্য্যো মূর্ত্তিপৈশ্চৈব ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ সংযুতৈঃ। বিষ্ণুব্রতধরৈঃ শান্তৈঃ বিষ্ণুশাস্ত্রানুরঞ্জিতৈঃ॥
অলোলুপৈরহীনাঙ্গৈরার্য্যদেশসমুদ্ভবৈঃ। বিষ্ণুভক্তিপরৈর্ধীরৈর্বিপ্রের্ভাগবতৈঃ সহ।
দ্বাত্রিংশদ্ভিঃ ষোড়শভিঃ অষ্টাভিস্তু ক্রমেণ তু। আনয়িত্বা তু দেবেশং স্থাপয়েৎ স্নানমণ্ডপে॥৬৭॥

হয়পঞ্চশীর্ষরাত্রে। অত্র সংজ্বালয়েদ্বহ্নিং বৈষ্ণবং বিধিনা গুরুঃ।
ঐশান্যাং গুরুকুণ্ডে তু প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা॥ ৬৮॥

তত্রৈব হোময়েদ্বিষ্ণুং গায়ত্র্যা ঘৃতমাদরাৎ। অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সংপাতবিধিনা সুধীঃ॥
সংপাতাজ্যেন কলসান্ প্রোক্ষ্য দেশিকসত্তমঃ। লিপ্তায়াং কারুশালায়ামুপতিষ্ঠেত সংযতঃ॥৬৯॥
ব্রাহ্মণৈর্বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং মূর্ত্তিপৈঃ শিল্পিভিঃ সহ। মহতা ব্রহ্মঘোষেণ সংযৈর্বলবত্তরৈঃ॥
কাহলশঙ্খশব্দৈশ্চ ভেরীমুরজনিস্বনৈঃ। বীণাবেণুস্বনৈর্হৃদ্যাদিবাযন্ত্রস্বনৈস্তথা॥

তচ্চাগ্রে তদ্বচনতো ব্যক্তং ভাবি। বিপ্রৈঃ কৃত্বা তাং ভগবন্মূর্ত্তিং পিণ্ডিকাসহিতাং স্নানমণ্ডপং প্রবেশয়েৎ॥ ৬৬॥ অষ্টাভিস্ত্বিত্যত্র তু-শব্দো বার্থে, ততশ্চ বিকল্পো মুখ্যকল্পাশক্তাবল্পসংখ্য-ব্রাহ্মণবরণানুসারেণ শ্রীমূর্ত্ত্যনুসারেণ বা জ্ঞেয়ঃ। ক্রমেণানীয় ন তু হঠাদেকদৈব বেগেনেত্যর্থঃ॥৬৭
বৈষ্ণবং মণ্ডপং মধ্যে শয্যায়াং শ্রীবিষ্ণুলক্ষ্ম্যোঃ সঙ্গমাদ্রেতোরূপোঽগ্নিরুদ্ভুত ইতি ভাবনয়া জনিতো যস্তং। এতদ্বিশেষশ্চ দীক্ষাবিধৌ পূর্ব্বং লিখিতোঽস্তি। প্রাঙ্মুখঃ উদঙ্মুখো বা,

---

সূর্য্যবর্ণিনী স্থাপন করিবেন। সুধীব্যক্তি স্বর্ণাদিপাত্রে অষ্টদিকেই যথাক্রমে লোহযষ্টি, প্রদীপ, শঙ্খ, চক্র, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও পদ্মাদি স্থাপন করিবেন। কিংবা প্রভুর নীরাজনার্থ গোময়োপ-লিপ্তস্থলে পুনরায় নানাবিধ পুষ্প ও স্নানপ্রকরণোক্ত মাঙ্গলিক সামগ্রীসমূহ বিন্যাস করিবেন।

অতঃপর স্নানমণ্ডপে শ্রীমূর্ত্তিকে যেরূপে প্রবেশ করাইতে হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে।—তৎপরে শিল্পিশালায় উপস্থিত হইয়া গীতবাদ্যাদি শব্দ সহকারে পিণ্ডিকাসহ দেবমূর্ত্তি আনয়ন করিতে হয়। ৬৪-৬৫। তদনন্তর সুধী ব্যক্তি স্নানমণ্ডপের বাহিরে বিংশতিকুম্ভ জল দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পরীক্ষা করিবেন কিংবা বিধানে শিল্পিশালায় স্নান করাইয়া পিণ্ডিকাসহ শ্রীমূর্ত্তিকে দ্বিজাতিগণ দ্বারা স্নানমণ্ডপে প্রবেশ করাইবেন। ৬৬। ভবিষ্যপুরাণেও লিখিত আছে, আচার্য্য মূর্ত্তির ও ঋত্বিক্‌বর্গের সহিত সমবেত হইয়া দ্বাত্রিংশৎসংখ্য, ষোড়শসংখ্য বা অষ্টসংখ্য ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রভুকে আনয়ন করত মণ্ডপে স্থাপন করিবেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণ হরিব্রতবান্, শান্ত, বিষ্ণুশাস্ত্রানুরাগী অলোভী, অহীনাঙ্গ, আর্য্যদেশজ, হরিভক্তিপরায়ণ, ধীর ও ভাগবত হইবেন। ৬৭। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, গুরুদেব ঐ মণ্ডপে পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক ঈশানকোণে গুরুকুণ্ডে বিধানে বৈষ্ণবাগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন। ৬৮। সুবুদ্ধিমান্ গুরুদেব তথায় বিষ্ণুর উদ্দেশে গায়ত্রীযোগে ঘৃতহোম করিবেন। সম্পাতবিধানে একশত অষ্ট হোম করত ঘৃতসম্পাত দ্বারা ঘটসমূহ সেচন পূর্ব্বক গোময়োপ-লিপ্ত শিল্পিশালায় আগত হইবেন। ৬৯। তৎপরে আচার্য্য বৈষ্ণব দ্বিজাতি, বলবান্ সহায়-

আচার্য্যঃ প্রাঙ্মুখো ভূত্বা কুর্য্যাৎ কৌতুকবন্ধনম্। বৈষ্ণবে সিপিবিষ্টেতি গৌরসিদ্ধার্থকেন তু॥
ঊর্ণাময়েন সূত্রেণ নিম্বদূর্ব্বান্বিতেন চ। দুকূলবস্ত্রৈর্ব্বদ্ধা তু দক্ষিণে বধ্নীয়াৎ করে।
দেশিকস্যাপি কর্ত্তব্যং করে কৌতুকবন্ধনম্॥ ৭০॥
ততো বিকল্প্য দেবাস্ত্রং তণ্ডুলৈঃ পঞ্চরঙ্গকৈঃ।
তন্মধ্যে প্রতিমাং স্থাপ্য স্নাপ্য চৈব যথাবিধি॥ ৭১॥
বস্ত্রযুগ্মেন সংছাদ্য পূজ্য গন্ধাদিনা তু তাম্। চামরৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজয়েন্মঙ্গলান্বিতাম্॥ ৭২॥
এরকায়াং নিবেশ্যাথ প্রতিমাং সংস্তবেত্ততঃ॥ ৭৩॥

তত্র স্তবঃ।

নমস্তেঽর্চ্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ম্মণা। প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ॥
ত্বয়ি সংপূজয়ামীশং নারায়ণমনাময়ম্। রহিতা শিল্পিদোষৈস্ত্বমৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব।
এবং বিজ্ঞাপ্য প্রতিমাং নয়েত্তাং স্নানমণ্ডপম্॥ ইতি॥

অথ শিল্পিপরিতোষণম্।

ততঃ সপরিবারাংশ্চ শ্রীমূর্ত্ত্যাবিবিধায়িনঃ। শিল্পিনোঽর্চ্চ্য বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্বাক্যৈশ্চ তোষয়েৎ॥
তথা চ ভবিষ্যে।—
ততো বিষ্ণুং সমানীয় সুধৌতং সুপরীক্ষিতম্। শিল্পিনঃ পূজয়েৎ পশ্চাৎ বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ।
অন্যে চ পূজনীয়াশ্চ যে চাত্র পরিচারকাঃ॥
মাৎস্যে:—আনীয় লিঙ্গমর্চ্চাং বা শিল্পিনঃ পূজয়েদ্‌বুধঃ। বস্ত্রাভরণরত্নৈশ্চ যে চ তৎপরিচারিকাঃ।
ক্ষমধ্বমিতি তান্ ব্রূয়াৎ যজমানো হ্যতঃ পরম্॥ ৭৪॥

বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ॥ ৬৮॥ কারুঃ শিল্পী। কৌতুকং মঙ্গলসূত্রং॥ ৭০॥ দেবাস্ত্রং চক্রং। বিকল্প্য বিরচয্য॥ ৭১॥ মঙ্গলানি দধিদূর্ব্বাদীনি তৈরন্বিতাং, তানি নিবেদ্যেত্যর্থঃ। তথা চ মাৎস্যে।—মঙ্গলানি নিবেদ্যানীত্যাদি। তচ্চাগ্রে মাঙ্গল্যে লেখ্যং। মঙ্গলান্বিতমিতি ক্লীবৈকবচনান্তপাঠোঽপি। ততশ্চ ক্রিয়াবিশেষণম্, অর্থশ্চ স এব॥ ৭২॥ এরকা তৃণবিশেষঃ তন্ময়াস্তরণে শ্রীমূর্ত্তিং স্থাপয়িত্বা সম্যক্ স্তবেং স্তবীত॥ ৭৩॥

স্বরূপ মূর্ত্তিরক্ষক ও শিল্পিবর্গের সহিত সমবেত হইয়া বেদশব্দ এবং কাহল, শঙ্খ, ভেরী, মুরজ, বীণা, বেণু ও অন্যান্য যন্ত্রাদির মনোরম ধ্বনিসহকারে পূর্ব্বাভিমুখে মঙ্গলসূত্র বন্ধন করিবেন। বৈষ্ণব সম্বন্ধে দক্ষিণকরে "সিপিবিষ্টা" ইত্যাদি মন্ত্রে পট্টবসনে করিয়া সিদ্ধার্থ, ঊর্ণাময় সূত্র, নিম্ব, দূর্ব্বা এই সমস্ত বন্ধন করিয়া দেশিকের (আচার্য্যের) করেও ঐরূপ কৌতুক (মঙ্গলসূত্র) বন্ধন করিতে হয়। তৎপরে পঞ্চবর্ণ তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা সুদর্শন বিরচন পূর্ব্বক তাহার মধ্যে স্থাপন ও তালবৃন্ত দ্বারা মঙ্গলময়ী প্রতিমাকে ব্যজন করিতে হইবে। ৭১-৭২। অনন্তর-প্রতিমাকে এরকাখ্য তৃণোপরি স্থাপন পূর্ব্বক স্তুতিবাদ করিবে। ৭৩।

স্তুতি।—হে অর্চ্চে! হে দেবেশানি! বিশ্বকর্ম্মা তোমারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি স্বয়ং-জাত, নিখিল জগতের ধরিত্রী ও পোষণকারিণী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। অনাময় ঈশ্বর

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

পূজয়িত্বা তু প্রতিমাং শিল্পিনং তোষয়েত্ততঃ। গন্ধপুষ্পাদিভির্বিপ্রং তোষয়েৎ কপটাদিভিঃ।
সর্ব্বহথ কর্ম্মিণস্তত্রাস্তস্মিন্ কালে পৃথক পৃথক।
ক্ষমাপয়ীত তান্ সর্ব্বা প্রিয়প্রশ্নেন সর্ব্বথা॥ ইতি॥ ৭৫॥

অথ স্নপনম্।

কুশাদ্যাস্তরণে ন্যস্য পীঠে বা স্নাপয়েত্ততঃ। দিব্যবাদ্যাদিনা পঞ্চকষায়সলিলাদিভিঃ॥৭৬॥

তথা চ ভবিষ্যে।—

স্নপনং তু ততঃ কার্য্যং দিব্যমঙ্গলনাদিতম্। যথাস্বরূপৈবিবিধৈর্বাদিত্রনিনদৈঃ শুভৈঃ।
কাষায়ৈঃ পঞ্চগব্যৈশ্চ তীর্থবল্মীকমৃজ্জলৈঃ॥

স্তুতিমেবাহ নমস্ত ইতি দ্বাভ্যাং। প্রকর্ষেণ ভাবিতস্য স্বয়মেবোৎপাদিতস্য অশেষজগতো ধাত্রি ধারণপোষণকর্ত্রি। যদ্বা। প্রভাবিতং প্রভাবযুক্তং কৃতমশেষং যয়া সা চাসৌ জগদ্ধাত্রী চ তৎসম্বোধনম্।

বাক্যৈশ্চ পশ্চাৎ বিবিধৈঃ ক্ষমধ্বমিত্যাদিরূপৈঃ॥ ৭৪॥ পূজয়িত্বেতি শিল্পিশালায়াং পূজানন্তরমেব শিল্পিতোষণমভিপ্রেতং॥ ৭৫॥

কুশৈঃ আদিশব্দাৎ কোমলবংশদলাদিভির্যদাস্তরণং শয্যাবিশেষস্তস্মিন্ ন্যস্য শ্রীমূর্ত্তিং। এতচ্চ প্রাগগ্রৈর্দর্ভবংশৈস্তু রাজন্ দিব্যজলৈঃ শুভৈরিত্যাদিনাধিবাসনমণ্ডপাস্তর্যৎ শয্যাবিরচনং ভবিষ্যোক্তং, তদনুসারেণ কেষাঞ্চিচ্ছিষ্টানাং সম্মতং লিখিতং। ভদ্রপীঠে বেতি চ হয়শীর্ষোক্ত্যনুসারেণ। অত্র চ যথাস্বসংপ্রদায়মেব ব্যবহর্ত্তব্যং। এবমগ্রত্রাপূহ্যং। দিব্যেন বাদ্যেন। আদিশব্দাদ্গীতেন নৃত্যেন বেদঘোষনামসংকীর্ত্তনাদিনা চ। পঞ্চকষায়াশ্চ বটাশ্বত্থপলাশবিল্বোডুম্বরাঃ তৈঃ সংস্কৃতজলেন। আদিশব্দাৎ পঞ্চগব্যাদি। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তমেব ভাবি॥৭৬॥

নারায়ণকে তোমাতেই অর্চ্চনা করিতেছি, তুমি শিল্পিদোষ-বিহীনা ও নিরন্তর সমৃদ্ধিমতী হও। প্রতিমাকে এইপ্রকার বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্নানমণ্ডপে লইয়া যাইবে।

অনন্তর শিল্পিপরিতোষণ :—তৎপরে শ্রীমূর্ত্তির প্রাদুর্ভাবকারী, সপরিবার শিল্পিগণকে পূজা করিয়া নানারূপ সামগ্রী ও (মধুর) বচন দ্বারা তাহাদিগের তুষ্টিসাধন করিতে হইবে। ভবিষ্যপুরাণেও লিখিত আছে যে, তৎপরে সুপ্রক্ষালিত সুপরীক্ষিত বিষ্ণুকে আনয়ন পূর্ব্বক বসনভূষণাদি দ্বারা শিল্পীর অর্চ্চনা করিবে এবং তত্রত্য অপরাপর পরিচারকবর্গেরও অর্চ্চনা করিতে হইবে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, সুধীব্যক্তি লিঙ্গ বা প্রতিমা আনয়ন পূর্ব্বক শিল্পী ও তৎপরিচারকবর্গের অর্চ্চনা করিবেন। তৎপরে যজমান "তোমরা ক্ষমা কর" এই বাক্যে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। ৭৪। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, প্রতিমা অর্চ্চনা ও শিল্পীর তুষ্টিবিধানান্তে গন্ধপুষ্প ও বলয়াদি বিভূষণ দ্বারা দ্বিজাতির প্রীতিবিধান করিতে হয়। তখন কুশল প্রশ্ন দ্বারা সমস্ত প্রতিমাকর্ম্মকারগণের নিকট পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। ৭৫।

তত্র মন্ত্রাঃ।

সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ। যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি।
যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে। যাসু রাজা বরুণো যাসু সোম॥ ইতি॥

মাৎস্যে।—

ততো লিঙ্গমথার্চ্চাং বা নীত্বা স্নপনমণ্ডপম্। গীতমঙ্গলশব্দেন স্নপনং তত্র কারয়েৎ।
পঞ্চগব্যৈঃ কষায়েণ মৃদ্ভির্ভস্মোদকেন চ। শৌচং তত্র প্রকুর্ব্বীত বেদমন্ত্রচতুষ্টয়াৎ॥ ৭৭॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে :—

ধ্রিয়মাণবিতানেন ব্রহ্মঘোষেণ তাং বুধঃ। তত্র পীঠে সমারোপ্য ভদ্রং কর্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
স্নাপয়েচ্ছুদ্ধতোয়েন শুদ্ধবত্যা তু দেশিকঃ। স্নাপিতা গন্ধতোয়েন শিল্পিদোষৈর্ব্বিমুচ্যতে।
মন্ত্রৈর্গন্ধাদিনাভ্যর্চ্চ্য ছাদয়েচ্ছুদ্ধবাসসা॥ ৭৮॥

অথ নেত্রোন্মীলনম্।

ততশ্চোন্মীলয়েন্নেত্রে তন্মন্ত্রেণ বিচক্ষণঃ। তয়োশ্চ জ্যোতিরুৎকীর্য্য শুভাং দৃষ্টিং প্রকল্পয়েৎ॥

তথা চ মাৎস্যে।—

দেবং প্রস্তরণে কৃত্বা নেত্রে জ্যোতিঃ প্রকল্পয়েৎ॥

কাষায়ৈঃ পঞ্চকষায়জলৈঃ পঞ্চগব্যৈস্তীর্থজলৈর্ব্বল্মীকমৃজ্জলৈশ্চেত্যেবং চতুর্ভিঃ। সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইত্যাদিচতুর্মন্ত্রৈঃ ক্রমেণ স্নপনমিতি জ্ঞেয়ং। পঞ্চগব্যৈঃ পঞ্চকষায়ৈশ্চ তীর্থাদিমৃদ্ভিঃ ভস্মোদকেন চেত্যেবং চতুর্ভিঃ। সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইত্যাদি-বেদমন্ত্রচতুষ্টয়াৎ ক্রমেণ স্নপনং কারয়েৎ॥ ৭৭॥ শুদ্ধবত্যা মন্ত্রেণ॥ ৭৮॥

অনন্তর স্নপন।—কুশাস্তরণে বা পীঠে প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক অত্যুত্তম বাদ্যধ্বনি সহকারে পঞ্চকষায়জলে স্নান করাইতে হয়। ৭৬। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে অত্যুত্তম মঙ্গলশব্দ ও যথাযথ অত্যুৎকৃষ্ট নানারূপ বাদ্যধ্বনি সহকারে পঞ্চকষায়, পঞ্চগব্য, তীর্থোদক, বল্মীকমৃত্তিকা ও জল দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

স্নানমন্ত্র।—"সাগরগর্ভ হইতে যাহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, যে দিব্য জল নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, বরুণদেব যে জলের অধিপতি এবং যে জলে বরুণ দেব ও সোম অধিষ্ঠিত, সেই জল দ্বারা স্নান করাইতেছি।" এই চারি মন্ত্রে স্নান করাইবে। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে লিঙ্গ বা প্রতিমাকে স্নানমণ্ডপে আনয়ন পূর্ব্বক সংগীতাদি মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্নান করাইবে। পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, মৃত্তিকা ও ভস্মোদক দ্বারা বেদমন্ত্র-চতুষ্টয়যোগে যথাক্রমে স্নান করাইতে হয়। ৭৭। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, সুধীব্যক্তি চন্দ্রাতপ ধারণ পূর্ব্বক বেদশব্দ করিতে করিতে প্রতিমাকে পীঠে স্থাপন করিবেন এবং "ভদ্রং কর্ণ" এই মন্ত্র কীর্ত্তন পূর্ব্বক শুদ্ধবতীমন্ত্রে বিশুদ্ধোদক দ্বারা স্নান করাইবেন। গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইলে মূর্ত্তি শিল্পি-দোষহীন হয়। মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া শুদ্ধবসনে আচ্ছাদিত করিবেন। ৭৮।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।—

যজমানস্ততো ভক্ত্যা দেশিকং পরিতোষয়েৎ। কাংস্যদোহাং বস্ত্রকণ্ঠাং তাম্রপৃষ্ঠাং পয়স্বিনীম্॥
রৌপ্যাঙ্ঘ্রিং স্বর্ণশৃঙ্গীং তাং সুশীলাং তরুণীং শুভাং।
প্রণম্য বিধিনা ধেনুং দদ্যাদ্বাগ্‌ভিঃ ক্ষমাপয়েৎ॥
অবধার্য্য জগচ্ছান্তিং নেত্রে চোন্মীলয়েদ্বুধঃ। চিত্রং দেবেতি মন্ত্রেণ জ্যোতির্দেবস্য চোৎকিরেৎ॥
অগ্নির্জ্যোতীতি মন্ত্রেণ জ্ঞাত্বা দৃষ্টিং প্রকল্পয়েৎ॥ ৭৯॥
দৃষ্টিভেদাংস্তু সকলান্ বর্ণয়িষ্যে তবোপরি॥

তথা চ তত্রৈব লেপ্যার্চ্চাস্থাপন প্রসঙ্গে।—

চিত্রং দেবেতি মন্ত্রেণ সৌম্যাং দৃষ্টিং তু কারয়েৎ। দৃষ্টয়ো বহুধা নাট্যশাস্ত্রেষু পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
কিন্তুত্রোদ্দেশতো বক্ষ্যে দৃষ্টীনাং লক্ষণং দ্বিজ। হসিতা ঘূর্ণিতা ক্ষিপ্তা তথান্তর্ব্বেদনাতুরা।
বিদ্বিষ্টা লজ্জিতা ক্রূরা প্রসন্না মদনাতুরা। লজ্জিতাকম্পিতা তৃপ্তা দীনান্তর্ন্নিহিতা তথা।
বিশালান্তরবিক্ষিপ্তা উর্দ্ধক্ষিপ্তা সুবর্ণিতা। পার্শ্বাবলোকনী চাধঃক্ষিপ্তা নাসাগ্রগোচরা।
সমাবলোকিনী ক্রান্তা যোগদৃষ্টিস্তথা শুভা। বীভৎসা করুণালোকা ঈষৎক্ষিপ্তা চ কেকরা॥
বিভ্রান্তা লুলিতা চান্তঃকোপহর্ষসন্বিতা।এবং জ্ঞাত্বা দৃষ্টিভেদান্ প্রতিমাসু প্রয়োজয়েৎ॥ ৮০॥

অথ নেত্রাভ্যঞ্জনম্।

তত্রৈব।—

ততঃ শুক্লানি পুষ্পাণি ঘৃতসিদ্ধার্থকং তথা। দূর্ব্বাং কুশাগ্রং দেবস্য দদ্যাচ্ছিরসি দেশিকঃ।
পঠন্ রক্ষোহণং সর্ব্বমন্ত্রমাথর্ব্বণং তথা। রৌপ্যং ভাজনমাদায় মধুরত্রয়সংযুতম্।

উৎকীর্য্য উজ্জ্বাল্য। দৃষ্টিভেদান্ জ্ঞাত্বা দৃষ্টিং শুভাং প্রকল্পয়েদিত্যর্থঃ॥ ৭৯॥
হসিত-ঘূর্ণিতাদীনামবলোকনভেদেনেবদবান্তরভেদঃ কল্পয়িতব্যঃ॥ ৮০॥

অনন্তর নেত্রোন্মীলন।—সুধী ব্যক্তি তৎপরে নেত্রমন্ত্র দ্বারা নয়নযুগল উন্মীলন পূর্ব্বক চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ উজ্জ্বালিত করিয়া শুভদৃষ্টির কল্পনা করিবেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, প্রভুকে প্রস্তরণে করিয়া চক্ষুর্দ্বয়ের উন্মীলন করিতে হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, তৎপরে যজমান হইয়া আচার্য্যের সন্তোষসাধন করিবেন। তিনি একটী কাংস্য-ক্রোড়া, বস্ত্রকণ্ঠা, তাম্রপৃষ্ঠা, ক্ষীরবতী, রজতখুরা, স্বর্ণশৃঙ্গী, সুশীলা, তরুণী ও মনোহরমূর্ত্তি ধেনু আনয়ন পূর্ব্বক বিধানে তাহা গুরুকরে সমর্পণ করিয়া যথাযথ বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। তদনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি জগতের শান্তিলাভার্থ চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক "চিত্রং দেব" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রতিমার জ্যোতিঃপ্রকাশ ও "অগ্নির্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিশেষ বিবেচনা সহকারে দৃঢ় কল্পনা করিবেন। ৭৯। অধুনা সংসকাশে দৃঢ়ভেদ কীর্ত্তন করিতেছি। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে লেপ্যমূর্ত্তি-স্থাপনপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, "চিত্রং দেব" ইত্যাদি মন্ত্রে সৌম্যা দৃষ্টির কল্পনা করিতে হয়। নাট্যশাস্ত্রে দৃষ্টি বহুবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। কিন্তু হে বিপ্র! অধুনা উদ্দেশে (প্রসঙ্গতঃ) সেই সকলের (মধ্যে কতিপয়ের) লক্ষণ বর্ণন করিতেছি। হসিত,

মধুবাতেতি মন্ত্রেণ মন্ত্রয়িত্বাষ্টধা পুনঃ। শলাকয়া সুবর্ণস্য নেত্রে চাভ্যঞ্জয়েদ্গুরুঃ।
হিরণ্যগর্ভমন্ত্রেণ ইমং মে ইতি কীর্ত্তয়েৎ॥

অথার্ঘ্যার্পণাদি।

সমর্প্য চার্ঘ্যং দেবায় যা দিব্যা আপ ইত্যতঃ। ইন্দ্রাদিভ্যো বলিং দদ্যাৎ সিদ্ধার্থঘৃতপায়সৈঃ॥

তত্র অর্ঘদ্রব্যাণি।

মাৎস্যে।—

দধ্যক্ষতকুশাগ্রাণি ক্ষীরং দূর্ব্বাং তথা মধু। যবাঃ সিদ্ধার্থকাস্তদ্বদষ্টাঙ্গোঽর্ঘ্যঃ ফলৈঃ সহ॥ ৮১॥

অথ মাঙ্গল্যাচরণমমঙ্গলনিবারণঞ্চ।

দেবং পুষ্পৈরলঙ্কৃত্য ধূপয়িত্বা প্রণম্য চ। পরিধাপ্য চ বস্ত্রে দ্বে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ॥
তেভ্যোঽথ দক্ষিণাং দত্বা হোমাচার্য্যায় গামপি। আবাহ্য মন্ত্রয়েদ্দেবং নমো ভগবতে ইতি॥
বিলিখন্ কাঞ্চনেনাথ শ্রীমূর্ত্তিং মঙ্গলানি তু। কারয়েদ্গীতবাদ্যাদীন্যমাঙ্গল্যঞ্চ বারয়েৎ॥

তথা চ ভবিষ্যে।—

অর্ঘ্যং দত্বা নমস্কৃত্য অর্চ্চয়িত্বা যথাক্রমম্। দত্বা সগুগ্গুলুং ধূপং দেবদেবস্য ধীমতঃ।
প্রচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন ততঃ কার্য্যং তু লক্ষণম্॥

অক্ষতাশ্চাত্র খণ্ডতণ্ডুলাঃ। ভবিষ্যোক্তার্ঘ্যদ্রব্যাণি চ পূর্ব্বং নিত্যপূজায়ামর্ঘ্যপ্রসঙ্গে লিখিতানি সন্তি। ভবিষ্যহয়শীর্ষোক্তার্ঘ্যদ্রব্যভেদশ্চ ফলাদিভেদং কল্পয়িত্বা সোঢব্যঃ। এবমন্যত্রাপি॥ ৮১॥

ঘূর্ণিত, ক্ষিপ্ত, অন্তর্বেদন, আতুর, বিদ্বিষ্ট, লজ্জিত, ক্রূর, প্রসন্ন, মদনাতুর, লজ্জিত অথচ ঈষৎ কম্পিত, তৃপ্ত, দীন, অন্তর্নিহিত, বিশাল, অনন্তরবিক্ষিপ্ত, ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত, স্থুবর্ণিত, পার্শ্বাবলোকন, অধঃক্ষিপ্ত, নাসাগ্রগোচর, সমাবলোকিনী, ক্রান্ত, যোগদৃষ্টি, বীভৎস, করুণালোক, ঈষৎক্ষিপ্ত, কেকর, বিভ্রান্ত, লুলিত, অভ্যন্তরকোপ ও হর্ষসমন্বিত, দৃষ্টিভেদ এইরূপে বহুবিধ। এই সমস্ত অবগত হইয়া প্রতিমাতে তদনুসারে দৃষ্টি কল্পনা করিতে হয়। ৮০।

অনন্তর নেত্রাভ্যঞ্জন।—উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে, তৎপরে আচার্য্য অথর্ব্ববেদোক্ত রক্ষোঘ্নমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রতিমা-শিরে, ঘৃত, সিদ্ধার্থ, দূর্ব্বা ও কুশাগ্র প্রদান করিবেন। তদনন্তর তিনি মধুরত্রয়সমন্বিত রজতপাত্র লইয়া "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টধা অভিমন্ত্রিত সুবর্ণশলাকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় অভ্যঞ্জন ও হিরণ্যগর্ভমন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক "ইমং মে" এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন।

তৎপরে অর্ঘ্যসমর্পণাদি।—তদনন্তর "যা দিব্যা আপ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রভুকে অর্ঘ্য দিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের উদ্দেশে সিদ্ধার্থ, ঘৃত ও পায়স দ্বারা বলি প্রদান করিতে হইবে।

উক্ত অর্ঘ্য প্রদানের দ্রব্য।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, ফলের সহিত দধি, আতপতণ্ডুল, কুশাগ্র, দুগ্ধ, দূর্ব্বা, মধু, যব ও সিদ্ধার্থ এই সমস্ত একত্র করিয়া অর্ঘ্য দিবে। ইহাই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য বলিয়া অভিহিত। ৮১।

মাৎস্যে।—

সর্ব্বতস্তু বলিং দত্ত্বা সিদ্ধার্থঘৃতপায়সম্। শুক্লপুষ্পৈরলঙ্কৃত্য ঘৃতগুগ্‌গুলুধূপিতম্।
বিপ্রেণ বাচনং কুর্য্যাৎ দত্ত্বা শক্ত্যা চ দক্ষিণাম্। গামেকাং কনকং তদ্বৎ স্থাপকায় নিবেদয়েৎ।
লক্ষণং কারয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন বৈ দ্বিজঃ॥

তত্র মন্ত্রঃ।

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং শিবায় হরয়ে নমঃ।
হিরণ্যরেতসে বিষ্ণো বিষ্ণুরূপায় তে নমঃ॥ মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বদেবানাং নেত্রজ্যোতিঃষ্বপি স্মৃতঃ॥
এবমামন্ত্র্য দেবেশং কাঞ্চনেন বিলেখয়েৎ। মঙ্গলানি নিবেদ্যানি ব্রহ্মঘোষঞ্চ গীতকম্।
ঋদ্ধ্যর্থং কারয়েদ্বিদ্বানমঙ্গল্যনিবারণম্॥ ৮২॥

অথ পুনর্ব্বিশেষতঃ স্নপনম্।

হস্তমাত্রমিতে ভদ্রপীঠে ক্ষীরিতরূদ্ভবে। বিন্যস্য স্নাপয়েদ্দেবং পঞ্চগব্যাদিভিস্ততঃ॥ ৮৩॥

মাৎস্যে।—

গঙ্গাশ্বরথ্যাবল্মীকবরাহোৎখাতমণ্ডলাৎ। অগ্ন্যাগারাত্তথা তীর্থাৎ হ্রদাদ্গোমণ্ডলাদপি॥

লক্ষণং কাঞ্চনেন লিখনাদি তত্র শ্রীবৎস-লক্ষণাদি॥ ৮২॥

অনন্তর মাঙ্গল্যাচরণ ও অশুভশান্তি। তৎপরে প্রভুকে পুষ্প দ্বারা বিভূষিত করিয়া ধূপ দান, নমস্কার ও বস্ত্রযুগল পরিধানান্তে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইতে হয়। তদনন্তর সেই সকল বিপ্রকে দক্ষিণা ও আচার্য্যকে একটি গো দান করিবেন। পরে প্রভুকে আবাহন ও "নমো ভগবতে" এই বাক্যে আমন্ত্রণ করিয়া সুবর্ণ দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি ও মঙ্গল-চিহ্নাদি বিলিখন করিবে। তৎপরে গীতবাদ্য সহকারে অমঙ্গল-শান্তি করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রভুকে অর্ঘ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রণাম, পূজা ও গুগ্‌গুলধূপ সমর্পণ করিয়া বসনদ্বয়ে আচ্ছাদন পূর্ব্বক কাঞ্চন দ্বারা বিলিখন করিবেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, সমন্তাৎ সিদ্ধার্থ, ঘৃত ও পায়স দ্বারা বলি প্রদান পূর্ব্বক শ্বেত কুসুমে বিভূষিত ও ঘৃতগুগ্‌গুলুধূপে ধূপিত করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইতে হয়। তদনন্তর স্থাপককে শক্ত্যনুসারে দক্ষিণা দিয়া একটী ধেনু ও কাঞ্চন প্রদান করিবে। পরে কাঞ্চন দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে শ্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কন করিতে হয়।

উক্ত মন্ত্র।—"হে ভগবন্! তুমি কল্যাণময় হরি, তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণো! তুমি হিরণ্যরেতা, বিষ্ণুরূপী তোমাকে নমস্কার। যাবতীয় দেবতার নেত্রজ্যোতিঃ-কল্পনা-কালেই এই মন্ত্র প্রয়োজনীয়। সুধী ব্যক্তি এইরূপে দেবদেবকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্বর্ণদ্বারা (শ্রীবৎস-চিহ্নাদি) নিবেদন-যোগ্য মঙ্গল চিহ্ন বিলিখন করত ঋদ্ধ্যর্থ (সম্পদ্ বা সিদ্ধিলাভার্থ) বেদপাঠ ও গীতাদি শব্দ দ্বারা অমঙ্গলের শান্তি করিবেন। ৮২।

অনন্তর পুনরায় বিশেষ স্নান।—তৎপরে প্রভুকে উডুম্বরকাষ্ঠময়, একহস্ত প্রমাণ ভদ্রপীঠে স্থাপন পূর্ব্বক পঞ্চগব্যাদি দ্বারা স্নান করাইতে হয়।৮৩। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,"উদ্ধৃতাসি"

কুম্ভেষু মৃত্তিকাং দদ্যাদুদ্ধৃতাসীতি মন্ত্রবিৎ। শন্নোদেবীত্যপাং মন্ত্র আপো হিষ্ঠেতি যা ঋচঃ ॥৮৪॥
সাবিত্র্যাদায় গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্। আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাব্ণেতি বৈ দধি।
তেজোঽসীতি ঘৃতং তদ্দেবস্য ত্বেতি চোদকম্ ॥ ৮৫ ॥
কুশমিশ্রং জপেদ্বিদ্বান্ পঞ্চগব্যং ভবেত্ততঃ ॥ ৮৬ ॥
স্নাপ্যাথ পঞ্চগব্যেন দধ্না শুদ্ধেন বৈ ততঃ। দধিক্রাব্ণেতি মন্ত্রেণ কর্ত্তব্যমভিমন্ত্রণম্ ॥
আপ্যায়স্বেতি পয়সা তেজোঽসীতি ঘৃতেন চ। মধুবাতেতি মধুনা ততঃ পুষ্পোদকেন চ ॥
সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন কার্য্যং তস্যাভিমন্ত্রণম্। হিরণ্যাক্ষেতি মন্ত্রেণ স্নাপয়েদ্রত্নবারিণা ॥
কুশাম্ভসা ততঃ স্নানং দেবস্য ত্বেতি কারয়েৎ। ফলোদকেন চ স্নানমগ্ন আয়াহি কারয়েৎ ॥
ততস্তু গন্ধতোয়েন সাবিত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৮৭ ॥
ততো ঘটসহস্রেণ সহস্রার্দ্ধেন বা পুনঃ। তস্যাপ্যর্দ্ধেন বা কুর্য্যাদথবাষ্টশতেন বা ॥
চতুঃষষ্ট্যা তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধেনাথ বা পুনঃ। চতুর্ভিরথবা কুর্য্যাদ্ঘটানামপি বিত্তবান্ ॥
সৌবর্ণৈ রাজতৈর্ব্বাপি তাম্রৈর্ব্বা রীতিকোদ্ভবৈঃ।
কাংস্যৈর্ব্বা পার্থিবৈর্ব্বাপি স্নপনং শক্তিতো ভবেৎ ॥৮৮

ক্ষীরিতরবঃ ক্ষীরযুক্তবৃক্ষা উডুম্বরাদয়স্তদুদ্ভবে ॥৮৩॥ মন্ত্রবিদিত্যুক্তং তন্মন্ত্রানেবাভিব্যঞ্জয়তি। শন্ন ইতি অপাং মন্ত্রো যঃ, যাশ্চ আপো হি ষ্ঠেতি ঋচঃ, ত এব স্নানে মন্ত্রা ইত্যর্থঃ। অত্র পঞ্চগব্যপঞ্চকষায়েণেত্যাদি-পূর্ব্বলিখিতমাৎস্যবচনাৎ পঞ্চগব্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রচতুষ্টয়েন যথাক্রমং পূর্ব্ববদাদৌ স্নপনমিতি কেষাঞ্চিৎ সতাং মতং ॥ ৮৪ ॥ অন্যানপি দর্শয়তি সাবিত্র্যাদিনা ॥ ৮৫ ॥ কুশমিশ্রমুদকং চ দেবস্য ত্বেতি জপেৎ অভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৮৬ ॥ অথ জপানন্তরং পঞ্চগব্যেন স্নাপয়িত্বা পঞ্চামৃতস্নপনমাহ দধ্নেত্যাদি। অত্র চ শর্করাস্থানে পুষ্পোদকং জ্ঞেয়ং। তত্র সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেনেতি মন্ত্রঃ। এবং সর্ব্বত্রোহ্যং ॥ ৮৭ ॥ অষ্টশতেন অষ্টোত্তর-

---

ইত্যাদি মন্ত্রে কুম্ভসমূহে মৃত্তিকা দিবে। হস্তী বা অশ্বোৎখাত মৃত্তিকা, চতুষ্পথস্থ মৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা, বরাহোৎখাত স্থানের মৃত্তিকা, অগ্নিগৃহের মৃত্তিকা, তীর্থমৃত্তিকা, হ্রদস্থ মৃত্তিকা এবং গোসমূহের খুরোত্থমৃত্তিকাই প্রদান করা কর্ত্তব্য। "শন্নো দেবী" ও "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে জল দ্বারা; সাবিত্র্যাদি মন্ত্রে গোমূত্র দ্বারা; "গন্ধদ্বারা" ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়দ্বারা; "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা; "দধিক্রাব্ন" ইত্যাদি মন্ত্রে দধি দ্বারা; "তেজোসি" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা; এবং "দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশমিশ্র জল দ্বারা স্নান করাইতে হয়। তাহা হইলেই পঞ্চগব্যস্নান হইল। ৮৪—৮৬। এই প্রকারে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। তন্মধ্যে "দধিক্রাব্ন" ইত্যাদি মন্ত্রে দধি দ্বারা; "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা; "তেজোসি" ইত্যাদি মন্ত্র ঘৃত দ্বারা; "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্রে মধু দ্বারা; এবং "সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন" ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পোদক দ্বারা স্নান করাইতে হয়। তদনন্তর "হিরণ্যাক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রে রত্নোদক দ্বারা; "দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা, "অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রে ফলোদক দ্বারা এবং সাবিত্রীমন্ত্রে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইবে। ৮৭। তৎপরে বিত্তবান্

সহদেবী বচা ব্যাঘ্রী বলা চাতিবলা তথা। শঙ্খপুষ্পী তথা সিংহী অষ্টমী চ সুবর্চ্চলা ॥
মহৌষধ্যষ্টকং হ্যেতন্মহাস্নানেষু যোজয়েৎ। যবগোধূমনীবারতিলশ্যামাকশাটয়ঃ।
প্রিয়ঙ্গবো ব্রীহয়শ্চ স্নানেষু পরিকল্পয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

ভবিষ্যে।—

পঞ্চগব্যং দধি ক্ষীরং তথা মধু ঘৃতং নৃপ। রত্নবারি কুশাম্ভশ্চ ফলগন্ধাদিকং তথা।
উপস্নানৈঃ কষায়ৈশ্চ দিব্যৌষধিভিরেব চ। বল্মীকাৎ পর্ব্বতাগ্রাচ্চ সরস্তীর্থাহ্রদাদগজাৎ ॥
অগ্ন্যাগারাত্তু গৃহ্নীয়াদষ্টমীঞ্চ চতুষ্পথাৎ। উদ্ধৃতাসীতি মন্ত্রেণ মর্দ্দয়েত্তু সমালভেৎ।
উপমানিকেতি প্রথমং মন্ত্রেণানেন লেপয়েৎ ॥ ৯০ ॥

স্নানমন্ত্রাংস্ততশ্চান্যান্ বক্ষ্যামি তে মহীপতে। গায়ত্র্যা চৈব গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ ॥
আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাবেণ্ণেতি বৈ দধি। তেজোঽসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্য ত্বা কুশোদকম্।
এভিস্তু পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ প্রথমং স্নাপয়েদ্ধরিম্। দ্বিতীয়ে দধিক্রাবেণ্ণেতি দধ্না চ স্নানমাচরেৎ ॥
আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রেণ ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্বুধঃ। তেজোঽসীতি ততঃ পশ্চাদ্ঘৃতেন স্নানমাচরেৎ ॥
তদন্তে মধুনা স্নানং মধুবাতা ঋতায়তে। রত্নবারি ততঃ পশ্চাদ্ধিরণ্যাক্ষেতি মন্ত্রয়েৎ ॥
কুশাম্ভসা ততঃ স্নানং দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রয়েৎ। ফলোদকৈস্ততঃ স্নানং অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ॥

শতেনেত্যর্থঃ। ক্রমেণ সংখ্যানুক্তেঃ। রীতিকং পিত্তলং ॥ ৮৮ ॥ সহদেব্যাদ্যোষধ্যষ্টকং যবাদি-ব্রীহ্যষ্টকং চ তথা কুম্ভেষু মৃত্তিকাদিকং দদ্যাদিতি পূর্ব্বোক্তগজস্থানাদিমৃত্তিকাষ্টকঞ্চ উক্তেষু কুম্ভেষু নিক্ষিপ্য সর্ব্বত্র স্নানে নিযোজয়েদিত্যর্থঃ। তত্র ব্যাঘ্রী ক্ষুদ্রবার্তাকুঃ। সিংহী কণ্টকারিকা। শাটয়ঃ শালয়ঃ। প্রিয়ঙ্গবঃ কঙ্গবঃ। ব্রীহয়ঃ ষষ্টিকাঃ ॥ ৮৯ ॥ পঞ্চগব্যাদিকং কষায়াদিভিঃ সহ গৃহ্নীয়াদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। উপস্নানৈঃ স্নানোপযুক্তৈরিত্যর্থঃ। অষ্টমীং মৃত্তিকামিতি শেষঃ ॥ লেপয়েন্মৃদৈব ॥ ৯০ ॥

হইলে শক্ত্যনুসারে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য অথবা মৃত্তিকা দ্বারা সহস্র, পঞ্চশত, সার্দ্ধদ্বিশত, অষ্টোত্তরশত, চতুঃষষ্টি, দ্বাত্রিংশৎ, ষোড়শ অথবা তাহাতে অক্ষম হইলেও চারিটী কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করাইবেন। ৮৮। মহাস্নানে সেই জলে সহদেবী, বচা, ব্যাঘ্রী, বলা, অতিবলা, শঙ্খপুষ্পী, সিংহী ও সুবর্চ্চলা এই অষ্ট মহৌষধি এবং যব, গোধূম, নীবার, তিল, শ্যামাক, শালি, প্রিয়ঙ্গু (কাই ধান্য) ও ব্রীহি (ষাটি ধান্য) এই অষ্টবিধ শস্য প্রদান করিতে হয়। ৮৯। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজন্! স্নানোপযুক্ত কষায় ও দিব্যৌষধির সহিত পঞ্চগব্য, দধি, ক্ষীর, মধু, ঘৃত, রত্নোদক, কুশোদক, ফল ও গন্ধাদি গ্রহণ করিবে। বল্মীক, গিরিশৃঙ্গ, সরোবর, তীর্থ, হ্রদ, হস্তী কর্ত্তৃক উৎখাত স্থান, অগ্নিগৃহ ও চতুষ্পথ এই অষ্ট স্থান হইতে "উদ্ধৃতাসি" ইত্যাদি মন্ত্রে মৃত্তিকা লইয়া প্রথমে "উপমানিকা" ইত্যাদি মন্ত্রে উহা লেপন করিবে। ৯০। হে নৃপ! ত্বৎ-সকাশে অন্যান্য স্নানমন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি। গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক গোমূত্র দ্বারা, "গন্ধদ্বারা," মন্ত্রে গোময় দ্বারা, "আপ্যায়স্ব" মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা, "দধিক্রাব্ণ" মন্ত্রে দধি দ্বারা, "তেজোসি" মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা, "দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে

দদ্যাত্তু গন্ধতোয়ানি সাবিত্র্যা ত্বভিমন্ত্রয়েৎ। কারয়েচ্চ মহাস্নানং ততঃ স্নানাদনন্তরম্।
কলসানাং সহস্রেণ কুর্য্যাৎ পঞ্চশতেন বা। অথবা তস্য সার্দ্ধেন তথা চাষ্টশতেন বা॥
চতুঃষষ্ট্যা তদর্দ্ধেন ষোড়শৈরষ্টভিস্তথা। যথালাভং যথাকালং যথাবিভবমাত্মনঃ॥
অকালমূলৈঃ কলসৈঃ সুপক্কৈঃ সুদৃঢ়ৈর্নবৈঃ। রাজতৈস্তাম্রসৌবর্ণৈঃ কাংস্যৈরৈতিকপার্থিবৈঃ॥
বলা চাতিবলা চৈব শঙ্খপুষ্পী সুবর্চ্চলা। সহদেবী চ সিংহী চ বচা ব্যাঘ্রী তথৈব চ।
ওষধীনাং গণেনৈবং স্নাপয়েদ্দেবমচ্যুতম্॥ ইতি॥

অথ বিশেষান্তরম্।

তত্রৈব।—

ফলোদস্নপনাৎ পশ্চাচ্চূর্ণৈরুদ্বর্ত্ত্য শোভনৈঃ। স্নাপয়িত্বা কদুষ্ণাদ্ভিঃ স্নাপয়েৎ শীতবারিণা।
চন্দনাদ্যৈর্ব্বিলিপ্যাথ শুক্লমাল্যাম্বরাদিনা। ভূষয়িত্বোপবীতং চ দন্তকাষ্ঠং তথার্পয়েৎ॥ ৯১॥
ততশ্চ কারয়েৎ স্নানং সুগন্ধিসলিলাদিনা। ইত্যেবমত্র বিজ্ঞেয়ো বিশেষঃ শিষ্টসম্মতঃ॥ ৯২॥

তথা চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

ঘৃতেনাভ্যঞ্জয়েৎ পশ্চাৎ পঠন্ ঘৃতবতীং বুধঃ। মসূরচূর্ণেনোদ্বর্ত্ত্যেদতো দেবেতি কীর্ত্তয়ন্।

শোভনৈঃ যবাদিসম্ভবৈঃ সুগন্ধিদ্রব্যযুতৈশ্চন্দনেন আদ্যশব্দাৎ কুঙ্কুমাদিভিশ্চ মিশ্রিতৈর্ব্বিলিপ যজ্ঞোপবীতং চ শুক্লমেবার্পয়েৎ। তথেতি সমুচ্চয়ে॥৯১॥ ততঃ দন্তকাষ্ঠার্পণাদনন্তরং তু, দদ্যাত্তু গন্ধতোয়ানীত্যাদিনা ফলোদকস্নানানন্তরং যৎ সুগন্ধি-সলিলাদিনা স্নানমুক্তং তৎ কারয়েদিত্যর্থঃ। সুগন্ধি-সলিলং চ তগরমুস্তকহ্রীবেরাগুরুতুরুষ্কচন্দনকর্পূরকুঙ্কুমমৃগমদৈঃ পরমসুগন্ধিদ্রব্যৈঃ সংস্কৃতং

কুশজল দ্বারা, প্রথমতঃ এই পঞ্চ মন্ত্রে হরিকে স্নান করাইবে। পরে দ্বিতীয়বার "দধিক্রাব্ন" এই মন্ত্রে দধি দ্বারা, "আপ্যায়স্ব" মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা, "তেজোসি" মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা, "মধুবাতা" মন্ত্রে মধু দ্বারা, "হিরণ্যাক্ষ" মন্ত্রে রত্নোদক দ্বারা, "দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা; "অগ্ন আয়াহি" মন্ত্রে ফলোদক দ্বারা এবং সাবিত্রীমন্ত্রে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইবে। এইরূপে মহাস্নান সমাপন পূর্ব্বক যথালাভ, যথাকাল, ও যথাবিভব অনুসারে সহস্র, পঞ্চশত, সার্দ্ধ দ্বিশত, অষ্টোত্তর শত, চতুঃষষ্টি, দ্বাত্রিংশৎ, ষোড়শ অথবা আটটী কুম্ভ প্রস্তুত করিবে। কুম্ভগুলি এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন, তাহারমূলদেশে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নাদি না থাকে এবং সুপক্ক, সুদৃঢ় ও নূতন হয়। ঐ সমস্ত কুম্ভ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল বা মৃত্তিকা দ্বারা (শক্ত্যনুসারে) নির্ম্মাণ করিবে। ঐ সমস্ত জলপূর্ণ কুম্ভে বলা, অতিবলা, শঙ্খপুষ্পী সুবর্চ্চলা, সহদেব, সিংহী, বচা ও ব্যাঘ্রী এই অষ্টবিধ ওষধি প্রদান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রভুকে স্নান করাইতে হয়।

উক্ত বিষয়ে অন্যরূপ প্রভেদ।—ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, ফলোদক স্নানান্তে সুশোভন যবাদি-চূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন ও কিঞ্চিদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া শীতল জলে স্নান করাইতে হয়। তদনন্তর চন্দনাদি বিলেপন পূর্ব্বক শ্বেতপুষ্পের মাল্য ও বসনে সমলঙ্কৃত করিয়া উপবীত ও দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিবে।৯১। তৎপরে সুগন্ধি জলে স্নান করাইতে হয়। সাধুগণানুমোদিত

ক্ষালয়েদুষ্ণতোয়েন সপ্ততেঽগ্নেতি দেশিকঃ। চন্দনেনানুলিপ্যেত দ্রুপদাদিব ইত্যৃচা॥
নাদেয়ৈঃ স্নাপয়েত্তোয়ৈরাপোহি ষ্ঠেতি দেশিকঃ। স্নাপয়েদ্রত্নতোয়েন পাবমানীভিরেব চ॥
সমুদ্রং গচ্ছ মন্ত্রেণ স্নাপয়েচ্চন্দনোদকৈঃ। নাগকেশরতোয়েন শ্রীশ্চ তেত্যভিষেচয়েৎ॥ ৯৩॥
গায়ত্র্যা পদ্মতোয়েন পঞ্চমৃত্তিকয়া ততঃ। হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয় ইতি মন্ত্রেণ সেচয়েৎ॥
ইমং মেতি চ মন্ত্রেণ স্নাপয়েৎ সিকতাজলৈঃ। বল্মীকতোয়েন হরিং তদ্বিষ্ণোরিতি স্নাপয়েৎ।
যা ওষধীতি মন্ত্রেণ স্নানমোষধিমঙ্গলম্। যজ্ঞযজ্ঞেতি মন্ত্রেণ দদ্যাৎ কাষায়জং জলম্॥
পয়ঃ পৃথিব্যা মন্ত্রেণ পঞ্চগব্যেন স্নাপয়েৎ। যাঃ ফলিনীরিতি হরিং ফলতোয়েন সেচয়েৎ।
বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যুক্তে্বাত্তরকুম্ভেন সেচয়েৎ। মূর্দ্ধানং দিবমন্ত্রেণ কুর্য্যাদুদ্বর্ত্তনং হরেঃ॥
ধাত্রীফলং মুরামাংসীযুতং শিরসি স্নাপয়েৎ। মানস্তোকেতি মন্ত্রেণ ততো গন্ধোদকৈঃ পুনঃ॥
গন্ধদ্বারেতি মন্ত্রেণ ততঃ স্নপনমাচরেৎ। একাশীতিপদন্যস্তৈর্ঘটৈর্ম্মলয়ভূষিতৈঃ।
ইদমাপেতি মন্ত্রেণ সর্ব্বৈরেবাভিষেচয়েৎ॥ ইতি॥ ৯৪॥
অথবা পঞ্চকাষায়জলাদিস্নপনং সকৃৎ। কার্য্যমন্যচ্চ সকলং তথা লিখিতমেব তৎ॥ ৯৫॥

জলং॥ ৯২॥ পশ্চাৎ নেত্রাভ্যঞ্জনাদনন্তরং শলাকয়া সুবর্ণস্যেত্যাদিশ্লোকস্য ঘৃতেনেত্যাদি-পাঠাৎ॥ ৯৩॥ পদ্মতোয়েন পদ্মমূলমৃজ্জলেন। এবমন্যত্রাপি পূর্ব্বোক্তানুসারেণোহ্যং। পঞ্চ মৃত্তিকাঃ তীর্থাদিস্থানপঞ্চকমৃদঃ, তাভিশ্চ হিরণ্যেত্যাদিমন্ত্রেণাভিষেচয়েৎ মৃত্তিকয়েত্যেকবচনান্ত-মার্ষং। ওষধিভির্ম্মঙ্গলং যৎ তৎ স্নানং॥ ৯৪॥ পূর্ব্বং শিল্পিপরিতোষণানন্তরং, কুশাদ্যাস্তরণে ন্যস্যেত্যাদিনা স্নপনং লিখিতং, পুনশ্চাধুনা বিশেষতঃ স্নপনমেতল্লিখিতম্ ইত্যেবং বারদ্বয়ং স্নপনং কেষাঞ্চিৎ সতাং পদ্ধতিকারাণাং সম্মত্যালেখি। তত্র মাৎস্যে।—ততো লিঙ্গমথার্চ্চাং বেত্যাদিনা স্নপনমেকমেবোক্ত্বা তদনন্তরমেব গন্ধবস্ত্রার্পণং ততশ্চোত্থাপনাদিকমুক্তং। অথাতঃ

এইরূপ প্রভেদ এই স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৯২। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, বিচক্ষণ ব্যক্তি নেত্রাভ্যঞ্জনান্তে "ঘৃতবতী" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা অভ্যঞ্জন পূর্ব্বক "আতো দেবা" মন্ত্রে মসূরচূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিবেন। তৎপরে আচার্য্য "সপ্ততেগ্নে" মন্ত্রে উষ্ণ জলে ক্ষালিত করিয়া "দ্রুপদাদিব" মন্ত্রে চন্দনানুলেপন করিবেন। তদনন্তর "আপো হি ষ্ঠা" মন্ত্রে নদীজল দ্বারা, "পাবমানী" মন্ত্রে রত্নোদক দ্বারা, "সমুদ্রং গচ্ছ মন্ত্রে" মন্ত্রে চন্দনজল দ্বারা, এবং "শ্রীশ্চ তে" মন্ত্রে নাগকেশর-পুষ্পোদক দ্বারা স্নান করাইবেন। ৯৩। তদনন্তর গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক পদ্মজল দ্বারা (পদ্মমূলমৃত্তিকাবিশিষ্ট জল দ্বারা), "হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ" মন্ত্রে পঞ্চমৃত্তিকাযুক্তো-দক দ্বারা, "ইমং মা" মন্ত্রে সিকতা-সংযুক্ত জল দ্বারা, "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বল্মীকমৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা, "যা ওষধীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলৌষধিযুক্ত জল দ্বারা, "যজ্ঞযজ্ঞ" মন্ত্রে কাষায়োদক দ্বারা, "পয়ঃ পৃথিব্যা" মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা, 'যাঃ ফলিনী' মন্ত্রে ফলোদক দ্বারা এবং "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" মন্ত্রে উত্তর-কুম্ভোদক দ্বারা স্নান করাইবেন। তৎপরে "মূর্দ্ধানং দিবো" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রভুর উদ্বর্ত্তন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। পরে "মানঃস্তোকে" মন্ত্রে মুরামাংসীসমন্বিত আমলকীফলযুক্ত উদক দ্বারা শিরঃপ্রদেশ

অথ স্নপনমাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব।—

এষ সাধারণঃ প্রোক্তঃ স্নপনস্য বিধির্ম্ময়া। য এবং বিধিবৎ কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
যাবন্তি জলবিন্দুনি মম গাত্রে নিবেশয়েৎ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৯৬॥

অথ শ্রীমূর্ত্ত্যুত্থাপনম্।

ততশ্চ বিধিবদ্বিদ্বান্ সংপূজ্য বাহনাদিভিঃ। ঔত্থাপনিকমন্ত্রেণ দেবমুত্থাপয়েচ্ছনৈঃ॥ ৯৭॥

মাৎস্যে।—

এবং স্নাপ্য ততো দেবং পূজ্য গন্ধানুলেপনৈঃ। প্রচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন অভি বস্ত্রেত্যুদাহরন্।
উত্থাপয়েত্ততো দেবমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে॥

সংপ্রবক্ষ্যামি দেবস্নপনমুত্তমমিত্যাদিনা চান্তে কেবলস্নপনবিধির্ব্বিবেচ্য বিস্তরেণ দর্শিতঃ। ভবিষ্যে চ।—আনয়িত্বা তু দেবেশমিত্যাদিনা তথান্তে চ যথা কুর্য্যাত্তচ্চ সংক্ষেপতঃ শৃণিত্যাদিনা চ প্রায়স্তথৈবোক্তং এবমেকমেব স্নপনং গম্যতে, তথা ভগবতা শ্রীহয়শীর্ষ্ণাপি শিল্পিশালায়াং শুদ্ধতোয়মাত্রস্নপনমুক্ত্বা নেত্রাভ্যঞ্জনাদনন্তরং ঘৃতেনাভ্যঞ্জয়েৎ পশ্চাদিত্যাদিনা স্নপনমেবমেব বিবৃত্যোক্তম্, ইত্যেবমাদিকং প্রক্রিয়াগৌরবঞ্চ বিচার্য্য পূর্ব্বলিখিতং কেষাঞ্চিৎ পদ্ধতিকারাণাং পক্ষং নিরস্যন্নিব পক্ষান্তরং লিখতি অথবেতি। পঞ্চকষায়পঞ্চগব্যাদিভিঃ স্নপনং যৎ তৎ সকৃৎ একবারমেব কার্য্যং, ন তু পূর্ব্বস্নপনাভাবেন তদনন্তরলিখিতকৃত্যমপি ন বার্য্যম্, অপি তু তৎ সর্ব্বং কর্ত্তব্যমেবেতি লিখতি অন্যচ্চেতি। তৎ পূর্ব্বলিখিতং শ্রীনেত্রোন্মীলনাদিকম্॥ ৯৫॥

স্বর্গলোকে মহীয়তে ইতি বৈকুণ্ঠলোকং গচ্ছন্ পথি ইন্দ্রাদিভির্ভক্ত্যা বিশ্রময্য চিরমভ্যর্চ্চ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৯৬॥

ঔত্থাপনিকেন সম্বন্ধিনা মন্ত্রেণ এবমগ্রেঽপি॥ ৯৭॥ স্নপনানন্তরমুত্থাপনপূর্ব্বকৃত্যমাহ আবাহেত্যাদিনা উচ্চরেদিত্যন্তেন। সর্ব্বং স্পষ্টার্থমেব। পিণ্ডিকায়ামপীতি চ যথা ভগবন্মূর্ত্তেঃ

সেচন করিবে এবং পুনরায় "গন্ধদ্বারা" মন্ত্রে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। তদনন্তর "ইদমাপঃ" মন্ত্রে একাশীতিপদন্যস্ত মলয়চন্দনাদি-ভূষিত কুম্ভসমূহ দ্বারা স্নান করাইবে। তৎপরে বারেকমাত্র পঞ্চকষায়জলে স্নান করাইতে হয়; অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ৯৫।

অনন্তর স্নপনমাহাত্ম্য।—উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে, স্নানের সাধারণ বিধি কথিত হইল। এইরূপ বিধানে স্নান করাইলে যে পুণ্য হয়, তাহা বলিতেছি, অবধান কর। মদীয় দেহে যতসংখ্য বারিবিন্দু প্রদান করিবে, তত সহস্র বর্ষ সুরধামে সম্পূজিত হইবে। ৯৬।

অতঃপর শ্রীমূর্ত্ত্যুত্থাপন।—তৎপরে সুধী ব্যক্তি বিধানে বাহনাদি সহ অর্চ্চনা করিয়া ঔত্থাপনিক (উত্থাপনকালীন) মন্ত্রে শনৈঃ শনৈঃ প্রভুকে উত্থাপিত করিবেন। ৯৭। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, এইরূপে প্রভুকে স্নান করাইয়া গন্ধানুলেপন দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক "অভি

ভবিষ্যে হয়শীর্ষে চ।—

আবাহয়েত্ততো বিষ্ণুং শুক্লস্ফটিকসন্নিভম্। এহ্যেহি ভগবন্ বিষ্ণো লোকানুগ্রহকারক॥
যজ্ঞভাগং গৃহাণেমং বাসুদেব নমো নমঃ। অনেনাবাহ্য দেবেশং কুর্য্যাৎ কৌতুকমোচনং॥
মুঞ্চামি ত্বেতি মন্ত্রেণ দেশিকস্যাপি মোচয়েৎ। হিরণ্যয়েতি মন্ত্রেণ অর্ঘ্যং দেবায় দাপয়েৎ॥
অতো দেবেতি সূক্তেন পাদ্যং কৃত্বায় মন্ত্রিতম্। মধুবাতেতি মন্ত্রেণ মধুপর্কং নিবেদয়েৎ।
ময়ি গৃহ্নাতি মন্ত্রেণ দদ্যাদাচমনং বুধঃ। অক্ষন্নমীমদন্তেতি কিরেদ্দূর্ব্বাক্ষতং বুধঃ।
নির্মঞ্ছনং ততঃ কুর্য্যাৎ কাণ্ডাৎ কাণ্ডেতি দেশিকঃ।
গন্ধং গন্ধবতীত্যেবমুন্নয়ামীতি মাল্যকম্।
ইদং বিষ্ণুরিতি মন্ত্রেণ দদ্যাদ্যজ্ঞোপবীতকম্। বৃহস্পতেতি মন্ত্রেণ বস্ত্রযুগ্মে প্রদাপয়েৎ।
বেদাহমেকং পুরুষমুত্তরীয়ং নিবেদয়েৎ। সকলীকরণং কুর্য্যাৎ পঠন্ ব্রতমহাব্রতম্।
ওষধয়ঃ সংবদন্তে সপুষ্পকরণং ততঃ। ধূরসীতি পঠন্ ভক্ত্যা ধূপং দদ্যাৎ সগুগ্‌গুলম্॥
বিভ্রাড়িতি চ সূক্তেন অঞ্জনং তু প্রদাপয়েৎ। যুঞ্জন্তীতি চ মন্ত্রেণ রোচনাতিলকং তথা॥
দদ্যাৎ পুষ্পাণি মাল্যানি দীর্ঘায়ুষ্ট্বেতি মন্ত্রবিৎ। ইন্দ্রচ্ছত্রেতি মন্ত্রেণ শ্বেতং ছত্রং প্রদাপয়েৎ॥
আদর্শং তু বিরাজেন বিকর্ণেন তু চামরম্। রথন্তরেণাভরণং ব্যজনং বায়ুদৈবতৈঃ॥
মুঞ্চামি ত্বেতি সূক্তেন পুষ্পমালার্চ্চনং ততঃ। ততঃ স্তবীত গোবিন্দং মন্ত্রৈর্বেদাদিভির্বিভুম্॥

স্নপনাবাহনাদিকং কুর্য্যাত্তথা পিণ্ডিকায়া অপি স্নপনাবাহনাদিকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে

বস্ত্রা” এই মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে দুইখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত “উত্তিষ্ঠ ব্রাহ্মণস্পতে” বলিয়া উত্থাপিত করিবেন। ভবিষ্যপুরাণে ও হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, তৎপরে বিশুদ্ধ স্ফটিকসন্নিভ হরিকে আহ্বান করিতে হয়। “হে ভগবন্! হে বিষ্ণো! হে লোকানুগ্রহকারিন্! উপস্থিত হউন্, এই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন্, আপনি বাসুদেব, আপনাকে প্রণাম।” এই মন্ত্র দ্বারা প্রভুকে আহ্বান পূর্ব্বক কৌতুক (বন্ধনসূত্র) মোচন করিয়া “মুঞ্চামিত্বা” ইত্যাদি মন্ত্রে আচার্য্যেরও বন্ধনসূত্র মোচন করিতে হইবে। তদনন্তর “হিরণ্ময়” মন্ত্রে প্রভুকে অর্ঘ্য, “অতো দেবা” ইত্যাদি মন্ত্রে মন্ত্রপূত পাদ্য, ‘মধুবাতা” মন্ত্রে মধুপর্ক ও “ময়ি গৃহ্নাতি” মন্ত্রে আচমন প্রদান করিয়া ‘অক্ষন্নমীমদন্ত” মন্ত্রে দূর্ব্বাক্ষত প্রক্ষেপ ও “কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ” ইত্যাদি মন্ত্রে নির্ম্মঞ্ছন করিবে। পরে “গন্ধবতী” মন্ত্রে গন্ধ, ‘‘উন্নয়ামি” মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত, “বৃহস্পতে” মন্ত্রে বসনদ্বয়, ‘‘বেদাহমেকং পুরুষং” মন্ত্রে উত্তরীয় প্রদান করিয়া, “ব্রতং মহাব্রতং” মন্ত্রে সকলীকরণ করিবে। তৎপরে “ওষধয়ঃ সংবদন্তে” মন্ত্রে সপুষ্পকরণ করিয়া “ধূরসীত্যাদি” মন্ত্রে ভক্তি সহকারে গুগ্‌গুলুধূপ, “বিভ্রাড়িতি” মন্ত্রে অঞ্জন, ‘‘যুঞ্জন্তীতি” মন্ত্রে রোচনা-তিলক, “দীর্ঘায়ুষ্ট্ব” মন্ত্রে কুসুম ও মালা, “ইন্দ্রচ্ছত্র” মন্ত্রে শুক্ল ছত্র, “বিরাজ” মন্ত্রে দর্পণ, “বিকর্ণ” মন্ত্রে চামর, “রথন্তর” মন্ত্রে বিভূষণ ও বায়ুদৈবত মন্ত্রে ব্যজন দিয়া “মুঞ্চামি ত্বা” মন্ত্রে কুসুমমালা দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে বেদাদি মন্ত্রে প্রভু গোবিন্দের স্তুতিবাদ করিতে হয়। হে সুরশ্রেষ্ঠ! পুরুষসূক্ত, বৃহৎসাম, শম্নীকর্ণীত্যাদি নবসংখ্য সূক্ত, শাক্তাতীয় সূক্ত

তথা পুরুষসূক্তেন বৃহৎসাম্না সুরোত্তম। শশিকর্ণীতি নবভিঃ সূক্তৈঃ সুরগণার্চ্চিতম্ ॥
শাস্তাতীয়েন চ শুম্ভাদ্গুহ্যোপনিষদৈস্তথা। সর্ব্বমেতৎ সমং কুর্য্যাৎ পিণ্ডিকায়ামপি দ্বিজ ॥
দেবস্যোত্থানসময়ে সৌপর্ণং সর্ব্বমুচ্চরেৎ ॥ ৯৮ ॥

অথ অধিবাসমণ্ডপে প্রবেশঃ।

মহতানেকবাদ্যেন পতাকাদিবিভূষিতম্। যানমারোহয়েদ্দেবমারোহণিকমন্ত্রকৈঃ ॥
আনীয় তোরণাভ্যাসমধিবাসনমণ্ডপম্। প্রাবেশনিকমন্ত্রেণ সুখং দেবং প্রবেশয়েৎ। ৯৯ ॥

তথা চ তত্রৈব।—

উত্তিষ্ঠেতি সমুত্থাপ্য কুর্য্যাদ্ব্রহ্মরথে শুভে। শাকুনেন তু সূক্তেন মণ্ডপে সংনিধাপয়েৎ ॥

ভবিষ্যে।—

রথে তিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ রথমারোহয়েৎ প্রভুম্। শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥
আরোপ্য সদৃশে যানে আনয়েত্তোরণান্তিকম্। প্রবেশয়েত্ততো দেবং স্থাপকঃ সংশিতব্রতঃ ॥

মাৎস্যে।—

রথে ব্রহ্মরথে বাপি ধৃতং শিল্পিগণেন চ। আরোপ্য চানয়েদ্বিদ্বানাক্রন্দেন প্রবেশয়েৎ ॥

পিণ্ডিকাশোধনে লেখ্যমেব। উত্থাপনং চ উত্তিষ্ঠেতি সমুত্থাপ্যেত্যগ্রে লেখ্যবাক্যাত্তুদ্দিষ্টমেব। তচ্চৈকপাদমাত্রত্বাদত্র ন লিখিতং ॥ ৯৮ ॥

পশ্চিমদ্বারেণ দেবং প্রবেশয়েদিতি সতাং মতং। পিণ্ডিকামপি শ্রীমূর্ত্ত্যা সহ রথমারোপ্যাধিবাসনমণ্ডপং প্রবেশয়েদিতি। তথাবিধে পরে স্থানে ইত্যাদি-শ্রীহয়শীর্ষোক্তেঃ। অগ্রে

ও গুহ্য উপনিষদ্ পাঠ পূর্ব্বক সর্ব্বদেবপূজ্য প্রভু গোবিন্দের স্তব করিবে। হে বিপ্র! পিণ্ডিকাতেও এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রভুর উত্থাপনকালে যাবতীয় সৌপর্ণ মন্ত্রও পাঠ করিবে। ৯৮।

অনন্তর অধিবাসমণ্ডপে প্রবেশ।—আরোহণিক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিবিধ বাদ্যসংকারে পতাকাদি সমলঙ্কৃত রথে প্রভুকে আরোহণ করাইতে হয়। তদনন্তর দেবদেবকে তোরণ-সকাশে অধিবাসনমণ্ডপে আনয়ন পূর্ব্বক প্রাবেশনিক মন্ত্র সানন্দে প্রবেশ করাইবে। ৯৯। উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, "উত্তিষ্ঠ" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রভুকে শুভপ্রদ ব্রহ্মরথে (ব্রাহ্মণ দ্বারা বাহ্য শিবিকাদি যানে) আরোহণ করাইয়া শাকুনমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মণ্ডপে প্রবেশ করাইতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, "রথে তিষ্ঠ" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক শঙ্খদুন্দুভি-নিনাদ-সহকারে পতাকা-ভূষিত রথে (যানে) প্রভুকে উত্থাপন করিবে। পরে সংযতব্রত স্থাপক তাদৃশ উপযুক্ত যানে আরোহণ করাইয়া তোরণ-সকাশে আনয়ন পূর্ব্বক প্রবেশ করাইবে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, সুধী ব্যক্তি রথে বা ব্রাহ্মণবাহ্য শিবিকাদি যানে প্রভুকে আরোহণ করাইয়া চালিত করত "আক্রন্দেন" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রবেশ করাইবে; তৎকালে শিল্পিগণ প্রভুকে ধরিয়া থাকিবে। ১০০।

শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপ্রকারঃ।

পাদ্মে।—

কৃত্বা প্রাগগ্রিথিতৈর্দ্দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈর্ব্বংশপল্লবৈঃ। পুষ্পৈর্ব্বাস্তরণং কৃত্বা বস্ত্রেণাচ্ছাদয়েৎ গুরুঃ॥
প্রাঙ্মুখং স্থাপয়িত্বাস্মিন্ দেবং কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্।
নিদ্রাকুম্ভং শিরোদেশে ন্যসেদ্দত্তোপধানকং॥ ১০১॥

মধ্বাজ্যাক্তাংশ্চ সিদ্ধার্থান্ দত্ত্বা গাত্রাণি সংস্পৃশন্। গন্ধপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য দদ্যাৎ প্রতিসরং সিতং॥
দেবং চাচ্ছাদ্য সদ্বস্ত্রৈশ্ছত্রাদীনি নিধায় চ। প্রজ্বাল্য চতুরো দীপান্ ন্যস্যেৎ কুম্ভাংশ্চ পাদয়োঃ॥
ক্ষীরাদিকং নিবেদ্যাথ ভক্ষ্যপেয়াদিভিঃ শুভৈঃ।
মণ্ডপং তৎ প্রপূর্য্যাথ সর্ব্বতো বিতরেদ্বলিম্॥ ১০২॥

হয়শীর্ষে।—

পুষ্পোপশোভিতে স্থানে চন্দ্রাতপবিভূষিতে। মুক্তাহারৈর্লম্বমানে দীপমালোপশোভিতে॥
ভক্ষ্যভোজ্যৈরনেকৈশ্চ সান্দ্রপল্লবশোভিতে। দিব্যপর্য্যঙ্কন্যস্তায়াং তূলিকায়াং সুরোত্তম॥
অতো দেবেতি মন্ত্রেণ শয্যায়াং স্থাপয়েদ্ধরিম্।
তথাবিধে পরে স্থানে পিণ্ডিকাং সংনিবেশয়েৎ॥ ১০৩॥

পিণ্ডিকাশোধনে লেখ্যানুসারেণ দ্রষ্টব্যং। তথা তত্রৈবৈকস্মিন্ মণ্ডপান্তঃপ্রদেশে নিবেশ্য তস্যা অধিবাসাদিকং চ বোদ্ধব্যং॥ ৯৯॥ ব্রহ্মরথে ব্রাহ্মণবাহ্য-শিবিকাদিযানে॥ ১০০॥

অস্মিন্ বস্ত্রাচ্ছাদিতাস্তরণে॥ ১০১॥ গাত্রাণি সংস্পৃশন্ দেবস্য দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্টঃ অগ্রে লেখ্যেন ওঁ আপ্যায়স্বেত্যাদিমন্ত্রদ্বয়েন দেবস্যাঙ্গান্যালভমানঃ সন্ দেবহস্তে প্রতিসরং সূত্রবিশেষং দদ্যাৎ। আদিশব্দাৎ চামরব্যজনাদীনি, তানি চাগ্রে ব্যক্তানি ভবিষ্যন্তি। শিষ্টাচারতঃ সায়ং দ্বারেষু চ চতুরো দীপান্ প্রদীপঞ্চ পঞ্চগব্যতীর্থোদকপূর্ণকুম্ভাংশ্চ চতুরঃ পাদয়োঃ দেবপাদান্তিকে ন্যস্যেৎ ধারয়েৎ। তথা ক্ষীরং, আদিশব্দেন ঘৃতং মধু চ। ওঁ অভিত্বাশূর নোনুম ইতি মন্ত্রেণ দেবপাদনিকটস্থানে নিবেদ্য তৎ অধিবাসমণ্ডপং বলিঞ্চ সর্ব্বতো ভুবি দদ্যাৎ। সন্ধ্যায়াং মধ্যরাত্রে উষসি চ দশদিক্ষু শক্রাদিভ্যঃ ভগবান্ প্রীয়তামিত্যভিধায় মাতৃবিঘ্নগণেভ্যশ্চ প্রত্যেকং পুষ্পাক্ষতমিশ্রবলিং দদ্যাদিতি শিষ্টাচারতো জ্ঞেয়ং॥ ১০২॥ মণ্ডপে সন্নিধাপয়েদিত্যুক্তং তদনন্তরকৃত্যমাহ পুষ্পোপশোভিত ইত্যাদিনা। স্থানে ইতি

অনন্তর শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপ্রকার।—পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, গুরুদেব প্রাগগ্র কুশ, বংশপল্লব ও কুসুমদ্বারা আস্তরণ করত তাহা বসনাচ্ছাদিত করিবেন। তদনন্তর প্রভুকে পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া স্থাপন করিতে হয়। তৎপরে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উপধান দিয়া শিরঃপ্রদেশে নিদ্রাকুম্ভ সংস্থাপন করিবেন। ১০১। পরে মধু ঘৃতাক্ত সিদ্ধার্থ অর্পণ পূর্ব্বক প্রভুর অঙ্গসমূহ স্পর্শকরিয়া গন্ধ-পুষ্পযোগে দেবতাকরে শুভ্র প্রতিসর (সূত্রবিশেষ) প্রদান করিবেন। তদনন্তর অত্যুত্তম বসন দ্বারা প্রভুকে আচ্ছাদন ও ছত্রাদি সমর্পণ করিয়া সন্ধ্যাসময়ে দ্বারদেশে দীপচতুষ্টয় প্রজ্বালন ও চরণযুগল-সন্নিধানে ঘটচতুষ্টয় স্থাপন করিবেন। পরে মণ্ডপটীকে অত্যুত্তম ভক্ষ্য-

শ্রায়স্তীয়েন সূক্তেন শ্রীসূক্তেন নিবেশয়েৎ। নিদ্রাখ্যং কলসং রত্নগর্ভবস্ত্রযুগান্বিতম্।
খণ্ডকাদ্যৈরনেকৈশ্চ পূরয়েচ্চ সমন্ততঃ॥১০৪॥

ভবিষ্যে :—

প্রাগগ্রৈর্দর্ভবংশৈশ্চ রাজন্ দিব্যদলৈঃ শুভৈঃ। পুষ্পৈশ্চ রচয়েচ্ছয্যাং কোমলৈর্দিব্যপল্লবৈঃ॥
উপরিষ্টাচ্চ শয্যায়া দেয়ং প্রস্তরণং শুভম্। দুকূলং পট্টসংছন্নকার্পাসং চাপ্যসম্ভবে॥
প্রদক্ষিণং ততঃ কুর্য্যাৎ স্থাপকঃ প্রযতঃ শুচিঃ। প্রাঙ্মুখন্তু ততঃ কৃত্বা ভদ্রপীঠে সুসংস্থিতে॥
পূরয়িত্বাম্ভসা স্বপ্নকলসং চাপলংকৃতম্। সপুষ্পং সাক্ষতং কৃত্বা শিরোদেশে তু দাপয়েৎ॥১০৫॥
শিরো দেবীতি মন্ত্রেণ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু চ। ততঃ শিরোন্নতে ভূয় উপধানসমন্বিতে॥
শয়নে কারয়েৎ দেবং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা। মধুনা সর্পিষাভ্যজ্য দদ্যাৎ সিদ্ধার্থকান্ শুভান্॥
স্থিত্বা চ দক্ষিণে পার্শ্বে মন্ত্রং চ সমুদাহয়েৎ। আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রেণ যাতে রুদ্রে শিবেতি চ॥
সর্ব্বাঙ্গঞ্চ সমানেভ্যো দত্তাৎ পুষ্পং নরাধিপ। শ্বেতান্ প্রতিসরান্ দদ্যান্মন্ত্রেণৈব নরাধিপ॥
বৃহস্পতয়ে ত্বা মহঃ মন্ত্রেণ পরিবেষ্টয়েৎ। দুকূল-পট্টকার্পাসৈস্তথা বল্কজরোমজৈঃ॥
চিত্রপট্টৈর্ব্বিবিচিত্রৈশ্চ ছাদয়েত সমন্ততঃ। চামরং ব্যজনং ছত্রং বিতানঞ্চ সুশোভনম্॥
দর্পণং পার্শ্বতঃ স্থাপ্য রত্নান্যোষধয়স্তথা। গৃহোপকরণৈশ্চান্যৈঃ সমন্তাৎ পরিবারয়েৎ॥
ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানৈশ্চ ষড়্বিধৈশ্চ বিশেষতঃ। সমন্তাৎ কারয়েত্তত্র মণ্ডপঞ্চ সুশোভনম্॥
প্রকীর্ণশ্চাপ্রকীর্ণশ্চ দাতব্যো দেবসন্নিধৌ। ত্র্যম্বকং যজামহইতি সর্ব্বমেতদ্ধি কারয়েৎ॥

মাৎস্যে :—

ততঃ প্রাস্তীর্য্য শয্যায়াং স্থাপয়েচ্ছনকৈর্ভুবি। কুশেষাস্তীর্য্য পুষ্পাণি স্থাপয়েৎ প্রাঙ্মুখং ততঃ॥
ততস্তু নিদ্রাকলসং বস্ত্রকাঞ্চনসংযুতম্। শিরোভাগে তু দেবস্য জপন্নেব নিধাপয়েৎ॥
আপো দেবীতি মন্ত্রেণ আপোহস্মান্মাতরোঽপি চ। ততো দুকূলপট্টৈশ্চাচ্ছাদ্য নেত্রোপধানকম্।
দদ্যাচ্ছিরসি দেবস্ত কৌশেয়ং বা বিচক্ষণঃ। মধুনা সর্পিষাভ্যজ্য দেবং সিদ্ধার্থকৈস্ততঃ॥
আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রেণ যাতরুদ্রে শিবেতি চ। উপবেশ্যার্চ্চয়েদ্দেবং গন্ধপুষ্পৈঃ সমন্ততঃ॥
সিতং প্রতিসরং দদ্যাদ্ বার্হস্পত্যেতি মন্ত্রতঃ। দুকূলপট্টৈঃ কার্পাসৈর্নানাচিত্রৈরথাপি বা॥
আচ্ছাদ্য দেবং সর্ব্বত্র ছত্রং চামরদর্পণম্। পার্শ্বে তু স্থাপয়েত্তত্র বিতানং পুষ্পসংযুতম্॥

মণ্ডপান্তরবেদিকায়ামিতি বোদ্ধব্যং ॥১০৩॥ পিণ্ডিকাং সংনিবেশয়েদিত্যুক্তং তচ্চ

পেয়াদিতে পরিপূর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিকেই বলি প্রদান করিবেন। ১০২। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে দেবশ্রেষ্ঠ! কুসুমরাজিত, চন্দ্রাতপে অলঙ্কৃত, লম্বিত মুক্তাদামে শোভিত, দীপমালায় সমলঙ্কৃত, বহুবিধ ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিত, ও সাগ্র পল্লবশোভিত স্থানে দিব্য পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে তুলিয়া স্থাপন পূর্ব্বক প্রভুকে "অতো দেবা" মন্ত্রে শয্যায় স্থাপন করিবেন এবং তদ্রূপ অন্ত-স্থানে পিণ্ডিকা সন্নিবেশ করিতে হয়। ১০৩। শ্রায়স্তীয় সূক্ত ও শ্রীসূক্ত পাঠ পূর্ব্বক প্রবেশ করাইতে হয়। তদনন্তর সবস্ত্র, রত্নগর্ভ, নিদ্রাখ্য কুম্ভকে বহুখণ্ডকাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। ।১০৪। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে নৃপ, প্রাগগ্র কুশ, দিব্য বংশপল্লব, শুভপ্রদ কুসুম

রত্নান্যোষধযস্তদ্বদ্‌গৃহোপকরণানি চ। ভাজনানি বিচিত্রাণি শয়নাস্তাসনানি চ॥
অভিত্বা শূরমন্ত্রেণ যথাবিভবতো ন্যসেৎ। ক্ষীরং ক্ষৌদ্রং ঘৃতং তদ্বদ্‌ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পায়সম্।
যড়্‌বৈশ্চ রসৈস্তদ্বৎ সমন্তাৎ পরিপূরয়েৎ॥ ১০৬॥
বলিং দদ্যাৎ প্রযত্নেন মন্ত্রেণানেন ভূরিশঃ। ত্র্যম্বকং যজামহ ইতি সর্ব্বতঃ শনকৈর্ভুবি॥ ০৭॥

কেন মন্ত্রেণেত্যাহ শ্রায়ন্তীয়েনেতি॥ ০৪॥ দর্ভৈর্ব্বংশৈশ্চ প্রস্তরণমাচ্ছাদনং। পূরয়িত্বা মণ্ডপং॥ ১০৫॥ ভদ্রপীঠোপরি দেবস্য শিরোদেশে নিদ্রাকুম্ভং দাপয়েৎ। তত্র মন্ত্রদ্বয়ং শিরোদেবীত্যাদি। শির উন্নতং যস্মাত্তস্মিন্ সন্ধিরার্ষঃ। তৎপ্রকারমেবাহ। উপাধানেন শুভং যথা স্যাত্তথান্বিতে। শুভান্ গৌরবর্ণান্ সিদ্ধার্থানেব মধুসর্পির্ভ্যাং অভ্যজ্য সর্ব্বাঙ্গং দেবস্য গাত্রাণি সম্যক্ আলভ্য স্পৃষ্ট্বা বৃহস্পতয়ে ইতি মন্ত্রেন দুকূলপট্টাদিভির্দেবমাচ্ছাদয়েৎ। দেবস্য পার্শ্বতশ্ছত্রাদিকং স্থাপনীয়ং। প্রকীর্য্য যো বলির্দীয়তে স প্রকীর্ণ ওদনাদিঃ। তদিতরস্ত্বপ্রকীর্ণঃ॥ ১০৬॥ বলিং সর্ব্বতো ভুবি শনকৈর্দদ্যাৎ॥ ১০৭

ও অত্যুত্তম মৃদু দিব্যপল্লব দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিতে হয়। যদি দুকূল ও পট্টাচ্ছাদিত কার্পাসের অভাব হয়, তাহা হইলে শয্যার উপরিভাগে শুভকর আস্তরণ আচ্ছাদন প্রদান করিবে। তৎপরে সংযত ও পবিত্রভাবে প্রদক্ষিণ করা স্থাপকের কর্ত্তব্য। তদনন্তর সম্যক্ বিধানে স্থাপিত ভদ্রপীঠে জলপূর্ণ স্বপ্নকুম্ভ (নিদ্রাখ্য কলস) পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিয়া তাহা বিভূষিত, সপুষ্প ও সাক্ষত করত প্রভুর মস্তক প্রদেশে দিবেন ১০৫। তৎপরে বিধিবোধিতানুসারে প্রভুকে উপধানসমন্বিত শয্যায় স্থাপন করিবেন; এরূপ ভাবে স্থাপন করিতে হইবে যে, মস্তকপ্রদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত থাকে এবং তৎকালে "শিরো দেবী" ও "মাতরঃ শুন্ধয়ন্ত" এই দুইটী মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তদনন্তর মধুঘৃতমিশ্রিত মঙ্গলকর গৌরসর্ষপ প্রদান পূর্ব্বক (সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করাইয়া) দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান করত (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ করিবেন। হে রাজন্ "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি, "যা তে রুদ্র শিবা" ইত্যাদি এবং "সমানেভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত পুষ্প ও শ্বেত প্রতিসর প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে 'বৃহস্পতয়ে ত্বা মহ্যং" মন্ত্রে ইত্যাদি মন্ত্রে দুকূল, পট্ট, কার্পাস, বল্কলজ, রোমজ ও চিত্রবিচিত্র বস্ত্র দ্বারা সমন্তাৎ আচ্ছাদন করিবে। তদনন্তর প্রভুর পার্শ্বভাগে চামর, ব্যজন ছত্র, মনোহর চন্দ্রাতপ, আদর্শ, রত্ন ও ওষধি স্থাপন করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর ভোজ্য ও অন্নপানাদি দ্বারা মণ্ডপের সমন্তাৎ সমলঙ্কৃত করিবে। তৎপরে প্রভুর সমীপে প্রকীর্ণ ও অপ্রকীর্ণ প্রদান করিতে হয়; "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এই কার্য্য করাই বিধেয়। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে ভূতলে শয্যা রচনা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে প্রভুকে স্থাপন করিবে। তদনন্তর কুশোপরি পুষ্প বিস্তার করত প্রভুকে প্রাঙ্মুখে স্থাপন করিতে হয়। পরে "আপো দেবী" ইত্যাদি ও "আপোঽস্মান্মাতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রভুর মস্তকপার্শ্বে সবস্ত্র স্বর্ণগর্ভ নিদ্রাকুম্ভ স্থাপন করিবে। তৎপরে সুধীব্যক্তি দুকূল ও পট্টবসন দ্বারা নেত্রোপধানক আবরণ পূর্ব্বক প্রভুর মস্তকে কৌশেয়বসন অর্পণ করিবেন। অনন্তর "আপ্যায়স্ব" ও "যাতে রুদ্রা-

অথ শ্রীমূর্ত্ত্যধিবাসনম্।

ভূতশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা ন্যাসজাতং বিধায় চ। ধ্যাত্বা তত্ত্বং পরং কুর্য্যাৎ সজীবকরণং বুধঃ॥
পূজয়েচ্চ ততো দেবং সাঙ্গং সপরিবারকম্।
তত্তদ্বিশেষো বিজ্ঞেয়োঽশ্বশিরঃপঞ্চরাত্রতঃ॥ ১০৮॥

অথ ব্রাহ্মণস্থাপনম্।

আচার্য্যঃ স্থাপয়েদ্বিদ্বান্ মূর্ত্তিপাংস্তত্র মণ্ডপে। চতুরো ব্রহ্মণো হোতৄনৃত্বিজো জাপিনস্তথা॥
রক্ষকাংশ্চ চতুর্দ্দিক্ষু চতুরঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ। একং পুরুষসূক্তস্য জাপকং মণ্ডপান্তরে।
আচার্য্যেণ সমাদিষ্টাঃ স্বস্বস্থানে স্থিতাশ্চ তে।
স্বস্বপ্রয়োজনং কুর্য্যু শিষ্টাচারানুসারতঃ॥ ১০৯॥

তস্য তস্য ভূতশুদ্ধিকরণাদের্ব্বিশেষশ্চ অশ্বশিরসঃ শ্রীহয়শীর্ষস্য পঞ্চরাত্রতো বিস্তরেণ জ্ঞেয়ঃ। তত্রৈকত্রৈব ব্যক্তত্বাদন্ন চ গ্রন্থবিস্তরভয়ান্ন লিখ্যত ইতি ভাবঃ। যদ্যপি মাৎস্যভবিষ্যয়োর্ভূতশুদ্ধ্যাদিকমেতদত্র বিশিষ্য নোক্তমস্তি, তথাপি ভগবচ্ছ্রীহয়শীর্ষোক্তি-প্রামাণ্যেনাত্র লিখিতং। এবং শ্রীহয়শীর্ষানুক্তমপি ব্রাহ্মণস্থাপনাদি মাৎস্যভবিষ্যোক্তি-প্রামাণ্যেন শিষ্টাদৃতত্বাদগ্রে লেখ্যং। এবমন্যত্রাপূহ্যং॥ ১০৮॥

তথেতি হোত্রাদীংশ্চতুরএবেত্যর্থঃ। পুরুষসূক্তজাপকং চৈকং মণ্ডপাভ্যন্তরে স্থাপয়েৎ। শিষ্টাচারানুসারত ইতি জপহোমাদৌ মন্ত্রসপুরাণাদিবচনৈর্ম্মন্ত্রাদিভেদতো বিরোধে নিজসং-

---

শিবা" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ পূর্ব্বক মধু-ঘৃতবিমিশ্রিত সিদ্ধার্থ দ্বারা প্রভুকে অভ্যুক্ষণ করিয়া উপবেশন করত গন্ধপুষ্প দ্বারা সর্ব্বথা অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর বার্হস্পত্য মন্ত্রে শ্বেতবর্ণ প্রতিসর (করবন্ধনসূত্র) দিয়া দুকূল, পট্ট ও চিত্র বিচিত্র কার্পাস বসন দ্বারা প্রভুকে আচ্ছাদিত করিবে। তৎপরে প্রভুর পার্শ্বে ছত্র, চামর, আদর্শ, পুষ্পশোভিত বিতান, রত্ন, ওষধি, গৃহোপকরণ, বিচিত্র পাত্রসকল, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্ত বিভবানুসারে স্থাপন করিবে। "অভিত্বা শূর" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ সকল স্থাপন করিতে হয়। তদনন্তর দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, ভক্ষ্য, ভোজ্য, পায়স ও ষড়্‌বিধ রস দ্বারা সমস্ত দিক্ পরিপূরিত করিবে। ১০৬। অনন্তর "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতলে সযত্নে শনৈঃ শনৈঃ বহুলপরিমাণে বলি প্রদান কর্ত্তব্য। ১০৭।

অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির অধিবাসন।—তৎপরে সুধীব্যক্তি ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস সকল সম্পাদন করিয়া পরমতত্ত্ব চিন্তন পূর্ব্বক সজীবকরণ (প্রাণপ্রতিষ্ঠা) করিবেন। তদনন্তর অঙ্গদেবতা ও পরিবার-দেবগণসহ প্রভুর অর্চ্চনা করিতে হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র গ্রন্থ হইতে এই সমস্তের বিশেষ বিধি জ্ঞাত হইতে হইবে। ১০৮।

অনন্তর ব্রাহ্মণস্থাপন।—তৎপরে বিচক্ষণ গুরু মূর্ত্তিরক্ষকগণকে মণ্ডপাভ্যন্তরে স্থাপন করিবেন। মণ্ডপমধ্যে ব্রহ্মা চারি, হোতা চারি, ঋত্বিক্ চারি, জাপক চারি, দ্বারজাপক চারি এবং মণ্ডপাভ্যন্তরে আর একটী সূক্ত-জাপক স্থাপন করিতে হয়। ইঁহারা গুরু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্বস্থানে অবস্থিতি করত সাধুগণানুমোদিত আচারানুসারে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় কর্ম্ম

মাৎস্তে।—

মূর্ত্তিপান্ স্থাপয়েত্তত্র সর্ব্বদিক্ষু বিচক্ষণঃ। চতুরো দ্বারপালাংশ্চ দ্বারেষু বিনিবেশয়েৎ ॥ ১১০ ॥

অথ দ্বারেষু জপনিয়মঃ।

মাৎস্যে —শ্রীসূক্তং পাবমানং তু সোমসূক্তং সুমঙ্গলম্।

তথা চ শান্তিকাধ্যায়মিন্দ্রসূক্তং তথৈব চ॥

রক্ষোঘ্নং চ তথা সূক্তং পূর্ব্বতো বহ্বৃচো জপেৎ ॥ ১১১ ॥

রুদ্রান্ পুরুষসূক্তঞ্চ শ্লোকাধ্যায়ং সসূক্রিয়ম্। তথৈব মণ্ডলাধ্যায়মধ্বর্য্যুর্দক্ষিণে জপেৎ ॥১১২॥

বামদেব্যং বৃহৎসাম জ্যেষ্ঠং সাম রথন্তরম্। তথা পুরুষসূক্তঞ্চ রুদ্রসূক্তং সশান্তিকম্॥

ভারুণ্ডানি চ সামানি ছন্দোগঃ পশ্চিমে জপেৎ॥ ১১৩ ॥

অথর্ব্বাঙ্গিরসং তদ্বন্নীলরুদ্রং তথৈব চ। তথাপরাজিতাং দেবীং মধুসূক্তং সরৌদ্রকম্।

তথৈব শান্তিকাধ্যায়মধ্বর্য্যুশ্চোত্তরে জপেৎ॥ ১১৪ ॥

সংপ্রদায়ব্যবহারোঽনুসর্তব্য ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্রৈব জ্ঞেয়ং ॥ ১০৯ ॥ সর্ব্বাসু অষ্টসু দিক্ষু। তথা চ ভবিষ্যে, মূর্ত্তিপান্ স্থাপয়েৎ পশ্চাদ্দিশাসু বিদিশাসু চেতি। সমানার্থত্বাত্তদেতদর্দ্ধপদ্যং ন সংগৃহীতং। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ং ॥ ১১০ ॥

শ্রীসূক্তাদিকং পূর্ব্বতঃ পূর্ব্বদ্বারি বহ্বৃচো জপেদিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ। তত্র শ্রীসূক্তং হিরণ্যবর্ণাং হরিণীমিত্যাদি। পাবমানং আদিৎপ্রত্নস্য রেতস ইত্যাদি। সোমসূক্তং ত্বং সোমমহেত্যাদি। সুমঙ্গলং কলিক্রদজনুষামিত্যাদি। শান্তিকাধ্যায়ং শক্রো ইন্দ্রাগ্নী ইত্যাদি। ইন্দ্রসূক্তং যো জাত এবেত্যাদি। রক্ষোঘ্নসূক্তং চ কৃনুষ্ব পাজ ইত্যাদি॥ ১১ ॥ রুদ্রান্ নমস্তে রুদ্র ইত্যাদি। পুরুষসূক্তং সহস্রশীর্ষেত্যাদি। শ্লোকাধ্যায়ং দেবসবিতরিত্যাদি। সসূক্রিয়ং ঋতং বাচং প্রপদ্যে ইত্যাদি। মণ্ডলাধ্যায়ঞ্চ আদিত্যো বা এষ এতন্মণ্ডলমিত্যাদি তৈত্তিরীয়কে প্রসিদ্ধং ॥ ১১২ ॥ বামদেব্যং কয়ানশ্চিত্রমিত্যস্যামৃচি গীতং সাম। বৃহৎসামে ত্বামিদ্ধি হবামহ ইত্যস্যাং গীতং। জ্যেষ্ঠসাম মূর্দ্ধানং দিবো অরতিমিত্যস্যাং গীতং। রথন্তরং অভিত্বা শূরনোনুম ইত্যস্যাং গীতং। রুদ্রসূক্তং সংহিতা আরোরাজতন্বোবর্গ আজ্যদোহানি দেবব্রতানি চেত্যেতৎ। সশান্তিকং শান্তিকাধ্যায়সহিতং। ভারুণ্ডানি সামানি চ ইদং স্তোম ইত্যাদীনি ॥ ১১৩ ॥ আথর্ব্বণং সূক্তং দোষাগায়েত্যাদি। আঙ্গিরসং সূক্তং অঙ্গিরসো জন্মানীত্যাদি। নীলরুদ্রং অপেত্যাদি। অপরাজিতাং

সম্পাদন করিবেন। ১০৯। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, চতুর্দ্দিকে মূর্ত্তিপগণকে এবং দ্বারচতুষ্টয়ে চারিজন দ্বারপালকে স্থাপন করাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১১০।

অনন্তর দ্বারপ্রদেশে জপের নিয়ম বিবৃত হইতেছে।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, বহ্বৃচ পূর্ব্বদ্বারে শ্রীসূক্ত, পাবমান, সোমসূক্ত, সুমঙ্গল, শান্তিকাধ্যায়, ইন্দ্রসূক্ত, রক্ষোঘ্ন সূক্ত; অধ্বর্য্যু দক্ষিণ দ্বারে রুদ্রমন্ত্র, শ্লোকাধ্যায়, সসূক্রিয় ও মণ্ডলাধ্যায়; ছন্দোগ পশ্চিম দ্বারে বামদেব্য, বৃহৎসাম, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তর, পুরুষসূক্ত, শান্তিকাধ্যায়সমন্বিত রুদ্রসূক্ত ও ভারুণ্ডসাম এবং অধ্বর্য্যু উত্তরদ্বারে আথর্ব্বণসূক্ত, আঙ্গিরসসূক্ত, নীলরুদ্র, অপরাজিতাদেবী, মধুসূক্ত,

ভবিষ্যে —

শ্রীসূক্তং পাবমানঞ্চ তাম্যং দাম্যঞ্চ বাজিনম্। বৃষাকপিঞ্চ মৈত্রঞ্চ বহ্বৃচঃ পশ্চিমে জপেৎ। ১১৫ ॥
দেবব্রতং পুরুষগতিং জ্যেষ্ঠসাম রথন্তরম্। ভারুণ্ডানি চ সামানি বামদেব্যং তথৈব চ ॥
উত্তরাং দিশমাস্থায় ছন্দোগস্তজ্জপেৎ সদা ॥ ১১৬ ॥
রুদ্রান্ পুরুষসূক্তং চ শ্লোকাধ্যায়ং সসুক্রিয়ম্। ব্রাহ্মণং মৈত্রমৈন্দ্রঞ্চ অধ্বর্য্যুঃ পূর্ব্বতো জপেৎ॥১১৭॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসঞ্চৈব শিবসূক্তং তথৈব চ। নীলরুদ্রঞ্চ বৈ মন্ত্রমথর্ব্বা দক্ষিণে জপেৎ ॥ ১১৮ ॥
বিষ্ণুকল্পং পরিষদং পঞ্চরাত্রানুগামিনম্। স্তোত্রমন্ত্রবিদশ্চাথ পঠেয়ুর্দ্দক্ষিণে সদা ॥ ১১৯ ॥
মধ্যে পুরুষসূক্তঞ্চ প্রজপেদ্গর্ভজাপকঃ। জপেয়ুঃ শান্তিকাধ্যায়ং দ্বার্ষ্বতে জাপকাঃ পুনঃ ॥১২০॥

অথ হোমঃ।

ব্রহ্মাদীংস্তত্র চাচার্য্যো যথাস্থানং নিবেশ্য তান্। হোমং কুর্য্যাদ্দ্বিজ কুণ্ডে তে চ কুর্য্যুর্যথাবিধি।

অথ তদ্বিশেষঃ।

ভবিষ্যে :—

শিরঃস্থানে তু কুম্ভস্য আচার্য্যো হোমমাচরেৎ। শান্তিকৈঃ পৌষ্টিকৈশ্চাপি মন্ত্রৈর্ব্ব্যাহৃতিভিস্তথা।
পলাশোডুম্বরাশ্বত্থমপামার্গং শমীং তথা। সহস্রমেকং হুত্বা চ বিষ্ণুপাদৌ স্পৃশেত্ততঃ ॥
দ্বিতীয়ং তু ততো হুত্বা সমিদ্ভিস্তাবদেব তু। মধ্যে তু সংস্পৃশেদ্দেবং মূর্দ্ধ্নি চৈবং ক্রমেণ তু ॥১২১॥

দেবীং পরিবর্ত্তমানেত্যাদি। মধুসূক্তং মধুবাতা ঋতায়ত ইত্যাদি। রুদ্রসূক্তং ভবা সর্ব্বৈঃ মৃড়ং তমানিয়াতমিত্যাদি ॥ ১১৪ ॥ তাম্যসূক্তং নাসদাসীদীতি সপ্তর্চ্চং। দাম্যসূক্তং সোমা রুদ্রা ইতি চতুর্ঋচং। বাজিসূক্তং চতুস্ত্রিংশদ্বাজিন ইতি। বৃষাকপিঃ বিহিসোতোরসৃক্ষতেত্যাদি। মৈত্রসূক্তং মিত্রোজনান্ পায়য়তীতি নবর্চং ॥১১৫॥ দেবব্রতম্ অধিক পতায়ীত্যাদি। পুরুষগতিং পুরুষসূক্তং ॥১১৬॥ ব্রহ্মসূক্তং আব্রহ্মন্নিতি। মিত্রসূক্তং মিত্রস্য চর্ষণীধৃত ইতি। ইন্দ্রসূক্তং আশুঃ শিশান ইত্যাদি ॥ ১১৭ ॥ অথর্ব্বাঙ্গিরসং আথর্ব্বণসূক্তং আঙ্গিরসসূক্তঞ্চ ॥ ১১৮ ॥ পঞ্চরাত্রানুগবৈষ্ণবস্তোত্রং মন্ত্রং চ বিদন্তীতি তে তথা ॥ ১১৯॥ মধ্যে প্রাসাদাভ্যন্তরে মণ্ডপমধ্যে বা। পুনরিতি অথাচার্য্যেণ তু পুনশ্চ জপতেত্যাদিষ্টাশ্চত্বারস্তে দ্বারজাপকাশ্চতুর্দ্বারেষু পুনঃ শান্তিকাধ্যায়ং জপেয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

রুদ্রসূক্ত ও শান্তিকাধ্যায় জপ করিবেন। ১১১-১১৪। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, বহ্বৃচ পশ্চিমদ্বারে শ্রীসূক্ত, পাবমান, তাম্য, দাম্য, বাজি, বৃষাকপি ও মৈত্রসূক্ত; ছন্দোগ ব্যক্তি উত্তরাশা অবলম্বন পূর্ব্বক দেবব্রত, পুরুষসূক্ত, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তর, ভারুণ্ড সাম ও বামদেব্য-সূক্ত; অধ্বর্য্যু পূর্ব্বদিকে রুদ্রসূক্ত, পুরুষসূক্ত, সসুক্রিয়, শ্লোকাধ্যায়, ব্রহ্মসূক্ত, মৈত্রসূক্ত ও ইন্দ্রসূক্ত; অথর্ব্বা দক্ষিণদিকে আথর্ব্বণসূক্ত, আঙ্গিরসসূক্ত, শিবসূক্ত ও নীলরুদ্রমন্ত্র; পঞ্চরাত্রানুগবৈষ্ণবস্তোত্র-মন্ত্রবিশারদগণ দক্ষিণ দ্বারে নিরন্তর বিষ্ণুকল্প, পরিষদ ও পঞ্চরাত্রানুগস্তোত্রাদি; মণ্ডপাভ্যন্তরে গর্ভজাপক পুরুষসূক্ত এবং পূর্ব্বকথিত দ্বারজাপকেরা পুনর্ব্বার সমস্ত দ্বারে শান্তিকাধ্যায় জপ করিবে। ১১৫-১২০।

হোময়েয়ুস্ততঃ সর্ব্বে মূর্ত্তিপাঃ স্বদিগাশ্রিতাঃ। অনন্তাদি-শিবান্তাশ্চ অষ্টৌ যে চক্রবর্ত্তিনঃ।
তেষাং মন্ত্রৈশ্চ হোতব্যা জপ্তব্যাশ্চ যথাক্রমম্॥

মাৎস্যে।—

শিরঃস্থানে তু দেবস্য স্থাপকো হোমমাচরেৎ। শান্তিকৈঃ পৌষ্টিকৈস্তদ্বন্মন্ত্রৈর্ব্যাহৃতিপূর্ব্বকৈঃ।
পলাশোডুম্বরাশ্বত্থমপামার্গং শমীং তথা। হুত্বা সহস্রমেকৈকং দেবং পাদে তু সংস্পৃশেৎ॥
ততো হোমসহস্রেণ হুত্বা হুত্বা ততস্ততঃ। নাভিমধ্যং তথা বক্ষঃ শিরশ্চাপ্যালভেৎ পুনঃ॥

কিঞ্চ।—

মূর্ত্তিপা লোকপালেভ্যো মূর্ত্তিভ্যঃ ক্রমশস্ততঃ। তথা মূর্ত্ত্যধিদেবেভ্যো হোমং কুর্য্যুঃ সমন্ততঃ॥
অত্র মূর্ত্তিসংজ্ঞকদেবাঃ।

বসুধা বসুরেতাশ্চ যজমানো দিবাকরঃ। জলং বায়ুস্তথা সোম আকাশঃ চাষ্টমং মতম্॥
দেবস্য মূর্ত্তয়ো হ্যষ্টাবেতাঃ কুণ্ডেষু সংস্মরেৎ॥

তত্র মণ্ডপাভ্যন্তরে ব্রহ্মাদীন্ চতুরো ব্রহ্মণো হোতৃংশ্চ যথাস্থানং স্বস্বকুণ্ডে যথোচিতং নিবেশ্য উপবেশ্য আচার্য্যশ্চ দেবশিরঃস্থানবর্ত্তিকুণ্ডসমীপস্থঃ তত্র হোমং যথাবিধি কুর্য্যাৎ। তে চ ব্রহ্মাদয়ো যথাবিধি হোমং কুর্য্যুঃ। বিধিশ্চায়ং। সর্ব্ব এব স্বস্ব-গৃহ্যবিধিনাগ্নিস্থাপন ব্রহ্মোপবেশনাদি-কুশণ্ডিকাং কৃত্বা স্রুক্-স্রুব-পূর্ণপাত্র-প্রণীতা-আজ্যস্থালীল, সমিদাজ্যতিলযবকুশবর্হির্বিধ্যাদিকং চ কুণ্ডেষু কল্পয়েয়ুঃ। ততঃ স্থাপকো গ্রহবেদ্যাং গ্রহযজ্ঞোক্তবিধিনা তত্তন্মন্ত্রেণ সূর্য্যাদিদ্বাত্রিংশাদ্দবতাঃ সংস্থাপ্য যথাবিহিতং পুষ্পনৈবেদ্যাদিভিঃ সংপূজ্যনিজকুণ্ডেঽগ্নিস্থাপনাদিকুশণ্ডিকাং কৃত্বা আঘারা-বাজ্যভাগাদিকং হুত্বা পলাশোডুম্বরাশ্বত্থাপামার্গশমীসমিধাং প্রত্যেকং প্রথমং মহাব্যাহৃতিভিরা-হুতিচতুষ্টয়ং। ততঃ শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিরিত্যাদিভিঃ শান্তিকৈস্ত্রিভিরাহুতিত্রয়ং। ততঃ ওঁ পুষ্টির্নবত্বা ওঁ ময়স্কানৌ অমীবহা ইতি, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহ ইত্যেতৈস্ত্রিভিঃ পৌষ্টিকৈরাহুতিত্রয়ং। এবমাবৃত্তিক্রমেণৈকৈকং সহস্রং হুত্বা যথাক্রমং দেবস্য পাদয়োর্নাভৌ মধ্যে বক্ষসি শিরসি চ স্পৃশেৎ। তথা হোতারোঽপি স্বস্ব-গৃহ্যোক্তবিধিনা আঘারাবাজ্যভাগাদিকং চ হুত্বা নবগ্রহসমিধা-মষ্টোত্তরশতমষ্টাবিংশতিমষ্টৌ বা গ্রহেভ্যো হুত্বা অথ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো হুত্বা তথা বসুধাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো মূর্ত্ত্যধিদেবেভ্যশ্চ সর্ব্বাদিভ্যস্তত্তদ্বৈদিকমন্ত্রৈর্হোমং কুর্য্যুরিত্যাদি। এষ চাগ্রে ভবিষ্যাদি বচনতো ব্যক্তো ভাবী॥১২১॥ অনন্ত আদির্যেষাং শিবশ্চান্তে যেষাং তে চামী চ তে।

অনন্তর হোম।—গুরুদেব ব্রহ্মাদি চারিটীকে যথাযথ স্থলে সন্নিবেশিত করিয়া স্বীয় কুণ্ডে হোম করিবেন। যথাবিধানে হোম করা পূর্ব্বলিখিত ব্রহ্মাদি সকলেরও কর্ত্তব্য।

উক্ত হোমের বিশেষ।—ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণের মস্তকে হোম করাই আচার্য্যের কর্ত্তব্য। পলাশ, উডুম্বর, অশ্বত্থ, অপামার্গ ও শমীকাষ্ঠ দ্বারা শান্তিক, পৌষ্টিক ও মহাব্যাহৃতিমন্ত্রে সহস্র হোম করত শ্রীহরির চরণযুগল স্পর্শ করিতে হয়। তৎপরে দ্বিতীয়বার ঐরূপ সমিধ দ্বারা সহস্র হোম করিয়া যথাক্রমে প্রভুর মধ্যভাগ ও শিরঃপ্রদেশ স্পর্শ করিবে।১২১। তদনন্তর মূর্ত্তিরক্ষকগণ স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অনন্তাদি শিবান্ত

তত্র মূর্ত্তীনামধিপাঃ।

এতাসামধিপান্ বক্ষ্যে যৈর্ব্বিপ্রা মূর্ত্তিপা মতাঃ।

পৃথিবীং পাতি শর্ব্বস্তু পশুপশ্চাগ্নিমেব তু। যজমানং তথৈবোগ্রো রুদ্রশ্চাদিত্যমেব চ॥

ভবো জলং সদা পাতি বায়ুমীশান এব চ। মহাদেবস্তথা চন্দ্রং ভীমশ্চাকাশমেব চ॥

সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাসু মূর্ত্তিপা হেত এব তু॥ ১২২॥

এতেভ্যো বৈদিকৈর্ম্মন্ত্রৈর্যথাস্বং হোমমাচরেৎ॥ ১২৩॥

হয়শীর্ষে চ —

কৃত্বাগ্নিং বৈষ্ণবৈর্ম্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাচ্ছান্ত্যুদকং বুধঃ। তৎ সিক্ত্বা প্রতিমামূর্দ্ধ্নি বহ্নিপ্রণয়নং কুরু॥

দক্ষিণেঽগ্নিভূতমিতি কুণ্ডেঽগ্নিং প্রণয়েদ্বুধঃ। অগ্নিময়ী তু পূর্ব্বে তু কুণ্ডেঽগ্নিং প্রণয়েদ্বুধঃ॥

উত্তরে প্রণয়েদগ্নিমগ্নিমগ্নিং তু ধীমহি। অগ্নিপ্রণয়নে মন্ত্রস্তমগ্নে ক্ষিতি পশ্চিমে॥

পলাশসমিধানাং তু ঘৃতাক্তানাং মহানলে। অষ্টোত্তরসহস্রং তু কুণ্ডে কুণ্ডে তু হোময়েৎ॥১২৪॥

অনন্তঃ সূক্ষ্মোঽপরাজিত একনেত্র একমূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিঃ শ্রীকণ্ঠঃ শিবশ্চেতি। তে স্বস্বমন্ত্রৈর্নামভির্ব্বা হোতব্যং, তেষাং মন্ত্রাশ্চ জপ্তব্যাঃ॥ ১২২॥

যথাস্বং যথাক্রমং। যথাস্বং হোমমাচরেদিত্যনেনাচার্য্যোঽপি তত্তদ্ধোমং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥১২৩॥

অষ্টসংখ্য চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশে ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের স্বস্ব মন্ত্রে বা স্বস্ব নামে হোম এবং তাঁহাদের মন্ত্র জপ করিবেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, প্রভুর মস্তক-প্রদেশে হোম করাই স্থাপকের কর্ত্তব্য। তিনি মহাব্যাহৃতিসমন্বিত শান্তিক ও পৌষ্টিক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পলাশ, উডুম্বর, অশ্বত্থ, অপামার্গ ও শমীকাষ্ঠ দ্বারা সহস্র হোম সমাপনান্তে প্রভুর পদদ্বয় স্পর্শ করিবেন। তৎপরে পুনরায় সহস্র হোম করিয়া প্রভুর নাভিমধ্য, বক্ষঃস্থল ও শিরঃপ্রদেশ স্পর্শ করিতে হয়। আরও লিখিত আছে, মূর্ত্তিরক্ষকেরা যথাক্রমে লোকপালগণ, মূর্ত্তিগণ (পশ্চাল্লিখিত বসুধাদি) এবং মূর্ত্ত্যধিদেবতাগণের (বসুধাদির অধিপতিগণের) উদ্দেশে হোম করিবেন।

অতঃপর মূর্ত্তিসংজ্ঞক দেবতা কথিত হইতেছে।—বসুধা, বসুরেতাঃ (অগ্নি), যজমান, দিবাকর, জল, বায়ু, সোম ও আকাশ। প্রভুর এই অষ্ট মূর্ত্তিকে কুণ্ডে স্মরণ অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্দেশে হোম করিতে হয়।

অনন্তর ঐ মূর্ত্তিসংজ্ঞক দেবতাদিগের অধিপতি কথিত হইতেছে।—এক্ষণে এই সমস্তের অধিপতি বলিতেছি। ইঁহাদিগের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ মূর্ত্তিপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শর্ব্ব বসুধাকে, পশুপতি বসুরেতাকে (অগ্নিকে), উগ্র যজমানকে, রুদ্র দিবাকরকে, ভব জলকে, ঈশান বায়ুকে, মহাদেব সোমকে (চন্দ্রকে) এবং ভীম আকাশকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। যাবতীয় প্রতিষ্ঠা কর্ম্মেই ইঁহারা মূর্ত্তিপ বলিয়া স্মৃত। ১২২। গুরুদেব যথাক্রমে বৈদিক-মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এই সমস্তের উদ্দেশে হোম করিবেন। ১২৩। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, সুধীব্যক্তি বৈষ্ণবমন্ত্রে অগ্নি আনয়ন করিয়া শান্ত্যুদক করত সেই উদক প্রতিমার শিরঃপ্রদেশে সেচন পূর্ব্বক বহ্নিস্থাপন করিবেন। "অগ্নিভূত" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণকুণ্ডে; "অগ্নিময়ী"

বেদাদিমন্ত্রৈর্দ্দেবেশ ততো ব্রীহীংস্তু হোময়েৎ। তিলানাং ঘৃতযুক্তানাং কুণ্ডে কুণ্ডে তু মূর্ত্তিপাঃ॥
সহস্রৈকং ব্যাহৃতিভির্জ্জুহুয়ুঃ সাজ্যমক্ষতম্। মূলমন্ত্রেণ জুহুয়ুঃ স্বাহান্তেন সুরোত্তম॥
অষ্টোত্তরসহস্রং তু কুণ্ডে কুণ্ডে যথাবিধি। ঘৃতহোমমিদং প্রোক্তং শান্তিহোমমতঃ শৃণু॥
মধুরত্রিতয়েনাথ জুহুয়াদ্দ্বাদশাক্ষরৈঃ। পাদৌ নাভিং হৃচ্ছিরশ্চ স্পৃশেদ্বুদ্ধা যথাক্রমম্॥
ঘৃতং দধি পয়শ্চৈব মাক্ষিকং দেশিকঃ স্বয়ম্। প্রতিলোমম্ স্পৃশেচ্চাপি হুত্বা তু মধুরত্রয়ম্॥
শতমষ্টোত্তরং হুত্বা বিষ্ণুং শিরসি সংস্পৃশেৎ। তথৈব হুত্বা পঞ্চাশৎ হৃদয়ে সংস্পৃশেদ্ধরিম্॥
ততোঽষ্টাবিংশতিং হুত্বা নাভিদেশে হরিং স্পৃশেৎ।
অষ্টাবষ্টৌ ততো হুত্বা পাদাঙ্গুষ্ঠৌ তু সংস্পৃশেৎ॥১২৫

অথ শান্তিঘটোদকস্নানাদি।

দেবং শান্তিঘটস্থেন সংপাতাহুতিপাথসা। সংস্নাপ্য দত্বা বস্ত্রাদীন্যধিবাসং সমাপয়েৎ॥
তথা চ ভবিষ্যে।—
শান্তিতোয়ঘটং গৃহ্য সংপাতাহুতিজং তথা। তেন পাদৌ তু দেবস্য শিরঃ প্রক্ষাল্য যত্নতঃ॥
স্থিতঞ্চ স্থাপয়েত্তত্র সংপাতাহুতিবারিণা। পুনঃ প্রচ্ছাদয়েচ্চৈবং ধূপং দদ্যাৎ সগুগ্গুলুম্॥
নিবেদ্য চ হবিষ্যান্নং তথা মোদকসংযুতম্। ব্রাহ্মণান্ পূজয়েৎ পূর্ব্বং শেষানন্যাংশ্চ কামতঃ॥
রাত্রৌ মহোৎসবঃ কার্য্যঃ শঙ্খভের্য্যাদিনিস্বনৈঃ। গায়নৈর্নর্ত্তনৈশ্চৈব ব্রহ্মঘোষৈস্তথৈব চ॥
পুরতো বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ শ্রাবয়েদ্বাচকস্তথা। ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা কুর্য্যাত্তত্রাধিবাসনম্॥

অগ্নিভূতমিতি মন্ত্রেণ দক্ষিণে কুণ্ডে অগ্নিং প্রণয়েৎ। অগ্নিময়ীতি মন্ত্রেণ। অগ্নিং অগ্নিং তু ধীমহীতি মন্ত্রেণ। প্রতিলোমং শিরআদি ক্রমেণেত্যর্থঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ তত্র তত্র হোমসংখ্যামাহ শতমিতি দ্বাভ্যাং॥ ১২৫॥

ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বকুণ্ডে; "অগ্নিমগ্নিং ধীমহি" মন্ত্রে উত্তরকুণ্ডে এবং "ত্বমগ্নে ভূ" ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চিমকুণ্ডে অগ্নিসংস্কার করিবে। তদনন্তর প্রত্যেক কুণ্ডে মহাগ্নিতে ঘৃতাক্ত পলাশসমিধ দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিতে হইবে। ১২৪। তৎপরে বেদাদি মন্ত্রে প্রত্যেক কুণ্ডে ব্রীহি দ্বারা হোম করিতে হয়। তদনন্তর মূর্ত্তিরক্ষকেরা প্রতি কুণ্ডে ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘৃতান্বিত তিল দ্বারা সহস্র হোম করিবেন। হে সুরোত্তম! তৎপরে স্বাহান্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বিধানে প্রত্যেক কুণ্ডে ঘৃতাক্ত অক্ষত দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিতে হয়। ঘৃতহোম কথিত হইল, এক্ষণে শান্তি-হোম শ্রবণ কর। সাধক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে মধুরত্রয় দ্বারা হোম করিয়া যথাক্রমে শ্রীহরির পদদ্বয়, নাভি, হৃদয় ও শিরঃপ্রদেশে ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও মধু স্পর্শ করাইবেন। পরে বিলোমভাবে অর্থাৎ শিরঃপ্রদেশ হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া পুনরায় তিনবার মধুরত্রয়-হোম করিবেন। অনন্তর অষ্টোত্তরশত হোম করিয়া বিষ্ণুর মস্তক স্পর্শ করিতে হয়। পুনর্ব্বার পঞ্চাশৎ হোম করত হরির হৃদয়, অষ্টাবিংশতি হোম করিয়া নাভিদেশ এবং অষ্টসংখ্য হোম করণান্তে পদ ও অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবেন। ১২৫।

মাৎস্যে।—

ততঃ শান্তিঘটং কুর্য্যাৎ প্রতিকুণ্ডেষু সর্ব্বতঃ। শতান্তে বা সহস্রান্তে স্রুক্‌পূর্ণাহুতিরিষ্যতে॥
সমাপ্যাহুতিমূর্দ্ধস্থঃ প্রশান্তাত্মা বিনিক্ষিপেৎ। আহুতীনাং তু সংপাতং পূর্ণকুম্ভেষু বিন্যসেৎ॥
মূলমধ্যোত্তমাঙ্গেষু দেবং তেনাবসেচয়েৎ। স্থিতঞ্চ স্থাপয়েত্তেন সংপাতাহুতিবারিণা॥ ১২৬॥
প্রতিযামেষু ধূপং চ নৈবেদ্যং চন্দনোদকম্। পুনঃ পুনঃ প্রকুর্ব্বীত হোমঃ কার্য্যঃ পুনঃ পুনঃ॥
পুনঃ পুনশ্চ দাতব্যা যজমানেন দক্ষিণা। সিতবস্ত্রৈশ্চ তে সর্ব্বে পূজনীয়াঃ সমন্ততঃ॥
বিচিত্রহোমকটকৈর্হেমসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ। বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ প্রতিযামেষু শক্তিতঃ॥
ভোজনং চাপি দাতব্যং যাবৎ স্যাদধিবাসনম্। ত্রিসন্ধ্যং বলয়ো দেয়া ভূতেভ্যঃ সর্ব্বতো দিশম্॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পূর্ব্বং শেষান্ বর্ণাংস্তু কামতঃ।
রাত্রৌ মহোৎসবঃ কার্য্যো নৃত্যগীতকমঙ্গলৈঃ॥১২৭॥

সম্পাতাহুতের্যৎ পাথো জলং তেন। তৎসাধনপ্রকারশ্চাগ্রে মাৎস্যবচনতো ব্যক্তো ভাবী। সংপাতাহুতিজলং চ শান্তিঘটে দেবস্য স্থাপনান্তরং স্নানার্থং কিঞ্চিদবশিষ্টং কার্য্যমিতি তস্যান্তে স্থাপয়েত্তেন সংপাতাহুতিবারিণেতি স্থাপনানন্তরং অগ্রে লেখ্যভবিষ্যানুসারেণ জ্ঞেয়ং॥ ১২৬॥

ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা দাতব্যা। তে চাচার্য্যাদয়ঃ সর্ব্বে পুনঃ পূজনীয়াঃ। ইত্যেবং প্রতিযামং

অতঃপর শান্তিঘটোদকস্নপনাদি কথিত হইতেছে।—শান্তিঘটস্থিত সম্পাতাহুতির জল দ্বারা প্রভুকে স্নান করাইয়া বসনাদি প্রদান পূর্ব্বক অধিবাস সমাপন করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, সম্পাতাহুতিজনিত জল দ্বারা সেই স্থিতিস্থানকে প্রোক্ষিত করত তথায় স্থাপন করিবে। পরে পুনর্ব্বার আচ্ছাদিত করত সগুগ্‌গুলু ধূপ ও মোদকসমন্বিত হবিষ্যান্ন দিয়া প্রথমতঃ দ্বিজাতিগণের অর্চ্চনা ও তদনন্তর অন্যান্যসকলকেও ইচ্ছানুসারে অর্চ্চনা করিবেন। অনন্তর শঙ্খ ভেরী ইত্যাদির শব্দ, সংগীত, নৃত্য ও বেদশব্দ সহকারে নিশাভাগে মহোৎসব সাধন করিবেন এবং বক্তা প্রথমতঃ সকলকে বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করাইবেন। এই প্রকারে ত্রিরাত্র বা একরাত্র অধিবাসন করিতে হয়। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে প্রতি কুণ্ডের নিকট শান্তিকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক শত বা সহস্রসংখ্য হোম করত স্রুক্‌পূর্ণা আহুতি দিবে। এইরূপে হোম-শেষে দণ্ডায়মান হইয়া প্রশান্তচিত্তে আহুতি প্রদান করিবে। আহুতিপাত পূর্ণকুম্ভেই নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। সেই জল দ্বারা প্রভুর পদ, মধ্যভাগ ও মস্তক অভিষিক্ত করিতে হয় এবং ঐ সম্পাতোদক দ্বারা স্থিতকে স্থাপন করিবে। ১২৬। প্রতি যামেই পুনঃ পুনঃ ধূপ, নৈবেদ্য ও চন্দনোদকদান, পুনঃ পুনঃ হোম, পুনঃ পুনঃ ঋত্বিক্‌বর্গকে দক্ষিণা দান ও সর্ব্বথা শুক্লাম্বর দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক প্রহরেই আচার্য্যদিগকে শক্ত্যনুসারে হেমকটক (স্বর্ণ-বলয়), স্বর্ণসূত্র, স্বর্ণাঙ্গুরীয়, বসন ও শয্যা প্রভৃতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ অর্চ্চনা করিবে এবং অধি-বাসন যাবৎ ভোজনও অর্পণ করিতে হয়। ত্রিসন্ধ্যা সমস্তাৎ ভূতগণের উদ্দেশে বলি দিতে হয়। তদনন্তর প্রথমতঃ দ্বিজাতিবর্গকে আহার করাইয়া স্বেচ্ছানুসারে অপরাপর জাতিকেও আহারীয় প্রদান করিবে। পরে নৃত্য, গীত ও মঙ্গলশব্দ সহকারে যামিনীযোগে মহোৎসব

ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা পঞ্চরাত্রমথাপি বা। সপ্তরাত্রমথো কুর্য্যাৎ কচিৎ সদ্যোঽধিবাসনম্ ॥ ১২৮ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

যাগমণ্ডপমাসাদ্য দক্ষিণদ্বারগোচরে। উত্তরাভিমুখাঃ স্থাপ্যাশ্চতস্রো ধেনবোঽনঘ ॥

গঙ্গেতি প্রথমা খ্যাতা দ্বিতীয়া যমুনেতি চ। গোদাবরী তৃতীয়া চ চতুর্থী তু সরস্বতী ॥

দোহনং বিষ্ণুগায়ত্র্যা কৃত্বা পশ্চাৎ চরুং শ্রপেৎ। গায়ত্র্যা হোময়েচ্চৈব গায়ত্র্যৈব বলিং হরেৎ।

ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণং চৈব মণ্ডপাদুত্তরে দ্বিজ। পায়সেনাজ্যযুক্তেন শর্করামিশ্রিতেন চ ॥

মাসাধিপানাং তুষ্ট্যর্থং দদ্যাৎ কনকদক্ষিণাম্। গাশ্চ তাংস্তান্ সমুদ্দিশ্য একৈকায় নিবেদয়েৎ ॥

দেবাসুরাদীনুদ্দিশ্য কুর্য্যাদ্বলিনিবেদনম্। অধিবাস্যৈব দেবেশং কুর্য্যাজ্জাগরমাদরাৎ ॥

মঙ্গলৈর্ব্রহ্মঘোষৈশ্চ জয়শব্দরবৈস্তথা। পুণ্যাহশব্দৈর্বিপুলৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥

শঙ্খঘোষেণ মহতা বীণাবেণুরবেণ চ কোলাহলৈশ্চ ভের্য্যাদ্যৈঃ কুর্য্যাজ্জাগরণং হরেঃ ॥

ইত্যধিবাসনম্।

অথ অধিবাসনমাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব।—যস্ত্বেবং বিধিনা ভক্ত্যা কুর্য্যাদ্দেবাধিবাসনম্।

স সর্ব্বতীর্থযজ্ঞানাং দানানাং তপসাং তথা ॥

ফলং শতগুণং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। আভূতসংপ্লবং যাবদ্দেববত্তত্র মোদতে ॥ ১২৯ ॥

যথোক্তং হোমাদিদেবপূজান্তো বিধিরাবর্ত্তনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥ কচিৎ সদ্যোঽধিবাসনমিতি চলমূর্ত্ত্যভিপ্রায়েণ দেশকালাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১২৮ ॥

হয়শীর্ষদেবেন চ শান্তিঘটতোয়স্নপনাদিকং হোমপ্রসঙ্গত এব নির্দ্দিষ্টং। অধিবাসনশেষকৃত্যমন্যচ্চ কেচিদাহুর্যাগেত্যাদিনা। অন্যৎ স্পষ্টার্থমেব ॥ ১২৯ ॥

সম্পাদন করিতে হয়।১২৭। তিন রাত্রি, এক রাত্রি, পঞ্চ রাত্রি, সপ্ত রাত্রি কখন বা সদ্যও অধিবাসন কর্ত্তব্য। ১২৮। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে অনঘ! যাগমণ্ডপে গমন পূর্ব্বক মণ্ডপের দক্ষিণদ্বারে উত্তরাভিমুখী করিয়া চারিটী ধেনু স্থাপন করিবে। ঐ ধেনুচতুষ্টয় যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও সরস্বতী নামে অভিহিতা। বিষ্ণুগায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক ধেনুচতুষ্টয়কে দোহন করত সেই দুগ্ধ দ্বারা চরু পাক করিতে হইবে। তদনন্তর গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক বলি আহরণ করিবে। হে বিপ্র! পরে মণ্ডপের উত্তরাংশে দ্বিজাতিগণকে ঘৃত-শর্করান্বিত পায়স সেবন করাইতে হয়। মাসাধিপতিগণের প্রীত্যর্থ তাঁহাদের উদ্দেশে এক একটী ধেনু ও স্বর্ণ দক্ষিণা দিয়া দেবগণ ও অসুরগণের উদ্দেশে বলি নিবেদন করিবে। এইপ্রকারে দেবদেবের অধিবাসন সম্পাদন পূর্ব্বক মঙ্গলশব্দ, বেদশব্দ, জয়শব্দ, পুণ্যাহশব্দ, অত্যুচ্চ গীতবাদ্যধ্বনি, মহাশঙ্খনাদ, বীণাবেণুধ্বনি ও ভেরী প্রভৃতির কোলাহল শব্দ সহকারে হরির উদ্দেশে জাগরণ করিবে।

অতঃপর অধিবাসন-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে।—উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে, এইরূপ বিধানে ভক্তিসহকারে দেবদেবের অধিবাসন করিলে নিখিল তীর্থ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা

অথ প্রাসাদাদের্গর্ত্তনির্ম্মাণাদিঃ।

প্রাতঃ প্রাসাদগর্ত্তং তু পুষ্পাদ্ভিঃ প্রোক্ষ্য সর্ব্বতঃ।
নিশ্চিত্য মধ্যমৈশান্যাং গর্ত্তং কৃত্বার্পয়েচ্ছিলাম্।। ১৩০ ॥

তথা চ ভবিষ্যে।—

অধিবাস্য ততো বিষ্ণুং শ্বভ্রং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। প্রাসাদস্যানুরূপেণ প্রতিমায়াশ্চ ভারত ॥
প্রাসাদং প্রোক্ষ্য সর্ব্বত্র মন্ত্রপূতেন বারিণা। পাতয়েৎ পক্ষসূত্রাণি দ্বারসূত্রং তথৈব চ ॥ ১৩১॥
ততো মধ্যং সমং গৃহ্য কর্ত্তব্যং স্থিরমাদরাৎ। কুর্য্যাৎ শ্বভ্রপ্রমাণেন কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
শ্বভ্রাধস্তাৎ ন্যসেৎ পূর্ব্বং শিলাং ব্রহ্মাত্মিকাং শুভাম্ ॥

মাৎস্যে।—

কৃত্বাধিবাসং দেবানাং শ্বভ্রং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। প্রাসাদার্চ্চানুরূপেণ মানাল্লিঙ্গস্য বা পুনঃ ॥
পুষ্পোদকেন প্রাসাদং প্রোক্ষ্য মন্ত্রপূতেন তু। পাতয়েৎ পক্ষসূত্রাণি দ্বারসূত্রং তথৈব চ ॥
আশ্রয়েৎ কিঞ্চিদৈশানীং মধ্যং কৃত্বা দিশং বুধঃ। ঐশানীমাশ্রিতং দেবং পূজয়ন্তি দিবৌকসঃ ॥
আয়ুরারোগ্যফলদমথোত্তরমাশ্রিতম্। শুভং স্যাদশুভং প্রোক্তমন্যথা স্থাপনং বুধৈঃ।
অধঃ কূর্ম্মশিলা প্রোক্তা সদা ব্রহ্মশিলাধিকা ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

অধিবাস্য বিধানেন দেবদেবং হরিং প্রভুম্। পিণ্ডিকাস্থাপনার্থায় গর্ত্তাগারং বিশেদ্ গুরুঃ ॥
যাদৃশং গর্ভগেহং তু কৃতং সুরগণার্চ্চিতম্। সংবিভজ্য প্রকুর্ব্বীত সপ্তভাগং বিচক্ষণঃ ॥
পুনশ্চ সপ্তধা কৃত্বা স্থানভাগং প্রকল্পয়েৎ। ব্রহ্মভাগং ভবেন্মধ্যং দৈবং স্যাত্তদনন্তরম্ ॥
তৃতীয়ং মানুষং ভাগং পৈশাচং তু চতুর্থকম্। দ্বিভুজং ধ্যানযোগস্থং নিবিষ্টং স্থিতমেব চ।

গর্ত্তস্যাধঃ ব্রহ্মশিলাং ন্যসেৎ ॥১৩০। মন্ত্রেণ ওঁ সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন ত্বেতি মন্ত্রেণ পূতং যত্নেন।

অপেক্ষাও শতগুণ ফল লাভ করা যায় এবং হরিধামে পূজিত হইতে পারে। সেই ব্যক্তি আপ্রলয় দেববৎ হরিধামে সুখে অবস্থিতি করে। ১২৯।

অনন্তর প্রাসাদাদির গর্ত্তনির্ম্মাণাদি বিবৃত হইতেছে:—প্রভাতে প্রসাদাভ্যন্তর সর্ব্বথা পুষ্পজল দ্বারা সেচন করত মধ্যস্থল নির্ণয় করিয়া তাহার ঈশানদিগ্‌ভাগে গর্ত্ত করিবে। সেই গর্ত্তে শিলা বিন্যাস করিতে হয়। ১৩০। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে ভারত! হরির অধিবাসন সমাপন পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া প্রাসাদ বা প্রতিমার অনুরূপ গর্ত্ত প্রস্তুত করিতে হয়। পরে মন্ত্রপূত উদক দ্বারা প্রাসাদের সর্ব্বস্থান প্রোক্ষণ পূর্ব্বক পার্শ্বসূত্র ও দ্বারসূত্র পাত করিতে হয়। ১৩১। তদনন্তর সাদরে সমভাগে মধ্যসূত্র স্থির করিবে। অদ্ভুত-কর্ম্মা হরির উদ্দেশে গর্ত্তপ্রমাণে উহা করিতে হয়। গর্ত্তের নিম্নভাগে পূর্ব্বদিকে শুভকরী ব্রহ্মাত্মিকা শিলা স্থাপন করিবে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, দেবতাগণের অধিবাসান্তে সাবধানে প্রাসাদ বা প্রতিমা বা লিঙ্গের অনুরূপ গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিতে হয়। তদনন্তর মন্ত্রপূত কুসুমজলে প্রাসাদ সেচন পূর্ব্বক পার্শ্বসূত্র ও দ্বারসূত্র পাত করিবে। কিঞ্চিৎ ঈশানদিক্

চতুর্ভুজং বা ব্রাহ্মে তু ভাগে সংস্থাপয়েদ্ধরিম্। ব্রাহ্মভাগং পরিত্যজ্য কিঞ্চিদাশ্রিত্য বা দ্বিজঃ॥
সদৈব স্থাপয়েদ্দেবং দেবমানুষ্যভাগয়োঃ। দৈবমানুষভাগাভ্যাং শয়নং পরিকল্পয়েৎ।
দারবীং মৃন্ময়ীং মূর্ত্তিং দেবস্থানে নিবেশয়েৎ। মানুষং কিঞ্চিদাশ্রিত্য আসীনং স্থাপয়েদ্ধরিম্॥
নরসিংহং বরাহঞ্চ দেবভাগে নিযোজয়েৎ। বিঘ্নেশমম্বিকাং দেবীং মাতৃভূতগণং তথা॥
আদিত্যাদীন্ হরেরঙ্গানেবমাদীংস্তথা পরান্। পৈশাচে স্থাপয়েৎ স্থানে নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
স্বস্থানবর্জ্জিতাঃ সর্ব্বে ভয়দুঃখময়প্রদাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেণ যত্নেন স্বস্থানে বিনিবেশয়েৎ॥ ১৩২॥

অথ পিণ্ডিকাশোধনম্।

শ্রীমূর্ত্ত্যা সহ পিণ্ডীং চ স্থাপয়িত্বাভিপূজ্য চ। রথেন মণ্ডপং নীত্বা সংস্থাপ্য পুনরর্চ্চয়েৎ॥
মাৎস্যে। ততঃ প্রক্ষালিতাং কৃত্বা পঞ্চগব্যেন পিণ্ডিকাম্। কষায়তোয়েন পুনর্মন্ত্রযুক্তেন সর্ব্বতঃ॥
দেবভার্য্যাশ্রয়ং মন্ত্রং পিণ্ডিকাসু নিযোজয়েৎ॥
হয়শীর্ষে।— শ্রিয়ঃ সূক্তেনার্চ্চয়ীত প্রত্যাচং পিণ্ডিকামপি॥ ১৩৩॥

পক্ষসূত্রাণি পার্শ্বসূত্রাণি॥ ১৩১॥ শুভমপি স্থাপনমন্যথা উক্তপ্রকারব্যতিরেকেণাশুভং স্যাদিতি বুধৈঃ প্রোক্তং॥ ১৩২॥

পূর্ব্বং সাক্ষাদলিখিতং পিণ্ডিকাস্থাপনাদিকং পিণ্ডিকাশোধনপ্রসঙ্গেঽত্র লিখতি শ্রীমূর্ত্ত্যা সহেতি। রথেন শ্রীমূর্ত্ত্যধিরোহিতযানেন; অসম্ভবে অন্যেন বা॥ ১৩৩॥

অবলম্বন পূর্ব্বক মধ্যসূত্রপাত করাই সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য। দেবগণ ঈশানদিকে অধিষ্ঠিত হইলে আয়ুঃ ও আরোগ্যপ্রদ হন। সুধীগণের উক্তি আছে যে, দেবতাকে অন্যদিকে স্থাপন করিলে শুভও অশুভ হয়। কূর্ম্মশিলা অধোদিকে স্থাপিতা হইলে উহা ব্রহ্মশিলা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা বলিয়া কথিত হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, গুরুদেব বিধানে দেবদেব হরির অধিবাস পূর্ব্বক পিণ্ডিকাস্থাপনার্থ গর্ভাগারে প্রবিষ্ট হইবেন। দেবগণার্চ্চিত গর্ভগৃহ যেরূপ হইয়াছে, বিচক্ষণ গুরুদেব তাহাকে সপ্তধা বিভাগ করিয়া পুনরায় তাহাকে সপ্ত অংশ করত স্থানভাগ কল্পনা করিবেন। মধ্যস্থলে ব্রহ্মভাগ ও তৎপরে দৈবভাগ হইবে, তদনন্তর তৃতীয় মনুষ্যভাগ ও পৈশাচভাগ চতুর্থ জানিবে। ধ্যানমগ্ন, নিবিষ্ট, সম্যক্ বিধানে সংস্থিত, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ হরিকে ব্রহ্মভাগে স্থাপন করিতে হয়। অথবা ব্রহ্মভাগ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উহার কিয়দংশমাত্র আশ্রয় করত দেব ও মনুষ্যভাগে প্রভুকে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। দেব ও মনুষ্যভাগেই শয্যা কল্পনা করিতে হয়। দেবভাগে কাষ্ঠময়ী ও মৃন্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করিবে। মানুষভাগের কিয়দংশ আশ্রয় পূর্ব্বক উপবিষ্ট হরিমূর্ত্তি স্থাপন কর্ত্তব্য। দেবভাগে নৃসিংহ ও বরাহমূর্ত্তি নিবেশিত করিবে। তদনন্তর বিঘ্ননাশক, অম্বিকা, মাতৃগণ, ভূতগণ ও আদিত্য প্রভৃতি হরির অঙ্গদেবগণকে ও অন্যান্য সকলকে পৈশাচভাগে স্থাপন করিবে, ইহাতে কোনরূপ বিচারণা করিবে না। যে সমস্ত মূর্ত্তির বিষয় কথিত হইল ইহাঁরা স্বস্থানবর্জ্জিত হইলে (যথাযথ স্থানে স্থাপিত না হইলে) ভয়, দুঃখ ও রোগপ্রদ হইয়া থাকেন; সুতরাং স্বস্থলে ইহাদিগের স্থাপন করাই কর্ত্তব্য। ১৩২।

অথ প্রাসাদে শ্রীমূর্ত্তিবিজয়ঃ।

প্রাগ্বৎ শ্রীমূর্ত্তিমুত্থাপ্য যানে চারোপ্য মণ্ডপাৎ।
প্রাদক্ষিণ্যেন সানন্দং নয়েৎ প্রাসাদমণ্ডপম্ ॥ ১৩৪ ॥

তথা চ মাৎস্যে।—

তত উত্থাপ্য দেবেশং উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে। আনীয় গর্ভভবনং পীঠান্তে স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥

ভবিষ্যে।—

ততশ্চোত্থাপয়েদ্দেবং মন্ত্রেণানেন ভূমিপ। উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে ব্রহ্মঘোষৈস্তু পুষ্কলৈঃ ॥
পুণ্যাহজয়ঘোষৈশ্চ শঙ্খভের্য্যাদিনিস্বনৈঃ। রথং চালঙ্কৃতং কৃত্বা তস্মিংশ্চারোপয়েচ্ছনৈঃ ॥
রথে তিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ রথস্থং কারয়েদ্ধরিম্। গ্রামং বা নগরং বাপি শনৈঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥
পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথান্নাদ্যৈঃ শকটং পূরয়েচ্ছুভৈঃ। শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ পতাকাভির্ধ্বজৈস্তথা ॥
চামরৈশ্চ বিতানৈশ্চ কলসৈঃ পদ্মশোভিতৈঃ। দীপদর্পণসংযুক্তৈর্গীতমঙ্গলনাদিতৈঃ।
বলিং প্রক্ষিপ্যমাণস্তু শনৈর্গচ্ছেৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৩৫ ॥

প্রাদক্ষিণ্যেন নগরস্য গ্রামাদের্বা প্রদক্ষিণক্রমেণ। সানন্দং গীতবাদ্যাদিমহোৎসবেনেত্যর্থঃ প্রাসাদে তদগ্রতো যন্মণ্ডপং তৎ ॥ ১৩৪ ॥ শকটং তদ্রথমেব ॥ ১৩৫ ॥

অতঃপর পিণ্ডিকাশোধনম্।—পিণ্ডিকাকে শ্রীমূর্ত্তির সহিত স্থাপন ও অর্চ্চনা করিয়া রথে আরোপণ পূর্ব্বক মণ্ডপে লইয়া যাইবে এবং তথায় স্থাপন করত পুনরায় পূজা করিবে। মৎস্য-পুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে পঞ্চগব্য দ্বারা পিণ্ডিকা ধৌত করত পুনরায় সর্ব্বথা মন্ত্রপূত কষায়োদক দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া ঐ পিণ্ডিকাতে দেবভার্য্যাশ্রয় মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, প্রতি ঋক্‌কে ও পিণ্ডিকাকে শ্রীসূক্ত দ্বারা পূজা করিতে হয়। ১৩৩।

অনন্তর প্রাসাদে শ্রীমূর্ত্তির বিজয় (যাত্রা) কথিত হইতেছে।—পূর্ব্ববৎ মণ্ডপ হইতে শ্রীমূর্ত্তিকে রথে আরোপিত করত গীতবাদ্য প্রভৃতি মহোৎসব সহকারে নগর অথবা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদের সম্মুখস্থ মণ্ডপে লইয়া যাইবে। ১৩৪। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, সুধী ব্যক্তি "উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে" এই মন্ত্রে প্রভুকে উত্থাপন করত মন্দিরাভ্যন্তরে আনয়ন পূর্ব্বক পীঠান্তে সংস্থাপন করিবে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে নৃপ! তৎপরে "উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে" এই মন্ত্রে প্রভুকে উত্থাপিত করিতে হয়। তদনন্তর পবিত্র বেদশব্দ, পুণ্যাহ, জয়নাদ ও শঙ্খ ভেরী প্রভৃতির শব্দ সহকারে রথ সুশোভিত করিয়া তাহাতে শনৈঃ শনৈঃ আরোপণ করত "রথে তিষ্ঠ" এই মন্ত্রে হরিকে রথারূঢ় করাইবে। পরে শনৈঃ শনৈঃ গ্রাম বা নগর প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তৎপরে কুসুম, গন্ধ ও বিশুদ্ধ অন্নাদি দ্বারা রথ পূরিত করিয়া শঙ্খ-ভেরী-শব্দ, পতাকাধ্বজারোপণ, চামর, বিতান, কমল-শোভিত কুম্ভ, দীপ, দর্পণ, গীত ও মঙ্গল শব্দ সহকারে বলি দিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করিবে। ১৩৫।

অথ রত্নাদিন্যাসঃ।

অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং দত্ত্বা তত্র বিশ্রম্য চ ক্ষণম্।
তস্যাং ব্রহ্মশিলায়াং তু ন্যসেদ্রত্নাদি মন্ত্রতঃ॥ ১৩৬॥

ভবিষ্যে।—

আনীয় মণ্ডপে পশ্চাদর্ঘ্যং পাদ্যং চ দাপয়েৎ। তস্মিন্ মুহূর্ত্তে বিশ্রম্য রত্নন্যাসং তু কারয়েৎ॥
সর্ব্ববীজানি ধাতুংশ্চ রত্নান্যোষধয়স্তথা। কাঞ্চনং পদ্মরাগঞ্চ পারদেন সমন্বিতম্॥
পদ্মঃ কূর্ম্মশ্চ পৃথিবী গরুড়শ্চানুপূর্ব্বশঃ। ব্রহ্মস্থানে তু দাতব্যা মন্ত্রপূতা যথাবিধি॥ ১৩৭॥

বীজং গাঢ়ং ন কুর্ব্বীত সমূলাংস্তান্ প্রপাতয়েৎ।
বীজে গাঢ়ে মহাদোষো ব্যাধিদোষভয়ং ভবেৎ।
বীজকানামলাভে তু স্বর্ণং সর্ব্বত্র বিন্যসেৎ॥ ১৩৮॥

মাৎস্যে।—

অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং তত্র মধুপর্কং প্রযোজয়েৎ। ততো মুহূর্ত্তং বিশ্রম্য রত্নন্যাসং সমাচরেৎ॥১৩৯॥
বজ্রং মৌক্তিকবৈদূর্য্যং শঙ্খঃ স্ফটিকমেব চ। পুষ্পরাগেন্দ্রনীলঞ্চ নীলং পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ॥১৪০॥

তত্রমণ্ডপে ক্ষণং বিশ্রম্য। তস্যাং গর্ত্তাধো ন্যস্তায়াং। মন্ত্রতঃ তত্তন্মন্ত্রৈঃ। রত্নন্যাস-বিধিক্রমশ্চ মৎস্যপুরাণাদিবচনতোঽগ্রে ব্যক্তিং যাস্যত্যেব॥ ১৩৬॥ পদ্মাদয়শ্চ স্বর্ণনির্ম্মিতাঃ অগ্রে লেখ্য-শ্রীহয়শীর্ষোক্ত্যা জ্ঞেয়াঃ॥ ১৩৭॥ বীজং গাঢ়ং দৃঢ়ং কঠিনমিত্যর্থঃ। জাতা-বেকত্বং॥ ১৩৮॥ তত্র গর্ভভবনে প্রযোজয়েৎ সমর্পয়েৎ॥ ১৩৯॥ বজ্রাদ্যষ্টকং অষ্টদিক্ষু পূর্ব্ব-দিশমারভ্য ক্রমেণ অগ্রে লেখ্যতত্তন্মন্ত্রৈর্ব্বিন্যসেৎ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। তত্র প্রয়োগঃ—ইন্দ্রস্ত্ব মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্। দম্ভোলিহস্তঃ সত্ত্বাঢ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি। পঞ্চরাত্রানুসারেণ চাগ্রে লেখ্যতন্ত্রোক্তমন্ত্রৈরেব। তত্র বজ্রং হীরকং॥১৪০॥

অনন্তর রত্নাদি ন্যাস।—অর্ঘ্য, পাদ্য প্রভৃতি দিয়া কিয়ৎকাল মণ্ডপে বিশ্রাম পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মশিলায় তত্তন্মন্ত্র দ্বারা রত্নাদি স্থাপন করিবে। ১৩৬। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, মণ্ডপে আনয়ন পূর্ব্বক তৎপরে অর্ঘ্য ও পাদ্য দিবে এবং মুহূর্ত্ত বিশ্রামান্তে রত্ন স্থাপন করিবে। সর্ব্ব বীজ, ধাতু, রত্ন, ওষধি, স্বর্ণ, পারদ, পদ্মরাগ, স্বর্ণময় পদ্ম, কূর্ম্ম, পৃথিবী ও গরুড় যথাবিধানে এই সকল মন্ত্রপূত করিয়া ব্রাহ্মভাগে প্রদান করিবে। ১৩৭। বীজ কঠিন করিবে না, উহা সমূল প্রদান করিবে। বীজ কঠিন হইলে মহাদোষ ও ব্যাধি-ভয় উৎপন্ন হয়। বীজের অভাবে সর্ব্বত্র স্বর্ণ প্রদানই প্রশস্ত। ১৩৮। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে উক্ত স্থানে অর্ঘ্য, পাদ্য প্রভৃতি দিয়া মধুপর্ক প্রদান করিতে হয়। তদনন্তর এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম পূর্ব্বক রত্ন স্থাপন করিবে। ১৩৯। পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে যথাক্রমে বজ্র, মুক্তা, বৈদূর্য্য, শঙ্খ, স্ফটিক, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল ও নীল এই আটটি স্থাপন করিতে হয়। ১৪০। তদনন্তর পূর্ব্বাদিক্রমে হরিতাল, মনঃশিলা, বজ্রাভ্র, শ্যামাঞ্জন (সৌবীরাঞ্জন), সৌরাষ্ট্রদেশজ মৃত্তিকা, সীসক, স্বর্ণমাক্ষিক, গৈরিক, গোধূম, যব, তিল, মুগ, নীবার, শ্যামাক, সর্ষপ ও ধান্য এই সকল স্থাপন করিবে। তৎপরে প্রণব উচ্চারণ

তালকঞ্চ শিলাবজ্রমঞ্জনং শ্যামমেব চ। কাঙ্ক্ষীং কাশীনমাক্ষিকং গৈরিকঞ্চাদিতঃ ক্রমাৎ।
গোধূমং চ যবং তদ্বত্তিলমুদ্গাং তথৈব চ॥ ১৪১॥
নীবারমথ শ্যামাকং সর্ষপং ব্রীহিমেব চ। ন্যসেৎ ক্রমেণ পূর্ব্বাদৌ চন্দনং রক্তচন্দনম্॥
অগুরুং চাঞ্জনং চৈব উশীরঞ্চ ততঃ পরম্। বৈষ্ণবীং সহদেবীং চ লক্ষণাং চ ততঃপরম্।
স্বলোকপালনাম্না তু ন্যসেদোঙ্কারপূর্ব্বকম্॥ ১৪২॥
সর্ব্ববীজানি ধাতূংশ্চ রত্নান্যোষধয়স্তথা। ব্রহ্মস্থানে তু দাতব্যাঃ সংহতাঃ স্যুঃ পরস্পরম্॥১৪৩॥
কাঞ্চনং পদ্মরাগঞ্চ পারদং পদ্মমেব চ। কূর্ম্মং ধরাং বৃষং তদ্বৎ ন্যস্যেৎ পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ॥
মূলকং বিদ্রুমং তাম্রং কাংস্যং চৈবারকূটকং। রজতং বিমলং পুষ্পং লোহং চানুক্রমেণ তু॥
কাঞ্চনং হরিতালঞ্চ সর্ব্বাভাবে বিনিক্ষিপেৎ। দদ্যাদ্বীজৌষধিস্থানে সহদেবীং যবানপি॥১৪৪॥
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—
নপুংসকশিলায়াং তু রত্নন্যাসং সমাচরেৎ। বস্ত্রাভরণগন্ধাদ্যৈঃ পূর্ব্ববদ্ভূষিতো গুরুঃ।
হুত্বাষ্টশতং বিপ্র নারসিংহেন বা পুনঃ। তেনৈবামন্ত্র্য রত্নাদীন্ পিণ্ডিকাং শ্বভ্রকে ন্যসেৎ।
গুগ্গুলুং দ্রাবয়িত্বাথ গর্ত্তে তু বিনিবেশয়েৎ। রত্নাদীনাং তু ন্যস্তানাং নিশ্চলীকরণায় তু।
ততো নিবেশয়েত্তাংস্তু দিশাসু বিদিশাসু চ। প্রথমাবরণে ব্রীহীন্ রত্নান্যপি দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে বিন্যসেদ্ধাতূন্ লোহং চাপি চতুর্থকে। প্রত্যাবরণগর্ত্তে তু পঞ্চমাবরণে দ্বিজ।
চন্দনাদীংশ্চ বিপ্রেন্দ্রশ্চাষ্টদিক্ষু নিবেশয়েৎ। একৈকং দিক্ষু বিন্যস্য মধ্যে চৈবাপরং ন্যসেৎ।
ঐন্দ্র্যাং চ চন্দনং ন্যস্যমাগ্নেয্যাং রক্তচন্দনম্। কৃষ্ণাগুরুং দক্ষিণস্যাং নৈর্ঋত্যামপরাগুরুম্।
উশীরং পশ্চিমে ভাগে বিষ্ণুক্রান্তামথাপরে। সহদেবীমুদীচ্যাং তু লক্ষণামীশগোচরে।

তালকং হরিতালকং। শিলা মনঃশিলা। বজ্রং বজ্রাভ্রকং। শ্যামমঞ্জনং সৌবীরাঞ্জনং। কাঙ্ক্ষীং সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকাং। কাশীসং সীসং। মাক্ষিকং স্বুবর্ণমাক্ষিকং॥ ১৪১॥ ব্রীহির্ধান্যং। অঞ্জনং কৃষ্ণাগুরুং। বৈষ্ণবীং বিষ্ণুক্রান্তাং॥ ১৪২॥ এবং সর্ব্বাণি বীজানি সর্ব্বান্ ধাতূন্ সর্ব্বাণি রত্নানি সর্ব্বা ওষধীশ্চ ক্রমেণ ন্যসেৎ। ব্রহ্মস্থানে চ মধ্যে বীজাদয়ঃ পরস্পরং সংহতা মিলিতা দাতব্যাঃ॥ ১৪৩॥ পুনঃ কাঞ্চনং অয়স্কান্তলোহমিতি যাবৎ। বিমলং ত্রিবিধং হেমবিমলং তারবিমলং কাংস্যবিমলমিতি প্রসিদ্ধং। পুষ্পং লোহবিশেষঃ যত্র পঙ্কজাকারা বিন্দবো বর্ত্তন্তে। লোহাভাবে কাঞ্চনং ধাতুঃ। ওষধ্যভাবে সহদেবীং দদ্যাদিতি জ্ঞেয়ং। এতচ্চ সর্ব্বমগ্রে হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনতো বিবৃতং ভাবি। তত্র কচিদ্বিরোধশ্চ ফলভেদাদিকল্পনয়া পরিহরণীয়

পূর্ব্বক লোকপালগণের স্ব স্ব নাম দ্বারা চন্দন, রক্তচন্দন, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, বেণামূল, অপরাজিতা বলা ও শ্বেতকণ্টকারি এই সকল স্থাপন করিতে হয়। ১৪১-১৪২। ব্রাহ্মভাগে সর্ব্ববীজ, ধাতু, রত্ন ও ওষধি-সমূহ একত্র করিয়া প্রদান করিবে। ১৪৩। তৎপরে পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহে কাঞ্চন, পদ্মরাগ, পারদ, পদ্ম, কূর্ম্ম, ধরা ও বৃষ স্থাপন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মূলক, প্রবাল, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল, বিমল, রৌপ্য, পুষ্প ও লৌহ স্থাপন করিবে। সমস্ত দ্রব্যের অভাব হইলে স্বর্ণ ও হরিতাল স্থাপনই কর্ত্তব্য। বীজৌষধির অভাব হইলে সহদেবী ও যব দিতে হয়। ১৪৪। হয়-

ব্রাহ্মীং সুবর্চ্চলাং মধ্যে বৃদ্ধিং ব্রাহ্মে নিবেশয়েৎ। ধান্যমৈন্দ্র্যাং নিবেশ্যাথ অগ্নেয্যাং তু কুলত্থকম্।
যবান্ দক্ষিণভাগে তু গোধূমং নৈর্ঋতে ন্যসেৎ। তিলাংস্তু পশ্চিমে দদ্যান্নীবারং বায়ুগোচরে।
মুদ্গামুত্তরতো দদ্যাৎ নিষ্পাবমীশগোচরে। মধ্যে সিদ্ধার্থকং দদ্যাদ্রত্নন্যাসং সমাচরেৎ।
বজ্রং তু পূর্ব্বতো দদ্যাদাগ্নেয্যাং মৌক্তিকং তথা। বৈদূর্য্যং দক্ষিণে দদ্যাচ্ছঙ্খং নির্ঋতিগোচরে।
স্ফটিকং বারুণে দদ্যাৎ পদ্মরাগং তু বায়বে। উত্তরে চন্দ্রকান্তং তু ঐশান্যামিন্দ্রনীলকম্।
পুষ্পরাগং ন্যসেন্মধ্যে যথাবদ্দ্বিজসত্তম। হরিতালং ন্যসেৎ পূর্ব্বে আগ্নেয্যাং তু মনঃশিলাম্।
অঞ্জনং দক্ষিণে দদ্যাৎ মাক্ষিকং ব্রহ্মগোচরে। সৌরাষ্ট্রীং বারুণে দদ্যাদ্বায়ব্যাং গৈরিকং তথা।
সীসং চৈবোত্তরে দদ্যাদৈশান্যাং গন্ধকং তথা। পারদং তু ন্যসেন্মধ্যে যথাবত্ত্রিদশেশ্বর।
হিরণ্যং পূর্ব্বতো দদ্যাদাগ্নেয্যাং তারমুত্তমম্। আয়সং দক্ষিণে ন্যস্য নৈর্ঋত্যাং ত্রপুষং তথা॥
পশ্চিমে বিন্যসেদ্ঘোষং নারং বায়ব্যগোচরে। সিহ্লকং চোত্তরে ন্যস্য শুল্বমীশানগোচরে॥
পদ্মং কূর্ম্মং তথানন্তং পৃথ্বীং মধ্যে নিবেশয়েৎ। সুমেরুঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমেতদ্ধিরণ্ময়ম্॥
এষামেকতমং মধ্যে ন্যসেৎ সর্ব্বাণ্যথাপি বা। নমো হিরণ্যমন্ত্রেণ ব্রহ্মস্থানে নিবেশয়েৎ॥

কিঞ্চ।—ওষধীনামলাভে তু বিষ্ণুক্রান্তাং বিশাম্পতে। বীজানামপ্যলাভে তু যবং সর্ব্বত্র দাপয়েৎ॥
অলাভে সর্ব্বরত্নানাং মুক্তা সর্ব্বত্র শস্যতে। অলাভে সর্ব্বধাতূনাং হরিতালং বিনিক্ষিপেৎ।
অলাভে সর্ব্বলোহানাং কাঞ্চনানি প্রদাপয়েৎ॥

ভবিষ্যে।—

ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্॥
দম্ভোলিহস্তঃ সত্ত্বাঢ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ইতি পূর্ব্বদিশি॥
আগ্নেয়ঃ পুরুষো দীপ্তঃ সর্ব্বদেবময়োঽব্যয়ঃ।
ধূমকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ। ইতি আগ্নেয্যাং॥

ইতি লিখিতমেবিতি দিক্। অন্যৎ সুগমং॥ ১৪৪॥ স্থিতস্য তত্তদ্দ্রব্যোপরি অবস্থিতে সতীত্যর্থঃ॥

শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে দ্বিজ! নপুংসক শিলায় রত্ন প্রদান করিবে। গুরুদেব পূর্ব্ববৎ বসন, ভূষণ ও গন্ধাদিতে অলঙ্কৃত হইয়া নারসিংহমন্ত্রে শত হোম করত উক্ত মন্ত্রেই রত্নাদি ও পিণ্ডিকার আমন্ত্রণ করিবেন। পরে ঐ রত্নাদি ও পিণ্ডিকা গর্ত্তে স্থাপন করিতে হয় আর গুগ্‌গুল দ্রব করত গর্ত্তে প্রদান করিবে। তদনন্তর স্থাপিত রত্ন প্রভৃতির স্থিরীকরণার্থ ঐ সমস্তকে দিক্ বিদিকে সন্নিবেশ করিবে। হে বিপ্র! প্রথমাবরণে ব্রীহি, দ্বিতীয়ে রত্ন, তৃতীয়ে ধাতু ও চতুর্থ আবরণে লৌহ নিক্ষেপ করিতে হয়। প্রত্যেক আবরণে ও পঞ্চম আবরণে অষ্ট দিকে চন্দনাদি দিবে। (বক্ষ্যমাণমন্ত্রে) এক একটী করিয়া সমস্ত দিকে স্থাপন পূর্ব্বক মধ্যভাগে অপর একটী স্থাপন করিবে। চন্দন পূর্ব্বে, রক্তচন্দন অগ্নিকোণে, কৃষ্ণাগুরু দক্ষিণে, শুক্লাগুরু নৈর্ঋতে, বেণামূল পশ্চিমে, অপরাজিতা বায়ুকোণে, বলা উত্তরে এবং লক্ষণা (শ্বেতকণ্টকারি) ঈশান কোণে স্থাপন পূর্ব্বক মধ্যে ব্রাহ্মণযষ্টিকা ও সুবর্চ্চলা (অতসী) আর ব্রাহ্মভাগে বৃদ্ধি নামক

যমশ্চোৎপলবর্ণাভঃ পুরুষো দণ্ডধৃঙ্মহান্।
ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ইতি দক্ষিণস্যাং॥
নৈঋর্তঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বরক্ষোঽধিপো মহান্।
খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ইতি নৈঋর্ত্যাং॥
বরুণঃ ধবলো ধীমান্ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ইতি পশ্চিমদিশি॥
বায়ুর্ব্বৈ শ্যামবর্ণোঽয়ং সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ইতি বায়ব্যাং॥
আত্রেয়ঃ পুরুষঃ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ।
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ইতি উদীচ্যাং।
ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্রঃ সর্ব্ববিদ্যাধিপস্তথা।
শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ইতি ঐশান্যাং॥
পদ্মযোনিশ্চ তন্মূর্ত্তির্ব্বেদব্যাসঃ পিতামহঃ।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চ সততং তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ইতি ঊর্দ্ধে॥
যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ইতি অধঃ॥
মাৎস্যে চ প্রায়ঃ সর্ব্বমেবমেব॥

কিঞ্চ।—ওঁকারপূর্ব্বিকা হ্যেতে ন্যাসে বলিনিবেদনে। মন্ত্রাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবানাং বুদ্ধিপুত্রফলপ্রদাঃ॥
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।—দিগীশানাং তু মন্ত্রেণ রত্নাদীন্ বিনিবেশয়েৎ॥ ১

এবং মৎস্যভবিষ্যপুরাণোক্ত্যনুসারিণাং সতাং মতে প্রথমং প্রাসাদে শ্রীমূর্ত্তের্বিজয়স্ততো ওষধিবিশেষ বিন্যাস করিবে। তদনন্তর পূর্ব্বভাগে ধান্য, বহ্নিকোণে কুলথ, দক্ষিণে যব, নৈঋর্তে গোধূম, পশ্চিম দিকে তিল, বায়ুকোণে নীবার, উত্তরে মুগ, ঈশান কোণে নিষ্পাব ও মধ্যে সিদ্ধার্থ প্রদান করিবে। পরে রত্নন্যাস করিতে হয় অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বজ্রাভ্র, বহ্নিকোণে মুক্তা, দক্ষিণে বৈদূর্য্য, নৈঋর্তে শঙ্খ, পশ্চিমে স্ফটিক, বায়ুকোণে পদ্মরাগ, উত্তরে চন্দ্রকান্ত, ঈশানকোণে ইন্দ্রনীল ও মধ্যস্থলে পদ্মরাগ স্থাপন করিবে। হে সুরেশ্বর! তৎপরে পূর্ব্বে হরিতাল, বহ্নিকোণে মনঃশিলা, দক্ষিণে অঞ্জন, নৈঋর্তে মাক্ষিক, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রিক, বায়ুকোণে গৈরিক, উত্তরদিকে সীসক, ঈশান কোণে গন্ধক এবং মধ্যভাগে পারদ প্রদান করিবে। তদনন্তর পূর্ব্বদিকে সুবর্ণ, বহ্নিকোণে মুক্তা, দক্ষিণে লৌহ, নৈঋর্তে সীসক, পশ্চিমে কাংস্য, বায়ুকোণে জল, উত্তরে শিহ্লক (একপ্রকার গন্ধদ্রব্য) এবং ঈশান কোণে তাম্র স্থাপন করিবে। স্বর্ণ দ্বারা পদ্ম, কূর্ম্ম, অনন্ত, বসুধা ও সুমেরুর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া মধ্যস্থলে বিন্যাস করিতে হয়। এই কয়েকটীর মধ্যে একটী বা সমস্তগুলিও মধ্যে সন্নিবেশন করা যায় এবং "নমো হিরণ্য" এই মন্ত্রে ব্রহ্মস্থানে (মধ্যে) সন্নিবেশ করিবে। আরও লিখিত আছে যে,

তদ্যথা।—

ওঁ শক্রঃ সুরপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রনয়নোজ্জ্বলঃ। যষ্টা যঃ ক্রতুমুখ্যানাং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
ওঁ ত্রাতারমিতি মন্ত্রেণ সান্নিধ্যং তত্র কারয়েৎ॥ ইতি পূর্ব্বস্যাং॥

ওঁ অজঃ সর্ব্বগতঃ শক্তির্যস্য ছায়েব রাজতে। হব্যকব্যবহো যো বৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
ওঁ অগ্ন আয়াহি মন্ত্রেণ সান্নিধ্যং তস্য কারয়েৎ॥ ইতি আগ্নেয্যাং॥

ওঁ কৃষ্ণাঞ্জননিভো রৌদ্রো দণ্ডপাণিঃ প্রগুজ্জ্বলঃ। সর্ব্বপ্রেতাধিপো দেবো নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
সান্নিধ্যকরণে তস্য মন্ত্রস্তসি যমঃ স্মৃতঃ॥ ইতি দক্ষিণস্যাং॥

ওঁ ঘোরদংষ্ট্রাকরালস্তু খড়্গপাণিঃ সুভৈরবঃ। রাক্ষসাধিপতির্দ্দেবো নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
সান্নিধ্যার্থং তস্য মন্ত্র এষ তে নির্ঋতে স্মৃতঃ॥ ইতি নৈঋর্ত্যাং॥

রত্নাদিন্যাস ইতি লিখিতং। শ্রীহয়শীর্ষমতে চ তদ্বিপরীতমিত্যুল্লিখন্ তত্রৈব পরমপি কৃত্যবিশেষং

হে বিশাম্পতে! ওষধি-সমূহের অভাবে বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা) এবং বীজের অভাবে যব প্রদানই সর্ব্বত্র ব্যবস্থেয়। রত্নসমূহের অভাব হইলে একমাত্র মুক্তা, সমস্ত ধাতুর অভাবে হরিতাল এবং সর্ব্বপ্রকার লৌহের (ধাতুর) অভাবে স্বর্ণ দিবে।

অতঃপর রত্নন্যাস-মন্ত্র।—ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, "যিনি মহাতেজে দীপ্তিমান্, সর্ব্বদেবের অধিপতি, মহান্, বজ্রহস্ত ও মহাবল, সেই ইন্দ্রকে সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ নমস্কার।" এই মন্ত্রে পূর্ব্বদিকে বিন্যাস করিবে। "যিনি দীপ্তিমান্, সর্ব্বদেবময়, অব্যয়, ধূমকেতু ও অনাধৃষ্য, সেই আগ্নের পুরুষকে সর্ব্বদা নমস্কার করি।" এই মন্ত্রে অগ্নিকোণে বিন্যাস করিবে। যাঁহার বর্ণ উৎপলসন্নিভ, যিনি দণ্ডধারী, মহান্, ধর্ম্মসাক্ষী ও বিশুদ্ধাত্মা, সেই পুরুষপ্রবর যমকে নিত্য নমস্কার।" এই মন্ত্রে দক্ষিণদিকে বিন্যাস করিবে। "যিনি কৃষ্ণবর্ণ, রাক্ষসগণের অধিপতি, মহান্, খড়্গহস্ত ও মহাবল, সেই পুরুষবর নৈঋর্তকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।" এই মন্ত্রে নৈঋর্তকোণে বিন্যাস করিবে। "যিনি সবল, ধীমান্, নদীপতি, পাশহস্ত ও মহাবাহু, সেই পুরুষরত্ন বরুণদেবকে নিত্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।" এই মন্ত্রে পশ্চিমদিকে বিন্যাস করিবে। "যিনি শ্যামবর্ণ, গন্ধবাহী, পবিত্র, ধ্বজহস্ত, সেই পুংমূর্ত্তি বায়ুদেবকে নিত্য নমস্কার।" এই মন্ত্রে বায়ুকোণে বিন্যাস করিতে হয়। "যিনি সৌম্যমূর্ত্তি, সর্ব্বৌষধিবিশিষ্ট ও নক্ষত্রাধিপতি, সেই অত্রিনেত্রজাত পুরুষোত্তম সোমদেবকে সতত প্রণাম।" এই মন্ত্রে উত্তর দিকে বিন্যাস করিবে। "যিনি শুক্র শব্দে অভিহিত, সর্ব্ববিদ্যাধিপতি, শূলপানি ও বিরূপাক্ষ, সেই পুরুষপ্রবর ঈশানকে সতত পুনঃপুনঃ প্রণাম।" এই মন্ত্রে ঈশানকোণে বিন্যাস করিতে হয়। "যিনি বেদব্যাসমূর্ত্তিধারী, যিনি পিতামহ ও যজ্ঞাধ্যক্ষ বলিয়া প্রথিত, সেই পদ্মযোনিকে নিরন্তর পুনঃপুনঃ নমস্কার।" এই মন্ত্রে ঊর্দ্ধদিকে বিন্যাস করিবে। "যিনি অনন্তরূপে এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে মস্তকোপরি পুষ্পবৎ ধারণ করিতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বদা নমস্কার করি"। এই মন্ত্রে অধোদিকে বিন্যাস করিবে। মৎস্যপুরাণেও প্রায়শঃ এই সকল মন্ত্র দৃষ্ট হয়। আরও লিখিত আছে, যাবতীয় দেবতার ন্যাসকালে ও বলি-প্রদানসময়ে প্রথমে প্রণব-সংযুক্ত করিয়া

ওঁ সপ্তসাগরদেহস্তু পাশপাণির্মহাদ্যুতিঃ। যাদসাং পতিরেকো যো নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
তস্যালভনমন্ত্রস্তু পদ্মনদ্যঃ সরস্বতী॥ ইতি পশ্চিমায়াম্॥
ওঁ সপ্তস্বরানুগা যস্য যোনির্গীতা মনীষিভিঃ। অশরীরেতি বিখ্যাতো নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
মন্ত্রস্তস্যাপি সান্নিধ্যে বাত আবাতু ভেষজম্॥ ইতি বায়ব্যাম্॥
ওঁ ধনাধিপো হ্রস্বমূর্ত্তির্গদাহস্তো নৃবাহনঃ। উত্তরাশাধিপঃ শ্রীমান্ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
সোমং রাজেতি মন্ত্রোঽয়ং তস্য সান্নিধ্যকারকঃ॥ ইতি উদীচ্যাং॥
ওঁ বিদ্যাধিপো বৃষারূঢ়ঃ শূলপাণির্মহাবলঃ। ত্রৈলোক্যবন্দিতঃ শ্রীমান্ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
ঈশাবাস্যেতি মন্ত্রেণ তৎসান্নিধ্যং প্রকল্পয়েৎ॥ ইতি ঐশান্যাং॥
ওঁ য ইমাং সকলাং পৃথ্বীং সপ্তসাগরভূষিতাম্। বিভর্ত্তি মালাপ্রতিমাং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নমোঽস্তু সর্পমন্ত্রেণ সান্নিধ্যং তস্য কল্পয়েৎ॥ ইতি অধঃ॥
ওঁ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ স্বামী সর্ব্বলোকপিতামহঃ। কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমান্নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
ব্রহ্মা দেবেতি মন্ত্রেণ সান্নিধ্যং তস্য কল্পয়েৎ॥ ইতি উর্দ্ধে।

এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এই সমস্ত মন্ত্র.বুদ্ধি (জ্ঞান) ও পুত্রফলপ্রদ। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, দিক্‌পালগণের মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ব্বক রত্নবিন্যাস করিতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক দিকে সেই দিগধিপতির (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ সহকারে রত্ন বিন্যাস করিবে। 'যিনি সুরপতি, শ্রীমান্, সহস্রনেত্রে সমুদ্ভাসিত ও প্রধান প্রধান যজ্ঞকারী, সেই মহাত্মা ইন্দ্রকে নমস্কার" এই মন্ত্রে পূর্ব্বদিকে বিন্যাস করিয়া "ওঁ ত্রাতারং" ইত্যাদি মন্ত্রে তথায় ইন্দ্রের সান্নিধ্য করাইতে হয়। যিনি জন্মরহিত ও সর্ব্বগত, যাঁহার (স্বাহানাম্নী) শক্তি ছায়ার ন্যায় সতত বিরাজিতা আছেন, সেই হব্যকব্যবহ মহাত্মা অগ্নিকে নমস্কার করি" এই মন্ত্রে অগ্নিকোণে বিন্যাস করিয়া "ওঁ অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির সান্নিধ্য করাইতে হয়। "যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণাঞ্জনসন্নিভ,যিনি ভীষণমূর্ত্তি, দণ্ডহস্ত-মাল্যে বিভূষিত ও সর্ব্ব-প্রেতাধিপতি, সেই মহাত্মা যমকে নমস্কার" এই মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে বিন্যাস করিবে। ইহাঁর সান্নিধ্যকরণে ওঁ অসি যম"ইত্যাদি মন্ত্র। "যিনি ঘোরদর্শন ধারণ হেতু করালমূর্ত্তি, খড়্গহস্ত, ভৈরবাকার ও রাক্ষসাধিপতি, সেই মহাত্মা নৈর্ঋতকে নমস্কার।" এই মন্ত্রে নৈর্ঋত-কোণে বিন্যাস করিয়া "এষ তে নির্ঋতে" ইত্যাদি মন্ত্রে সন্নিধীকরণ করিবে। "সপ্ত সাগরই যাঁহার দেহস্বরূপ, যিনি পাশহস্ত, মহাদ্যুতি ও যাদঃপতি (জলজীবগণের অধীশ্বর), সেই মহাত্মা বরুণদেবকে নমস্কার" এই মন্ত্রে পশ্চিম দিকে বিন্যাস করিয়া "পদ্মনদ্যঃ সরস্বতী" এই মন্ত্রে আলভন (সন্নিধীকরণ বা আমন্ত্রণ) করিবে। "যাঁহার উৎপত্তি সপ্তস্বরানুগ বলিয়া মনীষিগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয় এবং যিনি অশরীরী বলিয়া বিখ্যাত, সেই মহাত্মা পবনদেবকে নমস্কার' এই মন্ত্রে বায়ুকোণে বিন্যাস করিয়া "বাত আবাতু ভেষজং" মন্ত্রে সন্নিধীকরণ করিবে। "যিনি ধনাধিপতি, হ্রস্বমূর্ত্তি, গদাপাণি, নৃবাহন, উত্তরদিক্‌পতি ও শ্রীমান্, সেই মহাত্মাকে নমস্কার" এই মন্ত্রে উত্তরদিকে বিন্যাস করিয়া "সোমং রাজা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুবেরের সন্নিধীকরণ করিবে। "যিনি বিদ্যাধিপতি, বৃষবাহন, শূলপাণি, মহাবল, ত্রৈলোক্যপূজিত

৫ বিষয়ে।— অথ কামবিশেষেণ দ্রব্যবিশেষন্যাসঃ।

ক্ষীরবৃক্ষত্বচং পুষ্পমষ্টমঙ্গলসংযুক্তম্। শ্রীকামস্তু ন্যসেৎ সম্যগ্ দেশবৃদ্ধিকরং শুভম্।
পারদং ঘৃতগোধূমান্ দূর্ব্বাং রোচনয়া সহ। গোশৃঙ্গমৃত্তিকাং চৈব কূর্চ্চেন সহ নিক্ষিপেৎ॥
স্থিতস্য তস্য দেবস্য শ্রিয়ো বৃদ্ধিঃ সদা ভবেৎ। কৃষরং কাঞ্চনং চৈব পদ্মেন সহ বিন্যসেৎ।
স্থিতস্য তস্য দেবস্য চাতুর্ব্বর্ণ্যহিতং ভবেৎ। চতুষ্পাদাশ্চ বর্দ্ধন্তে দৌর্ভাগ্যঞ্চ প্রণশ্যতি॥
লাক্ষা মধু ঘৃতঞ্চৈব শমী চাশ্বত্থমেব চ বেদ্যা সহ চ দাতব্যা যজ্ঞোৎসবকরাস্তথা॥
মৃত্তিকা পর্ব্বতস্যাথ হ্রদাদাদায় মৃত্তপা। যথাক্রমেণ দাতব্যা রাষ্ট্রবৃদ্ধিকরী নৃপ॥
কাঞ্চনং সর্ব্ববীজানি মেদিন্যা সহ বিন্যসেৎ। স্থিতস্য তস্য কৃষ্ণস্য প্রজা রাজা চ বর্দ্ধতে॥
ব্রহ্মস্থানে চ বিন্যস্য সর্ব্বকামার্থদং শুভম্। ন ভয়ং ন চ দুর্ভিক্ষং তত্তদ্দ্রব্যে ব্যবস্থিতে॥ইতি।

শ্রীহয়শীর্ষদেবেন রত্নন্যাসাদনন্তরম্।—

বৃত্তে শান্ত্যম্বুসেকে তু প্রাসাদে বিজয়ো মতঃ॥

যথা হয়শীর্ষে।—

রত্নন্যাসবিধিং কৃত্বা প্রতিষ্ঠামারভেদ্গুরুঃ। সশলাকৈর্দ্দর্ভপিঞ্জৈঃ সহদেবীসমন্বিতৈঃ।
মহাক্ষতৈস্তু সংকৃত্য পঞ্চগব্যেন শোধয়েৎ। প্রোক্ষয়েদ্গন্ধতোয়েন নদীতীর্থোদকেন চ॥
হোমার্থে স্থণ্ডিলং কুর্য্যাৎ সিকতাভিঃ সমন্ততঃ। সার্দ্ধং হস্তপ্রমাণন্তু চতুরস্রং সুশোভনম্।
অষ্টদিক্ষু যথান্যায়ং কলসানপি পূজয়েৎ। মন্ত্রেণাষ্টাক্ষরেণৈব পূর্ব্বাদিক্রমযোগতঃ।
আনীয় সংস্কৃতং বহ্নিং হুমগ্নে প্রযতেত্যচা। পলাশসমিধানাং তু ঘৃতাক্তানাং সুরেশ্বর॥

লিখতি রত্নন্যাসমিত্যাদিনা নিবেদয়েদিত্যন্তেন। সুযন্ত্রিতং সাবধানং রপেন সহ সংযোজিত-

---

ও শ্রীমান্, সেই মহাত্মাকে নমস্কার" এই মন্ত্রে ঈশানকোণে বিন্যাস করিয়া "ঈশাবাস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশানের সন্নিধীকরণ করিবে। "যিনি সপ্তসাগরভূষিতা এই অখিল বসুন্ধরা মালার ন্যায় শিরোপরি ধারণ করিতেছেন, সেই মহাত্মাকে প্রণাম" এই মন্ত্রে অধোদিকে বিন্যাস করিয়া "নমোঽস্তু" ইত্যাদি সর্পমন্ত্রে অনন্তের সন্নিধীকরণ করিবে। "যিনি চতুর্ম্মুখ, সকলের প্রভু, সর্ব্বজনপিতামহ, কমণ্ডলুধারী ও শ্রীমান্, সেই মহাত্মা ব্রহ্মাকে নমস্কার" এই মন্ত্রে ঊর্দ্ধদিকে বিন্যাস করিয়া "ব্রহ্ম দেব" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মার সন্নিধীকরণ করিবে।

অনন্তর কামনাভেদে দ্রব্যবিশেষন্যাস।—ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীকামী ব্যক্তি ক্ষীরবৃক্ষের বল্কল ও অষ্টমঙ্গলান্বিত কুসুম সম্যক্‌বিধানে স্থাপন করিবে। ঐ বল্কল ও পুষ্প দেশের উন্নতিজনক ও শুভপ্রদ। কুশমুষ্টি, পারদ, ঘৃত, গোধূম, দূর্ব্বা, রোচনা (গোরোচনা বা হরিদ্রা), গোশৃঙ্গের মৃত্তিকা এই সমস্ত বিন্যাস করিতে হয়; এই সকল বিন্যাস পূর্ব্বক তদুপরি প্রভুকে স্থাপন করিলে তিনি শ্রীমান্ হইয়া থাকেন। কৃষর, কাঞ্চন ও পদ্ম এই সকল বিন্যাস পূর্ব্বক তদুপরি দেবস্থাপন করিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়েরই কল্যাণ হয়, চতুষ্পদগণ (গোধন) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং দৌর্ভাগ্য দূর হইয়া থাকে। লাক্ষা, মধু, ঘৃত, শমী, অশ্বত্থ ও বেদি বিন্যাস করিলে উহা যজ্ঞোৎসব-সম্পাদক হয়। হে নৃপ! পর্ব্বত বা হ্রদ

শতং বাথ সহস্রং বা গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া। জুহুয়াচ্চ শতং দদ্যাদাজ্যমষ্টাক্ষরেণ তু॥
পূর্ণাহুতিং শান্তিতোয়ং কুর্য্যাত্তত্র বিচক্ষণঃ। কলসেষূদকং গৃহ্য তাম্রপাত্রে নিবেশয়েৎ॥
মন্ত্রয়েচ্ছতবারাংস্তু মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ। সেচয়েদ্দেবতামূর্দ্ধ্নি শ্রীশ্চ তেত্যনয়াঽনঘ।
ব্রহ্মযানেন চোদ্ধৃত্য উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে। স্বং বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ প্রাসাদাভিমুখং নয়েৎ॥
শিবিকায়াং হরিং স্থাপ্য রথে বাথ সুযন্ত্রিতম্। ভ্রাময়ীত পুরং সর্ব্বমথবায়তনং স্বকম্॥
প্রদক্ষিণেন দেবেশং সর্ব্বশোভাসমন্বিতম্। ততো মঙ্গলঘোষৈশ্চ গীতৈর্ম্মধুরনিস্বনৈঃ॥
স্তবদ্ভির্ম্মাগধৈঃ সূতৈর্ব্বাদ্যৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ। গায়দ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সাম শখাকারেণ সর্ব্বশঃ॥
পতাকাভির্ব্বিচিত্রাভির্ধ্বজৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ। দেবদেবং মহাদেবং হরিং সর্ব্বজগদ্গুরুম্॥
সংসারার্ণবসন্তারপোতভূতং সুরেশ্বরম্। কর্তৃণাং স্থপতীনাং চ শিল্পিনাং পুরবাসিনাম্॥
স্থাপকানাং চ ভৃত্যানাং পাবকং পুণ্যবর্দ্ধকম্। ভ্রাম্য প্রাসাদাভিমুখং কৃত্বা দেবং নিবেশয়েৎ॥

অথ তত্র মঙ্গলস্নপনম্।

এরকায়াং তু সংস্থাপ্য স্নপয়েন্মঙ্গলান্বিতম্। চতস্রোঽবিধবাস্তত্র দিব্যমন্ত্রাভিমন্ত্রিতাঃ।
সব্যাপসব্যসূত্রেণ বেষ্ট্য স্পৃষ্ট্বা কুশেন তু। আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতা ঘটৈর্ম্মলয়ভূষিতৈঃ।
স্নপয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা অষ্টমঙ্গলসংযুতম্। ততো গন্ধাদিনাভ্যর্চ্চ্য মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
শুক্লবস্ত্রেণ সংছাদ্য অষ্টাঙ্গার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ ১৪৫॥

মিত্যর্থঃ। অন্যৎ সুগমং॥ ১৪৫॥ নন্বেবং কৃত্যে ক্রমে চ পুরাণাগমাদিবচনতো বিরোধাপত্ত্যা কথং ব্যবহর্ত্তব্যং তত্র লিখতি এবমিতি। নিজগুরুসংপ্রদায়াচারানুসারেণ তত্র তত্র ব্যবহারঃ

হইতে মৃত্তিকা আনয়ন পূর্ব্বক যথাক্রমে বিন্যাস করিলে রাজ্যের উন্নতিসাধন হয়। কাঞ্চন, সর্ব্বপ্রকার বীজ ও মেদিনী (ভূমি) বিন্যাস পূর্ব্বক কৃষ্ণকে স্থাপন করিলে রাজা প্রজা সকলেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্থানে সমস্ত দ্রব্য বিন্যাস করিলে সর্ব্বকাম পূর্ণ হয় ও কল্যাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সকল দ্রব্য ব্যবস্থিত হইলে কোনরূপ ভয় বা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকে না। শ্রীহয়গ্রীবদেব বলিয়াছেন যে, রত্নবিন্যাসের পর শান্তোদক সেচনান্তে প্রাসাদে বিজয় (যাত্রা) করা কর্ত্তব্য। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, গুরুদেব যথাবিধানে রত্নন্যাস পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইবেন। শলাকা ও সহদেবীসংযুক্ত দর্ভপিঞ্জ এবং মহাক্ষত দ্বারা সংস্কার পূর্ব্বক পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিবেন। গন্ধোদক, নদীজল ও তীর্থবারি দ্বারা সেচন করিয়া হোমার্থ বালুকা বিস্তৃত করত স্থণ্ডিল করিতে হইবে। ঐ স্থণ্ডিলটীকে অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত ও মনোরম চতুষ্কোণ করা কর্ত্তব্য। উহার অষ্ট দিকে যথাবিধানে পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টাক্ষর মন্ত্রে কুম্ভ-সমূহের অর্চ্চনা করিবে। হে সুরেশ্বর! তৎপরে সংস্কৃত বহ্নি আনয়ন পূর্ব্বক "ঔং অগ্নে প্রয়ত" এই মন্ত্রে কিংবা বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা ঘৃতমিশ্রিত পলাশকাষ্ঠে শতসংখ্য বা সহস্রসংখ্য হোম করিতে হইবে এবং অষ্টাক্ষর মন্ত্রেও শত হোম করিবে। তদনন্তর সুধী ব্যক্তি পূর্ণাহুতি দিয়া শান্তিজল করিবেন। আচার্য্য সমস্ত কুম্ভ হইতেই জল লইয়া তাম্রপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মূলমন্ত্রে শতধা অভিমন্ত্রিত করত "শ্রীশ্চ তে" মন্ত্রে দেবতার শিরোদেশ অভিষিক্ত

এবং ক্রমো বহুবিধঃ কৃত্যং চ বিবিধং ভবেৎ।
প্রতিমায়াং বুধৈশ্চাত্র কার্য্যং স্বগুরুসম্মতম্॥ ১৪৬॥

অথ গর্ত্তলেপনাদি।

পায়সেনোপলিপ্যাদৌ গর্ত্তমাচ্ছাদ্য বাসসা। অগ্ন্যাদিভ্যস্তু জুহুয়াৎ সিদ্ধার্থং তস্য দক্ষিণে॥

তথা চ মাৎস্যে।—

ন্যাসং কৃত্বা তু রত্নানাং পায়সেনানুলেপিতম্। পটেনাচ্ছাদয়েচ্ছ্ভ্রং শুক্লেনোপরি ধারয়ন্॥

ভবিষ্যে চ।—

রত্নন্যাসে কৃতে পশ্চাৎ পায়সেনোপলেপয়েৎ। পটেন মহতা পশ্চাৎ শুক্লেনোপরি ছাদয়েৎ॥

কিঞ্চ।—

শ্বভ্রস্য দক্ষিণে পার্শ্বে সর্ষপান্ জুহুয়াদ্বুধঃ। অগ্নয়ে ব্রহ্মণে চৈব রুদ্রায় চৈব বিষ্ণবে।

স্কন্দায় গণরাজায় গণমাতৃভ্য এব চ॥ ১৪৭॥

কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্রৈবোহ্যং। সর্ব্বত্র বিবিধবিরোধদর্শনাৎ পুনঃপুনরেব লিখ্যতে ইত্যুন্নেয়ং॥ ১৪৬॥

কেভ্যো জুহুয়াত্তানেব নির্দ্দিশতি। অত্র প্রয়োগঃ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহেত্যাদি॥১৪৭॥

করিবেন। পরে "উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে" বলিয়া ব্রহ্মযানে উত্তোলন পূর্ব্বক "ত্বং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাসাদাভিমুখে লইয়া যাইবেন। বিবিধ শোভায় বিভূষিত দেবদেব হরিকে শিবিকায় বা রথে স্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তভাবে সমস্ত পুর বা নিজ মন্দির ভ্রমণ করাইবেন। তৎপরে মঙ্গলধ্বনি, মধুর সংগীতশব্দ ও স্তুতিপাঠক মাগধ-সূতাদিকৃত বিবিধ মঙ্গলময় ধ্বনি সহকারে এবং শঙ্খবৎ উচ্চরবে সামগানপরায়ণ বিপ্রগণ ও নানাবিধ বিচিত্র মঙ্গলময় ধ্বজ-পতাকাদির সহিত জগদ্গুরু, ভবসাগরের তোরণ-স্বরূপ, সুরেশ্বর; কর্ত্তা, সূত্রধার, শিল্পী, পুররক্ষী, স্থাপক ও ভৃত্যগণের পবিত্রকারক, পুণ্যবর্দ্ধন, দেবদেব হরিকে ভ্রমণ করাইয়া প্রাসাদাভিমুখ করত তন্মধ্যে প্রবেশ করাইবে।

অতঃপর তথায় মঙ্গলস্নপন।—মঙ্গলময় হরিকে এরকায় স্থাপন পূর্ব্বক স্নান করাইতে হয়। চারিটী সধবা রমণী গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া দিব্য মন্ত্রপূত সূত্র দ্বারা বেষ্টন ও কুশস্পর্শ পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে অষ্টমঙ্গলযুক্ত হরিকে মলয়চন্দনাক্ত কলস দ্বারা স্নান করাইবে। তৎপরে গুরুদেব মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া শুক্লাম্বরে আবরণ পূর্ব্বক অষ্টার্ঘ্য প্রদান করিবেন। ১৪৫। প্রতিমা সম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার প্রণালী নানা অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। ফল কথা, সম্প্রদায়ানুসারে নিজ নিজ গুরু-প্রদর্শিত প্রণালীতে প্রতিমা-সম্বন্ধীয় ক্রিয়া-নুষ্ঠানই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১৪৬।

অতঃপর গর্ত্তলেপনাদি।—প্রথমতঃ পায়স দ্বারা উপলেপন করিয়া বসনাচ্ছাদন পূর্ব্বক সিদ্ধার্থ গর্ত্তের দক্ষিণে বহ্ন্যাদি দেবগণের উদ্দেশে হোম করিতে হইবে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, রত্নসমূহ স্থাপনান্তে পায়স দ্বারা গর্ত্ত অনুলিপ্ত করিয়া তদুপরি শুক্লাম্বর আচ্ছাদন দিতে

অথেন্দ্রাদি-বলিদানম্।

দদ্যাৎ শ্রীমূর্ত্তিমুত্থাপ্য শক্রাদিভ্যো বলিং বুধঃ। তত্তন্নাম্না চতুর্থ্যন্ত-নমোঽন্ত-প্রণবাদিনা॥

তথা চ তত্রৈব।—

ইন্দ্রাদীঁল্লোকপালাংশ্চ আদিত্যাংশ্চ বসূংস্তথা। বিশ্বদেবাংস্তথা সর্ব্বান্ স্বনাম্না চোপলক্ষিতান্॥
ওঁকারাদ্যান্নমোঽন্তাংশ্চ কৃত্বোত্থাপ্য বলিং হরেৎ॥ ১৪৮॥

অথ প্রাসাদান্তঃ শ্রীমূর্ত্তিপ্রবেশনম্।

দেবং গোবালরজ্জ্বাঽভিবেষ্ট্য স্বস্ত্যভিবাচয়েৎ। আচার্য্যো বিধিবত্তঞ্চ প্রাসাদান্তঃ প্রবেশয়েৎ॥

তদ্বিধি-বিশেষঃ।

তত্রৈব।—

উত্থিতং তত্র দেবেশং বালরজ্জ্বাহি দণ্ডবৎ। ততঃ সুযন্ত্রিতং কৃত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ॥
জীবদানং ততঃ কৃত্বা দেবদেবং সমুৎক্ষিপেৎ। স্থাপকঃ স্থাপয়েদ্দেবং মূর্ত্তিপৈর্ব্বলবত্তরৈঃ।
পুণ্যাহজয়শব্দৈশ্চ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুষ্কলৈঃ। আচার্য্যস্ত্বগ্রতো গচ্ছেদর্ঘ্যহস্তঃ সমাহিতঃ।
পৃষ্ঠতো যজমানস্তু ভক্ত্যা দেবস্তু সংস্পৃশন্। পুত্রভ্রাতৃকলত্রৈশ্চ বন্ধুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ॥
সর্ব্বেঽন্যোঽন্যমসংলগ্না ধ্যায়মানা জনার্দ্দনম্। দ্বারদেশে সমানীয় অর্ঘ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ॥
ততঃ প্রবেশয়েদ্দেবং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্। তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈবমস্পৃশন্তং প্রবেশয়েৎ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।—

পাশেন যন্ত্রিতং কৃত্বা ততো দেবেতি চালয়েৎ। অদ্বারবন্ধে প্রাসাদে দ্বারেণৈব প্রবেশয়েৎ॥

ইন্দ্রাদিভ্যশ্চ পায়সবলিং তত্তন্নামমন্ত্রেণ দদ্যাৎ। তত্র প্রয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্রায় নম ইত্যাদি॥১৪৮॥
দণ্ডবদ্বালরজ্জ্বা সুযন্ত্রিতং কৃত্বা যত্ত ইত্যাদিজীবসূক্তেন জীবদানং কৃত্বা সর্ব্বেঽন্যোঽন্যমসংলগ্নাঃ সন্তো

হয়। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, রত্ন স্থাপনের পর পায়স দ্বারা উপলেপন করিতে হয়। তদনন্তর শুক্লাম্বর দ্বারা তদুপরি আবরণ দিবে। আরও লিখিত আছে, বহ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, স্কন্দ, গণপতি ও মাতৃগণের উদ্দেশে গর্ত্তের দক্ষিণ দিকে সর্ষপ হোম করিবে। ১৪৭।

অনন্তর ইন্দ্রাদির উদ্দেশে বলিদান।—শ্রীমূর্ত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রমুখ সুরগণকে চতুর্থ্যন্ত তত্তন্নামের প্রথমে প্রণব ও শেষে নমঃশব্দ যোগ করত পায়সবলি প্রদান করিবে অর্থাৎ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে দিবে। ১৪৮।

অতঃপর প্রাসাদমধ্যে শ্রীমূর্ত্তি-প্রবেশন। গুরুদেব গোবালরজ্জু দ্বারা প্রভুকে পরিবেষ্টন করত স্বস্তিবাচন করিয়া বিধানে প্রাসাদাভ্যন্তরে লইয়া যাইবেন।

উক্তবিষয়ে বিশেষ বিধি। দণ্ডবৎ বালরজ্জু দ্বারা প্রভুকে সুযন্ত্রিত করত দ্বিজাতিগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন-সম্পাদনান্তে প্রাণদান করিয়া প্রভুকে উত্থাপিত করিতে হয়। তৎপরে স্থাপনকর্ত্তা বলশালী মূর্ত্তিপগণ দ্বারা প্রভুকে স্থাপন করাইবেন। তদনন্তর গুরুদেব পুণ্যাহ, জয়ধ্বনি ও বিশুদ্ধ বেদপাঠ সহকারে অর্ঘ্যহস্ত ও সমাহিত হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন। যজমান

দ্বারবন্ধে কৃতে দেবমাকাশেন প্রবেশয়েৎ। দ্বারবন্ধে কৃতে চাপি অস্পৃশন্তং প্রবেশয়েৎ।
দেবস্ত্বেতি মন্ত্রেণ তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা॥ ১৪৯।

অথ পিণ্ডিকান্যাসাদি।

পাদ্যং দত্ত্বা পিণ্ডিকাঞ্চ বিন্যস্য বিধিনা চ তাম্। প্রক্ষাল্যাভ্যর্চ্চ্য তদ্গর্ত্তং পায়সেনোপলেপয়েৎ॥

ভবিষ্যে।—

বিষ্ণুপীঠং ন্যসেৎ পশ্চাদর্ঘ্যং দত্ত্বা সমাহিতঃ। কপিলাক্ষীরসংস্নিগ্ধং পরমান্নং তু সংস্কৃতম্।
কপিলাজ্যেন সংমিশ্রং তৈঃ শ্বভ্রমুপলেপয়েৎ॥

হয়শীর্ষে।—

রত্নন্যাসমিমং কৃত্বা নপুংসকশিলাতলে। ন্যসেৎ পাদশিলাং তত্র স্ত্রীলিঙ্গৈরুপলক্ষিতাম্॥
তত্র সংপূজয়েদ্বিদ্বান্ পিণ্ডিকাং শক্তিরূপিণীম্। সহ রঙ্গেন বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য গন্ধাদিনার্চ্চয়েৎ।
পুষ্পৈর্মূলৈঃ ফলৈর্দ্ধদৈঃ সিতয়া চার্দ্রকেণ চ।
অভ্যর্চ্চ্য বিন্যসেদ্বিদ্বান্ লক্ষ্মীবীজং সমাহিতঃ॥ ১৫০॥

কৃত্বৈব পিণ্ডিকাকর্ম্ম তদূর্দ্ধং প্রতিমাং ন্যসেৎ। প্রাসাদানাং তু সর্ব্বেষাং প্রতিমাবীজ উচ্যতে।
প্রতিমানাং তু সর্ব্বাসাং পাদপীঠঃ শিলাময়ঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পীঠোর্দ্ধং প্রতিমাং ন্যসেৎ॥

গচ্ছেয়ুরিতি শেষঃ। দ্বারদেশে চ সর্ব্বগন্ধজলৈর্দ্বারি সংতিষ্ঠতে নমঃ ইতি দেবং স্থাপয়েৎ। ততোঽর্ঘ্যং নিবেদয়েদিতি কেষাঞ্চিন্মতং॥ ১৪৯।

বিধিনেতি প্রতিপদসীতি মন্ত্রেণ পিণ্ডিকাং বিন্যস্য পঞ্চগব্যেন কষায়োদকেন চ প্রক্ষাল্য লক্ষ্মীমন্ত্রেণাভ্যর্চ্চ্যেতি। পূর্ব্বমধিবাসে প্রক্ষালনাদিকমস্তাপি লিখিতম্, ইদানীঞ্চ প্রাসাদাস্তঃ

ভক্তিমান্ হইয়া পৃষ্ঠদেশে প্রভুকে স্পর্শ করত পুত্র, মাতা, ভার্য্যা ও বন্ধুজনে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বজন সহ অস্পষ্টভাবে ধ্যান করিতে করিতে হরিকে দ্বারদেশে আনয়ন ও অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। তৎপরে প্রভুকে এরূপ ভাবে প্রবেশ করাইতে হইবে যে, দ্রুতগতি বা অতি ধীরগতি লক্ষিত না হয় এবং ঊর্দ্ধদিকে, অধোদিকে বা তির্য্যক্ দিকে প্রভুর গাত্রে কিছু স্পর্শ না করে। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, তৎপরে রজ্জু দ্বারা যন্ত্রিত করিয়া "দেবস্ত্ব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত "দেব" এই মন্ত্রে চালন করিয়া দ্বারবন্ধহীন (মুক্তদ্বার) প্রাসাদে দ্বারযোগেই প্রবেশ করাইতে হয়। দ্বার বন্ধ থাকিলে তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ বা অধোদিকে কিছু স্পর্শ না হয় এরূপ ভাবে "দেবস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত শূন্যমার্গ দিয়া প্রবেশ করাইবে। ১৪৯।

অনন্তর পিণ্ডিকাস্থাপনাদি। পাদ্য দানান্তে বিধানে পিণ্ডিকা স্থাপন পূর্ব্বক তাহা প্রক্ষালন ও পূজা করত পায়স দ্বারা গর্ত্ত উপলেপন করিবে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, অবহিতভাবে অর্ঘ্য দিয়া পরে বিষ্ণুপীঠ স্থাপন করিতে হয়। তদনন্তর কপিলা-দুগ্ধ দ্বারা স্নিগ্ধ ও কপিলাঘৃতমিশ্রিত সুসংস্কৃত পায়স দ্বারা গর্ত্তে উপলেপন দিবে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, সুধী ব্যক্তি নপুংসকশিলায় রত্নন্যাসান্তে তথায় স্ত্রীলিঙ্গ-চিহ্নিত পাদশিলা স্থাপন করিবেন। তথায় শক্তিরূপিণী পিণ্ডিকার অর্চ্চনা ও রঙ্গবসনে আবরণ করিতে হয়। পরে গন্ধ, মনোহর

অথ শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনম্।

গন্ধপুষ্পাদিনাভ্যর্চ্চ্য বিবিধৈর্ম্মঙ্গলস্বনৈঃ। গীতাদিভিশ্চ তাং মূর্ত্তিং স্থাপয়েৎ পিণ্ডিকোপরি॥

মাৎস্যে।—

তত উত্থাপ্য দেবেশমিষ্টাংশে তু সুভাজনে। ধ্রুবা দ্যৌরিতি মন্ত্রেণ গর্ত্তোপরি নিবেশয়েৎ॥

ভবিষ্যে চ।—

স্থাপয়েত্তমসংলগ্নমক্রুতকাবিলম্বিতম্। পুণ্যাহজয়শব্দৈশ্চ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুষ্কলৈঃ।
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ॥ ১৫১॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

পিণ্ডিকোর্দ্ধং ততো দেবং মন্ত্রিতো ধারয়েৎ ক্ষণম্।
ততঃ শঙ্খঘটীতোয়ৈর্দ্দৈবজ্ঞান্ লগ্নমাদিশেৎ॥ ১৫২॥

জ্ঞাত্বা সম্যক্ স্থিরং লগ্নমলগ্নং বা নিবেশয়েৎ। পিণ্ডিকায়াং সুরশ্রেষ্ঠ মন্ত্রেণানেন দেশিকঃ।
ওঁ ত্রৈলোক্যবিক্রান্তায় ত্রিবিক্রমায় নমো নমঃ॥ ইতি।
সংস্থাপ্য পিণ্ডিকায়াস্তু স্থিরং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। ধ্রুবা দ্যৌরিতি মন্ত্রেণ বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যপি॥ ইতি।

ইতি ভেদঃ॥ ১৫০॥ পীঠস্যোর্দ্ধমুপরি ইষ্টে স্থাপনযোগ্যে অংশে প্রদেশভাগে। তত্র চ সুভাজনে সংপাত্রে পিণ্ডিকোপরীত্যর্থঃ॥ ১৫১॥ আদিশেৎ পৃচ্ছেদিত্যর্থঃ॥ ১৫২॥

আদিশব্দাৎ মধুসর্পিষা। তথা পুরা শান্তিঘটস্তত্রাবশিষ্টসংপাতাহুতিজলেন চ। অবস্থিতঃ

মূল, ফল, শর্করা ও আর্দ্রক প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া অবহিতভাবে লক্ষ্মীবীজ (শ্রীঁ) ন্যাস করিবে। ১৫০। এইরূপে পিণ্ডিকাক্রিয়া সমাধা পূর্ব্বক তদুপরি প্রতিমা স্থাপন করিবে। এই ক্রিয়াই প্রতিমা-বীজ বলিয়া কথিত। যাবতীয় প্রতিমার পাদপীঠই শিলা দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয় এবং সর্ব্বথা যত্ন সহকারে পীঠোপরি প্রতিমা স্থাপন করিবে।

অনন্তর মূর্ত্তিস্থাপন। পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া নানারূপ মঙ্গল ও গীতাদি-বাদ্য সহকারে পিণ্ডিকোপরি শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিতে হয়। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে দেবদেবকে উঠাইয়া স্থাপনোচিত স্থলে "ধ্রুবা দ্যৌ" ইত্যাদি মন্ত্রে গর্ত্তোপরি পিণ্ডি-কাতে স্থাপন করিবে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, পুণ্যাহ, জয়ধ্বনি, বহুল বেদশব্দ, শঙ্খ-ভেরীধ্বনি ও গীতবাদ্যনাদ সহকারে তাঁহাকে অক্রুতভাবে ও অবিলম্বিত ভাবে স্থাপন করিতে হয়। ১৫১। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, তৎপরে মন্ত্রী পিণ্ডিকোপরি কিয়ৎক্ষণ প্রভুকে ধারণ পূর্ব্বক তদনন্তর শঙ্খ ও ঘটীযন্ত্রস্থ জল দ্বারা দৈবজ্ঞদিগকে লগ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন।১৫২। হে দেবসত্তম! শুভ লগ্ন বা অশুভ লগ্ন তাহা সম্যক্‌রূপে স্থির জানিয়া, শুভ লগ্নে প্রভুকে "ওঁ ত্রৈলোক্যবিক্রান্তায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডিকোপরি স্থাপন করিবেন। সুধী ব্যক্তি প্রভুকে পিণ্ডিকোপরি স্থাপনপূর্ব্বক "ধ্রুবা দ্যৌ" এবং "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা তাঁহার স্থিরী-করণ সম্পাদন করিবেন।

শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনান্তে যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়, অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে।—

অথ শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনানন্তর-কৃত্যানি।

ততঃ স্বর্ণাদিনা দেবং সংস্থাপ্যার্ঘ্যং প্রদায় চ। ধূপাদি দত্ত্বাবহিতো মহামন্ত্রং জপেদ্গুরুঃ॥

ভবিষ্যে।—

স্থিতমাত্রং সুবর্ণেন স্নাপয়েদথ সর্পিষা। তস্মাত্তে স্থাপয়েত্তেন সংপাতাহুতিবারিণা।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্কৃত্য অর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি। সঘৃতং গুগ্গুলুং দদ্যান্নিঃশব্দং কারয়েত্ততঃ॥
ঐশানে তু দিশাভাগে স্থিতস্তূষ্ণীং সুসংযতঃ। উচ্চারয়েন্মহামন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরমদ্রুতম্॥
তেন বৈ জপ্যমানেন বিধেরচ্ছিদ্রতা ভবেৎ॥ ১৫৩॥
মন্ত্রহীনো বিধির্যশ্চ অঙ্গহীনশ্চ যো ভবেৎ। হীনো বৈ দক্ষিণাভিশ্চ ন প্রশস্তঃ কদাচন॥
এষ গুহ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংহিতোক্তো ময়া তব॥ ১৫৪॥

অথ মন্ত্রৈঃ শ্রীমদঙ্গালভনম্।

ওঁ যজ্জাগ্রত ইত্যাদ্যোর্মন্ত্রৈঃ ষড়্‌ভিঃ ক্রমাৎ স্পৃশেৎ। দেবস্য দক্ষিণং পার্শ্বং বামং পৃষ্ঠং শিরঃ পদৌ॥

ভবিষ্যে।—

অধুনা বৈদিকং বক্ষ্যে বিধিং সামান্যযোগতঃ। এতাভির্ঋগ্‌ভিঃ ষড়্‌ভিশ্চ বিষ্ণুং সর্ব্বত্র সংস্পৃশেৎ।
দক্ষিণং পশ্চিমং চৈব উত্তরং পূর্ব্বমেব চ। মূর্দ্ধ্নি মূলে চ যত্নেন সংস্পৃশেৎ প্রযতো বুধঃ॥

নিঃশব্দতাদ্যাপাদনেন সাবধানঃ সন্ মহামন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরং জপেৎ। তেন পূর্ব্বং শান্তি-ঘটন্যস্তেন। অর্পয়িত্বেতি পাঠে আদৌ মন্ত্রেণার্ঘ্যং বিসৃজ্য পশ্চাত্তেন অর্ঘ্যং কৃত্বা। যদ্বা অর্পয়িত্বা অর্চ্চয়িত্বেত্যেবার্থঃ॥ ১৫৩॥ বিধেঃ কর্ম্মণঃ। ছিদ্রতামেব দর্শয়তি মন্ত্রহীন ইতি॥ ১৫৪॥

তৎপরে গুরুদেব সুবর্ণাদি দ্বারা প্রভুকে স্থাপন করত অর্ঘ্য ও ধূপাদি দিয়া মহামন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হইবেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, প্রভুকে সুবর্ণ দ্বারা স্থাপন পূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা স্নান করাইতে হয়। তদনন্তর সম্পাতাহুতিবারি দ্বারা স্নান করাইয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পরে প্রণাম ও বিধানে পূজা করিয়া ঘৃতসমন্বিত গুগ্‌গুলু অর্পণ করিতে হয়; তদনন্তর তথায় যাহাতে কোন-রূপ শব্দ (কোলাহল) উত্থিত না হয়, তাহা করিবে। পরে ঈশানকোণে মৌনভাবে অবস্থিত হইয়া অদ্রুতভাবে দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্র জপ আরম্ভ করিবে। এইরূপে মন্ত্র জপ করিলে বিধি দোষরহিত হইয়া থাকে। মন্ত্রবর্জ্জিত, অঙ্গবর্জ্জিত ও দক্ষিণাবর্জ্জিত বিধি কদাচ প্রশস্ত নহে। সংহিতা-কথিত গুহ্য বিধি আমি ত্বৎসকাশে কীর্ত্তন করিলাম। ১৫৪।

অনন্তর মন্ত্রসমূহ দ্বারা শ্রীঅঙ্গ স্পর্শন।—"ওঁ যজ্জাগ্রতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রষট্‌ক উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাক্রমে প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্ব, বামপার্শ্ব, পৃষ্ঠ, মস্তক ও চরণযুগল এই ছয়টী অঙ্গ স্পর্শ করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, অধুনা সামান্যতঃ বৈদিক বিধি কীর্ত্তন করিতেছি। এই ছয়টি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হরির সর্ব্ব অঙ্গ স্পর্শ করিতে হয়। সুধী ব্যক্তি সযত্নে দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব্ব, শিরঃপ্রদেশ ও মূল (পদাদি অধোদিক্) সর্ব্বস্থানই স্পর্শ করিবেন।

উক্ত ছয়টী মন্ত্র। "যজ্জাগ্রতো" ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্র দ্বারাই প্রভুকে স্পর্শ করিবে। মৎস্য-পুরাণে লিখিত আছে, দেবধ্যানপরায়ণ হইয়া একচিত্তে এই সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। সমস্ত

অথ মন্ত্রাঃ ।

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবম্ ॥ ইতি ॥ ওঁ যেন কর্ম্মণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে ॥ ইতি ॥
ওঁ যৎ প্রজ্ঞানমুতচেতো ধৃতিশ্চ । ইতি ওঁ যেনেদম্ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ ॥ ইতি ।
ওঁ যস্মিন্নৃচঃ সামযজূংষি যস্মিন্ ॥ ইতি । ওঁ সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্ ॥ ইতি ।

মাৎস্যে ।—

দেবধ্যানৈকচেতাস্তু মন্ত্রানেতানুদীরয়েৎ ॥

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি ইতি । ততো বিরাড়জায়ত ইতি । সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইতি ॥
অভিত্বা শূর নোনুম ইতি । ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্ ইতি । ওঁ যেনেদং ভূতং ভুবনম্ ইতি । ওঁ ন ত্বা বা অন্য ইতি ।

সর্ব্বাস্বেতান্ প্রতিষ্ঠাসু জপ্ত্বা মন্ত্রান্ পুনঃ পুনঃ । চতুস্তুত্বঃ স্পৃশেদদ্ভির্ম্মূলে মধ্যে শিরস্যপি ॥১৫৫॥

অথ জপবিধিবিশেষঃ ।

দেবমূর্দ্ধ্নি করং ন্যস্য দেবং ধ্যায়ন্ জপেদ্গুরুঃ । সূক্তান্যথাত্মতত্ত্বঞ্চ ভাবয়িত্বা পঠেন্মনূন্ ।

তত্রৈব ।—

ততঃ স্থিরীকৃতস্যাস্য হস্তং দত্ত্বা তু মস্তকে । ধ্যাত্বা পরমসদ্ভাবং দেবদেবন্তু নিষ্কলম্ ॥
দেবব্রতং তথা সাম রুদ্রসূক্তং তথা পঠেৎ । আত্মানমীশ্বরং ধ্যাত্বা নানাভরণভূষিতম্ ॥
যস্তু দেবস্য যদ্রূপং তদ্ধ্যানে সংস্মরেৎ সদা ॥ ১৫৬ ॥

অথ মন্ত্রাঃ ।

তত্রৈব ।—

অতসীপুষ্পসঙ্কাশং শঙ্খচক্রগাধরম্ । সংস্থাপয়ামি দেবেশং দেবো ভূত্বা জানার্দ্দনম্ ॥ ১৫৭ ॥

অগ্রে লেখ্যৈঃ ষড়্‌ভির্ম্মন্ত্রৈঃ ক্রমেণ দেবস্য দক্ষিণপার্শ্বাদিস্থানষট্কং স্পৃশেৎ ॥ ১৫৫ ॥

সূক্তানি দেবব্রতাদীনি জপেৎ । আত্মতত্ত্বং ভগবদ্দাসোঽস্মীত্যেবং ধ্যাত্বা । আত্মানং সর্ব্বান্তর্যামিণং ॥ ১৫৬ ॥

দেবঃ দেবস্যাধীনো দাস ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥ বেদমন্ত্রজপে হেতুমাহ বেদেতি । অতো বৈদিক-

---

দেবতার প্রতিষ্ঠাকর্ম্মেই এই সমস্ত (মূলের লিখিত ওঁ যজ্জাগ্রত ইত্যাদি) মন্ত্র মুহুর্ম্মুহুঃ জপ করত জলদ্বারা চারিবার করিয়া মূল, মধ্য ও মস্তক স্পর্শ করিতে হয় । ১৫৫ ।

অতঃপর জপবিধি বিশেষ ।—শ্রীগুরু দেব-মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক প্রভুকে ধ্যান করিয়া সূক্ত জপে প্রবৃত্ত হইবেন এবং আত্মতত্ত্ব চিন্তন পূর্ব্বক মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবেন । উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, তৎপরে স্থিরীকৃত প্রভুর শিরোপরি করস্পর্শ করিয়া সদ্ভাবপূর্ণ, নিষ্কল দেবদেবকে চিন্তা করত দেবব্রত, সাম ও রুদ্রসূক্ত পাঠ করিতে হয় । পরে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া যে দেবের যেপ্রকার রূপ, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিবে । ১৫৬ ।

উক্ত মন্ত্র ।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, "আমি প্রভুর অধীন দাস হইয়া অতসী-

কিঞ্চ।—

বেদমন্ত্রাংস্তথা মন্ত্রান্ রুদ্রস্য স্থাপনে জপেৎ। বিষ্ণোস্তু বৈষ্ণবাংস্তদ্বদ্ব্রাহ্মাংশ্চ ব্রহ্মণো বুধঃ।
সৌরাঃ সূর্য্যস্য জপ্তব্যাস্তথান্যেষু তদাশ্রয়াঃ। বেদমন্ত্রপ্রতিষ্ঠা তু যস্মাদানন্দদায়িনী॥ ১৫৮॥

কিঞ্চ।—

স্থাপয়েদ্যস্তু দেবেশং প্রধানং তং প্রকল্পয়েৎ। তস্য পার্শ্বে স্থিতানন্যান্ স্মরেত্তৎপরিবারবৎ॥ ১৫৯॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

পঞ্চগব্যেন তং স্নাপ্য ক্ষাল্য গন্ধোদকেন তু। পূজয়েৎ সকলীকৃত্য সাঙ্গং সাবরণং হরিম্॥
ধ্যায়েত্তং পরমাত্মানং নিষ্কলং নির্ম্মলং বিভুম্। গগনং তস্য মূর্ত্তিস্তু পৃথিবী তস্য পিণ্ডিকা।
কল্পয়েদ্বিগ্রহং তস্য তৈজসৈঃ পরমাণুভিঃ। তেজোময়ং ততো ধ্যায়েচ্ছঙ্খচক্রগদাধরম্॥
মন্ত্রমূর্ত্তিং ততঃ কুর্য্যাৎ মূলমন্ত্রেণ বৈ হরিম্। স্থিতে সতি স্থিতিন্যাসমাসীনে সৃষ্টিসংজ্ঞিতম্।
শয়িতে সংহৃতিন্যাসং যানস্থে সর্ব্বমেব চ। এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সুরেশ্বরম্।
হৃৎপদ্মমধ্যস্থং সর্ব্বকর্ম্মৈকসাক্ষিণম্। ক্ষেত্রজ্ঞং চিৎস্বভাবস্তমণীয়াংসমণোরপি।
অদোষপরমর্য্যাদীন্ প্রতিমায়াং নিবেশয়েৎ। সজীবকরণং কৃত্বা প্রণবেন নিরোধয়েৎ।
সান্নিধ্যকরণার্থায় হৃদয়ং স্পৃশ্য দেশিকঃ। পৌরুষং তু জপেৎ সূক্তং ধ্যায়েদ্দেবং সুরেশ্বরম্।
জপেত্তথাপরং মন্ত্রমিমং গুহ্যং সনাতনম্। ওঁ নমস্তভ্যং সুরেশায় সন্তোষবিভবাত্মনে॥
জ্ঞানবিজ্ঞানরূপায় ব্রহ্মতেজোঽনুশালিনে। গুণাতিক্রান্তবেশায় পুরুষায় মহাত্মনে॥
অক্ষয়ায় পুরাণায় বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব। যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ॥
তৎ সর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্। অনেন সন্নিধীকৃত্য দেবং দেবারিসূদনম্।
ব্রহ্মাদিপরিবারাংস্তু স্বনাম্না স্থাপয়েৎ পৃথক্॥ ১৬০॥

মন্ত্রপ্রধানৈরেব প্রতিষ্ঠা কার্য্যেতি ভাবঃ॥১৫৮॥ পরিবারবৎ স্মরেৎ পরিবারান্ জানীয়াৎ॥১৫৯
শ্রীহয়শীর্ষদেবেন চ সংস্থাপ্য পিণ্ডিকায়াং স্থিতি পদ্যেন পিণ্ডিকায়াং স্থিরীকরণমুক্ত্বা তদনন্তরকৃত্যং
যদুক্তং তল্লিখতি পঞ্চগব্যেত্যাদিনা। অন্যৎ সুগমং। তত্র ধ্যানাদাবর্থবিশেষশ্চ শ্রীভাগবতানাং
হৃদয়বেদ্য এব॥ ১৬০॥

পুষ্পসন্নিভ, শঙ্খচক্রগদাধারী, দেবদেব জনার্দ্দনকে স্থাপন করিতেছি। ১৫৭। আরও লিখিত আছে, রুদ্র স্থাপনে রুদ্রসম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র, বিষ্ণু স্থাপনে বৈদিক বিষ্ণুমন্ত্র, ব্রহ্মস্থাপনে বৈদিক ব্রহ্মমন্ত্র, সূর্য্যস্থাপনে বৈদিক সূর্য্যমন্ত্র এবং অন্যান্য দেবতা স্থাপনে অন্যান্যবৈদিক মন্ত্র জপ করাই সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য; কেননা, বেদমন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলে সেই প্রতিষ্ঠা আনন্দদাত্রী হয়। ১৫৮। আরও লিখিত আছে, যিনি দেবতার স্থাপন করেন, তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া জ্ঞান করা বিধেয় এবং তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর সকলকে তদীয় পরিবার বলিয়া জ্ঞাত হইবেন।১৫৯। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, পঞ্চগব্যদ্বারা স্নান, গন্ধোদক দ্বারা ক্ষালন ও সকলীকরণ করত আবরণ সহ জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিয়া সেই নিষ্কল নির্ম্মল বিভু পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে হয়। আকাশই ঐ পরমাত্মার মূর্ত্তি ও পৃথ্বীই তদীয় পিণ্ডিকা। [illegible]

আয়ুধান্যস্ত মন্ত্রৈস্ত নমোঽন্তৈঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ।
ততঃ সন্দর্শয়েৎ পশ্চাৎ স্বকাং মুদ্রাং পৃথক্ পৃথক্।
সান্নিধ্যন্তু পৃথক্ কুর্য্যাৎ প্রণবেন প্লুতেন তু॥

অথ মহাপূজা।

কৃষ্ণে ন্যস্য গুরুশ্চিত্তং মন্ত্রৈরাবাহনাদিকম্। কৃত্বা তু স্নাপয়েদ্গীতাদিনা পঞ্চামৃতাদিভিঃ॥

তথা চ ভবিষ্যে।—

পশ্চাদাবাহনং কুর্য্যাদ্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ। ধ্যাত্বা পরমসদ্ভাবং চতুর্ব্যূহং চতুর্ভুজম্।
তত্র সন্ধায় চিত্তং তু নিশ্চলঃ কুরুনন্দন। আবাহনং ততঃ কুর্য্যাম্মুনিভির্মন্ত্রসংযুতৈঃ॥

তত্র মন্ত্রঃ।

ওঁ আগচ্ছাগচ্ছ ভগবন্নমুগ্রাহয় জনার্দ্দন। শাশ্বতঃ পুরুষঃ পূজাং প্রতিগৃহ্লাতু নমো নমঃ॥
ওঁ স্বাগতং ভগবতে সগণায় সপরিবারায় প্রতিগৃহ্লাতু ভগবান্ মন্ত্রপূতমিদমর্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়ং চৈতদাসনং ব্রহ্মণা বিহিতং স্বয়ম্॥ ১৬০॥

মন্ত্রৈরগ্রে লেখ্যৈঃ ওঁ আগচ্ছেত্যাদিভিঃ অষ্টৈশ্চোপযুক্তৈরাবাহনং। আদিশব্দেন ধ্যানাদি চ কৃত্বা। গীতেন আদিশব্দাৎ নৃত্যবেদঘোষাদিনা চ। ইত্যাদি সর্ব্বমগ্রে ব্যক্তং ভাব্যেব॥ ১৬১॥

মাণু দ্বারা তদীয় বিগ্রহ কল্পনা করিবে। তৎপরে তেজোময়, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে হরিকে মন্ত্রমূর্ত্তি করিতে হয়। তদনন্তর জনার্দ্দন সংস্থিত হইলে স্থিতিন্যাস, সমাসীন হইলে সৃষ্টিন্যাস, শয়ান হইলে সংহারন্যাস এবং যানারূঢ় হইলে নিখিল ন্যাসই করিবে। এইরূপ ন্যাসবিধান করত দেবদেব হরিকে ধ্যান করিতে হয়। তদনন্তর সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, চিৎস্বভাব, অণু অপেক্ষাও অণীয়ান্ প্রভুকে হৃৎকমলগত করিয়া নিষ্কলুষ পরমর্ষিগণকে প্রতিমাতে সন্নিবেশ করিবে এবং সজীবকরণ সম্পাদনান্তে প্রণবযোগে নিরোধ করিতে হইবে। তৎপরে গুরুদেব সন্নিধীকরণার্থ হৃদয়দেশ স্পর্শ পূর্ব্বক পুরুষসূক্ত জপ ও দেবদেবকে ধ্যান করিয়া পরমগুহ্য এই (বক্ষ্যমাণ) সনাতন মন্ত্র জপ করিবেন। "হে ভগবন্! তুমি সুরেশ্বর, সন্তোষরূপ-বিভবশালী, জ্ঞানবিজ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্, যাবতীয় গুণে গুণবান্, মহাপুরুষ, অক্ষয় ও পুরাতন, তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণো! (এই প্রতিমাতে) সন্নিহিত হও। তোমার পরম তত্ত্ব ও জ্ঞানময় বপু যুগপৎ এই দেহে বিলীন হইয়া প্রতিবুদ্ধ থাকুক।" এই মন্ত্র দ্বারা দৈত্যনিসূদন প্রভুর সন্নিধীকরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি পরিবারদেবতাগণকে স্ব স্ব নামে পৃথক্ পৃথক্রূপে স্থাপন করিতে হয়। ১৬০। নমোন্ত মন্ত্রে প্রভুর অস্ত্র-সমূহ স্থাপন করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। তৎপরে পৃথক্ পৃথক্রূপে স্ব স্ব মুদ্রা দেখাইয়া প্লুত প্রণবযোগে পৃথক্ পৃথক্রূপে সন্নিধীকরণ করিবে।

অনন্তর মহাপূজা।—আচার্য্য শ্রীহরিতে চিত্ত প্রণিধান করিয়া মন্ত্র পাঠ সহকারে আবাহন পূর্ব্বক গীতাদি সহকারে পঞ্চামৃতাদি দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইবেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত

মাৎস্যে।—

ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুষ্কলৈঃ। স্নাপয়ীত ততো দেবং দধিক্ষীরঘৃতেন চ।
মধুশর্করয়া তদ্বৎ পুণ্যগন্ধোদকেন তু॥ ১৬২॥

কৃত্বাথোদ্বর্ত্তনং দত্ত্বা বস্ত্রাদি বিধিবদ্বুধঃ। নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য স্তুত্বা চাভ্যর্থয়েৎ প্রভুম্॥

ভবিষ্যে।—

ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীত সংহিতোক্তাস্ত মন্ত্রবিৎ। চন্দনাগুরুকর্পূর-কুঙ্কুমাদ্যৈশ্চ লেপয়েৎ।
নারায়ণেতি মন্ত্রেণ বস্ত্রৈর্ধূপৈশ্চ যোজয়েৎ। এবং সুপূজিতং কৃত্বা দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ শনৈর্গচ্ছেৎ প্রদক্ষিণম্। পুনরাগত্য পুরতো বিজ্ঞপ্তব্যো জনার্দ্দনঃ।
সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা। তৎ সর্ব্বমাত্মনা সার্দ্ধং ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্॥

কিঞ্চ।—শান্তিং ভবন্ কুর্ব্বথ লোকনাথো, রাজ্ঞশ্চ রাষ্ট্রস্য চ ব্রাহ্মণানাম্।
সবালবৃদ্ধস্য গবাঞ্চ শান্তিং, কন্যাসু সর্ব্বাসু পতিব্রতাসু॥
নশ্যন্তু রোগা অথ ঈতয়শ্চ, ভবন্তু সর্ব্বে সুখিতাশ্চ ভূতাঃ
শাকেষু ব্রীহিষ্বথ কর্ষকাণাং, সুভিক্ষকালং কুরু পদ্মনাভ॥ ১৬৩॥

ততঃ স্থাপনানন্তরং। অত্র চ স্নপনানন্তরং কেষাঞ্চিন্মতমিদং। ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমিত্যাদিমন্ত্রান্ জপ্ত্বা ত্রিকৃত্বো মূলে মধ্যে শিরসি পুনর্দেবমভিস্পৃশেৎ, সর্ব্বাস্বেতান্ প্রতিষ্ঠাসু মন্ত্রান্ জপ্ত্বা পুনঃপুনরিতি পূর্ব্ব-লিখিত-মাৎস্যবচনাৎ। ততো দেবাগ্রেঽগ্নিমাধায় পরিস্তীর্য্য গায়ত্র্যা বৈষ্ণবেন চ মন্ত্রেণ চতসৃভিরাহুতিভিরেকৈকং জাতকর্ম্মনামকরণনিষ্ক্রমণান্নপ্রাশনচূড়াকরণোপনয়নাদিকাং ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ। ততশ্চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ ত্রাতারমিত্যাদিচতুর্ম্মন্ত্রৈঃ ক্রমেণাজ্যাহুতিং দত্ত্বা বিধিবৎ যাগং কৃত্বা স্বিষ্টিকৃতং জুহুয়াৎ॥ ১৬২॥ অথ পঞ্চামৃতাদি-স্নপনানন্তরং দেবস্যোদ্বর্ত্তনং সুগন্ধিচূর্ণৈঃ কৃত্বা

আছে, দেবদেব শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া পরে আবাহন করিতে হয়। হে কৌরব! এইরূপ পরমসদ্ভাবপূর্ণ চতুর্ভুজ দেবকে ধ্যান পূর্ব্বক তাঁহাতে অচল চিত্ত সন্নিবেশ করত পরে মন্ত্রবান্ মুনিগণের সহিত আবাহন করিতে হয়।

উক্ত আবাহনমন্ত্র।—"হে ভগবন্! আগমন করুন, হে জনার্দ্দন! অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন্। আপনি নিত্যপুরুষ, এই পূজা গ্রহণ করুন্, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আপনি সগণে সপরিবারে এই স্বাগত, মন্ত্রপূত এই অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয় ও স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিহিত আসন গ্রহণ করুন্।" ১৬১। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে পুণ্যাহধ্বনি ও বিশুদ্ধ বেদপাঠ সহকারে দধি, ক্ষীর, ঘৃত, মধু, শর্করা, পবিত্র গন্ধ ও বারি দ্বারা প্রভুকে স্নান করাইতে হয়। ।১৬২। সুধী ব্যক্তি উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক বিধানে বস্ত্রাদি দিয়া প্রদক্ষিণ ও স্তুতিবাদ করত দেবদেবকে অভ্যর্থনা করিবেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, অতঃপর মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সংহিতাকথিত বিধানে অর্চ্চনা পূর্ব্বক চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কুঙ্কুমলেপন করিয়া "নারায়ণ" মন্ত্রে বসন ও ধূপ দিবেন। এইরূপে দেবদেব হরিকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়া ভূমে দণ্ডবৎ প্রণতি করত শনৈঃ-শনৈঃ প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তদনন্তর প্রভুর সম্মুখে অবস্থিত হইয়া জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপপুণ্য

হয়শীর্ষে।—

কৃত্বাষ্টাঙ্গনমস্কারং প্রণম্যাঞ্জলিমুদ্রয়া। সান্নিধ্যকরণাচ্চাথ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতো গুরুঃ।
সূক্তাদ্যুপনিষন্মন্ত্রৈর্ঋগ্‌যজুঃসামসম্ভবৈঃ। আবশ্যকং পঠেৎ সর্ব্বং পঞ্চোপনিষদস্তথা।
স্তুত্বা স্তোত্রৈশ্চ পৌরাণৈর্জপেদষ্টাক্ষরং ততঃ। জপ্ত্বাষ্টাক্ষরমন্ত্রং তু নির্গত্য দ্বারসংস্থিতৌ।
চণ্ডপ্রচণ্ডৌ দ্বারস্থৌ নির্গত্যাভ্যর্চ্চয়েদ্‌গুরুঃ। অগ্রমণ্ডপমাসাদ্য গরুড়ং স্থাপ্য পূজয়েৎ।
দিগীশানথ দিগ্‌দেবান্ স্থাপ্য সংপূজ্য দেশিকঃ। বিষ্বক্‌সেনন্তু সংস্থাপ্য মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
তথা শঙ্খঞ্চ চক্রঞ্চ পূজয়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ। বিষ্ণুপার্ষদ-দেবাংশ্চ সর্ব্বেভ্যো বলিমাহরেৎ।
এবং কৃত্বা গুরুঃ সম্যক্ শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা দেবং তমভিবাদয়েৎ।
প্রণামমুদ্রয়া পশ্চাদষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ।
নৃত্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ নাট্যঞ্চাপি প্রকারয়েৎ॥ ইতি॥ ১৬৪॥

বস্ত্রং, আদিশব্দাৎ গন্ধপুষ্পাদি। বিধিবদ্‌বুধ ইতি যথা যেন মন্ত্রেণ যদ্দাতুমুপযুজ্যতে তথা তেন তদ্দদ্যাদিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যং। স্তুত্যর্চ্চনয়োঃ প্রকারবিশেষশ্চাগ্রে ব্যক্তো ভাবী॥১৬৩
শ্রীহয়শীর্ষদেবেন চ পিণ্ডিকায়াং দেবস্য স্থাপনানন্তরং পঞ্চগব্যাদিস্নপং ধ্যানাদিকং সন্নিধীকরণং চোক্ত্বা পরিবারস্থাপনানন্তরং ভগবৎসান্নিধ্যলক্ষণান্যুক্ত্বা ততঃ প্রণামাদিকমুক্তং। তত্র চ স্নপনাদিসন্নিধীকরণান্তং পূর্ব্বং লিখিতমেব, ইদানীং চাত্র প্রণামাদিপ্রসঙ্গে সান্নিধ্যলক্ষণান্যলিখিত্বা তদুক্তং প্রণামাদিকমেবাদৌ লিখতি কৃত্বেত্যাদিনা। সান্নিধ্যকরণাদথ অনন্তরঞ্চ। আবশ্যকং নিত্য-

---

সমস্ত হরিসকাশে বিজ্ঞাপন করিবেন। এই কথা বলিবেন যে, "হে ভগবন্! আত্মার সহিত সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিলাম।" আরও লিখিত আছে, আপনি লোকনাথ, আপনি নৃপতি, রাজ্য, বিপ্রগণ এবং বালক, বৃদ্ধ, কন্যা ও পতিব্রতাগণের শান্তিবিধান করুন। হে পদ্মনাভ! রোগ ও ঈতিসমূহ বিদূরিত হউক, ভূতগণ সুখলাভ করুক। কৃষকগণ সম্বন্ধে শাকে ও ব্রীহিসমূহে সুভিক্ষফল বিধান করুন্ অর্থাৎ ঐ সমস্ত ভূরিপরিমাণে উৎপন্ন হউক্। ১৬৩। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, গুরুদেব অষ্টাঙ্গ নমস্কার ও অঞ্জলিমুদ্রাযোগে প্রণতি করত সন্নিধীকরণার্থ ঋত্বিক্‌গণ সহ ঋক্, যজুঃ ও সামোদ্ভব উপনিষৎ-মন্ত্র-সমূহ সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় মন্ত্র ও পঞ্চোপনিষদ্ পাঠ করিবেন। তৎপরে পৌরাণিক স্তবসমূহ দ্বারা স্তুতিবাদ করিয়া অষ্টাক্ষরমন্ত্র জপ করিতে হয়। তদনন্তর আচার্য্য বহির্গত হইয়া দ্বারস্থ চণ্ড ও প্রচণ্ড নামা দ্বারপালদ্বয়ের অর্চ্চনা করিবেন। পরে মণ্ডপের সম্মুখে গিয়া গরুড়কে স্থাপন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে হয়। তৎপরে গুরুদেব দিগীশ্বর ও দিগ্‌দেবগণের স্থাপন ও অর্চ্চনা করত বিষ্বক্‌সেনকে স্থাপন পূর্ব্বক মূলমন্ত্রে অর্চ্চনা করিবেন। তদনন্তর মন্ত্রবিদ্ গুরুদেব শঙ্খচক্রের অর্চ্চনা করিয়া সম্যক্‌বিধানে বিষ্ণুপারিষদ দেবগণের উদ্দেশে বলি আহরণ করিবেন। গুরুদেব এইরূপে নিখিল-ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক শুক্লাম্বর ধারণ করত পবিত্র হইয়া অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপ করিবেন। তৎপরে প্রভুকে অভিবাদন করিতে হয়। অনন্তর প্রণাম-মুদ্রাযোগে অষ্টাঙ্গনতি করিয়া নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে নাট্য প্রদর্শন করিবেন। ১৬৪।

যদ্বা স্থাপনতঃ পশ্চাৎ বর্ণাদিস্নপনং প্রভোঃ।
ধ্যানং জপাঙ্গালভনং পূজাথাবরণার্চ্চনম্ ॥ ৬৫ ॥
যদ্বাঙ্গালভনাৎ পশ্চাৎ সকলীকরণাদিকম্। কুর্য্যাৎ শ্রীহয়শীর্ষোক্তং পরিবারার্চ্চনং তথা ॥১৬৬॥

পাঠ্যং প্রতিষ্ঠায়ামবশ্যং পঠনীয়ং বা পুরুষসূক্তাদি। অন্যৎ সুগমং ॥ ৬৪॥ এবঞ্চ স্থাপনানন্তরমাদৌ দ্বাদশাক্ষরজপঃ। ততো মন্ত্রৈঃ শ্রীমদঙ্গালভনং, তত্রৈব কিঞ্চিদ্ধ্যানং। তন্মন্ত্রজপবিশেষঃ, তত্রৈব ধ্যানবিশেষশ্চ। ততো হয়শীর্ষদেবোক্তপূজাদি চ। ততঃ পুনর্মহাপূজায়াং ধ্যানাদ্যাবাহনাদি পঞ্চামৃতাদিস্নপনং বস্ত্রাদিসমর্পণং ততঃ প্রণামাদি চ লিখিতং। ইত্থং বারংবারং জপ-ধ্যানপূজাদিকং প্রাপ্তং। তত্র চ মাৎস্যে।—ততঃ স্থিরীকৃতসাংস্যেত্যাদিনা স্থাপনানন্তরং দেবমূর্দ্ধ্নি হস্তন্যাসপূর্ব্বকং ধ্যানমুক্তং, ততো দেবব্রতাদিসূক্তানাং মন্ত্রাণাং চ পাঠঃ। ততো পঞ্চামৃতাদি-স্নপনং। ততো মন্ত্রৈঃ শ্রীমদঙ্গালভনং। ভবিষ্যে চ।—স্থিতমাত্রং সুবর্ণেত্যাদিনা স্থাপনানন্তরং সুবর্ণাদিস্নপনং। ততো দ্বাদশাক্ষরজপঃ। ততো বৈদিকষড়মন্ত্রৈঃ শ্রীমদঙ্গালভনং। আবাহনাদিনা পূজনন্তু স্থাপনাৎ পূর্ব্বমেবোক্তং। কেবলমন্তে স্নপনবিধ্যুক্তানন্তরং ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীতেত্যাদিনা পূজানমস্কারাদিকমুক্তং। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।—পঞ্চগব্যেন তং স্নাপ্যেত্যাদিনা স্থাপনানন্তরং স্নপনং সকলীকরণপূর্ব্বকং পূজনং ধ্যানং ন্যাসজপাদিনা সন্নিধীকরণং চোক্তং। এবং জপধ্যানপূজাদৌ পৌনঃপুন্যং ক্রিয়ালাঘবং চালোচ্য পূর্ব্বলিখিতং কেষাঞ্চিৎ পদ্ধতিকারাণাং সম্মতং পক্ষং নিরস্য পক্ষান্তরং লিখতি যদ্বেতি। অথ দেবপূজানন্তরং আবরণানাং ব্রহ্মাদিপরিবারাণামর্চ্চনং। তত্র চ ভবিষ্যোক্তানুসারেণ স্থাপনানন্তরং স্বর্ণাদিস্নপনং। ততো মাৎস্যোক্তানুসারেণ ধ্যানং। ততশ্চ তদ্দ্বয়োক্তানুসারেণ মন্ত্রজপঃ মন্ত্রৈঃ শ্রীমদঙ্গালভনং চ। ততশ্চ ভবিষ্যে স্নপনবিধ্যন্তোক্তানুসারেণ শ্রীহয়শীর্ষদেবোক্তানুসারেণ চ আবাহনাদিনা সকলীকরণাদিনা চ পূজনং। ততো মৎস্যহয়শীর্ষোক্তানুসারেণ পরিবারপূজনমিত্যেবমপৌনঃপুন্যং জ্ঞেয়ং ॥ ১৬৭ ॥ এবং শ্রীমদঙ্গালভনানন্তরং পূজা লিখিতা। তত্র চ মাৎস্যে আচার্য্যাদি-পূজনমুক্ত্বা ততস্তু মধুনা দেবং প্রথমেঽহনি লেপয়েদিত্যাদিনা দিনান্তরকৃত্যমেবোক্তং। ভবিষ্যে চ দিনান্তরকৃত্যমেব। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রেঽপি পূজনং ধূপদীপনৈবেদ্যাদিসমর্পণেন বিশেষতো বিবিচ্য নোক্তং, কেবলং পূজয়েদিত্যেবোক্তং, পশ্চাচ্চ সকলীকরণাদিসন্নিধীকরণান্তমাত্রকৃত্যমুক্তং। সান্নিধ্যলক্ষণোক্ত্যনন্তরং চ প্রণামাদিকমেব, ইত্যেবং বিচার্য্য মহাপূজা-শব্দোল্লিখিতং পূজাবিশেষং ত্যাজয়ন্নিব পূর্ব্বলিখিত পক্ষ এব পক্ষান্তরং লিখতি যদ্বেতি। সকলীকরণম্ আদিশব্দাৎ ধ্যায়েত্তং পরমাত্মানমিত্যাদিনা পঞ্চরাত্রোক্তানি ধ্যানন্যাসজপসন্নিধীকরণানি চ। ননু মৎস্য-ভবিষ্যপুরাণয়োঃ শ্রীমদঙ্গালভনানন্তরং তৎ কিঞ্চিন্নাস্তি, তত্র লিখতি হয়শীর্ষোক্তমিতি। অতো মাৎস্যভবিষ্যোক্তমতিক্রম্য শ্রীহয়শীর্ষদেবোক্তানুসারেণ,

কিংবা স্থাপনান্তে প্রভুর বর্ণাদি স্নপন, ধ্যান, জপ, শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গ স্পর্শ, অর্চ্চনা ও আবরণ পূজা করিবে। ১৬৫। অথবা অঙ্গস্পর্শান্তে সকলীকরণ করিয়া হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত বিধানে পরিবার দেবতাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। ১৬৬।

অথ তত্র শ্রীভগবৎসান্নিধ্যলক্ষণানি।

হয়শীর্ষে।—

তস্মিন্নেব মুহূর্ত্তে তু হর্ষো বাভয়মেব চ। চক্ষুর্ভ্রমো বিভ্রমো বা ত্রাসো বা জায়তে যদি।
ব্যামোহঃ পরমোহো বা স্তনিতং পরমং তথা।
অশ্রুতানাং শ্রুতির্ব্বা স্যান্ গাত্রাণাং বাথ বেপথুঃ।
বৈরাগ্যং নেত্রয়োর্ব্বা স্যাদ্দর্পঃ কন্দর্প এব বা। পরমো বিস্ময়ো বাথ দিব্যো বা শ্রূয়তে ধ্বনিঃ।
দিব্যবাদিত্রঘোষো বা গন্ধর্ব্বনগরস্য বা। দর্শনং জায়তে কালে তস্মিন্ সুরগণার্চ্চিতে।
নরা নার্য্যোঽথ দৃশ্যন্তে গায়ন্ত্যোঽপ্যথ হর্ষিতাঃ। নন্দিতূর্য্যরবো-বাপি শ্রূয়তে ছন্দসাং ধ্বনিঃ।
দিব্যগন্ধা রসা বাপি একস্যাপি ভবন্তি হি। লিঙ্গৈরেতৈর্বিজানীয়াৎ তত্র সন্নিহিতং হরিম্॥
প্রভাবৈরবিশেষেণ জ্বলন্তীব চ দৃশ্যতে। স্ফুরন্তীব চ দৃশ্যেত প্রতিমা চ বিশেষতঃ।
স্ফুরন্নিব জনঃ কশ্চিৎ স্ময়মান ইব ক্বচিৎ। বীক্ষ্যমাণো জনস্তত্র প্রহৃষ্ট ইব লক্ষ্যতে।
এতৈস্তু লক্ষণৈর্জ্ঞেয়স্তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। বিশেষাদথবা পশ্যেচ্ছত্রচাপোপমং ক্বচিৎ।
ছবিং বজ্রপ্রভাং পশ্যেৎ পদ্মরাগপ্রভাং তথা।
সৌদামনীপ্রভাং পশ্যেৎ প্রতিমায়াং কচিদ্যদি॥ ১৬৭॥
এতৈর্লিঙ্গৈস্তু বোদ্ধব্যস্তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। বধিরা ইব কেচিত্তু মূকা ইব তথাপরে।
বিভ্রান্তা ইব কেচিচ্চ জড়া ইব তথাপরে। ধাবন্ত ইব কেচিত্তু পতন্ত ইব চাপরে।
নৃত্যন্ত ইব চাপ্যন্যে মত্তা ইব তথা যদি। চিত্রস্থা ইব কেচিত্তু বিবশা ইব কেচন।
ভবন্তি তত্র চোন্মত্তাঃ প্রমত্তা ইব চাপরে। লিঙ্গৈরেতৈস্তু বোদ্ধব্যস্তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥ ৬৮॥

এবং সর্ব্বত্র প্রায়ো ব্যবহর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ, মাৎস্যে শ্রীরুদ্রস্য প্রতিষ্ঠাপ্রাধান্যাৎ, ভবিষ্যে সংক্ষেপোক্তেরিতি দিক্। এতচ্চাগ্রে স্বয়মেব ব্যক্তং লেখ্যং। ততঃ সন্নিধীকরণানন্তরমেব পরিবারাণামর্চ্চনমিতি সমানমেব॥ ১৬৬॥

অভয়ং ভয়াভাবঃ। চক্ষুষো ভ্রমঃ অন্যস্মিন্নন্যদর্শনং। বিভ্রমো ভ্রান্তিবিশেষঃ। ব্যামোহো মৌঢ্যবিশেষঃ। পরমোহো মূর্চ্ছা। নেত্রয়োর্ব্বৈরাগ্যং বৈবর্ণ্যদর্শনে নির্ব্বেদো বা। তস্মিন্ কালে স্থাপনসময়ে। একস্যৈব দ্রব্যস্য দিব্যা বহবো গন্ধা রসা বা ভবন্তি যদি॥ ১৬৭॥ তত্র প্রাসাদে তস্যাং বা প্রতিমায়াং। অন্যৎ সুগমং॥ ৬৮॥

অনন্তর ভগবানের সান্নিধ্য-লক্ষণ সমূহ বিবৃত হইতেছে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, তৎ কালে হর্ষ, অভয়, চক্ষুর ভ্রান্তি, বিভ্রম, ত্রাস ব্যামোহ (মূঢ়তা), মূর্চ্ছা, মেঘগর্জ্জন, অশ্রুত শ্রবণ, দেহকম্প, নেত্রযুগলের বৈবর্ণ্য, দেবতা ভিন্ন অন্য বস্তু দর্শনে অনিচ্ছা, দর্প, কাম, অতীব বিস্ময়, দিব্যধ্বনি, দিব্য বাদ্যশব্দ, গন্ধর্ব্বনগর দর্শন, স্থাপনকালে সংগীত-পরায়ণ পুরুষ বা আনন্দিত রমণীদর্শন, মনোহর তূর্য্যধ্বনি, ছন্দোগীতি শ্রবণ, একবস্তুর নানারূপ গন্ধ ও রসবোধ, এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বুঝিবে যে, শ্রীহরির সান্নিধ্য হইয়াছে। যদি প্রতিমার প্রভা সবিশেষ প্রদীপ্তা হয়, প্রতিমা বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তিমতী

আচার্য্যাদি-সম্মাননম্।

সম্মানয়েদথাচার্য্যং শক্ত্যা বস্ত্রাদিনা ততঃ। মূর্ত্তিপাংশ্চাপরান্ বিপ্রান্ বৈষ্ণবাংশ্চাপরানপি ॥১৬৯॥

মাৎস্যে।—

স্থাপিতে তু ততো দেবে যজমানঃ সমূর্ত্তিপম্। আচার্য্যং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
দীনান্ধকৃপণাংস্তদ্বদ্যে চান্যে সমুপস্থিতাঃ ॥ ১৭০ ॥

ভবিষ্যে।—

ততঃ সংপূজয়েদ্ভক্ত্যা স্থাপকং বিধিবন্নৃপ। ভূমিদানাদিভির্দানৈর্গোদানৈশ্চ মহীপতে।
যথা স তুষ্যতে রাজংস্তথা কার্য্যং প্রযত্নতঃ। যথাশক্ত্যনুসারেণ পূজ্যাশ্চাপি দ্বিজাতয়ঃ।
দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ পূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ। গণাংশ্চ নর্ত্তকাংশ্চৈব যথাশক্তি প্রপূজয়েৎ ॥১৭১

হয়শীর্ষে।—

মণ্ডলে কমলে বাপি স্থাপয়িত্বা গুরুং যজেৎ। প্রিয়প্রশ্নৈঃ ক্ষমাপ্যৈনং বিষ্ণুবদ্‌পূজয়েদ্বুধঃ।
পাদয়োঃ প্রণিপত্যাথ দক্ষিণাঞ্চ নিবেদয়েৎ। আচার্য্যদক্ষিণাঃ দদ্যান্নগরং গ্রামমেব চ।
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং গাশ্চৈব সমলঙ্কৃতাম্। দক্ষিণাং বিধিবদ্দত্বা দদ্যাদাভরণাদিকম্।
আচার্য্যদক্ষিণার্দ্ধন্তু প্রদদ্যাদ্‌ব্রহ্মদক্ষিণাম্। মূর্ত্তিপান্ পূজয়েৎ পশ্চাদ্গোবস্ত্রাভরণৈর্দ্বিজ।

শক্ত্যা স্বশক্ত্যনুসারেণ যথাবিভবমিত্যর্থঃ। অপরান্ দীনান্ধাদীনপি তত্রাগতান্ ॥ ১৬৯ ॥ দীনা দরিদ্রাঃ, কৃপণা রাগাদি-দুঃখিতাঃ। যে চান্যেঽস্ত্যজাদয়স্তানপি ॥ ১৭০ ॥ ভবিষ্যে চ সর্ব্বান্তে প্রোক্তমপ্যাচার্য্যাদিসম্মাননং যথাপ্রসঙ্গমত্রৈব লিখতি তত ইতি ত্রিভিঃ ॥ ১৭১ ॥

দেখা যায়, কোন ব্যক্তিকে স্ফূর্ত্তিশীল, বিস্ময়াবিষ্ট বা আনন্দিতের ন্যায় বোধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হরি সন্নিহিত হইয়াছেন। প্রতিমাতে ইন্দ্রধনুবৎ শোভা, বজ্রপ্রভা, পদ্মরাগবৎ কান্তি অথবা বিদ্যুৎ-প্রভা দৃষ্ট হইলেও জানিবে যে, শ্রীহরি তথায় সন্নিহিত হইয়াছেন। তৎকালে কোন ব্যক্তিকে বধির, কাহাকেও মূক, কোন ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত, কাহাকেও জড়, অথবা ধাবমান, পতিত, নৃত্যপরায়ণ, মত্ত, চিত্রার্পিতবৎ সংস্থিত, অথবা উন্মত্ত বা কাহাকেও প্রমত্ত দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, শ্রীহরি তথায় সন্নিহিত হইয়াছেন। ১৬৮।

অনন্তর আচার্য্যাদির সম্মাননা।—তৎপরে নিজ সাধ্য অনুসারে আচার্য্যদেবকে বসনাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া মূর্ত্তিরক্ষক, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দীনান্ধদিগের সম্মাননা করিতে হয়।১৬৯। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে, প্রতিমাস্থাপন সুসম্পন্ন হইলে যজমান ভক্তিমান্ হইয়া আচার্য্যকে ও মূর্ত্তিরক্ষকগণকে বসন ভূষণাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন এবং সেই স্থানে দীন, দুঃখী ও অন্ধাদি যে কেহ আগমন করে, সকলেরই সম্মাননা করা কর্ত্তব্য। ১৭০। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজন্! তৎপরে ভূম্যাদি ও গো দান দ্বারা যথাবিধানে স্থাপকের অর্চ্চনা করিতে হয়। হে নৃপ! স্থাপকের প্রীতিবিধানে সযত্ন হওয়া উচিত। তদনন্তর শক্তি অনুসারে সযত্নে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণের, দীনান্ধকৃপণদিগের ও নর্ত্তকবর্গের অর্চ্চনা করিবে। ৭১ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত

সর্ব্বাংস্তু পূজয়েত্তত্র বৈষ্ণবানাগতান্ দ্বিজান্।
ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা অত্যাদরমতন্দ্রিতঃ॥ ১৭২॥

কিঞ্চ।—যজ্ঞঃ সুপুষ্কলঃ সর্ব্বঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মলিপ্সয়া। মন্ত্রহীনো গুরুং হন্যাদ্রাষ্ট্রমন্নেন বর্জ্জিতঃ।
ধর্ম্মঞ্চ যজমানঞ্চ হন্যাদ্দক্ষিণয়া বিনা॥ ইতি॥ ১৭৩॥

অথবা স্থাপনাং পশ্চাদ্ধ্যানাদ্যাবাহনাদি চ। পঞ্চামৃতাদিনা স্বর্ণাদিনাপ্যস্নপনং ততঃ।
বস্ত্রাদিদানৈর্ব্বিধিবৎ পূজামন্ত্রজপাদিকম্। নতিঃ প্রদক্ষিণা যাচ্ঞা গুর্ব্বাদ্যর্চ্চেত্যয়ং ক্রমঃ॥১৭৪॥

মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রাদৌ। যদ্যপি যাগোপযোগি-দ্রব্যাণি সর্ব্বাণ্যস্মৈ নিবেদয়েদিত্যাদিনা দানানন্তরমেবাশেষ-যাগাপকরণদ্রব্যার্পণমপি শ্রীহয়শীর্ষদেবেন প্রসঙ্গাদেকত্রৈবোক্তং, তথাপি তত্র পৃথক্‌কৃত্য মাৎস্যোক্তানুসারেণ পুনরাচার্য্যসংমাননেঽগ্রে লেখ্যং, চতুর্থী-কর্ম্মাদিশেষকৃত্যসমাপ্তিপদেন যাগদ্রব্যসামগ্র্যাঃ সিদ্ধেঃ। বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ সংপূজ্যৈব অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্। তদনন্তরমেব তান্ ভোজয়েদিত্যর্থঃ ॥১৭২॥ দক্ষিণাদিকং চাবশ্যমেব দেয়মিত্যাহ যজ্ঞ ইতি সার্দ্ধেন। সর্ব্বো যজ্ঞঃ সুপুষ্কলঃ সম্পূর্ণ এব কর্ত্তব্যঃ, অন্যথা চ পরমানর্থ এবেত্যাহ মন্ত্রেতি॥ ১৭৩॥ এবং লিখিতস্যাস্য প্রতিষ্ঠাবিধিক্রমস্য পূর্ব্বলিখিতনিত্যপূজাবিধিক্রমেণ বিরোধমাশঙ্ক্য পূর্ব্বসূচিতক্রমে পক্ষান্তরং লিখতি অথবেতি আদিশব্দৈর্গৃহীতানি পূর্ব্বলিখিতানুসারেণোন্নেয়ানি। এবং ক্রমলিখনেন বিধিরপি দর্শিত এব। ততশ্চ পূর্ব্বলিখিতে দ্বিতীয়পক্ষে পরিত্যক্তমপি পূজনং প্রাণদান্তঃ পিণ্ডিকোপরিস্থাপনরূপে মুখ্যকৃত্যে অস্মিন্নবশ্যমেবাপেক্ষ্যমিতি তদত্র লিখিতমিতি জ্ঞেয়ং। এতচ্চাখিলং পূর্ব্বলিখিতমাৎস্যাদি-বচনার্থ-বিচারেণ প্রায়ঃ পর্য্যবস্যত্যেব। যত্র চ বিরুধ্যেত তত্র চ গ্রন্থান্তরেণ সহৈকবাক্যতার্থং বচনপৌর্ব্বাপর্য্যাদি-বিচারেণাভিজ্ঞৈর্বিরোধঃ পরিহরণীয় এব। সর্ব্বত্রৈব তথাত্বাদিতি দিক্॥ ১৭৪॥

আছে, সুধী ব্যক্তি সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডলে কিংবা পদ্মোপরি স্থাপন পূর্ব্বক গুরুদেবের পূজা করিয়া প্রিয়প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিবেন। তাঁহাকে বিষ্ণুবৎ জ্ঞানে পূজা করাই কর্ত্তব্য এবং তদীয় পদযুগলে নমস্কার করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। আচার্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপে গ্রাম, কাঞ্চন, রৌপ্য,বসন ও বিভূষিতা ধেনু দান করিয়া অলঙ্কারাদিও প্রদান করিতে হয়। আচার্য্যকে যাহা দক্ষিণা দেওয়া যায় ব্রহ্মদক্ষিণা তদর্দ্ধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে বিপ্র! তদনন্তর গো, বসন ও বিভূষণ দ্বারা মূর্ত্তিরক্ষকদিগের অর্চ্চনা করিবে। পরে তথায় উপস্থিত বৈষ্ণবদ্বিজাতিবর্গেরও অর্চ্চনা করিতে হয় এবং ভক্তিমান্ হইয়া সাদরে দ্বিজাতিগণকে ভোজন করাইবে।১৭২। আরও লিখিত আছে, ধর্ম্মলাভার্থ বিধানে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করাই বিধেয়। মন্ত্ররহিত যজ্ঞ গুরুদেবের বিনাশসাধন করেন; আর অন্নদ্রব্য বিবর্জ্জিত হইলে রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায় এবং যজ্ঞ দক্ষিণাহীন হইলে ধর্ম্মনাশ ও যজমান বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১৭৩। কিংবা স্থাপনান্তে ধ্যানাদি, আবাহনাদি, পঞ্চামৃতাদি ও সুবর্ণাদি দ্বারা স্নাপন, বসনাদি দ্বারা বিধানে অর্চ্চনা, মন্ত্রজপাদি, প্রণাম, দক্ষিণ, প্রার্থনা ও গুরু প্রভৃতির পূজা এইপ্রকার ক্রম অনুসারে সকল কার্য্য করিবে।১৭৪।

অথ শ্রীমূর্ত্তিস্থিরতাপাদনম্।

মূর্ত্তিং ন চালয়েজ্জাতু যত্নাৎ সুস্থিরতাং নয়েৎ। তস্যাং প্রচলিতায়াঞ্চ কুর্য্যাৎ স্বস্ত্যয়নাদিকম্॥

তথা চ মাৎস্যে।—

স্থিরং ন চালয়েদ্দেবমন্যথা পাপভাগ্ ভবেৎ। পূজয়েৎ সিকতাভিশ্চ নিশ্ছিদ্রং সর্ব্বতো ভবেৎ।
লোকপালস্য দিগ্ভাগে যস্য সঞ্চলতে বিভুঃ। তস্য লোকপতেঃ শান্তির্দ্দেয়াশ্চৈমাশ্চ দক্ষিণাঃ।
ইন্দ্রায় বারণং দদ্যাৎ কাঞ্চনং বাল্পবিত্তবান্। অগ্নেঃ সুবর্ণং মেষঞ্চ যমস্য মহিষং তথা।
অজং সকাঞ্চনং দদ্যান্নির্ঋতিং রাক্ষসং প্রতি। বরুণং প্রতি মুক্তানি সশুক্তীনি প্রদাপয়েৎ।
রীতিকাং বায়বে দদ্যাদ্ বস্ত্রযুগ্মেন সংযুতাম্। সোমায় ধেনুর্দাতব্যা রাজতস্তু বৃষঃ শিবে।
যস্যাং যস্যাস্তু চলতে শান্তিঃ স্যাত্তত্র তত্র তু। অন্যথা তু ভবেদ্ঘোরং ভয়ং কুলবিশানম্।
অচলং কারয়েত্তস্মাৎ সিকতাভিঃ সুরেশ্বরম্॥

ভবিষ্যে।—

স্থিরং ন চালয়েদ্দেবং কদাচিদপি পণ্ডিতঃ। হন্যাদ্বিচালিতোঽজ্ঞানাত্তস্মাত্তং ন বিচালয়েৎ।
যাং যাং দিশং চলেদ্দেবস্তাং তাং শান্তিন্তু কারয়েৎ। অন্যথা তু ভবেদ্ঘোরং ভয়ং কুলবিনাশনম্।
যথা ন চলতে দেবস্তথা বধ্নীত পিণ্ডিকাম্। শীঘ্রমেব তু কর্ত্তব্যং ন বিলম্বেৎ কদাচন।
প্রতিমাং সুস্থিরাং কুর্য্যাৎ নোর্দ্ধদৃষ্টিং কদাচন॥

অথ দিনান্তরোৎসবঃ।

রাত্রৌ গীতাদিকং কুর্ব্বন্ দিবসে চ মহার্চ্চনম্। মহোৎসবেনাহরেকং শক্ত্যা বা কতিচিন্নয়েৎ॥

মূর্ত্তিমিত্যাদি ততঃ পরিমিত্যন্তং সুগমমেব॥

প্রাগ্‌বদিতি স্বপমণ্ডপে লিখিতস্নানবিধ্যনুসারেণ ইত্যর্থঃ। তথা হি :—গীতবাদ্যাদিমহোৎসবে

অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির স্থিরতা-প্রতিপাদন বিবৃত হইতেছে।—দেবমূর্ত্তি চালনা করিতে নাই, সযত্নে উহার স্থিরতা নিষ্পাদন করিতে হয়। যদি প্রতিমা প্রচালিত হয়, তাহা হইলে স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, স্থির-প্রতিমা চালিত করা অকর্ত্তব্য; মূর্ত্তি চালনা করিলে পাতকী হইতে হয়। সিকতা দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বথা দোষরহিত হয়। যে লোকপালের অধিষ্ঠিত দিকে প্রভু সঞ্চালিত হন, সেই লোকপতির উদ্দেশে শান্তিবিধান ও (বক্ষ্যমাণরূপ) দক্ষিণা প্রদান করিবে। দেবেন্দ্রকে হস্তী দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বল্পবিত্তশালী ব্যক্তি স্বর্ণ দান করিবেন। অগ্নিকে কাঞ্চন ও মেষ, যমকে মহিষ, নির্ঋতিনামা রাক্ষসকে স্বর্ণ ও ছাগ, বরুণকে শুক্তি ও মুক্তা, বায়ুকে বসনদ্বয়সমন্বিত পিত্তল, সোমকে গাভী এবং ঈশানকে রৌপ্যময় বৃষ প্রদান করিবে। যে যে দিকে প্রভু চালিত হন, এইরূপ করিলে সেই সেই দিকের শান্তিবিধান হয়; ইহার বিপরীত হইলে ভীষণ ভীতি ও কুলনাশ হইয়া থাকে; সুতরাং বালুকা দ্বারা দেবদেবকে অচল করা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, স্থিরমূর্ত্তিকে পিণ্ডিকা হইতে চালিত করিতে নাই। অজ্ঞানবশে চালন করিলে সেই মূর্ত্তি চালনকর্ত্তার বিনাশ সাধন করেন; সুতরাং মূর্ত্তিকে চালনা করা অকর্ত্তব্য। যে যে দিকে

ভবিষ্যে।—

ত্রিরাত্রং সপ্তরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা। পুণ্যাহজয়ঘোষৈশ্চ কুর্য্যাদ্দেব-মহোৎসবম্॥

কিঞ্চ।—

রাত্রৌ মহোৎসবং কুর্য্যাৎ শঙ্খভের্য্যাদি-নিস্বনৈঃ। একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা সপ্তরাত্রমথাপি বা॥
তস্মাদ্বিষ্ণুঃ সদায়াতি ইত্যেষা ফলসংপ্রদা॥

মাৎস্যে।—

রাত্রৌ দিনে চ গীতাদ্যৈঃ পুণ্যাহজয়মঙ্গলৈঃ। ত্রি পঞ্চ সপ্ত দশ বা দিনানি স্যান্মহোৎসবঃ॥

অথ তত্র কৃত্যবিশেষেণ ফলবিশেষঃ।

মাৎস্যে।—ততস্তু মধুনা দেবং প্রথমেঽহনি স্নপয়েৎ।
হরিদ্রয়াথ সিদ্ধার্থৈর্দ্বিতীয়েঽহনি তত্ত্বতঃ।
চন্দনেন যবৈস্তদ্বৎ তৃতীয়েঽহনি লেপয়েৎ। মনঃশিলাপ্রিয়ঙ্গুভ্যাং চতুর্থেঽহনি লেপয়েৎ।
সৌভাগ্যং শুভদং যস্মাৎ লেপনং ব্যাধিনাশনম্। মনঃ-প্রীতিকরং নৃণামেতদ্বেদবিদো [illegible]
কৃষ্ণাজিনং তিলাংস্তদ্বৎ পঞ্চমেঽহ্নি নিবেদয়েৎ। ষষ্ঠে তু সঘৃতং দদ্যাচ্চন্দনং পদ্মকেশরম্।
রোচনাং নাগপুষ্পঞ্চ সপ্তমেঽহনি দাপয়েৎ। যত্র সদ্যোঽধিবাসশ্চ তত্র সর্ব্বং নিবেদয়েৎ॥

ভবিষ্যে।—

মধুবাতেতি মধুনা অভ্যঙ্গং প্রথমেঽহনি। পুণ্যদং সর্ব্বরোগাণাং সর্ব্বনাশায় তৎ প্রভোঃ।
হরিদ্রাসর্ষপৈশ্চৈব দ্বিতীয়েঽহনি লেপয়েৎ। পিত্তরোগভয়ঞ্চৈব ন ভবেত্তু কদাচন।
তণ্ডুলেন যবৈশ্চৈব তৃতীয়েঽহনি লেপয়েৎ। শিরোর্ত্তিমক্ষিরোগঞ্চ কর্ণশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

বল্মীকাদিমৃত্তিকাদিভিরুদ্ধৃতাসীতি মন্ত্রেণ দেবং বিলিপ্য পঞ্চগব্যাদিনা তত্তন্মন্ত্রেণ স্নাপয়েৎ

মূর্ত্তি চালনা করা যায়, সেই সেই দিকের শান্তিবিধান করিতে হয়, নচেৎ ভীষণ ভয় ও বংশনাশ ঘটে। যাহাতে মূর্ত্তি চালিত না হয়, সেই ভাবে পিণ্ডিকা-বন্ধন আশু করিবে, তদ্বিষয়ে কদাচ বিলম্ব করিবে না। প্রতিমা যাহাতে সুস্থির হয়, তাহা করিবে এবং প্রতিমাকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিবে না।

অতঃপর দিনান্তরের উৎসব।—রজনীযোগে গীতাদি করিয়া দিবাভাগে মহাপূজা সম্পাদন পূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে এক দিন বা কতিপয় দিন মহোৎসব করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, পুণ্যাহ ও জয়ধ্বনি সহকারে দেবমহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক ত্রিরাত্র, সপ্তরাত্র কিংবা দশরাত্র অতিবাহিত করিবে। আরও লিখিত আছে, শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতির ধ্বনি দ্বারা যামিনীযোগে মহোৎসব সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে একরাত্র, ত্রিরাত্র বা সপ্তরাত্র মহোৎসব করিবে। এইরূপ করিলে হরি নিরন্তর তথায় উপস্থিত থাকেন। এইরূপ ক্রিয়াই ফলদায়ী। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, নিশাভাগে ও দিবাভাগে গীতাদি ও পুণ্যাহজয়াদি মঙ্গল শব্দ সহকারে তিন দিন, সপ্তাহ বা দশাহ মহোৎসব সম্পাদন করিবে।

অনন্তর তৎকালে কৃত্যবিশেষ দ্বারা যে ফলবিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

মনঃশিলাং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ চতুর্থেহহনি লেপয়েৎ। সৌভাগ্যং যেন সততং যজমানস্য বর্দ্ধতে।
কৃষ্ণাজিনং তিলাংশ্চৈব পঞ্চমেহহনি দাপয়েৎ : পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবজ্জীবং সুখপ্রদাঃ।
সুরভিং চন্দনঞ্চৈব সঘৃতং পদ্মকেশরম্। ষষ্ঠেহহনি চ দাতব্যং শক্রদোষবিনাশনম্।
রোচনাং নাগপুষ্পঞ্চ সপ্তমেহহনি দাপয়েৎ। ক্ষেমং গো-বহুলং চাপি ধনধান্যং বিবর্দ্ধতে।
এবং সপ্তাহমভ্যঙ্গং কাপিলেন ঘৃতেন তু। দদ্যাদ্বিভবতঃ শক্ত্যা যদিচ্ছেচ্ছ্রিয়মাত্মনঃ।
দীপা ঘৃতেন দাতব্যাশ্চত্বারশ্চ প্রদক্ষিণাঃ। সপ্তাহং মন্ত্রযুক্তাশ্চ বিভবেন ততঃ পরম্॥

অথ চতুর্থীকর্ম্ম।

চতুর্থে চ দিনে প্রাপ্তে চতুর্থীকর্ম্ম কারয়ন্।
অর্ঘ্যং সমর্প্য দেবেশং প্রাগ্বৎ স্নপনমাচরেৎ॥ ১৭৫॥
পুনশ্চ দত্ত্বাষ্টাঙ্গার্ঘ্যং গোময়স্বস্তিকাদিভিঃ। দেবং নীরাজ্য গন্ধাম্ভির্দদ্যাদাচমনং বুধঃ॥ ১৭৬॥

যথাশক্তি সম্পাদিতৈর্নিক্ষিপ্তাষ্টমূর্ত্তিকৌষধীব্রীহিকৈঃ কলসৈস্তত্তন্মন্ত্রেণ স্নাপয়েদিতি॥১৭৫॥গোময়-কৃতৈঃ স্বস্তিকাদিভির্দ্দেবং নীরাজ্য। আদিশব্দেন গোময়কৃত-পদ্মকাদিসপ্ত-পঞ্চবর্ণাদিনাদি চ।

—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, প্রথম দিনে মধু দ্বারা দেবমূর্ত্তি লেপন করিতে হয়। তৎপরে দ্বিতীয় দিনে হরিদ্রা ও সিদ্ধার্থ, তৃতীয় দিনে চন্দন ও যব এবং চতুর্থাহে মনঃশিলা ও প্রিয়ঙ্গু নামক সুগন্ধদ্রব্য লেপন করিবে। বেদবিদ্গণ বলিয়াছেন যে, এইরূপে দেবতাঙ্গ বিলেপন করিলে সৌভাগ্য, কল্যাণ ও মনঃপ্রীতি জন্মে এবং ব্যাধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার পঞ্চম দিনে কৃষ্ণাজিন ও তিল, ষষ্ঠাহে ঘৃত চন্দন ও পদ্মকেশর এবং সপ্তম দিনে রোচনা ও নাগকুসুম দিবে। সদ্যঃ অধিবাসদিনে উক্ত সমস্ত দ্রব্যই প্রদান করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, প্রথমদিনে "মধুবাতা" মন্ত্রে মধু দ্বারা অভ্যঙ্গ করা বিধেয়; এই পুণ্যপ্রদ ও সর্ব্বরোগনাশন বলিয়া কীর্ত্তিত। দ্বিতীয়দিনে হরিদ্রা ও সর্ষপ বিলেপন করিবে; তাহা হইলে কদাচ পিত্তজনিত রোগের আশঙ্কা থাকিবে না। তৃতীয়দিনে তণ্ডুল বা যবচূর্ণ বিলেপন করিতে হয়; এইরূপ করিলে শিরঃপীড়া, চক্ষুরোগ ও কর্ণশূল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। চতুর্থদিনে মনঃশিলা ও প্রিয়ঙ্গু একত্র করিয়া তদ্দ্বারা বিলেপন করিবে; এইরূপ করিলে যজমান সৌভাগ্য-শালী হন। পঞ্চমদিনে কৃষ্ণাজিন ও তিল প্রদান করিবে, তাহা হইলে পিতৃগণ আজীবন তৃপ্ত থাকিয়া সুখবিধান করেন। ষষ্ঠদিনে সুগন্ধচন্দন ও পদ্মকেশর অর্পণ করিলে অরিকৃত দোষের নিবারণ হয়। সপ্তমদিনে রোচনা ও নাগকুসুম অর্পণ করিলে মঙ্গললাভ ও বহু গোলাভ হইয়া থাকে এবং ধনধান্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যিনি শ্রীকামনা করেন, তিনি বিভব ও শক্তি অনুসারে সপ্তাহ কপিলাঘৃত দ্বারা মূর্ত্তিকে অভ্যঙ্গ করিবেন। সম্পত্তি থাকিলে তৎপরে সপ্তাহ যাবৎ সমন্ত্রক প্রত্যহ চারিটী ঘৃতদীপ প্রদান ও প্রদক্ষিণ করিবে।

অনন্তর চতুর্থীকর্ম্ম।—চতুর্থ দিবসে চতুর্থীকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। প্রভুকে অর্ঘ্য দিয়া পূর্ব্ববৎ স্নান করাইতে হয়। ১৭৫। সুধী ব্যক্তি পুনরায় অষ্টাঙ্গার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক গোময়কৃত স্বস্তিক, পদ্মক প্রভৃতি দ্বারা প্রভুর আরাত্রিক করিয়া, গন্ধোদক দ্বারা আচমনীয় প্রদান

ততো বস্ত্রযুগং দত্ত্বা দিব্যং দত্ত্বানুলেপনম্। পুষ্পাদি ধূপদীপাদি তত্তন্মন্ত্রেণ চার্পয়েৎ।
ইত্থং সংপূজ্য বিধিবদ্দণ্ডবত্তং প্রণম্য চ। বিজ্ঞাপয়ন্ মুহুর্ভক্ত্যা তত্তৎ পদ্যং প্রকীর্ত্তয়েৎ॥

মাৎস্যে।—

চতুর্থেঽহ্নি মহাস্নানং চতুর্থীকর্ম্ম কারয়েৎ। দক্ষিণা চ পুনস্তদ্বদ্দেয়া তত্রাপি শক্তিতঃ॥ ১৭৭॥

কিঞ্চ।—

স্বস্তিকং পদ্মকং শঙ্খমুৎপলং কমলং তথা। শ্রীবৎসং দর্পণং তদ্বন্নন্দ্যাবর্ত্তমথাষ্টকম্॥ ১৭৮॥
এতানি গোময়ৈঃ কুর্য্যান্মৃদা বা শুভয়া ততঃ। পঞ্চবর্ণৌদনং তদ্বৎ পঞ্চবর্ণরজস্তথা।
দূর্ব্বা কৃষ্ণতিলং তদ্বন্নীরাজনবিধির্ম্মতঃ। এবং নীরাজনং কৃত্বা দদ্যাদাচমনং বুধঃ।
মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভম্॥ ১৭৯॥
ততো বস্ত্রযুগং দদ্যান্মন্ত্রেণানেন যত্নতঃ। দেবসূত্রসমাযুক্তে যজমানসমন্বিতে।
সর্ব্ববর্ণৈঃ শুভে দেব বাসসী নবনির্ম্মিতে। ততশ্চ চন্দনং দদ্যাৎ সমং কর্পূরকুঙ্কুমৈঃ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং দর্ভপাণিঃ প্রযত্নতঃ। শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ।
ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্॥

কিঞ্চ।—

চত্বারিংশত্ততো দীপান্ দদ্যাচ্চৈব প্রদক্ষিণান্। ত্বং সূর্য্যচন্দ্রজ্যোতীংষি বিদ্যুদগ্নিস্তথৈব চ।
ত্বমেব সর্ব্বজ্যোতীংষি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ১৮০॥

এতচ্চাগ্রে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি॥ ১৭৬॥ তত্তন্মন্ত্রেণ বস্ত্রাদ্যর্পণমন্ত্রেণ। স চাগ্রে ব্যক্তো ভাবী। তত্তৎ পূর্ব্বলিখিতং স্কৃতং দুষ্কৃতং বাপীত্যাদি প্রকীর্ত্তয়েৎ, ভক্ত্যা বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্ পঠেৎ॥ ১৭৭॥ চতুর্থীকর্ম্মণি মাৎস্যোক্তং স্নপনবিধিং পূর্ব্বলিখিতপ্রকারতোঽন্যং বিশেষমেব লিখতি স্বস্তিকমিত্যাদিনা॥ ১৭৮॥ নীরাজনবিধির্ম্মত ইতি গোময়েন মৃদা বা বিরচিতৈঃ স্বস্তিকাদিভিস্তথা পঞ্চবর্ণৌদনৈঃ পঞ্চবর্ণতণ্ডুলচূর্ণাদিভিশ্চ দেবং নীরাজয়েদিত্যর্থঃ॥ ১৭৯॥ মন্ত্রমেবাহ

করিবেন। ১৭৬। তৎপরে দুইখানি বস্ত্র ও দিব্য অনুলেপন প্রদান পূর্ব্বক যথাযথ মন্ত্রে কুসুম প্রভৃতি ও ধূপদীপাদি সমর্পণ করিবে। এইরূপ বিধানে অর্চ্চনা ও দণ্ডবৎ নমস্কার করিয়া ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক (পূর্ব্বলিখিত) তত্তৎ পদ্য (স্কৃতং দুষ্কৃতং বাপি) ইত্যাদি পাঠ করিবে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, চতুর্থদিনে মহাস্নান ও চতুর্থীকর্ম্ম সম্পাদন এবং শক্ত্যনুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ১৭৭। আরও লিখিত আছে, গোময় বা বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত স্বস্তিক, পদ্মক, শঙ্খ, উৎপল, কমল, শ্রীবৎস, দর্পণ, অষ্ট নন্দ্যাবর্ত্ত এবং পঞ্চবর্ণ ওদন (পঞ্চ শস্য) পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা, দূর্ব্বা ও কৃষ্ণতিল এই সকল বস্তু দ্বারাই নীরাজন করা বিধিবোধিত। সুধী ব্যক্তি এইরূপে আরাত্রিক করিয়া সর্ব্বপাপনাশন পবিত্র গঙ্গাজল দ্বারা আচমন প্রদান করিবেন। ১৭৮—১৭৯। তৎপরে "এই বস্ত্রদ্বয় দেবসূত্রসংযুক্ত, যজমানসমন্বিত (যজমানকর্ত্তৃক অর্পিত), সর্ব্ববর্ণবিশিষ্ট, কল্যাণময় ও নূতন" এই মন্ত্রে সযত্নে দুইখানি বস্ত্র প্রদান করিবে। তৎপরে সকর্পূর, কুঙ্কুমান্বিত চন্দন প্রদান পূর্ব্বক

অথাবভৃথস্নানম্।

হয়শীর্ষে।—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দেবস্নাবভৃথং তব। শোধয়েদ্গোময়ৈর্বিপ্র যাগস্থানং তু সর্ব্বতঃ॥
সক্ত্বা গন্ধোদকেনাথ পঞ্চগব্যেন শোধয়েৎ। বিকিরৈঃ শোধয়েদ্ভূমিং বিতানেন বিভূষয়েৎ॥
পুষ্পদামৈরধশ্চোর্দ্ধং পার্শ্বতশ্চাপি শোভয়েৎ। জুহুয়াদ্বৈষ্ণবে বহ্নৌ শতমষ্টোত্তরং শতম্।
বিষ্ণোর্নুকেতি মন্ত্রেণ সমিধোহষ্টশতং তথা। দিব্যমালিখ্য বিধিনা একাশীতিপদং বুধঃ।
বৈষ্ণবং কলসং মধ্যে আজিঘ্রেতি নিবেশয়েৎ। একাশীতিপদে কুম্ভান্ শ্রীসূক্তেন নিবেশয়েৎ।
শন্নো দেবীতি মন্ত্রেণ কলশানভিমন্ত্রয়েৎ। কলশে বিন্যসেৎ পঞ্চগব্যং মন্ত্রৈর্বিশেষতঃ॥১৮১॥
ফলং পুষ্পং ন্যসেত্তত্র দ্রাবিতং কদলীজলম্। মন্ত্রয়ীত দ্বয়ং চৈতদ্যাঃ ফলিনীতি সত্তমঃ।
ঐক্ষবঞ্চ রসং বিদ্বান্ যা দিব্যেতি নিবেশয়েৎ। মন্ত্রতোয়ং ন্যসেন্মধ্যে নবকানাং সুরোত্তম।
তরৎস ইত্যৃচা বিদ্বান্ বস্ত্রপূতং সমাহিতঃ। নদীনদতড়াগোত্থৈঃ শেষাংস্তোয়ৈঃ প্রপূরয়েৎ।
অপরাজিতেন মন্ত্রেণ সর্ব্বানেবাভিমন্ত্রয়েৎ। নবেন শুক্লবস্ত্রেণ সর্ব্বানেবাভিমন্ত্রয়েৎ।

দেবসূত্রেতি। যজমান ইতি বস্ত্রার্পণাদৌ স এব কর্ত্তেতি শিষ্টসম্মত্যা জ্ঞেয়ং। এবমগ্রেঽপি। দীপার্পণে মন্ত্রশ্চ ত্বং সূর্য্যেত্যাদি। পুষ্পধূপাদ্যর্পণমন্ত্রশ্চ পূর্ব্ববতো বিশেষাভাবাৎ কেবলমিমমিত্যাদ্যেব লিখিতং॥১৮০॥ শ্রীমৎস্যোক্তচতুর্থীকর্ম্মৈব প্রতিষ্ঠা-কর্ম্মসমাপ্তৌ ক্রিয়মাণত্বাদবভৃথমিতি শ্রীহয়শীর্ষদেবেন যদুক্তং তচ্চতুর্থীকর্ম্মপ্রসঙ্গত এব লিখতি অতঃপরমিত্যাদি। বিকিরৈঃ অঙ্কুরাদিভিঃ। একাশীতিপদলিখনবিধিশ্চাগ্রে প্রাসাদাদিনির্ম্মাণপ্রসঙ্গে স্বব্যক্তো ভাবী। মধ্যম্ একাশীতিপদান্তঃ॥১৮১॥ তত্রেতি কলসে একস্মিন্ ফলপুষ্পজলমন্যস্মিংশ্চ কদলীফলজলমিতি বোদ্ধব্যং, অগ্রে স্নপনে তয়োঃ পৃথগুক্তেঃ। এতন্ন্যস্তফলপুষ্পজলং ন্যস্ত-কদলীফল

সযত্নে কুশহস্ত লইয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র জপ করিবে। "ত্বদীয় শরীর জানি না, চেষ্টাও অবগত নহি; মৎ-প্রদত্ত এই গন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক (অঙ্গে) বিলেপন কর" এই মন্ত্রে চন্দন দিবে। আরও লিখিত আছে, তৎপরে "তুমিই সূর্য্য, তুমিই নক্ষত্র, তুমিই বিদ্যুৎ, তুমিই অগ্নি, তুমিই সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিঃস্বরূপ, এই দীপ গ্রহণ কর, এই মন্ত্রে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চত্বারিংশৎসংখ্য দীপ প্রদান করিবে।

অনন্তর অবভৃথস্নান।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে দ্বিজ! অনন্তর তোমার নিকট প্রভুর অবভৃথস্নান কীর্ত্তন করি। গোময় দ্বারা যাগস্থল সম্যক্ শোধন পূর্ব্বক গন্ধোদক দ্বারা সেচন করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিবে। পরে অঙ্কুর প্রভৃতি দ্বারা ভূমি শোধন পূর্ব্বক বিতান দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হয়। অধোদিক্, ঊর্দ্ধভাগ ও পার্শ্বদেশ কুসুমমাল্যে বিভূষিত করিবে। তদনন্তর বৈষ্ণবানলে অষ্টোত্তরশত আজ্যহোম করিয়া "বিষ্ণোর্নু কং" ইত্যাদি মন্ত্রে সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। সুধী ব্যক্তি বিধানে একাশীতি পদ বিলিখন পূর্ব্বক 'আজিঘ্র" ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যে বৈষ্ণব কুম্ভ স্থাপন করিবেন। ঐ একাশীতি পদে শ্রীসূক্তমন্ত্রে কলস সকল বিন্যস্ত করিতে হয়। তদনন্তর "শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে কুম্ভে পঞ্চগব্য প্রদান

গায়ত্রীং বৈষ্ণবীং জপ্ত্বা মূলমন্ত্রং শতং জপেৎ। জপ্ত্বা ধ্যায়ন্ হরিং সম্যক্ প্রবিশ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ।
কৃষ্ণোঽসীতি চ নির্ম্মাল্যং বিম্বক্সেনায় নিক্ষিপেৎ। অর্ঘ্যং দত্ত্বা শুদ্ধবত্যা শুদ্ধোদকেন সেচয়েৎ।
অগ্নির্মূর্দ্ধেত্যুষ্ণজলৈঃ স্নাপ্য স্নানং সমাচরেৎ। গোমূত্রেণ হরিং ক্ষাল্য গোময়েন বিলেপয়েৎ।
ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ পশ্চাদ্ দধিনা তদনন্তরম্। ঘৃতেন স্নাপ্য বিধিনা ধূপং দদ্যাৎ সগুগ্গুলুম্।
প্রক্ষাল্য কোষ্ণতোয়েন ফলতোয়েন সেচয়েৎ।
স্নাপয়েৎ কদলীতোয়ৈস্তথেক্ষুরসেন চ॥ ১৮২॥
যৈর্যৈর্মন্ত্রৈর্মন্ত্রয়েত্তোয়ং তৈর্মন্ত্রৈঃ স্নাপয়েদ্ধরিম্। পঞ্চনদ্যেত্যুচা পশ্চান্নদীনদতড়াগজৈঃ।
স্নাপয়িত্বা বিধানেন বস্ত্রযুগ্মমুপাহরেৎ॥ ১৮৩॥
কার্পাসং পট্টসূত্রং বা কৌশেয়ং বাথ ভূষিতম্। বৃহস্পতেতি মন্ত্রেণ পরিধাপ্যার্চ্চয়েৎ ক্রমাৎ।
গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য পার্ষদান্ পূজয়েত্ততঃ। নিবেদয়ীত নৈবেদ্যং ভক্ষ্যভোজ্যং সুপুষ্কলম্।
পেয়ং চুষ্যং তথা লেহ্যং প্রভূতং দ্বিজসত্তম। বলিং বিনিক্ষিপেৎ পশ্চাদ্দিশাসু বিদিশাসু চ॥১৮৪
ওঁ নমঃ পার্ষদেভ্যোঽথ বলিং পীঠে বিনিক্ষিপেৎ। ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য মণ্ডলং ব্রাহ্মণেন তু।

জলং চেতি কলসদ্বয়ং। নবকানাং পদানাং মধ্যে। শেষান্ কলসান্॥ ৮২॥ উক্তগো-মূত্রাদিস্নানমন্ত্রানুদ্দিশতি যৈরিতি॥ ১৮৩। ভূষিতং গন্ধপুষ্পাদিভিরলঙ্কৃতং সম্য-মর্চ্চয়েৎ। ততঃ ভগবদর্চ্চনানন্তরং গন্ধাদিভিঃ ক্রমেণ পার্ষদান্ সমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ

করিবে। ১৮১। সুধী ব্যক্তি একটী কুম্ভে ফলপুষ্প ও অন্য একটী কুম্ভে নিষ্পাড়িত কদলীজল সন্নিবেশ করিবে এবং "যাঃ ফলিনী" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ কুম্ভদ্বয় অভিমন্ত্রিত করিয়া "যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্রে ইহাতে উক্ষুরস প্রদান করিবে। হে দেবশ্রেষ্ঠ! সমাহিত হইয়া "তরৎস" মন্ত্রে জল প্রদান করিতে হয়; অন্যান্য কুম্ভগুলি নদ নদী ও তড়াগজলে পরিপূরিত করিবে। "অপরাজিত" মন্ত্রে সমস্ত কুম্ভই অভিমন্ত্রিত করা কর্ত্তব্য। তৎপরে বিষ্ণুগায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক শতধা মূলমন্ত্র জপ করিয়া শ্রীহরিকে ধ্যান করিতে করিতে সম্যক্ পবিত্র হইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবে এবং "কৃষ্ণোঽসি" মন্ত্রে বিম্বক্সেনকে নির্ম্মাল্য দিবে। তদনন্তর অর্ঘ্য সমর্পণ পূর্ব্বক শুদ্ধোদক দ্বারা সেচন ও 'অগ্নির্মূর্দ্ধা"ইত্যাদি মন্ত্রে উষ্ণোদকে স্নান করাইতে হয়। পরে গোমূত্র দ্বারা শ্রীহরিকে প্রক্ষালন পূর্ব্বক গোময় লেপন করিতে হইবে। অনন্তর দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া বিধানে গুগ্গুলু-সমন্বিত ধূপ প্রদান করিবে। তৎপরে ঈষদুষ্ণ জল, ফলোদক, কদলীজল ও ইক্ষুরস দ্বারাই স্নান করাইতে হয়। ১৮২। যে সমস্ত মন্ত্র দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিতে হয়, সেই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা প্রভুকে স্নান করাইবে। পরে "পঞ্চনদ্য"ইত্যাদি মন্ত্রে নদনদী-তড়াগজলে স্নান করাইয়া বিধানে দুইখানি বসন অর্পণ করিবে। ১৮৩। তদনন্তর "বৃহস্পতে" ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত কার্পাসজ, পট্টসূত্রজ ও কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করাইয়া ক্রমে পূজা সম্পাদন করিবে। প্রভুর পূজা করিয়া পরে পার্ষদগণের অর্চ্চনা করিতে হইবে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তৎপরে ভূরিপরিমিত উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয়, চুষ্য ও লেহ্য নিবেদন পূর্ব্বক দিক্‌বিদিকে বলি প্রদান করিতে হয়। ১৮৪। "ওঁ নমঃ পার্ষদেভ্যঃ" মন্ত্রে

-বশ্য ভবনং ভূয়ঃ সর্ব্বমাবশ্যকং পঠেৎ। পৌরাণৈশ্চ স্তবৈঃ স্তুত্বা মহাপুরুষপূর্ব্বকৈঃ।
দণ্ডবৎ প্রণমেৎ পশ্চাৎ নৃত্যগীতাদি কারয়েৎ। দদ্যাৎ সুবর্ণং গাং বস্ত্রং দক্ষিণাং দেশিকায় তু।
বৈষ্ণবান্ পূজ্য শক্ত্যা তু ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাম্। আচার্য্যং তোষ্য যত্নেন সন্ধ্যায়াং বলিমাহরেৎ।
বলিকর্ম্মবিধিশ্চায়ং হয়শীর্ষে চ বিস্তরাৎ। উক্তোঽত্রিব্যক্তমেকত্র জ্ঞেয়স্তৎ পঞ্চরাত্রতঃ॥১৮৫॥

অথ হোমসমাধানম্।

স্বস্বগৃহোক্তবিধিনা সমুপাধ্যায় পাবকম্। পর্য্যুক্ষ্য ত্রির্ব্যাহৃতিভির্দ্দদ্যাদাহুতিকং বুধঃ।
তারেণাথাগ্নিমভ্যুক্ষ্য গায়ত্র্যাহুতিপঞ্চকম্। হুত্বৈকবৈষ্ণবেনৈবং জুহুয়াদ্বারপঞ্চকম্।
ততো ব্যাহৃতিভির্হুত্বা দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ। হুত্বা পূর্ণাহুতিং বিদ্বান্ কুশকুণ্ডীং সমাপয়েৎ॥১৮৬

অথ যজমানাভিষেকঃ।

আভিষেচনিকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ শান্তিকুম্ভাম্ভসা ততঃ। আচার্য্যাদ্যা দ্বিজাঃ কুর্য্যুর্যজমানাভিষেচনম্॥১৮৭॥
মাৎস্যে।—

অনেন বিধিনা কৃত্বা সপ্তরাত্রমহোৎসবম্। দেবকুম্ভৈস্ততঃ কুর্য্যাদ্যজমানাভিষেচনম্
চতুর্ভিরষ্টভির্বাপি দ্বাভ্যামেকেন বা পুনঃ। সপঞ্চরত্নকনকৈঃ সিতবস্ত্রাববেষ্টিতৈঃ।
দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রেণ সাম্না চাথর্ব্বণেন চ। অভিষেকে ইমে মন্ত্রা নবগ্রহমখে স্মৃতাঃ॥১৮৮॥

পূজয়েৎ। প্রভূতং প্রচুরং॥১৮৪॥ বলিমাহরেদিতি বলিদানবিধিরপেক্ষিতস্তত্র লিখতি বলীতি। তস্য হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রতঃ বিস্তরেণ সুব্যক্তমেকত্রৈবোক্ত্যা সুজ্ঞেয়ত্বাদত্র চ গ্রন্থবিস্তারভয়ান্ন লিখতি ইতি ভাবঃ॥১৮৫॥ মাৎস্যাদ্যনুক্তমপি হোমসমাধানং যুক্তত্বাচ্ছিষ্টসম্মত্যা লিখতি স্বস্বেতি। পাবকমেব পর্য্যুক্ষ্য এবং লিখিতপ্রকারেণ একেন বৈদিকবৈষ্ণবেন বারপঞ্চকং জুহুয়াৎ। তদনন্তরং ব্যাহৃতিভিঃ সকৃৎ হুত্বা দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূর্ণাহুতিং হুত্বা॥১৮৬॥
ভবিষ্যে চাভিষেকমন্ত্রাশ্চাগ্রে ব্যক্তা ভবিষ্যন্তি॥১৮৭॥ দেবস্য কুম্ভৈঃ দেবো যৈঃ স্নাপিতঃ

পীঠে বলি দিয়া মণ্ডল প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দ্বিজাতি সহ পুনরায় গৃহে প্রবেশ করত আবশ্যকমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর মহাপুরুষপূর্ব্বিকা পৌরাণিকী স্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া দণ্ডবৎ প্রণতি ও নৃত্যগীতাদি সম্পাদন করিতে হয়। তৎপরে আচার্য্যকে স্বর্ণ, ধেনু ও বসন দক্ষিণা দিয়া শক্ত্যনুসারে বৈষ্ণবগণের অর্চ্চনা পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণকে দক্ষিণা দিবে। তদনন্তর আচার্য্যের তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক সযত্নে সন্ধ্যাকালে বলি আহরণ করিতে হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে এই বলিকর্ম্মবিধি সবিস্তর বর্ণিত আছে, তথায় এক স্থানেই সমস্ত জানিতে পারা যায়; (গ্রন্থবিস্তারভয়ে এখানে তাহা লিখিত হইল না)। ১৮৫।

অনন্তর হোমসমাধান।—সুধী ব্যক্তি স্বস্ব গৃহোক্ত বিধানে বহ্নি স্থাপন করিয়া পর্য্যুক্ষণপূর্ব্বক ব্যাহৃতিহোম করিবেন। পরে প্রণবযোগে বহ্নিকে অভ্যুক্ষণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত পঞ্চাহুতি ও একটী বৈদিক বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা পাঁচটী আহুতি প্রদান করিবেন। তৎপরে সুধী ব্যক্তি একবার ব্যাহৃতিহোম করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক কুশণ্ডিকা সম্পাদন করিবেন॥১৮৬॥

অনন্তর যজমানাভিষেক।—তৎপরে আচার্য্য ও অন্যান্য দ্বিজাতিরা আভিষেচনিক মন্ত্রে

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।—

প্রাঙ্মুখং যজমানন্তু স্নাপয়িত্বা যথাবিধি। ফলং সমর্পয়েত্তস্মৈ পরিতুষ্টমনা গুরুঃ॥ ১৮৯

পুনরাচার্য্যাদিসম্মাননম্।

যজমানোঽভিষিক্তঃ সন্ দেবমভ্যর্চ্চ্য শক্তিতঃ। আচার্য্যং পূজয়িত্বাস্মৈ প্রতিষ্ঠাদ্রব্য ...

মাৎস্যে।—

সিতাম্বরধরঃ স্নাত্বা দেবং সংপূজ্য যত্নতঃ। স্থাপকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।

যজ্ঞভাণ্ডানি সর্ব্বাণি মণ্ডপোপস্করাদিকম্। যচ্চাস্য দয়িতং গেহে তদাচার্য্যায় দাপয়েৎ।

সুপ্রসন্নে গুরৌ যস্মাৎ তৃপ্যন্তি সর্ব্বদেবতাঃ॥ ১৯০॥

হয়শীর্ষে।—

যাগোপযোগিদ্রব্যাণি সর্ব্বাণ্যস্মৈ নিবেদয়েৎ। স্নানীয়মণ্ডপোপেতং সর্ব্বোপস্করণাদিকম্।

মূলযজ্ঞগৃহং দদ্যাদাচার্য্যায় তথাপরম্॥ ১৯১॥

তৈরেব প্রসাদরূপৈঃ কলসৈরিত্যর্থঃ। আভিষেচনিকসাম্নাথর্ব্বণেন চ মন্ত্রেণ। নবগ্রহমখে মন্ত্রঃ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদয়ঃ। তৈশ্চ যজমানাভিষেচনং কুর্য্যাদিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ॥১৮৮॥ ফলং কিঞ্চিন্মঙ্গলাত্মকং ফলং পুণ্যং বা প্রতিষ্ঠিতদেবং বা॥ ১৮৯॥

শক্তিতঃ নিজশক্ত্যনুসারেণাচার্য্যং পূজয়িত্বা বস্ত্রভূষণদানাদিনা সংমান্য। অস্মৈ চাচার্য্যায়ঃ যচ্চাচার্য্যস্য দয়িতং স্বগৃহে তিষ্ঠেৎ তদপি দদ্যাৎ॥ ১৯০॥ তথাপরং পরমপি কলসাদিমণ্ডপং।

শান্তিঘটের জল দ্বারা যজমানকে অভিষিক্ত করিবেন। ১৮৭। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, এইপ্রকার বিধানে সপ্তাহ মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক দেবকুম্ভস্থ জল দ্বারা (যে সমস্ত কুম্ভের জলে দেবতাকে স্নান করাইয়াছেন, তদ্দ্বারা) যজমানকে অভিষেক করিবে। চারিটী, আটটী, দুইটী অথবা একটী কুম্ভের জল দ্বারাও অভিষেক হইতে পারে। ঐ সকল কুম্ভে পঞ্চরত্ন ও স্বর্ণ প্রদান পূর্ব্বক উহা শ্বেত বস্ত্রে বেষ্টিত করিতে হয়। "দেবস্য ত্বা" এই মন্ত্রে কিংবা সামবেদমন্ত্রে, অথবা আথর্ব্বণ মন্ত্রে কিংবা নবগ্রহযজ্ঞে "সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি যে সকল মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সমস্ত মন্ত্রে যজমানের অভিষেক সম্পাদন করিতে হয়।১৮৮। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, গুরুদেব প্রীতমনে বিধানে পূর্ব্বাভিমুখে যজমানকে স্নান করাইয়া মঙ্গলাত্মক ফল (বা পুণ্য) প্রদান করিবেন। ১৮৯।

পুনরায় আচার্য্যদিগের সম্মাননা।—যজমান অভিষিক্ত হইয়া শক্ত্যনুসারে দেবপূজা করত আচার্য্যের অর্চ্চনা করিয়া প্রতিষ্ঠার যাবতীয় দ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করিবেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, শুক্লাম্বর ধারণ, স্নান ও সযত্নে দেবার্চ্চনা করিয়া ভক্তি সহকারে বসন, ভূষণ দ্বারা স্থাপকের অর্চ্চনা করিতে হয়। পরে সমস্ত যজ্ঞপাত্র, মণ্ডপের উপস্কর (শিল্পসামগ্রীসমূহ) এবং গৃহমধ্যস্থ আচার্য্যপ্রিয় যাবতীয় বস্তু তাঁহাকে প্রদান করিবে। কেন না, গুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতারই তুষ্টি সম্পাদিত হয়। ১৯০। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, যাগোপযুক্ত সামগ্রী সকল আচার্য্যকে প্রদান করিবে এবং স্নানমণ্ডপস্থিত সমস্ত উপকরণাদি,

ততঃ প্রতিষ্ঠাং কুর্ব্বীত দ্বারপ্রাসাদয়োর্ব্বুধঃ। বিজ্ঞায় শ্রীহয়গ্রীবপঞ্চরাত্রাচ্চ তদ্বিধিম্ ॥১৯২

অথ ধ্বজারোপণম্ :

তত্রৈব।—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ধ্বজারোপমনুত্তমম্। যৎ কৃত্বা পুরুষঃ সম্যক্ সমগ্রং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥১৯৩॥
যাতুধানা গুহ্যকাশ্চ কুষ্মাণ্ডাঃ খেচরাস্তথা। বিঘ্নয়ন্ত্যমরশ্রেষ্ঠ ধ্বজহীনং সুরালয়ম্ ॥
ধ্বজেন রহিতে বিপ্রে প্রাসাদে তু বৃথা ভবেৎ। পূজাহোমাদিকং সর্ব্বং জপাদ্যং যৎ কৃতং বুধৈঃ।
রক্ষণেন বিনা যদ্বৎ ক্ষেত্রং নশ্যেত ক্ষেত্রিণাম্। ধ্বজং বিনা দেবগৃহং তথা নশ্যেত সর্ব্বথা ॥
রুদ্রস্য পার্ষদাঃ ক্রূরাঃ কুষ্মাণ্ডাদ্যাশ্চ যে স্মৃতাঃ। পূজাদিকন্তু গৃহ্নন্তি দৈবং দৃষ্ট্বা নরক্ষিতম্ ॥১৯৪॥
দৃষ্ট্বা ধ্বজং তু দেবস্য জলজ্জ্বলনবর্চ্চসম্। নশ্যন্তি তদ্বিয়ৈবার্করশ্মিক্ষিপ্তং তমো যথা ॥

১৯২ ॥ শ্রীহয়শীর্ষদেবেন প্রতিষ্ঠাপঞ্চকাখ্যানে বলিদানপটলানন্তরং দ্বারপ্রাসাদয়োঃ প্রতিষ্ঠা-প্রকারশ্চোক্তোঽস্তি। স চ বলিদানবিধিস্তেনৈব সুব্যক্তমেকত্রৈব বিস্তরেণ দর্শিতোঽস্তীতি সুজ্ঞেয়ত্বাদ্গ্রন্থবিস্তরভয়াচ্চ তং পূর্ব্বাদলিখিত্বা সমাসেন দর্শয়তি তত ইতি। কুর্ব্বীতেতি দ্বারস্য প্রাসাদস্য চ প্রতিষ্ঠায়া আবশ্যকত্বং দর্শিতং। নমু তর্হি তত্তদ্বিধিলিখ্যতাং তত্র লিখতি বিজ্ঞা-য়েতি। তস্যা দ্বারপ্রাসাদপ্রতিষ্ঠায়া বিধিং। তত্র দ্বারপ্রতিষ্ঠা প্রথমমেকেন পটলেনৈবো ক্তোঽস্তি। প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা চ হৃৎপ্রতিষ্ঠাপটলে। যতঃ প্রাসাদপ্রতিষ্ঠৈব হৃৎপ্রতিষ্ঠেতি। তথা চ তত্রৈব।—অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রতিষ্ঠাং বেদনির্ম্মিতাং। প্রাসাদস্য মহাভাগ হৃৎপ্রতিষ্ঠেতি বিশ্রুতামিতি ॥ ১৯২ ॥

যদ্যপি ধ্বজারোপণস্য বিধিরপি তেনৈকত্রৈব বিস্তরেণ সুব্যক্তমুক্তোঽস্তি, তথাপি তস্য মাহাত্ম্যবিশেষাৎ পরমনিত্যত্বাচ্চ তং বিশেষতো লিখতি অতঃপরমিত্যাদিনা। সমগ্রং সংপূর্ণং, প্রতিষ্ঠাপ্রাসাদনির্ম্মাণাদিফলং সম্যক্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৩ ॥ দৈবং দেবগৃহং ন রক্ষিতং ধ্বজা-রোপণেনারক্ষিতং দৃষ্ট্বা। যদ্বা। দৈবং দেবোদ্দেশেন কৃতমপি পূজাদিকং গৃহ্নন্তি বলাদাচ্ছিদ্য ভুঞ্জতে। বিঘ্নন্তি ইতি পাঠে বিঘ্নয়ন্তি। ন গৃহ্নন্তীতি বা পাঠঃ। ততশ্চ যে বিষ্ণুপার্ষদা যে চ কুষ্মাণ্ডাদ্যাঃ ক্রূরাস্তেঽপি ন স্বীকুর্ব্বন্তি। অন্যৎ সমানং। দ্বিতীয়পাঠশ্চায়ং চিন্ত্যঃ ॥ ১৯৪ ॥ বিম্বং শ্রীমূর্ত্তিং

মূল যুক্তায়তন ও কলসাদি মণ্ডপও আচার্য্যকে অর্পণ করিতে হয়। ১৯১। তৎপরে সুধী ব্যক্তি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত প্রতিষ্ঠাবিধি বিদিত হইয়া দ্বারপ্রতিষ্ঠা ও প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিবেন। ১৯২।

অনন্তর ধ্বজারোপণ।—উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে, অতঃপর অত্যুত্তম ধ্বজারোপণবিষয় কীর্ত্তন করি। এই কার্য্য দ্বারা মানব সম্যক্ সমগ্র ফল লাভ করিতে পারেন। ১৯৩। হে দেবসত্তম! দেবালয় ধ্বজাহীন হইলে যাতুধান, গুহ্যক, কুষ্মাণ্ডক ও খেচরেরা সেই দেবগৃহের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রাসাদে ধ্বজারোপণ পূর্ব্বক উহার রক্ষা বিধান না করিলে বুধগণ-কৃত পূজাহোমাদি সমস্তই বিফল হয়। রক্ষণ ব্যতীত ক্ষেত্রীর ক্ষেত্র যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ধ্বজারোপণ না করিলে দেবমন্দিরও সেইরূপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ধ্বজারহিত দেব গৃহে

প্রাসাদবিম্বদ্রব্যাণাং যাবন্তঃ পরমাণবঃ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি তৎকর্ত্তা বিষ্ণুলোকভাক্॥
এতৎ পুণ্যং কোটিগুণং ভবেদারোপিতে ধ্বজে। কুষ্মাণ্ডবেদী-বিম্বানাং ভ্রমণাদ্বায়ুনানঘ।
কণ্ঠস্য বেষ্টনাৎ জ্ঞেয়ং ফলং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ১৯৫॥
ধ্বজং নিবেশয়েদ্দণ্ডে দিশাসু বিদিশাসু চ। সূত্রাত্মানং বিজানীহি ধ্বজদণ্ডং ব্যবস্থিতম্॥১৯৬॥
চিচ্ছক্তিং বিদ্ধি তস্যৈব ধ্বজরূপাং চলাননাম্। পতাকাং প্রকৃতিং বিদ্ধি দণ্ডং পুরুষবিগ্রহম্॥
প্রাসাদং বাসুদেবস্য মূর্ত্তিভূতং নিবোধ মে। ধারণাদ্ধরণীং বিদ্ধি আকাশং শুষিরাত্মকম্॥
তেজস্তৎপাদজং বিদ্ধি বায়ুস্পর্শগতং তথা। পাষাণাদিম্বেব জলং পার্থিবং পৃথিবীগুণম্।
প্রতিশব্দোত্তরং শব্দং স্পর্শং স্যাৎ কর্কশাত্মকম্। শুভ্রাদিকং ভবেদ্রূপং রসমাত্মনিদর্শনম্॥
ধূপাদিগন্ধো গন্ধস্তু বাগ্গীতাদিষু সংস্থিতা। শুকনাসা স্মৃতা নাসা বাহু ভদ্রকরৌ স্মৃতৌ।
শিরস্ত্বণ্ডং নিগদিতং কলসং মূর্দ্ধজং স্মৃতম্। কণ্ঠং কণ্ঠমিতি জ্ঞেয়ং স্কন্ধং বেদী নিগদ্যতে॥
পায়ূপস্থে প্রণালে তু ত্বক্ সুধা পরিকীর্ত্তিতা। মুখং দ্বারং ভবেদস্য প্রতিমা জীব উচ্যতে॥
তচ্ছক্তিং পিণ্ডিকাং বিদ্ধি প্রকৃতিঞ্চ তদাকৃতিম্। নিশ্চলত্বং তু গর্ভোঽস্য অধিষ্ঠাতাস্য কেশবঃ।
এবমেষ হরিঃ সাক্ষাৎ প্রাসাদত্বেন সংস্থিতঃ॥ ১৯৭॥
জঙ্ঘাস্তেঽস্য শিবঃ জ্ঞেয়স্তং স্কন্ধান্তে ব্যবস্থিতঃ। ঊর্দ্ধভাগে স্থিতো বিষ্ণুরেবমেতদবস্থিতম্॥
এবং স্থিতস্য চৈতস্য প্রাসাদস্য যথাবিধি। প্রতিষ্ঠাং ধ্বজরূপেণ শৃণু মে সাম্প্রতং স্ফুটম্॥

প্রাসাদবিম্বয়োঃ শিলাদিদ্রব্যাণাং॥ ১৯৫॥ দণ্ডং প্রাসাদোপরিতনভাগবিশেষঃ তস্মিন্॥ ১৯৬॥
মূর্ত্তিভূতং বিগ্রহস্বরূপং। যদ্বা পুরুষরূপং মে মত্তো নিবোধ শৃণু। এতদেব পঞ্চভূতময়ত্বাদি

দশন পূর্ব্বক কুষ্মাণ্ডাদি ক্রূর রুদ্র পার্ষদগণ তত্রত্য পূজা গ্রহণ (হরণ) করেন। ১৯৪। সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা যেমন অন্ধকার ধ্বংস হয়, বহ্নিবৎ তেজোময় দেবধ্বজ দর্শন করিয়া ক্রূরগণও তদ্রূপ ভয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাসাদে ও শ্রীমূর্ত্তির শিলাদি-দ্রব্যে যতসংখ্য পরমাণু বিদ্যমান থাকে, তত সহস্র বর্ষ বিষ্ণুধামে তত্তন্নির্ম্মাণকর্ত্তার বাস হয়। প্রাসাদে ধ্বজারোপণ করিলে উক্ত পুণ্য অপেক্ষা কোটিগুণ ফল লাভ করিতে পারে। হে অনঘ! বায়ুবশে শ্রীমূর্ত্তির অধিষ্ঠিত প্রাসাদোপরি ধ্বজা পরিভ্রামিত হইয়া কণ্ঠদেশ (প্রাসাদোপরিভাগ) বেষ্টন করিলে কোটিগুণ পুণ্যসঞ্চার হয়। ১৯৫। দিক্‌বিদিকে দণ্ডে (প্রাসাদোপরিতনভাগে) ধ্বজ সন্নিবেশ করিবে। ব্যবস্থিত ধ্বজদণ্ডই সূত্রাত্মা বলিয়া জ্ঞেয়। ১৯৬। ধ্বজরূপিণী চঞ্চল-মুখাকেই প্রভুর চিৎশক্তি, পতাকাকে প্রকৃতি ও দণ্ডকে পুরুষবিগ্রহস্বরূপ জানিবে। প্রাসাদই শ্রীহরির মূর্ত্তিস্বরূপ, তদ্বিষয় বলি অবধান কর। ধারণ বশতঃ ধরণী, শুষিরকে (ছিদ্রকে) আকাশ, তেজকে চরণজ, বায়ুকে স্পর্শগত, পাষাণাদিকে জল, পার্থিবকে পৃথ্বীগুণ, প্রতিশব্দের উত্তরকে শব্দ, কর্কশাত্মককে স্পর্শ, শুভ্রাদিকে রূপ, আত্মনিদর্শনকে রস, ধূপ প্রভৃতির গন্ধকে গন্ধ, গীতাদিকে বাক্য, শুকনাসিকাকে নাসিকা, বাহুযুগলকে শুভকর, অণ্ডকে মস্তক, কুম্ভকে কেশ, কণ্ঠকে কণ্ঠ, বেদীকে স্কন্ধ, প্রণালীকে পায়ু ও উপস্থ, ত্বক্‌কে অমৃত, দ্বারকে বদন, প্রতিমাকে জীব, পিণ্ডিকাকে চিৎশক্তি, তদাকৃতিকে প্রকৃতি, অচলত্বকে গর্ভ ও ইহার অধিষ্ঠাতাকে কেশব

পূর্ব্বে দেবাসুরে যুদ্ধে বিজয়ার্থং তদামরৈঃ। কৃত্বা লক্ষ্মাণি হ্যুপরি বাহনাদ্যায়ুধানি চ ॥ ১৯৮ ॥
জিতং দৈত্যবলং সর্ব্বং তদাদৌ ধ্বজসংস্থিতিঃ। অতোর্দ্ধং কলসং ন্যস্য তদূর্দ্ধং বিন্যসেদ্ধ্বজং ॥১৯৯
বিম্বার্দ্ধমানং চক্রং তু ত্রিভাগেনাথ কারয়েৎ। দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং জ্যেষ্ঠং কনিষ্ঠং হ্রষ্টহানিতঃ॥
প্রতিমাতুর্য্যভাগেন কারয়েদ্বা সুদর্শনম্। লোহজং শৈলজং বাপি কারয়েচ্চিহ্নপূর্ব্বকম্ ॥
অষ্টারং দ্বাদশারং বা মধ্যে মূর্ত্তিসমন্বিতম্। নারসিংহেন রৌদ্রেণ বিশ্বরূপেণ বা পুনঃ ॥
দ্বারস্য দৈর্ঘ্যাদ্দ্বিগুণং দণ্ডং বা পরিকল্পয়েৎ। ধ্বজযষ্টির্দেবগৃহে ঐশান্যাং দিশি দেশিকৈঃ।
বায়ব্যে স্থাপনীয়া বা সাংপ্রতং ধ্বজ উচ্যতে। পট্টকার্পাসক্ষৌমাদ্যৈর্ধ্বজং কুর্য্যাৎ সুশোভনম্।
একবর্ণং বিচিত্রং বা ঘণ্টাচামরভূষিতম্। কিঙ্কিণীজালিকোপেতং বর্হিপত্রবিভূষিতম্ ॥
শুক্লাদিবর্ণৈর্ব্বিপ্রাদিঃ ক্রমাদ্বা কারয়েদ্ধ্বজম্। দণ্ডাগ্রাদ্ধরণীং যাবদ্ধস্তৈকং বিস্তরেণ তু ॥
মহাধ্বজস্তু বিখ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্। তুর্য্যাংশহীনা বিখ্যাতা ধ্বজা সুরগণার্চ্চিতা।
ধ্বজিকার্দ্ধেন বিজ্ঞেয়া পতাকা মানবর্জ্জিতা। বিস্তারেণ ধ্বজা কার্য্যা বিংশত্যঙ্গুলসম্মিতা।
ষোড়শাঙ্গুলমানেন ধ্বজিকা বিস্তরাৎ স্মৃতা। অধিবাস্য বিধানেন চক্রং দণ্ডং ধ্বজং তথা ॥
দেববৎ সকলং কৃত্বা মণ্ডপস্নপনাদিকম্। নেত্রোন্মীলনকং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বমাচরেৎ।
অধিবাসয়েত বিধিনা শয্যায়াং স্থাপ্য দেশিকঃ। ততঃ সহস্রশীর্ষেতি সূক্তং চক্রে ন্যসে দ্বুধঃ।
তথা সৌদর্শনং মন্ত্রং মনস্তত্ত্বং নিবেশয়েৎ। মনোহংসুরূপেণাস্যৈব সঞ্জীবকরণং শুভম্।
অরেষু মূর্ত্তয়ো ন্যস্যাঃ কেশবাদ্যাঃ সুরোত্তম। নাভ্যক্ষপ্রধিনেমীষু ন্যসেত্তত্ত্বানি দেশিকঃ ॥
নারসিংহং বিশ্বরূপমক্ষমধ্যে নিবেশয়েৎ। সকলং বিন্যসেদ্দণ্ডে সূত্রাত্মানং সজীবকম্।

বিবিচ্য দর্শয়তি ধারণাদিতি সার্দ্ধৈঃ ষড়্ভিঃ ॥ ১৯৭ ॥ ব্বং ব্রহ্মা ॥ ১৯৮ ॥ তদাদৌ তত আরভ্যোত্যর্থঃ। ধ্বজস্য সংস্থিতিঃ প্রবৃত্তিঃ ॥ ১৯৯ ॥ অথেতি বিকল্পে বিম্বতৃতীয়ভাগেন কারয়েৎ।

বলিয়া জানিবে। হরিই সাক্ষাৎ প্রাসাদরূপে সংস্থিত। ১৯৭। ইহার জঙ্ঘাদেশে মহাদেব, স্কন্ধপ্রান্তে ব্রহ্মা ও উর্দ্ধদেশে হরি অধিষ্ঠান করেন। এইরূপে সংস্থিত প্রাসাদের যথাবিধি ধ্বজরূপ প্রতিষ্ঠা মৎসকাশে শ্রবণ কর। পুরাকালে সুরাসুর-সংগ্রামে বিজয়লাভার্থ অমরগণ ধ্বজারোপণ পূর্ব্বক বাহন ও আয়ুধচিহ্ন ধারণ করিয়া দৈত্যসেনা জয় করিয়াছিলেন, তদবধিই ধ্বজের উদ্ভব হইয়াছে। প্রাসাদের উপরিভাগে উর্দ্ধে কলস স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি ধ্বজারোপণ করিতে হয়। ১৯৮-১৯৯। শ্রীমূর্ত্তির অর্দ্ধাংশ বা তৃতীয়াংশ পরিমাণে চক্র (সুদর্শন) প্রস্তুত করিবে। দ্বাত্রিংশদঙ্গুল পরিমাণ হইলেই তাহা প্রধান এবং অষ্টাঙ্গুল হইলে অধম। প্রতিমার চতুর্থাংশ পরিমাণেও চক্র প্রস্তুত হয়। এই চক্র লৌহ বা শৈল দ্বারা প্রস্তুত করিবে এবং যথাবিহিত চিহ্নবিশিষ্ট করিতে হয়। ইহা অষ্ট বা দ্বাদশ কোণবিশিষ্ট হইবে। ইহার মধ্যে ভীষণ নৃসিংহমূর্ত্তি বা বিশ্বরূপমূর্ত্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। দণ্ডের পরিমাণ দ্বারের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। দেবমন্দিরে ঈশান বা বায়ুকোণে ধ্বজযষ্টি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। অধুনা ধ্বজের বিষয় বর্ণন করি। পট্ট, কার্পাস বা ক্ষৌমবসন দ্বারা ধ্বজা নির্ম্মাণ করিবে। উহা একবর্ণ বা নানাবর্ণও হইতে পারে এবং ঘণ্টা-চামরালঙ্কৃত, কিঙ্কিণী-মালাসমন্বিত ও ময়ূরবর্হে

নিষ্কলং পরমাত্মানং ধ্বজে ধ্যায়ন্ ন্যসেদ্ধরিম্। তচ্ছক্তিং ব্যাপিনীং ধ্যায়েদ্ ধ্বজাত্মরূপাং চলাননাম্।
ততো মণ্ডপমধ্যে তু স্থাপ্য পূজা যথাবিধি। পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন হোমং কুণ্ডেষু কারয়েৎ॥
ততঃ প্রভাতসময়ে মূর্ত্তিপৈঃ সহ দেশিকঃ। কলসে স্বর্ণসকলং ন্যস্য রত্নানি পঞ্চ চ।
স্থাপয়েচ্চক্রমন্ত্রেণ স্বর্ণচক্রমধস্ততঃ। পাদেন তু সংপ্লাব্য নেত্রপট্টেন স্থাপয়েৎ॥
ততো নিবেশয়েচ্চক্রং দ্বাদশারং সুদর্শনং। দুর্নিরীক্ষ্যং সুরৈর্দৈত্যৈর্ভ্রমদ্বহ্নিস্ফুলিঙ্গকম্॥
তন্মধ্যে চিন্তয়েদ্দেবং নৃসিংহং দৈত্যনির্দ্দলম্। স্ফুরৎ-সৌদামনীজিহ্বং জ্বলজ্জ্বলনকেশরম্।
দীপ্তার্কনয়নং চন্দ্রকোটিভাস্বরদংষ্ট্রিণং। তপ্তস্য তপনীয়স্য সদৃশং পুরুষাননম্॥
সর্ব্বদুষ্টহরং দেবং দুষ্প্রেক্ষ্যং দেবদানবৈঃ। সর্ব্ববর্ণান্তবীজেন চতুর্দ্দশযুতেন চ॥
বিন্দুনালঙ্কৃতেনাদৌ প্রণবেনাপ্লুতেন চ। অন্তে প্রণতিযুক্তেন স্থাপয়েদ্দুষ্টনাশনম্॥
ততো ধ্বজং গৃহীত্বা তু যজমানঃ সবান্ধবঃ। প্রদক্ষিণং তু কুর্ব্বীত তূর্য্যমঙ্গলনিস্বনৈঃ॥
ততো নিবেশয়েদ্দণ্ডং মন্ত্রেণাষ্টাক্ষরেণ তু। মুঞ্চামি ত্বেতি সূক্তেন ধ্বজং মুঞ্চেদ্বিচক্ষণঃ।
দধিভক্তযুতে পাত্রে ধ্বজস্যাগ্রং নিবেশয়েৎ। ধ্রুবাদ্যেন ফড়ন্তেন ধ্বজং মন্ত্রেণ পূজয়েৎ॥
শিরস্যাধায় তৎপাত্রং নারায়ণমনুস্মরন্। মুক্তমাত্রে ধ্বজে দদ্যাৎ জীবমাচার্য্যসত্তমঃ॥
প্রভিন্নং কুঞ্জরং দদ্যাৎ অশ্বং বা লক্ষণান্বিতম্। দাসং বা পেশলং বাপি দাসীং বালসবর্জ্জিতাম্,
মহাশৃঙ্গীং প্রদদ্যাত্তু গ্রামঞ্চ গুরুতুষ্টয়ে। আচার্য্যং ভোজয়িত্বা তু মূর্ত্তিপান্ পূজয়েদ্বুধঃ।
সুবর্ণবস্ত্রদানেন বৈষ্ণবানপি পূজয়েৎ। অনিবারিতমন্নাদং সর্ব্ববর্ণেষু কারয়েৎ।
ততো নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ বলিং দদ্যাত্তথা পুনঃ। কুর্য্যাদ্যো দেবসদনে ধ্বজং বিধিবিধানতঃ॥

অন্যৎ সুগমং। হয়শীর্ষোক্তেন সুব্যক্তেন বিধিনেতি তদুক্তং পঞ্চরাত্রে তদ্বিধিরত্যন্তস্ফুটত্বয়া

সমলঙ্কৃত হইবে। বিপ্রাদি বর্ণচতুষ্টয় যথাক্রমে শ্বেতাদিবস্ত্রে ধ্বজা প্রস্তুত করাইবেন। যদি ধ্বজা দণ্ডের অগ্রদেশ হইতে মৃত্তিকা যাবৎ একহস্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে উহাকে মহাধ্বজা বলা যায়। এই শুভকর ধ্বজ সর্ব্বকামপ্রদ। হে সুরগণবন্দ্য! মহাধ্বজ চতুর্থাংশ ন্যূন হইলেই তাহাকে ধ্বজা, অর্দ্ধাংশ প্রমাণ হইলে ধ্বজিকা ও পরিমাণহীন হইলেই পতাকা কহে। ধ্বজার বিস্তৃতি বিংশত্যঙ্গুল এবং ধ্বজিকার বিস্তৃতি ষোড়শাঙ্গুল করা কর্ত্তব্য। দেববৎ চক্র দণ্ড ও ধ্বজেরও বিধানে অধিবাসন করিয়া মণ্ডপস্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক মণ্ডপস্নপন ও নেত্র উন্মীলন করত পূর্ব্বকথিত যাবতীয় কার্য্য নিষ্পাদন করিবে। তৎপরে গুরুদেব শয্যায় চক্র স্থাপন পূর্ব্বক বিধানে অধিবাসন করিবেন। পরে সুধী ব্যক্তি "সহস্রশীর্ষা" মন্ত্রে চক্রে মন্ত্রন্যাস করিয়া মনস্তত্ত্বরূপ সুদর্শনমন্ত্র সন্নিবেশ করাইবেন। চিত্তাহ্বরূপে উহার সজীবকরণও সম্পাদন করিতে হয়। হে দেবশ্রেষ্ঠ! সমস্ত কোণে কেশবাদি মূর্ত্তিসমূহ ন্যাস করিবে। গুরুদেব নাভি, অক্ষ ও নেমি-মূলে তত্ত্বন্যাস করিবেন। অক্ষাভ্যন্তরে নরসিংহ ও বিশ্বরূপকে সন্নিবেশ করিতে হয়। দণ্ডে সজীব সূত্রাত্মন্যাস করিয়া নিষ্কল পরমাত্মা হরিকে চিন্তা করত ধ্বজে ন্যাস করিতে হইবে। পরে ধ্বজ-রূপিণী, ব্যাপিকা, চঞ্চলমুখী তৎশক্তির ধ্যান করা কর্ত্তব্য। তৎপরে বিধানে স্নান ও অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বকথিত নিয়মে কুণ্ডসমূহে হোম করিতে হয়। তদনন্তর প্রাতঃকালে গুরুদেব মূর্ত্তি-

তস্য স্যাদক্ষয়ো লোকো বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ। কদাচিদ্‌যদি মানুষ্যলোকমায়াতি স্বেচ্ছয়া॥
তদা সর্ব্বেষু ভূতেষু ধ্বজীভূতঃ প্রকাশতে। আধারভূতঃ সর্ব্বেষাং বন্ধূনাং ধনিনাং তথা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধ্বজং কুর্য্যাৎ সুরালয়ে। ধ্বজে যষ্টিপ্রদানেন বপুষ্মান্ জায়তে নরঃ।
ধ্বজমানেন চাপ্নোতি লোকং শক্রস্য দুর্ল্লভম্॥ ইতি॥
অথ লক্ষ্যাঃ সুপর্ণাদিপরিবারগণস্য চ। প্রতিষ্ঠাং হয়শীর্ষোক্তসুব্যক্তবিধিনাচরেৎ॥ ২০০॥
সর্ব্বমেতাং প্রতিষ্ঠাঞ্চ বিপ্রেণ বিদুষা সতা। গৃহিণা বৈষ্ণবেনৈব কারয়েন্নেতরেণ তু॥২০১॥

বর্ত্তত ইতি তল্লিখনবিস্তরেণালমিতি পূর্ব্ববদভিপ্রায়ঃ॥২০০॥ বিদুষা প্রতিষ্ঠাবিধ্যভিজ্ঞেন। সতা সুশীলেন। ন তু ইতরেণ লিখিতাদন্যেদ কারয়েৎ। যদ্যপি পূর্ব্বমাচার্য্যলক্ষণলিখনেনৈতদ্বোধি-

---

রক্ষকগণের সহিত মিলিত হইয়া কুম্ভে কাঞ্চনখণ্ড ও পঞ্চরত্ন প্রদান পূর্ব্বক চক্রমন্ত্রে স্থাপন করিবেন। তৎপরে অধোভাগে পারদ দ্বারা সুবর্ণচক্রকে সংপ্লাবিত করিয়া সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা স্থাপন করিতে হয়। অনন্তর দেব-দানব-দুর্নিরীক্ষ্য, অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমন্বিত, দ্বাদশকোণ সুদর্শনচক্র সন্নিবেশ করিবে। পরে ঐ চক্রমধ্যে দেবদেব হরিকে চিন্তা করিতে হয়। তিনি দৈত্যনিসূদন, স্ফুরৎ-সৌদামিনীজিহ্ব, বহ্নিবৎ প্রদীপ্ত কেশরবান্, প্রজ্বলিত-সূর্য্যনেত্র, কোটি চন্দ্রবৎ তেজোময় দর্শনে বিরাজিত, তপ্ত তপনীয়বৎ পরুষানন, সর্ব্বদুষ্টজন নাশন ও সুরাসুর কর্ত্তৃক দুর্নিরীক্ষ্য। সর্ব্ববর্ণান্ত (ক্ষ) ও চতুর্দ্দশস্বর (ঔ) সমন্বিত, বিন্দু (ং) দ্বারা বিভূষিত, এবং প্রথমে প্রণব (ওঁ) যুক্ত ও শেষে নমঃশব্দান্বিত বীজ দ্বারা অর্থাৎ ওঁ ক্ষৌং নমঃ এই মন্ত্রে দুষ্টনিসূদন হরিকে স্থাপিত করিতে হয়। পরে যজমান বান্ধববর্গের সহিত ধ্বজ লইয়া তূর্য্যাদি মঙ্গলনাদ সহকারে প্রদক্ষিণ করিবেন। তদনন্তর অষ্টাক্ষর মন্ত্রে দণ্ডকে প্রবেশ করাইয়া "মুঞ্চামি ত্বা" মন্ত্রে ধ্বজ মোচন করত দধ্যন্নসমন্বিত পাত্রে ধ্বজাগ্র নিবিষ্ট করিবে এবং প্রণবাদি ফড়ন্তমন্ত্রে ধ্বজের অর্চ্চনা করিতে হইবে। অনন্তর আচার্য্যপ্রবর শিরোপরি ঐ পাত্র লইয়া হরি স্মরণ করিতে করিতে মোচন মাত্র ঐ ধ্বজে জীবদান করিবেন। পরে গুরুদেবের প্রীত্যর্থ মদমত্ত বারণ, সুলক্ষণ তুরগ, অত্যুত্তম দাস, নিরলসা দাসী, মহাশৃঙ্গী ধেনু ও গ্রাম দান করিতে হয়। তদনন্তর আচার্য্যকে আহার করাইয়া মূর্ত্তিরক্ষকগণের অর্চ্চনা করত স্বর্ণ ও বস্ত্র দ্বারা বৈষ্ণববর্গের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে সকলজাতিকেই অনিবারিত অন্ন দিয়া পুনরায় নৃত্য, বাদ্য ও বলি প্রদান করিবে, যিনি দেবায়তনে বিধানে ধ্বজাপ্রদান করেন, নিঃসন্দেহ তাঁহার অক্ষয় হরিধাম লাভ হয়। উক্ত ধ্বজাদাতা যদি কোন কালে স্বীয় ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নরলোকে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তিনি ভূতগ্রামমধ্যে ধ্বজস্বরূপ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) হইয়া বিরাজ করেন। ধ্বজই বন্ধু ও ধনিগণের আধারস্বরূপ, সুতরাং সর্ব্বথা যত্নসহকারে দেবমন্দিরে ধ্বজা প্রদান করা কর্ত্তব্য। ধ্বজে যষ্টি দান করিলে বপুষ্মান্ হওয়া যায় এবং ধ্বজপরিমাণে দুষ্প্রাপ্য ইন্দ্রপুরী লাভ হইয়া থাকে। তদনন্তর হয়শীর্ষকথিত স্পষ্টীকৃত বিধানে লক্ষ্মী ও সুপর্ণ প্রভৃতি পরিবার-দেবগণের প্রতিষ্ঠা করিবে। ২০০। যিনি বিদ্বান (প্রতিষ্ঠাবিষয়ে পারদর্শী), সচ্চরিত্র, গৃহী

তথা চ মাৎস্যে।—

নৈতদ্বিশীলেন ন দাম্ভিকেন, ন লিঙ্গিনা স্থাপনমত্র কার্য্যম্।
বিপ্রেণ কার্য্যং শ্রুতিপারগেণ, গৃহস্থধর্ম্মাভিরতেন নিত্যম্॥
পাষণ্ডিনং যস্তু করোতু বুদ্ধ্যা, বিহায় বিপ্রান্ শ্রুতিধর্ম্মযুক্তান্।
গুরুং প্রতিষ্ঠাদিষু তত্র নূনং, কুলক্ষয়ঃ স্যাদচিরায় পূর্ব্বম্॥ ২০২॥
স্থানং পিশাচৈঃ পরিগৃহ্যতে তদপূজ্যতাং যাত্যচিরেণ লোকে।
বিপ্রৈঃ কৃতং যচ্ছুভদং কুলে স্যাত্তৎ পূজ্যতাং যাতি চিরঞ্চ কালম্॥ইতি ॥২০৩

অথ চলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা।

চলমূর্ত্তেশ্চ বিবিধাঃ প্রতিষ্ঠাবিধয়ঃ স্মৃতাঃ।
তেষ্বাদৌ শ্রীহয়গ্রীবদেবোক্তো লিখ্যতে বিধিঃ॥ ২০৪॥

হয়শীর্ষে।

অচলশ্চ চলশ্চৈব দ্বিবিধো বিষ্ণুরুচ্যতে। অচলো হ্যাদিপুরুষং প্রাদুর্ভাবগতশ্চলঃ॥ ২০৫॥

তমেবাস্তি, তথাপি তদন্যথাত্বে মহান্ দোষসঞ্চয়ঃ স্যাদিতি তদ্দার্ঢ্যার্থমেব লিখিতমিতি দিক্ ॥ ২০১॥ পাষণ্ডিলক্ষণঞ্চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীমহাদেবেনোক্তং।—যেঽন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্য-জ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাং জগন্নাথাত্তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ। শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ। রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ ইত্যাদি। পূর্ব্বমচিরেণ কুলক্ষয়ঃ স্যাৎ॥২০২॥ তৎ শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনসম্বন্ধিস্থানং। স্থাপিতশ্রীমূর্ত্তিঃ স্থাপকো বা লোকেঽপূজ্যতাং যাতি। যৎ স্থাপনং বিপ্রৈঃ কৃত্বা কৃতং॥ ২০৩।

অপ্যর্থে চকারঃ। যথা স্থিরমূর্ত্তেঃ প্রতিষ্ঠাবিধয়ো বহুপ্রকারাস্তথা চলমূর্ত্তেরপি স্মৃতা অভিজ্ঞৈঃ। আদাবিতি পশ্চাদন্যোঽপি লেখ্য ইত্যর্থঃ॥ ২০৪॥ আদিপুরুষঃ পরমাত্মা পরমেশ্বরো ভগবান্ শ্রীবাসুদেবঃ অচলঃ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ। প্রাদুর্ভাবগতঃ লীলয়া স্বীকৃতজন্মা চলঃ ভক্ত-

---

বৈষ্ণব, তাদৃশ ব্রাহ্মণ দ্বারাই প্রতিষ্ঠা করাইতে হয়। তদ্ব্যতীত অপর ব্রাহ্মণ দ্বারা কদাচ প্রতিষ্ঠা করাইবে না। ২০১। মৎস্যপুরাণে এই বিষয়ে লিখিত আছে যে, শীলতাবর্জ্জিত, দম্ভপরায়ণ ও ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইতে নাই। সতত গৃহধর্ম্মে নিরত, বেদবিৎ দ্বিজাতি দ্বারাই প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করাইবে। যে ব্যক্তি বেদপরায়ণ দ্বিজাতিকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক জ্ঞানতঃ পাষণ্ডীকে প্রতিষ্ঠাকর্ম্মে গুরুপদে বরণ করে, আশু তদীয় বংশক্ষয় হয় সন্দেহ নাই। ২০২। পাষণ্ডী দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিলে সেই মূর্ত্তি যে স্থানে স্থাপিত হয়, সেই স্থান পিশাচের অধিকৃত হয় এবং স্থাপনকর্ত্তা আশু সমাজে অপূজ্য হইয়া উঠেন। যে ব্যক্তি (যথানির্দ্দিষ্ট) ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করে, প্রতিষ্ঠাস্থান তদীয় বংশের সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হয় এবং তিনি আজীবন সম্মানিত হইয়া কালযাপন করেন। ২০৩।

অতঃপর চলমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা।—চলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাবিধি বহুবিধ, তন্মধ্যে অগ্রে হয়গ্রীব-দেব-কথিত বিধি বর্ণিত হইতেছে।২০৪। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, অচল ও চলভেদে বিষ্ণুমূর্ত্তি

প্রাসাদে হ্যচলস্তদ্বদ্‌ গৃহেষু চ চলাচলঃ। সভামঠস্থো হ্যচলো গৃহস্থানাং মঠে চলঃ।
চলে রত্নাদিবিন্যাসঃ পিণ্ডিকাযোজনাদিকম্‌। যতো ন বিদ্যতে তস্মাৎ পিণ্ডিকা তস্য নেদৃশী।
অতো বিশেষাদ্বক্ষ্যামি চলানাং যাদৃশো বিধিঃ ॥ ২০৬ ॥
প্রতিবিম্বাহতং শস্ত্রোৎকীর্ণং পাকজং তথা। ত্রিবিধঞ্চ সমুদ্দিষ্টং বিষ্ণুরূপং বিচক্ষণৈঃ।
প্রতিবিম্বাহতং পূজ্যং তাবৎ কালং তু পার্থিবম্‌। ন তত্র কশ্চিৎ সংস্কারাঃ কেবলং তত্ত্বযোজনম্‌॥
পূজনান্তে বিসর্গশ্চ পুনর্নেষ্টং তদর্চ্চনম্‌ ॥ ২০৭ ॥
শস্ত্রোৎকীর্ণং বহুবিধং শিলারত্নাদিভেদতঃ। দারবং শৈলজং রূপং প্রাসাদে স্থাপয়েৎ পরম্‌।
রত্নজং নির্ম্মিতং শস্ত্রৈঃ পিণ্ডিকাসহিতং শুভম্‌।
পিণ্ডিকারহিতং বাপি তদেবং দ্বিবিধং পুনঃ ॥ ২০৮ ॥
রত্নজস্য তু রূপস্য পিণ্ডিকা ধাতবী স্মৃতা। শৈলী তু শৈলজস্যেষ্টা রত্নজস্য তু নেষ্যতে।
পিণ্ডিকাসহিতং কার্য্যং চলং রত্নাদিনির্ম্মিতম্‌।
পাকজং ধাতুজং বিম্বং পিণ্ডিকাসহিতং তু তৎ ॥ ২০৯ ॥
তেষাং প্রতিষ্ঠাং বক্ষ্যামি সংক্ষেপাদ্বেদনির্ম্মিতাম্‌। দশহস্তপরীমাণং মণ্ডপং কারয়েচ্ছুভম্‌।
কুর্য্যাৎ পঞ্চকরাং বেদীং তদ্বৎ কুণ্ডানি কারয়েৎ। তোরণধ্বজকুম্ভানাং স্থাপনং পূর্ব্ববৎ স্মৃতম্‌।

বাৎসল্যাদিলীলয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণাৎ ॥ ২০৫ ॥ এবং যথাসৌ দ্বিবিধঃ, তথা তৎপ্রতিমাপি দ্বিবিধা ইত্যাহ প্রাসাদ ইতি ॥ ২০৬ ॥ পার্থিবং প্রতিবিম্বাহতং ছায়াবৎ স্থণ্ডিলেঽঙ্কিতা শ্রীমূর্ত্তিঃ তাবৎকালং সদ্য এব, ন তু কালান্তরে পুনঃ পূজ্যং ॥ ২০৭ ॥ পিণ্ডিকাসহিতং পিণ্ডিকারহিতং

দ্বিবিধ; অচল মূর্ত্তিকে আদিপুরুষ (পরমাত্মা ভগবান্‌ বাসুদেব) বলিয়া জানিবে এবং চলমূর্ত্তি ভক্তবাৎসল্য নিবন্ধন সমন্তাৎ বিচরণ করেন। ২০৫। হরির অচলমূর্ত্তি প্রাসাদে এবং চলাচল মূর্ত্তি গৃহে স্থাপিত হইয়া থাকে। অচলমূর্ত্তি সভামঠাধিষ্ঠিত থাকেন, চলমূর্ত্তি গৃহীর গৃহে বিরাজ করেন। চলমূর্ত্তিতে রত্নাদিবিন্যাস ও পিণ্ডিকা-যোজনাদি নাই, সুতরাং তাহার পিণ্ডি-কাও তদ্রূপ হয় না। অতএব অধুনা চলমূর্ত্তির বিধান সবিশেষ বর্ণন করি। ২০৬। সুধীগণ বিষ্ণুর ত্রিবিধ রূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন;—প্রতিবিম্বাহত, শস্ত্রোৎকীর্ণ ও পাকজ। পার্থিব প্রতিবিম্বাহতকে (ছায়াবৎ স্থণ্ডিলে অঙ্কিত মূর্ত্তিকে) সদ্যঃ পূজা করিতে হয়, কালান্তরে অর্চ্চনা করা অনুচিত। এই মূর্ত্তিতে কেবল তত্ত্বযোজনা করিবে, ইহাতে কোনরূপ সংস্কার নাই। অর্চ্চনাবসানে বিসর্জ্জন করিতে হয়, পুনরায় তাহাতে আর অর্চ্চনা করিবে না। ২০৭। শিলারত্নাদিভেদে শস্ত্রোৎকীর্ণ মূর্ত্তি অনেকপ্রকার। কাষ্ঠময়ী ও শিলাময়ী মূর্ত্তিই প্রাসাদে স্থাপন করিবে। বিশুদ্ধ পিণ্ডিকাসহ রত্নময়ী মূর্ত্তিকে শস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত করিবে। রত্নময়ী প্রতিমা দ্বিবিধ;—পিণ্ডিকাসমন্বিতা ও পিণ্ডিকা-বর্জ্জিতা। ২০৮। রত্নময়ী প্রতিমার পিণ্ডিকা ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করিবে এবং পাষাণমূর্ত্তির পিণ্ডিকাও পাষাণময়ী হইবে। রত্নজা মূর্ত্তির পিণ্ডিকা না করি-লেও ক্ষতি নাই। রত্নময়ী চলপ্রতিমা পিণ্ডিকাসমন্বিতা করা কর্ত্তব্য। ধাতুময়ী মূর্ত্তিকেই পাকজ বলা যায়, উহা পিণ্ডিকাসমন্বিত করিবে। ২০৯। ঐ সকল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাবিধি বেদে যেরূপ

বিষ্ণুকুম্ভং তথা স্থাপ্য লোকপান্ পূর্ব্ববদ্যজেৎ। সর্ব্বতোভদ্রকং বেদ্যাং লিখেদুজ্জ্বলবর্ণকৈঃ।
বৈষ্ণবাগ্নিং তথা কুর্য্যাৎ যাম্যে শয্যাং তু পাতয়েৎ।
ঐশান্যাং ভদ্রপীঠং তু ন্যস্য কুম্ভং তু বিন্যসেৎ।
সর্ব্বৌষধিযুতান্ সর্ব্বানষ্টাশীতিপদে তথা ॥ ২১০ ॥

অথোত্তরে মণ্ডপস্য স্নানবেদ্যাং তু পশ্চিমে। ভূমিং প্রলিপ্য তত্রাদৌ তণ্ডুলৈঃ পঞ্চবর্ণকৈঃ।
চতুরস্রং বিলিখ্যাদৌ স্বস্তিকং কল্পয়েদ্গুরুঃ। তন্মধ্যে পীঠকং ন্যস্য প্রতিমাং তত্র বিন্যসেৎ।
শঙ্খতূর্য্যরবৈস্তদ্বৎ পঞ্চগব্যাদিনা স্নপেৎ ॥২১১॥

পুষ্পগন্ধাদিভিঃ পূজ্য চ্ছাদয়েচ্ছুক্লবাসসা। উত্থাপ্য ত্বভিষেকার্থং নিনয়েৎ স্নানমণ্ডপম্।
শঙ্খপুণ্যাহঘোষেণ স্নানপীঠে নিবেশয়েৎ। অবধার্য্য জপেচ্ছান্তিং তোষয়েৎ কর্ম্মিণস্তথা।
দেশিকস্য তদা দদ্যাৎ পূর্ব্ববত্তরুণীং শুভাম্।
সপুত্রাং বস্ত্রসংযুক্তাং হেমশৃঙ্গীং সদক্ষিণাম্ ॥২১২॥

ততো বেদাদিমন্ত্রৈস্তামালভেদ্দেশিকোত্তমঃ। পৌরুষেণ তু সূক্তেন মূলবীজেন চালয়েৎ।
কৌতুকং মূলবীজেন তৎ করে ত্বধিরোপয়েৎ। চিত্রং দেবেতি মন্ত্রেণ নেত্রে চোন্মীলয়েদ্গুরুঃ।
হৈময়াভ্যঞ্জয়েন্নেত্রে শ্লক্ষ্ণয়া তু শলাকয়া। ঘৃতেন মধুনা তদ্বৎ মধুবাতেতি দেশিকঃ।
ততঃ শুদ্ধেন তোয়েন স্নাপ্য মন্ত্রৈঃ সমালভেৎ। বেদাদ্যেন চ সূক্তেন চতুর্ভির্মূর্ত্তিপৈঃ সহ।

তৎ রত্নজমেব তদ্দ্বিবিধং ॥ ২০৮ ॥ রূপস্য শ্রীমূর্ত্তেঃ ॥২০৯॥ তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ ॥ ২১০ ॥ স্নপেৎ স্নাপয়েৎ। আদিশব্দেন পঞ্চামৃতপঞ্চকষায়াষ্টমৃত্তিকাজলাদি ॥২১১॥ জগচ্ছান্তিমবধার্য্যেতি স্বস্তিবাচনাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

লিখিত আছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। দশহস্তমিত শুভমণ্ডপ, পঞ্চহস্তপরিমিত বেদী ও পূর্ব্ববৎ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। তোরণ, ধ্বজা ও কুম্ভসমূহও পূর্ব্ববৎ স্থাপিত করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুকুম্ভ স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ লোকপালবর্গের অর্চ্চনা করিবে। বেদীতে পূর্ব্ববৎ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন, বৈষ্ণবাগ্নি স্থাপন, দক্ষিণভাগে শয্যা পাতন, ঈশানদিকে ভদ্রপীঠবিন্যাস ও অষ্টাশীতি পদে সর্ব্বৌষধি-সমন্বিত উক্ত কুম্ভসমূহ স্থাপন করিবে। ২১০। তৎপরে গুরুদেব মণ্ডপের উত্তরভাগে ও স্নানবেদীর পশ্চিমদিকে পাণ্ডুবর্ণ তণ্ডুল দ্বারা ভূতল লেপন করত প্রথমতঃ চতুরস্র অঙ্কন পূর্ব্বক স্বস্তিক রচনা করিবেন। তদনন্তর স্বস্তিকমধ্যে পীঠ স্থাপন করিয়া তদুপরি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। পরে শঙ্খতূর্য্যাদির শব্দ সহকারে পঞ্চগব্যাদি দ্বারা স্নান করাইতে হয়। ২১১। তদনন্তর গন্ধপুষ্পাদিযোগে অর্চ্চনা ও শুক্লাম্বর দ্বারা আবরণ পূর্ব্বক প্রতিমূর্ত্তি উঠাইয়া অভিষেকার্থ স্নানমণ্ডপে আনয়ন করিবে এবং শঙ্খধ্বনি ও পুণ্যাহ শব্দ করিতে করিতে স্নানপীঠে সংস্থাপন করিবে। তৎপরে স্বস্তিবাচনাদি করিয়া কর্ম্মকারের প্রীতিসাধন করিতে হয়। অনন্তর আচার্য্যকে পূর্ব্ববৎ তরুণবয়স্কা, শুভকরী, সবৎসা, সবস্ত্রা, স্বর্ণশৃঙ্গী ধেনু দান করিয়া যথাযথ দক্ষিণা সমর্পণ করিবে। ২১২। তৎপরে গুরুদেব বেদাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রতিমাকে স্পর্শ, পৌরুষসূক্ত ও মূলবীজ দ্বারা চালন, মূলবীজ দ্বারা তদীয় হস্তে কৌতুকসূত্রবন্ধন;

অতো দেবেতি চাবাহ্য বাসুদেবং জগদ্গুরুম্। বিশুদ্ধস্ফটিকাভাসং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্॥
কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তঞ্চরাচরম্। লাবণ্যামৃততোয়েন সিঞ্চন্তমিব সর্ব্বতঃ।
সুনাভং বারিজং পদ্মং ধারয়ন্তং গদাং শুভাম্। ভূষিতং মালয়া তদ্বদ্দীপিতং মণিকাঞ্চনৈঃ।
শ্রীপুষ্টিগরুড়াদ্যৈস্তু সমন্তাৎ পরিবারিতম্। এবং ধ্যাত্বা ততঃ কুম্ভৈরভিষিঞ্চেৎ সমন্ততঃ।
আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ কুম্ভেনাসেচয়েদ্ গুরুঃ।
সমুদ্রং গচ্ছ মন্ত্রেণ দক্ষিণেনাভিষেচয়েৎ। সোমং রাজেতি মন্ত্রেণ উত্তরেণাভিষেচয়েৎ।
ঘৃতেনাভ্যঞ্জয়েদ্দেবং তেজোসীতি ততো গুরুঃ। দ্রুপদেতি সমুদ্বর্ত্ত্য দদ্যাদামলকং শুভম্।
যাঃ ফলিনীতি মন্ত্রেণ ফলৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুম্। কাণ্ডাৎ কাণ্ডেতি মন্ত্রেণ হরিং নির্ম্মঞ্ছয়েৎ পুনঃ।
ফলতোয়েন সিঞ্চেত গায়ত্র্যা দেশিকোত্তমঃ তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ পঞ্চগব্যেন সেচয়েৎ।
কাষায়েণ তু তোয়েন বরুণস্যেতি সেচয়েৎ। সুমঙ্গলীতি মন্ত্রেণ বিদ্বানোষধিবারিণা।
মূর্দ্ধানং দিব মন্ত্রেণ বল্মীকেনাভিষেচয়েৎ। ইমং মেতি চ মন্ত্রেণ স্নাপয়েৎ সিকতাজলৈঃ।
দেবো বরাহ মন্ত্রেণ মৃত্তোয়েনাভিষেচয়েৎ। সেচয়েৎ পদ্মমৃত্তোয়ৈঃ শন্নো দেবীতি দেশিকঃ।
ঋতং চেত্যাদিসূক্তেন তীর্থমৃৎকুম্ভবারিণা। নাগকেশরতোয়েন শ্রীশ্চ তেত্যভিষেচয়েৎ।
চন্দনোদক-কুম্ভেন পাবমান্যাভিষেচয়েৎ। প্রবসাম্না ততঃ পঞ্চরত্নতোয়েন সেচয়েৎ।
পঞ্চ নদ্যেত্যৃচা দেবং নদীনদতড়াগজৈঃ। যাসাং রাজেতি মন্ত্রেণ একাশীতিঘটৈর্হরিম্।
স্নাপয়েদর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা প্রতিদ্রব্যং সমাহিতঃ। অগ্ন আয়েতি মন্ত্রেণ দেবমুষ্ণোদকেন তু।
শুদ্ধতোয়েন দেবেশং শুদ্ধবত্যাভিষেচয়েৎ॥ ২১৩॥
অতোঽর্চ্চয়েৎ সুরেশানং প্রিতস্ত ইতি দেশিকঃ। পাদ্যন্তু মূলমন্ত্রেণ মধুপর্কন্তথৈব চ।

তাং প্রতিমাং অলভেৎ স্পৃশেৎ॥ ১১৩॥ যুগ্মঃ পরিধানোত্তরীয়বস্ত্রদ্বয়ং। পবিত্রকং যজ্ঞো-

"চিত্রং দেব" ইত্যাদি মন্ত্রে চক্ষু উন্মীলন, দিব্য সুবর্ণশলাকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় অভ্যঞ্জন, "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা স্নপন এবং অবশেষে বেদাদি পুরাতন মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পবিত্র জল দ্বারা স্নান করাইবে। পরে মূর্ত্তিপচতুষ্টয়ের সহিত মিলিত হইয়া "দেব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জগদ্গুরু হরিকে আবাহন করিয়া (বক্ষ্যমাণরূপে) ধ্যান করিবে। যাঁহার কান্তি বিশুদ্ধ স্ফটিক, হিম, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রসন্নিভ, যিনি রমণীয় স্নিগ্ধ কান্তি দ্বারা চরাচর জগতের তৃপ্তিবিধান করিতেছেন, যাঁহার লাবণ্যরূপ অমৃত-সলিলে জগৎ অভিষিক্ত হইতেছে, যিনি করচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করিতেছেন, যিনি মাল্যে সমলঙ্কৃত, মণিকাঞ্চনে সমুদ্ভাসিত, সর্ব্বথা মালা দ্বারা বিরাজিত এবং শ্রী, পুষ্টি ও গরুড় প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বথা পরিবারিত তাঁহাকে ধ্যান করি। এইরূপে ধ্যান করিয়া কলসসমূহে দ্বারা সম্যক্ অভিষেক করিবে। গুরুদেব "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুম্ভ দ্বারা সেচন, "সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্রে দক্ষিণদিকে অভিষেক, "সোমং রাজ" মন্ত্রে উত্তরদিকে অভিষেক, "তেজোঽসি" মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা অভ্যঞ্জন এবং "দ্রুপদা" ইত্যাদি মন্ত্রে উদ্বর্ত্তন করিয়া উৎকৃষ্ট আমলক সমর্পণ করিবেন। পরে "যাঃ ফলিনী" মন্ত্রে ফল দ্বারা আরাত্রিক করিয়া "কাণ্ডাৎ কাণ্ড" ইত্যাদি মন্ত্রে পুনরায় হরিকে নির্ম্ম-

স্নানীয়মথবাচামং গায়ত্র্যা বিনিবেদয়েৎ। সুরাসুরেতি যুগ্মং তু দদ্যাত্তদ্বৎ পবিত্রকম্ ॥২১৪॥
বেদাহমিত্যুত্তরীয়ং রোচনাং প্রণবেন তু। অঞ্জন-মঞ্জতেত্যেবং গন্ধং গন্ধবতীতি চ ॥২১৫॥
পুষ্পবত্যা তথা পুষ্পং ধূপং ধূরসি চেত্যচা।
তেজোসীতি তথা দীপমগ্নির্মূর্দ্ধেতি প্রাপণম্ ॥ ২১৬ ॥
ইন্দ্রচ্ছত্রেতি বৈ ছত্রং বিকর্ণেন তু চামরম্। আজ্যদোহেন চাদর্শং বাত আবেতি বীজয়েৎ।
ত্বমিন্দ্রেতি ধ্বজং দদ্যাৎ পতাকামোমিতি স্মরন্। দেবব্রতেন সাম্না তু দদ্যাদাভরণাদিকম্।
স্তুয়াৎ পুরুষসূক্তেন সাকল্যেন জনার্দ্দনম্। দীর্ঘায়ুষ্যেতি সংপূজ্য কিরেদ্দূর্বাক্ষতং বুধঃ।
যা ওষধীতি মন্ত্রেণ পুষ্পাণি বিকিরেদ্‌গুরুঃ। পুনর্বৃহদ্রথৈঃ স্তুত্বা চক্রসাম্না জনার্দ্দনম্।
শিবসংকল্পসূক্তেন শাকুনেন জনার্দ্দনম্।
উত্তিষ্ঠেতি সমুত্থাপ্য শয্যায়াং বিনিবেশয়েৎ ॥ ২১৭ ॥
অপরাজিতমন্ত্রেণ ধ্যায়েৎ সকলনিষ্কলম্। ব্যাপিনস্তু পুনর্ধ্যাত্বা তত্ত্বানি বিনিযোজয়েৎ।
সকলীকরণং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তবিধিনা হরেঃ। ততঃ সহস্রশীর্ষেতি প্রত্যচং পূজয়েদ্‌বুধঃ।

পবীতং ॥ ২১৪ ॥ রোচনাং গোরোচনাতিলকং ॥ ২১৫ ॥ প্রাপণং নৈবেদ্যং ॥ ২১৬ ॥ শাকুনেন

ঞ্চন করিতে হয়। আচার্য্য গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক ফলোদক দ্বারা, "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা, "বরুণস্ত" ইত্যাদি মন্ত্রে কষায়োদক দ্বারা, "সুমঙ্গলী" ইত্যাদি মন্ত্রে ওষধিযুক্ত জল দ্বারা, "মূর্দ্ধানং দিব" মন্ত্রে বল্মীকমৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা, "ইমং ম" মন্ত্রে সৈকতোদক দ্বারা, "দেবো বরাহ" ইত্যাদি মন্ত্রে মৃত্তিকোদক দ্বারা, "শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে পদ্মমৃত্তিকা-যুক্ত সলিল দ্বারা, "ঋতং চ" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থমৃদযুক্ত কুম্ভোদক দ্বারা, "শ্রীশ্চ তে" মন্ত্রে নাগ-কেশর-কুসুমান্বিত জল দ্বারা, "পাবমানী" মন্ত্রে চন্দনোদকপূর্ণ কুম্ভ দ্বারা, 'প্রব" নামক সামে পঞ্চরত্নোদক দ্বারা, "পঞ্চনদ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে নদীজল ও তড়াগোদক দ্বারা এবং "যাসাং রাজা" ইত্যাদি মন্ত্রে ভক্তিসহকারে একাশীতিপদন্যস্ত কুম্ভ দ্বারা প্রভুকে স্নান করাইয়া "অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রে উষ্ণোদক দ্বারা ও "শুদ্ধবতী" মন্ত্রে পবিত্রোদক দ্বারা স্নান করাইবে। ২১৩। তৎপরে আচার্য্য "জিতন্তে" মন্ত্রে দেবদেব হরিকে অর্চ্চনা করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্য, মধুপর্ক ও স্নানীয়, গায়ত্রী দ্বারা আচমনীয় এবং "সুরাসুর" এই মন্ত্রে পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন আর যজ্ঞসূত্র অর্পণ করিবে। ২১৪। তদনন্তর "বেদাহং" মন্ত্রে উত্তরীব, প্রণবযোগে গোরোচনা-তিলক, "অঞ্জতে" মন্ত্রে অঞ্জন, "গন্ধবতী" মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্পবতী" মন্ত্রে পুষ্প, "ধূরসি" মন্ত্রে ধূপ, "তেজোহসি" মন্ত্রে দীপ, "অগ্নির্মূর্দ্ধা" মন্ত্রে নৈবেদ্য, ইন্দ্রচ্ছত্র মন্ত্রে ছত্র, "বিকর্ণ" মন্ত্রে চামর, "আজ্যদোহ" মন্ত্রে দর্পণ, "বাত আবাতু" মন্ত্রে বীজন, "ত্বমিন্দ্র" মন্ত্রে পূজা, ওঙ্কার দ্বারা পতাকা ও "দেবব্রত" সামে বিভূষণাদি প্রদান করিয়া সমগ্র পুরুষসূক্ত দ্বারা স্তুতি এবং "দীর্ঘায়ুষ্য" মন্ত্রে অর্চ্চনা পূর্ব্বক দূর্ব্বা ও অক্ষত প্রদান করিবে। তৎপরে গুরুদেব "যা ওষধীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে কুসুম বিকিরণ পূর্ব্বক 'বৃহদ্রথ" সামমন্ত্র, চক্রমন্ত্র, শিবসংকল্পমন্ত্র ও শাকুনসূক্ত দ্বারা হরির স্তব করিয়া "উত্তিষ্ঠ" মন্ত্রে উঠাইয়া শয্যায় শয়ন করাইবেন। ২১৫—২১৭। তৎপরে

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যক্ নৈবেদ্যাদি নিবেদয়েৎ।
অতো দেবেতি সূক্তেন গৃহোপকরণানি চ ॥ ২১৮ ॥

নিদ্রাকলসবিন্যাসং কৃত্বা পূজ্যস্তু মণ্ডলে। সর্ব্বতোভদ্রকে দেবো গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥২১৯॥
প্রভূতৈর্যাজ্ঞিকৈর্দ্রব্যৈর্হেমপুষ্পৈঃ সমুজ্জ্বলৈঃ। বৈষ্ণবে মণ্ডলে পশ্চাজ্জ্বালয়েদ্বৈষ্ণবানলম্।
নয়মন্ত্রৈস্তু তৎপশ্চাৎ কুণ্ডেষু দ্বিজসত্তমঃ। জুহুয়াচ্চ শতং সাষ্টং পলাশসমিধা দ্বিজ।
তিলাংশ্চ জুহুয়াদাজ্যৈর্বৈষ্ণবং শ্রপয়েচ্চরুম্। তিলতণ্ডুলদুগ্ধৈস্তু ঘৃতেনাঘার্য্য সাধয়েৎ।
অবতার্য্যাভিঘার্য্যৈব মন্ত্রৈরেভিস্তু হোময়েৎ। বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে নির্গুণেতি চ।
ইদং বিষ্ণুরিতি মন্ত্রেণ তদ্বিষ্ণোরিতি দেশিকঃ। ইরাবতীতি মন্ত্রেণ ত্বং বিষ্ণোরিতি চৈব হি।
প্রতদ্বিষ্ণুরিতি মন্ত্রেণ বিষ্ণোর্ন্নুকেতি চৈব হি। তথা পুরুষসূক্তেন সম্যক্ ষোড়শ আহুতীঃ।
চরুং হুত্বা পুনঃ পশ্চান্মন্ত্রৈরেভিস্তু হোময়েৎ ॥

তত্র হোমমন্ত্রাঃ।

ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা। ওঁ পুরুষোত্তমায় স্বাহা। ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় স্বাহা।
ওঁ বৈকুণ্ঠায় স্বাহা। ওঁ লক্ষ্মীপতয়ে স্বাহা। ওঁ লক্ষ্মীনিবাসায় স্বাহা।
ওঁ হৃষীকেশায় স্বাহা। ওঁ হয়শীর্ষায় স্বাহা। ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা।
ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥

হুত্বা ব্যাহৃতিভিঃ পূর্ব্বং গায়ত্র্যা হোময়েদ্ গুরুঃ। এবং হুত্বা তু জুহুয়াচ্চক্রাদীনাং যথাক্রমম্।
লক্ষ্ম্যাদীনাং ততো হুত্বা গ্রহাণাং হোময়েত্ততঃ। লোকেশানাং তু নাগানাং হোময়েত্তদনন্তরম্।
নারায়ণায় হুত্বা তু দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং বুধঃ। ততো বিভজ্য বিপ্রেভ্যস্তু দদ্যাৎ কনকদক্ষিণাম্।
ব্রহ্মঘোষাদিনা দেবং সমুত্থাপ্য বিচক্ষণঃ। ততো মণ্ডলমধ্যে তু স্থাপয়িত্বার্চ্চয়েৎ পুনঃ ॥ ২২০ ॥

সূক্তেন ॥ ২০৭ ॥ সকলঃ সগুণশ্চাসৌ নিষ্কলো নির্গুণশ্চ তৎ ॥ ২১৮ ॥ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে দেবঃ পূজ্যঃ ॥ ২১৯ ॥

"অপরাজিত" মন্ত্রে সগুণ ও নির্গুণের স্তুতিবাদ করিয়া পুনরায় সর্ব্বব্যাপক প্রভুর ধ্যান করিয়া তত্ত্বসমূহ নিয়োজিত করিবে। পরে পূর্ব্বকথিত বিধানে সকলীকরণ সম্পাদন পূর্ব্বক "সহস্রশীর্ষা" মন্ত্রে অর্চ্চনা, ও গন্ধপুষ্পাদিযোগে নৈবেদ্যাদি সমর্পণ করিয়া "অতো দেবা" ইত্যাদি মন্ত্রে গৃহোপকরণ সকল নিবেদন করিবে। ২১৮। তদনন্তর নিদ্রাকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথানিয়মে প্রভুর অর্চ্চনা করিতে হয়। ২১৯। তদনন্তর ভূরিপরিমিত যজ্ঞীয় সামগ্রী ও সমুজ্জ্বল হেমকুসুম-সমূহ দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক পরে বৈষ্ণব মণ্ডলে বৈষ্ণবাগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। হে বিপ্রসত্তম! তৎপরে কুণ্ডোপরি সেই অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক পলাশকাষ্ঠ দ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম ও সঘৃত তিল হোম করিয়া তিল, অক্ষত ও দুগ্ধ দ্বারা বৈষ্ণবচরু পাক করিবে। তদনন্তর উহা ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিতে হয়। তৎপরে চরু নামাইবে ও চরুর নামোল্লেখ পূর্ব্বক পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রসমূহ দ্বারা হোম করিতে হইবে। "বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায়" "বিষ্ণবে নির্গুণায়" "ইদং বিষ্ণু" "তদ্বিষ্ণোঃ" "ইরাবতী"

প্রত্যচং নিজসূক্তেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ। সান্নিধ্যং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা সজীবকরণং গুরুঃ।
প্রণবেন নিরুধ্যাথ ধ্যায়েৎ সকলনিষ্কলম্ ॥ ২২১ ॥
পিণ্ডিকা-যোজনীয়াদি মনসৈব বিচিন্তয়েৎ। ন্যাসং কৃত্বার্চ্চয়েৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ববদ্ বিধিনা গুরুঃ।
বলিং দদ্যাত্তু ভূতেভ্যঃ পার্ষদেভ্যশ্চ দেশিকঃ। প্রণিপত্য ততো দদ্যাদ্দক্ষিণাং গুরবে সুধীঃ ॥২২২
সুবর্ণসহিতং পাত্রং তিলৈঃ পূর্ণং সযুগ্মকম্। ধেনুং স্বলঙ্কৃতাং দদ্যাদ্ধেমশৃঙ্গীং তু দক্ষিণাম্।
ব্রহ্মণে কনকং দদ্যান্মূর্ত্তিপেভ্যস্তথৈব চ। অশ্বত্থপত্রে কৃত্বা তু দেশিকং কারুকস্তথা।
চরুং সংপ্রাশয়েদ্দন্তৈরস্পৃশন্ প্রণবেন তু ॥ ২২৩ ॥
তাং রাত্রিং বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং জাগ্রত্তিষ্ঠেদতন্দ্রিতঃ। প্রভাতসময়ে স্নাত্বা দেবমুত্থাপ্য যত্নতঃ ॥ ২২৪
ভদ্রপীঠে সমারোপ্য স্নাপয়েদচ্ছবারিণা। একাশীতিঘটৈর্দ্দেবং মূলমন্ত্রেণ সেচয়েৎ।
বৈষ্ণবেন তু কুম্ভেন ঐন্দ্রাদিকলসৈস্তথা। সেচয়েৎ ফলতোয়েন পঞ্চগব্যাদিনা তথা।
সুগন্ধেন তথাজ্যেন স্নাপ্য গন্ধাদিনার্চ্চয়েৎ। পৌরুষেণ তু সূক্তেন প্রত্যচং চন্দনাদিভিঃ ॥২২৫
সিতযুগ্মেন সংবেষ্ট্য ধূপয়িত্বা গৃহং নয়েৎ। ব্রহ্মঘোষাদিনা সম্যঙ্নিবেশ্যার্চ্চয়েৎ সুধীঃ।

তম্ অনলম্ ॥ ২২০ ॥ নিজসূক্তেন সহস্রশীর্ষাদিনা ॥ ২২১ ॥ মনসৈব চিন্তয়েৎ, ন তু পূর্ব্ববৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্মশিলাদিন্যাসেনেত্যর্থঃ ॥ ২২২ ॥ সযুগ্মকং বস্ত্রদ্বয়সহিতং ॥ ২২৩ ॥ যত্নতঃ ব্রহ্মঘোষাদিনা ॥ ২২৪ ॥ অচ্ছেন নির্ম্মলেন ॥ ২২৫ ॥ সিতযুগ্মেন শুক্লবস্ত্রদ্বয়েন ॥ ২২৬ ॥

"ত্বং বিষ্ণোঃ" "বিষ্ণুর্নু ক" এই সকল মন্ত্র ও পুরুষসূক্ত দ্বারা ষোড়শসংখ্য হোম ও চরুহোম করিয়া পুনরায় পশ্চাল্লিখিত মন্ত্র-সমূহ দ্বারা হোম করিতে হইবে।

উক্ত হোমমন্ত্র।—প্রতি মন্ত্রের পূর্ব্বে ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা" ইত্যাদি (মূলের লিখিত) মন্ত্রসমূহ দ্বারা হোম করিতে হইবে। তদনন্তর চক্রাদির হোম, লক্ষ্ম্যাদির হোম, গ্রহগণের হোম ও নাগগণের উদ্দেশে হোম করিয়া নারায়ণকে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে দ্বিজাতিগণকে সুবর্ণ দক্ষিণা বিভাগ করিয়া দিয়া বেদধ্বনিপূর্ব্বক প্রভুকে উত্থাপিত করিয়া মণ্ডলাভ্যন্তরে স্থাপন করত পুনরায় পূজা করিবেন। ২২০। তৎপরে পুরুষসূক্তের প্রতি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদিযোগে অর্চ্চনা, পূর্ব্ববৎ সন্নিধীকরণ ও সজীবকরণ করিয়া প্রণবযোগে নিরোধ করত সগুণ-নির্গুণের ধ্যান করিবেন।২২১। অনন্তর পিণ্ডিকাযোজনাদি সমস্ত কার্য্য মনে মনে চিন্তা করিতে হয়। পরে ন্যাসসমাপনান্তে পূর্ব্ববৎ নিয়মে অর্চ্চনা করিয়া ভূতবলি ও পার্ষদবলি প্রদান করিবে। তদনন্তর যজমান বিধানে গুরুদেবকে দক্ষিণা সমর্পণ করিবেন। ২২২। গুরুদেবকে সুবর্ণ, দুইখানি বস্ত্র, তিলপূরিত পাত্র ও স্বর্ণশৃঙ্গী সালঙ্কারা গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। ব্রহ্মাকে ও মূর্ত্তিরক্ষকগণকে স্বর্ণ দক্ষিণা দিবে। তদনন্তর অশ্বত্থপত্রে চরু রাখিয়া প্রণবোচ্চারণ সহকারে আচার্য্য ও শিল্পীকে তাহা এরূপভাবে আহার করাইতে হইবে যেন উহা দন্তস্পৃষ্ট না হয়। ২২৩। নিরলসভাবে বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া নিশা জাগরণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে বেদমন্ত্র পাঠ সহকারে প্রভুকে উত্থাপিত করিতে হয়। ২২৪। তৎপরে

দক্ষিণাং দেশিকে দদ্যাৎ কনকং ছত্রমেব চ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাথ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ।
সভৃত্যবন্ধুবর্গং তু দীনানাথাংস্তু ভোজয়েৎ ॥ ২২৬॥

অথ চলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠামাহাত্ম্যম্।

তত্রৈব।—
যস্ত গেহে সদা তিষ্ঠেৎ মূর্ত্তির্দেবস্য চক্রিণঃ। ন তত্র মারী দৌর্ভাগ্যং ন বালক্ষীর্ন তুষ্কৃতম্।
অনেনৈব বিধানেন সংস্কৃত্য প্রতিমাং হরেঃ। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ইতি॥২২৭
অধুনা চলমূর্ত্তেহি প্রতিষ্ঠায়াঃ পরো বিধিঃ। লিখ্যতে পদ্ধতিশ্রেণীদৃষ্টিতঃ সম্মতঃ সতাম্ ॥ ২২৮॥

অথ বৌধায়নাদ্যুক্তচলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাবিধিঃ।

স্থিরমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠানুসারেণাত্রাপি বৈষ্ণবৈঃ। প্রতিষ্ঠাবিধিরূহ্যেয়ো বিশেষোহস্ত্যশ্চ লিখ্যতে ॥২২৯॥

যদ্যপি মূর্ত্তিরিতি প্রতিমামিতি চ সামান্যতো নির্দ্দেশঃ তথাপি চলমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায়া উক্তত্বাদত্রৈব লিখিতং ॥২২৭॥ এবং হয়শীর্ষোক্তচলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাবিধিং লিখিত্বা ইদানীং ততঃ সংক্ষিপ্তং বৌধায়নাদিশিষ্টবর্গসম্মতং সৎসাম্প্রদায়িকবহুলপদ্ধত্যনুসারেণ পরমপি লিখতি অধুনেতি। এবার্থে হি-শব্দঃ। চলমূর্ত্তেরেবান্যোহপি প্রতিষ্ঠাবিধিঃ। শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যসম্মতঃ। তথাচ শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যপদ্ধতৌ বৌধায়নাদিসম্মূলাত্রৈবিক্রম্যাদিপদ্ধতীঃ বীক্ষ্য বক্ষ্যামি বিষ্ণ্বাদিচলার্চ্চাস্থাপনে বিধিমিতি ॥২২৮॥
তত্র চ মণ্ডপনির্ম্মাণাদিপ্রকারবিশেষঃ স্নপনাদৌ মন্ত্রাদিকঞ্চ প্রায়ঃ পূর্ব্বলিখিত-স্থিরমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাবিধিবদ্বিজ্ঞেয়মিতি লিখতি স্থিরেতি ॥ ২২৯ ॥

প্রভুকে ভদ্রপীঠে স্থাপন পূর্ব্বক বিমল সলিল দ্বারা স্নান করাইয়া মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে একাশীতি কুম্ভ দ্বারা প্রভুর অভিষেক করিবে। তদনন্তর বৈষ্ণবকলসোদক, ঐন্দ্রাদি-কুম্ভোদক, ফলোদক, পঞ্চগব্য ও সুগন্ধপূর্ণ ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিতে হয় এবং পুরুষসূক্তের প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে। ১২৫। তৎপরে প্রভুকে শুক্লাম্বর-যুগল দ্বারা বেষ্টন ও ধূপ দ্বারা ধূপিত করত গৃহে লইয়া যাইতে হয়। তদনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি বেদমন্ত্র পাঠ করত সম্যক্ বিধানে স্থাপন পূর্ব্বক গুরুদেবকে স্বর্ণ ও ছত্র দক্ষিণা প্রদান করিবেন। পরে দ্বিজাতিগণকে ভোজন করাইয়া নিজেও মৌনভাবে আহার করিতে হয়। তদনন্তর ভৃত্য, বন্ধুগণ ও অনাথ দুঃখীদিগকে আহার প্রদান করিবে। ২২৬।

অতঃপর চলমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-মাহাত্ম্য।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, চক্রপাণি হরির শ্রীমূর্ত্তি যে গৃহে নিরন্তর অধিষ্ঠিত থাকেন, তথায় মারীভয়, দৌর্ভাগ্য, অলক্ষী বা পাতক বিদ্যমান থাকে না। এইরূপে হরিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে পুনর্জ্জন্মরহিত সেই দুর্লভ হরিধাম লাভ করা যায়। ২২৭। অধুনা সাধুগণানুমোদিত পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক চলমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার অত্যুত্তম বিধি লিপিবদ্ধ হইতেছে। ২২৮।

অনন্তর বৌধায়নাদি-কথিত চলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাবিধি।—স্থিরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় যেরূপ বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে, বৈষ্ণবগণ এখানেও সেইরূপ বিধি জানিবেন, তবে যে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। ২২৯।

অথ তত্র মণ্ডপাদিনির্ম্মাণবিধিঃ।

প্রাসাদতো দিশি প্রাচ্যামুদীচ্যাং বাথ মণ্ডপম্।
ঐশান্যাং বা চরেৎ স্থানেঽদূরেঽঙ্গারাদিবর্জ্জিতে। ১৩০॥

দশহস্তং চতুর্দ্বারং চতুরস্রং সমং শুভম্। চতুস্তোরণসংযুক্তং সপতাকঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ২৩১॥

তস্মিংশ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাৎ সযোন্যাস্যত্রিমেখলম্।
আগ্নেয্যাং কুণ্ডমাশায়াং চতুরস্রং করোন্মিতম্॥ ২৩২॥

প্রাচ্যাং বেদীং করোচ্ছ্রায়বিস্তারাং চতুরস্রিকাম্।
ঐশান্যাং স্থানমেকঞ্চ দেবস্য স্নপনোচিতম্॥ ২৩৩॥

প্রাসাদোঽত্র ভগবদাবাসালয়স্তস্মাৎ। অঙ্গারেণ আদিশব্দাৎ তুষাস্থ্যাদিনা চ রহিতে। অদূরেঽনতিদূরেঽনতিনিকটে চেত্যর্থঃ। মণ্ডপমাচরেৎ রচয়েৎ॥ ২৩০॥ পূর্ব্ববদিতি স্থির-মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায়াং তোরণপতাকা-স্থাপনাদিবিধির্যথা পূর্ব্বং লিখিতোঽস্তি তথৈবেত্যর্থঃ। যদ্যপি মণ্ডপপরিমাণাদিকমপি পূর্ব্বলিখনাদ্বিজ্ঞাতং স্যাদেব, তথাপি তদেব স্মারয়তাত্র লিখিতমশক্তা-বস্থাপক্ষং চাঙ্গীকুর্ব্বতা কিঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তা তল্লিখিতং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং॥ ২৩১॥ তস্মিন্মণ্ডপে যোনিঃ আস্যঞ্চ বক্ত্রং তিস্রো মেখলাশ্চ তৈঃ সহিতমাগ্নেয্যামাশায়াং দিশি বিধিযুক্তং যথা স্যাত্তথা কুর্য্যাৎ। তদ্বিধিশ্চ পূর্ব্বং দীক্ষাবিধৌ বিস্তার্য্য লিখিতোঽস্তি। করোন্মিতং একহস্ত-পরিমিতং॥ ২৩২॥ করঃ একহস্তপ্রমাণঃ উচ্ছ্রায়ো বিস্তারশ্চ যস্যাস্তাং। স্নপনোচিতমিতি দেবস্নপনস্য তদুপকরণস্থাপনস্য চোপযুক্তমিত্যর্থঃ॥ ২৩৩॥

বাস্তুমণ্ডলং চৈবং। পূর্ব্বোত্তরগাভির্নবনবভী রেখাভিশ্চতুঃষষ্টিপদং মণ্ডলং বিধায় তত্র বহিশ্চতুষ্কোণেষু কোণাত্তির্য্যগ্‌রেখা দত্ত্বাষ্টাবদ্ধপদানি চতুর্দিক্ষু চতুর্বিংশতিপদানি মধ্যে রেখাত্রয়-মার্জ্জনেন চতুষ্পদমেকং, তথা তৎ-প্রাচ্যাদিচতুর্দ্দিক্ষু চত্বারি চতুষ্পদানি তচ্চতুষ্কোণেষু মধ্যবর্ত্তি-রেখাদ্বয়মার্জ্জনেনাষ্টৌ দ্বিপদানি কুর্য্যাৎ। এবং পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতাস্থানানি ভবন্তি। দেবতা-শ্চৈতাঃ। মধ্যচতুষ্পদে ব্রহ্মা। তৎপ্রাগাদিচতুষ্পদেষু ক্রমেণ আপসাবিত্রজয়রুদ্রাঃ। কোণ-স্থেষষ্টসু দ্বিপদেষু ঈশানকোণাদিক্রমেণ অর্য্যমসবিতৃবিবস্বদ্বিবুধাধিপমিত্ররাজযক্ষ্মপৃথ্বীধরাপ-বৎসকাঃ। তথা চ মাৎস্যে। দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যতঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চান্তস্ত্রয়োদশ। তথা,—ঈশান-কোণাদিষু সুরান্ পূজয়েচ্চ বিধানতঃ। তথা।—ঈশানাদি-চতুষ্কোণসংস্থিতান্ পূজয়েদ্বুধঃ। আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়ো রুদ্রস্তথৈব চ। মধ্যে চতুষ্পদে ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগাঃ।

অতঃপর তথায় মণ্ডপাদি নির্ম্মাণবিধি।—প্রাসাদের পূর্ব্ব, উত্তর বা ঈশানকোণের অদূরে অঙ্গারাদি না থাকে এরূপ স্থলে ম প প্রস্তুত করিবে। ২৩০। মণ্ডপটী পূর্ব্ববৎ দশহস্ত, চতুর্দ্বার, সমচতুরস্র, চতুস্তোরণ ও পতাকাশোভিত হইবে। ২২১। মণ্ডপের বহ্নিকোণে একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে; উহা যোনি ও মুখবিশিষ্ট, ত্রিমেখলান্বিত, চতুরস্র ও একহস্ত-পরিমিত হইবে। পূর্ব্বদিকে একটী বেদী ও ঈশানকোণে প্রভুর স্নপন-যোগ্য স্থান প্রস্তুত করিবে। বেদীটী একহস্ত উচ্চ, একহস্ত বিস্তৃত ও চতুরস্র হইবে। ২৩৩।

অথ তত্র মণ্ডপবিধিঃ।

মণ্ডপস্য চ নৈঋর্ত্যাং বিধিবদ্বাস্তুমণ্ডলম্। মধ্যে চ দেবতার্চ্চার্থং সর্ব্বতোভদ্রমালিখেৎ।
সকর্ণিকঞ্চ তন্মধ্যে পদ্মং বিরচয়েত্তথা। স্বস্তিকং চোত্তরে কৃত্বা তত্র শয্যাং নিবেশয়েৎ॥২৩৪॥
যজমানশ্চ পূর্ব্বেদ্যুঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ সমাচরেৎ। পুণ্যাহবাচনং বিপ্রৈর্মণ্ডপস্থাপনং তথা॥ ২৩৫॥

অর্য্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ। মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথ্বীধরঃ ক্রমাৎ। অষ্টমশ্চাপবৎসস্তু পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতা ইতি। বাহ্যদ্বাত্রিংশৎপদেষু চ ঈশানাদিক্রমেণৈব শিখ্যাদয়ো দ্বাত্রিংশদ্দেবতাঃ। তথা চ তত্রৈব।—শিখী চৈবাথ পর্জ্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ। সূর্য্যঃ সত্যো ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ। পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতযমাবুভৌ। গন্ধর্ব্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা। দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ। অসুরঃ শোষ-পাপৌ চ রোগোঽহির্মুখ্য এব চ। ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথেতি। এবং সর্ব্বাঃ পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতা বাস্তুমণ্ডলে। তদ্বহিরীশানাদিক্রমেণ চ বর্কী স্কন্দা বিদারী অর্য্যম পূতনা জম্ভকা পাপরাক্ষসী লিপিচ্ছা চেত্যষ্টৌ দেবতা ইতি। এবময়ং চতুঃষষ্টিপদমণ্ডলদেবতা-স্থানবিভাগো হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রস্যানুসারী। ন তু মৎস্যপুরাণস্য। এতচ্চ সর্ব্বমগ্রে প্রাসাদ-নির্ম্মাণেঽবশ্যলেখ্যত্বাদত্র বিস্তার্য্য ন লিখিতং। তত্রৈব বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি। এতচ্চ বাস্তুমণ্ডলং বিবিধরঙ্গশালিপিষ্টপূরিতং কার্য্যং। মণ্ডপমধ্যে চ মণ্ডলদেবতাপূজার্থং সর্ব্বতো-ভদ্রাখ্যং মণ্ডলং কুর্য্যাৎ। তচ্চ সুপ্রসিদ্ধমেব। তস্য সর্ব্বতোভদ্রস্য মধ্যে চ কর্ণিকাসহিতং পদ্মং তথেতি বিধিবদ্বিরচয়েৎ। তন্মণ্ডলদেবতাশ্চৈতাঃ। মধ্যে ব্রহ্মা। মণ্ডলপ্রান্তে পূর্ব্বাদ্যষ্ট-দিক্ষু ক্রমেণ ইন্দ্রাদয়োঽষ্টলোকপালাঃ। ঈশেন্দ্রাদ্যন্তরালাষ্টকে চ বসবো রুদ্রা আদিত্যা অশ্বিনৌ পিতরো নাগাঃ স্কন্দো বৃষশ্চেত্যষ্টৌ। ঈশানাদিপদ্মদলেম্বষ্টসু ক্রমেণ দক্ষো বিষ্ণুর্দুর্গা স্বধাকারো মৃত্যুরোগঃ সসমুদ্রাঃ সরিতো মরুতো গণপতিশ্চেত্যষ্টৌ। পদ্মকর্ণিকায়াশ্চাধঃ পৃথিবী। উপরি মেরুঃ। তদুপরি স্থাপ্যদেবতা। মণ্ডলস্য বাহ্যতঃ প্রাগাদিদিক্পালানা-মায়ুধানি বাহনানি চ। তদ্বাহ্যে চ গৌতম-ভরদ্বাজ-বিশ্বামিত্র-কশ্যপ-জমদগ্নি-বশিষ্ঠাদয়ঃ সপ্তর্ষয়ঃ। ততো বহির্নবগ্রহাঃ। ততশ্চ বহ্যাস্বষ্টসু ঐন্দ্রী কৌমারী ব্রাহ্মী বারাহী চামুণ্ডা বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী বৈনায়কী চেত্যষ্টৌ শক্তয় ইতি। উত্তরে তৎসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদুত্তরতঃ স্বস্তিকং মণ্ডলং চ কৃত্বা তদুপরি শয্যাং স্থাপয়েৎ॥ ১৩৪॥

এবং মণ্ডপরচনাদিকং লিখিত্বা পুণ্যাহবাচনাদিপূর্ব্বকমাচার্য্যাদিবরণং যজমানস্য কৃত্য-বিশেষং লিখতি যজমানশ্চেতি পঞ্চভিঃ। প্রতিষ্ঠাসময়াৎ পূর্ব্বেদ্যুঃ পূর্ব্বদিবসে বিপ্রৈঃ কৃত্বা পুণ্যাহবাচনং মণ্ডপপ্রতিষ্ঠাং চ সম্যগাচরেৎ॥ ২৩৫॥ গন্ধেন আদিশব্দাৎ অক্ষতপুষ্পাদিভিশ্চ

অনন্তর তথায় মণ্ডল-নির্ম্মাণবিধি।—মণ্ডপের নৈঋর্তকোণে বিধানে বাস্তুমণ্ডল, মধ্যস্থলে দেবপূজার্থ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল, তাহার মধ্যে সকর্ণিক পদ্ম এবং উত্তরদিকে স্বস্তিক রচনা পূর্ব্বক তাহাতে শয্যাবিন্যাস করিবে। ২৩৪।

অতঃপর ব্রাহ্মণবরণাদিবিধি।—প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে দ্বিজাতি দ্বারা পুণ্যাহবাচন ও মণ্ডপ

মণ্ডপস্য চ বায়ব্যাং মাতৄর্গন্ধাদিনার্চ্চয়েৎ। প্রণবাদিনমোঽন্তৈশ্চ নামভির্ব্বিধিবদ্‌বুধঃ ॥ ২৩৬ ॥
নান্দীশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা সদ্বিপ্রং বৃণুয়াদ্‌গুরুম্। মধুপর্কাদিনাভ্যর্চ্চ্য দত্ত্বা বস্ত্রাদি শক্তিতঃ॥২৩৭॥
তদর্দ্ধদানাদ্‌ব্রহ্মাণং পুরাণস্তুতিপাঠকম্। সূক্তজাপকমপ্যেবং ত্রীন্ বিপ্রান্ বৃণুয়াৎ পরান্ ॥২৩৮॥
তোরণানি ততোঽভ্যর্চ্চ্য দ্বারাণ্যুত্তরতস্তথা। পূর্ব্ববৎ বৃণুয়াদ্দ্বিপ্রাংশ্চতুরো দ্বারজাপকান্ ॥২৩৯॥

অথ বাস্তুদেবপূজাদিবিধিঃ।

আচার্য্যো মণ্ডপেঽভ্যেত্য প্রাণায়ামান্ বিধায় চ।
আপো হি ষ্ঠেতি দর্ভোদৈর্যাগস্থাভ্যুক্ষয়েদ্ভুবম্ ॥ ২৪০ ॥

বিকীর্য্য সর্ষপান্ শুক্লান্ রক্ষাং কৃত্বা চ মন্ত্রতঃ। বিধিবৎ পূজয়েদ্বাস্তুদেবতা বাস্তুমণ্ডলে ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

দেবা আয়ান্তু যাতুধানা অপযান্তু। বিষ্ণো দেবযজনং রক্ষস্ব ॥ ইতি ॥ ২৪১ ॥

মাতৄঃ পূজয়েৎ। মাতৃপূজনে মন্ত্রান্ লিখতি প্রণবাদীতি। মাতরশ্চ ষোড়শ পূর্ব্বমচলমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠারম্ভে লিখিতা এব; প্রয়োগঃ ওঁ গৌর্য্যৈ নম ইত্যাদিঃ। বিধিবদিতি সর্ব্বত্রৈবাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং ॥ ২৩৬॥ সদ্বিপ্রং পূর্ব্বলিখিতলক্ষণং ব্রাহ্মণং মধুপর্কেণ আদিশব্দাৎ আসনপাদ্যার্ঘ্যাদিনা চ সংপূজ্য শক্তিতঃ যথাবিভবং বস্ত্রাদিকং দত্ত্বা। আদিশব্দেন ভূষণাদি। গুরুবরণবিধিশ্চ পূর্ব্বমেব লিখিতোঽস্তি। অমুকগোত্রং অমুকগোত্রশর্ম্মাণং ত্বাং প্রতিষ্ঠাচার্য্যত্বেন বৃণে। স চ বৃতোঽস্মীতি প্রক্রিয়াদিত্যাদিরূপঃ ॥ ২৩৭ ॥

তথা মধুপর্কাদিপূজাপুরঃসরং গুরুসম্প্রদানকবস্ত্রাদ্যর্দ্ধদানেন ব্রহ্মাণং বৃণুয়াৎ। পুরাণস্তুতিপাঠকসূক্তজাপকৌ চ মধুপর্কাদিনা তথৈবাভ্যর্চ্চ্য তদর্দ্ধদানেন যথাবিভবং বা বস্ত্রাদিদানেন বৃণুয়াদিত্যাদিরূপঃ॥ ২৩৮ ॥ তদনন্তরং চ উত্তরতঃ উত্তরমারভ্য তোরণায় নম ইতি ক্রমেণ তোরণানি তথা দ্বারাণি চত্বারি শ্রিয়ৈ নম ইত্যভ্যর্চ্চ্য। পূর্ব্ববৎ যথাশক্তি মধুপর্কবাসোঽলঙ্কারাদিদানেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩৯ ॥

প্রতিষ্ঠামণ্ডপে অভ্যেত্য আগত্য। যাগস্য ভুবং দেবপূজাস্থলম্ ॥২৪০॥ বিধিবদিতি প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রৈঃ ষোড়শোপচারৈঃ প্রত্যেকং পূজয়েদিত্যর্থঃ। মন্ত্রত ইতি লিখিতম্। তমেব মন্ত্রং লিখতি দেবা ইত্যাদি ॥ ২৪১ ॥ শিখী বাস্তুমণ্ডপস্যৈশানকোণার্দ্ধপদবর্ত্তী।

স্থাপন করাই যজমানের কর্ত্তব্য। ৩৩৫। সুধী ব্যক্তি মাতৃগণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার আদিতে প্রণব ও শেষে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া মণ্ডপের বায়ুকোণে গন্ধাদিযোগে তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবেন। ২৩৬। তৎপরে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে শক্ত্যনুসারে মধুপর্ক ও বসনাদি দ্বারা সদ্‌ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিতে হয়। ২৩৭। আচার্য্যকে যেরূপে (যে সকল দ্রব্যাদি দ্বারা) বরণ করিবে, তদর্দ্ধ দ্বারা ব্রহ্মা, পুরাণস্তুতিপাঠক ও সূক্তজাপক এই তিন জনকে বরণ করিতে হইবে। ২৩৮। তৎপরে উত্তরাদিক্রমে তোরণসমূহের ও দ্বারসমূহের পূজা করিবে এবং পূর্ব্ববৎ দ্বারজাপকচতুষ্টয়কে বরণ করিবে। ২৩৯।

অতঃপর বাস্তুদেবপূজাবিধি।—আচার্য্য মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া প্রাণায়াম সমাপনান্তে

ঈশানাদিক্রমেণাথ কুশপুষ্পঘৃতাক্ষতৈঃ। শিখ্যাদি-দেবতাভ্যশ্চ বিশেষবলিমর্পয়েৎ ॥ ২৪২ ॥
আগত্য কুণ্ডপার্শ্বে তু হোমং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি। তত্রাবশ্যং প্রতিদ্রব্যং হোমান্তে প্রতিমাং স্পৃশেৎ॥২৪৩

অথ স্নপনবিধিঃ।

আচার্য্যায় বরং দত্ত্বা নিজশক্ত্যনুসারতঃ। বিপ্রান্ গন্ধাদিনাভ্যর্চ্চ্য পুণ্যাহং বাচয়েৎ পুনঃ ॥২৪৪
ততশ্চ যজমানানুমোদিতোঽমর্চ্চাং বিশোধয়ন্। আচার্য্যঃ প্রণিপত্যাদৌ দেবং সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥
তদুক্তং।—
স্বাগতং দেবদেবেশ বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে। শুদ্ধেঽপি ত্বদধিষ্ঠানে শুদ্ধিং কুর্ম্মঃ ক্ষমস্ব মাম্ ॥ইতি
ততশ্চ নবপীঠোপবেশিতাং প্রতিমাং গুরুঃ। মৃত্তির্দ্বাদশকৃত্বস্তাং সংশোধ্য ক্ষালয়েৎ জলৈঃ।

তদাদিসর্ব্বদেবতাভ্যোঽগ্রে লেখ্য-তত্তদ্বিহিতদ্রব্যাসম্ভবে পুষ্পাদিভির্বিশেষবলিং দদ্যাৎ ॥২৪২ ॥ যথাবিধীতি অগ্নিঃ প্রতিষ্ঠাপ্যাধাধায় গোক্ষীরে নীরসে চরুং স্থাপ্যদেবতাকং শ্রপয়িত্বাজ্যভাগান্তে পলাশোড়ুম্বরাশ্বত্থন্যগ্রোধাপামার্গসমিদ্ভিঃ প্রত্যেকমষ্টোত্তরশতমষ্টোত্তরসহস্রমষ্টাবিংশতিং বা লোকপালানুদ্দিশ্য তত্তন্মন্ত্রৈর্ব্যাহৃতিভির্ব্বা জুহুয়াৎ। তাবৎসংখ্যকমাজ্যহোমং স্থাপ্যদেবতালিঙ্গকেন মন্ত্রেণ কৃত্বা সমিত্তিলাজ্যানাং প্রতিদ্রব্যং তেনৈব মন্ত্রেণ দশদশাহুতীর্দত্ত্বা অগ্নির্যজুর্ভিরিত্যনুবাকং জপ্ত্বা স্থাপ্যদেবতামন্ত্রেণৈব চরোর্দ্দশপ্রধানাহুতীর্দত্ত্বা চরুশেষেণ যদস্য কর্ম্মণ ইতি স্বিষ্টকৃতে জুহুয়াৎ। যথাশক্তি স্থাপ্যদেবতামন্ত্রমাবর্ত্ত্য ব্রহ্মবিসর্জনান্তং কুর্য্যাৎ ইতি বিধির্জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৪৩ ॥
যজমানকৃত্যং লিখতি। বরম্ আচার্য্যাপেক্ষিতং বস্ত্রালঙ্কারাদি নিজশক্ত্যনুসারেণ দত্ত্বা ॥২৪৪॥

"আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবপূজার স্থানকে কুশজল দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। ২৫০। পরে সিদ্ধার্থ বিকিরণ পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ সহকারে রক্ষাবিধান করিয়া যথাবিধানে বাস্তুমণ্ডপে বাস্তুদেবের অর্চ্চনা করিবেন।

উক্ত পূজার মন্ত্র।—দেবতারা আগমন করুন, রাক্ষসেরা বিদূরিত হউক। হে বিষ্ণো! এই দেবযজন রক্ষা কর। (এই মন্ত্রে পূজা করিবে)। ২৪১। তৎপরে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে কুশ, পুষ্প, ঘৃত ও অক্ষত দ্বারা শিখী প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশে বিশেষ বলি প্রদান করিবে। ২৪২। পরে কুণ্ডপার্শ্বে আগমন পূর্ব্বক বিধানে হোম করিতে হয়। প্রত্যেক দ্রব্যের হোমান্তে প্রতিমা স্পর্শ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ২৪৩।

অনন্তর স্নপনবিধি।—স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে আচার্য্যকে বসন ভূষণাদি অর্পণ পূর্ব্বক গন্ধাদি দ্বারা দ্বিজাতিগণের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্তিবাচন করাইতে হয়। ২৪৪। তৎপরে আচার্য্য যজমান কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া প্রতিমার বিশোধন সম্পাদনান্তে নমস্কার করিয়া এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবেন যে, "হে দেবদেবেশ! হে বিশ্বরূপ! আপনি আগমন করুন, আপনাকে নমস্কার। ত্বদীয় এই অধিষ্ঠান (স্বভাবতঃ) শুদ্ধ হইলেও আমি ইহার শোধন করিতেছি; অতএব ক্ষমা করুন।" অনন্তর গুরুদেব নূতন পীঠোপরি সংন্যস্ত প্রতিমূর্ত্তিকে মৃত্তিকা দ্বারা দ্বাদশবার সংশোধন পূর্ব্বক জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবেন। পরে (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্রে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া ঘৃত দ্বারা ম্রক্ষিত করিয়া বিশুদ্ধ চূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিবেন।

পঞ্চগব্যৈস্তথা পঞ্চামৃতৈস্তন্মন্ত্রকৈর্বুধঃ। সংস্নাপ্য হবিষা ভাজা চূর্ণৈরুদ্বর্ত্তয়েচ্ছুভৈঃ॥

অথ তন্মন্ত্রাঃ।

পঞ্চগব্যস্নপনে পয়ঃ পৃথিব্যামিতি। ক্ষীরাদিচতুঃস্নপনে পূর্ব্ববদেব।

শর্করাস্নপনে চ আয়ং গৌরিতি॥

কোষ্ণোদকেন প্রক্ষাল্য সুগন্ধেনানুলিপ্য চ। ততঃ সংস্রবকুম্ভাদ্ভিঃ সংস্নাপ্য প্রণমেচ্চ তাম্॥২৪৫

অভিষিঞ্চেদর্চ্চিতৈস্তু চতুষ্কুম্ভৈঃ সপল্লবৈঃ। সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইত্যাদি চতুর্ম্মন্ত্রৈঃ পরৈরপি।২৪৬॥

পদ্মান্তঃ স্বস্তিকপ্রান্তে পীঠে চৌড়ুম্বরে শুভে। অন্যক্ষীরদ্রুমীয়ে বা শ্রীমূর্ত্তিমুপবেশয়েৎ॥ ২৪৭॥

অথাষ্টৌ স্থাপয়েৎ কুম্ভান্ অষ্টদিক্ষু প্রপূরিতান্। তেষ্বাদ্যে সঙ্গমক্রোড়োৎখাতবল্মীকমৃত্তিকাম্।

অশ্বহস্তিনদীতীরদ্বয়মৃৎস্নাঞ্চ নিক্ষিপেৎ॥ ২৪৮॥

দ্বিতীয়েঽশ্বত্থচূতাদিপল্লবাশ্মন্তকত্বচম্। অন্যেষু চ ক্রমাৎ ষট্সু পবিত্রান্ প্রস্রবোদকম্॥ ২৪৯॥

শান্তিবার্য্যথ গন্ধোদমক্ষতান্ কুসুমানি চ। স্থাপয়েৎ সর্ত্বিগাচার্য্যস্তৈঃ কুম্ভৈরষ্টমন্ত্রতঃ।

আপো হি ষ্ঠেতি ত্রিতয়ং হিরণ্যেতি চতুষ্টয়ম্। তথৈব পবমানেত্যাদ্যনুবাকঃ পরো মনুঃ॥২৫০॥

সম্যক্ স্রবতি জলানি বহুলচ্ছিদ্রতয়েতি সংস্রবঃ, তাদৃশকুম্ভস্য জলেন শন্নো দেবীরিতি মন্ত্রেণ সংস্নাপ্য তাং প্রতিমাং প্রণমেৎ॥২৪৫॥ অর্চ্চিতৈঃ গন্ধাক্ষতাদিভিঃ পূজিতৈঃ। পরৈঃ আ কলসেষু ধাবতীত্যাদিভিরন্যৈশ্চ কলসলিঙ্গমন্ত্রৈস্তামভিষিঞ্চেৎ॥ ২৪৬॥ শুভে ত্রিহস্তদৈর্ঘ্য-তদর্দ্ধ-বিস্তারেণ যথাসম্ভবং পরিমাণাদিনা বা সুন্দরে॥ ২৪৭॥ অষ্টদিক্ষু শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রাচ্যাদিষু। তেষু কুম্ভেষু মধ্যে য আদ্যঃ প্রাচীস্থাপিতকুম্ভস্তস্মিন্ সঙ্গমাদিস্থানসপ্তকমৃত্তিকা নিক্ষিপেৎ॥ ২৪৮॥ অশ্বত্থচূতয়োঃ আদিশব্দাদর্জ্জুনাদীনাঞ্চ পল্লবান্ অশ্মন্তকত্বচং চ নিক্ষিপেৎ। অন্যেষু ষট্সু কুম্ভেষু পবিত্রাদিষড়্‌দ্রব্যাণি ক্রমেণ নিক্ষিপেৎ॥২৪৯॥ তৈরষ্টভিঃ কুম্ভৈঃ। অষ্ট মন্ত্রান্ এব লিখতি

উক্ত স্নপনমন্ত্র-সমূহ।—"পয়ঃ পৃথিব্যাং" মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা, পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে দুগ্ধাদি দ্রব্য-চতুষ্টয় দ্বারা এবং "আয়ং গৌঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে শর্করা দ্বারা স্নান করাইবে তদনন্তর কিঞ্চিদুষ্ণোদক দ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক সুগন্ধানুলেপন করত সংস্রব কলসের (ঝাঁঝরির) জল দ্বারা স্নান করাইয়া প্রতিমাকে নমস্কার করিতে হয়।২৪৫। তদনন্তর গন্ধাদি দ্বারা চর্চ্চিত সপল্লব কুম্ভ-চতুষ্টয়োদক দ্বারা "সমুদ্রজ্যেষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রচতুষ্টয় এবং "আ কলসেষু ধাবতি" প্রভৃতি অন্যান্য মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিষেক করিতে হইবে।২৪৬। পদ্মমধ্যে স্বস্তিকপ্রান্তে শুভকর উড়ুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত পীঠে কিংবা অন্য ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভব পীঠে শ্রীমূর্ত্তিকে উপবেশন করাইতে হয়। ২৪৭। তৎপরে শ্রীমূর্ত্তির পূর্ব্বাদি আট দিকে জলপূর্ণ কুম্ভাষ্টক স্থাপন করিতে হইবে। তন্মধ্যে (পূর্ব্বদিক্‌স্থিত) প্রথম কুম্ভে বরাহদন্তোৎখাত বল্মীক-মৃত্তিকা, অশ্ব বা গজোৎখাত মৃত্তিকা ও নদীর উভয়-কূলস্থ মৃত্তিকা প্রদান করিবে। ২৪৮। দ্বিতীয় কলসে অশ্বত্থ, চূত ও অর্জ্জুন বৃক্ষের পল্লব এবং অশ্মন্তকবল্কল আর অবশিষ্ট ছয়টী কলসে যথাক্রমে পবিত্র ও প্রস্রবণ-জলাদি ছয়টী সামগ্রী প্রদান করিবে। ২৪৯। অনন্তর আচার্য্য ঋত্বিগ্‌বর্গের সহিত মিলিত হইয়া "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়, "হিরণ্যবর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্রচতুষ্টয়, ও "পবমানং সুবর্জ্জন"

অথ বস্ত্রাদ্যর্পণবিধিঃ।

অভি বস্ত্রেতি বস্ত্রে দ্বে আহতে পরিধাপ্য চ। দত্ত্বোপবীতং গন্ধাদ্যৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েৎ ॥২৫১॥
হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদীনষ্টৌ মন্ত্রান্ জপন্ শুভৈঃ। কুর্য্যান্নীরাজনং পিষ্টময়ৈর্দ্দীপৈরথাষ্টভিঃ।
গন্ধেন চিত্রং দেবানামিত্যর্দ্ধর্চেন লোচনে। দেবস্যোন্মীলয়েৎ পার্শ্বে স্থিত্বা স্বর্ণশলাকয়া।
দেবস্য পুরতস্তিষ্ঠেত্তদানীঞ্চ ন কশ্চন। অঞ্জনেনাঞ্জয়েন্নেত্রে অঞ্জন্তি ত্বামিতি স্ফুটম্।
দেবস্য ত্বেতি মধ্বাজ্যসিতাভিঃ পুনরঞ্জয়েৎ। অথাদর্শং প্রদর্শ্যাথ বিবিধং ভোজ্যমর্পয়েৎ ॥২৫২॥

অথ স্তুতিবলিদানাদি।

অথাচার্য্যঃ কুশাসীনঃ সংস্তূয়াদ্ধারয়ন্ কুশান্। দেবং পুরুষসূক্তেন প্রত্যৃচং প্রণবং পঠন্।
পঞ্চবর্ণকধান্যান্নং পাত্রে সংস্থাপ্য বৈণবে। তেন নীরাজয়েদ্দেবং বিগতাচারবিপ্রতঃ ॥ ২৫৩।
তদ্ধস্তেন বলিং দদ্যাৎ রুদ্রায় চ চতুষ্পথে। নমো রুদ্রায়েতি মন্ত্রং সঞ্জপেচ্চ স্বয়ং জপেৎ ॥২৫৪॥
ব্রহ্মাণঞ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বমন্ত্রেণ তদাদিকাঃ। উপচারৈঃ ষোড়শভির্যজেন্মণ্ডলদেবতাঃ ॥২৫৫॥

আপ ইতি। হিরণ্যেতি হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা ইতি ঋকচতুষ্টয়ং। পবমানং সুবর্জন ইত্যনু-বাকঞ্চ ॥২৫০॥ যজ্ঞোপবীতং চ অভিবস্ত্রেত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দত্ত্বা ॥২৫১॥ সিতা শর্করা। মধ্বাদিভি-র্দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রেণ পুনরভ্যঞ্জয়েৎ ॥ ২৫২॥

পঞ্চবর্ণধান্যনিষ্পন্নং ক্ষিপ্রৌদনং বৈণবে পাত্রে নিধায় তেনান্নেন দেবং নিরাচারবিপ্রহস্তেন নীরাজয়েৎ ॥২৫৩॥ সঞ্জপং প্রণবসহিতং। তথা হি।—ওঁ নমো রুদ্রায় সর্ব্বভূতাধিপতয়ে দীপ্তশূল-ধরায়োমাদয়িতায় বিশ্বাধিপতয়ে রুদ্রায় বৈ নমঃ শিবমগর্হিতং কর্ম্মাস্তু স্বাহেতি ॥২৫৪॥ তন্মন্ত্রেণ

এই অনুবাকরূপ পরম মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উক্ত কুম্ভাষ্টকে শান্তিজল, গন্ধোদক, অক্ষত ও পুষ্প স্থাপন করিবেন। ১৫০ ।

অনন্তর বস্ত্রাদি প্রদান-বিধি।—"অভিবস্ত্র" এই মন্ত্রে নূতন বস্ত্রদ্বয় ও যজ্ঞসূত্র দিয়া গন্ধাদি উপচারে অর্চ্চনা করিতে হয়।২৫১। "হিরণ্যগর্ভ" ইত্যাদি পবিত্র মন্ত্রাষ্টক উচ্চারণ পূর্ব্বক পিষ্ট-নির্ম্মিত দীপাষ্টক দ্বারা আরাত্রিক করিবে। পরে প্রতিমার বামভাগে সংস্থিত হইয়া স্বর্ণশলাকা-যোগে গন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক "চিত্রং দেবানাং" অর্দ্ধমন্ত্রে প্রতিমার নেত্রযুগল উন্মীলন করিয়া দিবে। তৎকালে কাহাকেও প্রভুর পুরোভাগে অবস্থিতি করিতে নাই। তদনন্তর "অঞ্জন্তি ত্বা" এই মন্ত্রে প্রভুর নয়নযুগলে অঞ্জন দিয়া "দেবস্য ত্বা" মন্ত্রে পুনর্ব্বার মধু ঘৃত ও শর্করা দ্বারা অঞ্জিত করিতে হইবে। পরে দর্পণ প্রদর্শন পূর্ব্বক নানারূপ ভোজ্য নিবেদন করিতে হয় । ২৫২।

অনন্তর স্তব ও বলিদানাদি।—তৎপরে আচার্য্য কুশাসনে বসিয়া কুশধারণ পূর্ব্বক পুরুষ-সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্র ও ওঙ্কার পাঠ করিয়া প্রভুর স্তুতিবাদ করিবেন। পরে বংশপাত্রে পঞ্চবর্ণ ধান্যান্ন স্থাপন পূর্ব্বক বিগতাচার ব্রাহ্মণ দ্বারা আরাত্রিক করাইবেন । ২৫৩। উক্ত বিপ্রের দ্বারাই রুদ্রের উদ্দেশে চতুষ্পথে বলিপ্রদান করাইতে হয়। তদনন্তর আচার্য্য স্বয়ং প্রণব-সমন্বিত "নমো রুদ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন।২৫৪। তৎপরে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠামন্ত্রে (ব্রহ্ম জজ্ঞানং ইত্যাদি মন্ত্রে) ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে ব্রহ্মাদি মণ্ডলদেবগণের অর্চ্চনা-

স্থাপ্য দেবমথাবাহ্যার্চায়াং তল্লিঙ্গমন্ত্রতঃ। কর্ণিকায়াং মণ্ডলস্থ তামর্চ্চামুপবেশয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥
সুপ্রতিষ্ঠো ভবেত্যেতাং সংপ্রতিষ্ঠাপ্য তত্র চ। পুনঃ সমর্চ্চয়েদ্গন্ধাদ্যুপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ ॥ ২৫৭ ॥
কুণ্ডান্তিকমথাগত্য তিলাজ্যৈর্জুহুয়াৎ কৃতী। তদ্দেবতানাং প্রত্যেকং নামমন্ত্রৈর্দশাহুতীঃ ॥ ২৫৮ ॥

অথাধিবাসনবিধিঃ।

অথ স্বস্তিকবর্ত্তিন্যাং শয্যায়াং ব্রাহ্মণৈঃ সহ। শ্রীমূর্ত্তিং প্রাঙ্মুখং দিব্যাস্তরণেষু নিবেশয়েৎ।
তত্তঃ পুরুষসূক্তেনোত্তরনারায়ণেন চ। উপস্থাপ্য ততোঽর্চ্চায়াং ন্যসেত্তত্ত্বানি তত্ত্বতঃ ॥ ২৫৯ ॥
ন্যসেৎ পুরুষসূক্তঞ্চ গন্ধাদ্যৈরর্চ্চয়েত্ততঃ। শয্যায়াং স্থাপয়েদ্দেবং সুখশায়ী ভবেতি তম্ ॥ ২৬০ ॥

ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ ব্রহ্ম জজ্ঞানমিত্যাদিনা ব্রহ্মাণং প্রতিষ্ঠাপ্য ॥ ২৫৫ ॥ তল্লিঙ্গমন্ত্রতঃ স্থাপ্যদেবলিঙ্গমন্ত্রেণস্থাপ্যদেবমর্চ্চায়াং প্রতিমায়ামাবাহ্য ॥ ২৫৬ ॥ তত্র কর্ণিকায়াং ॥ ২৫৭ ॥ তাসাং মণ্ডলদেবতানাং নামমন্ত্রৈঃ ওঁ ব্রহ্মণে নম ইত্যাদিরূপৈঃ প্রত্যেকং তিলাজ্যৈর্দশাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ ॥ ২৫৮ ॥

তত্ত্বতঃ যথাবিধীত্যর্থঃ। তচ্চৈবং—পুরুষাত্মনে নমঃ প্রাণাত্মনে নম ইতি শিরসি। প্রকৃতিতত্ত্বায় নমঃ বুদ্ধিতত্ত্বায় নমঃ অহঙ্কারতত্ত্বায় নমঃ মনস্তত্ত্বায় নম ইতি হৃদি। তথা শব্দতত্ত্বায় নমঃ ইতি শিরসি। স্পর্শতত্ত্বায় নম ইতি ত্বচি। রূপতত্ত্বায় নম ইতি হৃদি। এবং রসগন্ধশ্রোত্রত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বা-ঘ্রাণবাক্পাণিপাদপায়ূপস্থপৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশাখ্যানি তত্ত্বানি বস্তিপাদকর্ণত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বা-ঘ্রাণশিখাসু যথাসম্ভবং বিন্যস্য দেহে বিন্যসেদিতি ॥ ২৫৯ ॥ পুরুষসূক্তন্যাসশ্চৈবং—অস্য পুরুষসূক্তমন্ত্রস্য নারায়ণঋষিঃ পুরুষো দেবতা দেবস্যাঙ্গন্যাসে বিনিয়োগ ইতি সহস্রশীর্ষাদি স্মৃত্বা, আদ্যমৃগ্দ্বয়মগ্রকরয়োঃ, উপরিতনং জানুনোঃ, তদুপরিতনং কটোঃ, সভূম্যাদ্যাস্তিস্রো নাভিহৃদয়কণ্ঠেষু। তদুপরিতনমৃগ্দ্বয়ং বাহ্বোস্তদুপরিতনমক্ষ্ণোঃ, অন্ত্যামৃচং মস্তকে ন্যসেদিতি ॥ ২৬০ ॥ মণ্ডলশয্যয়োরন্তরালে মধ্যে কৈশ্চিন্ন গন্তব্যমিত্যেবং নিষেধং কৃত্বা। বিধিবদিতি ক্ষীরোদনং ব্রহ্মণে। ঘৃতান্নমুদকাভিঘারিতমিন্দ্রায়। আজ্যৌদনমগ্নয়ে। মাষান্নং যমায়। কৃষ্ণব্রীহ্যন্নং পুরাণেন

করিবে। ২৫৫। দেবলিঙ্গ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রভুকে স্থাপন ও প্রতিমায় আবাহন করত মণ্ডলের কর্ণিকাভ্যন্তরে প্রতিমাকে উপবেশন করাইতে হয়। ২৫৬। "সুপ্রতিষ্ঠো ভব" মন্ত্রে প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা করত গন্ধাদি পঞ্চোপচারে পুনরায় অর্চ্চনা করিবে। ২৫৭। তৎপরে গুরুদেব কুণ্ডসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক নামমন্ত্রে প্রতি মণ্ডল-দেবতার উদ্দেশে সঘৃত তিল দ্বারা দশ দশ আহুতি দিবেন। ২৫৮।

অনন্তর অধিবাসনবিধি।—তৎপরে ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীমূর্ত্তিকে পূর্ব্বাভিমুখ করত স্বস্তিকমধ্যস্থ শয্যায় আস্তরণোপধি উপবেশন করাইতে হয় এবং পুরুষসূক্ত ও উত্তর নারায়ণসূক্ত পাঠ পূর্ব্বক প্রভুকে উপস্থাপন করিয়া বিধানে তত্ত্বন্যাস করিবে। ২৫৯। তদনন্তর পুরুষসূক্ত-ন্যাসান্তে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া "সুখশায়ী ভব" এই বাক্যে প্রভুকে শয়ন করাইবে। ২৬০। পরে "মণ্ডল ও শয্যার অন্তরালে কেহ যাইও না" এই বাক্যে নিবারণ পূর্ব্বক বিধানে দেবগণকে বলি প্রদান করিবে। শয্যার নিকটে নৈবারিক-চরুস্থালী আনয়ন

অন্তরালে ন গন্তব্যং কৈশ্চিন্ম গুলশয্যয়োঃ। নিষিধ্যৈবং দেবতাভ্যো বলিং বিধিবদর্পয়েৎ ॥২৬১॥
নৈবারিকচরুস্থালীমানীয় শয়নস্থলে। দিগ্বলিং চরুশেষেণ বিতরেদ্বিধিবদ্বুধঃ।
কৃত্বাধিবাসনং ত্বেবং গীতবাদ্যাদিভিঃ শুভৈঃ। সোৎসাহং সোৎসবস্তাঞ্চ রজনীমতিবাহয়েৎ॥

অথোত্থাপনবিধিঃ।

অরুণোদয়কালে সত্যুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে। মন্ত্রেণানেন বাদ্যাদ্যৈর্দেবমুত্থাপয়েত্ততঃ ॥ ২৬২ ॥
স্তুত্বা পুরুষসূক্তেনোত্তরনারায়ণেন চ। সঘৃতব্রীহিণা কুণ্ডে বিধিবচ্ছ্রপয়েচ্চরুম্।
ততশ্চাজ্যেনাভিঘার্য্য জুহুয়ান্নামমন্ত্রতঃ। দশাহুতীঃ স্থাপ্যদেবমন্ত্রতো হবিষা দশ॥
অবদানানি হুত্বা চ চরুশেষেণ মন্ত্রতঃ। পূর্ণাহুতিঞ্চ জুহুয়াৎ তন্মন্ত্রদ্বয়তো বুধঃ ॥ ২৬৩ ॥

ততো দত্ত্বা ধেনুমুখ্যাং শক্ত্যাচার্য্যায় দক্ষিণাম্।
মেরোরভিমুখং বেদ্যাং দেবং কুর্য্যাদ্দিনোদয়ে। ২৬৪ ॥

ওষধীরিতি মন্ত্রেণ ততো দেবায় দর্শয়েৎ। সর্ব্বৌষধি-পুষ্পমূলফলানি বিবিধানি চ।
তাম্রপাত্রেঽথ মূলেন শতবারাভিমন্ত্রিতম্। শান্ত্যম্বু গুরুরাদায় সিঞ্চেদ্দেবস্য মস্তকে। ২৬৫ ॥

ঘৃতেন নির্ঋতয়ে। নবনীতৌদনং বরুণায়। যবৌদনং বায়বে। প্রৈয়ঙ্গবং সোমায়। গামীশায় বলিং দদ্যাদিতি জ্ঞেয়ং। ২৬১ ॥

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে ইত্যনেন মন্ত্রেণ। ২৬২ ॥ নামমন্ত্রেণ দশাহুতীঃ স্থাপ্যদেবমন্ত্রেণ চ ঘৃতেন দশাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। চরুশেষেণ মন্ত্রতোঽবদানানি কৃত্বা। তন্মন্ত্রশ্চায়ং—অগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহা ধন্বন্তরয়ে কুহ্বৈ অনুমত্যৈ প্রজাপতয়ে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহেতি। তন্মন্ত্রদ্বয়তঃ পূর্ণাহুতিহবনমন্ত্রাভ্যাং সপ্ত তে অগ্নে পুনস্ত্বাদিত্যেতাভ্যাং। বুধ ইতি তত্তৎপ্রকারং তত্তন্মন্ত্রাংশ্চ জানাতীতি তদ্বিশেষলিখনপরিশ্রমেণ কিমিতি ভাবঃ। এবং সর্ব্বত্রৈব বোদ্ধব্যং। ২৬৩ ॥ দিনোদয়ে সূর্য্যে উদিতে সতি ॥ ২৬৪॥ অথানন্তরং তাম্রপাত্রে স্থাপ্যদেবতামূলমন্ত্রেণ শতবারানভিমন্ত্রিতং শান্তিতোয়মাদায়াচার্য্যো মূলমন্ত্রেণৈবাভিষেকং কুর্য্যাৎ। ২৬৫ ॥ এতং দেবমুপস্থায়। বজ্রমৌক্তিকবৈদূর্য্যশঙ্খস্ফটিকপুষ্প-

---

পূর্ব্বক চরু-শেষ দ্বারা বিধানে দিগ্বলি অর্পণ করিবেন। এইরূপে অধিবাসন সমাপন পূর্ব্বক শুভপ্রদ গীতবাদ্যাদি উৎসব সহকারে নিশা অতিবাহন করিতে হয়।

অনন্তর উত্থাপনবিধি।—"উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে" এই মন্ত্রে বাদ্যাদি সহকারে অরুণোদয়-সময়ে প্রভুকে উত্থাপিত করিতে হয়। ২৬২। তৎপরে পুরুষসূক্ত ও উত্তরনারায়ণ মন্ত্রে স্তুতিবাদ করিয়া ঘৃতমিশ্রিত ব্রীহি দ্বারা কুণ্ডে বিধানে চরু পাক করিবে। তৎপরে তত্তন্মন্ত্র ও তত্তদ্বিধিজ্ঞ সুধী ব্যক্তি চরুর অভিঘারণ পূর্ব্বক নামমন্ত্রে দশধা হোম করিয়া দেবমন্ত্রে ঘৃত দ্বারা দশধা আহুতি দিবে। তদনন্তর মন্ত্র পাঠ সহকারে চরুশেষ দ্বারা অবদান হোম করত "সপ্ত তে অগ্নে" ও "পুনস্ত্বাং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা পূর্ণাহুতি দিবে। ২৬৩। পরে যথাশক্তি আচার্য্যকে একটী অত্যুত্তম গাভী দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক অরুণোদয়ে বেদীতে প্রভুকে মেরুর অভিমুখ করিয়া রাখিবে। ২৬৪। অনন্তর প্রভুকে "ওষধীঃ" মন্ত্রে সর্ব্বৌষধি, নানারূপ কুসুম, মূল ও ফল দেখা-

বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যেতমুপস্থাপ্য প্রকল্পয়েৎ। দেবাধো ধ্যানতো ব্রহ্মশিলাং রত্নাষ্টকান্বিতাম্ ॥ ২৬৬॥
অথ দর্ভেষূপবিষ্টো ধৃতদর্ভঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ব্রহ্মণে নম ইত্যাদিমন্ত্রং সপ্রণবং জপেৎ।
ততোঽম্বুপূরিতং কুম্ভং ক্ষিপ্তসর্ব্বৌষধিং নবম্। অভ্যর্চ্চ্য যজমানস্য পুরঃ স্থাপয়েদ্গুরুঃ।
হস্তং কুম্ভমুখে ন্যস্য বারানষ্টৌ চ বিংশতিম্। ইত্তোয়মভিমন্ত্র্যাস্মিংস্তীর্থান্যাবাহয়েত্ততঃ।
তেনাভিষিঞ্চেদ্দেবাগ্রে যজমানং সহর্ত্বিজৈঃ। ইমা আপঃ শিবতমা ইত্যাদিমন্ত্রভির্গুরুঃ।
সুমুহূর্ত্তে কৃতন্যাসো জপ্ত্বা মূলমনুং ততঃ। ভগবন্ প্রতিতিষ্ঠেতি মনস্যুচ্চারয়ন্ মুহুঃ ॥ ২৬৭ ॥
কুসুমাঞ্জলিনা গীতবাদ্যমঙ্গলঘোষতঃ। দেবং মূর্ত্তৌ প্রতিষ্ঠাপ্য তাং চ স্পৃষ্ট্বা জপেদৃচম্।
ধ্রুবা দ্যৌরিতি তং চোপতিষ্ঠেৎ পুরুষসূক্ততঃ। যজমানঃ সভার্য্যোঽথ বিতরেৎ কুসুমাঞ্জলিম্ ॥

তত্র মন্ত্রঃ।

স্বাগতং দেবদেবেশ মদ্ভাগ্যাত্ত্বমিহাগতঃ। প্রাকৃতত্বমদৃষ্ট্বা মাং বালবৎ প্রতিপালয় ॥ ইতি ॥২৬৮॥

রাগেন্দ্রনীলমহানীলেতি রত্নাষ্টকোপেতাং ব্রহ্মশিলাং ধ্যানেন দেবস্যাধস্তাৎ ॥ ২৬৬॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমো বিষ্ণবে নমো রুদ্রায় নমঃ এবং ইন্দ্রায় অগ্নয়ে যমায় নির্ঋতয়ে বরুণায় বায়বে সোমায় ঈশানায় বসুভ্যো রুদ্রেভ্যঃ আদিত্যেভ্যঃ অশ্বিভ্যাং মরুদ্ভ্যঃ কুবেরায় গঙ্গাদিভ্যো মহানদীভ্যো অগ্নীষোমাভ্যাং ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ধন্বন্তরয়ে সর্ব্বেশায় বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ ব্রহ্মণে নম ইতি মন্ত্রং জপেৎ ॥ অভ্যর্চ্চ্য কুম্ভমেব গন্ধাক্ষতাদিনা সংপূজ্য ॥ ২৬৭ ॥ তাঞ্চ মূর্ত্তিং স্পৃষ্ট্বা ধ্রুবাদ্যৌরিত্যাচং জপেৎ। অথ তঞ্চ দেবং পুরুষসূক্তেনোপতিষ্ঠেৎ ভক্ত্যা স্তুবীত ॥২৬৮॥ সচ্চিদানন্দং ব্রহ্মৈব ভক্তানুগ্রহায় গৃহীতবিগ্রহং করচরণাদ্যবয়বিনং শঙ্খচক্রগদা-

---

ইতে হয়। তৎপরে গুরুদেব তাম্রপাত্রে প্রভুকে স্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা শতধা অভিমন্ত্রিত শান্ত্যুদক দ্বারা মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে প্রভুর শিরোদেশ অভিষিক্ত করিবেন। ২৬৫। তদনন্তর "বিশ্বতশ্চক্ষু" মন্ত্রে প্রভুকে উপস্থান পূর্ব্বক ধ্যান করত প্রভুর অধোদেশে অষ্টরত্নসমন্বিত ব্রহ্মশিলা স্থাপন করিবে। ২৬৬। তৎপরে কুশোপরি সমাসীন হইয়া কুশ ধারণ পূর্ব্বক কর-পুটে সপ্রণব "ব্রহ্মণে নমঃ" এই মন্ত্র জপ করিবে। পরে গুরুদেব গন্ধাক্ষতাদি ও সর্ব্বৌষধি-যুক্ত জলপূর্ণ নূতন কুম্ভের পূজা করিয়া তাহা যজমানের সম্মুখে স্থাপন করিবেন। অনন্তর কলসের মুখে হস্ত প্রদান করত অষ্টাবিংশতিবার মন্ত্রাভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে তীর্থসমূহের আবাহন করিবে এবং গুরুদেব ঋত্বিগ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া তদ্দ্বারা "ইমা আপঃ শিবতমা" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রভুর সম্মুখে যজমানকে অভিষেক করিবেন। তদনন্তর সুমুহূর্ত্তে ন্যাস সমাপনান্তে মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক মনে মনে বারংবার "ভগবন্ প্রতিষ্ঠিত হও" এই মন্ত্র পাঠ করিবে।২৬৭। গীতবাদ্য সহকারে কুসুমাঞ্জলি লইয়া প্রতিমাতে প্রভুর প্রতিষ্ঠা করত দেবমূর্ত্তি স্পর্শ পূর্ব্বক পুরুষসূক্ত সহ "ধ্রুবা দ্যৌঃ" মন্ত্র জপ করিবে। পরে যজমান সহধর্ম্মিণী সহ একত্র হইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান-মন্ত্র।—হে দেবদেবেশ! আগত হউন, আমার সৌভাগ্যবশেই স্থানে আপনার শুভাগমন হইয়াছে। আমাকে প্রাকৃতবৎ না দেখিয়া স্বীয়

শান্তিকুম্ভাম্ভসা দেবং গুরুঃ পঞ্চামৃতৈরপি। অভিষিচ্য স্নাপয়েত্তং রত্নপুষ্পকুশাম্বুনা।
সচ্চিদানন্দমিত্যাদিমন্ত্রেণ কুসুমাঞ্জলৌ। পরিভাব্যাগতং দেবং ন্যসেৎ প্রতিকৃতৌ ততঃ ॥২৬৯॥
নিরুধ্য প্রণবেনাথ প্রাদুর্ভূতং বিচিন্ত্য তম্। স্পৃষ্ট্বাঙ্ঘ্রিনাভিমস্তেষু ইহৈবৈধীতি ত্রির্জপেৎ।
স্বস্বমন্ত্রৈঃ পরীবারদেবতাঃ পূর্ব্ববদ্বুধঃ। প্রতিষ্ঠাপয়েদর্চ্চাসু শ্রীমূর্ত্তৌ বা বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৭০ ॥
সকলীকৃত্য দেবং চ মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ। উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ পরিবারান্বিতং ততঃ ॥
অষ্টোত্তরশতং মূলমন্ত্রমাবর্ত্ত্য শক্তিতঃ। প্রণম্য দণ্ডবদ্দেবং ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ ॥ ২৭১ ॥

অথাচার্য্যাদিসম্মাননম্।

যজমানস্ততো দদ্যাদাচার্য্যায় তু দক্ষিণাম্। গবাং শতং তদর্দ্ধং বা গামেকাং বাত্যশক্তিতঃ ॥
দদ্যাত্তদর্দ্ধমৃত্বিগ্‌ভ্যো জাপিভ্যশ্চ তদর্দ্ধকম্। অন্যেভ্যশ্চ যথাশক্তি বিবিধং দানমাচরেৎ ॥ ২৭২।

ধ্যায়ুধবন্তং নিজবাহনাত্মাপেতং নিজহৃৎকমলমধ্যেঽবস্থিতং সর্ব্বলোকসাক্ষিণমণীয়াসং পরমেষ্ঠ্যাসি পরমাং মাং শ্রিয়ং গময়েতি মন্ত্রেণ কুসুমযুক্তাঞ্জলাবাগতং পরিভাব্য প্রতিকৃতৌ শ্রীমূর্ত্তৌ বিন্যসেৎ ॥ ২৬৯ ॥ অর্চ্চাসু তত্তৎপ্রতিমাসু প্রতিষ্ঠাপয়েৎ, তদভাবে চ শ্রীমূর্ত্তৌ মুখ্যভগবৎপ্রতিমায়ামেব তাঃ সর্ব্বা. বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৭০ ॥ শক্তিতঃ যথাশক্তি দেবং দণ্ডবৎ প্রণম্য যজমানার্থং স্বস্তি বাচয়েৎ ॥ ২৭১ ॥

দক্ষিণামেব লিখতি গবামিতি। অত্যশক্তিত ইতি পঞ্চাশত্যশক্তৌ পঞ্চবিংশতিং, তত্র চাশক্তৌ দ্বাদশ, তত্রাপ্যশক্তৌ তিস্রঃ, তত্যন্তাশক্তৌ চ একামেবেত্যর্থঃ ॥ ২৭২ ॥ তাং

সন্তানবৎ জ্ঞানে প্রতিপালন করুন্। এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ২৬৮। তদনন্তর গুরুদেব শান্তিকুম্ভোদক ও পঞ্চামৃত দ্বারা প্রভুর অভিষেক সম্পাদন পূর্ব্বক রত্নোদক, পুষ্পোদক ও কুশাম্বু দ্বারা স্নান করাইবেন। পরে "সচ্চিদানন্দং" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলিতে প্রভুকে স্বাগত চিন্তা করত প্রতিমাতে ন্যাস করিবে। ২৬৯। তৎপরে প্রভুকে আবির্ভূত ভাবনা করিয়া ওঙ্কারযোগে নিরোধ পূর্ব্বক পদ, নাভি ও শিরঃপ্রদেশ স্পর্শ করিয়া "ইহৈবৈধি" এই মন্ত্র বারত্রয় জপ করিবে। বিচক্ষণ গুরুদেব পূর্ব্ববৎ দেবপরিবারবর্গকে প্রতিমাতে কিংবা ভগবন্মূর্ত্তিতে ভাবনা করিয়া নিজ নিজ মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিবেন। ২৭০। তদনন্তর সকলীকরণ পূর্ব্বক ষোড়শোপচার দ্বারা মূলমন্ত্রে সপরিবার দেবতার অর্চ্চনা করিতে হয়। পরে যথাশক্তি অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপ ও দণ্ডবৎ নমস্কার করিয়া বিপ্র দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে। ২৭১।

অতঃপর আচার্য্যাদির সম্মাননা।—তৎপরে যজমান সক্ষম হইলে আচার্য্যকে একশত বা পঞ্চাশৎসংখ্য ধেনু দক্ষিণা দিবে। অক্ষম হইলে একটীমাত্র দিতে হয়। ঋত্বিক্‌বর্গকে আচার্য্যের অর্দ্ধ ও জাপকগণকে ঋত্বিক্‌দিগের অর্দ্ধ দক্ষিণা দিবে এবং অপরাপর ব্যক্তিকে শক্ত্যনুসারে নানারূপ দান করিতে হয়। ২৭২। তৎপরে গুরুদেব ফুল্লচিত্ত হইয়া নিখিল কামনাসিদ্ধ্যর্থে শুভক্ষণে যজমানের ক্রোড়ে শ্রীমূর্ত্তিকে প্রদান করিবেন। ২৭৩। পরে

ততো গুরুর্হৃষ্টমনাঃ সর্ব্বকামিতলব্ধয়ে। স্বকর্ণে যজমানাঙ্কে শ্রীমূর্ত্তিং তাং সমর্পয়েৎ ॥ ২৭৩॥
ততঃ সর্ব্বং পতাকাদি মণ্ডপস্থং সমর্প্য চ আচার্য্যায় নমস্কৃত্য শক্ত্যা বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ ॥

অথ প্রতিষ্ঠাফলম্।

উক্তঞ্চ বৌধায়নেন।

এবং কুর্ব্বন্ প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞানাং ফলমাপ্নুয়াৎ। দীর্ঘায়ুর্লক্ষ্মীকো বসেৎ স্বর্গে চিরং সুখী ॥
মর্ত্ত্যলোকে চ জায়েত সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমান্। ততোঽক্ষয়সুখে লোকে বৈকুণ্ঠে রমতে সদা।
অথৈকাধ্বরমার্গেণ চলার্চাস্থাপনে বিধিঃ। সংক্ষিপ্তে লিখ্যতে বৌধায়নাদ্যুক্তানুসারতঃ ॥

অথৈকাধ্বরপ্রতিষ্ঠাবিধিঃ।

কুণ্ডমণ্ডপবেদীনাং নাত্রাপেক্ষাস্তি তাদৃশী। যজমানঃ পুণ্যকালে পুণ্যদেশে কৃতক্রিয়ঃ।
স্বস্তিবাচনপূর্ব্বন্তু নান্দীশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। আচার্য্যমেকং বৃণুয়াৎ নর্ত্বিগাদীংশ্চ কাংশ্চন।
বিদধ্যাৎ সর্ব্বমাচার্য্যো ইত্যেকাধ্বরিকো বিধিঃ ॥ ২৭৪ ॥
আচার্য্যো যজমানানুজ্ঞয়া সংকল্পমাচরেৎ। স্থণ্ডিলেঽগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রীহিণা শ্রপয়েচ্চরুম্ ॥
আজ্যভাগান্তমাচার্য্যো মূর্ত্তিং বারাষ্টকং মুদা। স্নাপয়েৎ পূর্ব্ববৎ পঞ্চগব্যৈঃ পঞ্চামৃতৈরপি ॥
অষ্টভিশ্চাভিষিঞ্চেত্তামাপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রতঃ। কুম্ভৈঃ সদূর্ব্বাসিদ্ধার্থপঞ্চপল্লবতোয়কৈঃ ॥২৭৫॥

প্রতিষ্ঠিতাং চলাং শ্রীমূর্ত্তিং যজমানস্য অঙ্কে ক্রোড়ে সমর্পয়েদিতি প্রায়শ্চলশ্রীমূর্ত্তের্গৃহস্থাপনেন অল্পপরিমাণাদ্যপেক্ষয়া কিংবা যজমানস্য ভাববিশেষজননাভিপ্রায়েণেতি দিক্ ॥ ২৭৩॥
তাদৃশী পূর্ব্ববদত্রাপেক্ষা নাস্তি,তাঃ কৃতা অকৃতা বেত্যাগ্রহো নাস্তীত্যর্থঃ। কৃতাঃ ক্রিয়া নিত্য-কর্ম্মাণি যেন। আচার্য্যমেবৈকং বৃণুয়াৎ, ন ত্বন্যান্ কাংশ্চন বৃণুয়াৎ ॥২৭৪॥ দূর্ব্বাদিসহিতৈরষ্টভিঃ কুম্ভৈস্তাং শ্রীমূর্ত্তিমভিষিঞ্চেৎ স্নাপয়েৎ। ২৭৫। নামমন্ত্রেণাভ্যর্চ্চ্য সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনি

যজমান আচার্য্যকে মণ্ডপস্থিত পতাকাদি নিখিল বস্তু প্রদানান্তে প্রণাম করিয়া শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন।

অতঃপর প্রতিষ্ঠাফল বর্ণিত হইতেছে।—বৌধায়নের উক্তি আছে, এইরূপে প্রতিষ্ঠা করিলে যাবতীয় যজ্ঞফল, দীর্ঘায়ুঃ ও শ্রী লাভ করা যায় এবং চিরদিন আনন্দে স্বরধামে বাস করিতে পারে। পরে অবনীতলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বকামসম্পন্ন ও সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ হইয়া অবশেষে অক্ষয় আনন্দপ্রদ বৈকুণ্ঠধামে নিরন্তর বিহার করেন। অতঃপর বৌধায়ন যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে একাধ্বরমার্গে চলপ্রতিষ্ঠাবিধি বিবৃত হইতেছে।

অনন্তর একাধ্বর-প্রতিষ্ঠাবিধি।—এই প্রতিষ্ঠায় কুণ্ড, মণ্ডপ বা বেদীর আবশ্যক করে না। যজমান পবিত্র সময়ে পবিত্র স্থানে নিত্যকর্ম্ম সমাধান্তে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পরে অপরাপর ঋত্বিক্‌দিগকে বরণ না করিয়া কেবলমাত্র আচার্য্যকে বরণ করিবে এবং তৎ প্রতি নিখিল কার্য্যের ভার সমর্পণ করিতে হয়। ইহাই একাধ্বর প্রতিষ্ঠাবিধি জানিবে। ২৭৪। যজমানের আদেশে আচার্য্য সঙ্কল্পান্তে স্থণ্ডিলে বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক ব্রীহি দ্বারা সেই স্থণ্ডিলে চরু প্রস্তুত করিবেন। তৎপরে আচার্য্য সানন্দে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা আজ্যভাগান্তে আট

অভ্যর্চ্চ্য বস্ত্রগন্ধাদ্যৈরর্চ্চাং তাং নামমন্ত্রতঃ। সর্ব্বতোভদ্রমধ্যস্থ ভদ্রপীঠে নিবেশয়েৎ ॥ ২৭৬ ॥
তৎপ্রাগাদ্যষ্টদিক্ষ্বষ্টৌ সগন্ধাক্ষতপল্লবান্। কুম্ভান্ জলভৃতান্ন্যস্যেদ্দীপান্ প্রজ্বালয়েত্তথা ॥ ২৭৭॥
নেত্রে চ প্রাগ্বদুন্মীল্য মধুনাক্ত প্রদায় চ। চিত্রান্ন লিমাত্মেষ্টদেবমাহাত্ম্যকং স্মরেৎ ॥ ২৭৮ ॥
স্তুত্বা পুরুষসূক্তেন পরিপূজ্যাঙ্গদেবতাঃ। প্রত্যেকং জুহুয়াৎ সাষ্টশতন্তু সমিদাদিভিঃ ॥ ২৭৯ ॥
একৈকদ্রব্যহোমান্তে স্পৃশেদ্দেবং চ পূর্ব্ববৎ। ক্ষিপেদাহুতিসংঘাতং স্থণ্ডেহগ্ন্যুত্তরতো ঘটে ॥২৮০॥
ততঃ পূর্ণাহুতিং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ। ততঃ কৃতাঙ্গন্যাসঃ সন্ দেবং হৃদি বিচিন্তয়েৎ।
মূলমুচ্চরায়ন্মন্ত্রং দেবং হৃৎস্থঞ্চ সুক্ষণে। কুসুমেন প্রতিষ্ঠাপ্য শ্রীমূর্ত্তৌ স্থাপয়েদথ।

ধ্রুবসূক্তৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য সুপ্রতিষ্ঠো ভবেতি তম্।
প্রণবেন নিরুধ্যেষ্টং সংপ্রার্থ্য স্তুতিমাচরেৎ ॥ ২৮১ ॥

অথাগ্র্যোদককুম্ভস্যাভিমন্ত্রণপুরঃসরম্। মূলেনাচমনীয়ান্তানাসনাদীন্ সমর্পয়েৎ ॥ ২৮২ ॥
সংস্নাপ্যাথ কৃতন্যাসং দেবং পঞ্চামৃতৈঃ সুখম্। সংপাতকলসোদেন বিশুদ্ধাগোদকেন চ।
শঙ্খার্পিতেন সংস্থাপ্য তন্মন্ত্রৈর্বারসপ্তকম্। বস্ত্রালঙ্কারগন্ধাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।

ভদ্রপীঠে স্থাপয়েৎ ॥ ২৭৬ ॥ তথৈবাষ্টৌ দীপান্ প্রজ্বালয়েৎ ॥ ২৭৭ ॥ চিত্রান্নবলিং প্রদায় চ ॥২৭৮॥ সমিদাদিভিঃ সমিদাজ্যচরুতিলৈঃ ॥২৭৯॥ অগ্নেরুত্তরতো স্থণ্ডে পুরাস্থাপিতে। আহুতিসংঘাতং পূর্ব্বধদেব নিক্ষিপেৎ ॥২৮০॥ ইষ্টং নিজবাঞ্ছিতং সম্যক্ প্রার্থ্য পুরুষসূক্তাদিনা স্তবীত ॥২৮১॥ আসনম্ আদিশব্দেন আবাহনপাদ্যার্ঘ্যমধুপর্কাচমনীয়ানি ॥ ২৮২ ॥ তন্মন্ত্রৈরিতি ইমা আপঃ শিবতমা ইতি

বার মূর্ত্তিকে স্নান করাইবেন। তদনন্তর দূর্ব্বা, সিদ্ধার্থ ও পঞ্চপল্লব-সমন্বিত কুম্ভাম্ভঃসলিল দ্বারা "আপো হি ষ্ঠা" মন্ত্রে প্রতিমাকে অভিষিক্ত করিবেন।২৭৫। তৎপরে বসন ও গন্ধাদি দ্বারা নাম-মন্ত্রে পূজা করিয়া সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত ভদ্রপীঠে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। ২৭৬। তদনন্তর গন্ধাক্ষত-পল্লবসমন্বিত জলপূর্ণ কুম্ভাষ্টককে পূর্ব্বাদি আট দিকে স্থাপন পূর্ব্বক আটটী প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে। ২৭৭। পরে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করত মধুসমন্বিত বিচিত্র অন্ন দ্বারা বলি দিয়া স্বীয় ইষ্টদেবমাহাত্ম্য স্মরণ করিবে। ২৭৮। তদনন্তর পুরুষসূক্ত পাঠ দ্বারা স্তুতি ও আবরণদেবতাগণের অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রত্যেকের উদ্দেশে সমিধ্ দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। ২৭৯। ঘৃত, চরু ও তিল এই তিন দ্রব্যের প্রত্যেকটী দ্বারা হোম করিয়া পূর্ব্ববৎ দেবতাকে স্পর্শ করিতে হয়, এবং অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপিত কুম্ভে আহুতিশেষ প্রক্ষেপ করিবে। ২৮০। তৎপরে পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোম শেষ করিবে। তদনন্তর অঙ্গন্যাস করিয়া হৃদয়মন্দিরে দেবতাকে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। তৎপরে শুভক্ষণে মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে পুষ্প দ্বারা হৃৎ-প্রদেশস্থ দেবকে পুষ্পে প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীমূর্ত্তিতে স্থাপন করিবে। পরে ধ্রুবসূক্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক "সুপ্রতিষ্ঠো ভব" বাক্যে ওঙ্কার দ্বারা নিরোধ করিবে এবং যথাবিধানে স্বীয় অভিলষিত প্রার্থনা করিয়া পুরুষ-সূক্তাদি দ্বারা স্তুতিবাদ করিবে।২৮১। তৎপরে প্রথম কুম্ভোদক অভিমন্ত্রণ পুরঃসর আসনাদি আচমনীয় পর্য্যন্ত সমস্ত মূলমন্ত্রে নিবেদন করিতে হয়। ২৮২। তদনন্তর সহর্ষে ন্যাস সমাধানান্তে পঞ্চামৃতযোগে প্রভুকে স্নান করাইয়া "ইমা আপঃ শিবতমাঃ" মন্ত্রে শঙ্খজল, কুম্ভো-

নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি পুরুষাহারসম্মিতম্। সম্পূর্ণ শর্করোপেতং পায়সং বা নিবেদয়েৎ ॥২৮৩॥

মহানীরাজনং কৃত্বা প্রক্ষিপ্য কুসুমাঞ্জলিম্।

আচার্য্যো যজমানাঢ্যঃ শক্ত্যা বন্দেত দণ্ডবৎ ॥ ২৮৪ ॥

দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বা ন্যাসং প্রার্থ্যাপ্যনেকশঃ।

পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা স্বস্মিন্ন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ২৮৫ ॥

দেবপার্শ্বস্থকলসৈরদ্ভিঃ সেচনমন্ত্রতঃ। কুর্ব্বীত যজমানস্য বিপ্রোপেতোঽভিষেচনম্ ॥ ২৮৬ ॥

আচার্য্যায় ততো দদ্যাদ্‌যজমানস্তু দক্ষিণাম্। বস্ত্রালঙ্কারগোভূমিস্বর্ণাদ্যাং নিজশক্তিতঃ ॥

যদি বা যজমানঃ স্যাদাচার্য্যঃ স্বয়মেব সঃ। তদা চাচার্য্যবরণং দক্ষিণাদানমস্তি ন ॥ ২৮৭ ॥

যজমানঃ সমং বিপ্রৈঃ পুণ্যাহং বাচয়েৎ স্বয়ম্।

অভিষেকঞ্চ কুর্ব্বীত তাংস্তু সংপূজ্য ভোজয়েৎ ॥ ইতি ॥ ২৮৮ ॥

অথৈতৎপ্রতিষ্ঠাফলম্।

প্রতিষ্ঠানেত্রে।—

ইত্যনেন বিধানেন প্রতিষ্ঠাং বিদধাতি যঃ। তস্য পুণ্যফলাপ্যাপ্তিঃ সুখং চাত্যন্তিকং ক্রমাৎ ২৮৯

সংপাতজলনোদকেন তন্মূলমন্ত্রেণ চ শুদ্ধোদকেন বারসপ্তকং সম্পাদ্য ॥ ২৮৩ ॥ প্রক্ষিপ্য দেবস্য পাদয়োর্বিকীর্য্য ॥ ২৮৪ ॥ অনেকশঃ বহুধা। শরণাগতোঽয়মস্য যজমানস্য কুলে সর্ব্বদা সানুগ্রহদৃষ্টির্ভবেত্যাদিকং প্রার্থ্য। অপিশব্দঃ সমুচ্চয়ে। ন্যাস স্বস্মিন্ কুর্য্যাদিত্যনেন পূর্ব্বন্তু দেবে ন্যাসং কৃত্বেতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৮৫। বিপ্রোপেতঃ ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ। ২৮৬। পরমপি সংক্ষিপ্তমেব চ শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাবিধিং লিখতি যদি বেতি দ্বাভ্যাং ॥ ২৮৭ ॥ আচার্য্যবরণতদ্দক্ষিণাদানব্যতিরেকেণ পরঞ্চ কৃত্যং পূর্ব্ববদেব সর্ব্বং কুর্য্যাদিতি সমাসেন লিখতি যজমান ইতি ॥ ২৮৮।

দক ও পবিত্র অভোদক দ্বারা সপ্তধা স্নান করাইয়া বসন, ভূষণ, গন্ধাদি উপচার, বিচিত্র নৈবেদ্য কিংবা একব্যক্তির আহারযোগ্য ঘৃতশর্করাযুক্ত পায়স প্রদান করিবে। ২৮৩। তৎপরে আচার্য্য মহানীরাজন সমাপনান্তে দেবতার চরণকমলে কুসুমাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক যজমানের সহিত একত্র হইয়া শক্ত্যনুসারে নমস্কার করিবে। ২৮৪। এই প্রকারে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ, ন্যাস এবং "এই আশ্রিত যজমানের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি প্রদর্শন করুন" ইত্যাদি বহুবিধরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় কুসুমাঞ্জলি দিবে। পরে দেবতাতে ন্যাস পূর্ব্বক আপনাতেও ন্যাস করিতে হয়।২৮৫। তদনন্তর আচার্য্য দ্বিজাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া সেচনমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবপার্শ্বস্থিত কুম্ভোদক দ্বারা যজমানকে অভিষিক্ত করিবেন। ২৮৬। তৎপরে যজমান নিজ সাধ্যানুসারে আচার্য্যকে বসন, ভূষণ, ধেনু, ভূমি ও সুবর্ণাদি দক্ষিণা প্রদান করিবেন। যজমান স্বয়ং আচার্য্য হইলে আচার্য্যবরণ ও দক্ষিণাদান করিতে হয় না। ২৮৭ যজমান নিজে বিপ্রগণ সহ মিলিত হইয়া পুণ্যাহবাচন ও অভিষেক সমাপন পূর্ব্বক সেই সমস্ত দ্বিজাতিবর্গের অর্চ্চনা করিয়া ভোজন করাইবেন। ২৮৮।

অনন্তর এই প্রতিষ্ঠার ফল কথিত হইতেছে।—প্রতিষ্ঠানেত্রাখ্য গ্রন্থে লিখিত আছে, যিনি

অথ বৈগুণ্যে পুনঃ সংস্কারঃ।

কদাচিচ্চ কথঞ্চিচ্চেৎ কিঞ্চিদ্ বৈগুণ্যমাপতেৎ। সংস্কারাদি পুনঃ কুর্য্যাৎ সচ্ছাস্ত্রোক্তানুসারতঃ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

চালিতোৎপাটিতা হর্চ্চা কেনচিৎ পাপকর্ম্মণা। চণ্ডালমদ্যসংস্পর্শদূষিতা বহ্নিনা চ যা।

স্বয়ং বা পতিতা জীর্ণা নদীবেগাদিপাতিতা। অপুণ্যজনসংস্পৃষ্টাঽবিপ্রক্ষতজদূষিতা ॥ ২৯০ ॥

অচলাং দূষিতামেবং স্থাপয়েদ্বিধিনোদ্ধৃতাম্। পূর্ব্বপীঠং পরিত্যজ্য যদন্যদপি তদ্গতম্ ॥

ততো যথোক্তবিধিনা প্রাসাদে সংনিবেশয়েৎ ॥ ২৯১ ॥

অতিজীর্ণাং তথা ব্যঙ্গাং দারবীং শৈলজাং তথা।

পরিত্যজ্য ন্যসেদন্যাং পূর্ব্বোক্তবিধিনা গুরুঃ ॥ ২৯২ ॥

সংহারবিধিনা তত্র তত্বান্ সংহৃত্য দেশিকঃ। সহস্রং নারসিংহেন হুত্বা তামুদ্ধরেদ্বুধঃ ॥ ২৯৩ ॥

ক্রমাদিতি ক্রমেণ যথেচ্ছং স্বর্গাদিভোগানন্তরম্ আত্যন্তিকং সুখং শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিলক্ষণং ভব-ত্যর্থঃ ॥ ২৮৯ ॥

বহ্নিনা চ দূষিতা দগ্ধেত্যর্থঃ। এবং দূষিতেত্যাস্ত সমাসগতস্তাবর্থ আর্ষত্বাদদোষঃ। সংপৃষ্টেতি পাঠো বা। জীর্ণা সতী স্বয়ং পতিতা। যদ্বা জীর্ণা চেতি পৃথক্ দূষণং চিরকালেন জাতক্ষতাদিভি-র্বৈগুণ্যাদি প্রাপ্তেত্যর্থঃ ॥ ২৯০ ॥ এবং নবধা দূষিতাম্ অচলাং স্থিরপ্রতিমাং বিধিনা উদ্ধৃতাং সতীং স্থাপয়েৎ। কথং? পূর্ব্বং পাঠং পিণ্ডিকাম্, অন্যদপি যৎ পীঠং গতং প্রাপ্তং তদপি পরিত্যজ্য অন্যস্থানে স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৯১ ॥ তত্র চাত্যন্তজীর্ণাদিকাং বিহায় তৎ-পরিবর্ত্তেনান্যাং স্থাপয়েদিত্যাহ অতিজীর্ণামিতি ॥ ২৯২ ॥ উদ্ধৃতামিত্যুক্তং তৎপ্রকারমেবাহ

এই বিধানে প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার যথাক্রম ইচ্ছায় স্বর্গভোগের পর পরমসুখপূর্ণ বৈকুণ্ঠপদ লাভ হয়। ২৮৯।

অনন্তর প্রতিষ্ঠায় কোনরূপ দোষ হইলে পুনর্ব্বার যেরূপে সংস্কার করিতে হয় তাহা বিবৃত হইতেছে:—কোনরূপে কোন সময়ে প্রতিমার কিছু বৈগুণ্য জন্মিলে শাস্ত্রকথিত বিধানে পুন-রায় সেই প্রতিমার সংস্কার করা কর্ত্তব্য। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে দ্বিজ! প্রতিমূর্ত্তি কোন পাতকী কর্ত্তৃক চালিত বা উৎপাটিত, চণ্ডাল বা সুরা স্পর্শে দূষিত, বহ্নিদগ্ধ, জীর্ণতা নিবন্ধন স্বয়ং পতিত, সরিৎ-স্রোতাদিতে পতিত, অপবিত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, অব্রাহ্মণ বা রক্তাদি দ্বারা দূষিত, হইলে ত্যাজ্য। অচলা মূর্ত্তি এইরূপ নয়প্রকার দোষে দূষিত হইলে পূর্ব্বপীঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিমা তুলিয়া অন্যত্র স্থাপন করিতে হয়। তৎপরে যথা-কথিত বিধানে মূর্ত্তিকে প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে হয়। ২৯০—২৯১। কাষ্ঠময়ী বা পাষাণী প্রতিমা অতি জীর্ণ বা বিকলাঙ্গ হইলে গুরুদেব তাহা পূর্ব্বকথিত বিধানে তাহার পরিবর্ত্তে অপর প্রতিমা স্থাপন করিবেন। ২৯২। বিচক্ষণ গুরু সংহারবিধানে প্রতিমাতে তত্ত্বসমূহ বিন্যাসান্তে নৃসিংহমন্ত্রে সহস্র হোম করিয়া প্রতিমা উত্তোলন করিবেন। ২৯৩। বৃষনিয়োজন

বৃষভং যোজয়িত্বা তু মন্ত্রেণোৎপাট্য দেশিকঃ। দারবীং দাহয়েদ্বহ্নৌ শৈলজাং প্রক্ষিপেজ্জলে।
ধাতুজাং রত্নজাং বাপি প্রক্ষিপেন্মকরালয়ে। অগাধে চাম্বুতোয়ে বা ক্ষিপেন্নদ্যাং মহাবনে ॥২৯৪॥
যানমারোপ্য জীর্ণার্চাং ছাদ্য বস্ত্রাদিনা গুরুঃ। শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
নীত্বাগাধজলং রম্যং ভাগীরথ্যাং মহার্ণবে। বিষক্সেনাত্মবীজেন প্রক্ষিপেত্তাং তদা গুরুঃ॥২৯৫॥
রত্নানি ক্ষিপ্তান্যদায় স্বয়ং দদ্যাত্তু দক্ষিণাম্। ধেনবো দশ বা পঞ্চ স্বর্ণবস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতাঃ॥ ২৯৬॥
জীর্ণোদ্ধারে প্রদাতব্যা গুরবে বিষ্ণুতুষ্টয়ে। ভোজনীয়া বিষ্ণুভক্তা দেয়মন্নমবারিতম্॥ ২৯৭॥
ত্রিরাত্রমুৎসবং কার্য্যং পঞ্চ বা সপ্ত বা তথা। বলিশ্চ বিধিনা দেয়ো যথোক্তেন সুরোত্তম॥
ততো নিবেশয়েদন্যাং প্রতিমাং লক্ষণান্বিতাম্। তৎক্ষণাদেব রাজেন্দ্র তস্য দোষপ্রশান্তয়ে॥২৯৮
সম্পত্তির্ব্বা বিপত্তির্বা নোপেক্ষ্যং তত্র কারয়েৎ। অপাস্য পিণ্ডিকাং পূর্ব্বমন্যাং তত্র নিবেশয়েৎ।
যদ্দ্রব্যা যৎপ্রমাণা বা যা মূর্ত্তিশ্চোদ্ধৃতা হরেঃ। তদ্দ্রব্যা তৎপ্রমাণা চ সা মূর্ত্তিস্তত্র কীর্ত্ত্যতে॥
যৎপ্রমাণং যদাকারং যন্ময়ং বিম্বমুদ্ধরেৎ। তৎপ্রমাণং তদাকারং তন্ময়ং তত্র বিন্যসেৎ॥

প্রতিমায়াং ন্যস্তানি তত্ত্বানি॥ ২৯৩॥ নদ্যাদ্যভাবতো মহাবনে বা ক্ষিপেৎ॥ ২৯৪॥ তৎপ্রকারমেব বিশিষ্যাহ যানমিতি দ্বাভ্যাং॥ ২৯৫॥ ক্ষিপ্তানি পিণ্ডিকাধঃ পূর্ব্বং ন্যস্তানি। ব্রাহ্মণেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাং॥২৯৬॥ অবারিতং যথা স্যাং যোগ্যাযোগ্যাদ্যবিচারেণ সর্ব্বেভ্য এব দেয়মিত্যর্থঃ। ২৯৭॥ তস্য দৈবাজ্জাতস্য পূর্ব্বোক্তস্য দোষস্য প্রশান্তয়ে। যদ্বেতি বা ॥২৯৮॥ দার্ঢ্যার্থ-

---

পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রতিমাকে উৎপাটন করিবে। পরে কাষ্ঠময়ী হইলে বহ্নিতে এবং পাষাণী প্রতিমা হইলে সলিলগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। ধাতুময়ী বা রত্নময়ী প্রতিমা সাগরে, কিংবা অপর কোন অগাধসলিল জলাশয়ে অথবা নদীতে কিংবা মহাবনে নিক্ষেপ করিবে।২৯৪। প্রতিমা-নিক্ষেপকালে গুরুদেব সেই জীর্ণপ্রতিমাকে বসনাচ্ছাদিত করিয়া যানে আরোপণ পূর্ব্বক শঙ্খ, দুন্দুভি ও গীতবাদ্যাদির ধ্বনি সহকারে লইয়া গঙ্গাগর্ভে বা সাগরে অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করিবেন এবং তৎকালে বিষক্সেনাত্ম বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। ২৯৫। তৎপরে পিণ্ডিকার নিম্নে পূর্ব্বস্থাপিত রত্নসমূহ লইয়া দ্বিজাতিকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। এই প্রকারে জীর্ণোদ্ধার হইলে গুরুদেবকে স্বর্ণ বস্ত্রাদিসহ দশটী বা পাঁচটী ধেনু দান করিতে হয় এবং হরিপ্রীত্যর্থ বিষ্ণুভক্তগণকে ভোজন করাইয়া অন্যান্য সকলকেও অযাচিত অন্ন দান করিবে।২৯৬-২৯৭। হে দেবশ্রেষ্ঠ! এই প্রকারে তিন দিন, পঞ্চাহ বা সপ্তাহ উৎসব সম্পাদন করিবে এবং যথাকথিত বিধানে পূজোপকরণ প্রদান করিবে। হে সুরসত্তম! তদনন্তর অকস্মাৎ সমুৎপন্ন পূর্ব্বকথিত দোষের শান্তিবিধানার্থ আশু সুলক্ষণান্বিতা অপর প্রতিমা স্থাপন করিতে হয়। ১৯৮। সম্পদ্ বা বিপদ্ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া পূর্ব্বপিণ্ডিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পিণ্ডিকা প্রবেশ করাইতে হয়। শ্রীহরির উদ্ধৃত পূর্ব্বপ্রতিমূর্ত্তি যে দ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহার পরিমাণ যেরূপ ছিল,তদনুসারে সেই দ্রব্য ও সেই পরিমাণে প্রতিমা করিয়া তথায় স্থাপন করিতে হয়। যেরূপ পরিমাণ, আকৃতি ও স্বরূপবিশিষ্ট প্রতিমা উদ্ধৃত করা যায়, সেইরূপ প্রমাণ, আকৃতি ও স্বরূপবিশিষ্ট করিয়া তথায় পুনরায় প্রতিমা স্থাপিত করিবে। পূর্ব্বপিণ্ডিকা

বিহায় পিণ্ডিকাং পূর্ব্বাং তদ্দিনে চাপরাং ন্যসেৎ। দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে দিবসে স্থাপয়েদ্ধরিম্।
অত ঊর্দ্ধং ভবেদ্দোষো বিধিনাপি নিবেশিতে॥ ২৯॥

অনেনৈব বিধানেন লেপ্যাদীংশ্চ বিসর্জ্জয়েৎ। অন্যাং প্রকল্পয়েত্তদ্বৎ তৎপ্রমাণাং তদাকৃতিম্॥

কিঞ্চ।—

ভ্রষ্টায়াং তু হৃতায়াং তু নষ্টায়াং তু প্রমাদতঃ। সকূটং নারসিংহং বা লক্ষং গুহ্যং জপেদ্বুধঃ॥৩০
পতিতায়াং তথা ভূমৌ যত্র কুত্রাপি বা তথা। কুর্য্যাদযুতজপ্যন্তু গুরুঞ্চাপি প্রপূজয়েৎ॥
হস্তমাত্রচ্যুতায়াং তু জপেৎ সার্দ্ধাযুতদ্বয়ম্। দ্বিহস্তমাত্রপাতস্তু প্রমাদাদ্যদি জায়তে।
তদা লক্ষং জপেন্মন্ত্রং বৈষ্ণবানপি পূজয়েৎ। পুরুষপ্রমাণপাতেন ব্যঙ্গা তু প্রতিমা যদা।
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যান্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। যাবন্মন্ত্রস্তু জপ্যস্তু কৃতং তস্য চতুর্থকম্।
আজ্যাক্তৈশ্চ তিলৈর্হোমঃ কার্য্যো ন্যূনাদিপূরণে॥

ব্রহ্মপুরাণে —

খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে মানবিবর্জ্জিতে। যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু।
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শদূষিতে। দশস্বেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ।
ইতি সর্ব্বগতো বিষ্ণুঃ পরিভাষাং চকার হ॥ ৩০ ॥

মুক্তপোষন্যায়েনাহ যৎপ্রমাণং বিম্বং শ্রীমূর্ত্তিঃ॥ ২৯॥ কূটং বীজং॥৩০॥ খণ্ডিতে জাতক্ষতে। স্ফুটিতে ভগ্নাঙ্গে দগ্ধে বর্ণান্তরাপাদকদাহদূষিতে। ভ্রষ্টে নিজস্থানাচ্চলিতে পতিতে বা। মানেন উক্তপরিমাণেন বিবর্জ্জিতে। যাগহীনে অপ্রতিষ্ঠিতে পূজারহিতে বা। পশুস্পৃষ্টে অস্পৃশ্যস্পর্শদূষিতে দুষ্টভূমিষু অশুচিস্থানেষু কথঞ্চিৎ পতিতে। অন্যদেবমন্ত্রেণ র্চ্চিতে এতেষু অধিষ্ঠানেষু। এতচ্চ সত্যমেবাহ ইতীতি॥ ৩০॥ তত্র কথং ব্যবহর্ত্তব্যমিত্যপেক্ষায়াং শৈবাগমোক্তং নিপতিত

নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দিনেই অন্য পিণ্ডিকা স্থাপন করিতে হয়। হরিপ্রতিমা উদ্ধৃত করিয়া নিক্ষেপের পর দ্বিতীয় দিবসে বা তৃতীয় দিবসে স্থাপন করিবে; তাহার ঊর্দ্ধ হইলে বিধানে স্থাপন করিলেও দোষের উৎপত্তি হয় ২৯। লেপ্যাদি প্রতিমূর্ত্তিও এই বিধানে বিসর্জ্জন দিবে এবং তৎস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রমাণ ও আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দ্বিতীয় প্রতিমা স্থাপন করিবে। আরও লিখিত আছে, প্রমাদনিবন্ধন প্রতিমা হৃত বা নষ্ট হইলে সুধী ব্যক্তি সবীজ নারসিংহ মন্ত্র বা গুহ্য মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবেন।৩০। ভূতলে বা যে কোন স্থলেই হউক,যদি প্রতিমা নিপতিত হয়, তাহা হইলে দশশত জপ করা ও গুরুপূজা করা কর্ত্তব্য। এক হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে প্রতিমা পতিত হইলে সার্দ্ধবিংশতি সহস্র-জপ করিবে এবং প্রমাদ নিবন্ধন যদি দুই হস্ত উচ্চ হইতে নিপতিত হয় তাহা হইলে লক্ষ জপ ও বৈষ্ণবপূজা করা কর্ত্তব্য। পুরুষপরিমিত উচ্চ হইতে পতিত হইয়া বিকলাঙ্গ হইলে পূর্ব্ববৎ সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। যতসংখ্য মন্ত্র জপ করিবে, তাহার চতুর্থাংশ পরিমাণে ঘৃতাক্ত তিলহোম করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে ন্যূনতা পরিপূর্ণ হয়। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, সর্ব্বগত ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়া গিয়াছেন যে, খণ্ডিত, স্ফুটিত, দগ্ধ, ভ্রষ্ট, পরিমাণহীন, যাগবর্জ্জিত (পূজাবর্জ্জিত বা অপ্রতিষ্ঠিত), অস্পৃশ্যসংস্পর্শে দূষিত, অপবিত্র

তত্র চ শৈবাগমে।—

খণ্ডিতা স্ফুটিতা ভগ্না যস্মাদর্চ্চা ভয়াবহা। তস্মাৎ সমুদ্ধরেত্তাঞ্চ পূর্ব্বোক্তবিধিনা বুধঃ॥ ৩০২॥
দেবতাপ্রতিমাপূজার্থং চৈব্রৈবং চোদিতঃ। বিজ্ঞাপ্য দেবতাং মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ মন্ত্রমুচ্চরন্॥
স্বস্থানাদুদ্ধরেদর্চ্চাং কিন্তু তাং বৃষভাদিনা। চালয়েচ্ছিল্পিভিঃ সার্দ্ধং সহায়ৈর্ব্বলবত্তরৈঃ॥
চালিতোৎপাটিতা বার্চ্চা কেনচিৎ পাপকারিণা। স্বস্থানপতিতা ভদ্রে নিব্রণা লক্ষণান্বিতা।
মন্ত্রতন্ত্রপ্রদেশজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠা-তন্ত্রনির্ম্মলঃ। স্থাপয়েত্তাং প্রযত্নেন পূর্ব্ববৎ বিধিনা গুরুঃ॥
অর্চ্চা সমুদ্ধৃতা যত্র নিব্রণা লক্ষণান্বিতা। তত্র তাং স্থাপয়েন্মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মণঃ শিলাম্॥
সংশোধ্য মন্ত্রসংস্কারৈঃ কৃত্বা চৈবাধিবাসনম্। পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন স্থাপয়েচ্ছাস্ত্রবিত্তমঃ॥৩০৩॥
খণ্ডিতাং স্ফুটিতাং জীর্ণামবলীঢ়াঞ্চ বহ্নিনা। প্রতিমাং বর্জ্জয়েদ্দক্ষস্তাস্তগ্নাং শৈললক্ষণৈর্যুতাম্॥৩০৪॥
বিধিবৎ পাটিতামর্চ্চাং দারুজাং শৈলজাদিকাম্।
নিক্ষিপেদ্দারুজামগ্নৌ শৈলজামপ্সু নিক্ষিপেৎ॥ ৩০৫॥
যদ্রূপা যৎপ্রমাণা চ যস্মিন্নর্চ্চা সমুদ্ধৃতা। তদ্রূপাং তৎপ্রমাণাং চ তস্মিন্নর্চ্চাং নিবেশয়েৎ॥
প্রতিমা যস্য দেবস্য যথাদেবং সংপ্রকীর্ত্তিতা। তস্য দেবস্য তৈর্ম্মন্ত্রৈরর্চ্চাং সংস্থাপয়েদ্বুধঃ॥ ৩০৬॥

খণ্ডিতেত্যাদি। ৩০২। ভ্রষ্টা দুষ্টস্থানে পতিতা চ নিব্রণা চেত্তর্হি পুনঃ সংস্কার্য্যেত্যাহ চালিতেতি। লক্ষণান্বিতেত্যনেন মানহীনা ত্যাজ্যেত্যর্থঃ॥ ৩০৩॥ তথা খণ্ডিতাদিকাপি হেয়ৈবেত্যাহ খণ্ডিতামিতি॥ ৩০৪॥ বর্জনপ্রকারমেবাহ বিধিবদিতি। পাটিতাম্ উৎপাটিতাং সতীং। তদ্বিধিঃ শ্রীহয়শীর্ষদেবোক্তো লিখিত এব॥ ৩০৪॥ স্থাপনপ্রকারং চাহ যদ্রূপেতি। ৩০৬॥ সংপ্রোক্তং

ক্ষেত্রে নিপতিত, অন্যদেবমন্ত্রে অর্চ্চিত ও পতিতজনস্পর্শে দূষিত, এই দশবিধ প্রতিমূর্ত্তিতে দেবতার সান্নিধ্য থাকে না। ৩০১। শিবাগমেও লিখিত আছে, খণ্ডিত, স্ফুটিত ও ভগ্ন প্রতিমা ভয়ের কারণ, সুতরাং পূর্ব্বকথিত বিধানে তাদৃশী প্রতিমা উদ্ধৃত করিয়া পরিত্যাগ করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৩০২। মন্ত্রী ব্যক্তি প্রতিমার্চ্চনাবিষয়ক স্বতন্ত্র-কথিত বিধানে দেবতাসকাশে বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ সহকারে স্বস্থান হইতে প্রতিমাকে উত্তোলন করিবেন। বৃষ ও মহাবল শিল্পিগণের সাহায্যে সেই প্রতিমা চালিত করিতে হয়। হে কল্যাণি! কোন পাপী কর্ত্তৃক প্রতিমূর্ত্তি চালিত বা উৎপাটিত হইয়া স্বস্থানচ্যুত হইলেও যদি অখণ্ডিত বা যথাযথ লক্ষণবিশিষ্ট থাকেন, তাহা হইলে মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ, স্থানবেত্তা, প্রতিষ্ঠাতন্ত্রে ধীমান্ গুরুদেব পূর্ব্বকথিত বিধানে সযত্নে তাঁহাকে স্থাপন করিবেন। প্রতিমূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়া অখণ্ডিত ও যথাযথ লক্ষণ-সম্পন্ন থাকিলে সেই ব্রহ্মশিলাকে পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করাই মন্ত্রজ্ঞের কর্ত্তব্য। সম্যক্ মন্ত্রবিশারদ ব্যক্তি মন্ত্রসংস্কার দ্বারা শিলার শোধন ও অধিবাসন পূর্ব্বক পূর্ব্বলিখিত বিধানে স্থাপন করিবেন। ৩০৩। প্রতিমা খণ্ডিত, স্ফুটিত, জীর্ণ ও অগ্নিদগ্ধ হইলে এবং সুলক্ষণযুক্তা প্রতিমা ভগ্ন হইলে তাহা যত্নে পরিত্যাগ করিবে। ৩০৪। কাষ্ঠময়ী প্রতিমা উৎপাটিত হইলে বহ্নিতে এবং পাষাণী প্রতিমা উৎপাটিত হইলে সলিলগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। ৩০৫। যে স্থান হইতে যদ্রূপা ও যৎপরিমিতা প্রতিমা উদ্ধৃত হইবে, সেই স্থানে তদ্রূপা ও তৎপরিমিতা প্রতিমাই (পুনর্ব্বার)

একাহপূজাবিহতৌ কুর্য্যাদ্দ্বিগুণমর্চ্চনম্। ত্রিরাত্রে তু মহাপূজাং সংপ্রোক্ষণমতঃ পরম্। ৩০৭॥
মাসাদূর্দ্ধমনেকাহং পূজা যদি বিহন্যতে।
প্রতিষ্ঠৈবেষ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণক্রমঃ॥ ৩০৮॥

কিঞ্চ।—সংপ্রোক্ষণন্তু দেবস্য দেবমুদ্বাস্য পূর্ব্ববৎ। অষ্টপঞ্চক্রমেণৈব স্নাপয়িত্বা মৃদম্ভসা।
গব্যাং রসৈশ্চ সংস্নাপ্য দর্ভতোয়ৈর্বিশোধ্য চ।
প্রোক্ষয়েৎ প্রোক্ষণীতোয়ৈর্ম্মূলেনাষ্টোত্তরং শতম্। ৩০৯।

জপুষ্পং সকুশং পাণিং ন্যস্য দেবস্য মস্তকে। পঞ্চবারং জপেন্মূলমষ্টোত্তরশতোত্তরম্।
ততো মূলেন মূর্দ্ধাদিপীঠান্তং সংস্পৃশেদপি। পূজাঞ্চ মহতীং কুর্য্যাৎ দেবমাবাহ্য পূর্ব্ববৎ॥

দেবীপুরাণে।—
দেবার্চ্চা নৈব সঞ্চাল্যা মৃন্ময্যপি ভয়াবহা। হৈমাদির্দোষদা বৎস পূর্ব্বামুদ্ধৃত্য স্থাপিতা॥ ৩১০॥

মহাস্নানং॥৩০৭॥ যাগহীনায়াং কৃত্যমাহ মাসাদিতি। এবং পশুস্পৃষ্টাগ্নময়র্চ্চিতাত্যজাদিস্পর্শ-দূষিতাসু মহাস্নানমেব জ্ঞেয়ঃ। ৩০৮। সংপ্রোক্ষণপ্রকারমেবাহ সংপ্রোক্ষণমিতি চতুর্ভিঃ। অষ্টপঞ্চক্রমেণেতি আদৌ বল্মীকাদ্যষ্টস্থানমৃত্তিকাজলেন ততস্তীর্থাদিপঞ্চস্থানমৃত্তিকা-জলেন পঞ্চকষায়াদিজলেন বা ইত্যর্থঃ॥ ৩০৯। পঞ্চ অবরা যত্র। অষ্টোত্তরশতমুত্তরাণি যত্র। পঞ্চ-বারতোঽষ্টোত্তরশতবারপর্য্যন্তজপে যথাশক্তি মূলমন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধাদি দেবস্য শ্রীমস্তক-মারভ্য। পূর্ব্ববদিতি প্রথমং প্রতিষ্ঠায়াং যথা কৃতাস্তি তথৈব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বাং পূর্ব্বস্থাপিতাং মৃন্ময়ীম্ উদ্ধৃত্য তৎপরিবর্ত্তেন হৈমাদিঃ হেমাদিনির্ম্মিতা তৎস্থানে স্থাপিতাপি দোষদা অশুভ-করী। ৩১০॥ দোষমেবাহ মহেতি॥ ৩১১॥

স্থাপন করিতে হয়। যে দেবতার যেরূপ প্রতিমূর্ত্তি শাস্ত্রে সম্যক্ বর্ণিত আছে, সুধী ব্যক্তি সেই দেবতার সেই মন্ত্রে সেইরূপ প্রতিমা সন্নিবেশ করিবেন। ৩০৬। একদিন প্রতিমা অপূজিত হইলে দ্বিগুণ অর্চ্চনা কর্ত্তব্য, তিন দিন অপূজিত থাকিলে মহাপূজা করিবে এবং ততোধিক দিন পূজারহিত হইলে মহাস্নান করাইতে হয়। ৩০৭। কোন কোন বিজ্ঞ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, একমাসের অতিরিক্ত বহুদিন প্রতিমা অপূজিত থাকিলে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবে এবং কেহ মহাস্নানেরও বিধি কীর্ত্তন করেন। ৩০৮। আরও লিখিত আছে, পূর্ব্বোক্তবিধানে দেবতার উদ্বাসন পূর্ব্বক সংপ্রোক্ষণ (মহাস্নান) করাইবে। অষ্টপঞ্চক্রমে অর্থাৎ প্রথমতঃ বল্মীকাদি অষ্টস্থানস্থ মৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা, পরে তীর্থাদি পঞ্চস্থানস্থ মৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা অথবা পঞ্চকষায়াদি-জল দ্বারা স্নান করাইয়া তৎপরে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। তদনন্তর কুশোদক দ্বারা শোধন পূর্ব্বক মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল দ্বারা অষ্টোত্তরশতবার প্রোক্ষণ করিতে হয়। ৩০৯। পুষ্প ও কুশ হস্তে দেবতার শিরঃ-প্রদেশে স্পর্শ পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত করিয়া পাঁচবার মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। তদনন্তর মূল-মন্ত্র পাঠ সহকারে মস্তকাদি পীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে এবং পূর্ব্ববৎ দেবকে আবাহন পূর্ব্বক মহাপূজা সমাপন করিতে হইবে। দেবীপুরাণে লিখিত আছে, হে বৎস! দেবমূর্ত্তি চালনা

মহাদুর্ভিক্ষজননী মরকারিষ্টদা ভবেৎ। কর্ত্তুর্গোত্রস্য ভয়দা রিপুবংশবিবর্দ্ধিনী॥৩১১॥

তত্রৈব।— অথ পুনঃসংস্কারমাহাত্ম্যম্।

শীর্ণো দেবোঽথ প্রাসাদো যৈঃ পুনঃ সংস্কৃতো দ্বিজ।
অশোচ্যাস্তে মহাত্মানো ধুতপাপা মহাধিয়ঃ॥৩১২॥

হয়শীর্ষে।—

যো জীর্ণং বিধিনা দেবং সংস্কুর্য্যান্মানবো ভুবি। ফলং দশগুণং তস্য মূলান্নাত্রাত্র সংশয়ঃ।
মূলাদ্দশগুণং পুণ্যং কূপাদেঃ পরিকীর্ত্তিতম্। প্রতিমাদৌ শতগুণং জীর্ণসংস্করণাদ্ভবেৎ॥৩১৩
ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে প্রাতিষ্ঠিকো নামৈকোনবিংশো বিলাসঃ॥

দেবঃ তৎপ্রতিমেত্যর্থঃ। অথ-শব্দো বিকল্পে, প্রাসাদো বা। মহাত্মানো নিরভিমানাঃ মহাধিয়শ্চ পরমবিবেকিনঃ স্বকীর্ত্ত্যনপেক্ষণেন পরকীর্ত্তিসংরক্ষণেন চ পুণ্যবিশেষসিদ্ধেঃ॥৩১২॥
মূলাৎ প্রথমস্থাপকাৎ॥৩১৩॥

ইত্যূনবিংশবিলাসঃ॥

করিতে নাই। পূর্ব্বস্থাপিতা প্রতিমা মৃন্ময়ী হইলেও তাহা উত্তোলন পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে তথায় স্বর্ণাদি-নির্ম্মিতা মূর্ত্তি স্থাপন করিবে না, কেন না, তদ্রূপ করিলে সেই মৃন্ময়ী প্রতিমা মহা-দুর্ভিক্ষজনয়িত্রী, মরকাদি-অরিষ্টপ্রদা, স্থাপকবংশের ভয়দাত্রী ও অরিকুলবিবর্দ্ধিনী হইয়া থাকেন। ৩১১।

অতঃপর পুনঃসংস্কার মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, হে বিপ্র! যাঁহারা জীর্ণ প্রতিমার বা জীর্ণ প্রাসাদের পুনঃসংস্কার সম্পাদন করেন, সেই সকল ব্যক্তি অশোচ্য, মহাত্মা, নিষ্কলুষ ও মহাবুদ্ধিমান্ হইয়া থাকেন। ৩১২। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, ভূমণ্ডলে যিনি বিধানে জীর্ণ প্রতিমার সংস্কার করেন, তিনি নিঃসন্দেহ প্রথমস্থাপনকর্ত্তা অপেক্ষা দশগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কূপাদির জীর্ণ সংস্কার করিলে প্রথম স্থাপক হইতে দশগুণ পুণ্য হয় এবং প্রতিমাদির জীর্ণ সংস্কার করিলে শতগুণ ফল হইয়া থাকে। ৩১৩।

ইতি প্রাতিষ্ঠিক নামক একোনবিংশ বিলাস সমাপ্ত॥

বিংশ-বিলাসঃ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

যথ্কেন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ। বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্ ।১।
শ্রীমূর্ত্তেঃ স্থাপনায়ৈকং বেশ্মাবশ্যমপেক্ষ্যতে। অতো মন্দিরনির্ম্মাণবিধিরত্র বিলিখ্যতে ॥ ২ ॥

অথ শ্রীভগবন্মন্দিরনির্ম্মাণম্।

ভবেদ্বহুবিধং তচ্চ বেশ্ম তত্র স্বশক্তিতঃ। শাস্ত্রানুসারতঃ কুর্য্যাদেকং বাসোচিতং প্রভোঃ ॥৩॥

বামনপুরাণে।—

অথ মন্দিরনির্ম্মাণমাহাত্ম্যম্।

যঃ কারয়েন্মন্দিরং মাধবস্য, পুণ্যান্ লোকান্ স জয়েচ্ছাশ্বতান্ বৈ।
দত্বারামান্ পুষ্পফলাভিপন্নান্, ভোগান্ ভুঙ্ক্তে কামতঃ স্বর্গসংস্থঃ ॥৪॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। সিধ্যেৎ প্রাসাদিকো ভক্তিবিলাসো যৎপ্রসাদতঃ। স মে প্রসন্নবদনঃ শ্রীচৈতন্যঃ প্রসীদতু। শ্রীভগবতো মন্দিরনির্ম্মাণবিধিং লিখিষ্যন্ তল্লিখনে চাত্মনাঽশক্যোঽপি তস্য স্মরণপ্রভাবেণ শক্তিং সংভাবয়ন্ তং প্রণমতি কথঞ্চনেতি। যেন কেনাপি প্রকারেণ স্মৃতোঽপি দুষ্করং কর্ম্মশক্যমপি। বিপরীতং সুকরমপি দুষ্করং স্যাৎ। এবমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং স্মরণপ্রভাবো দর্শিতঃ ॥১॥ নমু বৈষ্ণবানামাবশ্যককর্ম্মলিখনমেব প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতং তৎ কিং প্রাসাদলিখনেন? তত্র লিখতি শ্রীমূর্ত্তেরিতি। পূজার্থমবশ্যং শ্রীভগবন্মূর্ত্তিরপেক্ষ্যতে, তদর্থং চাবশ্যং গৃহমেকং তদ্যোগ্যমপেক্ষ্যতে, অতস্তন্নির্ম্মাণপ্রকারলিখনমপ্যুপযুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

প্রাসাদমণ্ডপাদিভেদেন বহুবিধং, তচ্চ ন শাস্ত্রোক্তব্যতিক্রমেণ কার্য্যমিতি লিখতি শাস্ত্রেতি। যতঃ প্রভোর্জগদীশ্বরস্য বাসোচিতং ॥ ৩ ॥

শাশ্বতান্ লোকানিতি বহুত্বং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকস্য গৌরবাভিপ্রায়েণ তত্রত্য বহুলপ্রদেশবিশেষাপেক্ষয়া বা জ্ঞেয়ম্, অন্যেষাং সর্ব্বেষামশাশ্বতত্বাৎ ॥ ৪ ॥ ন চ স এবৈকঃ, কিন্তু নিজ-

---

যাঁহাকে যে কোনরূপে স্মরণ করিলে দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য হইয়া উঠে এবং যাঁহাকে বিস্মৃত হইলে সুকর কর্ম্মও দুষ্কর হয়, সেই চৈতন্যদেবকে প্রণাম করি। ১। শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনার্থ একটী মন্দির আবশ্যক, সুতরাং অধুনা এস্থলে মন্দিরনির্ম্মাণবিধি বিবৃত হইতেছে। ২।

অতঃপর শ্রীভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ।—দেবালয় (প্রাসাদমণ্ডপাদি-ভেদে) বহুবিধ; তন্মধ্যে স্বীয় শক্ত্যনুসারে শাস্ত্রবিধানে প্রভুর বাসযোগ্য একবিধ মন্দির প্রস্তুত করিবে। ৩।

মন্দির-নির্ম্মাণমাহাত্ম্য।—বামনপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীহরির মন্দির প্রস্তুত করাইলে বৈকুণ্ঠ এবং তত্রত্য পবিত্র ও নিত্য লোক সকল জয় করিতে পারে। যে ব্যক্তি ফলপুষ্পশোভিত উপবন অর্পণ করেন, তিনি স্বর্গস্থিত হইয়া প্রচুর ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। ৪। যে-

পিতামহস্য পুরতঃ কুলাণ্যষ্টৌ চ যানি তু। তারয়েদাত্মনা সার্দ্ধং বিষ্ণোর্মন্দিরকারকঃ॥৫॥

কিঞ্চ পিতৃগাথায়াম্ :—

অপি নঃ স্বকুলে কশ্চিদ্বিষ্ণুভক্তো ভবিষ্যতি। হরিমন্দিরকর্ত্তা যো ভবিষ্যতি শুচিব্রতঃ॥৬॥

অগ্নিপুরাণে।—

যে ধ্যায়ন্তি সদা বুদ্ধ্যা করিষ্যামো হরের্গৃহম্। তেষাং বিলীয়তে পাপং পূর্ব্বজন্মশতোদ্ভবম্॥৭॥

কিঞ্চ —সমতীতং ভবিষ্যঞ্চ কুলনামযুতং নরঃ। বিষ্ণুলোকং নয়ত্যাশু কারয়িত্বা হরের্গৃহম্॥

কিঞ্চ।—লক্ষেণাথ সহস্রেণ শতেনার্দ্ধেন বা হরেঃ। তুল্যং ফলং সমাখ্যাতমিহেশ্বরদরিদ্রয়োঃ॥৮॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে —

কৃত্বা বাসগৃহং তস্য দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ। রাজসূয়াশ্বমেধানাং ফলেন সহ যুজ্যতে॥

সুরবেশ্মনি যাবন্তো দ্বিজেন্দ্রাঃ পরমাণবঃ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥৯॥

পূর্ব্বজৈরপ্যন্বিত ইত্যাহ পিতেতি। তারয়েৎ দুষ্কর্ম্মভিঃ সংসারাব্ধৌ নরকেষু বা পতিতানপি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপণেনাশেষদুঃখপারং নয়েদিত্যর্থঃ॥৫॥ অতএব পিতৃভির্গীয়তে অপীতি॥৬॥ করিষ্যামঃ ইতি বুদ্ধ্যা ধ্যায়ন্তি দৃঢ়েচ্ছাং কুর্ব্বন্তি। যদ্বা। বুদ্ধ্যা ভাবনয়া করিষ্যাম ইতি সদা চিন্তয়ন্ত্যেব, ন তু তাদৃশমপি কদাপি কর্ত্তুং শক্নুবন্তি তেষামপি॥৭॥ লক্ষেণেতি সমর্থো বহুবিত্তব্যয়েন হরের্গৃহং করোতু দরিদ্রো বা অল্পব্যয়েন করোতু দ্বয়োরপি হরেঃ সকাশাৎ ফলং সমানমেব কথিতমভিজ্ঞৈঃ শ্রদ্ধাদিসাম্যাৎ পরমফলবৈকুণ্ঠৈকপ্রাপণাদ্বা ইতি দিক্॥৮॥ হে দ্বিজেন্দ্রাঃ॥৯॥ রত্নৈঃ চিত্রে খচিতে॥১০॥ কৃষ্ণস্য প্রাসাদস্তম্ভ পাদে মূলে প্রদেশে বা

ব্যক্তি বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তিনি আপনাকে এবং পিতামহের উপরিতন অষ্টকুলকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।৫। পিতৃগণও এইরূপ গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, আমাদিগের বংশে তাদৃশ কোন হরিভক্ত কি জন্মগ্রহণ করিবে যে, সে পবিত্রব্রতধারী হইয়া হরিমন্দির নির্ম্মাণ করিবে।৬। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, যাঁহারা মনে মনে নিরন্তর "হরিমন্দির প্রস্তুত করাইব" নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বশত-জন্মোত্থ পাতক হইতে উত্তীর্ণ হন।৭। আরও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি হরিমন্দির নির্ম্মাণ করায়, তাহা দ্বারা অতীত ও ভাবি অযুত কুল বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে, লক্ষ, সহস্র, শত বা তদর্দ্ধ ব্যয় করিয়া যে কোন রূপে হরিমন্দির প্রস্তুত করিলে, তুল্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে ধনী বা দরিদ্রভেদ নাই। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে, পরমেষ্ঠী হরির বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্যফল হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! দেবমন্দিরে যতসংখ্য পরমাণু বিদ্যমান থাকে, তত সহস্রবর্ষ (নির্ম্মাণকর্ত্তার) সুরপুরে বাস হয়।৯। হে বিপ্রগণ! মৃন্ময় মন্দির নির্ম্মাণ করিলে যে ফল হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। কাষ্ঠমন্দির করিলে উহা অপেক্ষা শতগুণ; শৈলময় করিলে কাষ্ঠমন্দির অপেক্ষা দশগুণ; লৌহমন্দির করিলে শৈলময় হইতে দশগুণ; তাম্রময় করিলে লৌহমন্দির অপেক্ষা শতগুণ; রৌপ্যে তাম্র অপেক্ষা সহস্রগুণ, স্বর্ণে রৌপ্য অপেক্ষা শতসহস্রগুণ এবং রত্ন দ্বারা মনোহর

প্রাসাদে মৃন্ময়ে পুণ্যং ময়ৈতৎ কথিতং দ্বিজাঃ। তস্মাদ্দারুময়ে পুণ্যং কৃতে শতগুণং ভবেৎ।
ততো দশগুণং পুণ্যং তথা শৈলময়ে ভবেৎ।
ততো দশগুণং লৌহে তাম্রে শতগুণং ততঃ। সহস্রগুণিতং রৌপ্যে তস্মাৎ ফলমুপাশ্নুতে।
ততঃ শতসহস্রং বৈ সৌবর্ণে দ্বিজসত্তমাঃ। অনন্তফলমাপ্নোতি রত্নচিত্রে মনোহরে ॥ ১০ ॥

স্কান্দে।—

আরম্ভে কৃষ্ণধিষ্ণ্যস্য সপ্তজন্মানি যৎ কৃতম্। পাপং বিলয়মাপ্নোতি নরকাদুদ্ধরেৎ পিতৄন্ ॥
প্রাসাদপাদে কৃষ্ণস্য যাবত্তিষ্ঠন্তি রেণুকাঃ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বসতে বিষ্ণুসদ্মনি ॥ ১১ ॥
প্রাসাদে কৃষ্ণদেবস্য চিত্রকর্ম্ম করোতি যঃ। বসতে বিষ্ণুলোকে তু যাবত্তিষ্ঠন্তি সাগরাঃ ॥

নারসিংহে।—

যঃ কুর্য্যাচ্ছোভনং বেশ্ম নরসিংহস্য ভক্তিমান্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১২ ॥

হয়শীর্ষে।—

দেবাগারং করোমীতি মনসা যস্তু চিন্তয়েৎ। তস্য কায়গতং পাপং তদহ্না বিপ্র নশ্যতি।
কৃতে তু কিং পুনস্তস্য প্রাসাদে বিধিনৈব তু ॥ ১৩ ॥
অষ্টেষ্টকাসমাযুক্তং যঃ কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবং গৃহম্। ন তস্য ফলসম্পত্তির্বক্তুং শক্যেত কেনচিৎ।
অনেনৈবানুমেয়ং তু ফলং প্রাসাদবিস্তরাৎ ॥ মরণঞ্চ ব্রজেন্মর্ত্ত্যো যঃ কৃত্বা প্রথমেষ্টকাম্।
স সমাপ্তস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১৪ ॥

যাবৎ যাবত্যো রেণুকাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ১১ ॥ ভক্তিমত্ত্বেনৈব শোভনবেশ্মকরণাদ্ভক্তিমানিত্যুক্তং, ন চাধিকারিবিশেষণত্বেনেতি দিক্ ॥ ১২ ॥ মনসা চিন্তয়েৎ কেবলমিচ্ছামাত্রং করোতীত্যর্থঃ ॥১৩॥ প্রথমেষ্টকা-ন্যাসার্থপ্রতিষ্ঠিতনন্দাদ্যষ্টেষ্টকামধ্যে প্রথমামাদ্যাং কৃত্বা বিন্যস্যাপি। যদ্বা প্রাসাদার্থং নির্ম্মীয়মাণাসংখ্যেষ্টকামধ্যে প্রাগেকমাত্রেষ্টকাং নির্ম্মায়। সমাপ্তস্য সম্পূর্ণদক্ষিণাদিকস্য ॥ ১৪ ॥

মন্দির নির্ম্মাণ করিলে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। ১০। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, কৃষ্ণমন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবামাত্র সপ্তজন্মকৃত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তদীয় পিতৃগণ নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। কৃষ্ণমন্দিরের মূল ভাগে যত সংখ্য রেণু বিদ্যমান থাকে, তত সহস্র বর্ষ হরিধামে বাস হয়। ১১। যিনি কৃষ্ণমন্দিরে চিত্রক্রিয়া করেন, যাবৎ ভূমণ্ডলে সাগর বিদ্যমান থাকে, তাবৎ হরিধামে তাঁহার স্থিতি হয়। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে, যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া মনোহররূপে নরসিংহদেবের আলয় প্রস্তুত করেন, তিনি নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হরিধাম লাভ করেন। ১২। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে দ্বিজ! বিধানে প্রাসাদ নির্ম্মাণের কথা দূরে থাকুক, "দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিব" মনে মনেও এইরূপ অভিলাষ করিলে সেই দিনেই শরীরস্থ পাপ ধ্বংস হয়। ১৩। যিনি (আরম্ভকালীন প্রধান) অষ্টসংখ্য ইষ্টকাযুক্ত বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন, কোন্ ব্যক্তি তদীয় পুণ্যফল বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? সুতরাং বিস্তীর্ণ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলে যে কি ফল হয়, ইহা দ্বারাই অনুমান করিবে। যিনি মন্দির নির্ম্মাণের প্রারম্ভে একখানি মাত্র ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াই কালকবলে নিপতিত

বিষ্ণুরহস্যে।—

বাল্যে সংক্রীড়মানা যে পাংশুভির্ভবনং হরেঃ। বাসুদেবস্য কুর্ব্বন্তি তেঽপি তল্লোকগামিনঃ॥১৫॥

আদিপুরাণে।—

লেপনাচ্ছাদনং চৈব যঃ করোতি পুনর্নবম্। দেবস্যায়তনং কৃত্বা ন ভবেৎ কীটজং ভয়ম্॥১৬॥

অথ মন্দিরনির্ম্মাণকালঃ।

মাৎস্যে।—

চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ। বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুং তথৈব চ।
আষাঢ়ে ভৃত্যরত্নানি পশুবর্গমবাপ্নুয়াৎ। শ্রাবণে মিত্রলাভং তু হানিং ভাদ্রপদে তথা।
পত্নীনাশং চাশ্বযুজে কার্ত্তিকে ধনধান্যকম্। মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তস্করজং ভয়ম্।
লাভং তু বহুশো বিদ্যাদীনাং মাঘে বিনির্দ্দিশেৎ। কাঞ্চনং ফাল্গুনে পুত্রানিতি কালবলং স্মৃতম্।
অশ্বিনী রোহিণী মূলমুত্তরাত্রয়মৈন্দবম্। স্বাতী হস্তোঽনুরাধা চ গৃহারম্ভে প্রশস্যতে॥ ১৭॥
আদিত্যভৌমবর্জ্জঞ্চ সর্ব্বে বারাঃ শুভাবহাঃ। বজ্রব্যাঘাতশূলানি ব্যতিপাতাতিগণ্ডকে।
বিষ্কুম্ভগণ্ডপরিঘান্ বর্জ্জ্য যোগেষু কারয়েৎ॥ ১৮॥

বাসুদেবস্য শ্রীবসুদেবনন্দনস্য হরেঃ॥ ১৫॥ লেপনং সুধাদিলেপং আচ্ছাদনঞ্চ চূর্ণাদিভির্নিশ্ছিদ্রতাপাদনং কুত্র ইত্যপেক্ষায়ামাহ দেবস্যায়তনং প্রতি কৃত্বেতি।যদ্বা। এতদ্দৃষ্টান্তেনোহ্যং। কীটাঃ সর্পাদয়ঃ ক্ষুদ্রলোকো বা তজ্জং॥ ১৬॥

ঐন্দবং মৃগশীর্ষম্॥ ১৭॥ বর্জ্জ্য বর্জ্জয়িত্বা॥ ১৮॥ শ্বেতাদিসংজ্ঞকানাং নবমুহূর্ত্তানামেক-

---

হন, তিনি নিঃসন্দেহ সদক্ষিণ সম্পূর্ণ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। ১৪। যে সমস্ত বালক বাল্যাবস্থায় ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি দ্বারা হরিমন্দির প্রস্তুত করে, তাহারাও হরিধাম প্রাপ্ত হয়। ১৫। আদিপুরাণে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি চূর্ণাদি দ্বারা দেবায়তন লেপন বা ছিদ্রসমূহের অবরোধ করে, তাহাকে কীটজনিত (ভুজঙ্গাদি বা ক্ষুদ্রজনজনিত) ভয়ে আক্রান্ত হইতে হয় না। ১৬।

অনন্তর মন্দির নির্ম্মাণের সময় নির্ণয় হইতেছে।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, চৈত্রমাসে হরিমন্দির প্রস্তুত করাইলে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। ঐ প্রকারে বৈশাখে ধনরত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে ভৃত্য রত্ন ও পশু লাভ, শ্রাবণে মিত্রসঙ্গম, ভাদ্রে অনিষ্ট, আশ্বিনে ভার্য্যানাশ, কার্ত্তিকে ধনধান্য-প্রাপ্তি, মার্গশীর্ষে অন্নলাভ, পৌষে চৌর্য্যভীতি, মাঘে বিদ্যাদি বহুলাভ এবং ফাল্গুনে নির্ম্মাণ করিলে স্বর্ণ ও পুত্রলাভ হয়; দেবপ্রাসাদনির্ম্মাণের কালবল এইরূপেই নির্ণীত হইয়াছে। গৃহারম্ভে অশ্বিনী, রোহিণী, মূলা, (উত্তরাত্রয় উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ,) মৃগশিরা, স্বাতী, হস্তা ও অনুরাধা এই সমস্ত নক্ষত্র প্রশস্ত। ১৭। মন্দির-নির্ম্মাণে রবি ও কুজ ব্যতীত সমস্ত বার এবং বজ্র, ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত, অতিগণ্ড, বিষ্কুম্ভ, গণ্ড ও পরিঘ ব্যতীত অন্য সমস্ত যোগ শুভকর। ১৮। শ্বেত, মৈত্র, মাহেন্দ্র, গান্ধর্ব্ব, অভিজিৎ, রৌহিণ, বৈরাজ ও সাবিত্র এই সকল মুহূর্ত্তে গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবে। ১৯। চন্দ্রবল, সূর্য্যবল ও শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট

শ্বেতে মৈত্রে চ মাহেন্দ্রে গান্ধর্ব্বাভিজিদ্রৌহিণে।
তথা বৈরাজসাবিত্রে মুহূর্ত্তে গৃহমারভেৎ॥ ১৯॥

চন্দ্রাদিত্যবলং লব্ধা লগ্নং শুভনিরীক্ষিতম্। স্তম্ভোচ্ছ্রয়াদি কর্ত্তব্যমন্যত্র পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২০॥

হয়শীর্ষে।—

বাস্তুকর্ম্ম ন চারভ্যং বর্ষাকালে বিজানতা। কৃষ্ণপক্ষে ত্রিভাগান্তে শুক্লস্যাদৌ দ্বিতীয়কে।
চতুর্থী নবমী বর্জ্যা তিথিশ্চাপি চতুর্দ্দশী॥ ২১॥

ভৌমস্য তু দিনং বর্জ্যং করণং বিষ্টিসংজ্ঞিতম্। ক্ষিত্যন্তরীক্ষদিব্যোত্থৈরুৎপাতৈর্ভয়পীড়িতম্।
উপসৃষ্টং গ্রহৈর্ভঞ্চ ব্যতীপাতহতং তথা। চন্দ্রতারানুকূলে চ কার্য্যং কর্ম্ম বিজানতা॥ ২২॥

ধ্রুবাণি চাত্র শস্তানি নৈর্ঋতং শক্রদৈবতম্। পুষ্যং পৌষ্ণঞ্চ সাবিত্র্যং বায়ব্যং বৈষ্ণবং তথা।
স্থিরাংশে চ স্থিরে লগ্নে কর্ত্তুশ্চোপচয়াত্মকে॥ ২৩॥

তমে॥ ১৯॥ অন্যত্র উক্তেতরকালে পরিবর্জ্জয়েৎ ন প্রারভেদিত্যর্থঃ॥ ২০॥ ত্রয়াণাং ভাগানামন্তে সতি একাদশ্যাদিষু নারভ্যম্। তথা শুক্লপক্ষস্য আদিভাগে দ্বিতীয়ভাগে চ ন চারভ্যম্। তত্রাপি কৃষ্ণপক্ষস্য প্রথমে ভাগে চতুর্থী, তথা দ্বিতীয়ে নবমী, শুক্লস্য চান্তে চতুর্দ্দশী রিক্তাত্বেন বর্জ্জনীয়া॥ ২১॥ ক্ষিত্যুত্থ উৎপাতঃ ভূকম্পাদিঃ। অন্তরীক্ষোত্থ উল্কাপাতাদিঃ। দিব্যশ্চ সূর্য্যগ্রহণাদিঃ। তৈর্ভয়রূপৈঃ পীড়িতং বাধিতং দিনং বর্জ্জ্যম্। যদ্বা। তৈরুৎপাতৈর্লক্ষিতম্। অন্যৈর্ভয়ৈশ্চ বন্ধুবিয়োগাদিভিঃ পীড়িতং দিনং বর্জ্জ্যম্। উপসৃষ্টং পীড়িতম্। গ্রহৈঃ শনৈশ্চরাদিভিঃ॥ ২২॥ ধ্রুবাণি স্থিরাণি। নৈর্ঋতং মূলম্। শক্রদৈবতং জ্যেষ্ঠা। পৌষ্ণং রেবতী। সাবিত্র্যং হস্তঃ। বায়ব্যং স্বাতী। বৈষ্ণবং শ্রবণম্॥ ২৩॥ কেন্দ্রং লগ্নং ততশ্চতুর্থং সপ্তমং দশমং চেত্যেবং স্থানচতুষ্কং তস্মিন্। ত্রিকোণে নবপঞ্চমে। উপচয়স্থানং

লগ্ন-প্রাপ্তি ঘটিলেই তৎকালে শুম্ভের উচ্চতাদি নিরূপণ করিবে; উক্ত সময় ভিন্ন অন্য সময়ে মন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবে না। ২০। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, বিধিবিদ্ ব্যক্তি বর্ষা কালে বাস্তুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না। কৃষ্ণপক্ষের ত্রিভাগান্তে (একাদশ্যাদি তিথিতে,) শুক্লপক্ষের আদ্য ও দ্বিতীয় ভাগে এবং চতুর্থী, নবমী, ও চতুর্দ্দশী, এই সমস্ত সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ২১। কুজবার, বিষ্টিকরণ, ক্ষিতিজনিত উৎপাত (ভূকম্পনাদি), গগনোত্থ উৎপাত (উল্কাপতনাদি) এবং সূর্য্যগ্রহাদিভয়, এই সমস্ত দ্বারা যে দিন আক্রান্ত হয়, কিংবা যে দিন বন্ধু-বান্ধবাদির বিয়োগ হয়, যে দিনে নক্ষত্র শনৈশ্চরাদি গ্রহগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত, যে দিন ব্যতীপাত দ্বারা নিপীড়িত, সেই সমস্ত দিন পরিবর্জ্জনীয়। চন্দ্রতারা অনুকূল দেখিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ২২। বাস্তুকর্ম্মে স্থির লগ্ন প্রশস্ত। নৈঋত (মূলা), শক্রদৈবত (জ্যেষ্ঠা), পুষ্যা, পৌষ্ণ (রেবতী), সাবিত্রা (হস্তা), বায়ব্য (স্বাতী) ও বৈষ্ণব (শ্রবণা) নক্ষত্র; কর্ত্তার উপচয়স্থান, স্থিরাংশ ও স্থিরলগ্ন এই সকল প্রশস্ত। ২৩। যাহার কেন্দ্রে অর্থাৎ লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম বা দশম স্থানে সৌম্যগ্রহ; ত্রিকোণে অর্থাৎ নবম বা পঞ্চমে বৃহস্পতি এবং উপচয়স্থানে(তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানে)পাপগ্রহ বিদ্যমান থাকে,

কেন্দ্রে সৌম্যগ্রহো যস্য ত্রিকোণে তু সুরোত্তমঃ।
পাপাশ্চোপচয়স্থানে তদা কার্য্যঃ সমারভেৎ॥ ইতি। ২৪।
প্রাসাদরচনাস্থানং প্রতিষ্ঠাস্থাননির্ণয়াৎ।
ব্যক্তমেবাভবৎ কশ্চিৎ বিশেষোঽন্যোঽত্র লিখ্যতে॥ ২৫।

অথ প্রাসাদস্থানম্।

হয়শীর্ষে।—

পূর্ব্বং দেবকুলং পীড্য প্রাসাদং স্বল্পকং তথা। সমং বাপ্যধিকং বাপি ন কর্ত্তব্যং বিজানতা।
উভয়োর্দ্বিগুণাং সীমাং ত্যক্ত্বা চোচ্ছ্রায়সম্মিতাম্।
প্রাসাদং কারয়েদন্যং নোভয়ং পীড়য়েদ্বুধঃ॥ ২৬।

অথ স্থানশোধনানি।

দেবীপুরাণে।—

দেবো বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ। প্রতিষ্ঠাপ্যাঃ শুভে স্থানে অন্যথা তে ভয়াবহাঃ।
গর্ত্তাদিলক্ষণা ধাত্রী গন্ধাস্বাদেন যা ভবেৎ। বর্ণেন চ সুরশ্রেষ্ঠ সা মহী সর্ব্বকামদা। ২৭।

মাৎস্যে।—

পূর্ব্বং ভূমিং পরীক্ষেত পশ্চাদ্বাস্তুং প্রকল্পয়েৎ। শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
বিপ্রাদেঃ শস্যতে ভূমিরতঃ কার্য্যং পরীক্ষণম্॥

তৃতীয়ং ষষ্ঠং দশমমেকাদশঞ্চ তস্মিন্। ২৪। শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাস্থানং, সিদ্ধক্ষেত্রং সরঃ পুণ্যমিত্যাদি-বচনেন তথা নগরগ্রামমধ্যে স্থিত্যাদিহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনৈশ্চ যো নির্ণয়ঃ পূর্ব্বং লিখিতোঽস্তি তস্মাদেব প্রাসাদরচনায়াঃ স্থানমপি ব্যক্তমেবাভবৎ নির্ণীতমভূদেবেত্যর্থঃ। প্রাসাদান্তরে শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনাৎ অত্র প্রাসাদরচনাস্থাননির্ণয়ে কশ্চিদন্যোঽপি বিশেষো লিখ্যতে। ২৫।

পূর্ব্বং প্রাচীনং দেবকুলং প্রাসাদমেব। পীড্য পীড়য়িত্বা তৎসীমামাক্রম্যেত্যর্থঃ। ২৬॥

সুগন্ধাদিলক্ষিতা চ যা ভবেৎ। ২৭॥ বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং ক্রমেণ শ্বেতাদিভূমিঃ প্রশস্তা

সেই ব্যক্তি তৎকালে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ৩৪। প্রতিষ্ঠাস্থল নিরূপণার্থে প্রাসাদনির্ম্মাণস্থলের বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, অধুনা অন্যান্য যাহা বিশেষ আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। ২৫।

অনন্তর প্রাসাদস্থান।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, প্রাচীন প্রাসাদের সীমা আক্রমণ পূর্ব্বক সমপরিমাণে, স্বল্পপরিমাণে বা অধিক পরিমাণে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে নাই। প্রাসাদের পার্শ্বদ্বয়ের দ্বিগুণ সীমা ও উচ্চপরিমাণ বর্জ্জন পূর্ব্বক অন্য প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে হয়। উভয় সীমা আক্রমণ করা বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুচিত। ২৬।

অনন্তর স্থানশুদ্ধি।—দেবীপুরাণে লিখিত আছে, বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠদিগকে শুভস্থানে স্থাপন করা কর্ত্তব্য; নচেৎ তাঁহারা ভয় উৎপাদন করেন। হে সুরসত্তম! যে ভূমি গর্ত্তাদি-লক্ষণবিশিষ্ট ও সুগন্ধাদিলক্ষণ-পূর্ণ এবং যাহার বর্ণ মনোহর, তাদৃশী ভূমিই সর্ব্বকামদাত্রী জানিবে। ২৭। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে, প্রথমতঃ ভূমি পরীক্ষা পূর্ব্বক পরে বাস্তু কল্পনা

বিপ্রাণাং মধুরাস্বাদা কষায়া ক্ষত্রিয়স্য চ। কষায়কটুতা তদ্বৈশ্যশূদ্রেষু শস্যতে ॥ ২৮ ॥
অরত্নিমাত্রে বৈ গর্ত্তে স্বনুলিপ্তে চ সর্ব্বতঃ। ঘৃতমামশরাবস্থং কৃত্বা বর্ত্তিচতুষ্টয়ম্।
আলয়েদ্ভূপরীক্ষার্থং পূর্ণং তৎ সর্ব্বদিঙ্মুখম্ ॥ ২৯ ॥
দীপ্তাং পূর্ব্বাদি গৃহ্নীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ। বাস্তুঃ সামূহিকো নাম দীপ্যতে সর্ব্বতস্তু যঃ ॥৩০॥
শুভদঃ সর্ব্ববস্তূনাং প্রাসাদেষু গৃহেষু চ। অরত্নিমাত্রকং গর্ত্তং পরীক্ষ্যং খাতপূরণে।
অধিকে শ্রিয়মাপ্নোতি ন্যূনে হানিং সমে সমম্ ॥ ৩১ ॥
[illegible]থবা দেশে সর্ব্ববীজানি রোপয়েৎ। ত্রিপঞ্চসপ্তরাত্রেণ যত্র রোহন্তি তান্যপি।
জ্যেষ্ঠোত্তমকনিষ্ঠা ভূর্ব্বর্জনীয়েতরা সদা ॥ ৩২ ॥

হয়শীর্ষে।—

সুরভীণাং রতির্যত্র সবৎসানাং বৃষৈঃ সহ। সুন্দরীণাং রতির্যত্র পুরুষৈঃ সহ সত্তম।

ভবতি ॥ ২৮ ॥ আমশরাবস্থং ঘৃতং কৃত্বা তত্র চ বর্ত্তিচতুষ্টয়ং কৃত্বা তচ্চ বর্ত্তিচতুষ্টয়ং সর্ব্বদিঙ্মুখং চতুর্দিগভিমুখং পূর্ণং কৃত্বা ভূপরীক্ষার্থং প্রজ্বালয়েৎ। পূর্ণমিতি ঘৃতবিশেষণং বা। তত্র চ প্রাদক্ষিণ্যেন সম্যগ্ দীপ্তিবিশেষেণ দীপ্তাং বর্ত্তিং লক্ষ্যীকৃত্য পূর্ব্বাদিদিশামারভ্য ক্রমেণ বিপ্রাদীনাং শুভং জানীয়াদিত্যর্থঃ। তত্র যদি বর্ত্তিদ্বয়মধিকং দীপ্যতে তদা দ্বয়োরেব শুভং; তত্র চ পূর্ব্ব-দক্ষিণয়োশ্চেত্তর্হি বিপ্রক্ষত্রিয়য়োঃ; পূর্ব্বোত্তরয়োশ্চেত্তর্হি বিপ্রশূদ্রয়োরিত্যেবমূহ্যম্ ॥২৯॥ যত্র চ বর্ত্তিচতুষ্টয়ং সর্ব্বমেবাধিকং দীপ্যতে তত্র সর্ব্বেষামেব শুভমিত্যাহ বাস্তুরিতি ॥ ৩০ ॥ কথং পরীক্ষ্যং তদাহ খাতস্য তদ্গর্ত্তস্য তন্মৃত্তিকাদিনা পূরণে সতি যদি তন্মৃত্তিকাদিকমধিকমুদ্বৃত্তং স্যাত্তর্হি শুভং স্যাদিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং হয়শীর্ষদেবেন—সংপূর্য্যমাণে খাতে তু তথাধিকমৃদং শুভামিতি। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ৩১ ॥ ত্রিরাত্রেণ যস্যাং বীজানি রোহন্তি সা

করিতে হয়। বিপ্রাদি চতুর্ব্বর্ণের পক্ষে যথাক্রমে শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত; সুতরাং পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিবে। মধুরাস্বাদ-বিশিষ্ট ভূমি ব্রাহ্মণের, কষায় ভূমি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এবং কটু আস্বাদপূর্ণ ভূমি শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত। ২৮। অরত্নি-পরিমিত, সম্যক্ গোময়োপলিপ্ত গর্ত্তে ঘৃতপূর্ণ অপক্বশরাব রাখিয়া পূর্ব্বাদি চারিদিকে চারিটী বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিবে। ২৯। যদি ঐ বর্ত্তিকা পূর্ব্বাদি দিক্‌ক্রমে এক একটী জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে বিপ্রাদি চতুর্ব্বর্ণের শুভ নিরূপণ করিবে। একদা বর্ত্তিচতুষ্টয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তাহাকে সামূহিক বাস্তু কহে। ৩০। প্রাসাদ বা গৃহনির্ম্মাণকালে উক্ত সামূহিক বাস্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শুভপ্রদ বলিয়া জানিবে। অরত্নিপরিমিত গর্ত্ত করিবার সময় যে মৃত্তিকা উদ্ধৃত হয়, যদি গর্ত্ত পূরণকালে সেই মৃত্তিকায় গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া আরও অধিক মৃত্তিকা উদ্বৃত্ত হয়, তবে শুভকর; ন্যূন হইলে অশুভপ্রদ এবং সমান হইলে সমফল বুঝিবে। ৩১। তৎপরে হলকৃষ্ট ভূমিতে সকলপ্রকার বীজ রোপণ করিবে। যে ক্ষেত্রে ত্রিরাত্রমধ্যে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে, সেই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ; যে ক্ষেত্রে পঞ্চরাত্রমধ্যে অঙ্কুর জন্মিবে, তাহা মধ্যম, এবং যে ক্ষেত্রে সপ্তাহ-পরে বীজ

রাজ্ঞাং পূর্ব্বং গৃহং যস্যামগ্নীনাং যজ্বনাং তথা। কাশ্মীরচন্দনামোদা কর্প্‌রাগুরুগন্ধিনী।
কমলোৎপলগন্ধা চ জাতিচম্পকগন্ধিনী। পাটলামল্লিকাগন্ধা নাগকেশরগন্ধিনী।
দধিক্ষীরাজ্যগন্ধা চ মদিরাসবগন্ধিনী। সুগন্ধিব্রীহিগন্ধা চ শুভদ্রব্যস্বনা চ যা।
সর্ব্বেষাং বর্ণিনাং ভূমিঃ সর্ব্বসাধারণী মতা। দুর্গন্ধা দুঃস্বনা যা চ নানাবর্ণা চ দুর্ভগা।
বৃত্তার্দ্ধচন্দ্রসদৃশী বিস্তারাদ্দ্বিগুণায়তা। বিবর্ণা বর্ণহীনা চ বক্রা সূচিমুখী তথা।
দ্বিবর্ণা সূর্পসদৃশী গোমুখী চ ত্রিকোণিকা। ষড়স্রা শূলসদৃশী দন্তিপৃষ্ঠোপমা চ যা।
সরীসৃপসমা যা চ দিঙ্মূঢ়া শকটাকৃতিঃ। এবম্প্রকারা যা ভূমির্বর্জ্জ্যা যত্নেন দেশিকৈঃ॥ ৩৩॥
কিঞ্চ।—
প্রাসাদস্ত বিশেষেণ প্রোক্তা ভূমিশ্চতুর্ব্বিধা। সুপদ্মা ভদ্রিকা পূর্ণা ধূম্রা বেগিন্যথাপি সা॥
তিলকৈর্নারিকেলৈশ্চ বহিঃক.শৈশ্চ শোভিতা। পদ্মেন্দীবরসংযুক্তা সা সুপদ্মেতি বিশ্রুতা॥
নদীসমুদ্রায়তনতীর্থপর্য্যন্তশোভি.া পুষ্পবৃক্ষসমাকীর্ণা ক্ষীরবৃক্ষোপশোভিতা।
বনোদ্যানলতাগুল্মফুল্লগুম্বসমাবৃতা। যজ্ঞীয়-বৃক্ষসুক্ষেত্রযুক্তা ভদ্রেতি কীর্ত্তিতা।
বকুলাশোকবহুলা তথা প্লক্ষাম্রলোহিতৈঃ। মাধবীবেষ্টিতা যা চ মুদ্গনিষ্পাবকোদ্রবৈঃ।
শূকধান্যৈশ্চ পুন্নাগৈর্গিরিপার্শ্বগতা চ যা। তোয়ঞ্চ স্বল্পকং যস্যাং সা পূর্ণা পরিকীর্ত্তিতা॥ ৩৪॥

জ্যেষ্ঠা, পঞ্চ রাত্রেণ যস্যাং সা মধ্যা, সপ্তরাত্রেণ চ যস্যাং সা কনিষ্ঠা ভূর্জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ। তত্র চ অন্তিকাং কনিষ্ঠাং চ বর্জ্জয়েৎ। পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ॥ ৩২॥ বিবর্ণা দুর্বর্ণা॥৩৩॥ প্লক্ষাদিভি-

হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইবে, তাহা কনিষ্ঠ জানিবে। শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্র পরিত্যাজ্য। ৩২। হয়শীর্ষে লিখিত আছে, হে সত্তম! যে স্থলে সবৎসা ধেনুগণের সহিত বৃষভেরা কেলি করে, যে স্থানে রূপবতী রমণীদিগের সহিত পুরুষেরা বিহার করে, যে ভূমির পূর্ব্বদিকে নৃপতি, বহ্নি ও যাজকগণের বাস, যে ভূমির গন্ধ কাশ্মীর, চন্দন, কর্পূর, অগুরু, পদ্ম, উৎপল, জাতি, চম্পক, মল্লিকা, নাগকেশর, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মদ বা মধুর সদৃশ, যে ভূমি সুগন্ধশস্যবৎ গন্ধপূর্ণ, যে ভূমিতে শুভদ্রব্যের শব্দ শ্রুত হয় এবং যে ভূমিতে ব্রহ্মচারিগণ অবস্থান করেন, তাহাকেই সর্ব্বসাধারণী ভূমি কহে। দুর্গন্ধপূর্ণ, দুঃশব্দসঙ্কুল ও নানাবর্ণ ভূমি দুর্ভগা বলিয়া প্রথিত। যে ভূমি বৃত্তাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, বিহিত পরিমাণ হইতে দ্বিগুণ বিস্তৃত, বিকৃতবর্ণ, বর্ণশূন্য, বক্র, সূচিমুখ, দ্বিবর্ণ, সূর্পবৎ, গোমুখাকার, ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, শূলাকৃতি, করিপৃষ্ঠসদৃশ, সর্পবৃশ্চিকাদি-সরীসৃপতুল্য, দিঙ্মূঢ় ও শকটাকার, আচার্য্য সযত্নে তাহা পরিত্যাগ করিবেন। ৩। আরও লিখিত আছে, প্রাসাদ নির্ম্মাণার্থ ভূমি চতুর্ব্বিধ;—সুপদ্মা, ভদ্রিকা, পূর্ণা ও ধূম্রা বা বেগিনী। যে ভূমি সমন্তাৎ তিলক, নারিকেল, কুশ ও কাশ বৃক্ষে পরিশোভিত এবং যাহা পদ্ম ও ইন্দীবর-সমন্বিত, তাহাকে সুপদ্মা কহে। যাহা নদী ও সাগরায়তন-তীর্থ পর্য্যন্ত বিরাজিত, কুসুমতরুতে সমাকীর্ণ, ক্ষীরবৃক্ষে শোভিত, বন, উদ্যান, লতা, গুল্ম ও ফুলস্তবে সমাকীর্ণ এবং যাহা যজ্ঞীয় তরু ও সুক্ষেত্রযুক্ত, সেই ভূমির নাম ভদ্রা। যাহা বকুল, অশোক, প্লক্ষ, আম্র ও লোহিত (তরুবিশেষ) বৃক্ষে বিরাজিত,

বিল্বার্ক-স্নুহি-পীলূনাং বনৈর্যা পরিতো বৃতা। সশর্করা চ কঠিনা যুক্তা কণ্টকিভিদ্রুমৈঃ।
গৃধ্রগোমায়ুকাকানাং শ্যেনানাং ব্যাকুলা কুলৈঃ। ধূম্রেতি কীর্ত্তিতা সা তু তাং যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
ততো ভূমিং পরীক্ষেত পূর্ব্বোদকপ্রবণাং শুভাম্। অসঙ্কটাং তথাচ্ছন্নামল্পতোয়াং পরিপ্লুতাম্॥
সংপূর্য্যমাণে খাতে তু তথাধিকমৃদং লভেৎ। কুসুম্ভসদৃশং বর্ণং যস্যাং ন ম্লানিমৃচ্ছতি।
ন নির্ব্বাতি তথা দীপস্তোয়ং শীঘ্রং ন জীর্য্যতে॥৩৫॥
শ্বেতারুণা পীতকৃষ্ণা বিপ্রাদীনাং প্রশস্যতে। আজ্যাসৃগ্‌গন্ধা মদ্যানাং তুল্যগন্ধা তু যা ভবেৎ।
[illegible] কষায়া চ অম্লা চ কটুকা চ যা। কুশৈঃ শরৈস্তথা কাশৈর্দূর্ব্বাভির্যা চ সংবৃতা।
তস্যাং পুণ্যেঽথ নক্ষত্রে কুর্য্যাদ্ভূমিপরিগ্রহম্॥ ৩৬॥

অথ ভূমিপরিগ্রহঃ।

তত্রৈব।—

প্রাকারসীমাপর্য্যন্তং ততো ভূতবলিং হরেৎ। মাষং হরিদ্রাচূর্ণঞ্চ সলাজা দধিশক্তবঃ।
এভির্ভূতবলিং দত্ত্বা সূত্রমষ্টাক্ষরেণ তু। পাতয়িত্বা ততঃ শঙ্কূনষ্টদিক্ষু নিবেশয়েৎ॥
রাক্ষসাশ্চাপি ভূতাশ্চ যেঽস্মিংস্তিষ্ঠন্তি ভূতলে। তে সর্ব্বে ব্যপগচ্ছন্তু স্থানং কুর্য্যামহং হরেঃ॥
ইত্যমুজ্ঞাপ্য ভূতাদীন্ তাং ভূমিং পরিশোধয়েৎ॥

র্ব্বিশিষ্টা। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং॥ ৩৪॥ স্নুহিঃ শিজুঃ॥৩৬॥ আজ্যাদিভিস্তুল্যো গন্ধো যস্যাঃ সা। তত্র আজ্যং ঘৃতং। অসৃক্ রক্তং। গন্ধঃ অগুর্ব্বাদিসাধিতসুগন্ধিরসবিশেষঃ॥ ৩৬॥

মাধবী দ্বারা পরিবেষ্টিত, মুদ্গ, নিষ্পাব, কোদ্রব, শূকধান্য ও পুন্নাগসমাকীর্ণ, গিরিপার্শ্বস্থ এবং যাহাতে স্বল্পপ্রমাণ জল থাকে, তাদৃশী ভূমিকে পূর্ণা। ৩৪। যাহা বিল্ব, অর্ক, স্নুহি ও পীলু বৃক্ষের বন দ্বারা সর্ব্বথা ব্যাপ্ত, শর্করাসমন্বিত, কঠিন, কণ্টকবৃক্ষে সমাকীর্ণ এবং গৃধ্র, গোমায়ু, বায়স ও শ্যেন পক্ষী দ্বারা বেষ্টিত,তাহাকে ধূম্রা বলা যায়; ঈদৃশী ভূমি সযত্নে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে বিধানে ভূমি গ্রহণ করিয়া তাহার পরীক্ষা করিবে। যাহার পূর্ব্ব ও উত্তর দিক নত, শুভ (সুদৃশ্য), অসঙ্কট (অদুর্গম) ও তৃণাদিতে আবৃত, অল্পজলে পূর্ণ, যে স্থলের গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিতে উত্তোলিত মৃত্তিকা সমস্ত আবশ্যক হয় না, যাহা কুসুম্ভবর্ণ, অম্লান, যাহাতে দীপ নির্ব্বাপিত হয় না, যাহার জল আশু শুষ্ক না হয়, তাদৃশী ভূমিই প্রশস্ত। ৩৫
ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের পক্ষে যথাক্রমে শ্বেত, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত। যে ভূমির গন্ধ ঘৃত, শোণিত, সুরা ও অগুরুর সদৃশ; যাহার আস্বাদ মধুর, কষায়, অম্ল বা কটু; যাহা কুশ, শর, কাশ ও দূর্ব্বা দ্বারা সমাকীর্ণ, পবিত্র নক্ষত্রে তাদৃশী ভূমিই গ্রহণ করিতে হয়। ৩৬।

অতঃপর ভূমি-পরিগ্রহ।—হয়শীর্ষেই লিখিত আছে, অনন্তর মাষ, হরিদ্রা-চূর্ণ, লাজ, দধি ও শক্তু এই সমস্ত বস্তু দ্বারা প্রাকার-সীমা পর্য্যন্ত ভূতবলি প্রদান করিয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রে সূত্রপাত করিবে। তদনন্তর অষ্টদিকে ভূমিতে আটটী শঙ্কু (খোঁটা) প্রোথিত করিতে হয়।

আদিত্যাদিগ্রহাণাঞ্চ লোকপালৈঃ সমং কৃতী।
আজ্যেনেষ্টবিধানেন ততো বৈ হোমমাচরেৎ ॥ ৩৭ ॥
চরুহোমং ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ। দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পশ্চাদ্বৌষড়ন্তেন দেশিকঃ।
বৃষভৌ কপিলৌ গৃহ্য সবর্ণৌ বা বিচক্ষণঃ। যোজনার্থং হলঞ্চৈব গৃহ্নীয়াদসনোদ্ভবম্।
প্রাঙ্মুখং যোজ্য মন্ত্রজ্ঞো বস্ত্রালঙ্কারভূষিতঃ। আসনীং যষ্টিমাদায় দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ৩৮ ॥
সম্মর্দ্দেন সমীকৃত্য শুভবীজানি বাপয়েৎ। সংপ্রাপ্তে শুভকালে তু গোভিস্তৎ খাদয়েদ্বুধঃ।
পুনস্তৎ কর্ষয়িত্বা তু সমীকৃত্য গৃহং গুরুঃ ॥ ৩৯ ॥

মাৎস্যে চ।—
হীনাধিকাঙ্গতাং বাস্তোঃ সর্ব্বতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। নগরগ্রামদেশেষু সর্ব্বত্রৈব বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪০ ॥

অথ দিক্‌সাধনম্।

হয়শীর্ষে।—
গৃহবাস্তু সমং কৃত্বা চতুরস্রং সমন্ততঃ। ভূমিং তোয়সমাং কৃত্বা দর্পণোদরসন্নিভাম্ ॥

লোকপালৈরিন্দ্রাদিভিঃ সমং সমন্বিতানামাদিত্যাদিগ্রহাণাং হোমং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ গৃহ্য গৃহীত্বা। অসনশ্চারবৃক্ষঃ তদ্ভবং। হলস্যেতি পাঠে হলমিতি শেষঃ। যোজ্য যোজয়িত্বা ॥ ৩৮ ॥ সমীকৃত্য ভূতলং। তৎ তত্র জাতং শস্যাদি। তং প্রদেশং। তদিতি বা পাঠঃ। গৃহং প্রারভেদিতি শেষঃ ॥ ৩৯ ॥ ভূমিপরিগ্রহে চ কিঞ্চিদ্বিশেষমগ্রং লিখতি হীনেতি। সর্ব্বতঃ সমন্তাৎ ভূতলং সমং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

স্থাপ্য স্থাপয়িত্বা। তস্যাং ভূমৌ। ছায়ায়াঃ প্রবেশে নিক্রমে চ নির্গমে ॥ ৪১ ॥ ন চ শঙ্কুনা

তদনন্তর "যাহারা এই ভূমিতে বসতি করিতেছে, সেই রাক্ষসবর্গ ও ভূতগণ এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করুক, আমি শ্রীহরির জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছি" ভূতগণকে এইরূপ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক ভূমি শোধন করিবে। অনন্তর কৃতিব্যক্তি লোকপালবর্গ ও আদিত্যাদি গ্রহগণের উদ্দেশে ইষ্টবিধানে ঘৃতহোম করিবেন। ৩৭। তৎপরে আচার্য্য মূলমন্ত্রে চরু-হোম করিয়া বৌষড়ন্ত মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবেন। তদনন্তর সুধী ব্যক্তি কপিলবর্ণ বা সবর্ণ দুইটী বৃষ লইয়া যোজনার্থ অসন বৃক্ষ (চারগাছ) নির্ম্মিত হল গ্রহণ করিবেন। মন্ত্রী ব্যক্তি বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া পূর্ব্বমুখে হল যোজনা পূর্ব্বক দ্বাদশার্ণ মন্ত্রে আসনী (অসনকাষ্ঠময়ী) যষ্টি গ্রহণ করত ভূমিকে সম্মর্দ্দন দ্বারা সমান করিয়া পবিত্র বীজ রোপণ করিবেন। তৎপরে শুভ সময় সমাগত হইলে সুধী ব্যক্তি গোগণ দ্বারা সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদি আহার করাইয়া পুনরায় উহা কর্ষণ পূর্ব্বক তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবেন। ৩৮—৩৯। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, বাস্তু সর্ব্বথা সমান করা উচিত, হীন বা অধিক করিতে নাই। কি নগরে কি গ্রামে কি দেশে সর্ব্বত্রই হীন বা অধিক ত্যাজ্য। ৪০।

অনন্তর দিক্‌সাধন।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, বাহ্যবাস্তুকে সমান করত সর্ব্বথা

দ্বাদশাঙ্গুলমানেন চাষ্টৌ বারাংস্তু ভ্রাময়েৎ। মধ্যে সুনিশ্চলঃ শঙ্কুঃ স্থাপ্য চ্ছায়াং নিরীক্ষয়েৎ॥
প্রবেশে নিষ্ক্রমে তস্যাং শঙ্কুচ্ছায়াং নিরূপয়েৎ।
শঙ্কুচ্ছায়াগ্রচিহ্নাভ্যাং প্রাক্প্রতীচ্যৌ প্রসাধয়েৎ।
প্রাক্প্রতীচীং গতে সূর্য্যে উদগ্যাম্যৌ প্রসাধয়েৎ।৪১

বৈষুবে বিমলে ব্যোম্নি শঙ্কুনা সাধয়েদ্দিশম্। শরদ্বসন্তয়োরেবমাদিত্যাৎ সাধয়েদ্দিশম্॥
প্রাচীং বা পুষ্পবেধেন চিত্রাস্বাত্যন্তরেণ বা। উদীচীং ধ্রুববেধেন মধ্যযোগেন চোন্নয়েৎ॥
চতু[illegible] শিলাং গৃহ্য ইষ্টকাং বা সুশোভনাম্। চতুর্দিক্ষু নিবেশ্যাথ সূত্রচিহ্নং তু কারয়েৎ॥
এবং কৃত্বা সূত্রচিহ্নং ব্রাহ্মণাংস্তত্র ভোজয়েৎ।
বৈষ্ণবান্ পায়সেনাগ্র্যান্ দ্বাদশৈব সমাহিতঃ॥ ৪২॥

অথ শল্যোদ্ধরণম্।

মাৎস্যে।—

গৃহারম্ভেঽতিকণ্ডূতিঃ স্বাম্যঙ্গে যত্র জায়তে। শল্যন্তপনয়েত্তত্র প্রাসাদে ভবনে তথা।
সশল্যং ভয়দং যস্মাদশল্যং ভয়নাশনম্॥ ৪৩॥

সদা দিক্সাধনং স্যাদিত্যাহ বৈষুবে ইতি। শঙ্কুলক্ষণং চোক্তং শ্রীহয়শীর্ষদেবেন।—প্রশস্তং দারুমাদায় সারবৎ খদিরাদিকং। চতুরস্রং তু তদ্দারু কারয়িত্বা তু শিল্পিনা। বৃত্তং ভূমিসমং কুর্য্যান্নির্ব্রণং সুষমং তথা। দ্বাদশাঙ্গুলমায়ামমগ্রে চাঙ্গুলমুচ্যতে। মূলে ষড়ঙ্গুলঞ্চাস্য পরিণাহঃ প্রমানতঃ। হ্রস্বাৎ হ্রস্বতরং কার্য্যমগ্রেঽস্য যবমাত্রকং। ভূমিচ্ছেদসমং কুর্য্যান্মূলমগ্রং সুসংমিতমিতি। শরদ্বসন্তয়োরিতি প্রায়স্তদানীং প্রাচীদিঙ্মধ্য এবাদিত্যোদয়াৎ। মধ্যযোগেন সাধিতপ্রাচীপ্রতীচীমধ্যপ্রদেশদ্বারেণৈবেত্যর্থঃ। গৃহ্য গৃহীত্বা॥ ৪২॥

স্বামী গৃহকর্ত্তা, তস্যাঙ্গে গাত্রে। যত্র যস্মিন্ স্থানে॥ ৪৩॥

চারিদিকে ভূমিকে জলসদৃশী ও দর্পণ-তুল্যা অর্থাৎ সমতল করিয়া দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণে আটবার ভ্রমণ করাইবে। পরে মধ্যস্থলে দৃঢ় শঙ্কু স্থাপন পূর্ব্বক ছায়া দর্শব করিবে। সেই ক্ষেত্রে প্রবেশে ও নির্গমে ছায়া নির্ণয় করিতে হয়। শঙ্কু ও ছায়ার অগ্র এই উভয় দ্বারা পূর্ব্বপশ্চিম নির্ণয় করিবে এবং আদিত্যের পূর্ব্বপশ্চিমগতি দ্বারা উত্তর দক্ষিণ নিরূপণ করিতে হয়। ৪১। বিষুবসংক্রান্তিদিনে নির্ম্মল গগনে শঙ্কু দ্বারা দিক্ নিরূপণ করিবে। শরৎকালে ও বসন্ত ঋতুতেও এইরূপ সূর্য্য দ্বারা দিক্সাধন করিতে হয় কিংবা পুষ্পবেধ অথবা চিত্রা স্বাতীর মধ্যদ্বারা পূর্ব্বদিক্ এবং ধ্রুববেধ বা মধ্যযোগ দ্বারা উত্তরদিক্ নিরূপণ করিবে। চতুষ্কোণ শিলা বা সুশোভন ইষ্টক লইয়া চারিদিকে স্থাপন পূর্ব্বক সূত্রচিহ্ন করিতে হয়। তদনন্তর তথায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে কিংবা সমাহিত হইয়া দ্বাদশসংখ্য বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠকে পায়স সেবন করাইতে হয়। ৪২।

অনন্তর শল্যোদ্ধার।—মৎস্য-পুরাণে লিখিত আছে, যে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলে গৃহকর্ত্তার গাত্রে কণ্ডূতি জন্মে, তথায় প্রাসাদ বা ভবন প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে শল্যোদ্ধার করা

হয়শীর্ষে।—

আদিশেদাত্মনঃ শল্যং গৃহিণোঽঙ্গবিকারতঃ। শকুনো দৃশ্যতে বাপি যস্য বা শ্রূয়তে ধ্বনিঃ।
কীর্ত্ত্যতে যস্য বৈ নাম শল্যং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৪৪॥

অথ বাস্তুমণ্ডলম্।

মাৎস্যে।—

পঞ্চগব্যৌষধিজলৈঃ পরীক্ষিত্বাবসেচয়েৎ। একাশীতিপদং কুর্য্যাদ্রেখাভিঃ কনকেন তু॥ ৪৫॥
পশ্চাল্লেপেন চালিপ্য সূত্রেণালোড্য সর্ব্বতঃ। দশ পূর্ব্বায়তা রেখা দশ চৈবোত্তরায়[illegible]।
সর্ব্ববাস্তুবিভাগেষু বিজ্ঞেয়া নবকা নব॥ ৪৬॥

অঙ্গবিকারঃ কণ্ডূয়নাদিঃ তস্মাৎ। কীদৃশং তচ্ছল্যমিত্যত্রাহ শকুন ইতি। তস্য শকুনস্যাস্থ্যাদিরূপং শল্যং॥ ৪৪॥

পরীক্ষিত্বা পূর্ব্বং ভূমিং পরীক্ষেতেত্যাদিনোক্তপ্রকারং ভূমিপরীক্ষণং কৃত্বা। ততঃ পঞ্চগব্যৈ-রোষধিজলৈশ্চ ভূমিমবসেচয়েৎ প্রোক্ষেত। অত্র চায়ংগ্রন্থানুসারেণ শিষ্টসম্মতো বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। প্রথমং যজমানো মাতৃকার্চ্চনপূর্ব্বকং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমাভ্যুদয়িকং বিধায় প্রাঙ্মুখমাসীন উদঙ্মুখাংস্ত্রীন্ ব্রাহ্মণানুপবেশ্য চন্দনপুষ্পাক্ষততাম্বূলবাসোহিরণ্যৈরভ্যর্চ্চ্য। ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত্বিতি প্রথমং ব্রাহ্মণবাচনং। ওঁ ঋধ্যতামিতি বাচনং ত্রিঃ কুর্য্যাৎ। ততো ভগবৎপ্রীতয়েঽমুকবাস্তুকর্ম্মাহং করিষ্যে তত্র মমাচার্য্যো ভব ইতি আচার্য্যং বৃণুয়াৎ। ভবামীত্যাচার্য্যেণাভিহিতে তচ্ছাখোক্ত-বিধিনা তমর্চ্চয়েৎ। তত আচার্য্যো গায়ত্র্যা গোমূত্রং। গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়মিতি মন্ত্রেণ গোময়ং। আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বত ইত্যাদি মন্ত্রেণ দুগ্ধং। দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিন ইত্যাদিমন্ত্রেণ দধি। তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসীতি মন্ত্রেণ ঘৃতং। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং সরস্বত্যৈ বাচো যন্তুর্যন্ত্রেণাগ্নেঃ সাম্রাজ্যেনাভি-ষিঞ্চামীতি মন্ত্রেণোদকং। এবং পৃথক্ পৃথক্ অভিমন্ত্র্য সর্ব্বমেকীকৃত্য তেন পঞ্চগব্যেনোদকেন চ তাং ভূমিং প্রোক্ষেতেতি। তন্মধ্যে চ কনকেনেতি স্বর্ণশলাকয়েতি জ্ঞেয়ং। তদভাবে রজত-ফলপুষ্পধান্যানামন্যতমেনাপি রেখাঃ কৃত্বা তাভিরেকাশীতিপদং নাম বাস্তুমণ্ডলং কুর্য্যাদি-

---

কর্ত্তব্য। কেননা, শল্য থাকিলে সেই স্থান ভয়ের কারণ হয়; সুতরাং শল্যহীন স্থল ভয়হারি বলিয়া কথিত। ৪৩। হয়শীর্ষে লিখিত আছে, গৃহকর্ত্তার অঙ্গবিকৃতি দেখিয়াই বাস্তুর শল্য নিরূপণ করিবে অর্থাৎ গৃহস্বামীর অঙ্গে কণ্ডূতি দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সেই স্থানে শল্য বিদ্যমান আছে। যে শকুন দৃষ্ট বা যাহার শব্দ শ্রুত হইবে, অথবা যাহার নাম শুনা যাইবে, তাহারাই শল্য (অস্থ্যাদি) সেই স্থানে আছে বুঝিবে। ৪৪।

অনন্তর বাস্তুমণ্ডল।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, ভূমিপরীক্ষান্তে পঞ্চগব্য ও ওষধিসলিলে সেচন পূর্ব্বক স্বর্ণ-শলাকাকৃত রেখা দ্বারা একাশীতিপদ (বাস্তুমণ্ডল) প্রস্তুত করিবে।৪৫। তদ-নন্তর গোময়াদি-লেপ দ্বারা লেপন করত শ্বেতসূত্রে সর্ব্বথা বেষ্টন পূর্ব্বক পূর্ব্বায়ত দশ রেখা ও

একাদশীতিপদং কৃত্বা বাস্তুবিৎ সর্ব্ববাস্তুষু। পদস্থান্ পূজয়েৎ দেবান্ ত্রিংশৎ পঞ্চদশৈব চ ॥৪৭॥
দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যতঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চান্তস্ত্রয়োদশ। নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধ মে ॥৪৮
ঈশকোণাদিষু সুরান্ পূজয়েচ্চ বিধানতঃ। শিখী চৈবাথ পর্জ্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ।
সূর্য্যঃ সত্যো ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ। পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতযমাবুভৌ।
গন্ধর্ব্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা। দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ ॥
অসুরঃ শোষপাপৌ চ রোগোঽহির্মুখ্য এব চ। ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা।
দ্বাত্রিংশদেতে তু তদন্তশ্চ সুরান্ শৃণু ॥৪৯॥ ঈশানাদিচতুষ্কোণসংস্থিতান্ পূজয়েদ্বুধঃ ॥৫০॥

ত্যর্থঃ ॥৪৫॥ তৎপ্রকারমেবাভিব্যঞ্জয়তি পশ্চাদিতি দ্বাভ্যাং। নবকা নবেতি একাশীতিরিত্যর্থঃ। অত্র চায়ং বিশেষঃ। শান্তা যশোবতী কান্তা বিশালা প্রাণবাহিনী সতী সুমনা নন্দা সুভদ্রা সুরথেতিসংজ্ঞিকা দশ প্রাক্পশ্চিমায়তা দক্ষিণোপক্রমা উদগপবর্গা রেখাঃ কৃত্বা, তদুপরি হিরণ্যা সুব্রতা লক্ষ্মীর্ব্বিভূতির্ব্বিমলা প্রিয়া জয়া কলা বিশোকা চ ঈড়েতিসংজ্ঞিকা দশ দক্ষিণোত্তরায়তাঃ পশ্চিমোপক্রমাঃ পূর্ব্বাপবর্গা রেখাঃ কুর্য্যাৎ। ততঃ শুক্লরক্তসূত্রডোরেণ তাঃ সম্যঙ্ নির্ম্মায় নবভির্নবকৈরেকাশীতিপদানীতি মণ্ডলং কুর্য্যাদিতি ॥৪৬ ত্রিংশৎ পঞ্চদশ চেতি পঞ্চচত্বারিংশতমিত্যর্থঃ ॥৪৭॥ তত্রৈব বিশেষমাহ দ্বাত্রিংশ দিতি। বাহ্যতঃ মণ্ডলস্য চতুর্দ্দিক্ষু বাহ্যপংক্তিদ্বয়ে অন্তশ্চ তদভ্যন্তরে ॥৪৮॥ ঈশকোণাদিষু পঞ্চ ঈশকোণমারভ্য বক্ষ্যমাণবিধিনা শিখ্যাদিপঞ্চচত্বারিংশদ্দেবান্ পূজয়েৎ। তানেব যথাস্থানং বিভজ্য দর্শয়ন্ আদৌ ক্রমেণ দ্বাত্রিংশদ্দেবানাহ শিখীতি সার্দ্ধত্রয়েণ। এতে শিখিপ্রভৃতয়ো দ্বাত্রিংশদ্দেবা বহির্মণ্ডলবাহ্যপংক্তিদ্বয়স্য দ্বিপঞ্চাশৎপদেষু পূজ্যা ইত্যর্থঃ। তত্র চ বক্ষ্যমাণবচনাদেকপদা দ্বাদশ দ্বিপদাশ্চ বিংশতির্জ্ঞেয়াঃ। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। ঈশানাদিচতুষ্কোণসংস্থিতানিতি বহিষ্কোণচতুষ্টয়স্যাধস্তাৎ যদ্দ্বিতীয়পঙ্ক্তেঃ কোণচতুষ্টয়ং তত্র ঈশানাদিক্রমেণ স্থিতান্ আপাদীন্ চতুরো দেবান্ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥৪৯॥ নবানি পদানি যস্য স নবপদস্থিতো ব্রহ্মা পূজ্য ইত্যর্থঃ। তস্য ব্রহ্মণঃ সমীপগাঃ পার্শ্বাষ্টদিক্ষু চাষ্টৌ পূজ্যা ইত্যর্থঃ। আদৌ সামান্যতস্তেষাং সংস্থাপনমাহ একো ব্রহ্মা উত্তরঃ মধ্যবর্ত্তী যেষাং তথাভূতান্

উত্তরায়ত দশ রেখা করিবে। তৎপরে সর্ব্ববাস্তুবিভাগেই ঐরূপে রেখা করিয়া তদুপরি নবকে নবগুণিত করিয়া একাশীতিপদমণ্ডল করিতে হয় ।৪৬। বাস্তুবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি সমস্ত বাস্তুতেই একাশীতি পদ করত পদস্থিত পঞ্চচত্বারিংশৎ দেবতার অর্চ্চনা করিবে।৪৭। ঐ সমস্ত দেবতার মধ্যে মণ্ডলের চারিদিকে বাহ্য দুই পঙ্‌ক্তিতে দ্বাত্রিংশৎসংখ্য দেবতা এবং অভ্যন্তরভাগে ত্রয়োদশ-সংখ্য দেবতার অর্চ্চনা করিবে। ঐ সমস্ত দেবতার নাম ও স্থান বর্ণন করিতেছি, অবধান কর ।৪৮। ঈশানকোণাদিতে যথাবিধি দেবগণের অর্চ্চনা করিতে হয়। তাঁহারা যথাক্রমে শিখী, পর্জ্জন্য, জয়ন্ত, কুলিশায়ুধ, সূর্য্য, সত্য, ভৃশ, আকাশ, বায়ু, পূষা, বিতথ, গৃহক্ষত, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃঙ্গরাজ, মৃগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, সুগ্রীব, পুষ্পবৎ, জলাধিপ, অসুর, শোষ, পাপ, রোগ, অহি, মুখ্য, ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি নামে প্রথিত। বহির্ভাগে এই দ্বাত্রিংশৎসংখ্য দেবতার অর্চ্চনা করিবে। এক্ষণে আভ্যন্তর দেবগণের নাম কীর্ত্তন করি, অবধান কর ।৪৯। সুধী ব্যক্তি-

আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়ো রুদ্রস্তথৈব চ। মধ্যে নবপদো ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগাঃ।
সর্ব্বানেকোত্তরান্ বিদ্যাৎ পূর্ব্বাদীন্ নামতঃ শৃণু। অর্য্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ।
মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথ্বীধরঃ ক্রমাৎ। অষ্টমশ্চাপবৎসশ্চ পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ।
আপশ্চৈবাপবৎসশ্চ পর্জ্জন্যোঽগ্নির্দিতিস্তথা। পদিকানাং চ বর্গোঽয়মেবং কোণেষ্বশেষতঃ ॥৫১॥

সর্ব্বান্ অষ্টাবপি জানীয়াৎ। পাঠান্তরে একঃ সর্ব্ব এব অন্তরা মধ্যে আবিষ্টঃ প্রবিষ্টো যেষামিতি তথৈবার্থঃ। পূর্ব্বাদীনিতি পূর্ব্বাদিক্রমেণ স্থিতানিত্যর্থঃ। তানেবাহ আপশ্চেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। আপাদয়ঃ পঞ্চ পদিকানাং পদানাং পদবতাং বা মধ্যে। এক এবায়ং জ্ঞেয়ঃ,পার্শ্ববর্ত্তিত্বেন প[illegible]ত্র মিলিতত্বাদেকপদত্বাচ্চেতি দিক্। এবং অনেনোক্তপ্রকারেণ কোণেষু অন্যস্মিন্ কোনত্রয়েঽপি পূর্ব্ববদন্যোন্যমিলিতৈরেব পদৈঃ পঞ্চপঞ্চভিরেকৈকো বর্গো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। তত্র চ মণ্ডলস্যেশানকোণে শিখী তস্য বামে দিতিঃ দক্ষিণে পর্জ্জন্যঃ অধশ্চাপঃ তদধশ্চাপবৎস ইতি পঞ্চভিরেকো বর্গঃ। আগ্নেয়ে চ বায়ুঃ তস্য বামে আকাশঃ দক্ষিণে পূষা অধঃ সাবিত্রঃ তদধশ্চ সবিতেতি পঞ্চভিরন্যঃ। নৈঋর্তে পিতৃগণঃ তস্য বামে মৃগঃ,দক্ষিণে দৌবারিকঃ,অধো জয়ঃ, তদধস্তাচ্চ বিবুধাধিপ ইতি পঞ্চভিরপরঃ। বায়ব্যে চ রোগঃ তস্য বামে পাপঃ দক্ষিণে অহিঃ অধো রুদ্রস্তদধস্তাচ্চ রাজযক্ষ্মেতি পঞ্চভিঃ পরঃ। অশেষত ইত্যনেন চান্যত্রাপি সর্ব্বত্র বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বর্গ উহ্যঃ। তথা হি।— মণ্ডলস্য পূর্ব্বস্মিন্ ভাগে জয়ন্তাদিভির্দ্বিপদৈঃ পঞ্চভিরেকঃ। দক্ষিণে তথৈব বিতথাদিভিরেকঃ। পশ্চিমে তথৈব সুগ্রীবাদিভিরেকঃ। উত্তরে চ তথৈব মুখ্যাদিভিরেকঃ। মধ্যেঽপি ব্রহ্মণা তচ্চতুর্দিক্-স্থিতৈশ্চার্য্যমাদিভিশ্চতুর্ভিরেবং পঞ্চভিরেবৈক ইত্যেবং নব বর্গাঃ। তৈশ্চ পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতা[illegible] ভবন্তীতি। ইত্থমেবাগ্রে বক্ষ্যমাণবাস্তুপুরুষস্য মস্তকাদ্যঙ্গেষু ক্রমেণ শিখ্যাদিদেবতা-পূজাবিধিরপি সঙ্গচ্ছতে ইতি দিক্ ॥৫০॥ তেষাং কোণস্থিতানাং মধ্যে বহিঃ চাপবৎসাদ্যধিষ্ঠিতপদপংক্তিতো বাহ্যপংক্তিদ্বয়ে একস্যাং দিশি দ্বিপদাঃ পঞ্চেত্যেব সর্ব্বতঃ চতুর্দ্দিক্ষু বিংশতি র্দ্বিপদা জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ। তত্র চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্জ্জন্যদক্ষিণতো বহিরেকপদে তদধশ্চান্তরেকপদে এবং পদদ্বয়ে ক্রমেণ জয়ন্তাদয়ঃ পঞ্চ। দক্ষিণস্যাং তথৈব বিতথাদয়ঃ পঞ্চ। পশ্চিমস্যাং তথৈব সুগ্রীবাদয়ঃ পঞ্চ। উত্তরস্যাং তথৈব মুখ্যাদয়ঃ পঞ্চেত্যেবং জ্ঞেয়ং। চত্বারশ্চাত্র পদা ইত্যাহ অর্য্যমেতি। এবং সর্ব্বে একপদা বিংশতিঃ। দ্বিপদাশ্চ বিংশতিঃ। ত্রিপদাশ্চত্বারঃ। নবপদশ্চৈকো ব্রহ্মা তত্র চ বহিরেকপদা দ্বাদশ। দ্বিপদাশ্চ বিংশতিরেব। বহিষ্কোণচতুষ্টয়াদধঃকোণচতুষ্টয়ে চত্বার একপদাঃ, ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু ত্রিপদাশ্চত্বারঃ। তথৈব চতুষ্কোণেষু চত্বারশ্চৈকপদা এবেত্যেবমেকাশীতিপদেষু

ঈশানাদি-কোণস্থ ঐ সমস্ত দেবতার অর্চ্চনা করিবেন।৫০। তাঁহারা যথাক্রমে আপ,সাবিত্র,জয়, রুদ্র ও মধ্যে নবপদ ব্রহ্মা নামে কীর্ত্তিত। ব্রহ্মার নিকটে আটজন অবস্থিত আছেন। প্রত্যেক পরেই এক একটী দেবতা আছেন। এক্ষণে পূর্ব্বাদিদিক্‌স্থ দেবতাগণের নাম বলি, অবধান কর। ব্রহ্মার চারিদিকে যে আট জন আছেন, তাঁহারা যথাক্রমে অর্য্যমা, সবিতা, বিবস্বান্,বিবুধাধিপ, মিত্র, রাজযক্ষ্মা, পৃথ্বীধর এবং আপবৎস নামে প্রথিত। কোণ-সমূহস্থ পদে যাঁহারা অবস্থিত; তাঁহারা আপ, আপবৎস, পর্জ্জন্য,অগ্নি ও অদিতি নামে অভিহিত। ৫১। উহাঁদিগের মধ্যে বহি-

তন্মধ্যে তু বহির্বিংশদ্দ্বিপদান্তে তু সর্ব্বতঃ। অর্য্যমা চ বিবস্বাংশ্চ মিত্রঃ পৃথ্বীধরস্তথা।
ব্রহ্মণঃ পরিতো দিক্ষু ত্রিপদান্তে তু সর্ব্বতঃ। বংশানিদানীং বক্ষ্যামি ঋজূনপি পৃথক্ পৃথক্।
বায়ুং যাবৎ তথা রোগাৎ পিতৃভ্যঃ শিখিনং তথা। মুখ্যাৎ ভৃশং তথা শোষাদ্বিতথং যাবদেব তু।
সুগ্রীবাদদিতিং যাবদ্ভৃঙ্গাৎ পর্জ্জন্যমেব চ। ৫২।

এতে বংশাঃ সমাখ্যাতাঃ কচিদৃজব এব তু। ৫৩।

এতেষাং যস্ত সম্পাতঃ পদমধ্যং সমং তথা। মর্ম্ম চৈতৎ সমাখ্যাতং ত্রিশূলং কোণগং চ যৎ।
[illegible] বর্জ্জ্যাণি তুলা বেধেষু সর্ব্বদা। কীলোৎসৃষ্টোপঘাতাদি বর্জ্জয়েদ্যত্নতো নরঃ।
সর্ব্বত্র বাস্তুর্নির্দ্দিষ্টঃ পিতৃবংশোত্তরায়তঃ। ৫৪।

মূর্দ্ধন্যগ্নিঃ সমাবিষ্টো মুখে চাপঃ সমাস্থিতঃ। পৃথ্বীধরোঽর্য্যমা চৈব স্তনয়োস্তাবধিষ্ঠিতৌ।
বক্ষঃস্থলে চাপবৎসঃ পূজনীয়ঃ সদা বুধৈঃ। নেত্রয়োর্দিতিপর্জ্জন্যৌ শ্রোত্রেঽদিতি-জয়ন্তকৌ।

পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতাঃ পূজ্যা ইতি বারাহ্যাদিসঙ্গত্যা শিষ্টাচারতো জ্ঞেয়ং ॥৫১॥ প্রসঙ্গাদ্বাস্তুমণ্ডলে বংশানাহ বংশানীতি দ্বাভ্যাং। ঋজূনিতি পাঠে বংশানাং বিশেষণং। রোগপদাদ্বায়ুপদং যাবদেকো বংশঃ। এবমন্যেঽপ্যগ্রে জ্ঞেয়াঃ ॥৫২॥ এতে ষড়্বংশঃ ॥৫৩॥ বংশকথনপ্রয়োজনমাহ এতেষামিতি দ্বাভ্যাং। তত্র সংপাতঃ দ্বাভ্যামেকত্র সংশ্লেষঃ। বাস্তুপুরুষস্যাঙ্গেষু তত্তদ্দেবতাপূজাং বিভজ্য বক্ষ্যন্ আদৌ তস্য দেহেয়ত্তামাহ সর্ব্বত্রেত্যর্দ্ধেন। শিখিনমারভ্য শিখিনং যাবদেষা বংশস্তস্যোত্তরমন্তং যাবৎ আয়তো বাস্তুপুরুষ ইত্যর্থঃ। ॥৫৪॥ অধোমুখপতিতস্য বাস্তুপুরুষস্য মূর্দ্ধনি সমাবিষ্টঃ অধিষ্ঠিতো-[illegible] পূজনীয় ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। শ্রোত্রে শ্রোত্রয়োঃ অদিতি-জয়ন্তৌ। সর্পঃ অদিতে-

---

[illegible]দেশে বিংশতিটী দ্বিপদ আছে। ব্রহ্মার চতুর্দ্দিকে চারিটী ত্রিপদ অবস্থিত; তাহারা অর্য্যমা, বিবস্বান্, মিত্র ও পৃথ্বীধর নামে প্রথিত। এখন বংশ ও ঋজুসমূহের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করি। রোগপদ হইতে বায়ুপদ পর্য্যন্ত একটী বংশ। এইরূপ পিতৃপদ হইতে শিখাপদ পর্য্যন্ত একটী, মুখ্যপদ বইতে ভৃশপদ পর্য্যন্ত একটী,শোষপদ হইতে বিতথপদ পর্য্যন্ত প্রকটী, সুগ্রীবপদ হইতে অদিতিপদ পর্য্যন্ত একটী এবং ভৃঙ্গপদ হইতে পর্জ্জন্যপদ পর্য্যন্ত একটী বংশ। ৫২। এই প্রকারে বংশ. ছয়টী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাকে ঋজুও বলা যায়। ৫৩। ইহাদিগের মধ্যে সম্পাত অর্থাৎ দুইটীর একত্র সংশ্লেষকে পদমধ্য ও সম কহে এবং যাহা ত্রিশূলবৎ কোণগত, তাহাকে মর্ম্ম বলা যায়। স্তম্ভন্যাসে এই সকল পরিত্যাজ্য এবং বেধে তুলাও বর্জ্জনীয়। কীলোৎসৃষ্ট উপঘাতাদি যত্নে পরিত্যাগ করা মানবের কর্ত্তব্য। শিখিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া বংশের শেষ পর্য্যন্তই বাস্তুপুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ৫৪। অধোমুখে পতিত বাস্তুপুরুষের মস্তকাধিষ্ঠিত অগ্নির,মুখে অধিষ্ঠিত আপের,স্তনদ্বয়ে অধিষ্ঠিত পৃথ্বীধর ও অর্য্যমার বক্ষ্যঃস্থলে সংস্থিত চাপবৎসের,চক্ষুযুগলে অবস্থিত দিতি ও পর্জ্জন্যের,কর্ণদ্বয়ে অধিষ্ঠিত অদিতি ও জয়ন্তের এবং স্কন্ধদ্বয়ে সংস্থিত সর্প ও ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিবে। পরে বাহুযুগলের প্রত্যেকটীতে সূর্য্যসোমাদি পঞ্চের,বামকরে রুদ্র ও রাজযক্ষ্মার, দক্ষিণকরে সাবিত্র ও সবিতার, উদরে বিবস্বান্ ও মিত্রের, করযুগলের মণিবন্ধে পূষা ও পাপের, বামপার্শ্বে অসুর ও শোষের, দক্ষিণপার্শ্বে বিতথ ও গৃহক্ষতের, ঊরুযুগলে যম ও বরুণ-

সর্পেন্দ্রাবংসসংজ্ঞৌ তু পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ। সূর্য্যাসোমাদয়স্তদ্বদ্বাহ্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ।
রুদ্রশ্চ রাজযক্ষ্মা চ বামহস্তং সমাশ্রিতৌ। সাবিত্রঃ সবিতা তদ্বদ্ধস্তং দক্ষিণমাশ্রিতৌ।
বিবস্বানথ মিত্রশ্চ জঠরে সংব্যবস্থিতৌ। পূষা চ পাপযক্ষ্মা চ হস্তয়োর্ম্মণিবন্ধনে।
তথৈবাসুরশোষৌ চ বামং পার্শ্বং সমাশ্রিতৌ। পার্শ্বে তু দক্ষিণে তদ্বদ্বিতথঃ সগৃহক্ষতঃ।
ঊর্ব্বোর্যমাম্বুপৌ জ্ঞেয়ৌ জান্বোর্গন্ধর্ব্বপুষ্পকৌ। জঙ্ঘয়োর্ভৃঙ্গসুগ্রীবৌ স্ফিক্‌স্থৌ দৌবারিকো মৃগঃ
. জয়ঃ শক্রস্তথা মেঢ্রে পাদয়োঃ পিতরস্তথা। মধ্যে নবপদো ব্রহ্মা হৃদয়ে তু স পূজ্যতে।
চতুঃষষ্টিপদো বাস্তুঃ প্রাসাদে ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ। ব্রহ্মা চতুষ্পদস্তদ্বৎ কোণেষ্বেকপদাস্তথা।
বহিষ্কোণেষু চাষ্টৌ তু সার্দ্ধাশ্চোভয়তঃ স্মৃতাঃ। বিংশতির্দ্বিপদাস্তেবাং চতুঃষষ্টিপদে স্মৃতাঃ॥

রুদ্রতো নিরন্তরস্থিতো দ্বিপদঃ। ইন্দ্রশ্চ কুলিশাধিপো জয়ন্তস্য দক্ষিণতো নিরন্তরস্থিতো দ্বিপদঃ। তৌ স্কন্ধস্থিতৌ পূজ্যৌ। সূর্য্যাদয়ঃ পঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ। আদিশব্দেন সূর্য্যস্য দক্ষিণে নিকটবর্ত্তিনঃ সত্যভৃশাকাশবায়বশ্চত্বারঃ। তথা সোমাদয়শ্চ পঞ্চ বামবাহৌ পূজ্যা ইত্যর্থঃ। অত্রাদিশব্দেন সোমস্যোত্তরে নিকটবর্ত্তিনো ভল্লাটমুখ্যাহিরোগাশ্চত্বারঃ। হস্তয়োরিতি দ্বিত্বেন মণিবন্ধস্যাপি দ্বিত্বং জ্ঞেয়ং। মণিবন্ধয়োরিতি বা পাঠঃ। তত্র দক্ষিণে মণিবন্ধে পূষা বামে চ পাপযক্ষ্মা পাপ এব। অতএব বলিদানেঽপ্যগ্রে বক্তব্যং গোধা বৈ পাপযক্ষ্মণ ইতি। রাজযক্ষ্মেতি পাঠশ্চিন্ত্যঃ। রুদ্রস্যাধঃকোণস্থিতস্য রাজযক্ষ্মণো রুদ্রেণ সহ বামহস্তে চ পূর্ব্বং স্থিত্যুক্তেঃ। অম্বুপো বরুণঃ। পুষ্পকঃ পুষ্পদন্তঃ। ভৃঙ্গো ভৃঙ্গরাজঃ। স্ফিক্ কটী। শক্রো বিবুধাধিপঃ জয়ন্তস্যাধঃকোণবর্ত্তী। মেঢ্রে মেঢ্রয়োঃ। এবং মূর্দ্ধমুখবক্ষঃসু ত্রিষঙ্গেষু প্রত্যেকমেক ইতি ত্রয়ঃ। স্তনাদিদশযুগলেষু চ প্রতিযুগলং দ্বাবিতি বিংশতিঃ। বাহ্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চেত্যুক্তেস্তয়োর্দ্দশ। হস্তয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চ প্রত্যেকং দ্বয়োর্দ্বয়োরষ্টৌ। জঠরে চৈকস্মিন্ দ্বৌ। পাদয়োঃ পিতরস্তথেত্যুক্তেস্তয়োঃ পিতৃগণ এক এব। হৃদয়ে চ মর্ম্মণি ব্রহ্মৈক এবেতি সর্ব্বেষঙ্গেষু পঞ্চচত্বারিংশদ্দেববিভাগো জ্ঞেয়ঃ। চতুঃষষ্টিপদমণ্ডলমাহ চতুরিতি দ্বাভ্যাং। ব্রহ্মণঃ প্রাসাদে নান্যস্য। শ্রীহয়শীর্ষমতে চ সর্ব্বত্রৈবেত্যগ্রে ব্যক্তং ভাবি। তদ্বৎ একাশীতিপদবন্মধ্যে ব্রহ্মা,স চাত্র চতুষ্পদ ইত্যর্থঃ। ততো ব্রহ্মণঃ কোণেষু যেষু চতুর্ষু পূর্ব্ব-

দেবের, জানুযুগলে গন্ধর্ব্ব ও পুষ্পদন্তের, জঙ্ঘাযুগলে ভৃঙ্গ ও সুগ্রীবের, কটিযুগলে দৌবারিক ও মৃগের, মেঢ্রে জয় ও শক্রের, পদযুগলে পিতৃগণের এবং হৃদয়াভ্যন্তরে নবপদ ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিবে। ব্রহ্মার প্রাসাদ হইলে সে স্থলে বাস্তু চতুঃষষ্টিপদ, তন্মধ্যে ব্রহ্মা চতুষ্পদ ও কোণসমূহ একপদ হইবে। বাহ্যকোণে অষ্ট ও উভয় পার্শ্বে সার্দ্ধপদ করিতে হয়। ঐ চতুঃষষ্টি পদের মধ্যে বিংশতিটী দ্বিপদ বলিয়া কীর্ত্তিত। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, সুধী ব্যক্তি শুক্লাম্বরধারণ, পবিত্র, শ্বেতগন্ধানুলেপনে লিপ্তগাত্র ও সর্ব্বাভরণে অলঙ্কৃত হইয়া বাস্তুর অঙ্গের সূত্রপাত করিবেন। প্রাসাদে চতুঃষষ্টিপদ ও গৃহে একাশীতিপদ করিতে হয়। ৫৫। চতুঃষষ্টি পদ-বিভাগ করিতে হইলে প্রথমতঃ ক্ষেত্রকে চতুষ্কোণ করিয়া দুই দিকে আট আট ভাগ করত কোণরেখা দিয়া দেবভাগ কল্পনা করিতে হয়। শিব কোণার্দ্ধে, পর্জ্জন্য একপদে, জয় দ্বিপদে, সুরেশ একপদে, ভাস্কর একপদে, সত্য দ্বিপদে, ভৃশ একপদে, ব্যোম অর্দ্ধপদে,

হয়শীর্ষে।—বাস্তবঙ্গং সূত্রয়েৎ প্রাজ্ঞঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শুচিঃ। শ্বেতগন্ধানুলিপ্তাঙ্গঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ।
চতুঃষষ্টিস্তু প্রাসাদে একাশীতিং গৃহে সদা॥ ৫৫॥

চতুরস্রীকৃতে ক্ষেত্রে হ্যষ্টধোভয়ভাজিতে। কোণরেখাং ততো দত্ত্বা সুরভাগাংস্তু কল্পয়েৎ॥
শিবঃ কোণার্দ্ধতো জ্ঞেয়ঃ পর্জ্জন্যঃ পদসংস্থিতঃ। দ্বিপদস্থো জয়ো জ্ঞেয়ঃ সুরেশশ্চৈকপাদিকঃ।
ভাস্করস্তু পদে জ্ঞেয়ো দ্বিপদঃ সত্য ইষ্যতে। ভৃশঃ পদস্থো বিজ্ঞেয়ো ব্যোমশ্চৈব পদার্দ্ধগঃ।
হুতাশনঃ পদার্দ্ধশ্চ পূষা চ পদসংস্থিতঃ। বিতথো দ্বিপদশ্চৈব পদৈকশ্চ গৃহক্ষতঃ।
বৈ[illegible] পদৈকস্থো গন্ধর্ব্বো দ্বিপদস্থিতঃ। ভৃঙ্গশ্চৈকপদো জ্ঞেয়ো মৃগশ্চার্দ্ধপদে স্থিতঃ।
পি[illegible]র্দ্ধতো জ্ঞেয়াঃ পদে দৌবারিকস্তথা। সুগ্রীবশ্চ পদৌ জ্ঞেয়ৌ হ্যেকস্থঃ পুষ্পদন্তকঃ।
যাদসাং পতিরেকস্থো হ্যসুরস্তু দ্বিসংস্থিতঃ। শোষশ্চৈকপদে জ্ঞেয়ো হ্যর্দ্ধগঃ পাপ ইষ্যতে।
রোগশ্চার্দ্ধপদে জ্ঞেয়ো নাগশ্চাপি পদে স্থিতঃ। মুখ্যশ্চ দ্বিপদে জ্ঞেয়ো ভল্লাটঃ পদসংস্থিতঃ।
যজ্ঞেশ্বরঃ পদে জ্ঞেয়ে নাগরাড়্ দ্বিপদে স্থিতঃ। পদস্থা শ্রীমহাদেবী অদিতিশ্চার্দ্ধসংস্থিতা॥৫৬॥
আপো জ্ঞেয়াস্তু পদগাপবলী দ্বিপদা স্থিতা। চতুষ্পদস্থো বিজ্ঞেয়স্ত্বর্য্যমা পূর্ব্বমধ্যগঃ।

মেকপদাঃ স্থিতাঃ তেষু চাত্র কোণেষু রেখাং দত্ত্বাষ্টাবর্দ্ধপদাঃ স্থিতাঃ কার্য্যা ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ মণ্ডলস্য বহিশ্চতুষ্কোণেষু চ তথৈবাষ্টৌ। কিঞ্চ মণ্ডলবহিষ্কোণানাং তেষামুভয়তঃ পার্শ্বদ্বয়ে অষ্টৌ দেবাঃ সার্দ্ধপদাঃ কার্য্যা ইত্যর্থঃ। এবং বাহ্যান্তরাষ্টকোণেষু অর্দ্ধপদাঃ ষোড়শ। তে চৈশানদক্ষিণকোণার্দ্ধক্রমেণ বহিঃ শিখ্যাকাশবায়ুমৃগপিতৃপাপরোগাদিতয়োঽষ্টাবন্তশ্চ তথৈব [illegible]-বিবুধাধিপ-জয়-রুদ্র-রাজযক্ষ্মাচাপবৎস-সবিতারোঽষ্টৌ জ্ঞেয়াঃ। অষ্টৌ চ সার্দ্ধপদাঃ। তে চৈশানদক্ষিণক্রমেণৈব পর্জ্জন্য ভৃশ-পূষ-ভৃঙ্গরাজ-দৌবারিক-শোষাহি-অদিতয়ো জ্ঞেয়াঃ। দ্বিপদাশ্চ বিংশতিঃ। তত্র চৈকাশীতিপদবন্মণ্ডলস্য পূর্ব্বস্যাং জয়ন্তাদয়ঃ ক্রমেণ চত্বারঃ। তথৈব দক্ষিণস্যাং বিতথাদয়ঃ। পশ্চিমস্যাং সুগ্রীবাদয়ঃ। উত্তরস্যাং চ মুখ্যাদয়ঃ। ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বাদিচতুর্দ্দিক্ষু চার্য্যমাদয়শ্চত্বার ইতি বিবেচনীয়ং। মধ্যে ব্রহ্মা চৈকশ্চতুষ্পদ ইত্যেবং চতুঃষষ্টিপদেষু পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবা জ্ঞেয়া ইতি। তথা চ বারাহ্যাং।—অষ্টাষ্টকপদমথবা কৃত্বা রেখাস্তু কোণগাস্তির্য্যক্। ব্রহ্মা চতুষ্পদেঽস্মিন্নর্দ্ধপদা ব্রহ্মকোণস্থাঃ। অষ্টৌ চ বহিষ্কোণেষ্বপ্যর্দ্ধ-পদাস্তদুভয়তঃ স্থিতাঃ সার্দ্ধাঃ। উক্তেভ্যো যে শেষাস্তে দ্বিপদা বিংশতিস্তে চেতি॥৫৫॥ চতুঃষষ্টিপদবিভাগমাহ চতুরস্রীকৃত ইতি। অষ্টধা অষ্টাষ্টত্বেন উভয়তঃ। তির্য্যগূর্দ্ধমধো নবরেখাভির্ভাজিতে কৃতভাগে ক্ষেত্রে কোণরেখাং দত্ত্বেতি বহিশ্চতুষ্কোণেষু মধ্যে মধ্যে রেখয়ার্দ্ধার্দ্ধত্বেনাষ্টভাগান্ কল্পয়িত্বেত্যর্থঃ॥৫৬॥ পদগা আপো জ্ঞেয়াঃ। বিসর্গলোপে

হুতাশন অর্দ্ধপদে, পূষা একপদে, বিতথ দ্বিপদে, গৃহক্ষত একপদে, বৈবস্বত একপদে, গন্ধর্ব্ব দ্বিপদে, ভৃঙ্গ একপদে, মৃগ পদার্দ্ধে, পিতৃগণ অর্দ্ধপদে, দৌবারিক একপদে, সুগ্রীব একপদে, পুষ্পদন্ত একপদে, বরুণ একপদে, অসুর দ্বিপদে, শোষ একপদে, পাপ পদার্দ্ধে, রোগ অর্দ্ধপদে, নাগ একপদে, মুখ্য দ্বিপদে, ভল্লাট একপদে, যজ্ঞেশ্বর একপদে, নাগরাজ দ্বিপদে, মহাদেবী একপদে এবং অদিতি পদার্দ্ধে সংস্থিত। ৫৬। আপ একপদে, আপবলী দ্বিপদে,

সবিতা তু পদে জ্ঞেয়ঃ সাবিত্রী চ পদে স্থিতা। ততো বিবস্বান্ বিজ্ঞেয়শ্চতুষ্টয়পদে স্থিতঃ।
ইন্দ্রশ্চন্দ্রো জয়শ্চৈব একৈকে সংব্যবস্থিতৌ। মিত্রশ্চতুষ্পদশ্চ পশ্চিমে তু ব্যবস্থিতঃ।
রুদ্রঃ পদৈকসংস্থে বৈ যক্ষ্মা চৈকপদে স্থিতঃ। ধরাধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো হ্যুত্তরে চ চতুষ্পদঃ।
চতুর্মুখশ্চতুষ্কস্থো মধ্যে জ্ঞেয়ঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৭ ॥

অথ বাস্তুপূজা।

মাৎস্যে।—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রাসাদবিধিনির্ণয়ম্। বাস্তৌ পরীক্ষিতে সম্যক্ বাস্তুদেহবিচক্ষণাঃ।
বাস্তুপশমনং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বমেব বিচক্ষণঃ ॥ ৫৮ ॥

একাশীতিপদং লিখ্য বাস্তুমধ্যে তু পিষ্টকৈঃ। হোমস্ত্রিমেখলে কার্য্যঃ কুণ্ডে হস্তপ্রমাণকে ॥ ৫৯ ॥

সন্ধিরার্থঃ। আপবলী দ্বিপদস্থিতা। এবমত্রাদ্ধপদাশ্চতুষ্কোণেষ্বষ্টৌ। তন্মধ্যে প্রতিদিশং ষড়িত্যেবং চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্ব্বিংশতিরেকপদা। এবঞ্চ বহির্দ্বাত্রিংশৎ। মধ্যে ব্রহ্মা চতুষ্পদঃ। তস্য চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারশ্চতুষ্পদাঃ। তচ্চতুষ্কোণীয়ষোড়শপদেষু চাষ্টৌ দ্বিপদা ইত্যেবং চতুঃষষ্টিপদেষু পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতাবিভাগাঃ। অত্র দেবতাবিভাগক্রমশ্চ বক্ষ্যমাণপূজাক্রমাপেক্ষয়ৈবোক্তঃ, ন চ পদক্রমাপেক্ষয়েতি জ্ঞেয়ং। কিঞ্চ: মাৎস্যোক্তা দেবতানাম স্থানবিভাগাদিভেদশ্চ প্রাসাদাধিষ্ঠাতৃদেবাদিভেদতঃ কল্পনীয় ইতি দিক্। এতচ্ছ্রীহয়শীর্ষদেবোক্তবিভাগানুসারেণৈব শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যপাদৈর্ব্বিভাগো লিখিতঃ। কেবলমৎস্যোক্তানুসারেণ তৈর্দেবতানামানি লিখিতানি, তচ্চ পূর্ব্বং চলমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায়াং লিখিতমেবাস্তি ॥ ৫৭ ॥

হে বিচক্ষণা ইতি তত্রস্থশ্রোতৄণাং সম্বোধনং ॥ ৫৮ ॥ বাস্তুপশমনপ্রকারমাহ একেত্যাদিনা। পিষ্টকৈলিখ্য লিখিত্বা। যদ্বা। পিষ্টকৈরিত্যস্য পরেণৈবান্বয়ঃ। কুণ্ডনির্ম্মাণাদিবিধিবিশেষশ্চ পূর্ব্বং দীক্ষাবিধৌ লিখিত এবাস্তি, হোমাদৌ চায়ং বিশেষো গ্রন্থান্তরানুসারেণ শিষ্টসম্মতো জ্ঞেয়ঃ। তথা হি—তস্মিন্ কুণ্ডে গোময়োপলিপ্তে সিকতোপকীর্ণে যথোক্তহোমোপকরণান্যুপস্থাপ্যাচার্য্যো ব্রহ্মবরণং বিধায় স্বগৃহ্যোক্তবিধিনাগ্নিমুপসমাধায় মণ্ডলসমীপং গত্বা শিখি-

---

অর্য্যমা পূর্ব্বমধ্যস্থ চতুষ্পদে, সবিতা একপদে, সাবিত্রী একপদে, বিবস্বান্ চতুষ্পদে, ইন্দ্র একপদে, চন্দ্র একপদে, জয় একপদে, মিত্র পশ্চিমদিকস্থ চতুষ্পদে, রুদ্র একপদে সংস্থিত। ধরাধর উত্তরদিকস্থ চতুষ্পদে, চতুর্ম্মুখ চতুষ্কপদে এবং প্রজাপতি মধ্যভাগে অবস্থিত। ৫৭।

অনন্তর বাস্তুপূজা।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, হে বাস্তুদেহবিচক্ষণগণ! সম্যক্ বাস্তু পরীক্ষা করা হইল, অধুনা প্রাসাদবিধির নিরূপণ বর্ণন করি। প্রথমতঃ বাস্তুর উপশমন করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৫৮। বাস্তুমধ্যে পিষ্টক দ্বারা একাশীতিপদ অঙ্কন পূর্ব্বক হস্তপরিমিত ত্রিমেখলাবিশিষ্ট কুণ্ডে আহুতি প্রদান করিবে। ৯। যব, কৃষ্ণতিল, ক্ষীরবৃক্ষোত্থ সমিধ্, পলাশ, খদির, অপামার্গ ও উডুম্বরকাষ্ঠ এবং কুশ দ্বারা অথবা মধুঘৃতান্বিত দূর্ব্বা দ্বারা বিল্ব বা বিল্ববীজ দ্বারা হোম করিতে হয়। হোমাবসানে বাস্তুদেবের উদ্দেশে ভোক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা বলি প্রদান করিতে হয়। ঐরূপে নৈবেদ্যবিশেষও প্রদান করিবে। ঈশানকোণে

যবৈঃ কৃষ্ণতিলৈস্তদ্বৎ সমিদ্ভিঃ ক্ষীরবৃক্ষজৈঃ। পালাশৈঃ খাদিরৈর্বাপামার্গৌডুম্বরসম্ভবৈঃ।
কুশদূর্ব্বাময়ৈশ্চাপি মধুসর্পিঃসমন্বিতৈঃ। কার্য্যস্তু পঞ্চভির্বিল্বৈর্বিল্ববীজৈরথাপি বা।
হোমান্তে ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ বাস্তুদেবে বলিং হরেৎ তদ্বদ্বিশেষনৈবেদ্যমিদং দদ্যাৎ ক্রমেণ তু।
ঈশকোণে ঘৃতান্নন্তু শিখিনে বিনিবেদয়েৎ। ওদনং সোৎপলং দদ্যাৎ পর্জ্জন্যায় ঘৃতান্বিতম্।
জয়ন্তায় ধ্বজং পীতং পৈষ্টং কূর্ম্মঞ্চ সংত্যজেৎ। ইন্দ্রায় পঞ্চরত্নানি পৈষ্টঞ্চ কুলিশং তথা।
বিতানকঞ্চ সূর্য্যায় ধূম্রং রক্তং তথৈব চ। সত্যায় ঘৃতগোধূমং মৎস্যান্ দদ্যাদ্ ভৃশায় চ।
[illegible]ন্তরীক্ষায় দদ্যাচ্ছক্তুংশ্চ বায়বে। পূষ্ণে লাজাস্তু দাতব্যা বিতথে চণকৌদনম্।
গৃহক্ষতায় মধ্বন্নং যমায় পিশিতৌদনম্। গন্ধৌদনঞ্চ গন্ধর্ব্বে ভৃঙ্গে মেষস্য শৃঙ্গকম্।
মৃগায় যাবকং দেয়ং পিতৃভ্যঃ কৃশরা মতা। দৌবারিকে দন্তকাষ্ঠং পৈষ্টং কৃষ্ণং বলিং তথা।
সুগ্রীবে পূপকং দদ্যাৎ পুষ্পদন্তায় পায়সম্। কুশস্তম্বেন সহিতং দদ্যাৎ পদ্মঞ্চ বারুণে।

প্রভৃতিপঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতা ঈশানকোণাদিঘট্টপদেষু ষট্পঞ্চাশদুত্তরশতদ্বয়সংখ্যৈর্যজমানমুষ্টীপরিমিতৈস্তণ্ডুলৈঃ স্বপ্রণব-মহাব্যাহৃতিভিরাবাহ্য তৈরেব স্থাপয়িত্বা প্রণবাদিনমোঽন্তেন স্বস্বনামমন্ত্রেণ প্রত্যেকং পাদ্যাদিতাম্বূলান্তৈরুপচারৈরর্চ্চয়েৎ। অথ কুণ্ডসমীপমেত্য স্বগৃহ্যোক্তবিধিনা ব্রহ্মোপবেশনাদ্যাজ্যভাগান্তং কর্ম্ম নির্ব্বর্ত্ত্য শিখ্যাদিপঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতাভ্যঃ প্রণবব্যাহৃতিপূর্ব্বেণ মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বেণ চ তত্তন্মন্ত্রেণ যবাদিভিঃ পলাশাদীনামন্যতমসমিদ্ভির্ব্বা কুশদূর্ব্বাদিভির্ব্বা [illegible]কং দশদশাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। কেচিত্তু শিখ্যাদিদেবতাভ্যঃ প্রত্যেকমাহুতিদশকং প্রক্ষেপ্য[illegible]মিত্যাহুঃ। তথা প্রজাপতয়ে উক্তদ্রব্যাণামন্যতমেন প্রাজাপত্যেন মন্ত্রেণ শতমাহুতী[illegible]। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্ স্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ। যত্ত্বেমহে প্রতি তন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সক্ষীমহি রণ্বয়া গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্। সখা সুশেব এধি নঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাংসত্রং সোম্যানাং। দ্রপ্সো ভেত্তা পুরাং শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা স্বাহা॥ ইতি পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রতিমন্ত্রং পঞ্চবিল্বফলানি বিল্ববীজানি বা একৈকশো জুহুয়াৎ। বনবাস্তৌ তু বাস্তোষ্পতীয়হোমাৎ পূর্ব্বং বনপালায় স্বাহা শিখিধ্বজায় স্বাহা সোমায় স্বাহা নাগরাজায় স্বাহা ইত্যেভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রত্যেকদৈবতং যবাদিহোমদ্রব্যাণামন্যতমেন দ্রব্যেণাষ্টসহস্রাষ্টশতাষ্টবিংশত্যন্যতমসংখ্যাকা

শিখীকে সঘৃত অন্ন, পর্জ্জন্যকে ঘৃতোৎপলসহ অন্ন, জয়ন্তকে পীতবর্ণ ধ্বজা ও পিষ্টময় কূর্ম্ম, ইন্দ্রকে পঞ্চরত্ন ও পিষ্টময় বজ্র, আদিত্যকে ধূম্রবর্ণ ও লোহিতবর্ণ চন্দ্রাতপ, সত্যকে ঘৃত ও গোধূম, ভৃশকে মীন, অন্তরীক্ষকে শষ্কুলী, বায়ুকে শক্তু, পূষাকে লাজ, বিতথকে চণকান্ন, গৃহক্ষতকে মধুসংযুক্ত অন্ন, যমকে মাংসৌদন, গন্ধর্ব্বকে গন্ধৌদন, ভৃঙ্গকে মেষশৃঙ্গ, মৃগকে যাবক, পিতৃদিগকে কৃশর, দৌবারিককে দশনকাষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ পিষ্টক, সুগ্রীবকে পূপ, পুষ্পদন্তকে পরমান্ন, বরুণকে কুশস্তম্বসমন্বিত পদ্ম, অসুরকে স্বর্ণময় পিষ্টক ও মদ্য, শোষকে সঘৃত

পৈষ্টং হিরণ্ময়ং দদ্যাদসুরায় সুরা মতা। ঘৃতৌদনঞ্চ শোষায় গোধাং বৈ পাপযক্ষ্মণে॥
ঘৃতলড্ডুকাংশ্চ রোগায় নাগে পুষ্পফলান্বিতম্। সর্পির্মুখ্যায় দাতব্যং মুদ্গৌদনমতঃ পরম্॥
ভল্লাটায় ততো দদ্যাৎ সোমায় ঘৃতপায়সম্। সর্পায় পৈষ্টং শালুকমদিত্যৈ লোচিকাস্তথা॥
দিত্যৈ তু পূরিকাং দদ্যাদিত্যেবং বাহ্যতো বলিঃ। ক্ষীরমাপায় দাতব্যমাপবৎসায় বৈ দধি॥
সাবিত্রে লড্ডুকান্ দদ্যাৎ সমরীচান্ কুশোদনম্। সবিতুর্গুড়পূপাংশ্চ জয়ায় ঘৃতচন্দনম্॥
বিবস্বতে তথা দদ্যাদ্রক্তচন্দনপায়সম্। হরিতালৌদনং দদ্যাদিন্দ্রায় ঘৃতসংযুতম্॥
ঘৃতৌদনঞ্চ মিত্রায় রুদ্রায় ঘৃতপায়সম্। আমং পক্কং তথা মাংসং দেয়ং স্যাদ্রাজযক্ষ্মণে॥
পৃথ্বীধরায় মাংসানি কুষ্মাণ্ডায় চ দাপয়েৎ। শর্করাপায়সং দদ্যাদর্য্যম্নে সর্ব্বশঃ ক্রমাৎ॥
নমস্কারান্তযুক্তেন পায়সং পুনরেব চ। পঞ্চগব্যং যবাংশ্চৈব তিলাক্ষতহবিশ্চরূন্।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং ব্রহ্মণে বিনিবেদয়েৎ। এবং সংপূজিতা দেবাঃ শান্তিং কুর্ব্বন্তি তে সদা॥
সর্ব্বেভ্যঃ কাঞ্চনং দদ্যাদ্ ব্রহ্মণে গাং পয়স্বিনীম্॥ ৬০॥
রাক্ষসীনাং বলির্দ্দেয়ো অপি যাদৃক্ তথা শৃণু। মাংসৌদনং ঘৃতং পদ্মকেশরং হবিষান্বিতম্॥ ৬১॥
ঈশানভাগমাশ্রিত্য চরক্যৈ বিনিবেদয়েৎ মাংসৌদনং সরুধিরং হরিদ্রৌদনমেব চ॥

আহুতীর্জুহুয়াদিতি। শ্রীহয়শীর্ষমতে চায়ং হোমো বিশেষবলিদানানন্তরমেব। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥ ৫৯॥ অথ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা বাস্তুদেবতাভ্যস্তদভীষ্টবলিং প্রত্যেকং দদ্যাদিত্যাহ [illegible]ত্যাদিনা। তত্র তু শিখিনে অন্নং ঘৃতান্নবলির্নম ইত্যাদি বাক্যং। পৈষ্টং পিষ্ট[illegible] ঘৃতগোধূমং সঘৃতগোধূমান্নং। মৎস্যান্ মৎস্যান্নং কেবলমৎস্যান্ বা। পৈষ্টং [illegible] কৃষ্ণবর্ণ-পিষ্টবলিঞ্চ হিরণ্ময়পিষ্টবলিঞ্চ বরুণায় দদ্যাৎ। নাগে অহয়ে। ভল্লাটায় মুদ্গৌদনং। [illegible] পূপা অপূপান্নান্। ঘৃতং চন্দনঞ্চ রক্তচন্দনং পায়সঞ্চ। হরিতালবদোদনং পীতবর্ণভক্তমিত্যর্থঃ। ঘৃতসংযুতং হরিতালৌদনম্ এবং প্রত্যেকং বলিবিশেষং দত্ত্বা পশ্চাৎ ক্রমেণ সর্ব্বেভ্যঃ শিখি-প্রভৃতিভ্যঃ কাঞ্চনং ব্রহ্মণে চ ধেনুং প্রণবাদিনমোঽন্তচতুর্থ্যন্ততত্তন্নামমন্ত্রেণ দদ্যাৎ॥ ৬০॥ অথ মণ্ডলাদ্বহিরৈশান্যাদিবিদিক্‌চতুষ্টয়ে ক্রমেণ রাক্ষসীভ্যশ্চতস্যভ্যো বলিদানমাহ রাক্ষসীনামিতি

ওদন, পাপযক্ষ্মাকে গোধা, রোগকে ঘৃত ও লড্ডুক, নাগকে কুসুম ও ফল, মুখ্যকে ঘৃত, ভল্লাটকে মুদ্গান্ন, সোমকে সঘৃত পায়স, সর্পকে পিষ্টকময় শালুক, অদিতিকে লুচি ও দিতিকে পূরী দিবে। এই প্রকারে বাহ্যবলি দিতে হয়। আপকে ক্ষীর, আপবৎসকে দধি, সাবিত্রকে লড্ডুক ও মরীচসংযুক্ত কুশোদন, সবিতাকে গুড়পিষ্টক, জয়কে ঘৃতচন্দন, বিবস্বান্‌কে লোহিত চন্দন ও পায়স, ইন্দ্রকে সঘৃত পীতবর্ণ অন্ন, মিত্রকে ঘৃতৌদন, রুদ্রকে সঘৃত পায়স, রাজযক্ষ্মাকে পক্ক ও অপক্ক মাংস, পৃথ্বীধরকে ও কুষ্মাণ্ডকে মাংস, এবং অর্য্যমাকে শর্করা-পায়স দিবে। এইরূপে ক্রমশঃ যাবতীয় দেবতাকে নমস্কারান্ত নাম মন্ত্র দ্বারা পুনরায় পায়স, পঞ্চগব্য ও যব এবং ব্রহ্মাকে তিল, অক্ষত, ঘৃত, চরু ও নানারূপ ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদান করিবে। এইরূপে সুরগণ অর্চ্চিত হইলে নিরন্তর শান্তিবিধান করিয়া থাকেন। দেবগণকে স্বর্ণ ও ব্রহ্মাকে দুগ্ধবতী গাভী দান করিতে হয়। ৬০। রাক্ষসীগণকে যে প্রকারে বলি দিতে হয়, তাহা

আগ্নেয়ীং দিশমাশ্রিত্য বিদার্য্যৈ বিনিবেদয়েৎ। দধ্যোদনং সরুধিরমস্থিখণ্ডৈশ্চ সংযুতম্।
পীতরক্তবলিং দদ্যাৎ পূতনা যা তু রাক্ষসী। বায়ব্যে পাপরাক্ষস্যৈ মৎস্যমাংসসুরাসবম্। ॥ ৬২।
পায়সং বাপি দাতব্যং স্বনাম্না সর্ব্বতঃ ক্রমাৎ। নমস্কারান্তযুক্তেন প্রণবাদ্যেন সর্ব্বতঃ ॥ ৬৩ ॥
ততঃ সর্ব্বৌষধিস্নানং যজমানস্য কারয়েৎ। দ্বিজাংস্তু পূজয়েদ্ভক্ত্যা যে চান্যে গৃহমাগতাঃ ॥৬৪॥
এতদ্বাস্তুপশমনং কৃত্বা কর্ম্ম সমারভেৎ। প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রারম্ভে পরিবর্ত্তনে।
পর[illegible]বেশেষু সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে ॥ ইতি বাস্তুপশমনং কৃত্বা সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥ ৬৫ ॥
র[illegible]ানেন সূক্তেন ভবনাদিকম্। নৃত্যমঙ্গলবাদ্যেন কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণবাচনম্।
অনেন বিধিনা যস্তু প্রতিসংবৎসরং বুধঃ। গৃহে বায়তনে কুর্য্যান্ন স দুঃখমবাপ্নুয়াৎ।
ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য ন চ বন্ধুধনক্ষয়ঃ। জীবেদ্বর্ষশতং স্বর্গে কল্পমেকং বসেন্নরঃ ॥ ৬৬ ॥

চতুর্ভিঃ। হবিষান্বিতমিতি পাঠে পদ্মকেশরঃ হবিঃসহিতমেবেত্যর্থঃ ॥৬১॥ যা পূতনা, তস্যৈ নৈর্ঋতে দধ্যোদনানি দদ্যাৎ। সুরাসবয়োঃ পৈষ্ট্যাদিভেদেন ভেদঃ ॥ ৬২ ॥ বৈষ্ণবৈঃ কথং মৎস্যমাংসাদিকং দেয়মিত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরমাহ পায়সং বেতি। সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্থানেষু, সর্ব্বেভ্যোঽপি শিখিপ্রভৃতিভ্যঃ। ৮, এবমপৌনরুক্ত্যং। নমস্কারান্তযুক্তেন নম ইত্যন্তেনেত্যর্থঃ। চতুর্থ্যন্তেন চেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৬৩। যজমানস্য সর্ব্বৌষধিস্নপনং [illegible]ত্রায়ং বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। আচার্য্যঃ প্রত্যঙ্মুখো ভূত্বা প্রাঙ্মুখং যজমানং [illegible]ন সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদিভিবেকমন্ত্রৈর্ম্মঙ্গলাভিষেকং কৃত্বা পশ্চাৎ সর্ব্বৌষ-[illegible]পয়েদিতি। অন্যশ্চাত্রাপেক্ষ্যো বিশেষঃ শিষ্টাচারতো বিজ্ঞেয়ঃ। ৬৪ ॥ পরিবর্ত্তনে [illegible]াদিনা প্রাসাদাদীনামেব পরিবর্ত্ত্য সংস্করণে॥৬৫॥রক্ষোঘ্নেন পবমানেন চ সূক্তেন॥৬৬॥

অবদান কর। তাহাদিগকে মাংসৌদন, ঘৃত ও সঘৃত পদ্মকেশর প্রদান করিবে। ৬১। ঈশানদিকে চরকী রাক্ষসীকে সশোণিত মাংসৌদন ও হবিপ্রদানযুক্ত ওদন, আগ্নেয়দিকে বিদ্যাধরীকে দধ্যোদন ও সশোণিত অস্থিখণ্ড, নৈর্ঋতকোণে পূতনারাক্ষসীকে পীতরক্ত বলি এবং বায়ুকোণে পাপরাক্ষসীকে মৎস্য, মাংস, সুরা ও আসব (মদ্যবিশেষ) প্রদান করিতে হইবে।৬২। কিংবা স্বীয় নাম উচ্চারণ করিয়া প্রণবাদি নমস্কারান্ত মন্ত্র দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকলকে পায়স বলি দিতে হয়। ৬৩। তৎপরে সর্ব্বৌষধি জল দ্বারা যজমানকে স্নান করাইবে। তৎকালে গৃহাগত ব্রাহ্মণগণকে ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিতে হয়। ৬৪। এই প্রকারে বাস্তুর উপশমন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাসাদ, ভবন ও উদ্যানের আরম্ভ, জীর্ণোদ্ধার এবং পরভবন প্রবেশকালে সর্ব্বদোষবিদূরণার্থ এইরূপে বাস্তুর উপশম করত সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। ৬৫। রক্ষোঘ্ন মন্ত্র ও পবমানসূক্ত দ্বারা ভবনাদি শোধন পূর্ব্বক, নৃত্য ও মঙ্গলবাদ্য সহকারে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে। যে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে এই বিধানে গৃহে বা আয়তনে বাস্তুর উপশমন করেন, তাঁহাকে কদাচ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, তদীয় ব্যাধিভয় বিদূরিত হয়, বন্ধুক্ষয় বা ধনহানি হয় না এবং তিনি শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া এককল্প যাবৎ সুরপুরে অবস্থিতি করিবেন। ৬৬। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, আচার্য্য এইরূপে

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

এবং প্রগৃহ্য কোষ্ঠানি রজসাপূর্য্য দেশিকঃ। এতেষামেব দেবানাং বলিং দদ্যাত্তু কামিকঃ॥
ঈশানায় প্রদাতব্যং পায়সং মধুনা সহ। পর্জ্জন্যায় ফলং দেয়ং পুষ্পগন্ধাধিবাসিতম্।
জয়ন্তায় প্রদাতব্যা পতাকা পীতবর্ণিকা। সুরেশ্বরায় রত্নানি ভাস্করায় ঘৃতং তথা।
ধূম্রকং পীতবর্ণং বা সত্যে দদ্যাদ্বিতানকম্। দদ্যান্মাংসং ভৃশে পুপং ব্যোমায় স্রুবমগ্নয়ে।
পূষ্ণে ধানাঃ সলাজাস্তু সুবর্ণং বিতথে তথা। গৃহক্ষতায় মধ্বন্নং যমায় পিশিতৌদনম্।
গন্ধং গন্ধর্ব্বদেবায় ভৃঙ্গে দদ্যাত্তু শাকুনম্। মৃগে তিলযবাংশ্চৈব পিতৃভ্যঃ কৃশরং [illegible]
দৌবারিকে দন্তকাষ্ঠং সুগ্রীবে যাবকং তথা। পুষ্পদন্তে কুশা দেয়া বরুণে পদ্মমু[illegible]
অসুরায়েক্ষবং দেয়ং শসং শোষে ঘৃতৌদনম্। যবাস্তু দেয়াঃ পাপায় রোগায় ঘৃতমণ্ডকম্।
নাগায় নাগপুষ্পাণি ভক্ষ্যান্ মুখ্যায় দাপয়েৎ। চিত্রৌদনঞ্চ ভল্লাটে সোমায় মধুপায়সম্।
সর্পায় চাপি শালূকং শ্রিয়ৈ সরসপায়সম্। অদিতৈ্য পূরিকা দেয়া ক্ষারঞ্চাপ্ভ্যো দদেদ্বলিম্।
দধি ক্ষীরং চাপবৎস্যৈ অর্য্যম্নে লড্ডুকং বলিম্। কুশোদকং সবিত্রে চ সাবিত্রে গুড়পূপকম্।
বিবস্বতে রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনমেব চ। হরিদ্রান্নং তথেন্দ্রায় সাজ্যমিন্দ্রজয়ায় চ।
ঘৃতপূপন্তু মিত্রায় রুদ্রায় গুড়পায়সম্। আমপক্বানি মাংসানি প্রদদ্যাদ্রাজযক্ষ্মণে।
পৃথ্বীধরায়ামমাংসং খড়্গিমাংসং বলিং হরেৎ। সাক্ষতং সতিলং চৈব পঞ্চগব্যং তথা চ[illegible]।
কুশান্ গন্ধং তথা পুষ্পং ব্রহ্মস্থানে নিবেশয়েৎ॥ ৬৭॥

এবমিতি শিবঃ কোণাশ্রিতো জ্ঞেয় ইত্যাদিনোক্তবিভাগপ্রকারেণ কোষ্ঠানি পদা[illegible] বিভজ্য। ঈশান ঈশানকোণস্থিতঃ শিবস্তস্মৈ। ভৃশে মাংসং ব্যোমায় চ পুপং দদ্যা[illegible] শাকুনং পক্ষিমাংসং। সাজ্যং আজ্যসহিতং হরিদ্রাবর্ণান্নং। আমমাংসমিত্যুক্তং তচ্চ [illegible] ক্ষায়ামাহ খড়্গিমাংসমিতি। আমযবানিতি বা পাঠঃ॥৬৭॥ স্থাপিদেবতাসুচরা বাহ্যে সর্ব্ব-

কোষ্ঠসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক ধূলি দ্বারা পূরণ করত কামিক হইয়া (বক্ষ্যমাণরূপে) দেবগণকে বলি প্রদান করিবেন। ঈশানকে মধুসমন্বিত পায়স, পর্জ্জন্যকে গন্ধপুষ্পযুক্ত উদক, জয়ন্তকে পীতবর্ণ পতাকা, সুরেশ্বরকে রত্ন, আদিত্যকে ঘৃত, সত্যকে ধূম্রবর্ণ বা পীতবর্ণ চন্দ্রাতপ, ভৃশকে পক্ষীমাংস, ব্যোমকে পুপ, বহ্নিকে স্রুব, পূষাকে ভৃষ্ট যব ও লাজ, বিতথকে কাঞ্চন, গৃহক্ষতকে মধ্বন্ন, যমকে মাংসৌদন, গন্ধর্ব্বকে গন্ধ, ভৃঙ্গকে পক্ষীমাংস, মৃগকে তিল ও যব, পিতৃগণকে কৃশর, দৌবারিককে দন্তকাষ্ঠ, সুগ্রীবকে যাবক পুষ্পদন্তকে কুশ, বরুণদেবকে পদ্ম ও উৎপল, অসুরকে ইক্ষুরস, শোষকে ঘৃতৌদন পাপকে যব, রোগকে ঘৃতমণ্ডক, নাগকে নাগপুষ্প, মুখ্যকে ভক্ষ্য ভল্লাটকে চিত্রৌদন, সোমকে মধুসমন্বিত পায়স, সর্পকে শালূক, লক্ষ্মীকে সরস পায়স, অদিতিকে পূরিকা, আপকে ক্ষার, চাপবৎসকে দধি ও ক্ষীর, অর্য্যমাকে লড্ডুক, সবিতাকে কুশোদক, সাবিত্রকে গুড়পিষ্টক, বিবস্বানকে লোহিত পুষ্প ও লোহিত চন্দন, ইন্দ্রকে হরিদ্রাসংযুক্ত অন্ন, ইন্দ্রজয়কে ঘৃতসমন্বিত হরিদ্রান্ন, মিত্রকে ঘৃতপূর, রুদ্রকে গুড়পায়স, রাজযক্ষ্মাকে পক্ব ও অপক্ব মাংস, পৃথ্বীধরকে আমমাংস ও খড়্গীমাংস বলি দিতে

আমমাংসং পূর্ব্বভাগে সর্ব্বস্কন্দে তু মোদকম্। সিতপদ্মং ঘৃতং মাংসং বিদার্য্যৈ চাগ্নিকোণকে।
কৃশরাপূপকং মাংসমর্য্যম্নায়ৈ চ দক্ষিণে পিণ্ডঞ্চৈব তথা রক্তং পূতনায়ৈ নৈঋর্তে তথা।
সাসৃঙ্ মাংসং প্রদাতব্যং জম্ভকায়ৈ চ পশ্চিমে। অস্থিখণ্ডেশ্চ সহিতং রক্তপিণ্ডেন মিশ্রিতম্।
প্রদেয়ং পাপরাক্ষস্যৈ বায়ব্যাং মাংসমেব চ। উত্তরে পিলিপিচ্ছায়ৈ সান্দ্রং রক্তং বলিং হরেৎ।
বারাহ্যৈ ছাগমাংসানি ঐশান্যাং দিশি দাপয়েৎ॥ ৬৮॥

ততো [illegible]গণানাং তু রাক্ষসানাং সুরোত্তম। পিশাচানাং গণানাং তু বলির্দেয়স্তু কামিকঃ॥৬৯॥
এ[illegible]য়েৎ সর্ব্বান্ কুশপুষ্পাক্ষতৈর্বুধঃ। এবং সংপূজিতা দেবাঃ শান্তিপুষ্টিপ্রদা নৃণাম্॥৭০॥
অপূ[illegible]র্হিংসন্তি কারকং স্থাপকং তথা। তস্মাদেতাংস্তু সংপূজ্য গন্ধপুষ্পৈর্মনোহরৈঃ।
প্রাসাদং কারয়েদ্বিদ্বান্ গৃহং বা সুরসত্তম ৭১॥

অথ প্রাসাদমূলারম্ভঃ।

তত্রৈব।—

ব্রহ্মস্থানে ততঃ কুর্য্যাৎ বাসুদেবস্য পূজনম্। শ্রিয়ঃ সংপূজনং কুর্য্যাৎ হৃষীকেশগণস্য চ।
পূজনন্তু ততঃ কুর্য্যাদ্বাসুদেবগণস্য চ। গন্ধার্ঘ্যপুষ্পনৈবেদ্যধূপদীপৈঃ সুরোত্তম।

[illegible] স্থিতা ইতি যে মণ্ডলাবহিরষ্টৌ উক্তাস্তেষাং ক্রমেণাষ্টদিক্ষু বলিদানমাহ আমমাংসমিতি [illegible]। তত্র কচিচ্চ স্কন্দ ইতি নাম, তথা অর্য্যম্নে জম্ভকায় পিলিপিচ্ছায়েত্যেবং চতুর্দ্দিক্ষু [illegible]ন নির্দ্দেশশ্চ॥ ৬৮॥ পশ্চাদন্যেভ্যোঽপি ভূতগণাদিভ্যো বলিং দদ্যাদিত্যাহ [illegible]কামিকঃ তত্তদভীষ্ট॥ ৬৯॥ পূর্ব্ববৎ পক্ষান্তরমাহ এতান্ বেতি॥ ৭০॥ স্থাপকং [illegible]॥ হৃষীকেশগণো হৃষীকেশাদিনবব্যূহঃ। বাসুদেবগণশ্চতুর্ব্যূহঃ। যত্তদিত্যব্যয়ং

হয়। তদনন্তর ব্রহ্মস্থানে অক্ষত ও সতিল পঞ্চগব্য, চরু, কুশ ও কুসুম স্থাপন করিবে। ৬৭। পূর্ব্বদিকে সর্ব্বস্কন্দকে অপক্ব মাংস ও মোদক, বহ্নিকোণে বিদারীকে শ্বেতপদ্ম, ঘৃত ও মাংস; দক্ষিণভাগে অর্য্যমাকে কৃশর, অপূপ ও মাংস; নৈঋর্তদিকে পূতনাকে পিণ্ড ও শোণিত, পশ্চিমে জম্ভকাকে শোণিত ও মাংস, বায়ুকোণে পাপরাক্ষসীকে রক্তপিণ্ডমিশ্রিত অস্থিখণ্ডসমন্বিত মাংস, উত্তরদিকে পিলিপিচ্ছাকে গাঢ় শোণিত এবং ঈশানকোণে বারাহীর উদ্দেশে অজমাংস প্রদান করিবে। ৬৮। হে দেবসত্তম! তৎপরে ভূত, রাক্ষস ও পিশাচগণের উদ্দেশে তাহাদিগের অভিমত ভূরিপরিমাণে বলি দিবে। ৬৯। কিংবা সুধী ব্যক্তি উহাদিগকে কুশ, কুসুম ও অক্ষত দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। এইরূপে অর্চ্চিত হইলে তাঁহারা মনুষ্যগণের শান্তিবিধান ও পুষ্টিদান করিয়া থাকেন। ৭০। ইঁহাদের পূজা না করিলে উঁহারা কর্ত্তা ও স্থাপকের হিংসাচরণ করেন; সুতরাং মনোহর গন্ধপুষ্প দ্বারা উঁহাদের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। হে দেবশ্রেষ্ঠ! (এইরূপ বিধানে) প্রাসাদ বা গৃহনির্ম্মাণ করাই সুধী ব্যক্তির উচিত। ৭১।

অনন্তর প্রাসাদমূলের আরম্ভ—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে দেবশ্রেষ্ঠ তৎপরে

ততঃ সংপূজয়েত্তস্মিন্ সর্ব্বলোকধরাং মহীম্। সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্।
ধ্যাত্বা সমর্চ্চয়েদ্দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্। ততঃ প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য তন্ময়ত্বেন চিন্তয়েৎ।
ততঃ স্বনামমন্ত্রেণ সর্ব্বামরময়ং পরম্। ধ্যাত্বা সমর্চ্চয়েত্তত্র যত্তদ্বাস্তুময়ং নরঃ।
ব্রহ্মস্থানে ততো বিদ্বান্ কুর্য্যাদাধারমক্ষতৈঃ। তস্মিন্ সংস্থাপয়েৎ কুম্ভং বর্দ্ধন্যা সহ পূজিতম্।
হৈমং বা রাজতং বাপি মৃন্ময়ং বা দৃঢ়ং নবম্। সর্ব্ববীজৌষধীযুক্তং স্বর্ণরজতান্বিতম্।
রত্নগর্ভং সুসম্পূর্ণং বস্ত্রপূতেন বারিণা। প্রশস্তপল্লবোপেতং শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতম্।
পুষ্পৈঃ সুমানিতং কৃত্বা গন্ধপুষ্পৈর্ব্বিধূপিতম্। আহতেন তু শুক্লেন বস্ত্রযুগ্মেন [illegible]॥
ব্রহ্মস্থানে ততো মন্ত্রী কলসং স্থাপ্য পূজয়েৎ। তস্মিংশ্চতুর্ম্মুখং দেবং প্রজেশং [illegible]।
গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সুমনোহরৈঃ। ততো মণ্ডলবাহ্যে তু প্রাচ্যাং বা প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ।
আচার্য্যো গৃহ্য সম্ভারান্ গ্রহাদীংস্তর্পয়েৎ সুরান্। ঘৃতৈস্তিলৈর্যবৈর্মন্ত্রী ব্রহ্মাদীংস্তর্পয়েত্ততঃ।
প্রজেশং তর্পয়েদ্বিদ্বানাহুতীনাং শতেন চ। ইতরান্ দশভির্দ্দেবানাহুতিভিঃ প্রতর্পয়েৎ॥
দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পশ্চাদ্বৌষড়ন্তেন মন্ত্রবিৎ॥ ১৩।
ততঃ প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য কৃত্বা বৈ স্বস্তিবাচনম্। প্রগৃহ্য কর্করীং সম্যঙ্মণ্ডলস্থ প্রদক্ষিণম্॥

প্রসিদ্ধৌ॥ ১২॥ স্থাপ্য স্থাপয়িত্বা। কলসস্থাপনং চেদং বিশেষবলিদানাৎ পূর্ব্বমেবেতি কেষাঞ্চিন্মতং। তথা হোমশ্চ তদানীমেবেতি মৎস্যপুরাণসম্মতং লিখিতমেব॥ ১৩॥ যথা স্যাত্তথা ভ্রাময়েৎ। সপ্তবীজানি যবগোধূমধান্যতিলকঙ্কুশ্যামাকনীবারাত্মকসপ্ত[illegible] তদনন্তরমাচার্য্যো যজমানো বা উদঙ্মুখঃ শক্তৌ সুবর্ণকুদ্দালেন প্রারভ্য যোগ্য[illegible]

ব্রহ্মস্থানে বাসুদেব, লক্ষ্মী ও হৃষীকেশাদি নবব্যূহের পূজা করিয়া গন্ধ, অর্ঘ্য, কুসুম, [illegible] ও নৈবেদ্য দ্বারা বাস্তুদেবের চতুর্ব্যূহের পূজা করিতে হয়। তদনন্তর তথায় সুরূপবতী দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃতা, প্রমদারূপিণী, সহাস্যবদনা, প্রসন্নচিত্তা, সর্ব্বলোকধারিণী, পৃথ্বীদেবীর ধ্যান, পূজা, প্রণাম ও বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক তন্ময় হইয়া চিন্তা করিবে। তৎপরে স্বীয় নামমন্ত্রে সর্ব্বদেবময় পরব্রহ্মের চিন্তন পূর্ব্বক বাস্তুপুরুষের ধ্যান করিবে। পরে সুধী ব্যক্তি ব্রহ্মস্থানে অক্ষত দ্বারা আধার স্থাপন করত তদুপরি বর্দ্ধনী সমন্বিত হৈম বা রাজত বা নব দৃঢ় মৃন্ময় কুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভ বস্ত্রপূত-জলপূর্ণ, সর্ব্ববীজ ও সর্ব্বৌষধি সংযুক্ত, স্বর্ণরৌপ্যসমন্বিত, রত্নগর্ভ, প্রশস্তপল্লববিশিষ্ট, শ্বেতচন্দনে অনুলিপ্ত, কুসুমবিভূষিত, গন্ধপুষ্পে ধূপিত ও নব শুক্লবসনদ্বয়ে পরিবেষ্টিত হইবে। ১২। তৎপরে মন্ত্রী ব্যক্তি ব্রহ্মস্থানে কুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে মন্ত্রমূর্ত্তি চতুরানন প্রজাপতিকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও মনোরম নৈবেদ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। তদনন্তর আচার্য্য মণ্ডলের বাহিরে বা পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বাস্য হইয়া পূজার যাবতীয় উপকরণ লইয়া ঘৃত, তিল ও যব দ্বারা গ্রহাদি দেবগণকে, ব্রহ্মাদি সুরবর্গকে ও প্রজাপতিকে শতসংখ্য আহুতি দিয়া অন্যান্য দেবগণের উদ্দেশে দশধা হোম করত তাঁহাদিগের প্রীতিবিধান করিবেন। তদনন্তর মন্ত্রবিৎ আচার্য্য বৌষড়ন্ত মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবেন। ১৩। তৎপরে প্রণতি, বিজ্ঞাপন ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক

সূত্রমার্গেণ দিব্যেন তোয়ধারাং তু ভ্রাময়েৎ। পূর্ব্ববত্তেন মার্গেণ সপ্তবীজানি ভ্রাময়েৎ ॥
সুশোভনং শুভং স্থানং তথা খাতস্য কারয়েৎ ॥ ১৪ ॥
ততো গর্ত্তং খনেন্মধ্যে হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ। চতুরঙ্গুলমাত্রং তদধঃ খন্যাৎ সুসংমিতম্ ॥
গোময়েনোপলিপ্যাথ চন্দনেন বিভূষয়েৎ। মধ্যে দত্ত্বা তু পুষ্পাণি শুক্লান্যক্ষতমেব চ ॥
আচার্য্যঃ প্রাঙ্মুখো ভূত্বা ধ্যায়েদ্দেবং চতুর্ভুজম্। ১৫ ॥
তূর্য্য[illegible]ঘোষেণ ব্রহ্মঘোষরবেণ বা। অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সুরশ্রেষ্ঠ কুম্ভতোয়েন মন্ত্রবিৎ ॥ ১৬ ॥
[illegible]রীং তাবত্তচ্ছ্বভ্রং পূরয়েজ্জলৈঃ। সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণৈর্ব্বিমলৈঃ স সুগন্ধিভিঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মিন্[illegible]নি পুষ্পাণি প্রক্ষিপেদোমিতি স্মরন্। তদা[illegible] পরীক্ষেত বেদাদ্যেনাক্ষতঃ ক্ষিপেৎ ॥
শুভং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তেঽশুভং বামে ভবেত্ততঃ ॥ ১৮ ॥
বীজৈঃ শালিযবাদীনাং তং গর্ত্তং পূরয়েদ্বুধঃ। ক্ষেত্রজাভিঃ পবিত্রাভির্ম্মৃত্তির্গর্ত্তং প্রপূরয়েৎ ॥
এবং নিষ্পাদ্য বিধিনাচার্য্যাদানং সুরোত্তম। সুবর্ণং গাং বস্ত্রযুগ্মমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥

প্রমাণং গর্ত্তং খনেৎ। তস্য গর্ত্তস্যাধশ্চতুরঙ্গুলপ্রমিতং খনেৎ; তন্মধ্যে রাজতোত্তোলিকয়া পূর্ব্বাদিচতুর্দিক্ষু প্রাদক্ষিণ্যেন নিক্ষিপেদিতি শিষ্টাচারতো জ্ঞেয়ং ॥ ১১ ॥ কুম্ভতোয়েনেতি [illegible] স্থাপিতং কুম্ভং তূর্য্যমঙ্গলঘোষাদিনৈবানীয় তস্য জলেনার্ঘ্যং দদ্যাদিত্যর্থঃ। মন্ত্র-[illegible]চায়ং। ওঁ নমো বরুণায়েতি ॥ ১৬ ॥ জলৈস্তৎকুম্ভস্থৈরেব ॥ ১৭ ॥ তস্মিন্ শ্বভ্রে [illegible]পরীক্ষেতেতি তদাহ শুভমিতি ॥ ১৮ ॥ ন চ কেবলং বীজৈরেব, কিন্তু মৃত্তিকাভিঃ

[illegible]জলপাত্র) লইয়া সম্যক্ বিধানে মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে করিতে দিব্য সূত্রমার্গ [illegible]ধারা ভ্রামিত করিবেন। পরে পূর্ব্ববৎ সেই পথে সপ্তবীজ (যব, গোধূম, ধান্য, তিল, কঙ্গু, শ্যামাক ও নীবার) ভ্রামিত করত খাতার্থ সুশোভন শুভ স্থান নিরূপণ করিবেন। ১৪। তদনন্তর মধ্যস্থলে এক হস্ত পরিমিত একটি খাত খনন করিয়া উহার নিম্নে মনোহর চতুরঙ্গুল গর্ত্ত খনন করিবেন। অনন্তর আচার্য্য উহা গোময়োপলিপ্ত ও চন্দন-ভূষিত করিয়া শ্বেতপুষ্প ও অক্ষত নিক্ষেপ পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্যে বসিয়া চতুর্ভুজ দেবের ধ্যান করিবেন। ১৫। হে দেবসত্তম! মন্ত্রী ব্যক্তি তৎপরে শুভ তূর্য্যধ্বনি বা বেদধ্বনি সহকারে কুম্ভজল দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবেন ১৬। কর্করী লইয়া সর্ব্বরত্নগর্ভ, স্বচ্ছ, সুগন্ধপূর্ণ কুম্ভজল দ্বারা ঐ গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিতে হয়। ১৭। প্রণব উচ্চারণ করিয়া ঐ গর্ত্তের জলে শ্বেত পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। তৎকালে উহার বর্ণ পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষাকালে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক উহাতে অক্ষত ফেলিয়া দিবে। দক্ষিণাবর্ত্তে শুভ এবং বামাবর্ত্তে অশুভ বুঝিবে। ১৮ ॥ তৎপরে শালি ও যবাদির বীজ দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রোত্থ মৃত্তিকা দ্বারা বিশেষ প্রকারে পূর্ণ করা সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। হে সুরসত্তম! এই প্রকারে অর্ঘ্য দিয়া আচার্য্যকে স্বর্ণ, ধেনু ও বসনদ্বয় প্রদান করিতে হয়। পরে দৈবজ্ঞ, শিল্পী, ও শক্ত্যনুসারে বৈষ্ণববর্গের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণভোজন ও নৃত্যগীতাদি করাইবেন। ১৯। অনন্তর যতদূর পর্য্যন্ত খনন করিলে জল দৃষ্ট হয়, ততদূর খাত করিবে।

কালজ্ঞস্থপতী পূজ্যৌ বৈষ্ণবান্ শক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ গেয়নৃত্যাদি কারয়েৎ॥ ৭৯॥

ততস্তৎ খাতয়েদ্যত্নাৎ জলান্তং যাবদেব তু। পুরুষাধঃস্থিতং শল্যং ন গৃহে দোষদং ভবেৎ॥
প্রাসাদে দোষদং শল্যং ভবেদ্যাবজ্জলান্তিকম্।
তস্মাৎ প্রাসাদিকী ভূমিঃ শোধ্যা যাবজ্জলান্তিকম্॥

শিলান্তং কর্করান্তং বা যাবদ্বা ভূঃ কুমারিকা। আকোট্য তাং সমীকৃত্য ততো যাগং [illegible]ৎ॥

কিঞ্চ— পূরয়েৎ খাতকং যত্নাৎ পাদং পাদং যথাক্রমম্॥ ৮০॥

অষ্টাঙ্গুলং মৃত্তিকয়া স্বস্তিকং চেষ্টক[illegible]। সিক্ত্বা সিক্ত্বা তু তোয়েন কলসৈঃ কা[illegible]ভিঃ॥
আকোটনং ততঃ কুর্য্যাৎ মুদ্গরৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ। পাদোনং পূরয়েৎ খাতং সুসমঞ্চৈব কারয়েৎ॥
দেশিকঃ পঞ্চগব্যেন তাং ভূমিং প্রোক্ষয়েদ্বুধঃ।
সুবর্ণব্রীহিগর্ভেণ চূতপল্লবশোভিনা। তীর্থতোয়সুপূর্ণেন স্বর্ণতাম্রময়েণ বা॥
সেচয়েদভিজপ্তেন বারিণা কলসেন তু। ততঃ শুদ্ধা ভবেদ্ভূমির্দোষযুক্তাপি যা ভবেৎ॥

অথ শিলালক্ষণম্।

মাৎস্যে।—

আদাবেব সমাসেন শিলালক্ষণমুত্তমম্। শিলান্যাসবিধানঞ্চ প্রোচ্যতে তদনন্তরম্॥

শেত্যাহ ক্ষেত্রজাভিরিতি॥৭৯॥ আকোট্য দৃঢ়মুদ্গরাদিপ্রহারৈঃ কুট্টনং কৃত্বা। [illegible]
বিজ্ঞাপ্যঃ॥ ৮০॥ স্বস্তিকং সম্যগ্‌যথা স্যাৎ। যদ্বা স্বস্তিকমণ্ডলাকারেণ অষ্টাষ্টাঙ্গুলক্র[illegible]
ইষ্টকাভিঃ আদিশব্দাচ্ছিলাকর্করাদিভিশ্চ তৎ খাতং পূরয়েৎ॥

পুরুষদেহের পরিমাণে খনন করিলে তাহার অধোভাগে শল্য থাকিলে গৃহের দো[illegible]
যে পরিমাণে খনন করিলে জল দৃষ্ট হয়, তৎস্থানের মধ্যে শল্য থাকিলেই প্রাসাদে দোষাবহ।
সুতরাং প্রাসাদ-সম্বন্ধিনী ভূমি জলসমীপ পর্য্যন্তই শোধন করা কর্ত্তব্য। অথবা শিলা পর্য্যন্ত
বা কর্কর পর্য্যন্ত খনন করিবে; অর্থাৎ যে ভূমি খনন করিতে করিতে জল দৃষ্ট না হইয়া
শিলা বা কর্কর দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ পুরুষদেহপ্রমাণে শিলান্ত বা কর্কর পর্য্যন্তই
খনন করিবে; সেই ভূমিকে কুমারিকা বলা যায়। খননের পর মুদ্গরাদিপ্রহার দ্বারা কুট্টন
পূর্ব্বক ভূমিকে সমতল করিয়া তৎপরে তথায় যাগ আরম্ভ করিবে। আরও লিখিত আছে,
সযত্নে ক্রমে ক্রমে পাদ পাদ করিয়া খাত পরিপূর্ণ করিতে হয়। ৮০। স্বস্তিকমণ্ডলাকারে
অষ্টাষ্টাঙ্গুলক্রমে মৃত্তিকা, ইষ্টক, শিলা ও কর্করা প্রভৃতি দ্বারা খাত পূর্ণ করিতে হয় এবং
সকাঞ্চন কুম্ভতোয়ে পুনঃ পুনঃ সেচন পূর্ব্বক পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্গর দ্বারা আঘাত পূর্ব্বক
কুট্টন করিবে। একপাদ উন রাখিয়া খাতটী পূর্ণ করত সমতল করিতে হইবে। পরে বিজ্ঞ
আচার্য্য পঞ্চগব্য দ্বারা সেই ভূমিকে প্রোক্ষণ করিবেন। অনন্তর স্বর্ণগর্ভ, শস্যগর্ভ, আম্র-
পল্লবে শোভিত, তীর্থোদকপূরিত, স্বর্ণ বা তাম্রময় কুম্ভ হইতে মন্ত্রপূত জল লইয়া তদ্দ্বারা
সেচন করিবেন। এইরূপ করিলে দোষযুক্ত ভূমিও বিশুদ্ধ হয়।

অনন্তর শিলালক্ষণ—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, প্রথমতঃ সংক্ষেপে অত্যুত্তম শিলালক্ষণ

শিলা বাথেষ্টকা বাপি চতস্রো লক্ষণান্বিতাঃ। প্রাসাদাদৌ বিধানেন ন্যস্তব্যাঃ সুমনোহরাঃ॥
চতুরস্রাঃ সমাঃ কৃত্বা সমন্তাদথবেষ্টকাঃ। শিলারূপাঃ স্মৃতা বিদ্যা নন্দাদ্যাশ্চেষ্টকান্বিত।
সংপূর্ণা সুতলাঃ স্নিগ্ধাঃ সুষমা লক্ষণান্বিতাঃ। কুশদূর্ব্বাঙ্কিতা ধন্যাঃ সধ্বজচ্ছত্রচামরাঃ।
সাঙ্কুশাস্তোরণোপেতাঃ কূর্ম্মমৎস্যফলান্বিতাঃ। দর্পণহস্তিবজ্রাঙ্কাঃ প্রশস্তদ্রব্যলাঞ্ছিতাঃ।
শস্তপক্ষিমৃগাঙ্কাশ্চ বৃষাঙ্কাঃ সর্ব্বদা হিতাঃ। স্বস্তিকা বেদিকাঃ শুক্লা নন্দ্যাবর্ত্তকলাঞ্ছিতাঃ।
পদ্মা[illegible]লক্ষণোপেতাঃ শিলাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাঃ। তথা গোবাজিপাদাঙ্কাঃ শিলা ধন্যাঃ সুখাবহাঃ।
[illegible]পাদাঙ্কা ন শস্তাঃ পক্ষিণস্তথা। দিঙ্মূঢ়া দিগ্বিহীনাশ্চ দীর্ঘহ্রস্বাঃ ক্ষতান্বিতাঃ।
[illegible]তা ভগ্নাঃ সংত্যাজ্যা লক্ষণচ্যুতাঃ। প্রশ[illegible]প্রাণিরূপাঙ্কাঃ প্রশস্তদ্রব্যলাঞ্ছিতাঃ।
যথোক্তলক্ষণোপেতাঃ শিলা [illegible] হিতাবহাঃ॥ ৮২॥

অথ ইষ্টকালক্ষণম্।

তত্রৈব।—

ইষ্টকানাং সমাসেন লক্ষণং শৃণু সাম্প্রতম্। একবর্ণাঃ সুপকাশ্চ সুপ্রমাণা মনোরমাঃ।

সধ্বজেতি ধ্বজাদিচিহ্নসহিতা ইত্যর্থঃ। [illegible]প্রেঽপি জ্ঞেয়ং। তথা পক্ষিণ ইতি দুষ্ট-প[illegible]শ্চ ন শস্তা ইত্যর্থঃ॥ ৮১—৮২॥

[illegible]শ্চিরস্তন্যঃ। হীনা উক্তলক্ষণরহিতা অতিনবাঃ॥ ৮৩॥ শ্রীহয়শীর্ষদেবেন শিলালক্ষণং

[illegible]শিলান্যাসবিধিও কীর্ত্তন করিব। ।৮১। প্রথমতঃ সুলক্ষণবিশিষ্ট চারিটী [illegible]বা চারিখানি ইষ্টক বিধানে প্রাসাদে (দেবালয়াদিতে) বিন্যাস করিতে হয়। [illegible]গুলিকে চতুরস্র ও সমতল করিয়া চারিদিকে স্থাপন করিবে। শিলাই বিদ্যা এবং ইষ্টকাদি নন্দাদি নামে পরিকীর্ত্তিত হয়। শিলা যদি সম্পূর্ণ (অভগ্ন বা পরিমাণহীন), শোভনতলবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, দিব্য-লক্ষণবিশিষ্ট, কুশদূর্ব্বাদিচিহ্নযুক্ত [illegible] হইলেই ধন্য (প্রশস্ত) জানিবে। যে শিলা ধ্বজ ছত্র ও চামরচিহ্নে চিহ্নিত; অঙ্কুশ ও তোরণচিহ্নবিশিষ্ট; কূর্ম্ম, মৎস্য বা ফলচিহ্নযুক্ত; দর্পণ, হস্তী বা বজ্রচিহ্নে অঙ্কিত; প্রশস্তদ্রব্যের চিহ্নযুক্ত, প্রশস্ত পক্ষী বা মৃগচিহ্নে অঙ্কিত ও বৃষচিহ্নবিশিষ্ট, সেই শিলা নিরন্তর হিতকরী। যে শিলায় স্বস্তিক, বেদী, নন্দ্যাবর্ত্ত বা শুক্ল চিহ্ন বিরাজিত আছে, আর যাহা পদ্মাদিচিহ্নে চিহ্নিত, তাদৃশী শিলা সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রদান করে। শিলায় গোপদচিহ্ন বা অশ্বপদচিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে উহা ধন্য ও সুখাবহ হয়। মাংসাশিপশু-পদাঙ্কিত হইলে অথবা পক্ষীর পদচিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে সেই শিলা প্রশস্ত নহে। যে শিলা দিঙ্মূঢ় (যাহার চারিদিক্ সমান নহে), দিগ্বিহীন (নানারূপে বক্র) অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব, ক্ষত, বিবর্ণ, স্ফুটিত, ভগ্ন ও সুলক্ষণবর্জ্জিত, তাহা পরিত্যাজ্য। প্রশস্তজীবের চিহ্ন, প্রশস্ত দ্রব্যের চিহ্ন বা যথাবিহিত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেই সেই শিলা সতত হিতসাধন করে। ।৮২।

অনন্তর ইষ্টকালক্ষণ।—উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, অধুনা সংক্ষেপে ইষ্টকলক্ষণ শ্রবণ কর। নন্দাদি নামক ইষ্টক একবর্ণ, সুপক, বিহিত-প্রমাণবিশিষ্ট, মনোরম, চতুষ্কোণ ও

নন্দ্যাদ্যাশ্চেষ্টকাঃ কার্য্যাশ্চতুরস্রাঃ সুসম্মিতাঃ। অস্থ্যঙ্গারান্বিতা নেষ্টাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সশর্করাঃ।
মন্দপকা বিপকাশ্চ বহুদিগ্ধাশ্চ বর্জ্জিতাঃ। ভগ্নাশ্চ বিষমা হীনা বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

ইষ্টকানাং প্রমাণঞ্চ লক্ষণং সাম্প্রতং শৃণু। সুতলা লক্ষণোপেতা দ্বাদশাঙ্গুলসম্মিতাঃ।
সুবিস্তারবিভাগেন নৈপুণ্যেন চ সম্মিতাঃ। সুপকাঃ সুপ্রমাণাশ্চ একবর্ণা মনোহরাঃ॥
বিমলা ইষ্টকাঃ কার্য্যাশ্চতুরস্রাঃ সুসম্মিতাঃ। ছিন্নকর্ণাশ্চাপ্রশস্তাঃ পাণিপাদবিবর্জ্জি[illegible]৩॥
সশর্করাঃ কৃষ্ণবর্ণা অস্থ্যঙ্গারচিতাশ্চ যাঃ। বিবর্ণা মন্দগন্ধাশ্চ যাঃ পীনপিণ্ডিকা[illegible]
হীনাশ্চ বি[illegible]র্জ্জরাশ্চ বিবর্জ্জিতাঃ॥ ৮৪॥

অথ শিলাদিন্যাসব্যবস্থা।

মাৎস্যে।—

শিলান্যাসস্তু কর্ত্তব্যঃ প্রাসাদে তু শিলাময়ে। ইষ্টকানাং তু বিন্যাসঃ প্রাসাদে চেষ্টকাময়ে।
শৈলজে শৈলজঃ পীঠ ঐষ্টিকে চৈষ্টকঃ স্মৃতঃ। শিলান্যাসাদিকো ভদ্রে মূলপাদে বিধীয়তে॥

শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে পূর্ব্বমেবোক্তমপি[illegible]ইষ্টকালক্ষণমাত্রমুচ্যতে ইষ্টকানামিতি সার্দ্ধ-চতুর্ভিঃ। পাণিপাদৈঃ উপর্য্যধোভাগৈর্ব্বিবর্জ্জিতাঃ॥ ৮৪॥

মৎস্যপুরাণানুক্তমপি শিলাদিন্যাসে শিলাধিবাসনাদিকং শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরা[illegible] কুর্য্যেতি দ্বাভ্যাং। নমু শিলাধিবাসনাদিবিধিঃ কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়াং লি[illegible] স্ফুটমিতি একত্রৈব ব্যক্তং, তত্র বর্ত্তমানত্বাদত্র ন লিখিত ইতি ভাবঃ। [illegible] শিলাধিবাসনপটলে।—নবৈব পরিগৃহ্নীয়াত্তাম্র কুম্ভান্ সুশোভনান্। আ[illegible] স্তারানিষ্টকামধিবাসয়েৎ। [illegible]শান্যাং মণ্ডপং কৃত্বা তদ্বৎ প্রাচ্যাং চ মণ্ডপং। কুম্ভানামিষ্টকানাঞ্চ ততঃ স্নপনমাচরেৎ। [illegible]কষায়েণ সর্ব্বৌষধিজলেন চ। গন্ধতোয়েন চ তথা কুম্ভৈস্তোয়-সুপূরিতৈঃ। হিরণ্যব্রীহিসংযুক্তৈর্গন্ধচন্দনচর্চ্চিতৈঃ। আপো হি ষ্ঠেতি তিসৃভিঃ শন্নো দেবীতি চাপ্যথ। তরৎ সমন্দীতি তথা পাবমানীভিরেব চ। উদুত্তমং বরুণেতি ইমম্মেতি তথৈব চ। বরুণস্যেতি মন্ত্রেণ হংসঃ শুচিষদিত্যপি। শ্রীসূক্তেন তথা কুম্ভৈঃ স্নাপয়েদিষ্টকাং তথা।

সুসম্মিত হইবে। যাহা অস্থি বা অঙ্গারযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, বালুকাপূর্ণ, মন্দপক (আমা), বিপরীতপক (ঝামা), পুরাতন, ভগ্ন, বিষম ও হীন (সুলক্ষণবর্জ্জিত বা অত্যন্ত নূতন), তাদৃশ ইষ্টক সযত্নে পরিত্যাগ করিবে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, অধুনা ইষ্টকের লক্ষণ ও প্রমাণ অবধান কর। সুতল, লক্ষণান্বিত, দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ, সুবিস্তৃত, সুকৌশলে গঠিত, সুপক, সুপ্রমাণ, একবর্ণ, মনোরমদৃশ্য, নির্ম্মল, সম্যক্ নির্ম্মিত ও চতুষ্কোণ করিয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিতে হয়। যে ইষ্টক ছিন্নকর্ণ, অপ্রশস্ত, উপরিভাগে বা অধোভাগে বিবর্জ্জিত, বালুকাপূর্ণ, অস্থি ও অঙ্গারবিশিষ্ট, বিবর্ণ, দুর্গন্ধ, পীনপিণ্ডিকাযুক্ত, বিষম, ভগ্ন ও জীর্ণ, তাদৃশ ইষ্টক পরিত্যাজ্য। ৮৩-৮৪।

অতঃপর শিলাদিন্যাসব্যবস্থা।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, হে কল্যাণি! শিলানির্ম্মিত

হয়শীর্ষে।—

কর্ত্তব্যশ্চেষ্টকান্যাসঃ প্রাসাদে চেষ্টকাময়ে।
শৈলে শিলানাং বিন্যাসঃ কার্করে কর্করং ন্যসেৎ॥ ইতি॥

কৃত্বা শিলাদিন্যাসঞ্চ প্রাক্ শিলাভ্যধিবাসনম্। ইষ্টকানাং প্রতিষ্ঠাঞ্চ গর্ভাধানঞ্চ কারয়েৎ। গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা পীঠবন্ধঞ্চ সাধয়েৎ। স্বয়ং শ্রীহয়শীর্ষৈব প্রোক্তস্তত্তদ্বিধিঃ স্ফুটম্॥ ৮৫॥

শ্রাবণী[illegible] পঠন্ সূক্তং কুম্ভাংস্তান্ স্নাপয়েদ্বুধঃ। ততোঽনুলেপনং কার্য্যং চন্দনেন সুগন্ধিনা। আ[illegible] কুর্য্যাদ্বাসোভিঃ কুসুমৈস্ততঃ। শয্যায়াং তু প্রকৃষ্টায়াং মণ্ডপে স্থাপ্য পূজয়েৎ। নানা[illegible]নৈশ্চৈব গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্মনোহরৈঃ। ধূপং[illegible] নৈবেদ্যং তেষাং যত্নান্নিবেদয়েৎ॥ এবং কৃত্বা ততঃ সম্যগিষ্টকাহোমমাচরেৎ। তস্মিন্[illegible]মণ্ডপে লিখ্য বৈষ্ণবং মণ্ডলং শুভং। বিষ্ণুমভ্যর্চ্চয়েত্তত্র কুণ্ডেঽগ্নিং জুহুয়াত্ততঃ। বৈষ্ণবাগ্নিং জ্বলিত্বাদৌ যথাবিধি সমাহিতঃ। কুর্য্যাচ্চ সমিদাধানং দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া। আঘারাজ্যদ্বিভাগৌ তু প্রণবেনৈব কারয়েৎ। অষ্টাক্ষরৈস্ততো ব্যস্তৈঃ কুর্য্যাদষ্টাহুতীঃ ক্রমাৎ। আজ্যং ব্যাহৃতিভির্হুত্বা লোকেশানাং ক্রমেণ তু। অগ্নয়ে চৈব সোমায় গ্রহেভ্য ইতি চৈব[illegible]সোমায়েতি হুত্বা ব্যাহৃতীর্জুহুয়াত্ততঃ। প্রা[illegible]ততো হুত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং ততঃ। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বেদাদ্যৈরথবানঘ। কুণ্ডেষু [illegible] জুহুয়ুঃ সঘৃতাংস্তিলান্। অথ পাতালযাগপটলে চ।—কুম্ভন্যাসং ততঃ [illegible]মেব চ। দেশিকঃ প্রাঙ্মুখো ভূত্বা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ। বিলিপ্য গোময়ৈর্ভূমিং [illegible]ব। অষ্টদিক্ষু যথান্যায়ং মধ্যে চৈকং তথা ন্যসেৎ। পঞ্চরত্নসমাযুক্তান্নঙ্গ- [illegible]। পারদেন সমাযুক্তান্ কৃত্বা বস্ত্রেণ ভূষিতান্। শঙ্খং চৈব মহাপদ্মং মকরং [illegible] তথা। মুকুন্দং তথা নন্দং নীলং শঙ্খঞ্চ পদ্মিনীং। এ[illegible] দেবতাঃ কুম্ভে ন্যসনীয়া যথাক্রমং। এবং বিন্যস্য কলসান্ পুনর্নৈতান্ প্রচালয়েৎ। [illegible]রি বিন্যস্য ইষ্টকাষ্টৌ যথাক্রমং। ঐশানে চ তথা কোণে ইষ্টকাং প্রথমাং ন্যসেৎ। প্রদক্ষিণক্রমেণৈব ইষ্টকান্যাস ইষ্যতে। শক্তয়ো বিমলাদ্যাস্তু ইষ্টকানাং তু দেবতাঃ। ন্যাসনীয়া যথান্যায়ং মধ্যে ন্যাস্যাস্ততো গ্রহাঃ। অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেরঙ্গিরসঃ সুতে। ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহং। মন্ত্রেণানেন বিন্যস্য ইষ্টকাং দেশিকোত্তমঃ। গর্ভাধানং ততঃ কুর্য্যান্মধ্যস্থানে সমাহিত ইত্যাদি। অত্র কেষাঞ্চিচ্ছিষ্টানাং মতমেবং।—প্রাসাদস্য চতুর্ষু কোণেষু চতুরো গর্ত্তান্ বিধায় প্রতিগর্ত্তোপরি বেদীং নির্ম্মায় তদুপরি শুক্লতণ্ডুলান্ নিক্ষিপ্য তদুপর্য্যাগ্নেয়াদিকোণেষু প্রশস্তাঃ [illegible]ন্দাদ্যাঃ শিলা ইষ্টকা বা বিধায় প্রতিবেদিসন্নিধৌ সুলক্ষণং পঞ্চপল্লবাদিযুতং নির্ম্মলজলপূরিতং কলসং সংস্থাপ্যাগ্নেয়াদিষু স্বস্ববেদ্যুপরি নন্দাদ্যাঃ স্থাপয়েৎ। ততঃ প্রশস্তেন কেনাপি বারিণা প্রত্যেকং প্রণবেন সংস্নাপ্য অস্ত্রায় ফড়িতি পুনরপি স্নাপয়েৎ। বস্ত্রেণ তোয়মপনয়েচ্চ। এবং

প্রাসাদে শিলান্যাস; ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদে ইষ্টকন্যাস এবং শৈলময় প্রাসাদে শৈলজ ও ইষ্টকময় প্রাসাদে ইষ্টকময় পীঠ ন্যাস করিতে হয়। মূলপাদে শিলান্যাসাদি বিধান করা কর্ত্তব্য। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদে ইষ্টক, শৈলে শিলা, কর্করময়ে (ক্ষুদ্রপাষাণময়

অথ পীঠবন্ধনম্।

হয়শীর্ষে।—

পীঠবন্ধং ততঃ কুর্য্যান্মহা প্রাসাদমানতঃ। পীঠোত্তমং চোচ্ছ্রয়েণ প্রাসাদস্যোর্দ্ধমানতঃ॥

পাদহীনং মধ্যমং স্যাৎ কন্যসঞ্চার্দ্ধমানতঃ। উত্তমং বাসুদেবস্য কুর্য্যাৎ পীঠং বিচক্ষণঃ॥ ৮৬॥

চতসৃণামপি প্রত্যেকং স্নপনং বিধায় ওঁ নন্দায়ৈ নম ইতি গন্ধপুষ্পাদিভিরুপচারৈঃ প্রত্যেকমর্চ্চয়েৎ। ততো বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈর্ব্বিজ্ঞাপ্য গীতবাদ্যবেদনির্ঘোষৈঃ স্বস্বদিক্ষ্বতারয়েৎ। প্রথমশিলাবতারণে প্রশস্তশকুনাদিকমপি নিরূপণীয়ং। শিলাস্তু প্রাগুত্তরপ্লবা ন্যস্তব্যাঃ [illegible] পশ্চিমপ্লবাঃ। অথোদকান্তরেণাস্থায় [illegible] স্থাপয়িত্বা মন্ত্রবারিণা স্নাপয়েৎ। তত[illegible] হেমাভাং সুভূষিতাং স্মিতাননাং তাং [illegible]মুচ্চার্য্য ওঁ ভগবতি নন্দে ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠেত্যাবাহ্য বৈদিকৈরপি মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য পূর্ব্বদিক্‌স্থকুম্ভোদকেন মন্ত্রেণ স্নাপয়িত্বা অবশিষ্ট-কুম্ভোদকেন ওঁ নন্দায়ৈ নম ইতি স্নাপয়েৎ। ততো বস্ত্রেণ তোয়মপনীয় বস্ত্রগন্ধাদিভিরুপচারৈঃ প্রত্যেক মর্চ্চয়েৎ। ততো ধূপয়িত্বা পুনরভ্যর্চ্চ্য সামান্যমুদ্রাং বদ্ধা দধিমাংসাদিনৈবেদ্যং নিবেদ্য ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ, ওঁ নন্দে ত্বং নন্দসে পুংসাং রক্ষ মাং স্থাপয়াম্যহং। অস্মিন্ সংতিষ্ঠ সংহৃষ্টা যাবদাচন্দ্রতারকং। আয়ুঃ কামং প্রিয়ং নন্দে দদাসি সর্ব্বদা নৃণাং। অস্মিন্ রক্ষা ত্বয়া কার্য্যা প্রাসাদে [illegible]। ইতি মন্ত্রেণ নন্দাং স্থাপয়িত্বা পূর্ব্ববদুপচারৈর্ভদ্রামভ্যর্চ্চ্য ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ ভ[illegible] ভদ্রং পুংসাং কুরু হিতাবহং। আয়ুষ্কামপ্রদা দেবি শ্রীপ্রদা সর্ব্বদা ভব। ততো জ[illegible] জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ জয়ে ত্বং সর্ব্বদা ভদ্রে সন্তিষ্ঠ স্থাপিতা ময়া। নিত্যং জয়ং জয়ে [illegible] জয়দা ভব। ততঃ পূর্ণাং প্রতি, ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ, ওঁ পূর্ণে ত্বং চ মহাবিদ্যে সর্ব্ব[illegible] সর্ব্বং সংপূর্ণমেবাত্র প্রসাদং কুরু সম্পদা। এবং প্রসাদয়েৎ। ততঃ প্রভৃ[illegible] শিলানাম[illegible] চালনং ন কর্ত্তব্যং। [illegible] দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় পার্থিবাং। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চেতি পঠিত্বা [illegible]মিতি চোক্ত্বাচার্য্যো দেবতা বিসর্জ্জয়েৎ। ততো যজমানঃ প্রাঙ্মুখোপবিষ্টায়াচার্য্যায় দক্ষিণাং গাং বস্ত্রাদিকং চ দদ্যাৎ। অথ স্বস্তিবাচকান্ দৈবজ্ঞস্থপতিবৈষ্ণবাংশ্চ সংপূজ্য শক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদিতি। ৮৫।

পীঠবন্ধো নাম প্রাসাদস্য মূলাত্তুপরিতনভাগং যাবৎ॥ ৮৬॥

প্রাসাদে) কর্কর (কাঁকর) ন্যাস করিতে হইবে। প্রথমে শিলাদি ন্যাস পূর্ব্বক শিলার অধিবাসন করিতে হয়। ইষ্টকের প্রতিষ্ঠা ও গর্ভাধান (খাতে ইষ্টকনিক্ষেপ) করিতে হয়। তদনন্তর গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক পীঠবন্ধ করিতে হয়। এই বিষয়ের বিধান হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে স্পষ্টীকৃত আছে। ৮৫।

অনন্তর পীঠবন্ধন। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, তৎপরে মহাপ্রাসাদের পরিমাণ অনুসারে পীঠবন্ধ করিতে হয়। প্রাসাদের উর্দ্ধের যেরূপ পরিমাণ, তাহার অর্দ্ধপরিমাণ হইলেই সেই পীঠ উত্তম বলিয়া পরিগণিত হয়, পাদহীন হইলে মধ্যম এবং তদর্দ্ধপরিমাণে হইলে কনিষ্ঠ জানিবে সুধী ব্যক্তি এইপ্রকারেই শ্রীহরির উৎকৃষ্ট পীঠ প্রস্তুত করিবেন। ৮৬।

অথ প্রাসাদাদি-লক্ষণানি।

মাৎস্যে।—

এবং বাস্তবলিং কৃত্বা ভজেৎ ষোড়শভাগিকম্। তস্য মধ্যে চতুর্ভিস্তু ভাগৈর্গর্ভং চ কারয়েৎ॥
ভাগদ্বাদশকং তত্র ভিত্ত্যর্থং পরিকল্পয়েৎ। চতুর্ভাগেন ভিত্তীনামুচ্ছ্রায়ঃ স্যাৎ প্রমাণতঃ।
দ্বিগুণঃ শিখরোচ্ছ্রায়ো ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়াৎ প্রমাণতঃ। শিখরার্দ্ধস্য চার্দ্ধেন বিধেয়া তু প্রদক্ষিণা।
চতুর্দ্দিক্ষু তদা জ্ঞেয়ো নির্গমস্তু তথা বুধৈঃ। গর্ভসূত্রদ্বয়ং ভাগো বিস্তারো মণ্ডপস্য তু।
[illegible] ত্রিভির্ভাগৈর্ভদ্রযুক্তঃ সুশোভনঃ। পঞ্চভাগেন সংভজ্য গর্ভমানং বিচক্ষণঃ।
[illegible]হীত্বা তু প্রাগ্‌গ্রীবং কল্পয়েদ্‌বুধঃ। [illegible]মো ভাগাদগ্রতো মুখমণ্ডপঃ।
এতৎ সামান্যমুদ্দিষ্টং প্রাসাদ[illegible]ক্ষণম্॥ ৮৭॥

কিঞ্চ।—মেরু-মন্দর-কৈলাস-কুম্ভ-সিংহ-মৃগাস্তথা। বিমানচ্ছন্দকস্তদ্বচ্ছ্রীবৃক্ষোঽথ মৃগাধিপঃ।
বলভীচ্ছন্দকস্তদ্বদ্বর্ত্তুলঃ সর্ব্বভদ্রকঃ। গজশ্চ নন্দনশ্চৈব নন্দিবর্দ্ধন এব চ।
হংসো বৃষঃ সুপর্ণশ্চ পদ্মকোঽথ সমুদ্গকঃ। প্রাসাদা নামতঃ প্রোক্তা বিভাগং শৃণুত দ্বিজাঃ॥
শতশৃঙ্গশ্চতুর্দ্বারো ভূমিকা-ষোড়শোচ্ছ্রিতঃ। [illegible]নানাবিচিত্রশিখরো মেরু-প্রাসাদ উচ্যতে॥
[illegible]শ প্রোক্তঃ কৈলাসো দশভূমিকঃ। বিমানচ্ছন্দকস্তদ্বদনেকশিখরাননঃ॥
[illegible]দ্বৎ সপ্তভির্নন্দিবর্দ্ধনঃ। বিংশাণ্ডকসমাযুক্তো নন্দনঃ সমুদাহৃতঃ॥
[illegible]যুক্তো নানারূপসমন্বিতঃ। অনেকশিখরস্তদ্বৎ সর্ব্বতোভদ্র উচ্যতে॥

[illegible]কং ভজেৎ ষোড়শভাগান্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং শ্রীহয়শীর্ষদেবেন। [illegible]ক্ষেত্রং ভজেৎ ষোড়শধা পুনরিতি। এবমগ্রে লেখ্যহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনানুসারেণাগ্রে-[illegible]প্যর্থো বোদ্ধব্যঃ। [illegible]দক্ষিণাদয়শ্চ প্রাসাদোপরিতনভাগবি[illegible]শিল্পিশাস্ত্রতঃ স্থপতিষু প্রসিদ্ধ এব। তথেতি প্রদক্ষিণাতুল্যমান ইত্যর্থঃ। ত্রিভির্ভাগৈর্ম্মণ্ড[illegible]স্যাৎ॥ ৮৭॥ নামতো

অতঃপর প্রাসাদলক্ষণ।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,এই প্রকারে বাস্তবলি প্রদান পূর্ব্বক (চতুরস্রীকৃত) ক্ষেত্রকে ষোড়শধা ভাগ করিবে। তন্মধ্যে চতুর্ভাগের ভাগ দ্বারা গর্ভ করিতে হয় এবং দ্বাদশভাগকে ভিত্তি ও চারিভাগের ভাগে ভিত্তি উন্নত করিবে। ভিত্তির উন্নতি যে পরিমাণে হইবে, উপরিভাগ তাহার দ্বিগুণ করিবে এবং শিখরার্দ্ধ যে পরিমিত, তদনুসারে প্রদক্ষিণা করিতে হয়। চতুর্দ্দিকে মুহুরি করা সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। গর্ভসূত্রের দুইভাগের [illegible]দৃশ মন্দির বিস্তৃত করিবে এবং তিনভাগে ভদ্রযুক্ত করিয়া মনোহর আয়ত করিতে হইবে। মধ্যস্থলের পরিমাণকে পঞ্চ অংশ করিয়া তাহার একাংশপ্রমাণে পূর্ব্বগ্রীব করিবে। গর্ভসূত্রের সমভাগে অগ্রদিকে মণ্ডপের মুখ করিতে হয়। সামান্যতঃ প্রাসাদলক্ষণ বিবৃত হইল। ৮৭। আরও লিখিত আছে,হে বিপ্রগণ! প্রাসাদের নাম বহুবিধ ;—মেরু, মন্দর,কৈলাস, কুম্ভ, সিংহ, মৃগ, বিমানচ্ছন্দক, শ্রীবৃক্ষ, মৃগাধিপ, বলভীচ্ছন্দক, বর্ত্তুল, সর্ব্বভদ্রক, গজ, নন্দন, নন্দি-বর্দ্ধন, হংস, বৃষ, সুপর্ণ, পদ্মক ও সমুদ্গক। অতঃপর ইহার বিভাগ অবধান কর। যে প্রাসাদ শতশৃঙ্গ, চতুর্দ্বারবিশিষ্ট, ভূমির ষোড়শাংশ উন্নত এবং যাহার অগ্রদেশ নানাবিধ চিত্রবিচিত্র,

চন্দ্রশালা-সমোপেতো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চভূমিকঃ। বলভীচ্ছন্দকস্তদ্বচ্ছুকনাসাত্রয়ান্বিতঃ।
বৃষস্যোচ্ছায়তস্তুল্যো বর্ত্তুলশ্চাস্রবর্জ্জিতঃ। সিংহঃ সিংহাকৃতির্জ্ঞেয়ো মৃগো মৃগসমস্তথা।
কুম্ভঃ কুম্ভাকৃতিস্তদ্বৎ ভূমিকানবকোচ্ছ্রয়ঃ। অঙ্গুলীপুটসংস্থানপঞ্চাণ্ডকবিভূষিতঃ।
ষোড়শাস্রঃ সমন্তাত্তু বিজ্ঞেয়ঃ স সমুদ্গকঃ। পার্শ্বয়োশ্চন্দ্রশালাস্য উচ্ছ্রায়ো ভূমিকাদ্বয়ম্।
হংসো হংসসমাকারো নাতিদীর্ঘো ন চোচ্ছিতঃ।
ষোড়শাস্রঃ স বিজ্ঞেয়ো বিচিত্রশিখরঃ শুভঃ। মৃগরাজস্তু বিখ্যাতঃ চন্দ্রশালাবিভূষিতঃ।
প্রাগ্‌গ্রীবেণ বিশালেন ভূমিকাসু ষড়ুন্নতঃ। অনেকচন্দ্রশালস্তু গজপ্রাসাদ উচ্যতে [illegible]
পর্য্যন্তগৃহরাজো বৈ গরুড়ো নাম [illegible] সপ্তভূম্যুচ্ছ্রয়স্তদ্বচ্চন্দ্রশালাত্রয়ান্বিতঃ [illegible]
ভূমিকাষড়শীতিস্তু বাহ্যতঃ সর্ব্বতো[illegible] তথান্যো গরুড়ে তদ্বদুচ্ছ্রায়ো দশভূমিকঃ।
পদ্মকঃ ষোড়শাস্রস্তু ভূমিদ্বয়সমন্বিতঃ। পদ্মতুল্যপ্রমাণেন শ্রীবৃক্ষক ইতি স্মৃতঃ।
পঞ্চাণ্ডকস্ত্রিভূমিস্তু গর্ভে হস্তচতুষ্টয়ম্। বৃষো ভবতি নাম্না যঃ প্রাসাদঃ সার্ব্বকামিকঃ।
সপ্তাষ্টৌ পঞ্চধা চৈব প্রাসাদা যে ময়োদিতাঃ। সিংহস্য তে সমা জ্ঞেয়া যে চান্যে তৎপ্রমাণতঃ।
চন্দ্রশালৈঃ সমোপেতাঃ সর্ব্বে প্রাগ্‌গ্রীবসংযুতাঃ। ঐষ্টকা দারবাশ্চৈব শৈলা বা স্যুঃ সতোরণাঃ।
মেরুঃ পঞ্চাশদ্ধস্তঃ স্যাৎ মন্দরঃ পঞ্চহীনকঃ। চত্বারিংশত্তু কৈলাসশ্চতুস্ত্রিংশদ্বিমান[illegible]

লক্ষণতো মানতশ্চ বিংশতিপ্রাসাদানাহ মেরুরিত্যাদিনা শুভলক্ষণ ইত্যন্তেন। [illegible]

তাহার নাম মেরু। ভূমির দ্বাদশভাগ উচ্চ হইলে মন্দর, দশভাগ উচ্চ হইলে কৈ[illegible] শিখর, বহুমুখ ও অষ্টভূমিক হইলে বিমানচ্ছন্দক কহে। সপ্ততল প্রাসাদকে [illegible] বিংশাণ্ডকযুক্তকে নন্দন বলা যায়। ষোড়শ অণ্ডকবিশিষ্ট, বিবিধ রূপযুক্ত ও বহুশি[illegible] তাহার নাম সর্ব্বতোভদ্র[illegible]লা (চিলেছাদ) সংযুক্ত, পঞ্চভূমিক [illegible]শুকনাসাত্রয়যুক্ত হইলে বলভীচ্ছন্দক কহে। বৃ[illegible], ও কোণবিহীন হইলে বর্ত্তুল বলা যায়। সিংহাকৃতিকে সিংহ, মৃগাকৃতিকে মৃগ, কুম্ভাকারকে কুম্ভ এবং ভূমি অপেক্ষা নবগুণিত, অঙ্গুলীপুটসংস্থান, পঞ্চাণ্ডকে সমলঙ্কৃত ও সর্ব্বথা ষোড়শাস্র হইলে সমুদ্গক কহে। ইহার দুই পার্শ্বে চন্দ্রশালা বিদ্যমান, ও ইহা ভূমিকাদ্বয় উন্নত। মনোরম, বিচিত্রশিখরযুক্ত ষোড়শাস্র প্রাসাদের নাম হংস। চন্দ্রশালা দ্বারা অলঙ্কৃত প্রাসাদকে মৃগরাজ কহে। যাহার পূর্ব্বদিকস্থিত গ্রীবা বিশাল, যাহা ভূমিতে ছয় ভাগ উচ্চ ও বহুচন্দ্রশালাযুক্ত, তাহার নাম গজপ্রাসাদ। যাহার চারিদিকে গৃহরাজ সংস্থিত, তাহাকে গরুড় কহে। উহা সপ্তভূমি উন্নত, চন্দ্রশালাত্রয়যুক্ত ও বহির্ভাগে সর্ব্বদিকে ষড়শীতিভূমিযুক্ত[illegible] অপর একপ্রকার গরুড়-প্রাসাদ পূর্ব্ববৎ দশভূমিক উন্নত। ভূমিদ্বয়যুক্ত ষোড়শাস্র প্রাসাদকে পদ্মক কহে। শ্রীবৃক্ষক নামক প্রাসাদও পদ্মবৎ পরিমাণবিশিষ্ট। পঞ্চাণ্ডক, ত্রিভূমিক ও চারি-হস্তপরিমিত গর্ভবিশিষ্ট প্রাসাদকে বৃষ বলা যায়; এই প্রাসাদ নিখিল বাঞ্ছিত সিদ্ধ করে। সপ্ত অষ্ট ও পঞ্চধারূপে যেসকল প্রাসাদের বিষয় বলা হইল, তৎসমস্ত সিংহবৎ প্রমাণবিশিষ্ট। ঐ সমস্ত প্রাসাদ চন্দ্রশালাযুক্ত, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীবাবিশিষ্ট ইষ্টক কাষ্ঠ ও শিলানির্ম্মিত এবং তোরণবিশিষ্ট। মেরু নামক প্রাসাদের পরিমাণ পঞ্চাশৎ হস্ত, মন্দরের পঞ্চচত্বারিংশৎ, কৈলাসের চত্বারিংশৎ, বিমানকের

নন্দিবর্দ্ধনকস্তদ্বদ্দ্বাত্রিংশৎ সমুদাহৃতঃ। ত্রিংশতা নন্দনঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বতোভদ্রকস্তথা।
বর্ত্তুলঃ পদ্মকশ্চৈব বিংশদ্ধস্ত উদাহৃতঃ। মৃগঃ সিংহশ্চ কুম্ভশ্চ বলভীচ্ছন্দকস্তথা॥
এতে ষোড়শহস্তাঃ স্যুশ্চত্বারো দেববল্লভাঃ। শ্রীবৃক্ষো মৃগরাজশ্চ সমুদ্গকগজৌ তথা॥
এতে দ্বাদশহস্তাঃ স্যুরেতেষাং হংসকঃ সমঃ। গরুড়োঽষ্টকরো জ্ঞেয়ো বৃষো দশ উদাহৃতঃ॥
এবমেতে প্রমাণেন কর্ত্তব্যাঃ শুভলক্ষণাঃ॥৮৮॥

য[illegible]গানাং মাতৃহস্তঃ প্রশস্যতে। তথা মের্ব্বাদয়ঃ সপ্ত জ্যেষ্ঠলিঙ্গে সুখাবহাঃ॥
[illegible]ষ্টৌ মধ্যমস্য উদাহৃতাঃ। তথা হংসাদয়ঃ পঞ্চ কন্যসে শুভদা মতাঃ॥
[illegible]ত্রে চ।—

প্রাসাদং সংপ্রবক্ষ্যামি সর্ব্বসাধারণং শৃণু। চতুরস্র[illegible]ত্রং ভজেৎ ষোড়শধা পুনঃ।
মধ্যে তস্য চতুর্ভিস্তু কুর্য্যাদ্দ্বারসমন্বিতম্। দ্বাদশৈব তু ভাগানি ভিত্ত্যর্থং পরিকল্পয়েৎ॥
জঙ্ঘোচ্ছ্রায়স্তু কুর্ব্বীত চতুর্ভাগেন চায়তম্। জঙ্ঘয়োর্দ্বিগুণোচ্ছ্রায়ং মঞ্জর্য্যা কল্পয়েৎ বুধঃ॥
চতুর্ভাগেন মঞ্জর্য্যাঃ কার্য্যা সম্যক্ প্রদক্ষিণা। তন্মানং নির্গমং কার্য্যমুভয়োঃ পার্শ্বয়োঃ সমম্॥
শিখরেণ সমং কার্য্যমগ্রে জগতিবিস্তরম্। ত্রিগুণেনাপি কর্ত্তব্যং যথাশোভানুরূপতঃ॥
[illegible]পস্যাগ্রে গর্ভসূত্রদ্বয়েন তু। দৈর্ঘ্যাৎ পাদাধিকং কুর্য্যাৎ মধ্যে স্তম্ভৈর্ব্বিভূষিতম্॥
[illegible]ং বা কুর্ব্বীত মুখমণ্ডপম্। একাশীতিপদৈর্ব্বাস্তমিষ্ট্বা মণ্ডপমারভেৎ॥
[illegible]ন্যাসে পদান্তস্থান্ যজেৎ সুরান্। তথা প্রাকারবিন্যাসে যজেদ্দ্বাত্রিংশদন্তগান্।
[illegible]তৎ প্রাসাদস্য তু লক্ষণম্। মানেন প্রতিমা যা বা প্রাসাদমপরং শৃণু॥

[illegible]গ্রেঽপ্যাহুঃ। বর্ত্তুল এব মণ্ডল ইত্যুক্তপরিমাণং কার্য্যমন্যত্র চাত্মহস্তেনৈবে-

[illegible]ংশ, নন্দিবর্দ্ধনের দ্বাত্রিংশ ; সর্ব্বতোভদ্র, বর্ত্তুল ও পদ্মকে[illegible] ; মৃগ, সিংহ, কুম্ভ ও বলভীচ্ছন্দকের ষোড়শ ; দেববল্লভের চারি ; শ্রীবৃক্ষ, মৃগরাজ, [illegible]জ ও হংসকের দ্বাদশ ; গরুড়ের অষ্ট এবং বৃষনামক প্রাসাদের পরিমাণ দশহস্ত। শুভলক্ষণ প্রাসাদসমূহ এই নিয়মেই করিতে হয়।৮৮। যক্ষ, রাক্ষস ও নাগ ইহাদিগের প্রাসাদ মাতৃহস্ত প্রমাণ করাই প্রশস্ত। মেরু প্রভৃতি সপ্তবিধ প্রাসাদ প্রশস্ত পরিমাণে নির্ম্মিত হইলেই সুখকর হয়, শ্রীবৃক্ষাদি অষ্টসংখ্য প্রাসাদ মধ্যবিধ পরিমাণে করিতে পারে এবং হংসাদি পঞ্চ প্রাসাদ কনিষ্ঠপরিমাণে করিলেও মঙ্গলপ্রদ হয়। ৮৯। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, সর্ব্বসাধারণ প্রাসাদ বর্ণন করি, অবধান [illegible]র। ভূমিকে চতুষ্কোণ করত পুনরায় তাহাকে ষোড়শ অংশে বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে চারিটী দ্বার, দ্বাদশ অংশের এক অংশ ভিত্তি এবং জঙ্ঘার উচ্চতা ও আয়তন চারি চারি ভাগ করিবে। মঞ্জরীকে জঙ্ঘার দ্বিগুণ উন্নত করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। মঞ্জরীর চারিভাগের এক ভাগ প্রদক্ষিণা হইবে। প্রদক্ষিণার পরিমাণে উভয়পার্শ্বেই মুহুরি তুল্যভাবে করিবে। সম্মুখভাগে জগতি শিখরের সমান হইবে অথবা ত্রিগুণিত করিয়া সুশোভিত করিতে হইবে। মণ্ডপের সম্মুখের বিস্তৃতিকে দুইটী গর্ভসূত্রদ্বারা সম্পাদন করিবে। দৈর্ঘ্যে পাদাধিক করিয়া মধ্যে স্তম্ভ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। প্রাসাদের মধ্যস্থলের পরিমাণ যত, তদনুসারে মুখমণ্ডপ

প্রতিমায়াঃ প্রমাণেন কর্ত্তব্যা পিণ্ডিকা শুভা। গর্ভস্ত পিণ্ডিকার্দ্ধেন গর্ভমানাত্তু ভিত্তয়ঃ ॥
ভিত্তেরায়ামমানেন উচ্ছ্রায়ন্ত প্রকল্পয়েৎ। ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়াৎ দ্বিগুণং শিখরং কল্পয়েদ্‌গুরুঃ ॥
শিখরস্য তু তুর্য্যেণ ভ্রমণং পরিকল্পয়েৎ। শিখরস্য চতুর্থেন অগ্রতো মুখমণ্ডপম্ ॥
অষ্টমাংশেন গর্ভস্য রথকানান্ত নির্গমঃ। পরিধেস্ত্রিগুণভাগেন রথকংস্তত্র কল্পয়েৎ।
তত্তৃতীয়েন বা কর্য্যাৎ রথকানান্ত নির্গমম্। রামত্রয়ং স্থাপনীয়ং রথকেষ্বিতি সদা।
শিখরার্থং চ সূত্রাণি রত্নানি বিনিপাতয়েৎ। শিখরস্যার্দ্ধভাগস্থং সিংহং তত্র চ [illegible]
শুকনাসাং স্থিরীকৃত্য মধ্যসন্ধৌ নিধাপয়েৎ। অপরে চ তথা পার্শ্বে তত্ত্বা সূত্র[illegible]
তদূর্দ্ধং তু ভবেদংশঃ কণ্ঠঃ শ্যামল[illegible] স্কন্ধভগ্নং তু কর্ত্তব্যং বিকরালং তৈ[illegible]
উদ্ধৃতং বে[illegible] কলসং পরিকল্পয়েৎ ॥

কিঞ্চ। —

গরুত্মন্তং তথা কুর্য্যাদুপরিষ্টাচ্চতুর্গুণম্। কুর্য্যাদিকপ্রতিমায়ামান্ দিক্ষু চাষ্টসু চোপরি।
মহাবারাহমৈন্দ্র্যাং তু নরসিংহস্তু দক্ষিণে। প্রতীচ্যাং শ্রীধরং দেবমুদীচ্যাং হয়শীর্ষকম্।
আগ্নেয্যাং জামদগ্ন্যঞ্চ নৈঋতে রামমেব চ। [illegible] বায়ব্যাং বাসুদেবমথাপরে ॥
কিঞ্চ। —পূর্ব্বভূমৌ তু শয়নং দ্বিতীয়ে চাসনং ভবেৎ। স্থানমেব তৃতীয়ে তু চতু[illegible]
পঞ্চমে যোগনিদ্রা চ ষষ্ঠে যোগাসনং ভবেৎ। স্থানং যোগসমাযুক্তং সপ্তমে প[illegible]
নানাগবাক্ষৈকর্ণস্থৈঃ পত্রবল্ল্যাদিভূষিতম্। নানাপ্রকারপুষ্পাদ্যৈর্যথাশোভং প্র[illegible]
কনিষ্ঠমধ্যজ্যেষ্ঠানাং প্রাসাদানাং যথাক্রমম্। স্বস্বভাগবিবৃদ্ধিভিঃ প্রদেয়া চর[illegible]
দ্বারস্য চাষ্টমে যুক্তে নবমে দশমে তথা। ললাটবেধো নৈবং স্যাদায়ামং শৃণু [illegible]

[illegible]র্গঃ। ৮৮ ॥ কল্প[illegible] ॥ ৮৯ ॥ ভক্তং বিভক্তং। ভ্রমণং প্রদক্ষিণাঃ রথকা[illegible]
চ শিল্পিমুখাদেঃ সম্যক্[illegible]তীতি তদ্বিস্তরেণালং ॥ ৯০ ॥ অন্যচ্চ স্পষ্টমেব ॥ ৯১ ॥

করিতে হয়। একাশীতিপদ বিন্যাস পূর্ব্বক বাস্তুযাগ করিয়া মণ্ডপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। শুকসমন্বিত দ্বারদেশ বিন্যাস পূর্ব্বক তথায় পদস্থস্থ সুরগণের এবং প্রাকার বিন্যাস পূর্ব্বক তথায় অন্তর্গত দ্বাত্রিংশৎসংখ্য দেবতার অর্চ্চনা করিবে। সাধারণতঃ প্রাসাদের এই লক্ষণ কীর্ত্তিত হইল। প্রতিমার পরিমাণভেদে প্রাসাদের অন্যপ্রকার লক্ষণ বর্ণন করি, অবধান কর। গুরুদেব প্রতিমার পরিমাণ অনুসারে পিণ্ডিকা কল্পনা করিবেন। পিণ্ডিকার অর্দ্ধ পরিমাণে গর্ভ, গর্ভের সদৃশ ভিত্তি, ভিত্তির বিস্তৃতি সদৃশ উচ্ছ্রায়, ভিত্তি উচ্ছ্রায়ের দ্বিগুণিত শিখর, শিখরের একপাদ ভ্রমণ, তৎসদৃশ সম্মুখস্থ মুখমণ্ডপ, গর্ভের অষ্টমাংশ রথনির্গম, পরিধির গুণভাগ-পরিমিত রথক এবং তাহার তৃতীয়াংশ দ্বারা রথক-নির্গম প্রস্তুত করিবে। তিনটী রথে রামমূর্ত্তিত্রয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। শিখরার্থ সূত্র ও রত্নপাত করিবে। শিখরের অর্দ্ধাংশ পরিমাণে সিংহ করিতে হয় এবং শুকনাসা নির্ণয় পূর্ব্বক মধ্যস্থ সন্ধিতে ধারণ করিবেন। অন্য পার্শ্বেও এইরূপ সূত্রপাত করা কর্ত্তব্য; উহার ঊর্দ্ধভাগই কণ্ঠ হইবে, উহা শ্যামল ও সারবান্ হওয়া আবশ্যক। কলসগুলিকে ভগ্নস্কন্ধ,

যাবদ্ধস্তৈরভিপ্রেতঃ প্রাসাদঃ কর্ত্তৃণানঘ। তাবদ্ভিরঙ্গুলৈরাপো বসুভাগেন বা ভবেৎ।
একস্তম্ভো ধ্বজো জ্ঞেয়ো দ্বিস্তম্ভা বেদিকা মতা।
দশভূম্যন্তরে নিত্যং চতুঃস্তম্ভঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৯০ ॥

মাৎস্যে :—

অথ মণ্ডপলক্ষণবিশেষঃ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মণ্ডপানাং তু লক্ষণম্। মণ্ডপান্ প্রবরান্ বক্ষ্যে প্রাসাদস্যানুরূপতঃ।
[illegible]পাঃ কার্য্যা জ্যেষ্ঠ মধ্য-কনীয়সঃ। নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ।
[illegible]দ্রশ্চ সুবৃত্তোঽমৃতনন্দনঃ। কৌশল্যো বুদ্ধিসংকীর্ণো রাজভদ্রো জয়াবহঃ।
[illegible]শ্চৈব বাস্তুকীর্ণঃ শ্রুতিন্ধরঃ। যজ্ঞ[illegible]শ্চ সংশ্লিষ্টঃ শত্রুমর্দ্দনঃ।
ভাগপঞ্চো নন্দনশ্চ মানবো মানভদ্রকঃ। সুগ্রী[illegible]শ্চৈব কর্ণিকারঃ পদার্দ্ধকঃ।
সিংহশ্চ শ্যামভদ্রশ্চ সুভদ্রশ্চ তথৈব চ। সপ্তবিংশতিবিখ্যাতা লক্ষণং শৃণুত দ্বিজাঃ।
স্তম্ভা যত্র চতুঃষষ্টিঃ পুষ্পকঃ স উদাহৃতঃ। দ্বাষষ্টিঃ পুষ্পভদ্রস্তু ষষ্টিঃ সুবৃত্ত উচ্যতে ॥
অষ্টপঞ্চাশকঃ স্তম্ভঃ কথ্যতেঽমৃতনন্দনঃ কৌশল্যঃ ষট্ চ[illegible]ঞ্চাশচ্চতুষ্পঞ্চাশতা পুনঃ।
নাম্না তু বুদ্ধিসংকীর্ণো দ্বিহীনো রাজভদ্রকঃ[illegible] পঞ্চাশৎ শ্রীবৃক্ষস্তু দ্বিহীনকঃ ॥
[illegible]নঃ স্যাদ্বাস্তুসংকীর্ণকস্তথা। দ্বাভ্যামেব প্রহীয়েত ততঃ শ্রুতিন্ধরঃ পরঃ।
[illegible]দ্রো দ্বিহীনোঽথ বিশালকঃ। ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব সংশ্লিষ্টো দ্বিহীনঃ শত্রুমর্দ্দনঃ।
[illegible]স্তু ত্রিংশতা নন্দনঃ স্মৃতঃ। অষ্টাবিংশো মানবস্তু মানভদ্রো দ্বিহীনকঃ ॥
[illegible]গ্রীবো দ্বাবিংশঙ্কর্ষণো মতঃ। বিংশতিঃ কর্ণিকারঃ স্যাদষ্টাদশপদার্দ্ধকঃ।
[illegible]হীনশ্চ শ্যামভদ্রো দ্বিহীনকঃ। সুভদ্রস্তু তথা প্রোক্তো দ্বাদশস্তম্ভসংযুতঃ ॥

[illegible]ও বেদিকা[illegible] হইতে উন্নত করিবে। তা[illegible] আছে, উপরিভাগে চতুর্গুণিত গরুড় এবং অষ্টদিকের উর্দ্ধভাগে প্রতিমার আ[illegible] করিতে হয়। মহাবরাহমূর্ত্তিকে পূর্ব্বে, নরসিংহকে দক্ষিণে, শ্রীধরকে পশ্চিমে, হয়শীর্ষকে উত্তরে, জামদগ্ন্যকে বহ্নিকোণে, রামকে নৈঋতে, বামনকে বায়ুকোণে এবং বাসুদেবকে ঈশানকোণে বিন্যাস করিবে। আরও লিখিত আছে, পূর্ব্বভূমিতে শয্যা, দ্বিতীয়ে আসন, তৃতীয়ে স্থান, চতুর্থে যান, পঞ্চমে যোগনিদ্রা, ষষ্ঠে যোগসমন্বিত স্থান কল্পনা করিবে। এই সমস্ত বিবিধ গবাক্ষ-[illegible]শোভিত, পত্রলতাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ও বিবিধ পুষ্প দ্বারা সুশোভিত করিবে। [illegible]রের অষ্টম, নবম ও দশম স্থানে বসু, ভার্গব ও ঋত্বিক্‌বর্গকে স্থান প্রদান করিবে। [illegible]লাটবেধ এরূপ করিবে না, তাহার আয়াম বর্ণন করি, অবধান কর। হে নিষ্কলুষ! যত হস্ত পরিমাণে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে কর্ত্তার অভিলাষ হয়, তাবৎ-পরিমিত অঙ্গুলী দ্বারা কিংবা অষ্টাংশ দ্বারা আপ করিতে হয়। ধ্বজা একস্তম্ভ ও বেদিকা দ্বিস্তম্ভবিশিষ্ট করিবে এবং দশভূমির মধ্যে চতুস্তম্ভ কল্পনা করাই বিধি। ৯০।

অতঃপর মণ্ডপলক্ষণবিশেষ।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, অতঃপর মণ্ডপসমূহের লক্ষণ বর্ণন করি। [illegible]পর প্রাধান্য প্রাসাদের অনুরূপে হয়। মণ্ডপ ত্রিবিধ;—জ্যেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ),

মণ্ডপাঃ কথিতা হেতে যথাবৎ কল্পিতাঃ। ত্রিকোণং বৃত্তমধ্যস্থমষ্টকোণং দ্বিষষ্টকম্ ॥
চতুষ্কোণঞ্চ কর্ত্তব্যং সংস্থানং মণ্ডপস্য তু। রাজ্যঞ্চ বিজয়শ্চৈব আয়ুর্বর্দ্ধনমেব চ ॥
পুত্রলাভঃ শ্রিয়ঃ পুষ্টিস্ত্রাদিষু ভবেৎ ক্রমাৎ। এবং তু শুভদাঃ প্রোক্তা অন্যা তু ভয়াবহাঃ ॥

অথ তত্র দ্বারনির্ণয়ঃ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

গ্রামমধ্যে চ পূর্ব্বে চ প্রত্যক্‌দ্বারং প্রকল্পয়েৎ। বিদিশাসু চ সর্ব্বাসু তথা প্রত্যঙ্মুখং [illegible] ॥
দক্ষিণে চোত্তরে চৈব পশ্চিমে প্রাঙ্মুখং ভবেৎ ॥
কিঞ্চ।—বি[illegible]ং দ্বারং কর্ত্তব্যন্তু সুশোভনম্।
জাত[illegible] তবদৌড়ুম্বরৈর্বৃতম্।
উড়ুম্বরোর্দ্ধতঃ স্বর্ণং দ্বাদশাখ্যং ন্যসেদ্বুধঃ। তূর্য্যমঙ্গলঘোষেণ ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ ॥
দ্বারস্য তু চতুর্থাংশে কার্য্যৌ চণ্ডপ্রচণ্ডকৌ। দণ্ডহস্তৌ চ কর্ত্তব্যৌ বিসকুসুনোপমাবুভৌ।
শাখোর্দ্ধং ন্যস্য রত্নানি ন্যসেদূর্দ্ধমুড়ুম্বরম্। তস্য মধ্যে স্থিতা দেবী সাক্ষাল্লক্ষ্মীঃ সুরেশ্বরী ॥
কর্ত্তব্যা দিগ্‌গজেন্দ্রৈঃ সা তু স্নাপ্যমানা ঘটেন তু। [illegible] কার্য্যৌ পত্রবল্ল্যাদিভূষিতৌ।
একশাখং ত্রিশাখং বা ষট্‌শাখং দ্বারমিষ্যতে। নবশাখঞ্চ কুর্ব্বীত অত ঊর্দ্ধং ন [illegible]
বিষ্ণুবতাররূপপাদৈ্যঃ শাখাং যত্নাদ্বিভূষয়েৎ ॥

মাৎস্যে চ।—

চতুঃষষ্টিঃপদং কৃত্বা মধ্যে দ্বারং প্রকল্পয়েৎ। বিস্তারাদ্দ্বিগুণোচ্ছ্রায়স্ত্রিভাগা [illegible]
বিস্তারার্দ্ধান্তরে গর্ভে ভিত্তয়োঽন্যাঃ সমন্ততঃ। গর্ভপাদেন বিস্তীর্ণং দ্বারং [illegible]
উচ্ছ্রায়াৎ পাদবিস্তীর্ণ[illegible]দুড়ুম্বরঃ। বিস্তারপাদপ্রতিমং বাহুল্যং শাখয়োঃ [illegible]

মধ্যম ও কনিষ্ঠ। হে [illegible]! উহাদিগের নাম কীর্ত্তন করি, অবধান কর। পুষ্পক, পুষ্পভদ্র, সুবৃত্ত, অমৃতনন্দন, কৌশল্য, বুদ্ধিসংকীর্ণ, রাজভদ্র, জয়াবহ, শ্রীবৃক্ষ, বিজয়, বাস্তকীর্ণ, শ্রুতিন্ধর, যজ্ঞভদ্র, বিশাল, সংশ্লিষ্ট, শত্রুমর্দ্দন, ভাগপঞ্চ, নন্দন, মানব, মানভদ্রক, সুগ্রীব, হর্ষণ, কর্ণিকার, পদার্দ্ধক, সিংহ, শ্যামভদ্র, মণ্ডপসমূহ যথাক্রমে এই সপ্তবিংশতি নামে প্রথিত। হে বিপ্রগণ! অধুনা এই সপ্তবিংশ মণ্ডপের লক্ষণ কীর্ত্তন করি, অবধান কর। চতুঃষষ্টি-স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ হইলে তাহাকে পুষ্পক বলা যায়। ঐরূপ দ্বিষষ্টিস্তম্ভ থাকিলে পুষ্পভদ্র, ষষ্টিস্তম্ভ থাকিলে [illegible] অষ্টপঞ্চাশৎ থাকিলে অমৃতনন্দন, ষট্‌পঞ্চাশৎ থাকিলে কৌশল্য, চতুষ্পঞ্চাশৎ থাকিলে বুদ্ধিসংকী[illegible] দ্বিপঞ্চাশৎ থাকিলে রাজভদ্রক, পঞ্চাশৎ থাকিলে জয়াবহ, অষ্টচত্বারিংশৎ থাকিলে শ্রীবৃ[illegible] ষট্‌চত্বারিংশৎ থাকিলে বিজয়, চতুশ্চত্বারিংশৎ থাকিলে সংকীর্ণ, দ্বিচত্বারিংশৎ থাকিলে শ্রুতিন্ধর, চত্বারিংশৎ থাকিলে যজ্ঞভদ্র, অষ্টত্রিংশৎ থাকিলে বিশালক, ষট্‌ত্রিংশৎ থাকিলে সংশ্লিষ্ট, চতুস্ত্রিংশৎ থাকিলে শত্রুমর্দ্দন, দ্বাত্রিংশৎ থাকিলে ভাগপঞ্চ, ত্রিংশৎ থাকিলে নন্দন, অষ্টাবিংশতি থাকিলে মানব, ষড়্‌বিংশতি থাকিলে মানভদ্র, চতুর্বিংশতি থাকিলে সুগ্রীব, দ্বাবিংশতি থাকিলে হর্ষণ, বিংশতিটী থাকিলে কর্ণিকার, অষ্টাদশ থাকিলে পদার্দ্ধক, ষোড়শ থাকিলে

ত্রিপঞ্চসপ্তনবভিঃ শাখাভির্বারমিষ্যতে। কনিষ্ঠং মধ্যমং জ্যেষ্ঠং যথাযোগ্যং প্রকল্পয়েৎ॥
অঙ্গুলীনাং শতং সার্দ্ধং চত্বারিংশত্রিকং ত্রমম্। ধর্ম্মমুক্তমমাপ্নুয়াৎ ধনধান্যদমেব চ॥
শতং চাশীতিসহিতং বাতনির্গমনং ভবেৎ। অধিকং দশভিস্তস্মধ্যং ষোড়শভিঃ শতম্।
বিজ্ঞেয়ং বৈ তৃতীয়স্তু ত্র্যশীতিভিস্তথা। শুভদ্বারাণি চৈতানি ক্রমেণোক্তানি সর্ব্বদা॥
অন্যানি বর্জ্জনীয়ানি মানসোদ্বেগদানি তু। দ্বারবেধং তু যত্নেন সর্ব্ববাস্তুষু বর্জ্জয়েৎ॥
[illegible] ভূহারাৎ স্তম্ভকূপধ্বজাদপি। কুল্যাপত্রেণ বা বিদ্ধং ন দ্বারং শুভদং ভবেৎ।
[illegible]শ্চৈব প্রবাসঃ ক্ষুদ্ভয়ং তথা। সৌভাগ্যং বন্ধনং রোগো দারিদ্র্যং কলহং তথা।
বিরোধশ্চার্থনাশশ্চ সর্ব্ব[illegible]ক্রমাৎ॥

অথ প্রাকার[illegible]

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।—

প্রাসাদস্য চতুর্ভাগৈঃ প্রাকারস্যোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ। পঞ্চহস্তস্য দেবস্য একহস্তা তু পীঠিকা॥
তস্মাত্তু দ্বিগুণঃ প্রোক্তস্তথা গরুড়মণ্ডপঃ। একহস্তাদি কুর্ব্বীত ত্রিংশদ্ধস্তান্তমেব চ॥

অথ বৃক্ষাদিনির্ণয়ঃ।

মাৎস্যে।—

[illegible]নো বৃক্ষাঃ ক্ষীরবৃক্ষাস্তু দক্ষিণে। পশ্চিমেন জলং শ্রেষ্ঠং পদ্মোৎপলবিভূষিতম্।
[illegible]দৈঃ শুভা স্যাৎ পুষ্পবাটিকা। সরস্তত্র জলং শ্রেষ্ঠং স্থিরমস্থিরমেব চ॥
[illegible]র্ব্বাং পরিখাবলয়াদিকম্। যাম্যে তপোবনস্থানমুত্তরে মাতৃকাগৃহম্॥
[illegible]গ্নেয়ে নৈর্ঋতে তু বিনায়কঃ। বরুণে শ্রীনিব[illegible]চ বায়ব্যে গৃহমালিকা॥

[illegible] থাকিলে শ্যামভদ্র এবং দ্বাদশটী স্তম্ভ থাকিলে সেই মণ্ডপকে সুভদ্র বলা [illegible] মণ্ডপসমূহের লক্ষণ যথাবিধি বর্ণন করিলাম। মণ্ডপটী [illegible], বৃত্তমধ্য, অষ্টকোণ, ষোড়শকোণ বা চতুষ্কোণ করিবে। ত্রিকোণ মণ্ডপ করিলে [illegible] হইলে বিজয়, অষ্টকোণ করিলে দীর্ঘায়ু, ষোড়শকোণ করিলে পুত্র এবং চতুষ্কোণ করিলে শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ মণ্ডপসমূহই শুভপ্রদ বলিয়া কথিত। ইহার অন্যথা হইলে তাহা ভয়াবহ জানিবে।

অনন্তর মণ্ডপের দ্বারনির্ণয়।—হয়শীর্ষে লিখিত আছে, গ্রামমধ্যে পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বদ্বার, চারি[illegible]শ্চিমমুখ দ্বার এবং দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমদিকে পূর্ব্বাস্য দ্বার করিতে হয়। আরও [illegible]থিত আছে, দ্বারগুলি বিস্তৃতি অপেক্ষা দ্বিগুণ ও মনোহর করিতে হয়। উহা সুবর্ণ ও রৌপ্য [illegible]ন্বিত এবং উডুম্বর দ্বারা সমাবৃত হইবে। সুধীব্যক্তি উডুম্বরের ঊর্দ্ধভাগে দ্বাদশাখ্য সুবর্ণ স্থাপন করিবেন। তূর্য্যধ্বনি ও মঙ্গলশব্দ সহকারে বিপ্রগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া দ্বারের চতুর্থাংশে বিম্বক্সেনসদৃশ চণ্ড ও প্রচণ্ড নামক দুইটী দণ্ডপাণি মূর্ত্তি বিন্যাস করিবে। শাখার ঊর্দ্ধে রত্ন স্থাপন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধভাগে উডুম্বর বিন্যাস করিতে হয়। তন্মধ্যে মূর্ত্তিমতী সুরেশ্বরী লক্ষ্মী বিরাজ করিবেন। সেই দেবীকে এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, দিক্‌হস্তীরা কুম্ভ দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইতেছে। এতদ্ভিন্ন তথায় পত্র ও লতা সমলঙ্কৃত দুইটী উডুম্বর

উত্তরে যজ্ঞশালা তু নির্ম্মাল্যস্থানমেব চ। বারুণে সোমদৈবত্যে বলিনির্ম্মাপণং স্মৃতম্।
পুরতো গরুড়স্থানং তথান্যেষাং যথোচিতম্। এবমায়তনং কুর্য্যাৎ ভক্তগুণসংযুতম্।
ঘণ্টা-বিতানক সতোরণ-চিত্রযুক্তং, নিত্যোৎসব প্রমুদিতেন জনেন সার্দ্ধম্।
যঃ কারয়েৎ সুরগৃহং বিবিধধ্বজাঢ্যাম্, শ্রীস্তং ন মুঞ্চতি সদা দিবি পূজ্যতে চ॥

অথ জীর্ণোদ্ধারঃ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে।—
যস্য রাজ্ঞস্তু বিষয়ে দেববেশ্ম বিশীর্য্যতে। তস্য সীদতি তদ্রাজ্যং দেববেশ্ম যথা
কৃত্বা-শীর্ণস্য সংস্কারং তথা দেবে[illegible] দ্বিগুণং ফলমাপ্নোতি নাত্র কা[illegible]
বিষ্ণুরহস্যে।—
পতিতস্য চ যঃ কর্ত্তা পতমানস্য রক্ষিতা। বিষ্ণোরায়তনস্যেহ স নরো বিষ্ণুলোকভাক্॥
অগ্নিপুরাণে।
পতিতং পতমানং তু তথার্দ্ধস্ফুটিতং নরঃ। সমুদ্ধৃত্য হরের্দ্ধাম দ্বিগুণং ফলমাপ্নুয়াৎ॥
দেবীপুরাণে।—
মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াজ্জীর্ণকারকঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জীর্ণস্যোদ্ধারম[illegible]
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।—
বাপীকূপতড়াগানাং সুরধাম্নাং তথানঘ। প্রতিমানাং সভানাঞ্চ সংস্কর্ত্তা যো [illegible]
পুণ্যং শতগুণং তস্য ভবেন্মূলা[illegible]শয়ঃ। প্রতিষ্ঠায়া বিধিঃ কার্য্যস্তথা মন্দির[illegible]
প্রায়ঃ শ্রীহয়শীর্ষোক্তেরনুসারেণ বৈষ্ণবৈঃ। দেবালয়প্রতিষ্ঠা চ খ্যাতা তল্লিখ[illegible]
[illegible]স্থাপনেনৈব সংপূর্ণা সা বিশেষতঃ।

শাখা প্রস্তুত করিতে[illegible]রটী একশাখ, ত্রিশাখ, সপ্তশাখ বা নবশাখাবিশিষ্ট হইবে; তাহা অপেক্ষা অধিকশাখাসমন্বিত করিতে নাই। বিষ্ণুর অবতার (মূর্ত্তি) ও রূপাদি দ্বারা সযত্নে শাখাকে সমলঙ্কৃত করিবে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, চতুঃষষ্টিপদ করিয়া মধ্যে দ্বার প্রস্তুত করিতে হইবে; বিস্তৃতির দ্বিগুণ পরিমাণে উচ্ছ্রায় এবং তাহার তিনভাগ কটি করা কর্ত্তব্য। বিস্তৃতির অর্দ্ধাংশ গর্ভ এবং চারি দিকে অপরাপর ভিত্তি করিতে হইবে। দ্বারটী গর্ভপাদের সদৃশ বিস্তৃত ও দ্বিগুণায়ামবিশিষ্ট হইবে। উচ্ছ্রায়ের একচতুর্থাংশ[illegible] ও তদ্বৎ উড়ুম্বর হইবে এবং শাখাদ্বয়ও পাদদেশাৎ বিস্তীর্ণ করিবে। দ্বার ত্রিশাখ, পঞ্চশা[illegible] সপ্তশাখ অথবা নবশাখও করিতে পারে। অবস্থাভেদে দ্বারটীকে শ্রেষ্ঠ, মধ্যম বা কনিষ্ঠ করিবে[illegible] একশত চত্বারিংশদঙ্গুলী হইলে শ্রেষ্ঠ হয়, উহা ধন্য, উৎকৃষ্ট, আয়ুঃপ্রদ ও ধনধান্যদ। বাতা-য়নগবাক্ষ একশত অশীতিসংখ্যক করা উচিত, তাহা হইলে উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। একশত দশ বা এক শত ষোড়শসংখ্য বাতায়নগবাক্ষ হইলে মধ্যম এবং অশীতিসংখ্যক হইলে তৃতীয় (কনিষ্ঠ) জানিবে। এই প্রকার দ্বারসমূহই শুভকর বলিয়া সর্ব্বত্র অভিহিত হয়। অন্যবিধ দ্বার পরিত্যাজ্য; কারণ তৎসমস্ত মানসিক উদ্বেগজনক। যাবতীয় [illegible]তেই যত্ন

যথোক্তং তত্রৈব।—

দেবগৃহং দেবতায়াঃ প্রতিষ্ঠাবিধিনা সদা। সংস্কার্য্যং মনুগণান্ত সমুদায়োক্তকর্ম্মণা॥
অথ শ্রীতুলসীং ধন্যাং বিবাহ্য প্রভুণা সমম্। সংপ্রতিষ্ঠাপয়েদ্ভক্ত্যা বৈষ্ণবঃ কৃষ্ণতুষ্টিকৃৎ॥

অথ তুলসীবিবাহঃ প্রতিষ্ঠাবিধিশ্চ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

বি[illegible]বক্ষ্যামি তুলস্যাস্তু যথাবিধি। যথোক্তং পঞ্চরাত্রে বৈ ব্রহ্মণা ভাষিতং পুরা॥
[illegible]রোপ্য তুলসীং স্বগৃহেঽপি বা। বর্ষত্রয়েণ পূর্ণেন ততো যজনমারভেৎ॥
[illegible]র্ত্তব্যং গুরুশুক্রোদয়ে তথা। অ[illegible] মাসি ভীষ্মপঞ্চদিনেষু চ॥
বৈবাহিকেষু ঋক্ষেষু পূর্ণিমায়াং বিশেষতঃ। মণ্ড[illegible]ত্র কুণ্ডবেদীং যথা পুনঃ॥
শান্তিকঞ্চ প্রকর্ত্তব্যং মাতৃণাং স্থাপনং তথা। মাতৃশ্রাদ্ধাদিকং সর্ব্বং বিবাহবৎ সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মণাংশ্চ শুচিস্নাতান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্। ব্রহ্মা বা দেশিকশ্চৈব চত্বারশ্চ তথর্ত্বিজঃ॥
বৈষ্ণবেন বিধানেন বর্দ্ধনীকলসং যজেৎ। মণ্ডপং কারয়েত্তত্র লক্ষ্মীনারায়ণং শুভম্।
গৃহযজ্ঞং পুরঃ কৃত্বা মাতৃণাং যজনং তথা[illegible] নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং সৌবর্ণং স্থাপয়েদ্ধরিম্।
[illegible] তুলসীং লগ্নে স্বস্তমিতে রবৌ। বাসঃশতেন মন্ত্রেণ বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টয়েৎ।
[illegible] কঙ্কণং পাণিপল্লবে। কোঽদাদিতি চ মন্ত্রেণ করগ্রাহো বিধীয়তে॥
[illegible]গত্য আচার্য্যঃ সহ ঋত্বিজৈঃ। আচার্য্যো বেদিকাকুণ্ডে জুহুয়াচ্চ নবাহুতীঃ।
[illegible]র্ব্বং বৈষ্ণবং দেশিকোত্তমৈঃ। কর্ত্তব্যশ্চ [illegible] হোমো বিশেষাদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
[illegible]ত কেশবায় নমঃ স্বাহা। নারায়ণায় স্বাহা। মাধবায় গোবিন্দায় বিষ্ণবে

[illegible] বারবেধ বর্জ্জন করিবে। বৃক্ষকোণ, ভূদ্বার, স্তম্ভ, [illegible] কূল্যা ও গর্ত্ত, এই সমস্ত দ্বারা দ্বার বিদ্ধ হইলে তাহা অশুভকর হয় এবং ঐ [illegible] নিবন্ধনক্ষয়, দুর্গতি, প্রবাস, ক্ষুধা, ভয়, দৌর্ভাগ্য, বন্ধন, রোগ, দারিদ্র্য, কলহ, বিরোধ ও অর্থনাশ প্রভৃতি ঘটে।

অনন্তর প্রাকার-নির্ণয়।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, প্রাকারের উচ্চতায় প্রাসাদের চতুর্থাংশ হইবে। দেবমূর্ত্তি পঞ্চহস্ত হইলে তাহার পীঠিকা একহস্ত করিতে হয়, গরুড়মণ্ডপ তাহা হইতে দ্বিগুণ করিবে এবং মণ্ডপ সকল এক হস্ত হইতে ত্রিংশৎ হস্তের অতিরিক্ত [illegible]।

অনন্তর বৃক্ষরোপণ-নির্ণয়।—মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, পূর্ব্বদিকে ফলবান্ [illegible]সমূহ, দক্ষিণে ক্ষীরিবৃক্ষ, পশ্চিমে কমল ও উৎপলাদি সমাকীর্ণ অত্যুত্তম জল (সরোবর) এবং উত্তরে নল-তালাদি তরুরাজিবিরাজিত কুসুমোদ্যান নির্ম্মাণ করিলে মঙ্গললাভ হয়। চতুর্দ্দিকেই স্থির বা অস্থির জল থাকিতে পারে, তাহা প্রশস্ত বলিয়া গণনীয়। সর্ব্বদিকে পরিখাবলয়াদি, দক্ষিণে তপোবন, উত্তর দিকে মাতৃকাগৃহ, বহ্নিকোণে মহানস (রন্ধনশালা), নৈর্ঋতে বিনায়ক, পশ্চিমদিকে শ্রীনিবাস, [illegible]কোণে [illegible]হমালিকা ও উত্তর দিকে যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণের স্থান ও নির্ম্মাল্যস্থান

মধুসূদনায় ত্রিবিক্রমায় বামনায় শ্রীধরায় হৃষীকেশায় পদ্মনাভায় দামোদরায় উপেন্দ্রায় প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় অচ্যুতায় অনন্তায় গদিনে চক্রিণে বিষ্বক্সেনায় বৈকুণ্ঠায় জনার্দ্দনায় মুকুন্দায় অধোক্ষজায় স্বাহা। ইতি হোমঃ।

যজমানঃ সপত্নীকো অন্যে যে গোত্রবান্ধবাঃ। প্রদক্ষিণাশ্চ কর্ত্তব্যাশ্চত্বারো বিষ্ণুনা সহ ॥
তুলস্যাঃ পাণিগ্রহণে বেদিকায়াং বিভাবসৌ। শংং কুম্ভং জপেৎ সূক্তং পাবমানীং বিশেষতঃ ॥
তথৈব শান্তিকাধ্যায়ং নবসূক্তং তথৈব চ। জীবসূক্তং পুনর্জ্জপ্য তথা বৈষ্ণব[illegible]
শঙ্খঝল্লরিনির্ঘোষৈর্ভেরীতূর্য্যস্তু নি[illegible] গায়ন্তে মঙ্গলা নার্য্যো মাঙ্গল্যং বি[illegible]
দদ্যাং পূর্ণাহুতিং পশ্চাদভিষেক[illegible] ব্রাহ্মণে বৃষভং দদ্যাদচার্য্যাং পরিধা[illegible]
গাং পটঞ্চ তথা শয্যামাচার্য্যায় প্র[illegible] ঋত্বিগ্‌ভ্যো দাপয়েদ্বস্ত্রাণ্যেষাং দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥
এবং প্রতিষ্ঠিতাং দেবীং বিষ্ণুনা চ সমর্চ্চয়েৎ। আজন্মোপার্জ্জিতং পাপং দর্শনেন প্রণশ্যতি।
রোপয়েত্তুলসীং যস্তু সেবয়েচ্চ প্রযত্নতঃ। প্রতিষ্ঠাপ্য যথোক্তেন বিষ্ণুনা সহ মানবঃ।
স মোক্ষং লভতে জন্তুর্বিষ্ণুলোকং তথাক্ষয়ম্। প্রাপ্নোতি বিপুলান্ ভোগান্ বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥
প্রতিষ্ঠা শ্রীতুলস্যা[illegible] বিষ্ণুযামলে ॥

অথোপসংহারঃ।

যো যো বিশেষোঽপেক্ষ্যঃ স্যাদলেখ্যোঽপি লিখিতেষ্বিহ।
তত্তচ্ছা[illegible] স জ্ঞেয়ো নিতরাঞ্চ গুরোর্মুখাৎ ॥
সন্ত্যন্যেঽপি সদাচারা বহবঃ শাস্ত্রদর্শিতাঃ। ন লিখ্যন্তেঽত্র তে সর্ব্বে গ্রাহ্যা[illegible]
কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো[illegible]ণাং ধনিনাং সতাম্। লিখিতানি ন তু ত[illegible]
অবশ্যং তানি সর্ব্বাণি[illegible]ত্বসিদ্ধয়ে। প্রাগপেক্ষ্যাণি ভক্তির্হি [illegible]কসাধনা।
[illegible] পূর্ব্বলিখিতাৎ কৃত্যানেকাপ্তি লক্ষণাৎ।
ব্যক্তিং যাতান্যথাপ্যন্তে লিখ্যন্তেঽল্পানি কানিচিৎ ॥

হইবে। পশ্চিমদিকে বলিদানস্থান ও পুরোভাগে গরুড়ের এবং অপরাপরের যথাযোগ্য স্থান করিবে। এই প্রকারেই মঙ্গলপ্রদ মণ্ডপ-সমন্বিত আয়তন করিতে হয়। যিনি নিত্যোৎসবানন্দে আনন্দিত ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ঘণ্টা, বিতান, চিত্রবিচিত্র তোরণ ও [illegible] ধ্বজাসমন্বিত দেবালয় প্রস্তুত করেন, কমলা কদাচ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না; তি[illegible] (অন্তিমে) সুরপুরে গিয়াও সতত পূজিত হন।

অনন্তর জীর্ণোদ্ধার।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে, যে নৃপতির রাজ্যে দেবালয় অবশীর্ণ হয়, তাঁহার রাজ্যও সেইরূপ অবশীর্ণ হইয়া থাকে। দেবমন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিলে দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি পতিত দেবালয় পুনর্নির্ম্মাণ করেন এবং পতনোন্মুখ মন্দিরের [illegible] করেন, তাঁহার হরিধাম লাভ হইয়া থাকে। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, [illegible] পতিত বা

অথৈকাদিকৃত্যানি।

প্রাক্ প্রেমভক্তিসম্পত্তেশ্চিহ্নানি লিখিতানি চি তাত্ত্বৈবৈকান্তিনাং প্রায়ো জ্ঞাপকানি বিদুর্বুধাঃ॥
সর্ব্বত্যাগেহপ্যহেয়া যাঃ সর্ব্বানর্থভূবশ্চ তে। কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে পরম্॥
অত এবোক্তমেকাদশে ভগবতা।—
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকম্। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥ ইতি
এক[illegible]গতানাং তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ। ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত কিং বিধৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ॥
ন[illegible]নাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। সাধূনাং [illegible]চিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥
ত[illegible]।—
যথা কথমপি শ্রীমান্ শ্রীকান্তঃ সমুপাশ্রিতঃ। কু[illegible]নাং প্রলয়ং কিং পুনর্ব্রতৈঃ॥
বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে মাসোপবাসকথনান্তে।—
ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ। পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসোহজিতাত্মনঃ॥
কিং তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ স্নানহোমজপব্রতৈঃ। যেনেন্দ্রিয়গণো ঘোরো নির্জ্জিতোহহর্নিশং সদা॥
যতেন্দ্রিয়ঃ সদা শান্তঃ সর্ব্বভূতহিতে [illegible] বাসুদেবপরো নিত্যং ন ক্লেশং কর্ত্তুমর্হতি॥
[illegible]া বিষ্ণুং বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা। তে প্রযান্তি ভয়ং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়ম্॥
[illegible]ত্র চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে। কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবম্॥
আনন্দিতোহথ বা চার্ত্তঃ ক্রুদ্ধঃ শান্তোহথবা হরিম্।
যোহনুকীর্ত্তয়তে ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্বৈ[illegible]পুরীম্॥

[illegible]অর্দ্ধস্ফুটিত, তাহার উদ্ধার করিলে দ্বিগুণ ফললাভ করিতে পারে।
[illegible] লিখিত আছে, প্রথমনির্ম্মাণকর্ত্তা অপেক্ষা জীর্ণ[illegible]তগুণ পুণ্য লাভ হয়,
সুতরাং সর্ব্বথা যত্নবান্ হইয়া জীর্ণোদ্ধার করিবে। হয়[illegible] লিখিত আছে, হে
নিষ্কলুষ! ভূমণ্ডলে যিনি বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবমন্দির, প্রতিমা ও সভার সংস্কার করেন,
প্রথম-স্থাপনকর্ত্তা অপেক্ষা তাঁহার শতগুণ পুণ্য লাভ হয় সন্দেহ নাই। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-
লিখিতানুসারে মন্দির-নির্ম্মাণ বিধির অনুষ্ঠান করাই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। দেবালয়প্রতিষ্ঠা
সাধারণতঃ প্রথিত, তাহা লিখিবার আর আবশ্যক নাই; শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন প্রকরণেই তাহা
[illegible] বিবৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, মানবগণ দেবতা প্রতিষ্ঠাবিধান-
[illegible]বর্ত্ত নিখিল কর্ম্ম দ্বারা দেবগৃহের সংস্কার করিবে। তদনন্তর বৈষ্ণব শ্রীহরির সহিত প্রশস্তো
[illegible]লসী দেবীর বিবাহ দিয়া শক্ত্যনুসারে কৃষ্ণপ্রীতিকরী তুলসীর প্রতিষ্ঠা করিবেন।

অনন্তর তুলসীর বিবাহ ও প্রতিষ্ঠাবিধি।—পুরাকালে ব্রহ্মা তুলসী-বিবাহ-বিষয় যেরূপ
কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, পঞ্চরাত্রলিখিতানুসারে বিধানে তাহা আমি বর্ণন করিতেছি। প্রথমতঃ
বনে [illegible] তুলসী রোপণ পূর্ব্বক তিনবর্ষ পরে তাহার অর্চ্চনা আরম্ভ করিবে। উত্তরায়ণে,
গুরু-[illegible] কিংবা কার্ত্তিকমাসে, ভীষ্মপঞ্চকদিবসে বিবাহোচিত নক্ষত্রে, বিশেষতঃ
পূর্ণিমা [illegible] প্রস্তুত করত তাহাতে কুণ্ড ও বেদী রচনা করিয়া শান্তি বিধান

গর্ভ-জন্ম-জরা-রোগ-দুঃখ-সংসার বন্ধনৈঃ। ন বাধ্যতে নরো নিত্যং বাসুদেবমনুস্মরন্।
এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ। কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে।
ভাবেন কেনচিৎ শ্রেষ্ঠশ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে। স্যাদিচ্ছৈষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে। ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ॥

করিতে হয়। তৎপরে বিবাহবৎ মাতৃগণের স্থাপন ও মাতৃ শ্রাদ্ধাদি স[illegible]বে। তদনন্তর বেদবেদাঙ্গদর্শী, শান্ত[illegible]বিত্র দ্বিজাতি দেখিয়া তন্মধ্যে এ[illegible] বা আচার্য্য এবং আর চারিজনকে[illegible]রণ করিতে হইবে। বৈষ্ণববি[illegible]র্দ্ধনী কলসীর অর্চ্চনা পূর্ব্বক তথায় [illegible]রিয়া মনোহর লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তৎপরে গৃহযজ্ঞ, মাতৃগণের অর্চ্চনা ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া স্বর্ণময়ী হরিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। রজতময়ী তুলসী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সন্ধ্যালগ্নে "বাসঃশতং" মন্ত্রে বস্ত্রদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করিবে। তদনন্তর "যদাবধ্নন্" মন্ত্রে কর পল্লবে কঙ্কণ বন্ধন পূর্ব্বক "কোহদাৎ" মন্ত্রে পাণিগ্রহণ সম্পাদন করাইতে হয়। পরে আচার্য্য ঋত্বিগ্বর্গের সহিত মিলিত হইয়া বেদিকাকুণ্ডে নবটী আহুতি প্রদান করিবেন। গুরুপ্রবর বিবাহক্রিয়াবৎ সমস্ত বৈষ্ণব কর্ম্ম সমাপন[illegible] "ওঁ নমো ভগবতে কেশবায় নমঃ স্বাহা" ইত্যাদি (মূলের লিখিত) ম[illegible] তদনন্তর যজমান, তদীয় সহধর্ম্মিণী ও অন্যান্য গোত্রবান্ধবগণ বিষ্ণু সমভি[illegible] তুলসীকে প্রদক্ষিণ করিবেন। [illegible]রে তুলসীবিবাহবিষয়ক বিভাবসুকৈ[illegible] পাবমানীসূক্ত, শান্তিকাধ্যায়, নবসূক্ত, জীবসূক্ত ও বৈষ্ণবসংহিতা জপ ক[illegible] রমণীগণ শঙ্খ, ঝল্ল[illegible]র্য্য প্রভৃতির শব্দ সহকারে মঙ্গলগান করিতে [illegible] মঙ্গলাচরণ করিবে[illegible] পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক অভিষেকবিধি সমাপনান্তে ব্রহ্মাকে বৃষ, আচার্য্যকে গো ও শয্যা এবং ঋত্বিগ্‌গণকে বস্ত্র দিয়া সকলকেই দক্ষিণা প্রদান করিবে। এই প্রকারে তুলসী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিষ্ণু সহ তাঁহার পূজা করিতে হয়। তুলসীর বিবাহ দর্শন করিলে আজন্মসঞ্চিত পাতক দূরীভূত হইয়া থাকে। যত্নবান্ হইয়া তুলসী রোপণ ও সেচন এবং বিধানে বিষ্ণুসহ তৎপ্রতিষ্ঠা করিলে মোক্ষ, অক্ষয় হরিধাম ও বিপুল ভোগ লাভ করত হরি সহ আনন্দ ভোগ করিতে পারে। বিষ্ণুযামল [illegible] প্রতিষ্ঠা লিখিত আছে।

উপসংহার।—এই গ্রন্থে লিখিত বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য যে কোন বিষয়ের বিশেষ জানি[illegible] আবশ্যক হইবে, তাহা যথাযথ শাস্ত্র বা গুরুমুখ হইতে অবগত হওয়াই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিহিত অপরাপর অনেক সদাচার আছে, অধুনা অনুষ্ঠাতার অভাব নিবন্ধন এখানে তাহা লিপিবদ্ধ হইল না। প্রায়শঃ সজ্জন সেবাম্ গৃহিগণের কর্ত্তব্য কৃত্যাই প্রদর্শিত হইল। সর্ব্বত্যাগী উদাসীন মহাত্মগণ সম্বন্ধে কিছুই লিখিত হয় নাই। তাদৃশী সিদ্ধি লাভার্থ [illegible] পূর্ব্বোক্ত তত্তৎকার্য্য করা অবশ্য উচিত; কেননা, সদাচারই ভক্তির [illegible] সাধন।

সদা সদাচারপরাস্তু যে নরা, ভবন্তি দামোদরভক্ত্যপেক্ষয়া।
তদীয়পাদাম্বুজধূলিধূসরং, কদা ভবেদস্য শিরোঽধমস্য মে॥

পূর্ব্বে যে একান্তীর লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদের কৃত্য স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তথাপি গ্রন্থশেষে তাহারই কতিপয় অঙ্গমাত্র বিবৃত হইতেছে।

[illegible]কান্তিকৃত্য।—পূর্ব্বে প্রেমসম্পত্তির চিহ্ন বিবৃত হইয়াছে; সুধীগণ তাহাকেই এ[illegible] বিজ্ঞাপক (লক্ষণ) বলিয়া অব[illegible]বেন। সর্ব্বত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যা[illegible]রেন না, যাহা নিখিল অনর্থের [illegible] দেবপ্রতিষ্ঠাদি কার্য্য বিষয়ে তাঁহাদের যত্নবান্ হওয়া উচিত। কিন্তু বিষ্ঠা স্প[illegible] করা অপেক্ষা উহা স্পর্শ না করিতে যত্ন করাই ভাল। ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ভগবানের উক্তি আছে যে, যিনি বাহ্য বিষয়ে বিরাগী ও মোক্ষাভিলাষী (জ্ঞাননিষ্ঠ) হন অথবা মোক্ষে উপেক্ষা করত মদ্ভক্ত হন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি সহ আশ্রমধর্ম্মসমূহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শাস্ত্র-শাসন লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] একান্তিক ভক্ত হইলে স্বতই ভক্তি প্রবর্ত্তিত [illegible] বিষ্ণু[illegible] সুতরাং ভক্তিবিঘ্নকর ব্রতাদির অনুষ্ঠানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন? আমার [illegible] অতীত, সমচিত্ত ও সাধু; বিধিনিষেধাখ্য পুণ্যপাপাদি তাঁহা[illegible] [illegible]তে পারে না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে, যে কোনরূপে শ্রীপতি হরির [illegible]তে পারিলে মানব শ্রীমান্ হইয়া সমস্ত পা[illegible] করিতে পারে; সুতরাং [illegible]ানে তাহার কি আবশ্যক? বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে মাসোপবাসব্রত [illegible] লিখিত আছে, জিতেন্দ্রিয়গণের বিমল মতিই [illegible]রী, অজিতাত্মগণের উপবাসেও কিছু হয় না। জিতেন্দ্রিয়ের তীর্থ, স্নান, হোম, জপ[illegible] কি আবশ্যক? যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরাভূত করিয়াছেন, যিনি নিরন্তর শান্ত, সর্ব্বভূতহিতৈষী ও হরিপরায়ণ, তাঁহাকে কদাচ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি পবিত্রমনে নিরন্তর হরিকে স্মরণ করেন, তিনি নির্ভীক হইয়া অনাময় হরিধামে প্রস্থান করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি প্রাতঃকালে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নসময়ে ও সন্ধ্যাকালে হরিসংকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সংসার [illegible]ত্রাণ প্রাপ্ত হন। প্রমুদিত, পীড়িত, রুষ্ট বা শান্ত যে কোনপ্রকার অবস্থাপন্ন হই[illegible]ক না কেন, [illegible]ক্তিসহকারে হরিসংকীর্ত্তন করিলে বৈষ্ণবী নগরীতে গমন করিতে [illegible]রা যায়। যিনি প্রত্যহ হরিকে স্মরণ করেন, গর্ভ, জন্ম, জরা, রোগ প্রভৃতি ক্লেশ-সঙ্কুল ভবযন্ত্রণা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। যে সমস্ত একান্তী ভক্ত এই প্রকারে পরম আদর সহকারে প্রভু হরিকে স্মরণ ও কীর্ত্তন করেন, অন্য কোন কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহাদের বাসনা[illegible]। তাঁহারা যে কোন ভাবে পরমপ্রিয় শ্রীমূর্ত্তির চরণ-কমল সেবন অভিলাষ [illegible]য় অভীষ্ট মন্ত্রের ও প্রেমরসের প্রভাবেই সেই অভিলাষ জন্মে। তাঁহারা স্ব[illegible] ক্রিয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন। একান্তী ভক্তগণের মাহাত্ম্য এই বর্ণিত হইল।

শ্রীনন্দসুন্দরমুকুন্দপদারবিন্দ-প্রেমামৃতাব্ধিরসতুন্দিলমানসা যে।
নানার্থবৃন্দমনুসংদধতে ন চ স্বং, তেষাং পদাজমকরন্দমধুব্রতঃ স্যাম্॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে প্রাসাদিকো নাম বিংশতিতমো বিলাসঃ॥

দামোদর-ভক্তিলাভের আশায় যাঁহারা নিরন্তর সদাগরনিষ্ঠ থাকেন, তাঁহাদিগের চরণ-কমলের রেণুতে কবে এই অধম আমার শিরোদেশ অলঙ্কৃত হইবে? যাঁহাদিগের চিত্ত শ্রীনন্দনন্দন মুকুন্দের চরণাব্জরূপ প্রেমামৃত-সাগরে [illegible] পরিপূর্ণ, যাঁহারা কোন [illegible]-সন্ধিৎসু নহেন, আমি যেন তাঁহা[illegible]মলমধুপায়ী ভ্রমর হইতে পারি[illegible]

সম্পূর্ণঃ